

স্কন্দ পুরাণম্।

বিষুত্তম শুক্ল।

(বৈষ্ণব-পুরুষোত্তমক্ষেত্র-বদরিকাশ্রম-কার্ত্তিকমাস-মাগশীর্ষমাস
ভাগবত-বৈশাখমাসাযোধ্যামাহাত্ম্যোপকল্পঃ ।)

শ্রীমন্নরসিংহ-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-বিরচিতম্।

বঙ্গানুবাদসম্মেতম্।



কলিকাতা,

৫৮২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী-ইলেকট্রো-বেলিন-প্রেসে"

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সংখ্যা ১৩১৮ নম্বর।

মূল্য ১৫ পনের টাকা।

কন্দপুরাণের সূচী পত্র ।

বিকু-খণ্ড ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বেঙ্কটচলমাহাত্ম্য ।	
১ম অঃ ।—পুণ্য নৈমিষারণ্যে শোনাগাদি ঋষিগণের দ্বাদশবার্ষিকসত্রে সূতের আগমন, সূতসমীপে ঋষিগণের গিরীন্দ্রবিষয়ক প্রশ্ন, তৎকর্ত্তে নারদের সূমেক্ষশিখরস্থ যজ্ঞব্রাহ্মদর্শন ও যজ্ঞব্রাহ্মজ্ঞতিবর্ণন, ধরণীর বরাহসমীপে আগমন ও তৎকর্ত্তক বরাহদেবের পূজা, ধরণীর নিকটে বরাহ কর্ত্তক আমিপুষ্করিণীর সন্মতীর্থ-ক্ষেত্র নিরূপণ, কুমারধারা বৃষতীর্থ পাণ্ডবতীর্থ ও পাপনাশন তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ধরণীকৃত বরাহজ্ঞতি, ধরণীর সহিত বরাহের বৃষভাচলে আগমন ও আমিপুষ্করিণীর পশ্চিমতটে অবস্থান, অধ্যায়কলক্ষতি ঋষিগণের ধরণীবরাহ-বিষয়ক পুনঃ প্রশ্ন ।	৭০১
২য় অঃ । বরাহারাধন বিধান,—যজ্ঞ ও ধ্যান, বরাহারাধনে কলক্ষতি ।	৭০৭
৩য় অঃ ।—অগস্ত্য কর্ত্তক ভগবান বরাহের আরাধনা, বরাহের জীতি ও বরদান, অগস্ত্য-প্রার্থনায় ভগবানের সর্বদৃগ্গোচরত্ব, অযোধ্যাপতি মিত্রবর্ষনন্দন আকাশরাজের জন্ম, ধরণীতল হইতে পদ্মাবতীর উৎপত্তি, আকাশ-রাজের প্রতি আকাশবাণী, আকাশরাজের বশুদান নামক সূতোৎপত্তি ।	৭০৯
৪র্থ অঃ ।—পদ্মাবতীর পদ্মিনী নামোৎপত্তির কারণ, পদ্মিনীসমীপে নারদের আগমন, নারদ কর্ত্তক পদ্মিনীস্থ দেহলক্ষণবর্ণন, সখীবাক্যে পদ্মিনীর পুষ্পচয়নার্থ উদ্যানে বিচরণ, জীনিবাসের সূৰ্গা, বস্ত্রহস্তীর আক্রমণভয়ে পলায়মানা পদ্মিনীর অখারুট পুরুষ দর্শন, পুরুষ কর্ত্তক পদ্মিনীর পার্শ্বে জিজ্ঞাসা, পদ্মিনীর ইচ্ছিতে সখী কর্ত্তক পার্শ্বে প্রদান, সখীর জিজ্ঞাসায় অখারোহী জীনিবাসের আত্মপরিচয় জ্ঞাপন,	

বিষয়	পৃষ্ঠা
পদ্মিনীপ্রাপ্তিকাম অখারোহীর প্রতি সখীগণের তর্জ্জন, জীনিবাসের অপুরে গমন ।	৭১১
৫ম অঃ ।—পদ্মিনীর স্বরূপে জীনিবাসের মোহ, জীনিবাসদর্শনার্থ বকুলমালিকার আগমন, বিবশ জীনিবাসের প্রতি বকুলমালিকার উপদেশ, বকুলমালিকার নিকটে পদ্মিনীপরিণয়-কারণ জ্ঞাপন প্রসঙ্গে জীনিবাসের পুনর্মোহ, বকুলমালিকার পুনঃ উপদেশ, আকাশরাজ-সমীপে বকুলমালিকার আগমনপ্রসঙ্গে পথ পরিচয়, পথের শোভানবর্ণন, বকুলমালিকার অযোধ্যাপুর প্রবেশপথে পদ্মিনীসখীগণ সহ সাক্ষাৎকার ও বিবিধ কথোপকথন ।	৭১৪
৬ষ্ঠ অঃ ।—বকুলমালিকার প্রসঙ্গে পদ্মিনী-সখীগণ কর্ত্তক উদ্যানে পূর্বোক্ত অখারোহী পুরুষদর্শন জ্ঞাপন, পুরুষদর্শনে পদ্মিনীর কাক-রূপা, আকাশরাজের দৈবজ্ঞসমীপে পদ্মিনীবিষয়ক প্রশ্ন বর্ণন, দৈবজ্ঞগণের যথাযথ উত্তর কথন, দৈবজ্ঞবাক্যে অগস্ত্যশিল্পের পূজার জন্ত যজ্ঞবিৎ শ্রাঙ্গা প্রেরণ ও তৎসঙ্গে জব্যাসক্তার সহ পুরনারীগমনবর্ণন, বকুলমালিকার আত্মপরিচয় প্রদান ও আগমনকারণ কথন, পুলিন্দ-কামিনীর পদ্মিনীবিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী, ধরণীর পদ্মিনীসমীপে গমন ও কাহরুতার হেতু জিজ্ঞাসা, পদ্মিনীর ভাগবতলক্ষণবর্ণন প্রসঙ্গে জীনিবাসের প্রতি অম্বরক্তি জ্ঞাপন, বকুলমালিকার সহিত সখীগণের ধরণীসমীপে আগমন ।	৭১৬
৭ম অঃ ।—ধরণীর নিকটে জীনিবাসবার্ত্তা নিবেদন প্রসঙ্গে বকুলমালিকা কর্ত্তক শঙ্খনৃপ-তির আমিপুষ্করিণী সন্নিধানে তপস্করণ বর্ণন, বকুলমালিকার বাক্যে ধরণ্যাদির বিবাহসম্বন্ধি, বৃষপতি কর্ত্তক লগ্ননিরূপণ, শুক সহ বকুল-	

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

ମାଳିକାର ଶ୍ରୀନିବାସସମୀପେ ଗମନ, ବିଷକର୍ମା କର୍ତ୍ତୃକ
ବିବାହ-ଯୋଗା ପୁରାଣକ୍ରମାଦି ନିର୍ମାଣ, ଚକ୍ରମୁଦ୍ରା
ଶ୍ରୀନିବାସେର ପଦ୍ମିନୀବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରବଣ, ବନମାଳା ପ୍ରଦାନ-
ପୁରୀକ ଚକ୍ରକେ ପୁନଃ ପଦ୍ମିନୀସମ୍ବିଧାନେ ପ୍ରେରଣ,
ପଦ୍ମିନୀ କର୍ତ୍ତୃକ ଚକ୍ରହସ୍ତେ ଶ୍ରୀନିବାସପ୍ରଦତ୍ତ ମାଳା-
ଗ୍ରହଣ, ପଦ୍ମିନୀର ବିବାହୋଦ୍‌ଯୋଗ । ୧୨୨

୮ୟ ଅଃ ।—ଶ୍ରୀନିବାସାଦେଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀାଦି କର୍ତ୍ତୃକ
ବିବାହମଜ୍ଜା, ବ୍ରହ୍ମାଦିର ସହିତ ଶ୍ରୀନିବାସେର ଆକାଶ-
ରାଜପୁରେ ଆଗମନ, ପଦ୍ମିନୀର ବିବାହ, ଶ୍ରୀନିବାସେର
ନିକଟ ଆକାଶରାଜେର ଉଦ୍‌ଯୋଗ ବର ପ୍ରାପ୍ତି,
ବିବାହମଜ୍ଜା ସମାଗତ ବ୍ରହ୍ମାଦିର ନିଜ ନିଜ
ପୁରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ । ୧୨୩

୯ୟ ଅଃ ।—୧୨ ନାମକ ନିଷାଦବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଶୁଭ
ବଦୋଦ୍ୟତ ବନ୍ଧୁର ପ୍ରୀତି ଚକ୍ରମାଳାଂଶୁତ ବିଷ୍ଣୁର ଉପ-
ଦେଶ, ବିଷ୍ଣୁଚକ୍ର ରଜନୀସେର ଆମିପୁରୀରୀତୀରେ
ଗମନ ଓ ଚକ୍ରକର୍ତ୍ତୃକ ଶ୍ରୀନିବାସେର ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ
ସମ୍ପାଦି ନିର୍ମାଣ, ଗଜକର୍ମକ୍ରୋଡ଼ାଦର୍ଶନେ ରଜନୀସେର
ବିକ୍ରମାସବିସ୍ମୃତି, ବିଗତଯୋଗ ଲଞ୍ଜିତ ରଜ-
ନୀସେର ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୀନିବାସେର ଉପଦେଶ, ତୋଷମାନ
ନୂପେର ବୃତ୍ତାନ୍ତ,—ଶ୍ରୀନିବାସସମୀପେ ପଦ୍ମବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର
ବିବରଣ, ନିଷାଦ ସହ ତୋଷମାନେର ଶ୍ରୀନିବାସ-
ସମୀପେ ଆଗମନ, ତୋଷମାନେର ପ୍ରୀତି ରେଖାକାର
ଉକ୍ତି, ଦେବଗଣକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀାଦି, କର୍ମ ବାବର
ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଶୁଭେର କଳକ୍ରୀତି । ୧୨୪

୧୦ୟ ଅଃ ।—ରାଜା ତୋଷମାନେର ପିତୃସମ୍ବି-
ଧାନେ ରାଜ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ଓ ବନ୍ଧୁସମୀପେ ବରାହବାର୍ତ୍ତା
ଶ୍ରବଣ, ବନ୍ଧୁବାକ୍ୟେ ତୋଷମାନେର ବେଢ଼ଟାଚଳେ ଗମନ
ଓ କାମିନୀ ଗୋବିନ୍ଦଦ୍ଵାରା ବରାହଦେବେର ଆଭି-
ଷେକ, ଅସିମରୋବରେର ଯାହାନ୍ତା, କୁରୁପୁରେ ଭୀମ
ନାମକ କୁରୁକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପତ୍ନୀନିହ ଭୀମେର ବୈକୁଣ୍ଠ
ପ୍ରାପ୍ତି, ତୋଷମାନ ନୂପେରବିକ୍ରମାକ୍ରମ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି,
ଏହି ସକଳ ଯାହାନ୍ତା ଶ୍ରବଣେର କଳକ୍ରୀତି । ୧୨୫

୧୧ୟ ଅଃ ।—ଆମିପୁରୀରୀ ମାହାନ୍ତାକୃଷ୍ଣନ
ପ୍ରସନ୍ନେ, ପରୀକ୍ଷିତେର ଯୁଗାନ୍ତା, ଅମୀକ କବିର
ଗଲେ ବୃତ୍ତମର୍ମ ପ୍ରଦାନ, ପରୀକ୍ଷିତେର ପ୍ରୀତି ଅମୀକ-
ପୁରୀର ଆତିଥାପ, ପରୀକ୍ଷିତେର ଚକ୍ରକର୍ମଦର୍ଶନ,
ଚକ୍ରକର୍ମଲୋଚନେ ପ୍ରତିନିବୃତ୍ତ ମହାପାପଗ୍ରସ୍ତ
କାଳୀପୁର ଆକିଲୋପଦେଶେ ଆମିପୁରୀରୀଗାନେ
ସହାୟତାକ୍ରମ୍ୟ, ଶାକଲୋଚନେ ଅମୀକୃଷ୍ଣନ । ୧୨୬

୧୨ୟ ଅଃ ।—ଆମିପୁରୀରୀଗାନେ ତାମିଆଦି
ନରକ ନିରାକ୍ତି ଓ ତତ୍ପ୍ରସନ୍ନେ ତାମିଆଦି ବହୁବିଧ

ନରକ ନାମ-ନିରାକ୍ତି, ଆମିତୀର୍ଥ ଯାହାନ୍ତା ବିବରଣ
ବ୍ରହ୍ମାଦିର ଯାନବଗ୍‌ଦେର ମହାମରକ ପ୍ରାପ୍ତି । ୧୨୭

୧୩ୟ ଅଃ ।—ଧର୍ମଶୁଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସନ୍ନେ
ବାହୁ-ତରୁକେର ଉପାଧ୍ୟାନ,—ତରୁକର୍ମା ଦୃଢ଼-
ବଂଶୋଦ୍‌ଭବ ଧ୍ୟାନକାନ୍ତେର ଓ ବାହୁକର୍ମା କୁବେର—
ସଚିବେର ଶାପମୁକ୍ତି, ବିଶ୍ଵାସଘାତକ ଧର୍ମଶୁଦ୍ଧି
ଉଦ୍‌ଯୋଗେର ପ୍ରାପ୍ତି, ଜୈମିନିବାକ୍ୟେ ଆମିପୁର-
ୀରୀସେବା ଧର୍ମଶୁଦ୍ଧିର ଉଦ୍‌ଯୋଗମୁକ୍ତି । ୧୨୮

୧୪ୟ ଅଃ ।—ସୁମତି ନାମକ ଦ୍ଵିତୀୟ ଉପା-
ଧ୍ୟାନ, ଚୌଦ୍‌କାର୍ଯ୍ୟେ କିରୀତୀ-ନିବୃତ୍ତ ସୁମତିର
ବ୍ରହ୍ମବଦ୍ଧଜନିତ ମହାପାତକପ୍ରାପ୍ତି, ସୁମତିର ପ୍ରୀତି
ସୁମତିର ବ୍ରହ୍ମବଦ୍ଧଜନିତ ମହାପାତକପ୍ରାପ୍ତି, ସୁମତିର
ବିଶ୍ଵାସେର ସୁମତିର ବ୍ରହ୍ମବଦ୍ଧଜନିତ ମହାପାତକପ୍ରାପ୍ତି । ୧୨୯

୧୫ୟ ଅଃ ।—ରାମ-କୃଷ୍ଣ ତୀର୍ଥଯାହାନ୍ତା,—ମହାବି
ରାମକୃଷ୍ଣେର ତୀର୍ଥ ତପନ୍ତା, ତଦୀୟ ତପନ୍ତାସ ପ୍ରସନ୍ନ
ଭଗବାନେର ଆବିର୍ଭାବ । ୧୩୦

୧୬ୟ ଅଃ ।—ବେଢ଼ଟାଚଳେ ଜଳଦାନଯାହାନ୍ତା,
ଇନ୍ଦ୍ରାକୁ-କୁଳୋଦ୍‌ଭବ ହେମାକ୍ଷେର ଦାନକଥା, ଜଳ-
ଦାନାତୀବେ ତଦୀୟ ତିର୍ଥ କୃଷ୍ଣାନି ଲାଭ, ବହ-
ଜନ୍ମାନ୍ତେ ଗୃହ-ଗୋବିନ୍ଦାକର୍ମା ହେମାକ୍ଷେର ରାଜା
ଜ୍ଞତ-କୃଷ୍ଣାନିଲୟେ ଦ୍ଵିଜହସ୍ତଦେବେର ପାଦୋଦକ-
ଅର୍ପଣ ଜାତିଅନ୍ତର ଲାଭ, ଜ୍ଞତଦେବ କର୍ତ୍ତୃକ ଜଳ-
ଦାନେର ପାତ୍ର ଓ ଧ୍ୟାନ-କୃଷ୍ଣାନି, ଜ୍ଞତଦେବକୃତ ପୁଣ୍ୟ-
ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣପ୍ରଭାବେ ଗୋବିନ୍ଦାକର୍ମା ହେମାକ୍ଷେର ମୁକ୍ତି । ୧୩୧

୧୭ୟ ଅଃ ।—ବେଢ଼ଟାଚଳେ କେନ୍ଦ୍ରାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା
ଓ ତୀର୍ଥ-ସ୍ଥେର ନିରୁପଣ । ୧୩୨

୧୮ୟ ଅଃ ।—ବେଢ଼ଟାଚଳେ ବିଭୂତିବର୍ଣ୍ଣନା ୧୩୩

୧୯ୟ ଅଃ ।—ବେଢ଼ଟାଚଳେ ବ୍ରହ୍ମାଦିର ନରକର
ବାସ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଦେବାରୋହଣବିଧାନ, ପାପବିନାଶ-
ନାଥା ତୀର୍ଥଯାହାନ୍ତା, ନୃତ୍ୟାତୀ ଶୁଦ୍ଧବୃତ୍ତାନ୍ତ,—ସୁମତି
ଦ୍ଵିଜକର୍ତ୍ତୃକ ନୃତ୍ୟାତୀର ପ୍ରୀତି ଦୈବିକ କର୍ମୋପଦେଶ
ଦାନ, ନୃତ୍ୟେର ପ୍ରୀତି କର୍ମୋପଦେଶ ଦାନେ ସୁମତିର
କୃଷ୍ଣାନି, ପଦ୍ମାଦି ବହୁ ଜନ୍ମେର ପର ସୁମତିର ଦ୍ଵିଜ-
ଜନ୍ମ ଲାଭ ଓ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷେର ଆକ୍ରମଣ, ଅଗନ୍ତା-
ବାକ୍ୟେ ସୁମତିର ବେଢ଼ଟାଚଳେ ଗମନ, ପାପବିନାଶନ
ତୀର୍ଥେ ଗମନ ଓ ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷେର ହସ୍ତ ହସ୍ତେ ମୁକ୍ତି,
ସୁମତି କର୍ତ୍ତୃକ ଉପାଧିଷ୍ଠ ନୃତ୍ୟେର ବିବିଧ-ନରକ-
ଭୋଗେର ପର ଗୁଣଜନ୍ମ ଲାଭ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣଜନ୍ମେ
ପାପବିନାଶନ ଜଳପାନେ ଦିବ୍ୟଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି । ୧୩୪

୨୦ୟ ଅଃ ।—ପାପବିନାଶନ ତୀର୍ଥଯାହାନ୍ତା, ନରକ
ଭୟମତି ଦ୍ଵିଜବୃତ୍ତାନ୍ତ,—ପଦ୍ମା କାମିନୀର ସହିତ ଜ୍ଞତ-

বিষয়

পৃষ্ঠা

যতির বেকটাচলে গমন, কামিনীর নিকট ভূমি-
দান প্রশংসাবর্ণন, ভূমিতিকে ভূমিদান করিয়া
সুখোবের সদগতি, প্রতিগ্রহানন্তর ভূমিদানার্থ
ভূমিতির পাপবিনাশনতীরে গমন, ভূমিদান-
প্রভাবে ভূমিতির ভগবৎপ্রাপ্তি । ৭৭০

২১ শ অঃ।—রামাভূজনামক বিজয়ভূক্ত, —
অকাশগঙ্গাতীরে রামাভূজের তপস্তায় ভগ-
বদাবির্ভাব, রামাভূজের ভগবৎ-জ্ঞতি, ভগবৎ-
সমীপে রামাভূজের প্রার্থনা, ভগবদ্বর্ণিত
আকাশ-গঙ্গার স্নানকাল ও ভাগবতলক্ষণ । ৭৭৪

২২ শ অঃ।—দানযোগ্য সম্পত্তি নির্ণয়,
আকাশগঙ্গামাহাত্ম্য, আক্ষে বক্ষ্যাপতি নিমন্ত্রণে
পুণ্যশীলের গর্ভভয় প্রাপ্তি ও আকাশ গঙ্গায়
অবগাহনে পুণ্যশীলের পুনঃ স্বকপতা লাভ । ৭৭৮

২৩ শ অঃ।—চক্রতীর্থমাহাত্ম্য, পদ্মনাভ
দ্বিজের চক্রতীর্থে তপশ্চরণ, ভগবানের আবি-
র্ভাব, পদ্মনাভের জ্ঞতিবাদ সহকৃত প্রার্থনায়
ভগবানের চক্রতীর্থে নিরন্তর অধিষ্ঠান, পদ্ম-
নাভ-বধোদ্যত অশুরের সংহারার্থ ভগবানের
চক্র প্রেরণ, চক্র কর্তৃক অশুর সংহার ও পদ্ম-
নাভকে ভগবানের বরদান । ৭৮১

২৪ শ অঃ।—সুন্দর নাথক গন্ধর্বে উপা-
খ্যান,—তদীয় রাক্ষসর প্রাপ্তি ও বশিষ্ঠের
উপদেশে মোচন । ৭৮৪

২৫ শ অঃ।—জাবালীতীর্থ মাহাত্ম্য,—ভ্রা-
চার নামক ব্রাহ্মণের উপাখ্যান,—ভ্রাচারের
বেতাল সহ সমাগম, জাবালীতীর্থস্থানে উভয়ের
মহাপাতক ক্ষেপণ, জাবালি কর্তৃক পার্শ্ব-
ব্রাহ্মণের দোষ কীর্তন । ৭৮৭

২৬ শ অঃ।—ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্য,—তুধুক
গন্ধর্বে উপাখ্যান,—তুধুকর অভিধানে তৎ-
পত্নীর তেজস্ব প্রাপ্তি, ঘোণতীর্থে অগস্ত্যের
দর্শনে ভেদকৃত্ত মোচন, অগস্ত্য কর্তৃক পতিব্রতা-
ধর্ম কীর্তন । ৭৮৯

২৭ শ অঃ।—বেকটাচলে সর্বতীর্থের স্থিতি,
স্বামিপুত্ররীণী প্রভৃতি বহুতীর্থে স্নানকাল নির্ণয়,
পুরাণঅবলম্বন প্রশংসা, পুরাণবক্তার শুকন
কীর্তন । ৭৯৫

২৮ শ অঃ।—কুটীহতীর্থ মাহাত্ম্য,—কটা-
তীর্থ পান বিধান, কেশব নামক ব্রাহ্মণের
উপাখ্যান,—গণিকাসংসর্গে পদ্মনাভসুত কেশ-

বিষয়

পৃষ্ঠা

বের ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্তি, পুত্ররক্ষণোদ্যত পদ্ম-
নাভের প্রতি ব্রহ্মহত্যার উক্তি, ভরদ্বাজের
উপদেশে কটুতীর্থপানে কেশবের ব্রহ্মহত্যা
নিবৃত্তি, সপুত্র পদ্মনাভের প্রতি ভগবদ্বন্দ্বদেশ । ৭৯৮

২৯ শ অঃ।—অর্জুনের তীর্থযাত্রা কুশান্ত,
অর্জুনের নানা তীর্থস্থানান্তে সুবর্ণমুখরী তীর্থে
গমন । ৮০৩

৩০ শ অঃ।—সুবর্ণমুখরী বর্ণন, অর্জুনের
সুবর্ণমুখরীতীরস্থ ভরদ্বাজাশ্রমে গমন, অর্জু-
নের প্রতি ভরদ্বাজের আতিথ্যসংকার । ৮০৬

৩১ শ অঃ।—ভরদ্বাজের প্রতি অর্জুনের
সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা, অর্জুন সমীপে
ভরদ্বাজের শিববিবাহ বর্ণন, অগস্ত্যের দক্ষিণ
দিকে যাত্রা । ৮০৯

৩২ শ অঃ।—অগস্ত্যের প্রতি নদী উৎ-
পাদনর্থ আকাশবাণী, সুবর্ণমুখরী উৎপাদনর্থ
অগস্ত্যসমীপে মধ্বিগণের প্রার্থনা, অগস্ত্যের
তপস্তা, ব্রহ্মার আগমন, অগস্ত্যের প্রার্থনায়
গঙ্গার প্রতি ব্রহ্মার আদেশ, সুবর্ণমুখরী-
প্রাভাব । ৮১১

৩৩ শ অঃ।—ইন্দ্রাদিকৃত সুবর্ণমুখরীজ্ঞতি,
বায়ুকৃত সুবর্ণমুখরী নামনিকৃতি, অগস্ত্যের
সমীপে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্য বর্ণন, অগস্ত্য-
প্রতিমা দান বিধি । ৮১৫

৩৪ শ অঃ।—অগস্ত্য ও অগস্ত্য তীর্থের
মাহাত্ম্য, সুবর্ণমুখরী-স্নান-কাল নির্ণয়, দেবর্ষি-
পিতৃতীর্থ মাহাত্ম্য, বেনা সুবর্ণমুখরীসঙ্গম,
বায়ুগঙ্গা-সুবর্ণমুখরী-সঙ্গম শঙ্খতীর্থ বর্ণন । ৮১৯

৩৫ শ অঃ।—কম্পা সুবর্ণমুখরীসঙ্গম, সুবর্ণ-
মুখরীতীরস্থ বেকটাচলবর্ণন, বেকটেশ্বরমাহাত্ম্য
তৎকৃত ভূতসৃষ্টি । ৮২২

৩৬ শ অঃ।—বরাহকৃত পৃথিবী-উদ্ধারবর্ণনা-
প্রসঙ্গে কল্পকৃত্ত এবং বেত বরাহাবতার ও
তন্মাহাত্ম্য । ৮২৬

৩৭ শ অঃ।—শঙ্খ রাজার উপাখ্যান,—
ঈশ্বরাদেশে শঙ্খের বেকটেশ্বর দর্শনর্থ বেকটা-
চলে গমন, অগস্ত্যের ভগবদর্শনর্থ বেকটাচলে
আগমন । ৮৩০

৩৮ শ অঃ।—অগস্ত্য শঙ্খাদির আরা-
ধনায় ভগবানের আবির্ভাব, ব্রহ্মাদির প্রার্থনায়
ভগবানের সৌম্যরূপ ধারণ, অগস্ত্যপ্রার্থনায়

বিষয় পৃষ্ঠা
 সুবর্ণবস্ত্রের প্রতি সর্বভীষণভেদরূপ বরদান,
 ও শস্য রাজাকে বরদানান্তে অন্তর্ধান । ৮৩৮
 ৩৯ শ অঃ ।—পুন্ড্রমাতা অঙ্গার তপস্যা
 ও পুন্ড্রবরলাভ । ৮৩৯
 ৪০ শ অঃ ।—বাসকবিত্ত আকাশগঙ্গামান-
 কাল ও বৈষ্ণোটলে দানপ্রদান । ৮৪০

বৈষ্ণোটলমাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাহাত্ম্য ।

১ম অঃ ।—জৈমিনি-ঋষিগণ সংবাদ,—
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সর্বক্ষেত্রোত্তমত্ব কথন, সৃষ্টি-
 ব্যাকুল ব্রহ্মার বিষ্ণুভক্তি, ভগবানের আবির্ভাব
 এবং দক্ষিণ সাগরের উত্তরতীরস্থ নীলপর্ষতে
 স্বীয় আবির্ভানে অঙ্গীকার ও ক্ষেত্রমাহাত্ম্য
 বর্ণনাতে অন্তর্ধান । ৮৪৩

২ম অঃ ।—নীলপর্ষতস্থ পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
 ব্রহ্মার আগমন, ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের স্তব
 কাক-চতুর্ভুজ দর্শনে ব্রহ্মার বিশ্বয় ও নীলা-
 চলে পুরুষোত্তমদর্শন, ব্রহ্মরূপ পুরুষোত্তমস্তব,
 যমের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কাক-চতুর্ভুজ পুরুষো-
 ত্তমভক্তি, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যমের প্রতি
 লক্ষ্যের উক্তি, লক্ষ্যসমীপে যমের ক্ষেত্রমাহাত্ম্য
 জিজ্ঞাসা । ৮৪৬

৩ম অঃ ।—যম-লক্ষ্য সংবাদ,—মার্কণ্ডেয়ের
 প্রলয়কালে মোহারোহণে একাধারে পরিভ্রমণ,
 বটবৃক্ষ দর্শন, বটবৃক্ষস্থ বালকরূপী ভগবানের
 বাক্যে তৎসমীপে আগমন ও ভগবানের ভক্তি,
 মার্কণ্ডেয়ের ভগবত্বদর মধ্যে প্রবেশানন্তর
 অসংখ্য ব্রহ্মাও দর্শন ও তৎসমস্তের অন্ত না
 পাইয়া বহির্গমন, যমেশ্বর লিঙ্গবিবরণ । ৮৪৯

৪র্থ অঃ ।—কপালমোচনাদি নানাতীর্থ বিব-
 রণ, সাগরাবধি বটমূল পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য,
 নৃসিংহ তীর্থমাহাত্ম্য, মঙ্গলাদি অষ্টদেবতার
 অষ্টদিকে প্রতিষ্ঠা, কপালমোচন যমেশ্বর মার্ক-
 ণ্ডেয় বিদ্যেশ্বর বটেশ্বর নীলকণ্ঠ ঈশান ও ক্ষেত্র-
 পালসিদ্ধের প্রতিষ্ঠা, ইন্দ্রহাসবৃক্ষ, ব্রহ্মা ও যমের
 বধ্যাঙ্গ গমন, ভগবানের দাক্ষ্যুর্ভিতে ইন্দ্রহাসকে
 বরদান, পুণ্ড্রীক ও অম্বরীষ নামক পাণিষ্ট-

বিষয় পৃষ্ঠা
 যমের আগমন, ইন্দ্রহাসকর্তৃক দাক্ষ্যুর্ভি স্থাপন,
 দাক্ষ্যুর্ভি মাহাত্ম্য । ৮৫২
 ৫ম অঃ ।—তীর্থমাহাত্ম্য,—পুণ্ড্রীক ও
 অম্বরীষের বেঙ্গাগঙ্গাদি বর্জনপুন্ড্রক সাধুভী-
 লাত, তপস্করণ, ভগবানের আবির্ভাব,
 পুণ্ড্রীক ও অম্বরীষের ভগবৎভক্তি ও
 মুক্তিনাভ । ৮৫৮

৬ষ্ঠ অঃ ।—ঋষিগণের প্রপ্রে জৈমিনি কর্তৃক
 পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সীমানির্দেশাদি সহ সম্যক
 পরিচয় প্রদান । ৮৬৩

৭ম অঃ ।—অবন্তী নগরস্থ ইন্দ্রহাস রাজার
 আদেশে বিদ্যাপতি নামক ব্রাহ্মণের পুরুষোত্তম-
 ক্ষেত্র দর্শনার্থ যাত্রা, পথে শবর সহ সাক্ষাৎ-
 কার, উভয়ের কথোপকথন । ৮৬৭

৮ম অঃ ।—বিদ্যাপতিকে “বাজকাণ্ড ও
 ভগবদর্শন না করিয়া গাহার কারব না” এই
 রূপ সঙ্কট অবস্থান তিন দিবস উপবাসী জামিয়া
 দখ্য করিয়া তাঁহাকে লইয়া শবরের অশ্রীগমন,
 বিদ্যাপতির রোহিণীকুণ্ডে গমন ও ভগবদর্শন,
 ভগবানের স্তব । ৮৭১

৯ম অঃ ।—বিদ্যাপতির স্বদেশ গমনোদ্-
 যোগ, ভগবৎপূজাকালে কঙ্কাবায়ু দ্বারা দেব-
 গণের নয়নাবরণ, দেবগণের ভগবৎভক্তি ও
 “অতঃপর কাহারও দৃষ্ট হইব না” এইরূপ ভগ-
 বৎপ্রত্যাদেশ বিদ্যাপতির অবন্তীগমন ও
 রাজাকে ভগবৎনিখীলা-মালা প্রদান, বিদ্যা-
 পতি ও ইন্দ্রহাসের ভগবৎভক্তি, বিদ্যাপতির
 ইন্দ্রহাস সমীপে পুরুষোত্তমক্ষেত্র ও তত্রস্তা
 রোহিণী কুণ্ডাদি তীর্থবার্তা কীর্তন । ৮৭৫

১০ম অঃ ।—ইন্দ্রহাস বিদ্যাপতি সংবাদ,
 নারদের আগমন ও বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বর্ণন । ৮৮০

১১শ অঃ ।—ইন্দ্রহাসকে নীলাচলস্থ নীল-
 মাধব দর্শন করাইতে নারদের স্বীকার ও
 সপোর সাগরে ইন্দ্রহাসকে লইয়া নীলমাধব
 দর্শনার্থ যাত্রা, পথে উৎকলদেশবাসিনী ধর্মিকা-
 দেবী দর্শন, ওড়রাজকর্তৃক ইন্দ্রহাসের প্রত্যা-
 গমন, ইন্দ্রহাস সহ সস্তাষনাথে নিমীখে ওড়-
 রাজের পুরী প্রত্যর্চন । ৮৮৮

১২শ অঃ ।—ইন্দ্রহাস সমীপে নারদের
 পর্ষত মধ্যবর্তী শিবমন্দির বৃত্তান্ত কীর্তন,
 গৌরীপ্রিয় কামনার শবরের অবিমুক্ত পুরী

বিবরণ

পৃষ্ঠা

প্রতিষ্ঠা ও কানীরাধকে বরদান, ত্রীকুঞ্চ সহ কানীরাধের বৃদ্ধ, ত্রীকুঞ্চের নিকটস্থ সুদর্শন চক্রে স্থাপ্য কানীরাধের শিরশ্চেদ ও কানীপুরী দাহ, কুঞ্চ শব্দ কর্তৃক ত্রীকুঞ্চের প্রতি পাত-পাতায় প্রয়োগ্য ত্রীকুঞ্চের পাতপতায় বিজয়, পিত শব্দ কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব, শব্দরত্নবে শব্দ বিষ্ণুর পুরুষোত্তম ক্ষেত্র স্থাপন করিতে আদেশ প্রদান, বিষ্ণুর আদেশে শব্দরের পুরুষোত্তম ক্ষেত্র স্থাপন, শব্দরস্থাপিত ক্ষেত্র-মালাকা অবগে ইন্দ্রহ্যের নীলমাধব মূর্তি নির্মাণ, একান্ত নামক জাযক-ক্ষেত্রমালাকা, ইন্দ্রহ্য কর্তৃক কোটি লিঙ্গেশ্বর পূজা ও ভক্তি ইন্দ্রহ্যের বৈকবত বর্ণন, শিবের অন্তর্ধান, নারদের সহিত ইন্দ্রহ্যের কপোতক্ষেত্রে গমন, বিবেশাদি দেবতা নমস্কারান্তে রথা-রোহণে নারদের সহিত ইন্দ্রহ্যের ভগবৎ-সমীপে গমন।

৮৯৬

১৩ শ অঃ।—কপোতেশ্বরলী বিবরণ, শব্দরের তপস্কার কুশলী গমন ও তপস্কা, তপস্কা শব্দরের কপোতবৎ কুশতা তপস্কা-তুষ্টি ভগবানের শব্দর প্রতি বরদান, কপোতেশ্বর প্রতিষ্ঠা, কপোতেশ্বরের নাম নিকৃতি, বিবেশ্বরমহিমা বর্ণন, পাতালবাসী অশুরগণের উৎপীড়ন, অশুরবিনাশার্থ ত্রীকুঞ্চ কর্তৃক বিশ্বকল প্রদানপূর্বক অন্ধকরিপু শব্দরের স্তব, শব্দর কর্তৃক অশুর বধ, বিবেশ্বর স্থাপন, বিবেশ্বর নামনিকৃতি ও মাহাত্ম্য বর্ণন।

৯০৪

১৪ শ অঃ।—সপুরোহিত ইন্দ্রহ্যের নারদ সহ নীলকণ্ঠক্ষেত্রে গমন, পথিমধ্যে বায়বাহ কুরগাদি ত্রির্মিত্ত দর্শনে নারদের নিকট কারণ জিজ্ঞাসা, নারদমুখে ভগবদন্তর্ধান অবগণ ও মোহ প্রাপ্তি, পুরোহিতগণ কর্তৃক ইন্দ্রহ্যের চৈতন্ত সম্পাদন, ইন্দ্রহ্যের বিলাপ, নারদ কর্তৃক সাধনাবাক্যে ত্রাকার আদেশ কথন।

৯০৬

১৫ শ অঃ।—সনারদ ইন্দ্রহ্যের নীলকণ্ঠ দর্শনার্থ গমন, তথা হইতে নীলকণ্ঠের আগমন-পূর্বক নরসিংহ দর্শন, অনন্তর তাঁহাদের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে দর্শন, ইন্দ্রহ্য কর্তৃক জগ-নাথের ভক্তি, স্তব তুষ্টি ভগবান কর্তৃক ইন্দ্র-হ্যের প্রতি অর্ঘ্যে যজ্ঞান্তর্ধানে আদেশ, ইন্দ্রহ্যের অর্ঘ্যে যজ্ঞান্তর্ধান।

৯১০

বিবরণ

পৃষ্ঠা

১৬ শ অঃ।—নারদাদেশে ইন্দ্রহ্যের নর-সিংহ মূর্তি স্থাপনার্থ গমন, নরসিংহালয় নির্মা-ণার্থ বিবকর্ষ-ভনয়ের ইন্দ্রহ্যের নিকট আগ-মন, ইন্দ্রহ্যাদেশে বিবকর্ষ-ভনয়ের দেবালয় নির্মাণ, অনন্তর নারদ কর্তৃক নরসিংহ-মূর্তি স্থাপন, ইন্দ্রহ্য কর্তৃক নরসিংহ-ভক্তি ও নরসিংহ-মাহাত্ম্য বর্ণন।

৯১০

১৭ শ অঃ।—ইন্দ্রহ্য কর্তৃক অর্ঘ্যে যজ্ঞে দেবগণের নিমন্ত্রণ, সভামণ্ডপ বর্ণন, যজ্ঞার্থ দেবগণের নিকট প্রার্থনা, দেবগণের অনুমতি, যজ্ঞান্ত, দানমানাদি দ্বারা নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আপ্যায়ন, যজ্ঞান্তর্ধানে ইন্দ্রহ্যের কান্তি বৃদ্ধি ও স্বপ্নে শেবশায়ীর দর্শন লাভ, স্বপ্নযোগে বিষ্ণুর ভক্তি, নারদের নিকট স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কথন ও নারদ কর্তৃক স্বপ্নের সাক্ষ্য কৌতুক।

৯১৬

১৮ শ অঃ।—যজ্ঞান্তে রাজার অবতীর্ণ-যোগ, বিবেশ্বরাসন্ন প্রদেশে সমুদ্রতটে অকস্মাৎ এক বৃক্ষবিভাব, তদর্শনে ইন্দ্রহ্যসন্নিধানে রক্ষকগণের নিবেদন, অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্র-হ্যের যজ্ঞ পরিসমাপ্তি, নারদ কর্তৃক উক্ত বৃক্ষমালাকা বর্ণন, বৃক্ষস্থাপন, ইন্দ্রহ্যের বিষ্ণু-মূর্তি নির্মাণ-বিষয়ক প্রশ্ন ও 'কে এই মূর্তি নির্মাণ করিব' ইত্যাকার চিন্তা, বৃক্ষ বর্জক-রূপে ভগবানের রাজসমীপে দর্শন দান এবং "আমিই বিষ্ণুমূর্তি নির্মাণ করিব" বলিয়া যজ্ঞ-বেদিতে ভগবানের অন্তর্ধান।

৯২৪

১৯ শ অঃ।—আকাশবাণীর অমুসারী রাজা ইন্দ্রহ্যের মূর্তি-সংস্কারাদি, সিংহাসনস্থিত রাম-কৃষ্ণ-সুভদ্রা-দর্শন, নারদ কর্তৃক বাসুদেবের মূর্তিচতুষ্টয় কথন, রামাদির লেপসংস্কারার্থ আকাশবাণী, মূর্তি নির্মাণ, মূর্তিদর্শনে রাজার আনন্দ।

৯২৭

২০ শ অঃ।—নারদোপদেশে রাজা ইন্দ্রহ্য কর্তৃক বিষ্ণুর স্তব, নারদ কর্তৃক ভগবদ্ভূতী স্থাপুর স্তব, ঋষিগণের ভগবদ্বর্ণন, ইন্দ্রহ্য কর্তৃক সপরিবার ভগবানের পূজা, তথায়, তথায় কোটিসংখ্যক গো দান করণ, ইন্দ্রহ্য কর্তৃক ভগবৎপ্রাসাদ নির্মাণ, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠোপলক্ষে বিধির আদেশে তথায় দেবগণের আগ-মন।

৯৩১

বিষয়

পৃষ্ঠা

২১শ অঃ — জনৈক ঋষেদৌ দ্বিজ কর্তৃক দাক্ষয় ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন, নারদ কর্তৃক দ্বিজবাক্যের অনুমোদন ও ইন্দ্রহাষের প্রতি বেদবিহিত ভগবতুপাসনার উপদেশ প্রদান, ইন্দ্রহাষ কর্তৃক প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নারদের সহিত ইন্দ্রহাষের ব্রহ্মলোকে গমনোচ্ছা প্রকটন।

১৩৫

২২শ অঃ — জগন্নাথের প্রণাম ও প্রদক্ষিণান্তে নারদ সহ রথাবোহণে রাজার ব্রহ্মলোকে প্রয়াণ, পথে নৃপতির প্রাসাদনাশাশঙ্কা, নারদের সাধন, ব্রহ্মলোকের দ্বারদেশে উপনীত নারদের প্রতি দৌবারিকগণের সভা প্রবেশ প্রার্থনা, দৌবারিক কর্তৃক দ্বারমুক্তি।

১৩৬

২৩শ অঃ — নারদ কর্তৃক দৌবারিকগণ সমীপে রাজার পরিচয় প্রদান, দৌবারিকবাক্যে নারদের ব্রহ্মসভার গমন ও রাজার দ্বারদেশে অবস্থিতি, নারদমুখে ইন্দ্রহাষের আগমন এবং সভা প্রবেশার্থ ব্রহ্মার অনুমতি, রাজার সভাপ্রবেশ, রাজা কর্তৃক ব্রহ্মার স্তব, সভা-বিভূতিদর্শন, ব্রহ্মা কর্তৃক রাজার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা, তৎকৃত্তরে রাজা কর্তৃক প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠার ব্রহ্মার আগমন প্রার্থনা, ইত্যবসরে তুর্কাসা ঋষির ব্রহ্মসমীপে আগমন ও দ্বারদেশে দিকপালাদির অবস্থান বর্ণন, ব্রহ্মার আদেশে দিকপালাদির সভাপ্রবেশ ও ব্রহ্মা কর্তৃক রাজার দিকপাল হইতে শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন, প্রাসাদ প্রতিষ্ঠার আগমনে ব্রহ্মার অঙ্গীকার ও দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ রাজার গমনানুমোদন, ব্রহ্মার আদেশে রাজা ও পদ্মানিধি সহ দেবগণের পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আগমন।

১৪২

২৪শ অঃ — সুচিরাগত উৎকণ্ঠিত রাজার জগন্নাথদর্শনে আনন্দবির্ভাব ও অতিপ্রগতি, দেবগণ কৃত জগন্নাথস্তব, সন্দেহ ইন্দ্রহাষের নরসিংহ দর্শন ও প্রগতি, দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহার্থ পদ্মানিধির সহিত রাজার নীলগিরির শিখরস্থ প্রাসাদসমীপে গমন, মন্দির দর্শনে দেবগণের বিস্ময় ও বিবিধ বিতর্ক, ইন্দ্রহাষ কর্তৃক দেবগণ-সমীপে আত্মপূজিক আকাশবাণী প্রভৃতি বর্ণন, পদ্মানিধির তদীয় কর্তব্য জিজ্ঞাসা, রাজা কর্তৃক নারদসমীপে দ্রব্যসম্ভারের কর্দ প্রার্থনা।

১৪৭

বিষয়

পৃষ্ঠা

২৫শ অঃ — রাজার প্রার্থনায় নারদের কর্দ প্রদান, কর্দারসারে পদ্মানিধির দ্রব্যাসাদন, নারদ কর্তৃক রথাদি নিৰ্ম্মাণবিষয়ক কতিপয় বিশেষবিধি কথন, রথত্বয় নিৰ্ম্মাণ ও নারদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠা, মূনি-জৈমিনি সংবাদে রথ-প্রতিষ্ঠা বর্ণন।

১৫০

২৬শ অঃ — রাজাদেশে বিবাহস্থ্য কর্তৃক বিশাল দেবশালা নিৰ্ম্মাণ, তৎপ্রতিষ্ঠার রাজার দ্রব্যসাধন ও গাল নৃপতিপ্রতিষ্ঠিত প্রাসাদ হইতে মাধবকে আনয়ন, তৎকৃত্তরে অস্ত রাজার আক্রমণাশঙ্কায় সৈন্য গাল নৃপতির কোদ ও তথায় আগমন, পরে “এই কাণ্ডা রাজা ইন্দ্রহাষ ও ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারা ইহা সমা-হিত হইবে” শুনিয়া গালের বিস্ময় ও রাজার ভীর প্রশংসা, বিস্কৃত গালের প্রতি ইন্দ্রহাষের বিবিধ বিনয়-ব্যবহার পুরস্কার প্রাসাদাদি রক্ষার ভারাপণ, ইত্যবসরে ব্রহ্মলোকবিভূতি-সহ দিব্য বিমানাকৃত ব্রহ্মার আগমন, তৎক্ষেত্রে গাল রাজা সহ ইন্দ্রহাষের ভূমিলুপ্তন, বিবিধ স্তব ও সানন্দে গাতোথান।

১৫৫

২৭শ অঃ — ব্রহ্মার অবতারার্থ কাকন সোপান সরিবেশ, বেদহস্ত গন্ধর্বগণ কর্তৃক ব্রহ্মার পথ প্রদর্শন, তুর্কাসা ও নারদের হস্ত ধারণপূর্বক ব্রহ্মার অবতরণ, অঙ্গুলি নির্দেশ-পূর্বক পদ্মযোনি কর্তৃক সিদ্ধ বিদ্যাধরাদির প্রতি তদীয় পাদপতিত ইন্দ্রহাষের সৌভাগ্য কথন, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রগতি সহকৃত দ্রব্যসম্ভার বস-ভদ্র ও সুভদ্রা সূদর্শনের স্তব, ব্রহ্মার নীল-গিরিতে গমন ও প্রাসাদদর্শনে আনন্দ, দেবগণ সহ ব্রহ্মার যথাযোগ্য আসনে উপবেশন, ব্রহ্মার আদেশে শান্তিপোষ্টিকাদির জন্ত ইন্দ্রহাষ কর্তৃক ভরদ্বাজের বরণ, ভরদ্বাজের কাণ্ডারুঠান, ভগবদর্শনে তত্তত্যা জনগণের জীবনুজ্জতা, ভরদ্বাজ-প্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের জীবন্তাস, স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, ব্রহ্মা ও নারদাদির পৃথক পৃথক কৃষ্ণস্তব, ব্রহ্মা কর্তৃক দেবাত্তিষেক, বৈশাখ মাসের পূণ্যযুক্ত ওরুপকীর্ত অষ্টমীতে প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ঐ তিথির মাহাত্ম্য কথন।

১৬২

২৮শ অঃ — নৃসিংহমূর্তিদর্শনে ইন্দ্রহাষা-দির অকস্মাৎ ভয়োৎপত্তি, নারদপ্রার্থনায় ব্রহ্মা কর্তৃক নৃসিংহের প্রভাববর্ণন, স্তব ও নৃসিংহমূর্তি

陳其南

對

ଜନୀୟ ଅବସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୋତାକର୍ମଧୂର୍ତ୍ତି ବେଦାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗମ୍ୟ,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଥିବାର ନୂଆ ଦିନରେ ମିଳିବା, ନିରା-
ନୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଭିବା, ନିରାଶ୍ରୟ ନେତୃତ୍ୱ-
ପ୍ରଦାନାଦି ।

255

২৩শ অঃ।—ব্রহ্মা কর্তৃক স্বানশাকবয়স্বে
বলভ্যস্তে, পুরুষশূক্রে পুরুষোত্তমের ও দেবী-
শূক্রে দেবীশূভদ্রার পূজা, বিকৃতভক্ত ইন্দ্রদ্রাব্যে
বস্বার্থ ব্রহ্মা কর্তৃক বিষ্ণুর জব, দাক্ষয় ভগ
বানের ইন্দ্রদ্রাব্যে প্রতি বরদান, ভগবান
কর্তৃক স্বানমালায়া কখন, মাস-লিখাদির উল্লেখ
বিধান, জপ-স্নানাদির ফলশ্রুতি ।

23

৩.শ অঃ।—বিলেখকঃ প্রাক্তানাদিব
মাহাত্ম্যকথনপ্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয়হৃদে জ্ঞান, অক্ষ-
বট, অক্ষখবট মূলস্থিত নাগরাজ, বলরাম ও
বিষ্ণুধরকন গরুড়, বরষহ দাক্ষময় নিম্বা ও বজ্রভদ্র
ন শুলভজা, স্বর্ণদার ও চণ্ডীদেবিক প্রভি
দর্শনানি, সাগরপ্রাবগাহনানি এবং প্রাচীন
কৈলাদিব মাহাত্ম্য বর্ণন।

२१७

১১শ অঃ — ইন্দ্রাঙ্গনাব্যবহারে প্রবর্তিত হইয়াছে।
মহাশক্তি, মনসিক পুরুষোত্তম নন্দন ও
জ্যোতিষমাসীয়া পুরুষোত্তম জ্ঞানমাহাত্ম্য, পুরুষো-
ত্তমস্তোত্রপদ্ধতি এবং পুরুষোত্তমদর্শনে অভ্যাস
কল্যাণি বর্ণন।

३४३

৩২শ অঃ ।—ইন্দ্রহাঙ্গমরোবর মানের
বিবিধ বিধি, দক্ষিণমূর্ত্তিদর্শনমাহাত্ম্য, তৈজস-
পঞ্চকবৃত্ত, ধাত্রাবিধি, পুরুষোত্তম দর্শনকল,
পঞ্চদশপ্রজালন পুরঃসর নৃসিংহপূজার কঙ্-
খ্যতা, ত্রৈলোক্যবিধায় উপবাসপুস্তক কং, বল-
গ্রাম ও শুভদ্রার পূজাকল ।

పాపం

৩৩শ অঃ।—মহাবেদীর মধ্যেৎসব, প্রধান প্রধান দেবতাব পূজা, গ্রাম বিবিধ দান, রথজয় নিম্মাণপুত্র আতিষ্ঠা, দৈবাৎ জাবদাবকাদি অদভূত সংঘটি হইলে তাহার শাস্তি, ববহ বিকুদর্শনে কিংবা মহাবেদীতে কক বলভদ্র ও পুত্রদর্শনে মহাকল ও মহেশ দাপ প্রজ্ঞানন যাহায়া বর্ণন।

125

৩৪ ক. ঘঃ।—অথমেখাদি ৩৭ নং দেয়
 যাহায়া, বিসুতীর্থ যাহায়া, মহানেনদোত গিত-
 কার্যের ফল, এবং ইচ্ছাযনদেয়বর, নিম্ন-
 দেয়, বনজাগরণ তীর্থ ও সুবীটকমতীর্থে প্রান
 কামাদি ফল বর্ণন। ১

2002

Figure 1

94

७६३ अथः ।—ग्रथग्रन्थाविधि, पुनर्वादा । ७
 कथकादौ ग्रन्थं कथं वदन्नाम ३ पुनर्वादादर्थं
 कथं एव कथयामि अति प्रकारः । ७६४

3008

৩৬শ অঃ ।—শমনোৎসব অর্চবিধি, চাতু-
 শ্রাস্ত পুণ্যবর্ণন, চাতুশ্রাস্তে স্নান ও দেব-
 দর্শনাদি বিধি, চাতুশ্রাস্তে গ্রাহাগ্রাহ্য বস্তুবিচার,
 চাতুশ্রাস্তে পালনীয় কঠিনয় নিয়ম ও চাতু-
 শ্রাস্তে ব্রতোদভব মাহাত্ম্য অবশ্যাবশ্যকতা । ১০০৬

٥٠٥

১১শ অঃ।—দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি ত্রয়োদশ
 প্রসঙ্গে পুরুষোত্তমের পঞ্চায়নাতিবেক ও
 পূর্ণাঙ্গি কথন, পুরুষে স্তম্ভের দর্শনকৃষ্ণিত দেব-
 গণের নান নিদেশ ও কাঁহাদের পূজাকল
 বর্ণন, শতব্যাঙ্কে ইন্দ্রহৃদয়ের নৃসিংহ দর্শন
 শ্রেষ্ঠ রাজা কর্তৃক পুরুষোত্তম নৃসিংহের পূজা,
 ৭৫ বাসম কর্তৃক শ্রেষ্ঠব্যাঙ্কের প্রতি বরদান । ১০

30

১০শ অঃ।—যে ওরাজেব প্রতি বর-
দা। ন্তে ভগবানেব অর্চন, ভগবানের
চিহ্নে ভজ্যমানায়া, কলিকাল নির্ণয়,
চিহ্নে দ্বারা সিদ্ধিলাভ হেতু কলিরফলা-
দি। এখন, ভগবানের দয়াদাক্ষণ্য দি
শ্রবণ বনি, সম্বন্ধিত জনৈক বিজ্ঞ
বক্তাব উচ্চিষ্টবোধে পুরুষোত্তমপ্রসাদ ভক্বে
তাহার দেহপীড়া, প্রসাদ বুদ্ধিতে দেবোচ্ছিষ্ট-
ভোজী বিজ্ঞানেব দেববৎ দেহকান্তি, ভগবদা-
বাধনায় পুরোক্ত দেবোচ্ছিষ্টোৎসাহানাকারী
বিজ্ঞের দেহকান্তিলাভ, সমনক দৈত্যবধ
প্রসঙ্গে অগ্নি নিম্নালোৱপাত্ত, ভগবদ্বক্তৃ-
লক্ষণ ও দেবপূজাবিধি, অতীষ্ট জনের সাহিত
দেবোচ্ছিষ্ট ভোজনের ফল বর্ণন।

2028

৩৯শ অঃ।—দক্ষিণামূর্তি দশন ৭ শয়ন-
উৎসবে সঙ্গযাত্রা সিকি কখন, ভগবৎপার্ব-
পার্বভট্টন কাল, ভাবানের কোমলী নামক
ইথানোৎসব প্রসঙ্গে ট্যানোৎসবের পূজাদি
ও হংপূজাপ্রভাবে সাক্ষীএকেগটি ভার্ণাভেষক
কর প্রাপ্ত করন।

3039

১০ নং অঃ ।—অগ্রদায়ণ-স্বকৃষীভেদে ২ নং-
বাণে-ব প্রাবল্লগোৎসব ফল, প্রাদবুল্লগোৎসব
বিষয়ক অনাবিধি ।

1026

৪১ শ্রী অঃ।—উত্তরাধ্বাণ প্রসঙ্গ, উত্তরাধ্বাণ
কঃ। কঃ পমহোৎসবানুষ্ঠান ও তাহার কল-
আতি, এমুস্তীতিকর বৈদ্যগণ গোম। ১০৩

202.

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

୫୨ ଶ ଅ: ।—କାନ୍ତନମାସୀୟ ଦେବାରୋହଣ
ବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୦୭୬

୫୩ ଶ ଅ: ।—କାନ୍ତନପୁର୍ଣ୍ଣିମାୟ ସଂସାର ବ୍ରତ
ବିଧାନ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବିଷ୍ଣୁମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବିଷ୍ଣୁସ୍ତବ,
ଜ୍ୟୋତିର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବ୍ରତ ଓ ବ୍ରତୋଦ୍‌ଘାଟନ ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୦୭୭

୫୪ ଶ ଅ: ।—ବାସନ୍ତିକ ଦମନଭୃଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା
ଓ ମାହାନ୍ତା ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୦୮୧

୫୫ ଶ ଅ: ।—ସକାମ ଯାନବଗଣେର ବିଭୂତି-
କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବପୂଜା, ଯୁନିଗଣେର ନୀଳାଚଳେ ଗମନାର୍ଥ
ଜୈମିନିର ଉପଦେଶ, ଯୁନିଗଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁନରାୟ
ଇନ୍ଦ୍ରହାସ ବିଷୟକ ଶ୍ରୀମ, ଯୁନିକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରହାସ-ସ୍ବେତ
ନୃପତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଓ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତିର ମାହାନ୍ତା
କୀର୍ତ୍ତନ । ୧୦୮୫

୫୬ ଶ ଅ: ।—କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦାକ୍ଷୟ ଦେବମାହାନ୍ତା
ଶ୍ରବଣେ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ସାମୁଦ୍ରିକ ଯୁନିଗଣେର ତଥାୟ ଗମନା-
ଭିତ୍ତିକାର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଜୈମିନିବାକ୍ୟେ ଅତୁଳ ଓ ଉଦ୍‌ଘାଟକେର
ପୁନଃ ଶ୍ରୀମ, ଜୈମିନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଣ୍ଣନାବନ୍ତର
ମୋ କାମାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୦୮୮

୫୭ ଶ ଅ: ।—ଜୈମିନି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଦ୍‌ଘାଟକେର
ତତ୍ତ୍ବ ବିବିଧ ଉଦ୍‌ଘାଟକେର ଶ୍ରୀମଦ୍‌ସାମୁଦ୍ରିକ ଆକାର
ବର୍ଣ୍ଣନା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବପ୍ରସଙ୍ଗେ ଜଗନ୍ନାଥକେନ୍ଦ୍ରେ ଯତ୍ତା
ଶ୍ରୀବତ୍ତିର ପ୍ରସଙ୍ଗା । ୧୦୯୧

୫୮ ଶ ଅ: ।—ଯୁଗକାଳାଦି ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେ ଜଗ-
ନ୍ନାଥକେନ୍ଦ୍ରମାହାନ୍ତା, ଦୁର୍ଗାମା ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେ ମହାଦେବ-
ବାସୀ ବିଜୟବେର ଉପାଧ୍ୟାନ, ବିଜୟବେର ପ୍ରଶ୍ନେ
ଜୈନେକ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲକ୍ଷ୍ମୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦେବେର ଯତ୍ତାକାଳ
ଓ ଯତ୍ତାବନ୍ତାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ତତ୍ତ୍ବପ୍ରଶ୍ନେ ଏକଜନେର
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ଗମନେ ପ୍ରସଙ୍ଗା । ୧୦୯୫

୫୯ ଶ ଅ: ।—ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ଗମନେକ୍ତୁ
ବିଜୟ ସମୀପେ ଦୁର୍ଗାମା ଆଗମନ, ବିଜୟକର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ପାଦାର୍ପଣାଦି ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ପୂଜା ଓ ଶ୍ରବଣ, ଦୁର୍ଗାମା
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଜୟେର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକେନ୍ଦ୍ରେର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପୁରୁଷୋ-
ତ୍ତମକେନ୍ଦ୍ର ଗମନେର ଉପଦେଶ, ଦୁର୍ଗାମା ସହିତ
ବିଜୟେର ପୁରୁଷୋତ୍ତମକେନ୍ଦ୍ରେ ଯାତ୍ରା, ବିଜୟେର ଚିତ୍ତ-
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରୀକାର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାନ୍ତାର ଯତ୍ତା ଦୁର୍ଗାମା ସହସ୍ରା
ଅତ୍ତରାଜନ, ବିଜୟେର ଦେବୋକ୍ତି, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ଯତ୍ତା
ତଥାତ୍ତ୍ବ ଜୈନେକ ରମଣୀର ସହିତ ବିଜୟେର ସାକ୍ଷାତ୍-
କାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଯତ୍ତାବନ୍ତାନ, ଦୁର୍ଗାମା ନାରାୟଣିକ ରମଣୀର
ଆଶ୍ବମେଧିକାର ପ୍ରଦାନ, ତାହାକେ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଜାନିଆ
ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ପତ୍ନୀର ସହିତ ଏକମାସ
ଆବନ୍ତାନ । ୧୦୯୯

ବିଷୟ

ପୃଷ୍ଠା

୬୦ ଶ ଅ: ।—ବିଜୟେର ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର
ଆଗମେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଓ ଯତ୍ତାବନ୍ତାନେର ଆଗମନ ଓ
ବିଜୟେ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ପୂଜା ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର
ଉତ୍ତର ପକ୍ଷେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାହାନ୍ତା ପ୍ରଭାବେ ବିଜୟେର
ଯୋଗ୍ୟତା ଓ କାମିନୀସନ୍ତୋଗ ଜନ୍ମ ବିବିଧ ବେଦ,
ସହସ୍ରା ଦୁର୍ଗାମା ଆବିର୍ଭାବ, ପୀଠିତ ଯତ୍ତାବନ୍ତାନେର
ସମ ସମୀପେ ଗମନ ଓ ବିଜୟକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତତ୍ତ୍ବପ୍ରଶ୍ନେ
ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ସହ ଯୁକ୍ତାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ୍ତାବନ୍ତାନେର ଉଦ୍‌ଘୋଗ, ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର
ଜୈନେକ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଜୟେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଚତୁ-
ର୍ଦ୍ଦଶା ଯତ୍ତାବନ୍ତାନେର, କେନ୍ଦ୍ରସାମୀପା ପ୍ରଭାବେ
ବିଜୟେର ବିଷ୍ଣୁସାମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରାପ୍ତି, ଦୁର୍ଗାମା ଆବିର୍ଭାବେ
ଗମନ । ୧୧୦୨

୬୧ ଶ ଅ: ।—କେନ୍ଦ୍ରବିତ୍ତ ବହୁତୀର୍ଥ ମାହାନ୍ତା
ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଦାନପ୍ରସଙ୍ଗା । ୧୧୦୬

୬୨ ଶ ଅ: ।—ଯାତ୍ରୀ ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ତଥା-
ହାନ୍ତା,—ଯାତ୍ରୀପୁର୍ଣ୍ଣିମାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ରେ ବିବିଧ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା, ପାଞ୍ଚଶ୍ରୀ ବଂଶୋଦ୍‌ଭବ ବାର୍ଷିକ ଚୂଡ଼-
ମତିର ଉପାଧ୍ୟାନ,—ସହସ୍ରା ଗୟାତ୍ରାକେ ପିତୃଗଣେର
ନରକମୁକ୍ତି ହେଲ ନା ଦେଖିଆ ଚୂଡ଼ମତିର ବେଦ,
ଯାତ୍ରୀ ପୁର୍ଣ୍ଣିମାୟ ସାଗରତୀରେ ତତ୍ତ୍ବ ପାଞ୍ଚଶ୍ରୀ ପିତୃ-
ଗଣେର ଉଦ୍‌ଘୋଗ ଦାନାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚୂଡ଼ମତିର ପ୍ରତି ଆକାଶ-
ବାଣୀ । ୧୧୧୦

୬୩ ଶ ଅ: ।—ଆକାଶବାଣୀ ଶ୍ରବଣେ ବିଜୟ
ଚୂଡ଼ମତିର ସାଗରତୀରେ ଯାତ୍ରୀ ପୁର୍ଣ୍ଣିମାୟ ପିତୃ ଦାନ,
ତତ୍ତ୍ବ ପାଞ୍ଚଶ୍ରୀ ପିତୃଗଣେର ବିମାନାରୋହଣେ ଶ୍ରୀମ-
ଲୋକେ ଗମନ । ୧୧୧୨

୬୪ ଶ ଅ: ।—ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେନ୍ଦ୍ର ମାହାନ୍ତା
ପ୍ରସଙ୍ଗେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପାଧ୍ୟାନ,—କେନ୍ଦ୍ର ଗମନପ୍ରଭାବେ
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିବ୍ୟଗତି, କାର୍ତ୍ତିକେର ମହାଦେବ ସଂବାଦେ
ଅର୍ଜୁନବିଜୟାନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରମାହାନ୍ତା ଓ ତୁଳାପୁର-
ସାଦି ବିବିଧ ଦାନ ପ୍ରସଙ୍ଗା । ୧୧୧୬

୬୫ ଶ ଅ: ।—କାର୍ତ୍ତିକେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମହାଦେବ
ସମୀପେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକେନ୍ଦ୍ରେର ଦଶାବତାର କେନ୍ଦ୍ର-
ନାମ-ନିକୃତି ଜିଜ୍ଞାସା, ତତ୍ତ୍ବପ୍ରଶ୍ନେ ମହାଦେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ବିଷ୍ଣୁର ବିବିଧ ଅବତାର ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୧୧୮

୬୬ ଶ ଅ: ।—ମହାଦେବ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେର
ବିବିଧ ପୂଜା ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାଦି ବର୍ଣ୍ଣନା
ପ୍ରସଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁର ଶ୍ରୀମଦ୍‌ଦେବେର ବର୍ଣ୍ଣନା । ୧୧୨୦

୬୭ ଶ ଅ: ।—ପୁରୁଷୋତ୍ତମକେନ୍ଦ୍ରେର କାର୍ତ୍ତିକ-
ପୁର୍ଣ୍ଣିମା ବ୍ରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବିଧାନ, କାର୍ତ୍ତିକପୁର୍ଣ୍ଣିମାବ୍ରତ
ପ୍ରତିଷ୍ଠାମାହାନ୍ତା ଉପାଧ୍ୟାନ, ଜୈମିନି ସମୀପେ

বিষয়

পৃষ্ঠা

মুনিগণের পুরাণ অবগতিবিধি জিজ্ঞাসা, সাধুবাদ
সহকারে ঋষিগণের প্রতি জৈমিনির পুরাণ-
অবগত ক্রম বর্ণন, তদুত্তরে পরিতুষ্ট ঋষিগণের
জৈমিনিকে দক্ষিণাদান ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে
গমনপূর্বক মুক্তি লাভ । ১০৮০

পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাশঙ্ক্য সমাপ্ত ।

বদরিকাক্ষম-মাশঙ্ক্য ।

১ম অঃ ।—সূত-শৌনক সংবাদ প্রসঙ্গে
“কি উপায়ে মুক্তি হয়,” এই প্রয়ে শিব-কন্দ
সংবাদারম্ভ,—প্রথমতঃ গঙ্গা গোদাবরী যমুনা
নর্মদাদি বহুতীর্থ বর্ণন পুরঃসর কালী বদরিকা-
ক্সম প্রভৃতি ক্ষেত্রমাশঙ্ক্য বর্ণন, অযোধ্যা
ক্ষেত্র মাশঙ্ক্য, গোমতী তীর্থ আনবিধি বর্ণন,
পঞ্চকোণী তীর্থযাত্রা ফল কথন, বিশালি তীর্থ
আনফল, রামতীর্থে সুবর্ণ দান মাশঙ্ক্য, মার্ক-
ণ্ডেয় তীর্থ আনফল কথন, জগন্নাথ দর্শন মাশঙ্ক্য
কথন, ইন্দ্রপ্রস্থদ আন মাশঙ্ক্য কীর্তন, এবং
বদরী নাম কীর্তনে উপযুক্ত সর্বফল প্রাপ্তি
কথন । ১০৮৩

২য় অঃ ।—বদরিকাক্ষম ক্ষেত্রের উৎপত্তি
ও ত্রয়াশঙ্ক্য কীর্তন, শিব কর্তৃক সূতাসঙ্কম-
কারী ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ছেদন বৃত্তান্ত বর্ণন,
ব্রহ্মহত্যা দোষ নিবৃত্তার্থ তাঁহার সপ্ততীর্থে ভ্রমণ,
ভ্রমণ করিতে করিতে গিরিজাপতির বদরিকা-
ক্সমে গমন, তথায় গমনে তাঁহার ব্রহ্মহত্যা দোষ
নিবৃত্তি, দশাশ্বমেধিক তীর্থ বর্ণন, বাসবাকো
অগ্নির বদরিকাক্ষমে গমন ও তৎকৃত ভগবৎ-
জ্ঞতি বর্ণন । ১০৯০

৩য় অঃ ।—অগ্নিতীর্থমাশঙ্ক্য বর্ণন, নারদী
প্রভৃতি পঞ্চ শিলা মাশঙ্ক্য,—নারদের তপস্যা,
নারদ সমীপে বিজরূপী হরির আগমন, নারদ
কর্তৃক হরির স্তব, হরির বরদান, নারদী-শিলার
উৎপত্তি, নারদের মধুপুরে গমন, মার্কণ্ডেয়ের
তপস্যা ও মার্কণ্ডেয়ী শিলোৎপত্তি । ১০৯৩

৪র্থ অঃ ।—বৈনতেয়ী শিলা মাশঙ্ক্য বর্ণন,—
গুরুতর তপস্যা, হরির আবির্ভাব ও বরদান—
বৈনতেয়ী শিলার উৎপত্তি, বায়্যাতী শিলা
মাশঙ্ক্য বর্ণন, বায়্যাতীশিলা মাশঙ্ক্য বর্ণনে

বিষয়

পৃষ্ঠা

দেবতা ও ঋষিগণ কর্তৃক ভগবানের জ্ঞতি,
নারদীশী শিলা মাশঙ্ক্য । ১০৯৭

৫ম অঃ ।—ভগবৎপ্রদক্ষিণ ফল কথন,
বিশালয়ে ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া কীর-
ক্ৰিতে দেবগণ কর্তৃক ভগবানের জ্ঞতি, ভগ-
বদাবির্ভাব, “কুমেশা ব্যক্তিগণ আমার দর্শন
করিবে, এই ভয়ে আমি অস্তহিত হইয়াছি-
লাম” এই বলিয়া ভগবানের অস্তদ্বান, শিব
কর্তৃক ভগবৎস্থাপন, বদরিকাক্ষম দর্শন ও
তথায় গ্রহণে ব্রহ্মাণ্ডদানফল প্রাপ্তি, এবং
বদরী ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ ভোজনাদি ও দান
মাশঙ্ক্য কীর্তন । ১১০১

৬ষ্ঠ অঃ ।—পিতৃতীর্থ কপালমোচনতীর্থ
ও ব্রহ্মতীর্গোৎপত্তি বৃত্তান্ত বর্ণন, ঐ ঐ স্থানে
ব্রহ্মার তপস্যা করণ, ভগবদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া
ব্রহ্মা কর্তৃক ভগবানের জ্ঞতি, ভগবৎপ্রসাদে
তাঁহার সৃষ্টি করণাবিকার প্রাপ্তি, তাঁহার সর্ব
বেদাবিকার প্রাপ্তি, সরস্বতী গ্নান প্রভাবে বেদ-
ব্যাসের পুরাণাদি সংহিতা করণাবিকার প্রাপ্তি,
কাম্যতীর্থ মাশঙ্ক্য ও বসুধারা তীর্থ মাশঙ্ক্য
বর্ণন । ১১০৫

৭ম অঃ ।—প্রভাস-পুষ্কর-গঙ্গা-নৈমিষ-কুরু-
ক্ষেত্র ও পঞ্চধারা তীর্থ মাশঙ্ক্য, পঞ্চধারা-
তীর্থের মলিনতা প্রাপ্তি, মলিনতা নিবারণ জন্য
তাঁহাদের বদরিকাক্ষমে গমন, সোমকুণ্ডের
উৎপত্তি ও মাশঙ্ক্য বর্ণন, সপ্তপদ চতুঃ
শ্রোতোক্ষণী তীর্থ মাশঙ্ক্য কীর্তন । ১১১০

৮ম অঃ ।—বিশালায় ভগবান্নিবাস হেতু
সন্তুষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণের মেকত্যাগ করিয়া
বিশালায় গমন; ইন্দ্রাদি দেবগণের সুখ
বিধানার্থ ভগবানের বিশালায় মেক স্থাপন,
দেবগণ কর্তৃক ভগবানের জ্ঞতি, ভগবদাদেশে
দেবগণের বিশালায় বাস, বদরিকাক্ষমে লোক-
পাল স্থাপন, বদরিকাক্ষমে দান করিলে
তন্নিমিত্ত সর্বফল প্রাপ্তি কথন, ধর্মক্ষেত্র
বর্ণন, ও দণ্ডপুষ্করিণী তীর্থ কীর্তন । ১১১৫

বদরিকাক্ষম-মাশঙ্ক্য সমাপ্ত ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১৭ শ অঃ।—মারদ দর্শনে দানব কর্তৃক তদীয় সংকার, মারদ কর্তৃক কৈলাসস্থ উমার সৌন্দর্য্য বর্ণন, উমা আনয়নার্থ জলজ্বরের রাহ প্রেরণ, কুক কবের জমিধ্য হইতে কুজসেনার উৎপত্তি।	১১৮৬
১৮ শ অঃ।—দেবানুর সংগ্রাম, কুজসেনার পরাভব।	১১৮৩
১৯ শ অঃ।—গণপতি নন্দী প্রভৃতি শিবানু-চরের পরাভবে বীরভদ্রোৎপত্তি, যুদ্ধে বীর-ভদ্রের শতন।	১১৮৫
২০ শ অঃ।—অনুচরগণ কর্তৃক কুজসমীপে যুদ্ধবর্তী প্রদান, কুজের যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন ও জলজ্বরের নহিক যুদ্ধ, দানব কর্তৃক কুজমোহিনী গন্ধর্ব্বী মায়ায় শাবিকার, মায়াদেবীর মোহিনীমায়ায় মহাদেবের মোহ, জলজ্বরের শিববেশ ধাবনপূরক উমাসমীপে গমন, উমাকটাক্ষে জলজ্বরের জড়হ প্রাপ্তি, উমাসমীপ পবিত্র্যাগপূরক ভয়ভীত দানবের যুদ্ধার্থ কুজসমীপে আগমন, দানবভীত উমাব বিস্ময়গণ, বিস্ময় আবর্তাব, বিস্ময়কর্তৃক জলজ্ব-পত্নী রান্ধয় পাতিবাহ্য বিনাশার্থ জলজ্বর রূপ ধারণে অঙ্গীকার, বিস্ময় যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন, মহাদেবের মোহাপগম, জলজ্বর সহ যুদ্ধ।	১১৮৭
২১ শ অঃ।—বিস্ময়কর্তৃক জলজ্ববেশ ধারণপূরক তদীয় পুত্রে গমন, স্বপ্নযোগে বৃন্দার হৃনিমিত্ত দর্শন, বৃন্দার পাতিব্রত্য ভঙ্গ, জলজ্বর কিম্বদন্তীয়ায় বৃন্দার বিলাপ, বৃন্দা-বিস্ময় পরস্পর শাপ প্রদান, বৃন্দার জীবন বিস-জ্ঞান, তদীয় দেহ ভস্মাবস্থ বিবৃণন।	১১৮৯
২২ শ অঃ।—জলজ্বর সহ মহাদেবের যুদ্ধে জলজ্বর কর্তৃক মায়া গোবামুর্ক্তি নিশ্চয় ও তদীয় গাত্র প্রহার, রোহদামান্য গোবাদর্শনে বিস্মিত শকরের ভূকীভাব, সমরে শকরের মহাকীরণরূপ ধারণ, অসুরগণের পলায়ন, শকর কর্তৃক শুভনিমিত্তের প্রতি অভিলাপ ও সুদর্শনচক্র দ্বারা জলজ্বরের শিরশ্ছেদ, শকর সমীপে দেবগণ কর্তৃক বৃন্দালাবণ্য-মোহিত বিস্ময় বার্তাপ্রদান, শিবদেশে বিস্ম-মহাবোধনার্থ দেবগণ কর্তৃক শক্তিচরের স্তব, শুভকৃষ্টি শক্তিগণের বীজায় প্রদান।	১১৯১
২৩ শ অঃ।—শক্তিপ্রদত্ত বীজায় হইতে	

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধাত্তী মালতী ও তুলসীর উৎপত্তি এবং ধাত্তী প্রভৃতির মাহাত্ম্য।	১১৯৩
২৪ শ অঃ।—ধর্ম্মদত্তের কার্তিক ব্রত প্রভাবে কলহা রাক্ষসীর রাক্ষসদেহমুক্তি।	১১৯৫
২৫ শ অঃ।—কলহাবাক্যে ধর্ম্মদত্ত কর্তৃক দানমাহাত্ম্য কথন, বিস্মৃতানীত বিমানে কল-হার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, বিস্মৃত কর্তৃক ধর্ম্মদত্তের প্রতি বরদান	১১৯৭
২৬ শ অঃ।—বিস্মৃতকি মাহাত্ম্য,—চোল-রাজ ও বিস্মদান দ্বিজের ইতিবৃত্ত।	১১৯৮
২৭ শ অঃ।—অতিথিপ্রিয় বিস্মদাসাধা দ্বিজের কক্ষাগ্রাহারী চণ্ডালের প্রতি ব্রত-দানার্থ ধাবন, পৃষ্ঠাগত বিস্মদাসভয়ে চোর চণ্ডালের পলায়ন ও পথে মূচ্ছা, বিস্মদাস কর্তৃক চণ্ডালের বিবিধ সংকাষ, চণ্ডালরূপধারী হরির প্রকটরূপে বিস্মদাসের প্রতি বরদান, স্বর্গ হইতে বিমানাগমন, বিমানারোহণে বিস্ম-দাসের স্বর্গগমনে চোলরাজের অগ্নি প্রবেশ, চোলরাজকে ভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন, চোল-রাজের মূক্তি।	১১৯৮
২৮ শ অঃ।—কার্তিকমাসে গণকীর্ণানে জয়। বিজয়ের বিস্মপার্বদত্ত প্রাপ্তি।	১২০৩
২৯ শ অঃ।—কার্তিকবল্লী পুণ্য সংসর্গে কুবেরের যক্ষস লাভ।	১২০৫
৩০ শ অঃ।—কার্তিক ব্রত ও দান-সমর্থ ব্যক্তির ব্রত ও দানপুণ্য প্রাপ্তির উপায়, পাতিব্রতমাহাত্ম্য, মাসোপবাস ব্রতবিধান।	১২০৭
৩১ শ অঃ।—দ্বাপরযুগোৎপত্তি কাল, কুম্ভাগ্র নবমী ব্রত বিধান, তুলসী বিবাহ বিধি কথন।	১২১১
৩২ শ অঃ।—ভীষ্মপঞ্চক ব্রত বিধান।	১২১৩
৩৩ শ অঃ।—প্রবোধিনী একাদশী মাহাত্ম্য ও দ্বাদশী বিধান।	১২১৭
৩৪ শ অঃ।—কার্তিক ব্রতের উদ্‌যাপন বিধি।	১২২১
৩৫ শ অঃ।—বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ও শ্রীপুরুষোৎ-সব মাহাত্ম্য।	১২২৩
৩৬ শ অঃ।—অষ্টক, পুষ্করিণী ত্রিবিজয় মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে ঐ দিনত্রয়ের গ্রাহ বর্জ্জাদি বর্ণন, পুরাণ অবশ্য মাহাত্ম্য।	১২২৬
কার্তিকমাসমাহাত্ম্য সমাপ্ত।	

বিষয়

পৃষ্ঠা

বিষয়

পৃষ্ঠা

মার্গশীর্ষমাস-মাহাত্ম্য ।

১ম অঃ।—সূত-শৌনক সংবাদ,--বিষ্ণু কর্তৃক ব্রহ্মার নিকট মার্গশীর্ষ মাস ব্রতের পূণ্য অবগত হইয়া বর্ণন, গোপীগণকর্তৃক মার্গশীর্ষ-প্রাতঃস্নান, প্রাতঃস্নান পূর্ণা গোপীগণের কৃক-প্রাপ্তি । ১২৩০

২য় অঃ।—প্রাতঃস্নান ত্রিপুরা ধারণান্ত মার্গশীর্ষকৃত্য ও ত্রিপুরা । ১২৩১

৩য় অঃ।—দ্বারপ্রস্থানমুখিক ও তুলসী-মুখিকাদি দ্বারা ত্রিপুরা ধারণ বিধি, গোপীচন্দন দ্বারা দেহ মুদাকন বিধি, ভগবদবতার ও আয়ুর্বাতি চিহ্ন ধারণ কল, ভগবানের নামাষ্টা-কিত ব্যক্তির সর্বকর্মাদিকাব্য । ১২৩৮

৪র্থ অঃ।—দেহে তল চক্রাঙ্কণ ও পদ্মবীজ এবং তুলসীমালা ধারণ কল, ধাতুকন মালা ধারণ ও তুলসী কাষ্ঠ ধারণমাহাত্ম্য, ভগ্নমুখি স্থাপন ও পূজাদি । ১২৩৮

৫ম অঃ।—পঞ্চমুখ ও শঙ্খোদক স্থান কল, শঙ্খ পূজা মাহাত্ম্য । ১২৪১

৬ষ্ঠ অঃ।—ঘণ্টাবাদ্য ও বিষ্ণুমূর্তি পূজা, তুলসী কাষ্ঠ ও চন্দ্রনাগ । ১২৪৩

৭ম অঃ।—ভগবানের উদ্দেশ্যে জাতী পুষ্প দান পূণ্য বর্ণন, ভগবৎপ্রিয় পুষ্প, জাতী পুষ্প-দানের ষোড়শতা, বিষ্ণুকণ্ঠে সহস্র জাতী পুষ্প-মালাগণের পূণ্য । ১২৪৫

৮ম অঃ।—তুলসীর মাহাত্ম্য—তুলসী-প্রসাদনকারীর সর্বপুণ্য প্রাপ্তি, তুলসী দ্বারা ভগবৎপূজা কল, সহস্র বার্তুস্ক দাপদান প্রসঙ্গ । ১২৪৭

৯ম অঃ।—নৈবেদ্যাদির স্বর্বাধি পাত্র নির্ণয়, নৈবেদ্য বাজনাতির প্রভৃতি প্রক্রিয়া । ১২৫০

১০ম অঃ।—ভগবৎপ্রতিমা নির্মাণমাহাত্ম্য, প্রসঙ্গাদি কল কথন, ভগবৎপ্রসাদভকণ পূণ্য, মার্গশীর্ষ দেবপূজোদ্দেশ্য ও কল বর্ণন । ১২৫২

১১শ অঃ।—একাদশীমাহাত্ম্য কথন প্রসঙ্গে বীরবাহুর উপাখ্যান,--বীরবাহু ভবনে ভগবানের আতিথ্য, বীরবাহুর পূর্বজন্ম কৃত্য ও ভগবানের শ্রদ্ধা কথন । ১২৫৫

১২শ অঃ।—ভগবৎসমীপে বীরবাহুর পূর্বজন্মের শ্রদ্ধাশ্রিত্য কারণ জিজ্ঞাসা, ভগ্ন-কৃত্যে ভগবৎ কর্তৃক ভগ্নীয় বিশ্রাম ও পরে দশমীযুক্ত একাদশী করণে শ্রদ্ধা প্রাপ্তি কথন, দশমীযুক্ত একাদশীর বজ্রাচা, আতিথ্য সং-কারের অবশ্য কর্তব্যতা, একাদশী ব্রতোদ্-স্থাপন ও অগ্নি একাদশীব্রত কথন । ১২৬০

১৩শ অঃ।—দ্বাদশী জাগরণ ও জাগরণ বাসরে দানাদি বিধি বর্ণন, দ্বাদশীজাগরণ-মাহাত্ম্য । ১২৬৪

১৪শ অঃ।—একাদশীর মৎস্তোৎসব,--মৎ-স্তোৎসবে পূজা জপাদি বিধি, স্থান সময়ে নদীসমীপে প্রাণন মন্ত্র, ভগবানের উদ্দেশ্যে পুষ্পাদিদান কল মৎস্তকর্তৃক বিষ্ণুর স্বর্ণপ্রতিমা দান মাহাত্ম্য । ১২৬৮

১৫শ অঃ।—মার্গশীর্ষে বিজয়মুখির পূজা বিধি, গো কৃষি প্রভৃতি বিবিধ দান মাহাত্ম্য, দানাদি দ্বারা বিজয়মুখির সন্তোষোৎপাদন মাহাত্ম্য, ভগবতায় মাহাত্ম্য । ১২৭০

১৬শ অঃ।—ভগবানের ধ্যান ও ধ্যান মাহাত্ম্য, অকশিষা লক্ষণ । ১২৭৪

১৭শ অঃ।—মথুরা মাহাত্ম্য ও মথুরায় বিবিধ কৃত্যবর্ণন । ১২৭৮

মার্গশীর্ষ মাহাত্ম্য সমাপ্ত ।

ভাগবত মাহাত্ম্য ।

১ম অঃ।--সূত-শৌনক সংবাদে মথুরা ও হস্তিনাপুরের রাজাসংহাসনাদি বর্ণন,--বজ্র-নাভকে মথুরাপুরে ও গোব্র পর্বতকে হস্তিনাপুরে আশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ২৫১ প্রহরান্তে বজ্রনাভেব নন্দনার্য পরীক্ষিতের মথুরাপুরে আগমন, বজ্রনাভ কর্তৃক পরী-ক্ষিতের সংকার ও উভয়ের বিবিধ কথোপ-কথন, মথুরারাজ্যের প্রজাহীনতা সহজে বজ্র-নাভ কর্তৃক পরীক্ষিতসমীপে কতিপয় প্রহর, পরীক্ষিতের ইচ্ছিতে শ্রীকৃষ্ণ কবির আদ্যায়, শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও রাজ্য কর্তৃক সংকার লাভ, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক 'বজ্র' শব্দের অর্থ কর্তৃক ব্রহ্মলীলা, গোবর্ধন ও মথুরা মাহাত্ম্য-কীর্তন । ১২৮০

বিষয়

পৃষ্ঠা

২য় অঃ।—কথাবিশায়ে পাণ্ডিত্যের বীজ
আজমে আগমন, পাণ্ডিত্যপ্রসাদে পরীক্ষিত ও
বুদ্ধনাভের মধুরাণ গোবিন্দ ও গোপী-
গণের লীলাহীন অবলোকন, কৃষ্ণনামাস্তসারে
বহু গ্রাম নগর পত্তন এবং কুণ্ড কুপাদি
বিবিধ পুর্ক প্রবর্তন, শিবলিঙ্গ স্থাপন কৃষ্ণ-
শোকে কাতরা কৃষ্ণপত্নীগণের কালিন্দীর প্রতি
উক্তি, কালিন্দীর সজ্জি, কালিন্দী কর্তৃক ভগ-
বদ্ভণ বর্ণন, গোবন্ধন সমীপে পরীক্ষিতাদির
উক্তবর্ণন। ১২৮৬

৩য় অঃ।—উক্তব-পরীক্ষিত-সংবাদ উক্তব
কর্তৃক ভগবদ্রাজ্য ও বাললীলাদি বর্ণন,
ভাগবত পাঠে ভগবৎপ্রীতি, ভাগবত প্রবণে
মোক, সুপ্তাহ শ্রীমদ্ভাগবত প্রবণ কল, সৃষ্টি
স্থিতি ও লয় বর্ণন, ভাগবত প্রবণে পরীক্ষিতের
উৎসৃকা, উক্তবকর্তৃক শুকমুখে ভাগবত প্রব-
ণ উপদেশ, কালিনিগ্রহার্থ পরীক্ষিতের দিগ্-
বিজয়, ভাস্কররাজা বজ্রনাভের বন্দাবন গমন,
ভাগবত প্রবণ ও মুক্তি। ১২৮৮

৪র্থ অঃ।—সূত পোনক সংবাদ,—শ্রীমদ্-
ভাগবত-৩ ভগবানের এক্য কীর্তন, শ্রীমদ্-
ভাগবত প্রবণ বিবি ও মাহাত্ম্য। ১২৯১

ভাগবতমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য।

১ম অঃ।—সূত সমীপে অবিগণের বৈকব-
ধর্ম জিজ্ঞাসা, অধরোয়-নারদ সংবাদ,—নারদ
কর্তৃক বৈশাখ মাস প্রশংসা, বৈশাখ গান
মাহাত্ম্য। ১২৯৭

২য় অঃ।—বৈশাখ ত্রতাকরণে দোষজ্ঞতি,
বৈশাখ ত্রত প্রশংসা,—জল, ব্যজন, ছত্র,
পাতুকা ও অন্নদানের অবশ্য কর্তব্যতা। ১২৯৯

৩য় অঃ।—বৈশাখের ঐক্যতা,—শয়্যাকব-
লাদি বিবিদান, বিজ্ঞান গৃহ-নির্মাণ ও বাণী-
কুপাদির সংস্থান-মাহাত্ম্য, অপুত্রকের সন্তপ্ত-
নির্মাণ, তাহুলাকি বিবিদানকল। ১৩০১

৪র্থ অঃ।—বৈশাখতরীর বজ্রবহু নির্ণয়,
গৃহস্থানের দোষ জ্ঞতি, নদী প্রভৃতির স্থান প্রশং-
সা, নদীস্থানের পুণ্য বর্ণনা দানাদি। ১৩০৪

বিষয়

পৃষ্ঠা

৫ম অঃ।—বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন-
নস্তর বৈশাখের ঐক্যতা নিরূপণ। ১৩০৭

৬ষ্ঠ অঃ।—বৈশাখ জলদান প্রশংসা হেমাদি
রাজার উপাখ্যান,—জলদানভাবে হেমাদির
তিথ্যগুণ যোনিলাভ, মিথিলারাজতবনে গোপা-
দেহ প্রাপ্তি, ঋতদেবপ্রসাদে পুনঃ পুর্কদেহ
লাভ। ১৩০৯

৭ম অঃ।—মিথিলাভূপতির প্রসঙ্গে ঋতদেব
কর্তৃক বৈশাখের জলদানাদি বিবিধ পুণ্য কীর্তন
ও ৫৭প্রসঙ্গে তদীয় পিতার অতীত বৃত্তান্ত
কথন। ১৩১৩

৮ম অঃ।—বৈশাখ মাহাত্ম্য,—হর-গৌরী-
সংবাদে ককুৎস্থের ইতিবৃত্ত বর্ণন। ১৩১৬

৯ম অঃ।—মৈথিলরাজজিজ্ঞাসায় ঋতদেব
কর্তৃক কুমার জয় বর্ণন, বৈশাখ ধর্ম প্রশংসা। ১৩২০

১০ম অঃ।—অশ্বিন শয়নব্রত ও বৈশাখে
ছত্রাদি দান মাহাত্ম্য। ১৩৩১

১১ম অঃ।—বশিষ্ঠদেশে মৈথিলনৃপের
বৈশাখ ব্রতচরণ, তদীয় বৈশাখ ত্রত প্রভাবে
যমপুরীর শান্ততা, নারদের সমসমীপে গমন ও
মৈথিলনৃপের পুণ্যচরণ কীর্তন, নারদবাক্যে
উক্তোক্ত যমের বুদ্ধার্থ মিথিলাপুরে গমন,
ভূপতিব সহিত যুদ্ধ, পুণ্যপ্রভাবে ভূপতির জয়,
যমের রাজ্যে প্রাণ বজ্রাহু নিক্ষেপ, তন্নিকট-
গার্ব বিষ্ণুর স্বদর্শন ও ত্যাগ, ব্রহ্মাহু নিরুতি,
রাজা কর্তৃক স্তবপন্যেব তব, পরাক্রান্ত যমের
ব্রহ্মসদনে গমন, যমগমনে দেবগণের বিবিধ
বিতর্ক। ১৩৩৪

১২ম অঃ।—ব্রহ্মার নিকট যমের গমন ও
বৈশাখব্রতী মিথিলাপতি কীর্তমান কর্তৃক
স্বাধিকারচ্যুতি বিষয়ক তর্ক নিবেদন। ১৩৪৩

১৩ম অঃ।—ব্রহ্মা কর্তৃক বৈশাখ মাস
মাহাত্ম্য কীর্তনপুর্কক যমেব সাক্ষ্য, তৎপ্রবণে
অতৃপ্তকাম যমের ব্রহ্মার সহিত বিবৃসন্নিধানে
গমন, ব্রহ্মা কর্তৃক বিবৃসমীপে যমের চরবস্থা
বর্ণন, কীর্তমানের প্রতি অজ্ঞায় আচরণে বিবৃর
অনিচ্ছা, “যেনরাজের, রাজাকালে বৈশাখ-
ধর্ম বিলুপ্ত ও তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে”
যমের প্রতি বিবৃর এবং বিধ বরদান এবং বিবৃ-
কর্তৃক বৈশাখ ধর্ম প্রশংসা। ১৩৪৪

বিষয়

পৃষ্ঠা

১৫শ অঃ।—বৈশাখ মাসমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে
+ দক্ষিণায়ন শিবা সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ বিজয়বের
উপাখ্যান, —বিকৃকথাপরাধন সত্যনিষ্ঠের বিকৃ-
রতি বিকৃকথা বিরক্ত তপোনিষ্ঠের বিকৃবিরতি-
কলে, তপোনিষ্ঠের পিষাচর প্রাপ্তি, বহুকাল পরে
তপোনিষ্ঠের সত্যনিষ্ঠসংসর্গলাভ ও সত্যনি-
ষ্ঠের উপদেশে বিকৃতাঙ্কিতাভপূরক পিষাচর
মুক্তি। ১৩৫০

১৬শ অঃ।—পূর্ণিমা তৃতীয়বার পূর্ণ
পুরুষশার উপাখ্যান, —পুরুষশার রাজ্য প্রাপ্তি
পূর্বভাগে জলদানাতাবে তদায় রাজ্যনাশ,
রাজ্যের গিরিগুহায় গমন, বহুকালান্তে গুরু
সহিত সাক্ষাৎকার, গুরুকর্তৃক অক্ষয় তৃতীয়া
ব্রতোপদেশ, অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতচরণে পুরু-
ষশার পুনঃ রাজ্য প্রাপ্তি। ১৩৫১

১৭শ অঃ।—অক্ষয় তৃতীয়ায় বিকৃকথাবে
পুরুষশার বিকৃসামুদ্র্য লাভ। ১৩৫৮

১৮শ অঃ।—বৈশাখমাস প্রসঙ্গে পাত্ৰকাদান
মাহাত্ম্য, —শঙ্করামক বিজয়ের উপাখ্যান, শঙ্ক-
কর্তৃক ব্যাধসমীপে বৈশাখমাস কীর্তন, প্রসঙ্গতঃ
তক্ষুবর্ণে দক্ষিণ ও কোকিলের মূর্তি। ১৩৬২

১৯শ অঃ।—শঙ্কর 'ধর্ম' পুস্তকের
কথন, —শঙ্কর উপদেশে ১২৫২র পাত্ৰকাদান
প্রবর্তি, কংকর্তৃক ছিন্ন পাত্ৰকাদান, পাত্ৰকাদান
প্রভাবে ব্যাধের দিবাগতি। ১৩৬৬

২০শ অঃ।—ব্রহ্ম শব্দ প্রতিপাদন প্রসঙ্গে
প্রাণের ঐচ্ছিক নিরূপণ, প্রাণের ঐচ্ছিক
পরীক্ষা। ১৩৭১

২১শ অঃ।—সত্যদি ভগভেদে জীবগণের
পৃথক পৃথক জন্ম কথন, প্রলয় বর্ণন, অবতার
কল্প, ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ। ১৩৭৭

২২শ অঃ।—বৈশাখ মাস মাহাত্ম্যে সর্পের
মুক্তি, সর্পের পূজার কৃতাভ, শঙ্ক-ব্যাধ
সংবাদে ব্যাধের বাল্যকালিক আবির্ভাব প্রতিপাদন। ১৩৮২

২৩শ অঃ।—বৈশাখ তিথি মাহাত্ম্য ও
কলিধর্ম নিরূপণ। ১৩৮৭

২৪শ অঃ।—অক্ষয় তৃতীয়া ব্রতমাহাত্ম্য। ১৩৯৪

২৫শ অঃ।—বৈশাখ শুক্লাদশমী মাহাত্ম্য ও
কলিধর্ম দেশের দেববিজ্ঞ কথন। ১৩৯৭

২৬শ অঃ।—বৈশাখ শুক্লা অষোড়শী,

বিষয়

পৃষ্ঠা

চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথির মাহাত্ম্য, বৈশাখ-
মাহাত্ম্য অবশ্য কল। ১৪০৪

বৈশাখমাসমাহাত্ম্য সমাপ্ত।

অযোধ্যা-মাহাত্ম্য।

১ অঃ।—শ্রুত-শোনক সংবাদে অযোধ্যা-
মাহাত্ম্য বর্ণন, —অগস্ত্য কবির অযোধ্যাগমন,
অযোধ্যাপ্রভাবদর্শনে অগস্ত্যের আনন্দ,
অযোধ্যাশাসকের ব্যুৎপত্তি, অগস্ত্য-বাস সংবাদে
বিকৃশ্মার পঞ্চাশসাধন, বিকৃশ্মার প্রতি ভগ-
বানের তৃষ্ণা ও জাহ্নব ভগদর্শন, ভগবানের
বরদান, বিকৃশ্মার নিকট চক্রদ্বারা ভগবানের
প্রলাপন, চক্রতীর্থোৎপত্তি, বিকৃহরি, মূর্তি
স্থাপন, বিকৃহরি মাহাত্ম্য। ১৪০২

২ অঃ।—ব্রহ্মার অযোধ্যাগমন, ব্রহ্মার
দান, ও ব্রহ্মকৃত প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রহ্মকৃত
মাহাত্ম্য ও সবুজীকৃত স্বপ্নমোচন মাহাত্ম্য
কীর্তন, লোমশ কর্তৃক পাপমোচন ও অগস্ত্য
কর্তৃক সহস্রধারা মাহাত্ম্য বর্ণন। ১৪১৫

৩ অঃ।—অগস্ত্য কর্তৃক জাহ্নব ও মুক্তি-
দার তীর্থবর্ণন এবং চক্রহারি ব্রত ও চক্রসহস্র-
ব্রতোদ্দেশ্য। ১৪২১

৪ অঃ।—ব্রহ্মহরি মাহাত্ম্য, —তীর্থ যাত্রা-
প্রসঙ্গে ধর্মের অযোধ্যায় আগমন, অযোধ্যা-
প্রভাব দর্শনে ধর্মের নৃত্য, তদর্শনে
তথায় ভগবানের আগমন, ধর্ম কর্তৃক ভগবৎ-
ভক্তি, ভগবানের বরদান, ধর্মহারি তীর্থ
প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মরাজের দিগ্বিজয়, —স্বর্গাদেশে
বহুর সর্গদর্শক যজ্ঞাহুত, যজ্ঞসমাপ্তির পর
ব্রহ্মসমীপে, গুরুদক্ষিণার্থী কোকিলের আগমন ও
বহুর ধর্মভাব দর্শনে প্রত্যাবর্তন প্রবর্তি, বহুর
আত্মসংগী ও কুবের জয়ার্থ যাত্রা, ব্রহ্মভীত
কুবের কর্তৃক বর্ণগুটি, কোকিলকে বর্ণদান,
কোকিলের আত্মমগমন, বর্ণধনি মাহাত্ম্য। ১৪২৫

৫ অঃ।—শ্রুত-শোনক সংবাদে পবিত্র
বর্ণধনি মাহাত্ম্য বর্ণন, —বিদ্যামিত্রের ভগবৎ
অবশ্যে ভগবৎসমীপে দক্ষিণায়ন আগমন, বিদ্যামিত্র-
কর্তৃক প্রভুত পয়স দ্বারা ভোজনোজ্জ্বলী দক্ষি-
ণায়ন ভক্তিসাধন, কোকিল কর্তৃক ব্রহ্মদক্ষিণা,

বিবরণ
প্রথম, প্রার্থনা, উক্তিকৃত বিধিবিধির কল্প-
নকল্প, প্রত্যাহার, কোৎসেব নিকৃষ্টাতি-
শরে দেবগণের স্থিতি বিধিবিধির কোৎসেব
প্রতি চতুর্দশকোটি স্বর্গমুদ্রা দানাদি, ত্রিলো-
কী তীর্থমালা। ১৪৩০

৬ষ্ঠ অঃ।—সীতাকুণ্ডমালা, চৈত্রহরি ও
শুভহরি তীর্থ মালা, প্রসাদ দেবানুবন্ধ
বর্ণন, পরাজিত দেবগণের ভগবৎপ্রতি, ভগ-
বানের আবির্ভাব, ভগবদাদেশে দেবগণের
অযোধ্যায় আগমন, ভগবানের আশ্বাসবাণী -
কৃতভাবে ভগবানের অযোধ্যায় অবস্থানাকী-
কার, শুভহরি তীর্থের প্রতিষ্ঠা, চৈত্রহরি
তীর্থে দানমালা, সরযু ও যমরসঙ্গমে স্নান-
মালা, গোপ্রতারণমালা, দেবকায় সাধনা-
মন্তর কামচন্দ্রের স্বধাম গমন সময়ে দেবকৃত
প্রতি, কামচন্দ্র কর্তৃক বানরগণের প্রতি বরদান,
দেবগণের অযোধ্যায় অবস্থিতি। ১৪৩২

৭ম অঃ।—কীরেদ তীর্থ মালা, -
কীরেদ তীর্থ পুত্রকাম দশরথের পুত্রোৎপ-

বিবরণ
প্রথম, প্রার্থনা তীর্থমালা, -প্রথম তীর্থের
নাম-নিকৃষ্ট, বসিষ্টকুণ্ডমালা, চতুঃস্থিতিযোগিনী
পূজা, যোগিনীকুণ্ডে স্নানকল, উল্লীকুণ্ড, যোগ-
রাজার আদিত্যস্তব, যোগার্ককুণ্ড, কালীকুণ্ড,
বৃহস্পতিকুণ্ড ও শাগবকুণ্ডমালা। ১৪৩৪

৮ম অঃ।—রতিকুণ্ড ও কামকুণ্ড, রতিমদন-
পূজা, মহেশ্বর কেত্র, মহাবহু, হর্ভগ, মহাপ্রব,
মহাবিদ্যা, সিদ্ধপীঠ, হৃদয়ব ও হৃদয়কুণ্ড-
মালাবর্ণন, বসিষ্ট-রাম স-বাদ, অযোধ্যা-
মালা, কীরেদ, সীতাকুণ্ড, সুগ্রীবতীর্থ ও
বিভীষণ সর্বোত্তম বর্ণন, অযোধ্যা যাত্রাবিধি। ১৪৪২

৯ম অঃ।—গয়াকুণ্ড পিণ্ডাচ-মে'চন, মাণ্ডবা,
ভরতকুণ্ড, মানস প্রতীতি তীর্থ ও গৌতমানম-
বর্ণন, তৈরবকুণ্ড ও জটাকুণ্ড মালা। ১৪৪৯

১০ম অঃ।—মণ্ড গণ্ডেশ্বরী ও সর্বযু-
মালা, বিষ্ণুস্বস্তান, বমজস্বস্তান ও অযোধ্যা-
মালা। ১৪৬৩

অযোধ্যা মালা সমাপ্ত।

বিষ্ণুখণ্ড সমাপ্ত

স্কন্দ পুরাণম্ ।

বিষ্ণুঃশতম্ ।

বেঙ্কটচল-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ । পাবনে নৈমিষাবণ্যে শৌনকাদি ।
মহর্ষয়ঃ । চক্রিবে লোকবর্জ্যং সত্যং দাদশবার্ষিকম্ ॥
১ ॥ তানভ্যাগচ্ছৎ কথকো বাসশিবো মহামতিঃ ।
মুনিব্রূণত্বা নাম রোমহর্ষণসম্ভবঃ ॥২॥ সমাগত্যাচিহ্ন-
শ্চেষ্টাং স্মৃত্ত পৌরাণিকোত্তমঃ । কথয়ামাস তাদিবা-
পুরাণং স্বান্দনামকম্ ॥ ৩ ॥ সৃষ্টিসংক্রান্তবংশা-
বংশাচরিতশ্চ ৮ । কথাং মনস্তরানাঞ্চ বিস্তৃৎ ৮
জবেদনং ॥ ৪ ॥ কথাস্তীর্থপ্রভাবাণাং স্ফাভে নান-
পুঙ্গবাঃ । উচিবে বশিনাং স্তুত কথ্যাবলকাজ্ঞ ॥ ৫ ॥
৫ ॥ অথ উচুঃ । বোমহর্ষণ সর্বত্র পুবাণার্গবশাবদ ।

প্রথম অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—শৌনকাদি মহর্ষিগণ লোক-
বর্জ্য জন্তু পুণ্য নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ
করিয়াছিলেন । বাসশিব বাগ্মী মহামতি রোম-
হর্ষণ মুনি উগ্রশ্রবা তথায় তাঁহাদের নিকট
আসিয়া উপস্থিত হন । পৌরাণিকোত্তম স্মৃত
শৌনকাদি ঋষিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া স্কন্দ-
নামক দিবা পুরাণ বর্ণন করেন । স্মৃত পুরাণ
কীর্তনপ্রসঙ্গে সৃষ্টি, লয়, বংশ, বংশাচরিত, মন-
স্তর এবং তীর্থমাহাত্ম্য এইসকল বিস্তার রূপে বর্ণন
করিতেছিলেন । পক্ষ্য মুনিপুঙ্গবগণ তাঁহার মুখে
তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই জিতেন্দ্রিয় স্মৃতকে তীর্থ
বিধরক সমস্তাভ্যুপাখ্যানাদিভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
বাস বলিলেন,—হে সর্গকর্তা পুরাণার্থবিশারদ

মাহাত্ম্য প্রোতুমিচ্ছামো গিরীন্দ্রাণাং মহীতলে ।
কচিৎ নো মহাতাগ কে প্রধানা মহীধরাঃ ॥ ৬ ॥
শ্রীস্মৃত উবাচ । এতমেব পুরা প্রথমপৃচ্ছৎ জাহ্নবী-
তটে । বাসঃ মুনিববশ্রেষ্ঠঃ সোহব্রবীন্মে শুক্লতমঃ ॥
৭ ॥ বাস উবাচ । পূর্বা দেবযুগে স্মৃত নারদো মুনি-
সত্তমঃ । স্মৃমেকশিখরং গতা নানাবত্সুশোভিতম্ ॥
৮ ॥ তন্মধ্যে বিপুলঃ দাপ্তং ব্রহ্মণো দিব্যমালযম্ ।
দৃষ্ট্বা ততো নবে দেশে পিঙ্গলক্রমমুত্তমম্ ॥ ৯ ॥
সহস্রযোজনোচ্ছ্রাযা বিস্তীর্ণ দ্বিগুণং তথা ।
তন্মলে মণ্ডপং দিবা নানারত্নসমবিতম্ ॥ ১০ ॥
পদ্মরাগমনিহৈঃ সহস্রৈঃ সমলঙ্কৃতম্ । বৈদূষ্য-

রোমহর্ষণ । আমরা মহীতলস্থিত গিরীন্দ্রগণের
মাহাত্ম্য শ্রবণে অভিলাষ করি, অতএব হে মহাতাগ-
গিরানকর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনি কীর্তন
করুন । স্মৃত উত্তর করিলেন,—পূর্বকালে আমি
জাহ্নবীতীরে বসিয়া মর্দীয় শুক্ল মুনিমত্তম ব্যাসসমীপে-
এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম । আমার প্রশ্নের উত্তরে
শুক্লশ্রেষ্ঠ বাস আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন ।
বাস বলেন,—“হে স্মৃত । পূর্বে দেবযুগে মুনি-
সত্তম স্কন্দ নানারত্নে উপশোভিত স্মৃমেকশিখরে
গমন করিয়া সেই শিখরমধ্যে বিপুল প্রভাশালী
দিবা ব্রহ্মালয় সন্দর্শন করেন এবং তাহার তীরের
উত্তর দিকে এক উত্তম পিঙ্গল বৃক্ষ দেখিতে পান ।
ঐ বৃক্ষের উচ্চতা সহস্র যোজন এবং বিস্তৃতি তাহার
দ্বিগুণ । ঐ পিঙ্গলবৃক্ষমূলে নানারত্ন-সমাচ্চিত এক

মুক্তাধিষ্ঠিতঃ কৃত্যতিকমার্গিকম্ । ১১ ॥ নববহু-
সমাকীর্ণ দিব্যতোষণশোভিতম্ । মুগপকিষ্টি-
সমাকীর্ণ নবরত্নময়ৈঃ শুভৈঃ ॥ ১১ ॥ পুষ্পরাজমহা-
ভার্যঃ সপ্তভূমিকগোপবম্ । সন্নিপ্তবজ্রশুভ্রত-কবাট-
দ্বয়শোভিতম্ ॥ ১৩ ॥ প্রবিভাসো দদর্শান্তিদিব্য-
মৌক্তিকমণ্ডপম্ । বৈদ্যবিদ্যাদি- তুঙ্গমাকবোহ-
মহামুনিঃ ॥ ১৪ ॥ তন্মধ্যে তুঙ্গমতুল বসুপাদ-
বিবাজিতম্ । দদর্শ মুক্তাসকৌ । দিঃসাগর মহা-
ভ্যতি ॥ ১৫ ॥ তন্মধ্যে পুরুষঃ দিব্যঃ সহস্রদলশোভি-
তম্ । শ্বেতঃ চন্দ্র-সহস্রভঃ কাকিকেশবোজ্জ্বলম্ ॥
১৬ ॥ তন্তু মবে। সম- . . . পূর্ণচন্দ্রায়ুতপ্রভম্ ।
বৈলাসপৰ্বতাকাবঃ সুন্দরঃ পুরুষাকৃষ্ণিম্ ॥ ১৭ ॥
চতুর্ভাঙ্গমুদারাতঃ বাকবদনঃ শুভম্ । শম্ভুচক্ৰভয়-
বরান বিভাগঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ পৌতাঙ্গরথব-
দেবঃ পুণ্ডরীকায়তনকমম্ । পূর্ণেন্দ্রসৌম্যবদনঃ বপ-
গাঙ্গনুখাপুজম্ ॥ ১৯ ॥ সামন্বনি যজ্ঞমর্দি ক্ষবতুণ্ড-
অবনাসিকম্ । কীরসাগবসঙ্গঃ কিবীটোজ্জ্বলিত-

দিব্য মণ্ডপ বিদ্যমান । ঐ মণ্ডপ সহস্র পদবাগ-
মণিস্তম্ভে অনন্তত, বৈদ্য, মুক্তা ও মণিদিব্য উহাব
স্বস্তিক-মালিকা (আলপানা) বিবচিত । উহা নবরত্ন
সমাকীর্ণ ও দিব্য তোষণদ্বারা শোভিত, এবং সেই
শুভ নববহুময় মণ্ডপ মুগ ও পক্ষ আকীর্ণ । ঐ
মণ্ডপেব ছাব পুষ্পবাগময় ও গাঙ্গুর সপ্ত-
ভূমিক, প্রলীপ্ত বজ্রমণিময় সুন্দর, কপাটদ্বয়ে
ঐ মণ্ডপ উত্তমরূপে নিশ্চিত হইয়াছে । ১—
১৬ । মহামুনি নাবদ সেই দিব্য মুক্তানির্মিত মণ্ডপ
মধ্যে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রানির্মিত উচ্চ বেদীতে
আরোহণ করিলেন এবং তন্মধ্যে আবাব অষ্টপাদ-
সম্বিত মুক্তা সমাকীর্ণ মহাত্ম্যতিশালী অশ্রবচ্ছ
এক সিংহাসন দর্শন করিলেন । ঐ সিংহাসনমধ্যে
উজ্জল কর্ণিকাবিশিষ্ট সহস্রদলশোভিত সহস্র চন্দ্র-
প্রভার ছাব দিব্য এক শ্বেত পদ্ম বদ্যমান । তাহার
মধ্যে আবাব অযুত পূর্ণচন্দ্র ছাব প্রভাশালী
বৈলাসপৰ্বতাকাব সুন্দর এক পুরুষ সমাসীন
করিয়াছেন । তাহার শরীর উদার চতুর্ভাঙ্গ, ও বপ
মনোহর বরাহের মত, ঐ পুরুষোত্তম হস্তচতুষ্টিয়ে,
শম্ভু, চক্রে অভয় ও বব ধাবা করিতেছেন । উহার
পূর্ণরথানে পীতবসন, জোচন মু যত, কমলতুলা ও
পূর্ণচন্দ্র ছাব সৌম্যদর্শন এবং সেই যুগ্মযুজ ধূপ-
গন্ধময় । ঐ দেবের ধ্যানি সঙ্গ, মূর্তি যজ্ঞ, তুণ্ড অক
এক মালিকা অথঃ উহার মস্তকে কীরসাগরের

মনম্ ॥ ২০ ॥ কীরসবসঙ্গঃ শুভ্র-যজ্ঞশ্রবিরাজিতম্ ।
কৌশলকীরসমুদ্যোতঃ সমুদ্রভ্রমহোবসম্ ॥ ২১ ॥
জাম্বনদময়ৈর্দেবৈঃ সুরভ্যভববৈর্ভূতম্ । বিদ্যামালা-
পবকিপুশরয়েষমিবোজ্জ্বলম্ ॥ ২২ ॥ বামপাদ-
কলাকান্তপাদপীঠবিরাজিতম্ । কটকাদকেয়ুর-
কুণ্ডলোজ্জ্বলিতঃ সদা ॥ ২৩ ॥ চতুর্ভুগবাসিষ্ঠা-
মাকবৈঃ বৈদ্যনীযরৈঃ । ত্রিখাদিতরনৈকেচ্চ সেব্য-
মানমহর্নিগম্ ॥ ২৪ ॥ ইন্দাদিলোকপালৈশ্চ গঙ্ঘর্ষা-
অবসা গণৈঃ । সেবিতঃ দেবদেবশঃ প্রণিপত্যা-
ভিগমা চ ॥ ২৫ ॥ দিব্যাকৃপণিসম্ভাটৈরতিষ্টুয
ধরাববম্ । নাবদঃ পবমপীতঃ শ্বিতো দেবশঃ
সমিবো ॥ ২৬ ॥ এতান্নিস্তরে চাত্তাদিব্যাকৃতিনিঃস্বনঃ ॥
২৭ ॥ ইহে সমাগতা দেবা ধবণী মধিস যুতা । স-
বভ্রসাগবাকাব-দিব্যাদিবনমুজ্জ্বলা ॥ ২৮ ॥ সূমেরু-
মন্দবাক্যবসন ভাবাবনামিহা । নবনন্দাদিলক্ষ্মীমা
সমভাবনভাবন ॥ ২৯ ॥ ইত্যে বৈ পিতৃকন্যা

জ্ঞা । উজ্জল কিবীট বিদ্যমান থাকিয়া মুগকান্ধ সম-
নিব সম্পাদন কবাতাচ্ছ, উহার বক্ষোদেশে
কীরসশোভিত এবং তাতে শুভ যজ্ঞশ্রব বিবাজিত,
ও বক্ষোদেশ সমুদ্রভ্রমহোবসম্ ২১ ॥
হইয়াছে । ঐ দেব জাম্বনদময় দিব্য সুন্দর রত্না-
ভরণে ভূষিত, বিদ্যামালাপাবকিপুশরৎকালীন
মেঘেব ছাব ঐ ভরণসমূহে উহার উজ্জ্বল্য
হইয়াছে । উহার পাদতলে একটি পাদপীঠ
অক বাহিয়াছে এবং ঐ দেব সর্বদা কটক,
অঙ্গদ, কেয়ব ও কুণ্ডল দারা উজ্জলরূপে ভাবণ
করিয়াছেন । চতুর্ভুগ ব্রহ্মা, বিশিষ্ট, অত্রি, মার্কণ্ডেয়
ও ভগু প্রভৃতি অনেক মুণীশ্বরগণ নিরন্তর উহার
সেবা করেন, ইন্দাদি লোকপাল, গঙ্ঘর্ষ ও অপ-
সংবোগণ, এই দেবদেবের সমীপে আগমনপূর্বক
বিবিধ প্রণিপাতদ্বারা উহার সন্তোষ সাধন করিয়া
থাকেন । দেবসি নারদ সেই ধবাধারী দেবকে
সন্দর্শন করিয়া দিব্য উপনিষদ দ্বারা উহার স্তব
কবিত পরম ভীতিসহকায়ে উহার সমীপে উপবেশন
করিলেন । ১৪-২৬ এই সময় দিব্য তুঙ্গুতি নিত্যসি
হইলে সগীসহ ধবিত্রীদেবী সেই দেবের সমীপে
আগমন করিলেন । ঐ ধবিত্রীদেবী বহু সম্বিত
সাগরাকার দিব্যবস্ত্রে শোভিত, সূমেরু ও মন্দরতুলা
স্তনদ্বয়ের ভায়ে নন্দ, নব পূর্ণচন্দ্রের ছাব সৌম্য
এবং বিবিধ আভরণে ভূষিত । ইলা ও পিতৃকন্যা

সখীভ্যাং সমরিতা । ততস্তাত্যাঃ সমানীতঃ
পুষ্পাণাং নিচয়ঃ মহী ॥ ৩০ ॥ জীমদ্বরাহদেবস্ত
পাদমূলে বিকীৰ্ণা চ । প্রণম্য দেবদেবেণঃ
কৃতাজ্জলিপুটা হিতা ॥ ৩১ ॥ তাং দেবীং
জীবরাহোহপি হালিঙ্গ্যাকৈ নিধায় চ ॥ ৩২ ॥
পপ্রচ্ছ কুশলং পৃথ্বীং জীতিপ্রবণমানসঃ ॥
৩৩ ॥ জীবরাহ উবাচ । হ্যাং নিবেশ্ত
মহীদেবি শেখরীর্ষে সুখাবহে । লোকং
হরি নিবেশ্তেব স্বংসহায়ান ধরাধরান্ । ইহাগতো-
হম্যহং দেবি কিমর্থং হিমিহাগতা ॥ ৩৪ ॥ পৃথি-
ব্যাবাচ । মাং সমুদ্রত্যা পাতালাং সহস্রকণশোভিতে ।
রত্নপীঠ ইবোদ্ভুঙ্গে সরস্বতেনস্তমূর্ধনি । কৃতা মাং
সুহিরাং দেব ভূধরান্ সন্নিবেশ্ত চ ॥ ৩৫ ॥ মন্ধার-
ণ-
কমান পুণ্যান্ হম্যান পুরুষোত্তম । তেব
বুধ্যামহাবাহো মদাধারান্ বদন্ত মে ॥ ৩৬ ॥ জীবরাহ
উবাচ । সুমেকর্হিমবান বিক্ষো মন্দরো গন্ধ-
মাদনঃ । শালগ্রামচিহ্নকূটো মালাবান্ পারিষাত্রকঃ ॥

৩৭ ॥ মহেন্দ্রো মগনঃ সহঃ সিংহাদিরপি রৈবতঃ ।
মেকপুত্রোহিহনো নান শৈলঃ স্বর্ণময়ে মহান ॥
৩৮ ॥ এতে শৈলবরাঃ সর্গে ইদাধারা বশুন্ধরে ।
যে ময়া দেবসজ্জৈশ্চ ঋষিসজ্জৈশ্চ সেবিতাঃ ॥
৩৯ ॥ এতেষু প্রবরান্ বক্ষ্যে তবতঃ শূনু মাধবি ।
শালগ্রামশ্চ সিংহাদিঃ শৈলেন্দ্রো গন্ধমাদনঃ ॥ ৪০ ॥
এতে শৈলবরা দেবি দিশঃ হৈমবতীঃ স্মিতাঃ ।
দক্ষিণশ্চ প্রতীতাঃ বক্ষ্যে শৈলান্ বশুন্ধরে ॥ ৪১ ॥
অকুণ্ডাদিহস্তিশৈলো গৃধ্রাদির্ঘটিকাচলঃ । এতে
শৈলবরাঃ সর্গে ক্ষীরনদ্যাঃ সমীপগাঃ ॥ ৪২ ॥ হস্তি-
শৈলাহস্তরতঃ পঞ্চযোজনমাত্রতঃ । সুবর্ণমুখরী নাম
নদীনাং প্রবরা নদী ॥ ৪৩ ॥ তস্মা এবোত্তরে তীরে
কমলাখ্যং সরোবরম্ । ততীয়ে ভগবানান্তে শুকশ্চ
বরদো হরিঃ ॥ ৪৪ ॥ বলভদ্রেণ সংযুক্তঃ কৃষ্ণো ভক্তা-
র্জিনাশনঃ । বৈখানসৈর্মুনিগণৈর্নিত্যমারাধিতো-
হমলৈঃ ॥ ৪৫ ॥ কমলাখ্যস্ত সরস উত্তরে কাননো-
ত্তমে । ক্রোশদ্বার্কমাত্রো তু হরিচন্দনশোভিতে ।
জীবেকটাচলো নাম বাসুদেবালয়ো মহান ॥ ৪৬ ॥

সখীদ্বয় ধরিত্রীদেবীর সঙ্গে আগমন করিয়াছিল,
তাহারা বহুবিধ পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া ধরিত্রী-
দেবীকে প্রদান করিল। দেবী ঐ সকল পুষ্প
বরাহদেবের পাদমূলে বিকিরণ করিলেন এবং সেই
দেবদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান
করিতে লাগিলেন। তখন বরাহদেবও দেবীকে
আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।
অনন্তর জীতিপ্রবণমনা বরাহদেব পৃথিবীকে কুশল
জিজ্ঞাসা করিলেন; বরাহ বলিলেন,—হে মহাদেবি!
তোমাকে সুখবাহন শেখনাগের মস্তকে স্তম্ভ এবং
তোমাতে জিলোক ও তোমার সাহায্যকারী
ধরাধরদিগকে রক্ষিত করিয়া আমি এখানে
আগমন করিয়াছি; হে দেবি! তুমি কি
নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? পৃথিবী
উত্তর করিলেন,—হে দেব! আমাকে পাতাল
হইতে উদ্ধার করিয়া তুমি রত্নপীঠের স্থায় সহস্র-
কণ্ঠশোভিত রত্নসম্বিত অনন্তের মস্তকে স্থাপন
করিয়াছেন। হে পুরুষোত্তম! আমার ধারণযোগ্য
বিষ্ণুময় বহু পুত্র পরিতও আমাতে সন্নিবেশিত
করিয়াছেন; এ সকলই সত্য, কিন্তু হে মহাবাহো!
ঐ পরিত সকলের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ আচার
কে, তাহা আমাকে বলুন। বরাহ বলিলেন,—
সুমেকর্হিমবান, বিক্ষো, মন্দর, গন্ধমাদন, শালগ্রাম,

চিহ্নকূট, মালাবান, পারিষাত্রক, মহেন্দ্র, মগন, সহ,
সিংহগিরি, রৈবত, মেকুতনয় শ্রেষ্ঠ স্বর্ণময় অঙ্গন;—
হে বশুন্ধরে! এই শৈল-শ্রেষ্ঠগণ সকলেই
তোমার উত্তম আচার। হে মাধবি! দেব ও
ঋষিগণসহ আমি ইহাদের সেবা করিয়া থাকি।
একপে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শৈলের
বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শাল-
গ্রাম, সিংহাদি ও গন্ধমাদন ইহারা সকলে শৈল-
শ্রেষ্ঠ এবং যদিকে হিমালয়ের অবস্থান, ইহারাও
সেইদিকে অবস্থিত। হে বশুন্ধরে! একপে দক্ষিণ
দিকস্থিত শৈলসমূহের কথা কীর্তন করিতেছি;
অকুণ্ডাদি, হস্তিশৈল এবং গৃধ্র এই সকল শৈলশ্রেষ্ঠ
ক্ষীরনদীর সমীপস্থ। হস্তিশৈলের উত্তরে পঞ্চযোজন
আয়ত সুবর্ণমুখরী নামে এক শ্রেষ্ঠ নদী আছে ॥
তাহার উত্তর তীরে কমলাখ্য সরোবর বিদ্যমান ॥
এই সরোবরতীরে ভগবান্ হরি বিরাজ করেন।
ইনি শুককে বরদান করিয়াছিলেন। ২৭—৪৪ ॥
হরি এখানে কৃষ্ণ-বলরামরূপে একযোগে ভক্তের
স্তুতি শ্রবণ করেন এবং অমল বৈখানস মুনিগণ নিত্য
ইহাকে আরাধনা করিয়া থাকেন। কমলাখ্য সরো-
বরের উত্তরে একটি মনোরম কানিন-ভূমি বিদ্যমান,
ইহা ক্রোশদ্বার্ক-পরিমাণ এবং হরিচন্দনশোভিত।

সকলমোক্ষনবিস্তীর্ণঃ শৈলেন্দ্রো যোজনোদ্ধিতঃ ।
 অস্তি স্বর্গময়ো দেবি রত্নসামুদ্রদায়তঃ ॥ ৪৮ ॥
 ইন্দ্রাদ্য দৈবতগণা বসিষ্ঠাদ্যা মুনীশ্বর্যঃ । সিদ্ধাঃ
 সাধ্যাশ্চ মকতো দানবা দৈত্যরাক্ষসাঃ । রত্নাদ্যা
 অঙ্গরঃসজ্জা বসন্তি নিয়তঃ ধরে ॥ ৪৮ ॥
 তপশ্চরন্তি নাগাশ্চ গরুড়াঃ কিম্বরাস্তথা ।
 ঐতরধিষ্ঠিতাস্তত্র সরিতঃ পুণ্যদর্শনাঃ । সরাংসি
 বিবিধান্তত্র সন্তি দিব্যানি মাধবি ॥ ৪৯ ॥ তীর্থানাং
 চৈব সর্বেষাং শৃণু প্রবরাণি বৈ ॥ ৫০ ॥ চক্রতীর্থঃ
 দৈবতীর্থঃ বিয়দগঙ্গা তথৈব চ । কুমারধারিকা তীর্থং
 পাপনাশনমেব চ । পাণ্ডবং নাম তীর্থঞ্চ স্বামি-
 পুষ্করিণী তথা ॥ ৫১ ॥ সপ্তৈস্তানি বরাণ্যাহব্রাহ্মণ-
 গিরৌ শুভে । এতেষু প্রবরা দেবি স্বামিপুষ্করিণী
 শুভা ॥ ৫২ ॥ অস্তান্ত পশ্চিমে তীরে নিবসামি হুয়া
 সহ । আন্তেহস্তা দক্ষিণে তীরে জিনিবাসো জগৎ-
 পতিঃ ॥ ৫৩ ॥ গঙ্গাদৈত্যঃ সকলৈস্তীর্থঃ সনা সা
 সাগরাধরে । ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি সরাংসি
 সরিতস্তথা । তেবাং স্বামিহুমাপন্নং ধরে স্বামি-
 সরোবরে ॥ ৫৪ ॥ স্বামিপুষ্করিণীং পুণ্যং সেবিতুং

তথায় জীবেকটাচল নামে বায়ুদেবের এক উত্তম
 আশ্রয় আছে । এই শৈলোচ্চতার সপ্তযোজন
 ও উচ্চতা এক যোজন । হে দেবি ! ইহার আশ্রিত
 সামুদ্রিক স্বর্গ ও রত্নময় ; ইন্দ্রাদিদেবগণ, বসিষ্ঠাদি
 মুনীশ্বর সকল, সিদ্ধ, সাধ্য, মকত, দানব, দৈত্য,
 রাক্ষস এবং রত্নাদি অঙ্গরোগণ—নিয়ত এই
 পর্বতে বাস করেন । নাগ, গরুড় ও কিম্বর-
 গণ এখানে সতত অধিষ্ঠিত থাকিয়া তপস্কা করেন ।
 হে মাধবি ! এখানে পুণ্যদর্শন বিবিধ দিব্য
 সরোবর বিরাজিত রহিয়াছে । হে দেবি ! তত্রতা
 নিখিল তীর্থের যে তীর্থ প্রধান, তাহা বলিতেছি,
 শ্রবণ কর । চক্রতীর্থ, দৈবতীর্থ, আকাশগঙ্গা,
 পাপনাশন, কুমারধারিকা, পাণ্ডবতীর্থ ও স্বামিপুষ্ক-
 রিণী—নারায়ণগিরির এই সাতটি তীর্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 অভিহিত হয় । হে দেবি ! এই সাতটি তীর্থের
 মধ্যে শোভন স্বামিপুষ্করিণীই শ্রেষ্ঠ । ইহার পশ্চিম-
 তীরে আমি তোমার সহিত একত্র বাস করি । ইহার
 দক্ষিণ তীরে জগৎপতি জিনিবাস বাস করেন । হে
 সারথী ! এই স্বামিপুষ্করিণীতীর্থ গঙ্গাদি সকল
 তীর্থের তুল্য । এই ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ,
 পুণ্যস্থান ও নদী বিদ্যমান—এই স্বামিপুষ্করিণীই

দিব্যভূধরে । বসন্তি সর্বতীর্থানি তেবাং সন্ধ্যাং
 বদামি তে ॥ ৫৫ ॥ ষট্‌ষট্‌কোটীতীর্থানি পুণ্যোৎকর্ষিন
 ভূধরোত্তমে । তেষু চাত্তমুখ্যানি ষট্‌ তীর্থানি
 বস্তুকরে ॥ ৫৬ ॥ পঞ্চানাং তীর্থরাজানাং তুহে
 গর্ভসমো মহান । গর্ভবাসভমধঃসী স্নাতানাং
 ভূধরোত্তমে ॥ ৫৭ ॥ ধরণ্যবাচ । ষট্‌ তীর্থানি
 মহাবাহো হয়োক্তানি মহীধরে । মাহাত্ম্যং বদ
 তেবাং মে যথাকালং যথাবিধি । ফলানি তেষু
 স্নাতানাং নরাণাং বদ ভূধর ॥ ৫৮ ॥ জীবরাহ উবাচ ।
 নারায়ণাদিমাহাত্ম্যং বদামি শৃণু মাধবি ॥ ৫৯ ॥ দেবাশ্চ
 ঋষয়শ্চৈব যোগিনঃ সনকাদয়ঃ । কুতেহঙ্ঘনাঙ্গি
 ত্রেতায়াং নারায়ণগিরিঃ তথা ॥ ৬০ ॥ ছাপরে সিংহ-
 শৈলঞ্চ কলৌ জীবেকটাচলম্ । প্রবদন্তীহ বিদ্বাংসঃ
 পরমাত্মলয়ং গিরিম্ ॥ ৬১ ॥ যোজনানাং সহস্রান্তে
 দ্বীপান্তরগতোহপি বা । যো নমেদুধরেস্তং তদিশ-
 মুদ্दिষ্ট ভক্তিতঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তো বিমুক্তাকং

তৎসকলের উপর প্রভু লাভ করিয়াছে । পুণ্য
 স্বামিপুষ্করিণীকে সেবা করিবার জন্য এই দিব্য ভূধরে
 যে সকল তীর্থ বাস করেন, সম্প্রতি তাঁহাদিগের
 সংখ্যা কীর্তন করিতেছি । এই পাবন ভূধরোত্তম
 বেকটাচলে ষট্‌ষট্‌কোটী তীর্থ বিদ্যমান । হে বস্তু-
 করে ! ইহার মধ্যে ছয়টি অত্যন্ত প্রধান ; অব-
 শিষ্ট পঞ্চতীর্থরাজের মধ্যে আবার গর্ভের স্তায়
 ভূধরতীর্থ শ্রেষ্ঠ । এই ভূধরোত্তমে স্নান করিলে
 গর্ভবাসভম-বিধঃস হয় । ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,
 —হে মহাবাহো ! আপনি এই মহীধরে যে ছয়টি
 তীর্থের কথা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহার মাহাত্ম্য
 এবং ঐ তীর্থসেবার কাল ও বিধি কীর্তন করুন ; হে
 ভূধর ! ঐ তীর্থসমূহে মানব স্নান করিলে যে সকল
 ফল লাভ করে, তাহাও বলুন । বরাহ উত্তর করি-
 লেন,—হে মাধবি ! নারায়ণজির মাহাত্ম্য কীর্তন
 করিতেছি, শ্রবণ কর । দেব, ঋষি ও সন-
 কাদি বিদ্বান যোগিগণ বলিয়া থাকেন,—সত্য যুগে
 অঙ্ঘনাঙ্গি, ত্রেতায়াং নারায়ণগিরি, ছাপরে সিংহশৈল
 এবং কলিতে জীবেকটাচল—এই সকল পুণ্যস্থান
 আশ্রয় । ৪৫—৬১ । সহস্র যোজন ব্যবধানে কিংবা
 দ্বীপান্তরে থাকিয়াও মানব যদি ভক্তিপূর্বক এই
 ভূধরের উদ্দেশে প্রণাম করে, তবে সে সর্বপাপবিনুক্ত
 হইয়া বিমুক্তোকে গমন করিয়া থাকে । এক্ষণে ঐ
 ভূধরভিত্তি ছয়টি তীর্থের মাহাত্ম্য ও সেবার কীর্তন

স গচ্ছতি ॥৬২॥ তন্মিন্ বটতীর্থমাহাত্ম্যঃ যথাকালং
বদামি তে ॥ ৬৩ ॥ শৃণুযাবহিতা ভদ্রে
সৰ্পপাপপ্রণাশনন্ । কুন্তসংস্থে রবৌ মাঘে
পৌর্ণমাস্তাঃ মহাতিথৌ ॥ ৬৪ ॥ মঘানক্ষত্র-
যুক্তায়াঃ ভূধরেন্দ্রে বশুন্ধরে । কুমারধারিকা-
নাম সরসী লোকপাবনী ॥ ৬৫ ॥ যত্রাস্তে পার্বতী-
স্থঃ কার্তিকেয়োহগ্নিসম্ভবঃ । দেবসেনাসমায়ুক্তঃ
ত্রিনিবাসার্চকোহমলে ॥ ৬৬ ॥ তস্তাং যঃ স্নাতি
মধ্যাহ্নে তস্ত পুণ্যফলং শৃণু । গঙ্গাদিসৰ্বতীর্থেষু
যঃ স্নাতি নিয়মাক্ষরে । দ্বাদশাদং জগদ্ধাত্রি তৎ
ফলং সমবাপুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥ যোহন্নং দদাতি ততীর্থে
শক্ত্যা দক্ষিণয়াবিতম্ । স তাবৎ ফলমাপ্নোতি
স্নানে তুচ্ছং ফলং যথা ॥ ৬৮ ॥ মীনসংস্থে
সবিতরি পৌর্ণমাসীতিথৌ শুভে । উত্তরাক্ষত্নী-
যুক্তে চতুর্থে কাল উত্তমে ॥ পঞ্চানামপি তীর্থানাং
তুহেধ গিরিগহ্বরে । যঃ স্নাতি মনুজো দেবি
পুনর্গর্ভে ন জায়তে ॥ ৭০ ॥ অগ্নিবাহুস্থিতে ভানৌ
চিহ্নানক্ষত্রসংযুতে । পূর্ণিমাণ্যে তিথৌ পুণ্যে প্রাতঃ-
কালে তথৈব চ । আকাশগঙ্গাসরিতি স্নাতো
মোক্ষমবাপুয়াৎ ॥ ৭১ ॥ রূষভস্থে রবৌ রাধে

করিতেছি । হে ভদ্রে ! সাবধানে সৰ্পপাপপ্রণাশন
এই তীর্থকথা শ্রবণ কর । হে বশুন্ধরে ! বরির
কুন্তরাশিতে অবস্থান কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় কিংবা
মঘানক্ষত্রযুক্ত মাঘীপূর্ণিমা মহাতিথিতে এই অমল
ভূধরেন্দ্রস্থিত কুমারধারিকানামকী সরোবর অতীব
লোকপাবন হন । এখানে অগ্নিসম্ভব পার্বতীনন্দন
কার্তিকেয়, ত্রিনিবাস কর্তৃক পূজিত হইয়া দেবসেনা
সমভিব্যাহারে বিরাজ করেন । যে ব্যক্তি মধ্যাহ্ন-
কালে এই তীর্থে স্নান করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ
কর । হে জগদ্ধাত্রি ! দ্বাদশ বৎসর নিয়মপূর্বক
গঙ্গাদি তীর্থসমূহে স্নান করিলে যে ফল, এই তীর্থে
স্নান করিলেও তাহার সমান ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় ।
যে ব্যক্তি এই তীর্থে শক্তি অমুসারে দক্ষিণাসহ
অন্নদান করে, স্নানে যে ফল কথিত হইয়াছে, অন্ন-
দানেও তাহার সেই ফল প্রাপ্তি ঘটে । হে দেবি !
যে ব্যক্তি বরির মীনরাশিতে অবস্থানকালে উত্তর-
কক্ষত্নীযুক্ত পৌর্ণমাসীতে চতুর্থ অর্থাৎ কৃতপাদি কালে
বেঙ্কট গিরিগহ্বস্থিত পঞ্চতীর্থের মধ্যে প্রেষ্ঠ তুহতীর্থে
স্নান করে, তাহার আর গর্ভবাস হয় না । যে
ব্যক্তি রূষা মেঘস্থিত হইলে চিহ্নানক্ষত্রসংযুক্ত পূর্ণিমা
তিথিতে পুত প্রাতঃকালে আকাশগঙ্গা-নারী নদীতে

দ্বাদশ্যং রবিবাসরে । শুক্রে বাপ্যত্থ বা কৃষ্ণে
পক্ষে ভৌমসম্বিতে ॥ ৭২ ॥ শুক্রে বাপ্যত্থ বা
কৃষ্ণে ভানুবারেণ সংযুতে । পুষ্যানক্ষত্র-সংযুক্তহস্ত
ক্ষেণ যুতেহপি বা ॥ ৭৩ ॥ তীর্থে পাণ্ডবনাত্মজ
সঙ্গবে স্নাতি যো নরঃ । মেহ হৃৎখমবাপ্নোতি
পরত্র সুখমশ্নুতে ॥ ৭৪ ॥ শুক্রে পক্ষেহথবা কৃষ্ণে
বার্দ্ধবারেণ সপ্তমী । পুষ্যানক্ষত্রসংযুক্তা হস্তক্ষেণ
যুতাপি বা ॥ ৭৫ ॥ তস্তাং তিথৌ মহাভাগে পাপ-
নাশনসংজ্ঞকে । তীর্থে যঃ স্নাতি নিয়মাক্ষরে
মস্তকে ॥ ৭৬ ॥ কোটিজন্মার্জিতৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে স
নরোত্তমঃ ॥ ৭৭ ॥ শৃণু দেবি পরং শুভ-
মনস্তাথো মহাগিরৌ । মন্দিব্যালয়বায়ব্যো
শিখরে গিরিগহ্বরে । দেবতীর্থমিতি খ্যাতং
তটাকমতিশোভনম্ ॥ ৭৮ ॥ তন্মিন্ পুণ্যতমে
দেবি স্নানকালং বদামি তে ॥ ৭৯ ॥ শুক্লপুষ্যে
ব্যতীপাতে সোমশ্রবণকে তথা । দিনেষেতেষু যঃ
স্নাতি তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৮০ ॥ যানি কানীহ
পাপানি জ্ঞানাজ্ঞানকৃতানি চ । তানি সর্বাণি নশ্বন্তি

স্নান করে, তাহার মোক্ষ লাভ হয় । ভানুর রূষস্থিত
হইলে কিংবা রবিবারসংযুক্ত বৈশাখী দ্বাদশীতে অথবা
শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষের মঙ্গলবারযুক্ত দ্বাদশীতিথি বা
শুক্ল কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় রবিবারযুক্ত দ্বাদশীতিথিতে
পুষ্যা কিংবা হস্তানক্ষত্র যুক্ত হইলে যে ব্যক্তি সঙ্গব-
কালে পাণ্ডবতীর্থে স্নান করে, তাহার ইহকালে হৃৎখ
দূর হয় এবং পরকালে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
হে মহাভাগে ! শুক্ল কিংবা কৃষ্ণ পক্ষের রবিবারযুক্ত
সপ্তমী, পুষ্যা কিংবা হস্তানক্ষত্রযুক্তা হইলে যে ব্যক্তি
নিয়মপূর্বক ভূধরেন্দ্রে বেঙ্কটচলের মস্তকস্থিত পাপ-
নাশন নামক তীর্থে স্নান করে, সেই নরোত্তম কোটি-
জন্মার্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে ॥৬২-৭৭॥
দেবি ! এক্ষণে অনন্ত মহাগিরির পরম শুভ দৈব-
তীর্থের বিষয় শ্রবণ কর । এই গিরিতে আমার এক
দিব্য আলয় আছে । ঐ আলয়ের বায়ব্য দিকস্থিত
শিখরে গুহাগহ্বরে এই বিখ্যাত দৈবতীর্থ বিদ্যমান
এবং ইহার ক্ষুদ্রতট বিশেষ শোভা-সম্পন্ন । দেবি !
এই পুণ্যতম দৈবতীর্থের স্নানকাল তোমার নিকট
কীৰ্ত্তন করিতেছি । শুক্লবারে পুষ্যানক্ষত্রের
যোগে, ব্যতীপাতে কিংবা সোমবার শ্রবণানক্ষত্রে
স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, তাহা শ্রবণ
কর । এই পুত দৈবতীর্থে স্নানকারীর জ্ঞান

দেবতীর্থেতিপাবনে ॥ ৮১ ॥ পুণ্যাস্তপি চ বর্ষন্তে
দেবতীর্থেনিমজ্জনাং । দীর্ঘমায়ুর্বাপ্নোতি পুত্র-
পৌত্রসমবিতঃ । অস্তে স্বর্গং সমাসাদ্য চন্দ্রলোকে
মহীয়তে ॥ ৮২ ॥ তদ্দিনেষরদো দেবি যাবজ্জীবান্দো
ভবেৎ । অতিশুভতমং দেবি প্রোক্তং তুভ্যং
বপুর্হরে ॥ ৮৩ ॥ ব্যাস উবাচ । শ্রীযাথ পৃথিবী
দেবী স্ত্রীতিপ্রবণমানসা । ইষ্টোভির্বাগ্ভির-
তুল্যতুষ্টাব ধরণীধরম্ ॥ ৮৪ ॥ ধর্যাণ্যবাচ ।
নমস্তে দেবদেবেশ বরাহবদনাচ্যুত । কীর-
সাগরসন্ধান বজ্রশূল মণ্ডুজ ॥ ৮৫ ॥ উদ্ধতাস্মি
ব্রহ্ম দেব কল্পাদৌ সাগরাস্তমঃ । সহস্রবাহনা বিষ্ণু-
ধারয়ামি জগন্ত্যহম্ ॥ ৮৬ ॥ অনেকদিব্যাভরণ-
যজ্ঞহুত্রবিরাজিত । অরুণাকৃষ্ণাধরধর দিব্যরত্ন-
বিভূষিত ॥ ৮৭ ॥ উদ্যদ্যাহুপ্রতীকাশপাদপদা
নমো নমঃ । বালচন্দ্রাভদংষ্ট্রাগ্রমহাবলপরাক্রম ॥ ৮৮ ॥
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডল । ইন্দ্রনীলমণি-
দ্যোতিহেমাঙ্গদবিভূষিত ॥ ৮৯ ॥ বজ্রদংষ্ট্রাগ্রনির্ভর-

হিরণ্যাক মহাবল । পুণ্ডরীকান্তিরামাক সামর-
মনোহর ॥ ৯০ ॥ কতিসৌমন্ততুষাঙ্কন সর্বাঙ্গ-
শাক্রবিক্রম । চতুরান শঙ্কুভ্যাং বন্দিতায়তলোচন ॥
৯১ ॥ সর্ষবিদ্যাময়াকার শব্দাতীত নমো নমঃ ।
আনন্দবিগ্রহানন্ত কালকাল নমো নমঃ ॥ ৯২ ॥
ইতি শুভাচলা দেবী ববন্দে পাদয়োর্বিস্তম্ব ।
বন্দমানাং সমুদীক্য দেবঃ ফুলবিলোচনঃ ॥ ৯৩ ॥
উদ্ধত্য ধরণীং দেবীমালিলিঙ্গেহথ বাহুভিঃ । আজ্ঞায়
ধরণীবন্ধুং বামাক্ষে সন্নিবেশ্য চ ॥ ৯৪ ॥ আকল্প
গন্ধভেদশানং জগাম বৃষভাচলম্ । মুনীন্দ্রেণারদাদৈশ্চ
কৃত্যমানো মহীপতিঃ ॥ ৯৫ ॥ স্বামিপুঙ্করিণীতীরে
পশ্চিমে লোকপূজিতে । আন্তে বরাহবদনো
মুনীন্দ্রেস্তত্র পূজিতঃ । বৈখানসৈরহাতাগৈ-
ব্রহ্মতুলোর্মহাশক্তিঃ ॥ ৯৬ ॥ ব্যাস উবাচ ।
তং দৃষ্ট্বা নারদঃ স্মৃত মুনীনা মুকুবান
পুং । তদেতদহমশ্রোষং তত্র বৈ মুনিসংগদি ॥

কিংবা অজ্ঞানকৃত যে সকল পাপ, তৎসমস্তই
বিনষ্ট হয় এবং দৈবতীর্থে মজ্জনকারীর অস্তান্ত
পুণ্য বন্ধিত হইয়া থাকে । সে ব্যক্তি পুত্র-পৌত্র-
সমবিত হইয়া দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং অস্তে
স্বর্গে গমন করিয়া তারপাশে প্রাপ্ত হয় ।
হে দেবি ! ঐ দিনে যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে, সে চির-
কাল অমরদাতা হয় । হে বপুর্হরে ! তোমার নিকট এই
যে সকল কথা কহিলাম, ইহা অতি গোপনীয় । ব্যাস
বলিলেন,—এই সকল শ্রবণ করিয়া দেবী পৃথিবী
অত্যন্ত স্ত্রীতিমতী হইলেন এবং বহু ইষ্ট বাক্য
দ্বারা ধরণীধরের আরাধনা করিলেন । ধরণী বলি-
লেন,—হে দেবদেবেশ, বরাহবদন অচ্যুত ! আপ-
নাকে নমস্কার । হে কীরসাগরপ্রভ, বজ্রশূল, মহা-
ভুজ ! আপনি কল্পের আদিতে সাগরজল হইতে
আমার উদ্ধারসাধন করিলে আমি সহস্রবাহ দ্বারা
সমগ্র জগৎ ধারণ করি । হে বিষ্ণে ! আপনি
অনেক দিব্য আভরণে ভূষিত, আপনার বক্ষে যজ্ঞ-
হুত্র বিরাজিত, আপনার পরিধানে অরুণ বসন,
আপনি দিক বহু বিভূষিত এবং আপনার পাদপদ্ম
সুন্দরীময় তাঁকরের দ্বারা আভাসম্বিত ; হে দেব !
আপনাকে নমস্কার । আপনার দংষ্ট্রাগ্র বালচন্দ্রের
দ্বারা আভাবিশিষ্ট ; আপনি মহাবলপরাক্রম ; দিব্য
চন্দনে আপনার অঙ্গসকল লিপ্ত হইয়াছে ; আপনার
কুণ্ডলকুণ্ডল তপ্ত কাঞ্চনের দ্বারা ; আপনার চ্যুতি

ইন্দ্রনীলমণির দ্বারা ও স্বর্ণাভরণে আপনার শরীর
বিভূষিত । হে মহাবল ! আপনি বজ্রের দ্বারা
দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা হিরণ্যাককে বিদীর্ণ করিয়াছেন । আপ-
নার লোচনযুগল কমলের দ্বারা মনোরম ; আপনি সাম-
নিম্বন দ্বারা মন হরণ করেন । হে সৌমন্ত ! বেদের
যে শীর্ষস্থান, তাহারও তুমি ভূষণস্বরূপ এবং তোমার
বিক্রম অতীব মনোহর । হে আয়তলোচন ! চতুরা-
নন ও শঙ্কু কর্তৃক তুমি পূজিত হও, তোমার আকার
সর্ষবিদ্যাময় ; তুমি শব্দাতীত ; তোমাকে নমস্কার,
নমস্কার । তুমি আনন্দের নিলয়, ও কালেরও
কাল, তোমাকে নমস্কার । অচলা পৃথ্বীদেবী এই-
রূপে শুব করিয়া বিষ্ণুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন ।
তখন দেবীকে বন্দনা করিতে দেখিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুর
লোচন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । তিনি ধরণীদেবীকে বাহু-
দ্বারা উত্তোলনপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং
তাঁহার আনন আজ্ঞা করিয়া তাঁহাকে বামাক্ষে
স্থাপন করিলেন । অনন্তর মহীপতি বিষ্ণু নারদাদি
মুনীন্দ্রেগণ কর্তৃক কৃত্যমান হইয়া গন্ধারোহণে বৃষভা-
চলে গমন করিলেন । স্বামিপুঙ্করিণীর লোকপূজিত
পশ্চিমতীরে বরাহবদন দেব বিষ্ণু বিদ্যমান ; সেখানে
ব্রহ্মতুল্য মহাতাগ মহাত্মা বৈখানস মুনীন্দ্রেগণ কর্তৃক
এই বরাহবদন পূজিত হন ॥ ৯৬-৯৭ ॥ ব্যাস বলিলেন,—
হে শ্রী ! পূর্বকালে নারদ সেই স্থান সর্গন করিয়া
মুনিগণকে যেরূপ বলিয়াছিলেন, আমি সেই মুনি

৯৭। যৎপৃষ্ঠোহহং যস্য সূত মাহাত্ম্যং ধরনীভূতাম্ ।
ময়া তুচ্ছং যথাবক্তি নারদাচ্চ পুরা কৃতম্ ॥
৯৮। য ইদং ধর্মসংবাদমাবয়োঃ সূত পাবনম্ ।
পৃষ্ঠে দেবপুত্রো ব্রাহ্মণানাং পুত্রস্তথা ॥
৯৯। সর্বেষামপি কণীনাং শব্দতা ভক্তি-
পূর্বকম্ । স প্রতিষ্ঠামবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রৈঃ
সমবিতঃ ॥ ১০০ ॥ শ্রুতামপি সর্বেষাং যদিষ্টং
তদ্বিষ্যতি ॥ ১০১ ॥ সূত উবাচ । ইতি মে
ভগবান ব্যাসঃ প্রোবাচ মুনিসেবিতঃ । যথা
কৃতং ময়া পূর্বং কৃক্বৎপায়নাদুভবোঃ ॥ ১০২ ॥ তত্থা
সর্বমেবাত্ম ময়াপুঙ্কং মুনীশ্বরাঃ । কথ্য সূতবচস্থিৎ
তে শ্রীতমনসোহভবন ॥ ১০৩ ॥ ধনব উচুঃ । সূত
অয়োক্তং ভুবি পর্বতেষু পুণ্যেষু পুণ্যস্ত মল্লীধবস্ত ।
মাহাত্ম্যমস্মাকমল্লীকনাথঃ পাপাপহং মোক্ষফলপ্রদাব-
কম্ ॥ ১০৪ ॥ ততো ব্রূহাদি সম্প্রাপ্য ববাহো
ধবনীযুতঃ । কিমুকুবান ধবনো স নরো ক্রুহি
মহামতে ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীশ্বান্দে মহাপুবাণ একালীতিমাহাত্ম্যে নারদ-
ত্যাং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে শ্রীবেঙ্কটচলমাহাত্ম্যে
ধবনীবরাহসংবাদে নারদস্ত স্মেরুশিখবস্ত-
যজ্ঞবাহুদর্শনপ্রাপ্তাদিবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

গণের সভায় থাকিয়া তাহা শুনিয়াছিলাম । হে সূত ।
তুমি যে আমাকে ধবনীধব অচলগণের মাহাত্ম্য
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এ বিষয় নারদের মুখে আমি
যে রূপে শুনিয়াছি, তাহাই আমি যথাবৎ বলিলাম ।
হে সূত । হে বার্কি আমাদেব এই পৃথ্বীধর্মসংবাদ—
দেবতা, ব্রাহ্মণ কি বা ভক্তিপুঙ্ক শ্রবণাভিলাষী
যে কোন জাতীয় মানবগণের সম্মুখে পাঠ কবে,
সে ব্যক্তি পুত্রপৌত্র-সুমবিত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ
কবিত্তে সমর্থ হই এবং বীরাবা শ্রবণ কবেন, তাঁহা-
দেবও অতীষ্ট লাভ হইয়া থাকে । সূত বলিলেন,—
মুনীজনসেবিত ভগবান ব্যাস আমাকে এইরূপই
বলিয়াছিলেন, পুরাকালে গুরু কৃক্বৎপায়নসমীপে
আমি যে রূপে শুনিয়াছিলাম, হে মুনীশ্বরগণ । আপ-
নাদের নিকট আমি তজ্রপই বলিলাম । অন-
ন্তর মৈমিষারণ্যবাসী মুনীগণ সূতের মুখে এবং-
বিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক শ্রীত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে
প্রশ্ন করিলেন । ধবীগণ বলিলেন,—হে সূত ।
এই কথিতভাবে যে সকল পুণ্য পর্বত আছে তন্মধ্যে
অতিপবিত্র মল্লীকনাথক মল্লীধরের পাপহর মোক্ষফল-

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ । শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্বৈ কথ্যং পুণ্যং
পুৰাতনীম্ । বৈবস্বতেহস্তবে পূর্বং কৃতে পুণ্যতমে
যুগে ॥ ১ ॥ নারায়াদ্রৌ দেবেণ নিবসন্তঃ কমাপতিম্ ।
ববাহকপিণং দেবং বরনী সগিতির্নরো ॥ ২ ॥ প্রণম্য
পবিপপ্রচ্চ বরুপদ্যাত্তেজসম ॥ ৩ ॥ ধরপুবাচ ।
আবাধ্যঃ কেন মম্মেণ ভবান শ্রীতো ভবিষ্যতি ।
তং মে বদ স্বং দেবেশ যঃ প্রিয়ো ভবতঃ সদা ॥ ৪ ॥
জগতা সর্বসম্পত্তিকাবকং পুত্রপৌত্রদম্ ।
সার্বভৌমহদং চৈব কামিনাং কামদং সদা ॥ ৫ ॥
অন্তে যন্তংপদপ্রাপ্তি দদাতি নিষমাত্মনাম্ । এবমুতং
বদ শ্রীতা ময়ি ববাহ মানদ ॥ ৬ ॥ শ্রীসূত উবাচ ।
ইতি পৃষ্টস্তথা ভূম্যা প্রাহ শ্রীতিশ্রিতাননঃ ॥ ৭ ॥
শ্রীবরাহ উবাচ । শৃণু দেবি পবং শুভং সদাঃ

প্রদায়ক মাহাত্ম্য আপনি আমাদিগের নিকট কীর্জন
কবিলেন । অনন্তর বরাহদেব ধবনীধব সহিত ব্রূহাচলে
গমন করিয়া ধবীজীকে কি বলিয়াছিলেন, হে
মহামতে । তাহা আমাদিগের নিকট কীর্জন
ককন । ৯৭—১০৫ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সূত বলিলেন ।—হে মুনীগণ । পুরাতনী পুণ্য-
কথা শ্রবণ করুন । পূর্বকালে পুণ্যতম সত্যযুগের
বৈবস্বতযুগে পৃথিবীপতি দেবেশ বিষ্ণু বরাহরূপ
ধাবণ করিয়া নারায়ণ পর্বতে বাস করেন । তখন
সখীসমাহৃত দেবী-ধবনী পদ্যেব জায় রক্তাভ
আয়তনোক্ত ববাহকপী বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা
কবিলেন । ধবনী বলিলেন,—আপনি কোন মন্ত্র-
দাব্য আবাধ্য হইলে শ্রীত হন এবং আপনার
বাহ্য সত্ত্ব প্রিয়, হে দেবেশ । তাহা আমাকে
বসুন । হে মানদ, ববাহ । কামনাপূর্বক জপ
কবিলে আপনার যে মন্ত্র সত্ত্ব সর্বসম্পত্তিকাবক,
পুত্রপৌত্রপ্রদ, কামদ ও সার্বভৌমহপ্রদ হয় এবং
আন্তর্য্য ব্যক্তির অন্তে আপনার গুণপদপ্রাপ্তি
ঘটে, শ্রীতিপূর্বক আমার নিকট তাদৃশ মন্ত্র কীর্জন
করুন । সূত উত্তর করিলেন,—বরাহদেব ধবীজী-
দেবীর এবংবিধ বাক্যে শ্রীত হইয়া তিমিতনেত্রে
উত্তর করিলেন । ১—৭ । বরাহ বলিলেন,—হে দেবি ।

সম্পত্তিকারকম্ । ভূমিদং পুত্রদং গোপ্যমপ্রকাশ্যং
কদাচন ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চ শুশ্রূষবে বাচ্যং ভক্তায়
নিয়তীকৃতম্ ॥ ১৯ ॥ ঔ নমঃ শ্রীবরাহায় ধরণ্যাকরণায়
চ । বহিজ্ঞাসামায়ুক্তঃ সদা জপো যমুক্ষুভিঃ ॥ ১০ ॥
অয়ং মন্ত্রো ধরাদেবি সর্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ । ঋষিঃ
সকর্ষণঃ প্রোক্তো দেবতা ব্রহ্মমেব হি ॥ ১১ ॥ ছন্দঃ
পঙ্ক্তিঃ সমাখ্যাতা শ্রীং বীজং সমুদাহৃতম্ । চতুর্লক্ষং
জপেন্নম্রং সদা রোর্যুক্তমম্রং ॥ ১২ ॥ জহুয়াং পায়-
সাম্রং বৈ কোদ্রসর্পিঃ সমন্বিতম্ । অথ ধ্যানং
প্রবক্ষ্যামি মনঃশুদ্ধিপ্রদায়কম্ ॥ ১৩ ॥ শুদ্ধফটিক-
শৈলাভঃ রক্তপদ্মদলেক্ষণম্ । বরাহবদনং সৌম্য-
চতুর্ভূজং কিরীটিনম্ ॥ ১৪ ॥ শ্রীবৎসবক্ষসং
চক্রশঙ্খাভয়করাবুজম্ । বামোক্রান্তিতয়া যুক্তং ত্রয়া
মাং সাগরাধরে ॥ ১৫ ॥ রক্তপীতাহরবরং রক্তান্তরণ-
ভূষিতম্ । শ্রীকৃষ্ণপূর্ণমধ্যাংশেষমূর্ত্যজসংস্থিতম্ ॥
১৬ ॥ এবং ধ্যানা জপেন্নম্রং সদা চাষ্টোত্তরং
শতম্ । সর্বান কামানবাপ্নোতি মোক্ষং চাস্তে

সদ্যঃ সম্পত্তিকারক, ভূমিদ ও পুত্রদ পরম শুভ
মন্ত্র শ্রবণ কর ; ইহা গোপনীয়, কদাচ প্রকাশ্য নহে ;
কিঞ্চ শুশ্রূষাশীল নিয়তাত্মা ভক্তের নিকট বক্তব্য ।
মুমুক্শুগণ ‘ঔ নমঃ শ্রীবরাহায়’ ইত্যর সঙ্গে বহিজ্ঞাসা
অর্থাৎ স্বাহা যোগ করিয়া “ঔ নমঃ শ্রীবরাহায় স্বাহা”
এই মন্ত্র সতত জপ করিবেন । হে ধরাদেবি !
এই মন্ত্র সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক । এই মন্ত্রের ঋষি—
সকর্ষণ, দেবতা—আমি অর্থাৎ বরাহ, ছন্দঃ—
পঙ্ক্তি, এবং বীজ—শ্রীং বলিয়া অভিহিত হয় ।
এই মন্ত্র সদগুরু নিকট লাভ করিয়া চতুর্লক্ষ জপ
এবং মধু ও ঘৃত সহ পায়সান্নে হোম করিতে হয় ।
অনন্তর মনঃশুদ্ধিপ্রদায়ক বরাহদেবের ধ্যান
কীর্জন করিতেছি । বরাহদেবের শরীরপ্রভা
শুদ্ধ ফটিকের স্থায়, নেত্র রক্তপদ্মপত্র-সদৃশ, মুখ
বরাহমুখবৎ এবং সৌম্য ; ইহার চারি বাহু, মস্তকে
কিরীট, বক্ষে শ্রীবৎসমণি, হস্ত-চতুষ্টয়ে চক্র, শঙ্খ,
অস্ত্র ও পদ্ম ; হে সাগরাধরে ! তুমি আমার বাম
উকতে অবস্থানপূর্বক আমার সহিত মিলিতভাবে
বিরাজিত । বরাহদেবের পরিধানে রক্ত-পীত
বস্ত্র এবং তিনি রক্তান্তরণভূষিত ও কৃষ্ণপৃষ্ঠোপরি
শৈবনাগের মস্তকস্থ পদ্মের উপর সংস্থিত ।
এইরূপে ধ্যান করিয়া সর্বদা অষ্টোত্তর শত মন্ত্র
জপ করিতে হয় এবং এইরূপ করিলে সর্ববিধ
কামনালাভ হয় ও অস্তে মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে,

ব্রজেন্দ্রবন ॥ ১৭ ॥ প্রোক্তঃ ময়া তে ধরনি বৎপুত্রৌহর্যং
ত্রয়ামলে । অতঃ কিং তে ব্যবসিতং ত্রিহি
তথিমলাননে ॥ ১৮ ॥ শ্রীশূত উবাচ । এতচ্ছ্রুত্বা
ততো ভূমিঃ প্রপ্রচ্ছ পুনরেব তম্ । কেনৈবা-
হুষ্ঠিতং দেব পুরা প্রাপ্তং কলং চ কিম্ ॥ ১৯ ॥ ইতি
পৃষ্ঠঃ পুনর্দেবঃ শ্রীবরাহোহব্রবীদিদম্ । পুরা
কৃতযুগে দেবি ধর্মো নাম মনুর্নহান ॥ ২০ ॥ ব্রহ্মণোহমুং
মনুং লক্ষা জপ্ত্বাশ্বিনু ধরনীধরে । মাং চ দৃষ্ট্বা বরং লক্ষা
প্রাপ্তোহভূন্মামকং পদম্ ॥ ২১ ॥ ইত্যো তুর্কাসসঃ
শাশাং পুরা ভ্রষ্টদ্বিবিষ্টপাং । অনেনেদ্বীর্জ মাং
দেবি পুনঃ প্রাপ্তদ্বিবিষ্টপম্ ॥ ২২ ॥ অস্তেহপি মুনয়ো
ভূমে জপ্ত্বা প্রাপ্তাঃ পরাং গতিম্ । অনন্তঃ
পরগাধীশো হমুং লক্ষাধ কণ্ঠপাং ॥ ২৩ ॥ শ্বেতদ্বীপে
জপিতৈব বভূব ধরনীধরঃ । তস্মাজ্জপ্যঃ সদা চেহ
মনুস্যেচ ধরার্থিভিঃ ॥ ২৪ ॥ শ্রীশূত উবাচ ।
এতচ্ছ্রুত্বাথ সুশ্রীতা পুনঃ প্রাহ ধরাধরম্ ॥ ২৫ ॥

মনেহ নাই । হে অমলে ধরনি ! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, আমি তাহা বলিলাম । হে অমলাননে !
অতঃপর বাহা জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা
বল । বরাহদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরিত্রী-
দেবী পুনরায় তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—দেব !
পূর্বকালে কে ইহার অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপ ফল
প্রাপ্ত হইয়াছিল ? বরাহদেব এইরূপে পুনরায়
জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে দেবি !
পুরাকালে সত্যযুগে ধর্ম্যনামক এক শ্রেষ্ঠ মনু
ছিলেন । তিনি ব্রহ্মার নিকট এই মন্ত্র লাভ
করিয়া জপ করেন । হে দেবি ! অনন্তর তিনি
আমাকে দর্শন ও আমার নিকট বর লাভ
করিয়া আমার পদপ্রাপ্ত হন । পূর্বকালে
তুর্কাসার শাপে শচীপতি স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট হন ।
হে দেবি ! তিনিও এই মন্ত্রে আমাকে পূজা
করিয়া পুনরায় স্বর্গরাজ্য লাভ করেন । হে
দেবি ! অস্ত্র আরও অনেক মনি এই বরাহমন্ত্র
জপ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন । পরম-
পতি অনন্ত, কণ্ঠপসমীপে এই মন্ত্র লাভ করেন
এবং শ্বেতদ্বীপে অবস্থানপূর্বক এই মন্ত্র জপ করিয়া
ধরনীধরণে সমর্থ হইয়াছিলেন । অতএব ইহকালে
ভূমিকামী মানবের এই মন্ত্র সতত জপ করা কর্তব্য ।
শূত বলিলেন,—এতৎশ্রবণে অতীব শ্রীতা হইয়া
পৃথিবী পুনরায় ভূধর বরাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।

ধরগুণাচ। বেকটচলমাহাত্ম্যে শ্রীনিবাসো
জগৎপতিঃ। কদা হ্যস্মিতি দেবেশঃ শ্রীভূমি-
সহিতোহমলঃ ॥ ২৬ ॥ কথং কল্লাস্তরস্বায়ী ভবিষ্যতি
জৈনর্দনঃ। এতঃক্ৰহি বরাহঃ স্বঃ মহৎ কোতুহলঃ
মম ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধরগীবরাহসংবাদে শ্রীবরাহমজ্জারাদন-
বিখ্যাদিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীবরাহ উবাচ। হস্ত তে কথয়িষ্যামি পুরা-
বৃত্তং বরাননে। শৃণু পুণ্যং মহাদেবি সভবিষ্যৎ
সহোত্তরম্ ॥ ১ ॥ বৈবস্বতেহস্তরে দেবি পূর্বে
কৃতযুগেহস্তরে। বায়োস্তুপো মহদৃষ্টা শ্রীভূমিসহিতো-
হনঘে। •আগচ্ছচ্ছ্রীনিবাসশ্চ স্বামিপুষ্করিণীতটে ॥২॥
দক্ষিণেহস্মিন পুণ্যতম আনন্দাখ্যবিমানকে। বসিষ্যতি
চ শ্রীকান্তো বায়োঃ প্রিয়করো হরিঃ ॥ ৩ ॥ তদারভ্য
হৃষীকেশঃ সেনান্তারাধিতোহনিশম্। আকল্লাস্তম-
দৃষ্টোহস্মিন বিমানেহসৌ বসিষ্যতি ॥৪॥ ধরগুণাচ।

ধরগী বলিলেন,—শ্রীনিবাস জগৎপতি দেবেশ বিমল
বরাহ ধরিত্রীর সহিত বেকটচলমাহাত্ম্যে মহাশৈলে
কোন সময় আগমন করেন এবং জনার্দন কল্লাস্ত
কালেও স্থায়ী হন! হে বরাহাশ্বন! এই সকল
উনিবার জন্ত আমার অত্যন্ত কোতুহল হইতেছে,
অতএব বলুন ॥৮—২৭।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীবরাহ বলিলেন,—অহো! বরাননে! তোমার
নিকট পুরাবৃত্ত কীৰ্ত্তন করিতেছি, হে মহাদেবি!
ভূমি হৃত অতীত ও অনাগত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ
কর। হে অনঘে! পূর্বকালে সত্যযুগের বৈবস্বত
মহস্তরে বায়ুর স্তুমহৎ তপস্তাদর্শনে শ্রীনিবাস
ভূমির সহিত স্বামিপুষ্করিণীতীরে আগমন করেন।
বায়ুর প্রিয়কারী শ্রীপতি হরি স্বামিপুষ্করিণীর পরম
পাবন দক্ষিণতীরে আনন্দাখ্য বিমানে বাস করেন
এবং হৃষীকেশ তদবধি কার্ত্তিকেয় কর্তৃক নিরস্তর
আরাধিত হইয়া কল্লাস্তকাল পর্য্যন্ত এই বিমানে
অধিষ্ঠিতভাবে অবস্থান করেন। ধরগী জিজ্ঞাসা

অদৃষ্টো ভগবান্ মৰ্ত্ত্যোঃ কথং দৃষ্টো ভবিষ্যতি ॥
৫ ॥ শ্রীনিবাসোহপি দেবেণোহভবদক্ষিণপার্শ্বগঃ।
এতদ্বদ সুরাধীশ জনৈরারাদ্যতে কথম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীবরাহ উবাচ। অগস্ত্যোহস্মিন্ সমাসাদ্য দৃষ্টা
দেবং সনাতনম্। আরাধ্য দ্বাদশাব্দঃ তঃ শ্রীণয়িত্বা
পুনঃপুনঃ ॥ ৭ ॥ যযাচে তত্র সান্নিধ্যং ভবান্ দৃষ্টো
ভবিষ্যতি। এবমুক্তো হৃষীকেশঃ শ্রীভূমিসহিতো
ধরে ॥ ৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। অহং দৃষ্টো ভবিষ্যামি
স্বংকৃতে সৰ্বদেহিনাম্। এতদ্বিমানং দেবর্ষে ন
দৃষ্টং স্ত্যং কদাচন ॥ ৯ ॥ আকল্লাস্তং যুনীশ্রাস্মিন্
দৃষ্টোহহ নাত্র সংশয়ঃ। মুনিস্তদ্বচনং শ্রুত্বা শ্রীতঃ
প্রায়াৎ স্বমাপ্তমম্ ॥ ১০ ॥ ততশ্চতুর্ভুজো দেবঃ স
দৃষ্টোহভূন্নরাদিভিঃ। বিমানে যুনিচিস্ত্যোহস্মিন্নাসিতা
চ তথোত্তরম্ ॥ ১১ ॥ আরাধ্যমানঃ কন্দেন বায়ুনা
সেবিতঃ সদা। এবং গতে মহাকালে চতু-
র্ভুগসমুদ্বিতে ॥ ১২ ॥ অষ্টাবিংশে তু সঞ্জাতে
দ্বাপরাস্তে বসুন্ধরে। যুদ্ধে চ ভারতেহতীতে

করিলেন,—মানবগণের অদৃষ্ট দেবেশ ভগবান্
শ্রীনিবাস আপনার দক্ষিণপার্শ্বগ হইয়া কিরূপে
দৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং জনগণ তাঁহাকে কিরূপেই
বা আরাধনা করিয়াছিল? হে সুরাধীশ! এই সকল
কথা বলুন। বরাহ উত্তর করিলেন,—মহর্ষি
অগস্ত্য এই স্থানে আগমনপূর্বক সনাতন বরাহ-
দেবকে দর্শন করেন এবং দ্বাদশ বৎসর যাবৎ পুনঃ
পুনঃ আরাধনা করত তাঁহাকে শ্রীত করিয়া
“ভগবন্ দৃষ্ট হউন” এইরূপ বলিয়া তাঁহার সান্নিধ্য
কামনা করেন। হে ধরে! তখন ভূমির সহিত
হৃষীকেশ ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া এইরূপ
বলিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ বলেন,—“তোমার
প্রার্থনায় আমি দেহিগণের দৃষ্ট হইব বটে; কিন্তু
হে দেবর্ষে! এই বিমান কদাচ কেহ দেখিতে
পাইবে না। আমি কল্লাস্তকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে
যুনীশ্রগণের দৃষ্ট হইব, সংশয় নাই। অনন্তর
ঋষি অগস্ত্য বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীতমনে
স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ॥১—১০॥ অনন্তর বরাহ
চতুর্ভুজরূপে মানবগণের দৃষ্ট হইতে লাগিলেন;
কিন্তু বায়ু ও কার্ত্তিকেয় কর্তৃক সতত আরাধিত
হইয়া তদবধি আর তিনি যুনি-চিস্তিত বিমানে
উপবেশন করিলেন না। হে বসুন্ধরে! অনন্তর
এইরূপে চতুর্ভুগ-সমুদ্বিত বহুকাল অতীত হইলে
দ্বাপর-যুগের অবসানে অষ্টাবিংশতি যুগে ভারত-

তিথ্যে সতি যুগে তথা ॥ ১৩ ॥ বিক্রমার্কাদয়ো ভূপাঃ
শকাঃ শূদ্রাদয়স্তথা ॥ গমিব্যস্তি স্বর্গলোকঃ মাম-
জ্ঞাত্বা বরাননে ॥ ১৪ ॥ ততঃ সোমকুলোদ্ধতো
মিত্রবর্মা মহারথঃ ॥ তুণ্ডীরমণ্ডলে রাজা নারায়ণ-
পুরে বসন ॥ ১৫ ॥ ভবিষ্যতি বরারোহে মহা-
ভাগ্যোদয়ো মহান ॥ তস্মিন্ শাসতি ভুলোকঃ
ধর্মেন পৃথিবীপতি ॥ ১৬ ॥ অকুণ্ঠপচ্যা পৃথিবী
সর্বশস্যবিভূষণা ॥ নিরীতিকোহভবৎ সর্বো জনো
ধর্মসমবিতঃ ॥ ১৭ ॥ তন্ত পত্নী সমভবৎ পাণ্ডাকন্তা
মনোরমা ॥ তন্ত যজ্ঞে কুলোত্তমসো বিয়মামা
নুতোহস্ত বৈ ॥ ১৮ ॥ তন্ত পত্নী তু ধরনী নামাসী-
চ্ছকবংশজা ॥ তস্মিন্ রাজ্যং বিনিক্ষিপ্য মি-
ত্রবর্ম্ম নৃপোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥ যযৌ তপোবনং পুণ্যং
বেকটাদ্রেঃ সমীপতঃ ॥ ২০ ॥ আকাশনামা তু
মহান রাজাভূৎ সার্বভৌমকঃ ॥ একদারব্রতো
রাজা ধরনীসক্তচেতনঃ ॥ ২১ ॥ যজ্ঞার্থং শৌর্যা-
মাস ভুবমারণিতিরতঃ ॥ কাঞ্চনেন হর্নেনৈব
কৃষ্যমাণে ধরাতলে ॥ ২২ ॥ বীজমৃষ্টিং বিকিরতা

যুদ্ধের অবসানে তিস্যযুগ উপস্থিত হইবে,
হে বরাননে! তখন বিক্রম ও অর্কাদি ভূপ, শক
এবং শূদ্রগণ আমাকে জানিলে শ পরিয়া স্বর্গে
গমন করিবেন। হে বরারোহে! অনন্তর সোম-
বংশসম্ভব মহাভাগ্যসম্পন্ন মহারথ মিত্রবর্ম্ম তুণ্ডীর-
মণ্ডলের নারায়ণপুরে রাজা হইয়া বাস করত শ্রেষ্ঠত্ব
লাভ করিবে। ঐ ভূপাল ধর্ম্ম দ্বারা ভুলোক
শাসন করিতে থাকিলে বিনা বর্ষণেই পৃথিবী
সর্বশস্যবিভূষিতা হইবেন। তাঁহার রাজ্যে
কোথায়ও অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দ্রুতিভাব
থাকিবে না এবং নিম্নলি মানব ধার্মিক হইবে।
তৎকালে মনোরমা পাণ্ড্যতনয়া তাঁহার পত্নী হইলেন
ও আকাশনামক তাঁহার কুলভূষণ এক তনয় জন্ম-
গ্রহণ করিল এবং ঐ আকাশের শকবংশজাত ধরনী-
নারী পত্নী হইলেন। নৃপোত্তম মিত্রবর্ম্ম নিজ তনয়
আকাশের প্রতি তদীয় রাজ্যভার হস্ত করিয়া
বেকটশৈলের সন্নিকটে এক পুণ্য তপোবন আশ্রয়
করিলেন; তদীয় তনয়শ্রেষ্ঠ আকাশই সার্বভৌম
হইলেন। রাজা আকাশ আর দ্বিতীয় দার পরি-
গ্রহ করেন নাই। তিনি সতত ধরনীতেই নিরত
থাকিতেন। তিনি যজ্ঞার্থ আরণীর তীরভূমি
সৌন্দর্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর সুবর্ণময় হলদার

দৃষ্টা কন্তা ধরোদগতা। পদ্মশয্যাগতা রম্যা সর্ব-
লক্ষণলক্ষিতা ॥ ২৩ ॥ তন্তুজাভূদময়ী পুষ্কিকিব
বিরাজতী। তাং দৃষ্ট্বা স মহীপালো বিশ্বরোহ-
কুললোচনঃ ॥ ২৪ ॥ আদায় তনয়া চেয়ঃ মমৈবেতি
পুনঃপুনঃ। জহ্ব মস্ত্রিভির্শৈচনং প্রাহ বাগশরীরিণী ॥
২৫ ॥ সত্যং তবৈব তনয়া বর্জয়স্ব শুলোচনাম্।
ততঃ প্রীতমনা রাজা স্বপুরং প্রবিবেশ হ ॥ ২৬ ॥
আহুয় ধরনীং দেবীমিদমাহ মহীপতিঃ। দেবদত্তামিমাং
পশু ভূতলাভখিতাং মম ॥ ২৭ ॥ আবাত্যাং তদ-
পুত্রাত্যাং পুত্রীং ভবিতা ক্রবম্। ইত্যাক্ষা
প্রদদৌ দেব্যা হস্তে প্রীত্যা বিয়মপঃ ॥ ২৮ ॥
তস্তাং গৃহং প্রবিষ্টায়াং ধরনী গর্ভমাদধৌ। বিয়-
মপশ্চ সুগ্রীতো বীক্ষ্য স্তম্ববিলোচনাম্ ॥ ২৯ ॥
উবাচ ফলিতা সুক্ললতা সান্তানিকী চ মে ॥ ৩০ ॥
অথ সা ধরনী দেবী কালে বমললোচনা। সুপ্রশস্তে
মুহুর্তে চ সোচ্চসংস্থেয় পঞ্চনু। গ্রহেষু সুমুখ্যে পুত্রঃ

বসুধাতল কৃষ্যমাণ হইলে বীজমৃষ্টি বিকিরণ করিতে
করিতে ভূতলে একটা কন্তা দেখিতে পাইলেন।
এই কন্তা সরোজশয্যায় শয়ানা, রমণীয়া এবং
সর্বলক্ষণলক্ষিতা। তিনি যেন তন্তুকাঞ্চনের
পুতলিকার স্থায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই
কন্তাকে দর্শন করিয়া মহীপাল আকাশের বিশ্বয়ে
নয়ন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহাকে গ্রহণ করিয়া
রাজা “ইনি আমারই কন্তা” পুনঃপুনঃ এই কথা
বলিতে বলিতে মস্ত্রিগণ সহ আহলাদিত হইলেন।
তখন একটা আকাশবাণী উথিত হইয়া নৃপতি আকা-
শকে বলিল,—“সত্যসত্যই ইনি তোমার কন্তা;
তুমি এই শুলোচনা কন্তাকে পালন কর।” অনন্তর
মহীপতি প্রীতমনে স্বীয় পুরে প্রবেশ করিলেন এবং
সহধর্ম্মিণী দেবীধরনীকে জর্জরিতা জানিয়া এই কথা
বলিলেন,—“দেবি! এই ভূতলোখিতা দেবদত্তা
কন্তা সন্দর্শন কর, আমাদের পুত্র-কন্তা নাই, ইনি
নিশ্চয়ই আমাদের কন্তারূপে বিরাজ করিবেন।”
নৃপতি আকাশ এইরূপ বলিয়া প্রীতিভরে প্রিয়র
করে সেই কন্তা অর্পণ করিলেন। অনন্তর শুভ-
লক্ষণা ঐ কন্তা রাজার গৃহে প্রবেশ করিলে রাণী
ধরনী গর্ভধারণ করিলেন, রাজা আকাশও স্তম্ব-
বিলোচনা পত্নীকে সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীতমানসে
বলিলেন,—হে সুক্ল। আজ আমার সন্তানপ্রসূ-
লতায় কল ধরিয়াছে। ১১—৩০। অনন্তর যদ্যকালে

মেঘাং ৮ দিবাকরে । ৩১ । দেবহুত্বাং মেঘঃ
পুষ্পবৃষ্টিং হৈমপতং । ববৌ বায়ুঃ সুখস্পর্শস্তজ্জন্ম-
দিবসে তদা । ৩২ । পুত্রমুতিপ্রবক্তাঃ সুশ্রীতঃ
পুত্রজয়নি । সর্বস্বদানমকরোচ্ছ্রেতামরবর্জিতম্ ॥
৩৩ ॥ কপিলাকোটাদামঞ্চ বৃষভাণাং শতাধিকম্ ।
দিবসে দ্বাদশে পুণ্যে জাতকর্মাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
চকার নামধেয়ঞ্চ বনুদান ইতি স্বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥
শ্রীবরাহ উবাচ । আকাশতনয়ো দেবী বনুদানো
মনোরমঃ । বরুধে দিবসেবালঃ গুরুপঞ্চ ইবো-
ড়ুরাষ্ট্র ॥ ৩৪ ॥ উপনীতো বিনীতোহসৌ গুরুভি-
ত্রক্ষপারগৈঃ । পিতুরস্থানি শয়ানি মদ্রবৎ সৌহৃদ্য-
শিক্ত ॥ ৩৬ ॥ চতুপাদং ধনুর্ধ্বং সঙ্কোপাঙ্গ-
মধীতবান্ । পিতা তেনাতিবলিনা হুরাধ্বঃ পরৈর-
ভূৎ ॥ ৩৭ ॥ আকাশ ইব নিম্পকো গ্রীষ্মে ভানুমতা
যুতঃ । বৈশাখ ইব মধ্যাহ্নে হুঃসহো হুর্নিরীক্ষকঃ ॥ ৩৮ ॥
ইতি শ্রীকান্দেহগন্ত্যপ্রাধনয়া ভগবতঃ সর্বজনদৃগ্-
গোচরাদিবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

কমললোচনা দেবী ধরণী এক পুত্র প্রসব করিলেন ।
ঐ তনয়ের জন্মকালে পঞ্চগ্রহ অত্যন্ত উচ্চস্থ ছিল ।
দিবাকর মেঘরাশিতে অবস্থান করিতেছিলেন ।
অতএব ঐ মুহূর্ত অতি প্রশস্ত । তখন দেবহুত্বি
নির্মানিত ও গৃহে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং
বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল । সূতজন্মহর্ষিত
নৃপতির সমীপে যে যে আসিয়া পুত্রজন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাপন
করিল, ছত্র ও চামর বাতীত রাজা তাহাদিগকে
সর্বস্ব দান করিলেন । তিনি কোটি কপিলা ও শত
বৃষভ দান করিলেন এবং পুত্রের দ্বাদশদিনে জাত-
কর্মাদি ক্রিয়াসকল সম্পাদিত করিলেন এবং তিনি
নিজেই পুত্রের নাম রাখিলেন,—‘বনুদান’ । বরাহ
বলিলেন,—হে ঈর্ষি ! মনোরম আকাশসুত বালক
বনুদান গুরুপঞ্চীয় চন্দ্রের স্থায় দিন দিন বর্দ্ধিত
হইতে লাগিল । ব্রক্ষপারগ গুরুগণ দ্বারা বিনীত
বনুদান উপনীত হইয়া পিতার নিকট মদ্রবান্ অশ্ব-
শয় সকল শিক্ষা করিলেন । তিনি পিতার নিকট
সঙ্কোপাঙ্গ চতুপাদ ধনুর্ধ্বং অধ্যয়ন করিলে তদীয়
পিতা আকাশ, তনয় বনুদানের প্রভাবে শত্রুগণের
অবধ্য হইলেন এবং গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যযুক্ত নির্মল
মধ্যাহ্ন-আকাশের স্থায় হুঃসহ ও হুর্নিরীক্ষ্য হইয়া
উঠিলেন । ৩১—৩৮ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ধরণীবাচ । উক্তং ভগবতা তন্ত্ৰ স্মিয়ৎ-
পুত্রস্ত নাম চ । অযোনিজানাস্তংপুত্রোঃ কিং
নাম চ তদাকরোৎ ॥ ১ ॥ শ্রীমুত উবাচ । ইতি
পৃষ্ঠঃ পুনঃ প্রাহ শ্রীবরাহো জগৎপতিঃ ॥ ২ ॥ শ্রীবরাহ
উবাচ । আকাশরাজো মতিমাংস্তাঃ দৃষ্টা কমল-
শয়াম্ ॥ ৬ ॥ পদ্মিনীতি চ নামা বৈ চকার বনুধা-
সুতাম্ । তাং তু যৌবনসম্পন্নঃ সখীভিঃ পরি-
বারিতাম্ ॥ ৪ ॥ আরামে বিহরন্তীঞ্চ শুককোকিল-
নাদিতে । যদৃচ্ছাগতস্তত্র নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
বনলক্ষ্মীমিবালোক্য বিস্ময়াদিদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥ নারদ
উবাচ । কাসি কন্ত সুতা ভীক হস্তং দর্শয়
মে তব । ইত্যুক্তা সা সূচাঙ্গী স্বাম্মানং মুনয়ে-
হব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ বিয়দ্রাজসুতা ব্রহ্মন্ লক্ষণানি বদন্ত
মে । ইত্যুক্তঃ স তদা প্রাহ নারদো মুনিসত্তমঃ ॥ ৮ ॥
নারদ উবাচ । শৃণু ত্বং চাক্রবদনে লক্ষণানি বদামি
তে । পাদো প্রতিষ্ঠিতো সূত্র রক্তপদ্মদলাবিতো ॥ ৯ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

ধরণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন্ । আপনি
আকাশ-তনয়ের নাম কহিলেন ; কিন্তু নৃপতি আকা-
শের অযোনিজ তনয়ার কি নামকরণ হইল ? সুত
বলিলেন,—বরাহদেব ধরণী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
পুনরায় বলিতে লাগিলেন । বরাহ বলিলেন,—
মতিমান্ আকাশরাজ বনুধাসুতা কমললোচনা
কন্তাকে পদ্মোপরি শয়ান দেখিয়া তাঁহার নাম রাখি-
লেন,—‘পদ্মিনী’ । যৌবনসম্পন্ন পদ্মিনী একদিন
সখীগণে পরিবৃত্ত হইয়া শুক-কোকিলনাদিত আরামে
বিহার করিতেছিলেন । তখন মুনিসত্তম নারদ তথায়
যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া বনলক্ষ্মীর স্থায় সেই
কন্তাকে দর্শন করত বিস্ময়সহকারে এই কথা বলিয়া-
ছিলেন । নারদ বলিয়াছিলেন,—হে ভীক ! তুমি
কাহার কন্তা এবং তুমি কে ? আমাকে তোমার হস্ত
দর্শন করাও । নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া
সেই মনোহরাকী কন্তা মুনির নিকট আত্মপরিচয়
প্রদান করিলেন এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি
নৃপতি আকাশের কন্তা, এক্ষণে আপনি আমার হস্ত-
লক্ষণ কীর্তন করুন । অনন্তর কন্তাকর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া সেই মুনিসত্তম নারদ বলিতে লাগিলেন ॥ ১—৮ ॥
নারদ বলিলেন,—হে চাক্রবদনে । লক্ষণসকল কীর্তন

পাদাঙ্গুল্যঃ সমা রক্তা রক্ততুল্যনখাধিতাঃ । গুল্কো
গুটৌ সমাবেতৌ জ্যেষ্ঠ চারোমশে শুভে ॥ ১০ ॥
জাম্বুনী সমন্থগ্নিষ্ঠে সমাবুর ক্রমাত্মক । নিতম্বৌ পৃথুলৌ
পীনৌ জঘনঃ চিত্তমেব হি ॥ ১১ ॥ নাভির্গুণলবা-
গ্নিঃ পার্শ্বৌ তে মেহরাবুভৌ । ত্রিবলীলনিতঃ
মধ্যঃ রোমরাজিবিরাজিতম্ ॥ ১২ ॥ স্তনৌ পীনৌ
ঘনৌ স্নিগ্ধাবুগ্গতৌ মগ্ধচূচৌ । করৌ তে রক্তপদ্মাত্তৌ
পদ্মরেখাসমবিত্তৌ । সুস্বন্দ্রৌ রক্তসংপর্ক-নিরন্তর-
সমাজুলী ॥ ১৩ ॥ শুকতুণ্ডসমাকারনখপঙ্ক্তিবির-
জিতৌ । দীর্ঘৌ চ কোমলৌ ভদ্রে ভূজৌ তে পুষ্প-
দণ্ডবৎ ॥ ১৪ ॥ পৃষ্ঠঃ তে বেদীবদ্ভাতি বিলগ্নমুজু
মধ্যমম্ । কণ্ঠঃ রক্তো দীর্ঘশ্চ স্বকৌ চাবনতৌ
শুভে ॥ ১৫ ॥ মুখং প্রসন্নং সততমকলঙ্কশশিপ্রভম্ ।
কপোলৌ কনকদর্শ-সদৃশৌ কুণ্ডলোজ্জলৌ ॥ ১৬ ॥
তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা তে শুভাননে । অক-
লঙ্ঘ্যমীচন্দ্রসদৃশোহতিমনোহরঃ ॥ ১৭ ॥ দৃষ্টতে-
হয়ং ললাটে স্তে নীলালকসুশোভিতঃ । মুর্ধ্না তে
সমবৃত্তশ্চ স্নিগ্ধ্যাতকচাষিতঃ ॥ ১৮ ॥ স্মিতসংশোভি-

করিতেছি, শ্রবণ কর । হে সুভ্র ! পাদতল রক্ত-
পদ্মদলের ছায়; পাদঙ্গুলী সুসংগ্নিষ্ঠ; নখ রক্ত ও
তুল্য; গুল্কদ্বয় গুট ও পরস্পর সমান; জজ্ঞাহয়
রোমহীন ও সুন্দর; জাম্বুদ্বয় নাসিকার সন্নিধি; উরু-
দ্বয় সমান ও ক্রমস্থূল; নিতম্বদ্বয় পৃথুল ও পীন;
জঘন স্নিগ্ধ; নাভি নিম্ন ও মণ্ডলযুক্ত; পার্শ্বদ্বয়
কোমল; মধ্যদেশ ত্রিবলীদ্বারা মনোজ্ঞ ও রোম-
রাজিরাজিত এবং হৃদয় ঘন, পীন, স্নিগ্ধ, উন্নত ও
মগ্ধচূচক—এই সকল শুভ লক্ষণ । হে ভদ্রে !
তোমার করদ্বয় রক্তপদ্মাত ও সুস্বন্দ্র পদ্মরেখা-
রাজিত; অঙ্গুলী সকল সুসংগ্নিষ্ঠ; অঙ্গুলীর পার্শ্ব
রক্তাভ, নিরন্তর ও সুন্দর; নখপঙ্ক্তি সকল শুক-
তুণ্ডাকার এবং বাহুদ্বয় কমল ও পুষ্পদণ্ডের ছায়
দীর্ঘ । হে শুভে ! তোমার পৃষ্ঠ বেদীর ছায়
শোভিত; মধ্যদেশ বিলগ্ন ও ঋজু; কণ্ঠ রক্তবর্ণ ও
দীর্ঘ; স্বক অবনত; মুখ নিম্নলঙ্ক শশধরের ছায়
সতত প্রসন্ন; কপোল কনকদর্পণের ন্যায়, কুণ্ডল-
কার ও উজ্জল এবং তোমার নাসিকা তিলকুসুম-
সদৃশ । হে শুভাননে ! তোমার নীলালক-
শোভিত ললাট অষ্টমীর অকলঙ্ক চন্দ্রমার ছায়
সমোহর দেখিতেছি । তোমার মুর্ধ্না সমবৃত্ত,
স্নিগ্ধ ও দীর্ঘ-কেশ-সমবিত্ত; তোমার দশন

দশনং বিদ্যাবরসমবিতম্ । মুখং তে বিকুযোগ্য-
শ্চাদিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৯ ॥ নাভিস্তে
দক্ষিণাবর্ত আবর্ত ইব গাঙ্গজঃ । অং হি কীরাকি-
সমুত্তা লক্ষ্মীরিব হি দৃষ্টসে ॥ ২০ ॥ জীবরাহ উবাচ ।
ইত্যুত্কা পুঞ্জিতস্তাভিনারদোহস্তদধে তদা । এত-
চ্ছুবাথ তৎসখ্যাস্তামুচুঃ পদ্মিনীং সখীম্ ॥ ২১ ॥
বনং গচ্ছাম পুষ্পার্থং বসন্তঃ সমুপাগতঃ । কর্ণিকারশ্চ
চূতাশ্চ চম্পকাঃ পারিভদ্রকাঃ ॥ ২২ ॥ পলাশাঃ
পাটলাঃ কুন্দা রক্তাশোকাশ্চ পুষ্পিতাঃ । পদ্মিষ্ঠাঃ
সিদ্ধুবারাশ্চ মালত্যা যুথিকালতাঃ ॥ ২৩ ॥ কুল্লার-
করবীরাশ্চ সজ্জ্বাধিব পুষ্পিতাঃ । পুষ্পাবচয়নং কুশৌ
বনেহস্মিন্ স্মমনোহরে ॥ ২৪ ॥ ইত্যুত্কা তা বনং জগ্মু-
রাকারশতনয়াযুতাঃ । পুষ্পাণ্যাহরমাণাশ্চ বিচরন্ত্য-
স্ততস্ততঃ ॥ ২৫ ॥ কঞ্চিকাজেষ্ঠ্যং দদৃশুঃ শুভ্রদন্ত-
দ্বয়োজ্জলম্ । গণ্ডভিত্তিত-লৌভূতমদধারাদ্বয়ো-
জ্জলম্ ॥ ২৬ ॥ উন্নতং করিণীযুথৈঃ সমুপেতং
রজোজ্জলম্ । কৃৎকারিপুঙ্করপ্রোদ্যচ্ছীকরাপুরি-

পাঙ্ক্তি ঈষৎ হাস্য ও বিদ্যাবরসমবিত হইয়া শোভিত
হইতেছে; তোমার মুখখানি দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই
মনে হইতেছে,—বিকুর যোগ্য তুমি পাত্রী । তোমার
নাভি গঙ্গার আবর্তের ছায় দক্ষিণাবর্ত; অতএব
তোমাকে কীরাকিতনয়া লক্ষ্মী বলিয়া মনে হই-
তেছে । বরাহ বলিলেন,—সখীগণ-সমক্ষে পদ্মিনীর
নিকট নারদ এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পূজাগ্রহণ-
পূর্বক তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন । অনন্তর
নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া সখীগণ পদ্মিনীকে কহি-
লেন,—বসন্ত সময় সমুপাগত হইয়াছে, চল আমরা
পুষ্পচয়নের জন্ত বনে গমন করি । হে সখি ! ঐ
দেখ,—কর্ণিকার, চূতা, চম্পক, পারিভদ্রক, পলাশ,
পাটল, কুন্দ, রক্তাশোক, পদ্মিনী, সিদ্ধুবার, মালতী,
যুথিকালতা, কুল্লার এবং করবীর কুসুম সকল যেন
মদনের শরীরসংঘর্ষেই পুষ্পিত হইয়াছে । অতএব
চল আমরা এই স্মমনোহর কাননে গমন করিয়া
পুষ্প চয়ন করি । সখীগণ এইরূপ বলিয়া আকাশরাজ-
কুমারী পদ্মিনীসহ বনে গমনপূর্বক ইত্যন্ততঃ বিচরণ
করত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫-২৬ ॥ তখন
এক বৃদ্ধ গজরাজ তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হইল ।
ঐ গজের শুভ্র দন্তদ্বয় উজ্জল ও উজ্জর গণ্ডভিত্তির
তলদেশে দুইটা উজ্জল মদধারা করিত হইতেছে;
গজ করিণীযুথের সহিত মিলিত হইয়া উজ্জল রাগে
রঞ্জিত হইয়াছে এবং শুভ্র উন্নত করিয়া কুৎকার

তাননম্ ২৭ ॥ দৃষ্টা চোদিতদয়া বনস্পতি-
মুপাখ্যাতাঃ । এতদ্বিস্তরে চাত্ত দৃষ্টমুদয়মুদয়ম্ ২৮
অকলঙ্কধবলং জাহ্নবপরিষ্কৃতম্ । ক্ষুরধিহাসতা-
যুক্তশরমেঘমিবোন্নতম্ ২৯ ॥ তস্মিন্ পুরুষ-
কৃষ্ণং মদনাকারবর্চসম্ । পুণ্ডরীকদলাকারকর্ণা-
মৃতলোচনম্ ৩০ ॥ সুস্বপ্নকোমসংবীতনীলচুলিক-
য়োজ্জ্বলম্ । পদ্মরাগমণিদ্যোতিক্ষুরংকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ৩১ ॥
সুবর্ণরত্নখচিতশার্ঙ্গদিব্যধনুর্ধরম্ । অপরেণ
করেণৈব বহন্তঃ কাঞ্চনং শরম্ ৩২ ॥ পীতককৌম-
সংবীতকটিদেশঃ সুমধ্যমম্ । রত্নকঙ্কণকেশুরকটি-
সূত্রবিরাজিতম্ ৩৩ ॥ বিশালবক্ষঃসংশোভি-
দক্ষিণাবর্তসংযুতম্ । স্বর্ণযজ্ঞোপবীতেন ক্ষুরংকঙ্ক-
মনোহরম্ ৩৪ ॥ ঈহামৃগং সমুদিশ্য মহাবেগাদনু-
ক্রতম্ । তং দৃষ্টা বিস্মিতা নারীঃ সস্মিতাস্তদ্বিরত-
বৈ ৩৫ ॥ তং দৃষ্টা হয়মাক্রুতং গজেন্দ্রো নম্রমস্তকঃ ।
তুণ্ডমুদ্রতঃ গর্জন বৈ বিনিবৃত্তা যযৌ বনম্ ৩৬ ॥
তস্মিন্ গতে গজে তত্র হ্যাক্রুতঃ সমাবযৌ । ঈহামৃগং

করায় জলকণায় উহার মুখ সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে ।
অনন্তর এইরূপ ভীষণ গজদর্শনে তাঁহারা উদ্বিগ্নহৃদয়
হইয়া এক বনস্পতির আশ্রয় লইলেন এবং তৎ-
কালেই একটি উত্তম উন্নত অশ্ব সন্দর্শন করিলেন ।
ঐ অশ্ব অকলঙ্ক চন্দ্রের স্তায় ধবলবর্ণ ও সুবর্ণা-
লঙ্কারে ভূষিত হওয়ায় যেন চকিত-বিশ্বাস্তা-জাল-
যুক্ত শরৎকালীন মেঘের স্তায় শোভা পাইতেছে ।
ঐ অশ্বের উপর মদনের স্তায় কমলীয় এক কৃষ্ণবর্ণ
পুরুষ ; তাঁহার নয়নদ্বয় পদ্মদলের স্তায় ও আকর্ষণ-
বিস্তৃত ; তাঁহার পরিধানে সুস্বপ্ন কৌমবসন, মস্তকে
উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ শিখা, কান্তি পদ্মরাগমণির স্তায় এবং
কর্ণ উজ্জ্বল কুণ্ডলদ্বারা মণ্ডিত । তাঁহার এককরে স্বর্ণ
ও রত্নখচিত দিব্য শার্ঙ্গ ধনু এবং তিনি অপর হস্তে
কাঞ্চনময় শর ধারণ করিয়াছেন ; তাঁহার সুমধ্যম
কটিদেশ পীতবর্ণ কৌমবসনে আবৃত রহিয়াছে ।
তাঁহার করে রত্নকঙ্কণ, কর্ণে কেশুর এবং কণ্ঠে
কটীসূত্র বিরাজিত ; তাঁহার বিশাল বক্ষে দক্ষিণাবর্ত-
যুক্ত যজ্ঞোপবীত হওয়ায় মনোহর স্বক্কেদেশ
উজ্জ্বল হইয়াছে এবং তিনি এক শার্ঙ্গুলের প্রতি
শর-সন্ধান করিয়া প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়াছেন ।
নারীগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং
ঈহামৃগ-আশ্রয়ে সেই স্থানেই অবস্থান করিতে
লাগিলেন । গজরাজ সেই অশ্বারূঢ় পুরুষকে

বিচিহ্নানঃ পুষ্পলাবীসমীপতঃ ৩৭ ॥ তাঃ সমেত্য স
চোবাচ তুরগোপরি সংস্থিতঃ । অত্রাগতো যুগঃ
কশিদীহামৃগ ইতীরিতঃ ৩৮ ॥ দৃষ্টো বা ভবতীতি
স ক্রত মে কস্তকা ইতি ৩৯ ॥ জীবরাহ উবাচ ।
প্রত্যচুস্তাস্ত তং কথ্য দৃষ্টোহস্মাভির্ন কচন ৪০ ॥
কিমর্থমাগতোহস্মাকং বনং বরধনুর্ধর । অত্রাবধ্য
যুগাঃ সর্বে বর্তমানা নিবাদপ ৪১ ॥ আশু গচ্ছ
বনাদস্মাদাকাশনৃপপালিতাং । ইতি তাঙ্গাং বচঃ
শ্রুত্বা হ্যাদবক্ররোহ সং ৪২ ॥ কাশ্চ যুয়মিযং চাপি
কস্তকাসুজসম্ভিতা । সুভগা চাক্রসর্বাঙ্গী পীনোরত-
পয়োধরা । ক্রত মেহং গমিষ্যামি শ্রুত্বা স্বস্থানয়ং
গিরিম্ ৪৩ ॥ ইতি তস্ত বচঃ শ্রুত্বা ধরণ্যাস্তজয়ে-
রিতা । সখী পদ্মবতী প্রাহ নিষাদং পর্বতালয়ম্ ৪৪
আকাশরাজতনয়া বনুধাতলসম্ভবা । অস্মাকং
নায়িকা শূর পদ্মিনী নাম নামতঃ ৪৫ ॥ অহি স্বং

দেখিয়া নিবৃত্ত হইল এবং তুণ্ড উত্তোলনপূর্বক নম্র
মস্তকে গর্জন করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ
করিল । অনন্তর গজ বিনিবৃত্ত হইলে ঐ অশ্বারূঢ়
পুরুষ শার্ঙ্গুল অন্বেষণ করিতে করিতে পুষ্পচয়ন-
কারিণী নারীগণ-সমীপে আগমন করিলেন এবং
অশ্বের উপরে থাকিয়াই তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে কস্তকাগণ ! কোন এক শার্ঙ্গুল এইদিকে
আগমন করিয়াছে, তোমরা দেখিয়াছ কি ? যদি
দেখিয়া থাক, আমাকে বল । বরাহ কহিলেন,—
তখন পুরুষের কথায় কস্তাগণ উত্তর করিল,—
আমরা কিছুই দেখি নাই, হে ধনুর্ধারিণে ! কেন
আমাদের বনে আগমন করিয়াছ ? হে নিবাদপতে !
এই বনে যে সকল যুগ বিচরণ করে, তাহারা অবধ্য ।
অতএব আকাশ-নৃপতি-পালিত এই বন হইতে
সদয় প্রস্থান কর । সেই পুরুষ এই কথা শুনিয়া
অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং সখীগণের
প্রতি সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—হে কমল-কান্তি-
কস্তকাগণ ! তোমরা কে ? আর এই সুভগা, মনো-
হরাঙ্গী, পীনোরত-পয়োধরা কস্তাই বা কে ? এই
সকল আমাকে বল, আমি ইহা শ্রবণ করিয়া আমার
পর্বতস্থিত নিজালয়ে গমন করিব । ২৬—৪৩। অনন্তর
তাঁহার বাক্য শুনিয়া ধরণীসুতার ইন্দিভক্রেমে সুবী
পদ্মবতী সেই পর্বতবাসী নিষাদকে বলিল,—হে
শূর ! ইনি আকাশরাজের কস্তা, বনুধাতল হইতে
উৎখিত হইয়াছেন । ইনি আমাদের নায়িকা ; ইহার
নাম পদ্মিনী । হে সৌম্যদর্শন ! এক্ষণে বলুন, আপনি

সুভগাকরে কিরামা কন্ত বা সূতঃ। জাতিঃ কা
কুত্রে বাসঃ কিমর্থঃ স্মিহাগতঃ। ইতি পৃষ্টঃ স
তাঃ প্রাহ মন্দমিতমুখাযুজঃ। ৪৬। দিবাকরকুলঃ
প্রাহরম্যাকন্ত পুরাবিদঃ। যন্ত নামান্তনস্তানি পাবনানি
মনীষিণাম্। ৪৭। বর্ণতো নামতচ্চাপি কৃষ্ণঃ
প্রাহন্তশমিনঃ। ব্রহ্মধিবাং সুরারীণাং যন্ত চক্রং
ভয়াবহম্। ৪৮। যন্ত শম্বধ্বনিং ক্রহ্মা মোহমৌঘি
বৈরিণঃ। যন্ত বৈ ধনুশ্চল্যং ধনুর্নৈবামরেধপি।
৪৯। তং মাং বীরপতিং প্রাহর্বেকটাজিনিবাসিনম্।
তস্মাদদ্রিতটীং সৌহং নিষাদৈরনুগৈর্দ্রুতঃ। ৫০।
মৃগয়ার্থং হ্যারুতো যুগ্মাকং বনমাংগতঃ। ময়াপ্যনুদ্রুতঃ
কচ্চিগৃগো বায়ুগতির্ঘো। ৫১। তমদৃষ্ট্বা বনং
পশুন্ দৃষ্টবান্ সুভগামিমাম্। কামাদিহাগতোহহং
বো ময়া কিং লভ্যতে হ্রিয়ম্। ৫২। ইতি কৃষ্ণবচঃ
ক্রহ্মা ক্রুদ্ধাত্তাঃ পুনরক্রবন। আকাশরাজো দৃষ্ট্বা
হাং ক্রহ্মা নিগডবন্ধনম্। যাবন্নয়তি তাবৎ গচ্ছ

কাহার তনয় ও আপনার নাম কি? আপনার কোন
জাতি? কোন স্থানেই বা বাসস্থান এবং কিজন্ত
এইস্থানে আগমন করিয়াছেন? কামিনীগণ কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার মুখানুজ্ঞে হাসি দেখা দিল।
তিনি তাহাদিগকে বলিলেন,—ললনাগণ! পুরাবিদ
পণ্ডিতগণ আমাদের বংশকে স্মৃতিবংশ বলিয়া কীৰ্ত্তন
করেন। ষাঁহার নাম অনন্ত, ষাঁহার সকল মনীষি-
গণেরও পাবন, তপস্বিগণ ষাঁহার বর্ণ ও নাম এ উভয়
কৃষ্ণ কহিয়া থাকেন, ষাঁহার চক্র ব্রহ্মধ্বনী দেত্যগণের
ভয়াবহ, বৈরিগণ ষাঁহার শম্বধ্বনি শ্রবণ করিয়া
মোহিত হয়, সুরগণমধ্যেও ষাঁহার ধনুর তুল্য ধনু
নাই, পণ্ডিতগণ আমাকেই সেই বেঙ্কটচলবাসী
বীরপতি বলিয়া থাকেন। আমি সেই বেঙ্কটাদির
উদ্দেশ্যে হইতে নিষাদগণে পরিবৃত্ত হইয়া অশ্বা-
রোহণে মৃগয়ার জন্ত তোমাদের বনে আগমন
করিয়াছি। আমি বনে প্রবেশ করিয়াই এক
পশুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই। তখন ঐ পশুও
জন্তবেগে পলায়ন করে। অনন্তর আমি তাহাকে
ধৌতেনে না পাইয়া বনে বিচরণ করিতে করিতে
এখানে উপস্থিত হইয়া এই সৌম্যমুখী কামিনীকে
দেখিতে পাই। আমি এখানে আসিয়া কামার্ত্ত
হইয়াছি। এক্ষণ ইহাকে পাইতে পারি কি? কুমারী-
গণ কহিলে কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার
পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—“আকাশরাজ যাবৎ
কাল তোমাকে দেখিয়া নিগড়ে বন্ধনপূর্বক লইয়া

শীতঃ স্বমালয়ম্। ৫৩। তজ্জিতজাতিরেবঃ স
হ্যমারুহ শীতগম্। যুক্তঃ স্বানুচরৈঃ সর্বেষ্যযৌ
জন্ততরং গিরিম্। ৫৪।

ইতি ক্রীকান্দে ধরণীবরাহসংবাদ উদ্যানবাসিন্তাঃ
পদ্মাবত্যাঃ সমীপে নারদাপমনক্রীনিবাসমৃগয়াদি-
বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ। ৪।

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

ক্রীবরাহ উবাচ। সম্প্রাপ্য চানয়ং দিব্যমবতীর্ষ্য
হয়োত্তমাং। বিম্বজ্য সাহুগান্ সর্ষান্ দেবান্
কিরাতরূপকান্। ১। বিশ্রমধ্বমিতি প্রোচ্য বিবেশ
মণিমণ্ডপম্। আকৃষ্ট মণিসোপানং পঞ্চকক্ষা
অতীত্য চ। ২। মুক্তাগৃহং সমাসাদ্য তস্মিন্ লোলা-
য়িতে শুভে। নবরত্নময়ে মঞ্চে সংবিবেশাবশো
হরিঃ। ৩। সংস্মরন্ পদ্মগর্ভাভাং তামেবায়তলোচ-
নাম্। তনুমধ্যাং পীনকুচাং মন্দমিতমুখাযুজাম্।
৪। কীরাকিচনয়ামেব মেনে পদ্মোত্তবাং শুভাম্।
তস্মাং গতমনা দেবঃ ক্রীনিবাসো যুমোহ চ। ৫।

না যান, এই সময়মধ্যে তুমি নিজালয়ে গমন কর।”
এইরূপে কুমারীগণ কর্তৃক তজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ,
শীতগামী অশ্বে আরোহণপূর্বক অন্নচরগণ সহ
সহর গিরিগুহায় আশ্রয় লইলেন। ৪৪—৫৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত। ৪।

পঞ্চম অধ্যায়।

বরাহ বলিলেন,—সেই কৃষ্ণ নিজালয়ে গমন
করিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং অন্ন-
রাগভরে কিরাতরূপধারী দেবানুচরগণকে “তোমরা
বিশ্রাম কর” এই কথা বলিয়া মণিমণ্ডপে
প্রবেশ করিলেন। অনন্তর হরি মণিমণ্ডপের
মণিসোপানে আরোহণ-পূর্বক পঞ্চ কক্ষা উত্তীর্ণ
হইয়া মুক্তাগৃহে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে মণি-
মণ্ডপস্থ সেই শোভমান মনোজ্ঞ নবরত্নময় মঞ্চে
গিয়া উপবেশন করিলেন। রত্নমঞ্চে উপবিষ্ট হইয়া
তিনি পদ্মগর্ভের স্থায় আয়ত ও আয়তলোচনা
কীর্ণকটী পীনপয়োধরা মন্দ হাস্যমুখী কমলমুখীকে
স্মরণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
“এই পদ্মোত্তবা পোভমানা কক্ষা নিশ্চিতই

ততো মধ্যাহ্নসময়ে কুহারং দিব্যনুভূতম্ । স্থপদংশঃ
সুগন্ধকং দেবাহ্নতিশোভনম্ ॥ ৬ ॥ শুদ্ধারং পায়-
সারকং গোড়ং মুদগারমেব চ । কুহা পঞ্চবিধাপূপান্
পুরিকাবটকানপি ॥ ৭ ॥ দেবঃ ভৃগুঃ যযৌ শীঘ্রং
সখী বকুলমালিকা । পদ্মাবতীপদ্মপত্রাচিত্তরেখাসম-
ধিতা ॥ ৮ ॥ নিবেশ্য দ্বারি দেবশ্চ তাঃ সৰ্বাঃ
প্রমদোত্তমাঃ । বিবেশ তৎসমীপং সা স্বয়ং বকুল-
মালিকা ॥ ৯ ॥ গহ্বাসমীপং দেবশ্চ ববন্দে ভক্তি-
ভাবতঃ । দৃষ্ট্বা দেবং বিবশং পর্যাক্ষে রত্নভূষিতে ॥
পাদসংবাহনং কুহা নিম্নলিতবিলোচনম্ । তং
ধ্যায়ন্তকং কিমপি ব্যাজহার শুচিস্মিতা ॥ ১১ ॥
উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ কিং শেমে পুরুষোত্তম ।
পরমারং কৃতং দেব ভোক্তুমাগচ্ছ মাধব ॥ ১২ ॥
কিংবা ত্বমার্তবচ্ছেদে সৰ্বলোকাভিনাশন । মুগয়া-
মটতাদেব কিং দৃষ্টং ভবতা বনে ॥ ১৩ ॥ অবস্থা
তে বিশালাক্ষ কামুকশ্চেব দৃশ্যতে । কা দৃষ্টা দেব-
কন্তা বা মাহুযী বাহিকন্তকা ॥ ১৪ ॥ ক্রহি মে ত্বম-

চিন্ত্যাম্মন কন্তাভাকিস্তহারিণী ॥ ১৫ ॥ শ্রীবরাহ
উবাচ । তন্ত্ৰান্তবচনং শ্রুত্বা নিঃশ্বাসমকরোচ্ছিন্নঃ ।
নিঃশ্বসন্তঃ পুনঃ প্রাহ শ্রীতা বকুলমালিকা ॥ ১৬ ॥
এবং মনোহরা কা সা তবাপি পুরুষোত্তম । তাম-
ববীক্ষুযীকেশো বক্ষ্যামি শৃণু তবতঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ । পুরা ত্রেতাযুগে পুণ্যে রাবণঃ হতবান-
হম্ । তদা বেদবতী কন্তা সাহায্যমকরোচ্ছিন্নঃ ॥
১৮ ॥ সীতারূপাভবল্লীর্জনকশ্চ মহীতলাৎ ।
গতে ময়ি তু মারীচং হস্তং পঞ্চবটীবনে ॥ ১৯ ॥
মমাহুজোহপি মামেব সীতয়া চোদিতোহবয়াৎ ।
তদন্তরে রাক্ষসেন্নো হতঃ সীতামুপাযযৌ ॥ ২০ ॥
অগ্নিহোত্রগতো বহিস্তং জাহ্না রাবণোদ্যমম্ ।
আদায় সীতাং পাতালে স্বাহায়াং সন্নিবেশ্য চ ॥
২১ ॥ তেনৈব রক্ষসা স্পৃষ্টাং পুরা বেদবতীং
শুভাম্ । অগ্নৌ বিসৃষ্টদেহাং তাং সংহর্তুং রাবণং
পুনঃ ॥ ২২ ॥ সীতয়া রূপসদৃশীং কুহা চৈবোৎসসজ্জ
ত । সা রাবণহতা ভূত্বা লঙ্কায়াং নিবেশিতা ॥ ২৩ ॥

কীরাক্তিতনয়া লক্ষ্মী ।" শ্রীনিবাস এইরূপ চিন্তা
করিতে করিতে সেই কন্টার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট
হইলে তিনি মোহ প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তদীয়-
সখী বকুলমালিকা উত্তম দিবা অন্ন, উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত
উপদংশ (ভাজা), দেবভোজ্য অতুল্যম শুদ্ধ গুড়-
নিষ্মিত পায়স, মুদগার, পঞ্চবিধ পুপ (পিষ্টক),
পুরিক (পুলী পিষ্টক) এবং বটক (বড়ী ভাজা)
প্রস্তুত করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তাঁহার দর্শন মানসে
সহর গমন করিলেন । বকুলমালিকা যখন গৃহমধ্যে
প্রবেশ করিল, তখন তিনি প্রমদোত্তমা পদ্মাবতী,
পদ্মপত্রা ও চিত্রলেখা এই সখীত্ৰয়কে দ্বারদেশে
রাখিয়া একাকীই সেই দেবসমীপে গমন করেন ।
অনন্তর বকুলমালিকা সেই দেবের সমীপে গমন
করিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে বন্দনা করিলেন; কিন্তু
দেখিলেন, তিনি রত্নভূষিত পর্যাক্ষে বিবশ হইয়া
শয়ন করিয়া রহিয়াছেন । অনন্তর সখী বকুল-
মালিকা তাহার পাদসংবাহন করিতে প্রবৃত্ত হইলে
তিনি নেত্র উন্নীলিত করিলেন বটে, কিন্তু কি যেন
খ্যান করিতে লাগিলেন । বকুলমালিকা তাঁহার
এইরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম
দেবদেবেশ ! আপনি কি জন্ত শয়ন রহিয়াছেন,
গাত্রোথান করুন । হে কমলাক্ষ ! আপনার অবস্থা
দেখিয়া বোধ হইতেছে,—আপনি যেন কামপীড়-
তের জ্বালায় হইয়াছেন । আপনি কোন দেবী মাহুযী

বা অহিকন্তা দর্শন করিয়াছেন ? আপনার কে
মন হরণ করিয়াছে ? হে অচিন্ত্যাম্মন ! সেই কন্টার
কথা আমাকে বলুন । ১—১৫ । বরাহ বলিলেন,—
সখীর সেই কথা শুনিয়া বিভূ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ
করিলেন । তাঁহাকে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
দেখিয়া শ্রীতি বশতঃ বকুলমালিকা পুনরায় বলিল,—
পুরুষোত্তম ! কে সে এমন কন্তা যে, আপনারও
মন হরণ করিল ! সখীর কথায় হবীকেশ উত্তর
করিলেন,—তোমাকে যথার্থ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
ভগবান বলিলেন,—পুরাকালে পবিত্র ত্রেতাযুগে
আমি যখন রাবণকে নিহত করি, কন্তা বেদবতী
তখন লক্ষ্মীরূপে আমার সাহায্য করিয়াছিলেন । লক্ষ্মী
তখন সীতারূপে মহীতল হইতে উত্থিত হইয়া
জনকের কন্যার গ্রহণ করেন । আমি মায়ায়ুগরূপী
মারীচকে সংহার করিবার জন্ত পঞ্চবটী বনে গমন
করি । আমার অল্পজ লক্ষণও সীতা কর্তৃক আদিষ্ট
হইয়া আমার অল্পগমন করেন । এই সময় রাক্ষ-
সেন্দ্র রাবণ সীতাহরণ-মানসে তাঁহার সমীপে উপ-
নীত হয় । অগ্নিহোত্রগত বহি তখন রাবণের উদ্যম
দেখিয়া সীতাকে গ্রহণপূর্বক পাতালে গমন করত
স্বহাতে রক্ষিত করেন । পূর্বকালে রাক্ষসস্পৃষ্টা
কন্তা শোভনা-বেদবতী স্বীয় শরীর হত্যাশনে রক্ষিত
করিয়া সীতাসদৃশ রূপ ধারণ করিলে রাবণ সেই
কন্তাকে অপহরণ করিল । অনন্তর তিনি রাবণ

হস্তে হুং রামিণে পশ্চাৎ পুনরগ্নিঃ বিবেশ সা।
 অগ্নিঃ সন্ধিতাঃ লক্ষ্মীঃ স্বাহায়াঃ মম জানকীম্ ॥২৪॥
 লক্ষ্মী হস্তে চ মায়াহ সীতয়া সহিতাঃ সখীম্। ইদং
 বেদবতী দেব সীতায়ঃ প্রিয়কারিণী ॥২৫॥ সীতার্থং
 যাক্ষসপুংসে তেন বন্দীকৃত্য স্থিতা। তস্মাদেনাং
 বরেনৈব ক্রীণয় স্বঃ প্রিয়া সহ ॥২৬॥ ইতি বহুবচঃ
 কথ্য সীতা মামবদচ্ছুভা। মম ক্রীতিকরী নিত্য-
 মিয়ং বেদবতী বিভো ॥২৭॥ তস্মাৎ পরং ভাগ-
 বতীং দেবৈনাং বরয় প্রভো ॥২৮॥ ক্রীভগবানু-
 বাচ। তথা দেবি করিষ্যামি হৃষ্টাবিশে কলৌ
 যুগে। তাবদেষা ব্রহ্মলোকে বসত্বমরপূজিতা ॥
 ২৯॥ পশ্চাত্তু ভূমিতনয়া ভবিষ্যতি বিয়ৎসুত!।
 ইতি দত্তবরা পূৰ্ব্বং ময়া লক্ষ্ম্যা চ সুন্দরী ॥৩০॥
 অদ্য নারায়ণপুংসে সজ্জতা ধরনীতলাৎ। পদ্মাসমা
 পদ্মনেত্রা পদ্মাদন্তবরা সতী ॥৩১॥ সখীভিরমু-
 রুপাভির্কেনে পুষ্পাণি চিহ্নতী। যুগায়ামটতা তত্র
 ময়া দৃষ্টা মনোরমা ॥৩২॥ তস্তা রূপং ময়া বক্ষুঃ

কর্তৃক অপহৃত হইয়া লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন।
 তার পর রাবণ নিহত হইলে আবারও তিনি অগ্নিতে
 প্রবেশ করেন। অগ্নি তখন স্বাহার্পিতা লক্ষ্মী—
 জানকীকে আমার হস্তে শ্রুত করিয়া আমাকে ও
 সীতা সহ সখীকে বলিলেন,—হে দেব! এই বেদবতী
 কস্তা সীতার প্রিয়কারিণী; সীতার সখী রক্ষার
 জন্ত ইনি বদ্বিরূপে রাবণপুংসে অবস্থান করিয়া-
 ছিলেন; অতএব বরদান করিয়া লক্ষ্মীর সহিত
 ইহাকে ক্রীত করুন। অগ্নির বাক্য শুনিয়া শোভনা
 সীতাও আমাকে বলিলেন,—“হে বিভো! এই
 বেদবতী সতত আমার প্রিয় করিয়াছেন, অতএব
 হে দেব! এই অত্যাশ্রয় ভগবতী কস্তাকে আপনি
 বরপ ককুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে দেবি!
 কলির অষ্টাবিংশ যুগে আমি ঐরূপ কাৰ্য্য করিব।
 ঐ সময়ের আগমন কাল পর্য্যন্ত ইনি আমরপূজিত
 হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করুন; তার পর ইনি
 ভূমিতনয়া হইয়া আকাশরাজের গৃহে যাইবেন। হে
 সুন্দরি! আমি এবং লক্ষ্মী পুরাকালে ঐ সুন্দরীকে
 ঐরূপ বরদান করিয়াছিলাম। সস্ততি নারায়ণ-
 পুংসে ধরনীতল হইতে এই পদ্মসদৃশী পদ্মনেত্রা সতী
 বেদবতী সজ্জতা হইয়া অমরুপা সখীসমভিব্যাহারে
 পুষ্পাচমন করিতে আসিয়াছেন। আমি যুগয়া জন্ত
 যমে ভ্রমণ করিতে করিতে গিয়া এই মনোহারিণী
 কস্তাকে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার রূপের কথা

ন শকাং শতহায়নৈঃ। লক্ষ্ম্যে চ তয়া মেহন্য
 সঙ্গমো ভবিত্য যদি ॥৩৩॥ প্রাণাঃ হিরা ভবিষ্যতি
 সত্যমিত্যবধারণ ॥৩৪॥ স্বঃ তত্র গতা তাং কস্তাং
 দৃষ্টা বকুলমালিকে। জানীহি রূপলাবণ্যাদিহং
 যোগ্যোতি চাস্ত বৈ। অনবদ্যা বিশালাক্ষী পুন্মেন্দী-
 বরলোচনা। ইতু্যক্কা মোহমাপন্নঃ তং প্রাহ
 বকুলা পুনঃ ॥৩৫॥ ইতো গচ্ছামি দেবেশ মনোজ্ঞা
 তব যত্র সা ॥৩৬॥ মার্গং বদ রমাধীশ গমিষ্যে
 যেন তাং প্রতি। এবমুক্তো রমাধীশস্তাং প্রাহ
 বকুলশ্রজম্ ॥৩৭॥ ইতো গচ্ছ মহাভাগে ক্রীনুসিংহ-
 গুহা যতঃ। তন্মার্গেণাবতীৰ্ঘ্যাম্বুধরেন্দ্রায়ামোর-
 মাৎ ॥৩৮॥ অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য দৃষ্টা লিঙ্গং তদর্চি-
 তম্। অগস্ত্যোশ ইতি খ্যাতং সুবর্ণমুখরীতটে ॥
 ৩৯॥ তীরেণৈব ততো গচ্ছ শুকব্রহ্মধ্বজবর্ধনম্।
 পশ্চন্তী স্বর্ণমুখরীঃ তত্র কল্লোলমালিনীম্ ॥৪০॥

কি বলিব, * * * বৎসরেও আমি তাঁহার রূপ বর্ণনে
 সমর্থ নহি। হে সখি! তুমি সত্য সত্যই জানিও—
 লক্ষ্মীকপিণী সেই কস্তার সহিত যদি আমার সঙ্গম
 লাভ হয়, তবেই আমার প্রাণ সুস্থির হইবে। হে
 বকুলমালিকে! তুমি নারায়ণপুংসে গমন করিয়া ঐ
 কস্তাকে দর্শন কর এবং জান যে, রূপলাবণ্যে এই
 কস্তা আমার যোগ্য কি না? “আহা! সে কস্তা—
 অনিন্দিতা পদ্মকুমুদবৎ বিশালনয়না” এই বলিতে
 বলিতে তিনি পুনরায় মোহপ্রাপ্ত হইলেন। তখন
 সখী বকুলমালিকা আবার তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—
 হে দেব! যেখানে আপনার মনোহারিণী রমণী
 বিরাজ করিতেছেন, এখনই আমি তথায় গমন
 করিতেছি। হে রমাপতে! আমি কেমন করিয়া
 তথায় সেই কস্তার নিকটে গমন করিব, সে পথ
 আমাকে বলিয়া দিন। ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
 রমানাথ সখী বকুলমালিকাকে কহিলেন,—হে মহা-
 ভাগে! এই যে ক্রীনুসিংহগৃহ দেখিতেছ, তুমি
 প্রথমে এই দিক দিয়া গমন কর। তার পর এই
 পথ দিয়া যাইতে যাইতে মনোরম গিরিবর অতি-
 ক্রম করিয়া অগস্ত্যাশ্রম দেখিতে পাইবে, তথায়
 সুবর্ণমুখরী-তটে এক বিখ্যাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
 আছে, উহার নাম অগস্ত্যোশ; তুমি ঐ পূজ্য লিঙ্গ
 দর্শন করিয়া সুবর্ণমুখরীর তীর অবলম্বনপূর্বক গমন
 করিলে ব্রহ্মবি ভূকের আশ্রম দেখিতে পাইবে।
 তুমি কল্লোলমালিনী সুবর্ণমুখরীকে দর্শন করত

উক্ত পদ্মসরো নাম পাবনং পদ্মসংযুতম্ । তত্র
ছায়া তস্তীয়ে তপস্তঃ মুনিসত্তমম্ ॥ ৪১ ॥ ছায়া-
শুকঃ নমস্কৃত্য কৃষ্ণক বনসংযুতম্ । আরাধ্যমানঃ
মুনিঃ শুকেন সততঃ শুভে ॥ ৪২ ॥ ইন্দ্রনীলমণি-
শ্রামঃ পীতমিখলবাসসম্ । তীর্থযাত্রাঃ গমিষ্যন্তঃ
বলভদ্রঃ সিতাকৃতিম্ ॥ ৪৩ ॥ উপাসয়ন্তঃ বরদঃ
মুক্তাবিতকরদ্বয়ম্ । উদ্যন্তঃ পাত্ৰকাযুক্তঃ
বলভদ্রঃ প্রণম্য চ ॥ ৪৪ ॥ আদায় স্বর্ণকমলং
সরলোহমাধরাননে । তীর্থা সুবর্ণমুখরীঃ বনাশ্রুপ-
বনানি চ ॥ ৪৫ ॥ অরুণীতীরমাসাদ্য বিপ্রম্য চ
বনান্তর । নারায়ণপুরীঃ দৃষ্টা বিশ্বয়ঞ্চ গমিষ্যসি ॥
তস্তাশ্চোপবনে বৃক্ষান পুষ্পাঢ্যান ফলসংযুতান ।
পনসাম্বিশিরীবাংশ কুন্দতিন্দুকপাটলান ॥ ৪৬ ॥ পুমাগ-
নাগবরণসরনশালাকোলচম্পকান । বকুলামলকা-
লালাস্তালহিষ্টালপদ্মকান ॥ ৪৭ ॥ জম্বুনিম্বকদৈ-
লাপিপ্পলীমধুকাজ্জানান । প্রিয়ঙ্গুহিঙ্গুখর্জুরমাযরা-
শোকলোত্রীকান ॥ ৪৮ ॥ অশ্বথোহুদ্রপ্রক্ষবদরী-
ভূর্জকীচকান । চিঞ্চাকিংকমন্দার-শাল্মলীবীজ-

গমন করিতে থাকিলে কমলমালা-সমবিত পুতপদ্ম
সরোবর দর্শন করিবে । ঐ পদ্মসরোবরে তীরে ছায়া
শুকনামক এক মুনি তপস্শ্রা করিতেছেন । তুমি সরো-
বরে প্রান করিয়া মুনিসত্তম ছায়াশুক এবং বলরাম
সহ কৃষ্ণকে নমস্কার করিও । হে শুভে ! কৃষ্ণ ও
লাজলধর বলদেব তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এই স্থানে
আগমন করিয়াছিলেন ; মুনিসত্তম শুক ইন্দ্রনীল-
মণির শ্রায় শ্রাম নিখল পীত বসন-পরিধায়ী মুক্তা-
বিত-করদ্বয়, বরদ কৃষ্ণের উপাসনা করিতেছেন ।
হে বরাননে ! তুমি পাত্ৰকাযুক্ত উদীয়মান বলভদ্রকে
প্রণাম ও সেই পদ্মসরোবর হইতে একটি স্বর্ণকমল
গ্রহণ করিয়া সুবর্ণমুখরী নদী উত্তীর্ণ হইবে । তারপর
ক্রমে বিবিধ বন উপবন অতিক্রমপূর্বক অরুণীতীর
প্রাপ্ত হইয়া তীরস্থ বনে বিশ্রাম করিবে এবং ইহার
পরই নারায়ণপুরী দর্শন করিয়া বিশ্বয়প্রাপ্ত হইবে ।
ঐ নারায়ণপুরীর উপবন পুষ্প-ফলাঢ্য ও রসযুক্ত
পনস, আম্র, শিরীষ, কুন্দ, তিন্দুক, পাটল, পুমাগ,
নাগ, বরদ, রসাল, অকোল, চম্পক, বকুল, আম-
লক, শাল, তাল, হিষ্টাল, পদ্ম, জম্বু, নিম্ব, কদম্ব,
এলা, পিপ্পলী, মধুক, অর্জুন, প্রিয়ঙ্গু, হিঙ্গু, খর্জুর,
মাযুর, অশোক, লোত্রক, অশ্বথ, উহুদ্র, প্রক্ষ,
বদরী, ভূর্জ, কীচক, চিঞ্চা, কিংক, মন্দার, শাল্মলী,

পূরকান ॥ ৫০ ॥ পুগনারঙ্গলিচুনারিকেসবন-
কুলান । মল্লিকামালতীকুন্দযুথিকাকৈটকীবৃক্ষান ।
॥ ৫১ ॥ করবীরাজসম্পন্ন রাজরজাবিরাজিতান ।
ময়ূরকীরগরুড়শুকসারসসঙ্কুলান ॥ ৫২ ॥ ভৃঙ্গবাক্সার-
নিবিড়ানারামান স্তম্বনোহরান । পশুস্তীঃ পরমঃ
হর্ষমবাপ্য চ নদীতটে ॥ ৫৩ ॥ গহা পুরোত্তরে মার্গে
পুরীমিল্পপুরীসমাম্ । গঙ্গায়েবাবৃত্যঃ নিত্যং সারিতা-
রণিনাময়া ॥ ৫৪ ॥ আকাশরাজনগরীঃ গহা
তত্রোচিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ জীবরাহ উবাচ । ইত্যা-
দিশু সুরাধীশঃ সখীঃ তাং বকুলভিধাম । 'বিশ্বজ্য
শয়নে শুভ্রে স শিশ্রে জীসমবিতঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রণম্য
দেবদেবেশঃ সখী বকুলমালিকা । শুভ্রামণিসমা-
কারঃ রক্তাশ্বমধিকৃষ্ণ সা ॥ ৫৭ ॥ যথোক্তমার্গেণ
যযৌ পশুস্তী বিবিধান্গান । মন্তেভান পর্বতা-
করান শ্বেতদন্তবিভূষিতান ॥ ৫৮ ॥ করিণীযুথসহিতান
জলদাদানতৎপরান । সিংহাঙ্কতঘনপ্রখ্যান সিংহী-
যুথৈরমুদ্রতান ॥ ৫৯ ॥ শাদুলকর্ণাংশ খড়গাংশ
শরভান গবয়ান যুগান । কৃষ্ণসারাংশ গোমায়ুশাংশ

বীজপূরক, পুগ, নাগরঙ্গ, লিচুক, নারিকেল প্রভৃতি
তত্র দ্বারা পূর্ণ এবং মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যুথিকা,
কৈটকী, করবীর, কমল, রাজরজা প্রভৃতি কুমু-
রুক্ষে সমাকীর্ণ । বকুলমালিকে ! তুমি ময়ূর, করী,
গরুড়, শুক, সারস প্রভৃতি বিহগ-সমাকুল এবং
ভৃঙ্গগণের বাক্সারে নিয়ত মনোহর আরামভূমি
সন্দর্শন করিয়া পরম প্রীত হইবে । অনন্তর নদী-
তটের উত্তর-পূর্ব পথে গমন করিয়া সুরসরিৎ
গঙ্গা-পরিবেষ্টিতা ইন্দ্রপুরী অমরাবতীর শ্রায় অরুণী
নামে প্রসিদ্ধ সরিৎপরিবৃত আকাশরাজধানীতে
গমনপূর্বক যথোচিত কার্য সম্পাদন কর । ১৬-৫৫ ।
বরাহ বলিলেন,—সুরাধীশ কৃষ্ণ সখী বকুলমালি-
কাকে এইরূপ আদেশপূর্বক বিদায় দিয়া শুভ শয্যায়
লগ্নীর সহিত শয়ন করিলেন । অনন্তর সখী
বকুলমালিকা দেবদেবকে প্রাণামপূর্বক শুভ্রামণি-
সদৃশ অশ্বে আরোহণ করিয়া পুরোক্ত পথে বিবিধ
যুগদর্শন করিতে করিতে আকাশরাজধানীর উদ্দেশে
গমন করিলেন । তিনি দেখিলেন,—কোথাও শ্বেত
দন্তবিভূষিত কারিণীযুথসমবিত • মেঘজলগ্রহণ-
তৎপর মন্তমাতঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে, কোথাও
মেঘাকার শত শত সিংহ সিংহীযুথের পক্ষাৎ পক্ষাৎ
দৌড়িতেছে, এতদ্রি অর্জুন, শাদুল, গভার,
শরভ, গবয়, যুগ, কৃষ্ণসার, গোমায়ু, শুক, মনোরম

শ্রীকামপি । ৬০ । সারসান্ধ ময়ূরান্ধ মার্জরান
বনগোচরান । বৃকাকান শূকরান্ধ সুবাহুঃ পক্ষি-
কথা । ৬১ । পশুভ্যো বিবিধাকারান্ধম্যস্তী চ
বৃকমুহুঃ । আসসাদারণীতীরং পশ্চিমং পাদপাকুলম্ ॥
৬২ । অবতীৰ্ণ্যক্রপাদবাদগন্ত্যশসমীপতঃ । দৃষ্টা-
গন্ত্যেবরং লিঙ্গমগন্ত্যেন সুপূজিতম্ ॥ ৬৩ ॥ তত্র
স্নাত্বা পীত্বা চ বিশ্রাম্য নদীতটে ॥ ৬৪ ॥ তত্রা-
গতা চ রাজগৃহাদুদ্যোষিতো দেবসন্নিধৌ । সীঃ
পদ্মালয়াস্তা দৃষ্টা বকুলমালিকা ॥ ৬৫ ॥ গতা সমীপে
তাসাং সা কিংবদন্তীঃ স পৃচ্ছতি ॥ ৬৬ ॥ বকুল-
মালিকোবাচ । কা যুগং যোমিতো ক্রতু বিচিত্রাভ-
রণাশ্রজঃ । কুতঃ সমাগতা হত্র কিং কার্ণাং বো-
হমলাননাঃ ॥ ৬৭ ॥ তাস্ত তস্তা বচঃ শ্রুত্বা স্মিত-
পূৰ্ণমধাক্রবন্ । শৃণুস্বাবহিতা দেবি বয়ং বক্ষ্যামহে-
হধনা ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধরনীবরাহসংবাদে পদ্মাবতীদর্শনে
শ্রীনিবাসস্ত মোহপ্রাপ্তাদিবর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সারস, ময়ূর, বস্ত্র মার্জার, বৃক, শুক, শূকর এবং
অন্যান্য মধুরবাক পক্ষী সকল দর্শন করিয়া
মুহূৰ্ত্ত হর্ষপ্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর তিনি অরণী
নদীর পাদপাকুল পশ্চিম তীরে গিয়া হইয়া
অক্রণ অথ হইতে অবতরণপূর্বক অগস্ত্যের সমীপে
গমন করিলেন এবং অগস্ত্যপূজিত অগস্ত্যেশ্বর
লিঙ্গ দর্শন, অরণী নদীতে স্নান ও জলপান
করিয়া নদীতটে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ।
রাজগৃহ হইতে তথায় অগস্ত্যেশ্বর সমীপে পুরস্কী-
রণ আগমন করিয়াছিলেন ; তখন বকুলমালিকা
পদ্মালয়ার সখীগণকে দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের
সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাদের কিংবদন্তী বিদিত
হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন । বকুলমালিকা
বলিলেন,—হে নারীগণ ! তোমরা বিচিত্র আভরণ
ও মাল্যে বিভূষিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছ,
একপে বল, তোমরা কে ? হে অমলাননা নারীগণ ।
তোমরা কোথা হইতে আগমন করিয়াছ এবং
এখানে তোমাদের কার্য্যই বা কি ? অনন্তর রাজপু-
ত্রাণ্য তাঁহারি বাক্য শুনিয়া হস্তআশ্রয়ে উত্তর করিলেন,
হে দেবি । সম্ভ্রান্তি আমরা বলিতেছি, সাবধানে
শ্রবণ কর । ১-৬-৭ ॥

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

যোষিত উচুঃ । বয়মাকাশরাজস্ত ওৎকান্তনিলয়াঃ
দ্বিয়ঃ । সখ্যঃ পদ্মালয়ায়া বৈ হৃদিতুর্কসুখাপভেঃ ॥
১ ॥ রাজপুত্রীং পুরস্কৃত্য গতাঃ পুৰ্ব্বং বনান্তরম্ ।
কুৰ্ব্বন্ত্যঃ পুষ্পাবচয়ং রাজপুত্রার্থমাকুলাঃ ॥ ২ ॥ বৃক-
মূলে সমাসীনাস্তত্র পশ্চাম পুরুষম্ । ইন্দ্রনীলমনি-
শ্রামমিন্দিরামনিরোরসম্ ॥ ৩ ॥ ইয়ং স্মিতমুখা
চাকপীনদীর্ঘভূজদ্বয়ম্ । মৃষ্টপীতাদ্বরং হেমরাগবাণ-
সনোজ্জলম্ ॥ ৪ ॥ সুবর্ণমুকুটঃ হারকেয়ুরাদিবি-
ভূষিতম্ । তং তু পদ্মালয়া দৃষ্টা সখী কমললোচনা ॥
৫ ॥ ক্রতুহেমনিভাকারা পশু পশ্চেতি সারবীং ।
পশুগীনাং তদাম্মাকং গতৌহতুর্দানমাতু সং ॥ ৬ ॥
সা সখী মুচ্ছিতা স্মৃতিভীতী রাজগৃহং ততঃ ॥
৭ ॥ দৃষ্টা হস্তহাং নৃপঃ পুত্রীমপৃচ্ছতৈবচিহ্নকম্ ।
বদ বিপ্রেন্দ্র পুত্র্যা মে গ্রহচারকলং যুনে ॥ ৮ ॥
বৃহস্পতিসমো বিশো বিচার্য্যামনি পেচরান্ । অনু-
কূলা গ্রহাঃ সর্বে তব পুত্র্যা নৃপোত্তম ॥ ৯ ॥ কিন্তু

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

রাজপুরনারীগণ বলিলেন,—আমরা আকাশ-
রাজের পুরনারী, বসুধাধিপতি আকাশরাজ-
নন্দিনী পদ্মালয়ার সখী । আমরা রাজপুত্রীকে
অগ্রে করিয়া পূর্বে বনমধ্যে গিয়াছিলাম, এবং পুষ্প-
চয়ন করিতে গিয়া আমরা রাজপুত্রীর জন্য আকুল
হইয়া পড়িয়াছিলাম । আমরা বৃকমূলে সমাসীনা
ছিলাম, এমন সময়ে একটা পুরুষ আমাদের নয়নপথে
পতিত হন । তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলের জায় স্নায়, বক-
স্বল লক্ষীর বাসগৃহের স্তায়, আশ্রয় দৈবশাস্ত্রযুক্ত এবং
তাঁহার বাহুদ্বয় দীর্ঘ, পীন ও মনোজ্ঞ । তাঁহার
পরিধানে পীত বসন । • হস্ত • উজ্জল হেমশর ও
হেম শরাসন, মস্তকে সুবর্ণ মুকুট, এবং তিনি হার-
কেয়ুরাদি দ্বারা ভূষিত । তপ্তকাকনসদৃশী সখী
কমললোচনা পদ্মালয়া তাঁহাকে দেখিয়া আমাদেরিগকে
সন্মোদনপূর্বক বলিলেন,—“সখীগণ দেখ, দেখ ।”
সখীর কথায় আমরা যেমন তাঁহার দিকে তাকাই-
লাম, অমনই সেই পুরুষ সবার অগৃহীত হইলেন ।
সখী পদ্মালয়া তখন মুচ্ছিতা হইলেন, আমরা
তাঁহাকে রাজগৃহে আনয়ন করিলাম । ১-৭ ॥ অন-
ন্তর রাজা পদ্মালয়াকে অবস্থা দেখিয়া দৈবজ্ঞকে
প্রশ্ন করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র যুনে । আমার
তনয়ার গ্রহচার কল কীভাবে করন । বৃহস্পতিভূম্য

নিজঃ প্রকলঃ কিল্বিত্তিকরঃ নৃপ । তম্বাচ
পুনরীমান প্রকলঃ বিচার্য চ । ১০ । হীমাঃ
গুণিতা নরক তৎকলানি বিচার্য চ । লগ্নে লগ্নাধি-
পতন্তঃ কেন্দ্রে চৈব বৃহস্পতিঃ । ১১ । মিহ্রাতি
দিনপক্ষী তু প্রপক্ষী তু রাজ্যগঃ । শূনু রাজন
কলং তন্ত স্বাস্থ্যমেব ভবিষ্যতি । ১২ । উত্তমঃ
পুরুষঃ কচ্চিদাগতঃ কচ্চকাঃ প্রতি । তং দৃষ্টা
মুচ্ছিতা পুত্রী তেন যোগঃ সমেষ্যতি । ১৩ । তেনৈব
প্রেষিতা কচ্চিদাগমিষ্যতি কচ্চকা । সা তু বক্ষ্যতি
যদ্যক্যং তচ্ছিতস্তে ভবিষ্যতি । ১৪ । তৎ কুরুষ
মহারাজ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ । কিঞ্চ সর্বার্থদং
যন্তু সর্বব্যধিবিনাশনম্ । ১৫ । বক্ষ্যামি তৎ কুরু-
ষাভ্য পুত্র্যাস্তব সুখাবহম্ । কারয়াগন্ত্যানিঙ্গশ্চ
ব্রাহ্মণৈরভিষেচনম্ । ১৬ । ইত্যুক্তাথ গৃহং যাতো
রাজানং দৈবচিহ্নকঃ । ১৭ । আকাশরাজো-
হসি তদা বিপ্রানাং বৈদিকান্ । অভ্যর্চ্যাজা-

পদ্যমান গয়া দেবালয়ঃ স্থিলাঃ । ১৮ । মহাভিবেকঃ
মন্তোন্ত কুরুষাঃ মন্তপূর্বকম্ । ইত্যুক্তাশ্য
তানশ্রান্নাহুয়াভ্যবদন্তুতে । ১৯ । মহাভিবেক-
সন্তারান্ সম্পাদয়িত কচ্চকাঃ । ইত্যুক্তা মূর্শেনৈব
বয়ং দেবালয়ং গতাঃ । ২০ । অহি স্বঃ শূভগে-
হস্মাকং বদাগমনমঙ্গসা । কুতোহসি কচ্চ
বার্থেন ন বা জিগমিষা হি তে । ২১ । দিব্যামমি-
কহেমং দেবলোকাদিবাগতা । ২২ । জীবরাহ উবাচ ।
ইতি ভাতিস্তদা পুষ্টা হৃষ্টা বকুলমালিকা । শ্রোবাচ
বাচঃ মধুরাঃ হর্ষযন্তীব বালিকাঃ । ২৩ । বকুল-
মালিকোবাচ । জীবেকটাডেঃ প্রাপ্তাহং নান্না বকুল-
মালিকা । ধরণীঃ জষ্টুকামাহমাকহেমং তুরঙ্গমম্ ।
২৪ । জষ্টুঃ শক্যা ভবেদেবী কিমু তত্র নৃপালয়ে ।
ইতি তস্মা বচঃ অহা তাঃ প্রোচুর্নৃপকচ্চকাঃ । ২৫ ।
অস্মাভিঃ সহিতা স্বঃ বৈ জক্ষাসে ধরণীঃ শুভে ।
ইত্যুক্তা সা ততস্তাভিরাগতা নৃপমন্দিরম্ । ২৬ ।

বিপ্র মনে মনে খেচরগণের গতি চিন্তা করিয়া
বলিলেন,—হে নৃপোত্তম! আমি দেখিতেছি—
আপনার কস্তার সমস্ত গ্রন্থই অমূল্য! কিন্তু হে
নৃপ! গ্রন্থকল সকল স্বাভাবিকই একটু ভ্রান্তিকর
হইয়া থাকে। অনন্তর ধীমান বিপ্র আবার প্রম-
কাল বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন। তিনি
তখন ছায়াকে গুণিত করিলেন এবং ক্রমে লগ্ন
স্থির করিয়া কল বিচার আরম্ভ করিলেন। তিনি
দেখিলেন,—লগ্নে লগ্নাধিপতি চন্দ্র এবং কেন্দ্রে
বৃহস্পতি, দিনপক্ষী নিদ্রিত ও প্রপক্ষী রাজ্যগ।
ইহা দেখিয়া তিনি কহিলেন,—হে রাজন! এক্ষণে
কল শ্রবণ করুন;—আপনার কস্তা সুস্থ হইবে।
কোন এক উত্তম পুরুষ আপনার কস্তার উদ্দেশে
আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ইনি
মুচ্ছিতা হইয়াছেন; আর ইহার বিবাহ সেই
পুরুষেরই সঙ্গে হইবে। তাঁহার প্রেরিত এক
কস্তা আগমন করিবেন, তিনি যাহা বলিবেন,
তাহাতেই আপনার হিত হইবে। হে মহা-
রাজ! সত্যসত্যই বলিতেছি, আপনি তাহাই
করুন। আমি আরও একটি সর্বার্থদ ও সর্বরোগ-
নিবারক কীর্ত্তির অমুষ্ঠান করিতে বলিতেছি, তাহা
আপনি অদ্যই করুন, ইহা কস্তার সুখাবহ।
আপনি ব্রাহ্মণ দ্বারা অগন্ত্যানিঙ্গের অভিব্য-
ক্তি সম্পাদন করুন। দৈবজ রাজাকে এই কথা
বলিয়া গৃহে চলিয়া গেলেন, আকাশরাজও বৈদিক

ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান ও তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া
আদেশ করিলেন—হে দ্বিজগণ! আপনারা দেবালয়ে
গমন করিয়া মন্তপূর্বক শস্তুর মহাভিবেক করুন।
রাজা ব্রাহ্মণগণের প্রতি এই আদেশ করিয়া
আমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—হে কস্তাগণ!
তোমরা মহাভিবেকের দ্রব্যসস্তার সম্পাদন কর।
রাজা কর্ত্তক আমরা এইরূপে আদিষ্ট হইয়া দেবালয়ে
আগমন করিয়াছি; এক্ষণে হে শূভগে! আমা-
দিগের নিকট বল, তুমি কে? এবং তোমার
আগমনের কারণই বা কি? দেখিতেছি,—দিব্য
অশ্ব আরোহণ করিয়া তুমি যেন স্বর্গলোক হইতে
আগমন করিতেছ। তোমার এখানে কি প্রয়োজন?
তোমার অভিলাষ কি? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ,
এই সকল বল। ৮—২২। বরাহ বলিলেন,—রাজস্ব-
পুরুষকস্তাগণ কর্ত্তক জিজ্ঞাসিতা হইয়া বকুলমালিকা
হৃষ্ট হইলেন এবং সেই কস্তাগণকে প্রমুদিতা করি-
য়াই যেন এই কথা বলিতে লাগিলেন। বকুল-
মালিকা বলিলেন,—আমি জীবেকটাড্রি হইতে
আসিয়াছি, আমার নাম বকুলমালিকা। আমি
ধরণীর দর্শনমানসে এই তুরঙ্গারোহণে আগমন
করিয়াছি, আমি রাজত্ববনে সেই দেবীকে দেখিতে
পাইব কি? নৃপকস্তাগণ বকুলমালিকীর বাক্য
শুনিয়া উত্তর দিল,—হে শুভে! আমাদের সঙ্গে
আগমন কর, তবেই তুমি সেই ধরণীকে দেখিতে
পাইবে। এইরূপ বলিয়া তাঁহারা রাজত্ববনে

আগন্তুকী ভাবেঃ ধরনী পুন্নিদিনী ২৭।
 আশীষী বীথিকায়ঃ সা সন্তোষাশ্রুতিতাম্। শিত্তং
 তনুত্বং পৃষ্ঠে বহা বহাধলেন বৈ ২৮। বদামি সত্যঃ
 শূন্যত্বং ভব্যঃ ভবিষ্যকম্। বদন্তী বীথিবীথীষু
 তামাহুয় ওচিস্বিতা ২৯। স্বর্ণশূর্ণং সমাদায় তস্মিন
 মুক্তা নিধায় চ। ত্রিপ্রহমাজাঃস্বীন্ রশ্মিন্ কৃত্বা
 তন্ত্রে নিধায় চ ৩০। বর সত্যং পুন্নিদে স্বমেব্যহা
 ভূতমেব বা। ইত্যোবঃ ধরনী দেবী পৃচ্ছন্তী তাং
 হিতাতবৎ ৩১। পৃষ্ঠা সাবদন্তাস্তম্ মনসা
 যদ্বিচিস্বিতম্। মধ্যরাশৌ চিস্বিতং তে বদ কল্যাণি
 মে স্বক্ ৩২। ওমিষত্যাহাধ ধরনী পুন্নিদাঃ
 বাজবলতা। ধরন্যুবাচ। রাশিকৃতঃ কলং ক্রহি
 ধনরাশিঃ দদামি তে ৩৩। পুন্নিদোবাচ। সত্যং
 বদামি তে শূক্ পিশোরমঃ প্রযচ্ছ মে। ইত্যুক্তা
 সা তু ধরনী স্বর্ণপাত্রেহরমাদদে ৩৪। দহা তন্ত্রে

প্রত্যাহত হইলেন। তাঁহার যখন রাজভবনে
 গমন করেন, তখন ধরনী দর্শন করিলেন,—পথি
 মধ্যে গুপ্তা ও শব্দে ভূষিতা এক পুন্নিদকামিনী
 একটি স্তম্ভপায়ী শিত্তকে বহাধলদ্বারা পৃষ্ঠে বন্ধন
 করিয়া আগমন করিতেছে এবং সেই রমণী পথে
 পথে বলিতেছে, হে নারীগণ! আমি ভূত, ভব্য ও
 ভবিষ্য গণনা করিয়া বলিতেছি, তোমার স্বপ্ন
 কর। অনন্তর ওচিস্বিতা ধরনী তাঁহাকে ডাকিয়া
 বলিতে লাগিলেন। তিনি স্বর্ণশূর্ণ
 আনয়ন করিয়া তাহাতে মুক্তা স্তম্ভ করিলেন, এবং
 ঐ মুক্তা সকল তিন প্রহে তিনটী রাশি করিয়া
 পুন্নিদকামিনীকে প্রদর্শনপূর্বক বলিলেন,—হে
 পুন্নিদে! তুমি ভূত, ভব্য, ভবিষ্য যাহা জান,
 সত্য করিয়া বল; ধরনী এইরূপ বলিয়া পুন্নিদার
 পার্শ্বে অবস্থিত হইলেন। পুন্নিদা গণনা করিয়া
 উত্তর করিল,—হে কল্যাণি! তুমি ঐ শূর্ণহিত
 মুক্তার মধ্যরাশি চিত্তা করিয়াছ, এক্ষণে সরল
 মনে বল—আমি ঠিক বলিয়াছি কিনা? তখন
 রাজবলতা ধরনী পুন্নিদার উক্তি স্বীকার করিয়া
 পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ধরনী বলিলেন,—
 হে পুন্নিদে! তুমি আমার চিস্বিত বিবর ঠিকই
 বলিয়াছ, এক্ষণে অস্ত্রান্ত কলাকল কৌতুক কর,
 কৌমারকে আমি বহুদন প্রদান করিব। পুন্নিদা
 উত্তর করিল,—হে শূক্। তোমার সত্য কলাকল
 যদ্বিচিস্বিত, তুমি আমার শিত্তীকে কিছু অন্ন দাও।
 অনন্তর ধরনী স্বর্ণপাত্রে অন্ন আনিয়া পুন্নিদার

পুন্নিদে সত্যঃ ক্রীড়ি সাবদৎ। সক্রীড়
 মাদায় দহা পুন্নিদা তামিনী ৩৫। সা সত্যমবদৎ
 শূক্ হিতুর্দেহশোষণম্। পুন্নিদাগতঃ ভীক
 তজ্জপাদর্শনাদিয়ম্ ৩৬। অজ্ঞতাপা সমাগয়া
 হননশরপীড়িতা। সা তু দেবাদিদেবো বৈ বৈকুণ্ঠা-
 দাগতঃ স্বয়ম্ ৩৭। ক্রীবেকটাদ্রিশিখরে স্বামি-
 পুন্নিদগীতটে। মায়াবী পরমানন্দঃ শ্রিয়া সহ
 রমাপতিঃ ৩৮। কামরূপী বিহরতে ভক্তাতীষ্ট-
 প্রদো হরিঃ। স তুরঙ্গঃ সমাক্রুত বিহরন্ কাননা-
 স্তরে ৩৯। আগত্যোপবনং রাজি তব কক্ষ্যং স
 দৃষ্টবান্। রমাসমামিমাং দৃষ্টা স্বয়ং কামবশং গতঃ ৪০।
 স্বদনীঃ কলিতাং দেবঃ প্রেবয়িষ্যতি তেহস্তিকম্।
 রমেব তং সমেতোষা রমিষ্যতি সুখং চিরম্ ৪১।
 এতৎ সত্যং মম বচঃ পশ্চাদ্যেব নৃপাশ্রজে।
 পুন্নিদাঃ প্রযচ্ছতি তু কৌমার পুন্নিদিনী ৪২।
 অন্নং দহা পুন্নিদার তন্ত্রে তাং বিসমর্জ্য হ। তন্ত্রাং
 বিনির্গতায়ঃ তু পুন্নিদামিনিনিতা ৪৩। উখায়

প্রার্থিত অন্নদান করিয়া বলিলেন, সত্য কল বল।
 অনন্তর পুন্নিদা কীরযুক্ত সেই অন্ন গ্রহণপূর্বক
 পুন্নিদকে প্রদান করিয়া বলিল,—হে শূক্! তোমার
 কস্তার শরীর শীর্ণ হইতেছে, ইহা কোন পুরুষ
 হইতেই সজ্জাটিত হইয়াছে। হে ভীক! তোমার
 কস্তা কোন পুরুষের রূপ দর্শনপূর্বক কামশরে
 পীড়িতা হইয়া অজ্ঞতাপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই
 পুরুষ অস্ত্র কেহ নহেন, তিনি দেবদেব স্বয়ং বিষ্ণু।
 তিনি বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া বেঙ্কটাদ্রিশিখরে
 স্বামিপুন্নিদগীতীয়ে রমার সহিত বিহার করেন।
 মায়াবী পরমানন্দ কামরূপী ভক্তাতীষ্টপ্রদ রমা-
 পতি তুরঙ্গে আরোহণ করিয়া কাননাস্তরে
 বিহার কারতেন্নিলেন, হে রাজি! তিনি অগস্ত্যো-
 পবনে তোমার কস্তাকে দর্শন করেন। রমার
 সমান তোমার কস্তাকে দেখিয়া তিনি অনন্যবশবতী
 হন। সস্ত্রাতি ঐ দেব বিষ্ণু স্বীয় প্রিয় সখীকে
 তোমার নিকট প্রেরণ করিবেন, তোমার কস্তাও
 তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মীর স্যায় সুখে
 বিচরণ করিবেন। হে নৃপাশ্রজে! তুমি অদ্যই
 আমার বাক্য সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।
 তুমি আমার পুত্রকে অন্নদান কর, এই বলিয়া পুন্নি-
 দিনী তু কৌমার অবলম্বন করিল ৪০—৪২।
 ধরনীও পুনরায় কুরি অন্নদান করিয়া তাহাকে বিদায়
 দিলেন। পুন্নিদিনী চলিয়া গেলে অনিন্দিতা ধরনী

চাকনাভাষ্যবিশেষাঃ পুরং শুভম্ । যত্র পদ্মালয়া
কল্পা সমাভ্যেত স্বস্বীয়তা ॥ ৪৪ ॥ গতা পুত্রীসমীপয়া
কল্পাঃ কামাতুরাঃ সূতাম্ । পুত্রি কিং তে করিষ্যামি
বস্ত্র কিং বা প্রিয়ং শুভে ॥ ৪৫ ॥ ইতি মাত্ৰাভিপৃষ্ঠা
শা মন্দমাহ মনস্বিনী ॥ ৪৬ ॥ নেত্রাভিরামঃ
যস্মৈকে সতামপি মনঃপ্রিয়ম্ । যন্তুইকামা ব্রহ্মাদ্যা
যন্তু সর্বগতঃ মহৎ ॥ ৪৭ ॥ তেজসামপি তেজস্বি
দেবানামপি দৈবতম্ । ভক্তৈঃ সন্তিরিহ প্রাপা-
নভক্তৈর্ন কদাচন ॥ ৪৮ ॥ তস্মিন্নেব মনো মেহম
বস্ত্রীহ প্রবর্ততে । তদেবাধিযাতাঃ মাতর্ভক্তানাং
সর্বকামদম্ ॥ ৪৯ ॥ জীবরাহ উবাচ । এতচ্ছ্রীহ
ধরণী তামপৃচ্ছৎ পুনঃ সূতাম্ । তত্তত্তলক্ষণং ক্রহি
যৈঃ প্রাপ্যঃ তৎসুলোচনে ॥ ৫০ ॥ পদ্মালয়োবাচ ।
ভক্তানাং লক্ষণং মাতঃ শৃণু শুভং সমাহিতা । শঙ্খ-
চক্রাঙ্কিতা নিত্যং ভূজযুগ্মে বসুন্ধরে ॥ ৫১ ॥
উর্ধ্বপুংসু সান্তরালং তেবামেব বিশেষতঃ । পুণ্ড্রানি
দ্বাদশ পুনর্ধারয়ন্তি তথাপরে ॥ ৫২ ॥ ললাটোদ-

অঙ্গন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং স্বীয়
সবীগণপরিবৃত্তা তনয়া পদ্মালয়া যে স্থানে অব-
স্থান করিতেছিলেন, সেই সুশোভন অন্তঃপুর মধ্যে
প্রবেশ করিলেন । তিনি কামাতুরা পুত্রীর নিকট
গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন,—হে শুভে পুত্রি ।
কোন বস্ত্র তোমার প্রিয় এবং আমি তোমার কি
হিত সাধন করিব ? মাতা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
মনস্বিনী কল্পা মুহুরে বলিতে লাগিল । হে মাতঃ !
যিনি ত্রিলোকে নরনাভিরাম, সাধুদিগেরও মনঃপ্রিয়,
ঈহাকে দেখিবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ কামনা
করেন, যিনি সর্বগত ও মহৎ, তেজঃপুঞ্জগণের
তেজস্বী, দেবগণের দেবতা ; ঈহাকে সাধুগণ লাভ
করেন—অভক্তগণ কদাচ দেখিতে পায় না, সেই
বস্ত্রতেই আমার মন স্তম্ভ হইয়াছে, অতএব হে
মাতঃ ! ভক্তগণের নিখিল কামদাতা সেই পুরুষকেই
আপনি অবেশণ করুন । বরাহ বলিলেন,—কল্পার
কথা শুনিয়া ধরণী পুনরায় ঈহাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে সুলোচনে ! যে সকল ভক্তগণ ঈহাকে
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন লক্ষণ কীৰ্ত্তন কর । পদ্মালয়া বলি-
লেন,—হে মাতঃ ! আপনি সমাহিতমনে বিষ্ণুভক্ত-
গণের শুভ লক্ষণ অবগত করুন । হে বসুন্ধরে ! সেই
বিষ্ণুর ভক্তগণের ভূজযুগ্ম-চিহ্নিত থাকিবে
এবং ঈহারা সান্তরালযুক্ত উর্ধ্ব পুণ্ড্র ধারণ করিবেন ।
একপদে এই উর্ধ্বপুণ্ড্রের বিশেষত্ব বলিতেছি,—ভক্তগণ

রহৎকণ্ঠে জঠরে পার্শ্বদ্বোরপি । কূর্ণরযৌর্জঘ্রশ্চ
পৃষ্ঠে চ গলপৃষ্ঠকে ॥ ৫৩ ॥ কেশবাদীনি নামানি
দ্বাদশাদেবু দ্বাদশ । বাসুদেবেতি তদ্ব্যক্তি ধারয়ন্তি
নমোহুত্তি ॥ ৫৪ ॥ তেবাং তু নিয়মান্ বক্ষ্যে মাতঃ
শৃণু মনোরমান্ । বেদপারায়ণরতাঃ কৰ্ম্ম কুর্কন্তি
বৈদিকম্ ॥ ৫৫ ॥ সত্যং বদন্তি যে পৈরি নাসুয়ন্তি
পরান্ কচিৎ । পরনিন্দাং ন কুর্কন্তি পরসং ন হরন্তি
চ ॥ ৫৬ ॥ ন অরন্তি ন পশ্যন্তি ন স্পর্শন্তি কদাচন ।
পরদারান্ সুরূপাংস্চ যে চ তান্ বিদ্ধি বৈকবান্ ॥ ৫৭ ॥
সর্বভূতদয়াবন্তঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ । সদা গায়ন্তি
দেবেশমেতান্ ভক্তানবেহি বৈ ॥ ৫৮ ॥ যেন কেন চ
সন্তুষ্টাঃ স্বদারনিরতাঃ স্যে । বীতরাগভয়ক্রোধাত্তান্
ভক্তান্ বিদ্ধি বৈকবান্ ॥ ৫৯ ॥ এবং বিধৈগুণৈর্গুণ্ডাঃ
পঞ্চায়ুধধরা অপি । পিত্রা চাচার্য্যরূপেণ শিষ্টেনাস্থেন
বা পুনঃ ॥ ৬০ ॥ স্বগৃহোক্তবিধানেন বহির্মাধায়
বৈবুধঃ । চক্রাদ্যাযুধমস্ত্রেণ ভূতয়াং যোড়শা-
হতীঃ ॥ ৬১ ॥ মূলমস্ত্রেণ স্ত্রোত্রেণ পৌরুষেণ
ততঃ পরম্ । জার্তবেদঃসুমন্ত্রেণ পশ্চাদষ্টোত্তরঃ
শতম্ ॥ ৬২ ॥ ইহা মহাব্যাহতিভিচ্চক্রাদীংস্তজ

ললাট, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, জঠর, উত্তর পার্শ্ব, কূর্ণর-
দ্বয়, পৃষ্ঠ, গলপার্শ্ব এবং বাহুদ্বিতয়ে দ্বাদশটি পুণ্ড্র
ধারণ করেন । এই দ্বাদশ পুণ্ড্র আবার কেশবাদি
বিষ্ণুর দ্বাদশ নাম উচ্চারণ করিয়া দ্বাদশাদে বিস্তৃত
করেন এবং “হে বাসুদেব নমোহুত্ত” এই মন্ত্রে
প্রথমে মস্তকে তিলক অর্পণ করিয়া থাকেন । হে
মাতঃ ! এই তিলকধারণের মনোরম নিয়ম বলি-
তেছি, অবগত করুন । ঈহারা বেদপাঠনিরত হইয়া
বৈদিক কৰ্ম্মের আচরণ করেন, ঈহারা সত্য কথা
কহেন, কদাচ অপরের অসুখা করেন না, পরনিন্দা
বা পরধন হরণ করেন না, পরনারী সুরূপা হইলেও
কদাচ স্পর্শ, দর্শন বা স্পর্শ করে না, তাহাদিগকেই
বৈকব বলিয়া জানিবেন । ঈহারা নিখিল প্রণীতে
দয়ালু, সকল ভূতে হিতরত এবং ঈহারা অধর্শ
দেবেশ হরীকেশের নামানুকীৰ্ত্তন করেন, তাহা-
দিগকেই ভক্ত বলিয়া বিদিত হইবেন । ঈহারা
যথালভে সন্তুষ্ট, স্বদারনিরত এবং ঈহারা রাগ,
ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই
বৈকবভক্ত বলিয়া অবগত হইবেন । হে মাতঃ !
এই সকল গুণবিশিষ্ট শঙ্খ-চক্রাদি পঞ্চায়ুধধারী
ব্যক্তিই ভক্ত । বুদ্ধিমান মানব আচার্য্যরূপী পিতা
বা অন্য কোন শাস্ত্র ব্যক্তি দ্বারা স্ব গৃহোক্ত বিধানে

তাপয়ে । সন্ধান পুষ্করান্ কল্যাণ ময়-
বহারয়েষুঃ । ৬০ । ভুজঘরে শঙ্খচক্রে মুষ্টি
শাঙ্গিরো তথা । ললাটে তু গদা ধার্যা হৃদয়ে
খড়্গমেব চ । ৬১ । এবং ধার্য্যানি পট্টেব বিকৃতভৈ-
রুক্ষতিঃ । অথবা ভুজয়োশ্চক্রশাখৌ চৈব
মূলকণৌ । ৬২ । এবং লাহনযুক্তা যে ভক্তান্তে
বৈকবা শ্রুতাঃ । তৈরেব লভ্যঃ তদ ব্রহ্ম সদাচার-
সমর্পিতৈঃ । ৬৩ । তন্মিথৈব মম প্রীতিস্তৎপ্রাপ্তিং
কামতে যনঃ । মাতবিকুং বিনাশ্বেষু বাহ্য কাচিন্ন
জায়তে । ৬৪ । অরামি শ্রামলং বিকুং বদামি
হরিসূচ্যতম্ । তেনৈব মাতৃজ্ঞানাম তদযোগে
চিন্ত্যতাং বিধিঃ । ৬৫ । শ্রীবরাহ উবাচ । ইত্যুক্তা
মাতরঃ দীনা বিররামাপুজাননা । তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস
বিকুঃ প্রীতঃ কথং ভবেৎ । ৬৬ । এতন্নিরন্তরে
কন্তা অগন্ত্যশং সমর্চ্য চ । আগতা ধরণীং জষ্টুং
সচৈব বকুলশ্রজা । ৬৭ । আগতান্ ব্রাহ্মণান সাথ
পূজয়িত্বা শ্রুভোজনৈঃ । দদাত ধর্মিণাঃ পূর্ণা
বহ্মালঙ্কারসংযুতাঃ । ৬৮ । আশির্যো বাচয়িত্বাথ

অগ্নিগ্রহণপূর্বক চক্রাদি আয়ুধমস্ত্রে বোড়শাহতী প্রদান
করিবে । অনন্তর মূল মন্ত্র, পুরুষসূক্ত, জাত বেদো-
মন্ত্র ও মহাব্যাহতি মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিয়া
চক্রাদি অস্ত্র সকল তপ্ত করিবেন এবং ঐকান্ত
সহ হয়, তাবৎ গুরুদ্বারা ঐ অস্ত্র সকল মন্ত্রসূক্ত
করিয়া ধারণ করিবেন । মুমুকু বিকৃতভক্তগণ ভুজঘরে
শঙ্খচক্র, মস্তকে শাঙ্গি-শর, ললাটে গদা, হৃদয়ে
খড়্গ এইরূপে পঞ্চায়ুধ ধারণ করেন, কিন্তু হে মাতঃ ।
আবার কোন ভক্ত কেবল ভুজঘরেই মূলকণ শঙ্খ
চক্র ধারণ করিয়া থাকেন । হে জননি ! এবং বিধ
লক্ষণাবিত্ত মানবগণই বিকৃতভক্ত বলিয়া অভিহিত
হন এবং ইহারা ই সদাচারনিষ্ঠ হইয়া সেই ব্রহ্ম বস্তু
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । হে মাতঃ ! আমারও সেই
বস্তুতে প্রীতি, আমার মন অস্ত্র কিছুই কামনা করে
না ; বিকু বিনা অস্ত্র কোন বস্তুতে আমার কোনরূপ
বাহ্য নাই । আমি সেই শ্রামল বিকুকেই অরণ এবং
সেই অচ্যুত হরিরই নাম কীর্তন করি ; হে মাতঃ !
আমি সেই বিকুর আশায়ই জীবিত রহিয়াছি,
অতএব জীহার সহিত মিলনের উপায় কখন ।
শ্রীবরাহ বলিলেন,—সেই ক্রমলাননা দীনা পদ্মালয়া
মাতাকে এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে ধরণী তাহা
বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এখন কি করিলে বিকু
কিছু পায় । ধরণী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন

বাহিতার্থিত্ত নিকরে । বিস্ময়া জাগরাম সর্বাঙ্গা-
পৃচ্ছৎ যমোঘিতঃ । ৭২ । পূজয়িত্বা অগন্ত্যশমা-
গতান্তা মনস্বিনীঃ । ৭৩ ।

ইতি জীকান্দে সখীবিনিবেদিতপদ্মাবত্যানন্তবিষ্-
ভক্তলক্ষণাদিবর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ধরণীবাচ । কৈবা ক্রত বরা কন্তা যুগ্মাভিঃ
সদতা কৃতঃ । কিমর্থমাগতা চেহ পূজ্যেবা প্রতি-
ভাতি মে । ১ । কন্তকা উচুঃ । এষা দিব্যাকনা
দেবী হরি কার্যার্থমাগতা । দেবালয়ে সঙ্গতেষম-
শ্রাভিঃ শিবসন্নিধৌ । ২ । পৃষ্ঠাবদচ্চ ভবতীঃ
জষ্টমেবাগতেতি বৈ । শক্যা জষ্টুং রাজগৃহে ময়া
রাজ্ঞী শ্রুপেন বা । ৩ । এবং পৃষ্ঠান্ততো ক্রমঃ
সহাশ্রাভিষ্ঠ গম্যতাম্ । বগং তু ধরণীদান্তো
গমিষ্যামো নৃপালয়ম্ । ৪ । ইত্যুক্তাশ্রাভিরায়াতা
দ্বংসমীপং বনুধরে । ভবত্যা পৃচ্ছতামেবা কিমি-

সময় রাজপুর-কন্তাগণ অগন্ত্যশের অর্চনা, বিবিধ
উত্তম ভোজ্য দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণগণের পূজা,
তীর্থাঙ্গিকে বহ্মালঙ্কারযুক্ত পূর্ণ দক্ষিণাদান, অভীষ্ট-
সিদ্ধির জন্ত আশীর্বাদ গ্রহণ এবং তীর্থাঙ্গিকে
বিদায় প্রদান করিয়া বকুলমালার সহিত ধরণীকে
দর্শন করিবার জন্ত আগমন করিলেন । ধরণী
ঈদৃশ সখীগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—
মনস্বিনী রাজকন্তারা অগন্ত্যশের পূজা করিয়া গৃহে
ফিরিয়াছে কি ? ৪০—৭৩ ।

বঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

অনন্তর ধরণী পুরকন্যাগণের সহিত এক অতি-
নবা কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—
এই উত্তমা কন্তাটি কে ? কোথায়ই বা তোমার সহিত
মিলিত হইয়াছেন ? এবং ইনি কিজন্যই বা এখানে
আগমন করিয়াছেন ? ইহাকে দেখিয়া মনে হই-
তেছে, ইনি আমার পূজ্যা । কন্যাকাণ্ডে উক্ত
করিল,—এই দিব্যাকনা দেবী কোন কার্যবশত
আপনার নিকট আসিয়াছেন এবং দেবালয়ে শিব-
সমীপে ইনি আমাদের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন ।
ইহার সহিত আমাদের যখন প্রথম সন্দর্শন ঘটে,
আমাদের প্রাণে ইনি বলিলেন,—আমি ধরণী

তাগমনঃ ক্রমঃ ৫ । জীবরাহ উবাচ । ইতি
তাস্য বচঃ শ্রদ্ধা তামপূজয়িত্ব ৬ । ধরপূবাচ ।
কুতস্মাগতা দেবি কিং বা কার্যং যদা তব । জহি
সত্যং করিষ্যামি স্বদাগমকারণম্ ৭ । বকুল-
মালিকোবাচ । বেঙ্কটাজেঃ সমায়াতা নায়া বকুল-
মালিকা ৮ । স্বামী নারায়ণোহস্মাকমাশ্তে
জীববেঙ্কটচলে । কদাচিদয়মাকরুহ হংসপুং মনো-
জবম্ ৯ । যুগয়ার্থং গতৌ রাজ্ঞো বেঙ্কটাজেঃ
সমীপতঃ । বনানি বিচরন্ কালে শোভনে কুসুমা-
করে ১০ । পশুযুগান্ গজান্ সিংহান্ গবয়ান্
শরভান ককরন্ । শুকান্ পারাবতান্ হংসান্ পক্ষিণো-
হন্তান্ নাস্তরে ১১ । গজরাজং তত্র ককিদুযুধপং
মদবর্ষিণম্ । করেণুসহিতং তুঙ্গমবগচ্ছৎসুরোত্তমঃ ১২ ।
বনাঙ্কনাস্তরং গতা নৃপং শঙ্খমুপাগতম্ ।

মানসে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আমি সুখে রাজ-
পুরে রাজ্যের দর্শনলাভে সমর্থ হইব কি ?” আমরা
এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিয়াছিলাম—“আমরাও
সেই ধরণীর পরিচারিকা, আমরাও রাজপুরে গমন
করিব, অতএব তুমি আমাদের সহিত গমন কর ।”
হে বনুর্ধরে ! এইরূপে আশ্রিত হইয়া ইনি আমাদের
সহিত আগমন করত আপনার সমীপে উপনীত
হইয়াছেন । আপনি এখন ইহাকে জিজ্ঞাসা করুন,
—“তুমি কিজন্য আসিয়াছ ?” বরাহ বলিলেন,—
অনন্তর ধরণী পরিচারিকাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া
বকুলমালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ধরণী বলি-
লেন,—কেদেবি ! আপনি কোথা হইতে আগমন
করিয়াছেন ? আমার নিকটেই বা কি প্রয়োজন ?
আপনার আগমনকারণ কীকর্তন করুন, আমি সত্যই
বলিতেছি,—আমি আপনার অভীষ্ট পূরণ করিব ।
বকুলমালিকা উত্তর কবিলেন,—আমি বেঙ্কটচল
হইতে আসিয়াছি,—আমার নাম বকুলমালিকা,
আমাদের প্রভু বিষ্ণু, তিনি বেঙ্কটচলে বাস
করিতেছেন । তিনি কোন এক সময় মনেব ন্যায়
বেগগামী হংসবৎ শুকবর্ণ হয়ারোহণে পর্বতরাজ
বেঙ্কটাজের সমীপে যুগয়ার্থ বিচরণ করেন । তিনি
অরণ্যমধ্যে বিচরণ করিতে করিতে ক্রমে সুশোভন
কুসুমাকর বনে উপস্থিত হন । সেই সুরোত্তম যুগ,
গজ, সিংহ, গবয়, শরভ, কক প্রভৃতি অনেকানেক
পশু এবং শুক, পারাবত, হংস ও অন্যান্য পক্ষিগণ
সদর্শন করিতে কহিতে বনান্তরে প্রবেশপূর্বক এক

তপস্করং বৃহৎচলে প্রতিষ্ঠাপ্য জনার্দনম্ ১৩ ।
জীভুমিসহিতং নিত্যমর্চয়ন্তঃ চ ভক্তিতঃ । শঙ্খ-
নাগবিলং নাম সরঃ পাবনমুত্তমম্ ১৪ । তৎসর-
স্তীরমাসাদ্য তুরঙ্গাদবরুহ চ । রাজবেশং সমা-
সাদ্য তমপূজয়িত্বোত্তমম্ ১৫ । ক্রিয়তে কিং
নৃপশ্রেষ্ঠ পাদেহস্মিন শেষভূতঃ ১৬ । শঙ্খ
উবাচ । অহং হৈহয়দেবীয়া পুত্রঃ শ্রেষ্ঠ ভূতঃ ।
মহাবিকোঃ প্রীতয়েহত্র কৃতবানখিলান্ ক্রতুন্ ১৭ ।
অদর্শনান্নহাবিকোনির্বিরোধহং নৃপাজ । তদানীম-
বদদ্বিবা বাণী সন্মার্গনাশিনী ১৮ । রাজরাজ
ভবিষ্যামি প্রত্যক্শে বচঃ শৃণু । গচ্ছ নারায়ণাজি-
তং তপঃ কুর্কিতি মাং ক্ষুটম্ ১৯ । ততো দেশমহং
ত্যাগ্য তপসারাদয়াম্যহম্ । অত্র দেবং নৃপাচিন্ত্য
প্রতিষ্ঠাপ্য শ্রিয়ঃ পতিম্ ২০ । অগস্ত্যায়প্রহারিত্য-
মর্চয়ামি বিধানতঃ । ইতি তন্ত বচঃ শ্রদ্ধা সোৎস-

মদবর্ষী অত্যাচ করণু-পরিবেষ্টিত যুধপ মন্ত গজ-
রাজ দর্শন করিয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন । অন-
ন্তর তিনি বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া রাজ্য
শঙ্খের সমীপে উপনীত হন । রাজ্য শঙ্খ গিরি-
ববে ভূমিদেবীর সহিত জনার্দনকে প্রতিষ্ঠিত
করিয়া ভক্তিভাবে সতত পূজা করত তপস্যা
করিতেছেন । তাঁহার আশ্রমসমীপে শঙ্খনাগ বিল
নামক এক পুত অত্যাশ্রম সরোবর বিরাজিত । ১৩-১৪।
বিষ্ণু সেই সরোবরতীরে উপনীত হইয়া অথ হইতে
অবতরণ করিলেন এবং রাজবেশ পরিধানপূর্বক
পশ্চিমসমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন
—হে নৃপশ্রেষ্ঠ । আপনি এই ভূধররাজের পাদ-
দেশে কি নিমিত্ত তপস্যা করিতেছেন ? শঙ্খ
উত্তর কবিলেন,—আমি হৈহয়বংশীয় রাজ্য শ্রেষ্ঠের
পুত্র, মহাবিক্রম প্রীতর জন্ত আমি আখিল ক্রতু
সম্পাদন করিয়াছি ; হে নৃপাজ ! আমি তাঁহার
দর্শন না পাইয়া নিবির হই । তখন সন্মার্গ-
নাশিনী এক আকাশবাণী উচ্চিত হয় ; ঐ
আকাশবাণী বলেন,—“হে রাজন্ । আমি
এখানে তোমাকে দর্শন দান করিব না, আমার
বাক্য শ্রবণ কর, তুমি নরায়ণ পূর্বক গমন
করিয়া আমাকে প্রকৃষ্টভাবে আরাধনা কর ।
আমি তদবধি রাজ্য পারিত্যাগ করিয়া তপস্যা
দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছি । হে নৃপ !
আমি মহাবি অগস্ত্যের প্রসাদে এখানে সেই অচিন্ত্য
কমলাপতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিধিপূর্বক নিত্য

প্রাণঃ প্রাণী তং বিভুঃ ॥ ২১ ॥ গচ্ছ নারায়ণাশ্রমঃ
কমলঃ পাদে কিমান্ততে। অকুহ্মানেন মার্গেণ
পশ্চিমে শিখরে হিতম্ ॥ ২২ ॥ প্রণম্য বিধক্সেনঃ
স্বঃ বালঃ স্ত্রোগ্রোধমূলকঃ। স্বামিপুষ্করিণীঃ গহ্বা
স্বাহা তীরেহথ পশ্চিমে ॥ ২৩ ॥ অথথঃ তত্র
বসীকঃ দ্রক্ষ্যসে নৃপনন্দন। তয়োর্মধ্যং সমাসাদ্য
তপঃ কুর্ষিত্যচোদয়ৎ ॥ ২৪ ॥ কশ্চিচ্ছেতো বরাহো-
হস্মিন্ বসীকে চরতি ক্রবম্। সতু পুণ্যবতামেব
দর্শনং যাতি ভূপতে ॥ ২৫ ॥ শ্রীবরাহ উবাচ।
ইত্যাদিশ্চ হ্যারুটো জগাম যুগয়াং বিভুঃ। চরন বনা-
দনং শূকঃ সমাসাদ্যারণীং নদীম্ ॥ ২৬ ॥ অবরুহ
হ্যাস্তম্ বিচচার তটে শুভে। বনাস্তাদাগতো
বায়ুঃ পদ্মকলারশীতলঃ। শ্রমাপনয়নো মন্দঃ সিম্বেবে
পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ তরবঃ পুষ্পবর্ষণি বিকিরন্তঃ
সম্বেবিরে। এবং স বিচরন দেবঃ পুষ্পভারানতাং-
স্তরুন ॥ ২৮ ॥ বিচিবন গজরাজং তং পুষ্পলাবীন্দর্শ

পূজা করিতেছি। বিভু বিষ্ণু শঙ্খনৃপতির কথা
শুনিয়া সোৎসাহে তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি নারা-
য়ণাশ্রমশিখরে গমন কর। কেন এই পাদদেশে
উপবেশন করিয়া রহিয়াছ? এই অঙ্গির পশ্চিম
শিখরে স্ত্রোগ্রোধমূলে বালকৃপী বিধক্সেন অধিষ্ঠিত
আছেন। তুমি এই পথে গমনপূর্বক তাঁহাকে
প্রণাম কর। হে নৃপনন্দন! তুমি স্বামিপুষ্করিণীতে
গমন করিয়া তথায় জ্ঞান কর। তারপর
এই পুষ্করিণীর পশ্চিমতীরে এক অগ্ন্য বৃক্ষ
দেখিতে পাইবে, সেখানে এক বসীকৃপ
আছে। তুমি তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তপ-
শ্চরণ কর। হে ভূপতে! এই বসীকৃপে
এক শ্বেতবরাহ বিচরণ করেন, আমি নিশ্চয়ই
বলিতেছি,—তিনি পুণ্যকারীদিগকেই দর্শন দান
করিয়া থাকেন। বরাহ বলিলেন,—বিভু বিষ্ণু
এইরূপ আদেশ করিয়া হ্যারোহণে যুগয়ার্গ গমন
করিলেন। হে শূক! অনন্তর তিনি একবন হইতে
অস্ত্র বনে—এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে অরণী-
নদীর তীরে উপনীত হন এবং তুরগ হইতে
অবতরণ করিয়া সুশোভন তটভূমিতে বিচরণ
করিতে থাকেন। অনন্তর পদ্মকলারসম্পর্কে
সুশীতল শ্রমাপহারী সমীরণ বনাস্তর হইতে মন্দ
মন্দ প্রবাহিত হইয়া সেই পুরুষোত্তমের সেবা
করেন এবং তরুণ ইত্যন্তঃ কুসুমবষণ করিয়া
তাঁহাকে পূজা করিতে থাকেন। সেই বিভু এই

২। কস্তাঃ সুবেশা কচিরা মেঘেধিব পতন্ত্যম্।
২৯। তাঙ্গাঃ মধ্যগতাঃ তদীঃ দদশীতিমনোহরাম্।
লক্ষ্যাসমাং হেমবর্ণাঃ তস্তাঃ সন্তম্ভনা অকুৎ ॥ ৩০ ॥
তাং গধুরাহ তাঃ কস্তাঃ কেয়মিত্যেব পুরুষঃ।
উক্তস্তাভিরিয়ং কস্তা বিয়দ্রাজো মহাশ্বনঃ ॥ ৩১ ॥
ইদং শ্রদ্ধা বচস্তাঙ্গাঃ হযমাকুহ বেগবান্। আজ-
গামান্ত ভগবান্ স্বালয়ঃ কচিরং গিরিম্ ॥ ৩২ ॥ তত্র
স্বালয়মাসাদ্য স্বামিপুষ্করিণীতটে। মামাহুয়াবদদেবো
হলা বকুলমালিকে ॥ ৩৩ ॥ বিয়দ্রাজপুং গহ্বা
প্রবিষ্টান্তঃপুং সখি। তৎপত্নীঃ ধরনীং প্রাপ্য
পৃষ্টা কুশলমেব চ ॥ ৩৪ ॥ যাচস্ব তনয়াং তস্তা
কচিরঃ কমলালয়াম্। রাজোহভিমতমাজ্জায় শীঘ্র-
মাগচ্ছ ভামিনি ॥ ৩৫ ॥ ইথং দেবেন চাজ্ঞাপ্তা
দেবি স্বদৃগৃহমাগতা। যথোচিতং কুরুষেহ রাজা
মঞ্জিষুতেন চ ॥ ৩৬ ॥ কস্তয়া চ বিচার্যেব

রূপে পুষ্পভারাবনত তরুর্ভাজি মধ্যে বিচরণ করিতে
করিতে পুরুষোত্তম সেই গজরাজের অবেশে প্রবৃত্ত
হন। তৎকালে সুবেশা মনোজ্ঞ মেঘমালাগত
কচির বিছাতের স্তায় কতিপয় কস্তা দর্শন করেন।
ঐ কস্তাগণ তখন পুষ্পচয়ন করিতে করিতে এই
বানে আগমন করিয়াছিল। প্রভু বিষ্ণু ঐ কস্তা-
গণের মধ্যগতা কমলার স্তায় মনোহর স্বর্ণবর্ণা
এক তরীকে দেখিতে পান ॥ ১৫-৩০ ॥ তাহাকে দেখিয়া
তাঁহার মন ঐ কস্তায় আসক্ত হয়। অনন্তর তিনি
ঐ সুন্দরীকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া
অস্ত্রান্ত কস্তাগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
ইনি কে? তাহারা উত্তর দিল,—ইমি মহাশা
আকাশরাজের কস্তা। অনন্তর সেই ভগবান
কস্তাগণের বাক্য শ্রবণপূর্বক অস্বারোহণে স্রুতবেগে
তথা হইতে গমন করিয়া সত্তর পাদ মনোজ্ঞ গিরি-
পুরে উপনীত হইলেন। তিনি স্বামিপুষ্করিণীর
তটস্থিত স্বীয় আলয়ে অসিখা আমাকে আহ্বান
করিলেন এবং বলিলেন,—অয়ি সখি, বকুল-
মালিকে! তুমি আকাশরাজের গৃহে গমন করিয়া
অস্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক তদীয় পত্নী ধরণীর নিকট
গমন করত কুশল জিজ্ঞাসান্তে তাঁহার মনোহরা-
কমলালয়া কুমারীকে যাক্ষা কর। হে ভামিনি!
তুমি এ বিষয়ে রাজারও মত গ্রহণ করিয়া সত্তর
আমার সমীপে আগমন করবে। হে দেবি!
আমার প্রভু কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আমি
আপনার গৃহে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে রাজার

প্রোচ্যতামুত্তরং বচঃ ॥ ৩৭ ॥ জীবরাহ উবাচ । অথ
তস্তা বচঃ কৃষ্ণা জীতা রাজ্যী বভূব হ । আছয়াকাশ-
রাজং তমুপেত্য কমলালয়াম্ ॥ ৩৮ ॥ মস্ত্রিমধ্যে-
হবদদেবী বচনং বকুলশ্রবণঃ । কৃষ্ণা জীতোহবদ-
জাজ্ঞা মস্ত্রিণঃ সপুত্রৌহিতান ॥ ৩৯ ॥ আকাশরাজ
উবাচ । কস্তা হযোনিজা দিব্যা সুভগা কমলালয়া ।
অর্থিতা দেবদেবেন বেঙ্কটাদিনিবাসিনা ॥ ৪০ ॥
পূর্ণো মনোরথো মেহদ্য ক্রত কিং সম্ভতং তু বঃ ।
কৃষ্ণা মস্ত্রিগণাঃ সর্বে রাজ্ঞো বচনমুত্তমম্ ॥ ৪১ ॥
প্রোচুঃ সুজীতমনসো বিয়জাজং মহীপতিম্ । বয়ং
কৃতার্থা রাজেন্দ্র কুলং সর্কোন্নতং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
ভবৎকন্তেষমতুলা শ্রিয়াঃ সহ রমিষ্যতি । দীযতাং
দেবদেবায় শার্ঙ্গিণে পরমাত্মনে ॥ ৪৩ ॥ অয়ং বসন্তঃ
জীমান্চ শুভং নীলঃ বিধীয়তাম্ ॥ ৪৪ ॥ আছয় ধিষণঃ
লগ্নং বিবাহার্থং বিধীয়তাম্ ॥ ৪৫ ॥ তথাস্থিত্যাহ্বয়ামাস
সুরভোকাদবৃহস্পতিম্ । পপ্রচ্ছ কস্তাবরয়ো বিবাহার্থ-
নরেশ্বরঃ ॥ ৪৬ ॥ রাজোবাচ । কস্তায়া জন্মনক্ষত্রং

মৃগশীৰ্ষমিতি শ্রুতম্ । দেবস্ত শ্রবণকর্ত্ত তয়োর্থোগো
বিচার্যতাম্ ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণাবীৎ স ধিষণস্তয়ো-
ত্তরকন্তুনীশ সন্মতা সুখবৃদ্ধার্থং প্রোচ্যতে দৈব-
চিন্তকৈঃ ॥ ৪৮ ॥ তয়োত্তরকন্তুজাং বিবাহঃ ক্রিয়তা-
মিতি । বৈশাখমাসে বিধিবৎ ক্রিয়তামিতি সোহব্র-
বীৎ ॥ ৪৯ ॥ জীবরাহ উবাচ । রাজা তু ধিষণঃ
তত্র সম্পূজ্যাম্ব বিহজ্য চ । দেবস্ত দূতিকা-
মাহ গচ্ছ দেবালয়ং শুভে ॥ ৫০ ॥ বৈশাখে দেব-
দেবায় কল্যাণং বদ শ্রুততে । বৈবাহিকবিধানস্ত
কৃষ্ণা চাগম্যতামিতি ॥ ৫১ ॥ ততো দেব্যাঃ প্রিয়-
করং শুকং দূতং তয়া সহ । বিহজ্য বায়ুং স্বপ্নত-
মিল্লাদ্যানবনেহমৃজৎ ॥ ৫২ ॥ আহ্বয় বিশ্বকর্মাণ-
পুরালঙ্কারকশ্যপি । নিযোজয়ামাস সোহপি নিশ্চয়মে
নিমিষান্তরাৎ ॥ ৫৩ ॥ ইন্দ্রোহমৃজৎ পুষ্পবৃষ্টিং ননুভু-
শ্চাপ্পরোগণাঃ । ধনদো ধনবাস্তাদ্যৈঃ পুরয়ামাস

সহিত মস্ত্রিগণা করিয়া আপনার যাহা কর্তব্য করুন ।
হে দেবি ! এ বিষয়ে আপনার কস্তার সহিতও বিচার
করিয়া দেখুন, তার পর আমাকে বোধোচিত উত্তর
প্রদান করিবেন । বরাহ কহিলেন,—অনন্তর বকুল-
মালিকার উক্তি শ্রবণ করিয়া ধরণী জীত হইলেন এবং
রাজার সমভিব্যাহারে কস্তা কমলালয়ার সমীপে গমন
করিলেন । ক্রমে তথায় মস্ত্রিগণ উপস্থিত হইলে
তাঁহাদের সমক্ষে বকুলমালিকার কথা আমূল কীর্তন
করিলেন । রাণীর কথা শুনিয়া আকাশরাজ জীতি-
পূর্ণ-মানসে সপুত্রোহিত মস্ত্রিগণকে বলিলেন,—
এ দিকে আমার কস্তা কমলালয়া অযোনিজা,
দেখিতেও পরম রমণীয়া; তারপর প্রার্থীও বেঙ্কট-
াদিনিবাসী দেবদেব ব্রহ্ম, অতএব অদ্য আমার
মনোরথ পূর্ণ হইল; বলুন, এ বিষয়ে আপনারা
সন্মত ত? মস্ত্রিগণ রাজার সেই উত্তম বাক্য
শ্রবণ করিয়া জীতিসহকারে পৃথ্বীপতি আকাশ-
রাজকে বলিলেন,—রাজন্ । আমরা কৃতার্থ হই-
লাম, ইহাতে আপনার বংশও সমুন্নত হইবে ।
আপনার এই নিক্রপমা কস্তাও রমার সহিত বিহার
করিবে । আরও দেখুন, জীমান্ বসন্ত সময় সমাগত,
অতএব দেবদেব শার্ঙ্গী পরমাত্মা বিষ্ণুকে সত্তর এই
কস্তা প্রদান করুন । হে নৃপ ! সুরাচার্য্য বৃহস্পতিকে
আহ্বান করিয়া বিবাহলগ্ন নিক্রপণ করুন । রাজা
“জাহ্নাই হউক” বলিয়া সুরলোক হইতে বৃহস্পতিকে

আহ্বানপূর্বক বরকস্তার বিবাহের বিষয় বিজ্ঞাপন
করিলেন । ৩১—৪৬। রাজা বলিলেন,—হে সুরাচার্য্য !
কস্তার জন্মনক্ষত্র—মৃগশীর্ষ এবং বর দেবদেবের—
শ্রবণা, এক্ষণে বিচার করিগা বরকস্তার উত্তম যোগ
বিহিত করুন । রাজার বাকা শুনিয়া বৃহস্পতি
উত্তর করিলেন,—ইহাদের জন্ম-নক্ষত্রানুসারে
উত্তরকন্তুনীই উত্তম যোগ হইতেছে, বরকস্তার সুখ-
সমৃদ্ধিবৃদ্ধি বিষয়ে দৈবজ্ঞগণ এইরূপই কহিয়া থাকেন;
অতএব বৈশাখমাসের উত্তরকন্তুনী নক্ষত্রেই
ইহাদের বিবাহক্রিয়া বিধিপূর্বক সম্পাদন করুন ।
বরাহ বলিলেন,—অনন্তর রাজা বৃহস্পতিকে
পূজা করিয়া বিদায় দিলেন এবং দেবদূতিকা
বকুলমালিকাকে কহিলেন,—শুভে ! তুমি এক্ষণে
দেবদেবের নিকট গমন কর । হে শ্রুততে !
বৈশাখমাসে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে, এই
কল্যাণ বাণী দেবদেবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া
বলিবে,—বিবাহযোগ্য বিধানানুসারে তিনি যেন
যথাকালে আগমন করেন । • অনন্তর আকাশরাজ
দেবীর প্রিয়কর শুককে দূতরূপে বকুলমালিকা
সহ প্রেরণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে আনয়ন
জন্ত স্বীয় তনয় পবনকে আদেশ করিলেন ।
অনন্তর রাজা বিশ্বকর্মাণকে আহ্বান করিয়া
পুরসংস্কার ও অলঙ্কারাদি নিৰ্ম্মাণ জন্ত
আদেশ দিলেন । বিশ্বকর্মাও নিমেষমধ্যে সমস্ত
নিৰ্ম্মাণ করিলেন । শচীপতি পুষ্পবর্ষণ করি-
লেন, অঙ্গরোগণ দূত্যা করিতে লাগিল, ধনদু

বেশ তঃ ১৫৪। যমঃ রোগরহিতাংচকার মম-
জানি ভুবি। বরুণো রত্নজালানি যোক্তিকাদীন্ত-
পুরয়ঃ ১৫৫। এবং সম্পাদ্য সর্বাণি যদুর্দেবা বুধা-
চলয়ঃ ১৫৬। জীবরাহ উবাচ। ততঃ সা হম-
মাক্ষ শুকেন সহিতা যযৌ। জীবন্তটাদ্রিমালাদ্য
দেবালয়সমীপতঃ ১৫৭। অবরুহ তুরঙ্গাং সা
সত্কাভ্যস্তয়ঃ যযৌ। দৃষ্ট্বা দেবং রত্নপীঠে শ্রিয়া সহ
শ্লোচনম্ ১৫৮। প্রণম্য হৃদয়ং শ্রীতা কৃত্যঃ
তত্র কৃতঃ বিভো। মাক্ষল্যবর্তাঃ বভূবুঃ বৈ শুক
এব সমাগতঃ ১৫৯। বদন্তি দেবেনাজপ্তঃ
শুকো নহা তমব্রবীৎ। শুক উবাচ। তাং প্রত্যাহ
সুতা ভূমের্যমঙ্গীকুরু মাধব ১৬০। বদামি তব
নামানি শ্রবামি হৃদপুঃ সদা। শ্রিয়ন্তে তব চিহ্নানি
ভুজাদ্যৈ রম্যপতে ১৬১। বৃত্তজানচর্যামৌহ
পকসংস্কারসংযুতান। ত্বংপ্রীতয়ে হি কৰ্ম্মাণি
করোমি মধুসূদন ১৬২। এবং সদেবাচরন্ত্যাঃ
শিজোরম্মতে মম। কুরু প্রসাদং দেবেশ মামঙ্গী-

কুরু মাধব ১৬৩। ইতি বিজ্ঞাপয়ামাস কমলম-
ধরাসুতা। শুকস্ত বচনং শ্রুত্বা শ্রুগ্নিঃ আশ্রমে
হরিঃ ১৬৪। জীবগবাহবাচ। কৰ্ত্ত্বং কল্যাণ-
মুখাহমাগমিষ্যামি চামরৈঃ। শুক মচ্ছ বদেব-
তামিখং দেবোহব্রবীদিতি ১৬৫। শুকঃ শ্রুত্বা
দেববাক্যমালায় বনমালিকাম্। দেবদত্তাং যযৌ
নীত্রং বিয়জাজসুতাং প্রতি ১৬৬। তুলসীমালিকাং
দত্ত্বা যুগনাভিসুগন্ধিনীম্। প্রণম্য দেবীমবদচ্ছুকো
দেববচঃ শুভম্ ১৬৭। শ্রুত্বা তন্মালিকাং গৃহ
ভূমিজা শিরসা দধৌ। চক্রেহলঙ্কারযুজিতং দেবা-
গমনকাজিকী ১৬৮। বিয়জাজোহপি সানন্দমিন্দু-
মাচ্ছ সাদরম্। অত্রং বিধীয়তাং রাজন বিবিধঃ
রসসংযুতম্ ১৬৯। বিকোর্মৈবেদ্যযোগ্যং যৎপর-
মাত্রং বিধীয়তাম্। দেবানাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ নরাণামপি
সম্মতম্ ১৭০। চতুর্বিধং সুগন্ধাচ্যমযুতং শৈঃ
সুধাকর। এবং কৃতা সংবিধানং প্রতীক্যাগমনং
বিভোঃ ১৭১। সত্যতাং মন্ত্রিসহিতঃ সমাস্ত শ্রীত-

ধনধাত্তাদি দ্বারা তদীয় পুরী পূরণ করিয়া দিলেন ;
যম রাজ্যস্থিত প্রজাগণকে রোগরহিত করিলেন,
বরুণ যোক্তিকাদি বিবিধ রত্নজালে রাজ্যভবন পরি-
পূরিত করিলেন। দেবগণ এইরূপে উপহারোপকরণ
সমূহ সম্পাদন করিয়া বুধাচলে চলিয়া গেলেন।
অনন্তর শুকের সহিত বকুলমালিকা মাক্ষের
গমন করিলেন এবং বেঙ্কটাচলের দেবালয়সমীপে
উপনীত হইয়া তুরগ হইতে অবতরণপূর্বক শুকসম-
ভিব্যাহারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সবী
বকুলমালিকা রত্নপীঠে রমার সহিত শ্লোচন দেবকে
সন্দর্শন ও প্রণাম করিয়া শ্রীতচিতে বলিলেন,—
বিভো! আপনার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি।
এই দেখুন, সেই মাক্ষল্য বর্তা বলিবার জন্ত
শুক আমার সহিত আসিয়াছে। অনন্তর বিষ্ণু
কর্ত্ত্বক মঙ্গল বার্ত্তাকথনে আদিষ্ট হইয়া শুক তাঁহাকে
প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিল। শুক বলিল,—ধরনী-
তনয়া আপনার প্রতি প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—“হে
মাধব! আমাকে অঙ্গীকার করুন, হে রম্যপতে!
আমি আপনার নাম কীৰ্ত্তন করি, সতত আপনার
পরীক্ষা করি, বাহ প্রভৃতি অঙ্গে আপনার
চিহ্নধারণ করি, পকসংস্কারযুক্ত আপনার ভক্ত-
সমূহকে পূজা করি, হে মধুসূদন! আমি যে সকল
কার্য্য আদিষ্ট করি, তাহা আপনারই প্রীতির
নিমিত্ত। হে মাধব! পিতা-মাতার অমৃতভিক্ষমে

এইরূপ আচারপরায়ণা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
আমাকে অঙ্গীকার করুন। হে দেবেশ! ধরনীতনিনী
কমলালয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছেন। অনন্তর
ভগবান্ হরি আশ্বহিতকর শুকবাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে বলিলেন,—“হে শুক! আমি এই মঙ্গলময়
বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করিবার জন্ত অমরনিকরে
পরিবৃত্ত হইয়া আগমন করিব। তুমি গমন কর,
আর দেবদেব এই কথা বলিয়াছেন, ইহা পদ্মালয়াকে
নিবেদন কর। শুক দেবদেবের কার্য্য শ্রবণ ও
তাঁহার প্রদত্ত বনমালা গ্রহণপূর্বক সত্ত্বর আকাশরাজ-
নন্দিনীর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে
কঙ্করীসৌরভযুক্ত তুলসীমালা প্রদান ও প্রণাম
করিয়া বিষ্ণুর কথিত বাক্য সকল নিবেদন করি-
লেন। ভূমিতনয়া পদ্মালয়া দেবদেবের বাক্যশ্রবণ ও
মালাগ্রহণপূর্বক মন্তকে স্থাপন করিলেন এবং দেবা-
গমনকাজিকী হইয়া যথাযোগ্য অলঙ্কারে ভূষিত
হইলেন। আকাশরাজও চক্রে সানন্দে আহ্বান
করিয়া আদরসহকারে কহিলেন,—হে সুধাকর!
বিবিধ রসযুক্ত অন্ন, বিষ্ণুর নৈবেদ্যযোগ্য পায়সার,
এবং দেব, ঋষি ও মানবগণের সম্মত চতুর্বিধ রস-
যুক্ত সুগন্ধাচ্য অন্ন সকল বীথ অমৃত-শস্যাদি
সম্পন্ন করুন। এইরূপে বৈবাহিক বিধি সকল
সাধিত হইলে কঙ্করীকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রীতিমান

শ্রীভরনিন্দাঃ । পুণ্ডরীকচ্যুতাঃ কৃষ্ণা ধরণীসহিতো
নৃপঃ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধরণীবরাহসংবাদে ধরণীদেব্যা বকুল-
মাগিকানিবেদিতুশ্রীনিবাসোদন্তকমলালয়া-
কল্যাণবিখ্যাতিবৃদ্ধাস্তবর্ণনং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

• বরাহ উবাচ । ততো দেবাধিদেবোহপি লক্ষ্মী-
মাহুয় ভামিনীম্ । কিং কার্যং বদ কল্যাণি বিবাহার্থং
শুলোচনে ॥ ১ ॥ আজ্ঞাপয়স্ব স্বমখী রমে কার্যং
কুরু প্রিয়ম্ । শ্রীমু কৃষ্ণবচঃ শ্রুত্বা সখীরাহুয় চোদ-
য়ৎ ॥ ২ ॥ শ্রিয়াজ্ঞপ্তা ততঃ শ্রীতিঃ শ্লগচ্ছং তৈলমা-
দদৌ । ক্রতিঃ কোমঃ সমাদায় তহৌ দেবশ্চ
সরিধৌ ॥ ৩ ॥ ভূষণানি সমাদায় স্মৃতিরপ্যায়যৌ
মুদা । ধৃতিরাদর্শমাধন্ত শান্তিমুগমদং দধৌ ॥ ৪ ॥
যক্ষকর্মমাদায় হ্রীঃ স্থিতা পুরতো হরেঃ । কীর্তিঃ

রাজা মন্ত্রী ও ধরণী সমভিব্যাহারে সভায় উপবেশন-
পূর্বক বিষ্ণু বিষ্ণুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে
লাগিলেন । ৪৭—৭২ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

বরাহ বলিলেন,—অনন্তর দেবাধিদেব বিষ্ণুও
ভামিনী লক্ষ্মীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—
হে শুলোচনে কল্যাণি ! বল, এক্ষণে বিবা-
হের জন্ত আমার কি করা উচিত ? হে
রমে । তুমি স্বীয় সখীগণকে আদেশ করিয়া
আমার প্রিয়কার্য বিধান কর, তাহার আশিয়া
আমার বেশভূষা সম্পাদন করুক । তখন লক্ষ্মী
কৃষ্ণবাক্য শ্রবণপূর্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া
কৃষ্ণকেশ সাধনার্থ আদেশ করিলেন । অনন্তর
রমার আদেশে সখী প্রীতি—বিষ্ণুর শরীরে শ্লগচ্ছ
তৈল প্রদান করিল । ক্রতি—কোম বসন আনয়ন
করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন হইল এবং
মুদাবিত্তা ধৃতি—ভূষণনিচয় আনয়ন করিয়া
তাঁহার সন্নিপাটে উপস্থিত হইল । ধৃতি দর্পণ ধারণ
করিয়া দণ্ডায়মান হইল ; শান্তি কস্তুরী হস্তে
লইয়া উপস্থিত হইল । হ্রী—কক্ষকর্ম লইয়া

কনকপটক সরস্বতঃ মুকুটে দধৌ ॥ ৫ ॥ হ্রদঃ সরধৌ
ভদ্রেস্ত্রাণী চামরশ্চ সরস্বতী । বিভীকঃ চামরঃ গোবী
ব্যজনে বিজয়াজয়ে ॥ ৬ ॥ আগতাস্তাঃ সমালোক্য
শ্রীকথাযাথ সম্বরা । শ্লগচ্ছং তৈলমাদায় দেবমভ্যাজ্য
শীঘ্রতঃ ॥ ৭ ॥ উদ্বর্তিতং গচ্ছচূর্ণৈর্দেবাকং পরিমুজ্য চ ।
আনীতান্ করিভিভ্যোয়কলশান্ কাঞ্চনাঙ্কতম্ ॥ ৮ ॥
বিয়ঙ্গাদিতীর্থৈভ্যঃ কর্পূরাদিশুবাসিতান্ । এক-
মেকং সমাদায় অভ্যাবিক্রম্য হরিম্ ॥ ৯ ॥ সঙ্কপ্য
কেশান্ ধূপেন তানাস্তামান্ ববন্ধ চ । শ্লগচ্ছেনাঙ্ক-
লিপ্যাকং স্বর্ণবর্ণেন ভদ্রবিভোঃ ॥ ১০ ॥ পীত-
কৌশেয়কং বন্ধ্য কট্যাং কাঞ্চীসমবিতম্ । মুকুটাদি-
বিভূষাভিভূষয়ামাস চেন্দ্রিয়া ॥ ১১ ॥ অঙ্গুলীমক-
রত্নানি সর্বাশ্বেবাঙ্গুলীম্ চ । আদর্শং দর্শয়ামাস ধৃতি-
দেবশ্চ সরিধৌ ॥ ১২ ॥ দৃষ্টাদর্শং দেবদেবো হ্যর্ক-
পুত্রঃ স্বয়ং দধৌ । আকৃষ্ণ গরুড়ঃ পশ্চাৎ স্বয়ং লক্ষ্মী-
সমবিতঃ ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মেশবজ্রবরুণযমযকেশসেবিতঃ ।
বসিষ্ঠাদৈর্ঘর্ষনীলৈশ্চ সনকাদৈশ্চ যোগিভিঃ ॥

হরির পুরোভাগে রহিল । কীর্তি রত্নসমবিত
কনকপট-মুকুট-করে নিকটে আসিয়া উপনীত
হইল । ইন্দ্রাণী ছত্র ধারণ করিলেন, চামরদ্বয়ের—
একটা সরস্বতী এবং অপরটা গোবী করে লইয়া
দণ্ডায়মান হইলেন এবং জয়া বিজয়া ব্যজন ধারণ
করিলেন । অনন্তর লক্ষ্মীও অমরবধুগণকে আগমন
করিতে দেগিয়া সম্বর উপস্থিত হইলেন এবং শ্লগচ্ছ
তৈল লইয়া বিষ্ণুর শীর্ষ হইতে পাদ পর্য্যন্ত মাখাইয়া
দিলেন । অনন্তর মুদাবিত্তা লক্ষ্মী গচ্ছচূর্ণ দ্বারা
উদ্বর্তিত ও পরিমাজ্জন করিয়া করিকর্ডক আনীত
কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত গচ্ছাদিতীর্থ জলপূর্ণ
শত শত সুবর্ণ কলসের এক একটা গ্রহণপূর্বক
হরিকে অভিষিক্ত করিলেন । ১—৯ । তৎপর তাঁহার
সিক্ত কেশ ধূপ দ্বারা সঙ্কপিত করিয়া কেশকলাপ
বন্ধন করিয়া দিলেন । অনন্তর স্বর্ণবর্ণ শ্লগচ্ছ দ্বারা
বিষ্ণুর অঙ্গ লিপ্ত করিলেন এবং কটীদেশে কাঞ্চী-
সমবিত পীত কৌশেয় বসন বন্ধন ও মুকুটাদি ভূষণ
দ্বারা তাঁহাকে বিভূষিত করিলেন । তারপর সখী
ধৃতি আসিয়া অঙ্গুলিমালায় অঙ্গুলীমকরত্ন প্রদান
করিয়া সম্মুখে দর্পণ দর্শন করাইলেন । দেবদেব বিষ্ণু
আদর্শরূপে মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া স্বয়ংই উর্ধ্বপুত্র
ধারণ করিলেন ; তৎপর লক্ষ্মী সহ গরুড়ারোহণে
ব্রহ্মা, দৈশান, ইন্দ্র, বরুণ, যম, যকেশ প্রভৃতি দেব-
গণ, বসিষ্ঠাদি মুনিজগণ, সনকাদি যোগিগণ, এবং

১৪ । ভীষ্মভাগবতৈবুভো নারায়ণপুত্রী যযৌ ।
অভ্যর্চকর্ষপতয়ো ননুভুতাপরোগণাঃ ॥ ১৫ ॥
দেবহুদ্ভতি নেন্দ্রস্তদা দেবস্ত সন্নিধৌ । জগন্তঃ
স্বত্বিত্ত্বানি মনয়ন্তঃ সমবয়ঃ ॥ ১৬ ॥ দেবো দেব-
গণৈর্যুক্তা বিশ্বকসেনাদিপার্বদৈঃ । সখীভিঃ স্তম্ভন-
স্বাতিবকুলাদ্যাভিরবিতঃ । আকাশরাজস্ত পুরমাস-
সাদ স্বলঙ্কৃতম্ ॥ ১৭ ॥ দেবমাগতমালোক্য কস্তা-
মৈরাবতস্থিতাম্ । পুরীং প্রদক্ষিণীকৃত্য গোপুর-
সারমাগতাম্ ॥ ১৮ ॥ আলোক্যাকাশরাজোহপি
সমানীয় বধুবরৌ । বকুভিঃ সহিতস্তত্বে দেব-
মালোক্য কেশবম্ ॥ ১৯ ॥ বিশ্বমালাং স্বকণ্ঠস্থ-
হস্তেনাদায় সন্নিভঃ । কমলায়াঃ স্বহৃদেণ যুমোচ
সুমনস্কিতাম্ ॥ ২০ ॥ আদায় মল্লিকামালাং
সান্ত কণ্ঠে সমর্পয়ৎ । এবং ত্রিবারং তৌ কৃত্বা
বাহনাদবরুহ ॥ ২১ ॥ স্থিহা পীঠে কণঃ পশ্চাদ-
গৃহং বিবিশতুঃ শুভম্ । ব্রহ্মাদিদেবযুধৈশ্চ সহিতৌ
ভূমিজাহরী ॥ ২২ ॥ মাকল্যস্থত্রবদ্ধাদি সাক্ষরার্ণ-
মজ্জজঃ । বৈবাহিকং কারয়িত্বা লাজহোমাস্তমেব

ভাগবত ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া নারায়ণপুরে
গমন করিলেন । তখন বিশ্বর সমীপে গন্ধর্বপতি-
গণ গান ও অঙ্গরঃ সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন ।
দেবহুদ্ভতি নিনাদিত হইল এবং মুনিগণ স্তম্ভিত
জপ করিতে করিতে তাঁহার অঙ্গগমন করিলেন ।
বিশ্বকসেনাদি পার্বদ ও অস্ত্রান্ত দেবগণসম্মিত দেব
বিষ্ণু রথস্থ বকুলমালিকাদি সখীগণ সমভিব্যাহারে
আকাশরাজের অলঙ্কৃত সুন্দর পুরে উপনীত হই-
লেন । অনন্তর দেববিষ্ণুকে আগমন করিতে দেখিয়া
আকাশরাজও কস্তা পদ্মালয়াকে ঐরাবতের পৃষ্ঠে
আরোহণ করাইয়া পুরী প্রদক্ষিণপূর্বক বরবধুকে
গোপুরসমীপে আনয়ন করিলেন এবং বকুগণ সহ
দণ্ডায়মান হইয়া দেব কেশবকে সন্দর্শন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর বিষ্ণু ঐষৎ সহস্র-আশ্বে স্বীয়
কণ্ঠস্থ মালা গ্রহণপূর্বক প্রীতিভরে কমলার
হৃদয়ে প্রদান করিলেন এবং কমলাও একটি
মল্লিকামালা গ্রহণপূর্বক তাঁহার কণ্ঠে অর্পণ
করিলেন । কমলা ও হরি এইরূপে পরস্পর
স্বায়মুদয় মাল্যপ্রদান সম্পন্ন করিয়া বাহন হইতে অব-
তরণ করিলেন এবং কণকাল পীঠে অবস্থান করিয়া
ব্রহ্মাদি দেবগণসহ সুশোভন পুরমধ্যে প্রবেশ করি-
লেন । অনন্তর পয়ষোনি ব্রহ্মা মাকল্যস্থত্র বধ-
নাদি সাক্ষরার্ণব বৈবাহিক বিধি সমাধান করিলে

৮ ২৩ । ব্রতাদেশঃ সমাজায় শরিতৌ কমলাহরী ।
চতুর্থে দিবসে সর্গঃ সমাপ্য চতুর্থঃ ॥ ২৪ ॥ অহ-
স্তাপ্য বিশ্বব্রাজমারোপ্য গরুড়ে হরিম্ । দেবীভ্যাং
সহিতং দেবং দেবৈর্গন্তং প্রচক্রমে ॥ ২৫ ॥ দিব্য
হুদ্ভতির্নির্ঘোষৈঃ সস্ত্রাপ্য বৃষভাচলম্ । তুষ্টবর্দেব-
দেবেশং ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ ॥ ২৬ ॥ শুকাদয়ো
মুনিগণাঙ্কুরঃ পুরুষোত্তমম্ । স্তম্ভমানোহথ দেবো-
হপি বিবেশ মণিমণ্ডপম্ ॥ ২৭ ॥ রমাধরনিজাত্যাক-
তত্র সিংহাসনং যযৌ ॥ ২৮ ॥ আকাশরাজোহপি তদা
মহেন্দ্রাদিনুরৈঃ সহ । পুত্রৌবিষ্ণোঃ প্রিয়ার্ধস্ত প্রাভূতং
কর্তৃমুদ্যতঃ ॥ ২৯ ॥ সৌবর্ণেষু কটাহেষু তণ্ডুলাহানি-
সত্ত্বান । মুদগপাভ্যাগ্যনেকানি যুতকুন্ততানি চ ॥
৩০ ॥ পয়োষটসহস্রাণি দধিতাণ্ডান্তনেকশঃ । দিব্যানি
চূতকদলীন্যরিকেলকলানি চ ॥ ৩১ ॥ ধাতৌকলানি
কুমাণ্ডরাজরত্নাকলানি চ । পনসান্নাতুলুকাংশ-
শর্করাপূরিতান্ ঘটান্ ॥ ৩২ ॥ সুবর্ণমণিমুক্তাশ্চ
কৌমকোট্যহরাণি চ । দাসীদাসসহস্রাণি কোটিশো
গান্তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥ হংসেন্দুতক্রবর্ণানাং হ্যানামযুতং
দদৌ । ভুজানাং নিত্যমন্তানাং গজানামধিকং

কমলা ও হরি ব্রতাদেশ বিদিত হইয়া বর-শয্যায়
শয়ন করিলেন । অনন্তর চতুর্থ চতুর্থ দিবসীয় সমস্ত
কার্য সম্পন্ন করিয়া আকাশরাজের অঙ্গমতিক্রমে
হরিকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া পদ্মালয় লক্ষী
ও দেবগণসহ বৃষাচলে গমন করিলেন । ১০—২৬ ।
তাঁহাদের গমনসময়ে দিব্য হুদ্ভতি নিনাদিত হইল ;
ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাদিগকে স্তব করিতে লাগিলেন,
এবং শুকাদি মুনিগণও সেই পুরুষোত্তমকে স্তব
করিলেন । দেবেশ এইরূপে স্তম্ভমান হইয়া মণি-
মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং রমা ও ধরণীকন্যা
পদ্মালয়সহ মণ্ডপস্থ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ।
তৎকালে আকাশরাজও মহেন্দ্রাদি সুরগণসহ কন্যা
পদ্মালয়ার প্রীতির জন্য উপচৌকন-ক্রিয়া সম্পন্ন
করিতে উদ্যত হইলেন । তিনি সুবর্ণকটাহপূর্ণ
শালি তণ্ডুল, অনেক মুদগপাভ, শত শত যুতকুন্ত,
সহস্র কদল জল, অনেক দধিতাণ্ড, দিক্র আম,
কদলী, মারিকেল কল, অনেক আমলকী,
কুমাণ্ড, রাজরত্ন, পনস, স্নাতুলুকা প্রভৃতি কল,
শর্করাপূরিত বহুঘট, সুবর্ণ, মণিমুক্তা, কোটি
কোটি কৌমবসন, সহস্র দাসদাসী, কোটি গো,
হংস ও চক্রের ন্যায় বহুবর্ণ যুত স্বাঘ,

তৎপরঃ ১। গতো বনাস্তরঃ শীঘ্রং মধুচ্ছত্র-
বৃক্ষায়। বানঃ শ্রামাকপক্ষানি গৃহীত্বাণো নিধায়
৫। ৮। পিতৃ নিবেদয়ামাস বৃক্ষমূলে শ্রিয়ঃ পতেঃ।
নৈবেদ্যং তক্ষয়িষ্যেব বীরভাস সুধেন বৈ ১। ৯।
তদন্তরে বনুচাপি মধ্বাদায় সমাগতঃ। শ্রামাকান্
ভক্তিতান দৃষ্টা সন্তর্জ্য সুতমান্বনঃ ১। ১০। খড়্গমাদায়
তং হস্তং স্বরয়া হস্তমুদ্ধযৌ ১। ১১। তদবৃক্ষহস্তদা বিষ্ণুঃ
খড়্গাঃ জগ্রাহ পানিনা। খড়্গো গৃহীতঃ কেনেতি
পশ্চান বৃক্ষং দদর্শ ১। ১২। খড়্গচক্রগদাপাণিঃ
বৃক্ষাকূটার্দ্ধবিগ্রহম্। মুক্তা বনুচ তং খড়্গং প্রণমো-
বাচ কেশবম্ ১। ১৩। কিমিচ্ছ দেবদেবেশ চেষ্টিতঃ
ক্রিয়তে স্বয়া ১। ১৪। শ্রীভগবানুবাচ। বনো শূ-
বচো মে হং পুত্রস্তে ভক্তিমান্ময়ি। স্বহোহপি মে
প্রিয়তমস্তমাং প্রত্যক্ষমাগতঃ ১। ১৫। অস্ত সর্বত্র
তিষ্ঠামি তব স্বামিসরস্তুটে। ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা
শ্রীতিমানভবদমুঃ ১। ১৬। এতস্মিন্নেব কালে তু

প্রতি শ্রামাক পালনের ভার অর্পণ করিয়া
পত্নীর সহিত মধু অন্বেষণে তৎপর হয় এবং
মধুচ্ছত্র দর্শনাভিলাষে বনাস্তরে গমন করে।
অনন্তর তাহার শিশু তনয় পক শ্রামাক আনয়ন-
পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ঐ শ্রামাক
পেষণ করত বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন করে এবং
তদন্তে ঐ নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া তক্ষমূলে উপবিষ্ট
হয়। ইত্যবসরে বনু ও মধু আহরণপূর্বক গৃহে
প্রত্যাগমন করে এবং শ্রামাক ভক্তিত দেখিয়া
পুত্রের প্রতি তর্জন করিতে থাকে। অনন্তর বনু
কুদ্ধ হইয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্ত সহর
খড়্গ উত্তোলন করিলে বৃক্ষশাখাঙ্কিত বিষ্ণু হস্তদ্বারা
সেই খড়্গ গ্রহণ করেন। নিবাদ বনু “কে আমার
খড়্গ গ্রহণ করিল” এইরূপ চিন্তা করত বৃক্ষের
দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শম্ভু, চক্র ও গদাপাণি বৃক্ষা-
কূট এক পুরুষবিগ্রহ দর্শন করিল। অনন্তর বনু খড়্গ
পরিভ্রমণ করিয়া প্রণামপূর্বক কেশবকে কহিতে
লাগিল,—হে দেবদেবেশ। কি জন্ত আপনি আমার
খড়্গমোক্ষ করিলেন? ভগবান্ উত্তর করি-
লেন,—হে বনো। আমার বাক্য শ্রবণ কর।
তোমার পুত্র আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান এবং
তোমার হইতেও প্রিয়তম; আর তজ্জন্তই আজ
আমি তোমাদের প্রত্যেক সমাগত হইয়াছি। এই
শ্রামাকপূর্বক কীরে সর্বত্রই আমি বাস করিয়া
যাতি। বিষ্ণুর বনু দেবদের বিষ্ণু একবিধ

পাণ্ড্যদেশে সমাগত। বাল্যে প্রকৃতি শূন্যতাপি
বিকৃতভক্তিসমবিতঃ ১। ১৭। নারায়ণপুরীঃ প্রাপ্য
শ্রীবরাহং প্রণম্য ৫। তত্র শ্রুত্বা শ্রীনিবাসঃ
বেঙ্কটোদ্ভিনিবাসিসমম্ ১। ১৮। স্বয়ম্ভুঃ দেবদেব-
সেবিতঃ প্রযযৌ ততঃ। সুবর্ণমুখরীং প্রাপ্য স্মার্য
চৌতীর্থ্য তন্তটে ১। ১৯। কমলাখ্যে সরসি ৫ স্মার্য
পুণ্যপ্রদায়িনি। ততীরবাসিনঃ দেবঃ কৃষ্ণঃ রামেশ
সংযুতম্ ১। ২০। নমস্কৃত্য ততঃ প্রায়াননং গজ-
ঘটাযুতম্। শনৈঃ সম্প্রাপ্য শেবাদ্রিঃ নিবাসঃ
সন্দর্শয় ১। ২১। তৎসমীপং সমাসাদ্য কপিলা-
পূজিতং শিবম্। তৎপূরুষচক্রতীর্থং তদগ্নাথং পাপ-
নাশনম্ ১। ২২। তত্র স্মার্য ততোহগচ্ছদেঙ্কটোদ্ভিঃ
শনৈঃ শনৈঃ। আরাক্ষং গচ্ছতা মার্গে যুক্তো বৈধান-
সেন ৫ ১। ২৩। রঙ্গদাসস্বাকরোহ বালো দ্বাদশ-
বার্ষিকঃ। স্বামিপুষ্করিণীং প্রাপ্য স্মার্য ভক্তিসমবিতঃ।
বৈধানসেন মুনির্না গোপীনাথেন পূজিতম্। বনমধ্যে
তরোর্মূলে স্বামিপুষ্করিণীতটে ১। ২৪। তিষ্ঠন্তঃ

বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শ্রীতিমান হইল। এই
সময় শূদ্র হইয়াও বাল্যকাল হইতে বিকৃতভক্তিমানরঙ্গ-
দাস নামক এক ব্যক্তি পাণ্ড্যদেশ হইতে তথায় আগ-
মন করিল। ঐরঙ্গদাস ভগবদ্দর্শনমানসে নারায়ণপুরে
গমনও শ্রীবরাহকে প্রণাম করিয়াছিল। তথায় শুনিতে
পায়, শ্রীনিবাস বেঙ্কটোচলে গিয়া বাস করিতেছেন।
অনন্তর সেবরাহদেবকে প্রণাম করিয়া দেবদেবসেবিত
স্বয়ম্ভু বেঙ্কটোচলে উপনীত হয়। অনন্তর রঙ্গদাস
সুবর্ণমুখরীতটে গমনপূর্বক স্নান করিয়া তীরে
উত্তীর্ণ হয় এবং পুনরায় পুণ্যপ্রদ কমলাখ্য সরো-
বরে স্নান ও সেই তীরবাসী বলরামসহ কৃষ্ণকে
দর্শন করে। অনন্তর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বহু
গজাকীর্ণ বনমধ্যে প্রবেশ করে। রঙ্গদাস ক্রমে শেবা-
দ্রিতে উপনীত হইয়া এক দিকের অবলোকন করে।
১-২১। অনন্তর শূদ্র রঙ্গদাস নিকরসমীপে কপিলা-
পূজিতশিবকে সন্দর্শন করিয়া ঐ শিবসমুখস্থ অগাধ
পাপনাশন চক্রতীর্থে গমন করে এবং তথায় স্নান
করিয়া ধীরে ধীরে বেঙ্কটোচলের দিকে অগ্রসর
হয়। বৈধানসগণ তখন তপস্বী করিবার জন্ত ঐ
পথে গমন করিতেছিলেন। দ্বাদশবর্ষবয়স্ক বালক
রঙ্গদাসও তাঁহাদের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়া গমন করে
এবং ভক্তিসম্বন্ধে স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া
স্বামিপুষ্করিণীর তটে বনমধ্যে তক্ষমূলে অবস্থিত
বৈধানসপূজিত শিব-লীল-কৃষ্ণ আরাগহ পুণ্ডরীক-

পুণ্ডরীকাকং জীভুমিসহিতং হরিশ্চ। আকাশস্থং
সন্দর্শনং পিতৃনীগাহতিং ততম্ ॥ ২৬ ॥ পার্শ্ব-
শব্দচক্রাভ্যাং গদাসিত্যাং নিবেদিতম্। পক্ষৌ
বিস্তাৰ্য চাকাশে দেবমুর্দ্ধি বিজানবৎ ॥ ২৭ ॥ স্থিতঞ্চ
গরুড়েশানং পশ্চাচ্ছাৰ্দ্ধশরং তথা ॥ ২৮ ॥
এবং দৃষ্ট্বা জীনিবাসং বিস্মিতো রজদাসকঃ।
অস্ত্র দেবস্ত চারামং করিষ্যামীত্যচিন্তয়ৎ ॥
২৯ ॥ নিশ্চিত্য মনসা সর্বং তরুণলেন্ধবসং সুধীঃ।
কুহা বৈধানসাদিকোন্নৈবেদ্যঞ্চ দিনেদিনে ॥ ৩০ ॥
ধনৈশ্ছব বনং ঘোরং বৃক্ষাংশিচ্ছেদ পার্শ্বগান্।
আস্থানচিকাং দেবস্ত রম্যাস্চম্পকং তরুণম্ ॥ ৩১ ॥
দেবাজ্ঞেন্তো বর্জয়িত্বা তাবুভৌ দেবসেবিতৌ। দেবস্ত
পরিতো ভূমৌ শিলাকুড্যাং তদাকরোৎ ॥ ৩২ ॥
তৎকুড্যাশ্চৈব পরিতঃ পুষ্পারামাংশ্চকার হ।
মল্লিকাকরবীরাজকুন্দমন্দারমালতীঃ ॥ ৩৩ ॥ তুলসী-
চম্পকানাক্ত বনান্তেব চকার হ। খনিহা তত্র কৃপস্তু
বর্জয়ন্তুজ্জলৈর্বনম্ ॥ ৩৪ ॥ আরামপুষ্পাণ্যাদায় স্বয়ং
দামান্তধাকরোৎ। বিচিঞ্জাণি তদা বহ্না পূজকস্ত
করে দদৌ ॥ ৩৫ ॥ আদায় পূজকস্তানি হস্তে মুর্দ্ধি

নয়ন সুশোভন হরিকে ভূমিজা সহ সন্দর্শন করিল।
রজদাস আরও দেখিল,—শব্দ, চক্র, গদা ও অসি
তদীয় পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া তাঁহার সেবা করিতেছে,
তদীয় বাহন গরুড় আকাশে পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক
তাঁহার মস্তকে চম্পাতপের কার্য করিতেছে এবং
তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে শার্ঙ্গ ও শর রক্ষিত হইয়াছে।
রজদাস জীনিবাসকে দেখিয়া বিস্মিত হইল
এবং সে মনে মনে চিন্তা করিল,—এই দেব
জীনিবাসের একটি মনোহর আরাম নির্মাণ করিব।
ধীমান রজদাস মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া
তরুণলেন্ধব আশ্রয় লইল এবং বৈধানসগণের হস্তে
হরিপূজার নৈবেদ্যাदि দিন দিন প্রেরণ করিতে
লাগিল। অনন্তর রজদাস ধীরে ধীরে বন সকল
ছেদন করিয়া এবং দেবাদেশে তদীয় অধিষ্ঠান
চিকা ও রম্যধিষ্ঠান চম্পকতরু বর্জন করিয়া পার্শ্ব
তরুগণ কর্তন করিতে লাগিল; কেন না ঐ তরুদ্বয়
দেবসেবিত। দেবের সম্মুখস্থ ভূমিতে শিলাকুডা
নির্মাণ করিয়া তাহার অগ্রে পুষ্পারাম প্রস্তুত করিল
এবং ঐ আরামে মল্লিকা, করবীর, অম্ব, কুন্দ,
মন্দার, মালতী, তুলসী ও চম্পক—এই সকল বৃক্ষ
রোপণ করিল। রজদাস আরামসমীপে কৃপ কমান
করিয়া ঐ কৃপজল দ্বারা বৃক্ষ সকল পরিবর্ধিত করিল

ববৎ ৮। জীনিবাসস্ত দেবস্ত জীভুমিসহিতস্ত ৮।
৩৬। এবং দেবস্ত কৈবর্য্যং কুর্বাংস্তহাবুদারধীঃ।
তন্তৈবং বর্তমানস্ত সমাধা সন্ততেগতাঃ ॥ ৩৭ ॥
কুর্বাণে পুষ্পাবচয়ং রজদাসে মহাশনি ॥ ৩৮ ॥
আরামে সরসি স্নাতুং গন্ধর্ব্বঃ কশ্চিদায়যৌ।
গন্ধর্ব্বরাজকস্তাভিস্করণীভিঃ সমধিতঃ ॥ ৩৯ ॥
জলক্রীড়াং করোতি স্ম দিবি স্থাপ্য বিমানকম্।
সুরূপাভিষ্ঠ সঙ্কিতং ক্রীড়ন্তং কমলাকরে ॥ ৪০ ॥
পশ্চান্ জীরজদাসোহয়ং ব্যাম্বরমাল্যসঞ্চয়ম্।
জিতেন্দ্রিয়োহপি তৎক্রীড়াং পশ্চান্ রেতঃ সমর্পয় ॥
পশ্চতস্তস্ত সরসঃ সমুত্তীৰ্ণ্য মনোহরম্। দিব্য-
বহ্মাণি চাচ্ছাদ্য কাস্তাভিঃ সহ সন্নিবসতম্ ॥ ৪২ ॥
অধিক্রম্য বিমানস্ত যযৌ স ধনদানয়ম্। গতে
গন্ধর্ব্বরাজে তু রজদাসো রিমোহিতঃ ॥ ৪৩ ॥ তাত্কা
চ তানি মাল্যানি স্নাত্বা সরসি লজ্জিতঃ। পুনরাহুত্যা
পুষ্পাণি শনৈর্দেবালয়ং যযৌ ॥ ৪৪ ॥ বৈধানসস্ত
তং দৃষ্ট্বা পূজাকালমতীত্য চ। আগতং কিমিতি

এবং বৃক্ষে পুষ্পোদগম হইলে আরাম-পুষ্পের বিচিত্র
মালা গাঁথিয়া জীনিবাসের জন্ত পূজকের করে অর্পণ
করিল। ২২—৩৫। পূজক ঐ মালা গ্রহণ করিয়া ভূমি
সমধিত জীনিবাসের মস্তকে ও স্বহৃদদেশে বন্ধন
করিয়া দিলেন। এইরূপে হরির কিস্করকার্য্যে নিযুক্ত
থাকিয়া উদারবুদ্ধি রজদাসের প্রায় সপ্ততি বৎসর
অতীত হইল। অনন্তর মহাত্মা রজদাস একদা
আরাম হইতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, তখন
তরুণী গন্ধর্ব্বরাজকস্তা সমভিব্যাহারে এক গন্ধর্ব্ব
সরোবরে স্নানার্থ আগমন করে এবং বিমান
আকাশে রাখিয়া সেই সুরূপা নারীগণ সহ
কমলকাননে ক্রীড়া করিতে থাকে। রজদাস
জিতেন্দ্রিয় হইয়াও ঐ গন্ধর্ব্বনারীর ক্রীড়া দর্শন
করত মাল্যনির্মাণ ভুলিয়া গেল এবং সহসা
তাঁহার রেতঃ পতিত হইল। অনন্তর দেখিতে
দেখিতে রজদাসের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বরাজ মনোহর
সরোবর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া দিব্যবস্ত্র দ্বারা শরীর
আবৃত করত পত্নীগণসহ সহস্র-আশ্রিত বিমান-
রোহণে কুবেরালায়ে গমন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব-
রাজ চলিয়া গেলে রজদাস বিমোহিত হইল এবং
লজ্জিতমনে হস্তধিত মাল্য কোলিয়া দিয়া সরোবরে
স্নান করিয়া পুনর্বার পুষ্পাচরণপূর্বক ধীরে ধীরে
দেবালয় সমীপে গমন করিল। তদনন্তর বৈধানসগণ
রজদাসকে সন্দর্শন করিয়া দ্বিজগণা করিলেন,—

এই সময়েই তঁর চাগতঃ ৪৫। ন বন্ধা মালিকা-
চাপি স্বরামে চ কিং কৃতম্ ৪৬। জীবরাহ
উবাচ। ইথং পৃষ্ঠো রজদাসো নাবদম্ভজয়া ততঃ।
লজ্জিতঃ রজদাসস্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনঃ ৪৭।
জিতগবাহবাচ। লজ্জয়া কিং রজদাস ময়া হং
মোহিতো হসি। হং তাবজ্জিতকামোহসি ধীরো
ভব মহামতে ৪৮। গন্ধর্বরাজবদ্রাজা ভবিতাসি
মহীতলে। তত্র ভুজ্জা মহাতোগান্ ভক্তিমান্নয়ি
সর্বদা ৪৯। প্রাকারঞ্চ বিমানঞ্চ কারয়িষ্যসি মে
তদা। তত্র মুক্তিং প্রদাত্যামি জীত্যা পরময়া যুতঃ ৫০।
অত্রৈব কুরু সেবাং হমাশ্রীরবিমোক্ষণাং।
মহত্তান্নাং সাকামানামেবং মুক্তির্ভবিষ্যতি ৫১।
ইত্যুক্তা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনর্বোবাচ কিঞ্চন।
তত্রজদাসোহপি চকারারামমুত্তমম্ ৫২। সাগ্রং
শতান্দং সেবিষ্য গতঃ স্বর্গমন্দধীঃ। জাতঃ
সোমকূলে তুঙ্গে তোণ্ডমানতি বিজ্ঞতঃ ৫৩।
সুবীরতনয়ো বীরো নন্দিমীর্গভসম্ভবঃ। স পঞ্চ-

হে সখে! দেখিতেছি, তুমি আজ পূজাকাল অতি-
ক্রম করিয়া আগমন করিয়াছ, এবং মাল্যনির্মাণ
না করিয়া আরামে বসিয়া কি কার্য করিয়াছ?
বরাহ বলিলেন,—রজদাস এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া
লজ্জাবশতঃ কোনই উত্তর করিল না। তখন মধু-
সূদন লজ্জিত রজদাসকে বলিতে লাগিলেন।
ভগবান্ বলিলেন,—হে রজদাস! তুমি আমার
মায়ায় মোহিত হইয়াছ, অতএব লজ্জা পরিত্যাগ
কর। হে মহামতে! তুমি এক্ষণে জিতকাম
হইয়াছ, অতএব সুস্থির হও। তুমি মহীতলে
গন্ধর্বরাজার অনুরূপ রাজা হইবে, সেখানে আমার
প্রতি সতত ভক্তিমান থাকিয়া বিবিধ ভোগ্য উপ-
ভোগ করিবে এবং তুমি আমার আনন্দের প্রাচীর
ও বিমান নির্মাণ করিয়া আমাকে সতত প্রীত
করিলে, আমি মুদারিত হইয়া তোমাকে মুক্তিপ্রদান
করিব। এক্ষণে শরীর পরিত্যাগ পর্যান্ত এইখানে
থাকিয়া আমার সেবা কর। হে বৎস! আমার সাকাম
অনুগণের এইরূপেই মুক্তি হইয়া থাকে। ভগবান্
এইরূপ বলিয়া ভূকীর্তাব অবলম্বন করিলে অনিন্দিত-
হৃদি রজদাসও ভগবৎভক্তি অরণ্যপূর্বক এক অত্যাশ্রয়
আশ্রয় নির্মাণ করিলেন এবং সমগ্র একশত বৎসর
বিভিন্ন সেবা করিয়া বর্ণধামে প্রস্থিত হইলেন।
অনন্তর তঁর চরণদেশে নন্দিমীর্গভে রাজা সুবী-

বর্ষাহুতবিকৃতভক্তিঃ স্বয়ং সুধীঃ। সৌশীল্য-
শৌর্য্যবীৰ্য্যাদিগুণানামাকরো মহান ৫৪। পাণ্ড্য
জনয়্যঃ পদ্মামুপবেশে মনোহরাম্। ততো রাজা
শতঃ কস্তা নানাদেশ্যঃ স্বয়ংবরাঃ ৫৫। রেমৈ
দেবেন্দ্রবভূমৌ নারায়ণপুরে বসন্। অমুজ্জাঃ প্রাপ্য
পিতৃতঃ পুত্রঃ পঞ্চান্তবিক্রমঃ ৫৬। উদ্ভিষ্ট যুগয়াং
বীরো বেঙ্কটাজ্জেঃ সমীপতঃ ৫৭। পাদচারেণ
বিচরন পরিবারৈঃ সমন্বিতঃ। মদধারাং বিমুঞ্চন্তঃ
দদর্শ গজমুখপম্ ৫৮। তং দৃষ্টা বিস্মিতো ভুজ্জা
গ্রহীতুং তমমুজ্ঞতঃ। সুবর্ণমুখরীং তীর্থা ব্রহ্মবিঃ
শুকমুত্তমম্ ৫৯। নমস্তুত্যাভ্যহুজাতস্ততো-
হগচ্ছন্ননাগ্নম্। দদর্শ রেণুকাং দেবীং বন্দীকাকার-
সংস্থিতাম্ ৬০। ইষ্টদামিষ্টভক্তানাং দিব্যারাম-
নিবাসিনীম্। পরিবারৈঃ সদোপেতাং পুজিতাং
ত্রিদৈশরপি ৬১। তোণ্ডমানপি তাং নহাং ততঃ
পশ্চামুখো যযৌ ৬২। পঞ্চবর্ণং শুকং দৃষ্টা তং
জিহ্মকুরমুজ্ঞতঃ। স বদন জীনিবাসেতি গিরিঃ শীঘ্র-

রের তোণ্ডমান নামে এক বিখ্যাত বীর তনয় সমুৎ-
পন্ন হয়। ধীমান তোণ্ডমানের বয়স্ক্রম যখন পঞ্চ-
বৎসর, তখন বিষ্ণুভক্তি স্বয়ংই তাহাকে আশ্রয়
করেন। শৌর্য্য, বীৰ্য্য, সৌশীল্য প্রভৃতি গুণের
আকার মহান তোণ্ডমান পাণ্ড্য রাজার মনোহারিণী
তনয়াকে বিবাহ করেন এবং নারায়ণপুরে অবস্থান
করিয়া নানাদেশীয় শত শত স্বয়ংবরা কস্তাগণের
সহিত কুতলে দেবেন্দ্রর জায় রমণ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর সিংহবিক্রম বীর তোণ্ডমান
পিতার অমুমতি গ্রহণপূর্বক যুগয়ার্থ বেঙ্কটাজল
সমীপে গমন করিলেন এবং পরিবারপরিহৃত
হইয়া পাদচারে বিচরণ করিতে করিতে মদধারাবতী
এক গজরাজকে সন্দর্শন করিলেন ৫৮—৫৯। তখন
রাজা তোণ্ডমান বিস্মিত হইয়া সেই বস্তকরীকে
ধরিবার জন্ত তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর
তিনি সুবর্ণমুখরী উত্তীর্ণ হইয়া অত্যাশ্রয় ব্রহ্মবি
শুককে নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার অমুমতি
গ্রহণপূর্বক এক বন হইতে অস্ত্র বনে বিচরণ
করিতে লাগিলেন। অনন্তর তোণ্ডমান কানন-
ভূমি বিচরণ করিতে করিতে বন্দীকাকারে অব-
স্থিতা, ভক্তগণের অতীষ্টদা দিব্য আশ্রয়নিবাসিনী
সতত পরিবারগণে মিলিতা, অমরপুজিতা রেণুকা
দেবীকে সন্দর্শন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পশ্চাদ-
দিকে প্রস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি এক পঞ্চবর্ণ

তস্য যযৌ ॥ ৬৩ ॥ অহুজবন্ স রাজাপি গিরিরাজঃ
সমাকুহৎ । দরীশ্চ বিবিধাঃ পশুন শিখরাণি সমন্ততঃ ॥
৬৪ ॥ শুকমবেষমাণোহসৌ শ্রামাকবনমেধিবান ।
তমদৃষ্টৌ শুকবরঃ বনপালঃ দদর্শ হ ॥ ৬৫ ॥ তং তু
রাজানমায়াস্তঃ প্রতাদাচ্ছন স সহরঃ । প্রণম্য
বিনয়োপেতঃ কুতাজ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ৬৬ ॥ তোণ্ড-
মানপি সম্পূজ্য তং পপ্রচ্ছ বনেচরম্ । পঞ্চবর্ণঃ
শুকঃ কশ্চিদৃষ্টেচ্চাত্মাগতত্বয়া ॥ ৬৭ ॥ শ্রীনিবাসেতি
চ বদন ক গতোহসৌ বনেচর ॥ ৬৮ ॥ বনেচর
উবাচ । স পঞ্চবর্ণো রাজেন্দ্র শ্রীনিবাস-
প্রিয়ঃ সদা । পার্শ্ববর্তী সদা তস্য শ্রীভূমিত্যাং
বিবর্দ্ধিতঃ ॥ ৬৯ ॥ স্বামিপুষ্করিণীতীরে সদাস্তে
দেবসন্নিধৌ । গ্রহীতুং স শুকঃ শ্রীমাত্ত তু কেনাপি
শক্যতে ॥ ৭০ ॥ বিহত্যা যচ্ছয়া নিত্যমগ্নিন
গিরিবরে শুভে । দিনান্তে দেবমাসাদ্য তৎসমীপে
বসত্যয়ম্ ॥ ৭১ ॥ তং দেবমারাধয়িতুং গমিষ্যামি
নৃপায়জ । বিশ্বমাত্যাং বৃক্ষমূলে যাবদাগমনং মম ॥

শুক দর্শন করিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্ত শুকের
পশ্চাৎ অহুসরণ করিলে শুক 'শ্রীনিবাস' এই নামটী
উচ্চারণ করিয়া সহর গিরির মধ্যে প্রবেশ করিল ।
রাজা তোণ্ডমানও তাঁহার অহুসরণপূর্বক গিরিতে
আরোহণ করিলেন এবং ঐ গিরির চারি দিকে
বিবিধ শিখর ও গুহায় শুকের অবেশণ করিতে
করিতে শ্রামাকবনে উপনীত হইলেন । কিন্তু তিনি
শুককে দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু এক বনপাল
তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল । অনন্তর বনপাল
রাজাকে আলিতে দেখিয়া সহর তাঁহার প্রত্যা-
গমন করিল এবং প্রণামপূর্বক বিনয় প্রদর্শন করিয়া
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । রাজা তোণ্ডমান বনে-
চরকে সৎকার করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে বনেচর ! এখানে একটি পঞ্চবর্ণ শুক আসি-
য়াছে, সে 'শ্রীনিবাস' এই শব্দটীমাত্র উচ্চারণ করিয়া
কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি ?
বনেচর উত্তর করিল,—হে রাজেন্দ্র ! ঐ পঞ্চবর্ণ
শুক সতত শ্রীনিবাসের প্রিয় এবং ধরণী ও লক্ষ্মী
কর্তৃক জ্বলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীনিবাসের পাশেই
বাস করিয়া থাকে । হে শ্রীমন্ ! ঐ শুক সতত স্বামি-
পুষ্করিণীর তীরে দেবসন্নিধানে বাস করে ; অতএব
কেহই তাহাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না । শুক
সতত এই সুশোভন গিরিবরে যচ্ছা-বিহার করিয়া
গিরাবসনে দেবের নিকট গমনপূর্বক তাঁহারই

৭২ ॥ পুজ্ঞেণানেন সহিতো বিহর যঃ যথাসুখম্ ॥
৭৩ ॥ রাজোবাচ । যস্য সহাগমিষ্যামি ভুইং দেবঃ
জনর্দ্দনম্ ॥ যঃ মে দর্শয় দেবেশঃ বেঙ্গটাঙ্গিনিবা-
সিনম্ ॥ ৭৪ ॥ তস্য রাজো বচঃ শ্রদ্ধা শ্রামাকঃ
মধুমিশ্রিতম্ । চূতপত্রপুটে ক্ষিপ্তা রাজা সহ
যযৌ হরিতম্ ॥ ৭৫ ॥ গহ্বা সুদূরমধ্বানং পশুন্তৌ
তৌ শিলাতলম্ । মুহূর্তাদেব সম্প্রাপ্তৌ স্বামি-
পুষ্করিণীং শুভাম্ ॥ ৭৬ ॥ স্নানো তত্র বিধানেন
রাজা সহ নিবাদপঃ । দর্শয়ামাস দেবেশঃ রাজ-
স্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ৭৭ ॥ স্বামিপুষ্করিণীতীরে স্থিতং
শ্রীবৃক্ষমূলকে । অতসীপুষ্পসঙ্কাশমধুজায়তলোচ-
নম্ ॥ ৭৮ ॥ চতুর্ভুজমুদারাদ্রমীষৎশ্রিতমুখাধুজম্ ।
দিব্যপীতাদ্রধরং কিরীটকটকোজ্জলম্ ॥ ৭৯ ॥
পার্শ্বমাত্যাং সুরূপাত্যাং শ্রীভূমিত্যাং সমবিতম্ ।
পারিতঃ শঙ্খচক্রাসিগদাশার্ঙ্গেষুসেবিতম্ ॥ ৮০ ॥
অন্তৈর্দিব্যায়ুদৈশ্চাপি দিব্যমাল্যৈর্নিষেবিতম্ ।
স্বন্দেনারাধ্যমানং তং ত্রিসন্ধাং পুরুবোক্তমম্ ॥ ৮১ ॥

সমীপে বাস করে ॥ ৫৯—৭১ ॥ হে নৃপায়জ ! আমি
সেই শ্রীনিবাসের আরাধনার্থ গমন করিতেছি । আমি
যতকণ প্রত্যাগমন করি, আপনি এই তরুমূলে
অবস্থিত হইয়া আমার এই তনয়ের সহিত ততকণ
যথাসুখে বিহার করুন । রাজা বলিলেন,—হে বনে-
চর ! আমি তোমার সহিত দেব জনর্দ্দনের দর্শন
মানসে আগমন করি, তুমি আমাকে বেঙ্গটাচলনিবাসী
দেবেশকে দর্শন করাও । অনন্তর বনেচর রাজার
বাক্য শুনিয়া চূতপত্রপুটে মধুমিশ্রিত শ্রামাক রক্ষিত
করিয়া রাজার সহিত হরির নিকট গমন করিল ।
রাজা ও বনেচর সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া এক
শিলাতল সন্দর্শন করিলেন । অনন্তর মুহূর্তমধ্যে
শোভমান স্বামিপুষ্করিণীতীর প্রাপ্ত হইয়া উভয়েই
বিধিপূর্বক স্নান করিলেন । তৎপর নিবাদপতি সেই
মহাত্মা রাজাকে স্বামিপুষ্করিণীর তীরস্থিত শ্রীবৃক্ষ-
মূলে দেবেশ শ্রীনিবাসকে সন্দর্শন করাইলেন ।
তাঁহার দেখিলেন,—সেই শ্রীনিবাসের কান্তি অতসী-
কুমুমের স্থায়, নয়ন আকৃত ও পদ্মবৎ রক্তাভ ;
তিনি চতুর্ভুজ, উদারশরীর ; তাঁহার মুখকমল
ঈষৎ হান্তযুক্ত, পরিধানে দিব্য পীতাদ্র, মস্তক
কিরীটকটকে উজ্জল ; পার্শ্বে সুরূপা রম্যা ও
ধরণী বিরাজিতা ; তাঁহার চারিদিকে শঙ্খ, চক্র,
অসি, গদা শার্ঙ্গধর ও অস্ত্রাচ্ছ দিব্য বিবিধ আয়ুধ
বিদ্যমান ; দিব্যমাল্যে শোভিত হইয়া সেই পুরুবো-

বল্লীকপূর্ণাঙ্গমাজাহপূর্ববোক্তম্। ততো দৃষ্টা
বদা দেবঃ প্রণেমতুর্ভূতৌ তদা ॥ ৮২ ॥ রাজা তু
জ্ঞাননির্ভূতঃ বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনঃ। আনন্দলহরীঃ
প্রাপ্য ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৮৩ ॥ নিষাদোহপি
নিবেদ্যৈব শ্রামাকং মধুমিশ্রিতম্। রাজ্ঞে তদর্শঃ
দৈবৈব শিষ্টাৰ্হঃ ভুক্তবান স্বয়ম্ ॥ ৮৪ ॥ পীত্বা
পুষ্করিণীতোয়ং তেন রাজা সমধিতঃ। স পুনঃ
শ্রামকবনে পুণ্যং পৰ্ণকুটীং যযৌ ॥ ৮৫ ॥ উবিস্থা
চৈকরাজঃ তু প্রাতঃস্থায় ভূমিপঃ। স্বসৈন্তেন সমা-
যুক্তো নিরুতঃ স্বপুং যযৌ ॥ ৮৬ ॥ পুনর্দেবীবনং গচ্ছা
হৃদ্যবততার হ। চৈত্রশুক্লচতুর্থাঃ তু পূজয়ামাস
রেণুকাম ॥ ৮৭ ॥ হবিষ্যং পরমার্কং সোপকরম-
নেকশঃ। শশুপহারসহিতং ধূপদীপসমধিতম্ ॥ ৮৮ ॥
সুরাঘটীশতং দধ্বা জাতীকেসরবাসিতম্। এবং
সম্পূজিতা দেবী শ্রীতা রাজ্ঞে বরং দদৌ ॥
৮৯ ॥ আবিষ্টঃ পুরুষঃ কশ্চিদবদদ্বপসন্তমম্। শূণ
রাজন ভবিষ্যং তে রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৯০ ॥
রাজ্যন্তবৈব নাশ্যত রাজধানী ভবিষ্যতি। মৎ-

তম কার্তিকেয় কর্তৃক ত্রিসদ্য আরাধিত হইতেছেন।
তাঁহার পাদপদ্ম বল্লীক দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে
এবং তিনি আজ্ঞাচালিত-ভুজ। অনন্তর বনচরে
ও রাজা শ্রীনিবাসকে দর্শন করিয়া উভয়েই প্রণাম
করিলেন। বিশ্বয়োৎফুল্ললোচনে অঞ্জলি-
বন্ধনপূর্বক আনন্দলহরীতে ভাসমান হইয়া এতই
তন্ময় হইলেন যে, তৎকালে তিনি কিছুই জানিতে
পারিলেন না। নিষাদপতিও মধুমিশ্রিত শ্রামক
নিবেদন করিয়া রাজাকে তাহার অর্ধ প্রদান ও
অবশিষ্ট অর্ধ স্বয়ং ভোজন করিলেন। এবং স্বামি-
পুষ্করিণীর জল পান করিয়া রাজার সহিত পুন-
রায় পুণ্য শ্রামাকবনের পর্ণকুটীরে আগমন ও
একরাত্র্য বাস করিয়া প্রভাতে পুনরায় স্বীয়
পুরে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর রাজা
চৈত্রমাসের শুক্লা নবীতে দেবীবনে গমনপূর্বক
আব হইতে অবতরণ করিয়া রেণুকাকে পূজা
করিলেন। তিনি পরম হবিষ্যত্র, অনেক উপ-
করণ, ধূপদীপসমধিত পশু উপহার এবং জাতী-
হুমের কেশুরসদৃশ সৌরভসম্পন্ন শত সুরাকলস
প্রদান করিয়া দেবীকে পূজা করিলে রেণুকা রাজার
প্রতি ক্রীত হইয়া তাঁহাকে বরদান করিলেন। তখন
অনেক পুরুষ নৃপের সমীপে আবির্ভূত হইয়া বলি-
লেন,—রাজন! তোমার ভবিষ্যৎ কলাকল কীর্তন
করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন! তোমার রাজ্য

সমীপে মহারাজ চিরং রাজ্যং করিবাসি ॥ ৯১ ॥
দেবদেবপ্রসাদে ভবিষ্যতি তবামম। ইতি কথা
বরং তস্মা আবিষ্টঃ প্রকৃতিং যযৌ ॥ ৯২ ॥ ততো
লকবরো রাজা যযৌ শুকমুনিং পুনঃ ॥ ৯৩ ॥ অভিবাদ্য
মুনিং তেন পূজিতো মুদিতোহভবৎ। মাধব্যাং সরসো
জহি কমলাখ্যন্ত মে মূনে ॥ ৯৪ ॥ শ্রীশুক উবাচ।
পুরা তুর্দ্বাসসঃ শাপাদবতীর্ণা সুজ্ঞানয়াৎ। পদ্মা
পদ্মাকদয়িতা বিষ্ণুনা সহিতা নৃপ ॥ ৯৫ ॥ সরঃ
কাঞ্চনপদ্মাত্মমিদং প্রাপ্য মহেশ্বরী। তপশ্চকার
বধাণাং দিব্যানামমুতং রমা ॥ ৯৬ ॥ ততো দেবা
বিচিদন্তঃ শ্রিয়ং বিষ্ণুসমধিতাম্। পুরন্দরেণ সংযুক্তা
ব্রজমুখিন সরোবরে ॥ ৯৭ ॥ দ্বিতাং সুবর্ণকমলে
পুণ্ডরীকাকসংযুতাম্। দৃষ্টা শ্রীতিসমায়ুক্তাঃ প্রণ-
ম্যামুজধারিণীম্। কৃতাজলিপুটাঃ সেস্ত্রাশ্চষ্টবলোক-
মাতরম্ ॥ ৯৮ ॥ দেবা উচুঃ। নমঃ শ্রীয়ে লোকধাত্রো
ব্রজমাত্রে নমো নমঃ। নমস্তে পদ্মেনেত্রায়ৈ পদ্মমূণ্যে
নমো নমঃ ॥ ৯৯ ॥ প্রসন্নমুখপদ্মায়ৈ পদ্মকান্ত্যৈ নমো
নমঃ। নমো বিষ্ণুনন্দ্যৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো নমঃ ॥

হতকণ্টক হইবে, তোমার নামে রাজধানী প্রসিদ্ধি
লাভ করিবে এবং হে অনঘ মহারাজ! দেবদেব
শ্রীনিবাসের প্রসাদে আমার সমীপে চিরকাল রাজ্য
পালন করিবে ৭২-৯১। সেই পুরুষ এইরূপ বর দিয়া
স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হইলেন। অনন্তর লকবর রাজা
শুকমুনির সমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও
পূজা করিয়া মুদিতমনে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মুনে!
কমলাখ্য সরোবরের মাধব্যা কীর্তন করুন। শুক
উত্তর করিলেন,—হে নৃপ! পূর্বকালে তুর্দ্বাসার
শাপে রাজীবলোচন বিষ্ণুর পত্নী কমলা সুরালয়
হইতে বিষ্ণুর সহিত আগমন করিয়া স্বর্ণকমলে
সমুদ্র এই সরোবরে উপনীত হন এবং মহেশ্বরী
রমা দিব্য অমৃত বৎসর এই স্থানে তপস্বী করেন।
হে রাজন! অনন্তর সুরগণ বিষ্ণুসমধিত লক্ষ্মীকে
অবেষণ করিতে করিতে পুরন্দরের সহিত এই
সরোবরে মিলিত হন। তখন তাঁহার রমাকে
পুণ্ডরীকনয়ন হরির সহিত স্বর্ণকমলে বিরাজিত
দেখিয়া শ্রীতিমান হইলেন এবং সুররাজ ইন্দ্রসহ
প্রণাম করিয়া কৃতাজলিপুটে সেই অমৃতধারিণী
লোকমাতাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেব-
গণ বলিলেন,—লক্ষ্মীকে নমস্কার, লোকধাত্রী ব্রজ-
মাতাকে নমস্কার ও নমস্কার; হে পদ্মেনেত্র।
তোমাকে নমস্কার, হে পদ্মমূণ্যে। তোমাকে
নমস্কার নমস্কার। বিষ্ণুনন্দ্যৈ বিষ্ণুপত্ন্যৈ নমো নমো

১০০। বিচিত্রকোমধারিণী পৃথুশ্রোণ্য নমো
নমঃ। পকবিশ্বকলপীনতুঙ্গভূতৈ নমো নমঃ ১০১।
সুরভঙ্গ্যপদ্মাতকরপাদতলে শুভে। সুরভঙ্গ্যদ-
ক্বেয়ুসকাকীনুপূরশোভিতে। যক্ষকর্দমসংলিপ্তসর্বাঙ্গ-
কটকোচ্ছলে ১০২। মাকল্যাতরগৈশ্চিজৈর্মুক্তা-
হাটৈরবিভূষিতে। তাতটকৈরবতংসৈশ্চ শোভমান-
মুখাভূজে ১০৩। পদ্মহস্তে নমস্ভ্যং প্রসীদ
হরিবরভে। অগ্ন্যজুঃসামরূপায়ৈ বিদ্যায়ৈ তে নমো-
নমঃ ১০৪। প্রসীদাশ্বান্ কৃপাদৃষ্টিপাঠৈরালো-
কয়াক্ষিজে। যে দৃষ্টান্তে ত্রয়া ব্রহ্মকন্ডেন্দ্রহঃ সমা-
পুয়ঃ ১০৫। শ্রীশুক উবাচ। ইতি শুভা তদা দৈবৈ-
বিকুব্ধকঃস্থলালয়া। বিকুনা সহ সংদৃষ্টা রমা শ্রীতা-
বদৎ সুরান্ ১০৬। শ্রীকবাচ। সুরারীন্ সহসা
হৃদা স্বপদানি গমিষ্যথ। যে স্থানহীনাঃ স্বস্থানাদ্
ত্রংশিতা যে নরা ভূবি ১০৭। তে মামনেন
স্তোত্রেণ শুভা স্থানমবাগ্নুয়ঃ। অথৈওবিবপত্রৈ-

পদ্মকান্তি লক্ষ্মীকে নমস্কার। তুমি বিশ্ববনে বাস
কর, তোমায় নমস্কার। হে বিষ্ণুপতি! তোমায়
নমস্কার। বিচিত্র কোমধারিণী পৃথুশ্রোণি লক্ষ্মীকে
নমস্কার। ষাঁহার স্তনদ্বয় পকবিশ্বকলের জায়
পীন ও তুঙ্গ, সেই কমলাকে নমস্কার। হে
শুভে! তোমার কর ও পাদতলের আভা সুরভ-
ঙ্গ্যপদ্মের জায়; তুমি উত্তম রত্ন, অঙ্গদ, কেয়ুর,
কাঞ্চী ও নুপুর দ্বারা শোভিত, তোমার সর্বাঙ্গ
যক্ষকর্দমে লিপ্ত, তুমি করে উচ্ছল কটক এবং
বিচিত্র মাকল্য আভরণ ও মুক্তাহারে শোভিত
হইয়াছ, তাতক আভরণে তোমার মুখপদ্ম উপ-
শোভিত হইয়াছে, হে হরিবরভে! হে পদ্মকরে!
তুমি প্রসন্ন হও, তোমাকে নমস্কার। তুমি ঋক,
যজুঃ ও সামরূপা বিদ্যা; তোমাকে নমস্কার। তুমি
আমাদের প্রতি কৃপাকটাকপাত করিয়াছ বলি-
য়াই আমরা ব্রহ্মহ, কন্দ্রহ ও ইন্দ্রহপদ প্রাপ্ত হই-
য়াছি; অতএব হে অক্ষিজে! কৃপাদৃষ্টিপাত দ্বারা
আমাদিগকে দর্শন করিয়া আমাদের প্রতি শ্রীতা
হও। শুক বলিলেন,—অনন্তর সুরগণ কর্তৃক
এইরূপে শুভা হইয়া বিকুন্দদম্বাসিনী রমা বিষ্ণুর
সহিত সুরগণকে দর্শনদান করত শ্রীতিপূর্বক এই
কথা কহিলেন। লক্ষ্মী বলিলেন,—যে সকল সুর
স্বস্থানচ্যুত হইয়াছেন, তাহারা শীঘ্রই অসুরগণকে
বিনাশ করিয়া স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হউন এবং পৃথি-
বীতেও বাহ্যিক স্বস্থান হইতে উঠি হইয়াছে,

কর্মকর্তৃক নরা ভূবি ১০৮। স্তোত্রেনৈবমন য়ে
দেবা নরা বৃষৎকৃতেন বৈ। ধর্মার্থকামমোক্ষাণা-
মাকরাতে ভবন্তি বৈ ১০৯। ইদং পদ্মসরো
দেবা যে কেচন নরা ভূবি। প্রাপ্য স্নানং করি-
যান্তি মাং শুভা বিষ্ণুবলভাম্ ১১০। তেহপি
শ্রিয়ঃ দীর্ঘমায়ুবিদ্যাং পূজান্ সুবর্চসঃ। লক্ষা
ভোগাংশ্চ ভূকান্তে নরা মোক্ষমবাগ্নুয়ঃ ১১১।
ইতি দৃষ্টা বরং দেবী দেবেন সহ বিকুনা। আকুহ
গরুড়েশানং বৈকুণ্ঠস্থানমাযযৌ ১১২।

ইতি শ্রীকান্দে ধরণীবরাহসংবাদে বসুনাথকনিষাদ-
বৃত্তান্তপদ্মসরোমাহাত্ম্যাদিবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ১১।

দশমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ। ইদং পদ্মসরো নাম রাজন্ পাপ-
প্রণাশনম্। কীর্তনাৎশ্রবণাৎস্নানাদ্গুণাং লক্ষ্মীপ্রদং
ভূবি। কৃদা স্নানং হমপাশ্বিন ব্রজ স্বপিতুরন্তিকম্ ১।
শ্রীবরাহ উবাচ। এচ্ছুকবচঃ শুভা স্নাত্বা পদ্ম-

তাহারাও এই স্তবদ্বারা আমার আরাধনা করিয়া
স্ব স্ব স্থান লাভ করুক। হে দেবগণ! ভুলোকে
যে সকল মানব অথবা বিশ্বপত্র দ্বারা আমার পূজা
ও আপনাদের কৃত এই স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে,
তাহারা ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষের আলয় হইবে। হে
দেবগণ! মর্ত্যের যে কোন নর এই কমলসরো-
বরে উপনীত হইয়া স্নান ও বিষ্ণুপ্রিয়া আমাকে
স্তব করে, তাহারাও শ্রী, দীর্ঘ আয়ু, বিদ্যা ও
তেজস্বী তনয় লাভ করে এবং বিবিধ ভোগ্য বস্তু
উপভোগ করিয়া অস্ত্রে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।
অনন্তর রমা সুরগণকে এইরূপ বর দিয়া বিষ্ণুর
সহিত গরুড়ারোহণে স্বীয় আলয় বৈকুণ্ঠে গমন
করিলেন। ১২—১১২।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ১১।

দশম অধ্যায়ঃ।

শুক বলিলেন,—হে রাজন্! ভূতলে পাপপ্রণা-
শন এই কমলসরোবরের কীর্তনে ও শ্রবণে এবং
এখানে স্নান করিলে নরগণের লক্ষ্মীলাভ হয়। তুমিও
এই সরোবরে স্নান করিয়া স্বীয় পিতার সমীপে গমন
কর। বরাহ বলিলেন,—রাজা তোওমান শুক বাক্য

সরোবরে ২। তং মহা হমাকহ তোণমান
সপুং যযৌ। তং পিতা যুররাজানং কহা ত্রীণ বৎ-
সরানধ ৩। রজকহক সামর্থ্যং শৌর্যং বীৰ্য্যং
সুশীলতাম্। ভক্তিং বিপ্রেশু পুত্রস্ত বীক্য রাজা
অমন্তিভিঃ ৪। স্বপদে স্থাপয়ামাস স্বভিষিচ্য বিধা-
নতঃ। অহুনীয় সূতং পত্ন্যা সার্কং রাজা বনং যযৌ ৫।
তোণমানপি সাম্রাজ্যং লক্ষা রাজ্যং চকার হ।
নিষদস্ত বনে দেবো বারাহং রূপমাস্থিতঃ ৬।
শ্রামাকপকং ভক্তিহা রাজো রাজো চচার হ। পদানি
স বরাহস্ত চাষিয়েষ দিবাদিবা ৭। অদৃষ্টা তং
বরাহং স রাজো জাগ্রকমুদিতঃ। স্থিতোহপশুচ্চ-
রন্তঃ তং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ৮। বরাহং সুভ-
গাকারং শ্রামাকবনমধ্যতঃ। তং দৃষ্টা ধনুর্দাদায়
সিংহনাদং চকার হ ৯। বরাহস্তকনিং ঋহা
বমারিক্রম্য সহরম্। যযৌ তং চাপ্যহুযযৌ বরাহং
স নিষাদপঃ ১০। রাত্রিশেষমহুদ্রতা বনে চন্দ্রসম-
প্রভম্। বগ্নীকং প্রবিশন্তঃ চ দদর্শ স নিষাদপঃ ১১।

১১। গচ্ছন্তঃ পুর্ণিমাচন্দ্রমন্তঃ গিরিবরঃ যযৌ।
বিস্মিতোহুদ্যানয়ং কোপাদবগ্নীকং স নিষাদপঃ ১২।
ধরাবরাহো দদৃশে মুচ্ছিতোহরং পথাৎ হ। পিতরং
মুচ্ছিতং দৃষ্টা ভংপুত্রো ভক্তিমাংস্তদা ১৩।
বরাহদেবং তুষ্ঠাব তেন প্রীকোহভবঙ্গরিঃ। আবিষ্ট
পিতরং তস্ত প্রোবাচ মধুহৃদনঃ ১৪। শ্রীভগ-
বানুবাচ। অহং বরাহদেবেশো নিত্যমগ্নিন-
বসামাহন। রাষ্ট্রে হমুক্তা মামত্র প্রতিষ্ঠাপ্যৈব
পূজয় ১৫। বগ্নীকং কুব্জগোকীঠৈঃ কালয়িত্বা
তস্থিতে। শিলাতলে চ বারাহমুদ্রতা ধরণী-
স্থিতম্ ১৬। কারয়িত্বা প্রতিষ্ঠাপ্য বিপ্রৈর্কৈধান-
দৈঃ চ মাম্। পূজয়েদ্বিবিধৈর্ভোগৈস্তোণমান রাজ-
সত্তমঃ ১৭। ইত্যুক্তা তং জহৌ দেবঃ স চ
স্বস্তো বভূব হ। সুখাসীনং তু পিতরং নমস্কৃত্য
নিষাদজঃ ১৮। স্তবেদয়দেববচঃ পিত্রে সর্বং
যথাতথম্। স ঋহা বিস্মিতো ভূহা কুংসং পুত্রবচঃ
শুভম্ ১৯। বাজে বক্তুং যযৌ শীঘ্রং নিষাদঃ

শ্রবণপূর্বক কমলসরোবরে স্নান ও তাহাকে প্রণাম
করিয়া অশ্বারোহণে স্বপুরে গমন করিলেন। অনন্তর
বৎসরতর অতীত হইলে তদীয় পিতা, তোণমানের
প্রজারজকতা, শৌর্য, বীৰ্য, শীলতা বিপ্রভক্তি
প্রভৃতি রাজোচিত গুণাবলী অবলোকন করত
মঙ্গিগণের মতামুসারে বিধিপূর্বক অভিশিষ্ট করিয়া
তাঁহাকে স্বীয়পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং তনয়কে
বিবিধ নীতিশিক্ষা প্রদান করিয়া পত্নীর সহিত
স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করিলেন। তোণমানও
সাম্রাজ্য লাভ করিয়া প্রজাগণকে পালন করিতে
লাগিলেন। অনন্তর হরি বরাহরূপ ধারণপূর্বক প্রতি-
রাষ্ট্রে নিষাদপালিত পক্ষ শ্রামক ভক্ষণ করত বিচরণ
করিতে লাগিলেন। নিষাদও দিবাভাগে পদচিহ্ন
দর্শন করিয়া বরাহের অন্বেষণ আরম্ভ করিল।
তদনন্তর বরাহকে দেখিতে না পাইয়া ধনুর্দ্ধারণ-
পূর্বক রজনীতে জাগিয়া থাকিয়া শ্রামকবনমধ্যে
কোটচন্দ্রের তুল্য প্রভাশালী সুভগাকার বরাহকে
দর্শন করিল। নিষাদপতি তখন বরাহকে দেখিয়া
ধনুর্দ্ধারণ পূর্বক সিংহনাদ করিল। বরাহও সেই ধ্বনি
শ্রবণকরিয়া বন হইতে নির্গমন করত পলায়ন
করিলে নিষাদপতিও তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল।
নিষাদপতি সমস্ত রজনী বরাহের পশ্চাৎ অহুসরণ
করিয়া রাত্রিশেষে পশবরকার্ত্তি বরাহকে বগ্নী-

কের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিল। নিষাদপতি
অস্তাচলগামি-পূর্ণচন্দ্রের স্তায় সেই বরাহকে বগ্নীকে
প্রবেশ করিতে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইল
এবং ক্রোধবশত সেই বগ্নীক খনন করিতে আরম্ভ
করিল। নিষাদ বগ্নীক খননপূর্বক বরাহকে
দর্শন করত মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল।
অনন্তর তদীয় ভক্তিমান তনয় পিতাকে মুচ্ছিত
দেখিয়া বরাহকে স্তব দ্বারা সন্তুষ্ট করিলে মধুহৃদন
নিষাদের শরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন।
১—১৫। ভগবান্ বলিলেন,—আমি বরাহরূপে সতত
এই বগ্নীকে বাস করি, তুমি রাজাকে এই বিষয়
জানাইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠিত করত পূজা কর। তিনি
আরও বলিলেন,—নৃপসত্তম! তোণমান কুব্জ
গোকীঠ দ্বারা এই বগ্নীক খানিত করিলে ধরণী
সহিত বারাহ শিলাতল হইতে উত্থিত হইবেন; অন-
ন্তর রাজা তাঁহাকে বৈধানস বিপ্রগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা
করিয়া বিবিধ ভোগ্য বস্তু দ্বারা পূজা করুন।
বরাহ এইরূপ বলিয়া অস্তহিত হইলে নিষাদ চৈতন্য
লাভ করিল এবং নিষাদতনয় পিতাকে “সুখসমা-
সীন দেখিয়া তাহাকে নমস্কারপূর্বক বরাহদেবের
বাক্য সকল যথাযথ নিবেদন” করিল। নিষাদপতি
পূজকথিত সুশোভন বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া
বিস্মিত হইল এবং অহুগগনসহ রাজার নিকট

বাহুগৈঃ সহ । বসুনিবাদাধিপতী রাজদ্বারমুগমৎ ॥
২০ ॥ নিবাদাধিপমাজায় দ্বারপালৈর্নৃপোক্তমঃ ।
আহুয় তং নিবাদেশঃ সভায়াং মজ্জিতিঃ সহ ॥ ২১ ॥
সংকৃত্য তং বসুং রাজা সপুত্রঃ সপরিচ্ছদম্ ।
পপ্রচ্ছ ত্রীতিমান্ রাজু বসুং তং বনগোচরম্ ।
কিমাগমনকৃত্যং তে বদ স্বং বনগোচর ॥ ২২ ॥
বসুরুবাচ । রাজন্যম বনে দৃষ্টমাশ্চর্য্যং শৃণু ভূপতে ॥
২৩ ॥ কশিচ্ছ্বেতবরাহস্ত শ্রামাকমচরম্মিহি । তং
বরাহং ধনুস্পাণিরধাবমহং নৃপ ॥ ২৪ ॥ অমুদ্রতো
বায়ুবেগো গহ্বা বন্যীকমাবিশৎ । শ্বামিপুষ্করিণীতীরে
পশ্যতো মম ভূপতে ॥ ২৫ ॥ বন্যীকমখনং ক্রোধা-
মুচ্ছিতো ম্পতং ভুবি । মৎপুত্রোহয়ং সমাগত্য
মাং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিতং ভুবি ॥ ২৬ ॥ শুচিভূমি দেবদেবং
তুষ্টাব মধুসূদনম্ । ততো ময়ি সমাবিশ্ব বরাহো-
হব্যবদৎ সূতম্ ॥ ২৭ ॥ রাজ্ঞে নিবেদয় ক্ৰিপ্রং
মচ্চরিত্রং নিবাদপ । কৃষ্ণগোক্ষীরসেকেন বন্যীকং
কালয়েম্মপঃ ॥ ২৮ ॥ দৃশ্যতে চ শিলা কাচিদ্ধন্যীকস্থা
সুশোভনা । বামাক্ষভুবং মাঞ্চ বরাহবদনং

এই বৃক্ষাঙ্ক বলিবার জন্ত সহর গমন করিল ।
অনন্তর নিবাদাধিপতি বসু রাজদ্বারে উপস্থিত
হইয়াছে জানিতে পারিয়া নৃপসন্তম তোণ্ডমান
দ্বারপালগণ দ্বারা তাহাকে রাজসভার আহ্বান
করিলেন এবং মজ্জিগণসহ সপুত্র সাহুগ নিবাদ-
রাজের সংকার করিয়া প্রীতিভরে বনেচর
বসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বনেচর !
তোমার আগমন-কারণ কীর্তন কর । বসু বলিল,
—হে ভূপতে ! বনে আমি এক আশ্চর্য ঘটনা অব-
লোকন করিয়াছি, শ্রবণ করুন । হে রাজন ! রাজি-
যোগে কোন এক শ্বেতবরাহ শ্রামকাবনে বিচরণ
করিতেছিল, হে নৃপ ! আমি ধনুস্পাণি হইয়া ঐ বরা-
হের অনুসরণ করি । অনন্তর বায়ুবেগে বরাহের
পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া শ্বামি-পুষ্করিণী-তীরে এক বন্যীক
মধ্যে প্রবিষ্ট হই । হে ভূপতে ! আমি বন্যীক দর্শনে
ক্রুদ্ধ হইয়া উহা খনন করত মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে
পতিত হই । অনন্তর আমার তনয় তথায় গমনপূর্বক
আমাকে মুচ্ছিত ও ভূতলে পতিত দর্শন করিয়া
পুত্ৰভাবে দেবদেব মধুসূদনের স্তব করিয়াছিল ।
অনন্তর বরাহ আমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুত্রকে
বলিলেন,—“হে নিবাদেশ ! সহর রাজার নিকটে
গমন করিয়া তাঁহাকে আমার চরিত্র শ্রবণ করাও,
রাজা কৃষ্ণগোক্ষীর-সেক দ্বারা বন্যীক প্রকাশিত

হিতম্ ॥ ২৯ ॥ কারয়িত্বা শিলিনাথ প্রতিষ্ঠাপ্য
মুনীশ্বরৈঃ । বৈখানসৈর্মুনিবরৈরর্চয়েতোণ্ডমানপি ।
৩০ ॥ অথ গহ্বা ত্রীনিবাসং বন্যীকবৃতপদম্ ।
কপিলাকৃষ্ণগোক্ষীরসেচনৈঃ কালয়েচ্ছনৈঃ ॥ ৩১ ॥
আপাদপীঠপর্য্যন্তঃ কালম্বিহা দিনে দিনে । কুর্বাৎ
প্রাকারমৃতমৌরুহরে দক্ষিণে তথা ॥ ৩২ ॥ ইত্যু-
চৈব মামুঞ্চদেবঃ স্বহোহভবং নৃপ । ইদন্তে বসু-
মায়াতো দেবদেবচিকীর্ষিতম্ ॥ ৩৩ ॥ জীবরাহ
উবাচ । তোণ্ডমানপি তচ্ছ্রুত্বা স্মৃত্বীতো বিশ্রিতো-
হভবৎ । ততঃ কার্য্যং বিনিশ্চিত্য মজ্জিতিঃ
পুষ্করাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥ বেকটোদ্ভিঃ জিগমিষুর্গোপানাং
সর্বশঃ । কৃষ্ণাশ্চ কপিলা গাবো যাঃ কাশ্চিৎ সন্তি
মামিকাঃ ॥ ৩৫ ॥ তাঃ সবৎসা আনয়ধ্বং বেকটোদ্ভি-
সমীপতঃ । ইত্যাজ্ঞাপ্য নৃপো গোপান্ শ্বো যাজ্জেতি
চ মজ্জিগঃ ॥ ৩৬ ॥ বিহজ্যা প্রকৃতিঃ সর্বা বিবেশাঙ্ক-
পুরং বন্যী । উক্তা কথাং তাং পত্নীভ্যাঃ সুধাপ

করুন, এইরূপ করিলে তিনি বন্যীকমধ্যে এক সুশো-
ভন শিলা দেখিতে পাইবেন । অনন্তর শিল্পী দ্বারা
ঐ শিলায় আমার এক মূর্তি নির্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা
করুন । ঐ মূর্তির বামকোড়ে ভূমিদেবী থাকিবেন
এবং রাজা বৈখানস মুনীশ্বরগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া
অর্চনা করিবেন । হে নিবাদতনয় ! আরও বলি,
“রাজা তোণ্ডমানে ত্রীনিবাসসমীপে গমন করিয়া
বন্যীকবৃত তদীয় পাদদ্বয় দেখিতে পাইবেন । অনন্তর
কপিলা কৃষ্ণগোক্ষীর সেবন দ্বারা প্রতিদিন পাদ
হইতে পীঠ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে প্রক্ষালন করিবেন
এবং ঐ বন্যীকের উত্তর-দক্ষিণে একটা প্রাকার
নির্মাণ করাইয়া দিবেন ।” হে নৃপ ! মধুসূদন এইরূপ
বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন । আমিও শূন্য হইলাম ।
সম্প্রতি দেবদেব ত্রীনিবাসের অভীষ্ট কীর্তন করিবার
জন্তই এখানে আসিয়াছি । ১৬—৩৩ । বরাহ বলি-
লেন,—অনন্তর রাজা তোণ্ডমানও নিবাদের বাক্য
শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও ক্রীত হইলেন এবং পুষ্করাদি
মজ্জিগণসহ এ বিষয় নিশ্চয় করিয়া বেকটোচল গমনে
অভিলাষ করিলেন । রাজা গোপগণকে আনয়ন
করিয়া বলিলেন,—“আমার যে সকল কপিলা কৃষ্ণ-
গো আছে, বেকটোচলের সমীপে ঐ সকল গো
লইয়া চল ।” বন্যী রাজা গোপগণের প্রতি এইরূপ
আদেশ দিয়া বলিলেন,—“হে মজ্জিগণ ! আমি পরশ
দিবস যাত্রা করিব ।” এইরূপ বলিয়া প্রজাগণকে
বিদায় দিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং পত্নী-

নির্মিতাঃ ৩৭। তং বৎসে জীনিবাসোহপি
বিলম্বাঃ স্বপ্নয়ৎ। স্বপ্নায়াম্বিলং মার্গে পল্লবান-
শ্চকরিঃ। ৩৮। এবং স্বপ্নঃ নৃপো দৃষ্টা প্রাকৃত্যায়
সহস্রাঃ। আহুয় মন্ত্রিণঃ সর্বান প্রকৃতীত্রাক্ষণানপি।
৩৯। স্বপ্নঃ তথাবিধঃ চোক্ষাপভ্ৰুদ্বারেষু পল্লবান।
বৃক্ষে মুহূর্তে প্রযযৌ হস্মাক্ষু তৌগমান্। ৪০।
পতন্ত পল্লবতক্ষাংচ শনৈঃ প্রীতো যযৌ বিলম্ব। দৃষ্টা
বিলম্বাপন্নো নির্মমে তত্র পতনম্। ৪১। বিলম্বস্ত-
পুরে কৃষা প্রাকারং চাপ্যাকারয়ৎ। বসন্তত্র
নৃপোহোহসৌ নির্জিত্য পৃথিবীমিমাম্। ৪২।
যথোক্তং দেবদেবেন কীরপ্রকালনাদিকম্। কৃষা
প্রাকারনির্মাণং কর্তুমুদযোগমায়যৌ। ৪৩। তদানীং
দেবদেবেন স্বম্মাজাপিতো নৃপঃ। তিস্তিভীঃ চম্পকং
চোভৌ পালরৈতো নগোত্তমো। ৪৪। মম চাহানিকৌ
চিকি লক্ষ্যাঃ স্থানক চম্পকঃ। নমস্কার্যো নৃপৈস্তৌ হি
কবিদেবনরৈঃ সদা। ৪৫। সংস্থাপ্যাতৌ নৃপশ্রেষ্ঠ
ক্ষেত্রমাস্ত্রাগোত্তমান্। প্রাকারমাত্রং কুরু মে
স্মারগোপুসংযুতম্। ৪৬। বিমানং তু ভবদ্বংস্তো

গণসমীপে এই কৃতান্ত বলিয়া রাজিতে শয়ন করিয়া
রহিলেন। অনন্তর তিনি স্বপ্নযোগে দেখিতেছেন,
যেন জীনিবাস তাঁহার সমুখে দণ্ডায়মান হইয়া
সুরঙ্গপথ দেখাইয়া দিতেছেন এবং তরিশুর হইতে
সুরঙ্গপথ পর্যন্ত পল্লব বিক্ষিপ্ত করিতেছেন। রাজা
রজনীতে এইরূপ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া প্রভাতে
গাত্রোথানপূর্বক সহস্র মন্ত্রী, প্রজা ও ব্রাহ্মণগণকে
আহ্বান করিয়া তথাবিধ স্বপ্নকৃতান্ত জ্ঞাপন করিলেন
এবং সত্য সত্যই দেখিতে পাইলেন, দ্বারে পল্লব
পড়িয়া রহিয়াছে। অনন্তর রাজেন্দ্র তৌগমান
ভূত মুহূর্তে যাত্রা করিয়া হ্যারোহণে পল্লব সন্দর্শন
করিতে করিতে প্রীতিভরে ধীরে ধীরে সুরঙ্গপথে
অগ্রসর হইয়া জীনিবাসপুরে উপনীত হইলেন।
তিনি পুর দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তথায় অস্তঃপুর,
পতন প্রাকারাদি নির্মাণপূর্বক পৃথিবী জয় করিয়া
বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা দেবদেবা-
দিত্ত কীরপ্রকালন ও প্রাচীরনির্মাণাদি কার্য্য নির্বাহ
করিয়া গমনে উদ্যত হইলে স্বপ্নঃ দেবদেব জীনিবাস
পুনরায় আহ্বান করিলেন,—হে নৃপোত্তম। এই যে
পল্লবতক্ষা তিস্তিভী ও চম্পক দেখিতেছ, ইহা যথাক্রমে
কিষ্কিন্দ্র এবং লক্ষীর অধিষ্ঠান। নৃপ, কবি, দেব ও
মর্ত্যগণসকল এই নগরকে প্রণাম করিয়া থাকেন;
সুতরাং তুমিও নৃপোত্তম। অতীত কৃষ্ণকলকে ছেদন

নায়া নারায়ণো বৃণ। করমিহাতি মন্ত্রিঃ
স্বর্নোজকরিত্যতি। ৪৭। জীবরাহ উবাচ।
এবমুকা তৌগমানঃ বিস্ময়ায় মিরঃ পতিঃ। ৪৮।
এবং দেববচঃ কৃষা কৃষা প্রাকারমেব চ।
পূজয়ামাস মুনিভির্বৈধানসকুলোত্তমৈঃ। ৪৯। নিত্যং
বিলেন চাগত্য দেবং নহা নৃপোত্তমঃ। রাজ্যং
চকার ধর্ম্মেণ ভূজানো ভোগমুত্তমম্। ৫০। এতশ্চি-
মেব কালে তু দক্ষিণাত্যো দ্বিজোত্তমঃ। ৫১।
গঙ্গাপ্রানায় গচ্ছন বৈ সদারঃ প্রযযৌ পুরাৎ। মার্গেহ
গতিণী জাতা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণঃ স চ। ৫২। তাং তু
গর্তবতীঃ দৃষ্টা স্বাক্ষাভুগমনেহকমাম্। রাজানং
জুইকামোহসৌ রাজহারমুপাগমৎ। ৫৩। দ্বাঃহেনা-
জাপিতো রাজা তমাহুয় দ্বিজোত্তমম্। পূজয়িত্বা
তু বিধিবৎপত্রচ্ছ কুশলং দ্বিজম্। ৫৪। রাজোবাচ।
কিমাগমনকৃত্যং তে কিং করিষ্যাম্যহং দ্বিজ।
ব্রাহ্মণ উবাচ। বাসিষ্ঠো বীরশর্মাহঃ সাযবেদী
নৃপোত্তম। ৫৫। সাদরো নির্গতো রাজন গঙ্গাপ্রানায়

ও প্রাচীর নির্মাণ করিয়া ইহাদিগকে পালন কর।
৩৪—৪৬। হে নৃপ! তোমার বংশধর রাজা নারায়ণ
নামে প্রসিদ্ধ মদীয় জনৈক ভক্ত বিমান নির্মাণ করিয়া
স্বর্ণদ্বারা ঐ বিমান অলঙ্কৃত করিবে। বরাহ বলি-
লেন,—রম্যপতি রাজা এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে
রাজা তৌগমান দেববাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাকার
নির্মাণ-পূর্বক বৈধানসবংশোৎপন্ন মুনিগণ দ্বারা
জীনিবাসের পূজা করাইলেন এবং নৃপোত্তম নিত্য
সুরঙ্গপথে আগমন করিয়া দেবকে নমস্কার করত
উত্তম ভোগ্য উপভোগ করিয়া ধর্ম্মাঙ্গসারে রাজ্য
পালন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দক্ষিণা-
পথবাসী দ্বিজোত্তম বীরশর্মা গঙ্গাপ্রানে অভিনাবী
হইয়া পত্নীসহ পুর হইতে বহির্গত হইলেন। অন-
ন্তর পথগমনকালে তদীয় পত্নী গর্তবতী হইলে
ব্রাহ্মণ গর্তবতী পত্নীকে তাঁহার অঙ্গগমনে অকম
দেখিয়া রাজদর্শন-অভিনাবে রাজদ্বারে উপনীত
হইলেন। অনন্তর রাজা দ্বারাপালগণের মুখে ব্রাহ্ম-
ণের আগমনকৃতান্ত শ্রবণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে
সত্যয় আহ্বান করিলেন এবং যথাবিধি পূজা করিয়া
কুশল প্রদান করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে দ্বিজ। আপনার আগমনের কারণ কি,
আমি আপনার কোন শ্রীর কার্য্য সাধন করিব?
ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—হে নৃপোত্তম। রশ্মিভগ্ন
আমির জয়, মম বীরশর্মা, এবং আমি সামন্তবর্গ।

সাদরঃ । মাং ৫ গভীণী চেয়কৌশিকী পুণ্যশালিনী ।
৫৬ । নানা লক্ষ্যমিতি খ্যাতা সুশীলা চ পতিব্রতা ।
সংসারোন্মাদঃ ক্রম গৃহে ভ্রাতঃ নির্বর্তমান্যহম্ ৫৭ ।
কৃত্যজ্ঞান প্রযচ্ছাতি যথেষ্টঃ ভক্তবেতনে ।
ভাবক রক্ষ্যতাঃ লক্ষ্যবিদগমনঃ মম ৫৮ ।
জীবরাহ উবাচ । রাজা তন্ত বচঃ শ্রুত্বা ততুলানি
ধনানি । দয়া বধ্যাসপর্যন্তঃ গৃহমন্তঃপুরে দদৌ ৫৯ ।
৬০ । তাঃ স্তম্ভ শ্রাব্যঃ শ্রীতো গঙ্গানানায় নির্ঘয়ো ।
গঙ্গা ভাগীরথীং গঙ্গাঃ প্রয়াগে ক্ষেত্র উত্তমে ৬০ ।
স্নাত্ব কানীঃ ততো গঙ্গা তত্রোষিহা দিনত্রয়ম্ । গয়াং
প্রাপ্য পিতৃশ্রাদ্ধমকরোদব্রাহ্মণোত্তমঃ ৬১ ।
গঙ্গাযোধ্যামপি পুরীং প্রযযৌ বদরীবনম্ । শালগ্রামঃ
ততো গঙ্গা স্বদেশঃ প্রতি নির্ঘয়ো ৬২ ৥ সংবৎ-
সরময়েহতীতে চৈত্রে মাসি শুভে দিনে । নিবৃত্তো-
হসৌ বিজয়েষ্ঠঃ শনৈরাগত্য মাধবে ৬৩ ৥ একাদশ্যাং
শুক্লপক্ষে পুরা রাজানমাযযৌ । রাজা তু বিস্মৃত্য
তদা ব্রাহ্মণীং মানসরূপঃ ৬৪ ৥ ব্রাহ্মণী মানিনী

হে রাজন! আমি আদর সহকারে পত্নীর সহিত
গঙ্গানানে আগমন করিলে আমার এই পুণ্য-
শালিনী পত্নী গভীণী হন। ইনি কৌশিকবংশোদ্-
ভবা, সুশীলা পতিব্রতা এবং লক্ষ্মী নামে বিখ্যাতা।
আমি ইহাকে আপনার গৃহে রাখিয়া ব্রতাদি নির্বাহ
করিতে অভিলাষী হইয়া এখানে আগমন করি-
য়াছি; অতএব হে রাজন! আমি যত দিন
না প্রত্যাবর্তন করি, তাবৎ আপনি এই মঙ্গল
পত্নী লক্ষ্মীকে যথাভিলষিত ভোজ্য ও বেতন
দানে রক্ষা করুন। বরাহ বলিলেন,—রাজা
ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে
বাসস্থান এবং ছয় মাস পর্যন্ত চলিতে পারে
এইরূপ তত্ত্ব ও ধনাদি দান করিলেন।
ব্রাহ্মণও পত্নীকে রাজভবনে স্তম্ভ করিয়া শ্রীতমনে
গঙ্গানানার্থ বহির্গত হইলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণোত্তম
উত্তম প্রয়াগক্ষেত্রে গমনপূর্বক ভাগীরথীজলে স্নান,
ভক্তসত্তর কানীগমন ও তথায় দিনত্রয় অবস্থান করিয়া
গয়ায় আসিয়া পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলেন; তারপর
অযোধ্যাপুরী, বদরীবন ও শালগ্রাম তীর্থদর্শন
করিয়া নিজ দেশের দিকে অগ্রসর হইলেন।
এইরূপে বৎসরব্যয় অতীত হইলে চৈত্রমাসের শুভ
দিনে ব্রাহ্মণোত্তম প্রতিমিবৃত্ত হইলেন এবং ধীরে
ধীরে চৈত্রমাস অতীত করিয়া বৈশাখমাসের শুক্লা-
একাদশীতে পুনরায় রাজারি নিবর্ত গমন করিলেন।

গেহে যত্ন শুকা বহুবৎ ৫। বীরশর্মা ততো বিপ্রো
গঙ্গাতোয়করওকম্ ৬৫ ৥ বিমুচ্য বন্ধনং যেকঃ
গঙ্গাতঃকরকঃ শুভম্ । প্রদায় রাজো পথক পত্নী
কুশলিনীতি মে ৬৬ ৥ শ্রুত্বা রাজা বিপ্রঃ তা
স্বীয়তামিতি চারবীৎ । অন্তঃপুরঃ তত্রো গঙ্গা
তামপশ্চাত্তাং গৃহে ৬৭ ৥ অমুচ্য ব্রাহ্মণে ততৈব
প্রবিশ্ব বিলম্বতমম্ । শ্রীনৃসিংহঃ নমস্কৃত্য পুনঃ প্রাপ্য
বিলোত্তমম্ ৬৮ ৥ শ্রীনিবাসঃ যযৌ জইঃ কুসুমি-
সহিতঃ পরম্ । তং দৃষ্ট্বা সহসায়ান্তঃ কুগুহাতে
ধরারমে ৬৯ ৥ প্রণমন্তমবোচন্তঃ কিমকালে
নুপাগতঃ । নুপোহবদৎ প্রণম্যোশঃ ভীতোহথ
ব্রাহ্মণীঃ স্তম্ভম্ ৭০ ৥ তচ্ছ্রুত্বা দেবদেবোহপি
মা ভৈ রাজন বিজ্ঞোত্তমাৎ । আন্দোলিকাঃ
তামোরাপ্য স্বীতিঃ স্বাতিঃ সমবিতাম্ ৭১ ৥
মদালয়াৎ পূর্বভাগে দাদস্তাঃ নাপয় প্রভো ।
অহিনামি সরস্বত্মিন্নপমৃত্যানিবারণে ৭২ ৥ প্রাপ্তজীবা
সমঃ স্বীতিব্রাহ্মণেন চ যোজ্যতে । শীঘ্রং যাহি

এদিকে রাজাও বিস্মৃত হইয়া ব্রাহ্মণীর আর কোন
সংবাদ লন নাই, মানিনী ব্রাহ্মণী অনাহারে মৃত ও
শুক হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর বিপ্র বীরশর্মা
রাজার সমীপে আগমনপূর্বক গঙ্গাজলের করওক
(পেটরা) হইতে একটি গঙ্গাজলের কমণ্ডলু ধূনিয়া
লইয়া রাজকরে অর্পণ করত পত্নীর কুশল জিজ্ঞাসা
করিলেন ৬৭—৬৮। রাজা বিপ্র বীরশর্মার বাক্যে
তাঁহাকে “কিছুকাল অপেক্ষা করুন” এই উত্তর
দিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া দেখিলেন, ব্রাহ্মণী
গৃহে মরিয়া রহিয়াছেন। রাজা এই ব্যাপার দর্শন
করিয়া ব্রাহ্মণকে কিছুই বলিলেন না, তিনি
সেই উদ্ভয় সুরূপথে প্রবেশ করিলেন এবং
শ্রীনৃসিংহকে নমস্কার করিয়া পুনরায় কুমির সহিত
শ্রীনিবাসের দর্শনমানসে গমন করিলেন। তাঁহাকে
আসিতে দেখিয়া বসা ও ধরা লুকাহিত হইলেন।
অনন্তর তথায় উপনীত হইয়া দেবেশকে প্রণাম
করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে নৃপ! তুমি
সহসা অকালে কি জন্ত আগমন করিয়াছ? ভীত
রাজা শ্রীনিবাসকে প্রণাম করিয়া মৃত ব্রাহ্মণীর বিষয়
নিবেদন করিলেন। দেবদেব নৃপবাক্য শুনিয়া উত্তর
করিলেন,—রাজন! ব্রাহ্মণ হইতে ভীত হইও
না। হে নৃপ! আমার আশ্রয়ের পূর্বভাগে
অহিনামক এক সরোবর আছে, ঐ সরোবর
অপমৃত্যানিবারক; তুমি তোমার পুরস্কৃতপনসহ হত
ব্রাহ্মণপত্নীকে সেখানে আরোহণ করাইয়া যাহার

নৃপশ্রেষ্ঠ যথোক্তঃ বচনঃ কুরু ॥ ১৩ ॥ ইতি দেববচঃ
কুহা প্রযযৌ স্বপুং নৃপঃ ॥ আন্দোলিকাপু রম্যানু
ত্রিণ আরোপ্য তামপি ॥ ১৪ ॥ ত্রাঙ্গণং চ পুরস্কৃত্য
ভ্রুং দেবঃ যযৌ নৃপঃ ॥ অস্থিকূটসরঃ প্রাপ্য
শ্রাপন্নামসি তাঃ স্থিঃ ॥ ১৫ ॥ স্বগন্ধিরূপা সা চাপি
তাতিঃ কিস্তা সরোবরে ॥ প্রাপ্তজীবা যথাপূৰ্ণঃ
সুব্যগ্রিহশরীরজা ॥ ১৬ ॥ উখিতা সরসঃ শ্রাভা
রাজীতিঃ সহস্রদলা ॥ প্রাপ্তা চ ত্রাঙ্গণঃ প্রীতা
ভর্তারঃ পুনরাগতম্ ॥ ১৭ ॥ রাজা হরিং পূজয়িত্বা
ত্রাঙ্গণায় ধনং দদৌ ॥ সহস্রনিকপধ্যস্তঃ বহুগি
বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥ স্বদেশগমনায়েব সাদরঃ
বিসমজ্ঞ হ ॥ বিপ্রঃ কুহা স্থিয়ো বৃত্তঃ প্রভাবঃ
রেকটেশিতুঃ ॥ ১৯ ॥ আলীঃ প্রযুক্ত্য রাজ্যেহথ
স্বদেশঃ প্রযযৌ বিজঃ ॥ বিপ্রে গতে ত্রিনিবাসো
রাজানং পুনরববীৎ ॥ ২০ ॥ দিনে দিনে চ মধ্যাহ্নে
নৈবেদ্যানস্তরং নৃপ ॥ আগত্য মামর্চয়িত্বা যথেষ্টং

দিবস অস্থিসরোবরে স্নান করাও ॥ এইরূপ
করিলেই ত্রাঙ্গণপত্নী জীবিত হইবেন ॥ তৎপর
তোমার পুরনারীরা ত্রাঙ্গণীকে লইয়া গিয়া ত্রাঙ্গণের
সহিত মিলিত করিয়া দিবে ॥ হে নৃপশ্রেষ্ঠ ॥ তুমি সহর
গমন করিয়া আমার বাক্যপালন কর ॥ অনন্তর দেব
বাক্যে রাজা নিজপুরে গমন করি ॥ এক মনোরম
আন্দোলিকায় নিজ পুরহী ও ত্রাঙ্গণীকে আরোপিত
করিয়া ত্রাঙ্গণকে লাগে রাখিয়া ত্রিনিবাসের দর্শনার্থ
গমন করিলেন এবং অস্থিকূট সরোবর সমীপে গমন
করিয়া স্ত্রীগণকে তথায় স্নান করাইলেন ॥ অনন্তর
পুরনারীগণ কর্তৃক ত্রাঙ্গণপত্নীর অস্থি অস্থিসরোবরে
মিক্ষিত হইবামাত্র ত্রাঙ্গণপত্নী জীবন লাভ করি-
লেন এবং তাঁহার পূর্বেও যেরূপ শরীর ছিল,
একদাও তদ্রূপই সুব্যগ্রিত হইয়া উঠিল ॥ তিনি
রাজীগণ সহ স্নান করিয়া সরোবর হইতে
উখিত হইলেন এবং মঙ্গলযুক্ত হইয়া পুনরায় স্বামীর
সমীপে গমনপূর্বক পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥
রাজাও হরির পূজা করিলেন এবং ত্রাঙ্গণকে সহস্র
নিকধন ও বিবিধ বহুদান করিয়া স্বদেশগমনার্থ
সাদর বিদায় দিলেন ॥ বিপ্র বীরশর্মা পত্নীর
কৃত্যের জন্য, বেকটেশ্বরের প্রভাব দর্শন এবং
রাজীকর আশীর্বাদ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন ॥
বিপ্রসিদ্ধি গলে ত্রিনিবাস পুনরায় রাজাকে বলি-
করিতে আসিল ॥ তুমি প্রতিদিন মধ্যাহ্ন সময়ে
আগিয়া আমার আগমনপূর্বক বিবিধ নৈবেদ্য ও স্বর্ণ

স্বর্ণপত্রজৈঃ ॥ ২১ ॥ গহা পুরীঃ স্বদেশেণ রাজ্যঃ
কুরু নরাধিপ ॥ যদ্যদিষ্টং তব নৃপ ভবিষ্যতি ন
সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ নাগভব্যমকালে তু যদা নৃপ কদাচন ॥
এবং কালার্চনং কুহা গহা স্বঃ স্বপুরে যদ ॥
২৩ ॥ রাজোবাচ ॥ তথা কীরিয়ে দেবেশ মধ্যাহ্নে
চার্চয়াম্যহম্ ॥ ইতি দেবাজ্ঞয়া নিত্যমর্চয়ন কর্ণ-
পত্রজৈঃ ॥ ২৪ ॥ তদুৎ তুলসীপুষ্পং জাহরণস্তং স
মুগ্ধম্ ॥ ২৫ ॥ বিস্থিতো দেবদেবেশমপূজয়নসন্তমঃ ॥
রাজোবাচ ॥ কেনার্চ্যাসে মুগ্ধয়েচ্চ কমলৈস্তুলসীসমৈঃ ॥
২৬ ॥ রাজা পৃষ্ঠো দেবদেবঃ স্মৃদ্বা রাজানমববীৎ ॥
কশ্চিৎ কুলালো মন্ত্রভঃ কুর্কগ্রামে বসত্যসৌ ॥ ২৭ ॥
সমুৎসেহর্চয়তে রাজঃ স্তদঙ্গীক্রিয়তে যদা ॥ ইতি
দেববচঃ কুহা তং ভ্রুং প্রযযৌ নৃপঃ ॥ ২৮ ॥ গহা
কুর্কপুরং তস্য কুলালস্য গৃহং যযৌ ॥ রাজানমাগতং
দৃষ্টা প্রণম্যোবাগতঃ স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥ স্থিতঃ উৎ ভীম-
নামানং পপ্রচ্ছ নৃপসন্তমঃ ॥ তোণ্ডমাহুবাচ ॥ ভীম
পূজয়সে দেবঃ কথং বদ কুলোত্তম ॥ ৩০ ॥ জীবরাহ

কমল দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় স্বপুরে গমন করত
ধর্মতঃ রাজ্য পালন কর ॥ হে রাজন ॥ এইরূপ
করিলে তোমার যাহা যাহা অভীষ্ট, তৎসমস্তই প্রাপ্ত
হইবে; সন্দেহ নাই ॥ হে নৃপ! অকালে কখনও
তুমি আগমন করিও না এবং যথাকালে অর্চনা
করিয়া স্বর্গবাস লাভ কর ॥ রাজা নিবেদন করিলেন,
—হে দেবেশ! আপনার আদেশে আমি মধ্যাহ্ন-
সময়েই পূজা করিব ॥ এই বলিয়া রাজা ত্রিনিবাসের
আদেশে সতত স্বর্ণ-কমলদ্বারা তাঁহাকে পূজা
করিতে লাগিলেন ॥ ৩১—৩৪ ॥ অনন্তর রাজা একদা
মুগ্ধ তুলসীপুষ্প দর্শন করিয়া বিস্ময় সহকারে দেব-
দেবেশকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ রাজা বলিলেন,—
আপনি মুগ্ধ কমল বা তুলসীদলদ্বারা কেন পূজিত
হন? রাজার প্রশ্নে কর্ণকাল চিন্তা করিয়া ত্রিনি-
বাস উত্তর করিলেন,—কুর্কগ্রামে আমার ভক্ত
জৈনক কুন্তকার বাস করে, হে রাজন ॥ ঐ কুন্ত-
কার নিজের গৃহে থাকিয়া যে অর্চনা করে, আমি
তাঁহা অঙ্গীকার করিয়া থাকি ॥ অনন্তর দেববাক্য
শ্রবণ করিয়া রাজা সেই কুন্তকারের দর্শনমানসে
কুর্কপুরে কুন্তকারের গৃহে উপনীত হইলে কুন্তকার
রাজাকে দর্শনপূর্বক প্রণত হইয়া তাঁহার সমুপে
দণ্ডায়মান হইল ॥ নৃপশ্রেষ্ঠ তোণ্ডমান ভীম নামক
কুন্তকারকে তথ্যবিধরণে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন ॥ রাজা বলিলেন,—হে কুলোত্তম ভীম!

উবাচ। পুত্রঃ প্রাণ কুলানোহপি জাতু জানে ন চাক্ষরম্। কেনোক্তং নৃপতিশ্রেষ্ঠ কুলানোহর্চয়তীতি হি। ১১। তোণ্ডমাহুবাচ। দেবেন জীনিবাসেন ময়োক্তং হি হৃদচর্চনম্। স তু জ্ঞানো নৃপবচঃ শ্রুয়া দেববরং পুরা। ১২। ভীম উবাচ। যদা প্রকাশিতা পূজা যদা রাজা সমাগতঃ। তোণ্ডমাংস্তেন সংবাদ-স্তদা মোক্ষং গমিষ্যসি। ১৩। ইতি পূর্বং বরং দেবো দত্তবান্ বেকটেবরঃ। ১৪। ইত্যুক্তাধ কুলানো-হপি পত্ন্যা সাক্ষং তথৈব চ। বিমানমাগতং দৃষ্টা দেবঃ দৃষ্টা জনাৰ্দ্দনম্। ১৫। প্রণমন প্রজহৌ প্রাণান্ সদারো তত্ত্বসত্তমঃ। পশুতো রাজরাজশ্চ বিমান-মধিকৃৎ চ। ১৬। দিব্যরূপধরো দেব্যা সাক্ষং বিষ্ণু-পদং যযৌ। দৃষ্টা রাজাভূতং তত্র স্বপুত্রং প্রাপ্য হৰ্ষিতঃ। ১৭। স্বপুত্রং জীনিবাসাখ্যমভিষিচ্য বিধানতঃ। পরিপালয় ধর্মেন মানবাংশ্চ বনুজরাম্। ১৮। ইত্যাজ্ঞাপ্য সূতং ধীমাংস্ততাপ পরমং তপঃ। তপাতস্তশ্চ দেবোহপি প্রত্যক্ষমভবদ্ধরিঃ। ১৯। আরুহ্য গরুড়ং দেবো রমাত্মিসমধিতঃ। ১০০।

ভূমি জীনিবাসকে কিরূপে পূজা কর, আমার নিকট বল। বরাহ বলিলেন,—নৃপ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কুন্তকার উত্তর করিল,—আমি কখনও অর্চনা জানি না, হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! কুন্তকার পূজা করে, একথা আপনাকে কে বলিল? রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—জীনিবাসদেব আমার সমীপে তোমার পূজার বিষয় বলিয়াছেন। অনন্তর রাজার কথা শুনিয়া দেবদেবকে স্বরণপূর্বক ভীম উত্তর করিল,—“যৎকালে তোণ্ডমান আসিয়া পূজা আবিষ্কার করি-বেন এবং যখন তুমি ঐ রাজার নিকট এই সংবাদ শ্রবণ করিবে, তখন তোমার মুক্তি হইবে” পূর্বে বেকটপতি আমাকে এইরূপ বর দান করিয়াছেন। এই কথা বলিবামাত্র এক বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। তত্ত্বসত্তম কুন্তকার ভীম পত্নীর সহিত দেব জনাৰ্দ্দকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল এবং রাজার সমক্ষেই দিব্যরূপ ধারণপূর্বক বিমানারোহণে বিষ্ণুপুত্রের গমন করিল। তখন ধীমান রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া দৃষ্টান্তঃকরণে স্বপুত্রে প্রত্যাহৃত হইলেন এবং জীনিবাসাখ্য সীম তনয়কে যথাবিধি অভিব্যক্ত করিয়া তাঁহার প্রতি আদেশ করিলেন,—হে পুত্র! বর্ষাহুসারে বনুজরা ও রামবংশকে প্রতিপালন কর। পুত্রের প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া ধীমান তোণ্ডমান হৃদয় তপ-

জীভগবাহুবাচ। কিং কনোমি নৃপশ্রেষ্ঠ তপসা তোষিতস্তব। ইত্যুক্তো দেবদেবেন তোণ্ডমানপি রাজরাট্। ১০১। জীতিমান্ প্রাণলিভুয়া সগদগদ-মুবাচ হ। যল্লোকে বহুমিচ্ছামি জরামরণবর্জিতৈ। ১০২। ইদমেব বরং দেহি মাধবৈক্স্ময়েষিতম্। ১০৩। জীবরাহ উবাচ। ইত্যুক্তা নিপশাতোক্ষ্যা সপ্তীকং দেবসন্নিধৌ। তদা কলেবরং মুক্তা বিমানং হারুরোহ চ। ১০৪। গরুড়ৈঃ স্তম্যমানোহসৌ সারূপ্যং প্রাপ্য শার্ঙ্গিনঃ। যচ্ছোকমোহরহিতং জরা-মরণবর্জিতম্। ১০৫। পুনরাবৃতিরহিতং তদ্বিকোঃ পদমাযযৌ। ১০৬। এতদ্বিবিধ্যং দেবেশি ময়োক্তং বরবর্ণিনি। যঃ শ্রাবয়েদ্যঃ শৃণুয়াদ্বিকুলোকং স গচ্ছতি। ১০৭। জীহৃত উবাচ। ইত্যুক্তং দেব-দেবেন সতবিধ্যং মহোত্তরম্। শৃণুয়াদ্যঃ পঠেতস্তা কথ্যং পুণ্যং পুরাতনীম্। ১০৮। স তু ভূক্তা-পিলান্ কামানস্তে বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ। ১০৯।

ইতি জীকান্দে ধরণীবরাহসংবাদে ভবিষ্যদ্বর্ণনে
তোণ্ডমচ্চক্রবর্তিকৃতবর্ণনং নাম দশমো-
হধ্যায়ঃ। ১০।

শ্রবণ করিতে থাকিলে ভগবান্ দেব হরি রমা ও ভূমির সহিত গরুড়ারোহণে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন এবং বলিলেন,—হে নৃপ-শ্রেষ্ঠ! তোমার তপস্যায় জীত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার কি প্রিয়কাৰ্য্য করিব? দেবদেব এইরূপ বলিলে সম্রাট্ তোণ্ডমানও জীতিভরে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্বক গদগদবাক্যে নিবেদন করিলেন,—হে মাধব! জরামরণবর্জিত তোমার বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিতে ইচ্ছা করি, ইহাই আমার অতীষ্টবর, এক্ষণে আমাকে এই বর প্রদান করুন। বরাহ বলিলেন,—রাজা এই কথা বলিয়া সপ্তাঙ্গে প্রণিপাত-পুরঃসর জীনিবাসসন্নিধানে ভূমিতে পতিত হইলেন এবং সদ্যঃ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তোণ্ডমান শার্ঙ্গীর সারূপ্য প্রাপ্ত হইলে গরুড়গণ কর্তৃক স্তম্যমান হইয়া শোকমোহবিহীন জরামরণবর্জিত পুনরাবৃতিরহিত বিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করিলেন। বরাহ বলিলেন,—দেবেশি! এই আমি তোমার নিকট ভবিষ্য ইতিকৃত কীর্তন করিলাম। যে যাক্তি ইহা শ্রবণ করে বা শ্রবণ করায় সে বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকে। হৃদ বলিলেন,—দেবদেব জীনিবাস এইরূপে মহোত্তর ভবিষ্য কৃতান্ত করিয়াছেন। যে

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বীকৃত উবাচ । অখাতঃ সস্ত্রাদক্ষ্যামি আমি-
পুষ্করিণীং ততাম্ । লক্ষীকৃত্য কথামেকাং পবিত্রাং
বিজসত্তমাম্ ॥ ১ ॥ কাঞ্চপাথো বিজঃ পূৰ্বমন্দি-
তীৰ্ণবরে শুভে । আবাতিমহতঃ পাপাধিমুক্তো
নরকপ্রদাৎ ॥ ২ ॥ স্বয়মুচুঃ । মূনে কাঞ্চপনামা-
সাবকরোঃ কিং হি পাতকম্ । আত্মা তীৰ্ণববে হতু
যজ্ঞানুকোহভবৎ কণাৎ ॥ ৩ ॥ এতন্নঃ ব্রহ্মধা-
মানাঃ আহি স্ত ত কৃপাবলাৎ । স্বচোহমৃততপ্তানাম্
ন পিপাসাপি বিদ্যতে ॥ ৪ ॥ স্বীকৃত উবাচ ।
স্বীকৃত্যমি পুষ্করিণ্যাং মহাভ্যাগ্ৰতিপাদকম্ । ইতি-
হাসং প্রবক্ষ্যামি পঠতাং পাপনাশনম্ ॥ ৫ ॥ অতি-
মহ্যমুতো রাজা পবীকিরাম নামতঃ । অধ্যাত্ত
হাস্তিনপুরং পালয়ন ধর্ম্যতো মহীম্ ॥ ৬ ॥ স বাজা
জাতু বিপিনে চচার যুগয়ারতঃ । বটিবর্ষবয়া ভূপঃ

ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এই পুরাতন পুণ্যকথা অবগণ বা
পাঠ করে, সে অধিল কামনা উপভোগ করিয়া
অন্তকালে বিষ্ণু পদে গমন করিয়া থাকে ৮৫—১০৯।
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

স্বীকৃত বলিলেন,—হে বিজসত্তমগণ । অনন্তর
সুশোভনা স্নানপুষ্করিণী লক্ষ্য করিয়া এক পবিত্র
উপস্থান কীর্জন কবিতেনি । পূর্বকালে কাঞ্চপ
নামক জনৈক বিজ এই পুণ্য তীর্থে স্নান করিয়া
নরকপ্রদ অতিমহৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া-
ছিলেন । অবিগণ জিজ্ঞাসা কবিলেন,—হে মূনে ।
বিজ কঞ্চপ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যে, এত
তীর্ণবর আমিপুষ্করিণীতে স্নান করিয়া সেই পাতক
হইতে সদা মুক্ত হন ? হে স্বীকৃত । ইহা শুনিবার
জন্য আমাদের ব্রহ্মা জন্মিয়াছে ; অতএব কৃপাপূর্বক
কীর্জন করুন, বিশেষতঃ আপনার বাক্যমতে তপ্ত
হাস্ত্যাম্ব আমাদের অব্যাহতের পিপাসা দূরীকৃত
হইতেছে । স্বীকৃত উত্তর করিলেন,—আমিপুষ্করিণী
মহাভ্যাগ্ৰতিপাদক ইতিহাস, কহিতেছি, ইহা পাঠ
করিলে স্নানকরণের নিবিল পাপ বিদূরিত হয় ।
অতীত রাজা পবীকিরাম হস্তিনাপুরে বাস
করিতেন ; বটিবর্ষবয়সে পালয়ন করিতেন ; বটিবর্ষ-

কৃষ্ণাপরিপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥ নষ্টমেকং ন বিশিনে
মার্গয়ম্ যুগয়ারতঃ । ধ্যানাক্রুতঃ মুনিঃ বৃদ্ধো
ভূপালকোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ ময়া বাণেন বিশিনে যুগো
বিকোহুনা মূনে । বৃষ্টে স কিং যদা বিবন বিজতো
ভয়কারতঃ ॥ ৯ ॥ সমাধিনিষ্ঠো মোনিহার কিঞ্চিদপি
সোহব্রবীৎ । ততো ধনুর্ঘটন্তা স কক্কে তন্ত মর্দ-
মূনেঃ ॥ ১০ ॥ নিধায় মৃতসর্পং কুপিতঃ স্বপুং
যযৌ । মূনেস্তস্মৈ স্মৃতঃ কশিচ্ছদী নাম বভূব বৈ ॥
১১ ॥ সখা তন্ত কৃশাখ্যোহুচ্ছদীপো বিজসত্তমঃ ।
সখায় শূদ্রিং প্রাহ কৃশাখ্যঃ স সখা ততঃ ॥ ১২ ॥
পিতা তব মৃতং সর্পং কক্কেন বহতেহুনা । যা ভূদর্প-
স্তব সখে মা ক্ৰুধ্যস্মিদং বৃথা ॥ ১৩ ॥ সোহব্রবৎ
কুপিতঃ শূদ্রী দিগ্ধুঃ শাপং নৃপায় বৈ । যত্নাতে
শবসর্পং যো স্তম্বান মুচ্যেতনঃ ॥ ১৪ ॥ স সপ্ত-
বাজান্ ম্রিয়তাং সন্দষ্টস্তককাহিনা । শশাপৈবং
মুনিমৃতঃ সৌভদ্রেয়ং পবীকিতম্ ॥ ১৫ ॥ শমী-
কাপ্যঃ পিতা স সপ্তং ব্রহ্মা স্মৃতেন তম্ । নৃপং

বয়স্ক যুগযাবত বাজা পবীকিরাম কদাচিৎ বনে বিচ-
রণ কবিতেনি কবিতেনি কৃশাখ্যাকুল হইয়া তাঁহার
বাণে আত্মত এক যুগ অদ্বৈষণ কবিতেনি থাকেন ।
অনন্তর নৃপশ্রেষ্ঠ পবীকিরাম ধ্যানাক্রুত এক মুনিকে
সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মূনে । আমি
অবগণ মাধ্য এক যুগকে বিদ্ধ কবিয়াছি, তৎকালতর
ঐ যুগ বাণবিদ্ধ হইয়া ক্রতবেগে পলায়ন করিয়াছে,
আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন কি ? কিন্তু সমাধি-
মান মোনী মুনি তাঁহার বাক্যে কোনই উত্তর
কবিলেন না । নৃপতি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ধনুর্ঘট
দ্বারা এক মৃত সর্প আনয়ন করিয়া সেই মর্দমুনির
কন্দদেশে নিক্ষেপপূর্বক স্বপুরে প্রত্যাবর্তন কবি-
লেন । মুনিব শূদ্রী নামে এক জনম ছিল ।
তাঁহার সখা বিজসত্তম কৃশ, অনন্তর শূদ্রসখা কৃশ
শূদ্রীকে বলিল,—সম্প্রতি তোমার পিতা কক্কে
এক মৃত সর্প বহন কবিতেনি । অতএব হে সখে !
আব তুমি আমাদ প্রতী দর্প প্রদর্শন করিও না,
কেননা তোমার গর্ভ বৃথা । সখার কথায় শূদ্রী মৃতসর্প-
দাতা নৃপের প্রতি কুপিত হইয়া অভিমান প্রদানে
উদ্যত হইলেন এবং তিনি বলিলেন,—“যে হত-
জ্ঞান মোহবশত আমার পিতার কক্কে মৃত সর্প
ভাত্ত করিয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তরাজমধ্যে ভয়ক-
বংশনে তাঁহার মৃত্যু হউক” মুনিজনম শূদ্রী পুত্র-
জনম রাজা পবীকিরামকে এইরূপে অভিমান করিলেন

প্রোবাচ তনয়ঃ শূনিপুংস্বঃ ॥ ১৬ ॥ রক্ষকঃ
সর্বলোকানাং নৃপঃ কিং শপ্তবানসি । অরাজকে
বয়ং লোকে হ্যন্ত্যামঃ কথমজ্জসা ॥ ১৭ ॥ ক্রোধেন
পাতকং ভূয়াক্ষয়য়া প্রাপ্যতে সুখঞ্চ । যঃ সযুৎপাদিতঃ
কোপঃ কময়েব নিরস্ততি ॥ ১৮ ॥ ইহ লোকে
পরজানাবত্যন্তঃ সুখমমুতে । কমাবুক্তা হি পুরুষা
লভন্তে শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ শমীকঃ স্বঃ
শিষ্যঃ প্রাহ গৌরমুখাভিধম্ । ভো গৌরমুখ গহা
স্বঃ বদ ভূপং পরীক্ষিতম্ ॥ ২০ ॥ ইমং শাপং মৎ-
সুতোক্তং তক্ষকাদিপদংশনম্ । পুনরায়াহি শীঘ্রং
স্বঃ মৎসমীপং মহামতে ॥ ২১ ॥ এবমুক্তঃ শমীকেন
যথো গৌরমুখো নৃপম্ । সমেতা চাত্রবীড়পং
সৌভদ্রেয়ং পরীক্ষিতম্ ॥ ২২ ॥ দৃষ্ট্বা সর্পং পিতুঃ
স্বন্ধে হয়া বিনিহিতং মৃতম্ । শমীকস্ত স্মৃতঃ শূদ্রী
শশাপ হ্যং কষাধিতঃ ॥ ২৩ ॥ এতদ্দিনাৎসপ্তমে-
হহি তক্ষকেণ মহাহিনা । দষ্টো বিষাগ্নিনা দন্ধো
ভূয়াদাভিমম্বাজঃ ॥ ২৪ ॥ এবং শশাপ হ্যং

রাজন্ শূদ্রী তন্ত মূনেঃ স্মৃতঃ । এতদ্বক্তৃং পিতা
তন্ত প্রাহিণোয়াং বদন্তিকম্ ॥ ২৫ ॥ ইতীরবিহা তং
ভূপমাত গৌরমুখো যথো । গতে গৌরমুখে পশ্চাদ্রাজা
শোকপরায়ণঃ ॥ ২৬ ॥ অত্রংলিহমবৌদ্ধকমেককৃতঃ
সুবিভূতম্ । মধ্যোগঙ্গং ব্যতস্থত মণ্ডপং নৃপ-
পুঙ্গবঃ ॥ ২৭ ॥ মহাগুরুভয়মজরোষধিভৈকিকিৎ-
সকৈঃ । তক্ষকস্ত বিবং হস্তং যত্র কূর্বন সমাহিতঃ ॥
২৮ ॥ অনেকদেবব্রহ্মবিরাজদিপ্রবরাধিতঃ । আন্তে
তন্মিন নৃপস্তম্বে মণ্ডপে বিষ্ণুভক্তিমান্ ॥ ২৯ ॥ তন্মি-
নবসরে বিপ্রঃ কাণ্ডপো মাস্তিকোত্তমঃ । রাজানং
রক্ষিতুং প্রায়ান্তককস্ত মহাবিবাৎ ॥ ৩০ ॥ সপ্তমে-
হহনি বিপ্রেন্দ্রো দরিদ্রো ধনকামুকঃ । অত্রান্তরে
তক্ষকোহপি বিপ্ররূপী সমাযযো ॥ ৩১ ॥ মধ্য-
মার্গং বিলোক্যথ কাণ্ডপং প্রত্যভাবত । ব্রাহ্মণ
স্বঃ কুত্র যাসি বদ মেহদ্য মহামুনে ॥ ৩২ ॥
ইতি পৃষ্টস্তদাবাদীৎ কাণ্ডপস্তক্ষকং দ্বিজঃ । পরী-
ক্ষিতং মহারাজং তক্ষকোহদ্য বিষাগ্নিনা ॥
৩৩ ॥ ধক্যতে তং শময়িতুং তৎসমীপমুপৈ-

পিতা মুনিপুঙ্গব শমীক তনয়ের নিকট এই বৃত্তান্ত
শ্রবণ করিয়া রাজার কথা উল্লেখ করিয়া তনয়কে
উপদেশ প্রদান করিলেন । মূনি বলিলেন,—পুত্র !
সর্বলোকরক্ষক রাজাকে কেন তুমি অভিশাপ
প্রদান করিলে ? এক্ষণে অরাজক রাজ্যে আমরা
নির্ভয়ে কিরূপে বাস করিব ? দেখ, ক্রোধ করিলে
পাপ হয়, আর দয়া দ্বারাই সুখলাভ হইয়া থাকে ;
যখনই ক্রোধের উদ্বেক হয়, তখনই ক্রমাবস্থা
উহার নিরাস করা উচিত ; যে ব্যক্তি এইরূপ করে,
সে ইহ-পত্র উভয়লোকেই অত্যন্ত সুখলাভ করিয়া
থাকে । আর ক্রমায়ুক্ত লোকই উত্তম শ্রেয়ঃ লাভ
করে । অনন্তর শমীক স্বীয় শিষ্য গৌরমুখকে
সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে গৌরমুখ ! তুমি
রাজা পরীক্ষিতসমীপে গমন করিয়া আমার
পুত্রমুখোচ্চারিত তক্ষকদংশনরূপ শাপবাণী তাঁহাকে
শ্রবণ করাও এবং হে মহামতে ! এইরূপ বলিয়াই
তুমি সর্বর আমার নিকট চলিয়া আইস । শমীক
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া গৌরমুখ তৎক্ষণাৎ নৃপসমিধানে
গমনপূর্বক সেই সুভজানন্দন রাজা পরীক্ষিতকে
বলিলেন,—হে রাজন্ ! শমীকস্মৃত শূদ্রী তদীয়
পিতার স্বন্ধে আপনার নিকৃষ্ট মৃত সর্প সন্দর্শন
করিয়া ক্রোধপূর্বক “অভিমম্বানন্দন পরীক্ষিত” অদ্য
হইতে সপ্তম দিনে মহাসর্প তক্ষক কর্তৃক দষ্ট হইয়া
স্বাভাবিক ক্রোধে আপনার এইরূপ অভিশাপ

প্রদান করিয়াছে এবং তাঁহার পিতা শমীকই
আমাকে আপনার নিকট এই সংবাদ প্রদানের জন্ত
পাঠাইয়াছেন । গৌরমুখ রাজাকে এইরূপ বলিয়া
চলিয়া গেলে, রাজা শোককাতর হইলেন এবং নৃপ-
পুঙ্গব পরীক্ষিত আশ্রয়স্থায় জন্ত গঙ্গার মধ্য স্থানে
অত্যুচ্চ আকাশ-স্পর্শী একটা মাত্র স্তম্ভের উপর
সুবিভূত এক মণ্ডপ নির্মাণ করাইলেন । বিষ্ণু-
ভক্তিমান রাজা পরীক্ষিত তক্ষক-বিষনাশ মানসে
বিবিধ যন্ত্র অবলম্বনপূর্বক মহাগুরু মন্ত্র ও ওষধি-
বিদ চিকিৎসকগণ, অনেক দেব, ব্রহ্মবি ও রাজবি-
প্রবরগণে সমন্বিত হইয়া সমাহিতান্তঃকরণে সেই
অত্যুচ্চ মণ্ডপে বাস করিতে লাগিলেন । অমন্তর
সপ্তমদিনে বিপ্রশ্রেষ্ঠ সর্পমন্ত্রবিৎ বনারী দরিদ্র কাণ্ডপ
তক্ষকের মহাবিষ হইতে রাজাকে রক্ষা করিবার
জন্ত আগমন করিতেছেন ; এই সময় তক্ষকও
বিপ্রবেশ ধারণপূর্বক আগিতেছিল ; পশ্চিমধ্যে
উভয়ের পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটিল । বিপ্রবেশ-
ধারী তক্ষক কাণ্ডপকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—
হে মহামুনে ব্রহ্মন্ ! তুমি অদ্য কোথায় বাইতেছ,
আমাকে বল । ১—৩২ ; তক্ষক কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
দ্বিজ কাণ্ডপ উত্তর করিলেন,—অদ্য তক্ষক পরী-
ক্ষিত-মহারাজকে বিষাগ্নি দ্বারা দহ করিতে, আমি
এ বিষের উপশম করিব, এই জন্ত নৃপসমিধানে

মাম্ম। ইত্যুতঃ স চ তঃ বিপ্রঃ তক্ষকঃ
পুনরায়ীৎ ৩৪। তক্ষকোহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ মম
দষ্টচিকিৎসিতুম্। ন শক্যোহন্যতেনাপি মহামন্ত্রা-
যুতৈরপি ৩৫। চিকিৎসিতুং চেম্মদষ্টং শক্তিরক্তি
তবাধুনা। অনেকযোজনোদ্ধায়ঃ দশাম্যজ্জীবয়
ক্রমম্ ৩৬। ততো ভবান্ সমর্থো হীত্যেবং মে
ভাতি হে দ্বিজ। ইতীরয়িহা তং বৃক্ষমদশতক্ষক-
কদা ৩৭। অতবন্তস্যসাং সোহপি বৃক্ষোহত্যন্ত-
সমুজ্জিতঃ। পূর্বমেব নরঃ কশ্চিত্তং বৃক্ষমধিকৃতবান্ ৩৮।
তক্ষকস্ত বিমোহাভিঃ সোহপি দধোহভব-
তলা। তন্নরং ন বিজজ্ঞাতে তৌ চ কাশ্চপতক্ষকৌ ৩৯।
কাশ্চপঃ প্রতিজজ্ঞেহত্ব তক্ষকস্তাপি শৃণুতঃ।
মহামন্ত্রশক্তিং পশুন্ত সৰ্বৌ বিপ্রাদয়োহধুনা ৪০।
ইতীরয়িহা তং বৃক্ষং তন্মীড়ুতঃ বিষায়িনা। আজী-
বয়মন্ত্রশক্ত্যা কাশ্চপো মাজ্জিকোত্তমঃ ৪১। স
নরন্তেন বৃক্ষেণ সাকম্যজ্জীবিতোহভবৎ। অথাত্রবী-
তক্ষকস্তঃ কাশ্চপং মজ্জকোবিদম্ ৪২। যথা ন

গমন করিতেছি। কাশ্চপের উক্তি শুনিয়া তক্ষক
পুনরায় উত্তর করিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমিই
সেই তক্ষক, আমি দংশন করিলে শতমহামন্ত্র দ্বাঃ।
অযুত বর্ষেও তুমি তাঁহাকে চিকিৎসা করিতে সমর্থ
নহ; যদি আমার দ্বারা দষ্ট বাজিককে চিকিৎসা
করিবার সামর্থ্য তোমার থাকে, তবে সম্প্রতি আমি
এই বহুযোজন উচ্চ বৃক্ষকে দংশন করিতেছি,
তুমি পুনরায় ইহাকে জীবিত কর। হে দ্বিজ! যদি
জীবিত করিতে পার, তবে বুঝিব—নিশ্চয়ই
তোমার সামর্থ্য আছে। এইরূপ বলিয়া তক্ষক
সেই বৃক্ষকে তখন দংশন করিল, দেখিতে দেখিতে
সেই অত্যাচ্ছ তরুও ভস্মসাৎ হইয়া গেল। যখন
তক্ষক ও কাশ্চপের কথোপকথন হয়, ইহার পূর্বেই
এক ব্যক্তি ঐ বৃক্ষে আরুঢ় হইয়াছিল। তক্ষকের
বিবরহিতে সেও বৃক্ষের সঙ্গে ভস্ম হইল; কিন্তু
কাশ্চপ কিংবা তক্ষক ঐ মানবকে জানিতে পারিলেন
না। তক্ষকের সগর্ভবাণী শ্রবণে মজ্জকোবিদ
কাশ্চপ প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিলেন,—সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদি
বৃক্ষশ্রেষ্ঠ আমার মন্ত্রশক্তি অবলোকন করুক। এই
বলিয়া তিনি সেই বিষায়িন্দ্র বৃক্ষভস্ম গ্রহণপূর্বক
মন্ত্রশক্তিবলে জীবিত করিলেন এবং সেই বৃক্ষারুঢ়
সকলও বৃক্ষের সহিত জীবিত হইয়া উঠিল। অন-
ন্ত এই ব্যাপার দর্শনে, তক্ষক মজ্জকোবিদ

মুনিবাচুমিখ্যা ভবেদেবং কুরু দ্বিজ। মতে রাজা
ধনং দদ্যাত্ততোহপি দ্বিগুণং ধনম্ ৪৩। দদাম্যহং
নিবর্তন শীঘ্রমেব দ্বিজোত্তম। ইত্যাকামবরদানি
তন্মৈ দদা স তক্ষকঃ ৪৪। স্তবর্তনং কাশ্চপং
তং ব্রাহ্মণং মজ্জকোবিদম্। অগ্নায়ুং নৃপং মহা
জ্ঞানদৃষ্ট্য স কাশ্চপঃ ৪৫। স্বাক্ষমং প্রযযৌ তুকাঃ
লকরত্বশ্চ তক্ষকাৎ। সোহত্রবীতক্ষকঃ সর্পান সর্বা-
নাহুয় তৎকণে ৪৬। যুয়ং তং নৃপতিং প্রাপ্য
মুনীনাং বেবধারিণঃ। উপহারকলাস্তাও প্রবজ্জত
পরীক্ষিতে ৪৭। ৪৩। তথৈত্যাঙ্ক সর্পসর্পা
দদু রাজে কলাস্তমী। তক্ষকোহপি তথা তত্র
কশ্মিংশিহদরীকলে ৪৮। কুমিবেশধরো তুহা
ব্যতিষ্ঠদংশিতুং নৃপম্। অথ রাজা প্রদত্তানি সর্কে-
ত্রাঙ্কনরূপকৈঃ ৪৯। পরীক্ষিত্যস্ত্রিহুকেভ্যো দদা
সর্পকলাস্তপি ৫০। কোতুহলেন জগ্ৰাহ স্থলমেকং
করে কলম্। তন্মিন্নবসরে সূর্য্যোহপ্যস্তাচল-
মগাহত ৫১। মিখ্যা ঋষিবচো যা ভূদিতি তত্র-
ত্যামানবাঃ। অস্তোহন্তমবদন্ সর্কে ব্রাহ্মণাশ্চ নৃপা-

কাশ্চপকে বলিল,—হে দ্বিজ! এক্ষণে যাহাতে
মুনিশমীকের বাক্য মিথ্যা না হয়, তাহাই করুন।
হে দ্বিজোত্তম! রাজা আপনাকে যে ধনদান করি-
বেন, আমি আপনাকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করি-
তেছি, আপনি সহর নিবৃত্ত হউন। অনন্তর
তক্ষক এইরূপ বলিয়া মজ্জবিৎ দ্বিজ কাশ্চপকে
মহামূল্য বহরত্ন দান করিল; কাশ্চপও জ্ঞানদৃষ্টি
দ্বারা নৃপকে আশ্বাস জানিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন
এবং তক্ষকসমীপে ধনরত্ন লাভ করিয়া নির্বাক
হইয়া চলিয়া গেলেন। অনন্তর তক্ষক তৎকণাৎ
সর্পগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদের প্রতি আদেশ
দিল,—হে সর্পগণ! তোমরা মুনিবেশ ধারণপূর্বক
সহর সেই রাজার সমীপে উপস্থিত হও এবং
রাজাকে বিবিধ কল উপহার প্রদান কর। তক্ষক-
দৃষ্টে কপটমুনিবেশী সর্পগণ রাজসন্নিধানে গমন
করিয়া কল উপহার দিতে চলিল। এদিকে তক্ষকও
রাজাকে দংশন করিবার জন্ত কীটরূপ ধারণপূর্বক
এক বদরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। অনন্তর রাজা
পরীক্ষিৎ বিপ্ররূপি-সর্পগণপ্রদত্ত কল সকল গ্রহণ
করিয়া বৃক্ষমন্দিগণকে অর্পণ করিতে লাগিলেন,
কিন্তু কুতুহল বশতঃ ঐ কল সকলের মধ্য হইতে
একটা স্থলকল কর দ্বারা গ্রহণ করিলেন। এই
সময় তপানদেব অস্তাচলগমনোদ্গুণ, ভজ্য ব্রাহ্মণ,

তদা ৷ ৫২ ৷ এবং বদন্তু সর্বৈব কলে তদ্বি-
দুত । সাধু রক্তঃ ক্রমিঃ সর্বৈব রাজা চাপি পরী-
ক্ষিতা ৷ ৫৩ ৷ অয়ং কিং মাং দশেদদ্য ক্রিমি-
রিত্ত্বাজবান নৃপঃ । নিদধে তৎকলং কঠে সক্রমি
বিজসন্তমাঃ ৷ ৫৪ ৷ তৎককোহস্মিন্ হিতঃ কঠে
ক্রমিরূপী কলে তদা । নির্গত্যা তৎকলাদাশু নৃপ-
দেহমবেষ্টয়ৎ ৷ ৫৫ ৷ তৎককাবেষ্টিতে ভূপে পার্শ্বা
হুত্ববুভুয়াৎ । অনন্তরং নৃপো বিপ্রান্তককশ্চ বিযা-
গিনা ৷ ৫৬ ৷ দধৌহুত্বাসাদাশু সশ্রাসাদো বলী-
য়সা । কুর্যোর্দেহিকং তশ্চ নৃপশ্চ সপুরোহিতাঃ ৷
৫৭ ৷ মঙ্গিগন্তুংসুতং রাজ্যে জনমেজয়নামকম্ ।
রাজানমভ্যবিক্রম্য বৈ জগজ্জগৎবাহুয়া ৷ ৫৮ ৷
তৎককাজিকিতুং ভূপমায়াতঃ কাশ্চপাতিধঃ । যো
ব্রাহ্মণো মুনিশ্রেষ্ঠঃ স সর্বেষাণি নিদিতো জ্ঞানৈঃ ৷ ৫৯ ৷
বভ্রাম সকলান্ দেশান্ শিষ্টৈঃ সর্বেষাং দূষিতঃ । অব-
স্থানং ন জেতে স গ্রামে বাপ্যাস্রমেহপি বা ৷ ৬০ ৷
যান্ যান্ দেশানসৌ যাতন্তত্র তত্র মহাজ্ঞানৈঃ । তত্-

নৃপ ও অশ্বাত্ত মানবগণ পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিলেন—“ব্রাহ্মণবাক্য যেন মিথ্যা না হয়” ।
তাঁহার এইরূপ বলিতে থাকিলে রাজা ও অশ্ব সকলে
রাজার হস্তস্থিত কলের মধ্যে এক রক্তবর্ণ কীট
দৃষ্টতঃ দেখিতে পাইলেন । তখন রাজা
পরীক্ষিত কীটের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক
বলিলেন,—“এই কীটই কি অদ্য আমাকে দংশন
করিবে?” রাজা এইরূপ বলিয়া সেই কলটি কঠে
ধারণ করিলেন । হে বিজসন্তমগণ ! কঠস্থ কল
মধ্যে অবস্থিত, * কীটরূপী তৎকক তখন সহর
সেই কল হইতে বহির্গত হইয়া রাজার শরীর
বেষ্টন করিল । পার্শ্ব লোকগণ তখন ভীত হইয়া
পলায়নপর হইল ; হে বিপ্রগণ ! তদনন্তর রাজা
বলবান্ তৎককবিষাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাসাদসহ ভস্মী-
ভূত হইলেন । অনন্তর মঙ্গিগণ পুরোহিতদিগের
সাহায্যে তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া
পৃথিবী রক্ষণমানসে তৎপুত্র রাজা জনমেজয়কে
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । রাজার রক্ষার জন্ত
আসিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ কাশ্চপ ধনলোভে প্রত্যাবর্তন
করিয়া নিখিল-জনগণের নিন্দাতাজন হইলেন এবং
নিদিতগণ কর্তৃক হইয়া সকল দেশ ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন । তিনি কি গ্রাম, কি গ্রাম, কোথাও
আশ্রয় পাইলেন না । তিনি যে যে দেশে যাইতে
লাগিলেন, তত্বে মহাজনগণ কর্তৃক বিতাড়িত

দেশাধিরক্তঃ সহাকল্যঃ শরণং যযৌ ৷ ৬১ ৷ প্রায়া
শাকল্যমুনিং কাশ্চপো নিদিতো জ্ঞানৈঃ । ইদং
বিজ্ঞাপয়ামাস শাকল্যায় মহামুনে ৷ ৬২ ৷ কাশ্চপ
উবাচ । ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ শাকল্য হরিবল্লভ ।
মুনয়ো ব্রাহ্মণাশ্চাত্তে মাং নিদন্তি সুহৃৎসনাঃ ৷ ৬৩ ৷
নাস্তাহং কারণং জানে কিং মাং নিদন্তি মানবাঃ ।
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গুরুদ্বীপগমনং তথা ৷ ৬৪ ৷ স্তেয়ং
সংসর্গদোষো বা ময়া নাচরিতং কচিৎ । অশ্বাত্তপি চ
পাপানি ন কৃতানি ময়া মুনে ৷ ৬৫ ৷ তথাপি নিদন্তি
জনা বৃথা মাং বাক্যবাদয়ঃ । জানাসি চেৎ শাকল্য
ময়া দোষং কৃতং বদ ৷ ৬৬ ৷ উক্তোহথ কাশ্চপে-
নৈব শাকল্যাখ্যো মহামুনিঃ । কণং ধ্যাত্বা
বভাষে তং কাশ্চপং বিজসন্তমাঃ ৷ ৬৭ ৷ শাকল্য
উবাচ । পরীক্ষিতং মহারাজঃ তৎককাজিকিতুং
ভবান্ । আয়াসীদর্শমার্গে তু তৎককেণ নিবারিতং ৷
৬৮ ৷ চিকিৎসিতুং সমর্থোহপি বিষরোগাদিশীড়ি-
তম্ । যো ন রক্ততি লোকেহস্মিন্ স্তমাহব্রহ্মহাত-
কম্ ৷ ৬৯ ৷ ক্রোধাৎ কামাত্তয়াজ্ঞোভায়াৎসর্বা-

হইয়া অবশেষে শাকল্য মুনির সমীপে গমন
করিলেন । অনন্তর নিখিলজননিদিত কাশ্চপ
মহাত্মা শাকল্য মুনিকে প্রণামপূর্বক তাঁহার নিন্দা-
বাদের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন । কাশ্চপ কহি-
লেন,—সর্বধর্মজ্ঞ হরিবল্লভ শাকল্য ! মুনিগণ,
অশ্বাত্ত ব্রাহ্মণগণ, এমন কি আমার সুহৃদব্যক্তিরাও
আমাকে নিন্দা করিতেছে, কিন্তু হে ভগবন্ !
মানবগণ কেন আমাকে নিন্দা করে, আমি ইহার
কারণ কিছু জানি না । হে মুনে ! ব্রহ্মহত্যা,
সুরাপান, গুরুদ্বীপগমন, স্তেয়, সংসর্গ-দোষ, এতদ্-
ভিন্ন অন্যান্য যে সকল পাপ আছে,—এ সকলতো
আমি কদাচ আচরণ করি নাই, তথাপি আমার
বাক্যবগণ বৃথা আমাকে নিন্দা করিতেছে । হে
শাকল্য ! আমি কি দোষ করিয়াছি, আপনার যদি
জানা থাকে বলুন ৷ ৬৩-৬৬ ৷ হে বিজসন্তমগণ ! কাশ্চপ-
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামুনি শাকল্য কণকাল
ধ্যানস্থ হইয়া কাশ্চপকে বলিতে লাগিলেন । শাকল্য
বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! আপনি তৎকক হইতে
মহারাজ পরীক্ষিতকে রক্ষা করিবার জন্য আসিয়া
অর্ধপথে তৎকক কর্তৃক নিবারিত হইয়াছেন ;
কিন্তু বিষরোগীর চিকিৎসা-সমর্থ যে ব্যক্তি
রোগীকে রক্ষা না করে, ত্রিলোকমধ্যে তাহাকে ব্রহ্ম-
হাতক বলা হয় ; ক্রোধ, কাম, ভয়, লোভ, মাৎসর্য

গতি । চিকিৎসাশাস্ত্র-সাগরের পারগামী পণ্ডিতগণ
এই সকল শ্লোক কীর্তন করিয়া থাকেন । অতএব
আপনি চিকিৎসাশাস্ত্র হইয়াও চিকিৎসা করেন নাই
এবং অৰ্দ্ধপথ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, তজ্জন্যই
আপনি নিন্দিত । অনন্তর শাকল্য কর্তৃক অভি-
হিত হইয়া কাণ্ডপ প্রত্যুত্তর করিলেন । কাণ্ডপ
বলিলেন,—হে সুব্রত ! আমার এই দোষ শাস্তির
নিমিত্ত উপায় বলুন । হে শাকল্য ! যেরূপ করিলে
আমার সুহৃদ্বাঙ্কবগণ আমাকে গ্রহণ করে, হে
হরবল্লভ ! আমার প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া আমাকে
বিহিত উপায় বলিয়া দিউন । অনন্তর কৃপাপরবশ
মুনীশ্বর শাকল্য কাণ্ডপ কর্তৃক নিবেদিত হইয়া কণ-
কালের জন্য ধ্যানাবলম্বনপূর্বক বলিতে লাগিলেন ।
শাকল্য বলিলেন,—হে দ্বিজ ! ৬৭-৮৪। আপনার এই
পাপপ্রশমনের জন্য উপায় বলিতেছি, আপনি সহ্য
তাহা পালন করুন, বিলম্ব করিবেন না । সুবর্ণ-
মুখরীতীরে সৰ্বলোকপূজিত বিখ্যাত বেকটোদ্রি;
ঐ বেকটোদ্রি রম্যপতি বিষ্ণুর বাসভূমি । উহার
অপর নাম শেবগিরি ; সেই সুরাসুর-পূজিত গুণ্য
শেবগিরি—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান এবং বর্ণভেদাদি-
জনিত সকল পাপ বিনাশ করে; তথায় সৰ্বপাপ-
বিনাশিনী বিখ্যাত ঋষিপুত্রগণী, ঐ মঙ্গলদায়িনী
ঋষিপুত্রগণী ঈনিবাসের আবাসের উত্তরে বিরা-
জিত । আপনি ঐ বেকটোদ্রিশৈলে গমন করিয়া সত্বর-

সিদ্ধিঃ শুভায় । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তু বরাহস্মিনঃ
হরিম্ ॥ ১২ ॥ সেবিয়া পশ্চিমে তীরে নির্গত,-
হরিমন্দিরম্ । গহা তত্র বিধানেন স্বর্গাচলনিবা-
সিনম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীনিবাসং পরং দেবং ভক্তানাং ভয়-
প্রদম্ । শঙ্খচক্রধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা নিম্নতপাপোহসি সংশয়ঃ মা কুথা দ্বিজ । শাক-
ল্যেনৈবমুক্তস্ত কাশ্চপো মুনিপুংসবঃ ॥ ১২ ॥ গহা
বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ সুরাসুরনমস্কৃতম্ । পুষ্করিণ্যাং
শুভায়াং তু স্নাতো নিয়মপূর্বকম্ ॥ ১৩ ॥ স্বহো-
হভুঃ কাশ্চপো বিপ্রো ভিষগ্বিদ্যাঙ্গিপারগঃ । সর্বৈঃ
বহুজনা বিপ্রাঃ কাশ্চপং ব্রাহ্মণোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ পূজ-
য়িত্বা বিধানেন পূজ্যোহসি ন চ সংশয়ঃ । এবং বঃ
কথিতং বিপ্রা বেঙ্কটচলবৈভবম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ শৃণোতি
নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীবেঙ্কটচলস্থশ্রীমদ্রামপুষ্করিণী-
মহাশাস্ত্রে কাশ্চপদোষনিবৃত্তির্নামৈকা-
দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পূর্বক শ্রীমদ্রামপুষ্করিণীতে স্নান করুন এবং বরাহরূপী
হরিকে সেবা করিয়া পশ্চিমতীরে নির্গমন করুন ।
তথায় এক হরিমন্দির আছে, অনন্তর ঐ হরিমন্দিরে
গমনপূর্বক ভক্তগণের অভয়প্রদ শঙ্খচক্রধর বন-
মালাবিভূষিত স্বর্গাচলনিবাসী পরমদেব শ্রীনিবাসকে
বিধিপূর্বক দর্শন করিয়া সর্বপাপবিমুক্ত হউন ; হে
দ্বিজ । আপনি এবিধে সংশয় করিবেন না । অন-
ন্তর ভিষগ্বিদ্যাঙ্গিপারগ মুনিপুংসব কাশ্চপ, শাকল্যের
আদেশে সুরাসুরনমস্কৃত বেঙ্কটচলে গমন ও
তত্রত্য শোভন শ্রীমদ্রামপুষ্করিণীতে নিয়মপূর্বক স্নান
করিয়া সুস্থ হইলেন । তখন তদীয় বাক্যবগণ সেই
ব্রাহ্মণোত্তমকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন,—
“হে বিপ্র ! আপনি পূজ্য, সংশয় নাই ।” হে বিপ্র-
গণ ! এই আপনাদের নিকট বেঙ্কটচলের বিভূতি
কীৰ্ত্তন করিলাম, যে নর ভক্তিপূর্বক এই বেঙ্কট-
মহাশাস্ত্র অবগণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন
করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৬ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তু বরাহস্মিনঃ
হরিম্ ॥ ১২ ॥ সেবিয়া পশ্চিমে তীরে নির্গত,-
হরিমন্দিরম্ । গহা তত্র বিধানেন স্বর্গাচলনিবা-
সিনম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীনিবাসং পরং দেবং ভক্তানাং ভয়-
প্রদম্ । শঙ্খচক্রধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা নিম্নতপাপোহসি সংশয়ঃ মা কুথা দ্বিজ । শাক-
ল্যেনৈবমুক্তস্ত কাশ্চপো মুনিপুংসবঃ ॥ ১২ ॥ গহা
বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ সুরাসুরনমস্কৃতম্ । পুষ্করিণ্যাং
শুভায়াং তু স্নাতো নিয়মপূর্বকম্ ॥ ১৩ ॥ স্বহো-
হভুঃ কাশ্চপো বিপ্রো ভিষগ্বিদ্যাঙ্গিপারগঃ । সর্বৈঃ
বহুজনা বিপ্রাঃ কাশ্চপং ব্রাহ্মণোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ পূজ-
য়িত্বা বিধানেন পূজ্যোহসি ন চ সংশয়ঃ । এবং বঃ
কথিতং বিপ্রা বেঙ্কটচলবৈভবম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ শৃণোতি
নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তু বরাহস্মিনঃ
হরিম্ ॥ ১২ ॥ সেবিয়া পশ্চিমে তীরে নির্গত,-
হরিমন্দিরম্ । গহা তত্র বিধানেন স্বর্গাচলনিবা-
সিনম্ ॥ ১০ ॥ শ্রীনিবাসং পরং দেবং ভক্তানাং ভয়-
প্রদম্ । শঙ্খচক্রধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা নিম্নতপাপোহসি সংশয়ঃ মা কুথা দ্বিজ । শাক-
ল্যেনৈবমুক্তস্ত কাশ্চপো মুনিপুংসবঃ ॥ ১২ ॥ গহা
বেঙ্কটশৈলেন্দ্রঃ সুরাসুরনমস্কৃতম্ । পুষ্করিণ্যাং
শুভায়াং তু স্নাতো নিয়মপূর্বকম্ ॥ ১৩ ॥ স্বহো-
হভুঃ কাশ্চপো বিপ্রো ভিষগ্বিদ্যাঙ্গিপারগঃ । সর্বৈঃ
বহুজনা বিপ্রাঃ কাশ্চপং ব্রাহ্মণোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ পূজ-
য়িত্বা বিধানেন পূজ্যোহসি ন চ সংশয়ঃ । এবং বঃ
কথিতং বিপ্রা বেঙ্কটচলবৈভবম্ ॥ ১৫ ॥ যঃ শৃণোতি
নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥

পাত্যতে বহুবৎসরম্ । স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে স
তন্নিম্নাসৌ নিপাত্যতে ॥ ১০ ॥ মাতরং পিতরং
বিপ্রান্ যো ঘোষি পুরুষাধমঃ । স কালস্বজনরকে
বিকৃতাবৃতযোজনে ॥ ১১ ॥ অধস্তাদগ্নিসম্প্রপ্তে
উপধ্যকর্মরীচিভিঃ । খলে তাম্রময়ে বিপ্রাঃ পাত্যতে
কুপথৈর্নরৈঃ ॥ ১২ ॥ স্নাত্তি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তন্নি-
ম্নাসৌ নিপাত্যতে । যো দেবমার্গমুন্নজ্য বর্ততে
কুপথে নরঃ ॥ ১৩ ॥ সোহসিপজবনে ঘোরে পাত্যতে
যমকিঙ্করৈঃ । স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ১৪ ॥ যোহস্নাত্তি পংক্তিভেদেন পকং
স্বপাদিকং নরঃ । অকুহা পঞ্চযজ্ঞান বা ভুঙক্তে
মোহেন স দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ পাত্যতেহয়ং যমতটে-
র্নরকে কুমিভোজনে । ভক্ষ্যমাণঃ কুমিশতৈর্ভক্ষয়ন্
কুমিসংকয়ান্ ॥ ১৬ ॥ স্বয়ং কুমিভূতঃ সংস্তিষ্ঠেদ্যাব-
দধকয়ম্ । স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে বৈ তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ১৭ ॥ যো হরেদ্বিপ্রবিক্তানি স্নেহেন
বলতোহপি বা । অন্তেষামপি বিক্তানি রাজা তৎ-
পুরুষোহপি বা ১৮ ॥ অয়োময়াগ্নিকুণ্ডে সন্দর্শে
সোহপি পীড়িতঃ । সন্দর্শে নরকে ঘোরে পাত্যতে যম

তীর্থে স্নান করে, তবে সে ঐরূপ তাম্র নরকে
পাতিত হয় না। যে পুরুষাধম মাতা, পিতা কিংবা
বিপ্রগণের ঘেষ করে, হে বিপ্রগণ! অযুত যোজন
বিকৃত কালস্বত্র নরকে তাহার পতন হয় এবং ঐ
যমদূতগণ কুপথীকৃত নারকীকে অগ্নিকুণ্ডে অগ্নি ও
উপরে রবি কিরণ দ্বারা সমস্ত তাম্রময় খলে পাতিত
করে। যদি ঐরূপ নারকীও স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান
করে, তবে নরকে তাহার পতন হয় না। যে
ব্যক্তি বেদমার্গ উন্নত করিয়া কুপথে গমন করে,
যমকিঙ্করগণ তাহাকে অসিপজবনে নিক্ষেপ করে;
কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে ঐরূপ পতন হয়
না। হে দ্বিজগণ! যে মানব পংক্তিভেদে পক
স্বপাদি ভক্ষণ কিংবা পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া মোহবশতঃ
ভক্ষণ করে যমদূতগণ তাহাকে কুমিভোজন নরকে
পাতিত করে, কখন কুমিগণ পাতকীকে আবার
কখনও বা নারকী ব্যক্তি কুমিকুলকে ভক্ষণ করিয়া
থাকে এবং যে পর্যন্ত পাপকর্য না হয়, পাতকী তাবৎ-
কাল কুমি হইয়া বাস করে; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান
করিলে ঐরূপ নরকে পতন হয় না। স্নেহ দেখা-
ইয়া বা বলপূর্বক কোন রাজপুরুষ বা রাজা বিপ্রবিক্ত
কিংবা অন্ন কাহারও ঘন গ্রহণ করিলে লৌহময় অগ্নি-
কুণ্ডে পাতিত ও সন্দর্শ দ্বারা পীড়িত হইয়া যমদূ-
তগণ কর্তৃক সন্দর্শ নরকে পাতিত হয়; কিন্তু স্বামি-

পুষ্করৈঃ ॥ ১৯ ॥ স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে । অগম্যাং যোহভিগচ্ছত দ্বিযং বৈ
পুরুষাধমঃ ॥ ২০ ॥ অগম্যাং পুরুষং যোহভিগচ্ছত
বা দ্বিজাঃ । তাবয়োময়নারীক পুরুষং চাপ্যয়োম-
য়ম্ ॥ ২১ ॥ তপ্তাবালিক্যতিষ্ঠতো যাবচ্চন্দ্রবিবাক-
রম্ । সূচ্যাথো নরকে ঘোরে পাত্যতে যম-
কিঙ্করৈঃ ॥ ২২ ॥ স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে চ তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে । বাধতে সর্বজন্তুন্ যো নানোপায়ৈরুপ-
দ্রবৈঃ ॥ ২৩ ॥ শাল্লীনরকে ঘোরে পাত্যতে
বহুকণ্টকে । স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ২৪ ॥ রাজা বা রাজভৃত্যো বা যঃ
পশুশুভ্রজতঃ । ভেদকো ধর্মসেতুনাং বৈতরণ্যাং
নিপাত্যতে ॥ ২৫ ॥ স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্নি-
ম্নাসৌ নিপাত্যতে । ধূলীসঙ্গদৃষ্টো বা শৌচাদ্যা-
চারবর্জিতঃ ॥ ২৬ ॥ ত্যক্তলজ্জন্ত্যক্তবেদঃ পশুচর্যা-
রতঃ সদা । স পুয়বিষ্ঠামুজাস্বক্লন্নেষপি তাদি-
পূরিতে ॥ ২৭ ॥ অতিবীতৎসনরকে পাত্যতে
যমকিঙ্করৈঃ । স্নাত্তি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্নিম্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ২৮ ॥ যঃ স্বভিমৃগমুর্বজান বাণৈর্বা
বাধতে মৃগান্ । স বিধ্যমানো বাণৌষেঃ পরজ

তীর্থস্থানে তাহাকে তথাবিধ নরকে পাতিত হইতে হয়
না। হে দ্বিজগণ! যে পুরুষাধম অগম্য স্ত্রীগমন
কিংবা যে নিন্দিতা স্ত্রী অগম্য পুরুষের সেবা
করে, এই পুরুষ-স্ত্রী উভয়কেই যথাক্রমে
অয়োময় প্রতপ্ত নারী ও পুরুষের সহিত আলিঙ্গন
করিয়া চন্দ্র ও সূর্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত তাহাতে
সঙ্গীত থাকিতে হয় এবং যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে
সূচী নামক নরকে পাতিত করে। কিন্তু স্বামিতীর্থে-
স্নানে ঐরূপ পতন হয় না। বিবিধ উপদ্রব
দ্বারা যে নর নাবল প্রাণীর পীড়া উৎ-
পাদন করে, বহুকং কাকীর্ণ শাল্লীন নরকে
তাহার পতন হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে
তাহার নরকে পতন হয় না। রাজা কিংবা রাজ-
ভৃত্য যদি পশুশুভ্র অমুগমন কিংবা ধর্মসেতুভেদ
করে, তবে বৈতরণীতে পাতিত হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থে
স্নান করিলে নরকগমন হয় না। ধূলীসঙ্গদৃষ্ট
শৌচাচারহিত, নিলজ্জ, বেদত্যাগী এবং সতত
পশুচর্যারত ব্যক্তিকে যমকিঙ্করগণ পুয়, বিষ্ঠা,
শোণিত, স্নেহা এবং পিত্তাদিপূরিত অতি বীতৎস
নরকে পাতিত করে; কিন্তু স্বামিতীর্থে স্নান করিলে
তথাবিধ নরকে পতন হয় না। যে ব্যাধি-ক্লেশ

যমকিরীটৈঃ ॥ ২৯ ॥ প্রাণরোধাধানরকে পাত্যতে
যমকিরীটৈঃ । স্মৃতি চেৎস্বামিতীর্থে তু তন্মিন্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ৩০ ॥ দান্তিকো যঃ পশুন্ যজ্ঞে বিধা-
নুষ্ঠানবর্জিতঃ । হস্ত্যসৌ পরলোকেষু বৈশসে
নরকে দ্বিজাঃ ॥ ৩১ ॥ কর্ত্তমানো যমভট্টৈঃ পাত্যতে
যমকিরীটৈঃ । স্মৃতি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তন্মিন্নাসৌ
নিপাত্যতে ॥ ৩২ ॥ আত্মভাষ্যাং সর্বণাং যো রেতঃ
পায়তে যদি । পরত্র রেতঃপায়ী স রেতঃকুণ্ডে
নিপাত্যতে ॥ ৩৩ ॥ স্মৃতি চেৎপুষ্করিণ্যাং বৈ তন্মি-
ন্নাসৌ নিপাত্যতে । যো দস্যুর্মাগমাশ্রিত্য
গরদো গ্রামদাহকঃ ॥ ৩৪ ॥ বণিগৃদব্যাপহারী চ স
পরত্র দ্বিজোত্তমাঃ । বজ্রদংষ্ট্রাভিধে ঘোরে পাত্যতে
নরকে চিরম্ ॥ ৩৫ ॥ স্মৃতি চেৎস্বামিতীর্থে তু
তন্মিন্নাসৌ নিপাত্যতে । বিদ্যন্তে যানি চাত্তানি
নরকাণি পরত্র বৈ ॥ ৩৬ ॥ তানি নাপ্রোতি মহুজঃ
স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ । পুষ্করিণ্যাং সক্রৎস্নানাদশ্বমেধ-
ফলং লভেৎ ॥ ৩৭ ॥ আত্মবিদ্যা তবেৎ সাক্ষা-
নুজিচ্চাপি চতুর্বিধা । ন পাপে রমতে বুদ্ধির্ন ভবে-

দুঃখমেব বা ॥ ৩৮ ॥ তুলাপুরুষদানেন দুঃখলং
লভ্যতে নরৈঃ । তৎফলং লভ্যতে পুষ্টিঃ স্বামি-
তীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥ গোসহস্রপ্রদানেন যৎপুণ্যং
হি ভবেন্নৃণাম্ । তৎপুণ্যং লভতে মর্ত্যঃ স্বামিতীর্থ-
নিমজ্জনাৎ ॥ ৪০ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যঃ যমি-
চ্ছতি পুরুষঃ । তং তং সদ্যঃ সমাপ্রোতি স্বামিতীর্থ-
নিমজ্জনাৎ ॥ ৪১ ॥ মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা
সর্বপাতকৈঃ । সদ্যঃ পুতো ভবেদ্বিত্রাঃ স্বামিতীর্থ-
নিমজ্জনাৎ ॥ ৪২ ॥ প্রজ্ঞা লক্ষ্মীর্যশঃ সম্পন্ন জ্ঞানঃ
ধর্ম্মো বিরক্ততা । মনঃশুদ্ধির্ভবেন্নৃণাং স্বামিতীর্থ-
নিবেবনাৎ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুক্তোহপি সুরাপানযুক্তঃ
তথা । অযুতঃ গুরুদারাণাং গমনং পাপকারিণাম্ ॥
৪৪ ॥ স্তেয়াযুতঃ সুবর্ণানাং তৎসংসর্গাচ্চ কোটিশঃ ।
শীত্ৰং বিলয়মাস্তি স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্ম-
হত্যা সমানানি সুরাপানসমানি চ । গুরুদ্বীগমনে-
নাপি যানি তুল্যানি চান্তিকাঃ ॥ ৪৬ ॥ সুবর্ণস্তেয়-
তুল্যানি তৎসংসর্গসমানি চ । তানি সর্বাণি নশ্বন্তি
স্বামিতীর্থনিমজ্জনাৎ ॥ ৪৭ ॥ উক্তেষু তেষু সন্দেহো

কিংবা বাণদ্বারা বস্ত্র যুগলগণকে পীড়িত করে, অস্ত্র-
কালে যমকিরীটগণও তাহাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া
থাকে এবং তাহাকে প্রাণরোধনামক নরকে পাত্যত
করে; ঐরূপে নারকীও যদি স্বামিতীর্থে স্নান
করে, তবে তাহাকে তথাবিধ নরকে গমন করিতে
হয় না। হে দ্বিজগণ! অনুষ্ঠান ও বিধিবর্জিত
হইয়া যে দান্তিক যজ্ঞে পশুহনন করে, যমকিরীট-
গণ তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বৈশাস নরকে নিক্ষেপ
করিয়া থাকে; কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে
তদৃশ নরকভোগ হয় না। যে জন স্বীয় সর্বগাত্মীকে
রেতঃপান করায়, সে পরত্র রেতঃপায়ী হয় এবং
যমভট্ট তাহাকে রেতঃকুণ্ডে নিক্ষেপ করে,
কিন্তু স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান করিলে তথাবিধ নরক
ভোগ হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে দস্যু পথে
অবস্থিত হইয়া বিষপ্রদান, গ্রামদাহ কিম্বা বণিক
দ্রব্য হরণ করে, পরকালে বজ্রদংষ্ট্রনামক নরকে
তাহাকে চিরপতিত হইতে হয়; কিন্তু স্বামিতীর্থের
সামপ্রভাভে তাদৃশ নরকে পতন হয় না। অধিক
বলিব কি, অজ্ঞান যে সকল নরক আছে, মানব
স্বামিতীর্থে নিমজ্জন করিয়া পরকালে আর ঐ
সকল নরক দর্শন করে না। যে ব্যক্তি স্বামি-
পুষ্করিণীতে একবারমাত্র স্নান করে, তাহার অশ্ব-
মেধফল লাভ, আত্মবিদ্যার সাক্ষাৎকার এবং

চতুর্বিধ মুক্তি হয়; তাহার বুদ্ধি পাপে রত হয় না,
কদাচ দুঃখ হয় না এবং তুলাপুরুষদানে মানবগণ
যে ফল লাভ করে, স্বামিপুষ্করিণী-নিমজ্জনেও
তাদৃশ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। সহস্র গোপ্রদানে
মানবের যে ফল লাভ হয়, মানব স্বামিতীর্থে নিম-
জ্জন করিয়া সেই ফল লাভ করিতে পারে। ধর্ম্ম,
অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, পুরুষ ইহার যে কোনটা
ইচ্ছা করে, স্বামিতীর্থনিমজ্জনে সদ্যঃ তাহা লাভ
হয়। হে বিপ্রগণ! মহাপাতকযুক্ত কিংবা সর্ব-
পাতকযুক্ত মানবও স্বামিতীর্থ নিমজ্জনে সদ্য পুত
হয়। প্রজ্ঞা, লক্ষ্মী, যশঃ, সম্পৎ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বির-
গতা, মনঃশুদ্ধি—স্বামিতীর্থনিবেবনে মানবের এই
সকল লাভ হয়। ব্রহ্মহত্যাযুক্ত হউক, সুরাপান-
যুক্ত হউক, কিংবা অযুত গুরুদারগমন করুক,
অযুত সুবর্ণ চুরি করুক, কোটি কোটি সুবর্ণস্তেয়ী
সংসর্গ করুক—স্বামিতীর্থনিবেবনে সর্বত্র ঐ সকল
পাপ বিলীন হয়। আশ্চর্যকণ কহিয়া থাকেন,—
ব্রহ্মহত্যা ও সুরাপানে যে পাপ সঞ্চিত হয়, মাত্র
এক গুরুদ্বীগমনজন্ত পাপ উহার সমান; এবং
সুবর্ণস্তেয়ী ও তৎসংসর্গকারী এ উভয়েই তুল্যপাপী;
কিন্তু একমাত্র স্বামিতীর্থনিবেবনে তথাবিধ সর্ব-
প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। স্বামিতীর্থসম্বন্ধীয় অশ্ব

ন কৰ্তব্যঃ কদাচন । জিহ্মায়ে পরতঃ তপঃ প্রকি-
পতি চ কিতরাঃ । ৪৮ । অর্থবাদমিমঃ সৰ্বং ক্রবন্
বৈ নরকং ত্রেজঃ । শূকরঃ স হি বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্বকৰ্ম-
বহিষ্ঠতঃ । ৪৯ । অহো মোৰ্ধ্যমহো মোৰ্ধ্যমহো
মোৰ্ধ্যঃ বিজ্যোক্তমাঃ । ঋমিতীৰ্থাভিধে তীৰ্থে সৰ্ব-
পাতকনাশনে । ৫০ । অদ্বৈতজ্ঞানদে পুংসাঃ ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদায়িনি । ইষ্টকামপ্রদে নিত্যং তদ্বৈবজ্ঞান-
নাশনে । ৫১ । হিতেহপি তদ্বিহায়ায়ঃ রমতেহস্তত্র
বৈ জনঃ । অহো মোহন্ত মাহাশ্মাৎ মদ্রা বজ্রং ন
শক্যতে । ৫২ । স্নাতস্ত ঋমিতীৰ্থে তু নাস্তকাত্ম-
মস্তি বৈ । ঋমিতীৰ্থঞ্চ পশুস্তি তত্র স্নাত্তি চ যে
নরাঃ । ৫৩ । স্নবস্তি চ প্রশংসস্তি স্পৃশস্তি চ নমস্তি
চ । ন পিবস্তি হি তে স্তম্ভঃ মাতৃগাং দ্বিজপুত্রবাঃ
৫৪ । এবং বঃ কথিতং বিপ্রাঃ ঋমিতীৰ্থস্ত বৈভ-
বম্ । ভুক্তিমুক্তিপ্রদং নৃণাং সৰ্বপাপনিবৰ্হণম্ ৫৫ ৥

ইতি ঋকান্দে ঋমিমপুত্রিণীতীৰ্থমহিমাম্ববর্ণনং
নাম দ্বাদশোধ্যায়ঃ । ১২ ।

ব্যক্তিগণের মহানরকপ্রাপ্তি হয় । এই যাশ কথিত
হইল, ইহাতে সন্দেহ করা কৰ্তব্য নহে । এই
সকল মাহাশ্মো অন্ধাধীন হইলে যমকিঙ্করগণ
জিহ্মায় তপ্ত পরত নিক্ষেপ করে । যে ব্যক্তি
এই সকল বিষয়ে হেতুবাদের অবতারণা করে,
সে নরকে পতিত হয় এবং সে ব্যক্তি সৰ্বকৰ্ম-
বহিষ্ঠত শূকর বলিয়া অভিহিত হয় । হে বিজ্যোক্তম-
গণ ! অহো কি মূৰ্খতা ! কি মূৰ্খতা !! কি মূৰ্খতা !!!
পুরুষগণের অদ্বৈতজ্ঞানপ্রদ সৰ্বপাপপ্রণাশন ভুক্তি-
মুক্তিদায়ক অভীষ্টকামদাতা এবং নিত্য অজ্ঞান-
নাশন ঋমিতীৰ্থ থাকিতেও এই পরম তীৰ্থ পরিত্যাগ
করিয়া মানব অন্ত্র রতি প্রদর্শ করে । অহো !
মোহের কি মাহাশ্মা ? আমি উহা বলিতে সমর্থ
নহি । ঋমিতীৰ্থের আনকারীর অন্তর হইতে
জন্ম নাই । হে দ্বিজসন্তমগণ ! যে সকল লোক
ঋমিতীৰ্থ দর্শন, স্পর্শন, প্রশংসা বা তথায় স্নান
করিয়া ভাষার শ্রবণ করেন ; তাঁহাদের আর মাতৃস্তন
পান করিতে হয় না । হে বিপ্রগণ ! এই আপনাদের
নিকট ঋমিতীৰ্থের ঐশ্বর্য কীৰ্তন করিলাম । এই
তীৰ্থস্নানবর্ণনের ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ও সৰ্বপাপ বিদূ-
ষিত করে । ১-৫৫ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২

ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ ।

ঋত উবাচ । ত্রয়োহপি সম্ভবক্যামি ঋমি-
তীৰ্থস্ত বৈভবম্ । যুগ্মাকমাদয়েনাহঃ নৈমিষারণ্য-
বাসিনঃ । ১ । নন্দো নাম মহারাজঃ সোমবংশসম্ভ-
বঃ । ধর্ম্মেণ পালয়ামাস সাগরাস্তাঃ ধর্ম্মাধিমান্ ।
২ । তস্ত পুত্রঃ সমভবদ্বর্ষগুপ্ত ইতি স্মৃতঃ । রাজ্য-
রক্ষাধুরঃ নন্দো নিজপুত্রে নিধায় সঃ । ৩ । জিতে-
শ্রিয়ো জিতাহারঃ প্রবিবেশ তপোবনম্ । তাতে
তপোবনং যাতে ধর্ম্মগুপ্তাভিধো নৃপঃ । ৪ । মেদিনীং
পালয়ামাস ধর্ম্মজ্ঞো নীতিতৎপরঃ । ত্রেজে বহবৈধে-
ধর্ম্মদেবানিহ্রপুংরোগমান্ । ৫ । ব্রাহ্মণানাং দদৌ
বিতং ক্ষেত্রানি চ বহুনি সঃ । সর্বৈ স্বধর্ম্মনিরতা-
স্তস্মিন রাজনি শাসতি । ৬ । কদাচিত্ত্রাভবন্ পীড়া-
স্তস্মিন্শ্চোরাতিসম্ভবাঃ । কদাচিত্ত্রাভবন্তোঃসমাকুল
তুরগোত্তমম্ । ৭ । বনং বিবেশ বিপ্রেন্দ্রা যুগ্মা-
রসকৌতুকী । তমালতালহিস্তালকুরবাকুলদিগুখে ।
৮ । বিচচার বনে তস্মিন্ সিংহব্যাঘ্রতয়ানকে ।
মতালিকুলসরাদসমুচ্ছিতদিগন্তরে । ৯ । পদ্ম-
কল্লারকুমুদনীলোৎপলবনাকুলে । তটাকে রস-

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ঋত বলিলেন,—হে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ !
আপনাদের ব্রহ্মদর্শনে আমি পুনরায় ঋমিতীৰ্থের
বিভূতি কীৰ্তন করিতেছি । সোমবংশসম্ভব রাজা
নন্দ ধর্ম্মাধিসারে এই সাগরাস্তা বনুচ্ছর্য পালন
করিতেন । তাঁহার এক তনয় নাম ধর্ম্মগুপ্ত । জিতে-
শ্রিয় জিতাহার রাজা নন্দ, নিজ তনয়ের উপর রাজ্য-
রক্ষার ভার স্তম্ভ করিয়া তপোবনে গমন করিলে
নীতিতৎপর ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত মেদিনী পালন
করেন এবং বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রপ্রস্থ দেবগণের
পূজা করেন । তিনি ব্রাহ্মণগণকে ধন ও বহু ভূমি
প্রদান করিয়াছিলেন ; তাঁহার শাসনকালে সকলেই
স্বধর্ম্মনিরত ছিল এবং কদাচ চৌর্যজনিত পীড়া
তাঁহার রাজ্যে প্রভাব পায় নাই । হে বিপ্রেন্দ্রগণ !
অনন্তর যুগ্মারসকৌতুক রাজা ধর্ম্মগুপ্ত একদা এক
উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া বনে প্রবেশ করি-
লেন । ঐ বনের সকল দিক—তাল, তমাল, হিস্তাল,
কুরব ও বকুল তরুদ্বারা সুমাকুল, তথায় ভীষণ
সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রগণ বিচরণ করিতেছে ;
মতালিকুলের বাকারে সিংহদিগের সমুচ্ছিত
হইয়াছে ; কদল, কল্লার, কুমুদ, নীলোৎপল

সমুদ্রে তপস্বিনমণ্ডিতে । ১০ । তপস্বিন বনে
সকলতো বশ্যগুপ্ত ভূপতেঃ । অতুষ্টিতাবরী বিপ্রা-
ভূম্যাবৃতদিশুখা । ১১ । রাজাপি পশ্চিমাং সন্ধ্যা-
মুপাশ্রিত বিনয়াদিতঃ । জজাপ চ বনে তত্র গায়ত্রীং
বেদমাতুরম্ । ১২ । সিংহব্যাঘ্রাদিতীতাস্বিন বৃক-
মেকং সমাশ্রিতে । রাজপুত্রে তদন্তীয়াসমুখঃ সিংহ-
ভয়াদিতঃ । ১৩ । অযথাবত বৃকঃ তমেকঃ সিংহো
বনেচরঃ । অহুতঃ স সিংহেন ঋকো বৃকমুপা-
করৎ । ১৪ । আরুহ ঋকো বৃকঃ তং দদর্শ জগতী-
পতিম্ । বৃকহিতং মহাত্মানং মহাবলপরাক্রমম্ ।
উবাচ ভূপতিং দৃষ্টা ঋকোহয়ং বনগোচরঃ । মা
ভীতিং কুরু রাজেন্দ্র বংশাবো রজনীমিহ । ১৫ ।
মহানবো মহাকাযো মহাদংষ্ট্রসমাকুলঃ । বৃকমূলং
সমাস্রাতঃ সিংহোহয়মতিভীষণঃ । ১৬ । ব্রাহ্মদে-
ভজ মিডাং হুং রক্ষ্যমাণো ময়োদ্যতঃ । ততঃ
প্রমুগ্ধাং মাং রক্ষ শরীর্যদং মহামতে । ১৭ । ইতি
তথাক্যমাকর্ণ্য সুপ্তে নন্দসুতে হরিঃ । প্রোবাচ
ঋকঃ সুপ্তোহয়ং নৃপো মে ত্যজ্যতামিতি । ১৮ ।

প্রভৃতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং রসাপূর্ণ
কুদ্র তটভূমি তপস্বিন দ্বারা মণ্ডিত হওয়ায় ঐ
বন এক অপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে । হে
বিপ্রগণ ! রাজা ধর্মগুপ্ত বনে বিচরণ করিতেছেন ;
ক্রমে রাজি আসিল,—ঠাৎ অন্ধকারে সকল দিক
আচ্ছন্ন হইয়া গেল । অনন্তর বিনয়ী রাজা, সাধু
সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া সেই বনে বেদমাতা গায়ত্রী
জপ করিতে লাগিলেন । রাজা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি
বিংশ জন্তু হইতে ভীত হইয়া এক বৃকের আশ্রয় লই-
লেন । তিনি দেখিলেন,—সিংহ হইতে ভীত হইয়া
এক ভল্লুকও সেই বৃকের উপর আরোহণ করিল
এবং বৃকারোহণ করিয়া রাজাকে দেখিতে পাইল ।
অনন্তর মহাত্মা মহাবলপরাক্রম রাজাকে বৃকে
অবস্থিত দেখিয়া ঋক বলিল,—হে রাজেন্দ্র ! আপনি
ভীত হইবেন না, আমরা উভয়েই রাজিতে এই
বৃকে বাস করিব । এই মহাসত্ত্ব মহাকায মহাদংষ্ট্র-
সমাকুল ভ্রূতি ভীষণ সিংহ বৃকমূলে আসিতেছে ।
হে মহামতে ! আপনি আমাকর্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া
রাজির অর্ধ শিখিত কুটন এবং অপরাধ আমি
নিম্না রাইব, আপনি জাগিয়া থাকিয়া আমাকে
রক্ষা করিবেন । রাজা ও ঋকের এইরূপ কথোপ-
কথন হইলে রাজা নিম্না রাইলেন । সিংহ ঋকে

তং সিংহমব্রবীতুকো ধর্মকো বিজয়সমুদয়ঃ । ভবান-
ধর্ম্যং ন জানীতে যুগরাজ বনেচরঃ । ২০ । বিশ্বাস-
ঘাতিনাং লোকে মহাকষ্টং ভবত্যহো । ন হি মি-
ত্রহাং পাপং নষ্টেদ্যজ্ঞায়ুতৈরপি । ২১ । ব্রহ্ম-
হত্যাদিপাপানাং কথকিমিচ্ছতিভবেৎ । বিশ্বাস-
ঘাতিনাং পাপং ন নষ্টেজ্ঞায়াকোটিভিঃ । ২২ । নার-
মেকং মহাতারং মন্ত্রে পঞ্চাশত ভূতলে । মহাতার-
মিয়ং মন্ত্রে লোকবিশ্বাসঘাতকম্ । ২৩ । এব-
মুক্তোহথ ঋকেন সিংহভূকীং বভূব হ । ধর্মগুপ্তে
প্রবুদ্ধে তু ঋকঃ সুধাপ ভূকহে । ২৪ । ততঃ
সিংহোহব্রবীতুপমেনমুখং ত্যজস্ব মে । এবমুক্তোহথ
সিংহেন রাজা সুপ্তমশঙ্কিতঃ । ২৫ । ব্রাহ্মদে-
শিরক্ষং তমুখং তত্যজ ভূতলে । পাত্যমানস্ততো
রাজা সমালদিতপাদপঃ । ২৬ । ঋকঃ পুণ্যবশাদ-
বৃক্ষাশ্র পপাত মহীতলে । স ঋকো নৃপমভ্যেজ্য
কোপাদ্বাক্যমভাবত । ২৭ । কামরূপধরো রাজরহৎ
ভৃগুকুলোদ্ভবঃ । ধ্যানকাষ্ঠাভিধো নায়া ঋকরূপ-

বলিল,—হে ঋক ! রাজা নিদ্রিত হইয়াছেন,
ভীতাকে নিক্ষেপ কর । ১—১৮ । হে বিজয়সমুদয় !
ধর্মজ্ঞ ঋক সিংহের কথায় উত্তর করিল, হে বনেচর
যুগ ! তুমি ধর্ম জান না, অহো ! ত্রিলোকে বিশ্বাস-
ঘাতীর মহাকষ্ট হইয়া থাকে, অমৃত যজ্ঞ দ্বারাও
মিত্রদ্রোহীর পাপ বিদূরিত হয় না । ব্রহ্মহত্যা-
জনিত পাপের কথঞ্চিৎ নিষ্কতি হয় বটে, কিন্তু
কোটি জন্মেও বিশ্বাসঘাতীর পাতক বিনষ্ট
হয় না । হে পঞ্চাশত ! ভূতলে আমি মেকর
তার গুরু মনে করি না, কেবল বিশ্বাস-
ঘাতককেই আমি গুরুভার মনে করি । অনন্তর
ঋক এইরূপ বলিলে সিংহ ভূকীভাব অবলম্বন
করিল । তদনন্তর অর্ধরাত্র অতীত হইলে ধর্মগুপ্ত
প্রবুদ্ধ হইলেন, ঋক বৃক্ষশাখায় শয়ন করিল । সিংহ
পুষ্পবৎ রাজাকে বলিল,—হে ভূপ ! ঋককে পরি-
ত্যাগ কর । অনন্তর সিংহের কথা শুনিয়া নৃপ
নিভীক হৃদয়ে স্বীয় কোড়ে স্তম্ভশিরস্ব সুপ্ত ঋককে
ভূতলে পরিত্যাগ করিলেন । রাজা কেলিয়া দিলেন
বটে, কিন্তু সে স্বীয় পুণ্যবলে তরু আশ্রয় করিয়া-
ছিল, তাই সে ভূতলে পতিত হইল না । অনন্তর
ঋক নৃপসমীপে আগমনপূর্বক কোণভরে
বলিল,—হে রাজন্ ! আমি ঋক নহি, আমি ভৃগু-
কুলসমুদয়, আমার নাম—ধ্যানকাষ্ঠ ; আমি কাম-

মহারাজ। ২৮। কামরূপীনাগঃ পুণ্ড্রমত্যাখীয়াঃ
ভবানুপ। মহাপাদতিলীয়াঃ যমুদ্রান্তর ভূতলে।
২৯। ইতি শব্দা মুনির্ভূপঃ ততঃ সিংহমভাবত।
ন সিংহস্য মহাযক্ষঃ কুবেরসচিবঃ পুরা। ৩০।
হিমবদিগিরিমালায় কদাচিৎ বধুসখঃ। অজ্ঞান-
গৌতমাত্যাশে বিহারমতনোর্মুদা। ৩১। গৌত-
মোহপুটজাদৈবাৎ সমিদাহরণায় বৈ। নির্গতস্তাঃ
বিবসনঃ দৃষ্টা শাপমুদাহরণঃ। ৩২। বশ্মান্নমাশ্রমে-
হদ্যং বিবস্তুঃ স্থিতবানসি। অতঃ সিংহমদ্যৈব
ভবিতা তে ন সংশয়ঃ। ৩৩। ইতি গৌতমশাপেন
সিংহরূপমৎপুরা। কুবেরসচিবো যক্ষো ভদ্রনামা
ভবানু পুরা। ৩৪। কুবেরো ধর্ম্মশীলো হি তদ-
ভূত্যাশ্চ তথৈব হি। অতঃ কিমর্থং হং হংসি মাযু-
বনগোচরম্। ৩৫। এতৎসর্বমহং ধ্যানাজ্ঞানামি
হি যুগাধিপ। ইত্যুক্তো ধ্যানকাঠেন ত্যক্তা সিংহ-
রূপাণ্ড সঃ। ৩৬। যক্ষরূপং গতৌ দিব্যং কুবের-
সচিবাস্থকম্। ধ্যানকাঠমসাবাহ প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো
মুনিম্। ৩৭। অদ্য জ্ঞাতং ময়া সর্বং পূর্বকৃতং

রূপ ; যক্ষরূপে আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি।
হে নৃপ ! আমি নিরাপরাধ, অতএব আপনি কেন
আমাকে সিংহের মুখে নিক্ষেপ করিলেন ? হে
নৃপ ! “আপনি আমার শাপে উদ্ধৃত হইয়া ভূতলে
বিচরণ করুন।” কামরূপী যক্ষ রাজাকে এইরূপ
অভিশপ্ত করিয়া সিংহকে বলিল,—হে সিংহরূপিন !
তুমিও সিংহ নও, পূর্বকালে কুবেরের সচিব ছিলে,
তুমি মহাযক্ষ। তুমি একদা হিমাদ্রিতে পত্নীসহায়
হইয়া বিচরণ করিতে করিতে মহর্ষি গৌতমের
আশ্রমে উপনীত হও এবং আনন্দে বিভোর
হইয়া সেই আশ্রমেই বিহার কর ; দৈববশে
গৌতম তখন সমিধ্ আরোহণের জন্ত পর্ণকুটীর
হইতে নির্গত হইয়া তোমাকে বিবস্তু দর্শন করত
শাপবাণী উচ্চারণ করেন,—যে হেতু তুমি আমার
আশ্রমে আসিয়া অদ্য বিবস্তু হইয়াছ, অতএব
তুমি অদ্যই সিংহরূপ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।”
মহর্ষি গৌতম পুরাকালে এইরূপ শাপ প্রদান
করিলে তুমি সিংহরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলে। তুমি
কুবেরসচিব, ভদ্রনামা যক্ষ, কুবের একজন ধার্ম্মিক,
ভীষ্মের ভৃত্যগণও তৎরূপ ধর্ম্মশীল ; আমি বনবাসী
কবি, তুমি ধার্ম্মিক হইয়াও কেন আমার হিংসা
করিতেছ ? হে যুগাধিপ ! ধ্যানবলে আমি এ
কল্পে জানিতে পারিতেছি। ধ্যানকাঠ কর্তৃক

মহামুনে। গৌতমঃ শাপকালে মে শাপাত্মনি
চোক্তবান্। ৩৮। ধ্যানকাঠেন সংবাদ যক্ষরূপেণ
ভে বদ। তদা নিধূয় সিংহস্য যক্ষরূপমবাপ্যসি।
৩৯। ইতি মামত্রদীদ ব্রহ্মণ গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ।
অদ্য সিংহরূপাশ্রমে জ্ঞানামি হ্যং মহামুনে।
৪০। ধ্যানকাঠাতিথং শুদ্ধং কামরূপধরং সদা।
ইত্যুক্তা তং প্রণম্যাহ ধ্যানকাঠং স যক্ষ-
রাই। ৪১। বিমানবরমাক্রম্য প্রবহাবলকাপুরীম্।
উন্নতরূপং তং দৃষ্টা মজ্জিগম্য নৃপোত্তমম্। ৪২।
পিতুঃ সকাশমানিন্য রেবাভীরে নৃপোত্তমম্। তস্মৈ
নিবেদয়ামাস্তুর্মতিভ্রংশং শ্রুতশ্চ চ। ৪৩। জ্ঞাত্বা
হু পুত্রবৃত্তান্তং পিতা বৈ নন্দনস্তদা। ৪৪। পুত্র-
মাদায় সহসা জৈমিনেরস্তিকং যযৌ। তস্মৈ নিবে-
দয়ামাস্ত পুত্রবৃত্তান্তমাদিতঃ। ৪৫। ভগবন্ জৈমিনে
পুত্রো মমাদোন্মত্ততাং গতঃ। অশ্রোত্বানাবিনাশায়
ক্রতুপায়ং মহামুনে। ৪৬। ইতি পৃষ্টচিক্রং দধৌ

এইরূপ কথিত হইয়া সেই সিংহ সিংহরূপ পরিত্যাগ-
পূর্বক কুবের-সচিবাস্থক দিব্য যক্ষরূপ ধারণ করিল
এবং প্রাঞ্জলি ও প্রণত হইয়া মুনি ধ্যানকাঠকে
বলিল,—হে মহামুনে ! অদ্য আমার সকল পুরা-
কৃতই মনে পড়িয়াছে, আপনি যাহা বলিয়াছিলেন
ইহা ঠিকই ;—মহর্ষি গৌতম শাপ দিয়া তৎপর
শাপান্তও করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন,—
যক্ষরূপী ধ্যানকাঠের মুখে যখন এই সংবাদ তোমার
সমীপে ব্যক্ত হইবে, তখন সিংহরূপ পরিহার করিয়া
যক্ষরূপ প্রাপ্ত হইবে। হে ব্রহ্মণ ! মুনিপুঙ্গব
গৌতম আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, হে মহা-
মুনে ! অদ্য আমার সিংহরূপ বিনষ্ট হওয়ায় আমি
জ্ঞানিতে পারিয়াছি,—আপনি বিগুরুতাব এবং
সতত কামরূপধর ; আপনার নাম—ধ্যানকাঠ।
অনন্তর যক্ষরাজ এইরূপ বলিয়া ধ্যানকাঠকে প্রণাম-
পূর্বক বিমানবরে আরোহণ করিয়া অলকাপুরীতে
প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে উন্নত রাজা ব্রাহ্মজ্যে
প্রত্যাগমন করিলে মজ্জিগম্য সেই নৃপসত্তমকে দেখিয়া
রেবাভীরস্থ তদীয় পিতার নিকট লইয়া গেলেন
এবং ভীষ্মের তনয় ধর্ম্মভণ্ডের চিত্তভ্রংশতার কথা
তাহাকে নিবেদন করিলেন। রাজা পুত্রের বৃত্তান্ত
বিদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তৃনয়সহ জৈমিনির নিকট
গমনপূর্বক আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুত্রবৃত্তান্ত সকল
তাহাকে নিবেদন করিলেন। রাজা বলিলেন,—
হে ভগবন্ জৈমিনে ! সত্যতঃ আমার পুত্র উন্নত

इति श्रीकान्दे स्वामिपूकत्रिगीमहियासुवर्णनः नाम
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

আয়োজন অধ্যায় সমাপ্ত । ১৩ ।

চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রুত উবাচ । ভো ভোক্তাপোধানাঃ সর্কে
নৈমিষারণ্যবাসিনঃ । স্বামিতীর্থস্তা মহাশ্বা ভূয়ো-
হপি প্রবদাম্যহম্ ॥ ১ ॥ পুরা কিবাভীসংসর্গাৎ
সুমতিব্রাহ্মণঃ সুবাম । পিতবান পুত্রবিণ্যাং স
স্নাত্বা পাপাধিমোচিতঃ ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ । সুমতিঃ
কস্ত পুজোহসৌ কথং স চ সুবাং পপৌ । কথং
কিরাত্যাসক্তোহভূৎ সূত পৌবাণিকোত্তম ॥ ৩ ॥
সর্কেবাং বিস্তরাদেতদ্বদ স্বং কুপয়াধুনা ॥ ৪ ॥ শ্রীশ্রুত
উবাচ । মহারাষ্ট্রাভিধে দেশে ব্রাহ্মণঃ কচ্চিদান্তিকঃ ।
যজ্ঞদেব ইতি খ্যাতো ন বেদান্ধপাবগঃ ॥ ৬ ॥
দয়ালুরাতিথেষ্ট শিবনাবায়ণার্চকঃ । সুমতির্নাম
পুজোহভূদ্দমজ্ঞেনৈব তস্মৈ বে ॥ ৬ ॥ পিতবঃ স
পরিভ্যজ্য ভাৰ্য্যামপি পতিব্রতাম্ । প্রযযাবুৎকলে
দেশে বিটগোপীপবায়ণাঃ ॥ ৭ ॥ কাচিৎ কিবাভী
তদ্রদেশে বসন্তী যুবমোহনী । যুনাং সমস্তদব্যার্ণি
প্রলোভ্য জগৃহে চিবম্ ॥ ৮ ॥ তস্মা গৃহং স প্রযযৌ
সুমতিব্রাহ্মণাধমঃ । সুমতিং স চ জগ্ৰাহ কিবাভী

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রুত কহিলেন,—হে নৈমিষারণ্যবাসি-তপোধান-
গণ । পুনরায় স্বামিতীর্থের মহাশ্ব ১ জন কবি-
তোঁছি । পূর্বকালে সুমতি নামক জনক ব্রাহ্মণ
কিরাতরমণীর সংসর্গে পতিয়া সুবাপান করেন,
তিনিও স্বামিপুত্রিণীতে স্নান বরিয়া পাপমুক্ত
হইয়াছিলেন । ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে
পৌরাণিকোত্তম । এই সুমতি কাহাব তনয় ? কেন
তিনি সুবাপান করিলেন ? এবং কিরূপেই বা তিনি
কিরাতপত্নীতে আসক্ত হন ? হে শ্রুত । আমা-
দের প্রতি কৃপা করিয়া এই সকল বিষয় সবিস্তরে
কীৰ্ত্তন করুন । শ্রুত উত্তর করিলেন,—মহারাষ্ট্র
দেশে যজ্ঞদেব নামে বিখ্যাত আন্তিক দেবদেবাজ-
প রূপ দয়ালু আতিথেয় শিব-নাবায়ণপূজক জনৈক
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । সুমতি ঐ ব্রাহ্মণ যজ্ঞদেবের
পুত্র । লম্পটগণসংসর্গী সুমতি পিতা ও পতিব্রতা
পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া উৎকল দেশে গমন
করে । ঐ দেশে যুবজনমনোহারিণী জনৈক কিরাত-
রমণী বাস করিত ; ঐ কিবাভী অত্যন্তকালে যুবক-
গণকে নামারূপে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের ধন-
স্বত্ব গ্রহণ করিত । কিন্তু ঐ সুমতি তাহারই গৃহে

নিধনং বিজম্ ॥ ৯ ॥ তস্মা যুজ্ঞোহর্থ সুমতিস্ত-
সংবোদৈকতৎপরঃ । ইতস্ততশ্চোরমিষা বহুব্রাহ্মণি
সন্ততম্ ॥ ১০ ॥ দ্বা তস্মা চিরং মেমে তদগৃহে
বুভুজে চ সঃ । একেন চবকেণাসৌ তস্মা সহ সুরাং
পপৌ ॥ ১১ ॥ এবং স বহুকালং বৈ রমমাণস্তস্মা সহ ।
পিতরৌ নিজপত্নীক নান্নবদিবয়াতুরঃ ॥ ১২ ॥ স
কদাচিৎ কিবাভীতঃ চৌধ্যাং কন্তুঃ যযৌ সহ ।
বিপ্রস্ত কস্তচিদ্গেহে সোহপি কৈরাতবেশভূৎ ॥ ১৩ ॥
যযৌ চোবয়িতুং দ্রব্যং সাহসী খড়্গহস্তবান্ । তদ-
গৃহস্থামিনঃ বিপ্রং হস্তা খড়্গেন সাহসাত্ ॥ ১৪ ॥
সমাদায় বহু দ্রব্যং কিরাভীভবনং যযৌ । তং
লস্তমহুয়াতি স ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী ॥ ১৫ ॥ নীল-
বস্ত্রধরা ভীমা ভৃশং বস্ত্রশিবোকহা । গর্জন্তী সাট-
হাণ সা কম্পয়ন্তী চ রোদসী ॥ ১৬ ॥ অহুজ্ঞতস্তস্মা
সোহয়ং বভ্রাম জগতীতলে । এবং ভ্রমন্ ভুবং
সর্কাত কদাচিৎ সুমতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭ ॥ স্বগ্রামং
প্রযযৌ ভীত্যা বিপ্রবন্ধুহরাশ্ববান্ । অহুজ্ঞতস্তস্মা

গমন কবে । কিরাতবর্মণীও সেই নির্দীন ব্রাহ্মণকে
গ্রহণ কবে । সুমতি সততই কিবাভীতে অহুবন্ধ
ধাকিত, কদাচ তাহাকে পবিত্যাগ করিত
না । সুমতি প্রতিদিন চারিদিক হইতে বহু ধনস্বত্ব
অপহরণ করিয়া কিরাতবর্মণীকে প্রদানপূর্বক
তাহার সহিত বর্তিবিবাহ করিত এমন কি,
ঐ কিবাভীর গৃহে আহারও করিত । এক সঙ্গেই
তাহার সহিত পুরাপান করিত । ১—১১ । রূপ-
রসাদি বিষয়মত্ত সুমতি এইরূপে বহুকাল তাহার
সহিত রমণ করিয়া পিতা, মাতা, ও নিজ পত্নীকে
আব্রবণও করিল না । অনন্তর সুমতি এক
দিন কিরাত বেশ ধারণ করিয়া কিরাতগণসহ জনৈক
ব্রাহ্মণের গৃহে চুরি করিতে গমন করে, এবং
হুসাহসী সুমতি অসিহস্তে ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ
করিয়া দ্রব্য অপহরণ করিতে থাকে । অনন্তর
অসি দ্বারা গৃহস্থামীকে নিহত করিয়া বহু দ্রব্য
গ্রহণপূর্বক কিবাভীভবনে গমন কবে । সুমতি
প্রত্যাবর্তন করিতে থাকিলে নীলবস্ত্রপরিধানা
লোহিতকেশা ভীমবদনা ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যা কৃতল
কম্পিত করিতে করিতে অটহাস্ত সহকারে গর্জন-
পূর্বক সুমতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল । সুমতি
আর কিরাভীর গৃহে গমন করিতে সমর্থ হইল না,
সে ব্রহ্মহত্যা দ্বিগুণ দ্বারা অহুজ্ঞত হইয়া জগতীতলে
পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । হুসাহসী বিজয়মুখ হই-

ভীতিঃ প্রযযৌ স্বগৃহং প্রতি ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্ম
হত্যাণ্যব্রহ্মত্যা তেন সাকং গৃহং যযৌ । পিতরং
ব্রহ্ম ব্রহ্মেতি স্মৃতিঃ শরণং যযৌ ॥ ১৯ ॥ মা
ভৈরীরিতি তং প্রোচ্য পিতা ব্রহ্মতুন্দ্যতঃ ॥
তদানীং ব্রহ্মহত্যায়ং তত্ত্বাতং প্রত্যভাবত ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মহত্যোবাচ । মৈব ত্বং প্রতিগৃহীষ যজ্ঞদেব
দ্বিজোক্তম । অসৌ সুরাপী স্তেয়ী চ ব্রহ্মহা চাতি-
পাতকী ॥ ২১ ॥ মাতৃজ্যোহী পিতৃজ্যোহী ভার্যাত্যাগী
চ পাতকী । কিরাতীসঙ্গদৃষ্ট চ ছেনং মুঞ্চ দুরাশ্র-
কম্ ॥ ২২ ॥ গুণাসি চেদিমং বিপ্র মহাপাতকিনং
সুতম্ । স্বভার্যামস্ত ভার্যাকং ত্বাকং পুত্রমিমং
দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ ভক্ষয়িষ্যামি বংশকং তন্মানুকং সুতং
দ্বিমম্ । ইমং ত্যজসি চেৎপুত্রং যুগ্মানুকামি
সাপ্ততম্ ॥ ২৪ ॥ নৈকস্তার্থে কুলং হন্তুমর্হসি ত্বং
মহামতে । ইত্যুক্তঃ স তয়া তত্র যজ্ঞদেবোহব্রবীচ
তাম্ ॥ ২৫ ॥ যজ্ঞদেব উবাচ । বাধতে মাং সুত-

স্নেহঃ কথমেবং পরিত্যজে । ব্রহ্মহত্যা তদীকর্ষ
দ্বিজোক্তং তমভাবত ॥ ২৬ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ । অয়ং
হি পতিতো কুঁহা বর্ণাশ্রমবহিকৃতঃ । পুত্রোহশ্রিয়া
কুরু স্নেহং নিদ্রিতং চাস্ত দর্শনম্ ॥ ২৭ ॥ ইত্যুক্তা
ব্রহ্মহত্যা সা যজ্ঞদেবস্ত পশ্চতঃ । তলেন প্রজহারাস্ত
পুত্রং স্মৃতিনামকম্ ॥ ২৮ ॥ রুরোদ তাত তাত্তেতি
পিতরং প্রব্রবনুহঃ ॥ ২৯ ॥ কুরুর্জ্ঞানকো মাতা
ভার্যাপি স্মৃতেস্তদা । এতন্নিবস্তরে তত্র দুর্কীসাঃ
শকরাংশকঃ ॥ ৩০ ॥ দিষ্ট্যা সমাযযৌ যোগী ধার্মিকো
মুনিসত্তাঃ । যজ্ঞদেবোহথ তং দৃষ্ট্বা মুনিং ক্রুদাব-
তারকম্ ॥ ৩১ ॥ ত্বয়া প্রণম্য শরণং যযাচে পুত্র-
কারণাৎ । দুর্কীসাত্তং মহাযোগিন্ সাক্ষাৎ
শকরাংশকঃ ॥ ৩২ ॥ স্বদর্শনমপুণ্যানাং ভবিতান
কদাচন । ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চাতুৎ সুতো
মম ॥ ৩৩ ॥ এনং প্রহর্ষমায়াতা ব্রহ্মহত্যাপি বর্ততে ।
ভূয়াদ্যথা মে পুত্রোহথং মহাপাতকমোচিতঃ ॥ ৩৪ ॥
ঘোরা চ ব্রহ্মহত্যায়ং যথা নীত্রং লম্বং ব্রজেৎ ॥

রূপে সমস্ত ভূতল পরিভ্রমণ করিতে করিতে ভীতি-
বশতঃ স্বীয় বাসগ্রামে উপস্থিত হইল । ব্রহ্মহত্যাও
তাহার অল্পসরণ করিল । স্মৃতি ভীত হইয়া
হইয়া যেমন স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিল, ব্রহ্ম-
হত্যাও তাহার সহিত স্মৃতিগৃহে প্রবেশ করিল ।
অনন্তর স্মৃতি পিতাকে সন্োধন করিয়া—“আমায়
রক্ষা করুন, রক্ষা করুন” বলিয়া তাঁহার শরণ
লইলে পিতাও “ভয় নাই” এইরূপে আশস্ত করিয়া
স্মৃতির রক্ষার জন্ত উদ্যত হইলেন । ব্রহ্মহত্যা
তৎকালে স্মৃতির পিতাকে বলিতে লাগিল ।
ব্রহ্মহত্যা বলিল,—“হে দ্বিজোক্তম যজ্ঞদত্ত ! আপনি
ইহাকে গ্রহণ করিবেন না, এই পাতকী স্মৃতি
—সুরাপী, স্তেয়ী, ব্রহ্মহা, মাতৃজ্যোহী, পিতৃ-
জ্যোহী, পত্নীত্যাগী এবং কিরাতীসংসর্গদৃষ্ট ; অতএব
এই দুরাশ্রা অতিপাতকী স্মৃতিকে পরিত্যাগ
করুন । হে বিপ্র ! যদি আপনি এই মহাপাতকী
তময়কে গ্রহণ করেন, তবে আপনার পত্নী,
পুত্রবধু, আপনি এবং আপনার তনয় স্মৃতি—
এই সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব । হে দ্বিজ !
অতএব আপনার পুত্র স্মৃতিকে পরিত্যাগ করুন ।
আর আপনি যদি ইহাকে পরিত্যাগ করেন, তবে
আমিও আপনাদিগকেই পরিত্যাগ করিব । হে
মহামতে ! আপনি কদাচ একজনের জন্ত সমস্ত
কুল বিনষ্ট করিবেন না । ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক অভিহিত
হইয়া যজ্ঞদেব তাহাকে বলিতে লাগিলেন । যজ্ঞদেব

বলিলেন,—সুতস্নেহ আমাকে পীড়িত করিতেছে,
আমি কিরূপে ইহাকে পরিত্যাগ করি ? দ্বিজ যজ্ঞ-
দত্তকথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাও
তাহাকে বলিতে লাগিল । ব্রহ্মহত্যা বলিল,—এই
স্মৃতি পতিত হইয়া বর্ণাশ্রমবহিকৃত হইয়াছে ।
ইহার দর্শনও নিদ্রিত ; অতএব এইরূপ পুত্র স্নেহ
করিবেন না । এইরূপ বলিয়া যজ্ঞদেবের সমক্ষেই
তল দ্বারা তনয় স্মৃতিকে প্রহার করিল । তখন
স্মৃতি পিতাকে “হে তাত, হে তাত !” মুহূর্ষু এইরূপ
বলিয়া বোদন করিতে লাগিল । স্মৃতি ক্রন্দন
করিতেছে দেখিয়া তদীয় পিতা, মাতা এবং পত্নীও
বোদন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে ধার্মিক
যোগী শকরাংশ মুনিসত্তম দুর্কীসা দৈবক্রমে তথায়
গাসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১২—৩০ । অনন্তর যজ্ঞ-
দেব ক্রুদাবতার ঋষি দুর্কীসাকে সন্দর্শনপূর্বক ভীতি
ও প্রণাম করিয়া শরণ লইলেন এবং পুত্রের
জন্ত প্রার্থনা করিলেন,—হে দুর্কীসা ! আপনি
মহাযোগী সাক্ষাৎ শকরাংশ ; পুণ্যহীন মানব
কদাচ আপনার দর্শন লাভে সমর্থ হই না ।
আমার তনয় স্মৃতি ব্রহ্মহা, সুরাপী ও
স্তেয়ী হইয়াছে ; ব্রহ্মহত্যা ইহাকে হনন কারবার
জন্ত আসিয়াছে এবং সে এইখানেই আছে ;
হে মুনে ! যে উপায়ে আমার পুত্র মহাপাতকমুক্ত
হয় এবং এই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যাও সর্বদা লয় পায়,

তুমুশাং বদন্তাদ্য মম পুত্রে দয়াং কুরু ॥ ৩৫ ॥
 অয়মেব হি পুত্রো মে নাশ্চোহস্তি তনয়ো মুনো ।
 অশ্বিনু যুতে তু বংশো মে সমুচ্ছিনোত মূলতঃ ॥
 ৩৬ ॥ ততঃ পিতৃভ্যাঃ পিতৃণাং দাতাপি ন ভবেদ্-
 ক্রবম্ । ততঃ কৃপাং কুরুষ্ব ইমস্মা ৫ ভগবন্ মুনো ॥
 ৩৭ ॥ ইতুক্তঃ স তদোবাচ হুসাসাঃ শরীরঃশকঃ ।
 ধাংবাহু অচিরং কালং যজ্ঞদেবং বিজোক্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
 হুসাসা উবাচ । যজ্ঞদেব কৃতং পাপমতিকুরং সূতেন
 তে । নাস্ত পাপস্ত শাস্তিঃ স্তাৎ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠেয়মি ॥
 ৩৯ ॥ তথাপি তে সূতস্তাহং তস্ত পাপস্ত শাস্তয়ে ।
 প্রায়শ্চিত্তং বদিষ্যামি শৃণু নক্ষত্রং বিজ ॥ ৪০ ॥
 বেকটোজ্জো মহাপুণ্যে সৰ্পপাতকনাশনে । স্বামি-
 পুষ্কবিলী চেতি বৰ্ত্তম্ যজ্ঞলপ্রদা ॥ ৪১ ॥ স্মৃতি
 চেত্তব পুত্রোহয়ং পাতকানুচ্যতে কণাৎ । এবং
 ক্রত্বা মুনেকীক্যং যজ্ঞদেবো মহামতিঃ ॥ ৪২ ॥
 পুত্রমদায় স্মৃতিং স্বামিপুষ্কবিলীং গতাঃ । স্নাপয়ামাস
 স্মৃতিং হত্যায়া পীড়িতং সূতম্ ॥ ৪৩ ॥ আকাশবাণী
 তং বিপ্রমুবাচ মধুবসরা । যজ্ঞদেব মহাভাগ স্তানে-

আমাব পুত্রের প্রতি কৃপা করিয়া অদ্য সেই উপায়
 বলিয়া দিউন । হে মুনো! আমার এই এক
 ভিন্ন আর দ্বিতীয় পুত্র নাই, ইহার মৃত্যু হইলে
 আমার বংশ সমূলে উচ্ছিন্ন হইবে এক তৎপ
 এজগতে আমার পিতৃগণের পিতৃগণ কেহই থাকিবে না । অতএব হে ভগবন্
 মুনো! আমাদের প্রতি কৃপা বিতরণ করুন ।
 যজ্ঞদেব কষ্টক প্রার্থিত হইয়া শঙ্কবাণ তদন্ত
 কাল ধ্যানস্থ হইয়া বিজোক্তম যজ্ঞদেবকে ব
 লেন । হুসাসা বলিলেন,—হে যজ্ঞদেব ।
 তনয় অহঙ্কর পাপ করিয়াছে, অমৃত প্রায়শ্চ
 দ্বারাও এ পাপের শাস্তি হইবে না ।
 তোমার পুত্রের পাপশাস্তির জন্য এক প্রায়শ্চিত্তের
 কথা বলিতেছি, হে বিজ! তুমি অনশ্রমণ হইয়া
 শ্রবণ কর । মহাপুণ্য ও সৰ্পপাতকনাশন বেকটা-
 চলে যজ্ঞলদায়িনী স্বামিপুষ্কবিলী বিদ্যমান আছে ;
 যদি তোমার তনয় তথার গিয়া স্নান কাবতে পারে,
 সদ্যই পাতকবিমুক্ত হইবে । মহামতি যজ্ঞদেব
 স্বামি হুসাসার এবংবিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক তনয়
 স্মৃতিকে লইয়া সেই স্বামি পুষ্কবিলীতে গমন
 করিলেন এবং ব্রহ্মহত্যা পীড়িত তনয়কে স্বামিতীর্থে
 স্নান করাইলেন । তখন মধুরাক্ষরা আকাশবাণী
 বিজ কুরুদেবকে সন্মোদন করিয়া বলিল,—“হে

নানেন সূত্রত ॥ ৪৪ ॥ পুত্রোহস্তবস্তব সূতঃ সংশয়-
 মা কথ্য বিজ । এবম্ভাভাবঃ ততীর্থ পাপপুষ্ক-
 কুঠারকম্ ॥ ৪৫ ॥ এবং বঃ কথিতঃ বিজ্ঞা ইতি-
 হাসং পুরাতনম্ । শৃণুতাং পঠতাং চাপি বাজপেয়-
 কলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্বামিপুষ্কবিলীতীর্থমহিমাম্ববর্ণনঃ
 নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীসূত উবাচ । বেকটোয্যে মহাপুণ্যে সৰ্প-
 পাতকনাশনে । কুরুতীর্থস্তা মহাপুণ্যে শৃণুধ্বং
 স্মৃতিমাহিতাঃ ॥ ১ ॥ যত্র মজ্জনমাত্রেণ কৃতয়োহপি
 বিনুচ্যতে । গিহুন মাতৃর্ভুজং চাবমস্ত্যন্তে মোহ-
 মোহিতাঃ ॥ ২ ॥ যে চাপ্যন্তে হুসাসানঃ কৃতয়া
 নিবপত্রপাঃ । তে সর্পে কুরুতীর্থেহস্মিন শুধ্যন্তি
 স্নানমাত্রতঃ ॥ ৩ ॥ কুরুনামা মূনিঃ পূর্বে বেকটোহয়
 ভূধবে । অবর্ত্তত তপঃ কুরুন বিষ্ণুং ধ্যানম্
 স্মাহিতাঃ ॥ ৪ ॥ স তত্র কল্পয়ামাস স্নানার্থং তীর্থ-

মহাভাগ সূত্রত যজ্ঞদেব! স্বামিতীর্থে স্নান করিয়া
 তোমার তনয় পূত হইল । হে বিজ! তুমি এ বিষয়
 সংশয় করিও না । সূত বলিলেন,—পাপতরুর
 কুঠারস্বরূপ স্বামিতীর্থের এইরূপই প্রভাব । হে
 ব্রহ্মগণ! এই আপনাদের নিকট পুরাতন ইতি-
 হাস কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি এই পুণ্য ইতি-
 হাস শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহার বাজপেয়কল
 লাভ হইয়া থাকে । ৩১—৪৬ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—যেখানে মজ্জনমাত্রেই কৃতয়ো
 পাপমুক্ত হয়, এক্ষণে সেই মহাপুণ্য সৰ্পপা-
 পনাশন বেকটোজ্জের কুরুতীর্থমাহাত্ম্য স্মৃতিমাহিত
 শ্রবণ করুন । যে ব্যক্তি মোহমোহিত হইয়া পিতা,
 মাতা, কিংবা গুরুর অবমাননা করে এবং যাহারা
 নিলজ্জ, কৃতর ও হুসাসা তুমি এই কুরুতীর্থে স্নান
 করিয়া শুদ্ধলাভ করে । পূর্বকালে কুরুনামক জনৈক
 মুনি বেকটভূধরে অবস্থিত হইয়া স্নানান্তে মনে
 বিষ্ণুর ধ্যান করত তপস্বী করিয়াছিলেন, তিনিই

যুক্তম্ । তত্র সাত্ব্য সঙ্কর্য্যঃ কৃতয়োহপি
বিমুচ্যতে ॥ ৫ ॥ অত্রৈতিহাসঃ বক্ষ্যামি পুরাণং
পাপনাশনম্ । যন্ত শ্রবণমাত্রেন নরো মুক্তিমবাশুয়াৎ ॥
৬ ॥ পুরা বহুব বিপ্রেশ্রো রামকৃষ্ণে মহামুনিঃ ।
সত্যবান্ শীলবান্ বাগ্মীসর্গভূতদয়াবিতঃ ॥ ৭ ॥ শত্রু-
মিত্রসমো দান্তস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । পরে ব্রহ্মণি
নিকাতে ব্রহ্মতত্ত্বৈকসংগ্রহঃ ॥ ৮ ॥ এবম্ভ্যতাবঃ স
মুনিস্তপস্তপে শুদাকরণম্ । স বৈ নিষ্ঠলসর্গাঙ্গস্তপন
সর্গত্ব ভূতলে ॥ ৯ ॥ পরমাশ্রয়ঃ বাপি ন স্বস্থানাচ্চ-
চাল সঃ । হিহা তত্র তপস্তপ্তমনেকশতবৎসরান্ ॥
তং চাক্রমত বগ্নীকং ছাদিতাঙ্গকাকার বৈ ।
বগ্নীকাক্রান্তদেহোহপি রামকৃষ্ণে মহামুনিঃ ॥ ১১ ॥
অকরোত্তপ এবাসৌ বগ্নীকং ন ত্বধ্যাত । তস্মিন্চ
তপ্যতি তপো বাসবো মুনিপুঙ্গবে ॥ ১২ ॥ বিমুচ্য
মেঘজ্বলানি বর্ষয়ামাস বেগবান্ । এবং দিনানি
সপ্তাযুঃ বর্ষ ৮ নিরন্তরম্ ॥ ১৩ ॥ ধারাবর্ষণে মহতা
দ্রব্যমাণোহপি বৈ মুনিঃ । তদ্বৎ প্রতিজগ্ৰাহ
নিমৌলিতবিলোচনঃ ॥ ১৪ ॥ মহতা স্তনিতেনাশু

তদা বধিরয়ন ক্রতীঃ । বগ্নীকাক্রান্তপরিষ্টাৎ নিগ-
পাত মহাশনিঃ ॥ ১৫ ॥ তস্মিন্ বর্ষতি পর্জন্তে
শীতবাতাদিহঃসহে ॥ ১৬ ॥ বগ্নীকশিখরঃ ধ্বস্তঃ বহুব-
শনিতাভিতম্ । তদা প্রাহুর্ভূদেবঃ শঙ্খচক্রগদা-
ধরঃ ॥ ১৭ ॥ বিনতানন্দনারুড়ো বনমালাবিভূষিতঃ ।
রামকৃষ্ণস্ত তপসা তোষিতো বাক্যমববীৎ ॥ ১৮ ॥
তপোনিধে রামকৃষ্ণ বেদশাস্ত্রার্থপারগ । মদাবির্ভাব-
দিবসে যঃ স্নাতি মমুজোত্তমঃ ॥ ১৯ ॥ তস্ত পুণ্য-
কলং বক্তুং শেবেণাপি ন শক্যতে । মকরেশ্বরবো
বিপ্র পৌর্ণমাস্তাঃ মহাতিথৌ ॥ ২০ ॥ পুষ্যানক্ৰ-
যুক্তায়াঃ স্নানকালো বিধীয়তে । তদিনে স্নাতি
যো মর্ত্যঃ কৃষ্ণতীর্থে মহামতিঃ ॥ ২১ ॥ সর্গপাপ-
বিনিমুক্তঃ সর্গান্ কাম্যোত্তমভেত সঃ । মদাবির্ভাব-
দিবসে কৃষ্ণতীর্থজলে শুভে ॥ ২২ ॥ স্নাতুং তত্র
সমায়াস্তি স্বপাপপরিশুদ্ধয়ে । দেবা মনুষ্যাঃ সর্বে
চ দিকৃপালাশ্চ মহোজসঃ ॥ ২৩ ॥ এতে সর্বে
মহাস্নানঃ কোটিমুখ্যসমপ্রভাঃ । তে সর্বে কৃষ্ণ-
তীর্থেহস্মিন্ স্নানাৎ পুতা ভবন্তি হি ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মারোহঃ

স্নানার্থ এই উত্তম তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেন । কৃতম-
নরও এই তীর্থে একবার মাত্র স্নানে পাপমুক্ত হয় ।
যাহার শ্রবণ মাত্রে মানব মুক্তিলাভ করে, সেই
কৃষ্ণতীর্থে পাপনাশন পুরাতন ইতিহাস কীর্তন
করিতেছি । পূর্বকালে সত্যবাদী, চরিত্রবান,
বাগ্মী, নিখিল প্রাণীতে দয়াযুক্ত, শত্রু-মিত্রে সমদর্শী,
দান্ত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় মহামুনি বিপ্রেশ্র রাম-
কৃষ্ণ—পরম-ব্রহ্মে একনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব
আশ্রয়পূর্বক শুদাকরণ তপশ্চরণ করেন । তিনি
তপস্তার্থ ক্রীতিলে উপবিষ্ট হইয়া সর্গাঙ্গ নিষ্ঠল
করিয়াছিলেন, এক পরমাণুপরিমাণেও স্বস্থান
হইতে বিচলিত হন নাই । তিনি এইরূপে এক
স্থানে অবস্থিত হইয়া তপস্তা করিতে থাকিলে বহু
শত বৎসর অতীত হইয়া গেল । বাগ্মীক ঠাঁহাকে
আক্রমণ করিয়া ঠাঁহার সর্গশরীর আচ্ছাদিত করিয়া
কেলিল । মহামুনি রামকৃষ্ণের শরীর বগ্নীকাক্রান্ত
হইলেও তদ্রূপতা বশতঃ তিনি তাহা জানিতে পারি-
লেন না, একমাত্র তপস্তাই করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর ঠাঁহার তীর্থ তপস্তা দর্শনে ভীত বাসব,
মেঘমালা স্বর্গনিপুঙ্গব সেই মুনিপুঙ্গব রামকৃষ্ণের
উপর সবেগে বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া
সাতদিন নিরন্তর একই ভাবে বৃষ্টি করিলেন ।
কিন্তু অত্যন্তদূর্য্য বর্ষণে অতিবিক্ত হইয়াও মহামুনি

রামকৃষ্ণ অস্নানবদনে সেই বর্ষণ গ্রহণ করিতে লাগি-
লেন এবং নয়ন উন্মীলন করিলেন না । ১—১৪ ।
তখন ঐ বগ্নীকের উপর এক মহাশনি, নিপতিত
হইল, সেই মহাশনির পতন শব্দে তৎক্ষণাৎ নিখিল-
লোকের শ্রবণশক্তি বধির হইয়া গেল । ক্রমে
বজ্রাহত হইয়া বগ্নীকশিখর বিধ্বস্ত হইলে মুনির
মস্তকে শীতবাতাদিহঃসহ পর্জন্ত বর্ষণ হইতে
লাগিল । তখন মুনি রামকৃষ্ণের তপস্তায় সন্তুষ্ট
হইয়া শঙ্খচক্র-গদাধর বনমালাবিভূষিত বিষ্ণু বিনতা-
নন্দন গরুড়ে আরোহণপূর্বক প্রাহুর্ভূত হইয়া মুনিকে
কহিলেন,—হে তপোনিধে রামকৃষ্ণ ! হে বেদশাস্ত্র-
পারগ ! আমার আবির্ভাবদিনে যে নরোত্তম এই
পুণ্যতীর্থে স্নান করে, শেষনাগও তাহার পুণ্যকল
বলিতে সমর্থ হয় না । হে বিপ্র ! দিবাকরের মকর-
রাশিতে অবস্থানকালীন পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত মহাতিথি
পৌর্ণমাসীই স্নানের বিহিত কাল ; যে মহামনা মানব
স্ব স্ব পাপশুদ্ধির জন্ত আমার আবির্ভাবদিনে কৃষ্ণ-
তীর্থে আগমনপূর্বক স্নান করেন, তিনি সর্গপাপ-
মুক্ত হইয়া নিখিল কামনা লাভ করিতে সমর্থ ।
সকল দেব ও মনুষ্য এবং কোটিমুখ্যতুল্য প্রভা-
শালী মহাত্মা দিকৃপালগণ সকলেই কৃষ্ণতীর্থে স্নান
করিয়া পুত হন । হে মুনে ! আপনার নামাঙ্কন
এই মহাতির্থ “রামকৃষ্ণ” তীর্থ নামে জিলোকে

জলদানঃ লোকে প্রখ্যাতমিহ। ইত্যাকা
জিনিবাসঃ তদৈবাত্তরধীয়ত। ২৫। এবম্ভাভাঃ
জলদানঃ মহাপাপবিশোধনম্। বুদ্ধিভূক্তিশ্রমঃ পুংসাঃ
সর্বকর্মপ্রদায়কম্। ২৬। এবং বঃ কথিতঃ বিপ্রাঃ
কৃষ্ণতীর্থস্ত বৈভবম্। শ্রুতাঃ পঠতাঃ চৈব বিষ্ণু-
লোকপ্রদায়কম্। ২৭।

ইতি জীকান্দে রামকৃষ্ণতীর্থমহিমাম্ববর্ণনঃ নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ।

ঈশ্বত উবাচ। বেকটাখ্যে মহাপুণ্যে তুবার্তানাং
বিশেষতঃ। জলদানমকুর্জাণতির্থাগুণোনিমবাগুয়াৎ।
১। তন্মাহেচটশৈলেন্দ্রে বখাশক্ত্যমুসারতঃ।
জলদানং হি কৰ্তব্যং সর্বেষাং জীবনং মহৎ। ২।
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসঃ পুরাতনম্। বিপ্রস্ত
গৃহগোধায়াঃ সংবাদঃ পরমাত্মতম্। ৩। পুরা
চেকাকুবঃশেহভূদ্রেকমাক ইতি ভূমিপঃ। অক্ষণ্যো
অক্ষত্মিষ্ঠো জিতামিষ্ঠো জিতেজ্রিয়ঃ। ৪। যাবন্তো
ভূমিকনিকা যাবন্তস্তোমবিন্দবঃ। যাবন্ত্যডুনি গগনে

খ্যাতি লাভ করিবে। জীনিবাস এইরূপ বলিয়া
তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। হে বিজগণ!
এবমুত্ত বিভূতিসম্পন্ন মহাপাপবিশোধন রামকৃষ্ণ
তীর্থ মানবগণের শুদ্ধি, বুদ্ধি এবং সকল ঐশ্বর্য
প্রদান করে। এই আপনাদের নিকট কৃষ্ণতীর্থের
ঐশ্বর্য কীর্তন করিলাম। যাহারা ইহা পাঠ বা শ্রবণ
করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। ১৫—২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রুত বলিলেন,—যে ব্যক্তি মহাপুণ্য বেকটাচলে
গিয়া তুবার্তদিগকে বিশেষরূপে জলদান না
করে, তাহার তির্থাগুণোনিপ্রাপ্তি হয়; জলই নিখিল
লোকের স্রোত জীবনস্বরূপ; অতএব শক্তি অমুসারে
শৈলতীরে ঘেঁষতে জলদান করিবে। এ বিষয়ে বিপ্র
ও ব্রহ্মসিংহের পরমাত্মতম সংবাদ—পুরাতন ইতিহাস-
রূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। পূর্বকালে ইকাকুবলে
হোমাক নামে এক রাজা ছিলেন। অক্ষণ্যসম্পন্ন
অক্ষত্মিষ্ঠ জিতামিষ্ঠ বিজিতেন্দ্রিয় রাজা হোমাক সুবি-

ভাবতীর্থে দয়াকারো। ৫। যেনেইহাভ্যন্তরৈক
ভূমিবহিস্তী শ্রুতা। গোভূতিলহিরণ্যাদৌভৌমিজ
বহবো বিজাঃ। ৬। হোমাকজানি দানানি ন বিদ্যন্ত
ইতি শ্রুতম্। তেন দত্তং কলং নৈকং সুখলভ্যবিদ্যা
বিজাঃ। ৭। বোধিতো অক্ষপুত্রো বসিষ্ঠেন মহাশুন্য।
অমূল্যঃ সর্বতোলভ্যঃ তদাতুঃ কিং কলং লভেৎ। ৮।
ইতি হৃদ্বীর্হেভুবাদৈর্ন জলং দত্তবান্ বিষ্ণুঃ। অলভ্য-
দানে পুণ্যং স্মাদিত্যবাদীং সখ্যুক্তিকম্। ৯। স
আনর্চত বিজান্ ব্যাকান্ দরিদ্রান্ বৃত্তিকর্ষিতান্।
নানর্চত শ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রান্ ব্রহ্মজান্ ব্রহ্মবাদিনঃ। ১০।
প্রথ্যাতান্ পূজয়িত্যস্তি সর্বলোকাঃ সহাইণৈঃ।
অনাগানামবিদ্যানাং ব্যাকানাঞ্চ কুটুহিনাম্। ১১।
দরিদ্রাণাং গতিঃ কা বা তন্মাস্তে মদয়াস্পদাঃ। ইতি
হৃষ্টেষু পাতেষু দত্তবান্ কিমপি স্বকম্। ১২। তেন
দোষণে মহতা চাতক্যং ত্রিজগত্সু। একজগন্নি
গৃহস্বং স্বয়ং বা সপ্ত জগত্সু। ১৩। প্রাপ্য পশ্চাদ্-

বীতে যত বাল যত জলবিন্দু এবং আকাশে যত
নক্ষত্র—তত পরিমাণ গোদান করিয়াছিলেন। ১-৫।
তিনি যে ভূমিতে বহি অর্থাৎ কুশদ্বারা যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন, সেই ভূমি বহিস্তী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করি-
য়াছে। রাজা হোমাক গো, ভূমি, তিল এবং হিরণ্য দানে
অনেক ব্রাহ্মণকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; তৎকালে
তাঁহার দান গ্রহণ করেন নাই, এরূপ ব্রাহ্মণই
ছিলেন না। হে বিজগণ! তিনি এত দান করিলেন,
কিন্তু অনায়াসলভ্য বুদ্ধিয়া একমাত্র জলদান করি-
লেন না। মহামনা অক্ষনন্দন বশিষ্ঠ তাঁহাকে
বুঝাইয়াছিলেন, “যাহার মূল্য নাই, এরূপ সর্বস্বান-
লভ্য জলদান করিয়া দাতার কি হয়?” বিষ্ণু
হোমাক এই হেতুবাদ দ্বারা মলিনবুদ্ধি হইয়া তৎকালে
জলদান করেন নাই। বিশিষ্ট আরও একটা
কথা সযৌক্তিক বলিয়াছিলেন, যাহাদের সত্তত দান
গ্রহণ ঘটে না, এইরূপ ব্যক্তিকে দানই প্রশস্ত।”
রাজা হোমাকও বুঝিলেন, প্রথ্যাত ব্যক্তিকে দান-
মানাদি দ্বারা সকলেই পূজা করিয়া থাকে; অনাথ,
অবিদ্য, ব্যাক এবং দরিদ্র কুটুহগণের কি গতি
হইবে? ইহারা অবশ্যই আমার দয়াস্পদ। রাজা
এইরূপ মনে করিয়া বিকলাঙ্গ, দরিদ্র, বৃত্তিকর্ষী,
দৈহিকশাস্ত্র বিজগণকেই পূজা করিয়াছিলেন;
পরন্তু শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মবাদী বিজগণকে বর্জন
করিলেন না। তিনি তথাবিধ অযোগ্য পাতে
বর্জদান করিয়া সেই মহাদোষে জিনজগৎ গাঢ়ক-

অদ্যই তোমাকে উদ্ধার করিব।" ঋতদেব কর্তৃক
অভিহিত হইয়া গোধারূপী বসুধাধিপ উত্তর করিলেন,
আমি ইক্ষাকুকুলোৎপন্ন এবং শত্রুবিদ্যায় বিশারদ ;
ভূতলে যত জনবিন্দু আছে এবং গগনে যত নক্ষত্র
বিদ্যমান, আমি তত গোদান করিয়াছি ; আমি
সর্ববিধ যজ্ঞ ও পূর্তকর্ম করিয়াছি, হে বিভো !
আমি বহুবিধ দানাদি করিয়া সকল ধর্মকার্যেরই
অনুষ্ঠান করিয়াছি ; তথাপি আমার দুর্গতি হইয়াছে,
আমি উদ্ধগতি লাভ করিতে সমর্থ হই নাই । আমি
পূর্বে তিন বার চাতক, একজন্য গৃধ্র এবং সাতবার
কুকুর হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছি ; হে ঈজ !
তদনন্তর রাজা ঋতকীর্তি আপনার পাদধৌত
করিয়া সেই পাদোদক যেমন তাঁহার মস্তকে স্তম্ভ
করেন, তখন উর্দ্ধে কিণ্ডু ঐ পাদোদকবিন্দুর
কণামাত্র দ্বারা আমি সিক্ত হইয়াছি এবং আমার
জন্মমুতি জাগরক হইয়াছে, আমিও বিগতপাপ
হইয়াছি । ৬—২৭ । হে ঈজ ! আমার অষ্টাবিংশতি-
বার গোধাজন্ম হইবে ; অতএব দেখিতেছি,—
অব্যাহত দৈবনির্ভর বহুজন্ম দ্বারা আমার ভোগ
করিতে হইতেছে । আমি ইহার কারণ দেখিতেছি
না, অতএব এ বিষয় বিস্তাররূপে কীর্তন করুন ।
ঈজ ঋতদেব গোধা কর্তৃক নিবেদিত হইয়া বলি-
লেন,—আদি বিজ্ঞান-ময়ন দ্বারা তোমার দুর্গতির
কারণ জানিতে পারিয়াছি । হে ভূপ ! সন্মতি
দে সকল কীর্তন করি, আমি ভরণ কর । হে ভূপ !

কুসরে। ৩০। তজ্জলং সুলভং যদা ন মৌল্যমিতি
নিশ্চিতং। নাথগানাঃ বিজ্ঞানীনাঃ বর্ষকালে-
হপ্যজ্ঞানতা। ৩১। তথা পাত্ৰং সমুৎসৃজ্য হুপাত্রে
অতিপাদিতম্। জলভুম্মাধুসুহৃজ্য ন হি ভস্মনি
হুয়তে। ৩২। তুলসাত্ত্ব সমুৎসৃজ্য বৃহতী পূজ্যতে
হু কিম্। অনাথব্যাপ্তপঙ্কঃ ন প্রবোজকতামিমাং।
৩৩। পত্নাদ্যা যেষ্যনাথা হি দয়াপাত্ৰং হি কেবলম্।
তপোনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাঃ শ্রুতিশাস্ত্রপরায়ণাঃ। ৩৪।
বিকুরূপাঃ সদা পূজ্যা নেতরে তু কদাচন। তজ্জাপি
জ্ঞানিনোহুত্যাং প্রিয়া বিকোঃ সদৈব হি। ৩৫।
জ্ঞানিনামপি ভূপাল বিকুরেব সদা প্রিয়ঃ। তস্মাজ্-
জ্ঞানী সদা পূজ্যঃ পূজ্যাং পূজ্যতরঃ স্তুতঃ। ৩৬।
ন জলভু যদা দত্তং সাধবো বা ন সেবিতাঃ। তেন
তে হুর্গতিশ্চেষ্যঃ প্রাপ্তা চেকাকুনন্দন। ৩৭।
বেকটাজ্জৌ কৃতং পুণ্যং তুভ্যং দাস্তামি শাস্তয়ে।
ভূতঃ ভব্যঃ ভবতেন কর্মজাতং বিজেব্যসি। ৩৮।
ইত্যাশ্বাপ উপস্পৃশ্ব দদৌ পুণ্যমমৃতমম্। যদন্তঃ

জলের কোন মূল্য নাই, উহা সুখলভ্য, এইরূপ
মনে করিয়া নিদাঘ দিনে পথপর্যটক দ্বিজগণের
যে জনই জীবন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া
তুমি বেকটাচলে জনদান কর নাই। অপিও
দানের যোগ্যপাত্ৰ অতিক্রম করিয়া তুমি
অযোগ্য পাত্রে ধন দান করিয়াছ। ৩০, জলভু
অগ্নি পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে কেহ আকৃতি
প্রদান করে না, তুলসী পরিত্যাগ করিয়া কেহ কি
বৃহতী পূজা করে? পঙ্কু আদি অনাথগণ কেবল
দয়ারই পাত্ৰ; কিন্তু অনাথ পঙ্কুরা কখন দানগ্রহণ-
যোগ্য হইতে পারে না। বাহারা তপোনিষ্ঠ, জ্ঞান-
নিষ্ঠ, বেদশাস্ত্রপরায়ণ, তাঁহারা বিকুরূপী ও সতত
পূজ্য; কিন্তু অপর কোন ব্যক্তিই পূজ্য নহে। হে
ভূপাল! এই সকলের মধ্যেও আবার জ্ঞানিগণ
বিকুর সর্বদা প্রিয় এবং বিকুর জ্ঞানিগণের প্রিয়;
অতএব জ্ঞানীই পূজ্য হইতেও পূজ্যতর। তুমি
জলও দান কর নাই বা সাধুগণেরও সেবা কর
নাই; হে ইকাকুনন্দন! এই জন্ত তোমার হুর্গতি
হইয়াছে। হে নৃপ! আমি বেকটাচলে যে সকল
কর্মীচরণ করিয়াছি, তোমার পাপশাস্তির জন্ত
তাহা দান করিভেছি। ইহা দ্বারা তুমি সেই ভূত,
ভব্য এবং বর্তমান কর্মজাত কয় করিতে
পারিবে। অতএব এইরূপ বলিয়া জলস্পর্শ-
পূর্বক তাহার কৃত অমৃতম পুণ্য সকল দান

ব্রাহ্মণেনাপি দানং তৈকদিনেন কৃতম্। ৩১। তেন
ধনভাখিলাগাত্ত ত্যক্তা চ গৃহগোবিকা। কণ্য কঠোর-
চিত্তং ঘোরং সদ্যোহুত্বত পুরুষঃ। ৩২। দিব্যঃ
বিমানমাক্রুড়ো দিব্যভয়দ্রবণঃ। পত্নতামেব সাধুনাং
মৈথিলস্ত গৃহান্তরে। ৩৩। বদ্ধাঙ্গলিপুটো ভূত্বা
পরিক্রম্য প্রণম্য চ। অমৃতজাতো যযৌ রাজা
ভূয়মানোহমরৈর্দিবম্। ৩৪। তজ্জ ভূত্বা মহা-
ভোগান্ বর্ষাভূতমতশ্রিতঃ। স এব চেকাকুকুলে
ককুৎসহোহুত্বমহারথঃ। ৩৫। সপ্তদ্বীপপ্রতীপালো
ব্রহ্মণ্যঃ সাধুসম্বতঃ। দেবেশ্বস্ত সমো বিকোরংশ
এবং মহাপ্রভুঃ। ৩৬। বোধিতস্ত বসিষ্ঠেন
সর্কান্ বর্ষায়ামনোহরান্। অমৃতায়ামখিলান্ রাজা তেন
ধনভাওভাদিকঃ। ৩৭। দিব্যঃ জ্ঞানঃ সমাসাদ্য
বিকোঃ সাধুজ্যামাশ্ববান্। তস্মাদ্বেকটশৈলেন্দ্রঃ
পুণ্যঃ পাপবিনাশনঃ। ৩৮। তস্মিন্চ জনদানং
তু বিকুলোকপ্রদায়কম্। এবং বঃ কথিতা বিপ্রা
জনদানস্ত বৈভবম্। বেকটাজ্জৌ মহাপুণ্যে সর্ক-
পাতকনাশনে। ৩৯।

ইতি শ্রীকান্দে জনদানবৈভববর্ণনং নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ। ১৬।

করিলেন। অতএবও যে পুণ্যদান করিয়াছিলেন,
উহা একদিনের দানকৃত পুণ্য; কিন্তু রাজা সেই
পুণ্য প্রভাবেই বিধৌতপাপ হইয়া স্বীয় কর্মলভ্য
ঘোর গৃহগোধারণ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক
দিব্য পুরুষরূপে পরিণত হইলেন। তখনই এক
দিব্য বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল। মৈথিল গুর-
হিত সাধুগণের সমক্ষেই রাজা অগ্নি ফলনপূর্বক
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া দিব্য মান্য চন্দন ও বস্ত্রে
ভূষিত হইয়া বিমানে আরোহণ করিলেন এবং
সাধুগণের অমৃতজাগ্রহণ করত অমরনিকর দ্বারা
ভূয়মান হইয়া দেবলোকে গমন করিলেন। অনন্ত
রাজা অবুতবৎসর স্বর্গপুরে উত্তম ভোগ্যবস্তু উপ-
ভোগ করিয়া তিনিই ইকাকুকুলে বিখ্যাত মহারথ
ককুৎস নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সপ্ত-
দ্বীপের প্রতিপালক ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন সাধুসম্বত ইন্দ্রভূল্য-
প্রভাশালী মহাপ্রভু ককুৎস বিকুর অংশ বলিয়া
কীর্ষিত হইতেন। তিনি বসিষ্ঠসমীপে জ্ঞানলাভ
করিয়া নিবিল মনোহর বর্ষা বর্ষাভূতমতশ্রিত সর্কান্
অমৃত বিনাশ করিয়া এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া
বিকুর সাধুজ্য প্রাপ্ত হন। হুত বসিলেন,--হে
বিজ্ঞান। অতএব বেকট শৈলেন্দ্র পুণ্যদানকৃত দান-

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বত উবাচ । বেঙ্কটাদ্রেষ্ঠ মাহাশ্যং ভূয়োহপি
প্রদাম্যহম্ । যুযাকং সাবধানেন শৃণুধ্বং শ্রুতমা-
হিতাঃ ॥ ১ ॥ পৃথিব্যাং যুনি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি
চ । তানি সর্বাণি বর্তন্তে বেঙ্কটাহরয়ধ্বরে ॥ ২ ॥
তন্নিরগোত্তমে পুণ্যে বসন্তঃ পুরুষোত্তমম্ ।
শঙ্খচক্রধরঃ দেবঃ পীতাহরধরঃ শুভম্ ॥ ৩ ॥
কৌস্তভালঙ্কৃতোরঙ্গঃ ভক্তানামভয়প্রদম্ । দেব-
দেবঃ বিশালাকঃ বেদবেদ্যাং সনাতনম্ ॥ ৪ ॥
অঙ্ককোশলকর্ণটিকাশীর্জরদেশগাঃ । চোলকেরল-
পাণ্ড্যাদিসর্বদেশসমুদ্ভবাঃ ॥ ৫ ॥ সকুটুশ্চ সেবার্থ-
মায়ান্তি প্রতিবৎসরম্ । দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সিদ্ধা যোগিনঃ
সনকাদয়ঃ ॥ ৬ ॥ যে ভাদ্রপদমাসে তু বেঙ্কটেশ-
মহোৎসবে । সেবাং কুর্বন্তি তে সর্বে নিপাপা
উত্তমোত্তমাঃ ॥ ৭ ॥ তত্র শ্রীবেঙ্কটেশশ্চ ব্রহ্মা
লোকপিতামহঃ । চকার কন্তামাসে তু ধ্বজারোপ-

বিনাশন । এই বেঙ্কটচলে জলদান বিকুলোক-
প্রদায়ক । এই আপনাদের নিকট মহাপুণ্য সর্ব-
পাতকনাশন বেঙ্কটেশ্বরের জলদানমাহাত্ম্য
কীর্তন করিলাম ॥ ২৮—৪৭ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ঈশ্বত কহিলেন,—আপনাদের নিকট পুনরায়
বেঙ্কটাদ্রির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রুতমাহিত-
মানে সাবধানে অবগণ করুন । ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে
পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, বেঙ্কটচলে সেই
সকল তীর্থই বিরাজিত । সেই পুণ্য নগোত্তম
বেঙ্কটচলে পীতারহরধারী শঙ্খচক্রধর শুভ পুরুষো-
ত্তম বাস করেন । ভক্তগণের অভয়প্রদ দেব বিষ্ণুর
বক্ষস্থল কৌস্তভালঙ্কৃত এবং লোচনধূগল বিশাল ।
অঙ্ক, কোশল, কর্ণট, কাশী, শীর্জর প্রভৃতি দেশ-
বাসিগণ এবং সকুটুশ্চোল, কেরল, পাণ্ড্য প্রভৃতি
দেশোৎপন্ন জনগণ প্রতিবৎসরেই বেদবেদ্য
সনাতন দেবদেব বিষ্ণুর সেবার্থ বেঙ্কটচলে আগ-
মন করেন । দেব, ঋষি, সিদ্ধ, সনকাদি যোগী
এবং অস্তান্ত নিপাপ অভ্যুত্তম জনগণ বেঙ্কট-
চলের ভাদ্রপদমাসীয় মহোৎসবে আগমন করিয়া
দেবদেবের সেবা করিয়া থাকেন । লোকপিতামহঃ

মহোৎসবম্ ॥ ৮ ॥ প্রতিবর্ষঃ চ তৎসেকা-নিমিত্তঃ
সর্বমানবাঃ । সর্বে দেবাশ্চ গন্ধর্বাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যা
মহোজসঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মোৎসবে ভগবতঃ সমাহতি
দ্বিজোত্তমাঃ । বিদ্যাানাং বেদবিদ্যেব মন্ত্রাণাং
প্রণবো যথা ॥ ১০ ॥ প্রাণবৎ প্রিয়বক্তৃনাং ধেনুনাং কাম-
ধেনুবৎ । তথা বেঙ্কটেশ্বলেস্ত্রঃ ক্বেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ ॥
১১ ॥ শেযবৎ সর্বনাগানাং পক্ষিণাং গরুডো
যথা । দেবানাং তু যথা বিষ্ণুর্ধর্গানাং ব্রাহ্মণো
যথা ॥ ১২ ॥ তথা বেঙ্কটেশ্বলেস্ত্রঃ ক্বেত্রাণামু-
ত্তমোত্তমঃ । ভৃকৃহাণাং সুরতরুর্ভার্যেব শূদ্রাণাং যথা ॥
১৩ ॥ তীর্থানাং তু যথা গঙ্গা তেজসাং তু রবির্বিধা ।
তথা বেঙ্কটেশ্বলেস্ত্রঃ ক্বেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
আয়ুধানাং যথা বজ্রং লোহানাং কাঞ্চনং যথা ।
বৈষ্ণবানাং যথা ক্রুদ্রো রত্নানাং কৌস্তভো যথা ॥
১৫ ॥ তথা বেঙ্কটেশ্বলেস্ত্রঃ ক্বেত্রাণামুত্তমোত্তমঃ ।
নানেন সদৃশো লোকে বিষ্ণুশ্রীতিবিবর্ধনঃ ॥ ১৬ ॥
ন মাধবসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্ । ন চ
বেদসমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥ ১৭ ॥ ন
জলেন সমং দানং ন শূখং ভাষ্যয়া সমম্ । ন
কৃষেচ্চ সমং বিত্তং ন লাভো জীবিতাৎ পরঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা এখানে আশ্বিনমাসে যে ধ্বজারোহণ মহোৎসব
সমাহিত করেন, ঐ উৎসবের নাম ব্রহ্মোৎসব;
হে দ্বিজোত্তমগণ! দেবদেদের সেবার্থ নিখিল মানব,
দেব, গন্ধর্ব, মহোজা সিদ্ধ ও সাধ্যগণ প্রতিবৎ-
সরেই ভগবানের এই ব্রহ্মোৎসবে আগমন করেন ।
যেমন বিদ্যাসমূহের মধ্যে বেদবিদ্যা, মন্ত্রসমূহের
মধ্যে প্রণব, নিখিল প্রিয়বক্তৃর মধ্যে প্রাণ, ধেনু-
গণের মধ্যে কামধেনু; সর্পের মধ্যে শেয়নাগ,
পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, দেবগণ মধ্যে বিষ্ণু, বর্ণের
মধ্যে ব্রাহ্মণ; তরুরাজির মধ্যে শূতরাং, শূদ্র-
গণের মধ্যে ভাষ্য, তীর্থমধ্যে গঙ্গা, তেজস্বীদিগের
মধ্যে রবি, আয়ুধগণের মধ্যে বজ্র, ধাতুসমূহের
মধ্যে স্বর্ণ, বৈষ্ণবগণের মধ্যে ক্রুদ্র, এবং রত্নানচয়
মধ্যে কৌস্তভ, তজ্জপ ক্বেত্রসমূহের মধ্যে এই
অনুত্তম বেঙ্কটেশ্বলেস্ত্রই শ্রেষ্ঠ । ত্রিলোকে
বেঙ্কটেশ্বলের জায় বিষ্ণুশ্রীতিবিবর্ধক জায় কোন
স্থান নাই ॥ ১—১৬ ॥ যেমন বৈশাখের সমান মাস
নাই, সত্য সত্য যুগ নাই, বেদের তুল্য শাস্ত্র
নাই, গঙ্গার অতুল্য তীর্থ নাই, জলদান তুল্য
দান নাই, গঙ্গীসকলের মত শূখ নাই, কৃষির

ন ভগবান্‌নিপাতন্তর দানাত্‌ পরমঃ সুখম্ । ন বন্দ্য
কস্যচিৎ । ন জ্যোতিঃকৃৎবা সমম্ ॥ ১৯ ॥ ন তুষ্টি-
শমাতুল্যম্ । ন বাণিজ্যং কৃৎবেঃ সমম্ । ন ধর্ম্মেণ
সমং মিত্রং ন সত্যেন সমং বশঃ ॥ ২০ ॥ যথা তথা
ভগবতঃ স্থানেন সদৃশং ন হি ॥ ২১ ॥ যৎকীৰ্ত্তনং
সকলপাপহরং মুনীন্দ্ৰা যদ্বন্দনং সকলসৌখ্যদমেব
লোকে । যাজ্ঞাপি যং প্রতি সুরৈরপি পূজনীয়া
তদুত্তমহান্ তবতি বেকটেশৈলমুখ্যঃ ॥ ২২ ॥
তস্তাহুতাত্মং প্রবদামি ভূয়ঃ সমস্ততীর্থানি বসন্তি যত্র
এবং সমস্তেষ্ চ মুখ্যতীর্থং ত্রিণামিনামান্তি সরো-
বরং তৎ ॥ ২৩ ॥ বাহাশ্বামেতন্ম যদ্যেচ্ছতে কথং
যৎপশ্যিমে রোধসি ভুবরাহঃ । আলিঙ্গ্য কান্তা-
মতি সৌম্যমুর্তির্মিরাজতে বিশ্বজনোপকারী ॥ ২৪ ॥
ত্রিণামিপুষ্করিণ্যাক দক্ষিণে বেকটেশ্বরঃ । আলি-
ঙ্গিতবপুল্লগ্ন্যা বরদো বর্ততে চিরম্ ॥ ২৫ ॥ এবং
বঃ কথিতং বিপ্রাঃ ক্ষেত্রমাহাশ্বামুত্তমম্ । যঃ
শৃণোতি সদা ভক্ত্যা বিম্বলোকে মহীয়তে ॥ ২৬ ॥

ইতি ত্রিকান্দে ক্ষেত্রমহিমামুর্ষণং নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সমান বিত্ত নাই, জীবন লাভের তুল্য লাভ নাই,
অনাহার সদৃশ তপস্বী নাই, দানের সমান দান
সুখ নাই, দয়াতুল্য ধর্ম্ম নাই, চক্ষুর সমান
জ্যোতি নাই, অশনা তুল্য তৃপ্তি নাই, কবির সমান
বাণিজ্য নাই, ধর্ম্মের সমান মিত্র নাই এবং সত্যের
সমান নয়ন নাই, তজ্জপ ভগবানের অধিষ্ঠানস্থানের
তুল্য উত্তম স্থান আর নাই । হে মুনীন্দ্ৰগণ ! বাহার
কীৰ্ত্তনে সকলপাপ বিনষ্ট হয়, বাহাকে বন্দনা
করিলে সর্ববিধ সৌখ্য প্রাপ্তি ঘটে, যিনি
অমরগণেরও পূজনীয়, নৈলজ্রেষ্ঠ বেকটেশ্বর
ঐশ্বর্য্য সদৃশ শ্রেষ্ঠ । যেখানে সমস্ত তীর্থ বাস
করে, এবং যিনি সকল তীর্থের মুখ্য স্থানিসরোবর
নামে বিখ্যাত, আমি পুনরায় তাহার বৈভব কীৰ্ত্তন
করিতেছি । বাহার পশ্চিম তীরে বিশ্বজনোপকারী
সৌম্যমুর্তি ভুবরাহ কান্তাকে আলিঙ্গন করিয়া
বিরাজ কল্পিতেছেন ; আমি সেই স্বামিতীর্থের
মহিমায় কিসে কীৰ্ত্তন করিব ? যরূ বেকটেশ্বর
ত্রিণামিপুষ্করিণীর দক্ষিণে সমীপে আলিঙ্গন করিয়া
বিস্মিত । হে বিপ্রগণ ! এই আপনাদের
নিকট কীৰ্ত্তন সৌখ্যলাভ কীৰ্ত্তন করিলাম, যিনি

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রুত উবাচ । অথেন্দ্রমিঃ প্রবক্ষ্যামি বেকটেশ-
্বরবৈভবম্ । যচ্ছ্রীয়া সর্বপাপহরো যুচ্যতে নার
সংশয়ঃ ॥ ১ ॥ ত্রিবেকটেশ্বরঃ দেবঃ যঃ পশ্চতি
সকলরঃ । স নরো যুক্তিমাপ্নোতি বিম্বসামুজ্য-
মাশ্রুয়াৎ ॥ ২ ॥ দশবর্ষেভ্য যৎ পুণ্যং ক্রিয়তে তু
কৃতে যুগে । ত্রেতায়ামেকবর্ষেণ তৎ পুণ্যং সাধ্যতে
নৃত্তিঃ ॥ ৩ ॥ দ্বাপরে পঞ্চমাসেন তদ্দিনেন কলৌ
যুগে । তৎ কলং কোটিগুণিতং নিমিষে নিমিষে
নৃণাম্ ॥ ৪ ॥ নিঃসন্দেহং ভবেদেবং ত্রিনিবাসবিলোকি-
নাম্ । ত্রিবেকটেশ্বরে দেবে তীর্থানি সকলানপি ॥
৫ ॥ বিদ্যাতে সর্বদেবাশ্চ মুনয়ঃ পিতরস্তথা । এক-
কালং ত্রিকালং বা ত্রিকালং সর্বদেব বা ॥ ৬ ॥ বে
শ্বরস্তি মহাদেবং ত্রিনিবাসং বিম্বজিদম্ । কীৰ্ত্ত-
য়ন্ত্যথবা বিপ্রান্তে মুক্তাঃ পাপপঞ্জরাৎ ॥ ৭ ॥ নারা-
য়ণং পরং দেবং বেকটেশ্বং প্রয়াস্তি বৈ । পূজিতং
শঙ্করাজেন সচ্চিদানন্দাগ্রহম্ ॥ ৮ ॥ তন্ত অরণ-

ভক্তির সহিত সতত শ্রবণ করেন, তাঁহার বিম্বলোক
লাভ হয় ॥ ১৭—২৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

শ্রুত কহিলেন,—অনন্তর বাহা শ্রবণ করিলে
নিঃসংশয় সকল পাপ হইতে মুক্তি হয়, সম্ভ্রতি সেই
বেকটেশ্বরবিভূতি কীৰ্ত্তন করিতেছি । যে মানব
বেকটেশ্বরপতিকে একবারমাত্র দর্শন করে, সে সকল
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিম্ব-সামুজ্য প্রাপ্ত হয় ।
সত্যযুগে দশ বৎসরে যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, ত্রেতাযুগে
মানব এক বৎসরেই তৎপুণ্য লাভ করিতে পারে,
সেই পুণ্য আবার দ্বাপরে পাঁচমাসে এবং কলিযুগে
পাঁচদিনে মাত্র লাভ হইয়া থাকে । কিন্তু ত্রিনিবাসকে
দর্শন করিলে মানবগণের নিমিষে নিমিষে তৎ-
পুণ্যের কোটিগুণ সঞ্চিত হয়, সন্দেহ নাই । নিখিল
তীর্থ, দেব, মুনি এবং পিতৃগণ দেব বেকটেশ্বরে
বিস্ময়িত । যে সকল বিপ্র এক হই কিংবা তিন-
বার অথবা সর্বদা বিম্বজিদ করিয়া ত্রিনিবাসকে
দর্শন বা কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহারা পাপপঞ্জর হইতে
মুক্ত হইয়া এবং বেকটেশ্বর পরমদেব নামধানে বীর
হইয়া থাকেন । শঙ্করাজমুখিত সচ্চিদানন্দময়

মাহেশ্বর যমপীতাম্বী ভো ভবেৎ। ত্রিনিবাসঃ মহা-
দেবঃ যেষামর্চয়ন্তি সঙ্করয়াঃ। ১। কিং দানৈঃ কিং
ব্রতৈস্তেবাঃ কিং তপোভিঃ কিমধ্বনৈঃ। বেঙ্কটেশ-
পরঃ দেবঃ যো ন চিন্তয়তি কখনম্। ১০। অজ্ঞানী
স চ পাপী স্ত্রাং স মুকৌ বধিরস্তথা। স জড়োহন্ধস্ত
বিজ্ঞেয়ঃ ছিদ্ৰঃ তস্ত সঙ্গা ভবেৎ। ১১। ত্রিনিবাসে
মহাদেবে সঙ্কটেষ্টে মুনীশ্বরঃ। কিং কাশ্চা গয়য়া
চৈব প্রয়াগেণাপি কিং কলম্। ১২। তুর্লভং প্রাপ্য
মাহুয়াং মানবা ইহ ভূতলে। বেঙ্কটেশঃ পরঃ দেবঃ
যে পশুস্ত্যর্চয়ন্তি বা। ১৩। জন্ম তেবাং হি সকলস্তে
কৃতার্থাশ্চ নেতরে। বেঙ্কটেশে পরে দেবে দৃষ্টে বা
পূজিতেহপি বা। ১৪। শত্ৰুনা ব্রহ্মণা কিং বা
শক্রেণাপ্যধিলামরৈঃ। বেঙ্কটেশে মহাদেবে ভক্তি-
যুক্তাশ্চ যে নরাঃ। ১৫। তেবাং প্রণামশ্রবণপূজা-
যুক্তাশ্চ যে নরাঃ। ন তে পশুস্তি তুংখানি নৈব
যাতিঃ। ১৬। ব্রহ্মহত্যাশহস্রাণি সুরা-
পানায়ুতানি চ। দৃষ্টে নারায়ণে দেবে বিলয়-
যাতি কুৎসহঃ। ১৭। যে বাহুস্তি সঙ্গা ভোগং

রাজ্যক জিহ্মালয়ে। বেঙ্কটাত্রিনিবাসঃ ৭৬৩ প্রা-
মস্ত সঙ্কটানাং। ১৮। যানি কানি চ পাপানি জন্ম-
কোটিকৃতানি চ। তানি সর্বাণি নষ্টান্তি বেঙ্কটে-
শ্বরদর্শনাৎ। ১৯। সম্পর্কাত্ কোতুকামোতাভ্যা-
ঘাপি চ সংশ্রবন্। বেঙ্কটেশঃ মহাদেবঃ নেহাশ্র-
চ তুংখতাক্। ২০। বেঙ্কটচলদেবেশঃ কীর্ত্তয়ন্ত-
য়ন্নপি। অবশ্যং বিষ্ণুসাক্ষ্যং লভতে নাত্ম সংশয়ঃ।
২১। যথৈধাংসি সমিকোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে
কণাৎ। তথা পাপানি সর্বাণি বেঙ্কটেশ্বরদর্শনম্।
২২। বেঙ্কটেশ্বরদেবস্ত ভক্তিরষ্টবিধা স্মৃতা।
তত্তত্তজনবাৎসল্যং তৎপূজাপরিতোষণম্। ২৩।
শ্রবণং তৎপূজনং ভক্ত্যা তদর্থে দেহচেষ্টিতম্।
তস্মাহান্যাকথাবাছাশ্রবণেবাদরস্তথা। ২৪। শ্র-
নেত্রশরীরেষু বিকারক্ষুরণং তথা। ত্রিনিবাসস্ত
দেবস্ত শ্রবণং সততং তথা। ২৫। বেঙ্ক-
টাত্রিনিবাসঃ তমাত্রিত্যেবোপজীবনম্। এবমষ্ট-
বিধা ভক্তির্হ্যস্মিন শ্রেষ্ঠেহপি বর্ততে। ২৬। স
এব মুক্তিমাপ্নোতি শৌনকাদ্যা মহোজসঃ। ভক্ত্যা

বিষ্ণুর শ্রবণমাত্রে মানবের যমপীড়া হয় না। যে
সকল মানব মহাদেব ত্রিনিবাসকে একবারমাত্র পূজা
করেন, তাঁহাদের দান, ব্রত, তপস্শা কিংবা যজ্ঞ
করিয়া কি হইবে? যে ব্যক্তি পরমদেব বেঙ্কট-
পতিকে কখনকালও শ্রবণ করে না; সে ব্যক্তি
অজ্ঞান, পাপী, মুক, বধির, জড়, অন্ধ হয় এবং
তাঁহার সকল কার্যই দোষযুক্ত হইয়া থাকে।
হে মুনীশ্বরগণ! ত্রিনিবাসকে একবারমাত্র দর্শন
করিলে, তাঁহার গয়া, কাশী বা প্রয়াগে গিয়া
কল? এই ক্রিতিতলে তুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ
করিয়া যে সকল মানব পরমদেব বেঙ্কটপতিকে
দর্শন বা অর্চনা করেন, তাঁহাদের মানবজন্ম
সকল এবং তাঁহারা ইহ কৃতার্থ। পরম দেব বেঙ্কট-
পকে দর্শন করিলে শত্ৰু, ব্রহ্মা, শক্র ও অমর-
নিকরের দর্শনের আর প্রয়োজন হয় না। বাঁহারা
বেঙ্কট-ভূধরপতিতে ভক্তিমান; যে সকল মানব
সেই বেঙ্কটপতির ভক্তগণকে প্রণাম, শ্রবণ, বা
পূজা করয়, তাঁহারা কদাচ তুংখের মুখ দর্শন করে
না বা যমপুরে গমন করে না। সহস্র ব্রহ্মহত্যা বা
সহস্র সুরাপান করিয়াও নারায়ণের দর্শনে আশ্র-
য়ণে তৎসমস্ত পাপ বিলীন হইয়া যায়। বাঁহারা
সুতত্ত্ব জিহ্মালয়ে, রাজ্য ও বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপ-
ভোগ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা মুক্তিভোগে

সেই বেঙ্কটেশ্বরবাসী ত্রিনিবাসকে একবার প্রণাম
করুন। ১—১৮। বেঙ্কটেশ্বরের দর্শনে জন্মকোটিকৃত
সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়। সম্পর্কবশতঃ হউক, কোতুকেই
ইউক বা লোভ কিংবা ভয়প্রযুক্তই হউক, মানব
মহাদেব বেঙ্কটেশ্বরের সম্যকরূপে শ্রবণ করিলে কি
ইহ কি পর, কোনকালেই তুংখভাগী হয় না। বেঙ্কট-
চলপতির নাম কীর্ত্তন ও পূজনকারী অবশ্যই
বিষ্ণুসাক্ষ্য লাভ করে, সংশয় নাই। প্রদীপ্ত
অনল যেরূপ কখনকাল মধ্যে কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত
করে, বেঙ্কটাত্রিপতির দর্শনও তক্রূপ সমস্ত পাপ
ভস্ম করিয়া থাকে। বেঙ্কটভূধরপতির ভক্তগণের
প্রতি বাৎসল্যদর্শন; তাঁহার পূজা ও পরিতোষ-
সাধন; ভক্তিভরে তাঁহার উদ্দেশে নিজকৃত
পূজা; তাঁহার ইষ্টার্থ দৈহিক চেষ্টা; তাঁহার
মাহাত্ম্যকথার অভিলাষ; মাহাত্ম্য শ্রবণে
আদর; শ্রবণ, নেত্র ও শরীরে বিকারক্ষুরণ; সতত
ত্রিনিবাস দেবের শ্রবণ; বেঙ্কটাত্রিতে বাস;
বেঙ্কটচলের আশ্রয়ে জীবিকা অর্জন, বেঙ্কটেশ্বরের
প্রতি এই অষ্টবিধ ভক্তি কথিত হয়। হে মহাতেজা
শৌনকাদি মুনীগণ! অজ্ঞের কথা কি বলিব।
এই অষ্টবিধ ভক্তি যে শ্রেষ্ঠে বর্তমান, সেও মুক্তি
লাভ করে। হে বিষ্ণুগণ! উচ্চৈশ্বর্য যতিগণের

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমত উবাচ । অথাতঃ সম্ভবক্যামি বেঙ্কট-
চলবৈভবম্ । যুগাকং সাবধানেন শৃণুধ্বং সুসমা-
হিতাঃ ॥ ১ ॥ লক্ষকোটিসুহৃদ্রাণি সবাংসি সরিতস্তথা ।
সমুদ্রাশ্চ মহাপুণ্যা বনাস্তপ্যাত্মমা অপি ॥ ২ ॥ পুণ্যানি
ক্ষেত্রজাতানি বেদারণ্যাদিকানি চ । মুনয়শ্চ
বসিষ্ঠাদ্যাঃ সিদ্ধচারণকিন্নরাঃ ॥ ৩ ॥ লক্ষ্মী সহ
ধরণ্যা চ ভগবান্ধনুন্দনঃ । সাবিদ্যা চ সবস্তুত্যা
সদৈব চতুরাননঃ ॥ ৪ ॥ পার্শ্বত্যা সহ দেবেশস্যস্বক-
স্ত্রিপুস্তকঃ । হেবদ্বয়গুণাদ্যাশ্চ দেবাঃ সেন্দ্রপুরো-
গমাঃ ॥ ৫ ॥ আদিত্যাদিগ্রহাশ্চৈব তথাষ্টবসবো
দ্বিজাঃ । পিতরো লোকপালাশ্চ তথাস্তে দেবতা-
গণাঃ ॥ ৬ ॥ মহাপাতকসজ্জানাং নাশনে লোকপাবনে ।
দিবাশিশং বসন্তান্তর্বেঙ্কটচলমূর্ধনি ॥ ৭ ॥ তন্ত
দর্শনমাত্রেণ বুদ্ধিসৌখ্যং নৃণাং ভবেৎ । তন্মূর্ধনি
কৃতাবাসাঃ সিদ্ধচারণঘোষিতাঃ ॥ ৮ ॥ পূজয়ন্তি
সদাকালং বেঙ্কটেশং কৃপানিধিম্ । কোটয়ো ব্রহ্মহত্যা-

বেঙ্কটেশ জীনিবাসেব সেবাকল লাভ কবিযা
থাকেন । ৩৮—৪৫ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীমত বলিলেন,—ইহাব পব ও আপনাদের নিকট
বেঙ্কটচলেব বৈভব বর্ণন কবিতৈছি, সাবধানে
সুসমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ করুন । হে দ্বিজগণ ।
এই বেঙ্কট শৈল লক্ষকোটী সহস্র সর্বোবব, নদী,
সমুদ্র, মহাপুণ্য বন, আশ্রম ও বেদারণ্যাদি পুণ্য-
ক্ষেত্রের অধিষ্ঠান । বসিষ্ঠাদি মূনি, সিদ্ধ, চারণ ও
কিন্নরগণ, লক্ষ্মী ও ধরনীব সহিত ভগবান্ধনুন্দন,
সরস্বতী ও সবিদ্যীসহ চতুরানন ব্রহ্মা, পার্শ্বতীব
সহিত দেবেশ ত্রিপুস্তক ত্রিলোচন, গণপতি ও
কার্তিকাদি ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ; আদিত্যাদি গ্রহগণ,
অষ্টবসু, পিতৃগণ, লোকপাল ও অন্তান্ত দেবগণ—
মহাপাতকরাশিবিনাশন লোকপাবন বেঙ্কটচলেব
মস্তকে দিবাশিশ বাস করেন । এই বেঙ্কটাদির
দর্শন মাত্রেই আশ্রমগণের সৌখ্যভাবসম্পন্ন জ্ঞান
জন্মে । সিদ্ধ-চারণরমণীগণ নিরন্তর বেঙ্কটগিরির
শিখরে বাস করিয়া কৃপানিধি বেঙ্কটপতির সতত
পূজা করেন । এই বেঙ্কটশৈলের সমীপ-সংস্পর্শে

নামগম্যাগমকোটয়ঃ ॥ ৯ ॥ অঙ্গলগ্না শুবিনশক্তি
বেঙ্কটচলমাকুঠৈঃ ॥ ১০ ॥ বেঙ্কটাদিঃ গিরিঃ তং তু
প্রার্থয়েৎ পুণ্যবর্ধনম্ । স্বর্গাচল মহাপুণ্য সর্বদেব-
নিবেষিত ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মাদয়োহপি যঃ দেবাঃ সেবন্তে
ব্রহ্মা সহ । তং ভবন্তমহং পদ্ম্যামাক্রমেয়ং
নগোত্তম ॥ ১২ ॥ কমল তদহং মেহন্য দয়য়া পাগ-
চেতসঃ । তন্মূর্ধনি কৃতাবাসং মাধবং দর্শয়স্ব মে ॥
১৩ ॥ প্রার্থয়িত্বা নরশ্বেবং বেঙ্কটাদিঃ নগোত্তমম্ ।
ততো মূঢ়পদং গচ্ছেৎ পাবনং বেঙ্কটচলম্ ॥ ১৪ ॥
বেঙ্কটাদৌ মহাপুণ্যে সর্বপাতকনাশনে । স্বামি-
পুষ্করিণীতীর্থে স্নান নিয়মপূর্বকম্ ॥ ১৫ ॥ পিণ্ডদানং
ততঃ কুর্যাদপি সর্বপমাত্রকম্ । শমীদলসমানান্ বা
দদ্যাৎ পিণ্ডান্ পিতৃন প্রীতি ॥ ১৬ ॥ স্বর্গস্থা মোক্ষমায়ান্তি
স্বর্গং নবকবাসিনঃ ॥ ১৭ ॥ ততস্তস্তোপবি মহৎ
সকললোকেষু বিস্তৃতম্ । সর্বতীর্থোত্তমং পুণ্যং স্নান
পাপবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥ অস্তি পুণ্যতমে বিপ্রাঃ
পবিত্রে বেঙ্কটচলে । যন্ত সংস্রবণাদেব গর্ভবাসো
ন বিদ্যতে ॥ ১৯ ॥ তৎপ্রাপ্য তু নবঃ স্নান্যৎ
স্বামিতীর্থস্ত চোত্তবে । তত্র স্নানান্নরা যান্তি বৈকুণ্ঠং

কোটি ব্রহ্মহত্যা ও কোটি অগম্যাগমন জন্ত অঙ্গলগ্ন-
কলুষ লয় প্রাপ্ত হয় । ১—১০ । অনন্তর নর-পুণ্যবর্ধন
গির্বিবর বেঙ্কটভূধবে আবোহন সময়ে বক্ষ্যমাণরূপে
প্রার্থনা করিবে,—“হে মহাপুণ্য স্বর্গাচল ! যিনি দেব-
সমূহেব সেবা, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋতাকে ব্রহ্মাব সহিত
সেবা করিয়া থাকেন, আমি সেই আপনাকে পদ-
দ্বয় দ্বারা আক্রমণ করিতেছি । হে নগোত্তম । আমি
পাপচিত্ত, আজ আমার পাদস্পর্শজনিত পাপ এইতে
আমাকে দয়া দ্বারা ক্ষমা করুন এবং আপনার
মস্তকস্থিত মাধবকে আমার নয়নগোচর করুন ।”
নব এইরূপে নগোত্তম বেঙ্কটশৈলসমীপে প্রার্থনা
কবিয়া তদনন্তর মূঢ়পদে পুত বেঙ্কট পর্বতে গমন
করিবে এবং তৎপরে সর্বপাপপ্রণাশন মহাপুণ্য
বেঙ্কটগিরির স্বামিপুষ্করিণীতীর্থে নিয়মপূর্বক স্নান
কবিয়া সর্বপ বা শমীপত্রপ্রমাণ পিণ্ড প্রস্তুত কবিয়া
পিণ্ডগণেব উদ্দেশে দান করিবে । হে মূনিগণ ! এই
রূপ কবিলে স্বর্গস্থ পিতৃগণ মোক্ষ ও নরকগামী
পিতৃকুল স্বর্গলাভ করেন । অনন্তর তদুর্ধ্ব পুণ্যতম
পবিত্র বেঙ্কট শৈলে সর্বলোকবিখ্যাত সর্বতীর্থোত্তম
মহাপুণ্য পাপনাশন নামক তীর্থ; হে বিপ্রগণ ! এই
তীর্থের সম্যকস্বরূপে, প্রাণিগণের গর্ভবাসক্ৰম হয়
না । এই তীর্থ স্বামিপুষ্করিণীর উত্তরে বিরাজিত,

মানব এখানে উপস্থিত হইয়া স্নান করিবেন। যে সকল মানব এই পাপনাশন তীর্থে স্নান করবেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন সংশয় নাই। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত। আপনি ব্যাসসমীপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, আপনি সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব হে সূত। পাপনাশন তীর্থের বিবৃতি কীর্তন করুন। সূত উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ। আপনাদের পুণ্য প্রপঞ্চ উত্তর করিতেছি, এই ঘটনা হিমবানের পার্শ্বস্থিত শুভ ব্রহ্মাশ্রমপদে সংঘটিত হইয়াছিল। সেই নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ পুণ্যশ্রম সুশোভন ব্রহ্মাশ্রমপদ মনোহর হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত; এই আশ্রম বহুশুল্ক-লতাকীর্ণ এবং যুগ ও গজগণ-নিবেষিত। তদ্রূপ বম্য পুষ্পিত কাননে সিদ্ধচারণগণ নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাশ্রমপদের সর্বত্রই যতিগণ দ্বারা সমাকীর্ণ ও তপস্বী-সমূহদ্বারা উপশোভিত, সূর্য্যোব জায় উজ্জল তেজঃ-সম্পন্ন মহাতাগ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ বিবিধ নিয়ম ও ক্রতাদি ধারণ করিয়া আশ্রমের সর্বত্র বিরাজিত করিয়াছেন। কত কত বেদাধ্যয়ননিরত কৃতাত্মা যতিগণ বৈদিক বিপ্র, যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া যতাহার আশ্রমে এই আশ্রমের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া বাস করিতেছেন। এই আশ্রমে বর্গী-কর্তৃক, বাণেশ্বর-কর্তৃক, তিস্রুগণ-কর্তৃক বর্ণোক্ত বিধান দ্বারা স্নান করিয়া আশ্রমচারে নিরত রহিয়া-

তজ্জাশ্রমে পুণ্য কতিকুজো দৃঢ়মতির্বিজ্ঞাঃ। নান্দী-
ব্রাহ্মণাত্ম্যসমাজগাম সুদাষিতঃ। ২১। আগতো
হ্রাদ্রমপদং পুষ্টিতঞ্চ তপস্বিতঃ। নান্দী পুষ্টিতঃ
শূদ্রঃ সাত্ত্বিকঃ প্রণাম বৈ। ২০। তান্ স দৃষ্টী যুনি-
গণান্ দেবকল্পাশ্রমোজসঃ। কুর্কতো বিবিধান্ যজ্ঞান্
সম্প্রদায়াত শূদ্রকঃ। ২১। অথাত্ত বুদ্ধিরভবন্তঃ
কর্তৃমহুত্তমম্। ততোহব্রবীৎ কুলপতিঃ মুনিমগত্য
তাপসম্। ২২। দৃঢ়মতিক্রবাচ। তপোধন নম-
স্তেহম্ব রক্ষ মাং করুণানিধে। তব প্রসাদাদিচ্ছামি
যাগং কর্ত্ত্বং প্রসীদ মে। ২৩। এবমুক্তস্ত শূদ্রেণ
তমাহ ব্রাহ্মণস্তদা। ২৪। কুলপতিক্রবাচ। যাগে
দীক্ষাভ্যু শক্যো ন শূদ্রো হীনজন্মতাক্। অরতে
যদি তে বুদ্ধিঃ শুশ্রূষাদিরতো ভব। ২৫। উপ-
দেশো ন কর্ত্তব্যো জাতিহীনস্ত কহিচিৎ। উপদেশে
মহান দোষ উপাধ্যায়স্ত বিদ্যতে। ২৬। নাধ্যাপয়েদ্-
বুধঃ শূদ্রং তথা নৈব চ যাজবেৎ। ন পাঠয়েত্তথা
শূদ্রং শাস্ত্রং ব্যাকরণাদিকম্। ২৭। কাব্যং বা

ছেন এবং বহু বালখিল্য ঋষিহারা আশ্রমের চতু-
র্দিক আকীর্ণ হইয়াছে। ১১—১৮। হে দ্বিজগণ। পুরা-
কালে কৌতুহল বশতঃ দৃঢ়মতি নামক জনৈক শূদ্র
সাহসে নির্ভব করিয়া ব্রহ্মাশ্রমপদস্থিত ব্রাহ্মণগণের
আশ্রমে আগমন কবে। তখন তপস্বিগণ যথা-
বিধি অভ্যাগতেব সংকাব করিলে সেই শূদ্র
সাত্ত্বিক প্রণাম করিল। অনন্তর শূদ্র, দেবকল্প
মহোজা বিবিধযাগকারী সেই মুনিগণকে দর্শন
করিয়া পবন হৃষ্ট হইল। অনন্তর সেই শূদ্রকে
অমৃতম তপস্বী কবিবাব বুদ্ধি জন্মিল। সে তাপস
মুনি কুলপতিব সমীপে গমনপূর্ব্বক প্রার্থনা করিল।
দৃঢ়মতি শূদ্রক বলিল,—হে তপোধন। আপনাকে
নমস্কার। হে করুণানিধে। আমাকে রক্ষা করুন।
আপনার অমৃতগ্রহে আমি আর্গ করিতে অভিলাষ
করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। শূদ্রককর্ত্তক
প্রার্থিত হইয়া কুলপতি বলিতে লাগিলেন। কুল-
পতি বলিলেন,—আমি হীনজন্মভাগী শূদ্রকে যত্নে
দীক্ষিত করিতে সমর্থ নহি। যদি তোমার বুদ্ধি
তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া থাকে, তবে শুশ্রূষানিরত হও।
দেখ, হীনজাতি কোন লোককেই উপদেশ দেওয়া
কর্ত্তব্য নহে, কেননা হীন জাতিতে উপদেশ দানে
উপাধ্যায়ের মহাদোষ হয়। কোন বুদ্ধিমান দাসবই
শূদ্রকে অধ্যাপন বা দীক্ষন করিবেন না, দীক্ষক-
পাদি শাস্ত্র লঙ্ঘন করিবেন না, এমন কি, কাব্য-কর্ত্তন,

মানব এখানে উপস্থিত হইয়া স্নান করিবেন। যে
সকল মানব এই পাপনাশন তীর্থে স্নান করবেন,
তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন সংশয় নাই।
ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে সূত। আপনি
ব্যাসসমীপে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, আপনি
সমস্তই বিদিত আছেন, অতএব হে সূত।
পাপনাশন তীর্থের বিবৃতি কীর্তন করুন। সূত
উত্তর করিলেন,—হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ। আপনাদের
পুণ্য প্রপঞ্চ উত্তর করিতেছি, এই ঘটনা হিম-
বানের পার্শ্বস্থিত শুভ ব্রহ্মাশ্রমপদে সংঘটিত হইয়া-
ছিল। সেই নানাবৃক্ষসমাকীর্ণ পুণ্যশ্রম সুশোভন
ব্রহ্মাশ্রমপদ মনোহর হিমালয়ের পার্শ্বদেশে অবস্থিত;
এই আশ্রম বহুশুল্ক-লতাকীর্ণ এবং যুগ ও গজগণ-
নিবেষিত। তদ্রূপ বম্য পুষ্পিত কাননে
সিদ্ধচারণগণ নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাশ্রম-
পদের সর্বত্রই যতিগণ দ্বারা সমাকীর্ণ ও তপস্বী-
সমূহদ্বারা উপশোভিত, সূর্য্যোব জায় উজ্জল তেজঃ-
সম্পন্ন মহাতাগ তপস্বী ব্রাহ্মণগণ বিবিধ নিয়ম ও
ক্রতাদি ধারণ করিয়া আশ্রমের সর্বত্র বিরাজিত
করিয়াছেন। কত কত বেদাধ্যয়ননিরত কৃতাত্মা
যতিগণ বৈদিক বিপ্র, যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া যতাহার
আশ্রমে এই আশ্রমের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত
করিয়া বাস করিতেছেন। এই আশ্রমে বর্গী-
কর্তৃক, বাণেশ্বর-কর্তৃক, তিস্রুগণ-কর্তৃক বর্ণোক্ত বিধান
দ্বারা স্নান করিয়া আশ্রমচারে নিরত রহিয়া-

মহাভারত-সংস্করণে বলা হয়। পুরাণমিতিহাসক
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে ৩৮। যদি চোশদিশেদিশঃ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে ৩৯। তাজেবুর্জিলা বিপ্রঃ তঃ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে ৪০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে
বিজ্ঞঃ চণ্ডালব্যক্ত্যজঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে ৪১।
পরিবর্তনঃ। ৪২। তচ্ছব্দবৎ ভদ্রঃ তে ব্রাহ্মণান্
অক্সা সহ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সংস্করণে ৪৩। যদা
৪৪। ন হি নৈসর্গিকঃ কস্য পরিত্যক্তঃ ক্షমহসি।
এবমুক্তঃ স মুনিঃ স শ্রদ্ধোহচিস্তয়তদা। ৪৫। কিং
কর্তব্যং যদা হৃদ্য ব্রতে ব্রজা হি মে পরা। যদা
শ্রদ্ধায়া শ্রদ্ধায়া যতিব্যোহহং তখাদ্য বৈ। ৪৬। ইতি
নিশ্চিত্য মনসা শ্রদ্ধো দৃঢ়মতিস্তদা। গহাশ্রমপদা-
দুরং কৃতবারুটজঃ শুভম্। ৪৭। তত্র বৈ দেবতা-
গারঃ পুণ্যাত্মায়তনানি চ। পুণ্যারামাদিকং চাপি
ভট্টাকখনাদিকম্। ৪৮। অক্সা কারয়ামাস তপঃ-
সিদ্ধার্থমাত্মনঃ। অতিবেকাশ্চ নিয়মাহুপবাসাদি-
কানপি। ৪৯। বলিং কৃতা চ হৃদা চ দৈবতাত্ম্যপূজ-

৪৯। সঙ্কল্পনিরমোশেতঃ কল্যাণারো জিতেদ্রিয়ঃ।
৪৯। মিত্যঃ কল্যাণে যুগেচ পুণ্যারামি তথা কল্যাণে।
মতিবীন পুণ্যারামি যথাবৎ সঙ্কল্পানতান্। ৪৯।
এবং হি শ্রদ্ধায়া কল্যাণে ব্যতিচক্রাম তত্র বৈ। ৪৯।
অধাশ্রমগাতস্ত শ্রদ্ধাতির্নাম নামতঃ। বিজ্ঞো
গর্গকুলোদ্ভূতঃ সত্যবাদী জিতেদ্রিয়ঃ। ৪৯। স্বাগত-
মুনিমারাধ্য তোষয়িত্বা কলাদিকৈঃ। কথয়ন্ত বৈ কথাঃ
পুণ্যঃ কুশলং পর্যাপৃচ্ছত। ৫১। ইখং বিপ্রঃ স
পাদ্যাদৈকপচাতৈরস্ত পূজিতঃ। আশীর্ভিরতিমন্দৈর্যনঃ
প্রতিগৃহ্য চ সংক্রিয়াম্। ৫১। তমাপৃচ্ছৎ প্রহৃষ্টাশ্চ
স্বাগ্রমং পুনরাযযৌ। এবং দিনে দিনে বিপ্রঃ শ্রদ্ধে-
হস্মিন পক্ষপাতবান্। ৫৩। আগচ্ছদাশ্রমং তস্ত
দ্রষ্টুং তং শ্রদ্ধাযোনিজম্। বহুকালং বিজ্ঞাতাত্ম-
সংসর্গঃ শ্রদ্ধাযোনিঃ। ৫৪। স্নেহস্ত বশমাপন্নঃ
শ্রদ্ধোক্তং নাতিচক্রমে। অধাগতঃ বিজ্ঞঃ শ্রদ্ধঃ প্রাহ
স্নেহবশীকৃতম্। ৫৫। হব্যকব্যবিধানং মে ক্রহি ত্বং
তু শুক্লমতঃ। ৫৬। এবমুক্তঃ স শ্রদ্ধেণ সর্বমেতদুপা-
দিশৎ। ৫৬। কারয়ামাস শ্রদ্ধা পিতৃকার্যাদিকঃ

অলঙ্কার, পুরাণ, ইতিহাস এসকল শাস্ত্রও শ্রদ্ধকে
কখনও অধ্যাপন করিবেন না। যদি কখন কোন
বিপ্র শ্রদ্ধকে এই সকল শাস্ত্র উপদেশ দেন, তবে
এই ব্রহ্ম-সঙ্কল গ্রাম হইতে অত্যাশ্র বিপ্রগণ তাহাকে
বিতাড়িত করিবেন। শ্রদ্ধের উপদেষ্টা বিজ্ঞ চণ্ডাল-
বৎ ত্যাজ্য; অতএব অক্ষরাস্বক 'শ্রদ্ধ' শব্দটিও
দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন। মবাদি শাস্ত্রকার-
গণ বিজ্ঞশ্রদ্ধাকেই শ্রদ্ধার্থ নির্দিষ্ট করিয়াছেন।
অতএব ব্রহ্ম সহকারে বিজ্ঞগণের শুদ্ধতা কর,
ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। শুদ্ধতা তোমার
স্বাভাবিক কর্ম, তুমি ইহা পরিত্যাগ করিবার
যোগ্য নহ। মুনি কর্তৃক এইরূপে অভিহিত
হইয়া শ্রদ্ধ তখন চিন্তা করিতে লাগিল,—আমি আজ
কি করি। ব্রতেই যে আমার পরম ব্রহ্ম জন্মিতেছে,
অতএব যেরূপ করিলে আমার পরম জ্ঞান জন্মে,
আমি আজ তাহারই আচরণ করিব। তখন মনে
মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দৃঢ়মতি শ্রদ্ধ—আশ্রম
পদের দ্বারে গিয়া এক উত্তম পর্ণকূটের নির্মাণ
করিল এবং তথায় দেবতাগার, পুণ্যায়তননিচয়ও
পুণ্যারামাদি বিহীন এবং শুদ্ধাগ খননাদি সমাধা
স্বরূপ অতীষ্টসিদ্ধির জন্য ব্রহ্ম সহকারে তপস্বী
করিতে লাগিল। শ্রদ্ধক বিবিধ অভিষেক, নিয়ম,
উপনয়নাদি, বলিপ্রদান ও কোম দ্বারা দেবতাগণের

পূজা করিল এবং সঙ্কল্পবদ্ধ, নিয়মযুক্তও, জিতেদ্রিয়
হইয়া কন্দ, মূল, পুষ্প ও ফল দ্বারা সতত যথাগত
অতিথিগণকে পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে শ্রদ্ধের
অনেককাল অতীত হইলে গর্গকুলোদ্ভব সত্য-
বাদী জিতেদ্রিয় শ্রদ্ধাতি নামে বিজ্ঞ শ্রদ্ধকের আশ্রমে
আগমন করিলেন। শ্রদ্ধক স্বাগতবাক্যে শ্রদ্ধাতি
মুনির আরাধনা ও কলাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া
পুণ্যকথা কীর্তন করিতে করিতে কুশল জিজ্ঞাসা
করিল। বিপ্র শ্রদ্ধাতি—শ্রদ্ধপ্রদত্ত পাদ্যাদি উপ-
চার দ্বারা অর্চিত হইয়া আশীর্বাদ বাক্যে তাহাকে
অভিনন্দিত করিলেন এবং তাহার প্রদত্ত সংক্রিয়া
গ্রহণপূর্বক বিদায় লইয়া প্রহৃষ্টমনে পুনরায় স্বীয়
আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। বিপ্র শ্রদ্ধাতি শ্রদ্ধকে
দেখিবার জন্য এইরূপে প্রতিদিন তাহার আশ্রমে
আসিয়া কালক্রমে শ্রদ্ধকের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া
পড়িলেন, এবং বহুকাল শ্রদ্ধাযোনির সংসর্গ করিয়া
স্নেহে বশীভূত হইলেন,—তিনি শ্রদ্ধের বাক্য অতি-
ক্রম করিতে পারিলেন না। অনন্তর শ্রদ্ধ একদিন
স্নেহবশীকৃত বিপ্রকে সমাগত দেখিয়া বলিল,—হে
বিপ্র! আপনি আমার মাতৃ গুরু, অতএব আপনাকে
হব্যকব্যবিধানে উপদেশ প্রদান করুন। অনন্তর
বিজ্ঞোত্তম শ্রদ্ধাতি, শ্রদ্ধ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাকে
সমস্ত হব্যকব্য বিধান উপদেশ দিলেন। ২৯—৫৬।

তদা পিতৃকর্তব্যং কৃতে তেন বিমুখঃ স বিজো-
তমঃ ॥ ৫৭ ॥ অথ দীর্ঘেণ কালেন পোষিতঃ
শূদ্রযোনিঃ। ত্যক্তো বিপ্রগণৈঃ স্নেহয়ঃ পঞ্চ-
মগমদ্বিজঃ ॥ ৫৮ ॥ বৈবস্বতভট্টেনীয়া পাতিতো
নরকেষপি। কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥
৫৯ ॥ ভুক্তা ক্রমেণ নরকাংস্তদন্তে স্থাবরো-
হভবৎ। গর্দভস্ত ততো জগ্রে বিড়ম্বরাহস্ততঃ
পরম্ ॥ ৬০ ॥ জগ্রেহথ সারমেয়োহনৌ পঞ্চায়স-
তাং গতঃ। অথ চণ্ডালতাং প্রাপ্য শূদ্রযোনি-
মগাস্ততঃ ॥ ৬১ ॥ গতবান্ বৈশ্বতাং পঞ্চাৎ ক্ষত্রিয়-
স্তদনন্তরম্। প্রবলৈর্কাধ্যমানোহসৌ ব্রাহ্মণো
বৈ তদাভবৎ ॥ ৬২ ॥ উপনীতঃ স পিত্রা তু
বর্ষে গর্ভাষ্টমে দ্বিজঃ। বর্তমানঃ পিতুর্গেহে
স্বাচারাত্যাসতৎপরঃ ॥ ৬৩ ॥ গচ্ছন্ কদাচি-
দগহনে গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষস। কদন্ ভ্রমন্ অল-
মুঢ়ঃ প্রলপন্ প্রহসন্নসৌ ॥ ৬৪ ॥ শব্দাহেতি চ
বদন্ বৈদিকং কৰ্ম্ম সোহত্যাভৎ। দৃষ্ট্বা স্মৃতং তথা-
ভূতং পিতা হুঃখেন পীড়িতঃ ॥ ৬৫ ॥ স্মৃতমাদায় চ
স্নেহাদগস্ত্যঃ শরণং যযৌ। সুবর্ণমুখরৌতীরে

তিনি তাহার পিতৃকর্তব্য শ্রদ্ধাদি করাইলেন এবং
পিতৃকৃত্য সমাপ্ত হইলে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।
অনন্তর দীর্ঘকাল শূদ্রপুষ্টি স্মৃতি, দ্বিজ কর্তৃক
পরিত্যক্ত হইয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর
তাঁহাকে লইয়া গিয়া নরকে নিক্ষিপ্ত করিল।
অনন্তর নারকী স্মৃতি প্রবল কৰ্ম্মদ্বারা বাধ্যমান
হইয়া ক্রমে কোটি সহস্র ও শত কোটি কল্পকাল
নরকনিকর ভোগ করিলেন ও তদনন্তর স্থাবর
হইয়া জন্ম লইলেন এবং তারপর ক্রমে গর্দভ,
বিড়ম্বরাহ, সারমেয় এবং বায়সযোনি, প্রাপ্ত হই-
লেন। অতঃপর চণ্ডালযোনি তৎপর ক্রমে শূদ্র,
বৈশ্ব, ক্ষত্রিয় এবং কালে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ
করিলেন। অনন্তর দ্বিজ গর্ভাষ্টমবর্ষে পিতা কর্তৃক
উপনীত ও স্বীয় অচারে তৎপর হইয়া পিতার নিকট
বাস করিতে লাগিলেন। দ্বিজ স্মৃতি একদা বনগমন
করিলে একটা ব্রহ্মরাক্ষস তাঁহাকে গ্রহণ করিল,
তিনি বৈদিক কৰ্ম্ম সকল পরিত্যাগপূর্বক কখন
মোদন, কখন ভ্রমণ, কখন মুঢ়ের স্থায় প্রলাপভাষণ,
কখন হাস্ত এবং কখনও বা নিরন্তর 'হায় হায়'
করিতে লাগিলেন। পিতা তথাকৃত তনয়কে
দেখিয়া পীড়িত হইলেন এবং মেহবশতঃ তাঁহাকে
লইয়া গিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রয় লইলেন।

তপস্তপঃ শিবাশ্রিতঃ ॥ ৬৬ ॥ ভক্তা যুনিঃ প্রা-
ম্যাসৌ পিতা তস্ত স্মৃতস্ত বৈ। তস্মৈ নিবে-
দয়ামাস স্বপুত্রস্ত বিচেষ্টিতম্ ॥ ৬৭ ॥ অত্রবীচ
তদা বিপ্রঃ কুন্তজঃ যুনিপুঙ্গবম্। এর মে
তনয়ো ব্রহ্মন্ গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা ॥ ৬৮ ॥ স্মৃৎ ন
লভতে ব্রহ্মন্ রক্ষ তং করুণাদৃশ। নাস্তি মে
তনয়োহপ্যন্তঃ পিতৃণামগমস্তয়ে ॥ ৬৯ ॥ তস্ত পীড়া-
বিনাশার্থমুপায়ঃ ক্রহি কুন্তজ। স্বৎসমস্তিষু লোকেষু
তপঃশীলো ন বিদ্যতে ॥ ৭০ ॥ ত্বাং বিনাস্ত পরি-
জাতান মে পুত্রস্ত বিদ্যতে। পুত্রে দয়াং কুরু
গুরো দয়াশীলা হি সাধবঃ ॥ ৭১ ॥ জীমূত উবাচ।
এবমুক্ত্বা তেন কুন্তজো ধ্যানমাস্থিতঃ। ধ্যানা
তু স্মৃতিরঃ কালমববীদ্ ব্রাহ্মণং ততঃ ॥ ৭২ ॥ অগস্ত্য
উবাচ। পূর্বজন্মনি তে পুত্রো ব্রাহ্মণোহয়ং মহামতে।
স্মৃতির্নাম বিপ্রোহয়ং মতিং শূদ্রায় বৈ দদৌ ॥ ৭৩ ॥
কৰ্ম্মাণি বৈদিকান্তেষু সৰ্ব্বাণ্যাপদিদেশ বৈ। অতো-
হয়ং নরকান্ ভুক্ত্বা কল্পকোটিসহস্রকম্ ॥ ৭৪ ॥ জাতো

মহর্ষি অগস্ত্য সুবর্ণমুখরৌতীরে শিবকে সম্মুখে রাখিয়া
তপস্বী করিতেছিলেন ॥ ৬৬—৬৭ ॥ পিতা ভক্তিপূর্বক
কুন্তসম্ভব যুনি অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়া স্বীয় পুত্রের
আচরিত কৰ্ম্মসকল তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,
এবং বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার এই পুত্রকে
ব্রহ্মরাক্ষস গ্রহণ করিয়াছে, তনয় কণমাত্রও শাস্তি
লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না; হে ব্রহ্মন্!
করুণাদৃষ্টিপাতে ইহাকে রক্ষা করুন। পিতৃ-
গণের ঋণমোচন করে আমার একপ আর দ্বিতীয়
তনয়, নাই, অতএব হে কুন্তজ! ইহার পীড়া-
নাশের উপায় বিধান করুন! হে গুরো! আপনার
সমান তপঃশীল ত্রিভুবনে আর কেহ নাই, আপনি
ভিন্ন আমার তনয়ের পরিজাতাও আমি আর
কাহাকে দেখি না; অতএব আমার তনয়ের
প্রতি কৃপা প্রদর্শন করুন; কেমনা সাধুগণ
দয়াশীল। স্মৃত কহিলেন,—দ্বিজ কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া কুন্ত্যোনি অগস্ত্য ধ্যানাবলম্বন করিলেন;
এবং কণকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া ব্রাহ্মণকে বলিতে
লাগিলেন। অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহামতে!
তোমার এই পুত্র পূর্বজন্মেও ব্রাহ্মণ ছিল, ইহার
নাম ছিল। এ ব্যক্তি স্মৃতি শূদ্রে বুদ্ধি অর্পণ করিয়া
তাঁহাকে নিধিল বৈদিক কৰ্ম্মের উপদেশ প্রদান
করে; অনন্তর সহস্রকোটিকল্পকাল নরক ভোগ

ভূবি তদন্তেষু স্বাবরাতিষু যোনিষু । ইদানীং ব্রাহ্মণো
জাতঃ কৰ্মশেষেণ তে স্মৃতঃ ॥ ৭৫ ॥ যমেন প্রেবিত্তে-
মাত্র গৃহীতো ব্রহ্মরক্ষসা । কুরেণ পাতকেনাদ্য
পূৰ্ব্বেজন্মকৃতেন বৈ ॥ ৭৬ ॥ উপায়ন্তে প্রবক্ষ্যামি
ব্রহ্মরক্ষোবিনাশনে । শৃণু ব্রহ্মা যুক্তঃ সমাধায় চ
মানসম্ ॥ ৭৭ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে ঋষিসঙ্ঘনিবেষিতে ।
বৰ্জতে দৈবতৈঃ সেবাঃ পাবনো বেকটোচলঃ ॥ ৭৮ ॥
তন্তোপরি মহাতীর্থং নাম্না পাপবিনাশনম্ । অস্তি
পুণ্যং প্রসিদ্ধঞ্চ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৭৯ ॥ ভূত-
প্রেতপিশাচানাং বেতালব্রহ্মরক্ষসাম্ । মহতাক্ষব
রোগাণাং তীর্থং তন্নাশকং স্মৃতম্ ॥ ৮০ ॥ স্মৃত-
মাদায় গচ্ছ স্বং ততীর্থং গিরিমধ্যগম্ । প্রযতঃ
স্নাপয় স্মৃতং তীর্থে পাপবিনাশনে ॥ ৮১ ॥ স্নানেন
ত্রিদিনং তত্র ব্রহ্মরক্ষো বিনশতি । নৈবোপায়ান্তরং
তন্ত বিনাশে বিদ্যতে ভূবি ॥ ৮২ ॥ তন্মাচ্ছীত্ব
প্রযাহি ত্বং বেকটোচ্ছ্রয়পৰ্বতম্ । তত্র পাপবিনাশাখ্য-
তীর্থে স্নাপয় তে স্মৃতম্ ॥ ৮৩ ॥ মা বিলম্বঃ কুরুষ্বাত্র
হরয়া যাহি বৈ দ্বিজ । ইত্যুক্তঃ স দ্বিজোহগস্ত্যং

প্রণম্য ভূবি দণ্ডবৎ ॥ ৮৪ ॥ অল্পজাতশ্চ তেনাসৌ
প্রযযৌ বেকটোচলম্ । স্মৃতেন সাকং বিপ্রোহসৌ
গম্মা পাপবিনাশনম্ ॥ ৮৫ ॥ সঙ্কল্পপূৰ্ব্বঃ সংস্রাপ্য
দিনত্রয়মসৌ স্মৃতম্ । সন্মৌ স্বয়ং বিপ্রেন্দ্রঃ পিতা
পাপবিনাশনে । সমাগতঃ পপৌ তোয়ং কৃষ্মা
চাপ্যাহ্নিকক্রমম্ ॥ ৮৬ ॥ অথ তন্ত স্মৃতস্তত্র বিমুক্তো
ব্রহ্মরক্ষসা ॥ ৮৭ ॥ সমজায়ত নীরোগঃ স্বস্থঃ সুন্দর-
রূপধৃক্ । সৰ্বসম্পৎসমুদ্বোহসৌ ভুক্তা ভোগান-
নেকশঃ ॥ ৮৮ ॥ দেহান্তে প্রযযৌ মুক্তিং স্নানাৎ
পাপবিনাশনে । পিতাপি তত্র স্নানেন দেহান্তে
মুক্তিমাশ্ববান ॥ ৮৯ ॥ তেনোপদিষ্টোহয়ং শূদ্রঃ স
ভুক্তা নরকান্ ক্রমাৎ । অনেকান্সু জনিস্থা চ
কুৎসিতান্সপি যোনিষু ॥ ৯০ ॥ গৃধ্রজন্মভবৎপঞ্চা-
দ্বেকটোচলভূধরে । স কদাচিচ্ছ্রয়ং পাতুং তীর্থে
পাপবিনাশনে ॥ ৯১ ॥ সমাগতঃ পপৌ তোয়ং
সিষিচে চান্ননস্তনুম্ । তদৈব দিব্যদেহঃ সন্ সৰ্বা-
ভরণভূষিতঃ ॥ ৯২ ॥ দিব্যং বিমানমাক্রুহ প্রযযাব-
মরালয়ম্ ॥ ৯৩ ॥ শ্রীস্মৃত উবাচ । এবম্ভাবমেতদৈ

করিয়া তদনন্তর পৃথিবীতে স্বাবরাতি বহু যোনি
ভ্রমণ করিয়া কৰ্মশেষ হওয়ায় এক্ষণে ব্রাহ্মণ হইয়া
তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! এই ক্রুর
ব্রহ্মরাক্ষস যমপ্ররিত, তোমার তনয়ের পূৰ্ব্বেজন্মকৃত
পাতকের ফলেই আজ ব্রহ্মরাক্ষস ইহাকে গ্রহণ
করিতে সমর্থ হইয়াছে । এক্ষণে ব্রহ্মরাক্ষসের
বিনাশ বার্তা কীৰ্ত্তন করিতেছি, মনঃসমাধানপূৰ্ব্বক
স্নানযুক্ত হইয়া শ্রবণ কর । ঋষিগণনিবেষিত
সুবর্ণমুখরীতীরে নিখিল দেবসেবা পুত
বেকট পৰ্বত অবস্থিত; তাহার শিখরদেশে
পাপবিনাশন নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান; ঐ
প্রসিদ্ধ তীর্থ অতীব পুত ও মহাপাপবিনাশক ।
এই তীর্থ ভূত, প্রেত, পিশাচ, বেতাল, ব্রহ্মরাক্ষস
প্রভৃতি হইতে সমুৎপন্ন এবং অস্তান্ত বিবিধ উৎকট
রোগের নাশক; অতএব পুত্রকে সঙ্গে লইয়া
গিরিমধ্যগত ঐ পাপবিনাশন তীর্থে গমনপূৰ্ব্বক
প্রযতমেন পুত্রকে স্নান করাও; ঐ তীর্থে তিন
দিন স্নান করিলেই ব্রহ্মরাক্ষস পলায়ন করিবে,
ব্রহ্মরাক্ষসের বিনাশের ইহা তিন ত্রিলোকে আমি
আর উপায়ান্তর দেখিলাম । অতএব সহর বেকটা-
চলে গমন কর এবং সেই পাপবিনাশ নামক তীর্থে
তনয়কে স্নান করাও । হে দ্বিজ! এখানে আর
বিলম্ব করিও না, সহর গমন কর । অনন্তর দ্বিজ

অগস্ত্যকর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভূমিতে
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং মহর্ষি অগস্ত্যের
আদেশ লইয়া বেকট গিরিতে গমন করিলেন ।
অনন্তর দ্বিজ পুত্রের সহিত পাপবিনাশন তীর্থে গমন-
পূৰ্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া তাহাকে তিন দিন স্নান করাই-
লেন এবং নিজেও সেই তীর্থে স্নান করিয়া আহ্নিক-
কৃত্য সমাধানপূৰ্ব্বক জল পান করিয়া গৃহে প্রত্যা-
বর্তন করিলেন । ৬৭—৮৬ । অনন্তর পাপবিনাশন
তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মরাক্ষস তদীয় তনয়কে পরি-
ত্যাগ করিল; তখন সে নীরোগ, স্বস্থ এবং
সুন্দররূপ হইল এবং ক্রমে সৰ্বসম্পৎসমুদ্ব
হইয়া বিবিধ ভোগ্য উপভোগ করত দেহাব-
সানে মুক্তি লাভ করিল । পিতাও সেই পাপবিনা-
শন তীর্থের স্নানপ্রভাবে দেহান্তে মুক্তিভাগী হই-
লেন । স্মৃতি কর্তৃক উপদিষ্ট শূদ্র অনেক নরক
ভোগ করিয়া ক্রমে বহু কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ
করত অবশেষে গৃধ্রজন্ম লাভ করিয়া বেকটশৈলে
অবস্থান করে । ঐ গৃধ্র একদিন তৃকান্ত হইয়া পাপ-
বিনাশন তীর্থে আগমনপূৰ্ব্বক তীর্থজল পান করিয়া
আন্তরিক্ত ত্যাগ করে এবং তখনই সৰ্বাভরণ-
ভূষিত দেবদেহ ধারণপূৰ্ব্বক বিমানারোহণে অমরা-
লয়ে চলিয়া যায় । স্মৃত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ!

তীর্থং, পুণ্যবিনাশনম্। পাপানাং নাশনাবিশ্রাঃ
পাপনাশাভিধং হি তৎ ॥ ১৪ ॥ ইত্যং ব্রহ্মসং কথিতং
মুনীশ্রুতং বৈভবং পাপবিনাশনম্। যজ্ঞাভিষেকাৎ
সহস্রা বিমুক্তো বিজ্ঞঃ শূদ্রঃ বিনিন্দ্যকৃত্যো ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পাপবিনাশনতীর্থমহিমামুখবর্ণনং
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃত উবাচ। পুনশ্চাহং প্রক্যামি পাপ-
নাশনবৈভবম্। ভগবদ্ভক্তিতাবেন শৃণুধ্বং সুসমা-
হিতাঃ ॥ ১ ॥ ইতিহাসং প্রবক্যামি সৰ্বপাপ-
বিনাশনম্। যজ্ঞেহা সৰ্বপাপেভ্যে মূঢ়্যতে নান্ন
সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ অসীৎ পুত্রা বিজববো বেদবেদাঙ্গ-
পারগঃ। দরিদ্রো বৃদ্ধিশূন্যঃ নান্ন ভদ্ভমতির্বিজঃ ॥
৩ ॥ ঋতানি সৰ্বশাস্ত্রাণি তেন বিপ্রেণ ধীমতা।
ঋতানি চ পুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সৰ্বশঃ ॥ ৪ ॥
অভবৎকৃত্য যত্ন পত্ন্যঃ কৃত্য সিন্ধুর্ষশোবতী। কামিনী
চৈব মালিনী চৈব শোভা প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৫ ॥ তান্ন
পত্নীষু তস্তাসীৎ পুত্রাণাঞ্চ শতদ্বয়ম্। তে সৰ্বের

পাপবিনাশন তীর্থ এবমুত প্রভাবসম্পন্ন। পাপ-
সমূহের বিনাশ করে বলিয়া ইহাব নাম শ্রীনাশন
হইয়াছে। যেখানে শ্রীনাশন কাব্যে নিমিত্ত ১১ বিজ
ও শূদ্রক বিমুক্ত হইয়াছে, মুনীশ্রুতং সেই পাপ-
বিনাশন তীর্থের এইরূপই ব্রহ্মসং কীর্তন করিয়া
থাকেন। ৮৭—১৫।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীকৃত কহিলেন,—পুনরায় পাপনাশন নামক
তীর্থের বিবৃতি কীর্তন করিতেছি, আপনাবা সমা-
হিত মনে ভগবানে ভক্তিমান হইয়া শ্রবণ করুন।
আমি এবিষয়ে সৰ্বপাপবিনাশন এক ইতিহাস
কহিতেছি, ইহা শুনিবে সকল পাপ হইতে মুক্তি
হয়, সংশয় নাই। পূর্বকালে বেদবেদাঙ্গপারগ,
বিশুদ্ধ, দরিদ্র, বিজবর ভদ্ভমতি নামক এক ব্রাহ্মণ
ছিলেন। ধীমান্ বিজ ভদ্ভমতি নিখিল বেদ, পুরাণ
ও ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করেন। তাঁহার ছয়টি পত্নী,
নাম—কৃত্য, সিন্ধু, যশোবতী, কামিনী, মালিনী

তস্ত পুত্রাণ্যঃ কুধরী পরিপীড়িতাঃ ॥ ৬ ॥ অকিঞ্চনো
ভদ্ভমতিঃ কুধার্তানাক্ষয়ান্ প্রিয়ান্। পত্নান্ প্রিয়াঃ
কুধার্তাশ্চ বিলঙ্গ্যাকুলেপ্রিয়াঃ ॥ ৭ ॥ বিগ্জয়
ভাগ্যরহিতঃ বিগ্জয় ধনবর্জিতম্। বিগ্জয়
কীর্তিরহিতঃ বিগ্জয় আতিথ্যবর্জিতম্ ॥ ৮ ॥ বিগ্জয়
চাররহিতঃ বিগ্জয় জ্ঞানবর্জিতম্। বিগ্জয় যজ্ঞ-
বহিতঃ বিগ্জয় সুখবর্জিতম্ ॥ ৯ ॥ বিগ্জয়
বন্ধুরহিতঃ বিগ্জয় খ্যাতিবর্জিতম্। নরশ্চ
বহুপত্যশ্চ বিগ্জয়েঐর্ষ্যবর্জিতম্ ॥ ১০ ॥ অহো
গুণাঃ সৌম্যতা চ বিদ্বতা জন্ম সংকুলে। দারি-
দ্র্যাদুধিময়শ্চ সর্বমেতন্ন শোভতে ॥ ১১ ॥ বিপ্রাঃ
পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবো ভ্রাতরন্তথা। শিষ্যাশ্চ
সর্বের মন্ত্রজ্ঞাস্ত্যজটৈল্যধ্যাবর্জিতম্ ॥ ১২ ॥ ইতি
নিশ্চিত্য মতিমান ধীবো ভদ্ভমতির্বিজঃ। চণ্ডালো
বা বিজো বাপি ভাগ্যবানেব পূজ্যতে ॥ ১৩ ॥
দরিদ্রঃ পুরুষো লোকে শববল্লোকনিদিতঃ। অহো
সম্পৎসমামুক্তো নিষ্ঠুরো বাপ্যানিষ্ঠুবঃ ॥ ১৪ ॥
গুণহীনোহপি গুণবান্ বা বাপি স পণ্ডিতঃ। নিষ্ঠুরো

এবং শোভা। ১—৫। ভদ্ভমতি বহু পত্নীতে দুইশত
পুত্র জন্ম গ্রহণ কবে। একদা তদীয় তনয়গণ
কুধায় পরিপীড়িত হইয়া, অকিঞ্চন বিজ ভদ্ভমতি
প্রিয় আশ্রয় ও পত্নীগণকে কুধিত দর্শনে আকুলে-
প্রিয় হইয়া বিলাপ কাব্যেছিলেন। তিনি বলি-
লেন,—ভাগ্যরহিত জন্মে বিজ, ধনবর্জিত জন্মে
বিজ, কীর্তিরহিত জন্মে বিজ, আতিথ্যবর্জিত জন্মে
বিজ, আচাররহিত জন্মে বিজ, জ্ঞানবর্জিত জন্মে
বিজ, যজ্ঞহীন জন্মে বিজ, সুখবর্জিত জন্মে বিজ,
বন্ধুহীন জন্মে বিজ, খ্যাতিবর্জিত জন্মে বিজ
এবং বহু অপত্যশালী জন্মে বিজ, ঐর্ষ্য-
বর্জিত জন্মে বিজ। অহো! দারিদ্র্যজলধিময়
ব্যক্তির সংকুলে জন্মলাভ, সৌম্য এবং পণ্ডিত্য
এ সকল শোভমান হয় না। অহো! বিপ্র,
পুত্র, পৌত্র, বান্ধব, ভ্রাতা, শিষ্য এবং সকল
মানবই ঐর্ষ্যবর্জিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ
করে। অনন্তর মতিমান বীর ভদ্ভমতি এইরূপ
আলোচনা করিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, চণ্ডালই
হটক, আর বিজই হটক, ভাগ্যবানই পূজ্য।
লোকে দরিদ্র ব্যক্তি পরের দ্বারা নিদিত। অহো!
সমৃদ্ধ ব্যক্তি নিষ্ঠুর হইয়াও দয়াবান, গুণহীন হইয়াও
গুণবান এবং মূর্খ হইয়াও পণ্ডিত হয়। নিষ্ঠুর
হটক বা গুণহীনই হটক কিংবা ধর্মহীনই হটক

বা ভনী বাপি ঐশ্বর্যানোহি বা নরঃ । ১৫ । ঐশ্বর্য-
ভগবতশ্চৈব পূজ্য এব ন সংশয়ঃ । অহো দরিদ্রতা
হুঃখঃ তজ্জাপ্যাশাতিহুঃখদা । ১৬ । আশাতিভূতাঃ
পুত্রবা হুঃখমশ্রুবতে কণাৎ । ১৭ । আশায়া যে
দাসা দাসান্তে সর্বলোকস্তি । আশা দাসী যেমাং
তেবাং দাসায়তে লোকঃ । ১৮ । সর্বশাস্ত্রার্থ-
বেত্তাপি দরিদ্রো ভাতি মূৰ্খবৎ । আকিঞ্চ-
মহাপ্রাহ্মগ্রস্তানাং নাস্তি মোচকঃ । ১৯ । অহো
হুঃখমহো হুঃখমহো হুঃখঃ দরিদ্রতা । তজ্জাপি পুত্র-
দারাপাং বাহুল্যমতিহুঃখদম্ । ২০ । এবমুকা ভদ্র-
মতিঃ সর্বশাস্ত্রার্থপারগঃ । অতৌশ্বৰ্য্যপ্রদং ধৰ্ম্মং
মনসা চিন্তয়ন্তদা । তুষ্ণীং স্থিতো ভদ্রমতি-
শ্রমাক্রেশসমবিতঃ । ২১ । তদানীং তাসু
ভাৰ্য্যাসু কামিনী পতিদেবতা । ২২ । ভাৰ্য্যা সাধু-
গুণৈৰ্বুত্ৰ পতিং তং প্রত্যভাষত । ২৩ । কামিন্য-
বাচ । ভগবন্ সর্বধৰ্ম্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রার্থপারগ । মম
নাথ মহাভাগ বাক্যং শৃণু মহামতে । ২৪ । সুবর্ণ-
মুখরীতীর ঋষিসম্মনিষেবিতো । বর্ততে দৈবতৈঃ

সেবাঃ পাবনো বেকটচলঃ । ২৫ । তস্মিন
বেকটশৈলেশ্বে সুরাসুরনমস্কতে । বর্ততে পাবনঃ
তীর্থং পাপানাম্ দাহকং শুভম্ । ২৬ । তত্র গতা
মহাভাগ পাপনাশে মহামতে । কুরু জ্ঞানং শ্রবণেন
ভাৰ্য্যাপুত্রসমবিতঃ । ১৭ । তস্মৈ তীর্থস্ত মহাত্ম্যঃ
নারদাচ্ছ্রুতং মম । বালভাবে মম পিতুরন্তিকে
প্রোক্তবান্মুনিঃ । ২৮ । বেকটাজ্জো মহাপুণ্যে সর্ব-
পাতকনাশনে । সর্বহুঃখপ্রশমনে সর্বসম্পৎ-
প্রদায়কে । ২৯ । পাপনাশে মহাতীর্থে স্নাত্বা
সকলপূৰ্ব্বকম্ । অতৌশ্বৰ্য্যপ্রদং ধৰ্ম্মং মনসা
চিন্তয়ন্তদা । ৩০ । ভূমিদানং বিনিশ্চিত্য সর্ব-
দানোত্তমোত্তমম্ । প্রাপকং পরলোকস্ত সর্বকাম-
কলপ্রদম্ । ৩১ । দানানামুত্তমং দানং ভূদানং
পরিকীৰ্ত্তিতম্ । তদ্বদা সমবাপ্নোতি যদ্যদষ্টমং
নরঃ । ৩২ । ইত্যেবং নারদেনোক্তং শ্রুত্বা মে
জনকো দ্বিজঃ । সম্প্রহৃষ্টমনা ভূত্বা শেখাজিৎ
প্রাপ্তবান্সুদা । ৩৩ । তত্র গতা মহাভাগঃ সর্ব-
সম্পৎপ্রদায়কম্ । ভূদানং বিপ্রবৰ্ধ্যায় শৌজিষায়
প্রদত্তবান্ । ৩৪ । ততো মে জনকো বিদ্বন্ সর্বভাগ্য-

যদি ইহারা ঐশ্বর্যযুক্ত হয়, তবেই পূজিত হইয়া
থাকে, সংশয় নাই । অহো ! একেত দরিদ্রই বিশেষ
হুঃখ, তারপর আবার আশা অতি হুঃখদা ; কেননা
আশাতিভূত মানবগণই সদ্য হুঃখ প্রাপ্ত হয় । যাহারা
আশার বশবর্তী, তাহারা সর্বলোকেই দাস, আশা
যাহাদের দাসীবৎ বশীভূত, তাহাদের নিকট সমস্তই
দাসবৎ হইয়া থাকে । সর্বশাস্ত্রবেত্তাও দরিদ্রদোষে
মূৰ্খের ভাৱ প্রভিষ্ঠাত হয়, যাহাদিগকে দরিদ্ররূপ
কুষ্ঠীর গ্রাস করিয়াছে, তাহাদের মুক্তিদাতা কেহই
নাই । অহো ! কি কষ্ট, কি কষ্ট, কি কষ্ট ! দরিদ্রের
মত হুঃখ আর নাই । ইহাতেও আবার পুত্র ও পত্নী-
বাহুল্য অতিহুঃখদ । সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ভদ্রমতি এই-
রূপ বলিয়া অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যপ্রদ একমাত্র ধৰ্ম্মকেই মনে
মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ভদ্রমতি মহাক্রেশ-
যুক্ত হইয়া আর কিছুই বলিলেন না, তিনি তুষ্ণীমুখ
অবলম্বন করিলেন । অনন্তর তাঁহার পত্নীগণমধ্যে
বিবিধ সাধুগুণযুক্ত পতিদেবতা কামিনী পতিকে
বলিতে লাগিলেন । কামিনী কহিলেন,—হে ভগ-
বান্ । আপনি সর্বধৰ্ম্ম জানেন এবং সকল শাস্ত্র-
র্থের পারগ ; হে নাথ ! হে মহাভাগ ! হে মহামতে !
আমার বাক্য শ্রবণ করুন । মুনিগণনিষেবিত সুবর্ণ-
মুখরীতীরে দেবসেবা পাবন বেকটচল বিদ্যমান ;

সেই সুরাসুরনমস্কৃত বেকটাজিতে নিখিল পাপের
দাহক এক শুভ পুততীর্থ আছে । হে মহামতে মহা-
ভাগ ! আপনি সেই পাপনাশন তীর্থে গমনপূর্ব্বক
পত্নীপুত্র সহ জ্ঞান করুন । ১—১৭ । আমি যখন বালিকা
ছিলাম, তখন মহর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট
আগমন করিয়া ঐ তীর্থের মহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করেন ;
তখন আমি মহর্ষি নারদের মুখে সেই তীর্থমাহাত্ম্য
শ্রবণ করিয়াছিলাম । সর্বপাপপ্রণাশন মহাপুণ্য
সর্বহুঃখনাশক নিখিল সমৃদ্ধিদ ঐ তীর্থ বেকটপর্কতে
অবস্থিত । তৎকালে মুনি বলিয়াছিলেন, ইহলোকে
যে কিছু দান আছে, ভূমিদানই সকলের শ্রেষ্ঠ ;
অতএব মানব ঐ পাপনাশক মহাতীর্থে সঙ্কল্প-
পূর্ব্বক জ্ঞান করিয়া ঐশ্বর্য্যপ্রদ ধৰ্ম্মকে মন দ্বারা চিন্তা
করত “ভূমিদানই নিখিলদানের মধ্যে অমূল্যম দান”
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরলোকপ্রাপক সর্বকাম-
কলপ্রদ ভূমিদান করিলে যহা যাহা অভীষ্ট, তৎ
সমস্তই লাভ করে । অনন্তর আমার পিতা দেবর্ষি
নারদের মুখে এই ভূমিদানমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
তৎকালে অত্যন্ত হৃষ্ট হইল এবং তৎকণাৎ শেখ-
জিৎ গমন করেন । মহাভাগ পিতা তথায় গিয়া
দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌজিৎগণকে নিখিল সমৃদ্ধিদায়ক ভূমি
দান করেন । হে বিদ্বন্ । অনন্তর আমার পিতা

সমবিত্তঃ । ইহলোকে সুখং প্রাপ্য চান্তে বিষ্ণুপুরং
যযৌ ॥ ৩৫ ॥ ত্বং গহা মহাভাগ বেকটাজিঃ নগোক্ত-
মহা । কুরু দানং প্রযত্নেন ভূদানং সৰ্বকামদম্ ॥ ৩৬ ॥
ভূমিদানস্ত মহাভাগ শৃণু স্বসমাধিতঃ । ন কোহপি
গদিতুং শক্তো লোকেহস্মিন্ ভগবন্ প্রভো ॥ ৩৭ ॥
ভূমিদানাৎপরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । পরং
নির্দোষমাপ্নোতি ভূমিদো নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ স্বপ্না-
মপি মহীঃ দদা ত্রোত্রিয়ায়াহিতায়ৈ । ব্রহ্মলোকম-
বাপ্নোতি পুনরাবৃতিবর্জিতম্ ॥ ৩৯ ॥ ভূমিদঃ সৰ্বদঃ
প্রোক্তো ভূমিদো মোক্ষভাগুভবে । ভূমিদানং
বৃষাজৌ চ সৰ্বপাপপ্রশমনম্ ॥ ৪০ ॥ মহাপাতক-
যুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকেঃ । দশহস্তাঃ মহীঃ
দদা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥ সংপাত্রে ভূমি-
দাতা যঃ সৰ্বদানফলং লভেৎ । ভূমিদস্ত স মো-
নাত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥ ৪২ ॥ দ্বিজস্ত বৃষ্টি-
হীনস্ত যঃ প্রদদ্যামহীঃ শুভাম্ । তস্ত পুণ্যফলং
বকুং শেষো নাইঃ কদাচন ॥ ৪৩ ॥ বিপ্রস্ত বৃষ্টি-
হীনস্ত সদাচারস্ত কস্তচিৎ । যোহন্নামপি মহীঃ
দদ্যাৎ স বিষ্ণুর্নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ইক্ষুগোধূমকেদার-

পুগবৃক্ষাদিসংযুক্তা । পৃথী প্রদীয়তে যেন স বিষ্ণুর্নাত্ৰ
সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥ বৃষ্টিহীনস্ত বিপ্রস্ত দরিদ্রস্ত কুটুম্বিনঃ ।
স্বপ্নামপি মহীঃ দদা বিষ্ণুসামুজ্যমশ্নুতে ॥ ৪৬ ॥
সক্ৰান্ত দেবপূজাসু বিপ্রস্তাটবিকা মহী । দদা ভরতি
গজায়াঃ ত্রিগাত্রানজং ফলম্ ॥ ৪৭ ॥ বিপ্রস্ত বৃষ্টি-
হীনস্ত সদাচাররতস্ত চ । জোনিকাং পৃথিবীং দদা
যৎফলং লভতে শৃণু ॥ ৪৮ ॥ গঙ্গাতীরেহশ্বমেধানাং
শতানি বিধিবন্নরঃ । কুহা যৎফলমাপ্নোতি তদাপ্নোতি
মহৎ ফলম্ ॥ ৪৯ ॥ দদাতি ভারিকাং ভূমিং দরিদ্রায়
দ্বিজাতয়ে । তস্ত পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি মন্থাধ ভগবন্
প্রভো ॥ ৫০ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ ।
নিধায় জংঘবীতীরে যৎফলং তল্লভেত সঃ ॥ ৫১ ॥
ভূমিদানং মহাদানমতিদানং প্রকীর্তিতম্ । সৰ্বপাপ-
প্রশমনমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ৫২ ॥ যচ্ছূদা অকুয়া যুক্তো
ভূমিদানফলং লভেৎ । ভাষ্যায় বচনং শ্রুত্বা
বিত্তিহাসসমবিতম্ ॥ ৫৩ ॥ সন্তুষ্টো মনসি ধ্যাত্বা
শেষাচলনিবাসিনম্ ॥ ৫৪ ॥ গঙ্গাং প্রচক্রমে বৃক্ষা
ক্রীড়াচলমমৃতমম্ । ততো ভদ্রমতিঃ সৌম্যঃ সৰ্ব-

ইহলোকে বিবধ ভাগ্যসমবিত ও সুখভাগী হইয়া
অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়াছিলেন । হে মহাভাগ !
আপনিও নগোক্তম বেকটাচলে গমন করুন । সৰ্ব-
প্রযত্নে নিখিলকামদ ভূমিদান করুন । হে ভগবন্ !
আপনি সমাহিত হইয়া ভূমিদানমাহাভ্যা শ্রবণ করুন ।
হে প্রভো ! ত্রিলোকে কেহই এই ভূমিদান মাহাভ্যা
কীর্তন করিতে সমর্থ হয় না । ভূমিদান হইতে
শ্রেষ্ঠ দান হয় নাই, হইবেও না ; ভূমিদাতা পরম
নির্দোষ প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই । আহিতায় ত্রোত্রি-
য়কে অন্নমাত্র ভূমিদান করিলেও পুনরাবৃতিরহিত
ব্রাহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । যে ব্যক্তি ভূমিদান করে,
তাহার সকলদানই করা হয় এবং সে মুক্তিভাগী
হইয়া থাকে । রূপপূর্ণ ভূমিদান করিলে সকল
পাতক বিনষ্ট হয় । মহাপাতক কিংবা সৰ্বপাতক-
যুক্ত নরও দশহস্তপরিমিত ভূমিদান করিয়া নিখিল
কলুষ হইতে মুক্ত হয় । যে মানব সংপাত্রে
ভূমিদান করে, সে সকল দানের ফললাভ
করে—ভূমিদান সদৃশ দান ত্রিলোকে নাই । বৃষ্টি-
হীন ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি উক্তম ভূমিদান করে,
শেষাচল ও কদাচ তাহার পুণ্যফল কীর্তন করিতে
সমর্থ হয় না । বিহীন সদাচাররত ব্রাহ্মণকে
অন্নমাত্রও ভূমি যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি স্বয়ং

বিষ্ণু, সংশয় নাই । ইক্ষু, গোধূম, কেদার ও পুগ-
বৃক্ষাদি সংযুক্ত ভূমিদাতা স্বয়ং বিষ্ণু, সংশয় নাই । ১৮
—৪৫ । বিহীন দরিদ্র কুটুম্বী বিপ্রকে অত্যন্নমাত্র
মহীদান করিলেও বিষ্ণুসামুজ্য লাভ হয় । দেবপূজার-
রত বিপ্রকে সকলনা ভূমিদানে গঙ্গায় ত্রিগাত্র
প্রানের ফললাভ হয় । সদাচাররত বিহীন ব্রাহ্ম-
ণকে জোনিকাপরিমাণ ভূমিদানে যে ফল, তাহা
বলিতেছি, শ্রবণ করুন । নর গঙ্গাতীরে যথাবিধি
শতাব্দমেধ করিয়া যে ফললাভ করে, পুরোক্তরূপ
দান করিলেও তদ্রূপ মহাফল লাভ হইয়া থাকে ।
হে ভগবন্ ! যে ব্যক্তি দরিদ্র দ্বিজাতিকে বিপুল
ভূমিদান করে, তাহার যে ফল হয়, তাহা বলি-
তেছি,—বিধিপূর্বক গঙ্গাতীরে সহস্র অশ্বমেধ এবং
শতবাজপেয় যজ্ঞের যে ফল তৎফল লাভ হয় ।
ভূমিদানই অতিদান ও মহাদান নামে অভিহিত হয়
এবং ভূমিদানই সৰ্বপাপপ্রশমন ও অপবর্গ-ফল-
প্রদ । হে প্রভো ! হে নাথ ! অধিক বলিব কি,
ভূমিদানের মাহাভ্যাও অঙ্গাপূর্বক শ্রবণ করিলে
ভূমিদানের ফল লাভ হয় । ভদ্রমতি, পৃথীর ইতি-
হাসসমবিত বাক্য শ্রবণপূর্বক সন্তুষ্ট হইলেন এবং
মনে মনে শেষাচলনিবাসীকে শ্রবণ করিয়া ক্রীড়া-
চলগমনে উপক্রম করিলেন । অমৃত সৌম্য-

ধর্মপরায়ণঃ ॥ ৫৫ ॥ সুশালিঃ নাম নগরীঃ কলত্র-
সহিতো যযৌ । সুঘোষঃ নাম বিপ্রেন্দ্রঃ সর্বৈশ্বর্য-
সমম্বিতম্ ॥ ৫৬ ॥ গহা যাচিতবান্ ভূমিঃ পঞ্চহস্তা-
যতাং দ্বিজঃ । সুঘোষো ধর্মনিরতস্তং নিরীক্য
কুটুম্বিনম্ ॥ ৫৭ ॥ মনসা ক্রীতমাপন্নঃ সমভ্যর্চেন-
মন্ত্রবীণ । কৃতার্থোহং ভদ্রমতে সকলং মম জন্ম চ ।
মৎকুলং চানন্ধ্য জাতং ত্বং হি গ্রাহোহসি মে যতঃ ॥
৫৮ ॥ ইত্যুক্তা তং সমভ্যর্চ্য সুঘোষো ধর্ম-
তৎপরঃ । পঞ্চহস্তপ্রমাণাঃ তাং দদৌ তস্মৈ মহা-
মতিঃ ॥ ৫৯ ॥ পৃথিবী বৈকবী পুণ্য পৃথিবী বিষ্ণু-
পালিতা । পৃথিব্যাস্ত প্রদানেন ক্রীয়তাং মে জনা-
র্জনঃ ॥ ৬০ ॥ মন্ত্ৰেণানেন বিপ্রেন্দ্রাঃ সুঘোষস্তং
দ্বিজেশ্বরম্ । বিষ্ণুবুদ্ধ্যা সমভ্যর্চ্য তাবতীং পৃথিবীং
দদৌ ॥ ৬১ ॥ স ভদ্রমতয়ে বিপ্রা ধীমাঃস্তাং যাচিতাং
ভুবম্ । *দন্তবান্ হরিভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় কটু-
দিনে ॥ ৬২ ॥ সুঘোষো ভূমিদানেন কোটিবংশ-
সমম্বিতঃ । প্রপেদে বিষ্ণুভবনং যত্র গহা ন
শোচতি ॥ ৬৩ ॥ বিপ্রো ভদ্রমতিশ্চাপি পুত্রদারসমম্বিতঃ ।
গতো বেকটশৈলেন্দ্রঃ সুরাসুরনমস্কৃতম্ ॥ ৬৪ ॥
গন্ধর্বযক্ষশৈলাদিসেবিতং মেরুপুত্রকম্ । বৈকুণ্ঠা-

দর্শন সর্বধর্মপরায়ণ দ্বিজ ভদ্রমতি পত্নীর সহিত
সুশালি নামী নগরীতে উপনীত হইয়া সকল ঐশ্বর্য-
সমম্বিত বিপ্রেন্দ্র সুঘোষসমাপে গমনপূর্বক পঞ্চ-
হস্তায়ত ভূমি যাচঞা করিলেন । ধর্মনিরত সুঘোষ
কুটুম্বী ভদ্রমতিকে দর্শন করিয়া মনে মনে ক্রীত হই-
লেন এবং তাঁহাকে সম্যাকরূপে পূজা করিয়া বলিতে
লাগিলেন—হে ভদ্রমতে ! অদ্য আমি কৃতার্থ হই-
লাম, আমার জন্ম সকল হইল এবং আপনাকে
প্রাপ্ত হইয়া আমার কুল পবিত্র হইল । ধর্ম-
তৎপর সুঘোষ এইরূপ বলিয়া ভদ্রমতির পূজা করি-
লেন এবং মহামতি সুঘোষ “পৃথিবী বৈকবী”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে তাঁহাকে পঞ্চহস্তায়ত ভূমিদান করি-
লেন । হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! ধীমান্ সুঘোষ দ্বিজশ্রেষ্ঠ
ভদ্রমতিকে বিষ্ণুবুদ্ধিতে পূজা করিয়া তাঁহার
প্রার্থিত ভূমিদান করিয়াছিলেন । অনন্তর সুঘোষ
বিষ্ণুভক্ত শ্রোত্রিয় এবং কুটুম্বভরণশীল বিপ্র ভদ্র-
মতিকে ভূমিদান করিয়া সেই দানপ্রভাবে কোটি
বংশের সহিত যেরূপে গমন করিলে শোকপ্রাপ্তি
হয় না, সেই বিষ্ণুপুরে গমন করিলেন । অনন্তর
পুত্রদারসমম্বিত বিপ্র ভদ্রমতিও সুরাসুরনমস্কৃত
বেকট শৈলেন্দ্রে গমন করিলেন । এই শৈলেন্দ্র

দাগতঃ দিব্যঃ ক্রীড়াচলমহত্তমম্ ॥ ৬৫ ॥ তত্র-
শ্বামিসরস্তোয়ে নির্মলে পাবনে শুভে । দারপুত্রাদি-
সংযুক্তঃ শ্রাহা সঙ্কল্পপূর্বকম্ ॥ ৬৬ ॥ তৎপশ্চিমতটে
শ্বেতশুকরং বসুধাধরম্ । নহা তত্র বিধানেন
ক্রীনিবাসালয়ং গতঃ ॥ ৬৭ ॥ তত্র ব্রহ্মাদিদেবেশ
সেবিতং বেকটেশ্বরম্ । দৃষ্টবান্ সহ পুত্রাদ্যৈর্বিষ্ণু-
ভক্তো মহামতিঃ ॥ ৬৮ ॥ ভক্ত্যা প্রণম্য দেবেশং
ক্রীনিবাসং কৃপানিধিম্ । পুত্রদারাদিসংযুক্তঃ পাপ-
নাশনমায়যৌ ॥ ৬৯ ॥ তত্র শ্রাহা বিধানেন কৃতধর্ম্যা-
দিসংক্রিয়ঃ । কট্মচিদিষ্ণুভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় মহা-
মতিঃ ॥ ৭০ ॥ বিষ্ণুবুদ্ধ্যা স প্রদদৌ ভূদানং মোক্ষদং
শুভম্ ॥ ৭১ ॥ তদা প্রাহুর্ভূদেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৭২ ॥
বিনতানন্দনারুটো বনমালাবিভূষিতঃ । পাপনাশস্ত
তীরে তু ভূদানস্ত প্রভাবতঃ ॥ ৭৩ ॥ তদা ভদ্রমতিঃ
সৌম্যঃ স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৭৪ ॥ নমো নমস্তে-
হখিলকারণায় নমো নমস্তেহখিলপালকায় । নমো
নমস্তেহমরনায়কায় নমো নমো দৈত্যবিমর্দনায় ॥ ৭৫ ॥

গন্ধর্ব যক্ষ ও অশ্বাশু পর্বতাদি দ্বারা নিবেদিত ।
ইনি মেরুর তনয় এবং এই দিব্য ক্রীড়াচল বিষ্ণুপুর
বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়াছিলেন । বিপ্র ভদ্র-
মতি পত্নীপুত্রসমম্বিত হইয়া তত্রত্য শ্বামিতীর্থের
নির্মল পুণ্যজলে সঙ্কল্পপূর্বক স্নান করিলেন এবং
শ্বামিতীর্থের পশ্চিমতটস্থিত ধরণী ও শ্বেতশুকর
মূর্ত্তিকে বিধিপূর্বক নমস্কার করিয়া ক্রীনিবাসালয়ে
গমন করিলেন ॥ ৬৬—৬৭ ॥ বিষ্ণুভক্ত ভদ্রমতি স্বীপুত্র-
সহ ব্রহ্মাদিদেবগণসেবিত বেকটেশ্বরকে দর্শন করি-
লেন এবং ভক্তিতরে দয়ানিধি দেবেশ ক্রীনিবাসকে
প্রণাম করিয়া পাপনাশন তীর্থে গমন করিলেন ।
অনন্তর মহামতি ভদ্রমাত পাপনাশক তীর্থে যথাবিধি
স্নান করিয়া বিবিধ ধর্মাদি সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া
জনৈক শ্রোত্রিয় বিষ্ণুভক্তকে বিষ্ণুজ্ঞানে মোক্ষদ
পুণ্য ভূমি দান করিলেন । পাপনাশনতীরে তাঁহার
ভূমিদান হইয়া গেলে সেই দানপ্রভাবে শঙ্খচক্র
গদাধারী বিনতানন্দয় গন্ধারোহণ বনমালা
বিভূষিত ক্রীনিবাস আবির্ভূত হইলেন । অনন্তর
বিভু প্রাহুর্ভূত হইলে সৌম্যদর্শন ভদ্রমতি স্তব
করিতে উদ্যত হইলেন । ভদ্রমতি বস্তু—হে
অখিললোককারণ ! আপনাকে নমস্কার নমস্কার,
আপনি নিখিল লোকেব পালক, আপনাকে নমস্কার
নমস্কার ; হে অমরনায়ক ! আপনাকে নমস্কার নম-
স্কার ; আপনি দৈত্যদিগকে বিমর্দিত করিয়াছেন

নমো নমো ভক্তজনপ্রিয় নমো নমঃ পাপবিদারণায় ।
নমো নমো তুর্জননাশকায় নমোহস্ত তৈশ্চ জগ-
দীশ্বরায় ॥ ৭৬ ॥ নমো নমঃ কারণবান্ধবায় নারায়ণ-
সামিতবিক্রমায় । শ্রীশার্দুলসিগদাধরায় নমোহস্ত
তৈশ্চ পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৭ ॥ নমঃ পয়োরশিনিবাসকায়
নমোহস্ত লক্ষ্মীপতয়েহব্যয়ায় । নমোহস্ত সূর্যাদা-
মিতপ্রভায় নমো নমঃ পুণ্যগতাগতায় ॥ ৭৮ ॥
নমো নমোহর্কেনুবিচোচনায় নমোহস্ত তে যজ্ঞকল-
প্রদায় । নমোহস্ত যজ্ঞাক্ষবিরাজিতায় নমোহস্ত তে
সজ্জনবল্লভায় ॥ ৭৯ ॥ নমো নমঃ কাবণকাবণায়
নমোহস্ত শব্দাদিবিবর্জিতায় । নমোহস্ত তেহভীষ্ট-
সুখপ্রদায় নমো নমো ভক্তমনোবন্দ্যায় ॥ ৮০ ॥ নমো
নমস্তেহকৃতকারণায় নমোহস্ত তে মন্দবধারকায় ।
নমোহস্ত তে যজ্ঞবরাহনায়ে নমো হিরণ্যাক্ষবিদার-
কায় ॥ ৮১ ॥ নমোহস্ত তে বামনরূপভাজে নমো-
হস্ত তে কল্পকলাস্তকায় । নমোহস্ত তে রাবণ-
মর্দনায় নমোহস্ত তে নন্দমুতাগ্রজায় ॥ ৮২ ॥ নমস্তে
কমলাকান্ত নমস্তে সুখদায়িনে । শ্রিতার্জিনাশিনে

আপনাকে নমস্কার নমস্কার । আপনি ভক্তজনপ্রিয়,
পাপবিদারণ, তুর্জননাশন, জগদীশ্বর, আপনাকে
বার বার নমস্কার । হে কারণবান্ধব ! হে
অমিতবিক্রম নারায়ণ ! আপনি শ্রী চক্র,
অসি, এবং গদা ধারণ করিয়াছেন, হে সূর্যাদায় ।
আপনাকে নমস্কার । হে অব্যয় লক্ষ্মীপতে । আপনি
পয়োরশিতে বাস করেন, আপনাকে নমস্কার ।
আপনি সূর্যাদির স্থায় অমিত প্রভাসম্পন্ন এবং
আপনি পুণ্য ও গতাগত, আপনাকে নমস্কার ।
দিবাকার ও শশধর, আপনার নয়ন, আপনি
যজ্ঞকল প্রদান করেন, যজ্ঞাক্ষ সকল আপনাবই
অঙ্গে বিরাজিত, হে সজ্জনবল্লভ ! আপনাকে
নমস্কার । আপনি কারণেরও কাবণ, আপনি
শব্দাদি-বিবর্জিত, ভক্তগণের মনোরম এবং
আপনি ভক্তগণের অতীষ্ট সুখ প্রদান করিয়া
ধাকেন; আপনি ভক্তগণের অন্তঃকরণরূপী,
আপনাকে নমস্কার, নমস্কার । হে অদ্বুত কারণ !
আপনি মন্দুর গর্ভত ধারণ করিয়াছেন, আপনি
যজ্ঞকলরূপে হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছেন,
আপনাকে নমস্কার । হে বামনরূপিন ! আপনি
কল্পকলার অঙ্ক, আপনি রাবণকে বিমর্দিত
করিয়াছেন এবং আপনি নন্দমুতাগ্রজ, আপনাকে
নমস্কার, নমস্কার । হে কমলাকান্ত ! আপনি সুখ-

ভূত্যাং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৮৩ ॥ বিশেষণ
সংজ্ঞো দেবো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ । বাৎসল্যেনা-
ব্রবীষাক্য শ্রীনিবাসো দয়ানিধিঃ ॥ ৮৪ ॥ তাত্ত্ব-
তুষ্টিহস্তি ভক্তঃ তে স্তোত্রেন মহতা দ্বিজ । সর্ব-
ভোগসমায়ুক্তঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্ভূতঃ ॥ ৮৫ ॥ ইহ
লোকে সুখং প্রাপা দেশান্তে মুক্তিমাশুহি । ইত্যাক্ষা
ভগবান্ বিকৃষ্টত্রৈবান্তরবীষত ॥ ৮৬ ॥ এবং বঃ
কথিতং বিপ্রাঃ পাপনাশনবৈভবম্ । ততীয়ে
ভূপ্রদানক্কা মহাশ্রাং চাপি বর্ণিতম্ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পাপবিনাশন-তীর্থে ভূদানকলানু-
বর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রুত উবাচ । ভো ভোস্তপোধমাঃ সর্বে
নৈমিষাবণ্যবাসিনঃ । আকাশগঙ্গাতীর্থক্কা মহাশ্রাং
প্রদদামাহম্ ॥ ১ ॥ আকাশগঙ্গানিকটে সর্বশাস্ত্রার্থ-
পারগঃ । রামাভুজ ইতি শ্রীমতে বিকৃষ্টকো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥ তপস্চকাঃ ধর্ম্মাশ্রা বৈধানস-
মতে স্থিতঃ । গ্রীষ্মে পঞ্চাশ্মিমাধাস্তো বিকৃষ্টান-
দাতা, অগ্নিতপসেব অর্জিনাশন, আপনাকে বার-
বার নমস্কার নমস্কার । অনন্তব দয়ানিধি ভগবান্
ভক্তবৎসল শ্রীনিবাস দ্বিজ ভদ্রমতি কর্তৃক স্তুত
হইয়া বাৎসল্যবশতঃ বলিতে লাগিলেন,—“হে
ভাত । তোমার অত্যুত্তম স্তবে আমি সন্তুষ্ট হই-
যাছি, তোমার মঙ্গল হউক, হে দ্বিজ ! তুমি
পুত্রপৌত্রাদি সহিত ইহলোকে বিবিধ ভোগ উপ-
ভোগ করিয়া দেশবাসনে মুক্তিলাভ করিবে ।”
ভগবান্ বিকৃষ্ট এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অস্থিরিত
হইলেন । হে বিপ্রগণ ! এই আপনাদের নিকট
পাপনাশন-বিভূতি ও ততীয়ে ভূমিদান-কল বর্ণন
করিলাম । ৬৪—৮৭ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশতিতম অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—হে নৈমিষাবণ্যবাসি-তপোধন-
অবিগণ ! একগণে আকাশগঙ্গার মহাশ্রা বর্ণন
করিতেছি । ঐ আকাশগঙ্গার সমীপে বিকৃষ্টক
জিতেন্দ্রিয় সর্বশাস্ত্রার্থপারগ ধর্ম্মাশ্রা রামাভুজ নামে
বিখ্যাত দ্বিজ বৈধানসমতে অবস্থিত হইয়া তপস্কা
করিয়াছিলেন । বিকৃষ্টানগরায়ণ দ্বিজ রামাভুজ

পদার্থ। ৩। অপর্যাপ্তকরঃ ময়ঃ ধ্যানং হৃদি
জনার্দনম্। বর্ষাকাক্ষণো নিত্যং হেমন্তে জলে-
শয়ঃ। ৪। সর্বভূতহিতো দান্তঃ সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জিতঃ।
বর্ষাধি কতিচিৎ সৌহৃদ্যং জীর্ণপর্ণাশনোহভবৎ। ৫।
কক্ষিৎ কালং জলাহারো বাহুভক্ষঃ কিয়ৎ সমাঃ। ৬।
অথ তন্তপসা তুষ্টো ভগবান ভক্তবৎসলঃ।
প্রত্যক্ষতামগাতস্ত শঙ্খচক্রগদাধলঃ। ৭। বিক-
চাধুজপজ্ঞাঃ সূর্য্যকোটীসমপ্রভঃ। বিনার্তা-
নন্দনারুঢ়হরচামরশোভিতঃ। ৮। হারকেয়ুর-
মুকুটঃ কটকাদিবভূষিতঃ। বিশ্বক্সেনসুনন্দা-
দিকিঙ্করৈঃ পরিবারিতঃ। ৯। বীণাবোমুদঙ্গাদি-
কাক্ষকৈর্নারদাদিভিঃ। গীয়মানঃ সুবিভবঃ পীতাহর-
বিরাজিতঃ। ১০। লক্ষ্মীবিরাজিতোরক্ষো নীলমেঘ-
নিভচ্ছবিঃ। সনকাদিমহাযোগিসেবিতঃ পার্শ্বয়ো-
র্ধ্বয়োঃ। ১১। মন্দস্মিতেন সকলং মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্।
স্বভাসা যুগ্ময়ন্ সর্বা দিশো দশ বিরাজয়ন্। ১২।
সুভক্তসুলভো দেবো বেকটেশো দয়ানিধিঃ। পুনঃ
সন্নিদধে তন্ত রমামুজমহামুনেঃ। ১৩। আবির্ভূতং
তদা দৃষ্টো জীনিবাসং কৃপানিধিম্। পীতাহরধরঃ

নিদ্রাঘদিনে পঞ্চাগ্নিমধ্যে, বর্ষাকালে আকাশে এবং
হেমন্তে জলে শয়ন করিয়া জনার্দনকে হৃদয়ে ধ্যান-
পূর্বক অষ্টাঙ্কর মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন। নিখিল
প্রাণীর হিতে রত সর্বদ্বন্দ্ববিবর্জিত দান্ত দ্বিজ কতিপয়
দিবস জীর্ণপর্ণাশনে থাকিয়া, কতিপয় দিবস জলাহারে
এবং কতিপয় বৎসর বায়ু ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ
করেন। অনন্তর ভগবান ভক্তবৎসল শঙ্খচক্রগদা-
ধারী বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া রামামুজকে
দর্শনদান করিলেন। সেই কোটিসূর্য্যপ্রভাশালী
গরুড়বাহন পীতবসনপরিধারী বিষ্ণুর নয়ন বিকসিত
পদ্মপত্রের স্তায় এবং তিনি ছত্র ও চামর দ্বারা
উপশোভিত; তাঁহার অঙ্গহার, কেয়ুর, মুকুট ও
কটকাদি দ্বারা বিভূষিত; বিশ্বক্সেন সুনন্দাদি
তদীয় পরিবারগণ তাঁহাকে চারিদিকে পরি-
বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে, এবং নারদাদি ঋষিগণ
কর্তৃক বীণা, বেণু, মৃদঙ্গাদি বাদিত ও তাঁহার বিভূতি
গীতসুহৃৎ। সেই নীলজলদ্রুতি বিষ্ণুর বক্ষো-
দেশে রমাগোবী বিরাজিত রহিয়াছেন। সনকাদি
মহাযোগিগণ উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার
সেবা করিতেছেন। তিনি ভক্তসুলভ দয়ানিধি বেকট-
েশ্বরী। তিনি ইহং সহস্র আশ্রয় ভুবনত্রয়মোহিত
করিয়া নীলকান্তি দ্বারা বিগত উদ্ভাসিত রমামুনি

দেবঃ কুটিঃ প্রাপ মহামুনিঃ। ১৪। ভক্ত্য পুরম্বা
যুক্তস্তীব জগদীশ্বরম্। ১৫। রামামুজ উবাচ।
নমো দেবাধিদেবায় শঙ্খচক্রগদাভূতে। নমো
নিত্যায় শুদ্ধায় বেকটেশায় তে নমঃ। ১৬। নমো
ভক্তার্তিহরে তে হব্যকব্যাক্ষপিণে। নমস্তিস্তুর্ভয়ে
তুভ্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে। ১৭। নমঃ পরেশায়
নমোহতিভূয়ে নমোহন্ত লক্ষ্মীপতয়ে বিধাজে।
নমোহন্ত সূর্য্যেন্দুবিলোচনায় নমো বিরিকাদ্যজি-
বন্দিভায়। ১৮। যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ
সমস্ত দোষৈরপি বর্জিতো যঃ। সমস্তসংসারভয়াপ-
হারিণে তস্মৈ নমো দৈত্যবিনাশকায়। ১৯।
বেদান্তবেদ্যায় রমেশ্বরায় বৃষাদিবাসায় বিধাতৃপিত্রে।
নমোনমঃ সর্বজনার্তিহারিণে নারায়ণায়ামিতবিক্রমায়।
২০। নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে
ভূয়ো ভূয়ো নমস্তুভ্যং বেকটাদিনিবাসিনে। ২১।
ইতি স্তব্ধা বেকটেশং জীনিবাসং জগদুগ্ধম্।

রামামুজসমীপে গমন করিলেন। ১—১৩। অনন্তর
মহামুনি রামামুজ কৃপানিধি পীতবসন জীনিবাসকে
আবির্ভূত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম ভক্তি-
ভরে সেই জগদীশ্বর জনার্দনকে স্তব করিতে লাগি-
লেন। রামামুজ বলিলেন,—হে দেবাধিদেব! আপনি
শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে
নমস্কার। হে বেকটেশ! আপনি নিত্য ও শুদ্ধ,
আপনাকে নমস্কার। আপনি ভক্তগণের পীড়া
হরণ করেন, আপনি হব্যকব্যাক্ষপী; আপনিই ব্রহ্মা,
বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়রূপে আবির্ভূত হইয়া
সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করিয়া থাকেন, আপনাকে
নমস্কার। হে পরেশ! আপনি প্রধান, লক্ষ্মীপতি
এবং বিধাতা; আপনাকে নমস্কার। হে বিভো!
সূর্য্যচন্দ্র আপনার নয়নদ্বয় এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ
আপনার বন্দনা করেন, আপনাকে নমস্কার। বাহার
নাম বা জাতি প্রভৃতি কল্পনা করা যায় না, যিনি
সমস্ত দোষবর্জিত এবং সমস্ত সংসারের ভয় দূর
করিয়াছেন, আমি সেই দৈত্যগণ-বিমর্দনকারী দেব
বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি বেদান্তবেদ্য রমাপতি,
বৃষাদিবাহন, ব্রহ্মারও জনক, আমি সেই সর্বজন-
পীড়াহারী অমিতবিক্রম নারায়ণকে নমস্কার করি।
হে ভগবন, বাসুদেব। হে শার্ঙ্গিন! আপনাকে নম-
স্কার। হে বেকটেশলবাসিন। আপনাকে বার বার
নমস্কার। অনন্তর বিপ্রবরোক্তম মুনি রামামুজ
জগদুগ্ধ বেকটাদিনিবাস জীনিবাসকে এইরূপে স্তব

রামানুজা মুনিভূকীয়ান্তে বিপ্রবরোত্তমঃ ॥ ২২ ॥
 কৃতা ভক্তিঃ কৃতিস্থখাঃ কৃতস্তস্ত মহামুনঃ । অবাপ
 পরমং তোষং বেক্টাচলনায়কঃ ॥ ২৩ ॥ অখানিভ্য
 মুনিং শৌরিশ্চতুর্ভিবাছভিস্তদা । বভাষে শ্রীতি-
 সংযুক্তো বরং বৈ ত্রিগতামিতি ॥ ২৪ ॥ তুষ্টোহস্মি
 তপসা তেহদ্য স্তোত্রোণাপি মহামুনে । নমস্কারেণ
 চ শ্রীতো বরদোহহং তবাগতঃ ॥ ২৫ ॥ রামানুজ
 উবাচ । নারায়ণ রমানাথ শ্রীনিবাস জগন্ময় ।
 জনাৰ্দ্দন জগদ্ধাম গোবিন্দ নরকান্তক ॥ ২৬ ॥
 স্বদর্শনাং কৃতার্থোহস্মি বেক্টাভিশিরোমণে । হাং
 নমস্তস্তি ধর্মিষ্ঠা যতস্তং ধর্মপালকঃ ॥ ২৭ ॥ যং ন
 বেত্তি ভবো ব্রহ্মা যং ন বেত্তি ত্রয়ী তথা । হাং
 বেত্তি পরমাত্মানং কিমস্মাদধিকং পরম্ ॥ ২৮ ॥
 যোগিনো যং ন পশ্যন্তি যং ন পশ্যন্তি কৰ্ম্মণাঃ ।
 পশ্যামি পরমাত্মানং কিমস্মাদধিকং পরম্ ॥ ২৯ ॥
 এতেন চ কৃতার্থোহস্মি বেক্টেষ্টে জগৎপতে ।
 যন্নামস্তুতিমাত্রেণ মহাপাতকিনোহপি চ ॥ ৩০ ॥
 মুক্তিং প্রয়াস্তি মনুজান্তঃ পশ্যামি জনাৰ্দ্দনম্ । স্ব-
 পাদপদ্মযুগলে নিশ্চলা ভক্তিরস্ত মে ॥ ৩১ ॥
 শ্রীভগবানুবাচ । মমি ভক্তির্দৃঢ়া তেহস্ত রামানুজ

করিয়া তুষ্টিস্তাব অবলম্বন করিলেন । শৌরী, মহাত্মা রামানুজকৃত শ্রবণে নারায়ণ স্তব
 শ্রবণ করিয়া পরম, শ্রীতি প্রাপ্ত হইলেন । এবং
 বাহচতুষ্টয় দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীত
 মনে বলিলেন,—হে মহামুনে ! বর প্রার্থনা কর ।
 আমি অদ্য তোমার তপস্শ্রা, স্তোত্র ও নমস্কারে
 শ্রীত হইয়া বরদানার্থ সমাগত হইয়াছি । রামানুজ
 বলিলেন,—হে নারায়ণ ! আপনি আমার পতি,
 লক্ষ্মী আপনার আবাস, আপনি জগন্ময় । হে
 জনাৰ্দ্দন ! আপনি জগতের আশ্রয় ও নরকের
 অন্তক । হে গোবিন্দ ! আপনার দর্শনে আমি
 কৃতার্থ হইলাম, ইহা হইতে আর অধিক কি আছে ?
 যোগী ও কৰ্ম্মিগণ 'যাহাঁকে দর্শন করিতে সমর্থ হন
 না, সেই পরমাত্মাকে অদ্য দর্শন করিতেছি, ইহা
 হইতে অধিক বর আর কি ? হে বেক্টেষ্টে ! আমি
 কৃতার্থ হইলাম । হে জগৎপতে ! মহাপাতকী মানব-
 গণও 'যাহাঁকে নাম শ্রবণমাত্রে মুক্তিলাভ করে, আমি
 সেই জনাৰ্দ্দনকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমি আর
 কিছুই চাই না, আপনার পাদপদ্মে যেন আমার
 নিশ্চলা ভক্তি থাকে । ভগবান বলিলেন,—হে মহা-

মহামতে । শূন্য চাপ্যপরাং বাক্যমুচ্যতে তে ময়া
 দ্বিজ ॥ ৩২ ॥ মেঘসংক্রমণে ভানোশ্চিহ্নানকল্প-
 সংযুক্তে । পৌর্ণমাস্তাং গজায়াং ভ্রানং কুর্যন্তি
 যে জনাঃ ॥ ৩৩ ॥ তে যান্তি পরমং ধাম পুনরাবুত্তি-
 বর্জিতম্ । বিয়দগঙ্গাসমীপে স্থং বস রামানুজ
 দ্বিজ ॥ ৩৪ ॥ এতৎ প্রারব্ধদেহান্তে মৎস্বরূপমবা-
 প্যসি । বহুনা কিমিহোক্তেন বিয়দগঙ্গাজলে শুভে ॥
 ৩৫ ॥ যান্তি যে বৈ জনাঃ সর্বে তে বৈ ভাগবতো-
 ত্তমাঃ । ভবন্তি মুনিশার্দ্দুল নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥
 ৩৬ ॥ রামানুজ উবাচ । কিংলক্ষণা ভাগবতা
 জ্ঞায়ন্তে কেন কৰ্ম্মণা । এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং
 কোতুলপরো যতঃ ॥ ৩৭ ॥ শ্রীবেঙ্কটেশ উবাচ ।
 লক্ষ্য ভাগবতানান্ত শৃণু মুনিসত্তম ॥ ৩৮ ॥ বক্তুং
 তেষাং প্রভাবস্ত শক্যতে নাককোটিভিঃ ॥ ৩৯ ॥
 যে হিতাঃ সর্বজন্তুনাং গতামুয়া বিমৎসরাঃ ।
 জ্ঞানিনো নিঃস্পৃহাঃ শাস্তান্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥
 ৪০ ॥ কৰ্ম্মণা মনো বাচ্য পরপীড়াং ন কুর্যতে ।

মতে ! আমাতে তোমার দৃঢ়ভক্তি হউক । হে রামা-
 নুজ ! আরও একটি কথা শ্রবণ কর ;—হে দ্বিজ !
 চিত্তানকল্পযুক্ত চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে এবং পূর্ণিমা
 তিথিতে ষাঁহার আকাশগঙ্গায় স্নান করিবেন,
 তাঁহার পুনর্জন্মবর্জিত হইয়া আমার নিত্যধামে
 গমন করিবেন । হে দ্বিজ ! তুমি আকাশগঙ্গার
 সমীপে বাস কর । হে রামানুজ এই প্রারব্ধ
 দেহান্তে আমার সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে । অধিক
 আর বলিব কি ? ইহকালে যে সকল যানব পুণ্য-
 ময় আকাশগঙ্গার জলে স্নান করেন, তাঁহার
 সকলেই ভাগবতোত্তম । হে মুনিশার্দ্দুল ! এ বিষয়ে
 কোনই বিচার বিতর্ক নাই । ১৪—৩৫ । রামানুজ
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবান ! ভাগবতগণের
 লক্ষণ কি ? এবং কোন্ কৰ্ম্ম দ্বারা মানবগণ ভাগবত
 বলিয়া বিদিত হন ? আমার অত্যন্ত কৌতুহল
 জন্মিয়াছে, অতএব এ সকল আমি শুনিতে ইচ্ছা
 করি । বেক্টেষ্টপতি উত্তর করিলেন,—হে মুনিসত্তম !
 ভাগবতগণের লক্ষণ শ্রবণ কর, ভাগবতগণের
 বিবৃতি কোটি বৎসরেও আমি বলিতে সমর্থ নহি ।
 ষাঁহার নিখিল প্রাণীর হিতে রত, ষাঁহার অহং,
 মৎসর ও স্পৃহা ত্যাগ করিয়াছেন এবং ষাঁহার
 জ্ঞানী ও শাস্ত—তাঁহারই ভাগবতোত্তম । ষাঁহার
 কৰ্ম্ম, মন কিংবা বাক্য দ্বারাও পরপীড়া করেন না

অপরিগ্রহীতম্ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪১ ॥
 সংকথাশ্রবণে যেষাং বর্ততে সার্বিকী মতিঃ । মৎ-
 পাদাঙ্কুশভক্তা য়ে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪২ ॥
 মাতীপিত্রোশ্চ শুক্রাণাং কুর্কতে য়ে নরোক্তম্ । য়ে
 তু দেবার্চনরতা য়ে তু তৎসাধকা নরাঃ । পূজাঃ
 দৃষ্টা তু মোদন্তে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৩ ॥
 বর্ণিনাঞ্চ যতীনাঞ্চ পরিচর্যাপরাশ্চ য়ে । পরনিন্দা-
 মকুর্য্যাপান্তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৪ ॥ সর্বেষাং
 হিতবাক্যানি য়ে বদন্তি নরোক্তম্ । য়ে গুণ-
 গ্রাহিণো লোকে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৫ ॥
 আশ্রবং সর্বভূতানি য়ে পশ্যন্তি নরোক্তম্ ।
 তুল্যাঃ শত্রুশ্চ মিত্রেষু তে বৈ ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ ॥
 ৪৬ ॥ ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ সত্যবাক্যরতাশ্চ য়ে ।
 তেষাং শুক্রাশ্চ য়ে চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৭ ॥
 ব্যাকুর্য্যন্তি পুরাণানি তানি শৃণ্বন্তি য়ে তথা । তদ্বক্তরি
 চ ভক্তা য়ে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৮ ॥ য়ে
 গোত্রাঙ্গণশুক্রাণাং কুর্কন্তি সততং নরাঃ । তীর্থ-
 যাত্রাপরা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৪৯ ॥
 অস্ত্রেষামুদয়ং দৃষ্টা য়েহভিনন্দন্তি মানবাঃ । হরি-

নামপরা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫০ ॥
 আরামারোপণরতাস্তটাকপরিরক্ষকাঃ । কাসার-
 কূপকর্তারস্তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫১ ॥ য়ে বৈ
 তটাককর্তারো দেবসম্মানি কুর্কতে । গায়ত্রী-
 নিরতা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫২ ॥ য়ে-
 হভিনন্দন্তি নামানি হরেঃ শ্রদ্ধাতিহর্ষিতাঃ । রোমা-
 ক্ষিতশরীরাস্চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৩ ॥
 তুলসীকাননং দৃষ্টা য়ে নমস্কর্য্যন্তে নরাঃ । তৎ-
 কাষ্ঠাঙ্কিতকর্ণা য়ে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৪ ॥
 তুলসীগন্ধমাত্রায় সন্তোষং কুর্কতে তু য়ে । তন্মূল-
 মৃদ্ধরা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৫ ॥ স্বাশ্র-
 মাচারনিরতাস্তথৈবাতিথিপূজকাঃ । য়ে চ বেদার্থ-
 বক্তারস্তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৬ ॥ বিদিতানি চ
 শাস্ত্রাণি পরার্থং প্রবদন্তি য়ে । সর্বত্র গুণভাজো
 য়ে তে বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৭ ॥ পানীয়দান-
 নিরতা হরদানরতাশ্চ য়ে । একাদশীব্রতপরাস্তে
 বৈ ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৮ ॥ গোদাননিরতা য়ে চ
 কস্তাদানরতাশ্চ য়ে । মদার্থং কন্মকর্তারস্তে বৈ
 ভাগবতোক্তম্ ॥ ৫৯ ॥ মন্থানসাস্চ মদ্রজা য়ে

ঐহারা প্রতিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঐহারাই
 ভাগবতোক্তম্ । ঐহাদের সার্বিকী বুদ্ধি সাধু কথা
 শ্রবণে রত, ও ঐহারা আমার পাদপদ্মের ভক্ত,
 ঐহারাই ভাগবতোক্তম্ । য়ে সকল নরোক্তম্ মাতা-
 পিতার শুক্রা করে, ঐহারা দেবার্চনরত এবং
 যিনি দেবপূজার সাধক ও দেবপূজা দেখিয়া ঐহার
 চিত্ত প্রসন্ন হয়, ঐহারাই ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা
 বর্ণাশ্রমী ও যতিন্দের পরিচর্যা করেন এবং ঐহারা
 পরনিন্দা করেন না, ঐহারাই ভাগবতোক্তম্ । য়ে
 সকল নরোক্তম্ নিখিল প্রাণীর প্রতি হিতবাক্য
 প্রয়োগ করেন ও প্রাণিসমূহের গুণগ্রহণ করিয়া
 থাকেন, ঐহারাই ভাগবতোক্তম্ । য়ে সকল শ্রেষ্ঠ
 মানব সকল প্রাণীকে স্বীয় আশ্রায় স্থায় সমান দর্শন
 করেন এবং শত্রু ও মিত্রে তুল্য ব্যবহার করেন,
 ঐহারাই ভাগবতোক্তম্ বলিয়া অভিহিত । ঐহারা
 ধর্মশাস্ত্রের বক্তা ও সত্যবাক্যরত, ঐহারা এবং
 ঐহাদিগকে ঐহারা শুক্রা করেন, ঐহারাও ভাগ-
 বতোক্তম্ । ঐহারা পুরাণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন,
 ঐ ব্যাখ্যাতা ও শ্রোতৃগণের প্রতি ঐহারা ভক্তিমান,
 ঐহারাও ভাগবতোক্তম্ । য়ে সকল মানব সতত
 গোত্রাঙ্গণের শুক্রা করেন এবং তীর্থযাত্রাপরায়ণ,
 ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । অস্ত্রের অনুদয় দর্শনে

ঐহাদের মন আনন্দিত হয় এবং ঐহারা হরিনামপরা-
 যণ, ঐহারা ভাগবতোক্তম্ ৩৬—৫০ । ঐহারা উদ্যান-
 প্রতিষ্ঠায় রত, পুষ্করিণীর পরীক্ষক এবং সরোবর ও
 কূপকর্তা, ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা পুষ্করিণী
 ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐহারা গায়ত্রীনিরত,
 ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা হরিনাম শ্রবণে হৃষ্ট
 ও রোমাঙ্কিতশরীর হইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন,
 ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । তুলসীকানন দেখিয়া য়ে
 সকল নর নমস্কার করেন ও কণ্ঠে তুলসীকাষ্ঠ
 ধারণ করেন, ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা
 তুলসীর গন্ধ আশ্রয় করিয়া সন্তুষ্ট হন এবং তুলসী-
 মূলের মৃত্তিকা ধারণ করেন, ঐহারা ভাগবতোক্তম্ ।
 ঐহারা স্ব স্ব আশ্রমনিরত, অতিথিপূজক এবং
 বেদার্থবক্তা ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা শাস্ত্রার্থ
 বিদিত হইয়া পরের জন্ত প্রয়োগ করেন এবং সর্বত্র
 ঐহাদের গুণ আদৃত হয়, ঐহারা ভাগবতোক্তম্ ।
 ঐহারা অন্ন ও পানীয় দাননিরত এবং ঐহারা পরম
 শ্রদ্ধাসহকরে একাদশীব্রত করিয়া থাকেন, ঐহারা
 ভাগবতোক্তম্ । ঐহারা গোদান ও কস্তাদাননিরত
 এবং ঐহারা আমারই জন্ত সতত কার্য্যচরণ করেন,
 ঐহারা ভাগবতোক্তম্ । ঐহার চিত্ত আমাতেই

মহাজনলোচনাঃ । মদগুণায় প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগ-
বতোক্তমাঃ ॥ ৬০ ॥ বহুনা ত্রিযুক্তেন সংকেপান্তে
ত্রয়ীম্যহম্ । মদগুণায় প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগ-
বতোক্তমাঃ ॥ ৬১ ॥ এতে ভাগবতা বিপ্রাঃ কেচি-
দত্র প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । মমাপি গদিতুং শক্ত্যা নান্দ-
কোটীশতৈরপি ॥ ৬২ ॥ রামানুজ মহাভাগ
মহাজনানাম লক্ষণম্ । ময়ি ভক্তে হরি ত্রীত্যা
বুদ্ধঃ কিল মহামতে ॥ ৬৩ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । এবা-
বঃ কথিতঃ বিপ্রাঃ শৌনকাদ্যা মহোজসঃ । বুধাজ্ঞৌ
চ বিদগদ্যতীৰ্থমাহাশাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে আকাশগঙ্গামাহাত্ম্যরামানুজবিপ্রবত-
চর্যাদিবর্ণনং চার্বিকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

চার্বিকবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । ভগবন্ শ্রুত সর্বজ্ঞ বেদবেদান্ত-
কোবিদ । দানানি কঠৈশ্চ দেয়ানি দানকালশ্চ

অর্পিত হইয়াছে, যাঁহারা আমার ভক্ত ও আমার
পূজার জন্ত লোলুপ, আমার নাম শ্রবণে
আসক্ত, তাঁহারা ভাগবতোক্তম । আর
অধিক বলিয়া কি হইবে ? সংক্ষেপে তোমার নিকট
বলিতেছি ;—যাঁহারা সতত মদগুণ কীৰ্ত্তনে প্রবৃত্ত
তাঁহারা ভাগবতোক্তম । হে রামানুজ ! এই যে সকল
ভাগবত বিপ্রগণের কথা কীৰ্ত্তন করিলাম, ইহা ভিন্ন
আরও লক্ষণযুক্ত অনেক ভাগবত আছেন, আমি
সে সকল শতকোটি বৎসরেও বলিতে সমর্থ নহি ।
হে মহাভাগ ! আমার ভক্তগণের যাহা লক্ষণ, সেই
সমস্তই তোমাতে বিদ্যমান, তুমি যথার্থই আমার
ভক্ত ; হে মহামতে ! আমি তোমার প্রতি ক্রীত
হইলাম । শ্রুত কহিলেন,—হে মহাতেজা শৌনকাদি
বিপ্রগণ ! এই আগুনাদের নিকট বুধশৈলস্থিত
আকাশগঙ্গার মাহাত্ম্যকথা কীৰ্ত্তন করিলাম ॥ ৫১—৬৪

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

চার্বিক অধ্যায় ।

ঋষিগণ প্রশ্ন করিলেন,—হে শ্রুত ! আপনি
সর্বজ্ঞ ও বেদবেদান্তকোবিদ ; হে ভগবন্ । কালকে

কীদৃশাঃ ১ । কন্ঠ তৎপ্রতিগৃহীত্ব সৰ্ব্বং মো-
বজুমহসি ২ । শ্রীশ্রুত উবাচ । মহাপুণ্যক্ষেত্রে
ক্ষেত্রে বেদটাক্ষ্যে দ্বিজোক্তমাঃ । সৰ্ব্বৈবামেব
বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ ৩ । তন্মৈ দানানি
দেয়ানি স তারয়তি পণ্ডিতঃ । ব্রাহ্মণঃ প্রতিগৃহী-
ত্বাৰ্জ্জয়িহা হবর্ণকম্ ৪ । বণ্ডস্ত পুত্রহীনস্ত দম্ভা-
চাররতস্ত চ । বেদবিদেষিগণৈশ্চ ব দ্বিজবিদেষিগ-
ন্তথা ৫ । স্বকৰ্ম্মত্যাগিনস্তাপি দত্তং ভবতি
নিফলম্ । পরদাররতস্তাপি পরদ্রব্যরতস্ত চ ৬ ।
গায়কস্তাপি বিপ্রস্ত দত্তং ভবতি নিফলম্ । অশ্রয়া-
বিধৈমনসঃ কৃতব্রতস্ত চ মায়িনঃ ৭ । জ্ঞানশূন্যস্ত
বিপ্রস্ত দত্তং ভবতি নিফলম্ । নিত্যং যাচ্ঞাপর-
স্তাপি হিংসকস্তাবলস্ত চ ৮ । নামবিক্রয়িগণৈশ্চ
বেদবিক্রয়িগন্তথা । স্মৃতিবিক্রয়িগণৈশ্চ ব ধৰ্ম্মবিক্র-
য়িগন্তথা ৯ । পরোপতাপশীলস্ত দত্তং ভবতি
নিফলম্ । যে কেচিৎ পাপনিরতঃ নিদ্রিতঃ সুরুতৈ-
স্তথা । ন তেভ্যঃ প্রতিগৃহীত্ব দেয়ং বাপি কিঞ্চন ১০ ।
সৎকৰ্ম্মনিরতায়ৈব শ্রোত্রিয়ায়াহিতায়ৈ ১১ ।
বুদ্ভিহীনায় বৈ দেয়ং দরিদ্রায় কুটুমিনে ।
দেবপূজাসু সক্তায় পুরাণকথকায় চ ১২ । দেয়ং

দান করা কর্তব্য ? দানকল কীদৃশ ? কোন্ ব্যক্তিই
বা দান গ্রহণ করিবেন ? এই সকল আমাদের নিকট
বলুন । শ্রুত উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজোক্তমগণ !
ব্রাহ্মণই বর্ণনিচয়ের পরম গুরু, যে বুদ্ধিমান মানব
বেদট পৰ্ব্বতের পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে দান করেন,
তিনি মুক্ত হন । ব্রাহ্মণ, হীনবর্ণের দান ভিন্ন সক-
লের দানই প্রতিগ্রহ করিবেন । বণ্ড, পুত্রহীন,
দম্ভাচাররত, বেদবিদেষী, দ্বিজবিদেষী, স্বকৰ্ম্মত্যাগী,
ইহাদের দান নিফল হয় । যে ব্যক্তি পরদার ও
পরদ্রব্যে রত এবং যেব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া গীতদ্বারা
জীবিকা অৰ্জন করে, তাহার দান ব্যর্থ । যাঁহার মন
অশ্রয়াবিষ্ট এবং যে কৃতব্র, মায়ী, জ্ঞানশূন্য—এইরূপ
ব্রাহ্মণের দত্তবস্ত পও হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি
নিত্য দুৰ্ম্মলের হিংসা করে, নাম, বেদ, স্মৃতি ও ধৰ্ম্ম
বিক্রয় করে এবং পরকে পীড়িত করাই যাঁহার
স্বভাব, তাহার দান বিফল । যাঁহারা পাপনিরত ও
সাধুগণ কর্তৃক নিদ্রিত, তাহাদিগকে দান বা তাহা-
দিগের নিকট কদাচ প্রতিগ্রহ করিবে না ॥ ১—১০ ॥
যাঁহারা সৎকৰ্ম্মনিরত, শ্রোত্রিয়, আহিতায়ি, বুদ্ভিহীন,
দরিদ্র, কুটুম্বরূপকারী, দেবপূজাসক্ত, পুরাণকথা,
বিশেষতঃ দরিদ্র, হে বিপ্রগণ ! এতদূরক ইহাদিগ-

যেহেতু বিপ্রা দরিদ্রায় বিশেষতঃ । বহন কিমি-
হৌতেন শৃগুধ্বং দ্বিজসন্তমঃ ॥ ১৩ ॥ সর্বেষাং
ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রদাতুং শক্যতে সদা । বক্ষ্যাত্তে
প্রদত্তকেন্দ্রাসভো জায়তে নরঃ ॥ ১৪ ॥ নাস্তিক-
ভিন্নমর্ধ্যাদঃ পুত্রহীনঃ জড়ঃ খলম্ । স্তেয়িনঃ
কিতবকৈব কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ১৫ ॥ পাষণ্ড-
পতিতঃ ভ্রাত্যঃ বেদবিক্রমিণঃ তথা । কৃতঘ্ন-
পাপনিরতঃ কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ১৬ ॥ তথা
মানঃ প্রকুর্ষন্তঃ সমিৎপুঙ্গবঃ তথা । উদপাত্ত-
ধরকৈব ভুঞ্জন্তঃ নাভিবাদয়েৎ ॥ ১৭ ॥ বিবাদ-
শালিনঃ চণ্ডঃ বমন্তঃ জনমধ্যগম্ । ভিক্ষার-
ধারিণকৈব শয়ানঃ নাভিবাদয়েৎ ॥ ১৮ ॥ বক্ষ্যাক্ষ-
পুঙ্গবীঃ জারাঃ স্মৃতিকাঃ গর্ভপাতিনীম্ ।
ব্রতঘ্নীক তথা চণ্ডীঃ কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ১৯ ॥
সভায়াং যজ্ঞশালায়াং দেবতায়তনেষপি । প্রত্যেক-
তু নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাতনম্ ॥ ২০ ॥ ব্রাহ্ম-
ব্রতে নিযুক্তকঃ দেবতাভ্যর্চকঃ তথা । যজ্ঞক-
তর্পণকৈব কুর্ষন্তঃ নাভিবাদয়েৎ ॥ ২১ ॥ কুর্ষতে
বন্দনং যন্ত ন কুর্ষ্যাৎ প্রতিবন্দনম্ । নাভিবাদ্যঃ স

কেই দান করিবে । হে দ্বিজসন্তমগণ ! শ্রবণ করুন,
আর বহু বলিয়া কি হইবে ! ব্রাহ্মণগণকেই সতত
দান করা যাইতে পারে । যাহার পত্নী বক্ষ্যা,
তাহাকে দান করিলে মানব গর্ভভ-জন্ম প্রাপ্ত হয় ।
যাহারা নাস্তিক, মর্ধ্যাদাভেদকারী, পুত্রহীন, জড়,
খল, চোর এবং ধৃত্ত ইহাদিগকে কদাচ অভিবাদনও
করিবে না । পাষণ্ড, পতিত, বেদ-বিক্রমী, কৃতঘ্ন,
পাপনিরত, ইহাদিগকেও অভিবাদন করা কদাচ
বিধেয় নহে । যিনি মান-প্রকুর্ষন্ত ; যাহার করে সমিৎ,
পুঙ্গব কিম্বা কুণ রহিয়াছে ; যাহার করে জলপাত্র
এবং যিনি ভোজন করিতেছেন, এইরূপ ব্যক্তিকে
কদাচ প্রণাম করিবে না । কলহশালী, ক্রোধী,
বমনকারী, জলমধ্যস্থিত, ভিক্ষারধারী এবং শয়ান
ব্যক্তিকে অভিবাদন করিবে না । বক্ষ্যাক্ষ কস্তা,
অসতী, নবপ্রসূতা, গর্ভঘাতিনী, ব্রতঘ্নী এবং
ক্রোধনা এই সকল স্ত্রীলোককে কদাচ অভিবাদন
করিবে না । সভায়, যাগগৃহে কিংবা দেবালয়ে
অবস্থিত ব্যক্তিগণকে প্রত্যেকতঃ নমস্কার করিলে
তাহার পুর্নকৃত পুণ্য নষ্ট হয় । যিনি ব্রাহ্মকাণ্ডে
নিযুক্ত, দেবপূজায় প্রবৃত্ত বা যজ্ঞ কিংবা তর্পণ করি-
তেছেন, তাঁহাকে অভিবাদন করিবে না । যেকোন
প্রণত ব্যক্তিকে প্রত্যভিবাদন না করে, সে শূদ্রবৎ ;

বিক্রমো যথা শূদ্রভূতৈব চ ॥ ২২ ॥ তস্মাৎ সর্বেষু
কালেষু বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ । বক্ষ্যাপতিঃ দ্বিজ-
কুরং কদাচিন্নাভিবাদয়েৎ ॥ ২৩ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ ।
অত্রোতিহাসঃ বক্ষ্যামি পুণ্যশীলস্ত ধীমতঃ । সনৎ-
কুমারমুনয়ে নারদেন প্রভাবিতম্ ॥ ২৪ ॥ তদ্বক্ষ্যামি
মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শৃগুধ্বং শ্রুসমাहिताঃ । পুরা গোদাবরী-
তীরে সর্বধর্ম্মপরাশরঃ ॥ ২৫ ॥ পুণ্যশীলো দ্বিজবরঃ
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । দয়াবান্ সর্বভূতেষু দেবারি-
দ্বিজপূজকঃ ॥ ২৬ ॥ কর্ম্মণা জন্মশুদ্ধস্ত মাতাপিতৃ-
হিতে রতঃ । গুরুভক্তঃ সদাক্ষিপ্যো ব্রহ্মণ্যঃ সাধু-
সম্মতঃ ॥ ২৭ ॥ এতাদৃশগুণৈর্যুক্তঃ পুণ্যশীলস্ত
ধীমতঃ ॥ ২৮ ॥ গৃহং সম্প্রাপ্তবান্ বিপ্রো বেদবেদাঙ্গ-
পারগঃ । প্রার্থিতঃ পুণ্যশীলেন পিতৃব্রাহ্মহতি-
বেগতঃ ॥ ২৯ ॥ তং বিপ্রং শ্রোত্রিয়ং শান্তং পিতৃ-
ব্রাহ্মে নিযোজ্য বৈ । ব্রাহ্মং চকার ধর্ম্মাচ্ছা প্রত্যা-
দিকমহুত্তমম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ কালান্তরে তস্ত পুণ্য-
শীলস্ত চাননে । বৈরূপ্যং প্রাপ্তমত্যাগ্য রাসজান-
নবন্তদা ॥ ৩১ ॥ ততঃ থিন্নমনা ভূত্বা পুণ্যশীলো-

তাহাকে অভিবাদন করা বিধেয় নহে । অতএব
সকলকালেই বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণোত্তম বক্ষ্যাপতি ও কুর
ব্রাহ্মণকে কদাচ অভিবাদন করিবেন না । ১১—২৩ ।
শ্রুত কহিলেন,—এবিষয়ে ধীমান্ পুণ্যশীলের একটি
পুরাতন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, দেবর্ষি নারদ
মুনি ইহা সনৎকুমারসমীপে বর্ণন করিয়াছিলেন ।
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আমি এক্ষণে সেই ইতিহাস
বর্ণন করিতেছি, আপনারা সমাহিত হইয়া শ্রবণ
করুন । পুরাণুগে গোদাবরী তীরে পুণ্যশীল,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় জনৈক দ্বিজবর বাস করি-
তেন । তিনি সর্বভূতে দয়াবান্, এবং দেব,
দ্বিজ ও অগ্নির পূজা করিতেন । কর্ম্মদ্বারাই
তাঁহার শুদ্ধ জন্ম লাভ হইয়াছিল এবং তিনি
পিতা ও মাতার হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতেন ।
তিনি গুরুজনে ভক্তিমান্, দাক্ষিণ্য ও ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন
এবং সাধুসম্মত ছিলেন । এই সকল গুণযুক্ত
বেদবেদাঙ্গপারগ সেই দ্বিজ এক সময়ে ধীমান্ পুণ্য-
শীলের গৃহে আগমন করিলে তিনি অতি ক্রতবেগে
গমন করিয়া পিতৃব্রাহ্মে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল ।
এবং ধার্মিক পুণ্যশীল শ্রোত্রিয় শান্ত সেই দ্বিজবরকে
ব্রাহ্মে নিযুক্ত করিয়া অহুত্তম সাধুসঙ্গিক ব্রাহ্ম
সম্পন্ন করেন । অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে

হৃদিগন্ত্যঃ। নিঃশব্দ বহুধা ধর্মঃ প্রপেদেৎগন্ত্য-
যোগিনঃ ॥ ৩২ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে ঋষিসঙ্ঘনিবে-
বিত্তে। আশ্রমঃ পরমঃ দিব্যঃ সর্বকামকলপ্রদম্ ॥
৩৩ ॥ তত্রাশ্রমে মুনিবরৈঃ সেব্যমানমহর্নিশম্।
হৃষ্টাগন্ত্যঃ মহাত্মানঃ সর্বলোকহিতৈষিনম্ ॥ ৩৪ ॥
প্রণামকরোত্তমৈঃ গাঢ়িতান্ত্রোহিতিকুংখিতঃ ॥ ৩৫ ॥
পুণ্যশীল উবাচ। তপোনিধে নমস্কার্যমগন্ত্য মুনি-
সেবিত। কুংসিতান্ত্র মহাপাপং রক্ষ রক্ষ দয়া-
নিধে ॥ ৩৬ ॥ কেন দোষেণ মে চাত্র মুখশাসীৎ
কুরুপতা ॥ ৩৭ ॥ ময়ি প্রীত্যা মহাভাগ বদস্ব মুনি-
সত্তম ॥ ৩৮ ॥ অগন্ত্য উবাচ। বিপ্রবর্য মহাভাগ
পুণ্যশীল মহামতে। আননস্ত বিকুপং বৈ শৃণু নাত্ত-
মনা দ্বিজ ॥ ৩৯ ॥ কথিষিপ্রঃ শুণনিধঃ বেদবেদাঙ্গ-
পারগম্। শ্রোত্রিয়ঃ পুত্ররহিতঃ শ্রাদ্ধে হং বিনিযুক্ত-
বান্ ॥ ৪০ ॥ তেন দোষেণ মহতা মুখে তব বিকু-
পতা। যে লোকে হব্যকব্যাদৌ বক্ষ্যায়াঃ স্বামিনঃ
দ্বিজম্ ॥ ৪১ ॥ নিযোজয়ন্তি তে যাতি মুখে গদ্যভ-

রুপতাম্। শুভকর্মণি বা বিপ্র পৈতৃকে বাপি
কর্মণি ॥ ৪২ ॥ বক্ষ্যাপতিঃ মহাপাপং কদাচিত্ত নিম-
জয়েৎ। বক্ষ্যাপতিঃ মহাকুরং ধ্বলীপতিমেব বা ॥
৪৩ ॥ শ্রেয়স্কামী হি বিপ্রেন্দ্র শ্রাদ্ধে তু ন নিমজয়েৎ।
বেদশাস্ত্রাদিযুক্তোহপি কুদীনঃ কর্মঠোহপি বা ॥ ৪৪ ॥
বক্ষ্যাপতিঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ত্যাজ্যঃ কথঞ্চন।
জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞেষু ব্রতেষু চ তপঃশু চ ॥ ৪৫ ॥
সমর্থোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শ্রাদ্ধে বক্ষ্যাপতিঃ ত্যজেৎ।
অলভ্যে তু দ্বিজে পাঞ্চে তন্তুমাত্রোপজীবনম্ ॥ ৪৬ ॥
পুত্রবন্তঃ সদাচারঃ শ্রাদ্ধার্থং তু নিমজয়েৎ। তদভাবে
দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুত্রং বামুজমেব বা ॥ ৪৭ ॥ আত্মানং বা
নিযুক্ত শ্রাদ্ধে বক্ষ্যাপতিঃ ত্যজেৎ। পুণ্যশীল
মহাভাগ চোক্তব্য ভুজমুচ্যতে। সর্বথা পুত্রহীনঃ-
তু শ্রাদ্ধার্থং ন নিযোজয়েৎ ॥ ৪৮ ॥ বক্ষ্যাপতিঃ
দ্বিজঃ যন্ত শ্রাদ্ধকর্তা নিযোজ্যতি ॥ ৪৯ ॥ তজ্জাক-
মানুরং জেয়ং কর্তা চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৫০ ॥
বহনাত্ত কিমুত্তে তদোষবিনিবৃত্তয়ে। উপায়ঃ
তে প্রবক্ষ্যামি স্বর্ণমুখ্যাস্তটে শুভে ॥ ৫১ ॥ বর্ততে

পুণ্যশীলের মুখ রাসভাননের স্তায় বিবর্ণ বীভৎস
হয়। তখন অতি ধার্মিক পুণ্যশীল ধর্মমনা হন
এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হৃৎ করিতে
করিতে যোগিবর অগন্ত্যসমীপে গেলেন।
ঋষিগণনিবেবিত সর্বকামকলপ্রদ দিব্য অগন্ত্যশ্রম
সুবর্ণমুখরীতীরে অবস্থিত এবং মুনিবরগণ সতত
ঐ আশ্রমপদের সেবা করিতে থাকেন। অতি
কুংখিত গদ্যভমুখ পুণ্যশীল তথায় গমন করিয়া
নিখিললোকহিতৈষী মহাত্মা অগন্ত্যকে প্রণাম-
পূর্বক বলিতে লাগিলেন। পুণ্যশীল বলিলেন,—
হে অগন্ত্য! মুনিগণ সতত আপনাকে সেবা
করেন, হে তপোনিধে! আপনাকে নমস্কার।
হে দয়ানিধে! আমি কুংসিত স্ত্র মহাপাপ, আমাকে
রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে মহাভাগ! কি
দোষে আমার মুখ কুংসিত হইয়াছে, হে মুনি-
সত্তম! আমার প্রতি প্রীত হইয়া ইহা বলুন।
অগন্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, মহামতে,
মহাভাগ, পুণ্যশীল! অন্তমনা হইয়া তোমার আন-
নের বৈরাগ্যধারণ শ্রবণ কর। হে দ্বিজ! তুমি
অনেক পুত্রহীন শ্রোত্রিয় দ্বিজকে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত
করিয়াছিলে; ঐ বিপ্র বেদবেদাঙ্গপারগ ও নিখিল
ভাপের নিধি হইলেও অপুত্রক; তুমি এই মহাদোষে
কুংসিত হইয়াছ। এই জিলোকে যেসকল লোক

হব্যকব্যক্রিয়ায় বক্ষ্যাপতিকে নিযুক্ত করে, তাহারা
গদ্যভমুখতা প্রাপ্ত হয়। হে বিপ্র! শুভকর্মই
হউক, আর পৈতৃক কর্মই হউক, বক্ষ্যাপতিকে
কদাচ নিমজ্ঞ করিবে না। হে বিপ্রেন্দ্র! মঙ্গল-
কামী ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বক্ষ্যাপতি, মহাকুর এবং ধ্বলী-
স্বামীকে নিমজ্ঞ করিবে না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! বেদ-
শাস্ত্রাদিযুক্ত, কুলীন কিংবা কর্মঠ হইলেও বক্ষ্যাপতি
শ্রাদ্ধে একেবারেই ত্যাজ্য। জ্যোতিষ্টোমাদি
যজ্ঞে তপস্শায় শ্রাদ্ধে কিংবা ব্রতে অপুত্রক
দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সমর্থ হইলেও অবশ্যই ত্যাগ
করিবে। শ্রাদ্ধদিনে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ একান্ত
অসত্য হইলে বরঞ্চ সদাচারসম্পন্ন পুত্রবান
তন্তুমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকেও নিমজ্ঞ করিবে।
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদভাবে অমুজ বা তনয়কে নিযুক্ত
করিবে, কিংবা স্বয়ং নিযুক্ত হইবে, তথাপি অপুত্র-
ককে নিমজ্ঞ করিবে না। হে মহাভাগ পুণ্যশীল!
আমি বাহ উত্তোলন করিয়া বলিতেছি, কদাচ
শ্রাদ্ধে পুত্রহীনকে নিমজ্ঞ করিবে না। ২৪—৪৮।
যে শ্রাদ্ধকর্তা অপুত্রককে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত করে, তাহার
সেই শ্রাদ্ধ আত্মর এবং শ্রাদ্ধকর্তা নরকে গমন
করে। অধিক বলিয়া আর কি হইবে? এক্ষণে
তোমার এই দোষশাস্তির উপায় বলিতেছি,—পুণ্য-

দেবসেবিতো সেবিতো বেঙ্কটচলঃ । মেকপুত্রো
মহাপুণ্যঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৫২ ॥ তন্মিন বেঙ্কট-
শৈলেন্দ্রে সুরাসুরনমস্কৃতে । বিয়দগঙ্গাতি নাম্না
বৈতীর্থমস্তি মহত্তরম্ ॥ ৫৩ ॥ সর্বপাপপ্রশমন-
মায়ুরারোগ্যবর্ধনম্ । হুঃ গঙ্গা বেঙ্কটঃ শৈলঃ
স্বামিপুষ্করিণীজলে ॥ ৫৪ ॥ স্নাত্বা সঙ্কল্পপূর্বং তু
গঙ্গাতীর্থমনস্তরম্ । গঙ্গা তীর্থবিধানেন স্নানং কুরু
মহামতে ॥ ৫৫ ॥ স্নানমাত্মকতঃ সদ্যো মুখশাস্ত্র
মহামতে । বৈরূপ্যং তৎকর্ণাদেব নক্ষত্র্যন্ত্যেব ন
সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ এবমুক্তঃ পুণ্যশীলো হৃগন্ত্যন
মহামনা । তং প্রণম্য মহাত্মনং বেঙ্কটাদ্রিঃ ততো
যযৌ ॥ ৫৭ ॥ তত্র গঙ্গা মহাভাগঃ স্বামিপুষ্করিণী-
জলে । স্নাত্বা নিয়মপূর্বং তু বিয়দগঙ্গাসমীপগঃ ॥
৫৮ ॥ তত্র স্নানেন ধর্ম্মায়া কামবক্রোপমঃ মুখম্ ।
প্রাপ্তবান্ পুণ্যশীলস্ত অহো তীর্থস্ত বৈভবম্ ॥ ৫৯ ॥
শ্রীমুত উবাচ । এবং বঃ কথিতং বিপ্রা নারদেন
প্রভাবিতম্ । সনৎকুমারমুনয়ে শৌনকাদ্যা মহো-
জসঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে আকাশগঙ্গামাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

যয় সুবর্ণমুখরীতীরে দেবসেবিত সর্বকামফলপ্রদ
মহাপুণ্য মেকতনয় বেঙ্কটপর্বত অবস্থিত । সেই
সুরাসুরনমস্কৃত শৈলেন্দ্রে বেঙ্কটে বিয়দ-গঙ্গা নামে
এক মহাতীর্থ আছে । ঐ তীর্থ সর্বপাপপ্রণাশন
এবং আয়ু ও আরাগ্যবর্ধন । হে মহামতে ! তুমি
বেঙ্কটগিরিতে গমন কর এবং প্রথমে তত্রত্য স্বামি-
পুষ্করিণীতে সঙ্কল্পপূর্বক স্নান করিয়া তদনন্তর তীর্থ-
বিধানক্রমে গঙ্গাতীর্থে স্নান করিবে । হে মহামতে !
গঙ্গাতীর্থে স্নানমাত্রই তৎকর্ণাৎ তোমার মখ-
বৈরূপ্য দূর হইবে, সংশয় নাই । অনন্তর পুণ্য-
শীল, মহাবি অগস্ত্য কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই মহা-
ত্মাকে প্রণামপূর্বক বেঙ্কটচলে গমন করিলেন
এবং মহাভাগ পুণ্যশীল ভাষায় গমন করিয়া নিয়ম-
পূর্বক স্বামি-পুষ্করিণীজলে স্নান করত বিয়দগঙ্গা-
সমীপে উপনীত হইলেন । অহো ! গঙ্গাতীর্থের
কি ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মায়া পুণ্যশীল সেই তীর্থে স্নান
করিয়াই কাম-মুখের ভাষা সুন্দর মুখ প্রাপ্ত হইলেন ।
মুত বলিলেন,—হে শৌনকাদি মহাতেজা বিপ্রগণ !
এ বিষয় নারদ মুনি সনৎকুমারকে এইরূপই

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমুত উবাচ । অথাহং সম্ভবক্যামি বিজ্ঞেয়াঃ
সত্যবাদিনঃ । চক্রতীর্থস্ত মাহাত্ম্যঃ সর্বপাপ-
প্রণাশনম্ ॥ ১ ॥ যে শ্রুতি মহাপুণ্যঃ চক্রতীর্থস্ত
বৈভবম্ । তে যান্তি বিষ্ণুভবনং পুনরাবুত্তি-
বর্জিতম্ ॥ ২ ॥ অন্নদানে চ বিমুখা জলদানে
তথৈব চ । গোদানবিমুখা যে চ শুদ্ধান্তেহত্র নিম-
জ্জনাৎ ॥ ৩ ॥ তন্মাত্মপুণ্যতমঃ তীর্থকচক্রতীর্থ-
মহত্তমম্ ॥ ৪ ॥ শ্রীমুত উবাচ । পুরা শ্রীবৎস-
গোত্রীয়ঃ পদ্মনাভো জিতেন্দ্রিয়ঃ । চক্রপুষ্করিণীতীরে
সোহতপ্যত মহত্তপঃ ॥ ৫ ॥ দয়াযুক্তো নিরাহারঃ
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ । আত্মবৎসর্বভূতানি পশুন্
বিষয়ানস্পৃহঃ ॥ ৬ ॥ সর্বভূতহিতো দান্তঃ সর্বদন্দ-
বিবর্জিতঃ । বর্ষাণি কতিচিৎ সোহয়ং জীর্ণপর্ণাশনো-
হভবৎ ॥ ৭ ॥ কাঞ্চৎকালং জলাহারো বায়ুভকঃ
কিয়ৎসমাঃ । এবং দ্বাদশ বর্ষাণি পদ্মনাভো মহা-

বলিয়াছিলেন । আমি তাহাই আপনাদের নিকট
কৌতুহল করিলাম । ৪৯—৬০ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

মুত কহিলেন,—হে সত্যবাদি-বিজগণ ! অন্ন-
স্তর সর্বপাপপ্রণাশন চক্রতীর্থমাহাত্ম্য সম্যকরূপে
বর্ণন করিতেছি ; যাঁহারা এই মহাপুণ্য চক্রতীর্থ-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহারা বিষ্ণুভবনে গমন
করেন, কদাচ তাঁহাদের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে
হয় না । যাঁহারা অন্ন, জল ও গোদানে বিমুখ,
তাঁহারাও এই তীর্থে নিমজ্জন করিয়া শুদ্ধি
লাভ করে ; অতএব এই চক্রতীর্থ একটা
অমূল্য পুণ্য-তমতীর্থ । মুত কহিলেন,—পূর্ব-
কালে শ্রীবৎসগোত্রীয় পদ্মনাভ-নামক জনৈক
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞ চক্রপুষ্করিণীতীর্থে তীর্থ তপস্তা
করেন । বিপ্র পদ্মনাভ—দয়াযুক্ত সত্যবাদী ও
জিতেন্দ্রিয় ছিলেন । তিনি নিখিলপ্রাণীকে আত্মবৎ
দর্শন করিতেন । রূপাদি বিষয়ে তাঁহার শ্রদ্ধা
ছিল না । মহামুনি পদ্মনাভ নিরাহার, দান্ত,
সর্বভূতহিতরত ও সর্বদন্দবিবর্জিত হইয়া কতিপয়
বৎসর জীর্ণপর্ণাশনে, কিছুকাল জলাহারে, কয়েক
বৎসর বায়ুভকণে—এইরূপে দ্বাদশবর্ষ তপস্তা

মুনিঃ ১০। অতপ্যত তপো যোরঃ দেবৈরপি সুহৃ-
কম্। অথ তপস্তপসা তুষ্টো ভগবান্ কমলাপতিঃ ১১।
প্রত্যক্ষতামগান্তস্ত শম্ভুচক্রগদাধরঃ ১২। বিকচাধুজ-
পদ্মাক্ষঃ সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ ১৩। উন্নীলা
চক্ৰবী তত্র দৃষ্টবান্ বেকটেশ্বরম্। শম্ভুচক্রধরং
শান্তং শ্রীনিবাসং কৃপানিধিম্। দৃষ্টো দেবঃ মহাত্মানং
ভোক্তুঃ সমুপক্রমে ১৪। নমো দেবাধিদেবায়
বেকটেশায় শার্ঙ্গিনে। নারায়ণাদ্রিবাসায় শ্রীনিবাসায়
তে নমঃ ১৫। নমঃ কল্মষনাশায় বাসুদেবায়
বিকবে। শ্বেষাচলনিবাসায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ ১৬।
নমঃ স্বেলোক্যনাথায় বিশ্বরূপায় শাক্তিনে। শিব-
ব্রহ্মাদিবন্দ্যায় শ্রীনিবাসায় তে নমঃ ১৭। নমঃ
কমলনেত্রায় ক্ষীরাকিশোরনায় তে। হৃষ্টরাক্ষসসংহর্ত্রে
শ্রীনিবাসায় তে নমঃ ১৮। ভক্তপ্রিয়ায় দেবায়
দেবানাং পতয়ে নমঃ ১৯। প্রণতার্ত্তিবিনাশায়
শ্রীনিবাসায় তে নমঃ ২০। যোগিনাং পতয়ে নিত্যং
বেদবেদ্যায় বিকবে। ভক্তানাং পাপসংহর্ত্রে

করিয়ছিলেন। পদ্মনাভ এইরূপে দেবগণেরও
সুহৃদর তপস্তা করিলে তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া
বিকসিতপদ্মপত্রনেত্র সূর্য্যকোটিসমপ্রভ শম্ভু-চক্র-
গদাধর ভগবান্ কমলাপতি তাঁহার সমক্ষে আগ-
মন করিলেন। অনন্তর পদ্মনাভ কে উন্নী-
লন করিয়া দেখিলেন,—শান্ত শম্ভুচক্রগদাধর
কৃপানিধি বেকটেশ্বর শ্রীনিবাস তাঁহার সমক্ষে
দণ্ডায়মান। তিনি সেই মহাত্মা দেব শ্রীনিবাসকে
সন্দর্শন করিয়া স্তব করিতে উপক্রম করিলেন।
পদ্মনাভ বলিলেন,—শাক্তী বেকটেশ দেবাধিদেবকে
নমস্কার; হে নারায়ণ! হে শ্রীনিবাস। তুমি পর্ব্বতে
বাস কর, তোমাকে নমস্কার। পাপনাশন, বাসু-
দেব বিকুকে নমস্কার; হে শ্বেষাচলনিবাসিন্,
শ্রীনিবাস! তোমাকে নমস্কার। শ্রীনিবাস! তুমি
জৈলোক্যের নাথ, বিশ্বরূপ, সর্ব্বসাক্ষী এবং
শিব ব্রহ্মাদিও আপনাকে বন্দনা করেন,
আপনাকে নমস্কার। হে কল্মষনাশ। আপনি
ক্ষীরমাগরে শয়ন ও হৃষ্ট রাক্ষসগণকে নিধন করেন,
হে শ্রীনিবাস! আপনাকে নমস্কার। হে দেব!
আপনি ভক্তপ্রিয় ও দেবগণেরও পতি, আপনাকে
নমস্কার। হে শ্রীনিবাস! আপনি প্রণতগণের আর্তি-
বিনাশ করেন, আপনাকে নমস্কার। হে শ্রীনি-
বাস! আপনি যোগিগণের পতি, নিত্য বেদ-
বেদ্য, হে বিকো। আপনি ভক্তগণের কলুষধ্বংস

শ্রীনিবাসায় তে নমঃ ২১। এবং ভোক্তা মহাত্মগঃ
শ্রীনিবাসো জগদ্ভয়ঃ। পদ্মনাভাধ্যক্ষিণা চক্রতীর্থ-
নিবাসিনা ২২। সন্তোষঃ পরমং প্রাপ্য বেকটেশো
দয়ানিধিঃ ২৩। পদ্মনাভঃ দ্বিজবরঃ শান্তঃ সর্ব্ব-
পরায়ণম্। সুধাধারোপমং থাক্যমববীৎ পুরুষোত্তমঃ ২৪।
শ্রীনিবাস উবাচ। দ্বিজবর্ষা মহাভাগ মৎ-
পাদকমলার্চক। চক্রতীর্থস্ত তীরে হমাকরণং
পূজয়ন্ বস ২৫। ইত্যুক্তা ভগবান্ বিকুস্ত্রৈবাস্তর-
ধীয়ত। অন্তর্দ্বানং গতে দেবে শ্রীনিবাসে জগদ-
গুরো ২৬। চক্রতীর্থস্ত তীরে তু বাসঃ চক্রে
মহামতিঃ। ততঃ কালান্তরে কচ্ছিত্রাক্সসো ভীম-
দর্শনঃ ২৭। মুনিঃ তং পদ্মনাভাধ্যং নারায়ণ-
পরায়ণম্। আযযৌ ভক্তিতুং কুরঃ ক্ষুধ্যা পরি-
পীড়িতঃ ২৮। ব্রাহ্মণঃ তরসা সোহয়ং রাক্সসো
জগৃহে তদা। গৃহীতস্তরসা তেন বিপ্রো বেদাঙ্গ-
পারগঃ ২৯। প্রচুক্ৰোশ দয়াভোবিমাপন্নানাং
পরায়ণম্। নারায়ণ চক্রপাণিঃ রক্ষ রক্ষেতি
বৈ মুহঃ ৩০। বেকটেশ দয়ানিকো পরণাগত-
পালক। ত্রাহি মাং পুরুষব্যগ্র রক্ষোবশমুপাগতম্ ৩১।

করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার ১—১৮। অনন্তর
চক্রতীর্থনিবাসী পদ্মনাভ নামক ঋষি কর্তৃক এই-
রূপে স্তুত হইয়া জগদ্ভয় মহাভাগ শ্রীনিবাস পরম
সন্তোষ লাভ করিলেন এবং দয়ানিধি পুরুষোত্তম
বেকটেশ সুধাধারোপম বাক্যে দ্বিজবর শান্ত সর্ব্ব-
ধর্ম্মপরায়ণ পদ্মনাভকে বলিতে লাগিলেন। শ্রীনি-
বাস বলিলেন,—হে মহাভাগ দ্বিজবর্ষ! তুমি
আমার পাদপদ্মের অর্চনা করিয়াছ, এক্ষণে চক্র-
তীর্থতীরে অবস্থিত হইয়া আকলকাল আমার
পূজা কর। ভগবান্ বিকু পদ্মনাভকে এইরূপ
বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর জগদ্গুরু
শ্রীনিবাস অন্তর্দ্বান করিলে মহামতি পদ্মনাভ চক্র-
তীর্থতীরে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে
কিছুকাল অতীত হইলে একদিন কুর ভীমদর্শন
এক রাক্ষস ক্ষুধ্যা পীড়িত হইয়া নারায়ণপরায়ণ
মুনি পদ্মনাভকে ভক্তি করিতে আগমন করে।
অনন্তর রাক্ষস অতিবেগে ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করিল।
তখন রাক্ষসকর্তৃক ধৃত হইয়া দেববেদান্তপারগ
পদ্মনাভ জন্মন করিতে করিতে মুহুর্ৎ চক্রপাণি
নারায়ণকে বলিতে লাগিলেন,—হে দয়ানিধে!
আপনার দয়াবারিধিনিমিত্ত আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা
করুন। হে বেকটেশ! আপনি আমার সাগর ভক্ত

২৮। লক্ষীকান্ত হরে বিষ্ণো বৈকুণ্ঠ গুরুধ্বজ।
মাং রক্ষ রাক্ষসাক্রান্তঃ গোহাক্রান্তঃ গজঃ যথা। ২৯।
দামোদর জগন্নাথ হিরণ্যাসুরমর্দন। প্রহ্লাদমিব
মাং রক্ষ রাক্ষসেনাতিপীড়িতম্। ৩০। ইত্যেবং
অবতন্তস্ত পদ্মনাভস্ত হে দ্বিজাঃ। স্বভক্তস্ত ভয়ং
জাহা চক্রপাণির্দয়ানিধিঃ। ৩১। স্বচক্রং প্রেষয়ামাস
ভক্তরক্ষণকারণাৎ। প্রেরিতং বিষ্ণুচক্রং তদ্বিকুনা
প্রভবিকুনা। ৩২। আজগামাথ বেগেন চক্র-
পুঙ্করিণীতটম্। অনন্তাদিত্যসঙ্কাশমনস্তাণ্ডিসম-
প্রভম্। ৩৩। মহাজালং মহানাদং মহাসুররিমর্দনম্।
দৃষ্ট্বা সুদর্শনং বিষ্ণো রাক্ষসোহথ প্রজুজ্জবে। ৩৪।
দ্রবমানস্ত তস্তাশু রাক্ষসস্ত সুদর্শনম্। শিরশ্চকর্ত
সহসা জালামালাহুয়াসদম্। ৩৫। ততো বিপ্রবরো
দৃষ্ট্বা রাক্ষসং পতিতং ভূবি। যুদা পরময়া যুক্তশৃষ্টাব
চ সুদর্শনম্। ৩৬। পদ্মনাভ উবাচ। বিষ্ণুচক্র
নমস্তেহৈব বিশ্বরক্ষণদীক্ষিত। নারায়ণকরাস্তোজ-

শরণাগতের পালক, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! রাক্ষস-
কবলগত আমাকে রক্ষা করুন। হে বিষ্ণো!
আপনি রম্যপতি, আপনার কোন বিষয়েই কুণ্ডা
নাই, হে গুরুধ্বজ! কুন্তীরাক্রান্ত করীর স্থায়
রাক্ষস দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা করুন,
রক্ষা করুন। হে দামোদর! আপনি ত্রিজগতের
নাথ, আপনি হিরণ্যকশিপুকে নিহত করিয়াছেন,
আমি রাক্ষস দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি; এক্ষণে
প্রহ্লাদের স্থায় আমাকে রক্ষা করুন। হে দ্বিজ-
গণ! পদ্মনাভ কর্তৃক এইরূপে ভূত হইয়া দয়ানিধি
চক্রপাণি দ্বীয় ভক্তের ভয়কারণ জানিতে পারিলেন
এবং তৎক্ষণাৎ ভক্তরক্ষণের জন্ত চক্র প্রেরণ করি-
লেন। অনন্তর প্রভবিকু বিষ্ণু-প্রেরিত সেই বিষ্ণু-
চক্র প্রচণ্ডবেগে চক্রপুঙ্করিণীতীরে আসিয়া উপ-
নীত হইল। ঐ চক্র অসংখ্য সূর্য ও অনন্ত অন-
লের তুল্য প্রভাশালী; তাহার জালামালা অতি
ভীষণ এবং চক্র হইতে উখিত ভীমনাদ দৈত্য-
দিগকে বিমর্দিত করিতে সমর্থ। তখন বিষ্ণুচক্র
দর্শনে ভীত হইয়া রাক্ষস পলায়ন করিল।
জালামালা-হুয়াসদ সুদর্শনও সেই পলায়মান
রাক্ষসের পশ্চাদ্গমন পূর্বক তাহাকে হিন্ন করিল।
অনন্তর বিপ্রবর পদ্মনাভ রাক্ষসের মস্তক ভূমি-
তলে পতিত দেখিয়া পরম হর্ষ সহকারে সুদর্শনের
ভব করিতে লাগিলেন। ১১—৩৬। পদ্মনাভ
বলিলেন,—হে বিষ্ণুচক্র! তুমি বিশ্ব পালনের জন্ত

ভূষণায় মমোহন্ত তে। ৩৭। সুদেবপুংসংহার-
কুশলায় মহাবুব। সুদর্শন নমস্কৃত্যঃ ভক্তানাং সন্তি-
নাশন। ৩৮। রক্ষ মাং ভয়সংবিগ্নঃ সর্বত্রাপি
কল্যাণাৎ। স্বামিন্ সুদর্শন বিতো চক্রতীর্থে সদা
ভবান্। ৩৯। সন্নিধেহি হিতায় হং জগতো মুক্তি-
কাজ্জিগ্নঃ। ব্রাহ্মণেনৈবযুক্তং তদ্বিকুচক্রং মুনীশ্বরঃ।
৪০। তং প্রাহ পদ্মনাভাখ্যঃ শ্রীণয়মিব সৌন্দর্য।
৪১। সুদর্শন উবাচ। পদ্মনাভ মহাপুণ্যঃ চক্রতীর্থ-
মহত্তমম্। অগ্নিন্ বসামি সততং লোকানাং হিত-
কাম্যয়া। ৪২। স্বপীড়াং পরিচিন্ত্যাহং রাক্ষসেন
হুয়াসনা। ৪৩। প্রেরিতো বিষ্ণুনা বিপ্র স্বরয়া
সমুপাগতঃ। স্বপীড়কোহপি নিহতো ময়ায়ং রাক্ষসা-
ধমঃ। ৪৪। মোচিতং ত্বাদম্মাৎ হি ভক্তো হরেঃ
সদা। চক্রতীর্থে মহাপুণ্যে সর্বপাপহরে দ্বিজ। ৪৫।
সততং লোকরক্ষার্থং সন্নিধানং করোমি তে।
অগ্নিন্ মৎসন্নিধানান্তে তথাত্তেযামপি দ্বিজ। ৪৬।
ইতঃ পরং ন পীড়া শ্রাদ্ধতরাক্ষসসম্ভবা। অগ্নিন্

দীক্ষিত হইয়াছ, তুমি নারায়ণের করকমলের ভূষণ,
তোমাকে নমস্কার। হে সুদর্শন তোমার রব অতি
ভীষণ, তুমি সমরে অসুরসংহারে কুশল, তুমি ভক্ত-
গণের পীড়া বিদূরিত কর, তোমাকে নমস্কার। হে
স্বামিন্। আমি অত্যন্ত ভয়সংবিগ্ন হইয়াছি,—হে
সুদর্শন! আমাকে নিখিল আপদ হইতে রক্ষা
কর। হে বিতো! তুমি চক্রতীর্থে সতত আমার
সন্নিধানে থাকিয়া মোক্ষকামী জগদ্বাসীর হিত
সাধন কর। হে মুনীশ্বরগণ! ব্রাহ্মণ কর্তৃক
প্রার্থিত হইয়া সেই বিষ্ণুচক্র সুদর্শন সৌন্দর্যদর্শনে
বিপ্র পদ্মনাভকে শ্রীত করিয়া বলিতে লাগিল।
সুদর্শন বলিল,—হে পদ্মনাভ! আমি নিখিল
লোকের হিত কামনা এই মহাপুণ্য অমৃতম চক্র-
তীর্থে বাস করিব। হে দ্বিজ! তুমি হরির নিত্য-
ভক্ত, কেননা হুয়াস রাক্ষস তোমাকে পীড়িত
করিয়াছিল, বিষ্ণু তোমার পীড়া চিন্তা করিয়া
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার আদেশে
সহর সমুপাগত হইয়াছি। তোমার পীড়াদায়ক
রাক্ষসাধমকেও আমি নিহত করিয়া তোমাকে ভয়
হইতে পরিজ্ঞান করিয়াছি। হে দ্বিজ! এক্ষণে
লোকহিতের জন্ত সর্বপাপহর মহাপুণ্য চক্রতীর্থে
সতত তোমার সন্নিধানে বাস করিব। হে দ্বিজ!
আমার সন্নিধ্য হেতু এই চক্রতীর্থে ইতঃপর তোমার

মৎসরিধানাং স্ফাটকতীর্থমিতি প্রথা ॥ ৪৭ ॥ স্নানং
সেতুং প্রকুর্যতি চক্রতীর্থে বিমুক্তিদে। তেষাং
পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বংশজাঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ৪৮ ॥
বিদূতপাপা যান্তস্তি তদ্বিষোঃ পরমং পদম্। ইত্যুকা
বিষ্ণুচক্রং তৎপদ্মনাভস্ত পশ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥ অস্ত্রেষামপি
বিপ্রাণাং পশ্যতাং সহসা দ্বিজাঃ। চক্রপুঙ্করিণীং তাং
তু প্রাবিশং পাপনাশিনীম্ ॥ ৫০ ॥ শ্রীমুত উবাচ।
চক্রতীর্থস্ত মহাত্ম্যং বিপ্রেস্তাঃ পাপনাশনম্। যুগ্মকং
কথিতং সর্ব্বং শৌনকায়া। মহোজসঃ ॥ ৫১ ॥ চক্র-
তীর্থসমং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি। অত্র স্নাত্বা
নরা বিপ্রা মোক্ষভাজো ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কীর্ত্তয়ে-
দ্বিমমধ্যায়ঃ শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ। চক্রতীর্থাভিষেকস্ত
প্রাপ্নোতি কলযুক্তমম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থমহিমাম্ববর্ণনং নাম
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

এবং অস্ত্র কোন ব্যক্তিরই রাক্ষসসম্ভব পীড়া
হইবে না। আর আমার সান্নিধ্যহেতু আজ
হইতে এই তীর্থ চক্রতীর্থ নামে প্রথিত হউক।
যে সকল লোক এই বিমুক্তিদ চক্রতীর্থে স্নান করি-
বেন, তাঁহাদের পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বংশজগণ
সকলেই বিগতপাপ হইয়া বিষ্ণুর পাদে গমন
করিবেন। হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুচক্র সুদর্শন এই-
রূপ বলিয়া পদ্মনাভের এবং অস্ত্রান্ত দ্বিজগণের
চকুর সমক্ষেই সহসা সেই পাপনাশিনী চক্র পুঙ্ক-
রিণীতে প্রবেশ করিলেন। স্মৃত কহিলেন,—
হে মহাতেজা শৌনকাদি বিপ্রেস্তগণ! আপনা-
দিগের নিকট পাপনাশন চক্রতীর্থমহাত্ম্য সমস্তই
কীর্ত্তন করিলাম। এই চক্রতীর্থের সমান তীর্থ
আর হয়ও নাই, হইবেও না। হে দ্বিজ-
গণ! মানবগণ এই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া
মোক্ষভাগী হয়, সংশয় নাই। যদি সমাহিত মনে
এই অধ্যায়টি পাঠ বা শ্রবণ করে, তবে নর চক্র-
তীর্থাভিষেকের উত্তম কল প্রাপ্ত হয়। ৩৭—৫৩।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ শোহধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ। ভগবন্ রাক্ষসঃ কোহসৌ স্মৃত
পৌরাণিকোত্তম। বিষ্ণুভক্তং মহাত্ম্যমং যো ব্রাহ্মণম-
ধাবত ॥ ১ ॥ শ্রীমুত উবাচ। বক্ষ্যামি রাক্ষসং কুরং
তং বিপ্রাঃ শৃণুতাদরাং। যথা চ রাক্ষসো জাতো
মুনীনাং শাপবৈভবাং ॥ ২ ॥ পুরা বৈকুণ্ঠসদৃশে শ্রীরঞ্জে
বিষ্ণুমন্দিরে। বসিষ্ঠাঙ্গিমুখাঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তা
মহোজসঃ ॥ ৩ ॥ শ্রীরঙ্গনাথং দেবেশং ভক্তানাং-
ভয়প্রদম্। উপাসাকক্রিরে মুক্ত্যে শ্রীরঙ্গপুর-
বাসিনঃ ॥ ৪ ॥ কদাচিত্তত্র গচ্ছকৌ বীরবাহু-
শুভো বলী। সুন্দরো নাম বিপ্রেস্তা
বিটগোঙ্গিপরাযণঃ ॥ ৫ ॥ ললনাশতসংযুক্তো বিবস্ত্রঃ
সলিলাশয়ে। চিক্রীড় স বিবস্ত্রাভিঃ সাকং
যুবতিভির্দ্বন্দ্বা ॥ ৬ ॥ কবেরজায়াস্তীর্থে তু
বসিষ্ঠো মুনিভিঃ সহ। মধ্যাহ্নিকং কর্ত্তমনা যযৌ
শ্রীরঙ্গমন্দিরাং ॥ ৭ ॥ তানুযীনবলোক্যাথ রামাস্তা
ভয়কাতরাঃ। বাসস্তাচ্ছাদয়ামাসুঃ সুন্দরো ন তু

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্মৃত! হে
পৌরাণিক প্রধান! হে ভগবন্! এই রাক্ষস কে?
আর কিরূপেই বা সে মহাত্ম্য বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে
পীড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছিল? স্মৃত উত্তর
করিলেন,—হে বিপ্রগণ! এই রাক্ষস যেকপে
মুনিগণের শাপপ্রভাবে রাক্ষসদেহ লাভ করে,
তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, আপনারা আদরসহকারে
শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে বৈকুণ্ঠ সদৃশ শ্রীরঙ্গ-
নামক বিষ্ণুমন্দিরে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়া-
ছিল। একদা বসিষ্ঠ ও অঙ্গিপ্রমুখ মহাতেজা
বিষ্ণুভক্তগণ মুক্তিকামনায় শ্রীরঙ্গপুরে বাস করিয়া
ভক্তগণের অভয়প্রদ দেবেশ শ্রীরঙ্গনাথের উপা-
সনা করেন। হে বিপ্রেস্তগণ! অনন্তর লম্পট-
সংসর্গপরাযণ বীরবাহুতনয় সুন্দর নামক জনৈক
বলবান্ গচ্ছক তথায় আগমন করে এবং সে
ললনাগণযুক্ত ও স্বয়ং বিবস্ত্র হইয়া বিবস্ত্রা যুবতী-
গণের সহিত দ্বষ্টান্তকরণে জলাশয়ে, জলাশয়ে
করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মহর্ষি বসিষ্ঠ অস্ত্রান্ত
মুনিগণের সহিত মাধ্যাহ্নিক উপাসনার্থ শ্রীরঙ্গ
মন্দির হইতে কাবেরীতীর্থে গমন করেন। ১—৭।
অনন্তর গচ্ছকরমণীগণ সেই ঋষিগণকে সন্দর্শনপূর্ব্বক
ভয়কাতর হইয়া রক্ত দ্বারা তাহদের শরীরে

সাহসী । ৮ । ততো বসিষ্ঠঃ কুপিতঃ শশাংগৈনং
গতঃ ১০ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । যস্মাৎ সুন্দর
গন্ধর্বঃ দৃষ্টো নিলজ্জঃ স্বয়ং । বাসো নাচ্ছাদিতঃ
শীতঃ যাহি রাক্ষসতাং ততঃ ॥ ১০ ॥ এবমুক্তে
বসিষ্ঠেন রামাঃ প্রাজ্ঞনরজ্জনা । প্রণিপত্য বসিষ্ঠঃ
তং ভক্তিমন্বয়েণ চেতসা ॥ ১১ ॥ মুনিমণ্ডলমধ্যে তু
বসিষ্ঠমিদমব্রুবন্ ॥ ১২ ॥ রামা উচুঃ । ভগবন্
সর্বধর্ম্যস্ত চতুরাননন্দন । দয়াসিক্ষোহবলোক্য-
স্মার কোপং কর্তুমর্হসি ॥ ১৩ ॥ পতিরেব হি নারীণাং
ভূষণং পরমুচ্যতে । পতিহীনা তু বা নারী শত-
পুত্রাপি সা যুনে ॥ ১৪ ॥ বিধবেত্যাচ্যতে লোকে
তাসাং জন্ম নিরর্থকম্ । তৎপ্রসাদং কুরু যুনে
পত্যাবশ্যাকমাদরাৎ ॥ ১৫ ॥ একোহপরাধঃ ক্ষন্তব্যো
মুনিভিস্তদর্শিতঃ । ক্ষমাং কুরু দয়াসিক্ষো
যুযচ্ছিষ্যেহত্র সুন্দরে ॥ ১৬ ॥ শ্রীশূত উবাচ ।
বসিষ্ঠঃ প্রার্থিতস্তেবং সুন্দরশ্রাদ্ধনাভজৈঃ । প্রোবাচ
বচনং ভূয়ঃ প্রসন্নঃ স দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥ বসিষ্ঠ
উবাচ । ন মে স্মাদচনং মিথ্যা । কদাচিদপি স্ক্রুবঃ ।

উপায়ং বঃ প্রবক্ষ্যামি পুণ্যঃ শ্রদ্ধয়া শূত ॥ ১৮ ॥
ষোড়শাবধিঃ শাপো ভবতুৈ ভবিতা ক্রবন্ ।
ষোড়শাবধৌ চৈব সুন্দরো রাক্ষসাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥
যদৃচ্ছয়া বেকটাদ্রিঃ সর্বপাপহরঃ শুভম্ । গঙ্গাসৌ
চক্রতীর্থং তদগমিষ্যতি সুরাজনাঃ ॥ ২০ ॥ আস্তে
তত্র মহাযোগী পদ্মনাভো মুনীশ্বরঃ । ভক্ষার্থং তং
মুনিং সোহয়ং রাক্ষসোহভিগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ততো ব্রাহ্মণরক্ষার্থং প্রেরিতং চক্রমুত্তমম্ । বিষ্ণুনাস্ত
শিরঃ কায়াঙ্করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ স্বঃ
রূপমাসাদ্য শাপানুকৃতঃ স সুন্দরঃ । পতির্হিদিবং ভূয়ো
গত্वा নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ততঃ হিদিবমাসাদ্য
সুন্দরোহয়ং পতির্হি বঃ । রময়িষ্যতি সুন্দর্যো
যুয্মান সুন্দরবেশভূৎ ॥ ২৪ ॥ শ্রীশূত উবাচ ।
ইতুক্ত্বা তু বসিষ্ঠস্তাঃ সুন্দরশ্রাদ্ধনাভজৈঃ । স্বাশ্রমং
প্রযযৌ তুর্ণঃ শ্রীরঙ্গেশ্বরভক্তিমান্ ॥ ২৫ ॥ অথ
রামাস্তমালিন্দ্য সুন্দরঃ পতিমাস্থনঃ । কুরুতঃ
শোকসন্তপ্তাঃ দুঃপনাগরমধাগাঃ ॥ ২৬ ॥ দৃষ্টমানাসু

করিল, কিন্তু গর্ষিত গন্ধর্বঃ সাহসী সুন্দর বিবস্ত্রই
রহিল। অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া নিলজ্জ
নিদিতকর্ম্মী সুন্দরকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।
বসিষ্ঠ বলিলেন,—হে নিলজ্জ সুন্দর! তুমি আমা-
দিগকে দেখিয়াও বস্ত্রহারা দেহ আচ্ছাদিত করিলে-
না, অতএব হে গন্ধর্ব! তুমি রাক্ষস দেহ প্রাপ্ত হও।
মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলে রমণী-
গণ ভক্তিবিনীত-হৃদয়ে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মুনি-
মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত ঋষি বশিষ্ঠকে প্রণাম করিয়া
বলিতে লাগিল। রমণীগণ বলিল,—হে ব্রহ্ম-
নন্দন! আপনি সর্বধর্ম্যস্ত; আমাদিগকে দেখিয়া
হে ভগবন্! আমাদের প্রতি আপনার কোপ করা
কর্তব্য নহে; কেননা আপনি দয়ার সাগর; হে
যুনে! পতিই নারীর পরম ভূষণ, পতিহীনা নারী
শতপুত্রা হইলেও লোকে তাহাকে বিধবা বলিয়া
থাকে এবং তাহাদের জন্ম নিরর্থক; সুতরাং স্বামী
বড়ই আদরের বস্তু। হে যুনে! আপনি অহুগ্রহ-
পূর্ব্বক আমাদের পতির প্রতি কৃপা করুন। তদ্বদশী
মুনিগণ প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। সুন্দর
আপনাদের শিষ্য; অতএব হে দয়াসিক্ষো!
আপনারা তাহাকে ক্ষমা করুন। শূত কহিলেন,—
হে দ্বিজসত্তমগণ! মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপে সুন্দর-
রমণীগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাহাদের প্রতি প্রসন্ন

হইলেন এবং বলিলেন,—হে সুন্দরগণ! আমার
বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। ইহার এক
উপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ কর।
ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদের স্বামী সুন্দর, পাপ-
ভোগ করিবে। হে সুরাজনাগণ! সুন্দর ষোড়শ
বৎসর রাক্ষসাকৃতি হইয়া ইচ্ছাক্রমে বিচরণ
করিতে করিতে সর্বপাপহর পুণ্য বেকটগিরিতে
গমনপূর্ব্বক তত্রত্য চক্রতীর্থে উপনীত হইবে ১৮-২০।
তথায় পদ্মনাভ নামক এক মুনীশ্বর মহাযোগী আছেন।
রাক্ষসরূপী সুন্দর তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্ত
গমন করিবে। অনন্তর বিষ্ণু ব্রাহ্মণরক্ষার্থ সুন্দর
চক্র প্রেরণ করিবেন এবং সেই বিষ্ণুচক্র ইহার
শিরচ্ছেদন করিয়া কাণ হইতে ভূতলে পাতিত
করিবে, সংশয় নাই। তৎপর তোমাদের পতি
সুন্দর শাপমুক্ত হইয়া নিজরূপ ধারণপূর্ব্বক পিত্রালয়ে
গমন করিবে, এ বিষয়ে সংশয় নাই। হে গন্ধর্ব-
রমণীগণ! অনন্তর তোমাদের পতি এই সুন্দর
দিব্যরূপ প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের রতিবর্দ্ধন করিবে।
শূত কহিলেন,—অনন্তর শ্রীরঙ্গেশ্বরের প্রতি ভক্তি-
মান বশিষ্ঠ সুন্দরাজনাগণকে এইরূপ বলিয়া স্বীয়
আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন। তখন অঙ্গনাগণ পতি
সুন্দরকে আলিঙ্গন করিল এবং শোকসন্তপ্ত ও দুঃখ-
সাগরে নিমজ্জিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ত্যাগেবাং সুন্দরো রাক্ষসোহুতবৎ । মহাদংষ্ট্রো
মহাকায়ে রক্তশঙ্খশিরোরুহঃ ॥ ২৭ ॥ তং দৃষ্ট্বা
ভয়সংবিগ্না জগু রামাহিবিপ্লবম্ । ততো রাক্ষস-
বেশোহিয়ং সুন্দরো ভৈরবাকৃতিঃ ॥ ২৮ ॥ ভক্ষয়ন্
প্রাণিনঃ সর্বান দেশাদেশং বনাধনম্ । ভ্রমন্নিল-
বেগোহয়ং বেকটাজিঃ নগোত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ প্রবিষ্টাসৌ
মহাপাশী চক্রতীর্থং ততো যযৌ । এবং ঘোড়শ-
বধাণি ভ্রমতোহস্ত যযুস্তন ॥ ৩০ ॥ ততস্ত
ঘোড়শাকাতে রাক্ষসোহয়ং মুনীশ্বরঃ । ভক্ষিতুং
পদ্মনাভস্তং চক্রতীর্থনিবাসিনম্ ॥ ৩১ ॥ উপাভব-
দ্বায়বেগঃ স চান্তৌষীজ্ঞনার্দনম্ । যোগিনা চ
স্ততো বিষ্ণুস্তদা চক্রমচোদয়ৎ ॥ ৩২ ॥ রক্ষিতুং
পদ্মনাভস্তং রাক্ষসেন প্রীড়িতম্ । অথাগত্য
হরেশ্চক্রং রাক্ষসস্ত শিরোহহরৎ ॥ ৩৩ ॥ ততোহয়ং
রাক্ষসঃ দেহং তাক্সা দিবাকলেবরঃ । বিমান-
বরমাক্রুত সুন্দরঃ পুষ্পবর্ষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ প্রাক্কলিঃ
প্রণতো ভূয়া ববন্দে তং সুদর্শনম্ । তুষ্টাব-
হুতিরম্যাতিসাগুতিরগ্রাতিরাদরাৎ ॥ ৩৫ ॥
সুন্দর উবাচ । সুদর্শন নমস্তেহস্ত বিষ্ণুহৃষ্টক-

দেখিতে দেখিতে সুন্দর অঙ্গনাগণসমক্ষেই রাক্ষস-
শরীর প্রাপ্ত হইল । তখন অঙ্গনাগণ সেই দেহে
মহাকায় রক্তশঙ্খ লোহিতকুন্তল রাক্ষস-পরিয়া
ভয়োবিগ্ন-মনে ত্রিদশালয়ে গমন করিল । ভৈরবাকৃতি
রাক্ষসরূপী সুন্দরও দেশ হইতে দেশান্তরে ও
বন হইতে বনান্তরে গমন করিয়া প্রাণীগণকে ভক্ষণ
করিতে লাগিল । এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে
মহাপাশী সুন্দর একদিন নগোত্তম বেকটাচলে
প্রবেশ করিয়া চক্রতীর্থে উপনীত হইল । এ সময়
তাহার রাক্ষসদেহের ঘোড়শ বৎসর অতীত হই-
য়াছে । হে মুনীশ্বরগণ ! ঘোড়শবৎসরান্তে সুন্দর চক্র-
তীর্থনিবাসী পদ্মনাভকে ভক্ষণ করিবার জন্ত বায়ু-
বেগে প্রধাবিত হইলে যোগী পদ্মনাভের স্তবে সন্তুষ্ট
হইয়া বিষ্ণু সুদর্শন চক্র প্রেরণ করেন । অনন্তর
রাক্ষস-পীড়িত পদ্মনাভের রক্ষার জন্ত বিষ্ণু-
প্রেরিত সুদর্শন আসিয়া রাক্ষসের শিরচ্ছেদন
করিল । অনন্তর রাক্ষসরূপী সুন্দর রাক্ষসশরীর
পরিতাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিলে তাহার
মস্তকে পুষ্পগুটি পতিত হইল । তখন সুন্দর প্রাক্কলি
ও প্রাপ্ত হইয়া সেই সুদর্শনের স্তব করিতে
লাগিল । সুন্দর বলিল,—হে সুদর্শন ! তুমিই

ভূষণ । নমস্তেহস্তুরসংহর্তে সহস্রাদিত্যভেজসে ।
৩৬ ॥ রূপাবেশেন ভবতস্ত্যাক্ষাং রাক্ষসীং তদম্ ।
স্বঃ রূপমভজং বিবেশচ্চক্রায়ুধ নমোহস্ত তে ॥ ৩৭ ॥
অমুজানীহি মাং গভঃ ত্রিদিবং বিষ্ণুবলত । তার্থ্য
মে পরিশোচতি বিরহাতুরচেতসঃ ॥ ৩৮ ॥ বহ্ননকো
ভবিষ্যামি যাবজ্জীবং যথ্য হৃদম্ । তথা রূপং কুরুষ
স্বঃ ময়ি চক্র নমোহস্ত তে ॥ ৩৯ ॥ এবং স্তবঃ
বিষ্ণুচক্রং সুন্দরেন সভক্তিকম্ । অমুজগ্রাহ সহসা
তথ্যসিতি মুনীশ্বরঃ ॥ ৪০ ॥ চক্রায়ুধাত্মজাতঃ
সুন্দরো ব্রাহ্মণোত্তমম্ । প্রণম্য তেনামুজাতো
গন্ধর্ব্বত্রিদিবঃ যযৌ ॥ ৪১ ॥ সুন্দরে তু গতে স্বর্গং
পদ্মনাভো মুনীশ্বরঃ । তচ্চক্রং প্রার্থয়ামাস বিষ্ণায়ুধ
নমোহ স্তবতে ॥ ৪২ ॥ চক্রায়ুধ নমামি স্বাং মহাসুর-
বিমর্দন । সরিধানং কুরুষ স্বঃ চক্রতীর্থেহমলে
স্তবতে ॥ ৪৩ ॥ স্বঃসরিধানাং সর্বেষাং স্নাতানাং
পাপিনামিহ । পাপনাশং কুরুষ স্বঃ যোকক কুরু
শাস্তম্ ॥ ৪৪ ॥ চক্রতীর্থমিতি প্যাতিং লোকেহস্ত
পরিকল্পয় । স্বঃসরিধানাদহতামুনীনাং ভয়নাশনম্ ॥

একমাত্র বিষ্ণুর করভূষণ ; তোমাকে নমস্কার । তুমি
অসুরগণকে নিহত করিয়াছ, তোমার তেজ সহস্র
সূর্য্যের ত্যায়, তোমার রূপাবলেই আমি আজ
রাক্ষস শরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বশরীর প্রাপ্ত হই-
য়াছি । হে বিষ্ণুচক্র ! তোমাকে নমস্কার ১২১—৩৭। হে
বিষ্ণুপ্রিয় ! আমার পত্নীগণ বিরহকাতর হইয়া একান্ত
অনুতপ্ত হইয়াছে । আমাকে ত্রিদশালয়ে গমন
করিতে অনুমতি করুন । হে চক্র ! যাহাতে আমি
যাবজ্জীবন আপনার উপর মন স্তব্ধ করিতে
পারি, আপনি আমাকে সেইরূপ করুন । হে
মুনীশ্বরগণ ! সুন্দর ভক্তিতরে বিষ্ণুচক্রকে এইরূপ
স্তব করিলে সুদর্শন “তাড়াই হউক” বলিয়া তাহাকে
অমুগ্রহীত করিলেন । তখন শাপমুক্ত সুন্দর
সুদর্শনের অনুজাগ্রহণ, বিজ্ঞোত্তম পদ্মনাভকে
প্রণাম ও তদীয় চরণ বন্দন করিয়া বিমানারোহণে
ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন । সুন্দর স্বর্গে চলিয়া
গেলে মুনীশ্বর পদ্মনাভ সেই চক্রের নিকট প্রার্থনা
করিলেন;—হে বিষ্ণুচক্র ! তোমাকে নমস্কার ।
হে চক্রায়ুধ ! তুমি মহাসুরকে বিমর্দিত কর, তোমায়
নমস্কার । তুমি এই অমল পুণ্য চক্রতীর্থে সরি-
ধানে বাস কর । যে সকল পাপী এই চক্রতীর্থে
স্থান করিবে, তুমি চক্রতীর্থে সন্নিহিত থাকিয়া তাহা-
দের পাপ বিনষ্ট এবং তাহাদিগকে স্নাতন করি

৪৫ ॥ ইতঃ পরং ভবদ্বাৰ্ঘ্য চক্রাযুধ নমোহস্ত তে ।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ং মা ভবতু প্রভো ॥ ৪৬ ॥
ইতি সন্ধ্যার্বিতং চক্রং পদ্মনাভেন যোগিনা ।
তথৈবাব্রিতি সঙ্ঘাস্য তস্মিন্ভীর্ণে তিরোহিতম্ ॥ ৪৭ ॥
শ্রীমুত উবাচ । এবং বঃ কথিতং বিপ্রা রাক্ষসস্তো-
ভবো ময়া । মাহাত্ম্যং চক্রতীর্থস্ত কবিতঞ্চ মলাপহম্ ॥
৪৮ ॥ যক্ষুহ্ম সৰ্বপাপেভ্যো মুচ্যতে মানবো
ভুবি ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চক্রতীর্থমহিমামুবর্ণনং নাম
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমুত উবাচ । ভোভোস্তপোধনঃ সধে
নৈমিষরণ্যবাসিনঃ । বেকটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সৰ্ব-
পাতকনাশনে ॥ ১ ॥ ততো জাবালিতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং
বর্ণয়াম্যহম্ । হ্রাচার্য্যভিধো যত্র স্নাত্বা মুক্তো-
হভবদ্বিজাঃ ॥ ২ ॥ মুনয় উচুঃ । হ্রাচার্য্যভিধঃ
কোহসৌ শ্রুত তদ্বার্ককোবিদ । কিঞ্চ পাপং কৃতং

দান কর । হে চক্রাযুধ ! তোমাকে নমস্কার । হে
আর্য্য ! ইতঃপর এই তীর্থ যাহাতে লোকে চক্রতীর্থ
নামে খ্যাতি লাভ করে এবং অত্রত্য মুনীগণ
যাহাতে এই চক্রতীর্থে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইতে
পারেন, আপনি এইখানে বাস করিয়া তাহাই
করুন । হে প্রভো ! আপনি এইখানে বাস করিয়া
ভূত, প্রেত ও পিশাচগণ হইতে ভয় দূর করুন ।
অনন্তর যোগী পদ্মনাভ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত
বিষ্ণুচক্র সূদর্শন “তাহাই হউক” বলিয়া তাহাকে
সঙ্ঘাষণপূর্ব্বক সেই তীর্থে তিরোহিত হইলেন ।
শ্রুত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! এই আমি আপ-
নাদের নিকট রাক্ষসের উৎপাদিত এবং চক্রতীর্থের
মহাকল কীর্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে মানব
সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । ৩৮—৪৯ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—হে নৈমিষরণ্যবাসি-তপোধন-
গণ ! অনন্তর সৰ্বপাতকনাশন মহাপুণ্য বেকট-
পঞ্চতের জাবালিতীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি । হে
দ্বিজগণ ! হ্রাচার্য্য নামক জনৈক দ্বিজ এই তীর্থে

তেন হ্রাচার্য্যেণ বৈ মুনৈ ॥ ৩ ॥ কথং বা পাতকান-
মুক্তস্তীর্থেহস্মিন্ স্নানবৈভবাৎ । এতদ্বাক্ষ-
মানাং বিস্তরাঙ্কদ নো মুনৈ ॥ ৪ ॥ শ্রীমুত উবাচ ।
মুনয়ঃ ক্ষয়তাং তস্মা হ্রাচার্য্যস্ত পাতকম্ । জাবালি-
তীর্থস্নানেন যথা মুক্তশ্চ পাতকাৎ ॥ ৫ ॥ হ্রাচার্য্য-
ভিধো বিপ্রঃ কাবেরীতীরমাস্রিতঃ । কশ্চিদাস্তে
দ্বিজঃ পাপী ক্রুরকর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মৈশ্চ
সুরাপৈশ্চ স্তেয়ভির্ভুক্ততন্নগৈঃ । সদা সংসর্গহট্টো-
হসৌ তৈঃ সাকং শুবসদ্বিজাঃ ॥ ৭ ॥ মহাপাতক-
সংসর্গদোষোন্মাত্ত দ্বিজস্ত বৈ । ব্রাহ্মণ্যং সকলং
নষ্টং নিঃশেনেণ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৮ ॥ মহাপাতকিভিঃ
সাক্ষং দিনমেকং তু যো দ্বিজঃ । নিবসেৎ সাদরঃ
তস্মা তৎক্ষণাদে দ্বিজয়নঃ ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণস্ত তু
চৈকাংশো নশ্বন্ত্যেব ন সংশয়ঃ । দ্বিদিনং সেবনাৎ
স্পর্শাদর্শনাচ্ছয়নাতথা ॥ ১০ ॥ ভোজনাৎ সহ পণ্ডেক্তৌ
চ মহাপাতকিভির্দ্বিজাঃ । দ্বিতীয়ভাগো নশ্বন্ত
ব্রাহ্মণস্ত ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥ ত্রিদিনাচ্চ তৃতীয়াংশো
নশ্বন্ত্যেব ন সংশয়ঃ । চতুর্দিনাচ্চ তুর্থাংশো বিলয়ঃ

স্নান করিয়া মুক্ত হইয়াছিলেন । মুনীগণ প্রশ্ন করি-
লেন,—হে শ্রুত ! আপনি তদ্বার্ক যথাযথ বিদিত
আছেন । হে মুনৈ ! এই হ্রাচার্য্য কে ? ঐ হ্রাচার্য্য
কি পাপ করিয়াছিল ? এবং এই তীর্থে স্নানপ্রভাবে
কিরূপেই বা সে পাপমুক্ত হইল ? আমরা এই
সকল শুনিতে ইচ্ছা করি, হে মুনৈ ! বিস্তরপূর্ব্বক
বলুন । শ্রুত উত্তর করলেন,—হে মুনীগণ ! সেই
হ্রাচার্য্যের পাতককথা এবং জাবালিতীর্থে স্নান করিয়া
যেকূপে সেই হ্রাচার্য্য মুক্ত হইয়াছিল, তৎসমস্ত
শ্রবণ করুন । ১—১১ । কাবেরীতীরে হ্রাচার্য্য নামক
জনৈক দ্বিজ বাস করিত, ঐ হ্রাচার্য্য বিপ্র পাপী, ও
ক্রুরকর্ম্মরত ছিল । সে ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপী, স্তেয়ী এবং
ওরুপত্নীগামী ব্যক্তিগণের সহিত সতত বাস করিয়া
তাহাদের সঙ্গবশে নিতান্ত দূষিত হয় । হে দ্বিজোত্তম-
গণ ! মহাপাতকীদিগের সংসর্গে থাকিয়া বিপ্র হ্রা-
চার্য্যের ব্রাহ্মণ্য অশেষরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল । যে
দ্বিজ মহাপাতকিগণের সহিত আদর সহকারে এক
দিন বাস করে, তাহার ব্রাহ্মণ্যের একাংশ নষ্ট হইয়া
থাকে, সংশয় নাই । হে দ্বিজগণ ! দুইদিন মহা-
পাতকীর সেবন, স্পর্শন, দর্শন কিম্বা তাহার সহিত
শয়ন এবং এক পণ্ডিক্তে, শয়ন করিলে নিঃসংশয়
দ্বিতীয় অংশ নষ্ট হয় । এইরূপ তিনদিন করিলে
তৃতীয়াংশ, চারি দিনে চারি অংশ এবং অতঃপর

যাতি হি ক্রমঃ ॥ ১২ ॥ অতঃ পরং চ তৈঃ সাকং
শয়নাসনভোজনৈঃ । তত্শূন্যপাতকী ভূয়ামহাপাতকি-
সঙ্গবান ॥ ১৩ ॥ তেন ব্রাহ্মণ্যহীনোহঃ দুরাচার-
ভিধো বিজঃ । গ্রস্তোহভবভীষণেন ব্যালেনেব
বলীয়সা ॥ ১৪ ॥ অসৌ পরবশন্তেন বেতালেনাতি-
পীড়িতঃ । দেশাদেশঃ ভ্রমন্ বিপ্রো বনাচ্চিব
বনান্তরম্ ॥ ১৫ ॥ পূৰ্বপুণ্যবিপাকেন দৈবযোগেন
স বিজঃ । বেকটাঙ্গিঃ মহাপুণ্যঃ সৰ্বপাতক-
নাশনম্ ॥ ১৬ ॥ অহুদ্রুতঃ পিশাচেন বেতালেন
বিজো যযৌ । স্তম্ভজয়ং স বেতালো মহাপাতক-
নাশনে ॥ ১৭ ॥ জাবালিতীর্থে বপ্রেন্দ্রা মহা-
পাতকিসঙ্গিনম্ । উদতিষ্ঠৎ কণাদেব বেতালেন
বিমোচিতঃ ॥ ১৮ ॥ উখিতোহসৌ বিজো বিপ্রান্ত-
স্মাতীর্থাভু পাবনাৎ । স্বস্তো বাচিশ্বরং কোহয়ঃ
স্বর্ণমুখ্যাঃ সমীপতঃ ॥ ১৯ ॥ কথং ময়াগতমহো
কাবেরীতীরবাসিনা । ইতি চিন্তাকুলঃ নোহয়ঃ
জাবালেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ জাবালিঃ চ মহাশ্রানঃ
যোগীন্দ্রবরমুত্তমম্ । সমাগম্য প্রণম্যানৌ দুরাচারো-
হত্যভাবত ॥ ২১ ॥ ন জানে ভগবন্ বিপ্র পক্ষতোহয়ঃ
বদাধনা । কাবেরীতীরনিলয়ে দুরাচারাভিধো হুহন্ ॥

ইহা হইতে অধিক দিন শয়ন, একত্র উপবেশন
কিংবা শয়ন করিলে তাহার তুল্য পাতক
হয় । এই বিজ দুরাচার ঐকপে সংসর্গে ব্রাহ্মণ্য-
হীন হইয়া মহাপাতকে লিপ্ত হয় । অনন্তর প্রবল
ব্যালগ্রস্তবৎ এক ভীষণ বেতাল কর্তৃক পাত-
কীড়িত পরবশ বিজ দুরাচার দেশ হইতে দেশান্তরে
এবং এক বন হইতে অন্তর্যবনে—এইরূপে ভ্রমণ
করিতে করিতে বেতাল পিশাচকর্তৃক অহুদ্রুত হইয়া
পূৰ্বপুণ্যলব্ধ দৈববশে সৰ্বপাতকনাশন মহাপুণ্য
বেকটাচলে গমন করে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! পাপসংসর্গী
বিজ দুরাচার বেতাল সহ মহাপাতকনাশন জাবালি-
তীর্থে নিমজ্জনপূর্বক তীরে উখিত হইয়া দেখিলেন,
তিনি বেতালবিমুক্ত হইয়াছেন । তখন তিনি সেই
পাবন তীর্থ হইতে উখিত হইয়া সুস্থ হইলেন এবং
মনে মনে চিন্তা করিলেন,—আমি কাবেরীতীর-
বাসী ; কিন্তু কিরূপে এই সুবর্ণমুখরীতীরে সমাগত
হইলাম ? আর এই যে পক্ষত দেপা যাইতেছে,
ইহারই বা নাম কি ? বিজ এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া
জাবালিতীর্থে গমনপূর্বক যোগীন্দ্রবর মহাশয় জাবালি-
সমীপে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণামপূর্বক
কহিলেন—সাগিলেন,—হে ভগবন ! আমি এই

২২ ॥ কপয়া জিহি মে ব্রহ্মণ্যাত্র কথমাগতম্ । ইতি
পৃষ্ঠো মুনিস্তেন দুরাচারেন পুত্রতঃ ॥ ২৩ ॥ ধ্যাত্বা
মুহূর্তমভবদুরাচারঃ কৃপানিধিঃ ॥ ২৪ ॥ জাবালিকুবাচ ।
মহাপাতকিসংসর্গাদুরাচারস্ত তে পুরা । ব্রাহ্মণ্যঃ
নষ্টমভবদেতালস্তাং ততোহগ্রহীৎ ॥ ২৫ ॥
তেনাবিষ্টমায়াতো বিবেশোহত্র বিমুচধীঃ । স্তম্ভজ-
য়ত্নাং বেতালস্তীর্থেহস্মিতিপাবনে ॥ ২৬ ॥ অত্র
মজ্জনমাত্রেন বিমুক্তঃ পাতকাস্তবান । জাবালিতীর্থে
যে শ্রানঃ পুণ্যং কুর্বাতি মানবাঃ ॥ ২৭ ॥ তেবাং
নশ্রুতি বৈ সত্যং পক্ষপাতকসংকরাঃ । সংকর্মসাধনে
পুণ্যতীর্থেহস্মিন শ্রানমাত্রতঃ ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকি-
সংসর্গাভ্যন্তে বিলয়ঃ গতঃ । হামগ্রহীদ্যো বেতালঃ
পুরায় ব্রাহ্মণোহভবৎ ॥ ২৯ ॥ যুতেহহনি পিতৃশ্রাদ্ধঃ
নাকরোৎ পাক্ষণেন বৈ । হেন স্পিড়ভিঃ শস্তো
বেতালহমগাদয়ম্ ॥ ৩০ ॥ সোহপি জাবালিতীর্থস্ত
জলে শ্রানপ্রভাবতঃ । বেতালঃ বিহায়েব বিষ্ণু-
লোকমবাগুবান ॥ ৩১ ॥ ন কুর্যাদ্যো নরঃ শ্রাদ্ধঃ

পক্ষতের নাম বিদিত নহি, ইহা আমাকে বলুন ;
কাবেরীতীরে আমার বাস, আমার নাম দুরাচার ;
হে ব্রাহ্মণ ! আমি এখানে কিরূপে আসিলাম,
আপনি কৃপাপূর্বক তাহা বলুন ! অনন্তর দুরাচার
কর্তৃক পুত্রত কৃপানিধি জাবালি এইরূপে জিজ্ঞা-
সিত হইয়া কণকাল ধ্যানপূর্বক উত্তর করিলেন ।
জাবালি বলিলেন,—হে দুরাচার ! পুরাকালে
মহাপাতকিসংসর্গে তোমার ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইলে বেতাল
তোমাকে আশ্রয় করে, সেই বেতাল দ্বারা আবিষ্ট
হইয়া তোমার সকল জ্ঞান লুপ্ত হইয়াছিল ; অতএব
বেতালবলে তুমি এখানে আগমন করিয়াছ ।
আর বেতালই তোমাকে এই অতিপাবন তীর্থে
নিমজ্জিত করিয়াছে এবং এই তীর্থে নিমজ্জন
করিয়াই পাতক হইতে বিনষ্ট হইয়াছে । যে সকল
মানব জাবালি তীর্থে শ্রান করে, আমি সত্যই
বলিতেছি,—তাঁহাদের পক্ষ পাতক হয় ।
সংকর্মসাধন এই পুণ্যতীর্থে শ্রানমাত্রেই তোমার
মহাপাপসংসর্গজনিত দোষ বিলীন হইয়াছে । যে
বেতাল তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিল, এই বেতালও
পূর্বে এক ব্রাহ্মণ ছিল । এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুদিনে পিতৃ-
গণের পাক্ষণশ্রাদ্ধ করে নাই, অতঃ পিতৃগণ
কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বেতালহ লাভ করে । ৩—৩০
সেই বেতালও এক্ষণে জাবালি-তীর্থজলে শ্রানের
প্রভাবে বেতালহ পরিত্যাগপূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন

মাতাপিত্রোহু তেহহনি । বেতালহমবাগ্যাত পশ্চা-
ন্নরকমমুতে ॥ ৩২ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । হুরাচারো
মহাপাপী তীর্থেহস্মিন্ স্নানমাত্রতঃ । প্রাপ্তবান
বিষ্ণুলোকং বৈ পুনরাবুত্তিবর্জিতম্ ॥ ৩৩ ॥ এবং বঃ
কথিতং পুণ্যং হুরাচারবিমোক্ষণম্ । তস্মাৎ
পুণ্যতমং তীর্থং সর্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩৪ ॥ যত্র
হি স্নানমাত্রেন হুরাচারো বিমোচিতঃ । যানি
নিকৃতিহীনানি পাপান্তপি বিনাশয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ শূদ্রেণ
পূজিতং লিঙ্গং বিষ্ণুং বা যো নমোদ্ভিজঃ । প্রায়শ্চিত্তং
ন স্মৃতিষু তস্তোক্তং পরমবিভিঃ ॥ ৩৬ ॥ নস্তেতদুপা-
তংপাপং তীর্থে জাবালিসংজ্ঞকে । বিপ্রনিদাকৃতং
চৈব প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ বিশ্বাসঘাতকানাং
চ কৃতঘ্নানাং চ নিকৃতিঃ । ভ্রাতৃভাষ্যারতানাং চ
প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৩৮ ॥ তেষাং জাবালিতীর্থে
বৈ স্নানাকৃদ্ধির্ভবিষ্যতি । এবং বঃ কথিতং বিপ্রা
জাবালস্তীর্থকুণ্ডবম্ ॥ ৩৯ ॥ যচ্ছুরা সর্বপাপেভ্যো
মুচ্যতে মানবো ভুবি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জাবালিতীর্থমহিমামুর্বর্ণনং নাম
পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

করিয়াছে । যে নর মাতাপিতার মৃতদিনে শ্রাদ্ধ
না করে, সে বেতালহ প্রাপ্ত হয় এবং সহর নরকে
গমন করে । শ্রুত कहिलेन,—মহাপাপী হুরাচার
এই তীর্থেস্নান মাত্রেই পুনর্জন্মরহিত হইয়া বিষ্ণু-
লোকে গমন করিয়াছে । এই আপনাদের নিকট
হুরাচারের মুক্তি কথিত হইল । হুরাচারও এই তীর্থে
স্নানমাত্র পাপমুক্ত হইয়াছিল । অতএব এই তীর্থ-
পুণ্যতম, সর্বপাপহর ও সুশোভন । যে সকল
পাপের কোনরূপে নিকৃতি নাই, সে সকল পাপও
এই তীর্থে বিনষ্ট হয় । শূদ্রপূজিত লিঙ্গ বা বিষ্ণুকে
যে বিজ্ঞ নমস্কার করে, ঋষিগণ স্মৃতিশাস্ত্রে সে
পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট করেন নাই ; কিন্তু জাবালি
তীর্থে স্নান করিলে তৎপাপও বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
বিপ্রনিদ্রুক, বিশ্বাসঘাতী, কৃতঘ্ন এবং ভ্রাতৃপত্নীরত,
ইহাদের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই ; জাবালি
তীর্থে স্নানে ইহারাও শুদ্ধিলাভ করে । হে বিপ্রগণ !
এই আপনাদের নিকট জাবালিতীর্থের প্রভাব
কীকৃত হইল । এই তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে মানব
সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩১—৪০ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রুত উবাচ । অত্রাহং সঙ্কলক্যামি
শৌনকাদ্যা মহোজসঃ । ঘোণতীর্থম্ মাহাত্ম্যং
সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥ তত্র স্নানং জনানাং তু
জন্মান্তরতপঃফলম্ । উত্তরাক্ষত্ননীযুক্তপুণ্ড্রপক্ষীয়-
পক্ষণি ॥ ২ ॥ তুহোস্তীর্থং যীনসংহে রবৌ তীর্থানি
সর্বশঃ । অপরাহুে সমায়াস্তি গঙ্গাদৌনি জগদ্রয়ে ॥
৩ ॥ ঋষয়ঃ উচুঃ । ভগবন্ তু তসক্স সর্বশাস্ত্রার্থ-
পারগ । গঙ্গাদ্যাঃ সারিতঃ সকা ঘোণতীর্থেহতি-
পাবনে ॥ ৪ ॥ কিমর্থং স্নান্তি বৈ তত্র যীনসংহে
প্রভাকরে ॥ ৫ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । পাপিনো যজুজাঃ
সক্সে হুস্মা নান্তি যত্নতঃ । বিহুজ্য পাপজালানি
কৃতার্থা স্নান্তি বৈ জনাঃ ॥ ৬ ॥ অস্মাকং পাপজালং
তৎকথং নস্তান্তি সর্বতঃ । এবমালোচ্য তীর্থানি
গঙ্গাদৌনি প্রযত্নতঃ ॥ ৭ ॥ সংস্মৃত্য ব্রহ্মপুত্রম্
নারদম্ মহামুনঃ । বাক্যং মনোহরং দিব্যং
সর্বপাপনিবৃদনম্ ॥ ৮ ॥ গঙ্গা শ্রীবেঙ্কটং শৈলং
ব্রহ্মহত্যাদিশোধকম্ । তত্র স্নাত্বা তীর্থবর্যে স্বামি-
পুষ্করিণীজলে ॥ ৯ ॥ অনন্তরং ততো বিপ্রা

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত कहिलेन,—হে মহাতেজা শৌনকাদি
মুনীগণ ! সর্বপাপনাশন ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্য
কীকৃত করিতেছি, জন্মান্তরসঞ্চিত তপঃফলেই
মানবের ঘোণতীর্থে স্নান ঘটয়া থাকে । চৈত্র-
মাসের উত্তরকৃত্ননী নক্ষত্রযুক্ত শুক্লপক্ষীয় পক্ষ-
দিবসে অপরাহুে জগতীতলের গঙ্গাদি সমস্ত
তীর্থই এই ঘোণতীর্থে মিলিত হয় । ঋষিগণ
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শ্রুত । আপনি নিখিল শাস্ত্রার্থ
বিদিত আছেন । আপনি সর্বতত্ত্বজ্ঞ । হে ভগ-
বন্ ! চৈত্রমাসে গঙ্গাদি তীর্থ সকল কেন অতি
পাবন ঘোণতীর্থে আগমন করে ? শ্রুত উত্তর করি-
লেন,—পাপী মানবগণ যত্নপূর্বক ঘোণতীর্থে স্নান
করিয়া সর্বপাপবিমুক্ত ও কৃতার্থ হয় । গঙ্গাদি
তীর্থ সকল “আমাদের পাপ কিরূপে বিলুপ্ত হইবে”
এইরূপ মনে করিয়াই ঘোণতীর্থে যত্নপূর্বক আগমন
করিয়া থাকে । ঐ তীর্থ সকল ব্রহ্মনন্দন মহাত্মা
নারদের মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়াই সর্বপাপ-
নিবৃদন বেঙ্কটশৈলে গমন করে এবং তীর্থবর স্বামি-
পুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া তদনন্তর চৈত্রমাসের

ঘোণতীর্থেইতিপাবনে। উত্তরাক্ষণীযুক্তগুরুপক্ষীয়-
পক্ষিণি ॥ ১০ ॥ স্নান্তি তীর্থানি সর্বাণি মীনসংস্থে
প্রভাকরে। তন্তু তীর্থস্ত মাহায়াং কো বেত্তি ভুবন-
ত্রে ॥ ১১ ॥ তন্মাং পুণ্যতমং তীর্থং ঘোণতীর্থং দ্বিজো-
ক্তমাঃ ॥ ১২ ॥ আরামোচ্ছেদকং কুরং কচ্ছা-
তুরগবিক্রম্য। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহরক-
ঘাতুকম্ ॥ ১৩ ॥ দেবদ্রব্যাপহস্তারং তথা
দস্তাপহারকম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহরক-
ঘাতুকম্ ॥ ১৪ ॥ তটাকসেতুভেতারং পরদ্বীপ-
লোলুপম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ স্তেয়িনঃ
বুধাঃ ॥ ১৫ ॥ দদামীতি দ্বিজায়েকো পশ্চাদ্যো
নাস্তিকোহধমঃ। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং সুরাপঃ তং
বিহবুধাঃ ॥ ১৬ ॥ গুরুবিপ্রজনদেবাক্ষয়ন্তিপর-
ায়ণম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ স্তেয়িনঃ বুধাঃ ॥
১৭ ॥ অসংস্কৃতান্নভোক্তারংপি তৃণেশ্বরভোজিনম্।
ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ স্তেয়িনঃ দ্বিজাঃ ॥ ১৮ ॥
পিতৃশেষদাতারং মাতাপিতৃবিরোধিনম্। ঘোণ-
স্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ স্তেয়িনঃ বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

উত্তরাক্ষণী নক্ষত্রযুক্ত গুরুপক্ষীয় পক্ষদিনে অতি
পাবন ঘোণতীর্থে স্নান করিয়া থাকে ১১—১০। ভুবন-
ত্রে এই ঘোণতীর্থের মাহায়া কেহই জানিবে সমর্থ
হইবে না। অতএব হে দ্বিজগণ! এই ঘোণ তীর্থ হইতে
পুণ্যতম তীর্থ আর নাই। আরামোচ্ছেদক, কুর, কচ্ছা
ও হর বিক্রমী ব্যক্তি যদি ঘোণতীর্থে স্নান না
করে, তবে পণ্ডিতগণ তাহাকেই ব্রহ্মঘাতক কহিয়া
থাকেন। যে ব্যক্তি দেবদ্রব্য হরণ কিংবা দান
করিয়া পুনরায় দত্তবস্ত্র প্রতিগ্রহ করে অথচ ঘোণ-
তীর্থে স্নান করে না, তাহাকেও ব্রহ্মঘাতক বলা
হয়। পুষ্করিণীর তীরভেদকারী ও পরদারলোলুপ
মানব ঘোণতীর্থে স্নান না করিলে জ্ঞানিগণ তাহাকে
চোর বলিয়া থাকেন। যে অধম, দ্বিজকে দান বরিব
বলিয়া না দেয়, সে ঘোণস্নান-পরিত্যাগী হইলে পণ্ডিত-
গণ তাহাকে সুরাপী বলিয়া অভিহিত করেন। যে
আত্মসন্তুতিপরায়ণব্যক্তি গুরু ও দেবগণের দ্বেষ করে,
ঘোণস্নানবিহীন ঐরূপ নরকেও বুধগণ স্তেয়ী বলিয়া
থাকেন। অসংস্কৃত কিংবা পিতৃশ্রাদ্ধের শেষান্ন
ভোজনকারী মানব যদি ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে,
দ্বিজগণ তাহাকেও স্তেয়ী বলিয়া নির্দিষ্ট করেন।
পিতৃগণের ভুজাবশিষ্ট অন্নদানকারী ও মাতা-
পিতার বিরোধী ব্যক্তি ঘোণস্নানবিহীন হইলে
পণ্ডিতগণ তাহাকেও স্তেয়ী কহিয়া থাকেন। পরদ্বী-

পদ্বীসঙ্গনিরতঃ ভ্রাতৃত্বার্থ্য্যারতিপ্রিয়ম্। ঘোণ-
স্নানপরিত্যক্তং তমাহরকতল্লগম্ ॥ ২০ ॥ চাণ্ডাল-
ভাষিণঃ বিপ্রঃ সনৈবাদভপানিকম্। ঘোণস্নানপরি-
ত্যক্তং তৎসংসর্গস্ত পঞ্চমম্ ॥ ২১ ॥ রজস্বলা-
চণ্ডালধ্বনিঃ শ্রদ্ধারভোজিনম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং
তৎসংসর্গস্ত পঞ্চমম্ ॥ ২২ ॥ পুরাণোদ্ধাহমৌজ্যাদি-
ধর্ম্মাণাং বিদ্বকারকম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ
পশুঘাতুকম্ ॥ ২৩ ॥ শরণাগতহস্তারং সর্গতীর্থপরা-
ম্। ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ স্তেয়িনঃ বুধাঃ ॥
২৪ ॥ পিতৃযজ্ঞপরিত্যক্তং ত্যক্তভাষ্যঃ কুলাধমম্।
ঘোণস্নানপরিত্যক্তং তমাহঃ গোবিঘাতুকম্ ॥ ২৫ ॥
মহাপাপমানানি ক্ষুদ্রপাপানি যানি চ। ঘোণস্নান-
পরিত্যক্তমাশ্রয়ন্তি দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৬ ॥ মহাপাপরতং
বিপ্রাঃ স্বপচং বা কুলাধমম্। কুরং কুলান্তকং কষ্ট-
মদন্তং কণ্ঠবজ্জিতম্ ॥ ২৭ ॥ পশুঘাতক পরদ্রোহমা-
শ্রিতঃ পিতৃনং তথা। অসত্যভাষিণঃ দস্তপরা-
রতং তথা ॥ ২৮ ॥ যত্রদ্রোহঃ কৃতঘ্নক জ্ঞপহঃ
চাতিপাতকম্। পরদাররতং পাপং পরাণামর্থহৃচকম্ ॥

সঙ্গনিরত কিংবা ভ্রাতৃত্বার্থ্যাগমনকারী ঘোণস্নান-
বিহীন হইয়া গুরুতল্লগ নামে নির্দিষ্ট হয় ১১—২০। যে
বিপ্র সতত চণ্ডালের সহিত অতিভাষণ করে এবং
করে কুশধারণ করে না, অথচ ঘোণস্নানবিহীন, এই-
রূপ বিপ্রকে পঞ্চমমহাপাতকী বলা হয়। ভোজনকালে
যে ব্যক্তি রজস্বলা কিংবা কুকুরভোজী চণ্ডালের ধ্বনি
শ্রবণ করে অথচ ঘোণস্নান করে না, এইরূপ নরকেও
পঞ্চমমহাপাতকিমধ্যে ধরা হয়। ঘোণস্নান পরিত্যক্ত,
এবং পুরাণ, বিবাহ ও উপনয়নাদি মোক্ষীকর্য্য,
হস্তারকব্যক্তি পণ্ডিতগণের মতে পশুঘাতী নামে
অভিহিত। নিখিল তীর্থে পরাশ্রুত ও শরণাগতের
নিহস্তা যদি ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে, বুধগণ
তাহাকে জ্ঞপহত্যাকারী কহিয়া থাকেন। যে কুলা-
ধম পিতৃযজ্ঞ ও ভাষ্য পরিত্যাগ করে অথচ ঘোণ-
স্নান করে না, বিজ্ঞগণ তাহাকে গোঘাতী বলিয়া
নির্দিষ্ট করেন। হে দ্বিজোক্তমগণ! যে ব্যক্তি
ঘোণস্নান পরিত্যাগ করে, মহাপাপতুল্য পাপ এবং
ক্ষুদ্র পাপ সকলও তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।
অহো! ঘোণতীর্থের কি অদ্ভুত বৈভব! হে বিপ্র-
গণ! মহাপাপরত, স্বপচ, কুলাধম, কুর, কুলান্তক,
কুখা, কণ্ঠবজ্জিত, পশুঘ, পরদ্রোহী, শরণা-
গতহস্তা, অসত্যভাষী, দস্তপরায়ণ, পরদাররত,
মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, জ্ঞপহ, অতিপাতকী, পরপদ্বীরত,

কম্ ২৯ ॥ অনন্তঃ কৃষিকর্মাণঃ স্বামিদ্রোহক
বঞ্চকম্ । সলোভঃ পিতৃহন্তারঃ সর্বদেবপরাশ্রয়ম্ ॥
৩০ ॥ 'আত্মপ্রশংসাঃ কুর্য্যণঃ স্বর্গ্যবিস্রকরং শঠম্ ।
অপ্লাবব্যয়কর্তারঃ সাত্ত্বকুল্যবিভেদকম্ ॥ ৩১ ॥ সুপ-
ন্নবকলোপেতবৃক্ষবিচ্ছেদকারকম্ । বিশ্বাসঘাতকঃ
চৈব বীরহত্যাপরায়ণম্ ॥ ৩২ ॥ অনগ্রিকমপুত্রক
বিষকর্ম্মপ্রয়োগিণম্ । গুরুদেবকরঃ পাপং দম্পত্যো-
কিরসাবহম্ ॥ ৩৩ ॥ গ্রামাধিপত্যঃ কুর্য্যণঃ তথা
দেবালয়স্ত চ । ভূতকাধ্যাপকঃ বিপ্রঃ কুরকর্ম্ম-
পরায়ণম্ ॥ ২৪ ॥ প্রকৃতীকৃতপাপোঘঃ গুহ্যঘোষ-
পরায়ণম্ । অজ্ঞানাদঘকর্তারঃ জ্ঞানাদুকর্ম্মকারকম্ ॥
৩৫ ॥ এতান্ সর্বাংশ বিপেন্দ্রা ঘোণতীর্থঃ মনো-
হরম্ । পুনাতি জ্ঞানপানদোরহো তীর্থস্ত বৈভবম্ ॥
৩৬ ॥ শ্রীশূত উবাচ । অত্রোতিহাসং বক্ষ্যামি পুরাণং
পাপনাশকম্ । সর্বপাপপ্রশমনমপবর্গকলপ্রদম্ ॥
৩৭ ॥ পুরা গার্গ্যো মহাতেজাঃ সর্ববিদ্যাশিষ্যরদঃ ।
সর্বজ্ঞো নীতিমান বিপ্রঃ প্রাহ চেখং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
দেবলঞ্চ মহাত্মানং নমস্কৃত্য প্রশ্নবধীঃ । কথয়স্ব
মহাভাগ ময়ি কারুণিকো ভব । ঘোণতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং
সর্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩৯ ॥ দেবল উবাচ ।
তুষ্ণকর্নাম গন্ধর্ব্বো ভাষ্যাঃ শত্ৰু পতিব্রতাম্ ।

পাপ, পরার্থদ্রোহী, অনন্তবাদী, কৃষিকর্ম্মকারী, স্বামি-
দ্রোহী, বঞ্চক, লোভী, পিতৃহন্তা, দেবপরাশ্রয়,
আত্মপ্রশংসাকারী, স্বর্গ্যবিস্রকারী, শঠ, অপ্লাব-
দানকারী, সাত্ত্বকুল্যবিঘাতক, মনোজ্ঞ-কল-পুঙ্গুযুক্ত
বৃক্ষের ছেদনকারী, বিশ্বাসঘাতক, বীরহত্যাপরায়ণ,
অগ্রহীন, অপুত্রক, বিবদাতা, গুরুদেবী, দম্পতির
পরস্পর বিচ্ছেদকারী, বলপূর্ব্বক গ্রামের আধিপত্য-
কারী, দেবালয়ের অধিপাত, বেতনভুক্ত অধ্যাপক,
কুরকর্ম্মপরায়ণ, গুহ্যবাপী, গুটপাপী, এবং জ্ঞান
ও অজ্ঞানপূর্ব্বক পাপকারী,—মনোহর ঘোণতীর্থে
জ্ঞান ও ঘোণজলপানে পূত হয় । শূত বলিলেন,—
এ বিষয়ে পাপনাশন পুরাতন একটি ইতিহাস
কীর্তন করিতেছি, এই ইতিহাস শ্রবণ করিলে
নিখিল কলুষ নাশ এবং অপবর্গকলপ্রাপ্তি হয় ।
পূর্ব্বকালে জিতেন্দ্রিয় নীতিমান সর্ববিদ্যাশিষ্যরদ
মহাতেজা প্রশস্তমনা সর্বজ্ঞ গার্গ্য—মহাত্মাদেবলকে
নমস্কার করিয়া এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—
হে মহাভাগ! আপনি আমার প্রতি প্রশ্ন
হইয়া সর্বপাপহর ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য কীর্তন করুন ।
২১—৩৯ ॥ দেবল বলিলেন,—তুষ্ণ নামে এক

অত্র স্নাত্ব সমভ্যর্চ্য বেকটেশং দয়ানিধিম্ ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্তবান বিষ্ণুলোকং বৈ পুনরাগতিবর্জিতম্ ॥ ৪১ ॥
গার্গ্য উবাচ । কিমর্থং দেবল ঋষে ভাষ্যাঃ রূপ-
বতীঃ শ্রিয়ম্ । তুষ্ণকর্নাম গন্ধর্ব্বঃ সর্ববিদ্যাশিষ্য-
রদঃ ॥ ৪২ ॥ শপ্তবান কেন দোষণে ভাষ্যাঃ
সর্বগুণাশিতান্ । তদ্বদন মহাভাগ শ্রোতুং কৌতু-
হলং হি মে ॥ ৪৩ ॥ তুষ্ণকর্নাম গন্ধর্ব্বো ভাষ্যাঃ
শ্রীত্যা হ্যবাচ হ । মাঘত্রেয়ে ময়া সাকং স্নানং কুরু
মলাপহম্ ॥ ৪৪ ॥ মাঘমাস্যাদিতে সূর্য্যো সর্বকর্ম্মশ-
নাশনে । তীরেহস্মিন বিষ্ণুপূজার্থং গোময়ালেপনং
কুরু ॥ ৪৫ ॥ রজ্জবল্ল্যাদিভিঃ শুভ্রপদ্মশস্তিকধাতুভিঃ ।
শুক্লাবাং কুরু মে বিকোশ্রাসেহস্মিন্নঙ্গলপ্রদে ॥ ৪৬ ॥
মাঘেহস্মিন্মাধবশ্রান্ত কুরু স্বঃ দীপবর্ত্তিকাম্ । সধূপং
পাবকং ভক্ত্যা সমর্পয় হরেঃ পুরঃ ॥ ৪৭ ॥ কুরু পাকং
শুচিভূত্বা মাধবায় মহাত্মনে । প্রদক্ষিণানমস্কারৈ-
র্ভক্ত্যা মাঘে ময়া সহ ॥ ৪৮ ॥ কুরুধ্বং দেবদেবস্ত
সপর্ধ্যাং বিষ্ণবেহবহম্ । পুরাণশ্রবণং বিষ্ণোঃ কুরু

গন্ধর্ব্ব ছিল । তুষ্ণক পতিব্রতা পত্নীকে অভিশপ্ত
করিয়া কলুষিত হয় । অতঃপর দয়ানিধি এই
বেকটেশকে সম্যক অর্চনা করিয়া পুনর্জন্মরহিত
বিষ্ণুলোকে গমন করে । গার্গ্য জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—হে ঋষে দেবল! গন্ধর্ব্ব তুষ্ণক সর্ববিদ্যাশিষ্য
শিষ্যরদ হইয়া কি নিমিত্ত পতিব্রতা রূপবতী স্ত্রীকে
অভিশপ্ত করিয়াছিল? হে মহাভাগ! তুষ্ণক
কি দোষে সর্বগুণাশিতা পত্নীকে অভিশাপ প্রদান
করেন, ইহা শুনিবার জন্য আমার কৌতুহল জন্মি-
তেছে, অতএব বলুন । দেবল বলিলেন,—একদা
তুষ্ণক স্ত্রীতিভরে ভাষ্যাকে বলিল,—হে প্রিয়ে!
মাঘত্রেয়ে তুমি আমার সহিত এই তীর্থে স্নান কর,
এই স্নান মলাপহ । মাঘমাসে সূর্য্য উদিত
হইলে এই সর্বপাপবিনাশন তীর্থের তীরভূমি
গোময় দ্বারা লেপন এবং এখানে রজ্জবল্ল্যাদি ধাতু
দ্বারা শুভ্র পদ্মক ও শস্তিক অঙ্কিত কর । হে
দয়িতে! এই মঙ্গলপ্রদ বৈষ্ণবমাসে আমার শুক্লাবা
কর এবং হে প্রিয়ে! এই মাঘ মাসে মাধবের
উদ্দেশে দীপবর্ত্তিকা প্রদান কর । হে প্রিয়ে!
অনল প্রজ্বালিত করিয়া বিষ্ণুর সম্মুখে ধূপদান এবং
শুচি হইয়া অন্নাদি পাকপূর্ব্বক মহাত্মা মাধবকে
প্রদান করত আমার সহিত প্রণাম ও প্রদক্ষিণ
কর । তুমি অনলস হইয়া আমার সহিত প্রতিদিন
দেবদেব বিষ্ণুর পরিচর্যা ও পুরাণ শ্রবণ কর এবং

নিত্যমতস্তিতা ॥ ৪৯ ॥ নিত্যং স্নানং প্রযত্নেন শিব
পাদদোকং করে: । রুক্ষং বিকো যুক্ণেন্দি নারা-
য়ণ জনাৰ্দ্দন ॥ ৫০ ॥ অচ্যুতানন্ত বিধাঙ্গমিতি
কীর্ত্তয় সন্ততম্ । ক্রোধমাৎসৰ্ঘ্যালোভাদীঃ স্ত্যাক্তাঃ স্ব-
ত্রতমাচর ॥ ৫১ ॥ তেন তে জায়তে মুক্তিৰ্দ্ধি-
লোকচ শাখতঃ । ইখং সা ভৰ্গুগদিতং ক্ৰহা
গঙ্ধৰ্ববলভা । ভৰ্গুরমত্রবীং কোপাদসহং তুর্গতি-
প্রদম্ ॥ ৫২ ॥ মাঘে চোদুতনীতে তু প্রাতঃসন্ধ্যো-
দিতে রবৌ । কথং নিমজ্জয়েদশ্মিন্নাঘে নীতাক্তি-
দেহনম্ব ॥ ৫৩ ॥ যবয়োক্তানি কৰ্ম্মাণি ন শক্যানি
ময়াহসক্ণং । ন করোমি পতে স্নানং প্রাতঃকালে
ত্বয়া সহ ॥ ৫৪ ॥ যুতো নীতাতিপাতেন ন চ মে
রক্ষকো ভবান্ । ইত্যেবমুদিতং ক্ৰহা পতিগঙ্ধৰ্ব-
বলভঃ ॥ ৫৫ ॥ স শাস্তোহপি শশাপাথ ভাৰ্য্যাং
চাপ্রিয়বাদিনীম্ । পুত্রক ধৰ্ম্মবিমুখং ভাৰ্য্যাকাপ্রিয়-
ভাবিণীম্ ॥ ৫৬ ॥ অত্রক্ষণাৎ রাজানং সদ্যঃ
শাপেন দণ্ডয়েৎ । ইতি স্নানং বিচিন্ত্যাসৌ শশা-
পেখং সতীং তদা ॥ ৫৭ ॥ বেঙ্কটাদৌ মহাপুণ্যে সৰ্ব-

পাতকনাশনে । ষোণতীৰ্থসমীপে চ পিঙ্গলক্রম-
কোটরে ॥ ৫৮ ॥ উদ্যানবৃদ্ধিতে যুতে মণ্ডকা ভব
কেবলম্ । ইত্যেবং ভৰ্গুবাক্যং তদুদ্বাহা গঙ্ধৰ্ব-
বলভা ॥ ৫৯ ॥ পতিহা পাদমোক্তন্ত তুষ্কং প্রাণমৎ
সতী । বিশাপমবদৎ পশ্চাত্তর্জা বৈ তুষ্কতদা ॥
৬০ ॥ অগন্ত্যো বৈ মহাতাগন্তপত্নী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
ষোণতীৰ্থবরে স্নানং পৌৰ্ণমাস্তাং মহাতিথৌ ॥ ৬১ ॥
শিবোভ্যো বৈ যদা তস্মিন্নবধক্রমসন্নিধৌ । ষোণ-
তীৰ্থস্ত মহান্ধ্যাং বক্তি বৈ ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥ ৬২ ॥ তদা
পিঙ্গলবৃক্ষস্ত কোটরে'ক্ষং সমাহিতা । ক্ৰহা বৈ
ষোণতীৰ্থস্ত মহান্ধ্যাং মোক্ষদায়কম্ ॥ ৬৩ ॥ বিধুয়
সৰ্পপাপমি ময়া সাকং রমিষ্যসি ॥ ৬৪ ॥ ইত্যুক্তা
বিররামাথ ধৰ্ম্মপত্নী পতিব্রতা । ভৰ্গুশাপান্নহা-
ঘোরাং মণ্ডকতরুমাত্রিতা । শেবাজিশিখরে
তস্মিন্ ষোণতীৰ্থস্ত দক্ষিণে ॥ ৬৫ ॥ শনৈঃ শনৈঃ গতা
নারী পিঙ্গলক্রমকোটরম্ । অদ্যযুতং গচ্ছং তস্তা
অবধক্রমকোটরে ॥ ৬৬ ॥ ততঃ কালস্তরেহগন্ত্যো
বেঙ্কটাদিঃ মনোহরম্ । গহ্বা জীৰ্ণামিতীৰ্ণে চ স্নানং

প্রয়ত্ন সহকারে নিত্য স্নান করিয়া হরির পাদদোক
পান কর । অনন্তর ক্রোধ, মাৎসৰ্য্য এবং লোভাদি
পরিত্যাগ করিয়া রুক্ষ, বিষ্ণু, মুকুন্দ, নারায়ণ, জনা-
র্দ্দন, অচ্যুত, অনন্ত, বিধাঙ্গন,— এই সকল নাম কীর্ত্তন কর । হে প্রিয়ে এইরূপ
করিলে তোমার মুক্তি হইবে এবং তুমি নিত্য
বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্ধৰ্বপত্নী স্বামীর
নিকট এইরূপ শুনিয়া কোপভরে ভৰ্গুকে তুর্গতিপ্রদ
অসহ্য বাক্য বলিল,—অনন্ধ্য ! মাঘমাসের প্রাতঃ-
কালে নবোদিত সূর্য্যো হুঃসহ নীত হইয়া থাকে,
আমি কেমন করিয়া পীড়াকর ঐ নীতসময়ে জলে
নিমজ্জন করিব ? হে স্বামিন্ ! আপনি যাহা বলিয়া-
ছেন, এই কার্য্য আমার পক্ষে অসহ্য । আমি যদি
নীতে পঞ্চম প্রাপ্ত হই, তবে আপনি আমাকে রক্ষা
করিতে পারিবেন না ; সুতরাং আমি প্রাতঃকালে
আপনার সহিত একবারও স্নান করিতে
সমর্থ নহি । অনন্তর গঙ্ধৰ্বপতি পত্নীর এইরূপ
বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শাস্ত হইয়াও অপ্রিয়বাদিনী
পত্নীকে অতিশাপ প্রদান করিলেন । ধৰ্ম্মবিমুখ পুত্র,
অপ্রিয়বাদিনী ভাৰ্য্যা এবং অত্রক্ষণ্য বৃপকে
সদ্যই শাপদ্বারা দণ্ডিত করিতে হয়,—গঙ্ধৰ্বপতি
এই কর্তব্য বোধে তখন সেই সতীকে শাপ দিয়া-
ছিলেন । তিনি পত্নীর প্রতি এইরূপ শাপ প্রয়োগ

করেন,—হে যুতে ! সৰ্পপাতকনাশন মহাপুণ্য
বেঙ্কটপর্ব্বতে ষোণতীৰ্থ বিদ্যমান, ঐ তীৰ্ণে এক
পিঙ্গল বৃক্ষ আছে, তুমি ভেক হইয়া ঐ জলবিহীন
পিঙ্গলবৃক্ষের কোটরে বাস কর ! অনন্তর গঙ্ধৰ্ব-
দয়িতা পতির এইরূপ শাপবাণী শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহার
পদতলে পতিত হইয়া শাপবিমুক্তি প্রার্থনা করিলেন ।
পত্নীর বাক্যে জীত হইয়া গঙ্ধৰ্ব তখন উত্তর করি-
লেন,—হে প্রিয়ে ! ষোণতীৰ্থবরে বিজিতেন্দ্রিয়
মহাতাগ তপস্বী অগন্ত্যের আশ্রম প্রতিষ্ঠিত । মহাবি
ব্রাহ্মণোত্তম অগন্ত্য যখন মহাতিথি পৌৰ্ণমাসীতে
ষোণতীৰ্ণে স্নান করিয়া অবধমূলে উপবেশনপূর্ব্বক
শিষ্যগণসমীপে ষোণতীৰ্থমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন,
তখন তুমি সমাহিত-মনে পিঙ্গলকোটর হইতে
অগন্ত্যবর্ণিত মোক্ষদায়ক ষোণতীৰ্থমাহাত্ম্য শ্রবণ
করিয়া বিধূতপাশা হইয়া আমার সহিত রমণ
করিবে । ৪০—৬৪ । অনন্তর গঙ্ধৰ্বরাজ এইরূপ
বলিয়া বিরত হইলে তদীয় পতিব্রতা ধৰ্ম্ম-পত্নী
স্বামিশাপে মহাঘোর তেজস্বীর প্রাপ্ত হইল, এবং
শেবাজিশিখরস্থিত ষোণতীৰ্থের দক্ষিণে দীপে দীপে
গমন করিয়া পিঙ্গলকোটরে আশ্রয় লইল । এই
তরু-কোটরে তেজস্বিনী গঙ্ধৰ্বকামিনীর অবুত
বৎসর অতীত হইল । তদনন্তর কালান্তরে মহাবি
অগন্ত্য মনোহর বেঙ্কটগিরিতে গমন করি-

নিয়মপূর্বকম্ ॥ ৬৭ ॥ বরাহস্বামিনঃ দেবং নম্রা
তীর্থস্ত দক্ষিণে । বেকটেশালয়ঃ গম্য জীনিবাসঃ
কৃপানিধিম্ ॥ ৬৮ ॥ বেদবেদ্যঃ বিশালাক্ষঃ দেব-
দেবং সনাতনম্ । নম্রাগন্ত্যো মহাভাগো ঘোণ-
তীর্থং ততো যযৌ ॥ ৬৯ ॥ তত্র স্নাত্বা তীর্থবর্ষো
শশিষ্যৈর্ঘোগিনাং বরঃ । পিঙ্গলজন্মচ্ছায়ায়াঃ
শিষ্যোভ্যো ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ৭০ ॥ ঘোণতীর্থস্ত
মাহাত্ম্যং ব্রহ্মহত্যাভিনাশকম্ । সর্বমঙ্গলদং পুণ্যং
সর্বসম্পৎপ্রদায়কম্ ॥ ৭১ ॥ উক্তবান যোগিনাং
শ্রেষ্ঠো হগন্ত্যো ভগবানুবিঃ ॥ ৭২ ॥ তদা স্নাত্বা
তু বর্ষাভূঃ পাদয়োস্তস্ত যোগিনঃ । পতিহা
জ্ঞানদীপেন বিদিত্বা বৈভবং মূনেঃ ॥ ৭৩ ॥ পূর্ব-
রূপং সমাসাদ্য নারীরূপং মনোহরম্ । অগন্ত্য
যোগিনাং শ্রেষ্ঠ রক্ষ রক্ষ দয়ানিধে ॥ ৭৪ ॥ মাং
রক্ষ দয়য়া ব্রহ্মন্ পতিবাক্যবিরোধিনীম্ । ইত্যুক্তা
তং বিশালাক্ষী বিররাম ততঃ পরম্ ॥ ৭৫ ॥
অগন্ত্য উবাচ । কা হং স্মশ্রোণি তদ্রং তে ভেক-
জন্মপ্রদায়কম্ । পাপং পূর্বভবে চাসীত্তদদম্ চ

মা চিরম্ ॥ ৭৬ ॥ নার্যুবাচ । তুষ্ণকর্ণাধি গন্ধকঃ
সর্ববিদ্যাশিখারদঃ । তস্ত ভাষ্যাম্যহং বিপ্র
হগন্ত্য মুনিসেবিত ॥ ৭৭ ॥ তত্ৰা মে সর্বধর্মজ-
জ্ঞানমুনিসন্তমঃ । সর্বধর্মায়নোক্তা হং কুরু
নিত্যং ময়া সহ ॥ ৭৮ ॥ পতিবাক্যঃ তদা স্নাত্বা
পরলোকোপকারকম্ । অসহ্যং বাক্যমভ্যুগ্রা
দুর্গতিপ্রদমেব হি ॥ ৭৯ ॥ ময়া চোক্তং হি তুষ্ণকর্ণা
হে তাত মুনিসন্তম ॥ ৮০ ॥ অগন্ত্য উবাচ ।
কুশাগ্রবৃদ্ধিতে তত্ৰা শশাপ হং কষাধিতঃ । এবং
শাপো যুক্ত এব পতিবাক্যবিরোধিনীম্ ॥ ৮১ ॥
পতিবাক্যমনাদৃত্য শ্বেচ্ছয়া বর্ততে তু যা । সা
নারী নিরয়ে ঘোরে পতত্যাচলতারকম্ ॥ ৮২ ॥
ন স্নাতত্ব্যং তু নারীণাং নোদ্রজ্যং পতিভাষণম্ ।
পতিব্রতেন পুণ্যেন পতিশ্রদ্ধাধনে চ ॥ ৮৩ ॥
দ্বিয়ো বিষ্ণুপদং যাস্তি ন চাত্তৈরপি সূত্রতৈঃ ।
পতিস্মাতা পতির্কিঞ্চুঃ পতিব্রজা পতিঃ শিবঃ ॥ ৮৪ ॥
পতিগুরুঃ পতিস্বীয়মিতি স্ত্রীণাং বিদুর্কুধাঃ । পতি-

লেন এবং স্বামিতীর্থে নিয়মপূর্বক স্নান করিয়া
তীর্থের দক্ষিণে অবস্থিত বরাহস্বামীকে প্রণামপূর্বক
বেকটপতি কৃপানিধি জীনিবাসসমীপে গমন করি-
লেন । অনন্তর যোগিবর মহাভাগ অগন্ত্য বেদ-
বেদ্য বিশাললোচন সনাতন দেবদেবকে প্রণাম-
পূর্বক ঘোণতীর্থে গমন করিলেন এবং শিষ্যগণসহ
সেই তীর্থবরে স্নান করিয়া পিঙ্গলজন্মের ছায়ায়
শিষ্যগণসমীপে ব্রহ্মসহকারে সর্বসম্পৎপ্রদায়ক
সর্বমঙ্গলপ্রদ, ব্রাহ্মহত্যাভিনাশন পুণ্য ঘোণ-
মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন । অনন্তর যোগি-
শ্রেষ্ঠ শ্বশি ভগবান্ অগন্ত্য ঘোণমাহাত্ম্য কীর্তন
করিলে ভেক তখন সেই যোগিবরের চরণ-কমলে
পতিত হইয়া জ্ঞান-প্রদীপ দ্বারা সেই মূনির বিভূতি
বিদিত হইল এবং সদ্যঃ ভেকশরীর পরিত্যাগ
করিয়া পূর্বরূপ মনোহর নারীরূপ প্রাপ্ত হইল ।
অনন্তর সেই বিশাললোচনা গন্ধর্ষরমণী “হে যোগি-
শ্রেষ্ঠ অগন্ত্য ! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর, হে
কৃপানিধে ! আমি পতির বাক্য অবহেলা করিয়া-
ছিলাম, হে ব্রহ্মন্ ! আমার রক্ষা কর রক্ষা কর ।”
এইরূপ বলিয়া বিরত হইল । অগন্ত্য বলিলেন,—
হে স্মশ্রোণি ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কে ? আর
কি মিলিত হই বা অতিশয় হইয়া ভেকদেহ ধারণ

করিয়াছিলে ? এক্ষণে আমার নিকটে এই সকল
বর্ণন কর ॥ ৭৫—৭৬ ॥ গন্ধর্ষপত্নী বলিল,—হে বিপ্র !
সর্ববিদ্যাশিখারদ তুষ্ণকর্ণামক জনৈক গন্ধর্ষ আছেন,
হে অগন্ত্য ! আমি তাহার পত্নী । হে মুনিসেবিত !
স্বামী সর্বধর্মজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ মূনি ; তিনি আমাকে এক
দিন বলিয়াছিলেন,—“হে প্রিয়ে ! তুমি প্রশান্তমনা
হইয়া আমার সহিত নিত্য ধর্ম কার্য কর ।” হে
তাত মুনিসন্তম ! অনন্তর আমি সেই পতির বাক্য
শ্রবণ করিয়া উহা পরলোকোপকারক হইলেও আমি
উহাকে দুর্গতিপ্রদ অভ্যুগ্রা অসহ্য দুর্কাক্য বলিয়া-
ছিলাম ! অগন্ত্য বলিলেন,—তোমার স্বামীর বুদ্ধি
কুশাগ্রের স্নায়, তিনি তোমাকে ভালই বলিয়া-
ছিলেন । তিনি যে রোষপরবশ হইয়া তোমাকে
অভিশপ্ত করিয়াছেন, ইহা ঠিকই হইয়াছে ; কেননা
তুমি পতিবাক্যে অবহেলা করিয়াছ । যে নারী পতি-
বাক্য উপেক্ষা করিয়া শ্বেচ্ছাকার্য্য করে, যে পর্যন্ত
আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উদ্ভিত হন, তাবৎকাল ঐ নারী
ঘোর নিরয়ে বাস করে । নারীর স্বতন্ত্রতা অবলম্ব-
নীয় নহে এবং পতির বাক্য কদাচ উল্লঙ্ঘন করা
কর্তব্য নহে ; পতির ব্রত ও পতির শুশ্রূষা করিয়া
নারীগণ বিষ্ণুলোকে গমন করে ; কিন্তু অস্ত্র কোন
সূত্রত দ্বারা ভাদৃশ গতি লাভ হয় না । পতিগণ
বলেন,—পতিই নারীর,—মাতা, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব,
ভক্ত এবং তীর্থ । একবার পতির বাক্যে অনাদর

বাক্যমপার্কিত্য যা নারী স্কৃতৈঃ পৈরৈঃ ॥ ৮৫ ॥
সদৈব যুজ্যতে সাপি নৈব শুদ্ধা ভবেৎ সকলং ।
পতিহীনা তু যা নারী গুরুভিক্ষুবিহীনৈঃ ॥ ৮৬ ॥
সাকৃতজ্ঞা বিদধ্যাতু ব্রতং ধর্মকলপ্রদম্ । পতিনা
প্রেরিতা সৈব পতিবুদ্ধিপরায়া ॥ ৮৭ ॥ পতি-
পাদান্তীর্থেন খা স্নাতা সা হরিপ্রিয়া । সা স্নাতা
সকলীর্থেবু গঙ্গাদিষু ন সংশয়ঃ ॥ ৮৮ ॥ তস্মাত্তৎ-
কৃতদোষস্ত হামায়াতীতি তৎকলম্ । ভুক্তস্তা-
স্তেহত্র পুণ্যস্তা ঘোণতীর্থস্ত বৈভবম্ ॥ ৮৯ ॥ মুক্তি-
রাসীচ্ছুভাঙ্গঃ তন্নারীরূপং পুনর্জন্ম । তস্মাদ্ঘোণস্ত
তীর্থস্ত তুহুতীর্থমিতীহ বৈ ॥ ৯০ ॥ লোকে প্রসিক্তির-
ভবদহো তীর্থস্ত বৈভবম্ ॥ ৯১ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ ।
ঘোণতীর্থে মহাপুণ্যে সর্বপাপবিনাশিনি । স্নাত্তি
যে পৌর্ণমাস্তাঞ্চ শৌনকাদ্যা মহৌজসঃ ॥ ৯২ ॥
তেষাং ক্রতুকলং পুণ্যং তীর্থাযুতকলং ভবেৎ ।
কপিলাগোসহস্রং তু যো দদাতি দিনে দিনে ॥ ৯৩ ॥
তৎকলং সমবাপ্নোতি স্নাত্তুগুরুতীর্থকে । রত্ন-
কোটিসহস্রাণি যো দদাতি দিনে দিনে ॥ ৯৪ ॥

মন্তেভান্যং সহস্রাণি তীর্থার্থাযুতানি । তৎকলং
সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থার্থগাহনাং ॥ ৯৫ ॥ কষ্টা-
কোটিপ্ৰদানেন যৎ কলং চরিত্তিঃ স্মৃতম্ । তৎ-
কলং সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থাক্ত পাবনাং ॥ ৯৬ ॥
হোমাদ্রসহস্রং যঃ কুরুক্ষেত্রে প্রযচ্ছতি । তৎ কলং
সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থস্ত বৈভবাং ॥ ৯৭ ॥ গুরুপে
ব্রাহ্মণার্থে চ স্বাম্যার্থে যন্ত্যজ্ঞেতুস্ব । তৎকলং
সমবাপ্নোতি ঘোণতীর্থস্ত বৈভবাং ॥ ৯৮ ॥ আপ-
স্নাত্তিহরাণাঞ্চ তীর্থসেবাপরাঙ্কনাম্ । সত্যব্রতানাং
যৎপুণ্যং ঘোণতীর্থাক্ত তত্তবেৎ ॥ ৯৯ ॥ যৎকলং
শ্রীকুরুগাং পিতৃগামিনুসজ্জয়ে । তৎকলং সম-
বাপ্নোতি ঘোণতীর্থাক্তি পাবনাং ॥ ১০০ ॥ গঙ্গায়াঃ
নর্মদায়াঞ্চ সরযুচন্দ্রভাগয়োঃ । সর্কেষু পুণ্যতীর্থেবু
যঃ স্নানং কুরুতে নরঃ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
ঘোণতীর্থাক্তি পাবনাং ॥ ১০১ ॥ তস্মাৎ পুণ্যতমঃ
তীর্থং ঘোণতীর্থং বিহুর্কুধাঃ ॥ ১০২ ॥ য ইমং
শ্রুতেহধ্যায়ঃ সর্বাণ্যনিবহনম্ । বাজপেয়কলং
তস্ত বিষ্ণুলোকচ্চ শাস্ততঃ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তুহুতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়া যে নারী বিবিধ স্কৃত করে, সে কখনও শুদ্ধি
লাভ করিতে সমর্থ হয় না । পতিহীনা নারী
ধর্মজ্ঞ উত্তম গুরুর নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া ধর্মকল-
প্রদ ব্রতাদি করিবে । পতিবুদ্ধিপরায়া যে নারী
পতিকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া পতিপাদপদ্ম-রূপ তীর্থজলে
স্নান করে, সে হরির বসন্ত হইয়া থাকে এবং সেই
নারীরই গঙ্গাদি নিখিল তীর্থে স্নান করা হইয়া থাকে,
সংশয় নাই । অতএব তোমার কৃতকর্মের জন্তই
তুমি এই কল প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে সেই কল
উপভোগ করিতে করিতে অদ্য তুমি এই
ঘোণতীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মুক্তিলাভ-
পূর্বক পুনরায় পূর্বরূপ সুন্দর শরীর প্রাপ্ত
হইলে এবং তোমার স্বামীর নামাঙ্কসারে এই
তীর্থের অপর নাম তুহুত হইল । অহো ! তীর্থের
কি বিস্তৃতি ! তদবধি এই তীর্থ ঘোণতীর্থ ও তুহুত
তীর্থ নামে ত্রিলোকে খ্যাতিলাভ করিয়াছে । হৃত
বলিলেন,—এই মহৌজা শৌনকাদি মানগণ ! যে
সকল লোক সর্বপাপবিনাশন এই মহাপুণ্য ঘোণ-
তীর্থে স্নান করেন, তাঁহাদের পুণ্য যজ্ঞকল এবং
অমৃততীর্থস্নানের কললাভ হয় । প্রতিদিন এই তুহুত-
তীর্থে স্নান করিয়া মানব সহস্র কপিলা-গোদানের
তুল্য কল লাভ করে । নিত্য সহস্রকোটি রত্ন ও

সহস্র মন্তহস্তী দান করিলে যে কল, এই ঘোণতীর্থে
স্নান করিলেও তাহার তুল্য কল হয় । ঋষিগণ
কোটিকল্পাদানে যে কল কীর্জন করিয়াছেন, এই
পাবন ঘোণতীর্থস্নানেও তাহার সমান কল হয় ।
ঘোণতীর্থ-মাহাত্ম্য মানব পুণ্যক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে
প্রদত্ত সহস্র সুবর্ণবস্ত্র দানের কল লাভ করে ।
মানব গুরু, ব্রাহ্মণ কিম্বা স্বামীর জন্ত তহুত্যাগ
করিয়া যে কল প্রাপ্ত হয়, একবারমাত্র ঘোণতীর্থে
স্নান করিলে তৎকললাভ হইয়া থাকে । বিপন্নের
পারিত্য, তীর্থসেবাপরায়া এবং সত্যব্রত মানব-
গণের যে পুণ্য লাভ হয়, ঘোণতীর্থে স্নান করিলে
তাহার তুল্য কল হইয়া থাকে । অমাবস্তায় পিতৃ-
গণের শ্রাদ্ধ করিলে যে কল হয়, পাবন-ঘোণতীর্থে
স্নান করিলেও তাহার সমান কলপ্রাপ্তি ঘটে ।
গঙ্গা, নর্মদা, সরযু, চন্দ্রভাগা এবং অশ্বিনী পুণ্য-
তীর্থে স্নান করিয়া নর যে কল লাভ করে, পাবন
ঘোণতীর্থে স্নান করিলেও তৎকল লাভ করিতে সমর্থ
হয় । অতএব পতিতগণ এই ঘোণতীর্থকেই পুণ্য-
তম বলিয়া কীর্জন করিয়াছেন । বাহ্যে সর্বপাপ-
নিবহন এই অধ্যায় শ্রবণ করেন, তাঁহারা বাজপেয়-

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । বেঙ্কটাদ্রৌ মহাপুণ্যে সর্বসঙ্কট-
নাশনে । সন্তি বৈ কতি তীর্থানি সূত পৌরাণি-
কোত্তম ॥ ১ ॥ তেষাং সংখ্যাং মে জ্ঞহি কতি
মুখ্যানি তত্র বৈ । তত্রাপ্যত্যন্তমুখ্যানি বদ মে
মুনিসত্তম ॥ ২ ॥ সন্ধর্যরতিদান্তত্র কতি মুখ্যানি
তানি চ । কানি জ্ঞানপ্রদান্তত্র ভক্তিবৈরাগ্যাদানি
চ ॥ ৩ ॥ • মুক্তিপ্রদানি কান্তত্র তানি মে বদ
সুত্রত ॥ ৪ ॥ শ্রীসূত উবাচ । বটবটিকোটীর্থানি
পুণ্যান্তত্র নগোত্তমে । অষ্টোত্তরসহস্রাণি তেষু
মুখ্যানি সূত্রতাঃ ॥ ৫ ॥ সন্ধর্যরতিদান্তত্র সন্তি
চাষ্টোত্তরঃ শতম্ । সহস্রেভ্যশ্চ মুখ্যানি পৃথক্
তেভ্যশ্চ তানি চ ॥ ৬ ॥ ভক্তিবৈরাগ্যদান্তত্র
ষষ্টিরষ্টোত্তরে শতে ॥ ৭ ॥ মুক্তিদান্তত্র বট চৈব
বেঙ্কটচুলমূর্ধনি । যামিপুষ্করিণী চৈব বিয়দগঙ্গা
ততঃ পরম্ ॥ ৮ ॥ পশ্চাৎপাপবিনাশক পাণ্ডুতীর্থমতঃ-
পরম্ । কুমারধারিকাতীর্থং তুহোস্তীর্থমতঃপরম্ ॥ ৯ ॥

ফল লাভ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিত্য বিষ্ণু-
লোকপ্রাপ্তি হয় । ৭৭—১০০ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পৌরাণিকো-
ত্তম সূত! মহাপুণ্য সর্বসঙ্কট-নাশনে বেঙ্কটচলে
কত তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা, কোন কোন তীর্থ
জ্যেষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার কোন কোন তীর্থ অত্যা-
ত্তম, হে মুনিসত্তম! এই সমস্ত ও অপর কোন
তীর্থ উত্তম ধর্ম্মে রতিদান করে, তাহাদের মধ্যেও
আবার কে কে প্রধান; কোন তীর্থ জ্ঞানপ্রদ, কোন
তীর্থ ভক্তি-বৈরাগ্যদায়ক এবং কোন তীর্থ মুক্তিপ্রদ,
হে সুত্রত! ইহাদের নাম ও সংখ্যা কীৰ্ত্তন করুন।
সূত উত্তর করিলেন,—হে সুত্রতগণ! বটবটিকো-
টী পুণ্যতীর্থ এই নগোত্তম বেঙ্কটচলে বিদ্যমান।
ইহাদের মধ্যে অষ্টোত্তরসহস্র প্রধান; তন্মধ্যে
আবার অষ্টোত্তর শত তীর্থ উত্তম ধর্ম্মে রতি প্রদান
করে; অবশিষ্ট প্রধান সহস্র তীর্থের মধ্যে অষ্ট-
ষষ্টি তীর্থ ভক্তি ও বৈরাগ্য প্রদান করিয়া থাকে।
যামিপুষ্করিণী, আকাশগঙ্গা, পাপবিনাশন, পাণ্ডু-
তীর্থ, কুমারধারিকা ও তুহোস্তীর্থ বেঙ্কটশিখরে

কুন্ডমাসে পৌর্ণমাস্তাং মহাযোগো যদ্য ভবেৎ ।
কুমারধারিকায় যান্তি সর্বতীর্থানি হে দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥
তত্র যঃ স্মৃতি বিপ্রেজ্ঞা রাজস্বয়কলং লভেৎ ।
মুক্তিঞ্চ ভবিতা তত্র নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১১ ॥
অন্নদানবিবিধস্তত্র সার্কং দক্ষিণয়া দ্বিজাঃ । উত্তরা-
কল্লনীয়ুক্তশ্চরুপক্ষীয়পক্ষিণি ॥ ১২ ॥ তুহোস্তীর্থং মীন-
সংস্থে রবৌ তীর্থানি সর্বশঃ । অপরাহ্নে সমায়াস্তি
তত্র স্নাতো ন জায়তে ॥ ১৩ ॥ মোক্ষীবন্ধং বিবাহক
কারয়েদ্রব্যাদানতঃ । মেঘনঃক্রমণে ভানৌ চিত্রা-
নক্ষত্রসংযুতে ॥ ১৪ ॥ পৌর্ণমাস্তাং সমায়াস্তি বিয়দ-
গঙ্গাং তথৈব চ । তত্র স্নাতা নরঃ সদাঃ শতক্রতু-
ফলং লভেৎ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণং তত্র দাতব্যং কল্যা-
দানং বিশেষতঃ । রুবভস্থে রবৌ বিপ্রা দ্বাদশাং
হরিবাসরে ॥ ১৬ ॥ শুক্রে বাপাথ কৃকে বা ভৌমে-
নাপি সমপিতে । পাণ্ডুতীর্থং সমায়াস্তি গঙ্গাদীনি
জগত্রয়ে ॥ ১৭ ॥ তত্র স্নাতা চ গাং দধা সূচ্যতে
প্রতিবন্ধকাং । আগ্নয়ুক শ্চরুপক্ষে চ সপ্তম্যাং তাম্র-
বাসরে ॥ ১৮ ॥ উত্তরাষাঢ়যুক্তায়াং তথা পাপবিনাশ-

এই বটতীর্থ মুক্তিদায়ক ১—৯ । হে দ্বিজগণ! যখন
ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা মহানক্ষত্রযুক্ত হয়, তখন
সকল তীর্থই কুমারধারিকায় গমন করে; হে
বিপ্রেজ্ঞগণ! যে নর এই সময় কুমারধারিকায় স্নান
করে, তাহার বাজপেয় কললাভ ও মুক্তি হইয়া
থাকে, এ বিষয়ে কোনই তর্ক নাই। হে দ্বিজ-
গণ! তথায় সদক্ষিণ অন্নদান করা একান্ত কর্তব্য।
দিবাকর মীনরাশিতে গমন করিলে ঐ চৈত্রমাসীয়
উত্তরকল্লনীয়ুক্ত পূর্ণিমাতে অপরাহ্নে তুহুস্তীর্থে
অন্তান্ত তীর্থ সকল আগমন করিয়া থাকে। যে মানব
তৎকালে তুহুস্তীর্থে স্নান করে, দ্রব্যাদি দান
করিয়া ব্রাহ্মণের বিবাহ ও মোক্ষিবন্ধন উপনয়নাদি
নম্পন্ন করিয়া দেওয়ার সমান ফল তাহার হয় এবং
তাহার আর জন্ম হয় না। বৈশাখ মাসের চিত্রা-
নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীতে আকাশগঙ্গায় যাবতীয়
তীর্থের সমাগম হয়। তখন স্নান করিয়া সুবর্ণ
বিশেষতঃ কল্যাণদান করিবে; এইরূপ করিলে তৎ-
কলাং তাহার শতক্রতুফল লাভ হইবে। হে
বিপ্রেজ্ঞগণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের রবি কিংবা মঙ্গলবারযুক্ত
শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশীতিথিতে ত্রিভূনস্থিত
তীর্থ সকল পাণ্ডুতীর্থে আগমন করে; মানব তখন
এই তীর্থে স্নান ও গোদান করিয়া নিখিল প্রতিবন্ধক
হইতে মুক্ত হয়। রবিবারযুক্ত ও উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র-

নমঃ। উত্তরাভ্যুত্থায়াঃ দাদভ্যাঃ বা সমাগতঃ।
 ১৯। শালগ্রামশিলাঃ দয়া শাহা চ বিধিপূর্বকম্।
 মুচ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ জন্মকোটিশতোভবেঃ। ২০।
 যজ্ঞদানে সিতে পক্ষে দাদভ্যামকণোদয়ে। আয়াস্তি
 সূৰ্য্যতীৰ্থানি স্বামিপুষ্করিণীজলে। ২১। তত্র শাহা
 নরঃ সদ্যো মুক্তিমেতি ন সংশয়ঃ। যন্ত জন্মসহস্রেষু
 পুণ্যমেবার্জিতং পুরা। ২২। তন্ত্ৰ মানং ভবেদ্-
 বিপ্রা নাশ্চন্ত্ৰ ব্রহ্মতামনঃ। বিভবানুগুণং দানং
 কাৰ্য্যং তত্র যথাবিধি। ২৩। শালগ্রামশিলাদানং গাং
 দদ্যাক্ত বিশেষতঃ। ২৪। যে শৃণোতি কথং বিবেকঃ
 সদা ভুবনপাবনীম্। তে বৈ মন্থালোকেহস্মিন
 বিকৃতজ্ঞা ভবন্তি হি। ২৫। যদ্যশক্তঃ সদা শ্রোতুঃ
 কথং ভুবনপাবনীম্। যুহুঃ বা তদর্কঃ বা ক্ষণং বা
 বিকৃতকথাম্। যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা তুর্গতি-
 নাস্তি তন্ত্ৰ হি। ২৬। যৎকলং সৰ্বযজ্ঞেষু সৰ্বদানেষু
 যৎকলম্। সৰ্বপুৰাণশ্রবণাতৎকলং বিন্দতে নরঃ।
 ২৭। কলৌ যুগে বিশেষেণ পুরাণশ্রবণাদৃতে।
 নাস্তি ধর্মঃ পরঃ পুংসাঃ নাস্তি মুক্তিপ্রদঃ পরম্। ২৮।
 পুরাণশ্রবণং বিবেকানামসঙ্কীৰ্ত্তনং পরম্। উভে এব

সমবিত্ত ভাদ্রমাসেয় শুক্লপক্ষমী কিংবা উত্তরভাদ্র-
 পদযুক্ত দাদনীতিধিতে তীর্থ সকল পাপনাশনে আগ-
 মন করে। এই দিনে বিধিপূর্বক শালগ্রাম-
 শিলা দান করিলে মানবের শতকোটি জন্মসমূহ
 পাপ দূরীভূত হয়। পৌষ মাসের শুক্লদাদনী
 অকণোদয়ে স্বামিপুষ্করিণীজলে সকল তীর্থ আগমন
 করে, তৎকালে স্বামিতীর্থে শ্রান করিয়া মানব সদ্যই
 মুক্ত হয়, সংশয় নাই। হে বিপ্রগণ! যাহারা
 পূর্ব সহস্র সহস্র জন্মে পুণ্য অর্জন করিয়াছেন,
 তাঁহাদের এই তীর্থে শ্রান ঘটে, অশান্ত অকৃতান্ত
 ব্যক্তিগণের ঘটে না। এই তীর্থে বিভবানুসারে
 যথাবিধি শালগ্রাম শিলা বিশেষতঃ গোদান করিতে
 হয়। হে বিপ্রগণ! যাহারা ভুবনপাবনী বিষ্ণুকথা
 সতত শ্রবণ করেন, মুম্বালাকে তাঁহাই বিষ্ণু
 ভক্ত। যাহারা ভুবনপাবনী বিষ্ণুকথা সতত
 গুণিতে অশক্ত, তাঁহারাও যদি যুহু, তদর্ক
 বা ক্ষণকালও ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুকথা শ্রবণ
 করেন, তবে তুর্গতি প্রাপ্ত হন না। সর্ববিধ
 দান ও যজ্ঞ যে কল কীর্তিত হয়, মানব একবার
 যাক পুরাণ শ্রবণেই তৎকল লাভ করিতে সমর্থ
 হইয়া থাকে; বিশেষতঃ কলিকালে পুরুষদিগের
 পুরাণশ্রবণাতিশয় ধর্ম বা মুক্তিদায়ক ভক্ত কিছুই

মম্বালাগাং পুণ্যজন্মমহাকলে। ২৯। শিবসেবায়ুতঃ
 যতাদেকঃ শ্রাদ্ধজরামরঃ। বিবেকঃ কথায়ুতঃ কুর্বাৎ
 কুলমেবাজরামরম্। ৩০। বালো যুবাথ বৃদ্ধো বা
 দরিদ্রো তুর্ভগোহপি বা। পুরাণজঃ সদা বন্দ্যঃ
 স পূজ্যঃ শ্রুতাত্ম্যভিঃ। ৩১। নীচবুদ্ধিঃ ন কুবীত
 পুরাণজ্ঞে কদাচন। যন্ত যজ্ঞোদ্যতা বাণী কামধেনুঃ
 শরীরিণাম্। ৩২। ভবকোটিসহস্রেষু ভূয়া ভূবাব-
 সীদতাম্। যো দদাত্যপুনর্ভক্তিঃ কোহন্তস্তমাৎ
 পরো গুরুঃ। ৩৩। ব্যাসাসনসমাক্রতো যদা পৌরা-
 নিকো দ্বিজঃ। আ সমান্তেঃ প্রসঙ্গন্ত নমস্কর্য্যার
 কশ্চিৎ। ৩৪। ন তুর্জনসমাকীর্ণে ন শূদ্রশাপদা-
 বৃতে। দেশে ন দাতসদনে বদেৎ পুণ্যকথং সুধীঃ।
 ৩৫। সুগ্রামে সুজনাকীর্ণে সুক্ষেত্রে দেবতালয়ে।
 পুণ্যে বাথ নদীতীরে বদেৎ পুণ্যকথং সুধীঃ। ৩৬।
 শ্রদ্ধাভক্তিসমায়ুক্তা নাশ্চকার্য্যেষু লালসাঃ। বাগ্‌যতাঃ
 শুচয়োহবাগ্‌যাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ। ৩৭। অভক্ত্যা
 যে কথং পুণ্যং শৃণোতি মুজাধমাঃ। তেবাং পুণ্য-
 কলং নাস্তি হুংসং জন্মনি জন্মনি। ৩৮। পুরাণং যে

নাই। পুরাণ ও বিষ্ণুর পরম নাম শ্রবণ—এই দুইটাই
 মানবগণের পুণ্যবৃক্ষের মহাকল। ১০—২৯। এই
 কলদ্বয়ের মধ্যে বিষ্ণুনামায়ুত পানে মানব নিজে
 অজর ও অমর হয় কিন্তু অপর বিষ্ণু কথাময় পুরাণ
 শ্রবণেই কুল সমস্ত জরায়ুতাবিহীন হয়। বালক, যুবা,
 বৃদ্ধ, দরিদ্র কিংবা তুর্ভাগ্য হইলেও শ্রুতাত্ম্যগণের
 নিকট পুরাণজ ব্যক্তি বন্দ্য ও পূজ্য। যাহার কণ
 হইতে বিনির্গত বাণী দেহধারিগণের নিকট কাম-
 ধেনুর স্তায় হয়, সেই পুরাণজ ব্যক্তির প্রতি কদাচ
 নীচবুদ্ধি করিবে না। সহস্র সহস্র বার জন্ম পরিগ্রহ
 করিয়া মানবগণ বিবাদিত হয়, অতএব যিনি তাদৃশ
 মানবগণের পুরাণোপদেশদ্বারা পুনর্জন্ম রোধ
 করেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর কে আছে?
 পুরাণবক্তা বিপ্র ব্যাসাসনে সমাক্রান্ত হইয়া পাঠ-
 সমাপ্তিপর্ষান্ত কাহাকেও নমস্কার করিবেন না। সুধী
 পুরাণজ—তুর্জনসমাকীর্ণ এবং শূদ্র কিংবা শাপদাবৃত
 স্থানে অথবা দূতগৃহে পুরাণ কীর্তন করিবেন না।
 সুগ্রাম, পুণ্যজনাকীর্ণ কিংবা স্থান, পুণ্যক্ষেত্র, দেবতা-
 লয়, পুণ্য নদতীর সুধী পুরাণপণ্ডিত এইসকল স্থানেই
 পুরাণ কীর্তন করিবেন। শ্রোতৃগণ—শ্রদ্ধাভক্তিবৃদ্ধ,
 অশান্ত কার্য্যে লালসাধীন, বাগ্‌যত, শুচি, অব্যাগ্র
 এবং পুণ্যভাগী হইবেন। যে সকল মম্বালায় ভক্তি-
 হীন হইয়া পুণ্য পুরাণকথা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের পুণ্য

তু সম্পূজ্য তাহুলাদৈকপায়মৈঃ । শৃণুতি চ কথাং
ভক্ত্যা ন দরিদ্রা ন পাপিনঃ ॥ ৩৯ ॥ কথায়াং কথা-
মামায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্ততো নরাঃ । ভোগান্তরে
প্রণতিতি তেবাং দার্য্যচ সম্পদঃ ॥ ৪০ ॥ সোকাধ-
মন্তকা যে চ কথাং শৃণুতি পাবনীম্ । তে বালকাঃ
প্রজায়ন্তে পাপিনো মনুজাধমাঃ ॥ ৪১ ॥ তাহুলং
ভক্ষয়ন্তো যে কথাং শৃণুতি পাবনীম্ । ঋষিষ্ঠাং
ভক্ষয়ন্ত্যেতে নরকে চ পতিতি হি ॥ ৪২ ॥ যে চ
তুঙ্গাসনারূঢ়াঃ কথাং শৃণুতি দান্তিকাঃ । অক্ষয়ানরকান
ভুক্তা তে ভবন্ত্যেব বায়সাঃ ॥ ৪৩ ॥ যে চ বীরাসনারূঢ়া
যে চ সিংহাসনস্থিতাঃ । শৃণুতি সকলং তে বৈ
ভবন্ত্যর্জুনপাদপাঃ ॥ ৪৪ ॥ অনস্প্রণম্য শৃণন্তো বিব-
বৃক্ষা ভবন্তি হি । তথা শরানাং শৃণন্তো ভবন্ত্যজগরা
হি তে ॥ ৪৫ ॥ যঃ শৃণোতি কথাং বক্তুঃ সমানাসন-
সংস্থিতঃ । গুরুতল্লমং পাপং সম্প্রাপ্য নরকং
ব্রজেৎ ॥ ৪৬ ॥ যে নিন্দন্তি পুরাণজ্ঞঃ সংকথাং
পাপহারিণীম্ । তে বৈ জন্ম শতং মর্ত্যাঃ শুনকাশ
ভবন্তি হি ॥ ৪৭ ॥ কথায়াং কীর্ত্যমানায়াং যে বদন্তি

হৃকস্তরম্ । তে গর্দভাঃ প্রজায়ন্তে কুকলপান্ততঃ-
পরম্ ॥ ৪৮ ॥ কদাচিদপি যে পুণ্যাং ন শৃণুতি কথাং
নরাঃ । তে ভুক্তা নরকান্ ঘোরান্ ভবন্তি বন-
শূকরাঃ ॥ ৪৯ ॥ কথায়াং কীর্ত্যমানায়াং বিশ্বঃ কুর্ষন্তি
যে নরাঃ । কোট্যকং নরকান্ ভুক্তা ভবন্তি গ্রাম-
শূকরাঃ ॥ ৫০ ॥ যে কথামনুমোদন্তে কীর্ত্যমানাং
নরোত্তমাঃ । অশৃণন্তোহপি তে যান্তি শাস্তং পদ-
মব্যয়ম্ ॥ ৫১ ॥ যে শ্রাবয়ন্তি মনুজাঃ পুণ্যাং পৌরা-
নিকীং কথাম্ । কল্পকোটিশতং সাগ্রং তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ
পদে ॥ ৫২ ॥ আসনার্থং প্রযচ্ছন্তি পুরাণজ্ঞস্তাং যে নরাঃ ।
কল্পলাজিনবাসাংসি তথা মঞ্চকমেব বা ॥ ৫৩ ॥ স্বর্গ-
লোকং সমাসাদ্য ভুক্তা ভোগান্ যথেষ্পিতান্ । স্থিত্বা
ব্রহ্মাদিলোকে পদং যান্তি নিরাময়ম্ ॥ ৫৪ ॥ পুরাণস্ত
প্রযচ্ছন্তি যে চ সূত্রং নবং বরম্ । ভোগিনো জ্ঞান-
সম্প্রাপ্তে ভবন্তি ভবে ভবে ॥ ৫৫ ॥ যে মহাপাতকে-
বুজা হ্যপপাতকিনশ্চ যে । পুরাণশ্রবণাদেব
তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৫৬ ॥ বেকটাদ্রেস্ত মহাত্ম্যং
শ্রয়া ত ঋষয়স্ততঃ । ব্যাসপ্রসাদসম্পন্নং সূতং

কিছুই হয় না, পরন্তু জন্মে জন্মে দুঃখ হইয়া থাকে ।
যাহারা তাহুলাদি উপায়ন দ্বারা পুরাণ গ্রন্থ পূজা
করিয়া ভক্তিপূর্বক পুণ্য পুরাণ কথা শ্রবণ করেন,
তাহারা নিম্পাপ এবং তাঁহাদের কদাচ দারিদ্র্যহুৎ
হয় না । পুরাণকথা আরম্ভ হইলে যাহারা অন্তত
চলিয়া যাব বা ভোগান্তরে আসক্ত হয়, তাহাদের
পত্নী ও সকল সম্পদ বিনষ্ট হইয়া থাকে । যাহারা
উকীর দ্বারা মন্তক আবৃত করিয়া পুণ্য পুরাণকথা
শ্রবণ করে, তাহারা নরাধম বালক হইয়া জন্মগ্রহণ
করে । যাহারা তাহুল ভক্ষণ করিতে করিতে
পাবন পুণ্যকথা শ্রবণ করে, তাহারা কুকুরবিষ্ঠা
ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং নরকে পতিত হয় । যে
দান্তিক উচ্চাসনে আরূঢ় হইয়া পুরাণ শ্রবণ করে,
সে অক্ষয় নরক ভোগ করিয়া কাকজন্ম লাভ
করে । যাহারা বীরাসনারূঢ় কিংবা সিংহাসনস্থিত
হইয়া পুণ্য পুরাণ শ্রবণ করে, তাহারা অর্জুন
পাদপ হস্ত প্রণাম না করিয়া শ্রবণ করিলে বিব-
বৃক্ষ এবং শয়ান হইয়া শ্রবণে অজগর হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করে । যাহারা পুরাণবক্তার সমানাসনে
বসিয়া শ্রবণ করে, তাহারা গুরুতল্লগ পাপ প্রাপ্ত
হইয়া নরকে গমন করে । যাহারা পুরাণজ্ঞ ও পাপ-
হারিণী পুণ্য পুরাণকথার নিন্দা করে, তাহারা শত

মানবজন্মের পর কুকুর হইয়া জন্ম লয় । পুরাণ কথা
কীর্ত্যমান হইতে হইতে যে ব্যক্তি হৃষ্ট উত্তর করে,
তাহারা বহু গর্দভজন্মলাভ করিয়া অনন্তর অনেক
কুকলাস জন্ম প্রাপ্ত হয় । যে সকল মানব কদাচ পুণ্য
পুরাণকথা শ্রবণ করে না, তাহারা বিবিধ নরক-
ভোগান্তে বহু শূকর হইয়া জন্মগ্রহণ করে । কথা
কীর্তন কালে যে নর বিশ্ব উৎপাদন করে সে কোটি
বৎসর নরক ভোগ করিয়া গ্রাম্যশূকরজন্ম লাভ
করে । যে সকল নরোত্তম পুরাণকথার অনুমোদন
করেন, পুরাণ শ্রবণ না করিলেও তাঁহারা নিত্য
অব্যয় পদ লাভ করিয়া থাকেন । যে সকল মানব
পুণ্য পৌরাণিককথা শ্রবণ করান, তাঁহারা শতকোটি
কল্পকাল ব্রহ্মপদে বাস করেন । যে সকল লোক
পৌরাণিকের উপবেশনার্থ কহল, অজিন, বস্ত্র
কিংবা মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া দেন, তাহারা বিবিধ
ঐপুসিত বস্ত্রের উপভোগান্তে স্বর্গলোকে গমনপূর্বক
ব্রহ্মাদি লোকে অবস্থান করিয়া নিরাময় পদলাভ
করেন । যিনি পুরাণগ্রন্থ বক্তৃনের জন্ত উত্তম
নূতন সূত্র প্রদান করেন, তিনি প্রতিজন্মেই ভোগী
ও জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া থাকেন । যাহারা মহাপাতক
ও উপপাতকযুক্ত, তাহারাও পুরাণ শ্রবণ করিয়া
পরমপদ প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ঋষিগণ বেকটচলের

পৌরাণিকোত্তমম্ । পূজয়িত্বা যথাস্তায়ঃ প্রহরমতুলং
গতাঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সর্বতীর্থমহিমোপসংহারপূর্বক-
পুরাণশ্রবণপ্রক্রিয়াদানুবর্ণনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । শ্রুত সর্বতীর্থমহিমা বেদবেদান্ত-
পারগ । শ্রীবেঙ্কটচলে তীর্থং কটাহতীর্থং সুপাবনম্ ॥
১ ॥ শ্রুয়তে তন্ত্ৰ মাহাত্ম্যং ধ্রুবাতে চ জগদ্রয়ে ।
অস্মাকমেতদ্রুহি হং কৃপয়া ব্যাসশাসিত ॥ ২ ॥
পুরা বৈ নারদঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মপুত্রো মহানুবিঃ ।
বৈ নৈমিষারণ্যং সম্প্রাপ্তো দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
তদানীং ব্রহ্মপুত্রঃ তমর্ঘ্যপাদাদিত্যঃ শুভৈঃ ।
দ্বিত্বা যথাস্তায়ঃ পবিত্রে চ কুশাসনে ॥ ৪ ॥ সন্নিবেষ্ট
মহাভক্ত্যা বিনয়ানতকঙ্করাঃ । প্রণামা প্রার্থয়ামাসুরিমে
সর্বৈ মহর্ষয়ঃ ॥ ৫ ॥ ত্বাং বিনা নারদ শ্রীমন্নস্মাকং
ভুবনজয়ে । ধর্মোপদেশকঃ কশিচিন্নাস্তি নাশ্তি

মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ব্যাসানুগ্রহলব্ধ পৌরাণিকোত্তম
শ্রুতকে যথাযোগ্য পূজা করত বিপুল লাভ
করিলেন । ৩০—৫৭ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—শ্রুত ! আপনি
বেদবেদান্তের পারগামী, অতএব সর্বতীর্থমহিমা
হে মুন্যে ! বেঙ্কটচলের সুপাবন কটাহতীর্থ বিখ্যাত,
ত্রিজগতে কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয় ; হে
ব্যাসশিষ্য ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া কটাহতীর্থের
মাহাত্ম্য আমাদের নিকট বর্ণন । পূর্বকালে দ্বিজ-
সত্তম মহর্ষি ব্রহ্মতনয় শ্রীমান্ নারদ নৈমিষারণ্যের
দর্শনমানসে এখানে সমাগত হন । অনন্তর ঋষি
সকল শুভ পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা যথাবিধি তাহার
পূজা করিলে তিনি পবিত্র কুশাসনে উপবেশন
করিলে বিনয়ানতকঙ্কর নৈমিষারণ্যবাসী ঋষি-
সমূহ মহাভক্তি সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া
এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—হে শ্রীমন্ নারদ !
সর্বতীর্থমহিমা মধ্যে আপনাকে তির ভুবনজয়ে এমন

মহর্ষি ॥ ৬ ॥ বেঙ্কটচলো মহাপুণ্যে সর্বদেব-
নিষেবিতো । বৈকুণ্ঠাদাগতে দিব্যে সিদ্ধগচ্ছ-
সেবিতো ॥ ৭ ॥ কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং বর্ণয়াম্য বনো-
কসাম্ ॥ ৮ ॥ শ্রীনারদ উবাচ । শৃণুধর্মময়ঃ সর্বৈ
শৌনকাদ্যা মহোজসঃ । কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং কো
বেত্তি ভুবনজয়ে ॥ ৯ ॥ মহাদেবো বিজানাতি তন্ত্ৰ
তীর্থস্ত বৈভবম্ । যানি কানি চ পুণ্যানি ব্রহ্মাণ্ডা-
র্পতানি বৈ ॥ ১০ ॥ তানি গঙ্গাদতীর্থানি স্বপা-
পরিপ্তকরে । কটাহতীর্থসেবাঞ্চ কুর্কন্তি দ্বিজসত্তমাঃ ।
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণাঃ শূদ্রাশ্চেতরজাতয়ঃ স্পৃশন্তি
তজ্জলমিতি ন পিবেদ্যো বিমুঢ়ধীঃ ॥ ১২ ॥ স হি
চণ্ডালভ্যং প্রাপ্য কুন্তীপাকে পতিষ্যতি । ব্রহ্মচারী
গৃহস্থো বা বানপ্রস্থো যতীশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥ সেবয়া
তন্ত্ৰ তীর্থস্ত প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ । ঋতিশ্রুতি-
পুরাণেব তন্ত্ৰতীর্থস্ত প্রশংসনম্ ॥ ১৪ ॥ বহুধী বর্ণাতে
পঞ্চমহাপাতকনাশনম্ । অত্যাধুততরং বিপ্রাঃ
সর্বলোকৈকপাবনম্ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মহত্যাযুক্তঃ চাপি
সুরাপানায়ুক্তঃ তথা । অযুক্তঃ গুরুদারাণাং গমিনঃ

কোন লোকই দেগি না—যিনি ধর্মোপদেশ
প্রদান করেন । হে দেবর্ষে ! সর্বদেব-নিষেবিত
মহাপুণ্য বেঙ্কটচলে কটাহতীর্থ প্রতিষ্ঠিত । এই
কটাহতীর্থ দিব্যসিদ্ধ-গচ্ছসেবিত এবং উহা যেন
বৈকুণ্ঠ হইতে সমাগত হইয়াছে । আমরা বনবাসী
ঋষি, অন্য আমাদের নিকট সেই কটাহতীর্থের
মাহাত্ম্য কীর্তন করুন । ১—৮ । নারদ উত্তর করি-
লেন,—হে শৌনকাদি মহর্ষিগণ ! আপনারা শ্রবণ
করুন । এই ত্রিভুবনে কটাহতীর্থের মাহাত্ম্য কে
বিদিত আছেন ? একমাত্র মহাদেবই সেই তীর্থের
বিভূতি জানিতে সমর্থ । হে দ্বিজসত্তমগণ ! এই
ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে গঙ্গাদি যে সকল পুণ্যতীর্থ আছে, স্ব স্ব
ভক্তির জন্ত তাহারা কটাহতীর্থের সেবা করিয়া
থাকে । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এবং অস্তান্ত
জাতিগণ কটাহতীর্থের জল স্পর্শ করে ; এই মনে
করিয়া যে যুট মানব জলপান না করে, সে
চণ্ডালজন্য লাভ করিয়া কুন্তীপাকে পতিত হয় ।
ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং যতীশ্বর সকলেই
এই তীর্থসেবা করিয়া পরম পদপ্রাপ্ত হন । ঋতি,
শ্রুতি এবং পুরাণনিচয়ে পঞ্চমহাপাতকনাশন এই
কটাহতীর্থের প্রশংসা বহুধা বর্ণিত হইয়াছে । হে
বিপ্রগণ ! সর্বলোকপাবন এই কটাহতীর্থ অতীব
অদ্ভুত । এই কটাহতীর্থের সেবা করিলে অযুক্ত

পাপকারণম্ ॥ ১৬ ॥ স্তেরাযুতঃ সুবর্ণানাং তৎসংসর্গাচ্চ
কোটয়ঃ । শীঘ্রং বিলয়মায়াস্তি তন্তু তীর্থস্ত সেবয়া ॥
১৭ ॥ যানি নিষ্কৃতিহীনানি পাপানি বিবিধানি চ ।
তানি সর্গানি নশ্বান্তি তীর্থশাস্ত্র নিষেবণাৎ ॥ ১৮ ॥
ইদং তীর্থং মহাপুণ্যং ভগবৎপাদনিঃসৃতম্ । কুষ্ঠাদি-
রোগযুক্তো যঃ প্রত্যহং পিবেদিদম্ ॥ ১৯ ॥ সোহপি
রোগবিহীনঃ সন্ বিষ্ণুলোকং গচ্ছতি । ভগবান্
শঙ্করো দেবো রহস্তাভূতবে পুরা ॥ ২০ ॥ পার্শ্বত্যা
কথ্যামাস তন্তু তীর্থস্ত বৈভবম্ । উক্তেষেভেবু
সন্দেহো ন কর্তব্যঃ কদাচন ॥ ২১ ॥ অর্থবাদোহয়-
মিতি চ ন বক্তব্যং কদাচন । যোহর্থবাদমিদং
ক্রয়ন্তেষাং বৈ নাস্তিকান্যনাম্ ॥ ২২ ॥ বিহ্বাগ্রে
পরশুং তপ্তং প্রক্ষিপন্তি চ কিকরাঃ । তস্মাৎ কটাহ-
তীর্থং তু সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ ২৩ ॥ সর্বহুঃ-
প্রশমনমীপবর্গকলপ্রদম্ । যত্র পীত্বা নরো ভক্তা
সর্গান্ কামানবাধুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তা মহাভাগঃ
কালীং ত্রৈলোক্যপাবনীম্ । সম্প্রাপ্তো নারদঃ
শ্রীমান্ সূত পৌরানিকোত্তম ॥ ২৫ ॥ সঙ্ক্ষেপতন্
ভগবান্ নৈমিষে হ্যভুবান্ ধনু । ইদানীং শ্রোতু-

ব্রহ্মহত্যা, অযুতসুরাপান, অযুত-শুক্রদারগমন,
অযুত সুবর্ণস্তেয় এবং তৎসংসর্গজন্তু কোটি কোটি
পাপ সহস্র বিলয় প্রাপ্ত হয় । যে সকল পাপের
প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও নিষ্কৃতি হয় না, এই কটাহতীর্থের
সেবা করিলে তথাবিধ বহু পাপের বিনাশ
হইয়া থাকে । এই কটাহতীর্থ ভগবৎপাদনিঃসৃত :
অতএব মহাপুণ্য ; কুষ্ঠাদিরোগীও যদি প্রত্যহ এই
তীর্থের জলপান করে, তবে রোগহীন হইয়া বিষ্ণু-
লোকে গমন করিতে সমর্থ হয় । ভগবান্ শঙ্কর
এই তীর্থের মাহাত্ম্য অল্পভব করিয়া পূর্বকালে
পার্বতীর সমীপে তীর্থবৈভব বলিয়াছিলেন ; অত-
এব এই সকল উক্তিতে কদাচ সন্দেহ কর্তব্য নহে ।
ইহাতে অর্থবাদের নিবেশ কদাচ উচিত নহে ।
এই তীর্থমাহাত্ম্যবিষয়ে যে অর্থবাদের অবতারণা
করে, সেই নাস্তিকাত্মা ব্যক্তির জিহ্বাগ্রে যমকিকর-
গণ তপ্ত পরশু নিক্ষেপ করিয়া থাকে । ভক্তি-
পূর্বক এই তীর্থের জল পান করিয়া নর নিমিল
কামনা প্রাপ্ত হয় ; অতএব সর্বহুঃ প্রশমন ও
অপবর্গ কলপ্রদ এই কটাহতীর্থ প্রযত্ন সহকারে সদা
সেবনীয় । হে পৌরানিকোত্তম সূত ! মহাভাগ শ্রীমান্
নারদ এই কথা বলিয়া ত্রৈলোক্যপাবনী বারাগঙ্গীপুরে
গমন করেন । তিনি নৈমিষোপত্যে বসিয়া সংক্ষেপে

মিচ্ছামঃ কটাহস্ত চ বৈভবম্ ॥ ২৬ ॥ সুবিস্তরেণ
চাম্মাকং বদ সূত কৃপাবশাৎ ॥ ২৭ ॥ শ্রীসূত
উবাচ । ভোভোভুপোধনাঃ সর্বৈ নৈমিষারণ্য-
বাসিনঃ । কটাহতীর্থমাহাত্ম্যং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥
২৮ ॥ কটাহতীর্থং ভো বিপ্রাঃ সর্বলোকেষু বিপ্র-
তম্ । সর্বসম্পৎকরং শুদ্ধং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥
২৯ ॥ দুঃস্বপ্ননাশনং হেতুগ্রহপাতকনাশনম্ । মহা-
বিষপ্রশমনং মহাশাস্তিকরং নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥ স্মৃতিমাত্রেন
যৎ পুংসাং সর্বপাপনিষূদনম্ । মন্ত্ৰেণাষ্টাক্ষরেনৈব
পিবেতীর্থং মনোহরম্ ॥ ৩১ ॥ অথবা কেশবাদ্যাদ্য-
নামভিক্ষা পিবেজ্জলম্ । যদ্বা নামত্রয়গাপি
পিবেতীর্থং শুভপ্রদম্ ॥ ৩২ ॥ আহোনিদেহটেশস্ত
মন্ত্ৰেণাষ্টাক্ষরেন বৈ । পিবেৎ কটাহতীর্থং তদ্বৃদ্ধি-
মুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ৩৩ ॥ বিনা মন্ত্ৰেণ যো বিপ্রঃ
সম্পিবেতীর্থমুত্তমম্ । পাপং মে নাশয় কিপ্রং
জন্মান্তরকৃতং মহৎ ॥ ৩৪ ॥ ইত্যুক্তা স পিবেমিত্যাঃ
মোক্ষমার্গৈকসাধনম্ । স্বামিপুষ্করিণীমানং বরাহ-
শ্রীশদর্শনম্ ॥ ৩৫ ॥ কটাহতীর্থপানঞ্চ ত্রয়ং ত্রৈলোক্য-
দূর্লভম্ । বহুনা কিমিহোক্তেন ব্রহ্মহত্যাदि-
নাশনম্ ॥ ৩৬ ॥ পুরা কশ্চিদ্ধিজো মোহাৎ

এ বিষয় বর্ণন করিয়াছিলেন । সম্প্রতি বিস্তাররূপে
কটাহতীর্থের বিবৃতি শ্রবণে আমাদের অভিলাষ হই-
তেছে, অতএব হে সূত ! কৃপা করিয়া এবিষয় বর্ণনা
করুন ॥ ২৬—২৭ ॥ সূত উত্তর করিলেন,—হে নৈমিষা-
রণ্যবাসি ঋষিগণ ! আপনারা সকলে কটাহতীর্থের
মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন । হে দ্বিজসত্তমগণ ! কটাহ-
তীর্থ ত্রৈলোক্যবিখ্যাত, সর্বসম্পৎকর, শুদ্ধ, সর্বপাপ-
প্রণাশন, দুঃস্বপ্ননাশন ও মহাপাপনাশক । হে
বিপ্রগণ ! মানবগণের মহাবিষপ্রশমন মহাশাস্তি-
কর এই কটাহতীর্থের স্মরণমাত্রেই সর্বপাপ-বিংধস
হইয়া থাকে । অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা কিংবা বিষ্ণুর
কেশবাদি নাম অথবা বিষ্ণুর নামত্রয়মন্ত্র বা বেঙ্কট-
পতির অষ্টাক্ষর মন্ত্র কীর্তনপূর্বক শুভপ্রদ কটাহ-
তীর্থের জল পান করিলে মানবগণের ভুক্তিমুক্তি
লাভ হয় । “আমার জন্মান্তরকৃত মহাপাপ বিনষ্ট
কর” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া বিনা মন্ত্রেও যে
বিপ্র নিত্য উত্তম কটাহতীর্থে প্রবেশ করেন ।
এই জ্ঞানই তাঁহার মোক্ষমার্গের সাধক হইয়া
থাকে । স্বামিপুষ্করিণীমান, বরাহদেব-দর্শন এবং
কটাহতীর্থের জলপান ত্রৈলোক্য এই তিন বস্তু
দূর্লভ । এ বিষয়ে অধিক বলিয়া আর কি হইবে,

কেশবাখ্যো বহুতম। ইহা খজেন হুর্কু।
 ব্রহ্মহত্যামবাস্তবান্ ॥ ৩৭ ॥ সোহপি তন্মিহাতর্থে
 পীবা ক্রমমহুতমম্। কেশবাখ্যো মহাপাপী বিমুক্তো
 ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৩৮ ॥ ঋষয় উচুঃ। কস্ত পুত্রঃ কেশ-
 বাখ্যঃ কথং প্রাপ্তো ভয়ঙ্করীম্। ব্রহ্মহত্যামতি-
 ক্রুরামস্মাকং বক্তুমর্হসি ॥ ৩৯ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ।
 তুঙ্গভদ্রাতটে রম্যে গন্ধর্ষৈরুপসেবিতৈ। অগ্র-
 হারো মহানাসীদ্বোদ্যা ইতি নামতঃ ॥ ৪০ ॥ তন্মিন
 বেদপুরে রম্যে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ। শকশাস্ত্র-
 পরাঃ সর্ষে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ ॥ ৪১ ॥ মীমাংসা-
 তর্কশাস্ত্রজাঃ সর্ষে বেদান্তবাদিনঃ। ধর্মশাস্ত্রেষু
 নিরতা অন্নদানপরাঃ সদা ॥ ৪২ ॥ পুত্রবন্তশ্চ তে
 সর্ষে হগ্রহারে মহাজনাঃ। বেদোচ্যেহপ্যগ্রহারে
 বৈ পদ্মনাভ ইতি ক্রতঃ ॥ ৪৩ ॥ তস্ত পুত্রঃ
 কেশবাখ্যঃ সর্ষকর্মবহিক্রতঃ। মাতরং পিতরং
 ত্যক্তা ভাধ্যামপি পতিব্রতাম্ ॥ ৪৪ ॥ সর্ষদা
 গণিকাসক্তো বেষ্ঠাগারং বিবেশ হ। দিনদ্বয়ে
 চ তাং বেষ্ঠামহুভূয় দ্বিজস্তুতঃ ॥ ৪৫ ॥ নিক-

এই তীর্থপ্রভাবে ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট হয়। পূর্বকালে
 কেশবনামক জনৈক দ্বিজ, হুর্কুদ্বিবশত মোহিত
 হইয়া এক বেদবিৎ বিপ্রকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-
 জনিত পাপে লিপ্ত হন। সেই মহাপাপী কেশবও
 এই মহাতীর্থ কটাহের জল পান করিয়া ব্রহ্মহত্যা
 হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করি-
 লেন,—কেশব কাহার পুত্র? কিসে করিয়াই বা তিনি
 ভয়ঙ্কর মহাক্রুর ব্রহ্মহত্যায় লিপ্ত হইয়াছিলেন?
 এ বিষয় আমাদের নিকট বলুন। শ্রুত উত্তর
 করিলেন,—গন্ধর্ষগণনিষেবিত রম্য তুঙ্গভদ্রাতটে
 বেদপুর নামক এক নগর আছে, তথায় বেদাচা-
 নামে জনৈক প্রধান অগ্রহার ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই
 রম্য বেদপুরনগরে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করিতেন,
 তাঁহারা সকলেই দেবপারগ, শকশাস্ত্রনিরত,
 জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্তক, মীমাংসা ও সর্ষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ,
 বেদান্তবাদী, ধর্মশাস্ত্রনিরত, সতত অন্নদাতা এবং
 সকলেই পুত্রবান্ ও অগ্রগ্রহণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই
 অগ্রহার বেদোচ্যের বংশে পদ্মনাভ নামক জনৈক
 বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্ষকর্মবহিক্রত কেশব
 তাঁহারই তনয়। বেষ্ঠাসক্ত কেশব পিতা, মাতা এবং
 পতিব্রতা পত্নী পরিত্যাগ করিয়া সতত গণিকাগৃহেই
 বাস করিতে লাগিল। অনন্তর দিনদ্বয় অতীত
 হইলে কেশব সেই বেষ্ঠার আসক্ত হইয়া তাহার

দ্বয় প্রদাতব্যং হস্তে দধা গতিঃ সুখম্। বেষ্ঠয়া
 চাধনস্ত্যক্তস্তৎসংঘোগৈকতৎপরঃ ॥ ৪৬ ॥ ইতস্ত-
 চোন্নয়িহা বহুদ্রব্যানি সন্ততম্। দধা তয়া চিরং
 রেমে তদগৃহে বৃহজে চ সঃ ॥ ৪৭ ॥ একেন চযক্শে-
 নাসৌ তয়া সহ পুরাং পপৌ। স কদাচিৎ কিরা-
 তৈস্ত দ্রব্যং হর্ভুঃ যমৌ দ্বিজঃ ॥ ৪৮ ॥ বিপ্রস্ত
 কস্তচিদগোহে সোহপি কৈরাতবেশধুক্। কেশবো
 বিপ্রবন্ধুর্বে সাহসী খড়্গহস্তবান্ ॥ ৪৯ ॥ তদগৃহ-
 স্বামিনং বিপ্রং হহা খজেন সাহসাৎ। সমাদায়
 বহুদ্রব্যং বেষ্ঠাগারং বিবেশ হ ॥ ৫০ ॥ তং
 যান্তমহশতিম্ ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী। নীলবস্ত্রধরা
 ভীমা তুংগং রক্তশিরোরুহা ॥ ৫১ ॥ গর্জন্তী সাট-
 হাসং সা কম্পয়ন্তী চ রোদসী। অমুদ্রুতস্তয়া
 বিপ্রো বভ্রাম জগতীতলে ॥ ৫২ ॥ এবঃ ভ্রমন্ ধরাং
 সর্ষাং বিপ্রবন্ধুহরানুবান্। স্বগ্রামং প্রযযৌ ভীত্যা
 শৌনকাদ্যা মহোজসঃ ॥ ৫৩ ॥ অমুদ্রুতস্তয়া ভীতঃ
 প্রযযৌ শ্বনিকেতনম্। ব্রহ্মহত্যা প্যমুদ্রুত্যা তেন

হস্তে নিক্রম্য প্রদানপূর্বক অতীব সুখানুভব করিল।
 বেষ্ঠাগণ নির্ধন ব্যক্তিতে অমুদ্রুত থাকে না, বেষ্ঠা-
 সক্ত কেশব এইরূপ মনে করিয়া ইতস্ততঃ চৌধারুতি
 দ্বারা বহু দ্রব্য আহারণপূর্বক বেষ্ঠাকে দান করত
 তাহার সহিত বিবিধ রীতিসুখ অনুভব করিতে
 লাগিল। ৩৭—৪৭। কেশব সেই বেষ্ঠার গৃহে
 ভোজন ও তাহার সহিত একপাত্রের মদ্যপান করিতে
 লাগিল। একদা কেশব কিরাতবেশ ধারণপূর্বক
 অস্তান্ত কিরাতগণ সহ জনৈক দ্বিজের গৃহে চুরি
 করিতে গিয়াছিল। দ্বিজাধম হুন্দাহনিক কেশব
 হস্তে গজা লইয়া সেই দ্বিজের গৃহে প্রবেশ করিল
 এবং খড়্গ দ্বারা সেই গৃহস্থামী ব্রহ্মণকে নিহত করিয়া
 তাঁহার সমস্ত দ্রব্য গ্রহণপূর্বক বেষ্ঠালগ্নে প্রবেশ
 করিল। তখন ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যাও কেশবের
 অনুসরণ করিল। সেই ভয়ঙ্করী ব্রহ্মহত্যার
 পরিবানে নীল বস্ত্র, মস্তকের কেশসমূহ অত্যন্ত
 লোহিতবর্ণ এবং সে যেন অট্টোহাস স্তম্ভকারে গর্জম
 করিতে করিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। কেশব
 তাহাকে দর্শন করিয়া ভীতিবশতঃ বেষ্ঠাগৃহ পরি-
 ত্যাগপূর্বক প্রধাবিত হইল এবং সমস্ত জগতীতল
 পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। কেশব যে স্থানে
 যাইতে লাগিল, ব্রহ্মহত্যাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ
 তথায় গমন করিল। মহাতেজা শৌনকাদি মুনিগণ।
 দ্বিজাধম হুন্দাহনিক কেশব ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক অমুদ্রুত

সাক্ষী গৃহং যযৌ ॥ ৫৪ ॥ জনকঃ রক্ষা রক্ষতি
কেশবঃ শরণং যযৌ । মা ভৈরীরিতি স প্রোচ্য
পিতা রক্ষিতুং দ্যতঃ ॥ ৫৫ ॥ ক্রুরৈনঃ ব্রহ্মহত্যা
সা জনকঃ প্রত্যভ্যত ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মহত্যোবাচ ।
মৈনঃ হং প্রতিগৃহীষ্য পদ্মনাভ বিজোক্তম । অয়ং
সুরাপী তেয়ী চ ব্রহ্মহা চাতিপাতকী ॥ ৫৭ ॥ মাতৃ-
দ্রোহী পিতৃদ্রোহী ভাৰ্য্যাত্যাগী চ দুষ্টবীঃ । গনিকা-
সক্তচিত্তঃ হেনং মুঞ্চ দুঃস্বপ্নকম্ ॥ ৫৮ ॥ গৃহাসি চেৎ
সুতং বিপ্র মহাপাতকিনঃ যথা । ব্রহ্মার্যামস্ত ভাৰ্য্যাক
হ্মাক পুত্রমিমং দ্বিজ ॥ ৫৯ ॥ তক্ষমিব্যামি বংশক
তন্মানুঞ্চ দুঃস্বপ্নকম্ । ইমং ত্যজসি চেৎ পুত্রং
যুমান্ মুঞ্চামি সাম্প্রতম্ ॥ ৬০ ॥ নৈকস্তার্থে কুলং
হন্তুমর্হসি হং মহামতে । ইত্যুক্তঃ স তয়া তত্র পদ্ম-
নাভোহব্রবীচ্চ তাম্ ॥ ৬১ ॥ পদ্মনাভ উবাচ ।
বাধতে মাং সুতস্নেহঃ কথং পুত্রং পরিত্যজে ।
ব্রহ্মহত্যা তদাকর্ণ্য পদ্মনাভঃ তমব্রবীৎ ॥ ৬২ ॥

হইয়া সমস্ত জগতীতল পরিভ্রমণপূর্বক ভীতিবশতঃ
অবশেষে স্বীয় আবাসে উপনীত হইল । ব্রহ্মহত্যাও
তাহার সহিত তদীয় গৃহে প্রবেশ করিল । তখন সে
“হে জনক ! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর” এই বলিয়া
পিতার শরণাপন্ন হইল । তখন তদীয় পিতা পদ্মনাভ
“ভয় নাই ভয় নাই” বলিয়া তনয়ের রক্ষার্থে উদ্যত
হইলে ব্রহ্মহত্যা “এই কেশব অতীব ক্রুরমতি” এই-
রূপ বলিয়া পদ্মনাভকে বলিতে লাগিল । ব্রহ্মহত্যা
বলিল,—হে বিজোক্তম পদ্মনাভ ! ইহাকে গ্রহণ
করিও না ; এই কেশব সুরাপী, তক্ষর, ব্রহ্মঘাতী,
অতিপাতকী, মাতৃদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, ভাৰ্য্যাত্যাগী,
কুবুজি এবং বেণ্ডাসক্ত ; অতএব এই দুঃস্বপ্নকে
পরিত্যাগ কর । হে বিপ্র ! এই মহাপাতকী
পুত্রকে যদি বধা গ্রহণ কর, হে বিজ ! তবে তোমার
ভাৰ্য্যা, পুত্রবধূ, পুত্র এমন কি তোমার বংশসহিত
তোমাকেও ভক্ষণ করিব । অতএব এই দুঃস্বপ্নকে
ত্যাগ কর ; আর ইহাকে ত্যাগ করিলে সম্প্রতি
তোমাকে ও তোমার ভাৰ্য্যা পুত্রবধূ প্রভৃতি অস্তান্ত
সকলকেই ত্যাগ করিবে । হে মহামতে ! এক-
জন্মের জন্ত সমস্ত কুল বিনাশ করা তোমার উচিত
হয় না । ব্রহ্মহত্যা এইরূপ বলিলে, বিজ পদ্মনাভ
ব্রহ্মহত্যাকে বলিতে লাগিলেন । পদ্মনাভ বলি-
লেন,—পুত্রস্নেহে আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে,
অবশ্যে কিরূপে ইহাকে পরিত্যাগ করিব ? ব্রহ্ম-
হত্যা পদ্মনাভের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বলিতে

ব্রহ্মহত্যোবাচ । পুত্রোহয়ং পতিতৌহন্তে বর্ণাশ্রম-
বহিষ্কৃতঃ । পুত্রেন্নশ্বিন্ মা কুরু মেহং নিন্দিতঃ ভক্ত
দর্শনম্ ॥ ৬৩ ॥ ইত্যুক্তা ব্রহ্মহত্যা সা পদ্মনাভস্ত
পশুতঃ । হস্তেন প্রজহারাস্ত সুতং কেশবনামকম্ ॥
৬৪ ॥ করোদ তাত তাতৈতি জনকঃ প্রব্রবন্ধুঃ ।
কুরুহর্জনকো মাতা ভাৰ্য্যা তস্ত দুঃস্বপ্নকঃ ॥ ৬৫ ॥
তশ্চিন্ কালে মহাভাগো ভরদ্বাজো মহামুনিঃ । দিষ্টা
সমাযযৌ যোগী শৌনকাদ্যা মহোজসঃ ॥ ৬৬ ॥
পদ্মনাভোহথ তং দৃষ্টা ভরদ্বাজং মহামুনিম্ ।
প্রণম্য শরণং যযাচে পুত্রকারণম্ ॥ ৬৭ ॥ ভরদ্বাজ
মহাভাগ সাক্ষাৎক্ষিপ্যশকো ভবান্ । বদদর্শনম-
পুণ্যানাং ভবিতা ন কদাচন ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মহা চ সুরাপী
চ তেয়ী চাভূৎ সুতো মম । পুত্রং প্রহর্তুমারাতা
ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্করী ॥ ৬৯ ॥ ভূয়াদ্বথা মে পুত্রোহয়ং
মহাপাতকমোচিতঃ । ঘোরৈরয়ং ব্রহ্মহত্যা চ যথা
নীত্বং লয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭০ ॥ তমুপায়ং বদদ্বাদ্য মম
পুত্রে দয়াং কুরু । এক এব হি পুত্রো মে নাতৌহন্তি
তনয়ো মুনৈঃ ॥ ৭১ ॥ সুতে যুতে তু বংশো মে
সমুচ্ছিদ্যেত মূলতঃ । ততঃ পিতৃত্যঃ পিতৃনাং

লাগিল ॥ ৬৮-৬৯ ॥ ব্রহ্মহত্যা বলিল,—তোমার এই তনয়
পতিত হইয়া বর্ণাশ্রমবহিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার দর্শনও
নিন্দনীয় ; অতএব ইহাকে ত্যাগ কর । ব্রহ্মহত্যা
এইরূপ বলিয়াই পদ্মনাভের সমক্ষেই পদ্মনাভ-তনয়
কেশবকে হস্ত দ্বারা প্রহার করিল । কেশব বার-
বার “হা পিতঃ হা পিতঃ” বলিয়া ক্রন্দন করিতে
লাগিল, তদর্শনে দুঃস্বপ্না কেশবের জনক, জননী,
এবং ভাৰ্য্যাও রোদন করিতে লাগিলেন । হে মহোজা
শৌনকাদি মুনিগণ ! এই অবসরে মহাভাগ মহামুনি
যোগী ভরদ্বাজ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপনীত হইলেন ।
অনন্তর পদ্মনাভ সেই মহামুনি ভরদ্বাজকে দর্শন-
পূর্বক স্তুতি প্রণতি দ্বারা পুত্রের জন্ত তাঁহার শরণা-
পন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—হে মহাভাগ ভর-
দ্বাজ ! আপনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ ; মহামুণ্ড
কদাচ আপনার দর্শনলাভ করিতে পারে না ।
আমার পুত্র ব্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী এবং তক্ষর হই-
য়াছে ; ভয়ঙ্কর ব্রহ্মহত্যা তাহাকে প্রহার করিতে
আগমন করিয়াছে । এক্ষণে আমার পুত্র যাহাতে
মহাপাতকবিশুদ্ধ হয় এবং এই ভীষণ ব্রহ্মহত্যাও
সকল লয় পায়, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করিয়া
তাহার উপায় বলুন । হে মুনি ! আমার অস্ত
তনয় নাই, কেশবই আমার একমাত্র পুত্র ; আমার

কটাহতীর্থঃ কটাহতীর্থঃ ১২ ॥ ততঃ কৃপাঃ
মঙ্গলপ্রদম্ । ব্রহ্মহত্যাदिपापस्य बाह्यार्थप्रदायकम् ॥
১৩ ॥ ধাহা তু সূচিরঃ
কালঃ পদ্মভাঃ বচোব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ ভরদ্বাজ
উবাচ । পদ্মভাঃ কৃতং পাপমতিক্রমঃ সূতেন তে ।
নাস্ত পাপস্ত শাস্তিঃ স্তাৎ প্রায়শ্চিত্তায়ুতৈরপি ॥ ১৫ ॥
তথাপি তে সূতস্তাহমস্ত পাপস্ত শাস্তয়ে । প্রায়শ্চিত্তঃ
বদিষ্যামি পদ্মভাঃ শুন দ্বিজ ॥ ১৬ ॥ গঙ্গায়া
দক্ষিণে ভাগে দ্বিশতীযোজনে দ্বিজ । পূর্বাষ্টোধ্যৈঃ
পশ্চিমে তু পঞ্চতিষোজনেঽস্থিতে ॥ ১৭ ॥ সুবর্ণ-
মুখরীতীরে চোত্তরে ক্রোশমাত্রকে । বেকটাদিরিতি
কথ্যঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ১৮ ॥ মেরুপুত্রো মহা-
পুণ্যঃ সর্বদেবাতিবন্দিতঃ । বৈকুণ্ঠলোকাদানীতো
বিকোঃ ক্রীড়াচলো মহান ॥ ১৯ ॥ গরুড়তা বেগবতা
কর্ণমুখ্যাস্তটে শুভে । বর্ততে দেবসংজ্ঞেষ্ট ঋনি-
সংজ্ঞেষ্ট পূজিতঃ ॥ ২০ ॥ তস্মিন্ বেকটশৈলেন্দ্রে
সাক্ষ্যায়ামগঃ স্বয়ম্ । লক্ষ্মীদেব্যা চ ভূদেব্যা
নীলাদেব্যা সমাগতঃ ॥ ২১ ॥ বর্ততে বেকটেশঃ স
সাক্ষ্যায়োকপ্রদায়কঃ । তস্ত বেকটনাথস্ত স্থানয়ন্ত

তথোত্তরে ॥ ২২ ॥ কটাহতীর্থঃ বিপ্রেন্দ্র বর্ততে
মঙ্গলপ্রদম্ । ব্রহ্মহত্যাदिपापस्य बाह्यार्थप्रदायकम् ॥
২৩ ॥ সূতেন সাক্ষ্যঃ বিপ্রেন্দ্র পির তীর্থঃ মনোহরম্ ।
ভরদ্বাজস্ত বাক্যঃ তচ্ছ্রুত্বা বৈ বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥
শিরসা তং প্রণম্যাস্থ যমৌ বেকটপর্বতম্ ॥ ২৫ ॥
তং গঙ্গা বেকটং শৈলং স্বামিপূজরীজলে । সূতেন
সাক্ষ্যঃ বিপ্রেন্দ্রঃ সগৌ নিয়মপূর্বকম্ ॥ ২৬ ॥ বরাহ-
স্বামিনঃ নহা ত্রিনিবাসালয়ং গতঃ । প্রদক্ষিণং ততঃ
কৃতা বিমানং সম্প্রণম্য চ ॥ ২৭ ॥ পদ্মভাতোহথ
পুত্রেন কেশবেন তুরাগ্রনা । পপৌ কটাহতীর্থং
তত্র ব্রহ্মহত্যাविनाशकम् ॥ ২৮ ॥ তদানীং ব্রহ্মহত্যা
সা শীঘ্রমেব লয়ং গতা । অনন্তরং ততো গঙ্গা
বেকটেশং কৃপানিধিম্ ॥ ২৯ ॥ পুত্রেন সহ বিপ্রেন্দ্রঃ
পদ্মভাতো দর্শনং ॥ তদা প্রাহুর্ভূদেবো
বেকটেশো দয়ানিধিঃ ॥ ৩০ ॥ কটাহতীর্থপানেন
তোষিতো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ ত্রিভগবানুবাচ ।
পদ্মভাঃ মহাবুদ্ধে দেবেদান্তপারগ । ভরদ্বাজস্ত
বাক্যেন প্রাপ্য বেকটপর্বতম্ ॥ ৩২ ॥ কটাহতীর্থং
ত্রঃ পীঠা কৃতার্থোহসি ন সংশয়ঃ । তব পুত্রঃ

এই পুত্র মরিলেই আমার কুল সমূলে উৎসাদিত
হইবে; এবং এই তনয় তির আমার পিতৃগণের
জন্মপিওদাতা আর কেহই নাই । হে ভরদ্বাজ !
অতএব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন । সাক্ষ্য
নারায়ণাংশ ভরদ্বাজ পদ্মভাঃ কর্তৃক এইরূপে
প্রার্থিত হইয়া কণকাল ধ্যান করত তাঁহাকে বলিতে
লাগিলেন । ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে পদ্মভাঃ !
তোমার কুর তনয় অত্যন্ত পাপ করিয়াছে, অমৃত
প্রায়শ্চিত্তেও এ পাপের শাস্তি নাই । হে দ্বিজ
পদ্মভাঃ ! তথাপি আমি তোমার পুত্রের পাপ-
শাস্তির এক প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে
দ্বিজ ! গঙ্গার দক্ষিণভাগে দ্বিশতযোজন এবং
পূর্বসাগরের পশ্চিমে পাঁচযোজনপরিমিত স্থান
ব্যবধানে, সুবর্ণমুখরীতীরের ক্রোশমাত্র উত্তরে
সর্বলোকনমস্কৃত সুরগণপূজিত সুমেরু-তনয়
মহাপুণ্য বিখ্যাত বেকট পর্বত অবস্থিত । বেগ-
বান্ গরুড়—বিকুর ক্রীড়াপর্বত এই শ্রেষ্ঠ বেকট-
শিরিকে বৈকুণ্ঠ হইতে আনয়ন করিয়া সুশোভন
সুবর্ণমুখরীতীরে স্থাপিত করিয়াছে । দেব ও
কর্ষিগণ সতত ইহার পূজা করেন এবং এই বেকট-
শৈলেন্দ্রে মোক্ষদায়ক । সাক্ষ্য বেকটপতি ত্রিনিবাস
স্বামী, তুমি ও নীলা দেবীর সহিত বিদ্যমান

রহিয়াছেন । হে বিপ্রেন্দ্র ! বেকটনাথালয়ের উত্তরে
মঙ্গলদায়ক কটাহ তীর্থ । এই তীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি-
পাপবিনাশ ও অভীষ্ট ফল দান করিয়া থাকে । হে
দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! পুত্রের সহিত তথায় গমন করিয়া কটাহ
তীর্থোদক পান কর । অনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদ্মভাঃ
ভরদ্বাজের বেদসম্মিত বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তক
দ্বারা তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বেকটশৈলে চলিয়া
গেলেন । ২৩—২৪ । তিনি তথায় গিয়া পুত্রের সহিত
নিয়মপূর্বক স্বামিপূজরীজলে স্নান করিলেন । তদ-
নন্তর বরাহস্বামীকে প্রণাম, ত্রিনিবাসালয়ে গমন,
তাঁহাকে ও তদীয় বিমানকে প্রদক্ষিণ ও মমকার
করিয়া তুরাগ্রা তনয় কেশবের সহিত ব্রহ্মহত্যাবিনাশন
কটাহতীর্থের বারিপান করিলেন; তখন ব্রহ্মহত্যাও
মুহূর্তমধ্যে বিলীন হইয়া গেল । অনন্তর বিপ্রেন্দ্র
পদ্মভাঃ পুত্রের সহিত গমন করিয়া কৃপানিধি
বেকটপতিকে দর্শন করিলেন; দয়ানিধি বেকট-
পতিও কটাহতীর্থপায়ী পদ্মভাতের প্রতি ত্রিভূতক
তাঁহার সম্মুখে প্রাহুর্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন ।
ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে পদ্মভাঃ ! তুমি
বেদবেদান্তের পারগামী, সম্ভ্রান্তি ভরদ্বাজবাক্যে
বেকটাচলে আসিয়া মহাতীর্থ কটাহের বারিপান
করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ, তোমার তনয় কেশবও

কেশবাখ্যো বিমুক্তো ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ১৩ ॥ তস্মাৎ
কটাহতীর্থে তু সেবনীয়ঃ প্রযত্নতঃ । তস্মিন্স্থীর্থে
মহাভাগং পীঠা জলমমৃতমম্ ॥ ১৪ ॥ পাপিনোহপি
কৃৎসর্গাঃ স্যাঃ সত্যঃ সত্যং ন সংশয়ঃ । মামকং
লোকমাগতা সুখী ভব'মহামতে ১৫ ॥ ইত্যুক্তা
বেকটেশোহসাবস্তকানং গতস্ততঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রীমত
উবাচ । তস্মাত্তপোধনাঃ সর্বে শৌনকাদ্যা মহো-
জসঃ । কটাহতীর্থমাহাশ্রমমিতিহাসসমবিতম্ ॥ ১৭ ॥
যথাক্রমং ময়া সম্যক্কথোক্তং ভবতাং দ্বিজাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কটাহতীর্থপ্রশংসনং নামাষ্ট্রা-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমদুচ্যতঃ । তীর্থানামিত সর্বেষাং প্রভাবঃ
কথিত ইয়া । নদীনাং পর্বতানাঞ্চ ক্ষেত্রানাং সরসা-
মপি ॥ ১ ॥ নিদেশাৎ পদ্মগর্ভস্ত সুবর্ণমুখরী নদী ।
নীতা ভুবনগন্তোহন বাখ্যাতা ভবতানঘ ॥ ২ ॥
ততঃপদ্বিপ্রভাবঞ্চ তীর্থোচ্যাস্তৎসমাশ্রয়ান্ । শ্রোতৃ-

ব্রহ্মহত্যাবিমুক্ত হইয়াছে, সংশয় নাই । অতএব এই
কটাহতীর্থ প্রযত্ন সহকারে সেবনীয় ! হে মহাভাগ !
আমি তিন সত্য করিয়া কহিতেছি,—পাপিগণও
এই কটাহতীর্থের অমৃতম বারিপানে কৃতার্থ হইয়া
ধাকে । হে মহামতে ! তুমি সহরই আমার
বৈকুণ্ঠলোকে আগমন করিয়া সুখী হইবে ।
বেকটপতি • এইরূপ বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত
হইলেন । শ্রুত বলিলেন,—হে শৌনকাদি তপো-
ধনগণ । আপনারা সকলেই মহাতেজঃসম্পন্ন ।
হে দ্বিজগণ । এই ইতিহাসসমবিত কটাহতীর্থ-
মাহাশ্রম আমি যেরূপ উল্লিখিত করিলাম, তাহা সম্যক
রূপে আপনাদের নিকট বর্ণন করিলাম । ৮৫—৯৮ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

শ্রীবিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে শ্রুত । আপনি
তীর্থ, নদী, পর্বত, ক্ষেত্র ও সরোবরসমূহের প্রভাব
বর্ণন করিয়াছেন । হে অনঘ ! পদ্মগর্ভ ব্রহ্মার
আদেশে মহর্ষি অগস্ত্য যেরূপে সুবর্ণমুখরী নদীকে
পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও কীর্তন

সম্প্রীতিকরংপন্ন তস্মৈ বক্তুঃ স্বমহসি ॥ ৩ ॥ প্রথম
শম্ভুঃ নন্দীশঃ বড়ান্তঃ ব্যাসমেব ৮ । মুনিজিঃ
প্রার্থিতঃ শ্রুতস্তদা বক্তুঃ প্রচক্রমে ॥ ৪ ॥ শ্রীমত
উবাচ । সাধু পৃষ্টং মহাভাগা তবদ্বির্বাক্যাবহম্ ।
আখ্যানমেতদায়ায়প্রবণোদ্ধৃতিসিক্তম্ ॥ ৫ ॥ শ্রুতা-
বহিতা দিব্যাঃ কথাঃ কল্পবনাম্বিনীম্ । ভরদ্বাজেন
কথিতাঃ পার্থায় কথয়ামি বঃ ॥ ৬ ॥ অবাপ্য ভ্রপ-
দাৎ প্রাজ্ঞাদ্বাজসেনীং পৃথাসুতাঃ । ধৃতরাষ্ট্রনিদে-
শেন জগ্মুঃ করিপূরং শুভম্ ॥ ৭ ॥ ভীষ্মেন চাশ্বি-
কেয়েন তত্র সন্মানিতাস্তদা । দুর্যোধনাদিত্য
সার্কঃ শ্রবসন্ পঞ্চ বৎসরান্ ॥ ৮ ॥ ততোহহুর্নিষ্টৌ
ভীষ্মাদৌধর্তরাষ্ট্রৌ মহাযশাঃ । সর্বেনাং কুল-
বৃদ্ধানাং বাসুদেবশ্চ চাগ্রতঃ ॥ ৯ ॥ প্রদদৌ পাণ্ডু-
পুত্রোভ্যস্তৎসেবাসুপ্তমানসঃ । সার্করাজাঃ পুরবরঃ
খাণ্ডবপ্রস্থসংজ্ঞকম্ ॥ ১০ ॥ আমন্ত্য পাণ্ডুনয়া
ধৃতরাষ্ট্রাদিকান কুরুন । জগ্মুস্তৎখাণ্ডবপ্রস্থঃ পুরঃ
কুরুসমবিতাঃ ॥ ১১ ॥ ইন্দ্রপ্রস্থস্থয়ে তত্র রচিতৈ
বিশ্বকর্ম্মণা । বসন্ পুরেহশিবৎ পৃথ্বীং সান্নজ্যে ধর্ম্ম-

করিয়াছেন ; একগে সুবর্ণমুখরী ও তদামিত
তীর্থসমূহের প্রভাব শ্রবণ করিবার জন্য আমাদের
ওৎসুক হইতেছে । অতএব তৎসমস্ত আমাদিগের
নিকট বর্ণন করুন । অনন্তর শ্রুত মুনিগণ কর্তৃক
প্রার্থিত হইয়া নন্দীশ, শম্ভু, বড়ানন এবং ব্যাসকে
প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন । শ্রুত বলিলেন,—
হে মহাভাগগণ ! আপনারা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন ;
এই আখ্যানপাঠ মঙ্গলাবহ এবং শ্রবণে সকল সিদ্ধি
লাভ হয় । এই উপাখ্যান ভরদ্বাজ, পার্থের নিকট
বলিয়াছিলেন, আমিও তাহাই আপনাদের নিকট
বলিয়াছি । যুধিষ্ঠিরাদি কুন্তীনন্দনগণ প্রাজ্ঞ ভ্রপদ-
রাজের নিকট যাজ্ঞসেনীকে প্রাপ্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের
আদেশে সুশোভন হস্তিনাপুরে গমন করেন ।
তথায় অদিকাতনয় ও ভীষ্ম কর্তৃক সন্মানিত হইয়া
পাঁচবৎসরকাল দুর্যোধনাদির সহিত বাস করেন ।
অনন্তর পাণ্ডুনন্দনগণের সেবায় পরিতুষ্ট মহাযশা
ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মাদির অমুশাসনে নিখিল-কুলবৃদ্ধগণ ও
বাসুদেবের সমক্ষে তাঁহাদিগকে অর্করাজ্যের সহিত
খাণ্ডবপ্রস্থ নামক উত্তমপুর প্রদান করেন । ১—১০ ।
তখন যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুনন্দনগণ ধৃতরাষ্ট্রাদি কুরুগণকে
সভাসনপূর্ব্বক কুরুসমভিব্যাহারে সেই পুরবর
খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করিলেন এবং ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির
বিশ্বকর্ম্মরচিত ইন্দ্রপ্রস্থপুরে বাস করত অমৃতগণ

নন্দনঃ । ১২ । গতে কৃকে নিজপুরং নারদস্তাশ্রম-
নাং । প্রতিজ্ঞাং চক্রিরে পার্থা ধর্মজ্ঞা দ্রোপদী
প্রতি ১৩ ৷ যথাক্রমেণ সা কৃকা বর্ষমেতেকমাদরাং ।
এতৈকস্ত গৃহে তিষ্ঠেৎ প্রতিনির্ণয়পূর্বকম্ ৷ ১৪ ৷
যঃ পশ্চেতাং পরগৃহে হিতাং পাকালানন্দিনীম্ ।
তেনৈকহারনমিতং বিধেয়ং তীর্থসেবনম্ ৷ ১৫ ৷
এবং কৃতপ্রতিজ্ঞাস্তে পাণ্ডুপালনন্দনাঃ । ব্যাপারৈ-
লোকসামান্যৈর্নিম্নাঃ কালমতন্ত্রিতাঃ ৷ ১৬ ৷ অথ
জানপদো বিপ্রো রাজগেহাজনে হিতঃ । চুক্ৰোশ
বরুধা ধেনুর্হতা মে তকরৈরিহি ৷ ১৭ ৷ সমাশ্রিত্য
চ তং বিপ্রং প্রবিবেশ ধনঞ্জয়ঃ । আশ্রয়ানি সমা-
নেতুং হরয়া শশুমন্দিরম্ ৷ ১৮ ৷ তত্রাপশুৎ সমা-
সীনৌ পাকালীধর্মনন্দনৌ । জানমপি প্রতিজ্ঞাং স
ধর্মজ্ঞা হ সেবুধি ৷ ১৯ ৷ স গতা তকরানাজৌ
নিহতা নৃপনন্দনঃ । নিবর্ত্য ধেনুং তাং তস্মৈ
দদৌ বিপ্রায় সাদরম্ ৷ ২০ ৷ অথ বিজ্ঞাপয়ামাস

সহ পৃথিবীরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ।
অনন্তর কৃক নিজপুরে চলিয়া গেলে একদিন তথায়
দেবর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি
আদেশ করিলেন যে, দ্রোপদী যথাক্রমে এক এক
বৎসর করিয়া আদর সহকারে তোমাদিগের এক
এক জনের গৃহে বাস করিবেন ; তৎকালে মধ্যে
যিনি এই দ্রোপদীকে একে অস্ত্রের গৃহে দর্শন
করিবেন, তাঁহাকে একবৎসর কাল তীর্থভ্রমণ
করিতে হইবে । ধর্মজ্ঞ পৃথিবীপতি পাণ্ডুনন্দনগণ,
নারদের অমুখাসনে দ্রোপদীর প্রতি এইরূপে
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নিরলসভাবে অলোকসামান্য
কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া কাল অতিবাহিত করিতে
লাগিলেন । অনন্তর জনপদবাসী জনৈক দ্বিজ
একদিন রাজগৃহাজনে দণ্ডায়মান হইয়া অত্যন্ত
ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—“তকরগণ
আমার ধেনু হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে ।, তখন
ধনঞ্জয় ব্রাহ্মণের করুণ বাণী শ্রবণপূর্বক তাঁহাকে
আশ্রয় করিলেন এবং অস্থ আনয়ন করিবার জন্ত
অহাগারে প্রবিষ্ট হইলেন । তথায় গিয়া দেখিলেন,—
সেই গৃহে কষ্টতমঃ যুধিষ্ঠির ও যাজ্ঞসেনী একাসনে
সমানীনা রহিয়াছেন ; কিন্তু কি করেন, পূর্ব
প্রতিজ্ঞা আনিয়াও কর্তব্যের অমুরোধে রাজতনয়
কর্তব্য অহাগারে প্রবেশপূর্বক সশর শরাসন গ্রহণ-
পূর্বক তকরের পশ্চাৎ প্রদাবিত হইলেন এবং কণ-
কালপূর্বক তকরকে নিহত করিয়া ধেনু আনয়ন

কাজনা ধর্মনন্দনম্ । তীর্থযাত্রায়া ময়া কার্য্যা
সময়োজ্ঞানাদিতি ৷ ২১ ৷ অহুজস্ত বচঃ কৃকা
সর্বধর্মবিদাঃ বরঃ । উবাচ বচনং ধীরঃ সাদরং
ধর্মনন্দনঃ ৷ ২২ ৷ যুধিষ্ঠির উবাচ । গবার্ধং ব্রাহ্ম-
ণাধিকং যদেদেনুতং বচঃ । যদাচরেনসংকর্ম
তৎসত্যং তৎসমঞ্জসম্ ৷ ২৩ ৷ ব্রাহ্মণাধিকং গবার্ধক
তয়া কর্মেদৃশং কৃতম্ । তদসম্ভাবমাপ্নোতি
কথং কথয় সুব্রত ৷ ২৪ ৷ প্রজাপালনকৃত্যস্ত
চোরোপেক্ষণশিকটৈঃ । নুনং কলং ভবেজাজ্ঞো
ব্রহ্মহত্যাশমেধজম্ ৷ ২৫ ৷ অসাধ্যান্ বৈরিণৌ
জ্ঞাপ্যাবনীশো ন ভজ্যভাক । স্বদেশোপপ্লব-
করাশ্চকরা যদ্যশিক্ষিতাঃ ৷ ২৬ ৷ অশ্মাকং
ভূভুজাং লোকজালস্ত চ হিতং হি যৎ । স্বয়েদৃশং
কৃতং কর্ম নাস্তি দোষো হতস্তব ৷ ২৭ ৷ ক্রীত
উবাচ । ধর্মপুত্রস্ত বচনমাকর্ষ্য রচিতাঞ্জলিঃ । পুন-
র্বিজ্ঞাপয়ামাস ধর্মনিত্যো ধনঞ্জয়ঃ ৷ ২৮ ৷ অর্জুন
উবাচ । মৈবং ভূপাল বাদীত্বং স্বপ্রতিজ্ঞাতিলজ্জ-
নম্ । জানতা ধর্মসর্বস্বমুল্লান্ধকর্মমূর্তিনা ৷ ২৯ ৷

করত আদর সহকারে দ্বিজের করে অর্পণ করি-
লেন । ১১—২০ । অনন্তর কান্তন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া
ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন,—আমি
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি, অতএব আমি তীর্থযাত্রা
করিব । অহুজ অর্জুনের বাক্য শুনিয়া ধার্মিকশ্রেষ্ঠ
বীর যুধিষ্ঠির আদর সহকারে এই বাক্য বলিতে
লাগিলেন । যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের
জন্ত অনৃতবাক্য প্রয়োগ করে কিংবা যে অসৎকর্মের
আচরণ করে, তাহার সে বাক্য সত্য ও কার্য্য সাধু
হইয়া থাকে । তুমি ব্রাহ্মণ ও গোকর জন্ত ঈদৃশ
কর্ম্মাচরণ করিয়াছ । যে নৃপ ধুঝিবেন,—বৈরিগণ
অসাধ্য অর্থাৎ প্রশমিত হইবার নহে, তিনি কদাচ
মঙ্গলভাজন হন না ; অশিক্ষিত তকরগণই
স্বদেশের উপপ্লব করিয়া থাকে । তুমি মাদৃশ
ভূপাল ও নিখিল লোকের হিতকামনায় ঈদৃশ কর্ম্ম
করিয়াছ, অতএব ইহাতে তোমার কোনই দোষ
নাই । সূত কহিলেন,—সনাতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ধনঞ্জয়,
ধর্ম্মতনয়ের বাক্য শুনিয়া কৃতাজলি হইয়া পুনরায়
নিবেদন করিতে লাগিলেন । অর্জুন বলিলেন,—
হে ভূপাল ! আপনি এরূপ আদেশ করিবেন না,
কেম না, আমি বীর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছি ;
আরও দেখুন, বাহাদুর ধর্ম্মই একমাত্র সর্বস্ব, যিনি

কৃত্যাকৃত্যবিদ্যা দক্ষণাধনা প্রাক্ সমীৰিতা ।
নোমজ্ঞানীয়া সততঃ প্রতিজ্ঞা পুরুষেণ হি ॥ ৩০ ॥
অশক্তানাং গতিঃ সেয়া যদ্বক্তৃকবাক্যতঃ । ধর্ম্যঃ
তাজ্জি সময়ঃ তাক্ প্রাক্ স্বঃ সমীৰিতম্ ॥ ৩১ ॥
কৃপয়া তীর্থগমনাদার্যো যদি নিবর্তয়েৎ । হতপ্রতিজ্ঞঃ
মাং লোকাম্ জল্পতঃ কো নিবারয়েৎ ॥ ৩২ ॥ মমাপি
তীর্থযাত্রায়াঃ কৌতুকোত্তরলং মনঃ । কর্তব্যাক-
শ্মৃতঃ রাজমারদাদিষ্টশাসনম্ ॥ ৩৩ ॥ তৎপ্রসীদ
মহারাজ যতীর্থগমনোদ্যমে । সম্মাননীয়ঃ প্রভুভিঃ
সময়ো হুজুজীবিনাম্ ॥ ৩৪ ॥ তথৈতি ভ্রাতৃভিঃ
সার্কঃ কৃত্যভুমতিরজ্জুনঃ । অগ্রজঃ চৌষয়ামাস
প্রণামপ্রশ্নাদিভিঃ ॥ ৩৫ ॥ যথার্থঃ ভীমসেনাদীন
জাতুনামজ্ঞা পাণ্ডবঃ । কৃত্যস্তায়নো ভবৈর্নির্ধয়ো
ধরীশুরৈঃ ॥ ৩৬ ॥ পৌরানিকা জ্যোতিষিকা
তিষজো ধরীশুরাঃ । অনুজগুভূতগণাঃ শিল্পিনঃ
স্মৃতমাগধাঃ ॥ ৩৭ ॥ যুধিষ্ঠিরাজয়া তস্তা ভোগ-

ধর্ম্মধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হন, যাঁহার কর্তব্যাকর্তব্য
জ্ঞান আছে এবং যিনি সুদক্ষ, তাদৃশ
পুরুষের পূর্ষ কৃত প্রতিজ্ঞা কদাচ লঙ্ঘন
করা কর্তব্য নহে। আপনি যে ধর্ম্মসম্বিত
বাক্য বলিয়াছেন, উহা অশক্ত ব্যক্তিগণের
পক্ষে অবলম্বনীয়। অশক্ত ব্যক্তিগণই গুরু ও বান্ধ-
বের বাক্যে পূর্ষপ্রতিজ্ঞিত বাক্য লঙ্ঘন করিয়া
ধর্ম্মত্যাগ করিয়া থাকে। আর আর্ধ্য যদি কৃপাপর-
বশ হইয়া তীর্থগমন হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত
করেন, তবে “আমি হতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছি” লোকে যে
এইরূপ জল্পনা করিয়া করিবে, কে তাহাদিগকে
বারণ করিবে? হে রাজন! তীর্থযাত্রার কৌতুকে
আমার মন দ্রবীভূত হইয়াছে; অতএব আমি
নারদের শাসন অবশ্যই পালন করিব। হে মহা-
রাজ! আমার তীর্থযাত্রার জন্ত আপনি প্রসন্ন
হউন; দেখুন, প্রভুগণ অহুজীবীদিগের নির্বন্ধের
প্রতি আদর করিয়া থাকেন। অনন্তর অর্জুনের
বাক্যে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ তদীয় তীর্থযাত্রায়
অহুমোদন করিলে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন প্রণাম-
বিনয়াদি দ্বারা অগ্রজকে সম্বোধন করিলেন এবং ভীম-
সেনাদি ভ্রাতৃগণকে সম্বোধন করিয়া তীর্থযাত্রায়
উদ্যত হইলেন। তখন ভব্য ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক
ঐহার কুশলকামনায় বিবিধ মঙ্গলাবহ ক্রিয়ায়
অহুতান হইতে লাগিল। পৌরানিক, জ্যোতিষিক,
চিকিৎসক ও ব্রাহ্মণগণ ঐহার অনুগমন করিলেন

ত্যাগক্ষমঃ ধনম্ । গৃহীহাযুযুঃ শ্রিয়াঃ পত্যাঃ
কোষাধিকারিণঃ ॥ ৩৮ ॥ স রাজপুত্রঃ প্রথমঃ
প্রাপ্য ভাগীরথীং নদীম্ । গঙ্গাধারঃ প্রয়াগক-
সিবেবে কাশিকামপি ॥ ৩৯ ॥ পশ্চাত্তীর্থানি জাহ্নব্যা-
স্ততীরোপাস্তবত্বনা । আসসাদ সমুদ্রকন্ডোলং
দক্ষিণোদধিম্ ॥ ৪০ ॥ মহানদীঃ মহাপুণ্যঃ প্রসিদ্ধঃ
পুরুষোত্তমম্ । সিংহাচলকং সংবীক্য প্রাপ্তবান্
কৃতকৃত্যতাম্ ॥ ৪১ ॥ ততো দদর্শ কোন্ডেয়ঃ পুণ্যং
গোদাবরীং নদীম্ । সমস্তহরিতব্রাতশাতনোত্তীর্ণ-
গৌরবাম্ ॥ ৪২ ॥ কৃত্যভিবেকস্ততোইকিঞ্চিৎ-
পাণ্ডুনন্দনঃ । প্রমোদঃ বিবিধৈর্দানৈরকরোহু-
সুবর্ণকৈঃ ॥ ৪৩ ॥ নদীঃ মলাপহাধ্যাক্ষ দৃষ্টা মোদঃ
যবো শুভম্ । ততঃ সমাসসাদাসৌ কৃকবেণীঃ
সরিদ্বরাম্ ॥ ৪৪ ॥ শিবস্ত নিরতাবাসঃ চতুর্দারসম-
বিতম্ । নানাতীর্থগণাকীর্ণঃ ত্রীপর্কতমবৈকত ॥
৪৫ ॥ নদীঃ পিনাকিনীঃ তীর্থা গঙ্গা দেবর্ষি-
সেবিতম্ । নারায়ণপ্রিয়াবাসমপশ্চাদ্বেঙ্গীচলম্ ॥ ৪৬ ॥

এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য, শিল্পী ও স্মৃত-মাগধগণও
ঐহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যুধি-
ষ্ঠির ‘ধনের ত্যাগেই ভোগক্ষয় হয়’ জানিয়া কোষা-
ধ্যক্ষগণকে ধন লইয়া অর্জুনের অনুগমনে আদেশ
করিলে শ্রদ্ধা ও সত্য কোষাধ্যক্ষগণও ধনগ্রহণ-
পূর্বক ঐহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর রাজ-
তনয় অর্জুন প্রথমে ভাগীরথীর সেবা করিয়া ক্রমে
ভাগীরথীতীরপথে গঙ্গাধার, প্রয়াগ ও কাশিকা
দর্শন করিতে করিতে অত্যাচ্ছ কন্ডোলশালী দক্ষিণ
সাগরে উপনীত হইলেন এবং ক্রমে পুণ্য মহানদী,
প্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম ও সিংহাচল অবলোকন করিয়া
কৃতকৃত্য হইলেন। অনন্তর কুন্তীতনয় অর্জুন,
ঐহার দর্শনে সমস্ত হরিত বিদূরিত হয় সেই পুত-
্রস্পার গোদাবরীতীর সন্দর্শন করিয়া বিধিপূর্বক
গোদাবরীবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইলেন এবং
প্রমোদসহকারে বিবিধ ভূমি ও সুবর্ণ দান করিতে
লাগিলেন। তার পর হুষ্ঠাস্তকরণে শোভনা মলাপহা
নারী নদী সন্দর্শনপূর্বক সরিদ্বরী কৃকবেণীতীরে
গমন করিলেন এবং কৃকবেণী দর্শন করিয়া ত্রীপর্কতে
উপনীত হইলেন। এই ত্রীপর্কতে পার্বতীপতি
শিবের একটি আবাস বিদ্যমান। ঐ আবাস চতুর্দার-
সমবিত ও নানা তীর্থগণ সমাকীর্ণ; শিব এই স্থানে
নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন। অর্জুন এই ত্রীপর্কত
দর্শনপূর্বক পিনাকিনী নদী পার হইয়া দেবর্ষিসেবিত

পুণ্ড্রকং কুণ্ডলং হিতং লোকৈকনারকম্ ।
অপুণ্ড্রকং তত্ৰা প্রসিক্তং শুভসিদ্ধয়ে ॥ ৪৭ ॥
অবুদ্ব বেকটমহাশিশুতঃ স দদর্শ সিদ্ধমুনিমুখ-
সেবিতাম্ । কলসোদ্ভবেন মুনিম্ সমাহৃত্য তটিনীং
সুবর্ণমুখরীসমাহরণাম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি জীকান্দে অর্জুনতীর্থযাত্রাগমনবর্ণনং নামৈ-
কোনিত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । তথা সর্গানি তীর্থানি সমালোক্য-
গতস্ত চ । মুদং প্রভাযাক্ষকে সা পাশ্চাত্ত মহাপদা ॥
১ ॥ যন্তাস্তটনিকুণ্ডেব মোদন্তে বনিতাঃ সুখাঃ ।
সিদ্ধাঃ সংসেবিতা বাতৈঃ শীকবাসাবশীত-না ॥ ২ ॥
যা সমুদাত্তহস্তেব গজমাকাশবাহিনীম । আলি-
ঙ্গিতুং সমুদ্রকৈঃ কল্লোলৈরব্রসঙ্গিভিঃ ॥ ৩ ॥ বম-
রাতিসমুদৈস্তরুণাখোপলম্বিভিঃ । বনলৈশ্চ

নারায়ণের প্রিয় আবাস বেকটোচল অবলোকন
করিলেন । এই বেকটোশৈলেব অত্যাচ্ছ শৃঙ্গদেশে
লোকনাবক হবি বিবাজিত , অর্জুন শুভসিদ্ধির জন্য
ভক্তি সহকাবে সেই হবিকে পূজা করিলেন ।
অনন্তর কুণ্ডীতনয় অর্জুন বেকটোচলে-
হইতে অবতরণপূর্বক সিদ্ধ ও মুনিগণের সেবিত
কুণ্ডসমূহ মর্হাধাগন্তানীত সুবর্ণমুখবানাদী নদী
সন্দর্শন করিলেন । ২১—২৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অর্জুন যাবলীয় তীর্থ দর্শন
করিয়া সুবর্ণমুখবীতীবে আগমন করিলে সেই নদী-
কোণে সুবর্ণমুখরী ঙ্গাহাব সান্নিধ্য আনন্দবর্ধন
করিল । তিনি দেখিলেন,—সেই তটিনীতটেব
নিকুণ্ডে বনিতাগণ প্রমোদ সহকারে বিচরণ করি-
তেছে, স্নিগ্ধগণ শীকরসংসর্গে সুশীতল সমীপে দ্বারা
সেবিত হইয়া পরম সুখভোগ করিতেছেন, হস্তদ্বয়
উদ্যত করিয়া যেন সুবর্ণমুখরী আকাশ-বাহিনী
মন্দাকিনীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, ঙ্গাহার অত্যাচ্ছ
কল্লোলময় আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে, সেই
সুবর্ণমুখরীতীরবাসী ভ্রামণগণেব আভি-সমুদ্র-

বিরাজন্তে যন্তটাম্রমুখরীঃ ॥ ৪ ॥ মুমৌলৈঃ সুর-
বর্ষ্যশ্চ স্থাপিতামি সমস্ততঃ । যন্তটাম্রমুখরী
দিবালিঙ্গানি শ্লিণঃ ॥ ৫ ॥ যদীয়সৈকতাবাস-
বিশ্রান্তা মানসং সরঃ । ন স্মরন্তি নিজাবাসং সরাসা
বিহগোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥ শমিতাবগ্রহাতকৈঃ কল্যাণ-
নির্নির্গতৈঃ । পুষ্কান্তি তোমৈঃ শস্তানি লোকরক্ষা-
ক্ষমাণি যা ॥ ৭ ॥ চক্রবাককুচোদ্ভবোচ্চিবলী-
বিভূবিতা । আবর্তনাভিবিলসৎসৈকতশ্রোণি-
মণ্ডলা ॥ ৮ ॥ প্রমুখপদবদনা চলমানযুগেকণা ।
বিলসৎকেনবসনা হৃদয়ানমনোহরা ॥ ৯ ॥ জল-
স্রববাসাপা নয়নানন্দকাবিনী । অপূর্বকামিনী-
দ্য বা বিভাভাঙ্গপ্রিয়া ॥ ১০ ॥ বোদস্তম্বরবাহিনী
দ্যা প্রাচীনা বনজনা । দদর্শ শৈলমুদ্রুজং
কালহস্তিসমাহরণম্ ॥ ১১ ॥ উদগ্ধশিখরাভোগো-
র্ভাগতাকশমণ্ডলম্ । সপ্পাতালমূলানধোকচ-

এম তরুণাঃ স্য কাবঃ নৈচ, গাভাব তটস্থিত
আশ্রমভূমিসমুদ্র দাসমুনিগণে পারধান বহুল দ্বারা
শোভিত হইতেছে, সুবর্ণমুখবীতীবেব চাবিদিকে
শনেক সুর মুনিগণেব আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে
এব উভবীতীবেই অনেক দিবা শিবলিঙ্গ শোভা
পাঠতেছে । ৫। বিহগোত্তম হৃদয়ানমনোহর
সকলবাসে বাস করিয়া নিজাবাস মানস সরোবর
বিস্মৃত হইয়াছে এবং লোকরক্ষার জন্য এখানে
অবগ্রহাদি শস্তাবিরহিত কল্যাণনির্নির্গত অতি-
পবিত্র জলদ্বারা শস্তা সকল পাবপুষ্ট হইতেছে ।
এই সাগরপ্রিয়া সুবর্ণমুখরীব বক্ষ চক্রবাকসম্বন্ধিত-
বীচিবলীবিভূবিত হৃদয়ান অত্যাচ্ছ কুচের জাগ
শোভিত হইতেছে, আবর্তন দ্বারা সৈকতসমুদ্র উপিত
হইয়া শ্রোণি মণ্ডলের শোভা বিস্তার করিতেছে,
প্রসুতিত কমলদল যেন বদনের স্ত্রায় অল্পমিত হই-
তেছে, চকল মীন যেন নয়নের প্রতিবিম্বের কার্য
করিতেছে, কেনবাশিব মধ্যো শ্বেতহংসগণ বিচরণ
করিয়া বসনের অল্পকবর্ণ করিতেছে এবং মধুরবাক
পক্ষিকুল মধুর কলধ্বনি দ্বারা ইহার বাগ্‌বিভব
বিস্তার করায় মনে হইতেছে যেন এই সাগররমণী
সুবর্ণমুখরী একটি দিবানারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে-
ছেন । অতঃপর বনজয় আকাশ হইতে প্রবাহিত
এই সুবর্ণমুখরী পূর্বতীবে কালহস্তী নামক একটি
অত্যাচ্ছ শৈল সন্দর্শন করিলেন । এই শৈলের উচ্চ
শিখরদেশে যেন আকাশমণ্ডলকে বিলোম্বন করি-
তেছে এবং পাষণকীর্ণ মূলদেশে যেন অধোদেশে

মূলোপলক্ষিতম্ ॥ ১২ ॥ প্রাচ্য তস্তাঃ মহানদ্যাঃ
তস্মিন্ শৈলে সুরার্চিতম্ । অপশুদর্জুনো দেবঃ
কালহস্তীশনামকম্ ॥ ১৩ ॥ সম্পূজ্য চ মহাদেবঃ
নগেন্দ্রতনয়াসখম্ । মনসা ভক্তিবুদ্ধেন কৃতার্থম্
মুপেখিবান্ ॥ ১৪ ॥ ততো মহাগিরৌ তস্মিন্ভূতৈক-
নিকেতনে । চচরাভূতপূর্বাণাং বিশেষাণাং দিদৃক্ষয় ॥
১৫ ॥ সিদ্ধানালোকয়ামাস বসতো গিরিসারুধু ।
গায়তো দেবদেবশ্চ চরিত্রাণ্যবলাধুতান ॥ ১৬ ॥
অপ্সরোললনাজুষ্টান্ পুষ্পাসবমদাকুলান্ । নিকুঞ্জে
সমাসীনান্ গন্ধর্বানৈকতা দরাং ॥ ১৭ ॥ বিবিঞ্জে
প্রদেশেষু শিবধানপরাগান্ । অপশুদযোগিনো
দিব্যানাদরানন্দশালিনঃ ॥ ১৮ ॥ প্রশান্তাশ্রম-
পদান্তবৈকত সমস্ততঃ । বলিনীবারবিলসদ্বার
ভূমিচ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৯ ॥ নিরাহারান্ বায়ুভুজঃ পর্ণাদা-
নাতপাশনান্ । শান্তানালোকয়ামাস মুনীন্নিমিত্তে-
ল্লিখান্ ॥ ২০ ॥ মুদং বিতেনিরে তস্মৈ নেত্রয়োঃ
কমলাকরাঃ । ক্লম্নোগন্ধিকামোদসংবাসিতদিগন্তরাঃ ॥

সমুপাতাল ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে । অর্জুন এই
মহানদী সুবর্ণমুখরীতে স্নান করিয়া সুরগণপূজিত
দেব কালহস্তীশকে সন্দর্শন করিলেন এবং ভক্তিভরে
নগেন্দ্রনন্দিনীর প্রিয় সখা মহাদেবের পূজা করিয়া
কৃতার্থ হইলেন । তারপর প্রাণিগণপরিপূর্ণ
এই পর্বতে একটা অদ্ভুত নিকেতন সন্দর্শন করিয়া
বিশেষ বিশেষ দৃশ্য সকলের দর্শন মানসে বিচরণ
করিতে লাগিলেন । তিনি দেখিলেন ;—কোন
স্থানে সিদ্ধগণ শৈলসারুতে উপবেশন করিয়া রহি-
য়াছেন, কোন স্থানে দেবদেবের চরিত্র গান করি-
তেছে, অপ্সরোগণ গুপ্তের আসবপানে আকুল
হইয়া বিহার করিতেছে এবং নিকুঞ্জসমূহে গন্ধর্বগণ
সমাসীন রহিয়াছে । তিনি স্নাদরে এই সকল সন্দর্শন
করিয়া আবার দেখিলেন ;—নির্জন প্রদেশে শিব-
ধানপরাগণ প্রমত্তবদন যোগিগণ বিদ্যমান
রহিয়াছেন ; চারিদিকেই তাঁহাদের প্রশান্ত আশ্রমপদ
শোভা পাইতেছে । যোগিগণের আশ্রমপর্ণকূটীর-
নিকটে আশ্রমপত্ৰ বর্লি প্রদানার্থ দ্বারদেশে নীবার
পড়িয়া রহিয়াছে । কত বিজিতেন্দ্রিয় শান্ত ঋষি
তপস্বী নিরাহার, বায়ুভুজ, পর্ণাশন ও আতপাহারী
হইয়া তপস্বী করিতেছেন । পাণ্ডুনন্দন এই সমুদায়
আদর সহকারে সন্দর্শন করিলেন । তত্রত্য সরো-
বরনিকরে কমলদল বিকসিত হওয়ায় মুগ্ধ
সিগুহ সুবাসিত ও আমোদিত হইয়াছে, কাননভূমে

২১ ॥ মুগয়াসমু ভবিষ্যচরতোহধিক্যাকাংক্ষান্ ॥ ২২ ॥
দদর্শাধেবিতমুগান্ কিরাতান্ বনিতামুতান্ । ততো
দক্ষিণদিগ্ভাগে চরদ্রেম্বনোহরে ॥ ২৩ ॥ পুণ্য-
মাশ্রমমজাকীন্তরদ্বাজশ্চ কোরবঃ । কদলীনারিকেল-
কোলচম্পকচন্দনৈঃ ॥ ২৪ ॥ তক্কোলশোকহিষ্টাল-
তালকেতকিদাড়িমৈঃ । জম্বুকদম্বকতকদিরার্জুন-
পাটলৈঃ ॥ ২৫ ॥ নাগপুন্নাগসরলদেবদাক্করঞ্জকৈঃ ।
লবঙ্গলুঙ্গলবলীপ্রিয়ঙ্গুতিলকৈরপি ॥ ২৬ ॥ বিভীত-
শ্রীকলাশখমধুকপ্রক্ষকৈসরৈঃ । পুগজঘীরনারঙ্গ-
নিহামলককোশিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ অশ্লৈচ্চ কলপুশ্পাট্যৈঃ
শোভিতং ধরণীকর্ষৈঃ । বাসন্তীকুলজাতাদিলতাভিঃ
পরিবেষ্টিতম্ ॥ ২৮ ॥ অপূষসোরভাকুটুম্ররীতিঃ
সমস্ততঃ । চক্রবাকবকক্রৌঞ্চহংসকারগুবাশ্রয়ে ॥
সৌগন্ধিকোৎপলাস্তোজকৈরবোধবিরাজিতৈঃ । সরো-
ভিরমৃতশুন্দিমবুরক্ষারবারিতিঃ ॥ ৩০ ॥ সমা-
পাদিতলক্ষ্মীকং কোতুকেকনিকেতনম্ । সিংহদস্তা-
বলব্যাস্তরমুকুররুজুতিঃ । মুগৈরশ্লৈঃ সমাকীর্ণ-
মন্তোহন্তহিতকারিতিঃ ॥ ৩১ ॥ জিতচৈত্ররখোদ্যান-

ভূমিপালগণ মুগয়ার্ধ প্রভূতসম্ভারে সমুত্ত হইয়া সশর
শরাসন গ্রহণপূর্বক ইতস্তত বিচরণ করিতেছেন
এবং কোথাও বা কিরাতগণ বনিতাগণসহ মুগগণের
অবেশন করিতেছে ;—এই সব দেখিয়া তুমিয়া
কুণ্ঠিতনয় অর্জুনের নয়নদ্বয় অতীব মুদাঘিত হইল ।
অনন্তর কোরব অর্জুন মনোহর দক্ষিণদিকে বিচরণ
করিতে করিতে ভরদ্বাজের পুণ্যশ্রম দেখিতে
পাইলেন । সেই ভরদ্বাজাশ্রম—কদলী, নারিকেল,
আম্র, কোল, চম্পক, চন্দন, তক্কোল, অশোক,
হিষ্টাল, তাল, কেতক, দাড়িম, জম্বু, কদম্ব, কতক,
খাঁদর, অর্জুন, পাটল, নাগ, পুন্নাগ, সরল, দেবদাক্ক,
করঞ্জক, লবঙ্গ, লুঙ্গলবলী, প্রিয়ঙ্গু, তিলক,
বিভীতক, শ্রীফল, অশখ, মধুক, প্রক্ষ, কেশর,
পুগ, জঘীর, নারঙ্গ, নিহ, আমলক, কোশিক,
এবং অশ্লৈচ্চ কলপুশ্পাট্য মুহূর্ত্তকালে শোভিত
হইতেছে । ৬—২৭ । কুল ও জাতি প্রভৃতি বাসন্তী
লতায় আশ্রমপদের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত রহিয়াছে,
ভ্রমরানিকর অপূষ সোরভে আকৃষ্ট হইয়া চারিদিকে
ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সরোবরসমূহে বিকসিত মুগন্ধি
উৎপল ও কুণ্ঠিনীর্নচয় বিরাজিত রহিয়াছে,
তথায় চক্রবাক, বক, ক্রৌঞ্চ, হংস ও কারগুব-
গণ বিচরণ করিতেছে । আশ্রমের সকলদিকই
সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, তরঙ্গ, কক, মুগ ও পরসার

মহরীকৃতনন্দনম্ ॥ ৩২ ॥ অতিবাৎসবনসোদারঃ
পরমানন্দকারণম্ । শিবাগমানাং দব্যানামর্থ-
জাতমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ প্রকাশযন্তি শাবানাং যজ্ঞ-
মঙ্গুগিরঃ শুকাঃ । যস্মিন্ হতাশনোদারধুমন্তমলিতঃ
নভঃ ॥ ৩৪ ॥ অকালজসদভ্রান্তিমাভনোতি শিখণ্ডি-
নাথ । যস্মিন্ বিহারশান্তানাং সিংহানাং স্বেচ্ছয়া-
গতাঃ ॥ ৩৫ ॥ নির্ধাপয়ন্তি গাত্রাপি করিণঃ
করশীকরৈঃ । তদাশ্রমপদং পশুন্ত্ বিস্ময়াক্রান্তমানসঃ ॥
৩৬ ॥ প্রভাবঃ পাণ্ডুতনয়ঃ প্রশংসে তপস্বিনাম্ ।
নিবাধ্য ভজ তজ্জৈব সকলানকং শিবম্ ॥ ৩৭ ॥
মিতৈর্কিপ্রবরৈঃ সার্কঃ প্রবিবেশ তং ধমম্ । অগ্রে
দর্শনং কোন্তেয়ঃ কুবৎপাবকতেজসম্ ॥ ৩৮ ॥
ভরদ্বাজঃ স্মিমবরৈরনেকৈঃ পরিবাবিতম্ । ভাস্মাশু-
লিঙ্গসর্বাঙ্গঃ যুগচন্দ্রোত্তবীরকম্ ॥ ৩৯ ॥ নববাবিদ-
সংবীতং কৈলাসমিব ভাস্বরম্ । জটার্ভলম্মানাভি-
ভাষন্তঃ স্বর্ণকান্তিভিঃ ॥ ৪০ ॥ হিরবিভ্রান্তাকর্ণমিব
শারদনীরদম্ । ক্রান্তিস্মৃতিপূবাণার্থৈরেকৌভূয়

হিতকারক অন্ত পশুগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে । আশ্র-
মের কোথাও মঙ্গুভাষী শুকশাবক সকল মধুররবে
দিব্য শিবাগমার্থ প্রকাশ করিতেছে, কোথাও ততধুম
উদ্গীর্ণ হইয়া আকাশমণ্ডল জ্বালায় করায় মধুর-
গণের তদর্শনে মেঘভ্রম হইতেছে, কোথাও মঙ্গু-
গণ বিহারে পরিভ্রান্ত হইয়া শান্তিকামনা, স্বচ্ছ-
পূর্বক আগমন করিতেছে, কোথাও করিগণ করশী-
কর দ্বারা শরীর-তাপ বিদূরিত করিতেছে । পর-
মানন্দজনক বর্ণনাভীত অভীষ্টদায়ক মঙ্গলাবহ উদার
ভরদ্বাজাশ্রম যেন এই সকল বনসমৃদ্ধিতে চৈত্ররথ ও
নন্দনকাননকেও পরাজিত করিয়াছে । অনন্তর পাণ্ডু-
নন্দন অর্জুন সেই আশ্রমপদ সন্দর্শনপূর্বক বিস্ময়া-
ক্রান্ত হৃদয়ে উপঃপ্রভাবের প্রশংসাপূর্বক অশ্রুজাবো
দিশকে নিবারণ করিয়া মিত্র ও বিপ্রগণসহ আশ্রম-
মধ্যে গমন করিলেন । দেখিলেন,—অনেক মুনিগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া ভরদ্বাজ প্রজ্বলিত পাবকের জ্বায়
শোকা পাইতেছেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ ভাস্মদ্বারা অশ্রু-
লিঙ্গ হইয়াছে, তিনি যুগাজিনে সমাসীন রহিয়াছেন ।
এক যুগাজিনের উত্তরায় তাঁহার গলদেশে
বিস্তারিত হইয়াছে । নূতন জলদগণে পরিবেষ্টিত
কৈলাসশৈলীর জায় তাহার শরীর প্রদীপ্ত হই-
তেছে, তাঁহার মস্তকে উজ্জল স্বর্ণকান্তি সুদীর্ঘ জট-
ককল বিলম্বিত হওয়ার তাঁহাকে দেখিয়া হির-সোদা-
মিলিত-পারদময় শারদজলদজাল বলিয়া অস্মিত

সমাগতৈঃ ॥ ৪১ ॥ অঙ্গীকৃতমিবাকারঃ দিব্যজ্ঞান-
শুভাস্পদম্ । ধৃতিকান্তিদয়াতুষ্টিশান্তিভির্নিত্য-
সেবিতম্ ॥ ৪২ ॥ প্রিয়াভিরিব রক্তাভরথওজ-
বর্চসম্ । উপগম্য শনৈঃ পার্শ্বন্তংপাদাশ্রয়োঃ
পুরঃ ॥ ৪৩ ॥ চক্রে প্রণামং সাত্ত্বিকং সমালিঙ্গিত-
ভূতলম্ ॥ ৪৪ ॥ তমাগতঃ পৃথাপুজমুখাপ্য মুনি-
পুঙ্গবঃ । আশীর্ভিরেধয়াকক্ষে প্রহর্যোং ফুলমানসঃ ॥
৪৫ ॥ সম্পূজ্য চ যথাস্তায়ঃ তমর্ঘ্যাটোঃ প্রিয়া-
তিথিম্ । বিনির্দিষ্টাসনাসোনং তমপূজদনাময়ম্ ॥ ৪৬ ॥
সম্মাননমবাপ্যাস্থানুনেঃ পাণ্ডবমধ্যমঃ । প্রিয়ৈ-
বাতৈঃ স্নিপতেরকরোত্তমানসো যুদম্ ॥ ৪৭ ॥ সম্মারাধ
ভরদ্বাজ স্বর্কেভুঃ কামদোহিনীম্ । সা বিতেনেহতি-
মহতী ভক্ষ্যভোজ্যাদিকল্পনাম্ ॥ ৪৮ ॥ ভূক্তা পার্কঃ
সানুচরস্তমুপাস্ত তপোনিধিম্ । দিনশেষং কথালপ-
কৌতুকেনাভ্যবাহরৎ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ সায়ন্তনীঃ
সন্ধ্যাপাসা হতপাবকং । বিপ্রৈরমাতৈঃ সহিতো

হইতেছে । ক্রতি, স্মৃতি এবং পুরাণবাণী যেন
একত্র হইয়া তথায় সমাগমনপূর্বক দিব্য-জ্ঞানময়
শুভাস্পদ আকার পরিগ্রহ করিতেছে, ধৃতি,
কান্তি, দয়া, তুষ্টি এবং শান্তি যেন প্রিয় অম্বরক্ত
পত্রের জ্বায় সতত তাহার সেবা করিতেছেন ।
অর্জুন সেই অশ্রু ব্রহ্মকান্তি ঋষিকে দর্শন করিয়া
ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসরোজপ্রান্তে উপনীত হই-
লেন এবং ভূতল আলিঙ্গিত করিয়া সাত্ত্বিক প্রণি-
পাত করিলেন । তখন মুনিপুঙ্গব ভরদ্বাজ কুন্তীতনয়
ধনঞ্জয়ের হস্তধারণপূর্বক উত্থাপিত করিয়া সাত্ত্বিক-
করণে আশীষাদবাক্যে তাঁহাকে আভির্ষিক্ত করিলেন
এবং অর্ঘ্যাদি দ্বারা সেই প্রিয় অতিথি পার্শ্বের যথো-
চিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে নির্দিষ্ট আসনে উপ-
বেশনে অহুমতিপ্রদানপূর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করি-
লেন । তখন মধ্যম পাণ্ডব অর্জুন ঋষিসমীপে
এবংবিধ সৎকার প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রিয়বাক্যে মুনি-
শ্বর ভরদ্বাজের সন্তোষ সাধন করিলেন । অনন্তর
ঋষি ভরদ্বাজ স্বর্গীয় কামধেনুকে স্মরণ করিলেন ।
কামধেনুও তৎক্ষণাৎ প্রভূত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা
আশ্রম পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন । অর্জুন অশ্রুচরগণসহ
সেই সকল ভোজ্য ভোজন করিয়া সেই তপোনিধি
ভরদ্বাজের উপাসনা করত বিবিধ কৌতুক-
কথালপে দিন অতিবাহিত করিলেন । ৪৮—৪৯ ।
পরে সায়ং সময় সমাগত হইলে সন্ধ্যোপাসনা ও
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া বিপ্র ও অমাত্যগণ-

করো তত্ত্ব কুটীগহান । ৫০ । তদাসীনো মুনিপতি-
রানীতিবিনিন্দিতঃ । আনন্দ্যমানো যুমুদে তন্নদী-
নীতলানিলৈঃ ॥ ৫১ ॥ সম্প্রাপিতা কেন ভুবঃ প্রভূতা
কশ্মলহীধাদধিকপ্রভাবা । ইতি প্রভাবঃ পরিপূচ্ছা
নদ্যাঃ শ্রোতুং মুনীন্দ্রান্নতিরীশ জজ্ঞে ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়ঃ ভরদ্বাজা-
শ্রমবর্ণনং নাম ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রুত উবাচ । কৃতসায়ন্তনবিধিং হতাশনসম-
হ্রতিম্ । সুখাসীনঃ মুনিপতিঃ প্রণম্য ভরতর্ষভঃ ॥ ১ ॥
তদীয়নীতলামোদসুধাপূরানুমোদিতঃ । গভীরঃ
প্রশয়োপ্তেতমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ অর্জুন উবাচ ।
মুনিপুংসব লোকেহস্মিন ধন্থ একোহহমেব হি ।
পুত্রাবিশেষঃ ভবতা যদেবঃ সমাগাদৃতঃ ॥ ৩ ॥
ভবদাদরসঙ্গাতকৌতুকং মম মানসম্ । ভবদাকা-

সহ অর্জুন ভরদ্বাজের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন ।
পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইয়াও অর্জুন পুনরায় মুনিম্বর
ভরদ্বাজ ঋষির আশীর্ব্বাদে প্রমুদিত হইলেন, নদী-
সংসর্গে সুশীতল মন্দ মন্দ সমীরণ সেবনে তাঁহার মন
অতীব প্রফুল্লিত হইল এবং পৃথিবীতলে এই স্থান
কিরূপে প্রভূত বিভূতি-সম্পন্ন হইল, পর্ব্বতসমূহের
মধ্যে ইহার ঐশ্বর্য্য এত অধিক কেন, আর এই
মহানদীর বা সমধিক মাহাত্ম্য কেন হইল, মুনিগণ-
সমীপে অর্জুনের এই সকল জ্ঞানিবার জন্ত অভি-
লাষ হইল । ৫৮—৫২ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—অনন্তর ভরতর্ষভ অর্জুন সায়ং-
কালীন উপাসনা ও হতাশনে আহতি প্রদান প্রভৃতি
সায়ন্তন বিধি সমাপনপূর্ব্বক সুখাসীন অনলপ্রভ
মুনিম্বর ভরদ্বাজকে প্রণাম করিলেন এবং তদীয়
নীতলামোদ সুধাপূর্ণ বাক্যে দৃষ্ট ও অনুমোদিত হইয়া
গভীরমুগ্ধ বাক্যে বলিতে লাগিলেন । অর্জুন
বলিলেন,—হে মুনিপুংসব ! বনুধামধ্যে একমাত্র
আমিই ধন্থ ; কেননা, আপনি সুতনির্বিপিনে
আমাকে সম্যক সমাদৃত করিয়াছেন । আপনার

মৃতঃ দিব্যং পাতুঃ স্বরয়তীষ মাং ॥ ৪ ॥
কশ্মলৈকাদিধঃ জাতা কেননীতা মহানদী । কিং
পুণ্যং স্নানদানাদ্যৈঃ কুঠৈস্তদ্রোপলভ্যতে ॥ ৫ ॥
অস্তাঃ প্রভাবঃ প্রভবঃ প্রভবস্ত মম সন্মুখে ।
বক্তুমহসি কার্য্যো হি ভক্তানুগ্রহ এব হে ॥ ৬ ॥
অর্জুনস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভরদ্বাজো দ্বিজোত্তমঃ । তদামনঃ
সমালোক্য বাক্যং বাক্যবিদব্রবীৎ ॥ ৭ ॥ ভরদ্বাজ
উবাচ । হমর্জুন মহাবাহো কৌরবানুগপাবনঃ ।
বিশেষান্মম মাষ্টোহসি ধর্ম্মপূজানুজো যতঃ ॥ ৮ ॥
অনেকে ভূমিপা দৃষ্টা ন তে ঋষির কান্তন ।
লীলার্জবদয়োদাধ্যৈধ্যগাভীধ্যশালিনঃ ॥ ৯ ॥ কুলং
বিদ্যা ধনং চৈব বলিনাং মদকারণম্ । ভবা-
দৃশানাং ভব্যানাং তানি প্রময়কারণম্ ॥ ১০ ॥
প্রাজ্যেযু রাজ্যভোগেষু বিদ্যমানেষু কৌরব ।
ঋতে ভবন্তঃ কো বান্যো নোপৈতি বিকৃতৈর্কশম্ ॥
১১ ॥ পরবানস্মি কোন্তেয় গুণৈর্গোকেন্তৈরন্তব ।
কিমন্ত্যকধনীয়ঃ তে কৌতুকোপেতমানস ॥ ১২ ॥

আদরে আমার হৃদয় কৌতুকপূর্ণ হইয়াছে এবং
আপনার দিব্য অমৃতময় বাস্তুপানে আমাকে চঞ্চল
করিয়া তুলিয়াছে । হে মুনে ! কোন নৈল হইতে
পুণ্যসলিলা এই মহানদী সমাগত হইয়াছেন, কোন
মহাশক্তি ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন, এই নদীর জলে
স্নান ও জলপানে কি পুণ্য সঞ্চয় হয় ? হে মাধো
মুনে ! ইহার প্রভাব বিষয়ে আমি অনতিজ্ঞ, আপনি
ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ইহার
প্রভাব আমার নিকট বর্ণন করুন । ১—৬ । অর্জুনের
বাক্য শুনিয়া দ্বিজোত্তম ভরদ্বাজ তদীয় আনন্দ অব-
লোকনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন । ভরদ্বাজ বলি-
লেন,—হে মহাবাহো অর্জুন ! তুমি কুরুগণের কুল
পবিত্র করিয়াছ, বিশেষতঃ তুমি ধর্ম্মরাজের অনুজ,
অতএব আমার বহুমাত্ত্ব ; হে কান্তন ! লীলা,
সারলা, দয়া, ঐশ্বর্য্য, ধৈর্য্য ও গাভীধ্যশালী
অনেক ভূপাল আমি দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার
অনুরূপ দ্বিতীয় দর্শন করি নাই । কুল, বিদ্যা
এবং ধন বলীয়ানদিগের এই সকলই মন্ততার
হেতু হইয়া থাকে, কিন্তু হে কৌরব ! তোমাদিগের
মত নৃপতিগণের এই সমস্ত বিনয়েরই কারণ হই-
য়াছে । প্রভূত রাজ্য, বিদ্যমান থাকিতে তুমি
ভিন্ন আর কাহার মন না বিকৃতির বশতা প্রাপ্ত
হয় ? হে কোন্তেয় ! তুমি অনন্তসাধারণ গুণশালী
ও দয়াবান ; তোমার মন একান্ত কৌতুকোন্মত্ত

শুণু রাজন কথাং দিব্যাং ময়া মুনিব্রূতাম্ ।
 যাং কথ্য পাতকাতকানুচ্যন্তে সর্বজন্তবঃ ॥ ১০ ॥
 পূৰ্ব্বং দাক্ষায়ণী দেবী জনকেনাবমানিতা ।
 তস্মৈ তাং নীহাবগিরেয়ভবদাক্ষজা ॥ ১৪ ॥ সপ্তবি-
 ত্তিক্রপাগম্য প্রার্থিতো ধবণীধবঃ ।
 যত্নাংগায় স্বাং পুত্ৰীং বিবাহে দাতুমদাতঃ ॥ ১৫ ॥
 যুষভাক্ষো জগৎস্বামী বিবোচনুঃ সৰ্বমঙ্গলাম্ ।
 প্রাপ্তো হিম-
 বদাবাসমোষধীপ্রস্থনামকম্ ॥ ১৬ ॥
 তচ্ছাসনাং সমাজগুঃ স্বাবয়ানি চরণি চ ।
 ভূতানি ভূতনাস্ত্র কল্যাণমভিমুখিতাম্ ॥ ১৭ ॥
 কৃবিভাবসন্তপ্তা কৃষিক্তরসংশ্রুত ।
 নিয়তামাযযৌ বদযাবৎপাতাল-
 মাস্তিতা ॥ ১৮ ॥
 নিলবলাঘবাদম্মাভুঃ দক্ষিণ-
 গামিনী উৰ্দ্ধং গত চ ৩২ দৃষ্টা সর্বেষামভবভয়ম্ ॥
 ১৯ ॥
 জাহা তাং বিকৃতিং ভূমেদৃষ্টাগন্ত্য মহে-
 শ্বরঃ । ইত এহি মহাপ্রাজ্ঞেতুয়া বচনমব্রবীৎ ॥
 ২০ ॥
 আগতেষু সমন্তেষু ভূতেষু বসুন্ধবা ।
 তত্রৈব সন্নিহিতা বিকৃতিং সমুপাগতা ॥ ২১ ॥
 তদ্ববঃ

হইয়াছে, অতএব তোমার নিকট আমার অবস্থা
 কিছুই নাই । হে রাজন । আমি পূর্বে মুনিগণের মুখে
 যেমন শুনিয়াছি, সেই পুণ্যকথা কোঁঠন করিব,
 এই দিব্য কথা শ্রবণ করিলে প্রাণিগণ পাপমুক্ত
 হয় । এক্ষণে এই পুণ্যপান শ্রবণ কর ।
 দক্ষহিতা দেবী দাক্ষায়ণী পিতার নিকট
 হইয়া তত্বত্যাগ করত হিমবানের কন্যা হইয়া জন্ম-
 গ্রহণ করেন । অনন্তর ধবণীধব হিমবান সপ্তবিগণে
 পরিবৃত্ত হইয়া স্বীয় কন্যা গিরিজাকে যত্নাংগয়ের
 করে অর্পণ করিতে অভিলাষ করেন । তখন
 যুষধাক্ষ জগৎস্বামী শব্দবৎ তাঁহাদের প্রার্থনায়
 সর্বমঙ্গলা গিবিজার পাণিগ্রহণার্থ ওষাধপ্রস্থ হিমা-
 লয়ের আলয়ে আগমন করেন । তখন তাঁহার
 আদেশে নিখিল স্বাবর, চর, ও ভূতগণ, ভূতপতিব
 মঙ্গল অভিমুখ করিয়াব জন্ত তাঁহার অনুগমন
 করিলেন । জাহাদিগের কৃবিভাবে সমুদ্র হইয়া ধবীদ্রো
 হিমালয়ের উত্তর-হইতে পাতাল পর্যন্ত অত্যন্ত
 স্তিমিত প্রাপ্ত হইলেন । তখন লোকগণ ভাববশত
 কৃষির একদিক নিম্ন ও অপরদিক উর্দ্ধগত দেখিয়া
 অত্যন্ত ভীত হইলে মহেশ্বর ভূমির এব বিব
 বিকৃতিবস্থা জানিতে পাবিয়া মর্ত্য অগস্ত্যকে বলি-
 লেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ । আমার সমীপে আগমন কর ।
 অনন্তর, অগস্ত্য তাঁহার সমুপাগত হইলে দেখে
 মুনিগণ,—নিখিল লোক আমার অনুগমন করায়

সামাকরণে অমর্হসি মহামতে ।
 যন্তঃ পরৈর্গৈতৎ কথং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
 মন্তেকঃ-
 সম্ভবো হি ইং লোকসংবন্ধনোদ্যতঃ ।
 তস্মাৎ-
 দ্বচনাৎস ভুবমেতাং সমীকুরু ॥ ২৩ ॥
 মৎপাণি-
 গ্রহণালোককৌতুকায়ত্বকিঞ্চিৎ ।
 আগতেষু সমন্তেষু
 স্বাতবাং ভবতাপি চ ॥ ২৪ ॥
 ইং ন তিষ্ঠসি চেদ্য
 ন কচ্চিচ্চিৎ ভুবঃ ।
 অগনেতুং হি শ্রুক্রোতি
 তদাস্তব্যং তদানঘ ॥ ২৫ ॥
 ইমাং গিবিব্রুতাপাণি-
 গ্রহকলাগভাসুরাম্ ।
 মূর্তিঃ প্রদর্শয়িষ্যামি যত্র
 তিষ্ঠান তত্র তে ॥ ২৬ ॥
 ইতুয়া তং পরিব্রজ্য
 বি সঙ্ক মহেশ্বরঃ ।
 তথৈতি তং প্রণম্যাসৌ যযৌ
 যাম্য ।
 কেশং মূর্নিঃ ॥ ২৭ ॥
 বিদ্যাগিঃ সমতিক্রম্য
 দক্ষিণামাগতে দিশম্ ।
 অগস্ত্য মুনিশাঙ্গুলে মহী
 সাম্যুপাববৌ ॥ ২৮ ॥
 ত্রৈলোক্যপনীয় বিকৃতিং
 স্থিত কলশজ মুনিম্ ।
 ত্রৈলোক্যবলাঃ খুবগন্ধর্ক-
 কিন্নবাঃ ॥ ২৯ ॥
 স দদর্শ ততো গহ্বা কচ্চৈচ্চলং

বসুন্ধবা নাশদেব ভাবে পীড়িত হইয়া বিকৃত
 হইয়াছেন, হে মহামতে । এক্ষণে তুমিই বসুন্ধাব
 সমীকরণে যমগ, আব লোমা ভিন্ন এই কার্যে কে
 পবাগ হইবে কেননা, তুমিই একমাত্র আমার
 সঙ্গ অত্যাধিক হইয়া লোকবন্ধার জন্ত ব্যাবহৃত
 বাহ্যাহ । অতএব হে বৎস । আমার বাক্যে এই
 বসুন্ধাকে সমান করিয়া দাও এবং আমার পাণি-
 গ্রহণব্যাপারে কৌতুকবিষ্ট-চিত্ত সমাগত লোকগণকে
 তুমিই বন্ধা কর । ১—২৪ । হে ভদ্র । তুমি এখানে
 থাকিলে কিছুতেই পৃথিবীর বিকৃত-ভাবে দূর
 হইবে না, তুমিই বিকৃতভাব অপনোদন করিতে
 গমন, হে অনঘ । অতএব সহর ইহাব উপায়
 বিধানার্থ গমন কর । আমি সনোজ্ঞা গিরিজার
 পাণিগ্রহণ কাব্যে সম্ভবই বিবাহবেশে গিরিজার
 সাহিত্য তুমি যেখানে থাকিবে, সেইস্থানে গিয়াই
 দর্শন দান করিব । মহেশ্বর এইরূপ বলিয়া ঋষি
 অগস্ত্যকে বিদায় দিলেন । মহামুনি অগস্ত্যও
 তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহার
 নাকো অঙ্গীকারপূর্বক দক্ষিণদিকে প্রস্থিত হইলেন ।
 অনন্তর মুনিশাঙ্গুল অগস্ত্য, বিদ্যাগিরি অতিক্রম
 করিয়া দক্ষিণদিকে উপনীত হইলেন, অমনিই
 মর্ত্য ও পূর্বরূপ সাম্যভাব ধারণ করিল । তখন কুশ-
 সম্ভব অগস্ত্য পৃথিবীর বিকৃতভাব অপনোদন করিয়া
 প্রণামমান হইলে ত্রৈলোক্যবলায়িত্তিভে সুর, গন্ধর্ক ও

সমুদ্রতম্ । বিততেধরীণীং পাদৈর্ধ্বং সংস্থিতমগ্রতঃ ॥

৩০ ॥ মহোষধীনাং রত্নানামশেষাণাং স্বয়মুবা ।

অখণ্ডতেজোদীপ্তানাং বিনির্গিতমিবাকরম্ ॥ ৩১ ॥

সমুদ্রতৈর্ধ্বং শিখরৈর্নিপতদ্যোম ভূতলে । উদারধারা-

সম্পন্নৈর্দধাতীব নিরন্তরম্ ॥ ৩২ ॥ শনৈরাবহ

তং শৈলমগস্ত্যো মুনিপুঙ্গবঃ । নিবাসায় মতিং

চক্রে রম্যো তচ্ছিখরস্থলে ॥ ৩৩ ॥ তস্তামৃতোপ-

মেয়স্ত পদ্মোৎপলকুলত্রিযঃ । নানাক্রমপরীতস্ত

কাসারশ্রোতরে তটে ॥ ৩৪ ॥ মনোহরে মহীভাগে

বিধায়াশ্রমগুহমম্ । আরাধ্য পিতৃদেবমীন্ বিধি-

বদ্ব্যস্তদেবতাম্ ॥ ৩৫ ॥ উবাস সুচিরং তত্র মুনি-

সম্মতসমবিতঃ । দেবতাসিদ্ধগন্ধর্বাঙ্গপ্নরোজুষ্টমহী-

ধরে ॥ ৩৬ ॥ তপঃসমাবেশিতচিত্তবৃত্তৌ তপোবনে

তিষ্ঠতি কুন্তজাতে । প্রশস্তসৌভাগ্যসমবিতৌ-

হৃদিরগস্ত্যশৈলাহ্ময়মাসাদ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীকীন্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যপ্রশংসায়ামজ্জুন-

ভরদ্বাজসংবাদে শঙ্করবিবাহাগস্ত্যাদক্ষিণদিগ-

গমনবর্ণনং নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । স কদাচিদ্মুনিবর্ষঃ কৃত-

পৌষাঙ্গিকক্রিয়ঃ । বিবেশ দেবতাগারঃ সমারোহ-

য়িতুং শিবম্ ॥ ১ ॥ অদৃষ্টরূপা রাগেশ্বরী তজ্জায়াবি-

মহাশ্রনা । তেনাভূতোপপন্নেন ব্যক্তবর্ণসমুজ্জনা ॥

২ ॥ আকাশবাণ্যাবাচেনমগস্ত্যং জপতাং ররম্ ।

নদীহীনো হ্রয়ঃ দেশঃ প্রসিক্তোহপি ন শোভতে ॥

৩ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখঃ সাকার ইব ভূমুখঃ । দীক্ষ্যেব

দক্ষিণাহীনো জ্যোৎস্নাহীনেব শঙ্করী ॥ ৪ ॥ ন বিভাতি

নদীহীনা পৃথ্বীঃ ভূমুরোত্তম । প্রবর্তয় নদীং

কাঞ্চিল্লোকানাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫ ॥ অগাধহরিতো-

ভূতভীতিমোচনশালিনীম্ । হিতমেতং সুরোচ্চানা-

মেতমুনিবর্যার্থিতম্ ॥ ৬ ॥ ভদ্রমেতমুহুধ্যাণামে-

তদাচর সুরত । দেবানামুষিবর্ষাণাং ভুজনানাং

হিতাবহাম্ ॥ ৭ ॥ পাপপঙ্কপ্রশমনীং প্রবর্তয় মহা-

করত বাস করায় প্রশস্ত সৌভাগ্যসমবিত ঐ
পক্ষত অগস্ত্য শৈল নামে বিখ্যাত হইল । ২৫—৩৭ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

ত্রিংশ অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—একদা মাহাত্ম্য মুনিবর

অগস্ত্য সমস্ত পূর্বাঙ্কুর্য সমাপন করিয়া শিবারা-

বনার্থ দেবতাগৃহে প্রবেশ করিলে এক অদৃষ্টরূপ

বাক্য তাঁহার অতিগোচর হইল । অনন্তর সেই

অদৃষ্ট বাক্যে বিস্মিত তপস্বিপ্রবর অগস্ত্যের

সমীপে এক সমুজ্জল ব্যক্তাকর-সমবিত আকাশবাণী

প্রাহুর্ভূত হইয়া বলিতে লাগিল ;—এই প্রসিক্ত দেশ

নদীহীন হওয়ায় জ্ঞানবিজ্ঞানবিমুখ শরীরধারী আক্ষ,

দক্ষিণহীন দীক্ষা ও জ্যোৎস্নাশূন্য শঙ্করীর দ্বায়

শোভা পাইতেছে না । হে বিপ্রবর ! নদীবিহীন-

পৃথিবী কদাচ শোভিত হয় না, অতএব লোকহিতের

জন্ত কোন এক নদীর প্রতিষ্ঠা কর । হে মুনিবর

সম্মতি আমার এই প্রার্থনা ; তুমি এইরূপে একটা

নদী আনয়ন কর, যেন তদ্বারা অত্যন্ত হরিত বিদু-

রিত হয়, অত্যন্ত ভীতিও দূরে পলায়ন করে । হে

মুনে ! এইরূপ করিলেই তোমার সুরগণের হিত-

সাধন করা হইবে । সুরত মানবগণের মঙ্গলাবহ

এই কার্য তোমার অবশ্যকর্তব্য ; কেবল মানব-

গণের নহে, এই কার্য দেব, মুনিগণ এমন কি

কিন্নরগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর

মহর্ষি এক সমুদ্রত শৈলদর্শন করিয়া ভার্য্য পৃথিবীর

উপরে তাহাকে স্থাপিত করিলেন । এই ধরণীধরও

পাদদ্বারা পৃথিবীকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার সম্মুখে

অবস্থিত হইল । হে অজ্জুন ! ঐ পক্ষত যেন

অবিচ্ছিন্ন তেজে দীপ্ত অশেষ মহোষধি ও রত্ন-

নিচয়ের অকিররূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ মহো-

ষধি ও রত্ন তথায় স্বয়ংই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ভূতলে ঐ পক্ষতের উদারধারাসমাবৃত সমুদ্রত

শিখররাজি যেন ভূতল হইতে আকাশ পর্যন্ত

সমাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে । মুনিপুঙ্গব অগস্ত্য বীরে

বীরে সেই শৈলে গমনপূর্বক তদীয় রম্য শিখরে

বাস করিতে অভিলাষ করিয়া পদ্ম ও উৎপল-

কূলে দিব্যকাস্তিসমবিত অমৃতোপম মহীকূলে পরি-

বেষ্টিত মনোহর সরোবরের উত্তর তটে মহীভাগে

এক আশ্রম নির্মাণ করিলেন । ঋষি অগস্ত্য

অমৃত্য ঋষিগণ সহ যথাবিধি দেব, ঋষি, বাহু,

ও পিতৃগণের আরাধনা করিয়া সুচির কাল

তথায় বাস করিলেন । কুন্তসম্ভব মহর্ষি অগস্ত্য

দেব সিদ্ধ গন্ধর্ব ও অঙ্গরাগণসমবিত সেই মহী-

ধরে অবস্থানপূর্বক তপশ্চায় চিত্তবৃত্তি সমাহিত

নদীক্ ৮ । শ্রীভরদ্বাজ উবাচ । তদাকর্ণ্য বচো
বিশ্বঃ কণঃ চিত্তাপরাধনঃ । সমাপ্য দেবতাপূজাং
বহির্বেদ্যামুপাধিশং ॥ ১ ॥ আনায়ায়ামাস তদা
তদাশ্রমগতানুনীন্ । তেষামকথয়চ্চাসৌ দিব্যবাণী-
রিতঃ বচঃ ॥ ১০ ॥ তদন্তুতমুপশ্রুত্যা মুনয়ো হৃষ্টমানসঃ ॥
১১ ॥ অভিবন্দ্য মুনিস্ত্রেষ্ঠঃ মৈত্রাবকৃণিমক্ৰবন্ ॥ ১২ ॥
মুনয় উচুঃ । মহাশর্চ্য, আশ্চর্যাণাং মঙ্গলানাঞ্চ
মঙ্গলম্ । তবৈব শোভতে দিব্য স্বচরিত্রঃ কৃপা-
মিধে ॥ ১৩ ॥ তব হকারমাত্রেণ ভ্রষ্টো দেবাধিরাজ্যতঃ ।
নহকঃ কৌটতাং প্রাপ ততশ্চিদ বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
সমাবৃতধরাচক্রঃ কমলোলাতাং লব্ধবঃ । কিং বতো
বিদ্যতে চিত্রং যদ্বিক্শূলকৌকুতঃ ॥ ১৫ ॥ স্বর্ঘ্য-
মার্গনিরোধার্থং প্রবৃত্তো বিদ্যাত্ত্ববরঃ । ইয়া
প্রশান্তিঃ গমিতঃ কিং বতো বিদ্যতে পরম্ ॥ ১৬ ॥
ভবাত্তুতানি কৰ্ম্মাণি কঃ স্তোতুং প্রভবেত্তুবি ।

পৃথিবীই নিখিল প্রাণীরই কুশল হইবে । অতএব
পৃথিবীতে পাপপ্রশমনে সমর্থ একটি মহানদীর
প্রতিষ্ঠা কর । ১-৮ । ভরদ্বাজ বলিলেন,—দ্বিজবর
অগস্ত্য এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া কণকাল
চিত্তাপরাধন হইলেন এবং দেবতা সমাপন
করিয়া আসিয়া বহির্বেদীতে উপবেশন করিলেন ।
তিনি তখন আশ্রমবাসী ঋষিকে আশ্রয় করিয়া
এই আকাশবাণীর বিষয় তাঁহাদিগের নিকট বিজ্ঞাপন
করিলেন । মুনীগণ সেই অদ্ভুত-আকাশ বাণী শ্রবণে
হৃষ্টমানস হইয়া মিত্রাবকৃণতনয় মুনিস্ত্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে
বন্দনাপূর্বক বলিতে লাগিলেন । মুনীগণ কহিলেন,—
হে কৃপানিধে ! আজ আমরা আপনার মুখে যাহা
শুনলাম, ইহা আশ্চর্য্য হইতেও আশ্চর্য্যতর ও
মঙ্গলমূলক এবং মঙ্গল, ইহা আপনারই দিব্য
চরিত্রে শোভা পায় । কেননা আপনার হকারমাত্রে
রাজ্য নহে যে স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া
কৌটতা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা কি বিচিত্র নহে ?
ধরাচক্রকে সমাবৃত করিয়া কমললদ্বারা অদর-
তল বিতাড়িত করত সাগর যখন ক্ষীণ হইয়া-
ছিল, তৎকালে আপনি যে গণ্ডমাত্রে তাহা পান
করিয়াছিলেন, তাহাতে কি বৈচিত্র্য নাই ? বিদ্যাত্ত্ববর
যৎকালে সর্বিতার পথ নিরোধ করে, আপনি
আশ্রমবাসীরা যে গর্গিহ পঞ্চতকে বন্দীকৃত
করিয়াছিলেন, তাহাতেও কি বৈচিত্র্য বিদ্যমান
নাই ? আপনার অদ্ভুত কর্ম্মের কথা শুনে কে

মহাভাগ্যযোগ্যঃ প্রাপ্তোহসৌতি শরীরিতাম্ ॥ ১৭
বয়ং কৃতার্থাঃ সজ্জাতাইহলোক্যে যন্নহানুনে ।
নিবসামোহত্র তবতা সনাথা হ্যশ্রমস্থলে ॥ ১৮ ॥
বর্ণ্যো হি যাম্যতো দূবে বিশ্বয়োহয়ং দ্বিজোত্তম ।
সমস্তবস্তৃপূর্ণোহাপ নদীহীমো ন রাজতে ॥ ১৯ ॥
কিমলকনদীপ্নানেনামুনা হতজন্মমা । অনদীকে
জনপদে বাসাদজননং বরম্ ॥ ২০ ॥ পরিপাক
ভাগ্যানামশ্রাকং সমুপাধিতঃ । যদাদিত্যোহসি বিশ্বৈধে
প্রবর্তয় মহানদীম্ ॥ ২১ ॥ প্রবর্তিতায়াং দেশেহশ্রম
মহানদ্যাং তবানঘ । কদান্ন থনু যাস্তামঃ কৃতপ্নানাঃ
শরীরিতাম্ ॥ ২২ ॥ কিং বিতর্কেণ বহুনা প্রযত্নঃ
ত্রি গং ক্রবম্ । সমানেতুং জগদ্বন্দ্য শরণ্যাং
সরিহৃতমাম্ ॥ ২৩ ॥ শ্রীভরদ্বাজ উবাচ । স তেষাং
বচনং হৃদ্য মানসিহ মহাদ্বিজঃ । সমানেব্যামি
সরিতমিতি চক্রে বিনশ্চয়ম্ ॥ ২৪ ॥ মুনীশ্বরেরমু-
জাতস্তানভার্চ্যা স্মরানাপি । বিশেষপূজাং বিধি-

বলিতে সমর্থ ? আমাদের ভাগ্য বশতই আপনি
শরীর বারণ করিয়াছেন । হে মহানুনে । আপনার
আশ্রমস্থলে আমরা যে আবাস লাভ করিয়াছি, এবং
আপনি যে আমাদেরকে সনাথ করিয়াছেন, ইহাতে
ত্রিলোকমধ্যে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি । হে দ্বিজো-
ত্তম । দক্ষিণদেশের বহুদূরে অবস্থিত আমাদের
বর্ণনীয় এই রাজ্যটি সমস্তবস্তৃপূর্ণ হইয়াও এক-
মাত্র নদী না থাকায় শোভা পাইতেছে না, বলিতে
কি, আমরাও নদীপ্নানবিমুখ হইয়া রথ্য জন্মগ্রহণ
কবিতোছি, বস্তৃতঃ নদীহীনদেশে বাস অপেক্ষা
জন্ম না হওয়াই শ্রেয়ঃ, কিন্তু আজ আমাদের ভাগ্য-
কল কণিবার উপযুক্ত অবসব আসিয়া উপস্থিত
হইয়াছে । হে অনঘ ! দেবগণ যাহা আদেশ
কাব্যছেন, আপনি সেই মহানদী প্রবর্তিত করুন ।
অহো ! কোন্দিন এদেশে আপনার প্রবর্তিত মহা-
নদীতে স্নান করিয়া জন্ম সার্থক কবিব ? হে মুন্যে !
এবিষয়ে আর বত তর্কেব প্রয়োজন নাই, আপনি
অবশ্যই জগদ্বন্দ্য শরণ্য, নদীশ্রেষ্ঠ মহানদীকে
আনয়ন জন্ত প্রযত্ন করুন । ভরদ্বাজ বলিলেন,—
দ্বিজশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষিদিগের হৃদয়গ্রাহী বাক্য শ্রবণ
করিয়া তাঁহাদের বাক্যের আদর করত “আমি নদী
আনয়ন করিব” ইহা নিশ্চয় করিলেন । অনন্তর
মহর্ষি অগস্ত্য মুনীশ্বরগণের অমুজ্ঞাপ্রাপ্ত, স্মরনি-
করের অর্চনা এবং বিধিপূর্বক জিপুরারি হরের
বিশেষরূপে পূজা করিয়া বহু কৃষ্ণ কেশবর আভের

বহির্বিধায় পূর্ববিধিঃ ২৫ ॥ অঙ্গীকৃত্য ততঃ গাঢ়-
বহুলকেশকঃসহম্ । অনন্তমূলতঃ যত্নাৎ স চকার
মহতপঃ ২৬ ॥ ঘোরেষু ঘর্ষদিবসেষুত্তরহো হবি-
ভুজাম্ । চতুর্গাং সবিত্ত্বস্তদৃষ্টির্নাপয়মৌ ক্রমম্ ॥
২৭ ॥ বার্ষিকেবু দ্বিনেবুগ্রবায়ুসম্পাতকঃসহেঃ ।
আসারৈস্তাড্যমানোহপি নোদ্বেষমগমচ্ছদি ২৮ ॥
হেমন্তে সময়ে তিষ্ঠন কণ্ঠদয়েষু বারিষু । জপধ্যান-
পরো ভূহান কিঞ্চিৎকতিং যযৌ ২৯ ॥ ততঃ
সমীহিতার্থস্ত বিলম্বমবলোকা সঃ । পুনর্গাঢ়তরাং
নিষ্ঠাং প্রপেদে লোকভীষণাম্ ৩০ ॥ নিগৃহ-
মানসীঃ বৃত্তিঃ নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ । অবিজাত-
বহির্বৃত্তিস্তহো পাষণবতদা ৩১ ॥ এবং তপস্ত-
স্ত সর্বাঙ্গেষু হতাশনঃ । অত্রলিহো জলজ্যোতি-
র্নিচক্রাম ভয়ঙ্করঃ ৩২ ॥ ততোহস্ততাশখাজালৈরা-
বৃত্তাঃ সঙ্কতো দিশঃ । সমুদগ্ৰভয়োদ্বগ্না জনোঘাঃ
পরিচুক্রুণ্ডঃ ৩৩ ॥ তদা তথাবিধঃ ঘোরঃ জগৎ-
সজ্জোভমাগতম্ । দেবা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্মমৃত্য-
জজ্ঞম্নে ৩৪ ॥ তানাশাস্ত ততো ব্রহ্ম সিদ্ধ-

গাঢ় অঙ্গীকার করিলেন । তিনি ঘোরতর নিদাঘ-
দিনে চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে উপ-
বেশনপূর্বক স্বর্ঘ্যে তত্ত্বদৃষ্টি হইয়া অনন্তমূলত
মহাতপস্তা করিতে লাগিলেন, ইহাতে কদাচ তিনি
ক্রান্ত হইলেন না । তিনি কখন বর্ষাকালে হুঃসহ
ভীষ বায়ুসম্পাতে ও আসারধারায় তাড্যমান
হইয়াও হৃদয়ে অণুমাত্র উদ্বিগ্ন প্রাপ্ত হইলেন না ।
হেমন্তে আকণ্ঠ জলমধ্যে বাস করত জপধ্যান-
পরায়ণ হইয়া তপস্তা করিলেন, কিন্তু ইহাতেও
তাঁহার কোনরূপ বিকৃত ভাব উৎপন্ন হইল
না । হে অর্জুন ! ইহাতেও তাঁহার অভীষ্ট
সিদ্ধির বিলম্ব দেখিয়া তিনি পুনরায় লোকভীষণ
গাঢ়তর নিষ্ঠা অবলম্বন করিলেন । জিতেন্দ্রিয়
মহাবি অগস্ত্য মনোবৃত্তি নিগ্রহ করত নিরাহার হই-
লেন এবং বাহুবৃত্তি সকল বিদূরিত করিয়া পাষণের
স্থায় হইয়া গেলেন । অগস্ত্য এইরূপে তপস্তা
করিতে থাকিলে তাঁহার সন্মাদ হইতে আকাশ-
স্পর্শী জাজ্বল্যমান এক ভয়ঙ্কর অগ্নি নির্গত হইয়া
অদ্ভুত শিখাজ্বালামালায় সমস্ত দিক্ আবৃত করিয়া
কেলিল । তখন লোক সকল সেই ঋষিশরীরোখিত
অগ্নি হইতে ভীত ও উদ্ভিগ্ন হইয়া অত্যন্ত ক্রন্দন
করিতে লাগিল । অনন্তর সুরগণ জগৎসম্বোধ-
কারক সেই ঘোরতর অগ্নি সন্দর্শন করিয়া মহর

গন্ধর্বসেবিতঃ । প্রাহরানীংকুতূবঃ পুরোভাগে
তপস্ততঃ ৩৫ ॥ তমাগতঃ সমালোক্য ব্রহ্মণঃ
পরমং দ্বিজঃ । প্রণম্য বিবিধৈঃ ক্রোড়ৈকোবহায়াস
তন্ননাঃ ৩৬ ॥ ততস্তঃ বিনয়ান্নমস্গাতাঃ বীক্য
পদ্মভূঃ । প্রসাদমুখো ভূহা পূতাঃ গিরমুপাধত ৩৭ ॥
ব্রহ্মোবাচ । পরিতুষ্টোহস্মি তপসা তুচ্ছরেণ
তবানঘ । বৃণীষ যদ্যদিষ্টং তে তত্তদাস্মি স্বতত ৩৮ ॥
অগস্ত্য উবাচ । তব প্রসাদাৎসকলমুপপন্নঃ
মম প্রভো । সম্ভ্রযচ্ছসি চেৎকামঃ যাচে নিঃশঙ্কয়া
ধিয়া ৩৯ ॥ নদীহীনমিমং দেশং দৃষ্ট্বা বিদ্যাতি মে
মনঃ । অর্থাববোধরহিতঃ ক্রতিপাঠমিবাধিকম্ ৪০ ॥
উকীং পাবয়িতুং দক্ষাং রক্ষিতুঞ্চ মহানদীম্ ।
প্রসাদঃ কুরু দেবেশ মমেষ্টমিদমেব হি ৪১ ॥
শ্রীভরদ্বাজ উবাচ । অগস্ত্যস্ত বচঃ শ্রুত্বা ভূহাদেব-
মিতি ক্রবন্ । সম্মার মনসা ব্রহ্মা সুরবর্ষাশ্রয়াঃ
নদীম্ ৪২ ॥ অধোপেত্য বিয়দাক্ষা পুরস্তাৎ পর-

ব্রাহ্মণের সমীপে গমন করত তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক
এই অগ্নির বিষয়ে নিবেদন করিলে চতুরানন ব্রহ্ম-
সুরগণকে আশস্ত করিয়া সিদ্ধ-গন্ধর্ব-নিবেদিত
তপস্বী অগস্ত্যের আশ্রমভূভাগে তাঁহার সমীপে
উপনীত হইলেন । ২—৩৫ । তন্ননা দ্বিজ অগস্ত্যও
সেই দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মাকে আগমন করিতে দেখিয়া
প্রণামপূর্বক বিবিধ স্তবে তাঁহাকে শ্রীত করিলেন ।
পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিনয়নন্ম সেই ঋষি অগস্ত্যকে অব-
লোকন করত শ্রীত ও প্রসন্নবদন হইয়া এই পরিভ্র
কথা কহিলেন । ব্রহ্মা বললেন,—হে অনঘ ! আমি
তোমার তুচ্ছ তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; হে সুরত !
একণে তোমার যদি কোন অভীষ্টের প্রার্থনীয়
থাকে, তবে আমি তাহা দান করিব । অগস্ত্য
উত্তর করিলেন,—প্রভো ! আপনার অহুগ্ৰহে আমি
সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছি ; একণে যদি আমাকে
অভিলষিত প্রদানে অঙ্গীকার করেন, তবে নিঃশঙ্ক-
চিত্তে আমি প্রার্থনা করিতে পারি । হে ব্রহ্ম !
এই দেশ নদীহীন দেখিয়া অর্জুনজনীন বেদপাঠের
ন্যায্য আমার মন অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছে, হে দেবেশ !
একণে পৃথিবী পবিত্র ও রক্ষা করিতে সমর্থ এইরূপ
একটা মহানদীই আমার অভীষ্ট ; অতএব আমার
প্রতি অহুগ্ৰহ প্রকাশ করুন । ভরদ্বাজ বলিলেন
অনন্তর ব্রহ্মা অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া “ইহাই
হইবে” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া মনে মনে আকাশ-
পর্ষদিত সুরনদীকে স্মরণ করিলেন । তখন

মেটিনঃ। অতিষ্ঠমুকুটস্তপ্রশস্তাঞ্জলিতাম্বুয়া ॥ ৪৩ ॥
 শশিনাং সমায়াতাং বিনয়ানতমস্তকাম্। তাং
 সর্বজগতাং ধাত্রীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মা-
 বাচ। গঙ্গে ময়া হুশান্তাসি কার্যো লোকোপকারকে।
 তবাপি লোকরক্ষায়াং মমেব নিয়তা হিতিঃ ॥ ৪৫ ॥
 দেশে নদীবিহীনেহজ প্রবর্তয়িতুমাগাম্। হিতার্থঃ
 সর্বলোকানাং কুন্তজয়া সমীহতে ॥ ৪৬ ॥ তস্মা-
 বমবতীর্ঘ্যোকীঃ স্বাংশেনৈকেন ভূজনান্। পুনীহি
 গচ্ছ বসুধামেতদর্শিতবর্ধনা ॥ ৪৭ ॥ ভুনোকে
 সম্প্রস্তুে তু প্রবাহে সিদ্ধিকাক্ষিণী। সেবিষ্যন্তে
 পূর্ববরা মুনিবর্ধ্যাস্ত সন্ততম্ ॥ ৪৮ ॥ নদীবৃত্তমতাঃ
 যাহি জাহি স্বংসংখ্যান জনান্। কুরু প্রিয়মগস্ত্যস্ত
 গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখ ॥ ৪৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ।
 ইত্যুক্তান্তর্ধে ব্রহ্মা তয়া নদ্যা চ তেন
 চ। প্রণামপূজনস্তোত্রৈকিংশৈবৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৫০ ॥
 দিব্যতেজোময়ীং মূর্তিঃ দর্শয়িত্বা বচোহব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥

দীপ্তিমতী আকাশগঙ্গা পরমেশ্বর ব্রহ্মার অগ্রে উপ-
 নীত হইয়া স্বীয় মস্তকস্থিত মুকুট অবনত করত
 বক্রাঞ্জলি হইয়া উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার
 শাসনাবহিতা বিনয়ানতকঙ্করা সমস্ত জগতের
 পালয়িত্রী সেই গঙ্গাদেবীকে বলিতে লাগিলেন।
 ব্রহ্মা বলিলেন, হে গঙ্গে! তুমি আমার
 শাসনে অবহিতা আমি যেমন লোকরক্ষা নিযুক্ত
 আছি, আমার স্থায় তোমাতেও সেই লোকরক্ষা-
 তার নিত্য স্তত আছে, সম্প্রতি তুমি একটি লোক-
 হিতকর কার্য কর। এই নদীবিহীন দেশে মহর্ষি
 অগস্ত্য একটি নদী প্রার্থনা করিতেছেন, তুমি
 নিখিল-লোকের হিতকামনায় এই স্থানে একটি
 নদী প্রবর্তিত কর। তুমি নিজের এক অংশে
 পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আমার প্রদর্শিত পথে
 বসুধাতলে গমনপূরক লোক সকল পাবত্র কর।
 ভূতলে তোমার প্রবাহ প্রবর্তিত হইলে সিদ্ধি-
 কামী শ্রেষ্ঠ সুর ও মুনিগণ সন্তত তোমার
 সেবা করিবেন। তুমিই আশ্রিতগণকে পরিজ্ঞাপ-
 করিয়া নদীসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে;
 হে ভদ্রে! এক্ষণে যথাসুখে গমন করিয়া অগ-
 স্ত্যের প্রিয় সাধন কর। ভরদ্বাজ বলিলেন,—
 অনন্তর ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে আকাশগঙ্গা ও
 কবি অগস্ত্য তাঁহাকে প্রণাম, পূজা ও বিবিধ স্তোত্র
 দ্বারা অতিমিলিত করিলে তিনি তথা হইতে
 অদ্বীত হইলেন। অনন্তর আকাশগঙ্গা মুনিবর

গঙ্গোবাচ। মদীয়াংশোহয়মবনং সম্প্রাপ্য মুনি-
 বনত। পুরয়িষ্যতি তেহভীষ্টং নদীরূপং সমাশ্রিতঃ ॥
 ৫২ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ। ইত্যুক্তা সিদ্ধবাহিনীঃ
 গতায়াঃ তৎপ্রযুক্তয়া। গন্তব্যং বসুধা
 কেনেভ্যক্তো মুনিরুবাচ ভাম্ ॥ ৫৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ।
 গচ্ছন্ পুরস্তাং কল্যাণি হৃদীয়গমনোচিতম্। অহং
 প্রদর্শয়িস্যামি মার্গং স্বং মামমুদ্রজ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যুক্তা
 মুনিরা তেন সম্প্রস্তুঃ। তবানঘ। যদিষ্টং তৎকরিস্যো-
 হর্মমতি প্রোবাচ সা শুভা ॥ ৫৫ ॥ অথ মুনিবরতীর্ঘ্য
 তাং নগোদ্রাকৃততটিনীতমুমদ্রসঙ্গিশৃঙ্গাং। মুদিততর-
 মনা যযৌ পুরস্তাত্তদভিমতাং পদবীং প্রদর্শয়ন্
 সঃ ॥ ৫৬ ॥
 ইতি ক্রীড়ান্দে সুবর্ণমুখরীমাশায়াপ্রশংসায়াং সুবর্ণ-
 মুখ্যাবির্ভাববর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

অগস্ত্যসমীপে স্বীয় শরীরের পদ এক অংশে
 তেজোময়ী এক দিব্যমূর্তি কল্পিত করিয়া স্ববি-
 বরকে প্রদর্শন করত বলিতে লাগিলেন। গঙ্গা
 বলিলেন,—হে মুনিবরত! আমার এই অংশই
 বসুধাতলে গমনপূরক নদীরূপ ধারণ করত
 আপনার অভীষ্ট পূরণ করিবে। ভরদ্বাজ বলি-
 লেন,—অনন্তর গঙ্গার আদেশে তাঁহার এক অংশ
 প্রসিদ্ধ প্রবাহে পরিণত হইয়া স্বনিকে জিজ্ঞাসা
 করিল,—হে গঙ্গে! এখন কোন পথে গমন
 করিব? গঙ্গার প্রস্নে তাঁহাকে মুনি বলিতে লাগি-
 লেন। মুনি বলিলেন,—হে ‘কল্যাণি’! তুমি যে
 পথে গমন করিবে, আমি অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া
 তাহা নির্দেশ করিতেছি, তুমি আমার অনুগমন
 কর। হে ঘনঘ অর্জুন! মুনির কথায় সুভদ্রা
 গঙ্গা স্ত্রীতা হইয়া বলিলেন,—হে মুনে! তোমার
 যাহা প্রিয়, আমি তাহাই করিব। অনন্তর মহর্ষি
 অগস্ত্য আকাশম্পর্শী সেই অতুল্য গিরিবরের
 শিখর হইতে নদীরূপপ্রাপ্ত আকাশগঙ্গার অংশ
 লইয়া মুদিতমনে অগ্রে অগ্রে অভীষ্ট পথ প্রদর্শন
 করিতে করিতে গমন করিলেন। ৩৬—৫৬।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োবিংশোধ্যায়ঃ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । তদা দিব্যবিমানভাঃ শক্রমুখা
দিবৌকসঃ । অগস্ত্যমহুবাষ্টীঃ তামহুজমুখাপ-
গাম্ ॥ ১ ॥ নবাবতারাং তাং দিব্যাং সর্বে চ মুনি-
পুঙ্গবাঃ । কৃতান্তলিপুটাঃ স্তোত্রৈরহুযাতাঃ সিবৈ-
বিরে ॥ ৩ ॥ সিদ্ধচারণগঙ্ধরীঃ সমুদ্রান্ত সহস্রশঃ ।
তাং নদীং তং মুনীন্দ্রক প্রশংসুঃ স্তবৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৩ ॥
সুধোপমানমমলং দিষ্ট্যা লঙ্ঘমিদং জলম্ । ইতোহ-
সুকারসায়ন্তা ননসুধরীজনাঃ ॥ ৪ ॥ তদা নিদেশা-
দেবস্ত পদ্ময়োনেঃ সমীরণঃ । শৃংখতাং সর্ষদেবানা-
মিদং বচনমববীৎ ॥ ৫ ॥ বায়ুরুবাচ । সুবর্ণমিব
লোকানাং ভাগধেয়াদিয়ং নদী । নীতা ভুবমগস্ত্যেন
মুখরীকৃতদিশুখা ॥ তস্মাদবাস্তুতি বিখ্যাতিং সর্ষ-
লোকাভিনন্দিতাম্ । সুবর্ণমুখরীনায়া ধায়ি কৈবল্য-
সম্পদঃ ॥ ৬ ॥ এষা সুবর্ণমুখরী সরিৎসু সকলান্বপি ।
বিশিষ্টা সেবনীয়া চ ব্রহ্মণো বচনং হৃদম্ ॥ ৮ ॥
ভরদ্বাজ উবাচ । কহেৎ পবনেনোক্তং বচনং

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তখন দিব্য বিমানস্ব
ইন্দ্রমুখ দেবগণ ও সকল মুনিপুঙ্গব মহর্ষি অগ-
স্ত্যের পশ্চাদ্গামিনী সেই নবাবতীর্ণা দিব্য মহা-
নদীর অহুগমন করিলেন এবং সকলেই বদ্ধাঙ্গুলি
হইয়া স্তব করিতে করিতে তাঁহার অহুগমনপূর্বক
সেই মহানদীর সেবা করিতে লাগিলেন । তথায়
সহস্র সহস্র সিদ্ধ, চারণ ও গঙ্ধর্বগণ আবির্ভূত
হইয়া সুশোভন স্তুতিবাক্যে সেই মহানদী ও
মহর্ষি অগস্ত্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং
ধরণীস্থিত নরগণ ভাগ্যবশে সুধাসদৃশ নির্মল জল
লাভ করিয়া উৎসুক্য বশতঃ আশ্লাদিত হইল ।
অনন্তর সমীরণ দেব পদ্মযোনি ব্রহ্মার আদেশে
দেবগণের সন্নিধানে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে
থাকিলে, তাঁহারও বায়ুর বাক্য শ্রবণ করিতে
লাগিলেন । বায়ু বলিলেন,—এই মহানদী
সুবর্ণের স্তায় মিথিল হ্রাসকের ভাগা-লব্ধ এবং
মহর্ষি অগস্ত্য দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া ইহাকে
ভূতলে লইয়া যাইতেছেন, অতএব সর্বলোকবন্দিত
এই নদী সুবর্ণমুখরী নামে বিখ্যাতি লাভ করিবে
এবং আপনারা এই সুবর্ণমুখরীকে মুক্তিসম্পদের
নিলায় বলিয়াই বিদিত হইবেন । ব্রহ্মা বলিয়াছেন,
—এই সুবর্ণমুখরীই সরিৎসকলের জ্যেষ্ঠা, বিশিষ্টা

কুন্তসম্ভবাঃ । ততোহ বিস্ময়াক্রান্তঃ শাক্তঃ পুঙ্খকিতা-
দ্রকঃ ॥ ২ ॥ এবমেবা দিব্যানদী শ্রানশাসাদিকল্পনৈঃ ।
সৌখ্যাবহা মনুষ্যাণাং প্রতিষ্ঠামগমকুবি ॥ ১০ ॥
আজ্ঞয়া পদ্মগর্ভস্ত তটিষ্ঠাকামবাহিনী । সুবর্ণমুখরী-
নাম্না পুনাত্যাক্ষকসংশ্রয়ান্ ॥ ১১ ॥ বহুন্ গিরীজান বন-
মণ্ডলঞ্চ দেশাননেকান্ সরিহুস্তমেয়ম্ । ত্রয়াদতিক্রম্য
নিষেবামাণা মহানদীতিগিরিসম্ভবাভিঃ ॥ ১২ ॥ বিহার-
লোলদ্বিরদপ্রকাণ্ড শুভমহাঘাতরয়োথিতেন । পুষ্পো-
পহারঃ পৃষতোৎকরেণ হর্ষাদদাতীব দিবাকরস্ত ॥ ১৩ ॥
সৌগন্ধিকাক্ষৌরহর্ষকৈরবাণাং সৌরভ্যাসংবাসিতকিঙ্ক-
মুখানাম্ । দ্বিরেকভাগৈকনিকেতনানামাধায়ভূতান্
প্রতিনির্মূলানি ॥ ১৪ ॥ রোগাহতানামধিকাতুরাণামনাম-
নৈকপ্রতিপাদকানি । অন্তর্বহিঃসমুত্তরিতাপনিবা-
রনানি প্রিয়কারণানি ॥ ১৫ ॥ লীলাবগগাহোৎসুক-

ও সেবনীয়া ॥ ১—৮ ॥ ভরদ্বাজ বলিলেন,—পবনের
এবং বিধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াক্রান্ত কুন্তসম্ভব অগ-
স্ত্যের শরীর পুলকিত হইল এবং তিনি পরম হৃষ্ট
হইলেন । হে নৃপ ! এই দিব্য নদী সুবর্ণমুখরী
এইরূপে ব্রহ্মার আদেশে আকাশ হইতে প্রবাহিত
হইয়া ভূতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে । মানবগণ
এই সুবর্ণমুখরী জলে শ্রান ও ইহার জল পান
করিয়া সুখলাভ করে এবং ইহার আশ্রয়ে পবিত্র
হয় । গিরিসম্ভবা মহানদীনিবহ কর্তৃক সেব্যমান
সরিহুস্তমা এই মহানদী সুবর্ণমুখী বহু গিরীজা,
বনশ্রেণী ও অনেক দেশ অতিক্রম করিয়া প্রা-
ভূত হইয়াছে । ইহাতে বিহারপরাম্পন্ন করিগণ
প্রকাণ্ড শুভের মহাঘাতে পুষ্পরীক কুসুম চন্দন
করিয়া মহাবেগে উর্ধ্বে উত্তোলন করিতেছে,
তদর্শনে মনে হইতেছে যেন, তাহারা দিবাকরকে
শীকরযুক্ত পুষ্পোপহার প্রদান করিতেছে । নদী-
তীরস্থ সুবাসিত পদ্ম ও কুমুদের সুগন্ধে দিগ্‌মণ্ডল
সুরভিত হইতেছে এবং প্রত্যেক পদ্ম ও কুমুদে
নিরন্তর ভ্রমর বিরাজিত থাকায় অমুমান হইতেছে
যেন ঐ পদ্ম ও কুমুদই তাহাদের এক মাত্র নিলায় ;
তাহারা কখন উহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন
করে না । সুবর্ণমুখরী এমনই মঙ্গলাধিক নির্মল
জল ধারণ করিয়াছে যে, কত রোগাহত অত্যন্ত
আতুর ব্যক্তিও এই জলে অবগাহন করিয়া
নিরাময় ও অন্তর্বহিঃ শীতল হইয়া থাকে । অমর-
নারীগণও লীলাবশতঃ উৎসুক হইয়া সুবর্ণমুখরীর

নাকনারীসীমন্তসিন্দুররজোঙ্কণানি । তৎকেশপাশ-
চ্যুতপারিজাতপ্রস্থনগঠৈরধিবাসিতানি ॥ ১৬ ॥ সা
বিক্রী সন্ততমকলানি স্বাদুস্তম্ভাভিনির্মলানি ।
সুধোপমানানি সুরেন্দ্রহনোঃ পদ্মাসি পাপপ্রতি-
ঘাতুকানি ॥ ১৭ ॥ অগস্ত্যৈশলাৎসমবাস্তজন্মা নীতা
ভুবঃ কুন্তসমুভবেন । প্রশস্ততীর্থৌষবিরাজমানা
সমাবযৌ দক্ষিণবারিরাশিঃ ॥ ১৮ ॥ নীকরাক্ত-
বিক্রীসৈ রক্তদীপার্পণৈরপি । প্রত্যাশ্রয়স্তামস্তোদে-
বীচয়োহভিমুখাগতাঃ ॥ ১৯ ॥ তরঙ্গহন্তৈরালিঙ্গ্য
সম্ভাব্যোনাং সমাগতাম্ । চকর সরিতাং নাথঃ
প্রিয়মাবোভাবণৈঃ ॥ ২০ ॥ প্রাপ্তাশ্রয়মুকলায়াঃ
জন্মা ভক্ত্যমপারিধেঃ । প্রহৃষ্টেন তরঙ্গেন জীবনঃ
বহুমেতজাম্ ॥ ২১ ॥ ইথং সংসৃজ্য সরিতমগস্ত্যস্তা-
মুকলাভাঃ । স্বহা যযৌ সমামভ্য কৃতকৃত্যো যদৃচ্ছয়া ॥
২২ ॥ অর্জুন উবাচ । স্বয়ং কথিতো ব্রহ্মন্ মহা-
নদ্যাঃ সমুদ্ভবঃ । অস্তাঃ প্রভাবঃ ভগবন্নিদানৌ

নীরে অবগাহন করেন, আর তাঁহাদের সীমন্ত-
সিন্দুরের রজঃ ছারা এই নদীর জল অকণ বর্ণ
ধারণ করিয়াছে এবং তাঁহাদেরই কেশপাশ হইতে
পারিজাত প্রস্থন খলিত হওয়ায় জলও সুবাসিত
হইয়াছে । হে সুরেন্দ্রনন্দন অর্জুন ! এই নদীর জল
স্বাদু, পঙ্কহীন, অতি নির্মল, সুধোপম । সুবাসি
নাশ করিতে সমর্থ । এই নদী অগস্ত্যৈশল হইতে
প্রাভূত হইয়াছে । কুন্তসমুদ্র মহর্ষি অগস্ত্যই ইহাকে
কৃতলে আনয়ন করিয়াছেন । প্রশস্ত তীর্থ সকল এই
সুবর্ণমুখরী নীরে বিরাজিত এবং এই নদী দক্ষিণ
সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত । সাগরের অক্ষত বীচিনিচয়
হইতে যে সকল নীকর উখিত হইতেছে, উহার
প্রত্যেকটী যেন তদ্বৎশে অর্পিত এক একটা রক্ত-
প্রদীপের দ্যায় বিজল্য বলিয়া অনুমান হয়; সরিৎপতি
বীচিমালা বিস্তারপূর্বক মহানদী সুবর্ণমুখরীর সম্মুখীন
হইয়া তাহার প্রত্যাগমন করিতেছে এবং তরঙ্গ-
রূপ বাহ ছারা আলিঙ্গন করিয়া সমাগত সুবর্ণমুখরীকে
প্রিয় শব্দে সম্ভাবণ করিতেছে । তখন জলনিধি
অমুকলা সুবর্ণমুখরীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টাশ্রয়করণে
তরঙ্গ ছারা দীর্ঘ অঙ্গ অত্যন্ত পরিব্রজ্য করিলেন ।
অমরতর কৃতকৃত্য মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে মহানদীকে
কৃতলে করিলেন এবং মুদিত মনে তাহাকে স্তব ও
আলিঙ্গন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে দীর্ঘ আশ্রমে প্রস্থিত
হইলেন । অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ।
আমি এই মহানদীর উদ্ভবকৃত্য কীর্জন করি-

ষোভুংসহে ॥ ২৩ ॥ তরঙ্গাজ উবাচ । অংকো-
নিবর্ধনঃ সর্গজ্ঞেসামেককারণম্ । শূনু মাহাত্ম্যাম-
স্তাস্তে কথয়িষ্যামি পাণ্ডব ॥ ২৪ ॥ পাশ্চাত্যঃ জন্ম
সম্প্রাপ্য জ্ঞানিনাং কর্মণঃ কয়ে । সুবর্ণমুখরীমানং
সিধ্যোদ্রব্ধকারণম্ ॥ ২৫ ॥ এতাং সুবর্ণমুখরীং
যোজনানাং শতৈরপি । শূনু মাহাত্ম্যঃ পাপেভ্যো
মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ নিকিপ্তমস্তি
জন্তুনাং সুবর্ণমুখরীজলে । সোপানতাং সমায়াতি
ব্রহ্মলোকাধিরোহণে ॥ ২৭ ॥ অরন্তঃ স্বর্ণমুখরীঃ যত্র
কুত্রাপি মানবাঃ । তোয়াস্তরেবু ন্নাহাপি লভন্তে
কণমুমম্ ॥ ২৮ ॥ তাবদেবাভিভূয়ন্তে নরাঃ পাতক-
কৌটিভিঃ । সুবর্ণমুখরীমানঃ যাবত্তম্ভ্যতে ওতম্ ॥
২৯ ॥ দিব্যাস্তরিকভৌমানি তীর্থানি নিজসিকয়ে ।
অরন্ত্যহরহঃ প্রাতঃ সুবর্ণমুখরীং নদীম্ ॥ ৩০ ॥
অগস্ত্যাচলসমুতা দক্ষিণোদধিগামিনী । পাপানি
স্বর্ণমুখরী অরণাদেব নাশয়েৎ ॥ ৩১ ॥ সুবর্ণমুখরী-

লেন, হে ভগবন্ ! এক্ষণে ইহার মাহাত্ম্য অবশ্য
আমার মন সমুৎসুক হইতেছে ॥ ২৩ ॥ তরঙ্গাজ
বলিলেন,—হে পাণ্ডব ! নিখিল মঙ্গলের এক মাত্র
নিদানভূত পাপবিনাশন এই মহানদীর মাহাত্ম্য
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । সুবর্ণমুখরীর জলে অব-
গাহনই পাশ্চাত্যজন্মপ্রাপ্ত জ্ঞানিগণের নিখিল কর্ম-
কর ও ব্রহ্মলোকলাভের কারণ হইয়া থাকে ।
মানব শতযোজন দূর হইতেও এই সুবর্ণমুখরীকে
স্মরণ করিয়া কলুব সকল হইতে মুক্ত হয়, সংশয়
নাই । এই নদীর জলে মানবের অস্থি নিকিপ্ত
হইলে, উহা ব্রহ্মলোকাহরণের সোপানের কার্য্য
করে । মানব যেখানে থাকিয়াই হউক, সুবর্ণ-
মুখরীকে স্মরণ করিয়া অস্ত্র জলেও যদি ডান
করে, তথাপি উত্তম ফললাভ করিয়া থাকে । মান-
বের ভাগ্যে যতকণ না সুবর্ণমুখরীর অবগাহন
লাভ হয়, ততকণই তাহার পাতকে পীড়িত হইয়া
থাকে ; কিন্তু তথায় সুশোভন অবগাহন ঘটিলে
আর তাহার শরীরে কলুবরাশি বাস করিতে পারে
না । যিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে সুবর্ণমুখরীর স্মরণ
করেন, স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও কৃতলে যে সকল তীর্থ
আছে, তৎসমস্তই তাঁহার সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই
নদী অগস্ত্যাচল হইতে উদ্ভূত হইয়া দক্ষিণ উদধির
সহিত সঙ্গতা হইয়াছে । স্মরণমাত্রই এই সুবর্ণমুখরী
মানবের পাপনিবহ দূর করে । মানবের কথা আর

পানলোলুপেনামহরাসনা । বাহুস্তি মর্ত্যাতায়েব দেবাঃ
পুণ্ড্রপুণ্ড্রগম্যঃ ॥ ৩২ ॥ সুবর্ণমুখরীতোরপুষ্টশত্ভা-
তোজিমঃ । না লিপ্যন্তে মহাপাশৈহ তৌজনশতো-
ভবৈঃ ॥ ৩৩ ॥ অপি নিকমিতং পীতং সুবর্ণমুখরী-
জলম্ । নান্যয়েদজিতুল্যানি হ্যন্ত পাপানি দেহি-
নাম্ ॥ ৩৪ ॥ প্রাপ্যাপি মাহুযং জন্ম সুবর্ণমুখরীজলে ।
যে বা স্নানং ন কুর্নস্তি তেষাং জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৩৫ ॥
সুবর্ণমুখরীস্নানং যদেকং বিধিনা কৃতম্ । জাহ্নবীস্নান-
কোটীনাং সমং ভবতি পরিশু ॥ ৩৬ ॥ গোবিন্দ ইব
দেবেষু নক্ষত্রেষু চন্দ্রমাঃ । নরেষু মহীপালো
ভূরুহেষু কল্পকঃ ॥ ৩৭ ॥ মহাভূতেষু বিয়ম্মায়ে-
বাখিলশক্তিষু । গায়ত্রী চ মন্ত্রেষু বজ্রং দেবায়ু-
ধেষু ॥ ৩৮ ॥ তরেষু বাস্তুনস্তম্ ক্রজাধ্যায়ো যজুঃ-
ধিব । অনন্ত ইব নাগেষু হিমাচল ইবাদ্রিষু ॥ ৩৯ ॥
পোত্রিক্ষেত্রমিব ক্ষেত্রেষু লিঙ্গেষু মানসম্ । নদী-
ষুপি চ সর্গাসু সুবর্ণমুখরী বরা ॥ ৪০ ॥ নিত্যং
স্মরেন্নমস্কৃত্য কীৰ্ত্তয়েন্নমসার্চয়েৎ । শুদ্ধিক্ষেম-
শিবাপেক্ষী সুবর্ণমুখরীঃ শুভাম্ ॥ ৪১ ॥ অগস্ত্যা-

কি বলিব? সুবর্ণমুখরীর নীরে স্নানলোলুপ
ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণও মর্ত্যশরীর পরিগ্রহ করিতে
কামনা করেন। সুবর্ণমুখরীর জলে পুষ্ট তদীয়
তীরভূমিসমুৎপন্ন শস্ত্রভোজীরা শত শত কদাহার
করিয়াও কদাচ মহাপাপে লিপ্ত হয় না। শরীর-
ধারণিগণ এই নদীর জল পান করিয়া পরিতপ্রমাণ
পাপও অতি অল্পকাল মধ্যে বিলীন করিতে সমর্থ
হয়। মানবজন্ম লাভ করিয়াও যাহারা সুবর্ণ-
মুখরীর নীরে অবগাহন না করে, তাহাদের মানব-
দেহ ধারণ নিরর্থক। যে মানব পরবাসরে এক-
বার সুবর্ণমুখরীজলে যথাবিধি নিমজ্জন করে,
তাহার কোটি কোটি বার জাহ্নবীজলে অবগাহনের
পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। যেমন দেবের মধ্যে গোবিন্দ,
নক্ষত্রের মধ্যে চন্দ্রমা, নরের মধ্যে নরপাল, বৃক্ষের
মধ্যে কল্পবৃক্ষ, মহাভূতের মধ্যে আকাশ, অগ্নির
শক্তির মধ্যে মায়াশক্তি, মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, দেবা-
য়ুধের মধ্যে বজ্র, তরুর মধ্যে আশ্বত্থ, যজুর্বেদ-
মধ্যে ক্রজাধ্যায়, নাগগণমধ্যে অনন্ত, পর্বতের
মধ্যে হিমালয়, ক্ষেত্রমধ্যে পোত্রিক্ষেত্র এবং ইন্দ্রিয়-
গণমধ্যে মানস প্রধান, তজ্জপ নদীনিবহ-
মধ্যে সুবর্ণমুখরীই শ্রেষ্ঠ। শুদ্ধিক্ষেম ও কুশল-
কামী মানব নিত্য পোড়ন সুবর্ণমুখরীকে মনে মনে
স্মরণ, স্মরণ, কীৰ্ত্তন ও পূজা করিয়া থাকে। যে

চলন্তভূতাঃ দক্ষিণোদধিগামিনীম্ । সমস্তপুণ্ড্রাঃ
স্বাঃ সুবর্ণমুখরীঃ স্মরে ॥ ৪২ ॥ মহাপাতকবিমুক্তঃ
গাত্রং মম তবোদকৈঃ । কালয়ামি জগদ্ধাক্তি শ্রেয়সা
যোজয়স্ব মাম্ ॥ ৪৩ ॥ ইতি হৃদয়ঃ সম্যগুচ্চা-
নিরতো নরঃ । সুবর্ণমুখরীতোয়ে স্নাত্বা শুদ্ধঃ
প্রমোদতে ॥ ৪৪ ॥ ব্রহ্মণা নির্মিতা পুণ্ড্রমগস্ত্যান
সমাহতা । স্ময়ং মন্দাকিনী মূর্ত্তা সুবর্ণমুখরী বরা ॥
৪৫ ॥ এবম্প্রভাবা দিব্যেয়ং কীৰ্ত্তনীয়্য শুভার্থিভিঃ ।
মনসা ভক্তিয়ুক্তেন স্নাতব্য্য শুভকাক্ষিভিঃ ॥ ৪৬ ॥
সোমস্বর্ঘ্যোপরাগেষু স্নানদানাদিকং কৃতম্ । স্নাদ-
মেয়কলং পার্থ সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ৪৭ ॥ সংক্রান্তাবরনে
পুণ্যে ব্যতীপাতেহথ বাসরে । সুবর্ণমুখরীস্নানং
কুলকোটিং সমুদরেৎ ॥ ৪৮ ॥ জন্মক্ষে জন্মদিবসে
সুবর্ণমুখরীজলে । স্নাত্বা বিধিবদাপোতি ক্ষেমারোগ্য-
সুখশ্রিয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ হৃৎস্বপ্নবিম্বজং ভূতগ্রহঃস্থানজং
তথা । সুবর্ণমুখরীতোয়ে স্নাত্বা তরতি কিম্বদম্ ॥
৫০ ॥ সুবর্ণমুখরীতীরে গোপাদপ্রমিতাং ভুবম্ ।
দত্তা সর্গমহীদানাদয়ং কলং তদবাধুয়াৎ ॥ ৫১ ॥
বেতুং সবস্থালঙ্কারাং সুবর্ণমুখরীতটে । দত্তা বিপ্রায়
বিধিবদ্যতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥ পুণ্যকালে

সংযত মানব “অগস্ত্যাচল” ইত্যাদি স্মৃতিসম্মত
উচ্চাচরণপূর্বক সুবর্ণমুখরীনীরে অবগাহন করেন
তিনি শুদ্ধিলাভ করিয়া প্রমুদিত হন। ২৪—৪৪।
ব্রহ্মনির্মিত সরিৎস্বরা সুবর্ণমুখরী পুরাকালে মহর্ষি
কর্তৃক আনীতা হইয়াছেন, ইনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী
মন্দাকিনী; ইহার প্রভাব এইরূপই। কুশল-
কামী মানব এই দিব্য নদীর নাম কীৰ্ত্তন
করিয়া থাকে। শুভকাক্ষী মানব ভক্তি-
যুক্ত হৃদয়ে এই নদীতে স্নান করিবে। হে পার্থ!
চন্দ্র-স্বর্ঘ্যগ্রহণে সুবর্ণমুখরীতীরে অবগাহন ও
দানাদির যে ফল, তাহার তুলনা হয় না।
সংক্রান্তি, উত্তরাষণ ও ব্যতীপাতাদি পুণ্যদিনে
সুবর্ণমুখরীস্নানে কোটিকুল উদ্ধার হয়। জন্ম
নক্ষত্র ও জন্মদিনে যথাবিধি এই নদীর জলে অব-
গাহন করিলে, ক্ষেম, আরোগ্য, সুখ ও লক্ষ্মীলাভ
হইয়া থাকে। সুবর্ণমুখরীজলে স্নানকারী নর
হৃৎস্বপ্ন, বিম্ব, প্রাণী, গ্রহ ও হৃৎস্থানজ্ব ভয়রূপ পাপ
হইতে উত্তীর্ণ হয়; নর এই নদীর তীরে গোপদ-
প্রমাণ অতি অল্পমাত্র ভূমি দান করিয়াও নিখিল ভূম-
ওলদানের কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুবর্ণমুখরীতীরে
ব্রাহ্মণকে যথাবিধি সবস্ত্র ও অলঙ্কৃত বেতু দান
করিলে সনাতন ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। পুণ্যকালে

দানানি বিধেয়াভিলাষিণি। ইহাযুজ কলপ্রাপ্ত্যে
সুবর্ণমুখরীতটে ॥ ৫৩ ॥ জপো হোমস্তপো দানং
পিতৃকর্ম্ম সুরার্কনম্। কৃতং ভবেচ্ছতত্ত্বং সুবর্ণ-
মুখরীতটে ॥ ৫৪ ॥ অন্তস্তে কথয়িষ্যামি বিধেয়ং
ব্রতসুতমম্। সুবর্ণমুখরীতীরে প্রতিবর্ষং সুধার্থিভিঃ ॥
৫৫ ॥ মেঘকালে রবিকরৈস্তিরোধানমুপাগতঃ।
যদোদেতি মুনিঃ শ্রীমামিত্রাবরুণনন্দনঃ ॥ ৫৬ ॥
তস্মিন্ দিনে যে নিয়তাঃ শ্রানমস্তাঃ প্রকুর্ষতে। তৈঃ
কল্পং চ সুরাবাসে হীয়তে কুরুনন্দন ॥ ৫৭ ॥ তদা-
গন্ত্যস্ত যজ্ঞপং সুবর্ণেন বিনির্ম্মিতম্। বিধিনা
দদতে পার্থ তে যাস্তি ব্রহ্ম শাস্তম্ ॥ ৫৮ ॥ অর্জুন
উবাচ। বিধিনা কেন কর্তব্যং ব্রতমেতন্মহামুনে।
তন্মমাচক্ষু সকলং জিজ্ঞাসোস্ত মহাশ্বনঃ ॥ ৫৯ ॥
ভরদ্বাজ উবাচ। অগস্ত্যোদয়দিনং জাহ্না নিয়ত-
মানসঃ। স্বশক্ত্যা কারয়েদ্রপং তস্ত হেত্বা মহামুনেঃ ॥
৬০ ॥ সুবর্ণভাস্বরচ্ছায়ং জটাবন্ধমনোহরম্। দধানং
করপদ্মাত্যামক্ষমালাং কমণ্ডলুম্ ॥ ৬১ ॥ বসানং

সুবর্ণমুখরীতীরে বিবিধ দান করিবে, কেন না ঐ
দান ইহ ও পরজ উভয় কালেই ফল বিতরণ করে।
সুবর্ণমুখরীতটে জপ, হোম, তপ, দান, পিতৃক্রিয়া
ও দেবার্চন যে কিছু কৃত হয়, তাহার ফলও পুণ্য
হইয়া থাকে। হে অর্জুন! সুবর্ণমুখরীতীরে
সুবর্ণমুখরীতীরে অস্ত্র যে সকল প্রতিবর্ষে কর্তব্য
উত্তম ব্রত আছে, তাহাও তোমার নিকট বলি-
তেছি। বর্ষাকালে মিত্রাবরুণনন্দন অগস্ত্যের
উদয় হয়, কিন্তু দিবাকরের করপ্রচ্ছাদনে তাঁহাকে
দেখিতে পাওয়া যায় না! হে কুরুন্দন! সেই
অগস্ত্যোদয়ে সংযত হইয়া যাহারা সুবর্ণমুখরীতীরে
অবগাহন করে, তাহারা কল্পকাল ত্রিদশালয়ে বাস
করিয়া থাকে এবং হে পার্থ! তৎকালে যাহারা
সুবর্ণ দ্বারা অগস্ত্যমূর্তি নির্মাণপূর্ব্বক যথাবিধি
ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহাদের সনাতন ব্রাহ্ম-লোক
লাভ হইয়া থাকে। অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—
হে মহামুনে! কিরূপ বিধিতে মহাত্মা অগ-
স্ত্যের এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়, আমি
জিজ্ঞাসু; , অতএব ঐ সকল আমার নিকট
বলুন। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—নিয়তমনা
মানব অগস্ত্যের উদয় দিন বিদিত হইয়া সুবর্ণ
দ্বারা পক্ষি অমূল্যসারে সেই মহামুনির মূর্তি
নির্মাণ করিবে। ঐ মূর্তিমূর্তির কান্তি সুবর্ণের দ্বারা
ভাস্বর, মস্তকে মনোহর জটাবন্ধন, করকমলযুগলে

মুদ্রলং বকং মৃগচর্ম্মোত্তরীয়কম্। সৌম্যং তপস্বী-
কচিরং কুশাককটকুণ্ডলম্ ॥ ৬২ ॥ এবং বিধায় তজ্জপং
শ্রাদ্ধা নিয়তমানসঃ। আচার্য্যং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরলঙ্কিত্য
যথাবিধি ॥ ৬৩ ॥ শালেরতুলানাং তামাঢ়কস্তোণরি
হিতাম্। বস্ত্রদ্বয়সমায়ুক্তাঃ প্রতিমাঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥
৬৪ ॥ বিদ্যাসংস্কৃতনো বার্দ্ধিচুলকীকৃতিপেশলঃ।
ব্রহ্মাদিসর্বদেবানাং তেজসা সুব্রকাশিতঃ ॥ ৬৫ ॥
অগস্ত্যঃ কুন্তসমুতো দেবানুরনমস্কৃতঃ। শ্রীতি-
মাপ্নোতু মহতীং দানেনানেন মে প্রভুঃ ॥ ৬৬ ॥
ইমং মন্ত্রং সমুচ্চায্য ধারাপূর্ব্বং সদাক্ষিণম্। দধা
বিমুক্তং পাপেভ্যো যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৭ ॥
জন্মান্তরহুতৈর্নূনমিহ জন্মকুতৈরপি। মহাপাপোপ-
পাপোষৈষুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মাদ্যাঃ
সকলা দেবাঃ সনকাদ্যা মহর্ষয়ঃ। চরাচরাণি ভূতানি
শ্রীতিং যাস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ কুহা ব্রতমিদং
পুণ্যমগস্ত্যস্ত চ সনাতনং। শ্রীত্যর্থং ভোজয়েদ্বিপ্রান
যথাশক্তি সদাক্ষিণম্ ॥ ৭০ ॥ তস্মিন্ কর্ম্মণি চাপস্তো
যথাশক্তি মহীশুরান। স্বর্ণদানাদিদানেন তোষয়ে-

অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, পরিধানে কোমল বকল,
গলদেশে মৃগচর্ম্মের উত্তরীয়, শরীর তপস্বী কচির
এবং ভূষণ কুশাক; এইরূপে সেই সৌম্য অগস্ত্য-
মূর্তি নির্মাণ করিতে হইবে। সমাহিতমনা মানব
শ্রান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা আচার্য্যকে যথাবিধি
অলঙ্কৃত করিবে এবং সেই মূর্তিকে শালিতুলের
আঢ়কোপরি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বস্ত্রদ্বয়যুক্ত করত
সেই প্রতিমার পূজা করিবে। অনন্তর
“বিদ্যাসংস্কৃতনঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জল-
দ্বারা প্রদানপুরঃসর দক্ষিণার সহিত সেই অগস্ত্য-
মূর্তি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হে রাজন! এইরূপ
অগস্ত্যমূর্তি দানে নিখিল পাপ বিনষ্ট ও সনাতন
ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং ইহ ও পরজন্মকৃত মহাপাপ
ও উপপাতক সকলও বিনষ্ট হইয়া থাকে, সংশয়
নাই ॥ ৬৫—৬৮ ॥ যে মানব এইরূপ অগস্ত্যমূর্তি দান
করে, ব্রহ্মাদিদেব, সনকাদি মহর্ষি ও চরাচরাণি নিখিল
প্রাণী তাহার প্রতি শ্রীত থাকেন, সন্দেহ নাই।
এই পুত ব্রত সমাধানান্তে পুণ্যাত্মা অগস্ত্যের
শ্রীতির জন্ত দক্ষিণার সহিত যথাশক্তি ব্রাহ্মণ-
ভোজন করাইবে। এই ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন
করাইতে অসমর্থ ব্যক্তি ভজিযুক্ত হইয়া যথাশক্তি
স্বর্ণ কিংবা দানদানে পণ্ডিতগণকে শ্রীত করিবে

উভয়সংযুক্তঃ ॥ ৭১ ॥ তিথিং ন বিতবীকৃত্যভ্যাস্তাঃ
যত্নেন সমাচরয়েৎ । যৎকিঞ্চিদপি চাবশ্যং কৰ্ম
কুর্য্যচ্চ । পুৰুষঃ ॥ ৭২ ॥ মহামুনেঃ গন্ত্যন্ত পরিপকং
তপঃকলম্ । নদী সুবর্ণমুখরী কীৰ্ত্তনীয়া সুরাসুরৈঃ ॥
৭৩ ॥ এবং তে কথিতঃ সমাধ্বহানদ্যাঃ সমুদ্ভবঃ ।
প্রত্যবশ্চ তদাচক্ষ যদ্বয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সুবর্ণমুখরী প্রভাব প্রশংসনাম
ত্রয়স্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুঃস্তিংশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ । শ্রোত্ৰাঞ্জলিত্যাং পীযাপি
উবহাক্যামৃতং মুহুঃ । মনো নোপৈতি মে তৃপ্তিঃ
ভুয়ঃ শ্রবণকাক্ষয়া ॥ ১ ॥ ক্রিয়াসমভিহারো মে
ব্রহ্মাক্যাকর্ণনৈষিণঃ । মনঃ খেদায় মা ভূক্তে কৰুণা-
ভরিতাঙ্গমঃ ॥ ২ ॥ ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি নদ্যামস্তাং
মহামুনে । কুত্র কুত্র সমর্থানি তীৰ্থাশ্চ ঘনিবর্হণে ॥

মানব অগস্ত্যাদয় দিন প্রাপ্ত হইয়া কদাচ বুধা
অতিবাহিত করিবে না, ব্রতান্ত কর্তব্য সকলের
মধ্যে সকল না হউক, যত্নসহকারে যথার্থকি কিছুও
করিবে । সুরাসুরগণ এই সুবর্ণমুখরীকে মহামুনি
অগস্ত্যের তপস্তার পরিপাক স্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন
করেন । হে অৰ্জুন ! এই তোমার নিকট মহানদীর
সমুদ্ভব বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য সম্যকরূপে বর্ণন
করিলাম, পুনরায় তোমার হি অনিতে অভিলাষ
হইতেছে ? ৬৯—৭৪ ।

ত্রয়স্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুঃস্তিংশ অধ্যায় ।

অৰ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনে ! ঋতি-
যুগল দ্বারা মুহুৰ্থ আপনার বাক্যামৃত পান করিয়াও
আমার মন তৃপ্তি পাইতেছে না, পুনরায় আমার
মন এই সকল শ্রবণ জন্ত আকাঙ্ক্ষা করিতেছে ।
হে মহামুনি ! আমার মন পুনঃপুনঃ আপনার
বাক্য শ্রবণে আপনি কৰুণাপূর্ণ মূর্তি ; অতএব
যে রূপ করিলে আমার হৃদয় খেদ প্রাপ্ত না
হয়, তাহাই করুন । সম্ভ্রান্তি আমার যাহা শ্রবণে
অভিলাষ হইতেছে, বলিতেছি । হে মহামুনে ! এই

৩ । কঃ কাঃ পুণ্যতরঙ্গিন্যাঃ সঙ্গতা অনন্ত মুনে ।
কুত্র জানেন কুতরা নোপযুক্তি যমোদয় ॥ ৪ ॥
হরাচ্যুতাদিদেবানাং পুণ্যাস্তায়তনানি চ । যানিয়ানি
চ পুণ্যানি তিষ্ঠন্ত্যস্তান্তটদ্বয়ে ॥ ৫ ॥ তেষু কেত্রেষু
মহাজৈর্যং কলং সমবাপ্যতে । বিহিতৈবিধিবৎ
জ্ঞানদানাদিশুভকর্মভিঃ ॥ ৬ ॥ সোপাখ্যানমিদং সর্বং
বেদিতং বেদবিস্তম । সঞ্জাতা মহতী প্রীতিবিত্তার্থা-
চক্ষ মে ক্রমাৎ ॥ ৭ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । যৎপুষ্টিং
ভবতা পার্থ ক্রমাদিস্তার্থ্য কথ্যতে । আরত্যাগস্ত্য-
তীর্থেন্দ্রাদস্তান্তীর্থৌঘৈবৈভবম্ ॥ ৮ ॥ অখণ্ডজানরূপেণ
সর্বলোকহিতৈষণা । সুরাসুরাণাং সমুদ্যোগস্ত্যেন
মহামুনা ॥ ৯ ॥ বসুধামবতীর্ণয়াং প্রথমং তদ্বরাধরাৎ ।
স্বাহা যত্র মহানদ্যাং সম্প্রাপ্নোতি কৃতার্থতাম্ ॥ ১০ ॥
অগস্ত্যতীর্থমিত্যুক্তং পাবনং তজ্জগদ্রয়ে । তত্র
জ্ঞানেন শুদ্ধিঃ স্ত্যামহাপাতকিনামপি ॥ ১১ ॥ অনেক-
জন্মাচরিতমহাপাতকসংহতিম্ । নিরস্ত দিবি মোদন্তে
তত্র জ্ঞানরতা জনাঃ ॥ ১২ ॥ যে তত্র তীর্থে যতিনঃ
কৃতজ্ঞান যতেন্দ্রিয়াঃ । গোভূতিলহিরণ্যাদিমহাদানানি

মহানদীর কোন কোন স্থান পাপবিনাশন তীর্থরূপে
কোন কোন পুণ্যনদী কোন কোন স্থানে ইহার সহিত
মিলিত হইয়াছে ? এই মহানদীর কোন কোন স্থানে
জ্ঞান করিলে পাপ নষ্ট হয় ও যম হইতে ভীতি
প্রাপ্ত হইতে হয় না ? এই নদীর তটে হরিহরাদি
দেবগণের যে সকল পুণ্য আয়তন বিরাজমান, সেই
সকল কেত্রে মানবগণ জ্ঞানদানাদি বিবিধ শুভকর্ম
করিয়া কি কি ফল প্রাপ্ত হয় ? হে বেদবিস্তম !
উপাখ্যানসহ এই সকল আপনার যে রূপ জানা আছে,
আমার নিকট বিস্তাররূপে বলুন । ক্রমেই আমার
প্রীতি অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইতেছে । ১—৭ । ভরদ্বাজ
উত্তর করিলেন,—হে পার্থ ! তুমি যে রূপ জিজ্ঞাসা
করিলে, আমি বিস্তারপূর্বক ক্রমে বলিতেছি । হে
অৰ্জুন ! তীর্থরাজ অগস্ত্যতীর্থ হইতে আরম্ভ
করিয়াই এই মহানদীর তীর্থ মাহাত্ম্য । অখণ্ডজানরূপী
সর্বলোকহিতৈষী মহামুনি অগস্ত্য সুরাসুরের হিত-
কামনায় ইহাকে আনয়ন করিয়াছেন । এ নদীই
প্রথমে পর্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতে, অব-
তীর্ণ হইয়াছে । এই মহানদীতে জ্ঞান করিয়া মানব
কৃতার্থ হয় । এই তীর্থের নাম অগস্ত্যতীর্থ । এই
তীর্থই ত্রিজগতে অতিপুত । মহাপাতকীরও এই
তীর্থজানে, শুদ্ধিলাভ হয় । এই তীর্থে জ্ঞানরত
মানবগণ অনেকজন্মজন্মিত রাশি রাশি মহাপাতক

করিতে । ১৩ । তে প্রাপ্তবন্তি সম্পূর্ণ গঙ্গাধারে
সমাধিতে । বিহিতানাং শতত্বাং দানানাং ফল-
মর্জুন । ১৪ । অজান্তি ভগবানীশঃ খ্যাতোহগ-
স্ত্যশসংজ্ঞয়া । স্থাপিতোহগস্ত্যমুনিঃ লোকানন্দ-
বিধায়িনা । ১৫ । স্নাত্ব তস্তাং মহানদ্যাং
তল্লিঙ্গং পূজয়ন্তি যে । দশানামধমেধানাং ফলং
সম্প্রাপ্তবন্তি তে । ১৬ । ধনুর্শাশিঃ পরিত্যজ্য
যদা মকরমণ্ডমান্ । বিশেষতদয়নং পুণ্যমুত্তরং
পরিকীর্তিতম্ । ১৭ । তস্মিন্ দিনে যে নিয়তা নদ্যাং
স্নাত্ব সমাধিতাঃ । পশুন্তি পার্বতীনাথমগস্ত্যশঃ
পূরার্চিতম্ । ১৮ । অগ্নিষ্টোমসহস্রশ্চ বাজপেয়-
শতশ্চ চ । ফলং সম্প্রাপ্য মোদন্তে দিবি দেবগণা-
র্চিতাঃ । ১৯ । হৃগসংক্রমবেলায়াং পুরুষৈশ্চক্কা-
র্ষিতঃ । অবশ্যমেব কর্তব্যমগস্ত্যশশ্চ দর্শনম্ । ২০ ।
ঐশান্ত্যঃ তস্ত তীর্থশ্চ দেশে ক্রোশমিতেহর্জুন । অস্তি
তীর্থত্রয়ং খ্যাতং দেবর্ষিপিতৃনামভিঃ । ২১ । দেবর্ষি-
পিতরস্তত্র মুনিঃ তেন পূজিতাঃ । প্রদগ্ধুষ্টিমনসঃ
সর্কান্ সমভিবাঙ্কিতান্ । ২২ । তদা দেবর্ষিপিতৃভি-

রিসং তীর্থত্রয়ং ক্রমাৎ । অশ্বারামতিবীজ্যং স্নান-
ত্যাভ্যং ভক্ত্যঃ সন্নিবো । ২৩ । তস্মিন্ তীর্থত্রয়ে যে
তু স্নাত্বা বিহিততর্পণাঃ । ঋণত্রয়বিনির্মুক্তাভ্যে যান্তি
দিবমক্ষয়ম্ । ২৪ । ততঃ প্রান্তত্তরকোণ্যাং যোজনদ্বয়-
সীমনি । প্রাপ্তা সুবর্ণমুখরীঃ বেণানাম মহানদী । ২৫ ।
সমুদগ্ধরযাঘাতনিপাতিততটক্রমা । কুল্যানির্গতরাঃ-
পুরসমাপ্রাবিতকাননা । ২৬ । উত্তরপুলিনোৎসঙ্গ-
খেলংকোককুলাকুলা । অম্বুজামোদলোললিমালা-
লীলারবাবিতা । ২৭ । অতিক্রম্য সমুদ্রকাননেকান্
ধরণীধরান্ । প্রভূততোয়কচিরা সুবর্ণমুখরীঃ গতা ।
২৮ । নদীদ্বয়ব্যতিকরে কৃতস্থানা যথাবিধি ।
দশানামধমেধানামখণ্ডং প্রাপুযুঃ ফলম্ । ২৯ ।
সঙ্গতা বেণয়া পুণ্য সুবর্ণমুখরী নদী । গিরিভূগম-
মার্গেণ যথাবন্তরবাহিনী । ৩০ । মধ্যগেন মহীধ্রাণাং
মার্গেণ বিষমেন সা । গতা বিরেজে তটিনী
যোজনানাং চতুষ্টয়ম্ । ৩১ । পূর্বতস্তস্ত দেশস্ত

নামক বিখ্যাত তীর্থত্রয় বিদ্যমান । এই স্থানে
মহর্ষি অগস্ত্যকর্তৃক পূজিত হইয়া প্রহৃষ্টমানস দেব,
ঋষি ও পিতৃগণ তাঁহাকে নিখিল অভীষ্ট প্রদান
করেন এবং মহর্ষি সমীপে তাঁহারা জ্ঞাপন করেন যে,
যথাক্রমে এই তীর্থত্রয় আমাদের দেব, ঋষি ও পিতৃ-
নামে পূজিত হউক । তাহারা এই তীর্থত্রয়ে যথা-
ক্রমে স্নান ও বিধিপূর্বক তর্পণ করেন, তাঁহারা ঋণ-
ত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হন । ৮—২৪।
অনন্তর প্রান্তত্তর ভূমে যোজনদ্বয়ের সীমান্তানে বেণা
নামক মহানদী সুবর্ণমুখরীর সহিত সঙ্গত হইয়াছে ।
এই স্থানে বেণানদী অতিতীব্রবেগে প্রবাহিত হই-
য়াছে, প্রবাহের আঘাতে তীরতরু পাতিত হইতেছে,
জলপ্রবাহ কাননভূমি পরিপ্রাবিত করায় কুল্যা
সকল পরিপূরিত হইতেছে, অত্যাচ্চ পুলিনের উৎ-
সঙ্গে বিহারপরায়ণ ভেদকুল সলিলাঘাতে আকুল
হইতেছে, এবং পদ্মামোদী চঞ্চল অলিকুল লীলা
বশতঃ ইহার তীরভূমি সুমধুর রবে মুখরিত করি-
তেছে । প্রভূততোয়া মনোহরা বেণা অত্যাচ্চ গিরি-
নিকর অতিক্রম করিয়া সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত
হইয়াছে । এই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থানে যে নদ্র বিধি-
পূর্বক স্নান করে, তাহার দশটি অধ্যমেধের অধুণীয়
ফল লাভ হয় । বেণার সঙ্গিত মিলিত পুণ্যানদী
সুবর্ণমুখরী ভূগম গিরিপথে উত্তরবাহিনী হইয়া গমন
করায় মহীধরগণের মধ্য দিয়া বিষম গতিতে প্রবা-
হিত হইয়া যোজনচতুষ্টয় ব্যাপিয়া বিরাজ করি-

হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমনপূর্বক প্রমুদিত হয় ।
হে অর্জুন ! যে সকল জিতেন্দ্রিয় যতি এই তীর্থে
কৃতস্থান হইয়া গো, ভূমি, তিল ও ঐশাদি মণি-
দানের অমুষ্ঠান করেন, তাঁহারা গঙ্গাধারে সমাধিত-
মনা দাতাদিগের বিহিত দানের সম্পূর্ণ শতত্বাং ফল
লাভ করিয়া থাকেন । এখানে বিখ্যাত অগস্ত্যশ
নামে ভগবান্ বিরাজ করেন । লোকসকলের আনন্দ-
বিধায়ক মহর্ষি অগস্ত্যই ঐ অগস্ত্যশকে প্রতি-
ষ্ঠিত করিয়াছেন । এই মহাতীর্থে স্নান করিয়া তাহারা
অগস্ত্যালিঙ্গের পূজা করেন, তাঁহারা দশটি অধ্যমেধ
যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকেন । দিনকর যখন
ধনুর্শাশি পরিত্যাগ করিয়া মকররাশিতে গমন করেন,
তখনই অয়ন বা উত্তরে গমন করেন অর্থাৎ সেই
কালকে পুণ্য উত্তরায়ন বলে । যে সকল নিয়ত মানব
সমাধিত হইয়া উত্তরায়ণে মহানদীতে স্নান করিয়া
সুপূজিত পার্বতীপতি অগস্ত্যশের দর্শন করেন,
তাঁহারা সহস্র অগ্নিষ্টোম ও শত বাজপেয় যাগের
ফল লাভ করত সুরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সুখে
স্বর্গে বাস করেন । দিবাকরের যুগরাশিতে সংক্র-
মণকালে কুশলকামী মানব অবশ্যই অগস্ত্যশকে
দর্শন করিবে । হে অর্জুন ! এই তীর্থের ঐশান-
কোণে এককোণ পরিমাণ স্থানে দেব, ঋষি ও পিতৃ

বিষয়ে সার্কিযোজনে । উদকলে মহানদ্যাঃ প্রাণাহিনী
মনোহরে ॥ ৩২ ॥ অগস্ত্যেশ্বরনামাক্তে ব্যাতঃ
লিঙ্গং পুরবিধঃ । অরণং দেবমর্ত্যানাং সমস্তাঘনি-
বারণম্ ॥ ৩৩ ॥ তত্র স্নাত্বা মহানদ্যাং যে নরা
নিয়তেজিয়াঃ । পশুন্তি পার্শ্বতীনাথমগস্ত্যেন প্রতি-
ষ্ঠিতম্ ॥ ৩৪ ॥ অনেকৈঃ পূৰ্বজননৈরর্জিতং পাপ-
সঞ্চয়ম্ । তে নিরস্ত সুরাবাসে মোদন্তে কালমক-
য়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সোদমুখী ভূত্বা সুবর্ণমুখরী যযৌ ।
যোজনার্দ্ধমিদং দেশং তীর্থসম্ভবসমধিতা ॥ ৩৬ ॥ তস্মিন্
দেশে তু হিষ্টালতালসালমনোরমে । গতা সুবর্ণ-
মুখরীঃ নদীং ব্যাভ্রপদাহারা ॥ ৩৭ ॥ তুর্বারভূরিভূরিত-
বিনিবারণপেশলা । নীরজ্জতীরবানীরবনমণ্ডল-
মণ্ডিতা ৩৫ ॥ সিদ্ধগন্ধর্বললনালীলাগাহনশালিনী ।
তপস্বিকন্তানিঃকিণ্ডবলিপুপবিরাজিতা ॥ ৩৯ ॥ হংস-
কারকুবক্রৌঞ্চকুলকোলাহলাকুলা । প্রাক্প্রবাহা
সমাগত্য শৈলান্তরগতাধনা ॥ ৪০ ॥ সঙ্গমে সরি-

তোত্তর কৃতমানা নরোত্তমাঃ । সমগ্রমধমেধানাং
দশানাং প্রাপুযুঃ কলম্ ॥ ৪১ ॥ তত্র ব্যাভ্র-
পাদাখ্যাত্তটে লোকমলাপহে । অনঘঃ সর্ব-
পাপহঃ শঙ্খতীর্থঃ বিরাজতে ॥ ৪২ ॥ ত্র্যম্বক-
নিয়তাবাসঃ সুরগন্ধর্বসেবিতম্ । দর্শনপ্রাপনানাদ্যৈ-
রমিতানন্দদায়কম্ ॥ ৪৩ ॥ তত্রান্তে ভগবানীশঃ
শঙ্খেশো নাম কান্তন । শঙ্খনাগা মুনীশ্রেণ লিঙ্গরূপঃ
প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৪ ॥ যে তত্র তীর্থে স্নাত্বা তাঃ পশুন্তি
বৃষবাহনম্ । দশাধমেধজং পুণ্যং লভা যান্তি সুরা-
লয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ যুক্তা তয়া ব্যাভ্রপদাভিধানয়া গতা
ততো যোজনসম্মিতাঃ ভুবম্ । যযৌ মুনীশ্রেণবৃষ-
তাচলোত্তিকং সংসেব্যমানা শুভনির্ম্মলোদকা ॥ ৪৬ ॥
ইতি শ্রীকান্দেহগস্ত্যতীর্থাদিবিবিধতীর্থমাহার্যম্-

বর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

তেছে । সেই দেশের পূর্বদিক দিয়া সার্কিযোজন উদ-
কল নামক মনোহর দেশে এই মহানদী প্রাণ্‌বাহিনী
হইয়া চলিতেছে, এই উদকলের পূর্বভাগেই ত্রিপু-
রারির অগস্ত্যেশ্বর নামক বিখ্যাত লিঙ্গ বিদ্যমান ;
দেব ও মানবগণ এই অগস্ত্যেশ্বরের অরণ করিয়া
সমস্ত ভূরিত বিদূরিত করিয়া থাকেন । যে সকল
জিতেন্দ্রিয় মানব এই স্থানে মহানদীতে অবগাহন
করিয়া অগস্ত্যপ্রতিষ্ঠিত পার্শ্বতীপতিকে দর্শন
করেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মার্জিত অনেক পাপ
বিনষ্ট হয় এবং তাহারা অক্ষয় কাল ত্রিদশা-
লয়ে বাস করিয়া প্রমুদিত হন । অনন্তর মহানদী
সুবর্ণমুখরী অর্কযোজনপরিমিত স্থানে পুনরায়
উত্তরবাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে । এই স্থানে বহু-
তীর্থ সুবর্ণমুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই
দেশ হিষ্টাল, তাল ও সালতরুরাজি দ্বারা মনোহর
এবং এই দেশের মধ্য দিয়া ব্যাভ্রপদা নদী সুবর্ণ-
মুখরীর সহিত মিলিত হইয়াছে । এই ব্যাভ্রপদা
নদী ভূরি ভূরি তুর্বার ভূরিত নিবারণে সমর্থ । এই
নদীর তীরভূমি ঘন বানীরবনমণ্ডলে বিমণ্ডিত । সিদ্ধ
ও গন্ধর্বদিগের ললনাগণ এই নদীতে সতত
লীলাবগাহন করিয়া থাকে এবং তপস্বিতনয়া-গণের
নিকিণ্ড বলিপুপ সকল নদীর জলে নিত্য বিরাজ
করে । হংস, কারকুব ও ক্রৌঞ্চকুলের কোলাহলে
উহার সলিলসকল আকুল হয় । শৈলপথের
মধ্য দিয়া গমন করায় ব্যাভ্রপদা এই দেশে

প্রাণ্‌বাহিনী হইয়া গমন করিয়াছে । যে সকল
নরোত্তম এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থানে অবগাহন
করেন, তাঁহারা দশটি অধমেধ যজ্ঞের পূর্ণ কল
লাভ করিয়া থাকেন । নিখিল লোকের নির্ম্মলতা-
বিধায়িনী সেই ব্যাভ্রপদার তীরে সর্বপাপবিনাশন
অনঘ শঙ্খতীর্থ বিরাজিত । ত্র্যম্বক সুরগন্ধর্বগণ
কর্তৃক সেবিত হইয়া এই শঙ্খতীর্থে নিয়ত বাস
করেন । এই ব্যাভ্রপদার দর্শন বা ইহার জলে
স্নান কিংবা জলপান অতিমাত্র আনন্দদায়ক । হে
কান্তন ! এই স্থানে ভগবান্‌ ঈশ শঙ্খেশ নামে
বিরাজ করেন এবং শঙ্খ নামক মুনীন্দ্র লিঙ্গরূপী
শঙ্করকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । তাহারা এই স্থানে
উত্তমরূপে স্নান করিয়া বৃষবাহন শঙ্খেশকে দর্শন
করেন, তাঁহারা দশ অধমেধযজ্ঞের কললাভ করিয়া
সুরালয়ে গমন করিয়া থাকেন । মুনীন্দ্রগণ
কর্তৃক সেবিতা বিমলসলিলা শোভনা সুবর্ণমুখরী
ব্যাভ্রপদা নদীর সহিত মিলিত হইয়া এই স্থান
হইতে এক যোজনপরিমাণ স্থান ভূতলের দিকে
অগ্রসর হইয়া বৃষতাচলে চলিয়া গিয়াছে । ২৫—৪৬ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোধ্যায়ঃ

ভরহাজ উবাচ। সুবর্ণমুখরীঃ তত্র সঙ্গতঃ
মঙ্গলপ্রদা। কল্যা নাম নদী পুণ্যা কালিন্দী জাহ্নবী-
মিব ॥ ১ ॥ বৃষভাচলসঙ্কুতা তীর্থরাজবিরাজিতা।
নদীনামুক্তমা কল্যা কলুষোঘবিনাশিনী ॥ ২ ॥ নানা-
তরুণতাব্রাতবিভূষিততটদ্বয়া। মুনিসঙ্ঘসুখাবাসা
পুণ্যাশ্রমসমুৎকটা ॥ ৩ ॥ দ্বিজদস্তাধ্যাবিলসৎকুশা-
কতলসঙ্কটা। অঙ্গরঃকুচকস্তুরীপঙ্ককালনপঙ্কিলা ॥
৪ ॥ দস্তাবলকটচ্যোতন্নদাধুসুরভীকৃতা। বিপ্র-
ভূপালবিততমখমুপশতাংকৃতা ॥ ৫ ॥ অনাবিলজলা-
শুরতোষিতাশেষমানবা। একৈবালং পরা
কর্ষুঃ মহানদ্যোক্ত পাতকম্ ॥ ৬ ॥ তয়োঃ সঙ্গতয়োঃ
জ্যোতুঃ মহিমানং কংকশতে। যত্র ব্রহ্মশিলা নাম
সরিষ্যধ্যে চ বর্ভতে ॥ ৭ ॥ অগস্ত্যতপসা পশ্চাদগয়া
সান্নিধ্যমেতি চ। নদীদ্বয়জলে তত্র স্নাতাঃ পুণ্যে
কুরুত্বহ ॥ ৮ ॥ মথানাং পৌণ্ডরীকাণাং শতশ্চ

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ঃ

ভরহাজ বলিলেন,—তথায় গঙ্গার স্তায় পুণ্যা
মঙ্গলপ্রদা কালিন্দী নদী সুবর্ণমুখরীর সহিত
মিলিত হইয়াছে, এই স্থলে কালিন্দী কল্যা নামে
পরিচিতা। এই কল্যা বৃষভাচল উদ্ভূত
হইয়াছে এবং নিখিল তীর্থরাজেরই ইহাতে
অধিষ্ঠান রহিয়াছে। কলুষ-রাশিনাশিনী কল্যা নদী
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার তীরদ্বয় নানা তরু
ও লতাজালে বিভূষিত এবং পুণ্যাশ্রমে পরিকীর্ণ।
ঋষিগণ এই সকল আশ্রমে সুখে বাস করিয়া
থাকেন। কল্যাচলের কোন স্থান দ্বিজগণপ্রদত্ত
অর্থের অক্ষত ও কুশায় সমুদ্ভাসিত, কোন স্থান
অঙ্গরোগণের কুচকস্তুরী পঙ্ককালনে পঙ্কিল, কোন
স্থান দস্তাদিগের মদবারিকরণে সুরভিত, আবার
কোন স্থান বা ভূদেব ও ভূপালগণের নিখাতিত শত
শত মন্ত্ররূপে সমাবৃত। কল্যা অনাবিল জলে
সতত পরিপূর্ণ; মানবগণ এই জল পান করিয়া
অশেষ সন্তোষ লাভ করে। একমাত্র কল্যাই
পাপরাশি প্রাভূত করিতে সমর্থ। হে কুরুবর!
সুবর্ণমুখরী ও কল্যার সঙ্গমস্থানের মহিমা বর্ণন
করিতে কে সমর্থ হয়? এই কল্যার সলিল মধ্যেই
ব্রহ্মশিলা প্রতিষ্ঠিত ছিল; পরে মহর্ষি অগস্ত্যের
তপস্যায় গয়ায় গিয়া সরিষিত হইয়াছে। হে রাজন!
নদীদ্বয়ের এই পুণ্যসঙ্গমে বাহারা স্নান করে,

কলমাধুয়ঃ। ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি সমায়াস্তি পরিকী-
র্যম্ ॥ ১ ॥ তত্রাতিথৈকপুতানাং নদীদ্বয়সঙ্গমে।
সঙ্গতা ভবনাশিতা কুণ্ডবেণীর পাবনী ॥ ১০ ॥ রাজতে
স্বর্ণমুখরী কল্যা সঙ্গতা তদা ॥ ১১ ॥ অধোদীচ্যা
মহানদ্যা যোজনাক্ষে বিরাজতে। যোজনোৎসেধ-
সহিতো বিখ্যাতো বেকটাচলঃ ॥ ১২ ॥ সর্বেষামেব
তীর্থানামাশ্রয়োহয়ং নগোত্তমঃ। অঙ্গনানন্তবৃষভনীল-
কেশরিপোজ্জিগঃ ॥ ১৩ ॥ এতান্যুপবনান্তদ্রেঃ স্যুর্নারা-
য়ণবেকটৌ। বরাহবপুষা পূর্বঃ স্বীকৃতদ্বায়ধুবিবা ॥
১৪ ॥ বরাহক্ষেত্রমিত্যার্থ্যৈঃ কীর্তিতোহয়ং মহীধরঃ।
সুবর্ণমুখরীতীরে বিখ্যাতো বেকটাচলে ॥ ১৫ ॥ নিব-
সত্যচাত্তো নিত্যমকীল্লতনয়াবিতঃ। তস্মিন্
গিরৌ শ্রিয়া সার্কং বসন্তং বেকটাধিপম্ ॥ ১৬ ॥ সেবন্তে
সিদ্ধগন্ধর্ব্বমুনিমানবদানবাঃ। তস্মিন্ বিস্তৃতচিত্তানাং
ভক্তানাং পুরুষোত্তমে ॥ ১৭ ॥ বাহিতান্তাণ্ড সিধ্যস্তি
নশ্চস্তি বিপদোহর্জুন। যে স্মরন্তি জগন্নাথং

তাহারা শত শত পৌণ্ডরীক যজ্ঞের কল লাভ
করিয়া থাকে। সুবর্ণমুখরী ভবনাশিনী কল্যার সহিত
মিলিত হইয়া কুণ্ডবেণীর স্তায় পাবনী হইয়াছে।
১—১০। অতএব এই নদীদ্বয়সঙ্গমে স্নানপুত নর-
গণের ব্রহ্মহত্যাদি পাপও পরিকীর্ণ হয়। যে স্থানে
কল্যা ও সুবর্ণমুখরী উভয়ের সঙ্গম, সুবর্ণমুখরী সেই
স্থান হইতে উত্তরদিকে অর্দ্ধযোজন ব্যাপিয়া বিরা-
জিত। ইহারই তীরে এক যোজন উৎসেধযুক্ত
বিখ্যাত বেকটাচল অবস্থিত। এই নগোত্তম
বেকট নিখিল তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ। এই নগো-
ত্তমে বহু উপবন আছে। সেই সলল-উপবনে
অনেক অঙ্গননিভ নীলবৃষভ, কেশরী ও বরাহ
বিচরণ করে; এই বেকটশৈল নারায়ণতুল্য
বলিয়াই জানিবে। পুরাকালে মধুরিপু হরি বরাহ-
শরীরে এই শৈলবরে বাস করিবেন এইরূপ
অঙ্গীকার করায় আর্য্যগণ এই মহীধরকে বরাহ-
ক্ষেত্র বলিয়া কীর্তন করেন। সুবর্ণমুখরীর তীরে
বিখ্যাত এই বেকটাচলে অচ্যুত সাগরসুতা লক্ষীর
সহিত সতত বাস করেন; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, মুনি, মানব,
ও দানবগণ রম্যার সহিত বেকটবাসী জীনিবাসকে
সতত সেবা করিয়া থাকেন। হে অর্জুন! যে
সকল ভক্ত মানব সেই পুরুষোত্তমে চিত্ত বিস্তৃত
করিয়াছে, তাহাদের অভীষ্ট সর্ব্ব সিদ্ধ হয় এবং
আপদসমূহ দূরীভূত হইয়া থাকে। বাহারা বেকট-
শৈলবাসী জগৎনামী জীনিবাসকে স্মরণ করে,

বেঙ্কটস্বামিনামঃ ১৮৮। নিরঞ্জনদোষান্তে যান্তি শাখন্তঃ
শ্রীমদ্রামায়ণঃ ১৯১। অর্জুন উবাচ । বেঙ্কটোজো মহাপুণ্যে
সুখানুরনমস্কৃতঃ । কথং প্রাপ্তবৃত্তদেবো ভগবান্
কর্মলাপতিঃ ১২০। কস্ত কু কুভিলস্তত্র প্রসন্নো নিজম-
ভূতম্ । রূপং প্রকাশয়াক্ষক্রে ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদম্ ।
২১। বিষ্ণোর্দেবাদিদেবস্ত মহিমানং মহামুনে ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তবৈন তন্মে কথয় বিস্তারায় ২২।
ভরদ্বাজ উবাচ । শৃণু বেঙ্কটনাথস্ত মহিমানং
সমাহিতঃ । বিস্তরেণ সমাখ্যাতুং ব্রহ্মণাপি ন
শক্যতে ২৩। ধন্তোহসি দেবদেবস্ত মহাশ্রাং
মধুবিধিযঃ । যন্তুক্তিমুক্তাভূতাত শ্রোতুং মতিররিন্দম ২৪।
কৃতপুণ্যোহস্ম্যহং পার্থ সর্বভূতপতেহরেঃ ।
পবিত্রাণি চরিত্রাণি স্তোষ্যন্তে যন্নয়াধুনা ২৫।
পুরা ভাগীরথীতীরে জনকায় মহাশ্রবণে । ক্রতু-
দীক্ষাপ্রসক্তায় বিশুদ্ধজ্ঞানশালিনে ২৬। বামদেবেন
কথিতাং কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ । কথয়িষ্যামি তে
পার্থ বিষ্ণুকীর্তনপাবনীম্ ২৭। সর্বেষামেব
ভূতানামাদ্যো নারায়ণঃ প্রভুঃ । জগন্ময়ো জগৎ-

কর্তা চিৎস্বরূপো নিরঞ্জনঃ ২৮। সহস্রশীর্ষা ভগবান্
সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । যন্ত ভাসা জগদিত্যং বিভাতি
সচরাচরম্ ২৯। তস্মাৎ পরতরং তেজস্তস্মাৎ
পরতরং তপঃ । তস্মাৎ পরতরং জ্ঞানং যোগস্তস্মাৎ
পরো ন চ ৩০। বিদ্যা তস্মাদপি পরা নাতি পার্থ
নরবভ । সর্বেষাপি চ ভূতেষু সদা সন্নিহিতঃ প্রভুঃ ।
৩১। সর্বাণ্যপি চ ভূতানি তস্মিন্নেবাসতে সুখম্ ।
স এব যজ্ঞো যজ্ঞা চ সাধনং অকৃষ্ণবাদিকম্ ৩২।
কলং কলপ্রদাতা চ তৎ সম্প্রাপ্যগতিস্তথা । বহৌ
প্রণীতে পশুনা প্রোক্ষিতেন প্রজুহ্বতি । যে তং
প্রয়াস্তি তে যাকি গতিং তৎপ্রাপ্যাদিতাম্ ৩৩।
কর্মবন্ধং পশুং কৃদ্বা জ্ঞানায়ো সম্প্রবার্ততে । যে
জুহ্বতে তমুদিশ্রু তে তৎসায়ুজ্যভাগিনঃ ৩৪।
হরিঃ সদাশিবো ব্রহ্মা মহেশ্বরঃ পরমঃ স্বরাট্ ।
সর্বেশ্বরস্ত তস্মৈতে পর্যায়াঃ পরিকীর্তিতাঃ ৩৫।
সমাহিতোহহুসঙ্কতে য ইদং পরমাত্মনঃ । নারায়ণস্ত
মহাশ্রাং স ন যাতি পুনর্ভবম্ ৩৬। চিদানন্দময়ঃ
সাক্ষী নির্গুণো নিরূপাধিকঃ । নিত্যোহপি ভজতে
ভাস্ত্রামবস্থাং স যদৃচ্ছয়া ৩৭। পবিত্রাণাং পবিত্রং

তাহারা দোষহীন হইয়া বিষ্ণুর সনাতন অব্যয়পদ
লাভ করিয়া থাকে । অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন,—
সুখানুর-নমস্কৃত হরি কিরূপে মহাপুণ্য বেঙ্কট-
পর্বতে প্রাপ্তবৃত্ত হইলেন এবং কোন কৃতী মানবের
প্রতি প্রীত হইয়া ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক স্বীয় অদ্ভুতরূপ
প্রকাশ করিলেন? হে মহামুনে! দেবদেব বিষ্ণুর
প্রভাব শুনিবার জন্য আমার অভিলাষ হইতেছে;
অতএব আমার নিকট বিস্তাররূপে যথাযথ বিষ্ণু-
মহাশ্রা বর্ণন করুন! ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—
ব্রহ্মাও যাহা বলিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই
বেঙ্কটস্বামীর মহিমা বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিতেছি,
তুমি সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর । হে অরিন্দম!
তুমিই ধন্ত, কেননা, দেবদেব মধুরিপু হরির প্রতি
ভক্তিমুক্ত হইয়া তুমি তাঁহার প্রভাব বিদিত হইতে
মনন করিয়াছ । হে পার্থ! কেবল তুমিই নহ,
মনে হয়—আমিও অনেক পুণ্য করিয়াছি, কেননা
সেই পুণ্যবলেই অদ্য আমি সর্বভূতপতি হরির
পবিত্র-চরিত্র-কীর্তন করিতেছি । পূর্বকালে বিশুদ্ধ
জ্ঞানশালী মহাশ্রা জনক যখন জাহ্নবীতটে যজ্ঞে
দীক্ষিত হন, তখন বামদেব সেই দীক্ষারত জনকের
সমীপে পাপপ্রণাশিনী এই মহাশ্রাগাথা কীর্তন
করেন । হে পার্থ! আমিও তোমার নিকট সেই পুত
বিষ্ণুকীর্তন করিব । হে পার্থ! প্রভু নারায়ণ—

প্রাণিগণের আদি, জগন্ময়, জগৎকর্তা, চিৎস্বরূপী,
নিরঞ্জন, সহস্রশীর্ষা, ভগবান্, সহস্রাক্ষ এবং
সহস্রপাৎ; তাঁহার আভাসেই এই সচরাচর জগৎ
সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে । হে নরবভ! অতএব
তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতর তেজ, তপস্বা, জ্ঞানযোগ
কিংবা পরতরা বিদ্যা আর কিছুই নাই । সেই
প্রভু নিখিল প্রাণীতেই সন্নিহিত রহিয়াছেন এবং
ভূতনিবহও তাঁহাতেই সুখে বাস করে । তিনিই
যজ্ঞ, যজ্ঞা, সাধন, অকৃ ও অবাদি, কল, কলপ্রদাতা,
প্রাপ্য ও গতি । প্রণীত বহিতে প্রোক্ষিত পশুদ্বারা
আর্হতি প্রদান করিয়া যে সকল যজ্ঞা তাঁহার গাত-
লাভে প্রয়াসী হয়, তিনিই তাহাদিগকে যাগজনিত
কল প্রদান করেন । তিনিই আবার জ্ঞানায়তে
কর্মবন্ধরূপ পশুদ্বারা আর্হতিদাতা জ্ঞানিগণকে
সায়ুজ্য প্রদান করিয়া থাকেন । সর্বেশ্বর হরিরই
পর্যায়ক্রমে সদাশিব, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, পরম ও স্বরাট্
এই সকল অভিধান জানিবে । যে মানব সমাহিত
হইয়া পরমাত্মা নারায়ণের এই মহাশ্রা সম্যক ধ্যান
করে, তাহার পুনর্জন্ম হয় না । সেই চিদানন্দময়
নির্গুণ, লোকসাক্ষী উপাধিবিহীন নারায়ণ নিত্য
হইয়াও যদৃচ্ছাক্রমে জীবনবাসাদি পৃথক পৃথক
সেই সেই অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন ১১—৩৭। যে

মোহগতীমাং পরা গতিঃ। দৈবতঃ দেবতানাঞ্চ
শ্রেয়সাং শ্রেয় উত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥ বোধানাং বোধ্য
একোহসৌ ধোয়ানাং ধোয় উত্তমঃ। বিনয়ানাং
সমধিকো বিনয়ো নয়সংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥ তেজসাং
জনকঃ তেজঃ প্রকৃষ্টঃ তপসাং তপঃ। আধারঃ
সর্বভূতানামাদ্যন্তো জনার্দনঃ ॥ ৪০ ॥ তন্ত্বেদন্তাব-
বিজ্ঞানে যুতা ব্রহ্মাদয়োহপি চ। অজো গুহ্যতি
জননঃ সর্বাঙ্গা হস্তি বিধিবঃ ॥ ৪১ ॥ স্বতন্ত্বেহপি
স্বতন্ত্বেনাং পরতন্ত্বে প্রবর্ততে। স সাক্ষী কর্ণনাং
দেবঃ সর্বজ্ঞো গুরুত্বজঃ ॥ ৪২ ॥ তন্ত্বে স্বরূপং
মুনয়ো যুগয়ন্তে সমাহিতাঃ। সর্বর্ণো বাসুদেবঃ
প্রত্যয়ন্ত তথা পুনঃ ॥ ৪৩ ॥ অনিরুদ্ধ ইতি খ্যাতিঃ
তন্মূর্ত্তীনাং চতুষ্টিয়ম্। কীর্ত্তিতঃ প্রণবঃ পশ্চাদ্ভয়ং
তন্ত্বে ভাস্বরম্ ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বাসুদেবশ্চ মন্ত্রোহয়ং
তৎপ্রকাশকঃ ॥ ৪৫ ॥ মন্ত্ররাজমিমং নিত্যং
প্রজপেদয়ঃ সমাহিতঃ। স বিবেকঃ করুণাযোগাৎ
সিদ্ধীনাং ভাজনং ভবেৎ ॥ ৪৬ ॥ আপন্নিবাকঃ
সম্পৎপ্রাপকো ভুক্তিমুক্তিদঃ। যথা সসর্জ ভূতানি
কল্পাদাবেব মাধবঃ ॥ ৪৭ ॥ তৎ সর্বং কথয়িষ্যামি

জনার্দন একমাত্র পবিত্রদিগের পবিত্র, অশ্রুতিদিগের
গতি, দেবগণের দৈবত, শ্রেয়ঃসমূহের উত্তম শ্রেয়ঃ,
বোধ্যদিগের বোধ্য, ধোয়গণের উত্তম ধোয়,
বিনয়দিগের নয়যুক্ত সমধিক বিনয়, তেজোদিগের
জনক প্রকৃষ্ট তেজঃ, তপস্কার প্রকৃষ্ট তপ, নিখিলপ্রাণীর
আধার এবং আদ্যন্তুহীন, ব্রহ্মাদিদেবগণও তাঁহার
ভাববিজ্ঞানে বিমোহিত হন। তিনি অজ হইয়াও
জন্মগ্রহণ করেন, ধর্ম্মাঙ্গা হইয়াও শত্রুসমূহের বিনাশ
সাধন করেন এবং স্বয়ং স্বতন্ত্র হইয়াও স্বীয় ভক্ত-
গণের পরতন্ত্র হন। সেই দেব গুরুত্বজই
কর্ণের সাক্ষী ও সর্বজ্ঞ; ঋষিগণ সমাহিত
হইয়া তাঁহার স্বরূপ অবেষণ করেন; সর্বর্ণ,
বাসুদেব, প্রত্যয় ও অনিরুদ্ধ এই বিখ্যাত মূর্ত্তি-
চতুষ্টয় তাঁহারই মূর্ত্তিভেদ; “ওঁ”কার কীর্ত্তন
করিলে পর হৃদয়ে যে ভাস্বররূপ আবির্ভূত হয়,
ভগবান্ বাসুদেবই সেই “ওঁ”কার মন্ত্রের প্রকা-
শক। যিনি সমাহিত হইয়া এই মন্ত্ররাজ ওঁকার
নিত্য জপ করেন, তিনি বিষ্ণুর করুণাযোগে সিদ্ধি
সমূহের ভাজন হইয়া থাকেন। হে অর্জুন! যিনি
আপন্ন নিবারক, সম্পৎপ্রাপক এবং ভুক্তিমুক্তির
দায়ক সেই মাধব কল্পের আদিত্যে যেমনে স্থিতি

সমাহিতমনাঃ যুগু। তন্ত্বে চিত্তয়কঃ সর্গঃ তেজোবলঃ
পরঃ হরেঃ ॥ ৪৮ ॥ বিবিধ ইতি বিখ্যাতঃ রাজসঃ
ভগ্নমাত্রিতম্। তন্ত্বে দেবস্ত বদনাচ্ছ্রোণে দেবঃ
সপাবকঃ। জজ্ঞে যশ্চ ত্রিলোকেশঃ পাককর্ণেণ যঃ
প্রভূঃ ॥ ৪৯ ॥ মনসচ্চাত্তবচনঃ করুণানিত্যশীতলাৎ।
অপাং সর্বৌষধীনাঞ্চ বিপ্রাণাং রক্ষকঃ সদা ॥ ৫০ ॥
নেত্রাভ্যামুদভূৎ সূর্য্যাস্তস্ত বিপ্রপ্রকাশতঃ। শীতোষ্ণ-
বর্ষকৃৎ কালকারণং তেজসাং নিধিঃ ॥ ৫১ ॥ প্রাণেভ্যো-
হস্ত জগৎপ্রাণঃ সমীরঃ সমজায়ত। ধর্ত্তা গ্রহকৃৎ
স্বর্গজাবিমানানাং মহাবলঃ ॥ ৫২ ॥ নাভিদেশাৎ
সমুৎপন্নমস্তরিকং মহাস্থনঃ। তন্ত্বেসীচ্ছিরসো
ব্যোম ভূতসম্ভবকারণম্ ॥ ৫৩ ॥ পাদাঙ্ঘ্রীভ্যামুদ-
ভূতমিভূতগণাশ্রয়া। বিনিঃস্রুতা দিশঃ সর্বাঃ
শ্রোত্রাভ্যাং পরমাস্থনঃ ॥ ৫৪ ॥ চূর্ভূবাদ্যাস্তথা
লোকাঃ স্রবণাস্তস্ত জজ্ঞিরে। রসাতলাদিলোকাশ্চ
যক্ষোরক্ষোগণাদয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ মুখবাহুরুপাদেভ্যো

বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন করিতেছি,
সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর। হরি সৃষ্টিমানসে
যখন চিন্তা করিলেন, তখন তাঁহার পরম তেজোরূ-
পই রাজসত্ত্বের আশ্রয় বিবিধ ব্রহ্মরূপে প্রাকৃত
হইয়াছিলেন; তাঁহার বদন হইতে পাকশাসন উদ্-
ভূত হইয়াছিলেন এবং পাকশাসন সহ যে পাবক
সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন; সেই ত্রিলোকেশ পাবকই
পাককর্ণের প্রভু বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন।
তাঁহার মন হইতে চন্দ্র আবির্ভূত হন এবং তিনি
করুণায় নিত্য শীতল। তাঁহার এই অতিশীতলতা
হেতু তিনি নিখিলজল, সর্ববিধ ঔষধি ও বিপ্রগণের
মতত রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ৩৮—৫০।
তেজোনিধি সূর্য্য তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে উদ্ভূত হইয়া
বিপ্রপ্রকাশ করত শীত, উষ্ণ, বর্ষা প্রভৃতি বিধান
করিয়া কাল ও কারণরূপে সকলের উপর আধিপত্য
করেন। মহাবল জগৎপ্রাণ সমীপে ইহার প্রাণ-
নিচয় হইতে সমুৎপন্ন হইয়া গ্রহ, নক্ষত্র, স্বর্গ, গন্ধা ও
বিমান ধারণ করিয়া থাকেন। এতদতির এই মহা-
স্বার নাভিদেশ হইতে অন্তরীক, মস্তক হইতে
প্রাণিগণের কারণরূপ আকাশ ও পাদপাশ্ব হইতে
জীবনিবহের আশ্রয়রূপ ধরিত্রী দেবী সমুদ্ভূত
এবং এই পরমাস্থার শ্রবণযুগল হইতে দিকমকল
বিনির্গত হইয়াছে। তিনি স্রবণ করিবা মাত্র ভূঃ ও
ভূবাহি ও রসাতলাদি লোক সকল এবং বক্ষ, বক্ষ,
উরগ প্রভৃতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। তিনি মুখ, বাহ,

জনয়ামাস স ক্রমাৎ । জ্ঞানান্ কত্রিান বৈজ্ঞান
শূদ্রাদীংশ্চ কুরুবহ ॥ ৫৬ ॥ চন্দ্রাংসি যজ্ঞস্বরগা
গাবো মেঘাবিকাদয়ঃ । অতর্ক্যপ্রভবাং তস্মাদুৎ-
প্তিঃ প্রতিপেদিরে ॥ ৫৭ ॥ সঙ্কল্পাদেবদেবস্ত তস্ত
স্বাবরজঙ্গমম্ । ভূতজাতিমভূৎ কালো ভূতো ভাবী
ভবন্তধা ॥ ৫৮ ॥ পিবত্যস্থ সমুদ্রাণাং বড়বানল-
রূপধৃক্ । কল্পান্তকালে তৎসর্বং বিসৃজত্যস্থনি
হিতম্ ॥ ৫৯ ॥ সঞ্চারয়তি ভূতানাং বৃত্তিঃ সূর্য্যেন্দু-
রূপধৃক্ । ভ্রমোনিরসনাচ্চাপি কালধর্ম্মপ্রবর্তনাৎ ॥
৬০ ॥ জগন্তি কল্পবিরমে বিসৃষ্ট শ্বোদরাস্তরে ।
লীলাবালাকৃতিঃ শেতে বটপদ্মে মহাস্বধৌ ॥
৬১ ॥ অথ চোদপ্রভোগীন্দ্রভোগতন্ত্রে সুখোচিতৈ ।
যোগনিদ্রামবাপ্নোতি সদ্ধিতীয়েহজবাসয়া ॥ ৬২ ॥
নাভিকাসারসভূতাজ্জনয়ামাস পঞ্চজাৎ । সর্কেবাং
জগতঃ নাথো বিধাতারঃ চতুর্ধৃকম্ ॥ ৬৩ ॥ লীলা-
হেয়া মুকুন্দস্ত স্বেচ্ছাযোগপ্রবর্তিনঃ । বিজ্রায়তে
ন কেনাপি যথার্থেন স ঈশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥ যদা ধর্ম্মস্ত

হানিঃ স্তাদধর্ম্মো বর্ধতে যদা । যদা রা মহতীঃ
পীড়াঃ তজন্তে দেবতাগণাঃ ॥ ৬৫ ॥ যদাবলোপ-
হর্ম্মারা যান্তি বুদ্ধিঃ সুরজহঃ । ভূমেভূমিজ্ঞানাক
যদোদেতি মহন্তয়ম্ ॥ ৬৬ ॥ যদা বা নিজতক্তানাং
সাধুনামনিবারিতা । হুরস্তাতজজননী বিপৎ সমুপ-
জায়তে ॥ ৬৭ ॥ তদা তদমুরূপাণি রূপাণ্যস্থায়
কৌতুকাৎ । অধর্ম্মমবধূয়াস্ত কুরুতে জগতো হিতম্ ॥
৬৮ ॥ সৃজতি বিধিসমাখ্যো রাজসেনাস্থানাসৌ বহতি
হরিসমাখ্যঃ সর্বনিষ্ঠঃ প্রপঞ্চম্ । হরতি হরসমাখ্যাস্তা-
মসীমেত্য বৃত্তিঃ মধুমধনমহিমামস্তি বেত্তা ন কোহপি ॥
৬৯ ॥ যজ্ঞাঙ্গৈঃ কৃতসকলান্ সন্ধিবন্ধঃ বারাহং বপু-
রধিগম্য লোকনাথঃ । শৈলেহস্মিন্নভজদসৌ যথা
নিবাসং তদ্বক্ষ্যে শৃণু বিবুধাধিনাথশুনো ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সুবর্ণমুখরীমাহাত্ম্যে বিষ্ণুমাহাত্ম্য-
প্রস্তাবে সৃষ্ট্যাদিবর্ণনঃ নাম পঞ্চত্রিংশো-
অধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

উক্ত ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও
শূদ্র সৃজন করিয়াছেন । হে কুরুবর ! বেদশাস্ত্র-
নিচয় যজ্ঞ, তুরগ, গো, মেঘ এবং ছাগগণ যেন অত-
কিতভাবে সেই মহাপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে,
সেই দেবদেব সঙ্কল্প মাতেই স্বাবর, জঙ্গম, প্রাণি-
নিচয়, ভূত ভাবী ও ভবিষ্যৎকাল এই সকল সমুদ্ভূত
হইয়াছিল । কালাবসানে তাহারই আদেশে
আবার বড়বানল জলধিজল পান করিয়াছিল এবং
তিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুকে গ্রাস করিয়া স্বীয় আত্মার
মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন । তখন তিনি কালধর্ম্ম
প্রবর্তনমানসে সূর্য্যচন্দ্ররূপী হইয়া অন্ধকার দূর
করত প্রাণিগণের বৃত্তি সঞ্চারিত করেন । কল্প-
শেষে তিনিই সমস্ত জগৎ স্বীয় উদরমধ্যে বিসৃষ্ট
করিয়া লীলাবশত বালাকৃতি ধারণপূর্ব্বক মহাস গর-
মধ্যে বটপদ্মে শায়িত হন । তিনি তীব্রতেজা
ভোগিবরের সুখোচিত আভোগশয্যায় শয়ান
হইলে যোগনিদ্রা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করে এবং
কমলাসনা সাগরতনয়া রমা তাঁহার সমীপে উপবেশন
করেন । তখন সেই বিষ্ণুর নাতিবিবর হইতে এক
পদ উদ্ভূত হয় এবং তিনি সেই পদ হইতে
মিথিল জগতের নাথ চতুর্ধৃক বিধাতাকে সৃজন
করেন । মুকুন্দ স্বেচ্ছাযোগে প্রবৃত্ত হইয়াই এইরূপ
লীলা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে যথার্থতঃ ঈশ্বর
বলিয়া বিদিত হইতে সমর্থ হয় না । যখন নিরন্তর

ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে থাকে, যৎকালে
সুরসকলে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে থাকেন,
দেবদেবী দানবগণের জ্ঞান যখন হর্ম্মার গর্বে
পরিচালিত হইতে থাকে, যখন ভুতলস প্রাণিগণের
মহাভয় উপস্থিত হয় কিংবা যখন আবার সাধুভক্ত-
গণের হুর্নিবার হুরস্ত আতজজননী বিপৎ আসিয়া
উপস্থিত হয়, তখন তিনি জগতের হিতকামনায়
কৌতুক বশত উপজবের অমুরূপ অর্থাৎ যে রূপ
পরিগ্রহ করিলে সাময়িক উপদ্রপ দূরীভূত হইতে
পারে, তদ্রূপ রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা জগতের
অধর্ম্ম-ধ্বংস করিয়া থাকেন । এই বিষ্ণুই রাজস-
মূর্ত্তি বিধাতরূপে জগৎপ্রপঞ্চ সৃজন, সর্বনিষ্ঠ হরি-
রূপে পালন ও তামসীবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক হররূপে
সংহার করেন ; অতএব মধুমধন এই বিষ্ণুর প্রভাব
কে জানিতে সমর্থ হইবে ? হে ইন্দ্রনন্দন অর্জুন !
লোকনাথ হরি যেরূপে যজ্ঞাঙ্গসমূহ দ্বারা স্বীয়
শরীরের সকল সন্ধিবন্ধন সন্ধানপূর্ব্বক বরাহরূপ
ধারণ করিয়া এই শৈলে বাস করিতেছেন, তুমি
সে সকল শ্রবণ কর । ৫১—৭০ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । পুরা নিশাতায়ে ধাতুঃ
প্রবুদ্ধো মধুসূদনঃ । পুনঃ প্রযুক্তিঃ ভূতানামধিযেব
ধিয়া ভূশম্ ॥ ১ ॥ বিনা বসুমতীমন্তে ভূতোয-
ধরণকমাঃ । ন ভবন্তীতি হৃদয়ে তর্কস্তজাজনিষ্ট
চ ॥ ২ ॥ অপশ্বং প্রণিধানেন মহোঃ পাতালগোচ-
রাম্ । অতিমাত্রভয়োদ্বিগ্নাঃ পরীতাঃ মহতাস্থনা ॥
৩ ॥ প্রতিপেদে তদা রূপং ভূসমুদ্ররূপোচিতম্ ।
উপকর্ষোষ্ঠমনলজিহ্বাঃ প্রণবঘোষণম্ ॥ ৪ ॥ চতু-
রাশায়চরণং প্রায়শ্চিত্তখুরাঞ্চি ২২, প্রাণংশকায়ং
বিলসদর্ভরোমাবলীযুতম্ ॥ ৫ ॥ প্রবর্গ্যাবর্তসম্পন্নং
দক্ষিণায়া দরাধিতম্ । অকৃতুওমখিলৈঃ সৈকৈঃ
সংবিভক্তাঙ্গসজ্জিকম্ ॥ ৬ ॥ দিবাস্তৃকজটাজালং
পরব্রহ্মশিরস্তথা । ইত্যাকবাবয়োপেতং বিভূরূপস্ত-
জাহ্নুকম্ ॥ ৭ ॥ উক্খাত্যাক্খাদিকচ্ছন্দোমার্গমম্ব-
বলাধিতম্ । সর্বযজ্ঞময়ং দিব্যং বরাহং রূপ-
মাহিতঃ ॥ ৮ ॥ অশেষেঃ ধরণীমকেবিবেশ সলিলা-

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—পুরাকালে বিধানার নিশা-
বসানে মধুসূদন প্রবুদ্ধ হইয়া কির পুরায়
প্রাণিগণের বাহন্যরূপে প্রযুক্তি হয়, মনে ২ ৥ তাঁহার
কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । তিনি মনে
করিলেন,—বসুমতী ব্যতীত প্রাণিগণের ধারণে
আর কাহারো সমর্থ হইবে? তাঁহার হৃদয়ে এইরূপ
বিতর্ক উপস্থিত হইলে তিনি প্রণিধানপূর্বক দেখিলেন
—পৃথ্বীদেবী পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছেন এবং
তিনি মহাসাগরে পরিণতা হইয়া অতিমাত্র ভয়োদ্-
বিগ্ন হইয়াছেন । মধুসূদন ধরিত্রীর এইরূপ অবস্থা
সন্দর্শন করিয়া তাঁহার উদ্ধরণ যোগ্য বরাহবেশ
রচনা করিলেন । উপাকর্ষ সেই যজ্ঞবরাহের ওষ্ঠ,
প্রণবঘোষ—জিহ্বা, চতুরাশয়—চরণ, প্রায়শ্চিত্ত—
খুর, প্রাণংশ—কায়, দর্ভ—বোমাবলী, প্রবর্গ্য—
আবর্ত, দক্ষিণায়া—উদর, ও অকৃতু—তুওরূপে প্রতি-
ভাত হইতে লাগিল এবং যজ্ঞাঙ্গ সকল দ্বারা তাঁহার
অঙ্গসজ্জি বিভক্ত হইয়া সুরিত হইল । তাঁহার
জটাজাল—দিব্য স্কন্ধ, মস্তক—পরমব্রহ্ম, বেগ—
ইত্যাকবা, জাহ্নু—বিভূরূপ পশু, উক্খ প্রত্যাখ—
হৃদোমার্গ, এবং বীর্ঘ্য—মস্তক;—হরি এইরূপে
সর্বযজ্ঞময় দিব্য বরাহরূপ ধারণ পূর্বক ধরণীর অশে-

স্তরম্ । দংষ্ট্রাবালশশাঙ্কোখলসংকান্তিচরৈর্হতাং ৮৮
কলান্তসময়ক্ষীতঃ তমিহমপসারয়ন্ । অভিভূতাদু-
ভদ্বোবৈর্মুহুরাক্ষাণ্ডকন্দরাম্ ॥ ১০ ॥ নিনাদমুখরাং
কুর্ক্বন্ গাটেষু কুধুর্কন্দনৈঃ । খুরপ্রখুরবিজ্ঞাটৈসর্জজটী-
কৃতবিগ্রহম্ ॥ ১১ ॥ ইতস্ততো বিলুপ্তয়মুগাণা-
মধীশ্বরম্ । তীত্রৈর্নিঃশাসপবনৈরাপাতালং সরিৎ-
পতেঃ ॥ ১২ ॥ প্রাণয়ন্তলম্পর্শমস্তরং দর্শনীয়-
তাম্ । অতিদীর্ঘেণ পোত্রেণ মদোন্নয়েন বারিধেঃ ॥
১৩ ॥ সংকোভিতানি পাখাংসি কুর্ক্বন্তদ্যযৌ তদা ।
সন্তপাতালমূলধঃস্থিতাং তোয়ে ভয়াকুলাম্ ॥ ১৪ ॥
বেপমানাং সমালোক্য ধরণীং হৃষ্টমানসঃ । তামা-
রোপ, দংষ্ট্রাশ্রমমজ্জ সরিৎপতেঃ ॥ ১৫ ॥ সংস্র-
মানো মুনিভির্জনলোকনিবাসিভিঃ । তস্মিন্দৃষ্টহতি
প্রেমণা দেবে বসুমতীং কণম্ ॥ ১৬ ॥ প্রতিসারা
বভূবোধো বারিধের্বহলোচিতা । তহরারণবেলায়াঃ

ধণার্থ সাগরের সলিলতলে প্রবেশ করিলেন ।
তখন তাঁহার দংষ্ট্রা হইতে বালশশধরের দ্বায়
দিব্য কিরণমালা উদ্ভাসিত হইয়া কলান্তসময়-
ক্ষীত অঙ্ককার অপসারিত করিল । তিনি
সমুদ্র মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে
জলের সহিত তাঁহার শরীরের অভিঘাতে মুহুমুহু
উখিত শব্দ যেন মেঘনির্ঘোষ অভিভূত করিল এবং
ব্রহ্মাণ্ড-কন্দর আপূরিত করিয়া তুলিল ১০—১১ । তিনি
গাট ঘূব ঘুর রবে দিগন্ত মুখরিত করিলেন ; তাঁহার
খুর ও প্রখুরের বিজ্ঞাটে উরগাধীশের শরীর
কৃতবিকৃত হইয়া জর্জরিত হইল, এবং নাগপতি
ইতস্তত শরীর বিলুপ্ত করিতে লাগিলেন । তাঁহার
তীব্র নিশাসপবনে অতলম্পর্শ জলাধি-জল পাতাল
হইতে বিভিন্ন হইয়া গেল । তখন উভয়েরই অন্তর
পরিলক্ষিত হইতে লাগিল । বরাহরূপী হরি সাগর-
নীর সঙ্কোভিত করিয়া ক্রমেই মধ্যে প্রবেশ করিতে
লাগিলেন, তখন তাঁহার অতি দীর্ঘ মুখ কখন বা
সমুদ্রমধ্যে মগ্ন আবার কখন বা দৃষ্ট হইতে লাগিল ।
বসুমতী তৎকালে ভয়াকুলা হইয়া সন্তপাতাল-
মূলের অধোদেশে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বরাহ-
রূপী হরি ধরণীকে বেপমানা দর্শন করিয়া হৃষ্টাঙ্গ-
করণে স্বীয় দন্তের অগ্রভাগে স্থাপনপূর্বক সাগর
হইতে উখিত হইলেন । বরাহ প্রেমভরে কণকাল
মধ্যে ধরণীর উদ্ধরণ করিলে তখন জললোকবাসী
সকল সন্মুখরূপে তাঁহার কৃতি করিলেন

বরাহবপুঃস্বর্জুন ॥ ১৭ ॥ গন্তীরঘোষৈরন্তোষিঃ
প্রাপ মঙ্গলতুর্ধ্যাতাম্ । উদ্বৃত্তবীচিবিক্রিপশীকরা-
স্বরসঙ্গতঃ ॥ ১৮ ॥ ভেজে মুক্তাকলচয়ো মঙ্গলা-
কতবিভ্রমম্ । উদূঢ়া তেন দেবেন সা বভৌ
সলিলাপ্লুতা ॥ ১৯ ॥ গাঢ়রাগসমুৎপন্নশ্বেদক্লিন্নতনু-
রিব । ইথমুদ্বৃত্য ভগবান্মহীং পাতালভূতলঃ ॥ ২০ ॥
সুদৃঢ়ং স্থাপয়ামাস মধ্যেহস্থনিধিপাধসাম্ । তেনো-
দ্ধৃতায়াং মেদিন্যাং পূর্ণং তদ্বনভোহন্তরে ॥ ২১ ॥ জলং
তৎকৃতমধ্যাদাব্যবচ্ছিন্নমভূতদা । সংস্থাপ্য পৃথিবী-
মিথং তদীয়াধারসিকয়ে ॥ ২২ ॥ দিগ্গজানহিরাজঞ্চ
কমঠঞ্চ স্তবেশয়ৎ । তেষামপি চ সর্বেষামাধারহেন
সাদরম্ ॥ ২৩ ॥ অব্যক্তরূপাং স্বাঃ শক্তিং যুযোজ
চ দয়ানিধিঃ । ততো ধরাং সমুদ্বৃত্য স্থিতং কিটিতম্
হরিম্ ॥ ২৪ ॥ তুষ্টবুঃ সনকাদ্যাস্তং জনলোক-
নিবাসিনঃ । তদা বরাহবপুঃস্মারাধ্য পুরুষোত্তমম্ ॥

এবং বারিধির অধোদেশ হইতে মঙ্গলোচিতা
প্রতিসারা উথিতা হইল। হে অর্জুন!
বরাহবপুঃ হরি যখন ধরণীর উদ্ধার সাধন করেন,
সরিৎপতি তখন গন্তীর ধ্বনি করিয়া তুর্ধ্যধ্বনির
কার্য্য করিলেন। তখন সরিৎপতির বীচিনিচয়
বিক্ষোভিত হওয়ায় যে সকল শীকররাশি ইতস্ততঃ
সমুদ্রত হইল, তদর্শনে মনে হইতে লাগিল যেন
তিনি মুক্তাজাল ও মঙ্গল অক্ষত দ্বারা স্বীয় শরীর
বিভূষিত করিয়াছেন এবং জলাপ্লুতা ধরণী সেই দেব
কর্তৃক উদূঢ় হইয়াছেন গাঢ়; রাগসমুখিত
শ্বেদ দ্বারা তাঁহার শরীর ক্লিন্ন হইয়াছে। ভগবান্
বরাহ এইরূপে পাতালমূল হইতে ধরণীর উদ্ধার
সাধন করিয়া পয়োনিধির মধ্যদেশে সুদৃঢ় স্থাপন
করিলেন। তৎকালে জল ও আকাশ এই দুইটা
মাত্র বস্তু বিদ্যমান ছিল। বরাহদেব মেদিনীকে
উদ্ধার করিয়া ভূলোক ও আকাশ—ইহার মধ্যস্থানে
স্থাপিত করিলে উভয়ের অন্তর পূর্ণ হইয়া গেল
এবং জলই অবিচ্ছিন্নরূপে বসুধার সীমা নির্দিষ্ট
হইল। বরাহ বসুধাকে এইরূপে সংস্থাপনপূর্বক
তদীয় আধারসিক্রির জন্ত দিগ্গজ, অহিরাজ ও
কমঠকে সন্নিবেশ করিলেন এবং স্বীয় অব্যক্তা
শক্তিকে আদরপূর্বক তাহাদের আধাররূপে
নিয়োজিত করিলেন। অনন্তর দয়ানিধি বরাহরূপী
হরি ধরণীকে উদ্ধৃত করিয়া অবস্থিত হইলে জন-
লোকবাসী সনকাদি ধর্মী সকল তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন। তখন ব্রহ্মাও পুরুষশরীর পুরুষো-

২৫ ॥ তদাভ্যয়া জগদব্রহ্মা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥
অর্জুন উবাচ । কল্পান্তসলিলে মগ্না কথং তিষ্ঠতি
ভূরিয়ম্ । সপ্তপাতাললোকাধঃ কিমাধারা মহামুনে ॥
২৭ ॥ কল্পকালঃ কিয়ানেষ স্মাতদৃগুত্তিষ্ঠ কীদৃশী ॥
২৮ ॥ এতদ্বিস্তার্য্য সকলং মম ব্রহ্মন্ মুনে বদ ॥ ২৯ ॥
ভরদ্বাজ উবাচ । বিনাডিকানাং যষ্ট্যা স্মাতাডিকৈকা
দিনং ভবেৎ । তৎযষ্ট্যা দিবসান্নিঃশন্যাসঃ পক্ষ-
দ্বয়ান্বকঃ ॥ ৩০ ॥ মাসৌ দ্বাবৃত্তিরিত্যুক্তৈস্তঃ যডুতি-
বৎসরো ভবেৎ । অয়নদ্বিতয়াকারঃ শীতবর্ষোষ্ণ-
সংগ্রহঃ ॥ ৩১ ॥ দেবান্সুরানামন্তোত্তমহোরাত্রাং
বিপর্য্যয়াৎ । উত্তরং দক্ষিণং ভানোরয়নে তে
যথাক্রমম্ ॥ ৩২ ॥ মানুষ্যকৈঃ যথব্যোমখাঙ্কিপাবক-
সাগটৈঃ । মহাযুগং ভবেৎ পার্থ কৃতাদ্যাকারসংস্খ-
তম্ ॥ ৩৩ ॥ সপ্তত্যা সৈকয়া কালো যুগানামন্তরং

ভূমের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে পূর্বরূপ
জগৎ সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১—১৬ ॥ অর্জুন জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে মহামুনে! কল্পাবসানে এই বসুধা-
দেবী সলিলমগ্না হইয়া কিরূপে অবস্থান করিলেন
এবং সপ্তপাতাললোকের অধোদেশে কোন বস্তুই বা
ইহার আধারের কার্য্য করিয়াছিল? আর এই
কল্পকালের পরিমাণই বা কিরূপ! তৎকালের বৃত্তিই
বা কি? হে মুনে ব্রহ্মন্! এই সকল বিস্তার-
রূপে আমার নিকট কীর্তন করুন। ভরদ্বাজ
উত্তর করিলেন,—যষ্টিবিনাডিকায় এক নাডিকা,
যষ্টি নাডিকায় এক দিন, ত্রিশ দিনে একমাস, এই
মাস শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে আবার পক্ষদ্বয়ান্বক; দুই
মাসে এক ঋতু এবং তাহারই ছয় ঋতুতে এক
বৎসর হইয়া থাকে। হে অর্জুন! এই বৎসর
আবার অয়নদ্বয়ান্বক। এই সকল অয়ন মধ্যে
শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্মাদি ভাবের প্রাক্তর্ভাব হইয়া
থাকে। দিবা ও রাত্রিকে অহোরাত্র বলে। এই
যে অহোরাত্র বর্ণিত হইল, ইহা সুর ও অসুর-
দিগের পরস্পর বিপর্য্যয় ক্রমে নির্দিষ্ট হয়। হে
ভারত! ভাস্কর অয়নদ্বয়—উত্তর ও দক্ষিণ যথা-
ক্রমে সুর অসুরদিগের দিবা ও রাত্রিরূপে কল্পিত
হইয়া থাকে। হে পার্থ! ঋ(০) ঋ(০) ব্যোম
(০) ঋ(০) অক্ষি, (২) পাবক [৩] এবং
সাগর (৪); এহলে "অক্ষত বামা গতিঃ"—এই
গণিতশাস্ত্রানুসারে অক্ষ সকলের পরস্পর বাম
দিকে গতি ধরিয়া মানুষ্যপরিমাণের তেতারিখ
লক্ষ কুড়ি হাজার (৪৩২,০০০) বৎসরে সত্যাদি

মনোঃ। অগ্নিঃ শেতবরাহাখ্যে করে জাতান্নন
শৃণু ॥ ৩৪ ॥ স্বায়ম্ভুবঃ স্ত্যং প্রথমন্ততঃ স্বারোচিষো
মহুঃ। উত্তমস্তামসাধ্যাশ্চ রৈবতশ্চাক্ষুষাঙ্ঘরঃ ॥ ৩৫ ॥
এতে গতাঃ প্রাচীনবঃ বহু সেন্সসুরতাপসাঃ। বৈব-
স্বতো বর্ততেহদ্য সপ্তমো মহুরজ্জুন ॥ ৩৬ ॥ আদিত্য-
বস্তুকজাদ্যাস্তৎকালে দেবতাগণাঃ। ইষ্টাশ্চমেধ-
শতকং তেজস্বী প্রাপ শক্রতাম্ ॥ ৩৭ ॥ বিশ্বামিত্রো-
হহমত্রিষ্ঠ জমদগ্নিষ্ঠ কশ্চপঃ। বসিষ্ঠো গোতমশ্চৈব
তে বৈ সপ্তবয়োহজ্জুন ॥ ৩৮ ॥ ইক্ষাকুপ্রমুখাঃ শূরা
মহুপুত্রা মহাবলাঃ। অবনিং পালয়ামাসুর্নিত্যঃ
ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩৯ ॥ সূর্য্যদক্ষব্রহ্মধর্ম্মরুদ্রাণাং
পঞ্চ ত্বনবঃ। সাবর্ণিরৌচ্যভৌমাদ্যা ভবিষ্যন্মহু-
সপ্তকম্ ॥ ৪০ ॥ চতুর্দশ বিধাতুস্তে ভবন্তি
মনবোহহনি। তৎকল্পসংক্রঃ তস্তান্তে নিশা
স্তান্তং সমা শৃণু ॥ ৪১ ॥ দিনাবসানসময়ে ব্রহ্মণঃ

আকারবিশিষ্ট মহাযুগ কথিত হয়। হে পার্থ! এইরূপ সত্যাদি একসপ্ততি যুগ কালে এক মহন্তর-ইহার নাম শেত বরাহ কল্প; এই শেত বরাহকল্পে যে সকল মহু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম শ্রবণ কর। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মহু জন্মগ্রহণ করেন, তারপর ক্রোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয় জন মহু জন্মগ্রহণ করেন এবং ইহাদের সহিত পৃথক পৃথক ইন্দ্র, অস্তান্ত দেব ও তপস্বীরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হে অর্জুন! ইহারা গত হইয়াছেন, সপ্ততি বৈবস্বত নামক সপ্তম মহুর অধিকার কাল বিদ্যমান। এই মহুর দেবতাগণ আদিত্য, বসু ও ক্রুদ্রাদি এবং শতমেধ যজ্ঞ করিয়া তেজস্বী বৈবস্বত মহন্তরেই ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে অর্জুন! বিশ্বামিত্র, আমি, ভরদ্বাজ, অত্রি, জমদগ্নি, কশ্চপ, বসিষ্ঠ ও গোতম আমরা সাতজন এই মহুর সপ্তর্ষি। এই মহন্তরে ধর্ম্মপরায়ণ ইক্ষাকুপ্রভব মহাবলপরাক্রম শূর 'মহুতনয়গণ' নিত্য অবনী পালন করিয়া থাকেন। হে পার্থ! অতঃপর সূর্য্য, দক্ষ, ব্রহ্মা, ধর্ম্ম ও রুদ্র ইহাদের পঞ্চ তনয় এবং রৌচ্য ও ভৌম এই সাত মহু ভবিষ্যয়ুগে জন্মগ্রহণ করিবেন। হে অর্জুন! এই যে চতুর্দশ মহু কথিত হইল, ইহাদের জীবনকালই ব্রহ্মার একদিন এবং ইহাই কল্পকাল নামে অভিহিত হয়; ইহার পর ব্রহ্মার দ্বাদশ কালের বর্ষ পরিমাণ শ্রবণ কর। হে পাণ্ডুনন্দন! ব্রহ্মার দিনাবসানসময়ে

পাণ্ডুনন্দন। জাগতেহবগ্রহে ঘোরঃ পৃথিব্যা
শতবার্ষিকঃ ॥ ৪২ ॥ তন্নিম্নবগ্রহে পৃথ্যাঃ নীরসান্নাঃ
ধনঞ্জয়। চতুর্কিধানি ভূতানি সমায়াস্তি পরিক্রমম্ ॥
৪৩ ॥ তদা তপ্তশিখাকারৈরুপেতো ঘর্ম্মদীপ্তিঃ।
ময়ুধৈরগ্নিসদৃশৈর্বমন্তিঃ পাবকচ্ছটাঃ ॥ ৪৪ ॥ বিনষ্ট-
গ্রামনগরশৈলবৃক্ষাদিকাননা। কৃশপৃষ্ঠোপমোবী
স্তান্তপ্তায়ঃপিণ্ডসন্নিভা ॥ ৪৫ ॥ ততো বিধাতুর্গা-
ত্রৈভ্যঃ সমুৎপন্ন মহাঘনাঃ। আচ্ছাদয়ন্তো গগনং
গর্জিতধ্বানবহুরাঃ ॥ ৪৬ ॥ সিতপীতারুণশ্চামা-
শ্চিত্রবর্ণাশ্চ ভীষণাঃ। শৈলেভসৌধবৃক্ষাদিনানা-
রূপসমীকৃত্যঃ ॥ ৪৭ ॥ তে শতাদমিতঃ কালঃ
মহাবৃষ্টিং বিতততে। তেনাস্তসা শমং যাতি সূর্য্যো-
ভূতো মহানলঃ ॥ ৪৮ ॥ ভূমন্ত শতবর্ষাণি বর্ষন্ত্যগ্রং
মহাঘনাঃ। তদন্তসা সমুদেলা বিকৃতিং ণ্যাস্তি
বার্ষিক্যঃ ॥ ৪৯ ॥ কল্লাস্তাশ্বদনির্ধুক্তঃ লোকান ব্যাপ্নোতি
তজ্জলম্। ভূভুবঃস্বর্গলোকানারুণোতি তমো
মহৎ। তদা নিমগ্না সলিলে মহী পাতালমূলগা ॥
৫০ ॥ অনষ্টা কথমপ্যাস্তে ব্রহ্ম শক্র্যবলম্বিতা।

পৃথিবীতে শতবৎসরব্যাপী ভয়ঙ্কর অবগ্রহ উপ-
স্থিত হয়। হে ধনঞ্জয়! এই অবগ্রহকালে পৃথিবী
রসহীনা হইলে চতুর্কিধ প্রাণীই ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে
থাকে। তখন তপনতাপ যেন তপ্ত শিখাকার
অনুভব হয় এবং অগ্নিকিরণ সদৃশ অনলচ্ছটা
বমন করিতে থাকে। অনন্তর গ্রাম, নগর, শৈল,
বৃক্ষাদি ও কানননিচয় দগ্ধ হইয়া গেলে ধরিজী
তপ্ত লৌহপিণ্ড ও কমঠপৃষ্ঠের স্তায় আকার ধারণ
করেন ॥ ২৭—৪৫ ॥ তখন বিধাতার শরীর হইতে
মহামেঘ সমুৎপন্ন হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে গগন
আচ্ছাদিত করে এবং আকাশমণ্ডলে ঐ মেঘমালা
বহুরবৎ দৃষ্ট হয়। তখন মেঘগণ কখন সিত, পীত,
অরুণ ও স্ত্রামবর্ণ এবং কখন শৈল, হস্তী, সৌধ ও
বৃক্ষাদি নানারূপ ধারণ করিয়া ভীষণ হইয়া উঠে।
অনন্তর তাহার শতবৎসরপরিমিত কাল মহাবৃষ্টি
বিস্তার করে, এই বৃষ্টিজল দ্বারা সূর্য্যসমুদ্ভূত মহা-
নল উপশমিত হইয়া থাকে। অনন্তর ব্রহ্মামেঘগণ
পুনরপি শতবৎসর তীব্র বর্ষণ করিলে এই বৃষ্টি-
জলে বারিধি উদ্বেলিত হইয়া বিকৃত ভাব প্রাপ্ত হয়
এবং কল্লাস্ত-মেঘনির্ধুক্ত জলই লোক সকল পরি-
বাপ্ত করিয়া ফেলে। অনন্তর সূর্য, চন্দ্র, ঋতু ও
মহা লোক মহা অন্ধকারে আবৃত হইলে সপ্তর্ষি
মহী নিমগ্ন হইয়া পাতালমূলে গমন করেন এবং ব্রহ্ম

অথ নিখাসসঙ্কতো মাকতো ব্রহ্মণোহর্জুন ॥ ৫১ ॥
উৎসারয়তি তান সর্গান কল্লাস্তোখানহাধনান ।
এবং প্রবৃদ্ধঃ পবনঃ শতসংবৎসরাশ্রয়কম্ ॥ ৫২ ॥ কালঃ
নিরন্তরঃ বাতি তুর্নিবাররোথিতঃ । তমুগ্রমনি-
শঃ হিরা হরের্নাভিসরোকহে ॥ ৫৩ ॥ যোগনিদ্রা-
মবাপ্নোতি তস্মিন পাথসি পদ্মভূঃ । যোগনিদ্রা-
নুযুক্তস্য যাতি তস্য জগদ্বিতোঃ ॥ ৫৪ ॥ তাবতী
শর্করী পার্শ্ব দিনঃ যাবৎপ্রমাণকম্ । নিশায়াং
সমতীতায়ামুখিতো বেগবান্ পুনঃ ॥ ৫৫ ॥ সৃজত্য-
খিলজন্তুন্ বৈ পূর্ববচ্ছাসনাকরেঃ । কল্পে কল্পে সমু-
চিঠে রূপৈঃ পাতি জগদ্ধরিঃ ॥ ৫৬ ॥ অশ্বিন
কল্পে শ্বেতবর্ণাং প্রাপ্তবান্ যজ্ঞপোত্রিতাম্ । বরাহ-
বপুষা দেবো বিহরন্নবনীতলে ॥ ৫৭ ॥ স্বপূর্বনিয়তা-
বাসঃ প্রপেদে বেঙ্কটচলম্ । স্বামিপুষ্করিণীতীরে
চরংশিরুমধোক্কজঃ ॥ ৫৮ ॥ ভক্ত্যা পরময়া যুক্ত-
মপশুচ্ছলজাসনম্ । সম্পূজ্য প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মা তং

ভূতভাবনম্ ॥ ৫৯ ॥ পুরাতনীং নিজাং স্বামিন ভজ
দিব্যাং তনুমিতি । গৃহীত্বাননয়ঃ তস্য ত্যক্তা তাং
শুকরাকৃতিম্ ॥ ৬০ ॥ অনন্তভজনীয়াং স্বাং প্রাপ
বিদ্যাক্তিকাং তত্শুম্ । তথা স্থিতং গিরৌ তত্র
কৃৎসাপ্যুৎসাহমুজ্জিতম্ ॥ ৬১ ॥ ভ্রষ্টুং ন শেকুঃ
সর্কেহপি কালেন বহুনাপি চ ॥ ৬২ ॥ অর্জুন
উবাচ । দর্শনশ্রবণাদীনাং হরিরিথমগোচরঃ ।
কথং প্রত্যক্ষতাং প্রাপ মানুবাণাং মহামুনে ॥ ৬৩ ॥
ভাগ্যভূতোহথ জগতাং যঃ কো বাক্ষ্যাত্য তং
বিভুম্ । ইহ প্রকাশয়ামাস কথামেতাং নিবেদয় ॥
৬৪ ॥ হরিকথাশ্রবণং তুরিতাপহং কথয়তাং সকলা-
গমবিদ্বদান । শ্রুতিনাং ননু সম্প্রতি ধূমাতা
মুনিবরেণ্য মমাদ্য সমাগতা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রুবর্ণমুখরীমহাত্ম্যপ্রশংসায়াঃ
বরাহাবতারকীর্তনং নাম ষড়ত্রিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

শক্তি অবলম্বনপূর্বক মহাকষ্টে জীবন ধারণ করিয়া
থাকেন । হে অর্জুন ! অতঃপর ব্রহ্মার নিখাসজাত
বায়ু কল্লাস্তোখিত সেই সকল মহা মেঘমালা উৎ-
সারিত করে । তখন পবন এইরূপ প্রবৃদ্ধ হয় যে,
উহার গতি তুর্নিবার হইয়া উঠে । ঐ বেগোখিত
বায়ু তখন শতবৎসর নিরন্তর প্রবাহিত হয় । অনন্তর
ব্রহ্মা সেই উগ্র বায়ু পরিত্যাগপূর্বক যোগনিদ্রা
অবলম্বন করত সাগরশায়ী হরির নাভিসরোকহে
আশ্রয় গ্রহণ করেন । হে পার্থ ! যোগনিদ্রাভিভূত
জগদ্বিভূ-পদ্মভূ ব্রহ্মার পূর্বে যে পরিমাণদিন
কীর্তন করিয়াছি, তত পরিমাণ রাত্রি অতিবাহিত
হইয়া বায় । অনন্তর নিশা সম্যক্রূপে অতিবাহিত
হইলে হরির আদেশে ব্রহ্মা বেগে উখিত
হইয়া পুনরায় প্রাণিগণকে সৃজন করেন । হে
অর্জুন ! হরি কল্পে কল্পে সমুচিত অখাৎ যখন যে
বেশ ধারণ করিলে জগৎ রক্ষিত হয়, সেই
বেশই রচনা করিয়া জগৎপালন করিয়া থাকেন ।
এই শ্বেতকল্পে হরি শ্বেত-যজ্ঞবরাহশরীর গ্রহণ
করিয়াছেন এবং সেই শ্বেত বরাহরূপেই অবনীতলে
বিচরণ করিয়া থাকেন । সেই বরাহরূপী অধোক্কজ
হরি এক্ষণে স্বীয় পূর্বনিবাস বেঙ্কটচলে সতত বাস
করিয়া শ্রুবর্ণমুখরীতীরে নিরন্তর বিচরণ করেন ।
অনন্তর ভূতভাবন হরি এক সময়ে ব্রহ্মার পরমভক্তি
করিয়া তাহাকে দর্শন দান করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে

সম্যক পূজা করিয়া প্রাথনা করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে স্বামিন ! আপনার দিব্য নিজ পুরাতন
তত্ত্ব গ্রহণ করুন । হরি তখন ব্রহ্মার সান্ননয় প্রাথনায়
অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় শুকরাকৃতি পরিত্যাগপূর্বক
অনন্তসেবা স্বীয় বিদ্যাক্তিকা তত্ত্ব পরিগ্রহ করিলেন
এবং সেই শরীরকে সমধিক উৎসাহোজ্জিত করিয়া
সেই বেঙ্কটশৈলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
হে অর্জুন ! বৃহৎ কাল যত্ন করিয়াও বিভূর সেই
শরীর কেহ দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । অর্জুন
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে ! সেই ভূতভাবন
হরি যদি এইরূপই দর্শন ও স্পর্শনাদির অগোচর
হন, তবে মনুষ্যাগণ কিরূপে তাহার দর্শন লাভ
করিবে ? ভাগ্যবশে জগতীতলে যদি কোন মানব
সেই বিভূর আরাধনা করে, তবে ইহকালেই হরি
যেভাবে তাহার প্রত্যক্ষীভূত হন, তাহারই উপায়
কীর্তন করুন । হে মুনিবরেণ্য ! আপনি অখিল
আগমবিৎ, হরিকথা শ্রবণ তুরিতাপহ ; বিশেষতঃ
বাহার হরিকথা কীর্তন করেন, তাহারাই শ্রুতি-
সম্পন্ন ; অহো ! তন্মধ্যে আজ আমার কি গুরু-
কর্তব্য আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে । ৪৬—৬৫ ।

ষড়ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ভরহাজ উবীচ । শূণ্ণপাৰ্শ্ব প্রবক্ষ্যামি কথা-
মাশ্চর্য্যকারিণীম্ । যথাসৌ ভগবানস্মিহৈলে প্রাপ
প্রকাশতাম্ ॥ ১ ॥ ঋতাতিধানো নৃপতিরস্তি হৈহয়-
বংশজঃ । যঃ প্রজাঃ স্মা ইব চিরং শশাস ধরণীং
ভুতাম্ ॥ ২ ॥ তস্ত পুত্রো গুণনিধিঃ শম্বো নাম
মহীপতিঃ । পালয়ামাস বনুধাঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥
৩ ॥ তস্ত বিষ্ণো জগন্নাথে পুণ্ডরীকায়তেক্ষণে ।
বভূব নিশ্চলা ভক্তিঃ পরিত্যক্তাসংশ্রয়া ॥ ৪ ॥
দেবদেবঃ জগন্নাথমনন্তং পুরুষোত্তমম্ । প্রগাঢ়-
নিশ্চয়ো নিত্যং ধ্যায়ন্তুতবৈভবম্ ॥ ৫ ॥ চক্রে
ব্রতানি দানানি পুণ্যানি বিবিধানি চ । বেদ-
বেদান্ত নিয়তং শ্রীতীর্থং মধুবিধিবঃ ॥ ৬ ॥ তমু-
দ্ভিষ্টৈব বিদধে বাজিমৈথাদিকান্ ক্রতূন । যথোক্ত-
দক্ষিণাযোগাৎ শ্রীণিতাশেষভূময়ঃ ॥ ৭ ॥ ইষ্টা-
পূৰ্ত্তাস্থকং চক্রে কৰ্ম্মজাতমতল্লিতং । বিষ্ণুস্তুতদয়ো
নিত্যং কেশবে ভক্তবৎসলে ॥ ৮ ॥ অরত্যজস্রং
গোবিন্দং জপত্যাচ্যুতমব্যয়ম্ । পূজয়ত্যজনয়নং

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

ভরহাজ বলিলেন,—হে পার্শ্ব! তুমি হরি
যেভাবে বেষ্টনশীলে আবির্ভূত হইয়াছ, সেই
বিস্ময়কর কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর । হৈহয়বংশজ
ঋতাতিধাননামক জনৈক নৃপতি ছিলেন । তিনি
প্রজাগণকে স্বীয় তনয়বৎ দর্শন করত সুশোভনা
ধরণীকে পালন করিতেন । সেই নৃপতি ঋতাতি-
ধানের সৰ্বশাস্ত্রবিশারদ শম্ব নামে এক গুণনিধি
তনয় জন্মগ্রহণ করেন । মহীপতি শম্ব ও বনুধা পালন
করিয়াছিলেন । নৃপ শম্ব বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ
করিয়া একমাত্র পদ্মায়তনেত্র জগন্নাথ বিষ্ণুতেই
নিশ্চল ভক্তি করিতেন । তিনি দেবদেব জগন্নাথ
অকুতবৈভব অনন্ত পুরুষোত্তম বিষ্ণুর প্রতি প্রগাঢ়-
নিশ্চয় হইয়া সতত তাঁহাকে ধ্যান করিতেন এবং
বেদবেদ্য মধুরিপুর শ্রীতির জন্ত নিয়ত বিবিধ পুণ্য
কান ও ব্রতাদি করিয়াছিলেন । তিনি সেই পুরুষো-
ত্তমের উদ্দেশে যথোক্ত দক্ষিণাযোগে বাজিমৈথাদি
বহু যজ্ঞ করিয়া ব্রাহ্মণগণের শ্রীতি সাধন করিয়া-
ছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত হইয়া ইষ্টাপূর্ত্তাস্থক
কৰ্ম্মজাত সম্পাদিত করিয়া ভক্তবৎসল কেশবের
প্রতি হৃদয় বিস্তৃত করিয়াছিলেন । তিনি সতত
সকলদমন শাস্ত্রবিশারদ অব্যয় অচ্যুত গোবিন্দের

সকলদমন শাস্ত্রবিশারদ ॥ ১ ॥ পুণোতি সততঃ রাজা
বংসানার্যবতারিণীঃ । পৌরানিকৈঃ সমাখ্যাতাঃ
পবিত্রা বৈকবীঃ কথাঃ ॥ ১০ ॥ ব্রাহ্মণানর্কৃতি
স্মায় হরিপ্রীত্যর্থমেব ॥ ইতঃ সৰ্বশাস্ত্রনা
যুক্তোহপ্যব্রাহ্মঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১ ॥ নাপ্রজ্ঞা-
বতৈতৰ্থাঃ স্বতন্ত্রং পুরুষোত্তমম্ । অপ্রাপ্য দর্শনং
বিষ্ণোঃ সৰ্বযজ্ঞমগ্নাননঃ ॥ ১২ ॥ স শোকাক্রান্তহৃদয়ঃ
পর্য্যং চিন্তামুপাগমৎ ॥ ১৩ ॥ শম্ব উবাচ ।
পরঃসহশ্রৈর্জননৈরতীতৈর্হৃদয়ঃ বহু । কৃতং ময়া
যদপ্রাপ্তং হৃদীকেশস্ত দর্শনম্ ॥ ১৪ ॥ উপার্জিতানাং
ভপসামনেকৈঃ পূর্বজন্মভিঃ । অখণ্ডং হি কলং বিষ্ণে-
দর্শনং মধুঘাতিনঃ ॥ ১৫ ॥ কথং হু যাম্যভগবান বিষয়ঃ
মম নেত্রয়োঃ । কদা বা লভ্যতে শ্রেয়স্তদ্বাক্যাকর্ণনা-
শ্বকম্ ॥ ১৬ ॥ হা বিদ্যাং বিহিতাগন্ধং ক্রিয়ালোক্যা-
বর্জিতম্ । নারায়ণরূপাদূরং সংসারক্লেশগোচরম্ ॥
১৭ ॥ ভরহাজ উবাচ । ইতি চিন্তাকূলে তস্মিন
রাজি জীবিতনিঃপুহে । অদন্তমুর্তিঃ সর্বেষাং

নাম অরণ, জপ ও তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন
এবং সতত পুরাণবক্তাদিগের মুখে সংসার-
সাগর-পারের তরণীস্বরূপ পবিত্র বৈকবী কথা শ্রবণ
করিয়াছিলেন । ১—১০ । তিনি হরির শ্রীতির জন্ত
ব্রাহ্মণগণের অর্চনা করিতেন । পৃথিবীপতি শম্ব
এইরূপ অশ্রান্তভাবে সৰ্বশাস্ত্রকরণে হরির প্রতি
যুক্তমনা হইয়াছিলেন । তিনি শাস্ত্রতৈতৰ্থ্য পুরুষো-
ত্তম বিষ্ণুকে স্বীয় আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে
করিতেন না । কিন্তু এইরূপ করিয়াও তিনি
নিখিল যজ্ঞমগ্নাত্মা বিষ্ণুর দর্শন পাইলেন না, শোকে
তাঁহার হৃদয় আক্রান্ত হইল এবং তিনি পরম চিন্তায়
নিমগ্ন হইলেন । শম্ব বলিলেন—আমি পূর্বে
সহস্র জন্মে অনন্তর তপস করিয়াছি, তজ্জন্তই আজ
আমি হৃদীকেশের দর্শন পাইলাম না । আমি যে
আজ মধুঘাতী হরির দর্শনে বঞ্চিত, ইহাই আমার
বহু পূর্বজন্মের অনন্ত পাপরাশির অখণ্ডনীয়
ফল । এক্ষণে ভগবান বিষ্ণু কি করিলে আমার
চক্ষুর বিষয়ীভূত হইবেন ও কবেইবা আমি তাঁহার
মুখনিঃসৃত বাক্যশ্রবণাস্থক শ্রেয়োলাভ করিব ?
অহো ! আমার ক্রিয়ার কোনই সাফল্য নাই, আমি
সাপরাধ ; অতএব আমাকে দিও । ভরহাজ বলি-
লেন,—রাজা, বিষ্ণুমূর্ত্তির অদর্শনে চিন্তাকূলে হইয়া
জীবনের প্রতি নিশ্চয় হইলেন । তখন কেশব

শুভতামাহ কেশবঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । মা
শোকস্ত বশঃ যাসাঃ শূণ্ণং বক্ষ্যামি তে হিতম্ ।
মহেশ্বরঃ সাধুঃ স্বাঃ ত্যক্ত্যামি কথং নৃপ ॥ ১৯ ॥
অথ বেষ্ণৱাণামাদিত্যবিষ্ণু লোকেষু বিজ্ঞতঃ । বৈষ্ণৱাদপি
মে রাজানবাসোহতিপ্রীতিবহঃ ॥ ২০ ॥ তং গতা
ভূধরবরঃ তব ভক্ত্যা তপস্ততঃ । গতে সহস্রে
বর্ষাণাং যান্তাম্যলোকনীরতাম্ ॥ ২১ ॥ তবানিবোদ্য-
তোহগস্ত্যো মম দর্শনমঙ্গসা । ক বা সন্দৃশ্যতে
বিষ্ণুরেবমাহ চতুর্ধম্ ॥ ২২ ॥ বৃষভাচ্চৌ হরির্দ্বিষ্টঃ
লভ্যতে নিয়তাত্মাভিঃ । গচ্ছ তত্রৈতি মুনয়ে
কথ্যামাস পদ্মভূঃ ॥ ২৩ ॥ অস্তোজসম্ভবেনেখমাদিষ্টঃ
কুস্তমস্তবঃ । অঙ্গনাদৌ মহাবাসে তপস্তপ্তুঃ
সমেয্যতি ॥ ২৪ ॥ তস্মিন্নহীধরে পুণ্যে কৃতবাসো
ভবানপি । আরাধ্য মাং তপোনিষ্ঠো মম দর্শন-
মাপ্যসি ॥ ২৫ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । ইত্যাজ্ঞপ্তো
ভগবন্তু শঙ্খো দানববৈরিণা । জগাম শ্রীতি-

মতুলাঃ ধনোহস্মীতি স্বচেতসি ॥ ২৬ ॥ বিষ্ণুস্ত
তনয়ঃ বজ্রঃ প্রজাপালনকর্ম্মণি । গোবিন্দ-
দর্শনাপেক্ষী নারায়ণগিরিঃ যযৌ ॥ ২৭ ॥ তস্ত শৃঙ্গে
সমুত্তঙ্গে স্বামিপুষ্করিণীঃ শুভাম্ । দিব্যৈঃ পরোত্তিরা-
পূর্ণামাপস্তদমৃতোপমেঃ ॥ ২৮ ॥ অনেকসিদ্ধগন্ধর্ষ-
দেবর্ষিগণসেবিতাম্ । ভবতাপপ্রশমনীঃ সর্বতীর্থ-
সমাশ্রয়াম্ ॥ ২৯ ॥ জলকাকবকক্রৌঞ্চহংসকারণবা-
কুলাম্ । কুমুদোৎপলরাজীবসৌগন্ধিকমনোহরাম্ ॥
৩০ ॥ তাং দৃষ্ট্বা পদ্মিনীঃ দিব্যাঃ তন্তীয়ে বিহি-
তোটজঃ । তোষিতঃ স্নানপানাদৈর্নিক্কিলমনো-
গতিঃ ॥ ৩১ ॥ সর্বকর্ম্মাণি বিষ্ণুস্ত জগদীশে জনা-
দ্দিনে ॥ ৩২ ॥ জপধ্যানপরো নিত্যং তপস্তপে
সুদাক্ষণম্ । তস্মিন্নেব মুনিঃ কালে শাসনাৎ পরমে-
ষ্ঠিনঃ ॥ ৩৩ ॥ অগস্ত্যোহপ্যাসসাদাদ্যঃ শৈলঃ মুনি-
শতাবৃতঃ । প্রতীচীং দিশমারভ্য কৃতযত্নঃ প্রদ-
ক্ষিণে ॥ ৩৪ ॥ পশ্চাৎস্বীর্থানি পুণ্যানি বভ্রাম স্তুচিরং
গিরৌ । তত্র তত্র দদর্শাসৌ হরিদর্শনলালসান্ ॥ ৩৫ ॥

রাজাকে বলিতে লাগিলেন, সকলেই তাহা শ্রবণ
করিল । ভগবান্ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি
শোকবশীভূত হইও না,তোমার হিত অভিহিত করি-
তেছি । তুমি আমার প্রতি একনিষ্ঠ ও সাধু; অতএব
আমি তোমাকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব? হে
রাজন্! এই বেষ্ণৱাচল ত্রিলোকেই বিজ্ঞত, বৈষ্ণৱা-
বাস হইতেও এই স্থান আমার অধিক শ্রীতিপ্রদ;
তুমি অনেক তপস্তা করিয়াছ, তোমার ভক্তিতে
আকৃষ্ট হইয়া আমি এই বেষ্ণৱশৈলবরে গমন
করিব । হে রাজন্! সহস্র বৎসর পরে তুমি এই
স্থানে আমাকে প্রত্যক্ষ করিবে । মহর্ষি অগস্ত্যও
তোমারই মত আমার দর্শনার্থ উদ্যম করিয়া
“কোথায় বিষ্ণুর দর্শন পাইব” চতুরানন ব্রহ্মার
নিকট এই কথা জিজ্ঞাস্য করিয়াছিলেন । তখন
পদ্মযোনি ব্রহ্মা অগস্ত্যকে বলেন,—“হে মুন্যে!
বৃষভাচলে গমনপূর্ব্বক নিয়তাত্মা হইয়া হরির দর্শন
লাভ করিবে, তুমি তথায় গমন কর ।” অনন্তর
কুস্তমস্তব অগস্ত্য অস্তোজসম্ভব ব্রহ্মা কর্তৃক এই-
রূপে আদিষ্ট হইয়া মহাবাস অঙ্গনশৈলে তপস্তার্থ
গমন করিয়াছেন; অতএব তুমিও এই পুণ্য মহা-
গিরি অঙ্গনপর্ব্বতে গমন করিয়া তথায় বাস কর;
এবং তপস্তানিষ্ঠ হইয়া আমার আরাধনা করত
মহীয় দর্শন লাভ কর । হে নৃপ! এইরূপ করিলেই
আমার দর্শনলাভে সমর্থ হইবে । ভরদ্বাজ
বলিলেন,—দানবারি হরি নৃপ শঙ্খের প্রতি এইরূপ

আদেশ করিলে তিনি মনে মনে আশ্চর্য ধন্যবাদ
করিলেন এবং পরম শ্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় তনয় বজ্রের
প্রতি প্রজাপালন ভার তুল্য করিয়া নারায়ণ দর্শনার্থ
নারায়ণগিরিতে গমন করিলেন । ১১—২৭ । তিনি
নারায়ণ পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন,—সেই
গিরিবরের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণী
বিরাজমানা । অমৃতোপম পয়ো দ্বারা ঐ স্বামীপুষ্করিণী
পরিপূর্ণিতা । অনেক সিদ্ধ গন্ধর্ষ ও দেবর্ষি, নিখিল
তীর্থের আশ্রয়—ভবতাপনাশিনী সেইস্বামিতীর্থের
সেবা করিতেছেন; জলকাক, বক, ক্রৌঞ্চ, হংস ও
কারণবগণে সেই তীর্থজল সমাকুল এবং কুমুদ
পদ্ম ও উৎপলের সৌগন্ধে সেই স্থান স্নান স্নান
মনোহর হইয়াছে! নৃপতি শঙ্খ সেই দিব্য
পদ্মিনীকে সন্দর্শন করিয়া তাহার তটে পর্ণকুটীর
নির্মাণ করেন, এবং নিক্কিল মনোগতি হইয়া
স্নানপানাদি দ্বারা নিরতিশয় শ্রীতিলাভ করিলেন ।
তিনি জগদীশ জনাদ্দনে কর্ম্মজাত বিষ্ণুস্ত করিয়া
জপধ্যানপর হইলেন এবং সতত অনন্তমনে সুদাক্ষণ
তপস্তা করিতে লাগিলেন । সেই সময়েই মহর্ষি
অগস্ত্য পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আদেশে সেই শৈলে আগ-
মন করেন এবং শতমুনিপরিবৃত হইয়া পূর্ব্বদিক্
হইতে আরম্ভ করিয়া সেই শৈলের প্রদক্ষিণকার্য্যে
প্রবৃত্ত হন । তিনি পুণ্যতীর্থনিচয় দর্শন করিতে
করিতে স্তুচিরকাল গিরি প্রদক্ষিণ করেন এবং সেই

বিবিধকৃষ্ণক্রেণবিশ্বকসেনাদিকান্ ক্রমাৎ । সন-
কাদ্যাংচ যোগীন্দ্রানারদপ্রমুখানুযীন্ ॥ ৩৬ ॥ সিদ্ধ-
গন্ধর্বদৈতেযক্ষরাক্ষসপন্নগান্ । তৈস্তৈঃ সম্মান্য-
মানোহসৌ প্রশমপ্রিয়ভাষণৈঃ ॥ ৩৭ ॥ পশুমাশ্চর্য্য-
ভূতানি সর্গাণি বিচচার হ । স্নাত্বা তীর্থেষু সর্কেষু
কন্দধারাদিকেষু চ ॥ ৩৮ ॥ তত্র তত্রার্চয়ামাস
গোবিন্দং জগতাং পতিম্ । এবং ভ্রাত্বা গতেহকানাং
সহস্রে মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৯ ॥ নাপশুৎ পুণ্ডরীকাকং
চিন্তাশোকপরোহভবৎ ॥ ৪০ ॥ তস্মিন্ কালে সমা-
জগুর্বিবণেশনসৌ পুনঃ । রাজোপাধিরা নাম বনুশ্চ
তমুযীধরম্ ॥ ৪১ ॥ অস্মাকং সফলং জাতং জীবিতং
মুনিসত্তম । দৃষ্টৌ ভবান যদস্মাভির্নারায়ণ ইবাপরঃ ॥
৪২ ॥ ব্রহ্মণা লোকনাথেন যদাদিষ্টৌ বয়ং মুনৈ ।
অচ্যুতালোকনপরাস্তদিদং কথ্যতে তব ॥ ৪৩ ॥
অস্তি দক্ষিণদিগ্ভাগে বেকটৌ নাম ভূধরঃ ।
ঐতদ্বীপাদপি হরেরাবাসোহয়মভীপ্সিতঃ ॥ ৪৪ ॥

গিরির সর্বত্রই ক্রমে ব্রহ্মা, শক্র, কার্ত্তিকেয়, ঈশ,
বিশ্বকসেনাদি হরিদর্শনাকাজ্ঞী দেবগণ ও সনকাদি
যোগীন্দ্র, নারদপ্রমুখ দেবর্ষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, দানব,
যক্ষ, রক্ষ ও পন্নগগণকে সন্দর্শন করেন । তাঁহারা
সকলেই প্রণয় ও প্রিয়ভাষণ দ্বারা মহর্ষি অগস্ত্য
সম্মান করিয়াছিলেন । ঋষি অগস্ত্য সকল
বিশ্বয়কর ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া বিচরণ
করিতে লাগিলেন । তিনি গিরির কন্দরধারায়
ও অত্রান্ত তীর্থনিচয়ে গমন করিয়া সেই সেই স্থানে
জগৎপতি গোবিন্দের অর্চনা করিতে লাগি-
লেন । নসত্তম অগস্ত্যর এইরূপ পরিভ্রমণে
সহস্র বৎসর অতীত হইল, তথাপি
তিনি পুণ্ডরীকনয়ন হরির দর্শন পাইলেন
না । তখন মুনিসত্তম অগস্ত্য অত্যন্ত চিন্তাবিহীন
হইলে তৎকালে বৃহস্পতি, ভার্গব ও উপরিচর
বনু আসিয়া সেই ঋষীধরের সমীপে উপস্থিত
হইলেন এবং তাঁহারা বলিলেন,—হে মুনি-
সত্তম ! আজ আমাদের জীবন সফল হইল ;
কেমনা আমরা দ্বিতীয় নারায়ণ সদৃশ আপনাকে
দর্শন করিলাম । হে মুনৈ ! আমরা বিকৃদর্শনাভি-
লাষী হইলে লোকনাথ ব্রহ্মা আমাদের যেরূপ
সম্মান করিয়াছিলেন, আপনার সমীপে সে সমস্ত
বলিতেছি । ব্রহ্মা বলেন,—“ঐতদ্বীপের দক্ষিণ-
ভাগে বেকট নামে এক ভূধর আছে । এই বেকট-
নাম হরির নিপিত আবাস । সেই গিরিতে মহর্ষি

তস্মিন্ গিরিবগস্ত্য শঙ্খস্ত চ মহীপতেঃ । দর্শয়ি-
ষ্যতি গোবিন্দো নিজরূপং জগদ্ভরুঃ ॥ ৪৫ ॥ তদা-
নীং সর্বদেবানামুযীনাং যক্ষরক্ষসাম্ । অস্মাকং
দেবদেবস্ত দর্শনং সন্তবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ অচিরেণৈব
তদ্ব্যবি ততঃ সন্ত্যক্তকল্মষীঃ । অশেষঃ গচ্ছতাগস্ত্যং
তশ্চিন্নারায়ণাচলে ॥ ৪৭ ॥ ইত্যাজ্ঞপ্তা বয়ং ধাত্বা
সমাগম্যাত্র ভাগ্যতঃ । দৃষ্টবস্তো মহাত্মগং ভবন্তং
ভূরিতেজসম্ ॥ ৪৮ ॥ ভবতা সহিতা গম্বা স্বামি-
পুঙ্করিণীতটে । তমপ্যালোকয়িষ্যামঃ শঙ্খং ভাগ-
বতোত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । গীশতি-
প্রশুনিখমাদিষ্টঃ কুন্তসম্ভবঃ । শোকজালং পরি-
ত্যাগ্য যৌ তৈঃ সহিতৌ ক্রতম্ ॥ ৫০ ॥ স দদর্শ
মহাবৃক্ষান্ কলপুপ্তভরানতান্ । প্রকৃচশাখানিকর-
চ্ছায়াচ্ছাদিতদিক্তটান্ ॥ ৫১ ॥ সিংহদন্তাবলব্যাজ-
বরাহমহিষাদিকান্ । যুগানালোকয়ামাস পদ্মানকাস্ত-
রাস্তরা ॥ ৫২ ॥ তৈস্তদানীং দদর্শিরে সানরোহপাশু-
ভৃদভূতঃ । সুবর্ণরেণ্যতাম্রাদিশোভিতাস্তত্র তত্র

অগস্ত্য ও মহীপতি শঙ্খ বাদ করেন । জগদ্ভরু
গোবিন্দ সেইখানে তাঁহাদিগকে নিজরূপে দর্শনদান
করিবেন । ২৮—৪৫ । তখন নিখিল দেব, মুনি, যক্ষ,
রাক্ষস এবং আমরা সকলেই দেবদেবের দর্শনলাভ
করিব ; আর এই ব্যাপার অচিরেই সংঘটিত
হইবে । অতএব ত্যক্তসঙ্কল্প হইয়া আপনারা অগ-
স্ত্যর অশেষার্থ নারায়ণাচলে গমন করুন ।”
হে ঋষে ! ব্রহ্মা কর্ত্তক আদিষ্ট হইয়া ভাগাবশেষেই
আমরা এখানে আগমন করিয়া ভূরিতেজা মহাত্মা
আপনাকে দর্শন করিলাম ; এখানে আপনার সহিত
স্বামিপুঙ্করিণীতীরে গমন করত সেই মহাত্মা-
বতোত্তম মহীপতি শঙ্খকে দর্শন করিব । ভরদ্বাজ
বলিলেন,—ঋষি অগস্ত্য, বৃহস্পতিপ্রমুখ দেবগণ
কর্ত্তক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শোকজাল পরিত্যাগ-
পূর্বক সহস্র তাঁহাদিগের সহিত গমন করিলেন ।
অগস্ত্য তথায় গমন করিয়া দেখিলেন,—মহাবৃক্ষ
সকল কল ও পুপ্তভারে আনত হইয়াছে ; ঐ সকল
মহাতরু হইতে শাখানিকর প্রকৃচ হইয়া তট ও দিক
সকল ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে ; সিংহ, হস্তী,
ব্যাজ, বরাহ, যুগ ও মহিষাদি পথের মধ্যে মধ্যেই
বিচরণ করিতেছে । অনন্তর অগস্ত্যপ্রমুখ মুনি-
ধরগণ সেই শৈলের সাহুদেশে উপনীত হইলেন
এবং দেখিলেন,—মেঘমালা সাহুদেশ আচ্ছন্ন করিয়া
রহিয়াছে । সাহুদেশের কোবীরত কুপ, কোবীরও

তু ৫৩ ॥ উচ্চলচ্ছীকরাসারনির্বাহিতদিবৌকসঃ ।
 যোগোক্তশিলা দৃষ্টাঃ শতশো গিরিনির্বাহাঃ ॥ ৫৪ ॥
 তেযামাদয়ামাস প্রমোদং মন্দমাকৃতঃ । কমলা-
 মোদসংবাহী বিচরন গিরিসানুযু ॥ ৫৫ ॥ শুকানাং
 কোকিলানাঞ্চ তদা শুশ্রুষিরে গিরঃ ॥ ৫৬ ॥ তত্র
 ভক্ত সমাসীনান্ বিস্তীর্ণান্ দৃবৎসু তে । সিদ্ধানপশুন্
 কৃষ্ণস্ত গায়তো শুণবৈভবম্ ॥ ৫৭ ॥ অগস্ত্যপ্রমুখাঃ
 সর্বে পরিক্রম্য মুনীশ্বরাঃ । স্বামিপুষ্করিণীং দিব্যাং
 দদৃশুর্মলোদকাম্ ॥ ৫৮ ॥ তন্তীরে বিহিতাবাসম-
 পশুচ্ছত্ৰপতিম্ । বাহনঃকায়জং কৰ্ম্ম সন্নিবেশ্ত
 স্থিতঃ হরৌ ॥ ৫৯ ॥ স তানালোক্য সহসা মুনীন্দ্রান্
 সংশিতব্রতান্ । যথোক্তমকরোৎ পূজাং প্রণামস্তুতি-
 পুষ্কিকাম্ ॥ ৬০ ॥ আসীনাস্তত্র তে সর্বে সম্ভাব্যাস্তো-
 স্তমুৎসুকাঃ । গোবিন্দকীৰ্ত্তনপরঃ কৃতার্থঃ
 প্রপেদিসে ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমাদে সুবর্ণমুখরী মাহাত্ম্যপ্রশংসায়ঃ
 শ্রীবেকটচলঃ প্রতিশ্রুত্যাগস্ত্যাগদ্যাগমনবর্ণনঃ
 নাম সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

রজত ও কোথাও বা ভাষাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে ;
 গিরিনিকরের উচ্চলিত শীকররাশি প্রবাহরূপে
 পরিণত হইয়াছে । দেবগণ ঐ প্রবাহে বাহিত
 হইতেছেন, কোথাও নিৰ্ব্বারবারির বেগে শত শত
 শিলা উন্মূলিত হইতেছে ; কোথাও মন্দ মাকৃত
 পদ্যের মকরন্দ গ্রহণপূৰ্ব্বক গিরিসানুতে বিচ-
 রণ করত প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদের ক্রীতি উৎ-
 পাদন করিতেছে ; কোথাও শুক ও কোকিল
 গুলের মনোহর অধুরব আতিগোচর হইতেছে
 এবং কোথাও সিদ্ধগণ বিস্তীর্ণ শিলাতলে উপ-
 বেশন করিয়া কৃষ্ণের শুণবৈভব গান করিতেছে ।
 অনন্তর তাঁহারা গিরিসানু পুরিক্রম করিয়া বিমল-
 জলা দিবা স্বামিপুষ্করিণী দর্শন করিলেন এবং
 দেখিলেন, ভূপতি শঙ্খ ও সেই স্বামিপুষ্করিণীর তীরে
 বাস করিতেছেন ;—তিনি বাক, মন ও কায়জ কৰ্ম্ম
 সকল হরিতে অর্পণ করিয়া অবহিত রহিয়াছেন ।
 ভূপতি শঙ্খ ও সংশিতব্রত সেই সকল ঋষিসত্তমকে
 আসিতে দেখিয়া প্রণাম ও স্তুতিদ্বারা তাঁহাদের যথা-
 বিধি পূজা করিলেন । অনন্তর তাঁহারা সকলেই
 সেই স্থানে উপবেশন করিলেন, এবং পরস্পর
 আলাপে সমুৎসুক ও গোবিন্দনামকীৰ্ত্তনে তৎপর
 হইয়া চরিতার্থতা প্রাপ্ত হইলেন । ৪৬—৬১ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ভরদ্বাজ উবাচ । তেষাং হরৌ জগন্নাথে সমা-
 বেশিতচেতসাম্ । দিনত্রয়ং গতং তত্র পূজাস্তোত্র-
 পরাশ্রনাম্ ॥ ১ ॥ তৃতীয়ে দিবসে প্রাপ্তে তে সর্বে
 নিদ্রিতা নিশি । অস্ত্রে চতুর্থযামস্ত দদৃশুঃ স্বপ্নমুত-
 মম্ ॥ ২ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ প্রসন্নঃ পুরুষোত্তমম্ ।
 বরদানায় সম্প্রাপ্তমপশুন্ স্মেরলোচনম্ ॥ ৩ ॥ উথায়
 মুদিতাত্মানো গৃহাগ্নির্গত্য পাবনে । স্বামিপুষ্করিণী-
 তোরে সন্মুখিবিবদাদরাৎ ॥ ৪ ॥ বিধায় বিধিবৎকৰ্ম্ম
 সর্বে দিনমুখোচিতম্ । গৃহান্ প্রত্যাখ্যুর্দেবমারা-
 ধয়িতুমচ্যুতম্ ॥ ৫ ॥ সদাঃ শ্রেয়স্করং মাগে নিমিত্তঃ
 পাক্ষিস্থচিতম্ । দৃষ্ট্বা প্রসাদং দেবশ্চ করস্বং যেনিরে
 তদা ॥ ৬ ॥ ততঃস্থলোককর্ত্তারং পূজয়িত্বা জনাঙ্গিনম্ ।
 তুষ্ণুর্বিধিবিধেঃ স্তোত্রৈঃ পবিত্রৈর্কেদবর্ণিতৈঃ ॥ ৭ ॥
 স্তোত্রাবসানে কোণ্ডেয় মুনীন্দ্রঃ কুন্তসম্ভবঃ । জজাপ

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় ।

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তাঁহারা সকলেই জগৎপতি
 হরিতে চিত্তসমাবেশপূৰ্ব্বক পূজা ও স্তোত্র পাঠ
 করিয়া দিনত্রয় অতিবাহিত করিলেন । অনন্তর
 তৃতীয় দিবসে নিশা সমাগতা হইলে সকলেই
 নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন । সেই দিন তাঁহারা
 রাত্রির চতুর্থযামে অর্থাৎ রাত্রির শেষে এক
 উত্তম স্বপ্ন দর্শন করিলেন । তাঁহারা দেখিলেন,—
 পুরুষোত্তম হরি প্রসন্ন হইয়া শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণ-
 পূৰ্ব্বক ঈষৎ-হাস্ত-আশ্রিত বরদানার্থ তাঁহাদের সমীপে
 সমাগত হইয়াছেন । তাঁহারা এই স্বপ্ন দেখিয়া আর
 শয়ন করিলেন না, তখনই গাত্রোথানপূৰ্ব্বক মুদিত-
 মনে গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং পুতশলিলা
 স্বামিপুষ্করিণীতীরে গমন করতঃ আদরসহকারে
 সেই পুষ্করিণীজলে যথাবিধি অবগাহন করিলেন ।
 তাঁহারা প্রাতঃকালীন নিখিল কার্য্যজাত রিধিপূৰ্ব্বক
 সম্পাদিত করিয়া দেব অচ্যুতের আরাধনার্থে গৃহে
 প্রত্যাবর্তন করিলেন । তাঁহারা যখন প্রত্যাবর্তন
 করেন, তৎকালে পশ্চিমধ্যে পাক্ষিস্থচিত সদাঃ
 শ্রেয়স্কর নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া সকলেই হরিকৃপা-
 লাভরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি করস্ব বলিয়া মনে করিতে
 লাগিলেন । ১—৬ । অনন্তর তাঁহারা ত্রিলোককর্ত্তা
 জনাঙ্গিনের পূজা করিলেন এবং দেববর্ষিত বিবিধ
 পবিত্র স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহারা স্তব করিতে লাগি-

শব্দসঙ্কীর্ণো মহামহীকরঃ হরেঃ । ৮ । ইখং তেবাং
জগৎসামিচ্ছ্যতেহর্পিতচেতসাম্ । অগ্রভাগে প্রাহর-
ভুদেকং তেজো মহাভূতম্ । ৯ । অনেককোটি-
সংখ্যানামাদিত্যেন্দুবিভূজাম্ । একীভূতান্নরতলে
জ্যোতির্জালমিব স্থিতম্ । ১০ । তত্তেজো বীক্ষ্য
তে সর্বেহমিতান্তাশ্চর্য্যগোচরাঃ । দধ্যানীরাষণং দিব্যং
পরমানন্দবিগ্রহম্ । ১১ । বাহ্যানসপখাতীতঃ
বিজ্ঞৈতৈরধ্যাতানুরম্ । সহস্রনেত্রঃ সাহস্রবাহুপাদৈঃ
সমবিতম্ । ১২ । তপ্তকার্ভবরনিভক্ষুরংকান্তি
মনোহরম্ । দংষ্ট্রাকরালং দুর্দর্শং বমন্তং দহনচ্ছটাঃ ।
১৩ । কৌন্তভেন বিরাজন্তঃ প্রধানমুরসি শ্রিয়ম্ ।
অবিচিন্ত্যমনাদ্যন্তমত্যন্তভয়দায়কম্ । ১৪ । প্রকা-
শয়ন্তঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ সর্গমায়নি সর্গগম্ । অগস্ত্যশব্দ-
প্রমুখান্তে সর্বে হৃষ্টচেতসঃ । ১৫ । তমালোক্য
জগন্নাথং ভূয়োভূয়ো ববন্দিরে । ভ্রমন্তি লোকরক্ষা-
মায়ুধানি তদা হরেঃ । ১৬ । নিজতেজোবলো-

লেন! হে কৌন্তেয়! ঋষিগণের স্তোত্র পাঠের
অবসানে মহর্ষি অগস্ত্য ভূপতি শব্দের সহিত হরির
অষ্টাকর মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন।
ঊঁহারাই এইরূপে জগৎপতি অচ্যুতে চিত্ত অর্পিত
করিলে ঊঁহাদের সম্মুখে এক মহা অভূত তেজ
প্রাচ্ছুর্ত হইল। সেই তেজ দর্শনে হইতে
লাগিল যেন, অনেক কোটিসংখ্যক অগ্নি ও
দিবাকর উদ্ভিত হইয়াছেন এবং ঊঁহাদের তেজো-
রাশি একত্র মিলিত হইয়া অদ্বরতলে অবস্থান
করিতেছে। ঊঁহারাই সেই অমিততেজঃসন্দর্শন
করত বিস্মিত হইয়া পরমানন্দবিগ্রহ দিব্য নারা-
য়ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঊঁহারাই ধ্যান-
যোগে বেগিতে লাগিলেন,—বাক্য ও মনোময়
পথের অতীত, বিখ্যাতবিভূতি, ভাসুর, সহস্র-
নেত্র, সহস্রবাহু, সহস্রপাদ, তপ্তকাঞ্চনপ্রভ,
প্রদীপ্তকান্তি, মনোহর, ভীষণদংষ্ট্র, দুর্দর্শ,
অনলকান্তি বমনকারী, কৌন্তভরাজিত বন্ধে
কন্দীধারী, অবিচিন্ত্য, অনাদি, অনন্ত, অত্যন্ত
ভয়দায়ক, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশকারী, সর্গায়ময় ও
সর্গপদেব হরি ঊঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত। অগস্ত্য
শব্দপ্রমুখ মুনীশ্বরগণ জগন্নাথকে অবলোকন
করিয়া পরমহৃষ্টাভঃকরণে, বারবার ঊঁহার বন্দনা
করিতে লাগিলেন। হরির যে সকল অগ্রজাল নিজ
নিজ তেজোবলে দৃষ্ট হইয়া লোকরক্ষা ত্রিলোকে
বিভরণ করে, ভীষণ দেবার জন্ত তৎকালে তাহারাই

পেতাভাজনগুণ্ডং নিবেবিতুম্ । চক্ৰমর্কপ্রভং দিব্যা
গদা খড্গাশ্চ নন্দকঃ । ১৭ । পুণ্ডরীকং চৌগ্রবঃ
পাকজন্তুঃ শশিপ্রভঃ । তদা ব্রহ্মাণ্ডমখিলং পুরমা-
মাস নির্ভরঃ । ১৮ । পাকজন্তু মিনদঃ সর্গায়ুর-
ভয়ঙ্করঃ । পাকজন্তুধ্বনিং ব্রহ্মা মিতান্তাশ্চর্য্য-
ভীষণম্ । ১৯ । আয়ুর্দেবতাঃ সর্গাঃ স্বঃ স্বঃ বাহন-
মাহিতাঃ । ব্রহ্মা ক্রজঃ শতমখঃ সনকাদ্যাশ্চ
যোগিনঃ । ২০ । বশিষ্ঠমুখ্যা মুনয়ো গন্ধর্ব্বোরগ-
কিররাঃ । বিষক্সেনো গরুডাশ্চ বিকুভৃত্য
জয়াদয়ঃ । ২১ । সরুপাশ্চৈব যে নিত্যাঃ বেতদীপ-
নিনাসিনঃ । সূমনোজ্ঞমসমুতা সূমনোরূটিরভূতা ।
২২ । পপাত মেঘরামোদমোদিতাশেষমানসা ।
ননুভুদ্বিভ্যাসুদৃশো জন্তুঃ কিররপুঙ্গবাঃ । ২৩ ।
তুষ্টুর্ভূর্ধ্বতরলাঃ সুরগন্ধর্ব্বচারণাঃ । দৃষ্ট্বা তে
পুণ্ডরীকাকং প্রসন্নং ভক্তবৎসলম্ । ২৪ । প্রণম্য
তোষয়ামাসুঃ সান্ত্বিজং বিবিধৈস্তবৈঃ । ২৫ । ব্রহ্মাদয়
উচুঃ । জয় বিক্সে! রূপাসিন্ধো জয় তামরসেকণ ।
জয় লৌকিকবরদ জয় ভক্তার্তিভঞ্জন । ২৬ ।
অনন্তম করং শাস্ত্রমবাভূমনদগোচরম্ । কো বা

আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন অর্কপ্রভচক্ৰ, দিব্য
গদা, খড্গা নন্দক, পুণ্ডরীক এবং উগ্রব শশিপ্রভ
পাকজন্তু প্রভৃতি শস্ত্রনিচয় একনিষ্ঠ হইয়া সেই অখিল
ব্রহ্মাণ্ডরূপী হরির পূজা করিল। পাকজন্তুর
ধ্বনিতে দানবগণও ভীত হইল। ব্রহ্মা, ক্রজ, ইন্দ্র
প্রভৃতি অসুরগণ সেই অতীব আশ্চর্য্য ও ভীষণ
পাকজন্তুনাড শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব বাহনে আরোহণ-
পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। সনকাদি যোগি-
গণ, বশিষ্ঠ-প্রমুখ মুনীগণ, গন্ধর্ব্ব, উরগ, কিরর,
বিষক্সেন, গরুড়, বিকু-ভৃত্য জয়াদি এবং বেত-
দীপবাসী সমরুপী ঋষিগণও আগমন করিলেন।
তখন তরু হইতে কুসুমবৃষ্টি পতিত হইল। মনো-
হরনয়ন দিব্য কিররপুঙ্গবগণ গভীর আমোদে
অশেষরূপে মুদিতমানস হইয়া গান করিতে লাগিল
এবং সুর, গন্ধর্ব্ব ও কিররগণ হর্ষভরে চক্ৰ
হইয়া ভূতি করিল। তখন ব্রহ্মাদি সুরমুনীগণ সেই
ভক্তবৎসল প্রসন্নবদন পুণ্ডরীকাক হরিকে দর্শন
করিলেন। ঊঁহারাই সান্ত্বিজ প্রণামপূর্ব্বক বিবিধ ভাবে
ঊঁহাকে ভূতি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি বলিলেন,
হে বিক্সে! আপনার নয়ন তাম্রাকণ; হে রূপাসিন্ধো!
আপনার জয় হউক; হে বিক্সে! আপনি ভক্ত-
গণের আর্তিভঞ্জন করেন। আপনিই একমাত্র লোক-

ভবন্তঃ জানাতি চিদানন্দময়াকরম্ ॥ ২৭ ॥ অগো-
রগুতরঃ সূলাং সূলং সর্কান্তরহিতম্ । আমানন্তি
পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরমচ্যুতম্ ॥ ২৮ ॥ বেদান্তসাররূপঃ
হ্যং সর্কান্তরহিতবর্তিনম্ । কোহি বর্ণয়িতুং শক্তো
মায়ায়ন্তেষু দেহিষু ॥ ২৯ ॥ ভবদীয়মিদং রূপং
দৃষ্টাতিভয়দায়কম্ । ভয়োদ্বিগ্না বয়ং সর্কো শাস্তং
রূপং ভজন্ত হ ॥ ৩০ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । ইতি
ভূতো বিরিকাদৈঃ প্রসন্নো গুরুভক্ষজঃ । মেঘ-
ঘোষপ্রতিময়া বাচা সাদরমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥ শ্রীভগ-
বানুবাচ । ভয়াবহামিমাং মূর্ত্তিমংসজ্যাং প্রিয়া-
বহম্ । শাস্তং রূপং ভজিষ্যামি মাং পশুত
নিরাকুলাঃ ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তান্তর্হিতো ভূহা তস্মিন্বেব
কণাস্তরে । বিমানে রত্নখচিত্তে বভূব সুখদর্শনঃ ॥
৩৩ ॥ চন্দ্রবিদ্যাননঃ শাস্তো নীলোৎপলদলহাতিঃ ।
সুবর্ণবর্ণবস্ত্রনো রত্নভূষণভূষিতঃ ॥ ৩৪ ॥ শঙ্খচক্রগদা-
পদ্মলসংকরচতুষ্টয়ঃ । তমালোক্য রম্যকান্তং ভূয়ো

সকলের বরদ । আপনার জয় হউক, জয় হউক । হে
বিক্ষেপ! আপনি অনন্ত, অপার, শাস্ত ও বাক্যমনের
অগোচর; কে আপনার চিদানন্দময়াকররূপ জানিতে
সমর্থ? আপনি অগু হইতেও অগুতর, সূল হইতেও
সূল, আপনি সর্কভূতের অন্তরেই বিরাজ করিয়া
ধাকেন; মনোবিগ্ন আপনি আপনাকে প্রকৃতির পরবর্তী
অচ্যুত পরম পুরুষ বলেন । আপনি বেদান্ত সাররূপ
এবং সকলেরই অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করেন ।
মায়াচালিত পুরুষগণের মধ্যে কে আপনার স্বরূপ
বর্ণন করিতে সমর্থ? আমরা ভবদীয় অতি ভীতিদ
এই রূপ দর্শন করিয়া ভয়োদ্বিমগ্ন হইয়াছি, অতএব
আপনি শাস্তরূপ ধারণ করুন । ভরদ্বাজ বলিলেন,
—গুরুভক্ষ জন্মদিন পদ্মযোনিপ্রমুখ সুরগণ কুর্ভক
ভূত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং জলদগম্ভীরবাক্যে
আদর সহকারে সুরগণকে বলিলেন । ভগবান
বলিলেন,—হে বৎসগণ! আমি আমার এই ভয়াবহ
মূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রিয়কর শাস্তমূর্ত্তি ধারণ করি-
লাম । আপনারা নিরাকুল হইয়া অবলোকন করুন ।
হরি এইরূপ বলিয়া কণকালের জন্ত অন্তর্হিত হই-
লেন এবং তখনই রত্নখচিত বিমানারোহণে সুখদর্শন
দিব্যবদন হইয়া পুনরায় তাঁহাদের সমক্ষে দেখা
দিলেন । তখন তাঁহার আনন চন্দ্রবিহের স্তায়
শান্ত ও নীলোৎপলদলের স্তায় দ্যুতিসম্পন্ন ও বসন
সুবর্ণের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট হইল এবং তিনি রত্নাদি-
ভূষণ দ্বারা বিভূষিত হইলেন ও তাঁহার করচতুষ্টয়ে

ভূয়ো ববদ্বিরে ॥ ৩৫ ॥ সন্তোষমিত্তা ব্রহ্মাদীনভীষ্ট-
প্রতিপাদনৈঃ । অবোচদ্বিনয়ামমমগন্ত্যঃ মুনি-
পুঙ্গবম্ ॥ ৩৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । হং মুনীন্দ্র
অতৈর্যোতৈরশীর্ষৈর্বাং প্রতি সম্প্রতি । পরিক্রিষ্টো-
হসি দাস্তামি বরাংস্তেহভীপিতান বদ ॥ ৩৭ ॥ ভরদ্বাজ
উবাচ । নিশম্য বাক্যং শ্রীভর্তুঃ প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
স রোমাঞ্চিতসর্কাক্ষঃ কুন্তজন্মা বচোহব্রবীৎ ॥
৩৮ ॥ অগন্ত্য উবাচ । যদুতং যতপতন্তং
যদধীতং ক্রতং ময়া । তৎসর্কং সফলং জাতমাদৃতো-
হস্মি যতস্তয়া ॥ ৩৯ ॥ এষোহহমেব ধর্ম্মাত্মা ত্রিষু
লোকেষপি প্রভো । হ্যং বিচিৎসন্তমধুনা মামধিষ্যা-
গতোহসি যৎ ॥ ৪০ ॥ হংপ্রসাদাৎ পূর্বৈবাহং প্রাপ্তা-
খিলমনোরথঃ । ন পশ্যামি বিচিৎস্যাপি প্রাপ্যঃ
সম্প্রতি মাধব ॥ ৪১ ॥ তথাপি চাপলাদেতত্তব
বিজ্ঞাপ্যতে প্রভো । হংপাদাশুজয়োর্ভক্তিমেবং কুরু

শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম বিনসিত হইল । তখন
ব্রহ্মাদি সুরগণ সেই রম্যপতিকে দর্শন করিয়া বার
বার বন্দন করিতে লাগিলেন । তিনিও ব্রহ্মাদিদেব-
গণকে অভীষ্ট প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া বিনয়-নম্রবাক্যে
মুনিপুঙ্গব অগন্ত্যকে বলিতে লাগিলেন । ১—৩৬ ।
ভগবান বলিলেন,—হে মুনীন্দ্র! সম্প্রতি আপনি
আমার শ্রীতির জন্ত ঘোর ব্রতচরণ করিয়া পরিক্রিষ্ট
হইয়াছেন, অতএব আমি আপনাকে ভবদীয় অভীষ্ট
বর প্রদান করিব । ভরদ্বাজ বলিলেন,—অনন্তর
কুন্তসন্তব অগন্ত্য কমলাবল্লভের বাক্য শ্রবণ করিয়া
তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং রোমাঞ্চিত-
সর্কাক্ষ হইয়া বলিতে লাগিলেন । অগন্ত্য বলি-
লেন,—হে প্রভো! আপনি আমাকে যে আদর
করিয়াছেন, ইহাতে আমার সমস্তই সফল হই-
য়াছে । আমি যে আহুতি প্রদান, তপস্যা, অধ্যয়ন
ও শ্রবণ করিয়াছি, আজ তৎসমস্তই সফল হইল
এবং আজ হইতেই আমি ত্রিলোকমধ্যে ধর্ম্মাত্মা
বলিয়া পরিগণিত হইলাম । আমি আপনার অধেষণ
করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনিই আমাকে অধেষণ
করিয়া এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন; অতএব
আপনার কৃপাদৃষ্টির পূর্ব্বই আমার অখিল অনোরথ
সিদ্ধ হইয়াছে । হে মাধব! এক্ষণে আমি চিন্তা
করিয়াও দেখিতে পাইতেছি না যে, আর আমার কি
প্রাপ্য আছে । হে প্রভো! তথাপি চাপল্যবশতঃ
আমি আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি,—
আপনি ইহাই করুন যে, আপনার পাদপদ্মদ্বারা

নিরন্তর ॥ ৪২ ॥ অবধারয় চৈতন্যঃ সুরপ্রার্থনয়া
ময়া । নদী সুবর্ণমুখরী সাতাঘোষবিনাশিনী ॥ ৪৩ ॥
স। ভবচ্ছৈলকটকসমাসয়া সমাগতা । তাং কৃতার্থ
লোকেশ বদন্তগ্রহরুতিভিঃ ॥ ৪৪ ॥ সুবর্ণমুখরী-
তোরে স্নাত্তা য়ে বেকটে স্থিতম্ । পশুস্তি ভুক্তি-
মুক্ত্যোক্ত ভূয়াসুর্ভাজনানি তে ॥ ৪৫ ॥ অন্নাযুবো নরা
মুতা জ্ঞানযোগপরিচ্যুতাঃ । ন শকুবন্তি তাং
জষ্টং ব্রতাদ্যয়নকর্ম্যভিঃ ॥ ৪৬ ॥ সদাশ্রিতাশ্চিহ্নিতঃ
শৈলে সর্বেষাঞ্চ জগদগুরো । প্রসাদমুখো দেব
কাজিতার্থপ্রদো ভব ॥ ৪৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
যৎপ্রার্থিতং ত্বয়া বিপ্র তত্বেইব ভবিষ্যতি । নুন-
মপ্রতিমা লোকে ময়ি ভক্তিঃ কৃত্য ত্বয়া ॥ ৪৮ ॥ জাহ্ন-
বীব নদী সেয়াং সুবর্ণমুখরী যুনে । সাদাশাখ্যা
সুরাণাঞ্চ বহ্নিতশ্রীবিধায়িনী ॥ ৪৯ ॥ স্বামিপুত্রবিনী
চেয়ঃ নদী মূর্ত্যা সমন্বিতা । সক্রামিষ্যতি তাং
দিব্যাং নদীং তীর্থোষসংশ্রয়াম্ ॥ ৫০ ॥ বৈকুণ্ঠনাথি

শৈলেহস্মিন্নদ্যপ্রভৃতি সর্বদা । কৃত্যবাসো ভবি-
ষ্যামি যুনে প্রার্থনয়া তব ॥ ৫১ ॥ সুবর্ণমুখরীস্নান-
কালিতাঘোষকর্ম্যভিঃ । অস্মিন বৈকুণ্ঠশৈলে মাং যে
পশুস্তি সমাহিতাঃ ॥ ৫২ ॥ ভুবি পুত্রাদিসম্পরাঃ
সর্বেষাঞ্চ্যসমবিতাঃ । মৃত্যুবিবিষ্টপে ভোগানাকল্প-
মমুভূয় চ ॥ ৫৩ ॥ পুনরারুতিরহিতঃ কেবলানন্দ-
ভাসুরম্ । মৎপদং সমবাপ্যস্তি নাত্ৰ কার্য্য বিচা-
রণা ॥ ৫৪ ॥ মাং জষ্টমাগতান্ সর্বান প্রতীক্ষ্যাতী-
প্সিতৈঃ শুভৈঃ । যোজয়িষ্যামি সততং বদন্তো-
গৌরবানুনে ॥ ৫৫ ॥ পুত্রার্থিনাং বহুন্ পুত্রান্ ধনানি
চ ধনার্থিনাম্ । তথৈবারোগ্যকামাণাং রোগশাস্তিঃ
গরীয়সাম্ ॥ ৫৬ ॥ তীরাপংপরিভূতানাং তথৈবাপ-
ন্বিবারণম্ । দাস্ত্রাম্যভীপ্সিতান্ ভোগান্ তুল্যতা-
নপি সর্বদা ॥ ৫৭ ॥ যে যান্ কামানপেক্ষ্যেহ
প্রেক্ষন্তে মাং সমাগতাঃ । অবাপুস্তি তে সর্বে
তাংস্তান্ কামান্ ॥ ৫৮ ॥ স্থিতা বা
যত্র কৃত্যপি মাং স্মরন্তি ন নরোত্তমাঃ ।
তে সর্বে বাহুতাং সিদ্ধিং লভন্তে মৎপ্রসাদতঃ ॥

আমার ভক্তি যেন নিরন্তর বিদ্যমান থাকে । হে
লোকেশ! আমি সুরগণের প্রার্থনানুসারে আপ-
নাকে নিবেদন করিতেছি, অবধারণ করুন । পুণ্য
নদী সুবর্ণমুখরী এই শৈল-কটকের নিব সমাগতা
হইয়া সন্নিহিত হউক এবং সুবর্ণমুখরীর জলে স্নান-
কারী নরের পাপনিবহ বিনষ্ট হউক ; আপনি স্বীয়
অনুগ্রহ রুতিদারা ইহাকে কৃতার্থ করুন । হে
দেবেশ! আপনি এই স্থানে বাস করুন এবং যাহারা
এই সুবর্ণমুখরীতে অবগাহন করিয়া বেকটশৈল-
স্থিত আপনাকে দর্শন করিবে, তাহারা ভক্তিমুক্তির
ভাজন হউক । জ্ঞানযোগহীন অন্নাযু মুঢ় মানবগণ
ব্রত ও অধ্যয়নাদি কাণ্ড করিয়াও আপনাকে দর্শন
করিতে সমর্থ হয় না ; হে জগদগুরো! আপনি
সতত এই শৈলে বাস করিয়া সকলের প্রতি শ্রীতি-
প্রসঙ্গবলন হউন এবং তাহাদিগের অভীষ্ট প্রদান
করুন । ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র!
আপনি ত্রিলোকে আমার প্রতি অপ্রতিম ভক্তি
প্রদর্শন করিয়াছেন ; অতএব আপনি যেরূপ প্রার্থনা
করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি,—এরূপই
হইবে । হে যুনে! এই সুবর্ণমুখরী নদী ও জাহ্নবীর
জায় হইবে এবং এই নদী সুরগণের অভীষ্ট সমুদ্র
প্রাপ্ত করিয়া সকলের মিকট আশা নামে পরিগণিত
হইবে । এই নদী স্বামিপুত্রবিনী মূর্তিতে নিখিল
ভীষণ পাপজনক দিব্যান্দি মঙ্গলকরী হইবে ও অতিক্রম

করিবে । হে যুনে! আমিও আপনার প্রার্থনায় আজ
হইতে এই শৈলে বাস করিব এবং এই শৈলের নাম
বৈকুণ্ঠশৈল হইবে । ৩৭—৫১ । সুবর্ণমুখরীস্নানে
বিধোতপাপ হইয়া যে সকল লোক এই শৈলে
সমাগমনপূর্বক সমাহিতমনে আমাকে দর্শন করিবে,
ভূতলে তাহারা পুত্র পৌত্রাদি ও সর্বেষাঞ্চ্য-সম্পন্ন
হইবে এবং মৃত হইয়াও আকল্পকাল স্বর্গস্থ অমৃতভব
করিবে ; তাহারা পুনরারুতিরহিত হইয়া কেবল
আনন্দময় আমার ভাসুরপদ প্রাপ্ত হইবে । এবিধে
বিচার বিতর্ক করিবে না । হে যুনে! আপনার
বচনগৌরবেই আমি আমার দর্শনাভিলাষী সমাগত
মানবগণকে শুভদৃষ্টি দ্বারা দর্শন ও সতত স্নেহকর
কার্য্যে নিযুক্ত করিব । আমার দর্শনাকাজী
পুত্রার্থী মানবগণকে পুত্র, ধনার্থীকে ধন, আরোগ্য-
কামীকে অত্যুত্তম রোগশাস্তি, তীত্র আগংপরি-
ভূতকে বিপদবারিণী শক্তি, অধিক কি, যে যেরূপ
ভোগনিচয় কামনা করিবে, তুল্য হইলেও আমি
সতত তাহা প্রদান করিব । যে যে মানব যে যে
কামনার বশবর্তী হইয়া আমার দর্শনার্থ এই স্থানে
সমাগত হইবে, তাহারা সকলেই সেই সেই অভীষ্ট
লাভ করিবে, সংশয় নাই । এই স্থানের ত কথাই
নাই, অন্তর্য্য যেরূপ স্থানে থাকিবে সে সকল নরো-
ত্তম আমাকে স্মরণ করেন, আমার স্নেহ

২১ । ভরদ্বাজ উবাচ । ইত্যুকা তং মুনিঃ
দেবঃ শঙ্খমালোকা ভূপতিম্ । শ্রুত্বাঃ ব্রহ্মখ্যা-
গামিহং বচনমব্রবীৎ ॥ ৬০ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
শ্রীতোহস্মি শঙ্খ ভক্ত্যা তে ক্লীষাতীপিতং বরম্ ।
দদামি বরদোহং তে ক্রশিষ্ঠস্ত তপস্ততঃ ॥ ৬১ ॥
শঙ্খ উবাচ । ন যাচেহন্তমহাবাহো হংপাদাশুজসেব-
নাং । যাং প্রাপুবন্তি তত্ত্বজ্ঞান্ভ্যাং যাচে গতিমুত্তমাম্ ॥
৬২ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । যৎপ্রার্থিতং হুয়া শঙ্খ
তত্ত্বৈব ভবিষ্যতি । মৎসেবায়োগভব্যানামলভাং
নিম্ন বিদ্যতে ॥ ৬৩ ॥ আকল্পমিল্ললোকস্থো হৃৎসরোগণ-
সেবিতঃ । ভূক্কা বলবিধান ভোগাংস্ততো মল্লোক-
মেবাসি ॥ ৬৪ ॥ এবং দদৌ বরানিষ্টাঙ্কায়
পৃথিবাপতে । নারায়ণো জগদ্যোনির্ভজতাং
কল্পভূকঃ ॥ ৬৫ ॥ ততো ব্রহ্মাদিকান্ সর্গান্ বিশ্বজা
কমলেক্ষণঃ । সংস্কৃত্য মানসৈর্ভক্ত্যা তত্রৈবাস্তদধে
প্রভুঃ ॥ ৬৬ ॥ ভরদ্বাজ উবাচ । বেঙ্কটাজে:

ভাঁহারাও অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকেন । ভরদ্বাজ
বলিলেন,—বিষ্ণু অগস্ত্যকে এইরূপ বলিয়া বাক্যের
অবসান করিলেন, ভাঁহার দৃষ্টি নৃপ শঙ্খের উপর
পতিত হইল । তিনি ব্রহ্মখ্যা মুনিগণসমন্বে ভূপতি
শঙ্খকে অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিলেন ।
ভগবান বলিলেন,—হে শঙ্খ ! তোমার ভক্তিতে
আমি ক্রীত হইয়াছি, এক্ষণে অভীষ্ট বর প্রার্থনা
কর । দেখিতেছি,—তপস্তায় তোমার শরীর কুশ
হইয়াছে । আমি বলিতেছি, আমি তোমার বরদ ।
শঙ্খ উত্তর করিলেন,—হে মহাবাহো ! আমি
আপনার পাদপদ্ম সেবা ভিন্ন অস্ত্র বর প্রার্থনা করি
না, আপনার ভক্তগণ যে গতিলাভ করেন, অদ্য
আমি সেই উত্তম গতি যাক্কা করিতেছি । ভগবান
উত্তর করিলেন,—হে শঙ্খ ! তুমি যেরূপ প্রার্থনা
করিয়াছ, তাহাই হইবে ; দেখ, যাহারা সতত
আমার সেবায়োগে নিরত, তাহাদের অলভ্য
কিছুই নাই । তুমি আজ হইতে কল্পকাল পর্যন্ত
অপ্সরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে বাস কর,
তথায় বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া তদনন্তর
আমার লোক প্রাপ্ত হইবে । হে অর্জুন ! অনন্তর
ভক্তকরতর কমললোচন জগদ্যোনি নারায়ণ
মহীপতি শঙ্খকে এইরূপ অভীষ্টবর প্রদান করি-
লেন এবং ব্রহ্মাদি সুরগণকে ব্রহ্মসহকারে মনে
মনে স্তব করতঃ বিদায় দিয়া তথা হইতে অর্জুনের
বটবন । ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে অর্জুন ! এই

প্রভাবোহয়মাখ্যাতো ভবতেহর্জুন । নরঃ পাপিণঃ
প্রমুচ্যন্তে অহেমাং পাবনীং কথাম্ ॥ ৬৭ ॥ বারাহং
রূপমুৎসৃজ্য ব্রহ্মণাভ্যর্থিতো হরিঃ । যুমোদাজাকৃতা-
কারো মায়া মোহয়ন জগৎ ॥ ৬৮ ॥ পশ্চাদগন্ত্য-
শঙ্খাত্যাং প্রার্থিতঃ সুখদর্শনম্ । দদৌ নিত্য-
সুভগং শাস্তং ভোগান্নকং বপুঃ ॥ ৬৯ ॥ নারায়ণঃ
বেঙ্কটাদিং স্বামিপুষ্করিণীং তথা । ইমামাখ্যাং চ
সংস্মৃত্য মুচ্যন্তে পাতকৈর্জনাঃ ॥ ৭০ ॥ বেঙ্কটাদিসমং
স্থানং ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তি কিঞ্চন । বেঙ্কটেশমো
দেবো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৭১ ॥ বেঙ্কটাদিসমং
স্থানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । স্বামিতীর্থসরস্বত্যাং ন
কুত্রাপি চ বিদ্যতে ॥ ৭২ ॥ প্রাতঃকথায় যে নিত্যং
বেঙ্কটেশং স্মরন্তি বৈ । তেষাং করুণা মোক্ষ-
কীর্ত্তি কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৩ ॥ স্বামিপুষ্করিণী-
তীর্থে স্নাত্বা সর্গান্নকং হরিম্ । যে বা পশুন্তি
নিয়তা বরাহচলবাসিনম্ ॥ ৭৪ ॥ তেহংমেধসহ-
শ্রুত্ব বাজপেয়শতশ্চ চ । প্রাপুবন্তি কলং পূর্ণং নাত্র
কার্য্যা বিচারণা ॥ ৭৫ ॥ বেঙ্কটচলমাহাত্ম্যং যে

তোমার নিকট বেঙ্কটেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করি-
লাম, এই পুতকথা শ্রবণে মানব পাপ হইতে মুক্ত
হয় । ৬২—৬৭ । আমোদভরে মায়াদ্বারা জগৎ বিমো-
হিত করিয়া হরি এই স্থানে অদ্ভুতাকার বরাহরূপ
পরিগ্রহ করেন, তারপর ব্রহ্মা ও তৎপশ্চাৎ অগস্ত্য
ও মহীপতি শঙ্খের প্রার্থনায় সেই বরাহরূপ পরিত্যাগ
করিয়া নিত্য সুভগ, সুখদর্শন, শাস্ত এবং ভোগা-
ন্নক দেহে তাহাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন । নারায়ণ,
বেঙ্কটগিরি, স্বামিপুষ্করিণী এবং এই উপাখ্যান স্মরণ
করিয়াও প্রাকৃত মানব মুক্তিলাভ করে । ব্রহ্মাণ্ডে
বেঙ্কটেশ্বরের তুল্য অস্ত্র কোন স্থান নাই এবং
বেঙ্কটেশ ও তৎসম্বন্ধিত স্থানের সমান অস্ত্র কোন
দেব ও স্থান হয়ও নাই, হইবেও না । হে অর্জুন !
স্বামিসরোবরের অন্নরূপ সরোবরও অস্ত্র কুত্রাপি
নাই । যে মানব প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা
ত্যাগ করিয়া বেঙ্কটেশকে স্মরণ করে, মোক্ষ-
সমৃদ্ধি তাহার করস্থিত ; সন্দেহ নাই । যে
সকল সংযত মানব স্বামিপুষ্করিণীতে স্নান
করিয়া বরাহেশলবাসী সর্গান্নক হরিকে দর্শন করে,
তাহাদিগের সহস্র অংগমেধ ও শত বাজপেয় যজ্ঞের
পূর্ণ কল লাভ হয় ; সংশয় নাই । যে সকল
নরোত্তম বেঙ্কটচলের মাহাত্ম্য স্মরণ করেন, কি

শুভি নরোত্তমাঃ । তেবাং মুক্তিঞ্চ তুষ্টিঞ্চ ইহ
লোকে পবত্র চ ॥ ৭৬ ॥ বেঙ্কটচলমাছায়াঃ
সঙ্কীর্ণ্য কথিতং তব । অতঃ পবং মহামদ্যাঃ
প্রভাবঃ কথ্যতেহর্জুন ॥ ৭৭ ॥

ইতি ত্রিহাদে শ্রুতব্রহ্মবীমাছায়াপ্রশংসামগন্ত্য-
শ্রদ্ধাদিতপস্ততঃ-ত্রিবেঙ্কটেশাবিভাবাদিমাছায়া-
বর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একাদশচারিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রুত উবাচ । পুত্রহীনাঙ্গনা পূর্বঃ হুঃখিতা
তপসি স্থিতা । তাং দৃষ্ট্বা মুনিশাৰ্দুলো মতঙ্গো
বিহ্বতংপরঃ ॥ ১ ॥ অঙ্গনাখ্যাম্বাচেন্দমত্যাগ্রে
তপসি স্থিতাম্ ॥ ২ ॥ মতঙ্গ উবাচ । সমুত্তীর্ণাঙ্গনে
দেবি কিমর্থং তপসি স্থিতা । বদ দেবি মহাতাগে
কার্যং তব বরাননে ॥ ৩ ॥ অঙ্গনোবাচ । মতঙ্গ
মুনিশাৰ্দুল বচনং মে শৃণু হ । পিতা মে কেশবো
নাম ব্রাহ্মসঃ শিবতংপরঃ ॥ ৪ ॥ শৈবং ঘোবং তপ-
শ্চক্রে পুত্রার্থং তু শ্রুত্ববম্ । পার্শ্বতীসহিতঃ
শত্ৰুর্ঘভোপরি সংস্থিতঃ ॥ ৫ ॥ প্রাতঃবাসীন্দা

ইহ, কি পর সকললোকেই তাঁহাদে- - - -
প্রাপ্তি হয় । হে অর্জুন । বেঙ্কটচলেব নাথীয়া
সংক্ষেপ করিয়া তোমার নিকট বলিলাম, অতঃপব
মহানদীর প্রভাব বর্ণন করিতেছি । ৬—৭৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচচারিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—পূর্বকালে পুত্রহীনা অঙ্গনা
হুঃখিতা হইয়া তপস্তা করিয়াছিল । মুনিশাৰ্দুল
বিহ্বতংপর মতঙ্গ অত্যাগ্রে তপস্তাধিতা সেই
অঙ্গনাকে অবলোকন করিয়া বলিয়াছিলেন,—হে
দেবি অঙ্গনে । গাতোথান কর, হে দেবি ।
বল—কি জন্ত তুমি তপস্তা করিতেছ, তে
ব্রহ্মভাগে? হে বরাননে । তোমার তপস্তাব
উদ্দেশ্য কি? অঙ্গনা উত্তর করিল,—হে মুনিশাৰ্দুল
মতঙ্গ । আমার ধাক্য শ্রবণ করুন । আমার পিতা
ব্রাহ্মসঃ কেশরী শিবতংপর । আমার পিতা পুত্রার্থ
কাম্যকর শ্রুত্ববম্ শৈবতপ করিয়াছিলেন ।
শ্রুত্ববম্ শ্রুত্ববম্ শ্রুত্ববম্ শ্রুত্ববম্ শ্রুত্ববম্

দেবো দদৌ তস্মৈ বরং শুভম্ ॥ ৬ ॥ শত্ৰুবাচ ।
শৃণু রাজন প্রবক্ষ্যামি বিধিনা নির্মিতং তব ।
অগ্নিন জন্মস্তপুজং তথাপ্যন্তদদামি তে ॥ ৭ ॥
বিজ্ঞাতা সর্বলোকেষু পুত্রো তব ভবিষ্যতি । তন্তাঃ
পুত্রো মহাবুদ্ধিবঃ স্রীতিং কবিষ্যতি ॥ ৮ ॥ ইতি
তস্মৈ বরং দত্ত্বা তস্মৈবাস্তদধে তবঃ । মাং লক্ষা
মংপিতা বিপ্র কৃতকৃত্যো বভূব হ ॥ ৯ ॥ ততঃ
কালান্তবে বিপ্র কেশর্যাখ্যো মহাকপিঃ । যযাচেমাং
দদর্শেতি পিতবং মে ততঃ পিতা ॥ ১০ ॥ তস্মৈ
ম দদ্বাংশৈশব পাণিবর্হঃ দদৌ চ সঃ । গবাং
লক্ষাশ্চাগ্নি গজলক্ষা মহামনাঃ ॥ ১১ ॥ বাজিনাম-
র্কুদ চৈব বথানামর্কুদং তথা । বহুব্রাহ্মণেনেকানি
দাসদাসীসহস্রকম্ ॥ ১২ ॥ অস্তঃপুত্রচারিণী নারী-
গীতবিশাৰদাঃ । দদৌ বাসঃসহস্রকম্ যযা সাকং
মহামতে ॥ ১৩ ॥ পত্যা মে বমমাগায়া ভূগান কালো
গতো মূনে । অপু হুঃখিতা বিপ্র ব্রতানি বিবি-

কবিয়া আমাষ পিতাব সমীপে প্রাপ্তুত্ব হন এব
তাঁহাকে উত্তম ববদান কবেন । শত্ৰু বলেন,—
হে বাজন । বলিতেছি, শ্রবণ কব, এ জন্মে বিধাতা
তোমাকে অপুত্রক কবিয়া সৃজন কবিয়াছিলেন;
অতএব এ জন্মে তুমি পুত্রহীনই থাকিবে, ইহা
বিধানাব বিধান হইলেও তোমাকে আমি সন্তানযুক্ত
কবিত্তেছি । তোমার সর্বলোকবিখ্যাত একটা
কন্তা হইবে, এবং সেই কন্তাও গর্ভজাত মহা প্রজা-
শালী পুত্র তোমার স্রীতিবর্ধন কবিবে । হে
বিপ্র । অনন্তর হব আমার পিতাকে এইরূপ বর
দিয়া তথা হইতে অস্তর্ধান করিলেন এবং আমার
পিতাও আমাকে পাইয়া কৃতার্থ হইলেন । ১—১৩ ।
অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে মহাকপি কেশরী
আমাষ জনকের নিকটে । আমাকে প্রার্থনা
কবিলেন । তিনি বলিলেন,—“আমি অঙ্গনাকে
যাচঞা করিতেছি, অতএব আমার করে ইহাকে
অর্পণ কব ॥” মহামনা মদীয় পিতা উদারমতি
কেশবীৰ কামনাছসারে এক কোটি গো, লক্ষ
গজ, অর্কুদ বাজী, অর্কুদ বর, অনেক বহু ও
বহু, সহস্র দাসদাসী, নৃত্যগীতবিশাৰদা অনেক
অস্তঃপুত্রচারিণী নারী ও সহস্র বহু সহ আমাকে
তাঁহার করে অর্পণ করিলেন । হে মূনে!
অনন্তর আমি সেই পতির সহিত বমমাগা হইলাম ।
এইরূপে আমাদের বহুদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু হে
বিপ্র । তুমি আমি অপুত্রাই রহিলাম । আমি

ধামি চ ১৪ । কৃতানি চ ময়া তত্র কিকিচ্ছায়াঃ
মহাপুরি । মাঘে মাসি চ বিপ্রেন্দ্র বৈশাখে কার্তিকে
তথা ১৫ । শ্রাদ্ধানব্রতাদীনি চাতুর্থাশ্রিততঃ
তথা । নমস্কারস্তথা বিপ্র প্রদক্ষিণমন্ত্রমম্ ১৬ ।
শালগ্রামাদানানি দীপদানং শুধৈব চ । গোদানং
ভিলদানঞ্চ বহুদানং মহামুনে ১৭ । ভূদানং বারি-
দানঞ্চ নদ্যা পুষ্পাদিকং মুনে । যানি যানি চ মুখ্যানি
বৈকবানি ব্রতানি চ । ময়া কৃতানি সর্বাণি সৎপুত্র-
কলকাঙ্ক্ষয়া ১৮ । শ্রবণাদিষু যৎপ্রোক্তং ব্রতং
বিত্তৈশ্বর্যহান্যভিঃ । ময়া কৃতঞ্চ বিপ্রেন্দ্র তুষ্টার্থঃ
মধুরিষিঃ ১৯ । যানি যানি চ মুখ্যানি ফলানি
বিবিধানি চ । ময়া দত্তানি সর্বাণি সৎপুত্রকল-
কাঙ্ক্ষয়া ২০ । ময়া কৃতান্তসংখ্যানি ব্রতানি
বিবিধানি চ । পুত্রং তথাপালক্যাহং হুংখিতা তপসি
স্থিতা ২১ । ভবিষ্যতি কথং বিপ্র পুত্রত্বেলোক্য-
বিজ্ঞতঃ । যাচেহহং তু মুনিশ্রেষ্ঠ প্রণতা চ তবাত্মতঃ ২২ ।
বদ স্বঃ মুনিশার্দ্দুল দীনাহং তপসি স্থিতা ২৩ ।
শ্রীমুত উবাচ । এবং বদন্তী তাং প্রাহ

হুংখিতা হইয়া মহাপুরী কিকিচ্ছায়া অবস্থানপূর্বক
পুত্র কামনায় বিবিধ ব্রত করিলাম ; হে বিপ্রেন্দ্র !
মাঘ, বৈশাখ ও কার্তিক মাসে শ্রাদ্ধ, দান এবং ব্রত
করিলাম ; হে দ্বিজ ! অনন্তর চাতুর্থাশ্রিত ব্রত, নম-
স্কার, উত্তম প্রদক্ষিণ, শালগ্রাম ও অন্ন, দীপ, গো,
ভিল, বহু, ভূ, বারি এবং পুষ্প এই সকলও দান
করিলাম । হে মুনে ! তদনন্তর যে যে মুখ্য বৈকব
ব্রত আছে, সৎপুত্ররূপ কলকামনায় আমি সে সকলও
করিলাম ; হে বিপ্রেন্দ্র ! মহাত্মা দ্বিজগণ শ্রাবণ
মাসে কর্তব্য যে উত্তম ব্রত কহিয়া থাকেন, মধুরিপু-
ত্রির জীতির জন্ত আমি সেই ব্রতও করিয়াছি ।
এবং কলের মধ্যে যে সকল উত্তম বলিয়া অভিহিত
হইয়াছে, সাধুপুত্র-প্রাপ্তিরূপ কলাকাঙ্ক্ষণী হইয়া
আমি সে সকলও দান করিয়াছি । হে দ্বিজ !
আমি বলিব কি, আমি অসংখ্য বিবিধ ব্রত করিয়াছি
তথাপি আমি তনয়লাভে বঞ্চিত হইয়াছি এবং
তজ্জন্তই হুংখিতা হইয়া তপস্তায় মনোনিবেশ করি-
য়াছি । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার সম্মুখে
প্রণতা হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে বিপ্র ! কি
করিলে ত্রিলোকবিজ্ঞত অপত্য লাভ হয়, তাহার
উপায় করুন । হে মুনিশার্দ্দুল ! আমি হুংখিতা হইয়াই
তপস্বিনী হইয়াছি, অতএব পুত্রপ্রাপ্তির উপায়
বলুন, মুত কহিলেন,—তপস্বিনী অজনা এইরূপ

মতকো মুনিসত্তমঃ । শূন্যমবচনং দেবি পুত্রপৌত্র-
প্রদায়কম্ ২৪ । ইতো দক্ষিণদিগ্ভাগে দশ-
যোজনদূরতঃ । ঘনাচল ইতি খ্যাতো নৃসিংহ-
নিবাসভূমিঃ ২৫ । তস্তোপরি মহাভাগে ব্রহ্মতীর্থ-
মনোহরম্ । তস্তাপি পূর্বাঙ্গিগ্ভাগে দশযোজন-
মাত্রতঃ ২৬ । সুবর্ণমুখরী নাম নদীনাং প্রবরা
নদী । তস্তা এবোত্তরে ভাগে বৃষভাচলনামতঃ ২৭ ।
তস্তাগ্রে সরসী নামা স্বামিপুত্রিণী শুভা ।
গহ্বা দৃষ্টা শুভং তোয়ং মনঃশুদ্ধিং গমিষ্যসি ২৮ ।
তত্র স্নানাদিবিধানেন বরাহং তং প্রণম্য চ । বেক-
টেশং নমস্কৃত্য ততো গচ্ছ বরাননে ২৯ । উত্তরে
স্বামিতীর্থস্ত সিংহশার্দ্দুলসংযুতে । চুতপুরাগপনসে-
কুলামলকৈঃ শুভৈঃ ৩০ । চন্দনাশুকনিবৈশ্চ
তালহিষ্টালকিং শুভৈঃ । কপিখাখখবিবৈশ্চ ইকু-
দৈশ্চ বরাননে ৩১ । এতাদৃশৈশ্বরাপুণ্যার্থকৈশ্চ
বিবিধৈঃ শুভৈঃ বিদগ্ধজ্ঞেতি বিখ্যাতঃ তীর্থমেকঃ
বিরাজতে ৩২ । তস্মিন্ তীর্থার্থেহজ্ঞে দেবি সঙ্কল্প-
বিধিপূর্বকম্ । স্নানাদি পীঠা শুভং তীর্থং তীর্থভাতি-
মুখী স্থিতা ৩৩ । বায়ুশুদ্ধিঃ হে দেবি তপঃ কুরু

বলিতে লাগিলে মুনিসত্তম মতঙ্গ বলিলেন,—হে
দেবি ! এক্ষণে আমার বাক্য শ্রবণ কর, এই বাক্য
পুত্রপৌত্রদায়ক ১০—২৪। এই স্থানের দক্ষিণদিগ-
ভাগে দশযোজন ব্যবধানে বিখ্যাত ঘনাচল বিদ্যা-
মান । ঐ ঘনাচল নৃসিংহের আবাসভূমি । হে মহা-
ভাগে ! উহার উপর মনোহর ব্রহ্মতীর্থের পূর্বাঙ্গিকে
দশযোজন পারমাণ স্থানমধ্যে সুবর্ণমুখরীনারী এক
নদী আছে । ঐ নদী নদীচরমধ্যে যেত । সেই
সুবর্ণমুখরীরই উত্তরে বৃষভনামক শৈল ; তাহার
উত্তরভাগে সুশোভনা স্বামিপুত্রিণীনারী সরসী
বিরাজিতা । হে বরাননে ! তুমি সেই স্থানে গমন-
পূর্বক ঐ সরসী সন্দর্শন করিয়া মনের শুদ্ধি সম্পা-
দন কর এবং সেই সরসীতে যথাবিধি স্নান এবং
বরাহ ও বেকটেশকে প্রণাম করিয়া স্বামিতীর্থের
উত্তরভাগে চলিয়া যাও । তুমি শুধায় দেখিবে,—ঐ
স্থান সিংহশার্দ্দুলসমাকুল ; মনোহর চুত, পুরাগ, পনস,
বকুল, আমলক, চন্দন, অশ্রু, নিম্ব, তাল, হিষ্টাল,
কিংকর, কপিখ, অখখ, বিষ, ইকু প্রভৃতি মহা-
পুণ্য বিবিধ তরুরাজিতে বিরাজিত । সেখানে
বিদগ্ধজ্ঞানামক এক তীর্থ বিদ্যমান ; হে অজ্ঞে !
তুমি সেই তীর্থে যথাবিধি সঙ্কল্পপূর্বক স্নান ও তদীর
তত্ত্বাবধি পালন কর এবং হে দেবি ! তুমি সেই

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীশ্রুত উবাচ । অঞ্জনাপি বরং সঙ্গা তত্রাঃ
সাকং সুমোদ হ । ব্রহ্মাদীনাগতান্ দৃষ্টা বিস্ময়াবিষ্ট-
মানসা ॥ ১ ॥ পত্যা সাকং ততঃ স্বহা চাঞ্জনা
মঞ্জুভাষিণী । ব্রহ্মাদিত্তিরমুজাতো ব্যাসো বেদবিদাঃ
বরঃ ॥ ২ ॥ অঞ্জনাং তামুবাচেদং মেঘগন্তীরয়া
গিরা ॥ ৩ ॥ ব্যাস উবাচ । অঞ্জে শৃণু মম্বাক্যং
সর্বলোকোপকারকম্ । মতঙ্গম্ ঋষেবাক্যং শ্রুত্বা
নির্মলচেতসা ॥ ৪ ॥ যস্মাৎ বেকটং গতা তপঃ কৃত্বা
সুহৃৎকরম্ । প্রসূয়তে তয়া পুত্রঃ শূরৈশ্চলোকাবিক্রমঃ ॥
৫ ॥ ইদং তীর্থোত্তমং তস্মাৎ প্রত্যক্ষদিবসে তব ।
গঙ্গাদ্যানি চ তীর্থানি সমায়াস্তি জগত্রে ॥ ৬ ॥
বেকটাদ্রিসমঃ তীর্থঃ ব্রহ্মাণ্ডে নাস্তি কিঞ্চন ।
তত্রাপ্যত্যন্তপুণ্যং বৈ স্বামিপুষ্করিণী শুভা ॥ ৭ ॥
ততোহধিকমিদং তীর্থং প্রত্যক্ষং দিবসে তব ।
স্নানার্থং যে সমায়াস্তি চিত্রাঙ্কসমধিতে ॥ ৮ ॥ মেঘঃ
পূষণি সস্ত্রাণ্ডে পূর্ণিমায়াং শুভে দিনে । শৃণু তেবাং

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—ব্রহ্মাদির আগমনদর্শনে মঞ্জু-
ভাষিণী অঞ্জনা বিস্মিতা হইল এবং বায়ুর নিকট বর
লাভ করতঃ স্বামীর সহিত হৃষ্ট হইয়া নিতান্ত নির্বৃত্তি
লাভ করিল । অনন্তর বেদবিদগণের অগ্রণী ব্যাস
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া জলদগন্তীর
স্বরে অঞ্জনাকে বলিতে লাগিলেন । ব্যাস বলি-
লেন,—হে অঞ্জে! আমার বাক্য শ্রবণ কর, ইহা
নিখিল লোকের উপকার কর । মতঙ্গ ঋষির
আদেশ শুনিয়া তোমার অন্তঃকরণ নির্মল হইয়াছে,
কেন না তুমি তাঁহারই আদেশে বেকটশৈলে গমন-
পূর্বক সুহৃৎকর তপস্যা করিয়াছ । তুমি যে দিন
এই তীর্থোত্তম প্রত্যক্ষ করিয়াছ, সেই দিনই
গঙ্গাদি তীর্থনিচয় ত্রৈলোক্যে আগমন করিয়াছে ।
অতএব বিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণকারী শূর
সন্তান তুমি প্রসব করিবে । দেখ, বেকটচলের তুল্য
ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন তীর্থ নাই, তাতে আবার
অতিপুত্রা সুশোভনা স্বামিপুষ্করিণী—এই গিরিবরে
বিরাজ করিতেছে; হে অঞ্জে! তোমার প্রত্যক্ষ
দিবসে এই বিদগঙ্গা তাহা হইতেও অধিক পুত্রা
হইয়াছে । যে সকল লোক চিত্রাঙ্কজযুক্ত দিবা-
করে মেষসংক্রমণকালীন পূর্ণিমার শুভদিনে এই

কলং দেবি বক্ষ্যামি তব সুব্রতে ॥ ১ ॥ গঙ্গাদিসর্ব-
তীর্থেষু দ্বাদশাব্দং বরাননে । বৎসরং বিদ্যাতে
দেবি তৎকলং ভবতি এবম্ ॥ ১০ ॥ দানানি কুর্ষতাং
পুংসাং তেবাং শৃণু কলোন্নতিম্ । স্থানে তুভ্যং কলং
দেবি বিদ্বি তেবাং বরাননে ॥ ১১ ॥ অঞ্জনোবাচ ।
কার্য্যানি যানি দানানি বেকটাদ্রৌ নগোত্তমে । তানি
সর্বাণি বিপ্রেন্দ্র বদ বেদবিদাং বর ॥ ১২ ॥ ব্যাস
উবাচ । অন্নদানং বস্ত্রদানং দ্বয়মেতৎ প্রশস্ততঃ ।
পিতৃঃ শ্রাদ্ধং বিশেষেণ বেকটাদ্রৌ নগোত্তমে ॥ ১৩ ॥
সুবর্ণং যে প্রযচ্ছন্তি স্ত্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ । সর্বলোকঃ
সমাসাদ্য মোদন্তে মুনিসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥ শালগ্রাম-
শিলাদানং যে কুর্ষন্তি নগোত্তমে । অঙ্গভঙ্গমবা-
প্নোতি স্বানুভূতিং চ বিন্দতি ॥ ১৫ ॥ যো দদাতি
দ্বিজেন্দ্রায় গোদানং চ কুটুম্বিনে । রোমসংখ্যা-
প্রমাণেন বিষ্ণুলোকে বিরাজতে ॥ ১৬ ॥ ভূমিঃ
দদাতি যো দেবি ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে । তস্ত পুণ্য
কলং বক্তুং কঃ শক্তো দিবি বা ভূবি ॥ ১৭ ॥ কস্তাঃ
দদাতি যো দেবি শ্রোত্রিয়ায় দ্বিজাতয়ে । বিষ্ণুলোকঃ

তীর্থে আগমন করিবেন, হে দেবি সুব্রতে!
তাঁহাদিগের পুণ্যকল শ্রবণ কর । ১—২। হে দেবি
বরাননে! গঙ্গাদি তীর্থের দ্বাদশ বৎসর সেবা
করিয়া যে কল, তোমার এই তীর্থেও তাদৃশ কল
লাভ হয়, সংশয় নাই । তোমার এই তীর্থে ষাংরা
বহুদান করেন, তাঁহাদিগেরও পূর্বোক্ত কল হইয়া
থাকে । অঞ্জনা জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্রেন্দ্র!
আপনি বেদবিদগণের শ্রেষ্ঠ; নগোত্তম বেকটশৈলে
কি কি বস্ত্র দান করিতে হয়, তাহা বর্ণন করুন ।
ব্যাস উত্তর করিলেন,—এই স্থানে অন্নদান ও
বস্ত্রদানই প্রশস্ত, বিশেষতঃ এই নগোত্তমে
পিতৃশ্রাদ্ধ সমধিক কলদায়ক হইয়া থাকে । যে
সকল মুনি এখানে মধুরিপু হরির স্ত্রীতির জন্ত
সুবর্ণ কিংবা শালগ্রাম শিলা দান করেন, তাঁহারা
যে লোকেই গমন করুন না কেন, সর্বত্রই প্রসুদিত
হন । যে মানব কুটুম্বী দ্বিজেন্দ্রকে গোদান করেন,
তিনি জন্মলাভ করিয়াও জাতিস্মরণ প্রাপ্ত হন
এবং গোকুর রোমসংখ্যাপ্রমাণ কাল বিষ্ণুলোকে
বাস করেন । যিনি কুটুম্বী বিপ্রকে ভূমিদান
করেন, ভূতলেই বা কি আর স্বর্গলোকেই বা কি,
কেহই তাঁহার পুণ্যকল বলিতে সমর্থ নহে ।
হে দেবি! এই তীর্থে শ্রোত্রিয় দ্বিজাতিকে
যিনি কস্তাদান করেন, তিনি পিতৃগণসহ বিষ্ণু

সমাসাদ্য মোদতে পিতৃভিঃ সহ ॥ ১৮ ॥ প্রপাং
কুর্কতি যে দেবি শীতলোদকসংযুতাম্ । তেষাং
পুণ্যকলং বক্তুং শেবেণাপি ন শক্যতে ॥ ১৯ ॥ তিলং
দদাতি বিপ্রায় শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে । সৰ্বপাপবিনি-
শুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২০ ॥ ধাত্তদানং
প্রশংসতি বিপ্রা বেদবিদাং বরাঃ । বহুপুত্রা
ভবিষ্যন্তি ধাত্তদানং প্রকুব্বতাম্ ॥ ২১ ॥ গন্ধচম্পক-
পুষ্পাদীন্ হুত্বব্যজনচামরান্ । তাম্বুলঘনসারাদীন্ যো
দদাতি দ্বিজাতয়ে ॥ ২২ ॥ ভূক্কা ভোগং চিরং কালং
স্বর্গলোকং ততো ব্রজেৎ । দিবানবসহস্রং চ ভূক্কা
ভোগাননেকশঃ ॥ ২৩ ॥ সার্কভৌমস্ততো ভূত্বা তত্র
ভূক্কা চিরং মহীম্ । ততো বিপ্রহমাসাদ্য বেদবেদান্ত-

পারগঃ ॥ ২৪ ॥ ততো মুক্তিং সমায়াতি প্রসাদাক্র-
পাণিনঃ । ইত্যোতৎ কথিতং দেবি বেঙ্কটচল-
বৈভবম্ ॥ ২৫ ॥ য এতচ্ছৃণুয়ান্নিত্যং যচ্চাপি
পরিকীর্তয়েৎ । সৰ্বপাপবিনিশুক্তো বিষ্ণুলোকং স
গচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ ইত্যোতৎ কথিতং পূৰ্বং ব্যাসেনৈব
মহাশ্বনা । শৃণুয়াচ্চ পঠেচ্চাপি কৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি ॥
২৭ ॥ তদৈশ্বর্য বংশজাঃ সৰ্বা মুক্তিং যান্তি ন
সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈকবথও শ্রীবেঙ্কট-
চলমাহাত্ম্যে হুত্বাবলকাকাকশগঙ্গা-
জ্ঞানকালানির্গদ্যাদবর্ণনং নাম
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

লোকে গমন করিয়া মুদিত হন । হে দেবি !
যিনি শীতল-জলময় জলাশয় নির্মাণ করেন, শেষ
নাগও তাঁহার কল বর্ণন করিতে সমর্থ নহে । যিনি
কুটুম্বী শ্রোত্রিয়কে তিল দান করেন, তিনি নিখিল-
পাপবিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন । বেদ-
বিদ্বরেণ্য বিপ্রগণ এই তীর্থে ধাত্তদানের প্রশংসা
করিয়া থাকেন, এখানে ধান্যদানে বহুপুত্র লাভ
হয় । এতদ্ভিন্ন এখানে যিনি গন্ধ, চম্পক কুমুদাদি,
হুত্ব, ব্যজন, চামর, তাম্বুল ও ঘনসারা দ্বিজাতিকে
দান করেন, তিনি স্মৃতিরকাল বিবিধ ভোগ উপ-
ভোগ করিয়া অনন্তর স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকেন
এবং তথায় দিব্য সহস্র বৎসর অনেকরূপ ভোগ্য
বস্তু উপভোগ করিয়া সার্কভৌম লাভ করত
স্মৃতিরকাল পৃথিবী ভোগ করেন । কেবল ইহাই

নহে, তার পর বিষ্ণু লাভ ও বেদ-বেদান্তের
অন্ত দর্শন করিয়া চক্রপাণির কৃপায় মুক্তি
লাভ করিয়া থাকেন । হে দেবি ! এই তোমার
নিকট বেঙ্কটচলের সকল মাহাত্ম্যই বলিলাম, যিনি
ইহা নিত্য শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তিনিও নিখিল
কলুষবিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুলোক লাভ করিয়া থাকেন ।
মহাত্মা ব্যাস পূর্বকালে এইরূপ বলিয়াছিলেন । যিনি
ইহা শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি কৃতকৃত্য হন এবং
তাহার বংশোদ্ভব সকলেই মুক্তি লাভ করিয়া
থাকেন, সংশয় নাই । ১০—২৮ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪২ ।

বিষ্ণুখণ্ডম্ ।

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । ভগবন্ সৰ্বশাস্ত্রস্ত সৰ্বতীৰ্থমহাবিৎ ।
কথিতং যথয়া পূৰ্বং প্রস্তুতে তীৰ্থকীর্তনে ॥ ১ ॥
পুরুষোত্তমাখ্যঃ সুমহৎ ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ । যত্রাস্তে
দারবতনুঃ ত্রীণো মানুষলীলয়া ॥ ২ ॥ দৰ্শনামুক্তিদঃ
সাক্ষাৎ সৰ্বতীৰ্থকলপ্রদঃ । তন্নো বিস্তরতো ক্রুহি
তৎ ক্ষেত্রং কেন নিৰ্ম্মিতম্ ॥ ৩ ॥ জ্যোতিঃপ্রকাশো
ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণঃ প্রভুঃ । কথং দাক্ষয়ন্তশ্চি-
ম্নাস্তে পরমপুরুষঃ ॥ ৪ ॥ শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্
পরং কোতুহলং হি নঃ । যতন্ত্বং বদতাং শ্রেষ্ঠঃ
সৰ্বলোকগুরো মুনৈ ॥ ৫ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । শৃণুধ্বং
মুনয়ঃ সৰ্বৈ রহস্তং পরমং হি তৎ । অবৈক্যবানাং
শ্রবণে ভক্তিস্তত্ত্বম্ জায়তে ॥ ৬ ॥ যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনা-

প্রথম অধ্যায় ।

একদা মুনিগণ মহর্ষি জৈমিনিকে সন্মোদন করিয়া
বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি সকল শাস্ত্র ও সমুদয়
তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত । ইতিপূর্বে তীর্থ কথন-
প্রস্তাবে পরম পবিত্রতাজিনক পুরুষোত্তমনামক সুম-
হৎ ক্ষেত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন । ঐ ক্ষেত্রে ত্রীপতি
নারায়ণ মানবলীলা সাধনোদ্দেশে দাক্ষয়ন্ত কলেবর
পরিগ্রহণপূর্বক বিরাজমান আছেন । যিনি দর্শন
মাত্রেই সাক্ষাৎ মুক্তি ও সকল তীর্থের কল-
প্রদান করেন, সেই ক্ষেত্রটি কোন্ ব্যক্তি নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাছে সবিস্তর বর্ণন করুন ।
সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ পরমপুরুষ
জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়াও কি নিমিত্ত দাক্ষয়ন্তরূপে সেই
ক্ষেত্রে স্থিতি করিতেছেন, আপনার নিকট তৎশ্রবণে
আমাদের কোতুহল হইতেছে, যেহেতুক আপনি
পরমবাগ্মী ও সৰ্বলোকের গুরু । মহর্ষি জৈমিনি মুনি
গণকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন,—হে মুনিগণ ! সেই
পরমরহস্য ক্ষেত্রের বিবরণ পুরাকালে কার্তিকেয়

দেব সকলঃ লীয়তে তমঃ । কন্দেন কথিতং পূৰ্বং
শ্রুত্বা শস্তোমুখাশ্রুজাৎ ॥ ৭ ॥ সমকং সিদ্ধদেবোহ-
সভায়াং মন্দরোদরে । অহমপ্যগমং তত্র দেবদেবং
সমর্চিতুম্ । যথাক্রমং কথয়তো দেবানাং পুরতো
ময়া ॥ ৮ ॥ যদ্যপ্যেষ জগন্নাথঃ সৰ্বগঃ সৰ্বভাবনঃ ।
সন্তি ক্ষেত্রানি চান্তানি সৰ্বপাপহরানি বৈ ॥ ৯ ॥
এতৎ ক্ষেত্রং বরঞ্চাস্ত বপুর্ভূতং মহাম্বনঃ । স্বয়ং
বপুর্মান্ত্রাস্তে স্বনাম্মা খ্যাতিতং হি তৎ ॥ ১০ ॥
তত্র যে স্বাতুমিচ্ছন্তি তে সৰ্বৈঃপি হতাঃসঃ । কিং
পুনস্তত্র তিষ্ঠন্তো যে পশুন্তি গদাধরম্ ॥ ১১ ॥ অহো
তৎ পরমং ক্ষেত্রং বিস্তৃতং দশযোজনৈঃ । তীর্থ-
রাজস্ত সলিলাস্থিতং বালুকাচিতম্ ॥ ১২ ॥ নীলা-

মহাদেবের মুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া মন্দরপর্বতে
সিদ্ধগণ ও দেবগণের সভাতে বর্ণন করিয়াছিলেন !
আমি তখন সেই দেবদেব মহাদেবের পূজনার্থে
তথায় গমন করিয়া কার্তিকেয়-মুখ-বিনির্গত তৎসমুদয়
যে প্রকার শুনিয়াছিলাম, তাহা অবিকল বর্ণন করি-
তেছি শ্রবণ কর । যাহারা বিষ্ণুপরায়ণ নহে, ইহা
শুনিয়া তাহাদিগের মনে ভক্তিসঞ্চয় হয় না । কিন্তু
তাহার বিষ্ণুরণ কীর্তনমাত্রেই সমুদয় তমোগুণ লয়
প্রাপ্ত হয় । যদিও এই জগন্নাথ সৰ্বব্যাপী সক-
লের কারণ এবং বহুপাপনাশক এবং অস্তান্ত
অনেক ক্ষেত্রও আছে, তথাপি এই ক্ষেত্রটি সেই
মহাত্মা ভগবানের বপুঃস্বরূপ হওয়াতে সৰ্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠহলাভ করিয়াছে । ঐ মহাত্মা স্বয়ং বিগ্রহধারী
হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং সেই
ক্ষেত্রটি স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন । সেই স্থানে
যে ব্যক্তির অাবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা-
দিগের সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ও যে ব্যক্তির বাস
করিয়া গদাধরের সেই মূর্তি দর্শন করিতেছেন, তাঁহা
দের সৌভাগ্য বর্ণনাভীত । ১—১১ । সেই পরম
রমণীয় আশ্চর্য্য ক্ষেত্রটি দর্শন যোজন বিস্তৃত ও তীর্থ-
রাজ সমুদ্রের সলিল হইতে সমুৎপন্ন হইয়া বালুকা-

চলেন মহতা মধ্যস্থেন বিরাজিতম্ । একস্তনমিব
পৃথ্বীঃ সূদৃশাং পরিভাষিতম্ ॥ ১৩ ॥ বরাহরূপিণা
পূৰ্বঃ সমুদ্ভূত্যা বসুধাবাম্ । সৰ্ব্বতঃ সূৰ্যমাং কৃষ্ণা
পৰ্বতৈঃ সুস্থিবীকৃতাম্ ॥ ১৪ ॥ সৃষ্টী চরাচরং সৰ্বং
তীর্থানি স বিদ্যাংবরঃ । কৈজাণি চ যথাস্থানং সন্ন-
বেস্ত যথা পুরা । ততো বিচিস্তয়ামাস সৃষ্টিভার-
নিপীড়িতঃ ॥ ১৫ ॥ পুনরুতাং ক্রিয়াং শুক্লীং ন
লভেয়ং কথংভিত্তি । তাপজয়াভিতূতা হি মুচ্যন্তে
জন্তবঃ কথম্ ॥ ১৬ ॥ এবং চিস্তয়মানস্ত মন্থিবাসীং
প্রজাপতেঃ । মুক্তোককাবণং নিকুং স্তোবোহহং
পরমেশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মেবা । নমন্তে জগদা-
ধার শঙ্খচক্রগদাধব । যন্নাতিপঙ্কজাদেব জাতোহহং
বিশ্বসৃষ্টিকৃৎ ॥ ১৮ ॥ পবমান্ধকপন্তে হং বেৎসি
বৈ জগন্ময় । যন্নাংগা জগৎ সৰ্বং নিশ্চিতং মহতা-
দিকম্ ॥ ১৯ ॥ যন্নিখাসসমুদ্ভূতং শঙ্কব্রজ ত্রিধাভবৎ ।
উপজীব্যাং তদেবাহমসৃজং ভুবনানি বৈ ॥ ২০ ॥

রাশিতে বেষ্টিত । উহাব মধ্যস্থল রূহৎ নীলপৰ্বত
দ্বারা পৰিশোভিত আছে । অতিদূৰ হইতে ইহা
পৃথিবীর একটি স্তন-স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হয় ।
পুরাকালে ববাহবিহগ্ৰবারী নাবায়ণ প্রলয়জলে নিমগ্ন
পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে, ব্রহ্মা তাহাকে সৰ্ব্বতো-
ভাবে পরিশোভিত ও পৰ্বতবেষ্টিত করিয়া সূন্দর-
রূপ সূস্থিরা করিয়াছিলেন । তিনি বসুধা সৃষ্টি-
পূৰ্বক তীর্থ ও ক্ষেত্র সকল যথাস্থানে নিবোধিত
করিয়া সৃষ্টিভাবে আপনাকে নিপীড়িত বোধে চিন্তা
করিলেন যে, কি উপায় অবলম্বন করিলে আব
আমাব এই গুরুতব কার্য্যভাব বহন করিতে না হইবে
এবং আধ্যাত্মিকাদি ত্রিলাপে তাপিত জীববাহু বা
কি প্রকাৰে মুক্তিলাভ করিব । এই প্রকাৰে চিন্তা
করিতে করিতে প্রজাবৎসল প্রজাপতিব মনে উদয়
হইল যে, মুক্তিব একমাত্র কাবণ পবাংপব পবমেশ্বর
বিস্কুকেই স্তব করি । এই মনে করিয়া ব্রহ্মা স্তব
করিলেন,—হে শঙ্খ-চক্র-গদা-ধারিন । আপনি জগ-
তের আধার আমি এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা হইয়াও
অস্বঃ আপনাব নাতিপদ্য হইতে জন্মলাভ করিয়াছি ।
আমি আপনাকে নমস্কাব করি । জগদাধন । আপ-
নার পরমান্ধকরূপ আপনিই জানেন । আপনারি
মায়াতে এই নিখিল মহাদি জগৎ নিশ্চিত হইয়াছে ।
হে ভগবন্ । আপনার নিখাসবায়ু হইতে সমুগিত
শঙ্করূপ ব্রহ্ম (শু ৩৭সং) এইরূপে ত্রিধা বিভক্ত
হইয়াছে । আমি তাহাই আশ্রয় করিয়া এই সকল

সৃষ্টো নাস্তৎ স্থলস্থলদীর্ঘস্থলাদি কিঞ্চন । বিকার-
ভেদৈর্ভগবন্ স্বমেবেদং চরাচরম্ ॥ ২১ ॥ কটকাদি
যথা স্বর্ণং গুণত্রয়বিভাগশঃ । সৃষ্টী সৃজ্যং স্বমেবাজ
পোষ্টী পোষ্যঃ জগৎপ্রভো ॥ ২২ ॥ আধারো ধ্রুয়-
মাণকং যষ্ঠা স্বঃ পরমেশ্বর । স্বৎপ্রবিতমতিং সৰ্ব-
শবতে চ শুভাশুভম্ ॥ ২৩ ॥ ততঃ প্রাপ্নোতি
সদৃশীং তায়ব বিহিতাং গতিম্ । জগতোহস্ত গতি-
ভৰ্ত্তা সাক্ষী স্বঃ পবমেশ্বর ॥ ২৪ ॥ চরাচরগুরো
সৰ্ব বীজভূত রূপাময় । প্রসীদাদ্য জগন্নাথ নিত্যং
হৃদবগন্ত মে ॥ ২৫ ॥ জৈমিনিব্রহ্মবাচ । এবং
সংস্কৃতমানস ব্রহ্মণা গুরুভবজঃ । নীলজীমূতসঙ্কাশঃ
শঙ্খচক্রাদিচিহ্নিতঃ ॥ ২৬ ॥ পতগেশ্বরসমারূঢ়ঃ সূৰ্য-
বদনঃ পঙ্কজঃ । আবিবাসীদ্বিজশ্রেষ্ঠা বিবক্ষুঃ কুবিতা-
ধরঃ ॥ ২৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । যদর্থং মাং জ্ঞসে
ব্রহ্মন ন শকাঃ প্রতিভাতি সঃ । অনাদ্যবিদ্যা
সুদৃঢ়া হৃদেহদ্য । কস্মবদ্বদনঃ । প্রভবন্ত্যাং কথং
তস্তাং হীয়েতে হু জন্মনি ॥ ২৮ ॥ তথাপি চেদজ-

ভুবন সৃজন করিবারি তোমা হইতে স্থল বা
স্থল, দীঘ অথবা ব্রহ্ম কিছুই পৃথক নয় । যেমন
সুবর্ণ প্রকাবপ্রাপ্ত হইলে বলয় প্রভৃতি অলঙ্কার
জন্মে, সেইরূপ সত্ত্ব বজঃ ও তমঃ গুণত্রয়-বিভাগে
অবস্থাস্তব ভেদে আপনি এই সমুদায় চরাচরস্বরূপ
হইয়াছেন । হে জগৎপ্রভো । তুমিই সৃজনকর্তা,
তুমিই আধার সৃষ্ট বস্তু হও, তুমি পালনকর্তা এবং
তুমিই আধার পালনোব হও । তুমিই আধার, তুমিই
আধেয় এবং তুমিই বাবণবত্তা । সকল জীবেরাই
তোমাকর্তৃক নিশ্চিত হইয়া, শুভ বা অশুভ কণ্ঠের
অনুষ্ঠান কবে ও বিহিত বস্তুফলাধিকার অবস্থা লাভ
কবে । হে পবমেশ্বর । তুমিই জগতের গতি,
তুমিই ভবনকর্তা এবং তুমিই ইহাব সাক্ষী । হে
রূপাময় । তুমি এই চরাচর জগতেব গুরু ও সকল
জীবেরই বীজস্বরূপ । হে জগন্নাথ । আমি নিয়ত
তোমাব শরণাগত, অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন হও ।
১২-২৫। মহর্ষি জৈমিনি করিলেন,—হে মুনিগণ । সেই
নীলজলধব-সদৃশ শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নিত দীপ্তিবিশিষ্ট-
মুখপঙ্কজ গুরুভাবোহী গুরুভবজ ভগবান্ বিষ্ণু এই-
প্রকারে ব্রহ্মা কর্তৃক সূর্যমান হইয়া তাহাকে কিছু
বলিবার অভিপ্রায়ে বিস্কুরিতাধর হইয়া আবির্ভূত
হইয়া করিলেন, হে ব্রহ্মন । তুমি যে নিমিত্ত আমাকে
স্তব করিতেছ, তাহা আমার শক্তির অধীন নহে,
যেহেতু সত্যবসিদ্ধা অনাদি সূকঠিনা মায়া কণ্ঠরূপ

কৃতদেহবাসায়স্বানয়। ক্রমেণ যেন হি ভবেৎ
তন্তে বক্ষ্যামি কারণম্ ॥ ২২ ॥ অহং কঃ স্বমহঃ
ব্রহ্ম মনম্বক্ষ্যামি জগৎ ॥ কচিন্তে যত্র মে তত্র
নাস্তথেতি বিচারয় ॥ ৩০ ॥ সাগরস্তোত্তরে তীরে
মহানদীয়া দক্ষিণে। স প্ৰদেশঃ পৃথিব্যাং হি
সর্বতীর্থকলপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥ তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্
নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ। জন্মান্তরকৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং
ফলভাগিনঃ ॥ ৩২ ॥ নান্নপুণ্যাঃ প্রজায়ন্তে নাভক্তা
ময়ি পদাঙ্ক ॥ একাত্মকাননাদ্যাবৎ দক্ষিণোদধি-
তীৰ্হুঃ ॥ ৩৩ ॥ পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমঃ ক্রমেণ
পরিকীর্তিতঃ। সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে
নীলপৰ্বতঃ ॥ ৩৪ ॥ পৃথিব্যাং গোপিতঃ স্থানং তব
চাপি সুহৃদভম্। সুরাসুরাণাং দুর্জয়েঃ মায়য়া-
চ্ছাদিতঃ মম ॥ ৩৫ ॥ সর্বসঙ্গপরিত্যক্তস্তত্র তিষ্ঠামি
দেহভুৎ। সুরাসুরাবতিক্রম্য বর্জেহং পুরুষো-
ত্তমে ॥ ৩৬ ॥ সৃষ্ট্যালয়ৈরনাক্রান্তঃ ক্ষেত্রং মে
পুরুষোত্তমম্। যথা মে পশুসি ব্রহ্মন্ রূপং চক্রাদি-

চিহ্নিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ঈদৃশঃ তত্র গঠৈব ভক্ষ্যসে মাং
পিতামহ। নীলাজেরন্তরভূবি কল্লভপ্রোক্ষ্মুলতঃ ॥
৩৮ ॥ বায়ব্যাং দিশি যৎ কুণ্ডং যৌহিণং নাম
বিশ্রুতম্। উত্তীরে নিবসন্তঃ মাং পশুতচ্চক্ষুঃ ॥
৩৯ ॥ তদন্তঃ কীর্ণপাপা মম সাক্ষ্যমাণুযুঃ। তত্র
ব্রহ্ম মহাভাগ দৃষ্টো মাং ধ্যায়তস্তব ॥ ৪০ ॥ প্রকাশ-
যান্ততে তন্ত ক্ষেত্রস্ত মহিমা পরঃ। আশ্চর্য্যভূতঃ
পরমস্তবাপি চ ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥ ঐতিহ্যতীর্হাস-
পুরাণগোপিতঃ যন্মায়া তত্র হি কন্ত গোচরম্।
প্রসাদতো মে স্তবতস্তবাধুনা প্রকাশমায়াস্ততি সর্ব-
গোচরঃ ॥ ৪২ ॥ অতেষু তীর্থেষু চ যজ্ঞদানয়োঃ
পুণ্যং যজ্ঞকং বিমলাকনাং হি বঃ। অহনিবাসান্ততে
তু সর্বং নিমেষবাসাৎ খলু চাশমেধিকম্ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যাদিশ্চ বিধিঃ বিপ্রান্তদাসৌ পুরুষোত্তমঃ।
পশুতস্তন্ত তত্রৈব প্রভুরন্তরধীয়ত ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রপ্রশ্নো নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মন দ্বারা তুষ্ণেদ্যা হইয়াছেন, অতএব সেই মায়ার
প্রভাব থাকিতে কি প্রকারে মৃত্যু ও জন্ম পরি-
তাজ্য হইবে। হে অনঘ! তথাপি তোমার যদি
এইরূপ নিতান্ত অধ্যবসায় জগিয়া থাকে, তবে
যে নিয়মে মৃত্যু ও জন্ম না হয়, তাহার কারণ
তোমাকে বলিতেছি। এই অখিল জগৎ মৎস্বরূপ,
আমিও যে তুমিও সেই, যাহাতে তোমার রুচি,
তাহাতে আমার রুচি হইবে, অস্তথা বিবেচনা
করিও না। সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদী নদীর
দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল
প্রদান করেন। হে ব্রহ্মন্! সেই স্থানে যে মনু-
যোরা বসতি করিতেছেন, তাঁহারা ই সুবুদ্ধি এবং
পূর্বজন্মার্জিত পুণ্যের ফলভাগী হইয়াছেন। যাহা-
দিগের অল্পপুণ্য এবং আমাতে ভক্তি নাই, তাহারা
সে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। একাত্ম-
কানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি
পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর
অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। হে
ব্রহ্মন্! সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপৰ্বত বিরাজিত
আছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই স্থানটি গোপনীয় এবং
তোমারও অতি দুর্লভ। তাহা দেবতা ও অসুর-
গণের দুর্ভিক্ষেয় এবং মদীয় মায়াতে আবৃত আছে।
আমি সকল সঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক দেহধারণ করিয়া
কৈবল্য ও অসুরগণের সংসর্গ পরিহার করিয়া সেই

পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রেই নিত্য অবস্থিতি করি। এই
ক্ষেত্রটি সৃষ্টি ও প্রলয়ের আক্রমণ হইতে বহির্ভূত।
হে পিতামহ! এই স্থলে চক্রাদিচিহ্নিত আমার যে
রূপ দর্শন করিতেছ, সেই ক্ষেত্রে গমন করিলে
আমাকে তদ্রূপ দর্শন করিবে। নীলপৰ্বতের মধ্য-
স্থলে অক্ষয় বটের মূল হইতে বায়ুকোণে যে যৌহিণ
নামক বিখ্যাত কুণ্ড আছে, তাহার তীরে আমাকে
চক্ষুচক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে করিতে জীবেরা সেই
কুণ্ডের জলে পবিত্র ও নিষ্পাপ হইয়া আমার সাক্ষ্য
লাভ করে। হে মহাভাগ ব্রহ্মন্! তুমি সেই ক্ষেত্রে
গমন কর। তথায় আমাকে দর্শনানন্তর ধ্যান
করিতে করিতে ক্ষেত্রের পরম মহিমা স্পষ্টরূপে
অবগত হইবে। তোমারও নিকট সেই মহিমা
পরমাশ্চর্য্য বোধ হইবে। সেই স্থান ঐতিহ্য, স্মৃতি,
ইতিহাস ও পুরাণে আমারই মায়াদ্বারা গোপিত
হইয়া সকলের অগোচর রহিয়াছে। এইরূপে
তোমার এই স্তব দ্বারা আমি প্রসন্ন হইয়াছি; অত-
এব সেই ক্ষেত্রটি সকল ব্যক্তির গোচর হইয়া
প্রকাশ পাইবে। নির্মলস্বভাব ব্যক্তিদ্বিগের ব্রত,
তীর্থ, যজ্ঞ ও দানে যে সকল ফল উক্ত আছে, সেই
ক্ষেত্রে এক দিব্যরাত্রি মাত্র বাস করিলেই সেই
সমুদায় ফল লাভ হয়। নিমেষমাত্র বাস করিলেও
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে বিপ্রগণ!
সেই সময়ে প্রভু পুরুষোত্তম ব্রহ্মাকে এইরূপ

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ । ততো ব্রহ্মাগমৎ তুৰ্গং যজ্ঞান্তে
ভগবান্ স্বয়ং । স্তবান্তেহসৌ যথাদৃষ্টেভ্যাম্বাঙ্গীৎ
প্রভুঃ তদা ॥ ১ ॥ প্রত্যভিজ্ঞানসংকষ্টস্তং দৃষ্ট্বা পর-
মেশ্বরম্ । অত্যদুতজ্ঞাননির্বিষদ্বাসৌ দ্বিজো-
ক্তমাঃ ॥ ২ ॥ যাবৎ স্তোতুং সমারেভে হর্ষসমুদ্ভ-
লোচনঃ । উদন্তার্ভঃ * সমায়াতঃ কুতশ্চিদায়সোত্তমঃ ॥
৩ ॥ কারণোদক † সম্পূর্ণে তস্মিন্ কুণ্ডে নিমজ্জ্য
তম্ । বিলোক্য মাধবং নীলরত্নকান্থং রূপানিধিম্ ॥
৪ ॥ কাকদেহং সমুৎসৃজ্য লুপ্তম্ ন মুহঃ কিতৌ ।
শম্ভচ্ছগদাপানিস্তস্ত পার্শ্বে ব্যবহিতঃ ॥ ৫ ॥
তিরস্কৃত্য গতিং দৃষ্ট্বা যোগীশ্রাণাং সুদুর্লভাম্ ।
মেনেহসৌ মুনয়ঃ সৃষ্টিঃ ক্রমাৎ কীণা ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥
মাতৃব্যাদিকৃতৌ মুক্তৌ বেদান্তে সংশয়ো ভবেৎ ।
ন কিঞ্চিদুর্লভকেহ বিমুক্তস্ত বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

আদেশপূর্বক তদীয় দর্শন-পথ হইতে অন্তর্হিত
হইলেন । ২৬—৪৪ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

অনন্তর মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন,— যাবৎ পব
ভগবান্ স্বয়ং যে স্থানে গিয়া বাস করিলেন, সেই
স্থানে গমনানন্তর ব্রহ্মা পূর্বে স্তব করিবার সময়
প্রভুকে যে প্রকার দেখিয়াছিলেন; সেখানেও
তাঁহাকে সেই প্রকার দর্শন করিলেন । হে মুনিগণ ।
ব্রহ্মা সেই পরমেশ্বরকে তথা সন্দর্শনে প্রত্যভিজ্ঞান
দ্বারা হর্ষিতচিত্ত হইয়া অদুত জ্ঞান লাভ করিলেন ।
যৎকালে তিনি প্রভুব রূপ-দর্শনলাভে হর্ষবিকশিত-
লোচনে স্তব করিতেছিলেন, সেই সময়ে কোন
স্থান হইতে উত্তম একটি কাক পিপাসার্ত হইয়া
উপস্থিত হইল । সেই কাক সেই কারণবারি-
পরিপূর্ণ রৌহিণী কুণ্ডে নিমজ্জন এবং সেই নীল-
রত্নজ্ববি রূপা-নিধি ভগবান্কে বিলোকনপূর্বক
স্বীয় কাকদেহ পুনঃপুনঃ মুক্তিকাতে লুপ্তন করত
তৎপরিত্যগ করিয়া শম্ভচ্ছ-গদাপানি বিগ্রহ ধারণ-
পূর্বক প্রভুর পার্শ্বদেশে অবস্থিত হইল । হে
মুনিগণ ! ব্রহ্মা যোগীশ্রদিগের দুর্লভ ঐ পক্ষীর

প্রত্যক্ষোদৃষ্টিক্রমেণ পুরাণপুরুষোদ্বিষ্টে ॥ ৮ ॥
সকীর্তয়াম্য নরঃ সর্বগাটৈঃ প্রভুতে । তন্ত
সন্দর্শনে বিশ্রা মুক্তিঃ কিং খলু দুর্লভা ॥ ৯ ॥ মনসা
ধ্যায়য়ন্ বিষ্ণুং ত্যজন্ প্রাণান্ বিমুচ্যতে । সাক্ষাৎ-
কৃতৌ ভগবতঃ কিং চিত্তং মুক্তিমেতি যৎ ॥ ১০ ॥
পুরুষোত্তমসংকল্পে ক্লেদস্ত মহিমাভূতঃ । যত্র
কাকোহপি তং বিষ্ণুং সাক্ষাৎ পশ্যতি ভো দ্বিজাঃ ॥
১১ ॥ অহো সুদুর্লভঃ ক্লেদমজ্ঞানানাং বিমোচকম্ ।
কিং পুনঃ সততং শান্তি-বৈরাগ্য-জ্ঞানসংযুজ্যম্ ।
ঋষয় উচুঃ । নীলাখ্যং মাধবং দৃষ্ট্বা কিং চকার
পিতামহঃ । তদর্শনকণারষ্ট্র-দেহবন্ধকং বায়সম্ ॥ ১২ ॥
জৈমিনীকুবাচ । অত্যদুতং স্বয়ং দৃষ্ট্বা যাবদ্যাবতি
মাধবম্ । তাবৎ পিতৃপতিঃ স্বাধিকারভ্রংশসমা-
কুলঃ ॥ ১৪ ॥ দীনাননো বিশ্বসন্ বৈ তত্র যাতস্তরা-
ষিতঃ । নীলাদ্রৌ মাধবং দৃষ্ট্বা সাত্ত্বিকঃ প্রনিপত্য

ঐদৃশী অবস্থা দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন,
এই সৃষ্টি এইকপে ক্রমে ক্রমে প্রকীর্ণ হইবে ।
মনুষ্যদিগের মুক্তিবিশয়ে বেদান্তেও সংশয় আছে,
কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিমুক্তদিগের কিছুই দুর্লভ
বোধ হয় না । হে দ্বিজগণ । ইতিপূর্বে পুরাণ-
পুরুষ ভগবান্ যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মার
প্রত্যক্ষগোচর হইল । যাঁহাব নাম কীর্তন করিলে
সমুদ্রাব পাপ নষ্ট হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন
করিলে মোক্ষকল কখন কি দুর্লভ হইতে পারে ?
যে বিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিতে করিতে
প্রাণত্যাগ করিলে জীব মুক্ত হয়, তাঁহাকে সাক্ষাৎ
দর্শন করিলে যে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা কখন
আশ্চর্য্য নহে । হে দ্বিজগণ । পুরুষোত্তম-নামধেয়
ক্ষেত্রের মহিমা অতীব অদুত, যে হেতু, কাকপক্ষীও
সেখানে বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে ॥ ১১-১০ ॥
এই ক্ষেত্রটি পরম দুর্লভ, যে হেতু ইহা অজ্ঞান
জীবদিগকেও মুক্তিপ্রদান কবে । যাঁহারা নির-
ন্তর শান্তি, বৈরাগ্য ও জ্ঞানযুক্ত, তাঁহাদের মুক্তিতে
আর কি সংশয় আছে ? ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করি-
লেন যে, নীলমাধবকে এবং তদর্শনকণেই দেহ-
বন্ধনমুক্ত সেই কাক পক্ষীকে দেখিয়া পিতামহ কি
করিলেন ? জৈমিনি বলিলেন,— ব্রহ্মা অদুত ঘটনা-
দ্বয় দর্শন করিয়া যে কালে মাধবকে ধ্যান করিতে
ছিলেন, সেই সময়ে দণ্ডবৎ স্বীয় অধিকার ধ্বংসের
সংশয়ে ব্যাকুল ও জ্ঞান হইয়া ক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ
করিতে করিতে সত্তর সেই স্থানে সমাগত হই-

৮। ১৫। কুটাব স জগন্নাথঃ আধিকারদৃঢ়স্থিতো।
১৬। যম উবাচ। নমস্তে দেবদেবেশ সৃষ্টিস্থিত্যঙ্ক-
কারণ। অগ্নি প্রোতমিদং সর্বং সৃজে মণিগণা
যথা। ১৭। অগ্নি ধৃতঃ অগ্নি সৃষ্টঃ অগ্নি চাপ্যায়িতং
জগৎ। চন্দ্রসূর্যাদিরূপেণ নিত্যং ভাসয়সেহখিলম্।
১৮। বিষ্ণেব জগদ্যোনিং বিশ্ববাসং জগদঙ্করম্।
বিশ্বসাক্ষিনমাদ্যন্তবর্জিতং প্রণমাম্যহম্। ১৯। নমঃ
পরমকারুণ্য-জলসমুদ্রসিদ্ধবে। পরাপরপরাতীত-
বিভবে বিশ্বসমুদ্রে। ২০। ভবসম্প্রাপনীহারভানবে
দীনবন্ধবে। স্বমায়ারচিতাশেষ-বিশেষগুণরজ্জবে।
২১। নমঃ কমলকিঙ্কর-পীত-নির্মলবাসসে। মহা-
হব-রিপুহর-সুপ্তচক্রায় চক্রিণে। ২২। দংষ্ট্রোদ্ধৃত-
কিতভূতে জয়ীমূর্তিমতে নমঃ। নমো যজ্ঞবরাহায়
চন্দ্রসূর্যায়চক্ষুবে। ২৩। নৃসিংহায় মহাদংষ্ট্রমূর্তি-
দ্রাবিতশত্রবে। যদপাঙ্গবিলাসৈক-সৃষ্টিস্থিত্যপ-

লেন। অনন্তর নীলপর্বাতে মাধবকে দর্শন ও
সাক্ষাৎ প্রণিপাত করিয়া স্বকীয় অধিকারের দৃঢ়রূপে
স্থিতির নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন। যম কহিলেন,—
হে দেবদেবের ঈশ্বর! আপনি সৃষ্টি স্থিতি ও
সংহারের কারণ। মণি সকল যেমন সৃজেতে
গ্রথিত থাকে, সেইরূপ এই সমুদায় জগৎ আপনাতে
সংলগ্ন আছে। তুমি এই জগৎকে ধারণ ও সৃজন
এবং আপ্যায়ন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি
চন্দ্র-সূর্যাদিরূপে অখিল জগৎ প্রদীপ্ত করিতেছ।
তুমি বিশ্বের ঈশ্বর ও বিশ্বযোনি; তুমি বিশ্বের
আবাস ও জগতের গুরু; তুমি বিশ্বের সাক্ষী
ও উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জিত; আমি তোমাকে প্রণাম
করি। তুমি পরমকরণার সাগর; তুমিই পর,
তুমিই অপর এবং পরাতীত বিভূ এবং বিশ্বের
সমুদ্র। তুমি এই ভবসম্প্রাপক নীহার-নাশে
সূর্য-স্বরূপ; তুমি দীমজনের বন্ধু, তুমিই নিজমায়ার-
রচিত অশেষ বিশেষগুণরূপ রজ্জ্বরূপ হইয়াছ।
যিনি কমলের কেশর সদৃশ পীতবর্ণ নির্মলবস্ত্র
পরিধান করেন, যিনি চক্রধারী এবং ষাঁহার ঐ
চক্রদ্বারা মহায়ুদ্ধে শত্রুগণের স্বল্পদেশ ছিন্ন হয়,
যিনি দংষ্ট্রাধারী পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া পালন
করেন, যিনি ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়রূপ
মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি যজ্ঞবরাহরূপধারী
এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি ষাঁহার চক্ষুস্বরূপ, আমি
সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যিনি নৃসিংহ
স্বরূপ, ষাঁহার ভীষণ দংষ্ট্রা দ্বারা শত্রুগণ বিদ্রাবিত

সংহতে। ২৪। উক্তাবচনকো হেব ভবঃ
সমুদ্রে মুহঃ। তমমুং নীলমেঘান্তঃ নীলান্মণি-
বিগ্রহম্। ২৫। নীলাচলগুহাবাসং প্রণমামি কৃপা-
নিধিম্। শম্ভুচক্রগদাপদ্যধারিণঃ শুভকারিণম্।
প্রণতশেষপাপোষ-দারিণঃ মুরবৈরিণম্। ২৬।
নমস্তে কমলাপাঙ্গ-নিত্যসংস্কারিচক্ষুবে। ২৭।
শ্রীবৎসকৌন্তভোভাসি মনোজ্ঞস্কুটবকসে। যৎ-
পাদপঙ্কজদ্বন্দ্ব-সংস্পর্শৈবধ্যভাগিনী। ২৮। শ্রীঃ
সর্বসংশ্রিতানেকপৃথগৈবধ্যদায়িনী। যা পরাপর-
সম্ভিন্না প্রকৃতিস্তে সিস্থকয়া। ২৯। নির্ঝি-
কারং পরং ব্রহ্ম বিকারমসৃজচ্চ সা। জগ-
ল্লক্ষণসম্পূর্ণাং লক্ষিতাং শুভলক্ষণৈঃ। ৩০। লক্ষ্মী-
শোরসি নিত্যস্বাং লক্ষ্মীং তাং প্রণমাম্যহম্।
৩১। জৈমিনিক্রবাচ। তদৈবং ধর্মরাজেন শ্রীকান্তঃ
পরিতোষিতঃ। পার্শ্বস্বাং বহুকৌন্তভাং নেত্রাস্থেনা-
দিশং শ্রিয়ম্। ৩২। তেন সম্ভাবিতা লক্ষ্মীর্ভবতঃখ-
বিনাশিনী। শুভায় সর্বলোকানাং যমঃ প্রোবাচ
লীলয়া। ৩৩। লক্ষ্মীকবাচ। যদধর্মাবাং সৌমি

হয়, ষাঁহার কটাক্ষপাতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয় ও
বিবিধাত্মক ভব-সংসার পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হয়,
সেই নীলমেঘসমিভ নীলকান্তমণিময় নীলাচলের
গুহাবাসী কৃপানিধি শম্ভুচক্রগদাপদ্যধারী শুভকারী
প্রণতজনের অশেষ পাপবাহবিনাশকারী ভগবান
মুরবৈরিকে প্রণাম করি। ১১—২৬। কমলার
অপাঙ্গসংসর্গে ষাঁহার নয়ন নিয়ত শোভিত, ষাঁহার
বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নিত কৌন্তভমণিপ্রদীপ্ত, ষাঁহার
পাদপদ্মদ্বয় আশ্রয় করিয়া লক্ষ্মী ঐবধ্যশালিনী
বলিয়া আশ্রিত ব্যক্তি সকলকে পৃথক পৃথক ঐবধ্য
দান করিতে পারেন, ষাঁহার সৃষ্টিকরণে প্রযুক্তি
হইলে পরা (প্রকৃতি) পর (পুরুষ) ভিন্না প্রতীয়-
মান হয়েন, সেই প্রকৃতি নির্ঝিকার ব্রহ্মের বিকার
সম্পাদন করেন এবং জগতের লক্ষণেতে সম্পূর্ণ
ও শুভ লক্ষণ দ্বারা লক্ষিতা এবং নারায়ণের
বক্ষঃস্থলে সতত অধিষ্ঠায়িনী সেই লক্ষ্মীকে আমি
প্রণাম করি। জৈমিনি কহিলেন,—তৎকালে
শ্রীপতি, ধর্মরাজ পিতৃপতির স্তবে পরিতোষিত
হইয়া বীণাহস্তা পার্শ্বস্থিতা লক্ষ্মীকে কটাক্ষ-নিষ্কপে
ভঙ্গীক্রমে ইঙ্গিত করিলে ভবতঃখ-বিনাশিনী লক্ষ্মী
ঐহার অমুমতি প্রাপ্ত হইয়া সকল লোকের মঙ্গল
নিমিত্ত অবলীলাক্রমে যমরাজকে কহিতে লাগিলেন,
—তুমি যে ক্ষতিদ্বারা আমাদিগকে স্তব করিতেছ,

যঃ কেত্রেহ্মিন হৃদং হি তৎ । অত্যাচারমাত্ম-
 রেতৎ কেত্রেঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥ কল্মাষসানে
 কেত্রেঃ বৈ ন ত্যাগ্যঃ কদাচন । কল্মাষসানে-
 হপ্যাবাং যৌ ধীয়েতে পরমেষ্টিনা ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদিক-
 প্রভৃতাং হি স্বামিহং নেহ বিদ্যতে । নেহ ধর্মপরী-
 পাকাঃ প্রভবান্ত কদাচন ॥ ৩৬ ॥ অত্র প্রবিশতাং
 নৃণাং তিরসামপি হৃদং তম্ । দহতে জলিতাগ্নৌ হি
 তুলরাশির্যথা ভূশম্ ॥ ৩৭ ॥ যে বন্ধাঃ পাপপুণ্যভ্যাং
 নিগড়াভ্যামহর্নিশম্ । তেষাং সংহমিতা হং হি যমঃ
 পূর্বে বিনিশ্চিতাঃ ॥ ৩৮ ॥ অত্র সাক্ষাৎপুণ্যস্ত নীলেশ-
 মনিমজ্জলম্ । দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং মুচ্যতে কর্মবন্ধ-
 নাৎ ॥ ৩৯ ॥ অতোহহং কর্মভূমৌ তু প্রভুত্বঃ যম
 সধর । বৈক্রবাং কেত্রেয়াজেহ্মিন মা গাং কর্ম-
 সংঘমে ॥ ৪০ ॥ তবাপি ভগবানেস বিধাতা প্রপি-
 তামহঃ । তিষ্ঠাৎ বিষ্ণুসারূপ্যং প্রাপ্তং পশুতি
 কৌতুকাৎ ॥ ৪১ ॥ এবং কর্মপরীপাকং সর্বেষাং
 বেত্তি কো যম । জাহ্না কেত্রেস্ত মহাভ্যাং স্তোতি
 দেবং গদাধরম্ ॥ ৪২ ॥ তদ্বশং গন্তুমুচিতা নেহ
 তিষ্ঠন্তি জন্তবঃ । বৈবস্বত বসন্তাত্ৰ জীবন্তা যম-

এই ক্ষেত্রে সেটি হৃদয়; যে হেতু এই পুরুষোত্তম
 ক্ষেত্রটি আমাদিগের অত্যাচার। যখন কল্মাষসান
 হইবে, তখনও ইহা পরিত্যাগ করিব না। কল্মা-
 বসান হইলে ব্রহ্ম আমাদিগের হৃদয়কে হাপনা
 করিবেন। ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রভুদিগেরও এখানে
 স্বামি নাই এবং শুভাশুভ কর্মের কলনিপত্তি
 এক্ষেত্রে কদাচ প্রভাবশালী হয় না। এখানে যে
 সকল পাপিষ্ঠ মনুষ্য ও পক্ষী প্রবেশ করে,
 তাহাদিগের হৃদয় অগ্নিতে তুল্য-রাশির স্থায়
 নিঃশেষে দহ হয়। যে সকল জীবেরা পাপপুণ্যরূপ
 পুঙ্খলে দিব্যরাত্র আবদ্ধ আছে, তাহাদিগের
 দমনকর্তারূপে তুমি নির্মিত হইয়াছ। অত্রস্থলে
 নীলকান্তমণির স্থায় মনোজ্ঞ সাক্ষাৎ শরীরধারী
 নারায়ণকে দৃষ্টি করিলে লোক কর্ম-বন্ধন হইতে
 মুক্ত হয়। হে যম! অতএব অন্তকর্মভূমিতে তুমি
 প্রভু হইয়া সঞ্চরণ কর। এই প্রধানক্ষেত্রে কর্ম-
 কলের নিয়ম লভনহেতু তুমি ক্ষোভ করিও না।
 যে হেতু তোমার প্রপিতামহ ভগবান ব্রহ্ম বিষ্ণু-
 সারূপ্যপ্রাপ্ত পক্ষীকে কৌতুহলে দর্শন করিতে
 ছেন। হে যম! সকলের এই কর্মকল কেহ
 জানে না, ক্ষেত্রের মহিমা জ্ঞাত হইয়া গদাধরকে
 ভয় করে। যে সকল জীবেরা এই ক্ষেত্রে বাস

কর: ॥ ৪৩ ॥ তস্য সম্বোধিতবেবং বিষ্ণুনা শ্রী-
 রূপিণা । ত্যক্তোহহংকারলজ্জাত্যাং বিনীতঃ প্রার-
 বীদ্যমঃ ॥ ৪৪ ॥ যম উবাচ । মাতঙ্গয়া বদাজ্ঞঃ
 পুরা নৈতন্নয়া কৃতম্ । অজ্ঞানোপহতো বেষ্মি
 রহস্তঃ কথমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥ যন্ত স্বরূপং বেদান্ত ন চ
 বেত্তি পিতামহঃ । মহিমানং কথং তন্ত বেদান্তকার-
 মোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥ যদাদিষ্টং সুরেশানি কেত্রেমেত-
 দিমুক্তিদম্ । সারিধ্যাদেবদেবস্ত ইহরেচ্ছা নির-
 কুশা ॥ ৪৭ ॥ অস্তত্র বন্ধদো বিষ্ণুরত্র মোক্ষং দদাতি
 যৎ ॥ ৪৮ ॥ যমাপি নিরয়াণাক্ সষ্টাসৌ ত্রিদিবস্ত চ ।
 যুতানানত্র মুক্তিশ্চেতস্তম্বাদদ সুবিস্তরম্ ॥ ৪৯ ॥ ক্ষেত্র-
 সংস্থা প্রমাণক্ কেত্রেস্থিতিকলং হি তৎ । তীর্থানি
 কানি সন্ত্যজ কিমন্তরা রহস্তকম্ ॥ ৫০ ॥ কিমধিষ্ঠাতু
 বা ক্ষেত্রং তৎ সর্বং কথয়স্ব মে । সৌমানঃ সম্পরি-
 ত্যজ্য নির্ভয়ঃ সধরে যথা ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে কাকমুক্তিবিবরণঃ নমঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিতেছে, তাহারা তোমার দশতাপস হইবে না।
 হে সূর্যাস্ত্রনো! এখানে যমুক ব্যক্তির জীবন্ত
 হইয়া বাস করেন। বিষ্ণুর প্রতিনিধিস্বরূপ লক্ষী-
 কর্তৃক যম এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া অহঙ্কার ও
 লজ্জা পরিত্যাগপূর্বক বিনীতভাবে বলিতে লাগি-
 লেন।—হে মাতঃ! তুমি যে আজ্ঞা করিলে তাহা
 পূর্বে আমি শ্রবণ করি নাই। আমি অজ্ঞানী
 হইয়া এই উত্তম রহস্তবিষয় কি প্রকারে জ্ঞাত
 হইব? ঈশ্বর স্বরূপ বেদসকল ও পিতামহ
 অবগত নহেন, আমি অহঙ্কারে মোহিত হইয়া
 তাঁহার মহিমা কি প্রকারে জানিব? হে লক্ষ্মি!
 বিবেচক! দেবি! তুমি আদেশ করিলে যে,
 এই ক্ষেত্র ভগবানের সন্নিধিহেতুক মুক্তি দান
 করেন, তাহাতে সন্দেহ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছা
 অনিবার্য। বিষ্ণু অস্ত্রস্থানে বন্ধনদাতা, কেবল
 এই ক্ষেত্রে মুক্তিদান করেন। এই বিষ্ণু আমার
 এবং স্বর্গ নরক সৃজন করিয়াছেন। অতএব এ
 স্থলে মৃতমাত্রেয়ই যদি মুক্তিনাভ হয়, তবে এই
 ক্ষেত্রের স্থিতি কতকাল হইবে এবং এ ক্ষেত্রে
 বাস করিলে কল কি? এখানে কত তীর্থ আছে
 এবং এতদ্বিহ্ন আর গোপনীয় কি আছে? ক্ষেত্রের
 অধিষ্ঠাতাই বা কে? এতৎসমুদয় আমাকে বর্ণন
 করুন, তাহা হইলে ইহার অনিবার্য সীমা পরিত্যাগ
 করিয়া নির্ভয়ে গমন করি। ২৭—৫১।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঐরবাচ । সাধু তে বুদ্ধিরূপরা বিকোঃ সন্নিধিমা-
খিত ॥ ১ ॥ অদ্বৈতঃ কথ্যাম্যেতৎ ক্লেদস্ত রবিনন্দন ।
বধ্যাকঃ ভগবৎকঃস্থলহা দর্শনশে পুরা ॥ ২ ॥ চরাচরে
জগত্যাগ্নিন্ প্রলোনে প্রলয়ে যম । এতৎ ক্লেদমহকৈব
হে এবোপস্থিতে তদা ॥ ৩ ॥ স তদা সপ্তকল্মাষমু-
কণ্ডোরাঙ্কজো মুনিঃ । প্রনষ্টে স্বাবরচরে নিমগ্নঃ
প্রলয়ার্ণবে ॥ ৪ ॥ নাবস্থানমবাপ্যেষ শর্য লেভে ন
কুজচিৎ । জলার্ণবে ভ্রমমাণঃ প্রলয়ে স ইতস্ততঃ ॥ ৫ ॥
পুরুষোত্তমসাদৃশ্যে ক্লেদে স বটমৈকত । উৎপু-
ত্যোৎপুত্য মূলঞ্চ স্ত্রোগোদন্ত সুমীপতঃ ॥ ৬ ॥ শুশ্রাব
বালবচনং মার্কণ্ডেয় মমাস্তিকম্ । প্রবিষ্টা হৃৎখ-
মতুলং জহীহি খলু মা শুচঃ ॥ ৭ ॥ তচ্ছ্রুত্বা চিত্র-
বচনমপ্রতর্ক্য তদা মুনিঃ । বিস্ময়ং পরমং লেভে
স্বহৃৎ ন্যূপ্যচিস্তয়ৎ ॥ ৮ ॥ বারিতিঃ শীর্ঘ্যতে নৈতৎ
দহতে কালবহিনা । সদর্শকাদিভিনৈতৎ শোষাতে
ন বিচাল্যতে ॥ ৯ ॥ একার্ণবে মহাঘোরে নোরিব

তৃতীয় অধ্যায় ।

লক্ষ্মী কহিলেন,—হে রবিনন্দন ! বিষ্ণুসন্নিধানে
তোমার এই যে বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা প্রশংস-
নীয় । আমি পূর্বে ভগবানের বক্ষঃস্থলে থাকিয়া
যে রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, ক্লেদের সেই আশ্চর্য্য
বিষয় বিবরণ করিতেছি । এই চরাচর জগৎ
প্রলয়কালে লীন হইলে এই ক্লেদ এবং আমি,
এই তুমি মাত্র উপস্থিত ছিল । সেই সময়ে
সপ্তকল্ম পৰ্য্যন্ত জীবী মার্কণ্ডেয় মুনি চরাচর
বিলীন হইলেও প্রলয়সমুদ্রে মগ্ন হইয়া অবস্থান-
ভাবে কোথাও মঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই ।
অনন্তর সেই প্রলয়-জলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে
করিতে পুরুষোত্তমসদৃশ পুরুষোত্তমক্লেদে একটি
বটবৃক্ষ দেখিলেন । সেই বৃক্ষের মূল উদ্দেশ
করিয়া ডুবিতে ডুবিতে বৃক্ষ-সমীপে একটি বাল-
কের বচন শ্রবণ করিলেন, যথা,—হে মার্কণ্ডেয় !
আমার নিকট আগমন করিয়া আত্যন্তিক হৃৎখ দূর
কর, শোক করিও না । মার্কণ্ডেয় মুনি তৎকালে
সেই আশ্চর্য্য বচন স্পষ্টরূপে শ্রবণ করিয়া স্বীয় হৃৎখ
চিন্তা না করিয়া পরম বিস্ময় লাভ করিলেন । এই
ক্লেদে বারিতিঃ শীর্ণ, কি কালরূপ অগ্নিতে দহ, কি
সদর্শকাদি কর্তৃক শুক বা বিচলিত হয় না । মহা-
ঘোর একার্ণবে নৌকার স্থায় এই ক্লেদটি দৃষ্ট

ক্লেদমীক্যতে । যত্রায়াঃ যুগসদৃশো ভ্রোগোবিস্তীর্ণতে
মহান ॥ ১০ ॥ অবিকল্পঃ ক্লেদমিদং স্ত্রোগোদন্ত-
তুল্যত্বঃ । মহাপ্রলয়বাতেন শাখা নান্ত দি কল্পতে ॥
১১ ॥ তস্তাধস্তাৎ স হি মুনিঃ স্থিতা চৈতদচিস্তয়ৎ ।
একার্ণবেহস্মিন্ প্রলয়ে নষ্টে স্বাবরজঙ্গমে ॥ ১২ ॥
ভূপ্রদেশঃ স্থিরতরঃ কথমেব বিভাব্যতে । অত্রায়াঃ
শাখিপ্ৰবরঃ কোমলঃ পরিদৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥ মার্কণ্ডে-
য়াগচ্ছ মুহুরিতি সপ্রশ্রয়ং বচঃ । কুতো নিরাশ্রয়-
মিদং চিস্তয়মিতি সম্প্রবন্ ॥ ১৪ ॥ শঙ্খচক্রগদাপাণিঃ
নারায়ণমলোকয়ৎ । তদঙ্গপদ্মাসনগাং মাঞ্চ বৈবস্ব-
তৈকত ॥ ১৫ ॥ বিবশো জলবাতাভ্যাং তদা পুশ্হো
ব্যবস্থিতঃ । হৃষ্টান্তরাঙ্গা স মুনিরারায় সাষ্টাঙ্গমানতঃ ।
প্রদাদনায় দেবস্ত স্তোত্রমেতদ্বদাহরৎ ॥ ১৬ ॥
মার্কণ্ডেয় উবাচ । ত্বৎপাদপদ্মানুসরানুবঙ্গং ক্রদেস্ত-
পদ্মাসনসম্পদাঢ্যম্ । ব্রহ্মকিহীনঃ পরিতঃ প্রতপ্তঃ
দীনঃ পরিভ্রাহি রূপানুধে মাম্ ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদিভি-

হয় । সেই ক্লেদের মধ্যে যুগকাঠসদৃশ এই
মহৎ বটবৃক্ষটি অবস্থিত আছে । এই ক্লেদটি
উত্তম, বটবৃক্ষটি ভগবানের শরীর । মহাপ্রলয়
বায়ুতে ইহার শাখাটিও কল্পিত হয় না । মুনিবর
সেই বৃক্ষের নিম্নে থাকিয়া এই চিন্তা করিতে লাগি-
লেন যে, এই একার্ণবপ্রলয়ে স্বাবর জঙ্গম সকলই
নষ্ট হইল, তবে এই ভূপ্রদেশ কিরূপে স্থিরতর
রহিল ও ইহাতে এই বৃক্ষটি কোমল ভাবে দৃষ্ট
হইতেছে । ‘হে মার্কণ্ডেয় ! আগমন কর’, এই
আশ্রয় রহিত সপ্রশ্রয় বাক্য বারম্বার কোথা হইতে
উৎপন্ন হইতেছে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে
গমন কালে, হে স্বর্ঘ্য-স্থনো ! শঙ্খচক্রগদাপাণি
নারায়ণকে এবং তাঁহার ক্রোড়রূপ পদ্মাসনে স্থিতা
আমাকেও দর্শন করিয়াছিলেন । জলবায়ুবেগে
বিবশাঙ্গ হইয়াও তৎকালে তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া
হৃষ্টচিত্ত হইয়া ভগবানের সমীপে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম
ও তাঁহার প্রসন্নতার নিমিত্ত স্তব করিয়াছিলেন ।
১—১৬ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বিষ্ণো ! আজ
আমি আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য লাভ করিয়া
ব্রহ্মা, ক্রদ্র ও চন্দ্রের স্থায় অসীম সম্পদের অধি-
কারী হইয়াছি । পরন্তু এতদিন আমি আপনার
ভজনা না করিয়া বিবিধপ্রকার যজ্ঞা ভোগ করি-
য়াছি । হে দয়া-সাগর ! এ সময়ে আমাকে রক্ষা
করুন । আপনার পাদপদ্মের মহিমা অপার ও

সং পরিচর্যমাণং পদাঙ্কসম্বন্ধিত্যশক্তি। অশেষ-
সম্প্রাণিনিদানতঃ দীনং পরিজ্ঞাহি কৃপাধুধে মাম্ ।
১৮ । যদ্বদন্তঃ জগদগমেতদনেককোটপ্রাণ-
বিভাতি । লীলাবিলাস-স্থিতিস্থিীনঃ তন্মাঃ সুদীনঃ
পরিবন্ধ বিবেক । ১৯ । একং সুবর্ণং কটকাভিতৈ-
র্নান। যথা বা নভসোদিতোহর্কঃ । আধার-বৈবম্য-
জলেযু তাদৃগ্বিভাব্যসে নির্গুণ এক এব । ২০ ।
অশেষ-সম্পূর্ণকটিপ্রহীণো পাদাঙ্কসম্বন্ধবিবর্জিতো-
হপি । দীনানুকম্পানুগুণং বিভর্ষি যগে যুগে দেহ-
মপারশঙ্কে । ২১ । তৎপাদং ২ জগদীশ পূর্ব-
মসেব্যাতানানুধিয়া ময়া যৎ । তৎকর্মণা দারুণপাক-
ভাজং দীনং পরিজ্ঞাহি কৃপাধুধে মাম্ । ২২ ।
অশেষলোকস্থিতি-স্থিতি-লীনবিলাসি যন্তে ত্রিগুণং
বিভাতি । বপুর্নশাস্ত্রহৃদাদিহেতুর্হেতোর্নমস্তে
প্রকৃতেঃ পবস্ত । ২৩ । সর্বত্র গহা বৃহদপ্রমেয়ঃ
প্রবর্তমানঃ ত্রয়ি বৃহদিতক । তদব্রজকপং পবিণাম-

যুক্তি লাভেব একমাত্র নিদান, ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই
কাবণে পরিচর্য্য কবিয়া থাকেন । হে কৃপানিধে ।
আমি ভজনপূজনহীন অধম, আমাকে দয়া
করিয়া রক্ষা করুন । ঐহিক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন
এই ব্রহ্মাও তদপেক্ষা অনেক কোটি বিস্তৃত
হইয়া প্রতিভাত হইতেছে, এই লীলাব
স্থিতি স্থিতি লয় ঐহিক হইতে হইতেছে, ও দেব ।
আপনি সেই সর্বব্যাপী বিষ্ণু, দয়া কবিয়া এই
অধমকে পবিত্রাণ করুন । একমাত্র সুবর্ণ যেমন
বলয় হাব প্রভৃতি রূপভেদে বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত
হয়, একমাত্র দিবাকর যেমন জলে প্রতিবিম্বিত
হইয়া নানাবিধরূপে প্রতীয়মান হন, তদ্রূপ আপনি
নির্গুণ অদ্বয় ব্রহ্মরূপী হইয়াও বিভিন্ন আকার
ধারণ করিতেছেন । হে অপার শক্তিশালিন,
আপনার কোন প্রকার বাসনা বা সঙ্কল্প না থাকি-
লেও দীনানুকম্পা নিমিত্ত প্রতিযুগে দেহ ধারণ
করিতেছেন । হে জগদীশ । না হয় আমি পূর্বে
আজ্ঞাজ্ঞানে আপনার পাদপদ্ম সেবা কবি নাই,
সেই কারণেই আমার এই দারুণ তর্কিপাক উপ-
স্থিত । হে কৃপানিধে । দয়া করিয়া অধমকে
পরিজ্ঞাণ করুন । হে মহাত্মন । আপনার ত্রিগুণ-
ময় শরীর নিখিল জগতের স্থিতি-স্থিতি-লয়কারী,
মহাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্বের হেতু, আপনি প্রকৃতি
হইতে সৃষ্টিত সর্বকারণ পরমাত্মা, আপনাকে
স্বীকার । আপনারই যে সর্বব্যাপী অনন্ত অঙ্গ-

হেতুঃ আধ্যাত্মবিষয়কমাত্রমামি । ২৪ । একাধে
মহাধোরে নাবন্ধাকুঃ প্রদেশকুঃ । অতি লক্ষী-
পতে মেঘবারিবাতপ্রকম্পনাৎ । ২৫ । জাহি
বিবেক জগন্নাথ ময়ং সংসারসাগরে । মামুকরা-
ন্বাদগোবিন্দ কৃপাপাদবিলোকনাৎ । ২৬ । জীকবাচ ।
স্তবস্তমেবং ব্রহ্মবিং সাক্ষান্নারায়ণো বিষ্ণুঃ ।
বিলোক্যানুগ্রহদৃশা বাক্যকেন্দ্রমুবাচ হ । ২৭ ।
জীভগবানুবাচ । মার্কণ্ডেয় সুদীনোহসি মামজ্ঞায়
দ্বিজোত্তম । ত্বচ্চরং যতপস্তং দীর্ঘায়ুস্তেন কেবলম্ ।
২৮ । শয়ানং পুত্রপুটকে পশু কল্পবটোর্জগম্ ।
কা-ব্রপং সর্কেষাং কালান্ধানং মহামুনে । ২৯ ।
এতস্ত । বরুতং বক্রং তজ্জাবহাতুমর্হসি । ৩০ । এবমুক্তো
ভগবতা স মুনির্বিষ্মতাননঃ । ৩১ । আকুঙ্ক দদৃশে
বাল-রূপং তস্তাবিশমুখে । প্রবিষ্টঃ কঠমার্গেণ
মহায়ামং মহোদবম্ । ৩২ । তজ্জাসৌ দদৃশে বিপ্রো
ভুবনানি চতুর্দশ ব্রহ্মাদিদিকৃপালশুরান্ সিদ্ধ-
গন্ধর্বরাক্ষসান্ । ৩৩ । স্বধীন দিব্যস্বধীশৈব
ভূতলং সাগবাক্তিতম্ । নানা তৈর্নদীভিঃ পর্বতৈঃ

মেঘ বর্তমান ব্রহ্মরূপ বিদ্যমান, জগৎপ্রপঞ্চের
হেতুভূত বিশ্বকর্পী আপনার সেই আধ্যাত্মরূপের
আশ্রয় কবিতেছি । হে লক্ষীপতে । আমি বাত্যা-
রুষ্টি দ্বারা নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছি, এই ভীষণ
একধর্মে বিন্দুমাত্রও থাকিবাব স্থান পাইতেছি না,
হে বিবেক । জগন্নাথ । আমি সংসারসাগরে মগ্ন,
আমাকে রক্ষা করুন,—হে গোবিন্দ । কৃপাপাদ-
দৃষ্টি দ্বারা আমাকে এই সংসারসাগর হইতে
উদ্ধার করুন । জী কহিলেন,—ব্রহ্মবি মার্কণ্ডেয়ের
স্তব শ্রবণে সাক্ষাৎ নাবায়ণ বিষ্ণু করুণাকটাকপাত
দ্বারা তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন,—হে মার্কণ্ডেয় ।
তুমি চিন্তিতে না পারিয়া পূর্বে আমার যে ছকর
স্তব কবিয়া অতি দুঃখিত হইয়াছিলে, তাহাতেই
দীর্ঘায়ু লাভ কাব্যছ । এই কল্প-বটের উচ্চদেশে
পত্রপুটকে সকলের কালান্ধা বালকসদৃশ যিনি
শয়ন কবিয়া আছেন, তাঁহাকে দর্শন কর । ইহার
যে বিস্তৃত বদন, তাহাতে তুমি অবস্থান করিতে
পারিবে । ১৭—৩০ । মার্কণ্ডেয় ভগবানের এই বাক্য
শ্রবণে বিস্মিতবদন হইয়া বৃক্ষে আরোহণানন্তর
সেই বালকের রূপ দর্শনপূর্বক তাহার মুখে প্রবেশ
করিলেন । অনন্তর কঠমার্গদ্বারা তাঁহার বিস্তৃত
মহোদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে চতুর্দশ ভুবন ও
ব্রহ্মাদি দিকৃপাল ও দেবগন্ধর্ব-রাক্ষসগণ, পবি

কনিষ্ঠৈঃ ৩৪ ॥ লক্ষিতং গন্তনপুরগ্রামকর্ষটকৈ-
রুতম্ । পাতালানি তথা সপ্ত নাগকন্তাঃ সহস্রাঃ ॥
৩৫ ॥ মহার্ঘপুরসৌধৈশ্চ সুধালেপৈঃ সমুচ্ছলৈঃ ।
অনর্ঘমণিভির্নাগৈঃ সেবিতুং পরমাত্মতম ॥ ৩৬ ॥
জগতাং ধারিণং শেষং সহস্রকণমণ্ডিতম্ । ব্যাকর্তার-
মংশেবাণাং শাস্ত্রাণাং শিষ্যমধ্যগম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ডো-
দয়গং বস্ত্র যৎ কিকিৎ পরমেষ্ঠিনা । সৃষ্টং সর্বং
দদর্শাসৌ তৎকুরুকৌ স মহামুনিঃ ॥ ৩৮ ॥ নাপশুদন্তং
তৎকুরুকৌ ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ ॥ ৩৯ ॥ ততো বিনিভ্রম্য
পুনর্দৃশে চ ময়া সহ । পূর্বমালক্ষিতং যদ্ যদাঙ্কিতং
পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ বিশ্বয়োৎফুল্লনয়নঃ প্রণিপত্যেদ-
মুক্তবান্ । ভগবন্ দেবদেবেশ কিমদ্ভুতমিদং প্রভো ॥
৪১ ॥ মহাপ্রলয়সংরোধে সৃষ্টিরত্র বিভাব্যতে ।
ত্বয়া হুরবচ্ছেদ্যা কথং বিজ্ঞায়তে ময়া ॥ ৪২ ॥
শ্রীভগবানুবাচ । মূনে ক্লেভমিদং চিত্রং শাশ্বতং মে
বিভাবয় 'ন সৃষ্টিপ্রলয়াবত্র বিদ্যেতে ন চ সংসৃতিঃ ॥
৪৩ ॥ সর্দৈকরূপং পুরুষোত্তমাখ্যং মুক্তিপ্রদং মামিহ

সম্ভবম্ । অত্র প্রবিষ্টো ন পুনঃ প্রযাতি গর্তস্থিতিং
সান্তমুখরূপঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যাক্রোশো ভগবতা
মার্কণ্ডেযো মহামুনিঃ । অত্র বাসং করিষ্যামীত্যু-
তীর্ণপরাধুখঃ ॥ ৪৫ ॥ উবাচ শ্রিতধীর্বিষ্ণুঃ ভক্তি-
শ্রদ্ধামুদাহিতঃ । অমুগৃহীষ ভগবন্ ক্লেভে জীপুরুষো-
ত্তমে । যথা স্থিতো মৃত্যুবশং ন ত্রেজে পুরুষোত্তমে ॥
৪৬ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । অত্র স্থিতিস্ত বিপ্রর্ষে ক্লেভে
মোক্ষপ্রসাধকে । করিষ্যামি ন সন্দেহো যাবদাহুত-
সম্ভবম্ ॥ ৪৭ ॥ লয়াবসানে তীর্থং তে রচয়িষ্যামি
শাশ্বতম্ । যত্তীরে তপ আশ্রায় মদ্বিতীয়তম্নঃ
শিবম্ । আবাধ্য মদমুক্শোশান্মৃত্যুং জেষ্যসি
নিশ্চিতম্ ॥ ৪৮ ॥ জৈমিনিরুবাচ । এবং পুরা দন্তবরো
মার্কণ্ডেযো মহামুনিঃ । স্ত্রোগোধপবনাশ্রাং খাতং
চক্রে স বৈ হবেঃ ॥ ৪৯ ॥ পাবনং গর্তমাশ্রায়
পূজয়িত্ব মহেশ্বরম্ । মহতা তপসা বিপ্রো জিতবান্
মৃত্যুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥ মূনেস্তশ্চৈব নান্যায়ং প্রখ্যাতো গর্ত
উত্তমঃ । অত্র গ্রাহ্য শিবং দৃষ্ট্বা বাজিমেধকলং
লভেৎ ॥ ৫১ ॥ শ্রীকুবাচ । পঞ্চকোশমিদং ক্লেভং

এবং দেবর্ষিগণ, সমাগবা পৃথ্বী, নানাভীর্থ, নদী,
পর্বত, কানন, ইত্যাদিতে লক্ষিত এবং নগর, পুর,
গ্রাম, কর্ষট, অর্থাৎ দ্বিশত গ্রাম, তন্মধ্যে মনোহর
স্থান সকল এবং সপ্ত পাতাল, সহস্র নাগকন্তা,
সুধালেপদ্বারা দীপ্তিবিশিষ্ট মহামূল্য পুরাঙ্কিত
সৌধ অর্থাৎ রাজসদন ও মস্তকে বহুমূল্য-
মণিবিশিষ্ট নাগগণ কর্তৃক সেবিত জগদ্ধারী সহস্র
কণাতে ভূষিত পরম অদ্ভুত অনন্তদেব, শিষ্যগণ
মধ্যে অশেষ শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা, ব্রহ্মাণ্ডের মব্যে
যেসকল বস্ত্র ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎসমুদায়
সেই বালকের কৃষ্ণিমধ্যে দর্শন করিয়াছিলেন ।
মুনি তাঁহার কৃষ্ণিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াও অস্ত-
দর্শন করিতে পারেন নাই । তদনন্তর বুকি
হইতে নির্গত হইয়া পুনর্বার আমাব সহিত পুরুষো-
ত্তমকে পূর্বের স্থায় দর্শন করিলেন । মুনি বিশ্বয়-
বিকসিত নয়নে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন,—হে
দেব-দেবেশ ! ইহা কি আশ্চর্য, মহা প্রলয়কালে
এই সৃষ্টি আপনার কৃষ্ণি দেশেই অবস্থিত হয়,
অতএব তোমার ময়া হুচ্ছেদ্যা ; আমি কি প্রকারে
তাহা জ্ঞাত হইব । ভগবান্ কহিলেন,—হে মূনে !
আমার এই আশ্চর্য ক্লেভ নিত্য, ইহা ভাবনা
কর । ইহাতে সৃষ্টি, প্রলয় ও সংসৃতি নাই ।
নিরন্তর একরূপ পুরুষোত্তম নামক আমাকে
মুক্তিপ্রদ বোধ করিয়া যে ব্যক্তি এখানে প্রবিষ্ট

হয়, সেই ব্যক্তি সান্তমুখ স্বরূপ হইয়া পুনরায় গর্ত-
স্থিতি প্রাপ্ত হয় না । মহামুনি মার্কণ্ডেয় ভগ-
বানের এই আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 'এই ক্লেভেই বাস
কবিব, অস্ত্র তীর্থে যাইব না' এই বুদ্ধি স্থিতি করিয়া
ভক্তিশ্রদ্ধাতে হৃদিত হইয়া এই কথা, বিষ্ণুকে
কহিয়াছিলেন,—হে ভগবন । আমাকে এই অমু-
গ্রহ করুন, তাহাতে পুরুষোত্তম ক্লেভে বাস করিয়া
মৃত্যুব বশতাপন্ন না হই । ভগবান্ কহিলেন,—হে
বিপ্রর্ষে । মহাপ্রলয় পর্যন্ত এই মুক্তিসাধক ক্লেভে
আমি স্থিতি কবিব, তাহাতে সন্দেহ নাই । মহা-
প্রলয়াবসানে তোমার নিমিত্ত একটি নিত্যতীর্থ
রচনা করিব, তাহার তীরে তপস্বী করিয়া আমার
দ্বিতীয়তম্ন যে শিব, তাঁহাকে আরাধনা করিলে আমার
অমুগ্রহে নিশ্চয়ই মৃত্যুকে জয় করিবে । জৈমিনি
পুনরায় কহিলেন, এই প্রকার পূর্বকালে মার্কণ্ডেয়
মুনি বরপ্রাপ্ত হইয়া বটবৃক্ষের বায়ুকোণে হরির
খাত প্রস্তুত করিয়া সেই গর্তকে আশ্রয়পূর্বক মহা-
দেবের পূজনানন্তর মহৎ তপস্বীদ্বারা শীঘ্রই মৃত্যুকে
জয় করিয়াছিলেন । সেই গর্তটী মার্কণ্ডেয় খাত
বলিয়া খ্যাত আছে । তাহাতে জ্ঞানানন্তর শিবকে
দৃষ্টি করিয়া লোক অবমেধ যজ্ঞের কলমাত
করে । শ্রী কহিলেন,—এই সমুদ্রমধ্যবর্তী ক্লেভ

সমুদ্রাভ্যবস্থিতম্ । বিক্রোশঃ তীর্থরাজস্ত তটভূমৌ
সুনির্মলম্ ॥ ৫২ ॥ সুবর্ণবালুকাকীর্ণঃ নীলপর্বত-
শোভিতম্ । যোহসৌ বিশেষরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণ-
প্রভুঃ ॥ ৫৩ ॥ সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ ।
উপাসিতং জগন্নাথং চতুঃষষ্টিতমঃ প্রভুঃ ॥ ৫৪ ॥
যমেশ্বর ইতি খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ । যং দৃষ্ট্বা
পূজয়িত্বা তু কোটিশিবলিঙ্গলং লভেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জৈমিনিঋষিসংবাদে
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকবাচ । পঞ্চকোশমিদং ক্ষেত্রং সমুদ্রাভ-
ব্যবস্থিতম্ । ত্রিকোশং তীর্থরাজস্ত তটভূমৌ
সুনির্মলম্ । সুবর্ণবালুকাকীর্ণঃ নীলপর্বতশোভিতম্ ॥
১ ॥ যোহসৌ বিশেষরো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ
প্রভুঃ । সংযম্য বিষয়গ্রামং সমুদ্রতটমাশ্রিতঃ ॥ ২ ॥
উপাসিতং জগন্নাথং চতুর্ভুগলপ্রদম্ । তচ্ছূহা
বচনং সম্যক্ যমঃ প্রাপুজয়চ্ছিবম্ । যমেশ্বর ইতি
খ্যাতো যমসংযমনাশনঃ । যং দৃষ্ট্বা পূজয়িত্বা তু
তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহার বিস্তার পঞ্চকোশ । এই
পঞ্চকোশের মধ্যে সমুদ্রতটবর্তী দুই কোশ অতি
পবিত্র ; উহা সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ এবং নীলাচল-
দ্বারা শোভিত । ঐ যে সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী দেব
বিশেষর,—যম-ভীতিনিবারক বলিয়া যিনি যমেশ্বর
বলিয়া খ্যাত, ঐ চতুঃষষ্টিতম প্রভু বিষয়বান । সংযত
করিয়া জগন্নাথের উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্র-
তটে অবস্থিতি করিতেছেন, উহার দর্শনে এবং পূজনে
কোটিশিবলিঙ্গ পূজার ফল লাভ হয় । ৩১—৫৫ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

লক্ষ্মী কহিলেন,—এই ক্ষেত্রের পরিমাণ পঞ্চ-
কোশ, এবং সমুদ্র পর্যন্ত অবস্থিত । তাহার মধ্যে
তীর্থরাজ সমুদ্রের তটভূমিতে সুবর্ণবালুকাতে আবৃত
এবং নীলপর্বতে শোভিত, তিন কোশ পরিমিত
স্থান অত্যন্ত নির্মল । তথায় বিশেষর দেব ইন্দ্রিয়
সংযম করিয়া চতুর্ভুগলপ্রদাতা জগন্নাথ সাক্ষান্নারায়-
ণরূপে উপাসনা করিবার নিমিত্ত সমুদ্রতটে আশ্রয়
করিয়া আছেন । যম সেই বচন শ্রবণ করিয়া
নিমিত্তে সম্যক্ প্রকারে পূজা করিলেন । যমের

কোটিশিবলিঙ্গলং লভেৎ ॥ ৩ ॥ সীমাশ্রীতী ক্ষেত্রস্ত
শঙ্খাকারস্ত মুখনি ॥ ৪ ॥ সর্বকামপ্রদো দেবঃ স
আন্তে বৃষভধ্বজঃ । শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠঃ স্তাদেতৎ
কোশঃ সুহৃৎ ॥ ৫ ॥ পুরমংপাবনং ক্ষেত্রং সাক্ষা-
ন্নারায়ণস্ত বৈ । সিদ্ধরাজস্ত সলিলাদ্ বাবয়ন্ত
বটস্ত বৈ । শঙ্খস্তোদরভাগস্ত সমুদ্রোদকসম্প্লুতঃ ॥
৬ ॥ যৎসম্পর্ক্য সমুদ্রোহত্র তীর্থরাজসমা-
গতঃ ॥ ৭ ॥ যথায় ভগবান্ মুক্তিপ্রদো দৃষ্টিপথঃ
গতঃ । (সুহৃৎভং যদ্রিতয়মেকৈকং মুক্তিসাধনম্ ।)
তথৈদং মরণাৎ ক্ষেত্রং সিদ্ধুন্নানাদিমুক্তিদম্ ॥ ৮ ॥
চিহ্নে ব্রহ্মণঃ পূর্বং রুদ্রঃ ক্রোধান্তু পঞ্চমম্ ।
তচ্ছিরো হস্ত্যাজং গৃহ্ন ব্রহ্মাণ্ডং পরিব্রজে ॥ ৯ ॥
অত্রাগতো যদা ব্রহ্মকপালং পরিমুক্তবান্ । কপাল-
মোচনে ভূত্বা দ্বিতীয়াবর্তসংস্থিতঃ । কপাল-
মোচনং পশ্চোৎ প্রণমেৎ পূজয়েচ্চ যঃ । ব্রহ্মহত্যা-
পাপানাং কঙ্কুং গিহতাসৌ ॥ ১১ ॥ তদ্য দক্ষিণ-

সংযম নষ্ট করেন বলিয়া সেই শিবের নাম যমেশ্বর ;
তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে কোটিশিবপূজনের
ফল লাভ হয় । ক্ষেত্রের আকার শঙ্খের স্থায়,
তাঁহার মস্তকে পশ্চিম সীমা । ঐ শঙ্খাকার ক্ষেত্রের
অগ্রে নীলকণ্ঠ নামে শিব অবস্থিত আছেন, এই
কোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুহৃৎভ । ইহা সাগরের জল
হইতে বটরূপের মূল পর্যন্ত বিস্তৃত । সাক্ষান্নারায়-
ণের এই ক্ষেত্রটি পরম পবিত্র, ঐ শঙ্খের উদর
ভাগটি সমুদ্রের জলে নিমগ্ন । উহার সংসর্গে এই
স্থানে সমুদ্র সকল তীর্থের প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন ।
যেমন এই ভগবান্ দর্শনপথগত হইলে মুক্তি প্রদান
করেন, তদ্রূপ এইক্ষেত্রে মরণ ও সিদ্ধিতে স্নানও
মোক্ষদান করেন ; অতএব ভগবানের দর্শন, ক্ষেত্রে
মরণ ও সিদ্ধিতে স্নান এই তিনটি প্রত্যেকে মুক্তির
সাধন ও অতি হৃৎপ্রদ । ইতিপূর্বে মহাদেব ক্রোধান-
বিত হইয়া ব্রহ্মার পঞ্চমমুখচ্ছেদন করিয়া অত্যাজ্য
সেই মস্তক গ্রহণপূর্বক ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করত এখানে
আগমন করিয়া শঙ্খাকার ক্ষেত্রের দ্বিতীয়-আবর্ত
বেষ্টন স্থানে সেই কপাল পরিত্যাগ করিয়াছেন,
তাঁহাতে সেই ব্রহ্মকপাল কপাল-মোচন নামে শিব
হইয়াছেন । যে ব্যক্তি সেই কপালমোচন শিবকে
দর্শন, পূজন ও প্রণাম করে, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা পাপের
কঙ্কু পরিত্যক্ত হয় । ১—১১ । ঐ কপালমোচনের

• শ্রীকবাচেন্দ্রিয়াদি লভেনিত্যাদি এবং মুখী-
মুক্তির পুঙ্খকে ন লভ্যতে ।

পার্শ্বে তু মরণং ভবমোচনম্ ॥ ১২ ॥ তৃতীয়াবর্ত-
গামাদ্যাং শক্তিং মে বিমলাবয়াম্ । জানীহি ধর্মরাজ-
কং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদাম্ ॥ ১৩ ॥ য ইমাং পূজয়েদ-
জ্ঞাত্য প্রণমেৎ কীর্তয়েত বা । সর্বান কামান-
বাঞ্ছোতি মুক্তিকাস্তে চ বিন্ধতি ॥ ১৪ ॥ নাভিদেশে
স্থিতং হেতুভয়ং কুণ্ডং বটো বিভূঃ । কপাল-
মোচনাদ্যাবদঙ্কানী প্রতিষ্ঠিতা ॥ ১৫ ॥ মধ্যাং
শব্দস্ত জানীয়াৎ শৃণুগুণং চক্রপাণিনা । অঙ্কমশ্রুতি
সলিলং মহাপ্রবলমবধিতম্ ॥ ১৬ ॥ সৃষ্টাদৌ ধর্ম-
রাজৈয়ং শক্তির্বেদক্যাংশিনী স্মৃতা । তাং দৃষ্ট্বা
প্রণমেদ্যস্ত ভোগান সৌহৃদ্যমতি শাস্ততান্ ।
সিদ্ধুরাজস্ত সলিলাদ্যাবয়লং বটস্ত বৈ । কীট-
পক্ষিমহুব্যাণাং মরণানুজ্ঞাদৌ মতঃ ॥ ১৮ ॥ অন্তর্বৈদৌ
দ্বিয়ং পুণ্যা বাজ্যতে ত্রিদশৈরপি । অত্র স্থিতাং
হি পশ্যন্তি সর্বাংশচক্রাঙ্কধারিণঃ ॥ ১৯ ॥ পৃথিব্যাং
যানি তীর্থানি গগনে চ ত্রিপিষ্টপে । সার্কত্রিকোটি-
সংখ্যানি স্বর্গমোক্ষপ্রদানি বৈ ॥ ২০ ॥ তেষামগং
তীর্থরাজঃ কীর্তিতঃ পুরুষোত্তমঃ । সর্বেষাং মুক্তি-
ক্ষেত্রাণামিদং সাযুজ্যদং মতম্ ॥ ২১ ॥ অত্র স্থিতা

ন শোচন্তি জরাজন্মমুতিষপি ॥ ২২ ॥ 'কুণ্ডং হেতু-
জ্যোতির্মাধ্যং কারণাধ্যাজলেন বৈ । সঙ্কৃতং তিষ্ঠতে
নিত্যং স্পর্শনাধকমুক্তিদম্ ॥ ২৩ ॥ অত্র প্রতিষ্ঠিতং
বারি প্রলয়ে যৎ প্রবর্ততে । অত্রৈব লীলতে
পশ্যাৎ তস্মাদ্রোহিনসংজিতম্ ॥ ২৪ ॥ তস্মাদ্ভে-
নাত্ৰ চিন্তাস্ত স্বাধিকারবিপর্যয়ে । মোক্ষাধি-
কারিণামত্র নেশ্বরভুং পরেতরাট্ ॥ ২৫ ॥ ধর্ম-
রাজং সমাদিশু লক্ষ্মীরেবং পুরঃ স্থিতম্ । ব্রহ্মাণ-
মাহ জগতামহা সপ্রশ্রয়ং গিরা ॥ ২৬ ॥ পিতামহ
জগন্নাথ বিদিতঃ সর্বমেব তে । মোক্ষদঃ সর্বজন্তু-
নামেতৎ ক্ষেত্রং সমাদিশ ॥ ২৭ ॥ কামাখ্যাং ক্ষেত্র-
পালকং বিমলাকান্তরাহিতাম্ । সাক্ষাদব্রহ্মস্বরূপো-
হসৌ নৃসিংহো দক্ষিণে বিভোঃ ॥ ২৮ ॥ হিরণ্য-
কশিপোর্বকো বিদার্যায় প্রভোজ্জলঃ । দর্শনাদস্ত
নশ্রুন্তি পাতকানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ ভুক্তৈর্মুক্তৈশ্চ
যোগ্যঃ স্ত্রাজ্ঞ কার্য্য বিচারণা । অশ্রাগ্রে সন্ত্যজন্
প্রাণান ব্রহ্মসায়ুজ্যমাণুয়াৎ ॥ ৩০ ॥ যৎকিঞ্চিৎ
কুরুতে কর্ম কোটিকোটিগুণং ভবেৎ । ছায়েষা কল্প-

দক্ষিণপার্শ্বে মরণে আর জন্ম হয় না । * হে ধর্মরাজ !
তঁহার তৃতীয়াবর্ত-সীমায় আমার বিমলা নামে যে
শক্তি আছেন, তিনিও মুক্তিকল প্রদান করেন ।
যিনি ইহাকে ভক্তিভাবে পূজা ও প্রণাম এবং কীর্তন
করেন, তিনি সকল অভিলষিত লাভ করিয়া অস্তে
মুক্তি লাভ করেন । শব্দের 'নাভিদেশে' তিনটি কুণ্ড
এবং অক্ষয়বট ও ভগবান অবস্থিত আছেন । কপাল-
মোচন হইতে শব্দের মধ্য ভাগ পর্যন্ত ঐ ভাগে
অঙ্কানী শক্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন । হে ধর্মরাজ !
মহাপ্রলয়ে বদ্ধিত জলের অঙ্কে সৃষ্টির আদিতে
অশন করেন বলিয়া অঙ্কানী নামে শক্তিটি খাতা
হইয়াছেন । তঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শান্ত
ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় । সিদ্ধুরাজের জল হইতে
অক্ষয়বটের মূলপর্ধ্যন্ত স্থানে কীট, পক্ষী ও মহুব্যা-
দিগকে মরণে ভগবান মুক্তিদান করেন, ভগবানের
অন্তর্বৈদীটি পুণ্যজনক বলিয়া তঁহাকে দেবতারাও
বাছা করেন । এ স্থানে ঈহারা বাস করেন, তঁহারা
সকলকেই ভগবানরূপে দর্শন করেন । পৃথিবী,
গগন ও স্বর্গেও মোক্ষদায়ক যে সার্ক ত্রিকোটি
সংখ্যক তীর্থ আছে, তঁহাদিগের মধ্যে এই পুরুষো-

ত্তম ক্ষেত্রটি সাযুজ্যরূপ মুক্তি দান করেন । এখানে
স্থিত ব্যক্তির জরা, জন্ম ও মরণ-জন্ত শোক প্রাপ্ত
হয় না । এই যে রৌহিন নামে কুণ্ড কারণ-জলে
সর্বদা পরিপূর্ণ আছেন, ইনি স্পর্শন দ্বারা মুক্তি দান
করেন । এই কুণ্ডস্থিত জল প্রলয়কালে বদ্ধিত
হইয়া পশ্চাৎ এই স্থানেই লীন হয়, তাহাতেই ইহার
নাম রৌহিন তীর্থ হয় । অতএব হে যম ! স্বাধিকার
বিপর্যয় হইবে মনে কবিয়া তুমি চিন্তা করিও না,
এই স্থানে কেবল মোক্ষাধিকারীদিগেরই তুমি ঈশ্বর
হইবে না । জগন্নাথ লক্ষ্মী, সম্মুখস্থিত ধর্মরাজ
যমকে এইরূপ আদেশ করিয়া প্রণয়-বাক্যে ব্রহ্মাকে
কাহলেন যে, হে জগন্নাথ পিতামহ ! তুমি সকলই
জান, এই ক্ষেত্র সকল জন্তকে মুক্তি দান করেন ।
এইটি যমকে আদেশ করুন । কামাখ্যা ও ক্ষেত্র-
পাল শিব ইহাদের মধ্যস্থিত বিমলা, ভগবানের
দক্ষিণস্থিত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহ, যিনি হিরণ্য-
কশিপু বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রভার দ্বারা উজ্জল
হইয়াছেন, এই সকল দর্শন করিলে নিঃসংশয় সকল
পাপক্ষয় হয় । আর ভুক্তি ও মুক্তিলাভের জন্ত যোগ্য
হইবে, তত্ত্ব সংশয় নাই ॥ ১২—২৯ ॥ এই নৃসিংহের
অগ্রে প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাপ্তি হয় ও যে,
যেকিছু কর্ম করে, তৎকোটি কোটিগুণ কল লাভ

বৃক্ষস্ত নৃসিংহার্কেণ ভাসিতা । ছায়া হিনস্ত্যবিদ্যাং বা
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো যতে ॥ ৩২ ॥ বেদান্তেষ্ প্রসিদ্ধৈ-
কৈর্বিজ্ঞানৈঃ শ্রবণাদিভিঃ । যুতানাং ত্বর্গভৈর্বিপ্রা
বিনাপ্যত্র বিমোচনম্ ॥ ৩৩ ॥ অবিনুক্তে মুমূর্ষোস্ত
কর্ণমূলে মহেশ্বরঃ । দিশতি ব্রহ্মসংজ্ঞানং বোধো-
পায়ং কৃপানিধিঃ ॥ ৩৪ ॥ তেন বুদ্ধ্যা সমভ্যাস্ত
ক্রমায়োকমবাপ্নুয়াৎ । উপদেষ্টুর্নহি হি তস্ত জ্ঞানং
ন হীযতে ॥ ৩৫ ॥ তত্র ত্যজন্তি যে প্রাণাঃস্তেবাং
তৎকণ এব হি । স্বরূপা জায়তে মুক্তিঃ সংশয়ো
মাশ্ব তে যম ॥ ৩৬ ॥ গতাগতপ্রসক্তানাং কশ্মিনাং
যুচ্চেতসাম্ । বৈবস্বন কদাচিন্নো বিশ্বাসো হত্র
বিদ্যতে ॥ ৩৭ ॥ উৎসৃজ্য বারি গাঙ্গেয়ং স্বাত্ম
শীতং সুনির্মলম্ । পিপাসুঃ পল্লবং যাতি তদ্বতে
যুচ্চেতসঃ ॥ ৩৮ ॥ ভ্রমন্তি তীর্থান্যন্তানি তাক্ষৈতৎ
ক্ষেত্রমুত্তমম্ । কলাশামোদকৈকুপ্তা লভন্তে ভ্রমজং
কলম্ ॥ ৩৯ ॥ স্নানাদকিদৃশা দেবশায়য়া কল্পপাদপঃ ।
যত্র তত্রাপি তৎ ক্ষেত্রং মরণামুক্তিদং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥
যো যত্র কুরুতে ভক্ত্যা বিশ্বাসং বিষয়ে নরঃ । স তু

করে। এই কল্পবটরূপের ছায়া নৃসিংহরূপ স্বর্ঘ্য-
দ্বারা মহাদীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। একে ছায়া অত্র
জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতঃ মরিলেও ঐ ছায়াকে
নষ্ট করে, সুতরাং মুক্তিলাভে কোন সংশয় নাই।
হে মুনিগণ! যুটব্যক্তিগণের পক্ষে ত্বর্গভ যে বেদান্ত-
প্রসিদ্ধ শ্রবণাদি বিজ্ঞান, তদ্ব্যতিরেকেও এ স্থলে
মুক্তিলাভ হইবে। বারাগসীক্ষেত্রে কৃপানিধি মহে-
শ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণমূলে জ্ঞানের উপায়স্বরূপ ব্রহ্ম-
নাম উপদেশ করেন, তদ্বারা বোধ জন্মিলে অভ্যাস
দ্বারা ক্রমে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। উপদেষ্টার মাহাত্ম্যে
তাহার জ্ঞানের অন্তর্ধাতাব কদাচ হয় না। এই
ক্ষেত্রে যাহারা প্রাণত্যাগ করে, তাহাদিগের তৎ-
কণেই সাক্ষাৎ স্বরূপা মুক্তি জন্মে। হে যম! ইহাতে
সংশয় করিও না। কশ্মকলভোগী কশ্মী, জন্ম ও
মরণে আসক্ত অজ্ঞান ব্যক্তির কদাচ এই ক্ষেত্রে
বিশ্বাস করে না। যে পিপাসু ব্যক্তি স্বাত্ম শীতল
ও নির্মল গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়াও ক্ষুদ্র সরো-
বরে গম্বন করে, তদ্রূপ সকল যুট লোকেয়া এই
উত্তম ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া অন্তান্ত তীর্থে ভ্রমণ
করে, তাহারা কলের অংশরূপ মোদক দ্বারা পরি-
ভূত হইয়া অনন্ত কললাভে আসক্ত হয়। সমুদ্র-
তীরে, ভগবান বিষ্ণুর দর্শনে, কল্পবৃক্ষছায়াতে এবং
এই ক্ষেত্র-স্বাত্মক যে কোন স্থানে মরণে মুক্তি-

ভেদেব যুচ্যেত, নেক্ষ্মং তীর্থমস্তি বৈ ॥ ৪১ ॥
এতন্ত্যক্তান্ততীর্থেব বিদধতি কচিৎ স্বা । মুনঃ
স্বামায়া বিকোবকিতো লোভলালসঃ ॥ ৪২ ॥ উপ-
দেশেন বহনান প্রয়োজনমস্তি তে । প্রত্যক্ষো
হুহুভুতোহয়ং করটো বিকুরপধ্বক্ ॥ ৪৩ ॥ অস্ত-
বেদ্যা রক্ষণার্থং শক্তয়োহষ্টৌ প্রকল্পিতাঃ । উদ্যেণ
তপসা পূর্বমহং কদ্রেণ ভাবিতা ॥ ৪৪ ॥ পশ্চ্যর্থ-
সা ময়া সৃষ্টা গৌরী তস্তান্তি ভাবিনী । সর্বসৌন্দর্য-
বসতির্বপুষো মে বিনির্গতা ॥ ৪৫ ॥ তদাদিষ্টা ময়া
জন্ম বচনং মে প্রিয়ং কুরু । অন্তর্বেদীং রক্ষ মম
পরিপ্লবং স্বমুর্তিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ সাত্ত তিষ্ঠতি মৎ-
প্রীত্যে অষ্টধা দিগ্ সংস্থিতা ॥ ৪৭ ॥ মঙ্গলাবট-
মূলে তু পশ্চিমে বিমলা তথা । শম্বন্ত পূর্বভাগে
তু সংস্থিতা সর্বমঙ্গলা ॥ ৪৮ ॥ অর্দ্ধাশনী তথা লম্বা
কুবেরদিশি সংস্থিতা । কালরাত্রির্দক্ষিণস্তাং পূর্ব-
স্তান্ত মরীচিকা ॥ ৪৯ ॥ কালরাত্র্যন্তথা পশ্চাৎ
চণ্ডরূপা ব্যবস্থিতা । এতাভিকগ্ররূপাভিঃ শক্তিভিঃ

লাভ হয়। ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে ভক্তির
সহিত বিশ্বাস করে, তাহার তাহাতেই মুক্তি লাভ
হয়; অতএব এ প্রকার তীর্থ আর কুতাপি নাই।
যে ব্যক্তি এই তীর্থ পরিত্যাগ করিয়া লোভলালসায়
তীর্থান্তরের অভিলাষ করে, সে নিশ্চয়ই বিকুর নিজ
মায়ার দ্বারা মুক্তিলাভে বঞ্চিত হয়। তোমার প্রতি
আর অধিক উপদেশের প্রয়োজন নাই, যেহেতু
তোমার প্রত্যক্ষই তো দৃষ্ট হইতেছে যে, কাকপক্ষী
বিকুররূপতা ধারণ করিয়াছে। অন্তর্বেদী রক্ষার
নিমিত্ত আমি আটটি শক্তি কল্পনা করিয়াছিলাম,
পরে পত্নীর নিমিত্ত উগ্র তপস্তা দ্বারা মহাদেব কর্তৃক
উপাসিতা হইয়া আমি নিজ শরীর হইতে সর্ব-
সৌন্দর্য-শালিনী গৌরীকে তাহার পত্নীরূপে সৃজন
করিয়াছি। তৎকালে তাঁহাকে আদেশ করিয়া-
ছিলাম,—তদ্রে! আমার বাক্যটি অমুমোদনপূর্বক
তোমার মুক্তিসমূহ দ্বারা এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক
রক্ষা কর। সেই গৌরী আমার প্রীতির-নিমিত্ত
অষ্টপ্রকারমুর্তি ধারণ করিয়া অষ্টদিকে সংস্থিতা হই-
রাছেন। ৩০—৪৭। বটমূলে অগ্নিকোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে
বিমলা, শম্বের পূর্বভাগে বায়ুকোণে সর্বমঙ্গলা,
উত্তর দিকে অর্দ্ধাশনী, উপানকোণে লম্বা, দক্ষিণে
কালরাত্রি, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা
নামে শক্তি আছেন। এই তীর্থলক্ষণা অষ্টশক্তির

পরিষ্কৃতম্ ৫০ । অগ্ন্যুপাসনং পুংসো হি স্থান-
মেতৎ সুহৃদভিঃ ৫১ । এতানামষ্টশক্তীনাং দর্শ-
নাৎ কীর্তনাদৃশং । নষ্টান্তি সর্বপাপানি হৃদমেধকলং
মর্তে ৫২ । ক্রোধাশ্রুত্বা ভেদং দৃষ্ট্বা ক্রোধো-
হপি শব্দরঃ । আশ্বানমষ্টধা কৃৎস্না উপান্তে পরমে-
শ্বরম্ ৫৩ । আরাধ্য তপসা বিষ্ণুং প্রার্থয়েদ্রমুক্ত-
মম্ । যত্র হং তত্র দেবাহং বসে যদি যথাসুখম্ ৫৪ ।
আমৃতো কমলাকান্ত নাশ্তগ্নির্ভূতিকারণম্ । অন্তর্ধামী
প্রভো মে হং হাং বিনা বিগ্রহঃ কৃতঃ ৫৫ । যুগান্তে
তাং ন জানন্তি হৃদ্যন্তি বিষয়ে ওচো । নির্মলাহর-
সঙ্কাশং স্বামহং শরণং গতঃ ৫৬ । জৈমিনিরুবাচ ।
ভগবানপি তং ক্রদ্রং ক্রোদ্ধামিতয়া বিভূঃ । স্থাপয়ামাস
পরিতঃ স্বয়ং মধ্যে ব্যবহিতঃ ৫৭ । কপালমোচনং
কামং ক্রোদ্ধপালং যমেশ্বরম্ । মার্কণ্ডেয়ং তথেশানং
বিজ্ঞেশং নীলকণ্ঠকম্ ৫৮ । বটমূলে বটেশঞ্চ
লিঙ্গান্তর্গতৌ মহেশিতুঃ । তানি দৃষ্ট্বা তথা স্পৃষ্ট্বা
পূজয়িত্বা বিমুচ্যতে ৫৯ । অত্র ক্রোদ্ধে মৃত্যু যে চ
ন তেবাং হং প্রভূর্ধম । যদর্থমাগতস্তং হি তদন্তত্র

দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিতা হইয়াছে ।
অগ্ন্যুপাসনগের এই স্থানটি অতি তুর্লভ । অষ্ট
শক্তির দর্শন ও কীর্তন করিলে সকল পাপক্ষয় ও
অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় । ক্রদ্র তথায় ক্রদ্রাণীর
অষ্টপ্রকার ভেদ দর্শন করিয়া আপনি ক্রদ্ররূপে
আত্মাকে অষ্টধা ভেদ করিয়া পরমেশ্বরের উপাসনা
করিয়াছিলেন এবং বিষ্ণুকে তপস্তা দ্বারা আরাধনা
রয়া এই বর প্রার্থনা করিলেন, হে দেব !
তুমি যে স্থানে সুখেতে বাস করিবে, আমিও
সেই স্থানে বাস করিব । হে কমলাকান্ত !
তোমা ব্যতিরেকে আর কেহ মুক্তির কারণ
নহে, হে প্রভো ! তুমি আমার অন্তর্ধামী । তোমা
বিনা শরীরই সম্ভবে না । তোমাকে জানিতে না
পারিয়া বিষয়রূপ অগ্নিতে মূঢ়েরা হর্ব প্রকাশ করিয়া
থাকে । হে নির্মল মেঘসন্নিভ দেব ! আমি তোমার
শরণাপন্ন হইলাম । জৈমিনি কহিলেন,—ক্রোদ্ধামী
ভগবান্ সেই অষ্ট প্রকার বিভক্ত ক্রদ্রকে সকল
দিকে স্থাপিত করিয়া স্বয়ং মধ্যে অবস্থিত হইলেন ।
কপাল-মোচন (১) কাম (২) ক্রোদ্ধপাল (৩)
যমেশ্বর (৪) মার্কণ্ডেয়েশ্বর (৫) বিজ্ঞেশ্বর (৬)
নীলকণ্ঠ (৭) বটমূলে বটেশ্বর (৮) মহাদেবের
এই অষ্টলিঙ্গ দর্শন স্পর্শ ও পূজা করিয়া সকলে
মুক্তিলাভ করে । অতএব হে যমরাজ ! কেবল

প্রমাণ ৬০ । উপবিষ্ট যমারোহঃ ক্রীকবাচ পিতা-
মহম্ । ভগবন্ ভগবদ্রাতিপদ্যমোনেহবধায়ম্ ৬১ ।
তথাপ্যসৌ জগন্নাথো ভক্তায়াসমর্পকঃ । যমেন
তোষিতো ভক্ত্যা প্রপন্নার্তিহরঃ প্রভুঃ ৬২ ।
সুদর্শনেণ শেষেণ ময়া চ তেহবধাস্ততি ॥ অত্যাভ্য-
হস্মিন্ ক্রোদ্ধবরে স্বর্ণবালুকয়াবৃতঃ ৬৩ । তদ্বয়ং
কথয়িত্বৈবং প্রস্থাপয় স্বমালয়ম্ । সাধু মত্যা ততঃ
প্রাহ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্ ৬৪ । ক্রীকবাচ ।
ইন্দ্রহ্যয়ো নাম রাজা যুগে সত্যে ভবিষ্যতি । বৈষ্ণবঃ
সর্বযজ্ঞানামাহর্ভা শাস্ত্রকোবিদঃ ৬৫ । অত্রাগত্য
মহাভক্তিং করিষ্যতি নৃপোত্তমঃ ৬৬ । ভগবৎ-
শ্রীতয়ে যো বৈ বাজিমৈধসহস্রকম্ । করিষ্যতি
প্রজানাথস্তদুগ্রহকারণাৎ ৬৭ । একদাক-সমুৎ-
পন্নচতুর্কী সন্তবিষ্যতি ৬৮ । দারবপ্রতিমা নানা
বিষকর্ণা ঘটয়তি । প্রতিষ্ঠাপয়িতা হং হি ইন্দ্র-
হ্যয়প্রসাদিতঃ ৬৯ । অস্মাকং সদৃশীনাঞ্চ প্রতি-
মানাং পিতামহ । যদাজাতঃ প্রতিষ্ঠাহি ঘটনা চ

এই ক্রোদ্ধে মৃতদিগের তুমি প্রভু নহ, নচেৎ যে
নিমিত্ত আগমন করিয়াছ, তাহা অন্ত্র সিদ্ধ করিতে
পারিবা । লক্ষ্মীদেবী যমকে এই প্রকার উপদেশ
করিয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিলেন ।—হে
ব্রহ্মন ! অবধারণ করুন, আপনি ভগবানের নাতি-
পদ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তথাপি এই জগন্নাথ
ভক্তব্যক্তিকে আত্মসমর্পণ করেন এবং শরণাগত
ব্যক্তির ক্রেশ দূর করেন । এই হেতুক প্রভু যম
কর্তৃক ভক্তিপূরক তোষিত হইয়া আপনাকে এইকথা
কহিতে উদ্যত আছেন । সুদর্শন, অনন্তদেব ও আমি
(লক্ষ্মী) আমাদিগের সহিত এই অত্যাভ্য ক্রোদ্ধে
সুবর্ণ-বালুকায় আবৃত হইয়া অবস্থান করিবেন । এই
কথা আপনি যমকে বলিয়া তাহাকে স্বীয়ালয়ে
প্রেরণ করুন । শ্রী এই কথা উত্তম মনে করিয়া
সম্মুখস্থ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ
ও সকল যজ্ঞের আহর্ভা এবং শূদ্রে পণ্ডিত ইন্দ্রহ্যয়
নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন ; তিনি তৎকালে
এই স্থানে আগমন করিয়া এই ক্রোদ্ধে মহাভক্তি
প্রকাশ করিবেন । সেই প্রজানাথ ভগবানের উৎ-
পন্ন শ্রীতির নিমিত্ত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন ।
ভগবান্ তাহাকে অগ্রগ্রহ করিয়া একটি দাক্ষতে
উৎপন্ন হইবেন । বিষকর্ণা ঐ দাক্ষপ্রতিমার ঘটনা
করিবেন, তুমি ইন্দ্রহ্যয়প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই প্রতিমা
সকল প্রতিষ্ঠিত করিবা । হে পিতামহ ! আমা-

অবিদ্যাতি । ১০ । জৈমিনিকবাচ । ইতি কথা
 শ্রীমো কাক্যং চতুর্বিংশো যমশ্চ সঃ । স্বঃ স্বঃ পুং
 জগদুন্তো মূদা পরময়া বুভো । ১১ । কেজন্ত
 মহিমানন্ত্যঃ সংসৃত্য চ মুহুর্জঃ । বিশ্বয়েন চ
 হর্ষণে রোমাঞ্চাকিতবিগ্রহো । ১২ । সাম্প্রতং মুনয়-
 স্তস্মিন্নিস্তদ্ব্যপ্রসাদিতঃ । শঙ্খচক্রধরঃ শ্রীমান
 নীলজীমূতসন্নিভঃ । ১৩ । নীলাচলগুহাস্তহো
 বিভ্রদাক্রময়ং বপুঃ । আস্তে লোকোপকারায় বলেন
 চ সুভদ্রয়া । ১৪ । সুদর্শনেন চক্রং দাক্ষণা নিষ্ক্রি-
 তেন চ । সহিতঃ প্রণতাত্মনা নাননঃ ককর্ণার্ণবঃ ।
 ১৫ । যঃ দৃষ্টা পাপবন্ধেন সুদৃঢ়েন বিমূঢ়্যতে ।
 সুকর্ষোষপরীপাকো যুগপৎ সমুপস্থিতঃ । ১৬ ।
 পঞ্চতাং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাস্তাপত্রয়সুধানিধিম্ । বহবো
 হুবতারা হি বিবেকাদিব্যাচ মাভূষাঃ । ১৭ । অত্য-
 দ্ভুতানি কৰ্ম্মাণি মাহাত্ম্যাং চাপি বর্ণিতম্ । পারি-
 চিত্যামুদ্রব্যাস্ত ন মন্তন্তে সুরা অপি । ১৮ ।
 দেবাসুরমহুধ্যাণাং গন্ধর্বোরগরক্ষসাম্ । তিরচ্চা-
 মপি ভো বিপ্রাস্তস্মিন দাক্রময়ে হরৌ । সর্বাভূতে
 বসতি চিত্তং সর্বসুখাবহে । ১৯ । উপজীব্য তমে-

দিগের সদৃশ প্রতিমা তোমার আজ্ঞাধারা প্রতিষ্ঠা ও
 ঘটনা হইবে । মহর্ষি জৈমিনি কহিলেন—লক্ষ্মী-
 দেবীর এই বাক্য ব্রহ্মা ও যমরাজ অব্যর্থক পরম-
 শ্রীতি লাভ করিয়া কেজন্তের অনন্ত মহিমা পুনঃপুনঃ
 স্মরণপূর্বক বিশ্বয় ও আনন্দে রোমাঞ্চিতশরীরে
 স্বীয় স্বীয় পুরে প্রত্যাগমন করিলেন । হে মুনিগণ !
 ইদানীং সেই কেজন্তে নীলমেঘসদৃশ শঙ্খচক্রধারী
 ভগবান্, ইন্দ্রহ্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া নীলাচলের
 গুহামধ্যে বলরাম সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্রের সহিত
 দাক্রময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া লোকদিগের উপকারের
 নিমিত্ত অবস্থিত হইয়াছেন । তিনি দয়াসাগর এবং
 প্রণত ব্যক্তিদিগের বিপদনিবারক । যাহাকে
 দর্শন করিলে সুদৃঢ় পাপবন্ধন ছিন্ন হয়, হে মুনিশ্রেষ্ঠ-
 গণ ! জিতাপহরণ বিষয়ে সুধাকর স্বরূপ সেই
 ভগবান্কে দর্শন করিলে যুগপৎ সংকর্ষের কলসমূহ
 উপস্থিত হয় । ভগবান্ বিষ্ণুর এইরূপ দিব্য ও
 মাহুর্ষ বহুবিধ অবতার, অত্যদ্ভুত কৰ্ম্মসমূহ এবং
 অতুল মহিমা বর্ণিত হইয়াছে । মহুর্ষাগণ,—এমন
 কি দেবগণও তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন
 না । হে মুনিগণ ! দেব, দৈত্য, মানব, গন্ধর্ব,
 ঋক্ষ, রাক্ষস ও তিথ্যক জাতি, সকলেরই চিত্ত
 সর্বদা আকৃষ্ট করিয়া সেই দাক্রময় হইতে

বাঁশঃ বস্ত্রানন্দস্বরূপিণঃ । ব্রহ্মণঃ ক্রতিবাগাধেত্যো-
 তৎ তজ্জাহত্বমতে । ৮০ । ব্যোতি সংসারতুখানি
 দদাতি সুখমব্যয়ম্ । তস্মাদাক্রময়ং ব্রহ্ম বেদান্তে-
 যুগ্মীয়তে । ৮১ । কৃতেনাকৃততাপিপ্র কদাচিৎপ্রোপ-
 লভ্যতে । ন হি কাষ্ঠময়ী মোক্ষঃ দদাতি প্রতিমা
 কচিং । আকৃতেহ্যপবর্গস্ত কৃতাত্মা দাক্রণঃ কথম্ ।
 ৮২ । অধিষ্ঠানং বিনা ব্রহ্ম সুখৈর্বেদোপলভ্যতে ।
 রহস্তমেতৎ পরমং বিবেকঃ স্থানমহুস্তমম্ । ৮৩ ।
 অলৌকিকী সা প্রতিমা লৌকিকীতি প্রকাশিতা ।
 কুত ক্রতা বা দৃষ্টা বা প্রতিব্যবহরেদिति । ৮৪ ।
 ইন্দ্রহ্যায় স বরং তদা দাক্রবপুর্দদৌ । ৮৫ ।
 দীনানাথৈকশরণং তরণং ভববারিধেঃ । চরাচর-
 সদাবন্দ্য-চরণং তং পরায়ণম্ । ৮৬ । নারায়ণং
 জগদ্যোনিং সৃষ্টি-সংহতিকারণম্ । মোক্ষণং
 সর্বপাপানাং দারণং সকলাপদাম্ । ৮৭ । বিভূতীনাং
 বিসরণং বরণং সৰ্বভাগিণাম্ । তরণং সর্বজন্তুনাং

অনুরক্ত ও একান্ত তৎপর । আনন্দস্বরূপ সেই
 ব্রহ্মের জীবরূপ অংশে জীবের জন্ম হয়, সেই জীবে-
 রাই ব্রহ্মকে এই দাক্রময় বিগ্রহে অনুভব করেন,
 ইহা ক্রতিবাক্যে প্রকাশিত আছে । এই বিগ্রহ
 সংসারের তুঃখসকল বিনাশ ও অব্যয় সুখপ্রদান
 করেন, এই নিমিত্ত বেদান্তে দাক্রময় ব্রহ্ম বলিয়া
 কীর্তন করিয়াছেন । কেবল কাষ্ঠময়ী প্রতিমা কখন
 মুক্তি দিতে পারেন না । হে বিপ্র ! যাহা কৃত্রিম,
 তাহা হইতে অকৃত্রিম মোক্ষ কিরূপে লভ্য হইয়া
 থাকে ? যে মোক্ষ স্বভাবসিদ্ধ অকৃত্রিম হইতে
 লভ্য হয়, তাহা কৃত্রিম প্রতিমা হইতে কি প্রকারে
 সম্ভবে ? অতএব আশ্রয় বিনা ব্রহ্মকে সুখে
 লাভ করা যায় না, এই কারণেই বিষ্ণুর এই
 পরম গোপনীয় স্থান । সেই অলৌকিকী প্রতিমা
 লৌকিকী বলিয়া প্রকাশিতা আছেন ; কোন স্থানে
 ক্রতা, কোথাও বা দৃষ্টা হইয়াছেন । ৮৮—৮৯ । মহর্ষি
 জৈমিনি মুনিদিগকে বলিয়াছিলেন ; সেই দাক্রময়-
 শরীর ইন্দ্রহ্য রাজাকে বর দিয়াছিলেন । যিনি দীন
 অনাথ ব্যক্তিদিগের একমাত্র রক্ষক, সংসার-সাগর
 হইতে উত্তরণের একমাত্র উপায় এবং সকলেরই
 একমাত্র অবলম্বন, নিখিল চরাচর সর্বদা যাহার
 চরণ বন্দনা করিয়া থাকে, যিনি সৃষ্টি ও সংহারের
 কারণ, নিখিল পাপমোচনের উপায়, নিখিল আপ-
 দেয় নিবারক, বিভূতিবর্ধক, বিষমভোগীদিগের
 অসীমপ্রিয়, নিখিল জন্তুর প্রতিপালনকর্তা এবং

ধর্মঃ জগতামপি । ৮৮ । ভাষণঃ সর্বভাষণাঃ
দুঃখঃ সর্বদুঃখতাম্ । শোষণঃ সর্বশোণানাং নীলাজি-
শরণঃ হরিম্ ॥ ৮৯ ॥ শরণং প্রয়াত মুনয়ো হনন্ত শরণং
বিভুঃ । নিশ্চেষ্টো দারুণশ্রমো দিব্যলীলাবিলাসকৃৎ ॥
৯০ ॥ কমতে স্বল্পভক্ত্যপি সৌহৃদ্যপরাধশতং নৃণাম্ ।
অত্র বঃ কথয়িষ্যামি চরিতং পাপনাশনম্ ॥ ৯১ ॥
লীলয়া দারুদেহস্ত মুনয়ঃ পরমাশ্রয়ঃ । কুরুক্ষেত্র-
সমুদ্ভূতো ব্রাহ্মণকত্রিয়াবৃত্তো ॥ ৯২ ॥ সখায়ো জন্মতঃ
কৃত্য একাহারবিহারিণো বৃত্তচ্যুতো নিষিক্তানামা-
হৃত্যো বিমোহিতো ॥ ৯৩ ॥ অস্বাধ্যায়বট্কারো
স্বধায়াবিবর্জিতো । অপাত্রভূতো ধর্মশ্রমমহাপাতক-
দূষিতো ॥ ৯৪ ॥ মধুকীবো পণ্যযোগিৎ-সহবাসো
মুদারিতো । পারলৌকিকচিন্তা তু তয়োঃ স্বপ্নেহপি
নাগতা ॥ ৯৫ ॥ এবং বিবর্তমানো তাবায়মোহকঃ
বিনিমিত্তঃ । একদা ভ্রমমাণো তো যজ্ঞবাটমগচ্ছতাম্ ॥
৯৬ ॥ শৃংখলো দূরতঃ স্রোতঃ শস্তশব্দমনোহরম্ ।
দৃষ্টা তাস্তাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ ক্রতীসকোদিতা দ্বিজাঃ ॥
৯৭ ॥ তো তদা চক্ৰতঃ শ্রদ্ধাং ধর্মো বহুশ্রদ্ধাশ্রিতকো ।
সংস্রবন্তো স্বজাতিং তো পুণ্ডরীকাস্বরীষকো ॥ ৯৮ ॥

জগতের ধাতা, যিনি নিখিল ভাষায় অভিজ্ঞ, নিখিল
পাপ-নিবারণে সক্ষম, সর্ববিধ পঙ্কের শোষক,—হে
মুনিগণ ! তোমরা সেই জগদ্যোনি প্রভু নীলাচল-
স্থিত নারায়ণের শরণাপন্ন হও । তিনি চেষ্টাবিহীন
কাঠময়বপু হইয়াও বিবিধ দিব্য লীলা করিয়া
থাকেন । অল্পমাত্র ভক্তি করিলেই তিনি মনুবা-
দিগের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন । হে
মুনিগণ ! এই স্থলে তোমাদিগের নিকট পাপনাশক
দারুদেহের একটি চরিত্র বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ
কর । কুরুক্ষেত্রে জাত একজন ব্রাহ্মণ ও একজন
কত্রিয় জন্মাবধি পরস্পর মিত্র প্রণয়ে একত্র আহার
বিহার করেন । তাঁহারা শৌচাচারাবিচ্যুত এবং
নিষিদ্ধ কর্মকারী, মোহযুক্ত, বেদাধ্যয়ন ও দেবকাব্য
পিতৃকাব্য-বিবর্জিত, ধর্মের অনধিকারী, মহাপাতক-
দূষিত ও মদোন্মত্ত, বেস্তাসহবাসে সর্বদা হর্ষাশিত ;
স্বপ্নেতেও পারলৌকিক চিন্তা করিতেন না । এই
প্রকার বিপথগামী সেই দুই জনের আয়ুর অর্ধেক
কাল ক্ষয় হইলে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যজ্ঞ-
স্থানে গমন করিয়া দূর হইতে মনোহর প্রশস্ত শব্দ
যুক্ত স্তব শ্রবণে এবং ক্ষত্যাঙ্ক সকল ক্রিয়া প্রত্যাক
দর্শন করিয়া সেই অধ্যাত্মিক দুই জনের ধর্মকাব্যে
মগ্ন হইল । সেই পুণ্ডরীক ও অপরীক্ষিত নামে দুই

নিন্দিতো হৃৎচারকঃ স্বঃ পরস্পরমভ্যবিতান্ । কুখ্যাবাঃ
তরিষ্যাবো হৃৎতার্ণবমুখম্ ॥ ৯৯ ॥ ইহৈব
জন্মজাত্যাত্ম্য বুদ্ধিপূর্বমুপার্জিতম্ । ন তচ্ছাস্ত্রং হি
জানাতি যদাবাত্যাক হৃৎতম্ । সঙ্কিতং তন্ত ঘোরস্ত
প্রায়শ্চিত্তং সুহৃৎভম্ ॥ ১০০ ॥ তথাপি ব্রাহ্মণানেতান
ব্রহ্মিষ্ঠান বৈ সদোগতান্ । প্রণিপাতপ্রসন্নান বৈ
পৃচ্ছাবোহত্র চ হৃৎতম্ ॥ ১০১ ॥ ইতি নিশ্চিত্য তো
বিপ্রানভিবাদ্যাত্মপৃচ্ছতাম্ । যথাবৎ কলুষঃ স্বঃ
স্বঃ বিধ্যাপ্য চ মুহূর্হুঃ ॥ ১০২ ॥ তে তয়োর্বচনঃ
শ্রদ্ধা মীলিতাক্ষা দ্বিজোত্তমাঃ । নাক্রবন্ কিঞ্চিদন্তোন্তঃ
বীকন্তো বিন্মিতাননাঃ ॥ ১০৩ ॥ অহো পুণ্ডর-
কশ্রমাণি সঙ্কিতানি হুরাশ্রনোঃ । যেষু শাস্ত্রং পদং
দাতুং প্রায়শ্চিত্তায় ন স্থলম্ । ন শরুমো বয়ং
তস্মাদনয়োনিষ্ঠিতাদপি ॥ ১০৪ ॥ তেষাং মধ্যে
সদোমুখ্যঃ কশ্চিদৈকবপুজবঃ । ভগবন্তুক্তিমাহাশ্র-
ময়িতাশেষকলুষঃ । তাবুবাচ বিহস্তেদং বাক্যং
বাক্যবিদাং বরঃ ॥ ১০৫ ॥ বৈকব উবাচ । ভো
দ্বিজকত্রিয়াদয়ো পাপরাশেঃ সুদারুণাঃ । যুক্তিকৈ-

জন স্ব স্ব জাতি স্মরণ ও আপন আপন হৃৎচারিত্র
নিন্দা করিতে করিতে পরস্পর কহিতে লাগিল,—
আমরা দুই জন হৃৎতার্ণব সমুদ্র হইতে কি প্রকারে
উত্তীর্ণ হইব ? আমরা উভয়েই ইহজন্মে জ্ঞান-
পূর্বক যেক্রপ হৃৎতম উপার্জন করিয়াছি, তাহার
প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে নাই । চিরসঙ্কিত সেই ঘোরতর
পাপের প্রায়শ্চিত্ত দুর্লভ । তথাপি এই সকল সভা-
গত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রণিপাত দ্বারা প্রসন্ন
করিয়া পাপের নিষ্কৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব ।
৮৫—১০১ । ইহা নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা দুইজনে বিপ্র-
গণকে অভিবাদনপূর্বক স্বীয় স্বীয় পাপ বারংবার যথা-
যথ বর্ণন করিয়া নিষ্কৃতির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন ।
ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের দুই জনের বচন শ্রবণানন্তর
নয়নোন্মীলনপূর্বক বিন্মিতবদনে পরস্পর অবলোকন
করিয়া মোনী হইয়া রহিলেন । কি আশ্চর্য ! এই
হুরাশ্রবয়ের অতি ঘোরতর পাপী কর্ম সঙ্কিত হই-
য়াছে, যে পাপরাশিতে শাস্ত্রও প্রায়শ্চিত্ত উপদেশের
নিমিত্ত সমর্থ হন না ; অতএব ইহাদিগের দুই
জনকে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দিতে
আমরা সমর্থ নহি । ঐহিক ভগবন্তুক্তির মাহাত্ম্য
সমুদয় পাপ ক্ষয়িত হইয়াছে, সেই সভাস্থিত ব্রাহ্মণ-
গণ মধ্যে বক্তাদিগের শ্রেষ্ঠ কোন প্রধান বৈকব-
চ্যমানি, সহাস্ত-বদনে ঐ দুই জনকে এইরূপ বাক্য

দ্ব্যধিকতমং গচ্ছতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১০৬ ॥ কেদ্রোত্তমঃ
দারুমণৌ যজ্ঞান্তে পুরুষোত্তমঃ । ইত্যুদ্যমস্ত রাজর্ষে-
র্ভক্ত্যাশ্রয়ত্ববিভূঃ ॥ ১০৭ ॥ তমারাদ্য জগন্নাথঃ
শম্ভুচক্রগদাধরম্ । পাপক্ষয়ঃ বা মুক্তিঃ বা যেষচ্ছা
প্রাপ্যথো এবম্ ॥ ১০৮ ॥ যোবহুততুলোম-
দাবাগ্নিসদৃশস্ত সঃ । তপসৈতৎ ক্ষয়ঃ নেতুং ন শক্যং
জন্মকোটিভিঃ ॥ ১০৯ ॥ যুগপৎ সত্ত্বক্ষয়ঃ যাতি যং দৃষ্টা
সর্বকল্মষম্ । তন্মা বিলম্বঃ কুরুতঃ তত্র শীঘ্রং প্রয়াত
বৈ ॥ ১১০ ॥ অপুর্যে চোৎকলে দেশে দক্ষিণার্ধ-
ভোরণে । নীলাদ্রিশিখরাবাসং বজ্রধ্বজঃ শবণং
বিভূম্ ॥ ১১১ ॥ স হি বামিষ্টসংসাধকঃ প্রদাস্ততি
কৃপানিধিঃ । ইত্যাদির্ধৌ তু তো বিপ্র-কত্রিয়ৌ
হর্বসম্প্রভৌ তেনৈব বস্ত্রনা বিপ্রা প্রয়াতো পুরুষো-
ত্তমঃ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কেদ্রপরিমাণাদিনির্দেশো নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

কহিলেন । হে ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়ের সন্তান । তোমরা
যেহুপ দারুণ পাপ কবিয়াছ, সেই বিষম পাপবাশি
হইতে যদি মুক্তি বাসনা কব, তবে শীঘ্রই পুরুষোত্তম
কেদ্রে গমন কব । যে স্থানে দারুমণ
আছেন, সেই কেদ্রটি উত্তম । রাজর্ষি ২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । নির্ঝিচেতসৌ তৌ তু ত্যক্তা
বেষ্টাদিসঙ্গতিম্ । ধ্যায়ন্তৌ মনসা বিষ্ণুং শুদ্ধাত্ম-
ব্রতাবুভৌ ॥ কালেন কিয়তঃ প্রাপ্তৌ নীলাদ্রিঃ নিলয়ঃ
হবেঃ ॥ ১ ॥ তীর্থরাজজলে স্নাত্বা যথাবধিধিচোদিতম্ ।
প্রাসাদহারি তিষ্ঠন্তৌ সান্তোজং প্রণিপত্য চ । ভগবন্তং
নিরীকন্তৌ নাশস্তোতাঃ তদা দ্বিজাঃ ॥ ২ ॥ বিবর-
মনসৌ দেবমদৃষ্টৌ চিন্তয়াকুলৌ । আবেতাতে হনশনং
ভগবদর্শনাবধি ॥ ৩ ॥ কীর্তয়ন্তৌ ভগবন্তৌ নাম
কন্ম-শশনম্ । তৃতীয়স্তাং ত্রিযামায়াং জ্যোতি-
বেকমপশ্যতাম্ । ত্রীণ্যহানি পুনন্তৌ চ তথোপ-
বসতাং হিবৌ ॥ ৪ ॥ মধ্যে সপ্তমরাজেশ্ব ভগবন্তম-
পশ্যতাম্ । ত্রিদশানাং স্তবীঃ অহা দিব্যজ্ঞানৌ বহুব-
তঃ ॥ ৫ ॥ অপান্তপাপনিম্নোকৌ সাক্ষদেবম-
পশ্যতাম্ । শম্ভুচক্রগদাপাণিঃ দিব্যালঙ্কারভূষিতম্ ॥
৬ ॥ বহুপাত্ৰকয়োঃ পৃষ্ঠে স্তম্ভচরণাশ্রুজম্ । ব্যাকোষ-
পুণ্ডরীকাকং প্রসন্নবদনং বিভূম্ ৭ ॥ বামপাশ-

পঞ্চম অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণ ও কত্রিয়
বেষ্টাদিসঙ্গ পবিত্যাগপূর্বক অমুতাপবিশিষ্ট হইয়া
নিয়ত হবিষ্যাশনপূর্বক মনে মনে বিষ্ণুকে ধ্যান
করিতে কবিত্তে কিছুকাল পবেই হরির নীল-
পঙ্কজরূপ আনয়ে উপস্থিত হইলেন । তীর্থরাজ
সমুদ্রেব জলে বৈধ স্নান করিয়া ভগবানের
প্রাসাদের দ্বারদেশে অবস্থানপূর্বক সান্তোজ
প্রণিপাত কবিয়া ভগবানের প্রতি নিরীকণ
কবিয়াও দর্শন করিতে পারিলেন না । তাঁহারা
দেবকে দেখিতে না পাইয়া বিবরচিত্তে চিন্তাকুল
হইয়া যাবৎ ভগবদর্শন না হইয়াছিল, তাবৎ অন-
শন ব্রত পালন কবিয়াছিলেন । তাঁহারা ভগ-
বানের পাপনাশক নাম কীর্তন করিতে করিতে
তৃতীয় বাজিতে একটা জ্যোতীরূপ দেখিয়াছিলেন ।
পুনর্বার তাঁহারা আবও তিন দিন স্থিরভাবে
উপবাস কবিলেন । সপ্তম বাজির মধ্যে ভগবানকে
দর্শন এবং দেবতাদিগের স্তব শ্রবণ করিয়া তাঁহা-
দিগের দিব্যজ্ঞান জন্মিল । তাঁহারা পাপনিম্নোক-
নির্ভুক্ত হইয়া সাক্ষাদেবকে দর্শন করিলেন । দেখি-
লেন যে, শম্ভুচক্রগদাপাণি দিব্যালঙ্কারে ভূষিত,
বহু-পাত্ৰকায়ের পৃষ্ঠে স্তম্ভচরণ, বিকসিত
বেষ্টাদিগের "জান" চক্র ও "প্রসন্নবদন" "পুণ্ডরীক"

গুণাঃ সন্তোঃ বাহেনানিহা বাহমা । নাগবল্লীনাং
কল্পমাধন্যঃ শিখরতমঃ ১৮ । রত্নবেজকরাঃ কাঞ্চিৎ
কাঞ্চিৎ চামরপাণয়ঃ । গজতৈলপ্রদীপাঃ রত্নবৃত্ত-
প্রাণপিকাঃ ১৯ । কাঞ্চিদধানাঃ স্বকটৈর্যৌবনাচ্যাঃ
সুসুস্রিতাঃ । পশ্চাদ্রত্নময়ঃ ছত্রঃ বিভ্রতী কাচিৎছন্দা ২০ ।
ধূপপাত্রঃ মুখাভ্যাসে কৃষ্ণাঙ্কুর-সুধুপিতমঃ ।
কাঞ্চিদধানা প্রমোচাঃ হসন্তী বিগ্রহশ্রিয়া ২১ ।
লীলাঙ্গকদম্বা দেবানমুগ্ধকৃত্তমগ্রতঃ । বজ্রাঞ্জলি-
পুটারক্তকঙ্করান্ ভবতঃ পৃথক্ ২২ । সিদ্ধান্
মুনিগণান্ দিব্যান্ সনকাদীন শ্রিতেন চ ।
নারদাদীংশ্চ গজকরান্ দিব্যাগানমনোহরান্ ২৩ ।
নৃত্যবধানঃ শ্রবণে লীলয়ৈবানুকম্পিনম্ । প্রহ্লাদাদীন
বৈকবাগ্রান্ স্বরূপং ধ্যায়তোহগ্রতঃ ২৪ । চিত্তাকর্ষণ-
সংলীনান্ বিদধানঃ শ্রবিগ্রহে । বকঃস্থলপ্রতিল-
সংকোভপ্রতিবিম্বিতৈঃ ২৫ । দেবাদিভির্বিধ-
রূপমূর্ধেঃ স্বস্তাঃ প্রকাশকম্ । উপর্যুপরি দিব্যায়াঃ
পুষ্পবৃষ্টৈরধঃস্রিতম্ ২৬ । স্মিগ্নধানবিগত-

নিয়মসময়সংগণম্ । পশ্চাদ্রত্নময়ঃ নৃত্যমঙ্গল-
মনোহরম্ ২৭ । দিব্যালীলাবিলাসভঃ দৃষ্টা তৌ
বিজবাহুজৌ । বভূবতুঃ কলাং সর্ব-বিদ্যানাং
পারগৌ বিজাঃ ২৮ । ত্রিঃ পরিক্রমা দেবেশঃ
কৃতাজলিপুটাবুভৌ । সাষ্টাঙ্গপাতপ্রণতো তুহুবাতে
মুদাষিতৌ ২৯ । পুণ্ডরীক উবাচ । নমস্তে
জগদাধার স্বর্গস্থিত্যন্তকারণ । নারায়ণ নমস্তেহম
পরমাত্মন পরায়ণ ৩০ । পরমার্থতমেবৈকো
ভবাপ্যয়বিবর্জিতঃ । নিত্যানন্দস্বরূপঃ স্বাঃ বিন্দুস্তি
ধ্যানচক্ষুষঃ ৩১ । চিন্মাত্রঃ জগতামীশমধিষ্ঠানঃ
পরাংপরম্ । কথং হু মুচুহদয়াস্তাং জানস্তি
সুনির্মলম্ ৩২ । কামার্থলিপ্সাসম্প্রাপ্তচেতসৌ-
হত্যন্তহুঃখিনঃ । গতাগতপথে শ্রান্তাঃ সুখভাজঃ
কদাচন ৩৩ । অনুকম্পয় মাং নাথ সুদীনঃ শরণা-
গতম্ । যুতং হৃদতকর্ম্মাণং পতিতং ভবসাগরে ৩৪ ।
কোহন্ত স্বৎসদৃশো বন্ধুবন্ধাণ্ডে নাথ বর্ততে । স্বক-

বামবাহু দ্বারা আলিঙ্গিতা লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীদত্ত
তাম্বুল-বীটিকা গ্রহণ করিতেছেন । কতকগুলি
সুশোভিত যুবতী দাসী হস্তে রত্নবেজ, কতকগুলি
চামর, কতকগুলি গজতৈল প্রদীপ এবং কতক-
গুলি উজ্জ্বল রত্ন-প্রদীপ ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।
অপর আর একটি দীপ্তিবিশিষ্টা উত্তমা দাসী
পশ্চাৎভাগে রত্নময় ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে ।
কোন রমণী স্বীয় শরীরসৌন্দর্য্যে প্রমোচা অপ-
রাকে উপহাস করতঃ তাঁহার মুখের নিকটে
কৃষ্ণাঙ্কুরপুষ্পযুক্ত ধূপ-পাত্র ধারণ করিয়া আছে ।
সম্মুখে দেবগণ, সিংগণ এবং সনকাদি
দিব্য মুনিগণ নতগ্রীব হইয়া কৃতাজলিপুটে স্তব
করিতেছেন । তিনি সন্মিতবদনে কটাক্ষপাতে
তাঁহাদিগকে অমুগ্ধীত করিতেছেন । নারদাদি
মুনি ও গজকরগণ তাঁহার সম্মুখে বসিয়া মনোহর
সঙ্গীত করিতেছেন । ভগবান সঙ্গীত শ্রবণে
অবধান দিয়া তাঁহাদিগের উপরে অনুকম্পা
প্রকাশ করিতেছেন । প্রহ্লাদ প্রভৃতি বৈকব-
চূড়ামণিগণ তাঁহার সম্মুখভাগে অবস্থান করিয়া
তাঁহার স্বরূপ ধ্যান করত একাগ্রভাবে অবস্থিতি
করিতেছেন । ভগবান তাঁহাদিগকে নিজ বিগ্রহে
লীন করিয়া লইতেছেন । তাঁহার বকঃস্থলস্থিত
কৌন্তভবিগিতে সমুদ্রের দেব-গজকরাদির প্রতিবিম্বপাত
হওয়াতে লক্ষ্যঃ বিজয়মুর্ধি প্রকাশ করিতেছেন ।

তাঁহার মন্তকোপরি স্বর্গ হইতে অনবরতপুষ্পবৃষ্টি
হইতেছে । অপ্সরোগণ লক্ষ্মীদেবীর সন্নিধানে
হতজী, তথাপি তাঁহার ভগবানের মনোহর জন্ত
বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য করিতেছে ।
ভগবান তাঁহাদের সেই মনোহর নৃত্য দর্শন
করিতেছেন । এইরূপে নানাপ্রকার দিব্যালীলা-
বিলাসী ভগবানকে হুইজনে দর্শন করিয়া কখনকাল
মধ্যেই সর্ব বিদ্যায় পারগ হইয়া কৃতাজলিপুটে
ভগবানকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সহর্ষে সাষ্টাঙ্গ
প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন । ১—১৯ পুণ্ডরীক
কহিলেন,—হে নারায়ণ । আপনি জগতের আধার
এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতিবিনাশের কারণ ; আপনি
পরমাত্মা, এবং সকলের একমাত্র আশ্রয়, আপনাকে
নমস্কার । হে ভগবন্ ! আপনিই অজ অবিদ্যর
একমাত্র পরমবস্ত । যোগিগণ ধ্যান দ্বারা আপনাকে
নিত্যানন্দরূপে লাভ করিয়া থাকেন । আপনিই
পরাংপর চিন্ময় জগদীশ্বর ও জগতের আধারস্বরূপ ।
মুচুর্জি মানবগণ কিরূপে আপনার সুনির্মলস্বরূপ
অবগত হইবে । বাহারা কাম ও অর্থলিপ্সায়
বাকুল, তাঁহারা সংসারে কেবল গতায়ত করিয়া
শ্রান্ত হইয়া অসীম দুঃখ পায় ; আপনার সক্ষাৎকার-
সুখলাভ তাঁহাদের ভাগ্যে দৈবাৎ কদাচিৎ ঘটিয়া
থাকে । হে নাথ ! আমিও একজন কামার্থ-
লোভী স্বকর্ম্মা, সেই কারণে সংসারসাগরে পড়িয়া
হাবুড় হইতেছি ; আমি অতিদীন, আমার আর

ভব্যনিপেক্ষো যো দীননাথ-দয়ালুকঃ ॥ ২৪ ॥ উচ্চ-
বচনমাত্মনঃ জলযজ্ঞমগমিষ । অজস্রমধিকর্তারং
পরিজাহি কৃপাযুধে ॥ ২৬ ॥ যোগক্ষেমাভিসংস্থানা
ষে মুঢ়াঃশুপাসতে । লীলাবিমুক্তিদং তে বৈ স্বমায়া-
পরিমোহিতাঃ ॥ ২৭ ॥ নারায়ণেতি ব্রহ্মা কীর্তিতস্ত
যদৃচ্ছয়া । যন্তোহধিকং জগন্নাথ চতুর্বর্গৈকসাধনম্ ॥
২৮ ॥ ইদং তৈস্তৈঃ পৃথগ্ভজৈস্তাস্তাঃ সিন্ধীঃ প্রযচ্ছসি ।
স্বমেকঃ শরণং নাথ পতিতানাং ভবার্গবে ॥ ২৯ ॥
জ্ঞাননৌকাসমাক্রুতঃ ককণাক্ষেপণীকরঃ । পরং পারং
প্রভো নেতুং সংসারাকোর্ষিচেতনম্ ॥ ৩০ ॥ স্বমেক
ঈশিষে তক্ত্যানিন্দয়া পরিচিস্তিতঃ । কেহন্তে মুক্তি-
প্রদাং দেবাঃ শাস্ত্রেষু পরিনিষ্ঠিতাঃ । হৃৎখাঙ্কিত-
যোনিং তে ব্রহ্মকিং জনয়ন্তি বৈ ॥ ৩১ ॥ তন্মে

কেহ নাই, তাই আপনার শরণাপন্ন ; দয়া করিয়া
আমাকে রক্ষা করুন । হে নাথ ! নিজকার্যে অব-
হেলা করিয়া দীন অনাথ ব্যক্তিদিগের উপর দয়া
করে আপনি ভিন্ন এইরূপ দীনবন্ধু এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে
আর কে আছে ? হে কৃপাসাগর ! আমি জল-যজ্ঞ
ঘটের স্তায় উচ্চ-অধঃ ভ্রমণজনিত দুঃখ নিরন্তর প্রাপ্ত
হইতেছি, আমাকে পরিজ্ঞান করুন । * অবলীলাক্রমে
মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করিতে সক্ষম আপনাব নিকট
হইতে সংসার-যাত্রানির্বাহের উপায় সৎসার-
জন্ত যে মুঢ়গণ আপনার উপাসনা করে, তাহারা
নিশ্চয়ই আপনার মায়া-মোহিত ভ্রান্ত জীব । হে
জগন্নাথ ! আপনার “নারায়ণ”—এই নামকীর্তন
আপনা অপেক্ষা সমধিক পরিমাণে চতুর্বর্গ সাধনে
সক্ষম । হে নাথ ! আপনি পৃথক পৃথক যজ্ঞের
পৃথক পৃথক ফল প্রদান করিয়া থাকেন । আপনিই,
—সংসারসাগরে পতিত ব্যক্তিদিগের একমাত্র
আশ্রয় । হে প্রভো ! আপনি সংসার-সাগরে
পতিত মুঢ় ব্যক্তিকে জ্ঞানরূপ নৌকায় আহ্বরণ
করাইয়া করুণারূপ ক্ষেপণী-দণ্ডের সাহায্যে পর
পারে লইয়া যাইতে প্রস্তুত ; একাগ্র ভক্তি সহকারে
যে আপনার ধ্যান করে, আপনি তাহাকে সংসার-
সাগর হইতে উত্তীর্ণ করেন । শাস্ত্রে অস্ত্রাস্ত্র যে
সকল দেবগণ মুক্তিপ্রদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন,
তাহারা সাক্ষাৎ মুক্তি প্রদান করিতে পারেন না,

* বীশেব অগ্রভাগে রাজু এবং পশ্চাতে তার
বক্স থাকে । সেই বক্সেতে কলস বাঁধিয়া কূপ হইতে
কলস তুলিয়া বসে । সেই কলসকে জলধর বলে ।

প্রসীদ ভগবন্ পদপদ্মে তে ভক্তিঃ কৃতাঃ বিতর-
নাথ ভব্যাকিমুঢ়ৈঃ । যোরঃ শূদ্রভ্রমশূঃ হি
যয়া তরেমমষ্টাঙ্গযোগজনিতভ্রমবর্জিতোহপি ॥ ৩২ ॥
ধর্মার্থকামনিচরৈঃ কুমতিপ্রগৃহৈঃ কুদ্রৈরমীতিবহিতা-
ন্নমুখৈর্ন কার্যম্ । আজ্ঞাপ্রীতিষু নলিনদয়-চিন্তনাদ্যা-
সাম্প্রান্নবর্জিত-সুখার্ণবমজ্জনং মে ॥ ৩৩ ॥ স্বদেখং
জগদীশস্ত পাদপদ্মাস্তকে দ্বিজঃ । পপাত ত্রাহি
কুক্ষেতি বদন্ বাস্পার্জয়া গিরা । তস্মৈ স পুনরুখায়
কৃতাজলিপুটঃ স্ববন্ ॥ ৩৪ ॥ অদ্বরীষ উবাচ । প্রসীদ
দেবসর্বাঙ্গসংখ্যায়-শিরোভূজ । অসংখ্যাত্মানয়ন-
পাণি ॥ ন মমোহন্ত তে ॥ ৩৫ ॥ বটত্রিংশতব্রাতীতোহসি
নিম্প্রপকপ্রপককঃ । চতুর্বিধজগদ্ধাম বিশ্বমূর্তে
নমোহন্ত তে ॥ ৩৬ ॥ একপাদদ্বিপাদচ তীর্থপাদো-
হস্তরিকপাৎ । যন্ত পাদোদ্রবা গঙ্গা পুনাতি ভুবন-
ত্রয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং শোধনং যন্ত

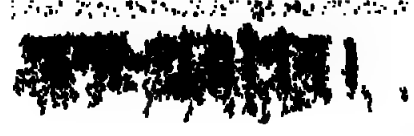
দুঃখসাগরে অগস্ত্যাকাশী ভগবদ্ভক্তি জন্মাইয়া দিয়া
থাকেন, (আপনাকে ভক্তি করিতে শিখিলেই জীব
সহজেই মুক্তি লাভ করিতে পারে ।) হে ভগবন্ !
আমার উপরে প্রসন্ন হউন, হে নাথ ! আমাকে
আপনার পাদপদ্মে শূদ্র ভক্তি বিতরণ করুন ।
আমি অষ্টাঙ্গ যোগ জানি না, যাহাতে অতি দূস্তর
তীব্র সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হই, অল্পগত-
পূর্বক তাহা করুন । ধর্ম অর্থ ও কাম,—কুর্বা-
দিগের আদরণীয় ; আমি ঐ অহিতকর কুদ্র সামান্য
সুখের প্রার্থী নহি । হে নাথ ! আমাকে আজ্ঞা
করুন,—যেন আমি আপনার পাদপদ্মচিন্তনরূপ শাস্ত্র-
সুখসাগরে ডুবিয়া থাকিতে পারি । ব্রাহ্মণ এইরূপে
জগদীশ্বরের স্তব করিয়া “হে কৃষ্ণ ! মায়া ত্রাহি”
অশ্রুপ্লুতবদনে এই বলিতে বলিতে ভগবানের পাদ-
পদ্মপ্রাপ্তে পতিত হইলেন । অনন্তর পুনরায় গাত্রো-
খান করিয়া কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২০
—৩৪ ॥ অদ্বরীষ কহিলেন,—হে সর্বাঙ্গরূপী দেব !
আপনার অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য বাহু, আমার উপরে
আপনি প্রসন্ন হউন । আপনার অসংখ্য নাসিকা,
অসংখ্য নেত্র, অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য চরণ, আপনাকে
নমস্কার করি । হে বিশ্বমূর্তে ! আপনি বটত্রিংশৎ
তবের অতীত ; আপনি প্রপকসম্পর্কশূন্য হইলেও
জগৎপ্রপককারী ; আপনি চতুর্বিধ জগতের আধার,
আপনাকে নমস্কার । আপনি একপদ, আপনি
দ্বিপদ, আপনি তীর্থপদ, অদ্বরীষ আপনার পদ ।
আপনার পাদপদ্মসমূহা পাদাদেবী হি ভুবনকে

নাম বৈ। কীর্তিতং সর্বভূতং নমস্তস্মৈ শুভা-
ব্রহ্ম ৷ ৩৮ ৷ দেব জগন্মাতাপি জায়ন্তে সর্ব-
সিদ্ধয়ঃ। কোতুকাবাং হি মৃগ্যন্তি বিদ্বংসো বুদ্ধি-
শালিনঃ। নাথ ত্বংপাদসলিলং সংপ্রাপ্তাপহারকম্।
তাপত্রয়াভিভূতস্ত ভক্তিং মেহত্র দৃঢ়াং কুরু ॥ ৪০ ৷
অনন্তশ্রমিনো মেহদ্য নাস্ত্যন্তং প্রার্থনীয়কম্।
প্রণিপত্য জগন্নাথ ত্বাং প্রসাদে সহস্রধা ॥ ৪১ ৷ সমস্ত-
পুরুষার্থস্ত বীজং ত্বংপাদপঙ্কজে। যাবৎ প্রাণান্
ধারণ্যামি তাবদভক্তির্দৃঢ়া মে ॥ ৪২ ৷ সৃষ্টিং
বিনির্মমে চেমাং যথা ভক্ত্যা পিতামহঃ। সংহরত্য-
খিলং ক্রোধো লক্ষ্মীশৈশ্বর্যদায়িনী ॥ ৪৩ ৷ দীনানু-
কম্পিন্ত্যাং ভক্তিং প্রার্থয়ে নাস্ত্যমানসঃ। অনাদ্য-
বিদ্যাপঙ্কেহস্মিন সুদৃঢ়ে হস্তরে ভূষম্ ॥ ৪৪ ৷ নিম-
গ্নস্ত জগন্নাথ নিরালদং প্রণশ্যতঃ। মহামহিম্বদ-
ভক্তের্নাশ্চ দস্তি পরায়ণম্ ॥ ৪৫ ৷ কৃতিস্মৃত্যাদি-
সস্তিহ-মার্গাঃ সম্বোধিতবঃ। হৃদভক্তিমপহার্যেতে

পবিত্র করিতেছেন। বাহার নাম উচ্চারণ করিলে
ব্রহ্মহত্যাदि পাপ বিধূরিত হয়,—সকল প্রকার শুভ
লাভ করা যায়, আপনি সেই শুভময় জগদীশ্বর,
আপনাকে নমস্কার। দেব! আপনার নাম
কীর্তনে সর্বপ্রকার সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া বুদ্ধিমান
পণ্ডিতগণ আপনার অবেশণ করিয়া থাকেন। নাথ!
আপনার পাদোদক ত্রিতাপনাশক, প্রভো! আমি
সেই ত্রিতাপক্লিষ্ট—অধম, আপনার পাদপদ্মে
আমাকে সুদৃঢ় ভক্তি প্রদান করুন। হে জগন্নাথ!
আপনিই আমার একমাত্র স্বামী, আমি আপনার
পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বারম্বার প্রার্থনা করিতেছি যে,
আপনার উপরে যেন আমার অচলা ভক্তি থাকে।
এতদ্বিধ অস্ত্র প্রার্থনা আমার নাই। আপনার
পাদপদ্মে সমস্ত পুরুষার্থের বীজ বিদ্যমান; অতএব
যত দিন আমি জীবিত থাকিব, ততদিন আপনার
ঐ পাদপদ্মে আমার যেন সুদৃঢ় ভক্তি থাকে। যে
ভক্তিবলে পিতামহ জগৎ সৃজন, ক্রুদ্ধদেব নিখিল
লোকসংহার এবং লক্ষ্মীদেবী ঐশ্বর্যদানে সমর্থ
হইয়াছেন, হে দীনদয়ালো! আমি আপনার
নিকটে সেই ভক্তিপ্রার্থনা করিতেছি। হে জগন্নাথ!
আমি এই অতি হস্তর সুদৃঢ় অনাদি অবিদ্যাপঙ্কে
নিমগ্ন হইয়া আশ্রয় বিনা মারা যাইতে বসিয়াছি;
মহামাহাত্ম্যময়ী আপনার উপরে ভক্তিই এক্ষণে
আমার নিত্যের উপায়; তদ্বিধ অস্ত্র উপায় দেখি
না। কৃতি, স্মৃতি, কৃত্তি তির তির উপায় সকল

ম প্রবর্তিতুমীশ্বরঃ ॥ ৪৬ ৷ অনন্তশ্রমঃ শ্রমি-
নু কল্পয় মাং বিভো। ইতি ভবন জগন্নাথ-
পাদপদ্মভিকে মুদা ॥ ৪৭ ৷ পপাতি দণ্ডবদ্বর্মো
প্রণীদেতি বদন মুহঃ। ততস্তে দেবতাঃ সর্বে
স্বরা সম্পূজ্য কেশবম্। তন্নীলাপাঙ্গসঙ্কটঃ
প্রয়াতান্নিদিবং পুনঃ ॥ ৪৮ ৷ তত উন্নীলিত-
দৃশো পুণ্ডরীকান্বরীষকো ॥ ৪৯ ৷ মায়া মোহিতো
বিকোঃ স্বপ্নদৃষ্টমবুধ্যতাম্। যং দৃষ্টা দিব্যলীলাং
হি সাক্ষাৎ পললচ্ছুষা ॥ ৫০ ৷ পুনর্নাহুযতাবো
তো দিব্যসিংহাসনস্থিতম্। নীলজীমূতসঙ্কশং ফুল-
পদ্মায়তেক্ষণম্ ॥ ৫১ ৷ শোণাধরং চাক্রনাসং দিব্য-
কুণ্ডলভূষিতম্। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণং বন-
মালিনম্ ॥ ৫২ ৷ পীনোরঙ্কং চাক্রহারমনর্ঘ্যমুকুটো-
জ্জলম্। ত্রীবৎস-কৌন্তভোরঙ্কং দিব্যাক্ষদবিভূ-
ষিতম্ ॥ ৫৩ ৷ প্রলম্ববাহুং দীনানু-পরিজ্ঞানসমু-

আপনার পাদপদ্মে ভক্তি লাভ করিতে না পারিলে
কোন ফলই প্রদান করিতে পারে না, প্রত্যুত মোহ-
মুগ্ধ করিয়া থাকে। হে বিভো! হে স্বামিন! আমার
আর কেহই রক্ষক নাই, আপনিই আমার একমাত্র
রক্ষক; আমার উপরে দয়া করুন। এই
বলিয়া শুভ করিতে করিতে অম্বরীষ জগন্নাথের
পাদপদ্মের নিকট পরমানন্দে দণ্ডবৎ হইয়া পতিত
হইলেন এবং বারম্বার “প্রসাদ, প্রসাদ” এইরূপ
বলিতে লাগিলেন। তৎপরে অস্ত্রাত্ম দেবগণ,
সকলেই জগন্নাথকে শুভ ও পূজা করিয়া তাঁহার
করণাকটাক্ষলাভে পরিতুষ্ট হইয়া স্বর্গে প্রতিগমন
করিলেন। ৩৫-৪৮। অনন্তর পুণ্ডরীক ও অম্বরীষ নয়ন
উন্নীলন করিয়া বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া জ্ঞানচক্ষু
দ্বারা স্বপ্নদৃষ্টির মত বিষ্ণুর দিব্যলীলা-সকল দেখিতে
পাইলেন। তৎকালে তাঁহারা কিয়ৎকণের নিমিত্ত
দিব্যভাবাপন্ন হইলেন। পরে পুনরায় মাহুযতাবা-
পন্ন হইয়া চক্ষুচক্ষু দ্বারা দেখিলেন,—ভগবান্ দিব্য
সিংহাসনে আসীন রহিয়াছেন, তাঁহার শরীরকান্তি
নীলমেঘের স্তায়, নয়নযুগল প্রফুল্লকমলের স্তায়
শোভা পাইতেছে। অধর রক্তবর্ণ, মনোহর নাসিকা,
কর্ণে দিব্যকুণ্ডল শোভা পাইতেছে। কণ্ঠে বনমালা,
হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া
আছেন। বক্ষস্থল পীন, গলে মনোহর হার,
মস্তকে অমূল্য মণিমুকুট শোভা পাইতেছে। বক্ষ-
স্থলে ত্রীবৎস চিহ্ন ও কৌন্তভমণি এবং হস্তে দিব্য
অঙ্গদ ধারণ করিতেছেন। আজাহুলদিত বাহু,



দ্যতম্ । সুবর্ণমুদ্রসম্বন্ধ-মহাশক্তিমণীযুতম্ । ৫৪ ।
 দিব্যপীতাম্বরবরঃ দিব্যমৃগমুখভূষিতম্ । স্বর্ণপদ্মা-
 সমাসীনঃ সর্বাঙ্গালিঙ্গিতপ্রিয়ম্ । ৫৫ । প্রসন্ন-
 সন্তাপহরঃ সুধাসাগরমুদগমম্ । অশেষবাহ্যকলদং
 কল্পবৃক্ষঃ সুপুষ্পিতম্ । ৫৬ । দক্ষপার্শ্বস্থিতঃ তন্ত
 দদৃশাতে হলায়ুধম্ । বিভক্তি যেন ব্রহ্মাণ্ডং বলেন
 মহতা বিভূঃ । ৫৭ । তং বলং নাগরাজানং কণা-
 সপ্তকমণ্ডিতম্ । কৈলাসশিখরোদ্ভূতঃ ধবলং
 কুণ্ডলোজ্জ্বলম্ । ৫৮ । বিচিত্রবনমালাঢ্যঃ দিব্য-
 নীলনিচোলিনম্ । সততং বাক্যীকং ব-সুর্ণব্রয়নপঙ্ক-
 জম্ । ৫৯ । নিম্নপৃষ্ঠোত্তরভোবক্ষঃ কুণ্ডলীকৃতবিগ্র-
 হম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্যসমুজ্জ্বল-চতুর্ভুজম্ । ৬০ ।
 নানালঙ্কারকুচিরং নভ-কল্পব-নাশনম্ । তয়োর্বধ্যে
 স্থিতাঃ ভদ্রাঃ সুভদ্রাঃ কুঙ্কুমাকৃণাম্ । ৬১ । সর্ব-
 লাবণ্যবসতিঃ সর্বদেবনমস্কৃতাম্ । লক্ষ্মীং লক্ষ্মীশ-
 হৃদয়-পঙ্কজস্থং পৃথকস্থিতাম্ । ৬২ । ববাজ্জধারিণীং

দেবীং দিব্যবৈশাখ্যকৃষ্ণাম্ । প্রপন্নকল্পলতিকাং
 সর্বকল্যায়নাশিনীম্ । ৬৩ । সংসারার্ণবমহানাম্
 তারিণীং দেবতারিণীম্ । বামপার্শ্বস্থিতং বিকোর-
 জাষ্টাং চক্রমুজ্জ্বলম্ । দাক্ষিণ্যনির্মিতং বিপ্রাঃ স্বর্ণ-
 ভক্তিসমুজ্জ্বলম্ । ৬৪ । চতুর্দ্বারস্থিতং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা
 তৌ দ্বিজবাহজৌ । অকণোদয়বেলায়াং শ্রমং সার্ব-
 মমন্ততাম্ । ৬৫ । সংসৃত্য তাং স্বপ্নলীলাং নিশ্চয়ং
 জগতুস্তদা । ন দাক্ষপ্রতিমা চেয়ং সাক্ষাদব্রহ্ম
 প্রকাশতে । ৬৬ । সদোগতানাং বিপ্রাণাং বাদ্যং
 ব্রহ্মধ্বজং তৌ । কাবাং মহাপাতকিনৌ যাতনা-
 ক্রেম-গিনৌ । ৬৭ । কেদং পুরসমাজ্ঞাস্থিতং
 বিষ্ণোঃ প্রদর্শনম্ । মূর্খয়োরাবয়োরাষ্টাদশবিদ্যা-
 প্রবীণতা । ৬৮ । যস্মাত্তস্মিন্ন বাং ভ্রান্তিজ্ঞানং তৎ
 সত্যবাদিনঃ । যদুচুদীরবং ব্রহ্ম তীর্থরাজতটে
 স্থিতম্ । ৬৯ । বটমূলে প্রকাশন্তং দৃষ্ট্বা জন্তুবিমূ-
 চ্যতে । তদেবাযং জগন্নাথচতুর্দ্বা সংব্যবস্থিতম্ ।

তিনি দীন আর্ত ব্যক্তিদিগের পরিজ্ঞানের নিমিত্ত
 বন্ধপরিকর হইয়া আছেন । মধ্যে সুবর্ণমুদ্র গ্রন্থিময়
 মণিবুজ দিব্য পীতবস্ত্র পরিধানপূর্বক দিব্যমালা ও
 দিব্যগন্ধে ভূষিত হইয়া সুবর্ণ-পদ্মাসনে সমাসীন
 রহিয়াছেন । লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন
 করিয়া রহিয়াছেন । তিনি বিপন্নদিগের পাপহর
 অতিগভীর সুধাসাগররূপে এবং অশেষ “শঙ্খ কল-
 প্রদ সুপুষ্পিত কল্পবৃক্ষরূপে শোভা পাইতেছেন ।
 তাঁহার আঁখি দেখিলেন, ভগবান ঐহার সাহায্যে
 ত্রিভুবন পালন করিতেছেন, সেই হলায়ুধধারী বল-
 রাষ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছেন ।
 কণাসপ্তক-শোভিত নাগরাজ বাসুকির অবতার
 সেই বলবাম কৈলাসশিখরের তায় তুঙ্গ, উজ্জ্বল-মণি
 কুণ্ডলধারী এবং ধবলমূর্তি । তাঁহার পরিধেয় দিব্য
 নীল বসন, গলে বিচিত্র বনমালা, নয়নকমল সতত
 বাক্যীমদে আঘূর্ণিত ও আরক্ত, পৃষ্ঠদেশ নিম্ন এবং
 বক্ষঃস্থল উন্নত । তিনি কুণ্ডলীকৃত শরীরে অব-
 স্থিতি করিতেছেন । তদীয় হস্তে শঙ্খ চক্র গদা
 ও পদ্ম বিরাজিত । তাঁহার অঙ্গে নানাবিধ অল-
 কার, তিনি প্রণত ব্যক্তিবর্গের পাপ দূর করিয়া
 থাকেন । তাঁহার উভয়ের মধ্য-ভাগে মঙ্গলময়ী
 সুভদ্রা কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত-মূর্তি হইয়া অবস্থিতি
 করিতেছেন । সেই সুভদ্রা দেবী সকল প্রকার
 লাবণ্যের আধার । নিখিল-দেবগণ তাঁহাকে
 লাবণ্যের আধার । নিখিল-দেবগণ তাঁহাকে
 লাবণ্যের আধার । নিখিল-দেবগণ তাঁহাকে

হংপঙ্কজবাসিনী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, পৃথগ্ভাবে অব-
 স্থিতি করিতেছেন । দেবী সুভদ্রা দিব্য বেশভূষা
 পরিধান করিয়া হস্তে মনোহর পদ্ম ধারণপূর্বক
 অবস্থান করিতেছেন । তিনি বিপন্নদিগের
 নিগিলকলুষনাশিনী কল্পলতিকাস্বরূপা । তিনি
 সংসারসাগরে মগ্ন ব্যক্তিদিগের নিস্তারকারিণী,
 এমন কি দেবগণেরও উদ্ধারকারিণী । পুণ্ডরীক
 ও অক্ষরীষ বিষ্ণুর বাম পার্শ্বে মনোহর চক্র (সুদর্শন)
 দর্শন করিলেন । হে বিপ্রগণ! সেই ব্রাহ্মণ ও
 ক্ষত্রিয় স্বর্ণরেখা-বিভূষিত কাষ্ঠময় বিষ্ণুকে জগন্নাথ,
 বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্ররূপে দর্শন করিয়া
 অকণোদয় সময়ে শ্রমের নিকলতা জ্ঞান করিলেন ।
 সেই স্বপ্নলীলা শ্রবণ করিয়া পরে নিশ্চয় জানিলেন,
 এ দাক্ষপ্রতিমা নয়, সাক্ষাৎ ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়াছেন ।
 তাঁহার সত্যস্থিত ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা করিলেন
 এবং আপনাদিগকে মহাপাতকী ও যাতনাক্রেম-
 ভাগী বিবেচনা করিলেন । এই পুররাসীরা যেহেতু
 বিষ্ণুর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাদের
 কোথায়? আমরা মূর্খ হইলেও এক্ষণে আমাদের
 অষ্টাদশ বিদ্যাতে অধিকার হইয়াছে । অতএব
 আমাদের জ্ঞান জ্ঞান নহে, সেই সত্যবাদী
 ব্রাহ্মণেরা যেহেতু বলিয়াছেন যে, দাক্ষময় ব্রহ্ম তীর্থ-
 রাজসমুদ্রের তটে বটমূলে প্রকাশিত আছেন,
 তাঁহাকে দর্শন করিয়া জন্তুরা মুক্তিলাভ করেন, সেই
 জগন্নাথ চরিত্রভাগে বিভক্ত হইয়া চারিটি রূপ প্রকাশ

১০১। কিস্তৌ যদাযতরতি চতুরপঃ প্রকাশতে ॥১১॥
তদন্ত সন্নিবাবাবাং স্বাস্তাবঃ প্রাণধারিণৌ । যাবা-
রাজ্ঞঃ গচ্ছাবঃ ক্ষুদ্রকামপরামুখৌ ॥১২॥ ইতি
নিশ্চিত্য মুনয়ো বিষ্ণৌ ভক্তিপরায়ণৌ । নারায়ণাখ্যং
সততং জপন্তৌ মুক্তিমাগতৌ ॥১৩॥ জৈমিনিক্রবাচ ।
ঈশঙ্ক্যং কথিতং হেতদ্রহস্যং পাপনাশনম্ । শৃণুতি
যে তু চরিতং পুণ্ডরীকাস্বরীষয়োঃ ॥১৪॥ সততং
কীর্তয়ন্ত্য মুদা পরময়া যুতাঃ । ব্রজন্তি বিষ্ণুনিলয়ং
তেহপি নিধৃতকল্মষাঃ ॥১৫॥

ইতি শ্রীকান্দে পুণ্ডরীকাস্বরীষয়োঃ গঙ্গাখাদিदर्शनः
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । কস্মিন দেশে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তৎ ক্ষেত্রং
পুরুষোত্তমম্ । যত্র নারায়ণঃ সাক্ষাদাকরূপী প্রকা-
শতে ॥১॥ জৈমিনিক্রবাচ । উৎকলো নাম
দেশোহস্তি খ্যাতঃ পরমপাবনঃ । যত্র তীর্থাস্থানে-

করিয়াছেন । অতএব আমরা যাবৎকাল জীবিত
থাকিব, তাবৎকাল অশ্রু সামান্ত কামনা পরিত্যাগ
করিয়া এই বিষ্ণুর নিকটে বাস করিব । অশ্রুত
আর গমন করিব না । হে মুনিগণ ! তাহারা
এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি-
পরায়ণ হইয়া ‘নারায়ণ’ এই নাম সতত
জপ করিতে করিতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
জৈমিনি কহিলেন,—সঙ্গক্রমে এই পাপনাশক
গোপনীয় আখ্যান কথিত হইল । যাহারা পুণ্ডরীক
ও অম্বরীষের এই উপাখ্যান শ্রবণ বা পরমানন্দ-
সহকারে সতত কীর্তন করিবে, তাহারা পাপমুক্ত
হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবে । ৪২—১৫ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কোন দেশে
সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রটি আছে, যাহাতে নারায়ণ
সাক্ষাৎ দাক্ষরূপী হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন ।
জৈমিনি কহিলেন,—উৎকল নামে একটি পরমপবিত্র
বিষ্ণুদেশ আছে, তাহাতে অনেক তীর্থ ও

কানি পুণ্যস্থানতনানি চ ॥২॥ দক্ষিণকোণদে-
শীয়ে স তু দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ । যত্র দ্বিতা বৈ
পুরুষাঃ সদাচারনিদর্শনাঃ ॥৩॥ বৃন্দাধ্যয়নসম্পন্ন
যজ্ঞানো যত্র ভূমুরাঃ । সৃষ্টাদৌ ক্রতবো বেদা
বেদশাস্ত্রপ্রবর্তকাঃ ॥৪॥ অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং
বিধানং সম্প্রকীর্তিতম্ । গৃহে গৃহে নিবসতি লক্ষ্মী-
নারায়ণাজয়া ॥৫॥ লজ্জাশীলা বিনীতাস্ত আধি-
ব্যাধিবিবর্জিতাঃ । পিতৃমাতৃরতাঃ সত্যবাদিনো
বৈষ্ণবা জনাঃ ॥৬॥ ন চাত্র বৈষ্ণবঃ কচ্চিরাভিকো
বাপি বর্ততে । সর্বে পরহিতাস্তত্র ন লুকান শঠাঃ
খলাঃ ॥৭॥ দীর্ঘায়ুসস্তত্র জনাঃ শ্রিয়ন্ত পতি-
দেবতাঃ । সুশীলা ধর্মশীলাস্ত্র জপাচারিজুহুবিতাঃ ॥
৮॥ রূপযৌবনগন্ধাঢ্যাঃ সর্বললকারভূষিতাঃ । কুল-
শীলবয়োবৃন্তাহরুপাচারচক্ষবঃ ॥৯॥ স্বকর্মনিরতা-
স্তত্র প্রজারক্ষণদীক্ষিতাঃ । কত্রিয়া দানশৌণ্ডাশ্চ
শস্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥১০॥ যজন্তে ক্রতুভিঃ সর্বে
সততং ভূরিদক্ষিণৈঃ । দীপ্যন্তে চিতয়ো যেষাং
যুগাঃ কাঞ্চনভূষিতাঃ ॥১১॥ যেষাং গৃহেষতিথয়ঃ

পুণ্যস্থান বর্তমান । সেই দেশটি দক্ষিণ সমুদ্রের
তীরে প্রতিষ্ঠিত, তথাকার লোক সকল সদাচারে
বিখ্যাত; ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞ ও বেদাধ্যয়নতৎপর ও
যথা-বিধানে যাগকর্তা । সৃষ্টিকাল হইতেই তথায়
বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি সমভাবে অমুষ্ঠিত হইতেছে ।
ঐ দেশ অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার খনি বলিয়া কীর্তিত
হইয়া থাকে । লক্ষ্মীদেবী নারায়ণের আজ্ঞানুসারে
তথাকার গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন । অত্রত্য
জনগণ সকলেই বৈষ্ণবধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, মাতা-
পিতৃভক্ত, লজ্জাশীল ও বিনয়ী; আধি বা ব্যাধি-
ক্লেশ কহারই নাই । তথাকার বৈষ্ণবগণমধ্যে
কপটধর্মী বা নাস্তিক কেহই নাই । সকলেই পর-
হিতৈষী; লোভী, শঠ বা খলপ্রকৃতি লোক তথায়
একেবারে নাই । তথাকার, জনগণ সকলেই
দীর্ঘজীবী । রমণীগণ পতিপরায়ণ, সুশীলা, ধর্ম-চারিণী
এবং লজ্জা ও সচ্চরিত্রগুণভূষিতা । সেই দেশের
সকল রমণীই, রূপ-যৌবনগর্ভিতা, বিবিধভূষণভূষিতা
এবং কুল, শীল ও বয়সের অম্বরূপ সদাচারসম্পন্ন ।
তথাকার কত্রিয়গণ স্বধর্মনিরত, প্রজাপালনতৎপর,
দাতা এবং অস্ত্রবিদ্যা ও সর্বশাস্ত্রে বিশারদ । সকলেই
প্রচুর দক্ষিণা দিয়া সর্বদা বিবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান
করিয়া থাকে; তাহাদের গৃহে গৃহে কাঞ্চন-ভূষিত
যজ্ঞের যুগকর্তা সকল শোভা পাইয়া থাকে । ১—১১ ।

কামনারিকপুজিতাঃ। বৈষ্ণব কৃষি-বাণিজ্য-
গোবন্ধারিসংস্থিতাঃ ॥ ১২ ॥ দেবান্ গুরুন বিজান্
ভক্ত্যা প্রীণয়ন্তি ধনৈরপি। একস্ত দ্বাবি যাতোহবী-
ন গচ্ছেদন্তবেশ্বনি ॥ ১৩ ॥ গীতকাব্য-কলা-শিল্প-
কুশলাঃ প্রিয়বাদিনঃ। শূদ্রাণ্ড ধার্মিকান্তত্র স্নান-
দান-কিণীবতাঃ ॥ ১৪ ॥ কশ্মণা মনসা বাচা ধৈর্যে
দ্বিজসেবকাঃ। যেষন্তে সঙ্কবজাতান্তে স্বে স্বে
ধম্মে প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫ ॥ ন বিপর্যাস্তি ঋতবো
নাকালে বর্ষতে ঘনঃ। ন শস্যহানির্ন মরুৎ ধ্বংস
পীড়য়তি প্রজাঃ ॥ ১৬ ॥ তুর্ভিক্ষম- নাত্র বাষ্ট্র-
ভঙ্গঃ প্রজায়তে। নানভ্যাং তত্র বর্ষান্ত যৎকিঞ্চিৎ
পৃথিবীগতম্ ॥ ১৭ ॥ এবং সর্বভূতৈর্নুভো নানা-
ক্রমলতাকুলঃ। অশ্বিনাশোক-পুরাগ-তাল-হিস্তাল-
শালকৈঃ ॥ ১৮ ॥ প্রাচীনামলকৈর্লো-ধ্ববকুলৈর্নাগ-
কেশরৈঃ। নারিকেলৈঃ প্রিয়ালৈশ্চ সরলৈর্দেব-
দারুভিঃ ॥ ১৯ ॥ ধৈর্যেণ পদৈর্বাণৈঃ পনসৈশ্চ
কপিথকৈঃ। চম্পকৈঃ কর্ণিকারৈশ্চ কোবিদাভেঃ

অতিথিগণ তাহাদের বাড়ীতে গমন করিয়া ইচ্ছানুসারে
সংকার লাভ করিয়া থাকে। তথাকার বৈষ্ণবগণ,
কৃষি, বাণিজ্য ও গোবন্ধনকার্যে নিযুক্ত থাকে
এবং ভক্তি ও অর্থ দিয়া দেবতা, গুরু ও ঋণের
প্রীতি উৎপাদন করে। যাচক একজনের দ্বারা
উপস্থিত হইয়া এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হয় যে, তাহাকে
আর অন্য বাড়ীতে যাঠিতে হয় না। তথাকার
সকলেই প্রায় কাব্যসঙ্গীতাদি বিদ্যা ও শিল্পবিদ্যায়
অনিপুণ এবং প্রিয়বাদী। শূদ্রগণ ধর্মপাষণ, সক-
লেই স্নান-দানাদি সংকল্পে নিরত। কায়-মনো-
বাক্যে এবং অর্থ দ্বারা সকলেই ব্রাহ্মণের সেবা
করিয়া থাকে। এতদ্বিত্ত তথায় যে সকল সঙ্কব-
জাতি আছে, তাহারাও সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিবৃত্ত।
তথায় যথাকালে ঋতুব কার্য্য হইয়া থাকে, বিষ্ণু-
মাত্র দ্ব্যত্যয় হয় না, মেঘ অকালে বর্ষণ করে না,
শস্যহানি কখনই হয় না, বাত্যা বা অতিবৃষ্টি কখনই
হয় না, প্রজাগণ কখনই ক্ষুধায় কাতর থাকে
না। তুর্ভিক্ষ, মরুৎ ও বাষ্ট্রবিপর্য্যয় কখনই হয় না,
পৃথিবীর কোন বিন্দুই তথায় তুল্য নহে। সেই
দেশ নিখিলভূতসম্পন্ন, নানাবিধ বৃক্ষতলায় সুশো-
ভিত। অশ্বিন, অশোক, পুরাগ, তাল, হিস্তাল
শাল, প্রাচীনামলক, লোহ, বকুল, নাগকেশর, নারি-
কেল, প্রিয়াল, সরল, কপিথ, চম্পক, কর্ণিকার,

সপাটলৈঃ ॥ ২০ ॥ কদম্বনিম্ব-নিচুল-আমল-
কৈল্যথা। নাগরকৈশ্চ জম্বীরৈর্নীপকৈর্ষাতুলকৈঃ ॥
২১ ॥ মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ স্তম্ভোদাশ্চন্দনৈঃ।
ধর্জুরাজাতকৈঃ সিদ্ধৈর্মুচুকুন্দৈঃ সর্কিণ্ডকৈঃ ॥ ২২ ॥
তিন্দুকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ অশ্বথৈশ্চ বিভীতকৈঃ।
অশ্রুশ্চ বিবিধৈর্ধূতৈঃ প্রকীর্ণঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ২৩ ॥
মালতীকুন্দবাণৈশ্চ করবীরৈঃ সিতৈতরৈঃ।
কেতকীবনবৈশ্চ অতিমুত্তৈঃ স্কুজকৈঃ ॥ ২৪ ॥
এলা-লবঙ্গ-কঙ্কোল-দাড়িমৈর্বীজপূবকৈঃ। শ্রেণী-
কুতৈঃ পুগবনৈরুদ্যানৈঃ শতশো বৃতঃ ॥ ২৫ ॥
নানা-দাতাকীর্ণঃ পর্বতৈঃ সিন্ধুতির্যকৈঃ। স এষ
দেশপ্রব। উৎকলাখ্যো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২৬ ॥ ঋষি-
কুলা সমাসাদ্য দক্ষিণোদধিগামিনীম্। স্বর্ণরেখা-
মহানদোর্ধ্বো দেশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৭ ॥ সমুদ্র
পুণ্যায়তনে ক্ষেত্রাণি সুবহুতপি। পূর্বঃ বস্তীর্থ-
যাত্রায়াং বর্ণিতানি ম- দ্বিজাঃ। ভূস্বর্গঃ সাম্প্রতং
হেম কথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি জীকান্দে ব্রহ্মদেশপ্র- সাবর্ণনং নাম
ষষ্ঠোহব। ৬ ॥

কোবিদাব, পাটল, কদম্ব, নিম্ব, নিচুল, আমল, আম-
লা, নাগবন্ধ, জম্বী, নীপ, মাতুলঙ্গ, মন্দাব, পারি-
জাত, বট, অশ্রু, চন্দন, ধর্জুর, আজাতক
(আমড়া), সিদ্ধ, মুচুকুন্দ, কি শুক, তিন্দুক, সপ্ত-
পর্ণ, বিভীতক, ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষবাজি দ্বারা ঐ
দেশ অতি মনোহর, মালতী, কুন্দ, বাণ, করবীর,
কেতকী, অতিমুত্ত, স্কুজ, এলা, লবঙ্গ, কঙ্কোল,
দাড়িম, বীজপূবক, প্রভৃতি নানা কুসুমবৃক্ষ ঐ দেশে
প্রচুর বিদ্যমান। উদ্যানের চারিদিক সারি সারি
পুগরুক্ষে বেষ্টিত। হেম দ্বিজোত্তমগণ। নানা বৃক্ষ-
লতা বিবিধ পর্বত ও নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত এই
উৎকল দেশ নিখিল দেশের মধ্যে অতি উত্তম।
এই দক্ষিণসমুদ্রগামিনী ঋষিকুল্যানদী অবধি করিয়া
উত্তরবর্তিনী স্বর্ণরেখা ও মহানদীর মধ্যে যাবৎ
প্রদেশ আছে, তৎসমুদায় দেশ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র।
হে দ্বিজগণ। এই পবিত্র দেশে বহুতর ক্ষেত্র আছে;
ইহা আমি তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে তোমাদের নিকটে
পূর্বে বলিয়াছি। এইকণ ইহা পৃথিবীতে ভূস্বর্গ
বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১২—২৮।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত। ৬।

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । কস্মিন যুগে স তু মূনে ইন্দ্রহ্যমো-
হভবমুপঃ । কস্মিন দেশেহস্ত নগরং কথং বা
পুরুষোত্তমম্ ॥ ১ ॥ গচ্ছা চ বিকোঃ প্রতিমাং
কায়মামাস বা কথম্ । এতৎ সৰ্বং বিস্তরতঃ কথয়স্ব
মহামুনে ॥ ২ ॥ যাথা তথেন সৰ্বজ্ঞ পরং কোতুহলং
হিনঃ ॥ ৩ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । সাধু সাধু দ্বিজশ্রেষ্ঠা
যৎপৃচ্ছধ্বং পুরাতনম্ । সৰ্বপাপহরং পুণ্যং ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদং শুভম্ ॥ ৪ ॥ চরিতং তন্তু বক্ষ্যামি তথা
বৃত্তং কৃতে যুগে । শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সৰ্বৈ সাবধানা
জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥ আসীৎ কৃতযুগে বিপ্রা ইন্দ্রহ্যমো
মহানুপঃ । সূর্য্যবংশে স ধৰ্ম্মাত্মা শ্রুতঃ পঞ্চমপুরুষঃ ॥
৬ ॥ সত্যবাদী সদাচারোহবদাতঃ সার্বিকাগ্রণীঃ ।
জ্ঞাত্যং সুদা পালয়তি প্রজাঃ স ইব স প্রজাঃ ॥ ৭ ॥
অধ্যাত্মবিজ্ঞানশৌণ্ডঃ শূরঃ সংগ্রামবর্দ্ধনঃ ।
সদোদ্যতঃ সদা বিপ্রপূজকঃ পিতৃভক্তিমান্ ॥ ৮ ॥
অষ্টাদশশু বিদ্যাশু বৃহস্পতিরিবাপরঃ । ঐশ্বর্য্যেণ

সপ্তম অধ্যায় ।

হে মহর্ষে ! কোন যুগে সেই ইন্দ্রহ্য রাজা
হইয়াছিলেন ? কোন দেশে ইহার নগর ? এবং
তিনি কি প্রকারে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করেন ও
কি নিমিত্ত বিষ্ণুর প্রতিমা নির্মাণ করিয়াছিলেন ?
এই সকল যথার্থরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করুন ।
আমাদের তদবৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত কোতুহল
হইয়াছে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সাধু সাধু, আপনারা
আমার নিকটে যে সৰ্বপাপহর পবিত্র ভোগমোক্ষ-
প্রদ শুভ পুরাতন কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই
কাহিনী, সেই ইন্দ্রহ্য, রাজার চরিত্র—সত্যযুগের
সেই অদ্ভুত উপাখ্যান, আপনারা নিকটে কৌতুহল
করিতেছি,—হে জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ ! আপনারা
সকলে একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন । জৈমিনি
কহিলেন,—হে মুনিগণ ! সত্যযুগে সূর্য্যবংশে জাত
ইন্দ্রহ্য নামে এক রাজা ছিলেন । সেই ধৰ্ম্মাত্মা
ব্রহ্মার পঞ্চমপুরুষ । তিনি সত্যবাদী, সদাচারী,
নিঃপাপ ও সার্বিকশ্রেষ্ঠ । তিনি প্রজাদিগকে জ্ঞায়-
পরতা সহকারে সন্তানের জ্ঞায় পালন করিতেন ।
সেই ইন্দ্রহ্য তুঙ্গতি আশ্রিতব-জ্ঞানচর্চানিরত,
সংগ্রামে বিজয়ী বিখ্যাত বীর, সৰ্বদা উদ্যোগী,
সৰ্বদা বীৰ্য্যপূজক এবং পিতৃভক্ত । তিনি অষ্টাদশ

শুরাবীশঃ কুবেরঃ কোব[প]সকরে ॥ ১ ॥ রূপবান
সুভগঃ শীলো দাতা ভোক্তা প্রিয়ভাবঃ । যদী সমস্ত-
যজ্ঞানাং ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসদরঃ ॥ ১০ ॥ বদন্তো নর-
নারীণাং পৌর্ণমাস্যঃ যথা শশী । আদিত্য ইব
তুঙ্গপ্ৰেক্ষ্যঃ শত্রুক্ষয়ক্ষমঙ্করঃ ॥ ১১ ॥ বৈকবঃ সত্য-
সম্পন্নো জিতক্রোধো জিতেন্দ্রিয়ঃ । রাজস্বয়ং ক্রতু-
বরং বাজিমেধসহস্রকম্ ॥ ১২ ॥ ইয়াজ পরমং ক্রীমান
মুমুর্ক্ষুর্দ্যুতং পরঃ । এবং সৰ্বগুণোপেতঃ পৃথিবীঃ
পালয়ম্বপঃ ॥ ১৩ ॥ অবন্তীং নাম নগরীং মালবে
ভুবি বিস্তৃতাম্ । উবাস সৰ্বরজাত্যাং দ্বিতীয়াম-
মরাবতীম্ ॥ ১৪ ॥ অত্র স্থিতো নরপতির্বিষ্ণো
ভক্তিমমুত্তমাম্ । চকার মনসা বাচা কশ্মণা পরমাদু-
তাম্ ॥ ১৫ ॥ এবং প্রবর্তমানোহসৌ কদাচিত্ত ক্রীপতে-
বিতোঃ । পূজাসময়মাসাদ্য দেবার্চনগৃহান্তরে ॥
১৬ ॥ বিদ্বদ্ভিঃ করিতিশ্চৈব তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গিভিঃ ।
দৈবভ্যঃ শ্রোত্রিয়ৈঃ সার্বৈঃ পুরোহিতমুপস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
আদৃতো ব্যাজহারেদং জায়তাং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ।
যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথং পশ্যাম্যেতেন চক্ষুযা ॥ ১৮ ॥
এবমুক্তো নৃপাগ্র্যেণ বৈকবেন পুরোহিতঃ ।

বিদ্যায় দ্বিতীয় বৃহস্পতি, ঐশ্বর্য্যে অমরেন্দ্র, এবং
ধনসঞ্চয়ে কুবের । তিনি রূপবান, সুভগ, শীল,
দাতা, ভোক্তা, প্রিয়ভাবী, নিখিল-যজ্ঞের অমুষ্ঠান-
কর্তা, ব্রহ্মণ্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের জ্ঞায়
নরনারী-প্রিয়পাত্র, সূর্য্যের জ্ঞায় তুনিরীক্ষ্য, শত্রু-
পক্ষের ক্ষতিকর, বৈকব, সত্যপরায়ণ, জিতক্রোধ
ও জিতেন্দ্রিয় । পরমধার্মিক ক্রীমান ইন্দ্রহ্য
মহারাজ মুক্তিকামনায় রাজস্বয় মহাযজ্ঞ এবং শত
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন । এইরূপ সকল-গুণ-
বিশিষ্ট পৃথিবীপালক সেই রাজা দ্বিতীয়া অমরাবতীর
জ্ঞায় সৰ্বরজতুজ্ঞা সুবিখ্যাতা অবন্তী নগরীতে বাস
করিতেন । ১—১৪ । তিনি সেই নগরে থাকিয়া কায়-
মনোবাক্যে বিষ্ণুর প্রতি অচলা ও পরম অদ্ভুত ভক্তি
প্রকাশ করিতেন । এই প্রকৃত্তে বর্তমান সেই
নরপতি একদা দেবার্চনগৃহে ক্রীপতি বিষ্ণুর পূজা
সময়ে, বিদ্বদ্ভূত, কবিগণ ও তীর্থযাত্রা-প্রস্তাবকারী
দৈবজ্ঞ ও শ্রোত্রিয় প্রভৃতির সহিত উপস্থিত পুরো-
হিতকে সমাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, জানেন উত্তম
ক্ষেত্রধাম কোথায় ? যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ-
দেবকে এই চক্ষুচক্ষু দর্শন করা যায় । পুরোহিত
সেই বিষ্ণুভক্ত নৃপাশ্রয় কর্তৃক এইপ্রকার জিজ্ঞা-

তীর্থযাত্রিগণ পঞ্চরূপাট প্রার্থনা বচঃ ১১ ৥ জো-
তৌর্থাটনব্যগ্রা ধার্মিকা দেশকোবিদাঃ । যদা-
দিশতি দেবোহং যুগান্তিভ্যং ক্রতঃ কিল ২০ ৥
বিজায় তদতিপ্রায়ঃ কশিৎ সুবহুতীর্থগঃ । উবাচ
বাগ্মী রাজানঃ বহাজলিপুটো মুদা ২১ ৥ রাজর-
নেকতীর্থানি ব্যচারিষমহং প্রভো । আ শৈশবাৎ
কিতিতলে ক্রতান্তৈশ্চ তীর্থগৈঃ । ওদ্রদেশ ইতি
খ্যাতে বর্ষে ভারতসংজ্ঞকে । দক্ষিণস্তোদধেস্তীরে
ক্ষেত্রং জীপুরুষোত্তমম্ ২৩ ৥ তত্র নীলগিরির্নাম
সমস্তাৎ কাননাবৃতঃ । তস্তোৎসর্গে কল্পবৃক্ষঃ সম-
স্তাৎ ক্রোশসম্বিতঃ ২৪ ৥ যন্ত ছায়াঃ সমাক্রম্য
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । তন্ত পশ্চাদিদি খ্যাতং কুণ্ড-
রৌহিনিসংজ্ঞকম্ ২৫ ৥ তৎ পূর্ণং কারণান্তোভিঃ
স্পর্শনাদেব মুক্তিদম্ । তন্ত প্রাকৃতটমাস্থায় নীলেন্দ্র-
মণিনির্মিতা ২৬ ৥ ততঃ জীবাশ্বদেবন্ত সাক্ষনুজি-
প্রদায়িনী । তত্র কুণ্ডে তু যঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা তু
পুরুষোত্তমম্ ২৭ ৥ অশমেধসহস্রন্ত কলং প্রাপ্য-
বিমুচ্যতে । তজ্জান্তে আশ্রমশ্রেষ্ঠঃ খ্যাতঃ শবর-

সিত হইয়া তীর্থযাত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক
সম্ভ্রম প্রদান করিলেন । হে তীর্থযাত্রিগণ । আপ-
নারা সর্বদা তীর্থপর্যটনে ব্যগ্র ও শ্রমিক এবং
বহুদেশদর্শী, এই নরদেব যাহা আদেশ করিলেন,
তাহা কি আপনারা শুনিয়াছেন? এই তীর্থ-
গামী বহু এক ব্যক্তি সেই পুরোহিতের অভিপ্রায়
বুঝিতে পারিয়া বহাজলি হইয়া হর্ষপূর্বক রাজাকে
বলিলেন,—হে রাজন্ । আমি শিশুকাল হইতে এই
ভূমিতে অনেক তীর্থ বিচরণ করিয়াছি এবং অন্ত্যন্ত
তীর্থগামী ব্যক্তির নিকটেও শুনিয়াছি যে, এই
ভারতবর্ষে বিখ্যাত ওদ্রদেশে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে
জীপুরুষোত্তম নামে উত্তম ক্ষেত্র আছে । তাহাতে
নীলগিরি নামে এক পর্বত আছে । তাহার চতু-
র্দিক নানা বনে আবৃত ; তাহার অঙ্কভাগে চতুর্দিকে
এক ক্রোশ পরিমাণ এক কল্পবৃক্ষ আছে, ঐ বৃক্ষের
ছায়াস্পর্শে ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয় । তৎপশ্চিমে
রৌহিনী নামে বিখ্যাত এক কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ড
কারণসলিলে পূর্ণ এবং দর্শন মাতেই মুক্তিপ্রদ ; ঐ
কুণ্ডের পূর্বতটে নীলকান্তমণি-নির্মিত ভগবান
জীবাশ্বদেবের মূর্তি আছে, উহা সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ ।
এ ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করিয়া পুরুষোত্তমকে
সমর্পণ করে, সে সহস্র অশমেধ যজ্ঞের কল প্রাপ্ত
করিয়া মুক্তিলাভ করে । তাহার পশ্চিমদিকে শবর-

দীপকঃ ১৮ ৥ পশ্চিমায়াঃ দিশি বিজোবোজিতঃ
শবরজাতয়েঃ । বস্মাদেকশবীমার্গো যেন বিজ্ঞানরং
ব্রজেৎ ২৯ ৥ যত্র সাক্ষাজগন্নাথঃ পঞ্চ-চক্র-
গদাধরঃ । জম্বুনাং দর্শনামুক্তিঃ যো ক্ষমতি
কৃপানিধিঃ ৩০ ৥ তজ্জোষিতং ময়া রাজন্ বৎ
জীপুরুষোত্তমে । তুষ্ঠ্যর্থং দেবদেবন্ত ভ্রতিনা
বনবাসিনা ৩১ ৥ প্রতিরাত্র্যং ভগবতো দর্শনার
দিবোকসাম্ । আগতানাং মহারাজ দিব্যগন্ধো
হমাম্বুযঃ ৩২ ৥ নানাভূতিবচঃ কল্প-পুষ্পবৃষ্টি-
লভ্যতে । মহিমৈষ ন কুত্রাপি বিকোঃ স্থানে
প্রব'ম ত ৩৩ ৥ পৌরাণিকী প্রবৃষ্টিশ্চ ক্রতা তত্র
মহীপতে । বায়সো মাধবঃ দৃষ্ট্বা তির্ধ্যগ্দ্দেহোহপ্য-
মুচ্যত ৩৪ ৥ নাধিকারী পুণ্যকৃত্যে জ্ঞানহীনো-
হপি পার্শ্বিব । তৃকাক্তো রৌহিণে কুণ্ডে জলং
পাতুং সমাগতঃ ৩৫ ৥ ত্যক্তা কালবশাৎ প্রাণান্
বিষ্ণুসাক্ষ্যপ্যাপ্তবান্ অহমাসং পুরা মূর্খস্তৎ-
প্রসাদাতু সাম্প্রতম্ ৩৬ ৥ অষ্টাদশশু বিদ্যাসু
শেষো ন স্তান্যমাপরঃ । মতিশ্চ নির্মলা জাতা বিষ্ণুঃ

দীপক নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে, উহা
শবরজাতির গৃহসমূহে বেষ্টিত । সেই স্থান হইতে
বিষ্ণু আনয়ে গমন করা যায়, একপ একটী একপদী
পথ আছে, যেখানে সাক্ষাৎ জগন্নাথ পঞ্চচক্রগদা
ধারণপূর্বক অবস্থিতি করিতেছেন । সেই কৃপানিধি
দর্শনমাত্রে জীবগণকে মুক্তি বিতরণ করিয়া
 থাকেন । হে রাজন্ । আমি এক বৎসর দেব-
দেবের তুষ্টির নিমিত্ত বনবাসী তপস্বী হইয়া সেই
পুরুষোত্তমে বাস করিয়াছিলাম, তথায় ভগবানের
দর্শন নিমিত্ত প্রতিরাত্রি তই আগত দেবতা সকলের
একটি অমাম্বুয গন্ধ প্রাপ্ত হইতাম । ১৫—৩২ ।
তথায় অনবরত বিবিধ প্রকার ভূতিবাক্য উদ্-
ঘোষিত ও কল্পবৃক্ষের পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে । এইরূপ
বিষ্ণুর মহিমা আর কোনও স্থানে দেখা যায় না ।
হে মহীপতে ! সেই স্থানে একটি প্রাচীন বার্তা শ্রবণ
করিয়াছিলাম যে, একটি কাকপক্ষী তির্ধ্যগ্জাতি
হইয়াও মাধবকে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল ।
হে পার্শ্বিব ! জ্ঞানহীন পক্ষী পুণ্যকৃত্যে অধিকারী
নহে, তথাপি তৃকাক্ত হইয়া রৌহিনীকুণ্ডে জলস্নান
করিবার আশায় আসিয়া কালবশে প্রাণ পরিত্যাগ
করিয়া বিষ্ণুরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে । আমিও পূর্বকালে
মূর্খ ছিলাম, ইদানীং তাহার প্রসাদাৎ অষ্টাদশ
বিদ্যার আশায় আর শেধ নাই । “কৃত্যায় মুক্তি

পতঙ্গি মাণসঃ ৩৭ । অথ ধর্মাবিস্তৃত্তোহসি
সততঃ দৃঢ়তঃ । অতস্তবোপদেশার্থমাগতোহহং
তবাস্তিকে ৩৮ । নো ধনং ন চ ভূমিকং স্বতঃ
সম্প্রার্থয়েহুনা । বালীকমেতন্মা বৃধ্য তত্রহং ত্রিধরং
ভজ ৩৯ । এবমুক্তা তু জটিলঃ সর্বেষাং পশুতাং
ভদ্রা । অন্তর্দানং জগামাশু রাজা পরমবিস্ময়ম্ ৪০
অবাণ্য ব্যাকুলমতিঃ কথং মে নির্বাহেদिति ।
পুরোহিতমুবাচেদং তন্ত্বেবার্ষস্ত সাধনে ৪১ ।
ইন্দ্রস্য উবাচ । মম ধর্মার্থকামা হি তদায়ত্তা
দ্বিজোত্তম । অবিরুদ্ধত্বং প্রসাদাৎ ত্রিবর্গঃ সাধিতো
ময়া ৪২ । অমাত্যমিদং বৃত্তং শ্রবৈদানীমমাত্যবাৎ ৪৩
বুদ্ধিস্বয়তে তত্র যত্রান্তেহসৌ গদাধরঃ ৪৪ ।
ইদানীং দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্বমজ্ঞার্থে যতিষ্যসি । * চতুর্ভুগন্ত
সম্পূর্ণঃ প্রাপ্তঃ স্তাৎ সাম্প্রতং ময়া ৪৫ । পুরোহিত
উবাচ । বীচমেতৎ করিষ্যামি যথা দ্রক্ষ্যসি কেশবম্ ।
চর্ম্মাচ্ছাদিতচর্ম্মভ্যাং সাক্ষাৎপ্রদং বিভূম্ ৪৬ ।
এবমত্র যতিষ্যামি তত্র সর্বৈ যথা বযম্ । বৎস্তামঃ

নির্ম্মল হইয়াছে ; আমি সকলেতেই বিষ্ণুরূপ দর্শন
করি, অন্তরূপ দেখি না । আপনি বিষ্ণুভক্ত এবং
সতত দৃঢ়ত, এইজন্য আপনাকে উপদেশ দিবার
নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট
ধন ও ভূমি প্রার্থনা করিতে আসি নাই, আমার এই
কথা অলীক বিবেচনা না করিয়া পুরুষোত্তমস্ব পুরু-
ষোত্তমকে ভজনা কব । সেই জটিল তপস্বী এই
উপদেশ দিয়া সকল দর্শকদিগের নিকট হইতে সহস্র
অন্তর্দান করিলেন । রাজা নিতান্ত বিস্ময়ে ব্যাকুল-
চিত্ত হইলেন যে, আমি ইহা কিরূপে নির্বাহ করিব ।
এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহা সাধনের জন্ত পুরোহিতকে
বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম ! ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ
তোমার অধীন । তোমার প্রসাদাৎ অবিরোধে
আমি ঐ ত্রিবর্গ সাধন করিয়াছি । ইদানীং অমাত্য
হইতে অমাত্যমিক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যে স্থলে সেই
গদাধর আছেন, তথায় আমার বুদ্ধি সহস্রগামিনী
হইয়াছে । অতএব হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । এইকণে আপনি
যদি এই নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করেন, তাহা হইলে
সম্পূর্ণ চতুর্ভুগন্ত কল প্রাপ্ত হইতে পারিব । পুরোহিত
বলিলেন,—আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে সেই
সাক্ষাৎ বৃত্তিবাতা কেশবকে চর্ম্মচর্ম্মদ্বারা দর্শন করি-
তে পাও, তাহা আমি অবশ্য করিব । সেই মহাপুণ্য

ভূমিপুণ্য কেন্দ্রে ত্রিপুরবোত্তম ৪৬ । তাকল্যা-
কিমতো রাজন্ যদ্বিনো জন্মনো ভবৎ ৪৭ । পুরুষ-
তমসঃ পারং সাক্ষাৎপ্রদ্যতি মানবঃ * ৪৮ । ভ্রাতা
বিদ্যাপতির্নাম কনীয়ায়ৈ ব্রজিষ্যতি । দেশভ্রমণ-
শীলৈশ্চ চারৈঃ সহ তবানুনা ৪৯ । তত্র গতা
জগন্নাথং দৃষ্টা স চ গিরৌ যথা । কটকাবাসসংস্থানং
† ভূপ্রদেশং প্রমায় চ ৫০ । তুর্ণং প্রকৃতিমানেন্তা
শ্রেয়োহস্মাকং ভবিষ্যতি । তন্ত তদ্বচনং শ্রুত্বা
রাজা পুনরুবাচ হ ৫১ । ইন্দ্রস্য উবাচ । সাধু
ব্রহ্মন্ সমাধায় ব্যবসায়ো বিচারিতঃ । অহং
প্রথমতোহপ্যেতৎ শ্রুত্বৈব কৃতনিশ্চয়ঃ ৫২ । তত্র
কেন্দ্রে ভগবতঃ সন্নিধৌ নিবসাম্যহম্ । তদগচ্ছতু
ভবদ্ভাতা যথেষ্টং সাধয়িষ্যতি ৫৩ । ইত্যুক্তান্তঃ-
পুরে রাজা প্রবিবেশ মুদারিতঃ । পুরোহিতোহপি
তান সর্বান যথাবদমুপেক্ষণঃ ৫৪ । রাজাজয়া
পূজয়িত্বা প্রাহিণোৎ স্বং স্মাত্মমম্ । ভ্রাতরং
সুসুহৃদে চ দৈবজ্ঞবিধিনিশ্চয়ে ৫৫ । প্রহা-
পয়ামাস তদা কৃতশ্রুতায়নং দ্বিজৈঃ । অথ সর্বৈঃ
প্রাত্যহিকৈঃ পুষ্পস্তন্দনমাস্থিতম্ ৫৬ । ততঃ

পুরুষোত্তম-কেন্দ্রে আমবা সকলে গমন করিয়া তাহা-
তে বাস করিতে পারি, সেইরূপ যত্ন করিব । হে
রাজন্ ! যাহারা এক্ষণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা-
দিগের জন্মের ইহা অপেক্ষা আর কি কলনাত
‘হইবে ? সেই তমোত্তমাতীত পুরুষকে মনুষ্য হইয়া
সাক্ষাৎ দর্শন করিবে । ইদানীং তোমার দেশভ্রমণ-
শীল চবগণের সহিত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদ্যাপতি
গমন করিবেন । সে স্থানে গমন করিয়া সেই নীল-
গিরিতে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া কটকদেশে বাসোপ-
যোগী স্থান নির্ণয়পূর্বক শীঘ্রই সংবাদ আসিলে আমা-
দিগের ইষ্টসিদ্ধি হইবেক । তাহার সেই বাক্য
শ্রবণ করিয়া রাজা পুনরবার বলিলেন, হে ব্রহ্মন্ !
আপনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন, আমি শ্রবণ মাঝেই
সেই কেন্দ্রে ভগবানের নিকট বাস করিব নিশ্চয়
করিয়াছি, অতএব তোমার ভ্রাতা তত্র গমন করিয়া
ইষ্টসাধন করুন ৩৩—৫২ । রাজা ইহা বলিয়া অন্তঃপুরে
হর্ষাধিতচিত্তে গমন করিলেন । পুরোহিতও সেই সকল
ব্যক্তিকে রাজাজ্ঞাক্রমে যথাযোগ্য সন্মান করিয়া
স্বীয় স্বীয় আশ্রমে যাইতে বিদায় দিলেন এবং ভ্রাতা

যদ্যপি বিপ্রাঃ স তু বিদ্যাপতির্বিজ্ঞঃ । মনসা
চিন্তয়িত্ব দেবং মার্গে স্তম্ভমমাহিতঃ ॥ ৫৬ ॥ অহো
মে সাকল্য জন্ম সুকল্যা শরীরী চ মে । ত্রক্যামি
যতগবতো মুপপন্নমধাপহম ॥ ৫৭ ॥ অবগাদৈরু-
পায়েব যতমানা অহর্নিশম্ । পশুস্তি যতযন্তত্র
পুণ্ডরীকে ব্যবহিতম্ ॥ ৫৮ ॥ তমদ্য নীলশিগরি-
শৃঙ্গং বিজ্ঞতং বপুঃ । বপুঃসহস্রহরণং সাকাদ-
ত্রক্যামি চক্রিণম্ ॥ ৫৯ ॥ ঋতিস্মৃতিহাসপুবাণ-
বার্কেদ্যজ্ঞপমাস্তাপহিতুং ন শক্যম । তৎ ত্রীনিধে
রূপমদৃষ্টপূর্বং দৃষ্টা তরিষ্যাম তব পুরাশিম্ ॥ ৬০ ॥
যন্নামসকীর্তনতস্ত্রিধাংহঃসজ্জাঃ প্রণাশং শ্রবতাং
প্রয়াতি । তমদ্য বিশেষরমপ্রমেয়ং সাক্ষাৎ কবি-
য্যামি গিরৌ বসন্তম্ ॥ ৬১ ॥ যৎপাদপদ্মানহু-
সংহিতস্ত পদে পদে হুঃখমুপাজ্জিতস্ত । তমঃপ্রকাণ্ড-
প্রভবং কদাচিৎ নাশ্বাসিতং কস্মভিবেতি নাশম্ ॥
৬২ ॥ আবাধ্য স্তম্ভং স্তম্ভহানিবাসং যং পঞ্চকোবা-
নুতমাসংস্রম্ । বেদান্তগীবাচ ন চাপি বেদং বন্দে

বিদ্যাপতিকে স্বস্ত্যমনপূর্বক শুভকণে প্রেরণ করি-
লেন । হে বিপ্রগণ । অনন্তর বিশ্বস্ত লোক কর্তৃক
পথে আনীত পুষ্পক-রথে আবোহণ কবিয়া বিদ্যা-
পতি মনে মনে জগন্নাথ দেবকে চিন্তা করিয়া লাগি-
লেন ।—অহো ! আমার জন্ম সুকল্য, আজ
আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে, যেহেতু ভগ-
বানেব পাপনাশক মুপপন্ন দেখিতে পাইব । ষাঠ্যকে
অবগাদি উপায় দ্বারা যতিগণ যত্বান হইয়া দিবারাত্রি
দর্শন করিতেছেন ; অদ্য আমি সেই নীলগিবিব
শৃঙ্গেতে বেতপদ্মস্থিত মুক্তিদাতা চক্রধারী পুরুষকে
সাক্ষাৎ দর্শন করিব । ঋতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও
পুরাণবাক্যে ষাঠ্যর রূপ নিকূপণ করা যায় না, সেই
ত্রীনিধির অদৃষ্টপূর্ণ অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া
সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব । ষাঠ্যর নাম
কীর্তন ও শ্রবণে জিবিধ পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়,
নীলাচলে অবস্থিত সেই অপ্রমেয় বিশেষকে সাক্ষাৎ
করিব । ষাঠ্যর পাদপদ্মের শ্রবণ ব্যতীত কোন
অপথেই শ্রবণ নাই, পবন পদে পদে হুঃখ ; অসং-
কল্পজনিত পাপ ষাঠ্যর পাদপদ্ম সন্ধানরহিত
(‘সংসারসাগর’) কস্ম দ্বারা কখনই বিনষ্ট হয় না,
ষাঠ্যবাহী অনেক আরাধনা করিয়া ষাঠ্যকে অন্ন-
প্রদাদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত আশ্রয়-নিবাসী
অনির্বচনীয় বলিয়া নির্দেশ করেন, পরন্তু স্বরূপ
জানিতে পারেন না, আমি সেই একমাত্র

অবিদ্যাকনিবেদ্যমাদ্যম্ ॥ ৬৩ ॥ ত্রক্যামিলাকশি-
তাহলোমং সহস্রমুদ্যতিবৃন্দং পুরাণম্ । ত্রিধাশ-
বাতোখিত-বেদরাশিঃ সর্বপ্রপঞ্চেশমহং প্রপদ্যে ॥
৬৪ ॥ যন্মায়য়া নিশ্চিতকূটমেতৎ সৃষ্টিকয়হানকিলাসি
রূপম্ । নিকপিতারোপিতহেয়রূপস্বরূপহীনং প্রণব-
স্বরূপম্ ॥ ৬৫ ॥ তিথ্যকৃত্যশান্তিনিমিত্ততোহপি
যদৃচ্ছয়া যৎসবিধং প্রয়াতঃ । দেহেন তেনৈব স্বরূপ-
মুক্তিমবাপ তং দৃষ্ট্যতিধিং করিষ্যে ॥ ৬৬ ॥ অহো
অহো মে খলু ভাগ্যশংসী যৎকোটিজন্মার্জিতপুণ্য
একঃ । সমুখিতো মে খলু চন্দ্রদৃগ্ভ্যাং বিলোক-
যিত্বঃ সগদাদিকন্দম্ ॥ ৬৭ ॥ ইখং সধিস্তয়ন বিপ্রঃ
প্রজষ্টেনান্তরাগ্ননা । অতীতং বহুমধ্বানং নানুধ্য-
ত্বধবেগতঃ ॥ ৬৮ ॥ দিনমধ্যে ব্যতিক্রান্তে লভ্যতে
বহুবাসবে । বর্ষস্তদৃশ্যভাগ্রে তু দেশো ভুবনমঙ্গলঃ ।
ওড়সংক্রান্ত ভো বিপ্রাঃ ক্রিতিমণ্ডলপাবনঃ ॥ ৬৯ ॥
ইখং পশুন বনান্তাঃ গরিষ্ঠগাংস্ত মার্গকান্ । সূর্যা-
স্তমযবেলায়াঃ মহানন্দাঃ স্তেহভবৎ ॥ ৭০ ॥ অবক্ৰত্ব

অব্যাবিধ্যা-জ্ঞেয় সর্বাদি দেব জগন্নাথকে বন্দনা
কবি । ষাঠ্যর লোমে লোমে ত্রক্যামিলা, ষাঠ্যর
নিখাসবায় দ্বারা বেদরাশি উখিত হইয়াছে, যিনি
সহস্রমস্তক সহস্রপদ এবং সহস্রচক্ষু, সেই সর্বপ্রপ-
ঞ্চের অধীশ্বর দেব জগন্নাথকে আশ্রয় কবি । এই
জগৎপ্রপঞ্চ ষাঠ্যর মায়ায় সৃষ্ট হইয়া সৃষ্টবস্ত্র এবং
স্থিতি-বিনাশশীল হইয়াছে, আবোপ দ্বারা অজ্ঞানলোক
ষাঠ্যকে নবব দাক্ষ-মদ-রূপ বলিয়া নিকূপণ
করিয়া থাকে, সেই রূপবিহীন প্রণবরূপী জগদী-
শ্বরকে প্রণাম করি । ষাঠ্যর সন্নিধানে কাকপক্ষী
তৃকাশান্তিব নির্মিত যুচ্ছাক্রমে গমন করিয়া সেই
দেহ হইতে স্বরূপা মুক্তি পাইয়াছে, আমি তাঁহাকে
দর্শন-পথের আতিথ্য করিব । • অহো ! আজ আমার
কি সৌভাগ্য । না জানি পূর্ব জন্মে কত পুণ্য করিয়া-
ছিলাম, কোটিজন্মার্জিত পুণ্যরাশি আজ অপ্র-
কাশিত হইয়াছে, যেহেতু, জগতের আদি কারণ জগ-
দীশ্বরকে অদ্য চন্দ্রচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইব । বিদ্যা-
পতি দৃষ্টান্তঃকরণে ঐকপ চিন্তা করিতে, করিতে
রথবেগে বহু পথ যে অতীত হইয়াছে, ইহা অকৃত্রিম
করিতে পারিলেন না ॥ ৬৩—৬৮ ॥ হে বিপ্রগণ । বহুদিন
গত হইলে অপরাহ্নে পথিমধ্যে ভ্রমণের পবিত্রতা-
জনক ও ভুবনের মঙ্গলকারক ওড়সাক দেশ
সম্মুখে দৃষ্টি করিলেন । এই প্রকারে বন, গিরি, হর্ষ
ও পদ সুকল দর্শন করিতে করিতে সূর্যাস্ত-সময়ে

রথারোহণঃ কৃষা চাহিকমাগতঃ । উপাস্ত পশ্চিমাঃ
সম্যাক্ষী দধৌ স মধুদনম্ ॥ ৭১ ॥ রথপৃষ্ঠে স্থিতো
রাত্রিঃ সমগ্রিহা হরাধিতঃ । মহানদীঃ সমুত্তীৰ্য্য প্রাতঃ-
কৃত্যঃ সমাপ্য সঃ । চিন্তয়ন্তেব গোবিন্দঃ প্রতপ্তে
রথমাহিতঃ ॥ ৭২ ॥ পশ্চাদ্ভূতমো মার্গঃ শ্রোত্রিয়াণাং
হি যজ্ঞনাম্ । ব্রহ্মবর্চস্বিনাং বিপ্রা গ্রামান যুপৈব-
লঙ্কতান ॥ ৭৩ ॥ বিলভৈক্যকাকবনং যাবদাযাতি
স দ্বিজঃ । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারিণো দদর্শে
নরান্ ॥ ৭৪ ॥ জন্মান্তরিতমাত্মানং বৃদ্ধে দিব্য-
কপিণম্ । অবরুহ রথাস্তরণং সাষ্টাঙ্গং প্রণিপত্য চ ॥
৭৫ ॥ হর্ষাশ্রুপ্লুতনয়নো নাস্ত্যে কিকিদ্দপশ্চত ।
কেবলং মনসা বিষ্ণুং পশুন্ বাহ্যে চ ভো দ্বিজাঃ ।
একং ব্রহ্মণ যদা বিপ্রো ধ্যানেন পশুন্ শবন্ হরিম্ ॥
৭৬ ॥ অপশুৎ কাননাকৌণঃ কল্পগ্রোহভূষিতম্ ।
নীলাচলঃ লিগন্তঃ পং পশুতাং পাপনাশনম্ ॥ ৭৮ ॥
অত্যন্তুতং নিবসতিং সাক্ষাত্তুভূতো হবোঃ । উপত্য-

মহানদীৰ তটে উপস্থিত হইলেন । হে বিপ্রগণ !
বিদ্যাপতি রথ হইতে ভূমিতে অবরোহণ করিয়া
আহিক ক্রিয়া সমাপনানন্তর সাযংসম্ব্য-উপাসনা
সম্পন্ন করিয়া মধুদনকে চিন্তা করিলেন এবং রথ-
পৃষ্ঠে স্থিতিপূর্বক রাত্রি যাপন করিয়া শীঘ্র মহানদী
পার হইয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর গোবিন্দকে
চিন্তা করিতে করিতে বধে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।
তৎপরে উভয়দিকে পথদর্শন করিতে করিতে একাক্ষ
বন লঙ্ঘন করিয়া শ্রোত্রিয়, যাজ্ঞিক ও ব্রহ্মতেজস্বী-
দিগের যুপকাঠ দ্বারা শোভিত গ্রামে আগমন
করিলেন । তখন তত্রস্থ সকলকে শঙ্খ-চক্র-গদা-
পদ্মধারী রূপে দেখিতে লাগিলেন । তিনি নিজ
দেহটীরও দিব্যরূপ দর্শনে যেন 'জন্মান্তর হইল'
ইহা বিবেচনা করিলেন । বিদ্যাপতি রথ হইতে
শীঘ্র অবরোহণপূর্বক তাঁহাদিগকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম
করিলেন । হর্ষাশ্রুপ্লুত-নয়ন হওয়াতে তিনি আর
কিছুই দর্শন করিতে পারিলেন না । হে দ্বিজগণ !
তখন তিনি কেবল হৃদয়ে বাহিরে বিষ্ণুকে দর্শন
করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন,—ব্রাহ্মণ
এইরূপে বিষ্ণুর ধ্যান, কখন সাক্ষাৎ দর্শন, কখন
স্তব করিতে করিতে কিয়দূর গিয়া নীলাচল পর্বত
দেখিলেন ;—ঐ পর্বত দর্শকদিগের পাপনাশী,
উচ্চতায় অজ্ঞেয়ী ;—মধ্যে কল্পবটশোভিত,
চতুঃপার্শ্বে কাননশ্রেণীবেষ্টিত । ঐ পর্বত অতি
অদ্বুত ; সাক্ষাৎ মূর্তিমান বিষ্ণুর বাসস্থান । ক্রমে

কাষ্মারাজঃ সমস্তান্নাগর্যনং দ্বিজাঃ ॥ ৭৯ ॥ মার্গে
ন লেভে বিপ্রোবসৌ মুকুন্দলোকনোৎসুকঃ । অন্ত-
পাত ততো ভূমৌ কুশানাস্তীৰ্য্য বাগ যুজঃ ॥ ৮০ ॥ দর্শনে
তস্ত দেবস্ত তমেব শরণং যযৌ । ততঃ শুদ্ধাব-
বচনং গিরেঃ পশ্চাদমানুষম্ ॥ ৮১ ॥ ভগবদ্ভক্তি-
বিষয়ং সলাপং কুরুতা মিধঃ । ততো বিদ্যাপতি-
হৃষ্টোহনুসবং স্তজ্জগাম * হ ॥ ৮২ ॥ দদর্শ শবরাকা-
রৈবেষ্টিতং পরিতো দ্বিজাঃ । ক্ষেত্রস্ত দীপসংস্থানং
পাতং শবরদীপকম্ ॥ ৮৩ ॥ তত্র গহ্বা শনৈর্বিপ্রঃ
প্রবিষ্ট বিনয়াধিতঃ । দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান শঙ্খ-
চক্রগদাধরান্ ॥ ৮৪ ॥ প্রণম্য শিরসা বিপ্রস্তম্বো
বদ্ধাঞ্জলিস্ততঃ । ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতা-
ঙ্গকঃ ॥ ৮৫ ॥ অবসায় হরেঃ পূজাং পূজাশেষোপ-
শোভিতঃ । সম্ভ্রান্তো গিরিমধ্যাতু তন্মিহেব
ক্ষেত্রে দ্বিজাঃ ॥ ৮৬ ॥ আলোক্য তং দ্বিজো হর্ষমুপ-
যাতো ব্যচিন্তয়ৎ । এষ প্রাপ্তো হরেঃ স্থানাৎ

তিনি পথের সন্নিকটভূমিতে আরোহণ করি-
লেন, কিন্তু সেই মুকুন্দদেবদর্শনোৎসুক বিপ্র
চাবিদিক অনুসন্ধান করিয়াও পথ প্রাপ্ত হইলেন
না । তদনন্তর তিনি বাক্য-সংঘমপূর্বক ভূমিতে
কুশপত্র বিস্তার করিলেন এবং তদুপরি শয়ন
করিয়া সেই মুকুন্দ-দেবের দর্শনাকাজ্জক্য তাঁহার
শবণাগত হইলেন । তৎপরে পর্বতের পশ্চাভাগে
ঈহাবা পর্বতের ভগবদ্ভক্তিবিশেষের আলাপ করিতে-
ছিলেন, তাঁহাদিগের সেই অলৌকিক বাক্য শ্রবণ
করিলেন । অনন্তর বিদ্যাপতি হুঁই হইয়া সেই
বাক্য অনুসরণ করিয়া গমন করিলেন । সে স্থানে
শবরজাতির বাসগৃহসমূহে চতুর্দিক বেষ্টিত, এবং
শবরদিগের নামে বিখ্যাত ক্ষেত্রের দীপসংস্থানটী
দর্শন করিলেন । ৬৯—৮৩ । তিনি ক্রমে সেই স্থানে
বিনীতভাবে প্রবেশ করিয়া সেই শঙ্খ-চক্র-
গদা-পদ্মধারী বৈষ্ণবদিগকে দর্শন করিলেন এবং
তাঁহাদিগকে প্রণামপূর্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অব-
স্থান করিলেন । পরে বিশ্বাবসু নামে এক জন
বৃদ্ধ শবর হরিপূজা সমাপন করিয়া পূজাবশিষ্ট
চন্দনাদি দ্বারা শোভিত হইয়া গিরিমধ্য হইতে
বিদ্যাপতির নয়নগোচর হইলেন । বিদ্যাপতি
তাঁহাকে দেখিয়া সর্বচিত্তে চিন্তা করিলেন, হরির
স্থান হইতে ব্রাহ্ম ও নির্মাণ্যভূষিত এই বৈষ্ণব-

আমাকে নির্মাণ করিবে। বৈকুণ্ঠ ইতো কাষ্ঠাঃ
বিবেকঃ প্রাপ্যামি হৃদয়ম্। চিত্তমুদিতং বিপ্রোহসৌ
শব্দেণাত্যবাদয়ৎ ॥ ৮৮ ॥ শবর উবাচ। কুতঃ
সমাগতো বিপ্র কাননান্তঃ সুহৃদরম্। কুত্বেপরীতঃ
শ্রান্তঃ সুখমাত্রান্ততঃ চিবম্ ॥ ৮৯ ॥ পাদ্যমাসনমর্ঘ্যঞ্চ
দধা বিধাবনুর্ধ্বম্। উবাচ প্রমুগগিরা প্রান্তত্যং
প্রতিপাদয়ন্ ॥ ৯০ ॥ কলৈঃ পাকেন বা বিপ্র প্রাণ-
যাজ্ঞা ভবেত্তব। যতুভ্যং রোচতে বিপ্র ময়া তদৈ
প্রদীয়তে ॥ ৯১ ॥ ভাগ্যং মমাদ্য ভগবন জীবিতং
সকলক মে। প্রাপ্তোহসি যদগচ্ছ। বস্ত্র সাক্ষাঙ্কি-
রিবাপরঃ ॥ ৯২ ॥ ইতি ক্রবাণঃ শবরং প্রোবাচ বিজ-
পুংসঃ। ন মে কলৈবা পাকেন কার্যং বৈকব-
পুংসঃ ॥ ৯৩ ॥ যদর্থমাগতো দূবাং সাধো তৎ সকলং
কুরু। ইন্দ্রহ্যস্ত নৃপতেববস্তীপুংসবাসিনঃ ॥ ৯৪ ॥
পুরোহিতোহহং সম্ভ্রান্তো বিষ্ণোর্দর্শনলালসঃ।
রাজাগ্রে তৈর্ধিকানাং হি সমাজেহবসরে ঋতম্ ॥ ৯৫ ॥
তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গে কেনচিৎ প্রস্তুতং ময়া। যথা

যেথেকে প্রাপ্ত হইলাম, ইহার নিকট হৃদয় বিকৃত
বার্তা প্রাপ্ত হইব। এইকপ চিন্তাকরণসময়ে শবর
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ঋষি। তুমি
কোথা হইতে এই দুর্গম কাননে আ... হইয়াছ?
তুমি কুমা ও তুকাতে কাতর ও শ্রান্ত। যতএব
কিঞ্চিৎকাল এই স্থানে সুখে অবস্থান কর।
বিধাবনু, পাদ্য, আসন ও অর্ঘ্য বিজকে অর্পণ
করিয়া প্রান্তত্য জব্যের উল্লেখ করিয়া বিনয়বাক্যে
নিবেদন করিলেন,—হে বিপ্র। আপনি কল-
ভায়া না পাক করিয়া আহার নির্বাহ করিবেন?
আপনার যাজ্ঞ অভিক্রটি বলুন, আমি তাহাই প্রস্তুত
করিয়া দিব। হে ভগবন। অদ্য আমার পরম
ভাগ্য ও জীবন সকল হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ অপর
বিকৃষ্টরূপ আপনাকে গৃহে প্রাপ্ত হইলাম। শবর
এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি কহিলেন,—আমার কলে
জ পাক কোন প্রয়োজন নাই। হে সাধো! যে
নিমিত্ত দুঃ হইতে আসিয়াছি, তাহা সকল করুন।
আমি অরুণীপুংসবাসী ইন্দ্রহ্য রাজার পুরোহিত,
বিকৃত দর্শনমানসে আসিয়াছি। রাজসন্নিধানে
কর্তৃপক্ষের সমাজে কোন তীর্থক্ষেত্রপ্রসঙ্গে
এই তীর্থের একটি প্রস্তাব প্রবণ করিয়াছি,

১০৬ শব্দমালা ইতি বা পাঠ্য।

নিবেদিতঃ কেত্র রাজাগ্রে জটিলেন যে ১০৬ ॥
আমুপূর্বক্য চ ভৎসকঃ কথয়ামাস স বিজঃ। প্রস্তুতঃ
ততঃ সাধো রাজা চোৎকর্ষিতেন বৈ। প্রোহিতো-
হহং হবিং জট্টমাত্রং নীলমাধবম্। দৃষ্টা যাবন-
পতেবার্তাঃ নেষ্যামি সৌহৃদ্যম্। নিরাহারা
ক্রবং সাধো তন্মাং বিকুং প্রদর্শয় ॥ ৯৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রহ্যবাজোপাখ্যানং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিক্রবাচ। ইত্যুক্তস্তেন বিপ্রেন শবর-
শিষ্যকুলঃ। অশ্বাকম্পজীব্যোহসৌ রহস্তম্হো
ভনাদিনঃ ॥ ১ ॥ উপস্থিতং নো দুর্দ্দেবং যেন স্তাৎ
সার্বলৌকিকঃ। ন দর্শয়ামি চেদ্বিপ্রং শাপং মেহসৌ
প্রদাস্ততি ॥ ২ ॥ ক্রবাং ব্রাহ্মণো যাত্তো বিশেষা-
দতিথিস্বয়ম্। অশ্বিন বিকলকণ্ঠে তু যৌ লোকৌ

বাজসন্নিধানে জটিল যাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।
তিনি আমুপূর্বক সেই সকল কথা কহিয়া-
ছিলেন। এই নিমিত্তই হে সাধো। বাজা উৎ-
কর্ষিত হইয়া আমাকে অত্রস্থিত নীলমাধব হরিকে
দর্শন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে
দর্শন করিয়া নবপতিব নিকট সংবাদ লইয়া যাবৎ
না যাইব, তাবৎকাল নিশ্চয় অনাহাবে থাকিব, হে
সাধো। এই হেতুক আমাকে সেই বিকৃত দর্শন
করাও ॥ ৮৪—৯৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায়।

জৈমিনি কহিলেন,—বিদ্যাপতি এই কথা কহিলে
শবর চিন্তাকুলিত হইলেন যে, অহো! আমাদিগের
দুর্দ্দেব উপস্থিত হইল, যেহেতুক অশ্বদীয় উপজীব্য
ও উভয়লোকের সাধন এই নির্জনস্থ ভনাদিন,
ব্রাহ্মণকে দর্শন করাইলে সকলেই জানিতে
পারিবেক। যদি দেখিতে না দিই, তবে আমাকে
শাপ দিয়া গমন করিবেন। সকল
জাতির মধ্যে আমান্ন মাত্র, বিশেষতঃ ইনি অতিথি,
ইহার অজিন্য পূর্ণ না হইলে আমার উপস্থিতি

হস্ত ধারণপূর্বক অতি সঙ্কীর্ণ, কেবল একজন মাত্র
মল্লযোদ্ধার গমনযোগ্য, প্রস্তর এবং কণ্টকে আবৃত,
দুর্গম ও প্রায় অস্বাক্ষরময় পথে চলিলেন। এই
পথে ঘাইতে ঘাইতে শবর কথায় কথায় তাঁহাকে
প্রবোধ দিয়া বুঝাইতে বুঝাইতে দুই মুহূর্তের মধ্যে
কুণ্ডের তটে উপস্থিত হইলেন ও কুণ্ড দৃষ্টি করিয়া
ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! এই মহা-
তীর্থের নাম রৌহিণী, ইহাতে স্নান করিলে মানব-
গণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। ইহার পূর্বভাগে
কল্পপর্য্যন্তস্থায়ী এক মহৎ অক্ষয় বটবৃক্ষ আছে!
তাঁহাব ছায়া প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষয় হয়।
এই দুয়ের মধ্যে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে বেদপ্রসিদ্ধ,
ঐ দেখ, সাক্ষাৎ জগন্নাথ আছেন; তাঁহাকে দর্শন
করিয়া বিবিধ সঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হও। অদ্যা-
বধি সংসারসাগরে পতিত হইয়া আর শোক করিও
না। ১—১২। জৈমিনি কহিলেন,—অত্যন্ত বুদ্ধিমান
বিদ্যাপতি সম্ভোষিত হইয়া বিনতমস্তকে প্রণাম
করিয়া একাগ্রমনা ও অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া বাক্য ও
মনের দ্বারা হরিকে স্তব করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি
কহিলেন,—হে সর্বব্যাপিন্! হে পরাংশুর! আপনি
স্বাক্ষতি-পূর্ব্বের অতীত, চরাচর জগতের পরিণাম
স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। হে জগৎপতি!

পুরাণেতিহাসসম্প্রতিপাদিতৈঃ । কর্মভিঃ সমা-
 রাধা এক এব জগৎপতে ॥ ২২ ॥ যন্ত এতজগৎ
 সর্বঃ সৃষ্টৌ সম্পদ্যতে বিভো ॥ স্বদাধারমিদং
 দেব স্বয়ৈব পরিপাল্যতে ॥ ২৩ ॥ কল্পান্তে সংসৃতং
 সর্বং তৎকৃকৌ সাবকাশকম্ । পুথং বসতি সর্বাশ্ব-
 রন্তর্ধামিন্নমোহন্ত তে ॥ ২৪ ॥ নমস্তে দেবদেবায়
 জ্যৈষ্ঠপায় তে নমঃ । চন্দ্রসূর্যাদিরূপেণ জগদ-
 ভাসয়তে সদা ॥ ২৫ ॥ সর্বতীর্থময়ী গঙ্গা যন্ত
 পাদাঙ্গসঙ্গমাৎ । পুনাতি সকলান্নোকাংস্তশ্মৈ
 পাবনতে নমঃ ॥ ২৬ ॥ হবীষি মনুতানি সম্যগু-
 দন্তানি বহিষু । পরিণামকৃতে তুভ্যং জগজ্জীবযতে
 নমঃ ॥ ২৭ ॥ যদংশমুপজীবতি জগন্ত্যানন্দ-
 রূপিণঃ । সর্বকল্যবহীনায তশ্চ ব্রহ্মাস্ত্রেনে নমঃ ।
 নির্মলায় স্বরূপায় শুভকপায় মাধিনে । সর্বসঙ্গ
 বিহীনায নমস্তে বিশ্বসাক্ষিণে ॥ ২৮ ॥ বহুপাদাঙ্ক-

লীলাস্তবাহবে সর্বজিহ্নাবে । সর্বজীবকপায়
 নমস্তে সর্বরূপিণে ॥ ২৯ ॥ নমস্তে কমলাকান্ত
 নমস্তে কমলানন । নমঃ কমলপদ্মাক জ্যোতি মাং
 পুরুষোত্তম ॥ ৩০ ॥ অসারসংসারপরিভ্রমেণ নিপীড়্য-
 মানঃ খলু রোগশোকেঃ । মামুদ্রাসাদ্যদত্তবহুধ-
 জাতাৎ পাদাঙ্গয়োস্তে শরণং প্রপন্নম্ ॥ ৩১ ॥
 জৈমিনিক্রবাচ । ইতি স্বহা সুরেশানং দেবং
 প্রণবকপিণম্ । প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো
 হবেঃ ॥ ৩২ ॥ জপান্তে শান্তমনসং কৃতাজ্জলিমুপস্থিতম্ ।
 মন্ত্রমানং কৃতার্থং স্বং প্রোবাচ শবরো দ্বিজম্ ॥ ৩৩ ॥
 বিষ্ণুঃ ক্রবাচ । কৃতার্থস্বং প্রভুঃ দৃষ্টা সাম্প্রতং
 দ্বিজপুত্রব । দিনান্তোহভূদগৃহং যামঃ স্তুতৌহসি
 শ্রমাধিতঃ ॥ ৩৪ ॥ বাসোহপাবণো হিংস্রাণাং
 নশ্রাকমুচিতা স্থিতঃ । যাবদ্তানোর্তাশ্চি ভাসস্তাবদ্-
 যামো নিজালয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ ইত্যুক্তা ব্রাহ্মণঃ পাপৌ
 গৃহীহা শবরঃ পুনঃ । অজাগাম দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স্বাক্ষমঃ

একমাত্র আপনিই ক্রতি, পুরাণ ও ইতিহাস প্রতি-
 পাদিত কর্মসমূহ দ্বারা আরাধ্য বস্তু । হে বিভো !
 সৃষ্টিকালে এই নিখিল-জগৎ আপনা হইতেই উৎপন্ন
 হইয়া থাকে, আপনিই এই জগতের আধার ।
 হে দেব ! আপনিই ইহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন ।
 হে সর্বাশ্বন ! প্রলয়কালে নিখিল-জগৎ সংহার-
 প্রাপ্ত হইয়া আপনার উদরমধ্যে অংশগিবে
 সুখে অবস্থান করে । হে অশ্বমিন ! আপনাকে
 নমস্কার করি । হে প্রভো ! দেবজ্ঞ আপনার রূপ,
 আপনি দেবতাদিগেরও দেবতা, আপনি চন্দ্র-সূর্য্যাদি
 জ্যোতিকরূপে সর্বদা জগৎ আলোকিত করি-
 তেছেন । আপনাকে নমস্কার কবি । গঙ্গাদেবী
 ষাংহার পাদপদ্মসম্পর্কে নিখিলতীর্থরূপিণী হইয়া
 নিখিল লোক পবিত্র করিতেছেন, আপনি সেই
 গঙ্গাদেবীরও পবিত্রতাকারী নারায়ণ, আপনাকে
 নমস্কার করি । যথাবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হতাশনে
 নিক্ষিপ্ত হবিঃ যিনি গ্রহণ করেন, আপনি সেই সর্ব-
 যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ, আপনি এই জগৎ-পবিত্রজন
 ষটাইতেছেন, জগদ্বাসীকে জীবিত রাখিতেছেন,
 আপনাকে নমস্কার করি । আপনি আনন্দরূপী,
 এই জগদ্বাসী আপনাই অংশবলে উপজীবিত
 হইয়া থাকে, আপনিই সেই নিম্পাপ ব্রহ্মা,
 আপনাকে নমস্কার । আপনি মায়াবী হইয়া শুভ-
 রূপে, আপনি সকলপ্রকার-সঙ্গশূন্য হইয়া বিহীন
 রূপে, আপনি নির্মল-স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ।

কবি । আপনি বহুপাদ, বহুচক্র, বহুমস্তক, বহুমুখ,
 বহুবাহু, আপনি সর্ববিজয়ী, আপনি সকলের জীবন-
 স্বরূপ, অর্থাৎ কি আপনি সর্বরূপী, আপনাকে নম-
 স্কার কবি । হে কমলাকান্ত । আপনাকে নমস্কার,
 হে কমলাসন । আপনাকে প্রণাম, হে পদ্মপলাশ-
 লোচন ! হে পুরুষোত্তম । আপনাকে পুনঃপুনঃ
 প্রণাম কবি । আপনি আমাকে রক্ষা করুন ।
 দেব । আমি অসারসংসারে ধুবিয়া ধুবিয়া রোগে
 শোকে সাতিশয় পীড়িত হইতেছি, সম্প্রতি আমি
 আপনার পাদপদ্মে শরণাপন্ন, রূপা করিয়া আমাকে
 সংসার-ক্লেশসমূহ হইতে উদ্ধার করুন । ২০-৩১ ।
 জৈমিনি বহিলেন,--কর্ত্তব্য এইরূপে সুরেশ্বর
 প্রণবকপী দেব জগন্নাথকে স্তুত করিয়া তাঁহার
 পূর্বোভাগে প্রণতভাবে উপবেশন করিয়া প্রণব-
 মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । জপাবসানে যখন
 প্রশান্তচিত্তে কৃতাজ্জলিপুটে অবস্থান করিলেন
 এবং মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে
 লাগিলেন, তখন সেই শবর বিশ্বাসু ব্রাহ্মণকে
 কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ । প্রভুকে দর্শন করিয়া তুমি
 কৃতার্থ হইয়াছ, এক্ষণে দিবাবসান, স্তুতি ও শ্রমাধিত
 হইয়াছ, চল আমরা গৃহে গমন করি । অরণ্যমধ্যে
 হিংস্র জন্তুর বাস, স্ততরাং আমাদের আর এখানে
 থাকা উচিত হয় না, চল, সূর্য্যোদয়ে অস্তাচলে যাইতে
 না-মাইতেই গৃহে গমন করি । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !

বিশেষতঃ ৩৬৭। জ্ঞানমোহপি জগন্নাথং ধ্যানমানস-
সাগরম্ । কুন্তলাকমজাতানি হৃদ্যানি বুদ্ধে ন হি ।
৩৭। শিলাবিষমমার্গেহপি কণ্টকোৎকরত্বগমে ।
অজর হৃৎকঃ লেভেহসৌ শরীরানাহয়া মুদা ॥ ৩৮ ॥
এবং অজস্তৌ তৌ বিপ্রশবরৌ শবরালয়ম্ । সায়াহ্নে
সমুদ্রপ্রাপ্তৌ বৈষ্ণবাশ্রয়ৌ তু ভো দ্বিজাঃ ॥ ৩৯ ॥
তজ্জাতিধিমুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণং শবরোত্তমঃ । ভোক্ত্য-
ভোজ্যবিধানৈশ্চ বিবিধৈঃ সমপূজয়ৎ ॥ ৪০ ॥
ততোহতিতৃপ্তস্তদন্তেকপচারৈনুপোচিভৈঃ । বিশ্বয়ং
পরমং লেভে শবরস্ত শূহৃদভৈঃ ॥ ৪১ ॥ শবরোহয়ং
নিবসতি বিষমে কাননান্তরে । আরণ্যকৈর্বর্তমানঃ
কথমস্ত গৃহান্তরে ॥ ৪২ ॥ রাজাইভক্যভোজ্যানি
শুলভাস্তদুভূতং মহৎ । ইতি বিশ্বয়মাপন্নং ব্রাহ্মণং
শবরস্তদা । প্রোবাচ শ্রীশবচসা বিনয়াবনতো ভূশম্ ॥
৪৩ ॥ শবর উবাচ । ভো বিপ্র শ্রমহীনোহসি কচ্চিৎ
কুন্তলবিবর্জিতঃ । আরণ্যকানাং ভবনে নাগরাণাং
সুখং কুতঃ ॥ ৪৪ ॥ অজ্ঞাতা নাগরী বৃত্তিঃ শবরৈশ্চ

সেই ব্যাধি বিশ্বাবস্থ এই বলিয়া ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ-
পূর্বক দ্বারা সহকারে নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ।
বিদ্যাপতি জগন্নাথকে ধ্যান করিতে করিতে আনন্দ-
সাগরে মগ্ন হইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রমজনিত হৃৎক সকল
জানিতে পারেন নাই । প্রস্তর ও কণ্টকে ত্বর্গম্য
পথে গমন করিয়াও ঐ বিপ্র শরীরকে অস্থায়ী বিবে-
চনায় কিছুমাত্র হৃৎক বোধ করেন নাই । হে মুনিগণ!
বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বিপ্র ও শবর উভয়ে এই প্রকার গমন
করিয়া সায়াহ্নে শবরের গৃহ প্রাপ্ত হইলেন ।
ব্রাহ্মণ অতিথিকে প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ অন্নাদি
ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা শবরোত্তম বিশ্বাবস্থ সেই
কালে তাঁহাকে সুন্দররূপে পূজা করিলেন । অন-
ন্তর সেই ব্রাহ্মণ শবরের নিকট—যাহা শবরের
বাড়ীতে অসম্ভব, একপ' রাজযোগ্য উপচার প্রাপ্ত
হইয়া সাতিশয় বিন্মিত হইলেন এবং মনে মনে
ভাবিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এই শবর ত্বর্গম্য অরণ্য
মধ্যে বাস করে ; ইহার প্রতিবেশীরাও অরণ্যবাসী ;
ইহার বাড়ীতে রাজভোজ্য খাদ্য দ্রব্য সকল কোথা
হইতে আসিল! ব্রাহ্মণ বিন্মিত হইয়া এইরূপ চিন্তা
করিতেছেন, এমনত সময়ে শবর সাতিশয় বিনীত-
ভাবে মধুর বচনে তাঁহাকে কহিলেন,—হে বিপ্র!
আপনার শ্রম দূর হইয়াছে? ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কিছু
শাশ্বত হইয়াছে কি? বনবাসীদিগের গৃহে নাগরিক
লোকের সুখ কোথায়? বিশেষতঃ শবরদিগের

বিশেষতঃ । রাজোপজীবিনাং শ্রেষ্ঠো রাজামাত্য-
পুরোহিতৌ ॥ ৪৫ ॥ তয়ো রাজসবঃ পূজ্যঃ পুরোযাঃ
শাস্ত্রসম্বতঃ । ইন্দ্রহায়ে নরপতিঃ সার্বভৌমঃ
প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥ অগ্নি তুষ্টে স সন্তুষ্টৌ জবঃ বিপ্র
ভবিষ্যতি । ইত্যুক্তবত্যাগ্যাহ্নে স তু প্রীতভরৌ
দ্বিজাঃ । উবাচ শবরঃ শ্রীহা বিনয়াদুতবাদিনম্ ॥ ৪৭ ॥
বিদ্যাপতিকবাচ । সাধো মনুপচারায় কৃতান্তেভানি
যানি তে । বহুস্তমানুযাগীহ বাস্তদৃষ্টানি রাজভিঃ ॥
৪৮ ॥ চিত্রমেতদ্ব্যবস্থাসংখ্যং শবরালয়ে । এতজ-
জ্ঞাতুং কৌতুকং মে সাধো তদ্বকতে মহৎ ॥ ৪৯ ॥ শবর
উবাচ । এতৎপ্রকাশনে বিপ্র মতিনোৎসহতে
মম । তথাপি তে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তিথিভক্ত্যা বদাম্যহম্ ॥
৫০ ॥ শক্রাদয়ো দেবগণাঃ সমায়াস্ত্যবহঃ দ্বিজ ।
দিব্যোপচারানাদায় পূজনায় জগৎপতেঃ ॥ ৫১ ॥
পূজয়িত্বা জগন্নাথং জ্বহা নদ্বাচ ভক্তিতঃ । গীত-
বাদিজননৈত্যশ্চ সন্তোষ্য পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ পুনঃ
প্রযাস্তি সততং ত্রিদিবং পুরসত্তমাঃ । দিব্যান্তে-
তানি বস্তূনি নির্মাণ্যানি জগৎপতেঃ । দন্তানি

নগরবাসীর আচার-ব্যবহার জানা কোনক্রমেই
সম্ভব না । রাজাশ্রিত ব্যক্তির মধ্যে পুরোহিত ও
মন্ত্রী এই দুইটী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ; তন্মধ্যে পুরোহিতকেও
রাজার জ্ঞায় পূজা করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে আছে!
আপনি পরিতুষ্ট হইলে সর্বত্র বিখ্যাত প্রতাপশালী
সেই ইন্দ্রহায়ে নৃপতিও সন্তুষ্ট হইবেন । অরণ্যবাসী
শবর এই কথা বলিলে বিদ্যাপতি প্রীত হইয়া
বিন্মিতমুখে বিনয়াদিত অদুতবাদী শবরকে কহিলেন,
হে সাধো! তুমি ভোজনের যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত
করিয়াছ, তাহা মনুষ্যকৃত বলিয়া বোধ হয় না;
রাজারও ইহা দেখিতে পান না । হে মিত্র! শবর-
লয়ে এই দিব্য বস্তু কি প্রকারে সংরক্ষ করা হইয়াছে,
ইহা জানিতে আমার অত্যন্ত কৌতুক বুদ্ধি হইতেছে ।
শবর কহিলেন,—হে বিপ্র! এইটী প্রকাশ করিতে
যদিও আমার বুদ্ধি উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেছে না,
তথাপি আপনি ব্রাহ্মণ ও অতিথি, আপনার প্রতি
শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রযুক্ত আমি আপনাকে বলিতেছি । এই
জগৎপতির পূজার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবগণ দিব্যবস্তু
সকল গ্রহণপূর্বক প্রতিদিন এখানে আগমন করিয়া
ধাকেন । এই জগন্নাথদেবকে ভক্তিক্রমে পূজা,
স্তব, প্রণাম ও নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া
নির্মাণ্য পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন । সে
সময়কার এই সকল দিব্য নির্মাণ্য বস্তু আপনাকে

কৃত্যং বিধে কথং বিশ্বমতে ভবান ৷ ৫৩ ৷
 বিদ্যোনির্মাল্যভোগেন কীর্যোগজরা বধম্ ।
 নপুত্রবাকবাঃ সর্বে নিবসামোহবৃত্তাবুঃ ৷ ৫৪ ৷
 বিদ্যোনির্মাল্যভোগেন কীর্যতে পাপসংহতিঃ । ন
 তক্তিভ্যঃ বিজ্ঞেষ্ঠ যেন স্তায়ুক্তিভাজনম্ ৷ ৫৫ ৷
 ঋতৈক্কল্লভং কৰ্ম জ্ঞানো লোমহর্ষণঃ । আনন্দাঙ্ক-
 বিপ্লুতাকঃ স্বঃ কৃতার্থমমন্তত ৷ ৫৬ ৷ অহো শবর-
 জন্মাসৌ পশুভ্যস্তমহীধরম্ । তত্ক্ষিষ্টং দিবা-
 ভোগমুপভুঙ্কে দিবানিশম্ ৷ ৫৭ ৷ নাচোহস্ত
 সদৃশো লোকে পৃথিবাং সচরাচরে, যাদৃশো বিষ্ণু-
 ভক্তোহয়ং শববো নীলপর্কতে ৷ ৫৮ ৷ কিং গহা
 স্বগৃহে মেহদ্য কুটুহেনাসুগাশ্বনা । অনেন সখ্যঃ
 নিশাদ্য স্তাস্তাম্যত্র বনান্তবে ৷ ৫৯ ৷ চিন্তয়িত্বা
 চিরং বিপ্রঃ শ্রীকৃষ্ণাসক্তমানসঃ । পুনঃ প্রোবাচ
 শবরং যস্মি তে চেদমুগ্রহঃ ৷ ৬০ ৷ সাধো সখ্যঃ ত্বয়া
 কার্যমিতি মে নিশ্চয়ো মহান । কিং গহা সেবয়া
 রাজ্যঃ পরজাসুখহেতুনা ৷ ৬১ ৷ অত্র স্থিত্বা ত্বয়া সাক্ষমু-
 পাশ্চে মধুসূদনম্ । যথা পুনর্দেহবদ্ধো যতিষ্যে ন

প্রদান করিয়াছি, আপনি কি হেতু বিশ্বয় প্রাপ্ত হই-
 তেছেন? আমি এই বিষ্ণুর নিম্নালা ভক্কেণে বোগ
 ও কৃত্যবস্থা দূরীকরণপূর্বক পুত্র ও বাক্ষ্য সহিত
 অমৃতবর্ষ পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাস করিতেছি ।
 হে বিজবর । যে প্রসাদ ভক্কেণে যুক্তি প্রাপ্ত হয়,
 তাহাতে যে সামান্ত পাপবাশি বিনষ্ট হইবে, ইহা
 আশ্চর্য্য নহে । বিদ্যাপতি এই দ্রষ্টব্য কৰ্ম্ম অবশ্যে
 রোমাকিত ও আনন্দজনিত অজ্ঞজলে চক্ষুঃপ্রাবিত
 করত আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানিলেন । কি
 আশ্চর্য্য! এই ব্যক্তি শবরবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও
 প্রত্যহ ভগবানকে দর্শন ও তদীয় দিবা নিম্নালা
 সকল দিবা রাজ ভোগ করিতেছে । এই নীল-
 পর্কতবাসী শবর যেরূপ বিষ্ণুভক্ত, ইহার তুল্য
 বিষ্ণুভক্ত এই চবাচর জগতে তার নাই ।
 আমার আর নিজগৃহগমনে ও অনুখের
 আশ্রয় কুটুহবর্গে কি প্রয়োজন? এই শবরের
 সহিত মিত্রতা বিধানপূর্বক এই অরণ্যেব মধ্যেই
 বাস করিব । ত্রাঙ্কণ কিকিৎকাল চিন্তাপূর্বক
 শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা আসক্ত করিয়া পুনর্বার শবরকে
 করিলেন,—হে সাধো । যদি আমার প্রতি আপ-
 নার অগ্রহ হয়, তবে আপনার সহিত মিত্রতা
 করিব, ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি । গৃহে যাইয়া
 পরজাসুখের কারণ রাজসেবায়

ভবেয়ম্ ৷ ৬২ ৷ সাধু মিত্র ত্বয়া সাক্ষ্য ভাগ্যভোগে
 সক্ষমোহস্তবৎ । ইত্যাহুঃ ভবসংসারঃ তরিত্যে স্বঃ-
 প্রসাদতঃ ৷ ৬৩ ৷ সারমেতৎ প্রশংসন্তি সংসারে
 ভবসাগরে । যদৈক্যবৈন মিত্রত্বং কৃত্যসংসার-
 পারদম্ ৷ ৬৪ ৷ মিত্রস্ত সহবাসেন পুনঃ প্রত্যক্ষ-
 মেব্যতি । ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ৷
 ৬৫ ৷ ইন্দ্রহ্যয়ো নবপতির্নয়ি প্রত্যাগতে সখে ।
 ভগবন্তঃ সমাবাক্ষ্মমিহৈব স নিবৎস্ততি ৷ ৬৬ ৷
 প্রাসাদং বিপুলঞ্চাচ্চ চীকৌর্ভগবৎপ্রিয়ম্ । সহস্রমুপ-
 চাবাণাং পূজনায় জগৎপতেঃ । রচয়িত্বামীতি
 মহৎ শক্তিস্যাসীদুপোত্তমঃ ৷ ৬৭ ৷ এতাবদ্যবসায়স্ত
 পর্যাপ্তঃ স্থানমত্র হি । মযাপ্রদেশঃ নির্ণয় তস্ত
 বিজ্ঞাপয়িত্যতে । প্রতিজ্ঞতঃ তৎপুরতঃ প্রাভ-
 স্তয়েহহমন্ততাম্ ৷ ৬৮ ৷ শবর উবাচ । সখে
 পুবা তনী বার্ভা প্রসিদ্ধাভৈব তাদৃশী । ত্বয়া যদৈব
 কথিত ইন্দ্রহ্যয়সমাগমঃ ৷ ৬৯ ৷ কেবলং মাধবঃ তত্র

প্রয়োজন? এখানে থাকিয় তোমারই সহিত
 মধুসূদনকে উপাসনা এবং যাহাতে পুনরায় আর
 দেহরূপ বন্ধনপ্রাপ্তি না হয়, তাহার যত্ন করিব । সাধু
 মিত্র সাধু । সৌভাগ্যক্রমে আজি তোমার সহিত
 সন্মিলন হইল, তোমাব প্রসাদে আমি হস্তর
 সংসার-সাগর পাব হইতে সক্ষম হইব । বিষ্ণুব
 ভক্তের সহিত মিত্রতায় সংসার-ভুখের অবসান হয় ।
 সাধুগণ সংসার-সাগরে বিষ্ণুভক্তের সহিত মিত্রতা
 কবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন । কারণ,
 তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত বন্ধুর সহবাসে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী
 ভগবান পুণ্ডরীকাক্ষের সাক্ষ্য সাক্ষাৎ হইয়া থাকে ।
 হে সখে । আমি প্রত্যাশা করিলে ইন্দ্রহ্যয় নৃপতি
 ভগবানের আবাধনাব নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া
 বাস করিবেন এবং “সেই নৃপোত্তম ভগবানের
 প্রীতিজনক একটি বৃহৎ প্রাসাদ ও জগৎপতির
 পূজার নিমিত্ত বহুতর উপচার চিকীর্ষায় তাহা
 সম্পাদন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন । এইরূপ
 চেষ্টাবুক্ত সেই রাজার এখানেই উপযুক্ত স্থান;
 আমি দেশনির্গমপূর্বক তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিব,
 তাঁহার সম্মুখে প্রাতঃকালে এইরূপ প্রতিজ্ঞত হই-
 য়াছি, অতএব আমাকে অমুমতি করুন ৷ ৭০—৭১ ৷
 শবর করিলেন,—হে সখে! আপনি ইন্দ্রহ্যয়-সমাগম
 বিষয় যে প্রকারে বলিলেন, তাহা এই ক্ষেত্রেও
 পূর্বকাল হইতে সেইরূপে জমজন্মপ্রসিদ্ধ আছে ।
 কিন্তু কেবল মাধবকে সেই মহীপতি দর্শন করিতে

১৪ ॥ কিসেতরো হি হৃদৈবমে-
কস্য সমুপস্থিতম্ । দৃশ্য(১) সেচনকঃ শ্রীশঃ কণা-
বজ্রোপনত্যাতে ॥ ৫ ॥ অপরাধঃ কিমস্মাকং লক্ষিতঃ
পুরুষোত্তম । যুগপৎ সেবকান্ শ্রীমন্নপহায় ন
দৃষ্টসে ॥ ৬ ॥ যেসামর্থ্যে জগন্নাথঃ স্বীচকার কলে-
বরম্ । তাননাথান পরিত্যজ্য কাননে কিমুপে-
ক্ষাসে ॥ ৭ ॥ অশরীরবিভূতান্নো বিহায় কমলেক্ষণ ।
কিমকাণ্ডঃ রচয়সি কথাশেষান দিবৌকসঃ ॥ ৮ ॥
তবাঃশত্ৰুভ্যঃ সর্বান যজ্ঞানঃ প্রযজন্তি বৈ । হৃৎ-
শ্রীতৌ যজ্ঞপুরুষ অদাদিষ্টকলপ্রদান ॥ ৯ ॥ হৃদহৃদাব-
বয়স্পন্দদনুগ্রহজীবনাঃ । কান্দিশৌকাঃ কুত্র যামঃ
সাম্প্রত্যং হৃৎপেক্ষিতা ॥ ১০ ॥ দিবিস্থলৈশ্চ কিং
কার্যং স্বামনালোকা মাধব ॥ ১১ ॥ অকৃতার্থস্তয়া
হীনা ভবিষ্যামো বনেচরাঃ । নিকলকসুধাভান্নং
সুখমাপরিভাবকম্ ॥ ১২ ॥ তদাস্তকেষু পশ্চামো

চিন্তাযুক্ত হইয়া হাহাকাররবে অতিশয় রোদন
করিতে লাগিলেন । হায় ! আমাদের সকলেরই
হৃদেই কি এককালে উপস্থিত হইল ? যেহেতু
মমত্বের তৃপ্তিজনক শ্রীমাধব কণকালের মধ্যেই
আমাদের দৃষ্টির অগোচর হইলেন । হে পুরুষোত্তম !
আমাদিগের কি অপরাধ দেখিয়াছেন ? সেবক-
সকলকে কি এককালে পরিত্যাগ করি শ্রীমান
অদৃষ্ট হইলেন ? যাহাদের নিমিত্ত জগৎপাপ কলে-
বর স্বীকাব করিয়াছেন, তাহাদিগকে কি তিনি
অনাথ করিয়া কাননে পরিত্যাগপূর্বক উপেক্ষা
করিলেন ? হে কমলেক্ষণ ! আমরা তোমার
শরীর হইতে উৎপন্ন, আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া
কি অকার্য্যের সৃষ্টি করিলেন ? এই কণে স্বর্গ-
বাসী আমাদিগকে এই প্রকার কথাশেষমাত্রই
করিয়া রাখিলেন । হে যজ্ঞপুরুষ । যাজ্ঞিক
লোকেয়া তোমার শ্রীতির নিমিত্তই তোমার অংশ
হইতে উৎপন্ন আমাদিগেব যাগ করিয়া থাকেন,
একং আমরাও তোমার আদেশক্রমে কল প্রদান
করি । আমাদের শরীর তোমার অংশভূত বলিয়া
সেই অলঙ্কাররূপ চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং তোমাব
অমৃতগ্রহেই জীবন ধারণ করিতেছি । আমরা এই-
কণে তোমাকর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া ভয়ঙ্কর ব্যক্তির
কাষ কোথায় গমন করিব ? হে মাধব ! যদি
তোমাকেই আর না দেখিতে পাইলাম, তবে
আমাদের গর্বে বা মর্দ্যে কোন প্রয়োজন নাই ।

(১) দৃশ্য ইতি চ পাঠান্তরম্ ।

ন যাস্মামো সুরানয়ম্ । তপ আহার পরমমর্মেব
সংশিতব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥ বর্ত্তামহে বস্তুরত্যা জটাবল-
ধারিণঃ । যাবদ্বাং পুণ্ডরীকাক বিলোকিয়ামহে
বরম্ ॥ ১৪ ॥ নিসর্গককণাভোদে দীনান্নাত্তমর্হতি ।
অনাথান্ দীনহৃদয়ান্ ইমেব শরণং গতান্ ॥ ১৫ ॥
হৃদনালোকশোটেকপারাবারে নিমজ্জতঃ । শুভদৃষ্টি-
তরণ্যা নঃ সমুদ্রয় জগৎপতে ॥ ১৬ ॥ এবং প্রল-
পতাং তত্র সর্কেবাং ত্রিদিবৌকসাম্ । অশরীরী
তদা বাণী পুনঃ প্রাহুর্ভুব হ ॥ ১৭ ॥ অত্রার্হে ভোঃ
সুরা যত্নং কর্ত্তুমহিত মা বৃথা । অদ্য প্রভৃতি দেবস্ত
দশনং ত্বং ভুবি ॥ ১৮ ॥ তত্র স্থানেহপি তং
নহা তদর্শনকলং লভেৎ । স্ববভুবোহস্তিকং গহ্বা
হেতুং জ্ঞাত্ব নিশ্চিতম্ ॥ ১৯ ॥ তচ্ছুরা ত্রিদেশাঃ
সর্কে ব্রহ্মণোহস্তিকমাগতাঃ ॥ ২০ ॥ যমাত্মগ্রহ-
নৃত্যাস্তমবতাবক দাক্ষণম্ । ক্ষত্রা সঙ্কষ্টমর্নসঃ সর্কে
তে ত্রিদিবং গতঃ ॥ ২১ ॥ স তু বিদ্যাপতিবিপ্রো

দেব ! আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে
আমাদের সমস্তই বৃথা, গামর বনবাসী হইব ।
নিকলক শরীর-স্বরূপ অতি শোভাসম্পন্ন ভবদীয়
মুখ যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আর সুর-
লোকে গমন করিব না, এইখানেই কঠোর পরি-
শ্রমে ঘোরতর তপস্যা কবিত্তে আরম্ভ করিব । হে
পুণ্ডরীকাক । যদি আপনাকে দেখিতে না পাই,
তাহা হইলে আমরা জটাবল ধারণপূর্বক বনবাসী
হইয়া থাকিব । হে স্বভাব দয়াসাগর । আমরা
অনাথ, অতি দিন, আপনাব শরণাপন্ন, দয়া
করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন । হে জগৎ-
পতে । আমরা আপনার অদর্শনে একান্ত শোক-
সাগারময় হইতেছি, আপনি সাক্ষাৎকার-প্রদানরূপ
নোকা দ্বারা আমাদিগের উদ্ধার করুন । ১—১৬ ।
সেইস্থানে সকল দেবগণ এইপ্রকার বিলাপ করিতে-
ছেন, এমন সময়ে সহসা আকাশবাণী হইল যে,
ভগবান্ পুনরায় প্রাহুর্ভূত হইবেন । হে সুরগণ ।
এজন্ত আর বৃথা যত্ন করিও না, অদ্যাবধি পৃথি-
বীতে ভগবদর্শন ত্বং হইল । এই ক্ষেত্রে
ঐহাকে প্রণাম করিলে ঐহার দর্শনের কল প্রাপ্ত
হইবে । এই ঘটনার কারণ অন্ধার নিকটে বাইয়া
নিশ্চয়রূপে জ্ঞাত হও । দেবগণ এই বাণী শ্রবণ
করিয়া অন্ধার নিকটে গমন করিলেন । তাহার
ঐহার নিকটে যমের প্রতি অমৃতগ্রহ-বৃত্তাকৃ ও ভগ-
বানের দাক্ষণরূপে অবতার অবস্থানভর্য্যপরিচিতি

ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাচিন্তয়ৎ । মম কার্যন্ত নিশ্চয়ঃ যদুচ্যে
নীলমাধবঃ ॥ ২২ ॥ আসমস্তাৎ ক্ষেত্রমিদং পরি-
ভ্রাম্যাবলোকয়ে ॥ ২৩ ॥ অদৃষ্টপূৰ্বঃ পরমঃ
সুপুৰুষঃ সত্ত্বোত্তমঃ যন্ত মলাপুহারি । ক্ষেত্রোত্তমঃ
শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রজামি তুর্ণম্ ॥ ২৪ ॥
পৃথ্বীপ্রদক্ষিণকলং শতধা ভজন্তে পর্য্যন্তি যে সকল-
কল্পবদার্থাবণ্যম্ । মীলাদ্রিমণ্ডিতমিদং পুরুষোত্ত-
মাখ্যঃ মিত্রঃ মমোপদিশতি স্ম সমুদ্রতীবে ॥ ২৫ ॥
বিচিন্ত্যেখং দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পবিব্রজাম বৈ তদা ।
ক্ষেত্রং পশু্যন বনৈকৈব নানাজন্মগণাবিতম্ ॥ ২৬ ॥
নানাপক্ষিগণাবৃষ্টং কুজদলমবগুপ্তিতম্ । অপ্রবিষ্টাক-
কিরণং ছায়াতরুগণাবৃতম্ ॥ ২৭ ॥ সৰ্ব্বভুকুসুমো-
পেতং লতাশুল্মোপশোভিতম্ । নানাজলাশয়াধাব-
কুজংসাবসসমুলম্ ॥ ২৮ ॥ পদ্মকল্লারকুমুদবিকচোৎ-
পন্নবাজিতম্ । ন জলং তত্র কুসুম-পবিত্রীণং
লতাদিকম্ ॥ ২৯ ॥ পবীতা বেগান্তং ক্ষেত্র জগা-
মাথ দ্বিজোত্তমঃ । ধায়ন্নিবশনং প্রাজ্ঞঃ প্রাপ্যা-

স্বর্গে গমন করিলেন । এদিকে সেই বিদ্যাপতি
বিপ্রও বধাকট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,
আমাব কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে । যে হেতু নীল-
মাধবকে দর্শন করিয়াছি । এই ক্ষেত্রধামেও চতুর্দিক্
ভ্রমণপূর্বক অবলোকন করিয়াছি । যাহাব নাম
কোত্তনে নিখিল মল কালন হয়, সেই অতিপবিত্র
অদৃষ্টপূর্ব শ্রীপুরুষোত্তম-নামক মহাক্ষেত্র প্রদক্ষিণ
করিয়া অবিলম্বে গমন করিব । যাহাবা নিখিল
পাপবিনাশক নীলাচলশোভিত সমুদ্রতীবস্থিত
পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রদর্শন কবে, তাহাবা শতবাব
পৃথিবী প্রদক্ষিণেব ফললাভ করে, ইহা আমি মিত্র-
মুখে শুনিয়াছি । দ্বিজবব এইরূপ চিন্তা করিয়া
নানাতরুবিশোভিত কানন ও পুরুষোত্তম ক্ষেত্র
অবলোকন কবত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । সেই
মনোহর কাননে নানাবিধ পক্ষি বাস কবে,
কুসুমোদ্যানে সৰ্ব্বদা ভ্রমবজ্রাব জুত হইয়া থাকে ।
তথায় ছায়াবহুল বৃক্ষেব এতই বাহুল্য যে, তথায়
সূর্য্যকিরণ প্রবেশ কবিতে পাবে না । সকল ঋতুব
পুষ্প তথায় এককালে বিকসিত । স্থানে স্থানে বিবিধ
লতাও জগ্মে পরিশোভিত । তথাকাব সবোবব সকল
পদ্ম, কল্লার, কুমুদও বিকসিত উৎপলে সুশোভিত ;
তথায় এমন সরোবর বা এমন লতাদি নাই, যাহাতে
পুষ্প, পাণ্ডুরা যাব না । অনন্তর তিনি সেই ক্ষেত্র-
ধামকে ক্রমবেগে পরিত্যাগপূর্বক নিরশনে থাকিয়া

বস্তীং দিবাকৃত্যয়ে ॥ ৩০ ॥ দূতৈরাবেদিতঃ পূৰ্ব্বঃ দূত-
স্তাগতঃ দ্বিজাঃ । ঋতৈল্লহ্যনূপতিঃ প্রার্থঃ পরমঃ
যযৌ ॥ ৩১ ॥ তদাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ পূজয়িত্বা জনা-
দনম্ । বিদ্বদ্ভির্বাঞ্ছনৈঃ সার্কং তত্ৰো সংক্ৰষ্টমানসঃ ॥
এতন্নিরন্তবে বিপ্রঃ স তু বিদ্যাপতির্বিজ্ঞাঃ ।
প্রবেশিকৈবেত্রহস্তৈর্দৌবাবিকপুংসরৈঃ ॥ ৩২ ॥ নির্দিষ্ট-
মার্গঃ পৌরৈশ্চানুগতঃ কোতুকাগ্নিতৈঃ । নিশ্চাল্য-
মালাং নীলাখ্যমাধবন্ত সুশোভনাম্ । নিধায় পাণৌ
বাজাগ্রে প্রবিবেশ স্ববাবিতঃ ॥ ৩৩ ॥ তং দৃষ্ট্বা
নূপতিঃ সোহপি সমুখায় বরাসনাৎ । প্রসীদ জগ-
দীশেতি বদন্তিকমভ্যাগাৎ ॥ ৩৪ ॥ অদ্য মে
জীবিতং জাতং সকলং জন্ম কর্ম চ । নিশ্চাল্য-
মালাবশগং যৎ পশ্চামীহ মাধবম্ ॥ ৩৫ ॥ মালাং
মুকুন্দ-শিবসৌহৃদ্যম-প্রমোদ-লোভাধবীকৃতসুরজন্ম-
কান্তগন্ধাম্ । অক্লীকৃতালিনিচয়াং পবন-প্রসারি-গন্ধ-
প্রণাশিতজগৎকলুসাং নমামি ॥ ৩৬ ॥ যৎপাদপঙ্কজ-

জগন্নাথের ধ্যান কবিতে কবিতে সায়-সময়ে অবস্তী-
নগবে উপস্থিত হইলেন । হে দ্বিজগণ । দূতগণ
দূব হইতে বিদ্যাপতিব এই আগমন-সংবাদ পূর্বেই
বাজসমীপে আবেদন কবিল । ইল্লহ্য অবগম্য
পবম সন্তোষ লাভ কবিলেন এবং জনার্দনের পূজা
করিয়া বিদ্বান ব্রাহ্মণগণেব সহিত স্তম্ভচিন্তে অবস্থান-
পূর্বক তাঁহাব আগমন প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন ।
ইত্যবকাশে সেই বিদ্যাপতিও নীলমাধবেব পরম
বমণীয় নিশ্চাল্য-মালা হস্তে ধাবণপূর্বক হারপাল-
পুংসব বেত্রাবারী প্রবেশিক পুরুষগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট
পথে কোতুকাগ্নিত পৌবজনগণের অহুগামী হইয়া
সহব বাজাগ্রে উপস্থিত হইলেন । নবপতিও
তাঁহাকে দর্শনমাত্র সুসিংহাসন হইতে সমুখিত হইয়া
“জগদীশ প্রসন্ন হও” ইহা বলিতে বলিতে বিদ্যা-
পতিব নিকটে আগমন কবিলেন । অদ্য আমার
জীবন, জন্ম ও কর্ম সকলই সকল হইল, যেহেতু
আজ এই নিশ্চাল্য-মালা দর্শনেই স্বর্গে বসিয়া
মাধবকে অবলোকন করিলাম । আমি মুকুন্দদেবের
মন্তক হইতে গৃহীত এই মালাকে প্রণাম করি, ইহার
এই অনির্কচনীষ অমুপম সৌভবেব নিকটে কল্প-
পাদপেব কুসুমসৌভত অতি হেয়, বায়ুচালিত এই
মালা-গন্ধে জগতেব পাপরাশি নষ্ট হয়, এই গন্ধে
আকৃষ্ট হইয়া মধুকরমিকব ইহার সন্নিবর্ত ত্যাগ
করিতে পারিতেছে না । ১৭—৩৭ । ব্রহ্মাদি দেবগণ

পদপদ্মসৌন্দর্য্যং ব্রজাঙ্গমঃ পরমসম্পদমাপুৰুষ ।
বিশ্বাঃ কলেবরসমুজ্জলিতাঙ্গিরাগ-সংসজ্জপুস্পানিলাঃ
প্রণতাহস্মি মালাম্ ॥ ৩৮ ॥ পদ্মাঃ হৃৎপদ্মবসতিঃ
সমপ্তীঃ যা হসত্যসৌ । বিকস্মরৈঃ স্কুস্কুমৈর্বিকস-
স্থিতিগর্ভিতাম্ ॥ ৩৯ ॥ কুজস্থিতেষ্মাহাবীং মহিমানং
অশ্রুজলা । যা ত্রিনিধেঃ শরীবেহভুং সর্বাঙ্গ-
ব্যাপিনী চিরম্ ॥ ৪০ ॥ জয় নীলাঙ্গিরাধর-ভূষণা-
প্রদুষণ । প্রণতার্জিহর ত্রিমুখাহি মাং শবণাগতম্ ॥
৪১ ॥ ইতি ক্রবাণঃ কিতিপো যাস্মাদগদগদয়া গিবা ।
জগাম শিরসা ভূমিঃ সুরদ্রোমাঞ্চকঙ্ককঃ ॥ ৪২ ॥
সোহপি বিদ্যাপতিবিপ্রঃ কপিতাশেষকন্মথঃ । দিব্য-
দেহো নৃপস্তাগ্রে ধ্যায়ন্ মাধবমাস্থিতঃ ॥ ৪৩ ॥
ভেজসা সর্বলোকানাং পাপানি কালঘন সুধীঃ ।
অমৃগুহাতু দেবভ্যাং নীলাঙ্গিরাধবালয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ত্রিপ-

বীহার পাদপদ্ম-রজোলাভে মহতী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন, সেই বিষ্ণু কলেববস্পর্শে পবিত্র এবং তদীয়
অঙ্গরাগে রঞ্জিত এই মনোহর মালাকে আমি
প্রণাম করি । লক্ষ্মীদেবী, বিষ্ণু হৃদয়পদ্মে বাস
করেন,—বিষ্ণু উৎসঙ্গে থাকিয়াই তিনি কাল-
বাপন করেন বলিয়া তাঁহার যে গন্ধ, তাহা এই মালা
দূর করিয়াছে, কারণ এই মালাও হৃদয়ে
অবস্থিতি লাভ করিয়াছিল, কুসুমোদয়া লক্ষ্মী
হইতে কোন অংশে নূন নহে, আমি বোধ কবি,
এই মালা সপত্নীবোধে লক্ষ্মীকে উপহাস করিতে
সমর্থ! এই মনোহর মালা কোথায় থাকিয়া এরূপ
মহিমা লাভ করিল যে, লক্ষ্মীকান্তের শরীরে অব-
স্থিতিলাভ করিল, আমাব বোধ হইতেছে, এই
মালা বহুকাল তাঁহার সর্বাঙ্গব্যাপিনী হইয়া-
ছিল, নতুবা ইহার এত সৌন্দর্য্য,—এত
সৌরভ, কোথা হইতে হইবে? হে নীলাচল-
শিরোভূষণ । হে প্রণতহৃৎ-হারিন । লক্ষ্মীকান্ত ।
আমি আপনার শরণাপন্ন, আমাকে পরিত্রাণ
করুন । এই বলিয়া বাম্প-গদগদ-বচনে বহুবিধ
রাক্যে মালাকে স্তব করিতে করিতে রোমাঞ্চিত-
কলেবর হইয়া ভূমি-পতিতমস্তকে প্রণাম করিলেন ।
সেই ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও জগন্নাথ দেবের সাক্ষাৎ-
সাক্ষ্য লাভে নিখিল পাপ ক্ষয় করিয়াছিলেন, এমন
কি দিব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হৃদয়ে মাধবকে
স্মরণ করিতে করিতে রাজার নিকটে উপস্থিত
হইয়াছেন, এই মালা রাজার নিকট প্রদান করিয়া
বসিলেন,—যিনি তেজোবর্ত্তন নিখিল লোকের পাপ

ভেদিতমাজ্ঞা তে ব্রজাঙ্গমঃ প্রকাশিতা । তদুৎসেহো-
ত্মগতং যং সাক্ষাৎসাক্ষ্যদায়কম্ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যুক্তরস-
পতেয়াসুমোচ গলে ব্রজম্ । সোহপ্যুখায় কিতি-
পতির্বালাং হৃদয়লব্ধিনীম্ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্টা মেনে'জিহ-
কাস্তং সাক্ষাৎসাক্ষ্যদায়কম্ । নিধায় পাণী শিরসি
দরমীলিতলোচনঃ ॥ ৪৭ ॥ আনন্দাঙ্গজলক্রিয়বদন-
স্বভূবে হসিম্ ॥ ৪৮ ॥ ইত্যুহ্য উবাচ । জগাধিল-
জগৎস্থষ্টি-স্থিতিসংহারশিল্পকং । নীলাবিধবপু-
নৈমিস্থা ব্রজাওভাবভুং ॥ ৪৯ ॥ অন্তর্ধামিরশেষাণাং
প্রণতার্জিহর প্রভো । ব্রহ্মেশ্বরকুটুম্বক-কীর্ত্তিত-
পদাঙ্গু ॥ ৫০ ॥ দীননাথ বিপন্নৈকসত্ততজ্ঞাণতৎপর ।
নির্ব্যাজকরণাবাবি-পাবাবারপরাংপর ॥ ৫১ ॥ তদেক-
শবণঃ দীনমনাদিভ্রমনির্ভরম্ । পরিজাহি জগ-
ন্নাথ ভক্তাবিবতবৎসল ॥ ৫২ ॥ ইতি শবর-
পতিঃ শ্বাসনে সমুপাবিশৎ । গৃহমেধিব্রহ্মচারি-

ক্ষয় কবিতা থাকেন, সেই নীলাচল-বাসী দেব জগ-
ন্নাথ আপনার উপরে অমৃগুহ করুন । তিনি এই
মালাদানচ্ছলে আপনাকে সাক্ষাৎ সৃষ্টিদাতা মহা-
শক্তি পুরুষোত্তমে অবস্থিত নিজস্বরূপ দেখিবার
নিমিত্ত আজ্ঞা করিয়াছেন,—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ
ভূপতিব গলদেশে সেই মালা পরাইয়া দিলেন ।
ব্রজাও ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত হৃদয়-বিলম্বিত সেই মালা-
দর্শনে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীকান্তকে হৃদয়গত মনে করি-
লেন এবং মস্তকে হস্ত প্রদানপূর্বক আনন্দাঙ্গজারা
আপ্নত-বদন এবং ঈষৎ নিমীলিত-চক্ষু হইয়া জগ-
ন্নাথকে স্তব করিতে লাগিলেন । ৩৮—৪৫ । ইত্যুহ্য
কহিলেন,—হে প্রভো, জগন্নাথ । আপনার ক্ষয়
হউক, আপনি নিখিল জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও
সংহারকর্ত্তা, আপনার লোমকূপে নীলার নিমিত্ত
বিশব্রহ্মাও অবস্থিত, এবং আপনি সেই ভার
আপনাতে ধারণ কবিতেন। আপনি নিখিল
লোকেব অন্তর্ধামী, আপনি প্রণতগণের আর্জি হরণ
করিয়া থাকেন । আপনার পাদপদ্ম ব্রজা, ইন্দ্র, ও
রুদ্রদেবের মুকুটপ্রভায়, বিচিত্র শোভা ধারণ
করে । হে পরাংপর ! আমি জামি, আপনি
অকপট দয়ার সাগর, আপনি দীন, অনাথ ও
বিপন্ন ব্যক্তিদিগের রক্ষণে সর্বদা ব্যস্ত । হে
জগন্নাথ ! আমিও একজন দীন, এবং চিরদিন
মোহে আচ্ছন্ন ; আপনি ভিন্ন আমার আর গতি
নাই । হে ভক্তবৎসল ! দয়া করিয়া আমাকে পরি-
ত্রাণ করুন । নরপতি এইরূপে স্তব করিতে বসিল,

ইহা আমি শুনিয়াছিলাম। হে দ্বিজবর! শুনিয়া
এখনও আমার আশা মিটে নাই, আপনি পুনর্বার
বর্ণন করুন। বিষ্ণুর ইন্দ্রনীল-মণিময়-মূর্তির কথা
পুনররূপ যথাযথভাবে কীর্তন করুন। বিদ্যা-
পতি কহিলেন, হে রাজন্! আমি সেই জগৎপতির
অত্যাশ্চর্য্য দিব্য মূর্তি বর্ণন করিতেছি, চক্ষুচকু দ্বারা
ঐ মূর্তি দর্শনে যুক্তিভাজন হওয়া যায়। উহা
নীলেন্দ্রমণি দ্বারা নির্মিত ও অতি পুরাতন। এবং
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক অহরহঃ আর্চিত হইতেছেন।
এই যে স্বর্গীষমালা দেখিতেছেন, ইহা দেবগণ কর্তৃক
নৌমাধবের পূজায় প্রদত্ত হইয়াছিল। এই
নিমিত্তই ইহা স্নান বা গন্ধবিহীন হয় নাই। অনেক
দিন হইয়াছে, তথাচ সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র
হ্রাস হয় নাই। হে রাজন্! আমাকে দেখিতে-
ছেন না যে, দিব্য নির্মালা-ভরণে নিম্পাপ হইয়া
মানবাতিরিক্ত তেজোলাভ করিয়াছি। হে নৃপবর!
জীবেরা এই নির্মালা একবার ভরণ করিলে বল-
ক্ষয় ক্রোধ ও পিপাসা প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয় না।
ইহাকে দর্শনকরিলে শুভ অদৃষ্ট জন্মে। হে রাজেন্দ্র!
এই নির্মালা ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই এককালে
প্রদান করিতেছেন। বস্তুতঃ জরা রোগ শোক
প্রভৃতি হুৎপন্নস্বরূপ উহা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়।
অধিক কি বলিব, প্রকৃত ইন্দ্রবরুণাশ্রিত্য নৈম-

দশমোহিতাঃ

ইন্দ্রহাস উবাচ। জয় প্রভৃতি তত্র যং ন
প্রয়াতো বিজ্ঞোত্তম। কথং বিদ্যাভবান্ দিব্যবৃত্তান্তঃ
পুরুষোত্তমে ॥ ১ ॥ বিদ্যাপতিরুবাচ। তত্র স্থিতো-
হহং সারাঙ্কে ভগবন্তমুপাগমম্। তস্মিন্ কালে
দিব্যগন্ধো ববৌ চ শিশিরো মরুৎ ॥ ২ ॥ উদাতঃ
সকুলঃ শব্দঃ শ্রবতে স্ম বিযৎপথে। ক্রমাদ্যাহি
প্রয়াহৌতি স তু বর্ণময়ঃ স্বনঃ ॥ ৩ ॥ দিবিষ্ঠানাং পতৎ-
পুষ্প-বৃষ্ট্যাচ্ছাদিতপর্ষতঃ। সমাগং হংসভূৎ সারিধৌ
বৈকুণ্ঠস্ত মহীপতে ॥ ৪ ॥ বৌণাবেশ্চন্দ্রানাং চর্চরী-
ণাঞ্চ নিম্বনঃ। অভূতপূর্বস্তাসৌ দিব্যাগানবিমিশ্রিতঃ ॥
৫ ॥ সহস্রমুপচারাণাং প্রীত্যে পরমেশিতুঃ। দেবৈঃ
সমর্পিতঃ তত্র মনুষ্যাদৃষ্টপূর্বকম্ ॥ ৬ ॥ সম্পূজ্য
বিধিবদ্দেবো করমাত্রোপলক্ষিতাঃ। জয়পূর্বৈশ্চ
শালৌ শবণাগত ব্যক্তিদিগেব মুক্তিদাতা সাক্ষাৎ
জগন্নাথ উহাতে প্রসন্নবদনে প্রভুঃ কাব-
ভেছেন ॥ ৪৬-৬৮ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ইন্দ্রহাস কহিলেন,—দ্বিজবর। এই ত
জন্মাবধি আর কখন সেখানে যান নাই, এ একবার
গিয়াই অন্নদিনের মধ্যে পুরুষোত্তমের দিব্য
অভূত বৃত্তান্ত সকল যেরূপে জানিলেন, তাহা
আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। বিদ্যাপতি
কহিলেন,—মহারাজ! আমি একবার গিয়াই
তথাকার ঘটনা সমস্ত জানিয়াছি, তথায় উপস্থিত
হইয়া আমি সন্ধ্যাকালে ভগবানের নিকটে গমন
করিলাম, তখন তথায় স্বর্গীয় গন্ধশালী সুলীতল
বাধু বহিতেছিল। আকাশপথে “যাও, যাও” এই
প্রকার ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছিল। হে মহীপতে।
দেখিলাম,—তখন দেবগণ আকাশ হইতে পুষ্পপুষ্পি
করিয়া সেই নীলাচলকে ঢাকিয়া কেলিলেন এবং
ক্রমে তাঁহার বৈকুণ্ঠনাথের সমীপে উপস্থিত হই-
লেন। তথায় স্বর্গীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে বীণা,
বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল; সেই
অপূর্ব মীত্বাদ্য আমরণ-জন্মে কখনও দেখি নাই।
দেবগণ পরমেশ্বরের ক্রীড়ার নিমিত্ত সহস্র উপচার
প্রদান করিলেন। আমার বোধ হয়, সেরূপ উপচার
সামান্য কখন কৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাহার পরে

তৎ ক্রোড়ে সন্তোষা মধুসূদনম্ ॥ ৭ ॥ যথা-
গতং তে ত্রিদশাঃ প্রমুখনিশাননম্। তেষু যাতেষু
শবরঃ সখা বিশ্বাবসুর্মম ॥ ৮ ॥ দিব্যোপ-
হারভোজ্যানি মান্যক্কেদং দদৌ মম। অনর্ঘ্য-
মেতদন্নানং ত্রীরাজ্যসুখদায়কম্ ॥ ৯ ॥ অলক্ষীপাপ-
রক্ষোয়ং যোগাং তেনাহতং ময়া। শৃণু তত্ত্বসংস্থানং
বিক্রোধ্যৎ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥ অপূর্বশিল্পনৈপুণ্যং
কপঞ্চাস্ত মনোহরম্। ন ভুমিজন্মনা পুংসা শক্যতে
গদিতুং হি তৎ ॥ ১১ ॥ তদভাগ্যাপৌকবাভ্যাং
তন্মাক্তং কথয়ামি তে। সমস্তদৃগহনাকৌণং ক্ষেত্রং
নীল। দ্ভাভিকম্ ॥ ১২ ॥ আয়ামবিকৃতিভ্যাঞ্চ বিখ্যাতং
ক্লেশপঞ্চকম্। তীর্থরাজস্ত বেলায়াং স্বর্ণবালুকয়া-
বৃতম্ ॥ ১৩ ॥ অদ্রেঃ শৃঙ্গে মহানুষ্ঠেঃ কল্পস্থায়ী
বটৌ মহান। ক্রোশায়তপুষ্পকলবর্জিতঃ পল্লবো-
জ্জলঃ ॥ ১৪ ॥ স্বর্গাপক্রমণে তস্ত ছায়া নাপক্রমেত

দেবগণ সেই মধুসূদন জগন্নাথের যথাবিধি পূজা,
জয়ধ্বনি ও স্তব পাঠ দ্বারা সন্তোষ সাধন করিয়া
স্বর্গধামে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার প্রস্থান
করিলে আমার সখা সেই বিশ্বাবসু শবর স্বর্গীয়
খাদ্যসামগ্রী এবং এই মালা, আমাকে উপহার
দিলেন। এই মালা কখন ম্লান হয় না, ইহার
মূল্য নিকপণ করিতে পারা যায় না, ইহাতে
শ্রী ও রাজ্য সুখলাভ হইয়া থাকে। এই মালা
অলক্ষীপাপরাক্ষস নিপাত করতে সমর্থ। এক্ষণে
বিষ্ণু যে মনোহর ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন,
তাহার পরিচয় শুধুন,—সেই পুরুষোত্তমের
ক্ষেত্রের শিল্পচাতুরী অতি অপরূপ, সেই ক্রীক্ষেত্রের
অবয়ব অতি মনোহর, মর্ত্যবাসী মানব তাহা
বর্ণন করিতে, এমন কি ভাল কবিতা দেখিতেও
অসমর্থ, আমি আপনার ‘ভাগ্য এবং পুরুষ-
কারবলে তাহা দেখিতে সমর্থ হইয়াছি, এক্ষণে
আপনার নিকটে তাহার পরিচয় দিতেছি; সেই
ক্ষেত্রের চতুর্দিকে গহনকানন মধ্যে সেই নীলগিরি
সেই ক্ষেত্রের নাভির মত শোভা পাইতেছে। ঐ
ক্ষেত্র দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে পাঁচ ক্রোশ, উহার পার্শ্ববর্তী
সমুদ্রতীর স্বর্ণবালুকায় পূর্ণ। আর ঐ নীলগিরির
শৃঙ্গে বৃহৎ এক আকল্পস্থায়ী বটরূক্ষ; ঐ বৃক্ষের
পরিমাণ একক্রোশ; উহাতে কল পুষ্প কিছুই নাই,
কেবল বহুতর পল্লবে পূরিপূর্ণ এবং সেই কারণে
দেখিতে মনোহর। স্বর্গ্যদেবের গতিবিধি অল্প-
সারে উহার কলে ছায়ায় কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়

বে । তদন্ত পশ্চাৎ প্রদেশে হি কুণ্ডং যোহিণসংক্রমকং ।
১৫ ॥ জলোদ্গমারীলনৃবদারোহণবিভূষিতম্ ।
বহিঃকটিকবেদীতি-চতুর্দিশ পরাশ্রুতম্ ॥ ১৬ ॥
অম্বজ্জাগহরতিরাতিঃ পূর্ণং মনোহরম্ । তৎ-
পূর্ববেদিকামধ্যে স্তম্ভোদ্যচ্ছায়ীতলে ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রলনীলময়ো দেব আস্তে চক্রগদাধবঃ । একাশী-
ত্যঙ্গুলমিতঃ স্বর্ণপদ্মোপবিহিতঃ ॥ ১৮ ॥ অষ্টমী-
চন্দ্রশকলশোভাবিজয়িতালভুঃ । স্মেরেন্দীববযুগ্ম-
ক্রীধিকাবোদ্যতলোচনঃ ॥ ১৯ ॥ অনেনামৃতভান্দ্যৎ-
সজ্জাপত্রয়মোচনঃ । নাসাপুটদ্বয়োস্তাসিতলপুষ্প-
প্রশোভনঃ ॥ ২০ ॥ বপুষোহশ্রমঘহেহাপ স্মৃশিত-
প্রসিতাধরঃ । হাসসংফুলগণ্ডাভা । কচিব° চিবুক°
হয়ঃ ॥ ২১ ॥ অনন্তপূর্ণঘটিত° স্মৃকিণীপুণ্ডমঙ্গসা ।
হাসনিম্নাধরৌ গণ্ডৌ চিবুক° স্মৃকিণী শেভে ॥ ২২ ॥
বহ্নির্দর্শনং দেবো বিশ্বকর্মা দিশিগ্নিনাম্ । মধবাস্ত্র-
ক° ভূষা-শোভিতক্রতিবুগন সঃ ॥ ২৩ ॥ শুকভার্গবয়ো-
র্মধো পূর্ণচন্দ্রোপহাসকঃ । ত্রৈলোক্যশোভাজনক-
কণ্ঠদেশেন পশ্চতাম্ ॥ ২৪ ॥ দক্ষিণাবর্তশঙ্খস্ত

না । এই বৃক্ষেব পশ্চাৎ দিকে যোহিণ নামক এক
কুণ্ড । এই কুণ্ডে নামিবার সোপান নীলকান্তমণি-
নির্মিত, এই সোপান কুণ্ডেব তলদেশ পর্যন্ত
বিদ্যমান । এই কুণ্ডেব উপবে চারিদিকে স্ফটিক-
মণিময় বেদী । এই কুণ্ডে পাগহাবী সলিলে পূর্ণ, এই
কুণ্ডের বটচ্ছায়া স্নানীতল, পূর্ব বেদিকাব মধ্যভাগে
দেব চক্রগদাধব বিরাজিত আছেন । তাঁহার মূর্তি
ইন্দ্রলনীলমণিময়, তাহার পার্শ্বমাণ একাশীতি অঙ্গুলি ।
স্বর্ণপদ্মেব উপবে তিনি অবস্থান করিতেছেন ।
তাঁহার ললাটশোভাব নিকটে অষ্টমী চন্দ্রখণ্ড পবা-
জিত, তাঁহার নয়নযুগল বিহীন একজোড়া ইন্দ্রো-
বরকে ধিকার দিচ্ছে উদাত, তাঁহার মুখশুধাকব-
দর্শনে ত্রিতাপেব শাস্তি হয় । সেই ভগবানের
নাসিকাধ্বয় তিলফুলের স্তায় সুশোভন । তাঁহার
শব্দাব পার্শ্বময় হইলেও অধব হস্তমাথা, গণ্ডযুগল
হার্যোৎফুল্ল, চিবুক ও হৃৎ অতি মনোহর, ওষ্ঠেব
হুই প্রান্তভাগের অপূর্ণ° সুগঠন, গণ্ডদ্বয়ের নিম্ন-
ভাগ হস্তকারণ স্তম্ভভাব ধারণ করিয়াছে । দেব
জগন্নাথ বিশ্বকর্মা দিশিগ্নিবর্গেব স্মৃশিলেব চূড়ান্ত
নিদর্শন, তাঁহার কর্ণযুগল মকবমুখ কর্ণভূষণে
শোভিত । বৃহস্পতি এবং শুক্রের মধ্যগত পূর্ণ-
চন্দ্রের শোভা তাঁহার নিকটে পরাজিত । তাঁহার
কণ্ঠদেশে মনোহর জীবাত্মবর্ণ, এক হস্তে তিনি

মুক্তাজগাতিশঙ্কর° । শীতায়তকবুগ্গদীহদীর্ঘ-
চতুর্ভুজঃ ॥ ২৫ ॥ বহ্নিনির্মলহারোপশোভকোরঃ হলো-
বিভুঃ । বস্ত্রে চতুর্দশজগদিব্যাকৌশলভবিবিতম্ ॥ ২৬ ॥
নিম্ননাতিহ্রদাবিষ্ট-তদ্রোমালিমঙ্গলঃ । হারং ত্রিবলি-
মধ্যেন স্বাগুহপবিণামকঃ ॥ ২৭ ॥ সুরত্বমেখলাদারা
কিকিণীমৌক্তিকশ্রজা । জগন্নাথপুটকে স্কিচৌ
দেবস্ত শোভতঃ ॥ ২৮ ॥ জঘনালম্বিমুক্তাশ্রক°
পীতচেতনোপশোভিতঃ । জজ্ঞাস্তম্বযুগং মোক্ষমাজল্য°
তোবাণাশ্রয়ম্ ॥ ২৯ ॥ বৃত্তান্তপূর্বজাত্যং মালয়া-
প্রপদীনয়া । বৃত্তাচ্যবলয়াভ্যাং চ শোভেতে চরণৌ
বিভোঃ ॥ ৩০ ॥ হাবকঙ্কণকেশুবমুকুটাদিব-
লঙ্কতম্ । জ্ঞানাহঙ্কাবকৈশ্বর্য°-শব্দব্রহ্মাসি কেশবঃ ॥
৩১ ॥ চক্রপদ্মগদাশঙ্খ-পবিণামান ধাবয়ন ।
সর্বাশাদ্যোতবো দেবো নীলাজেরুপরিহিতঃ ॥ ৩২ ॥
ভক্ত্যা প্রণম্য দৃষ্ট্য য দেহবন্ধাৎ প্রযুচ্যতে ।

মুক্তাভ্রমকাবী মনোহর দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ ধাবণ
করিতেছেন । তাঁহার চাবি বাহু অজ্ঞানুল্লিখিত, স্বক-
যুগল অতি শীত ও আয়ত ১১-২৫ । প্রভুব বক্ষঃস্থলে
মনোহর স্ননির্মল হার শোভা পাইতেছে । প্রভুর
গলে দিব্য কোষভূষণ, তাহাতে চতুর্দশজগতেব
মূর্তি প্রতিবিম্বিত । তাঁহার গভীর নাভিহ্রদে স্নান
রোমাবলী সুশোভমান । তাঁহার কণ্ঠলঙ্কিত হাব
ত্রিবলির মধ্যভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে । প্রভু
জগন্নাথ দেব স্বাগুহ মত অচলভাবে অবস্থিত
করিতেছেন । প্রভুব স্কিকঙ্কণ, ত্রিজগতেব লাব-
ণ্যের খনি এবং উত্তমরত্নময় কাঞ্চীদাম ও মুক্তা-
নির্মিত কিকিণীমালায় সুশোভিত । পবিধানে পীত-
বসন, মুক্তামালা জঘন পর্যন্ত বিলম্বিত । তাঁহার
মনোহর জাহ্নযুগল স্তম্বযুগলেব স্তায় সুশোভন
মোক্ষদ্রাবেব মঙ্গলতোরণবৎ প্রতীয়মান । প্রভুব
চবণদ্বয় আনুপূর্বিক গোলাকার, জাহ্নযুগলে পদ-
পদ্যন্তলদ্বী মাল্যে এবং রত্নবলয়ে অঙ্কিত শোভা
ধাবণ করিয়াছে । প্রভুব শরীর হাব, কঙ্কণ,
কেশুব ও মুকুট প্রভৃতি অলঙ্কারে সুশোভিত ।
হস্তচতুষ্টয়ে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মরূপ
পবিণত জ্ঞান অহঙ্কাব, ঐশ্বর্য এবং বেদব্রহ্মণি ধাবণ
করিতেছেন । দেব জগন্নাথ এইরূপে চতুর্দিক
আলোকিত করিয়া নীলাচলের উপবিভাগে
অবস্থিতি করিতেছেন । তাঁহাকে দর্শন করিয়া
ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিলে জীব দেহবন্ধন হইতে



বামপার্শ্বগতা লক্ষীস্মারিতা পদ্মপাশিনা ॥ ৩৩ ॥ বসন্ত-
বাসনপরা ভগবদ্বন্দ্বলোচনা । সর্বলাবণ্যবসতিঃ
সর্বলক্ষ্যভূষিতা ॥ ৩৪ ॥ তাবপত্ন্যং হি জগতঃ
পিতৃবচনহিতো । তুষ্ণীভূতো শ্বেতদৃশাঙ্গগুহ্যভূতৌ
চ পত্নতঃ ॥ ৩৫ ॥ সজীবৌ তাবববুধঃ (৭) ভো
দীনানুগ্রহকারণাং । ছত্রীভূতকণারুদঃ শেষঃ পশ্চাদ-
বহিতঃ ॥ ৩৬ ॥ অগ্রে ব্যবহিতঃ দৃষ্টঃ বপুর্বিভ্রং সুদর্শ-
নম্ কৃতাজলিপুটং তস্ত পশ্চাদগুরুভ্রমাস্থিতঃ ॥ ৩৭ ॥
এবমদ্ভুতরূপং তং দৃষ্ট্বা সাক্ষাৎ শ্রীঃপতিম্ । চেতো-
বদ্ধুভিরাকৃষ্টমিব তজ্জৈব ধাবতি ॥ ৩৮ ॥ অনেক-
জন্মসাহস্রৈঃ স্বকর্মাণ্যজিতানি চেৎ । যুগপৎ পবি-
পক্ষানি যন্তাসৌ তং হি পশ্যতি ॥ ৩৯ ॥ তীর্থনান-
তপোহোমবেদদানব্রতৈবপি । নালমালোকিতু-
মর্জ্যস্তাদৃশং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪০ ॥ যে নীলমূর্তিঃ
বিমলাদ্রাভঃ ধ্যায়ন্তি বিষ্ণুং পুরুষোত্তমম্ । তে
কীণবদ্বাঃ প্রবিশন্তি বিষ্ণোঃ পুংসঃ হি যৎপ্রাপ্য ন
শোচতীহ ॥ ৪১ ॥ বিদ্যাভিব্যোদশভিঃ প্রণীত-
নানাবিধং কর্মফলং নৃণাং যৎ । একম তৎসর্বমমুখ্য

মন্তব্য । প্রভুব বামপার্শ্বে লক্ষী দেবী পদ্মহস্তে
ভীমাকে আলিঙ্গন করিয়া বহিয়াছেন । সর্বপ্রকার
লাবণ্যের আধার দেবী কুবেরদেবদানবিনী সর্ববিধ
অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভগবানের নিকট
নিবেদনপূর্বক বীণাবাদন করিতেছেন । শিল্প-
জগতের মাতা-পিতা সেই নীলাচলে তুষ্ণীভূতবে
অবস্থান করত শ্বেতবসনযনে দর্শকবৃন্দকে অঙ্গুগৃহীত
করিতেছেন । ভীমার পশ্চাদভাগে অনন্ত নাগ
কণাসমূহ ছত্রাকার করিয়া রহিয়াছেন । ভগবানেব
পশ্চাদভাগে গুরুত্ব কৃতাজলিপুটে অবস্থিতি করি-
তেছে । এই অদ্ভুত রূপসম্পন্ন সাক্ষাৎ শ্রীপতিকে
দর্শন করিলে দর্শকের চিত্ত যেন বদ্ধ ছায়া আকৃষ্ট
হইয়া সেই দিকেই ধাবিত হয় । বিদ্যাপতি কহি-
লেন, যে ব্যক্তি বহুসংখ্য জন্মাবধি স্বীয় সংকর্মজন্ত
পুণ্যসকলপূর্বক তাহার পরিণামফল এককালে লাভ
করিয়াছেন, তিনিই সেই নীলমাধকে দর্শন করিতে
পারেন । নতুবা তীর্থনান, তপস্যা, হোম, বেদ, দান,
ব্রত প্রভৃতি কর্ম করিয়াও মর্ত্যবাসিলোকেরা তাদৃশ
পুরুষোত্তমকে অবলোকন করিতে সমর্থ হন না ।
যাহারা সেই পুরুষোত্তমে অবস্থিত নির্মল গগনের
জ্যোতি নীলমূর্তি বিষ্ণুকে ধ্যান করে, তাহারা সংসার-
বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুপুরে গমন করত
সর্বকর্ম হইয়া অবস্থান করে । সর্বদাব্যবহা

বিষ্ণুঃ সন্দর্শনকর্তা শতাংশমানম্ ॥ ৪২ ॥ বিষ্ণু-
বাচ্যং অধিকং কিতীজ পুংসো মতির্থাবদেপুতি
কামান্ । লভেত নীলাজিগতিং প্রণম্য ততোহধিকং
কেত্রভূবো মহিমা ॥ ৪৩ ॥ স এব দাতা কুরুভিঃ স
যষ্ঠী সত্যপ্রবক্তা স তু ধর্ম্মদীপঃ । সর্বৈর্গুণৈঃ সর্ব-
ভবৈর্ববিতৌ নীলাজিনাথঃ ধনু যেন দৃষ্টঃ ॥ ৪৪ ॥
তত্র যে সেবকাঃ সন্তি মাধবস্ত জগৎপতেঃ । তেভ্যঃ
সকাশায়াহামিদং জ্ঞাতং ময়া নৃপ । তস্মিন্ পর-
ম্পরায়াতমাদিসৃষ্টেঃ পুংসোত্তমম্ । প্রসিদ্ধমিদমাখ্যানং
শ্রোতা তত্র গতৌ হৃদম্ ॥ ৪৫ ॥ হৃদাঙ্গয়া তত্রগত্যা
দৃষ্ট্বা শ্রীপুরুষোত্তমম্ । নিবেদিতং তে রাজেন্দ্র
যথেষ্টম তথা কুরু ॥ ৪৬ ॥ ইন্দ্রজ্যোতী উবাচ ।
আপ্তবাক্যাদ্ভগবতঃ শ্রদ্ধা রূপমশাপহম্ । কৃত-
কৃত্যোহস্মি ভগবন দিব্যানির্মাণ্যসঙ্গমাং । বহু-
জন্মস্বর্জিতানি কীণানি হুরিতানি মে । অধিকারী
হংস জাতো দর্শনে শ্রীপতেরিহ ॥ ৪৭ ॥ সর্বদা-
নাহং যান্তামি বাভোন সুসম্মকিনা । তত্র বাসঃ

শাস্ত্রে মনুবাদিগের কর্মফল বাহা উক্ত হইয়াছে,
সেই সমগ্র কর্মফল,—একত্র তুলনা করিলে বিষ্ণু-
সন্দর্শনজনিত ফলের শতাংশের একাংশের সমান
হয়, কি না । (সন্দেহ) । মহাবাজ । অধিক আর
কি বলিব, শ্রীক্ষেত্রের মহিমা বড়ই অদ্ভুত, মানবগণ
তথায় গিয়া নীলাচলের অধিদেব জগন্নাথকে প্রণাম
করিয়া ইচ্ছাব অধিক সম্পদ লাভ করে । যিনি
সেই ভগবান নীলাচলনাথকে দেখিতে পাইয়াছেন,
তিনিই দাতা, বিবিধ যজ্ঞকর্তা, সত্যবাদী ও ধার্মিক
বলিয়া পবিচিত হইয়া থাকেন । এমন কি সর্বগুণে
ভগবান বলিয়া বিখ্যাত হন । রাজন । তথায়
ভগৎপতি মাধবের যে সন্তান সেবক আছেন,
তাহাদের নিকট তাঁহার এই মহিমা, আমি অবগত
হইয়াছি, তথাকার লোকসম্প্রদায় আদি হইতেও
পুবাচন এই প্রসিদ্ধ উপাখ্যান শুনিবার নিমিত্ত
আমি তথায় গিয়াছিলাম । হে রাজেন্দ্র ! আমি
আপনার আজ্ঞানুসারে তথায় গিয়া শ্রীপুরুষোত্তমকে
দর্শন করিয়া আসিয়া নিবেদন করিলাম ; এক্ষণে
আপনার যাহা ইচ্ছা হয় করুন । ইন্দ্রজ্যোতী কহি-
লেন, হে ভগবন ! আমি আগমুখে ভগবানের—
পাপনাশক রূপ শ্রবণ এবং এই দিব্য নির্মাণ্য দর্শন
করিয়া কৃতকৃত্য হইলাম, আমার বহুজন্মার্জিত
পাপরাশি বিমিষ্ট হইল, আমি এখন সেই শ্রীপতিকে
দর্শন করিবার অধিকারী হইলাম । রাজেন্দ্র, আমি

করিয়াছি পুণ্ড্রপানি চৈব হি ॥ ৫০ ॥ ক্রতুনা হম-
যজেনঃ যজ্ঞো জীতৈঃ পুণ্ড্রপানিঃ । শতোপচারৈঃ
জীনাং পুজয়িত্বো দিনে দিনে ॥ ৫১ ॥ ত্র্যোপ-
বাসনির্মলৈঃ জীণয়িত্বো জগদুত্তম ॥ বাক্যায়ুতেন
সন্তুস্তং যথা মামভিবেক্ষ্যতি । দীনানুকম্পী ভগ-
বান্ সাক্ষান্নারায়ণো বিভূঃ ॥ ৫২ ॥ এবং স ব্রহ্মা
ভক্ত্যা সংজ্ঞতে যাবদীশ্বরম্ । নারদস্তত্র সংপ্রাপ্তো
ভুবনালোককৌতুকী ॥ ৫৩ ॥ তমায়ান্তঃ ঋষিঃ দৃষ্ট্বা
বৈষ্ণবাগ্র্যঃ বিধেঃ স্মৃতম্ । আশংস স্বকর্ষ্যন্ত
সিদ্ধিং নরপতিস্তদা ॥ ৫৪ ॥ উথায় সহসা বিপ্রঃ
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়কৈঃ । বরাসনস্থঃ প্রণতঃ প্রোবা-
চেনঃ কৃতাজলিঃ ॥ ৫৫ ॥ ইন্দ্রহ্য উবাচ । অদা
মে সকলা যজ্ঞা দানমধ্যমনঃ তপঃ । যন্মে গৃহং সমা-
গচ্ছদ্ দ্বিতীয়া ব্রহ্মসত্ত্বম্ ॥ ৫৬ ॥ কৃতার্থো যদ্যপি
মুনে আর্গম্যাহুগ্রহাস্তব । তথাপি স্বংপ্রসাদায়
কিমাজ্ঞাং করবাণি তে ॥ ৫৭ ॥ কিং প্রয়োজন-
মুদিশ্ত ভবনং মে পবিত্রিতম্ ॥ ৫৮ ॥ জৈমিনি-

সম্পূর্ণ যত্নসহকারে রাজোচিত সমৃদ্ধিসহায় দ্বারা
সেই স্থানে যাইয়া তুর্গ ও পুরী নিম্মাণপূর্বক নিশ্চয়ই
বাস করিব । সেই মুরারির জীতির নিমিত্ত অখ-
মেধ্যযজ্ঞ সম্পাদনপূর্বক প্রতিদিন শত শত উপচাব
দ্বারা পূজা করিব । দীনদয়ীবান্ প্রভু ভগবান্ সাক্ষাৎ
নারায়ণ যাহাতে আমাকে বাক্যায়ুতে পরিতৃপ্ত
করেন,—আমি অসীম সংসারতাপে দগ্ধ—যাহাতে
আমাকে বচনসুখা-সেচনে শীতল করেন, তাহার
নিমিত্ত আমি ত্র্যত-উপবাসাদি কঠিন নিয়মে সেই
জগদুত্তমকে সন্তুষ্ট করিব । ইন্দ্রহ্য এইরূপে ব্রহ্মা
ও ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের স্তব করিতেছেন, এমন
সময়ে ভুবন-দর্শনে কোতুকাক্রান্ত নারদ ঋষি সেই
স্থানে উপস্থিত হইলেন । নরপতি তদানৌ সেই
বৈষ্ণবপ্রধান ব্রহ্মতনয় ঋষিকে সমাগত দেখিয়া স্বকীয়
কার্য্যসিদ্ধির সজ্জাবনার আশাসিত হইলেন । হে
বিজগণ ! রাজা সহসা গাজোথানপূর্বক নারদমুনিকে
পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দ্বারা পূজা করিলেন, নারদ
বরাসনে সমাসীন হইলে রাজা প্রণত হইয়া কৃতাজলি
পুষ্টে করিলেন,—আজি আমার যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন,
ও তপস্বী, সমস্তই সকল হইল ;—যেহেতু দ্বিতীয়
ব্রহ্মমূর্তি—আজ আমার গৃহে উপস্থিত । হে মুনে ।
যদ্যপি অল্পপ্রাপ্তক আগমন করিয়া আমাকে
কৃতার্থ করিলেন, তবু আপনার প্রসন্নতার নিমিত্ত
কি আজ্ঞা সম্পন্ন করিব, তাহা বলুন । আপনি কি

কবাচ । তদুহা নৃপতের্বাক্যঃ ভক্তিশ্রদ্ধাকোমলম্ ।
উবাচ ব্রহ্মণঃ পূজ্যঃ স্মিতপূর্বঃ মহাপতিম্ ॥ ৫৯ ॥
নারদ উবাচ । ইন্দ্রহ্য নৃপশ্চেষ্ঠ বিমলৈশ্চন্দ্রগো-
কটৈঃ । জীনিতা দেবতাঃ সিদ্ধা মুনয়ো ব্রহ্মণা সহ ॥
৬০ ॥ স্বপ্রতিষ্ঠা পৃথগ্‌যোগ্যা গুণা একৈকশস্তব ।
ব্রহ্মণঃ সদনে স্থিতো পর্যাপ্তাশ্চ সমীহিতাঃ ॥ ৬১ ॥
অবতীর্ণো নরঃ দ্রষ্টুং তিষ্ঠন্তঃ বদরাক্রমে । তদ্যানা-
বসরে জ্ঞাতো ব্যবসায়স্তবেদৃশঃ ॥ ৬২ ॥ সাধু
ব্যবসিতঃ রাজন্ যত্তেহভুদুদ্বিরীদৃশী । সহস্রজন্ম-
ভ্যাসাত্তক্তিভবতি ভূপতে । নীলাচলগুহাবাসে
মাধবে জগতাং ধরে (বে) ॥ ৬৩ ॥ পিতামহো
মহাভাগো যমারাধা জগৎপতিম্ । নির্দমে স সৃষ্টি-
মিমাং লেভে পৈতামহঃ পদম্ ॥ ৬৪ ॥ তদবয়-
প্রস্থতোহসি যুক্তা তে মতিরীদৃশী । চতুর্দর্গকলা
ভক্তিবিধৌ নান্নতপঃকলম্ ॥ ৬৫ ॥ অনাদ্যবিদ্যা
সুদৃঢ়পঞ্চক্রেণবিবর্জিনী । একৈবেয়ং বিষ্ণুভক্তি-

প্রয়োজন বশতঃ আমার এই ভবন পবিত্র করি-
লেন ৭২৬—৮৫৭ । জৈমিনি কহিলেন,—ব্রহ্মপুত্র নারদ
নৃপতির সেই বিনয়-ভক্তি-কোমল বাক্য শ্রবণ করিয়া
ঈশ্বৎ হৃদয়সহকরে তাঁহাকে বলিলেন,—হে মহা-
বাজ ইন্দ্রহ্য । আপনার বিমল গুণসমূহের কথা
জানিতে পারিয়া সিদ্ধ, মুনি ও দেবগণ, এমন কি
ব্রহ্মা পর্যন্ত জীত হইয়াছেন । আপনার গুণসমূ-
হের—প্রত্যেকটাই স্বয়ং প্রতিষ্ঠালাভের উপযুক্ত,
সমুদয়ের ত কথাই নাই, সমস্ত মনোরথই পূর্ণ
হয় । তাহাতে লোকে একার সদনে বাস করিতে
সমর্থ হয় । আমি বদরিকাক্রমে অবস্থিত নর-
রূপী নারায়ণকে দর্শনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলাম
এবং তাঁহার ধ্যানানন্তর তোমার ঈদৃশ ব্যব-
সায় অবগত হইলাম । হে রাজন্ ! তোমার
চেষ্ঠা অতি উত্তম, যে হেতু তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি
জন্মিয়াছে । হে ভূপ ! সহস্র জন্মের অভ্যাস দ্বারা
নীলাচল-গুহাবাসী বিশ্বস্তর মাধবের প্রতি ভক্তি
জন্মে । মহাভাগ পিতামহ, যাহাকে আরাধনা করিয়া
জগতের প্রভু লাভ করিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি
নির্মাণপূর্বক পৈতামহ—অর্থাৎ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন, তুমি সেই বংশ হইতে উৎপন্ন, অতএব
তোমার এই প্রকার বুদ্ধি উপযুক্তই হইয়াছে । ভগ-
বদ্বিষ্ণু-প্রতি ভক্তি জন্মিলে চতুর্দর্গ লাভ হয় ।
সুতরাং ইহা অল্পতপস্যায় কল মতে । অনাদি
অবিদ্যা বড়ই সুদৃঢ়, ইহা কেবল পঞ্চক্রেণের বর্জন

সংস্কৃতভাষায় জায়তে ॥ ৬৬ ॥ ভবারণ্যে প্রতিপদং
দুঃখসঙ্কটসঙ্কুলে । নরাণাং ভ্রমতাং বিষ্ণুভক্তিরেকা
সুখপ্রদা ॥ ৬৭ ॥ নিরালম্বে দম্ববাতপ্রোদ্যাতো-
র্নিম্নহস্তবে । ॥ নিমগ্নানাং ভবান্ধোবো বিষ্ণু-
ভক্তিস্তরী স্মৃতা ॥ ৬৮ ॥ আশ্রিত্যেকাং ভগবতীং
বিষ্ণুভক্তিং তু মাতরম্ । সন্তঃ সন্তুষ্টমনসো ন তু
শোচন্তি জাতুচিৎ ॥ ৬৯ ॥ বিষ্ণুভক্তিসুধাপান-
সংস্থানানাং মহামনাম্ । ব্রাহ্ম্যং পদং স্বল্পলভো
ভাজনানাং বিমুক্তয়ে ॥ ৭০ ॥ ত্রিবিধোহপ্যাংহসাং-
রাশিঃ সুমহান্ জগ্নিনাং নৃপ । বিষ্ণুভক্তিরুদাদাববহৌ
স শলভায়তে ॥ ৭১ ॥ প্রয়াগগঙ্গাপ্রমুখ-তীর্থানি
চ তপাংসি চ । অশ্বমেধং ক্রতুববো দানানি সুম-
হাস্তি চ ॥ ৭২ ॥ ব্রতোপবাসনিয়মাঃ সহস্রাণ্যর্জিতা
অপি । সমুহ এবামেকত্র গুণিতঃ কোটিকোটীভিঃ ॥
৭৩ ॥ বিষ্ণুভক্তেঃ সহস্রাংশ-সমোহসৌ ন হি
কীর্তিতঃ । জৈমিনিরুবাচ । বিষ্ণুভক্তেস্তু মহাত্মাং
ক্ৰমাৎ ব্রহ্মবিগোদিতম্ । বিষ্ণুভক্তেঃ স্বরূপং হি
জাতুকামঃ কিতীশবঃ । নাবদং পুনবাহেদং বাক্যং

করিতেছে । একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই এই অবিদ্যাব
উচ্ছেদে সমর্থ । মনুষ্যগণ দুঃখ-সঙ্কটসঙ্কট সংসার-
কাননে অনববত ভ্রমণ কবত কষ্ট পাইবে । এক-
মাত্র বিষ্ণুভক্তিই তাহাদের সুখজনক । অঃ ৭৩ পৃষ্টি
ও শ্রীতোষাদিক্রম দ্বন্দ্ব-বায়ু-সমুখিত উম্মী দাঃ দ্বন্দ্ব
ভবসাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিগণের বিষ্ণুভক্তি কপিণী এব-
মাত্র তরণী বহিয়াছে । সাধুগণ একমাত্র ভগবতঃ
বিষ্ণুভক্তিকেই মাতৃরূপে আশ্রয় করিলে সন্তুষ্টচিত্তে
অবস্থান কবেন, কখনই শোক প্রাপ্ত হন না । যে
সকল মহাত্মা বিষ্ণুভক্তিরূপ সুধাপান করিয়া আত্মা-
দিত হইয়াছেন, তাঁহারা মুক্তিপথে অগ্রসর, ব্রহ্মপদ
তাঁহাদের নিকট অতিদূর । বিষ্ণুভক্তিরূপ প্রদীপ্ত
দাবানলে জীবদিগের কায়িক, বাচিক ও মানসিক
এই ত্রিবিধ পাপরাশিরূপ শলভ সকল দগ্ধ হইয়া
যায় । প্রয়াগ, গঙ্গাপ্রমুখিত পবিত্র তীর্থ, তপস্যা,
অশ্বমেধ যজ্ঞ, সংপাতে প্রচুর দান, এবং সহস্র
সহস্র সঞ্চিত ব্রতোপবাসাদি সংকর্ম্ম, এই সকল
কোটি কোটি গুণ করিয়া একত্র কবিলে বিষ্ণুভক্তির
সহস্রভাগের এক ভাগেরও তুল্য হয় না, বিষ্ণু-
ভক্তির মহিমা অনির্বচনীয় অতুলনীয় । জৈমিনি
কহিলেন,—রাজা ইন্দ্রহ্য ব্রহ্মবির মুখে বিষ্ণুভক্তির
এইরূপ মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুভক্তির স্বরূপ

সংকারযুক্তিমান ॥ ৭৪ ॥ ইন্দ্রহ্য উবাচ । মহিমা
বিষ্ণুভক্তেস্তু সাধুপ্রোক্তা যুনে মম । তন্তাঃ স্বরূপ-
জিজ্ঞাসা চিরায়ৈ হৃদি বর্ততে ॥ ৭৫ ॥ লক্ষণং
বর্ণয়েদানীং ভক্তে বৈকবপুঙ্গব । হৃদস্তো ন হি রক্তা
শ্রাদ্ধিজাতো মে মহীতর্লে ॥ ৭৬ ॥ নারদ উবাচ ।
সাধু রাজঃস্বয়া পৃষ্টঃ ভক্তিলক্ষণমুত্তমম্ । কথয়িষ্যে
যথার্থং হা ভক্তিতাজনমুত্তমম্ ॥ ৭৭ ॥ অপাত্রে
নাহি বাচ্যেয়ং নরেশংহোমলিনাস্তরে । শৃণুধা-
বহিতো রাজন্ প্রোচ্যমানাঃ ময়ানঘ ॥ ৭৮ ॥ সাধা-
ন্ততো বিশেষাচ্চ বিবেচ্যভক্তিং সনাতনীয়ম্ । অত্যন্ত-
দুঃখং পাপেষু বিচ্ছেদে দুঃখসম্বতেঃ ॥ ৭৯ ॥
হেতুরেকোহয়মেবেতি সংশয়ো ভক্তিরুচ্যতে ।
ত্রিধা সা গুণভেদেন তুবীয়া নির্গুণা মতা ॥ ৮০ ॥
কামক্রোধাভিভূতানাং দৃষ্টাদন্তর পশ্যতাম্ । লক্শ্যে
চাভিচারায় ভক্তিঃ স্তারূপ তামসী ॥ ৮১ ॥ যশসে
চাতিরিক্তায় পরম্ শঙ্কয়াপি বা । প্রসঙ্গাৎ পর-
লোকায় ভক্তিঃ সা র দমী স্মৃতা ॥ ৮২ ॥ আয়ুষ্কং

জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভক্তিপুর্ব্বক পুনরায় নারদকে
কাহলেন ॥ ৭৫—৭৮ ॥ ইন্দ্রহ্য কহিলেন,—হে যুনে !
তুমি যে অত্যুত্তম বিষ্ণুভক্তি বর্ণন কবিলে, তাহার স্বরূপ
জিজ্ঞাসা আমার হৃদয়ে চিরকাল বিদ্যমান আছে ।
হে বৈকবপুঙ্গব ! এইকণে তাহার লক্ষণ কি প্রকার
বর্ণনা করুন । আপনার তুল্য সৎজ্ঞা ভূতলে আর
কোথায় দেখি নাই । নারদ কহিলেন,—রাজন !
তুমি যথার্থই ভক্ত, তুমি উত্তমভক্তিলক্ষণ জিজ্ঞাসা
কবিয়াছ, তোমার নিকট ভক্তিলক্ষণ যথার্থরূপে
কাড়ন কারতোছি । তুমি সংপাত্ত বলিয়া তোমাকে
বলিতোছি, অপাত্রে—পাপে আচ্ছন্ন দুঃখিতায়
মনুষ্যকে ইহা বলিতে নাই । হে নিম্পাপ নরপতে !
আমি তোমার নিকটে সমাধীনী বিষ্ণুভক্তি, সামান্ত
ও বিশেষরূপে বলিতোছি, একান্তাচেষ্টে শ্রবণ কর ।
অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলে তাহার বিনাশ নিমিত্ত
একমাত্র বিষ্ণুভক্তিই সংশয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ।
সেই ভক্তি গুণভেদে তিন প্রকার । অপর যে
চতুর্থ প্রকার ভক্তি, তাহাকে নির্গুণ বলা যায় ।
প্রথমতঃ যাহারা কাম ও ক্রোধাভিভূত, স্তবরাং দৃষ্ট
পদার্থ মাত্র স্বীকার করে, তাহাদিগের লাভ ও
অভিচারের নিমিত্ত ভক্তিকে তামসী কহে । দ্বিতীয়তঃ
সমধিক যশোলাভ হইবে বলিয়া, অথবা অপর
অন্যকমে প্রসঙ্গতঃ পরলোকের নিমিত্ত যে ভক্তি

স্থিরতরং দৃষ্টভাবান্ বিনশ্রবান্। সত্ত্বভাসম-
বর্ণোক্তান্ ধর্ম্যৈব জিহাসতা। আশ্রয়জানায় যা
ভক্তিঃ ক্রিয়তে সাত্ত্ব সাধিকী। জগচ্চেদং জগ-
ম্মাধৌ নাস্তচ্চাপি চ কাঞ্চনম্। অহং ন ততো
ভিন্নো মন্তোহসৌ ন পৃথক্স্থিতঃ। জ্ঞানং বহিঃপা-
ধীনাং প্রেমোৎকর্ষায় ভাজনম্। হ্রস্বভা ভক্তি-
রেষা হি মুক্তয়েহৈতৎসংজ্ঞিতা ॥ ৮৫ ॥ সাধিক্যা
ব্রহ্মণঃ স্থানং রাজস্যা শত্রুলোকতাম্। প্রয়াস্তি
ভুক্ষা ভোগান্ হি তামস্যা পিতৃলোকতাম্।
পুনরাগত্য ভুলোকং ভক্তিং তাং বৈশরীত্যতঃ।
তামসৌ রাজসীং কুর্যাৎ রাজসঃ সাধিকীং তথা ॥ ৮৭ ॥
সাধিকৌ মুক্তিমাপ্নোতি কুহা চাঈতভাবনাম্।
একামপি সমাশ্রিত্য ক্রমামুক্তিপথং ব্রজেৎ ॥ ৮৮ ॥
বিষ্ণুভক্তিবিশীনস্ত শ্রোতস্মার্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিকং তীর্থ-যাত্রাকুস্তাদিকং তপঃ ॥ ৮৯ ॥
কুলে প্রসূতিঃ শিল্পানি সর্বং লৌকিকভূষণম্।
কায়ক্লেশকলং তেষাং শৈরিণীব্যভিচারবৎ ॥ ৯০ ॥

করে, তাহাকে রাজসী ভক্তি বলে। তৃতীয়তঃ “ইহার
এইটী স্থিরতর, আর সমুদয় দৃষ্টপদার্থাদি বিনাশশীল”
যে ব্যক্তি এইরূপ স্থির করত স্ব স্ব আশ্রম ও বর্ণোক্ত
ধর্ম্য পরিত্যাগ না করিয়া কেবল আশ্রয়জান, জ্ঞান
ভক্তি করে, তাহার ভক্তিকে সাধিকী বলা যায়।
চতুর্থতঃ এই জগৎই জগন্নাথ। ইহার অস্ত্র কোন
কারণ নাই, আমি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহি,
তিনিও আমা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহেন।
অতএব বহিঃপাধি অর্থাৎ এই কুল—শরীরাদি ও
সুখশেবা গন্ধমালাদি কেবল প্রীতি-বর্জন করে,
উহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। এই প্রকার জ্ঞানে
মোক্ষ নিমিত্ত যে ভক্তি প্রকাশিত হয়, তাহাকে
অঈত নামে অতি হ্রস্বভা ভক্তি বলা যায়। সাধিকী
ভক্তিতে ব্রহ্মলোক, রাজসী ভক্তিতে শত্রুলোক ও
তামসী ভক্তি দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।
তিনি পুনরায় ভুলোকে আগমন করত পূর্বজন্মায়
ভক্তির বৈশরীত্য—অর্থাৎ তামসভক্তিক ব্যক্তি
রাজসী, রাজসভক্তিক ব্যক্তি সাধিকী ও সাধিক
ব্যক্তি অঈতভাবনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন।
অতএব যে কোন একটী ভক্তি আশ্রয় করিলে ক্রমে
মুক্তিপথ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিষ্ণুভক্তিবিশীন
ব্যক্তির বেশ ও সূক্ষ্মভক্তি ক্রিয়া-কলাপ, প্রায়শ্চিত্তাদি,
তীর্থযাত্রা, কুস্তাদি, তপস্যা, সংকুলে জন্ম ও
সমুদয় শিল্প কর্মাদি কেবল লৌকিকভূষণ মাত্র, এবং

কুলাচারবিহীনোহপি দৃঢ়ভক্তিজিহেব্রিয়ঃ। প্রশস্তঃ
সর্বলোকানাং ন দ্বষ্টাদশবিদ্যকঃ। ভক্তিবিশীনো
নৃপশ্রেষ্ঠ সজ্জাতির্ধার্মিকস্তথা ॥ ৯১ ॥ নান্নভাগ্যন্ত
পুংসো হি বিকৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে। যান্ত সম্পদ্য
যত্নেন কৃতকৃত্যো ন সীদতি ॥ ৯২ ॥ যদা বেত্তি
জগন্নাথং সা বিদ্যা পরিকীর্তিতা। যেন প্রীণতি
ভগবান্ তৎকর্ম্যাত্তনাশনম্। বিষ্ণুভক্তস্ত
সম্প্রোক্তস্তাভ্যাং যুক্তোদৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৯৩ ॥ যৎপাদ-
পাংগুনা বিশ্বং পুয়ীত সচরাচরম্। সৃষ্টিস্থিতি-
বিনাশানাং স্বেচ্ছয়া প্রভবত্যসৌ। কিং পুনঃ
ক্ষুদ্রকামাণাং ভূমিস্বর্গাদিসম্পদাম্ ॥ ৯৪ ॥ বাসুদেবস্ত
ভক্তস্ত ন তেদো বিদ্যাতেহনয়োঃ। বাসুদেবস্ত
যে ভক্তান্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্ ॥ ৯৫ ॥ প্রশান্তচিত্তাঃ
সর্বেষাং সৌম্যাঃ কামজিতেন্দ্রিয়াঃ। কর্মণা মনসা
বাচা পরদোহমনির্জিবঃ। দয়ার্জমনসো নিত্যং স্তেয়-

অসতী স্ত্রীর ব্যভিচারের দ্বারা। উক্ত সমুদয়
বিষয়ই সেইরূপে কেবল তাহার শারীরিক ক্লে-
শায়ক মাত্র। ৭৫—৯০। যদি কুলাচারবিহীন ব্যক্তি
ভগবানের প্রতি দৃঢ়ভক্তি ও জিতেন্দ্রিয় হয়, তবে
সে সকল লোকের মধ্যেই প্রশস্ত; কিন্তু হে রাজন!
ভক্তি-হীন ব্যক্তি অষ্টাদশবিদ্যা-বিশারদ সজ্জাতি
ও ধার্মিক হইলেও প্রশংসনীয় হয় না। পুরুষের
বিষ্ণুভক্তিলাভ অল্পভাগ্যে ঘটে না। বহু-চেষ্টায়
বিষ্ণুভক্তি লাভ করিতে পারিলে মানব চরিতার্থ
হয়—কখন অবসন্ন হয় না। যে বিদ্যাবলে জগন্নাথকে
জানিতে পারা যায়, তাহাই বিদ্যা বলিয়া কথিত
হয়। যাহাতে ভগবানের প্রীতি হয়, সেই কল্পই
অশুভনাশক হইয়া থাকে। ভক্তি ও সেই বিদ্যায়ুক্ত
দৃঢ়ব্রত মনুষ্যই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া কথিত হইয়া
থাকে। তাদৃশ বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তির পাদরজঃস্পর্শে
সচরাচর জগৎ পূত হয়, অধিক কি উহা স্বেচ্ছাক্রমে
সৃষ্টি, স্থিতি, বিনাশ করিতেও সমর্থ, তাহার নিকটে
পৃথিবীর আধিপত্য বা স্বর্গাদি কামনা অতি তুচ্ছ।
রাজন! তোমার নিকটে আর অধিক কি বলিব,
বিষ্ণুভক্ত ও বিষ্ণু একই কথা, তাহাদের কিছুমাত্র
পার্থক্য নাই। বিষ্ণুভক্তের সেবা করিলেই বিষ্ণুর
সেবা করা হয়। যে সকল লোকেরা বাসুদেবভক্ত
তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছি;—সকলের মধ্যে
তাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত এবং স্বয়ং মনোহর ও জিতে-
ন্দ্রিয়। তাঁহারা কামমনোবাক্যে পরামিষ্টে অন-
ভিলাষী এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ সর্বদাই

হিংসারিষ্যুধাঃ ১৬। ভগ্নে পরকীরেবপক্ষাত-
সমবিতাঃ। সদাচারাবদাতাঃ পরোৎসবনিজোৎ-
সরাঃ ১৭। পশুভ্যঃ সর্বভূতভ্যঃ বাসুদেবম-
বৎসরাঃ। দীনানুকম্পিনো নিত্যং ভূশং পর-
হিতৈষিণঃ ১৮। রাজোপচারঃ পূজায়াং লালনাং
নুকুমারবৎ ১৯। কৃষ্ণসর্গাদিরভয়ং বাহে পরিচরন্তি
যে ২০। বিষয়েষবিবেকানাং বা ক্রীতীরূপজায়তে।
বিতমতে হি তাং ক্রীতিং শতকোটিগুণাং হরৌ ২১।
নিত্যকর্তব্যতাৰুধ্যা যজন্তঃ শঙ্করাদিকান্। বিষ্ণু-
স্বরূপান্ ধ্যায়ন্তি ভক্তাঃ পিতৃগণেষাপি ২২। বিষ্ণো-
রহর পশুন্তি বিষ্ণুং নান্দং পৃথক্ কৃতম্। পার্থক্যং
ম চ পার্থক্যং সমষ্টিব্যষ্টিরূপিণঃ ২৩। জগন্নাথ

কক্কারসে আর্জ হইয়া আছে, অপহরণ বা হিংসা-
কার্যে প্ররুতি নাই, ও পরকীয় গুণসমূহে পক্ষ-
পাতিতা নাই এবং সদা সদাচার দ্বারা নির্মল, তাঁহারা
পরকীয় উৎসবকার্য নিজেই উৎসব বলিয়া বিবেচনা
করেন। তাঁহারা মাৎস্যশূদ্র হইয়া ভূতপদার্থ-
মাত্রেই বাসুদেবস্বরূপ দর্শন করেন, তাঁহারা সর্বদা
দীনজনের প্রতি সদয় ও অত্যন্ত পরহিতৈষী।
তাঁহারা দেবপূজা, উত্তম উত্তম উপচার দান এবং
দেবগণের সুপূজবৎ লালন পালন করেন এবং
তাঁহারা বাহ্যবিষয়ে অর্থাৎ পুত্রদারাদিতে কালসর্গের
স্থায় ভয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সকল
বিষয়বিরক্ত—অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদিতে অনাসক্ত সাধু
ব্যক্তিদের ঈশ্বরারাধনা দ্বারা যাদৃশী ক্রীতি জন্মে,
বৈকবেয়াও সেই ক্রীতিকে ভগবদ্বিষ্ণু বিষয়ে শত-
কোটি গুণে বিস্তার করেন। বিষ্ণুভক্তেরা নিত্য-
কর্তব্যতা জানে শঙ্করাদি দেবগণের অর্চনা ও
পিতৃগণের তর্পণাদি সমাধা করিয়া থাকেন, তাহাতে
তাঁহাদিগকেও বিষ্ণুস্বরূপে চিন্তা করেন। এবং
তাঁহারা এই সমুদয় জগৎকে বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন,
কিন্তু বিষ্ণুরূপ সমবায়িকারণ হইতে পৃথক্কৃত ঘট-
পটাদি কার্যরূপজগৎ বিষ্ণুরূপে দর্শন করেন না।
এইরূপে তাঁহারা অসম্ভব পৃথক্ বিধান দেখায়, সে
পৃথক্ই হয় না; যে হেতু এ প্রকার প্রভেদ হলেও
জগৎকর্তা বিষ্ণু সমস্তাসমস্ত রূপের স্থায়—অর্থাৎ
“জাগর পুরুষ ও রাজ-পুরুষ” এই রূপদ্বয়বিশিষ্ট
এক প্রকার পদার্থের স্থায় কার্য ও কারণস্বরূপ

ভবানীতি দাসঃ চান্নি নো পৃথক্। সেব্যসেবক-
তাবো হি ভেদো নাথ প্রবর্ততে ১০৩। অন্তর্ধামিন
যদা দেব সর্বেষাং স্বঃ হৃদি স্থিত্য। সেব্যো বা
সেবকো বাপি যতো নাট্যোহন্তি কশ্চন ১০৪। ইতি-
ভাবনয়া কৃতাবধানাঃ প্রথমস্তঃ সততক কীর্তনস্তঃ।
হরিমজ্জ-জবদ্যাপাদপদ্যঃ প্রভজন্তকণবজ্জগজ্জনেবু।
১০৫। উপকৃতিকুশলা জগৎস্বজ্ঞাঃ পরকুশলানি
নিজানি মন্তমানাঃ। অপি পরপরিভাবনকে দায়াক্কাঃ
শিতমনসঃ খলু বৈকবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ১০৬। দৃশ্য
পরগনে চ লোষ্ট্রখণ্ডে পরবনিতাসু চ কূটশাস্ত্রলীধু।
সখি-রিপু-সহজেবু বন্ধুবর্গে সমমতরঃ খলু বৈকবাঃ
প্রসিদ্ধাঃ ১০৭। গুণগণসুখাঃ পরস্ত মর্শ-
চ্ছেদনপরাঃ পরিণামসৌখ্যদা হি। ভগবতি সততঃ
প্রদত্তচিত্তাঃ প্রিয়বচনাঃ খলু বৈকবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ১০৮।
ফুটমধুরপদং হি কংসহস্তঃ কলুবম্বং

রূপদ্বয়ে পরিদৃষ্ট হইতে পারেন। হে জগন্নাথ!
তুমি আমার কারণ, আমি কার্য; এজন্য যে আমি
তোমার দাস নহি, এমত নহে, যে হেতুক আমি কার্য
হইয়াছি বলিয়া তোমা হইতে ভিন্ন। হে জগন্নাথ!
আমি সেবক, তুমি সেব্য; এই মাত্র ভেদ বিদ্যমান
আছে! ১০১—১০৩। হে অন্তর্ধামিন! হে দেব! তুমি
যখন অন্তরে অবস্থান কর, তখন সেব্যই হউক,
আর সেবকই হউক, তোমা ভিন্ন অন্য কেহ নাই।
এইরূপ ভাবনা করিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্ম বাহ্যর
পাদপদ্ম বন্দনা করেন, সেই হরিকে প্রণাম ও ভজ-
গত-চিত্তে তাঁহার নাম কীর্তন করেন, তাঁহাদের
নিকট জগদ্বাসী নিখিল লোক ভূণবৎ তুচ্ছ। তাঁহারা
জগতে সর্বদা পরের উপকার করেন, পরের
কুশলে আপনার কুশল মনে করেন; পরদুখে
কাতর হইয়া কেবল পরের ভাবনাই ভাবেন, তাঁদৃশ
দয়াবান সদাশয় ব্যক্তিগণই বৈকব বলিয়া বিখ্যাত।
তাঁহারা পরের সম্পদকে পাবাপ বা লোষ্ট্রখণ্ড জান
করেন, পরস্বী ও কণ্টকাকীর্ণ শাস্ত্রলীতে সমদলী,
আপনার আত্মীয়বর্গ, সুহৃদবর্গ ও শত্রুবর্গকে ক্ষান্ত-
জ্ঞান করেন, তাঁহারা বৈকব বলিয়া প্রসিদ্ধ।
তাঁহারা একাগ্রভাবে সতত ভগবানে চিন্তা সমর্পণ
করিয়াছেন, গুণবান ব্যক্তির সমাদর করেন, পরের
মর্শকথা গোপনে রাখেন, সর্বদাই সকলের প্রিয়কথা
বলেন, তাঁহারা বৈকব বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহারা
ভক্তিভাবে কলসহস্ত হস্তের মধুর পান্যদ্রব্য

১০১। জগন্নাথ—রাজোপচারপূজায়াং লালনাঃ
নুকুমারবৎ।

ভক্তনাম চামনকঃ । জয় জয় গরিবোষণাং
ব্রহ্মকিমু বিতবাঃ খলু বৈকবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১০৯ ॥
হরিরূপসরোজবুগ্ধচিত্তা জড়িমধিঃ সুখতুঃখসাম্য-
রূপাঃ ॥ অগতিচিহ্নতুরা হরৌ নিজান্ননভবচসঃ খলু
বৈকবাঃ প্রসিদ্ধাঃ ॥ ১১০ ॥ রথচক্রগদাশঙ্খমুজা-
কৃতিতিলকধিক্তবাহুমূলমধ্যাঃ । মুররিপুচরণপ্রণাম-
ধূলী-শূতকবচাঃ খলু বৈকবা জয়ন্তি ॥ ১১১ ॥ মুর-
জিহপষনাপকৃষ্টগঙ্ঘোস্তমতুঙ্গসৌদনমালাচন্দনৈর্ঘে ।
বরঘিভুমিব মুক্তিমাগুভূষা কৃতিকুচিরাঃ খলু বৈকবা
জয়ন্তি ॥ ১১২ ॥ বিগলিতমদপানশুদ্ধচেতা প্রসভ-
বিনম্রহৃদিতপ্রশান্তাঃ । নরহরিমমরাগুবন্ধুমিষ্টা
করিতপুচঃ খলু বৈকবা জয়ন্তি ॥ ১১৩ ॥ ভগবতি
সততঃ প্রভক্তিভাজাঃ শুভচরিতঃ তব লক্ষণো-
হত্যাধায়ি । ঋতিপথাবতীর্ণমাণ্ড পুংসাং হরতি মলং
চিরসঞ্চিতং যদেতৎ ॥ ১১৪ ॥ ন হি ধনমপি যুগ্যাতে
কদাচিত্ ন খলু শবীরজথেদসম্প্রযোগঃ । মুহলঘু-

বচসাকিধানকীর্তিঃ ভক্তনুগ্রহঃ তব দাস্য এব চিত্তা ॥
শুভচরিতমপি বিযক্তি পুংসাং অমিহ দৃশ্যচরিতাহ-
বদচিত্তাঃ । মহদকুশলমপ্যাবাপ্য সুখা ভগবদভ্যাসিকা
অবৈকবাভ্যে ॥ ১১৬ ॥ পরমসুখপ্রদঃ হৃদযুজহঃ
কণমপি নানুসঙ্কতি মত্তচিত্তাঃ । বিতম্ভবনজাল-
কৈরজস্রং বিদবতি নাম হরেরবৈকবাভ্যে ॥ ১১৭ ॥
পরযুভতিধনেষু নিত্যলুকাঃ কুপণধিঘো নিজকুখি-
পূরণোৎসুকাঃ । নিয়তপরভয়াদিমত্তমানা নর-
পণবঃ খলু বিযুক্তজিহীনাঃ ॥ ১১৮ ॥ অনবরতম-
নার্যসঙ্গসক্তাঃ পরপরিভাবকহিংসকাতিরোজাঃ ।
নবহরিচরণস্মৃতো বিরক্তা নরমলিনাঃ খলু দূর্বতো হি
বর্জ্যাঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রদ্যুম্নসমীপে বিদ্যাপতিবিশ্রম

পুরুষোত্তমক্ষেত্রবিবরণবর্ণনং নাম

দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নাম কীর্তন এবং উচ্চৈঃস্বরে সর্বদা তাঁহার জয়
ঘোষণা করেন, তাঁহারাই বৈকব বলিয়া প্রসিদ্ধ ।
বাঁহারা কায়মনোবাক্যে হরিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া
একাগ্রচিত্তে হরির পাদপদ্ম-যুগল চিন্তা করেন, এবং
সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া সুখতুঃখকে সমান
জ্ঞান করেন, বিনম্রবচনে হরির স্তব এবং হরির
পূজাতেই সর্বদা ব্যগ্র থাকেন, তাঁহারাই বৈকব
বলিয়া প্রসিদ্ধ । রথচক্র, গদা, পদ্ম, শঙ্খমুজা ইত্যা-
দির আকৃতিতে বাহুব মূল ও মধ্য তিলকধারণ ও
মধুরিপুচরণে প্রণাম দ্বারা ধূলীকৃত অঙ্গাবরণধারী
বৈকবনিচয় জয়যুক্ত হইয়া থাকেন । বাঁহারা মুক্তি-
কামনায় মুরারির অঙ্গসম্পর্কে সুগন্ধি তুলসীপত্র,
মালা ও চন্দনে আপনার অঙ্গভূষা সম্পাদন করেন
এবং ভক্তিভাবে তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারাই
বৈকব, তাঁহারাই সর্বত্র জয়লাভ করেন । বাঁহাদের
দর্প, অভিমান, অহঙ্কার সমস্ত বিগলিত হইয়াছে,
দেবগণের আশ্রয় বন্ধু নরহরিকে অর্চনা করিয়া
বাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে, হরিচরণ সেবা করিয়া
বাঁহারা বীতশোক হইয়াছেন, তাঁহারাই বৈকব ;
সর্বতোভাবে তাঁহাদেরই জয় । রাজন ! তোমার
নিকটে ভগবানের শুভচরিতমহিমা ভক্তিলক্ষণ
কীর্তন করিলাম, বাঁহারা সর্বদা ভগবানের উপরে
ভক্তিমান, বাঁহারা ভগবানের শুভচরিত কর্ণগোচর
করিয়াছেন, তাঁহাদের চিরসঞ্চিত পাপতাপ
কটিত হইয়াছে, তাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়া থাকে । ভগবানের মহিমা

কীর্তন করিতে করিতে নারদের চিত্ত ভগবৎ-
প্রেমে আকুল হইয়া উঠিল । তিনি ভগবানকে
সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, রাজন ।
তাঁহাকে কখনই ধনপ্রার্থী হইতে হয় না, শরীর-
ক্লেশও তাঁহার হয় না, সর্বদা মুহু বচনে শাস্তভাবে
আপনার নাম কীর্তন, আপনার ভক্তনোৎসব এবং
আপনার দাস বা দাস্তবিষয় চিন্তা তাঁহার সর্বদা
হইয়া থাকে । আর অবৈকব লোকেরা পরের
উত্তম চরিত্রে দোষ দেয়, কিন্তু স্বয়ং দৃশ্যচরিতা
বিষয়ে চিত্ত আসক্ত করে ও মহান অমঙ্গল ঘটনা
হইলেও সুহৃদিত্তে ভগবানের চিন্তাদি না করিয়া
বিষয়াস্তরে আমোদ প্রকাশ করে, এবং বাঁহারা সেই
পরম সুখের আশ্রয় জগন্নাথপদ কণমাত্রও হৃদয়ে
চিন্তা করে না ; প্রত্যাভ মত্তচিত্ত হইয়া সেই হরি-
নামকে নিরন্তর মিথ্যা-সমূহরূপ-জাল দ্বারা আচ্ছা-
দিত করে; তাহারাই বৈকব নহে । বিযুক্তজিহীন
লোকেরা পরদার পরধন প্রভৃতিতে নিম্মত লোভ
প্রকাশ করে, এবং তাহাদের বুদ্ধি অতি কদম্বা,
সর্বদা আশ্বাদরপূরণেই উৎসুক, কেবল নিয়তি
ও পরভয় প্রভৃতি মানিয়া কালক্ষেপ করে, ঈদৃশ
লোক সকলকে নরপণ্ড বই আর কি বলা যাইতে
পারে ? বাঁহারা সেই নরহরির চরণস্মরণে বিরক্ত
হয়, অনবরত কুলোক-নিকরের সংসর্গে আসক্ত,
পর-পরিভবে তৎপর ও হিংসাসীল, শুভদাঃ অতি

একাদশোধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । নারদাদ্বৈতঃ পুত্রাভগবদুক্তি-
কৃতম্ । অতঃ পরমপ্রীত ইন্দ্রহায়াপুত্রাচ
তম্ ১ । ইন্দ্রহায়া উবাচ । সাধুসঙ্গ বিদ্বদ্ভি-
র্ভবব্যাবিধিনাশনঃ । মমোপদিশ্তো ভগবান্ সোহুৎ
সাম্প্রতমেব মে ২ । যেন সাক্ষাৎকৃতো বিষ্ণুঃ
পরমাত্মা পরাংপরঃ । স হং যম্মদিরায়াতস্বদন্তঃ
সাধুরজ কঃ ৩ । হংসরিধানাভগবান্ তমো মে
নাশমভ্যাগাৎ । যমে স্বরয়তে চিত্তমচিৎ নীল-
মাধবম্ ৪ । বেৎসি ব্রহ্মাণ্ডব্রহ্মাণ্ডং পর্যটন সার্ক-
লোকিকঃ । তদাবাং ব্রহ্মাণ্ডায় যাস্তাবো নীলপর্কতম্
৫ । পুরুষোত্তমসংস্কৃত্য ক্ষেত্রস্তালকৃতং শুভম্ । তত্র
তীর্থানি সন্তীতি বহুভিঃ কথিতানি মে । স্বাক্ষাদ-
যদি জানামি ভবেয়ুঃ সকলানি মে ৬ । নারদ
উবাচ । হস্ত তে দর্শয়িষ্যামি ক্ষেত্রং ক্ষেত্রস্থিতানি

ভয়ানক, ঈদৃশ নরাধম লোক সকলের সংশ্রব অতি
দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে । ১০৪—১১৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—ইন্দ্রহায়া নরপতি, এইরূপে
ব্রহ্মপুত্র নারদসমীপে অত্যন্তম বিদ্বদ্ভক্তি শ্রবণানন্তর
পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে সন্মোদন করিয়া কহিলেন,
—ভগবান্ ! বিদ্বদগণ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন
যে, সাধুসঙ্গ ও সংসারপীড়াবিনাশক ; সৌভাগ্যক্রমে
আজি আমি সেই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছি । যিনি
পরাংপর পরমাত্মা বিষ্ণুকে সাক্ষাৎ করিয়াছেন,
সেই আপনি যখন আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন,
তখন আমার সাধুসঙ্গের বাকী কি ? প্রাণনা
অপেক্ষা সাধু আর কে আছে ? হে ভগবান্ !
আপনার সন্নিধিতে আমার আন্তরিক অঙ্ককার
বিনষ্ট হইয়াছে ; যে হেতু সেই নীলমাধবকে অর্চনা
করিতে আমার চিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইতেছে ।
তুমি সর্বলোক-বিদিত এবং ভ্রমণ করিতে করিতে
ব্রহ্মাণ্ডের কৃতান্ত অবগত হইয়াছ, অতএব আমরা
হইজনে রথে উঠিয়া নীলপর্কতে গমন করিব ।
পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মহিমা এবং তথায় বহুতর তীর্থ
কথ্যে, ইহা আমি বর্জলোকের মুখে শুনিয়াছি ।
এখানে আপনার কথায় যদি প্রত্যক্ষ করিতে পারি,
কিন্তু হইলে আমার সমস্তই সকল হয় । রিদ

৮ । তীর্থানি শক্যীঃ শঙ্কুঃ ক্ষেত্রমাধায়াসেব ৮ । ১ ।
সাক্ষাৎকৃত্য দেবেণঃ ভক্ত্যভ্যাসমর্পকম্ । তদায়-
গ্রহতঃ শ্রীশঃ চতুর্ভাঃ সংব্যবহিতম্ । যন্ত সন্ধর্ম্মি-
মর্ভ্যো জায়তে যুক্তিত্যুজনম্ ৮ । এবং কথ্যে
তো শ্রীতাবহুকৃত্যঃ সমাপ্য ৮ । যাত্রাকুলঃ বিজায়
পঞ্চমাং ভূবাসরে ৯ । জ্যেষ্ঠে কৃষ্ণেতরে পক্ষে
পুষ্যক্ষে লয় উত্তমে । একত্র শয়িতৌ রাজিঃ নিশ্চতু-
নূপনারদৌ ১০ । ততঃ প্রভাতে বিমলে ইন্দ্র-
হায়া নৃপোত্তমঃ । ঘোষণাং কারয়ামাস রাষ্ট্রস্ত সহ
বকুতি ১১ । যথাবিভবতঃ সৈন্তেনীলাঙ্গের্গমনং
প্রতি । যাবজ্জীবং তত্র বাসং করিষ্যামো বিমিচ্চি-
তম্ ১২ । যা বৃতিঃ কল্পিতা যন্ত স তয়া তত্র
জীবতু । রাজানঃ সাবরোধাশ্চ সামাত্যাঃ সপারি-
চ্ছদাঃ ১৩ । রথৈর্গজৈস্তরঙ্গৈশ্চ কোষৈঃ সহ
পদাতিভিঃ । ব্রহ্মস্তু সজ্জিতাস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ সারি-
হোজিণঃ ১৪ । বনিজঃ সহ ভাটৈশ্চ সপণ্যা পণ্য-
জীবিনঃ । রাষ্ট্রকর্ম্মণি নিকাতঃ কুশলা রাজবর্ষষু ॥

কহিলেন,—হে নৃপ ! হাঁ, আমি তোমাকে ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রস্থিত তীর্থ, শঙ্কু ও অষ্টশক্তি এবং ক্ষেত্রের
মাহাত্ম্য সকলই দেখাইব । ১—৭। তুমি সেই ভক্তা-
ধীন দেবদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন পাইবে । তোমাকে
অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই শ্রীপতি রূপ-চতুর্ভাষে
অবাসিত হইবেন । তাহা দেখিলে মানবের যুক্তি
লাভ হইয়া থাকে । নারদ ও নৃপ এইরূপ কথাবসানে
শ্রীত হইয়া দিবস-কৃত্য সম্পন্ন করিয়া যাত্রার অম্ব-
কুল সমুদয় জানিয়া জ্যেষ্ঠমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী তথিতে
শুক্লাবারে পুণ্যানক্ষত্রে শুভলগ্নের উভয়ে একত্র
শয়নপূর্বক রাজি যাপন করিলেন । অতঃপর
প্রভাতকালে রাজা ইন্দ্রহায়া এই ঘোষণা করিলেন
যে, আমি বিভবানুসারে রাজ্যবাসিবর্ষগণের সহিত
সৈন্ত সামন্ত লইয়া নীলপর্কতে গমন করিয়া যাব-
জ্জীবন সেখানেই বসতি করিব, ইহা নিশ্চয় করি-
য়াছি ; অতএব যাহার ঘেরূপ বৃতি—অর্থাৎ ব্যবসায়
কল্পিত রহিয়াছে, তিনি তদ্বারাই সেখানে জীবিকা
নির্বাহ করিবেন । আমার অধিকারস্থ রাজপুরুষগণ
অস্তঃপুরপরিবারের সহিত সামাত্য, পদাতিগ, রথ,
গজ, অশ্ব ও ঘনকোষ এবং বেশভূষাদি সমুদায়
দ্বারা সজ্জিত হইয়া সেই স্থানে গমন করুন ।
অগ্নিহোতী এবং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সকলেও তথায়
যাইয়া বাস করিতে থাকুন । পণ্যজীবী-বণিকগণ
পণ্যমণ্ডলের দ্বারা লইয়া সেই ক্ষেত্রে গমন করুন ।

১৫ । জ্যোতির্বিদ্যে নৃত্যবিদ্যে দণ্ডনীতো প্রবী-
ণকঃ । নৃত্যগায়নবাদিক-চতুর্বিধসমুদয়ঃ ॥ ১৬ ॥
গজবাজিমরাণ্যক ভৈরবজ্যো শাস্ত্র উত্তমঃ । কুশলা
দৃষ্টকর্ম্মাণো বিদ্যাশষ্টাদশযশস্বি ॥ ১৭ ॥ উপাদবিদ্যাসু
তথা কুহকাধীকুতুহলাঃ । বাটসাহসিকান্চোরাশ্চাশ্রম
পণ্ডিতোহরাঃ ॥ ১৮ ॥ বিচিত্রকথনাজীবাস্চাটুকারাশ্চ
মাগধাঃ । শাস্ত্রোপজীবিনশ্চৈব তথাস্তে শস্ত্রহারকাঃ ॥
১৯ ॥ দ্যুতকারাশ্চ পুংশ্চল্যো বেষ্ঠা বেশাঙ্কুগা
বিটাঃ । কুবীবলাশ্চ গোমেঘচ্ছাগোষ্টধরবক্ষকাঃ ॥ ২০ ॥
শকুন্তলাশ্চ কপি-ব্যাঘ্রশাৰ্দূলরক্ষকাঃ । আহি-
তুগিকগোরক্ষশবরা শ্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ২১ ॥ অস্তে চ যে
মালবদেশজাতা আজ্ঞাঃ মদীয়ামনুপালয়ন্তি । তে
যান্তি সর্কে বসন্তো হি নীলাচলে যথাস্বং কৃতবাস্ত
ভাগাঃ ॥ ২২ ॥ এবমাজ্ঞাপ্য নৃপতির্ষাভ্রায়াঞ্চ কৃত-
কণঃ । নাবদেন সমাগত্য দৈবজ্ঞমিদমাহ সঃ ॥ ২৩ ॥
সংবৎসর মুহূর্তং মে নিগীতং তে যথা পুবা ।

রাজনীতি-বিষয়ে বিশারদ রাজকার্যকুশল ব্যক্তি-
গণ, জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ, নৃত্যজ্ঞ নটগণ, দণ্ডনী-
তিতে প্রবীণ কৰ্ম্মচারিগণ, নৃত্যগীতবাদ্যে অভিজ্ঞ-
জনগণ এবং অশ্ব-হস্তী ও মনুষ্যাদিগের চিকিৎসা-
কার্য্যে পারদর্শী উত্তম আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যগণ
ও অষ্টাদশ-বিদ্যায় পারদর্শী পণ্ডিতগণ আমার
আদেশ অনুসারে তথায় গমন করুন । সাহসী
চোর, পণ্ডিতোহর (স্বর্ণকার) বিচিত্র বাক্যবাদী
(ভাঁড়) চাটুকার (খোসামুদে) ও মগধদেশীয়
অতিপাঠকগণ সেই জগন্নাথ দেবকে দেখিয়া আপ-
নাকে পবিত্র করুক । যাহারা শাস্ত্রচর্চায় কালান্তি-
পাত করে, অথবা যাহারা পুণ্ডরীক শস্ত্র অপহরণ
করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাও পাপযুক্তির
নিমিত্ত জীর্ণোক্তে গমন করুক । দ্যুতকর, পুংশ্চল্য,
বেষ্ঠা, বেশাঙ্কুসারী বিট, কুবক, গোমেবাদি-পশু-
পালকগণ, পক্ষিপালকগণ,—বানব-ব্যাঘ্রাদি-জন্তু-
বর্গের রক্ষকগণ, বিধবৈদ্যগণ, রাখালগণ, অশ্বচর
ও শ্লেচ্ছজাতীয় লোকগণ এতদ্বিত্ত মালবদেশবাসী,
—যাহারা আমার আদেশ পালন করিয়া থাকে—
অর্থাৎ প্রজা, তাহারা সকলে সেই নীলাচলে গিয়া
বসতি করুক এবং স্ব স্ব জীবিকা পালন করিতে
ধাকুক । নরপতি এইরূপ অজ্ঞমতি করিয়া যাত্রার
কালমিস্ত্রপূর্ব্বক নান্নসহকারে দৈবজ্ঞকে কহিলেন,
—হে দৈবজ্ঞ ! তুমি পূর্ব্ব হইতে বৈরশ মুহূর্ত্ত নির্ণয়
করিতে, এ সময়েও সেই প্রকার নির্ণয় করিয়া দাও

তাবসানলিকং বহুজাতং সম্যকপালয় ॥ ২৪ ॥ পুণ্ড-
রীকমতেনামিন্ কণে যাবদ্বিষ্যত্যতে । তেনাদিষ্টঃ স
গণকঃ পুরোহিতসহায়বান্ । আজহার সমস্তানি
মাজল্যানি দ্বিজোক্তমাঃ ॥ ২৫ ॥ অত্রান্তরে স রাজর্ষি-
দিব্যসিংহাসনে স্থিতঃ । যাত্রাতিবেকমাজল্যাবিষ্টাঃ
প্রাগমুভাবিতঃ ॥ ২৬ ॥ শ্রীশুকবহ্নিশুকাত্যাং শূক-
নাদৈবতেন চ । পাবমাত্তাদিশূকেন পৃথক্‌মাজল্য-
বর্জিতৈঃ ॥ ২৭ ॥ তীর্থান্তিরোধধীতিশ্চ সগজর্কৈঃ
পৃথক্ পৃথক্ । অভিবিক্রান্ততো রাজা চীনাং-
শুকহতাভুসা । ররাজ বপুযা দীপ্তো নির্ধূমঃ
পাবকো যথা ॥ ২৮ ॥ আয়ুক্তশুকবসনঃ স্বাচান্তঃ
সপবিত্রকঃ । নান্দীমুখান্ পিতৃগণান্ পূজয়িত্বা
যথাবিধি ॥ ২৯ ॥ জয়া রাষ্ট্রকূতো হুবা কণহোমাশ্চ
যত্নতঃ । শঙ্খধ্বনিসুগন্ধাত্যাং শ্বেতবর্ণং বিধুমকম্ ॥
৩০ ॥ বহ্নিপ্রদক্ষিণ চক্রে দক্ষিণাবৃন্তিনাচিষা ।
সাক্ষাৎকারেণ দদতঃ জয়ং রাজ্ঞে জয়ার্থিনে ॥
৩১ ॥ নবগ্রহমথাস্তে তু গ্রহকুণ্ডেন সেচিতঃ ।
গ্রহাণাং দৌঃস্থ্যনাশায় সৌঃস্থ্যস্তাপি বিবৃ-
দ্ধয়ে ॥ ৩২ ॥ জ্যোতিঃশাস্ত্রোদিতৈর্ম্মদৈবজ্ঞবিধি-

এবং মাজল্য বহু সমুদয় পুরোহিতের মতানুসারে
এখনই সম্যকপ্রকারে আয়োজন কর । ৮—২৪ ।
হে দ্বিজগণ । সেই গণক নরপতি কর্তৃক এইরূপ
অজ্ঞমতি পাইয়া মাজলিক দ্রব্যজাত আহরণ করিল ।
সেই রাজর্ষি তখন দিব্য সিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক
মাজল্যবিধায়ক দ্বিজোক্তমগনের মুখনির্গত মাজল্য-
বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া শুভবর্জন শ্রীশুক,
বহ্নিশুক, অদৈবত শূক ও পাবমাত্তাদি শূক
দ্বারা পৃথক পৃথকরূপে তীর্থজল, ওষধি, গন্ধোদক
প্রভৃতিতে অভিবিক্র হইলে চীন-বসনে গাত্র মার্জন
করিয়া নির্ধূম পাবকের স্তায় দীপ্তি পাইতে
লাগিলেন । অনন্তর তিনি শুকবস্ত্র পরিধান,
যথাবিধি আচমন ও পবিত্রতা ধারণ করত যত্নের
সহিত বুদ্ধিশ্রদ্ধা ও গণদেবতা প্রভৃতির হোম করি-
লেন ; এবং শঙ্খধ্বনি করত সুগন্ধ শুভবর্ণ ধূমশূভ
দক্ষিণাবর্ত্ত-বহ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন । • উক্ত লক্ষণা-
জ্ঞাত বহ্নি জয়ার্থী নৃপতিকে সাক্ষাৎ জয়দান করিয়া
ধাকেন । অতঃপর নৃপতি গ্রহ-বৈগুণ্য শাস্তি ও
শুগ্ৰেহের অজ্ঞগ্রহের নিমিত্ত নবগ্রহযোগানন্তর গ্রহ-
কুণ্ডের বারিধারা অভিবিক্র হইলেন । অনন্তর দৈবজ্ঞ
দ্বারা জ্যোতিঃশাস্ত্রোদিতবিধানে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যাত্রা-

কোটিতে। ততো মাঙ্গল্যম্বেপখ্যবিধানমুপচক্রমঃ ।
 ৩৪। চীনাংকপ্রবরণে পিধান কবচং নিজম্ ।
 দিরোবেষ্টনকং ওজ্রং সুরত্বমুকটোজ্জলম্ । ৩৫।
 সাবতংসে কতিয়ুগে রত্নকুণ্ডলভূষিতে । গ্রেবেয়কং
 মহাবৎ তু হারং তরলভূষিতম্ । ৩৬। দধাৰাথ
 নৃপশ্রেষ্ঠঃ কেয়ুরাঙ্গদমুদ্রিকাঃ । মধ্যেন জিবলীসক্তং
 স্বর্ণহুত্ৰং ত্রিহৃদধৌ । ৩৭। হিরণ্যকিঙ্কণীযুক্তমুক্তা-
 তোরণমালিকম্ । নানারত্নৈঃ সুষটিতাং দধাবাথ
 স্মেমখল্যম্ । ৩৮। অনর্থো পাদকটকং পাদয়োঃ
 সন্ন্যবেশয়ৎ । সমুখাদর্শিতাদর্শে দদৃশে স্বং বিভূ-
 যিতম্ । ৩৯। মঙ্গলারোপণাথায় হৈমশীঠমুপাধিশৎ ।
 প্রাশুখঃ শ্রীধরং দেবং সংস্মরন্ মধুসূদনম্ । ৪০।
 মঙ্গলায়তনং বিষ্ণুং সর্বমঙ্গল্যকারণম্ । স্মরণাদস্ত
 নশ্চিতি পাতকানি বহুস্তপি । ৪১। সৌম্যনশ্চামখো-
 মাল্যামার্তবীঃ গজসমুতায় । দধাব প্রথমং বাজা
 মস্ত্রিতাং স্বপূবোধসা । ৪২। মৃদং দীপং কল-
 দুর্কাং দধি গোরোচনাং ততঃ । মন্ত্রাতিমস্ত্রিতান
 সর্বান সিদ্ধার্থৈরধ রক্ষিতঃ । ৪৩। আত্মানং দদৃশে
 রাজা সৌরভেয়ে হবিষ্যথ । মুকুবে মস্ত্রিতে পশ্চাৎ

কালীন মঙ্গলকৃতা সমাধা কবিলেন। চীনাংক
 আচ্ছাদনে নিজ কবচ আবৃত করিয়া মস্ত্র ও ওজ্র
 উকীষ ও তত্বপরি মনোহর রত্নময় মুকুট পরিধান
 করিলেন। কর্ণযুগলে রত্নকুণ্ডল ও অস্ত্রাস্ত্র অলঙ্কার
 পরিধান করিলেন। কণ্ঠে মহামূল্য গ্রেবেয় ও তরল
 হার ধারণ করিলেন। অনন্তর মহারাজ হস্তযুগলে
 কেয়ুর, অঙ্গদ ও অঙ্গুরীয়ক এবং মধ্যদেশে জিবলি
 উপরে ত্রিঙণ কবিতা স্বর্ণহুত্ৰ ধারণ করিলেন।
 কটিতটে বিবিধ রত্নময় মনোহর কাঞ্চীদাম ধারণ
 করিলেন। পাদযুগলে মহামূল্য পাদকটক পরিধান
 করিলেন। এইকপে অলঙ্কৃত হইয়া মহারাজ সমুখে
 দর্পণ রাখিয়া তাহাতে বিভূষিতশরীর সন্দর্শন
 করিলেন। যাজ্ঞ ওত করিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত
 হইয়া স্বর্ণশীঠে উপবেশনপূর্বক মধুদৈত্যবিনাশী
 দেব শ্রীধরকে স্মরণ করিলেন; কারণ বিষ্ণু মঙ্গলা-
 ধার, নিখিল মঙ্গলের একমাত্র কারণ, তাঁহার স্মরণে
 রত্নকুণ্ডল পাতক নষ্ট হয়। অগ্রে ঋতুসমুত সূর্য্যকি
 সুর্য্যমাল্য পুরোহিত দ্বারা মন্ত্রপুত করিয়া ধারণ
 করিলেন। পরে মন্ত্রপুত মস্ত্রিকা, দীপ, দুর্কা, কল,
 হুতি ও গোরোচন প্রভৃতি ধারণ করিলেন ও মস্ত্রিত
 হইয়া পূজা করিয়া মঙ্গলকরিত হইলেন। অতঃ-
 পরে পূজা করিয়া মধ্য পাদপরিধি দর্পণ করত

সং দৃষ্টা বৃষকেশরী । ৪৪। বহুতৈঃ শাস্তিধোবেশ
 সমুদীর্ণভাষ্যতিঃ । যাজ্ঞৈঃ পবিত্রৈস্তৈঃ ব্রহ্মস্মার-
 তভিরক্ষিতঃ । ৪৫। পৌরাণৈর্নন্দনৈর্বাচকৈঃ কৃত-
 বীৰ্য্যযুতিনৃপঃ । মাগটৈঃ ভূতিপাঠেন প্রাহুর্ভূষণা-
 ক্রমঃ । ৪৬। পারিজাতহরং সত্য্য সংযুক্তং গজ-
 ধ্বজম্ । ধ্যানম্ হৃৎপঙ্কজে রাজা দক্ষিণং পাদ-
 মুদধৌ । ৪৭। প্রদক্ষিণীকৃত্য মুনিং নারদং পূরতঃ
 হিতম্ । মধ্যহারমুপাগচ্ছেজপাণিভিরাহৃতঃ । ৪৮।
 আদিষ্টপদমার্গোহসাবগ্নিহোত্রপুরঃসরঃ । তজাপস্ত্রং
 হিতান্ পিপানান্ননো দক্ষিণেন বৈ । ৪৯। মাঙ্গল্য-
 স্ত্রুতান্ পশ্যঃ শুভাভান পাণ্ডুবাংকান । লজ্জাঃ
 সপুষ্পা রাজাগ্রে কিপতঃ শংসতঃ শুভম্ । ৫০।
 বামপার্শ্বস্থিতা বেষ্ঠাশ্চামরব্যগ্রপাণয়ঃ । শুকাল-
 কাঃবসনাঃ শ্বেতপদ্মাননাঃ শুভাঃ । ৫১। ব্রাহ্মণান্
 পূজয়ামাস ভক্তিনম্রো দ্বিজোত্তমাঃ । বহ্নালকাব-
 মাল্যৈশ্চ সূর্য্যকৈরহুলৈঃ নঃ । ভোযয়ামাস তান্
 বিপ্রান্ ভগবুদ্ভিতাবিতান্ । ৫২। বেষ্ঠাভো।

মন্ত্রিত মুকুরে পুনরায় মুগাদি সমুদয় দেখিলেন।
 ২৫—৪৪। মঙ্গলপাঠকগণ পুরাণোক্ত মঙ্গলজনক
 মন্ত্রসকল পাঠ করত মহারাজের বীৰ্য্য ও ধৈর্য্য
 বর্দ্ধন করিয়া দিল, ভূতিপাঠকগণ ভূতি পাঠ করিয়া
 তাঁহার পরাক্রমের উত্তেজনা করিয়া দিল। প্রকৃতি-
 গণের অত্যাচ্ছ শাস্তিশব্দ দ্বারা অভিলষিত-বিষয়ে
 ভবিষ্যৎ মঙ্গল সম্ভাবনা করত আয়ুষ্কর মন্ত্র এবং
 পবিত্র অর্থাৎ গমণীয় পথের বিষ-বিনাশক-মন্ত্র
 দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া লক্ষীর সহিত মাধবকে
 হৃৎপঙ্কজে ধ্যান করিতে করিতে দক্ষিণ চরণ বিকেশ
 করিলেন। নারদমুনি অগ্রে অগ্রে চলিলেন, রাজা
 বেত্রহস্ত-পরিচারকগণ দ্বারা পরিবৃত্ত হইয়া নারদ-
 মুনিকে প্রদক্ষিণপূর্বক মধ্যহারে যাইতে লাগিলেন।
 পূর্বভাগে অগ্নিহোত্র লইয়া পরিচারক দ্বারা প্রদর্শিত
 পথে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাইতে
 যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দক্ষিণদিকে যেত বহু
 পরিবাসী যেতমুর্তি ব্রাহ্মণগণ মহারাজের অগ্রে
 অগ্রে পুষ্পরাজি বিকিরণ, মঙ্গলস্ত্রুপাঠ ও আশী-
 র্বাদ করিতে করিতে গমন করিতেছেন। বাম
 পার্শ্বে বেষ্ঠাগণ ওজ্র বেশভূষা পরিধানপূর্বক মহা-
 বদনে শব্দব্যস্তে চামর ব্যঞ্জন করিতে করিতে গমন
 করিতেছে। হে দ্বিজগণ। যাইতে যাইতে রাজা
 ব্রাহ্মণগণকে ভগবান জানে ভক্তিভরে তাঁহাদের
 পূজা ও বহু অলঙ্কার, দান্য, হারন লক্ষী করিলেন।
 মন্ত্রী—মহারাজের অস্বয়জি অস্বয়জি সেই দেব-

মাহাত্ম্য-কাম্যার্থার্থেত্য এতৎ । রাজারম্যতা
সদ্বৈব যথার্থ প্রদত্তো ধনম্ ॥ ৫২ ॥ যেতান্ পারা-
বতান্ হংসান্ যেতান্ যেতকুঞ্জরম্ । সচূতপল্লব-
যেতকলাকলবিভূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥ কদলীকাণ্ডসর-
তোরণাংস্থিতঃ নৃপঃ । পূর্ণকুণ্ডঃ স পশুন বৈ মজ-
নামি বহুনি চ ॥ ৫৪ ॥ সিঁতাতপজ্ঞেণ পিরঃপ্রদেশে
বারিতাতপঃ । যুগপৎ পূৰ্ণ্যমাণৈস্ত কনুতিঃ শত-
সংখ্যকৈঃ ॥ ৫৫ ॥ সন্নিভিতানি সুশ্রাব বাদিত্রাণি
বহুনি সঃ । তথা মঙ্গলগীতানি জয়শব্দাশ্চ ভূপতিঃ ॥
৫৬ ॥ ততো বিবেশ প্রাসাদং নৃসিংহমবলোকিতুম্ ।
যং স্মৃতা জায়তে মর্ত্যঃ সৰ্বকল্যাণভাজনম্ ॥ ৫৭ ॥
দৃষ্ট্বা স দুরানুভবিন্ দিব্যসিংহাসনস্থিতম্ । প্রণম্য
সাপ্তাবয়বং সন্তুষ্টোপনিষদগিরা ॥ ৫৮ ॥ দক্ষপার্ব-
স্থিতাং তুর্গাং সৰ্বভূগতিমোচনীম্ । ববন্দে চবণা-
ভ্যাসে পশুভীং কৃপয়া নৃপঃ ॥ ৫৯ ॥ ততঃপূর্বোদা
দেবান্দাদববোপ্য শুভাং প্রজম্ । আসঙ্কয়ামাস
গলে . সুগন্ধেনানুলেপযৎ ॥ ৬০ ॥ নীরাজয়ামাস

দিগকে, সেই ভূতিপাঠকগণকে এবং দীন ও অনাথ
ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য ধন প্রদান করিলেন ।
যেতবর্ণ পারাবত, হংস ও চূতপল্লব যেত মালাকলাদি
দ্বারা ভূষিত যেতান্, যেত কুঞ্জর এবং কদলীকাণ্ড-
ভূষিত তোরণ—অর্থাৎ বহির্দ্বার অধোভাগে
স্থাপিত পূর্ণকুণ্ড ও অন্তান্ত বহুবিধ মঙ্গল্য দ্রব্য
দর্শন করিতে কবিত্তে যাইতে লাগিলেন । ভূত্যাগণ
তীহার মস্তক প্রদেশে যেতচ্ছত্র ধারণপূর্বক আতপ
নিবারণ করিতে লাগিল । এক কালে শত শতধ্বনি
হইতে লাগিল । রাজা বহির্দ্বারে উপস্থিত হইয়া
যুগপৎ বহু প্রকার বাদ্য, মঙ্গল গীত ও জয় শব্দ
শ্রবণ করত অনন্তর যাহাকে স্মরণ করিলে মানব
সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, সেই নৃসিংহ দেবকে
দেখিবার নিমিত্ত মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
রাজা দূর হইতেই দিব্য সিংহাসনে সমাসীন
নৃসিংহ দেবকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক
বেদবাক্যে স্তব করিলেন । নৃসিংহদেবের দক্ষিণ
পার্শ্বে নিখিল ভূগতিহারিণী ভগবতী তুর্গা দেবীর
প্রতিমূর্তি, দক্ষা করিয়া দর্শকদিগের উপর অমু-
গ্রহ দৃষ্টি অর্পণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ।
রাজা তীহার চরণোপান্তে গমনপূর্বক প্রণাম করি-
লেন । জনস্বর পুরোহিত মহাশয় ঠাকুরের অঙ্গ
হইতে মনোরম মালা লইয়া মহারাজের গলে
পর্যায়িত করিয়া সুগন্ধ লেপন করিয়া দিলেন

রাজা শিরশ্চাবেষ্টনম্ ॥ পুনঃপ্রদক্ষিণকর্তব্য তৌ
দেবৌ নৃপসত্তমঃ ॥ ৬১ ॥ শিবিকারঃ সমারোহা
এতস্মৈ চ পুরকর্তৌ । প্রাইর্ভূর বহির্দ্বারে
রথং দৃষ্টা সুসজ্জিতম্ ॥ ৬২ ॥ তুরঙ্গমৈর্যাত-
জবৈর্দশভিঃ পবিষোজিতম্ । প্রদক্ষিণকর্তব্য নৃপো
নারদেন সমাশিতঃ ॥ ৬৩ ॥ চক্কাযুদধনিকাপ-
ভেবীপণবগোমুখাঃ । মধুরীচর্চরীশব্দা অর্বা-
দ্যন্ত সহস্রশঃ ॥ ৬৪ ॥ স্তম্ভনাঃ কোটিশস্ত্র
নৃপাণামমুজীবিনাম্ । চকাশিরে শ্রেণীকৃতা ইন্দ্রদ্য-
রথাভিতঃ ॥ ৬৫ ॥ নানাপ্রহরণোপেতাঃ পতাকা-
ভিরলঙ্কৃতাঃ । ধ্বজোচ্ছ্রিতাঃ স্বর্ণরৌপ্যাঃ কিঙ্কিণী-
জালদর্পণৈঃ ॥ ৬৬ ॥ যত্নেনানাবিধৈযুক্তা গভীরনিঃ-
শ্বনাঃ । পদাতীনাং কুঞ্জরাণাং হযানাং বাতরংহসাম্
॥ ৬৭ ॥ পতিসংস্কাটনৈর্হস্তিধ্বংহিতৈর্হযহ্রৈর্বিভৈঃ । বহুলৈ
রথনির্ধৌবৈর্বিভ্রিতা বাদ্যানিঃশ্বনাঃ । যুগান্তারব-
নিবানতুল্যাঃ শুভ্রবিবে জনৈঃ ॥ ৬৮ ॥ তন্নিম্ন কণে
পৌরজনাঃ স্বয়সস্তারসজ্জিতাঃ । অশ্বকৈরাস-
ভৈকুটৈর্বাহিকৈঃ প্রতিতস্থিবে ॥ ৬৯ ॥ আন্দোলিকাস্চ
পল্যকাঃ কোটিশস্ত্র তুরঙ্গকাঃ । শ্রেণীভূতাস্চ দৃষ্টান্তে

এবং পরমানন্দে মহারাজের শিরোবেষ্টনপূর্বক
নীবাজন করিলেন । নৃপবর নৃসিংহদেব তুর্গা-
দেবীকে পুনঃপুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাদিগকে
শিবিকায় আরোপণপূর্বক অগ্রে অগ্রে করিয়া লইয়া
চলিলেন । ক্রমে পুরেব বহির্ভাগে উপনীত হইয়া
সুসজ্জিত রথ দর্শন করিলেন । বাহুসদৃশগতি
দশটি তুরঙ্গমযোজিত রথ দর্শন করিয়া নৃপতি-
তাহা প্রদক্ষিণপূর্বক নারদের সহিত রথারোহণ করি-
লেন । ৪৫—৬৩ । চক্কা, যুদধ, তেরী, পণব, গোমুখ,
মধুরী, চর্চরী, শব্দ প্রভৃতি সহস্র সহস্র বাদ্য বাদিত
হইতে লাগিল । ইন্দ্রদ্যমরাজার রথের চারিপার্শ্বে
সজ্জিত রাজবর্গের সারি সারি রথশ্রেণী শোভা
পাইতে লাগিল । সেই সকল রথ বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে
সুবর্ণ রৌপ্য কিঙ্কিণী দর্পণে পরিপূর্ণ ধ্বজপতাকায়
সুশোভিত ছিল । বিবিধ প্রকার যন্ত্রবৃত্ত সেই
সকল রথের অতি গভীর ঘর্ঘর-শব্দ, হস্তীর ধ্বংসিত
ধ্বনি, অশ্বের হেয়ারব, এবং বিবি বাদ্যের শব্দে
সন্নিহিত হইয়া প্রলয়কালের একাক্ষর গভীর
গর্জনের স্থায় শ্রুত হইতে লাগিল । তৎকালে
পুরবাসিগণ নিজ নিজ সাজ সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া,
কেহ অবে, কেহ রাসভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অস্ত্রবিধ
সামান্যকোষে যাইতে লাগিল । কখন সেই পথ

১০৮। কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কীর্তিঃ তস্য সুধামন্য।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১০৯।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১০।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১১।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১২।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৩।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৪।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৫।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৬।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৭।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৮।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১১৯।
কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ কবয়ঃ ১২০।

নবপতি আসনে উপবেশন করিয়া শবৎকালীন
পূর্ণচন্দ্রেব জ্বালা শোভা পাইতে লাগিলেন। কবিগণ
সুধার জ্বালা নির্মল তদীয় কীর্তি বর্ণন করিতে লাগি-
লাগিলেন। গায়কগণ কলস্রমে তদীয় কীর্তিগাথা
গান কবিত্তে আবন্ত কবিল। কপ, কবয়ঃ কবয়ঃ
সুন্দরী গণিকাগণ মহাবাজেব সম্মুখে বিবিধ প্রকাব
অঙ্গ-ভঙ্গী কবত তানলয়সহকাৰে নৃত্য কবিত্তে
লাগিল, স্ততিপাঠকগণ গদ্যপদ্যময় মনোহব
পদাবলী বচনাপূৰ্বক তদ্বাচয় মহাবাজেব অলৌকিক
কীর্তিকলাপ কীর্তন কবিত্তে লাগিল। অনন্তব
রাজা সেই সভায় সমাসীন প্রধান প্রধান বৈকব-
গণকে মনোহবগন্ধ, মালা ও তাম্বল প্রদানপূৰ্বক
অৰ্চনা করিলেন এবং তাঁহাব আদেশ-অনুসাবে
তদ্বাচয় সমাসীন বাজবর্গকে যথ যোগ্য সমাদর ও
অভ্যর্থনা করিলেন। সৰ্বপাপ বিনাশক ভগবচ্চরিত
শ্রবণ করিত্তে অভিনায়ী হইয়া সিংহাসন তুল্য
আসনে আসীন শুনিবর নারদকে বহুসম্মানপূৰ্বক
জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রহাস্য করিলেন,—হে ভগবন্।
আপনি সমুদয় বেদ-বেদাঙ্গপাবদনী ও ভগবৎপ্রিয়,
জ্ঞাতএব আপনিই জ্ঞানময় চক্ৰদ্বারা বিকুচরিত অব-
গত আছেন, এইহেতু আপনি আমার প্রতি অল্পগ্রহ
প্রকাশে সুধাময় চরিত্রিত বর্ণনা দ্বারা মদীয় পাপ-
পঙ্কজবিনষ্ট পঙ্কজকরণ নির্মল করিয়া দিউন।
নবপতি ঐ শুনিবরের এই প্রকার আলাপমি

মুনে রাজ্যঃ কথাস্বরে। প্রবিবেশ নৃপঃ রাজ্যঃ
উৎকলেশঃ প্রবেশকঃ ১১০। উবাচ দেব দ্বারাজে
তিষ্ঠত্যাৎকলভুমিঃ। সোশায়নো দেবশাধ-পদ্যঃ
জট্টঃ সর্মোলিকঃ ১১১। বিজ্ঞাপিতঃ স দ্বারজি-
ধাঃস্বেনৈবঃ সসম্মমঃ। উবাচ তৎ তো বিপ্রাঃ
জ্ঞহা তদেদশমণ্ডলম্ ১১২। কৈত্রঃ জীপুরুবেশক
তদ্বাচাবর্ণনোৎসুকঃ। প্রবেশয়াবিলম্বং তং ধীমনো-
দ্রুমলীপাতম ১১৩। স ঐ নীলগিবো বিষ্ণু-
সমাবাধ। শুনিস্থলঃ। তন্ত সন্দর্শনাৎ সর্কে
ভসিষ্যামো ততঃস্থসঃ ১১৪। জ্ঞহা তদচন-
সদ্যে দ্বাবপালো মহীপতীম্। প্রবেশয়ামাস
সভামিন্দ্রহাস্যন্ত ভূপতেঃ ১১৫। প্রবিষ্টোদ্ভ-
পতিভূগং সচিবৈবৈকবৈঃ সহ। ননামাজিষ্ণুগং সদ্য
ইন্দ্রহাস্যন্ত সাদবম্ ১১৬। তমুখাপ্য স বাজেক্সঃ
পুবস্কতা সবেকবম্। আসনান্তে নিবেজ্জাধ প্রোচে
সপ্রশ্রযং বচঃ ১১৭। রাজন সর্কত্র কুশলী ভবা-
নোদ্ভপতে কিল। অপি দেবো বিজয়তে নীলাজি-
শিখবালয়ঃ ১১৮। কচ্চিতে 'নর্যালা বুদ্ধিভগবৎ-

কথাবসান না হইতেই দৌবাবিক আসিয়া বাজ-
সমীপে সংবাদ দিল, হে দেব। প্রাচীন মাহিগণের
সহিত উৎকল-দেশাধিপতি, মহাবাজেব পাদপদ্ম-
দর্শনার্থে উপহাব লইয়া দ্বাবদেশে অবস্থান কবিত্তে-
ছেন। ৮০—১১১। হে দ্বিজগণ। সেই ইন্দ্রহাস্য, দ্বার-
পালমুখে ইহা অবগত হইয়া “উৎকল দেশ” এই
শব্দটা শ্রবণে আবো সসম্মমে দ্বাবপালকে কহিলেন,
যে, এইত তবে জীপুরুষোত্তমেব কৈত্র, আমি
ইহাব বার্তা জানিতে অত্যন্ত উৎসুক আছি,
অতএব হে ধীমন। তুমি সেই ওদ্রমহীপতিকে
অবিলম্বে এস্থানে পূনায়ন কব, তিনি নীলগিব-
শিখরে বিষ্ণুব সমারাধনা করিয়া নিশ্চয়ই নিশাপ
হইয়াছেন, তাঁহাকে সন্দর্শন কবিলে আমরা সকলেই
পাপশূন্ত হইব। দ্বারপাল এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
সেই মহীপতিকে সলামধ্যে সদ্য আনয়ন করিল।
ওদ্রাধিপতি তদ্বাচয় প্রবেশ মায়েই সচিব বৈকবগণ
সমভিব্যাহারে ইন্দ্রহাস্যচরণে সাদরে সদ্যঃ প্রসিগাত
করিলেন। নবপতি চরণপ্রণত ওদ্রপতিক উবা-
পন করত সমাগত বৈকবগণের সহিত যথাসমুখ্য
পূজাপূৰ্বক আসনৈকপাৰ্শে বসাইয়া সাদরে কহিত্তে
লাগিলেন,—হে রাজন্। তোমার সর্কত্র কুশল
নিশ্চয়, নীলাচলশিখরবাসী জনময় ও কলস্র
আছেন। আপনি নিখিল প্রাপ্তিক সমাপ্ত—এখন

পাদপদ্ময়োঃ । উশেতি সমচিন্ত্য সর্বভূতেষু তে
হরৌ ॥ ১১১ ॥ ওড়াধীশতদা তন্ত বচঃ শ্রুত্ব কৃত-
জলিঃ । উবাচ প্রমিতং বাক্যং হর্ববিস্ময়চকলঃ ॥
১২০ ॥ স্বামিন্ সর্বত্র কুশলং স্বপাদানুগ্রহায়ম ।
সূর্যো তপত্যাকারঃ কথং বা প্রভবিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
নিসর্গগুণসংসর্গ-বশীকৃতমহীভূজা । স্বয়া সনাথা
পৃথিবী জিহ্বনেবামরাবতী ॥ ১২২ ॥ সদা ধর্ম্যচতু-
স্পাদস্বয়ি শাসতি মেদিনীম্ । নিবেধাচরণং রাজন্
কেবলং শ্রয়তে ক্রতো ॥ ১২৩ ॥ রাজনীতিষু যে
রাজাঃ গুণাঃ সমুদিতাস্বয়ি । তত্রৈকৈকং ক্ষিতি-
ভূজাং গতা দাষ্ট্যাস্তিকং বিভো ॥ ১২৪ ॥ এতাবদপি
সাম্রাজ্যং ত্বর্ণভং তে নৃপোত্তম । অষ্টাদশদ্বীপবতী
ক্ষিতিরেকগৃহোপমা ॥ ১২৫ ॥ যদি ত্বাং নাস্বজদ-
ব্রজা বঃসলং সর্বজন্তুযু । কথং শোকবিহীনাঃ
স্ব্যমুতেষাং জবন্তুযু ॥ ১২৬ ॥ সাধারণা নৃপতয়ো

বিকোর্কশা ইতি শ্রুতিঃ । উবাচ সাক্ষাৎগবান্
কোহস্ত ঈদৃগুণাকরঃ ॥ ১২৭ ॥ দক্ষিণোদধিতীরে-
হস্তি নীলাদ্রিঃ কাননাবৃতঃ । ন তত্র লোকসংসারঃ
সদাস্তে নাপি দেবতঃ ॥ ১২৮ ॥ বাত্যায়া বালুকা-
কীর্ণো সাম্প্রতং ক্রাতে তু সঃ । তদ্বশায়ম রাজ্যো-
হপি তুর্ভিক্ষমরকার্দনম্ ॥ ১২৯ ॥ স্বয়াগতে তু সর্বশ্বিন্
কুশলং নো ভবিষ্যতি । ইত্যুক্তবস্তং নৃপতিঃ
কলেশং দ্বিজোত্তমাঃ । বিসর্জয়ামাস তদা সন্নিবেশায়
মানয়ন্ ॥ ১৩০ ॥ নাবদং প্রেক্ষ্য নির্বিঃ কিমেত-
দিতি ভো মুনে । যদধর্মগমন্তয়ে বিকলং তদ্বিতর্কয়ে ॥
১৩১ ॥ ইত্যুক্তবস্তং তং প্রাহ নারদো বৈ ত্রিকাল-
বিৎ । ন কার্যো বিস্ময়স্তত্র ভাগ্যবান্ বৈকবোত্তমঃ ॥
১৩২ ॥ ন বৈকবানাং বাহ্য হি বিকলা জায়তে
কচিৎ । অবশ্যং প্রেক্ষসে রাজন্ বিভ্রতং পার্থিবং
বপুঃ । কারণং জগতামাদিং নারায়ণমনাময়ম্ ।

কি বিষ্ণুসমান জ্ঞান করেন । আপনার বুদ্ধি নির্মল
হইয়া, ভগবানের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হইয়াছে ত ?
ওড়াধীশব, মহীপতির বাক্য শ্রবণে হর্ষ ও বিস্ময়ে
চকল হইয়া কৃতজ্ঞলিপুটে সবিনয়ে কহিতে লাগি-
লেন, হে স্বামিন্ । আপনার পাদপদ্মের অনু-
গ্রহে আমার সর্বত্র কুশল । সূর্য্যদেব কিরণ বিকীর্ণ
করিলে অন্ধকার আর কোথায় প্রভাব পাইয়া
থাকে ? ইন্দ্রের সান্নিধ্যে অমরাবতীর স্থায় আপনি
ধাকাতেই এই পৃথিবী নাথবতী হইয়াছেন ! আপনি
অলোকসামান্য নৈসর্গিক গুণরাশি দ্বারা নিখিল
রাজবর্গকে বশীভূত করিয়াছেন । আপনার এই
মেদিনী-শাসনকালে ধর্ম্য চতুস্পাদই রহিয়াছে, এবং
অপনার প্রতাপবলে নিষিদ্ধাচরণ সকল (চৌর্য্য
প্রভৃতি) কেবল শ্রবণেই ক্রান্ত হয় । প্রভো ।
রাজনীতিতে রাজাদিগের যে সকল গুণ থাকিবার
কথা আছে, সেই সমুদয় গুণই আপনাতে অস্তিত্ত
রাজাদিগের আদর্শরূপে অবস্থিতি করিতেছে । হে
মহারাজ ! এই সাম্রাজ্য ত অতি তুচ্ছ কথা, অষ্টা-
দশ-দ্বীপসমেত সমস্ত পৃথিবী আপনার একটি গৃহের
ভুল্য—অর্থাৎ আপনি যেরূপ গুণবান্ তাহাতে
এক পৃথিবী কি ? শত শত পৃথিবীর রাজত্ব
পাইতে পারেন । অজ্ঞা যদি সর্বপ্রাণিবৎসল
ভবানুশ ব্যক্তিকে সজ্ঞন না করিতেন, তাহা
হইলে জনগণ কখন নিজ বন্ধুবর্গের বিচ্ছেদেও
বীজ্ঞানোক হইতে পারিত না । মহারাজ ! এইরূপ
জ্ঞান আছে ? হে, সাধারণ নৃপতি যাজ্ঞেই

বিষ্ণুর অংশ, অতএব আপনি যে সাক্ষাৎ ভগবান্
ইহাতে সংশয় কি ? আপনার সদৃশ সর্বগুণাকর রাজা
আর কে আছে ১১২—১২৭। হে নৃপবর ! সেই
নীলপর্কত দক্ষিণ সমুদ্রেব তীব্রভাগে অবস্থিত এবং
বনে আবৃত, সেখানে লোকের আর গমনাগমন
করিবার শক্তি নাই, এমন কি দেবতারা সর্বদা সে
স্থলে যাতায়াত করিতে পাবেন না । সাম্প্রতি শুনি-
লাম যে, সেই পর্কতকে প্রচণ্ড বায়ুসমূহ সমুখিত
হইয়া বালুকারাশি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছে,
তন্নিমিত্ত আমার এই রাজ্যেও তুর্ভিক্ষ ও মরকপীড়া
উপস্থিত হইতেছে । এখন আপনি আগমন করি-
য়াছেন, আমাদের সর্বত্র কুশল হইবেক । হে
দ্বিজোত্তমগণ ! উৎকলেশ্বর এই বৃন্তান্ত বর্ণন
করিলে নরপতি তাঁহাকে উপবেশন জন্ত সন্মান-
পূর্বক অবসর দিলেন । অনন্তর নারদের দিকে
চাহিয়া অতিব্যাকুলভাবে বলিলেন,—হে মুনে । একি
ঘটনা হইল, হায় । হায় । আমার বোধ হইতেছে,
যে নিমিত্ত এখানে আগমন করিলাম, তাহা বৃষ্টি
বিকল হইল । এইরূপ আশঙ্কিত রাজাকে ত্রিকা-
লজ নারদমুনি কহিলেন,—হে রাজন্ ! ইহাতে
বিস্মিত হইতেছেন কেন ? তুমি ভাগ্যবান্ পুরুষ
ও বিকৃতভক্তিপরায়ণ ; অতএব বৈকবদিগের বাহ্য
কদাপি বিকল হইবার নহে । যিনি পার্থিব শরীর
ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জগতের আদিকারণ
নিরাময় নারায়ণকে তুমি অবশ্যই দেখিতে পাইবে ।
তিনি তোমাকে অল্পপ্রহর করিয়া স্থিরতরুপে পুনরাবি-

ইদমুদ্রাহেতোরৈ কিতাববতরিয্যতি ॥ ১৩৪ ॥
 জগচ্চরাচরং সর্বং বিকোঁকশমুপাগতম্ । ন কস্তাপি
 বশে সৌহৃতি পবমাদ্ভা সনাতনঃ । কেবলং ভক্ত-
 বশগো ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৩৫ ॥ ব্রহ্মাদিকৌট
 পর্যন্তং প্রসূতং যন্ত মায়য়া । স কথং পবততঃ
 স্তাদৃতে ভক্তজনামুপ ॥ ১৩৬ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণা-
 মূলং ভক্তির্মুবদ্বিসঃ । সৈব তদগ্রহণোপায়স্তায়তে
 নাশ্চি কিঞ্চন ॥ ১৩৭ ॥ এক এব যদা বিকুঁকহৃদা
 স্তম্ভ মায়য়া । তমৃতে পবমাদ্ভা স্নুহেতুর্ন
 বিদ্যতে ॥ ১৩৮ ॥ যেহপ্যন্তে শিবহৃদ্যাঢ্যাস্তৈস্তৈঃ
 কর্ম্মভিবাঢ়িতাঃ । যচ্ছন্তি পুজিতাঃ কামং
 তেহপি বিকুঁপরাগ্নাঃ ॥ ১৩৯ ॥ অন্তর্ধামী স
 ভগবান্ দেবানামপি হৃৎস্থিতঃ । যাবৎ ফল
 প্রেরয়তি তাবদেব দদত্যমী ॥ ১৪০ ॥ বৈকুণ্ঠস্থ
 রাজেন্দ্রে পদ্মযোনেস্ত পঞ্চমঃ । অষ্টাদশানাং
 বিদ্যানাং পাবগো বৃন্তসংস্থিতঃ ॥ ১৪১ ॥ স্তায়েন
 বকিতা পৃথী বিশোষাদ্ভ্রাক্ষণার্চকঃ । অবশ্যং

অবতীর্ণ হইবেন। এই সমুদয় চবাচব জগৎ
 বিকুঁর বশতাপন্ন, কিন্তু সেই পবমাদ্ভা সনাতন,
 কাহারও বশ নহেন। তবে ভগবান্ ভক্তবৎসল,
 কেবল ভক্তদিগেবই বশীভূত হইয়া আছেন, কে
 নুপ। ঐহাব মায়া দ্বারা ব্রহ্মা অবধি কৌট
 উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পবমপুরুষ ভক্তজন ব্যতি-
 রেকে কি নিমিত্ত পবতত্ত্বতা স্বীকার করিবেন?
 মুরহবের প্রতি ভক্তিই ধর্ম্ম, অর্থ, বাম ও মোক্ষ
 এই চতুবর্গের মূল কাবণ এবং সেই ভক্তিই
 তাঁহাকে বশীভূত করিবার একমাত্র উপায়,
 তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই। সেই বিকুঁই
 স্বকীয় মায়া দ্বারা বহু প্রকার আকার ধারণ
 করিয়াছেন, সুতরাং সেই পবমাদ্ভা ভিন্ন আর
 কোনই স্থানের হেতু বিদ্যমান নাই। তবে দেখি
 তেছি যে সকল শিব, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ সেই
 সেই কর্ম্ম দ্বারা অতিশয় মাননীয় হইয়াছেন এবং
 তাঁহাদিগকে অর্চনা করিলে অভিলষিত ফলদান
 করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সকলেই আবার বিকুঁ-
 ভক্তিপরায়ণ। সেই ভগবান্ অন্তর্ধামী দেবগণেরও
 হৃৎপথে অবস্থান করেন, তিনিই যে সকল ফল-
 দান করিতে অস্বমতি দেন, উক্ত সকল দেবগারা
 সেই সেই ফল দান করিয়া থাকেন। হে রাজেন্দ্রে ।
 ভক্তিই সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, বিশেষতঃ পদ্মযোনি ব্রহ্মার
 অধীন পঞ্চম পুরুষ এবং অষ্টাদশ বিদ্যায় সুপারিগ

ভক্যসি কেত্রে বৈকুণ্ঠং চম্বচম্বা ॥ ১৪২ ॥ পিতামহে-
 হপ্যত্র কার্য্যে ভবতো মাং নিযুক্তবান । সর্বং তে
 কথয়িষ্যামি প্রাপ্তে কেত্রেভ্যামে নুপ ॥ ১৪৩ ॥
 সাম্প্রতং রাজিরেবা হি তৃতীয়ং যাময়ুজতি । স্বান্
 স্বান্ নিবেশান্ নির্গন্তং বাজ্র আজ্ঞাপয়াদ্ভনা ।
 স্বমপ্যস্তগৃহং যাহি নিজায় বশমাগতঃ ॥ ১৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ো উৎকলয়াত্রা-
 নার্মৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । উক্তে ব্রহ্মসুতেনেখমিস্ত্রহ্যাশ্রো
 মহীপতিঃ । মুনেস্ত বচনং শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনাস্তরাস্বনা ॥
 ১ ॥ বিচার্য্য পরয়া বুদ্ধ্যা শ্রমং মেনে ফলাবহম্ ।
 অতো মে পবমং ভাং বহুজ্ঞাস্তরাজিজিতম্ ॥ ২ ॥
 ব্যবসায়ে মমোদযুক্তঃ স মলোকপি তামহঃ । জীবয়ুক্তঃ
 স্বং তনুজং মৎসত্যমকাবযৎ ॥ ৩ ॥ সহায়ো যাদৃশঃ

ও সক্রবিজ্ঞ। তুমি বাজনীতাসুসাবে পৃথিবী পালন
 করিতেছ ও ব্রাহ্মণগণের বিশেষ পূজা করিয়া থাক,
 তুমি অবশ্যই চম্ব চম্ব দ্বারা কেত্রেভ্যামে বৈকুণ্ঠনাথকে
 দর্শন পাইবে। হে নুপ। পিতামহ ব্রহ্মাও
 তোমাব এই কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিয়া পাঠা-
 ইয়াছেন, অতএব সেই কেত্রেমধ্যে গমন করিয়া
 তোমাকে সকল বিষয় সবিশেষ বলিব, সাম্প্রতি
 বাত্রি তৃতীয় প্রহর হইয়াছে, এইক্ষণে সকল ব্যক্তি-
 কেই স্ব স্ব গৃহে গমনার্থ অস্বমতি করুন। এবং
 তুমিও অস্তঃপূবে যাইয়া নিদ্রিত হও ॥ ১২৮—১২৪ ॥

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—ব্রহ্মনন্দন নাবদ এই কথা
 বলিলে পর, মহীপতি ইন্দ্রহ্য ঐহাব বাক্য শ্রবণ
 করিয়া সাতিশয় আহলাদিত হইলেন এবং বিশিষ্ট
 বুদ্ধি সহকায়ে বিচার করিয়া পরিশ্রম সকল মনে
 করিলেন,—ভাবিলেন, আহা। আমার কি
 সৌভাগ্য। বহুজ্ঞে করুই না জানি পুণ্য করিয়াছি,
 সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা আজি আমার কার্য্যে সাহায্য
 করিতেছেন। তিনি জীবয়ুক্ত নিজ পুত্রকে আমার
 সহায় করিয়া দিয়াছেন। আমি অনেক সুভাগ্য বৃদ্ধ
 লোকের উপদেশ শুনিয়াছি যে, পুরুষের সহায় কে-

পুণ্ডরীকসাহিত্যে কার্যঃ হি তাদৃশম্ । কৃতং সভাপু-
সকীপু ইতি বুদ্ধাশাসনম্ ॥ ৪ ॥ স ইখং চিত্তমন-
রাজা বিশ্বজ্য চ সভাসদঃ । ততো মুনঃ করে
বুধা বিবেশান্তঃপুরে দ্বিজাঃ ॥ ৫ ॥ তমর্চয়িত্বা
বিধিবৎ পর্য্যঙ্কে সহ তেন বৈ । নিশাবশেষঃ
নৃপতির্নিমায় সংলপন্নিখঃ ॥ ৬ ॥ ততঃ প্রভাতে
বিমলে নিত্যং কৰ্ম সমাপ্য বৈ । পূজয়িত্বা জগ-
ন্নাথং স ততঃ মহানদীম্ । ওড়দেশাধিপেনাগ্রে
গচ্ছতাদিষ্টপদ্ধতিঃ । একাক্ষকাননং ক্ষেত্রমভিযাতো
বলাধিতঃ ॥ ৮ ॥ স গহা কক্ষিদধ্বানং প্রাপ্য
গন্ধবহাভিধাম্ । নদীং বেগবতীং শীততোয়ামু-
ক্রম্য বেগবান্ ॥ ৯ ॥ পূর্বাঙ্গপূজাসময়ে কোটি-
লিঙ্গেশ্বরস্ত বৈ । চর্চরী-শঙ্খকাহাল-মৃদঙ্গমুরজ-
ধ্বনিম্ । ব্যাণুবানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব
ভূপতিঃ ॥ ১০ ॥ মন্থমানং ভগবতো নীলাচল-
নিবাসিনঃ । উবাচ নারদঃ ক্রীতো ধ্বনিহৃদ্যো মহা-
মুনে ॥ ১১ ॥ নীলাদিশিখরাবাসঃ প্রাপ্তঃ কিং
পরমেশ্বরঃ । যদর্চ্যাসময়ে হ্রেম শ্রয়তে সঙ্কলধ্বনিঃ ॥
১২ ॥ উতাহো অন্তদেবো বা বর্ততে নিকটে মুনে ।

রূপ হইবে, কার্যও সেইরূপ হইবে । দ্বিজগণ !
রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া সভাসদগণকে বিদায়
দিয়া মুনিকে হস্তে ধারণপূর্বক সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে
প্রবেশ করিলেন । নৃপতি যথাবিধানে তাঁহার
অর্চনা করিয়া তাঁহার সহিত এক পর্য্যঙ্কে শয়ন
করিয়া নানা কথায় রাত্রি যাপন করিলেন । অনন্তর
পরদিন প্রভাতকালে নিত্যকর্ম সমাপনপূর্বক জগ-
ন্নাথের পূজা করিয়া মহানদী পার হইলেন । ওড়-
দেশাধিপতি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চলিলেন,
ক্রমে ক্রমে একাক্ষকানন নামক ক্ষেত্রে সসৈন্তে
উপস্থিত হইলেন, তথা হইতে কিয়দূর গমন করত
শীততোয়া বেগবতী গন্ধবহা নদী পার হইয়া অতি
বেগে গমন করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে দূর
হইতে শুনিতে পাইলেন, যে কোটি লিঙ্গেশ্বরের
পূর্বাঙ্গপূজার সময়ের শঙ্খ, চর্চরী, মৃদঙ্গ, মুরজ ও
কাহল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিতে সেই মহারণ্য
শব্দিত হইতেছে । তাহাতে ক্রীত হইয়া নারদকে
বলিলেন,—হে মহামুনে ! এই ধ্বনিটা অতিশয়
সন্তোষ জন্মাইতেছে ; অতএব কি সেই নীল-গিরি-
শিখর-বাসী পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম ? যে ক্ষেত্রে
পূজাসময়োচিত এই সকল বাদ্যধ্বনি প্রতিগোচর
হইতেছে ? অথবা কোন দেবতার নিকটে বিদ্যা-

ইতি পুণ্ডরীকসাহিত্যে প্রোবাচ মুনিপুংসবঃ ॥ ১৩ ॥
রাজন সুহৃদতঃ ক্ষেত্রং গোপিতং বৈ মুরারিণা ।
ন তজ্জাতীতি ভগবান্ কৈরপি জ্ঞায়তে বৃত্তিঃ ॥ ১৪ ॥
সং হি ভাগ্যবতাং শ্রেষ্ঠভাগ্যাতে পুরোধিতা ।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ভগবান্ সংযতেল্লিয়বর্ধন ॥ ১৫ ॥
স্মেতাবল্লবৈর্যুক্তঃ বড়ঙ্গৈরুপসত্তম । সাহসেহতি
প্রবৃত্তোহসি সংশয়ো মে মহীপতে ॥ ১৬ ॥ স
বর্ততে নীলগিরিযোজনেহত্ৰ তৃতীয়কে । ইদম্বে-
কাক্ষকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতের্বিত্তঃ । নাতিদূরে
মহীপাল ভীতস্ত শরণার্থিনঃ ॥ ১৭ ॥ ইত্যহা
উবাচ । কথং স ভীতো গিরিশঃ কং বা শরণমাগতঃ ।
দদাহ ত্রিপুরং ঘোরং শরৈর্নৈকেন যঃ পুরা ॥ ১৮ ॥
অত্র মে বিশ্বয়ো জাতঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তবতঃ ।
রক্ষতা ভবভীতানাং ভবঃ পরমপাবনঃ । কিমর্থং
ভবভীতোহসৌ কঃ সমর্থোহস্তু বৈ জয়ে । নারদ
উবাচ । অত্র তে কথয়িষ্যামি পুরাবৃত্তং মহীপতে ॥

মান থাকিবেন ! রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া
মুনিবর কহিলেন,—হে রাজন ! সেই হৃদত ক্ষেত্র
ভগবান্ গোপনভাবে রাখিয়াছেন, সে স্থলে মুরারি
রহিয়াছেন, ইহা কেহই জানিতে পারে না । তুমি
ভাগ্যধর-পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, এই জন্ত ত্বদীয়
সৌভাগ্যক্রমেই সংযতেল্লিয় যে ভবদীয় পুরোধিত,
তৎকর্তৃক কথঞ্চিৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন । ১—১৫ । হে
নৃপসত্তম ! তুমি এই সকল বড়ঙ্গ বল সমভিব্যাহারে
(আড়ম্বরের সহিত) অসমসাহসীর কার্যে প্রবৃত্ত
হইয়াছ । ইহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে । হে
মহীপাল ! সেই নীলগিরি এখনও তিন যোজন দূরে
রহিয়াছে । এই যে স্থানে বাদ্যোদ্যম শুনিতেছ,
উহার অনতিদূরে ভীত ও শরণাকাজী ভবানী-
পতির একাক্ষকানন নামক ক্ষেত্র । ইত্যহা
কহিলেন,—যিনি পুরাকালে একটা মাত্র শর দ্বারা
হৃদান্ত ত্রিপুরাসুরকে দাহ করিয়াছিলেন, তিনি কি
নিমিত্ত ভীত ও কোন ব্যক্তির নিকটে শরণা-
গত হইলেন, ইহাতে আমার বিশ্বয় জন্মিয়াছে,
অতএব আমি তাহা যথার্থরূপে শুনিতে বাসনা
করি । যে ভবনাথ ভবসংসারে ভীত ব্যক্তি-
দিগের রক্ষাকর্তা, সেই পরমপবিত্র গিরিজাপতি
এই ভবমধ্যে কি জন্ত ভয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?
ইহাকে পরাজিত করিতে কোন ব্যক্তিই বা সমর্থ
হইয়াছেন ? নারদ কহিলেন,—হে মহীপতে । এ
বিষয়ে আপনাকে একটা পুরাবৃত্ত বলিতেছি ।

উপযেয়ে পুরা গৌরী উপমা বশমাগতঃ ॥ ২০ ॥
 অক্ষর্য্যে হিমগিরৌ ভগবান্নীললোহিতঃ । উৎসজ্জা
 অক্ষর্য্যে সোহনকশরশীড়িতঃ ॥ ২১ ॥ তয়া রেমো
 কচিরয়া যৌবনোন্নয়ন্য নৃপ । তৎপিতৃর্কিবয়ে ভোগান্
 বুদ্ধজে দেবকাজিতান্ ॥ ২২ ॥ কদাচিদধঃ নির্ধাতী
 স্ববাসভবনাং সতী । সামপূর্ব্বং কুলস্বীভির্নাজোক্তা
 সন্নিতং বচঃ ॥ ২৩ ॥ আর্যো মহন্তপস্তপ্তং বরার্থং
 গহনে বনে । নির্জনো নিকুলো বৃদ্ধো বরঃ প্রাপ্তো
 বরাননে ॥ ২৪ ॥ রাজিঃ ন তজ্যসি : হি সন্নিবিং
 তাদৃশস্ত বৈ । কো গুণঃ কথ্যতাং বৎসে কিংবা
 পত্ন্যঃ প্রসাদজম্ ॥ ২৫ ॥ ভৃগুচ্ছাদনং প্রাপ্তং মমৈব
 গৃহবাসিনঃ । চিরং তিষ্ঠতি ভদ্রে হং পিতৃভোগো-
 পলালিতা ॥ ২৬ ॥ জৈলোক্যে যা তু কস্তা বৈ পরি-
 নীতা পিতৃগৃহাং । প্রয়াত্যানকুতা ভর্তা পতিবেশ্মেতি
 শুভমঃ ॥ ২৭ ॥ অহন্ত মানসী কস্তা পিতৃণাং পিতৃ-
 লোকতঃ । আগতাত্ মহাতাগে পরিণীতা হিমাঙ্গিণা

পূরাকালে ভগবান্ নীলকণ্ঠ তপস্তা করিবার নিমিত্ত
 অক্ষর্য্যেবেশে হিমগিরিশিখরে অবস্থান করিতে
 ছিলেন । সেই সময়ে তিনি কামবাণ-প্রদীড়িত
 হইয়া অক্ষর্য্যে পরিত্যাগপূর্ব্বক যৌবনমদমজ্ঞা সুক-
 চিরা গিরিসুতা গৌরীকে বিবাহ করত তৎপিতৃ-
 বিষয়ে দেববাহিত ভোগ সকল উপভোগ্যপূর্ব্বক
 তাঁহার সহিত রমণ করিতেন । একদা সতীদেবী
 স্বকীয় বাসভবন হইতে গমন করিতেছেন, এমন
 সময়ে তাঁহার মাতা কুলস্বীগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে
 মমতাপূর্ব্বক সন্নিবচনে কহিলেন,—হে আর্য্যো !
 তুমি উত্তম পতি লাভ করিবে বলিয়া গহনকাননে
 প্রবেশপূর্ব্বক মহতী তপস্তা করিয়াছিলে, অগ্নি
 বরাননে ! তাহাতে কি এই কললাভ হইল যে,
 বনহীন কুলহীন একটা বৃদ্ধ বর প্রাপ্ত হইলে ? তুমি
 আমার তাদৃশবরের সন্নিধি রাজিকালেও পরিত্যাগ
 কর না ; অতএব হে বৎসে ! তোমার সেই পতির
 কি গুণ আছে, এবং তুমি তাঁহার প্রসাদলব্ধ কি কি
 অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছ ? তিনি ত দেখি-
 তোছি আমার গৃহেই চিরকাল বাস করিলেন ।
 তবু ! তুমিও চিরদিন পিতৃবিষয়ে পালিত হইয়া
 থাকিলে ! আমিও শুনিয়াছি যে, এই জৈলোক্য-
 বন্যেই পরিণীতা কস্তারা পতিপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি
 দ্বারা সুশোভিত হইয়া পিতৃগৃহ হইতে ভর্তৃ-ভবনে নীত
 হইয়া থাকেন । এই আমিও ত পিতৃগণের মানসী
 কস্তা হইয়া আমার পিতাকে বিবাহ করিয়া পিতৃলোক

। ২৮ ॥ ইখবুদ্ধল ময়া হাক্তার কোধায় চ গোঁড়তঃ ।
 জামাতুরগ্রে নো বাচ্যং স হি বিক্সমো মতঃ ॥ ২৯ ॥
 নারদ উবাচ । মাতুরিখং বচঃ কস্য ভর্তৃনিন্দা-
 প্রদীড়িতা । কোপপ্রকুপদোষী সা বাচঃ নোচে
 মনাগপি ॥ ৩০ ॥ প্রযযাবস্তিকে ভর্তৃনিন্দাবাদিকা
 বচঃ । জগাদ পুরুষং বাক্যং শ্রেয়গর্ভমিতাকরম্ ॥
 ৩১ ॥ উমোবাচ । স্বামিন্ সাম্প্রতকেতৎ স্বাসঃ
 শুন্যলয়ে । কোদীয়াসামপি শুরো জৈলোক্যস্ত
 কথং হু তে ॥ ৩২ ॥ তদাবয়োর্নাজ যোগ্যা বসতির্নে
 প্রিয়া ভো । ন সন্তি তব বাসায় যোগ্যা বৈ
 ভূময়ঃ প্রভো ॥ ৩৩ ॥ ইত্যুক্তঃ শিবয়া সোহধ ভগ-
 বান্ বৃষতধ্বজঃ । তয়া সার্কং বৃষাকটো মধ্যদেশং
 যযৌ বরন্ ॥ ৩৪ ॥ বিলজ্য সর্ব্বতীর্থং বৈ প্রয়াগং
 পাবনং মহৎ । দক্ষিণোদগামিত্তা গঙ্গায়, উত্তরে
 তটে । বারানসীং নাম পুরীং গোষ্ঠ্যাবাসায় নির্মমে
 ॥ ৩৫ ॥ পঞ্চকোশমিতং রম্যং বরপ্রাসাদশোভি-
 তাম্ । অটোলকশতৈর্যুক্তামসং খ্যাপবনৈর্বৃতাম্ ।

হইতে স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছেন । ১৬-২৮। যাহা হউক
 সতি ! আমি এ সকল কথা পরিহাস ক্রমে বলিতেছি,
 কোন প্রকাব লোভ বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া বলি
 নাই, অতএব আমার সেই বিক্সদৃশ জামাতা-
 সমক্ষে এ কথার অমুষ্ঠান করিও না । নারদ
 কহিলেন,—গৌরী মাতার এই প্রকার বাক্য শ্রবণ
 করত ভর্তৃ-নিন্দায় অতিশয় দ্বংখিত ও কোপ-
 কল্পিতোষ্টা হইয়া কিছুমাত্র না কহিয়া ভর্তার নিকটে
 গমন করিলেন, এবং মাতা যে সকল নিন্দাবাদ
 করিয়াছিলেন, তাহা গোপনপূর্ব্বক শ্রেয়গর্ভ রম্য-
 কিকিৎ নির্ভরবাক্যে কহিলেন,—হে স্বামিন্ ! এই-
 ক্রমে আপনার এই শুন্যলয়ে বাস করা উপযুক্ত
 হইতেছে না, আপনি যখন, জৈলোক্যবাসী ক্ষুদ্রাশ্র-
 ব্যক্তিগণেরও গুরু, তখন আপনাকে আর কি নিন্দা
 করিব ? অতএব হে বিভো ! আমাদের উত্তরেরই
 এখানে বাস করা কর্তব্য নহে, হে প্রভো ! তোমার
 বাসযোগ্য ভূমি কি ভূমণ্ডলে নাই ? ভগবান্ বৃষত-
 ধ্বজ উমাদেবীর এই বাক্য শ্রবণ করত তাঁহার
 সহিত বৃষাকট হইয়া সম্বরে মধ্যদেশে গমন করি-
 লেন । তথায় পবিত্রতাজনক, সর্ব্বতীর্থময় অতিশ্রেষ্ঠ
 প্রয়াগতীর্থকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক গৌরীর বাসনিকিত
 দক্ষিণ সমুদ্রে গমনশীলা গঙ্গার উত্তরতটে বারানসী
 নামে পুরী নির্মাণ করিলেন । এই পুরী পঞ্চকোশ-
 পরিমিত, রম্য এবং উত্তম উৎকর্ষজ্ঞান, পটপট

নানাদীর্ঘসমাসকণ্ঠাঃ নানাজনসমাকুলান্ ॥ ৩৬ ॥
অজিতাঃ পূৰ্ণচৈঃ শুভাঃ সচিতাঃ বিশ্বকৰ্মণা । পাবনৈঃ
শীতলৈর্গাভসলিতৈঃ কয়িতাঃ হসান্ ॥ ৩৭ ॥ তত্র
মধ্যে পূরে স্বর্ণ-প্রাকারাট্টাশোভিতৈঃ । রত্নস্তম্ভৈঃ
সুশ্ৰুতিভৈঃ সর্বাশাপরিপূরকৈঃ । তথা বেমে পশুপতিঃ
ত্রিয়েব মধুসূদনঃ ॥ ৩৮ ॥ সা পুরী বিশ্বনাথেন
কদাচিত্ত্বি বিমুচ্যতে । অবিমুক্তোতি বিখ্যাতা নৃণাং
যুক্তিপ্রদায়িনী । পুৰাসীম্নজ্জাধীশ সেবিতা
ভবভীকৃতিঃ ॥ ৩৯ ॥ তত্রোষিতা তদা গৌরী তেন
ভক্তা স্বলঙ্কতা । মাতরং পিতরং বাপি ন সন্মার
মণীপতে ॥ ৪০ ॥ এবং বহুযুগেহীতে কৈলাসাদিত্ত্ব
স জগিবান্ । আশ্রয়ঃ কোটিলিঙ্গানি তত্র সংস্থাপ্য
বৈ প্রভুঃ ॥ ৪১ ॥ রাজানঃ পলায়ামানুস্তাং পুৰীং
বহুশো নৃপ । তত্রাসীৎ কাশিৰাজাথাঃ পুরা দ্বাপবকে
যুগে ॥ ৪২ ॥ শত্ৰুং সন্তোষয়ামাস উপসাগ্রোণ বৈ প্রভুঃ ।
জবাসন্ধপুৰোগাণাং বাজ্ঞাং জেতা বমচ্যুতম্ ॥ ৪৩ ॥
সংগ্রামে প্রহবিষ্যামীত্যভিসন্ধায় পার্শ্বিকঃ । প্রাদা-

তত্শৈ বরং সোহপি পিনাকী পরিতোষিতা ॥ ৪৪ ॥
জেতা সি কংসহন্তারং সংগ্রামে অমরিন্দম । তবার্থে
প্রমথৈঃ সার্কমহং যোন্তে বৃষহিতঃ ॥ ৪৫ ॥ শঙ্কো-
রিত্তি বরং লভা প্রমত্তঃ স নরাধিপঃ । শম্ভচক্রধারঃ
সংখ্যে হরিমাহত বীৰ্যবান্ ॥ ৪৬ ॥ অন্তর্ধামী স
ভগবান জাহ্নবী বৃত্তান্তমীদৃশম্ । চক্রং প্রস্থাপয়ামাস
কাশিৰাজস্ত সূদনে ॥ ৪৭ ॥ তদুগ্রদর্শনং চক্রং
সহস্রাদিত্যবর্চসম্ । কাশিৰাজশিরশ্চিহ্না তদ্বলং
তাং পুরীং ততঃ । দদাত কুপিতঃ রাজন বিবেক-
রাশয়বীৰ্য্যবৎ ॥ ৪৮ ॥ তদৃষ্টা স্তমহৎ কৰ্ম্ম ক্রুদ্য
পশুপতিস্তদা । গর্গৈর্বতো বৃষাক্রুতঃ পিনাকী তদুপা-
দ্রবৎ ॥ ৪৯ ॥ ততঃ সূদর্শনং চক্রং দৃষ্ট্বা তু প্রমথং
গণম্ । শঙ্কোঃ পাশপতাস্তং তচ্চকারানাতসরি-
ভম্ ॥ ৫০ ॥ পুৰা বিবেকধরঃ প্রাপ্তঃ শম্ভুনা ভক্তি-
তোষিতাৎ । বলেনাপ্যগ্রিষ্যামি তবাস্তং সংযুত-
স্বয়া । ময়ি চেৎ প্রতিকূলস্তদভবিষ্যতি চ নিম্প্রভম্ ।

অটালিকা ও অসম্ভা উপবন, নানা প্রকার তীর্থ ও
বর্জবিধ মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইয়া শোভিত হইল ।
বিশ্বকর্মা মহাদেবের আজ্ঞানুসারে ঐ পুরীকে শুভ-
বর্ণ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন, এবং পবিত্র স্মৃতিতল
গঙ্গাজলে তাহাকে ধৌত করাইলেন । পশুপতি
ভগবতীর সহিত, জী ও জীপতির স্তায় সেই বারা-
ণসীধামে স্থাননির্মিত প্রাচীর ও অটালিকা দ্বারা
সুশোভিত এবং সুনির্মিত রত্নস্তম্ভে চতুর্দিকপূর্ণ
পুষ্টিমধ্যে রমণ করিতে লাগিলেন । সেই বারাণ-
সীকে মহাদেব কোন কালেই ত্যাগ করিবেন না ।
তাহা অত্যাভ্য ও মোক্ষদায়িনী বলিয়াও প্রসিদ্ধ
আছে । হে রাজন ! পূর্বে হইতেই ভবসংসারভীত
ব্যক্তিরা তাঁহাকে সেবা করিয়া আসিতেছেন ।
তদানীং গৌরীদেবী পতি কর্তৃক অলঙ্কৃত হইয়া
তাঁহার সহিত তথায় বাস করিতেন । হে নরপতে !
মাতা ও পিতাকে আর স্মরণ করিতেন না । এই
প্রকারে বহুকাল অতীত হইলে গৌরীপতি সেই-
খানে স্বকীয় কোটিলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক কৈলাস-
পর্বতে গমন করিলেন । পরে বহুবিধ নৃপতিগণ
সেই পুরীকে পরিশালন করিতেন । ইতিপূর্বে
দ্বাপরযুগে কাশিৰাজ নামে এক নৃপতি তথায়
বাস করিতেন, তিনি অশ্রুগ্ৰা তপস্ভা দ্বারা
মহাদেবের সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া অতিসম্মানে

এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, “সংগ্রামে
জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণের হননকারী নারা-
য়ণকে যে প্রহার করিতে পারি,” পিনাকী ও তাঁহার
প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “হে অরিন্দম ! তুমি
রণভূমিতে সেই কংসারি জীকৃৎকে পরাজয় করিতে
পারিবে । আমিও তোমার সাহায্যার্থে বৃষাক্রুত হইয়া
প্রমথগণের সহিত গমন করত যুদ্ধ করিব ।” ২২-৪৫।
সেই রাজা শম্ভুসমীপে এই প্রকার বরলাভে বীৰ্য-
শালী ও প্রমত্ত হইয়া যুদ্ধভূমিতে শম্ভচক্রধারী
হরিকে আহ্বান করিতে লাগল । অতঃপর অন্ত-
র্ধামী ভগবান্ ঈদৃশ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া কাশী-
রাজের বিনাশের নিমিত্ত চক্রকে প্রেরণ করিলেন ।
হে রাজন ! সহস্র সূর্যের স্তায় তেজঃপুঞ্জ উগ্রদর্শন
সেই চক্র বিষ্ণুর অভিপ্রায়ে বীৰ্য্যশালী ও কুপিত
হইয়া কাশীরাজের মস্তক ও তদীয় বলসহ সেই
পুরী দগ্ধ করিয়া কেলিল । তদানীং পশুপতি সেই
গুরুতর ব্যাপার দর্শনে ক্রোধাধিত হইয়া প্রমথগণের
সহিত বৃষারোহণপূর্বক স্বীয় ধনুঃপ্রহণ করিয়া সমুদ্রই
সেখানে গমন করিলেন । তদনন্তর সূদর্শন চক্র
তাঁহার প্রমথগণকে দগ্ধ ও পাশপত অস্ত্রকেও দগ্ধ
করিয়া অস্ত্রার-সদৃশ করিলেন । পূর্নাকালে বিষ্ণু,
মহাদেবের ভক্তি দ্বারা পরিতোষিত হইয়া বর
দিয়াছিলেন যে, তোমাকর্তৃক আমি অরুণী হইলে
তোমার অস্ত্রকে বলেতে পরিপূর্ণ করিব । কিন্তু
তুমি যদি আমার প্রতিকূল আচরণ কর, তবে ঐ-

যোরে পুণ্ডপতে তখিরসে চ বিকলীকতে। বার-
পঞ্চাশৎ ভবন্তো ব্রহ্মজঃ। তুষ্ঠাব জগজ্জ-
মাক্ষিমাদিঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫২ ॥ মহাদেব উবাচ।
নারায়ণঃ পরঃ ধাম পরমাত্মন পরাৎপর। সচ্চিদা-
নন্দবিভব নিরঞ্জন নমোহস্ত তে ॥ ৫৩ ॥ জগৎ-
কারণ সৃষ্টাদিকৰ্মকৃৎ গুণভেদতঃ। মায়য়া নিজয়া
গুপ্ত স্বপ্রকাশ নমোহস্ত তে ॥ ৫৪ ॥ নাস্তরহির্বিহি-
চাস্তদ্রুঃশা নিকটাত্ময়। গুরুর্লবুঃ হিরোহনীমান
স্ববীরাংশ নমোহস্ত তে ॥ ৫৫ ॥ বেট চতুর্বাশ্চ
পর্যাক্ষঃ যম চাতুলম্। যদপাঙ্গদিলোপাখ্যং তস্মৈ
কালান্বনে নমঃ ॥ ৫৬ ॥ একৈকলোমাকলিত-ব্রহ্মাণ্ড-
গণসংবৃতম্। মানাতীতং বপুর্ধ্বম্ তস্মৈ বিশ্বান্বনে
নমঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকালপরিণামেন বেদসঃ প্রলয়ো-
ক্তবো। মনন্তরাদিঘটনাকলনায় নমোহস্ত তে ॥ ৫৮ ॥
সৃষ্টোহস্ত তপসা নাথ ত্বং প্রভাবানতিজ্ঞকঃ। তৎ
কমলাপরাধং মে জাহি মাং শরণাগতম্ ॥ ৫৯ ॥
ভতিমিখং প্রকুর্য্যানে তস্মিংশিপুবদাহিনি। চক্ররূপঃ

অস্ত্রের আর তেজ থাকিবেক না, ঐ ভয়ানক পাণ্ড-
পত অস্ত্র নিফল ও বারানসী দণ্ড হইলে বৃষভধ্বজ
মহাদেব ভয়ে ভ্রস্ত হইয়া অনাদি ও জগতের আদি
পুরুষোত্তমকে স্তব কবিলেন। হে নার' তুমি
পরম আশ্রয় ও পরমাত্মা ও পরাৎপর, তুমি
জ্ঞান, আনন্দস্বরূপ এবং নিরঞ্জন, তোমাকে নম-
স্কার কবি। হে জগৎকাবণ। তুমি গুণত্রয়ভেদে
সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, তুমি নিজমায়ায় গুপ্ত
ও স্বপ্রকাশিত, অতএব তোমাকে নমস্কার কবি।
হে দেব। তুমি অন্তঃ ও বহিঃ নহ, অখণ্ড বহিঃ ও
অন্তঃ এবং দূরত্ব ও নিকটত্ব, গুরু ও লঘু,
তুমি অতিশয় সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত স্থূল হইয়াও
স্থিত আছ, তোমাকে নমস্কার কবি। যিনি
কটাকপাতে কোটিকোটি ব্রহ্মা ও অতুল পরাক্রমসংখ্য
আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, সেই কালস্বরূপকে
নমস্কার। বাহার কলেবর একএকটি লোমসংখ্যায়
ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ধারণ করিয়া পরিমাণ-বহিত হইয়াছে,
সেই বিশ্বাত্মাকে নমস্কার করি। আপনি ব্রহ্মার
অকীর কাল পরিপাক দ্বারা প্রলয় ও উদ্ভব, এবং
অন্যান্য প্রকৃতি ঘটনা কবিতেন, আপনাকে
নমস্কার করি। হে নাথ! আমি সৃষ্ট হইয়া তপস্কা
আমি তোমার প্রভাব জানিতে পারি নাই; অতএব
আমার অপরাধ কমাগুরুক পরিজ্ঞান
করি। মহাদেব এই প্রকার অব করিলে শ্রীমান

পরিচ্যাজ্য আবিরাঙ্গীদধোক্ষজঃ ॥ ৬০ ॥ প্রসন্ন-
বদনঃ শ্রীমান্ শঙ্খচক্রগদাধরঃ। তাক্ষ্যপদ্যাসন-
গতো বনমালাবিভূষণঃ ॥ ৬১ ॥ হারকুণ্ডলকেশুর-
মুকুটাদিতিকুঞ্জলঃ। বামোৎসঙ্গগতাং লক্ষ্মীং সত্য-
দক্ষিণপার্শ্বগাম্ ॥ ৬২ ॥ বিভ্রাণঃ কৃষ্ণজীমূতকান্ত-
দেহঃ কৃপাসুখিঃ। ক্রোধাবিষ্ট ইবোবাচ সতীতিং
গিবিজাপতিম্ ॥ ৬৩ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। কালৈ-
নৈতাবতা শঙ্খো হৃদ্বুজিঃ কধমাগতা। হেতোনৃপতি-
কীটস্ত ময়া যোদ্ধুমুপস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ কতি বা মৎ-
প্রভাং ননো জাতা ধুজ্জটে যয়া। সত্যং পাণ্ড-
পতং তেহং হুজ্জয়ঞ্চ সুবাসুদেবঃ। মৎক্রোধরূপঃ
তচ্চক্রমখাপি ক্ষমতে ন যৎ। মামবজ্রায় জগতি
প্রাণিতি স্বামৃতে হি কঃ ॥ ৬৫ ॥ তপোভির্বহুভিঃ
পূৰ্বং মচ্ছবীবতয়োজ্জিতঃ। সাম্প্রতং চেচ্চিবং রম্যং
গৌর্যা সার্কমিহেচ্ছসি ॥ ৬৬ ॥ পূবীঃ বাবানসীকেমাং
যদীচ্ছসি চিবহিরাম্। মন্ময়া ভুবি বিখ্যাতঃ
ক্ষেত্রং শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ৬৭ ॥ দক্ষিণশ্চোদধেত্তৌরে

শঙ্খচক্রগদাধারী বিষ্ণু চক্ররূপ পরিচ্যাজ্যপূর্বক
আবির্ভূত হইলেন ॥ ৬০-৬১ ॥ তাঁহার বদনমণ্ডল প্রসন্ন,
গলে বনমালা, হার, কুণ্ডল, কেশুর মুকুটাদি উজ্জল
অলঙ্কারে তিনি সুসজ্জিত, তাঁহার বামপার্শ্বে ক্রোড়ে-
পবি লক্ষ্মীদেবী এবং দক্ষিণপার্শ্বে সত্যভামা বিরাজ-
মানা, তাঁহার শরীর নীল জলধরেব স্থায় মনো-
হব। কৃপাসাগর ভগবান অধোক্ষজ যেন ক্রোধাবিষ্ট
হইয়া ভয়াতুর্ মহাদেবকে বলিলেন,—হে শঙ্কো।
এতকালের পব এখন তোমাব কেন হৃদ্বুজি উপ-
স্থিত হইল? এই কীটস্বরূপ নৃপতির জন্ত আমার
সহিত যুদ্ধ বরিতে উপস্থিত হইয়াছ? হে ধুজ্জটে।
আমার যে কত পরিমাণে প্রভাব আছে, তাহা কি
তুমি জান না? সত্য বটে, তোমার পাণ্ডপত অস্ত্র
সুবাসুব সকলকেই পরাজয় করিতে পারে; কিন্তু
আমার ক্রোধরূপ সেই চক্রকে অবগত হইয়াও
তুমি কাস্ত হইলে না? এই জগতের মধ্যে আমাকে
অবজ্ঞা করিয়া তোমা ব্যতিবেকে আর কে প্রাণ
ধারণ করিতে পারে? যেহেতু তুমি পূর্বে বহুতর
তপস্কা করিয়া আমার শরীররূপে উৎপন্ন হইয়াছ।
অতএব সম্মতি যদি গৌরীর সহিত চিরকাল
এখানে রমণ করিতে এবং বারানসী পুরীকে
হিরতর রাধিতে ইচ্ছা কর, তবে আমার নামে
বিখ্যাত হইবে পুরুষোত্তম। ক্ষেত্র, জাহাজে, গমন
কর। ঐহা দক্ষিণসমুদ্রের তীরস্থানে নীল-

নীলকান্তবিস্তৃতঃ । দশমোজনবিত্তীর্ণঃ যাবদ্বিরজ-
মণ্ডলম্ ॥ ৬১ ॥ ক্রমশঃ পাবনং ক্ষেত্রং যাব-
চিত্তোৎপলানদী । ততঃ প্রভৃতি যো দেশো
যাবৎ ॥ সাক্ষিকর্ণাৰ্ণবঃ ॥ ৬০ ॥ পদাৎ পদাৎ
শ্রেষ্ঠভূমো নীলাদ্রিপবর্গদঃ । চতুর্দেহস্থিতো-
হইং বৈ স্বত্র নীলমণীময়ঃ ॥ ৬১ ॥ তন্ত্ৰোত্তরস্তাং
বিততঃ বনমেকামকাঙ্ক্ষয়ম্ । পার্শ্বত্যা যত্র
নিবসন্তিভয়পুস্তকঃ ॥ ৬২ ॥ সৃজতা সর্ব-
লোকানাং মন্নিদেশাৎ স্বয়ম্ভুবা । তত্রাপি কোটি-
লিঙ্গানাং রাজা হমতিষেক্যসে ॥ ৬৩ ॥ সর্বতীর্থ-
ময়ক্ষেদং তীর্থং যম্মণিকর্ণিকম্ । ইহাহকারমুৎসৃজ্য
ব্রজ স্বং সপরিচ্ছদং ॥ ৬৪ ॥ নারদ উবাচ । ইত্যুক্তো
বান্দেবেন ত্র্যম্বকো নতকন্ধরঃ । কৃতাজলিপুটো
ভূম্বা প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ৬৫ ॥ শ্রীমহাদেব
উবাচ । দেবদেব জগন্নাথ প্রপন্নার্তিহর প্রভো ।
হৃদাঙ্গাপালনং শ্রেয়ঃ কারণং মে জগৎপ্রভো ॥ ৬৬ ॥
যত্নু যুততয়া দেব অবলেপঃ কৃতো ময়া । তবৈবাহ-

পর্বতে সুশোভিত ও বিরজমণ্ডল পর্যন্ত দশ-
যোজন বিস্তীর্ণ এবং চিত্তোৎপলানদী পর্যন্ত ক্রমশঃ
পবিত্রতাজনক । তাহার পর হইতে দক্ষিণসমুদ্র
পর্যন্ত প্রদেশটির একপাদ প্রক্ষেপের স্থান হইতে
পর পর শ্রেষ্ঠ ও নীলপর্বত মুক্তিদায়ক । সেই স্থানে
আমি নীলকান্তমণিময় শরীরে দেহচতুষ্টয় ধারণ
করিয়া আছি । তাহার উত্তরাংশে একাত্ত নামে
সুপ্রসিদ্ধ কানন বিস্তৃত আছে । হে ত্রিপুরাস্তক !
তুমি পার্শ্বতীর সহিত তথায় যাইয়া নির্ভয়ে বাস কর ।
সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আমার অহুমতি ক্রমে
তোমাকে কোটি-লিঙ্গের রাজ্য পদে অভিষিক্ত
করিবেন । এই কালীতে 'সর্বতীর্থময়' মণিকর্ণিক
তীর্থ আছেন বলিয়া যে অহঙ্কার, তাহা পরিত্যাগ-
পূর্বক সমুদয় লইয়া তথায় গমন কর । নারদ
কহিলেন,—বান্দেব এই কথা কহিলে মহাদেব স্বক-
দেশ অবনতপূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন,—
হে দেব ! হে জগন্নাথ ! হে প্রভো ! তুমি আশ্রিত
ব্যক্তির ক্রেশ বিনষ্ট কর, হে জগৎপ্রভো ! তুমিই
আমার মূলধার ; অতএব তোমার অহুমতি পালন
করাই আমার পক্ষে মঙ্গল । হে দেব ! আমি
নির্কুণ্ঠিতা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার করিবাছি, তাহাতে
আপনার পূর্বকৃত অমুগ্রহই চাকল্য প্রকাশের
কারণ,—হে ভগবন ! আপনি পুরুষোত্তমে গমন
করিতে হবে আদেশ করিয়াছেন, তাহা আমি শিরো-

গ্রহণ করি। প্রভো চাকল্যকারণম্ ॥ ৬৭ ॥ যদ্যপি শি-
বেশে প্রয়াগং পুরুষোত্তমে । তদ্ব্যক্তি কৃদা যাতামি
ক্ষেত্রং মুক্তিপ্রদং শিবম্ ॥ ৬৮ ॥ অতিসমি-
কুরুবাদ্য মমাহুগ্রহকারণম্ । পুরুষোত্তমোত্তরং
ক্ষেত্রং স্বমেব পরিপালয় । যথা পুনর্নৈদুশং
তদ্বিনাশমুপযাস্ততি ॥ ৬৯ ॥ নারদ উবাচ । ই-
মেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতম্ । বল-
শ্রীসহিতং দেবমর্চয়ন্ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥ অত্র
সাক্ষাহ্মাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা । বয়ং তত্র
ব্রজিষ্যামো ভক্ষ্যামঃ পুরনাশনম্ ॥ ৭১ ॥ বদেত-
চ্ছান্তবঃ ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্ । রজঃ-
প্রকাশনং শ্রেয়ঃ খ্যাতং বিরজমণ্ডলম্ ॥ ৭২ ॥
সর্বোদ্রিক্ততয়া খ্যাতং মুক্তিদং পুরুষোত্তমম্ ।
যাবন্ত্যন্তানি ক্ষেত্রানি মুক্তিদানি ত্রতানি তে ॥ ৭৩ ॥
তানি সর্বাণি রাজেন্দ্র দদতে মুক্তিমত্র বৈ ॥ ৭৪ ॥
এতৎক্ষেত্রং মহারাজ হৃকৃতাবিলচেতসাম্ । ন
বিশ্বাসপথং যাতি রহস্তং চক্রপাণিনঃ ॥ ৭৫ ॥
জৈমিনিকবাচ । নারদস্ত বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টহৃদো
নৃপঃ । উবাচ মুনিশার্দূলং বিশ্বয়োৎসুকলোচনঃ ।

ধাৰ্য্য করিয়া সেই মুক্তিপ্রদ ক্ষেত্রে গমন করিব ।
অদ্য আমাকে অমুগ্রহের নিমিত্ত সম্মতি প্রদান
করুন ও পুরুষোত্তমের উত্তর বিরজা ক্ষেত্রটি
অপনিই প্রতিপালন করুন । যাহাতে পুনরায় এই-
রূপ ভবদীঘ চক্র দ্বারা তাহাকে বিনষ্ট করা না
হয়, তাহা করুন । নারদ কহিলেন,—পুরাকালে
মহাদেব বলদেব, লক্ষ্মী ও পুরুষোত্তমের পূজা
করিয়া সন্তোষোৎপাদনপূর্বক এই ক্ষেত্রটি নির্মাণ
করিয়াছিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা সাক্ষাৎ উমাকান্তকে
এই স্থানে স্থাপিত করেন, আমরা সেই স্থানে
গমন করিয়া পুররিপু হরকে দর্শন করিব ॥ ৬১—৭১ ॥
ঐ শাস্ত্রব ক্ষেত্রটি তমঃ ও রজোবর্ণকে বিনাশ
করিতে অতি উৎকৃষ্ট ; তজ্জন্তই উহার নাম
বিরজমণ্ডল । পুরুষোত্তম ক্ষেত্রকে সবর্ণণের
উদ্দেশ্যে নিমিত্ত মুক্তিদায়ক বলান্বয় । হে রাজেন্দ্র !
অস্তান্ত যে সকল ক্ষেত্র মোক্ষদায়ক বলিয়া বিখ্যাত,
সে সমুদয় ক্ষেত্রও এই স্থানে মুক্তিদান করেন ।
হে মহারাজ ! এ ক্ষেত্র পাপেতে অীকুলিতচিত্ত
ব্যক্তিগণের বিশ্বাসপথে উপস্থিত হয় না, স্তূতরাং
চক্রপাণির এই গোপনীয় 'ক্ষেত্র' বলিতে হইবে ।
জৈমিনি কহিলেন,—রাজা ইন্দ্রস্য, নারদের এই
কথা শুনিয়া বিশ্বমোৎসুকলোচনে, হৃষ্টাভঃকরণে

ইত্যুহ্য উবাচ । সাধুভ্যে কথিতং ব্রহ্মণ্যং
পদ্মসাবয়ম্ । যজ্ঞোপাধিরাভ্যুহসৌ পাবকঃ
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮৬ ॥ অবশ্যং তত্র গচ্ছামঃ পদ্মা
যস্যপি বক্রভূঃ । উদ্দিষ্টৈষ্টপরিপ্রাপ্তৌ যদিদং কারণং
মহৎ ॥ ৮৭ ॥ জৈমিনিরুবাচ । ততস্তৌ মুনি-
ভূপালৌ মধ্যাহ্নসময়ে দ্বিজঃ । প্রাপতুঃ সবলৌ
ক্ষেত্রমেকাম্বনসংজিতম্ ॥ ৮৮ ॥ বিন্দুতীর্থে নৃপঃ
গাং । তীরস্থং পুরুষোত্তমম্ । সম্পূজ্য বিধিবদ-
যাতঃ কোটীশ্বরমহালয়ম্ ॥ ৮৯ ॥ ঋষিসম্যা-
গাচাস্তত্ত্বজীভ্যো সুবহুনি সঃ । গচ্ছাধ্বনবহানি
বহ্নীলবরণানি চ ॥ ৯০ ॥ দ্বিজৈভ্যঃ প্রদদৌ বাজা
সাহিকং ধর্ম্মমাস্বিতঃ । লিঙ্গং ত্রিভুবনেশং তং
মহান্নানেন পূজয়ন্ ॥ ৯১ ॥ অতুলাং শ্রীতিমানেভে
বিকোরমৈতদর্শনঃ । স্তম্ভা প্রণম্য ভক্ত্যাসৌ বীণয়া
চোপগায়া চ ॥ ৯২ ॥ কৃতাজলিপুটৌ দেবপ্রসাদন-
কৃত্যোদ্যমঃ । অনন্তমনসা তসৌ চিন্তয়ন ব্রহ্ম-
ধ্বজম্ ॥ ৯৩ ॥ ততঃ প্রসন্নো ভগবান ত্র্যম্বকঃ পরমে-

সেই মুনিবরকে কহিতে লাগিলেন । ইন্দ্রদ্যুম্ন
কহিলেন,—হে ব্রহ্মণ্য ! আপনি অতি সাধু অমু-
ঠান করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্র পবন পবিত্রতা-
জনক বটে, সেখানে পবিত্রতাজনক পুরুষো-
ত্তমোপাধি অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব যদি
অতি কুটিল পথেও যাইতে হয়, তথাপি অবশ্যই
আমরা সেখানে গমন করিব । আমাদের উদ্দিষ্ট
মোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ক্ষেত্রই একমাত্র প্রধান ।
জৈমিনি কহিলেন, অনন্তর সেই মুনি ও ভূপাল
মৈত্রগণসমভিব্যাহারে মধ্যাহ্ন সময়ে একাম্বন
নাশক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর নরপতি
বিন্দুতীর্থে গমন করিয়া তীরস্থিত পুরুষোত্তমকে
যথাবিধি পূজাপূর্বক কোটীশ্বর শিবের প্রধান আলয়ে
সমাগত হইলেন । তাঁহার গৃহদ্বারে সম্যক প্রকাশে
আচমনপূর্বক সাহিকভাবে তাঁহার শ্রীতির নিমিত্ত
বহুস্তর গজ, অশ্ব, ধন, রত্ন, ও বস্তু, অলঙ্কার
প্রভৃতি আশ্রয়দিককে প্রদান করিলেন এবং শিব
ও বিষ্ণুকে অভেদদর্শনে সেই ত্রিভুবনেশ্বর লিঙ্গকে
মহীকানাদিক্রমে পূজা করত অতুল শ্রীতি লাভ
করিলেন । রাজা দেব নারায়ণকে ভক্তিপূর্বক
কৃত্যপাঠ, প্রণাম ও বীণাবাদনপূর্বক ভক্তি করিয়া
ব্রহ্মধ্বজবাহনকে চিন্তা করত এক পার্শ্বে কৃতাজলিপুটে
সমাস্ত্রাভূষিত করিলেন । হে বিজয়গণ ! তৎপরে
সেই মুনিবর ত্রিভুবনেশ্বর ভগবান পরমেশ্বর প্রসন্ন

বরঃ । শাক্যদ্বন্দ্ববাহনৈক স্পষ্টাকরপদং বিজ্ঞাতঃ
৯৪ ॥ মহাদেব উবাচ । ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ আত্মশো-
বৈক্যো ভূবি । দুর্লভঃ ধনু তে বাহ্য আচিহ্ন্যৎ
সম্ভবিষ্যতি ॥ ৯৫ ॥ ইত্যুক্তান্তর্দধে শঙ্কুঃ পশ্চতঃ
মলীকিতঃ । নাবদং পুনবাহেদং যথাদিষ্টং ব্রহ্মভূবা ।
তৎ কল্পয় মহাভাগ বাজিমেধপুরঃসরম্ ॥ ৯৬ ॥
বিক্ষেপঃ কলেববে তস্মিন ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ।
অস্তর্বেদী মহাপুণ্য বিক্ষৌহদয়সন্নিভা ॥ ৯৭ ॥
শঙ্কুঃ সংরক্ষণায়াহ স্বাপিতো বিষ্ণুনাঈধা ॥ ৯৮ ॥
শঙ্কাকলেবগভাগে নীলকণ্ঠোহমাস্বিতঃ । দুর্গয়া সহ
বিপ্রেক্ষ্য তস্মৈ নৃপতিং নয় ॥ ৯৯ ॥ অস্তর্হিতঃ
পাশদানীং নীলবস্ত্রতুর্গর্ভবঃ । তত্র শ্রীনরসিংহস্ত
ক্ষেত্রং কুরু মমাজয়া ॥ ১০০ ॥ তত্র নঃ সন্নিধৌ
বাজিমেধেন যজ্ঞতামযম্ । সহস্রৈশ নৃপশ্রেষ্ঠৈস্তদন্তে
তরুণভূতম্ ॥ ১০১ ॥ দর্শয়েনং নৃপশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মরূপ-
মকলম্বম্ । চতস্রঃ প্রতিমাস্তেন বিশ্বকর্ম্মা স্টি-
যতি ॥ ১০২ ॥ তাসাম্প্রতিষ্ঠিতৌ ব্রহ্মা ব্রহ্মমেবা-

হইয়া শাক্য নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে কহিলেন,—
হে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহাবাজ । তোমার শ্রায় বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তি
পৃথিবীতে দুর্লভ ; অতএব নিশ্চয় তোমার মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক ॥ ৯২—৯৫ ॥ শঙ্কু এই কথা বলিয়া
রাজার নয়নপথ হইতে অস্তর্হিত হইলেন । পুনরায়
নারদকে বলিলেন যে, হে মহাভাগ ! ব্রহ্মভূ বাহ্য
আদেশ করিয়াছেন, আপনি তথায় অশ্বমেধযজ্ঞ
সম্পাদনপূর্বক কল্পনা করুন । সেই পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রটি বিষ্ণুর কলেবর-স্বরূপ, এবং তাহাতে যে
অস্তর্বেদী আছে, তাহা বিষ্ণুর হৃদয়স্বরূপ, আমি
তথায় সেই অস্তর্বেদী রক্ষা করিবার জন্য বিষ্ণুকর্তৃক
অষ্ট প্রকারে স্বাপিত হইয়াছি । সেই বেনীতির
আকৃতি শঙ্কুর শ্রায়, আমি তাহার অগ্রভাগে
দুর্গার সহিত নীলকণ্ঠ নামে অবস্থান করিতেছি ।
হে বিপ্রেক্ষ্য নারদ । আপনি এই নরপতিকে তথায়
নাইয়া যাউন । সেই নীলকান্তময় হরি নিশ্চয় ইদানীং
অস্তর্হিত হইয়াছেন ; অতএব আমার এই অল্পমতি-
ক্রমে সেখানে নরসিংহ দেবের ক্ষেত্র নির্মাণ কর ।
এই নৃপবর তথায় আমাদের সন্নিধানে সহস্র অশ্ব-
মেধযজ্ঞ সমাধা করুন । অনন্তর উহাকে নির্মল
ব্রহ্মরূপ অকৃত দৃষ্টি দর্শন করাত । বিশ্বকর্ম্মা এই
দৃষ্টিদ্বারা চারিটি প্রতিমূর্তি গঠন করিবেন, এবং
সেই প্রতিমূর্তিগুলির প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তথায় ব্রহ্ম-
স্বয়ং আশ্রয় করিবেন । এই নরপতি তরুণ

গমিষ্যতি । যদ্যপি কীর্ণশাশ্বতঃ স্যাদজিমেবৈবজন-
হরিম্ ॥ ১০৩ ॥ তিষ্ঠন্নসহস্রং বৈ তদন্তে লোকমি-
ষ্যতি । সমস্তজগতাধারঃ সর্বকল্মষনাশনম্ ॥ ১০৪ ॥
নারদঃ তদুমাংসায় দর্শনাদম্ববর্গদম্ । ন তন্ত চরিতং
বেত্তি ব্রহ্মা হং হং নারদ ॥ ১০৫ ॥ আজ্ঞাচুষ্ঠানতো
ভক্ত্যা প্রসীদতি স কেবলম্ । নারদোহপি মহাদেবঃ
প্রণিপত্য জগদগুরুম্ ॥ ১০৬ ॥ উবাচ প্রাজ্ঞলিভূত-
যদাদিষ্টং ত্বয়া প্রভো । পিতামহোহপি মামিখং
নির্দিদেশান্ত কল্পনম্ ॥ ১০৭ ॥ পিতামহশ্চ ত্বং নাথ
নো ভিন্নঃ পরমাশ্রয়ঃ । নৃপতেরন্ত ভাগ্যদ্বিরী-
দনী যৎকৃতে বিভো ॥ ১০৮ ॥ অগোচরাসৌ
মনসস্থযোগামপ্যমুগ্রহঃ । যৎপ্রসঙ্গেন তরণং ভবাক্কে-
রপি তুচ্ছতাম্ ॥ ১০৯ ॥ অচিন্ত্যমহিমা হেব ভগবান্
ভূতভাবনঃ । ন বুদ্ধিগোচরে ভক্তিধাবত্যা স্ত্রীমতে
হসৌ ॥ ১১০ ॥ চিত্রমত্র তু তিষ্ঠন্তি দেবা নরবরা-
দিভিঃ । সৃজোহপি লভতে মুক্তিমনায়াসেন কৰ্ম্মণা ॥
১১১ ॥ গব্যোপজীবা গোপ্যন্তা বনচারিগৃহোষিতাঃ ।

সহস্র বৎসর অবস্থিতিপূর্বক সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারা
ঐহিক পূজা করিলে নিম্পাপ হইবেন । তদনন্তর
নিখিল জগতের আশ্রয়, পাপরাশিবিনাশী, দর্শন
দ্বারা অপবর্গদাতা বিষ্ণুকে দাক্ষয়ীমূর্তিতে অব-
লোকন করিতে পারিবেন । সেই হরি-চরিত্র কি
ব্রহ্মা, কি আমি, কি তুমি, কেহই অবগত নহে ।
কেবল ভক্তিযোগে আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেই
তিনি প্রসন্ন হইবেন । নারদও জগদগুরু মহাদেবকে
প্রণিপাতপূর্বক প্রাজ্ঞলি হইয়া কহিলেন যে, হে
প্রভো ! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, পিতামহও
আমাকে এইপ্রকার ইহার কল্পনা করিতে নির্দেশ
করিয়াছেন । হে নাথ ! আপনি বা পিতামহ সেই
পরমাত্মা-বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহেন, তন্নিমিত্ত এই
নৃপতিরও ভাগ্যসম্পত্তি ঐদৃশী হইয়া উঠিয়াছে ।
আপনাদের (ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব) দেবজন্মের যুগপৎ
অমুগ্রহ মনের অগোচর বলিতে হইবে, বাহার
প্রসঙ্গে তুচ্ছতীল ব্যক্তির ভবলাগরতরণে সমর্থ
হইয়া থাকে । ভূতভাবন ভগবদ্বিক্রম মহিমা অচিন্ত-
নীয় । তিনি যে প্রকার ভক্তিতে স্ত্রীতীলাভ করেন,
তাঁহাও বুদ্ধির বিষয় হয় না । কি আশ্চর্য ! দেব,
কর্ত্ত কত দেবগণ ও প্রধান প্রধান নরগণ এই
ভুবনে অবস্থিতি করিলেও অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি
কল্যাণে কৰ্ম্ম দ্বারা বিষ্ণুসঙ্কোচোৎপাদনপূর্বক
মুক্তিলাভ করিয়াছেন । সেই সকল গব্যোপজীবা

অরপ্যজীবনাঃ প্রাপ্তমুক্তিঃ কামোপভোগতঃ ॥ ১১২ ॥
ঐহিকনিরন্তরঃ প্রাপ শিবপালঃ সত্যসুত্রে । ব্যাধো
হৃদয়বিধা গতিঃ প্রাপ সুহৃদভাম্ ॥ ১১৩ ॥ বহা-
কবং গৃহং নীরা কুজ্যেনঃ বৃদ্ধজে পুরা । যং দ্যামি-
লয়মাশ্রয় লভন্তে ন সুরস্রিয়ঃ ॥ ১১৪ ॥ চণ্ডালায়
দদৌ মুক্তি দূরহায়াপি নো পুনঃ । আসন্নাত্তি-
ভক্তায় শ্রোত্রিয়ায় পুরা বিভূঃ ॥ ১১৫ ॥ মায়াভি-
কয়েৎ ত্বাং হি পিতামহমপি প্রভুঃ । তিষ্ঠন্তি হুঃ-
বহ্নীপোভির্দেহবন্ধনাঃ ॥ ১১৬ ॥ গোতমাদ্যা
ব্রহ্মচর্যানিষ্ঠা কল্মাস্তবাসিনঃ । ঈদৃকৃতাৎকপরিচ্ছেদ-
গোচরং নাস্তি চেষ্টিতম্ ॥ ১১৭ ॥ ব্যাবসায়েন বহ্নী
কালেন মহতা তথা । নির্নেতুং শকাতে নাস্তি চরিতং
বা সুরমেবস ॥ ১১৮ ॥ উপায় বহবঃ সন্তি যে শাস্ত্র-
পরিনিষ্ঠিতাঃ । বিহ্বাঃ যোচনায়েহ বহনন্তে যতন্তি
বৈ ॥ ১১৯ ॥ সর্বেষামুত্তমোপায়ো বসতিঃ পুরুষো-
ত্তমো । অবশ্যঃ স্বামিসামুজ্যঃ প্রাপয়েৎ সুখা
যথা ॥ ১২০ ॥ তদেনং মাযিনং প্রাপুঃপায়ো নাস্তি-

গোপিকাগণ পর্ণকুটীরাদিতে অবস্থানপূর্বক অরণ্যে
কলমুল দ্বারা জীবন ধারণ করত একমাত্র কামোপ-
ভোগ দ্বারাই মুক্তিলাভ করিয়াছেন । হৃদান্ত শিব-
পাল নিরন্তর স্রোহ প্রকাশ করিয়াও তাঁহাকে সত্য
মধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ব্যাধও হৃদয় বিদ্ধ
করিয়াও অতি দুর্লভগতি লাভ করিল । পূর্বকালে
কুজী বহ্নীকবর্ণপূর্বক গৃহে লইয়া উপভোগ করিতে
সমর্থ হইল ; কিন্তু সুরস্রীরা যাবজ্জীবন নিরন্তর ধ্যান
করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হন নাই । পূর্বকালে তিনি
দূরস্থিত চণ্ডালকেও মুক্তি দান করিলেন ; কিন্তু
আসন্ন ও অতি ভক্ত শ্রোত্রিয়কেও বন্ধনা করিয়া-
ছেন । সেই প্রভু মায়াদ্বারা আপনাকে ও পিতা-
মহকে বন্ধনা করেন, গোতমাদি স্বয়ংগণ ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বনপূর্বক তাঁহার তপস্তা করেন, অথচ তদ্বারা
বহ্নীখনিয় দেহবন্ধনধারণে কল্মাস্তবাসী হইয়া
আছেন । অধিক কি বলিব, অতিশয় বুদ্ধিমান
ব্যক্তিরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত 'চেষ্টি' করিয়াও প্রভুর
চরিত্রনির্ণয়ে শক্ত হন না । যদিও জ্ঞানিগণের
মুক্তির নিমিত্ত শাস্ত্রোক্ত যে বহুবিধ উপায় রহিয়াছে,
তাঁহা দ্বারা যোক্তের পথ অল্পসরণ করা যায়, তথাচ
সেই সমুদয় উপায় অশেষ একমাত্র পুরুষোত্তম-
কেহে বাস করাই প্রধান উপায় ; এই উপায়টি
কবীর সখার দ্বারা নিশ্চয়ই স্বামি-সামুজ্য—অর্থাৎ
(বিষ্ণুসামুজ্য) লাভ করিয়া দেন, অতএব মায়াবী

রীরকঃ ।০ স্বয়ং বিধায় হরিণা কৈবাসঃ সুরকিতঃ ।
ইন্দ্রহাসপ্রসঙ্গেন জায়তে সার্বলৌকিকঃ । তদাভ্যাপয়
দেবেশ গৃহীত্বনঃ বলাবিতম্ ॥ ১২১ ॥ উপত্যকায়াং
সংস্থাপ্য দীক্ষয়িত্বা মহাক্রতো । অগমিষ্যামি পাদাঙ্ক-
সমীপস্তে বৃষধ্বজ ॥ ১২২ ॥ জৈমিনিকবাচ । তথৈ-
ত্যুত্বা মহাদেবঃ কণাদমুদধে মূনে । সোহপি
রাজো রথে তিষ্ঠন্ প্রযযৌ ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১২৩ ॥
ষেতীয়েহহি কপোতেশহলীমাসেদিবান্ নৃপঃ ।
দৈর্ঘ্যায়ামসমাবৃত্তাং জলধারজমাঙ্কলাম্ ॥ ১২৪ ॥
বিশেষপূর্বসীমায়াং সমুদ্রতটমাস্থিতঃ । সেনাবা য়
যোগ্যাং তাং মজ্জিগা সন্নিবেদিতাম্ ॥ ১২৫ ॥ যথাস্থানং
যথাযোগ্যাং স্থাপয়িত্বা নৃপোদ্যনঃ । বিশেষবৎ কপো-
তেশঃ নমস্কৃত্য প্রপূজ্য চ ॥ ১২৬ ॥ রথমাস্থায়
মতিমান্ সহিতো ব্রহ্মহনুনা । মনসা বচসা বিষ্ণু-
নীলাচলনিবাসিনম্ । চিন্তয়ন্ কীর্তয়ন্ বিপ্রা জগাম
সন্নিধিং হরেঃ ॥ ১২৭ ॥

ইতি জৈমিনে ইন্দ্রহাসশ্লোকান্নকাননগমনঃ
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

বিষ্ণুকে পাটবার নিমিত্ত এই এক বিশেষ উপায়
রাহিয়াছে । হবি, স্বয়ং ই কৈবরূপ বাসস্থান
পূর্বক অতি যত্নের সহিত বন্ধা করিতে
এইকালে ইন্দ্রহাস নবপালের প্রসঙ্গে এই ক্ষেত্রটী
সকল লোকেরই বিদিত হইতেছে । অত-
এব হে দেবেশ্বর বৃষধ্বজ । আপনি অনুমতি
করুন, আমি ইহাকে 'সৈসন্তে' সেই নীল পর্ব-
তের উপত্যকাভূমিতে সংস্থাপনপূর্বক মহাযজ্ঞে
দীক্ষিত করিয়া পুনরায় জীচরণসমীপে আগ-
মন করি । (জৈমিনি কহিতেছেন) সেই দেবদেব
মহাদেব নারদকে অনুমতি প্রদান করিয়া তাঁহার
সমীপে সহসা অন্তর্ধান হইলেন । এবং সেই ঋষিও
রাজ্যরথে আবোহণপূর্বক উত্তম ক্ষেত্রধামে প্রয়াণ
করিলেন । দ্বিতীয় দিবসে তাঁহারা কপোতেশ্বর
শিবের ভবনে উপনীত হইলেন, এই স্থলটী দীর্ঘ ও
প্রশস্ত এবং বিবিধ বৃক্ষশ্রেণী ও জলাশয়সমূহে মনো-
হর । উহার পূর্বসীমায় সমুদ্রতটে বিশেষর নামে
এক শিব আছেন ; হে বিজগৎ ! রাজমজী এই
স্থানের সৈকতিবাসযোগ্যতা আবেদন করিলে নর-
দেব যথাযোগ্যস্থানে সকলকে স্ব স্ব মর্যাদানুসারে
সংস্থাপনপূর্বক কপোতেশ নামে বিশেষরকে নম-
স্কার ও পূজা করিয়া ব্রহ্মপুত্র নারদের সহিত

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । কপোতেশহলী সা হি কথং খ্যাতা
মহামুনে । কো বা কপোতঃ কশ্চেন এতম্মো ব্রহ্ম-
মহসি ॥ ১ ॥ জৈমিনিকবাচ । পুরা কুশলী সা
হি অসেব্যা সন্নিজন্ততিঃ । তীক্ষ্ণধারৈঃ কুশাগ্রৈশ্চ
পবিতঃ কণ্টকৈশ্চিত্তা ॥ ২ ॥ নিস্তকর্নির্জলাধারা
পিশাচবসতির্যথা ॥ ৩ ॥ যথাপূর্বং ভগবতে নাভ্যো
দেবো হি পূজাতে । পূজ্যঃ শ্রামহমপ্যেবং স্পর্শা-
সীদুঃস্তুতা ॥ ৪ ॥ চিন্তয়মিতি তন্ত্বেব বিবেচ-
ভক্তৌ মৎ দধৎ ॥ ৫ ॥ সর্বনিবিষয়ে দেশে স্থিহাং
নিম্পরিগ্রহঃ । শুমহতপ আস্থায় তোষয়িষ্যামি তং
হরিম্ । কিং বা দেয়ং রমেশায় স্তুতিঃ কা শারদা-
পতেঃ । সর্বব্রহ্মাণ্ডনাথস্ত কিমন্তুভূটিকাবণম্ ॥ ৬ ॥

বখাবোহণে মনোবাকে সেই নীলাচলনিবাসী
বিষ্ণুকে চিন্তন ও কীর্তন কবিতো কারণে হরিসরি-
ধানে গমন কবিলেন । ১৬—১২৭ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

মুনিনা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে জৈমিনে ।
সেই কপোতেশহলী নামটী কি জন্ত বিখ্যাত হইল
এবং কপোত ও তাহার ঈশই বা কে ? এ সকল
বিষয় আপনি আমাদিগকে বলুন । জৈমিনি বলি-
লেন,—পূর্বকালে একটা সুপ্রসিদ্ধ কুশলী ছিল,
উহাতে সকল জন্তই বাস করিত, অতি তীক্ষ্ণধার
কুশাগ্র এবং বহুতর কণ্টক দ্বারা এই স্থলটীর চতু-
দ্দিক্ বেষ্টিত ছিল । উহাতে বৃক্ষ ও জলাশয় ছিল
না, পিশাচগণের বাসযোগ্য স্থান বলিয়া বিবেচনা
হইত । একদা দেবেশ্বর ধৃজটি মনে এই অভিনাষ
করিলেন যে, যেন একমাত্র ভগবান ব্যতীত পূর্বে
আর কোন দেবতাই পূজ্য ছিলেন না, আমিও
এখন সেইরূপ পূজনীয় হইব । মহাদেব এই প্রকার
চিন্তা করিয়া সেই ব্রহ্মর ভক্তিবিশয়ে এইরূপ
সংকল্পপূর্বক মনোনিবেশ করিলেন । আমি অপর-
পর আকাক্ষা পরিত্যাগপুরঃসর বিষয়শূন্যদেশে
অবস্থান করিয়া একমাত্র মহতী তপস্বী অনুষ্ঠান-
দ্বারা সেই হরিকে সন্তুষ্ট করিব । তিনি স্বয়ং লক্ষী-
পতি, অতএব তাঁহাকে দেয় বস্তুই বা কি ? তিনি
স্বয়ং বাক্যপতি, তাঁহার স্তুতি করিবই বা কি ? এক

তদ্বিধাবাদবন্ধনাদুপাধোক্তোহন্তি তন্ত বৈ । অস্ত-
ধাগং সমাহার নির্যালোকেন চেতসা । তত্তেভ্য
আত্মপদং চরাচরগুণং হরিশ্চ । আরাধয়িত্যে
সর্ববিধাং পূজাং স্তাং তুংপ্রসাদিতঃ ॥ ৭ ॥ তত
ইত্যভিসম্ভায় যযৌ পুণ্যং কুশস্থলীম । সমীপে
নীলগোত্রস্ত সর্বদম্ববিকর্জিতাম ॥ ৮ ॥ তত্র তেপে
তপস্তীত্রঃ বায়ুভক্ষ্যা মহেশ্বরঃ । কপোত ইব
স্থম্বোহুদুদষ্টমূর্তিরপি প্রভুঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ প্রসন্নো
ভগবান্ ঐশ্বর্যং প্রদদৌ তদা । যেনাতুল্যঃ
সজাতঃ পূজাসম্মাননাদিষু ॥ ১০ ॥ তপঃপ্রভাবাত্ত-
স্তাসীৎ স্থলী বৃন্দাবনোপমা । সরস্তুভাগসরসী-
নদীভিঃ শোভিতাস্তরা ॥ ১১ ॥ নানাক্রমৈর্লতাভিষ্টি
সর্বভুজলপুষ্পকৈঃ । মধুমত্তদ্বিরেকাণাং বন্ধারমুখরা-
শয়া । নানাপক্ষিগণাকীর্ণা সর্বজন্তুসুখাবহা ।
কপোতসদৃশো জাতো যতঃ স তপসা শিবঃ ।
মুরারেরাজয়া যত্র কপোতেশ্বরতাং গতঃ ॥ ১২ ॥
তদাজয়াত্র বসতি যুভাত্তা ত্র্যম্বকঃ সদা ॥ ১৩ ॥

তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, তাঁহার অস্ত্রই বা কি
আর তুষ্টির কারণ? অতএব ভগবানের সম্ভোষের
কারণ যে অস্ত্রধাগ, তাহাই একচিত্তে আশ্রয় করিয়া
তত্ত্বগণে আত্মসমর্পক সেই চরাচরগুণ হরির আরা-
ধনা করিব, তাহাতেই আমি তাঁহার প্রসাদে সক-
লের পূজনীয় হইব । অনন্তর এইরূপ স্থির করিয়া
তিনি নীলপর্কতসাম্রহিত বিরোধশূন্য পুণ্যভূমি কুশ-
স্থলীতে উপনীত হইলেন । মহেশ্বর তথায় বায়ুমাত্র
ভোজনপূর্বক তীর তপস্তা করিতে লাগিলেন ।
এই শুলদৃষ্ট অষ্টমূর্তি হইয়াও তদানীং তপস্তায়
কপোতের স্থায় স্থায় হইয়াছিলেন । তৎকালে
তাহাতে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া শিবকে এমন ঐশ্বর্য
দান করিলেন, যাহাতে পূজা ও সম্মানাদি সমুদায়
তাঁহার সদৃশ লাভ করেন, মহাদেবের তপঃপ্রভাবেই
কুশস্থলী বৃন্দাবনসদৃশ এবং সরোবর তড়াগ ও
নদীর দ্বারা সুশোভিত এবং নানাবিধ তরুলতা,
সমস্ত ঋতুজাত ফল পুষ্প, মধুমত্ত ভ্রম-নিকরের
বন্ধার, ও বিবিধ বিহঙ্গমকূলে পরিপূর্ণ হইয়া সর্ব-
প্রাণীর সুখজনক হয়েন । শিব তপস্তা দ্বারা কপো-
তের স্থায় স্থায়শরীরী হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত
মুরারিপুর আত্মাক্রমে “কপোতেশ্বর” এই আখ্যা
লাভ করিলেন, এবং তাঁহার অল্পমতিতে সর্বদাই
মর্ত্যলী পমতিব্যাধারে মুক্ত দেব এখানে অবস্থান

বেহর্কয়ন্তি কপোতেশঃ স্ববন্তি প্রণয়ন্তি চ । বিধৃত-
কল্যানে বৈ প্রয়াস্তি পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪ ॥ অপরক
প্রবক্ষ্যামি বিবেশমহিমাং দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ পাতাল-
বাসিনঃ পূর্বং দৈত্যা ভিষ্মা মহীতলম্ । উপজবন্তি
ভুলোকং ভক্ষয়ন্তি জনাস্তথা ॥ ১৬ ॥ ভারবভার-
গার্থীয় দেবকীগর্ভসম্ভবঃ । পালয়ামাস পৃথিবীং যদা
স ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥ যাদবৈঃ পাণ্ডবৈঃ সর্ধৈঃ
তদা তৎস্থলমাগতঃ । তীর্থরাজস্ত সলিলে স্নাত্বা
তং নীলমাববম্ । দূরাৎ প্রণম্য মনসা দৈত্যা-
দ্যারমুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥ দৃষ্ট্বা তদ্বিবরং ঘোরমপ্রবেশ্ত
মানবৈঃ । ভ্রাস্ত্যা স মোহয়ন্ লোকান্ প্রথয়ন্ শিব-
পূজ্যতাম্ ॥ ১৯ ॥ বৈদ্যং ফলং সমাদায় তত্রাবাহ
ত্রিলোচনম্ । পূজয়িত্বা পুরারাতিং তুষ্ঠাবাহক-
নাশনম্ ॥ ২০ ॥ শ্রীভগবান্নবাচ । নমস্তে ত্রিগুণাতীত
গুণত্রয়বিভাগকৃৎ । ত্রয়ীময় ত্রয়াতীত ত্রিকালজ্ঞানিনে
নমঃ ॥ ২১ ॥ শশিস্বর্য্যগ্নিনেত্রায় ব্রহ্মণ্যায় বরাহ্মণে ।

করিতেছেন । ১—১৩ । যাহারা কপোতেশ্বর শিবকে
অর্চনা ও স্তুতি প্রণতি করেন, তাঁহারা নিম্পাপ হইয়া
পুরুষোত্তমগমনে সমর্থ হন । হে দ্বিজগণ ! আরও
বিবেশ্বর শিবের মহিমা বলিতেছি শ্রবণ কর । পুরা-
কালে যে সময়ে পাতালবাসী দৈত্যাগণ মহীতল ভেদ
করত দ্বার নির্মাণপূর্বক ভুলোকে আসিয়া বিবিধ
উপজবসহকারে জনসমূহকে ভক্ষণ করিতে লাগিল,
সেই সময়ে ভগবান্ ভূতারহরণনিমিত্ত দেবকী-
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।
একদা তিনি যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত সেই স্থলে
(ক্ষেত্রে) উপস্থিত হইয়া তীর্থরাজ সমুদ্রের জলে
স্নানান্তর সেই নীলমাববকে মনে মনে প্রণাম করত
সেই দৈত্যদ্বারে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন,
দৈত্যদিগের দ্বারবিবরটী অতি ভয়ানক, উহাতে
মানবগণের প্রবেশে সাধ্য নাই, সুতরাং তিনি
লোকদিগকে ভ্রাস্তি দ্বারা মোহিত করিয়া এইটাই
প্রকাশ করিলেন যে, এইস্থানে দেবদেব শিবকে
পূজা করিতে হয় । অনন্তর একটী বিশ্বকল
আনয়ন করত ত্রিপুর ও অন্ধক দৈত্যনাশক ত্রিলো-
চনকে আবাহনপূর্বক তাহার দ্বারা পূজা করিয়া স্বব
আরম্ভ করিলেন যে, হে শিব ! আপনি ত্রিগুণরহিত
অখণ্ড গুণত্রয়কে বিভাগ করিয়াছেন । আপনি
বেদত্রয়রূপী, অখণ্ড বেদবাহু ; এবং আপনি ভূত
ভবিষ্যৎ বর্তমান এই কালত্রয়ের জ্ঞাতা, আপনাকে
নমস্কার করি । হে শিব ! চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি, ইহারা

অষ্টমোহধ্যায়নিধানং তৃত্যমষ্টাঙ্কেন নমঃ ॥ ২২ ॥ যন্ত
রূপং ক্রমঃ পারে তমোনাশনমব্যয়ম্ । অজ্ঞানানাং
তমস্কিন্তনং তস্মৈ বিতমসে নমঃ ॥ ২৩ ॥ এবং স্বয়াম্-
নাশনং ত্বাং স ভগবান্ প্রভুঃ । তন্ত প্রসাদাদিবরং
সুপ্রবেশমদৃষ্টত ॥ ২৪ ॥ তেন মার্গেণ পাতালং
সমৈকোহভ্যগম্য প্রভুঃ । হুয়া তত্র বলোদগ্রান্
দৈত্যান্ ভাষ্যভারণঃ ॥ ২৫ ॥ পুনরাগত্য তত্রৈব
স্থিহা স বৃষভধ্বজম্ । সম্পূজ্য ভগবান্ দ্বার-রক্ষায়ৈ
স্থাপয়ন্ শিবম্ ॥ ২৬ ॥ ইদমাহ মহাবৃদ্ধিক্রিবস্তো
গদাধরঃ । ধূৰ্জটে তিষ্ঠ প্রাসাদে কদানোহসু-
নির্গমম্ ॥ ২৭ ॥ হৃদন্তঃ কঃ ক্রমঃ শস্তো কৰ্ণ-
বলনাশনে । স্থাপয়িত্বা মশাদেবং ততো দ্বারবতীং
যকৌ ॥ ২৮ ॥ ততঃ প্রভৃতি বিশেষঃ পৃথিব্যাং
ধ্যাতিমাগতঃ । পূৰ্বাবধিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কেত্বাজন্ত
তো বিজ্ঞাঃ ॥ ২৯ ॥ তং দৃষ্ট্বা পাপহন্তারং মৃতানী-

আপনার নেত্রদ্বয়, আপনি ব্রহ্মণ্যস্বরূপ ও পবনাত্মা,
আপনি অগ্নিাদি অষ্টৈশ্বর্যেব ঈশ্বর, এবং আপনি
এই পৃথিব্যাগ্নি অষ্টমূর্তি ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে
নমস্কার করি। হে শিব। আপনার স্বরূপ অব্যয় ও
হমোঙ্কণের পারে অবস্থিত অথচ তমোঙ্কণনাশক,
সুহৃদা অজ্ঞানজনের তমস্কেদক, তমো-
আপনাকে নমস্কার করি। এই প্রকারে সে, যত
ভগবান্ আপনাকে আপনি স্তুত করিয়া সেই শিব-
ব্রহ্মের অন্তর্গত উল্লিখিত বিবরণী স্বরূপ প্রবেশযোগ্য
হইয়াছে দেখিলেন। প্রভু সেই পথ দ্বারা সমস্ত
পাতালতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথায় বলদর্পিত
দৈত্যগণকে বিনাশ করত ভূতাব লাঘব করিয়া
পুনরায় সেইস্থানে আসিয়া অবস্থানপূর্বক বৃষভধ্বজকে
পূজা করিলেন। এবং সেই দ্বার অববোধেব
নির্মিত প্রাসাদ নির্মাণপূর্বক ভগবান্ মহাদেবকে
তথায় স্থাপনা করিয়া ভক্তিবশ্ত মহাবৃদ্ধি গদাধর
এই কথা বলিলেন যে, হে ধূৰ্জটে। আপনি
অনুরূপের এই নির্গমপথ অবরোধপূর্বক এই
প্রাসাদে অবস্থান করুন। হে শস্তো। কৰ্ণবল-
বিনাশে আপনি ব্যতিরেকে কে আর সমর্থ
আছে? ভগবান্ হৃষীকেশ ভূতভাবন ভবানী-
পতিকে এই প্রকারে স্থাপন করিয়া দ্বারবতী
পূজাতে গমন করিলেন। সেই অবধি পৃথিবীমধ্যে
কিঞ্চিৎকর মহাদেব বিশেষর নামে ধ্যান লাভ করি-
লেন, বিজ্ঞান। এই বিশেষ শিব কেত্বামের
পূজার ফলস্বরূপ করিয়া আসিলেন। জনগণ সেই

পতিমব্যয়ম্ । সর্বান্ কামানবাগ্নোক্তি বিপত্তিঃ
হুস্তরাঃ জয়েৎ ॥ ৩০ ॥ কপোতবিশেষবরমোহিতাভ্যং
কথিতস্ত বঃ । অতঃ পবং ॥ ৩১ ॥ মুময়ঃ কিমজ্ঞো-
তুমিচ্ছথ ॥ ৩২ ॥

ইতি ত্রীকালে কপোতেশ্বর পর্বোপাখ্যান-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

মুনঃ উঃ । বধমাক্রম্য তৌ যাতৌ যদা নারদ-
পার্শ্ববৌ । ক যাতৌ চক্রতুঃ কিংবা তন্নৌ বদ
মহামুনে ॥ ১ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । সাক্ষিৎ বিদ্যাপতিনা
পুরোহিতকনীয়সা । কেত্বাভে নীলকণ্ঠ সমীপ-
মুপজগ্মতুঃ ॥ ২ ॥ হুর্নিমিত্তমভ্যার্গে ব্রজতোহস্ত
মহীকিতঃ । বামাক্ষিকৃৎকয়োঃ সাক্ষিঃ সুরগণ
মুহর্মুজঃ ॥ ৩ ॥ তদৃষ্ট্বা নৃপশ শুলো বিষাদমুপসেদিবান ।
পপ্রচ্ছ কাবণকাস্ত সর্বজ্ঞাননিধিঃ মুনিম্ ॥ ৪ ॥

পাপহন্তা অব্যয় মৃতানীপতিকে দর্শন করিলে হস্তব
বিপৎসাগর উল্লীর্ণ হইয়া সমুদয় অভিলষিত লাভ
করেন। এই আমি তোমাদিগের নিকট কপোত
ও বিশেষবেব মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম। মুনিগণ।
অতঃপব তে আর কোন বিষয় শ্রবণ করিতে
অভিলাষী হইয়াছ : - ৪—৩১ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহামুনে
জৈমিনে। যৎকালে সেই নরপতি ও নারদস্বরূপ
বধাবোহনপূর্বক প্রয়াণ করিলেন, তদানীং তাঁহার
কোথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কি কার্য সম্পা-
দন করিলেন, তাহা আমাদিগকে বলুন। জৈমিনি
কহিলেন,—তাঁহার সেই পুরোহিতাত্মজ বিদ্যাপতির
সহিত কেত্বামের সীমায় নীলকণ্ঠের নিকটবর্তিতলে
উপস্থিত হইলেন। রাজার গমনসময়ে পশ্চিমধ্যে
কতকগুলি হুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার
তৎকালে বামচক্র ও বামবাহ একদা স্পন্দিত হইতে
লাগিল। নৃপবর তাহা দর্শন করিয়া বিষাদ প্রাপ্ত
হইলেন এবং এই হুর্নিমিত্তের কারণ কি? ইহা সর্ব-
জ্ঞানসম্পন্ন মুনির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অব্যাহতঃ মে সাম্রাজ্যঃ শান্তঃ কেজোত্তমস্থিৎ ।
দর্শনার্থে মাধবস্ত যাত্রেয়ঃ তু শুভাবহা ॥ ৫ ॥ অকার্য্যঃ
মে শুভবেদ্য কিং মূনে ক্রাহি তত্ত্বতঃ । শান্ততে
বামনেত্রিঃ তু কুরতে তু ভুজোহসকৎ ॥ ৬ ॥ তক্ষুহা
নারদঃ প্রাহ ভাবিকার্য্যঞ্চ সূচয়ন্ । আবয়ন্ কুশলং
বাক্যং যত্নকং পদ্মযোনিম ॥ ৭ ॥ নারদ উবাচ ।
মা ভূমিষাদন্তে ভূপ সবিয়ং প্রায়শঃ শুভম্ । বিদ্যাস্তে
চ শুভং পুংসাং পুনর্ভাগ্যবতাং নৃপ ॥ ৮ ॥ সত্যং
ত্বং সার্বভৌমোহসি কেত্রঃ বিকোর্বপুষ্টিদম্ ।
যাত্রা চ তে যদর্থ্যেয়ং যোহন্তর্দানমুপাগমৎ ॥ ৯ ॥
এষ বিদ্যাপতিবিপ্রো দিনে যস্মিন্দদর্শ তম্ । সাং-
কালে ততোহন্ত্রোহ্যঃ স্বর্ণবালুকগাতঃ । যযৌ
পাতালনিলয়ং মর্ত্যালোকে স্তূর্ণভঃ ॥ ১০ ॥ জৈমিনিক-
বাচ । তক্ষুহা ঘোরবচনং বজ্রঘাতসমং নৃপঃ ।
পপাত ধরণীপৃষ্ঠে নিঃসন্তোহসৌ দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১১ ॥
তং তথা পতিতং দৃষ্ট্বা পুরোহিতপুরোগমাঃ । দ্বিধাঃ

সখ্যঃ সর্কে তে হাহাকারমুপাগবন্ ॥ ১২ ॥ কপূর-
নীতলঃ বারি মুখে নিকল পুনঃপুনঃ । চন্দনাচু-
কত্বরীঃ সর্বাঙ্গং লিলিপুচ্চ তে । চামরৈকানবৃক্কেচ
বীজয়ামানুরাগে তম্ ॥ ১৩ ॥ নারদোহপি সস্তুতো
ধারায়ন্ যোগধারণাম্ । প্রাণান্ ররক্ষ নৃপজ্যোত্সনম্
তস্ত শুভায়তিম্ ॥ ১৪ ॥ সোহপি রাজাচিরায়ং সংজ্ঞাং
নেভে যত্নৈরমৃতমৈঃ । উন্মায় পাদয়োর্বিক্রা নারদস্ত-
পতৎ পুনঃ ॥ ১৫ ॥ কিমকার্য্যং মূনে পাপং কশ্মিন্
জগ্নাস্তরে দৃচম্ । যন্ত পাকদশায়াং হি হুঃখমাসীৎ
সুদাক্ষণম্ ॥ ১৬ ॥ কশ্মণা মনসা বাচা নো দ্বিজানাং
গবামপি । নাপরাধঃ কৃতঃ কশ্চিৎ স্বপ্নেহপি মূনি-
পুঙ্গব ॥ ১৭ ॥ নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং কশ্ম যৎ
পরিকীর্তিতম্ । রাজস্তুম্মনিশাঙ্গুল ন ত্যক্তং বে মম
কচিৎ ॥ ১৮ ॥ দেবতাতিথিবৃদ্ধানাং পিড়ণাঞ্চ মহামুনে ।
তথাক্রিতানাং বন্ধুনাং নাপমানঃ কতো ময়া ॥ ১৯ ॥
পকাশদপরাধা যে বিকোর্বৈ মূনিপুঙ্গব । ত্যক্তঃ

হে মূনে ! আমার সাম্রাজ্য অব্যাহত আছে এবং এই
কেজোত্তম শান্তভাবে অবস্থিত দেখিতেছি, অপিচ
মাধবদর্শনার্থে যে যাত্রা করা হইয়াছিল, তাহা ও ত
শুভশংসিনী বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল বটে, তবে
এখন ইহাতে কি জন্ত কি অনিষ্ট না জানি ঘটিবেক,
তাহা আপনি ষথার্থরূপে বর্ণন করুন । নারদ ইহা
শ্রবণান্তে ভাবিকার্য্য সূচনা করত ব্রহ্মা বাহা কহি-
য়াছেন, সেই কুশলবাক্যের সহিত কহিতেছেন,—
হে ভূপ ! আপনি বিষম হইবেন না । শুভকার্য্য
প্রায়ই বিষমভুল, অতএব ভাগ্যবান পুরুষদিগেরও
অগ্রে বিষ উপস্থিত হইয়া পুনরায় শুভ জন্মিয়া
থাকে । সত্য বটে, আপনি সকল সাম্রাজ্য মুখে
রাখিয়াছেন এবং এই কেত্র ও বিকুশরীর
অবিকৃত আছে ; কিন্তু যার নিমিত্ত আপনার এই
যাত্রা করা হইয়াছে, তিনিই অন্তর্দানপ্রাপ্ত হইয়া-
ছেন । এই বিদ্যাপতি বিপ্র যে দিন তাঁহাকে দর্শন
করিয়াছিলেন, তৎপরদিনে সাংকালে তিনি স্বর্ণ-
বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া পাতালনিলয়ে গমন
করিয়াছেন ; স্তূর্ণভঃ এখন আর এই মর্ত্যালোকে
তাঁহার দর্শন দুর্লভ । জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজ-
গণ ! নরপতি সেই বজ্রঘাত সদৃশ ঘোরতর বাক্য
শ্রবণে চৈতন্তশূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন ।
অনন্তর তাঁহাকে তক্ষুহাভাবে অবস্থিত দেখিয়া
পুরোহিতপ্রভৃতি সকল আত্মীয় বন্ধুগণ হাহাকার

করিতে লাগিলেন এবং কপূরসুবাসিতজল পুনঃপুনঃ
মুখে সেচন করিয়া চন্দন অঙ্কুর কত্বরী প্রভৃতি গন্ধ-
দ্রব্য সকল সমুদয় অঙ্গে লেপন করিয়া দিলেন এবং
অতি সত্বর-ভাবে চামর ও তালবৃন্ত দ্বারা তাঁহাকে
বীজন করিতে লাগিলেন । নারদও অতি সস্তুমে
যোগধারণপূর্বক নৃপতির উত্তরকালের শুভ নিশ্চয়
জানিয়া তাঁহার প্রাণাদি ইন্দ্রিয়গণকে রক্ষা করিতে
লাগিলেন । কিছুকাল পরে নরপতি বহুবিধ যত্ন
দ্বারা চৈতন্ত প্রাপ্ত হইলেন । হে দ্বিজগণ ! অনন্তর
তিনি গাঁত্রোথান করত সর্বত্র নারদঋষির পদতলে
পুনরায় পতিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে
কহিতে লাগিলেন,—হে মূনে! আমি কোন, জগ্নাস্তরে
কি ঘোরতর পাপ করিয়াছিলাম ? যাহার পরিপাক-
দশায় ঈদৃশ দাক্ষণ মনস্তাপ পাইতে হইল ? হে
মূনিবর । কি কার দ্বারা, কি বাক্য দ্বারা, কি মনো-
দ্বারা কখনই গো, অথবা ব্রাহ্মণের নিকটে স্বপ্নেও
কোন প্রকার অপরাধ করি নাই । হে মূনিশ্রেষ্ঠ !
কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য ইত্যাদি যে
সকল কর্ম নরপতিদিগের কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে
উল্লিখিত আছে, আমি কখনই তাহার কিছুই পরি-
ত্যাগ করি নাই । হে মহামুনে ! দেবতা, অতিথি,
বৃদ্ধ, পিড়গণ, বন্ধুবর্গ ও আশ্রিত ব্যক্তি সকল
ইহাদের কদাচ আমি অপমান করি নাই । হে
মূনিপুঙ্গব ! বিকুশিষ্যক যে পকাশদপরাধ নিদ্রিষ্ট

অবস্থায় তে সর্ব্ব জ্ঞান ইব মনোরংগাঃ ॥ ২০ ॥ কিং
ভাগ্যং চরিতং তেন পুরোহিতকনীয়সা । যচ্চক্ষ-
চক্ষুঃ দৃষ্টো ভগবান্ নীলমাধবঃ ॥ ২১ ॥ কিমর্থ-
রাজ্যবিভ্রংশো জানতৈব যথা কৃতঃ । যাত্রাসময়
এবৈতৎ কথং বা ন প্রকাশিতম্ ॥ ২২ ॥ কিমর্থ-
শ্রোত্রিয়গণাং বা স্থানভ্রংশো ময়া কৃতঃ । কথমেতিঃ
পরিত্যক্তান্তিরাং সমুত্তমময়ঃ ॥ ২৩ ॥ আবংশ-
ভূতেরুত্তিষ্ঠা প্রজাতিঃ পরিপালিতা । মদর্থং বা
পরিত্যক্তা জীবিব্যন্তি কথমুতাঃ ॥ ২৪ ॥ প্রাণায়
ধারণিব্যামি ন ত্রক্ষ্যামি যদা হরিম্ । এষ মে নিশ্চয়ো
ব্রহ্মণ ময়ি নষ্টে কৃতঃ প্রজা ॥ ২৫ ॥ যুনে সদা
সকলরূপঃ মাং শাস্ত্রীঃ শুভাশুভম্ । সাম্প্রতং মৎ-
সুতং নীলা মালবেষভিষেচয় । স পার্শ্বয়তু স্তায়েন
ন শোচন্ত ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৬ ॥ বাজানো যে
সমাস্তাত্তে সর্ব্ব ময়িদেশতঃ । মৎসুনোরীলবেশস্ত
প্রসাদে বচনে হিতাঃ ॥ ২৭ ॥ প্রায়োপবেশবিধিনা

আছে, আমি অতি যত্নের সহিত তাহাদিগকে ত্রুণ
সর্পের স্থায় পরিত্যাগ করিয়াছি। অহো সেই
পুরোহিতের কনিষ্ঠ বিদ্যাপতিব কি ভাগ্য, যেহেতু
তিনিই চক্ষুচক্ষুদ্বারা ভগবান নীলমাধবকে দর্শন
করিয়াছেন। হে মুনিবর! আপনি জানিয়া-
কি নিমিত্ত আমাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন, এবং কি
জন্তই বা আপনি যাত্রা-সময়ে এ সকল বিষয় প্রকাশ
করিলেন না? হায়! আমি কি জন্তই বা ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রোত্রিয়গণের স্থানভ্রংশ করিলাম। আহা! কি
নিমিত্ত বা ইহারা চির-সমুত্ত বাসভূমি পরিত্যাগ
করিলেন? অহো! প্রজাগণ, বংশের উৎপত্তি
হইতে এ কাল পর্যন্ত যে সকল বৃত্তি ভোগ করিয়া
আসিয়াছেন, আমার নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগ করিয়া
এখন তাঁহারা কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন? হে
ব্রহ্মণ! আমি যদি হরিসন্দর্শনেই বঞ্চিত হইলাম,
তবে আর প্রাণধারণ করিব না, ইহা যখন নিশ্চয়ই
করিয়াছি, তখন আমি নষ্ট হইলে প্রজাদিগের আর
জীবনের সম্ভাবনা কি? ভো যুনে! আপনি সর্বদা
আমাকে অমূল্যসহকারে শুভাশুভ উপদেশ দিয়া
ধায়েন, সত্যি আমার এই পুত্রটিকে লইয়া রাজ্যে
অভিষিক্ত করুন! এই সন্তানটি যথাস্থানে রাজ্য
প্রতিপালন করিলে আর প্রজারা শোকগ্রস্ত হইবেক
না। আর যে সকল রাজবর্গ সমাগত হইয়াছেন,
তাঁহারা সকলেই আমার এই অমূল্যভিক্ষা আমার
অমূল্যসহকারে গ্রহণ করুন। আমি

চিন্তয়ন্ নীলমাধবম্ । আশুশেষঃ করিষ্যামি স
এবং কেষসংহিতাঃ ॥ ২৮ ॥ জৈমিনিবাক্যে ।
বিলপন্তমিশ্রহাস্যঃ রাজানং ব্রহ্মণঃ সূতঃ । উথাপ্য
প্রশ্রয়গিরা সাক্ষয়মিদমব্রবীৎ ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ ।
রাজন্ পণ্ডিতমূর্খস্তো বৈকবো বৈধ্যসাগরঃ । শ্রেয়ঃ
সবিশ্বং সতং কথং বা নাবধারণে ॥ ৩০ ॥ ইদম্
পরমং শ্রেয়ঃ পুংসাং জন্মশতাজ্জিতম্ । শরীরধারণং
পশ্চোচ্চক্ষুচক্ষুর্গদাধরম্ ॥ ৩১ ॥ নিরঙ্কুশা হরেলীলা
ন কেনাপ্যবধারণ্যতে । জীবন্তোহপিহাং রাজ-
ন্তলীলাং নান্ধিবর্জয়ে ॥ ৩২ ॥ কিমতা বঞ্চিতো নাহং
দৃঢ়ভক্তোহ্যং কথিতঃ । হরত্যা তস্ত মায়া
বহুজন্মশতৈরপি ॥ ৩৩ ॥ অনন্তা তস্ত মায়েয়ং
হর্জেষা পদ্মযোনিয়া । নাতিপদ্মস্থিতেনাপি নিত্যক
স্ততিশালিনা ॥ ৩৪ ॥ স্বতাব এষ কথিতস্তস্ত
মায়াবিনো নৃপ । বিশেষঃ কথয়ামীদং ব্রহ্ম
ভাগ্যবতাংবরঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্মৈ (১) মূর্তয়স্তস্ত

এই ক্ষেত্রে অবস্থানপূর্ব্বক প্রায়োপবেশন-ব্রত অব-
লম্বন করিয়া নীলমাধবকে চিন্তা করিতে করিতে
সকলরূপে আশুশেষ করিব। ১১-২৮। জৈমিনি কহি-
লেন,—ইন্দ্রহাস্য নরপতি নাবদেব পদতলে পতিত
হইয়া এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলে ব্রহ্মপুত্র
নারদ তাঁহাকে উত্থাপন করত সপ্রশ্রয়বাক্যে সাক্ষ্য
করিয়া বলিলেন,—হে রাজন্! আপনি পণ্ডিতপ্রধান,
বিশুভক্তি-পরায়ণ ও বৈধ্যগুণের সার, অতএব
সামান্ততঃ সমুদয় শ্রেয়ো-বিষয়মাত্রই যে বিশ্বসঙ্কুল হয়,
ইহা কি জন্ত আপনি অবধারণ করিতেছেন না?
বিশেষতঃ চক্ষুচক্ষুদ্বারা শরীরধারী গদাধরকে দর্শন
করা পুরুষগণের শতজন্মাজিত শ্রেয়ঃ বলিয়া নিশ্চয়
করিতে হইবেক। এই নিরঙ্কুশ হরির নীলা কেহই
অবধারণ করিতে সমর্থ নহেন। হে রাজন্! আমি
জীবন্ত হইয়াও সেই নীলা-অতিক্রমে সক্ষম নহি।
দেখ, আমিও কোন বিষয়েই বাঞ্ছিত নহি, তথাপি
তাঁহার প্রতি দৃঢ় ভক্তিপূর্ণক সর্বদা সমীপে অবস্থান
করি। এমন কি! বহু শত জন্ম দ্বারাও তাঁহার মায়া
অতিক্রম করা যায় না, যেহেতু তাঁহার এই মায়া
অন্ত নাই, এজন্ত স্বয়ং পদ্মযোনিও তাঁহার নাতি-
পদ্মে নিত্য অবস্থানপূর্ব্বক বহুবিধ ভব করিয়াও
উহা জানিতে পারেন নাই। হে নৃপ! সেই
মায়াবী মাধবের এই স্বাভাবিক ভাবই বর্ণিত হইল,

এবং প্রার্থনা করি। চরাচর পাপ বঃ স্রষ্টা সাক্ষাৎ
লোকপিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ যামুবাচ ব্রজাণ্ড হৃদয়ে
হ্যরত 'চাঙ্কিকম্'। নীলাচলং প্রসাত্যেব দিদৃক্ষু-
নীলমাধবম্ ॥ ৩৭ ॥ অন্তর্দীনং গতো হ্যেব
যমেম প্রার্থিতো বিভূঃ। ন তত্র শোকঃ কর্তব্যঃ
শক্যতে তত্র নাশুখা ॥ ৩৮ ॥ বাচ্যো মনোভাজা
পঞ্চমী মম সন্ততিঃ। তৎকৃতে পরমাত্মানং প্রসাদ্য
পুরুষোত্তমম্। শ্বেতদ্বীপায় যিষ্যামি সহস্রাঙ্কে মহা-
ক্রতোঃ ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্রহ্যয়ঃ স ইদানীং ক্লেদে
জীপুরুষোত্তমে। অশ্বমেধসহস্রৈশ্চ যজন্ বিষ্ণুং স
তিষ্ঠতু ॥ ৪০ ॥ তদন্তে দাববতন্তুঃ বিষ্ণুং দ্রক্ষ্যতি
চক্ষুৰ্ভা। সৌহবতারো হরেঃ খ্যাতিং তস্মৈ দ্বাৰা
গমিষ্যতি। তদাক্রতনবো বিকোঃ প্রতিষ্ঠাপ্য
ময়া ক্রবম্ ॥ ৪১ ॥ পুরা অমণিমূর্তিঞ্চ চতুর্দ্বাবস্থিতে
হরিঃ। *দৃষ্ট্বা পুৰোধসা তস্মৈ সাক্ষাদগো নিবে-
দিতঃ ॥ ৪২ ॥ দিবাদাক্রবপূর্ভুঃ চতুর্দ্বাবস্থিবিষ্যতি ॥

অতএব আরও এই বিশেষরূপে তোমাকে কহি-
তেছি ; যেহেতু তুমিই ভাগ্যধরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
হে ইন্দ্রহ্যয় ! সেই হরিমূর্তি চারি প্রকার, ঐ
সকল মূর্তিরই তোমার প্রতি অল্পগ্রহবুদ্ধি আছে।
সেই মূর্তিচতুষ্টয়মধ্যে যিনি এই চরাচর সৃজন
করেন, সেই সাক্ষাৎ লোকপিতামহ ব্রজা আমাকে
এই কথা বলেন, “হে নারদ ! তুমি নীল ইন্দ্রহ্যয়
রাজার নিকটে গমন কর। তিনি মৌলমাধবকে
দর্শনাভিলাষী হইয়া নীলপর্কতে গমন কবিত্তে
উদ্যোগী হইতেছেন, কিন্তু এই বিভূ নীলমাধব,
যমের প্রার্থনাক্রমে যে অস্তহিত হইয়াছেন,
তাহাতে তিনি যেন শোক প্রকাশ করেন না,
যেহেতু তাহা আর অন্তথা হইবার নহে। অতএব
আমার এই বচনক্রমে, রাজাকে বলিবা,—তিনি
আমার অধস্তন পঞ্চম সন্ততি, এবং তাহার নিমিত্ত
আমি সেই পরমাত্মা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন করিয়া
ক্রতু-সহস্র সমাপনান্তে শ্বেতদ্বীপ হইতে আনয়ন
করিব। সেই ইন্দ্রহ্যয় এখন পুরুষোত্তমকে
ক্রমশঃ অশ্বমেধ যজ্ঞ-সহস্র দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা
করত অবস্থান করুন। তদনন্তর সেই দাক্ষয়-
মূর্তি-বিষ্ণুকে ঐ চর্মচক্ষুদ্বারাই দেখিতে পাইবেন,
এবং বিষ্ণুর সেই অবতার সেই ইন্দ্রহ্যয় দ্বারাই
সর্বজন-বিদিত হইয়া উঠিবেক, এবং স্বয়ং আমিই
সেই দাক্ষমূর্তিচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা করিব। পূর্বকালে

৪৩ ॥ তদাত্মা ব্যাধ রাজেন্দ্র বাহ্য তে, সকলা
ক্রবম্। ভবিষ্যতি ন সন্দেহো নির্বানীকো
বসোৎসবৈঃ ॥ ৪৪ ॥ জৈমিনিরুবাচ। সাধুবিদ্যা
নির্নায়েখং রাজানং নারদস্তদা। বিশ্বাসপদবীং বিপ্রাঃ
পুনর্বাচ্যমুবাচ হ ॥ ৪৫ ॥ নারদ উবাচ। শম্বা-
কৃতেঃ ক্লেদবরস্ত চাগ্রে যো নীলকণ্ঠঃ ধর্মু হর্গ-
আন্তে। (১) যামো বয়ং তত্র হি বাজিমেষকতুপ-
যোগ্যা সুধমা স্থলী সা ॥ ৪৬ ॥ তস্মাৎ বিনির্মাণ
সহস্রবর্ষং স্থিরাং সুশীলাং (২) হ্রয়মেধনায়।
নীলাদ্রিবাসস্ত নৃসিংহমূর্তিঃ দৃষ্ট্বা কৃতার্বং বিরচ্য
জন্ম ॥ ৪৭ ॥ তন্তৈব মূর্তিঃ প্রতিযাতনান্তে
নিত্যার্চনীয়াঃ ভজ্য পূজনীয়াম্। প্রত্যক্ প্রতি-
ষ্ঠায় সমস্তবিষয়বিনাশহেতোঃ কলরূংহণায় ॥ ৪৮ ॥

ভগবান্ মণিময়মূর্তিধারী হরি, চারি মূর্তিতে বির-
জিত ছিলেন, পুরোহিত বিদ্যাপতি তাহা দেখিয়া
মহোদয়ের নিকটে নিবেদন করেন। ভবিষ্যতে
ভগবান্ দিবাদাক্রময় শরীরে চতুর্মূর্তিতে অবস্থান
হইবেন। অতএব হে রাজেন্দ্র ! অশ্বমেধ ব্যাধিত
হইবেন না। আপনার বাহ্য নিচয়ই সকল হইবেক,
ইহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে উৎসবের সহিত বি-
স্তুচিতে অবস্থান করুন ! ২৯—৪৪। জৈমিনি কহি-
লেন,—হে দ্বিজগণ ! নারদ ঋষি তদানীং এই
প্রকারে রাজাকে সাধনা করিয়া তাঁহার বিশ্বাস
উৎপাদনপূর্বক পুনর্বার কহিলেন। নারদ কহি-
লেন,—রাজন্। সেই শম্বাকৃতি অত্যুত্তম ক্লেদ-
ধামের হর্গম অগ্রভাগে সেই হুপ্রাপ্য নীলকণ্ঠ শিব
যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, আমরা অশ্বমেধ
যজ্ঞের উপযুক্ত সেই মনোহর সমতল স্থলীতে গমন
করিব, এবং সেই স্থলে অশ্বমেধের জন্ত সহস্র
বর্ষ পর্যন্ত নীলাদ্রিনাথের স্থিরা ও সুশীলা নরসিংহ
মূর্তি নির্মাণপূর্বক তদর্শন করিয়া জন্মকে কৃতার্ব
মানিব। ভগবান্ পুরুষোত্তমের মূর্তি অদর্শন-
প্রযুক্ত তোমার যে যাতনা আছে, তাহা এই নিত্য
বন্দনীয় ও পূজনীয় নরসিংহ মূর্তিকে ভজনা করিয়া
অপনোদন কর। অগ্রে ইহারই প্রতিষ্ঠা করিলে
সকল বিষয় বিনষ্ট হইয়া কলরুদ্ধি হইতে পারিবেক।
অতএব এ বিষয়ে বিলম্ব করা উচিত নহে, ইহা

(১) হর্গমানে।

(২) সুশীলাং।

আসন্নায়নঃ ক্রতুবরঃ মূনিবর্ষোবোধিতম্ । বিল-
ম্বোহমি নহি শ্রেয়ানিতি পৈতামহঃ বচঃ ॥ ৪১ ॥
ইতি ত্রিকান্দে বিদ্যাপতিভ্যো ভগবতোহস্তদানবার্তা
শ্রবণেন শোকাক্তস্তেন্দ্রিয়াস্ত নারদকর্তৃকং
সাক্ষনং নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । ততস্তে প্রস্থিতা দ্বিপ্রা নীল-
কণ্ঠাধিকঃ মুদা । প্রপূজ্য তং মহাদেবং হৃগাক
প্রণিপত্য চ ॥ ১ ॥ বিমুচ্য স্তম্ভনবরং পাদচারাঃ
সহায়গাঃ । আরোঢ়ুং নীলভূমিধ্বং প্রয়াতাঃ
সংযতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ২ ॥ নানাক্রমলতাকীর্ণং নানা-
পক্ষিগণাবৃতম্ । শিলাবিষমসংরোধমভিতঃ পরি-
বেশকম্ ॥ ৩ ॥ ভ্রমদ্ভ্রমরসমুত-ভ্রমকৃদগুণৈল-
কম্ । দক্ষিণাত্যোদিকলোল-জলারুতনিতম্বকম্ ॥ ৪ ॥
অপ্রতর্ক্যং সদা মর্ত্যোহুপ্রবেশ্তং মহোরগৈঃ । মন্ত-
মাতককটাবুংহিতৈতীষণাস্তরম্ ॥ ৫ ॥ স্বাপদৈশ্চির-

পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন । একপে আইস, আমরা
সেই ক্রতুপ্রধান অবশেষযুক্ত যথাশাস্ত্রমতে
করি । ৪৫—৪৯ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—হে দ্বিজগণ । অনন্তর
ঊহার। সেই নীলকণ্ঠের সমীপে সহর্ষে গমন করি-
লেন, এবং সেই মহাদেব ও হৃগাকে পূজা ও প্রণি-
পাত করিয়া রাজরথ পরিত্যাগপূর্বক ইন্দ্রিয়সংযম
করত অমুচরগণের সহিত নীলপর্বতের উপরি
আহরণ করিবার নিমিত্ত পদাচারে গমন করিতে
লাগিলেন । ঐ পর্বত নানাপ্রকার লতা ও ক্রম
যারা আকীর্ণ, বহুবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ, শিলা
রাশিতে উহার গমনপথ সংকল্প, এবং চতুর্দিক
পরিধিবিশিষ্ট । উহাতে ভ্রমরনিকর পরিভ্রমিত,
ভ্রমৃভ্রমরসকল ইত্যদ্য বিকিণ্ড এবং
দক্ষিণাগারের তরঙ্গে উহার নিত্যদেশ প্রাবিত ।
মহোদর। ঐ পর্বতের বিবিধ তরুদ্বারা স্থির করিতে
করার সমর্থ হয় না । ভয়ানক সর্প সকলের
ইত্যদ্য সকল ও মন্তমাতকগণের ঘোরতর

সংবাসঃ শস্ত্রাঘাতমবেদিকি । নির্ভয়ে পরিভঃ কীর্ণ-
মৃগযুধৈরনেকশঃ ॥ ৬ ॥ প্রবেষ্টকামা ন প্রাপুর্বা
তে মার্গমন্তরে । তদা নারদসংসর্গাদিবাগত্যা
গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭ ॥ আসন্নৈর্হৃদ্য বসতিঃ কৃকণ্ডক-
তরোরধঃ । সর্গাপস্তয়সংহর্তা দিব্যসিংহতরুবিভূঃ ॥
যং দৃষ্টা ব্রহ্মহত্যায়া নীলকণ্ঠে কোটয়ো নৃণাম্ ।
ব্যাতাস্তং ভীমদশনমাপিঙ্গলশটাকুলম্ ॥ ৯ ॥ উগ্রা-
জিনেত্রং দৈত্যস্ত শ্বোৰ্কোক্তানশায়িনঃ । বকঃস্থলং
দারয়ন্তং নখরৈর্বজ্রদারকৈঃ ॥ ১০ ॥ অরুণাভলল-
জিহ্বাঃ সাত্ত্বাসমুখং বিভূম্ । শম্ভুচক্রলসদ্বাহঃ
কিরীটমুকুটোজ্জলম্ ॥ ১১ ॥ বক্রোজ্জলবহ্নিশিখা-
সস্তাপিতদিগন্তরম্ । প্রচণ্ডাঘাতভূম্যস্তঃপ্রবিষ্টপদ-
পঙ্কজম্ ॥ ১২ ॥ তমাদিমূর্তিং তে দৃষ্টা নারদাগ্রে
তদা হরিম্ । নির্ভয়া দদৃশুর্দূরাং প্রণেমুর্জিগত-

বৃহৎ উহার অন্তরভাগ খাতি হৃগম ও ভয়ানক ;
মুতরাং স্বাপদগণ সেই পর্বতে চিরবাসনিবন্ধন
ব্যাধগণ কর্তৃক শস্ত্রাঘাতের বেদনা কখনই অনুভব
করে নাই । এজন্য তাহারা নির্ভয়ে নীলপর্বতের
চতুর্দিক অকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তান্ত
বহুবিধ মৃগযুধেরা উহাতে নির্ভয়ে বাস করিতেছে ।
১—৬ মহারাজ অমুচরগণের সহিত প্রবেশার্থী হইয়া
বিস্তর চেষ্টা করিয়াও যখন উহাতে পথ প্রাপ্ত
হইলেন না, তখন নারদ ঋষি ঊর্ধ্বাদিগকে সঙ্গে
লইয়া দিব্যগতি দ্বারা সেই গিরির শিরোদেশে
উত্তীর্ণ হইলেন । সেই স্থানে একটি কৃকণ্ডক
বৃক্ষের অধোভাগে ভগবান্ বিপদভঞ্জন বিভূ এক
দিব্য নরসিংহমূর্তি ধারণ করত, অবস্থান করিতে-
ছেন, ঊহাকে দর্শন করিলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যা
লয়প্রাপ্ত হয় । সেই নরসিংহরূপী ভগবান্ ভয়ানক-
রূপে মূখব্যাধন করিয়া আছেন ; দন্তগুলি অতি
ভীষণাকৃতি—সটাসমূহ সম্যক পিঙ্গলবর্ণ—নেত্রদ্বয়
উগ্রভাবাপন্ন, স্বীয় উরুদ্বয়ের উপরি উত্তানভাবে
শায়িত হিরণ্যকশিপু দৈত্যের বকঃস্থল বজ্রসদৃশ
দারুণ নখরদ্বারা বিদারণ করিতেছেন ; ঊহার
শরীরের আভা রক্তবর্ণ, জিহ্বা লালিত, মুখে অষ্ট
অষ্ট হস্ত, বাহুদ্বয়ে চকল চক্র ও শম্ভু, শিরঃস্থিত
উজ্জল কিরীট ও মুকুটে ঊহাকে ঘোর উজ্জল
করিতেছে, বক্র হইতে উদগত বহ্নিশিখায় দিক
সকল স্তম্ভাশিত হইতেছে । প্রচণ্ড আঘাত হেতুক
পাদপঙ্কজ ভূমিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে । ঊহার
সকলেই নারদের অগ্রভাগে সেই আদিমূর্তি সম-

অরঃ ১. ১৩। ইন্দ্রহ্যায়ো নৃসিংহঃ নারদোক্তো
বিশ্বাসে। ভাবিকাৰ্য্যে প্রত্যয়বান্দিদমাং মহা-
মুনিঃ ১৪। রাজোবাচ। মহর্ষে কৃতকৃত্যোহস্মি
হং বিজ্ঞাননিধিঃ পরম্। হুরারাদ্যো নৃসিংহোহং
দর্শনেহপি ভয়াবহঃ ১৫। ভবাদৃশৈঃ সুসেবো-
হং মাদৃশৈর্দূরতোহপি সঃ। দর্শনাং কৃতকৃত্যো-
হস্মি সংলীনাশেষপাতকঃ ১৬। স্বংসন্নিধানা-
দেবাত্তিষ্ঠামো নির্ভয়া মুনে। অত্যাগ্রমূর্তিভগ-
বান্ স্বল্পবীৰ্য্যো নৃভিঃ কথম্ ১৭। আরাধ্যতে
দৈত্যরাজঃ জৈলোকেশঃ বিদারয়ন। যন্ত নীল-
ময়ী মূর্তিঃ কৃপাসিদ্ধোঃ স্থিতোহত্র বৈ ১৮। কস্মিন
স্থানে মুনিশ্রেষ্ঠ দর্শনাং সা বিমুক্তিদা। তন্মে দর্শয়
বিপ্রেত্রে যন্মে মুক্তিপ্রদং মতম্ ১৯। জৈমিনি-
কবাচ। ইত্যাক্তো নারদস্তস্মৈ দর্শয়ামাস পাবনম্।
স্থানং যত্র স্থিতো দেবঃ স্বর্ণবালুকসারতঃ ২০।
শৈষ্ঠ্যং যোজনায়ামং যোজনদ্বয়মুচ্ছিতম্। কল্লাস্ত-

হামিনং ভূপ ভগ্নোঃ মুক্তিদং মতম্ ২১। ভূমি-
ক্রমণাদ্যন্ত মুচ্যতে পাপককুকাৎ। অস্ত মুনে
ভাজনং প্রাণান্ নরো মুক্তিমবাধুয়াৎ ২২। ভগ্নো-
রূপং দৃষ্ট্বাপি নারায়ণমকলমবম্। নিম্পাপো জায়তে
মর্ত্যঃ কিম্ তং পূজয়ন ভবন। অস্ত মুনাং
প্রতীচ্যাং হি নৃসিংহস্তোত্তরে নৃপ। অতিষ্ঠান্নাধকো
হত্র চতুর্মূর্তিবরো বিভূঃ ২৩। অল্পগ্রহীতুং স্বামেব
পুনরত্র ভবিষ্যতি। (১) শ্বেতদ্বীপে যথা বিষ্ণে-
ভোগভূমৌ নিজালয়ঃ ২৪। জম্বুদ্বীপে কৰ্ম্মভূমৌ
নিজস্থানমিদং স্মৃতম্। অষ্টোবাতিরহস্তদ্বার প্রকা-
শোহস্ত সন্মতঃ। মোক্ষাধিকারী জানাতি স্থান-
মেতন্মহামতে। অবিদ্যাসপদং নৃণাং দুষ্কৃতাং হি
বিশেষতঃ ১৭। অত্র যাত্তা প্রতিকৃতিঃ কেজো
(২) বিষ্ণোঃ প্রতিষ্ঠিতা। সাপি মুক্তিপ্রদা
ভূপ কিং পুনঃ সা স্বয়মুবা ২৮। অস্তদ্বানতিরো-

তন বিষ্ণুকে দূর হইতে নির্ভয়ে দর্শন ও প্রণাম
করত মনঃকষ্টে দূর করিলেন এবং ইন্দ্রহ্যায়ও
ঐকপ দর্শনে নারদের পূর্বোক্ত বাক্যে বিশ্বাস-
পূর্বক ভবিষ্যৎকার্য্য প্রত্যয় কবত মুনিবরকে
বলিলেন,—হে মহর্ষে! আপনার অল্পগ্রহে আমি
কৃতার্থ হইলাম। আপনি অদ্বিতীয় জ্ঞানসাগর এই
হুরারাদ্য নরসিংহ দেবের ভয়ানক দর্শন ও সন্নিহিত
ভবাদৃশ ব্যক্তিদিগেরই সুখসেবা এমত নহে, দূর
হইতে মাদৃশ জনেব পক্ষেও তথাবিধ হইয়াছে।
আমি ইহার দর্শনেই অশেষ পাতকরাশি দূর করিবা
কৃতকৃত্য হইয়াছি। হে মুনে! তোমার সন্নিধান
হেতুক আজ আমরা এখানে নির্ভয়ে অবস্থিতি
করিব। ত্রিলোকাধিকারী দৈত্যরাজকে বিদারণ-
কারী অত্যাগ্রমূর্তি এই ভগবানকে কৌণবীৰ্য্য মনু-
ষ্যেরা কি প্রকারে আরাধনা করিতে সমর্থ হয়।
অতএব হে মুনিবর! এই স্থানে কোথায় সেই যে
নীলকান্তমণিনির্মিতা কৃপাময়ী ভগবমূর্তি আছেন,
ঐহার দর্শনমাত্রেরই মুক্তি-হয়, তাহা আমরাগিকে
দর্শন করাও। জৈমিনি কহিতেছেন, নারদ ঋষি
ইন্দ্রহ্যায় কর্তৃক এই প্রকারে অভিহিত হইয়া
ঐহাকে স্বর্ণবালুকাসারত জগন্নাথ দেব যে স্থানে
আছেন, সেই পরম পবিত্র স্থান দেখাইলেন। এবং
বলিলেন, হে ভূপ! ঐ যে এক যোজন বিস্তৃত ও
হইয়োজন উন্নত বটবৃক্ষটী বেশিতেছেন, উনি মুক্তি-

দায়ক ও কল্লাস্তস্থায়ী। উহার ছায়া মাত্র স্পর্শ
করিয়া নরগণ পাপকপ কঙ্ক হইতে মুক্তি লাভে
সমর্থ হন। ইহার মূলদেশে প্রাণত্যাগ করিলে মুক্তি
লাভ হয় ১৭—২২। এই নির্মূল ভগ্নোঃ নারায়ণকে
দর্শন করিলেই মর্ত্যগণ নিম্পাপ হইবেন, আরও
ঐহাকে পূজা বা স্তব করিলে যে কতদূর কললাভ
হয়, তাহা বলিয়ায় না। রাজন! এই তরুবরের
মূলপ্রদেশ হইতে পশ্চিম দিকে, নৃসিংহ দেবের
উত্তরাংশে সেই প্রভু মাধব মূর্তিচতুষ্টয়ধারী হইয়া
এবস্থান করিতেন; এইক্ষণে তোমাকেই অল্পগ্রহ
করিবার নিমিত্ত পুনরায় এখানে আবির্ভূত হইবেন।
সেই বিষ্ণুর ভোগভূমি শ্বেতদ্বীপে যেমন একটা
স্বকীয় আলায়, এই কৰ্ম্মভূমি জম্বুদ্বীপমধ্যে এই
স্থানও তদমুরূপ ঐহার অপর একটা নিজালয়।
ঐহার এই স্থানটী অতি গোপনীয় বলিয়া ইহার
প্রচার হওয়া সন্মত নহে। হে মহামতে! ঐহার
মোক্ষে অধিকারী, ঐহারাই এই স্থান জানিতে
পারেন, পাণিষ্ঠ মানবদিগের এই স্থানের প্রতি
কোনমতেই বিশ্বাস জন্মে না। হে নৃপ। এইক্ষেত্রে
অপর্যাপর যে সকল বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত
আছে, ঐহার যখন মুক্তি প্রদান করেন, তখন
আর সাক্ষাৎ স্বয়মু কর্তৃক সংস্থাপিত সেই
মূর্তির বিষয় কি বলিব? সেই জগৎপ্রভুর

(১) উক্তবিষয়টি ইতি বা পাঠঃ।

(২) পৌরঃ ইতি বা পাঠঃ।

খানে সুনিমিত্তে জগৎপ্রভোঃ। অহংপ্রার্থ সাধুনাং
জায়তে চ যুগে যুগে ॥ ২৯ ॥ নানাবতারৈর্ভগবান্
মৎস্ককুর্মাাদিকৈর্নৃপ। নিমিত্তনাশে চ তিরো-
দধাতি পরমেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥ নির্নিমিত্তং হিতো
মিত্যমিহ কাক্যসাগরঃ। শ্বেতদ্বীপাদ্যথা বিষ্ণু-
রস্ত্রাবতরেৎ প্রভুঃ ॥ ৩১ ॥ অত্র হিতো হি
মন্দারকাঞ্চীপুঙ্কবকাদিষু। (১) প্রকাশং যাতি কুপয়া
তরুয়ুলপ্ররোহবৎ ॥ ৩২ ॥ নানাভীর্থেব দেশেষু
ক্ষেত্রেষু যজ্ঞৈশ্চ ৮। অংশাবতান্-চৈতব মা ভূৎ
তে সংশয়োহস্তথা ॥ ৩৩ ॥ ক্ষণং ন ত্যজতীশানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রমিব স্বকম্। দত্তাশ্রয় ভূপাল প্রকাশো-
হস্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ ইতি সন্দর্শিতং স্থানং
নারদেন মহাত্মনা। সাত্ত্বিকপাতং ভূমৌ তদিস্ত্র্যাস্ত্রো
ননার হ। মহানন্তং হিতং দেবং প্রকাশমিব তুষ্টুবে ॥

আবির্ভাব ও তিবোভাব কোন বিশেষ কাবণেই
হইয়া থাকে। হে নৃপ। তিনি সাধুদিগকে
অহংপ্রার্থ করিবার জন্তই যুগে যুগে মৎস্ক-কুর্মা-
নানা অবতারে জন্মগ্রহণ করেন, আবার
যখন সেই সকল কাবণের লোপ হয় (অর্থাৎ
ভূদান্ত অশুরাদির বিনাশাদি হইয়া যায়) তখনই
তিনি অস্তর্জান করেন, কিন্তু সেই কালসাগর
পরমেশ্বর নিম্প্রয়োজনে আবার নিজেই
ক্ষেত্রধামে অবস্থান করেন। তিনি শ্বেতদ্বীপে
থাকিয়া যে প্রকারে স্থানান্তরে অবতরণ করেন,
এইস্থানে থাকিয়াও আবার সেইরূপে, (বৃক্ষমূল-
বিলম্বিত প্রবাহেব স্তায়) মন্দার, পুঙ্কব ও কাঞ্চী
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে করুণাব সহিত প্রকাশ
পাইতেছেন। হে ভূপ। ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ,
দেশ, ক্ষেত্র ও আয়তন তাঁহার অংশমাত্রের
অবতার মাত্র। ইহাতে অস্ত্র প্রকাশ সংশয়
করিও না। সেই ঈশানদেব ক্ষণকালের নিমিত্ত ও
স্বীয় কলেবররূপ এই ক্ষেত্রধামকে পরিত্যাগ
করেন না। হে ভূপাল! (কেবল যে আমি
তোমাকে বলিতেছি, এমন নহে;) তোমার সম্বন্ধীয়
এই বিষয়ের উপক্রম শ্রবণান্তরেও প্রকাশিত
হইবেক। মহাত্মা নারদ এই বলিয়া তাঁহাকে সেই
ক্ষেত্রস্থান দেখাইলেন, ইন্দ্রহ্য (ভূমিতে) সট্টাক
প্রদীপিতপূর্বক সেই স্থানে প্রণাম করিলেন,
এক দেব জগন্নাথই এই স্থানে আছেন মনে

(১) মন্দারকাঞ্চীপুঙ্কবকাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

৩৫ ॥ ইন্দ্রহ্য উবাচ। দেবদেব জগন্নাথ
প্রশান্তিবিলাসন। জাহি মাং পুণ্ডরীকাক পতিতং
ভবসাগরে ॥ ৩৬ ॥ স্বমৈক এব হৃৎখোদ-ধ্বংসকঃ
পরমেশ্বরঃ। ক্ষুদ্রাঃ ক্ষুদ্রান্ হি সেবন্তে সুখলেশ-
পরীক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥ অনাদিত্রিবিধোহস্ত রাশেরস্ত
মহাংহসঃ। হৃক্ছেদস্ত সততং পৃথ্যমাণস্ত জগ্নিনঃ ॥
৩৮ ॥ অনায়াসেন হ্রাম-কীর্তনং তস্ত নাশনম্।
কিং পুনর্ভক্তিভাবেন সাক্ষান্মুক্তিপ্রদং নৃণাম্ ॥ ৩৯ ॥
কর্মাধীনং হি যে মুঢ়া বদন্তি হ্যং কুপানিধিম্। তে
ন জা-স্তি ভগবন্ কঠোরব প্রেরিতঃ হ্রা ॥ ৪০ ॥
অজামিলে, বিপ্রেন ত্যক্তা বর্ণাশ্রমোদিতম্। কিং
ন পাপং কৃতং স্বামিন সোহপি হ্রামকীর্তনাৎ ॥ ৪১ ॥
মুক্তোহভূৎ স্ববণাদেব পাশহস্তাদ বিমোচিতঃ।
সর্বৈহপ্যুপায়া দেবেশ কীর্তিতাস্তব দর্শনে ॥ ৪২ ॥
হবি দৃষ্টে হি ভিদাশ্চ সংশয়া হৃদি সংস্থিতাঃ।
নিঃসংশয়ো ভবেৎ সদ পাপপুণ্যক্ষয়ো এবম্ ॥ ৪৩ ॥

করিয়া নৃপ স্তব করিতে লাগিলেন। ২৩—৩৫। ইন্দ্র-
হ্য কহিলেন,—হে দেবদেব জগন্নাথ! তে বিপন্ন-
জনের বিপন্নাক! হে পুণ্ডরীকাক! আমি এই
ভবসাগরে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে রক্ষা কর।
তুমিই একমাত্র হৃৎখোদ বিনাশ করিয়া থাক,
এবং তুমিই পরম ঈশ্বর। ক্ষুদ্রব্যক্তি বা সামান্ত
সুখলেশ-বাসনায় ক্ষুদ্রের উপাসনা কবে; কিন্তু
যদৃচ্ছাক্রমে আপনাব নামমাত্র কীর্তন করিলেই
জন্মভাগীদিগের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও
আধিদৈবিক এই নিত্য ভবপন্থায় অনাদি
তাপত্রয় এবং অন্ত্যস্ত সম্পূর্ণ মহাপাপ সকল
বিনষ্ট হইয়া যায়, আরও ভক্তিভাবে আপনার
নামোচ্চারণে যে নরগণ সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ
করেন, ইহাতে সংশয় কি? হে ভগবন্! যে
সকল মুঢ় লোকেবা কুপার্ময় আপনাকে কাম্বাধীন
বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ইহা অবগত নহে
যে, কর্মই আপনাকে কর্তৃক প্রেরিত হয়। হে
স্বামিন্! সেই যে অজামিল বিপ্র, বর্ণাশ্রমাদিবিহিত
ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগপূর্বক কি পাপই না
করিয়াছে। কিন্তু সে ব্যক্তিও আপনার স্বরণ ও
নামকীর্তন করিয়া পাশহস্তের হস্তে বিমোচিত হইয়া
মুক্তিলাভ করিল। হে দেবেশ্বর! তোমার দর্শনেই
জীবদিগের সকল উপায় জন্মে, তোমাকে দর্শন
করিলে ক্ষমার সংশয় নিশ্চয় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।
দর্শনদ্বারা পাপ ও পুণ্য উভয়ের ক্ষয় হইয়া উৎ-

জৈমিনি কহিতেছেন,—লোকহর্ষদ নারদ ঋষি
নরপতিকে মহাযজ্ঞে ব্রহ্মালু ও আসক্তমনা দেখিয়া
পরমপ্রীতিসহকারে বলিলেন যে, হে নরপাল!
কার্যাকুশল ব্যক্তিদিগের কার্যে দেবগণ সাহায্য
প্রদান করেন, এ বিষয়ের তুমিই প্রমাণ, যে হেতু
স্বয়ং চতুর্দশ তোমার সহায় হইয়াছেন। অতএব
আইস, আমরা সেই নীলকণ্ঠের সান্নিধ্যনে গমন
করি; হে রাজন্! সেই সঙ্করাক্ষস-নাশক, সর্ব-
বিঘ্ন-বিনাশী নরসিংহদেবকে ঐ মহাদেবের অগ্র-
ভাগে পশ্চিমাস্ত করিয়া স্থাপন কর। শতগুণ
অনুষ্ঠান করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই নরকেশরী
প্রজ্যাক্ত রহিয়াছেন। ইহার সান্নিধ্যনে ভবদৌর-
মাগায়ুধান অস্তিময় ফলবান হইবেক। অতএব
তুমি সঙ্গে তথায় গমন কর এবং সেই স্থানে একটী

চায়াক্ষঃ সূতো বৈ বিশ্বকর্ষণঃ । প্রত্যখুন্ড প্রাসাদং
ন তুণং ঘটয়িষ্যতি ॥ ৬ ॥ দক্ষিণে নীলকণ্ঠস্ত যো
মহাশ্চন্দনক্রমঃ । ধ্বংসভাস্তরে রাজন চিরকটু
তিষ্ঠতি ॥ ৭ ॥ তস্ত পশ্চিমদেশেহস্ত ক্ষেত্রং রাজন
ভবিষ্যতি । বাজিমেষসহশ্রেণ তস্তাগ্রে যজ্ঞতাং
ভবান্ ॥ ৮ ॥ গচ্ছ হমহমত্বেব স্থাস্তামি দিনপঞ্চ-
কম্ । আরাধ্যমানং দিব্যসিংহং জ্যোতীরূপমনন্ত-
কম্ ॥ ৯ ॥ প্রত্যর্চ্যমাং প্রতিষ্ঠাপ্য প্রাণেশ্বরমনো-
বুতম্ । দীপাদীপং যথা রাজন নাশ্য শোভনা-
কৃতিম্ ॥ ১০ ॥ নারদস্তোতি বচনং প্রতিজ্ঞত্য নৃপো-
ত্তমঃ । জগাম তত্র বেগেন চন্দনক্রমসন্নিবিম্ ॥
১১ ॥ তত্রাপস্তং সুঘটকং শিল্পশাস্ত্রবিশারদম্ ।
নারদস্তাজ্ঞয়া প্রাপ্তং পুত্রং বৈ দেবশিল্পিনঃ ॥ ১২ ॥
মহুয্যরূপমাস্থাষ শনুহত্রধবং স্থিতম্ । বাজানং স
তু দৃষ্ট্বা বৈ চিকীর্ষস্ত সুবান ॥ ১৩ ॥ কৃতাজলি-
পুটে প্রোচে দেবাহং শিল্পশাস্ত্রবিৎ । নরসিংহালয়-
তাবদৃঘটয়িষ্যামি শোভনম্ ॥ ১৪ ॥ বাজাপি তমু-
বাচেদং প্রহসন ভো দ্বিজোত্তমাঃ । ইন্দ্রায় উবাচ ।

দেবগৃহ প্রস্তুত হইবে, আমার স্ববর্ণেতে বিশ্ব-
কর্ষার পুত্র আগমন করিয়া শীঘ্রই পশ্চিমদ্বারী এক
প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দিবেন । হে বাজ- ঐল-
কণ্ঠেব দক্ষিণে চারিশত হস্তেব মধ্যে— ৭ মহান
চন্দনক্রম চিরপ্রকট হইয়া আছে, তাহার পশ্চিম
দেশে এই দেবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবেক । তুমি
নরসিংহদেবের সন্নিধানে সহস্র অর্থমেধ যজ্ঞ কব ।
আমি এই স্থানেই পাঁচদিন থাকিব । তুমি গমন
কব, এই অনন্ত জ্যোতির্ময় নরসিংহদেবকে আরা-
ধনাপূর্বক প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি করিয়া এক
দীপ হইতে অপব দীপ দীপিত করিয়া লইলে যাদৃশ
শোভা হয়, তজুপ শোভাবিশিষ্ট আনয়ন আকৃতি
করিব । নরপতি নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া
সহরগমনে সেই স্থানে চন্দনক্রমসন্নিধানে উপস্থিত
হইলেন । তিনি তথায় দেখিতে পাইলেন যে,
শিল্পশাস্ত্র-বিশারদ নির্মাণপটু বিশ্বকর্ষার পুত্র নার-
দের আজ্ঞাক্রমে মহুয্যরূপে শনু ও হত্র ধারণপূর্বক
অবস্থান করিতেছেন । তিনি বাজাকে দেবপ্রাসাদ
নির্মাণ করিতে অভিলষী দেখিয়া কৃতাজলিপুটে
তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে দেব ।
আমি শিল্পশাস্ত্রবেত্তা । আমিই আপনার এই নর-
সিংহদেবের পূজারূপে নির্মাণকরিয়া দিব । ভো দ্বিজো-
ত্তমগণ । নরপতিও তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে এই

নো শিল্পীহং হি সামান্যঃ শিল্পশাস্ত্রপ্রণেতৃকঃ ॥ ১৫ ॥
কথিতো নারদেনৈব খট্টঃ পুত্রো মহামশাঃ । নির্জনে-
হস্মিন্ মহারণ্যে নেতঃপূর্বং জনাশ্রয়ঃ ॥ ১৬ ॥ বহুদা-
গতাশিল্পিন্ সযজ্ঞঃ কিল্মিষিতকঃ । দেবশিল্পী ভবানেব
(১) বিষ্ণোবমিততেজসঃ ॥ ৪৭ ॥ সদাহুধ্যায়িনা তস্ত
নিদেশবশবর্তিনা । যেন স্মৃতং মুনির্ন স এবাক্রাগ-
মিষ্যতি ॥ ১৮ ॥ প্রত্যর্চ্যমাং নরসিংহস্ত গৃহীত্বা তু
দিনান্তরে । তদাও ঘটয়ে সাধু সপ্রাকারং সতো-
রণম্ ॥ ১৯ ॥ প্রাসাদং নরসিংহস্ত প্রতীচীবদনং
ওতম্ তং পুজয়িত্বা বিধিবৎ নিযোজ্য ঘটনে
নৃপঃ ॥ ২০ ॥ শিলাসঙ্কায়কান্ ভূক্যান্ বহুবিক্তৈর-
যোজয়ৎ । চতুর্থাতিবসে বিপ্রাঃ প্রাসাদোহভূদমুত্তমঃ ॥
২১ ॥ বহুকালপ্রসাধ্যোহপি মহিষা বিদ্যাশিল্পিনঃ ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ ॥ ২২ ॥
প্রতিষ্ঠাবিধিসম্ভাবং গৃহীত্বা সপবিচ্ছদঃ । নারদা-
গমনং প্রেক্ষা যাবন্তিঃ ৫ ভূপতিঃ ॥ ২৩ ॥ তাবৎ
ওজ্রবিবে শম্মা মদঙ্গা মুবদাস্তথা । গীত-

কথা বলিলেন,—আপনি ত সামান্য শিল্পব্যবসায়ী
নহেন, আপনি শিল্পশাস্ত্রেব প্রণেতা, এ বিষয় নার-
দই আমাকে বলিয়াছেন যে, আপনি খট্টদেবের
মহামশরীপুত্র । নচেৎ এই নির্জন মহারণ্যে ইতিপূর্বে
জনাশ্রয় ছিল না । ১—১৬ আমবা সম্প্রতি অত্যাগত,
আপনার সহিত কি নিমিত্ত এ সযজ্ঞ ঘটবেক,
সুতরাং আপনিই দেবশিল্পী । অপরিমিত তেজস্বী
বিষ্ণুদেবের নিত্য উপাসক ও নিদেশ-বশবর্তী যে
মুনিবর কর্তৃক আপনি স্মরণীয় হইয়াছেন, তিনিও
নরসিংহদেবের প্রতিমূর্তি লইয়া দিনান্তরে এখানে
আগমন করিবেন । অতএব আপনি সহরে প্রাকার
ও তোবণ-বিশিষ্ট নরসিংহদেবের একটা প্রাসাদ
পশ্চিমদ্বারী করিয়া উত্তমরূপে নির্মাণ করুন । নর-
পতি তাঁহাকে বিধিমত পূজা করত প্রাসাদনির্মাণে
নিয়োগ করিয়া বহুবিক্তব্যয়ে শিলাসংগ্রহকারী ভূত্যা-
সকলকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন । হে বিপ্রগণ । সেই
দিব্য শিল্পীর মহিমায় বহুকালসাধ্য হইয়াও প্রাসাদটী
চতুর্থ দিবসেই সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল । অনন্তর
পঞ্চমদিবসের প্রাতঃকালে নরপাল নিত্যকর্ম্ম
সম্পাদনান্তর সপরিচ্ছদে প্রতিষ্ঠাজব্যাজাত আয়ো-
জনপূর্বক নারদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন ।
এমন সময়ে আকাশমণ্ডলে শম্মা, মদঙ্গা, মুরজ প্রভৃ-

যক্ষলবান্ধ্যানি ঘনানি কুরিণাঃ স্বনাঃ ॥ ২৪ ॥ তথা
 জম্বজয়েত্য়ৈঃ শকা অক্কাশমণ্ডলে । তান্ ক্রহা
 বিশ্বাগরা ইত্য়হ্যপুৰোগমাঃ ॥ ২৫ ॥ রাজানঃ
 শ্রোত্রিয়া বিপ্রা বৈকবাশ্চ সহস্রশঃ । নিরাধারা-
 ধিমে শকা অঙ্কুতানি ন সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥ বিচা-
 রয়ন্তন্তে যাবৎ তাবদক্ষিণমাক্রতাঃ । গন্ধাবিতা
 দ্বিরেকৌষধিতাঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ॥ ২৭ ॥ আবির্ভূতা-
 ত্রিপথগাবারিণাজীকৃতা দ্বিজাঃ । তদনন্তরমেবাসৌ
 নারদো ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ২৮ ॥ তপঃপ্রভাবনিবৃত্ত-
 বিমানবরগামিনীম্ । রত্নচামরহস্তাভির্দিব্যস্ত্রোভিঃ
 সুশোভিতাম্ ॥ ২৯ ॥ অলঙ্কৃতাং বহুবিধৈর্নগিরত্ন-
 প্রসাধনৈঃ । দিব্যমালাস্বরধরাং দিব্যগন্ধালুপে-
 নাম্ ॥ ৩০ ॥ রম্যাং প্রতিষ্ঠিতপ্রাণাং ঘটিতাং বিশ্ব-
 কস্মণা । তেজোমণ্ডলসংবীতাং পরিতো হর্ষদামপি ।
 আদায় নরসিংহস্ত প্রত্যাৰ্চ্যাং সমুপস্থিতঃ ॥ ৩১ ॥ তাং
 দৃষ্ট্বা হর্ষিতাঃ সর্বেরাজা রাজানুবর্তিনঃ । অন্তর্দ্বান-
 গতৌ দেবৌ নারদেনাহৃতঃ * কিম্ । মেনিরে

তির ঘন বাদ্য ও মাঙ্গল্য গীতধ্বনি এবং হস্তী
বাহিত ও পুনঃপুনঃ জয় জয় ধ্বনি শুনিতে পাইলেন
এই প্রকার শ্রবণ করাতে ইন্দ্রদ্যুম্নপ্রমুখ সহস্র সহস্র
রাজগণ ও শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসমূহ বিস্ময়াপন্ন
হইলেন। অনন্তর “এই আশ্চর্য্য শব্দ সকল
নিঃসংশয়ে অদ্ভুত” এই বলিয়া তর্ক করিতে
লাগিলেন। এমন সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে
গন্ধবহ প্রবাহিত হইল। ভ্রমরনিকরের গুঞ্জিত-
ধ্বনিসহযোগে আকাশমণ্ডল হইতে ভাগীরথীর জলে
স্নানীতল পুষ্পকুণ্ডি আবির্ভূত হইল। তদনন্তর ব্রহ্ম-
পুত্র নারদ নরসিংহদেবের রমণীয় প্রতিমা তপঃ-
প্রভাবোৎপন্ন মনোরম রথে আরোহণ করাইলেন।
ঐ প্রতিমার দুই পার্শ্বে দিব্যরমণীগণ রত্ন-চামর-
হস্তে শোভা পাইতেছিলেন। ঐ নরসিংহমূর্ত্তি
বিবিধ মণিময় রত্নময় অলঙ্কারে বিভূষিত। গণে
দিব্য মালা, কটিতটে দিব্য বস্ত্র, সম্রাট দিব্য
গন্ধে অমূল্য। তেজঃপুঞ্জ পরিবাস্ত মুর্ত্তি
দূর হইতে দেখিলেই অস্তরে এক অনির্বচনীয়
আনন্দ হয়; নারদ ঐ বিশ্বকর্ষ-বিনির্মিত ঐ
প্রতিমা লইয়া ঐ স্থানে উপস্থিত করিলেন।
তদর্শনে রাজা ও রাজারুগত জনগণ আহলাদিত
হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, সেই অস্বহিত
দেবকে কি নারদ আনয়ন করিলেন? এই বলিয়া

* • শোভিতঃ ইতি পাঠান্তরম্ ।

ভূবিতান্নানঃ প্রশংসুচ তঃ সুনিম্ । নিকৃপ্য
 সন্নিবিহাস্ত নরসিংহকৃতিং বিজাঃ । আদ্যমূৰ্ত্তে-
 নুসিংহস্ত প্রতিমামথ মেনিরে ॥ ৩৪ ॥ প্রত্যাখ্য
 ততো রাজা প্রহষ্টেনাস্তরান্ননা । প্রদক্ষিণীকর্তা
 হরিং জগাম শিরসা মহীম্ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মসম্পত্তি-
 যোগেন সস্তারেণ নৃপাজ্জয়া । প্রহাপয়ামাস সুনি-
 প্রাসাদে শুভলক্ষণাম্ ॥ ৩৬ ॥ প্রতিমাং দেবদেবস্ত
 সুমুহূৰ্ত্তে বিজোক্তমাঃ । ধরামরাত্যাং সহিতাং রত্ন-
 বেদ্যাং প্রতিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩৭ ॥ যোগাক্রুতভুং রাজা ইন্দ্র-
 হ্যগ্নোহথ তুষ্টুবে । বৈষ্ণবৈব্রাহ্মণৈর্ভূপৈর্নারদেন চ
 ধীমতা । গুহ্যোপনিষদৈঃ স্মার্ত্তৈঃ স্তোত্রৈঃ শাস্ত্রৈ-
 র্মুদাষিতৈঃ ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রহ্য উবাচ । একা-
 নেকমূলমুন্মাদুমূৰ্ত্তে ব্যোমাতীত ব্যোমরূপৈকরূপ ।
 ব্যোমাকারব্যাপক ব্যোমসংস্থ ব্যোমাক্রুত ব্যোম-
 কেশাজ্জযোনে ॥ ৩৯ ॥ হৃৎখান্তোদেস্ত্রাহি মাং
 দিব্যসিংহ প্রাহুর্ভূতানেককোট্যর্কধামন্ । নিত্যাসন্নো
 দূরসংস্থো ন দূরো নাসন্নো বা বোধাবোধাত্ম-

সকলেই আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান ও মুনিকে বহুস্তর
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে হিঙ্গল! অনন্তর
সেই প্রতিমা সমাপে স্থাপিত হইলে, সকলে নর-
সিংহের আকৃতি নিকপণ করিয়া সেই আদ্য মূর্তি
নৃসিংহদেবের প্রতিমা বলিয়াই নিশ্চয় করিলেন।
১৭—১৪। অতঃপর ইন্দ্রহ্যস সহস্রচিহ্নে প্রত্যাখান
করত ঐ নরসিংহরূপী হারকে প্রদক্ষিণপূর্বক ভূমি-
পতিত মস্তকে প্রণাম করিলেন। হে বিপ্রোত্তমগণ!
অনন্তর নারদাশি নরপতির অনুমতিক্রমে ব্রহ্মাতি-
শয্যসহযোগে দেবসেবোপযোগী বহুবিশ উপকরণের
সহিত সেই গুডলক্ষণা দেবদেবের প্রতিমূর্তি
সুখুহুর্ভে প্রাসাদমধ্যবর্তী রত্নবেদীর উপরি প্রতিষ্ঠিত
করিয়া পরিচর্যার্থ ব্রাহ্মগৃহ্যের সাহিত স্থাপন করি-
লেন। অনন্তর রাজা ইন্দ্রহ্যস বৈকব, ব্রাহ্মগণ,
ও ধীমান্ নারদের সহিত গুহ উপনিষদ্ ও স্মৃত্যুক্ত
স্তোত্রে পরমাদরে সেই যোগস্থিত মূর্তির স্তব
করিতে লাগিলেন।—হে দেব! আপনি এক
হইয়াও অনেকরূপী, স্থূলরূপী হইয়াও অণুবৎ
সূক্ষ্মমূর্তি, আপনি আকাশ হইতেও অতীত, আপনি
একমাত্র আকাশরূপী; আপনি আকাশের স্তায়
সর্বব্যাপী, আকাশ আপনার অপরি—আকাশই
আপনা হইতে উৎপন্ন। হে দিব্যসিংহরূপিন!
আপনি বহু কোটি সূর্য্যভ্যন্তরপুঙ্খরূপ, আপনি
সঙ্গীত পরিহিত হইলেও (অপূণ্যবান্ অভক্ত-

ভাবঃ ৪০ ॥ জ্ঞেয়জ্ঞেয়ো জ্ঞানগম্যোহপ্যগম্যো
মায়াভীতো মানমোহমুমানাং । কুৎসস্তাদিঃ কুৎস-
কর্ত্তাভুমতা পাতা হত্বা বিশ্বসাক্ষিনমন্তে ॥ ৪১ ॥ জুঃখ-
ধ্বংসশ্রুতকহেতুং ন হেতুং ভেদুং ছেদুং সংশয়ানগ্র-
জাতম্ । জ্যোতীরূপ জ্ঞানরূপ প্রকাশ স্তোমবৃহা-
কাবিনিষ্কাশহেতো ॥ ৪২ ॥ স্বপাদাজে ত্ৰিক্রমগ্র্যা
সদা মে দেহি স্বামিন্ মূলভূতা চতুর্গাম্ । শ্রোতৈঃ
স্মার্ত্তৈর্নিত্যযুক্তা জনাস্তে দীনাশ্চিষ্টন্ত্যত্র বদ্ধা
ভবাকৌ ॥ ৪৩ ॥ অনন্তপাদং বহুহস্তং নমন্যকর্ণং
ককুভৌঘবশ্রম্ । দিবানিশানাগমুখং নকত্র-
মালাকৃতচাক্ষুণ্যম্ ॥ ৪৪ ॥ স্বামিত্বং দিব্যানুসিংহ-
মূর্ত্তিং তঃকৃষ্টপূর্ত্তি শবণং যপদে । স্বপাদপদ্মং
হি পিতামহস্য কিরীটবদেবিকচহমেতি ॥ ৪৫ ॥

দিগেব পক্ষে । দুর্বাসিত, ফলতঃ আপনি (সাবনার)
দুববন্তীও নছেন এবং অন্ন আখ্যাসে সন্নিহিতও
নছেন । আপনি জ্ঞেয় জ্ঞানস্বরূপ, দ্বাবা ববিয়
আখ্যাসে জুঃখসাগব হইতে পরিগ্রহ করুন ।
আপনি জ্ঞেয়স্বরূপ দ্বাবা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য
হইলেও অগম্য, আপনি মায়াব অহাত হইলেও
মায়ামোহিতাদিগের অন্তর্যমানে অন্তর্মুখ ।
সকলের আদি, সর্বশ্রুতি, সকলোই অন্তর্মুখ ।
বক্তিতা ও সংহতি, হে বিশ্বসাক্ষিন । আপনার
নমস্কাব কবি । আপনি জুঃখধ্বংসেব এবং ভেদুঃ
অখচ আপনার কোন হেতু নাই । আপনি সংশয়-
বন্ধন ও সংশয়সমূহেব ছেদক, আপনি সকলের
অগ্রজাত, আপনি জ্যোতীরূপ, জ্ঞানরূপ ও প্রকাশ-
সমূহরূপ, আপনি ব্যাধাকার নিষ্কাশন হেতু, আপ-
নাকে নমস্কাব । আপনার পাদপদ্মে ভক্তি,—ঈশ্বর,
অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলভূত, হে স্বামিন ।
আমাকে সেই পবিত্র ভক্তি প্রদান করুন । যাহা
আপনার প্রতি ভক্তিশ্রুত হইয়া শ্রোত স্মার্ত্ত কন্য
করে, তাহা দেব সে কন্য যজ্ঞাধিকার, তাহাতে
তাহারা সংসারসাগরে বদ্ধ হইয়া দীনভাবে অব-
স্থান করে । হে দেব । আপনার অনন্তপদ, অনন্ত
হস্ত, অনন্ত নেত্র, অনন্ত কর্ণ, দিব্যসমূহ আপনার
স্বরূপরূপ ; চতুর্দশ আপনার দুই কর্ণের কুণ্ডল,
নকত্রমালা আপনার মনোহর কর্ণাব, আপনার
এই অদ্ভুত দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি ভক্তগণের বাজাপুংক,
আমি আপনার এই মূর্ত্তির শরণাপন্ন । আপনার যে
পাদপদ্ম কখনো কিরীটবদেবিকচহমেতি, এবং

যদীয়পাদাজয়গাত্তমো নৃষ্ঠচ্ছিরো যন্ত হি শাক-
ভৌতম্ । তদ্ব্যপাদং শিরসা বহন্তি শুরেন্দ্রনাথ্যঃ
খলু তং নমামি ॥ ৪৬ ॥ তদ্ব্যসিংহং হস্তপা-
সজ্বং পাদাশ্রিতানাং কুরুণাকিসিংহম্ । পাদাশ্র-
জটবিষট্টমানব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং প্রণমামি চণ্ডম্ ॥
৪৭ ॥ সটচ্ছটাকম্পনশীর্ঘ্যমাণঘনৌঘবিদ্রাবিতপা-
সজ্বম্ । চণ্ডাটাসান্তবিতাদশকং ত্রিলোকগর্ত্তং
নৃহবিং নমামি ॥ ৪৮ ॥ নমস্তে নমস্তে নমস্তেহদ্য
বিবেণ পবিত্রাহি দীনানুকম্পিন্ননাথম্ । ভবন্তং
সমাসাত মে দেহবন্ধো মুবাবে ন সংসারকাবা-
গৃহেহন্ত । ॥ ইমমেধসহস্রান্তে যথা ত্বাং চক্ষুচক্ষুবা ।
দ্ব্যকপং প্রপশ্যামি তথানুকোশয় প্রভো ॥ ৫০ ॥
যথা চেজ্যাসহস্রং মে নিবিস্তং তৎ সমাপ্যতে ।
যজ্ঞশ স্বপ্ৰসাদান্নে তথা সান্নিধ্যমন্ত তে ॥ ৫১ ॥
কোটয় পাপবানীনাং কয়ং যান্তি যথা প্রভো ॥
ধর্ম্মার্থকামা হস্তস্তা নৈবা চিত্রং স্তবন্তি যে ॥ ৫২ ॥

যে পাদপদ্মেব প্রান্তে নিখিল পাঞ্চাভৌতিক জীবের
মস্তক বিলুপ্ত, সুবকামিনীগণ যাহা মস্তকে বহন
করেন, আমি আপনার সেই পাদপদ্মে প্রণাম কবি ।
৫১—৫৬ আপনার এই দিব্য নৃসিংহমূর্ত্তি পাণ্ডি-
শের পক্ষে প্রচণ্ড এবং পাপসমূহনিষায়ক, পদাশ্রিত
ব্যক্তিগণের পক্ষে দয়াসাগব । আপনার এই
মূর্ত্তির পাদপদ্মেব সঘটনে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড ভর হয়,
আপনার এই মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম কবি । জট-
নমূহব কম্পন দ্বাবা মেঘসমূহেব অপসারণকালে
যিনি পাপসমূহ তাড়াইয়া থাকেন, যাহাব প্রচণ্ড অট্ট-
হাস্তানিদেব নিকট মেঘধনি পরাভূত, সমস্ত
ত্রৈলোক্য যাহাব উদয়মধ্যে অবস্থিতি করিবেছে,
সেই নবহর্বিকে আমি প্রণাম করি । বিবেণ ।
আপনাকে আমি বাব বাব প্রণাম কবি । হে দীন-
দয়ালো । আমি অনাথ, আমাকে রক্ষা করুন, হে
দুবাবে । আমি যেন আপনার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত
হইয়া সংসার-কাবাগাবে আব আবদ্ধ না হই । হে
প্রভো ! সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞেব পবে আপনাকে আমি
চন্দ্রদ্বারা যাহাতে দেখিতে পাই, অমুগ্রহপূর্বক তাহা
করুন । হে যজ্ঞেশ্বর । আমার সর্কারিত সহস্র
অশ্বমেধ যাহাতে নিবিস্তে পারসমাপ্ত হয়, আপনি
সন্নিহিত হইয়া তাহা করুন । হে প্রভো !
কোটি কোটি পাপরাশি যাহাতে কয় প্রাপ্ত
হয়, অমুগ্রহপূর্বক তাহা করুন । হে বিবেণ ।
যাহারা আপনার আশ্রিত এবং আপনার এই

মোক্ষস্ত ভাজনং বিকো তে নরা যে ভবানরাঃ ।
৫২ । ভবোৎসং দিব্যসিংহঃ তং ভূপতিঃ স্তম্ভমানসঃ ।
দণ্ডপাতিপ্রণামেন জগাম ধরণীং মুখঃ ॥ ৫৩ ॥
জৈমিনিকবাচ । ক্ষেত্রং তু নরসিংহস্ত ব্রহ্মণা নির্মিতং
পুরা । ইন্দ্রহ্যগ্রহায় সর্বলোকহিতায় চ ॥ ৫৪ ॥
পশুস্তি যে নৃসিংহস্তঃ শত্ৰুনা সহ সংস্থিতম্ । ন
দেহবন্ধঃ তে বিপ্রাঃ প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥ মনসা
বাহিতং বদ্যৎ প্রাপ্নুবন্তি ততোহধিকম্ । স্তোত্রে-
গানেন যে দিব্যসিংহরূপং ভবন্তি বৈ ॥ ৫৬ ॥
সর্বকামপ্রদো দেবস্তস্ত মুক্তিং প্রযচ্ছতি । জ্যৈষ্ঠ-
শুক্রদ্বাদশী যা স্বাতিনক্ষত্রসংযুতা ॥ ৫৭ ॥ তস্তাং
প্রতিষ্ঠিতঃ ক্ষেত্রে দিব্যসিংহো মহর্ষিণা । সূতেন
ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ তস্ত পশুস্তি তত্র যে ॥ ৫৮ ॥
বাজিমেধসহস্রস্ত ফলং সাক্ষাৎ লভন্তি তে ।
পঞ্চামৃতৈর্কা কীরেণ নারিকেলরসেন বা ॥ ৫৯ ॥
প্রাপয়ন্তি নরা যে বৈ অথবা গন্ধবারিণা । পূজয়িত্বা
মহাসিংহমুপচারৈঃ সপায়সৈঃ ॥ ৬০ ॥ জবাকুসুম-
মালৈশ্চ গন্ধমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ । ধূপৈর্দীপৈঃ
সকপূরৈস্তাম্বুলৈরতিশোভনৈঃ ॥ ৬১ ॥ সুগীতিভূতি-

অঙ্কিত মূর্তির স্তব করে, তাহার ধর্ম, অর্থ ও
কাম তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মুক্তির পাত্র হয় । নরপতি এই
রূপে হুঁটচিতে সেই দিব্যনৃসিংহ মূর্তির স্তব করিয়া
ভূতলে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে লাগিলেন ।
জৈমিনি কহিতেছেন যে, ইতিপূর্বে ব্রহ্মা ইন্দ্রহ্যয়ের
প্রতি অমুগ্রহ ও সমুদয় লোকের হিতের নিমিত্ত এই
নরসিংহের ক্ষেত্র নির্মাণ করেন । হে বিপ্রগণ !
শত্ৰুর সহিত অবস্থিত সেই নরসিংহকে ঋহারা দর্শন
করেন, তাঁহারা আর যে দেহরূপ বন্ধন প্রাপ্ত হন না,
ইহাতে সংশয় নাই । তাঁহারা মনোহরা যে যে
বাঞ্ছা করেন, ততোধিক ফল প্রাপ্ত হইবেন । ঋহারা
এই স্তব দ্বারা দিব্য নৃসিংহরূপের স্তব করেন, সর্বা-
ভীষ্টপূরক নৃসিংহ দেব তাঁহাদিগকে মুক্তি দান
করেন । মহর্ষি নারদ জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্রা দ্বাদশীতে
স্বাতি নক্ষত্রে ক্ষেত্রধামে এই দিব্য নৃসিংহকে প্রতি-
ষ্ঠিত করেন । ঋহারা সেই স্থানে যাইয়া তাঁহাকে
সাক্ষাৎ দর্শন করেন, তাঁহারা সহস্র অর্থমেধ যজ্ঞের
সম্পূর্ণ ফলভাগী হন । যাহারা পঞ্চামৃত বা হৃদয়
অথবা নারিকেলোদক কিংবা গন্ধবারি দ্বারা মহা-
সিংহরূপী সেই দেব-দেবকে প্রাপন এবং পায়সাদি
উপচার দ্বারা পূজন আর জবাপুপমাল্য, সুশোভন
গন্ধমাল্য, ধূপ, দীপ, কপূর, তাম্বুল, সুন্দর ভূতিপাঠ,

পাঠে-চ জয়নৈবস্তথোচ্চকৈঃ । প্রদক্ষিণপ্রণামৈশ্চ
দানৈর্ভাজনতপৈঃ ॥ ৬২ ॥ সন্তোষ্য নরসিংহস্ত
ব্রহ্মলোকমবাপুয়াৎ । বৈশাখস্ত চতুর্দশীঃ সৌরি-
বারেহনিলক কৈ । আদ্যাবতারঃ সিংহস্ত প্রদোষ-
সময়ে দ্বিজাঃ ॥ ৬৩ ॥ তস্তাং সম্পূজ্য বিধিবৎ
নরসিংহঃ সমাহিতঃ । জন্মকোটিসহস্রৈশ্চ পাপরাশিঃ
সুসঞ্চিতঃ ॥ ৬৪ ॥ দহতে তৎক্ষণাদেব তুলরাশি-
রিবাগ্নিনা । দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য প্রণিপত্য চ
ভক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥ ত্বয়া বিমুচ্যতে পাটৈর্নির্ম্মলৈকৈ
ভুজঙ্গবৎ । ন তস্ত ব্যাধয়ঃ সন্তি ন শোকা নাধমস্তথা
॥ ৬৬ ॥ সর্বাণি কামানবাপ্নোতি হয়মেধফলং তথা ।
সমীপে তস্ত ভো বিপ্রা যজনঃ দানমেব চ ॥ ৬৭ ॥
অন্তানি পুণ্যকর্মাণি কৃতানি চ সক্রমরৈঃ । কোটি-
কোটিগুণানি স্মার্নরসিংহপ্রসাদতঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে ইন্দ্রহ্যস্ত নৃসিংহমূর্তিপ্রতিষ্ঠা নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

অত্যাচ্ছ জয় শব্দ, প্রদক্ষিণ প্রণাম, দান ও ভাজন-
গণের সন্তোষোৎপাদন দ্বারা তাঁহার সন্তোষোৎপাদন
করেন, তাঁহারা সর্বোত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিতে
সমর্থ হন । এই নরসিংহদেবের আদ্যাবতার বৈশাখ
মাসের শুক্রা দশমীতে শনিবারে স্বাতি নক্ষত্রে
প্রদোষসময়ে হইয়াছিল । সেই দিবসে সমাহিত
হইয়া যথাবিধানে নরসিংহকে পূজা করিলে তৎ-
ক্ষণাৎ সহস্রকোটি-জন্মার্জিত সুসঞ্চিত পাপরাশি
অনলে তুলরাশির স্থায় ভস্ম হইয়া যায় । নর-
সিংহকে দর্শন বা স্পর্শন, নমস্কার,—প্রণিপাত ও
স্তোত্র ভক্তিসহকারে কৃত হইলে ভুজঙ্গ-নির্ম্মলকৈর
স্থায় পাপাবরণ মুক্ত হইয়া যায় । তাহার কোন
প্রকার পীড়া, শোক, বা মনঃক্লেশ হয় না, নির্ধল
অভীষ্টসাধন এমন কি অর্থমেধ যজ্ঞের ফললাভ
করিতে পারে । হে বিপ্রগণ ! নরসিংহের প্রসাদে
তৎকৃত যাগ, যজ্ঞ, দান ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম
সকল কোটি কোটি গুণ ফল প্রদান করিয়া
থাকে । ৪৭—৬৮ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৬ ।

সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । প্রতিষ্ঠিতে নারসিংহে কেত্রে
তদ্বিগ্নরাধিপঃ । কিংকার মূনে ক্রহি পরং কোতুহলঃ
হি নঃ ॥ ১ ॥ জৈমিনিকবাচ । ইন্দ্রাদীঃস্বিদশান
বিপ্রা (১) নামজ্ঞয়ত পূর্বতঃ । ততঃ সমজ্ঞয়ামাস
ঋষীন বিপ্রান্ সহস্রশঃ ॥ ২ ॥ অধ্যোতুঃচতুরো
বেদান্ সমভঙ্গপদক্রমৈঃ । যজ্ঞবিদ্যাসু কুশলান
মীমাংসাপরিনিষ্ঠিতান্ ॥ ৩ ॥ সভাবাকরহুত্রৈশ্চ
পবিনিষ্ঠিতকর্ষিণঃ । অষ্টাদশসু বিশিষ্টে কুশলান্
ধর্ম্যকোবিদান্ ॥ ৪ ॥ সদাগররতাংষ্টেব কুলীনান
সত্যবাদিনঃ । বৈকবাংশে বিশেষেণ সমজ্ঞয়ামাস
সাদরম্ ॥ ৫ ॥ ত্রৈলোক্যে যে চ রাজানঃ
সিদ্ধাশ্চ ঋষয়ো দ্বিজাঃ । সঙ্কুদ্রা বণিজো
দ্বীপ-পতয়শ্চ নিমজ্জিতাঃ ॥ ৬ ॥ ক্রোশদ্বয়মিতা
বিপ্রাঃ সভাসীতশ্চ ভূপতেঃ । পাবাগঘটিতা
সোচ্চা সুধয়া সাধুলেপিতা ॥ ৭ ॥ কচিদ্রতুময়ী ভূমিঃ
কচিৎ কাঞ্চননির্মিতা । ক্ষাটিকী বাজতী চৈব

সপ্তদশ অধ্যায় ।

মুনিগণ প্রশ্ন কবিত্তেছেন যে, হে মূনে । নট
কেত্রেধামে নরসিংহ প্রতিষ্ঠিত হইলে নররা হস্ত-
দ্বায়কি করিয়াছিলেন ? ইহা শ্রবণার্থ আমায়
অতিশয় কোতুহল জন্মিয়াছে, অতএব বর্ণন করুন ।
জৈমিনি কহিলেন,—হে বিপ্রগণ । সেই নৃপবর প্রথ-
মতঃ ইন্দ্রাদি দেবগণকে নিমন্ত্রণ কবিলেন, তনন্তর
সহস্র সহস্র বিপ্র এবং যজ্ঞ-পদক্রম-সহকৃত-চতু-
র্বেদাধ্যায়ী, যজ্ঞবিদ্যাপারদশী, মীমাংসা-শাস্ত্র-নিপুণ,
সভাবাকর-কুশল, পরিনিষ্ঠিতকর্ষা ঋষিগণও অষ্টা-
দশ-বিদ্যাশিষ্য-ধর্ম্য-কোবিদ সদাচারপরায়ণ
সত্যবাদী সংকুলসমুত বক্তৃগণ ও বিশেষরূপে
বৈকবগণকে সমাদর সহকারে নিমন্ত্রণ কবিলেন ।
হে দ্বিজগণ । অধিক কি বলিব ? এই ত্রৈলোক্যমধ্যে
যে সকল রাজা ও সিদ্ধ ঋষি এবং সংশূদ্র, বণিক ও
দ্বীপাধিপ ছিলেন, তাঁহারাও নিমজ্জিত হইলেন । হে
বিপ্রগণ । সেই ভূপতির সভাসল দ্বিক্রোশ পরিমাণে
প্রশস্ত হইয়াছিল । এই সভা পাবাগনির্মিতা
উজ্জারবিম্বিতা এবং সম্যক সুধালেপযারা অতিমুদ্র
হইয়াছিল । উহার কোন কোন স্থলের ভূমি রত্ন-
ময়ী, কোন স্থলে বা কাঞ্চননির্মিতা, কোথাও বা

(১) সর্গাদি ।

যথাযোগ্য কৃতা হল ॥ ৮ ॥ অর্থে 'রত্নময়ৈঃ
প্রোক্তৈঃকুলপরিবেষ্টিতৈঃ' । চাকচাক্যাতপাঢ্যা সা
গন্ধমালৈঃ সচামরৈঃ ॥ ৯ ॥ (১) যজ্ঞশালা মকরত
যথাসীতো দ্বিজোত্তমাঃ । তথেষ্ট্রহ্যতুপশ্চ ব্রুতিতা
বিশ্বকর্ষণা ॥ ১০ ॥ তর্ভেহহি শুভনক্রে বাসয়িত্বা
সভাসদঃ । রাজাঃ সিংহাসনাসীনান্ রম্যাসীনান্
ঋষীনধ ॥ ১১ ॥ (২) সসিদ্ধান ব্রহ্মবিগণান্ বহুমূল্য-
কুখিতান্ । দেবান কাঞ্চনপীঠস্থান্ যথাযোগ্যমধ
দ্বিজান্ ॥ ১২ ॥ বরাসনস্থানস্তাংশ্চ যথাদেশং সুধ-
হিতান্ । মধ্যে নৃপাণাং দেবানামৃষীণাঞ্চ শচী-
পতিম্ ॥ ১৩ ॥ সাম্রাজ্যলক্ষণে স্বস্ত রত্নসিংহাসনে
স্থিতম্ । দিব্যৈশ্চামালৈশ্চ যথা গঠৈর্বাসোভিবিষ্টরা-
দিতিঃ ॥ ১৪ ॥ পুরোধসা সমং পূর্বমর্চয়ামাস

ক্ষাটিক ওরজতে শোভিতা হওয়ায় স্থানটী যথাযোগ্য
হইয়াছিল । ১—৮ । উহা রত্ন রত্নময়, উচ্চ এবং
বস্ত্রাধা পরিবেষ্টিত, উপবিভাগে মনোরম চন্দ্রাতপ
এবং উহাতে চামর বীজন ও গন্ধমাল্য বিতরণ
হইয়াছিল । হে দ্বিজোত্তমেরা । যেরূপ মকরত বাজার
যজ্ঞশালা ছিল, এই ইন্দ্রহ্য ভূপতির যজ্ঞশালাও
বিশ্বকর্ষা তাদৃকপ্রকারে বচনা করিয়াছিলেন ।
নরপাত শুভদিনে শুভনক্রে সভাসদদিগকে স্ব স্ব
মর্যাদানুসারে নির্দিষ্ট কারয়া যথাযোগ্য আসনে
উপবেশন করাইলেন, রাজগণকে সিংহাসন, ঋষি-
দিগের রম্যাসন, সিদ্ধ ও ব্রহ্মবিগণকে বহুমূল্য
কুশাসন, দেবগণকে কাঞ্চন পীঠ এবং অস্তান্ত
সম্মানদিগকে বরাসনে সংস্থাপনপূর্বক দেবগণ,
ঋষিগণ ও ভূপালগণের মধ্যে শচীপতিকে বিষ্টরা
প্রদানপূর্বক দিব্যমাল্য ও গন্ধ বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা
পুরোধার সহিত অগ্রেই সম্যকসহকারে অর্চনা

- (১) মুক্তাদামাত্তরৈশ্চ চাকচাক্যাতপাঢ্যা তথা ।
কুখাশ্চক্রেহসিদ্ধা জীথওসলিলোকিতা ।
সর্বকুলসুমাকীর্ণা প্রান্তোপবনসংবৃত্তা ।
বাপ্যঃ ক্ষাটিকসোপানাঃ পদ্মকলারমণিতাঃ ।
চক্রবাটকঃ প্রবেহৎসৈঃ সারসৈর্মধুরমরৈঃ ।
ব্যাগ্ধাস্তরাঃ স্বচ্ছনীত-সুগন্ধমধুরাস্তসঃ ।
পরিভঃ শতশস্ত্রতাঃ সুধাবতরণা দ্বিজাঃ ।
উপজ্ঞানাবিরচনাঃ শোভমানা সমস্ততাঃ ।
ইত্যধিকঃ কুত্রচিৎ পাঠঃ ।
(২) যজ্ঞশালায় ঋষীণাম্ ।

করিলেন। তিনি দীনভাবাপন্ন-ব্যক্তিদিগকে অতি
বিনীত-ভাবে ধনদানপূর্বক পূজা করিলেন। অনন্তর
সিদ্ধ ও দিব্যসিগণকে ইন্দ্রবৎ সমৃদ্ধির সহিত পূজা
করিয়া ধনাধিপ কুবেরেরও বিশ্বয়োৎপাদন করি-
লেন। অতঃপর অস্তান্ত দেবগণকে যথাবিধানে
স্বকীয় সম্পদস্বসারে অর্চনা করিয়া মূনিগণ, ব্রাহ্মণ-
গণ এবং কত্রিয় ও বৈশ্বকে যথাযোগ্য পূজাদি
করিলেন। তিনি অস্তান্ত ব্যক্তিদিগকে সমস্ত্রমে
সচিব দ্বারা পূজা করণানন্তর হৃষ্টান্তঃকরণে বিনীত ও
নম্রভাবে কৃতাজলিপুটে নারদ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র-
সমীপে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে এই প্রকার নিবেদন
করিতে লাগিলেন যে, হে দেবেশ্বর! আমি
আপনকার প্রসাদাৎ এই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ ইচ্ছা
করিতেছি, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।
আমি হয়মেধ যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজা করিব।
হে দেব! আপনি ক্রতুময়ের ঈশ্বর, অতএব
আমাকে অমুমতি করুন। হে দেব! এই ত্রৈলোক্য-
মধ্যে ষাঁহারা বাস করিতেছেন, সকলেই আপন-

যাবৎ ক্রতুসহস্র সংস্থা ভবতি মে প্রভো। * তাবৎ
যঃ ত্রিদেশৈঃ সার্ব্বং সদোমধ্যগতো বস ॥ ২০ ॥
যষ্টমিচ্ছামি দেবেশ নাহং যৎপদলিপ্সয়া। সর্ব্বেষাং
বেৎসি দেবেশ মনোবৃত্তিঃ সদা প্রভো ॥ ২৪ ॥
যুথাকং পূর্ব্বদৃষ্টোহত্র বপুয়ান্নাধবঃ প্রভুঃ। উপা-
সনায়াং সৌহৃদ্যং যো বালুকাভিস্তিরোদধে ॥ ২৫ ॥ তন্ত
ভূয়ঃ প্রকাশাখং বাজিমেধসহস্রকম্। করিষ্যে
বচনাদিত্র চতুরান্তস্ত শাসনাৎ ॥ ২৬ ॥ পুনঃ প্রকা-
শিতে তস্মিন্ ত্রৈয়ো বোহপি ভবিষ্যতি। ইতি
বিজ্ঞাপিতে রাজা মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ। অন্তর্দান-
স্তরং যাতু ঋতপূর্বাং সরস্বতীম্। (১) অশরীরাঃ
স্বরপুস্তাঃ ভূপং প্রোচুঃ প্রহবিতাঃ। ইন্দ্রহ্য
মহাশ্বাসি সত্যং সত্যব্রতো ভুবি। ত্বেচ্চেষ্টিতং
পুরাশ্চাভিরম্ভাবি ভবিষ্যকম্ ॥ ২৮ ॥ সহায়ান্তে
ভবিষ্যামঃ কার্য্যে ত্রৈলোক্যপাবনে। স্রষ্টা
স জগতাং যত্র উদ্যুক্তঃ স্বয়মেব হি ॥ ২৯ ॥
অত্রৈবোবাচ ভগবানশ্বাকমপি ভূতলে। প্রবেশং
হৃদহুক্রোশবশাভূয়ঃ প্রকাশনম্। করিষ্যে দারবং
দেহমিত্যেতৎ পরিনিষ্ঠিতম্ ॥ ৩০ ॥ সর্গাশ্বাকঃ

কার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে প্রভো!
যাবৎ পর্য্যন্ত আমার এই ক্রতুসহস্র সম্পূর্ণ না
হইবে, তাবৎকাল আপনি ত্রিদেশগণের সহিত এই
সভামধ্যে অবস্থান করুন। ২—২৩। আমি আপনার
পদবাসনায় দেবেশ্বরের যাগ ইচ্ছা করিতেছি না। হে
প্রভো! হে দেবেশ্বর! আপনি ত সর্ব্বদাই সকলের
মনোবৃত্তি জানিতেছেন। এই স্থানে যে আপনার
প্রভু মাধবকে বপুয়ান্ দেখিয়াছিলেন, তিনি এখন
উপাসনা দ্বারা বালুকারাশিতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।
হে ইন্দ্র! আমি ঠাঁহারই পুনঃপ্রকাশের জন্ত
চতুরাননের অমুমতিক্রমে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ
করিব। নরবর এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিলে
মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মাধবের অন্তর্দানোত্তর সেই
ঋতপূর্ব্ব অশরীরা বাণী শ্রবণপূর্ব্বক সহর্ষে ভূপতিকে
কহিলেন যে, হে ইন্দ্রহ্য! তুমি মহাশ্বা এবং
তুমিই পৃথিবীতে যথার্থ সত্যব্রতাবলম্বী, তোমার
এই ভাবব্যৎ চেষ্টিত বিষয় পূর্ব্বই আমরা অমুমতি
করিয়াছি। অতএব তোমার এই ত্রৈলোক্যপাবন-
কার্য্যে আমরা সহায় হইব। সেই জগৎস্রষ্টা জগদী-
শ্বর স্বয়ংই ইহাতে উদযুক্ত আছেন। ভগবান্ এ
স্থানেই আমাদিগকে বলিয়া ছিলেন যে, পাতালে

(১) যা চ ক্রতু পূর্বা সরস্বতী।

(১) আশ্বধ্যঃ মন্ততেহস্তাসৌ ত্রৈলোক্যেশো
হপি তদ্যথা। ইত্যধিকঃ কৃচিৎ পাঠঃ।

(২) প্রভুতত্ত্বসম্পদঃ।

(৩) উপচারৈর্মহীনাথঃ সমাগব্যগ্রহানসঃ। রাজাঃ
সম্পূজয়ামাস রাজযোগৈঃ পরিচ্ছদৈঃ। যথা তে
মেনিরে রূপা তরামঃ সাম্প্রতং বয়ম্। সত্যং রাজ্যং
ক্রমাৎ প্রাপ্তং নেদুশ্চ পরিচ্ছদঃ। আনর্চ বৈক-
বান্ কুর উপচারৈঃ সমাগমঃ। সাক্ষা অপি যথা
জিহ্বা মেনিরে বিষমাগমম্। কচিৎকৃচিৎ পাঠঃ।

বালীকন্তু নেত্রস্ত চ মহীপতে । অশ্রুদিষ্টে সমুদ্যো-
গস্তব ন প্রীতিকারকঃ । সুখং যজ্ঞস্য রাজেন্দ্র
বৈকুণ্ঠঃ ভক্তবৎসলম্ ॥ ৩১ ॥ ক্রতুনা হ্রমেধেন
সহস্রপরিবর্তিনা । হুরারাদ্যো হি ভগবান্শ্রাকঃ
ভক্তবৎসলঃ ॥ ৩২ ॥ বয়মপ্যত্র দেবহঃ ত্যক্তা
ভক্তিপরায়ণাঃ । আরাধ্যামঃ কেত্রেহস্মিন্ বিনীতা
নররূপিণঃ । কিপ্রং হি যাহুবে লোকে কৰ্ম্ম সিধ্যতি
বৈ কৃতম্ ॥ ৩৩ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । ইত্যাক্তে ত্রিদশৈঃ
সৈন্যৈঃ পরিতুষ্টাস্তরায়না । আরম্ভাৎ ক্রতো রাজা
ভগবন্তমপূজয়ৎ । উপচারসহস্রৈশ্চ যথাবৎ প্রতি-
পাদিতৈঃ । ততঃ পিতৃগণান্ রাজা নিরূপ্য
অক্লম্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥ সদোগৃহগতান্ বিপ্রান্ যাজি-
কান্ সমলকৃতান্ । কুহেষ্ঠদেবঃ পুরতো বৈকুণ্ঠঃ
সাগ্নিহোত্রকম্ । আকাজ্জন্ করিতং লগ্নং সংবৃত্তে
অস্তিবাচনে ॥ ৩৫ ॥ উপস্থিতঃ সপত্নীকঃ শুক-

প্রবেশানন্তর ইন্দ্রহরকে দয়া করিবার জন্ত পুনরায়
ভূতলে দারুময় দেহে প্রকাশিত হইব, ইহা আমার
নিশ্চয়ই আছে । সুতরাং হে মহীপতে ! এ বিষয়ে
আমাদের বা দেবস্বরের কোন অসন্দেহ নাই ।
আমাদের উদ্দেশ্য যাগযজ্ঞান তোমার কোন উপ-
কারক হইতেছে না, অতএব সেই পরম ভক্তবৎসল
বৈকুণ্ঠনাথকে নির্বিঘ্নে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা পরিতুষ্ট
কর । ভগবান্ হুরারাদ্য হইলেও আমরা বহু অশ-
মেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান
করিব । আমরাও এই কেত্রে দেববিগ্রহ পরিত্যাগ-
পূর্বক নররূপী হইয়া বিনয়-ভক্তিসহকারে ভগবান্কে
আরাধনা করিব । যে হেতু এই লোকে যথাবিধানে
কৃতকৰ্ম্ম হইলে সিদ্ধি হইয়া থাকে । জৈমিনি কহি-
লেন, ইন্দ্রাদি ত্রিদশগণ আন্তরিক যত্নের সহিত সন্তুষ্ট
হইয়া এই কথা বলিলে নরপতি যজ্ঞ আরম্ভার্থ যথা-
বিধি সহস্র সহস্র উপচার দ্বারা ভগবানের পূজা ও
পিতৃগণের নান্দিত্যাদি প্রদানসহকারে সম্পাদন করি-
লেন । অনন্তর সভাগৃহ-সমাগত যাজিক ব্রাহ্মণ-
গণকে সম্যক্ অলঙ্কৃত করিয়া অগ্নিহোত্রের সহিত
অভীষ্টদেব বৈকুণ্ঠনাথকে পুরোভাগে রাখিয়া নিদিষ্ট
কৃত যজ্ঞের প্রতীক করিতে লাগিলেন । অস্তিবাচ-
নের যোগ্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি সত্নীক হইয়া
বিভক্ত যাজ্ঞাৎ বেষণ ধারণপূর্বক শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণগণ
দ্বারা পূজ্যাহ, গন্ধি ও অস্তিবাচন করিয়া রাজযোগ্য
উপকরণ প্রদানসহকারে অধিকারিকে বরণ করি-
লেন । অতঃপর সেই সভ্যবৃত্ত-কৃত অধিকার সপ-

মাদিন্যবেশনম্ । অস্তিবাচ্য দ্বিজান্ শুভান্ পূজ্যাহ-
রূপিকৰ্ম্ম চ । ততঃ সন্ততসভারো বরণমাস
অধিকঃ ॥ ৩৬ ॥ যুতান্তে তু সপত্নীকঃ দীক্ষয়ন্তো
নৃপোত্তমম্ । বিকৃত্য দীক্ষণীয়েষ্ট্যা অবজন্ (১)
সভ্যচোদিতাঃ । প্রণীয তং প্রজলন্তং বেদ্যামাহ-
বনীয়কম্ । ত্রৈলোক্যমঙ্গলকরং কিং সাক্ষাৎ
বৈকবঃ মহঃ । অপ্রোক্ষিতকাহুমজ্জ্যাহুজ্ঞাপ্য
দিগধীশ্বরান্ ॥ ৩৭ ॥ মুমূচুস্তে হমঃ মুখ্যমন্বেষু
শুভলক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥ ততঃ স বীক্ষিতো রাজা
বাগ্ধ্বজো রোরবীঃ হচম্ । অধিষ্ঠায় সদোমধ্যে যুত্যা-
জয় ইব স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ নিমজ্জিতানাং ভূক্ত্যর্থং চক্ষুযা
সন্দিদেশ বৈ ॥ ৪০ ॥ সুরাণাং রত্নপাত্ৰাণি মহার্ঘাণি
নৃপাঞ্জয়া । সচিবঃ কারয়ামাস ভোজনায সমৃদ্ধিমৎ ।
শুদ্ধসৌবর্ণপাত্ৰাণি মুনীনাঞ্চ মহীক্ষিতাম্ । দ্বিজানাং
ভোজনার্থায় নবানি জাল্যহঃ দ্বিজাঃ । কত্রিয়াণাং
বিশাং বিপ্রা রাজতানি শুভানি চ । কাংশ্চনির্ম্মল-
পাত্ৰাণি শূজাণাং ভোজনায বৈ ॥ ৪১ ॥ অহন্তহনি
পাত্ৰাণি ভোজনান্তে দ্বিজোত্তমাঃ । আকরেমু
প্রপদ্যন্তে (২) প্রোচ্ছিষ্টদলবর্জনেঃ ॥ ৪২ ॥ তত্র

ত্নীক নৃপোত্তমকে যজ্ঞে দীক্ষিত করত বেদীর উপরি-
ভাগের ত্রৈলোক্য-মঙ্গলকর সাক্ষাৎ বৈকবভেজঃ-
পুঞ্জাধিক জলন্ত আহবনীয় বহির প্রণয়ণ, প্রোক্ষণ,
অমুমজ্জণ ও দিক্‌পতিগণকে অমুমজ্জাপনপূর্বক দীক্ষ-
ণীয় অশ্বমেধ যজ্ঞে অভীষ্টদেবকে বিশেষ করিয়া যাগ
করিলেন ॥ ২৪—৩৭ ॥ পরে শুভলক্ষণাদি একটি প্রধান
অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন । এদিকে নরপতি দীক্ষিত হইয়া
বাগ্‌যমনপূর্বক সভামধ্যে রোরব-চর্ম্মাসনে অবস্থান
করত সাক্ষাৎ যুত্যাঙ্গয়ের স্থায় শোভা পাইতে লাগি-
লেন । তিনি নিমজ্জিত ব্যক্তিগণের ভোজনার্থ
তদ্বাবধারণকদিগকে নয়নেদ্রিত দ্বারা আদেশ করি-
লেন । রাজ-সচিব নৃপের অমুমতি পাইয়া ভোজ-
নের নিমিত্ত সুরগণের জন্ত মহার্ঘ রত্নপাত্ৰ সকল,
মুনিগণ ব্রাহ্মণগণ ও রাজবর্গের জন্ত বিভক্ত সৌবর্ণ
পাত্ৰানচয় ; কত্রিয় ও বৈশ্বসমূহের নিমিত্ত নির্ম্মল
রৌপ্যধারনিকর, শূদ্র সকলের নিমিত্ত কাংশ্চনির্ম্মিত
পরিষ্কৃত পাত্ৰাংশি, প্রতিদিন সমৃদ্ধিসহকারে নূতন
নূতন আহরণ করিতে লাগিলেন । হে দ্বিজোত্তম-
গণ ! প্রত্যহ ভোজনাবসানে তাঁহারা এই সকল

(১) দক্ষিণীয়েষ্ট্যাম্ নিয়জন্ ।

(২) প্রোচ্ছিষ্টে ।

যজ্ঞোৎসবে যে বৈ ভোজ্যায় নিমজ্জিতাঃ । তেষাং
পুজ্যশ্চ পৌজ্যশ্চ প্রপৌজ্যশ্চৈব সমুত্তমঃ । নিত্যং
পঞ্চশতানি (১) বহমানপুরঃসরম্ । আদৃতা
ভোজিতা রাজ ইন্দ্রহ্যায় শাসনাৎ । কুটুম্বং
হিতান্ত্রং সংস্থা যাবন্নহাক্রতোঃ ॥ ৪৩ ॥ যদেদীয়
জনাভ্যেবামধিষ্ঠাতা চ তান নৃপঃ । নৃপাণামনুসন্ধাতা
ইন্দ্রহ্যপ্রযাচিতঃ । নারদঃ সমদশী তু পরোপ-
কৃতিলোনুপঃ ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রাদীনাং সুরেন্দ্রাণাং
দিব্যর্ষাণাং নৃপোত্তমঃ । স্বরন্ত নৃপতিচর্যাং চকার
ক্রতুপূর্তয়ে (২) ॥ ৪৫ ॥ নরাণাং তুল্যভং মর্ত্য ইন্দ্র-
হ্যায়গৃহেহশনম্ । ইন্দ্রহ্যায় চেষ্টন্ত বিশেষো মর্ত্য-
বাসিতা ॥ ৪৬ ॥ অত্যন্তকরো হেতু প্রত্যহঞ্চ নবং

বহুমূল্য পাত্র উচ্ছিষ্ট কদল্যাদিপত্রের স্থায় রাশিরূপে
পরিভ্যাগ করেন ! সেই যজ্ঞোৎসবে ভোজনের
নিমিত্ত ঋষারা ঋষারা নিমজ্জিত হইয়াছিলেন, তাঁহা-
দের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সম্মানগণ পঞ্চশত বর্ষ পর্য্যন্ত
প্রত্যহ বহুসম্মানসহকারে সমাদৃত হইয়া ভোজন
করিতেন ; অধিক কি, ইন্দ্রহ্য নরপতির শাসন-
বলে তাঁহারা সেই মহাযজ্ঞ-সমাপন-কাল পর্য্যন্ত
কুটুম্ববর্গের স্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন । বহুদেশীয়
নিমজ্জিত বহুতর ব্যক্তিগণের তত্ত্বাবধান নির্বাহে
সম্পন্ন হইবে বলিয়া এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল
যে, ঋষারা যে দেশীয় ব্যক্তি, তাঁহাদের তত্ত্বাবধায়ক
সেই দেশীয় নরপতি, সেই সমুদয় নরপালগণের
তত্ত্বাবধানের ভার, ইন্দ্রহ্যের প্রার্থনা-ক্রমে
পরোপকারলোনুপ, সর্ব-সমানদশী, নারদ ঋষিই
লইয়া ছিলেন । যজ্ঞসিদ্ধ হেতু ইন্দ্রাদি সুরেন্দ্রগণ
ও দিব্যর্ষিদিগের পরিচর্যা নৃপতি স্বয়ং করিয়া-
ছিলেন । মর্ত্য-লোকে ইন্দ্রহ্য রাজার বাড়ীতে
আহার মনুষ্যের পক্ষে অতি তুল্য । ঐ রাজা
ইন্দ্রহ্যের আর দেহরাজ ইন্দ্রের কোন পার্থক্য
নাই, কেবল ইনি মর্ত্যলোকে বাস করেন, আর
ইন্দ্র স্বর্গে বাস করেন, এই পার্থক্য মাত্র । হে

(১) বসন্তানি ।

(২) যজ্ঞবিধাশ্রয়পানানি সংস্কৃতানি দিবা নরৈঃ ।
দেবানাং ভোজনে তত্র মন্ত্রতন্ত্রবিশারদৈঃ । মর্ত্যানাং
নরবিদ্যায়া কুশলৈঃ সংস্কৃতানি বৈ ॥ কুংপিপাসা-
নভিজ্ঞা হি সুখায়া দিবৌকসঃ । তেষামপি
অপূর্ববাদ্যচর্যা তন্নি ভোজনম্ । ইত্যবিকঃ
পাঠঃকৃতিঃ ।

নবম্ । সম্মাননাদরৌ ঋষিভোজ্যস্ত বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥
অন্তোন্তপর্ক্যৈবাত্র প্রবর্ক্যন্তে পরস্পরম্ । সুগন্ধ-
সুমনোমাল্যকসুখাদিপ্ৰলেপনম্ ॥ ৪৮ ॥ চিত্রস্ব-
তুলানি সোপধানাসনানি চ । রত্নপর্ধ্যাক্ষিকা শয্যা
রত্নদণ্ডপ্রকীরণম্ ॥ ৪৯ ॥ জাতীলবঙ্গকপূরৈর্নগ-
বল্লীদলানি চ । মনোহরাণি গীতানি নৃত্যানি
বিবিধানি চ ॥ ৫০ ॥ ভরতস্ত মূনেঃ শিকশতি-
তৈরচিতানি চ । স্ববৎশযশোহভিজ্ঞাঃ শতশঃ
সুতমাগধাঃ ॥ ৫১ ॥ এতান্ত্তানি বস্ত্রনি তুল্যভাষ্যপি
যানি বৈ । ত্রিংশচাপি মর্ত্যাস্তাষভূজ্যস্ত সুসাদ-
রম্ ॥ ৫২ ॥ একতোহন্তত্র চিত্রাণি ন চ হীনানি
কুত্রচিৎ । পাতালবাসিনাঞ্চাপি ভোজনং বৈ সুখা-
ধিকম্ ॥ ৫৩ ॥ (১) স্মৃতিকারাঃ কল্পকারান্তথা শাস্ত্র-

দ্বিজোত্তমগণ ! তখন রাজগৃহে প্রত্যহ নব নব
সমাদর, নব নব সম্মান, নব নব ভোজ্য সমুদয়
বিবর্কিত হইতে লাগিল । সুগন্ধি পুষ্প, মালা,
কসুরী প্রভৃতি বিলেপনদ্রব্য, বিচিত্র স্বল্প বসন,
উপাধান (বালিস) সমন্বিত শয্যা, রত্নপর্ধ্যাক্ষ,
রত্নদণ্ডযুক্ত চামর, জাতী, লবঙ্গ, কপূর, তামূল
প্রভৃতি মনোহর দ্রব্য, মনোহর গীত ও বিবিধ
প্রকার নৃত্য, পরস্পরের উপর স্পর্শা করিয়া সমস্তই
দ্বিগুণভাবে বর্কিত হইয়া বিতরিত হইতে লাগিল ।
স্বর্গলোকে যাহা অতি তুল্য, মর্ত্যবাসিগণ ইন্দ্রহ্য
রাজার গৃহে তাহাও পরমাদৃত হইয়া উপভোগ
করিল । একত্র এত অদ্ভুত উপচারসমবায় আর
কোথায়ও সম্ভবে না ! রাজার ধনব্যয় ও সমাদরের
কিছু মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হইল না । পাতালবাসিগণ
আসিয়াও সুখাপেক্ষা অতি মধুর খাদ্যসামগ্রী ভোজন
করিতে লাগিল । তাদৃশ খাদ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া
তাহাদের পাতালে যাইতে আর ইচ্ছা রহিল না,

(১) যদভুক্ষা নান্নবাহুস্তি পাতালগমনং হি
তে । পুরাণি যানি পাতালে রত্নোদ্যালোকিতানি
চ ॥ বিনা সূর্য্যপ্রকাশেন তাদৃশান্তেব ভূপতিঃ ।
দদৌ তেষাং নিবাসায় যেষু পাতালবুদ্ধয়ঃ ॥ সুখা-
দীনাশ্চ ক্রীড়ন্তো ভুঞ্জান শেরতে মুদা । দেবা-
নামপি নান্তত্র ভূমিস্পর্শনমস্তি বৈ ॥ ইন্দ্রহ্যায়পুণে
তত্র স্বর্গাদপি মনোহরে ॥ যদৃচ্ছয়া সুখকীডাসক্তা
নো তত্যজুর্ভবম্ ॥ অতিলামোপজাতং তু সুখং
স্বর্গে বদন্তি হি । অনিচ্ছয়পি ভো বিপ্রাঃ সুখং
সর্বত্র তত্র বৈ ॥ আদৃত্য যদ্রায়ন্তে ভোজ্যং

প্রণেতৃণাঃ । যজ্ঞানুষ্ঠানকুশলাঃ সদাচারাবতঃ-
সকাঃ । অগ্ন্যাধানাদ্যবতৃষপ্রচারমহাপূৰ্ণাঃ । চতুঃ
সদন্তানুযতে নৃপতেঃ প্রীতয়ে দ্বিজাঃ ॥ ৫৪ ॥
ন মন্ত্রাঃ স্বরতো হীনা বর্ণতো বাপি কৰ্হিচিৎ । যে
বৈ বিধিবিধাতারস্তে বৈ কৰ্ম্মপ্রচারকাঃ ॥ (২) ৫৫ ॥

(সেইখানেই থাকিতে ইচ্ছা করিল) । হে দ্বিজগণ !
এই মহাযজ্ঞে যজ্ঞানুষ্ঠানকুশল, সদাচার-পরায়ণ,
স্মৃতিকার, কল্পকার, প্রভৃতি শস্ত্রপ্রণেতারা নরপতির
সন্তোষার্থ সদন্তের অনুমতিক্রমে অগ্ন্যাধান হইতে
অবতৃষ জ্ঞান পর্যন্ত সমুদয় কৰ্ম্ম ক্রমাগত সম্পন্ন
করিয়াছিলেন । সুতরাং যজ্ঞীয় মন্ত্র সকল, উদাত্তাদি
স্বর ও বর্ণে কোন অংশে হীনাও হয় নাই । কেনই
বা হইবে ? ঐহারা স্বয়ংই মন্ত্রাদির বিধান করিয়া-
ছেন, তাঁহারা ই আবার এই যজ্ঞে কৰ্ম্মপ্রচারক

তে সাদরং নরাঃ । ন যাচিতঃ কোহপি জনঃ কুতো
বাশ্মাৎপরাস্থখঃ ॥ রাজাধিরাজবেশ্মানি জনানাং
স্বগৃহৈঃ সমম্ । তদাসীৎ স্বগৃহে তেবাং ন সদা
সৰ্ব্বসম্ভবঃ ॥ ততঃ যৎ কামনাতীতং তদন্ত শুলভং
বহু । ইখং প্রবর্তিতৈ যজ্ঞে যজ্ঞেশপ্রীতয়ে মুদা ॥
পৃথিবী হতসৰ্ব্বা বাজিমেধেষু ভূপতে ॥
পূৰ্ণং সাতবদভুয়ঃ স্বর্গপৃষ্টিপুত্ৰুভিতা ॥ ইখং প্রবৃত্তে
লোকানাং তত্র ত্রৈলোক্যবাসিনাম্ । দানসম্মান-
ভোজ্যানাং বিধৌ বিধিবতোহবহম্ ॥ অশ্বমেধং
প্রতিজনা জগুর্গাথাং পরম্পরম্ । নেদৃক্ যাগস্ত
সন্তারো বিধেঃ শাস্ত্রপ্রচোদিতঃ ॥ ইন্দ্রহ্যস্ত রাজ-
র্ধেন ভূতো ন ভবিষ্যতি । ন যাচিতারো দাতারো
মিধৌ যজ্ঞ নিমন্ত্রিতাঃ ॥ ন কামভঙ্গে যজাসীদেবা-
নামপি ভো দ্বিজাঃ । নেদৃক্ সমৃদ্ধঃ ক্রতুরাট্
প্রবৃত্তো ভূপতেস্তদা । অধিষ্ঠানঃ সুনস্পন্নঃ পূৰ্ণ-
স্বাদপরোহভবৎ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ।

(২) প্রার্থিত্তনিমিত্তেন প্রার্থিত্তনিবন্ধনাৎ
কৰ্ম্মোপঘাতো নো তত্র যোগিনঃ কৰ্ম্মযোগিনঃ । যজ্ঞ
সম্পন্নো দিব্যাঃ সদন্তাঃ ক্রতুগাধিনঃ । প্রচারয়াস্ত
কৰ্ম্মাণি শুণদোষবিভাগিনঃ । যাজ্ঞবল্ক্যাদয়স্তেজ-
সুনয়নৃবিজ্ঞো কৃত্যঃ ॥ সদোগতাঃ মুনয়ঃ পরম্পর-
কামভঙ্গে । বাক্যোবাক্যাণি স্বক্ৰান্তি গুহোপনিষদানি
চ ॥ গাথাঃ পৌরাণিকৌষিধী বিকৃতভক্তিপূরঃসরাঃ ।
চরিতানি বরেঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মবোধহরাপি চ । তত্র সংবর্ত্তা-
নামুভে সত্যায় নদীকিতাঃ ॥ ততঃ যজ্ঞে হবিঃ
প্রদানঃ প্রত্যকঃ বহিসংযাগাঃ । মুদিতাঙ্গিমা

ইখং প্রবর্তিতো যজ্ঞশ্রীলোক্যপ্রীতিকারকঃ । ইন্দ্র-
হ্যস্ত নৃপতেঃ কৈরে প্রীপুৰ্ব্বোত্তমে ॥ ৫৬ ॥
জগদীশপ্রসাদায় শিভমহানিদেশতঃ । একোনিঃ
ক্রমশঃ সংস্থামবাপ পৃথিবীপতিঃ । সহস্রং
হয়মেধস্ত যথাবদ্বিধিচোদিতম্ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ সাহস্রিকৈ
যজ্ঞে বাজিমেধে স দীক্ষিতঃ । দিনে দিনে দিব্য-
গতির্ভূত্ব নৃপতিস্তদা ॥ ৫৮ ॥ সূত্যাশ্বত্থদিনাৎ পূৰ্ণঃ
যা রাত্রিরভবদ্বিজাঃ । তস্তাশ্বরীয়প্রহরে ধ্যানতে
বিষ্ণুমব্যয়ম্ । ধ্যানে তস্মিন্দদর্শাসৌ মহাভাগ্য-
বশাম্বপ ॥ ৫৯ ॥ প্রত্যক্ষমেব স শ্বেত-দ্বীপঃ
ফটিকনির্মিতম্ । সমস্তাৎ পরিবার্য্যেয়ঃ তিষ্ঠন্তঃ
কৌরমাগরম্ ॥ ৬০ ॥ মহাকল্পদ্রমেঃ পুষ্পগন্ধামোদি-
দিগন্তরেঃ । কলপপল্লববন্ধেব (১) বহিরন্তশ্চ
সক্লতঃ ॥ শঙ্খচক্রাধিতেঃ শুভ্রেঃ সর্বাংলকারভূষিতেঃ ।

হইলেন ॥ ৩৮-৫৫ ॥ এইরূপে পূৰ্ব্বোক্তমঞ্চেরে ইন্দ্রহ্যস্ত
নৃপতির যজ্ঞ প্রবর্তিত হইল ত্রৈলোক্যের প্রীতি উৎ-
পাদন করিতে লাগিলেন । এইরূপে জগদীশ্বরের
প্রসন্নতা জন্ত ব্রহ্মার নির্দেশানুসারে নরপতির হয়-
মেধ যজ্ঞে ক্রমে ক্রমে একোনিঃসহস্র-সংখ্যায় যথাবিধি
বিধানে সম্পূর্ণ হইল । অনন্তর তিনি যখন সাহ-
স্রিক অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন, তখন প্রতি-
দিন ক্রমশঃ দিব্যগতি লাভ করিতে লাগিলেন ।
অতঃপর যে দিন ক্রতুসমাপনানন্তর অবতৃষজ্ঞান
করা হইবে, তাহার সপ্তদিনের পূৰ্ব্বদিবসীয় রাজির
শেষ প্রহরে নরপতি, ধ্যানযোগে সৌভাগ্যবশতঃ
অব্যয় বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিলেন আঃ ও দেখিলেন,
যে ফটিকনির্মিত শ্বেতদ্বীপও উহার চতুর্দিকব্যাপিয়া
কৌরসমুদ্রে অবস্থিত আছে । উহাতে বৃহৎ কল্পদ্রুম
সকল পুষ্পগন্ধদ্বারা দিগুদিগন্তর আয়োদিত করি-
তেছে, এবং উহাদিগের কল ও পল্লব বকলসকল

বিপ্রা মহেন্দ্রপ্রমুখা মখে । চিরপ্রবাসিনো দেবা
নাম্বরস্তামরাবতীম্ ॥ অমৃতং হি হাবন্তেষাং কল্পিতং
ব্রহ্মণা পুরা । তৎ প্রাপ্তা মুদিতা দেবা বীৰ্য্যবন্ত-
শ্চিরায়ুযঃ । যাগানুষ্ঠানবিষয়াদন্তজ বিবয়ান বহুন ।
ইন্দ্রহ্যয়েন রচিতান্ সমস্তানুপভুঞ্জতে ॥ তত্র বে-
নাগরাজানঃ পাতালতলবাসিনঃ । ততোহধিকায়ন্ত্য-
লোকে বিবয়ানুপভুঞ্জতে ॥ পাতালগমনং তে বৈ
নেহন্তে মনসা কবম্ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠো মুখরীমুক্তিত-
পুস্তকঃ ।

(১) বন্ধে ॥

মহামাঙ্গিষ্ঠবর্ষেচ মুখ্যতিথেয়রবিঃ ॥ ৬১ ॥ তন্মধ্যে
যতিতঃ দিব্য-মণিভিঃপাভমম্ । মধ্যস্থস্থ্য-
বহাসি রত্নসিংহাসনোজ্জলম্ । কীরাকিশীতকল্লোল-
মন্দবাতমনোহরম্ ॥ ৬২ ॥ তন্মধ্যে দদৃশে দেব-
শঙ্খচক্রগদাধরম্ । (১) দক্ষপার্শ্বস্থিতং তন্ত্ৰ অনন্ত-
ধরণীধরম্ । (২) সর্বো পার্শ্বস্থিতং বিকোললক্ষীংতাং
শুভলক্ষণম্ । (৩) পিতামহঞ্চ দদৃশে পুরতোহস্ত-
কৃতাজলিম্ ॥ ৬৩ ॥ বামপার্শ্বস্থিতং চক্রং সর্বজ্ঞানময়-
বিতোঃ । সনকাদিমুনীশ্ৰেষ্ঠ সূর্যমানং জগদগুরুম্ ॥

অন্তঃ ও বহির্ভাগের সর্বাবয়ব শঙ্খচক্রচিহ্নবিশিষ্ট
হওয়ায় যেন সর্বলঙ্কারে বিভূষিত ও মহামাঙ্গিষ্ঠবর্ণ
দ্বারা সেই মুররিপুর কল্লতরু-মুক্তিগুলি সাতিশয়
রক্তিম শোভা ধারণ করিয়া আছে । এই দ্বীপের
মধ্যভাগে দিব্য-মণি-বিনির্মিত উৎকৃষ্ট মণ্ডপ, উহার
মধ্যস্থিত সূর্য্যাকিরণ-সদৃশ আভাযুক্ত রত্নসিংহাসন
উহাকে উজ্জল করিয়া আছে এবং সমিহিত
কীরসাগরের জলকল্লোল ও মৃদুবায়ুসংসর্গে উহা
অতি মনোরম হইয়াছে । তাহার মধ্যভাগে সিংহা-
সনের উপরি শঙ্খচক্র-গদাধর দেবকে তিনি দর্শন
করিতে লাগিলেন । ধরণীধর অনন্তদেব তাঁহার
দক্ষিণপার্শ্বে, শুভলক্ষণা লক্ষী তাঁহার বাম পার্শ্বে
এবং পিতামহ (ব্রহ্মা) কৃতাজলি হইয়া তাঁহার
পুরোভাগে অবস্থিত আছেন । বিষ্ণুর বামপার্শ্বে
সর্বজ্ঞানসম্পন্ন তদীয় চক্র রহিয়াছে ও সনক-
সনন্দনাদি মুনীশ্রগণ ঐ জগদগুরু জগদীশ্বরের স্তব

(১) নীলজীমূতসঙ্কাশঃ বনমালাবিভূষিতম্ সর্ব-
লাবণ্যভবনং সৌন্দর্য্যত্মিনিকেতনম্ । নির্ভয়সমুদ্র-
বপুশা পিনকং সর্বভূষণম্ । ইতি মূদ্রয়ীমুদ্রিত
পুস্তকস্ফোহধিকঃ পাঠঃ ॥

(২) কোটিচন্দ্রপ্রলীকাশঃ হিমাद्रিসদৃশপ্রভম্ ।
কণায়ুক্তবিস্তারচ্ছত্রীভূতং মনোহরম্ । মণিকুণ্ডল-
যুগ্মাঙ্কঃ চাক্রনীলনিচোলকম্ ॥ ইললাঙ্গলশঙ্খারিস্কুর-
হাচ্ছত্ৰুষ্টিম্ । হারকেয়ুরবলয়মুদ্রিকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥
মেখলাকটিসুজ্যোতঃ দিব্যরত্নপ্রসাধনম্ । দিব্য-
হালাকীবমুর্তিঃ চাক্রহাসঃ সুনৈত্রকম্ ॥ ইত্যধিকঃ
পাঠঃ কচিৎ ।

(৩) বরাভয়াহস্তাঃ বৈ কুঙ্কুমাত্যাঃ সুলোচ-
নাম্ । ত্রৈলোক্যাবুতীকৃদনুষ্ঠানাত্তবিগ্রহাম্ । দদর্শ
পদ্মানলগাং লাবণ্যমুদ্রিপুটিকাম্ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ
কচিৎ ।

দৃষ্টা স্বপ্নে নৃপবরঃ সম্মুখেষ্টো দ্বিজোত্তমঃ । অদৃষ্ট-
পূর্বরূপং তং জ্যোতির্ময়ময়নন্তকম্ । তুষ্টিব তত্র
ধ্যানম্বে হর্ষগদগদয়া গিরা ॥ ৬৫ ॥ ইন্দ্রদ্রায় উবাচ ।
নমস্তে জগদাধার জগদাশ্রয়মোহন্ত তে । কৈবল্য-
ত্রিগুণাতীতগুণাজন নমোহন্ত তে ॥ ৬৬ ॥ সুশুদ্ধ-
নির্মলজ্ঞান স্বরূপায় নমোহন্ত তে । শব্দব্রহ্মাভিধানয়ি
জগজ্জপায় তে নমঃ ॥ ৬৭ ॥ সংসারপতিতশ্রান্ত-
হৃৎখণ্ডঃস নমোহন্ত তে । হৃর্ভেদ্যহৃদয়গ্রন্থিভেদকাশ
নমোহন্ত তে ॥ ৬৮ ॥ দ্বিসপ্তভুবনাগার-মূলস্তম্ভায়
তে নমঃ । ব্রহ্মাণ্ডকোটিঘটনাশিল্লিনে চক্রিণে নমঃ ।
করণামৃতপাথোধিসুধাধায়ে নমো নমঃ । দীনো-
দ্ধারকগুহায় কৃপাপাথোধয়ে নমঃ ॥ ৭০ ॥ প্রকাশকানাং
সূর্য্যাদি-জ্যোতিষাং জ্যোতিষে নমঃ । প্রতিস্থ-
স্বনদীপ্তায় অস্তপাপায় নমঃ ॥ ৭১ ॥ পাবকায়
পবিত্রায় পবিত্রাণাং নমো নমঃ ॥ ৭২ ॥ গরিষ্ঠায়
বরিষ্ঠায় জ্যিষ্ঠায় নমো নমঃ । নেদিষ্ঠায় দবিষ্ঠায়

করিতেছেন ॥ ৬৬—৬৮ ॥ হে দ্বিজোত্তমগণ ! নৃপবর
স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষপ্রাপ্ত
হইলেন এবং সেই অনন্ত জ্যোতির্ময় অদৃষ্টপূর্বরূপ
বৈকুণ্ঠনাথকে হর্ষগদবাক্যে তদবস্থায় ধ্যানস্থ হইয়া
স্তব করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রদ্রায় কহিলেন,—হে
জগদাধার ! হে জগজ্জপিন্ ! আপনাকে নমস্কার
করি । হে দেব ! আপনি গুণময় হইয়াও গুণ-
ত্রয়ের অতীত, আপনি কৈবল্যরূপী, আপনাকে
নমস্কার করি । আপনি পরিশুদ্ধ নির্মল জ্ঞানস্বরূপ
আপনাকে নমস্কার । আপনি শব্দব্রহ্ম (বেদ)
রূপী, আপনি জগজ্জপী, আপনাকে নমস্কার । আপনি
সংসারপতিত-শ্রান্ত ব্যক্তির হৃৎখণ্ড দূর করেন, আপ-
নাকে নমস্কার । আপনি হৃর্ভেদ্য হৃদয়গ্রন্থি ভেদ
করেন, আপনাকে নমস্কার । আপনি চতুর্দশ ভুবনরূপ
গৃহের মূলস্তম্ভ, আপনাকে নমস্কার । হে চক্রিন্ !
আপনি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া থাকেন,
আপনাকে নমস্কার । আপনি দয়াকর সুধাসাগরের
সুধার ভাণ্ডার ; আপনি দীনগণের উদ্ধারকর্তা,
অশিষ্টহৃৎ বস্ত্র, আপনি দয়াসাগর, আপনাকে বার
বার প্রণাম করি । আপনি আলোকদাত্ত সূর্য্য-
প্রভৃতি জ্যোতির্ময় বস্ত্রের জ্যোতিঃস্বরূপ, আপনি
লোকের হৃদয়স্থ পাপের দাহবিষয়ে অনলস্বরূপ,
আপনি পবিত্র বস্ত্রের পবিত্রতাকারী, অতি পবিত্র,
আপনাকে বার বার প্রণাম করি । আপনি বরিষ্ঠ,
আপনি দীর্ঘতম, আপনি অতি সমিহিত হইয়াও

কোদিত্য নমো নমঃ। বরেন্যায় সুপুণ্যায় নারায়ণ
নমোহম্ব তে। ৭৩। পরিজাহি জগন্নাথ! দীনবন্ধো
নমোহম্ব তে। নিস্তীর্ণোহিহ ভবান্তোধিঃ প্রাপ্য হাং
তরুণিঃ সুখাম্। হৃদি দৃষ্টে রমানাথ ক্লেশা ব্যপগতা
মম। চিদানন্দরূপঃ হাং প্রাপ্তানাং হৃৎসত্ত্বকয়ঃ।
৭৪। কবঃ নাথ সমুৎপন্নঃ পরমানন্দহেতুকম্।
জাহি জাহি ভবান্তোধিময়ঃ মাং দীনচেতসম্।
মধ্যাহ্নকোদিতে ব্যোমি কুতঃ সন্তমসোদগঃ। ৭৫।
ধ্যানস্থিতঃ স্বপ্নমেবং প্রণম্য জগদীশ্বরম্। ধ্যানাব-
সানে চ পুনঃ স্বয়ং জাগ্রদবুধ্যত। স্বপ্নান্তে ইন্দ্রহ্যয়ো-
হপি সম্মারামানমানমান। ৭৬। অত্যন্তুতমিব স্বপ্নঃ
দৃষ্টো চ নৃপকুঞ্জরঃ। মেনে কৃতার্থমানানং হৃদমেধ-
কৃতোন্তথা। ৭৭। সহস্রং সকলৈকৈব সুভাগ্যং
সমুপস্থিতম্। ৭৮। নহি দেবর্ষিবচনং বৃথা ভবতি
কর্হিচিৎ। প্রত্যক্ষো মে কথং নাথঃ স্বয়মত্র
ভবিষ্যতি। ইতি চিন্তাকুলো রাত্রিশেষঃ নীহা

দূরস্থিত, এবং গুরুতম হইয়া ক্ষুদ্রতম, আপনাকে
নমস্কার। হে-জগদীশ্বর! আপনি সকলের বরেন্য
পুণ্যতম, আপনাকে নমস্কার। হে জগন্নাথ!
আমাকে পরিজ্ঞান করুন। হে দীনবন্ধো!
আমাকে বারবার প্রণাম করি। আপনি সংসার-
সাগরপারের সুখকর তরুণীস্বরূপ, আপনাকে প্রাপ্ত
হইয়া আমি অনায়াসে সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ
হইলাম। হে রমানাথ! আপনার সাক্ষাৎকার
প্রাপ্ত হওয়াতেই আমার সকল ক্লেশ দূর হইল।
আপনি চিদানন্দরূপী, আপনাকে প্রাপ্ত হইলে, আর
কোন হৃৎসই থাকে না। হে নাথ! আপনার দর্শ-
নই পরমানন্দের হেতু, হে দেব! আমি সংসার-
সাগরে মগ্ন অতিদীন, আমাকে পরিজ্ঞান করুন।
মধ্যাহ্নকালে উদিত থাকিতে আকাশে অন্ধকার
কোথা হইতে আসিবে? এই প্রকারে তিনি ধ্যান-
যোগে স্তব ও প্রণামপূর্বক ধ্যানাবসানে স্বপ্নাবস্থা
হইতে জাগ্রদবস্থা লাভ করিয়া চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন।
ইন্দ্রহ্যয় স্বপ্নবসনে আসিয়া দ্বারা পরমানন্দকে স্বরণ
করিলেন। নৃপকুঞ্জর এই অত্যন্তব্য স্বপ্নদর্শন
করায় আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং সহস্র
কণ্ঠমেধ যজ্ঞও সকল হইল। সুতরাং নৃপতির
সুভাগ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্গীয় ঋষি-
গণের বচন কদাপি বৃথা হইবার নহে। এখন
কিহি হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বহু
কালব্যয় করিয়া কি প্রকারে এই স্বপ্নে আসিয়া

বিশ্রান্তি। শশংস মারুতান্ত্রে যথা স্বপ্নোহব-
ভূত। ৮০। স চাপি নারদঃ প্রাহ শৌকস্তে
বিগতো নৃপ। অক্লণোদয়কালে হি ভগবন্তঃ দর্শ-
যৎ। দশাহাং কলদঃ স্বপ্নস্তম্ভিন্ কালে নৃপোত্তম।
ক্লহস্তে ভগবানত্র প্রত্যক্ষস্তে ভবিষ্যতি। যদাহ
মঙ্গিরা হাং হি চরাচরগুরুর্বিধিঃ। সোহপ্যাহ
জগতঃ স্রষ্টা স্বপ্নেহস্মিন্নবলোকিতঃ। তদমুদীয়তাং
যজ্ঞঃ পরাগ্রে ন প্রকাশয়। ৮২। স্বপ্নোহয়ং নৃপ-
শর্দূল কর্কোদঃ চরিতং হরেঃ। কিন্তু ভাগ্যবশা-
দেব স্বপ্নস্তাদৃক্ প্রজায়তে। ৮৩।

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রহ্যয়স্ত সহস্রহৃদমেধাভূটানেন
ভগদর্শনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ। ১৭।

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিক্রবাচ। ততঃ প্রববৃতে শ্রুত্যা নৃপতে-
র্বাঞ্জিমেষিকী। তস্তাং ত্রৈলোক্যমভবদেকসমসদ্ব্যনিভং

আমার প্রত্যক্ষ হইবেন। এই প্রকার চিন্তায় রাত্রি
শেষ করিয়া আদ্যোপান্ত স্বপ্নবৃত্তান্ত নারদের নিকট
যথাবৎ কীর্তন করিলেন। নারদ অবগান্তে বলি-
লেন যে, হে নৃপ! এই অবধি তোমার সেই
শোক বিদূরিত হইল; যখন অক্লণোদয় কালে ভগ-
বান্কে স্বপ্নে দর্শন পাইয়াছ, তখন সেই
সময়ের স্বপ্ন দশাহ মধ্যেই কলদান করিবে,
এই সাহস্রিক হৃদমেধের অন্তেই ভগবান এই
স্থলেই তোমার প্রত্যক্ষ হইবেন। ইতিপূর্বে
চরাচরগুরু ব্রহ্মা, আমার বাক্য দ্বারা তোমাকে
যাহা জানাইয়াছিলেন, এখন সেই জগদীশ্বরও এই
স্বপ্নে অবলোকিত হইয়া তোমার নিকট তাহাই
ব্যক্ত করিলেন। অতএব যজ্ঞাভূটান দ্বারা সেই
বাক্যের সার্থকতা প্রকাশ করুন। হে নৃপশর্দূল!
এই স্বপ্নবৃত্তান্তে যাহা অবগত হইলে তাহা হরি-
দেবের অতি কর্কোদ চরিত; কিন্তু তুমি ভাগ্যধর
বলিয়া তোমার ঈদৃক্ স্বপ্নলাভ হইয়াছে। ৮৫—৮৩

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অনন্তর নৃপতির অহমেধ-যজ্ঞবিশেষে অব-
ভূটানেন উদ্যোগ হইতে লাগিল। হে দিবঙ্গ!

বিজ্ঞাঃ ১১ ॥ শাপৈঃ স্তোত্রৈর্দেবিস্পৃগভির্ধনক্রম সমু-
জ্জলৈঃ । যথা স্বরূপদষ্টাসৈরুচ্চশক্তিৰোহিতাঃ ॥ ১২ ॥
দানান্তবিরতঃ (১) তত্র দীপ্যন্তে কামিতানি (২) বৈ ।
নটনর্তকহৃতানাং সাত্ত্বং কল্পকমোপমা ॥ ৩ ॥ তন্মধ্যে-
হবভূৎ সাত্ত্বং কৃত্য যত্রোপকারিকা । দক্ষিণে তট-
ভূদেশে বিশেষরসমীপতঃ ॥ ৪ ॥ নিযুক্তাঃ সেবকাঃ
রাজাঃ সসম্মমুপস্থিতাঃ । ত্র্যবেদয়স্ত নৃপতিঃ কৃত্য-
ঞ্জলিপূর্তা বিজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥ দেব দৃষ্টো মহাবৃক্ষস্তট-
ভূমৌ মহোদধেঃ । প্রবিষ্টাগ্রসমুদ্রান্তঃ কল্লোলপ্রব-
মূলকঃ ॥ ৬ ॥ মাজ্জিষ্টবর্ণঃ সর্বত্র শঙ্খচক্রাক্রিতঃ
প্রবন্ । স্নানবেশসমীপেহসৌ দৃষ্টোহস্মাভিঃ পরো-
হতুতঃ ॥ ৭ ॥ ন দৃষ্টপূর্বো বৃক্ষোহয়মুদ্যাৎসূর্য্যো
নতোহংশুনা । গন্ধেন বাসয়ন্ সর্বাং তটভূমিঃ
সুগন্ধিনা ॥ ৮ ॥ জমঃ সাধারণো নায়ঃ লক্ষ্যতে
দেবভূকঃ । কশিচিদেবস্তরুবাজাদাগতো লক্ষ্যতে

সেই যজ্ঞে সমস্ত ত্রৈলোক্যবাসী লোকসকলের
একত্র সমাবেশ হওয়াতে ত্রিভুবন তথাকার একটি
গৃহের মত প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ঋষিগাদি
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক নভস্পর্শী উদাত্তাদিস্বরে উচ্চারিত
বর্ণ ক্রমোজ্জ্বল পদকদম্বক ও নানাবিধ স্তোত্রধ্বনিতে
এবং বিবিধ শাস্ত্রীয় বাক্যোচ্চারণে অন্ত্যন্ত শব্দ
সকল তিরোহিত হইল । সেই সভামধ্যে অনবরত
অর্থিগণের অভিলষিত দ্রব্যনিচয় বিতরিত হইতে
লাগিল ; সেই যজ্ঞসভা নট, নর্তক ও স্তম্ভপাঠক-
গণের কল্পতরুরূপ হইয়া উঠিল—অর্থাৎ তাহারা
যথেষ্ট পারিতোষিক পাইতে লাগিল । দক্ষিণে
সাগরের তটে বিশেষর শিবের সমীপে অবভূখ-
জ্ঞানের নিমিত্ত যে সকল সেবক নিযুক্ত হইয়াছিল,
তাহারা নৃপতিসম্মিধানে অতি সসম্মমে উপস্থিত
হইয়া কৃত্যঞ্জলিপূটে নিবেদন করিল ;—হে দেব !
মহাসমুদ্রের তটভূমিতে একটি মহাবৃক্ষ দৃষ্ট হইয়াছে,
উহার অগ্রভাগ সমুদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট ও মূলদেশ জল-
কল্লোলে প্রাবিত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে আমাদের
স্নানগৃহসমীপে উপস্থিত হইয়াছে, উহার সর্বাঙ্গব্যব-
রক্তবর্ণ, শঙ্খচক্র চিহ্নে চিহ্নিত, আমরা উহাকে এক
অতি অদ্ভুতদর্শন বলিয়া জ্ঞান করিতেছি । উহা
স্বকীয় তেজোদ্বারা নবোদিত সূর্য্যের স্তায় সমুদ্র
প্রদেশ আলোকিত ও স্বকীয় সুগন্ধ দ্বারা আমোদিত
করিতেছে । এটি সাধারণ বৃক্ষ নহে । দেববৃক্ষ

ঐবম্ ॥ ৯ ॥ নিযুক্তানাং বচঃ শ্রুত্ব রাজা নারদ-
মববীৎ । তৎ কিম্বিমিত্তং যদৃষ্টং তদ্রুশেষঃ বদন্তি
যৎ ॥ ১০ ॥ নারদঃ প্রহসন্ বাক্যমুবাচ নৃপসত্তমম্ ।
পূর্ণাহুতিং সমাপ্নোতু যেন স্তাৎ সকলঃ ক্রতুঃ ॥ ১১ ॥
উপস্থিতং তে তদ্ভাগ্যং স্বপ্নে যদৃষ্টবান্ পুরা ।
বেতদ্বীপে বিশ্বমূর্তিদৃষ্টো যো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥
তদঙ্গশ্লিতং রোম তরুহমুপপদ্যতে । অংশাব-
তারস্বাগুর্ঘ্যঃ পৃথিব্যাং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৩ ॥ তদ্রূপতাঃ
(১) তরুধীতি ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ । ক্রমো-
হপৌরুষেয়োহসৌ ভাজনঃ তস্ত (২) দর্শনে । ইত্যুতে
পুরুষব্যাঘ্র পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে (৩) ॥ ১৪ ॥
হৃদ্যগাবশতঃ সর্বলোকানাং নয়নাতিথিঃ ॥ ১৫ ॥
ভবিষ্যতি মহারাজ সর্বকল্মষনাশনঃ । সমাপ্যা-
ভূখল্লানং তটান্তে সরিতাংপতেঃ ॥ ১৬ ॥ উৎসবঃ
সুমহৎ কৃত্বা কৃতকৌতুকমঙ্গলম্ । মহাবেদ্যাং
স্থাপয়্যাত্র যজ্ঞেশং তরুরূপিণম্ ॥ ১৭ ॥ বিগর্ধ্যেব্যং

বলিয়া লক্ষ্য হইতেছে, অথবা নিশ্চয়ই কোন দেবতা
তরুরূপ ধারণ করিয়া সমাগত হইয়াছেন । ১২-১৩। নর-
পতি, নিযুক্ত ভূত্যাগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহারা যাহাকে
তরুরূপে বলিয়া বর্ণনা করিল, তাহার দর্শনের কারণ
কি ? নারদ হাসিতে হাসিতে নৃপবরকে কহিলেন,—
আপনি এইক্ষণে পূর্ণাহুতি সমাধান করুন, যাহাতে
এই যজ্ঞ সফল হইবেক । আপনার এই সৌভাগ্য
উপস্থিত হইয়াছে ; আপনি ইতিপূর্বে স্বপ্নাবস্থায় যে
বেতদ্বীপবাসী অব্যয় বিশ্বমূর্তি বিষ্ণুকে দর্শন
করিয়াছিলেন, তাঁহারই অঙ্গসমুদ্ভূত রোম শ্লিত
হইয়া তরুরূপী হইয়াছেন । ভক্তবৎসল ভগবান্
পৃথিবীতে ব্রহ্মার অংশাবতারের স্বরূপ স্বাগুরূপে
উৎপন্ন হইয়াছেন । হে নৃপ ! তুমি পুরুষের শ্রেষ্ঠ,
তোমা বিনা পৃথিবীতে অন্য কেহ এই অপৌরুষেয়
বৃক্ষটি দর্শন করিতে যোগ্য নহে । আপনার ভাগ্য
বশতঃ সর্বল মানবের নয়নপথের অতিথি হইয়া
উহা তাহাদের পাপরাশি বিনাশ করিবেক । আপনি
সরিতাপতির তটসমীপে অবভূখল্লান সমাপনান্তে
মহতী বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার উপরিভাগে ঐ
তরুরূপী যজ্ঞেশ্বরকে সুসমৃদ্ধ উৎসবসম্বন্ধকারে কৌতুক
ও মহলাচরণপূর্বক স্থাপন করুন । তৎকালে
নারদ ও নরপাল এইরূপ পরস্পর বাক্যালোপ করত

মুদা মুক্তা তদা নারদভূক্তো। সুসম্বন্ধে কতো
যাতো যতাসৌ ভগবান্ ক্রমঃ ॥ ১৮ ॥ তং দৃষ্ট্বা
কবিতাঃ সর্বো ব্রহ্ম সাক্ষ্যপন্থিতম্। মেনিরে জন্ম-
সাক্ষ্যং জীবনুজ্ঞা মহোদয়াঃ ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রহাসো-
হপি নৃপতিশ্রমজ্ঞানন্দসাগরে। স্বপ্নে দৃষ্টা জগ-
রাধঃ যথাসৌ ভগবৎপ্রিয় ॥ ২০ ॥ তথা দদর্শ
তং বৃক্ষং চতুঃশাখং চতুর্ভুজম্। স্বকং শ্রমং বস্ত্র-
মানঃ সকলং নৃপসত্তমঃ ॥ ২১ ॥ জহৌ শোকং
নীলমণি-মাধবাদর্শনাদিকম্। তদা গাং প্রণাম্যানং
হর্ষাঙ্গনয়নো নৃপঃ ॥ ২২ ॥ দ্বিজেন্নাবাহয়ামাস
তরুং কল্মোললোলিতম্। আকাশানুব্রজচক্ৰা-
পটহনিবনৈঃ ॥ ২৩ ॥ গীতবাদিহ্রনির্দর্জযশৈঃ
সহস্রশঃ। সুগন্ধিপুষ্পাঞ্জলিভির্বাক্যশাং পতিতৈর্মৃতঃ ॥
১৪ ॥ পবিতো ধূপপাত্রৈশ্চ রুকাঙ্করমুখপিতৈঃ।
বেণ্ডাভির্ঘোবনোন্নতমুকপাতিঃ প্রচালিতৈঃ ॥ ২৫ ॥
রত্নদণ্ডপ্রকীর্তৈশ্চ বীজামান সমন্ততঃ। পতাকাভি-
দ্বিব্যপট-দ্রুলাভিঃ সুশোভিতম্ ॥ ২৬ ॥ বাজতি

হর্ষাভিত হইয়া মহাসমাবোভেব সঙ্কট ক্রমকপী ভগ-
বানেব নিকট গমন কবিলেন। তথাব উপস্থিত
হইয়া সাক্ষ্যং ক্রমকপ বঙ্গদর্শনে স্নানান্ত
করিয়া জীবনুজ্ঞা মহোদয়েব সকলেই স্ব স্ব
জন্ম সার্থক কবিয়া মানিলেন। ইন্দ্রহাস নব
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। স্বপ্নাবস্থায় জগ-
রাধের যে চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়াছিলেন, একপে
সেই চতুর্ভুজস্বরূপ চতুঃশাখ সম্পন্ন বৃক্ষবাজকে
দর্শন করিতে লাগিলেন। স্বীয় পরিশ্রম সকল
জ্ঞান কবিয়া নীলমণি-মাধবেব অদর্শন জন্ত যে ক্লেশ
হইয়াছিল, তাহা বিদূরিত কবিলেন। সেই সময়ে
নৃপবর পুনরায় হর্ষাঙ্গনয়নে প্রণামপুরঃসব জল
কল্মোলবিলোলিত এই তরুববকে দ্বিজগণ দ্বাৰা
আবাহন করিলেন। ঐ সময়ে শঙ্খ, কাহল, মুরজ,
চক্ৰ ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সবল বাদিত হইতে
লাগিল। গায়কগণেরা হবিস-কীর্তনাদি গান
স্বরিত করিল এবং সহস্র সহস্র জয়শব্দ উচ্চারিত
হইতে লাগিল। নভোমণ্ডল হইতে মৃতমুখঃ সুগন্ধি
পুষ্পাঞ্জলি সকল বর্ষিত হইল এবং ভগবজ্ঞপী তরু-
বরের চতুর্দিকে কালাঙ্কর প্রভৃতি ধূপধূপিত ধূপমাত্র
সকল প্রদত্ত হইল। যৌবনমদ-মত্ত বারহীকন্দ,
রত্নদণ্ড-মণ্ডিত-ব্যজন দ্বারা চতুর্দিকে ব্যজন করিতে
লাগিল। দ্বিব্য পটাবরনির্মিত পতাকারাজি তরু-
বাজের শোভা বর্ধন করিল। রাজবর্গের গজ,

গজবৃন্দৈশ্চ ভুবনৈঃ পতিভির্ভরতম্। মাং ধৈর্যদ্যমানক
জয়মানং মহাবীতিঃ ॥ ২৭ ॥ স্ববিগৃহীতব্রাহ্মণৈশ্চৈব
বিদ্বতিঃ শ্রোত্রিয়েস্তথা। (১) সুগন্ধালঙ্কৃতং দ্বিবাং
মহাবেদ্যাস্ত নিমন্তুঃ। বিতানববচিভ্রায়াং বেষ্টিতাসাং
নিবস্তরম্ ॥ ২৯ ॥ বেদ্যাং তং স্থাপয়ামাসুগন্ধ-
দ্ব্যস্ত শাসনাং ॥ ৩০ ॥ বচসা নাবদস্যোনং পূজয়া-
মাস পার্থিবঃ ॥ ৩১ ॥ সহস্রৈরুপচাৰাণাং দ্বিব্যকপৈ-
নৃপোত্তমঃ। পূজাবসানে পপ্রচ্ছ নারদং মুনিপুঙ্ক-
বম্ ॥ ৩২ ॥ কীদৃশীং প্রতিমাং বিকোণটিয়িষ্যতি কঃ
পুনঃ। ২২ ২৩ তং মুনিঃ প্রাহ অচিন্ত্যমহিমা
শুরুঃ ॥ ৩৩ ॥ কো বেদ তন্ত চেষ্টাং বৈ সর্বলোকো-
ত্তবাং নৃপ। স্রষ্টা যো জগতাং তস্তাপ্যেবা সংশয়-
গোচবা ॥ ৩৪ ॥ বিচাবধন্তো তাবিধং যাবন্नावদ-
পার্থিবো। অশবীবাং ততো বাণীং শুক্রবে চান্ত-
বীকতঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র বিশ্বয়মানানাং সর্বেষামেব

অশ্ব, পদাতিসমূহে চতুর্দিক বাস্তু হইল। বনিগণ
বন্দনা করিতে লাগিল এবং মহর্ষি, ঋষিক, শ্রোত্রিয়
ও অন্যান্য বিদ্বান ব্রাহ্মণগণ শব্দ কবিতা লাগিলেন।
অনন্তর তাঁহারা উল্লেখ্যেব অল্পমতিক্রমে উল্লিখিত
বক্ষটিকে সুগন্ধাদি দ্বারা অলঙ্কৃত কবিয়া মহাবেদীর
উপবি স্থাপিত কবিলেন। অতঃপর নবপতি
নাবদেব বাক্যানুসাবে উহাকে পূজা কবিলেন।
পূজাপবিশেষে মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,
এইরূপে বিষ্ণু প্রতিমা কি প্রকারে বিনির্মিত
হইবে? কোন ব্যক্তিই বা উহাব গঠনকার্য্য সম্পন্ন
করিবেন? মুনিপুঙ্কব ইহা শ্রবণ কবিয়া নৃপতিকে
বলিতে লাগিলেন যে, সেই চবাচবঙ্কর মূর্তিমা
অচিন্তনীয়, উহার সর্বলোকাভীত চেষ্টা, কোন্
ব্যক্তি অবগত হইতে পাবে? যিনি এই স্থাবর-
জঙ্গমাত্মক জগতেব স্রষ্টা, তাঁহার ও উহাতে সংশয়
উপস্থিত হয় ১০—৩৪। কোন্ ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকার
প্রতিমা বিনির্মিত হইলে ভগবানের সন্তোষ জন্মিবে,
নারদ ও নবপতি এইরূপ তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন,
এমন সময় অন্তরীক হইতে অশরীরা বাণী শ্রবণ-
কুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তত্রস্থ সকলেই বিশ্বাসাপন্ন
হইলেন। এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, “সেই

(১) তথাউত্তৈর্বেদভূক্তজৈঃ সঙ্কুজৈঃ পরিবারি-
তম্। স্তোত্রৈর্বহুবীতিঃ স্তোত্রৈঃ স্তোত্রৈঃ পৌরানিক-
স্তথা। জয়মানং তরুং বিষ্ণুভূমোকে পরিবেষ্টিতম্।
ইত্যধিকঃ কথিতঃ পাঠঃ।

পুণ্ডরীকঃ । অপৌরুষেয়ো ভগবান্ স্বয়ংই স্বীয় প্রতিমূর্তির বিষয়
বিচার করত আবরণেতে গুপ্ত মহাবেদীতে অব-
তীর্ণ হইলেন । তোমরা পঞ্চদশ দিবস পর্যন্ত
বেদীগৃহ উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ । এই
যে শত্ৰুহন্ত বৃদ্ধ পুরুষ উপস্থিত দেখিতেছ, উহাকে
এই গৃহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়া যত্নপূর্বক উহার
দ্বার বন্ধন করিবে । যাবৎকাল এই ঘটনাকার্য্য
নিষ্পন্ন না হইবে, তাবৎ পর্যন্ত উহার বহির্ভাগে
নানাবিধ বাদ্যোদ্যম করিতে থাক । যেহেতু এই
ঘটনাকার্য্য ক্রতিবিষয়ে প্রবিষ্ট হইলে বধিরতা, অন্ধত্ব,
নিরয়বাস ও অপত্যনাশ হয় । অতএব কদাপি
ঘটন্য-গৃহের অন্তর্ভাগে প্রবেশ করিবে না ও ঘটনা
ক্রিয়াও দেখিবে না । যদি ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি
ব্যতীত অস্ত্র কেহ দর্শন করেন, তাহা হইলে কি
রাজা, কি রাষ্ট্র সকলেরই মহাভয় উপস্থিত হইবে,
বিশেষতঃ দর্শনকারী ব্যক্তি যুগে যুগেই অন্ধতার
বশীভূত হইবেন । অতএব যাবৎ এই প্রতিমূর্তি-
নিৰ্ম্মাণ সম্পন্ন না হইবে, তাবৎকাল কোনক্রমেই
উহা অব্যবহা করিবে না । হে নরপতে ! স্বয়ং
সনাতন দেবই তোমাকে যে যে কর্তব্য উপদেশ
করিবেন, তুমি সর্বপ্রযত্নে সর্বলোকসুখকর সেই
কার্য্য সম্পাদন করিবে । নারদ প্রভৃতি ইহা শ্রবণ
করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা

বর্ণনাকৈঃ । ৪৩ । প্রোব চ নৃপতিঃ সৌম্যঃ স্বপ্নে
দৃষ্টান্ত যান্তরা । তা এবাহং ঘটয়ামি দাক্ষণ্য দিব্য-
কপিণা ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তান্তর্দধে বেদ্যাং বৃদ্ধবৃদ্ধিকরুপ-
ধ্বক । বঞ্চনাং মনুষ্যাণাং সাক্ষারায়ণো বিষ্ণুঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি ত্রীকালে অক্ষয়বটোৎপত্তি বিবরণঃ
নাম অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ

জৈমিনিরূবাচ । ততঃ স পৃথিবীপালস্তথা কৃৎসন্ত-
রীকগা । যত্বাচ গিরাং দেবী তদ্বৎপরিচচার চ ॥ ১ ॥
এবং দিনে দিনে যাতে দিব্যগন্ধোহনুভূয়তে ।
পারিজাতপ্রসূনানাং বৃষ্টির্নর্ত্যেযু তুল্যতা ॥ ২ ॥
দিব্যসংগীতনাদশ গীতানি রুচিরানি চ । স্বর্গস্বর্গজল-
বৃষ্টিশ্চ স্মৃতিবিন্দুশোভনা ॥ ৩ ॥ ঐরাবতাদিনাগানাং
মদগন্ধো মদদ্বিপৈঃ । দুঃসহঃ সর্বলোকানঃ সুখ-
কার্য্যভূভূয়তে ॥ ৪ ॥ যজ্ঞার্থমাগতা দেবাস্তে

করিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ
পুরুষরূপধারী সূত্রধর (ছুতার) তথায় উপস্থিত হইয়া
নরপতিকে কহিলেন যে, রাজন ! আপনি স্বপ্নযোগে
যে সকল মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, দিব্যরূপ দাক্ষ-
দ্বারা আমি তাহাই প্রস্তুত করিয়া দিব । মনুষ্য-
দিগের বঞ্চনানিমিত্ত বৃদ্ধপুরুষরূপী স্বয়ং নারায়ণ এই
কথা বলিয়া বেদীমধ্যে অন্তর্হিত হইলেন । ৩৫—৪৫ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৮ ।

উনবিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—অনন্তর সেই ভূপতি
প্রতিমানিৰ্ম্মাণের গৃহদ্বার আবদ্ধ করিয়া আকাশ-
গামিনী বাগ্বেদী যে রূপ কর্তব্যোপদেশ দিয়া-
ছিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন ।
এই প্রকারে কিয়দিন অতীত হইলে এক অপূর্ব
(দিব্য) গন্ধের অনুভব হইতে লাগিল ও মনু-
ষ্যের তুল্য পারিজাতকুম্মবৃষ্টি হইল এবং
স্বর্গীয় সঙ্গীত ও অস্তান্ত মনোহর গীতধ্বনি
শ্রুত হইতে লাগিল । ‘সুরদীর্ঘিকা’ হইতে সুর
স্বর বিন্দুরূপে সুরকির বাসিবর্ষণ হইতে
লাগিল । ঐরাবতাদি গজসমূহের ও যন্তহস্তি-
নিচয়ের মদগন্ধ দুঃসহ হইলেও সুখানুভব হইতে

(১) যজ্ঞরূপ । (২) নিৰ্ম্মিতঃ । (৩) নিযুক্তাদিত্যঃ ।

সর্বৈ বিগতজরাঃ । আবির্ভূতঃ হরিঃ দৃষ্টা উপা-
সাক্রিয়ৈ বিজ্ঞাঃ ॥ ৫ ॥ যথাহি মাধবঃ পূৰ্বঃ তথা
তঃ বিষ্ণুশাখিনম্ । উপাসনাসু দেবানাং দিব্য-
চিহ্নানি জজ্ঞিরে ॥ ৬ ॥ নির্বাহঃ স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ
পঞ্চদশে দিনে । চতুর্মুৰ্ত্তিঃ স ভগবান্ যথা পূৰ্ব্বঃ
ময়োদিতঃ ॥ ৭ ॥ তাদৃগাবির্ভূত্বাসৌ যুগ্মকঃ বর্ণিতঃ
পুরা । দিব্যসিংহাসনগতো ভদ্রাবলম্বদর্শনৈঃ ॥ ৮ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-লসদ্বাহুর্জনাদিনঃ । গদামুঘল-
চক্রাঙ্কঃ ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ॥ ৯ ॥ হস্তাকৃতিকণা-
সুপ্ত-মুকুটোজ্জলকুণ্ডলঃ । সুভদ্রা চাক্রবদনা বরাভ্রা-
ভয়ধারিণী ॥ ১০ ॥ লক্ষ্মীঃ প্রাহুর্ভূবেয়ং সর্বচৈতন্ত-
রূপিণী । ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগর্ভসম্ভবা ॥
১১ ॥ বলভদ্রাকৃতিজাতা বলরূপস্ত চিন্তনাৎ ।
কণং ন সহতে সা হি মোক্ষুঃ নীলাবতারিণম্ ॥ ১২ ॥
ন ভেদমস্তুি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্ত চ বলস্ত চ । এক-

লাগিল। হে বিজ্ঞগণ! ইতিপূর্বে যজ্ঞোপলক্ষে
যে সকল অমরগণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা
সকলেই হরিদেব আবির্ভূত হইয়াছেন দেখিয়া
মনোজ্ঞর বিদূরিত করত উপাসনা করিতে লাগি-
লেন। তাঁহারা ইত্যগ্রে সেই নীলমণি-রূপ
যে প্রকারে উপাসনা করিতেন, এখনও এই বিষ্ণু-
বিটপীকে তদমুরূপেই অর্চনা করিলেন। দেব-
গণের এই উপাসনাতে দিব্য চিহ্ন সকলের সুস্পষ্ট
জ্ঞান হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে পঞ্চদশ দিবস
সমাগত হইলে আমি যে রূপ পূর্বে বলিয়াছি, সেই-
রূপে জগন্নাথ দেব স্বয়ংই (বর্দ্ধকরূপে) স্বীয় মূর্ত্তি
নির্বাহ করিলেন। আমি যে প্রকারে তোমাদিগের
নিকট বর্ণন করিয়াছি, এইক্ষণেও তাদৃকপ্রকারে
সেই জনার্দন বলরাম, সুভদ্রা ও চক্রের সহিত
দিব্য সিংহাসনে আবির্ভূত হইলেন। জনার্দনের
শঙ্খচক্রগদাপদ্মের চিহ্ন হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে।
অনন্তদেব গদা, মুঘল, চক্র, ও বজ্রচিহ্ন ধারণ
করিয়া আছেন। উহার সপ্ত কণা ছত্রের আকৃতি
ধারণ করিয়া তদুপরি বিষ্ণুস্ত মুকুট ও উজ্জল কুণ্ডল
আভরণে শোভা পাইতেছে। আর চাক্রবদনা
সুভদ্রা দেবী এক হস্তে বর-পদ্ম ও হস্তান্তরে অভয়
ধারণ করিয়াছেন। ইনিই সেই চৈতন্তরূপিণী লক্ষ্মী,
মূর্ত্ত্যুস্তরে প্রাহুর্ভূতা হইয়াছেন। ইনিই কৃষ্ণাবতারে
রোহিণীগর্ভে বলরূপ চিহ্ন করণ জন্ত বলভদ্রার
রূপে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইনিই এই
নীলাবতারি-বিষ্ণুকে কণেক কালের জন্ত ও পরি-

গর্ভপ্রসূতবাহুবহারোক্ত লৌকিকঃ ॥ ১৩ ॥ ভগিনী
বলদেবস্ত যেষা গোরাগিণী কথা । পুংরূপেণ স্ত্রী-
রূপেণ লক্ষ্মীঃ সর্বত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥ পুংনামা ভগ-
বান্ বিষ্ণুঃ স্ত্রীনামা কমলানয়া । দেবতিথ্যামুখ্যাদৌ
বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্ ॥ ১৫ ॥ কো হস্তঃ পুণ্ডরী-
কাক্ষাভুবনানি চতুর্দশ । ধারয়েতু কণাগ্রাণ সো-
হনন্তো বলসংজিতঃ ॥ ১৬ ॥ তন্ত শক্তিরূপেয়ং
ভগিনী স্ত্রীপ্রবর্তিকা । সুদর্শনস্ত যচ্চক্রং সদা বিষ্ণু-
করে স্থিতম্ ॥ ১৭ ॥ শাখাগ্রস্তমধ্যস্থঃ তদ্রূপস্ত
তুরীয়কম্ । এবস্ত মূর্ত্তয়ন্তেন চতস্তো বৈ প্রকা-
শিতাঃ ॥ ১৮ ॥ নিবৃন্তে ভগবজ্রূপে চতুর্দ্বী দিব্য-
রূপিণি । লোকানামুপকারায় পুনরাহাস্তরীক্ষণা ॥
১৯ ॥ পট্টেরাচ্ছাদ্য সুদৃঢ়ং নৃপতে প্রতিমাশ্চিমাঃ ।
স্বং স্বং বর্ণং প্রাপয়াত বর্ণকৈশ্চিত্রকর্মণা ॥ ২০ ॥
নীলাভ্রশ্চামলং বিষ্ণুঃ শঙ্খমুঘবলং বলম্ । রক্তং
সুদর্শনং চক্রং সুভদ্রাং হৃদ্ধমাক্রণাম্ ॥ ২১ ॥ নানা-

ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না। হে বিপ্রগণ।
এই কক্ষেতে ও বলদেবে কোনই প্রভেদ
নাই। এক গর্ভে উৎপত্তি বলিয়া লৌকিক
বাবহারে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী, কলে
পুরাণাদিতে ঐ রূপ বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ ও
স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী সর্বত্র থাকেন। ১৩—১৪। পুরুষ নামে
ভগবান্ বিষ্ণুকে ও স্ত্রী নামে কমলানয়া লক্ষ্মীকে
বুঝিতে হইবে। কি দেবগণ, কি তিথ্যগ্ জাতি,
কি মনুষ্য, সকল প্রাণ-মধ্যে ঐ দেব দেবী ভিন্ন
অন্ত কিছুই বিদ্যমান নাই। (ইহাদের ক্ষমতার
বিষয় কি বর্ণন করিব?) এই পুণ্ডরীকাক্ষ ব্যতীত
কোন ব্যক্তি চতুর্দশ ভুবনপরম্পরা কণার অগ্রভাগে
ধারণ করিতে সমর্থ হন? সেই ভুবনশ্রেণীর ভার-
ধারী অনন্তদেবই এই বলদেব নামে অভিহিত
হইতেছেন। এই সুভদ্রা ভগিনী তাঁহার শক্তি-
রূপিণী। তিনি স্ত্রী-প্রদায়িনী, আর সুদর্শন নামে
চক্র উল্লিখিত শাখার অগ্রস্তমধ্যস্থিত হইয়া বিষ্ণু-
হস্তে বিরাজ করিতেছে। তাঁহার সেই চতুর্দ্বী রূপ।
এই প্রকারে সেই ভগবান্ স্বয়ং মূর্ত্তিচতুর্দ্বী প্রকা-
শিত করেন। এই উত্তম ভগবজ্রূপ চতুঃপ্রকারে
সম্পাদিত হইলে, লোকদিগের উপকারার্থ সেই
আকাশবাণী পুনরায় বলিলেন,—হে নরপতে!
এই প্রতিমাগুলি পটবস্ত্রনিচয়ে দৃঢ় আবৃত করিয়া
চিত্রকর্মের দ্বারা স্ব স্ব বর্ণে রঞ্জিত কর। বিষ্ণুকে
নীলাম্বকরূপে, জামল, বলদেবকে শঙ্খ ও চক্রাঙ্ক-

তোমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই আবির্ভূত হইয়া-
ছেন। ১৫—২৯। এবং তোমার প্রসাদে জন্তুদিগকেও
চতুর্ভুজ প্রদান করিলেন। এইক্ষণে, নীল পর্জন্তের
উপরিভাগে যে কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার বায়ুকোণে
এক শত হস্ত দূরে প্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের উত্তর
অংশে প্রশস্ত দেশে যে বিস্তীর্ণ স্থান আছে,
ঐ স্থলে সহস্র হস্ত উন্নত ও তদনুরূপ আয়ত এক
সুদৃঢ় প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করত তাহাতে এই দেবকে
স্থাপন কর। হে নৃপ! পূৰ্বকালে এই পৰ্ব্বতে
বিষ্ণুবসু নামে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য যে এক শবর এই
মাধবকে নিত্য অৰ্চনা করিত, তাহার সহিত স্বদীয়
পুরোহিত বিদ্যাপতির বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। ঐ
ব্যক্তিদ্বয়ের বংশোৎপন্ন ব্যক্তিকে এই প্রতিমাগুলির
লেপ-সংস্কার কর্ম্মে ও ভবিষ্যৎ যজ্ঞীয় উৎসবকার্য্যে
নিযুক্ত কর। সেই দিব্য বাণী এই পর্য্যন্ত বলিয়া
ক্ষান্ত হইলেন। নৃপবর তাঁর এই উপদেশ আকর্ণন
করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে মহাবেদীতে গমন করত প্রতি-
মূর্ত্তি-চতুষ্টয়ের বেষ্টন উন্মোচন করিলেন। তখন
সকলেই দেখিলেন যে, রত্নসিংহাসনের উপরিভাগে
বলরাম, জগন্নাথ, সুভদ্রাদেবী ও বাসুদেবের
চক্র স্থিত আছেন। আকাশবাণী যেৰূপ উপদেশ
দিয়াছিলেন, তদ্রূপ লেপসংস্কারদি দ্বারা উহাদের
আকৃতি অতি মনোহারিণী হইয়াছে। ক্রীতকের

নাথঃ স্ত্রীলব্ধপুঞ্জরম্ । ৩৮ । প্রবৃকপুণ্ডরীকাকং
হাস্যশোণায়িতাধরম্ । পঙ্কতাং দৃষ্টিমাত্রেণ হরন্তঃ
পাপসমুদয়ম্ । ৩৯ । পদ্মাসনস্থিতঃ কৃষ্ণঃ দিব্যা-
লঙ্কারভূষিতম্ । যতেজসা পরিবৃত্তঃ দাক্ষদেহেহপি
নির্মলম্ । ৪০ । নীলজীমূতসঙ্কাশঃ সর্বসজ্জাপ-
নাশনম্ । দদর্শ বলদেবক সাট্টহাসমুখাধুজম্ । ৪১
কণাসমুদলবিভীর্ণঃ বাকুণীঘূর্ণিতেক্ষণম্ । প্রোথিতঃ
নাগরাজানং পীনোরতসুবক্ষসম্ । ৪২ । কিকিরিতঃ
পৃষ্ঠদেশে কুণ্ডলীকৃতবিগ্রহম্ । ৪৩ । (অগ্রসমুদ্র-
ককুভঃ কৈলাসশিখরং যথা) । হলচ্ক্রাজমুখল-ধারিণঃ
বনমালিনম্ । হারকুণ্ডলকেয়ুরকিরীটকুটোজ্জলম্ ।
৪৪ । তয়োর্মধ্যস্থিতাঃ লক্ষ্মীঃ সুভদ্রাঃ ভদ্ররূপিণীম্ (১)
বিকটাতোজবদনাং বরাজাতয়ধারিণীম্ । (২) কুঙ্কমা-
কণদেহাঃ তাং সাক্ষাৎসমীমিবাপরাম্ । ৪৫ । দদর্শ

বক্ষঃস্থল উন্নত । কুপাষিত হইয়া বদনমণ্ডল
ঈষৎ হাস্য ধারণ করিয়াছে । নাথের ভূজপঞ্জর
যেন দীনগণের উদ্ধারসাধনার্থই লক্ষ্যমান হইয়াছে,
তাঁহার নয়নদ্বয় প্রফুল্ল খেতপদ্মের শোভা হরণ
করিতেছে । অধরযুগল হাস্যরাগে রক্তিম হইয়াছে ।
ইনি দর্শকবৃন্দের পাপসমূহ হরণ করিয়া থাকেন ।
ইহার এই দেহ দাক্ষময় হইলেও পদ্মাসনে
ও দিব্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া স্বকীয় নিম্ন
তেজঃপুঞ্জ পরিবৃত্ত হইয়াছেন । ইহার দেহশোভা
নীলমেঘের স্তায় মনোহারিণী, ইনি জীববৃন্দের
সকল সজ্জাপ বিদূষিত করিয়া থাকেন । বলদেবকে
দেখিলেন, যে মুখপদ্ম অট্টহাসপরিশোভিত, এবং
কণাসমূহে ছত্রিত, বাকুণীসেবন জন্ত নয়নগুলি
ঘূর্ণিত, এবং তিনি উথিত ও নাগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার
বক্ষঃস্থল কোমল ও উন্নত, পৃষ্ঠদেশ কিকির অবনত
এবং দেহের অপরভাগ কুণ্ডলীকৃত । তিনি হল,
চক্র, পদ্ম ও মুখল এবং গলদেশে বনমালা ধারণ
করিয়া আছেন । হার, কুণ্ডল, কেয়ুর, কিরীট ও
কুটোজকারে তাঁহার দেহের শোভা উজ্জল হই-
তেছে । এই কৃষ্ণ ও বলদেবের (উভয়ের) মধ্যভাগে
ভদ্ররূপিণী লক্ষ্মী (সুভদ্রা) অবস্থান করিতেছেন,
ইহার বদনমণ্ডল বিকসিত সরোজের স্তায়, হস্তদ্বয়ে
বর, পর্য্য ও অস্ত্র ধারণ করিতেছেন । দেহ-শোভা

(১) সর্বদেবারাণীঃ পাপসাগোরোত্তারকারিণীম্ ।

ইত্যধিকঃ কতিং গাঠাঃ ।

(২) কপালানুগায়সতিঃ শোভমানাং প্রসাবনৈঃ ।

বিকোষায়কঃ চক্রঃ (১) শাখাগ্রনির্মিতম্ । বালার্ক-
সদৃশঃ তীক্ষ্ণধারঃ তেজোময়ঃ বিজাঃ । (২) তাং
দৃষ্টানন্দপাখোধি-নিমগ্নঃ পৃথিবীপতিঃ । কর্তব্যমুচ-
য়তনো যয়ং ন প্রবভূব হৃঃ ৪৮ । দরমীলিতনেজঃ
সন্ স্বজন বাপ্পাধু কৈবলম্ । কুতাজলিপুটস্তহৌ
স্থণাকারো নৃপোত্তমঃ । উবাচ তং মুনিবরঃ
শ্রিতবক্ত্রঃ কিতৌধরম্ । ৪৯ । নারদ উবাচ ।
যদর্থঃ শ্রমমাপন্নস্তৎ সাম্প্রতমভূৎ তব । প্রত্যকং
নৃপশার্দ্দল একস্তঃ ভাগ্যবান ভূবি । ৫০ । অমু-
পঞ্জ জগন্নাথঃ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্ । ভক্তারুগ্রহ-
পাখোধিঃ সজ্জানানিধিঃ হরিম্ । ৫১ । যং দ্রষ্টুং
যোগিনো নিত্যং যতন্তি যতমানসঃ । (৩)
সৌহৃদ্যং দাক্ষময়ং দেহং সমাহ্বায় জনাৰ্দ্দিনঃ । অমু-

কুঙ্কমরাগ সদৃশ রক্তিমা, সাক্ষাৎ অপরা লক্ষ্মী বলিয়া
ইহাকে বোধ হয় । হে বিজগণ । তিনি বিষ্ণুর
বাম পার্শ্বে শাখাগ্রনির্মিত নবোদিত সূর্য্যপ্রায়
তেজোময় ও তীক্ষ্ণধার চক্র দর্শন করিলেন । নর-
পতি ইন্দ্রস্য স্বীয় ভাগ্যপ্রকাশক এই সকল দিব্য-
মূর্ত্তি দর্শনাগ্নেই এককালে অপার আনন্দসাগরে
নিমগ্ন হইলেন । এমন কি এতাদিক কর্তব্যবিমুঢ়
হইয়া পড়িলেন যে, আপন শরীরের উপরেও আপন
প্রভু স্বাপন করিতে পারিলেন না । কেবল ঈষৎ
নিমীলিতনেজে অবিরাম আনন্দবাপ্প পরিত্যাগ
করিতে লাগিলেন এবং কুতাজলিপুটে নিশ্চলভাবে
সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর
মুনিবর নারদ সহাস্ত-বদনে কিত-পালকে কহিলেন,
—হে নৃপশার্দ্দল ! আপনি যে নিমিত্ত এই শ্রমস্বীকার
করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহা আপনার প্রত্যক্ষ
হইল ; অতএব আপনিই এই পৃথিবী মধ্যে একমাত্র
ভাগ্যধর । জগন্নাথকে তুমি দর্শন কর । উহার নয়ন
খেতপদ্ম-সদৃশ এবং আকর্ষণীয়ত । উনি ভক্ত-
গণের প্রতি দয়ার সাগর ; এই হরি সমুদায়
জ্ঞানের সমুদ্র ; ইহাকে দর্শনার্থ যোগিগণ সংযতাক্ষ-
করণে নিত্য যত্ন করিতেছেন, সেই জনাৰ্দ্দিন দাক্ষময়

(১) বামহাঃ চক্রশাখাগ্রনির্মিতাম্ ।

(২) বালার্কসদৃশীঃ তীক্ষ্ণধারঃ তেজোময়ঃ বিজাঃ ।
পাঠান্তরম্ ।

(৩) অবস্থানেন মহতা কণঃ পঙ্কতি মাধবঃ ।

অধিকঃ গাঠাঃ ।

এতীহঃ স্বাঃ কৃপ প্রত্যকঃ পুণ্যগতঃ ॥ ৫২ ॥ তদেনং
(১) ধরণীনাথ হি কাক্যাসাগরম্ । দদাতি
সংসৃতঃ কামান্ সর্গান নৃপ মনোগতান্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে বিকোদাকময়মুত্তমাবির্ভাবো
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । ইখং প্রবোধিতস্তেন নারদেন
কিতীষরঃ । তুষ্ঠাব জগতাং নাথং বচোভিঃ কক্ণা-
বিতম্ ॥ ১ ॥ ইন্দ্রহাষ উবাচ । হৃদজ্যু পাথোজযুগং
মুরারে নোপাসিতং জন্মসু পূর্বজেষু । তৎকর্মণা
দারুণপাকভীতং দীনং পরিজাহি কৃপাসুধে মাম্ ॥ ২ ॥
ক নির্মলঃ স্বচরণাজযুগং বিরিকিক্রেদ্রেকিরীট-
ময়ম্ । কাহং কুদীনঃ শরদশ্রমাং সমুজ্জ্বলিসজ্জৈঃ
পিহিতবৃচা বৈ ॥ ৩ ॥ অসারসংসারপরিভ্রমেণ শ্রমা-

দেহ অবলম্বন করিয়া তোমাকেই অনুগ্রহ করিবার
নিমিত্ত দর্শন দিয়াছেন । অতএব হে ধরণীনাথ !
এই কাক্যাসাগরকে স্তব কর, ইনি স্তবাদি দ্বারা
উপাসিত হইলে সকল মনোগত কামনাই সম্পন্ন
করিয়া থাকেন । ৩০—৫৩ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৯ ।

বিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কাহতেছেন,—কিতিপতি নারদ কর্তৃক
এই প্রকারে প্রবোধিত হইয়া স্ততিবাক্য দ্বারা সেই
কক্ণাময় জগন্নাথের স্তব করিতে লাগিলেন ।
(ইন্দ্রহাষ স্তব করিতেছেন) হে মুরারে ! আমি যে
পূর্ব পূর্ব জন্মে আপনার ঐ চরণপদ্মযুগলের
উপাসনা করি নাই, এইকণে সেই কর্মফলে আমি
দীন ও নিদারুণ দুর্কিপাকভয়ে ভীত হইয়াছি,
অতএব হে কৃপাসুধে ! আমাকে পরিজ্ঞান করুন ।
ব্রহ্মা, রুদ্র ও ইন্দ্রের কিরীটমণী ভবদীয় নির্মল
পাদপদ্মই বা কোথায় ! এবং বিগ্নতরুজমাংস-
স্বগন্ধিময় অতিদীন আমিই বা কোথায় ? অর্থাৎ
মাদৃশ হতভাগ্যের পক্ষে আপনার পাদপদ্ম অতি
দুর্লভ । হে ঈশ্বর ! আমি অসারসংসারে ভ্রমণ

(১) ভৈরবম্ ।

তুরস্তাঃ কথমীশ জানে । জানন্তি তে স্বাঃ খলু
দেবদেব যেমাং ভবো হুঃপতবপ্রকাশঃ ॥ ৪ ॥ প্রভো
ময়া হুঃখমনেকজন্মপাপার্জিতং ভুজ্জমমেকভাবম্ ।
ভুভার্জিতো যঃ সুখলেশভাবো নিদর্শনঃ যদ্ব্যপূত-
তিক্তে ॥ ৫ ॥ যদেব সৌখ্যমুভবায় দেব কর্ম-
ার্জিতো মে বিবয়োপভোগঃ । স এব হুঃখং পরি-
ণামতো মে ন মদ্বিধো হুঃখিজনোহস্তি চাত্তঃ ॥ ৬ ॥
বিভো যদি স্বাঃ মনসাপি পূর্বমুণাস্তমস্তদ্বিবর-
কণোহহম্ । কথং তদা লপ্যমনেকজন্ম পুনঃ-
পুনর্ভোগ্যমশেষহুঃখম্ ॥ ৭ ॥ বিভূদাসমপি তু
পুত্রপ্রিয়হমাতৃহৃদনিহতভাবৈঃ । বহ্যাহিংস্রহপতিহ-
জায়াভাবৈশ্চ তির্ধ্যাক্তসুরাদিত্যভাবৈঃ ॥ ৮ ॥ নোচোচ্চ-
ভাবঃ বহশঃ সক্রদা ভবাক্সনেহস্মিন্ নুষ্ঠামুভূতম্ ।
ন বা মুরারে তব পাদপদ্মদূরীভবশ্চেষ্টকলং হি
চৈতৎ ॥ ৯ ॥ কোষং বলং চৈতদশেষপৃথ্বী ধনৈর্বৃতং

করিয়াই শ্রান্ত হইয়াছি । এই ক্রেশই সহিতে
পারিতেছি না । আমি আপনাকে কিরূপে জানিব ;
আপনাকে জানিতে হইলে অগ্রে অনেক ক্রেশ সহ
করিতে হয়, আমি তাহা কিরূপে পারিব । যাহারা
সংসারের হুঃখরাশি সহ করিতে সক্ষম, কিছুতেই
শ্রান্তিবোধ করে না, হে দেবদেব ! তাদৃশ কঠোর
অধ্যবসায়শালী ব্যক্তিগণই আপনাকে (আপনার
স্বরূপ) জানিতে সক্ষম । প্রভো ! আমি অনেক
জন্মার্জিত পাপে অনেকপ্রকার হুঃখ ভোগ করি-
য়াছি ; মধুযুক্ত তিক্তে মধুর আশ্বাদের স্থায় জন্মান্ত-
রীণ শুভকর্মফলে যাহা কিছু সুখামুভব করিয়াছি ;
হে দেব ! সুখভোগের জন্য প্রাক্তন যাহা কিছু
পুণ্য ছিল, উৎকট পাপের ফলে তৎসমস্তই আমার
পক্ষে পরিণামে হুঃখময় হইয়াছে । আমার জ্ঞান
হুঃখী আর নাই । ১—৬ প্রভো ! অস্ত বিষয়ে আসক্ত
থাকিয়া, মনে মনেও যদি আপনার উপাসনা করি-
তাম, তাহা হইলে অশেষ হুঃখ ভোগ করিতে কিংবা
বহু জন্মলাভ করিতে হইত না । হে মুরারে !
আমি এই সংসারকাননে কখনও পিতা, কখনও
পুত্র, কখনও প্রভু, কখনও দাস, কখনও মাতা, কখন
পতি, কখন জায়া, কখন বহ্যা, কখন হিংস্র, কখন
তির্ধ্যগ্ন জাতি, কখনও বা দেবতা ইত্যাদি উচ্চ-
নীচ নানাতাবে ভ্রমণ করত কতপ্রকার অবস্থা
অনুভব করিয়াছি, কত কষ্ট পাইয়াছি, আপনার
পাদপদ্ম হইতে দূরে থাকায় যে এতকাল কষ্ট
পাইতেছি, তাহা একদিনের নিমিত্তও বুঝিতে পারি

যৌবনরূপীণাঃ । মনোহরকূলাঃ শতশত্বিন্ধু-
নিকটকঃ মে নৃপমণ্ডলকঃ ॥ ১০ ॥ সাম্রাজ্যতা চাপি
ভরোঁ মহায়ে হং জ্ঞানহীনস্ত পশোরিবাযম্ ।
ভারাবতারঃ কুরু মে কৃপাকে সदैব তজ্জোদিত-
খেদযোগঃ ॥ ১১ ॥ দীনানুকম্পিন্ করিণো বিমুক্তিঃ
কৃতা বিভো হংস্মৃতিমাত্রকেন । ভাস্তং ঘটীয়বদত্র
নাথ মাং ত্রাতুমহঁস্তুকম্পিতাবাং ॥ ১২ ॥ ন মে
হৃদস্তঃ খনুবন্ধুরত্র প্রবাহবিভ্রষ্টতরুস্বভাবে পানীয়সী
বুদ্ধিকপেততাবা স্নেহানুবন্ধা বিষয়েহঁতেদ্যাম্ ॥
১৩ ॥ অহনিশং মে তব পাদপদ্মাস্পর্শেতু মৎ-
প্রার্থিতমেতদেব । হাং সচ্চিদানন্দসুপূর্ণসিকুং
প্রাপ্তাস্ত যে জন্মসহস্রভাগৈঃ ॥ ১৪ ॥ কিং তে হি
পশ্চত্তি লবৈকসৌখ্যমনেকহংসং বিষয়েহঁজালম্ ।

নাই; দেব! আমি আপনাকে জানি না, কেবল
পশুর স্তায় আমি এই সমস্ত কোষ, বল, সমাগরা
পৃথিবী, রাজ্য, রূপ, যৌবন, মনোহরকূলা শত শত
পুণ্যনারী ভোগ করিতেছি, এই নিকটক সাম্রাজ্য,
আজ পশুর করগত; পশুর স্বভেদে এ গুরুভার
উচিত নহে, হে কৃপাসাগর! আপনি দয়া করিয়া
ভারাবতরণ করুন, ইহাতে কেবল আমার
ভোগ হইতেছে। হে বিভো! হে দীনদয়ালো!
আমি আপনাকে স্মরণ করিয়াই হস্তীর বন্ধনমোচন
করিয়া দিয়াছি। নাথ! আমি ঘটীয়ের স্তায়
কখন উপরিভাগে উত্তিত কখন বা অধস্তনে পতিত
হইতেছি, দয়া করিয়া আমাকে পরিজ্ঞান করুন।
জলপ্রবাহপীড়িত পাদপের স্তায় আমি সংসারস্রোতে
ভাসমান, আপনি ভিন্ন আমার আর বন্ধু নাই;
বিষয়ে আমার ঘোর অহুঃস্বাস; সংসারবন্ধন বড়ই
দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিয়াছে, পানীয়সী বুদ্ধি আবার সেই
দিকেই আবদ্ধ করিতেছে। আপনার পাদপদ্মে
কিছুতেই আসক্ত হইতেছে না, যাহাতে আমার
এই পানীয়সী বুদ্ধি সর্বদা আপনার পাদপদ্মে
লীন থাকে, কখনই তাহা হইতে বিচ্যুত না হয়,
ইহাই আমার প্রার্থনা। যাহারা সহস্রজন্মসঞ্চিত
সৌভাগ্যবলে সচ্চিদানন্দসাগররূপী আপনাকে
প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সামান্য সুখকণায়ুক্ত কেবল
স্বপ্নময় বিবরূপ ইন্দ্রজালের দিকে দৃকপাতই
করে না, সুপের ভাগ স্বভাৱে অতি অল্প, কেবল
স্বপ্নকর শতপ্রবিষ্ট হর্ভেদ্য ইন্দ্র কণ্যবন্ধনই বা
কোথায়? কেবল আনন্দপ্রচুর জনানি অনন্ত আপ-
নার পাদপদ্মই বা কোথায়? আমি যমতারণ অনির্ভ-

ক বন্ধনঃ কণ্ঠভিরিষ্টলেশকঃ প্রাকরগ্রহিণীতরভেদ্যাম্ ॥
১৫ ॥ অনন্তমাদ্যন্তবিহীনমেকমানন্দদং হংসপদপঙ্কজঃ
ক। মায়াবুধো তে মমতাব্রমো চ কুরুশ্বনক্রান্তি-
গর্ভমধ্যে ॥ ১৬ ॥ নিরাশ্রয়ঃ মে পতিতঃ বিলাস-
কটাক্ষপাতেন নয়াদ্য তীরম্ । স্বকার্যসংসাধনযাত্রি-
তানাং সম্পাদনায়েষ্টবিধেরজস্রম্ ॥ ১৭ ॥ ভ্রাম্যন্ত-
মাত্মীয়হিতং বিসৃজ্য মাং ত্রাহি যুতং সহজানুকম্পিন্ ।
ক্ষুদ্রায় কার্যায় বহু ভ্রমস্তমপ্রাপ্য যুলং পরমেশ্বরং
হাম্ ॥ ১৮ ॥ আয়াসপাত্রং পরমং সুদীনঃ মাং ত্রাহি
বিকো যৎকেকবন্দ্য । বেদান্তবেদ্যাব্যয় বিশ্বনাথ
হমীশিষে হস্তমঘৌঘরাশীন্ ॥ ১৯ ॥ তং হাং পরি-
ত্যজ্য সুখৈকহেতুং ক্ষুদ্রাশয়ং মাং পরিপাহি বিকো ।
প্রসুপ্ত এমোহপিলভুতসজ্জ্বলচতুর্বিধো যৎকৃতমোহ-
রাত্রো ॥ ২০ ॥ হজ্জ্ঞানভানুদয়মেতা চান্দ্রে প্রবো-
ধাতে হাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২১ ॥ ইমেক এবাখিল-
লৌকিকতা কণাসহস্রৈঃ পার্শ্বগীতমূর্তিঃ পর্যায়বৃত্তা
বলিনং বরিষ্ঠং হামীশিতারং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

যুক্ত কুরুশ্বরূপ নক্রসকুল ভীষণ ভবদীর্ঘ মায়া-
সাগরে নিপতিত হইয়াছি; দেব! আমি আশ্রয়-
বিহীন, কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া অদ্য আমাকে
তীরে লইয়া চলুন। যাহারা স্বকার্য-সাধনের
নিমিত্ত আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; নিজের
হিতের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, কেবল তাহাদেরই
কার্য-সাধনের নিমিত্ত ভ্রমণ করিতেছি, হে স্বভাব-
দয়ালো! আমাকে রক্ষা করুন। হে পরমেশ্বর!
আপনি উদ্ধারের মূলস্বরূপ, আমি আপনাকে না
পাইয়া ক্ষুদ্র কার্যের নিমিত্ত ভ্রমণ করত বৃথা
আয়াস পাইতেছি। হে জগতের এক বন্দনীয়!
হে বিকো! আমি অতি দীন, আমাকে রক্ষা
করুন। হে বেদান্তবেদ্য অব্যয় বিশ্বনাথ! আপনি
পাপরাশি দূর করিতে সমর্থ, হে বিকো! আমি
ক্ষুদ্রাশয়, তাই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া সামান্য
ঐহিক সুখের আশয়ে ঘুরিতেছি। আমাকে রক্ষা
করুন। এই চতুর্বিধ নিগিল প্রাণিবর্গ আপনার
কৃত মোহরাজিতে নিদ্রিত এবং আপনার স্বরূপ-
জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় প্রাপ্ত হইলে প্রবুদ্ধ হইয়া থাকে।
১—২১। হে বলদেব! তুমিই অখিল লোক সকলের
উপর কর্তৃত্ব করিতেছ, তোমার মূর্তি সহস্রকণা
দ্বারা ছত্রিত হইয়া শোভা পাইতেছে। তুমি সকল
বলবান ব্যক্তির স্রষ্টা; এই নিমিত্ত নামপর্যায়
বলদেব এই আপ্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমিই উপর,

যয়া হৃদয়শ্চৈব জগতি নাথ বকঃসরোজাসনয়া
বশন্ত্যা । তাং ভদ্ররূপাং জগদাশ্রয়াং তে দেবারণিঃ
পাদযুগে নতোহস্মি ॥ ২৩ ॥ যদংজ্ঞানপ্রতিবিম্ব-
মেতৎ ব্রহ্মাণ্ডজালং করসঙ্গি নাথ । সুদর্শনং দৈত্য-
বলস্ত হস্ত চক্রাভিঃ স্বাং প্রণতঃ সুদর্শনম্ ॥ ২৪ ॥
জৈমিনিকবাচ । স্বহেথং নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ সাষ্টাঙ্গং
প্রণনাম্যসং । পরিভ্রাহি জগন্নাথ ময়ং সংসার-
সাগরে । অনাথবন্ধো রূপয়া দীনঃ মাং তাপসঙ্ক-
লম্ (১) ॥ ২৫ ॥ অস্ত্রে চ যে তত্র নৃপাঃ শ্রোত্রিয়া

আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । হে নাথ !
আপনার স্বীয় শক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছ
এবং যাহাকে নিজ হৃদয়পদ্ম আসনরূপে অর্পণ
করিয়াছ, তিনি দেবগণের উপাস্তবিসয়ে অরুণি-
শ্বরূপ ও নিখিল জগতের আশ্রয়, আমি আপনার
সেই (ভদ্ররূপা) সুভদ্রাদেবীর পাদপদ্মে প্রণাম করি ।
হে নাথ ! যাহার কিরণজালের প্রতিবিম্বরূপ
এই ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং যাহা সর্বদাই
নাথের করকমলে সংসর্গ করিতেছে, যাহা হৃদয়
দৈত্যগণের বল হরণ করিয়া থাকে এবং অত্যন্ত
সুদর্শন বলিয়া সুদর্শন চক্র এই আখ্যা লাভ
করিয়াছে, আমি সেই চক্রকে প্রণাম করি ।
(জৈমিনি কহিলেন) সেই নৃপশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রহাস্য এই
প্রকার স্তব করিয়া সাষ্টাঙ্গে এই বলিয়া প্রণিপাত
করিলেন,—হে জগন্নাথ ! আমি এই সংসার-
সাগরে নিমগ্ন হইতেছি । হে অনাথবন্ধো ! এই
তাপসঙ্কল দীনজনকে রূপা করিয়া পরিভ্রাণ করুন ।

(১) নারদ উবাচ । জয় জয় নারায়ণ অপার-
ভবসাগরোত্তারপরায়ণ সনকসনন্দসনাতনপ্রভৃতি-
যোগিচর্যবিচিন্ত্যমানদ্বিত্যত্ব স্বমায়াবিলাসিতাধ্যাস-
পরিণামিতাশেষভূততত্ত্বত্রিত্ব ত্রিদণ্ডত্ব ত্রিনাটিকৈত-
ত্ত্রিমধুস্ত্রীসুপর্ণোপগীয়মান দিব্যগান চন্দ্রোদয় আসন-
সুশগপ্রিয় ভক্তপ্রিয় ভক্তজনৈকবৎসল স্বমায়াজাল-
ব্যবহিতস্বরূপ বিশ্বরূপ • বিশ্বপ্রকাশ বিশ্বতোমুখ
বিশ্বভোহকি বিশ্বতঃস্রবণ বিশ্বতঃপাদশিরোগ্রীব বিশ্ব-
হস্তনাসারসনাস্বক্কেশলোমলিঙ্গ সর্বলোকাস্বক সর্ব-
লোকসুখাবহ সর্বলোকোপকারক সর্বলোকনমস্কৃত
লীলাবিলসিতকোটিপদ্মোত্তরভুজোদ্রেকমকুদবিসাধ্যসিদ্ধ-
গণপ্রণতাশেষমুদ্রাসুহৃদভুবনভরো ন কস্তাপি জ্ঞান-
গোচর নমুস্তে নমুস্তে । জৈমিনিকবাচ । ইত্যধিকঃ
পাঠঃ কথিং ।

বেদপারগাঃ ॥ ২৬ ॥ মুনয়ো দ্বিজাঃ কজ্ঞাশ্চ বিদ্বাঃসো
বৈশ্বজাতিযঃ ॥ ২৭ ॥ অস্তবন পুণ্ডরীকাকং বলিনা
ভদ্রয়া সহ । সৃষ্টৈঃ স্তোত্রৈঃ পুরাণৈশ্চ কবিতাভি-
র্থধায়ম ॥ ২৮ ॥ তথেষ্ট্রহাস্যঃ প্রোবাচ পুরোধসম-
কন্যবম্ । পূজার্থং বাসুদেবস্ত উপচারোপসংস্কৃতো ।
স্বয়ং স নৃপতিশ্রেষ্ঠঃ পূজ্যমান তান ক্রমাৎ ।
নারদস্তোপদেশেন বিধিনা মন্ত্রতস্তথা । ছাদশাকর-
মন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ ॥ ২৯।৩০ ॥ যমুপাস্ত কন্যঃ
স্থানং প্রাপ্তবান্নতমোত্তমম্ । ত্রয়ীপ্রসঙ্গঃ যৎস্বকঃ
পাবনঃ পৌরুষং মহৎ । তেন নারায়ণং ভূপঃ পূজ্যা-
মাস ভক্তিতঃ । দেব্যাঃ সৃজেন ভদ্রাঃ তাং
সৌদর্শন্য সুদর্শনম্ ॥ ৩১ ॥ যথাসমুদ্রি ভক্ত্যা তান
পূজয়িত্ব নৃপোত্তমঃ । তৎপ্রীত্যা দ্বিজমুখ্যেভ্যো
দদৌ দানানি সার্বিকঃ । তুলাপুরুষদানাদি মহা-
দানাদি পার্থিবঃ । অশ্বমেধাঙ্গভূতান্চ কোটিশো
গা দদৌ তদা । স্বলঙ্কৃতাশ্চাপি তথা দদৌ গা

সে স্থলে অস্ত্রান্ত যে সকল নরপতি ও বেদপারগ
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, মুনিবর্গ, দ্বিজবর্গ, বিদ্বান্ কল্লিয় ও
বৈশ্বজাতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই পুণ্ডরী-
কাক, বলী (বলদেব) ও ভদ্রা দেবীকে স্তব,
মন্ত্র ও পুবাণোক্ত, স্তব স্তোত্রের দ্বারা এবং স্ব স্ব
কবিসাহসারে কবিতা রচনা করিয়া তদ্বারা স্তব
করিতে লাগিলেন । অনন্তর ইন্দ্রহাস্য সদাচার-
সম্পন্ন স্বীয় পুরোহিতকে বাসুদেবের পূজার নিমিত্ত
উপচার অব্যয় সংস্কার করিতে বলিলেন এবং
নারদের উপদেশক্রমে নরপতি স্বয়ংই যথাবিধি-
বিধানে মন্ত্রাদি পাঠপূর্বক সেই দেবতাদিগকে ক্রমে
ক্রমে পূজা করিতে লাগিলেন । বলদেব দেবকে
(ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়) এই ছাদশাকর
মন্ত্র দ্বারা পূজা করিলেন । এই মন্ত্র দ্বারা উপাসনা
করিয়া উত্তানপাদপুত্র এবং সর্বোত্তম স্থান প্রাপ্ত
হইয়াছিলেন এবং যে পুরুষস্তুত মহৎ ও পাবন এবং
যাহাতে বেদত্রয়ের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, ভূপতি সেই
মন্ত্র দ্বারা ভক্তিভাবে নারায়ণের পূজা করিলেন
এবং ভদ্রাদেবীকে (তদীয়) দেবীস্তুতমন্ত্রে ও
সুদর্শন-চক্রকে সৌদর্শনী স্তুতি দ্বারা উপাসনা করি-
লেন । ২৩—৩১ । তিনি স্বীয় সমুদ্রি অমুসারে ভক্তি-
যোগে পূজাসমাপনান্তে দেবতাদিগের ক্রীতির জন্ত
শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে সার্বিকভাবে দান করিতে
লাগিলেন । এ সময়ে তুলাপুরুষ দান প্রভৃতি যে
সকল মহৎ মহৎ দান প্রথিত আছে, তাহা এবং

বহুদক্ষিণাঃ। ৩৩। তাসাং খুরাগ্রাণো যো
গন্তোহুত্বিজসত্তমাঃ। দানাদুনা সমং পুণ্যে
তীর্থমাসীন্নহাকলম্। তস্মিন্ স্নাত্বা পিতৃন
দেবান্ সত্তপ্য বিধিবরঃ। অশ্বমেধসহস্রস্ত কলং
প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্। ৩৪। নাত্মা খ্যাতঃ সরস্তুকি
ইন্দ্রহাস্ত ভূপতেঃ। নিবাপ্য তত্র পিতৃং পিতৃ-
দিত্ত মানবঃ কুলৈকবিশ্বমুদ্রাত্য ব্রহ্মলোকে
মহীয়তে। ৩৫। নাতঃ পরতরং তীর্থং অশ্বমেধ-
সত্তবাৎ। ইন্দ্রহাস্ত সরসঃ স্নাত্বা ত্রিপথগামমা।
৩৬। ততঃ প্রাসাদঘটনায় পচক্রাম ভূপতিঃ। শুভে
কালে সুনক্রে দৈবজ্ঞবিধিচোদিতো। সূর্যহর্ষে
নারদাদীন ব্রাহ্মণাণ্যান্ প্রপূজ্য চ। স্ততিবাচক
কর্ণাকং বাচস্মিন্ নৃপোত্তমঃ। অর্ঘ্যং দদৌ জগন্নাথং
স্বরন প্রাসাদবেশ্মনি। ৩৭। বসুধাং প্রার্থয়িত্ব তু
হানমাচরতারকম্। শিল্পিনঃ পূজয়ামাস বাসুধাগ-

অশ্বমেধ যজ্ঞের অঙ্গভূত কোটি কোটি গো সকল
সবিশেষ অলঙ্কৃত করিয়া ভূরি ভূরি দক্ষিণার সহিত
দান করিতে লাগিলেন। হে হিজসত্তমগণ! ঐ
গো সকলের খুরাগ্রের পনন দ্বারা যে গর্ত
হয়, তাহাই দানকালীন হস্তচ্যুত জলসমূহে পূর্ণ
হইয়া মহাকলজনক একটি তীর্থরূপে পরিণত হই-
য়াছে। সেই তীর্থে স্নান, পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ
যথাবিধানে সম্পাদিত হইলে মনুষ্যেরা সহস্র
অশ্বমেধ যজ্ঞের কলভাগী হন; ইহাতে সংশয়
নাই। ঐ সরোবর ইন্দ্রহাস্ত ভূপতির নাম দ্বারা
আখ্যা প্রাপ্ত (ইন্দ্রহাস্ত সরোবর) হইয়াছে। মানব-
গণ সেই স্থলে পিতৃগণের উদ্দেশে পিতৃ দান
করিলে কুলের একবংশতি পুরুষকে উদ্ধার করত
স্বয়ং ব্রহ্মলোকে যাইয়া বহু মান প্রাপ্ত হন। এই
অশ্বমেধযজ্ঞসমুৎপন্ন ইন্দ্রহাস্ত সরোবর হইতে
শ্রেষ্ঠতম তীর্থ আর কুতাপি নাই; একমাত্র ত্রিপথ-
গামিনী গঙ্গা কেবল ইহার উপমা হইতে পারে।
অনন্তর ভূপতি জগন্নাথের প্রাসাদ নির্মাণের উপ-
ক্রম করিতে লাগিলেন। (প্রথমতঃ) দৈবজ্ঞ দ্বারা
সুনক্রে সূর্যহর্ষে বিশিষ্ট শুভকাল নির্ণয়পূর্বক নারদ
প্রভৃতি ব্রাহ্মণসকলকে অর্চনা ও কর্ণাক স্বস্তি-
বাচন করিয়া জগন্নাথকে স্মরণ করিতে করিতে
জলস্রোত প্রাসাদপূর্বক স্থলে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।
তখন বসুধাভবীর্ষ নরীণে চর্য অর্ঘ্যের অবস্থিতি
কাল (সমীক্ষার কাল) পর্যন্ত সেই গৃহস্থানটি

পুরঃসরম্। ৩৮। মহোৎসবঃ তদা চক্রে গীতবাদ্যৈঃ
প্রভূতকৈঃ। দীনানামবিপন্নো দদৌ বসু
যথেষ্পিতম্। ৩৯। রাজো বিসর্জয়ামাস বহমান-
পুরঃসরম্। কৃতার্থানবতারিঃ তঃ, হরেদৃষ্টা হতাংসঃ।
৪০। ততঃ স কোটিশো বিত্তং দদৌ পাবাণ-
দারিণে। ৪১। আহুতো বহুদেশেভ্যো দৃষদাং
পার্থিবোত্তমঃ। উবাচেনং মুদা যুক্তঃ সভায়াং পৃথিবী-
ধরঃ। অষ্টাদশভ্যো দ্বীপেভ্যো যন্নয়া পৌরুষা-
জ্জিতম্। তৎসর্বং জগদীশস্ত প্রাসাদায়োপবর্জিতম্।
৪২। জৈত্বাত্মাপ্রসঙ্গেন শ্রমো লক্শ্য যো ময়া।
বকলোহস্ত স মে বিকোঃ প্রাসাদায়ানুযোগতঃ। ৪৩।
অতঃপরং মে কিং ভাগ্যং চরাচরশুকং হরিম্।
প্রসাদয়িত্বো সম্পত্ত্যা ভুজহম্বার্জিতশ্রিয়া। স্ত্রীঃ সদা
পুণ্ডরীকাক প্রিয়ানুগ্রহজা মম। বেষ্ম তস্মৈ
সমর্প্যেদং ভবিষ্যামি কৃতঃ। ৪৪। সচরাচর-

প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তথায় বাসু-দোষ উপ-
শমার্থ বাসুধাগ ক্রিয়া সম্পাদনপুরঃসর শিল্পিগণকে
পারিতোষিকাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। এই
সময়ে এস্থলে প্রভূত গীতবাদ্যাদি দ্বারা মহা উৎসব
উপস্থিত হইয়াছিল। নরপতি দীন অনাথ ও
বিপন্ন প্রভৃতি লোকদিগকে তাহাদের স্ব স্ব অভি-
লাষানুরূপ বহুতর বস্তু প্রদান করিলেন। নানা
ব্রদেশ হইতে সমাগত যে সকল রাজগণ সেই
হরিদেবের অবতার দর্শনে নিম্পাপ হওয়ায় কৃতার-
্থতা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও বহু সম্মান-
পূর্বক বিদায়ানুমতি প্রদান করিলেন। ৩২—৪০।
অতঃপর নরপতি দেবগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্ত
ব্রহ্মরথশুমুহ ছেদনার্থ কোটি কোটি বিত্ত ব্যয়
করিতে লাগিলেন। (এতাদিক প্রস্তরের আয়ত্তক হয়
যে) বহুতর দেশ হইতে পাবাণসম্পত্তিশালী প্রধান
প্রধান পার্থিবগণ তথায় আহুত হইয়াছিলেন। তাহা-
দিগকে পৃথিবীধর সভাসীন হইয়া আহ্লাদ সহকারে
কহিতে লাগিলেন যে, আমি এই অষ্টাদশ দ্বীপ
হইতে পুরুষকার দ্বারা যে সকল দ্রব্যজাত উপার্জন
করিয়াছি, তাহা এখন জগদীশ্বরের প্রাসাদনির্মাণেই
পরিবর্জিত হইতেছে। আমি দিগ্বিজয়-রাজ্য
প্রসঙ্গে যে সমুদয় পরিগ্রহ স্বীকার করিয়াছিলাম,
আজ বিকৃত প্রাসাদ রচনার নিমিত্ত সেই সকল-
ধনসম্বল বিত্ত উপযোগী হইতেছে বলিয়া তাহা আমার
সকল হইতেছে। আমার ইচ্ছা পরে আর কি
ভাগ্য হইবে। আমি স্বীয় ভুজহম্বার্জিত কীর্নপতি

নাথস্ত কৃপাসীদযাদুশী ময়ি । কিং করুণীশততাহ
দেবদেবস্ত চক্ষিণঃ । কটাকপাতো যস্তানীং তস্ত
শ্রীঃ সর্বভোমুখী ॥ ৪৫ ॥ অষ্টাদশাঙ্গিকা দেবী
জিহ্বাগ্রে চাস্ত নৃত্যতি । সুমারাদ্য জগন্নাথঃ ব্রহ্মহ
প্রাপ্তবান বিধিঃ । ক্রোধো মহেশ্বরহক শক্রগ্নিদিবরাজ-
তাম্ । লেভে তমর্চ্যঃ জগতামর্চয়িষ্যামি শাশ্বতম্ ॥
৪৬ ॥ জিতং তেন ত্রিধা রানীভূতমংহো মহাশ্বনা ।
সাক্ষোপাঙ্গেন বিধিনা যেন কৃষ্ণঃ সমর্চিতঃ ॥ ৪৭ ॥
কলেবরমিদং ক্ষেত্রং যত্রাহঙ্কারবান্ বিভূঃ ।
আবির্ভাবতিরোভাবো স্থিতির্নিত্যা হি যৎপ্রভোঃ ॥
৪৮ ॥ অত্র সাক্ষাৎ বপুঃস্তং সম্পূজ্য জগতাং
শুক্রম্ । সাক্ষাৎ কৃতার্থো ভবতি চতুর্ভাগশ্চ
ভাজনম্ (১) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে ইন্দ্রহ্যসরোবরোৎপত্তিবিবরণং
নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হার্য চরাচরশুক্র হরিদেবকে প্রসন্ন করিব
(প্রাসাদে স্থাপন করিব) । যে পুণ্ডরীকাক্ষের
প্রিয়তমা লক্ষ্মীর অনুগ্রহেই আমার এই শ্রী হইয়াছে,
আমি এই বেশা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে সমর্পণ
করিতে পারিলেই কৃতাত্মতা লাভ করিব । আমার
উপর এই চরাচর প্রভুর যাদুশী কৃপা আছে, আমি
তদনুরূপ এই চক্রধারী দেবদেবের কোন্ কার্য্য
করিতে সমর্থ হইব ? ইনি যাহার প্রতি একবার
মাত্র কটাকপাত করেন, তাহার শ্রীসম্পত্তি সর্বভো-
তাবেই চিরবিদ্যমান থাকে । ইহার জিহ্বাগ্রভাগে
অষ্টাদশ বিদ্যাধীশ্বরী বাগ্গেবী নৃত্য করিতেছেন ।
এই জগন্নাথদেবকে আরাধনা করাতেই ব্রহ্মা ব্রহ্মহ,
ক্রতু মহেশ্বরহ ও ইন্দ্র দেবরাজহ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।
(আহা) আমি সেই জগদর্চনীয় শাশ্বত দেবকে
অর্চনা করিব । যিনি সর্বাঙ্গসুন্দর বিধানে
শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক অর্চনা করিতে পাবিয়াছেন, সেই
মহাশ্বারই মনোবাক্কর্কাসমুদ্ভূত জীবিত পাপরাশি
পরাজিত হইয়াছে । এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরু-
ষোত্তমের কলেবর স্বরূপ ; প্রভু এ স্থলে অহঙ্কার
বিশিষ্ট এবং আবির্ভূত ও তিরোভূত হইয়াও সর্বদা
অবস্থিত আছেন । এই স্থলে প্রত্যক শরীরধারী
জগদগুরু জগন্নাথদেবকে অর্চনা করিয়া মানব বর্ষ

(১) বহুব্যাখ্যাসতো বা রাজ্য-অধিকারার্জিতা ।
অঃস্তবাক্গ্ৰহাৎ সা তু সকলান্ত পদমুজ্জে ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । ইতি ব্রহ্মাণঃ রাজানং কচ্চি-
দৃষেদপারগঃ । বেদান্তবিজ্ঞানশীলো যিজো বাক্যঃ
মুদা জগৌ ॥ ১ ॥ অহো তবারং খলু ভাগ্যরাশির্বেদ-
বিরাসীভুবি দারুমূর্তিঃ । যস্তাপ্যুপাস্তিঃ ক্ষতিরাহ
মুক্তিপ্রদানমাত্মজবিমোহিতানাম্ ॥ ২ ॥ (১) য (স)
এব প্রবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হপৌকষঃ । তমুপাস্ত
হরারাদ্যঃ মুক্তিং যাতি স্মৃৎস্বভাম্ ॥ ৩ ॥ ব্রহ্মজান-
নিধিঃ সাক্ষাৎ নারদঃ প্রত্যাচ তম্ । ন হি বেদান্ত-
বচসঃ পরস্তাজ্ঞানমশ্রু বৈ । নহি প্রবৃত্তিবিবোধ
বিনা বেদং প্রবর্ততে ॥ ৪ ॥ পরেবাং স্বস্ত বা সৃষ্টৌ

অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ভাগ লাভে সাক্ষাৎ কৃতার্থ
হইতে পারেন । ৪১—৪৯ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২০ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

ইন্দ্রহ্যস নরপতি এই প্রকার কহিতেছেন, এমন
সময়ে কোন ঋষেদপারগ সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানসাগর
(নারদ)ঋষি মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাক্যের প্রত্যা-
ত্তর দিতে লাগিলেন । বেদান্তবিদ জ্ঞানশীল ব্রাহ্মণ
তাঁহাকে আহ্লাদ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—হে
নৃপোত্তম ! তোমার এই বিপুল ভাগ্যরাশি অতি
আশ্চর্য্য । যে হেতুক ভগবান্ পৃথিবীতে দারুমূর্তি
পরিগ্রহপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন ; ক্ষতিতে
(বেদে) অভিহিত আছে যে, ইহাকে উপাসনা
করিলে আত্মজ্ঞান-বিমোহিত ব্যক্তিদিগেরও মুক্তি
লাভ হইয়া থাকে । সেই এই অপৌকষেয় দ্রুতি
সমুদ্রপারে ভাসমান হইতেছে । হরারাদ্য উহাকে
উপাসনা করিলে অত্যন্ত দুর্লভ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া
যায় । সাক্ষাৎব্রহ্মজ্ঞানসাগর নারদ ঋষিও কহিতে
লাগিলেন যে, এই ভগবান্ বেদান্ত বাক্যেতে
অজ্ঞাত নহে এবং এই বিষ্ণুর কার্য্যপ্রবৃত্তি সকল

(১) সর্কোপচাটৈঃ পরিপূজ্য দেবঃ জ্যৈষ্ঠ-
স্ব-তৈঃ সাগরমেধনায়াঃ । যাবৎ সমাস্মোতি হি
কর্ম্মপাকঃ সাত্বজ্যাত্মা সকলো মমাস্ত ॥ কিং জব্য-
জাতং খলু যেন বিষ্ণুং নোপাহরেৎ সাক্ষমপেত-
কশ্ববঃ । কিং পৌকষেয়ং যদি বাসুদেব পরিচ্ছদো
যেন ন সাধিতো মে ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ কৃতিঃ ।

শ্রুতিপ্রামাণ্যবান্ বিভুঃ । বিনা শ্রুতিং প্রবর্তেত
কৃত্যপ্রামাণ্যমুচ্ছতি ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ শ্রুতিপ্রসিকো-
হুয়মবতারোহত্ৰ ভূপতে । বেদান্তবেদ্যঃ পুরুষঃ
গীতঃ তং সামগীতিষু ॥ ৬ ॥ প্রতিমাং নতু জানীহি
নিঃশ্রেয়সকরীঃ নৃণাম্ । দর্শনাদেব নশ্চক্ষীঃ সুদৃঢ়-
তম উত্তমম্ ॥ ৭ ॥ সন্তোষ শ্রুতয়ঃ পূর্বমেতদর্চা-
প্রকাশিকাঃ । এতদর্চা প্রশস্তা বৈ যদর্থো বিনিবো-
জিতাঃ ॥ ৮ ॥ অহো ভারতবর্ষস্ত মনুষ্যাঃ ক্ষীণ-
কল্যাণাঃ । অপবর্গপ্রদো যেসামাবিরাসীজনার্দিনঃ ॥ ৯ ॥
তত্রাপ্যমকৌড়দেশঃ সর্বেষামুত্তমঃ শ্রুতঃ । যত্রশা-
চর্শ্বনেত্রেণ পশুন্তি ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ১০ ॥ শ্রুতিস্মৃতীনাং
গহনঃ পদ্মঃ কল্মষিরাকুলঃ । যেন যাতা ভ্রমন্তীহ
ঘটীয়বদাকুলাঃ ॥ ১১ ॥ নির্বালীকপদপ্রাপ্তিহেতুরেষ
ন চিহ্নয়ঃ । শ্রুত্যাতিভির্কিনোপায়ৈঃ পরমানন্দ-
মুক্তিদঃ । নিরন্তরগতায়াতদুঃস্থিতানাং হুরাস্বনাম্ ।
এষ দাক্ষবপুর্ষিকুঃ সুখদাতা সুবাহবঃ । শ্রুতি-

বেদবাহুর্ভূত ভাবে প্রবর্তিত হয় না । প্রভু যখন সৃষ্টি
করেন অথবা স্বয়ং সৃষ্টি হন, তখনও বেদপ্রামাণ্যের
বশীভূত থাকেন । অতএব যিনি বেদবাহু কার্যে
প্রবর্তিত হন, কোন্ ব্যক্তি তাঁহার প্রমাণে
আস্থা করে ? অতএব হে ভূপতে ! দেবে
অবতার বেদপ্রসিক আছে ; সামগীতিতে ইনি বেদ-
বেদান্তবেদ্য পুরুষ বলিয়া গীত হইয়াছেন । ইহাকে
সামান্ত প্রতিমা বলিয়া জানিও না, যে হেতু ইনি
মনুষ্যদিগের মোক্ষ প্রদান করেন । ইহাকে দর্শন
মাত্র অত্যাৎকট তমোণ নষ্ট হইয়া যায় । এই
জগন্নাথের প্রতিমূর্ত্তিবিজ্ঞাপক শ্রুতিনিচয় ইতিপূর্বে
হইতেই অবস্থিত ছিল মাত্র ; কিন্তু আমাদের সেই
প্রতিমাগুলি আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়াতে এই
আমাদিগের নিমিত্ত নিষোজিত হইল । কি
আশ্চর্য্য ! ভারতবর্ষীয় লোকের পাপ নাই, মুক্তি-
দাতা জনার্দন তাহাদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়া-
ছেন । ভারতবর্ষমধ্যে ওড়দেশটি সকল অপেক্ষা
উত্তম ; যেহেতু ব্রহ্মরূপী জনার্দনকে চর্শ্বচক্ষু দ্বারায়
ভদ্রই সকলে দর্শন করিতেছেন । —১০। শ্রুতিস্মৃ-
ত্যুক্ত সকল পথ কর্ম্মতে আবৃত আছে, মায়াও ঘটী-
বস্তুর কায় (ঘড়ীর কায়) আকুল হইয়া ভ্রমণ করি-
তেছে ; কেবল সত্যপদ-প্রাপ্তির কারণ জ্ঞানময়
জগন্নাথ শ্রুত্যাৎকট উপায় বিনাও পরম মুক্তিদান
করেন । অনবরত থাকিয়া যাতায়াত করে, সে সকল
দুঃস্থবক্তাদিগের এই জগন্নাথ স্বীয় বাহুবের কায়

স্মৃত্যানুনিয়মা বিদ্যাতে নেহ পার্থিব ॥ ১২ ॥ যথা
তথা দৃষ্টিপথ আচাণ্ডালানিমুক্তিদঃ । অভক্তচেষ্টনঃ
পশ্চৎ গতাঙ্গুগতিকো নরঃ । অশ্বমেধসহস্রাণাং
কলম্ববিকলং ভবেৎ (১৩) ॥ ১৩ ॥ ভজ্যেচ্চেন্নিয়মস্হো
হি ভক্তিমান্ দৃঢ়মানসঃ । অসংশয়ঃ স সাযুজ্যং
ব্রহ্মণো লভতে নরঃ ॥ ১৪ ॥ ক হুঃখায়াসবহুলমনায়াস-
বিনশ্বরম্ । অচিরস্থঃ ক্ষুদ্রকলং পুনরাবৃত্তিলক্ষণম্ ॥
১৫ ॥ কেদং দাক্ষময়ং ব্রহ্ম পাপরাশিদবানলম্ ।
সচ্চিদানন্দকৈবল্যং যুক্তিদং দর্শনাদপি ॥ ১৬ ॥ বেদা-
নুবচনাদনি ত্বকরাণি হুরাস্বনাম্ । মহাশ্রুতিস্তৈর্ষৎ
প্রাপ্যং তদবাগ্রময়ং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ অন্তর্কেত্রেষু
ভগবান্ সুদূরো মর্ত্যবাসিনাম্ । স্বকেত্রেহশ্মিরিব-
সতি নিত্যং মুক্তিপ্রদো বিভুঃ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদত্র
মহারাজ তিষ্ঠ সবলপৌরুষঃ । বিদ্বন্তমোহসি ভক্তশ্চ
সাক্ষোপাক্ষমমুং ভজ ॥ ১৯ ॥ জৈমিনিকবাচ ।

পুথ দান করেন । হে রাজন্ ! শ্রুতি ও স্মৃত্যানু-
নিয়ম এই স্থানে নাই । অধিক আর কি বলিব, এই
ভগবান্ যে কোন স্থলে যে কোন প্রকারে দৃষ্টিপথে
পতিত হইলেই চাণ্ডাল অবধি সমুদায় ব্যক্তিকে
মুক্তি বিতরণ করেন । পুনঃপুনঃ জন্মভাগী অভক্ত
ব্যক্তিও যদি ইহাকে দর্শন করে, তাহারও সহস্র
অশ্বমেধ অনুরূপ কল লাভ হয় । আর স্থিরচিত্তে
ভক্তিযোগে নিয়মস্থ হইয়া যদি ইহাকে কেহ ভজনা
করে, তবে নিঃশংশয়ে সে ব্রহ্মসায়ুজ্য কল লাভ
করে । বহুল হুঃখ ও আয়াসসাধ্য অচিরস্থায়ী কল-
বিনশ্বর পুরাবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত স্বর্গরূপ কলই বা
কোথায় ? আর এই পাপব্যাহের দাবানলসদৃশ
সচ্চিদানন্দ—দর্শনমাত্রেরই কৈবল্যদাতা দাক্ষময়
ব্রহ্মই বা কোথায় ? এই স্থল বিনা অশুভ নাই ।
হুরাস্বা লোকদিগের বেদোক্ত প্রমাণাদির অবলম্বন
ত্বকর হইলেও মহাশ্রুতিদিগের লভ্য যে কল, তদনু-
রূপ কল তাহাদিগের লাভ হইয়া থাকে । ভগবান্
অন্তান্ত কেত্রে মনুষ্যদিগের সুদূরলভ্য হইয়া
অবস্থিত থাকেন ; কিন্তু তাঁহার স্বকেত্রে এই কেত্রে-
ধামে মুক্তিদাতা হইয়া নিত্যই বাস করিতেছেন ।
হে মহারাজ ! এই জগুই বলিষ্ঠেছি, আপনি
স্বকীয় বল-পৌরুষ সমভিব্যাহারে এই স্থলেই স্থিতি
ধাকুন । আপনি পণ্ডিতাশ্রমী ও বিদ্বন্তক ; অতএব
অক্সোপাক্ষের সহিত তাঁহাকে ভজনা করুন । জৈমিনি

বিজ্ঞপ্তি তব্ধঃ ক্রমাৎ নারদো হৃষ্টমানসঃ ।
সাধুভ্যঃ দ্বিজবর্ষ্যেণ ব্রহ্মমার্গানুসারিণা ॥ ২০ ॥
সৃষ্টাদৌ ব্রহ্মনিষ্ঠাসাদভবদেদসংহতিঃ । তত্রোপ-
নিষদর্থোহয়ং সাম্প্রতং ব্যক্তিমাগতঃ ॥ ২১ ॥ বেদ্যে-
তদর্থং ভগবানু পদ্মযোনিঃ পিতামহঃ । অজ্ঞাসিষক
ভূপাল সাম্প্রতং তন্মুখাৎ হম । তন্ত্ৰাজ্ঞয়া কৃতং সর্বং
যথাভিলষিতং তব ॥ ২২ ॥ এনমারাধ্য তিষ্ঠাত
যাম্যহং ব্রহ্মণোহস্তিকম্ । কৃতং নিবেদয়িষ্যামি
প্রকাশক মুরদ্বিষঃ ॥ ২৩ ॥ প্রাসাদং কুরু ভূপাল
ধনেন মহতা তথা । প্রাসাদে নরসিংহস্ত প্রতিষ্ঠাপ্য
বিমুচ্যতে ॥ ২৪ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । তচ্ছ্রুত্বা স তু
ভূমীশ্বরঃ প্রত্যাচ মুনিং তদা । মহর্ষেহহং ত্বয়া
সার্কং যিযামু ব্রহ্মণোহস্তিকম্ । যৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথং
চক্রেহহং লোচনাতিথিম্ ॥ ২৫ ॥ নিবেদ্য তঞ্চ
অষ্টারং প্রতিষ্ঠার্থং মুরদ্বিষঃ । বিজ্ঞাপয়িষ্যে সারিধ্যে
প্রাসাদস্থাপনোৎসবে (বম্) । যথা স্বয়ং সমাগত্য

কহিলেন,—সেই ব্রাহ্মণের এই প্রকার বচনপরম্পরা
শ্রবণে নারদ ঋষি সন্তুষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন,—
এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদপথ অনুসরণক্রমে যাহা বর্ণন
করিলেন, তাহা যথার্থই হইয়াছে । সৃষ্টির প্রারম্ভে
ব্রহ্মার নিষ্ঠাস হইতে বেদসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল ।
তন্মধ্যে দাক্ষব্রহ্ম সঙ্কল্পীয় এই উপনিষদর্থটি সম্প্রতি
ব্যক্ত হইল । হে ভূপাল ! সেই পদ্মযোনি পিতা-
মহর্ষি ইত্যাদি এই অর্থটি অবগত ছিলেন, সম্প্রতি
তাহার মুখ হইতেই আমি জানিতে পারিয়াছি ।
তাহারই অনুমতিক্রমে তোমার এই অভিলষিত
কার্য্য সকল সম্পন্ন করিলাম । তুমি এই দেববরকে
আরাধনাপূর্বক এই স্থানে থাক, আমি এখন
ব্রহ্মার সমীপে গমন করি । যাইয়া মুরারির আবি-
র্ভাব ও এই সমুদয় কৃতকার্য্য নিবেদন করিব ।
তুমি এখন মনোযোগ দিয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া
একটি-প্রাসাদ (দেবগৃহ) নির্মাণ কর । তাহাতে এই
নরসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিলেই মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১১
—২৪ ॥ জৈমিনি কহিলেন,—নরপতি মুনির বাক্য
শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন,—হে মহর্ষে ! আমিও
আপনার সহিত ব্রহ্মার সমীপে প্রয়াণ করিতে
অভিলাষী হইতেছি ; তাহারই প্রসাদবলে আমি
জগন্নাথ দেবকে নয়নপথের অতিথি করিয়াছি ।
আমি মুরারিপুর প্রতিষ্ঠার সেই জগৎঅষ্টার সারি-
ধানে প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা ও উৎসব কার্য্য বিজ্ঞাপন
করিব, যাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মলোক হইতে শুভা-

ব্রহ্মলোকাৎ পিতামহঃ । মহোৎসবঃ ভগবতঃ
প্রাসাদেহহং করিষ্যতি ॥ ২৬ ॥ তন্মুনে যামপি বিধেঃ
সদনে প্রাপয়িষ্যামি । গর্তপ্রতিষ্ঠাঃ প্রাসাদে সমা-
প্যেহ স্থিতো মূনে । পশ্চাদাবাং ব্রহ্মিষ্যাবঃ কথিং
কালং প্রতীকসে ॥ ২৭ ॥ অতঃ স নৃপতিঃ জীমান
(১) শিল্পশাস্ত্রবিশারদান্ । পাবানথগুঘটনার্ককর্মণ্যে-
কৈকযোগতঃ । সংকারৈর্দানমাতৈশ্চ যোজয়ামাস
সাদরম্ ॥ ২৮ ॥ দিনে দিনে সুষটিতঃ প্রাসাদো
ববুধে দ্বিজাঃ । পরিতঃ পূর্য্যমাণস্তত্তরপক্ষে যথা
শনী ॥ ২৯ ॥ এবং বিঘটমানোহপি (২) প্রাসাদঃ
পরিবর্দ্ধিতঃ । মহোজ্জয়বাদলেন ন কালেনান্তি-
লক্ষ্যতে ॥ ৩০ ॥ পাষাণসংখ্যা শক্যা বা কথঞ্চিদ-
ঘটনাক্রমাৎ । বিত্তব্যয়স্ত কোটীনাং ন সংখ্যা তজ্জ
শক্যতে ॥ ৩১ ॥ যাবন্তো ভারতে বর্ষে লোকাঃ
সময়বর্তিনঃ । ইন্দ্রহ্যস্মন্ত নৃপতের্নিযুক্তান্তে মহী-
ভূতঃ ॥ ৩২ ॥ একৈকশো নিযুক্তা য়ে পরম্পরসম-
ধিতাঃ । তৈশ্চাপ্যন্তে নিযুক্তান্তে সর্বে তজ্জ প্রব-

গমন করিয়া এই প্রাসাদে ভগবানু পুরুষোত্তমের
মহোৎসব সম্পাদন করেন । হে মূনে ! আমি-
কেও ব্রহ্মার সদনে লইয়া চলুন । তবে আপাততঃ
কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করুন, এইস্থানে থাকিয়া
প্রাসাদ নির্মাণ ও তাহার মধ্যে রত্নবেদী প্রতিষ্ঠা
সমাপন করত পশ্চাৎ উভয়েই গমন করিব । অতঃ-
পর জীমান নৃপবর প্রস্তরখণ্ডটিত দেবগৃহগঠন
কার্য্যে শিল্পব্যবসায়নিপুণ ব্যক্তিদিগের প্রত্যেককে
সংকার, ধনদান ও সম্মানের সহিত সাদরে নিযুক্ত
করিলেন । হে দ্বিজগণ ! দিন দিন ঐ প্রাসাদটি
সুষটিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং ত্তর-
পক্ষীয় শশধরের স্তায় ক্রমশঃ সর্বাঙ্গবৎ পরিপূর্ণ
হইয়া উঠিল । প্রাসাদটিও এরূপ উজ্জ্বল হইল যে,
তাহার সেই অত্যাচ্ছতা নিবন্ধন কণ-দৃষ্টিতে সর্বা-
বয়ক লক্ষিত হইতে পারে না । বরং তাহার
প্রস্তরসংখ্যা ঘটনাক্রমে কথঞ্চিৎ নির্ণীত হইতে
পারে, কিন্তু মহারাজের যে উচ্চাতে কত কোটি
বিত্ত ব্যয় হইয়াছিল, তাহা সংখ্যাত হইবার নহে ।
তৎকালে এই ভারতবর্ষমধ্যে যেন সমুদয় মহীপাল
বাস করিতেন, ইন্দ্রহ্যসে সকলকেই এই কার্য্য-
ভারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । যাহারা এক এক
কার্য্য নিযুক্ত হন, তাহারা আবার পরস্পর মিলিত

ভিত্তিঃ ১৩০ । অকস্মৎ তন্নিযুক্তানাং যো হবোদ্ধো
মহারবঃ । আকাশমম্বুবানোহসৌ দিশাং ভাগান-
পূরয়ৎ ৷ ৩৪ ৷ নৃপতেঃ ব্রহ্মা তন্ত্যা সাত্বিকেন
প্রসাদিতা । ঈঃ সমুদ্রাভবপ্রাঃ কীর্ত্যা সহ মহী
পতেঃ ৷ ৩৫ ৷ কচিং কাঞ্চনবিক্রান্তনানারত্নময়োজ্জলঃ ।
কচিং ফাটিকভিত্ত্যা তু শারদাজ্ঞনভম্ববিঃ । কচি-
রীলাগ্নঘটিতা ভিত্তিঃ কালাভ্রমেতরা ৷ ৩৬ ৷ এবং
সুঘটিতে বিকোঃ প্রাসাদে সুমনোহরে । গর্ত-
প্রতিষ্ঠাঃ বিধিবৎ কুহা স নৃপসক্তমঃ ৷ ৩৭ ৷ বজ্র-
পাতাদিতীত্যাদিবারণার্থং যথোদিতম্ । শিল্লিশাস্ত্রে-
হপি মণ্যাদিবিক্রাসং পৌরুষাকৃতিম্ ৷ ৩৮ ৷ পুনঃ
প্রাসাদঘটনাসম্ভারোচিতমেব বৈ । বহুমূল্যং রত্নজাতং
যত্নাৎ তজ্জমবেশয়ৎ ৷ ৩৯ ৷ ততো বিমুচ্যমানে (১)
হস্মিন্ প্রাসাদে কীর্তিবর্ধনে । মনসাপি ন সম্ভাব্যে
ত্রিষু কালেষু ভূভুজাম্ । দেবানামপি নো লক্ষ্যে
দ্বিজাঃ কল্মষবাসিনাম্ ৷ ৪০ ৷ প্রাসাদ ইদৃশো

হইয়া অপরাপর বহুতর লোককে নিযুক্ত করিলেন ।
সকলেই প্রাসাদকর্মে প্রবৃত্ত হইলেন । এইরূপে অন-
বরত নিযুক্ত লোক সম্প্রদায়ের হর্ষসমুত যে মহারব
উদ্ভূত হইয়াছিল, তদ্বারা নভোমণ্ডল পরিব্যপ্ত ও
দিগ্ধিক সকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । ২৫ - ২৮ ।
হে বিপ্রগণ ! নৃপতির ভক্তি, ব্রহ্মা ও সাত্বিক প্রদেশ
প্রসন্ন হইয়া ঈদেবতা তদীয় কীর্তির সহিত সুসমৃদ্ধা
হইয়া উঠিলেন । উহার কোন কোন স্থান কাঞ্চন-
বিক্রান্ত নানাবিধ রত্নরাজিতে উজ্জল । কোথাও
বা ফটিকময় ভিত্তি দ্বারা শরৎকালীন মেঘমণ্ডল-
মঞ্জিত নভোমণ্ডলের শোভা প্রকাশিত হইতেছে ।
কোন কোন ভিত্তি নীলকান্তমণিকর সন্নিবিষ্ট
ধাকায় কালাভ্রের আভা ধারণ করিতেছে । ইত্যাদি-
কার বিবিধ মনোহরগুণ-সম্পন্ন ভগবৎ-প্রাসাদ
সুসম্পন্ন হইলে নরপতি উহার গর্তপ্রতিষ্ঠা বিধিবৎ
সম্পাদন করিলেন । উহার উপরিভাগে বজ্রপাত
প্রভৃতি ভয় নিবারণার্থে শিল্লিশাস্ত্রোক্ত পুরুষ প্রতি-
কৃতি মণ্যাতির বিস্তার সমাহিত হইল । পুনর্বার
প্রাসাদঘটনার উপযোগী বহুমূল্য রত্নজাত যত্ন
সহকারে তাহাতে স্তম্ভ রহিল । অনন্তর ইন্দ্রদ্রুম
এই কীর্তিসম্বন্ধক প্রাসাদ সম্বন্ধে সমুদয় কর্তব্য
শেষ করিলে অস্ফাট কুপালদিগের ত্রিকালেও
মনোহরনানারত্ন্য বসিয়া ইহা বিবেচিত হইল না ।

(১) বিমুচ্যমানে ।

ভূমৌ কচিচ্চ ঘটিতো নহি । স্বর্গে বা
ইখমাদিত্যা আশংসক্তি (১) পরম্পরম্ (২)
ভূপতে তুর্গভং কিং স্তাৎ সহায়ো যন্ত নারদঃ ।
পিতামহশ্চ জগতাং স্রষ্টা ধীর্ধ্যধুরুদ্ধরঃ ৷ ৪২ ৷ অথবা
বিষ্ণুভক্তস্ত নাতিদূরং চিকৌরিতম্ । বিকোস্তত্ত-
লোকস্ত নাস্তরং বিদ্যাতে দ্বিজাঃ ৷ ৪৩ ৷ তন্তঃ স
নারদঃ প্রাহ প্রাসাদান্তর্মুণীশ্বরম্ । (৩) ভগবৎপু-
রাতাসি প্রাসাদোহস্ত চিরং ময়ি ৷ ৪৪ ৷ ইত্যুকা

হে দ্বিজগণ ! আকল্পবাসী ত্রিদিববাসিগণের উহা
কখন লক্ষিত হয় নাই, সুতরাং ভূমিতলে ইদৃশ
দেবগৃহ কখনও প্রস্তুত হয় নাই । স্বর্গেও বা এরূপ
প্রাসাদ না হইয়া থাকিবে । দেবগণ এই প্রকারে
পরম্পর আশংসা করিতে লাগিলেন । বাহার
সহায় নারদ ; সেই ভূ তর কোন বস্তু তুর্গভ
হয় ? আরও তাহাতে জগৎস্রষ্টা পিতামহই
ইহার কার্যভার বহন করিতেছেন । অথবা যে
ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হয়, তাহার কোন অভিলষিত
কার্যই ত্বকর হয় না । হে বিপ্রবৃন্দ ! বিষ্ণু আর তাঁহার
ভক্ত লোক সকল, এ উভয়ে কিছুই অন্তর নাই । ৩৫
— ৪৩ । অনন্তর নররাজ প্রাসাদমধ্যে নারদ ঋষিকে

(১) আলপস্তু ।

(২) অহো সুবুদ্ধিরশ্রোতৈর্ঘেয়মীদৃকপরাণতা ।
ব্রহ্মা ভগবৎপাদপদয়োঃ সাত্বিকানি । অলৌকি-
কানি কন্ধ্যানি পশ্যন্তি হি রচস্ত্যপি । কে বাত্ ভূমৌ
রাজানো বভূবুর্নীতিশালিনঃ ৷ সার্বভৌমাস্ত
সাম্রাজ্য-জ্ঞেতাঃ সর্ববিদ্বদাম্ । বিস্তানি যৈঃ
সংকিতানি সুবহুনি চ কোটিশঃ ৷ অশমেধসহস্রত
যৎ কৃতং ত্রিদিবোশতঃ । শক্যং বা ভূভুজা-
নাস্ত নাতঃ পুরুষহুষ্টিতম্ ৷ ন দৃষ্টং ন জ্ঞাতং
বাপি বাজমেধসহস্রকম্ । মহীক্ষিতাহুষ্টিতং বৈ
যত্র ত্রৈলোক্যবাসিনঃ । পৃথিব্যামস্ত নৃপতেঃ
সহস্রা ভোগভোগিনঃ । ব্রহ্মলোক ইবাভাতি সত্য
যন্ত চ যাজ্ঞনঃ ৷ মূর্তিস্তম্ভত্রয়ো বেদান্ততুঙ্গাদো
ব্রহ্মতথা । সুরাঃ সঙ্কলকামাস্ত যজ্ঞাতুর্ধিয়োহভবন্ ।
অয়ং প্রাসাদবর্ষ্যো বৈ বুদ্ধের্বিসয়তাং গতঃ ।
মনোহপি যত্র ভবতি ন বা ত্রৈলোক্যবাসিনাম্ ৷
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিং ।

(৩) সর্বং সম্পন্নমাসীন্নে যদশক্যং সুরাসুতৈঃ ।
সাক্ষাতগবজো বিকোস্তৈর্ভোগাননারত্ন্যঃ । কচি-
দিত্যধিকঃ পাঠঃ ।

পাদমোক্ষা প্রণাম স নারদম্ । নারদোহপি
তুখাপ্য পরিষজ্য নৃপোত্তমম্ । যন্তো ন ভেদো
নৃপতে মমাস্তি ধনু তবতঃ ॥ ৪৫ ॥ যন্ত সাক্ষাৎ
জগন্নাথ আবির্ভূতঃ কৃতে তব । যৎপাদপদ্যে
যাদৃক্ তে চেতঃ প্রবণতাঃ গতম্ । তন্ত্য হনন্তয়া
পুংসঃ কিমতঃ পরমস্তি বৈ । আগম্যাভ্যর্চয়শ্চৈনং
জীবন্তোহসি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৬ ॥ তীর্থৈর্মাতৈর্জপৈ-
দানৈঃ ক্রতুভিঃ শ্রেষ্ঠদক্ষিণৈঃ । ব্রতৈরধ্যয়নৈর্ভূপ
তপোভিঃ যদর্জিতম্ । ন শক্যং তব রাজেন্দ্র
ভক্ত্যা তৎ করমাগতম্ ॥ ৪৭ ॥ অতঃপরং ন
শৌচম্ ভক্তিয়োগে নমোহস্ত তে । (১) পিতামহং
জষ্টকামো গন্তা চেদন্তিকং বিভোঃ । উপদেক্যতি
সৌহৃদ্যম্ যাত্রাস্তাস্তা মহোৎসবঃ ॥ ৪৮ ॥ স্বয়ং
ভগবানেব বরং তুভ্যং প্রদাস্তি । প্রতিষ্ঠাপিতে
প্রাসাদে তস্মিন্ কালে স্বয়মুবা । অহমপ্যাগমি-

কহিলেন,—হে ঋষে! আমার এই প্রাসাদটা যেন
চিরকালের জন্যই সেই ভগবদেহের আভাসম্পন্ন
হয় থাকে। ইহা বলিয়া মুনিবরের পাদদ্বয়ে
মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতে লাগিলেন। নারদও
নরপতিকে উত্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করত
কহিলেন,—হে নৃপতে! তোমাতে আমাতে নিশ্চয়ই
কোন প্রভেদ নাই। তোমার নিমিত্ত এই যে
সাক্ষাৎ জগন্নাথ আবির্ভূত হইয়াছেন; তাঁহার
পাদপদ্যে আপনার অস্তঃকরণ যে অনন্ত ভক্তি দ্বারা
এরূপ প্রবণ হইয়াছে, পুরুষের ইহার পর আর
পরমার্থ কি আছে? এইক্ষণে আইস, ইহাকে
অর্চনা কর, তুমি সম্প্রতি জীবন্ত হইয়াছ।
তীর্থপর্যটন, মন্ত্র জপ ও দান এবং ভূরিদক্ষিণ
যাগ, যন্ত দ্বারাও যে কল উপার্জন করিতে শক্ত
না হয়; হে রাজেন্দ্র! একমাত্র ভক্তি দ্বারাই
তাহা তোমার হস্তগত হইয়াছে। অতঃপর আর
শোক করিও না; এখন প্রার্থনা কর, একমাত্র
ভক্তিযোগেই তোমার মন নিবিষ্ট হউক। আর
তুমি যদি প্রার্থী হইয়া পিতামহের নিকট গমন কর,
তবে তিনিও তোমাকে এই দেবাধিপের সেই সেই
যাত্রা-মহোৎসব সমুদয় উপদেশ করিবেন। স্বয়ং
ভগবানই তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান

(১) প্রকর্ষঃ বহু রাজেন্দ্র ইতি চাস্তাঃ চিরং
ভুবি । আয়োধ্য জগন্নাথনৃপচারৈর্মহোৎসবৈঃ ।
ইত্যধিকঃ কটুঃ পাঠঃ ।

যামি তদা সপ্তবিভিঃ সহ ॥ ৪৯ ॥ তদাব্য তৎ
গচ্ছাবো ব্রহ্মলোকমকল্পম্ । ত্বাং বিনা ভূবি ক
শক্তো ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি । ইত্যাক্ষা নারদো
ভূপমুত্তমো চ নভমলম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীহান্দে ইন্দ্রহ্যয়েন শ্রীনারদব্রহ্মণে প্রাসাদ-
নির্মাণং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরূবাচ । রাজা চ তমুবাচৈদং নির্লক-
গমনং প্রতি । অয়ং পুষ্পরথোহন্ত্যেব মনসো বেগ-
বান্ মুনে ॥ ১ ॥ এনমাক্ষ হ যান্তাবঃ কণং যাবৎ
প্রতীক্ষ্যতাম্ । যাবদেতান্নুজাপ্য প্রাসাদে হৃদি-
কারিণঃ । প্রদক্ষিণীকৃত্য বিভূমাগামি মুনিসত্তম ॥ ২ ॥
নারদোহপি বচঃ ক্রহা ব্রহ্মদানো নৃপোক্তিষু । করণ
ধ্বহা রাজানং মহাবেদীং প্রবিষ্ট চ ॥ ২ ॥ সহিতং
রামভদ্রাভ্যাং নহা কৃকং মুহূর্হুঃ । অন্নজাং
প্রার্থয়ামাস ব্রহ্মলোকগতিং প্রতি ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রহ্যয়ো-

করিবেন। এবং স্বয়মু যখন স্বয়ংই আসিয়া তোমার
এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠাপিত করিবেন, আমিও আবার
তখন সপ্তবিমগুল সহযোগে সমাগত হইব। অতএব
আইস, উভয়ে নির্মল ব্রহ্মলোকে গমন করি।
পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন তথায় গমন করিতে আর
কোন ব্যক্তি সমর্থ হয়? নারদ মুনি, নরপতিকে এই
বলিয়া নভঃপথ উদ্দেশে উখিত হইলেন ॥ ৪৪—৫০ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—নরপতিও সেই অলঙ্কিত-
প্রাণ ঋষিবরকে এই কথা কহিলেন যে, হে মুনে!
আমার এই ত মন হইতে বেগগামী পুষ্পকরখই
রহিয়াছে। আমরা উভয়ে এই রথে আরোহণ-
পূর্বক গমন করিব। এইক্ষণে কণকাল প্রতীক্ষা
করুন। আমি প্রাসাদকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে
অন্নজা করিয়া প্রভুকে প্রদক্ষিণ করত আগমন
করি। নারদও নরপতি-বাক্যে ব্রহ্ম প্রকাশ ও
তাঁহার হস্ত ধারণপূর্বক, মহাবেদীতে প্রবেশ
করিলেন। অতঃপর বলরাম ও সুভদ্রার সহিত
জগন্নাথদেবকে মুহূর্হুঃ প্রণাম করিয়া ব্রহ্মলোক

ইপি যচসা বপুসা মনসা হরিম্। প্রদক্ষিণীকৃত্য
পুনর্নবা সাষ্টাঙ্গমুগ্ধনাঃ। ব্রহ্মলোকগতিং বিপ্রা
যচতে অ কৃতাজলিঃ ॥ ৪ ॥ উভৌ তৌ দিব্যাযানেন
জগদুর্মুনিভুজৌ। প্রদক্ষিণীকৃত্য রবিং ব্যোম-
মণ্ডলমধ্যগম্। উপর্যুপরি জগ্মাতে ব্যতীত্য ঐব-
মণ্ডলম্ ॥ ৫ ॥ জনলোকগতেঃ সিদ্ধৈঃ সহরাবনতো-
নুতৈঃ। বীক্ষ্যমাণৌ মুদাযুক্তৌ সংলপন্তৌ পর-
স্পরম্। ভগবচ্চরিতং বিপ্রা মনোমলবিশোধনম্ ॥
৬ ॥ জীবন্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্বলোক ভ্রমন্নয়ম্।
যথা ন পিহিতদ্বারস্তথায়ঃ মর্ত্যবাস্তপি। ভূপতিঃ
প্রযযৌ নীলঃ বিষ্ণুভক্তিপ্রাসাদতঃ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাণ্ড-
বিষয়ে নৈতৎ দুষ্প্রাপং বস্তু বিদ্যতে। বিষ্ণু-
ভক্তেন যন্নভ্যমপরং মুক্তিমেতি সঃ ॥ ৮ ॥ মহ-
লোকগতেঃ সিদ্ধৈঃ সাদরাভ্যর্চিতৌ চ তৌ।
ইন্দ্রহ্যয়ো ন সন্মার পার্থিবং দেহমাশ্বনঃ ॥ ৯ ॥
ক্রমাদুর্গগতিং গচ্ছন পশুন সৌখ্যকভাজনান।

গমনার্থ অল্পমতি প্রার্থনা করিলেন। হে বিপ্র-
গণ। ইন্দ্রহ্যয়ও কাশ্মনোবাক্যে হরিদেবকে প্রদ-
ক্ষিণ করত উন্নয়ন হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপুরঃসর
কৃতাজলিপুটে ব্রহ্মলোকে যাইবার জন্ত প্রার্থনা
করিলেন। (অনন্তর) উভয়ে সেই দিব্যাযানে অধি-
রূঢ় হইয়া গমন করিতে লাগিলেন, ক্রমে নভো-
মণ্ডলমধ্যবর্তী স্বর্ধ্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ঐবমণ্ডল
অতিক্রমপূর্বক উপর্যুপরিভাবে যাইতে আরম্ভ
করিলেন। এই সময়ে জনলোকবাসী সিদ্ধগণ
সহর অগ্রে বদন অবনত করিয়া উর্দ্বাদিগকে
দেখিতে লাগিলেন। উর্দ্বারা মনোমল-বিশোধক
ভগবচ্চরিত বিষয়ে পরস্পর বাক্যালাপ করিতে
করিতে হর্ষাষিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ জীবন্ত
মহাত্মা নারদ যেমন অব্যবহিত দ্বারে সর্বলোক
ভ্রমণ করিয়া যাইতে লাগিলেন, ঐ নরলোকবাসী
নররাজও একমাত্র বিষ্ণুভক্তিপ্রসাদেই সেইরূপে
ঐহার সহযোগে সহর গমনে অধিকারী হইলেন।
যিনি বিষ্ণুকে ভক্তি করেন, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-
রাজ্যও ঐহার কিছুই হ্রাস থাকে না, অধিকন্তু
তিনি মুক্তি পর্যন্তও লাভ করিতে সমর্থ হন।
(নৃত্যঃ) ঐহার মহলোকে উপস্থিত হইয়া তত্র
সিদ্ধগণ কর্তৃকও সাদরে অর্চিত হইলেন। তখন
ইন্দ্রহ্যয় বীম দেহকে আর পার্থিব বলিয়া স্বরণ
করেন নাই। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে যতই উর্দ্ব

নির্দেহানভিলাষোহথ তৎক্ষণাদেব পৌরুষান ॥ ১০ ॥
কেবলঃ ভগবৎপ্রীত্যৈ কস্ম ভূমৌ চকার যৎ।
প্রাসাদং চিন্তয়ামাস সম্পূর্ণো বা ন বা ভবেৎ ॥ ১১ ॥
ময়াগতে ব্রহ্মলোকঃ শক্তিভির্বাতিভূয়তে। শ্রু-
ত্বা বা ভূয়ানুঃ সেবকা দ্রব্যলোভতঃ ॥ ১২ ॥
গৃহীতবেতনাঃ শিল্পিবৃন্দা মন্দক্রিয়ান্তথা। ন শীঘ্রং
ঘটয়িষ্যন্তি ময়ি ব্রহ্মকল্যাণতে ॥ ১৩ ॥ যাবদ্-
গমিষ্যে ধাতারঃ গৃহীতাহং চতুর্মুখম্। তাবৎ পুন-
রেব স্মাৎ প্রাসাদো ময়ি দূরগে ॥ ১৪ ॥ ইহায়া-
তাস্তে পুংসো ন পুনস্তে ক্ষিতিং গতাস্তে। মন্যাসা
মম সামন্তা ইথং বা হৃষ্টমানসাস্তে ॥ ১৫ ॥ রাজ্যং
মম হরিষ্যন্তি দ্বিষন্তঃ কিমু সাম্প্রতম্ ॥ ১৬ ॥
ইথমুদ্বিগ্ধমনসঃ চিন্তয়ানঃ মহীপতিম্। অতীতানা-
গতজ্ঞান-নিধির্মুনিরুবাচ তম্ ॥ ১৭ ॥ কিং চিন্ত-
য়সি রাজেন্দ্র স্বমেবং দীনমানসঃ। যত্র চাভ্যা-
গতাবাবাং ন চিন্তাবিষয়ে হ্রয়ম্। নাথয়ো ব্যাধয়-

গতি করিতে লাগিলেন, ততই পরমসুখী হৃদয়হিত
পুরুষ সকল দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎই সন্তুষ্ট
হইলেন। কেবল ভগবানের প্রীতির জন্য কস্ম-
ভূমিতে যে প্রাসাদটী নির্মিত হইয়াছে, একমাত্র
তাহারই চিন্তা মনে উপস্থিত হইতে লাগিল যে,
উহা সম্পূর্ণ হইয়াছে কি না? আমি এই ব্রহ্মলোকে
যাইতেছি, শক্ররা ইত্যবসরে আসিয়া উহা বিনষ্ট
কি অধিকৃত করে! কিহা নিযুক্ত সেবকেরাই
দ্রব্যলোভে উহাতে হতাদর হয়। আমি এই ব্রহ্ম-
লোকে আসিয়াছি বলিয়া বেতনভোগী শিল্পিবৃন্দ
অবশিষ্ট কর্তব্য কার্যে দীর্ঘমুত্রতা প্রকাশপূর্বক
শীঘ্র সম্পাদন করিবে না। যে পর্যন্ত আমি
চতুর্মুখ বিধাতাকে লইয়া প্রতিগমন না করিব,
তাবৎ আমার দূরে অবস্থিত বিধায় প্রাসাদের
কার্য-শেষ সম্পন্ন হইবে না। যাহারা একবার
এই লোকে আসিয়াছে, তাহারা আর পৃথিবীতে
যায় নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই বা সামন্তগণ
হৃষ্টচিত্তে আমার রাজ্য হরণ করে। এ অবস্থায় শক্র-
গণের প্রতি আর কথাই কি আছে? ১১-১৫। মহীপতি
ইন্দ্রহ্যয় এই প্রকার উদ্বিগ্ন সহকারে চিন্তা করিতে
করিতে যাইতেছেন, ইহা সেই ভূতভবিষ্যদবেত্তা
মুনিবর জানিতে পারিয়া ঐহাকে বলিতেছেন।—
হে রাজেন্দ্র! আপনি এ প্রকার দীনমনে কি চিন্তা
করিতেছেন? আমরা যে স্থলে আগমন করিয়াছি,
ইহা ত চিন্তার বিষয় (স্থান) নহে। এখানে আধি

শাস্ত্র প্রভৃতি কদাচন। ন জরা ন চ বা মৃত্যুঃ
কিমন্তুঃখহেতুকম্। কৃতার্থোহপি মহাভাগ যশা-
নুযবপুং স্বয়ম্। ব্রহ্মলোক ইহায়াতঃ প্রত্যক্ষং দৃষ্ট-
বান্ হরিম্। ১৮ ॥ ইহায়াতা ন শোচন্তি হেয়ে
সংসারকৃত্যকে। ঋণাণমিখং ভূপালন্তমুবাচ মুনী-
শ্বরম্। নহি শোচামি ভগবন্ রাজ্যস্বজনবন্ধু।
সমারকো ভগবতঃ প্রাসাদো যো ময়াধুনা। অজা-
গতং মাং তে মহা নাহুতিষ্ঠন্তি সেবকাঃ ॥ ১৯ ॥
আরকশ্চ প্রতিষ্ঠা হি কর্তব্য। নিশ্চিতা মুনৈ।
তন্ত্রান্তরাং সম্ভাব্য হুঃখিতং মে মনঃ প্রভো ॥ ২০ ॥
তন্ত্র তদ্বচনং শ্রদ্ধা প্রকৃষ্টো মুনিরববৌ ॥ প্রজা-
পতিসমন্তঃ হি নহি সামান্তভূপতিঃ ॥ ২১ ॥ কেনাপ্য-
পহুতং (১) নৈব ভূমো পূৰ্ব্বমহুতম্! কিং পুন-
স্তবকৃত্যন্ত যঃ সৃষ্টিস্থিতিহানিকম্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মলোক-
গতশ্চাপি প্রতাপযশসী তব। ত্রৈলোক্যঃ ভ্রমতো
নিত্যং যথা সূর্য্যনিশাকরৌ। যশ্চ কার্য্যেযু ভগ-

ও ব্যাধি কদাপি প্রভু করিতে পারে না। জরা
মৃত্যু বা অন্য কোন দুঃখহেতুও এখানে নাই। হে
মহাভাগ! তুমি যে কৃতার্থ হইলে! যেহেতু স্বয়ং
নর-শরীরেই এই ব্রহ্মলোকে আসিয়া হরিদেবকে
প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ। যাঁহারা ইহলোকে
আগমন করেন, তাঁহারা আর তুচ্ছ সংসার-কার্য্যের
জন্ত শোক প্রকাশ করেন না। মুনীশ্বর এই প্রকার
বলিলে ভূপাল তাঁহাকে কহিলেন যে, হে ভগবন্!
আমি রাজ্য বা স্বজন-বন্ধু প্রভৃতির জন্ত কোন
শোক করিতেছি না, সম্প্রতি ভগবানের যে
প্রাসাদটি আরক করিয়াছি, সেবকগণ আমাকে
এই স্থানে আগত জানিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ
করিতেছে না। হে প্রভো! যাঁহা আরক হইয়াছে,
তাঁহার প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই করিতে হইবে কিন্তু এইক্ষণে
তাঁহার বিষ্ণু সম্ভাবনায় আমার মন হুঃখিত হই-
তেছে। নারদ-মুনি তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে
হর্ষিত হইয়া বলিলেন,—তুমি ত সামান্ত ভূপতি নও,
প্রজাপতি পিতামহই তোমার তুলনামূলক। পৃথিবীতে
পূর্বে কেহই যখন তোমার অপকার করিতে পারে
নাই, এইক্ষণে কি তোমার একটিমাত্র কর্তব্য কার্য্যে
তাঁহা ঘটিবে, যাঁহাতে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারী পুরুষও
সহায়। তুমি এই ব্রহ্মলোকে আগত হইলেও
তোমার প্রতাপ ও যশ চন্দ্র-সূর্য্যের স্থায় ত্রৈলোক্যে

বান্ সহায়োহসৌ চতুর্ধ্বঃ। তেষু কিং রাজ্যশাঙ্গী
বিষ্ণুশ্চাপি জায়তে ॥ ২৪ ॥ এষ দূরেহস্তি রাজেন্দ্র
প্রত্যক্ষঃ স শচীপতিঃ। সদোমধ্যগতঃ শক্রঃ
সাক্ষাৎ ত্রিজগতাং পতিঃ ॥ ২৫ ॥ বিশেষতো
জগন্নাথপ্রাসাদে কঃ পুমান্বপ। বিহতুঃ (১)
মনসাপীচ্ছৎ তত্র শঙ্কাস্ত মা তব ॥ ২৬ ॥ তদ-
গ্রতঃ পশু ভূপ চন্দ্রকোটিসমম্বিবা। পরিতো
হ্লাদজনকঃ সুধাসাগরকোটিবৎ। যশ্চায়াং তেজসো
রাশির্জানীহি ব্রহ্মসদ্বনঃ ॥ ২৭ ॥ ইখমানপতো
তো তু ব্রহ্মলোকান্তিকং গতৌ। শুশ্রুবাতে সুদ-
রান্তৌ ব্রহ্মবীণাং মুখোদিতম্। স্বাধ্যায়শব্দং সুপদং
স্পষ্টবর্ণক্রমস্বরম্ ॥ ২৮ ॥ ইতিহাসপুরাণানি ছন্দঃ-
কল্পানি গাথিকাঃ। অসঙ্কীর্ণোজ্জলপদাঃ শ্রয়ন্তে
প্রবিভাগশঃ ॥ ২৯ ॥ যত্রৈতদ্রাজশাঙ্গী জানীহি
ব্রহ্মণঃ পুরম্ ॥ ৩০ ॥ সত্য হি দৃশ্যতে
চৈবা যত্র লোকপিতামহঃ। সার্কং ব্রহ্মবি-
যুখ্যেচ সুখাসীনচতুর্ধ্বঃ ॥ ৩১ ॥ নানাচৈতন্ত-

বিচরণ করিতেছে। বিশেষতঃ হে রাজশাঙ্গী!
যাহাদিগের কার্য্যসমূহে ভগবান্ চতুর্ধ্ব সর্বদা
সহায় হন, তাহাদিগের বিষ্ণুর আশঙ্কাও কি জন্মে?
কখনই নহে। হে মহারাজ! ঐ দূরে দেখা
যাইতেছে, ঐ স্থানে সাক্ষাৎ ত্রিজগৎপতি সেই
শচীপতি শক্রদেব সত্যমণ্ডলীমধ্যগত হইয়া প্রত্যক্ষ-
ভাবে অবস্থান করিতেছেন। আপনি উৎকণ্ঠা
পরিত্যাগ করুন। সেই জগন্নাথদেবের প্রাসাদে
কেহই বাসমিনিত্ত মনে অভিনাষ করিবে না। হে
ভূপতে! এইক্ষণে দর্শন করুন, ঐ ইন্দ্রালয়ের
উপরিভাগে কোটিচন্দ্রের স্থায় দীপ্তিশীল সমস্তাৎ
সম্ভোষদায়ক কোটি কোটি পীযুষ-সাগরবৎ পরি-
তৃপ্তিশব্দক তেজোরাশি দৃষ্ট হইতেছে, উহাই ব্রহ্মার
বাসস্থান জানিও ॥ ২৬—২৭ ॥ উভয়ে এইরূপ আনুপ
করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের সমীপে উপস্থিত
হইয়া দূর হইতেই ব্রহ্মবিদগের মুখনির্গত সুস্পষ্ট
বর্ণক্রমসম্পন্ন সুস্বর সুপদ বেদাধ্যয়নধ্বনি সকল
শ্রবণ করিলেন। আরও স্পষ্টরূপ ও উচ্চশব্দযুক্ত
ইতিহাস, পুরাণ, ছন্দঃ, কল্প ও গাথা সকল ভিন্ন
ভিন্ন রূপে শুনিলেন। ঋষিবর কহিতেছেন—
হে নৃপবর! যে স্থলে ঐ সকল শ্রুত হইতেছে,
উহাই ব্রহ্মার সদন জানিও। ঐ সত্যই দেখা
যাইতেছে; উহাতে লোকপিতামহ ব্রহ্মা ব্রহ্মবি-

শরণঃ ১১) জীবমুক্তকপাসিতম্ । যত্রাগত।
নিবর্তন্তে ন সংসারাক্ষিপতে ॥ ৩২ ॥ সদ্ধিতি
ব্রহ্মণো নাম যন্তায়ং ভুবনোত্তমঃ । সত্যলোক ইতি
খ্যাতস্তদ্রূপং নাতি কিঞ্চন ॥ ৩৩ ॥ অশ্রুত কিঞ্চি-
তুপরি অধঃশাওকপালতঃ । বৈকুণ্ঠভবনং রাজন্
মুক্তা যত্র বসন্তি বৈ ॥ ৩৪ ॥ যত্র যোগেশ্বরঃ সাক্ষাৎ
যোগিচিন্ত্যো জনাৰ্দ্ধনঃ । চৈতন্তবপুরান্তে বৈ সান্দ্ৰা-
নন্দায়কঃ প্রভুঃ । যঃ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে মৃত্যু-
সংসারবর্ষনি ॥ ৩৫ ॥ (২) স এব শ্রেষ্ঠা নাকানাং
মৎস্তকুর্মাাদিরূপধৃক্ । রক্ষিতা ক্রুদ্ধকোণ সংহর্তা
লোকভাবনঃ । ইন্দ্রহাষং বদন্তিথং প্রাপ ব্রহ্মনিকৈ-
তনম্ ॥ ৩৬ ॥ কথেন চ ৩৩ দ্বারি প্রকোষ্ঠে ন
স্তবর্তত । যত্র তিষ্ঠন্তি দিকপালাঃ শক্রাদ্যাঃ পিতর-
স্তথা ॥ চিরং কালং ধ্যানপরাস্তবা মধন্তরাধিপাঃ ।
পৃথকজননিভা দ্বাঃস্বা নিষিকান্তঃপ্রবেশনাঃ ॥ ৩৭ ॥

গণের সহিত স্নেহে সমাসীন রহিয়াছেন । তিনি
বিবিধ চৈতন্তের আশ্রয়, ও জীবমুক্তগণের
সতত উপাস্ত । জীবগণ একবার এই স্থলে আগ-
মন করিতে পারিলে আব সংসারসাগর-সঙ্কটে
পতিত হয় না । সৎ এইটি ব্রহ্মার নামধেয়,—
শ্রুতরাং তাঁহার ভুবনোত্তমের নাম “সত্য”
বলিয়া বিখ্যাত । উহার উপরিভাগে আব বিঃঃ
নাই, কেবল উহার কিঞ্চিৎ উপরিভাগে ব্রহ্মার
অণুকপালের অধঃসীমায় বৈকুণ্ঠ ভবন রহিয়াছে ।
হে রাজন্ ! মুক্তপুরুষেরা সেই স্থানেই বাস করেন ।
সে স্থানে সাক্ষাৎ যোগেশ্বর যোগিগণ-চিন্তনীয় প্রভু
জনাৰ্দ্ধন বাস করিতেছেন, যিনি চৈতন্তশরীর ও
সান্দ্ৰানন্দময়, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর মৃত্যুপথের
পথিক হইতে হয় না, সেই লোকশ্রেষ্ঠা মৎস্তকুর্মা-
রূপে লোকরক্ষিতা ও ক্রুদ্ধরূপে সংহর্তা দেববর ঐ
স্থানে বাস করেন । ঋষিবর ইন্দ্রহাষকে এইরূপ
বলিতে বলিতে ব্রহ্মভবনে উপস্থিত হইলেন ।
কণকাল মধ্যেই সভারারের প্রকোষ্ঠে উপনীত
হইয়া দেবিলেন, দ্বারদেশে ইন্দ্রাদি দিকপালগণ,
পিতৃগণ ও মধন্তরের অধিপতিরা বহুকাল হইতে
নীচ জনের দ্বারা দ্বারপালকে উপাসনা করিতেছেন

(১) শব্দার্থঃ ।

(২) মৃত্যুপথে সঙ্গী ব্রহ্মা জীবমুক্তঃ শব্দভেদে ।
নিবর্তন্তাঃ তেহস্যবোভঃ সাক্ষিঃ প্রদাভ্যে ।
জ্যৈষ্ঠিকঃ পাঠঃ কচিৎ ।

ইন্দ্রহাষেন সহিতঃ নারদঃ প্রবিলোক্য সং । দ্বার-
পালঃ সর্বিনয়ঃ ননাম মতব্রহ্মরঃ ॥ ৩৮ ॥ চতুর্দশানাং
লোকানাং ভ্রমণে রক্ষিকঃ প্রভো । দ্বারা বিনা শোভতে
নো স্বামিন্তব পিতুঃ সভা । সন্ত্যব মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠা
ব্রহ্মণ্য ব্রহ্মবিদ্বরাঃ । গোতমাদ্যাস্তথাপ্যেবা ন রম্যা
ব্রহ্মণঃ সভা ॥ ৩৯ ॥ বহুতারাপি রজনী চন্দ্রেনৈব
প্রকাশতে । ইতি স্তবন দদৌ তন্ত প্রবেশং বিনয়া-
ধিতঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকণ্ঠে নারদেন সহৈন্দ্রহাষন্ত ব্রহ্মলোক-
গমনং নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । দৌবারিকায়ং রাজর্ষিরিন্দ্ৰ-
হাষো মহাযশাঃ । সাক্ষতে যা বৈকবাগ্ৰো ধাতারং
জষ্টমাগতঃ ॥ যাহব পুরতন্ত যদি ভ্রমমুমন্তসে ॥
১ ॥ ইত্যুক্তস্তঃ পুনঃ প্রাহ নারদ মুনিসত্তমঃ ।

তথাচ সে তাঁহাদিগকে কোনক্রমেই ধন্তরে প্রবেশ
করিতে দিতেছে না । ইন্দ্রহাষের সহিত নারদকে
দেখিবারাত্রেই সেই দ্বারপাল অবনতমস্তকে সর্বি-
নয়ে প্রণাম করিল । আরও বলিতে লাগিল ; হে
প্রভো ! আপনি চতুর্দশ ভুবন ভ্রমণে রক্ষিক,
শ্রুতরাং হে স্বামিন্ । আপনি বিনা আপনার পিতৃ-
সভা শোভা পাইতেছে না । যদিও ব্রহ্মতৎপর
ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ গোতম প্রভৃতি মুনিরা উহাতে
আছেন, তথাপি ব্রহ্মার সভা আপনি তা থাকায়
রমণীয়া হয় না । দেখুন, যামিনী বহুতর তারাপ্রভায়
প্রভা প্রাপ্ত হইলেও এক তারানাথ ব্যতিরেকে
তাহারও প্রভা প্রকাশিত হয় না । দ্বারপাল এই-
রূপ স্তব করিয়া বিনয়সহকারে তাঁহাকে দ্বার ছাড়িয়া
দিল । ২৮—৪০

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

নারদ কহিতেছেন,—হে দৌবারিক । এই
ইন্দ্রহাষ, ইনি রাজর্ষি, মহা যশস্বী, সাক্ষতোম ও
বৈকবচুড়ামণি ; বিধাতাকে দর্শনার্থ আশ্রয়িতাছেন ;
এইরূপে তুমি অহমতি করিলে তাঁহার সমীপে
বাইতে পারেন । দ্বারপাল ইহা বলিয়া পুন-

যাযিঃকথাগতো যোহসৌ ন সাক্ষ্যো হি বৃধ্যতে ।
যত্র পশুসি দিকপালান্ পিতৃন মনস্তরাধিপান্ ।
তদ্ব্যয়ং মর্ত্যানিলয়ন্তিষ্ঠেদভূতপৌরুষঃ । ভবান্ গহা
পদ্মযোনিং বিজ্ঞাপ্যন্তং প্রবেশয় ॥ ২ ॥ সভাচার-
গতো যোহসৌ দিকপালৈঃ সহ যান্ত্রতি । একাগ্র-
চিত্তো ভগবান্ গায়নে চতুরাননঃ ॥ অস্মাকং ধার্মি-
যুক্তানাং প্রতীক্ষ্যাহবসরো জবন্ । ন ক্রোধো ময়ি
কর্তব্যো দাসে তব পিতৃশ্চ তে । ইত্যুক্তো নারদো
গহা ব্রহ্মাণং জগতাং পতিম্ ॥ নহা সাষ্টাঙ্গপতনং
বিজ্ঞেহো বসুধাধিপঃ । কটাক্ষেণাদিশং সোহথ
ইন্দ্রহাঃপ্রবেশনম্ । নোবাচ কিঞ্চিদ্ভগবান্ গানে
দত্তাবধানতঃ ॥ ৫ ॥ দিব্যাগাধকসঙ্গীতে কোতুকা-
বিষ্টমানসঃ । জাহ্নেজিতং নারদোহথ ইন্দ্রহাঃ
নৃপোত্তমম্ । প্রবেশয়ামাস ততঃ শক্রাদ্যৈঃ সুনীরী-
কিতম্ ॥ ৬ ॥ দৃষ্টা পিতামহং দূরাং স্রষ্টারং জগতাং
নৃপঃ । অমম্বত দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাদাক্রময়ং হরিম্ ॥

রায় মুনিসত্তম নারদকে হল,—হে স্বামিন্ ! আপ-
নার সহিত যিনি আগত হইয়াছেন, তিনি কখনই
সামান্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন না,
তথাচ যে স্থলে এই দিকপালগণ পিতৃগণ ও মনস্ত-
রাধিপ সকল অবস্থান করিতেছেন, এই অমিত-
প্রভাব মর্ত্যবাসী নরপতিও তথায় কিছুক্ষণ থাকুন ।
আপনি পদ্মযোনির সমীপে যাইয়া এ বিষয় বিজ্ঞা-
পনপূর্বক পশ্চাৎ উঠাকে সভাপ্রবিষ্ট করুন । আমরা
ধারণিবুদ্ধ অধীন ব্যক্তি, স্মৃতরাং স্বামীর অনির্দিষ্ট
বিষয়ে অবসর প্রতীক্ষা করিতে হয়; অতএব আপ-
নার ও আপনকার পিতার এই দাসের প্রতি ক্রোধ
করা কর্তব্য নয় । দৌবারিক এইরূপ বলিলে
ঋষিবর জগৎপতি ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া
সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক বসুধাপতি ইন্দ্রহাঃের
বিষয় অবগত করিবামাত্রই বিধাতা কটাক্ষভঙ্গী-
দ্বারা তাঁহাকে প্রবেশের অমুমতি দিলেন । সেই
সময়ে ব্রহ্মসভায় সঙ্গীত হইতেছিল, ভগবান্ তাহা-
তেই প্রণিধান করিতেছিলেন, আর মুখ দ্বারা কিন্তু
ব্যক্ত করিলেন না । উত্তম গাধকের গানে কোতু-
কাধিত নারদ তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে নৃপোত্তম ইন্দ্র-
হাঃকে প্রবেশিত করিলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণ সবি-
ম্বরে দেখিতে লাগিলেন । হে বিজগন্ ! নৃপবর
দূর হইতেই জগৎস্রষ্টা পিতামহকে দেখিতে পাইয়া
একদিন পরে তাঁহার সেই দাক্ষিণীভিত্ত জগদ্রাধকে

১ । শনৈশনৈর্ব্যবৌ ভূপঃ প্রণমাম (১) কৃতাজলিঃ ।
ভবন্ মমন্ প্রণিপতন্ সাধনসম্মিতং ব্রজন্ ।
কিঞ্চিদুরে স্থিতো ভূপো নারদস্ত নিদেপতঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ পুণ্যং গীয়মানং চরিতং সিদ্ধজ্ঞাপিতং ।
শৃণুশ্চতুর্মুখস্তেহৌ মুহূর্তং দ্বিজপুঙ্গবাঃ ॥ ৯ ॥ সার্বভৌ-
সারদাত্যাং স বীজ্যমানস্ত পার্শ্বয়োঃ । শুদ্ধদেহবর্জ-
দেবৈঃ হৃয়মানঃ স্বয়ম্ভবঃ ॥ ১০ ॥ কলাকাষ্ঠানিমেঘৈঃ
কলয়ন্ যুগপর্যায়ম্ । ন জরাজন্মমরণ-রূপাদিপরিণাম-
কম্ । যন্ত লোকগতানাং বৈ নাথয়ো ব্যাধয়ন্তথা ॥
১১ ॥ মনস্তরাদয়ো যত্র যুগাবর্তাদয়ন্তথা । কল্পান্তরা-
ন বিদ্যন্তে স সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ । গীতাবসানে ত-
ভূপম্বাচ প্রহসন্নিব ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রহাঃ মহাসহ সাক্ষাৎ
হং ভগবৎপ্রিয়ঃ । অতস্তত্ত্বম্ভো লোকঃ সত্যাত্মো
বিদিতস্তব ॥ ১৩ ॥ অজাগতিং হি বাহুস্তি (২) মুনয়-
কৌণকল্যাণাঃ । তপোনিষ্ঠাশ্চ তিষ্ঠন্তি যাবদাভূত-
সংপ্রবন্ ॥ ১৪ ॥ চতুর্দশসু লোকেষু স্থষ্টানাং

সাক্ষাৎ জগদ্রাধ বলিয়া মানিতে লাগিলেন ।
ভূপতি কৃতাজলিপুটে যুহু যুহু গমন ও প্রণাম
করিলেন; এবং স্তব, নমস্কার ও প্রণিপাত
করিতে করিতে ভয়েতে ঋষিতের ভায় গমন
করত নারদের আজ্ঞানুসারে কিছু দূরদেশে অব-
স্থিতি করিলেন । ১—৮ । হে বিজগন্ ! অতঃপর
লক্ষ্মীনাথের পরম পবিত্র চরিতগান শ্রবণ করিতে
করিতে চতুর্মুখ মুহূর্ত কালস্থিতি করিতে লাগিলেন ।
দেবী সার্বভৌ ও বাগদেবী সারদা তাঁহার দুই পার্শ্বে
বীজন করিতেছেন; নিশ্চল দেহধারী দেবগণও
এ স্বয়ম্ভব ব্রহ্মাকে স্তব করিতেছেন । তিনি স্বয়ং
কলা কাষ্ঠ ও ধূনিমেঘাদি দ্বারা যুগপর্যায়ের সংখ্যা
করিতেছেন । ঐহার লোকগত ব্যক্তিদিগের
জরা জন্ম মরণ ও রূপপরিবর্তন প্রভৃতি সংঘটিত
হয় না এবং আধিব্যাধির লেশমাত্রও নাই, ঐহার
ভুবনে মনস্তর, যুগাবর্তন ও কল্পান্তর প্রভৃতি কিছুই
বিদ্যমান নাই, সেই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর গীতাবসানে
ভূপতিকে যেন হাসিতে হাসিতেই কহিলেন,—হে
ইন্দ্রহাঃ ! মহাসহ ! তুমি ভগবানের সাক্ষাৎ প্রিয়-
পাত্র; আমার এই সত্যলোক অভের পক্ষে তুমি
ইহা ত তুমি বিদিতই আছ । মুনীগণ নিশ্চাপ
হইয়াও এই লোকে আগমনার্থ বাহা করিতেছেন
এবং মহাপ্রলয়-কাল পর্যন্ত তজ্জন্মই তপস্তাপরায়ণ

প্রাণিমাং হি যৎ । চৈতন্যানি বিচিঞ্জ্যনি সর্বেষা-
মাম্যো হসৌ ॥ ১৫ ॥ জানন্নপি হি তৎকার্য্যঃ
সানন্দমুপসক্তম্ । উবাচ পরমপ্রীত ইন্দ্রহা-
সিতামহঃ । কিমর্থমাগতো হত্বে স্বদ্রুহি হৃদয়স্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
ময়ি দৃষ্টে ন তু প্রাপমমৃতং কিম্ব বাহিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইন্দ্রহা উবাচ । অন্তর্ধামী হি ভগবান্ স্বদজ্ঞাতঃ
কুতো ভবেৎ । তথাপি প্রমো যো নাথ মযানুক্ৰোশ
এব সঃ ॥ ১৮ ॥ মূর্খাধম স্বদনুজ্ঞাঃ কথিতাঃ তব
হৃদনা । ইষ্টাঃ সহস্রাঃ ক্রতবস্তদন্তে দাক্ষদেহভূৎ ।
আবির্ভূত্ব ভগবান্ ভূতভবাতবৎপ্রভুঃ ॥ ১৯ ॥
স্বদনুগ্রহসম্পত্তিবশাদেবালোকয়ন্ । তাদৃশং পুণ্ডরী-
কাকং যেন স্বলোকমাগতঃ ॥ ২০ ॥ তস্তারকো ময়া
দেব প্রাসাদস্তত্র চেৎ স্বয়ম্ । গতা দেবং জগন্নাথং
স্থাপয়িষ্যসি চ প্রভো । স্বদনুগ্রহস্ত সকলো ভবেন্নো
লোকভাবন ॥ ২১ ॥ এতদর্থং জগৎস্থামিন্ নারদেন

ধাকেন । আরও চতুর্দশ ভুবনমধ্যে সৃষ্ট প্রাণিগণের
যে সমস্ত পৃথক পৃথক বিচিত্র চৈতন্য বিষয় সকল
রহিয়াছে, তৎসমুদয়কেই এই লোক আশ্রয়
করিয়া আছে । যদিও পিতামহ ইন্দ্রহাসের সমুদয়
উদ্দেশ্য জানিতেছেন, তথাপি পরম প্রীতিসহ
ঐহাকে সম্মানপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি
নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? মনোগত বিষয়
প্রকাশ করিয়া বল? যখন আমাকে দর্শন করিতে
পারিয়াছ, তখন অমৃতও তোমার পক্ষে তুচ্ছাপ্য নহে,
তাহাতে সামান্য বাহিতবিষয়ের কথা কি বলিব? ইন্দ্রহাস
কহিতেছেন,—ভগবন্! আপনি অন্তর্ধামী,
আপনার অজ্ঞাত বিষয় কি হইতে পারে? তথাপি
যে প্রশ্ন করিলেন, হে নাথ! ইহা আমার
প্রতি ককণা প্রকাশ মাত্র । আপনার পুত্র ঋষিবরের
মুখ হইতে আপনার অনুরূপা শিরোধারণপূর্বক সহস্র
অবমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি । তদবসানে
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এইকালত্রয়ের প্রভু জগন্নাথ-
দেব দাক্ষময়দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন । আমি আপ-
নারই অনুগ্রহবলে সেই পুণ্ডরীকাক দেবকে তাদৃশ
ভাবে অবলোকনপূর্বক আপনকার এই সত্যলোকে
আগমনে সমর্থ হইয়াছি । প্রভো! আমি তাঁহার
প্রাসাদ আরক্ত করিয়াছি, এই কণে ভগবান্ স্বয়ং
গমন করিয়া যদি সেই প্রাসাদে জগন্নাথদেবের
স্থাপনা করেন, তাহা হইলে, হে লোকভাবন! আমার
প্রতি এক দিনের অনুরূপ সকল হয় । আমি এই
অমৃতই অমৃত ঋষিবর নারদের সহিত আপনার

সহাধুনা । স্বপাদপদমুগলাং জুঃ স্বলোকমাগতঃ ।
প্রসাদ মাং কুরুষেদং জগন্নাথমেব হি । স্বমেব স
জগন্নাথো ন ভেদো যুবয়োবিভো । স্থাপ্যঃ স্থাপয়িতা
চাসি বেদ্যো বেদয়িতা ভবান্ ॥ ২৩ ॥ জৈমিনি-
কবাচ । এবং বিজ্ঞাপনান্তে তু তুর্কাসাঃ সহসা (১)
মুনিঃ । প্রণম্য সাষ্টাঙ্গপাতং কৃতাজলিপুটঃ স্থিতঃ ।
প্রোবাচ । বিনয়াহাচো ধাতারং জগতাং শুকম্ ॥ ২৪ ॥
বিভো দ্বারপ্রদেশেহত্র দৌবারিকনিবারিতাঃ ।
লোকপালাঃ সপিতরস্তথা মমন্তরাধিপতয়ঃ (২) । তিষ্ঠন্তি
দীনজনবৎ সূচিরাল্লোকভাবন । তদাজ্ঞাপয় পশুস্ত
তব পাদসরোরুহম্ ॥ ২৫ ॥ তৎ ক্রহা দেবদেবস্ত
তদা তুর্কাসসো বচঃ । প্রহস্ত বচনং প্রাহ নৈবাং
প্রস্তাব এব হি । ইন্দ্রহাসেন স্পর্ধন্তে তে কিং
মোহবশানুগাঃ ॥ ২৬ ॥ জীবনুক্ৰোহয়ং, নৃপতিঃ
কর্ম্মক্ষীণাঘসংহতিঃ । মৎসৃতিঃ (৩) পঞ্চমোহয়ং

পাদমুগল দর্শনার্থ আপনকার লোকে আসিয়াছি ।
হে জগৎস্থামিন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
এই অমৃতীষ্ট সিদ্ধ করুন । আপনিই জগন্নাথ । হে
বিভো! আপনিই সেই জগন্নাথ, তাঁহাতে ও আপ-
নাতে কিছু প্রভেদভাব দৃষ্ট হয় না । এইকণে তিনি
স্থাপনীয়, আপনি স্থাপনকর্তা; তিনি বেদ্য, আপনি
বেদয়িতা হইতেছেন ১৯—২৩। জৈমিনি কহিলেন,—
নরপতি ইন্দ্রহাস এই প্রকার বিজ্ঞাপন করিতেছেন,
ইত্যবসরে মুনিবর তুর্কাসা সহসা ব্রাহ্মণসভায়
উপনীত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্বক কৃতাজলিপুটে
অবস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে জগদগুরু বিধাতাকে
কহিতে লাগিলেন;—হে বিভো! আপনার দ্বার-
দেশে লোকপালগণ ও মমন্তরাধিপতিরা দৌবারিক
কর্তৃক নিবারিত হইয়া অতি দীনজনের স্থায় সূচির-
কাল অবস্থান করিতেছেন । হে লোকভাবন!
অনুমতি করুন, তাঁহার আসিয়া আপনার পাদপদ
সন্দর্শন করুন । দেবদেব পিতামহ তুর্কাসার
এই বাক্য শ্রবণান্তে হাস্তসহকারে কহিলেন,—তুমি
ইন্দ্রহাসের প্রবেশ ও লোকপাল প্রভৃতির নিবারণ
দেখিয়া এই কথা কহিতেছ, নৃপতির সহিত কোন
বিষয়েই তাঁহাদের প্রস্তাবই হইতে পারে না; তাঁহার
কি মোহের বশীভূত হইয়াই ইন্দ্রহাসের সহিত স্পর্ধা
করিতেছেন! এই নরপতি জীবনুক্ৰোহ, সংকর্ম্ম-
সমূহ দ্বারা পাপসমূহ কয় করিয়াছেন; আমার অধ-

বসন্তে বিষ্ণু-পুস্তক-মহাভারত-মহাভারত-মহাভারত
প্রাঙ্গণে পৌরুষাঃ। অত্রাগতিঃ প্রাঙ্গণে তপস্বী
দেবতাঃ ২৭। যমাজ্জগৎতে আয়ত্তা মনু-
সনে। তথাপি অমৃতজাতা আয়ত্তা মম দর্শনে ২৮।
ততঃ প্রবিষ্টান্তে দেবা দূরাসোবচনেন বৈ। দূর্য্য
প্রণেমুর্জ্জ্বলাং গায়কানাং সমীপতঃ ২৯। ইন্দ্রহা-
নরপতিঃ কৃতাজলিমুপস্থিতম্ (১)। তান্ লোকপালান্
প্রণতান্ কটাক্ষেণ জগৎপ্রভুঃ। অমৃতজাতা কথয়ন্
ইন্দ্রহা- স সাদরম্ ৩০। রাজন্ কৃতং সত্যং
প্রাসাদো ভগবৎস্থিতো। নায়ং স কালকুদ্রাজ্যং ন
বা স্বংসন্ততিনৃপ। গীতগানাবসরতো ভূয়ান্ কালো
গতস্তব ৩১। মনুষ্যঃ হি দিব্যানাং যুগানামেক-
সন্ততিঃ। তব বংশোহপি বিচ্ছিন্নঃ কোটিণঃ ক্রিতিপা-
গতাঃ। দেবোহস্তি তে চ প্রাসাদো দ্বয়মত্রাব-

স্তন পঞ্চম সন্তান, বৈষ্ণব ও বিষ্ণুতৎপর।
আর এই দেবতার সুখভোগার্থ কর্ম আচরণ করত
পৌরুষপ্রাপ্ত হইয়া আমার এই লোকে আগমনার্থ
তপস্বী করায় আমারই অমৃতগ্রহে মনুপাসনা-বাসনায়
দ্বারদেশ পর্যন্ত আসিতে পাবিয়াছেন। যাহা
হউক, এইকণে তোমার অমৃতজাতকমে আমাকে
দেখিবার নিমিত্ত আসিতে পারেন। অতঃপর
দূর্য্যাসার আস্থানে দেবগণ সভায় প্রবিষ্ট হইয়া
গায়কদিগের সমীপে থাকিয়াই দূর হইতে ব্রহ্মাকে
প্রণাম করিলেন। জগৎ-প্রভু পদ্মযোনি, সমুপস্থিত
কৃতাজলি নরপতি ইন্দ্রহা-কে এবং সেই সকল
প্রণত লোকপালদিগকে কটাক্ষক্লেপে অমৃতগীত
করত, নৃপতিকে সাদরে কহিতে লাগিলেন,—
রাজন্! তুমি যে ভগবানের অবস্থান-জন্ত প্রাসাদ
প্রস্তুত করিয়াছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু যে কালে
সেই প্রাসাদনির্মাণাদি হইয়াছিল, সেই কাল বহু
কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; তোমার সে রাজ্য ও
বিলুপ্ত হইয়াছে। তোমার সন্তান-সন্ততি-পরম্পরাও
আর কিছুই নাই। যে সময়টুকু গান সকল সমীপে
হইয়াছিল, সেই অবসরেই, তোমার পক্ষে অতি
দীর্ঘ কালই গত হইয়াছে। দেবতাদিগের এক-
সন্ততি যুগ হইলে এক মনুষ্য হয়, ঐ মনুষ্য-পরি-
মিত্ত কালমধ্যে শুদ্ধ যে তোমার বংশ বিচ্ছিন্ন
হইয়াছে, এমত নহে; কোটি কোটি ক্রিতিপতিরাও
বিলুপ্ত হইয়াছেন, কেবল সেই দারুমুর্তি দেববর ও

(১) মনুপাসনাঃ কৃতাজলিম্।

শিব্যতে ৩২। দ্বিতীয়মু মনোরমিযুগাং স্বারো-
চিব্যত চ। সমান্তিকে তে বসন্তে যুগ্যার্থ ন জয়া-
তথা। বিপর্ষয় ঋতুনাং বা ন কালপরিণামিতা ৩৩।
তদগচ্ছ ভূমৌ রাজেন্দ্র দেবং প্রাসাদমেব চ। ইন্দ্রা-
সহস্রিনং কুহা পুনরায়াহি বেগবান্। অথবাঃ
প্রযাত্মমি ভবানুপদমেব হি ৩৪। স্বয়মত্রো-
ধরাং গহা যাবৎ সন্তানমুজ্জিমৎ। করিষ্যসি মন-
ভাগ ভাবদেব ব্রহ্মাম্যহম্ ৩৫। ইত্যাজ্ঞাপ্যে-
ত্য়ং তং ভগবান্ স পিতামহঃ। দেবান্ পুরঃস্থিতা-
নাং বিনয়ানতকঙ্করান্। বন্ধাজলীন্ সমতাংশান্
তৎপদমুপবীক্ষণান্। উবাচ ভগবান্ স্নিগ্ধগভীর-
বচসা দ্বিজাঃ ৩৬। কিমর্থমাগতাঃ সর্বে যুগপচ্চি-
দিবৌকসঃ। যৎকার্য্যং বো ময়া কার্য্যং বিজ্ঞাপয়ত
মা চিরম্। জৈমিনিরুবাচ। ইতি শ্রুত্বা বচো ধাতু-
দশা বিগতজরাঃ। প্রাত্যুচুর্হৃষিতাঃ সর্বে ভগবন্তং
পিতামহম্ ৩৭। দেবা উচুঃ। উপাসিতঃ পুরা-
স্মাভির্ষো নীলাদ্রৌ মণীময়ঃ। অন্তর্হিতঃ কথং

তোমার প্রাসাদ এই দুইটা তথায় বিদ্যমান আছে ২৪
—৩২। দ্বিতীয়মু স্বারোচিবের এই আদি যুগকাল
তুমি আমার সমীপে বাস করিয়া অতীত করিলে;
তথাচ মৃত্যু বা জরার বশীভূত হইলে না। ঋতুবিপ-
র্যায়ও অমৃতভূত হইল না এবং কালের পরিণামও
পরিদৃষ্ট হইতেছে না। অতএব রাজেন্দ্র! তুমি এখন
সহর ভুলোকে গমন কর। দেব ও দেবপ্রাসাদটা
আস্থায়িত করত সহর আবার আমার এখানে
আসিও। অথবা আসিবার আবশ্যক কি? আমিও
তোমার পশ্চাৎ যাইতেছি। তুমি অগ্রে ধরা-
ধামে প্রয়াণপূর্ব্বক যাবৎকালমধ্যে সমুদ্রি সহকারে
দ্রব্যসম্ভার আয়োজিত করিবে, আমি সেই অব-
সরেই তথায় উপস্থিত হইব। হে দ্বিজগণ!
ভগবান্ পিতামহ ইন্দ্রহা-কে এই আজ্ঞা প্রদান
করিয়া সমুখাগত কৃতাজলি বিনয়ানত-কঙ্করাংশ,
তৎ-পাদ-বিলুপ্ত-লোচন, দেবগণকে স্নিগ্ধ গভীর
বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ত্রিদিবনিবাসিগণ!
তোমরা সকলে মিলিত হইয়া কি নিমিত্ত আগমন
করিয়াছ? তোমাদিগের যে কার্য্য আমার কর্তব্য
হইবে, তাহা সহরই বিজ্ঞাপন কর। জৈমিনি-
কহিলেন,—ত্রিদিবগণ, বিধাতার এই সাদর বাক্য
অবশ্যে বিজ্ঞ হইয়া সকলেই সহর্বে ভগবান্ পিতা-
মহকে প্রত্যুত্তর করিলেন। দেবগণ কহিতেছেন,
আমরা ইতিপূর্বে নীলমণিতে যে নীলমণিময় দেবের

দেব ইন্দ্রাণীঃ দাক্ষয়ণ্যম্ । আবির্ভূতঃ ক্রতোঃশ্রে-
ইন্দ্রায়ত্ন ভূপতেঃ । ৩৯ । এতত্ত্ব কারণং জাত-
জন্মতঃ পাদপঙ্কজম্ । আরাধিতুমিহায়াতাঃ প্রসীদ
কথয়ত্ব ৮০ । ইত্যুক্তদ্বিদেশৈর্দেবো ভগবান্
পঙ্কজাসনঃ । রহস্তমেতন্মো দেবাঃ কস্তচিন্নোদিতঃ
পুরাণাঃ সর্বে সমুদিতা যস্মাদপৃচ্ছত চিরাগতাঃ ।
ততো বঃ কথয়িষ্যামি সুরাণাং শুভাস্তমম্ ৮১ ।
পূর্বে পরাক্ৰে ভো দেবাঃ ক্ষেত্রং তৎপুরুষোত্তমম্ ।
নীলাশ্বপুராষায় ন তত্য়াজ জনাৰ্দ্ধনঃ ৮২ ।
সাম্প্রতং মে দ্বিতীয়স্ত পরাক্রমঃ সমুপস্থিতম্ । মমুঃ
শ্রায়ত্বো নাম বেতবরাহকল্পকে । প্রবর্ততেহয়ং
লোকে বৈ প্রাতরদ্য দিনস্ত ৮ । দাক্ষমূর্তিরয়ং
দেবো ভুবনানাং হি মধ্যমে ৮৩ ৷ মমায়ুষঃ প্রমাণস্ত
মানসন শাস্ততে বিভূঃ । মমাত্মা এব ভগবান্ অহমে-
তময়ঃ সুরাঃ । নাবয়োবিদ্যতে কিঞ্চিদস্মিন্ স্বাবর-
জজমে ৮৪ ৷ কীরোদার্ণবমধ্যে তু খেতদ্বীপেহি-

উপাসনা করিতাম, তিনি কি নিমিত্ত অস্থিত হন ?
এইক্ষণে বা কি জন্ত ইন্দ্রায়ত্ন ভূপতির যজ্ঞাবসানে
দাক্ষরূপ-ধারণপূর্বক আবির্ভূত হইলেন । আমরা
এই বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসায় আপনার পাদ-
আরাধনা করিতে এখানে আসিয়াছি ; হে দেব !
প্রসন্ন হইয়া ইহার বৃত্তান্ত বর্ণন করুন । ত্রিংশব্দ
কর্তৃক ভগবান্ পঙ্কজাসন এই প্রকারে জিজ্ঞাসিত
হইয়া কহিলেন,—ভো দেবগণ ! এই গোপনীয়
বিষয় ইতিপূর্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই,
তবে তোমরা নিতান্ত সন্তোষ ও আগ্রহসহকারে
জিজ্ঞাসু হইয়া সুদীর্ঘ কাল উপস্থিত আছ, এই
জন্তই সুরগণেরও শুভতম বৃত্তান্ত বর্ণন করি-
তেছি । হে দেবগণ ! ইতিপূর্বে আমার এক পরাক্র-
কাল ব্যাপিয়া সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভগবান্
জনাৰ্দ্ধন নীলকান্তমণিময় শরীর অবলম্বনপূর্বক
অবস্থান করেন । সাম্প্রতি আমার দ্বিতীয় পরাক্র-
কাল উপস্থিত, অদ্যকার এই দিনের প্রাতঃকালে
বেতবরাহকল্পে শ্রায়ত্ব নামে মমু প্রবর্তিত হইয়া-
ছেন । প্রভু জনাৰ্দ্ধন ঐ প্রাতঃসময় হইতে ভুবন-
ন্থে ভুলোকে দাক্ষমূর্তিতেই অধিষ্ঠিত হইয়াছেন ।
আমার পরমায়ুর সীমাকাল পর্যন্ত ঐরূপেই প্রভু
অবস্থান করিবেন । হে সুরগণ ! ভগবান্ আমার
আত্মা এবং আমিও উহার আত্মা ; এই স্বাবর-জজম
মধ্যে আনন্দিত হইয়া উঠিতেই প্রভোদ বিদ্য-

তমকে । যঃ শ্রেতে যোগনিজাঃ তাং মানসন পুরুষো-
ত্তমঃ । স মূলঃ জগতামাদিত্ত রোমাণি যামি বৈ ।
তানি কল্পক্রমহানি (১) শচীচক্রকৃতানি বৈ ৮৫ ।
তন্মধ্যস্থো হযং বৃক্ষতৈস্তত্য়ধিষ্ঠিতঃ পুরা । বক্ষ-
মুৎপতিতঃ সিদ্ধোঃ সলিলে সারপৌরুষঃ ৮৬ । (২)
ভোগান্ ভোক্তুং ত্রিলোকহান্ দাক্ষবয়্য জনাৰ্দ্ধনঃ ।
অনেকজন্মসাহস্রৈর্ভক্তিযোগেন ভাবিতঃ ৮৭ ।
ঘোরসংসারনাশায় ময়া পূর্বং প্রযাচিতঃ । পুনঃপুনঃ
সৃষ্টিহানি (৩) পালনোদ্বিগ্ধচেতসা ৮৮ । অশেষ-
কৰ্ম্মনাশায় জগতাং সর্বমুক্তয়ে । ধারণাধ্যান-
যোগানাং দুষ্করাণাং বিনাপি সঃ । মোক্ষায় ভগ-
বানাবিবর্ভুব পুরুষোত্তমঃ ৮৯ ৷ প্রচ্ছন্নবপুৰে-
তৈস্ত তস্মান্নাস্ত বিচারয়েৎ । ধর্ম্মিগ্রাহপ্রমাণেন
যাদৃগৃদৃষ্টঃ স এব সঃ । চতুর্কর্গপ্রদো দেবো যো
যথা তৎ বিভাবয়েৎ ৯০ ৷ তদর্শনপরিক্ষীণ-পাপ-

মান নাই ! যিনি কীরোদ-সমুদ্রমধ্যে খেতদ্বীপরূপ
শয্যায় সেই যোগনিজা দেবীকে বহুমানপুরঃসর
আশ্রয় করত শয়ান হইয়া থাকেন, সেই পুরু-
ষোত্তমই এই সচরাচর জগতের আদি কারণ, আর
ঐহার শরীর-প্রকৃতি রোমরাজিই কল্পক্রমস্থ ও শচী-
চক্রাঙ্কিত ৩৩—৪৫। তন্মধ্যে চৈতন্তের অধিষ্ঠানভূত
সেই সারপৌরুষ-বৃক্ষটী অগ্রেই সিন্ধুসলিলে স্বয়ং
উৎপতিত হইয়াছে । সেই জনাৰ্দ্ধন ত্রিলোকস্থিত
সমুদয় ভোগ-সন্তোষ-বাসনায় দাক্ষবিগ্রহ ধারণ
করিয়াছেন । উনি বহু সহস্র জন্মে ভক্তিসহকারে
চিন্তনীয় হন । আমি এই ঘোর সংসার বিনাশ-
বাসনায় পূর্বে তাঁহাকে প্রার্থনা করি, যে হেতু
পুনঃপুনঃ সৃষ্টি ও হানি এবং পালনবিষয়ে নিতান্ত
উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম । জীবগণের অশেষ কৰ্ম্ম বিনা-
শার্থ ও জগতের সাকল্য মুক্তি সম্পাদনার্থ ধ্যান
ধারণা প্রভৃতি সুদুষ্কর যোগ সকল বাতিরেকেও
মোক্ষ প্রদান বাসনায় সেই পুরুষোত্তম ভগবান্
আবির্ভূত হইয়াছেন । তাঁহার ঐ গোপনীয় দাক্ষ-
ময় মূর্তির বিষয়ে বিতর্ক করা উচিত নয় । যিনি
যে প্রকার ভাবে তাঁহাকে দর্শন করেন, ধর্ম্মিগ্রহ
লোকের গৃহীত প্রমাণানুসারে তিনি তাঁহার নিকট
সেই প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
ইহার অন্ততমটী বা যুগপৎই (যে বাহা কামনা
করে বা চিন্তা করে তাহাই) দান করেন । তাঁহার

(১) মাধ্যানি । (২) সত্যপুরুষঃ । (৩) নীল ।

সজ্জাঃ ক্রমাদুবি । ভবন্তি নির্যলাদানঃ পুরুষা মুক্তি-
ভাজনম্ ॥ ৫১ ॥ জৈমিনিকবাচ । এতচ্ছ্রী ততো
দেবাঃ পদ্মযোনের্বচোহবৃত্তম্ । তুষ্টাঃ সন্ধিস্থামানুঃ
প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্বিনা । অচিরস্থায়ি দেবহঃ বিহারৈ-
তচ্ছ্রবঃ গতাঃ । (অ)তস্মিন্ ক্ষেত্রবরে দেবমারাধ্যামঃ
সুসংযতাঃ ॥ ৫২ ॥ হর্ষসম্পন্ননয়নান্ সুরান্ দৃষ্টা
পিতামহঃ । ইন্দ্রহ্যম্নগ্রহায় যঃ প্রকাশঃ গতঃ
প্রভুঃ ॥ ৫৩ ॥ যা যাত্রা প্রতিমাস(হ)স্ত স্বয়মেব বদি-
শ্যতি । বরান্ প্রদাশ্যতি বহুন্ ভগবান্ ভক্তবৎ-
সলঃ ॥ ৫৪ ॥ প্রাসাদমিস্ত্রহ্যস্ত প্রতিষ্ঠাপয়িতুং বিভূম্ ।
অহংকাপি গমিষ্যামি যুয়ং তত্র প্রয়াত বৈ ॥ ৫৫ ॥
ইন্দ্রহ্যম্নগ্রহতো যাতু প্রতিষ্ঠাবস্তসম্ভূতো । সহায়-
স্তত্র ভবত যুয়ং কীণাধিকারিণঃ ॥ ৫৬ ॥ মনস্তরং
ব্যতীতং বৈ প্রথমং সাম্প্রতং পুরা । ইন্দ্রহ্যম্নেন
সহিতাস্তত্র গহা সুরোত্তমাঃ । প্রাসাদপ্রতিমানাঞ্চ
বিধাতুং স্বাম্যমস্ত বৈ ॥ ৫৭ ॥ তস্মাৎ সম্ভূতসস্তার-
নসহায়োহধুনা হসৌ । অস্ত সন্ততিসদ্বক্ষস্বরণং

দর্শনে ক্রমশঃ কীণপাপ হইয়া জীবগণ ভূমণ্ডলে
নির্যলাদা ও পরিশেষে মুক্তিভাজন হইয়া থাকে ।
জৈমিনি কহিলেন,—দেবগণ, পদ্মযোনির এই
অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
চিন্তা করিতে লাগিলেন ।—আমরা আজ অবধি এই
অচিরস্থায়ি দেবহৃদপদ পরিত্যাগপূর্বক ভুলোকে
যাই এবং সেই ক্ষেত্রোত্তমে দেবোত্তমকে সংযত-
চিত্তে আরাধনা করি । পিতামহ দেবগণকে হর্ষ-
সংযুক্তলোচনে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন,—যিনি ইন্দ্র-
হ্যয়ের প্রতি অনুগ্রাহার্থ প্রকাশিত হইয়াছেন,
তাঁহার যে প্রতিমাসীয়া যাত্রোৎসব, তাহা তিনি
স্বয়ংই বলিয়া দিবেন । আরও সেই ভক্ত-বৎসল
ভগবান্ বহুতর বরপ্রদানও করবেন । ইন্দ্রহ্যয়ের
প্রাসাদে প্রভুকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত আমিও
যাইব ; তোমরা তথায় গমন কর । ইন্দ্রহ্যম্,
প্রতিষ্ঠার বস্তাস্তার আয়োজনার্থ অগ্রেই যাউন ।
তোমরা এইকণে স্ব স্ব অধিকার ছাড়িয়া তথায়
গমন করত নৃপবরের সহায় হও ; সম্ভ্রুতি প্রধান
মনস্তর গত হইয়াছে ; তন্নিমিত্ত এই রাজারই ঐ
প্রাসাদ ও প্রতিমা । ইহা বিশেষ নিশ্চয়ের জন্ত
সুরোত্তমেরা রাজার সহিত সে স্থানে পূর্বে গমন
করুন । রাজার সন্ততির সহকের স্বরণ যাত্রাও
মাই, তজ্জন্ত একগ রাজা সহায়তীন ; অতএব

নাপি ভূতলে ॥ ৫৮ ॥ যদাজ্ঞয়া পদ্মনিধিঃ সত-
যান্ততি ভূতলম্ । প্রতিষ্ঠায়ৈ ভগবতঃ সম্পত্তৌ
সর্ববস্তবঃ ॥ ৫৯ ॥ ইন্দ্রহ্যম্নোহপি হৃষ্টাশ্চ নৃষ্টা
ব্রাহ্মীঃ শ্রিয়ঃ দ্বিজাঃ । মহদাশ্চর্য্যসম্পন্নঃ প্রদিপত্য
জগদুত্তমম্ । তদাজ্ঞাং শিরসা ধৃষ্টা দেবৈঃ কীণাবি-
কারিভিঃ । আজগাম ভুবং বিপ্রা বিধিনা চাহ-
মোদিতঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবতো নীলমণিময়মূর্ত্তেরন্তর্কানস্ত
পুনর্দাক্ষয়রূপেণাধর্ভাবস্ত ব্রহ্মণা ইন্দ্রহ্যম-
সমীপে হেতুকথনং নাম ত্রয়োবিংশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । আগত্য চ জগন্নাথং চিরাহুৎ-
কণ্ঠমানসঃ । দণ্ডবৎ প্রণনামাসৌ ঘনরোমাঞ্চ-
কঙ্কুকঃ ॥ ১ ॥ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায়
চ । প্রণতার্ভিবিনাশায় চতুর্দর্গৈকহেতবে । হিরণ্য-
গর্ভপুরুষপ্রধানাব্যক্তরূপিণে । ও নমো বাসুদেবায়
ওদ্ধজ্ঞান স্বরূপিণে ॥ ২ ॥ ইত্যাচ্চরন্ ভূতিং ভূপঃ

তোমরা প্রতিষ্ঠার দ্রব্য আয়োজন কর । আমার
অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিও ভগবানের প্রতিষ্ঠায় সকল
বস্ত-সম্পত্তি সম্পদনার্থ তোমাদের সহিত যাইবেন ।
হে দ্বিজগণ ! ইন্দ্রহ্যম্ও দেববর ব্রহ্মার এই প্রকার
আধিপত্য সন্দর্শনে হৃষ্ট ও অত্যাশ্চর্য্যবিশিষ্ট এবং
তৎকর্তৃক অনুমোদিত হইয়া জগদুত্তরকে প্রণিপাত-
পূর্বক তাঁহার আজ্ঞাবাক্য শিরোধার্য্য করত কীণা-
ধিকারী দেবগণের সহিত ভুলোকে আগমন
করিলেন । ৪৬—৬০ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিতেছেন । ইন্দ্রহ্যম্ চিরকালের
পর উৎকণ্ঠিত-চিত্তে আগত হইয়া কোমায়িত
কলেবরে জগন্নাথ দেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ।
যিনি ব্রহ্মণ্যদেব ও গোব্রাহ্মণের হিতকারী, যিনি
প্রণতজনের অন্তর্ভাবনাশক ও চতুর্দর্গাভর এক-
মাত্র নিদান, যিনি হিরণ্যগর্ভ পুরুষপ্রদান ও অব্যক্ত-
রূপী এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তি, সেই বাসুদেবকে

সানন্দমূল্যবিলোচনঃ । প্রদক্ষিণাং পুনঃ কুর্মান
 মনাম চ পুনঃপুনঃ ॥ ৩ ॥ ততোহঙ্কদেবতা যা বৈ
 ত্রাঙ্গল্যমুদাধিতাঃ । তুইবুঃ প্রণতা দেবঃ কৃতা-
 ঙ্গলিপুটা মুদা ॥ ৪ ॥ দেবা উচুঃ । সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ
 সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ । স ভূমিং সর্বতো বাপ্য
 অধ্যতিষ্ঠদশাকুলম্ ॥ ৫ ॥ যঃ পুমান্ পরমঃ
 ব্রহ্ম পবমানোতি গীয়তে । ভূতং ভবাং ভবি-
 যাক্ষ সর্বং পুরুষ এব তৎ ॥ ৬ ॥ এতাবানশ্চ
 মহিমা জ্যায়ামেব পুমান্ প্রভুঃ পাদোহশ্চ
 বিশ্বীভূতানি ত্রিপাদশ্চাত্তং দিবি ॥ ৭ ॥ ছন্দাংসি
 জজিরে বহুস্ততো বহুপুমানপি । বহুতোহশ্চাশ্চ
 ব্যজায়ন্ত গাবো মেবাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥ ব্রাহ্মণা মুখতো
 জাতা বাহজাঃ কত্রিযাস্তব । বিশস্তবোক্ৰজাঃ
 পত্যাং তথা শূদ্রাঃ সমাগতাঃ ॥ ৯ ॥ মনসচ্চন্দ্রমা
 জাতশ্চক্ষুষন্তে দিবাকবঃ । কণাভ্যাং শ্বসনঃ
 প্রাণৈর্জিহ্বায়া ইবাবাভপি ॥ ১০ ॥ নাভিতো গগন-

দেয়শ্চ যজ্ঞেন সমবর্ত্তত । পাদাভ্যাং হে ধর্ম্মাভ্যামিত্যে
 দিশ্চাত্তৌ কতেগতাঃ ॥ ১১ ॥ সন্তানস্ পরিব্রজন্ত
 একবিংশৎ সমিচ্চ বৈ । চরাচরাঃ সর্বজীবাস্ত
 এব হি জজিরে ॥ ১২ ॥ যমেব জগতাং নাথস্বমেব
 পরিপালকঃ । উগ্ররূপশ্চ সংহর্ত্তা যমেব পরমেশ্বর ॥
 ১৩ ॥ যমেব যজ্ঞো যজ্ঞাংশ্বঃ যজ্ঞেশ্বঃ পরাৎ-
 পরঃ । শব্দব্রহ্ম পবং ত্বং হি শব্দব্রহ্মাসি বিশ্বরাট্ ॥
 ১৪ ॥ স্বরাট্ সম্রাট্ জগন্নাথ বিভারসি জগৎ-
 পতে । অধশ্চোর্দ্ধক্ তির্ধ্যক্ ত্বং ত্বয়া ব্যাপ্তং
 জগন্ময় ॥ ১৫ ॥ প্রাপ্নুবন্তি পরং স্থানং ত্বাং যজ্ঞশ্চ
 যাজ্ঞিকাঃ । ভোজ্যং ভোক্তা হবির্হোতা হবনং ত্বং
 কলপ্রদঃ ॥ ১৬ ॥ সমস্তকর্ম্মভোক্তা ত্বং সর্ব কর্ম্মা-
 যকঃ প্রভো । সর্বকর্ম্মোপকরণং সর্বকর্ম্মকলপ্রদঃ ॥
 ১৭ ॥ কর্ম্মপ্রেরয়িতা ত্বং হি ধর্ম্মকামার্গসিদ্ধিদঃ ।
 হামৃতে মুক্তিদঃ কোহং হ্রবীকেশ নমোহস্ত তে ॥
 ১৮ ॥ নমোহস্তনস্তায় সমহস্তমুণ্ডয়ে, সহস্রপাদাক্ষি-

প্রণাম কবি । ভূপতি এই প্রকাব বহুবিধ স্ততি-
 বাক্য উচ্চারণপূর্বক আনন্দাঙ্কলোচনে প্রদক্ষিণ
 করিয়া পুনবায় পুনঃপুনঃ প্রণাম কবিত্তে লাগিলেন ।
 অনন্তর অশ্রান্ত সেই সকল দেবগণ তথা । হইয়া
 হর্ষসহকারে কৃতাঙ্গলিপুটে নতভাবে কৈ
 স্তব করিতে লাগিলেন ।—বাহার সহস্র মস্তক, ১০৮
 জ্ঞানেন্দ্রিয়, সহস্র কর্ম্মেন্দ্রিয়, সেই নিখিল পার্শ্বব-দেহ-
 ব্যাপী পরমাত্মা পুরুষ নাভির উর্দ্ধভাগে, দশ অঙ্গ লি
 স্থান অতিক্রমণপূর্বক অর্ধাৎ হৃদয়পদ্যমধ্যে বিজ্ঞ ন-
 রূপে অবস্থান কবিত্তেছেন । তিনিই পরমপুরুষ,
 পরমাত্মা পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ।
 তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কালত্র-গোচর ।
 এইরূপ সর্বদেশ-সর্বকাল-ব্যাপিতা তাঁহার মহিমা,
 এই কারণে সেই প্রভু সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুরুষ ।
 নিখিল পঞ্চভূত ইহাব একপাদ, ঋক্, যজুঃ, সাম
 এই বেদত্রয় ইহার অপর তিন পাদ । ইহার সেই
 পাদত্রয়াক্ষক স্বর্য্যরূপ স্বর্গে মুক্তিদার-স্বরূপ । হে
 দেব ! আপনি 'সেই সর্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ ;
 আপনাই হইতে ছন্দ উৎপন্ন হইয়াছে, আপনাই হইতে
 যজ্ঞপুরুষের উৎপত্তি, আপনাই হইতে অশ্ব, গো,
 ঋক্, যজুঃ, সাম উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার মুখ হইতে
 ব্রাহ্মণ, বাহ হইতে কত্রি, উর্দ্ধ হইতে বৈশ্ব, এবং
 পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে । আপনার মন
 হইতে চরিত্র উৎপত্তি, এবং চক্ষু হইতে সূর্য্য,
 কণাভ্যাং শ্বসন হইতে প্রাণাসি পঞ্চ বায়ু, জিহ্বা হইতে

অগ্নি, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, পদ-
 যুগল হইতে পৃথিবী, কণ হইতে অষ্টদিকের উৎপত্তি
 হইয়াছে । ১—১১ । আপনি যজ্ঞপুরুষরূপে প্রাপ্তভূত
 হইলে সপ্ত সমুদ্র আপনাব পবিধি (যজ্ঞভূমি
 বেষ্টনদ্রব্য) হইয়াছিল, একবিংশতি ছন্দ আপনার
 সমিধ হইয়াছিল । এই চবাচবাক্ষক নিখিল
 জগৎই আপনাই হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । হে
 পবমেশ্বর । আপনিই জগতের নাথ, আপনিই
 জগতের পালনকর্ত্তা এবং আপনিই ইহার সংহর্ত্তা
 হইয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন । আপনি স্বপ্নকাশ,
 আপনিই যজ্ঞ, আপনিই যজ্ঞাংশু, আপনিই
 পবাৎপর যজ্ঞেশ্বর, আপনিই পরমশব্দব্রহ্ম, আপনিই
 বিশ্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ সম্রাট্, হে জগন্ময় । আপনিই
 অধঃ, উর্দ্ধ ও তির্ধ্যক্ প্রদেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া
 আছেন । যাজ্ঞিকগণ আপনাব উপাসনা করিয়াই
 পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । আপনিই ভোজ্য ও ভোক্তা
 আপনিই হবি, হোতা ও কলপ্রদ হোমস্বরূপ, হে
 প্রভো । আপনিই সমস্ত কর্ম্মের ভোক্তা, এবং
 সমস্ত কর্ম্মস্বরূপ, আপনি নিখিল কর্ম্মের উপ-
 করণ, আপনি নিখিল কর্ম্মের কলপ্রদ ; আপনিই
 সকলকে কর্ম্মে নিয়োগ করিয়া থাকেন,
 আপনিই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সিদ্ধিপ্রদান করিয়া
 থাকেন, হে হ্রবীকেশ । আপনি ব্যতীত আর
 কে মুক্তি প্রদান করিতে পারে ? সেই কারণে

শিখরোদধিবে । সহস্রায়ে পুরুষাঃ শাশ্বতে ।
সহস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ । ১১ । বয়ঃ কৃত্যাবি-
কারাণাং প্রশম্যঃ শরণং প্রভো । জাহ্নি নঃ পুণ্ডরী-
কাক অগতীনাং গতির্ভব । ২০ । সংসারশক্তি-
তন্ত্রকো জন্তোষণঃ শরণং প্রভো । স্বংস্টৌ স্বাদৃ-
শো নাস্তি যো দীনপরিপালকঃ । ২১ । দীনা-
নাথৈকশরণং পিতা স্বং জগতঃ প্রভো । পাতা
পোষ্টী স্বমেবেশ সর্বাংশিনিবারকঃ । ২২ । জাহ্নি
বিক্ষো জগন্নাথ জাহ্নি নঃ পরমেশ্বর । স্বামুতে
কমলাকান্ত কঃ শক্তঃ পরিরক্ষণে । ২৩ । অন্ত-
র্ধামিন্নমন্তেহন্ত সর্বতেজোনিধে নমঃ । ২৪ । ইতি
স্ববস্তুস্তে দেবাঃ প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ । ইন্দ্রহ্যয়েন
সহিতা বহির্ভূয় বিজোক্তমাঃ । ক্ষেত্রং জীনরসিংহস্ত
গম্বী তৎ প্রণিপত্য চ । নমস্কৃত্য পরাং তক্তিং
কৃপাত্যর্চ্য নৃকেশরিম্ । ২৫ । নীলাচলাদ্রেঃ
শিখরং যত্র প্রাসাদ উত্তমঃ । জগ্মুস্তে পদ্মনিধিনা

সাহঃ সত্তারকাম্যায় (১) । ২৬ । সদ্ভূতে
মহাপ্রান্তঃ ব্যাপ্তঃ গগনমণ্ডলে । উত্তীর্ণঃ
বিদ্যাগিরিঃ যৌকুঃ তানোগতিঃ কিম্ । ২৭ ।
ব্যানুবানং দিশঃ সর্বা বিচিহ্নবটনোচ্ছলন । বহ-
কালে ব্যতিক্রান্তে সুজী (২) ভদ্রিবিচিহ্নিতম্ । ২৮ ।
তং দৃষ্টা চিত্তরামাস ইন্দ্রহ্যয়ঃ স বৈকক । বটি-
তার্কে (৩) ময়া যাতঃ সত্যলোকমিতঃ পুরা ।
(২) অচিরাদৃষ্টিপথগঃ পূর্ণঃ প্রাসাদ উত্তমঃ । ২৯ ।
অমুগ্রহাৎ দেবস্ত নাভ্র মাহুযপৌরুষম্ । মনস্তর-
সমাশ্রিতঃ ক স্বর্ঘ্যচক্রেত্রোরোধিকা । তথাপি তিষ্ঠতে
চায়ং প্রাসাদো হেব দুর্লভঃ । ৩০ । বন্দীক
সদৃশো হেতে প্রাসাদা মাহুযৈঃ কৃতঃ । শীঘ্রান্তি
রোহণৈর্বৃকৈরন্নকালগতায়ুষঃ । মদমুজোশবুধ্য
তু রক্ষিতং ভবনং হরেঃ । ৩১ । তত্রহান্ স
সহায়ান্ বৈ জগাদ প্রশম্যঃ বচঃ । জানীত জগদী-
শস্ত প্রাসাদং কারিতঃ ময়া । আবিরুদ্ধব. ভগবান্

সহস্রমূর্তি সহস্রপাদ, সহস্র চক্ষু ও শির এবং উরু
ও বাহুধারী, সহস্র নামধেয়, শাশ্বত পুরুষ, সেই
সহস্রকোটিযুগধারী পুরুষভোমকে প্রণাম করি ।
প্রভো ! আমরা অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া
আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ; হে পুণ্ডরীকাক !
আমরা অগতি, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি ;
আপনি আমাদের রক্ষা করুন । হে প্রভো !
আপনিই, সংসার-সাগরে পতিত জীবের একমাত্র
আশ্রয়স্থল ; আপনার এই সৃষ্টিতে আপনার
তুল্য দীনপালক আর কেহই নাই । আপনি দীন
অমাধ ব্যক্তিদিগের একমাত্র আশ্রয় । প্রভো !
আপনিই জগতের পিতা, হে ঈশ্বর ! আপনি
জগতের রক্ষাকর্তা ও প্রতিপালনকর্তা ; আপনি
সকল আপদের নিবারক । হে বিক্ষেপ ! হে জগন্নাথ !
আমাদিগকে রক্ষা করুন । হে পরমেশ্বর ! হে
কমলাকান্ত ! আপনা ব্যতিরেকে আর কে
আমাদের রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ? হে
অন্তর্ধামিন । আপনি নিখিল তেজের আধার-
স্থল, আপনাকে নমস্কার করি । হে বিজগণ !
দেবগণ ইত্যাকার বহুপ্রকার স্তব করিয়া পুনঃপুনঃ
প্রণিপাতপূর্বক ইন্দ্রহ্যয়ের সহিত তথা হইতে
বহির্গত হইলেন এবং ক্ষেত্রধামে যাইয়া নরসিংহকে
প্রণিপাতপূর্বক নমস্কার ও পরমা ভক্তিসহকারে
অভ্যর্থনা করিলেন । অনন্তর নীলপর্বতের
শিখরদেশে যে স্থলে দেবোত্তমের উত্তম প্রাসাদটি

নির্ম্মিত রহিয়াছে, তথায় ডব্য সত্তার প্রস্তুত করিবার
জন্ত পদ্মনিধির সহিত গমন করিলেন । ১২—২৬ ।
যাইয়া দেখিলেন,—প্রাসাদটি এতদূশ উন্নত যে,
গগনমণ্ডল ভেদ করিতেছে । বিতর্ক করিলেন
যে, ভাস্করের গতিরোধ নিমিত্ত বিদ্যাগিরীত কি
উন্নত হইতেছে ! আরও সমুদয় দিক্ ব্যাপিয়া
অবস্থিত সেই বিভিন্নচিত্রশোভিত প্রাসাদ বহুকাল
হইলেও সুজীর তজ্জি বিস্তার করিতেছে । বিষ্ণু-
পরায়ণ ইন্দ্রহ্যয় ঈদৃশ অবিকৃত তৎকৃত প্রাসাদ
দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইতিপূর্বে
যখন সত্যলোকে গমন করি, তখনও ইহা স্মৃতি
হইবার অর্জবশেষ থাকে । এইকণে যে ইহা
সহসা উত্তমরূপে সম্পূর্ণ হইল, তাহা কেবল
দেবের অমুগ্রহ, মাহুযের পৌরুষসাধ্য নহে ।
মনস্তর-ঘটনায় চক্রে স্বর্ঘ্য ইন্দ্রও বিলীন হয় ।
তথাপি এই দুর্লভ প্রাসাদটি কেবল রহিয়াছে ।
এই সকল বন্দীক সদৃশ প্রাসাদও ত মাহুয-
কৃত, উপরিভাগে বৃক্ষাদি উৎপন্ন হওয়ায় উহার
শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, উহাদের বিতিকাল অতি
অল্প, তবে ভগবান্ আমার প্রতি অমুগ্রহপূর্বক
উহার নিজ-নিকেতন রক্ষা করিয়াছেন । ইন্দ্রহ্যয়
তদবস্থিত সাহায্যকারী ব্যক্তিদিগকে প্রথম বচনে
কহিতে লাগিলেন,—তোমরা জান যে, জগদীশ্বরের

দাক্ষিণ্যবপুঃ স্বয়ং ॥ ৩২ ॥ তদাক্ষরীকণা বাণী
মহাবাচাশরীরী। সৰ্বশাস্ত্রানিসমিতঃ নীলাক্রে:
নিধরোপরি। প্রাসাদং কারয়ষেতি হিতয়ে জগ-
দীশতুঃ ॥ ৩৩ ॥ এতৎ প্রতিষ্ঠানবিধৌ স্বয়মজাগমি-
ষ্যতি। পদ্মযোনিঃ স্বয়ং সার্কং সিদ্ধব্রহ্মবিদৈবতৈঃ।
তদত্র ক্রিয়তে কো বা সস্তারো জায়তে কথম্।
ইত্যুক্তবন্তঃ তে প্রোচুর্দেবা ভগ্নাধিকারিণঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবা উচুঃ। ন জানীমো বয়মপি বেদান্তং কং গুরো-
র্ভকঃ। ইদানীং ন বচোহস্মাকং : : স্বর্গপুরো-
হিতঃ ॥ ৩৫ ॥ পদ্মনিধিরুবাচ। স্বামিন্ বিধেয়জ্ঞান-
দাগতোহস্মি স্বয়া সহ। কৰ্ত্তব্যং কিং ময়া চাত্র
কিংবা বস্ত্র প্রদীয়তে (১) ॥ ৩৬ ॥ জৈমিনিরুবাচ।
ইতি না(হা) লপামানানাং নারদঃ পুৰতঃ স্থিতঃ।
ব্রহ্মণা প্রেবিতঃ পুৰঃ সৰ্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৭ ॥
সৰ্বসজ্জায়বকুনি যথাশাস্ত্রং যুনে কুরু। সম্পাদয়ি-

প্রাসাদ আমি প্রস্তুত করিয়াছিলাম, ভগবান্ স্বয়ংই
দাক্ষিণ্য শরীরে আবির্ভূত হইয়াছেন। তৎকালে
আকাশবাণী আমাকে কহেন যে, জগদীশ্বরের বাস
নিমিত্ত নীলপর্জতের শিখরভাগে সহস্রহস্ত-পরি-
মিত একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করাও। উহাতে ৩৫-
বয়ের প্রতিষ্ঠা নিমিত্ত পদ্মযোনি স্বয়ংই সিদ্ধ, ব্রহ্মবিদ
ও দৈবতগণের সহিত আগমন করিবেন, অতএব
হে সুরগণ! এই কণে কি প্রকার দ্রব্য-সজ্জার
প্রস্তুত করা উচিত এবং তাহা কি প্রকারেই বা জানা
যাইতে পারে? এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগ্নাবি-
কার দেবগণ কহিতেছেন। হে রাজন। আমরা
তাহার ত কিছুই জানি না! আমাদের সেই
গুরু গুরু ব্রহ্মপতিই এ একল জানেন, যে হেতু
তিনিই আমাদের স্বর্গীয় পুরোহিত, অতএব এই-
কণকার বাক্য আমাদের বক্তব্য নহে। (ইত্য-
বসরে) পদ্মনিধি কহিতেছেন।—হে স্বামিন।
আমি বিধির অনুমতিক্রমে আপনার সহিত আগমন
করিয়াছি। এইকণে আমার কি করিতে হইবে
অথবা কি কি বস্ত্র দিতে হইবে, তাহা বলুন।
জৈমিনি কহিতেছেন।—ব্রহ্মা পূর্বেই সৰ্বশাস্ত্র-
বিশারদ নারদকে প্রেরণ করিয়াছেন। এইকণে
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে তিনি
কুমুদে উপস্থিত হইলেন। নরপতি তাহাকে
কহিলেন,—যুগে। আপনি এইকণে দেবপ্রতিষ্ঠা-প-

ব্যক্তি তব শাসনাৎ পদ্মকো নিধিঃ ॥ ৩৮ ॥ দৃষ্টা তত-
তে মুদা মুক্তা উত্তরাজিগঃ সূতম্। বড্র্যপূজয়া
তস্ত পূজাক্রমে নৃপোত্তমঃ। প্রণেমুত্তেহপি তং
দেবা মনুষ্যাকারধারিণঃ। উচে তমিস্রহ্মাত্মোহপি
প্রতিষ্ঠাবিধিবজ্জনি ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্রহ্য উবাচ। নাহং
বেদ্যি মুনিশ্রেষ্ঠ চিরাৎ ত্যক্তঃ পুরোধসা। আদে-
শয় ক্রমাদব্রহ্মন্ সম্পাদ্যৎ যদেব হি ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রহ্যমরাজকৃতভগবৎপ্রতিষ্ঠানম্
চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। ইত্যুক্তো নারদঃ সোহপি যথা-
শাস্ত্রং বিচাৰ্য্য বৈ। আশিত্য ক্রমশঃ পত্রে রাজ্ঞে
তস্মৈ স্তবেদয়ৎ ॥ ১ ॥ রাজাপি পত্রং তচ্ছূহ
সৌবধায় (১) পুনঃপুনঃ। প্রদদৌ পদ্মনিধয়ে
নিধিতাত্ত্র যানি বৈ ॥ ২ ॥ সম্পাদয় পদ্মনিধে

যোগী সমুদয় দ্রব্যসজ্জার সম্পন্ন করুন। আপনার
অনুমতিক্রমে পদ্মনিধিই সকল সম্পাদন করিবেন।
দেবগণ তাহাকে দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্থান করিয়া
সম্মান করিলেন, নৃপোত্তম বড্র্যঘটিত পূজা দ্বারা
অর্চনা করিলেন। মনুষ্যাকারধারী দেবগণও
তাহাকে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্রহ্য প্রতিষ্ঠার বস্ত্র
সকল সম্পাদন বিষয়ে তাঁহাকে কহিতেছেন।—হে
মুনিশ্রেষ্ঠ। আমি উপস্থিত বিষয়ে কিছুই অবগত
নহি, বিশেষতঃ আমার পুরোহিতসংসর্গও বৃহৎকাল
পরিত্যক্ত হইয়াছে। অতএব হে রাজন! যে
প্রকারে সম্পাদন করিতে হইবে, আপনি তাহা
ক্রমে আদেশ করুন। ২৭—৪০।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ।

জৈমিনি কহিতেছেন।—নরপতি কঙ্ক, নারদ
জিজ্ঞাসিত হইয়া যথাশাস্ত্র বিচারপূর্বক ক্রমশঃ তৎ-
সমুদয় পত্রে লিখিয়া তাঁহার সমীপে প্রদান করিতে
লাগিলেন। ইন্দ্রহ্যও সেই সকল পত্র শ্রবণ করত
বিবেচনা করিয়া পদ্মনিধিকে দিতে লাগিলেন।
বলিলেন,—হে পদ্মনিধে! আমি সকলই সম্পাদন

শালিঃ পদমীঃ কুরু । অঙ্গঃ সদনঃ শুভঃ (১)
ব্রহ্মবীণাঃ নির্মলঃ ৩ ॥ ইন্দ্রাদীনাং পুরাণাঞ্চ
সদ্ধানাং মর্ত্যবাসিনাম্ । মুনীন্দ্ৰানাং নিবাসায় রাজাঃ
পাতালবাসিনাম্ । তথাচ নাগরাজানাং নিধে
ত্রিলোক্যবাসিনাম্ । পণ্যযোগ্যায়নৈর্ধুজঃ (২)
গৃহং গৃহমতন্ত্রিতম্ । কারয়াশু নিধে ভব্যসম্ভারঃ
যাবদেব তু ॥ ৪ ॥ বিশ্বকর্মাণি চ তব সাহায্যং
রচয়িষ্যতি ॥ ৫ ॥ ইত্যাদিশব্দঃ স মুনিরিন্দ্রহর-
মুবাচ তম্ । সম্ভারান্ পৃথগেতচ্চি কৰ্ত্তব্যং সাব-
ধায়ত ॥ ৬ ॥ স্বর্গেঃ সুঘটিতাঃ সাধু রথত্রয়মলঙ্কৃতম্ ।
হুকুলরত্নমাল্যাদৈর্বার্হমালৈর্ভূতং মহৎ ॥ ৭ ॥ বাসু-
দেবস্ত চ রথো গরুড়ধ্বজচিহ্নিতঃ । পদ্ম-
ধ্বজঃ সুভদ্রায়া রথমূর্ধনি ধার্যতাম্ ॥ ৮ ॥ (৩)
আসনং জগতাং ভূপ (৪) স্বয়মাসনবিগ্রহঃ । তদ্যানে

কর । প্রথমতঃ পদমী শালি সকল প্রস্তুত কর ।
ব্রহ্মার সদন শুভবর্ণ ও ব্রহ্মসিগণের নিলয় যেন
নির্মল হয় । আর ইন্দ্রাদি সুরগণ, সিদ্ধগণ ও মর্ত্য-
বাসী মুনীন্দ্ৰনিচয়ের নিবাস জন্ত এবং রাজগণ ও
পাতাল বাসি-নাগরাজগণের স্থিতির নিমিত্ত যথোপ-
যুক্ত গৃহ সকল নির্মাণ কর । হে নিধে ! স্বর্গ, মর্ত্য
ও পাতাল এই ত্রিলোকের লোকসমূহের উপযোগী
পণ্যদ্রব্যরাশি উভয়পার্শ্বে নিক্ষেপপূর্বক মধ্যবর্তি
সুপ্রশস্ত সরল পথ ও উভয়ভাগে শ্রেণীবদ্ধ গৃহ-
সমূহ সম্পাদন করিতে শীঘ্র উদ্যোগী হও । হে
নিধে ! তুমি অতি সহরই সমুদয় ভব্যসম্ভার প্রস্তুত
কর, বিশ্বকর্মাও এবিষয়ে তোমার সাহায্য করি-
বেন । • ইন্দ্রহর্য এইরূপ আদেশ করিতেছেন,
এমন সময়ে মুনিবর ভাঁহাকে কহিলেন,—রাজন !
সম্ভারসকল যেন সাবধানে পৃথকরূপে সঞ্চিত হয় ।
আর রথ তিনখানি যেন সুগঠিত ও স্বর্ণালঙ্কারে
অলঙ্কৃত হয় এবং হুকুল মাল্য ও রত্নাদি দ্বারা
যেন এই প্রধান রথগুলি পরিবৃত্ত করা হয় ।
বাসুদেবের রথ গরুড়ধ্বজে চিহ্নিত ; সুভদ্রার
রথোপরি পদ্মধ্বজ স্থাপন করিতে হইবে ।
হে ভূপতে ! আর যিনি এই নিখিল জগতের

জগতাং নাথ (১) ভূতো যানং ন বিদ্যতে নীতে-
চরাচরং সর্বং জ্ঞানার্শে সুনির্মলে ॥ ৩ ॥ দ্বিত্যে
ইন্দ্রতলে নিত্যং নির্মলস্তত্ত্ব দর্শনঃ । তলস্থাদানৌ
তালঃ সদা তেনাক্ষিতঃ প্রভুঃ । ততঃ স এব শেবস্ত
বলভদ্রাবতারিণঃ ॥ ১০ ॥ অথবা সীরিণঃ কার্য্যঃ
সীরমেব ধ্বজোত্তমম্ । ধ্বজঃ স নির্মলঃ কার্য্যস্তম-
তালধ্বজোত্তমঃ (২) ॥ ১১ ॥ ন বাসিতব্যো দেবো
হসাবপ্রতিষ্ঠে রথে নৃপ । প্রাসাদে মণ্ডপে বাপি
পূরে তত্রিফলং ভবেৎ ॥ ১২ ॥ তস্মাৎ প্রতিষ্ঠা
প্রথমং হরেঃ কার্য্য রথস্ত বৈ । সম্ভারঃ ত্রিযতাং
তস্ত হুতুঠেয়া ময়া তু সা ॥ ১৩ ॥ ইত্যাজ্ঞাঃ মৎ-
পিতুর্লক্ষা শীঘ্রমায়াম্যহং নৃপ ॥ ১৪ ॥ তস্ত তদ্বচনং
শ্রুত্বা ঘটিতং শ্রুদনত্রয়ম্ । নিধিসম্পাদিতদ্রব্যো-
রেকাহাদ্বিশ্বকর্মাণা ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং সুচক্রঘটিতং (৩)
সুবিষ্ঠীর্ণং সুতোরণম্ । সুধ্বজঃ সুপতাকঞ্চ নানা-

আসন, তিনিও স্বয়ং আসন-বিগ্রহ ; সুতরাং স্বয়ং
জগন্নাথই তাঁহার যান বিষয়ে উল্লিখিত হইলেন ।
যে হেতু তাঁহা ব্যতীত আর অন্য আধার বিদ্যমান
নাই । তিনিই নির্মল জ্ঞানরূপ আদর্শে সমুদয় চরা-
চর দর্শন করিতেছেন । ১—১১ । তাঁহার হস্ততলে সর্ব-
দাই নির্মল দর্পণ অবস্থান করিতেছে ! ঐ দর্পণ
তল-স্থিত বলিয়া উহার নাম তাল ; প্রভু সর্বদা
ঐ দর্পণ-(তাল) চিহ্নে চিহ্নিত, অতএব বল-
ভদ্রাবতার অনন্তদেবের রথে ঐরূপ দর্পণ (তাল)
ধ্বজ-যুক্ত করিবে । অথবা লাক্ষ্মী দেবের ধ্বজো-
ত্তম লাক্ষ্মীই কৰ্ত্তব্য । ঐ ধ্বজ নির্মল রূপে
সম্পাদন করিবে ; ফলতঃ তদপেক্ষা তালধ্বজ
প্রশস্ত । হে ভূপতে ! আর দেবদিগকে অপ্রতিষ্ঠিত
রথে কদাপি উত্থাপিত করিবে না । অপ্রতিষ্ঠিত
প্রাসাদে ও মণ্ডপে পুরমধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করিলে
নিফল হয় । এই নিমিত্ত হরিদেবের রথপ্রতিষ্ঠা
সর্বাগ্রে কৰ্ত্তব্য হয় । অতএব তাহার ভব্যসম্ভার
আয়োজন কর, আমিই ঐ প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সম্পাদন
করিব । হে নৃপ ! আমি আমার পিতার এই
আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র আগমন করিলাম । ঋষি-
বরের এই বচন শ্রবণান্তে স্বয়ং বিশ্বকর্মা, পদ্মনিধি-
কর্ত্তক সম্পাদিত ভব্যজাত দ্বারা এক দিবসের
মধ্যেই শ্রুদনত্রয় নির্মাণ করিয়া দিলেন । উহাদের
চক্র সকল সুগঠিত, অবয়ব সুবিষ্ঠীর্ণ, তোরণগুলি

(১) দিব্যঃ । (২) যথায়োগ্যায়নৈর্ধুজঃ ।

(৩) রথঃ যোভ্যশচক্রং বিধোঃ কার্য্যঃ প্রযত্নতঃ ।

চতুর্দশ বলকৈব সুভদ্রায়াস্ত্বা দাদশ । হস্তশোভন-
বিন্দুযো রথশ্চক্রধরস্ত তু । চতুর্দশ বলকৈব
সুভদ্রায়াস্ত্বা দাদশ । ইত্যধিকঃ পাঠঃ । (৪) ভূমঃ ।

(১) নাথ । (২) মতঃ ।

(৩) স্বয়ং সুবক্তাঃ সুভক্তম্ । ইতি বা পাঠঃ ।

চিহ্নসমীকরণ ১৬ । বিভিন্নবস্তুনিধুপুস্তক-
বস্তুনিধুপুস্তক । ওকটকনিযুক্ত সাক্ষ্যবিরোধোপম ১৭ ।
১৭ । মেঘগভীরনির্ঘোষঃ সূচ্য কৰ্ণপৈবুতম্ ।
বাতরংহোহৈবৈবুতম্ শতসংখ্যঃ সিতপ্রভৈঃ । যথা
শাস্ত্রবিধানেন নারদেন প্রতিষ্ঠিতম্ । সূত্রে সূমুহুর্ভে
চ সূতিধৌ জ্যোতিষোদিতৈঃ ১৮ । মুনয় উচুঃ ।
ভগবন জৈমিনে ক্রহি সর্বজ্ঞোহসি যতো হি নঃ ।
বিধিনা কেন হি রথঃ প্রতিষ্ঠাপোহ হরৈরয়ম্ ।
যথাবদঙ্গদতো (১) যেন জানীমো বিদিত্ত্বম্ ১৯ ।
জৈমিনিকবাচ । যথা প্রতিষ্ঠিতস্তেন নারদেন
মহাত্মনা । তস্মৈ বদিস্যামি বিধিং যথাদৃষ্টং পুরা
ময়া ২০ । রথশ্চেশানদিপুস্তাগে শালাঃ কৃতা
সুনির্মলাম্ । তন্মধ্যে মঙ্গলং কৃতা বেদীস্তত্র
সুশোভনাম্ ২১ । চতুরাশ্রাঃ চতুর্ভুজমিতাঃ
হস্তোদ্ধৃতাঃ দ্বিজাঃ ২২ । প্রতিষ্ঠাপূর্বদিবসে
রাত্রাবুত্তরতঃ শুভে । সূমুহুর্ভে স্বস্তিবাচ্য কাব্যে-

সুশোভন ধ্বজ ও পতাকারাজি দ্বারা বিবাজিত ও
গাজ-নিচয় নানা বিচিত্র-চিত্র দ্বারা মনোহর হইয়া-
ছিল । বিচিত্র বস্ত্র-কৌশলে পুস্তলিমিথুন সকল
বিশুদ্ধ স্বর্ণ-শোভিত রথগুলিতে আবদ্ধ রহি - ।
দেখিলে বোধ হয় যেন সাক্ষ্য স্বর্ঘ্যদেবে রথ
বিরাজ করিতেছে । উহাদের গমনকালে মেঘের
জায় গভীর নির্ঘোষ উখিত হয় । উহাদের আকর্ষণ-
রক্ষু অত্যন্ত দৃঢ়, শতসংখ্য শুভ্রবর্ণ বাতবেগগামী
ঘোটক সকল উহাতে সংযোজিত আছে । ঋষিবর
নারদ জ্যোতিষ-শাস্ত্রোক্ত শুভ দিনে যথাশাস্ত্র
উহাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । মুনিগণ কহিতে-
ছেন ।—ভগবন জৈমিনে । আপনি সর্বজ্ঞ, অত-
এব হরিদেবের রথ কি প্রকার বিধিবিধানে প্রতিষ্ঠা
করিতে হয়, তাহা সবিস্তর যথাবৎ বর্ণন করুন ।
জৈমিনি কহিতেছেন ।—হে মুনিগণ । পূর্বকালে
মহাত্মা নারদ যে প্রকারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন
এবং আমি তাহা যেরূপে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা
তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিতেছি । বধের ঈশান
কোণে সুনির্মল গৃহ নির্মাণ করিবে, এবং তন্মধ্যে
বেদী প্রভৃতি করত তাহাতে মণ্ডল করিবে । ঐ
বেদী সমস্তরূপে চতুর্ভুজ পরিমিত আয়ত ও হস্তক-
প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে । প্রতিষ্ঠার পূর্ব-দিবসীয়
রাত্রিতে শুভমুহুর্তে স্বস্তি বাচনপূর্বক উহাতে

দক্ষুর্গার্পণ করিবে ২৩ । রাত্রৌ চ (১) দেবতাত্যক্ত
বসিঃ দক্ষা যথাবিধি । প্রাতঃকালে বেদিকায়াঃ
মধ্যে মণ্ডলমালিখ্যে ২৪ । পদ্মং বা যদিকং
বাপি কুন্তঃ তত্র নিধায় চ । পঞ্চদ্রুমকম্বাক
তন্মধ্যে পুরয়েৎ সুধীঃ ২৫ । গন্ধাদিপুণ্যতোয়ানি
পল্লাবাঃ সপ্তমুস্তিকাঃ । সর্বগন্ধান পঞ্চরত্ন-সর্বৌষধি-
গণাংস্তথা । আপুরয়িত্বা বিধিনা চাচার্য্যঃ প্রাচ্যুখঃ
শুচিঃ । বিষ্ণুং স্মরন্ পঞ্চগব্যং পশ্চাদাপি প্রপূরয়েৎ ২৬ ।
দকলবেষ্টিতং কণ্ঠে মাল্যার্গঠৈঃ সুশোভনম্ ।
কলপলবঃ স্বকুন্তঃ কুন্তকৌতুকমঙ্গলম্ ২৭ । পূজ-
য়েৎ তত্র দেবেশং নরসিংহমনাময়ম্ । মন্ত্ররাজেন
বিধিবদুপচারৈস্তথা দ্বিজাঃ ২৮ । প্রার্থয়িত্বা প্রসী-
দাথ তস্মিন্নাবাহ তং হরিম্ । বাহোপচারৈবিধিবৎ
পূজয়েদ্বিধিবদ্বিজাঃ ২৯ । বায়ব্যাং তস্মৈ কুন্তস্ত
সমিদাজ্যচক্ৰং তথা । ত্রিশস্তরসহস্রস্ত জুহুয়াধিবি-
বদৃগুকঃ ৩০ । সম্পাতন পাতয়েৎকুন্ত কুন্তমধ্যে
তদন্ততঃ । রথং সুশোভনং কৃতা পতাকাবস্ত্র-
মাল্যাকৈঃ । সর্বাঙ্গং সেচয়েৎ তস্ত গন্ধচন্দনবারিণা ৩১ ।

অঙ্কুরার্গণ করিবে ১০—১৩ । রাত্রিতে যথা-বিধানে
দেবতাদিগকে পূজোপহারপ্রদান করত পরদিন
প্রাতঃকালে উল্লিখিত বেদীমধ্যে সর্বতোভদ্র মণ্ডল
অথবা তন্মধ্যে পদ্মনির্মাণ কিংবা তণ্ডুল স্থাপন করিয়া
তাহাতে পূর্ণকুন্ত স্থাপন করিয়া পঞ্চকম্বায় ও গন্ধাদি-
পুণ্যতীর্থোদক দ্বারা ঐ কুন্ত পূর্ণ করিবেক । অনন্তর
পঞ্চপল্লাব, সপ্তমুস্তিকা, সমুদয় বিহিত গন্ধদ্রব্য,
পঞ্চরত্ন ও সর্বৌষধিগণ দ্বারা উহা পরিপূর্ণ করিবে ।
অতঃপব আচার্য্য বিষ্ণু স্মরণপূর্বক শুচি হইয়া, উহা
পঞ্চগব্যে প্রপূরিত করিয়া ঐ কুন্তের গলদেশে
বস্ত্র বেষ্টনপূর্বক তদুপরি কল স্থাপন ও গন্ধ-
মাল্যাদি দ্বারা উহাকে সুশোভিত করিবেন, পরি-
শেষে উৎসব-সহকারে উহার মঙ্গলাচার করিবেন ।
হে দ্বিজগণ ! অনাময় দেবদেব নরসিংহদেবকে
প্রধান মন্ত্র দ্বারা বহুবিধ উপাচারযোগে যথাবিধি
পূজা করিতে হইবে । হে দ্বিজগণ ! প্রথমতঃ প্রসন্নতা
প্রার্থনা করিয়া তাহাতে আবাহন, অনন্তর মানস ও
বাহ্য-উপচার যোগে উল্লিখিত পূজা করিতে হয় ।
পরিশেষে কুন্তের বায়ুকোণে সমিধ আজ্য ও চক-
দ্বারা হোতা বিধিবৎ অষ্টোত্তর-সহস্র হোম করিবেন ।
তদন্তে কুন্তমধ্যে সম্পাত-পাত করিয়া পতাকা,

ধূপের কালাঙ্কুরা শঙ্খকাহলনিধনে : ৩২ । ধ্বজ-
তন্ত নৃসিংহ প্রতিষ্ঠাপ্য সমীপিনঃ । মূলমন্ত্রা
বিধানেন রক্তসংগম্যমানকৈঃ । ইমং মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য
সুপর্ণং প্রার্থয়েত্ততঃ : ৩৩ । যো বিশ্বপ্রাণহেতুস্তত্ত্বরপি
চ হরেশ্বানকেতুস্বরূপো যঃ সর্কিষ্টোব সদ্যঃ স্বয়মুবগ-
বধুবর্ণগর্ভাঃ পতন্তি । চঞ্চলচোক্রতুণ্ডকটিকনি-
বসাবস্তমাংসাক্তিতান্তং, বন্দে ছন্দোময়ন্তং
খগপতিমমলং স্বর্ণবর্ণং সুপর্ণম্ ৩৪ । ব্রহ্মঘোষৈঃ
শঙ্খনাদৈর্নানাবাদ্যভূবিস্তরৈঃ । রথমুর্দ্ধি স্থাপয়েত্তং
পৌরুষং সূক্ত (১) মুচ্চরন্ ৩৫ । তন্তোপরিষ্টাতং
কুস্তং সমস্তাং প্রাবয়ন্ রথম্ । ত্রিকূটবন্যজরাজং
সেচয়েৎ ব্রহ্মণা সহ ৩৬ । ততঃ পূর্ণাহতিং দত্ত্বা
ব্রহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ । আচার্য্যে দক্ষিণাং দদ্যাৎ
যেন তুষ্যাতি বা গুরুঃ ৩৭ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে
পায়সং মধুসর্গিষা ৩৮ । দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ বলভদ্রস্ত

কারয়েৎ । লাক্ষলং পরবীরং (১) তন্ত্রঃ তাদ্রাক্ষল-
ধ্বজে । বলং প্রপূজয়েত্তত্র (২) মূলমন্ত্রঃ প্রকী-
র্তিতঃ ৩৯ । লক্ষ্মীমূর্তেন তদ্রায়াঃ প্রতিষ্ঠাপ্য
রথস্ত সঃ । নাতিহ্রদানুরারেখং ব্রহ্মাণ্ডবল্লবপৃথক্ ।
আসনকুতুরাস্তস্ত ত্রিঘোবাসে স্থিরো ভব । ইতি
মন্ত্রং সমুচ্চাৰ্য্য ধ্বজপদ্মং সমুচ্চয়েৎ ৪০ । ইমান্
বিশোধোহত্র হরেশ্বরাণস্ত পৃথক্ পৃথক্ । পঞ্চতিঃ
পঞ্চ হোতব্যামেকৈকস্ত বিভাগশঃ ৪১ । এবং
রথান্ প্রতিষ্ঠাপ্য সুবর্ণং গাঞ্চ বস্ত্রকম্ । ধাত্ত্বঞ্চ
দক্ষিণাং দদ্যাৎ সম্যঙ্গৈবস্ত ভক্তিতঃ ৪২ । এবং
প্রতিষ্ঠিতে তত্র স্তম্ভনেহথ সূভূষিতে । আরোপ্য
দেবং বিধিবদ্ ব্রহ্মঘোষপুরঃসরম্ ৪৩ । জয়মঙ্গল-
ঘোষৈশ্চ নানাবাদ্যপুরঃসরৈঃ । চামরান্দোলনৈর্ধূপৈঃ
পুষ্পবৃষ্টিভিবেব চ ৪৪ । ব্রাহ্মণৈঃ কজ্রিষ্যৈর্বৈষ্ণবানৈরভ্য-
র্থ্য রথং প্রাতি । হইয়েঃ সুলক্ষণৈর্দাদৈর্বলীর্বদৈরধাপি

বস্ত্র ও মালাদ্বারা রথ সুসজ্জিত করিবে এবং গন্ধ-
চন্দনবারিছাড়া রথের সর্বত্র সেচন করিতে হইবে ।
শঙ্খ ও কাহল-বাদ্যযোগে কালাঙ্কুর ধূপ দ্বারা
ধূপিত করিবে । অনন্তর নৃসিংহের সম্যগুগমনশীল
ধ্বজ প্রতিষ্ঠিত কবিয়া রক্তবর্ণ-মালা ও গন্ধ-মালা
দ্বারা পূজা করত এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সুপর্ণের
নিকট প্রার্থনা করিবেন । যিনি এই বিশ্বসংসারের
প্রাণ-হেতু, যিনি হরিদেবের অঙ্গ-স্বরূপ ও তদীয়
রথের কেতু-রূপে বিরাজ করিতেছেন, ঐহাকে
মনে একবার মাত্র চিন্তা করিলেই তৎকণাৎ উরগ-
বধুগণের গর্ভ সকল স্বতই পতিত হইয়া যায়, ঐহার
আন্তঃদেশ, স্বীয় চঞ্চল ও প্রচণ্ড তুণ্ড-গণ্ডিত কণধর-
নিচয়ের বসা, রক্ত ও মাংস দ্বারা সর্বদা অঙ্কিত
রহিয়াছে, আমি সেই ছন্দোময় নির্মল সুবর্ণ সুপর্ণ
খগপতিকে বন্দনা করি । এইরূপ প্রার্থনান্তর
বেদধ্বনি ও শঙ্খনাদ এবং নানাবিধ বাদ্যোদ্যম
করত পুরুষসূক্তমন্ত্রে গুরুধ্বজকে রথের উপবি-
ত্তাগে (মস্তকে) স্থাপন করিবে । পূর্বস্থাপিত
সেই কুস্তের জলদ্বারা ব্রহ্মর সহিত প্রধান বিষ্ণুমন্ত্র
তিনবার উচ্চারণপূর্বক ঐ রথের উপরি হইতে
চতুর্দিক্ সেই কুস্তের জলে প্রাবিত করিবে । অনন্তর
পূর্ণাহতি শেষ করিয়া ব্রহ্মাকে দক্ষিণা দান করিবেক ।
আচার্য্য দ্বারা সস্তুষ্ট হন, তদুপ দক্ষিণাই প্রতি-
ষ্ঠাপন করিতে হয় । পরিশেষে ব্রাহ্মদিগকে মধু-

স্বত-মিশ্রিত পায়স ভোজন কবাইতে হয় । এইরূপে
দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রদ্বারা বলরামের বথ প্রতিষ্ঠা করিবে
ও তদীয়-লাঙ্গলধ্বজকে “লাঙ্গলং তৎ” ইত্যাদি মন্ত্রে
পূজা করিবে এবং উহাতে মূলমন্ত্রদ্বারা বলদেবকে
অর্চনা করিতে হইবে । সুভদ্রার রথ লক্ষ্মীমূর্তি
মন্ত্রে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে, এবং “তুমি মুররিপু বিষ্ণু
ব্রহ্মাণ্ডরূপ নাতিহ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া রূপ বা
ধারণপূর্বক চতুরাননের আসন হইয়াছ; এইরূপে
সেই বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর বাস-খানে স্থিত হইয়া ধাব
এই মন্ত্র উচ্চারণ করত পদ্মধ্বজ উদ্ধিত করিবে
হরিদেবের এ বিষয়ে এই মাত্র বিশেষ যে, মুষ্টি-
জয়ের হোমক্রিয়া করিতে একে একে পৃথক পৃথক
বিভাগক্রমে পঞ্চ পঞ্চ আহুতি দ্বারা সম্পন্ন হইবে
এই প্রকারে রথ প্রতিষ্ঠা করিয়া, সুবর্ণ গো ও
সকল এবং ধাত্ত্ব দক্ষিণা-স্বরূপে দেবের প্রতি সমস্ত
ভক্তি রাখিয়া প্রদান করিবে । সেই রথ প্রতিষ্ঠিত
ও সূভূষিত হইলে তাহাতে দেবকে আরোণ
করিবে । তৎকালে প্রথমতঃ বেদধ্বনি, জয়ধ্বন,
মঙ্গল-মিনাদ ও নানাবিধ বাদ্যশব্দ করিবে এবং
চামর-বীজন, ধূপ ধূপন ও পুষ্পবর্ষণ সহকারে আঁণ,
কজ্রিষ্য ও বৈষ্ণবগণ রথোপরি দেবতাগণকে আয়ন
করিবেন । ব্রাহ্মদিগকে ধন দান করত পুষ্পা-
ঞ্জলি ঘোটক সকল স্রাব্য শান্তশীল বলীদগণ

(১) চ পরিববন্ ।

(২) অর্থ পাশ্বিধবণৌহপি ।

(১) চ পরিববন্ ।

বা। পুরুষৈবিকৃতৈর্ভোজ্যৈঃ নেতব্যঃ। বিপ্রদানতঃ (৪) ৪৫।
 ঐশ্বর্যিহা জনঃ সর্বঃ ভক্ষ্যভোজ্যাদিলেপনৈঃ।
 রথস্তোপরি দেবস্ত বসিমন্ত্রেণ ভো দ্বিজাঃ ৪৬।
 বলিং গৃহ্ত্ব ভো দেবা আদিত্যা বসবস্তথা। মরু-
 তচাষিনো রুদ্রাঃ সুপর্ণা পরগা গ্রহাঃ। অশ্ববা-
 যাতুধানাশ্চ রথস্থাপিতব দেবতাঃ। দিকৃপালা
 লোকপালাশ্চ যে চ বিষ্ণুবিদ্যাকার্য্যঃ। জগতঃ স্তুতি
 কুর্য্যন্ত দিব্যমহর্ষয়স্তথা। অবিস্ম্যচরন্তেতে মা সন্ত
 পবিপাহ্নিনঃ। সোম্যা ভবন্ত তৃপ্তাশ্চ। ত্যা তু-
 গপান্তথা ৪৭। ততস্ত নীয়তে। এবঃ সমভূমৌ
 সমুচ্চরন্। ময়ঃ বৈকবগায়ত্রীং বিবেগঃ সূক্তং
 পবিত্রকম্ ৪৮। বামদেবঃ পবিত্রাশ্চ মানস্তোকা-
 রথান্তরৈঃ। ততঃ পুণ্যাহনেনে কহা বাদিত্র-
 নিম্বনম্। শনৈঃ শনৈবনীয়ন্ত বধাঃ শ্বেতা চুর্চাশ্চ ৪৯।
 ৪৯। তজ্জোৎপাতান প্রবক্ষ্যামি বখেবু দ্বিজসন্তনা।

যোজনা-পূর্বক কিংবা বিষ্ণুভক্ত পুরুষেবা স্বঃ
 ঐ বথত্রয় চালনা করিবেন। তৎপবে শুশ্রূষ ভক্ষ্য
 ভোজ্য ও সুগন্ধ বিলেপন প্রভৃতি দ্বারা সমুদয়
 জনকে প্রীত করিয়া বধের উপরিভাগে বলিমন্ত
 দ্বারা দেবগণকে এই প্রকাবে বলি (পুণ্য) প্রদান
 করিবে। “হে দেবগণ। আপনা। মৎ-
 প্রদত্ত বলি গ্রহণ করুন। হে আদিত্যগণ। বসু-
 গণ। মরুগণ। হে অশ্বিনীকুমাবয়ুগণ। হে রুদ্র-
 বর্গ। সুপর্ণ পরগ ও গ্রহ সকল। ভো অশ্ব-
 নিকর। ভো যাতুধাননিচয়। হে রথস্থিত সমুদয়
 দেবতা। ভো দিকৃপাল-লোকপাল সকল। হে বসু-
 বিনায়কগণ। হে দেবর্ষি মহর্ষিগণ। আপনাবা
 জগতের মঙ্গল বিধান করুন। আপনাবা আমার
 এ বিষয়ে অবিস্ময় আচরণ করুন। আপনাবা ঐশানে
 পরিপন্থী (প্রতিকূল) হইবেন না। হে দেবগণ।
 হে দৈত্যগণ। হে ভূতগণ। আপনাবা মৎপ্রদত্ত
 বলিভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া সোম্যভাবে ধাবন
 করুন। অনন্তর বৈকবী গায়ত্রী ও পরম পবিত্র
 বিষ্ণু-সূক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দেবগণকে
 পুনঃপুনঃ রথাকর্ষণপূর্বক আনয়ন করিবে।
 তৎকালে সুপবিত্র বামদেব্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ ও
 পুণ্যাহন এবং বহুবিধ বৈধ বাদিত্রধ্বনি করত
 শ্বেতাক্ষ চক্ররথগুলি সূর্যমুহু চালনা করিবে। হে

ঐশানকে দ্বিজকর্ম, তরোহকে কত্রিয়কর্ম।
 তুলানকে বৈশ্বনাশঃ শম্যাঃ শূদ্রভয়ঃ ভবেৎ ৫০।
 ধূরাতকে অনারুটিঃ পীঠভঙ্গে প্রজাতয়ম্। পরচক্র-
 গমং বিদ্যাচক্রভঙ্গে ধ্বজস্ত তু। ধ্বজস্ত পতনে
 বিপ্রা নৃপোহন্তো জায়তে এবম্। প্রতিমাব্যকৃতা-
 যাস্ত বাজো মবামাদিশেৎ। পর্য্যন্তে তু বধে বিপ্রাঃ
 সর্বজানপদক্ষয়ঃ ৫১। উৎপন্নেষেবমাদ্যেব
 উৎপাতেষুভেবু চ। বলিকম্ব পুনঃ কুর্য্যাজ্জাতি-
 হোমস্তথৈব চ ৫২। ব্রাহ্মান ভোজয়েদুয়ো দদ্যাদ্দা-
 নানি ৫৩। হি ৫৪। পূর্বোক্তবে তু দিগুভাগে
 বথস্তাগ্নিঃ প্রকল্পয়েৎ। সমিদ্ধিস্বতমধ্বাতৈর্ধূলাগ্রা-
 ভিষ্ঠ হোময়েৎ। পালানীতিদ্বিজশ্রেষ্ঠা মন্ত্ররাজেন
 দীক্ষিতঃ ৫৫। সোমায়ায়য়ে প্রজাত্যঃ প্রজানাং
 পতয়ে তথা। গ্রহে চ্যুত ব্রহ্মণে চ দিকৃপালেভ্য-
 স্তদন্ততঃ। যত্র যত্র বধে দোষস্তত্র তত্র চ
 দীক্ষিতঃ জুহুয়াৎ প্রমদেণ বিশেষঃ সর্বতো
 ভবেৎ ৫৬। ব্রাহ্মণৈঃ সহিতঃ কুর্য্যৎ হোমাস্তে

দ্বিজসন্তমগণ। এ সময়ে রথঘটিত যে সকল
 উৎপাত ঘটিতে পারে, তাহা বর্ণন করিতেছি। যদি
 বধের ঐশা ভগ্ন হয়, তবে তাহাতে ব্রাহ্মণকুলের ভয়
 জন্মে, যদি তাহার অক্ষ ভগ্ন হয়, তাহাতে
 কত্রিয় ক্ষয় হইতে পারে। এবং উহার তুলা
 ভগ্ন হইলে বৈশ্ব-বিনাশ হয়। আব শমী ভগ্ন হইলে
 শূদ্রের ভয় উৎপন্ন হয়। ২৪—৫০। এই রূপ ধূ-
 ভঙ্গে অনারুটি, পীঠভঙ্গে প্রজাতয়, ও চক্রভঙ্গে
 পবচক্র গতি প্রভৃতি ভয় জন্মে। আর যদি রথের
 ধ্বজপতন হয়, তবে নিশ্চয়ই রাজার রাজত্ব অস্তের
 অধিকৃত হইবে। অপর যদ্যপি প্রতিমাতুলির কোন
 প্রকাব অক্ষ-ভগ্ন-ঘটনা হয়, তবে বাজার পক্ষ হইয়া থাকে। হোবিপ্রগণ। যদি রথ প্রভৃতি বিনষ্ট
 হইয়া পড়ে, তবে সমুদয় জনপদ উচ্ছন্ন হইয়া যায়।
 হে নৃপ। এই প্রকার অন্তত উৎপাত সকল উৎপন্ন
 হইলে পুনরায় বলিকর্ম, শাস্ত ও হোম করিতে হয়,
 এবং পুনরায় ব্রাহ্মাভোজন ও ধনদান কার্য্য
 সমাধিত করিবে। এবং দীক্ষিত ব্যক্তি রথে
 পূর্বোক্তরদিগুভাগে অগ্নি স্থাপনপূর্বক স্বতমধ্বজ
 পালানশামধের মূল ও অগ্র ভাগ দ্বারা প্রধান বৈকব
 মন্ত্রে হোম করিবে। সোম, অগ্নি, প্রজাগণ, প্রজাপতি,
 গ্রহগণ, ব্রহ্মা ও দিকৃপাল সকলকে উদ্দেশ্যপূর্বক
 যে যে স্থলে রথের উল্লিখিত দোষ ঘটিবে, সেই
 সেইস্থলে দীক্ষিত ব্যক্তি প্রত্যেকে সোমতার ব্রহ্মা-

শান্তিযাগাদি। যতি ভবতু বিশেষ্যঃ যাতু যাজ্ঞোহু
নিত্যশঃ। গোভ্যঃ যতি প্রজাত্যজ জগতঃ শান্তি-
রন্ত বৈ। ৫৮। যত্যাঃ দ্বিপাদে নিত্যঃ শান্তিরন্ত
চতুপদে। শঃ প্রজাত্যজ যজ্ঞঃ শঃ তথ্যনি
চান্ত নঃ। ৫৯। শান্তিরন্ত চ দেবশ্চ ভূত্বঃ স্বঃ
শিবঃ তথা। শান্তিরন্ত শিবকান্ত সর্বতঃ শন্তি-
রন্ত নঃ। ৬০। স্বঃ দেব জগতঃ শ্রষ্টা পোষ্টা চৈব
স্বমেব হি। প্রজাঃ পালয় দেবেশ শান্তিঃ কুরু
জগৎপতে। ৬১। যাত্রাকারণভূতশ্চ পুরুষশ্চ চ
ভূপতেঃ। হৃষ্টান গ্রহাঃ বিজায় গ্রহশান্তিঃ
সমাচরেৎ। ৬২।

ইতি ক্রীড়ান্দে ইন্দ্রস্যস্ত ভগবদ্ রথত্রয়প্রতিষ্ঠা-
বিধানং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিক্রবাচ। নিকৃৎপাতে সমে দেশে বিধি-
বন্তু ময়াপি চ। প্রাসাদনিকটং দেবাঃ প্রাপিতা

চ্চারণ করিয়া হোম করিবেন! উল্লিখিত সকল
দেবতারই বিশেষ হোম সর্বত্র কর্তব্য! অনন্তর
হোমাবসানে ব্রাহ্মণগণের শান্তিকার্য্য করিতে হয়।
ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গল হউক, সর্বদা রাজার শুভ হউক,
স্বজাতির মঙ্গল হউক, প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক,
জগতের শান্তি হউক, দ্বিপদ (মহুমোর) মঙ্গল
হউক, চতুপদ জন্তু নিত্য শান্তিলাভ করুক, প্রজা-
বর্গের এবং আমাদের কুশল হউক। দেবতার
শান্তি, ভূলোক, ভুবলোক, এবং স্বর্লোকের
শুভ হউক। সর্বত্রই শান্তি ও মঙ্গল বিরাজমান
থাকুক, চতুর্দিকেই মঙ্গলময় হইয়া উঠুক। হে
দেব! আপনি জগতের সৃষ্টিকর্তা আপনিই
পালনকর্তা, হে দেবেশ! আপনি প্রজাপালন
করুন। হে জগৎপতে! আপনি শান্তি বিস্তার
করুন। যাত্রোদ্যত রাজা এবং অস্তান্ত লোকেরা
হৃষ্টপ্রাণ বিচার করিয়া গ্রহশান্তি করিবে। ৫১—৬২।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৫।

ষড়বিংশ অধ্যায়ঃ।

জৈমিনি কহিলেন,—বিপ্রগণ! অনন্তর আমি
দেবগণকে কত যত্নে নিকৃৎপদ সমস্ত প্রদেশে

দ্রুতগতিতে। ১। ততঃ শান্তিঃ পুণ্ডরীকঃ বর্গরত্ন-
বিনির্মিতা নিদেশাদিন্দ্রস্যস্ত নির্মিতা বিশ্বকর্মা।
২। সত্যার্চনায়াঃ বহুনি হবীংষি চ সমিৎকুশাঃ।
ভোজ্যং নানাবিধং গীত-সস্তারান্ নাহশস্তথা। ৩।
সাম্রাজ্যে যাদৃশী পূর্বঃ সম্পত্তিরন্তবৎ ততো।
ততঃ শ্রেষ্ঠতরা বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ বভূবুঃ। ৪।
গালো নাম মহীপালস্তদা কিত্তিতলে ভবৎ। সৌ-
হৃদ্যপ্রতিমাং কুহা মাধবাখ্যাং দৃবয়ামীম। স্থাপ-
য়িত্ব প্রাসাদে পূজয়ামাস স্বক্ৰিমৎ। ৫। কনীয়া-
সঞ্চ প্রাসাদং নির্মায়া নৃপসন্তমঃ। তত্র তং স্থাপয়া-
মাস ততো নিকৃত্য সাদরম্। ৬। ততঃ স নৃপতি-
দুর্ভুখাঃ শ্রদ্ধাস্ত কস্ম তৎ। গাংগোহত্যাগাৎ
সসৈন্তঃ সন কুরুস্তঃ নীলপর্বতম্। ৭। দৃষ্টা
প্রতিষ্ঠাসস্তারং মর্ত্যোঃ স্বপ্নেহপি হর্ষভম্। বিশ্বয়া-
বিষ্টেচেতাঃ স গালস্তস্মৈ নরাধিপঃ। ৮। কিমেত-
দিতি বৃত্তান্তং কো বা কারয়তীদৃশম্। যত্নাদেব

সেই প্রাসাদের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, অতঃ-
পর নৃপবর ইন্দ্রস্যস্তের নিদেশানুসারে দেবশিল্পী
বিশ্বকর্মা, স্বর্ণ ও বিবিধ মণিকানিক্যাদি দ্বারা এক
বিশাল দেবশালা নির্মাণ করিলেন। ইন্দ্রস্যস্তও
সেই দেবালয় প্রতিষ্ঠার প্রভূত স্বত সমিধ ৫২ কুশাদি
বস্ত্র সকল এবং নানাবিধ ভোজ্য সংগ্রহ করা ইলেন;
অপি চ বহুবিধ গীতবাদ্যাদি করাইতে লাগিলেন।
হে বিপ্রগণ! অধিক কি কহিব, পূর্বে তদীয়
সাম্রাজ্যে যেরূপ সম্পদ হইয়াছিল, উক্ত নরায়ণের
তদপেক্ষা সমধিক সম্পদ প্রকাশ পাইয়াছিল। ঐ
সময়ে কিত্তিতলে গাল নামে এক মহীপাল রাজ্য
করিতেছিলেন। উক্ত নৃপবর গালও ইতি পূর্বে
তথায় মাধব নামে এক দারুময়ী বিষ্ণুপ্রতিমা নির্মাণ
করাইয়া উক্ত মন্দিরে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত করত
পূজা করেন। পরে নৃপসন্তম ইন্দ্রস্যস্ত অপর একটি
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া সেই মাধব
মূর্তিকে সাদরে পুরুষোত্তম মন্দির হইতে চালিত
করিয়া তথায় স্থাপন করেন। অনন্তর নৃপবর গাল,
দূর-মুখে ইন্দ্রস্যস্তের তৎকার্য্য অবগে ক্রুদ্ধ হইয়া
সসৈন্তে নীলগিরিতে উপস্থিত হন। ১-৭। কিন্তু মানব-
গণের দ্বারা স্বপ্নেও অতি হর্ষভ, ইন্দ্রস্যস্তের-
বোদ্ধম প্রতিষ্ঠার তাদৃশ আয়োজন দৃষ্টিগোচর হইয়া
সান্তিপর বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে হিরভাবে অবস্থান করত
মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।—এক অদ্ভুত-
ব্যাখ্যার। কেবা এরূপ অসামান্য কার্য্য করাইতেছে।

ন বিজ্ঞান ইত্যাহং নরখিল ১২। অমলোকাগত-
গতঃ তৎ কৰ্ত্তব্যং দেববৈশ্বানরঃ। প্রতিষ্ঠাপিত্ব
দেবৈঃ সার্বং সত্যকারণম্। ১০। সহিতঃ পদ্ম-
নিধিনা শুক্লা নারদেন চ। অমলোকাগমিষ্যন্তঃ
প্রতিষ্ঠায়ৈ সুরোত্তমম্। ১১। অহা স সৰ্বকৃতান্তঃ
তজ্জালা দিব্যচেষ্টিতম্। মেনে কৃতার্থমাশ্বানঃ
তজ্জাজ্যে পরমহুতম্। ১২। ইতঃ শ্রেয়ন্তমং কৰ্ম
ন কৃতং ন চবিষ্যতি। তদন্ত নিকটে হিহা
জাতা কৰ্মক্লম বিধিম্। উৎসবান্শচাপি বিজ্ঞায়
করিষ্যে প্রতিবৎসরম্। ১৩। অম্ দাক্ষময়ঃ
সাক্ষাদব্রহ্মরূপং জনার্দনম্। অভাগ্যোপচয়া-
দেতাবন্তঃ পলং ন জানতা। অসেবমানেন
কৃতং জনৈঃ বিকলং মম। ১৪। তদেন-
মিত্যাহং বৈপ্রণিপত্য জগদ্বক্ৰম। মহাতাগবতঃ
শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মলোকাগতং বিভূম্। ১৫। উপেত্য
কারণং সাক্ষাদ্ভূতী নারায়ণং বিভূম্। প্রতিষ্ঠিতং বৈ
প্রাসাদে যুক্তমেব্যামি নিশ্চিতম্। ১৬। বৈকুণ্ঠং স

অনন্তর বতি যত্নে যখন জানিলেন যে, নৃপবর
ইন্দ্রহ্যই এইরূপ কার্যে উদ্যত হইয়া অঙ্কুত
দেবগুহ-নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার দ্রব্যাদি আহরণ
করাইয়ানে এনং শুনিলেন যে, তিনি ভগবৎ
প্রতিষ্ঠিত পরিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোক হইতে আগমন
করিয়াছে। অপি চ উক্ত কার্য-সম্পাদনার্থ
সুরমন্তম ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবগণ পদ্মনিধি ও
ইন্দ্রহ্যে শুক নারদের সহিত অচিরে আগমন
করিবেন তখন তিনি তৎসমুদয় অলৌকিক
ব্যাপার প্রতিগোচর করিয়া আপনাকে কৃতার্থ
ও সেই রাজাকেও পরমাহুত বলিয়া মনে মনে
বিবেচনা করত ভাবিলেন,—ইহাপেকা শ্রেষ্ঠতম
কার্য ও কখন হয় নাই ও হইবেও না;
অতএব ইহার নিকটে থাকিয়া কৰ্মক্লম-বিধি
এবং উৎসবসমূহের বিষয় বিজ্ঞাত হইয়া আমিও
প্রতিবৎসর যথাবিধি উৎসব করিব। নিতান্ত
অভাগ বশতই এতাবৎকাল এই দাক্ষময়
সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জনার্দনকে জানিতে না পারায়
ইহার সেবা না করার আশঙ্কায়ই বিকল করি-
য়াছি। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি ব্রহ্মলোকাগত
মহাতাগবত সর্বমেষ্ট বিভূ জগদ্বক্ৰ ইন্দ্রহ্যের
নিকট যাইয়া প্রণিপাতপূর্বক সর্বকারণকারণ ভগ-
বান্ নারায়ণকে প্রাসাদমধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া
নিজের সুখিত্য করিব। নারায়ণ ইন্দ্রহ্য ভগ-

প্রতিষ্ঠাপা মনোবাহোপরিষ্যতি। অমলোকাগত-
যো বৈ কিং কিত্তো সোহবতিষ্ঠতে। ২১। উপ-
চারান্ সমাদিত্ব কোষং সমুদ্যত চ প্রত্যোঃ। ব্রহ্মণা
সহিতোহবন্তঃ পুনর্যাস্তিত্ত্বংকরম্। ১৮। বিচার্য
মহিতিঃ সার্বং বিজ্ঞান গালোহসি বৈকবঃ। ইন্দ্ৰ-
হ্যন্ত নিকটঃ বিনীতঃ প্রযযৌ যুগা। ১৯। গয়া
তং দূরতো দৃষ্টা প্রণিপাতপূরঃসরম্। বজ্রাঙ্গনি-
পুটো রাজা মুর্ধ্বি বীকন সমাধরমম্। শনৈঃ শনৈ-
র্যযৌ তন্ত নিকটং গালপাখিবঃ। ২০। গাল
উবাচ। দেব হং রাজরাজোহসি মর্ন্ত্যোহপি ব্রহ্ম-
লোকগঃ। কিং তোমি নৃপকীটোহহং যাং জীব-
ন্যুক্তমীধরম্। অজাতা মহিমানন্তে সচিবৈর্বহরমুতঃ।
যোদ্ধুমভ্যাগতো দেব দৃষ্টা তে পৌকষং মহৎ। ২২।
অতিমাত্মমশার্চ্যং পদঞ্চাপি শচীপতেঃ। দৃষ্টেব
নিশ্চিতং দেব ব্রহ্মলোকাগরম্ হি। ২৩। 'ঐদৃশঃ

বান্ বৈকুণ্ঠকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অবশ্যই আমার
উপর সেবাদির ভারার্ণ করিবেন। কারণ, তিনি
এতকাল ব্রহ্মলোকে গিয়া অবস্থান করিতেছেন,
তিনি আর কিজন্ত কিত্তিলে অবস্থান করিবেন;
নিশ্চয়ই প্রভুর সেবার্থ প্রভূত ধনরত্নাদি স্থাপন-
পূর্বক উপচারাদির বিষয় আদেশ করিয়া অবশ্যই
ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত পুনরায় ব্রহ্মলোকে প্রতি-
গমন করিবেন। ১৮—১৮। পরম বিকুপরায়ণ মহাজানী
নৃপবর গাল, মহিবর্গের সহিত ইত্যাদি প্রকার বহল
বিচার করিয়া দৃষ্টান্তকরণে বিনীত ভাবে ইন্দ্রহ্যের
নিকট যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাজবর গাল-
নৃপতি, কিম্বদূর যাইয়া দূর হইতে ইন্দ্রহ্যকে নিরী-
কণপূর্বক প্রণিপাতপূরঃসর মন্তকে অঙ্গনি যত্ন
করত সতয়ে যত্নভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলেন
এবং কহিলেন,—হে দেব! আপনি রাজরাজ, এক
আপনি যখন মহম্বা হইয়াও বশরীয়ে ব্রহ্মলোকে
গমন করিয়াছেন, তখন আপনি অসীম শক্তিসম্পন্ন
জীবন্যুক্ত; অতএব হে নৃপ! আমি সামান্ত কীট
হইয়া আপনার আর কি স্তব করিব? দেব! আমি
আপনার মহিমা না জানিয়াই সচিবগণের সহিত
বারংবার যত্না করত আপনার সহিত ইচ্ছা
আনিয়াছিলাম, কিন্তু আগমনান্তে আপনার অমার্-
মিক অত্যন্ত সুমহৎ পৌকষ এবং শচীপতির
স্থায় অলৌকিক ঐশ্বর্য দর্শনে নিমগ্ন করিয়াছি যে,
ব্রহ্মলোকাবাসী দেবগণ ও মহানিধি পদ্মার রাজা-
কাজী, সেই ব্রহ্মলোকগর আপনাকে ইহা-কার্য

হি ভবেৎ কীর্ত্তিঃ সৰ্ব্বাঙ্গাঃ কীর্ত্তিঃ । চেতঃ প্রসাদ-
প্রবণঃ সৰ্ব্বি দেহি সুবোক্তম ॥ ২৪ ॥ জৈলোক্য-
বাসিনো দেবা যদাজ্ঞাবশং কীর্ত্তিনঃ ॥ ২৫ ॥ জৈমিনি-
কবাচ । ইখং বিজ্ঞাপয়ন্তু গালঃ নৃপতিকুঞ্জরম্ ।
স্বয়মান উবাচৈদং রাজন্ কিং বহু ভাষসে ॥ ২৬ ॥
ভবানপি হবেত্কঃ সার্বভৌমো মহীপতিঃ । সামান্ত-
মেতজ্ঞাজ্ঞাঃ বৈ স্বামিহং ভুবি বর্ত্ততে ॥ ২৭ ॥
সাম্প্রত্যং হি ভবানজ পৃথিব্যামেকপার্থিবঃ । নৃপা-
য়ন্তাঃ ক্রিয়াঃ সৰ্ব্বা মৰ্ত্ত্যানাং মহতামপি ॥ ২৮ ॥
অষ্টদিকপালকাংশে ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতো নৃপঃ । ন
হুয়পুণ্যকুজাজ্ঞা প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২৯ ॥ ইহ
কীর্ত্তিক ধৰ্ম্মক অমৃত গতিমুত্তমাম্ । প্রাপ্নোতি বাজ-
শাৰ্দূল বিশেষাধ্বক বৈকবঃ ॥ ৩০ ॥ প্রাসাদে স্থাপ-
য়েদযন্ত হরৈরর্চ্যঃ বিধানতঃ । ন দেহবন্ধমাপ্নোতি
যাতি বিকোঃ পবং পদম ॥ ৩১ ॥ মাধবপ্রতিমামেতাং
দার্বদীং শুভলক্ষণাং । সাক্ষান্নুক্তিপ্রদাং ভূপ স্বয়ং

স্থাপিতবানসি ॥ ৩২ ॥ নিৰ্ম্ময়ঃ কীর্ত্তিঃ তে জাতঃ
মম মনস্তরং গতম্ । ভবেৎ সংশয়ো মেহং ন
যতশ্চতুর্মুখঃ ॥ ৩৩ ॥ প্রতিষ্ঠায়ৈ প্রার্থিতোহয়ং
তদন্তঃ স্থাপয়েৎ কথম্ । সাক্ষাদেবাবতারন্ত
প্রাসাদন্ত নৃপোত্তম ॥ ৩৪ ॥ সংবিধানেন চৈব
বিধাতামুগ্রহীযতি । তদেনং স্থাপয়িত্বা ভু-
তবরূপং জনার্দনম্ । সমৰ্প্য স্বাং গমিষ্যামি অংশে-
নোপচরিস্যামি ॥ ৩৫ ॥ নিত্যোপচারং যাজ্ঞাচ্চ
উৎসবান্চ জগৎপতেঃ । যেনৈবোপদিশেদেব
স্বয়ং বা প্রপিতামহঃ ॥ ৩৬ ॥ তাংস্তান প্রযত্নাৎ
কুর্বাথা রাজা বৈ ধৰ্ম্মপালকঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ স
গালো নৃপতিঃ ক্রহা যচ্চিন্তিতং স্বয়ম্ । ইন্দ্র-
ভাষাদিষ্টমেতদিতি প্রাপ পরাং মুদম্ ॥ ৩৮ ॥
তস্মৈ তস্মাচ্চিন্তকে গাল আজ্ঞাকব ইব স্বয়ম্ ।
তত্তদাশু কবোত্যেব ইন্দ্রভাষো যদাদিশৎ ॥ ৩৯ ॥
এবং সমুত্তমভাবঃ সিংহাসনগতঃ প্রভুঃ । দেবৈঃ

সম্ভবপব । অতএব হে সুবোক্তম । এক্ষণে রূপা
কবিয়া আপনি আমাব প্রতি প্রসন্নচিত্ত হউন ।
জৈমিনি বলিলেন,—গাল নামক সেই নৃপতিকুঞ্জর
এইরূপ নিবেদন কবিলে, নৃপবব ইন্দ্রভাষ ইবং
হাস্ত করত কহিলেন,—রাজন্ । আপনাব এবংবিধ
বহুল বিনয়পূর্ণ বচনেব প্রয়োজন নাই । কাবণ
আপনিও একজন হরিভক্ত সার্বভৌম মহীপতি ।
আর এক কথা, ভূতলে রাজগণেব প্রভু অতি
সামান্ত বিষয় জানিবেন, স্মতরাং এই সামান্ত
ব্যক্তিকে কি জন্ত একরূপ বিনয় করিতেছেন ? যাক,
ওকথার আর প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি আপনি
পৃথিবীর অধিতীয় নৃপতি এবং মানবগণ অতি
মহান হইলেও তাহাদিগের সমুদয় কাৰ্য্যই রাজার
অধীন বলিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা অষ্টদিকপালের অংশে
নৃপতির সৃষ্টি করিয়াছেন । যে বাজার পুণ্যবল
অতি অল্প, তিনি প্রজাপালনে তৎপর নহেন । হে
রাজশাৰ্দূল । যে রাজা পরম পুণ্যশালী, তিনি ইহ-
লোকে প্রজাপালনাদিজনিত অতুল ধৰ্ম্মসঞ্চয় কবত
চিরকীর্ত্তি স্থাপনপূর্বক পৰলোকে অতু্যক্তম সদগতি
প্রাপ্ত হন, বিশেষতঃ আপনি যখন পরম বৈকব,
তখন আপনার সদগতি লাভের ত কথাই নাই ।
আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যে ব্যক্তি প্রাসাদমধ্যে
যথাবিধানে বিষ্ণু-প্রতিমা স্থাপন করেন, তাঁহাকে
আর দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয় না, তিনি নিঃসন্দেহ
বিষ্ণুর পরমেশ্বর লাভ করেন । হে ভূপ । আপনিও

স্বয়ং ত সাক্ষান্নুক্তিপ্রদা শুভলক্ষণা দাক্ষময়ী মাধব-
প্রতিমা স্থাপন কবিয়াছেন । ১৯—৩২ । আপনাব কণ্ঠ
ত নিৰ্ম্ময়ে সমাধা হইয়াছে, আমাব ত মনস্তর গত
হইল, তথাপি কাৰ্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, ইহাতে
আমার সংশয় জন্মিতেছে যে, ইহা সম্পন্ন হইবে
কিনা জানি না । ভগবান চতুর্মুখও ত স্বাধীন নহেন,
আব সাক্ষাৎ দেবতাব স্বরূপ প্রাসাদেব প্রতিষ্ঠার্থ
যখন তাঁহার নিকট প্রার্থনা কবিয়াছি, তখন অপব
ব্যক্তি ছাড়াই বা কি প্রকাবে স্থাপন কবিতে পাবা
যায় । হে নৃপোত্তম । এক্ষণে তিনি যদি যথাবিধি
কাৰ্য্য কবিয়া আমাকে অমুগ্রহীত কবেন, তাহা
হইলে আমি তবরূপী ভগবান্ জনার্দনকে স্তুত-
পূর্বক আপনাকেই সমৰ্পণ কবিয়া ব্রহ্মলোকে গমন
করিব, আপনিই যথা-বিভাগে উপচাবাদি দানে
জগৎপতিব সেবা কবিবেন, অথবা স্বয়ং পিতামহ-
ভগবানের যেরূপ নিত্যোপচার এবং যাজ্ঞ
উৎসবাদিব বিষয় উপদেশ করিবেন, আপনি
সমস্তে তত্তৎকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান বরিবেন, কারণ
বাজাই ধৰ্ম্মপালক । নৃপতি গাল, স্বয়ংই মনে
মনে যে বিষয় চিন্তা কবিয়াছিলেন, ইন্দ্রভাষও
তাদৃশ আজ্ঞা করিলেন, প্রবণে যৎপরোনাস্তি
আনন্দ লাভ করিলেন । এবং ইন্দ্রভাষের
সম্মিধানে সতত অবস্থিতি করত তদীয়
আদেশমাত্রে ক্রিয়ের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পা-
দন করিতে লাগিলেন । প্রভু ইন্দ্রভাষ এইরূপে

পরিবৃত্ত ইত্যাদিঃ শব্দ ইবাবভৌ ॥ ৪০ ॥ ততো-
হুত্বাঃ নিনাদা দিব্যদ্রুতিভাঃ শুভাঃ । মুরজঃ
বেণুবাণাদি-তালকাহালনিঃস্বনাঃ । ঐবাবতাদি
করিণাঃ (১) কিকিণীজালনিঃস্বনাঃ ॥ ৪১ ॥ ততঃ
তেজসাং রাশী বোদসী মধ্যপূবকঃ । আবিরাসীৎ
কিতিগত-নয়নাচ্ছাদকো বিজাঃ ॥ ৪২ ॥ উত্তো-
লিতাকিমালাভিঃ প্রজাতিবীকিতঃ পুরঃ ॥ ৪৩ ॥
ততঃ ক্রমাৎ সন্দদৃশে বিমানাগ্রে প্রজাপতিঃ । স্বর্ণ-
হংসশরৈঃ স্বচ্ছেনোহমানঃ সমন্ততঃ ॥ ৪৪ ॥ দিক্‌পালৈ-
শ্চামরব্যগ্রকরৈরাসেবিতঃ পূবঃ । জাহ্নব-মুনানীব-
প্রকীর্তিতকলেবরঃ ॥ ৪৫ ॥ পার্শ্বয়োঃ চন্দ্রসূর্য্যভ্যামুভা-
ভ্যামাতপজকে । ধার্য্যমাণ শনৈর্বাযুগতিচঞ্চল-

প্রতিষ্ঠাব জব্যসম্ভাব আয়োজনপূর্ব্বক দেবগণে
পরিবৃত্ত ও সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইয়া দেববাজেব স্তব
শোভা পাইতে লাগিলেন । অনন্তর দিব্য
দ্রুতি, মুরজ, বেণু, কাল ও বাঁশাদি তাললয়-
সম্বিত মনোহর নিনাদ এবং ঐবাবতাদি দিব্য
করিণিকরেব কঠলয়কিকিণীমান ব মানামুদ্রকব
ধ্বনি প্রতিগোচর হইতে লাগিল । দ্বিজগণ ।
তৎপরে স্বর্ণ-মর্ত্ত্যেব মধ্যভাগ পবিপূর্ণ কবত একপ
অদ্ভুত এক তেজোবাশি আবির্ভূত হইল যে, কি
উল্লসিত কেহই তাহার প্রতি দৃষ্টিনিষ্কপ কাঃ ও
সম্বর্ভ হইল না, সকলেব নেত্রই নিমীষিত হইয়া
পড়িল । পবে তত্ৰত্য প্রজাবর্গ অতি প্রযত্নে
নয়নোন্নীলন কবত সম্মুখবর্তী সেই তেজোবাশিকে
যথাকথঞ্চিরূপে এক একবাব নিরীক্ষণ কবিতে
লাগিল । অতঃপব ক্রমে এই তেজোবাশিব মধ্য-
ভাগে বিমানাধিষ্ঠিত ভগবান প্রজাপতি দৃষ্টিগোচর
হইলেন । চতুর্দিকে শত শত স্বর্গ-স্বর্গদেবে
সেই বিমান বহন করিতেছিল । দিক্‌পালগণ,
ব্যগ্রকবে চামর ব্যঞ্জন কবিতেছিলেন । উভয়
পার্শ্বে জাহ্নবী ও যমুনার পবিত্র সলিলে তদীয়
কলেবর অভিষিক্ত হইতেছিল । চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার
উভয়পার্শ্বে যে আতপত্রযুগল ধারণ কবিয়াছিলেন,
যদ্ব যদ্ব সমীরণ সঞ্চারে সেই আতপত্রযুগলের

(২) কুহিতানি বহুনি চ । সমস্তাজয়শাস্ত
পুণ্ডরীকবিভিতিঃ । আকাশগঙ্গাসলিলকণামন্দার-
বিভিতিঃ । দিব্যমণ্ডলেপমুখাঃ গঙ্গা দিব্যাপিন-
তয়া । ইন্দ্রানিকানাঃ দেবানাং ইত্যাদিকঃ পাঠঃ
কবিঃ ॥

চৌলকে ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মবিভির্মৌক্ত্যাদ্যোঃ কুমমনো রহস্য-
কৈঃ । তদ্ব্যবহঃ প্রজানাং ইত্যাদ্যাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
আলুলোকে দেবগণৈর্জয়শাস্তৈরভিহুতঃ । রত্নাদিকা-
ভিবেশ্যভিনৃত্যতে অসুখসম ॥ ৪৮ ॥ হাহাহু-
প্রভৃতিভগীয়মানশ্চ গায়নৈঃ । সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈঃ
সাদরকোপবীণিতঃ ॥ ৪৯ ॥ কৃতান্তলিপুটেদ্বাৎ
তপস্বিভিরুপাসিতঃ । সাবিত্রীশাবদে তস্ম বাক-
প্রবন্ধৈর্বিচিহ্নিতঃ । তোষমাসাদয়ন্ত্যো চ কোহন্ত
তোষণে ক্রমঃ ॥ ৫০ ॥ যে চ গঙ্ঘর্ষসিদ্ধাদ্যা নাবদ-
প্রমুখা দ্বিচ্ছাঃ । বেত্রহস্তাঃ সয়িনয়ঃ দিব্যসোপান-
দর্শকাঃ ॥ ৫১ ॥ সম্মুদ্রশ্চ মহানাসীৎ দেবানাং দিবি
গচ্ছতাম্ । ন কোহপি গণাতে দেবঃ কো বা কেন
পথা ব্রজেৎ ॥ ৫২ ॥ অহম্পূর্ব্বিকয়া তেমাং ব্রজতাং
ত্রিদিবৌকসাম্ । সম্মুদ্রাতিশয়াদেবাং বিভ্রংশোহভুৎ
স্ববাহনৈঃ ॥ ৫৩ ॥ অষ্টা পাতা চ সংহর্ত্তা জগতাং

প্রস্তুতগে বিলম্বী আকুঞ্চিত বস্তাবী (বালর)
দোহলায়মান হইতেছিল । ৩৩—৪৫ । গৌতমাদি
ব্রহ্মর্ষিগণ দেববহন্ত মন্ত্র উচ্চারণ কবত তাঁহার স্তব
কবিত্তেছিলেন এবং তৎকালে ইন্দ্রাদি বাজবিগণ
ও দেবগণেব মধ্যবর্তী বিমানাধিকট সেই প্রজা-
নান বন্দাকে যথোচিত স্তুতিবাদ কবিয়াছিলেন ।
তাঁহাব চতুর্দিকে দেবগণ জয়ধ্বনি কবিত্তেছিলেন ।
বস্তাদি স্বর্গবেশ্য সকল সভয়ে নৃত্য কবিত্তেছিল,
হাহাহু প্রভৃতি সঙ্গীতনিপুণ গঙ্ঘর্ষগণ সুমধুর
সঙ্গীত কবিত্তেছিল । সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণ সাদরে
মনোহর বাঁশবাদন কবিত্তেছিল । তপস্বিগণ দ্রুত
হইতে কৃতান্তলিপুটে উপাসনা কবিত্তেছিলেন এবং
দেবী সাবিত্রী ও সবম্বতী বিচিত্র বাক্‌প্রবন্ধে তাঁহার
সন্তোষ উৎপাদন কারিত্তেছিলেন, ফলতঃ তদীয়
সন্তোষসাধনে আব কে সক্ষম হইবে? দ্বিজগণ ।
তৎকালে নারদপ্রমুখ দেবর্ষি, এবং প্রধান প্রধান
সিদ্ধগঙ্ঘর্ষগণ হস্তে বেত্র ধারণ করত সযিনয়ে দিব্য
সোপানশ্রেণী সম্মুদ্রন করাইতেছিলেন । ঐ সময়ে
গগনমার্গে দেবগণের সঙ্কলভাবে গমননিবন্ধন
বিষম সম্মুদ্র উপস্থিত হইয়াছিল । তখন কে কোন্
পথে যাইবে, তাহার কিছুই স্থিরতা গ্রহিল না ।
কোন দেবতাকেই কোন দেবতা গণ্য করিলেন না ।
অগিল দেবকুলই ‘আমিই অগ্রে যাইব’ এইরূপ
বিবেচনায় নিরতিশয় সঙ্কলভাবে গমন করিতে
আরম্ভ করার দ্বন্দ্ব বারনবিষয়ক বিভ্রাট উপস্থিত
হইল । তৎপরে হওয়াও বিচিত্র নহে : কালপু, অবির্ভ

যো জগদ্রাজ । সাকাদ্ভক্তি উদৈবাঃ পুরাণাঃ
মহিমা কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥ তং দৃষ্টা সধ্বাসারম্ভো ভক্ত্যা
বদ্ধাঙ্গলিপুং । তৈর্দেবৈর্গালরাজেন নারদপ্রবুগেন
চ । সহিতো ধরনিঃ প্রায়শ্চাষ্টাঙ্গঃ প্রাক্ভবনুহঃ ॥ ৫৫ ॥
উখায় পরয়া ভক্ত্যা প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্বনা ।
পুলকাঙ্কিতসর্বাঙ্গঃ স্বঃ মদানঃ কৃতার্থকম্ ॥ ৫৬ ॥
পুরতো জগদীশস্ত পশ্বান শুদ্ধং পিতামহম্ ।
কৃতাজলিপুটো বিপ্রা মমজ্ঞানন্দসাগরে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদে ইন্দ্রহ্যস্ত ভগবৎ প্রতিষ্ঠাযোজনং
নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিক্রবাচ । অখাস্তবৌদ্ধানিঃশ্রেণী বহুকাঞ্চন-
নির্মিতা । সংলগ্না সা পাদপীঠে পদ্মযোনেবিমানগা ॥
১ ॥ ক্ষিতিসংস্পৃষ্টমূলা বৈ বিবাহুববরোহণে ।
চতুর্ভাসায়তা পীনসোপানশ্রেণিসংযুতা ॥ ২ ॥ রথ-

গজতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাবকর্তা জগন্ময় সাক্ষাৎ
ভগবান যে স্থানে গমন কবেন, তথায় অস্তান্ত সুব-
গণেব মহিমা আব কি রূপে প্রকাশ পাইবে ? নৃপবব
ইন্দ্রহ্য, ভগবান কমলযোনিকে এবম্প্রকারে তথায়
উপস্থিত হইতে দেখিয়া সভয় ও বিনম্রভাবে
ভক্তিসহকারে বদ্ধাঙ্গলি হইয়া নারদাদি মহর্ষিগণ,
সমাগত সুরগণ এবং গালরাজের সহিত সাষ্টাঙ্গে
ধরণীতলে বিলুপ্তিত থাকিয়াই বারংবার স্তব
করিতে লাগিলেন । বিপ্রগণ । অনন্তর সেই
মহাত্মা ইন্দ্রহ্য পরম ভক্তি সহকায়ে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে
গাঢ়োখানপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ বোধ কবত
পুলকাঙ্কিতশরীর হইলেন এবং নির্মলাক্সা ভগবান
পিতামহকে নিবীক্ষণ করত সেই জগদীশবের
সম্মুখভাগে কৃতাজলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিয়া আনন্দ-
সাগরে নিমগ্ন হইতে থাকিলেন । ৪৭—৫৭ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৬ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ অক্ষার
অবরোহণার্থ রত্নকাঞ্চন-বিনির্মিত এক দিব্য
সোপানমালা ভদীর বিমানস্থিত পাদপীঠে সংলগ্ন
হইল এবং তাঁহার মূলভাগে ক্ষিতিক্তল স্পর্শ করিল ।
উক্ত সোপানশ্রেণীর সোপান সকল দৈর্ঘ্যে চতু-

প্রাসাদমৌর্মধ্যে শঙ্কচাপ ইবাংগুমান । আবি-
বভুব সহসা সাদৃতঃ বীকিতা জনৈঃ ॥ ৩ ॥
ততো গন্ধর্বরাজৈস্তে রত্নবেত্রকটৈর্দ্বিজাঃ । এব
পহাঃ প্রভো হেহি ইত্যাদেশিতমার্গটিকঃ ॥ ৪ ॥ দূর্বা-
সসো নাবদন্ত কবয়োর্দন্তহস্তকঃ । সোপানৈরবতীর্ণো-
হথ পুনানন্তক্ষুণা জগৎ ॥ ৫ ॥ স্ময়মানো রথান দৃষ্টা
প্রাসাদ সমলঙ্ঘতব । দিগন্তব্যাপিনীঃ শালাঃ রত্ন-
স্তম্ভোপশোভিতাম । শঙ্কশ্যাপ্যদুতকরীঃ সর্বসম্ভার-
সম্ভূতাঃ । অবাতবং বিমানাং স দেবরক্ষর্ষিরাঙ্গভিঃ ॥
৭ ॥ কিবৌটদত্তাঙ্গলিভিঃ স্ময়মানঃ সমস্ততঃ ।
কটাক্ষেণাংগুগ্ৰাহাং য়াং দিশং স পিতামহঃ ॥ ৮ ॥
তত্রাজলীনাঃ সদক্ষাঃ শিবসা কোটয়ো যুতাঃ ।
পাদাজপ্রণতঃ দৃষ্টা ইন্দ্রহ্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৯ ॥ উবাচ
প্রশ্রয়গিবা স্মি নভিমৌষ্ঠসম্পূটঃ । অঙ্গুল্যা নির্দিশন্
দেবান পিতৃন ব্রহ্মবিহাপসান ॥ ১০ ॥ সিদ্ধবিদ্যা-

ব্যাস পবিমত । দেদীপ্যমান ইন্দ্রধনু ব স্ময়
ঐ সোপানাবলী যখন ব্রহ্মবিমান ও প্রাসাদের
মধ্যভাগে আবির্ভূত হয়, তখন সকলেই উহা এক
অদ্ভুত বস্তু বলিয়া সবিম্বয়ে নিরীক্ষণ করিতে
থাকিল । দ্বিজগণ । তৎপরে গন্ধর্বরাজগণ রত্ন-
খচিত বেত্র হস্তে ধাবণ করত “প্রভো ! এই
আপনাব ঈশানমার্গ, এই দিকে আনুন” ইত্যাদি
বাক্যে ব্রহ্মাব পথ প্রদর্শন করিতে লাগিল ।
অনন্তর ভগবান্ পদ্মযোনি, মহর্ষি দূর্বাসা ও
নাবদের হস্তধারণপূর্বক দৃষ্টিপাতে জগৎ পবিজ
করত সেই সোপানাবলী দ্বারা বিমান হতে অবতীর্ণ
হইতে লাগিলেন এবং দেবরথনিচয়, সমলঙ্ঘিত
প্রাসাদ ও অমবাবতীপতি দেবরাজেরও বদর্শনে
বিস্ময় উৎপন্ন হয়, তাদৃশ রত্নস্তম্ভোপশোভিত
দিগন্তব্যাপী সর্বসম্ভাবপূর্ণ পুরুষোত্তমমন্দির সন্দর্শনে
সানন্দে ঈষৎ হাস্ত করিতে থাকিলেন । ১—৭ ।
তিনি যখন বিমান হইতে ভূতলে অবতরণ করেন,
তখন সমুদয় দেবগণ ও ব্রহ্মবিগণ মস্তকে অঞ্জলি-
বন্ধনপূর্বক চতুর্দিক্ হইতে তাঁহার স্তব করিতে
আরম্ভ করিলেন । ঐ সময়ে ভগবান্ পিতামহ যে
দিকে কটাক্ষপাত করত অঙ্গুগ্রহ প্রকাশ করিতে
লাগিলেন, সেই দিকেই সকলের মস্তকে অঞ্জলি-
বন্ধন দৃষ্ট হইতে থাকিল । অতঃপর ভগবান
প্রজাপতি নৃপবর ইন্দ্রহ্যকে স্বীয় চরণপ্রান্তে পতিত
কৈশিক্য সহাস্তবদনে তথায় সমবেত, আনন্দভর-
মহর দেবগণ, সিদ্ধগণ, ব্রহ্মবিগণ, তাপসগণ এবং

স্বয়ং যক্ষগণকোপসমুদয়ঃ । একত্র নিগিতান
সর্বানি যুগপদ্যোদনির্ভয়ান ॥১১॥ পশ্চেন্দ্রহর ভাগ্যঃ
তে সপ্তলোকবশীকরম্ । স্বদর্শমেকদা সর্বং মাং
পুরকৃত্য সঙ্গতাঃ ॥১২॥ হত্বা ক্রা প্রযযৌ নীত্রং
নারায়ণরথস্ততঃ । প্রণিশত্য জগন্নাথঃ ত্রিঃপরীত্য
পিতামহঃ ॥১৩॥ আনন্দসিন্ধুসমুদয়ঃ সলোমাঞ্চবপুঃ
স্বয়ম্ । স্বমাত্মানং ননামাধ সপ্রত্যক্ষং সগদগদম্ ॥
১৪॥ ব্রহ্মোবাচ । নমস্তভ্যং নমো মহং তুভ্যং মহং
নমো নমঃ । অহং স্বং স্বমহং সর্বং জগদেতচ্চরা-
চরম্ ॥১৫॥ মদাদিকমিদং সর্বং মায়াবিন্যাসিতং
তব । অধ্যস্তং হুয়ি বিশ্বাস্ত্বন হুয়ৈব পরিণামি-
তম্ ॥১৬॥ যদেতদধিলাভাসং তত্তদজ্ঞানসম্ভবম্ ।
জ্ঞাতে হুয়ি বিলীয়েত রজ্জুসর্পাদিবোধবৎ ॥১৭॥
অনির্বচ্যব্যমেবেদং সর্বাসত্ত্ববিবেকতঃ । অদ্বিতীয়
জগন্তাস স্বপ্রকাশ নমোহস্ত তে ॥১৮॥ বিষয়ানন্দ-

নিজ বিদ্যাধর যক্ষ গন্ধর্ব ও অঙ্গরা প্রভৃতি
সকলকেই অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক মৃদু-মধুরবচনে কহি-
লেন,—ইন্দ্রহর! তোমার কি সৌভাগ্য দেখ,
তুমি ভাগ্যবলে সপ্তলোকই বশ করিয়াছ। আমি-
রাই কার্যের নিমিত্ত একদা সপ্তলোকবাসী সকলেই
আমাকে অগ্রে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়া-
ছিলাম। ভগবান্ কমলযোনি ইন্দ্রহরকে এই কথা
বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবান্ নারায়ণের রথসমীপে
গমন করিলেন এবং সেই জগন্নাথ হরিকে বারংবার
প্রণাম ও প্রণামপূর্বক আনন্দমাগরে ভাসমান ও
রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া স্বীয় আশ্চর্যরূপ প্রত্যক্ষ-
কৃত সেই ভগবান্কে গদগদস্বরে এইরূপে স্তুতি-
বাদের সহিত প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলেন।—হে
বিশ্বাস্ত্বন! আপনাকে ও আমাকে বারংবার নম-
স্কার, কারণ যে আমি সেই আপনি এবং যে আপনি
সেই আমি; সুতরাং অভিন্নাত্মা আপনাকে ও
আমাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। আমি প্রভৃতি
এই অখিল চরাচর জগৎই আপনার মায়াবিন্যাস-
মায়া। যখনও ভবদীয় মায়াবলে উৎপাদিত সমুদয়
বস্তুই একমাত্র আপনাতেই প্রতিফলিত হইতেছে।
সুতরাং ভবদীয় তত্ত্বের অজ্ঞানবশতই অখিল পদার্থ
প্রতিফলিত এবং প্রকৃতরূপে আপনাকে জানিতে
পারিলামই নহুৎ প্রভৃতিতেও সর্গাদি ভবের স্বায়
স্বভাবই হইতে দৃষ্টিত বস্তু অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া
হইত। সুতরাং সর্বদাই যে একমাত্র আপনি—আপনি

স্বয়ং সর্বজ্ঞানস্বরূপঃ । অংশঃ তত্ত্বোপলব্ধি-
যেন জীবতি জগতঃ ॥১৯॥ নিঃপ্রাণকনিয়াকার
নির্ধিকার নিরাজয়ঃ । স্থলস্থলীভূতমহিমম্ সৌন্দ-
র্যমোহিতম্ ॥২০॥ ত্রিগুণাতীত গুণাধার ত্রিগুণা-
মমোহিত তে । স্বমায়য়া মোহিতোহহং সৃষ্টিক্র-
পরায়ণঃ ॥২১॥ অদ্যাপি লভতে শর্য অস্তধামি-
মমোহিত তে । স্বমাত্তিপঙ্কজাজ্জাতো নিত্যং তত্ত্বৈব
সংস্ধবন্ ॥২২॥ নাতিক্রমিতুমীশোহস্মি মায়াস্তে
কোহস্ত ঈশ্বরঃ । যথাহমগুমধ্যেহস্মিন্ রচিতঃ সৃষ্টি-
কর্ম্মণি ॥২৩॥ তথা তল্লোককলিত-ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-
কোটয়ঃ । সার্বত্রিকোটিসংখ্যানং বিরিকীনাংপি
প্রভো ॥২৪॥ নৈকোহপি তত্ত্বতো বেত্তি যথাহস্তে
পুং স্থিতঃ । নমোহচিন্ত্যমহিয়ে তে চিত্রপায় নমো

জানা যায়। জগতে কোন বস্তু সং ও কোন বস্তু
অসং এরূপ বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই
অখিল বস্তুই যে কি, তাহা বাক্য দ্বারা কদাচ নির্দেশ
করা যায় না, বস্তুতঃ সকলই একমাত্র আপনি;
অতএব হে অদ্বিতীয়! আপনিই জগৎরূপে প্রতি-
ভাসিত ও স্বপ্রকাশমান, আপনাকে নমস্কার।
সমুদয় জগৎগণই সহজ আনন্দরূপী আপনার অখিল-
বিষয়ানন্দকণা আশ্রয় করিয়া জীবিত রহিয়াছে।
হে নিরাকার! আপনি নির্ধিকার ও নিরাজয়, আপ-
নাতে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রকাশমান হইলেও আপনি
প্রপঞ্চাতীত, এবং আপনার সূক্ষ্মতা বা স্থলতা
না থাকিলেও আপনি স্থল, সূক্ষ্ম ও মহান। ৮—২০।
হে ত্রিগুণাত্মন! আপনি সর্বাদি গুণত্রয়ের আধার
হইয়াও ত্রিগুণাতীত; অতএব আপনাকে নমস্কার।
হে অস্তধামিন! আমি আপনার মায়ায় মোহিত
হইয়াই সৃষ্টিকার্যে নিরন্তর নিরত থাকিয়া অদ্যাপি
কিছুতেই যে, শান্তিসুখলাভ করিতে পারিতেছি না,
তাহাত জানিতেছিলাম; প্রভো! আমি আপনার
নাভিপঙ্কজ হইতে জন্মলাভান্তে অনন্তকাল তথায়
অবস্থিতি করত নিরন্তর আপনার স্তুতিবাদ করিয়াও
যখন ভবদীয় মায়াকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হই
নাই, তখন অপর আর কে তত্ত্বজ্ঞেয় সমর্থ হইবে?
নাথ! সৃষ্টিকার্য্যই এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যেমন আমাকে
উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ অপর কোটি কোটি
ব্রহ্মাণ্ডেও কোটি কোটি ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়াছেন।
প্রভো! সার্বত্রিকোটিকথ্যক মায়ায় ব্রহ্মার মায়া
ভবদীয় সমুদয়বস্তুর স্রষ্টার স্বায় কোন ব্রহ্মাই ব্রহ্মা-
রূপে আপনার রহিয়া অসংগত করেন, স্রষ্টার হে

নমঃ ২৪ । নমো দেবাবিদেব্যঃ দেবদেব্যঃ তে
নমঃ । দিব্যাদিব্যস্বরূপায় দিব্যরূপায় তে নমঃ ।
২৫ । জরামৃত্যুবিহীনায় মৃত্যুরূপায় তে নমঃ ।
জলদগ্নিস্বরূপায় মৃত্যোরূপায় চ মৃত্যুবে ২৬ ।
প্রপন্নমৃত্যুনাশায় সহজানন্দরূপিনে । ভক্তপ্রিয়ায়
জগতাং মায়ে পিত্রে নমো নমঃ ২৭ । প্রপন্নার্তি-
বিনাশায় তমস্তোমৈকভানবে । নমো নমস্তে
দীনানাং কৃপাসহজসিদ্ধবে ২৮ । পরায় পররূপায়
পাপোন্মারাতয়ে নমঃ । অপারপারভূতায় ব্রহ্মভূতায়
তে নমঃ ৩০ । পরমাত্মস্বরূপায় নমস্তে পর-
হেতবে । পরম্পরাপরিপূর্ণা-পরতত্ত্বপরায় তে ।
৩১ । প্রণতার্তিবিনাশায় নিত্যোদযোগিস্রমোহন্ত তে ।
পুরা যৎ প্রার্থিতং স্বামিন্ সৃষ্টিভারাবতারণে ৩২ ।

ভক্তকৃষ্ণ জগন্নাথ সহজানন্দরূপায় । স্বামি, প্রসন্ন
কি নাথ তুল্যতঃ মম বিদ্যাতে ৩৩ । স্বামিভ্যঃ
পৃথগ্ভীমাভেদভিন্নঃ কৃপাযুধে । অজ্ঞানভিম্বিরা-
চ্ছন্ন-জগৎকারাগৃহান্তরে ৩৪ । ভ্রাম্যস্ব স্বামি-
মাপ্নোতি স্বামতে মুক্তিহেতবে ৩৫ । নমো নমস্তে
জগদেকবন্দ্য সুরাসুরাত্মার্চিতপাদপদায় । নমো নম-
স্তাপহরৈকচন্দ্র নমো নমঃ শর্মসুধোদসান্ত ৩৬ ।
নমো নমঃ কম্পনদূরভূত হৃৎপ্রাপকামপ্রদকররূপ ।
দীনশরণ্য প্রণতৈকহৃৎসজ্জোদ্ধর্তো নিত্যসুবদনক ৩৭ ।
প্রসীদ জগতাং নাথ ময়ানাং হৃৎসাগরে ।
কটাকলীলাপাতেন ত্রায়স্ব করুণাকর ৩৮ । স্বধেখং
তং জগন্নাথং বেদার্থে স পিতামহঃ । জগাম সীরিণং
দ্রষ্টুমবতীর্ণং ধরাধরম্ ৩৯ । প্রণম্য পরমা ভক্ত্যা
তুষ্টাব বলিনং মুদা । নভঃ শিরস্তে দেবেশ আপস্তে

নাথ ! অনন্ত মহিমাবিত চিজ্ঞপী আপনাকে পুনঃ-
পুনঃ নমস্কার করি । প্রভো ! আপনি অখিল-
দেবগণের ও আরাধ্য দেবতা ও অধিদেবতা, আপনি
দিব্যরূপী অথচ দিব্যাদিব্যস্বরূপ, অতএব আপ-
নাকে বারংবার নমস্কার । আপনি জরামৃত্যুবিহীন
ও মৃত্যুরূপী মনীষিগণ আপনাকে জলদগ্নি-স্বরূপ
তেজোময় ও মৃত্যুরও মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া কীর্তন
করিয়া থাকেন । দেব ! আপনি সহজ আনন্দময়,
শরণাগত ব্যক্তিগণের মৃত্যু-বিনাশন, ভক্তগণের
প্রিয় এবং নিখিল জগতের পিতা-মাতা, অতএব
আপনাকে পুনঃপুনঃ প্রণিপাত করি । প্রগাঢ়
অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত করিতে একমাত্র আপনিই
অদ্বিতীয় সূর্য্যস্বরূপ, আপনার স্নাত্ত্রয় গ্রহণ
করিলে কাহারও আর কোন প্রকার হুংখ থাকে
না । বিবিধ ক্রেশ-লক্ষ্য জীবনের পক্ষে আপনি
অকৃত্রিম কৃপা সিদ্ধস্বরূপ, অতএব বারংবার
আপনাকে নমস্কার । প্রভো ! আপনি পরাংপর
ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভক্তগণের পাপপুণের আপনি পরম
শত্রু এবং অপার-সংসারপারাবারের আপনিই
পারস্বরূপ ; অতএব নাথ ! ব্রহ্মরূপী আপনাকে
নমস্কার । দয়াময় ! আপনিই অখিল বস্তুর
স্বীকৃতহেতু, এবং পরম্পরা পরিব্যাপ্ত পরতত্ত্বপর,
অতএব পরমাত্মরূপী আপনাকে প্রণাম করি ।
হে নিত্যোদযোগিন্ ! আপনি ত প্রণতগণের
সর্ব্বদা দূর করিয়া থাকেন, অতএব আমি
আপনাকে নমস্কার করি । স্বামিন্ ! পূর্বে সৃষ্টি-
ভারাবতারার্থে আপনাকে নিকট হে বিদ্যে প্রার্থনা

করিয়াছিলাম, হে জগন্নাথ ! হে সহজানন্দরূপিন্ !
একণে সেই প্রার্থনা পূর্ণ করুন । নাথ ! আপনি
প্রসন্ন হইলে আমার আর তুল্য কি আছে ?
হে কৃপাযুধে ! আপনিই ত এই আমাকে ভবদীপ
লীলা-ভেদে আপনা হইতে বিভিন্ন করিয়া অজ্ঞান-
ভিম্বিবৃত জগৎরূপ কারাগৃহের মধ্যে নিষ্কিপ্ত
করিয়াছেন । একণে ইহা হইতে মুক্তির একমাত্র
হেতু আপনার কৃপা ভিন্ন অনন্তকাল ভ্রমণ করিয়াও
ত মুক্তিদ্বার প্রাপ্ত হইতেছি না । ২১—৩৫ । দেব !
আপনি অখিল জগতের একমাত্র আরাধ্য, একমাত্র
সুরাসুরগণ সতত আপনার পাদপদ্মের অর্চনা
করিয়া থাকেন । নাথ ! এই বিশ্বসংসারে একমাত্র
আপনিই সান্ত্রসুধাধার সন্তাপহর অদ্বিতীয় সূর্য্য-ও-
স্বরূপ ; অতএব পুনঃপুনঃ অসীম নমস্কার ।
দীনবৃত্তো ! আপনি দীনগণের তুল্য কামপ্রদ
অকম্পন করুণস্বরূপ, এবং দীন নিরাশ্রয় প্রণত
ভক্তজনের অসীম ক্রেশরাশি নিবারণে সতত
সমুদ্যত, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি ।
নাথ ! হৃৎসাগরে নিমগ্ন জগৎসিদ্ধিগণের
প্রতি প্রসন্ন হউন । হে করুণাকর ! করুণা
প্রকাশ করিয়া করুণাকটাকপাতে জগৎসীকে
পরিজ্ঞান করুন । ভগবান্ পিতামহ, সেই জগন্নাথ
হরিকে এইরূপ ভাব করিয়া অবতীর্ণ ধরাধর
বলভক্তকে দর্শনার্থ গমন করিলেন । অমন্তর
পরম ভক্তিসংস্কারে বলদেবকে প্রণামপূর্ব্বক
এইরূপে সানন্দে ভাব করিতে লাগিলেন । হে
দেবেশ ! সহজানন্দ আপনাকে নমস্কার, সখিলরূপ

বিষয়ঃ প্রভো! ৪০। পানো কিত্তিরুং বহিঃ
সিহানি সমীরণঃ। মমন্তে হোষধীনাথচক্ৰী তে
দিবাকরঃ। ৪১। বাহবঃ ককুতো নাথ নমন্তে
জ্ঞানদর্পণ। চতুর্দশানাং লোকানাং মূলস্তম্ভায়
সীরিণে। ৪২। পাদাঙ্কোজপ্রপন্নানাং নমঃ পাপোষ-
দারিণে। অনন্তবক্রনয়ন-শ্রোত্রপাদাকিবাহবে। ৪৩।
নমোহনাদিমহামূল-তমন্তোমৈকভানবে। ত্রীময়
ত্রিধাদোষনাশায় জ্যোতসীরিণে। ৪৪। কণামণি-
কণাকার-কিত্তিমণ্ডলধারিণে। নগঃ ফালাগ্নিক্রদায়
মহাক্রদায় তে নমঃ। ৪৫। ভোগতরুফণাচ্ছত্রমধ্য-
স্থিতায় তে নমঃ। মহাবিজলে বৃদ্ধে একীভূতে
জগদ্রয়ে। ৪৬। হমেব শেষে ভগবন্ সহস্রক-
মণ্ডিত। কণামণিগণব্যাজসমুৎপাদিনভৌতিক। ৪৭।

শরীর, কিত্তিতল পাদদ্বয়, বহিঃ মুখ, উনপঞ্চাশৎ
বায়ু নিবাসপ্রবাস এবং চন্দ্রসূর্য্য চন্দ্রস্বরূপ,
অতএব হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। নাথ!
দিক্‌নিচয় আপনার বাহুসমূহ, আপনি চতুর্দশ
ভুবনের মূলস্তম্ভ ও জ্ঞানের দর্পণস্বরূপ; অতএব
আপনাকে নমস্কার করি। দেব! যাহারা আপনার
চরণকমলের আশ্রয় গ্রহণ করে, আপনি তাহাদের
অধিল পাপরাশি বিদূরিত করিয়া থাকেন, আপনার
চক্ৰ, কণ, মুখ ও হস্তপাদাদি অনন্ত, আপনাকে
নমস্কার। প্রভো! আপনার আদি নাই, আপনিই
বিষয়ের মহামূলস্বরূপ, তমোরাশি নিবারণের
আপনিই অধিতীয় সূর্য্যসম, আপনিই ঋগ্ যজুঃ
সাম এই বেদত্রয়ের স্বরূপ, আপনার কৃপায়
আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দোষই প্রশমিত হইয়া থাকে।
এবং আপনি ত্রিমূর্তিতে অবতীর্ণ, অতএব
আপনাকে পুনর্বার নমস্কার করি। প্রভো!
আপনি নিজ মস্তকে স্বীয় কণাঙ্কিত মণির কণাতুলা
এই বিশাল কিত্তিমণ্ডলকে অবলীলাক্রমে ধারণ
করিতেছেন; আপনি কালাগ্নিক্রদ ও মহাক্রদ-
স্বরূপ, আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি। দেব
প্রলয়কালে মহাকর্ষজল বর্ধিত হইলে, যে সময়
তাহারা জগদ্রয় প্রাবীত হইয়া একীভূত হয়, সে সময়
আপনি স্বীয় কৃতলিত প্রকাণ্ড শরীরকে শয্যা ও
কণাঙ্কলকে স্তম্ভ করিয়া সুখে নিজা গিয়া থাকেন
অতএব অনন্তমহিম আপনাকে নমস্কার। হে
জগদ্রয়! আপনি স্বীয় অনন্ত কণামণিচ্ছলে খেন
বিদূরভাঙের অধিল সপ্তম মস্তকে ধারণ করিত
সহস্রকমলে মণ্ডিত হইয়া প্রলয়প্রাবীতলে

হমেব নাথ সর্বোবাঃ শ্রুতঃ পালয়িতা শ্রুতঃ।
অক্সা ধাময়িতা মিত্যঃ মদাদ্যাব্রিমিত্যকাঃ। ৪৮।
এব নারায়ণো যো বৈ পাদান্তেযুপগীয়তে। বন্তো
স ভিন্নো ভগবন্ কারণভেদভাগসি। ৪৯। শয্যা
হং শয়িতা হেব ছাদ্যন্ত ছাদকো ভবান। যো
বৈ কৃষ্ণঃ স বৈ রামো যো রামঃ কৃষ্ণ এব সঃ।
যুবয়োঃসুতরং নাস্তি প্রসীদ হং জগন্ময়। ৫০।
ইতি স্তবান্তে বলিনং প্রণম্য পরমেশ্বরম্। দৈবরৌ-
জগতাঃ দ্রষ্টুং সুভদ্রাস্তদনং যযৌ। ৫১। জয়
দেবি জগন্মাতঃ প্রসীদ পরমেশ্বরি। কার্যাকারণ-
কত্রী হং সর্বশক্ত্যে নমোহস্ত তে। ৫২। সর্বস্ত
হৃদি সংবিষ্টে জ্ঞানমোহাঙ্ঘ্রিকে সদা। কৈবল্যসুখদে
ভদ্রে হাং নমামি সুরারণিম্। ৫৩। দেবি হং
বিষ্ণুমায়াসি মোহয়ন্তী চরাচরম্। হংপদ্মাসন-
সংস্থাসি বিষ্ণুতাবানুসারিণি। ৫৪। হমেব লক্ষী-
গৌরী চ সতী কাত্যবনী তথা। যচ্চ কিঞ্চিৎ

সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। ৩৬—৪৪। নাথ! আপনিই
সকলের শ্রুত, পালয়িতা ও সংহারকর্তা। প্রভো!
আপনি অশ্রুদাদি সকলেরই মূলকারণ। ভগবন্!
সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্রে যাহারই মহিমা বর্ণিত আছে,
সেই ভগবান্ নারায়ণ আপনা হইতে ভিন্ন নছেন,
কেবল অনির্বচনীয় কারণ বশতই পৃথগ্রূপে
বিরাজ করিতেছেন। আপনি শয্যা, নারায়ণ শয়ন-
কর্তা, আপনি ছাদক, নারায়ণ ছাদ্য। বস্তুতঃ যিনিই
কৃষ্ণ, তিনিই রাম, এবং যিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ,
আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র প্রভেদ নাই;
অতএব হে জগন্ময়! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন। ভগবান্ ব্রহ্মা পরমেশ্বর বলরামকে এইরূপ
স্ততিবাদান্তে প্রণামপূর্ব্বক অধিল জগতের দৈবরী
বিষ্ণুশক্তি সুভদ্রাকে দর্শনাথ তদীয় রথ-সম্মিধানে
উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—হে দেবি জগন্মাতা!
আপনার জয় হউক, আপনি প্রসন্ন হউন। হে পরমে-
শ্বর! আপনি কার্যাকারণকত্রী ও সর্বশক্তি-স্বরূ-
পিনী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে কৈবল্য-
সুখদে! আপনি অধিল জীবন্ত হংপদ্মমধ্যে
বিরাজ করিতেছেন, হে জ্ঞানমোহাঙ্ঘ্রিকে। আপনি
সুরগণের অবনি-স্বরূপ, অতএব হে ভদ্রে! আপ-
নাকে প্রণাম করি। হে দেবি! যিনি চরাচর মোহিত
করিয়া রাখিয়াছেন, আপনিই সেই বিষ্ণুমায়া,
হে বিষ্ণুতাবানুসারিণি। আপনি কমলাকমলে বিষ্ণু
রূপকমলে গভত বিরাজমান। নাথ! এক

কচিৎ সঙ্গসখিলাগ্নিকে ॥৫৫॥ তস্য সর্বস্ব শক্তিব-
তোহুং স্বাং কস্ত শক্তিমান্ । জয় ভদ্রে সুভদ্রে
স্বং সর্বেষাং ভদ্রদায়িনি । ভদ্রাভদ্রস্বরূপা স্বং ভদ্র-
কালি নমোহস্ত তে ॥ ৪৭ ॥ স্বং মাতা জগতাং
দেবি পিতা নারায়ণো হি সঃ । স্ত্রীরূপং সর্বমেব স্বং
পুরুষো জগদীশ্বরঃ ॥ ৫৮ ॥ যুবয়োৰ্নহি ভেদোহস্তি
নাস্ত্যন্তঃ পরমেব হি । যথা বয়ং নিযুক্তা হি স্বয়া
বৈকবমায়য়া । নিদেশকারিণো নিত্যং ভ্রাম্যঃ পর-
মেধরি ॥ ৫৯ ॥ বৃত্তিঃ প্রবৃত্তিঃ পরমা ক্ষুধা নিদ্রা
স্বমেব চ । (১) সর্বকামপ্রদে নিত্যে ভক্তানাং কল্প-
বল্লরী ॥ ৬১ ॥ জাহি পাদাজলগ্নং মাং রূপাপাঙ্ক-

মাত্র আপনিই লক্ষ্মী, আপনিই গৌরী, আপনিই
শচী ও আপনিই কাত্যায়নী, অধিক কি কহিব,
জগতে সদস্য যে কিছু বস্তু আছে, আপনি তৎ-
সমুদয়েরই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে অখিলাগ্নিকে!
আপনাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? জননি!
আপনি সকলেরই ভদ্রদায়িনী বলিয়া ভদ্রা নামে
প্রসিদ্ধা, অতএব হে সুভদ্রে! আপনার জয় হউক।
হে ভদ্রকালি! আপনিই সমুদয় ভদ্রাভদ্রস্বরূপ;
আপনাকে নমস্কার। দেবি! আপনি অখিল জগতের
মাতা এবং ভগবান নারায়ণ পিতা। জগতে যত
কিছু স্ত্রী-মূর্তি আছে, সকলই আপনি এবং যত কিছু
পুরুষ আছে, জগদীশ্বর নারায়ণই তৎসমুদয়স্বরূপ।
হে পরমেধরি! আপনাদিগের উভয়ের কিছুমাত্র
প্রভেদ নাই, এবং জগতে আপনাদিগের অপেক্ষা
অপর ঐষ্টবস্তু আর কিছুই নাই। বিষ্ণুমায়ায়
আপনি আমাদিগকে যেরূপ কার্যে নিযুক্ত করিয়া-
ছেন, আমরা প্রতিনিয়ত সেই নিদেশানুসারেই
ভ্রমণ করিতেছি। পরমাবৃত্তি বলুন, প্রবৃত্তি বলুন,
ক্ষুধা বলুন, নিদ্রা বলুন, আশা বলুন; আর আশার
পূর্ণতাই বলুন, সকলি আপনি এবং একমাত্র আপ-
নার রূপাতেই সকলের সকল আশা পূর্ণ হইয়া
থাকে। মাতঃ! আপনিই জীবগণের মুক্তিপ্রদা-
য়িনী এবং আপনিই তাহাদিগের ভববন্ধনের
হেতু। হে সনাতনি! আপনিই ভক্তগণের
সর্বকামপ্রদা কল্পলতিকাস্বরূপ, অতএব হে ভক্ত-
বৎসলে! আমি আপনার চরণপ্রান্তে পতিত হই-

(১) আশা স্বাশাপূর্ণা চ সর্বাশাপরিপূরিকা।
মুক্তিরূপমোবেশি বন্ধকৈতুখমেব হি। ইত্যাদিকঃ
কচিৎ পঠ্যঃ ॥

বিলোকনৈঃ ॥ ৬২ ॥ স্বহেখং ভদ্ররূপাং তাং তৎ-
সমীপে স্থিতং রথৈঃ । চক্রং সুদর্শনং বিকোশ্চতুর্ধ-
বপূরাহিতম্ । প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা ইমাং স্ততিমুদা-
হরৎ ॥ ৬৩ ॥ সুদর্শন মহাজাল কোটিসূর্য্যসমপ্রভ ।
অজ্ঞানতিমিরান্ধানাং বৈকুণ্ঠাধ্বপ্রদর্শক ॥ ৬৪ ॥
নমস্তে নিত্যবিলসদ্বৈকবাঙ্গনিকেতন । অব্যাধি-
বীৰ্য্যং যজ্ঞপং বিকোশ্চতুর্ধপ্রণম্যাহম্ ॥ ৬৫ ॥ প্রণম্য
স্বহা দেবান্ স রথৈভ্যঃ পরিবৃত্য চ । ইন্দ্রহ্য-
নারদাত্মাদিষ্টপদপদ্ধতিঃ ॥ ৬৬ ॥ নীলাচলমধা-
রোহৎ প্রসাদং জইমুংসুকঃ ॥ ৬৭ ॥ ততঃ স গয়া
প্রাসাদসমীপং দৈবতৈঃ সহ । দদর্শ শালাং কচিরাং
স্খচিত্তাভিমতাং দ্বিজাঃ ॥ ৬৮ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়া-
মাস দেবতোরগভূপতীন । ব্রহ্মবীণ যোগিনো
বিপ্রান্ বৈকবাংস্ত তপস্বিনঃ ॥ ৬৯ ॥ দিব্যসিংহা-
সনবরে নৃপেণ প্রতিপাদিতে । সপাদপীঠে ভগাঙ্ক-
পবিষ্টঃ স্বয়ং বিভূঃ ॥ ৭০ ॥ শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মার্থ-
ভরদ্বাজং মহামুনিম্ । পিতামহাজয়া ভূপো বরয়া-

তেছি, আপনি রূপা-কটাক্ষপাতে আমাকে পরিজ্ঞান
করুন। ভগবান কমলাসন, সুভদ্রা দেবীকে স্তব
করিয়া তৎসমীপবর্তী রথস্থিত বিষ্ণুর চতুর্ধ-শরীর
সুদর্শন চক্রকে পরম ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক
এইরূপ স্ততিবাদ করিতে লাগিলেন;—হে মহা-
দীপ্তিশালিন সুদর্শন! হে কোটিসূর্য্যসমপ্রভ! তুমি
অজ্ঞানতিমিরান্ধ ব্যক্তিগণের বৈকুণ্ঠমার্গপ্রদর্শক
এবং প্রতিনিয়ত বিলসনশীল, বিবিধপ্রকার বৈক-
বাস্ত্রনিচয়ের আধারস্বরূপ, অতএব তোমাকে নম-
স্কার। তুমি বিষ্ণুর অনিবার্য্য-বীৰ্য্যমূর্তিস্বরূপ,
তোমাকে আমি প্রণাম করি ॥৫৫—৬৫॥ ব্রহ্মা এইরূপে
সুদর্শনকে প্রণাম ও স্তব করিয়া সমুদয় দেবগণকে
স্ব স্ব বিমান হইতে অবতারণপূর্ব্বক প্রসাদদর্শনার্থ
সমুৎসুকচিত্তে দেববি নারদ ও ইন্দ্রহ্য কর্তৃক প্রদ-
র্শিত পথানুসারে নীলাচলে অবতরণ করিলেন।
দ্বিজগণ। অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণের সহিত প্রাসা-
দের সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় মনোমত মনোহর
শালা সন্দর্শনপূর্ব্বক তন্মধ্যে দেবগণ, উরগগণ,
ব্রহ্মবিগণ, যোগিগণ, বিপ্রগণ, তপস্বিগণ, বৈকবগণ
ও ভূপতিগণকে সংস্থাপন করিলেন। এবং সেই
বিভূ ভগবান ও স্বয়ং ইন্দ্রহ্যপ্রদত্ত পাদপীঠসমবিত
উৎকৃষ্টতম দিব্যসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। পরে
ভূপতি ইন্দ্রহ্য পিতামহের আজ্ঞানুসারে শান্তিক
পৌষ্টিক কর্ম্মার্থনার্থ মহামুনি ভরদ্বাজকে বহুলা

মানা কৰ্মিণঃ ॥ ১১ ॥ প্রতিষ্ঠায়াং বে দেবা বলি-
পূজাবিধৌ মতাঃ । হোমেষু চ তথা তে বৈ ধ্যান-
কৰ্মপাশ্ৰিতাঃ ॥ ১২ ॥ আজ্ঞয়া পদ্মযোনেঃ চতু-
র্দিক্ গতাগমাস্রিতাঃ । পুজিতা গন্ধপুষ্পৈশ্চ মাল্যা-
লঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ কৰ্ম প্রববৃতে ভরদ্বা-
জেন ধীমতা । প্রত্যকং দেবদেবস্ত সৰ্বেষাঞ্চ
দিবৌকসাম্ ॥ ১৪ ॥ ত্রৈলোক্যবাসিনাং পূজাং
চকার নৃপতিৰ্মদা । সঙ্কোপাকং সমভ্যর্চ্য জগৎ-
ষষ্ঠীরমগ্রতঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ সম্পূজিতাঃ পৰ্বে তেন
ত্রৈলোক্যবাসিনঃ । পশ্চাত্তোহবহিতঃ মধ্যে সাক্ষাদ্
ব্রহ্মাণমব্যয়ম্ ॥ ১৬ ॥ বপুঃস্থং জগন্নাথং প্রত্যকং ব্রহ্ম-
রূপিণম্ । ইন্দ্রহাৰ্যপ্রসাদেন জীবন্তুক্তমাপুযুঃ ॥ ১৭ ॥
কলেবরং ভগবতঃ প্রাসাদং স্মনোহরম্ । প্রতিষ্ঠায়
ভরদ্বাজঃ সমুজ্জিতমহাধ্বজম্ ॥ ১৮ ॥ ব্যজ্ঞাপয়ৎ
প্রতিষ্ঠাং জীবন্তাথ পিতামহম্ । সমুত্তৰৌ ততো
ব্রহ্মা কৃতমন্তায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥ ঋষিভির্নাবদাদৈশ্চ
বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈশ্চথা । বাজতিঃ কত্রিযৈর্নীগৈঃ সহিতঃ
পরমর্ষিভিঃ ॥ ২০ ॥ গন্ধকৈর্গৌর্যমানেষু দিবাগানেষু

দ্রব্যাদি দান করত বরণ করিলেন । যে সকল
দেবগণ প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধীয় বলি, পূজা, ও স্নানাদি
কার্যে অতিমত, ভগবান পদ্মযোনির আজ্ঞা অনুসারে
তাঁহারা ইন্দ্রহাৰ্য কর্তৃক গন্ধ, পুষ্প ও মাল্যালঙ্কারাদি
দ্বারা পুজিত হইয়া চতুর্দিকে উপবেশন করত ধ্যান-
যোগে বিষ্ণুরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন । অনন্তর
মুনিবর ধীমান্ ভরদ্বাজ, দেবদেব ব্রহ্মা ও অমৃত্যু
সমুদয় দেবগণের সমক্ষে কর্তব্য কৰ্ম আরম্ভ করি-
লেন । তৎকালে নৃপতি ইন্দ্রহাৰ্য, সানন্দে অগ্রে
সাক্ষোপাক দেবগণের সহিত জগৎষষ্ঠী ব্রহ্মার
অর্চনাপূর্বক ত্রৈলোক্যবাসী অখিল জীবগণেরই
যথাযোগ্য পূজা করিলেন । অনন্তর ইন্দ্রহাৰ্য কর্তৃক
পুজিত ত্রৈলোক্যবাসী সমুদয় প্রাণিগণ ইন্দ্রহাৰ্যের
প্রাসাদে দেবগণের মধ্যস্থলে অবস্থিত অব্যয়
সাক্ষাৎ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মরূপী প্রত্যক দেহধারী জগন্নাথকে
অবলোকন করত জীবমুক্ততা প্রাপ্ত হইল ।
এদিকে মুনিবর ভরদ্বাজ ভগবান্ জগন্নাথ দেবের
কর্তৃক কলেবর এবং সমুদয় মহাধ্বজ-সুশোভিত
ভূমিসাধন মন্দির প্রতিষ্ঠাপূর্বক ভগবানের জীব-
নকল্যাণে ভগবান্ পিতামহকে নিবেদন করিলে,
তিনি তৎকালোচিত স্বাক্ষর করিয়া নারদাদি
ঋষি, বাজতি, কত্রি, রাজগণ ও
অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সাক্ষোপাক করিলেন । তৎকালে

স্বয়ম্ । মাকল্যোহিত্যগৌরী নৃত্যকীৰ্ত্তনম্
চ ॥ ২১ ॥ শাকুনেষু চ যজ্ঞেষু পঠ্যমানেষু চ
দ্বিজৈঃ । শৰ্ভকাশাল্যরজতেরীবাদিত্রৈবেণবে ॥
২২ ॥ শব্দে প্রযুক্তিতে তত্র সৰ্বৈ তে কন্দনোপরি ।
গহাবতারয়ামাসু রথাং সোপানবর্ধনি ॥ ২৩ ॥ সাব-
ধানা সমাধিত্বা ভক্ত্যা সংযমিতাঙ্গকাঃ । পার্শ্বয়ো-
র্ভুজয়োর্মৃদ্ধি পাদযোৰ্যন্তপাণয়ঃ ॥ ২৪ ॥ শনৈঃ
শনৈঃ সলীলং তে নারায়ণমনাময়ম্ । বাসং বাসং
তুলিকাসু নিহাঃ প্রাসাদসন্নিধিম্ ॥ ২৫ ॥ উপর্যু-
পবিসন্ত, - ২৬ ॥ জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ
জয় সৰ্বপাপবিনাশন ॥ ২৬ ॥ জয় লীলাদাকৃতনো জয়
বাহ্যকলপ্রদ । জয় সংসারসমুদ্র-লীলোদ্ধার জয়া-
ব্যয় ॥ ২৭ ॥ জয়ানু কল্পাপাথোধে জয় দীনপরা-
য়ণ । জয়চ্যুত জয়ানন্ত জয়েশান নমোহস্ত তে ॥
২৮ ॥ এতিঃ পদৈঃ কুঙ্গানো ব্রহ্মণা সংযত্ববা ।
তুগ্ধাব চ মুদা যুক্তো নাবদশ্চোপবীণয়ন ॥ ২৯ ॥

গন্ধকৈর্গৌর্যমানেষু দিবাগানেষু
দেবগণ সমুদয় স্ববে মাকল্যোচিৎ রাগ-বাগিণীতে
দিব্য সঙ্গীত, অঙ্গবা সকল মনোহর নৃত্য ও দ্বিজগণ
শাকুনমুক্ত পাঠ করিতে অবস্থ করিলেন এবং
চতুর্দিক হইতে শৰ্ভ, কাশল, মুবজ, ভেবী ও বেণু
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর মহাশব্দ সমুচ্চিত
হইল । পবে ব্রহ্মাদি সকলে রথোপরি গমনপূর্বক
সমাধিত্ব ও সংযতচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে সাবধানে
হস্ত দ্বারা পার্শ্বদেশদ্বয়, ভুজযুগল, পাদদ্বয় ও মস্তক
ধারণ করত ক্রমে ক্রমে যত্নভাবে অব্যয় নারায়ণকে
রথ হইতে সোপানপথে অবতারণ করিলেন এবং
মধ্যে মধ্যে স্থানবিশেষে রক্ষা করত ক্রমে প্রাসাদ-
সন্নিধানে আনয়ন করিলেন । ঐ সময়ে স্বর্গ হইতে
উপর্যুপরি কল্পবৃক্ষের পুষ্প বৃষ্টি হইতে থাকিল ।
স্বয়ম্ ভগবান্ ব্রহ্মা তৎকালে হে কৃষ্ণ । হে জগন্নাথ ।
হে সৰ্বপাপবিনাশন । আপনার জয় হউক । হে
বাহ্যকলপ্রদ । আপনি লীলাময়, এজন্ত লীলা প্রকা-
শার্থই এই দাক্ষয়ী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন,
অতএব আপনার জয় হউক । হে অব্যয় । আপনি
সংসারসাগরে নিমগ্ন জীবগণকে অবলীলার উদ্ধার
করিয়া থাকেন এবং আপনি কৃপারসের সাগর,
অতএব আপনার জয় হউক । হে অচ্যুত । হে
অনন্ত । একমাত্র আপনিই দীনজনের হৃৎ নিবা-
রণে সজ্জত সমুদ্রবৃক্ষ, অতএব হে দীনপরা-
য়ণ । আপনার জয় হউক । জয় হউক, আপনার নমোহস্ত । এইরূপে
ভক্তি করিলে দেবগণ নারদ ও বীণাবাদন প্রভৃতির

রত্নসুভদ্রা মুক্তি দ্ব্যমৃত্যুং পৃষ্ঠতঃ । শশিনা
ভাবতা ভক্ত্যা দিব্যধূপেন ধূপিতঃ ॥ ১০ ॥ শ্রেণী-
ভূতা উভয়তঃ পার্বয়োচ্চমরগ্রহাঃ । সলীলান্দো-
লনব্যগ্রা যৌবনালকৃতাস্ত্রী ॥ ১১ ॥ এবং তে
সহিতাঃ সর্বে হর্মকৌতুহলাধিতাঃ । সুদর্শনং
সুভদ্রাং বলভদ্রমনৈবিধুঃ ॥ ১২ ॥ প্রাসাদদ্বাবি
রচিত্তে রত্নসুভদ্রা মণ্ডপে । বাসয়িত্বাভিষেকায়
সম্মুখাদর্শয়ন্তে ॥ ১৩ ॥ সুবাসিতৈ রত্নকুন্তৈস্তীর্থ-
বার্যুপসমুতৈঃ । সূক্তাভ্যাং স্ত্রীপুরুষয়োবভিষেকুং
পিতামহঃ ॥ ১৪ ॥ চকার ভগবান্লোকসংগ্রহার্থং
দ্বিজোক্তমাঃ । ততোহভ্যালকৃতান্ দেবান্ গন্ধ-
মাল্যোপশোভিতান্ ॥ ১৫ ॥ নীবাজযিহা বিধি-
বৎ স স্বয়ং লোকভাবনঃ । বহুসিংহাসনে রম্যে
স্থাপয়ামাস মন্ত্রতঃ ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অশেষ-
জগদাধিব সর্বলোকপ্রতিষ্ঠিত । সুপ্রতিষ্ঠাখিল-
ব্যাপিন প্রাসাদে সুস্থিবো ভব ॥ ১৭ ॥ যবি প্রতি-

ষ্ঠিতে নাথ স্বয়ং সর্বে প্রতিষ্ঠিতাঃ । তবাক্ষয়া
প্রতিষ্ঠেয়ং পূর্ণাভ্যাং বৎপ্রসাদতঃ ॥ ১৮ ॥ স্থাপয়িত্বা
জগদাধিঃ স্পৃষ্টা তন্ত হৃদযুজম্ । আচুর্জুতং মন্ত্র-
রাজং সহস্রং প্রজজ্ঞাপ হ ॥ ১৯ ॥ বৈশাখমাসে
পক্ষে অষ্টম্যাং পুণ্যযোগতঃ । কৃত্য প্রতিষ্ঠা কৌ
বিপ্রাঃ শোভনে শুক্লাবাসরে ॥ ১০০ ॥ তদ্বিনং
সুমহৎপুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । জ্ঞানং দানং তপো
হোমঃ সর্বমক্ষয়ামনুতে ॥ ১০১ ॥ তন্মিন্ দিনে বে-
পশ্চাতি মানবা ভক্তিভাবিতাঃ । কৃষ্ণং রামং সুভদ্রাং
তে যুক্তিভাজো ন সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥ শুক্লাষ্টমী
যা বৈশাখে শুক্লপুণ্যযুতা যদা । তস্মাৎতর্চনং
বিধোঃ কোটিজন্মানাশনম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ইন্দ্রহৃদয়কৃত ভগবনুর্ভিচতুষ্টি-প্রতিষ্ঠা-
পনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

মানন্দে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর চন্দ্র-
সূর্য জগদাধ দেবের পৃষ্ঠদেশ হইতে তদীয় মস্তকো-
পরি পরম ভক্তিসহকায়ে রত্নখচিত ছত্রদ্বয় ধারণ
কবিলেন, অপবাপব বহুলদেবগণ দিব্যধূপগন্ধে
ভাঁহার স্তুতি উৎপাদন করিতে থাকিলেন এবং
অসংখ্য যুবকবৃন্দ জগদাধদেবের উভয় পার্শ্বে শ্রেণী-
বদ্ধ হইয়া করে দিব্যচামর ধারণ করত ধীরভাবে
আন্দোলিত করিতে আরম্ভ করিল । পরে এইরূপে
ভাঁহা বা সকলে মিলিত ও হর্ম-কৌতুহলাধিত
হইয়া এইরূপে ক্রমে ক্রমে বলভদ্র, সুভদ্রা ও
সুদর্শনকেও আনয়ন করিলেন । হে দ্বিজগণ ।
অনন্তর স্বয়ং লোকভাবন ভগবান্ পিতামহ, লোক-
রক্ষার্থ প্রাসাদের দ্বারদেশবর্তী রত্নসুভদ্রাবিরাজিত
সুশোভিত মণ্ডপমধ্যে সম্মুখস্থাপিত দর্পণে প্রসি-
দ্বিময় উক্ত দেবগণকে অভিষেকার্থ সুগন্ধি তৈলাদি
দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া কর্ণবাদিসুবাসিত তীর্থজল-
পূর্ণ কলসনিচয় দ্বারা স্ত্রী-পুরুষসুভক্ত পাঠ করত
ভাঁহাদিগকে অভিব্যক্ত করিলেন ; অতঃপর গন্ধ-
মাল্যোপশোভিত ও বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
করিয়া যথাবিধি নীরাজনাপূর্বক যথোক্ত বেদমন্ত্র
উচ্চারণ করত রমণীয় সিংহাসনে স্থাপন করিলেন ।
অনন্তর এইরূপে প্রার্থনা করিলেন,—হে সর্বলোক-
প্রতিষ্ঠিত । আপনি অখিল জগতের আহার এবং
সুখবায়ী,—আপনি, কৃপা করিয়া এই প্রাসাদমধ্যে
সুপ্রতিষ্ঠিত হউন এবং, সম্যক দ্বিরকায়ে স্তব্ধ

করুন । নাথ । আপনি প্রতিষ্ঠিত হইলেই আমরা
সকলেও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকি । আপনাব আরা-
হুসাবে অনুষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য আপনারই
প্রসাদে পূর্ণ হউক । এইরূপ প্রার্থনান্তে জগদাধ-
দেবকে জ্ঞান কবাইয়া ভাঁহার হৃৎকমল স্পর্শ
করত সহস্রবার আচুর্জুত মন্ত্র জপ করিলেন । হে
বিশ্বগণ । ভগবান্ ব্রহ্মা, বৈশাখ মাসের পুণ্য-
যোগযুক্ত শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে সুশোভন
বৃহস্পতিবারে উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করেন ;
তজ্জন্ত ঐ দিবস, অতি পুণ্যতম ও সর্বপাপবিনাশন ।
ঐ দিনে জ্ঞান দান তপস্বী ও হোমাদি সমুদয় কার্য্যই
অক্ষয়-কলজনক হইয়া থাকে । যে সকল মানবগণ
ঐ দিনে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে জগদাধদেব, বলরাম ও
সুভদ্রাদেবীকে দর্শন করে, তাহারাই নিশ্চয়ই বুদ্ধি-
লাভ করিয়া থাকে । অধিক আর কি কহিব,
বৃহস্পতিবারে ও পুণ্যানকজাষিত বৈশাখ শুক্লাষ্টমীতে
ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চনা করিলে কোটিজন্মান্তরিত
কলুষরাশিও তিরোহিত হইয়া যায় । ৬৬—১০৩ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টাধিক্যোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরূপাচ । ততঃ স ভগবান্ মহামহিম্য
মহাকেশরী । ইত্যহাদিভিঃ সর্বৈর্দর্শনৈঃ সর্বদর্শনঃ ॥
১ ॥ লেলিহানো জগৎসর্বং সমস্তাজ্জলজিহ্বয়া ।
কালাগ্নিরুদ্রসদৃশঃ প্রসস্তমিব চোখিলম্ ॥ ২ ॥
ষোড়সীকন্দরং ব্যাপ্য তেজসা তপসা ভূশম্ ।
অনেকাক্ষিযুগ্মগ্রীবা কবপাদশ্রুতিবিভূঃ ॥ ৩ ॥ সর্বা-
শ্রব্যময়ো দেবঃ কেবলং তেজসো নিধিঃ । ভয়ত্রস্তাঃ
সমুদ্বিগ্না নেশাঃ স্তোতুমপি প্রভূম্ ॥ ৪ ॥ তথাবিধ-
মালোক্য নারদঃ পিতবঃ তদা । পপ্রচ্ছ ভগবনিখং
কথমেব প্রকাশতে ॥ ৫ ॥ নবদ উবাচ । অমুগ্ৰহায়া-
বতরং প্রত্যাতৈষ ভয়প্রদঃ । সর্বৈ ভয়াং স্থিবন্বাঃ
প্রলয়াশঙ্কিনোহধুন । যমেব ভগবল্লীলা জানাসি
জগতাং পতে ॥ ৬ ॥ তচ্ছ হা নারদবচঃ পদ্মযোনিঃ

অষ্টাধিক্য অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—হে বিজগণ । অনন্তর ব্রহ্মার
মহামহিমায় ইত্যাদি সকলে সেই ভগবান্ জগ-
ন্নাথ দেবকে অমুতাকার নৃসিংহমূর্তিতে দর্শন
করিলেন । তাঁহারা দেখিলেন,—সেই নৃসিংহদেব
যেন সমস্তাং তেজঃপ্রদীপ্ত জিহ্বা দ্বারা সমুদ্র
অবলেহন করিতেছেন । তৎকালে বোধ
যেন কালাগ্নি রুদ্রসদৃশ আবির্ভূত হইয়া আঁখল বিধ
ক্রীড়া করিতে সমুদ্রত হইয়াছেন । তেজোনিধি
বিভূ নৃসিংহদেব সর্বদা আশ্রয়ময় বলিয়া প্রতীত
হইতে লাগিলেন । তাঁহাব চক্ষু কর্ণ মুখ নাসিকা
গ্রীবা ও হস্তপাদাদি অসংখ্য দৃষ্ট হইল এবং বোধ
হইল—তদীয় তপস্ব্যেজ্ঞে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যভাগ
পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । তাদৃশ ভীমমূর্তি-দর্শনে
তত্রস্ত্য সকলেই সাতিশয় উদ্ভিগ্ন ও ভয়ত্রস্ত হইয়া
সেই প্রভুকে স্তুতিবাদ করিতেও সমর্থ হইলেন না ।
তৎকালে তাঁহাকে যথাবিধি দর্শনে দেবর্ষি নারদ,
ঋষি শিখর কমলাসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগ-
বন্ ! হরি কি জন্ত এরূপ প্রকাশ পাইতেছেন ?
ইনি সকলের প্রতি অমুগ্ৰহ প্রকাশার্থ অবতীর্ণ হই-
লেন মত্যা, কিন্তু প্রত্যুত ইনি এক্ষণে সকলেরই
ভয়প্রদ হইয়াছেন । দেখুন, এক্ষণে সমুদ্র প্রাণি-
গণই প্রায়শ্চল উপস্থিত বিবেচনায় ভয়ে নিতান্ত
অস্থির হইয়াছে । অতএব এরূপ হইবার কারণ
কি ? ব্রহ্মা । হে ভগবন্ ! একমাত্র আপনিই
জগৎপতি । হরি আপনার বিষয় অবগত আছেন ।

শ্রিতাননঃ । উবাচ কৌতুকং বাক্যং সর্ববাসুপ-
কারকম্ ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অবতীর্ণঃ জগন্নাথঃ
দৃষ্টা দাক্ষবপুর্ধবম্ । অবজ্রাস্ততি বৈ লোকাঃ সাক্ষাদ্
ব্রহ্মস্বরূপিণম্ ॥ ৮ ॥ অতঃ বেদিনো মুঢ়া মহিমানং
বদন্তি । মদ্রিতো মন্ত্রবাজেন যেনাং পরমেষ্ঠিনা ॥
৯ ॥ পুরাতিমজিতোহনেন বিদদার মহাসুরম্ । তাদৃগ্
রূপং সুহৃদর্শং প্রাপ্যসেহপি ভয়প্রদম্ ॥ ১০ ॥
মূর্ত্তবেষা পবাকষ্ঠা বিকোবমিততেজসঃ । যামত্য্যচ্য
গতিং যান্তি পুনবাবৃতিবর্জিতাম্ ॥ ১১ ॥ নৃসিংহান্তি-
মুখঃ হে নমিদমাহ মুদাবিতঃ ॥ ১২ ॥ নমোহস্ত তে
দ্যাববৈবর্ক্যঃ হ নমোহস্ত তে যোগেশ্বৈকসিংহ ।
নমোহস্ত তে সিংহরৈকসিংহ নমোহস্ত নীলাচল-
শৃঙ্গসিংহ ॥ ১৩ ॥ নমোহস্ত তুংখার্বপাবসিংহ
নমোহস্ত তেজোময়দ্যবাসিংহ । নমোহস্ত চিত্রাকৃতি-
চিত্রসিংহ নমোহস্ত তে ক্রেশবিমুক্তিসিংহ ॥ ১৪ ॥

ভগবান্ পদ্মযোনি, নবদেব তাদৃশ বাক্য শ্রবণ-
পূর্বক সহাস্রবদনে সকলের উপকারক পরম কৌতু-
কাবহ এই কথা বলিলেন । ১—৭ । যতদবেদী
মুঢ়লোক সকল সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী এই জগন্নাথ-
দেবকে দাক্ষম্য দেখিয়া অবজ্রা কবিরে, এই বিবে-
চনায় তাহারাও যাহাতে ইহার মহিমা খ্যাপন করে,
তজ্জন্ত সর্বমন্ত্র-প্রধান পরমেষ্ঠিমন্ত্রে ইহাকে আভি-
মন্ত্রিত করিয়াছি বলিয়া এইরূপে প্রকাশমান হইয়া-
ছেন । পূর্বে ইনি এই মন্ত্রে মন্ত্রিত হইয়া আমারও
ভীতিপ্রদ এতাদৃক তুনিরীক্ষাকপ ধারণ করত
মহাসুর হিরণ্যবশিষ্ঠকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ।
অমিতেন্দ্ৰো বিশ্বব্রহ্মাণী মূর্ত্তিই কালবিশেষ-স্বরূপ ।
এই মূর্ত্তির অর্চনা করিলে জীবগণ নিকর মূর্ত্তি
প্রাপ্ত হয় । অনন্তর ব্রহ্মা, সেই নৃসিংহদেবের
সম্মুখীন হইয়া সানন্দে এককপ স্তুতিবাদ করিতে
লাগিলেন ।—হে দেব । আপনি আলৌকিক সর্ব-
শ্রেষ্ঠ অদ্বিতীয় সিংহমূর্ত্তিধারী, আপনাকে নমস্কার ।
হে যোগীগণের যোগরূপ-গুহাশায়ী অপ্রতিমসিংহ ।
আপনাকে নমস্কার । আপনি মহাসিংহগণের
মধ্যে সর্বপ্রধান সিংহ, এবং আপনি নীলাচলের
শৃঙ্গবিহারী মহাসিংহ, আপনাকে বারংবার নমস্কার
বরি । প্রভো ! আপনি ভক্তগণকে তুংখার্বপাদে
লইয়া বাইতে সিংহবৎ মহাবিক্রমশালী, অতএব
হে তেজোময় দ্যবাসিংহ । আপনাকে নমস্কার ।
হে চিত্রসিংহ । আপনার আকৃতি অজি বিচিত্র

নমোহং তে দিব্যবপুর্নসিংহ নমোহং তে বীর-
বরৈকসিংহ । নমোহং তে দৈত্যবিনাশসিংহ
নমোহং দেবেশধিদেবসিংহ ॥ ১৫ ॥ জৈমিনিরুবাচ ।
সংহেতুঃ দিব্যসিংহঃ তমিস্রহস্যঃ প্রজাপতিঃ ।
সিংহবক্ষঃ সমালিখ্যঃ তস্তোপরি নিবেশ্য চ ॥ ১৬ ॥
দীক্ষয়িত্বা মন্ত্ররাজঃ সাক্ষাদাধ্বর্যগোদিতম্ । আত্ম-
বৈক্যবনির্মাণঃ যঃ বেদান্তপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥ যত্র
বেদান্ত চত্বাবঃ সাক্ষারিত্যঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৮ ॥
যমধীত্য মহামন্ত্রঃ মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ পুবা । সৃষ্টিককাবে
ভগবান্ প্রাপ্তমস্মাচ্চতুর্থাৎ ॥ অগ্নিমাদিগুণা যৎ
কলং স্তাদাহুসজিকম্ ॥ ১৯ ॥ এক এব মহামন্ত্রঃ
পুরুষার্ঘ্যচতুষ্টয়ম্ । প্রাপ্তুং কারণভূতো হি কিং পুনঃ
কুদ্রকামনাম্ ॥ ২০ ॥ এক এব মহামন্ত্রঃ সর্বকৃ-
কলপ্রদঃ । সর্বতীর্থপ্রদশ্চৈব সর্বদানফলপ্রদঃ ॥ ২১ ॥
যথায় সর্বপাপোঘ-তুলরাশিদবানলঃ । দিব্যসিংহ-
কৃতির্দেবো মন্ত্ররাজস্তথাঙ্করম্ ॥ ২২ ॥ এবমভ্যস্ত

আপনি শরণাগত ব্যক্তিগণের ক্রেশবিস্মৃতিদান-
বিষয়ে মহাবিক্রান্ত সিংহরূপ, অতএব আপনাকে
নমস্কার নমস্কার । হে দিব্যবপুর্নবীরধাবিন্ নৃসিংহ ।
আপনি বীরবরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীরকেশরী,
আপনি দৈত্যপুত্র-বিনাশে মহাসিংহরূপ এব
আপনি অখিল দেবগণের মধ্যে সিংহবৎ সর্বপ্রধান
অধিদেব ; অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম
করি । জৈমিনি কহিলেন,—ভগবান্ প্রজাপতি সেই
দিব্যসিংহকে এইরূপ স্তুতিবাদান্তে নৃসিংহরূপ আঁকিত
করিয়া তত্পরি সাক্ষাৎ অর্ধরূপেদোক্ত নৃসিংহদেবের
প্রধান মন্ত্র সন্নিবেশিত করত নৃপতির ইন্দ্রহাস্যকে
সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানপূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগি-
লেন । বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী বিদগ্ধগণ যাহাকে
বৈক্যব নির্মাণ নামে উল্লেখ করেন ; যে মন্ত্রে
সাক্ষাৎ বেদচতুষ্টয় প্রতিনিয়ত অবস্থিত, পুরে
ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমহু, স্বাক্ষর নিকট হইতে যে মহামন্ত্র
প্রাপ্ত হইয়া সতত জপ করত সৃষ্টিবস্তুর করিয়া-
ছিলেন ; অগ্নিমাদি অষ্টসিদ্ধি যাহার আত্মযজ্ঞক
কল ; একমাত্র যে মহামন্ত্র, জীবগণের ধর্ম্ম-অর্থ-
কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্ঘ্যচতুষ্টয় লাভেরই কারণ-
স্বরূপ ; সুতরাং উহাতে যে সামান্ত কামনা সিক
হইবে, তাহার আর কথা কি ? একমাত্র যে মহামন্ত্র,
সর্বপ্রকার যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থের ও সর্ববিধ
দানের ফলদান করিয়া থাকে ; অধিক কি, দিব্য
সিংহকৃতি এই নৃসিংহদেব যেমন সর্ববিধ পাপপু-
ন্য

যতদ্যো ভবরোগঃ ত্যজতি বৈ ॥ ২৩ ॥ যত্র
গ্রহমাশ্রয়ে গ্রহাপস্মাররাক্ষসঃ । ডাকিন্তো
ভূতবেতানাঃ পিশাচা উরগা গ্রহাঃ । দূরাদেব
পলায়ন্তে নেশান্তে বীক্ষিতুক তম্ ॥ ২৪ ॥
মন্ত্ররাজঃ ততো লকা ইন্দ্রহাস্যচতুর্থাৎ । নৃসিংহঃ
শান্তবপুষঃ লক্ষ্মীসংস্থিতবক্ষসম্ ॥ ২৫ ॥ চক্রঃ
পিনাকং দবতং চন্দ্রসূর্য্যাদিচক্ষুষম্ । জাহ্নুপ্রসারিত-
কর-সরোজবদ্যম্বরসম্ ॥ ২৬ ॥ যোগপট্টসমারুঢ়ঃ
স্বাত্ত্রিশব্দলপদ্মকে । মন্ত্রবর্ণময়ে মধ্যে কর্ণিকা-
প্রণবোজ্জ্বলে ॥ ২৭ ॥ সুধাসৌম্যং সাত্ত্বিকং বীক্ষিত-
শ্রীমুখাঙ্গম্ । সটামণ্ডিতবক্রাজঃ দিব্যরত্নোজ্জ্বলা-
কৃতিম্ ॥ ২৮ ॥ ফণাসহস্রং বিস্তার্য পশ্চাচ্ছত্রাকৃতিং
বিভোঃ । দদর্শ বলভদ্রং তং হললাঙ্গলধারিণম্ ॥
২৯ ॥ প্রজহর্ষ নৃপো দৃষ্টী তাদৃশং পুরুষোত্তমম্ ।
বিস্ময়াবিষ্টচেতাঃ স পত্রচ্ছ কমলাসনম্ ॥ ৩০ ॥

রূপ তুলারশির ভস্মীকরণ বিষয়ে দাবানলস্বরূপ, এই
অক্ষরায়ক মন্ত্ররাজও সেইরূপ জানিবে । ৮—২২ ।
যতিগণ এই মন্ত্র জপ করিয়াই ভবরোগ হইতে
মুক্ত হইয়া থাকেন । এই মন্ত্রগ্রহণ করিবামাত্রই
দৃষ্ট গ্রহ, গ্রহাপস্মার, রাক্ষস, ডাকিনী, ভূত,
বেতাল, পিশাচ ও উরগাদি দূর হইতেই পলা-
য়ন করে, এমন কি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি-
তেও সক্ষম হয় না । নৃপতি ইন্দ্রহাস্য স্বাক্ষর নিকট
তাদৃশ মন্ত্র লাভ করিয়া দেখিলেন,—নৃসিংহদেবের
আর সেই ভীষণ মূর্তি নাই, তিনি প্রশান্তমূর্তি
ধারণ করিয়াছেন ; দেবী কমলা তাঁহার হৃদয়সরোজে
বিরাজ কবিতোছেন, চন্দ্র-সূর্য্যাদির ছায় তাঁহার
লোচনযুগল সমুজ্জ্বল, তদীয় হস্তদ্বয়ে চক্র ও পিনাক
শোভা পাইতেছে এবং অপর হস্তদ্বয় জাহ্নুর উপরি
ভাগে প্রসারিত হইয়া কমলযুগলের ছায় অপরূপ
শোভা ধারণ করিয়াছে । ওঙ্কাররূপ কর্ণিকা-
শোভিত মন্ত্রাকরময় স্বাত্ত্রিশব্দল পদ্মমধ্যে সুধৌর্ণ-
বিষ্ট থাকিয়া কমলাদেবীর মুখকমল নিরীক্ষণ করত
অটু অটু হাস্য করিতেছেন । তদীয় সর্বদ্য দিব্য-
রত্নালঙ্কারে উজ্জ্বলিত এবং মুখকমল সটামণ্ডলে
বিমণ্ডিত হইয়াছে, তিনি যোগপটে আধিষ্ঠিত ।
আরও দেখিলেন—হললাঙ্গলধারী বলদেব তাঁহার
পৃষ্ঠদেশে সহস্র ফণামণ্ডল বিস্তারপূর্বক ছত্রের
আকার করিয়াছেন । নৃপতির ইন্দ্রহাস্য পুরুষো-
ত্তমের তাদৃশ রূপ দর্শনে সাত্ত্বিক আনন্দিত হই-
লেন এবং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে স্বাক্ষরকে জিজ্ঞাসা করি-

যতিঃ নৃপ । তত্তৎসংজ্ঞারবোধোহ তত্তৎসংজ্ঞা-
কারণম্ । ৪৮ । এবং মহিমা ভগবানাবিভূতাব-
স্থাপনম্ । যন্ত যাবান্ত বিবৃণোত সিদ্ধিঃ তাবতী ।
৪৯ । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা বিবৃণোতাত্মসামান্যম্ ।
সমাদায় গোবিন্দমত্র দাক্ষবপুর্জরম্ । ৫০ ।
চতুর্ভুজকলাবাণৌ যথাভিনয়িতঃ তব । অনেন
মন্ত্ররাজেন বিভূমেনঃ সমর্চয় । ৫১ । অতঃ পরতরো
মন্ত্রো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি । অনেনাত্মর্চিতো
বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ । দদাতি
কপূরমপি ভগবান্ তত্ত্ববৎসলঃ । ৫২ । যজ্ঞেন্তীর্থৈ-
ব্রতৈর্দীনৈস্তপোভিচ্চাপি তন্ত্ৰ কিম্ । নীলাচলস্থঃ
যো বিষ্ণুঃ দাক্ষমূর্তিমুপাশ্রিত্য বৈ । ৫৩ । তৎ
ব্রবীমি তে ভূপ ঋতৈতদবধায় । ৫৪ । স্ত্রোগ্রোধ-
মূলে কুলেহস্ত নিছোনীলাচলে স্থিতম্ । দাক্ষব্যজী-
কৃতঃ ব্রহ্ম দৃষ্টা মুচ্যেত সংশয়ঃ । ৫৫ ।

ইতি জৈমিনে ভগবতো নৃসিংহমূর্তিপরিগ্রহো -
নামাষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৮ ।

তাহাকে সেইরূপই কলদান করিবেন, সন্দেহ নাই ।
হে নৃপ ! বিষ্ণু স্বর্ণ যেমন বিবিধ প্রকারে সন্তোষ
উৎপাদন করে, একমাত্র ভগবান্ ও স্বীয় মহিমায়
এইরূপ নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন । তবে,
যাহার যে রূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ
হয় । রাজন ! তুমি বিষ্ণু স্বরূপে কামনোবাক্যে
এই দাক্ষময় গোবিন্দের আরাধনা কর । তোমার
অভিলাষাধিকার চতুর্ভুজ কলনাত্মক মন্ত্রে
এই বিষ্ণুর অর্চনা করিবে । ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-
তর মন্ত্রকখন হয়ওনি ও হইবেও না ! এই মন্ত্রে
অর্চিত হইলে তত্ত্ববৎসল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ প্রীত
হন, এমন কি স্বীয় পদও দান করিয়া থাকেন । যে
ব্যক্তি নীলাচলস্থ এই দাক্ষময় বিষ্ণুকে অর্চনা
করিবে, তাহার আর যজ্ঞ, তীর্থ, ব্রত, দান বা তপ-
স্কার প্রয়োজন নাই । হে ভূপ ! আমি তোমায়
প্রকৃত-তত্ত্ব বলি, অবগতপূর্বক অবধারণ কর । এই
সিদ্ধ-কূলে অক্ষয়বটমূলে নীলাচলস্থিত এই দাক্ষ-
ময় ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সকলেই মুক্তিলাভ করিবে,
সংশয় নাই । ৪১—৫৫ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৮ ।

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ । ইত্যুত্বা নৃপশাশ্বতঃ লোক-
সংগ্রহণায় বৈ । সিংহাকৃতিঃ স্বরূপে উদ্ভাস্ত কল-
সনঃ । পূর্বে প্রকাশরূপং যদ্বিকোত্তরং প্রকটীকৃতম্ ।
১ । রথাবরোহণে দৃষ্টোচ্চতমো মূর্তকঃ পুরা । তা
এব সিংহাসনগাঃ সর্বে তে দদুঃ পুনঃ । ২ ।
দ্বিষড়ঙ্করমন্ত্রেণ বলভদ্রমপূজয়ৎ । ৩ । সূক্তেন
পৌরুষেণেনং নারায়ণমনাময়ম্ । দেবীসূক্তেন
চক্রক দাদশাঙ্করকেণ চ । পূজয়িত্বাহুগ্রহায় পার্শ্ববিন্দু-
স্তবেদয়ৎ । ৪ । ব্রহ্মোবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ
ভক্তাহুগ্রহকারক । ইন্দ্রহ্যয়ন্ত জন্মানি স্বয়ি ভক্তিঃ
প্রকূর্বতঃ । ৫ । সহস্রং সমতীতানি তদন্তে স্বায়-
লোকয়ৎ । স্বদর্শনং হি ভগবন্ তব সাযুজ্যকারণম্ ।
যদ্যপ্যয়ং ভক্তিযোগেনেচ্ছাত স্বাঃ সমর্চিতম্ ।
তদাত্ম্যপয় যেন স্বাঃ ভক্তিযোগেন ভাবয়েৎ । ৬ ।
দেশকালব্রতাদ্যেচ্ছ তথা চাত্মোপচারকৈঃ । ৭ ।
অনুখাত্তোজগলিতমাত্মাত্মতরসং নৃপঃ । পিপাসুস্বাঃ

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

জৈমিনি বলিলেন,—ভগবান্ কলসন, নৃপ-
শাশ্বত ইন্দ্রহ্যয়কে এইরূপ কহিয়া জনসাধারণের
কল্যাণার্থ স্বীয় স্বরূপে ভগবানের সেই সিংহাকৃতি
সংস্থানপূর্বক তাঁহার পূর্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিলেন ।
পূর্বে রথ হইতে অবতারণ সময়ে তাঁহার যে প্রকার
চারিমূর্তি দেখা গিয়াছিল, তখন তদ্রূপ সকলেই
সেই মূর্তিচতুষ্টয়কে সিংহাসনাধিকৃত দর্শন করিল ।
অনন্তর ব্রহ্মা, পুরুষস্বরূপ মন্ত্রে সেই অনাময় নারা-
য়ণকে, দ্বিষড়ঙ্কর মন্ত্রে বলদেবকে, সূক্তমন্ত্রে,
সুভদ্রা দেবীকে এবং দাদশাঙ্কর মন্ত্রে সুদর্শন
চক্রকে পূজা করিয়া ইন্দ্রহ্যয়ের প্রতি অহুগ্রহ প্রকা-
শার্থ কহিলেন,—হে ভগবান্ দেবদেবেশ ! হে ভক্তা-
হুগ্রহকারক ! আপনার প্রতি ভক্তিমান হইয়া এই
ইন্দ্রহ্যয়ের সহস্রজন্ম অতীত হইয়াছে, তৎপরে
আপনার দর্শন পাইয়াছে । হে ভগবন্ ! যদি
আপনার দর্শন সাযুজ্য মূর্তির কারণ, তথাপি এ
যখন ভক্তিযোগে সহকারে আপনাকে অর্চনা করিতে
ইচ্ছা করিতেছে, তখন কি প্রকার দেশ কাল ব্রতাদি
ও উপচারাদির দ্বারা আপনার অর্চনা করিবে এবং
যে রূপ ভক্তিযোগে আপনাকে ভাবনা করিবে, তম্বির
আদেশ করেন । ১—৭ । হে ভগবান্ ! দেখুন, এই
নৃপবর জনস্বীয় মুখ-কল-বিগলিত আভ্যন্তর অমৃত-

জগন্নাথ পিত্তজ্যোত্বোহনিমেবকম্ । ১২ । জৈমিনিবচ ।
ইতি বিজ্ঞাপিতো দেবঃ সাক্ষাৎ কমলযোনিঃ ।
দাক্ষেহোহপি বিহসন্ প্রাহ গভীরয়া গিরা । ১৩ ।
প্রতিযোবচ । ইন্দ্রহাষ প্রসন্নস্তে ভক্ত্যা নিকাম-
কর্ম্মভিঃ । তদন্তেনেদৃশী সম্পন্ন কেনাপ্যপবর্জিতা ।
১৪ । বরং দদামি তে ভূপ ময়ি ভক্তিঃ স্থিরাস্ত তে ।
উৎসৃজ্য রত্নকোটীং যমুয়া যাতনঃ কৃতম্ । ১৫ ।
ভক্ত্যেপ্যেতস্ত রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে যম্মা । ১৬ ।
কালান্তরেহপি যোহপ্যন্তঃ প্রাসাদঃ কারয়িষ্যতি ।
তবৈব কীর্ত্তিঃ সানুনঃ স্বং প্রীত্যা তত্র মে স্থিতিঃ ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতদব্রবীমি তে ।
প্রাসাদভক্তে তৎস্থানং ন ত্যক্ষ্যামি কদাচন । ১৭ ।
অনেন দাক্ষবপুয়া স্বাস্ত্রাম্যজ্ঞ পরাক্ষকম্ । দ্বিতীয়ঃ
পদ্মযোনেস্ত যাবৎপরিসমাপ্যতে । ১৮ । মনোঃ
স্বয়মুভয়াংশে দ্বিতীয়ে তু চতুর্ধুগে । কৃতস্ত প্রথমে
জ্যোত্বে দর্শেতি কৃতুসংস্থিতিঃ । ১৯ । জ্যৈষ্ঠ্যামহকা-

রস পান করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনিমেঘনেত্রে আপ-
নাকে নিরীক্ষণ করিতেছে । সাক্ষাৎ কমল-যোনি
জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া
তিনি দাক্ষম্বর হইলেও, হাস্য করত গভীর স্বর
কহিলেন,—ইন্দ্রহাষ ! তোমার ভক্তি ও নিকাম-
কর্ম্মমূলে আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি,
তোমা ভিন্ন অপর কেহ কখন এরূপ সম্পদ লাভ
করে নাই । অতএব হে ভূপ ! আমি তোমায় এই
বর দিতেছি যে, আমার প্রতি তোমার ভক্তি অচলা
হউক । হে রাজেন্দ্র ! তুমি যখন কোটি কোটি রত্ন
উৎসর্গ করিয়া আমার মন্দির স্থাপন করিয়াছ, তখন
ইহা ভয় হইলেও আমি কখন এই স্থান পরিত্যাগ
করিব না । কালান্তরেও যদি কেহ এই স্থানে
আমার মন্দির প্রভৃত করিয়া দেয়, নিঃসন্দেহ তাহা
তোমারই কীর্ত্তি হইবে এবং তোমার প্রতি আমার
অসীম প্রীতি বশতঃ সেই মন্দিরেও আমি অবস্থিতি
করিব । আমি তোমায় ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি
যে, এই প্রসাদ ভূমিসাৎ হইলেও কদাচ আমি এই
স্থান ত্যাগ করিব না । পদ্মযোনির দ্বিতীয় পরাক্ষ-
কাল পর্য্যন্ত আমি এই দাক্ষম্বর দেহে অবস্থিত
থাকিব । রাজন ! সায়মুখ যম্বর সত্যাদি চতু-
র্ধুগণিত দ্বিতীয় অংশে এবং সত্যযুগের মদীয় দর্শন-
এবং এই কালান্তরে মদীয় স্বরূপভাবেই আমার
আবিস্কার হইবে এবং আমি জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাতে অব-

বতীর্ণ হইয়াছি, জগদ্বাসিনম্ । তত্কাং মে মপ্নঃ
কুখ্যাৎ মহান্নানবিধানতঃ । ১১ । প্রত্যক্ষায়াঃ
মহারাজ সাধিবাসং সমুক্ষিম । পাশং বিনাশয়িষ্যামি
কোটীজন্মভিরজ্জিতম্ । ১২ । সর্বতীর্থজতুকলং
সমদানকলং তথা । পশুতাকাপি রাজেন্দ্র কলং
তাবৎ প্রপদ্যতে । ১৩ । স্ত্রোগোদাহৃতরে কূপঃ
সর্বতীর্থময়োহস্তি বৈ । স্নানায় পূর্বকং নিশ্চায়
কিঞ্চিদাচ্ছাদিতং ভূবা । ২০ । অবতীর্ণমহঃ
পশ্যাৎ বিবেচ্য প্রকাশয় । ২১ । সংস্কার্যঃ
স চতুর্দশাং বলিং দদ্বা বিধানতঃ । রক্ষক-
ক্ষেত্রপালায় দিশাং পালেভ্য এব চ । ২২ । কনু-
কাহালমুরজধনিযুক্তমবাদিষু । দ্বিজাতয়ঃ স্বর্ণকুন্তৈ-
রুত্তরেযুক্তহো জলম্ । ২৩ । জ্যৈষ্ঠাঃ প্রাতস্তনে
কালে ব্রহ্মণা সহিতক মাম্ । রামং শ্রুভদ্রাঃ
সংগাপ্য যম সাযুজ্যমাগুয়াৎ । ২৪ । আপ্যমানস্ত যঃ
পশ্চেন্নাং তদা নৃপসত্তম । দেহবন্ধমবাপ্নোতি ন
পুনঃ স তু পূর্বকঃ । কারয়িষ্য দৃঢ়ং মকমৈশান্তাং
দিশি মাণ্ডিতম্ । বিতানশোভারচিতং চন্দনাস্তঃ-

তীর্ণ হইয়াছি, এজন্য ঐ দিবসই আমার পুণ্য জন্ম-
দিন । অতএব হে মহারাজ ! ঐ দিবস মদীয় প্রতি-
মাকে অধিবাস-পুরঃসর মহান্নানবিধানানুসারে মহা-
সমারোহে স্নান করাইবে, তাহা হইলে আমি কোটি-
জন্মার্জিত পাপরাশি বিনাশ করিব । ১—১৮। অধিক
কি, হে রাজেন্দ্র ! যাহারা আমার ঐ স্নানযাত্রা দর্শন
করিবে, তাহাদিগেরও সমুদয় তীর্থস্নান, সর্বপ্রকার
যজ্ঞাহুষ্ঠান ও সর্ববিধ দানের ফল হইবে । নৃপতে ।
ঐ বৃক্ষের উত্তরে সর্বতীর্থময় এক কূপ আছে, উহা
এক্ষণে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকায় আবৃত হইয়া গিয়াছে,
আমি স্নানার্থ পূর্বে উহা নিষ্কাণ করিয়া পরে
অবতীর্ণ হইয়াছি । অতএব তুমি এক্ষণে
নির্ঘণপূর্বক তাহার আবিষ্কার কর । রক্ষক-
ক্ষেত্রপাল ও দিকপালগণের উদ্দেশে যথাবিধানে
বলিপ্রদানপূর্বক শব্দ, কাহল ও মুরজাদি বাদ্যবজ্র
বাদিত করত চতুর্দশীতে ঐ কূপের সংস্কার করিবে ।
দ্বিজাতিগণ স্বর্ণকুন্ত দ্বারা উহা হইতে জল উত্তোলন
করিবে এবং সেই জল দ্বারা জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমাতে
প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত আমাকে, বলরামকে ও
শ্রুভদ্রাকে স্নান করাইলে আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত
হইবে । হে নৃপসত্তম ! যে ব্যক্তি স্নানকালে
আমাকে অবলোকন করিবে, তাহাকে পুনরায়
দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইবে না । রাজন ।

সমুদ্রতট ২৬। তত্র মাং রামভদ্রাত্যাং প্রাপ-
নিত্য পুনর্নয়ৎ ২৭। দক্ষিণাভিমুখং যাত্যং যো
মাং পশ্যতি ভক্তিতঃ। ততঃ পঞ্চদশাহনি প্রাপনিত্য
যদ্যদিত্য ২৮। ততঃ পঞ্চদশাহনি প্রাপনিত্য
তু মাং নৃপ। অচিরমবিরামং বা ন পশ্যন্তু কদাচন।
২৯। জ্যেষ্ঠমাসমিদং কৃৎস্না দৃষ্ট্বা বাপি প্রমুচ্যতে।
ভক্তিচাখ্যাং মহাযাত্রাং প্রকুর্বাথাঃ কিতীষর। যন্তাঃ
সংকীর্ণনাদেব নরঃ পাপাং প্রমুচ্যতে। মাঘমাসস্ত
পঞ্চম্যামষ্টম্যাং চৈত্রশুদ্ধকৈ ৪১। এতে কালঃ
প্রশস্তাঃ হি ভক্তিচাখ্যমহোৎসবে। বিশেষান্মোক্ষ-
দাষাটু দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ৩২। ঋক্ষাভাবে তিথৌ
কার্য্য। সদা সা প্রীত্যে মম। আষাঢ়স্ত সিতে
পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা ৩৩। তন্তাং রথে সমা-
রোপ্য রামঞ্চ ভদ্রয়া সহ। মহোৎসবং প্রবর্ত্যথ
প্রণয়িত্বা দ্বিজোত্তমান ৩৪। ভক্তিচামণ্ডপং নাম

ঈশান দিকে চন্দনাস্তঃসমুদ্রিত চন্দ্রাতপশোভিত
মুসজ্জিত দৃঢ়তর একটি মঞ্চ নির্মাণপূর্বক তদু-
পরি বলরাম ও সুভদ্রার সহিত আমাকে স্থান
করাইয়া পুনরায় স্থানে উপনীত করিবে।
দক্ষিণাভিমুখে গমনকালে ভক্তিভাবে যে আমায়
দর্শন করিবে, সে মনে মনে যে যে বিষয় বাসনা
করে, তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হে
মুপ! এইরূপে আমায় পঞ্চদশ দিবস স্থান করাইয়া
অঙ্গরাগবিহীন বিরূপাবস্থায় কদাচ আমাকে দর্শন
করিবে না। হে কিতীষর! এইরূপে আমায়
জ্যেষ্ঠমাস করাইয়া বা তৎকার্য্য দর্শন কুরিয়া অবশ্যই
সকলে মুক্তিলাভ করিবে; এতদ্বিত্য তুমি আমার
ভক্তিচা মামক মহোৎসবও করিবে। উক্ত মহা-
যাত্রার নামোচ্চারণ করিলেও মানব নিষ্পাপ হয়।
মাঘমাসীয় শুক্লা পঞ্চমী ও চৈত্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী
ভক্তিচা মহোৎসবের সুপ্রশস্ত কাল। বিশেষতঃ
আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া যদি পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা
হয়, তাহা হইলে তাহা অতীব প্রশস্ততম, তাহা
সকলেরই মোক্ষদাতী। উক্ত নক্ষত্রের অলাভে
উক্ত তিথিতেই সেই মহোৎসব কর্তব্য; কারণ, ঐ
তিথি আমার পরম প্রীতিকর। আষাঢ় মাসে শুক্ল-
পক্ষীয় দ্বিতীয়াতে যদি পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হয়,
তবে ঐ দিনে সুভদ্রার সহিত আমাকে ও
বলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া দ্বিজবর-
গণকে প্রীত ও রথযাত্রারূপে মহোৎসব করত যে
স্থানে আমি পূর্বে প্রারম্ভিত হইয়াছি এবং যে স্থানে

যজ্ঞোৎসবঃ পূরা। অশ্বমেধসংক্রান্ত মহাবেদী তদা-
ভবৎ। তন্তাঃ পুণ্যতমঃ স্থানঃ পৃথিব্যাং নৈক
বিদ্যতে ৩৫। যজ্ঞোৎসবঃ পঞ্চদশবর্ষানি প্রীত্যে
মম ৩৬। মম প্রীতিকরঃ স্থানঃ তদ্ব্যাপ্তিঃ
গতম্। যথায় নীলশিখরী প্রাসাদেন তবাস্থা।
চতুর্থাঙ্কুরোদেহেন মহৎপ্রীতিকরো মম। তথা
নৃসিংহক্ষেত্রঞ্চ মহাবেদী তব ক্রতোঃ ২৭। মমোৎস-
বন্তেচ নিলয়ঃ প্রীতিকরম শান্তম্। বহুকালং
স্থিতচাখ্যং মমান্বিন প্রীতিকরম ৩৮। আশ্বা
মে পদ্মভূরেণ প্রাসাদে স্থাপিতোহস্মন। অশ্বা-
রোধাবন্তক্যা হবতিষ্ঠেহত্র নিত্যদা ৩৯। দিনানি
নব যান্তামি তথা তদ্ব্যাপ্তিঃ। তত্রাস্তি তে
মহারাজ সর্বতীর্থময়ঃ সরঃ ৪০। তন্তীয়ে সন্ত-
দিবসান্ স্থাস্তাম্যহুজিহ্বকয়া। তত্র স্থিতঃ মাং পশ্যন্তো
যান্তি মর্ত্যা মমালয়ম্। তিস্রঃ কোট্যোহর্ককোটি চ
তীর্থানাং ভুবনজয়ে। তানি সর্বাণি সরসি মৎস-

হৃদীয় সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের মহাবেদী, সেই ভক্তিচা-
মণ্ডপে আমাদিগকে লইয়া যাইবে। পৃথিবীতে সেই
স্থান অপেক্ষা পবিত্রতম স্থান আর নাই। ১১—৩৪।
তুমি পূর্বে আমার প্রীত্যর্থ তথায় ক্রমান্বয়ে পঞ্চদ-
শবর্ষকাল আশ্রিত প্রদান করিয়াছ বলিয়া সেই স্থান
অপেক্ষা আমার প্রীতিকর স্থান ধরাতলে আর
নাই। হৃদীয় প্রতিষ্ঠিত এই প্রাসাদ ও ব্রহ্মার
অরুরোধ হেতু এক্ষণে এই নীলগিরি যেমন আমার
মহৎ প্রীতিকর স্থান হইয়াছে, হৃদীয় অশ্বমেধ-যজ্ঞের
মহাবেদী নৃসিংহ-ক্ষেত্রও আমার সেইরূপ জানিবে।
উহা আমার জন্মনিলয় বলিয়াও অখণ্ডপ্রীতিজনক।
আমি ঐ স্থানে বহুকাল অবস্থিতি করিয়াছি, এজন্য
তথায় আমার অতুল প্রীতি আছে! রাজন! এই
পদ্মযোনি ব্রহ্মা আমার আশ্রয় স্বরূপ, তজ্জন্ত ইনি
যখন আমায় এই প্রাসাদে স্থাপিত করিয়াছেন,
তখন সেই অরুরোধে এবং তোমার ভক্তির অরু-
রোধেও আমি চিরদিন এই স্থানে অবস্থিতি
করিব। মহারাজ! আমি তথায় নয় দিবস গমন
করিব এবং তথা হইতে এই স্থানে আগমন করিব।
তথায় তোমার সর্বতীর্থময় যে এক সরোবর আছে,
তোমার প্রতি অমুগ্রহপ্রকাশার্থ সেই সরোবর-
তীরে আমি সপ্তদিবস অবস্থান করিব, তথায় অব-
স্থিতিকালে যে সকল মানব আমাকে দর্শন করিবে,
তাহারা মর্ত্য আশ্রয় বৈকুণ্ঠধাম গমন করিবে।
জিহ্ববনমধ্যা যে সার্বভৌমিক তীর্থ আছে, মৎস-

সারিধ্যাতবত্ত্বৈ ॥ ৪২ ॥ তত্র ত্রাষা চ বিধিবৎ
কুর্মাং ভক্তিভাবিতাঃ । জননীজঠরক্লেশঃ পুন-
রীহভবত্ত্বৈ ॥ ৪৩ ॥ নবম তু সমায়াস্তঃ দক্ষি-
ণাভিমুখং তদা ॥ যে পশুস্তি প্রতিপদমধমেধকতোঃ
কলম্ ॥ ৪৪ ॥ প্রাপ্য ভোগানিত্রসমান্ ভুক্তান্তে তে
বিশন্তি মাং । উত্থাপনং মম দ্বাপং মৎপার্ষপরিবর্ত-
নম্ । যার্গে প্রাবরণকৈব পুষ্যান্নানমহোৎসবম্ ॥ ৪৫ ॥
কান্তমাসে ক্রীড়নং কুর্বাদোলায়াং মম ভূমিপ ॥ (১)
অনরোক্ষাঃ সমভ্যর্চ্য দৃষ্টা চ প্রণিপত্য চ । প্রত্যেক-
মইন্দ্রিয়বাজিমেষকলং লভেৎ ॥ ৪৬ ॥ চৈত্রে কৃষ্ণ-
জয়োদশ্যঃ কুর্বাৎ কামপ্রপূজনম্ ॥ ৪৭ ॥ (২) বৈশাখশ-
নিত্তে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা । তত্র মাং লেপ-
য়েদগন্ধলেপনৈরতিশোভনম্ ॥ ৪৮ ॥ প্রীতয়ে মম
যে কুর্য়াকুৎসবান্ মম শাশ্বতান । চতুর্দশ-

সারিধ্য বশতঃ তৎসমস্তই সেই সরোবরে উপস্থিত
হইবে, একান্ত ভক্তিভাবে তথায় যথাবিধি স্নানান্তে
আমাকে দর্শন করিলে পুনরায় আর জননী-জঠরে
মানবগণকে ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে না, এবং
নবম দিবসে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রাকালে আমার
আমায় অবলোকন করিবে, তাহার প্রাপ্য পদ-কপট
অধমেধযজ্ঞের কলভাগী হইবে এবং ইহলোক-
ইন্দ্রের দ্বায় রাজভোগ উপভোগ করিয়া দেহান্তে
আমায় সাযুজ্যলাভ করিবে, সন্দেহ নাই । হে
ভূমিপ । এবস্ত্রকারে আমার শয়ন, পার্শ্বপরিবর্তন,
উত্থাপন, অগ্রহারণ মাসে প্রাবরণ, পুষ্যান্নান এবং
কান্তমাসে দোলযাত্রারূপ মহোৎসব করিবে ।
মানবগণ উক্ত দোলযাত্রা ও পুষ্যান্নানরূপ মহোৎসবে
আমাকে দর্শন, অর্চন ও প্রণিপাত করিলে
মিসন্দেহ দর্শনাদি প্রত্যেক কার্যে অষ্ট সহস্র
অধমেধযজ্ঞের ফল পাইবে । চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
জয়োদশীতে কামপ্রপূজননামক উৎসব করিবে
এবং বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়াতে
চন্দনাদি বিলোপনে সুন্দররূপে আমাকে লেপন
করিবে । যাহারা আমার প্রীত্যর্থে উল্লিখিত উৎসব
সকল করিবে, তাহাদিগকে প্রত্যেক উৎসবই

(২) জোলায়া যেহি পশুস্তি দক্ষিণামু-
পুজিষ্যম্ । ব্রহ্মভ্যর্চ্যাদিত্যঃ পাপৈর্ভূত্যাতে নাজ-
সংসারঃ ॥ ইতি প্রাচীনঃ পাত্তিঃ পুস্তকান্তরে ।
(২) প্রাচীনঃ পাত্তিঃ পুস্তকান্তরে ।
প্রাচীনঃ পাত্তিঃ পুস্তকান্তরে ।

প্রদাং হেতে প্রত্যেকং তে প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪১ ॥
জৈমিনিবচ । ইতি দৃষ্টা বরং তস্মা ইন্দ্রদ্রায়
ভো দ্বিজাঃ । ব্রহ্মাণমহি ভগবান্ দেবাত্তোক্ত-
সমুখঃ ॥ ৪২ ॥ চতুর্দশ তব প্রীতৈঃ সর্বং সম্পাদিতং
ময়া । যদিচ্ছা হি মমৈবেচ্ছা ন ভেদ আবয়ো-
ক্রবম্ ॥ ৪৩ ॥ যন্মাং মাধবমূর্তিঃ স্বং পুরা প্রার্থিত-
বানসি । তন্তৈব পরিপাকোহয়মবতারঃ কৃতো
ময়া ॥ ৪৪ ॥ মামত্র দৃষ্টা চাত্যর্চ্য প্রাপ্য সন্ত্যজ্য
মুচ্যতে । ক্রমাৎ সর্বং ত্বয়া সার্কং মম সাযুজ্য-
মাগুমাৎ ॥ ৪৫ ॥ যদেবাভিষজন্ মর্ত্যো মামত্র হি
নিষেবতে । অবজ্ঞাং তদবাপ্নোতি সজ্ঞাত্য তব
ভূপতে ॥ ৪৬ ॥ ব্রহ্মদানীঃ সত্যলোকঃ ত্রিদিবঃ
যাং দেবতাঃ । তবায়ুর্পূর্ণপর্যন্তমহমত্র স্থিতো
ক্রবম্ ॥ ৪৭ ॥ ততস্তে ভূমিতাঃ সর্বে ব্রহ্মবিষ্ণু-
সন্তমাঃ । প্রণম্য শিরঃ দেবং জগ্মুস্তে নিলয়ং
স্বকম্ ॥ ৪৮ ॥ দেবোহপি চ জগন্নাথঃ প্রতিমারূপ-

চতুর্দশকল দান করিবে, ইহা তোমায় কহিলাম ।
৩৫—৪১। জৈমিনিবলিলেন,—হে দ্বিজবর্গ । ভগবান
হরি, ইন্দ্রদ্রায়কে এইরূপ বরদানপূর্বক ঈশংহাস্ত-
বিকসিত-মুখ-কমলে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—চতুর্দশ !
তোমার প্রীতির নিমিত্ত সমুদয় বদীর অতীষ্ট
বিষয়ই সম্পাদন করিলাম । তুমি নিশ্চয় জানিও,
তোমার যাহা ইচ্ছা হইবে, তাহা আমারই ইচ্ছা,
কারণ তোমাতে ও আমাতে অণুমাত্র ভেদ নাই ।
পূর্বে তুমি যে আমার নিকট মাধবমূর্তি ধারণের
প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহারই পরিণামস্বরূপ এই
জগন্নাথদেবরূপ অবতারমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছি ।
এইস্থানে আমাকে দর্শন ও অর্চনাপূর্বক যে কেহ
প্রাপত্যাগ করিবে, সেই সংসার হইতে মুক্ত হইবে ।
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সর্বলোকেই তোমার সহিত আমার
সাযুজ্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই । মানব যে
কোন বিষয় বাঞ্ছা করত এই স্থানে আমার সেবা
করিবে, হে ব্রহ্মন ! তোমার অধিষ্ঠান হেতু অবশ্যই
তত্তৎ অতীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইবে । এক্ষণে তুমি
সত্যলোকে গমন কর এবং দেবগণও সুরপুরে
যাউন । আমি নিশ্চয়ই তোমার জীবিতকাল
পর্যন্ত এখানে অবস্থিতি করিব । অনন্তর ব্রহ্মবি
ও সুরবর প্রভৃতি সকলেই সানন্দচিত্তে জৈজগন্নাথ-
দেবকে অমৃত মস্তকে প্রণামপূর্বক স্ব স্ব স্থানে
প্রস্থান করিলেন । তৎকালে প্রাচীনার্য দেব
জগন্নাথও সুরদেব, মানবগণের আনন্দ, উৎপাদন

ধ্বংসন। তুষ্ণীঃ তিষ্ঠতি সর্বেষাং হর্ষমাপাদয়মাণা ।
৫৯। ইন্দ্রহ্যায়োহপি ধর্মাত্মা বিষ্ণুভক্তো দৃঢ়ব্রতঃ ।
অমৃতজ্য পদ্মযোনিঃ সৌন্দর্য্যোঃ স্তবর্ভতঃ ৬০ ।
যাজ্ঞাঃ সর্বা ভগবত আভ্যুত্তাঃ সাধু কারয়। তন্মিন
তুষ্ঠে জগন্নাথে সন্তুষ্টং বৈ চরাচরম্ ৬১ । ইত্য্য-
জ্ঞাঃ পদ্মযোনেস্ত যুক্তাধায় কিতীশ্বরঃ । নারদেন
সহ জীমান্ বিধিনা চ সমৃদ্ধিমৎ । জ্যেষ্ঠানাদিকং
সর্বমুৎসবং নিরবর্তয়ৎ ৬২ ।

ইতি জীক্ষান্দে দাক্ষকণঃ সকাশাদিন্দ্রহ্যায়স্ত
বরলাভো নার্মকোনজিংশোহধ্যায়ঃ ২৯ ।

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । চকার কেন বিধিনা জন্মান্নানং
শ্রিয়ঃ পতেঃ । অস্তানপুংসবান সর্বান বিধিবদ্ব্রহ্মি
নো যুনে ১ ৥ নারদেন পুবা প্রোক্তং সর্বং তে
মুনিসত্তম । বিভজ্য কথয় স্বামিন্ জ্যেষ্ঠান্নানং যথা-
তথম্ ২ ৥ মাহাত্ম্যং শ্রানভেদেন কথং তন্তোৎ-

করত ভূষীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।
এদিকে ধর্মাত্মা বিষ্ণুভক্ত দৃঢ়ব্রত নৃপবর ইন্দ্রহ্যায়
ভগবান্ ব্রহ্মাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবত তাঁহার
আদেশক্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । ব্রহ্মা তাঁহাকে
বলিলেন,—নৃপতে । তুমি এক্ষণে ভগবানের সর্ব-
প্রকার যাজ্ঞ-মহোৎসব সম্যক্ রূপে সম্পাদন কর ।
সেই ভগবান্ জগন্নাথ সন্তুষ্ট হইলেনই সমুদায় চরাচর
সন্তুষ্ট হইবে । জীমান্ কিতীশ্বর ইন্দ্রহ্যায় ভগবান্
পদ্মযোনির এই আদেশবাক্য মস্তকে ধারণপূর্বক
নারদের সহিত মহাসমাবেশে জ্যেষ্ঠান্নাদি সর্ববিধ
উৎসব যথাবিধানে নিষ্পাদন কবিলেন । ৫২—৬২ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৯ ৥

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

মুনিগণ কহিলেন,—হে মুন্যে ! নৃপবর ইন্দ্রহ্যায়
কিছুপ বিধানে ভগবান্ জীপতির জন্মান্নান-মহোৎসব
ও অস্তান্ত সমুদায় উৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন,
আমাদিগকে তাহা বিধিবৎ বলুন । হে মুনিসত্তম ।
পূর্বে দেবর্ষি নারদ আপনাকে সমুদয় বিষয়ই
বলিয়াছেন, হে স্বামিন্ । আপনি এক্ষণে বিতরু
করিয়া জ্যেষ্ঠান্নানের বিষয় যথাবিধানে কীর্তন করুন ।
মুন্যে । ভগবানের শ্রানভেদে মাহাত্ম্য এবং

সবান্ যুনে । স হি বেদ তমঃপারে ব্রহ্ম ব্রহ্মভূতো
যুনে ৩ ৥ তৎসর্বং ব্রহ্ম তন্মেন কল্প কোতুল্লভং
হি নঃ ৪ ৥ অহো ভাগ্যং নরপতেঃ সিন্ধুভক্তো ভো
যুনে । যদ্যেতাবতু কৰ্ম্মান্তে অত্যন্ততমিদং যত্নং ৫ ৥
ন ক্রতা হি ন দৃষ্টা হি প্রতিমা দাক্ষনির্মিতা । সজীব-
তনুবাং সাক্ষাধরং দদ্যামহুযাবৎ ৬ ৥ আরং
আরং ভগবত্চরিতং পাপনাশনম্ । চরিতং তন্ত
নৃপতেতুল্লভং মর্ত্যবাসিনাম্ ৭ ৥ ন সন্তোষোহস্তি
ভগবন্ শূখতারো মহামুন্যে । তদ্বদাহুক্রমেণাশ্রান্
যাজ্ঞাঃ সর্বাঘনাশনাঃ । যাসাং সন্দর্শনমাসৌ বৈকুণ্ঠ
ইতি নিশ্চিতম্ ৮ ৥ যাজ্ঞামাহাত্ম্যবক্তাসৌ যঃ
সাক্ষাধুহৃদনঃ । তন্নো বদ মহাভাগ জগতাং হিত-
কাম্যয়া ৯ ৥ জৈমিনিরুবাচ । জ্যেষ্ঠান্নানং প্রব-
ক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনয়োহধুনা । জ্যেষ্ঠোত্তরদশম্যাঙ্ক

উৎসব সকলই কি প্রকারে সম্পাদিত হইয়াছিল
বলুন । ব্রহ্মাব মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ তমোত্তমা-
তীত ব্রহ্মের বিষয় সমস্তই অতগত আছেন ।
অতএব আমাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় সকল যথার্থ-
রূপে ব্যক্ত করুন, তদ্বিষয় শুনিবার নিমিত্ত আমা-
দিগের নিতান্ত কোতুল্লভ জন্মিতেছে । ১—৪। মুন্যে !
অহো ! নরপতি ইন্দ্রহ্যায়ের কি অদ্ভুত ভাগ্য,
কৰ্ম্মান্তে যদি বাস্তবিকই সেইরূপ হইয়া থাকে,
তাহা হইলে উহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় । কেহ
কখন এইরূপ কথা শুনেও নাই, ও দেখেও নাই যে,
দাক্ষময়ী প্রতিমা সাক্ষাৎ সজীবশরীর হইয়া
মহুযাবৎ বর দান করে । হে ভগবন্ ! তজ্জন্ত
ভগবানের পাপনাশন অদ্ভুত মহিমা এবং মৃপতি
ইন্দ্রহ্যায়ের ও মর্ত্যবাসীদিগের হৃদয় আশ্চর্য্য
চরিত্রের বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়া অতীব
আশ্চর্য্যবিত্ত হইতেছি । হে মহামুন্যে ! আপনার
মুখে তাহাদিগের চরিত্রকথা শ্রবণে কিছুতেই আমা-
দিগের তৃপ্তির শেষ হইতেছে না, অতএব কৃপা
করিয়া যথাক্রমে ভগবানের সর্বপাপপ্রণাশ যাজ্ঞোৎ-
সবের বিষয় আমাদিগকে বলুন । ঐ সকল
যাজ্ঞামহোৎসব সন্দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠে বাস হয় ।
কারণ, যিনি সাক্ষাৎ মধুহৃদন, তিনিই স্বর্গ যাজ্ঞ-
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন । অতএব হে মহা-
ভাগ । আপনি অখিল জগতের হিতকামনার
তদ্বিষয় আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন । জৈমিনি
বলিলেন,—মুনিগণ ! অধুনা জ্যেষ্ঠান্নান বিষয়

অতঃ সঙ্কল্পা বাগ্‌যতঃ । প্রাতঃকথায় কুবীত পঞ্চ-
তীর্থং বিধানতঃ ॥ ১০ ॥ মার্কণ্ডেয়াবটং গাহ্য আচম্য
প্রযতঃ পুমান্ । প্রার্থয়েচ্ছকরং নহা কৃতাজ্জলিপুটো-
হগ্রতঃ ॥ ১১ ॥ অতিতীক্ষ্ণ মহাকায় কল্লাস্তদহনোপম ।
ভৈরবায় নমস্তভ্যামহুজ্ঞাং দাতুমহসি ॥ ১২ ॥ ততঃ
প্রবিশ্ব তীর্থং তদৈদিকৈঃ পঞ্চবারুণৈঃ । অঘমর্ষণ-
স্বস্তেন ত্রিরাবৃন্তেন বৈ দ্বিজাঃ । স্নানং যথাবৎ
সংসারান্নম্রোণেন চান্ততঃ ॥ ১৩ ॥ নমঃ শিবায়
শান্তায় সর্বপাপহরায় চ । স্নানং কুর্যামি দেবেশ
মম নশ্বতু পাতকম্ ॥ ১৪ ॥ সংসারসাগরে মগ্নঃ
পাপগ্রস্তমচেতনম্ । জাহি মাং ভগনেত্রয় ত্রিপু-
রারে নমোহস্ত তে ॥ ১৫ ॥ এবং স্নানং বহির্গত্ব
ধৌতবাসাঃ সপুণ্ড্রকঃ । দেবান্ ঋষীন্ পিতৃশ্চৈব
তপস্বিহা যথাবিধি ॥ ১৬ ॥ প্রবিশ্ব শঙ্করাগারং
স্পৃষ্ট্বা বৃষণয়োর্বষম্ । মন্ত্রোণেনৈব ভো বিপ্রাঃ সর্ব-
কৃতকলং লভেৎ ॥ ১৭ ॥ ধর্মশ্চতুস্পাদযজ্ঞস্তং স্বর্ণ-

ঘলিতেছি, শ্রবণ করুন । জ্যৈষ্ঠশুক্রদশমীতে
অতের সঙ্কল্প করিয়া ঐ দিন বাগ্‌যত হইয়া স্নান
পরে প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাবিধানে পঞ্চতীর্থ
করিবে । মানব প্রথমে মার্কণ্ডেয়াবটে গমন
আচমনপূর্বক ভগবান্ শঙ্করকে প্রণাম করিয়া
প্রযতচিত্তে কৃতাজ্জলিপুটে সম্মুখে অবস্থান করত
এইরূপ প্রার্থনা করিবে । দেব ! আপনার মহাকায়
অতিতীক্ষ্ণ, এবং কল্লাস্তকালীন অনলের স্তায়
তেজঃপ্রদীপ্ত । আমি ভৈরবরূপী আপনাকে নম-
স্কার করিতেছি ; আপনি আমার তীর্থস্নানের
অমুজ্ঞা দিন । দ্বিজগণ ! অনস্তর তীর্থজলে অব-
তরণপূর্বক বেদোক্ত পঞ্চ বারুণ মন্ত্র এবং ত্রিরাবৃত্ত
অঘমর্ষণমন্ত্র মন্ত্র দ্বাৰা স্নান করিয়া পুনরায় এই মন্ত্র
পাঠ করত স্নান করিবে ।—হে দেবেশ ! আপনি
সর্বপাপ-বিনাশক, অতএব সর্বকল্যাণময় শান্তমূর্ত্তি
আপনাকে নমস্কার । আমি এই তীর্থজলে স্নান
করিতেছি, আমার সমুদয় পাতক বিনষ্ট হউক । হে
ত্রিপুরারে ! আপনি লোচনামলে ত্রিবার মদনকে ও
তপস্বীভূত করিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার,
আপনি আমার পরিজ্ঞান করুন । এইরূপে স্নানান্তে
কলবহির্ভাগে গাজোথানপূর্বক ধৌতবস্ত্র ও তিলক
পাঠ করিবে । হে দ্বিজগণ ! পরে দেবতা, ঋষি
পিতৃগণকে যথাবিধি তর্পণ করিয়া শঙ্করা-
গারং পূজা করিবে, হে গোপতে ! আপনি চতুস্পাদ

শৃঙ্গশ্রীবপুঃ । গোপতে বাহরুপী হং শূলিনঃ হং নমো-
ম্যহম্ । ত্রিলোচন নমোহস্ত নমস্তে শশিভূষণ । জাহি
মাং হং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোহস্ত তে ॥ ১৮ ॥ অঘোর-
মন্ত্রেণ ততঃ পূজয়েদ্বষবাহনম্ । পঞ্চব্রহ্মভির্গ-
ভিঃ সংস্পৃশেদগ্নিমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ অঙ্গুষ্ঠেন স্পৃশে-
দগ্নিঃ মুষ্টিনা শক্তিমেব চ । পূজয়িত্বা তু বিধিবৎ
স্নানং দেবঃ পুরদ্বিষম্ । দশানামধমেধানাং কলং
প্রাপ্নোত্যমুত্তমম্ ॥ ২১ ॥ মার্কণ্ডেয়াবটে স্নানং দৃষ্ট্বা
দেবঃ তু শঙ্করম্ । কলং প্রাপ্নোত্যবিকলং রাজ-
স্বয়ামধেয়োঃ ॥ ২২ ॥ অস্ত্রে শিবস্ত সালোক্যং
প্রাপ্য জ্ঞানং ততো নরঃ । ক্রমাচ্চ লভতে মুক্তিং
মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ২৩ ॥ ততো যোনী ব্রজেদেবঃ
নারায়ণমনাময়ম্ । তদক্ষিণস্থিতং বিরূপাক্ষং স্ত্রো-
ত্রমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥ দর্শনং পি পাপানাং পাপসংহতি-
নাশনম্ । তং দৃষ্ট্বা প্রণম্যদ্বৈতাদ ভাবয়ন্ পুরুষো-

ধর্ম, ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনার শরীর ত্রয়ীময় ও শৃঙ্গ
স্বর্গভূষিত, আপনি ভগবান্ শঙ্করের বাহন এবং
আপনি ত্রিশূলচরুধারী আপনাকে "নমস্কার" এই
মন্ত্র দ্বারা শঙ্করবাহন-রূপের বৃষণমন্ত্র স্পর্শ করিয়া
সমুদয়ের কল লাভ করিবে । অনস্তর এই মন্ত্রে
শঙ্করকে নমস্কার করিবে । হে ত্রিলোচন ! আপনাকে
নমস্কার । হে শশিভূষণ ! হে বিরূপাক্ষ ! হে মহাদেব !
আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করি, আপনি
আমাকে পরিজ্ঞান করুন ॥ ১৮—১৯ ॥ তৎপরে অঘোর
ইত্যাদি মন্ত্রে বৃষবাহন মহাদেবের পূজা এবং পঞ্চ-
ব্রহ্ম-পঞ্চমন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিবে । অঙ্গুষ্ঠ
দ্বারা উক্ত লিঙ্গ ও মুষ্টি দ্বারা শক্তিপীঠকে স্পর্শ করা
বিধেয় । এইরূপে ত্রিপুরারি মহেশ্বরকে যথাবিধি
পূজা ও স্ততিবাদ করিয়া মানবগণ নিঃসন্দেহ দশ
অধমেধ যজ্ঞের অত্যাশ্রয় কল প্রাপ্ত হইবে । কলে
মার্কণ্ডেয়াবট তীর্থে অবগাহনপূর্বক ভগবান্ শঙ্ক-
রকে দর্শন করিয়াই মানব যে, রাজস্বয় ও অধমেধ
যজ্ঞের অবিকল কল লাভ করিবে, এবং দেহান্তে
শিবসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে মহাদেবের প্রসাদে
তত্ত্বজ্ঞান লাভ করত নির্বাপ মুক্তি প্রাপ্ত হইবে,
তাহাতে আর সন্দেহ নাই । অনস্তর যোনী হইয়া
মার্কণ্ডেয়াবটের দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিত সাক্ষাৎ অনা-
ময় দেব নারায়ণস্বরূপ অক্ষয়-বটল-সন্নিধানে গমন
করিবে । এই অক্ষয়বট দর্শন করিলেই পানীদিগের
পাপমুক্তি বিধি হইয়া যায় । দূর হইতে সেই বট
দর্শন করিয়াই তাহাকে পুরুষোত্তম বিরূপাক্ষে ভাবনা

২৬। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
২৭। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
২৮। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
২৯। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩০। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩১। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩২। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৩। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৪। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৫। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৬। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৭। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৮। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৩৯। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং
৪০। অমরত্বং সদাক্ষয়ে বিকোরাগতনং

কবত প্রণাম করিবে। তনস্তর “হে স্ত্রোগ্রোধ! তুমি
বল্লাস্ককাল পর্যন্ত অমর এবং বিষ্ণুর মহৎ-আবাস-
স্থান, অতএব হে বিষ্ণুরূপ। তোমাকে নমস্কার, তুমি
আমার পাপরাশি হরণ কর। তুমি মহাপ্রলয় পর্যন্ত
স্থায়ী, তোমার স্বরূপ অব্যক্ত, তুমি অখিল-জগতের
একমাত্র আশ্রয়; অতএব হে বল্লরূপ। তোমাকে
বারংবার নমস্কার করি! এই মন্ত্রপাঠে প্রতিবাদ
করত প্রদক্ষিণ করিবে। এইরূপে অক্ষয়বটের
স্তব করিয়া তাহার মূলদেশে ভগবান্ জনার্দনকে
পূজা করিবে। এইরূপ করিলেই মানব কোটিজন্ম-
সমুদ্ভূত-পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইবে সন্দেহ নাই।
অধিক কি, ঐ বৃক্ষের ছায়াস্পর্শ করিলেই মানব
নিষ্পাপ হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ! তৎপরে সেই
অক্ষয়বটমূলস্থিত নারায়ণের সম্মুখবর্তী তদীয় বাহন
গরুড়কে কৃতাজলি হইয়া ভক্তিসহকারে বিনম্রভাবে
সানন্দে এই বলিয়া প্রণাম করিবে।—হে জগদ্ব্য-
পিন্! আপনি বেদ ও যজ্ঞস্বরূপ, আপনি অখিল-
জগতের আধার, ত্রিগুণাত্মা ও ভগবান্ বিষ্ণুর বাহন,
অতএব আপনাকে নমস্কার, আপনি প্রীত হউন।
বিপ্রগণ! সেই গরুড়কে এইরূপে প্রণাম করিয়া
মানব বহুজন্মার্জিত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।
অনন্তর বাক্য মন ও কর্মের বিষয়ে সংযত হইয়া
মনে মনে দেব নারায়ণকে চিন্তা করিতে করিতে
গমন করিবে, পরে বেবালয়ে গমনপূর্বক বারংবার
প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রপ্রণাম পুস্তকসংগ্রহ বা দ্বাদশাক্ষর

বাক্য বা জায়তে কৃতি। ৩৩। পূজাবিকারঃ
সর্বে ব্রহ্মকজবিশুদ্ধা। অস্তেবাং দর্শনং তত্ত্বা
তথোন্নিমাকীর্ণনাৎ। ৩৪। পঞ্চোপচারবিধিনা
পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্। কৃতাজলিপুটো ভক্ত্যা ইন্দ্র
স্তোত্রমুদীরয়েৎ। ৩৫। দেবদেব জগন্নাথ সংসা-
রা-বিতারক। ভক্তানুগ্রাহক সদা রক্ষ মাং পাদমৌ-
ল্যতম। ৩৬। জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্বাধনাশন।
জয়াশেষজগদ্ব্যপাদান্তোজ নমোহস্ত তে। ৩৭। জয়
ত্রিগুণকোটিশ বেদনিঃস্বাসধারক। অশেষগদাধার
পবমান্নমোহস্ত তে। ৩৮। জয় ব্রহ্মেন্দ্রকজাদিদেবৌ-
ষ ঐগতির্ভূৎ। জয়াখিলজগদ্ব্যপন্নস্তর্ধামিন্নমোহস্ত
তে। ৩৯। জয় নির্বাজকরণাপাথোধে দীনবৎসল।
দীনানাথৈকশরণ বিশ্বসাক্ষিন্নমোহস্ত তে। ৪০।
স সাবসিন্দুর্সালিলে মোহাবর্তে সুদন্তরে। ষড়্ভূর্নিকুল-

মম কিংবা যে মন্ত্রে অতিক্রম হয়, সেই মন্ত্র দ্বারা
ভগবানকে পূজা করিবে। সমুদয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও
বৈশ্য এই পূজাব অধিকারী, আর অপর জাতি-
গির ভক্তিভাবে নামোচ্চারণ ও দর্শনই কর্তব্য।
২০—৩৪। পঞ্চোপচার-বিধানে সেই পরমেশ্বরকে
পূজা করিবে এবং পূজাবসানে কৃতাজলি হইয়া
ভক্তিসহকারে এই স্তোত্র পাঠ করিতে থাকিবে।—
হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! একমাত্র আপনিই
সাব-সাগর হইতে নিস্তারকারী এবং ভক্তগণের
প্রতি অমুগ্রহ-পরায়ণ, অতএব আমি আপনার
পেয়ে প্রণত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন। হে
কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আপনি সর্বপাপবিনাশন, আপ-
নার জয় হউক। নাথ! ভবদীয় চরণকমল অখিল
জগতের পূজনীয়, অতএব আপনাকে নমস্কার,
আপনার জয় হউক। হে অশেষ জগদাধার! আপনি
গোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এবং বেদসকল
আপনার নিঃস্বাস-বায়ুস্বরূপ, অতএব হে পরমাত্মন!
আপনাকে নমস্কার। হে অন্তর্ধামিন্! আপনি
ত্রিগুণ ইন্দ্র ও কজাদি দেবগণের নমস্ত এবং সকলের
রক্ষণাশক, আপনাতেই অখিলজগৎ অবস্থিত;
অতএব আপনাকে নমস্কার। হে বিশ্বসাক্ষিন্!
হে দীনবৎসল! আপনি দীন ও অনাথ ব্যক্তি-
গণের একমাত্র আশ্রয় এবং অকণ্ট করুণারসের
সাগরস্বরূপ, অতএব আপনার জয় হউক, আপ-
নাকে নমস্কার। হে দেবেশ! সংসারসাগর অতি
দুস্তর, কামাদি-ষড়্ভূর্নিকুলের সতত সঙ্কুল বলিয়া
বোঝা জন্মেই কেহ সহজ উদ্ধার পায়গম্যের সমর্থ

কুশীল কুশীলপ্রদানার্থে ৪১। নিরাময়ে নিরাময়ে
নিরাময়ে কুশীলকেনিমে। তব মায়াবৈবিক্যবশত
পতিতঃ ততঃ। মাং সখ্যর দেবেশ কুশীল-
বিলোকনাং ৪২। তত্র মাং সুরশ্রেষ্ঠ স্বপ্রকাশ
প্রকাশক। এক এব জগন্নাথ বহুধাঃ ভবভীজ্যাম্ ৪৩।
৪৩(১) ইত্যন্তো তাদৃশো নাস্তি যো দীনপ্রতিপালকঃ।
অবতীর্ণোহসি লোকানামগ্রহধিয়া বিভো ৪৪।
পূর্ণকামস্ত তে নাথ কিমন্তং কারণং কিত্তো। ৪৫-
পাদপদ্মমাসাদ্য ন চিন্তাস্তি জগৎপতে ৪৫।
কুতস্তে চরণাঙ্কজঃ চতুর্ভুগৈক-সংধনম্। দর্শনাং
সর্বলোকানাং সর্ববাহ্যকলপ্রদম্ ৪৬। ততঃ
সৌরধ্বজং শেখঃ মন্ত্রেণ পরিপূজয়েৎ। দ্বাদশাকর-
মন্ত্রেণ নাথ বা প্রণবাদিনা ৪৭। গতঃ গতা

হয় না। অধিকন্তু মোহরূপ আবর্ত ও কুশীলরূপ
কুশীলাদি হেতু উহা অতি ভীষণ হইয়াছে এবং
উহাতে কোনরূপ আশ্রয় বা অবলম্বন নাই। নানা-
প্রকার কুখপুঞ্জই উহার কেনার স্থায় প্রকাশ পাই-
তেছে এবং উহা একান্ত অসার। আমি আপন তম-
ভুগে বহু হইয়া অবশভাবে ঐ সাগরসলিলে নিপ-
তিত হইয়া ক্রমেই তন্মধ্যে নিমগ্ন হইতেছি, তা-
হে সুরশ্রেষ্ঠ! হে স্বপ্রকাশ! হে অখিল-জগৎ-
প্রকাশক! আপনি কৃপা করিয়া কৃপা-কটাক্ষেতে
আমাকে উদ্ধার করুন। হে জগন্নাথ! ভবভয়-ভীত-
ব্যক্তিগণের আপনিই একমাত্র বন্ধু। হে বিভো!
আপনার সৃষ্টিমধ্যে আপন। ভিন্ন এমনতর অপর আর
তাদৃশ কেহই নাই, যিনি দীন ব্যক্তিকে রক্ষা
করিতে পারেন, এজন্ত আপনি স্বয়ংই জনগণের
প্রতি অগ্রহপ্রকাশবাসনায় এই মূর্তিতে অবতীর্ণ
হইয়াছেন। নতুবা হে নাথ! আপনি যখন পূর্ণ-
কাম, তখন আপনার এই কিত্তিতলে অবতীর্ণ হই-
বার আর কি কারণ হইতে পারে? অতএব হে
জগৎপতে! আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া আমার আর ভবপারের চিন্তা নাই। যদি
ভবদীপ্য পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সেই চিন্তাই থাকিবে
তবে কি হেতু আপনার চরণকমল চতুর্ভুগের প্রধান
সাধন? এমন কি দর্শনমাজেই সর্বলোকের সর্ব-
বাহ্যকলপ্রদ হইবে? এইরূপ স্ততিবাদান্তে অনন্ত-

(১) যুগ্মক ৫ শিলাপা ৫ প্রাণম্য মনসঃ স্মৃতো।
শৌর্য্যমো সৌর্য্যম্ জগদ্রূপবর্তকঃ। ইত্য-
বিত্তং পাত্রে বৃত্তীভূতঃ পূজকলকঃ।

নিবর্তকে জগদ্রূপবর্তকঃ প্রহঃ। অদ্যাপি ন নিবর্তকে
বাদশাকরচিহ্নকঃ ৪৮। যৎ সর্বা বৈকবঃ কপ
প্রতিষ্ঠাদিপ্রকল্পিতম্। তুদনেম এককবঃ বিকো
প্রীতিকরণে বৈ ৪৯। সর্বোবাঃ মহিমাবাণ্ডরত
সংসেবনাভবেৎ। স্বায়ত্ত্বো যদুর্নাম জজাপ যদ-
যুত্তমম্ ৫০। প্রজাপতিঃ সম্প্রাপ্য সসর্জ ৫
চরাচরম্। একাগ্রমানসো ভূবা প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ।
৫১। জয় রাম সদারাম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। অবিদ্যা-
পঙ্ক-রহিত নির্মলাকৃতয়ে নমঃ ৫২। জয়াখিলজগ-
দ্ভাব-ধারণপ্রদ-বর্জিত। তাপজয়-বিকর্ষণ হল
কলয়তে সদা ৫৩। প্রপন্নদীনত্রাণায় ফুটনেজ-
সরোরুহ। অমেবেশ পরাশেব-কল্যাকালমন্ত্রঃ ৫৪।
প্রপন্নকরণাসিদ্ধো দীনবর্কো জগৎপতে।
চরাচরা কণাগ্রণে ধূতা চেয়ঃ বসুধরা ৫৫।
মাযুক্তান্দুস্পারাদ্বাঙ্কোপারতঃ। পরাপরাণাং

দেব বলরামকে দ্বাদশাকরমন্ত বা প্রণবাদি নাম দ্বারা
সম্যাকরূপে অর্চনা করিবে। ৩৫—৪৭। চন্দ্র-সূর্য্যাদি
গ্রহগণও বারম্বার গমনপূর্ব্বক বারম্বার প্রতিনিবৃত্ত
হইতেছেন, কিন্তু যাহারা উক্ত দ্বাদশাকর মন্ত চিন্তা
করত বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাপি
আর কিরিয়া আসিলেন না। বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠাদি যে
কিছু কার্য্য আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুপ্রীতিকর ঐ
দ্বাদশাকর মন্ত্রে কর্তব্য। ঐ মন্ত্রের সম্যক সেবা
করিলে সকলেই মহত্ব প্রাপ্ত হয়। পূর্বে স্বায়ত্ত্ব
মন্ত্ৰ, ঐ সর্বোত্তম মন্ত্র জপ করিয়া প্রজাপতিই প্রাপ্ত
হইয়া চরাচর সৃষ্টি করেন। মুনিগণ! অনন্তর
একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক বলরামকে এইরূপ
স্ততিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে।—হে রাম! আপনি
সদা আশ্বারাম ও সচ্চিদানন্দকর, আপনার
অবিদ্যারূপ মল না থাকায় আপনার আকৃতি অতি
নির্মল, আপনাকে নমস্কার। প্রভো! আপনার
জয় হউক, আপনি সতত অখিল জগৎগুল ধারণ
করিয়াও অমবর্জিত এবং ভক্তগণের আধ্যাত্মিকাদি
তাপজয় বিকর্ষণ নিমিত্ত সতত হলচালনা করিয়া
থাকেন। নাথ! শরণাগত দীন ব্যক্তিদিগকে পরি-
ত্রাণার্থ আপনি নিরন্তর নয়নকমল বিক্ষারিত করিয়া
রাখিয়াছেন। হে দৈব! একমাত্র আপনিই অস্ত্রের
অশেষ পাপরাশি কালনে সমর্থ। হে দীনবর্কো!
হে জগৎপতে! আপনি আখিলজগৎের কল্যাণাগর
এবং জগৎ-মহারাজ আপনি স্বীয়কৃপায় দ্বাদশাকর-
মন্ত্রিত-এই বসুধাকাল সর্বদা দীন-করিয়

ধামি স্বর্গদ্বারমপারতম্ ॥ ৭২ ॥ প্রার্থনিত্ব ততো
গচ্ছেতীর্থরাজস্তু সন্নিধিম্ । যঃ দৃষ্টো দূরতঃ পাপা-
শূচ্যতে মনুজো হবম্ ॥ ৭৩ ॥ প্রকালিতকরাজি-
স আচান্তঃ শুচিবিষ্টরে । আসীনঃ প্রাশুখো ভূত্বা
নিবেশমলমগ্রতঃ ॥ ৭৪ ॥ চতুরশ্চ চতুর্দ্বারং চতু-
শ্চিক্রকোণকম্ । তন্মধ্যে বিলিখেৎ পদ্যমষ্টপত্রং
শুশোভনম্ ॥ ৭৫ ॥ ততোহষ্টাঙ্করমন্ত্রং তু করয়োচ্চ
ততো স্তম্বে । যজুর্ভির্বর্ণৈঃ স্বজ্ঞানান্ স্তাস-
প্রোক্তো মনীষিভিঃ ॥ ৭৬ ॥ শেষে কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠে
চ স্তম্ভবো চ ততঃ পুনঃ । পাদয়োঃ স্তম্ভয়োঃ কৌ-
ক্ষিচোচ্চ পার্শ্বয়োঃ পুনঃ ॥ ৭৭ ॥ নাভৌ পৃষ্ঠে বাহ-
যুগ্মে হৃদি কণ্ঠে চ কক্ষয়োঃ । ওষ্ঠয়োঃ কর্ণয়োঃ কৌ-
র্গণ্ডয়োর্নাসয়োস্তথা ॥ ৭৮ ॥ ক্রবোর্নলাটে শিরসি
মস্তকবর্ণান্ যথাক্রমম্ । বিস্তম্বে ব্যাপকং সর্বং
কুর্ধ্যাদ্র্যাসং সমাহিতঃ ॥ ৭৯ ॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্ধ্যা-
নুলেন পঞ্চবিংশতিম্ । বহীয়াৎ কবচং দিব্যং
সর্বপাপাপনোদনম্ ॥ ৮০ ॥ পূর্বে মাং পাতু

অবস্থিতি করিতেছেন, আপনারা সর্বগুণাবিত ও
সর্বশ্রেষ্ঠ, আপনাদিগকে নমস্কার, আপনারা আজ্ঞা
দিন, আমি আপনাদিগের মধ্য দিয়া অঙ্গ-
দ্বারে গমন করিব। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া
তীর্থরাজের সন্নিধানে গমন করিতে। তাঁহাকে
দূর হইতে দর্শন করিলেও মানবগণ সর্বপাপ হইতে
মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। তৎপরে
হস্ত পাদ প্রকালন ও আচমনপূর্বক পবিত্র কুশাসনে
পূর্বোক্ত হইয়া উপবেশন করত সম্মুখে চতুর্দ্বার-সম-
বিত চতুরশ্চ এক মণ্ডল লিখিবে; উহার চতুর্কোণে
চারিটি শক্তিক ও মধ্যস্থলে সুশোভন অষ্টদল পদ্য
অঙ্কিত করিবে। পরে উভয়ের বাহুতে অষ্টাঙ্কর
মন্ত্র স্তাসপূর্বক উক্ত অষ্টাঙ্কর মন্ত্রের আদ্য যজ্ঞকর
দ্বারা যজ্ঞ স্তাস করিয়া কুক্ষি ও পৃষ্ঠদেশে অবশিষ্ট
বর্ণদ্বয় বিস্তৃত করিবে, ইহা সমুদয় মনীষিগণই
বলিয়াছেন। তৎপরে পাদদ্বয়, জজ্ঞাদ্বয়, উরুদ্বয়,
নিতম্বদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, বাহুযুগল, হৃদয়,
কণ্ঠদেশ, কক্ষদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নেত্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়,
নাসিকারজ্জদ্বয়, ক্রবুগল, ললাটদেশ ও মস্তকে
যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণসকল বিস্তৃত করিবে। সমাহিত
হইয়া এইরূপ ভাবে সমুদয় ব্যাপক স্তাস করিয়া
মূলমন্ত্রে পঞ্চবিংশতিবার প্রাণায়ামত্রয় করিবে।
তৎপরে পরোক্ত মন্ত্র পাঠ্য প সর্বপাপবিনাশন দিব্য
কবচ বন্ধন করিবে।—পূর্বেদিকে গোবিন্দ, দক্ষিণে

গোবিন্দো বারিজাক্ষ দক্ষিণে । প্রহায় পশ্চিমে
পাতু হৃদীকেশস্তথোত্তরে ॥ ৮১ ॥ আরেয়াং নর-
সিংহস্ত নৈঋত্যাং মধুসূদনঃ । বায়ব্যাং ত্রীধরঃ পাতু
ঐশান্যাক্ষ গদাধরঃ ॥ ৮২ ॥ উর্দ্ধং ত্রিবিক্রমো পাতু
অধো বরাহরূপধৃক্ । সর্বত্র পাতু মাং দেবঃ শঙ্খ-
চক্রগদাধরঃ ॥ ৮৩ ॥ নারায়ণো মনঃ পাতু চৈতন্তঃ
গরুড়ধ্বজঃ । পাতু মে বুদ্ধাহঙ্কারো ত্রিগুণাত্মা জনা-
র্দনঃ ॥ ৭৪ ॥ ইন্দ্রিয়ানি সদা পাতু দৈত্যবর্গ-নিক-
ন্তনঃ । এবং বন্ধা চ কবচং নিম্পাপো জায়তে
পুমান্ ॥ ৮৫ ॥ ষোড়শৈকপচারৈশ্চ মনসা কল্পিতৈ-
বরঃ । পুরুষোত্তমং পূজয়িত্বা যথাবৎ বিধিতো
দ্বিজাঃ ॥ ৮৬ ॥ আবাহ মণ্ডলে ত্রিধর্মী দেব-
দেবমনাময়ম্ । পূজয়িত্বা ত্র্যধাশক্ত্যুপচারৈরুপ-
সংহিতৈঃ ॥ ৮৭ ॥ আত্মানং তীর্থরাজস্তু দেবদেবস্ত
চিত্তয়ন্ । এক্যং বন্ধাং পুটমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥
৮৮ ॥ সুদর্শন নমস্তেহস্ত কেটিস্থ্যাসমগ্রত ।
অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্ত বিকোর্মারগং প্রদর্শয় ॥ ৮৯ ॥
এবং সম্প্রার্থ্য ভো বিপ্রা তীর্থরাজজলাস্তিকে ।
জাম্বভ্যামবনীং গহা প্রণমেদ ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৯০ ॥

বারিজাক্ষ, পশ্চিমে প্রহায় ও উত্তরে হৃদীকেশ
আমায় রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে নরসিংহ, নৈঋত
কোণে মধুসূদন, বায়ুকোণে ত্রীধর ও ঐশানকোণে
গদাধর আমায় রক্ষা করুন। দেবত্রিবিক্রম
উর্দ্ধদেশে, বরাহরূপী হরি অধোদেশে এবং শঙ্খ-
চক্রগদাধর দেব নারায়ণ সর্বদিকে আমাকে রক্ষা
করুন। নারায়ণ আমার মন, গরুড়ধ্বজ আমার
চৈতন্ত, ত্রিগুণাত্মা জনার্দন আমার বুদ্ধি ও অহঙ্কার
এবং দানবারি মধুসূদন আমার ইন্দ্রিয়নিচয়কে
সর্বদা রক্ষা করুন। এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণরূপ কবচ
বন্ধন করিয়া সকল পুরুষই নিম্পাপ হইয়া থাকে।
দ্বিজগণ! তৎপরে মানবগণ মনঃকল্পিত ষোড়শো-
পচারে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে যথাবিধি পূজা
করিয়া সেই মণ্ডলে অনাময় দেবদেবকে আবাহন-
পূর্বক যথাশক্তি উপচারে অর্চনা করিবে এবং
তীর্থরাজ ও দেবদেবের আত্মগত একত্র ভাবনা
করত কৃতাজলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৮৭—৮৮।
—হে সুদর্শন! হে কোটিস্থ্যাসমগ্রত। আপনাকে
নমস্কার, আপনি রূপা করিয়া এই অজ্ঞান-তিমিরাক্ষ
ব্যক্তিকে বিকূর্মারগের পথ দেখাইয়া দিন। হে
বিপ্রগণ! এইরূপ প্রার্থনাপূর্বক তীর্থরাজ-জল-
সমীপে কুতলে জাম্বদ্বয় পাত্তিত করিয়া এইরূপে

তীর্থরাজ মনস্তাত্ত্ব্যঃ জনরূপায় বিকবে । জীবনায়
৫ জন্তুনাং পরনির্মাণহেতবে ॥ ১১ ॥ অগ্নিঃ তে
যোনিরিত্য চ রেহো রেতোধা বিকোরমৃতস্ত নাভিঃ ।
উপৈমি তে রূপমপক্কেতুমানন্দসম্বাতমমুপ্রবিষ্ট ॥
১২ ॥ ইতি মন্ত্রঃ পঠন বিপ্রাঃ প্রবিষ্ট জলমধ্যতঃ ।
আবাহয়েৎ তীর্থরাজঃ ভাবয়ন্ জগতাং পতিম্ ॥ ১৩ ॥
জলাধীশং কৃতমানকলদানেহগ্রতঃ স্থিতম্ । অঘমর্ষণ-
শৃঙ্খল নারায়ণযুতেন চ ॥ ১৪ ॥ ত্রিরাবৃত্তেন কুব্জীত
পঞ্চবাক্ষকেন বা । সক্রদাবাহনাদৌনি যত্বেদান্তভিষে-
চনে ॥ ১৫ ॥ আবাহনঃ পুরা প্রোক্তঃ সন্নিধান-
মধোচ্যতে । স্নাতুরিষ্টকলপ্রাপ্তৌ সান্নিধ্যপরি-
কল্পনম্ ॥ ১৬ ॥ অন্তঃশুদ্ধার্থমাচামেৎ পীত্বা তদভি-
মন্ত্রিতম্ । বাহ্যশুদ্ধার্থং মার্জয়েৎ কুশবারিণা ॥
অন্তর্বহির্বিশুদ্ধার্থং মন্ত্রপুতেন বারিণা । ত্রীনঙ্কলীন্
মুষ্টিং সিকৌং সিকৌ নান্তর্জলে জপঃ ॥ ১৮ ॥ ত্রিঃস্নাত্যং
শুকতাধানি জন্মকোটিকৃতানি চ । প্রাবিতানি
জলে তস্মিন ভাবয়ন্ননাশনম্ ॥ ১৯ ॥ উখায়াচম্য

ভক্তিভাবে প্রণাম করিবে,—হে তীর্থরাজ !
আপনি জনরূপী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, অখিল জীব-
গণের জীবনস্বরূপ এবং নির্মাণ-মোক্ষের হেতু,
অতএব আপনাকে নমস্কার । অগ্নি আপনার
উৎপত্তিস্থান ও জল দেহ, আপনি বিষ্ণুর তেজঃপূর্ণ
অধঃস্থান এবং অমৃতের নাভিস্বরূপ; আপনি
জীবগণের নির্মলতার কারণ, এজন্ত আমি আপ-
নার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্বক পরম আনন্দ লাভ
করিব । হে বিপ্রগণ ! এই মন্ত্র পাঠ করত জল-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্নাত ব্যক্তিগণকে কলদানার্থ
সমুখবর্তী জলেধর তীর্থরাজকে নারায়ণ-মন্ত্রযুক্ত
অঘমর্ষণশৃঙ্খল অথবা পঞ্চাবৃত্ত বা ত্রিরাবৃত্ত বাক্ষণ
মন্ত্রে আবাহন করিবে । স্নানকালে ‘ইহাগচ্ছ’ এই-
রূপ আবাহনাদি যত্নস্ব একবার মাত্র কতব্য ।
বিষদগণ অগ্রে আবাহন ও পরে সন্নিধানের বিষয়
বলিয়া থাকেন, স্নানোদ্যত ব্যক্তির অভীষ্ট কল-
প্রাপ্তি নিমিত্ত সান্নিধ্য কল্পিত হয় জানিবে ।
তৎপরে অন্তঃশুদ্ধি নিমিত্ত মন্ত্রপুত জল পান করত
আচমন, বাহ্যশুদ্ধির নিমিত্ত কুশবারি দ্বারা বাহ্য-
বস্ত্রের মার্জন এবং অন্তর্বহিঃশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রকে
মন্ত্রপুত জলাঙ্কলিত্রয় সেচন করিবে । স্নান-স্থানে
জলমধ্যে জপ করা নিষিদ্ধ । অনন্তর কোটি কোটি
জন্মজন্মিত পাপরাশি সেই জলে প্রক্ষালিত হইল,
এইরূপ ভাবনা করত বারংবার স্নান করিবে, তাহা

বিধিবৎ প্রার্থয়েন্নরমুচ্চরন্ ॥ ১০০ ॥ সমগ্রির্জগতাঃ
নাথ রেতোধা কামদীপকঃ । প্রধানঃ সর্বভূতানাং
জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ১০১ ॥ অমৃতস্তারনিধিঃ হি
দেবযোনিরপাম্পতে । বৃজিনঃ হর মে সর্বঃ তীর্থরাজ
নমোহস্ত তে ॥ ১০২ ॥ জন্মকোটিসহস্রেষু যৎ পাপং
পূর্বমজ্জিতম্ । তদশেষং লয়ং যাতু দেহি মে
ব্রহ্ম শাস্তম্ ॥ ১০৩ ॥ স্নাত্বাপি চ ততস্তীর্থমুত্তীর্ণ্যা-
চম্য বাগ্ধতঃ । ধারয়েদ্বাসদী শুক্রে পুণ্ড্রকানুজ্জলা-
কৃতীন্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্মতিলকানি চ ভক্তিতঃ ॥
দেবান্ পিতৃন যথাত্ম্যং চিন্তয়ন্ ভগবদ্বিষ্ণু ।
তর্পয়েদ্বিধিবৎ বিপ্রাঃ সম্যগব্যগ্রমানসঃ ॥ ১০৫ ॥
ততঃ পূর্ববদালিখ্য মণ্ডলং চোত্তরামুখঃ । পূজয়েন্মূল-
মন্ত্রেণ মন্ত্রৈরেতিশ্চ ভুক্তিতঃ ॥ ১০৬ ॥ নারায়ণঃ
চতুর্ভূজঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ । ধরারমাত্যাং সহিতঃ
কেবলং বা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১০৭ ॥ ধ্যানান্তর্ধাগসমুপ্তঃ

হইলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হইবে । তৎপরে জন
হইতে উখিত হইয়া যথাবিধি আচমনপূর্বক এইরূপ
মন্ত্র পাঠ করত প্রার্থনা করিবে,—হে নাথ ! আপনি
অখিল জগতের পাচকাগ্নি ও কামদীপক শুক্রাধার
অধঃস্থান; আপনি অব্যয়, সর্বভূতের প্রধান ও
জীবগণের প্রভু; হে অপাম্পতে ! আপনি অমু-
তের অরণি ও দেবগণের যোনিরূপ, অতএব হে
তীর্থরাজ ! আপনাকে নমস্কার; আপনি আমার
সমুদয় পাপ হরণ করুন । প্রভো ! পূর্বে আমি
সহস্র সহস্র কোটি কোটি জন্মে যাবৎপাপ সঞ্চয়
করিয়াছি, আপনার প্রসাদে তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত
হউক, আপনি আমায় সনাতন ব্রহ্ম দান করুন ।
তৎপরে পুনরায় স্নানান্তে তীরদেশে উখিত হইয়া
আচমনপূর্বক মোনভাবে শুকবস্ত্র পরিধান ও
শুকোত্তরীয় ধারণ করিবে, এবং ভক্তিভাবে মন্ত্রকে
সমুজ্জল উর্দ্ধপুণ্ড্রক ও হস্তদ্বয়ে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মা-
কৃতি তিলক ধারণ করিবে । হে বিপ্রগণ ! তৎপরে
যথাক্রমে দেবতা ও পিতৃগণকে ভগবদ্বক্তিতে
চিন্তা করত অব্যগ্রমানসে সম্যগুদ্বাপে যথাবিধি
তর্পণ করিবে । ৮৯—১০৫ । অনন্তর উত্তরাস্ত হইয়া
পূর্ববৎ মণ্ডল করিয়া ভক্তিসহকারে মূলমন্ত্র এবং
বক্ষ্যমাণ প্রকার মন্ত্র-নিচয় দ্বারা ভগবানের পূজা
করিবে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! ভগবান্ নারায়ণ
চতুর্ভূজ ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, তিনি ধরা ও রম্যার
সহিত বিরাজমান, অথবা তিনি একাকী বিরাজ
করিতেছেন । এইরূপ ধ্যানান্তে তাঁহাকে মানসপূজায়

বাহরাবাহয়েন্ততঃ ॥ ১০৮ ॥ আগচ্ছ পরমানন্দ
জগদ্ব্যাপিনী জগন্ময়। মদমুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে
সন্নিধিঃ কুরু ॥ ১০৯ ॥ চরাচরমিদং সৰ্বং যত্র সৰ্বং
প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তঃস্থমেবেশ আসনং কল্পয়ামি
তে ॥ ১১০ ॥ যন্ত পাদাঙ্ঘ্রজে ধৌতে ধর্ম্মেণ ব্রহ্মরূপিণা।
পুনাতি তদ্বা গঙ্গা জগৎপাদ্যং দদাম্যহম্ ॥ ১১১ ॥
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতচূড়ামণি-করোৎকরৈঃ। ব্রহ্মদয়ঃ
পাদপদ্মং চিত্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাম্যে
অর্ঘ্যমেতদদাম্যহম্ ॥ ১১২ ॥ আচাৰ্য্যম্ তীর্থরাজো বৈ
যেনোগন্ত্যঙ্গরূপিণা। তন্মৈ সুবাসিতং বারি
দদাম্যচমনীয়কম্ ॥ ১১৩ ॥ যঃ প্রাপ্ত মধুস্পর্কং
চকর্ব জলরূপিণাম্। অশেষাঘবিকর্ষায় মধুস্পর্কং
দদাম্যহম্ ॥ ১১৪ ॥ যঃ কোলরূপমাস্ত্রায় প্রলয়ার্ঘ্য-
বিপ্লুতাম্। উজ্জহার ধরামেতাং প্রাপয়ামি তমমৃতা ॥

সমুষ্টি করিয়া এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত বহির্দেশে
আবাহন করিবে।--হে জগদ্ব্যাপিনী! হে জগন্ময়!
আপনি পরম আনন্দস্বরূপ, আপনি রূপা করিয়া
হৃদয়ের বাহিরে আসুন! হে দেবেশ! আমার
প্রতি অমুগ্রহপ্রকাশার্থ এই মণ্ডলে সন্নিহিত হউন।
হে ঈশ! পরিদৃষ্টমান এই যে অখিল চরাচর এই
এই সমস্তই বাহাতে অবস্থিত আছে, একমাত্র
আপনিই তৎসমুদয়ের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতে
ছেন, এক্ষণে আমি আপনার আসন কল্পন করি-
তেছি। ব্রহ্মরূপী ধর্ম্ম বারি দ্বারা বাহার চরণাঙ্ঘ্র
ধৌত করায় সেই পাদপদ্ম হইতে ভগবান্ ভগীরথী
প্রাদুর্ভূতা হইয়া অখিল জগৎ পবিত্র করিতেছেন,
আমি তাদৃশ আপনাকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করি-
তেছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ, অমূল্য-রত্নঘটিত চূড়া-
মণির সমুজ্জল কিরণমালায় বাহার পাদপদ্ম প্রতি-
দিন উদ্ভাসিত করিতেছেন এবং নিরন্তর যে পাদ-
পদ্ম-ধ্যামে নিযুক্ত আছেন, সেই অখিল জগতের
আধার অমূল্য নিধি ভগবান্কে আমি এই অর্ঘ্য
দিতেছি। যিনি অগস্ত্যরূপে তীর্থরাজের সর্ব
মলিন পান করিয়াছিলেন, আমি সেই অনন্তশক্তি
ভগবান্কে সুবাসিত আচমনীয়োদক প্রদান করি-
তেছি। যিনি মধুস্পর্ক পান করত জলরূপিণী স্বীয়
শরীরকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং যিনি সমুদয়
পাপরাশিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন, আমি সেই
ভগবান্কে মধুস্পর্ক দান করিতেছি। যিনি বরাহ-
যুক্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রলয়ার্ঘ্যবিপ্লুতা বহুদ-
রাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আমি সেই ভগবান্কে

১১৫ ॥ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যন্ত বিশ্বরূপস্ত সংকৃতিঃ।
আচ্ছাদনায় সর্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে ॥ ১১৬ ॥
বিনা যেনানুষ্ঠিতোহপি যজ্ঞঃ স্তাদকৃতো এবম্।
তন্মৈ যজ্ঞেশ্বরায়ৈনমুপবীতং প্রকল্পয়ে ॥ ১১৭ ॥
যদঙ্গসঙ্গমাসাদ্য শোভন্তে ভূষণানি বৈ। বিম্বা-
লকৃতয়ে তন্মৈ ভূষণানি প্রকল্পয়ে ॥ ১১৮ ॥ যদঙ্গসং-
স্পর্শিমকুৎ-সঙ্গামলয়জা ক্রমাঃ। সুগন্ধরসসম্পন্না-
স্তন্মৈ গন্ধাঙ্ঘ্রলেপনম্ ॥ ১১৯ ॥ যন্ত সন্ধিস্তনাদেব
সৌমনস্তং হতাংহসাম্। তন্মৈ সুমনসো মালাং
সুগন্ধাং প্রকল্পয়ে ॥ ১২০ ॥ যং চিত্তে স্থিরমাধায়
ভবাগ্নিপরিধূপনম্। জহাতি প্রদদে তন্মৈ সুগন্ধং
ধূপমুত্তমম্ ॥ ১২১ ॥ স্বতেজসাখিলমিদং উদ্দীপিতং
যন্ত ভাস্বতঃ। তন্মৈ দীপপ্রদৌগ্ধায় দীপমেতং
দদাম্যহম্ ॥ ১২২ ॥ চরাচরমিদং সৰ্বমন্তি যো যন্ত
ভাষয়েৎ। অন্নেন চ পুণ্যং পুণ্যে তন্মৈ অন্নং
নিবেদয়ে ॥ ১২৩ ॥ যদীয়মুখরাগেণ সহজাবাসিতেন

মলিন দ্বারা স্নান করাইতেছি। যে বিশ্বরূপী
ভগবানের কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরিধেয় আবরণ-
স্বরূপ, এবং যিনি সকলেরই আচ্ছাদক,
আমি সেই ভগবান্কে এই শুভ বসনযুগ্ম দান
করিতেছি। বাহার অর্চনা ব্যতীত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত
হইলেও তাহা নিশ্চয়ই নিফল হয়, আমি সেই
যজ্ঞেশ্বরকে উপবীত দান করিতেছি। অখিল
ভূষণসমূহ বাহার অঙ্গস্পর্শে সুশোভিত হইয়া থাকে
এবং যিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অলঙ্কার স্বরূপ, আমি
সেই ভগবান্কে ভূষণ দান করিতেছি। চন্দনক্রম
সকল বাহার অঙ্গস্পর্শী বায়ুর সংসর্গবশতই সুগন্ধ
রসময় হইয়াছে, আমি সেই ভগবান্কে গন্ধাঙ্ঘ্রলেপন
দান করিতেছি। বাহার চিত্তা মাত্রেই পাপাঙ্গাদিগের
পাপরাশি তিরোহিত হওয়ায় চিত্তপ্রসাদ, উপাস্ত
হয়, আমি সেই ভগবান্কে পুষ্পমালা প্রদান
করিতেছি। ১০৬—১২০। জীবগণ অন্তরে বাহাকে
চিন্তা করিলেই ভবাগ্নির বিষম সস্তাপ হইতে নিস্তার
পায়, আমি সেই ভগবান্কে উত্তম সুগন্ধ ধূপ দান
করিতেছি। যিনি স্বয়ং তেজোময়, বাহারই-তেজে
অখিল জগৎ উদ্দীপিত হইতেছে, আমি সেই দীপ-
প্রদৌগ্ধ ভগবান্কে দীপ দান করিতেছি। যিনি
প্রলয়ে এই অখিল চরাচর গ্রাস করিয়া থাকেন এবং
অন্নদ্বারা পুনর্বার জগতের পুষ্টির নিমিত্ত চিত্তা করিয়া
থাকেন, আমি সেই ভগবান্কে এই অন্ন নিবেদন
করিতেছি। বাহার সহজসুখাঙ্ঘ্রি-বাগে পুণ্য-

চ। মোহিতাঃ সুরসুন্দর্যাস্তৈঃ তাবলম্বতমম্ ॥১২৪॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাভবানবিবর্তনম্ । হস্তি যঃ কক্কা-
স্তোধিস্তং নমামি জদগুরুম্ ॥ ১২৫ ॥ মজ্জা কথিতা
হেতে উপচারে পৃথক্ পৃথক্ । আবাহ চিত্তয়েদেবঃ
বহিঃসংস্থিতমায়নঃ ॥ ১২৬ ॥ রত্নসিংহাসনং দত্তা
তজাসীনং বিচিস্তয়েৎ ॥ ১২৭ ॥ পাদপদ্মদ্বয়ে দদ্যাৎ
পাদ্যং শ্রামাকপঙ্কজৈঃ । দূৰ্বাপরাজিতাত্যাক
সংস্কৃতং মূলমজ্জাৎ ॥ ১২৮ ॥ সৌবর্ণে রাজতে
বাপি তাম্রে বা শঙ্খ এব বা । অর্ঘ্যং সংস্কৃত্য
বিধিবদ্বারিচন্দনপুষ্পকৈঃ । যবদূৰ্বাকুশাগ্রৈশ্চ ফল-
সিদ্ধার্থকৈস্তিলৈঃ ॥ ১২৯ ॥ দূৰ্বাকুশাগ্রৈর্দেবস্ত মুর্দ্ধি
সিদ্ধার্থকৈঃ । সাবশেষঃ ক্ষিপেদ্ভূমাবেষোহর্ঘ্যবিধি-
রীরিতঃ ॥ ১৩০ ॥ জাতীফলৈলাকক্কোললবঙ্গৈঃ
সংস্কৃতং জলম্ । দদ্যাচ্চমনার্থে তু মধুপকং ততো
দদেৎ ॥ ১৩১ ॥ মধুসপির্ভূতং গব্যং দধি কাংশ্চে
হি শিশ্বিলে । পাত্রে স্থিতঞ্চ পিহিতং পাত্রেণাশ্বেন
তাদৃশা ॥ ১৩২ ॥ সুসংস্কৃতং ফলযুতং পপনে জল-

সুন্দরী সকল মোহিত হয়, আমি সেই ভগবানকে
এই তাবল অর্পণ করিতেছি। যে কক্কা সাগর
ভগবানকে প্রদক্ষিণ করিলে ভক্তগণকে আর পুনঃ-
পুনঃ সংসাররূপ প্রাক্ষণে পরিভ্রমণ করিতে হয় না,
আমি সেই জগদগুরুকে প্রণাম করি। প্রত্যেক
উপচার দানে এই সকল পৃথক্ পৃথক্ মজ্জা কথিত
আছে। দেব জগন্নাথকে আবাহনপূর্বক, তিনি
বহির্দেহে অবস্থিতি করিলেন, এইরূপ চিন্তা করিবে
এবং তাঁহাকে মানসিক রত্ন-সিংহাসন দিয়া, তথায়
উপবিষ্ট হইলেন এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।
অনন্তর তদীয় পাদপদ্মদ্বয়ে শ্রামাক, পদ্ম, দূৰ্বা ও
অপরাজিতার সাহিত মিশ্রিত, মূলমজ্জা দ্বারা সুসংস্কৃত
পাদ্য দান করিবে। পরে স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রের
পাত্রে কিংবা শঙ্খে, যব, দূৰ্বা, কুশাগ্র, ফল, খেত-
সম্প, পাবিত্র জল, চন্দন ও পুষ্পময় অর্ঘ্য যথাবিধি
সংস্কৃত করিয়া সম্মুখে অবস্থান করত দূৰ্বা বা কুশাগ্র
দ্বারা ভগবানের মস্তকে, অর্ঘ্যোদক সিঞ্জন করিবে
এবং অবশিষ্ট জল ভূতলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ
অর্ঘ্যবিধি কথিত হইয়াছে। এইরূপ অর্ঘ্য দানের
পর জাতীফল, এলাচ, কক্কোল ও লবঙ্গদ্বারা সুবা-
সিত সলিল আচমনার্থ অর্পণ করিতে হইবে, তৎ-
পরে নির্মল কাংশ্চপাত্রে গব্য যুত দধি ও মধু
মিশ্রিত করিয়া তাদৃশ অপর পাত্র দ্বারা আবরণ-
পূর্বক সেই মধুপক প্রদান করিতে হইবে। অনন্তর

যুক্ত্যতে ॥ ১৩৩ ॥ পটকৌষেয়কার্পাসনির্মিতৈঃ
বাসসী ভূতে । যথাশক্তি প্রদেয়ে চ বিত্তশাঠ্যং ন
কারয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥ হারকেয়ুরমুকুট-গ্রৈবেয়াদিক-
ভূষণম্ । যথাশক্তি যথাস্থানং দেবস্তাক্ষে নিবেশয়েৎ ॥
১৩৫ ॥ উপবীতং হরেদদ্যাৎ পটুস্ফটিকনির্মিতম্ ।
কার্পাসমথবা বিপ্রা গন্ধচন্দনসংস্কৃতম্ ॥ ১৩৬ ॥
চন্দ্রচন্দনকস্তুরী-কুঙ্কুমেরমুলেপনম্ ॥ ১৩৭ ॥ তুলসী-
দলমালাঞ্চ জাতিপঙ্কজচম্পকৈঃ । অশোকসুরপুরাণ-
নাগকেশরকেশরৈঃ ॥ ১৩৮ ॥ অশ্লৈঃ সুগন্ধৈঃ
কুঙ্কুমৈর্মালাং মালামথাপি বা । মুক্তকানি চ পুষ্পানি
দদ্যাৎদেবস্ত মুর্দ্ধনি ॥ ১৩৯ ॥ মালা সা প্রপদীনা তু
মালাং কণ্ঠোন্মলদিতম্ । গর্ভকং কোষমধ্যে তু
মুর্দ্ধি পুষ্পাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ ॥ ১৪০ ॥ সগুগুণ্ডমগুরুশী-
সিতাজ্যমধুচন্দনৈঃ । ধূপং দদ্যাৎ সুগন্ধ্যং দীপং
গোসর্পিষা ভূতম্ । কর্পূরগর্ভয়া বর্ত্যা তিলতৈলেন

স্বায়ী জল প্রদান করিবে, ঐ স্নানীয় জল ফলযুক্ত
ও সুসংস্কৃত করিয়া দান করিতে হইবে, ইহা সক-
লেই বলিয়াছেন। তৎপরে আপনার কমতানু-
যায়িক পটুস্ফটিক, কৌষেয়স্ফটিক বা কার্পাসস্ফটিক দ্বারা
নির্মিত উত্তম বস্ত্রযুগ্ম দান করিবে, কদাচ তাহাতে
বিত্তশাঠ্য করিবে না। অনন্তর ভগবানের অঙ্গে
যথাস্থানে, যথাশক্তি হার, কেয়ুর, মুকুট ও গ্রৈবেয়-
কাদি ভূষণ পরিধান করাইবে। হে বিপ্রগণ
অতঃপর ভগবান হরিকে পটুস্ফটিক বা কার্পাসস্ফটিক-
নির্মিত গন্ধচন্দন-চর্চিত উপবীত দান করিবে এবং
কর্পূর, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা ভগবানের
সর্বাঙ্গ অনুলেপন করিবে। তৎপরে তদীয়
গলদেশে তুলসীমালা এবং জাতীপুষ্প, পদ্ম, চম্পক,
অশোক, সুরপুরাণ, নাগকেশর, কেশর বা অশ্ল
সুগন্ধ পুষ্পের মালা বা মালা দান করা কর্তব্য
এবং ভগবানের মস্তকোপরি মুক্তক পুষ্পানিচয়
প্রদান করাও বিধেয় জানিবে। ১২১—১৩৯। মূর্নাগ
পাদ পর্যন্ত লব্ধমান মালাকে মালা, কণ্ঠদেশ হইতে
উরুদেশ পর্যন্ত লব্ধমান মালাকে মালা এবং যদ্বারা
মস্তক বেষ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে গর্ভক
বলিয়াছেন। পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের মস্তকের উপর
দেওয়া উচিত। ভগবানের প্রীত্যর্থ গুলঞ্চল,
অগুরু, উশীর, শর্করা, স্রুত, মধু ও চন্দনাদিরচিত
সদৃশশালী ধূপ এবং বর্তিকা-মধ্যে কর্পূরচূর্ণ মিশ্রিত
করিয়া গব্যযুত বা তিল-তৈলের দীপ প্রদান করা
বিধেয়। সমুদয় উপচার দানান্তে সুন্দররূপে ধোত

বা দদেৎ ১৪১। অখণ্ডিতসমুদ্রোক্ত শালিতুল-
নির্মিতম্। সুপকময়ঃ সুরতি সর্পিষা চ সুবাসিতম্ ॥
১৪২। সৌরভেয়দধিকীর-পকরস্তাসিতাযুতম্।
নানাব্যঞ্জনসকীর্ণং সোপদংশং সপুপকম্ ॥ ১৪২ ॥
নানাকলযুতং হৃদ্যং সুগন্ধং সুরসং নবম্।
নৈবেদ্যং দেবদেবস্ত প্রস্থাদনং ন শস্ততে ॥ ১৪৪ ॥
ধূপে দীপে চ নৈবেদ্যে স্নানে চ মধুপর্ককে। বস্ত্রে
যজ্ঞোপবীতে চ দদ্যাচ্চামনীয়কম্ ॥ ১৪৫ ॥ অন্ত্র
কেবলং বারি সংস্কৃতভোপচারিকম্। নৈবেদ্যাস্তে
আচমনং দধা গ্ৰীকরঘর্ষিতম্ ॥ ১৪৬ ॥ সুগন্ধি চন্দনং
বিপ্রান্তাশুলকং দদেত্ততঃ। সপুপকং নবজৈলা-
জাতীক্রমুকসংযুতম্ ॥ ১৪৭ ॥ অষ্টোত্তরং শতং
জপ্তা মূলমন্ত্রমনস্তধীঃ। জ্ঞান প্রদক্ষিণং কৃৎস্না
প্রার্থয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৪৭ ॥ দেবদেব জগন্নাথ
সর্বতীর্থপ্রবর্তক। সর্বতীর্থময়চাসি সর্বদেবময়ঃ
প্রভো ॥ ১৪৯ ॥ তৎপ্রসাদান্নয়া তীর্থরাজে স্নানং কৃতং
হি যৎ। তদন্ত সফলং দেব যথোক্তকলদো ভব ॥

অখণ্ডিত শালিতুলের সদৃশশালী সুপক অন্ন
গব্যস্থিতে সুবাসিত করিয়া গব্য দধি, ক্ষীর, পক-
রস্তা, শর্করা, নানা প্রকার ব্যঞ্জন, পিষ্টক, উপ-
(চাটনী) এবং নানাবিধ ফল মূলদির সহিত
ভগবানকে নিবেদন করিবে; ঐ অন্ন যেন গ্ৰীতিকর,
সুরসসম্পন্ন, নবতুলজাত ও সদৃশযুক্ত হয়।
দেবদেব ভগবানের নৈবেদ্য প্রস্থ পরিমাণের ন্যূন
হইলে প্রশস্ত নহে, জানিবেন। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য,
স্নানীয়, মধুপর্ক, বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত দানের পর
আচমনীয়োদক দান করা বিধেয়। অন্ত্রাশ্র উপচার
দানে আচমনীয় ব্যতীত কেবল উপচার দান
করিবে; কিন্তু সমুদয় উপচার অব্যাহত জলদ্বারা সংস্কৃত
করা বিধেয়। বিপ্রগণ! নৈবেদ্যদানান্তে আচমনীয়
দানের পর রমণী-কর-ঘর্ষিত সুগন্ধি চন্দন এবং
কপূর, লবঙ্গ, এলাইচ, জাতীকল ও গুবাকযুক্ত
জাম্বুল দান করিবে। এইরূপ পূজাবসানে একাগ্র-
চিত্তে অষ্টোত্তরশত মূলমন্ত্র জপ, স্তবপাঠ ও প্রদক্ষিণ
করিয়া ভগবান পুরুষোত্তমের নিকট এইরূপ প্রার্থনা
করিবে,—হে দেবদেব! হে প্রভো, জগন্নাথ!
আপনিই সর্বতীর্থের সৃষ্টিকর্তা এবং আপনিই সর্ব-
তীর্থ ও সর্বদেবময় অতএব হে দেব। আমি যে
তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়াছি, আপনার প্রসাদে
তাহা সফল হউক, আপনি কৃপা করিয়া আমায়
যথোক্ত ফল প্রদান করুন। হে বিত্তো! আপনিই

সিদ্ধরাজবধু বিত্তো ভবরূপোহস্ত সংশয়ঃ। পাপা-
লয়ে নিময়ঃ মাং পরিজাহি নমোহস্ত তে ॥ ১৫১ ॥
ইখং সম্পূজ্য দেবেশং নারায়ণমাময়ম্। তীর্থরাজ-
কৃতস্নানং সর্বতীর্থকলং লভেৎ ॥ ১৫২ ॥ গবাং
কোটিপ্রদানেন ক্রতুকোটিকৃতেন চ। কোটিব্রাহ্মণ-
ভোজ্যেন মহাদানৈশ্চ কোটিশঃ। যৎপুণ্যং কৰ্ম্মিণাং
প্রোক্তং তদনেন হি লভ্যতে ॥ ১৫৩ ॥ ধ্যানং
দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধকং সুরপূজনম্। সিদ্ধতীর্থ-
কৃতং সৰ্বং কোটিকোটিশুণং ভবেৎ ॥ ১৫৪ ॥ অপি
নঃ স কুলে কাশ্চ সিদ্ধমায়ী ভবিষ্যতি। দেবেভ্যশ্চ
পিতৃভ্যশ্চ দান্ততে সতিলোদকম্ ॥ ১৫৫ ॥ ক্রন্দন্তি
সর্বপাপানি সন্তান্তাঃ সর্বপাতকাঃ। অস্তিত্বমি
পলায়ন্তে সিদ্ধমানোদ্যতস্ত বৈ ॥ ১৫৬ ॥ অন্ততীর্থে
কৃতং পাপং সিদ্ধতীর্থে বিনশ্চতি। সিদ্ধতীর্থে কৃতং
পাপং সিদ্ধমানাশ্বিনশ্চতি ॥ ১৫৭ ॥ সিদ্ধমানে রতং
নিত্যং দৃষ্টেব যমকিঙ্করাঃ। দিশো দশ পলায়ন্তে
সিংহং দৃষ্টা যথা যুগাঃ ॥ ১৫৮ ॥ যমোহপি ভীতস্তঃ

যে ভবরূপী তীর্থরাজ, তাহাতে আর সংশয় নাই;
অতএব হে নাথ! আপনাকে নমস্কার, আমি এই
ষোর সংসাররূপ পাপালয়ে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে
পরিজ্ঞান করুন। তীর্থরাজ-সলিলে স্নান করিয়া
দেবদেব অনাময় নারায়ণকে এইরূপে সম্যক পূজা
করিলে মানব সর্বতীর্থের ফললাভ করিয়া থাকে।
কোটি কোটি গোদান, কোটি কোটি অশ্বমেধাদি
যজ্ঞানুষ্ঠান, কোটি কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, এই কোটি
কোটি মহাদানে যে পুণ্য কথিত আছে, তাহা এক-
মাত্র উল্লিখিত কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই লব্ধ হইয়া থাকে। ধ্যান,
দান, তপস্যা, জপ, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজাদি যে কিছু সং-
কার্য্য তৎসমুদয়ই সিদ্ধতীর্থে অল্পশ্রিত হইলে কোটি
কোটিশুণ অধিক ফলপ্রদ হয়। সমুদয় ধার্মিকগণই
মনে করিয়া থাকেন, আমাদিগের বংশে এমন ধার্মিক
পুরুষ কি কেহ জন্মিবে, যে, সিদ্ধমান করিয়া দেবতা
ও পিতৃগণের উদ্দেশে সতিলোদক দান করিবে।
১৪০—১৫৫। মুনিগণ! অধিকতর কহিব, সিদ্ধিতে স্নান
করিতে উদ্যত হইলেই তাহার সমুদয় পাপরাশি ক্রন্দন
করিতে থাকে এবং অখিল অমঙ্গল পলায়ন করে।
অন্ততীর্থে অল্পশ্রিত পাতক সিদ্ধতীর্থে আগমনমাত্রই
বিনষ্ট হয় এবং সিদ্ধতীর্থে যে পাপ অল্পশ্রিত হয়, তাহা
সিদ্ধমানেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন
সিদ্ধমান করে, যমকিঙ্করগণ তাহাকে দেখিয়াই
সিংহদর্শনে যুগ্মধ্বজ ভাং দশ দিকে পলায়ন করিতে

দৃষ্টা প্রণিপাত্য প্রপূজ্য চ । ন শক্নোতি তথা স্বাতুঃ
তস্তাগ্রে পুণ্যকৰ্মণঃ ॥ ১৫৯ ॥ বাহুস্তি দেবতা নিত্যং
মাছুৰ্য্যং প্রাপ্নুয়ামহে । সম্যক্ৰদ্ধারতা কুৰ্ব্বা সিদ্ধু-
জ্ঞানং লভেমহি ॥ ১৬০ ॥ মেকমন্দরমাত্রোহপি রাশিঃ
পাপস্ত কৰ্ম্মণঃ । সিদ্ধুজ্ঞানেন দম্বঃ স্ত্রাৎ তৃণরাশি-
রিবানলাৎ ॥ ১৬১ ॥ অম্পু নারায়ণং দেবং জ্ঞান-
কালে স্মরেৎ সদা । সাক্ষাদ্বিষ্ণুস্বরূপে তু সিদ্ধৌ
চৈব বিশেষতঃ ॥ ১৬২ ॥ ব্রহ্মস্মো বা সুরাপো বা
গোম্মো বা পঞ্চপাতকী । সৰ্ব্বে তে নিষ্কৃতিং যান্তি
সিদ্ধুজ্ঞানায় সংশয়ঃ ॥ ১৬৩ ॥ কপিলাকোটাদানাত্তু
সিদ্ধুজ্ঞানং বিশিষ্যতে । সৰ্ব্বং সিদ্ধবগাহেন কুল-
দৈবমিতি সমুদ্ররেৎ ॥ ১৬৪ ॥ সৰ্ব্বতীর্থেষু যৎপুণ্যং
সৰ্ব্বেষামৃতং চ । তৎকলং লভতে সৰ্ব্বং সিদ্ধু-
জ্ঞানায় সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥ য ইচ্ছেৎ সকলং জন্ম
জীবিতং ক্ষতমেব বা । স পিতৃঃস্তৰ্পয়েৎ সিদ্ধুমভি-
গম্য সুরাস্তথা ॥ ১৬৬ ॥ সুলভাচতুরো বেদাঃ
সমুদ্রপদক্রমাঃ । সুলভানি কুরুক্ষেত্রে দানানি

ধাকে । অধিক কি, তাহাকে দেখিয়া স্বয়ং ধর্ম্মরাজ
যমও ভীত হন, এবং সেই পুণ্যস্থান সমুখে
অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া মনে মনে তাহাকে
প্রণিপাত ও পূজা করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন ।
সম্যক্ ব্রহ্মা সহকারে সিদ্ধুজ্ঞান করিব বলিয়া দেব-
গণও প্রতিনিয়ত মানবদেহ ধারণের বাঞ্ছা করিয়া
থাকেন । মেক ও মন্দর পর্ব্বতপ্রমাণ পাপরাশি
অনলে তৃণপুঞ্জের স্তায় সিদ্ধুজ্ঞানে দম্ব হইয়া যায় ।
মহর্ষিগণ ! জ্ঞানকালে জলমাত্রেই দেবদেব নারা-
য়ণকে স্মরণ করা সদাই কর্তব্য, বিশেষতঃ
সাক্ষাৎ বিষ্ণুস্বরূপ সিদ্ধুজলে ত অবশ্যই করণীয় ।
ব্রহ্ম, মদ্যপ, ও গোঘাতী প্রভৃতি পঞ্চবিধ সমুদয়
মহাপাতকীই নিসন্দেহ সিদ্ধুজ্ঞান জন্ত নিষ্কৃতি লাভ
করিয়া থাকে । কোটি কোটি কপিলা ধেনুদান
অপেক্ষা সিদ্ধুজ্ঞানের গৌরব সমধিক । সিদ্ধুসলিলে
একবার মাত্র অবগাহন করিলেই কোটি কোটি কুল
উদ্ধার করিতে পারে । সর্ব্ববিধ তীর্থে জ্ঞান ও সর্ব্ব-
বিধ পীঠস্থানে গমন ও দর্শন জন্ত মানব যে কল-
প্রাপ্ত হয়, একমাত্র সিদ্ধুজ্ঞানেতেই তৎসমুদয় কল
লব্ধ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি আপনার
জন্ম, জীবন ও শাস্ত্রাধ্যয়নকে সকল করিতে ইচ্ছা
করে, তাহার সিদ্ধুতে অবগাহনান্তে দেবতা ও
পিতৃগণের উদ্দেশে তর্পণ করি উচিত । সমুদ্র
তটস্থে অধ্যয়ন, কুরুক্ষেত্রে বিবিধ প্রকার দান,

বিবিধানি চ ॥ ১৬৭ ॥ চান্দ্রায়ণাদিকল্প্যুনি তপাসি
সুলভাভূতপি । অগ্নিষ্টোমাদয়ো যজ্ঞাঃ সুলভা বহু-
দক্ষিণাঃ । সিদ্ধুতোষৈশ্চ সলিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণম্ ॥
১৬৮ ॥ মাসং তর্পণমাত্রেণ পিতৃনাং পাতনেন চ ।
সিদ্ধৌ চ পিতরঃ সৰ্ব্বে বিমানান্ সূর্য্যবর্চসঃ ॥ ১৬৯ ॥
সিদ্ধুতর্পণসমুদ্রাঃ ব্রাহ্মপিণ্ডসুতর্পিতাঃ । আকুত্বে সহসা
যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্ ॥ ১৭০ ॥ আদ্যস্তয়ো-
র্জগন্নাথং পূজয়িত্বা যথাবিধি । তীর্থরাজে কৃত-
জ্ঞানো নরঃ স্ত্রানুজিতাজনম্ ॥ ১৭১ ॥ ততস্তীর্থ-
বিসর্গক কুৰ্ব্বা শুদ্ধমনাঃ পুমান্ । রামঃ কৃকঃ
সুভদ্রাক নহা রূপং বিচিত্রয়েৎ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পঞ্চতীর্থমাহাত্ম্যকীর্তনং নাম
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ । কৃতকৃত্যং তদাত্মানং মন্ত-
মানস্ততো ব্রজেৎ । অশ্বমেধাদিসমুত্তমিস্ত্রহ্যয়সরঃ
প্রতি ॥ ১ ॥ যন্ত তীর্থে নিবসতি নরসিংহাকৃতির্হরিঃ ।
নরসিংহমভুজাপ্য তত্র স্নানাদ্যথাবিধি ॥ ২ ॥ নর-

চান্দ্রায়ণাদি ব্রত ও তপোব্রতান এবং বহুল
দক্ষিণাযিত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞও বরং সুলভ,
কিন্তু সলিল সিদ্ধুজল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ অতীব
দুর্লভ জানিবেন । একমাস সিদ্ধুসলিল দ্বারা পিতৃ-
গণের তর্পণ ও সিদ্ধুসলিলে পিতৃগণের উদ্দেশে
পিণ্ডতর্পণ করিলে, তাহার পরিতৃপ্ত হইয়া
সূর্য্যের স্তায় তেজঃপুঞ্জময় শরীর ধারণ করত সহসা
বিমানে আরোহণপূর্ব্বক সমাতন ব্রহ্মলোকে গমন
করিয়া থাকেন । আদ্যস্তে জগন্নাথদেবের যথাবিধি
পূজা ও তীর্থরাজ-সলিলে জ্ঞান করিলে, মানব
নিঃসন্দেহ মুক্তিলাভ করিতে পারে । উল্লিখিত
কার্য্য সকলের অমুষ্ঠানের পর তীর্থসেবী পুরুষ
পবিত্র হৃদয়ে তীর্থ বিসর্জনপূর্ব্বক জগন্নাথদেব,
বলরাম ও সুভদ্রাদেবীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে
তাঁহাদিগের রূপ চিন্তা করিতে থাকিবে ॥ ১৭৬—১৭২
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

জৈমিনি বলিলেন,—অনন্তর আপনাকে কৃতকৃত্য
মনে করিয়া যাহার তীর্থে নৃসিংহাকৃতি ভগবান
বিসর্জ্য করিতেছেন, ইন্দ্রহ্যয়ের অশ্বমেধসমুদৃত
সেই সরোবর উদ্দেশে তথা হইতে প্রস্থান করিবে

সিংহ নমস্তাত্যং যন্ত তে কেত্র উত্তমে । সহস্র-
বাহিমেষু ক্রেতোশ্চক্রে নৃপোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্র-
হ্যুগ্রপ্রাসাদাং তু তন্তু ক্রহকসম্ভবে । সরসি স্নাতু-
মায়াতো মামনুজাপয় প্রভো ॥ ৪ ॥ ততস্তীর্থতটং
গহ্বা কৃতশৌচাচমক্ৰিয়ঃ । প্রার্থয়েদঞ্জলিঃ কৃতা ইমং
মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥ ৫ ॥ অশ্বমেধাকগোকোটিকুরক্ষ-
মহীতল । তন্মুক্তকেনদানান্তঃপুরিতাখিলপাবন ॥ ৬ ॥
স্নাতুঃ তবাগতঃ পুণ্যে সৰ্বতীর্থময়ে জলে । পূৰ্ব্বেজন্ম-
সহস্রোখং পাপং স্নানাদিমোচয় ॥ ৭ ॥ অস্তঃ প্রবিষ্ট চ
ততো বাক্রণৈঃ পঞ্চভির্বিজাঃ । স্নানাদিস্তজলে জপ্যাং
ত্রিরাবৃত্ত্যামঘর্ষণম্ ॥ ৮ ॥ অশ্বমেধাকসমুত তীর্থ
সৰ্বাঘনাশন । জন্মকোটিকৃতং পাপং হরি স্নানাদি-
নস্ততু ॥ ৯ ॥ ইমং মন্ত্রং ত্রিকচার্য্য ত্রিঃস্নাত্তজলে
বিজাঃ । সংস্মরেদ্বিষ্ণুগায়ত্র্যা নরসিংহাকৃতিং হরিম্ ॥

এবং তথায় যাইয়া নৃসিংহদেবের নিকট অমুজ্ঞা
গ্রহণপূর্বক তথায় যথাবিধি স্নান করিবে । তাঁহার
নিকটে এইরূপে অমুজ্ঞা গ্রহণ করিবে,—হে নর-
সিংহ ! আপনাকে নমস্কার, আপনার উত্তম পবিত্র
ক্ষেত্রে নৃপবর ইন্দ্রহ্য সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া-
ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রসাদে তদীয় যজ্ঞাক্ষ-
সরোবরে স্নান করিবার জন্ত আমি আসিয়াছি, অতএব হে প্রভো ! আমায় স্নানের অনুমতি
দিন । অনন্তর সরোবরতটে গমনপূর্বক আচমনাদি
শৌচক্রিয়া সমাধানান্তে কৃতাজলিপুটে এই মন্ত্র পাঠ
করত প্রার্থনা করিবে,—হে সরোবর ! ইন্দ্রহ্যের
অশ্বমেধাক কোটি গোসমূহের ক্ষুরাঘাত জন্ত মহীতল
বিদীর্ণ হওয়ায় আপনার উৎপত্তি হইয়াছে এবং
সেই গোগণের মূত্রকেন দান জন্তই আপনার খাত
জলপূর্ণ হওয়ায় আপনি সকলের পরিত্নতাকর হইয়া-
ছেন ; এক্ষণে আমি আপনার সৰ্বতীর্থময় পবিত্র
জলে স্নান করিবার জন্ত আগমন করিয়াছি ; অত-
এব আপনি আমার ভবদীয় সলিলে স্নানহেতু সহস্র
সহস্র পূৰ্ব্বেজন্মার্জিত পাপরাশি বিদূরিত করিয়া দিন ।
হে বিজগণ ! অনন্তর জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চ-
বাক্রণ মন্ত্র পাঠ করত স্নান করিবে এবং জলমধ্যে
দণ্ডায়মান থাকিয়াই বারত্ৰয় অঘর্ষণ স্নান পাঠ
করিতে হইবে । বিজগণ । তৎপরে ‘হে অশ্ব-
মেধাকসমুত । হে সৰ্বপাপবিনাশন । ভবদীয় জলে
স্নানহেতু আমার যেন কোটী কোটী জন্মার্জিত
পাপক বিনষ্ট হয় । বারত্ৰয় এই মন্ত্র পাঠ করত
সেই মন্ত্রপাঠকাল বারত্ৰয় অবগাহন করিবে এবং

১০ ॥ অপো নারী ইতি প্রোক্তা যম্মাতা নরহনবঃ ।
অয়নং প্রথমকান্ত তস্মাদপু হরিং স্মরেৎ ॥ ১১ ॥
দেবান্ ঋত্বীন্ পিতৃশ্চৈব তর্পয়েদ্বিধিবরঃ । নর-
সিংহং ততো গচ্ছেৎ পশ্চিমাভিমুখং স্থিতম্ । সিদ্ধং
শম্ভুং কৃত্রিমং বা পশ্চিমাভিমুখং হরিম্ । দৃষ্টা বিমু-
চ্যতে পাটৈর্জন্মকোটিসমুত্তবৈঃ ॥ ১৩ ॥ তমাধর্ষণ-
মন্ত্রেণ যজেচ্চ নরকেশরিম্ । নারদেন পুরা হেম
মন্ত্ররাজঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্রহ্যেন তেনৈব
চিরাদেষ উপস্থিতঃ । নরসিংহাকৃতৌ নাত্তো মন্ত্র-
স্তৎসদৃশো যজ্ঞাঃ ॥ ১৫ ॥ যন্তোচ্চারণমাত্রেণ তুষ্টো
ভবতি কেশরী । অনেন দাক্ষবর্ত্যপি ব্রহ্মণা
সম্প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ১৬ ॥ পূর্বোক্তৈকপচারৈঃ পূজয়েন্নর-
কেশরিম্ । জবাপ্রস্থনৈরকণৈরনুচৈব সুগন্ধিভিঃ ॥
১৭ ॥ চন্দনাঙ্কুরকপূরৈর্লোপয়েন্নরকেশরিম্ ॥ ১৮ ॥
পায়সং সিতয়া যুক্তং সৌরভেণ পর্ণিমা । কর্পূরখণ্ড-

বিষ্ণুগায়ত্রী জপ করত নরসিংহাকৃতি ভগবান্
হরিকে স্মরণ করিবে । জল, নরের—অর্থাৎ নর-
নামক পরমাত্মার পুত্রস্বরূপ বলিয়া বিদ্বদ্গণ জলকে
নারায়ণ বলিয়া থাকেন এবং উহা তাঁহার প্রথম অয়ন
অর্থাৎ বাসস্থান বলিয়া তাঁহাকে নারায়ণ বলেন ;
এজন্ত জলমধ্যে ভগবান্ হরিকে স্মরণ করা একান্ত
কর্তব্য । মানব পূর্বোক্ত প্রকারে সেই সরোবরে
স্নান করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের উদ্দেশে
তর্পণ করিবে । অনন্তর পশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত
নৃসিংহ দেবকে দর্শনার্থ তৎসন্নিধানে গমন করিবে ;
তত্রত্য স্বতঃসিদ্ধ বা কৃত্রিম শম্ভু ও সেই পশ্চি-
মাভিমুখ ভগবান্ হরিকে দর্শন করিলে মানব
কোটী কোটি জন্মার্জিত পাপরাশি হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে । ১—১৩ অনন্তর আধর্ষণ মন্ত্রে নৃসিংহ-
দেবের অর্চনা করিবে । পূর্বে দেবসি নারদ ঐ মন্ত্র-
রাজকে প্রকাশিত করিয়াছিলেন । বিজগণ !
নৃপবর ইন্দ্রহ্যও বহুকাল ঐ মন্ত্রে ভগবান্ নৃসিংহ-
দেবের উপাসনা করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ নৃসিংহ-
দেবের উপাসনায় ঐ মন্ত্রতুল্য অপর কোন মন্ত্রই
প্রশস্ত নহে । উহার উচ্চারণ মাত্রেই নৃসিংহদেব
তুষ্ট হইয়া থাকেন । ভগবান্ ব্রহ্মাও ঐ মন্ত্র দ্বারা
জগন্নাথ দেবের দাক্ষমণী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ।
পূর্বোক্ত উপচার সকল এবং অধর্ষণ জবা ও
অস্ত্রান্ত সুগন্ধি পুষ্পসমূহ দ্বারা নৃসিংহদেবের পূজা
করা কর্তব্য । কর্পূরচূর্ণমিশ্রিত শিষ্ট চন্দন ও
অমৃত দ্বারা নৃসিংহদেবের সর্বদা বিশেষণপূর্বক

সংযুক্তানি মোদকান্ স্তুতপাচিতান্ ॥ ১১ ॥ সংযাবান্
স্তুতপূপাংশ্চ কলং নানাবিধং তথা । শর্করাদধি-
সংযুক্তং শাল্যম্ বিনিবেদয়েৎ ॥ ১২ ॥ দৃষ্টা স্পৃষ্টা নম-
স্কৃতা সম্পূজ্য নরকেশরিম্ । স্থান্ স্থানভীষ্টানাপ্নোতি
নরো বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৩ ॥ দেবদ্বন্দ্বমরেশ্বরঃ গন্ধ-
র্কস্বঃ ততো দ্বিজাঃ । ঐশিহক বশিহক সার্কভৌম-
স্বমেব বা । যদ্যৎ কামস্তু চিত্তে তত্তদাপ্নোত্য-
সংশয়ম্ ॥ ১৪ ॥ পঞ্চতীর্থবিধানং বঃ কথিতং পূর্বতো
দ্বিজাঃ । দিনানি পঞ্চ কুর্হেতৎ পঞ্চভূতময়ে পুনঃ ।
ন দেহে প্রবিশেয়ন্ত্যে ব্রতী বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥ ১৫ ॥
পৌর্ণমাশ্চ প্রত্যুদসি তীর্থরাজজলে পুনঃ । পূর্বোক্ত-
বিধিনা স্নাত্বা শুদ্ধাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥ এক
ভক্তব্রতে ব্রততে প্রীতয়ে হরেঃ । যাবৎ পঞ্চ-
দিনানি স্নোস্তাবৎ কালং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥ ততঃ
প্রবিশ্য প্রাসাদং মঞ্চস্থং পুণ্ড্রোত্তমম্ । রামং
সুভদ্রাং দৃষ্ট্বা চ মূঢ়্যতে পাপকঙ্কশূকৈঃ ॥ ১৮ ॥ সর্ব-
তীর্থময়াং কৃপাহৃদেভ্যামুগন্ধিনা । বারিণা স্নাপ্য-

গব্যস্তুত ও শর্করামিশ্রিত পায়স, কর্ণুরথওসংযুক্ত
স্তুতপক মোদক, সংযাব, স্তুতপষ্টক, নানাবিধ কল
এবং শর্করা ও দধিসংযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন
নিবেদন করিবে। সেই নৃসিংহদেবকে দর্শন,
স্পর্শন ও নমস্কার করিলে সমুদয় মানবই যে স্ব স্ব
সংকীর্ণ লাভ করিতে পারে, তাহাতে আর
অল্পমাত্র সন্দেহ নাই। হে দ্বিজগণ! অধিক কি
কহিব, দেবদ্ব, দেবাধিপত্য, গন্ধর্কস্ব, ঐশিহ,
বশিহ বা সার্কভৌমস্ব প্রভৃতি যাহাই চিত্তাভিলষিত
থাকে, তৎসমস্তই নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
দ্বিজগণ! এই ত আমি পূর্ব হইতে আপনাদিগের
নিকট পঞ্চতীর্থের বিধান বলিলাম। পাঁচদিনে
এ পঞ্চ তীর্থ করিতে হয়। বিষ্ণুভক্ত মানব যথা-
বিধি নিয়মাবলম্বন করত এই পঞ্চতীর্থ করিলে
তাহাকে আর পঞ্চভূতময় দেহে প্রবেশ করিতে
হয় না। হে দ্বিজোত্তমগণ! পুণিমাতে অতি
প্রাতঃকালে তীর্থরাজজলে পূর্বোক্ত বিধান-অন্ন-
সারে স্নান করিয়া যাবৎ পঞ্চ দিবস পূর্ণ না
হয়, তাবৎকাল ভগবান্ হরির প্রীত্যর্থে জিতে-
ন্দ্রিয় ও শুদ্ধাহারী হইয়া একতরু করিয়া
থাকিবে। তৎপরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে
প্রবেশপূর্বক মঞ্চস্থ পুণ্ড্রোত্তম, বারাম ও সুভদ্রা
দেবীকে দর্শন করিলে মানব পাপকঙ্ক হইতে
মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি জ্যৈষ্ঠ পুণিমাতে সর্ব

মানস্ক যো জ্যৈষ্ঠ্যাং পঞ্চমীতে হরিম্ । ন তু স্ত পাপ-
সদৃক আশ্রমি প্রভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ যাত্নাকর্মবিধিঃ
বক্ষ্যে শৃণুধ্বঃ শুনয়ঃ পরম্ ॥ ২০ ॥ চতুর্দশ্যাং দৃঢ়-
মঞ্চঃ কারয়িত্বা স্নোত্তমম্ । তৃণকাষ্ঠময়ং লিপ্তং
শুধ্যা বহলং শুভম্ ॥ ২১ ॥ অথবা দার্কময়ং কুর্ধ্যাৎ
চিরং স্থায়ি দ্বিজোত্তমাঃ । স্নানার্থং দেবদেবস্ত বিস্ত-
শাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ ২২ ॥ নানাক্রমলতাকীর্ণং
দক্ষিণানিলশীতলম্ । উচ্চলং সিন্দুরকল্লোলশাবলোপরি-
সংস্কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ সমুজ্জ্বিতমহামূল্যবিতানবরশোভি-
তম্ । বিততাচ্ছাদনং কুর্ধ্যাৎ দেবানাং দর্শনায়
বৈ ॥ ২৪ ॥ আয়াস্তি ব্রহ্মণা সার্কং স্নপনায় জগৎ-
পতেঃ । স্বর্গস্নাত্তঃ সমাদায় পারিজাতসুবাসিতম্ ।
ব্রহ্মর্ষ্যশ্চ ত্রিদেশা ব্রহ্মণা সহিতা বিভূম্ । মঞ্চস্থং
প্রাবয়ন্তীহ বচনাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৫ ॥ জয়শব্দক
স্ততিভির্বন্দ্যোহয়ং ত্রিদিবৌকসাম্ । তস্মান্নকঙ্ক

তীর্থময় কূপ হইতে উদ্ধৃত সুগন্ধি সলিল দ্বারা
ভগবান্কে স্নান করাইতে দর্শন করে, তাহার দেহে
আর কোন প্রকার পাপসদৃক থাকে না।
মুনিগণ! এক্ষণে যাত্নাকর্মবিধি বলি শুুন, উহা
বহুল কার্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট জানিবেন। দ্বিজো-
ত্তমগণ! দেবদেব ভগবানের স্নানার্থ চতুর্দশীদিনে
তৃণকাষ্ঠময় অথবা দার্কময় স্নোত্তম এক মঞ্চ
প্রস্তুত করিয়া তাহাতে চূর্ণ-লেপ প্রদান করিবে
এবং তাহা যাহাতে বহুকালস্থায়ী হয়, তাহা করিতে
হইবে, এই কার্যে কদাচ বিস্তশাঠ্য করা উচিত নহে।
১৪—২০। অপিচ দেবগণ তথায় অবস্থানপূর্বক
যাহাতে ভগবানের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে পারেন,
ত্রিমিত্ত সেই স্থান, চন্দ্রাতপশোভিত সুবিস্তৃত মহা-
মূল্য আবরণ-বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং এই
আচ্ছাদন যেন অতি উচ্চদেশে সংস্থাপিত করা
হয়। যে স্থানে সিন্দুর কল্লোলমালা নৃত্য করিয়া
থাকে, যাহা নব নব তৃণরাজি দ্বারা হরিত বর্ণে
রঞ্জিত, দক্ষিণানিলসংস্পর্শে শুলীতল এবং বিবিধ
তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত সুপরিষ্কৃত তাদৃশ স্থানেই
স্নানপীঠ রচনা করা কর্তব্য। সমুদয় দেবর্ষি ও
দেবগণ, জগৎপতি জগন্নাথ দেবকে স্নান করাই-
বার নিমিত্ত পারিজাতসুবাসিত সুরভরঙ্গিনীর পবিত্র
সলিল লইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত তথায় আগ-
মনপূর্বক ব্রহ্মার আদেশানুসারে মঞ্চস্থ ভগবান্কে
স্নান ও জয়শব্দপূর্ণ বিবিধ স্ততিবাদ দ্বারা বন্দনা

কর্তব্যো মণ্ডিতো মাল্যচামরৈঃ ॥ ৩৫ ॥ নানামণি-
সমায়ুক্তঃ স্কুলকৃত্তোরণম্ । সুগন্ধিধূপসুৰতি-
চন্দনাস্তঃসমুক্ষিতম্ ॥ ৩৬ ॥ এবং মঞ্চং প্রতিষ্ঠাপ্য
তস্ত দক্ষিণতো বিজাঃ ॥ ৩৭ ॥ কৃপাদ্বারি সমুদ্রত্যা
কলসান্ স্বর্ণনির্মিতান্ । শালায়াং শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা
অধিবাসয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ সুবাসিতং জলং তেষু পাব-
মাস্তা প্রপূরয়েৎ । চতুর্দশীনিশামধ্যে কশ্মৈতৎ
সমুদাহৃতম্ । শনৈঃ শনৈস্ততো নিম্নার্হরিঃ হ্রিপুরঃ
সরম্ ॥ ৩৯ ॥ ত্র্যক্ষগাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্ণা রাজা সম্ভা-
নিভাদিতাঃ । চামরৈঃ গুলবৃন্তৈশ্চ বীজ্যমানঃ নির-
স্তরম্ ॥ ৪০ ॥ পুরাকৃতান্ লেপঃ তং বিকোরজ্জ্বার
হাপয়েৎ ॥ ৪১ ॥ যথা সুগন্ধিলেপেন সুপুষ্টো দ্বৈ-
দিনে দিনে । তথা প্রযত্নতঃ কার্য্যঃ কৃশাদ্ভো
নহি পুষ্টিকঃ । নমেষুরক্রমাদ্যন্তো ভগবন্তং মুদা-
ষিতাঃ ॥ ৪২ ॥ প্রমাদতো যদি ভবেৎ পতনং মুর-
বৈরিণঃ । বলস্ত বা সুভদ্রায়া রাজ্যো রাজ্যস্ত

করিয়া থাকেন । এজন্য ভগবানের স্নানমঞ্চ
নানাবিধ মণি, মুক্তা, মাল্য, চামর, পতাকা ও
তোরণ দ্বারা বিমণ্ডিত, চন্দনমিশ্রিত সুগন্ধ
সুশীতল জলদ্বারা সংস্কৃত এবং সুগন্ধি ধূপ দ্বারা
সুসজ্জিত করিবে । দ্বিজগণ! এইরূপ স্নানমঞ্চ
প্রস্তুত করিয়া তাহার দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তিকূপ হইতে
স্নানীয় জল উত্তোলনপূর্ব্বক সেই জল সুগন্ধ দ্রব্যে
সুবাসিত করত পাবমানী মন্ত্র পাঠ দ্বারা স্বর্ণ-
নির্মিত কলসসমূহ পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং মন্দিরা-
ভ্যন্তরে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানানুসারে ভগবানের অধি-
বাস করিবে । উক্ত কার্য্য সকল চতুর্দশীর রাত্রি-
মধ্যেই কর্তব্য । অনন্তর হলিদানপুরঃসর অব্যগ্র-
ভাবে ভগবান্কে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে আরম্ভ
করিবে । রাজার নিকট সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত
ত্র্যক্ষিণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এই সময়ে চামর ও তালবৃন্ত
দ্বারা নিরস্তর ভগবান্কে বীজ্যন করিতে থাকিবে ।
ভগবানের অঙ্গ হইতে পূর্ব্বকৃত অঙ্গলেপন অপসা-
রণ করা উচিত নহে, যাহাতে তিনি সুগন্ধিলেপন-
দ্রব্যে দিন দিন পরিপুষ্ট হন, যত্নাতিশয় সহকারে
বরং তাহাই কর্তব্য, কারণ কৃশাদ্ভ দেবমূর্ত্তি
কল্যাণকর নহে । অতি সাবধানে স্নানন্দে ভগ-
বান্কে লইয়া যাইবে, কারণ, বাহকের প্রমাদ
বশতঃ যদি ভগবান্ হুরারি, বলদেব বা সুভদ্রা
দেবী পতিত হন, তাহা হইলে রাজা ও রাজ্যের

ভীতিকা ॥ ৪৩ ॥ অপি পাতয়তাং হানিঃ সন্ততিবহ-
তুঃখিতাঃ । নরকে নিরতং বাসো ভবেত্তেষাং হুরা-
অনাম্ ॥ ৪৪ ॥ বিমুহুস্তপ্তিরাক্রময়ীয়াং প্রতিমা
কথম্ । তিষ্ঠেদবিবসন্তো যে ভগবদ্রোহিণস্ত তে ।
নরকং প্রতিপদ্যন্তে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ ৪৫ ॥ মুঢ়ানাং
নাস্তিকানাং কৃতঘ্নানাং হুরাঅনাম্ । ধর্ম্মকতো
প্রজায়ন্তে অবিবাসস্ত যুক্তয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ অদৃষ্টং যন্ত
যাবদ্ধি স তু তেন বিনির্মিতঃ । তদন্তে তস্ত কীর্ত্তন্তে
প্রাসাদপ্রতিমাদয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ ন চায়ং নির্মিতঃ কেন
ক্রমঃ স্নৈনৈব নির্মিতঃ । বরং দদাতি যা নুনং ন
চাসৌ প্রতিমা মতা ॥ ৪৮ ॥ নির্মিতায়াং প্রতিকৃতো
যুগমহন্তরাদিষু । ব্যতীতেষাপি বর্ত্তন্তে জনানাম্
সুপক্ষণাম্ । তন্তুয়স্তাদৃশা বিপ্রাঃ সর্কে পৃথিবী-
ক্ষিতাম্ ॥ ৪৯ ॥ স্বারোচিষেহন্তরে চৈব আবর্ত্তিতঃ

অমঙ্গল ঘটে এবং যাহাদিগের হস্ত হইতে পতিত
হন, তাহাদিগের অতি অকুশল ও তাহাদিগের
বংশপরম্পরা বহু দুঃখভাগী হইয়া থাকে । অধি-
কন্ত সেই হুরাঅনাদিগের নরকে বাস হয় । যাহারা
মোহাভিত্ত হইয়া ভগবানের প্রতি অবিবাস করত
মনোমধ্যে বিবেচনা করিবে যে, দাক্ষময়ী প্রতিমা
আর কত কালই বা থাকিবে, সেই সকল ব্যক্তি-
গণ ভগবদ্‌দ্রোহী এবং সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত, তাহারা
নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে । যাহারা নিতান্ত মুঢ়,
নাস্তিক, কৃতঘ্ন ও হুরাঅ, তাহাদিগেরই অন্তরে
ধর্ম্মকার্য্য বিষয়ে যাহাতে অবিবাস জন্মিতে পারে,
তাদৃশ যুক্তি সকল উদ্ভূত হয় । যাহার যেরূপ
অদৃষ্ট, সে সেই অদৃষ্টানুসারেই সৃষ্ট হয়, এবং সেই
অদৃষ্ট কয় হইলেই তাহার প্রতিমাদি বুদ্ধি বিদূরিত
হইয়া যায় । বস্তুতঃ এই দাক্ষময় দেবকে কেহই
নির্মাণ করে নাই, তিনি আপনার স্বারাই আপনি
নির্মিত হইয়াছেন । তাহার প্রমাণ দেখুন, যে মূর্ত্তি
তন্তুকে বরদান করেন, তাহা কদাচ প্রতিমা বলিয়া
বিবেচিত হইতে পারে না । ৩১—৪ । বিপ্রগণ!
আর এক কারণ দেখুন, কত কত যুগমহন্তরাদি
গত হইল, কিন্তু অধিল দেবগণ ও মর্ত্ত্যবাসী সমুদয়
জনগণের অদ্যাপি তাদৃশ তাক্ত সমভাবেই রহি-
য়াছে । যদি বাস্তবিকই উহা কাহারও দ্বারা নির্মিত
হইত, তাহা হইলে নির্মিত প্রতিমাতে কখনই
চিরদিন সমান তাক্তির সম্ভব ছিল না । উহার
মহিমা যে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই সমভাবে
আছে, তাহার প্রমাণ দেখুন, স্বারোচিষ মন্ত্র অধি-

কৃপানিধিঃ। বৈবস্বতেহস্তরে সপ্তবিংশ চৈব চতু-
র্থুগে ॥৫০॥ দ্বাপরাস্তে সমায়াতো যদা কৃষ্ণার্জুনাবুভৌ ।
ত্রিদিনানি স্থিতাবজ্র ব্রতসৌ মধুসূদনম্ ॥৫১॥ তক্ত্যা
পূজয়তাং স্বহা যযতুর্দারকাং পুনঃ । ন হস্ত তথ্য
জানন্তি মানুসীঃ তন্মুখাশ্রিতাঃ ॥৫২॥ অবতারাঃ
প্রবর্তন্তে বিকোরন্ত যুগে যুগে । ব্রহ্মস্থাপনয়া
বিপ্রা লীয়ন্তে স্বপদে পুনঃ ॥৫৩॥ পূর্বক ব্রহ্মণা
প্রোক্তঃ স চানেন প্রতিষ্ঠিতঃ । স্বাতা পরাধিপত্যন্তঃ
ভগবান্ দাক্ষরূপধৃক্ ॥৫৪॥ সদায়ং বরদো বিষ্ণুঃ
শুদ্ধসম্বেন ভাবিতঃ । যন্ত যাবাংশ্চ বিশ্বাসন্তস্ত সিদ্ধিঞ্চ
তাদৃশী ॥৫৫॥ অপ্রমাদী কৃতান্তাসো ভক্তো দৃঢ়মতিঃ
পুণ্যকৃত্য যত্নানুরূপং লভতে কলমন্ত্যং সুহৃৎভম্ ॥
৫৬॥ পুরাণৈঃ কথিতঃ সর্বমধরীষবিমোচনম্ ॥৫৭॥
ততস্তন্নিম্ন জগদ্রীথে পরমাত্মস্বরূপিণি । বিধায় চ
দৃঢ়াং ভক্তিং বসধঃ পুরুষোত্তমে ॥৫৮॥ অতোহহং

কার সময়ে কৃপানিধি জগন্নাথদেব আবির্ভূত হন ।
তৎপরে বৈবস্বত মনুর সপ্তবিংশ চতুর্থুগে দ্বাপরের
শেষভাগে যে সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণার্জুন পুরুষোত্তমে
গমন করেন, তখন তাঁহার যথোক্ত ব্রতাবলম্বন
করত ঐ স্থানে দিনত্রয় অবস্থিত ছিলেন এবং
পরম ভক্তি-সহকারে মধুসূদনকে যথাবিধি অর্চনা-
পূর্বক স্তব পাঠ করিয়া পুনরায় দ্বারকায় প্রতিগমন
করেন । হায়! আধুনিক সামান্ত মানবগণ কি
না আজ, সেই ভগবানেরও প্রকৃত তথ্য জানিতে
পারিতেছে না । বিপ্রগণ! বেদরক্ষার্থ যুগে
যুগেই সেই ভগবান্ বিষ্ণুর নানা অবতার মূর্তি
আবির্ভূত হইয়া পুনর্বীর স্বপদে লীন হইয়া থাকেন ।
অতি পূর্বকালে ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ দাক্ষরূপধারী
ভগবান্কে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহারই
প্রাৰ্থনানুসারে ভগবান্ পরাধিকাল পর্যন্ত পুরুষো-
ত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিবেন । সর্ব-গুণময় বিষ্ণু-
চিন্তে সদা সেই ভগবান্ বিষ্ণুকে ভাবনা করিলে,
অবশ্যই তিনি অতীষ্ট বর প্রদান করিয়া থাকেন ।
কলে যাহার যেরূপ বিশ্বাস, তাহার সিদ্ধিও সেইরূপ
হয় । যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত, প্রমাদশূন্য, স্থিরচিত্ত ও
অটল বিশ্বাসযুক্ত, সে নিশ্চয়ই ঐ জগন্নাথ দেবের
নিকট হইতে ইচ্ছানুরূপ কল লাভ করিতে পারে ।
মুনিগণ! পূর্বে আমি ত আপনাদিগের নিকট
এই বিষয়ে অধরীষের সংসার-মোচন-বৃত্তান্ত কীর্তন
করিয়াছি । অতএব হে বিষ্ণুগণ! আগমারা
সেই পরমাত্মকী জগন্নাথ দেবের প্রতি সচলা

ভক্তিতে। নেয়ঃ শ্রীকৃষ্ণো মধুসূদনম্ । সুভজা-
বলভজৌ চ রাজবৎ পরিচর্য্য বৈ ॥৫৯॥
উত্তোলিতেষু ছত্রেষু চামরৈর্বীজিতেষু চ । কালাঙ্ক-
সুধপানু দিগ্ধ গস্তীরনাদিষু ॥৬০॥ নানাবিধেষু
বাদ্যেষু শুবিরে পরিপূরিতে । তৌধ্যাজিকে
সাধুভূতে দীপিকাশ্রেণিরাজিতে ॥৬১॥ অঙ্ককারেণ
সর্বেষাং বর্দ্ধমানে মহোৎসবে । আচ্ছরে
শ্রীপতেরঙ্গে প্রমাদপরিশকয়া ॥৬২॥ পটুপটুপুলা-
দৈর্নীয়মানে সুদূরতঃ । গতের্বসাত্তদোস্তানীকৃতান্তে
জগতাং গুরো ॥৬৩॥ আবর্তিদ্দৃষ্টয়ো দেবাঃ দিবা-
রোহণশক্তিঃ । জয়ন্ত রামকৃষ্ণেতি জয় ভজ্জেহতি
চোদিতে ॥৬৪॥ এবং সলীলং ভগবান্ জন্ম জ্যৈষ্ঠা-
ভিবেচনম্ । নীয়তে মঞ্চদেশস্ত নিশীথে ব্রাহ্মণা-
দিভিঃ ॥৬৫॥ অহম্পূর্বিকয়া শকো দেবানাং জয়তে

ভক্তি রাখিয়া পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করুন ।
এইজন্তই বলিয়াছেন, পরম ভক্তিসহকারে সযত্নে
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথ দেব বলরাম ও সুভজা
দেবীকে রাজবৎ পরিচর্য্য করত স্নানমঞ্চে লইয়া
যাইবে । ৪৯—৫৯ । ভগবানের স্নানমঞ্চে গমনকালে
যখন ছত্রনিচয় উত্তোলিত, কালাঙ্কগন্ধে দিগ্ধগুল
আমোদিত, নানাবিধ গস্তীর বাদ্যধ্বনিতে স্বর্গ-
মন্ড্যের মধ্যবিবর পরিপূরিত এবং দীপাবলীর
আলোকে অঙ্ককার বিদূরিত হয়; যখন ভগবানের
চতুর্দিকে চামর ব্যজন ও সুন্দররূপ নৃত্য-গীতাদি
হইতে থাকে; সেই সময়ে সকলেরই মানসিক
মহোৎসব বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অনবধানতা
প্রযুক্ত পাছে কোন প্রকার দোষ ঘটে, এই
বিবেচনায় সুন্দর পট বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীপতির সর্বাঙ্গ
আচ্ছাদনপূর্বক তাঁহাকে দূরবর্তী স্নানমঞ্চে লইয়া
যাইতে হয় । তৎকালে অখিলজগৎপূজনীয়
জগন্নাথদেবকে দূরগমন নিমিত্ত উত্তানাস্ত করিয়া
লইয়া যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গস্থিত দেবগণ এইরূপ
মনে মনে আশঙ্কা করিতে থাকেন যে, “ভগবান্
বোধ হয় স্বর্গধামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা
করিয়াছেন” এবং এই বিবেচনাতেই তাঁহার দিকে
দৃষ্টি কিরাইয়া হে রাম! হে কৃষ্ণ! আপনাদিগের
জয় হউক এইরূপ বলিতে থাকেন । মুনিগণ! এই
লীলা সহকারে ভগবানের জন্মজ্যৈষ্ঠীতে অভিষেক
হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যখন নিশীথকালে
ভগবান্কে স্নানমঞ্চে লইয়া যাইতে থাকেন, তখন
স্বর্গে হৃদুভিক্ষুনি এবং দেবগণের জয়ধ্বনিসংকুল

দ্বিবি। দেবহস্ততয়ৈশ্চ জয়শলবিমিশ্রিতাঃ ॥ ৬৬ ॥
 ততো মক্খিতং ব্রহ্মরূপং প্রত্যর্চয়া সহ। আচ্ছাদ্য
 সর্বাণ্যঙ্গানি মুখবর্জং সুচেলকৈঃ ॥ ৬৭ ॥ বিনা-
 নিবেদ্যঃ সম্পূজ্য উপচারৈঃ পুরোদিতৈঃ।
 অধিবাসিতকুষ্ঠৈশ্চ শান্তিঘোষপুরঃসরম্ ॥ ৬৮ ॥
 সমুদ্রজ্যোষ্ঠাময়ৈশ্চ আপয়েৎ সুরপুঙ্গবান্। পশুতা-
 মভিষেকৃণাং কৃতকৃত্যহহেতবে ॥ ৬৯ ॥ আপ্যমানক
 পশুস্তি নরা যে ব্রতসংস্থিতাঃ। গর্ভোদকেন স্পর্শনং
 ন তে পুনরবাধুযুঃ ॥ ৭০ ॥ জ্যোষ্ঠান্নং ভগবতো
 যে পশুস্তি মুদাধিতাঃ। ন তে ভবাকৌ মজ্জন্তি
 যাজ্ঞয়োঃসুকমানসাঃ ॥ ৭১ ॥ ব্রহ্মাবৃদ্ধিকৃতঃ পুংসা-
 মাদিতঃ পাপসঞ্চয়ঃ। তৎক্ষণাৎপ্রাণমায়াতি পশুতাঃ
 স্পর্শনং হরেঃ (১) ॥ ৭২ ॥ সর্বসম্প্রাপশমনমশেষ-
 মলনাশনম্। স্পর্শনং ত্রীপতেজৈষ্ঠ্যাং যদি ভক্ত্যা

অহম্পূর্বিকা শব্দের সহিত তুমুল কোলাহল শব্দ
 হইতে থাকে। মহর্ষিগণ! অনন্তর সেই ব্রহ্মরূপী
 প্রতিমায়ুর্জিধারী জগন্নাথ দেবকে স্নানমঞ্চে স্থাপন-
 পূর্বক তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্বত্র
 আচ্ছাদন করিয়া নৈবেদ্য ভিন্ন পূর্বোক্ত অ-
 সমুদয় উপচার দ্বারা পূজাবসানে শান্তি পাঠপুস্তক
 'সমুদ্রজ্যোষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত অধিবাসিত
 কলসনিচয় লইয়া কি অভিষেক্তা, কি দর্শক, সকলের
 কৃতার্থতা নিমিত্ত সেই সুরবরত্রয়েকে অভিব্যক্ত
 করিবে। দ্বিজবৃন্দ! অধিক কি বলিব, যে সকল
 মানব যথোক্ত ব্রতাবলম্বন করত স্নানকালে
 ভগবানকে নিরীক্ষণ করে, তাহাদিগকে আর
 কদাচ পুনরায় জননীর গর্ভোদকে স্নান করিতে হয়
 না, নিশ্চয় জানিবেন। স্নানযাত্রা দর্শনার্থ পরম
 আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণরূপে ভগবানের জ্যেষ্ঠস্নান
 সন্দর্শন করিলে কখনই জীবগণ ভবসাগরে নিমগ্ন
 হয় না। পুরুষগণ বাল্যাবস্থা হইতে স্নান বা
 অস্নানপূর্বক যে কিছু পাপ সঞ্চয় করে, ভগবান
 হরির স্নানযাত্রা দর্শনে তৎক্ষণাৎ তাহা তিরোহিত
 হইয়া যায়। বস্তুতঃ সকলেই বিদিত আছেন যে,
 জ্যেষ্ঠ পূর্ণিমাতে ভক্তিভাবে যদি ভগবান ত্রীপতির
 স্নানযাত্রা অবলোকন করা যায়, তাহা হইলে সমুদয়
 দুষ্টাপ ও অশেষ পাপ প্রশমিত হইয়া থাকে।

(১) সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজ-
 পুঙ্গবাঃ। ইত্যাদিক্য পাঠঃ কচিৎ।

বিলোকিতম্ ॥ ৭৩ ॥ প্রার্থিত্ত্বনিমিত্তানি যানি
 পাপানি সন্তি বৈ। তানি সর্বাণি কীর্ত্ত্তে পশুতাঃ
 স্পর্শনং হরেঃ ॥ ৭৪ ॥ নাতঃ পরতরং কৰ্ম্ম অনায়াসেন
 মোচনম্। জ্যেষ্ঠজন্মদিনে স্নানং হরের্বদবলোকিতম্ ॥
 ৭৪ ॥ স্নানদানতপঃশ্রাদ্ধজপযজ্ঞাদিযজ্ঞ যৈ। বিধয়ঃ
 কোটিগুণিতাঃ কোটিজন্মোপপ দিতাঃ। স্নানদর্শন-
 পুণ্যম্ হরেস্তে ন তুলাং গতাঃ ॥ ৭৬ ॥ ভক্ত্যা যঃ
 স্পর্শনং বিষ্ণোরেকস্মিন্ বৎসরেহপি বা। পশুত
 শোচতে বিপ্রা ইহ সংসারমোচনে ॥ ৭৭ ॥ তেনেষ্টঃ
 ক্রতুভিঃ পুণ্যৈঃ শ্রদ্ধাবিপুলদক্ষিণৈঃ। মহাদানানি
 দত্তানি ভোজিতাঃ কোটিশো দ্বিজাঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রাদ্ধানি
 গয়নীর্বাদৌ কোটিশ্চ কৃতানি বৈ। পুণ্যকালে
 তীর্থাদৌ তপাংসি চরিতানি চ ॥ ৭৯ ॥ অর্দ্ধোদয়াদি-
 যোগেষু কোটিতীর্থেষু কোটিশঃ। স্নাতানি তেন ভো
 বিপ্রা যঃ পশুত স্পর্শনং হরেঃ ॥ ৮০ ॥ সত্যং সত্যং
 পুনঃ সত্যং ব্রবীমি দ্বিজপুঙ্গবাঃ। নাতঃ শ্রেয়স্করং
 কৰ্ম্ম শাস্ত্রদৃষ্টে পথি স্থিতম্ ॥ ৮১ ॥ মক্খম্ আপ্য-
 মানং হি যঃ পশুত পুরুষোত্তমম্। স্নানং শত-

নিশ্চয় জানিবেন, প্রার্থিত্ত্বাহ যত কিছু পাপ থাকে,
 হরির স্নানোৎসব দর্শনে তৎসমুদয় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ
 জন্ম জ্যেষ্ঠ-জন্মদিনে হরির স্নানযাত্রা দর্শন অপেক্ষা
 অনায়াসে মোক্ষপ্রদ শ্রেষ্ঠতম কৰ্ম্ম আর কিছুই
 নাই। স্নান, দান, তপস্বা, শ্রাদ্ধ, জপ ও যজ্ঞাদি
 যাহা কিছু বিহিত কার্য্য আছে, তৎসমুদয় যদি কোটি
 কোটি গুণে অমুষ্ঠিত হয়, তথাপি কদাচ হরির স্নান-
 যাত্রা দর্শন জন্ম মহাপুণ্যের সদৃশ হইতে পারে না।
 হে বিপ্রগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অভাব
 পক্ষে একবৎসরও বিষ্ণুর স্নানক্রিয়া দর্শন
 করে, তাহাকে আর সংসারমোচনার্থ শোক
 করিতে হয় না। ৬০—৭৭। দ্বিজগণ! অধিক
 কি কহিব, যে ব্যক্তি ভগবান হরির স্নান
 দর্শন করিতে পারে, তাহার ভ্রূ-দক্ষিণাধিত
 শ্রদ্ধাপূর্ণ পবিত্র যজ্ঞসমূহের অমুষ্ঠান, মহাদান, কোটি
 কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন, গয়া-প্রভৃতি তীর্থস্থানে কোটি
 কোটিবার পিণ্ডদান, পুণ্যকালে তীর্থস্থানে কোটি
 চরণ, এবং অর্দ্ধোদয়াদি যোগে কোটি কোটি তীর্থে
 কোটি কোটি বার স্নান করা হয়, জানিবেন। হে
 দ্বিজপুঙ্গবগণ! আমি আপনাদিগের নিকট জিসত্য
 করিয়া বলিতেছি, কোন শাস্ত্রেই ভগবানের স্নান
 দর্শনোপেক্ষা মোক্ষক কৰ্ম্ম দৃষ্ট হয় না। যে, যখন
 ভগবান পুরুষোত্তমের স্নান দর্শন করে, সে যে

গুণঃ পুণ্যঃ লভতে নৈব সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ মঞ্চস্থিতঃ
জগন্নাথঃ স্নানার্জঃ যন্ত পশুতি । সান্নানন্দার্জচিত্তো-
হসৌ ন কিঞ্চিৎপাপমম্বুতে ॥ ৮৩ ॥ যদেব পুণ্য-
মুদিতঃ স্নানদর্শনকর্মণি । তন্ত্বেকলমবাপ্নোতি
দৃষ্ট্বা মঞ্চস্থমচ্যুতম্ ॥ ৮৪ ॥ এক এব জগন্নাথস্থিধা
তত্র স্থিতো দ্বিজাঃ । একৈকস্তাপি স্নপন-দর্শনং
ভুক্তিমুক্তিদম্ ॥ ৮৫ ॥ জয়ন্ত রাম কুণ্ঠেতি জয়
ভদ্রেতি যো বদেৎ । জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ নাথৈত্যা-
চ্চারয়ন্ত মুদা । স্নানকালে স বৈ মুক্তিং প্রয়াতি
দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৮৬ ॥ অধিবাসাদিকং তত্র যৈঃ কৃতং
স্নানকর্মণ । তেষাং শ্রদ্ধামুদায়ুক্তঃ প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাঃ
পৃথক্ ॥ ৮৭ ॥ ব্রাহ্মণৈস্ত্যশ্চ মিষ্টান্নবস্ত্রালঙ্কারানি
চ । প্রদদ্যাৎ যুক্তো দীনানাথাংস্ত তর্পয়েৎ ॥
৮৮ ॥ যে দ্রষ্টুমাগতাঃ স্নানং জীবন্ত্যুক্তাস্ত তে ধ্রুবম্ ।

তীর্থাদিস্নান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য-ফল
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই,
নিশ্চয় জানিবেন । যে মানব স্নানার্জ মঞ্চস্থ জগ-
ন্নাথ দেবকে সন্দর্শন করিতে পায়, তাহার চিত্ত
প্রগাঢ় আনন্দরসে আর্জ হইয়া থাকে এবং সে
কোনরূপ পাপে লিপ্ত হয় না । মুনিগণ! আমি
স্নানযাত্রা দর্শনে যে প্রকার পুণ্যের কথা বলিলাম,
ভগবান্কে কেবল মঞ্চস্থিত দর্শন করিলেও মানব
তৎপুণ্য প্রাপ্ত হয়, জানিবেন । দ্বিজগণ! এক-
মাত্র ভগবান্ জগন্নাথ হরিই, ত্রিধা-মূর্তিতে নীলা-
চলে বিরাজ করিতেছেন, এজন্ত কি জগন্নাথদেব,
কি বলদেব ও কি সুভদ্রাদেবী, এক মূর্তির স্নান
দর্শনেই মানবনিচয় ঐহিক যাবতীয় সুখভোগ ও
পরিণামে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে দ্বিজ-
সত্তমগণ! যে ব্যক্তি স্নানকালে সানন্দে একবারও
“হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! হে নাথ! হে রাম! হে
সুভদ্রে! আপনাদিগের জয় হউক” এইরূপ বলে,
সে নিঃসন্দেহ মূর্তিলাভ করিতে পারে । ভগ-
বানের উক্ত স্নানকার্য্যে যে সকল পুরোহিতগণ
দ্বারা অধিবাসাদি সম্পাদন করা হয়, শ্রদ্ধা ও আনন্দ-
পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পৃথকরূপে
দক্ষিণা দান করা উচিত । শ্রদ্ধাসহকারে উপস্থিত
অচ্ছাত্র ব্রাহ্মণদিগকেও মিষ্টান্ন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি
দান করা এবং দরিদ্র ও অনাথদিগকে যথাসম্ভব
মিষ্টান্নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করা একান্ত কর্তব্য, জানি-
বেন । তাহারা ভগবানের স্নানকর্ম্মার্থ তথায় গমন-
করে, তাহারা নিশ্চয়ই জীবন্ত্যুক্ত হয় । এজন্ত

তান যথাশক্তি বৈ রাজা মানয়েৎ শ্রীতয়ে হরেঃ ।
৮৯ ॥ স্নানাবশেষতোয়েন স্নানান্ত্রাসনস্থিতঃ । নারী
বা পুরুষো বাপি তন্ত পুণ্যং বদামি বঃ ॥ ৯০ ॥ ধন্তঃ
শ্রাচ্চিররোগার্জো হৃদমৃত্যুং জয়েদসৌ ॥ ৯১ ॥
অপুত্রা মৃতবৎসা বা বধ্যা বাপি লভেৎ সূতম্ ।
সুভগঃ সর্বলোকানাং নির্ধনো ধনবান্ ভবেৎ ॥ ৯২ ॥
গুপ্তিণী লভতে পুত্রঃ দীর্ঘায়ুর্গণবন্তরম্ । গঙ্গাদি-
সর্বতীর্ণানাং স্নানজং ফলমাপুয়াৎ ॥ ৯৩ ॥ কুষ্ঠব্যাধি-
যুতো যো বৈ সর্ষাপং পরিলেপয়েৎ । নশ্বতে নাত্র
সন্দেহো বাগ্মী শ্রাচ্ছাস্ত্রকোবিদঃ ॥ ৯৪ ॥ নাতঃ
পবিত্রং ভো বিপ্রাঃ স্বর্ধুত্বস্তোহপি কীর্তিতম্ ॥ ৯৫ ॥
যদ্যৎ কাময়তে চিত্তে ঐহিকামুখিকং তথা । বিবেকঃ
স্নানাবশেষেণ তোয়েন লভতে ফলম্ ॥ ৯৬ ॥ স্নান-
দর্শনজং পুণ্যং ধর্ম্মায়া লভতে ধ্রুবম্ ॥ ৯৭ ॥

ইতি শ্রীসান্দে দাক্ষসংগঃ স্নানযাত্রাবিধিকীর্তনং
নামৈকত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ হরির শ্রীতর্গ তাগদিগকে যথাশক্তিসম্মান
প্রদর্শন করা রাজার উচিত । কি স্ত্রী, কি পুরুষ,
যে ব্যক্তি ভদ্রাসনস্থিত হইয়া ভগবানের স্নান-
বিশিষ্ট জলে স্নান করে; আপনাদিগের নিকট
তাহার পুণ্যের বিষয় বলি, শুভুন । সে ব্যক্তি
চিররোগী হইলেও আরোগ্যলাভ করত ধন্ত হইবে
এবং সে অপমৃত্যুকেও জয় করিবে, সন্দেহ নাই ।
অপুত্রা, মৃতবৎসা, বা বধ্যা রমণীও তৎ-কার্য্যফলে
পুত্র লাভ করিবে এবং নির্ধন ব্যক্তিও ধনবান্ ও
সর্বলোকের প্রিয় হইবে । গর্ভবতী রমণী যদি
স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করে, তাহা হইলে অবশ্যই
সে দীর্ঘায়ু ও মহাশুভশালী পুত্রলাভ করিয়া থাকে
এবং গঙ্গাদি সমুদয় তীর্থ-স্নানের ফল প্রাপ্ত হয় ।
কুষ্ঠরোগীও যদি ভগবানের স্নানাবশিষ্ট জলে
সর্ষাপ সিক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার
সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয় এবং সে নিশ্চয়ই বাগ্মী ও
অশেষ শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া থাকে । বিপ্রগণ!
কলতঃ ভগবানের স্নানাবশেষ জল অপেক্ষা সুর-
ভরঙ্গিণীর পবিত্র সলিলও অধিক পবিত্র বলিয়া
কীর্তিত হয় নাই । মানব ঐহিক বা পারত্রিক যে
কোন বিষয় মনে মনে অভিলাষ করে, বিষ্ণুর
স্নানাবশিষ্ট জলে স্নান করিলে তৎসমস্তই লাভ
করিতে পারে; এইজন্ত মনীষিগণ বলিয়াছেন,
ধর্ম্মায়া ব্যক্তি উক্ত কার্য্যজনিত পুণ্য এবং স্নান-

ষাট্ৰিংশোধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি দক্ষিণামূর্তি-
দর্শনম্ । পদে পদেহবমেধস্ত কলং যত্রোপলভ্যতে ॥
১ ॥ ততো নানাবিধৈর্জ্যৈর্ভোজ্যাদিভিস্তথা ।
যথাক্রম্যপচারৈশ্চ গন্ধমাল্যৈশ্চ পূজয়েৎ ॥ ২ ॥
রামং কৃষ্ণং শ্রুতদ্রাক্ষ গীতনৃত্যাদিকৈস্তথা ।
প্রোক্ষণীয়ৈশ্চ বিবিধৈঃ শ্রদ্ধয়া চোপপাদিতৈঃ ॥ ৩ ॥
বহ্নচন্দনমাল্যাদৈঃ পূজয়িত্বা দ্বিজোক্তমাম্ । ভগবদ্-
ব্রাহ্মণাংশ্চৈব মহাভাগবতাংস্তথা ॥ ৪ ॥ ততো
নয়েদক্ষিণাভিমুখান্ হি ত্রিদশেশ্বরান্ । উৎসবঞ্চ
মহৎ কৃত্বা পূর্বানয়নবন্ধরৈঃ ॥ ৫ ॥ তস্মিন্ কালে
হরিং পশ্চৈদ্বজন্তং দক্ষিণামুখম্ । রামং ভদ্রাক্ষ
যো মর্ত্যো ন স প্রাকৃতমাত্মনঃ ॥ ৬ ॥ স্নানার্থমাগতা
দেবা স্নাপয়িত্বা জগদগুরুম্ । আকাশে তু সসম্বাধা-
স্তাবৎকালং স্থিতা हरिम् । দ্রষ্টুং ব্রজন্তং যাম্যাশাবদনং

দর্শনজনিত পুণ্য লাভ করিয়া থাকে, কদাচ
অধাশ্মিকের অদৃষ্টে তাহা ঘটিবার নহে ৷ ৭৮—৯৭ ৷

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩১ ।

ষাট্ৰিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ ! ইহার পর দক্ষিণা-
মূর্তি দর্শনের বিষয় বলি শুনুন, তাহাতে পদে পদে
অবমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় । অনন্তর যথাক্রমে
গন্ধমাল্য ও নানাপ্রকার ভোজ্য ভক্ষ্য প্রভৃতি
শ্রদ্ধা সহকারে আহুত বিবিধ প্রোক্ষণীয় উপচার
দ্রব্য এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা জগন্নাথ, বল-
রাম ও শ্রুতদ্রাদেবীর পূজা করিবে । তৎপরে
দ্বিজোক্তম পুরোহিতগণ ভগবৎপ্রিয় অস্ত্রান্ত
ব্রাহ্মণগণ ও ভগবানের অপরাপর পরম ভক্ত-
বৃন্দকে বহ্ন ও চন্দনমাল্যাদি দ্বারা যথোচিত
সম্বর্জনাপূর্বক ভগবানের পূর্বানয়ন কালের স্থায়
মহোৎসব করত সেই দেববরভ্রমকে দক্ষিণাভি-
মুখে লইয়া যাইবে । সেই সময়ে যে ব্যক্তি ভগ-
বান্ হরি, বলভদ্র ও শ্রুতদ্রাদেবীকে দক্ষিণাভিমুখে
গমন করিতে দেখে, সে প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত
মাত্মনঃ নহে । ভগবানের স্নানার্থ সমাগত দেববৃন্দ
সেই ভবযোগেশ্বর জগদগুরু জগন্নাথ দেবকে
স্নান করাইয়া তাঁহাকে দক্ষিণাভিমুখে লইয়া যাইতে
দেখিবার নিমিত্ত তাবৎকাল গগনাদানে পরস্পর

ভবনাশনম্ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রেণ যাবন্তি ধর্ম্মকর্ম্মাণি
সন্তি বৈ । তানি সর্বাণি সন্দ্রষ্টুং ব্রজন্তং দক্ষিণা-
মুখম্ ॥ ৮ ॥ স্নানদর্শনজং পুণ্যং সমগ্রং লভতে তু
সঃ । স্নাতং মুরারিং যঃ পশ্চৈদ্বজন্তং দক্ষিণামুখম্ ॥
৯ ॥ নীরাজয়িত্বা দেবেশং রামেণ সহ ভদ্রয়া ॥
১০ ॥ প্রাসাদান্তঃ প্রবেশ্যথ ন পশ্চাদ্ধি কদাচন ।
এতত্তু বিস্তরেণোক্তং পূর্বমেব দ্বিজোক্তমাম্ ॥ ১১ ॥
মুনয়ঃ উচুঃ । ভগবৎস্থায়াত্রতং প্রোক্তং যেন স্নান-
প্রদর্শনম্ । কলং প্রাপ্নোতি নিয়তং তন্নো ক্রহি
বিদ্যাংবর ॥ ১২ ॥ জৈমিনিকবাচ । হস্ত বঃ কথয়িষ্যামি
তদ্ব্রতং জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্ । স্নাতঃ পরতরং প্রোক্ত-
মুখিভিঃ শাস্ত্রপারগৈঃ ॥ ১৩ ॥ শ্রোতব্যম্ প্রোক্ত-
ব্রতানামিদমুত্তমম্ । ইদং প্রথমকং প্রোক্তং ব্রহ্মণ
পরমেষ্ঠিনা ॥ ১৪ ॥ জ্যেষ্ঠদ্বয়ং ব্রতমুখ্যানাং পুণ্যাতঃ
তজ্জ্যেষ্ঠপঞ্চকম্ । সমুদ্রো জ্যেষ্ঠকলদঃ প্রভুজ্যেষ্ঠ-

সংঘর্ষ-ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকেন । ভগবান্কে
দক্ষিণাভিমুখে যাইতে দেখিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি
দণ্ডায়মান থাকে, ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে যাবৎধর্ম্মকর্ম্মা
উক্ত আছে, তাহার তৎসমুদয়ই অনুষ্ঠান করা
হয় । যে মানব, স্নাত ভগবান্ মুরারিকে দক্ষিণাভি-
মুখে গমন করিতে দেখে, সে স্নানদর্শন জন্ত
সমগ্র পুণ্য লাভ করিয়া থাকে । হে দ্বিজোক্তমগণ !
অনন্তর বলরাম ও শ্রুতদ্রার সহিত দেবদেব
জগন্নাথ দেবকে নীরাজনাপূর্বক মন্দিরাত্যন্তরে
প্রবিষ্ট করাইয়া কদাচ আর যে দর্শন করিবে না,
ইহা পূর্বেই আমি আপনাদিগকে সন্নিহিত
কহিয়াছি । মুনিগণ বলিলেন,—ভগবন্ ! আপনি
যে ব্রতের কথা বলিয়াছেন, যে ব্রতাবলম্বনে
ভগবানের স্নান দর্শন করিলে মানব সম্পূর্ণ ফল
প্রাপ্ত হয়, হে বিদ্যাংবর ! এক্ষণে আমাদিগকে সেই
ব্রতের বিষয় বলুন । ১—১২ । জৈমিনি বলিলেন,—
মুনিগণ ! আমি আপনাদিগের প্রশ্নবশে আনন্দিত
হইয়া সেই জ্যেষ্ঠপঞ্চক ব্রতের বিষয় বলিতেছি,
শুনুন । শাস্ত্র-পারদর্শী ঋষিগণ উহা অপেক্ষা
উৎকৃষ্টতর আর কোন ব্রতই, বলেন নাই ।
পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্বে বলিয়াছেন যে—ক্রতি,
স্মৃতি ও পুরাণ-শাস্ত্রোক্ত যাবতীয় ব্রতের মধ্যে
উহা উৎকৃষ্টতম । উহা অস্ত্রান্ত সমুদয় ব্রতের
মধ্যে জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট বলিয়াই উহা জ্যেষ্ঠ-
পঞ্চক নামে খ্যাত । ঐরূপ সমুদ্র ও প্রভু জগন্নাথ
দেবও জ্যেষ্ঠ-কলদঃ জানিবেন । ভগবান্কে

কল্পপ্রদঃ ॥ ১৫ ॥ বর্ষসম্পর্শনাং পুণ্যং পঞ্চকেনৈব
লভ্যতে । পঞ্চকেন তু যম্ভ্যঃ মহাজ্যৈষ্ঠ্যাস্ত
তম্ভ্যে ॥ ১৬ ॥ যম্ভ্যোক্তং পুরা বিপ্রাঃ শ্রানদর্শনজং
কলম্ । সমগ্রং তদবাপ্নোতি মহাজ্যৈষ্ঠ্যাস্ত ন
সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥ মুনয়ঃ উচুঃ । মহাজ্যৈষ্ঠ্যং সমাচক্ষ
যত্র শ্রানং মহাকলম্ । তত্র নঃ কোতুকং ব্রহ্মন
মহত্বে সম্প্রবর্ততে ॥ ১৮ ॥ জৈমিনিক্রবাচ । জ্যৈষ্ঠ্যস্ত
বিমলে পক্ষে যা বৈ পঞ্চদশী ভবেৎ । শক্রকৈ-
কাংশগৌ চন্দ্রগুরু চ শুক্রবারকে । শুভযোগে
মহাজ্যৈষ্ঠ্যে সর্বপাপপ্রণাশিনী ॥ ১৯ ॥ সর্বক্ষেত্রং
সর্বতীর্থং সপ্ত বৈ সাগরাস্তথা । ক্রতবশ্চ মহাদান-
সমুৎসবং তু পুংসি চ ॥ ২০ ॥ বিদ্যাশাষ্টাদশবিধা
ব্রতানি বিবিধানি চ । শান্তিপৌষ্টিককর্ম্মাণি সাংখ্য-
যোগস্তথৈব চ । সর্কে সন্তুয় গচ্ছন্তি ক্ষেত্রং বৈ
পুরুষোত্তমম্ ॥ ২১ ॥ বৃন্দশঃ প্রবিভক্তান্তে একৈকং
ক্ষেত্রগং প্রতি । কৈশ্ব বরং ভাগ্যবতে জ্যৈষ্ঠ্যশ্রান-

ধারাবাহিক একবৎসর কাল দর্শন করিলে যে
কল, উক্ত জ্যৈষ্ঠ-পঞ্চক ব্রতেও সেই কল ; আবার
ঐ জ্যৈষ্ঠপঞ্চকে যাদৃশ কল হয়, মহাজ্যৈষ্ঠ্যেও
তাদৃশ কল লব্ধ হইয়া থাকে । বিপ্রগণ! আমি
পূর্বে জগন্নাথ দেবের শ্রান দর্শনে যে রূপ কলের
কথা উল্লেখ করিয়াছি, মানব মহাজ্যৈষ্ঠ্যেও যে
তৎসমগ্র কল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আর সংশয়
নাই । তৎপ্রবণে মুনীগণ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন !
যে মহাজ্যৈষ্ঠ্যে শ্রানের মহাকল উক্ত আছে,
আপনি অগ্রে সেই মহাজ্যৈষ্ঠ্যের বিষয় বলুন, উহা
শ্রবণে আমাদিগের মহাকৌতুহল জন্মিতেছে ।
জৈমিনি বলিলেন,—মুনীগণ! জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল
পক্ষের যে পঞ্চদশী তিথি (জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা) তাহা
যদি বৃহস্পতিবারে হয় এবং ঐ দিনে চন্দ্র ও
বৃহস্পতি যদি জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রে অবস্থিতি করেন ও
শুভযোগের সংঘটন হয়, তাহা হইলে সেই
পৌর্ণমাসী মহাজ্যৈষ্ঠ্য নামে অভিহিতা হয় । তাহাতে
শ্রান করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র, সমুদয় তীর্থ, সপ্ত সমুদ্র, যাবতীয়
যজ্ঞ, মহাদানসমূহ, সর্ববিধ তপস্শ্রা, অষ্টাদশবিধ
বিদ্যা, বিবিধপ্রকার ব্রত, অখিল শান্তিক পৌষ্টিক
কার্য্য এবং সাংখ্যযোগ এই সমস্তই সমবেত হইয়া
ঐ দিনে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপস্থিত হয় এবং
তথার যাইয়া জ্যৈষ্ঠ্যশ্রান দর্শন কর্ত্তা কোন ভাগ্য-
বানকে বর দান করিতে হইবে বিবেচনায় তৎ-

বলোকনে ॥ ২২ ॥ মহাজ্যৈষ্ঠ্যাস্ত প্রবক্ষ্যামি পরম্পর-
মহং তথা । তত্র যাতি মহাযোগা ভগবৎক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥
২৩ ॥ মহাজ্যৈষ্ঠ্যে মহাপুণ্যা ভগবৎপ্রীতিবর্ধিনী ।
তস্তাং সম্পূজ্য দেবেশঃ জগন্নাথঃ কৃপার্ণবম্ ॥ ২৪ ॥
তং দৃষ্ট্বা শ্রাপ্যমানস্ত পাপকোষাঙ্ঘ্রিমুচ্যতে ॥ ২৫ ॥
অত উক্কঃ প্রবক্ষ্যামি ব্রতং তৎ জ্যৈষ্ঠপঞ্চকম্ ।
ব্রতেনৈব হি যম্ভ্যঃ তত্তদেবং ব্রবীমি বঃ ॥ ২৬ ॥
দশম্যাং নিয়মং কুর্যাৎ প্রাতঃ শ্রাদ্ধা যথাবিধি ।
আচার্য্যঃ বৃণুয়াত্তত্র বৈকুণ্ঠং দ্বিজপুংসবম্ ॥ ২৭ ॥
ইখং সঙ্কল্পমমলং গৃহীয়াৎ ব্রতমুত্তমম্ ॥ ২৮ ॥
দেবদেব জগন্নাথ সংসারার্ণবতারক । অদ্যারভ্য
ব্রতং দেব যাবৎ জ্যৈষ্ঠ্যে চ সা তিথিঃ । তাবৎ ব্রতং
করিষ্যামি প্রীতয়ে তব কেশব । সর্বতীর্থার্থিবেকঞ্চ
প্রত্যহং ব্রতভোজনম্ ॥ ৩০ ॥ মূর্ত্তীনাং তব পঞ্চা-
নামেকস্তাপি প্রপূজনম্ । একস্মিন্ দিবসে দেব
ত্রিসঙ্খ্যং হং প্রসাদতঃ ॥ ৩১ ॥ সমাপ্যতাং ব্রত-
মিদং সকলক্লান্ত মে প্রভো ॥ ৩২ ॥ ততঃ পঞ্চমু

ক্ষেত্রগত মানবগণের উদ্দেশে প্রত্যেকে দল
হইতে প্রবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি করে । মহা-
যোগসকলও মহাজ্যৈষ্ঠ্যদিনে পরস্পর পরস্পরের
মহোৎসবের বিষয় বলিব ভাবিয়া ভগবানের সেই
মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকে । কলে মহাজ্যৈষ্ঠ্যে
মহাপুণ্যজনিকা এবং ভগবানের পরম প্রীতিদায়িনী-
ঐ মহাজ্যৈষ্ঠ্যে কৃপার্ণব দেবদেব জগন্নাথ দেবকে
অর্চনা এবং তাঁহার শ্রানদর্শন করিয়া সকল ব্যক্তিই
পাপকোষ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । মহাবিগণ!
ইহার পর আপনাদিগকে পূর্বোক্ত জ্যৈষ্ঠপঞ্চক ও
তদ্রতানুষ্ঠানে যে কললাভ হয়, তত্তদ্বিষয় বলিতেছি
—শ্রবণ করুন । ১৩—২৬ । দশমীদিবসে প্রাতঃকালে
যথাবিধি শ্রান করিয়া ব্রত গ্রহণ করিবে । ঐ ব্রতগ্রহ-
ণের সময়ে বিষ্ণুভক্ত কোন দ্বিজবরকে আচার্য্য বরণ
করিতে হইবে । এইরূপ কার্য্য করিয়া পবিত্র-
ভাবে সঙ্কল্পাচরণপূর্বক উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত গ্রহণ
করা কর্ত্তব্য । যে মন্ত্র পাঠ করত ব্রত গ্রহণ
করিতে হয়, তাহা বলি শুন ।—হে দেবদেব জগ-
ন্নাথ ! হে সংসারার্ণবতারক ! কেশব ! যাবৎ না
জ্যৈষ্ঠ্য [পূর্ণিমা] সমাগত হয়, আপনার প্রীত্যর্থে
আজ হইতে তাবৎকাল আমি ব্রতার্চন করিব ।
হে দেব ! আমি প্রতিদিন সর্বতীর্থে শ্রান, ব্রতোচিত
বিবিধ ভোজন এবং আপনার প্রসাদে এক এক
দিন ত্রিসঙ্খ্যায় আপনার পঞ্চমূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তির

তীর্থেষু ধাত্রী চ গৃহমেত্য চ। স্থণ্ডিলে বিলিখে
পদ্মমষ্টপত্রং সর্গিকম্ ॥ ৩৩ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ
কুন্তং তীর্থাষ্টোভিঃ প্রপূরিতম্। সচন্দনকলৈরুজ্জ্বলং
তন্মধ্যে তাত্রপাত্রম্। বাসসা বেষ্টিতং কণ্ঠে পাত্র-
কাকতপূরিতম্ ॥ ৩৫ ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়েদেবং
সৌবর্ণং মধুসূদনম্। শুভাঙ্গাবয়বং শাস্তং বামে
শ্রীযুতমীধরম্ ॥ ৩৬ ॥ দক্ষিণেন গুরুভুজং স্পৃশন্তং
পৃষ্ঠদেশতঃ। শঙ্খপদ্মধরং চোৰ্কে পদ্মাসনগতং
বিভূম্ ॥ ৩৭ ॥ পূজয়েৎপট্টাংগৈরন্তমাচাংসো বাপি ভো-
জিজাঃ। নীলোৎপলানাম্ মালান্ত তক্ত্য দেবায়
দাপয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ দশম্যাং পূজয়িত্তেহং দশকোট্য-
ঘনাশনম্। প্রার্থয়েৎ প্রাজ্ঞানির্ভুজা মনমন্তঃ সমু-
চ্চরন্ ৩৯ ॥ মধুসূদন দেবেশ নমস্তে মাধবীপ্রিয়।
রূপাবারানিধে পাহি পতিতঃ মাং ভবাণবে ॥ ৪০ ॥
একাদশ্যাং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাধরম্। নারায়ণং
পদ্মসংস্থং পঞ্চনিকবিনির্মিতম্ ॥ ৪১ ॥ তদর্ক-

পূজা করিব, স্থির করিয়াছি। হে প্রভো! আপনি
রূপা করিয়া আমার এই সঙ্কলিত ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া
দিন। আপনার অঙ্গগ্রহে ইহা যেন সফল
হয়। অনন্তর পঞ্চতীর্থে স্থান করিয়া, শঙ্খ
আগমনপূর্বক স্থণ্ডিলমধ্যে সর্গিক অষ্টদল পদ্ম
অঙ্কিত করিবে। তৎপরে সেই পদ্মমধ্যে তীর্থা-
জলপূর্ণ, একটি কুন্ত স্থাপনপূর্বক তদীয় মুখদেশে
সচন্দন-কলযুক্ত ও কণ্ঠদেশে বস্ত্র-বেষ্টিত অক্ষত-
পূর্ণ একটি তাত্রপাত্র এবং সেই তাত্রপাত্র মধ্যে
ভগবান্ মধুসূদনের সুন্দররূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-যুক্ত
স্বর্ণপ্রতিমা স্থাপন করিবে। তাঁহার আকৃতি প্রশান্ত
হইবে এবং তাঁহার বামভাগে লক্ষ্মীর মূর্তি
থাকিবে। তাঁহার উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম
বিরাজ করিবে এবং তিনি দক্ষিণ হস্তে গুরুভুজ
পৃষ্ঠদেশে স্পর্শ করিয়া থাকিবেন ও পদ্মাসনে
অবস্থিত হইবেন। দ্বিজগণ! স্বয়ং বা আচার্য্য
তাঁহা বিষ্ণু নারায়ণকে বিহিত উপচারসমূহ দ্বারা
পূজা করিবে এবং ভক্তি সহকারে সেই দেববরকে
নীলোৎপলমালা প্রদান করিবে। দশকোটি-
পাপবিনাশার্থ দশমীদিনে এইরূপে ভগবানের
পূজা করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত
প্রার্থনা করিবে,—হে মধুসূদন! হে দেবেশ!
হে মাধবীপ্রিয়! আপনাকে নমস্কার, হে
রূপানিধো! আমি ভবসাগরে নিপতিত হইয়াছি,
আমাকে রক্ষা করুন। তৎপরে একাদশীতে পঞ্চ

নির্মিতং বাপি পূজয়েৎ পদ্মমালায়া। নৈবেদ্যং
পায়সং বদ্যং সিতাং রজ্জাকলানি চ ॥ ৪২ ॥ নানা-
বিধক নৈবেদ্যং দত্ত্বা সন্তোষয়েন্মদা ॥ ৪৩ ॥ নার-
ায়ণ নমস্তেহং ভবসাগরতারণ। পাহি মাং পুণ্ডরী-
কাক শরণাগতবৎসল ॥ ৪৪ ॥ একাদশেশ্রিয়কৃতং
পাপরাশিমন্তমম্। অনাদি ভবনিবৃত্তং নাশয়েৎ
পূজিতঃ প্রভুঃ ॥ ৪৫ ॥ দ্বাদশ্যাং যজ্ঞবারাহং পূজ-
য়েৎ শত্ৰুনিশ্চিতম্। চন্দনাগুরুকপূরলেপনৈশ্চম্পক-
শ্রজা ॥ ৪৬ ॥ নানাবিধান্ ধূপসারান্ ভক্ষ্যভোজ্য-
কলানি। নিবেদ্য প্রার্থয়েদেবং স্ততিমেতাং
সমুচ্চরন্ ॥ ৪৭ ॥ প্রলয়ানবসমগ্নাং ধরণীং ধৃত-
বানসি। কিম্ শতো মমোদ্ধারে পতিতশ্রাজি-
পঙ্কজে ॥ ৪৮ ॥ তন্মামুদর গোবিন্দ নিমগ্নং
শোকসাগরে ॥ ৪৯ ॥ অদো দ্বাদশমাসো
বৈ বাবদককৃতানি তু। পাপানি মহদঘ্নানি
ইতঃপূর্বেষু জন্মসু। তদ্বিনাশতে দেবো
দ্বাদশ্যামর্চিতো নৃণাম্ ॥ ৫০ ॥ ত্রয়োদশ্যং প্রহ্মাং

নিকপরিমিত স্তবর্ণ কিম্বা তদর্ক স্তবর্ণনির্মিত
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধর, পদ্মসংস্থিত নারায়ণকে
পদ্মমালাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং পায়স, শর্করা,
রজ্জা কল ও অন্যান্য নানাবিধ নৈবেদ্য দান
করিয়া সানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে।—হে
নারায়ণ! আপনিই ভবসাগরের পারকর্তা,
অতএব আপনাকে নমস্কার। হে পুণ্ডরীকাক!
আপনি শরণাগতবৎসল, অতএব আমাকে রক্ষা
করুন। উক্ত প্রভু এইরূপে পূজিত হইলে অসীম
জন্মার্জিত একাদশেশ্রিয়কৃত দারুণ পাপপুঞ্জও
বিনাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর দ্বাদশীদিবসে
চন্দন, অগুরু ও কপূর লেপন এবং চম্পক-মালা
দ্বারা শত্ৰুনির্মিত ভগবানের যজ্ঞবারাহ মূর্তির
অর্চনপূর্বক নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধূপ এবং বিবিধ
ভক্ষ্য ভোজ্য ও কল নৈবেদ্য নিবেদনান্তে
এইরূপ স্ততি পাঠ করত প্রার্থনা করিবে। ২৭—৪৭।—
হে গোবিন্দ! আপনি যখন প্রলয়ানবসমগ্না ধরণীকে
উদ্ধার করিয়াছেন, তখন ভবদীপ চরণকমলে
নিপতিত আমার উদ্ধারে কি আপনি সন্মত হইবেন
না? নাথ! আমি শোকসাগরে নিমগ্ন, আমাকে
উদ্ধার করুন। দ্বাদশীতে দেব যজ্ঞবারাহ, এইরূপে
অর্চিত হইলে মানবগণের পূর্ব পূর্ব জন্মের দ্বাদশ
মাসে যে বৎসর হয়, তাহা যাবতীয় বৎসরের
সকল ভয় বাবতীয় পাপই বিনাশ

শঙ্খচক্রকরভয়ান্ । ধারয়ন্তঃ পদ্মগতঃ চতুর্নিক-
বিনির্মিতম্ । উপচারৈর্ষথাপ্রোক্তৈঃ পূজয়েত্ত্বিতো
নরঃ ॥ ৫১ ॥ অশোকপাটলামালাঃ চন্দ্রপূর্ণাঃ সমু-
জ্জলাম্ । (১) দ্বা নমস্কৃতিঃ কুর্স্বন প্রার্থয়েৎ প্রাজ্জলিঃ
তুচিঃ ॥ ৫২ ॥ দেব প্রহস্য কামানাং পুরকঃ কাম-
রূপধরু । কামাশ্চ সকলাঃ সন্ত কামপাল নমোহস্ত
তে ॥ ৫৩ ॥ চতুর্দশাং নরহরিং পূজয়েৎ কনকা-
কৃতিম্ । বক্ষঃস্থলস্থয়া লক্ষ্ম্যা প্রীয়মাণঃ সটোজ্জলম্ ॥
৫৪ ॥ ব্যাভ্রাননং সাউহাসং যোগপটোজ্জলংস্থিতম্ ।
সুতীক্ষ্ণনখরং দেবং সর্ষাপদ্বিনিবারকম্ ॥ ৫৫ ॥ চতু-
র্ভিহেমনির্দেশ্য চিহ্নিতং শুভলক্ষণম্ । পূজয়েৎ
পূর্ববদেবং সোপহারং সুভক্তিতঃ ॥ ৫৬ ॥ জবা-
কুমুমমালিকা জাতীপুষ্পশ্রজং তথা । দ্বা পুষ্পাজলিঃ
পাদে প্রণম্য সপ্রদক্ষিণম্ ॥ ৫৭ ॥ যথা হিরণ্যকশিপুঃ

করিয়া থাকেন । অতঃপর জ্যোদশীতে মানব
চতুর্নিকপরিমিত সুবর্ণনির্মিত বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র
এবং বর ও অভয়-মুদ্রাধারী, পদ্মোপরি সংস্থিত
দেব প্রহস্যকে যথোক্ত উপচারে ভক্তিসহকারে
পূজা করিবে এবং অশোক ও পাটলপুষ্পের
কপূরচূর্ণমিশ্রিত সমুজ্জল মালা দান করিয়া প্রণিপাত-
পুরসংর কৃতাজলি-পুটে পবিত্র হৃদয়ে এইরূপ
প্রার্থনা করিবে।—হে দেব প্রহস্য! আপনি
কামরূপধারী ও ভক্তগণের সর্বকামপ্রদ; অতএব
হে কামপাল! আপনাকে নমস্কার, আপনার
প্রসাদে সকল কামনা সফল হউক । অনন্তর
চতুর্দশীতে লক্ষ্মীদেবী বাহার বক্ষঃস্থলে বিরাজমানা
থাকিয়া সতত স্রীতি উৎপাদন করিতেছেন,
বাহার মস্তকে সমুজ্জল জটাজাল বিরাজমান, যিনি
মুখমণ্ডল বিস্তৃত করিয়া অটু অটু হাস্ত করিতেছেন
এবং যোগপটকমলে অধিষ্ঠিত আছেন, বাহার
নখরনিকর অতি তীক্ষ্ণ, যিনি ভক্তগণের সমুদয়
আপদ নিবারন করেন, এবং যিনি সর্বশুভলক্ষা-
বিত, চতুর্নিকপরিমাণ স্বর্ষ দ্বারা তাদৃশ নৃসিংহমূর্তি
গঠনপূর্বক পরম ভক্তিভাবে 'পূর্ববৎ উপচারে
পূজা করিবে এবং জবা ও জাতীপুষ্পের মালাদান-
পূর্বক তদীয় চরণে পুষ্পাজলি প্রদানান্তে প্রণাম
ও প্রদক্ষিণ করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে।
—হে দেব ! ত্রিলোকের হিতকামনায় আপনি

(১) অত্র "নৈবেদ্যং চৈব পক্যঃ কলং পকং
মনোহরম্" ইতি মুখমণ্ডলিতপুস্তকস্তাধিকঃ পাঠঃ ।

লোকানাং হিতকামায়া । ব্যাদারয়ন্তথা পূর্ণসর্ষাঃ
নাশয় পূজিতঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং সস্তার্থ্য নরহরিং
প্রণম্য দণ্ডবৎ ক্রিতৌ । নির্বর্ত্য ত্রতমেবং তদু-
ব্রতী পঞ্চদিনাশ্রমম্ ॥ ৫৯ ॥ পঞ্চ পঞ্চ প্রদীপাংস্ত
দিবা রাত্রৌ প্রদাপয়েৎ । বহুযুগ্মান পঞ্চ পঞ্চ
ছত্রোপানদযুগং তথা । যজ্ঞসূত্রান সকলসান পঞ্চ পঞ্চ
ফলাধিতান্ । ভোজনান্তে দ্বিজেশ্যন্ত প্রদদ্যাৎ
শ্রদ্ধয়াবিতঃ । রাত্রৌ জাগরগীতাদৈস্তথা নানোপ-
চারকৈঃ । তেষমেষ্বাস্তদেবন্ত পুরাণপঠনেন চ ॥ ৬০ ॥
পৌর্ণমাসুযাসি স্নাত্বা স্রীকৃষ্ণশাস্তিকং ব্রজেৎ ।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাক পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥ ৬১ ॥
স্বাপনং কারয়িত্বাথ দৃষ্ট্বা বা শাস্ত্রচোদিতম্ । স্নানং
কৃৎবা তথা সিন্ধৌ গৃহমাগত্য তত্র বৈ ॥ ৬২ ॥ যত্র
বিকোর্মুর্ভুগন্তাঃ কুন্তয়া মনুপূজিতাঃ । তালাং পশ্চি-
মতো বহিঃ সমাধায় যথাবিধি । অগ্নিকার্যাঃ
প্রকুব্বীত যৈশ্চৈশ্চৈবৈশ্চৈঃ পুরোহিতঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রণবাদি-

হিরণ্যকশিপুকে যেমন বিদারণ করিয়াছিলেন, আমা
কর্তৃক পূজিত হইয়া আমার পাপপুঞ্জকেও সেইরূপ
নিদৌর্ণ করুন । নৃসিংহদেবের নিকট এইরূপ
প্রার্থনান্তে ক্ষিতিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।
ব্রতাবলম্বী মানব পঞ্চদিবস এইরূপে ব্রত করিয়া
পঞ্চদেব স্থানে দিব্যরাত্র পাঁচ পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জা-
লিত করিয়া রাখিবে এবং পরম শ্রদ্ধা সহকারে
বহুল দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে পঞ্চ
পঞ্চ বহুযুগ্ম, পঞ্চ পঞ্চ ছত্র ও পাত্কাযুগ্ম, ও পঞ্চ
পঞ্চ যজ্ঞসূত্র ও পঞ্চ পঞ্চ ফলযুক্ত কলস প্রদান
করিবে; অপিচ রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া নানা-
প্রকার উপচার দান, গীত, বাদ্য ও পুরাণ পাঠ
দ্বারা ভগবান বাসুদেবের সন্তোষসাধন করা
কর্তব্য ॥ ৬৪—৬২ অনন্তর পূর্ণিমা দিবসে অতি প্রত্নাবে
স্নান করিয়া জগন্নাথদেবের সন্নিহিতে গমনপূর্বক
জগন্নাথ দেব, বলদেব ও সুভদ্রাদেবীকে যথাবিধি
পূজাবসানে তাঁহাদিগকে শাস্ত্র-সম্মত স্নান করাইয়া
কিছা কেবল বিহিত বিধানানুসারে অবলোকন
করিয়া পুনর্বার সিন্ধুতে অবগাহনান্তে গৃহে আগমন
করিবে এবং যে স্থানে বিষ্ণুর পূর্বোক্ত কলসোপরি
স্থাপিত পঞ্চমূর্তির বিহিত মন্ত্রে অর্চনা করা
হইয়াছে, তাহার পশ্চিম দিকে স্বয়ং বা পুরোহিত
যথাবিধি বহিঃস্থাপনপূর্বক যে মূর্তির যে যে
মন্ত্রে বিহিত আছে, তদনুসারে ততদেবতার
ধোম করিবে । দেবতাদিগের উপচারদানে

চতুর্বিম্বো অমোহস্তো মম দেবিতঃ । দেবানাং মূল-
মম্বস্ত্বাহীতো হোমকর্মণি ॥ ৬৬ ॥ চরোয়াজ্যস্ত
সমিধে পালানানাং পৃথক পৃথক । একৈকং দেব-
মুদ্বিশ্ত্ব ভূত্যাচ্চ শতং শতম্ ॥ ৬৭ ॥ তত্তৎকল-
শতকৈব ভূত্যান্তদনস্তরম্ । পূর্ণাহতিং ততো হুত্বা
ব্রাহ্মণে দক্ষিণাং দদেৎ । আচার্যাদক্ষিণাং দদ্যাৎ
শ্রবণং ধেনুমেব চ । স্বর্ণশূকীং রৌপ্যধূরাং নানো-
পকরণৈর্ঘূতাম্ ॥ ৬৯ ॥ মহার্ঘ্যবস্ত্রাভ্যানি যেন
ভূষ্যতি বা গুরুঃ । সর্বোপকরণৈর্ঘূত্বাঃ প্রতিমাশ্চ
নিবেদয়েৎ ॥ ৭০ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ সর্পিঃখণ্ড-
দ্বৈভৈশ্চ পায়সৈঃ । এতদ্ব্রতং সমাখ্যাতং জ্যৈষ্ঠ-
পঞ্চমযুগ্মম্ । অহুষ্ঠায় নরো ভক্ত্যা স্নানদর্শনজং
কলম্ । সমগ্রং লভতে বিপ্রাস্তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥
৭২ ॥ একাদশী যাত্রমধ্যে নির্মলা সা প্রকীর্তিতা ॥
৭৩ ॥ একাং তাং ভক্তিবৃত্তা য়ে যথাবিধি উপা-
সতে । যাবজ্জীবং কৃতাঃ সর্বা একাদশ্যো ন

অগ্রে প্রথমে পরে তত্বেবতার চতুর্বিভক্তিবৃত্ত
নাম ও শেষে নমঃ ইত্যই মম্ব বলিয়া উক্ত আছে
এবং হোমকার্য্যে তত্বেবগণের স্বাহস্ত তত্বেমূল-
মম্বই আহতি দানের মম্ব । প্রত্যেক দেবতা-
উদ্দেশে পৃথক পৃথক রূপে শতসংখ্যক চক্ৰ, কঙ্কণ
ও পলাশ-সমিধের আহতি এবং তদনস্তর প্রত্যেক
শতসংখ্যক তত্বেববিহিত কলের আহতি দান
করিতে হইবে । অনস্তর পূর্ণাহতি দিয়া ব্রাহ্মণকে
দক্ষিণা দান করা কর্তব্য । আচার্য্যকে শ্রবণ এবং
একটি ধেনুর শূকর স্বর্ণমণ্ডিত ও খুর সকল
রৌপ্যমণ্ডিত করিয়া নানা প্রকার উপকরণের
সহিত সেই ধেনুটিকে এবং মহামূল্য দ্রব্য সকল
ও প্রস্তুত খাদ্য কিম্বা তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট হন, সেই
বস্ত্র দক্ষিণা দিবে, আর যে পক্ষ স্বর্ণ-প্রতিমায়
পূজা করা হয়, সেই প্রতিমাসকলও সর্ববিধ উপ-
করণ দ্রব্যের সহিত আচার্য্যকে উৎসর্গ করিবে ।
উক্তব্রতে যত ও খণ্ড (খাঁড়) যুক্ত পায়স দ্বারা
বহুল ব্রাহ্মণ ভোজন করানই বিধেয়, জানিবেন ।
বিশ্লগণ । আমি যে জ্যৈষ্ঠপঞ্চম নামক এই উত্তম
ব্রতের কথা বলিলাম, মানব ভক্তিসহকারে ইহার
অহুষ্ঠান করিলেই ভগবানের স্নানদর্শনজন্য পূর্ণ
কল লাভ হয়, সন্দেহ নাই । উক্ত ব্রত-সদ্বর্জী
ভিধির মধ্যে যে একাদশী আছে, তাহা নির্মল
নামে কথিত, যে সকল মানবগণ ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে
এ নির্মল একাদশীতে যথাবিধি কার্য্যস্থান করে,

সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ ব্রতরাজমিদং কুত্বা সর্বব্রতকলং
লভেৎ । যান্ যান্ সমায়তে কামাঃস্তাত্তান
প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জ্যৈষ্ঠপঞ্চমাদি- ব্রতকথনং
নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । অত উক্কং প্রবক্ষ্যামি মহাবেদী-
মহোৎসবম্ । অজ্ঞানতিমিরাক্ষোহপি যেন ভাস্বৎ-
পদং ব্রজেৎ (১) বৈশাখস্তামসে পক্ষে তৃতীয়া
পাপনাশিনী । স্বয়ংআবিকৃতা চৈব প্রজাপত্য-
সংযুতা ॥ ২ ॥ তস্তাং সঙ্কল্য নৃপতিরাচার্য্যং বর-
য়েচ্ছৃচিঃ । একং ত্রীন্ বাথ তস্তাং দৃষ্টকর্ম্মাণমাদ-
রাৎ ॥ ৩ ॥ ধূপাদ্বনযাগাঃ বহ্নালকরণাদিভিঃ ।
তস্তা সার্কিং বনং গহ্বা সাধুবৃক্ষগণাকুলম্ ॥ ৪ ॥ তন্মধ্যে

তাহাদিগের নিঃসন্দেহ যাবজ্জীবন সমুদয় একাদশী-
কৃত্য সম্পাদন করা হয় । অধিক কি কহিব, এই
উৎকৃষ্টতম ব্রত আচরণ করিলে সমুদয় ব্রতাহুষ্ঠানের
কল লাভ করা যায় এবং যে যে বিষয় কামনা থাকে,
তৎসমস্তই যে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর
কিছু মাত্র সংশয় নাই । ৬৩—৮৫ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ । যাহা দ্বারা
অজ্ঞান-তিমিরাক্ষ ব্যক্তিও জ্যোতির্ম্ময় পদ প্রাপ্ত
হইতে পারে, হইবার পর আমি সেই মহাবেদী-
মহোৎসবের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । বৈশাখ
মাসের রোহিণীনক্ষত্র-যুক্ত শুক্লপক্ষীয় যে তৃতীয়া,
তাহা সর্বপাপবিনাশিনী ও স্বয়ং আবিকৃতা । ঐ
দিনে নৃপতি শুচি হইয়া সংকল্পপূর্ব্বক আচার্য্য-
বরণান্তে কার্য্য করণে সুদক্ষরূপে পরিজ্ঞাত তিন
জন বা এক জন সূত্রধরকে অন্নপায়াগাধ সাগরে
বহ্নালকরাদি দ্বারা বরণ করিবে । অনস্তর মম্ববিৎ

(১) সর্বপাপনশঃসংখ্যঃ পূজ্যত্বাৎ সর্বদৈবভেদঃ ।
শুচিচাখ্যাপি সা যাজ্ঞা ব্রহ্মতেজোহবগুণনাৎ ।
কচিদিত্যধিকঃ পাঠঃ ।

বহিমাধায় মঙ্গরাজেন মঙ্গবিৎ । অষ্টোত্তরশতঃ
হুয়া সম্প্রাজ্যবিমিশ্রিতম্ । আজ্যং তরুণঃ
মূলে তু প্রত্যেকমভিষারয়েৎ ॥ ৫ ॥ দিক-
পালেভ্যা বলিং দধা ক্ষেত্রপালপশুস্তথা ।
বনম্পত্যে জুহুয়াৎ কীরৌদনশতাহতিম্ ॥ ৬ ॥ ততঃ
পরমাদায় বৃক্ষমূলেষু দিক্ষু বৈ । আজ্যসংস্কৃত-
দেশেষু আচার্যো মঙ্গমুচ্চরন ॥ ৭ ॥ কিঞ্চিকিঞ্চি-
চ্ছেদয়েদে চিত্তয়ন গরুড়ধ্বজম্ ॥ ৮ ॥ নদংসু তূর্য্য-
ঘোষেষু গীতমঙ্গলবাদিষু । নিযোজ্য বর্ধকিং তত্র
আচার্য্যঃ স্বগৃহং ত্রজেৎ ॥ ৯ ॥ অথবা স্থানলকানি
দারুণি রথকর্ম্মণি । উক্তসংস্কারবিধিনা সংস্কৃত্য
কলিচ্ছেদনে ॥ ১০ ॥ আরভেত রথং কুহা
বিম্বরাজমহোৎসবম্ ॥ ১১ ॥ বোড়শারৈঃ বোড়শ-
ভিচ্চক্রেলৌহময়ৈর্দৃষ্টৈঃ । যুক্তং বিবেক রথং কুর্ঘ্যাৎ
দৃঢ়াকং দৃঢ়কুবরম্ ॥ ১২ ॥ বিচিত্রঘটনাকাঠ-পুতলী-
পরিবেষ্টিতম্ । মধ্যে বেদীসমুচ্ছায়ি-চাক্রমণ্ডল-

রাজিতম্ ॥ ১৩ ॥ চতুস্তোরণসংযুক্তং চতুর্দার-
সুশোভনম্ । নানাবিচিত্রবহলং হেমপটবিরাজিতম্ ॥
১৪ ॥ দ্বাবিংশতিকরোচ্ছায়ঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ।
গরুড়ধ্বজঃ কুর্ঘ্যাৎ রক্তচন্দননির্ম্মিতম্ ॥ ১৫ ॥
দীর্ঘনাসং পীনদেহং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥ ১৬ ॥
চক্ষুপ্রদষ্টভুজগং সর্কলকারভূষিতম্ । বিতত্য পক্ষতী
ব্যোমি উড্ডীয়ন্তমিবোদিতম্ । দৈত্যদানবসমুদ্র-
বলদর্পবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥ সর্বাঙ্গং তস্ত কনকৈরাচ্ছাদ্য
পরিশোভয়েৎ । রথমেবং হরেঃ কুর্ঘ্যাৎ আসনং
সুপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮ ॥ চতুর্দশরথাক্ষৈঃ রথং কুর্ঘ্যাৎ
সীরিণঃ । চক্রের্দ্বাদশাভিঃ কুর্ঘ্যাৎ সুভদ্রায়া রথোত্তমম্ ॥
১৯ ॥ সপ্তচ্ছদময়ং কুর্ঘ্যাৎ সীরিণো লাক্ষলধ্বজম্ ।
দেব্যাঃ পদ্মধ্বজং কুর্ঘ্যাৎ পদ্মকাষ্ঠবিনির্ম্মিতম্ ।
বিরচ্য রথান রাজা প্রতিষ্ঠাৎ পূর্ববচ্চরেৎ ॥ ২০ ॥
মহামন্ত্রং যথাশাস্ত্রং বিশ্বসেদব্রাহ্মণেষু চ । ব্রহ্মণা
জগদীশস্ত জঙ্গমাস্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥ ২১ ॥ ইথাং

সেই নৃপতি সেই স্বত্বধরের সহিত যে স্থানে উত্তম
বৃক্ষ আছে, এমত বনে গমনপূর্বক সেই বনमध्ये
সুপ্রশস্ত মন্ত্র পাঠ দ্বারা বহিঃস্থাপনান্তে স্তুতধারা-
সম্বিত অষ্টোত্তর শত আহতি প্রদান করিয়া
প্রত্যেক তরুণে স্তুতধারা পাতিত করিবে ।
তৎপরে দিকপালগণকে যথোক্ত বলি ও ক্ষেত্রপাল-
দিগকে পশুবলি প্রদানপূর্বক বনম্পতির প্রীত্যর্থ
শতসংখ্যক হুয়ারাহতি প্রদান করিবে । অনন্তর
আচার্য্য মনে মনে ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে চিন্তা
করত কুঠার লইয়া যথোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে
করিতে প্রত্যেক দিকে স্তুতধারাসংস্কৃত বৃক্ষ-মূলের
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অংশ ছেদন করিবেন । ঐ সময়ে
তথায় মঙ্গলগীত-সম্বিত তূর্য্যধ্বনি করাইতে
হইবে । পরে আচার্য্য স্বত্বধরকে ছেদনকার্য্যে
নিযুক্ত করিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন করিবেন ।
অথবা রথগঠনোপযোগী কাঠ সকল যদি স্থানেই
লব্ধ হয়, তাহা হইলে যথোক্ত সংস্কার-বিধানানুসারে
অগ্নিস্থাপনপূর্বক তাহাতে কাঠের সংস্কার করিয়া
লইবে । অগ্রে বিম্ব-বিনাশার্থ বিম্বরাজ গণপতির
উৎসব করিয়া পরে রথ গঠন আরম্ভ করাইবে ।
ভগবান্ জগন্নাথদেবের রথের লৌহময় সুদৃঢ়
শোড়শ চক্র, বোড়শ অরকাঠ এবং অক্ষ ও কুবর
অতি দৃঢ় করা কর্তব্য । উহার চতুর্দিকে বিচিত্র
ভাবে গঠিত কাঠপুতলিকা-সমূহ ও মধ্যস্থলে বেদী
করিতে হইবে । এবং ঐ বেদী সমুদ্রত অথচ

বিচিত্র মণ্ডল দ্বারা সুশোভিত করিবে; উহার
চতুঃসংখ্যক সুন্দর তোরণ ও চতুঃসংখ্যক মনোহর
দ্বার থাকিবে এবং উহাকে নানাপ্রকার কারুকার্য্যে
বিভূষিত ও হেমপটে বিমণ্ডিত করিতে হইবে ।
উহাকে উচ্চে দ্বাবিংশতি হস্ত-পরিমিত ও পতাকা-
মালায় অলঙ্কৃত করিবে এবং উহার রক্তচন্দন-
কাষ্ঠনির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ করিতে হইবে । উক্ত
গরুড়ের দেহ স্থূল ও নাসিকা দীর্ঘ, কর্ণদ্বয় কুণ্ডল-
বিভূষিত ও সর্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত
করিতে হইবে এবং চক্ষুপুটে একটি সর্প থাকিবে ।
উহার পক্ষদ্বয় একরূপ ভাবে গঠিত হইবে যে,
দেখিলেই বোধ হয় যেন, পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া
গগনাক্রমে উড্ডীন হইতেছে । দৈত্যদানবগণের
বল-দর্পহারী ঐ গরুড়ের সর্কলরীর সুবর্ণ দ্বারা
মণ্ডিত করিয়া সুশোভিত করিবে । ভগবান্ হরির
এইরূপ রথ করা কর্তব্য এবং উহা যেন সুন্দররূপে
পরিষ্কৃত ও অভ্যস্তরে ভগবানের অবস্থানোপযুক্ত
সুন্দর আসনে সুসজ্জিত হয় ১১-১৮। এইরূপ বল-
রামের চতুর্দশচক্র ও সুভদ্রাদেবীর দ্বাদশচক্রযুক্ত রথ
করিবে এবং বলদেবের সপ্তচ্ছদময় লাক্ষলধ্বজ ও
সুভদ্রার পদ্মকাষ্ঠ-বিনির্ম্মিত পদ্মধ্বজ করিতে
হইবে । নৃপতি এইরূপ রথত্রয় নির্মাণ করাইয়া
পূর্ববৎ মন্ত্র ও বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা করিবেন ।
উক্ত সমুদ্র কাষ্যেই ব্রাহ্মণগণের প্রতি রাজার
বিবাল স্থাপন করা একান্ত কর্তব্য, কারণ ব্রাহ্মণ-

স্বষ্টিঃ চক্রিয়ঃ দেবত্রয়ং বৈ । আষাঢ়শ্চ সিতে
পক্ষে দিনে বিবেগঃ শুভপ্রদে ॥ ২২ ॥ প্রতিষ্ঠাপ্য
সমুদ্দেশ্যে বিধিনা পূর্ববদ্বিজাঃ । রক্ষণীয়ং তথা তত্র
নারোহেৎ কশ্চনাত্ততঃ । পক্ষী বা মানুষ্যো বাপি
মাহুজারনকুলাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ ততো দিনত্রয়াদক্ষ্যাক
রথানামুত্তরে কৃতে । মণ্ডপে উৎসবাক্ষং বৈ
প্রকৃষ্যাদক্ষ্যুপার্ণম্ ॥ ২৪ ॥ অদ্বৈতবৎ জাতেষু
শান্তিঃ কৃষ্যাৎ পুরোদিতাম্ । রথায় সুসংস্কৃত্য
কার্ধ্যা মহাবেদীং যয়া ত্রয়েৎ । পার্শ্বয়োর্বৈশ্বলং
কৃষ্যাৎ পথি গুণ্যাদিতিঃ কলেঃ ॥ ২৫ ॥ সুমনস্তবকৈ-
র্ষাটোহুর্কুলৈশ্চামরৈস্তথা । বধা সুপুষ্পিতারণ্য-
রাজী তত্র বিরাজতে ॥ ২৬ ॥ ভূমিঃ সমা চ কৃষ্যাৎ
নিপজ্ঞা সুখচারিণী । নিশ্বলা চ সুগন্ধা চ যুহ-
রাবর্জিতোৎকরা ॥ ২৮ ॥ ধূপপাত্রাণ্যুপদং দিশাং
মোদকরাণি চ । চন্দনাস্তঃপরিক্ষেপয়ন্তোৎপাতোৎ-

করাস্তথা ॥ ২৯ ॥ বহুনি ঋতুপুষ্পাণি পুষ্পবৃষ্টার্থমেব
চ । নটনর্তকমুখ্যাশ্চ গায়না বহবস্তথা ॥ ৩০ ॥
বেশ্যা যৌবনদর্পাঢ্যা রূপালঙ্কারভূষিতাঃ । যুদঙ্গাঃ
পণবাশ্চৈব ভেরীচক্রাদয়স্তথা ॥ ৩১ ॥ বহবো বহুধা
তত্র পাতকাশ্চিত্রিতাস্তরাঃ । ধ্বজাশ্চ বহবস্তত্র
স্বর্ণরাজতনির্মিতাঃ ॥ ৩২ ॥ বৈজয়ন্ত্যা বহুবিধা
ভূমিগা বাহগাস্তথা । হস্তিনাশ্চ হস্তাশ্চৈব
সুসরঙ্গা সলঙ্কতাঃ ॥ ৩৩ ॥ ইথং সমুত্ত-
সন্তারঃ ক্রিতিপালঃ শুচিততঃ । মুদা পরময়া ভক্ত্যা
যুতঃ কৃষ্যাৎ হোৎসবম্ ॥ ৩৪ ॥ আষাঢ়শ্চ সিতে
পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা । অক্লণোদয়বেলায়াং
তস্তাং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫ ॥ ত্রাঙ্কণৈর্দৈবকৈবৈঃ
সাক্ষং যতিভিঃ তপস্বিভিঃ । বিজ্ঞাপয়েদেবদেবং
যাত্রায়ে সংস্কৃতাজ্জলিঃ । ইন্দ্রহর্ষাঃ ক্রিতিপতিং যথাজ্ঞা
সাক্রতা পুরা । বিজয়ন্ত রথেনাথ শুভিচামণ্ডপং

গণই জগদীশ্বরের জন্ম-দেহ বলিয়া উক্ত আছে ।
দ্বিজগণ ! আষাঢ়মাসীয় শুক্লপক্ষে বিষ্ণুর প্রীতিপদ
শুভদিনে পূর্ববৎ বিধানানুসারে মহাসমারোহে উক্ত
দেবত্রয়ের উল্লিখিত প্রকারে গঠিত রথত্রয় প্রতিষ্ঠা
করিয়া যাহাতে তত্পরি মনুষ্য, পক্ষী, মানব বা
নকুলাদি কিংবা কোন অন্তর্যাক্ষ প্রাণী আঘাত
করিতে না পারে, একপভাবে রক্ষা করিবে ।
অনন্তর দিনত্রয় অতীত হইলে পর উক্ত রথত্রয়ের
উত্তরে পূর্বনির্মিত মণ্ডপমধ্যে রথযাত্রারূপ মহোৎ-
সবের অঙ্গকার্য্য অক্ষুপার্পণ করিবে । তৎপরে
যদি আধিদৈবিকাদি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে
পূর্বোক্ত প্রকার শান্তি করা কর্তব্য । ভগবান
রথারোহণে যে পথে মহাবেদীতে গমন করিবেন,
সেই পথের উত্তমরূপ সংস্কার করিবে এবং সেই
পথের উভয় পাশে সকল তরুগুণাদি, পুষ্পস্তবক,
মালা, ফুল ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত মণ্ডল
(বিশ্রামার্থ আসনবিশেষ) একপ ভাবে রচনা
করিতে হইবে যেন দেখিলেই বোধ হয়, তথায়
পুষ্পিত অরণ্যরাজী বিরাজ করিতেছে । (যাহাতে
রথ অসামান্যে যাইতে পারে, তজ্জন্য) মার্গভূমি
সুন্দররূপে সমতল করিবে এবং পক্ষবিহীন কক-
রাদিশূন্য, নির্মল, সঙ্গন্ধযুক্ত ও একপ কোমল
মৃত্তিকাময়ী হইবে, যেন সকলেই তত্পরি সুখে
বিচরণ করিতে পারে । ঐ মার্গের প্রতিপদক্ষেপ-
হাটোই যাহাতে চতুর্দিক আমোদিত হয়, একপ
ভাঙ্গি কল্যাণপূর্ণ পাত্র সকল এবং যে বস্তু দ্বারা

চন্দনমিশ্রিত জল ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, একপ
যজ্ঞনিচয় স্থাপন করিতে হইবে । জগন্নাথদেবের
রথগমনকালে পুষ্পগুচ্ছ করিবার জন্য স্থানে স্থানে
সেই ঋতুসমুৎপন্ন পুষ্পসমূহ থাকিবে এবং বহুসংখ্যক
গায়ক ও নর্তকগণ তৎকালে নৃত্যগীতাদি করিতে
আরম্ভ করিবে । সর্পালঙ্কারভূষিতা অসামান্যরূপ-
লাবণ্যবতী ও যৌবনগর্ভাধিতা বেশ্যাসকল দণ্ডায়-
মানা থাকিবে এবং যুদঙ্গ, পণব, ভেরী, চক্র
প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইবে । বহু প্রকারে
চিত্রবিচিত্রিত বহুসংখ্যক পতাকা উড়ীন হইতে
থাকিবে এবং স্বর্ণ ও রজতনির্মিত বহুল ধ্বজ-
দণ্ড সমুচ্ছিত হইবে । বহুবিধ বৈজয়ন্তী (লঙ্ঘ-
মান পতাকা-বিশেষ) ভূমিতলে ও মাতঙ্গাদি
বাহনোপরি সংস্থাপিত হইবে এবং বহুল মাতঙ্গ
ও তুরঙ্গগণকেও সুন্দররূপে সজ্জিত ও অলঙ্কৃত
করিয়া রাখিবে । ১৯—৩৬ নৃপতি, নিয়মাবলম্বনপূর্বক
পবিত্রভাবে থাকিয়া এইরূপ মহাসমারোহে পরম
ভক্তিসহকারে এবং সানন্দচিত্তে ভগবানের রথ-
যাত্রারূপ মহোৎসব সমাধা করিবেন । মুনিগণ !
আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত দ্বিতীয়াতে
অক্লণোদয়কালে জগন্নাথদেবকে সম্যকরূপে অগ্রে
অর্চনা করিবে । পরে, ত্রাঙ্কণ, বৈকব, যতি ও
তপস্বিগণের সহিত কৃতাজলি হইয়া রথযাত্রার মিমিত্ত
দেবদেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিবে,—হে
প্রভো ! আপনি পুরাকালে ভূপতি ইন্দ্রহর্ষের
প্রতি কল্প আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তদনুসর

প্রতি । ৩৭ । তবাপানবিলোকো নঃ প্রপুনাতৃ দিশো
দশ । নিঃশ্রেয়সপদং যান্ত্র্য হাবরাণি চরাণি চ ॥ ৩৮ ॥
অবতারঃ কৃতো হেব লোকানুগ্রহকাম্যয়া । তদেহি
ভগবন্ প্রীত্যা চরণং হৃদ্য ভূতলে ॥ ৩৯ ॥ ততঃ
কপূরচূর্ণৈশ্চ সুমনোভরবাকিরেৎ । পাথ শাকুন-
সুজ্ঞান প্রপঠান্ত্র দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০ ॥ কেচিন্মঙ্গল-
গাথাঞ্চ কোচক্লেয় জয়োত চ । জিতং ত হীত মন্ত্রং
বৈ কোচক্লেজপান্ত্র চ ॥ ৪১ ॥ স্তুতমাগধমুখ্যাঞ্চ
কীর্ত্তং পুণ্যং মুদা জপ্তঃ ॥ ৪২ ॥ স্বর্গদণ্ডপ্রকীর্ত্তনাং
শ্রোণিকোভয়পাশয়োঃ । লীলয়ান্দোলয়ন্তি স্ম রণৎ-
কঙ্কণমঞ্জুলম্ ॥ ৪৩ ॥ স্বর্ণপাত্র-পারাক্ষণ্ড কৃষ্ণাঙ্কু-
সুধাপিত্তে । সুরভীকৃতসন্ধাশা-মুখে ব্যোমাস্তনে
তথা ॥ ৪৪ ॥ চচ্চরীকরীবেণু-বৌণামধারকাদয়ঃ ।
শদ্যন্তে স্তুমধুরং গোবিন্দবিজয়ায় বৈ ॥ ৪৫ ॥ এবং
প্রবৃন্তে সময়ে কৃষ্ণং রামপুরঃসরম্ । নদ্রান্ত্র বিপ্রা

কার্য্য কারতেই উদ্যত হইয়াছ ; অতএব হে নাথ !
আপনার জয় হউক, আপনি রথারোহণে গুণ্ডচা-
মণ্ডপে যাত্রা করুন । ভবদীয় কৃপাপাদবিলোকনে
আমাদিগের দর্শনদিক্ পবিত্র হউক এবং চরাচর সক-
লেই কল্যাণময় মোক্ষপদ লাভ করুক । হে দেব !
আপনি সকল লোকের প্রীতি অনুগ্রহ বাসনাতেই
এইরূপ অবতারমূর্ত্ত পরিগ্রহ করিয়াছেন ; অতএব
হে ভগবন্ ! আপনি প্রসন্ন হইয়া ভূতলে পাদ-
বিক্ষেপ করত আগমন করুন । অনন্তর ভগবান্কে
লইয়া যাইবার কালে পশ্চিমধ্যে দ্বিজাতিগণ, শাকুন-
সুজনিক্রয় পাঠ করিতে থাকিবে এবং তদীয় অঙ্গে
কপূরচূর্ণ ও কুসুমনির বর্ণন করিতে আরম্ভ করিবে
তৎকালে কেহ কেহ মঙ্গলগাথা পাঠ, কেহ কেহ “জয়
জয়” ইত্যাদি ধ্বনি এবং কেহ কেহ “জিতং তে”
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিতে থাকিবে ।
প্রসিক্তম স্তুত-মাগধগণ সন্মুখে ভগবানের পুণ্য-
কীর্ত্তি গান এবং বহুসংখ্যক লোক ভগবানের উভয়
পার্শ্বে স্বর্ণনির্ম্মিত দণ্ডশ্রেণী উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ নিজ
কর-ভূষণ কঙ্কণসমূহের স্তুমধুর নিনাদসহকৃত মৃদু-
ভাবে আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিবে । ঐ
সময়ে সমুদয় দিম্মণ্ডল ও আকাশমণ্ডল স্বর্ণপাত্র
কৃষ্ণাঙ্কুগন্ধে আমোদিত করিবে এবং ভগবান্
গোবিন্দের বিজয়ার্চ চচ্চরী, করী, বেণু, বীণা ও
মধুরিকা প্রভৃতি বাদ্যের স্তুমধুর শব্দ হইতে
থাকিবে । এইরূপ মহা-সমারোহময় সময়ে ব্রাহ্মণ,
কন্নিয় ও বৈশ্যগণ সমবেত হইয়া অগ্রে বলরাম পরে

ভদ্রাক্ষ কন্নিয়াক্ষ বিশস্তথা ॥ ৪৬ ॥ হস্তমুলাঃ
সমুচিতা মুক্তাশকটীনভোরণাঃ । রত্নধ্বজা হেমদণ্ডা
পাশ্যোর্মুরবৈরিণঃ ॥ ৪৭ ॥ রাজা চতুর্বিধা বর্ণা
অস্ত্রে যে চ পৃথগ্জনাঃ । দীনা মহান্তশ্চ তদা
সমানান্ত্র ভান্ত্রি বৈ ॥ ৪৮ ॥ সলীলচরণকাসঃ
তুলিকান্তরণেবু তান্ । বাসয়ন্তঃ কচিং শ্রান্তা
দেবাংস্তে রথমধ্বয়ুঃ ॥ ৪৯ ॥ মহোৎসবং সমাসাদ্য
গীতমঙ্গলমেব চ । করে কৃহা জগন্নাথঃ ভ্রাম্যহা
রথোত্তমম্ । রামং কৃষ্ণং স্তুভদ্রাক্ষ রথমধ্যে
নিবেশয়েৎ ॥ ৫০ ॥ চাক্রচন্দ্রাতপাঢ্যেন মণ্ডপেন
বিরাজতে । কিঙ্কণীমালিকাভিঃচ মালাচামরভূষিতে ।
সসারকৃষ্ণাঙ্কুজধূপপূরিতগর্ভকে ॥ ৫১ ॥ ততস্তান
বাসয়হা তু তুলিকাসু সুরোত্তমান । ভূষয়োদ্বাধ-
বস্ত্রক্ৰ্যা বস্ত্রালঙ্কারমালাকৈঃ ॥ ৫২ ॥ পুজয়েৎপ-
চাটৈরন্তেঃ সমুদ্রৈর্ভাক্তভাবিতৈঃ ॥ ৫৩ ॥ নাতঃ পরতরং
বিক্ষোধ্যাত্রান্তরমবেক্ষ্যতে । যত্র স্বয়ং ত্রিলোকেশঃ

স্তুভদ্রা ও তৎপরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপক্রমে
ভাষাদিগকে রথসন্নিধানে লইয়া যাইতে থাকিবে ।
তৎকালে ভগবান্ মুরারির উভয় পার্শ্বে যাহাদিগের
অগ্রভাগ রত্নখচিত, দণ্ড সকল স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং চীন-
দেশীয় আবরণ বস্ত্রের প্রান্তভাগ মুক্তাদামে বিভূষিত,
এববিদ্বদ ছত্র সকল ধারণ করিবে । ঐ সময়ে
তথায় কি রাজা, কি ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ, কি অপর
নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ এবং কি ধনী, কি দরিদ্র
সকলেই সমান বলিয়া বোধ হয় । সেই দেবতায়কে
বহনকালে কোন সময়ে বাহকগণ শ্রান্ত হইলে অতি
ধীরভাবে পদবিক্ষেপ করত তুলীপূর্ণ আন্তরণোপরি
দেবতায়কে রক্ষা করিয়া শ্রমাবসানে পুনরায় পূর্ব্ব
প্রকারে রথাভিমুখে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে ।
৩৪—৪৯ । অনন্তর রথসন্নিধানে গমনান্তে মহোৎসব
ও মঙ্গলসঙ্গীত করাইতে আরম্ভ করিয়া জগন্নাথ-
দেবকে হস্তে ধারণ করত রথ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মনোহর
চন্দ্রাতপশোভিত, মণ্ডল কিঙ্কণী-মালা, মালা ও চামর
দ্বারা বিরাজিত এবং অভ্যন্তরে সারবৎ কৃষ্ণাঙ্কু
প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য-সমুত্ত ধূপগন্ধে আমোদিত রথমধ্যে
কৃষ্ণ, বলরাম ও স্তুভদ্রাদেবীকে প্রবেশিত করিবে ।
অনন্তর সেই সুরবরতায়কে তুলীপূর্ণ শয্যার উপর
অবস্থাপিত করিয়া ভক্তি-সহকারে বস্ত্রালঙ্কার ও
মালা দ্বারা যথাবিধি বিভূষিত করিবে এবং ভক্তিপূর্ণ
হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে ।
মুনিগণ ! ভগবান্ বিষ্ণুর ইহাশ্রম উৎকৃষ্ট আর-

অন্যনেন কুতুহলাৎ । মানয়ন পূর্বমাজ্জাং তাং বর্ষে
বর্ষে ব্রজেদসৌ ॥ ৫৪ ॥ রথস্থিতং ব্রজন্তং তং
মহাবেদীমহোৎসবে । বে পশুস্তি মুদা ভক্ত্যা
বাসন্তেবাং হরেঃ পদে ॥ ৫৫ ॥ সত্যং সত্যং পুনঃ
সত্যং প্রতিজ্ঞানে দ্বিজোত্তমাঃ । নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো
বিরোক্রৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ । যথা রথবিহারোহয়ং
মহাবেদীমহোৎসবঃ ॥ ৫৬ ॥ যত্রাগত্য দিবো দেবাঃ
স্বর্গং যান্ত্যধিকারিণঃ । কিং বচসি স্তম্ভমাহা-
মুৎসবস্ত মুরধিবঃ ॥ ৫৭ ॥ যস্ত সঙ্কীর্ণনাং পাপং
নশ্তেজ্জন্মশতোদ্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥ মহাবেদীং ব্রজন্তং
তং রথস্থং পুরুষোত্তমম্ । বলভদ্রং সুভদ্রাক
জন্মকোটিশতোদ্ভবম্ । দৃষ্টা পাপং নাশয়তি নাত্র
কার্য্য বিচারণা ॥ ৫৯ ॥ রথচ্ছায়াং সমাক্রম্য
ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি । তদ্রেণুসংস্ক্রবপুষ্টিবিধাং
পাপসংহতিম্ । নাশয়েৎ স্বর্গগঙ্গায়াং স্নানজং
কলমাণুয়াৎ ॥ ৬০ ॥ ঘনানুষ্টিযোগেন রথমার্গে তু

যাত্রান্তর দৃষ্ট হয় না ; কারণ, উহাতে স্বয়ং ত্রিলোকে
স্বর ভগবান্ হরি স্বীয় পূর্বাদেশের সম্মান রক্ষার্থ
প্রতিবর্ষে রথারোহণ করত শুণ্ডিচ-মণ্ডপে পরম
কুতুহলে গমন করিয়া থাকেন । উক্ত মনো-
মহোৎসবকালে যাহারা সানন্দহৃদয়ে ভক্তিতে
ভগবান্কে রথারোহণে গমন করিতে দেখে, তাহা-
দিগের নিঃসন্দেহ বৈকুণ্ঠে বাস হয় । হে দ্বিজোত্তম-
গণ ! আমি ত্রিসত্য করত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলি-
তেছি, মহাবেদী-মহোৎসব এই রথবিহার যেমন
শ্রেয়স্কর, ইহাপেক্ষা অধিক শ্রেয়স্কর বিষ্ণুৎসব
আর কোন শাস্ত্রেই দৃষ্ট হয় না । মূনিগণ !
ভগবান্ মুরারির সেই উৎসব-মাহাত্ম্য আর
অধিক কি কহিব, দেবগণ স্বর্গ হইতে ঐ উৎসবে
আসিয়াই স্বর্গবাসের অধিকারী হন, এবং তাহা-
তেই পুনরায় স্বর্গে গমন করিতে পারেন ।
ঐ উৎসবের নাম সংকীর্ণন করিলেও শত
জন্মের পাতক নষ্ট হইয়া থাকে । মহাবেদীতে
গমন-কালে রথস্থ পুরুষোত্তম, বলদেব ও সুভদ্রাকে
দর্শন করিয়া মানব যে, কোটিশত-জন্মার্জিত পাপ-
রাশিকেও বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাতে আর
কিছুমাত্র বিচার করিবার নাই । ভগবানের
রথচ্ছায়া স্পর্শ করিলেই ব্রহ্মহত্যা-পাপ বিদূরিত
হয় এবং গাভ্রে রথেরেণু সংলগ্ন হইলে জীবিত
পাপপুণ্ড্রই বিনষ্ট হইয়া থাকে, অধিকন্তু সে, স্বর্গ-
গঙ্গাযাগিলে স্নান করিলে যে কল হয়, সেই কল

পঙ্কিলে । দিব্যদৃষ্ট্যা চ কৃষ্ণস্ত সমস্তমলহারিণি ॥
৬১ ॥ তত্র যে প্রণিপাতাং কুর্ষতে বৈকবোত্তমাঃ ।
অনাদিব্যাপক্যাংস্তে হিহা মোক্ষবাণুযঃ ॥ ৬২ ॥ গবাং
কোটিপ্রদানস্ত কচ্ছানামযুতস্ত চ । বাজিমেষসহস্রস্ত
কলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ অল্পগচ্ছন্তি কৃষ্ণং
যে যাত্রা কোতুহলাদপি । অল্পব্রজন্তি নিত্যং তান্
দেবাঃ শত্রুপুরোগমাঃ ॥ ৬৪ ॥ পশুস্তি যে রথে
যান্তং দাক্ষয়সনাতনম্ । পদে পদেহমেষস্ত কলং
তেনা প্রকীর্ত্বিতম্ ॥ ৬৫ ॥ বেদৈঃ শ্রবন্তি বেদানাং
বক্তারে । মোক্ষদায়িনম্ । ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ
স্তোত্রৈর্বাপি স্বয়ংকুতেঃ ॥ ৬৬ ॥ শ্রবন্তি পুণ্ডরীকাকং
যে বৈ বিগতকল্মষাঃ । বৈকবং যোগমায়ায় মোদন্তে
নারদাদিভিঃ ॥ ৬৭ ॥ কুর্ষন্তি বাসুদেবাগ্রে জয়শব্দেন
বাস্তিতম্ । তে বৈ জয়ন্তি পাপানি ত্রিবিধানি ন
সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ লয়তান্ নভিজোহপি গীতমাধুর্ঘ্য-

লাভ করে । রথপথ নিবিড় রূপিতে পঙ্কিল
হইলেও ভগবানের দিব্য দৃষ্টিপাত নিবন্ধন যে
অখিল অন্তর্মালাপহারী, তাহাতে আর সংশয় নাই,
এজন্ত যে সকল বৈকববরগণ সেই পঙ্কিল পথে
মস্তক স্থাপনপূর্বক ভগবান্কে প্রণিপাত করে,
তাহারা অসীম পাপরাশিকেও বিদূরিত করিয়া মোক্ষ
প্রাপ্ত হয় । অধিক কি, তাহারা কোটি গো-দান,
অযুত কচ্ছা-দান এবং সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের কল
লাভ করিয়া থাকে সংশয় নাই । প্রকৃত ভক্তি
না থাকিলেও যাহারা কেবল যাত্রা-কৌতুক বশতই
রথারূঢ় ত্রীকুণ্ডের অল্পগমন করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ
নিয়ত তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকেন ।
৫০—৬৪ । মনীষিগণ বলিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি,
দাক্ষয় সনাতন ব্রহ্মকে রথারোহণে গমন করিতে
দেখে, তাহাদিগের পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের কল
হয় । ঐ সময়ে যে সকল বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ বৈদিক-
স্তোত্রে মোক্ষদাতা ভগবানের শ্রুতিবাদ করিয়া
থাকেন এবং উপর যে সকল ব্যক্তি, ইতিহাস-
পুরাণাদিতে উক্ত বিদ্যা স্বরচিত স্তোত্রে ভগবান্
পুণ্ডরীকাককে শ্রব করিতে থাকে, সেই সমুদয়
ব্যক্তিই নিম্পাপ হইয়া বৈকবযোগ লাভ করত
নারদাদি মহর্ষিগণের সহিত নিত্যানন্দ উপভোগ
করে । কিহা যাহারা, বাসুদেবের সম্মুখে কেবল
জয় জয় শব্দে তাঁহার শ্রুতিবাদ করে, তাহারা
নিঃসন্দেহে জীবিত পাপকে জয় করিয়া থাকে ।
যে ব্যক্তি, ভাল নয় ও সঙ্গীতমাধুর্ঘ্যবিহীন হইয়াও

বর্জিতঃ । মর্ত্যনঃ কুরুতে বাপি গায়ত্ৰ্য নরোহ ।
বৈকবোত্তমসংসর্গাঃ মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥
৬৯ ॥ নামানি কীর্তয়ন্ত তেন যাতি সত্বে যঃ ।
অমৃতজ্যে তৎকলং বৈ প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥
৭০ ॥ জয়ন্ত কৃক কৃকেতি জয় কৃকেতি যো বদেৎ ।
শুভিচামণ্ডপং যাস্তং কৃকং ভক্তিসমম্বিতঃ । ন মাতৃ-
গর্ভবাসস্ত স চ হৃৎখমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭১ ॥ চামরৈর্ব্যজনৈঃ
পুষ্পস্তবকৈর্নীলচোলকৈঃ । রথস্থাগ্রে স্থিতো যো বৈ
বীজ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭২ ॥ স বীজ্যমানোহপ-
রোতিগর্ভকৈরুপশোভিতঃ । অমৃতজ্যস্তিস্থিতশৈ-
বহেস্ত্রাসনসংস্থিতঃ ॥ ৭৩ ॥ ভুনক্তি ভোগ্যানখিলান
যাবদাহুতসমুদ্রবম্ । তদন্তে চ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্য
মুক্তিমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৪ ॥ কৃকস্ত পুরতো যো বৈ
পুষ্পগুষ্টিং প্রকুর্তে । তে বৈ মনোরথান্ সর্গান
প্রাপ্নুবন্তি মমোগতান্ ॥ ৭৫ ॥ সহস্রনামভিঃ পুণ্যৈঃ
পর্যটন্তি রথাংচ যে । তেষাং প্রদক্ষিণং কুৰ্ব্বাস্বিদশা
নতকঙ্করাঃ । বসন্তি বৈকুণ্ঠগৃহে বিষ্ণুতুলাপরাক্রমাঃ ॥

জগন্নাথদেবের নিকটে নৃত্যগীত করিতে থাকে,
সেই পুণ্যাত্মা মানব, সাধুবৈষ্ণবসংসর্গে নিশ্চয়ই
মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । ভগবানের নামকীর্তন
করিতে করিতে তাঁহার সহিত যে, গমন করে, সে
যে, অমৃতগমন জন্ত পূর্বোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়, তাহাতে
আর সংশয় নাই । যে মানব, ভগবানের শুভিচা-
মণ্ডপে গমনকালে পরম ভক্তি সহকারে পুনঃপুনঃ
“জয় কৃক ! জয় কৃক !” এইরূপ বলিতে থাকে,
তাহাকে আর জননীর্ গর্ভবাস-ক্লেশ সহ্য করিতে
হয় না । যে ব্যক্তি, ভগবানের রথাগ্রে অবস্থিতি
করত চামরব্যজন, পুষ্পস্তবক বা নীলচোলক দ্বারা
পুরুষোত্তমকে বীজ্যন করিতে থাকে, সে অপসরোগণ
কর্তৃক সুশোভিত হইয়া অমৃতগামী দেবগণের সহিত
স্বরগুরে গমনপূর্বক দেবরাজের অর্ঙ্গাসনে উপবিষ্ট
হয় এবং তথায় কল্পকাল পর্যন্ত বিবিধ ভোগ্য বস্তু
সকল উপভোগান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে । ভগবান্ ঐকৃৎকের সম্মুখে যাহারা
পুষ্প বর্ষণ করে, তাহারা মনোগত সর্গাভীষ্ট প্রাপ্ত
হয় । যাহারা ভগবানের পবিত্র সহস্র নাম পাঠ
করিতে করিতে তদীয় রথের সহিত গমন করিতে
থাকে, স্বরবৃন্দও অবনতমস্তকে চাহাদিগকে
প্রদক্ষিণ করেন এবং তাহারা পরিণামে বিষ্ণুতুলা
পরাক্রমশালী হইয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিয়া থাকে ।

৭৬। তস্মিন্ কালে মহাপুণ্যে দেববিপিতৃসেবিতো ॥
৭৭। একং ব্রহ্ম ত্রিধাতুতং মায়ামুগতং স্বরা ॥ ৭৮ ॥
সাক্ষাদাক্ষররূপেণ মহাবেদীমহোৎসবম্ । রথাক্রুতঃ
কৌতুকবান্ যত্র যাতি জগৎপ্রভুঃ । তস্মিন্ কালে
পৃথিব্যাস্ত চরেৎ তত্র মহোৎসবম্ ॥ ৭৯ ॥ দেবা
অপ্যুৎসবে তস্মিন্ পুরুহুতপুরোগমাঃ । অতিমানঃ
পরিত্যজ্য শ্রেণীবৃত্তা হি পার্শ্বয়োঃ । প্রকুর্তে
মহাযাত্রাং তৈস্তৈর্দৈবৈঃ পরিচ্ছদৈঃ ॥ ৮০ ॥ তেষা-
মগ্রেসরস্তত্র দেবোহপি প্রপিতামহঃ ॥ ৮১ ॥
চতুর্দশানাং জগতাং কর্তা যঃ পরমেশ্বরঃ । সোহপি
তত্র জগন্নাথং রথে যাস্তং মহোৎসবে ॥ ৮২ ॥ ব্রহ্ম-
লোকাৎ পরাবৃত্য জ্ববন্ বৈদময়ৈঃ স্তবৈঃ । পদে
পদে প্রণমতি ভগবন্তং সনাতনম্ ॥ ৮৩ ॥ যদ্যপ্যজ-
নিধেঃ কৃক্সন্ন ভেদোহস্তি তথাপ্যয়ম্ । মহোৎসবস্ত
মহিমা যত্র সর্বৈহুযায়িনঃ ॥ ৮৪ ॥ নাতঃ পরতরো
লোকে মহাবেদী-মহোৎসবাৎ । সর্বপাপহরো যোগঃ
সর্বতীর্থকলপ্রদঃ ॥ ৮৫ ॥ কৃক্সুদ্দিষ্ট যে তত্র
দানং দদতি বৈকবাঃ । যৎকিঞ্চিদকয়কলং মেক-

মুণিগণ ! দেবর্ষি ও পিতৃগণ সেবিত মহাপুণ্যজনক
সেই রথযাত্রাকালেই একমাত্র ব্রহ্মই স্বীয় মায়-
শক্তিতে ত্রি-মূর্তিতে বিরাজমান হইতে থাকেন ।
জগৎপ্রভু ভগবান্, কৌতুক বশতঃ রথাক্রুত হইয়া
যে সময়ে মহাবেদী-মহোৎসবে গমন করেন, সেই
সময়ে পৃথিবীস্থ সেই স্থানে ভগবানের প্রীত্যর্থে
নৃপতির মহোৎসব করা কর্তব্য । উক্ত উৎসব-
কালে ইন্দ্রাদি দেববৃন্দও আত্মাতিমান পরিত্যাগ-
পূর্বক স্ব স্ব দিব্য পরিচ্ছদ পরিধান করত
ভগবানের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রথের সঙ্গে
সঙ্গে শুভিচা-মণ্ডপে যাত্রা করেন । যিনি, চতুর্দশ
ভুবনের কর্তা ও পরমেশ্বর, সেই দেব-দেব ভগবান্
ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোক হইতে আগমনপূর্বক দেবগণের
অগ্রবর্তী হইয়া রথারোহণে মহোৎসবে গমনাসক্ত
ভগবান্ সনাতন জগন্নাথ দেবকে বৈদিক-স্তবনিচয়
দ্বারা স্তব করিতে করিতে প্রতিপদক্ষেপেই প্রণাম
করিতে থাকেন । ৬৫—৮৩ । যদ্যপি কৃকের সহিত
কমলযোনির প্রভেদ নাই, তথাপি যে মহোৎসবে
সর্ব প্রাণীই ভগবানের অমৃতগামী হয়, সেই মহোৎ-
সবেরই ঐরূপ মহিমা জানিবেন । বস্তুতঃ, জগতে
মহাবেদী-মহোৎসব অপেক্ষা সর্বপাপ-বিনাশন,
সর্বতীর্থ-কলপ্রদ উৎকৃষ্টতম শুভযোগ আর নাই ।
ঐ সময়ে যে সকল বিষ্ণুভক্ত মানব, বিষ্ণুর উদ্দেশে

দানেন সন্নিহিতম্ ॥ ৮৬ ॥ তত্কাগ্রে দেবদেবস্ত ব্রজতো
 গুণিচালয়ম্ । যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কৰ্ম তত্তদক্ষয়-
 মশ্বুতে ॥ ৮৭ ॥ উপায়ানি নানা বৈ তক্ষ্যভোজ্যানি
 চৈব হি । সমর্পয়ন্তি দেবায় তৎপ্রীত্যৈ বা দ্বিজয়নে ।
 তেষামক্ষয়পুণ্যানি সৰ্বকামপ্রদানি ॥ ৮৮ ॥
 হরেরগ্রেসরা যে বৈ পশুস্তম্ভমুখাশুজম্ । পদে
 পদে নমস্তচ্চ পঙ্কধূলিপ্লুতাক্রকাঃ ॥ ৮৯ ॥ বিহায়
 পাপকবচমভেদ্যঃ জন্মকোটিভিঃ । কণাৎ বিমুক্তি-
 পদভাক্ যাতি বিক্ষোঃ পরং পদম্ ॥ ৯০ ॥ সৰ্ব-
 ক্রতুনাং তীর্থানাং দানানাং কলমশ্বুতে । ভগবত্তক্তি-
 ভাবানাং নাতঃ পূজ্যতমো মহঃ ॥ ৯১ ॥ এবং স
 ভগবান্ কৃকঃ সুভদ্রারামসমুতঃ । ব্রজন্ স্তন্দন-
 পৃষ্ঠস্থো দ্যোতয়ন্ত দিশো দশ ॥ ৯২ ॥ শ্রীমদঙ্গোপ-
 সৃষ্টেন যকুতা সৰ্বদেহিনাম্ । পাপানি নাশয়ন্
 শ্রীমান্ দয়ালুর্ভক্তভাবনঃ ॥ ৯৩ ॥ অজ্ঞানামপ্যবিশ্বাস-
 ভাজাঃ বিশ্বাসহেতবে । নিসর্গমুক্তিদোহপ্যেতম্

কোন বস্তু দান করে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ হইলেও
 মেরুদানের তুল্য অক্ষয় কলজনক হইয়া থাকে ।
 কলে গুণিচামণ্ডপে গমন-সময়ে দেবদেব জগন্নাথ-
 দেবের নিকটে যাহা কিছু সংকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়,
 তৎসমস্তই অক্ষয়পুণ্য প্রদান করে! যে কল
 মানব ঐ সময়ে নানা প্রকার উপঢৌকন দ্রব্য এবং
 বহুবিধ ভক্ষ-ভোজ্য জগন্নাথদেবকে কিংবা তাঁহার
 প্রীত্যৰ্থে কোন ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করে, তাহাদিগের
 অক্ষয়পুণ্য ও সৰ্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে ।
 যাহারা হরির অগ্রসর হইয়া পদে পদে তদীয় মুখ-
 পঙ্কজ অবলোকন করত প্রণাম করিতে করিতে
 রথপথের পঙ্ক-ধূলিতে পরিপ্লুতাক্র হয়, তাহারা,
 কোটি কোটি জন্মের হৃচ্ছেদ্য পাপ-কবচ উন্মোচন-
 পূর্বক সৰ্ব প্রকার যজ্ঞাস্তান, সৰ্বতীর্থে গমন, ও
 সৰ্ববিধ দানের কল লাভ করে এবং অত্যন্ত
 কালের মধ্যেই মোক্ষপদের অধিকারী হইয়া বিষ্ণুর
 পরম পদ প্রাপ্ত হয়; এই জন্তই বলিতেছি
 যে, ভগদত্তভক্তিগের রথ-যাত্রা অপেক্ষা পূজ্য-
 তম উৎসব আর নাই। শ্রীমান্তক্তবৎসল
 কৃপাময় ভগবান্ কৃক এইরূপে বলরাম ও
 সুভদ্রার সহিত দশদিক্ উদ্ভাসিত করত রথা-
 রোহণে গমন করিতে করিতে বীর শ্রীমদঙ্গের
 সমীপ-সংস্পর্শে সমুদয় দেহিগণের পাপপুণ্ড বিদূরিত
 করিয়া থাকেন। ভগবান্ কৃক স্বভাবসিদ্ধ মুক্তি-
 প্রদ হইলেও অজ্ঞ এবং বিশ্বাসহীন জীবগণের

যাত্রারস্তান্ করৌতি বৈ ॥ ৯৪ ॥ ব্রজন্ সমুদ্রা
 দেবানাং মর্ত্যানাঞ্চ বিশেষতঃ । সূর্যো ললাটস্তপতি
 মধ্যাহ্নে মার্গমধ্যাতঃ ॥ ৯৫ ॥ শ্রান্তাকর্ষজনস্তথৌ
 স্মায়ন্ বৈ তদ্রজোবৃতঃ । তত্রাতপস্ত শাস্ত্যৰ্থঃ
 দর্পণেষুভিষেচয়েৎ ॥ ৯৬ ॥ পঞ্চামৃতৈঃ শীততোয়ৈঃ
 পুষ্পকপূরবাসিতৈঃ । সৰ্বাঙ্গমল্ললিম্পেতু চন্দনেশু-
 যুগলভৈঃ ॥ ৯৭ ॥ সুগন্ধমালাভরণৈশ্চীনচেলৈঃ
 সুশোভনৈঃ । চামরৈশ্চ জলার্জ্যৈস্তৈঃ শীতলৈর্ব্যজনৈ-
 স্তথা । বীজয়েৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সুভদ্রাং রামমেব
 চ ॥ ৯৮ ॥ বিহাতিঃ পানকৈরুদৈয়স্তথা খণ্ডবিকারজৈঃ ।
 গজুরনারিকেলৈশ্চ নানারস্তাকলৈস্তথা ॥ ৯৯ ॥ তথা
 ক্ষীরবিকারৈশ্চ পনসৈস্কণরাজকৈঃ । ইক্ষুভিঃ স্বাদু-
 হৃদৈশ্চ কলৈর্নানাবিধৈস্তথা ॥ ১০০ ॥ বাসিতৈঃ
 শীততোয়ৈশ্চ পকতাধূলপত্রকৈঃ । সৰ্পপূরলবঙ্গাদৈঃ
 পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ১০১ ॥ তস্মিন্ কালে দ্বিজ-
 শ্রেষ্ঠা যে পশুস্তি জনাৰ্দ্দনন্ । পূজয়ন্তি যথাশক্তি ন
 তে সংসারজং শ্রমন্ । প্রাপ্নুবন্তি নরশ্রেষ্ঠা

বিশ্বাসোৎপাদনার্থই রথযাত্রাদি লীলা করিতেছেন।
 মুনিগণ! ভগবান্ এইরূপে মহাসমারোহে রথা-
 রোহণে যাইতে যাইতে মধ্যাহ্ন কালে যে সময়ে
 সূর্যদেব দেবগণের, বিশেষতঃ মানবগণের ললাট-
 দেশে স্তম্ভিত করিতে থাকেন এবং তজ্জন্ত রথরক্ষ
 আকর্ষণকারী জনগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়ে,
 তখনই তিনি, স্নানমুখ ও ধূলিধূসরিতাক্র হইয়া
 পথমধ্যে অচলভাবে অবস্থিত হন। ঐ সময়ে
 তাঁহার সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং পুষ্প
 ও কপূরবাসিত সুশীতল সলিলদ্বারা দর্পণে তাঁহার
 অভিমেক করিতে হয় এবং চন্দন, কপূর, কঙ্করাদি
 তদীয় সৰ্বাঙ্গ বিলেপন করা বিধেয়। তৎপরে সুগন্ধ
 মালাভরণযুক্ত সুশোভন চীনচেল, চামর, এবং
 জলার্জ্য সুশীতল ব্যঞ্জনদ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও
 সুভদ্রাকে বীজন করিবে ॥ ৯৩—৯৮ ॥ অনন্তর বলরাম
 ও সুভদ্রার সহিত সেই পরমেশ্বর জগন্নাথদেবকে
 শর্করা, সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ডবিকারজাত মিষ্টান্ন,
 খজুর, নারিকেল, নানাবিধ রস্তা, তাল ও পমসাদি
 মুখপ্রিয় বিবিধ সুস্বাদু কল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহু
 প্রকার সুখাদ্য বস্তু, সুবাসিত সুশীতল জল এবং
 কপূরলবঙ্গাদি সুবাসিত পক তাধূল্যাদি উপকরণ
 দ্বারা পূজা করিবে। হে দ্বিজবরগণ! তৎকালে
 যাহারা সেই জনাৰ্দ্দনকে অবলোকন এবং যথাশক্তি
 অর্চনা করে, সেই সকল প্রাণঃসঙ্গীত প্রায়শ্চিত্ত

इति श्रीकान्दे रथयात्रा-महोत्सवविधिकथनं नाम
त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

গুণ্টিচা নামক মনোহর মণ্ডপमध्ये देवद्वयके समि-
वेशित करिबे । ऐ मण्डपेर अत्यन्तरभागेर,
उर्द्धदेश मनोहर चन्द्रातप एवं चतुर्दिक् मनोहर
माला ओ चामर द्वारा विभूषित रहिबे । उहार सुस्त
सकल, विविध रत्न-द्वारा र्थाचत, अत्यन्तर स्वर्ण-वेदि-
काय सुशोभित ओ चतुर्दिक् प्राचीर द्वारा परिवेष्टित
हइबे एवं उहार समस्तान सुधानेपने समुज्ज्वल
हওয়া आवश्यक । ऐ मण्डप, सुन्दर सोपानमालाय
विराजित ओ सुप्रशस्त द्वार-चतुष्टये सुशोभित
हइबे, देखिलेई बोध হয় যেন, ঐ স্থান, ত্রৈলো-
ক্যের আড়ম্বরযুক্ত মহাযজ্ঞের ঐ মহাবেদীতেই
দারুময় মহেশ্বর প্রোতুভূত হইয়াছিলেন । ৯৯—১১৪।

জৈমিনি কহিলেন,—মুনিবরগণ ! পূর্বোক্ত
অশ্বমেধজ সন্ন্যাসের ও নৃসিংহদেবের দক্ষিণ
দিগবর্তী সেই শুভচামণ্ডপে সুরাসুরগণের অচিন্ত্য-
নীয়মাহিম দিব্যরূপী ভগবান আসীন হইলে, বোধ
হয়, যেন তিনি পুনরায় নবদেহে অবতীর্ণ হইয়া
বিরাজ করিতেছেন। তৎকালে ভক্ত্য-ভোজ্যাদি
বিবিধ পূজোপহারে জগন্নাথ দেবকে অর্চনা-পূর্বক

আর সংসারাত্মম ভোগ করিতে হয় না; তাহার
ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ!
যাহারা রথস্থিত দেবত্রয়কে বারত্রয় বা বারচতুষ্টয়
কিংবা সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে, এবং যে সকল ব্যক্তি
দশবার প্রণামান্তে কৃতাজলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইয়া পূর্বে ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা উক্ত দেব-
গণকে দেখিয়া যে সকল স্তুতিবাক্যে স্তব করিয়া-
ছিলেন, সেই স্তবমালা পাঠে দেবদেব পরমেশ্বরকে
স্তুতিবাদ করে, সেই পুণ্যাত্মা মানবগণ দেহাবসানে
নিশ্চয়ই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। অনন্তর
অপরাহ্নকালে ভগবানের সর্বশরীর মন্দ মন্দ
দক্ষিণানিলে বীজিত হইতে থাকিলে, সেই দেব-
দেবকে মৃদুভাবে পুনরায় লইয়া যাইতে আরম্ভ
করিবে। ঐ সময়ে গায়কগণ বেণু-বীণাবাদন
সহকারে তাঁহার সহিত সঙ্গীত করিতে করিতে
যাইবে। বন্দিগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ
করিবে এবং চতুর্দিকে নিরন্তর পুষ্পবর্ষণ, সুমধুর
মধুরিকাধ্বনি ও চামর সঞ্চালন হইতে থাকিবে।
ভগবান্ দেবদেব এইরূপে গমন করিতে থাকিলে
সুখীদের যশন অস্তমিত হইবেন, সেই সময়ে
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র দীপমালা প্রজ্জ্বলিত করিবে
এবং সেই দীপাবলীর আলোকে অবশিষ্ট পথ
লইয়া যাইবে। অনন্তর দেবত্রয়ের রথ হইতে
অবরোহণ ও মণ্ডপোপরি আরোহণ জন্য দ্রষ্টৃবৃন্দের
তদ্বর্ণনাথ নিরতিশয় কোতূহল প্রযুক্ত তথায়
সুমহান সম্মেল উপস্থিত হইয়া থাকে। তৎপরে

পহারৈববিধৈঃ সুগন্ধৈরহুলেপনৈঃ । কৃষ্ণাঙ্কজ-
ধূপৈশ্চ গন্ধতৈলপ্রদীপকৈঃ । তোষয়েজ্জগতাং নাথ-
সুপহারৈরনেকশঃ ॥ ৩ ॥ বিম্বতীর্থতটে তস্মিন্ সপ্তা-
হানি জনার্দনৈঃ । তিষ্ঠেৎ পুরা স্বয়ং রাজ্ঞে বরমেতৎ
সমাধিশং ॥ ৪ ॥ ততীর্থতীরে রাজেন্দ্র স্বাস্তামি
প্রতিবৎসরম্ । সর্বতীর্থানি তস্মিন্চ স্বাস্তান্তি ময়ি
তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥ তত্র স্নানং বিধানেন তীর্থে তীর্থোষ-
পাবনে । সপ্তাহং যে প্রপশ্যতি শুভিচামণ্ডপে
স্থিতম্ । মাধবায় স্তুতদ্রাক্ষমম সাযুজ্যমাণুযঃ ॥
৬ ॥ ততস্তস্মিন্ মহাপুণ্যে সর্বপাপপ্রণাশনে ।
সর্বতীর্থৈককলদে বিষ্ণুপ্রীতিকরে শুভে ॥ ৭ ॥
স্নানং সপ্তর্পা বিধিবৎ পিতৃন দেবানতন্ত্রিতঃ । তটস্থং
নরসিংহং তং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ ॥ ৮ ॥ মহাবেদীঃ
নরো গতা কৃতশোচামক্রিয়ঃ । পূজয়েৎ পূর্ববদ-
বিপ্রাঃ প্রণমেদ্বাপি ভক্তিতঃ ॥ ৯ ॥ সপ্তাহং
যো নরো নারী ন সা প্রকৃতিমানুযী । বিষ্ণু-

নৃত্যগীতাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে ।
বিবিধ পুষ্পোপহার, সুগন্ধি অহুলেপন দ্রব্য,
কৃষ্ণাঙ্ক প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যসম্বৃত ধূপাবলী, গন্ধ-
তৈলের দীপমালা এবং নানা প্রকার স্নান
উপহার দ্রব্যে সেই অখিল জগতের ঐতিহাসিক
সম্বন্ধ করিতে চেষ্টা পাইবে । ঐ বিম্বতীর্থ-তটে
গমনপূর্বক ভগবান্ জনার্দন সপ্তদিবস তথায়
অবস্থিতি করেন । পূর্বে তিনি স্বয়ং নৃপতি ইন্দ্র-
দ্ব্যয়কে এই বর দিয়াছিলেন যে, হে রাজেন্দ্র !
আমি প্রতিবৎসর সেই বিম্ব-তীর্থ-তীরে সপ্তদিবস
অবস্থিতি করিব এবং আমার অবস্থিতিতে সমুদয়
তীর্থই তথায় অবস্থিতি করিবে । তৎকালে যে
সকল মানবগণ, অখিল তীর্থনিচয়েরও পবিত্রতাকর
সেই তীর্থে—যথা-বিধি স্নানান্তে শুভিচামণ্ডপস্থ
আমাকে, বলরামকে ও স্তুতদ্রাক্ষকে দর্শন করিবে,
তাঁহারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে । হে বিপ্রগণ !
অতএব মানব, সর্বতীর্থকলপ্রদ, সর্বপাপ-প্রণাশন
বিষ্ণুপ্রীতিকর, মহাপুণ্যজনক সেই তীর্থে অবগাহন-
পূর্বক অতন্ত্রিতভাবে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে
যথাবিধি তর্পণান্তে তীরবর্তী নৃসিংহদেবকে পূজা ও
প্রণাম করিবে এবং পরে উক্ত শুভিচামণ্ডপস্থ
মহাবেদীতে গমন করিয়া অস্তঃকৃত্তি নিমিত্ত আচ-
মনান্তে ভক্তিসহকারে ভগবান্কে পূর্ববৎ পূজা ও
প্রণাম করিবে । কি পুরুষ, কি রমণী, যে ব্যক্তি
সপ্তাহ এই এইরূপ করিতে পারে, সে প্রাকৃতিক

সাযুজ্যমাপ্নোতি শাসনায়ুধৈবৈরিণঃ ॥ ১০ ॥ দিবা
তদর্শনং পুণ্যং রাজৌ দশগুণং ভবেৎ ॥ ১১ ॥ যৎ
কিঞ্চিৎ কুরুতে কৰ্ণ সন্নিধৌ জগদীশিতুঃ ।
বাধ্যত্বা ভূরি কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১২ ॥
তুলাপুরুষদানানি মহাদানানি যো দদেৎ । একে
প্রদত্তে দানেহপি সৰ্বং দত্তং ভবেদ্ভিজাঃ ॥ ১৩ ॥
সৰ্বং মেকসমং দানং সৰ্বৈ ব্যাসসমা দ্বিজাঃ । মহা-
বেদ্যাং গতে কৃকে যোগোহয়ং খলু হর্লভঃ ॥ ১৪ ॥
অন্ধোদাদিকা যোগা কন্দেন পরিভাবিতাঃ । মহা-
বেদ্যাখ্যযোগস্ত কলাঃ নাইন্তি বোড়শীম্ ॥ ১৫ ॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পিতৃণাং কার্যমুত্তমম্ । যাব-
জ্জীবং গয়াশ্রাদ্ধৈরলভ্যং ভূরি যৎকলম্ ॥ ১৬ ॥
দ্বিবিধা নরকস্থা বা তিষ্ঠ্যাগ্ যোনিগতান্তথা । তথা
মহুযালোকস্থা সৰ্বৈ পিতৃপিতামহাঃ ॥ ১৭ ॥ শতং
পুরুষসংখ্যাতা যং বাহ্যস্ত স্তুতৈঃ কৃতম্ । তং বো

মহুযা নহে, সে নিশ্চয়ই ভগবান্ বিষ্ণুর আদেশানু-
সারে তাঁহার সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে । উক্ত
মহাবেদীস্থ ভগবান্কে দিবাভাগে দর্শনে যেক্ষণ
পুণ্য হয়, রাত্রিকালে দর্শন করিলে তাহার দশগুণ
অধিক পুণ্য জানিবেন । কল কথা, উক্ত জগদী-
শ্বরের সন্নিধানে স্বল্পই হউক আর অধিকই হউক,
যাহা কিছু সংকার্য্য অহুষ্ঠিত হয়, তাহা কোটি
কোটি গুণ অধিক পুণ্যজনক হইয়া থাকে । দ্বিজগণ !
যে ব্যক্তি অসংখ্য তুলাপুরুষ দান ও বহুল মহাদান
করে, তাহার যে পুণ্য কথিত আছে, ভগবানের
সমীপে তাদৃশ একটী মাত্র দান করিলেই তৎসমুদয়
দান করা হয় । অধিক কি কহিব, ভগবান্ ক্রীকৃষ্ণ
যখন মহাবেদীতে গমন করেন, তৎকালে তথায়
যাহা কিছু দত্ত হয়, তৎসমস্তই মেকদানের সমান-
কলপ্রদ হয়, এবং তত্রত্য সমুদয় দ্বিজগণই তখন
বেদব্যাসের তুল্য হইয়া থাকে । এই জন্তই জানি-
বেন মহাবেদীতে ভগবানের অবস্থিতরূপ মহাযোগ
অতিদুর্লভ । ১—১৪ । কন্দোক্ত অন্ধোদাদি যে
সকল যোগ আছে, তাহা উক্ত মহাবেদীযোগ নামক
যোগের ষোড়শাংশের একাংশেরও সমান নহে ।
মুনিগণ ! যাবজ্জীবন ভূরি ভূরি গয়াশ্রাদ্ধেও যে
কল হর্লভ, অতঃপর পিতৃগণের প্রীতিকর সেই
অত্যাশ্রিত কার্যের বিষয় বলি, শুনি । সর্গ বা
নরকস্থ, কিংবা তিষ্ঠ্যাগ্ যোনিগত অথবা মহুযা-
লোকস্থিত উর্দ্ধতন শত পুরুষ পর্যন্ত সমুদয় পিতৃ-

বিধিঃ প্রবক্ষ্যামি পুণ্ড্রঃ মুনয়ঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥ মঘা
বৈ পিতৃনক্সঃ পিতৃণাং ক্রীতিদঃ পরম্ । তত্র
শ্রাদ্ধং ক্রীণাতি দত্তং পুত্রৈর্মুদাধিতৈঃ ॥ ১৯ ॥ পঞ্চমী
তু তিথিঃ শ্রেষ্ঠা শ্রাদ্ধেহুদ্যদয়কারিণী । উভয়োৰ্হিদি
সংযোগো মহাপুণ্যতমা তিথিঃ ॥ ২০ ॥ অস্তাং
শ্রাদ্ধে কৃতে পুত্রৈঃ পিতৃণামুজ্জতিৰ্ভবেৎ । সৰ্ব্বতীর্থ-
ময়ে তস্মিন্ সন্নিধৌ মুরবিদ্বিষঃ ॥ ২১ ॥ শ্রাদ্ধক্কে
শ্রদ্ধয়া কুৰ্য্যাদ্ধলকঠনসিংহয়োঃ । মধ্যো মধ্যতমে
দেশে যোগে পরমতুল্যভে । পুরুষান্ শতমুহুরত্য
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২২ ॥ প্রশস্তঃ কুতপঃ কালো
মদীভূতদিবাকরঃ । পিতৃমুদিত্ত বা দদ্যাদশক্চ-
পকং শুচিঃ ॥ ২৩ ॥ তর্পয়িত্বা তিলৈঃ সম্যক্ পৈতৃকীঃ
ক্রীতিমুত্তমাম্ । অথবা ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ভোজ্য-
মূল্যানি বা দদেৎ ॥ ২৪ ॥ একৈশ্ব বা গুণবতে

পিতামহাদি, পুত্রগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যে বিহিত
শ্রাদ্ধের বাস্তব করেন, এক্ষণে আমি আপনাদিগকে
তদ্বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । পিতৃদেবত
মঘা নক্সই পিতৃগণের পরম ক্রীতিপ্রদ ; এজন্ত
পুত্রগণ সানন্দে ঐনক্সযুক্ত দিনে যে শ্রাদ্ধ দান
করে, তাহা পিতৃগণের সাতিশয় ক্রীতি উৎপাদন
করিয়া থাকে । পঞ্চদশ তিথির মধ্যে পঞ্চমীই
শ্রাদ্ধকার্য্যে প্রশস্ত এবং শ্রাদ্ধ বিষয়ে অভ্যুদয়দায়িনী;
এজন্ত মঘা ও পঞ্চমী এই উভয়ের যদি সংযোগ
হয়, তাহা হইলে ঐ পঞ্চমী তিথি মহাপুণ্যতমা হয়,
জানিবেন । ভগবান্ মুরারির সন্নিধানে সেই সৰ্ব-
তীর্থময় স্থানে উক্ত মঘানক্সযুক্ত পঞ্চমী তিথিতে
পুত্র, শ্রাদ্ধ করিলে তাহার পিতৃগণের উদ্ধার হয় ।
মানব যদি তদ্রূপ মহাদেব ও নৃসিংহ দেবের মধ্য
স্থানে পরম তুল্য উক্ত মঘা-পঞ্চমী যোগে শ্রাদ্ধ-সহ-
কারে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে সে, স্বীয় উর্দ্ধতন
শত পুরুষের উদ্ধারসাধনপূর্ব্বক স্বয়ং ও দেহাবসানে
ব্রহ্মলোকে সগৌরবে বাস করিয়া থাকে । যে
সময় হইতে দিবাকর অপেক্ষাকৃত প্রখরতাপূর্ণ
হইতে থাকেন, সেই কুতপ-কালই (অষ্টম মুহূর্ত)
শ্রাদ্ধারম্ভের প্রশস্তকাল জানিবেক ; উক্ত যোগকালে
মানব যথাবিধি শ্রাদ্ধ করণে অশক্ত হইলে, পবিত্র
হইয়া পিতৃগণ-উদ্দেশে কেবল মাত্র চণক দান
করিবে । কিংবা যথাবিধি তিল-তর্পণ করিয়া পিতৃ-
গণের পরমক্রীতি উৎপাদন করিবে, অথবা পিতৃ-
গণের ক্রীত্যর্থে বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে কিংবা
ভোজ্যমূল্য দান করিবে । অথবা বহুশ্রাদ্ধের সমা-

সহস্রং ভোজনং দদেৎ ॥ ২৫ ॥ গুণাণ্ড-
বিবেকস্ত নাত্র যোগে বিধীয়তে । তস্মিন
সুতুল্যভে যোগে সৰ্ব্বৈ মুনিসমা দ্বিজাঃ ॥ ২৬ ॥
আষাঢ়শ্চ সিতে পক্ষে পঞ্চমী পিতৃদেবতম্ । নক্সঃ
জগদীশস্ত মহাদেবীসমাগমম্ ॥ ২৭ ॥ এতে পাশা-
দ্রয়ঃ স্যুশ্চৈদিশ্রদ্রয়সরোবরে । চতুঃপাদঃ স্যুতো
যোগঃ পিতৃণামক্ষয়প্রদঃ ॥ ২৮ ॥ পিতৃকার্য্যে ন
সীদন্তি নিক্রপ্য শ্রাদ্ধমত্র বৈ । শৃণুধ্বমশ্রুত্বিত্রা বৈ
প্রসঙ্গাৎ প্রব্রবীমি বঃ ॥ ২৯ ॥ নভস্তদর্শে যঃ কুৰ্য্যা-
চ্চতুষ্পি যুগাদিষু । শ্রাদ্ধং পিতৃন সমুদিত্ত অশ-
মেধাক্সসম্ভবে ॥ ৩০ ॥ গয়াশ্রাদ্ধসহস্রশ্চ শ্রদ্ধয়া বিহি-
তশ্চ যৎ । কলমুদিত্তমত্র স্যাদ্ধ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
৩১ ॥ দানং হোমো জপশ্চাপি সৰ্ব্বপাপবিমোচনঃ ।
দিনানি সপ্ত যান্তত্র কৃকে বসতি মণ্ডপে ॥ ৩২ ॥
একস্মাহুত্তরং শ্রেয়ো যদস্মাহুত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৩ ॥
আষাঢ়শ্চ দ্বিতীয়ায়াঃ প্রাতঃ স্নান্বা তু মৌনযুক্ ।

বেশ না হইলে একটি মাত্র বিদ্যাভিনয়াদি-গুণসম্পন্ন
ব্রাহ্মণকে প্রভূত ভোজ্যবস্তু সমর্পণ করিবে । কিন্তু
কল কথা, ঐ যোগকালে ব্রাহ্মণদিগের গুণাগুণ বিবে-
চনা করার বিধান নাই ; কারণ, উক্ত পুণ্ড্রভযোগে
সমুদয় দ্বিজগণই মুনীগণের সমান হইয়া থাকেন ।
আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে পঞ্চমী তিথি, মঘানক্স,
ও ভগবানের মহাবেদীতে সমাগম—এতদ্রূপই উক্ত
যোগের ত্রিপাদস্বরূপ ; ঐ যোগত্রিপাদ যদি ইন্দ্রহ্য-
সরোবরে মিলিত হয়, তাহা হইলেই পূর্ণ চতুঃপাদ
যোগ বলিয়াছেন, সেই পূর্ণযোগই পিতৃগণের
মোক্ষপ্রদ । ঐ যোগে শ্রাদ্ধ করিতে পারিলে, মানব-
গণকে পিতৃকার্য্যের জন্ত কখন অবসর হইতে হয়
না । বিপ্রগণ ! প্রসঙ্গক্রমে এক্ষণে আপনাদিগের
নিকট অপর শ্রাদ্ধের বিষয়ও বলি শুুন ॥ ২৫—২৯ ॥
ভাদ্রমাসের অমাবস্তায় এবং যুগাদ্যা-দিনচতুর্ষ্টয়ে যে
বৌদ্ধি উক্ত অশ্বমেধাক্স-সরোবরতীরে পিতৃগণ-
উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহার যে, গয়াক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ-
সহকারে বিহিত সহস্র শ্রাদ্ধের সমান ফল হয়,
তদ্বিষয়ে আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ।
ভগবান্ কৃষ্ণ, যে সপ্তদিবস শুভিচামণ্ডপে অবস্থিত
থাকেন, সেই সপ্তদিবস তথায় দান, হোম ও জপাদি
করিলে তাহাতে অধিল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া
যায় । ঐ সপ্তদিবস ও জীবিত কার্য্যের মধ্যে, পূর্ব
পূর্ব দিবস ও পূর্ব পূর্ব কার্য্য হইতে উত্তরোত্তর
দিবসও কার্য্য অধিকতর শ্রেয়স্কর জানিবেন । মানব

ইন্দ্রদ্রুমতটে দেশে নৃসিংহক্ষেত্র উত্তমে ॥৩২॥ ব্রত-
মেতত্তু গৃহীয়াৎ সঙ্কল্পা বিধিবন্নরঃ । বনজাগরণং
নাম ভগবৎপ্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩৩ ॥ সর্বপাপপ্রশমনং
সর্বব্রতকলপ্রদম্ ॥ ৩৪ ॥ দিনানি সপ্ত মোনী স্তাৎ
কৃত্তিসবনক্রিয়ঃ । কুন্তে সম্পূজয়েদেবং ত্রিসঙ্ক্যঃ
ভক্তিভাবিতঃ ॥ ৩৫ ॥ গোমুতেনাথ তৈলেন তিল-
জেন প্রদীপয়েৎ । অহর্নিশং হরেরগ্রে রক্ষেতঃ
যত্নতো ব্রতী ॥ ৩৬ ॥ দিবা দিবা বসেদ্যানী রাত্রৌ
রাত্রৌ চ জাগর্যাৎ । মন্ত্রং ভাগবতং জপ্যারিত্যকৃত্য-
স্তরে ব্রতী ॥ ৩৭ ॥ উপবাসপরো ভূহা সপ্তাহঃ
নিমগ্নেব্রতী । অষ্টমে প্রাতঃপ্রায় প্রতিষ্ঠাং কারয়ে-
দ্দিনে ॥ ৩৮ ॥ তন্মিমেব তীর্থবরে স্নানাগত্য গৃহং
পুনঃ । মণ্ডলে সর্বতোভদ্রে মধ্যো কুন্তং নিবেশ-
য়েৎ ॥ ৩৯ ॥ তত্রাবাহু হৃষীকেশং পূজয়েৎপচারকৈঃ ॥
৪০ ॥ তস্ত পশ্চিমদেশে চ স্থণ্ডিলে বিধিসংস্কৃতে ।
অগ্নিঃ প্রণীয গৃহ্যোক্তবিধিনা ব্রাহ্মণো বৃতঃ ॥ ৪১ ॥

উক্ত আবার-শ্রুতিদ্বিতীয়াতে প্রাতঃকালে মোনভাবে
স্নান করিয়া ইন্দ্রদ্রুম-সরোবরের তীরবর্তী পবিত্র
নৃসিংহক্ষেত্রে যথাবিধি সংকল্পপূরঃসর, যাহা অখিল
পাপের শাস্তিকর, সর্বপ্রকার ব্রতের কলত্র
ভগবানের প্রীতিবর্দ্ধক, সেই বনজাগরণ নামক ব্রত-
গ্রহণ করিবে। উহাতে সপ্তদিবস মোনভাবে
অবস্থান, ত্রিসঙ্ক্য স্নান এবং ত্রিসঙ্ক্য ভক্তিভাবে
কুন্তোপরি ভগবানের পূজা করিতে হয়। উক্ত
ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে ঐ সপ্তদিবস ভগবান্ হরির
সম্মুখে অহর্নিশ গব্যাবৃত বা তিল-তৈলের প্রদীপ
প্রজালিত রাখিতে হইবে এবং যত্নসহকারে তাহা
রক্ষা করিবে। উক্ত ব্রতচরণকালে, প্রত্যেক
দিবাভাগে মোনভাবে অবস্থান, প্রত্যেক রাত্রে
জাগরণ ও নিত্যকৃত্য সমাধায়ে ভাগবত মন্ত্র জপ
করা বিধেয়। উক্ত ব্রতাবলম্বী মানবকে উপবাস
ধাকিয়া সপ্ত দিবস অতিবাহন করিতে হইবে এবং
অষ্টম দিবসে প্রাতঃকালে গাত্রোথানপূর্বক উক্ত
ব্রতের যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর
সেই তীর্থবর সরোবরে অবগামন করিয়া পুনরায়
গৃহে আগমনপূর্বক সর্বতো-ভদ্রমণ্ডলমধ্যে ঘট
স্থাপন করিবে এবং সেই ঘটে ভগবান্ হৃষীকেশকে
আবাহনপূর্বক যথোক্ত উপচারনিচয়ে পূজা করিতে
হইবে। পরে, কোন ব্রাহ্মণ ব্রতী ব্যক্তি কর্তৃক
বৃত্ত হইয়া স্থাপিত ঘটের পশ্চিমে যথাবিধি সংস্কৃত
স্থণ্ডিল-মধ্যে গৃহ্যোক্ত বিধিমাধ্যমারে অগ্নিস্থাপনাতে

অগ্নিকার্য্য প্রকুরীত সমিদাজ্যচক্রংস্তথা । সহস্র-
জুহুদায়ো প্রত্যেকং বা শতং শতম্ ॥ ৪২ ॥ গায়ত্রী
বৈকবী যা বৈ তথা হোমবিধিঃ স্মৃতঃ ।
সমাপ্য দক্ষিণাং দদ্যাক্ষেত্ৰং বহুং হিরণ্যকম্ ।
বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েদন্তে ক্রীতয়ে বিশ্বসাক্ষিণঃ ॥ ৪৩ ॥
ব্রতরাজমিদং কুহা বিধিনানেন তো দ্বিজাঃ ।
চতুর্ধর্গনবাপ্নোতি যান্ যান্ কামানভীপ্নোতি ॥ ৪৪ ॥
নারী বা শ্রদয়া যুক্তা কুর্যাদ্বেদীমহোৎসবম্ । সাপি
তৎকলংাপ্নোতি যা কুর্যাদ্বেদমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
যাত্রাকর্ত্তুঃ কলং যাদৃক্ ব্রতকর্ত্তাপি তৎকলম্ ।
নভতে বৈ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কথিতং বো মুদাধিতঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়োঃ সর্বপ্রশংসা

নাম চতুস্তিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অগ্নিকার্য্য করিবে। উক্ত হোমকার্য্যে প্রজালিত
অগ্নিতে প্রত্যেকে সহস্র বা শতসংখ্যক সমিধ,
আজ্য ও চক্র আহুতি প্রদান করা বিধেয় এবং
বৈকবী গায়ত্রীই উক্ত হোমে বিহিত আছে।
এইরূপে ব্রত সমাপনান্তে সেই ব্রাহ্মণকে ধেনু,
বহু ও হিরণ্য দক্ষিণা দান করিবে এবং বিশ্বসাক্ষী
ভগবান্ জগন্নাথদেবের ক্রীত্যর্থো বিপ্রগণকে
ভোজন করাইবে। হে দ্বিজগণ! এইরূপ বিধানানু-
সারে উক্ত উৎকৃষ্টতম ব্রত করিলে, যে যাহা
কামনা করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়, এমন কি,
সে চতুর্ধর্গকলও প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মুনিগণ!
নৃপতি তিস্র অস্ত্র কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোকও
শ্রদ্ধাধিত হইয়া পুরুষোক্ত বেদীমহোৎসব করিতে
পারে, এবং যে রমণী শ্রদ্ধাসহকারে উল্লিখিত ব্রতের
অনুষ্ঠান করে, সেও তৎকল প্রাপ্ত হয়। হে
দ্বজবরগণ! রথযাত্রাকারীর যাদৃক্ কল কথিত
আছে, উক্ত ব্রতকর্ত্তাও যে সেই কল লাভ
করে, ইহা আমি সানন্দচিত্তে আপনাদিগকে
কহিলাম। ৩০—৪৬।

চতুস্তিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৪।

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরূবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রথরক্ষা-
করং বিধিम् ॥ ১ ॥ ভূতপ্রেতাভ্যো ঘোরা দারুণাত্ত-
ভুতানি চ । ন বাধস্তে রথান্ যেন মুনয়ো বো
ব্রবীমি তম্ ॥ ২ ॥ প্রত্যহং পূজয়েদেবান্ রুক্ষাদীন
স্বধ্বজস্থিতান্ । গন্ধপুষ্পাক্ষতৈর্দালৈরুপহারৈরনু-
ত্তমৈঃ । গীতনৃত্যাদিকৈশ্চৈব ধূপদীপনিবেদনৈঃ ॥
৩ ॥ দিক্‌পালেভ্যো বলিং দদ্যাৎ পায়সান্নেন
চাষহম্ । ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো দদ্যাচ্চ বলিয়ত্তমম্ ॥
৪ ॥ রক্ষেতু যত্নতস্তান্ বৈ রথানারোহণোচিতান্ ।
যথা ন কশ্চনারোহেৎ নরো গ্রাম্যপশুস্তথা ॥ ৫ ॥
পক্ষিণশ্চ বিশেষেণ যেষাং বাসো ন শোভনম্ ॥ ৬ ॥
অষ্টমেহহি পুনঃ রুক্ষা দক্ষিণাভিমুখান্ রথান্ ।
ভূষয়েচ্ছমালৈশ্চ পতাকৈশ্চামরাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
নবম্যাং বাসয়েদেবান্ তেষু প্রাতঃ সমুদ্ভিমৎ ।
দক্ষিণাভিমুখী যাত্রা বিকোরেষা সুহৃলভা ॥ ৮ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,—মুনিগণ ! ভগবানের রথা-
রোহণানন্তর যেরূপ রক্ষা করা উচিত, অতঃপর
তদ্বিষয় বলি, শুভুন । ভীষণ ভূতপ্রেতাди এবং
আকাশিক নিদারুণ কোন ঘটনা, যাহাতে রথের
কোন অনিষ্ট-সংঘটন করিতে না পারে, আপনা-
দিগকে এক্ষণে তাদৃশ বিধানের বিষয়ই বলিতেছি ।
প্রতিদিন স্ব স্ব ধ্বজস্থিত শ্রীকৃষ্ণাদি দেবত্রয়কে
গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মালা এবং ধূপদীপাদি নানা-
প্রকার উত্তমোত্তম উপচার দ্রব্য ও নৃত্যগীতাদি
দ্বারা পূজা করিবে । প্রত্যহ, দিক্‌পালগণকে
পায়সান্নের সহিত যথাবিধি বলি এবং ভূত, প্রেত
ও পিশাচদিগকেও তাহাদিগের প্রিয় বলি প্রদান
করিতে হইবে । শ্রীকৃষ্ণাদির অধিষ্ঠিত রথত্রয়কে
এইরূপ যত্নসহকারে রক্ষা করিতে হইবে, যেন
কোন মানব বা গ্রাম্য-পশু তাহাতে আরোহণ না
করে এবং যে সকল পক্ষীর অবস্থান অশুভসূচক,
যাহাতে তাহারা না তদুপরি উপবিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে
বিশেষ যত্ন রাখিবে । অনন্তর অষ্টম দিবসে রথ-
ত্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভিমুখ করিয়া বস্ত্র, মালা,
পতাকা ও চামরাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিবে ।
তৎপরে নবমী তিথিতে প্রাতঃকালে মহাসমা-
রোহের সহিত সেই রথত্রয়োপরি দেবত্রয়কে
পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত করিবে । ভগবান্ বিষ্ণুর দক্ষিণা-

কার্য্য প্রযত্নতঃ সা হি ভক্তিশ্রদ্ধাসমর্থিতৈঃ । যথা
পূর্বা তথা চেয়ং তে বিমুক্তিপ্ৰদায়িকৈঃ ॥ ৯ ॥
যাত্রাপ্রবেশো দেবস্ত এক এবোৎসবে যতঃ ।
পুরাবিদো বদন্ত্যেতাং যাত্রাং নবদিনাশ্রিকাম্ ॥ ১০ ॥
এবা ত্র্যবয়বা যাত্রা সম্পূর্ণা যৈরুপাসিতা । সুসম্পূর্ণ
ফলং তেষাং মহাবেদীমহোৎসবে ॥ ১১ ॥ শুভি-
চামণ্ডপাৎ কৃষ্ণমায়াস্তং দক্ষিণামুখম্ । রথস্থং
হনিনং ভদ্রাং পশুন্তো মুক্তিভাগিনঃ ॥ ১২ ॥
উত্তরাভিমুখান্ দৃষ্ট্বা নভস্তে যাদৃশং ফলং । (১)
দক্ষিণাভিমুখান্ দেবান্ যে পশুন্তি রথস্থিতান্ ।
প্রাপ্নুবন্তি মহাযোগফলং পূর্বোদিতং ক্রবম্ ॥ ১৩ ॥
পদা যান্তং রথে যান্তং যঃ পশুন্তদক্ষিণামুখম্ ।
তস্ত জন্ম কৃতার্থং শ্রাদ্ধাজিমেধঃ পদে পদে ॥ ১৪ ॥

ভিমুখী এই পুনর্ধাতা অতি দুর্লভ । মানবগণকে
ভক্তিশ্রদ্ধাসমর্থিত হইয়া সান্তিশয় যত্নসহকারে উহা
সম্পাদন করিতে হইবে । পূর্বযাত্রা ও এই
পুনর্ধাতা, উভয়ই মুক্তিদায়ক । ভগবানের নিজ
মন্দির হইতে মহাবেদীতে যাত্রা ও তথা হইতে
পুনর্ধার যে, নিজ মন্দিরে প্রবেশ, এই উভয় কার্য্য
একই উৎসব বলিয়া পুরাবিদগণ ভগবানের
ঐ রথযাত্রাকে নবদিনাশ্রিকা যাত্রা বলিয়া থাকেন ।
উক্ত রথযাত্রা অঙ্গত্রয়াবিত, উহার পূর্বযাত্রা এক
অঙ্গ, শুভিচামণ্ডপে অবস্থান দ্বিতীয় অঙ্গ, এবং
পুনর্ধাতা উহার তৃতীয় অঙ্গ ; এজন্ত যাহারা ঐ
অঙ্গত্রয়যুক্ত সম্পূর্ণ যাত্রা সমাধা করেন, তাহারা
মহাবেদী-মহোৎসবের পূর্ণফল প্রাপ্ত হন । রথারূঢ়
জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে শুভিচামণ্ডপ হইতে
দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে দেখিলেও মানবগণ
মুক্ত হইয়া থাকে । ফলে উক্ত দেবত্রয়কে পুনর্ধাতা
কালে উত্তরাভিমুখে দর্শন করিলেও যেরূপ ফল লাভ
হয়, তাহার পুনর্ধাতাকালেও দেবত্রয়কে রথারোহণে
দক্ষিণাভিমুখে আগমন করিতে অবলোকন করিতে
পারে, তাহারাও নিশ্চয় পূর্বোক্ত তাদৃশ মহাযোগ-
ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে তপোধনগণ ! অধিক
কি কহিব, যে ব্যক্তি পদব্রজে গমন করত
ভগবান্কে রথারূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে
দেখে, তাহারই জন্ম সার্থক এবং সে প্রতিপদ-

(১) ইতঃপরম্—রামাদীন স্মৃদনস্থান্ যে
পশুন্ত্যেব মহোদয়ান্ । যাদৃশং ফলমাপ্নুবন্তাদৃশং
দক্ষিণামুখম্ ইতি কচিং পাঠঃ

ভক্তিভিঃ প্রণিপাতৈশ্চ পুষ্পবৃষ্টিভিরেব চ । নানা-
নুভ্যোপহারৈশ্চ ব্যজনচ্ছ্রদ্ধাময়ৈঃ । উপায়নৈ-
বহুবৈধৈরুপতিষ্ঠেদ্রথাত্তঃ ॥ ১৫ ॥ নীলাচলঃ সমা-
য়াস্তঃ রথস্থঃ দক্ষিণাভিমুখঃ । যে পশুন্তি হুবীকেশঃ
সুভদ্রাং লাললায়ুধম্ ॥ ১৬ ॥ কালকল্পতরুং পুংসাং
দর্শনাদেব মুক্তিদম্ । তে ব্রজন্তি মহাত্মানো
বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ ॥ ১৭ ॥ রথেন বিচরন্তঃ
তঃ সিদ্ধতীরে জনার্দনম্ । পশুন্তঃ ককণা-
পাতৈঃ প্রণতান্ পুরতো নরান্ ॥ ১৮ ॥ দক্ষিণাভি-
মুখং যাস্তঃ প্রাসাদং নীলভূধরে । সর্বতীর্থনিধিঃ
সর্বদানকল্পতরুঃ হরিম্ ॥ ১৯ ॥ অবন্তঃ প্রণমন্তশ্চ
অন্ধধানাশ্চ যে নরাঃ । ন তে পুনরিহায়ান্তি
ব্রহ্মলোকং হিতা এবম্ ॥ ২০ ॥ মুনয়ঃ কথিতো
বোহমঃ মহাবেদীমহোৎসবঃ । যন্ত সঙ্কীৰ্ত্তনা-
দেব নির্মলো জায়তে নরঃ ॥ ২১ ॥ যশ্চৈদং
কীৰ্ত্তয়েরিত্যঃ প্রাতরুখায় মানবঃ । শৃণুয়াদপি

কেপেই অশ্বমেধ যজ্ঞের কল পায় ১—১৪। ঐ সময়ে
রথাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া বিবিধ ভূতিবাদ, পুনঃপুনঃ
প্রণিপাত, বারংবার পুষ্পবৃষ্টি, নানাপ্রকার নৃত্য
উপহার দান, ব্যজনচামর দ্বারা বীজন, ছত্র ধারণ
এবং বিবিধ উপঢৌকন প্রদান দ্বারা ভগবানের
সেবা করা সকলেরই কর্তব্য । যে সকল মানবগণ,
সকল ব্যক্তিরই কামকল্পতরুরূপ এবং দর্শন
মাত্রেই মুক্তিদাতা ভগবান্ হুবীকেশ, হল্যুধ ও
সুভদ্রাকে রথধিষ্ঠিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নীলাচলে
আগমন করিতে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহারা ই যথার্থ
মহাত্মা, তাঁহারা নিশ্চয়ই হরির প্রিয়স্থান বৈকুণ্ঠধামে
গমন করিয়া থাকেন । ঋনিগণ! নিশ্চয় জানিবেন—
সর্বতীর্থের আধার এবং সর্বপ্রকার দানের কল্প-
তরুরূপ ভগবান্ জনার্দন হরি যখন রথারোহণে
সিদ্ধতীরে বিচরণ ও অগ্রবর্তী প্রণত মানবদিগকে
কৃপাপাশে অবলোকন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে
নীলাচলস্থ প্রাসাদে গমন করিতে থাকেন, সেই
সময়ে যে সকল মানবগণ, অন্ধাসহকারে প্রণাম ও
ভূতি করে, তাহাদিগকে আর ইহ সংসারে পুনরায়
আনিতে হয় না, তাহারা নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে অব-
স্থিতি করিয়া থাকে । মুনিগণ! যাহার নাম-
সংকীৰ্ত্তনেই মানব নিপাণ হয়, আপনাদিগের নিকট
সেই মহাবেদীমহোৎসবের বিষয় এই ব্যক্ত করি-
লাম । যে মানব, নিত্য প্রাতঃকালে শয্যা হইতে

বা শুদ্ধ শব্দলোকং ব্রজেদমো ॥ ২২ ॥ প্রত্যর্চ্য-
রূপমপি বা রথমাত্মন্য যো হরেঃ । কুর্বাৎ
যাত্রামিমাং শ্রদ্ধাভক্তিভাবেন মানবঃ ॥ ২৩ ॥ সোহপি
বিরোগঃ প্রসাদেন শুভিচোৎসবজং কলম্ । প্রাপ্য
বৈকুণ্ঠভবনং যাতি নাত্ৰ বিচারণা ॥ ২৪ ॥ যন্ত
জীর্থাবতী বিপ্রা ভক্তির্বা শ্রদ্ধয়াধিতা । তাবতীযঃ
মহাযাত্রা যো যথা কর্তুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ ইদং পবিত্রঃ
পরমঃ রহস্যঃ বেদসোদিতম্ । কারয়িত্বাথবা দৃষ্ট্বা
যন্নরো নাবসীদতি ॥ ২৬ ॥

ইতি জীর্থাৎ ভগবতো রথরক্ষাবিধানং নাম
পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরূবাচ । অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি শয়নোৎস-
বমুত্তমম্ । আষাঢ়ীমবধিঃ কৃদ্ধা হরেঃ স্থাপন
করকটে ॥ ১ ॥ বাধিকাং চতুরো মাসান্ যাবৎ স্তাৎ

উঠিয়া শুদ্ধচিত্তে এই মহাদেবী-মহোৎসবের বিষয়
কীৰ্ত্তন বা শ্রবণ করে, সে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া
থাকে । যে মানব, শ্রদ্ধাভক্তি-সহকারে ভগবান্
হরির অশ্রুবিধ প্রতিমা মূর্তিকেও রথারোপণপূর্বক
উক্ত রথযাত্রা করিতে পারে, সেও যে, ভগবান্
বিষ্ণুর প্রসাদে শুভিচোৎসবের কল প্রাপ্ত
হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে, ইহাতে আর
কিছুমাত্র বিচার্য বিষয় নাই । বিপ্রগণ! যাহার
যে রূপ সম্পত্তি বা শ্রদ্ধাভক্তি, এবং যে, যে রূপ করিতে
ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে এই মহাযাত্রা সেইরূপই
হইবে । দ্বিজগণ! যাহা অল্পষ্ঠান বা দর্শন কারলে
মানবকে আর সংসার-ক্লেশে অবসন্ন হইতে
হয় না, পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মাই ভগবানের রথ-
যাত্রারূপ এই সেই পরম পবিত্র রহস্যবিষয় কীৰ্ত্তন
করিয়াছেন । ১৫—২৬।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৫ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—দ্বিজগণ! অতঃপর ভগবান্
হরির অশ্রুতম শয়নোৎসবের বিষয় বলি, শুভ্রন ।
স্বর্ঘ্যের করকট রাশিতে পূন্যকালে আষাঢ়মাসীয়

কার্তিকী বিজঃ । অয়ং পুণ্যতমঃ কালো হরোরাদি-
ধনঃ প্রতি ২ । কাষ্ঠাং বহুযুগে বাসান্নিমিত্তত-
সংহিতে । ফলং যজ্ঞঃ তদ্বিদ্যাং ক্ষেত্রে
শ্রীপুরুষোত্তমে ৩ । চাতুর্শ্রান্তদিনৈকেন বসতঃ
সন্নিধৌ হরেঃ । বার্ষিকাণাং চতুর্গাত্ত যাত্তহানি
বসয়েৎ ৪ । পুণ্যক্ষেত্রে জগন্নাথসন্নিধৌ নিশ্চ-
লাস্তরঃ । প্রত্যহং বাজ্রমেধস্ত সহস্রস্ত ফলং
লভেৎ ৫ । স্নানসিকুজলে পুণ্যে দৃষ্টা শ্রীপুরু-
ষোত্তমম্ । চাতুর্শ্রান্তব্রতে তিষ্ঠন শোচতি কুত-
শ্চন ৬ । চাতুর্শ্রান্তে নিবসতি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষো-
ত্তমে । সাক্ষাদৃষ্টিভগবতস্তন্ময়ঃ ভক্তিসাধনম্ ৭ ।
তস্মাৎ সর্বাণি সন্ত্যজ্যা শ্রোতস্মার্তানি মানবঃ ।
প্রযত্নানিবসেৎ পুণ্যে ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে ৮ ।
ভোগ্যভোগাসনে স্তম্ভচাতুর্শ্রান্ত্যেযু বৈ বিভূঃ ।
সর্বক্ষেত্রেষু সান্নিধ্যং ন করোতি জগদ্ভুরুঃ ৯ ।
অত্র সাক্ষান্নিবসতি যথা বৈকুণ্ঠবৈশ্বানি । দ্বাদশমপি
মাসেষু ভগবানত্র মূর্তিমানে ১০ । মুক্তিদশক্ষুবা

একাদশী হইতে যাবৎ না কার্তিক মাসের একাদশী
উপস্থিত হয়, প্রতিবর্ষে ঐ চারি মাস কাল ভগবান
হরি নিদ্রিত থাকেন । হরির আরাধনা-বিষয়ে ঐ
মাসচতুষ্টয় অতি পুণ্যতম কাল জানিবেন । বহুবিধ
ব্রতনিয়ম অবলম্বন করত কালীধামে বাস জন্ত যে
ফল উক্ত আছে, শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে হরির সন্নি-
ধানে উক্ত চাতুর্শ্রান্তের একদিন মাত্র বাস করিলেই
সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে মানব, নিশ্চলান্তঃ-
করণে পুণ্যতম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের
সমীপে উক্ত বার্ষিক চারি মাসের কয়েক দিন
বাস করে, সে প্রত্যহই সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফল লাভ করিয়া থাকে । চাতুর্শ্রান্ত ব্রতচরণে
নিরত থাকিয়া প্রত্যহ সিকুজলে স্নান ও পুরুষো-
ত্তমকে দর্শন করিলে, কোন কারণেই আর শোক
করিতে হয় না । মুনিগণ ! অধিক কি কহিব,
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চাতুর্শ্রান্ত ব্রতচরণ করত বাস
করিলে, তাহার প্রতি ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টি পতিত
হইয়া থাকে ; কারণ, ভগবানের ভক্তিসাধন ভগ-
বানেরই স্বরূপ জানিবেন । অতএব ঐতি-স্মৃতি-
বিহিত অস্তাঙ্গ সমুদয় কার্য পরিত্যাগ করিয়া মানব-
গণের প্রযত্ন সহকারে পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই
বাস করা বিধেয় । সর্বনিয়ন্তা জগদ্ভুরু হরি, উক্ত
মাসচতুষ্টয় অনন্ত-শস্যায় নিদ্রিত থাকেন, এজন্য সমু-
দয় পুণ্যক্ষেত্রে তাঁহার সান্নিধ্য থাকে না । কিন্তু মূর্তি-

দৃষ্ট-চাতুর্শ্রান্তে বিশেষতঃ ১১ । অষ্টমাসনিবা-
সেন দৃষ্টা বিষ্ণুঃ দিনে দিনে । যদাপ্যোতি ফলঃ
তন্নি চাতুর্শ্রান্তদিনৈকতঃ ১২ । চাতুর্শ্রান্তনিবাসেন
ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে । পুরুষোত্তমে নিবসতি
সর্বভুখবিবর্জিতঃ ১৩ । দিনঃ দিনঃ মহাপুণ্যঃ
সর্বক্ষেত্রনিবাসজম্ । ফলং দদাতি ভগবান্ ক্ষেত্রে
বর্ধনিবাসতঃ ১৪ । সর্বপাপপ্রসক্তোহপি সর্বা-
চারচ্যুতোহপি চ । সর্বধর্মবহির্ভূতো নিবসেৎ
পুরুষোত্তমে ১৫ । চাতুর্শ্রান্তমথৈকং যঃ কুর্যাদৈ
পাপকৃতমঃ । বিহায় সর্বপাপানি বহিরন্তশ্চ
নিশ্চলঃ । নরসিংহপ্রসাদেন বৈকুণ্ঠভবনং ব্রজেৎ ১৬ ।
যস্মিন্নরঃ সর্বভাবৈবিকোঃ শয়নপাবিতান্ ।
বার্ষিকাংশচতুরো মাসান্নিবসেৎ পুরুষোত্তমে ১৭ ।
কুর্যাদন্তর বা কুর্যাজ্জন্মসাকল্যমুচ্ছতি ।
আবাচশ্চৈকাদশাং কুর্যাদ্ আপমহোৎসবম্ ১৮ ।

মাত্র ভগবান বৈকুণ্ঠধামের জায় কেবল ঐ পুরুষো-
ত্তমক্ষেত্রেই দ্বাদশ মাস সমভাবে বিরাজ করিয়া
থাকেন । অল্প কালপেক্ষা উক্ত চাতুর্শ্রান্তকালে
তিনি স্বচক্ষে দৃষ্ট হইলে, নিঃসন্দেহ বিশেষরূপে
মুক্তিপ্রদ হইয়া থাকেন । অপর অষ্টমাস পুরুষো-
ত্তম বাস করত প্রতিদিন ভগবান বিষ্ণু'ক দর্শন
করিয়া মানব যে ফল প্রাপ্ত হয়, চাতুর্শ্রান্তকালে
একদিনেতেই সে ফল লাভ করিয়া থাকে । আর
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উক্ত মাসচতুষ্টয় বাস করিলে সেই
মানব অস্ত্রে ভগবানের সাযুজ্য লাভ করত সর্বভুখ-
বর্জিত হইয়া পুরুষোত্তম দেহেই বাস করে এবং যে
ব্যক্তি একবৎসর কাল পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বাস করে,
ভগবান তাহাকে সমুদয় পুণ্যক্ষেত্র-নিবাসের মহা-
পুণ্যফলপ্রদান করিয়া থাকেন । মানব, সর্বপ্রকার
পাপেপুলিষ্ট, সর্বপ্রকার সদাচার হইতে বিচ্যুত এবং
সর্বধর্মের বহির্ভূত হইলেও তাহার পুরুষোত্তমে বাস
করাই কর্তব্য । যে ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রে একবৎসর
কালও চাতুর্শ্রান্ত ব্রতচরণ করিতে পারে, সে নিরতি-
শয় পাপী হইলেও সমুদয় পাপপুঞ্জকে বিসর্জন দিয়া
বাহ ও অন্তঃকর্মে লাভ করত ভগবান নৃসিংহদেবের
প্রসাদে বৈকুণ্ঠে গমন করে ১১—১৬ । সেই জন্তই
বলিতেছি, ভগবান শ্রীম শয়ন দ্বারা যে চারি মাসকে
পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই মাসচতুষ্টয় পুরুষোত্তমে
বাস করাই মানবগণের সর্বতোভাবে বিধেয় ।
হে তপোধনগণ ! যে ব্যক্তি, মানব-জন্মের সাকল্য
ইচ্ছা করে, সে অপর কোন সংকল্প করুক আর

১৮। মণ্ডপঃ রচয়েত্ত্ব শয়নাগারমুত্তমম্।
 দেবত পুরতঃ শয্যাঃ রত্নপৰ্য্যাক্তিকোপরি ॥ ১৯ ॥
 আতীর্থা সোপধানাস্তঃ যুচ্চীনোত্তমচ্ছদাম্।
 কপূরধূলিবিকিশ্ণাং সাধুচন্দ্রাতপাং শুভাম্ ॥ ২০ ॥
 সৰ্ব্বতো বেষ্টিতাঃ ছিদ্ররহিতাঃ চন্দনোক্ষিতাম্।
 সাধুদ্বারাং সমাঃ শিখাঃ নানাচিত্রোপশোভিতাম্ ॥
 ২১ ॥ এবং আপগৃহং কুহা নিশীথে প্রতিমাত্রয়ম্।
 সৌবর্ণং রাজতং বাপি রীতিজং দারুণং তথা।
 যথাশক্তিং প্রকুৰ্ব্বীত প্রশস্তং পূৰ্ব্বপূৰ্ব্বকম্ ॥ ২২ ॥
 তজ্জয়াণাং সুরাণাং বৈ পাদমূলে যথা তথা। নিধায়
 পূজয়েদেবাংস্তচ্ছেবঃ তেষু নিক্ষিপেৎ ॥ ২৩ ॥
 পূজাস্তে ভাবয়েদেক্যঃ তেষাং কৃপাদিভিঃ সহ ॥ ২৪ ॥
 এহোহি ভগবন্ দেব সৰ্বলোকৈকজীবন। আপাৰ্হঃ
 চতুরো মাসান্ জগৎকল্যাণকরয়ে ॥ ২৫ ॥ ইতি

নাই করুক, তাহার পক্ষে পুরুষোত্তমে আষাঢ়
 মাসের শুক্লকাদমীতে ভগবানের শয়ন-মহোৎসব
 করা একান্ত কর্তব্য। ঐ শয়নোৎসব করিতে হইলে
 ভগবান্ জগন্নাথদেবের সম্মুখবর্তী স্থানে, প্রথমে
 একটি মণ্ডপ ও তন্মধ্যে ভগবানের উত্তম শয়না-
 গার প্রস্তুত করিবে, তৎপরে তন্মধ্যে রত্নপৰ্য্যাক্ত-
 পরি সুকোমল উত্তম চীনবসনাচ্ছাদিত যথাযোগ্য
 উপধানযুক্ত শয্যা প্রসারিত করিয়া তদুপরি কপূর-
 রজঃ নিক্ষেপ করিবে এবং উহার উর্দ্ধভাগ মনোহর
 চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত ও চতুর্দিক্ পরম মনোহর
 সুন্দর বসন দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া সেই আবরণ-
 বস্ত্রকে চন্দনলিপ্ত করিতে হইবে। উহা ছিদ্র-
 রহিত ও উত্তম দ্বারযুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত
 প্রকার শুভ শয্যা যেন সমতল, সুশিখ ও নানা-
 প্রকার চিত্রকার্যে সুশোভিত হয়। যুনিগণ! এইরূপ
 শয়নাগার প্রস্তুত করিয়া নিশীথকালে স্বীয়
 অঙ্কায়সারে স্বর্ণময়, রজতময়, পিত্তলময় বা দারুণময়
 প্রতিমাত্রয় নির্মাণ করাইবে। উক্ত চতুর্দিক্ প্রতি-
 মার মধ্যে পূৰ্ব্ব-পূৰ্ব্ববিধ প্রতিমা প্রশস্ত জানিবেন।
 তৎপরে শয়নেকাদমী দিনে, জগন্নাথ, বলরাম ও
 সুভদ্রা এই দেবত্রয়ের পাদমূলে প্রতিমাত্রয়কে
 বক্ষা করিয়া উক্তদেবত্রয়কে যথাযোগ্য অর্চনা-
 পূর্বক পূজাবশেষ-দ্রব্য সকল প্রতিমাত্রয়কে প্রদান
 করিবে। এইরূপ পূজাবসানে ত্রীকৃপাদির সহিত
 প্রতিমাত্রয়ের অত্যন্ত ভাবনা করত এইরূপ প্রার্থনা
 করিবে,—হে ভগবন্! একমাত্র আপনিই অখিল
 লোকের আধিপত্য করিতেছেন। দেব! জগতের

সম্প্রার্থ্য দেবেশান্ তদকল্যকরঃ ততঃ। প্রত্যর্চ্যাসু
 প্রতিক্রিয়া মণ্ডলভূতিগীতিভিঃ ॥ ২৬ ॥ নয়েচ্ছযা-
 গৃহদ্বারং বাসয়েদঘটিকাত্রয়ে। পঞ্চায়তেঃ আপয়ে-
 ত্তান্ পৃথক্ পলশতাধিকৈঃ ॥ ২৭ ॥ সুগন্ধচন্দনৈ-
 লিপ্তান্ বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ। পূজয়িত্বা যথাশাস্ত্রাং
 প্রাজলির্মমুচ্চরেৎ ॥ ২৮ ॥ জগদ্বন্দ্য জগন্নাথ জয়
 জ্ঞাপরায়ণ। হিতায় জগতামীশ চাতুর্মাশান্ ঘনা-
 গমান্। সুপ্তা প্রশময়ারিষ্টান্ শক্রেণ সহ পূজিতঃ ॥
 ২৯ ॥ এহোহি শয়নাগারং সুখমত্র স্বপ প্রভো।
 ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং আপয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
 সুদৃঢ়ং বন্ধয়েদ্বারং বিকোঃ শয়নবেশানঃ। আপ-
 যিত্বা জগন্নাথং লভতে সুখমুত্তমম্ ॥ ৩১ ॥ বার্ষি-
 কাংশ্চতুরো মাসান্ প্রসুপ্তে বৈ জনাৰ্দ্দনে। ত্রৈত-
 রনেকৈর্নিয়মৈশ্চাসাংশ্চ চতুঃকিপেৎ ॥ ৩২ ॥ কল্প-
 স্থায়ী বিষ্ণুলোকে নরো ভক্তা ভবেদক্ষবম্। নিয়ম-

কল্যাণ বৃদ্ধির নিমিত্তই আপনি চারি মাস শয়ন
 করিয়া থাকেন, এজন্ত শয়নার্থ আগমন করুন,
 আগমন করুন। এই প্রকার প্রার্থনাস্তে সেই
 দেবত্রয়ের অঙ্গসংলগ্ন মাল্যত্রয় প্রতিমাত্রয়ে সমর্পণ
 করিয়া মঙ্গলমুচক ভূতিগীত সহকারে শয্যাগৃহের
 দ্বার-দেশে লইয়া যাইবে; পরে ঘটিকাভয়কালে
 পীঠোপরি প্রতিমাস্থাপনপূর্বক প্রত্যেককে শত
 পলাধিক পঞ্চায়ত দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর
 সুগন্ধ চন্দন দ্বারা প্রতিমাত্রয়ের সর্বত্র বিলেপন
 করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা যথাবিধি অর্চনা-পূর্বক
 কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করত এই মন্ত্র-পাঠ করিবে। ১৭
 —২৮। “হে জগদ্বন্দ্য! হে জগন্নাথ! আপনিই জগ-
 তের পরিজ্ঞানকর্তা, অতএব আপনার জয় হউক।
 হে ঈশ! আপনি অখিল জগতের হিতের নিমিত্ত
 বর্ষার চারি মাস শয়ন করত ইন্দ্ৰের সহিত পূজিত
 হইয়া জগতের অরিষ্ট প্রশমিত করুন। হে
 প্রভো! এক্ষণে শয়নাগারে আগমন করুন, এই
 শয্যা সুখে নিদ্রা ঘুটন।” এইরূপ প্রার্থনা করিয়া
 দেবাধিদেব পুরুষোত্তমকে শয়ন করাইবে। অন-
 ন্তর বিষ্ণুর শয়নাগারের দ্বার দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া
 দিবে। মানব এইরূপে জগন্নাথ দেবকে শয়ন
 করাইলে, পরম সুখলাভ করিয়া থাকে। উক্ত
 বার্ষিক চারিমাস ভগবান্ জনাৰ্দ্দন নিদ্রিত থাকিলে,
 ঐ মাসচতুষ্টয় বিবিধ ত্রতনিয়মাদ্বারা অতি-
 বাহন করা সকলেরই কর্তব্য। এইরূপ করিলে
 সেই বিষ্ণুভক্ত মানব, নিশ্চয় কল্পকাল পর্যন্ত বিষ্ণু-

অতঃপাশ্চাত্তঃ শৃণুঃ শ্রুত্বো মম । ৩৩ । মঞ্চখটাদি-
শয়নং বর্জয়েত্তক্তিমানসঃ । অন্তো ন ব্রজে-
তর্ঘ্যাং মাংসং মধুপয়োনম ॥ ৩৪ ॥ পটোলং
মূলককৈব বার্তাকুঞ্চ ন ভক্ষয়েৎ । অভক্ষ্যং বর্জ-
য়েদ্রাসায়ুঃ সিতসর্ষপম্ ॥ ৩৫ ॥ রাজমাষান্ কুল-
খাংশ্চ আশুধান্তঞ্চ সম্ভাজেৎ । শাকং দধি পয়ো
মায়ান্ শ্রবণাদৌ ক্রমাদিমান্ । রাজাপি চ যতির্ভূহা
নারোহেচ্চর্ষপাত্তকে ॥ ৩৬ ॥ বার্ষিক্যাংশ্চতুরো
মাসান্ ন ব্রতেন নয়েদ্যদি । তস্য পাপস্ত শাস্ত্যর্থং
কার্ত্তিকে চ ব্রতী ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ নমঃ কৃষ্ণায় হরয়ে
কেশবায় নমো নমঃ । নমস্ত নরসিংহায় বিষ্ণবে
পাপজিহবে ॥ ৩৮ ॥ সায়াং প্রাতর্দিবা মধ্যে কৰ্ম্মা-
ন্তেষু চ যো জপেৎ । তস্য পাপানি সর্গানি চিত্তানি
বহুজন্মশু । নির্দহতোবে ভগবান্ কুলরাশিমিবানলঃ ॥
৪০ ॥ একাহারো নিরাহারো বিষ্ণুনিষ্ঠান্যভোজকঃ ।
আষাঢ়ীমবধি কৃষ্ণা কার্ত্তিক্যবধি যো জপেৎ ॥ ৪১ ॥

লোকে বাস করিয়া থাকে। এক্ষণে ঐ সময়ে যে
প্রকার ব্রতনিয়ম করিতে হয়, তাহা বলি শুনি।
ভক্তিমান্ মানব, চাতুর্দশ্যকালে মঞ্চ বা খটাদিতে
শয়ন পরিত্যাগ করিবে, ঋতুকাল ভিন্ন ভাষ্যা-
সন্তোষ করিবে না, মাংস, মধু, পরান্ন, পটোল,
মূলক, ও বার্তাকু ভক্ষণ করিতে পারিবে না এবং
দূর হইতেই মসুর ও খেতশর্ষপ বর্জন করিবে;
ঐ সময়ে উল্লিখিত দ্রব্য সকল অভ্যক্ষস্বরূপ
জানিবেন। ঐ সময়ে রাজমাষ, কুলখ ও আশু-
ধান্ত ও ত্যাগ করিবে এবং শ্রাবণাদি মাসচতুষ্টয়ে
যথাক্রমে শাক, দধি, দুগ্ধ ও মাষকলাই এই চারিটি
বস্তুর বর্জন করা কর্তব্য। উক্ত চাতুর্দশ্য কালে
রাজা হইলেও যতিব্রত অবলম্বন করত পাত্ৰকা
পর্যায় করিতে পারিবেন না। যদি কেহ কোন
কারণ বশতঃ উক্ত মাসচতুষ্টয় ব্রতচরণে অসমর্থ
হয়, তাহা হইলে সেই পাপ ক্ষান্তির নিমিত্ত কার্ত্তিক
মাসে ব্রতাবলম্বন করিবে। এই সময়ে যে ব্যক্তি,
সায়ংকাল, প্রাতঃকাল ও মধ্যাহ্নকালে নিত্যকর্তব্য
কার্য্যাবসানে “ভগবান্ কৃষ্ণকে নমস্কার, হরিকে
নমস্কার, কেশবকে নমস্কার এবং সর্ষপাপহারী
নরসিংহমূর্ত্তি বিষ্ণুকে নমস্কার” এই মন্ত্র জপ করে,
ভগবান্ জনার্দন তাহার বহুজন্ম-সঞ্চিত অধিল
পাপপুণ্ডকেই প্রক্ষালিত অগ্নি যেমন তুলরাশিকে
কণমধ্যে দগ্ধ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দগ্ধ করিয়া
থাকেন। কে ব্যক্তি, নিরাহার বা বিষ্ণু নিষ্ঠান্য

নভঃভোজী ভবেদপি স্বর্গভোগ্যকং কুসম্ ।
তৈলাভ্যক্ষ্যং দিবাশাপং যথাবাদং বিসর্জয়েৎ ॥ ৪২ ॥
আষাঢ়শুক্লাদষ্টম্যং সংক্রান্তৌ ককটস্ত বা ।
আষাঢ়্যাং বা নরো ভক্ত্যা গৃহীয়াগ্নিয়মং ব্রতী ।
সর্ষপাপহারং দেবং প্রপূজ্য মধুস্বদনম্ ॥ ৪৩ ॥ তদগ্রে
পরিসঙ্করা ব্রতার্চনজপাদিকম্ । প্রার্থয়েৎ পরমানন্দং
কৃতাজলিপুটো ব্রতী ॥ ৪৪ ॥ চাতুর্দশ্যং ব্রতং দেব
গৃহীতং স্বং প্রসাদতঃ । তব প্রসাদান্নিক্ষিপং সিকি-
মায়াতু কেশব ॥ ৪৫ ॥ ব্রতেহস্মিন্ যদ্যসম্পূর্ণে
পরলোকগতির্ভবেৎ । তন্মে ভবতু সম্পূর্ণং
তৎ প্রসাদাদধোক্জ ॥ ৪৬ ॥ ইতি সন্তোষ্য দেবেশং
পূর্বোক্তনিয়মস্থিতঃ । প্রাপয়েচ্চতুরো মাসান্
বিষ্ণুর্ষতমতিব্রতী ॥ ৪৭ ॥ পারণং প্রতিমাসান্তে
শ্রীত্যা কৃষ্ণস্ত কারয়েৎ । মিষ্টান্নৈর্ভোজয়েদ্বিত্রান্
পূজয়িত্বা জগৎপতিম্ ॥ ৪৮ ॥ অসমর্থস্ত কার্ত্তিক্যাং

মাত্রভোজী, কিংবা রাত্রিতে হবিষ্যাদী অথবা
একাহারী হইয়া আষাঢ় মাসের একাদশী হইতে
কার্ত্তিক মাসের একাদশী পর্যন্ত চারিমাস
পূর্বোক্ত প্রকারে উক্ত মন্ত্র জপ করিতে পারে,
স্বর্গবাস তাহার পক্ষে যৎসামান্য ফল জানিবেন।
ঐ সময়ে তৈলাভ্যক্ষ, দিবা-নিদ্রা ও মিথ্যা বাক্য
প্রয়োগ সর্বথা বর্জন করিবে। ৪২—৪৩। আষাঢ়
মাসের শুক্লাদষ্টমী ককট-সংক্রান্তি বা আষাঢ়ী পূর্ণি-
মাতে ভক্তিপূর্বক মানবের পূর্বোক্ত ব্রত গ্রহণ করা
বিধেয়। মানব প্রথমে সর্ষপাপহারী ভগবান্ মধু-
স্বদনকে যথাবিধি পূজা করিয়া তৎপরে ব্রত-
বিধয়ক জপার্চনাদির বিষয় সঙ্কল্পপুরঃসর কৃতাজলি-
পুটে পরমানন্দে এইরূপ প্রার্থনা করিবে। দেব।
আমি আপনার প্রসাদে এই যে চাতুর্দশ্যব্রতগ্রহণ
করিলাম, হে কেশব! ইহা যেন আপনারই
প্রসাদে নিষ্ফল সমাপ্ত হয়। হে অধোক্জ। এই
ব্রত সম্পূর্ণ না হইতেই আমি যদি পরলোক প্রাপ্ত
হই, তথাপি আপনার প্রসাদে উহা যেন সম্পূর্ণ
হয়। দেবদেব জগন্নাথদেবের নিকট এইরূপ
প্রার্থনা করিয়া ব্রতাবলম্বী মানব, পূর্বোক্ত নিয়মাব-
লম্বনপূর্বক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতিই প্রতিনিয়ত
চিত্ত নিবিষ্ট রাখিয়া উল্লিখিত মাসচতুষ্টয় অতিবাহন
করিবে। প্রতি মাসান্তেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীত্যা
সেই জগৎপতির অর্চনাপূর্বক বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা
সকল বিপ্রদিগকে ভোজন করাইয়া পারণ করা
কর্তব্য। আর পূর্বোক্ত প্রতি মাসান্তে পারণে

পারম্যত্রতমুত্তমম্ । তস্তাং পূজাং জগন্নাথং বহিঃ
তপোহিতঃ । ৪২ । বিজ্ঞান পায়সৈর্মিষ্টৈবিকুত্যা
প্রসূজয়েৎ । যথাশক্ত্যা প্রদদ্যাৎ কনকং বহুমেব
৫ । ৫০ । অশক্তঃ কার্তিকে মাসি ত্রতং কুর্যাৎ
পুরোদিতম্ । ৫১ । ত্রতঞ্চ বিবিধং বিপ্রাঃ কুচ্ছচাস্ত্রায়ণং
তথা । একান্তরং দ্যস্তরং বা কুর্যান্মাসোপবাসকম্ ।
৫২ । অনৌদনং কলাহারং নক্তত্রতমথাপি বা ।
যব-গোধূমকং কুর্যাৎ পরাকং বা ত্রতং বিজ্ঞাঃ । ৫৩ ।
পয়ঃ পিত্তা নয়েদ্যস্ত শাকাহারেণ বা পুনঃ । তুচ্ছা
চ বিবিধান ভোগান্ পরং নির্বাণমুচ্ছতি । ৫৪ ।
নরক্তজাপ্যশক্তশ্চেৎ বকপঞ্চকমুত্তমম্ । প্রীতয়ে
দেবদেবস্ত বস্তবৃতির্ভবেদ্রতী । ৫৫ । এতদ্রতং
সমাখ্যাতং ভগবৎপ্রীতিকারকম্ । সর্বপাপপ্রশমনং
বিকুলোকগতিপ্রদম্ । ৫৬ । ধন্তঃ প্রশস্তমায়ুষ্যঃ
সর্বকামপ্রসাদনম্ । মুনয়ঃ প্রোক্তমেতদ্বো রহস্তং

অশক্ত হইলে, কার্তিকী পূর্ণিমাতে উক্ত ত্রতের
পারণ করিতে পারে । ঐ দিনে ভগবান্ জগ-
ন্নাথদেবকে পূজা করিয়া পরে হুতাহুতি দ্বারা বহিঃ
জগন্নাথদেবের সন্তোষ সাধন করিবে, তৎপরে
পায়স ও মিষ্টান্ন দ্বারা বিজবরগণকে বিলম্বিত
পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে যথাশক্তি কনক ও বহু
প্রদান করিবে । আর যদি চাতুর্দশীত্রতে অশক্ত
হয়, তাহা হইলে, কেবল কার্তিক মাসেই পূর্বোক্ত
ত্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারে । ৪৫—৫১ । বিপ্র-
গণ! চাতুর্দশী কৰ্ত্তব্য কুচ্ছচাস্ত্রায়ণ, একান্তরে
(এক দিনান্তর ভোজন) দ্যস্তর (দিনদ্বয়ান্তর
ভোজন) মাসোপবাস, অনৌদন (অন্ন ত্যাগ)
কলাহার, নক্তত্রত (রাত্রিকালে ভোজন) যব
গোধূমক (যব ও গোধূম ব্যতীত অপর বস্ত ত্যাগ)
ও পরাক ত্রত, প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ত্রত আছে ।
বিজ্ঞগণ! যে ব্যক্তি, উক্ত চারি মাস, কেবল মাত্র
পয়ঃ পান বা শাকাহার করিয়া অতিবাহিত করিতে
পারে, সে ইহকালে বিবিধ ভোগ্য উপভোগপূর্বক
দেহান্তে পরম নির্বাণমুক্তি লাভ করিয়া থাকে ।
কোন মানব যদি সম্পূর্ণ কার্তিক মাসও
ত্রত গ্রহণে অশক্ত হয়, তাহা হইলে, দেবগণ জগ-
ন্নাথের প্রীত্যৰ্থে বকপঞ্চক দিনেও (কার্তিকী
একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পঞ্চদিবস) বস্তবৃতি
অবলম্বন করিবে । মনীষিগণ বলিয়াছেন, উক্ত
ত্রতচরণে ভগবান্ প্রীত হয় । অধিল পাপ বিমুক্ত
হয়, বিকুলোকে বাস করা যায়, দীর্ঘায়ু লাভ হয়

পূজাপরম্ । ৫৭ । এতদ্রতং বা চাতুর্দশী ত্রতানি
সুবহুনি চ । ভগবদ্ভক্তিহীনানাং কানীধাং বিকলানি
বৈ । ৫৮ । কলং মহাকুতুনাং যৎ তীর্থানাং কল-
মুত্তমম্ । দানানাং তপস্শাটকৈব সাধিকানাঞ্চ যৎ
কলম্ । একয়া বিকৃতক্যা তৎসমগ্রাঃ কলমুত্তমৈঃ ।
৫৯ । যে পশুস্তি মহাত্মানঃ শয়নোৎসবযুক্তমম্ ।
মাতুর্গর্ভে ন স্থপিত্তি কারয়ন্তি চ যে মহৎ । ৬০ ।
উৎসবাস্তে ত্রতকেদং প্রতিজ্ঞায় তদগ্রতঃ । পর্যাপ্তিঃ
কারয়িত্বা তু ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । ৬১ ।

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে ভগ-
বতোশয়নোৎসববিধিবর্ণনং নাম
ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

নৈমিনিক্রবাচ । অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি দক্ষি-
ণায়নমুত্তমম্ । ১ । সংক্রান্তে পূর্বকালীয়া কালে

এবং সমুদয় কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে ; এজন্য উহাও
অতি প্রশংসনীয় ত্রত । মুনীগণ! এই ত আমি
আপনাদিগের নিকট চাতুর্দশী ত্রতের বিষয় কহি-
লাম, এক্ষণে অপর এক রহস্ত কথা শ্রবণ করুন ।
আমি যে এই চাতুর্দশী ত্রতের কথা কহিলাম কিংবা
অস্তান্ত বহুতর যে সকল ত্রত আছে, ভগবদ্ভক্তি-
বিহীন ব্যক্তিগণের পক্ষে তৎসমুদয়ই বিকল জ্ঞানি-
বেন । সমুদয় মহাযজ্ঞ, অধিল তীর্থ, সর্বপ্রকার
দান ও তপস্যা এবং অস্তান্ত সর্ববিধ সাধিকী
ক্রিয়ায় যে কল উক্ত হইয়াছে, একমাত্রই বিকৃতভি-
বলেই তৎসমুদয় কলই প্রাপ্ত হওয়া যায় । যে
সকল মহাত্মা, ভগবানের এই অমুত্তম শয়নোৎসব
দর্শন করেন কিংবা অপর ব্যক্তিকে এতদাচরণে
প্রবৃতি দেন, তাঁহাদিগকেও আর মাতৃগর্ভে শয়ন
করিতে হয় না । বিজ্ঞগণ! ভগবানের শয়নোৎ-
সবাস্তে তৎসমুদয় উল্লিখিত ত্রতচরণে প্রতিজ্ঞা-
কৃত হইয়া যথাশক্তয়ে সমাপ্তি করিতে পারিলে,
মানব নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে বাস করত ব্রহ্মলোক-
বাসিগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন । ৫২—৬১ ।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৬ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

নৈমিনিক্রবোবচ,—মুনীগণ! অতঃপরঃ অমুত্তম
দক্ষিণায়নমুত্তমম্ । ১ ।

বৈ বিংশতির্ভূতা । মুনয়ঃ পূর্বকালোহয়ং পুণ্যকর্ম-
কর্মিণাম্ ॥ ২ ॥ পঞ্চাশতৈস্তত্র দেবং নাপয়েদ্বিধি-
বিশিষ্টাঃ । সর্বাঙ্ক লেপয়েদস্তাংকপূরচন্দনৈঃ ॥
৩ ॥ সুগন্ধিমাল্যলঙ্কারৈশ্চাকবৈশ্চৈচ দীপকৈঃ ।
নানাভুষোপচারৈশ্চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪ ॥
কপূরলিপ্ততাম্বুলং মুখাভ্যাংসে হরেদদেৎ । দূর্বাঙ্ক-
রাঙ্কভৈরবীরাঙ্কনয়াপ্যপবর্কয়েৎ ॥ ৫ ॥ (১) পূজিতঃ
পূজ্যমানঃ বা যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমম্ ।
পূজাশতশুণং পুণ্যং তস্মৈ দদ্যাজ্জনার্দিনঃ ॥ ৬ ॥
অয়নে দক্ষিণে তন্নিরর্থ্যমাণং শ্রিয়ঃ পতিম্ । যে
পশুন্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ শুচিতকাতমানসাঃ । বিহার
সর্বপাপানি বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে ॥ ৭ ॥ অগ্না
বা মহতী যাত্রা সর্বা মুক্তিপ্রদা হরেঃ । তন্নি-
শ্চিন্মিন্ দিনে দৃষ্টো ভগবান্ মুক্তিদো ঋবম্ ।
বিধাসহেতোর্মুখাণাং যাত্রা হেতা কৃপাবতা । বিষ্ণুনা

উক্ত সংক্রান্তির পরবর্তী বিংশতি দশকাল, কর্মি-
গণের পুণ্য-কর্ম্মানুষ্ঠানে বিহিত । দ্বিজগণ! ঐ
সময়ে জগন্নাথদেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা যথাবিধি
প্রান করাইয়া অঙ্কুর, কপূর ও চন্দন দ্বারা
ঊহার সর্বাঙ্ক লেপনপূর্বক সুগন্ধি মাল্য, অলঙ্কার,
মনোহর বস্ত্র, দীপমালা এবং ভক্ষ্যভোজ্য প্রভৃতি
বিবিধ উপচার দ্বারা সেই পরমেশ্বরের পূজা
করিবে । উক্ত পূজায় ভগবান্ হরির মুখসন্নিধানে
কপূরলিপ্ত তাম্বুল প্রদান এবং অক্ষতযুক্ত দূর্বা-
ঙ্কুর দ্বারা নীরাঙ্কনা করত ঊহার সর্ধর্কনা করা
বিধেয় । যে ব্যক্তি, ভগবান্ পুরুষোত্তমকে ঐ
সময়ে পূজিত বা পূজ্যমান হইতে দর্শন করে, দেব
জনার্দিনঃ, ঊহাকে পূজার শতশুণ পুণ্য প্রদান
করিয়া থাকেন । দ্বিজবরগণ! অধিক কি কহিব,
যাহারা পবিত্র ও তদুগতচিত্ত হইয়া উক্ত দক্ষিণায়ন
সংক্রান্তিতে ভগবান্ জীপতিকে অর্চিত হইতে
অবলোকন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অখিল পাপরাশি
পরিত্যাগপূর্বক বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে ।
মুনিগণ! ভগবান্ হরির অগ্ন বা বা মহৎ সমুদয়
উৎসবই মুক্তিপ্রদ ; এজন্য ততদিনে ভগবান্কে
দৃষ্টিগোচর করিলে যে মুক্তিলাভ হইবে, তাহাতে
আর সন্দেহ কি আছে ? বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণু
কৃপাপরবশ হইয়াই মূর্খ জীবগণের বিষাসাধ পাপি-

১। মাকল্যপিতৃমৃত্যুদায়িনী হলহলাং বদেৎ
ইত্যধিকঃ কথিতঃ পাঠঃ ।

কথিতা বিপ্রাঃ পাপিনাঃ কিমিবাশ্বহাঃ ॥ ৮ ॥ আয়াস-
জনিতং পুণ্যং মর্ত্যস্তে ন নরাধমাঃ ॥ ৯ ॥ সর্গী-
পতেভ্যোজনায় সংকার্যোহুত্বে মহানসঃ । বৈষ্ণবায়িঃ
সমাধায় নিরুপ্য চক্রমুত্তমম্ । বৈষ্ণবেণ প্রকৃত্যুত
ভগবৎপাকসাধনম্ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণে বাসুপত্যে
প্রজানাং পত্যয়ে তথা । বিষ্ণবে বিশ্বকর্মে চ বৃধো-
হম্নো জুহুয়াৎ শুচিঃ । রাজ্ঞা নিযুক্ত আচার্য্য
শ্রোতশ্রাদ্ধক্রিয়াপরম্ । দ্বারি চতুঃপ্রচণ্ডভ্যামৈশাভ্যাং
ক্ষেত্রপালিনে ॥ ১৩ ॥ দক্ষিণে চ বিরূপায় খগানাং
পত্যয়ে তথা । দুর্গাশ্বরতীভ্যাক্ষ নৈঋত্যাং বিনিবে-
দয়েৎ ॥ ১৪ ॥ মহালক্ষ্মীমহেন্দ্রভ্যাং প্রাচ্যাং দিশি
বলিঃ স্মৃতঃ । বিষ্ণোঃ পরিষদেভ্যোহুত্বে পশুনাং
পত্যয়ে তথা ॥ ১৫ ॥ উদীচ্যাং বলিদানং তু নার-
দয়াধ পশ্চিমে । আগ্নেয়াময়য়ে দদ্যাৎসায়ব্যাং
বিশ্বসাক্ষিণে ॥ ১৬ ॥ পঞ্চমসনরূপেভ্যো বিশ্বকর্মে-
হুত্বে মধ্যতঃ । আদ্যন্তয়োজ্জলং দদ্যাৎ প্রত্যেকং
বলিকর্ম্মণি ॥ ১৭ ॥ দহা বলিঃ তদাগ্নৌ তু কারয়েৎ
পাকমুত্তমম্ । সন্ধ্যাত্রেয়ে ভগবতঃ পূজায়াঙ্কককার-
ণাৎ । চক্রসংস্কারকাক্ষানি ভক্ষ্যভোজ্যাদিকানি
বৈ ॥ ১৯ ॥ বহুনি যোজয়েৎ তত্র লোকাঃশ্রেয়সি-

গণের সর্বপাপবিনাশক উক্ত উৎসব সকল স্বয়ংই
কীর্তন করিয়াছিলেন, কারণ নরাধমগণ কদাচ
আয়াসজনিত পুণ্যের আদর করিয়া থাকে না । ১-২।
তপোধন! ভগবান্ লক্ষ্মীপতির ভোজ্য বস্ত্র
প্রস্তুত করণার্থ অগ্নে পাকশালার সংস্কার করিতে
হইবে । অনন্তর নৃপতি কর্তৃক নিযুক্ত শ্রোতশ্রাদ্ধ
ক্রিয়াবিষয়ে অভিজ্ঞ, পবিত্রাত্মা, পবিত্রদেহ, জ্ঞানবান্
আচার্য্য, বৈষ্ণবায়ি স্থাপনপূর্বক অত্যুত্তম, চক্র-
পাকান্তে ভগবানের পাকসাধন বৈষ্ণদেব চক্রবলি
প্রদান করিয়া ব্রহ্মা, বাসুপতি, প্রজাপতি, বিষ্ণু ও
বিশ্বকর্ত্তা উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি দান করিবেন ।
তৎপরে দ্বারদেশে চণ্ড ও প্রচণ্ড, ঈশামে ক্ষেত্রপাল
দক্ষিণে বিরূপ ও খগপতি, নৈঋত কোণে দুর্গা ও
সরস্বতী, পূর্বদিকে মহালক্ষ্মী ও মহেন্দ্র, উত্তর
দিকে বিষ্ণুর পারিষদগণ ও পশুপতি, পশ্চিমে নারদ,
অগ্নিকোণে অগ্নি, বায়ুকোণে বিশ্বসাক্ষী ও প্রাণা-
পাণাদি পঞ্চবায়ু এবং মধ্যস্থলে বিশ্বকর্ত্তা উদ্দেশে
আহুতি প্রদান করিতে হইবে । উক্ত প্রত্যেক বলি-
কর্ম্মেরই আদ্যন্তে জলপ্রক্ষেপ করা কর্তব্য ।
নৃপতি ত্রিসন্ধ্যাতেই ভগবানের পূজার্থ উক্ত প্রকারে

কান্ধ নৃপঃ । আদ্যান্ পবিত্রান্ শূদ্রান্ বা ত্রিবর্ণপিত্র-
সেবকানি ॥ ২০ ॥ লৌকিকে ব্যবহারোহয়ং পটতি
শ্রীঃ স্বয়ং এবম্ । তুচ্ছক্ নারায়ণো নিত্যং তথা
পদং শরীরবান্ ॥ ২১ ॥ অমৃতং তন্নি নৈবেদ্যং
পাপরং মূর্খি ধারণাৎ । ভক্ষণাদ্যপানাদিমহা-
পাতকসংক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥ আত্মাণায়ানসং পাপং দর্শনা-
দৃষ্টিজং তথা । আত্মদাত্ত্বকৃতং পাপং শ্রাবণক
ব্যপোহতি ॥ ২৩ ॥ স্পর্শনাঙ্ককৃতং পাপং মিথ্যা-
ভাবং তথা দ্বিজাঃ । গাজলেপাদহেৎ পাপং শারীরং
বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥ মহাপবিত্রং হি হরেন্নৈবেদিতং
নিবেদয়েদ্যঃ পিতৃদেবকশ্চনু । তুপ্যস্তি তস্মৈ
পিতরঃ সুরাশ্চ প্রযাস্ত লোকং যদুহদনশ্চ ॥ ২৫ ॥
নাতঃ পবিত্রং বহ্যস্ত হব্যকব্যেবু ভো দ্বিজাঃ ।
নরাণাং রূপমাশ্রয় তদশ্রুতি দিবোকসঃ । অভিমানে

আগতে চক্রবাল প্রদানান্তে উত্তমরূপ অন্নাদি পাক
এবং চক্র নিমন্ত চক্র সংস্কার অঙ্গ সকল সুচারুরূপে
সম্পাদন করাইবেন ; অপিচ প্রত্যেক পূজাতেই
প্রভূত ভোজ্য ভক্ষ্যাদি নিবেদন করিতে হইবে ;
উক্ত পূজাকার্য্য যাহাতে পরিপাটীরূপে নিম্পন্ন হয়,
তজ্জন্ত রাজা ব্রাহ্মণাদি বর্ণজয় কিংবা ত্রিবর্ণসেবক
পবিত্র শূদ্রগণকে নিযুক্ত করিয়া দিবেন ।

যানের অন্নব্যঞ্জনাদি বিষয়ে এইরূপ লোকিক
ব্যবহারও আছে যে, স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীই ঐ সমস্ত
পাক করেন এবং মূর্ত্তমান সাক্ষাৎ নারায়ণ নিত্য
সেই কমলার স্বহস্তনিষ্পাদিত অন্নাদি ভোজন
করিয়া থাকেন । মুনিগণ ! নিশ্চয় জানিবেন,
ভগবানের সেই নৈবেদ্যের অমৃতস্বরূপ ; উহা মস্তকে
ধারণ করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে ও
ভক্ষণ করিলে মদ্যপানাদি মহাপাপও বিলুপ্ত
হয় । দ্বিজগণ ! ঐ মহাপ্রসাদ আত্মাণ মাতে
মানস পাপ, দর্শন মাতেই দৃষ্টি পাপ, আত্মদ
মাতে বাক্যজ, শ্রবণেন্দ্রিয়জ ও মিথ্যা কথ-
নজ পাপ, স্পর্শন মাতে তৎকৃত পাপ এবং গাজে
লেপন মাতেই শরীরজ সমস্ত পাতকই যে তরোহিত
হয়, তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই । যে ব্যক্তি
দৈব বা পৈত্রিক কার্য্যে ভগবান্ হারির ঐ মহাপবিত্র
নৈবেদ্যের নিবেদন করে, তাহার প্রতি দেবগণ ও
মর্ত্তীয় পিতৃগণ পরম ক্রীত হইয়া থাকেন এবং সে
নিঃসন্দেহে বৈকুণ্ঠধামে গমন করে । দ্বিজগণ ! বস্তুতঃ
হব্যকব্যকরণে উহাপেক্ষা পবিত্র বস্তু আর কিছুই
নাই, সুতরাং কি দেবগণও মর্ত্ত্য-দেহ ধারণ করিয়া
ঐ মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া থাকেন, একই ঐ মহা-

মহাপ্রসাদ দেবদেবক চক্রিণঃ ॥ ২৬ ॥ শ্বেতেনামে
মহারাজঃ পুরা ত্রেতাযুগেহভবৎ । ব্রতহোহত্র মহা-
ভক্তিং চকার পুরুষোত্তমে ॥ ২৭ ॥ ইন্দ্রহ্যয়েন রচিত-
মহাভোগানুসারতঃ । ভোগান্ একময়্যামাস প্রত্যহং
শ্রীপতের্মুদা ॥ ২৮ ॥ ভক্ষ্যভোজ্যাত্মনেকানি বড়ুরসংস্ক-
নুসংস্কৃতান্ । মাণ্যানি চ বিচিত্রাণি সুগন্ধমমুলেপ-
নম্ ॥ ২৯ ॥ গীতবাদিনৃত্যানি দিব্যানি শুবহুনি চ ।
রাজোপচার্য্য বহুশোহবসরেহবসরে হরেঃ ॥ ৩০ ॥
বহুবিন্দব্যায়ামভক্তিভাবনিরূপিতাঃ । তন্ত্বৈকব-
শাস্ত্রোক্ত-মহাভোগাঃ পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৩১ ॥ কল্পিতা-
স্তেন ভূপেন বিদ্বৎপঙ্কজভামুজা । প্রাতঃ পূজন-
বেলায়াং হরিং দ্রষ্টুং জগাম সঃ ॥ ৩২ ॥ কশ্মিংশিদি-
বসে রাজা পূজ্যমানঃ দদর্শ তম্ । প্রণম্য দেবং
স্তম্বা চ বন্ধাজলিপুটো মুদা ॥ ৩৩ ॥ প্রাসাদদ্বার-
নিকটে স্থিতবান্ নৃপসত্তমঃ । দৃষ্ট্বা স্বয়ং বিরচিতানু-
পচারাননুত্তমান্ ॥ ৩৪ ॥ উপায়নসহস্রশ্চ হরেরগ্রে
প্রকল্পিতম্ । চিন্তয়ামাস মনসা কিঞ্চিদ্যানাব-

প্রসাদ বিষয়ে দেবদেব চক্রপাণির মহান অভিমান
আছে, জানিবেন ॥ ১০-২৬ ॥ পূর্বে ত্রেতাযুগে শ্বেতেনামে
এক মহারাজ ছিলেন । তিনি ব্রতাবলম্বী হইয়া
ভগবান্ পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবকে সাতিশয় ভক্তি
করিতেন । নৃপবর ইন্দ্রহ্যয়কৃত মহাভোগের
প্রণালী অনুসারে তিনিও প্রত্যহ সানন্দহৃদয়ে সুসং-
স্কৃত বড়বিধ রসপূর্ণ বিবিধ ভোজ্য ভক্ষ্যাদি ভোগের
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং যথোচিত বিচিত্র মাণ্য
সকল ও সুগন্ধ অমুলেপনদ্রব্য অর্পণ করিতেও ক্রটি
বরেন নাই, স্থাপিচ ভগবান্ হারির ক্রীত্যর্থ উপযুক্ত
সময়ে বহুবিধ ক্রতিসুখকর নৃত্য গীত ও বাদ্যও
করাইতেন এবং বহুবিধ রাজযোগ্য উপচারসকলও
দান করিতেন । মুনিগণ ! প্রাধান প্রধান বৈকব-
শাস্ত্রে বহুবিন্দব্যয় ও আয়সসাধ্য যে সকল পৃথগ-
বিধ মহাভোগের বিষয় কথিত আছে, বিদ্বদ্বগণরূপ
পঙ্কজনিচয়ের স্বর্ঘ্যসম প্রকাশক সেই ভূপতি পরম-
ভক্তিসহকারে প্রদেয় তৎসমুদয়েরই ব্যবস্থা করিয়া-
ছিলেন । একদিন সেই রাজা, প্রাতঃকালীন পূজার
সময়ে ভগবান্ হারিকে দর্শনার্থ গমনপূর্ব্বক দেখি-
লেন, তাহার পূজা হইতেছে । তখন সেই নৃপবর
জগন্নাথ-দেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া কৃত-
জলিপুটে প্রাণীদের দ্বারদেশে অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন । অনন্তর নিজ ব্যব-
স্থাপিত অত্যাশ্রম উপচারনিচয় এবং হারির সমুদ-

লক্ষিতঃ । ৩৫ । মনুষ্যকল্পিতঃ ভোগঃ প্রীতি-
হরিঃ কিম্ । দেবৈর্দেবোপহারৈর্ঘো ন শক্যো-
হত্যর্চনাবিধৌ ॥ ৩৬ ॥ মানসৈরুপচারৈর্ঘো পূজয়ন্তি
যতঃপ্রভাঃ । ভাবহৃষ্টো বহির্যোগো ন মুদে তন্ত
নিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥ ইখং সক্ষিস্তয়ন রাজা দিব্যাসন-
গতঃ হরিম্ । ভূজানমন্নপানাদ্যাং ত্রিা সুপরি-
বেষিতম্ ॥ ৩৮ ॥ দিব্যশ্রজালকৃতয়া দিব্যগন্ধকু-
লয়া । অনর্ঘরত্নমঞ্জীর-শিজিতেন সুরালয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
পূরয়ন্ত্যা স্বর্ণদক্ষ্যাদদত্যা সাদরং রসান্ । ভগবৎ-
প্রতিকূপৈশ্চ ভূজানৈঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥ ৪০ ॥ দৃষ্টা
কৃতার্থমাত্মনঃ মন্তমানস্তদভূতম্ । প্রোন্নীলিতাক্ষঃ
স পুনঃ প্রাগৃদৃষ্টঃ সমবৈক্ষত ॥ ৪১ ॥ ততঃ প্রভৃতি
রাজাসৌ পরাং ভক্তিমুপেযিবান্ । নিবেদিতালী-
ত্রতবাংশ্চচার স্তমহৎ তপঃ ॥ ৪২ ॥ অকালমৃত্যুনাশায়
স্বরাজ্যে মৃতমুক্তয়ে । মন্ত্ররাজং জপপ্রিত্যং ত্রিতানাং

স্থাপিত সহস্র সহস্র উপহার দ্রব্য অবলোকনপূর্বক
কিঞ্চিদ্যানন্ত হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে
লাগিলেন । দেবগণ দিব্য উপচারনিচয় দ্বারাও
ঈহার অর্চনা করিতে সমর্থ নন এবং বাহ্যোপচার-
সকল ভাবহৃষ্ট, এজন্য নিশ্চয়ই ভগবান্ হরির তাহা
সন্তোষকর নহে, এই বিবেচনায় যতঃপ্রভা মানবগণ
মানসোপচারে সতত ঈহাকে পূজা করেন, সেই
ভগবান্ হরি কি মনুষ্য-কল্পিত ভোগ্যবস্ত সকল
গ্রহণ করিবেন? মুনিগণ । ষেতরাজ নিম্নলিখিত-
নেত্রে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানদৃষ্টিতে
দেখিলেন, ভগবান্ হরি, দিব্যাসনে আসীন হইয়া
তত্তৎ অন্নপানাদি সকল ভোজন করিতেছেন,
কমলাদেবী অলৌকিক সৌরভপূর্ণ দিব্য বসন ও
দিব্য মাণ্যে সুশোভিত হইয়া অমূল্য রত্নময় মঞ্জীর-
ধনিত্তে সুরলোক প্রপূরিত করত স্বর্ণনির্মিত দক্বী
(হাতা) দ্বারা সাদরে সেই ষড়রসপূর্ণ অম্মাদি
সুনিয়মে পরিবেশন করিতেছেন এবং ভগবানের
প্রতিমূর্তিসকল চতুর্দিকে পরিবেষ্টনপূর্বক ভোজন
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । সেই নৃপবর, সেই
অদ্ভুতব্যাপার দর্শনে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করি-
লেন এবং পুনর্বার নেত্রদ্বয় উন্মীলনপূর্বক যেরূপ
পূর্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, তজপই নিরীক্ষণ করিলেন ।
মুনিগণ । তদবধি সেই রাজা জগদ্বাদেবের প্রতি
পরম ভক্তিমান হইয়া নিজ রাজ্যস্থিত ব্যক্তিদিগের
অকাল-মৃত্যু-নাশ ও মৃতব্যক্তির মুক্তিকামনায়
অনাহারব্রত অবলম্বনপূর্বক নিরন্তর আশ্রিতগণের

কল্পপাদপম্ ॥ ৪৩ ॥ দদর্শ শতবর্ষান্তে নৃহরিং হুরিতা-
পহম্ । যোগাসনাজনিলয়ঃ বামাজাবহিতম্ ।
(১) ত্রিদশৈঃ সিদ্ধযুক্তৈশ্চ কৃত্যমানং শিতাননম্ ॥
৪৪ ॥ ভ্রান্তো বিশ্বয়ভীতিভ্যাং হর্ষগদগদয়া গিহ্ম ।
প্রসাদ নাথেনি লপন্ পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৫ ॥
তপঃকৃশং তং প্রণতং দৃষ্টা স নরকেশরী । অকম্পঃ
ক্ৰিতিগতঃ বিবক্ষুর্ভক্তবৎসলঃ ॥ ৪৬ ॥ নরসিংহ
উবাচ । উত্তিষ্ঠ বৎস তন্ত্য তে প্রসন্নং বিদ্ধি মাং
প্রভুম্ । ময়ি প্রসন্নো নালভ্যঃ বরং তং প্রার্থ্যতাং
ভবান্ ॥ ৪৭ ॥ শ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যং সমুত্তমো ততো
নৃপঃ । বদ্ধাঞ্জলিপুটো নম্রো ভক্ত্যাবোচক্ষনাদিনম্ ॥
৪৮ ॥ ষেতরাজ উবাচ । স্বামিন্ যদি প্রসাদন্তে ময়ি
জাতঃ সুহৃৎভঃ । সাক্ষ্যমথ সম্প্রাপ্য স্বাস্থ্যামি তব
সন্নিধৌ ॥ ৪৯ ॥ স্বাস্থ্যে যাবম্পদেহহং মদ্রাজ্যে

কল্পপাদপস্বরূপ মন্ত্ররাজ জপ করত স্তমহৎ তপস্তা
আচরণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে শতবর্ষকাল
অতীত হইবার পর হুরিতাপহারী নৃসিংহদেবের
সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন; দেখিলেন, তিনি যোগ-
পদ্মাসনে অধিষ্ঠিত আছেন । তাঁহার বামভাগে
লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিতেছেন, তদীয় মুখমণ্ডলে
ঈষৎ হাস্তরেখা প্রকাশ পাইতেছে এবং ত্রিদশগণ
সিদ্ধগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্তুতিবাদ
করিতেছেন । ষেতরাজ, সেই নৃসিংহদেবকে
সন্দর্শনপূর্বক যুগপৎ বিশ্বয়ে ও ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত
হইয়া হর্ষগদগদ বচনে “হে নাথ! প্রসন্ন হউন”
এইরূপ বালিতে বালিতে ধরণীতলে বিলুপ্ত হই-
লেন । তখন ভক্তবৎসল সেই নৃসিংহদেব তপঃকৃশ
নিম্পাপদেহ সেই ষেতরাজকে প্রণত ও ক্রিতিতল-
বিলুপ্ত দোখিয়া কহিলেন,—বৎস! গাজোখান
কর, তোমার ভক্তিতে আমি সাতিশয় প্রসন্ন
হইয়াছি, এবং আমি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই
তুল্য থাকে না জানিবে, অতএব এক্ষণে অভাষ্ট
বর প্রার্থনা কর । ষেতরাজ ভগবানের তদ্বাক্য
শ্রবণে গাজোখানপূর্বক বিনম্র ও কৃতাজল হইয়া
ভক্তসহকারে সেই জনাধিনকে কহিলেন,—স্বামিন্ ।
আমার প্রাত আপনায় যদি সুহৃৎভ প্রসন্নতা জন্মিয়া
থাকে, তাহা হইলে এই বর দিন, আমি যেন
আপনার সাক্ষ্য লাভ করত আপনার নিকটে

(১) দিব্যালঙ্কৃতসকলঃ স্তুতিকামনাবগ্রহম্ ।
ইত্যধিকঃ পাঠো মুখ্যমুদ্রিতপুস্তকসম্মতঃ ।

অকালে মিত্রতাং কচিংকালে
চেতুর্ভুজাশ্রয়ঃ ৫০ ৥ উক্তবা ভগবান্ প্রাহ
শ্বেতরাজানমুত্তমম্ । শ্বেত তে বাহিতঃ স্মৃতিষ্ঠ
স্বং মম দক্ষিণে ৫১ ৥ তুচ্ছা বর্বসহস্রং তু রাজ্যং
স্বং সুসমৃদ্ধিমৎ । মম নির্মালাভোগেন কীর্ণাশেষা-
সকরঃ । সুনির্মালান্তঃকরণো মৎসারপ্যমবাপ্যসি ৫২ ৥
বটসাগরয়োর্বধ্যে মুক্তিহানে শূন্যভূতৈ ।
মদীরাদ্যবতারস্ত বিকোর্নংস্তরুপিণঃ ৫৩ ৥
সমুখীনো বস স্বং হি ক্ষটিকানলবিগ্রহঃ । ক্যাতিং
যান্তসি ভুলোকে শ্বেতমাধবসংক্রিয়া ৫৪ ৥ যুবয়ো-
রন্তরালে যে প্রাণান্ত্যক্ষ্যন্তি মানবাঃ । তির্ঘাকো-
হপি চ কীটা বা ক্রবঃ তে মুক্তিমাণুযুঃ । অমরা যত্র
মরণমিচ্ছন্তি কিমু মানবাঃ ৫৬ ৥ তবোত্তরস্তাং
দিশি যৎ সরঃ পাপনিবর্হণম্ । তত্র স্নাত
উপশৃঙ্গ তদীয়ে দক্ষিণে তটে । যুবয়োদৃষ্টি-
পুতঃ সংস্রাজ্য প্রাণান বিমুচ্যতে ৫৭ ৥ আস-

মস্তাদিনঃ কেত্রঃ মতঃ কুত্রাপি মুক্তিদম্ । মুক্তিহান্য
বিপ্রসিতে প্রধানঃ স্থানমীরিতম্ ৫৮ ৥ ভব
রাজ্যে চ যে লোকা মম নির্মালাভোগিনাঃ ।
মুতির্নাকালিকী তেষাং কদাচিৎ ভবিষ্যতি ৫৯ ৥

ইতি জীম্বান্দে দক্ষিণায়নসংক্রান্তিকৃত্যবর্ণন
মুখেন শ্বেতমাধবোপাখ্যানবর্ণনং নাম
সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ৩৭ ৥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । ইতি দবা বরং তন্মৈ শ্বেত-
রাজায় বৈ পুরা । জগামান্তাহিতো বিপ্রাঃ প্রাসা-
দান্তঃস্থিতো हरिः ১ ৥ সমস্তজগদাদ্যা জীঃ
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকঃ । বৈকবী শক্তিঃ তুলা বিষ্ণু-
দেহার্দ্ধহারিণী ২ ৥ সুধোপঃ পচতায়ঃ ভুজেক্ত
নারায়ণঃ প্রভুঃ ১ ৥ তদ্বিচ্ছিত্তোপতোগো হি
সর্বাধিকারকঃ । ন তাদৃশসমং পুণ্যং বদন্তি

অবস্থান করিতে পারি এবং যাবৎ কাল আমি
নৃপতি থাকিব, তাবৎকাল যেন আমার রাজ্যস্থিত
কোন ব্যক্তিরই অকালমৃত্যু না হয় । উহা
যথাকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া যেন মুক্তি লাভ করিতে
পারে । ভগবান্ তদাক্য অবশেষে শ্বেতরাজকে কহি-
লেন,—শ্বেতরাজ ! তোমার বাহ্য পূর্ণ হউক, তুমি
আমার দক্ষিণে অবস্থিতি করিবে । তুমি আর
সহস্রবর্ষ স্বীয় মহাসমৃদ্ধিপূর্ণ রাজ্য উপভোগ করত
মদীয় প্রসাদ ভোজনে অখিল পাপরাশি হইতে
বিশুদ্ধ ও সম্যক্ নির্মলাস্তঃকরণ হইয়া আমার
সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইবে । তুমি অক্ষয়বট ও সাগরের
মধ্যবর্তী শূন্যভূত মুক্তিক্ষেত্রে মদীয় আদিঅবতার-
মূর্ত্তি মৎস্তরূপী বিষ্ণুর সমুখীন হইয়া ক্ষটিক-মণিবৎ
বিমল দেহে বাস করিবে এবং ভুলোকে শ্বেতমাধব
নামে বিখ্যাত হইবে । তোমাদিগের উভয়ের
মধ্যস্থলে যে সকল মানবগণ কিম্বা তির্ঘাগুজাতি বা
কীটগণও প্রাণ ত্যাগ করিবে, নিঃসন্দেহ তাহারা
মুক্ত হইবে । মানবগণের কথা কি, দেবগণও
এ স্থানে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকেন । তোমার
নিবাসার্থ যে স্থান নির্দিষ্ট হইল, তাহার উত্তর
দিকে সর্ভগণবিনাশক যে সরোবর আছে,
তাছাড়া দানীয়ে আচমনপূর্বক তদীয় দক্ষিণ-
তটে তোমাদিগের উভয়ের মূর্ত্তিস্থত হইয়া
প্রাণত্যাগ করিলে সকলেই যে বিমুক্ত হইবে,

তাছাড়া আর সন্দেহ নাই । কল কথা, এই
পুরুষোত্তমক্ষেত্রের চতুর্দিকেই যে কোন স্থানে মৃত্যু
হইলেই উহা মুক্তি দান করিয়া থাকে, জানিবে ।
মৃত্যুদিগেরও বিশালোৎপাদন নিমিত্ত এই স্থানই
সর্বপ্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত আছে ।
শ্বেতরাজ ! তোমার রাজ্যমধ্যে যে সকল
লোক, আমার মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে, নিশ্চ-
য়ই তাহাদিগের কদাচ অকালমৃত্যু ঘটিবে না,
জানিও । ২৭—৫৯ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৭ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

জৈমিনি বলিলেন,—হে বিপ্রগণ ! প্রাসাদ-
মধ্যস্থিত ভগবান্ हरिः সিন্ধুমূর্ত্তিতে সেই শ্বেত-
রাজকে এইরূপ বর প্রদান করিয়াই অন্তর্ধান
করিলেন । মুনিগণ ! নিশ্চয় জানিবেন, অখিল
জগতের আদি কারণ, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী, বিষ্ণু-
দেহার্দ্ধহারিণী অদ্বিতীয়া বৈকবী শক্তি দেবী কমলাই
সুধোপম অরব্যাক্রনা দি পাক করেন, এবং প্রভু
নারায়ণ তাহা ভোজন করিয়া থাকেন । ভগবানের
সেই উজ্জ্বলভোজনে সমুদয় পাপই বিধ্বস্ত হয়
বহুতঃ উক্ত মহাপ্রসাদের ফল্য পূর্বক বস

পৃথিবীতলে । ৩ । প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং
পারিকীর্তিতম্ । ভগবৎপাদপদ্মাদ্বেশকপোপাসনা-
দিত্তিঃ । ৪ । পাকসংস্কারকং তুণাং সম্পর্কোহত্র
ন দৃশ্যতি । পদ্মায়াঃ সন্নিধানেন সর্বে তে শুচয়ঃ
স্মৃতাঃ । ৫ । বেস্তালয়গতং তন্নি নির্মাল্যং পতিতা-
দয়ঃ । স্পৃশস্ত্যন্নং ন দৃষ্টং তদৃশা বিকৃষ্টধৈব তৎ ।
৬ । ত্রতস্থা বিধবা তত্র সর্বে বর্ণাশ্রমাস্থা । তৎ-
প্রাশনেন পুণ্যন্তে দীক্ষিতাচারিহোজিণঃ । ৭ ।
দরিদ্রঃ কুপণো বাপি গৃহস্থঃ প্রভুরেব বা । স্বদেশ্যঃ
পরদেষ্টা বা সর্বে তত্র সমা মতাঃ । ৮ । নাভি-
মানঃ প্রকুবীরন্ বিকোনির্মাল্যভক্ষণে । ৯ ।
ভক্ত্যা লোভাৎ কৌতুকাচ্চ ক্ষুধাপ্রশমনেন বা ।
আকণ্ঠঃ ভক্ষিতং তন্নি পুমাতি সকলাংহসঃ । ১০ ।
সর্বরোগোপশমনং পুত্রপৌত্রপ্রবর্ধনম্ । দারিদ্র্য-
হরণং শ্রেষ্ঠং বিদ্যায়ুঃশ্রীপ্রদং শুভম্ । ১১ । পক্ষ-
পাতো মহাশুভ্র বিষ্ণোরমিততেজসঃ । ১২ ।
নিমন্তি যে তদমৃতং মুচাঃ পণ্ডিতমানিনঃ । স্বয়ং

পৃথিবীতলে আর নাই । মহর্ষিগণ ! মনীষিগণ
বলিয়াছেন, ভগবান্ জগন্নাথ দেবের পাদপদ্ম দর্শন
ও তাঁহার উপাসনাদি দ্বারা সমস্ত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত
হইয়া থাকে । উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পাচকগণের
সংস্পর্শ-জন্ত কোন দোষ হয় না, কারণ কমলার
সান্নিধ্যবশতঃ তাহারা সকলেই শুচি হইয়া থাকে ।
উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বেশ্যালয়ে থাকে, কিংবা
পতিতাদি ব্যক্তিগণ যদি সেই অন্ন স্পর্শ করে,
তথাপি দুষ্ট হইবে না, কারণ, সেই অন্ন সাক্ষাৎ
বিশুদ্ধরূপ জানিবেন । সমুদয় বর্ণাশ্রমী, বিধবা,
ত্রতস্থ, দীক্ষিত কিম্বা অগ্নিহোত্রী ব্যক্তিগণও উক্ত
মহাপ্রসাদ ভক্ষণে পূত হইয়া থাকে । কি স্বদেশী,
কি বিদেশী, কি দরিদ্র, কি কুপণ, কি গৃহস্থ, কি
রাজা, সকলেই উক্ত প্রসাদভক্ষণে সমান অধিকারী
বলিয়া কীর্তিত আছে । উক্ত বিশুদ্ধপ্রসাদ-ভক্ষণে
কাহারও কোনরূপ অভিমান করা বিধেয় নহে ।
কি ভক্তি, কি লোভ, কি কৌতুক, কি ক্ষুধাশান্তি,
যে কোন কারণে হউক উহা আকণ্ঠ ভক্ষিত হইলে
নিশ্চয়ই সমুদয় পাপপুঞ্জ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে ।
উহা ভক্ষণ করিলে সর্বরোগ-শান্তি, পুত্র-পৌত্র-বৃদ্ধি,
দারিদ্র্য মাপ, এবং দীর্ঘায়ু ও সম্প্রসাদ হইয়া থাকে
বলিয়াই ঐ মহাপ্রসাদ সকল বস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও
শুভকর । উহাকে অমিততেজা ভগবান্ বিষ্ণুর
হস্তানুগম্য পাপপাত সাধে, জানিবেন । পণ্ডিতাভিমানী

দণ্ডধরন্তেব সহজে নাপরাধিনঃ । ১৩ ।, যেসামস্ত-
ন দণ্ডশ্চেৎ ক্বা তেষাং হি দুর্গতিঃ । কুস্তীপাকে
মহাঘোরে পচ্যন্তে তেহতিদারুণে । ১৪ । বিক্রমশ্চ
ক্রয়ো বাপি প্রশস্তস্তস্ত ভো দ্বিজাঃ । নির্মাল্যঃ
জগদীশস্ত নাশিবাম্যমি কিঞ্চন । ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞে-
য়ঃ প্রত্যহং তচ্চ ভক্ষয়েৎ । ১৬ । সর্বপাপ-
বিনিমুক্তঃ শুদ্ধান্তঃকরণো নরঃ । স শুদ্ধঃ বৈকবঃ
স্থানং ক্রমাদ্যাতি ন সংশয়ঃ । ১৭ । চিরস্থমপি
সংস্কং নীতং বা দূরদেশতঃ । যথাতথোপযুক্তং
তৎসর্বপাপাপনোদনম্ । ১৮ । কুকুরস্ত মুখাদ্ভক্ষ্য-
তদন্নং পততে যদি । ভ্রাস্ত্রণেনাপি ভোক্তব্যং
সর্বপাপাপনোদনম্ । ১৯ । (১) অশুচির্বাণ্যনাচারো
মনসা পাপমাচরন্ । প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র
কার্যা বিচারণা । ২০ । নৈবেদ্যায়ঃ জগত্তর্জুর্গাং

যে সকল মুঢ় ব্যক্তি, অমৃতায়মান উক্ত মহাপ্রসাদের
নিন্দাবাদ করে, স্বয়ং ভগবান্ই সেই অপরাধ সহ
করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে দণ্ড দান করেন । ১৩-১৩
আর তাহাদিগের ইহকালে কোনরূপ দণ্ডবিধান না
দেখিতে পাওয়া যায়, নিশ্চয়ই পরিণামে তাহাদিগের
বিষম দুর্গতি ঘটিয়া থাকে, তাহারা দেহাবসানে
নিঃসন্দেহ অতি নিদারুণ মহাঘোর কুস্তীপাক মরকে
বিষম যাতনা ভোগ করে । দ্বিজগণ ! উক্ত
মহাপ্রসাদের ক্রয়-বিক্রয়ও প্রশস্ত জানিবেন । জগ-
দীশ্বর জগন্নাথদেবের প্রসাদ ভোজন না করিয়া
কদাচ অস্ত কোন বস্তু ভোজন করিবে না, এইরূপ
দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া যে ব্যক্তি প্রত্যহ উক্ত মহা-
প্রসাদ ভক্ষণ করে, সেই মানব নিশ্চয়ই সমুদয় পাপ
হইতে বিমুক্ত ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া ক্রমে পবিত্র
বিশ্বলোকে গমন করিয়া থাকে । উক্ত মহাপ্রসাদ
বহু দিনের পর্য্যাসিত, নিরতিশয় শুদ্ধ বা দূরদেশ
হইতে আনীত হউক, যে কোন প্রকারে উহা
ভোজন করিলেই সর্ববিধ-পাপ বিলীন হইয়া যায় ।
সর্বপাপবিনাশন উক্ত প্রসাদান্ন কুকুরের মুখ হইতে
যদি পতিত হয়, তথাপি ভ্রাস্ত্রগণও তাহা অনায়াসে
ভোজন করিতে পারেন । কি অশুচি, কি অনাচারী
ও মনে মনে পাপাচারী, সকলেরই উহা প্রাপ্তমাত্রেই
ভোজন করা কর্তব্য, তদ্বিম্বরে কোন প্রকার বিচার
করা উচিত নহে । ভগবানের উক্ত নৈবেদ্যায় ও

(১) উপোষ্য তিষ্ঠতা বাপি নোপবাসক কুর্বতা ।
ইত্যধিক পাঠ্যঃ কঠিনঃ ।

বারসমুৎসবঃ। দৃষ্টিশর্শনচিহ্নাতির্ভবনাকাশ-
নাশনম্ ॥ ২১ ॥ জগদ্ধাতৃ হি তৎপকং বৈকবাগ্নৌ
সুসংস্কৃতো ভুঙ্কত স্বয়ং চক্রপাণির্গুণমন্তরাতিষু ॥ ২২ ॥
সপ্তদ্বীপাবনীমধ্যে সান্নিধ্যং নেদৃশং হরেঃ। যাদৃশং
নীলগোত্রোহস্মিন ব্যাজমাহুযচেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥ দাক্ষ-
পাণি পরং ব্রহ্ম সর্বচাক্ষুসগোচরম্। প্রকাশতে ভো
মুনয়ো ন দৃষ্টং ন জ্ঞাতং কচিৎ ॥ ২৪ ॥ তস্মৈ প্রবৃত্তি-
রূপায় ব্রহ্মণে পরমাস্মিনে। প্রবৃত্তিরূপা শক্তিঃ
ক্লীঃ প্রবর্তয়তি যজ্ঞবিঃ ॥ ২৫ ॥ তদব্রাহ্মি জগন্নাথ-
স্তচ্ছেরং ত্বরিতাপহম্। কিমত্র চিত্রং ভো বিপ্রা
যজ্ঞস্তং স্ততিকারকম্। নান্নপুণ্যবতাং তত্র বিবাসঃ
সম্ভজায়তে ॥ ২৬ ॥ বেদাচারপ্রধানেষু যুগেষু তৎ
প্রকীর্ষিতম্। মহিমাপি নিবেদ্যস্ত বিশেষাৎ জ্ঞাতাং
কলৌ ॥ ২৭ ॥ ঘোরে কলিযুগে তস্মিন্ধিপাদে-
হধর্ম্মবিগ্রহে। ধর্ম্মস্তত্র হেতুপাদঃ কশ্চিৎস্ত ভয়া-

চরেৎ ॥ ২৮ ॥ সর্বোৎকৃষ্টপ্রাধান্যে হি দান্তিকাঃ
শঠবৃত্তয়ঃ। প্রায়শ্চারণবিমুখা জিহ্বোপহরণায়ণাঃ।
ন ধ্যানস্তি তপস্তস্তি ব্রতস্তি কদাচন ॥ ২৯ ॥ অধর্ম্ম
বহলাঃ সর্বো হিংসকা লোমুপাঃ পরম্। পরেষাং
পরিভাবেন তুষ্যন্তি স্বকৃতং বিনা ॥ ৩০ ॥ প্রসঙ্গাৎ
কৌতুকাহাপি পরকার্য্যং বিহন্তি বৈ। ক্ষুদ্রকার্য্যায়ণাঃ
স্বার্থঃ পরকার্য্যপ্রবোধকাঃ ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মলক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ
বস্ত্রামবজ্ঞায় স্ববেশানি। পরযোযিতি নির্লজ্জাঃ প্রসক্তা
পশুচেষ্টিতাঃ ॥ ৩২ ॥ অগ্নিহোত্রাদিকং যজ্ঞং ব্রতং বা
তৎকচিৎ কাচিৎ ॥ ৩৩ ॥ জীবিকা তদ্ভিজাতীনাং যেমাং বা
পারলৌকিকম্ ॥ ৩৪ ॥ অজ্ঞতাধীতবেদেন অজ্ঞায়-
স্তধনেন চ। বিত্তশাঠ্যেন চ কৃতং ন তথা কল-
দায়ি তৎ ॥ ৩৫ ॥ প্রায়ঃ কলিযুগে ভূপাঃ প্রজাবল-
পরায়ুধাঃ। করাদানপরা নিত্যং পাপিষ্ঠাশৌচ্য-
বৃত্তয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ বর্ণসঙ্করিনঃ সর্বো শূদ্রপ্রায়াঃ কলৌ

গঙ্গা উভয়ই সমান, উভয়ই দর্শন, স্পর্শন, চিত্তা ও
ভোজনে অখিল পাতক দূর করিয়া থাকে।
জগদ্ধাতৃ লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং সুসংস্কৃত বৈকবাগ্নিতে
উহা পাক করেন, এবং স্বয়ং ভগবান চক্রপাণি বহু
মন্তর ও যুগযুগান্তর যাবৎ উহা ভোজন
আসিতেছেন। উক্ত নীলাচলে ভগবান হরির রূপ
সান্নিধ্য আছে, সপ্তদ্বীপা অবনী মध्ये অপর
কুত্রাপি তাদৃশ দৃষ্ট হয় না। মুনিগণ! কেহ কখন
একপ দেখেনও নাই ও শুনেও নাই, ঐ স্থানে
দাক্ষময় পরম ব্রহ্ম সতত প্রকাশমান থাকিয়া সক-
লেরই দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। সেই প্রবৃত্তিরূপী
পরমাত্মা ব্রহ্মের নিমিত্ত সাক্ষাৎ প্রবৃত্তিরূপা কমলা-
দেবী, যে হবির্গ্নয় দ্রব্য প্রস্তুত করেন, ভগবান
জগদ্ধাতৃদেব তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন;
সুতরাং হে বিপ্রগণ! তদ্বচ্ছিষ্ট ভোজনে যে সমু-
দয় ত্বরিত নাশ ও মুক্তি লাভ হইবে, তাহাতে আর
আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে। কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন,
তাহাদিগের পুণ্যবল অতি অল্প তাহাদিগের কখনই
তাহাতে বিবাস জন্মে না। সত্যাদি যে যুগজন্মে
সম্যক বেদাচার বিদ্যমান থাকে, সেই সকল যুগের
বিষয়ে এইরূপ কীর্ষিত হইয়াছে, আর দেবাচার-
বিহীন কলিযুগে যে ঐ বিমূর্খবেদ্যের বিশেষ মহিমা
তাহা জবণ করুন। ঘোর কলিযুগে অধর্ম্ম জিপাদ
অধর্ম্ম একপাদ যাত্র থাকে, এমনতর ঐ কলিকাল
যুগেই অধর্ম্মবহুল, ঐ সময়ে কদাচিৎ কেহ ধর্ম্ম-
তত্ত্ব কার্য্য করিয়া থাকে। উক্ত কলিযুগে সকল

ব্যক্তিই সতত মিথ্যাবাদী, দান্তিক, শঠ, প্রায়ই
সদাচারবিমুখ এবং কেবল জিহ্বা ও উপহর তৃপ্তি-
সাধনে তৎপর। কদাচ কলিকালের মানবগণ ইষ্টদেব-
তার ধ্যান, তপস্তা বা ব্রতচরণ করে না ॥ ১৪—৩০ ॥
সকলেই অধর্ম্মপরায়ণ, হিংসক ও সাতিশয় লোভ-
পরবশ এবং নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও
পর-পরিভবে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। প্রসঙ্গাধীন
হউক আর কৌতুক বশতই হউক, পরকার্য্যে
ব্যঘাত দিয়া থাকে এবং নীচকার্য্যভিলাষী হইয়াও
স্বার্থের জন্ত অপরের কার্য্যে বাধা দেয়। পাশব-
বৃত্তিপরায়ণ কুলির মানব সকল, নিজ গৃহস্থিতা
বশতাপন্ন সহধর্ম্মিণীকেও অবজ্ঞাপূর্ব্বক নির্লজ্জভাবে
পরহীতে আসক্ত হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি
কার্য্য বা কোন প্রকার ব্রতচরণ যে, কদাচিৎ দৃষ্ট
হয়, তাহা ভিজাতীগণের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের
উপায়মাত্র, আর পারজিৎ ও ভকলের নিমিত্ত যাহা-
দিগের বা ঐ সকল সংকার্য্য দেখা যায়, তাহাদিগের
তত্ত্ব-কার্য্যও তাদৃশ কলপ্রদ হয় না; কারণ, যিনি
কখন বেদ জবণ বা বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তদৃশ
ব্যক্তি দ্বারা ও অজ্ঞায়োপার্জিত ধন দ্বারা তাহা
অমুষ্টিত হয় এবং তাহাতে যজ্ঞমানের বিত্তশাঠ্য
থাকে। কলিযুগে অধিকাংশ ভূপতিই প্রজার
নিকট করগ্রহণে তৎপর, কিন্তু প্রজাগণকে রক্ষা
করিতে পরায়ুধ এবং সকল রাজাই পাপিষ্ঠ ও
শৌচ্যবৃত্তি-পরায়ণ। কলিযুগে সকলেই বর্ণসঙ্কর-

যুগে । দাতারঃ পার্থিবা এব শূদ্রাশ্চ নৃপসেবকাঃ ।
৩৭ । শ্রোতশ্রাদ্ধাদিকং কৰ্ম ন তথা সদমুষ্টিতম্ ।
যুগে চতুৰ্থে নো বিপ্রাঃ পরলোকায় কল্পতে ॥ ৩৮ ॥
দানধৰ্ম্যঃ পরো হ্যেব নাশ্তো ধৰ্ম্যঃ প্রশস্ততে । কৰ্ম্মণা
মনসা বাচা হিতমিচ্ছেদ্বিজ্ঞানম্ ॥ ৩৯ ॥ ইতি
হোবাচ ভগবান্ ব্রাহ্মণো মামকী তনুঃ । ব্রাহ্মণা
যশ্চ সন্তপ্তাঃ সন্তপ্তস্ত্য চাপায়ম্ ॥ ৪০ ॥ উভয়ত্র
সমো ভূয়াৎ ব্রাহ্মণেষু জনার্দনে । যদ্বদন্তি দ্বিজা
বাক্যং তৎস্বয়ং ভগবান্ বদেৎ ॥ ৪১ ॥ যথাতথা
বর্তমানস্বয়ং ব্রাহ্মণো গুরুঃ । ভগবানপি দেবেশঃ
সঃ সাক্ষাদব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ৪২ ॥ সদাবতারং কুরুতে
ব্রাহ্মণার্থং জনার্দনঃ । তৎপালনার্থং হৃষ্টান্ বৈ
নিগৃহ্ণতি যুগে যুগে ॥ ৪৩ ॥ সসৰ্জ্জ ব্রাহ্মণানগ্রে
সৃষ্ট্যাঙ্গো চ চতুৰ্থধঃ । সৰ্ব্বৈ বর্ণাঃ পৃথক্ পশ্চাৎ
তেষাং বংশেষু জজিরে ॥ ৪৪ ॥ তস্মাৎ কলিযুগে
তস্মিন্ ব্রাহ্মণো বিষ্ণুরেব চ । উভৌ গতিশ্চ
সৰ্বৈষাং ব্রাহ্মণানাং গতিহরিঃ ॥ ৪৫ ॥ হরিরেব

কারী, শূদ্রপ্রায় ও নৃপসেবক এবং শূদ্রগণই দাতা
ও পার্থিব হইয়া থাকে । বিপ্রগণ! চতুর্থযুগ কলি-
কালে শ্রোতশ্রাদ্ধাদি সমুদয় ক্রিয়াকলাপই অশু যুগের
জায় সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত না হওয়ায় পরলোকে
শুভজনক হয় না । এজন্ত কলিতে দানধৰ্ম্মই শ্রেষ্ঠ,
অশুপ্রকার ধৰ্ম্মকার্য্য প্রশংসনীয় নহে; এ সময়ে
কাগমনোবাক্যে কেবল দ্বিজাতিগণের হিতসাধন
করাই কর্তব্য । স্বয়ং ভগবান্ই বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ
আমার শরীরস্বরূপ, এজন্ত ব্রাহ্মণগণ যাহার প্রতি
সন্তুষ্ট-হন, সাক্ষাৎ নারায়ণই তাহার প্রতি সন্তুষ্ট
হইয়া থাকেন । ব্রাহ্মণগণ এবং নারায়ণ, উভয়ের
প্রতিই সমজ্ঞান করা সকলেরই উচিত; কারণ ব্রাহ্মণ-
গণ যে কথা বলেন, স্বয়ং ভগবান্ই তাহা বলেন,
জানিবেন । সেই দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ই যখন
ব্রাহ্মণগণের প্রতি এইরূপ প্রীতিমান, তখন ব্রাহ্মণ
যে রূপ অবস্থাতেই থাকুন, কত্রিয়াদি বর্ণত্রয়ের পূজ-
নীয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । ভগবান্ জনার্দন
ব্রাহ্মণগণের হিতার্থই সৰ্বদা অবতারমূর্তি পরিগ্রহ
করেন এবং ব্রাহ্মণগণের পালনার্থই যুগে যুগে হৃষ্ট-
গণকে নিগ্রহ করিয়া থাকেন । ভগবান্ চতুৰ্থ,
সৃষ্টি-প্রায়শ্চেষ্টে অগ্রে ব্রাহ্মণগণকেই সৃজন করিয়া-
ছেন, পশ্চাৎ পৃথক্ পৃথক্ সমস্ত বর্ণ তাহাদিগেরই
বংশে উৎপন্ন হইয়াছে । এজন্ত সেই বিষম কলি-
যুগে ব্রাহ্মণ ও বিষ্ণু এই উভয়ই সকলের গতি-

হি সৰ্ব্বৈষাং গতিঃ পাপে কলৌ যুগে । ১ শাল-
গ্রামাদিক্ষেত্রেবু স্মর্যতে কীর্ত্যতেহপি চ ॥ ৪৬ ॥
তস্মিন্ নীলাচলে পুণ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজবেশ্মনি ।
জীবভূতশ্চ সৰ্বৈষাং দারুব্যাজশরীরভূৎ ॥ ৪৭ ॥
আন্তে লোকোপকারায় শঙ্খচক্রগদাধরঃ । কলি-
কল্মষনাশায় প্রায়ো হৃদতকৰ্ম্মণাম্ । দর্শনস্তবনো-
চ্ছিষ্ট-ভোজনৈর্মুক্তিদায়কঃ ॥ ৪৮ ॥ উচ্ছিষ্টেন সুরেশশ্চ
ব্যাপ্তং যশ্চ কলেবরম্ । তদাধারস্তদায়াহি লিপ্যতে
ন তু পাতকৈঃ ॥ ৪৯ ॥ নিবেদনান্নমস্ত্যপি মূর্তিীশশ্চ
বর্ততে । পাবনং তদপি প্রোক্তমুচ্ছিষ্টাং বিমোচ-
কম্ ॥ ৫০ ॥ ভুঙক্তে তত্রৈব ভগবান্ পশ্চাত্যস্তত্র
চক্ষুষা ॥ ৫১ ॥ পুরায়ং প্রার্থিতো দেবো যোগিভিঃ
পরিণিষ্ঠিতৈঃ । নিশ্চাল্যোচ্ছিষ্টভোগেন তব মায়াং
জয়েমহি ॥ ৫২ ॥ অনন্তস্তিমিতাক্ষাণামনায়াসেন
মুক্তিদঃ । শয়নাসনভোগাদৈব রমতেহত্র শ্রিয়া সহ ॥

কিন্তু ব্রাহ্মণগণের গতি একমাত্র হরি । ফলে,
পাপময় কলিযুগে একমাত্র ভগবান্ হরিই সকলের
নিস্তারের উপায়, এজন্ত শালগ্রামাদিক্ষেত্রে তাঁহা-
কেই স্মরণ ও তাঁহারই মহিমা কীর্তন করা বিধেয় ।
পরমাত্মার বাসভবনস্বরূপ পুণ্যক্ষেত্র সেই নীলাচলে
সকলের জীবনস্বরূপ শঙ্খচক্রগদাধর ভগবান্ হরি,
জনগণের উপকারার্থ এবং সতত সমধিক পাপাচারী
ব্যক্তিগণের কলিকল্মষ-বিনাশার্থ দারুময়ী মূর্তিতে
বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন, স্তুতি ও
তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিলেই সকলে মুক্তিলাভ
করিয়া থাকে । সুরেশ্বর জগন্নাথ দেবের
উচ্ছিষ্টাঙ্গে যাহার কলেবর পরিব্যাপ্ত হয়, তাহার
তদেহাশ্রিত আত্মা কোন প্রকার পাতকেই লিপ্ত
হয় না । উক্ত নিবেদনান্ন, পরমেশ্বর হরির অপর
মূর্তিস্বরূপ, এজন্ত ভগবানের এই উচ্ছিষ্টাঙ্গ
সকলেরই পবিত্রতাজনক ও মুক্তিপ্রদ বলিয়া উক্ত
আছে । মুনিগণ! উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই
ভগবান্ সাক্ষাৎ ভোজন করেন, আর অজ্ঞ
কেবল ভক্তদত্ত নৈবেদ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া
থাকেন, জানিবেন । পরম নিষ্ঠাবান্ যোগিগণ,
পূর্বে এই জগন্নাথ দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা
করিয়াছিলেন যে, নাথ! আমরা যেন আপনার
নিশ্চাল্য ও উচ্ছিষ্ট উপভোগেই আপনার মায়াকে
জয় করিতে পারি । মুক্তিলাভ বাসনায় বাহাদিগকে
যোগসাধনে অনন্তকাল হিরনেত্র অবস্থান করিতে
হইত, সেই সকল যোগিগণের অনায়াসে মুক্তিপ্রদ

চরিত্রার্থমিতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ । ৬৭ । পুরাণস্তায়-
মীমাংসা-ধর্মশাস্ত্রাধর্মমিথিতাঃ । বেদাঃ স্থানানি
বিদ্যায়াঃ ধর্মশাস্ত্র চ চতুর্দশ ॥ ৬৮ ॥ তন্ত ধর্মশাস্ত্র রক্ষার্থ-
মবতারো যুগে যুগে । তা উল্লঙ্ঘ্য বর্তমানস্তব জ্যোহ-
করো ঐবম্ ॥ ৬৯ ॥ অহঙ্ক দেবদেবেশ কর্ণাণা মনসা
গিরা । ধর্মশাস্ত্রমতিক্রম্য ন বর্তেহপ্যর্থকাময়োঃ ॥ ৭১ ॥
অনেকজন্মসাহস্রৈঃ সঞ্চিতং পাপসঞ্চয়ম্ । দক্ষমজ্রা-
গতো দেব স্বদর্শনদবাগিনা ॥ ৭২ ॥ কোহপরাধঃ
কতো দেব স্বচ্ছাত্রপথবর্তিনা । সর্বাঙ্গঃ বাধতে
যস্যাহংগো ব্যাধিরহেতুকঃ ॥ ৭৩ ॥ জ্ঞানতোহজ্ঞানতো
বাপি স্বপাদসরসীকৃৎ । কতোহপরাধো যো দেব
তং কমন্ কৃপাযুধে ॥ ৭৪ ॥ ভূমৌ স্থলিতপাদানাং
ভূমিরেবাবলম্বনম্ । অগ্নি জাতাপরাধানাং ত্বমেব
কমতাং প্রভো । -তবাপরাধজং পাপং ত্বমেব
চ কমন্ মে । বহিস্তপাতো নন্তেবহিস্তপজো

বাক্য এবং শাস্ত্রার্থমুসারে এইরূপই ত নিগীত
হইয়াছে যে, উক্ত চতুর্দশ বিদ্যাযুসারেই সকলের
ধর্ম্যাচরণ করা কর্তব্য । অখিল বিদ্যানগণই স্বীকার
করেন যে, পুরাণ, জ্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র এবং
সমস্ত চতুর্দশ এই চতুর্দশবিধ শাস্ত্রই অখিল
বিদ্যা ও ধর্মের আকার, আপনিও ত ঐ ধর্ম-
রক্ষার্থই যুগে যুগে অবতার করিয়া থাকেন ; সুতরাং
যে ব্যক্তি উক্ত শাস্ত্রনিচয়ের মত উল্লঙ্ঘনপূর্বক
কার্যাচরণ করে, সে-ই আপনার অনিষ্টকারী সন্দেহ
নাই, কিন্তু হে দেবেশ ! আমি ত কখন কি কর্ণ,
কি মানস ও কি বাক্য দ্বারা ধর্মশাস্ত্রকে অতিক্রম-
পূর্বক অর্থ-কাম-সাধনে প্রবৃত্ত নই । দেব ! আমি
যে ভবদীয় দর্শনরূপ দাবানলে বহুসহস্রজন্ম-সঞ্চিত
পাপরাশিকে দহ করিবার নিমিত্তই এইস্থানে আগমন
করিয়াছি, কিন্তু দেব ! জানি না, আপনারই শাস্ত্র-
পথের অমুসারী হইয়া কি অপরাধ করিয়াছি, তজ্জন্ত
ভীষণ শীড়া উপস্থিত হইয়া আমার সর্বাঙ্গে নিতান্ত
ক্লেশ দিতেছে । আপনার নিকট অপরাধ তিন এ
শীড়ার অপর ত কোনই হেতুই দেখিতেছি না ।
যাহাই হউক হে দেব, কৃপাযুধে ! জ্ঞানতঃ বা
অজ্ঞানতঃ আপনার পাদপদ্মে যে অপরাধ করিয়াছি,
তাঁহা ক্ষমা করুন । প্রভো ! ভূমিতে যাহাদিগের
পাদাঙ্ঘ্রম হয়, ভূমিই যেমন তাহাদিগের অবলম্বন
হইয়া থাকে, সেইরূপ আপনার প্রতি কৃতাপরাধ
ব্যক্তিদিগের আপনিই ত রক্ষকর্তা । হে প্রভো !
আপনার নিকট অপরাধসমিত আমার যে কতক

ত্রণঃ ॥ ৭৬ ॥ তদিমাং তুর্দশাং দেব প্রাশঙ্ক্যেদ-
বীজজাম্ । লীলাপাঙ্গেন শময় অপবর্গৈকহেতুনা ॥
৭৭ ॥ মামুদর জগন্নাথ পতিতঃ শোকসাগরে ।
তদর্শনপথঃ যাতঃ কিম্ শোচ্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৭৮ ॥
নিসর্গকরণাক্রোধে যন্তদৃষ্টিপথঃ গতঃ । সাত্ত্বানন্দাক্তি-
সম্মগ্নো ন শোচতি ন কাঙ্কতি ॥ ৭৯ ॥ নান্নভাগ্যো
হহং দেব ত্বামজ্ঞাৎ স্বচক্ষুবা । অপবর্গান্তরায়ো মে
ঐবমেবা বিভীষিকা ॥ ৮০ ॥ তৎ প্রসীদ জগন্নাথ
সেবকং জাহি মাং প্রভো । সেব্য-সেবকসদ্বন্ধাদপ-
রাধঃ কমন্ মে ॥ ৮১ ॥ ইতি স্তবাস্তে তস্তাত্ত
দেহপীড়াগমৎ তদা । দদর্শ সৌহৃদ গোবিন্দং নুহরিং
ভক্তবৎসলম্ ॥ ৮২ ॥ দিব্যসিংহাসনারুঢ়ঃ দিব্যাল-
ঙ্কারভূষিতম্ । আদদানঃ শ্রিয়া দত্তং পরমানং
করাযুজে ॥ ৮৩ ॥ গ্রাসাবশেষং পাত্রেষু কিপস্তত্

পাপ হইয়াছে, তাহা আপনিই ক্ষমা করুন ; দেখুন
অগ্নিসম্মাপজনিত ত্রণ, অগ্নিসম্মাপেই প্রশমিত
হইয়া থাকে ॥ ৭৬—৭৮ ॥ হে দেব ! অতএব মদীয়
প্রারকপাপনিচয়রূপ-বীজজাত এই তুর্দশাকে আপনি
ভক্তগণের অপবর্গ-লাভের প্রধান হেতুভূত লীলা-
পাঙ্গ-দর্শনে প্রশমিত করিয়া দিন । হে জগন্নাথ !
সম্প্রতি একান্ত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি,
অতএব আমাকে উদ্ধার করুন ; নাথ ! যে মানব,
আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহার কি এরূপ
শোচনীয় দশাপ্রাপ্ত হওয়া উচিত ? প্রভো ! আপনি
যে স্বভাবতঃ করুণার সাগর, অতএব যে ব্যক্তি
ভবদীয় দৃষ্টিপথে উপস্থিত হয়, সে যে সাত্ত্বানন্দময়
সাগরে ভাসমান হইতে থাকে, তাহার যে আর
কোন প্রকারেই শোক করিতে হয় না, সে যে আর
কোন পার্থিব বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা করে না । নাথ !
আমি যে স্বচক্ষে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইহা
ত আমার অল্প ভাগ্যের ফল নহে । নিশ্চয় এই
বিভীষিকা আমার অপবর্গ লাভের অন্তরায়রূপ ;
অতএব হে জগন্নাথ ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ।
প্রভো ! এই সেবককে পুরিষ্কাণ করুন, নাথ !
আপনি সেব্য ও আমি সেবক, উক্ত সেব্য-সেবক
সদ্বন্ধামুসারেই আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ।
মুনিগণ ! এইরূপ স্তবাস্তে সেই দ্বিজবরের দেহক্লেশ
তৎকণাৎ উপশমিত হইল এবং তিনি ভক্তবৎসল
ভগবান্ নৃসিংহদেবকে সাক্ষাৎকার করিলেন ।
হেথিলেন, তিনি দিব্য সিংহাসনে আরুঢ় ও দিব্যা-
লঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বীয় করকমলে কমলাগ্ৰনত

স্বপ্নমুখঃ ৬ বাবকঃ বসন্তাতঃ তাবদন্তঃ সবারম্ ।
বিলাসসমিতাপাঙ্গ-দৃষ্ট্য লক্ষ্যাপবর্জিতম্ ॥ ৮৪ ॥
তঃ দৃষ্টা বিস্ময়াপন্নঃ শান্তিলাঃ স বিজ্ঞোক্তমঃ ।
সম্ভারান্নকৃতং দ্রোহঃ নৈবেদ্যাদগণোখিতম্ ॥ ৮৫ ॥
কাহং প্রাদেশিকোহপ্রাজঃ নদজ্ঞাননিধির্ভবান ।
ক ভং মহদহঙ্কার-ভূততর-বিসর্জকঃ ॥ ৮৬ ॥ স্বপ্না-
মুচমনসো জানীমঃ কথমীশ তে । নিরঙ্কুশামনির্বাচ্যা-
মিচ্ছাঃ সৃষ্টিলয়ানিকাম্ ৮৭ ॥ ইতি স্বপ্নঃ
নৃহরিস্তেনৈবোচ্ছিষ্টপানিঃ ॥ আসিষেচ গ্রাসশেষা-
স্তান্ সর্বাঙ্গে বিজ্ঞোক্তমঃ ॥ ৮৮ ॥ তৈঃ সিক্তো
ব্রাহ্মণঃ সদ্যঃ সুধাসেকোপমৈর্মুদা । বভৌ দিব্য-
বপুঃ শ্রীমান জীবনুজ্ঞো যথা মুনিঃ ॥ ৮৯ ॥ নহিমানন্ত
ভক্তেভ্য তক্তা এব বিজ্ঞানতে । মহতীং সৃতিপীড়াং
তু বহু্যা নানুভবেৎ কচিৎ ॥ ৯০ ॥ ইত্যাদীর্ঘা স্বপ্ন
পাত্তাহুচ্ছিষ্টঃ পরমাত্মনঃ । ভুক্তা কৃতার্গমাত্মানং

পরমাত্ম গ্রহণপূর্বক বাবাব ভুক্তাবশেষ বহুল
পাত্রে নিক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ দেবী কমলা
সহাস্তবদনে বিলাসপূর্ণ কটাক্ষপাত সহকায়ে
তাঁহার হস্তে যে কিছু বস্তু প্রদান করিতেছেন,
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ভোজন করিতেছেন,
তপোধনগণ! সেই বিজবব শান্তিলা, তাহা
নৃসিংহদেবকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন
হইলেন এবং মহাপ্রসাদ গ্রহণ না করায় আপনাব
যে অপরাধ হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন ।
তখন তিনি পুনরায় এইরূপ স্বপ্ন করিতে লাগিলেন
যে, দেব! এই বিদেশাগত জ্ঞানহীন আমিই বা
কোথায় আর মহদহঙ্কারাদিভূততরের অতীত সর্ব-
জ্ঞাননিধি আপনিই বা কোথায়? অতএব হে ঈশ ।
ভবদীয় মায়ায় মুচমতি আমরা, কিপ্রকারে আপনাব
সৃষ্টিলয়ানিকা অনির্কচনৌয়া স্বপ্রধানা ইচ্ছার বিষয়
জানিতে পারিব? মুনিগণ! সেই বিজবব, এইরূপ
স্বপ্ন করিতে থাকিলে ভগবান নৃসিংহদেব, সেই
উচ্ছিষ্টহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গে ভুক্তাবশেষসকল বিলে-
পন করিয়া দিলেন ৮ তখন সেই ব্রাহ্মণ অমৃতসেকো-
পম সেই উচ্ছিষ্টসেচনে সিক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ
জীবনুজ্ঞ মুনির জায় পরম সৌন্দর্য্যসম্পন্ন দিব্য
শরীরে সানন্দে শোভমান হইতে লাগিলেন ।
অনন্তর সেই বিজসত্তম নক্যা রমণী যেমন প্রবল
প্রসবয়েকনা কদাচ অল্পভব করিতে পারে না,
সেইরূপ ভক্তগণই ভক্তির মহিমা অবগত আছেন;
অতঃপর কথমীশ তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে ।

সেই স বিজপুস্তকঃ ॥ ৯১ ॥ সার্বভৌমঃ স্বপ্নশান্তঃ
কেহাঃ স্মিন্ন বিচার্যতে । অহং তু পরমো ধর্মো যো
দেহে প্রবর্তিতঃ ॥ ৯২ ॥ আচারপ্রভবো ধর্মো
ধর্ম্য প্রভুরচ্যুতঃ । ইথং সন্ধিস্থয়ন্ বিপ্রা
কুটুহঃ স্ত শেবকম্ ॥ ৯৩ ॥ আজহাব স্বয়ং দৃষ্ট্য
ধ্যানভ ১ প চ । প্রবৃক্ষিত্যমাস স্বপ্নং তং
বিস্মিতা ॥ ৯৪ ॥ অযমেব মম দ্রোহো
হবজ্ঞাসিষ্য যম্ । নৈবেদ্যাশনমাত্মাত্মজ্ঞানম
পরমাত্মতম্ ॥ ৯৫ ॥ চতুর্দশদ্বীপপতিব্রজা যজ্ঞ
পদাঙ্কজম্ । ধর্ম্যদ্রবেণ প্রক্ষাল্য অপুনাৎ স্ব
তদধুনা ॥ ৯৬ ॥ যমর্চযন্তি শক্রাদ্যা দিব্যভাবৈ-
রহুতমৈঃ । স মাহুযকৃতঃ ভুক্তো কেক্রে-
হস্মিন্নহদভুতম্ ॥ ৯৭ ॥ ইত্যাদির্ঘ্যপবস্তেন স্বপ্ন-
লকেন বৈ বিজাঃ । নৈবেদ্যেন কুটুহঃ স্বঃ মার্জ্জয়া-

এইরূপ বলিয়া স্বপ্ন পাত্র হইতে পবিত্রা নৃসিংহ-
দেবেব উচ্ছিষ্টার গ্রহণপূর্বক ভোজনা তু আপনাকে
কৃতার্থ মনে করিলেন এত মনে মনে বিবেচনা করি-
লেন এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সাবাবণ-ধর্ম্মশাস্ত্র-
সাবে বিচার করা কর্তব্য নহে । বস্তুতঃ এখানে
সাক্ষাৎ দেব জনাধন, যেকপ ধর্ম্ম প্রবর্তিত করিয়া-
ছেন, তাহাই পরমধর্ম্ম, কাবণ, ধর্ম্ম যেমন আচারের
প্রভু, সেইরূপ ভগবান নারায়ণই ধর্ম্মের প্রভু ।
সেই বিপ্রবব, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করত
পবিত্রনগণেব নিমিত্ত স্বয়ং স্বীয় মুষ্টিতে অব-
শিষ্ট মহাপ্রসাদ ধারণপূর্বক যেমন লইয়া যাইতে
উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ হইল ।
তখন প্রবৃক্ষ হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ে
সেই স্বপ্ন-বিষয়ক চিন্তা করিতে লাগিলেন ।
তৎকালে তিনি এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে,
আমি পরমাত্ম নৈবেদ্য-মাহাত্ম্য না জানিয়া যে
ভগবানকে অবজ্ঞা করিয়াছি, ইহাই আমার
যৎপরনাস্তি অপরাধ হইয়াছে ১৭৭—১৮১ চতুর্দশ
দ্বীপপতি ভগবান ব্রজা, ধর্ম্মদ্রবময় জলে বাহার
চরণকমল প্রক্ষালনপূর্বক তজ্জলে আপনাকে
পবিত্র করিয়াছেন, শক্রাদি দেবগণ অত্যাশ্রম
দিব্যভাবে নিরন্তর বাহাকে অর্চনা করিয়া
থাকেন; সেই ভগবান নারায়ণ যে এই পুরু-
ষোত্তমক্ষেত্রে মাহুযকৃত অন্নাদি ভোজন করি-
তেছেন, ইহাই পরম আশ্চর্য্যের বিষয় । বিজ-
গণ! সেই বিজবব সেই স্বপ্নলব মহাপ্রসাদে
কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যাক্রিত হইয়া সানন্দে সেই দেব-

পূর্ণ সাধনম্ ১৮। ততঃ সৰ্বৈ নীলজন্তে ব-
বাক্যাদৃষ্টমনিমঃ। পুনঃস্বয়ং মন্তমানাঃ শশংসুঃ
ক্ষেত্রমুত্তমম্ ১৯। নাস্ত্যস্ত সদৃশং ক্ষেত্রং সন্ত-
দীপাবনীতলে। যত্র যোচ্ছিষ্টদানেন পাপান্যোচয়তে
নরান ১০০। পুরুষোত্তমসাদৃশ্যং ক্ষেত্রং পবম
তুল্যতম্। যত্র স্বর্গশ্চ ভোগশ্চ মুক্তিচৈব কবে
হিতা ১০১। শ্রান্তানাং ভবকাস্তাবে ভাগ্যাদয়
সমীযুষাম্। নানাভোগোপভৃগুনাং মুক্তিমার্গঃ সুখং
ভবেৎ ১০২। ইথ তে হর্ষমাপরাঃ প্রলপন্তঃ
পবম্পবম্। যথেষ্টং ভোজয়ামাসু বহোভুক্তং নিবে-
দিতম্ ১০৩। ততস্মৈ নিম্নালা বিপ্রাস্তরুণাদিত্য-
বর্চসঃ। দেবা ইব বহুঃ। সর্বে নিম্পাপা বিগত-
জবাঃ ১০৪। নৈবেদ্যশনমাহাংগ্যং কবিতং ভো
দ্বিজোত্তমাঃ। অহাশি মহতং পাপান্যচ্যতে পাপ
কন্দম্ ১০৫। নিম্নালাগ্রহণস্তাস্মা ফলং বক্তু ন

নৈবেদ্যাদি দ্বারা স্বীয় পবিত্রজনগণকে মাজ্জন
কবিলেন। অন্যন্তব সকলেই নীলবোণ ও পুন-
রায় বাঁধশক্তিতে হস্তান্তকরণ হইয়া আপনা
দিগেব যেন পুনরুন্ময় হইয়া বোধে, সেই অদ্ভু-
তম ক্ষেত্রেব এইরূপ প্রশংসা করিতে আরম্ভ
কবিলেন। যে স্থানে ভগবান স্বীয় উচ্ছিষ্টদানে
পাপী মানবগণকে এইরূপে মুক্ত কবিত্তেছেন,
সপ্তদীপসমাবৃত্ত অবনীতলে সেই পুরুষোত্তম
ক্ষেত্র-সদৃশ পুণ্যক্ষেত্র আব নাই। ফলকথা,
যে স্থানে স্বর্গ, ভোগ ও মুক্তি কবতলগত,
সেই পুরুষোত্তমসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র যে পবম
তুল্যতম, তাহাতে আব সন্দেহ কি আছে? যে
সকল ব্যক্তি বাবংবাব ভবকাস্তাবে ভ্রমণ জন্ত
শ্রান্ত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
উপস্থিত হয়, তাহাদিগেব নানাপ্রকার ভোগ্য
বস্তু উপভোগে তৃপ্তিলাভান্তে মুক্তিমার্গ সুখগম্য
হইয়া থাকে। তাহাব, সানন্দচিত্তে পরম্পর
এইরূপ কথোপকথন কবিত্তে কবিত্তে পবম্পব
পরম্পরকে যথেষ্ট মহাপ্রসাদ ভোজন কবাইতে
লাগিল। বিপ্রগণ। অতঃপর তাহাবা, নিম্পাপ
সর্বক্লেশবিহীন ও তরুণাদিত্যবৎ সুবিমল দেহ-
প্রভাসম্পন্ন হইয়া দেবগণেব স্তায় শোভমান
হইতে থাকিল। হে দ্বিজোত্তমগণ আপনাদিগের
মিকট এই যে জগদ্রাধদেবেব নৈবেদ্য ভোজনেব
মাহাত্ম্যবিস্তার ব্যক্ত করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে
মহাপাপীও মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। সাক্ষাৎ

শ্রীমুখঃ। সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপেণ বিদিতঃ কপুৰা হি
যৎ ১০৬। পুণ্ড্রচন্দনমালাদি বর্জিতকপুৰোত্তমৈঃ।
অপনীতঃ যথাকালে নিম্নালাং তৎ প্রকীৰ্ত্তিতম্।
ধারণং শিবস্যা তন্ত তেনাঙ্গে বাপি মার্জ্জনম্। সাক্ষি-
ত্রিকোটীতীর্থানামভিষেকফলপ্রদম্ ১০৮। তত-
পাদ গুরুতরাদিপাতকৌলবিনাশনম্। লেপ্যা মুক্তি-
বিধি বিবেচ্যেত্তেভ্যো লেপ উত্তমঃ। শ্রীখণ্ডগুরু-
কপূর্বকপুৰীকুসুমাদিভিঃ। পিষ্টলেপঃ স্নেহেন
চন্দনাঙ্কুরদারুণা ১১০। শরীরে বাসুদেবস্ত
ইন্দ্রিয়য়েন কবিতঃ। প্রত্যহং ভো দ্বিজশ্রেষ্ঠা
বর্ষান্তে চাপনীয়তে ১১১। লেপ্যানাং লেপ-
নিম্নোকে দর্শনং ন প্রপণ্ডতে। অন্তবা চেৎপতে-
লেপঃ পিষ্ট লিম্পেৎ পুনশ্চ তম্ ১১২। নাস্ত-
লেপঃ প্রশস্তো হি স বিবেচ্যেত্তমসমতঃ। অষ্টে-
বোদাস্তবস্ত্যমমিতিহাস পুরাতনম্ ১১৩ চন্দ-
ন দশবাবং তং দৃষ্টা দেবং পুবা কিল। সৌগন্ধ্যা-

বস্তুরূপ ভগবান গাহা স্বী। কলেবরে লেপন কবেন,
অমবা সেই নিম্নালা গ্রহণেব প্রকৃত ফল কখনই
বলিতে সমর্থ নহি। ১০৬-১০৭। মুনিগণ। ভগবদঙ্গে
পুণ্ড্র, চন্দন ও মালাদি যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা যথা-
কালে অঙ্গ হইতে অপনীত হইলে, তাহাকে মনীষিগণ
নিম্নালা বলিয়া থাকেন। উক্ত নিম্নালা, মস্তকে
বাধণ বা অঙ্গে মার্জ্জন কবিলে, সাক্ষিত্রিকোটী তীর্থে
আভিষেকজন্ত যে ফল হয়, তাদৃশ ফলই প্রদান
কবে। উল্লিখিত নিম্নালা-ভোজনে গুরুতরগম-
নাদি অগল পাতক ও বিনষ্ট হয়, উহা ভগবান বিষ্ণুব
লেপনযোগ্য মুক্তিবিষেব, এজন্ত উহা অপবেব
অঙ্গে লেপন কবাও উত্তম কার্য্য, জানিবেন।
দ্বিজববগণ। পূর্বে ইন্দ্রহাস যেরূপ করিয়াছিলেন,
সেই নিয়মামুসাৰে প্রত্যহ ভগবানেব শরীরে
শ্রীখণ্ড, কপূর্ব, অঙ্কুর, কপুৰী ও কুসুমাদিসমাবৃত্ত
চন্দনদ্রবেব সহিত পিষ্টলেপ প্রদত্ত এবং বর্ষান্তে
অপনীত হইয়া থাকে। ভগবানেব অঙ্গ হইতে
যে সময়ে লেপনদ্রব্য অপনীত হয়, তৎকালে দর্শন
প্রশস্ত নহে। বৎসরেব মধ্যেই যদি কোন কাৰণে
লেপনদ্রব্য পতিত হয়, তবে তৎকালেই পুনরায়
পিষ্ট-লেপন কবিত্তে হইবে। অন্তপ্রকার লেপন
প্রশস্ত নহে। উক্ত প্রকার পিষ্টলেপ বিষ্ণুব অঙ্গ-
রূপ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। পুরাবিদগণ, এই
বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস বলিয়া থাকেন, বলি
গুহম। পুরাকালে একদা কোন যুটমতি রাজা-

জ্যোত্স্নাস নৃপপুত্রঃ স মূঢ়বীঃ ॥ ১১৪ ॥ তন্ত
 ক্রীড়ো নিযুক্তঃ আকৃষ্যাক্ষাৎ প্রলেপনম্ । দদৌ
 নৃপকুমারায় স লিলিপে হৃদি স্বকে ॥ ১১৫ ॥ তাবৎ-
 প্রদেশঃ কুষ্ঠঃ বৈ বেতঃ তন্ত্ৰাভবৎ কণাৎ । স
 আসীৎ কুষ্ঠপাণিঃ তস্মৈ যো দত্তবান্ কিল ॥ ১১৬ ॥
 ভতো বর্ষাবধিস্থায়ী লেপঃ পুণ্যতমঃ স্মৃতঃ ।
 নির্মাল্যানাং প্রধানঃ তদ্ব্রাণাদংহোবিনাশনম্ ॥
 ১১৭ ॥ পুরা দমনকং দৈত্যং সমুদ্রোদকচারিণম্ ।
 বাহিতারং জনানাং বৈ মায়াবলপরাক্রমম্ ॥ ১১৮ ॥
 ভগবানপি মায়াবী পিতামহনিদেশতঃ । মৎস্তাব-
 তারেণ বিহুঃ প্রবিষ্ট বক্রণালয়ম্ । অবিষ্যাকৃষ্য
 বেলায়াং নিলিপেষ মহীতলে ॥ ১১৯ ॥ মধৌ
 ভূতচতুর্দশাং স হতো দানবোত্তমঃ । ভগবৎকর-
 সম্পর্কায় সুগন্ধিরভবত্বণম্ ॥ ১২০ ॥ তন্ত্ৰেব নারায়ণ

কুমার, ভগবানকে চন্দনচর্চিত দেখিয়া সেই চন্দনের
 অসামান্য সঙ্গত হেতু নিজাঙ্গে তাহা লেপনার্থ
 লোভ প্রকাশ করেন। পরে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত
 কোন ব্যক্তি, সেই নৃপনন্দনের সন্তোষার্থ ভগবানের
 অঙ্গ হইতে সেই বিলেপন উত্তোলনপূর্বক রাজ-
 কুমারকে অর্পণ করিলে, রাজনন্দনও তাহা স্বীয়
 বক্ষঃস্থলে লেপন করেন, কিন্তু তৎকণাৎ যাবৎ
 স্থানে তাহা বিলেপিত হইয়াছিল, তাবৎস্থান বেত-
 কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয় এবং যে ব্যক্তি রাজপুত্রকে
 তাহা অর্পণ করিয়াছিল, তাহার হস্তও তৎকণাৎ
 কুষ্ঠব্যাধি প্রকাশ পায়। সেই জন্তই সেই পবিত্র-
 তম লেপন একবৎসর কাল ভগবানের অঙ্গে
 রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত বিলেপন অপ-
 রাপর সমুদয় নির্মাল্যের মধ্যে প্রধান, উহার
 আশ্রয়মাত্র সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়। মুনিগণ।
 অপর এক বিষয় বলি শুনুন, পূর্বকালে দমনক
 নামে কোন দৈত্য ছিল। সে সতত সমুদ্রজলে
 বিচরণ করিত। সে মায়াবলে অতীব পরাক্রম-
 শালী ছিল এবং সর্বদা সাধারণ জনগণকেই
 শাসিত করিত। অনন্তর ব্রহ্মার প্রার্থনা-
 ক্রমে মায়াবী ভগবানও মৎস্তাবতার মূর্তিতে
 সাগর-মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহু অবস্থাপাশ্বে সেই
 দৈত্যদমনকে, সমুদ্র-তীরে আকর্ষণ করিয়া মহী-
 তলে সম্যকরূপে লেপন করেন। সেই দানববর
 ভগবানের কৃপাচক্ষুতে এইরূপে নিহত হইয়া
 ভগবানের কর-স্পর্শ হেতু তৎকণাৎ এক প্রকার
 সুগন্ধি কলম হইয়া উঠিল। তদনন্তর ভগবান

তং সমাগৃহ্য গ্রাহ্যমানসঃ । মালাং কৃষ্য
 হৃৎপ্রদেশে মিলিতাং বনমালায়া ॥ ১২১ ॥ অচিহ্নতন্ত
 গন্ধং যাবদ্বৎ চিরস্থিতম্ । তন্ত্ৰাপি গন্ধঃ সর্বেষাং
 পুষ্পাণাং সৌরভাপহঃ ॥ ১২২ ॥ বর্ণতঃ ভগবদ্বর্জিতলো-
 হভূৎ স তু শোভনঃ ॥ ১২৩ ॥ তন্ত্ৰ মালা ভগবতঃ
 পরমপ্রীতিকারিণী । শুক্ল পর্ষ্যমিতা বাপি ন কুষ্ঠা
 ভবতি কচিৎ ॥ ১২৪ ॥ তন্ত্ৰ সুগন্ধিতাং মালাং
 দধা দমনকারয়ে। উৎপাদয়েন্নহাশ্রীতিং বিকোষা
 মুক্তিদায়িনী ॥ ১২৫ ॥ অঙ্গাপকৃষ্টাং তাং মালাং
 ভক্ত্যা যো ধারয়েন্নরঃ । অশ্বমেধসহস্রশ্চ কলং
 প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১২৬ ॥ তুলসীকলিতাং মালাং
 বিকোষরঙ্গাপকর্ষিতাম্ । ধারয়েন্নৃক্কি কঠে চ মুক্তো
 যাবদ্বৎসেহুবি । অসংখ্যবাজিমেষু কলমব্যগ্রমমুতে ॥
 ১২৭ ॥ নির্মাল্যতুলসীপত্রা যাবদ্বৎসেহুবি হরেঃ ।
 তাবজ্জন্মসহস্রশ্চ বিকুলোকে মহীয়তে ॥ ১২৮ ॥
 হরেন্নৈবেদ্যমন্নঞ্চ তুলসীদলমিচ্ছিতম্ । প্রতিগ্রাসং

আশ্চর্য্যাবিত হইয়া তাহাকে সুগন্ধিত্ব নামেই
 সাধারণে গ্রহণপূর্বক মালা করিয়া বনমালার সহিত
 হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং তাহার তাদৃশ গন্ধের
 বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কলে যাবদ্বৎসেই
 সেই গন্ধত্বের সহিত বহুক্ষণ অবস্থিত থাকে,
 তাহার গন্ধও সমুদয় পুষ্পের সৌরভকে পরাজয়
 করিয়া থাকে। তাহার বর্ণও ভগবানের মূর্তির
 স্তায় অতি সুন্দর। ১০৭—১২৩। তজ্জন্ম, উক্ত
 গন্ধত্বের মালা ভগবানের পরম প্রীতিকর। তাহা
 শুক বা পর্ষ্যমিত হইলেও কদাচ দূষিত হয় না।
 অতএব, দমনকারী ভগবানকে উক্ত গন্ধত্বের
 সুন্দররূপে গ্রহিত মালাদামে তাহার মুক্তিদায়িনী
 মহতী প্রীতি সাধন করা সকলেরই কর্তব্য। যে
 মানব, ভগবানের অঙ্গ হইতে অপনীত উক্ত মালা
 ভক্তিসহকারে ধারণ করে, সে নিঃসন্দেহ সহস্র
 অশ্বমেধ যজ্ঞের কলভাগী হইয়া থাকে। এইরূপ
 বিষ্ণুর অঙ্গ হইতে অপসারিত তুলসীমালা মস্তক
 বা কণ্ঠদেশে ধারণ করিবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি
 যাবৎকাল কুতলে বাস করিবে, তাবৎকাল জীব-
 যুক্ত হইয়া থাকিবে এবং সে অসংখ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের
 অত্যুত্তম কল লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। মানব-
 গণ, ভগবান করির যাবৎসংখ্যক নির্মাল্য তুলসী-
 পত্র ভক্ত্য করে, তাবৎপরিমিত সহস্র-জন্ম বিষ্ণু-
 লোকে পুণ্ডিত হইয়া থাকে। ভগবান করির
 তুলসীপত্রমিচ্ছিত নৈবেদ্যের ভোজনে প্রতিদিনই

সোমপানকলং তৎসমমুত্তে । যাবজ্জীবন্ত ভুজানো
এবং মোক্ষমবাধুয়াৎ ॥ ১২৯ ॥ অর্ঘ্যশেষোদকং
বিষ্ণোস্তথাচামনোদকম্ । পানোদকং স্নানবারি
প্রত্যেকং পাপনাশনম্ । সর্বতীর্থাভিষেকাণাং
কলং গ্রহনাশনম্ । অনস্মীপাপরক্ষোঃ ভূত-
বেতালনাশনম্ ॥ ১৩১ ॥ শবাদ্যমেধ্যসংস্পর্শদোষ-
নাশনমুত্তমম্ । সর্বদীক্ষাত্রতকলপ্রদমৈশ্বর্যবর্দ্ধনম্ ॥
১৩২ ॥ অকালমৃত্যুহরণং ব্যাধিব্যাহনিবর্হণম্ ।
সুত্রাগোমাংসভক্ষাদিপাপসজ্জবিনাশনম্ ॥ ১৩৩ ॥
এতৈরাপ্নুতদেহস্ত শৃণুয়াৎ যদি শ্রুতকম্ । নার্শোচং
বর্ত্ততে তস্ত সর্বকর্মাধিকারিণঃ ॥ ১৩৪ ॥ যাবজ্জীবং
প্রতিজ্ঞায় যজ্ঞেতাশ্চেকমেব বা । গৃহীয়াৎ ভূরি বা
শ্রমঃ সূচ্যেদ্বিকুপ্রসাদ ॥ ১৩৫ ॥ এবং তত্র বসন্ত
দেবো লোকান্তগ্রহ ॥ ১৩৬ ॥ রমমাণঃ শ্রিয়া সার্ক-
মনায়াসবিমোচক ১৩৬ ॥ নির্মাণ্যাপাদানুবিবেদি-

ভারপানৈস্তদালোকনতৎপ্রণামৈঃ । পূজোপহারৈশ্চ
বিমুক্তিদাতা কেদ্রোত্তমেহম্মিন পুরুষোত্তমার্থো ॥ ১৩৭ ॥
ইতি শ্রীকান্দে ভগবতঃ প্রসাদ-নির্মাল্যাদিমাহাত্ম্য
কথনং নামাষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

একোনচত্রিংশ শোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । মূনে ব্রহ্মঃ ক্রতঃ হেতুমহাত্মাঃ
জগদীশিতুঃ । নির্মাণ্য প্রভৃতীনাঞ্চ যথাবদমুপূর্ষিণঃ ॥
১ ॥ শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মন্ যাজ্ঞান্তরকলানি বৈ ।
শৃণুতাং তবতো ক্রহি যথোদ্দেশঃ কৃতঃ পুরা ॥ ২ ॥
জৈমিনিক্রবাচ । সর্বথা বর্ত্ততে লোক-হিতায়
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ নানাশুণবিকারৈশ্চ নানারূপ-
বিচেষ্টিতৈঃ । নানাভাববিলাসেন বিজহার জগন্ময়ঃ ॥ ৪ ॥
অহঙ্কারং বিনা কস্য কলং নো বিজসন্তমাঃ । অহ-
ঙ্কারেণ বধ্যস্তে কারাগারে ভবান্নবে ॥ ৫ ॥ বুদ্ধ্যা-

সোমপানের সদৃশ ফুল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং
যাবজ্জীবন ঐরূপ ভোজন করিলে, নিশ্চয়ই মানব
মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ভগবান্ বিষ্ণুর কি
অর্ঘ্যশেষোদক, কি আচমনোদক, কি পানোদক ও
কি স্নানোচ্ছিষ্ট জল প্রত্যেকেই সর্ব পাপ-বিনাশক,
সর্বতীর্থাভিষেকের কলপ্রদ, গ্রহ-শাস্তিকর, অনস্মী
রাক্ষস ও ভূত-বেতালাদিনাশক, শবাদি অমেধ্য-
বস্ত্রসংস্পর্শজনিত দোষের সংহারক; সর্ববিধ
দীক্ষাত্রতাদির কলপ্রদ, ঐশ্বর্যবর্দ্ধক, অকালমৃত্যু-
নিবারক, ব্যাধিসমূহের শাস্তি-কারক, এবং সুত্রা
ও গোমুত্রাদি ভোজন জন্ত পাপনির্ঘের বিনাশ-
কারী ॥ ১২৪—১৩৩ ॥ উক্ত চতুর্বিধ জলে আর্জ-
দেহ থাকিতে যদি শ্রুতকান্দোচ শ্রবণ করে, তথাপি
তাহার অশৌচ হয় না; সে, পূর্ববৎ সর্বকর্মেই
অধিকারী থাকে । যে ব্যক্তি, প্রতিজ্ঞা-পূর্বক যাব-
জ্জীবন ঐ চতুর্বিধ কিংবা একবিধ জল, বহু বা শ্রম
পরিমাণে গ্রহণ করে, সে নিশ্চয়ই বিষ্ণুপ্রসাদে মুক্ত
হইয়া থাকে । মূনিগণ! জগন্নাথদেব, জনগণের
প্রীতি-অমুগ্রহ-প্রকাশবাসনার পুরুষোত্তমকেজ্ঞে
কমলার সহিত ক্রীড়া করত নিরন্তর অবস্থিত
থাকিয়া সকলকে এইরূপে অনায়াসে মুক্তি দান
করিতেছেন । হে তপোধনগণ! উক্ত পুরুষোত্তম-
নামক অতুত্তম পুণ্যকেজ্ঞে শ্রম ভগবান্ সন্তত
বিষ্ণুজ্ঞান দ্বাবিধা, যে তাঁহার নির্মাণ্য, পানোদক
বা সৈবের্য্য ভোজন করিতেছে, কিংবা যে

তাঁহাকে দর্শন বা প্রণাম করিতেছে, অথবা যে ব্যক্তি
তাঁহাকে পূজোপহার প্রদান করিতেছে, তাহাকেই
তুল্য মোক্ষপদ প্রদান করিতেছেন ॥ ১৩৪—১৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

মূনিগণ বলিলেন,—মূনে! আপনার নিকট ত
জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের নির্মাণ্য প্রভৃতির
মাহাত্ম্য আত্মপূর্বিক শ্রবণ করিলাম । ব্রহ্মন্!
একণে অস্তান্ত যাজ্ঞ সকলের কলের বিষয় শুনিতে
ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনি তদ্বিষয় এবং
পূর্বে যে উদ্দেশে ভগবান্ যাজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া-
ছিলেন, তদ্বিষয় যথার্থরূপে বর্ণন করুন; আমরা
শুনিবার জন্ত একান্তমনা রহিলাম । জৈমিনি
বলিলেন,—মূনিগণ! ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্বথা
অখিল লোকের হিতের নিমিত্তই নানাপ্রকার লীলা
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং তদন্তই
সেই জগন্ময় জগন্নাথদেব, নানা প্রকার শূণ-
বিকার, নানাপ্রকার রূপ ও চেষ্টায় এবং নানা
প্রকার ভাবে বিহার করেন । বিলম্বরগণ!
অহঙ্কার ভিন্ন কার্যকল জন্মে না, এবং অহঙ্কার-
বশেই জীবগণ ভবান্নবরণ কারাগারে বদ্ধ হইয়া

হকারযুক্ত যৎ কৰ্ম্মারভতে নরঃ। তন্ত বড়গুণ-
মাপ্নোতি কলঃ শুভমথাপরম্ ॥ ৬ ॥ বুদ্ধিঃ ত্রিবিধা
তেষাং গুণভেদেন ভাবিতা। তত্র যে সাত্বিকাঃ
সন্তঃ কলাবাস্তিপরাযুখাঃ। ভগবৎপ্রীত্যে কৰ্ম্ম
কুৰ্ব্বতে তে মুমুক্শবঃ ॥ ৭ ॥ পরন্তু স্পর্শয়া কীর্ত্ত্য
কলমুদিশ্চ বা পুনঃ। বহুপ্রয়াসব্যাসক্তা রাজসঃ
কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতে ॥ ৮ ॥ গতানুগতিকাস্য চ দৃষ্টার্থৈক-
পরায়ণাঃ। প্রসঙ্গাৎ কলমিচ্ছন্তি তামসঃ কৰ্ম্ম
কুৰ্ব্বতে ॥ ৯ ॥ সাত্বিকানাং জগন্নাথঃ সৰ্বদা সৰ্ব-
ভাবনঃ। ধ্যাতো দৃষ্টঃ স্মৃতো বাপি মুক্তিদাতা
ন সংশয়ঃ ॥ ১০ ॥ রাজসাত্ত্ব্যমস্যা যে বৈ মুঢ়া ক্ৰমাৎ
কলৈষণাঃ। উৎসবাদিকৃতং কৰ্ম্ম মন্ত্ৰেণ কল-
দায়ি তে ॥ ১১ ॥ সন্তুষ্ট বহবো বিপ্রা আরভন্তে-
হল্লকং বিধিম্। বহুলায়াসহুঃ যৎ কৰ্ম্ম তেষাং
কলপ্রদম্ ॥ ১২ ॥ ইতি মত্ৰা জগন্নাথস্তেবাম্ব-
রণায় বৈ। গতানুগতিমুচ্যনাং বিশ্বাসায় হুৱাঙ্ক-

ধাকে। অহংজ্ঞানযুক্ত মানব বুদ্ধিপূৰ্ব্বক যে কৰ্ম্ম
আচরণ করে, তাহারই শুভ বা অশুভ বড়গুণ
কল লাভ করিয়া থাকে। সত্বাদি গুণ-ভেদে মানব-
গণের ঐ বুদ্ধি ত্রিবিধ, তন্মধ্যে যাহাদিগের বুদ্ধি
সবগুণময়ী, সেই সকল সাত্বিক সাধুগণ, অল্প কৰ্ম্মের
অভিলাষী নন, কেবল মোক্ষপদই তাহাদিগের
প্রার্থনীয়, এজন্য তাঁহারা কেবল ভগবৎপ্রীত্যেই যে
কিছু কার্য্য করেন। যাহাদিগের বুদ্ধি রজোগুণে পূর্ণ,
সেই সকল ব্যক্তি, অস্ত্রের প্রতি স্পর্শ, কীর্ত্তি বা
অন্ত কোন কলের উদ্দেশে বহু প্রয়াসে রাজস-
কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন আর যাহারা কেবল
ঐহিক দৃষ্ট কলই আসক্ত, গতানুগতিক সেই সকল
তামস পুরুষগণ প্রসঙ্গাধীন কলকামনায় তামস-
কৰ্ম্মে প্রকৃত হয়। উল্লিখিত সাত্বিক ব্যক্তিগণ, যদি
সৰ্বভাবন ভগবান্ জগন্নাথদেবকে সৰ্বদা ধ্যান,
দর্শন বা স্মরণ রাখিতে পারে, তাহা হইলে
নিশ্চয়ই তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়া
থাকেন। কলাভিলাষী মুঢ়মতি রাজস ও তামস
পুরুষগণই কলপ্রদ উৎসবাদি কার্য্যকে সাতিশয়
মোহানীত করে। বিপ্রগণ। তাহারা অনেকে
মিসিয়া যে সামান্য কলদায়ক সামান্য কার্য্য আরম্ভ
করে, সেই কার্য্যে তাহাদিগের প্রকৃত প্রয়াস ও হুঃ
ভোগ করিতে হয়; এইরূপ বিবেচনা করিয়াই
সেই সকল গতানুগতিক মুঢ় মানবগণের উদ্ধার-
সাধন করিবার বিধি মুঢ়াভিলাষীরা বিশ্বাসের

নাম। যাত্রা এবং বিধা বিপ্রা বর্ষে বর্ষে প্রবর্তয়েৎ ॥
১৩ ॥ জন্মস্থানং মহাবেদ্যা উৎসবন্ত প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাযাত্রাভয়ং পুংসাং কীর্ত্তনাৎ পাপনাশনম্ ॥ ১৪ ॥
দর্শনং দক্ষিণামূর্ত্তেস্তথা চ শয়নোৎসবঃ। সৰ্ব-
পাপহরশাসাবুৎসবো দক্ষিণায়নৈ ॥ ১৫ ॥ অতঃ
পরং প্রবক্ষ্যামি পার্শ্বন্ত পরিবর্তনম্। শরিতস্ত
জগন্তর্জুঃ পরিবর্তয়িত্বপুঃ ॥ ১৬ ॥ নভস্ত বিমলে
পক্ষে সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে। বিকোঃ স্বাপগৃহ-
দ্বারং শনৈর্গতা প্রবিষ্টা চ ॥ ১৭ ॥ নমস্কৃত্য জগ-
ন্নাথং পর্য্যঙ্কে শায়িতং মুদা। অবঘট্য শনৈর্দ্বারং
পূজয়েৎপচারকৈঃ ॥ ১৮ ॥ প্রণম্য ভক্ত্যা তৎ-
পাদৌ শুভোপনিষদৈঃ স্তবন্। মন্ত্রক্ৰেমাৎ পঠন্
দেবং আপ্যয়েৎসুতরামুখম্ ॥ ১৯ ॥ দেবদেব জগন্নাথ
কল্পানাং পরিবর্তক। স্মরিত্যমিদং সৰ্বং যেন
স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ২০ ॥ যচ্ছাচেষ্টিতৈরেব জাগ্রৎ-
স্বপ্নসুবৃষ্টিভিঃ। জগদ্বিতায় স্মৃষ্টোহসি পার্শ্বেন
পরিবর্তয় ॥ ২১ ॥ পরিবর্তনকালোহয়ং জগতঃ

নিমিত্তই ভগবান্ জগন্নাথ দেব বর্ষে বর্ষে এবং বিধ
যাত্রাসকল প্রবর্তিত করিয়া থাকেন। ১-১৩।
মুনিগণ! আমি যে জন্মস্থান ও মহাবেদীমহোৎসবের
বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছি, উক্ত মহাযাত্রাভয়ের নাম
সংকীর্ত্তন করিলেই মানবগণের পাপনাশ হয় এবং
দক্ষিণ মূর্ত্তির দর্শন ও দক্ষিণায়নে যে শয়নোৎসবের
বিষয় বলিয়াছি, ঐ উৎসবও সৰ্বপাপবিনাশন
জানিবেন। মহর্ষিগণ! জগদীশ্বর জনার্দ্রন শয়নে
থাকিয়া যে সময়ে স্বীয় পার্শ্বদেশ পরিবর্তন করেন,
অতঃপর সেই পার্শ্বপরিবর্তন উৎসবের বিষয় বলি
শুন। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষে একাদশীতে ভগবান্
বিষ্ণুর শয়নগৃহদ্বারে মুহূর্ত্তাবে গমন ও প্রবেশপূর্ব্বক
সানন্দে সেই পর্য্যঙ্কশায়ী জগন্নাথ দেবকে নমস্কার
করিয়া ধীরভাবে শয্যাচার উদ্ঘাটনাতে যথোক্ত
উপচারসমূহ দ্বারা পূজা করিবে। পরে, ভক্তি-
সহকারে ভগবানের চরণকমলদ্বয়ে প্রণামপূর্ব্বক
শুভোপনিষদ্ দ্বারা স্তব করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করত
উত্তরান্ত সেই দেবকে স্নান করাইবে। হে দেব-
দেব জগন্নাথ! আপনি অখিল কলের পরিবর্তক এবং
আপনি যেচ্ছাকৃত জাগরণ, নিদ্রা ও সুষুপ্তি দ্বারা
স্বাবর-জঙ্গমময় এই নিখিল বিশ্বের নিরন্তর পরি-
বর্তন করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আপনি জগতের
বিত্তের নিমিত্তই শয়ান আছেন, এক্ষণে আপনার
পার্শ্বপরিবর্তনের সময় উপস্থিত, অতএব জগৎ

পালনায় চ। ভবাজয়ঃ শক্রোহপি ধ্বজে তিষ্ঠন
সমুৎসুকঃ ॥ ২২ ॥ জষ্টং তৎপাদকমলং বিনুৎসুকী
তজ্জলম্। মহীতলং প্রাবয়তি প্রজাপালনহেতু-
কম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং বিনয়াতোষ-
য়েত্ততঃ। ব্যজনৈশ্চামরৈশ্চৈব বীজয়েদমুকম্পকৃৎ ॥
২৪ ॥ সুগন্ধচন্দনৈরস্ত সর্বাঙ্গং পরিলেপয়েৎ।
স্বাদুনিকুরিকারাংশ্চ বিকুঠৈঃ পায়সৈস্তথা ॥ ২৫ ॥
যাবকানি চ হৃদ্যানি কলানি বিবিধানি চ। পূপা-
পূপান্ বহুবিধান্ স্তুতপূরান্ সযাবকান্ ॥ ২৬ ॥
পকতাগুলপত্রাণি সোপকারাণি চ দ্বিজাঃ। শয্যা-
গৃহদ্বারি বিভোঃ শনৈর্ভক্ত্যা নিবেদয়েৎ ॥ ২৭ ॥
তস্মিন্ কালে তু যঃ পশ্যেৎ স্তূয়াত্মা পরমেশ্বরম্।
পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি জননীর্গর্ভসঙ্কটে ॥ ২৮ ॥
তস্মিন্ দিনে হরে রুপং ভবেদ্যদি মহাকলম্।
দেবমুদ্दिष्ट যৎকুর্যাৎ সর্বমক্ষয়তাং ত্রজেৎ ॥ ২৯ ॥
জ্ঞানং দানং জপো হোমঃ পূজা জাগরণং তথা।
পরিবৃত্তিং ন চাপ্নোতি ত্রতাশ্চে দ্বিজতর্পণম্ ॥ ৩০ ॥
সাক্ষং ত্রতমিদং কুত্বা বিকোলৌকমবাপ্নুয়াৎ। যং

পালনাগ পাশ-পরিবর্তন করুন। দেব! দেবরাজ
আপনার আজ্ঞাসারেই ভবদীয় ধ্বজের উর্দ্ধভাগে
অবস্থিত থাকিয়া আপনার চরণকমল দর্শনার্থ
সমুৎসুক-চিহ্নে মস্তকোপরি জল-ধারা বর্ষণ করত
প্রজাপালনহেতুক মহীতল প্রাবিত করিতেছেন।
এইরূপে প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে বিবিধ বিনয়
বচনে সন্তুষ্ট করিবে এবং যাহাতে তাঁহার দয়া
হয়, একরূপভাবে ব্যজন-চামর দ্বারা বীজন করিতে
ধাকিবে। দ্বিজগণ! অনন্তর সুগন্ধি চন্দন দ্বারা
ভগবানের সর্বাঙ্গ বিলেপনপূর্বক তদীয় শয্যাগৃহ-
দ্বারে ভক্তিসহকারে ও ধীরভাবে, বিশিষ্টরূপে
সংস্কৃত পায়সের সহিত সুগন্ধ ইক্ষু-বিকার, শ্রীতিপ্রদ
যাবক, বিবিধ প্রকার কল, বহুবিধ স্তুতপূর ও পিষ্ট-
কাদি এবং সর্ববিধ উপকরণ-স্বাস্যসম্বিত পকতাগুল-
নিচয় নিবেদন করিয়া দিবে। যে ব্যক্তি সেই সময়ে
সেই পরমেশ্বরকে দর্শন বা স্তব করে, তাহাকে
জননীর্গর্ভসঙ্কটে পরিবর্তন করিতে হয় না।
এদিনে ভগবান হরির মূর্তি দর্শনাদি করিলে মহা-
কল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জগন্নাথ দেবের শ্রীতি
উদ্দেশে জ্ঞান, দান, জপ, হোম, পূজা ও জাগরণাদি
যা যা কিছু অমুষ্ঠিত হয়, সমস্তই অক্ষয়কল-জনক
হইয়া থাকে, অপিচ, অমুষ্ঠাতাকে আর সংসারে
পরিবর্তন করিতে হয় না। উল্লিখিত ত্রতাবশানে

যং কাময়তে চিহ্নে তং তমাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অয়ং বঃ কথিতো বিপ্রাঃ পার্শ্বপর্যায়ণোৎসবঃ।
অনায়াসেন লোকনামক্ষয়ঃ সুখদায়কঃ ॥ ৩২ ॥ অতঃপরঃ
ভো শৃণুত উত্থাপনমহোৎসবম্ ॥ ৩৩ ॥ পূজয়িত্বা
জগন্নাথং কোমুদ্যাথো মহোৎসবে। অক্ষকীড়া-
দিভিঃ পুষ্পবস্ত্রমাল্যাভূষণৈঃ ॥ ৩৪ ॥ ততোহগ্নিন
পৌর্ণমাস্তায়াং রাত্রাবুৎসবসংযুতম্। নারিকেলাদিভি-
র্দ্রব্যৈঃ পিষ্টকৈরর্চয়েৎকরম্ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ প্রভাতে
সকল্য কার্তিকব্রতমুত্তমম্। ত্রতেন তেনৈব নয়ৎ
যাবদেকাদশী সিতা ॥ ৩৬ ॥ তস্তানুত্থাপয়েদেবঃ
প্রশুপ্তং জগদীশ্বরম্। পূর্ববৎ পূজয়িত্বা তু নিশামধ্যে
জগদুত্তমম্। উত্থাপয়েদিমং মন্ত্রং শ্রাবয়ন্ শনকৈ-
র্মুদা ॥ ৩৭ ॥ উত্তিষ্ঠ দেবদেবেশ তেজোরাসে
জগৎপতে। বীক্যতৎ সকলং দেব প্রশুপ্তং তব
মায়া ॥ ৩৮ ॥ প্রকল্পপুণ্ডরীকশ্রী-হারিণা নয়নে বৈ।

ভোজ্যাদিদানে দ্বিজগণের সন্তোষসাধন করিবে।
মানব সমুদয় অঙ্গ-কার্যের সহিত উক্ত ত্রত সমাপন
করিলে নিশ্চয়ই তাহার অখিল বাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ
হয় এবং সে দেহাবশানে বিম্বলোক প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। বিপ্রগণ! এই যে আমি আপনাদিগের
নিকট ভগবানের পার্শ্বপরিবর্তন সম্বন্ধীয় উৎসবের
কথা কহিলাম, উহা অখিল লোকের অনায়াসে অক্ষয়
সুখদায়ক জানিবেন। ১৪—৩২। মুনিগণ! অতঃপর
উত্থাপন মহোৎসবের বিষয় শ্রবণ করুন; কোমুদী
মহোৎসবে জগন্নাথ দেবকে পূজা করিয়া সানন্দে
জলকীড়া এবং পুষ্প, বস্ত্র, মাল্য ও অভূষণ
দ্বারা তাঁহার শ্রীতিসাধন করিবে। অনন্তর উৎসবপূর্ণ
পৌর্ণমাসী-রাত্রিতে পিষ্টক ও নারিকেলাদি দ্রব্য-
নিচয় দ্বারা হরির অর্চনা করিবে। অতঃপর
প্রভাতকালে অত্যুত্তম কার্তিকব্রতের সঙ্কল্প করিয়া
শুক্লপক্ষীয় একাদশী পর্যন্ত উক্ত ত্রতাবলম্বনে অতি-
বাহিত করিবে। তৎপরে ঐ একাদশীতে প্রশুপ্ত
জগদীশ্বর দেব জনাঙ্গনকে পূর্ববৎ পূজা করিয়া
উত্থাপন করিতে হইবে। ঐ দিবস নিশামধ্যে
সানন্দচিত্তে এইরূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে
ধীরভাবে জগদুত্তম ভগবানকে উত্থাপন করা
বিধেয়। হে দেবদেবেশ! হে তেজোরাসে!
আপনার মায়ায় অখিল জগৎই প্রশুপ্ত আছে,
এতএব হে দেব জগৎপতে! আপনি এই প্রশুপ্ত
জগতের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক গাত্ৰোত্থান করুন।
নাথ! আপনি প্রকল্প পুণ্ডরীকবৎ মনোহর নেত্রে

যথা দৃষ্টং জগদিদং পাবিত্র্যং পরমেব্যতি। শ্রোত-
মার্গাঃ ক্রিয়া সৰ্বাঃ প্রবর্তন্তে ততো এবম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুখ্যাপ্য জগন্নাথং বেণুবীণাদিকবনৈঃ। বন্দ্যমাগধ-
মৃতানাং স্তুতিতির্মলম্বনৈঃ ॥ ৪০ ॥ শঙ্খকাহানমুরজ-
বাদনৈর্মৃত্যুগীতকৈঃ। জয়ধ্বনিস্তথা স্তোত্রৈর্নয়নৈঃ
নৃত্যমণ্ডপম্ ॥ ৪১ ॥ সুগন্ধতৈলেনাত্যজ্য আপয়েৎ
পূর্ববোস্তমম্। পঞ্চামৃতৈর্নারিকেলোদকৈঃ কলরসৈ-
স্তথা ॥ ৪২ ॥ সুগন্ধামলকৈঃ সার্কৈঃ যবকঙ্কন
লেপয়েৎ। ঘর্ষয়েত্তুলসৌচৈর্লেপয়েৎগন্ধচন্দনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
পুষ্পাভিধাসিতৈস্তোত্রৈস্তথা কপূর্ববাসিতৈঃ। কুশো-
দকৈঃ রক্ততোত্রৈস্তথা গন্ধোদকৈরপি ॥ ৪৪ ॥ আপ্যমানং
তদা দেবং যে পশুস্তি মুদাদিতাঃ। কালয়ন্তি দৃঢ়ং
পঙ্কং বহুজয়োপপাদিতম্ ॥ ৪৫ ॥ ততঃ শ্রীজগদীশম্
ক্রোড়ে তং বাসয়েদ্ভিজাঃ ॥ ৪৬ ॥ আপাদানুর্ধ্বপর্বাস্তঃ
সৰ্বান্নং পরিলেপয়েৎ। কুঙ্কমাঙ্কুরকস্তুরী-কপূটৈর-
চন্দনাবিতৈঃ ॥ ৪৭ ॥ তীর্থীয়োদকসম্পিষ্টৈঃ কাল-
শুক্ররসানুতৈঃ। দধা চ মালতীমালাং চন্দ্রচূর্ণাব-

এই জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পরম পবি-
ত্রতা লাভ করিবে এবং তাহা হইলেই জ্ঞতি-শক্তি-
বিহিত সমুদয় ক্রিয়া প্রবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই।
এইরূপ মন্ত্র পাঠ করত জগন্নাথ দেবকে উপাসন-
পূর্বক বেণু ও বীণাদির সুমধুর শব্দ, বন্দী মাগধ
ও মৃতগণের মঙ্গলমুচক স্তুতিবাদ, শঙ্খ, কাহান
ও মুরজাদি বাদ্যধ্বনি, নৃত্যগীত, জয়ধ্বনি ও স্তোত্র-
পাঠসহকারে তাঁহাকে নৃত্যমণ্ডপে লইয়া যাইবে।
অনন্তর ভগবানের সৰ্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ তৈল মর্দন-
পূর্বক পঞ্চামৃত এবং নারিকেল প্রভৃতি বিবিধ
কলরস দ্বারা সেই পূর্ববোস্তমকে স্নান করাইতে
হইবে। তৎপরে তদীয় সৰ্ব্বাঙ্গে সুগন্ধ আমলক-
চূর্ণের সহিত যবকঙ্কন লেপনপূর্বক তুলসৌচুর্ণদ্বারা ঘর্ষণ
করিয়া সঙ্গন্ধ চন্দনে সর্ব শরীর লেপন করিবে।
তৎপরে ক্রমে পুষ্প-বাসিত ও কপূর্ব-বাসিত জল
দ্বারা, কুশোদক দ্বারা, রক্তোদক দ্বারা ও গন্ধোদক
দ্বারা ভগবানকে স্নান করাইবে। তৎকালে যে
সকল ব্যক্তি মানসচিন্তে জগন্নাথ দেবের এইরূপ
সংসারপারাবার হইতে পার ককন। ৩৩-৫০।
অনন্তর নৃত্যগীত দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহন
করিবে। যাহারা তৎকালে শয্যা হইতে উত্থিত দেব
গদাধরকে অবলোকন করে, তাহারা দেহাবসানে
নিঃসন্দেহ মোহনিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক চিরশান্তিময়
ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই
সকল ব্যক্তি মনে মনে যে যে বিষয়ে অতিলাষ
করে, তৎসমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, অপিচ সুসম্পূর্ণ
সহস্র অবশেষ যজ্ঞের সুসম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়া
থাকে। যথাবিধি অলঙ্কৃত কোটি কপিলা ধেনু-
দানে যে ফল কথিত আছে, এবং সর্বতীর্থে অতি-
বেদ জন্ত যে পরম পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা
তৎসমুদয়ও প্রাপ্ত হয়। সুনিগম। পূর্বোক্ত
চাতুর্দশ ব্রহ্মের কার্তিকী পূর্ণিমাতে পারণ করা
বিধেয়। উক্ত চাতুর্দশ-কাল পঞ্চতারা থাকিয়া
এ দিবসে অষ্টমিকপরিমিত বর্ষ বা শুক্লাপতি বর্ষ
দ্বারা ভগবানের প্রতিমা গঠনপূর্বক তাহাতে ক্রিয়া

বর্ণিকাম্ ॥ ৪৮ ॥ মহোপচারৈঃ সম্পূজ্য বিষ্ণু-
মীরাভ্যন্ততঃ। কৃতাজলিপুটো ভূবা প্রার্থয়েৎ
পরয়া মুদা ॥ ৪৯ ॥ চরাচরমিদং সৰ্বং হৃদেকশরনং
প্রভো। অমুগ্রহায়তালোকৈঃ পারং কুরু জগদ্গুরো ॥
৫০ ॥ নৃত্যগীতৈঃ প্রেক্ষণকৈ রাত্রিশেষং সমাপয়েৎ ॥
৫১ ॥ শয়নানুস্থিতং দেবং যে পশুস্তি গদাধরম্।
নিদ্রাং মোহময়ীং হিহা জ্যোতিঃ শাস্তং ব্রজন্তি তে ॥
৫২ ॥ সৰ্বান কামানবাপ্নোতি যান্ যান্ কাময়তে
হৃদি। অরমেধসহস্রম্ কলং সাগ্রং লভতে বৈ ॥
৫৩ ॥ কপিলালঙ্কৃত্য ধেনুকোটিদানফলং তথা।
পুণ্যকামোতি পরমং সর্বতীর্থভিষেকজম্ ॥ ৫৪ ॥
কার্তিকায় পারণং কুর্ধ্যাচ্চাতুর্দশব্রতম্ বৈ।
দামোদরম্ প্রতিমাং স্বর্ণনিষ্কাষ্টনির্মিতাম্ ॥ ৫৫ ॥
যথাশক্তি কৃত্যং বাপি শালগ্রামশিলাস্থিতাম্। চতু-
র্গুর্ভির্ভগবতঃ পূজয়েৎ প্রত্যাহ্বান ॥ ৫৬ ॥ রচয়ে-

চন্দনাবিত কুঙ্কম, অঙ্কুর, কস্তুরী ও কপূর্বচূর্ণ দ্বারা
ভগবানের আপাদ-মস্তক সৰ্ব্বাঙ্গ বিলেপন করিবে
এবং কপূর্বচূর্ণ দ্বারা সুবাসিত মালতী-মালা প্রদান-
পূর্বক মহাউপচারসমূহে সম্যক পূজা করিয়া নীরা-
জনা করিবে। তৎপরে কৃতাজলি হইয়া পরম
আনন্দসহকারে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে
যে,—হে প্রভো! এই অধিল চরাচরের আপনিই
একমাত্র রক্ষাকর্তা, অতএব, হে জগদ্গুরো! আপনি
অমুগ্রহরূপ অমৃতপূর্ণ অবলোকনে সকলকে অপার
সংসারপারাবার হইতে পার ককন। ৩৩-৫০।
অনন্তর নৃত্যগীত দ্বারা অবশিষ্ট রাত্রি অতিবাহন
করিবে। যাহারা তৎকালে শয্যা হইতে উত্থিত দেব
গদাধরকে অবলোকন করে, তাহারা দেহাবসানে
নিঃসন্দেহ মোহনিদ্রা পরিত্যাগপূর্বক চিরশান্তিময়
ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সেই
সকল ব্যক্তি মনে মনে যে যে বিষয়ে অতিলাষ
করে, তৎসমস্ত কামনাই পূর্ণ হয়, অপিচ সুসম্পূর্ণ
সহস্র অবশেষ যজ্ঞের সুসম্পূর্ণ ফল লাভ করিয়া
থাকে। যথাবিধি অলঙ্কৃত কোটি কপিলা ধেনু-
দানে যে ফল কথিত আছে, এবং সর্বতীর্থে অতি-
বেদ জন্ত যে পরম পুণ্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা
তৎসমুদয়ও প্রাপ্ত হয়। সুনিগম। পূর্বোক্ত
চাতুর্দশ ব্রহ্মের কার্তিকী পূর্ণিমাতে পারণ করা
বিধেয়। উক্ত চাতুর্দশ-কাল পঞ্চতারা থাকিয়া
এ দিবসে অষ্টমিকপরিমিত বর্ষ বা শুক্লাপতি বর্ষ
দ্বারা ভগবানের প্রতিমা গঠনপূর্বক তাহাতে ক্রিয়া

সুগন্ধাঃ শুভ্রমেকদেশঃ গৃহস্থ বা । অলঙ্ঘ্যায়
পুষ্পদামচামরৈঃ সবিভানকৈঃ ॥ ৫৭ ॥ ভূমিজিহ্বীঃ
সুধালৈপৈঃ স্তম্ভাংশ্চিত্রতুলকৈঃ । কালাঙ্কুশাঃ
ধূপৈশ্চ ধূপয়েত্তদগৃহঃ শুভম্ ॥ ৫৮ ॥ তন্মধ্যে
মণ্ডলং কুৰ্য্যাৎ স্থিতিকৈবৰ্ণকৈঃ শুভৈঃ । তদন্তঃ
স্থাপয়েৎ খট্টাং করিদন্তময়ীং শুভাম্ ॥ ৫৯ ॥ পটু-
তুলীঃ তত্শপরি বাসয়েৎ পুরুষোত্তমম্ । দামোদরা-
কৃতিঃ শঙ্খচক্রপাণিঃ চতুর্ভুজম্ ॥ ৬০ ॥ লক্ষ্মী-
মালিন্য পদ্মাস্ত্রাং ক্রোড়স্ত্রাং বামপাণিনা । ভক্তেভ্যো
দাতুমুদ্যন্তঃ বরং দক্ষিণপাণিনা ॥ ৬১ ॥ সুনাসং
সুললাটক সুনৈত্র্যং সূক্ষ্মতিষ্মম্ । বিশালবক্ষসং
দেবং সর্বলাবণ্যসংযুতম্ ॥ ৬২ ॥ সর্বলাভারকচিরং
দিব্যপীতনিচোলকম্ । লক্ষ্মীং পদ্মকরাং বাপি
তাম্ভলং দদতীং তথা ॥ ৬৩ ॥ পঞ্চায়তৈঃ প্রাপয়িত্বা
বাসোয়ুগ্মেন ধাপয়েৎ । পূজয়েৎপট্টাট্টৈরন্তঃ যথা-

শালগ্রামশিলাতে ভগবানের চতুর্ভূতির পূজা করিতে
হইবে । উক্ত পূজার নিমিত্ত সুধাধবলিত কোন
গৃহ বা গৃহের একদেশ সজ্জিত এবং পুষ্পমালা,
চামর ও চন্দ্রাতপ দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে ।
ঐ গৃহের চতুর্দিকে তিত্তিসকল নূতন সুধালৈপনে
উজ্জ্বলিত, স্তম্ভ সকল চিত্রবিচিত্র তুল-মালায়
সুশোভিত এবং সমুদয় গৃহ কালাঙ্কু প্রভৃতি সুগন্ধ
দ্রব্য-নির্মিত ধূপগন্ধে সুবাসিত করিতে হইবে ।
তন্মধ্যে বিবিধ স্থতিকবর্ণে মণ্ডল রচনাপূর্বক
তত্শপরি হস্তিদন্ত-বিনির্মিত মনোহর খট্টা স্থাপনান্তে
তত্শপরি পটুতুলী (গদী) পাতিত করিয়া তাহাতে
শঙ্খচক্র-বিভূষিত চতুর্ভুজ দামোদরাকৃতি পুরুষো-
ত্তমকে স্থাপন করিবে । তিনি, বামদিকের এক
হস্তে স্বীয় ক্রোড়দেশে স্থিতা পদ্মাসীনা কমলাকে
আলিঙ্গন করিতে থাকিবেন এবং অপর দক্ষিণ
হস্তে ভক্তগণকে বরদান করিতে উদ্যত থাকেন,
এইরূপ গঠন করিতে হইবে । তাঁহার নাসিকা,
ললাট, মেজ্জহ্ম ও কর্ণযুগল যেন, সুন্দররূপে গঠিত
হয় এবং বক্ষঃস্থল বিশাল ও সর্বোচ্চ যেন লাবণ্যপূর্ণ
হয় । তদীয় পরিধেয় বসন সুন্দর ও পীতবর্ণ এবং
সর্বোচ্চ সর্বলাভারে অলঙ্কৃত হইবে ; আর কম-
লার এক হস্তে স্বর্ণপদ্ম থাকিবে ও অপর দক্ষিণ হস্তে
তিমি যেন তাহুল লইয়া ভগবানকে চুম্বন করিতে-
ছেন এইরূপ গঠন করিবে । প্রথমে পঞ্চায়ত দ্বারা
প্রতিমাটিকে চুম্বন করিয়া বহুবল পরিধান করা-
ইবে, অনন্তর আপনাতঃ এইরূপ উপচারদ্বারা

বতবিস্তারৈঃ ॥ ৬৪ ॥ তাম্রদীপান্ মৃগ্মান বা
জালয়েদগব্যসর্পিষা । তৈনেন বা শতং দীপ-বৃক্ষাঃ-
শ্যাপি প্রদাপয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ ব্রহ্মাণং নারদাদীংশ্চ ব্রহ্মাণী-
স্তজ পূজয়েৎ । দামোদর-স্বরূপান্ বৈ ব্রাহ্মণানপি
পূজয়েৎ ॥ ৬৬ ॥ বহুবুগৈর্মাল্যগণ্ডৈর্ভোজ্য-
কলৈস্তথা ॥ ৬৭ ॥ তীর্থরাজাভিব্যেকাপূজাকর্ম
যথোদিতম্ । দামোদরস্ত তেনৈব বিধিরেহাচরন-
ভবেৎ । তদ্বিকোরিতিমন্ত্রেণ ব্রহ্মাদীনপি পূজয়েৎ ॥
বেণুবীণাদিকৈর্গীতৈঃ পুরাণপঠনেন চ । মহোৎস-
বং প্রকুর্বাতি রাজো জাগরণেন তু ॥ ৬৯ ॥ ততঃ
প্রভাতে বিমলে অগ্নিকার্য্যং সমাচরেৎ । অষ্টাক-
রেণ মন্ত্রেণ সমিদাজ্যচক্ৰনপি ॥ ৭০ ॥ লাজাংশ্চ
মধুসমিধান্ জুহুয়াচ্চ ততঃ শ্রিয়ে । স্তোত্রেনাষ্টো-
ত্তরশতং ব্রহ্মাদীনাং তদন্ততঃ ॥ ৭১ ॥ অষ্টাহুতির্বৈ
জুহুয়াৎ ব্রহ্মাদেকৈকশস্তিলৈঃ । ব্রহ্মাণং নারদং দক্ষং
বশিষ্ঠং গৌতমং তথা ॥ ৭২ ॥ সনৎকুমারমজ্জিক
ভরদ্বাজঞ্চ কণ্ডপম্ । দুর্দাসসমগস্ত্যঞ্চ মহাদেবং ততঃ
পরম্ ॥ ৭৩ ॥ বিখ্যাতা বৈকুণ্ঠা হেতে বিষ্ণুরূপা

অর্চনা করিবে । পূজাবসানে তাম্রময় বা মৃগ্ময়
দীপাবলি এবং শতসংখ্যক দীপবৃক্ষে গব্য ঘৃত বা
তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করিয়া প্রদান করিবে ॥ ৫১—৬৫ ॥
ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা ও নারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণেরও
পূজা করি কর্তব্য এবং বহুবুগ্ম, মালা, শঙ্খ, ভক্ত্য,
ভোজ্য ও বিবিধপ্রকার কল দ্বারা দামোদরস্বরূপ
ব্রাহ্মণগণকেও পূজা করিবে । মুনিগণ! পূর্বে
তীর্থরাজ-স্নানান্ত যে প্রকার পূজাবিধান বলা হই-
য়াছে, ঐ দিনেও তাদৃশ বিধানে দামোদরের
অর্চনা করিতে হইবে এবং “তদ্বিকোণ” ইত্যাদি
মন্ত্রে ব্রহ্মাদিরও পূজা করিবে । তদ্বিনে বেণু-
বীণাদিধ্বনিসহকৃত সঙ্গীত, পুরাণপাঠ ও রাজিতে
জাগরণাদি দ্বারা মহোৎসব করা বিধেয় । অন-
ন্তর প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিতে হইবে । ভগ-
বানের প্রীত্যর্থে অষ্টাকর মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাবিধি
সমিৎ, ঘৃত ও চক্ৰ আহুতি এবং লক্ষ্মীর উদ্দেশে
যথোক্ত সূক্ত পাঠ দ্বারা অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক মধু-
মিশ্রিত লাজাহুতি প্রদান করিবে ; তৎপরে ব্রহ্মাদি
উদ্দেশে প্রত্যেক অষ্টসংখ্যক এবং ক্রমে ব্রহ্মা,
নারদ, দক্ষ, বশিষ্ঠ, গৌতম, সনৎকুমার, অজি,
ভরদ্বাজ, কণ্ডপ, দুর্দাসা, অগস্ত্য ও তদনন্তর মহা-
সেবের উদ্দেশে এক একবার তিলাহুতি প্রদান
করিতে হইবে ॥ ৬৬—৭৩ ॥ উদ্বারা বিখ্যাত বৈকুণ্ঠ

ম সংখ্যক। এতান্ সম্পূজয়েন্ত্য। বিষ্ণুঃ শ্রীপতি
তৎকণাৎ ॥ ৭৪ ॥ হোমান্তে প্রাশনং কৃতা দদ্যাৎ-
চাৰ্য্যদক্ষিণাম্। সুবর্ণভূষিতাং ধেনুং বহুং খাত্ত্ব
ভুক্তিতঃ ॥ ৭৫ ॥ শ্রীতয়ে বাসুদেবস্ত ভোজয়েদ্বিজ-
পুত্রবান্। সর্কোপচারসহিতং দদ্যাৎদামোদরং
ততঃ ॥ ৭৬ ॥ দামোদর জগন্নাথ ইন্দ্ৰিয় জগদেব
হি। স্বাধারমিদং সর্বং স্বং ধর্ম্যঃ সর্বভাবনঃ ॥ ৭৭ ॥
অংপ্রসাদাৎ ততঃ সর্বং সুসম্পূর্ণং তদন্ত মে।
দামোদরঃ প্রদাতা গৃহীতা চ বৃষধ্বজঃ। প্রদী-
য়তে জগন্নাথ শ্রীযতাং মে জনাৰ্দ্দন ॥ ৭৮ ॥
ইতি মন্ত্রং জপন্ দদ্যাৎচাৰ্য্যায় সুরোত্তমম্। সমাপ্য
পূজয়েন্ত্য। স্তত্যা তন্ত প্রসাদয়েৎ ॥ ৭৯ ॥
আচার্য্যে পরিসঙ্কষ্টে তুষ্টো ভবতি মাধবঃ ॥ ৮০ ॥
তাত্ত্বদ্রব্যানি চ ততো দদ্যাৎপ্রৈত্য এব হি।
ততঃ স্বয়ং বৈ ভূজীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ৮১ ॥
চাতুর্দশব্রতক্ষেপং প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানতঃ। যথোক্ত-

এবং উঠারা যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ, তাহাতে আর
সংশয় নাই। একান্ত ভক্তিসহকারে উঠাদিগকে
সম্যকরূপে পূজা করিবে, তাহা হইলে ভগবান
বিষ্ণুও তৎকণাৎ শ্রীত হইয়া থাকে। উক্ত
প্রকার হোমান্তে আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া
তাৎকালিক ভোজ্যে সুবর্ণভূষিতা ধেনু, বহু, ও খাত্ত্ব
দক্ষিণা দান করিবে। তৎপরে ভগবান বাসু-
দেবের শ্রীত্যাগে দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইয়া
সমুদয় উপচারের সহিত দামোদর-প্রতিমা দান
করিতে হইবে। তৎকালে হে দামোদর! হে
জগন্নাথ! অখিল জগৎই আপনার স্বরূপ এবং
আপনিই অখিল বিশ্বের আধার ও সর্বভাবন ধর্ম্য;
অন্তএব আপনার প্রসাদে আমার সমুদয় ব্রত
সুসম্পূর্ণ হউক। হে জগন্নাথ! আমি যে এই
দামোদর-মূর্ত্তি প্রদান করিতেছি, দেব দামোদরই
ইহার প্রদাতা ও ভগবান বৃষধ্বজই ইহার গ্রহীতা,
অন্তএব হে জনাৰ্দ্দন! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন। এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে উক্ত
দেব-প্রতিমা আচার্য্যকে দান করিবে এবং এইরূপে
ব্রত সমাপনপূর্বক ভক্তি সহকারে আচার্য্যকে
যথোচিত সৎকার ও স্তুতিবাদ দ্বারা প্রসন্ন করিবে;
কারণ, আচার্য্য সন্তুষ্ট হইলেই নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া
থাকেন। অনন্তর তাত্ত্বদ্রব্যসকল বিপ্রগণকে দান
করিতব্য। সন্তুষ্ট হইয়া বিপ্র-বান্ধবগণের সহিত
ভোজ্য করিবে। মানব, উল্লিখিত চাতুর্দশ ব্রত

কলসম্পন্নো বিষ্ণুলোকমরাগুয়াৎ ॥ ৮২ ॥ স্তুতিস্তুতি-
পুরাণেবু নাতঃ পরতরং ব্রতম্। যেনাস্তুতিতমাত্রেণ
কৃতকৃত্যো ভবেনরঃ। বিষ্ণুপ্রীতিকরং যাদৃক্ ন
তথাস্তুদ্রতং দ্বিজাঃ ॥ ৮৩ ॥ তিলপাত্রসহশ্চৈশ্চ
তুরগাণাং তথাস্তুতৈঃ। কৃষ্ণাজিনশতেনাপি কস্তা-
নামযুতেন চ ॥ ৮৪ ॥ দ্বা যৎকলমাপ্নোতি কঠৈ-
তদ্রতমুত্তমম্। সার্কত্রিকোটীতীর্থনামভিবেককলং
তথা ॥ ৮৫ ॥ প্রাপ্নোতি তৎকলং বিপ্রা যঃ যঃ
কাময়াৎ চ সঃ। চিদানন্দময়ং জাহ্না তদা মোক্ষম-
বাগুয়াৎ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবতঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসববিধি-
কথনং নামৈকোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিরুবাচ। মার্গশীর্ষে স্নাত পক্ষে সন্ত্যাং
প্রাবরণোৎসবম্। কৃতা দৃষ্টা নরো ভক্ত্যা বৈকবঃ
লোকমাগুয়াৎ ॥ ১ ॥ বিধানং তন্ত বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং
মুনয়োহধ্বনা ॥ ২ ॥ বাসোহধিবাসঃ কুবীত পঞ্চমাং

যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা করিলে যথোক্ত কলভাগী
হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। যাবতীয় স্তুতি-স্তুতি-
পুরাণাদিতে উঠাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এমত আর কোন
ব্রতই নাই, যাহার অনুষ্ঠানমাত্রেই মানবগণ কৃত-
কৃত্য হইতে পারে। দ্বিজগণ! উক্ত ব্রত যেমন
বিষ্ণুর প্রীতিকর, এমন অপর কোন ব্রতই নহে।
সহস্র সহস্র তিলপূর্ণ পাত্র, অযুত অযুত তুরগ, শত
শত কৃষ্ণাজিন ও অযুত কস্তাদানে যে কল হয়,
একমাত্র উক্ত ব্রতানুষ্ঠানেই মানব সেই কল
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিপ্রগণ! উহা দ্বারা সার্ক
ত্রিকোটী তীর্থে অভিবেকের কল এবং সমুদয়
অভীষ্টই লব্ধ হইয়া থাকে। অধিক কি, সে
চিদানন্দময় ভগবানকে সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত
হইয়া নিঃসন্দেহ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। ৭৪—৮৬।

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৩৯।

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! এইরূপ অগ্রহারণ
মাত্র ও উপকারের বশীতে ভক্তিপূর্বক ভগবানের
প্রাবরণোৎসব করিয়াও মানব বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত
হইয়া থাকে, একজন তাহার বিধান বর্ণিতেছি, যখন

নিশি কর্যবিৎ । দেবাগ্রে মণ্ডলং কুৰ্যাৎ পদ্মমণ্ড-
লান্বিতম্ ॥ ৩ ॥ দিকপালান পূজয়েদ্বিক্ষু ক্ষেত্রপালং
গণাধিপম্ । চতুঃপ্রচণ্ডে চ বহিঃচতুর্দিকে প্রপূজ-
য়েৎ ॥ ৪ ॥ মধ্যে পাত্ৰং সমাধায় প্রোক্ষয়েৎক-
বারিণা । দ্বিজান্ স্নেনেতিমন্ত্ৰেণ ছাদয়েৎক-
বাসসা ॥ ৫ ॥ অধুপি তং বহুজাতমেকবিংশতি
সঙ্খ্যয়া । তন্মধ্যে স্থাপয়েন্নম্নং বৈকবৎ সমুচ্চরন ॥
৬ ॥ অস্তেন বাসসা তন্নি সমাচ্ছাদ্য প্রযত্নতঃ ।
স্পৃষ্ট্বা জপেন্নম্নমিমং সংস্মরন পুরুষোত্তমম্ ॥ ৭ ॥
আচ্ছাদকে যো জগতাং তেজসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
বসনাত্মস্ত বহু হং বস বাসে জগৎপতে ॥ ৮ ॥
ইন্দ্রঘোষন্তেতি রক্ষাং বিদধ্যাত্মস্ত সৰ্বতঃ । পূজ-
য়েদগন্ধপুষ্পাভ্যাং ততো দেবং প্রপূজয়েৎ ॥ ৯ ॥
গন্ধলেপঃ প্রকুবীত মৃত্যুগীতৈর্নয়ৈর্নিশাম্ ॥ ১০ ॥
ততোহকণোদয়ে কালে প্রাতঃসন্ধ্যাং সমাপ্য চ ।
পুনঃ প্রপূজয়েদেবং পূর্ববৎ সুসমাহিতঃ ॥ ১১ ॥

করুন । এতৎকর্মাভিজ্ঞ মানব, পূর্বদিন পঞ্চমী-
রাত্রিতে প্রাবরণার্গ প্রয়োজনীয় বস্ত্রনিচয়ে অধিবাস
করিবে; পরে ভগবানের সম্মুখে অষ্টদল পদ্ম
মণ্ডল করিবে । অনন্তর উক্ত মণ্ডলের দশদিকে
দশ দিকপালকে এবং বহির্ভাগে চতুর্দিকে ক্ষেত্রপাল,
গণপতি, চণ্ড ও প্রচণ্ডকে পূজা করিবে । তৎপরে
মণ্ডলমধ্যে বস্ত্ররক্ষা একখানি পাত্ৰ সংস্থাপনপূর্বক,
উকবারি দ্বারা তাহা প্রোক্ষণ এবং “দ্বিজান্ স্নেনা”
ইত্যাদি মন্ত্ৰে প্রভূত বস্ত্র দিয়া তাহা আচ্ছাদিত
করিতে হইবে । তৎপরে বৈকব-মন্ত্ৰ উচ্চারণ
করত তন্মধ্যে গন্ধদ্রব্যে সুবাসিত একবিংশতি-
সংখ্যক বস্ত্র স্থাপনপূর্বক যত্নাতিশয় সঙ্কারে অপর
একখানি বস্ত্র দ্বারা তাহা আচ্ছাদন ও স্পর্শ করিয়া
ভগবান্ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিতে করিতে এই
মন্ত্ৰ পাঠ করিবে । যে অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণু, স্বীয়
তেজে অখিল জগৎ আবরণ করিয়া রাখিয়াছেন,
বহু ! তুমি সেই সর্বাচ্ছাদক ভগবানের আচ্ছাদক
হও । হে জগৎপতে ! আপনি সেই বস্ত্র-মধ্যে
বাস করুন । অতঃপর, “ইন্দ্রঘোষন্তা” ইত্যাদি
মন্ত্ৰে সেই বস্ত্রনিচয়ের সর্বতোভাবে রক্ষা বিধানান্তে
গন্ধ পুষ্প দ্বারা অর্চনাপূর্বক ভগবান্কে পূজা
করিতে হইবে । অনন্তর ভগবানের সর্বাঙ্গে
গন্ধলেপন করিবে এবং মৃত্যুগীত দ্বারা রাত্রিশেষ
অতিবাহন করিবে । তৎপরে অকণোদয় কাল
উপস্থিত হইলে, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনান্তে সমাহিত

ততঃ সম্পূজয়ন বস্ত্রসমূহং বহিরানয়েৎ । কার্ণাস-
পটকৌমাঢ্যং তথৈবচ্ছাদিতং দ্বিজাঃ ॥ ১২ ॥ ছত্র-
ধ্বজপতাকাভিচ্চামরান্দোলনৈস্তথা । শীতবাদিজ-
নৃত্যৈশ্চ প্রসূনোৎকিরণেন চ ॥ ১৩ ॥ প্রাসাদং ত্রিঃ
পরিভ্রম্য দেবং ত্রিভ্রাময়েত্ততঃ । আচ্ছাদিতং তদা-
কুৰ্যাৎ সংস্কৃদ্যাবীক্ষণাদিভিঃ ॥ ১৪ ॥ সপ্তভিঃ সপ্তভি-
র্দেবান্ বাসোভিঃ পরিবেষ্টয়েৎ । মুখবর্জকং সর্বাঙ্গ-
শীতপ্রাবরণৈর্দ্বিজাঃ ॥ ১৫ ॥ তান্বলকং নিবেদ্য
কপূরানকুতং তথা । দূর্বাঙ্কটৈঃ প্রপূজ্যথ কুৰ্যা-
ন্নীরাজনং বিভোঃ ॥ ১৬ ॥ হিমাগমে নৃসিংহঃ যে
প্রাবৃণস্তি নিচোলকৈঃ । পশুস্তি প্রাবৃতিং যে তু ন
তেনাং মোহসংবৃতিঃ । তে হৃদবাতশীতোখতয়ং
নাগুবতে কচিং ॥ ১৭ ॥ বিকোর্দেবাধিদেবস্ত ইমং
প্রাবরণোৎসবম্ । ভক্ত্যা যে বৈ প্রপশুস্তি সর্বান
কামানবাগুযুঃ ॥ ১৮ ॥ ভগবন্তং সমুদ্दिষ্টা ত্রাঙ্কণেভ্যঃ

হইয়া পুনরায় পূর্ববৎ ভগবানের অর্চনা করিতে
হইবে । ১২—১১১ দ্বিজগণ ! অনন্তর, পুনরুদার বস্ত্রসমূ-
হের অর্চনা করিয়া সেই সকল বস্ত্র এবং কার্ণাসপট
ও কৌমাঢ্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত ভগবান্কে বহির্ভাগে
আনয়ন করিবে । যে সময়ে ভগবান্কে বহির্দেশে
আনয়ন করা হইবে, সেই সময়ে তাঁহার মস্তকোপরি
ছত্র ধারণ, চতুর্দিকে ধ্বজপতাকা উত্তোলন, উভয়
পার্শ্বে চামরবীজন এবং সম্মুখভাগে পুষ্পবর্ষণ ও
নৃত্যগীতবাদ্য করিতে হইবে । অনন্তর স্বয়ং
বারত্ময় দেব-গৃহ প্রদক্ষিণপূর্বক ভগবান্কেও
বারত্ময় পরিভ্রমণ করাইবে । পরে ভগবানের
আবরণবস্ত্র উন্মোচনপূর্বক বীক্ষণাদি দ্বারা সং-
স্কার করিবে । দ্বিজগণ ! পরে জগন্নাথ দেব
প্রভৃতি দেব প্রতিমূর্তিভ্যকে মুখ ভিন্ন অপর সর্বা-
ঙ্গেই প্রত্যেকে সপ্তসংখ্যক শীত-প্রাবরণ বস্ত্র দ্বারা
পরিবেষ্টন করিতে হইবে । তৎপরে কপূরসুবা-
সিত তান্বল নিবেদনপূর্বক দূর্বা ও অকট দ্বারা
পূজা করিয়া ভগবানের নীরাজনা করিবে । তপো-
ধনগণ ! যাহারা হিমাগমকালে ভগবান্ নৃসিংহ-
দেবকে বস্ত্রনিচয় দ্বারা এবম্ভাৱে প্রাবৃত করিতে
পারে, কিংবা যাহারা সেই প্রাবরণোৎসব সন্দর্শন
করে, তাহাদিগের মোহাবরণ বিদূরিত হইয়া যায়
এবং তাহারা কদাচ শীতোষ্ণাদি হৃদ-জনিত ক্লেশ-
ভয় প্রাপ্ত হয় না । যে সকল ভক্তগণ, দেবাধিদেব
বিষ্ণুর এই প্রাবরণোৎসব ভক্তিসঙ্কারে নিরীক্ষণ
করে, তাহারা সমস্ত অসীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইয়া

প্রাপ্যেৎ । তদন্ত্যচ্যাদেবেত্যে দীনানাথোভ্য
এব চ ১১ । নীতপ্রাবরণং দদ্যাৎ সংকৃত্য পরয়া
মুদা । দদাতি ভগবান্ প্রীতস্তনৈ ববমহুস্তমম্ ।
২০ । (১) পুষ্যান্নানোৎসবঃ বক্ষ্যে যথোক্তঃ
ব্রহ্মণা পুরা ২১ । পুষ্যক্ষেণ চ সংযুক্তা
পৌর্ণমাসী যদা ভবেৎ । পৌষে মাসি তদা
কুর্বাৎ পৌষ্যান্নানোৎসবঃ হবেঃ ২১ । একা-
দশীঃ প্রকুবীত ঐশান্যামহুরার্পণম্ । ততঃ প্রতি-
দিনং কুর্বাৎ প্রতিমায়াং হবৎগৃহে । নৃত্য-
গীতোপহারৈশ্চ প্রতিবার্হ বলিৎ হবেৎ ২৩ ।
চতুর্দশীনিশায়াস্ত কুস্তানামবিবাসনম্ । একাশীতি-
প্রমাণানাং তথা স্বর্ণময়ান্ শুভান ২৪ । গবাসর্পিঃ-
প্রপূর্ণাশ্চ স্থাপয়েদেকবিংশতিম্ । কার্ষ্যেৎ সর্ষতো-
ভদ্রমণ্ডলং পুরতো হবেঃ ২৫ । তন্মজ্জা বৃহদাধাব
স্থাপয়েদর্পণং শুভম্ । গোসর্পিষঃ পূর্ণকুস্তান দবা

ধাকে । অতঃপর ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে
ব্রাহ্মণ, শুক্ল, অপবাপর দেবপ্রতিমা এবং দীন-ভঃখী-
দিগকেও পরম আনন্দ সহকায়ে যথোচিত সংকাব-
পূর্বক নীতপ্রাবরণ দান করিবে, তাহাতে ভগবান্
প্রীত হইয়া নিশ্চয়ই সেই নীতবস্ত্রদাতাকে ~~মজ্জা~~
বস্ত্র প্রদান করেন । মুনিগণ । পূর্বে ভগবান্
ব্রহ্মা বেক্রপ বলিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পুষ্যা-
ন্নানোৎসবের বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ করুন । যে
বৎসর পৌষমাসের পৌর্ণমাসীতে পুষ্যানক্ষত্রেব
যোগ হয়, সেই বৎসবেই ভগবান্ হবির উক্ত
পুষ্যান্নানোৎসব করণীয় । পৌষ মাসের একা-
দশীতে ঐশান কোণে উক্ত কার্যের অঙ্কুরার্পণ
করিতে হইবে এবং সেই দিন হঠাৎ প্রহ-
দিনই হরিগৃহে ভগবৎপ্রতিমার সন্নিধানে ঐকপ
করিবে । আব প্রতিষাদ্ধিতেই নৃত্যগীতাদিব
সহিত ভগবানের প্রীত্যর্থ পূজোপহার প্রদান
করিতে হইবে । চতুর্দশীরাতিতে একাশীতিসম্ব্যক
কুস্তাধিবাসনপূর্বক একবিংশতি-সম্ব্যক গব্যস্বত-
পূর্ণ শুভ স্বর্গকুস্ত স্থাপন করিবে এবং ভগবান্
হবির সম্মুখভাগে সর্ষতোভদ্র মণ্ডল রচনা করিতে
হইবে । অনন্তর সেই সর্ষতোভদ্র মণ্ডলের মধ্যে
একখানি কুস্ত আধারে রক্ষিত মনোহর দর্পণ

তানধিবাসয়েৎ ২৬ । রাজৌ জাগরণং কৃৎস্না নৃত্য-
গীতাদিভিঃ স্তবৈঃ । প্রভাতে বহিকার্য্যক কুর্বাৎ-
দৈবতং বিজাঃ ২৭ । পালানীতিঃ সমিদ্ধিঃ চক্ৰা
সর্পিষা তথা । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবেভ্যস্ত প্রত্যেকং বৈ
সহস্রকম্ ২৮ । অনিঙ্গমর্ষেচ্ছুভয়াস্তদন্তে পুরুষো-
স্তমম্ । পূজয়েৎপট্টাংস্তৈবাদর্শপ্রতিবিদিতম্ ২৯ ।
ততঃ পুরুষস্বতেন কুস্তাংস্তানভিমজ্জয়েৎ । বারিণা-
চ্ছিদ্ৰবাবেণ স্থাপয়েৎ পুরুষোস্তমম্ । পাবমানীয়কৈ-
দেৎ ৩০ । শ্রীহুস্তেন ততঃপবম্ ৩০ । সর্পিঃকুস্তাং-
স্ততো : : প্রা গায়ত্র্যা চাতিমজ্জিতান্ । ক্রমাদেবস্ত
শির্ষসি সেচয়েৎ স্বতঃশুভবন ৩১ । (১) ততঃ
পঞ্চামৃতেনৈব বাসুদেবং সমুচ্চরন । স্থাপয়েদেব-
দেবেণং জগন্মঙ্গলকাবণম্ ৩২ । মহোৎসবং
প্রকুবীত বজ্রঘোষাচ্চৈঃ সহ । বৈকব্যা গজ-
তোয়েন শক্রস্বতেন চৈব ৩৩ । সহস্রধারয়া

স্থাপন করিবে এবং পূর্বোক্ত গব্য স্বতে পুন
কুস্তসকল মণ্ডলমধ্যে স্থাপনপূর্বক তাহাদিগের অধি-
বাসন কাবতে হইবে ১২—২৬ । দ্বিজগণ । অনন্তর
নৃত্য-গীতাদি ও স্তবপাঠ দ্বারা অবশিষ্ট বাক্তিভাগ
জাগরণপূর্বক প্রভাতকালে তত্তদেবত-উদ্দেশে
অগ্রিকার্য্য করিবে । প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-
উদ্দেশে তাহাদিগের স্ব স্ব মন্ত্র পাঠ করত পলাশ
সমিৎ চক্ৰ ও স্বত দ্বারা প্রত্যেক সহস্রসম্ব্যক
আর্হতি দানান্তে স্থাপিত দর্পণে প্রতিবিদিত পুরু-
ষোস্তমকে যথোক্ত তত্তৎ উপচাবদানে পূজা করিতে
হইবে । ১৭পরে পুরুষস্বত মন্ত্রে পূর্বোক্ত জল-
পূর্ণকুস্তসকল অভিমজ্জিত করিয়া পাবমানীয়ক মন্ত্র-
নিচয় পাঠ কবত অচ্ছিদ্ৰ জলধারায় পুরুষোস্তমকে
স্থান করাইবে এবং অতঃপর শ্রীহুস্তসমূহ দ্বারা
দেবত্রয়কেই স্থান করাইতে হইবে । বিপ্রগণ ।
অনন্তর স্বত-কুস্তসকল গায়ত্রী দ্বারা অভিমজ্জিত
করিয়া স্বত পাঠ করিতে করিতে এক এক
ক্রমে ভগবানের মস্তকে স্বতধারাসেচন করিবে ।
তৎপরে পুরুষস্বত পাঠ করত পঞ্চামৃত দ্বারা
অখিল জগতের মঙ্গলানিদান দেবদেব বাসুদেবকে
স্থান করাইবে । এই সময়ে দ্বিজগণের বেদপাঠ এবং

(১) স্বর্ষতোভদ্রমণ্ডলমধ্যে
কুস্তাধিবাসনপূর্বক
একবিংশতি-সম্ব্যক
গব্যস্বত-পূর্ণ
শুভ স্বর্গকুস্ত
স্থাপন করিবে এবং
ভগবান্ হবির
সম্মুখভাগে
সর্ষতোভদ্র
মণ্ডল রচনা
করিতে হইবে ।

(১) সর্পিঃকুস্তেঃ
স্থাপয়েৎ গায়ত্র্যা
চ ততঃ
পবম্ । বৈকব্যা
গজতোয়েন
শক্রস্বতেন
চৈব ৩৩ ।
সহস্রধারয়া

দেবঃ ততো নির্যাস্যুঃস্বজ্ঞেৎ । দেবাকং লেপ-
য়েৎস্বচন্দ্রমেন ৫ বিগ্রহম্ ॥ ৩৪ ॥ যথাস্থানং যথা-
শোভয়লঙ্কারাংচ যোজয়েৎ । সুগন্ধিস্থমনোমাল্যৈ-
র্ভূবয়েনমস্করম্ ॥ ৩৫ ॥ অষ্টায়ুধানি দেবস্ত চক্রা-
দীনি ভূসেৎ পুরঃ । রত্নচ্ছত্রং সমুচ্ছিত্য পূজয়েৎ
পুরুষোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥ লক্ষ্ম্যা যুতং পুনবিপ্রা উপ-
হারৈঃ সমুক্ষিমৎ । শঙ্খৈশ্চ পূর্য্যমাণৈশ্চ স্নিগ্ধগন্ডীর-
নাদিষু ॥ ৩৭ ॥ চামরান্দোলনব্যগ্রবেষ্টানু কচিরানু
চ । মাকল্যানৃত্যগীতাদ্যৈঃ স্তুতিপাঠৈশ্চ বন্দিনাম্ ॥
৩৮ ॥ জয়শব্দং প্রকুর্ষৎসু দ্বিজাদিষু মুহূৰ্হুতঃ ।
দূর্ধ্বাক্ষতাজলৌভিঃ স্তুতিঃ সম্পূজ্য কেশবম্ ।
সমস্তাধিকিরেদেবঃ কর্পূরাদ্যৈঃ স্তুতগুলৈঃ ॥ ৩৯ ॥
গোসর্পির্জলিতৈঃ স্বর্ণদীপকৈরতিনির্ম্মলৈঃ । নীরা-
জয়েজ্জগন্নাথং কর্পূরযুতবর্জিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ স্বর্ণপাত্রে
স্থিতং চাক্রতাম্বলং সুপরিষ্কৃতম্ । শনৈঃশনৈর্মুখা-
ভ্যাসে প্রত্যেকং বিনিবেদয়েৎ ॥ ৪১ ॥ শুভোপ-

তাহাদিগের সহিত মহোৎসব করা কর্তব্য । অন-
ন্তর বৈকবী মন্ত্র বা শক্রমন্ত্র পাঠ করত গন্ধতোষ
দ্বারা সহস্র ধারায় জগন্নাথ দেবকে স্নান করাইতে
হইবে । তৎপরে তাঁহার অঙ্গ হইতে নির্যাস্য
উন্মোচনপূর্ব্বক তদীয় সর্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দন বিনে-
পন করিবে । তদনন্তর যেরূপে অঙ্গের শোভা
হয়, একপ ভাবে যথাস্থানে অলঙ্কারনিচয় পরিধান
করাইবে, এবং সুগন্ধি পুষ্পমালায় ভূষিত করিবে ।
বিভ্রগণ ! তৎপরে ভগবানের সম্মুখে তদীয় চক্রাদি
অষ্টপ্রকার আয়ুধ স্থাপন ও রত্নখচিত ছত্র উত্তো-
লন করিয়া লক্ষ্মীর সহিত পুরুষোত্তমকে মহা-
সমারোহে বিবিধ উপচারে অর্চনা করিতে হইবে ।
তৎকালে স্নিগ্ধ গন্ডীর শঙ্খধ্বনি হইতে থাকিবে,
পরম রূপলাবণ্যবতী বারবিলাসিনীগণ চামর বীজন
করিতে আরম্ভ করিবে, এবং নর্তক ও গায়কগণ
নৃত্য-গীত, বন্দিগণ স্তুতিপাঠ ও দ্বিজাতি সকলেই
মুহূৰ্হুতঃ জয়ধ্বনি করিতে থাকিবে । অনন্তর বার-
জয় দূর্ধ্বাক্ষতপূর্ণ অঞ্জলিদানে ভগবান্ কেশবকে
পূজা করিয়া তাঁহার চতুর্দিকে কর্পূরচূর্ণাদির সহিত
উক্তর তগুলনিচয় বিকিরণ করিবে । অতঃপর,
স্বর্ণনির্ম্মিত সুবিশাল দীপমালায় কর্পূর-চূর্ণমিশ্রিত
বর্জিকা সকল গব্য যুতে প্রজালিত করিয়া তদ্বারা
জগন্নাথ দেবের নীরাঞ্জনা করিবে । অনন্তর,
প্রত্যেক দেবপ্রতিমার মুখসন্নিবানে স্বর্ণপাত্রস্থিত
সুশঙ্কিত তাম্বলনিচয় ধীরভাবে নিবেদন করিয়া

নিবদ্য দেবঃ সঙ্কুপ পুরুষোত্তমম্ । চতুঃপ্রদক্ষিণীকৃত্য
দণ্ডবৎ প্রণমেৎ কিতৌ ॥ ৪২ ॥ বৈকবান্ পূজয়েচ্চত্যা-
ব্রাক্ষণান্ বিষ্ণুরূপিণঃ । আচার্য্যদক্ষিণাং দক্ষ্যাং
ব্রাক্ষণানপি তোষয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ পুষ্যাগ্নানোৎসবঃ
পুণ্যঃ যে পশুস্তি মুদাযিতাঃ । সম্পন্নসর্বকামাভ্যে
ব্রজেয়ুর্দৈকবং পদম্ ॥ ৪৪ ॥ রাজ্যভ্রষ্টো নভেজ্জাজি-
সার্বভৌমঞ্চ বিনতি । অপূজ্য যুতবৎসা বা পূজ্য-
দীর্ঘায়ুঃ লভেৎ ॥ ৪৫ ॥ দারিদ্ৰ্যানাশনং ধন্যং ব্রহ্ম-
বর্চসকারণম্ । পুষ্যাগ্নানং কীর্তিতং বঃ শৃণুধ্বমুত-
রাগম ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবতঃ প্রাবরণোৎসবপুষ্যাগ্নান-
বিধানকথনং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । যুগরাশিঃ সঙ্ক্রমতি যদি ভাগ্নান্
দ্বিজোত্তমাঃ । উত্তরাশাং জিগমিষুস্তদা স্তাহস্তরা-

দিবে । তৎপরে শুভোপনিষৎ পাঠে দেব পুরুষো-
ত্তমকে স্তব করিয়া বারচতুষ্টয় প্রদক্ষিণপূর্ব্বক
কিত্তিতলে দণ্ডবৎ প্রণাম, বিষ্ণুরূপী বৈকব ব্রাক্ষণ-
গণকে ভক্তিসহকারে পূজা, আচার্য্যকে দক্ষিণা-
প্রদান এবং ভোজ্যাদি দানে ব্রাক্ষণগণের সন্তোষ
সাধন করিবে । মহর্ষিগণ ! যাহারা উল্লিখিত পরম
পুণ্যপ্রদ পুষ্যাগ্নানোৎসব সানন্দে অবলোকন করে,
তাহাদিগেরও সমুদয় মনস্কামনা পূর্ণ হয়, এবং
তাহারা অস্ত্রে বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে । রাজ্য-
ভ্রষ্ট ভূপালও উক্ত উৎসব দর্শনে পুনর্বার রাজ্য
ও সার্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অপূজ্য ও যুতবৎসা
রমণীও দীর্ঘায়ুঃ পুত্র লাভ করে । মুনিগণ !
আপনাদিগকে যে পুষ্যাগ্নানের বিষয় বলিলাম,
উহা দারিদ্ৰ্যানাশন ও ব্রহ্মবর্চসের কারণ বলিয়া
অতি প্রশংসনীয় জানিবেন, এক্ষণে উত্তরাগণের
বিষয় শ্রবণ করুন । ২৭—৪৬ ।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—দ্বিজসন্তমগণ ! স্বর্ঘ্যদেব
যখন উত্তরদিকে গমনোচ্চ হইয়া মকররাশিতে গমন
করেন, সেই সময়ে উত্তরাগণ হয় । উক্ত মকর

মধ্যঃ ১। তন্তু সঙ্কল্পমদ্বৈতঃ যাবৎস্থানং বিংশতিঃ
কলা। মহাপুণ্যতমঃ কালঃ পিতৃদেববিজপ্ৰিয়ঃ ২।
তত্র স্নানং বিধানেন তীর্থরাজজলে নরঃ। নারায়ণঃ
সমভ্যর্চ্য কল্পরূপঃ প্রণম্য চ। প্রবিশ্ব দেবতাগারং
কুহা চ ত্রিঃপ্রদক্ষিণম্ ৩। মন্ত্ররাজেন সম্পূজ্য
দেবং ত্রিপুরকোত্তমম্। তথা বলং স্তোত্রাকং স্ব-
মন্ত্রেণ পূজয়েৎ ৪। দৃষ্টোত্তরায়ণে দেবং মুচ্যতে
দেহবন্ধনাৎ। বিধানং তন্তু বক্ষ্যামি শৃণুঃ পাবনং
মহৎ ৫। সঙ্ক্রান্তেঃ পূর্ষদিবসে নবাং শালীং
সুকৃতিতাম্। প্রাসাদপূর্ষদেশে চ স্থাপয়িত্বাধিবাসয়েৎ ৬।
নবেন বাসমাবেষ্ট্য দুর্কানর্ষপপুষ্পকৈঃ।
পূজয়িত্বামন্ত্রয়েদৈ কল্পস্থামভিরক্ষতু ৭। তন্মিন্নেব
নিশাযামে ব্যতীতে জগদীশিতুঃ। প্রত্যর্চাঃ
সন্নিধৌ নীহা ভাবয়েদেবতাধিয়া ৮। উপচারাব-
শিষ্টাভ্যাং পূজয়েদৈ সমাহিতঃ। ততো নিশ্চাল্য-
বসন-মালামস্তাং নিধাপয়েৎ ৯। মহাসমৃদ্ধ্যা
তামর্চ্য ত্রির্দেবং ভ্রাময়েত্ততঃ। আন্দোলিকায়ামা-

সংক্রমণকালের পরবর্তী বিংশতি দণ্ডকাল মহাপুণ্য-
তম এবং পিতৃদেব ও দ্বিজগণের প্রিয়। যখন, ঐ
সময়ে তীর্থরাজজলে যথাবিধি অবগাহন করিয়া
যথাক্রমে সম্যক্ অর্চনা ও কল্পরূপকে প্রণাম করিয়া
দেবাগারে প্রবেশ করিবে, পরে বারত্রেয় প্রদক্ষিণ
করিয়া মন্ত্ররাজ দ্বারা দেব পুরুষোত্তমকে পূজাপূর্বক
বলদেব ও স্তোত্রাকে স্ব স্ব মন্ত্রে পূজা করিতে
হইবে। উক্ত উত্তরায়ণে জগন্নাথ দেবকে দর্শন
করিয়াই সকলে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। অধুনা
উল্লিখিত উত্তরায়ণের পবিত্রতাকর মহৎ কর্তব্য বিষয়
বলি শুভন। ঐ সংক্রান্তির পূর্ষদিবসে দেব-
গৃহের পূর্ষভাগে সুন্দররূপে কুড়িত নূতন শালিতুল
স্থাপনপূর্বক অধিবাসিত করিবে। অনন্তর নূতন
বস্ত্র দ্বারা আবরণপূর্বক দুর্কা, সর্বপ ও পুষ্প দ্বারা
অর্চনা করিয়া “কৃষ্ণ তোমায় রক্ষা করুন” এই রক্ষা
মন্ত্রে তাহাকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে। তৎ-
পরে সেই রাত্রি প্রভাত হইলে জগদীশ্বর জগন্নাথ
দেবের নিকটে প্রতিমা লইয়া গিয়া দেবতাজ্ঞানে
ভাবনা করিবে এবং যথাবিধি উপচার দানে
সমাহিতচিত্তে জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া অব-
শিষ্ট উপচারে প্রতিমাপূজান্তে জগন্নাথ দেবকে
প্রসন্ন বস্ত্র ও মালা প্রতিমাকে পরিধান করাইবে।
অনন্তর, সেই প্রতিমাকে মহাসমারোহে জগন্নাথ
দেবের চতুর্দিকে বারত্রেয় প্রদক্ষিণ করাইতে

যোগ্য প্রাসাদস্থাপনায় ১০। ত্রিবিক্রমঃ
বিক্রমেণ ত্রৈলোক্যক্রমণং বিভূম্। বিভূষিতঃ
তাং লীলাং প্রাসাদং ভ্রাময়েচ্চ তম্। ত্রিংশে
পুনরেকং (১) সুসমৃদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ। দীপিকাশত-
সংক্রান্তমসৌবরণান্তরে (২)। ছত্রধ্বজপতাকাভি-
নৃত্যবাদিত্রীগীতকৈঃ ১২। তদদর্শনপরিষ্কারপাত-
কানাং মহান্ননাম্। নবচিহ্নং শরীরে স্থাপ্য কিং
ভ্রামণং বিভূঃ ১৩। অল্পযান্তি তদা যে তং মহামায়ং
ত্রিবিক্রমম্। লভন্তে বাজিমেধস্ত কলং তে বৈ
পদে পদে ১৪। প্রথমং ভ্রমণং দৃষ্টা মুচ্যতে
পাণ্ডপাতকৈঃ। মলিনীকরণৈর্মুচ্যেদ্বিতীয়ভ্রমণং
দ্বিজাঃ ১৫। অপাত্রীকরণৈর্দৃষ্টা তৃতীয়ভ্রমণং
ঋবম্। উপপাতকপাপৈশ্চ চতুর্থে মুচ্যতে ততঃ।

হইবে, পরে আন্দোলিকায় (চতুর্দোলায়) স্থাপন-
পূর্বক দেবগৃহের দ্বারদেশে আনয়ন করিবে ১১—১০।
তৎপরে, সেই ভগবান্ ত্রিবিক্রমকে বারত্রেয় সেই
দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে। তৎকালে তাহাতে
বোধ হইবে যেন, ভগবান্, ত্রিপাদদ্বারা ত্রিলোক
আক্রমণরূপ পুঙ্খলীলার অনুকরণ করিতেছেন।
ঐরূপ বারত্রেয় পরিভ্রমণের পর পুনরায় মহাসমা-
রোহে ধীরে ধীরে একবার প্রদক্ষিণ করাইবে। ঐ
সময়ে শত শত দীপালোকে তথায় যেন কিছুমাত্র
অন্ধকারাবরণ না থাকে। তৎকালে নৃত্য গীত বাদ্য
করাইতে থাকিবে, চতুর্দিকে ধ্বজপতাকা উড্ডীন
হইতে থাকিবে এবং ছত্র ধারণ করাইতে হইবে।
ঐ সময়ে ভগবানের সেই লীলা দর্শনে যে সকল
মহাত্মাদিগের অখিল পাতক বিদূরিত হইয়া
যায়, তাহাদিগের শরীরে নূতন ভাগ্যচিহ্ন
অবশ্যই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহাদিগের উক্ত
ভ্রমণ-দর্শনের কলই কি মনোবিগণ বলেন নাই?
তাহাও বলিয়াছেন, শুভন। যাহারা, তৎকালে সেই
মায়াতীত হইয়াও মহামায়াময় ভগবান্ মধুসূদনের
অর্জুগমন করে, তাহারা প্রতিপদক্ষেপেই অশেষ
যত্নের কলভাভ করিয়া থাকে। দ্বিজগণ! ভগবানের
প্রথম ভ্রমণদর্শনে পঞ্চ মহাপাতক দ্বিতীয় ভ্রমণ-
দর্শনে, মলিনীকরণ পাপনিচয়, তৃতীয় ভ্রমণ-দর্শনে
অপাত্রীকরণ পাপসমূহ এবং চতুর্থ ভ্রমণ দর্শনে বিবিধ

(১) ‘পুনরেকং চ’ ইতি পাঠান্তরম্।

(২) দীপিকাশতসংক্রান্তমসৌবরণান্তরে।
ইতি চ পাঠঃ।

১৬। পুনঃ প্রভাতে দেবেশঃ প্রলিপ্তগন্ধ-
চন্দনৈঃ। বহ্নালঙ্কারমলৈশ্চ ভূষয়িত্বা যথাবিধি।
১৭। পূজয়েৎপট্টাংস্তং যথাশক্তি সমুদ্রিমং।
নীরাঙ্গদ্বিত্বা দেবেশং ততুলানধিবাসিতান্। স্থালীষু
শান্তকুস্তানু দধিখণ্ডাজ্যমিষ্মিতান্। সনারি-
কেশশকলান্ শৃঙ্গবেরদলাধিতান্। ১৮। প্রাসাদং
জিঃপরিভ্রাম্য নয়েদেবসমীপতঃ। পঙক্তিশঃ
স্থাপয়েদগ্রে গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিতান্। ২০। জীবনং
সর্বভূতানাং জনকস্তং জগদ্গুরো। স্বয়রা শালয়ো
হেতে স্বয়ৈব জনিতাঃ প্রভো। ২১। লোকানু-
গ্রহণার্থায় গৃহীত্বা চিত্রবিগ্রহম্। তব ক্রীতৈত্য
কৃতজনেতান্ গৃহাণ পরমেশ্বর। ২২। স্বয়ি তুষ্টে
জগৎ সর্বমগ্নেন প্রভবিষ্যতি। স্বাহাকারস্বধাকার-
বঘটকারা দিবোকসাম্। ২৩। আপ্যায়না ভবিষ্যন্তি
তৈরেবাণ্যায়িতং জগৎ। রক্ষ সর্বং জগন্নাথ
স্বয়ং সচরাচরম্। ২৪। ইতি সম্প্রার্থ্য দেবেশং

শালীংস্তান্ বিনিবেদয়েৎ। তদগ্নান তদ্যাতো-
জ্যাংস্ত দধিকুস্তান্ সুগন্ধিনঃ। ২৫। কপূরখণ্ড-
মরিচচূর্ণযুক্তান্ নিবেদয়েৎ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ে-
ত্কৃত্য দেবদেবপুংস্বিতান্। ২৬। অত্যর্চ্য
পূর্বভুক্ত্য। তান্ দ্বিজান্ ভগবদ্বিত্বা। পুষ্পচন্দন-
বস্ত্রাদ্যৈস্তোষয়েত্কৃতিভাবতঃ। ২৭। ব্রাহ্মণান্ দেব-
দেবস্ত বৃধ্যধ্বং জঙ্গমা তনুঃ। তেষু তুষ্টেবু ভগ-
বানুপচারৈঃ সমর্চিতঃ। ২৮। যথা তথা বা দেবেশং
নরোহত্যর্চিতুমিচ্ছতি। কয়োতু দ্বিজদেহেবু উপ-
চারাংস্তথা তথা। ২৯। এবং কৃতে জগন্নাথস্ত-
ক্ষণাক্ষ প্রসীদতি। ৩০। ইমং মহোৎসবং বিপ্রা
পুত্রাকল্পে চ কল্পপঃ। সচ সৃষ্টিং বিনির্মায় ভগবৎ-
ক্রীতয়েহকরোৎ। ৩১। যে পশুভূৎসবকৈনং কল্প-
পেন বিনির্মিতম্। সর্বদা সর্বকট্টমন্তে পূর্ণাঃ শোচন্তি
নো দ্বিজাঃ। উষিত্বা ত্রিদশৈঃ সার্কং কল্পান্তে মোক্ষ-
মাধুয়ঃ। ৩২। মহানসন্ত সংস্কারং বহিসংস্কারমেব

উপপাতক হইতে মানব নিশ্চয়ই মুক্ত হইয়া যায়।
অতঃপর পুনঃ প্রভাতকালে গন্ধ চন্দন দ্বারা সেই
দেবদেবকে বিলেপন করিবে, তৎপরে যথাবিধি
বস্ত্র অলঙ্কার ও মালা দ্বারা বিভূষিত করিয়া যথা-
শক্তি উপচার দানে মহাসমারোহে পূজা ও নীরা-
জনাঙ্কে পূর্বাধিবাসিত ততুল সকল দধি, ঘৃত,
খণ্ড ও আর্জক (খাঁড়) নারিকেল খণ্ড পত্রের
সহিত স্বয়-নির্মিত স্থালীনীচয়ে সংস্থাপনপূর্বক
বারত্স দেবপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করাইয়া ভগ-
বানের সমীপে লইয়া যাইবে এবং লাক্ষ, পুষ্প ও
অক্ষতযুক্ত করিয়া ভগবানের সম্মুখে পংক্তি ক্রমে
স্থাপন করিবে। অনন্তর, হে জগদ্গুরো। আপ-
নিই সর্বভূতের জীবন ও জনক, অতএব হে
প্রভো! এই শালিততুল সকলও আপনার স্বরূপ
এবং আপনিই ইহাদিগের উৎপাদক। হে পর-
মেশ্বর। এক্ষণে আপনি লোকানুগ্রহার্থ বিচিত্র
শরীর ধারণপূর্বক আপনারই ক্রীতার্থে আনীত
এই শালি-সকল গ্রহণ করুন। নাথ! আপনি
তুষ্ট হইলেই অখিল জগৎ অন্নরসে সর্বল হইবে
এবং স্বাহা, স্বধা ও বঘটকার স্বর্গবাসীদিগের তৃপ্তি
সাধন করিতে পারিবে, আর, তাহা হইলেই
তাহাদিগের দ্বারা সমুদয় জগৎ আপ্যায়িত হইবে
সন্দেহ নাই। অতএব হে জগন্নাথ! ইহা অবণ
করিয়া আর্জক চরাচর সকল রক্ষা করুন।

এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবদেবকে সেই শালি-
ততুলসকল এবং কপূর, খণ্ড ও মরিচচূর্ণমিশ্রিত
শালিততুলজাত বিবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য ও সুগন্ধ
দধিকুস্তনিচয় নিবেদন করিয়া দিবে; পরে দেব-
দেবের নিকটবর্তী ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিসহকারে ভোজন
করাইবে। ১১—২৬। অতঃপর ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সেই
সকল দ্বিজগণকে ভগবদ্বুদ্ধিতে পুষ্প, চন্দন ও
বস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনাপূর্বক সন্তুষ্ট করিবে। দ্বিজগণ!
ব্রাহ্মণগণকেই ভগবানের জঙ্গম দেহ বলিয়া বোধ
করিবেন, এজন্ত ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই, ভগবান্
সম্যক উপচারদানে অর্চিত হইলেন, জানিবেন।
মানব, যে প্রকার উপচারা দ্বারা ভগবান্কে
অর্চনা করিতে ইচ্ছা করিবে, ব্রাহ্মণগণকেও তাদৃশ
উপচার দান করিতে হইবে, এইরূপ করিলেই
জগন্নাথ দেব তৎক্ষণাৎ প্রসন্ন হইয়া থাকেন।
বিপ্রগণ! পূর্বকল্পে ভগবান্ কল্পপ, স্বীয় সৃষ্টি-
কার্য সম্পাদনান্তে ভগবৎক্রীতার্থ এই মহোৎসব
করিয়াছিলেন। দ্বিজগণ! যাহারা এই কল্পপ-
স্থাপিত মহোৎসব সন্দর্শন করে, সর্বদাই তাহা-
দিগের মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ায় তাহাদিগকে আর
কোন কারণে শোক করিতে হয় না, তাহারা দেব-
গণের সহিত সুরপুরে বাস করত কল্পান্তে নিঃসন্দেহ
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মুনিগণ! উক্ত উৎসবেও
প্রতিদিন পাকশালা-সংস্কার, বহিঃসংস্কার এবং

৪। অজাপি কুর্ধ্যান্নমো বৈষ্ণবং দিনে দিনে ৷৩৩৷
অজাপি সংস্কৃতে বহৌ ভগবদুভয়ে রমা। প্রত্যহং
পাকসাধতে দিব্যরূপা তিরোহিতা ৷৩৪৷ অগ্নিন্
মহাপুণ্যতমে উৎসবে পরমানন্দঃ। তুলাপুরুষদানাদি-
কোটিকোটিকণং তবেৎ ৷৩৫৷ স্নানং দানং তপো
হোমঃ আধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্। সর্বমক্ষয়তাং যাতি
উৎসবে চোত্তরায়ণে ৷৩৬৷ (১) মুনয় উচুঃ। মনে
বৈষ্ণববহুস্ত সংস্কারং পুনরুচিবান্। ঐতস্ত বিধিমা-
চক্ যেন পাকস্ত সংক্রিয়া ৷৩৭৷ জৈমিনিকবাচ।
বৈষ্ণবাগ্নিবিধিং বক্ষ্যে যেন বৈষ্ণবকর্মসু। সর্বত্র
সংস্কৃতো বহিঃ সস্তবেৎ কলসাধনঃ ৷৩৮৷ কুণ্ডে বা
হুণ্ডিলে বাপি স্থপলিষ্ঠে গুণাধিতে। শুভে দেশে
প্রাচ্যুখঃ সন্ দেশিকো যতমানসঃ ৷৩৯৷ বিষ্ণুসংস্কার-
বিধিবল্লভ্যা যুক্তং শুভোদয়ম্। তস্ত পশ্চিমতো
বহিস্তারসংস্কৃতিস্ততঃ ৷৪০৷ স্থাপয়িত্ব তু কুণ্ডে তৎ
প্রণবেনোপলপয়েৎ। প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ তিস্রো

বৈষ্ণবদেবলি কর্তব্য। ঐ উৎসবেও দিব্যরূপিনী
দেবী কমলা ভগবানের ভোজনার্থ সাধারণের
অবস্থিতাবে উক্ত সংস্কৃত্যগিতে প্রত্যহ পাক করিয়া
থাকেন। পরমানন্দরূপী জগদ্বাথ দেবের ঐ পুণ্য-
তম উৎসবে তুলাপুরুষাদি দানের কে'ট কোটি
কণ অধিক পুণ্য লভ হয় এবং স্নান, দান, তপস্কা,
হোম, আধ্যায় ও পিতৃ-তর্পণ প্রভৃতি সমুদয় কার্যই
অক্ষয়কলজনক হইয়া থাকে। মুনীগণ বলিলেন,—
হে মুনৈ! আপনি যে বৈষ্ণবাগ্নির সংস্কারের বিষয়
পুনর্য্য বলিলেন, যাহাতে পাকসংস্কার হয়, এক্ষণে
তাহার বিধানের বিষয় বলুন। তৎপ্রবণে জৈমিনি
কহিলেন,—সর্বত্র বিষ্ণুঐতিকর কার্যে যদ্বারা অগ্নি
সংস্কৃত হইলে সম্যক ফলপ্রদ হয়, এক্ষণে আপনা-
দিগের জিজ্ঞাসামুত্থাপন সেই বৈষ্ণবাগ্নি-সংস্কারের
বিধান বলি, শুনুন। কর্মকর্তাকে, সংযতচিত্ত ও
পূর্বাক্ত হইয়া যথোক্ত গুণযুক্ত শুভ প্রদেশে সুন্দর-
রূপে উপলিষ্ট কুণ্ডে বা হুণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন
করিতে হইবে। মুনীগণ। যেক্ষণ স্থানে কার্য
করিলে শুভ ফলোদয় হইবার সম্ভব এবং যাহা
দেখিতে সুন্দর, তাদৃশ স্থানের পশ্চিম ভাগে বিষ্ণু-
সংস্কার-বিধিৎ অগ্নিসংস্কার করা বিধেয়। প্রথমে
কুণ্ডমধ্যে বাগ্নিকাদি স্থাপনপূর্বক প্রণব দ্বারা কুণ্ড

রেখা বিলম্বয়েৎ ৷৪১৷ প্রণবেন চতুর্দিক্ বেষ্টয়ে-
দ্রৈবিকাঃ ক্রমাৎ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রস্ত বক্তৃদেবীকলাদিত্তিঃ
৷৪২৷ সংস্কৃত্যৎ কুণ্ডরূপং তন্মধ্যে চাত্রেণ বিস্তরম্।
নিধায় কুশমূলে তু লক্ষ্মীমুখমুখীং স্মরেৎ। তাং
সম্পূজ্য বহুদয়ে চিত্তয়েন্নদনাতুরাম্ ৷৪৩৷ ঞ্জোজিষ্যস্ত
গৃহাধিঃ দারুণ্যং মণিজং তথা। তাত্রপাত্রে সমাহৃত্য
বিষ্ণুং স্বং পরিচিন্তয়েৎ ৷৪৪৷ তদ্বীজরূপং তং বহিঃ
ধ্যাত্বা কুণ্ডং প্রদক্ষিণম্। জিহ্বামগ্নিহা তং দেব্যা
যোনৌ কুণ্ডে বিনিক্ষিপেৎ ৷৪৫৷ আচম্যচমনং
দেব্যা। দক্ষা তাহুলমেব চ। যজ্ঞকাঠেন প্রজাল্য
প্রাদেশিকসমিদ্ধয়ম্ ৷৪৬৷ নিক্ষিপ্য পরিতো দিক্
প্রাণ্ডদগগ্রাকৈঃ কুশৈঃ। সমুৎসৃজ্য দিশঃ পাত্মমিহাবহিঃ
প্রদেশিকম্। সম্প্রকালানুস্মরণে পাত্মনি প্রোক-
য়েততঃ ৷৪৭৷ পবিত্রং পোকণীমধ্যে স্থাপয়িত্ব তু
তত্র বৈ। পূজয়েৎ চপ্পূস্পাত্যাং বিষ্ণুকাঞ্চনা-

উপলপন কবিরে, পবে বাগ্নিকোণরি কুশাগ দ্বারা
ত্রিসম্ম্যক পূর্বাগ ও ত্রিসম্ম্যক উত্তরাগ্র রেখা অঙ্কিত
কবিত হইবে। ২৭—৪১। তদনন্তর প্রণব উচ্চারণ-
পূর্বক পূর্বাদিক্রমে জলধারা দ্বারা সেই বেখা-
সকলকে চতুর্দিকে বেষ্টন কবিরে, পরে দ্বাদশাক্ষর
মন্ত্রপাঠে বীক্ষণাদি ষড়ঙ্গ দ্বারা সমুদয় কুণ্ডের এবং
অনুস্মৃত উচ্চারণে কুণ্ডমধ্যবর্তী বিস্তৃত সমতল
প্রদেশের সংস্কার করিবে। তৎপরে কুণ্ডান্তরে
কুশসমূহ স্থাপনপূর্বক কুশমূলে লক্ষ্মীদেবীকে কুণ্ড-
মতী জ্ঞানে স্মরণ করিতে হইবে। অনন্তর বহুদয়ে
ভাঁহাকে সম্যক পূজা করিয়া ভাঁহাকে মদনাতুরা-
রূপে ভাবনা করিবে। অতঃপর ঞ্জোজিষ্যের গৃহ
হইতে সংগৃহীত কিংবা কাঠঘর্ষণোৎপন্ন অথবা
মাগজাত বহি তাত্রপাত্রে আহরণপূর্বক আপনাকে
বিষ্ণুরূপে ভাবনা করিবে। অনন্তর সেই বহিকে
বিষ্ণুবীজরূপে চিন্তা করত বারতর কুণ্ডপ্রদক্ষিণ
করাইয়া দেবী লক্ষ্মীর যোনিরূপে চিন্তিত কুণ্ডমধ্যে
নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে স্বয়ং আচমনপূর্বক
লক্ষ্মীদেবীকে অচমনীয়োদক ও তাহুল দান করিয়া
যজ্ঞীয় কাঠদ্বারা অগ্নিকে প্রজালিত করিবে, এবং
তত্পরি প্রাদেশপ্রমাণ সমিদ্ধয় নিক্ষেপপূর্বক প্রাগগ্রা
ও উদগগ্রা কুশনিচয় দ্বারা চতুর্দিক্ হইতে ককরাদি
দূর করিয়া হোমীয় পাত্র সমিধ কাঠ ও প্রাদেশপ্রমাণ
একগাছি কুশ প্রকালনাতে সেই কুশ দ্বারা অক্ষয়
স্থাপন পাত্র সকল প্রোকণ করিবে। অনন্তর
প্রোকণীপাত্রমধ্যে পবিত্র স্থাপনপূর্বক ককরাগ্নি-প্রদ

সংক্রিয়। কৰ্ম্মাণ্যাবাস্যভাগো হুবা বহিঃ বিচিহ্ন-
য়েৎ ৪৪। আতঃ দেবঃ সুবর্ণঃ তং চতুর্বিহঃ জটো-
জলম্ । ইষ্টঃ শক্তিঃ শক্তিকথাভয়ক দধতঃ কটৈঃ ।
৪৫। গৰ্ভাধানাদিকাঃ কার্যা বিবাহান্তাঃ ক্রিয়াঃ পৃথক্ ।
আজ্যেন জুহুয়াস্তানু ছাদশ ছাদশাহতীঃ ৫০ ।
কৰ্ম্মণাম্ ৫ সৰ্ব্বীৰ্য্য নমোহস্ত বৈকবাগ্নয়ে । গন্ধাদিনা
সমভ্যর্চ্য বহিঃ প্রজলিতং ততঃ । চতুর্গৃহীতক
ক্ৰচি ফবপূর্ণজ্যকং ততঃ । পূর্ণাহতিক জুহুয়াৎ
কৰ্ম্মণঃ সম্পদে ততঃ ৫২ । ভিন্নঃ ন চিন্তয়েদিকো-
বহিঃ বিপ্রাঃ কদাচন । অন্তর্ধামী স সর্বেষাং জগ-
তামব্যায়ো বিজাঃ ৫৩ । সর্বত্র কৰ্ম্মণি বিভুবীজ-
ভূতঃ সনাতনঃ । অগ্নিরূপেণ চ হবিঃ সমিদাদি
প্রকল্পিতম্ ৫৪ । আদায় কৰ্ম্ম সকলং কৰোতি
চ দদাতি চ । শাক্তশাস্ত্রবসোরাদিসৰ্বকৰ্ম্মস্বয়ং বিধিঃ ৫৫ ।
তজ্ঞপবিকৃঃ তং ধ্যায়েন্নজ্ঞো বৈ ছাদশাকরঃ ।
লক্ষ্মীরপাস্ত তচ্ছক্তিঃ নৈতেভ্যো বিদ্যতে পরম্ ৫৬ ।

পুশ ছায়া বিষ্ণুর পূজা করিবে, পরে অক্ষয়-সংস্কা-
রাস্তে আচারাজ্য হোম করিয়া অগ্নিকে এইরূপ চিন্তা
করিবে,—অগ্নিদেব সুবর্ণবর্ণে দেদীপ্যমান হইতে-
ছেন, তদীয় মস্তকে সমুজ্জল জটাজাল শোভা
পাইতেছে এবং তিনি হস্তচতুষ্টয়ে ইষ্ট, শক্তি, শক্তিক
ও অন্তরমুদ্রা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । মুনিগণ !
গৰ্ভাধানাদি বিবাহান্ত যে সকল কার্য্য, ততৎপ্রত্যেক
কার্য্যেই ছাদশসংখ্যক পৃথক্ আজ্যাহতি দান করা
বিধেয় । কৰ্ম্মবিশেষে অগ্নির পৃথকরূপ নামকরণপূর্বক
“বৈকবাগ্নয়ে নমঃ” এই মন্ত্রে গন্ধাদি দ্বারা প্রজলিত
অগ্নির অর্চনা করিবে । পরে বারচতুষ্টয় ফবপূর্ণ
আজ্য লইয়া ক্ৰক্ নামক পাণ্ডে নিক্ষেপ করিবে,
তৎপরে কৰ্ম্মের উৎকর্ষ সাধনার্থ পূর্ণাহতি দিবে ।
বিপ্রগণ ! অগ্নিকে কদাচ বিষ্ণু হইতে বিভিন্ন জ্ঞান
করা উচিত নহে । দ্বিজগণ ! অখিল জগতের
অন্তর্ধামী এবং জীবস্বরূপ সেই অব্যয় সনাতন সর্ব-
নিয়ন্তা হরিই নিখিল কার্য্যের অগ্নিরূপে প্রদত্ত
যুতসমিদাদি গ্রহণপূর্বক কৰ্ম্ম সকল করেন এবং
কৰ্ম্মকর্ত্তাকে অতীষ্ট দান করিয়া থাকেন । মুনিগণ !
শাক্ত, শৈব ও সৌরাদি সমুদয় কার্য্যেই এইরূপ
বিধি, জানিবেন । দ্বিজগণ ! এতাদৃশ সেই বিষ্ণু
এবং লক্ষ্মীরূপা তদীয় শক্তিকে সততই সকলের
ধ্যান করা কর্তব্য ; কারণ, উক্ত বিষ্ণু ও লক্ষ্মী
এবং ছাদশাকর যে বিষ্ণুময়, এই জিতর হইতে যেই

৫৬ । এতে জ্যো জগৎসৃষ্টি-স্থিতিনাশনকারণম্ ।
চতুর্বিহঃপ্রদাতারো বিজাঃ সত্যঃ বদাম্যহম্ ৫৭ ।
ইখং পুসংস্কৃতো বহৌ পাকং কুৰ্য্যাচ্ছিজোত্তমাঃ ।
তদম্মং বা হবির্কাপি বিকবে ভক্তিতো দদেৎ ৫৮ ।
তেন প্রীতো হি ভগবান্ দদাতি বরমুত্তমম্ । সৰ্ব্বান
কামান্ দদাত্যেব যো যথা কামমিচ্ছতি ৫৯ । অয়ং
বঃ কথিতো বিপ্রা বিধিবৈকবকৰ্ম্মণি । যত্র যত্র হরেঃ
কৰ্ম্ম তত্র তত্র ভবেদ্রবম্ ৬০ । পাকাদ্বাদশ্যঃ
বহেঃ সংস্কারঃ প্রত্যহং ভবেৎ ৬১ । অহোরাত্নো-
দিতং কৰ্ম্ম একমেব হরের্বতঃ । অতো ন পাক-
ভেদোহস্তি প্রতিপাকাবৃতির্ন চ ৬২

ইতি জীহ্বান্দে উত্তরায়ণোৎসববিধিকথনঃ
নামৈকচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

বস্তু জগতে আর কিছুই নাই । সত্য বলিতেছি,
উক্ত ত্রিতয়ই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের মূল কারণ
এবং চতুর্বিহঃফলপ্রদ । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এইরূপে
অগ্নিকে পুসংস্কৃত করিয়া তাহাতে পাক করিবে এবং
ভক্তিভাবে সেই অন্ন বা যুত ভগবান্ বিষ্ণুকে
নিবেদন করিয়া দিবে । ইহাতে ভগবান্ প্রীত
হইয়া নিশ্চয়ই অত্যুত্তম বর প্রদান করেন এবং
যেদূর ইচ্ছা করে, অবশ্যই তাহার সমুদয় কামনা
পূর্ণ করিয়া দেন । বিপ্রগণ ! এই আশি আপনা-
দিগের নিকট বিষ্ণুপ্রীতিকর কার্য্যের বিধান বলি-
লাম । যে যে স্থানেই বিষ্ণুর প্রীতিপ্রদ কার্য্য আচ-
রিত হইবে, সেই সেই স্থানে এইরূপ বিধি অনুসৃত
হইবে সন্দেহ নাই । ঈদৃশ বহিসংস্কার পাকের
অন্ন বলিয়া প্রত্যহই এইরূপ সংস্কার করিতে
হইবে, কেবল এক অহোরাত্র মধ্যে ভগবান্ হরির
যে সকল কার্য্য কথিত হইয়াছে, তাহা একই কার্য্য
বলিয়া তাহাতে পাকের বিভিন্নতা নাই, একান্ত
প্রতিপাককালে আর অগ্নি সংস্কার করিতে
হয় না । ৪২—৬২ ।

একচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪১ ।

দ্বিচত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । কাস্তনে মাসি কুব্বীত দোলা-
রোহণমুত্তমম্ । যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানু-
গ্রহণায় বৈ ॥ ১ ॥ প্রত্যর্চ্যাং দেবদেবস্ত গোবিন্দাখ্যাং
তু কারয়েৎ । প্রাসাদপুরতঃ কুৰ্ব্ব্যাৎ বোড়শস্তম-
মুক্তিতম্ ॥ ২ ॥ চতুরশ্চ চতুর্দারঃ মণ্ডপঃ বেদিকা-
বিতম্ । চাক্ৰচক্রাতপং মাল্যচামরধ্বজশোভিতম্ ॥
৩ ॥ ভদ্রাসনং বেদিকায়াং ত্রীপনীকাঠনির্মিতম্ ।
কলগুৎসবঃ প্রকুব্বীত পঞ্চাহান ত্রাহান
বা ॥ ৪ ॥ কাস্তন্তাঃ পূর্বতো বিপ্রাশচতুর্দশাং
নিশামুখে । বহুগুৎসবঃ প্রকুব্বীত দোলামণ্ডপ-
পূর্বতঃ ॥ ৫ ॥ গোবিন্দানুগৃহীতং তু যাত্রাকং তৎ
প্রকীর্তিতম্ । আচার্য্যবরণং কৃদ্বা বহিঃ নিম্নস্থ-
নোত্তমম্ ॥ ৬ ॥ ভূমিঃ সংস্কৃত্য বিধিবৎ তৃণরাশিঃ
মহোচ্ছিতম্ । সপত্নঃ কারয়িত্বা তু বহিঃ তত্র
বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৭ ॥ পূজয়িত্বা বিধানেন কুমাণ্ড-
বিধিনা হনেৎ । গোবিন্দং পূজয়িত্বা তু ভ্রাময়েৎ

দ্বিচত্রিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ! কাস্তন নামে
ভগবানের দোলারোহণরূপ অত্যুত্তম উৎসব
করিবে, ভগবান্ গোবিন্দ জনগণের প্রতি অল্পগ্রহ
প্রকাশার্থই দোলারোহণে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ।
উক্ত উৎসবার্থ দেবদেবের গোবিন্দনামক প্রতিমূর্তি
গঠন করাইবে এবং জগন্নাথ দেবের প্রাসাদ-সম্মুখে
বোড়শস্তমমুক্ত, চতুর্দিকে চতুর্দার ও মধ্যস্থলে
বেদিকাশোভিত, চতুর্দিক ও সমুন্নত একটা দোলা-
মণ্ডপ নির্মাণ করাইবে, উর্দ্ধে চক্রাতপ এবং চতুর্দিকে
মাল্য, চামর ও ধ্বজাদি দ্বারা সুশোভিত
করাইবে । বেদিকামধ্যে ত্রীপনীকাঠ-নির্মিত ভদ্রা-
সন সাজ্জত করিতে হইবে । বিপ্রগণ! উক্ত
উৎসবে পঞ্চ বা ত্রিদিবস কলগুৎসব করিবে এবং
কাস্তনী পূর্ণিমার পূর্বদিবস চতুর্দশীতে প্রদোষকালে
দোলামণ্ডপের পূর্বভাগে বহুগুৎসব করিবে । দোল-
যাত্রায় উক্ত বহুগুৎসব ভগবান্ গোবিন্দের পরম-
প্রিয় বলিয়া কীর্তিত আছে । অগ্রে আচার্য্য-
বরণপূর্বক নিম্নলিখিত কাঠ হইতে অগ্নি উত্তোলন
করিবে, তদ্বারা বিধিবৎ ভূমি সংস্কারপূর্বক অত্যুচ্চ
তৃণরাশির মধ্যে মেঘ পত্ন স্থাপন করিয়া সেই
তৃণপুচ্ছমধ্যে পুরোক্ত অগ্নি নিক্ষেপ করিবে ।
তৎপরে যথাবিধি অগ্নির অর্চনাপূর্বক কুমাণ্ডবিধি

সমুদা বিধুস্ ॥ ৮ ॥ তন্মিন্ কালে হরিঃ কুটী
সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে । যত্রাতঃ রক্তযেবহিঃ যাবৎযাত্রা
সমাপ্যতে ॥ ৯ ॥ প্রান্তধামে চতুর্দশাং গোবিন্দ-
প্রতিমাঃ শুভাম্ । বাসয়িত্বা হরৈরগ্রে পূজয়েৎ
পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০ ॥ উপচারাবশিষ্টৈস্ত প্রত্যর্চ্যামপি
পূজয়েৎ । ততোহবরোপ্য বসনং মাল্যঞ্চ দ্বিজ-
সন্তমাঃ । অর্চ্য্যাঃ বিম্বসেন্যত্রী পরংজ্যোতি-
বিভাবয়ন ॥ ১১ ॥ ততঃ সা প্রতিমা সাক্ষাজ্জায়তে
পুরুষোত্তমঃ । রত্নান্দোলিকয়া তাং বৈ নয়েৎ দ্বানস্ত
মণ্ডপম্ ॥ ১২ ॥ নানাতুর্দ্যানিনাদৈশ্চ শঙ্খধ্বনিপুরঃসরম্ ।
জয়শব্দৈস্তথা স্তোত্রৈঃ পুষ্পহৃষ্টিভিরেব চ ॥ ১৩ ॥
ছত্রধ্বজপতাকাভিশ্চামরৈর্ব্যজনৈস্তথা । নিরন্তরঃ
দীপিকাভিস্তদা কুৰ্ব্ব্যান্নমোৎসবম্ ॥ ১৪ ॥ আগচ্ছন্তি
তদা দেবাঃ পিতামহপুরোগমাঃ । ভ্রষ্ট্রমুষ্টিগণৈঃ সার্কঃ
গোবিন্দস্ত মহোৎসবম্ ॥ ১৫ ॥ ভদ্রাসনেহধি-
বাস্যোনঃ পূজয়েৎপচারকৈঃ । মহাদ্বানস্ত বিধিনা

অনুসারে আহুতি প্রদান করিতে হইবে । অনন্তর,
ভগবান্ গোবিন্দকে পূজা করিয়া সপ্তবার অগ্নিভ্রমণ
করাইবে । ১—৮ । মুনিগণ! তৎকালে ভগবান্ হরিকে
দর্শন করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ।
যাবৎকাল ভগবানের দোলযাত্রা সমাপ্ত না হয়,
তাবৎকাল সেই অগ্নিকে যতপূর্বক রক্ষা করা
কর্তব্য । দ্বিজসন্তমগণ! তৎপরে সাধক, উক্ত
চতুর্দশীর শেষ প্রহরে ভগবান্ হরির সম্মুখে
সুগঠিত গোবিন্দ-প্রতিমা স্থাপিত করিয়া হরিকে
পূজা করিবে এবং অবশিষ্ট উপচার দ্বারা সেই
গোবিন্দপ্রতিমার অর্চনান্তে পুরুষোত্তমের অঙ্গ
হইতে প্রদত্ত বসন ও মাল্য লইয়া পরম জ্যোতির্ময়
ভগবান্কে ভাবনা করত প্রান্তমাকে পরিধান
করাইবে । ঐরূপ করা হইলেই সেই প্রতিমা
সাক্ষ্য পুঃষোত্তম-স্বরূপ হইবেন । অনন্তর সেই
প্রতিমাকে রত্ন-দোলায় আরোহণ করাইয়া দ্বান-
মণ্ডপে লইয়া যাইবে । ঐ সময়ে শঙ্খধ্বনির
সহিত নানাপ্রকার বাদ্য-বাদন, জয়ধ্বনি, স্তোত্র-
পাঠ, পুষ্পহৃষ্টি, ছত্র ও ধ্বজ-পতাকা-উত্তোলন,
চামর-ব্যজন-বীজন এবং নিবিড়ভাবে শ্রীকৃষ্ণ
দীপমালায় মহোৎসব করা কর্তব্য । তৎকালে
ত্র্যম্বাদি দেবগণ গোবিন্দদেবের সেই মহোৎসব-
দর্শনার্থ ঋষিগণের সহিত অজস্রভাবে তথায়
আগমন করিয়া থাকেন । অনন্তর গোবিন্দকে
ভদ্রাসনে সংস্থাপনপূর্বক যথাবিধি উপচারে অর্চনা

সাপনং ভক্ত্যং করয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পঞ্চমুখৈশ্চ সর্বৈশ্চ
তেষামন্ততমেন বা । সাপনেনাভ্যাস্যতামেন ত্রীমুখৈ-
নাভ্যাস্যতামেন ॥ ১৭ ॥ সপ্তোহ্য ভূষয়েদেবং বস্ত্রা-
লঙ্কারমাল্যকৈঃ । নীরাজয়িত্ব সম্পূজ্য প্রাসাদং
পরিবেষ্টয়েৎ ॥ ১৮ ॥ সপ্তকুন্তস্ততো দেবং দোলা-
মগুপমানয়েৎ । সুসংস্কৃতায়াম্ রথায়াম্ পতাকাভোর-
ণাদিভিঃ । অধোদেশে মগুপং তং সপ্তধা ভ্রাময়েৎ
পুনঃ । উর্দ্ধদেশে পুনঃ সপ্ত স্তম্ভবেদ্যাস্ত সপ্ত বৈ ।
যাত্রাবসানে চ ততো ভ্রাময়েদেকবিংশতিম্ ॥ ২০ ॥
ইয়ং লীলা ভগবতঃ পিতামহমুখেরিতা । রাজর্ষি-
গেন্দ্রহ্মায়েন কারিতা পূর্বমেব হি ॥ ২১ ॥ ফলপুষ্পা-
দ্যবনতৈঃ শাখিভিঃ পরিকল্পিতে । বৃন্দাবনান্তরে
রম্যে মন্তভ্রমররাবিণি ॥ ২২ ॥ কোকিলাপমধুরে
নানাপক্ষিগণাকুলে । নানোপশোভারচিত্তে কাল-
গুরুশুধিপিতে ॥ ২৩ ॥ প্রীকুলকেনকীষণ্ড-গন্ধামোদি-
দিগন্তরে । মল্লিকশোকপুষ্পাগচম্পকৈরুপশোভিতে ॥

করিবে এবং মহাপ্রাণবিধানানুসারে স্নান করাইতে
হইবে । সমুদয় পঞ্চামৃত বা তাহার অন্ততম দ্বারাও
স্নানক্রিয়া করণীয়, এবং ত্রীমুখ পাঠে গন্ধ-তোষ
দ্বারাও অভিষেক করিতে হইবে । অতঃপর অঙ্গ-
মার্জনপূর্বক বস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্য দ্বারা ভূষিত
করিয়া নীরাজনা করিবে এবং পরে যথাবিধি পূজা
করিয়া সপ্তবার দেবগৃহ প্রদক্ষিণ করাইবে । অনন্তর
দোলামগুপে লইয়া যাইবে । তথাকার পথ সুন্দর-
রূপে পরিষ্কৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত
করিবে । উক্ত দোলামগুপের অধোদেশে সপ্তবার
ও উর্দ্ধদেশে সপ্তবার এবং স্তম্ভবেদীতে সপ্তবার
ভ্রমণ করাইবে, পরে যাত্রাবসানেও ঐরূপ সপ্ত সপ্ত
করিয়া একবিংশতিবার ভ্রমণ করাইতে হইবে ।
ভগবান্ ব্রহ্মা স্বমুখে ভগবানের এই লীলার বিষয়
ধ্যাত্ব করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি ইন্দ্রহ্মাও পুণ্ড্র
ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তন্তুগণকে অগ্রে
ফলপুষ্পাবনত বিবিধ তরুসাজি দ্বারা বিরাজিত,
মধুগন্ধোন্মত্ত ভ্রমর-নিকরের, গুণ গুণ ধ্বনিত,
কোকিল-কুলের কুণ্ডলধ্বনি কুহ কুহ রবে ও নানা
প্রকার বিহঙ্গম-নিচয়ের মনোমুগ্ধকর নিনাদে পরিপূর্ণ
নানাবিধ সুদৃশ্য দ্রব্যসমূহ দ্বারা সুশোভিত এবং
কালগুরুগন্ধে আমোদিত কল্পিত বৃন্দাবন রচনা
করিতে হইবে । প্রথম কেনকী-কুসুমের শোভন
সৌরভে উহার চতুর্দিক যেন আমোদিত এবং
পুষ্পিত মল্লিকা, অশোক, পুষ্পাগ ও চম্পকাদি বৃক্ষ

২৪ ॥ তৎকালনাভ্যাসিতৈঃ মগুপৈঃ চাক্রতোরণৈঃ
ভূষিতৈঃ মাল্যবসনৈঃ চামরৈরুপশোভিতৈঃ ॥ ২৫ ॥
রত্নখট্টাদোলিকায়াম্ তন্মধ্যে বাসয়েৎ প্রভুম্ ।
সরসমুকুটং তারহারশোভিতবক্ষসম্ ॥ ২৬ ॥ অনন্ত-
রত্নঘটিত-কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রুতিম্ । যথাস্থানং যথা-
শোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জনম্ ॥ ২৭ ॥ বিকচাশ্রুজ-
মধ্যস্থং বিশ্বদ্যাভ্যাশ্রিয়া যুতম্ । শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-
ধারণং বনমালিনম্ ॥ ২৮ ॥ সুপ্রসন্নং সুনাসিকশী-
বক্ষঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥ ২৯ ॥ পুরোদ্যানস্থিতৈর্দৈর্ঘ্যৈর্বা-
দৈর্ঘ্যতকঙ্করৈঃ । কুতাজলিপুটেভক্ত্যা জয়শব্দে-
রভিষ্টম্ ॥ ৩০ ॥ গন্ধকৈরুপসরোভিষ্ট কিরুরৈঃ
সিদ্ধচারণৈঃ । হাহাহুপ্রভৃতিভিঃ সহরং দিব্য-
গায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥ অহম্পূর্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিজ-
কারিভিঃ । নেত্রাশ্রুজসহস্রৈশ্চ পূজ্যমানং মুদারিতৈঃ ॥
৩২ ॥ বিকিরন্তিঃ সর্বদিক্ গন্ধচন্দনজং রজঃ ।
উপবেষ্টাথ গোবিন্দং পূজয়েৎপচারকৈঃ ॥ ৩৩ ॥

সুশোভিত হয়, এবদ্বিধ করিত উদ্যান-মধ্যে
মাল্য, পতাকা, চামর ও মনোহর তোরণ দ্বারা সুস-
জ্জিত মগুপে রত্নখট্টা-সুশোভিত দোলন পীঠ (দোল
চৌকী) বিলম্বিত করিয়া তন্মধ্যে ভগবানকে অধি-
রূঢ় করাইবে । তাঁহার মস্তকে যেন রত্নখচিত
মুকুট, বক্ষঃস্থলে রত্নহার, কর্ণধুগলে বহুমূল্য রত্ন-
রাজ্যবিরাজিত কুণ্ডল এবং যে অঙ্গে যে অলঙ্কার
শোভা পায়, তিনি সেই অঙ্গে সেই অলঙ্কার পরি-
ধামে পরম শোভমান হইতেছেন । তিনি, বিশ্ব-
পালিকা কমলার সহিত বিকচ পদ্মাসনে বিরাজ
করিতেছেন এবং হস্তচতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম,
গলদেশে বনমালা ধারণ করিয়া আছেন । তাঁহার
মূর্তি আতি প্রসন্ন, নাসিকা ও ক্রয়ুগলাদি অতি সুন্দর
এবং সমুজ্জ্বল, বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত । ব্রহ্মাদি
দেবগণ পুর-দ্বারে অবস্থানপূর্বক ভক্তিসহকারে
অবনতশব্দে ও কুতাজলিপুটে জয় শব্দে তাঁহার স্তব
করিতেছেন । হাহা হুহু প্রভৃতি স্বগীয় গায়ক
গন্ধর্বগণ, অঙ্গরঃসকল, এবং কিরুর, সিদ্ধ ও চারণ-
নিচয় অহম্পূর্বিকা সহকারে সানন্দচিত্তে নৃত্যগীত
বাদ্য করত তাঁহার চরণকমলে সহস্র সহস্র লোচনা-
শ্রুজ নিকম্পপূর্বক তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, এবং
সর্বদিক হইতে তাঁহার সর্বাঙ্গে সুগন্ধচন্দনরসো-
বিকিরণ করিতেছেন, এইরূপ ভাবনা করত গোবিন্দ-
প্রতিমাকে উপবেশন করাইয়া বিবিধ উপচার দ্বারা

বসবীকৃতকৃত্যং কদম্বতরুশূলগম্ । তারহাস্ত-
বিলাসৈক্যং ক্রীড়মানং বনাস্তরে ॥ ৩৪ ॥ গোপীতি-
শৈল্যং গোপালৈলীলাদোলিতযানগম্ । চিত্তব্রিহা
জগন্নাথং বিকিরেদগন্ধচূর্ণকৈঃ ॥ ৩৫ ॥ সৰ্পপুত্রে
রক্তপীত-ওক্রেদিক্ সমস্ততঃ । দিব্যবস্ত্রৈদব্যামাট্যৈ-
র্দিব্যগন্ধৈঃ সুধূপকৈঃ ॥ ৩৬ ॥ চামরান্দোলনৈর্গানৈঃ
ভূতিভিচ্চ সমর্চিতম্ । আন্দোলয়েদোলিকাহং
সম্ভারান শনৈঃশনৈঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা পশুতি যে
কৃষ্ণ মুক্তিস্তেষাং ন সংশয়ঃ । ব্রহ্মহং দৈপ্যপানং
পকানং সজ্জয়ো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ ত্রিরেবং দোল-
য়েদেবং সৰ্পপাপপনোদকম্ । ভক্তানুগ্রাহকং
পুংসাং ভক্তিমুক্ত্যেককারণম্ ॥ ৩৯ ॥ লীলাবিচেষ্টিতং
তস্ত কৃত্রিমং সহজং তথা । অহংসঃ সজ্জয়করং
মূলাবিদ্যাবিনাশকম্ ॥ ৪০ ॥ পশুন্ দ্বিতীয়ং হবতি
গোহত্যাগ্যাপপাতকম্ । শিনোতাশেষপানি
তৃতীয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ দৃষ্ট্বা দোলাস্থিত-

ভাঁহার পূজা করিবে । তৎপরে গোবিন্দদেব যেন
বৃন্দাবন-বন মধ্যে কদম্বতরুশূলে গোপিকাগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া, ভাঁহাদিগের সহিত উচ্চৈঃস্বরে
হাস্ত-পরিহাসাদি করত ক্রীড়া করিতেছেন সৎ
বহন গোপাল ও গোপিকাগণ ভাঁহাকে দোলায়
করিয়া ধীরে ধীরে আন্দোলিত করিতেছেন ,
এইরূপ চিত্তা করিয়া জগন্নাথ গোবিন্দে সর্বদা
কপূর-মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য চূর্ণ বিকিরণ করিবে । চতু-
র্দিকে রক্ত, পীত ও শুক্রাদি বর্ণের পতাকানিচর
উত্তোলিত করাইবে এবং দিব্য ধূপগন্ধ, চামর-
বীজন, সঙ্গীত ও ভূতি পাঠ দ্বারা সম্যকরূপে
অর্চিত সেই দোলাধিষ্ঠিত ভগবান্ গোবিন্দদেবকে
ধীরে ধীরে সম্ভার আন্দোলিত করিবে । তৎকালে
সেই দোলমঞ্চাধিষ্ঠিত বগবান্ কৃষ্ণকে যাহারা দর্শন
করে, তাহাদিগের ব্রহ্মহত্যা পক্ষ মহাপাতক ও
বিদূরিত হয় এবং তাহারা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া
থাকে । অনন্তর জনগণের অধিলপাপহারী, ভোগ-
মোক্ষের একমাত্র কারণ ও ভক্তের প্রতি অমুগ্রহ-
কারী সেই ভগবান্ হরিকে এইরূপ পুনরপি বারংবার
দোলাধিত করিবে । অকৃত্রিমই হউক আর কৃত্রিমই
হউক, ভগবানের সমস্ত লীলা-কাব্যই অধিল পাপকর
কর ও মূল-স্মারিত্যা-বিনাশক সন্দেহ নাই । মুনিগণ !
ভগবানের দোলোৎসবের দ্বিতীয় দোলাধি-
ষ্ঠিত সঙ্গীত করিলে, গোহত্যা দি যাবতীয় উপ-
পাতকই শূন্য হইয়া যায় এবং তৃতীয় দোলন-

দেব সৰ্পপাটপঃ প্রযুচ্যতে । আধ্যাত্মিকৈরাবি-
দৈবৈরাধিতোভৈবযুচ্যতে ॥ ৪২ ॥ ইমাং যাত্নাং
কারয়িত্বা চক্রবর্তী ভবেদ্বপঃ । ব্রাহ্মণস্ত চতুর্বেদী
জ্ঞানবান্ জায়তে এবম্ । বৈশ্যস্ত ধান্যধনবান
শূদ্রঃ শুদ্যত পাতকাৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দোলোৎসববিধির্নাম
দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

দ্বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিক্রবাচ । অত্র বঃ কথ্যমিষ্যামি ব্রতং
সাংবৎসরং শুভম্ । সাংবৎসরস্তাদিদিনং পৌর্ণ-
মাসী তু কান্তনৌ ॥ ১ ॥ অজাদিদেবস্ত হরের্মূর্তয়ো
বাদশৈব যাঃ । বিষ্ণুদিনামপ্রবিতাঃ প্রতিমাং
প্রপূজয়েৎ ॥ ২ ॥ একৈঃ মূর্তিমেতাসাং মাসেষু
দশমপি । প্রত্যহং পূজয়েৎ পুষ্পৈঃ ফলৈর্দ্বাদশ-
ভিত্তথা ॥ ৩ ॥ অশোকো মল্লিকা চৈব পাটলী চ

ক্রিয়া দর্শনে যে অশেষ পাপ বিদূরিত হয়, এ বিষয়ে
আব সন্দেহ নাই, আর দোলাধিষ্ঠিত গোবিন্দদেবের
দর্শনে মানব, সর্বপ্রকার পাপ এবং আধ্যাত্মিক,
আবৈদিক ও আধিতৌতিক সর্বপ্রকার ক্রেশ হইতে
বিমুক্ত হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণ যদি এই দোলোৎসব
কবেন, তিনি চতুর্বেদে জ্ঞান লাভ করেন, কত্রিয়
করিলে চক্রবর্তী নৃপতি হন, এবং ইহার অমুষ্ঠানে
বৈশ্য ধনধান্যবান্ ও শূদ্র পাতক হইতে মুক্ত হইয়া
থাকে । ১—৪৩ ।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি কহিলেন,— তপোধনগণ ! এক্ষণে
আপনাদিগকে সাংবৎসর ব্রতের বিষয় বলি,
শুনুন ! সাংবৎসরের আদি দিন যে কান্তনৌ
পূর্ণিমা, সেই দিন হইতে উক্ত ব্রতে ভগবান্
হরির যে বিষ্ণু প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ বাদশ মূর্তি
আছে, প্রতিমাসেই ক্রমিক তাহাদিগের পূজা
করিতে হয় । কান্তনাদি বাদশ মাসে হরির বাদশ
মূর্তির মধ্যে ক্রমিক এক এক মূর্তিকে ক্রমিক
বাদশবিধ পুষ্প ও বাদশবিধ ফল দ্বারা প্রত্যহ
পূজা করিবে । অশোক, মল্লিকা, পাটলী, কদম্ব,

করবীর, জাতিপুং, মালতী, শতপত্র, উৎপল, বাসন্তী, কুন্দ ও পুরাগ এই দ্বাদশবিধ পুষ্প ক্রমিক দ্বাদশ মাসে হরির জীত্যর্থ দান করা বিধেয়। দাড়িম, নারিকেল, আম্র, পনস, ধর্জুর, তাল, পক আমলক, জীকল, নাগরজ, গুবাক, কামরজ (কামরাজ), ও জাতীকল (জায়কল) এই দ্বাদশবিধ ফল দ্বাদশ মাসে ক্রমে ক্রমে দান করিবে। প্রতিদিন দুমধুর ভক্ষ্য, ভাজ্য, লেহ ও চুষ্য প্রভৃতি নানা-প্রকার খাদ্য বস্তু এবং আসনাদি উপচার দানান্তে জগদগুরু জগন্নাথ দেবকে স্তব করিয়া এইরূপে প্রার্থনা করিবে,—হে সর্বব্যাপিন্। হে জগন্নাথ! আপনি স্তুত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান যাবতীয় বিষয়ে-রই প্রভু, স্তুতরাং আপনি ত সকলিই করিতে পারেন, অতএব হে বিবেক! হে পুণ্ডরীকাক! আপনি আমায় সংসারসাগর হইতে পরিজ্ঞান করুন। পূর্বে যখন অখিল বিশ্ব একাধ্বনয় ছিল, যখন কিছু অবলম্বন ছিল না, সেই ভীষণ সময়ে বিশ্বরক্ষার্থই আপনি মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, অতএব হে মধুসূদন! আমাকে রক্ষা করুন। হে প্রভো! বাহার অভ্যস্তরে ঋক যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ই বিরাজমান, ঈশ্বর বামনদেহ ধারণে আপনি স্বীয় মায়াবলে অখিল স্তুতবৃন্দকেই মোহিত করত বিক্রমজয় (পাদজয়) প্রদারণপূর্বক তদ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ ও বিপুল দৈত্যবৃন্দ সন্হার করিয়া ত্রিলোককে রক্ষা করিয়া-

খিয়া ধারণেরিত্যং কৃদি ভক্তোহ্য এব চ। সূদা-
তাপি খিয়ং তৈশ্ব জীধরায় নমোহস্ত তে। ১০।
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাতা কঃ সর্বেষাং সদা করম্। যুক্ত্য-
কহেতো ভক্তানাং হৃদীকেশ নমোহস্ত তে। ১১।
যন্নাতিপদ্যসমুতঃ জগদেতচ্চরাচরম্। বিধাতৃ-
রাসমঃ মিত্যং পদ্যনাত নমোহস্ত তে। ১২।
যন্তৈস্ততঃ ত্রি গৈর্বন্ধঃ শরীরং সার্বলৌকিকম্।
দায়ী বন্ধঃ স গোপ্যাপি দামোদর নমোহস্ত তে। ১৩।
ত্রৈলোক্যবিপ্রবকরং হতবান কেশিদানবম্।
ঈশিতা সর্বসৌখ্যানাং জাহি কেশব মাং সদা। ১৪।
যন্তঃ সসর্জ ভূতানি জগতামাদিকারণম্। অচিন্ত্য-
মহিমন্ বিবেকো নারায়ণ নমোহস্ত তে। ১৫।
যন্ত বিষ্ণু বৈ মোহিতঃ যদনাদায়া। সর্বধর্ম্মরূপায়
মাধবায় নমো নমঃ। ১৬। জ্ঞানিনাং জ্ঞানগম্য-

ছিলেন। হে ত্রিবিক্রম! পরম মায়াবী সেই আপ-
নাকে বারংবার নমস্কার। নাথ! যে আপনি
সতত স্বীয় হৃদয়ে দেবীর জীকে ধারণ করিয়া রাখিয়া-
ছেন এবং ভক্তবৃন্দকেও জীদান করিতেছেন,
আমি সেই জীধর আপনাকে নমস্কার করি। দেব!
আপনি ভক্তগণের মুক্তিদাতার একমাত্র হেতু,
আপনি সর্বদা সর্বপ্রাণীর ইন্দ্রিয়নিচয়ের অধিষ্ঠাতা
বলিয়া হৃদীকেশ নামে প্রসিদ্ধ, অতএব হে হৃদীকেশ!
আপনাকে নমস্কার। ১০—১৩। হে প্রভো! যে আপনার
নাতিপদ্য হইতেই এই অখিল চরাচর, হে পদ্যনাত!
তাদৃশ আপনাকে নমস্কার! পরিদৃষ্টমান অখিল
জীবশরীরই যে আপনার সঙ্গাদি গুণত্রয়ে আবদ্ধ,
সেই আপনিই আবার লীলা প্রকাশার্থ আপনাকে
গোপিকা যশোদার হস্তে দাম (রজ্জু) দ্বারা বদ্ধ
করাইয়াছিলেন, অতএব হে দামোদর! আপ-
নাকে নমস্কার! প্রভো! আপনিই সর্বপ্রকার
সুখের নিয়ন্তা, আপনি ত্রিলোকবিপ্রবকারী কেশি-
নামক দানবকে নিহত করিয়া কেশব নাম ধারণ
করিয়াছেন, অতএব হে কেশব! সর্বদা আমায়
রক্ষা করুন। নাথ! যে আপনি সমুদয় ভূতগণকে
সৃজন করিয়াছেন, এবং একমাত্র যে আপনিই
নিখিল জগতের আদি কারণ, হে বিবেক! সেই
আপনার মহিমা অচিন্তনীয়, অতএব হে নারায়ণ!
নমস্কার করি। বাহারই অনাদি
মায়ায় অখিল বিশ্ব নিমোহিত, সেই সর্বধর্ম্ম-
রূপ মাধবকে পুং:পুং: নমস্কার। হে প্রভো!

মগধীনাঃ গতিপ্রদঃ। সম্পূর্ণমন্ত গোবিন্দ
সংপ্রসাদাৎ যমঃ ॥ ২০ ॥ প্রতিমাসং
পূজনাং মন্ত্রেণৈতঃ কৃতাজলিঃ। প্রার্থয়েৎ
পরমা ভক্ত্যা ভক্তকান্তং জনার্দিনম্ ॥ ২১ ॥
এবং সংবৎসরং নীহা ত্রতং বৈ মূর্তিপঞ্জরম্।
সম্পূর্ণকলসিদ্ধার্থং প্রতিষ্ঠাবিধিমাচরেৎ ॥ ২২ ॥ সুবর্ণ-
নির্মিতা বিষ্ণোর্মূর্তয়ো দ্বাদশৈব তু। যথাশক্তিক্রুতাঃ
স্থাপ্যাস্তে কুন্তেষ্ণ দ্বাদশমপি ॥ ২৩ ॥ তাত্রপাত্রাচ্ছাদিতেষু
শাক্তেষু পৃথক্ পৃথক্। শ্বেতবস্ত্রাবন্ধেষু চাক-
পদ্যকবারিষু ॥ ২৪ ॥ অষ্টদিক্ চতুর্দিক্ সর্বতো-
ভদ্রমণ্ডলে। স্থাপনীয়ান্ত তে কুন্তান্তেষু পূজ্যাস্তে
মূর্তয়ঃ ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ উপচারৈঃ পৃথক্
পৃথক্। পঞ্চামৃতৈশ্চ স্নপনং সর্বৈবামাদিতো
বজ্রাঃ ॥ ২৬ ॥ গীতবাদিতনৃত্যাদ্যেস্তথাব্রাহ্মণপূজনৈঃ।
বস্ত্রযুগ্মৈর্দিশভিহ্রজোপানদ্যুগৈস্তথা ॥ ২৭ ॥ ব্যাজনৈ-

আমি আপনার তব কি জানিব, কারণ আপ-
নাকে জানিগণই জ্ঞানদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া
ধাকেন; কিন্তু নাথ! আপনি ত গতিবিহীন ব্যক্তি-
গণের গতিপ্রদ; অতএব হে গোবিন্দ! আপ-
নার প্রসাদে আমার এই ত্রত সম্পূর্ণ।
প্রতিমাসেই পূজাবসানে কৃতাজলি হইয়া পরম
ভক্তিসহকারে উক্ত মন্ত্রনিচয় পাঠ করত ভক্ত-
বৎসল জনার্দনের নিকট উক্ত প্রকার প্রার্থনা
করিবে। এইরূপে সংবৎসর কাল অতিবাহন-
পূর্বক সম্পূর্ণ কলসিদ্ধির নিমিত্ত মূর্তিপঞ্জর
নামক উক্ত ত্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিতে
হইবে। উক্ত ত্রতের প্রতিষ্ঠাকালে যথাশক্তি সুবর্ণ-
নির্মিত উক্ত বিষ্ণুর দ্বাদশ মূর্তিকে মনোহর পদ্ম-
সমলিত জনপূর্ণ, মুখদেশে শাক্ত তাত্রপাত্র দ্বারা
আচ্ছাদিত, ও শ্বেতবস্ত্রাবৃত দ্বাদশটি কুন্তোপরি
পৃথক পৃথক রূপে স্থাপন করিবে এবং ঐ কুন্ত-
সকলও প্রথম পটুজিতে অষ্টদিকে অষ্টসম্মুখ ও
দ্বিতীয় পটুজিতে চতুর্দিকে চতুঃসম্মুখ এইরূপ
নিয়মে সর্বতোভদ্রমণ্ডলোপরি স্থাপন করিতে
হইবে। এইরূপে স্থাপিত কুন্তোপরিস্থিত বিষ্ণু-
মূর্তিনিচয়ের পূজা করা বিধেয়। দ্বিজগণ! আদি
মূর্তি হইতে সমুদয় মূর্তিরই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে পৃথক্
পৃথক্ রূপে উপচার দানে অর্চনা করিবে এবং
সিদ্ধিলাভ দ্বারা স্নান করাইবে। অপিচ, সমুদয়
মূর্তিরই প্রতিমাসে মৃত্যুমুখোদ্বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন
করাইতে হইবে এবং দ্বাদশ মূর্তিকেই বস্ত্রযুগ্ম, ছত্র,

কপটাদিচ্চ কুন্তে: শয়নপীঠকৈ:। গাঁঠৈর্দীর্ঘৈ:।
সত্যমূলৈর্মুদ্রিকাকুণ্ডলৈরপি ॥ ২৮ ॥ প্রদীপাঃ সর্গিষা
জাল্যা দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমাৎ। নীহা ত্রিষামামিখং বৈ
প্রভাতে বহ্নিকর্ম চ ॥ ২৯ ॥ সমিধাজ্যচরুণাঃ বৈ
প্রতিদেবং শতত্রয়ম্। অষ্টোত্তরসহস্রম্ তিলৈ-
রাহতিভিস্ততঃ ॥ ৩০ ॥ হোমাস্তে প্রাশনং কৃত্বা
দদ্যাৎ আচার্য্যদক্ষিণাম্। কপিলা ধেনবো দেয়াঃ
সালকারাশ্চ দ্বাদশ ॥ ৩১ ॥ শতং চতুঃচদ্বারিংশদ-
ব্রাহ্মণান ভোজয়েত্ততঃ। তং দেববন্দং সম্বটং
সবিতাম্ সচামরম্। সর্বোপচারসহিতমাচার্য্যায়
নিবেদয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ তত্ররাজমিখং কৃত্বা সর্বান
কামানবাশুয়াৎ। শুভিচাদ্যাশ্চ যা যাত্রা বিষ্ণো-
র্দ্বাদশকীর্তিতাঃ। তাসাং দর্শনজং পুণ্যং ত্রতেনানেন
লভ্যতে ॥ ৩৪ ॥ ঐশ্র্যং পদং সার্বভৌমং চক্রবর্তি-
হমেব চ। অষ্টৈশ্চর্য্যমঃ প্রাপ্তি দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥
৩৫ ॥ এতন্নশাপুণ্যতমং নারদঃ কৃতবান্ ত্রতম্।
কৃত্বা দ্বাদশ বর্ষাণি জীবনুজ্জোহভবনুনিঃ ॥ ৩৬ ॥

পাঙ্কায়ুগল, ব্যাজন, কুন্ত, শয়নপীঠ, গন্ধ, তাম্বুল,
মুদ্রিকা ও কুণ্ডলাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে।
১৪—২৮। প্রত্যেকেরই প্রীত্যর্থ তদ্বিবসীয় রাজি-
কালে দ্বাদশ দ্বাদশ ক্রমে গব্য-স্বত-প্রদীপ প্রজ্জলিত
করিতে হইবে। এইরূপে রাজি অতিবাহনপূর্বক
প্রভাতকালে অগ্নিকার্য্য করিবে। উক্ত অগ্নিকার্য্যে
প্রত্যেক দেবতা উদ্দেশে শতত্রয়সম্মুখ সমিৎ,
আজ্য ও চক্রহোম এবং পরে অষ্টোত্তর সহস্র
তিলাহতি প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ হোমাস্তে
আচার্য্যকে ভোজন করাইয়া তাঁহাকে সালকার
দ্বাদশটি কপিলা ধেনু দক্ষিণা দিবে। পরে একশত
চতুঃচদ্বারিংশৎ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, এবং
কুন্ত, চন্দ্রাতপ ও চামরাদি উপচারের সহিত সেই
দ্বাদশ দেব-প্রতিমাই আচার্য্যকে অর্পণ করিবে।
মুনিগণ! এই ত্রতের অমুষ্ঠান করিয়া মানব সমুদয়
অভীষ্টই প্রাপ্ত হইতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণুর যে
শুভিচা-উৎসবাদি দ্বাদশবিধ যাত্রা কীর্তিত আছে,
একমাত্র উক্ত ত্রতানুষ্ঠানেই তৎসমুদয় যাত্রা দর্শনে-
রই পুণ্যকল লভ হইয়া থাকে। অধিক কি,
দেবদেবের প্রসাদে সার্বভৌমত্ব, চক্রবর্তিত্ব, অষ্টৈ-
শ্র্য ও ইন্দ্রপদও প্রাপ্ত হইতে পারে। পূর্বে
মুনিবর নারদ, দ্বাদশ বর্ষ এই মহাপুণ্যতম ত্রতের
অমুষ্ঠান করিয়া জীবনুজ্জ হইয়াছেন এবং পূর্ব-

অস্তে চ বৈকবা যে বৈ চক্ৰে বহশঃ পুরা । অতঃ
নাতঃ পরতরঃ ভগবৎপ্রীতিকারকম্ ॥ ৩৭ ॥ যন্তঃ
যশস্তমায়ুযাঃ ত্রাঙ্কণঃ বংশবর্জনম্ । ভবন্তোহপি
ব্রতানামঃ কুর্যন্ত ব্রতমক্ষয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

ইতি জীকান্দে সংবৎসরব্রতবিধিকীৰ্ত্তনং নাম
ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । মূনে ব্রতমিদং পুণ্যং অতঃ বৈ
মূর্তিপঞ্জরম্ । অস্তঃপ্রমোদজননং মহিমা চ মহন্তরম্ ॥
১ ॥ যাত্রা দ্বাদশ য়াঃ পুণ্যা উদ্দিষ্টা ভগবৎপ্রিয়াঃ ।
তাসাং হে অবশিষ্টে নঃ কথয়ন্ত মহামুনে ॥ ২ ॥
জৈমিনিরুবাচ । বাসস্তিকাং সমাখ্যাস্তে যাত্রাং
দমনভঞ্জিকাম্ । যন্তাং কৃত্য্যাং দৃষ্টায়াং প্রীণাতি
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩ ॥ পুরা যৎ কথিতং বিপ্রা তুণং
দমনকাহরম্ । চৈত্রশুক্লজ্যোদশ্যামাহরেৎ তৎ

সমূলকম্ ॥ ৪ ॥ দেবস্তাগ্রে বিরচিত্তে মণ্ডপে
সাবিবাসিতে । যোপয়েৎ সৈকতে তত্ৰ মধ্যং ত্যক্তা
সমস্ততঃ ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে মণ্ডলং কুর্য্যাৎ সুততঃ
পদ্মসংজিতম্ । তদন্তর্বাসয়েদেবঃ প্রত্যর্চ্যঃ প্রতি-
পূজিতাম্ ॥ ৬ ॥ যুক্তাং ত্রীসত্যভামাত্যাং পূজয়ে-
দ্বিবিচ্ছ তঃ । অর্ধরাত্রে তু কর্ষেদং দেব-
দেবস্ত কারয়েৎ ॥ ৭ ॥ পুরা নিশীথে স বিভূর্বভঙ্গ
দমনানুরম্ । ভঙ্ক্য লেভে পরাং প্রীতিং
তদঙ্গোথকং তৎতুণম্ ॥ ৮ ॥ তস্তামেব জ্যোদশ্যাং
তুণং দৈত্যং বিভাবয়ন । কৃতাজ্জলিপুটো হুয়া
বাক্যকেদমুদীরয়েৎ ॥ ৯ ॥ অবধীদমনং দৈত্যং
পুরা ত্রৈলোক্যকণ্টকম্ । স এবৈখং পরিণতঃ
পূরতস্তব তিষ্ঠতি ॥ ১০ ॥ অস্তোৎপত্তৌ তদা
প্রীতিরাসীদুযা তব মাধব । অধুনাপি তথৈবাস্তাং
প্রীতির্দমনভঞ্নে ॥ ১১ ॥ ইতু্যক্তা তুণমেককং করে
দেবস্ত দাপয়েৎ । ততোহবশিষ্টাং রাত্রিক্ত
নৃত্যগীতাদিভিনয়েৎ ॥ ১২ ॥ ততশ্চাতুর্দশিতে

কালে অন্তান্ত বহুল বৈষ্ণবগণই এই ব্রত করিয়া-
ছিলেন । বস্ততঃ ইহাপেক্ষা ভগবানের প্রীতিপ্রদ
উৎকৃষ্টতর ব্রত আর নাই । ইহার অমুষ্ঠানে যশ,
আয়ুঃ, ব্রহ্মতেজঃ ও বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া
ইহা অতীব প্রশংসনীয় ব্রত ; অতএব আপনারাও
সংযতান্না হইয়া এই অক্ষয়-কলজনক ব্রতের
অমুষ্ঠান করুন । ২৯—৩৮ ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৩ ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ কহিলেন,—মূনে ! আপনার মুখে চিত্ত-
প্রমোদকর মহামহিমপূর্ণ পবিত্র মূর্তিপঞ্জর ব্রতের
বিষয় শুনিলাম, কিন্তু হে মহামুনে ! ভগবৎপ্রিয় যে
দ্বাদশবিধ যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা-
দিগের হইটি বলিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব
একপে, আমাদিগকে সেই অবশিষ্ট যাত্রাষয়ের
বিষয় বলুন । জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ ! একপে
তবে দমনভঞ্জিকা নামক বসন্তকালীন যাত্রার কথা
বলি শুনি, উহার অমুষ্ঠানে বা দর্শনেও ভগবান
পুরুষোত্তম পরম প্রীত হইয়া থাকেন । হে বিপ্র-
গণ ! পূর্বে যে দমননামক তুণের বিষয় কহিয়াছি,
চৈত্রমাসীয় শুক্লতৃতীয়াতে ঐ তুণসমূহ আহরণ

করিবে । অনন্তর ভগবান্ জগন্নাথদেবের সম্মুখ-
ভাগে বিরচিত সাধিবাসিত বালুকাময় মণ্ডপের মধ্য
স্থান পরিত্যাগপূর্বক চতুর্দিকে সেই তুণ যোপণ
করিতে হইবে এবং মধ্যস্থলে সুন্দর . পদ্মমণ্ডল
রচনা করিয়া তন্মধ্যে লক্ষ্মী ও সত্যভামার
প্রতিমূর্তির সহিত প্রতিপূজিত বিষ্ণুপ্রতিমা
স্থাপনপূর্বক যথাবিধি পূজা করিবে । দেবদেবের
প্রীতিকর এতৎসমুদয় অর্ধ রাত্রিকালে করণীয় ।
কারণ, পূর্বে ভগবান্ বিষ্ণু নিশীথ সময়েই দমনানুরকে
দলিত করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন এবং
ঐ তুণও সেই অনুরের শরীর হইতে সম্ভূত হয় ।
চৈত্রমাসের শুক্লজ্যোদশীতে সেই অনুরবর নিহত
হইয়াছিল বলিয়া সেই দৈত্যরূপে ভাবনা করত
কৃতাজ্জলি হইয়া ভগবান্কে এইরূপ বাক্য কহিবে,—
প্রভো ! আপনি যে পূর্বে ত্রিলোককণ্টক দমন-
দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই দানবই এই
তুণরূপে পরিণত হইয়া আপনার সম্মুখে অবস্থিতি
করিতেছে । হে মাধব ! তৎকালে ইহার উৎ-
পত্তিতে আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, একপেও
এই দমন-তুণভঞ্নে তাদৃশী প্রীতি আছে । ১—১১
এই কথা বলিয়া ভগবানের কাছে একগাছি তৎতুণ
প্রদান করিবে । অনন্তর নৃত্য গীতাদি দ্বারা রাত্রির
অবশিষ্টাংশ অতিবাহন করিতে হইবে । বিজয়ন্তম-

স্বর্ঘ্যে দেবঃ ভূগপুংসরম্ । নয়েৎ জীজগ-
দীশস্ত সমীপং বিজসন্তমাঃ ॥ ১৩ ॥ উপচারৈর্জগ-
ন্নাথঃ পূর্ববৎ পূজয়েত্ততঃ ॥ ১৪ ॥ হিরণ্যকশিপুং
হৃদা হৃদমালাং তদঙ্গজাম্ । ধৃদা কণ্ঠে যথা প্রীতি-
স্তথেষদং দমনং ভূগম্ ॥ ১৫ ॥ তব প্রীতৌ তু ভগ-
বন্মহা দত্তং তবাক্কে । ইত্যাচ্ছাধ্য হরের্মুক্তি
দদ্যাদগচ্ছভূগং শুভম্ ॥ ১৬ ॥ তদা দৃষ্টৌ হরেবজ্র-
পদ্মং প্রীততরং মুদা । ভবতুঃখপ্ৰবণীণঃ সুখ-
মাপ্নোত্যমৃতমম্ ॥ ১৭ ॥ গৃহীত্বা মুক্তি তচ্ছাখাং
বিষ্ণুমুখোপকর্ষিতাম্ । সর্পপাপবিনিষ্টাক্তো বসে-
বিষ্ণুপুরে ক্রবম্ ॥ ১৮ ॥ ১) অতঃপবঃ প্রবক্ষ্যামি
যাজ্ঞামকয়মোকদাম্ । অনায়াসেন মুচানাং বাসনা-
বদ্ধচেতসাম্ ॥ ১৯ ॥ বৈশাখশ্রামলে পক্ষে দ্বিতীয়া-
রাত্রিমধ্যাতঃ । মণ্ডলঞ্চ চতুষ্কোণং সুখালিঙ্গং
সুবেদিকম্ ॥ ২০ ॥ সুধোতবাসসা কুখ্যাৎ সুপ্রসন্নঃ
সমস্ততঃ । সাধুসোপানসংযুক্তং চাক্ৰচ্ছ্রাতপাধিতম্ ॥

গণ । অতঃপর স্বর্ঘ্যোদয় হইলে, প্রতিমাকে
ভূগপুংসর জগদীশ্বর জগন্নাথ দেবের সমীপে
লইয়া যাইবে এবং জগন্নাথদেবকে পূর্ববৎ
যথাবিধি বিবিধ উপচারে অর্চনাপূর্বক ঐক্লপ
করিবে,—ভগবন্ । পূর্বে হিরণ্যকশিপুকে স হৃদা হৃদ
তদীয় শরীর-সম্বৃত অক্ষমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া
আপনার যেরূপ প্রীতি হইয়াছিল, এই দমনক
ভূগেও তাদৃশ প্রীতি জন্মিবে বিবেচনায় আপনাব
প্রীত্যর্থ ভবদীয় অঙ্গে আমি প্রদান করিতেছি ।
এই বলিয়া ভগবানের মস্তকে শুভ গচ্ছভূগ প্রদান
করিবে । মানব, তৎকালে সানন্দে ভগবানেব
প্রীতিপ্রকৃত বদনারবিন্দ দর্শন করিলে, ভবতুঃখ
হইতে মুক্ত হইয়া অল্পময় সুখ প্রাপ্ত হয়, এবং
ভগবানের মস্তক হইতে সেই ভূগশাখা গ্রহণপূর্বক
মস্তকে ধারণ করিলে, সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত
হইয়া নিঃসন্দেহ বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে ।
তপোধনগণ । অতঃপর বাসনাবদ্ধচিত্ত মুচ মানব-
গণেরও অনায়াসে অকয় মোক্ষদায়িনী যাজ্ঞার
বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন । বৈশাখ মাসের
শুক্রপক্ষের দ্বিতীয়াতে অর্ধরাত্রি কালে মধ্যস্থলে
সুখালিঙ্গ মনোহর বেদিকা, উর্ধ্বে রমণীয় চচ্ছ্রাতপ
এবং সুন্দর সোপানত্রয় দ্বারা সুশোভিত মণ্ডল

২১ ॥ তদ্বধ্যে বিজসেন্দ্র্যমং সাধুভ্যাসনোত্তমম্ ।
তন্নিরিচোলসহরে বিজসেৎ স্বর্ণভাজনম্ ॥ ২২ ॥
তন্ত পশ্চিমভাগে বৈ ভ্রাজ্জনঃ স্বাসনঃ শুচিঃ । পাত্ৰা-
স্তরে তু গৃহীত্বাচ্ছন্দনং পলবিংশতিম্ ॥ ২৩ ॥ সুপিষ্টঃ
কৃষ্ণলোহস্ত গৃহীত্বাৎ ষট্‌পলাধিকম্ । অশুর্কঃ
কুঙ্কমঃ স্ত্রাৎ কুঙ্কমার্জিত সিংহলকম্ ॥ ২৪ ॥ কতুরিকা
কপূর্বয়োঃ প্রমাণং সিংহলসংস্থিতম্ । সর্বমেকত্র
সম্পিষ্টাৎ পঞ্চতীর্থস্ত বাবিণা ॥ ২৫ ॥ পলদ্বয়ঃ
ততে, দদ্যাদগচ্ছভূগং হৃদমম্ । একত্রালোড়িতং
কৃদ্বা পুংগাভ্যে নিধাপয়েৎ ॥ ২৬ ॥ আচ্ছাদ্য
কেতকীপত্রৈর্বেষ্টয়েচ্চীনবাসসা । গচ্ছাং সোম-
মন্ত্রেণ রক্ষেদগচ্ছভূদ্রয়া ॥ ২৭ ॥ এবস্ত মণ্ডপে
তন্নিম্ন সাধিবাসং নিধাপয়েৎ । অকণোদয়কালে তু
নয়েৎ কৃষ্ণস্ত সন্নিধিম্ ॥ ২৮ ॥ শঙ্খচামরচ্ছ্রাতৈ-
র্ভ্রামিহা সুরালয়ম্ । দেবাগ্রে স্থাপয়িত্বা চ পূজ-
য়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৯ ॥ উদ্যাটয়েত্ততো বহু-
দিব্যদৃষ্টাবলোকয়েৎ । প্রোক্ষিতং মন্ত্ররাজেন

প্রস্তুত করিয়া সুন্দররূপে ধোত বস্ত্র দ্বারা তাহাব
চতুর্দিক সুন্দররূপে আচ্ছাদন করিবে । ১২-২১) অতঃ-
পব তদ্বধ্যে রক্ত-খচিত পরম সুন্দর ভদ্রাসন বিস্তৃত
করিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা প্রাবৃত করিবে, পরে তদুপরি
স্বর্ণপাত্র স্থাপন করিবে । উহার পশ্চিমভাগে
ভ্রাজ্জন শুচি হইয়া সুন্দর আসনে উপবেশনপূর্বক
কৃষ্ণলোহনির্মিত পাত্ৰাস্তরে বিংশতিপলপরিমিত
সুন্দররূপে পিষ্ট চন্দন, ষট্‌পলাধিক অশুর্ক,
তদর্ক কুঙ্কম, কুঙ্কমার্জিত সিংহলক এবং ঐ সিংহলক-
পরিমিত কতুরিকা ও কপূর্বচূর্ণ লইয়া পঞ্চতীর্থজল
দ্বারা সমুদয় একত্র পেষণ করিবে । তৎপরে
তাহাতে পলদ্বয়পরিমিত উত্তম অশুর্কস্নেহ প্রদান
করিবে এবং তৎসমস্ত একত্রে আলোড়িত করিয়া
পূর্বস্থাপিত স্বর্ণপাত্রে স্থাপন করিবে । অনন্তর
কেতকীপত্র দ্বারা আচ্ছাদন ও চীন বস্ত্রে পরিবেষ্টন-
পূর্বক গচ্ছভূদ্রা প্রদর্শনে সোমমন্ত্র পাঠ দ্বারা তৎ-
সমুদয় গচ্ছভূদ্রার রক্ষণ বিধান করিবে । এইরূপ
কার্য সমাধানান্তে অধিবাসপুংসর সেই মণ্ডল-
মধ্যে তাহা স্থাপন করিয়া রাখিবে, পরে অকণোদয়
কালে ভগবান্ জগন্নাথ দেবের সন্নিধানে লইয়া
যাইবে । তৎকালে শঙ্খধ্বনি, চামর বীজন ও
ছত্রধারণাদি সম্বন্ধে দেবালয় ভ্রমণ করাইয়া ভগ-
বানের সম্মুখে স্থাপনপূর্বক ভগবান্ পুরুষোত্তমকে
যদোচিত পূজা করিবে । অনন্তর আবরণবস্ত্র উদ্যাট-

(১) অর্জুনাধ্যায়নমস্তিঃকটিক্যতে । তদ্বতে-
জ্ঞানস্বয়ং কৈমিলিকবাচেতা কঃ পার্থোহবগম্বাঃ ।

সংস্কার্যাত্মনামিতিঃ ৩০ । গন্ধপুষ্পাকঠৈঃ পূজ্য-
খিয়ঃ স্তব্ধেন লেপয়েৎ । শ্রীশক্ত সর্বগাত্রে বৈ মুহু-
পার্শ্বঃ শব্দৈঃ শব্দৈঃ ৩১ । বৈকুণ্ঠ জয়শব্দৈঃ বর্জ-
য়তি তদা হরিম্ । নানাস্তব্ধোপনিষদৈবিদ্যাংসঃ
সংস্কার্যন্তি তম্ ৩২ । বেণুবীণাদিকৈনু ত্যগীত-
বাদ্যৈরনেকশঃ । ব্যজ্ঞনৈশ্চামরৈশ্চতৈরশ্ঠৈর্নানোপ-
হারকৈঃ । সন্তোষয়েজ্জগন্নাথঃ তৃতীয়াদৌ বিলে-
পয়েৎ ৩৩ । যন্ত চিত্তনমাজ্ঞেণ তাপা নশ্চান্তি
দেহিনাম্ । সোহসৌ সন্দর্শনাতাপানপহন্তি কিমদ্ভু-
তম্ ৩৪ । অচিন্ত্যো মহিমা বিকোণরীদৃক্-
তাদৃক্শ্চ সদা ৩৫ । ততঃ স্তম্ভাস্তবৈর্নালৈ-
র্ভক্যভোজ্যাদিপানকৈঃ । দ্রব্যৈর্নানাবিধৈর্দৈ-
র্গব্যৈরাবর্তিতৈঃ শুভৈঃ । পুনঃ সম্পূজয়েদেবং
তামূলৈশ্চন্দ্রসংস্কৃতৈঃ ৩৬ । তন্মিন্ কালে তু যে
কৃষ্ণঃ তন্ত্যা পশুস্তি মানবাঃ । ন তেষাং পুনরাশ্রুতিঃ
কল্পকোটিশতৈরপি ৩৭ । বিকোঃ স্বরূপমাসাদ্য

নাশ্চৈব দিব্য দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন, মন্ত্ররাজ দ্বারা
প্রোক্ষণ, তাড়নাদি দ্বারা সংস্কার এবং গন্ধ পুষ্প ও
অঙ্কত দ্বারা অর্চনা করিয়া শ্রীশক্ত পাঠ করত
মুহুভাবে ধীরে ধীরে ভগবানের সর্বাত্ম লেপন
করিবে । ঐ সময়ে ভগবান্ হরিকে বৈকুণ্ঠগণ
জয়ধ্বনি দ্বারা সন্দর্শনা এবং বিদ্বদ্ভ্রাক্ষগণ বিবিধ
স্তুত ও উপনিষদ দ্বারা স্তুতি করিতে থাকিবে ।
এইরূপে, বেণুবীণাদি বাদ্যের সহিত নানা প্রকার
নৃত্য, গীত এবং ব্যঞ্জন, চামর, ছত্র ও অস্ত্রাশ্র
বিবিধ উপহার দ্বারা জগন্নাথ দেবের সন্তোষ
সাধনপূর্বক তৃতীয়া তিথির প্রথম ভাগেই
উত্তমরূপ বিলেপন করা বিধেয় । মহর্ষিগণ!
ঈহাশ্রম শ্রমণমাজ্ঞেই দেহিগণের আধ্যাত্মিকাদি
তাপত্রয় তিরোহিত হইয়া যায়, সেই ভগ-
বান্কে তৎকালে সন্দর্শন জন্ত সেই ত্রিতাপ বিদু-
রিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্যের বিষয় কি?
বস্ততঃ সর্বদা সর্বপ্রকারেই ভগবান্ বিষ্ণুর
মহিমা অচিন্তনীয় । অতঃপর নানাবিধ স্তম্ভ বস্ত্র,
মালা, ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেষ, এবং গব্যাদ্রব্যসমুত
নানাপ্রকার স্তম্ভাদ ও শুভ খাদ্য দ্রব্য ও কপূর-
সুবাসিত তামূল দ্বারা পুনরায় জগন্নাথ দেবের
পূজা করিবে । তৎকালে যে সকল মানব ভক্তি
সহকারে ভগবান্ কৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে পারে,
শত শত কোটি করেও তাহাদিগের আর সংসারে
আসিতে হয় না । তাহারা বিষ্ণুর সারূপ্য লাভ

বিষ্ণুলোকে বসন্তি বৈ ৩৮ । পূর্য কলিযুগে বিপ্রা
দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ । আধ্যাত্মিকাদিস্তাপৈঃ
সুদীনান বীক্ষ্য মানবান্ ৩৯ । তত্র গম্য কৃপা-
যুক্তো মহিমানং চকার বৈ । যথাবিধি ময়া প্রোক্তঃ
যদেব প্রথমঃ বিজ্ঞাঃ ৪০ । প্রলিপ্য চন্দ্রনোজঃ
মাধবামলপঙ্ককে । তৃতীয়ায়াং জগন্নাথঃ স্ততিমেতাং
মুদা জগৌ ৪১ । দক্ষ উবাচ । দেবদেব জগন্নাথ
সহজানন্দ নিম্মল । সংসারার্ণবসম্মগ্নান্ পাহি নঃ
পরমেশ্বর ৪২ । নানাবিধৈশ্চ স্তাপৈঃ সন্তোষান
মানবানিমান্ । মযানুকোশবুদ্ধ্যা বৈ শুভদৃষ্ট্যমুতেন
চ । সন্তর্পয় তৃণান শুকান কৃষ্ণমেঘ নমোহস্ত তে ৪৩
কলিকল্পসম্মুতাহুর্দ্রুং জগতাং পতে । অবতারো-
হয়মেতন্মিলীচলগুহাস্তরে ৪৪ । চিরকালপ্রকৃ-
তাং হস্ত্যজানাং মহাংশসাম্ । রাশিঃ দক্ষুঃ ত্রমেবেশো
দীননাথ কৃপাকর ৪৫ । স্বদর্শনমহাযোগে যমাদ্য-
ষ্টাঙ্গবর্জিতৈঃ । যেষাং মতিঃ সমুৎপন্না চতুর্দৈর্গৈক-
সাধনে । ন তে শোচন্তি দুষ্পারে ভবারণ্যে মহা-

করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে ২২—৩৮।
হে বিপ্রবর্গ! পূর্বে দক্ষ নামক প্রজাপতি কলিযুগে
অখিল মানবগণকেই আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে প্রপী-
ড়িত দর্শনে, কৃপা-পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণে গমনপূর্বক
যে মহিমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, বিজগণ! আমি
তাহা প্রথমেই যথাবিধি ব্যক্ত করিয়াছি । তিনি
বৈশাখ মাসের উক্ত শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতে সানন্দে
জগন্নাথদেবের সর্বাত্ম বিলেপনপূর্বক এইরূপ স্তব
করিয়াছিলেন । ৩৯—৪১ । হে দেবদেব জগন্নাথ!
আপনাতে কোন প্রকারই মালিন্য নাই, আপনি
সহজ আনন্দময়; অতএব হে পরমেশ্বর । সংসারার্ণব-
নিমগ্ন আমাদিগকে পরিজ্ঞান করুন । হে কৃষ্ণ-
মেঘ! আমার প্রতি দয়াপ্রকাশ বুদ্ধিতে নানা-
প্রকার স্তাপে সন্তোষ শুদ্ধ তৃণপুষ্পপ্রায় এই মানব-
গণকে অমৃতবর্ষণোপম শুভদৃষ্টিপাতে পরিভূক্ত
করুন; আপনাকে নমস্কার । হে অখিল জগৎ-
পতে! কলিকল্পসম্মুত জীবগণকেও উদ্ধারার্থই
ত এই নীলাচলগুহায় এইরূপে অবতীর্ণ হইয়া-
ছেন । হে দীননাথ! হে কৃপাময়! বহুকল্পসমুত
হৃদেদ্য মদীয় পাপরাশিকে দহ করিতে আপানই
সক্ষম । হে প্রভো! মহাযোগের মহাক্রেশসাধ্য
যমাদি অষ্টাঙ্গ-বিবর্জিত, অথচ চতুর্দৈর্গৈকসাধন
ভবদীয় দর্শনরূপ মহাযোগে যাহাদিগের বাসনা
জন্মে, তাহাদিগকে কদাচ মহাতপপূর্ণ দুষ্পার ভবা-

ভয়ে। ৪৬। কথানপেক্ষং দেবেশ নাশজ্ঞানং
বিমোচকম্। ইদন্তে দর্শনং নাথ বনা কস্যপি
মোচয়েৎ। ৪৭। জয় কৃক জয়েশান জয়াকর জয়া-
ব্যয়। প্রসাদানুগ্রহাণেমান্ দীনান্ মুতান্ বিচেতসঃ।
৪৮। ইতি জয়া দণ্ডপাতং পপাত চরণান্বজে।
প্রসাদেশ প্রসাদেশ প্রসাদেশেতি ঘোষণন। ৪৯।
ততো জগাদ ভগবান্ সুস্বরেণ প্রজাপতিম্। উত্তিষ্ঠ
বৎস তে দন্তঃ ত্বলভং যদ্বরং ত্বয়া। ৫০। কাজ্জিতং
মৎপ্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ। মদনুগ্রহোহন্ন-
পুণ্যানাং ত্বলভো বিদিতত্বয়া। ৫১। মদঙ্গজাতোহসি
ভবান্ মাক্ প্রার্থিতবানসি। নমোৎসবেন সন্তোষা
ততন্তে প্রদদাম্যহম্। ৫২। ইমামক্ষয়যাত্রাং যে
ভক্ত্যা পণ্ডিত্তি হর্ষিতাঃ। তস্মিন্ কালে যদিচ্ছন্তি
মনসা তদবাণ্য়ঃ। ৫৩। যথা সন্তাপহরণং চন্দনে-
নাঙ্গুলেপনম্। তথোৎসবোহয়ং মে হত্র সন্তাপত্রয়-
নাশনঃ। ৫৪। মৎপ্রেরিতমতিত্বং হি উৎসবং

রণ্যে শোক করিতে হয় না। হে দেবেশ! কথ্য
ভিন্ন কথন সংসারবিমোচক আশ্রয়জ্ঞান জন্মে না!
কিন্তু নাথ! বিনা কণ্ঠেই ভবদীয় দর্শন, সকলকে
সংসার হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। হে কৃক
ঈশান! আপনি প্রসন্ন হউন। হে অক্ষয়
আপনি এই অতি দীন, মুঢ় হতজ্ঞান মানবগণের
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। প্রজাপতি দক্ষ,
এই স্তব করিয়া “হে ঈশ! প্রসন্ন হউন, প্রসন্ন
হউন” বারংবার এইরূপ বলিতে বলিতে ভগ-
বানের চরণান্বজে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অন-
ন্তর ভগবান্ সুমধুর স্বরে প্রজাপতিকে কহিলেন,—
বৎস! উঠ, তোমার প্রার্থিত বিষয় তোমাকে দান
করিলাম, তুমি যে ত্বলভ বর প্রার্থনা করিতেছ,
আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তাহা সিদ্ধ হইবে। বৎস!
অল্পপুণ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে যে আমার অনুগ্রহ
লাভ অতি ত্বলভ, তাহা তুমি যথার্থই বিদিত আছ।
প্রজাপতে! তুমি আমারই অঙ্গস্বরূপ ব্রহ্মা হইতে
অনুগ্রহণ করিয়াছ এবং মহোৎসব দ্বারা আমার
সন্তোষ সাধনপূর্বক আমার নিকটেই, যখন প্রার্থনা
করিতেছ, তখন অবশ্যই আমি তোমার প্রার্থিত
বিষয় দান করিব। আমার সানন্দহৃদয়ে ভক্তিপূর্বক
আমার এই অক্ষয় যাত্রা দর্শন করিবে, তাহারাতৎ-
কালে যে বিষয়ই ইচ্ছা করিবে, তাহাই প্রাপ্ত
হইবে। চন্দনান্গুলেপন যেমন সন্তাপ-হারক, সেই-
রূপ আমার এই উৎসবও তাপত্রয়ের বিনাশক

কৃতবানসি। সন্তপ্তিতোহয়ং মনসা দীনোচ্ছতো
সদাধুনা। স্বরাভিকাজ্জিতং সর্বং দান্তাম্যেব প্রজা-
পতে। ৫৫। দ্বাদশৈতা মহাযাত্রা ভণ্ডিচাদ্যাভ
পাবনাঃ। একৈকা মুক্তিদাঃ সর্বা ধর্ম্যকামার্থবর্জনাঃ।
৫৬। তাসামেকতমাং বাপি যদি ভক্ত্যাবলোকয়েৎ।
এক্যপি ভবাক্ষিঃ স তীর্থ্য বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ। ৫৭।
জৈমিনিকবাচ। ইত্যাদৌর্য জগন্নাথো ভগবান্ স
তিরোদধে। ৫৮। দক্ষঃ প্রজাপতিঃ সোহপি
অক্ষধানন্তদাজয়া। সংবৎসরং গিরৌ স্থিহ্ম সন্দর্শ
মহোৎসবান্। ৫৯। সর্বজ্ঞো ব্রাহ্মণো ভূত্বা
কৌৎসস্ত স্বকুলোত্তমঃ। লোকান্ প্রবর্তয়ামাস
যথাবিধি মহেশু সঃ। ৬০। বিশ্বাসাঘ্রান্ন-
বুদ্ধীনাং যাত্রা যাঃ পরিকীর্তিতাঃ। অয়ক্ সাক্ষাৎ
পরমব্রহ্মরূপী জগদ্বক্তৃক। প্রসাদিতঃ সুরেণেন
লোকানুগ্রহণায় বৈ। ৬১। যদা তদা দৃষ্টিপথং

জানিবে। বৎস! তুমি যে আমার উৎসব করি-
য়াছ, এ বিষয়ে আমিই তোমার বুদ্ধিবৃত্তিকে পরি-
চালিত করিয়াছি এবং তজ্জন্ত অধুনা তুমি দীমগণের
উদ্ধারার্থ সর্বদা মনে মনে উহা সঙ্কলিত করিয়াছ;
অতএব হে প্রজাপতে! তোমার কাজ্জিত সমুদয়
বিষয়ই আমি প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। ৩৯—৫৫।
বৎস! আমার যে ভণ্ডিচাদি দ্বাদশবিধ পবিত্রতাকর
মহাযাত্রা, ইহাদিগের প্রত্যেকেই মুক্তিপ্রদ এবং
ধর্ম্যকামার্থ-বর্জক জানিবে। যদি কেহ, ভক্তিসহকারে
উক্ত যাত্রা সকলের মধ্যে একপ্রকার যাত্রাও অব-
লোকন করে, তাহা হইলে সে, ঐ একবিধ যাত্রা-
দর্শন কলেই ভবাক্ষি পার হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
করিয়া থাকে। মুনিগণ! ভগবান্ জগন্নাথদেব এইরূপ
কহিয়া অন্তর্ধান করিলেন। এদিকে প্রজাপতি
দক্ষও ভগবানের আশ্রানুসারে এক বৎসর কাল
নীলাচলে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসবান্চয় সন্দর্শন
করিলেন। কালক্রমে সেই দক্ষ কৌৎসবংশের
কুলভূষণস্বরূপ সর্বজ্ঞ ব্রাহ্মণরূপে অনুগ্রহণ করিয়া
অখিলজনগণকে যথাবিধি উক্ত যাত্রানিচয়ের অঙ্গ-
ষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। মুনিগণ! যে সকল
যাত্রার কথা পরিকীর্তিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অল্প-
বুদ্ধি জনগণের বিশ্বাসোৎপাদনার্থ ই ভগবৎকর্তৃক
বিহিত। সেইসাক্ষাৎ পরম ব্রহ্মরূপী জগদ্বক্তৃক
জগন্নাথ দেব, সুরেণের ব্রহ্মা কর্তৃক প্রসাদিত হই-
য়াই লোক-সমূহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থ উক্ত

যাতো যুক্তিপ্রদঃ কবম্ । সর্বান কামান দদাতোব
কর্ণিণাং নাক্র সংশয়ঃ । সত্যপ্রতিজ্ঞো ভগবান্
তজ্জান্তে কুংখনাশনঃ । শোকঃ তরতি যঃ দৃষ্টা
ভবপাথোধিসম্ভবম্ ॥ ৬৩ ॥ কিং ত্রৈতঃ কিং তপো-
দানৈঃ কিং তীর্থৈঃ কৃতুভিস্থখা । কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন
সাংখ্যেন পরমেণ চ ॥ ৬৪ ॥ তীর্থরাজজলে স্নাত্বা
ক্ষেত্রে ত্রীপুত্রবোক্তমে । ত্র্যগোধমূলবসতো বসন্তং
চর্মচক্ষুযা । দৃষ্ট্বা দাক্ষময়ং ব্রহ্ম দেহবন্ধাৎ
প্রমুচ্যতে ॥ ৬৫ ॥

ইতি ত্রীক্ষান্দে দমনভজিকাদি বিবিধযাত্রাবর্ণনং নাম
চতুচ্ছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মুনয় উচুঃ । ভগবন্ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ শ্রুতঃ পরমম-
জ্ঞতম্ । যাত্রারূপং ভগবতো মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ॥
১ ॥ যথায়ং পূজ্যতে দেবঃ কামিভিঃ সর্বকামদঃ ।

রূপ বিধান করিয়াছেন; কল কথা, যে কোন
সময়েই তাঁহাকে দৃষ্টিগোচর করিলে নিশ্চয়ই তিনি
মুক্তি দান করেন এবং সেই সংকার্যে নিরত জন-
গণের যে সমুদয় কামনা পূর্ণ করিয়া দেন, তাহাতে
আর অণুমাত্র সংশয় নাই। মহর্ষিগণ! ঐহাকে
দর্শন করিলেই মানব ভবসাগর-সমুদ্র সমুদয়
ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং ঐহা
বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে, সেই সর্বভু-
বিনাশন ভগবান্ নীলাচলে বিরাজ করিতেছেন
জানিবেন; অতএব বহুবিধ ব্রত, তপস্যা, দান,
তীর্থসেবন, যজ্ঞ এবং উৎকৃষ্টতম অষ্টাঙ্গ সাংখ্য-
যোগেরই বা প্রয়োজন কি? সমুদয় মানবই,
পুত্রবোক্তমক্ষেত্রে তীর্থরাজজলে অবগাহনপূর্বক
স্ত্র্যাগোধমূলে বিরাজমান সাক্ষাৎ দাক্ষময় ব্রহ্মকে
চর্ম-চক্ষে দর্শন করিলেই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত
হইয়া থাকে। ৫৬—৬৫।

চতুচ্ছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৪ ।

পঞ্চচছারিংশ অধ্যায় ।

মুনিগণ বলিলেন,—হে ভগবন্ সর্বশাস্ত্রজ্ঞ ।
আমরা আপনার প্রমুখাৎ যাত্রারূপ সর্বপাপবিনাশন
পরমাজ্ঞাত ভগবান্ মাহাত্ম্য অবগণ করিলাম, কিন্তু সকাম

ভূত্যাগার মহাভূতিপ্রদো অহি তথা হি নঃ ॥ ২ ॥
জৈমিনিরুবাচ । সর্বা বিভূতয়ো বিকোর্জগত্যশ্বিন
চরাচরে । ভূতিপ্রদো বিভূতিশ্চ স একঃ
পরমেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥ যথাযথোপচরতি তথা বৈ জায়তে
নরঃ । এতাবানশ্চ মহিমা পরিমাতুং ন শক্যতে ॥
৪ ॥ (১) যো যথা সমুপান্তে তং স তথা কলমাণুয়াৎ ।
একঃ পশ্চাচ্চতুর্গাং বৈ ধর্ম্মাদীনাং সদা বরঃ ॥ ৫ ॥
ধর্ম্মশ্চ পশ্চাৎ গহনঃ সর্কার্ণো বহুশাসনৈঃ । তদ্বাব-
ধারণে নাস্তি ক্রমঃ কোহপি দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৬ ॥
অর্থকামৌ হি তন্মূলৌ বিভূর্জানগতিঃ সদা । তেষাং
জ্যাণাং ভগবান্নান্যাসেন বৃদ্ধিকৃৎ ॥ ৭ ॥ ধর্ম্মো হি
ভগবান্ বিষ্ণুর্ধর্ম্মমূলমিদং জগৎ । ধর্ম্মশ্চ জগত-
শ্চাপি প্রভুরেব জনাধিনঃ ॥ ৮ ॥ পুরুষার্থময়ে তস্মিন

মানবগণের বিবিধ ভূতিলভার্থ সেই সর্বকামপ্রদ
দেবদেবকে যেক্রমে পূজা করিতে হয়, এক্রমে
আমাদিগকে সেই ভূতি লাভের উপায় বলুন, কারণ
একমাত্র সে বিষ্ণুই ত মহাভূতিপ্রদ । জৈমিনি বলি-
লেন,—মুনিগণ! চরাচরাস্থক এই অখিল জগতে
যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই সেই বিষ্ণুর বিভূতি
জানিবেন, একমাত্র সেই পরমেশ্বরই সমুদয় বিভূতি
ও বিভূতিপ্রদ, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই।
মানব, যে প্রকার তাঁহার আরাধনা করে, সেই
প্রকারই ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া থাকে। তাঁহার এই
মহিমার কেহই ইয়ত্তা করিতে সমর্থ নহে। ফলে
যে, যে কল উদ্দেশেই তাঁহাকে উপাসনা করিবে,
সে সেই কলই প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম-
অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্কর্গের সর্বদা শ্রেষ্ঠতম
একই পথ, কিন্তু, নানাপ্রকার অনুশাসনে ধর্ম্ম-পথ
অতি গহন ও সর্কার্ণ; এজন্ত হে দ্বিজসন্তমগণ!
কেহই উহার প্রকৃত তবাবধারণে সক্ষম নহেন।

র্থ ও কাম, উক্ত ধর্ম্মমূলক, সর্বনিয়ন্তা জ্ঞানগম্য
ভগবান্ বিষ্ণুই সর্বদা উক্তজ্ঞের অনাগ্রাসে বৃদ্ধি
করিয়া দেন। ১—৭। ভগবান্ বিষ্ণুই উক্ত ধর্ম্মরূপ
এবং এই অখিল জগতই ধর্ম্মমূলক। সুতরাং ভগ-
বান্ জনাধিনই যে ধর্ম্ম ও জগতের, একমাত্র প্রভু,
তাহাতে সন্দেহ কি আছে? এজন্ত, ধর্ম্মাদি পুরু-
ষার্থ চতুষ্টিয়ময় সেই ভগবানের প্রতি যাহার অচলা

(১) যথায়ং পূজিতো দেবঃ কামিভিঃ সর্ব-
কামদঃ । ভূত্যাগাসনযাত্রাপ্রদো অহি তথা হি নঃ ॥
ইতি পুস্তকান্তরধৃতঃ পাঠঃ ।

অতিশুভ প্রতিষ্ঠিত। স সর্বকামদুঃখানা ন শোচতি
ন কঙ্কতি ॥ ১ ॥ ত্রৈলোক্যেব্যদ্যদাতাসৌ শক-
রূপো হ্যুপাসিতঃ। ভাবিতো ধাতুরূপেণ বংশরূপি-
করো ভবেৎ ॥ ১০ ॥ সনৎকুমাররূপেণ দীর্ঘায়ুঃ স
প্রযচ্ছতি। বৃত্তিসম্প্রদো হ্যেব পৃথুরূপেণ ভাবিতঃ ॥
১১ ॥ গঙ্গাদিতীর্থকলদঃ পাথম্পতিরূপাসিতঃ।
অন্তস্তমঃ প্রমুদতি ভাস্বরূপেণ ভাবিতঃ ॥ ১২ ॥
সৌভাগ্যমতুলং দদ্যাদমৃত্যুশুরূপাসিতঃ। বিদ্যাষ্টা-
দশতত্ত্বজ্ঞো বাকপতির্বেন ভাবয়ন ॥ ১৩ ॥ বাজি-
মেধাদিযজ্ঞানাং কলদোহয়ং সনাতনঃ। যজ্ঞেশ্ব-
রূপেণ ভাবিতোহয়ং জগন্ময়ঃ ॥ ১৪ ॥ ধাতঃ
কুবেররূপেণ সমৃদ্ধিমতুঃ দদেৎ ॥ ১৫ ॥ এবং
দযাধিরসৌ তস্মিন নীলাচলে বসন। দীননাথানু-
গ্রহায় দাকব্যাজশবীববান ॥ ১৬ ॥ প্রয়াত তত্র
ভো বিপ্রা বসধঃ সুসমাহিতাঃ। শ্রীশপাদাঙ্ক-
যুগলং শরণং তৎপ্রদদ্যতে ॥ ১৭ ॥ ঐহিকামুখিকান

ভক্তি থাকে, সমুদয় কামনা পূর্ণ হওয়ায় নিশ্চয়ই
তাহার আত্মা পবিত্র হইয়া থাকে, তাহাতে কখন
কোন কারণেই শোক বা কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা
করিতে হয় না। তদীয় শকরূপে উপাসা করিলে,
তিনি, ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্য্যই দান করেন এবং
বিধাতৃরূপে উপাসনায় বংশরূপি কবিতা থাকেন।
তিনি সনৎকুমাররূপে উপাসিত হইলে দীর্ঘায়ু,
এবং পৃথুরূপে উপাসিত হইলে বৃত্তি ও সম্পৎ,
প্রদান করেন। তাঁহাকে সিদ্ধরূপে উপাসনা
করিলে, তিনি গঙ্গাদি তীর্থগানেব কল প্রদান এবং
ভাস্বরূপে উপাসনা কবিলে, অন্তস্তমোনাথ কবিতা
থাকেন। তদীয় অমৃতাত্তম্য মূর্তির উপাসনায় তিনি
অতুল সৌভাগ্য দান করেন এবং বাকপতিরূপে
তাঁহার উপাসনায় মানব অষ্টাদশ বিদ্যাবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞ
হইয়া থাকে। সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুকে যজ্ঞে-
শ্বররূপে ভাবনা করিলে তিনি, অগ্নিমেধাদি যজ্ঞের
কল এবং কুবেররূপে ধ্যান করিলে অতুল সমৃদ্ধি
দান করিয়া থাকেন। এইরূপ দয়ার্ণব সেই ভগ-
বান্ কপট দাকময় শবীর ধারণ করিয়া দীন ও
অনাথ জনগণের প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশার্থই নীলা-
চলে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে বিপ্রগণ।
আপনার নীলাচলে গমনপূর্বক সমাহিত-চিত্তে
তথায় বাস করুন এবং সেই ভগবান্ কমলা-
কান্তের চরণাঙ্ক-যুগলের শরণ লউন, তাহা
হইলে আপনার ঐহিক বা পারত্রিক যদি কিছু

ভোগান্ বাঞ্ছনঃ যদি শাস্তবান্। অগ্নে ভক্তিক
কৈবল্যং যথেষ্টং জগদমুখ্যং ॥ ১৮ ॥ (১) যুগ-
উচুঃ। প্রাসাদস্ত প্রতিষ্ঠান্ত ইন্দ্রহ্যয়ান্ সমরান্।
আজ্ঞাপয়ামাস হরির্বাভাস্ত। দাদশাপি চ ॥ ১৯ ॥ যৎ-
সকাশাক্ষতঃ সর্বং ততশ্চ পৃথিবীপতিঃ। কিঞ্চকার
মহাবুদ্ধিবিম্বভক্তো ব্যবস্থিতঃ ॥ ২০ ॥ জৈমিনিরুবাচ।
বরান্ কা জগদ্রাধাৎ সাক্ষাদব্রহ্মরূপিণঃ। কৃতকৃত্যং
স মেনে বৈ আশ্রয়ং নৃপপুঙ্গবঃ ॥ ২১ ॥ যথাক্তঃ
কারয়িত্বা বৈ যাত্রান্তাঃ পুণ্যমোক্ষদাঃ। বহুপট্টৈ-
র্বহুং যত্যাচ্য জগদুগ্ধকম্ ॥ ২২ ॥ শ্বেতরাজঃ (২)
সমাদিশু দেবস্রাজাং যথাবিধি। ইদং প্রোবাচ
মধুরং ধর্ম্মিষ্ঠং যশসা যুতম্ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রহ্যয় উবাচ।
বাজন বহুক্রতোহসি ত্বং ধর্ম্মনিষ্ঠায়ুপাগতঃ।
ভগবত্যপি ভক্তিস্তে স্মরণা মনসা গিরা ॥ ২৪ ॥
ন হ্যেকস্তোপদেশায় ভগবান্মুখান্তি বৈ। উবাচ চ

ভোগ বাসনা থাকে অথবা পরিণামে যদি কৈবল্য
মুক্তি কিংবা অপর কিছু মঙ্গল প্রার্থনা করেন,
যথেষ্ট তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।
৮—১৮ তৎপ্রবণে মুনিগণ কহিলেন,—মুনে। প্রাসাদ
প্রতিষ্ঠান্তে ভগবান্, নৃপতি ইন্দ্রহ্যয়কে যে সমস্ত
বব দিয়াছিলেন এবং যে দাদশবিধ যাত্রার বিবরণ
আজ্ঞা কবিতাছিলেন, আপনার নিকট তৎসমস্তই
জ্ঞাত হইল; এক্ষণে বলুন, মহাবুদ্ধি বিম্বভক্ত সেই
পৃথিবীপতি তৎপরে তথায় অবস্থিত থাকিয়া কি
কবিতাছিলেন? জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ। সেই
নৃপপুঙ্গব সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপী জগদ্রাধদেবের নিকট
অভীষ্ট বর সকল লাভ করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য
মনে করিয়াছিলেন। এবং ভগবানের আজ্ঞানুসারে
পুণ্য-মোক্ষ-প্রদ সেই সকল যাত্রা সম্পাদন ও
বহুবিধ উপচার প্রদানে বহুবার জগদুগ্ধক
জগদ্রাধকে অর্চনা করিয়া মহাযশা ধর্ম্মিষ্ঠ
শ্বেতরাজকে ভগবানের আজ্ঞাবিষয়ক আদেশ-
পুষক যথোচিত স্তমধুর বচনে এইরূপ
কহিয়াছিলেন।—বাজন। আপনি প্রভুত জ্ঞান-
বান্, ও ধর্ম্মনিষ্ঠাবিত্ত এবং ভগবানের প্রতিও
আপনার কায়মনোবাক্যে ভক্তি আছে; অতএব
আপনি ত জানেন, ভগবান্ কখন একব্যক্তির

(১) অষ্টমোহর্ষিক সমাপ্তির্মুখ্যমুদিত পুস্তক
সম্বন্ধে।

(২) গালরাজ ইতি কচিৎপাঠঃ। সএব সঙ্গমতে ॥

ভরোহোর্ব বিষ্ণু ভক্তিমাতাঃ গতম্ । ২৫ । মমাহ-
গ্রন্থকেন অবতীর্ণো জগৎপতিঃ । উদ্ধৃত্য দীন-
মমসামাজ্যো হাত্তে চিরাৎ ৷ ২৬ ৷ ভক্ত্যা চ
শ্রদ্ধা বুদ্ধ এতদাজ্ঞাঃ প্রবর্তয়ে । প্রতিমাব্যবহারেণ
মৈনঃ জানৌহি ভূমিপ । ২৭ । প্রত্যক্ষং তে যথা
যাতং ত্রৈলোক্যং ভূমিমাগতম্ । প্রাসাদান্তঃপ্রবেশে
হি যন্তান্ত জগদীশিতুঃ । ২৮ । পিতামহাদ্যাদ্বিদ্যাঃ
সর্কে যুগপদাগতাঃ । বিশ্বমূর্ত্যা বয়ং সর্কে জাতা
বৈ নষ্টচেতনাঃ । ২৯ । চরাচরময়ো হেব সাক্ষাদাক-
শ্বরূপধৃক্ । কল্পবৃক্ষমিমং বিদ্ধি ভূতগং সর্বকামদম্ ।
উপাশ্চিনৎ হি মততে যে যথা কামনাকলম্ । ৩১ ।
যতন্তো বহুধা যং হি যতয়ো ন বিদন্তি বৈ । তমঃপারে
প্রতিষ্ঠন্তঃ কিঞ্চিজ্যোতিঃস্বরূপিণম্ । ৩২ । যতীনাং
ব্রহ্মনিষ্ঠানাং সিদ্ধানামুর্দ্ধরেতসাম্ । অনন্তভক্তি-
যুক্তানামেকঃ পন্থাঃ সুযোগিনাম্ । ৩৩ । গ্রীষ্মে
শীতে গভীরে বৈ নিমজ্জ্য সলিলালয়ে । পরাং

উপদেশার্ণ অল্পশাসন করেন না, তিনি শুক্লরূপে
যাহা বলিয়াছেন, অখিল বিশ্বই সেই উপদেশশ্রবণে
ভাঁহার শিষ্যস্বরূপ । দেখুন, সেই জগদীশ্বর,
আমার প্রতি অল্পগ্রহ প্রকাশ-উদ্দেশে অবতীর্ণ
হইয়াছেন বটে, কিন্তু দীনচেতা জনগণের উদ্ধারার্থই
অসীম সময় এই নীলাচলে অবস্থিত থাকিবেন ।
অতএব হে ভূমিপ ! আপনি ভক্তিশ্রদ্ধাসম্বিত
হইয়া ইহার আজ্ঞাস্বরূপ যাজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করুন,
কদাচ ইহাকে প্রতিমা জ্ঞান করিবেন না । আপনি
ত প্রত্যক্ষই দেখিয়াছেন, এই জগদীশ্বরের প্রাসাদ-
প্রবেশকালে ত্রিলোকবাসী যেরূপে ভুতলে আগত
হইয়া ইহার সহিত গমন করিয়াছিলেন । স্বচক্ষেই
ত দেখিয়াছেন, তৎকালে ব্রহ্মাদি অখিলদেবগণই
যুগপৎ সমাগত হইয়াছিলেন এবং আমরা সকলেও
বিশ্বমূর্ত্তি দর্শনে বিনষ্টচেতন হইয়াছিলাম । অতএব
এই দাক্ষরূপী ভগবান, চরাচরাশ্রক সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
স্বরূপ । আপনি ইহাকে সর্বভূতাবস্থিত সর্বকাম-
প্রদ কল্পবৃক্ষ জ্ঞান করিবেন । ইহাকে উপাসনা
করিলে, যে যেরূপ কামনা করে, সে সেইরূপই
কামনাকল প্রাপ্ত হয় । যতিগণ বহুধা যত্বান্
হইয়াও তমঃপারে প্রতিষ্ঠিত, অনির্বচনীয় জ্যোতি-
র্দয় এই ভগবানকে সম্যক বিদিত হইতে পারেন
না । ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণ, উদ্ধারিতাঃ সিদ্ধগণ,
অচলা ভক্তিমুক্ত মানবগণ ও পরম যোগিগণের এই
ভগবানই একমাত্র গম্য পথ । প্রথমে গ্রীষ্মসময়ে

নিবৃতিমাপ্নোতি তথাস্মিন কল্পাবুধৌ । ত্রিতাপদুঃখঃ
ত্যাগতি সততঃ পুরুষোত্তমে । ৩৪ । ন মাতা ন
পিতা মিত্রং ন পত্নী ন সুতস্তথা । শরণাগতদীনানাং
যথায়মুপকারকঃ । ৩৫ । তদেনং পরিসেবনং ভুক্তি-
মুক্তপ্রদং বিষ্ণুম্ । পৌরৈঃ প্রজাভিধীজাতাঃ সমুদ্র্যা
পরিবর্তয় । ৩৬ । সাধারণো ধর্মপন্থা নৃপাণাং
নৃপসত্তম । প্রবর্তিতশ্চ পূর্বেণ পান্যতে চেতরেন
বৈ । ৩৭ । নৃসিংহঃ ভজ রাজেন্দ্র উপচারৈঃ
সমুদ্ভিতিঃ । পূজয়ন্ত ত্রিসন্ধ্যাং তং পরং নির্ঝাণমাধুহি ।
৩৮ । স্বকৃতাত্তমং প্রাহঃ পরকৃত্যোপরক্ষণম্ ।
পালয়েৎ পরদন্তং যঃ স্বদত্তাত্তমং হি তৎ । ৩৯ ।
জৈমিনিরুবাচ । কৃতাজলিপুটঃ সোহধ বেতো
নৃপতিসত্তমঃ । মুক্কা জগ্রাহ তদ্বাক্যং মালামিব
গুণাবিতাম্ । ৪০ । ইন্দ্রহ্যয়োহপি রাজবিঃ প্রসাদ্য
পুরুষোত্তমম্ । নারদেন সহ জীমান্ ব্রহ্মলোকং জগাম

শুশীতল গভীর জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া জীবগণ
যেমন পরম শান্তি লাভ করে, সেইরূপ সমস্ত
মানবও এই পুরুষোত্তমরূপ করুণাসাগরে নিমগ্ন
হইতে পারিলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপ-দুঃখ হইতে
পরিজ্ঞান পায় । এই ভগবান যেমন শরণাগত দীন
ব্যক্তিগণের উপকারক, সেরূপ পিতা মাতাও নহেন,
মিত্রও নহে এবং পত্নী বা পুত্রও নহে । ১৯-৩৫ । অত-
এব আপনি এই ভোগ-মোক্ষপ্রদ ভগবানকে সেবা
করুন এবং পুরবাসী প্রজাবৃন্দের সহিত মহাসমা-
রোহে ভগবদ্বক্ত যাজ্ঞানিচয়ের সম্পাদনে প্রবৃত্ত
হউন । হে নৃপসত্তম ! নৃপগণের সাধারণ ধর্ম-
পথও এই যে, পূর্বতন ব্যক্তি, যে নিয়ম স্থাপিত
করিয়া যান, তৎপরবর্তী রাজা তাহা রক্ষা করিয়া
থাকেন । এই জন্তই বলিতেছি যে, হে রাজেন্দ্র !
আপনি নৃসিংহদেবকে ভজনা করুন, প্রতিদিন
ত্রিসন্ধ্যায় সমুদ্বিমং উপচারসমূহ দ্বারা তাঁহাকে পূজা
করিতে প্রবৃত্ত হউন, তাহা হইলেই পরম নির্ঝাণ
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন । মনীষিগণ বলিয়া থাকেন,
স্বয়ং কার্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা অন্তকৃত কার্যের
রক্ষা করা উত্তম এবং যে ব্যক্তি পরদত্ত বস্তু রক্ষা
করে, তাহার তৎকার্য নিজদানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ।
জৈমিনি বলিলেন,—অনন্তর নৃপবর বেতরাজ,
কৃতাজলিপুটে গুণাবিত মালার আয় তদ্বাক্য
শিরোধারণ করিলেন । এদিকে জীমান্ রাজবি
ইন্দ্রহ্যও পূজাদি দ্বারা পুরুষোত্তমকে প্রসন্ন
করিয়া নারদের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।

৪১ ৥ অতঃ কথিতং সৰ্বং ক্ৰেতুমাহাশাস্ত্রমম্ ।
 তত্র নিত্যোচিততাপি মাহাশাস্ত্রং ব্রহ্মদাক্ষণ্যং ॥ ৪২ ॥
 যশ্চেনং শৃণুয়াত্ত্বাং বাচ্যমানং বিজ্ঞোক্তমৈঃ । অ-
 যমেধমহশ্চ কলং সৌখ্যিকলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥ অক্ৰো-
 দয়ন্ত যোগো যঃ স্বদেন পবিকীর্তিতঃ । ততঃ কোটি-
 ভুগং পুণ্যং বিষ্ণুমাহাশাস্ত্রকীর্তনাৎ ॥ ৪৪ ॥ প্রাতঃ
 প্রাতঃ শৃণুয়াৎ কপিলানন্তদো ভবেৎ । গাত্ৰৈঃ
 পুঙ্করজৈস্তোযৈরতিষেককলং লভেৎ ॥ ৪৫ ॥ যন্তঃ
 যশস্তমায়ুযাং পুণ্যং সন্তানবর্দ্ধনম্ , স্বর্গপ্রতিষ্ঠা-
 গতিদং সৰ্বপাপানোদনম্ ॥ ৪৬ ॥ এতদ্রহস্য-
 মাখ্যাতং পুরাণেষু শ্রুগোপিতম্ । বৈকবেভ্যো
 বিনাস্তেষু ন তু বাচ্যং কদাচন ॥ ৪৭ ॥ কৃতকো-
 পহতা যে তু হৃবধীতক্রতাগমাঃ । নাস্তিকা দাস্তিকা
 নিত্যং পরদোষোপদর্শিনঃ । অবৈকবা মোঘ-
 জীবান্তেভ্যো গোপ্যং সদৈব হি ॥ ৪৮ ॥

ইতি জীকান্দে ভগবতো বিবিধমুর্তু্যাপাসনাবিধি-
 কীর্তনং নাম পঞ্চচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

মুনিগণ। এই ত আমি আপনাদিগের নিকট
 পুরুষোত্তমকেত্বের এবং তথায় নিত্য ' ব্রহ্মা
 দাক্ষর্য জগনাথদেবের পরম মাহাত্ম্য কীর্তন
 করিলাম । যে ব্যক্তি, প্রতিদিন বিজ্ঞোত্তমগুণকর্তৃক
 পাঠ্যমান উল্লিখিত বিষয় শ্রবণ করে, সে সহস্র
 অশমেধ যজ্ঞের কললাভ কবিত্ব থাকে । ভগবান
 ব্রহ্ম, যে অক্ৰোদয় যোগের বিষয় কীর্তন কবিত্ব-
 ছেন, বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্তনে তদপেক্ষা কোটিভুগ
 অধিক পুণ্য লভ হয় । যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃ-
 কালে ভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে পারে,
 সে শত কপিলধেনুদানের এবং গঙ্গা ও পুঙ্করাদি
 তীর্থজলে অতিষেকের কল প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ।
 উক্ত মাহাত্ম্যশ্রবণে যশঃ, আয়ু, পুণ্য, সন্তানবর্দ্ধি,
 স্বর্গে প্রতিষ্ঠা ও গতি এবং সৰ্বপাপ বিদূরিত হয়
 বলিয়াই উহা অতি প্রশংসনীয় । মুনিগণ। আপ-
 নাদিগকে যে রহস্য বিষয় কহিলাম, ইহা অস্তান্ত
 পুরাণে শ্রুগোপ্ত । বিষ্ণুভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও
 নিকট কদাচ ইহা ব্যক্ত করা উচিত নহে । মাহা-
 দিগের অন্তঃকরণ সতত কূটকলুধিত, মাহাত্ম্য
 মুখিতকরণে কতি ও আগমাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে,
 মাহাত্ম্য দাস্তিক, দাস্তিক বা নিমিত্ত পরদোষদর্শী এবং
 মাহাত্ম্য বিষ্ণুভক্তিবিশীন হইয়া বৃথা জীবন যাপন

ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্ম উবাচ । কথ্যেখং জৈমিনিপ্রোক্তং ব্রহ্মণো
 দাক্ষর্যপিণঃ । মাহাত্ম্যং সরহস্তমুদয়ঃ শৌনকাদয়ঃ ॥
 ১ ॥ আনন্দং পরমং প্রাপ্য বিশ্বয়োঃকুললোচনাঃ ।
 রোমাঞ্চাকিতদেহাঃ কৃতকৃত্যাস্ততোহভবন্ ॥ ২ ॥
 অহো বত মহৎ ক্লেদং মোচকং হি শ্রুগোপিতম্ ।
 অস্মাকং ভাগ্যসম্পত্ত্যা সাম্প্রতং বিষ্ণুরূপিণা ॥
 সাক্ষাৎজৈমিনি স্পষ্টীকৃতং সৰ্বশ্চ গোচরম্ ॥ ৩ ॥
 অগ্নি ক্লেদে স্থিতং সাক্ষাদ্ ব্রহ্মরূপং প্রকাশতে ।
 মরণান্মু কলং মুঢ়াঃ কথং যান্তি যমানয়ম্ ॥ ৪ ॥
 অহো মায়া ভগবতঃ সৰ্বত্র হি নিরঙ্কুশা । বিষ্ণুব্রহ্ম-
 স্বরূপশ্চ ক্লেদং চাপি হিতং তথা ॥ ৫ ॥ ইদানীং
 তত্র যান্তামো নিশ্চয়ো নঃ পুনর্ধ্বখা । বয়ং ন
 পুনরেষ্যামঃ পিণ্ডে বৈ পাঞ্চভৌতিকে ॥ ৬ ॥ জ্ঞানৈক-
 করে, তাদৃশ জনগণেব নিকট সৰ্বদাই ইহা গোপন
 রাখিবে ॥ ৩৬—৪৮ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্ম বলিলেন,—শৌনকাদি মুনিগণ, জৈমিনি-
 কথিত দাক্ষর্য ব্রহ্মের ঈদৃশ সরহস্ত মাহাত্ম্য শ্রবণে
 সান্তিশয় আনন্দ লাভ করিলেন, তৎকালে তাঁহা-
 দিগেব লোচন বিশ্বয়বশে উৎফুল্ল এবং সৰ্বত্র
 রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল । অনন্তর আপনাদিগকে
 কৃতার্থ বোধ করত ভাবিতে লাগিলেন, অহো !
 পুরুষোত্তম কি অদ্ভুত যুক্তিপ্রদ ক্লেদ । উহা আমা-
 দিগেব নিকট এতদিন গুপ্তভাবে ছিল, এক্ষণে
 আমাদিগের ভাগ্যকলেই সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্ত ভগবান্
 জৈমিনি আসিয়া সৰ্বজন-গোচরে উহা প্রকাশ
 করিয়া দিলেন । ঐ ক্লেদে সাক্ষাৎ দাক্ষর্য ব্রহ্ম
 যখন বিরাজমান থাকিয়া মরণানন্তরই মানবগণকে
 যুক্তিপ্রদান করিতেছেন, তখন জানি না, মানবগণ
 কি হেতু আব যমানয়ে ঘাইতেছে । ওঃ । ভগ-
 বানের মায়া কি অদ্ভুত । সৰ্বত্রই উহা অনিবার্ধ্য-
 রূপে বিরাজমান । এবং ব্রহ্মরূপী ভগবান বিষ্ণুর
 উক্ত ক্লেদই বা কি অদ্ভুত হিতকর । এক্ষণে
 আমরা স্থির নিশ্চয় করিলাম, আমরা সেই
 জানেই গমন করিব, তাহা হইলে কদাচ আমা-
 দিগকে আর পঞ্চভূতময় দেহপিতে পুনরায় অবশ

জন্মসংসিদ্ধিমাণ্যষ্টাঙ্গযোগিনাম্ । ক গহা পাবনঃ
কেশঃ কস্তোমুজিরসুক্ষ্মাৎ ॥ ৭ ॥ ইতি চিন্তয়তাং
তেষাং মধ্যে জৈমিনিশিষ্যকঃ । মুনিরুদালকো নাম
নাতিতপ্তমনাস্ততঃ ॥ ৮ ॥ কিকিদিবস্কুরগমজৈমিনে-
য়েব সন্নিধিम् । গহা প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং কৃতাজলি-
পুটোহতবৎ ॥ ৯ ॥ ভগবন্ প্রভুগিচ্ছামি ময়ি
তেহমুগ্রহো মহান্ । জানামি হুংপ্রসাদেন মীমাংস-
নমহুস্তমম্ ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশশু বিদ্যাসু বেদে সপরি-
কুংহণে । শাখাসহস্রমতনোৎ কুৰ্ব্বহৈপায়নো মুনিঃ ॥
১১ ॥ ততঃ প্রকীর্ণো বেদানাং রাশিরল্লকবুদ্ধিভিঃ ।
দ্রুহঃ সহসা চাসৌ কৃত্যাকৃত্যে কৰ্ম্মসু ॥ ১২ ॥
তদ্বৃষ্টা কৰ্ম্মশৈথিল্যং স্বাধ্যায়োপপ্লবস্তথা । তপোজ্ঞান-
গরিষ্ঠেন ভবতারুগ্রহঃ কৃতঃ ॥ ১৩ ॥ কেচিন্মজ্জাক্ষকা
বেদাঃ কেচিৎ কৰ্ম্মপ্রচোদকাঃ কেচিৎ স্ততি-
নিন্দাভ্যাং বিহীনাস্তাবকাঃ স্থিতাঃ ॥ ১৪ ॥

করিতে হইবে না । ঐ স্থানে জন্তু মাত্রেরই প্রাণ-
তাগ হইলে যখন মৃত্তি হয়, তখন উহা কি অদ্ভুত
পবিত্রতাকর ক্ষেত্র ! যমাদি অষ্টাঙ্গ যোগ-সাধক
যোগিগণেরও কোন স্থানে যাইলে জ্ঞানবলে এক
জন্মেই সম্যক সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ॥ ১১-১২ ॥ মুনিগণ
মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন
সময়ে তাঁহাদিগের মধ্যবর্তী জৈমিনি-শিষ্য উদালক
নামক মুনি, জৈমিনির বাক্য শ্রবণে পতিতপ্ত না
হওয়ায় কিকিৎ জিজ্ঞাসু হইয়া জৈমিনি-সন্নিধানে
গমন করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃত-
জলিপুটে কহিলেন,—ভগবন্ ! আমার প্রতি আপ-
নার মহান্ অমুগ্রহ আছে, তজ্জন্মই আমি আপ-
নাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইতেছি ।
শুনো ! আপনারই প্রসাদে আমি উত্তমরূপ
মীমাংসা পরিজ্ঞাত হইয়াছি । শুনো ! মুনিবর কুৰ্ব্ব-
হৈপায়ন, অষ্টাদশবিদ্যার মধ্যবর্তী সুবিস্তৃত বেদকে
বিভক্ত করিয়া তাহাতে সহস্র শাখা বিস্তার করেন,
পরে বেদরাশি নানাশাস্ত্রে বিক্লিপ্ত হওয়ায় অল্প-
বুদ্ধি মানবগণের পক্ষে কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য কার্য বিষয়ে
তাহা লহসা বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিল ।
সেই হেতু কৰ্ম্মকাণ্ডের শৈথিল্য ও বেদাধ্যয়নেরও
বিস্রব ঘটিল দেখিয়া পরমতপোজ্ঞানসম্পন্ন আপনি
কৰ্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা দ্বারা সকলের প্রতি অমুগ্রহ
প্রকাশ করিলেন । আপনার মীমাংসায় কোন
কোন বেদান্ত মজ্জাক্ষক ও কোন কোন বেদভাগ
কৰ্ম্ম-প্রবর্তক, তদ্ব্যবহার কোন কোন কৰ্ম্ম

স্তোত্রশাস্ত্রাদিগু গতাঃ সহস্রাশ্চ নিবন্ধকাঃ । বেদ-
গমিতান্তে ভৎ কৰ্ম্মসাধনহেতবঃ ॥ ১৫ ॥ এবং
মজ্জাক্ষকং বেদমুপভাব্যাদি য়ে পরে । মজ্জাগম্য মজ্জ-
মাজ্জোপাসনাঃ সৰ্ব্বসিদ্ধিদাঃ ॥ ১৬ ॥ স্তত্যর্থ-
বাদমূল্য হি স্তত্যর্থো হি স্বরূপতঃ । বেদ-
প্রবৃতিদ্বারেন তত্তদিষ্টপ্রসাধকাঃ ॥ ১৭ ॥ বিদ্যাহ-
বাদমূল্য য়ে অগ্নিষ্টোমেন চোদিতাঃ । পূজাবিধ্যপ-
হারাদি-সাধনাদিগু দেশকাঃ ॥ ১৮ ॥ এবং মহাবেদ-
রাশিঃ বিভজ্য তু সুবুদ্ধিনা । কৰ্ম্মমার্গঃ শুভাচারঃ
ব্যবস্থাপ্য সমুজ্জলম্ । মধ্যাদা রক্ষিতা লোকে
বেদাচারপ্রবর্তনাৎ ॥ ১৯ ॥ তত্র সিদ্ধার্থবাদার্থো
বেদান্তাখ্যা প্রতিষ্ঠায়া ॥ ২০ ॥ অনাদ্যবিদ্যাসংকটং
দৃঢ়মূলং সনাতনম্ । দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ঃ ভ্রমোচ্ছেদন-
সাধনম্ ॥ ২১ ॥ অহা মত্যা নিদিধ্যাস্ত স্বরূপমাশ্বন-
স্তথা । যৎসাক্ষাৎকরণং প্রোক্তং ত্রয়া মুক্তিস্বরূপ-
কম্ ॥ ২২ ॥ তদনেকজন্মসাধ্যং তুল্যতং জন্মিনাং

প্রবর্তক বেদাংশ স্ততি-নিন্দা-বিহীন এবং কোন
কোন অংশ স্তোত্রশাস্ত্রাদিতে স্তাবকরূপে অবস্থিত
আছে, ঐ সকল গ্রন্থ বেদের সহায়স্বরূপ । কৰ্ম্ম-
সাধন হেতু ঐ সকল গ্রন্থকেও আপনি বেদের
মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন । এইরূপ মজ্জাক্ষক
বেদ নির্বাচনপূর্বক যে সকল মজ্জাক্ষক শাস্ত্র নির্বা-
চিত হইয়াছে, তত্তৎশাস্ত্রোক্ত মজ্জাক্ষকের উপা-
সনাই সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । ৮—১৬ ।
স্তত্যর্থক বেদ সকল স্বরূপতঃ স্ততি ও অর্থবাদ-
মূলক, তাহার বেদপ্রবৃতিমার্গ দ্বারাই তত্তদিষ্ট
ফলের সাধক হইয়া থাকে এবং অগ্নিষ্টোম-
প্রকরণোক্ত বিদ্যাহবদমূলক যে সকল বেদ, তাহা
দ্বারা পূজাবিধি ও উপহারাদি সাধনে উপদেশ
পাওয়া যায় । আপনি অতি সুবুদ্ধি বলিয়াই এই-
রূপে প্রভূত বেদরাশিকে বিভাগপূর্বক যাহার
আচরণে জীবগণের শুভ হয়, এরূপ কৰ্ম্মমার্গকে
সমুজ্জলরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া মানবদিগকে বেদা-
চারে প্রবৃতিদান হেতু জগতে বেদমধ্যাদা রক্ষা
করিয়াছেন এবং আপনি যে মীমাংসাশাস্ত্রে যাহাতে
সংসারভ্রম বিদূরিত হয়, তন্নিমিত্ত সিদ্ধার্থ ও বাদার্থ
বেদান্তরূপ বেদ এবং অনাদি অবিদ্যাভূত দৃঢ়মূল,
চিত্ত প্রচলিত দেহেন্দ্রিয়াদি বিষয় শ্রবণপূর্বক বুদ্ধি
দ্বারা আত্মস্বরূপঅবগত হইয়া বেরূপে মুক্তিস্বরূপ আত্ম-
সাক্ষাৎকার করিতে হয় বলিয়াছেন, তাহা ত বহু-
জন্ম-সাধ্য ; সুতরাং জীবগণের পক্ষে সৰ্ব্বদা

সদা । 'শুকো বা বামদেবো বা মুক্ত ইত্যতি
সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তদেতমুক্তিদং কেষ্টং মরণাদম্ব-
য়োদিতম্ । অর্থবাদস্বরূপং বেতোতয়ে সংশয়ো
মহান ॥ ২৪ ॥ বহুবো হর্থবাদা হি ভূত্বাপাসনবাদকাঃ ।
সাক্ষাৎকারঃ বিনা মুক্তির্নাস্তীত্যেতন্নতং শ্রুতং ॥
ধর্মশাস্ত্রেষপি মুনে নিশ্চিতং ভারতাদিষু । তৎ
কথং মরণান্নত্যং কেষ্টেহাস্মিন পুরুষোত্তমে ॥ ২৫ ॥
জৈমিনিকবাচ । গতাগতপ্রদং কস্য সংশয়ঃ শ্রুত্যা
নিবেদিতম্ । তত্তৎস্বরূপং জানামি ॥ ২৬ ॥ কেষ্টবাহ-
কৃতম্ ॥ ২৭ ॥ যথা সুগোপিতং ব্রহ্ম তথৈদং কেষ্ট-
মুত্তমম্ । কেষ্টং বিকোপ্য জানৌহি যথা বিকুস্তথৈব
তৎ ॥ ২৮ ॥ হে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ
যৎ । তত্র যচ্ছব্দরূপং হি তত্তু নানার্থসংযুতম্ ॥ ২৯ ॥
যস্মাদর্থাজ্জগদিদং সমুতং সচরাচরম্ । সৌখ্যে
দাক্ষস্বরূপেণ কেষ্টে জীব ইব স্থিতঃ ॥ ৩০ ॥ তস্মিন
কেষ্টে যতান্নানো বিনোকা পাপকঙ্কম্ । নিষ্কৃতা

তাহা অতি দুর্বল, এমন কি শুকদেব বা
বামদেবও সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছেন কিনা, সে
বিষয়ে আমার সংশয় হয়। এজন্ত, নি-
যে মরণমাত্রেই ঐ পুরুষোত্তমকে ত্রৈলোক্য
বলিলেন, আপনার উক্ত বাক্য কি অর্থবাদস্বরূপ, না
কি? আমার ত এই বিষয়ে মহান সংশয় উপস্থিত
হইয়াছে, কারণ ভগবানের ভূত্বাপাসনবাদ-
বহন অর্থবাদই ত উক্ত আছে। কল কথ্য,
আমি সাক্ষাৎ ব্যতীত কিছুতেই মুক্তি নাই, ইহাই ত
বেদের মত এবং ভাগবতাদি ধর্মশাস্ত্রেও ইহাই
স্থিরীকৃত হইয়াছে; অতএব হে মুনে! পুরুষোত্তম-
কে ত্রৈলোক্যে কিরূপে মরণমাত্রে মুক্তিলাভ হইতে পারে?
জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! তুমি সমুদয় বেদোক্ত
সাক্ষ্য কর্মকে পুনঃপুনঃ সংসারে যাতায়াতের কারণ
এবং সেই পরমেশ্বকেও উক্তকেষ্ট হইতে বিভিন্ন
জ্ঞান বলিয়াই এইরূপ বলিতেছ। কিন্তু বৎস!
অশ্রের স্রাব এই অশ্রুতম বিকুস্তকেও সুগো-
পিত এবং সাক্ষাৎ বিকুস্তরূপ জানিবে। অশ্রের
বিবিধ মূর্তি, শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম; তন্মধ্যে শব্দরূপ
যে ব্রহ্ম, তাহা নানার্থসংযুক্ত এবং যে নানার্থময় ব্রহ্ম
হইতেই সচরাচর এই জগৎ সমুত হইয়াছে, সেই
সাক্ষ্যের 'জীব ইব দাক্ষস্বরূপে' উক্তকেষ্টে, 'দেহে
জীবিত্যে' 'জীবিত্যে' 'জীবিত্যে' করিতেছেন। যতান্না
বিনোকা পাপকঙ্কম্, বিনোকা পাপকঙ্কম্

যোগিবদ্যাতি 'ত্যাগ' দেহং হরেঃ পদম্ ॥ ৩১ ॥
নৈতদ্বর্ণকলং বিপ্র সাক্ষাৎকারস্ত চৌদিতম্ ।
চাণ্ডালবেশ্যানি মৃতঃ বা বিড়ম্বক মুক্তিমেতি যৎ ॥ ৩২ ॥
নান্নভাগ্যস্ত পুংসো হি মরণং তত্র জায়তে । বহ-
জন্মসহস্রেষু মুক্ত্যর্থং যততে তু যঃ ॥ ৩৩ ॥ স
ক্ষীণাশেষপার্পোষস্তত্র যাতি ন সংশয়ঃ । স তত্র
ত্রিয়মাণোহপি সংযতান্না বিবেকবান্ ॥ ৩৪ ॥ বিজ্ঞায়
কেষ্টমাহাশ্রয়ং ভক্তিং কৃত্বা জনাঙ্গিনে । যঃ প্রাপাং-
স্ত্যজতে তস্ত আত্মজ্ঞানং প্রকাশতে ॥ ৩৫ ॥
দীনার্তিহ ॥ ৩৬ ॥ ত্রিয়মাণস্ত তত্র বৈ । কর্ণমূলে
ব্রহ্মবিদ্যাং কথয়েন্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ তয়া বিনাশি-
মোহোহসৌ সাক্ষাৎ পশুতি তং বিহুম্ । যত্র গহা
ন পততি জননীজঠরে পুনঃ ॥ ৩৮ ॥ তত্র প্রবিষ্টো
বিপ্রাশ্রা জলে জলমিবোক্ষিতম্ । সাক্ষাদব্রহ্মস্বরূ-
পেণ ভাসতে সচবাচতে ॥ ৩৯ ॥ নান্নজ্ঞানং বিনা
মুক্তিবেতদেব সুনিশ্চিতম্ । বিহুস্ত তত্র বহুবো

পরিভাগ করিয়া থাকেন। এমন কি, যে কোন
মানবই তদর্শনে পাপরাশি পরিহারপূর্বক তথায় দেহ-
ত্যাগান্তে যোগীভূত হইয়া বিকুপদ প্রাপ্ত হয়। ১৭-৩১ ।
হে বিপ্র! পুরুষোত্তম-দর্শনের ইহা গুণকল নহে।
কারণ তথায় চণ্ডালগৃহে বিষ্ঠাভোজী কুকুরও মৃত
হইলে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এজন্ত অন্নভাগ্যা-
শালী ব্যক্তির কদাচ পুরুষোত্তমকে ত্রৈলোক্য
না। যে ব্যক্তি মুক্তিলাভার্থ বহু সহস্র জন্ম চেষ্টা
করে, সেই ব্যক্তিই অগ্রে নিখিলপাপপুঞ্জ হইতে
মুক্ত হইয়া পুরে তথায় গমন করে, সন্দেহ নাই;
এবং সংযতান্না বিবেকবান্ মানবই তথায় মুক্তিলাভ
করিতে পারে। বৎস! যে ব্যক্তি পুরুষোত্তমকে ত্রৈলোক্যের
মাহাত্ম্য বিজ্ঞাত হইয়া জনাঙ্গিনে ভক্তি করত তথায়
প্রাণত্যাগ করে, মৃত্যুকালে তাহার আত্মজ্ঞান প্রকাশ
পাইয়া থাকে। তথায় দীনগণের আর্তিবিনাশন স্বয়ং
কমলাকান্ত হরি, ত্রিয়মাণ জীবগণের কর্ণমূলে স্বয়ং
যে ব্রহ্মবিদ্যা কৌর্টন করিয়া থাকেন, তাহাতে আর
সন্দেহ নাই এবং সেই ব্রহ্মবিদ্যা হেতুই মুমূর্ষু-
ব্যক্তির মোহাবরণ বিদূরিত হওয়ায় সে সাক্ষাৎ
সেই ভগবানকে অবলোকন করে। বিপ্রবর! যে
স্থানে একবার গমন করিলে পুনরায় আর জননী-
জঠরে প্রবেশ করিতে হয় না, মুমূর্ষু জীবগণ,
মহাজলে জলকণার স্রাব সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া
এই সচরাচর বিশ্বমতলে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে বিরাজ
করিতে থাকে। বক্তব্য: আত্মজ্ঞান ব্যতীত যে

জ্ঞাতজ্ঞেয়গতা বিজ্ঞাঃ ৩৯ ॥ অভ্যাসাত্ম্য বহু-
ভির্জ্ঞানভিজিতমানসৈঃ । বেদবিভির্ভদ্রং প্রাপ্যতে
তদুপাসনে ॥ ৪০ ॥ অব্যক্তোপাসনং বিপ্র ত্বনতঃ
দেহিনাং সদা । ঋত্বা বিরমতে কচ্চিদারত্যাপি
শুরোর্মুখাৎ ॥ ৪১ ॥ গুরুশ্রবণে যতো ন যেযাং
বিপ্র জায়তে । ন তেষাং জ্ঞানসম্পত্তির্জায়তে চ
কদাচন ॥ ৪২ ॥ অষ্টাঙ্গযোগসম্পন্ন মনোমত্তগজন্ত
যে । আত্মবশ্তং প্রকুর্বন্তি তে হি তত্রাধিকারিণঃ ॥ ৪৩ ॥
এবং বহুতিথে জন্মশ্রুতীতে নিশ্চলং মনঃ । আত্মা-
কারং বৃত্তিমেত্যা ভাসতে নিশ্চলং যদা । তদা-
মোক্ষাধিকারো হি নান্তথা বিপ্র জায়তে ॥ ৪৪ ॥
মোক্ষস্বরূপং বক্ষ্যামি শৃণু বিপ্র বিধানতঃ । মুনয়ো-
হপ্যত্র মুহন্তি তত্ত্ব বক্ষ্যামি নিশ্চয়াৎ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমকেতনস্য সাক্ষাদবিস্ময়রূপত্ব-
কথনং নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিরুবাচ । শুদ্ধবোধস্বরূপো হি আত্মা
সর্বশ্চ দেহিনঃ । কূটস্থো নিশ্চলো বিপ্র সাত্ত্বানন্দৈক-
ভাবনঃ ॥ ১ ॥ আদ্যন্তরহিতে নিত্যঃ সর্বোপপ্লব-
বর্জিতঃ । বিভুঃ সর্বগতঃ সূক্ষ্ম আকাশ ইব
নিষ্ক্রিয়ঃ ॥ ২ ॥ ষড়্ভূমিযুগ্মহিতঃ সাক্ষাৎ পঞ্চক্ৰেশ-
বিবর্জিতঃ । অনাদ্যবিদ্যাসজ্জাত-বাসনাপল্লভেন
বৈ ॥ ৩ ॥ অহঙ্কারসমুৎথেন চিত্তেনালিঙ্গিতো যদা ।
তদা ভ্রান্তস্তদাকারং গৃহীত্বা সংসরেদয়ম্ ॥ ৪ ॥ সর্বো-
রজসা চৈব তমসা প্রাকৃতেন বৈ । ত্রিবিধেন গুণে-
নৈব দৃঢ়বদ্ধস্তদাবশঃ ॥ ৫ ॥ গন্ধর্বনগরাকারঃ পশুন্
প্রাকৃতবিস্তরম্ । পাক্ভৌতিকপিণ্ডেষু পঞ্চবিংশতি-
কারিষু ॥ ৬ ॥ আত্মায়মবিকারোহপি বিকারীব
বিচেষ্টতে । হুংখার্নবে নিমগ্নোহসৌ বাধ্যমানো য
উন্মিতিঃ ॥ ৭ ॥ ভূতাবিষ্টমনা যদ্বদ্বতচেষ্টাং বিচ-
েষ্টতে । তথায়মাত্মা সন্ত্যজ্য সচ্চিদানন্দরূপতাম্ ।

মুক্তি নাই, ইহাই সুনিশ্চিত, কিন্তু বিজ্ঞগণ! উক্ত
আত্মজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাতজ্ঞেয়বিষয়ক বহুল বিব্র
আছে, জানিবেন । বেদবিদ ব্যক্তিগণ আত্মজ্ঞান-
লাভার্থ বহুজন্ম সংযতচিত্তে বারংবার অভ্যাসযোগ
করত মহৎ হুংখ প্রাপ্ত হন । কলে, হে বিপ্র!
দেহিগণের পক্ষে অব্যক্তোপাসন সর্বদাই অতীব
দুর্ঘটি । কেহ গুরুমুখে তদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া বিরত
হয় ও কেহ বা আরকু করিয়া নিকৃষ্ট হইয়া থাকে ।
বিপ্র! কলকথা, গুরুশ্রবণ যাহাদিগের বিশেষ
যত্ন না জন্মে, কদাচ তাহাদিগের জ্ঞান-সম্পদ হয়
না । মত্ত-মাতঙ্গপ্রায় মনকে যাহারা অষ্টাঙ্গ যোগ-
সাধনে আত্মবশু করিতে পারে, তাহারা হি জ্ঞান-
লাভে অধিকারী হইয়া থাকে । ঐরূপ যোগসাধন
দ্বারা বহু জন্ম অতীত হইলেও যখন নিশ্চল মন
আত্মাকার বৃত্তিলাভে নিশ্চল হয়, হে বিপ্র! তখ-
নই তাহার মোক্ষাধিকার জন্মিয়া থাকে জানিবে,
নতুবা অন্য কোন প্রকারেই হয় না । হে বিপ্র উদ্দা-
লক! এক্ষণে মোক্ষ-স্বরূপ বালভেহি, যথাবিধানে
শ্রবণ কর । বৎস! যাহাতে মুনগণও ভ্রান্ত হন,
আমি নিশ্চিতরূপে তদ্বিষয়ই বলিব । ১—৪৫ ।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৬ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! সমুদয় দেহিগণের
আত্মাই বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সাত্ত্বানন্দময়, হে বিপ্র!
আত্মা কূটস্থ, ও নিশ্চল, ভাঁহার আদি ও অন্ত নাই ।
তিনি নিত্য ও সর্বোপপ্লববর্জিত, সেই সর্বগত সূক্ষ্ম
বিভু আকাশবৎ নিষ্ক্রিয় । আত্মরূপ মহাসাগরে
শোক, মোহ, জরা, ব্যাধি এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণারূপ
ষড়্ভূমি উন্মিমালা কখনই হিজোলিত হয় না । তিনি
সততই আধি প্রভৃতি পঞ্চ ক্রেশবিহীন । যে সময়ে
তিনি অনাদি অবিদ্যাজাত বাসনাজালে জড়িত,
অহঙ্কারসমুৎ চিত্তবৃত্তি সহিত মিলিত হন, তখনই
তিনি, ভ্রান্ত আত্মহারা হইয়া যে কোন শরীর গ্রহণ-
পূর্বক সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকেন । তৎ-
কালে আত্মা প্রকৃতসমুৎ সর্ব, রজঃ, তমঃ এই
ত্রিবিধগুণে বদ্ধ হইয়া অবশ হইয়া পড়েন, ভাঁহার
আর স্বাধীনতা থাকে না । প্রকৃতপক্ষে অধিকারী
হইলেও তখন তিনি গন্ধর্বনগরোপম মায়াময় অলীক
প্রাকৃতিক জগৎপ্রপঞ্চ দর্শন করত পঞ্চবিংশতি
তত্ত্বময় পাক্ভৌতিক দেহপিণ্ডমধ্যে বিকারীর ভায়
হইয়া নানারূপ চেষ্টা করিতে থাকেন । তিনি এই-
রূপে কামকোষাদিতে পীড়িত হইয়াই হুংখার্নবে
নিমগ্ন হন । ১—৭ । ভূতাবিষ্টচিত্ত মানস যেমন ভূতাত্ত-
রূপ কার্য করিতে থাকে, তদ্রূপ আত্মাও কামমোহিত

চেষ্টতে মনসো বৃত্তীৰ্হাঙ্গানমোহিতঃ ॥ ৮ ॥ তস্য
মোক্ষো বিধাতব্যো যেন সুহোহপি জায়তে ।
অকার্যাবগপ্রাপ্যো নিত্যমুক্তস্তাবতঃ ॥ ৯ ॥ নিরা-
বরণরূপস্ত নিৰ্মলাকাশভাগিনঃ । জ্ঞান্যাবৃত্তে বিনাশো
হি স্বাকারেহবস্থিতিৰ্ভবেৎ ॥ ১০ ॥ ভ্রান্তেঃ সজায়তে
সুহ্মো নিকৃপাখ্যো হি পশুতি । নভস্তলং নভো
নীলমিতি সৰ্বৈবিভাব্যতে ॥ ১১ ॥ নিৰ্মলে নির্গুণে
সাজ্ঞানন্দবোধস্বরূপিণি । পৰমাত্মনি যত ভ্রান্তি-
রাবিদ্যিকীদৃশী ॥ ১২ ॥ স্বপ্রত্যক্ষেহা । ভ্রান্তিঃ স্তাৎ
স্বকণ্ঠভরণোপমা । তস্মান্নাক্ষঃ কূতঃ কস্মাৎ কস্মণা
বিপ্র জায়তে ॥ ১৩ ॥ জ্ঞানেনাবরুতে রূপে প্রাপ্যতে
তন্নি দূৰ্গতম্ । তত্র কেদ্রে হবেঃ কেদ্রে ঈশ্বরানু-
গ্রহেণ বৈ । জ্ঞানোদয়স্ত মূলভঃ প্রাণিনাং সংযমেন
বৈ ॥ ১৪ ॥ প্রসাদে সৰ্বভূতানাং যন্ত নাশোহ্যত-
জায়তে । সদা প্রসন্নঃ কেদ্রেহস্মিন ত্রিয়মাণস্ত স

হওয়ায় স্বীয় সচ্চিদানন্দরূপতা পবিত্যাগপূৰ্বক বহবা
মনোবৃত্তি অনুসাবে কার্য্য কবিত্তে চেষ্টা পায় ।
এজন্ত যাহাতে আত্মা সুস্থ হইতে পাবেন, সকলেবই
জ্ঞানর তজ্জপ মোক্ষ বিধান কবা কর্তব্য । স্বয়ং
অনুকূল কার্য্যানুষ্ঠান না কবিলে কেবলক স্বপ্নে
কেহই সেই স্বভাবতঃ নিত্যমুক্ত আশ্রিত প্রাপ্ত
হইতে পারে না । ভ্রান্তিময় আবরণে আবৃত
স্বাকাবে অবস্থানই সেই স্বভাবতঃ আবরণবিহীন
নিৰ্মল আকাশোপম আত্মাব বিনাশস্বরূপ জানিবে ।
নভস্তল দর্শনে সকলেবই যেমন নভোমণ্ডল নীলবর্ণ
প্রতীত হয়, তজ্জপ 'সেই নিকৃপাধি আত্মাও ভ্রান্তি-
বশে সুহ্ম জীবরূপ হইয়া থাকেন । পরমাত্মা
স্বভাবতঃ নিবিড় চিদানন্দময়, নিৰ্মল ও নির্গুণ হই-
লেও জ্ঞানর অবিদ্যাবশেই ঈদৃশ ভ্রান্তি জন্মিয়া
থাকেন । সাধাবণ মানবগণের যেমন স্বীয় কণ্ঠ-
ভরণে সর্গভ্রান্তি জন্মে, সেইরূপ স্বীয় প্রত্যক্ষবিষয়েও
আত্মার ভ্রান্তি হইয়া থাকে, অতএব হে বিপ্র !
জ্ঞান তির কোন কৰ্ম্ম দ্বাৰা কি কোন রূপে সেই
আত্মার মুক্তিসাধন করা যায় ? জ্ঞান দ্বারা আত্ম-
তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেই তবে সেই দূৰ্গত তত্ত্ব লব্ধ
হইয়া থাকে । বৎস ! উক্ত হরিক্ষেত্র পুরুষো-
ত্তমক্ষেত্রে বৃত্ত্য হইলে ঈশ্বরানুগ্রহে সেই জ্ঞানোদয়
প্রাণিগণের পক্ষেও মূলভ হয় । জগন্নাথদেবের
মন্দিরের বাহ্যর বৃত্ত্য ঘটে, চিরদিনের জন্ত তাহার
সংস্কারের শাস্তি হয় । উক্ত ক্ষেত্রে মুমূৰ্শ জীব-
গণের প্রতি সেই প্রভু জগন্নাথদেব সততই প্রসন্ন

প্রভুঃ ॥ ১৬ ॥ অস্তিমো বিগ্রহো হ্যেব কেদ্রে যো ন
তাদ্বেদম্ভন । মুক্তিমুদ্ভিষ্ট যৎ কৰ্ম্ম ন তৎকৰ্ম্ম
সমীকৃতম্ ॥ ১৭ ॥ শ্রাবণাদি যথা কৰ্ম্ম মুক্তয়ে
মূলসাধনম্ । তথ্য মরণং পুংসাং সাক্ষাৎ কৈবল্য-
সাধনম্ ॥ ১৮ ॥ যথাপৰ্বতসংরুঢ়পাশাংস্ত দৃঢ়াশ্রয়ম্ ।
কটিত্যাগুধ্যতে লৌহময়স্তমনির্ঘথা ॥ ১৯ ॥ অত্র
প্রাণপরিভ্যাগঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি দেহিনাম্ । অনেক-
জন্মজাতানি নিবীজানি কৰোতি বৈ ॥ ২০ ॥ শুভা-
শুভম্ পসঙ্গাদান্নস্বরূপতামিয়াৎ । তেনৈব বন্ধো
ভ্রমতি শৃংখলাবন্ধকবৎ ॥ ২১ ॥ বহিঃকাকো হি
যথা ভ্রমরাকামণ্ডলে । অনবাপ্যাত্তাধিক্যং বৈ
স্বধিক্যো নিশ্চলো বসেৎ ॥ ২২ ॥ তথ্যমাশ্রা সৰ্বত্র
বাসনাবশতো ভ্রমণ । পৰাবিশ্রান্তকে পিণ্ডে শুণৈ-
বন্ধঃ সদা ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ এতৎক্ষেত্রমহিমা বৈ
ভগবৎকরণাবশাৎ । প্রাণত্যাগাৎ পবীকণ-
সমস্তদৃঢ়বাসনঃ ॥ ২৪ ॥ বিষ্ণুরূপমবাপ্যাসৌ যাতি
বিখ্যোঃ পব পদম্ । যন্ন গহা পুনর্দেহ-
বন্ধমেষ ন বাপুয়াৎ ॥ ২৫ ॥ উদাসকাত্ত তে

থাকেন । ফলে ভগবানেব সেই দাক্ষম্য মুক্তি জীব-
গণের অন্তকালে উপকাৰার্থই বিবাজমান আছে,
অতএব যে ব্যক্তি, মুক্তি-উদ্দেশে তথ্য প্রাণত্যাগ
না করে, তাহার যাবতীয় কার্য্যই প্রকৃত কার্য্য মধ্যে
পরিগণিত নহে । ৮—১৭ । আত্মতত্ত্বাবগাদি যেমন
মুক্তিব মূলসাধন, তজ্জপ তথ্য মৃত্যুও জীবগণের
কৈবল্যাভ্যন্তর মূলকারণ জানিও । অয়স্কান্ত মণি
যেকপ পৰ্বতপ্রকট দৃঢ়বন্ধ পাশাবৎ লোহপিণ্ডকেও
কটিতি আকর্ষণ করে, তজ্জপ তথ্য প্রাণপরিভ্যাগও
দেহিগণকে অনেকজন্মজাত সৰ্ববিধ কৰ্ম্মকেই
নিবীজ কবিয়া দেয় । শুভাশুভকলাসঙ্গ বশতই
আত্মা স্বভাব স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং তদ্বারা বন্ধ
হইয়াই শৃংখলাবদ্ধ কাকের স্থায় সংসারমার্গে ভ্রমণ
করিয়া থাকেন । বহিঃ কাক (দাঁড়কাক) যেমন
আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করত অন্তস্থান না পাইয়া
স্বীয় পূৰ্বস্থানেই নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করে,
তজ্জপ আত্মাও বাসনাবশে সৰ্বত্র ভ্রমণ করিয়া পরে
পৰাবিশ্রান্তি-তথ্যাক দেহ-পিণ্ডমধ্যেই সৰ্বদা
সবাদিশুণ্ডায় বদ্ধ থাকে । উক্ত পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে
প্রাণত্যাগ হইলে ভগবানের করুণাবশতঃ কেত্র-
মাহাত্ম্য হেতু মানবের সমুদয় দৃঢ়তর বাসনাই সম্যক
ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং সে বিষ্ণুরূপ লাভ করিয়া যে
স্থানে গমন করিলে পুনরায় আর দেহ-বন্ধন প্রাপ্ত

শক্তি নার্যবাদকৃত্যং বৈ । য আত্মা ভগবৎ
ক্ষেত্রে দেহবন্ধঃ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥ কথং স পুন-
রত্রৈব দেহবন্ধমুপব্রজেৎ । আত্মসন্ন্যাসযোগোহয়ং
যোগিনামপি দুর্লভঃ ॥ ২৭ ॥ যে এব সাধনে
মুক্তেরাশ্চর্যম্ভি চেতসঃ । প্রাণত্যাগশ্চেহ তথা
নাস্তথৈত্যবধারণ ॥ ২৮ ॥ শিবোপদেশাৎ কাশ্মিন্ত
প্রাণত্যাগোহপি মোচকঃ । তেন জ্ঞানেন হি পুমান্
ক্রমাদভ্যাসযোগতঃ ॥ ২৯ ॥ ক্লীণকর্মা বিমুচ্যেত
পুত্রৈতদ্বিমলং মতম্ । অন্তর্হিতা হি সা কাশী
গণেশ্বরভয়াদভুৎ ॥ ৩০ ॥ ময়া বঃ কথিতং পূর্বে
মহাদেবো যথাত্যজৎ । কাশীরাজপ্রসঙ্গেন ভগবৎ-
পরিভাবিতঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মৃতস্তাশ্চজ্ঞান-
লাভাদি কথনং নাম সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

হইতে হয় না, তাদৃশ বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া
থাকে । উদালক ! উহা অর্থবাদ বলিয়া তোমার
যেন আশঙ্কা না হয়, বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি যে
আত্মা সর্ব-বিমোচন সাক্ষাৎ ভগবৎক্ষেত্রে দেহবন্ধন
পরিত্যাগ করে, কিরূপে সে পুনরায় আবার
ইহলোকে দেহবন্ধন প্রাপ্ত হইবে ? এই জন্তই,
উক্তক্ষেত্রে উক্ত আত্ম-সন্ন্যাস যোগ (দেহত্যাগরূপ
যোগ) যোগিগণেরও দুর্লভ । বৎস ! নিশ্চিত
জানিবে, চিত্তের আত্মাকার রুতি ও উক্তক্ষেত্রে
প্রাণত্যাগ এই উভয় মাত্রই মুক্তির সাধন, অত
কোন প্রকারেই মুক্তি হয় না । কাশীধামে মুমূর্ষু
ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ
করেন বলিয়া তথায় প্রাণত্যাগও মুক্তির সাধন
সত্য, বস্তুতঃ জীবগণ অভ্যাস-যোগবশতঃ সেই
জ্ঞানবলে ক্রমে শুভাশুভ কর্মের কয় হওয়ায় মুক্তি-
লাভ করিতে পারে । পূর্বে এই পবিত্র মতই সক-
লের পরিজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বহুদিন পূর্বেই গণেশ-
ভয়ে সে কাশীতীর্থ অন্তর্হিত হইয়াছে । মুনিগণ ।
কাশীরাজপ্রসঙ্গে ভগবানের নিকট পরাভূত হইয়া
মহাদেব যেরূপে কাশীধাম পরিত্যাগ করেন,
পূর্বেই ত আমি আপনাদিগকে তদ্বিষয় বলি-
য়াছি । ১৮—৩১ ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৭ ।

অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । বিশেষন্তে প্রবক্ষ্যামি পুণ্
উদাল তত্ত্বতঃ । অদ্যাপি কাশ্মাং দেবোহপি স্থিত-
বান্ বৃষভধ্বজঃ ॥ ১ ॥ যুগত্রেয় তিষ্ঠতি স ন তু
ঘোরে কলৌ যুগে । অধর্মবহুলে তস্মিন কলৌ
সান্তর্হিতাভবৎ । অন্ত্যাত্মপি চ তীর্থানি যথাবদ
কলন্তি চ ॥ ২ ॥ চতুর্ধুগেব সর্বেষু যথার্থকলদন্ত ৩ ॥
অত্র পাপপ্রবেশো হি কদাচিন্নোপজায়তে ॥ ৩ ॥ ধর্ম-
শ্রষ্টা হি ভগবান্শুভ্র তিষ্ঠতি সর্বদা । অবিদ্যা-
দীনবৃত্তীনাং সুখোদ্বোধায় যত্নবান্ ॥ ৪ ॥ ইদমেব
পরং সেবাং চতুর্ধুগৈকসাধনম্ । বিশেষান্নোচকং
সাক্ষাদনায়াসেন দেহিনাম্ ॥ ৫ ॥ পাপিষ্ঠোহত্যন্ত-
দুশ্চেষ্টশ্চণ্ডালো বাস্ত্যজোহুচিঃ । বিদ্বান বা ধার্মিক-
শ্রেষ্ঠঃ সর্বে তত্র সমা দ্বিজ ॥ ৬ ॥ দেবা মরণ-
মিচ্ছন্তি যত্র ক্ষেত্রে মুমুক্শবঃ । আত্মসাক্ষাৎকর্তৌ
মুক্তিস্তৎক্ষেত্রে মরণাদথ ॥ ৭ ॥ বিদ্যার্থবাদাবেতৌ

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—উদালক ! এই বিষয়ে
তোমায় যথার্থরূপে বিশেষ বিবরণ বলি শুন ;
প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ বৃষভধ্বজ, অদ্যাপি কাশীধামে
অবস্থিত আছেন । সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই যুগ-
ত্রেয়ই তিনি তথায় অবস্থিত থাকেন, কেবল ঘোর
কলিযুগেই থাকেন না, এজন্ত অধর্মময় কলিযুগে
কাশীও অন্তর্হিত হন এবং অন্ত্যাত্ম তীর্থ সকলও
ঘোর কলিতে যথোচিত ফলপ্রদ হয় না ; কিন্তু
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে চতুর্ধুগেই যথোচিত ফল দান
করিয়া থাকে, কদাচ তথায় কোন প্রকার পাপ
প্রবেশ করিতে পারে না । স্বয়ং ধর্মশ্রষ্টা ভগবান্
যত্নবান্ হইয়া অবিদ্যাবশে কাতরহৃদয় জীবগণের
তত্ত্বজ্ঞানসাধনার্থই সর্বদা তথায় অবস্থিতি করিতে-
ছেন, এজন্ত দেহিগণের অনায়াসে বিশেষরূপে,
সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ, চতুর্ধুগের সুপ্রশস্ত সাধন উক্ত
পুরুষোত্তমক্ষেত্রেই সকলের পরম সেবনীয় । ১—৫ ।
হে দ্বিজ । কি অতি দুর্মতি পাপিষ্ঠ, কি অশুচি চণ্ডাল
বা অন্ত্যাজ এবং কি বিদ্বান বা পরম ধার্মিক, উক্ত
সকলেই সমান অধিকারী, জানিবে । বৎস !
দেবগণও মোক্ষাভিলাষী হইয়া উক্তক্ষেত্রে যত্ন
বাসনা করেন, বস্তুতঃ উক্ত ক্ষেত্রে মরণমাত্রই
আত্মসাক্ষাৎকার লাভে যে, সকলেরই মুক্তি
হইয়া থাকে, ইহা বিধি ও অর্থবাদ উভয়াকার ;

হি নার্ববাদো ন বা বিধিঃ ॥৮॥ ন বিধেয়োহপবর্গো-
হি কালগ্রস্তা মৃতিস্থতা । অগ্নাপি শক্য মা ভূতে
তৎক্ষেত্রে মরণং প্রতি । ৯ ॥ বিশ্বসন্তি ন তে মূঢ়া
যে সংসারপ্রবৃত্তিকাঃ । অনাদ্যবিদ্যাসংসারপ্রবৃত্তৌ
তচ্চ গোপিতম্ ॥ ১০ ॥ সাক্ষাৎকার আশ্রমো যঃ
স প্রসিদ্ধঃ ক্রতো সদা । তদর্থং যতমানশ্চ যোগি-
নোহপি সদাসতে ॥ ১১ ॥ যবব্রীহাদিবস্তে হে প্রধানৈ
মুক্তিসাধিকৈঃ ॥ ১২ ॥ যোগাৎ প্রমুচ্যতে সৌম্যঃ স্বস্তবান্না-
বশাদ্বিজ । চতুর্ন্থ্যে ত্যজন্ প্রাণাঃ স মরণং মুক্তি-
ভাগ্ ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ আদ্যো মৎস্তাবতাবো হি
প্রাণ্যুখস্তজ বর্ততে । সৌম্যো মাধবঃ প্রত্যক
শ্বেতভূষপ্রসাদিতঃ ॥ ১৪ ॥ বটসাগবয়োর্মধ্যাং
মুক্তিধারমকল্পয়ৎ । তত্র ত্যজন্নসূন মর্ন্ত্যো নির্বিঘ্নঃ
মুক্তিমাণুয়াৎ ॥ ১৫ ॥ অত্র তে কথয়িষ্যামি পুবারুতমমু-

কেবল অর্থবাদ বা কেবল বিধি নহে । কাবণ
প্রভূত নিন্দা বা প্রশংসায়ুক্ত বিবিশেষই অর্থ-
বাদ, সুতরাং ইহা যখন সেকপ বিবিশেষ নহে,
তখন অর্থবাদ হইতে পাবে না এবং অদৃষ্ট-
লভ্য মোক্ষ বা কালের অগ্নি মৃত্যুও বিধেয়
হইতে পাবে না, এজন্য বস্তুতই ইহা
অর্থবাদ উভয়রূপ । বৎস । উক্ত পুস্তক-
ক্ষেত্রে মরণের বিষয়ে তোমার যেন অণুমাত্র সংশয়
না হয় । যাহারা সংসারে একান্ত আসক্ত, সেই
মূঢ়গণই উহা বিশ্বাস করে না, অনাদি অবিদ্যাজনিত
সংসার-প্রবৃত্তি থাকিলেই উক্তক্ষেত্রে গুপ্ত থাকে ।
উদ্দালক । উক্ত ক্ষেত্রে মরণ ভিন্ন মুক্তিসাধন যে
আত্মসাক্ষাৎকার, তাহা ত বেদে প্রসিদ্ধই আছে
এবং যোগিগণও তজ্জন্ত সতত যত্নবান থাকেন,
কলে উক্ত উভয়ই যবব্রীহিৎ প্রধান মুক্তিসাধন,
জানিবে । কিন্তু, বিজবব । তন্মধ্যে পার্থক্য এই
যে, যদি কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, তবেই যোগবলে
যোগী মুক্ত হইতে পারেন, আর চতুর্ন্থ্যে (মৎস্তা-
বতারাদি চতুর্ন্থ্যের মধ্যে) প্রাণত্যাগ করিতে
পারিলে মানব নির্বিঘ্নে মোক্ষলাভ করিয়া থাকে ।
উক্ত পুরাণোক্তম-ক্ষেত্রে অবতারের মধ্যে আদি
মৎস্তাবতার-মূর্তি পূর্বমুখে অবস্থিত এবং শ্বেতরাজ
কর্তৃক প্রসাদিত শ্বেতমাধব পশ্চিমে অবস্থিত আছেন
আর উক্ত ক্ষেত্রে অক্ষয়বট'র সাগরের যে মধ্যস্থল,
তাহাই চতুর্ন্থ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ । মানব উক্ত চতু-
র্ন্থ্যে প্রাণত্যাগ করিলেই নির্বিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্ত হয়,
এজন্য মহাবিশ্ব উহাকে মুক্তিধার বলিয়া কল্পনা

কৃতম্ । চতুর্ন্থ্য পুরতো কুর্বাসা বহ্যজিহ্মপৎ ॥
১৬ ॥ স হি দেবশ্চ ক্রতশ্চ অবতীর্ণোহংশতঃ পুরা ।
আশৈশবাবদ্রক্ষচারী তববিৎ তপসাং নির্ধিঃ ॥ ১৭ ॥
যদৃচ্ছাভ্রমণো মর্ন্ত্যশ্চতুর্দশজগৎস্বপি । কদাচিত্
পৃথিবীং যাতো সত্যাচারদিদৃক্ষয়া ॥ ১৮ ॥ মধ্যদেশে
দদর্শাধ ব্রাহ্মণো মুনিসত্তমঃ । একস্তয়োস্তপোনিষ্ঠঃ
স্বাধ্যায়াচারবান গৃহী ॥ ১৯ ॥ অপরশ্চ সদাচারো
দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । ভক্তিং চিকীর্ষুশ্চেষ্টাশ্চ ন
তথাত্মা বর্দতে ॥ ২০ ॥ স তু কেনাপি বৌদ্ধেন
নাস্তিকেন প্রলোভিনঃ । উচ্ছাসবর্তী ধনবান্
বিষয়েষু বহুজ্ঞতে ॥ ২১ ॥ অথ তৌ জ্যোতিষাং
বেদা জগাম স্বার্থলিপ্সয়া । পবিত্রেষ্টোহথ তাত্যাং স
আয়ুষঃ শেষমাদরাৎ ॥ ২২ ॥ তয়োর্জগাদ গণকো
বিচার্য কুশলাদিভিঃ । পঞ্চত্রিংশদিনান্তে " বাঃ
প্রাণত্যাগো ভবিষ্যতি ॥ ১ ॥ তচ্ছ হা চিন্তয়াবিষ্টৌ
কথমাবাং ভবিষ্যতি । মুক্তিক্ষেত্রেহন্তক্ষেত্রে বা

কথিয়াছেন । বৎস । পুরাকালে মুনিবব কুর্বাসা ভগ-
বান ব্রহ্মাব নিকট যে বিষয় বিজ্ঞাপন কথিয়াছিলেন,
এইদ্বিধে এক্ষণে তোমাকে সেই উৎকৃষ্টতম পুরা-
ণে বলি শুন । ৬—১৬ । উক্ত মুনিবব ক্রতদেবের
অংশে অবতীর্ণ তিনি শৈশবাবধিই ব্রহ্মচারী, তববিৎ
ও পরম তপস্বী ছিলেন । একদা তিনি যদৃচ্ছাভ্রমে
চতুর্দশ ভূবন ভ্রমণ করিতে করিতে কদাচিত্ মানবা-
চার-দর্শন-বাসনায় পৃথিবীতে উপস্থিত হন । অন-
ন্তব সেই মুনিবর, মধ্যদেশে ব্রাহ্মণস্বয়কে দেখিতে
পান । সেই দুইজনের মধ্যে একজন তথোনিষ্ঠ
এবং স্বাধ্যায় ও সদাচারবান গৃহস্থ ছিলেন, আর
অপর একজন সতত সদাচারসম্পন্ন থাকিয়া কেবল
দেবদেব চক্রপাণিকেই ভক্তি করিতেন, কিন্তু কোন
কার্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না । কালক্রমে সেই ধন-
বান বিকৃতভক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি, কোন বৌদ্ধমতাবলম্বী
নাস্তিকের প্রলোভনে পতিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্যে
প্রবৃত্ত ও বিষয়ভোগে নিতান্ত আসক্ত হন ।
এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে একজন
জ্যোতির্বিৎ স্বার্থলিপ্সায় সেই ব্রাহ্মণস্বয়ের নিকট
আগমন করেন ; পরে তাঁহার উভয়েই সেই
গণককে আপনাদিগের আয়ুর অবশিষ্টাংশের বিষয়
জিজ্ঞাসা করায় গণক উত্তমরূপে বিচার করিয়া বলেন,
পঞ্চত্রিংশদিনান্তে আপনাদিগের উক্তক্ষেত্রেই প্রাণ-
ত্যাগ হইবে । গণকের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে উভয়েই

গৃহে বা যত্র কুজটিং। সংবৎসর বিচার্যেতৎ
কথয় যথাতথ্যং ॥ ২৪ ॥ এবমুক্তস্ত তাত্য্যং স
মুক্তিতাবং বিচিন্তয়ন্। পূৰ্ব্বস্ত প্রাহ নদ্যাং তে
প্রাণা যান্তস্তি সংকয়ন্ ॥ ২৫ ॥ উক্তমাং গতিয়াসাদ্য
দেবভূয়ং গমিষ্যসি। ইতরস্ত তু বিস্ময়ঃ কৈবল্য-
প্রাপ্তিমুচিবান্ ॥ ২৬ ॥ হং বিপ্র বহুভাগ্যোহসি নিধনে
তে বৃহস্পতিঃ। স্মোচ্চহো বর্ততে তেন ব্রহ্মনির্বাণ-
মেষ্যসি ॥ ২৭ ॥ পুরুষোত্তমাখ্যং তো বিপ্র ক্ষেত্রং
পরমপাবনম্। যত্র প্রবিষ্টমাত্রস্ত সর্বার্থোষবিনা-
শনম্ ॥ ২৮ ॥ স্থিতিং করোতি ভগবান্ দাক্ষরূপো
দয়ানিধিঃ। ম্রিয়মানস্ত তস্মিন্ স কৈবল্যং
সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৯ ॥ ইত্যুক্তস্তেন স বিপ্রো ভাগ্যো-
দয়বশাৎ পুনঃ। পুনর্ভূত্ব শুদ্ধাত্মা বিমুক্তকি-
চিকীৰ্ষয়া ॥ ৩০ ॥ তং পূজয়িত্বা সংকারৈবিসমজ্জ
মুদাবর্তিতঃ। কেন মার্গেণ বা তত্র কথং যান্তত্যা-
চিন্তয়ৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবদ্ভক্তয়োবিপ্রয়োরুপাখ্যানং
নামাষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

চিন্তাকুল হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জ্যোতির্জ
মহাশয়! কোন্ মুক্তিক্ষেত্রে বা অত্র ক্ষেত্রে এবং
গৃহে বা অপর কোন স্থানে কিরূপে আমাদিগের
মরণ হইবে, তাহা বিচারপূর্বক যথার্থরূপে বলুন।
সেই গণক, উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়-কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত
হইয়া মুক্তিতাববিচারপূর্বক পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণকে
বলিলেন, নদীতে আপনার মৃত্যু হইবে এবং
আপনি উত্তমগতি প্রাপ্ত হইয়া দেবর লাভ করি-
বেন। তৎপরে সহস্রবদনে দ্বিতীয় ব্যক্তির মুক্তি-
লাভের বিষয় ব্যক্ত করত কহিলেন,—হে বিপ্র!
আপনি পরম ভাগ্যবান, আপনার নিধনগৃহ অষ্টম
রাশিতে বৃহস্পতি আছেন এবং তিনি উচ্চস্থ,
এজস্ত আপনি ব্রহ্ম-নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। হে বিপ্র!
যে স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই মানবগণের অধিল
পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে, সেই পরমপাবন
পুরুষোত্তম নামক যে ক্ষেত্র, তথায় আপনার মৃত্যু
হইবে। দয়ানিধি ভগবান্ দাক্ষর্য মুর্তিতে তথায়
বিরাজমান থাকিয়া নিরন্তর তৎক্ষেত্রে ম্রিয়মাণ জন-
গণকে কৈবল্যদান করিতেছেন। গণককর্তৃক এইরূপ
কথিত হইয়া সেই বিপ্রবর, স্বীয় শুভ ভাগ্যোদয়-
বশতঃ পবিত্রভূমিসমূহ পুনরায় পবিত্রায়া হই-
লেন। অনন্তর, সানন্দচিত্তে যথোচিত সংকার-
দ্বারা গণককে সম্মানিত করিয়া বিদায় করিলেন এবং

একোনিপকাশোহধ্যায়ঃ।

জৈমিনিকবাচ। ইখং চিন্তয়মানস্ত তৎক্ষেত্রগমনং
প্রতি। প্রাপ্তবান্ কদরূপঃ স তুর্কাসান্তপসাং নিধিঃ।
১। তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় ব্রাহ্মণো হৃষ্টমানসঃ।
পাদ্যাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য সুখাসীনঃ সুবিষ্টরে।
প্রশ্রবানতো ভূহা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ। ভগবন্ ভাগ্যসম্পত্তেঃ পরিপাকং
সমাগতঃ। সদনং মে ততো জাতঃ কৃতকৃত্যোহস্মি
নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥ ভবাদৃশো জ্ঞানবিদঃ সাক্ষাৎস্ব-
রূপিণঃ। নান্নভাগ্যবতাং পুংসাং দৃশঃ স্ম্যরতিথয়ো
এবম্ (১) ॥ ৪ ॥ যদ্যাহং কৃতার্থোহস্মি তবাগমন-
ভাগ্যতঃ। তথাপি বাহ্যাম্যমৃতং তদাজ্ঞাবচনং
প্রতি ॥ ৫ ॥ ইত্যুক্তবৎ তুর্কাসা মুনিরাহ হসন্নিব।

কিরূপে কোন্ পথে সেই পুরুষোত্তমে গমন করি-
বেন, তাহাব্যয়ই চিন্তা করিতে থাকিলেন ১১—৩১।
অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপকাশ অধ্যায়।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস! সেই বিজবর পুরু-
ষোত্তমে গমনার্থ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত
সময়ে সেই ক্রদ্রাংশসমুত তপোনিধি মুনিবর তুর্কাসা
তৎসম্মিধানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সেই
ব্রাহ্মণ তুর্কাসাকে দেখিবামাত্র সসম্মে গাজোখান-
পূর্বক সানন্দচিত্তে পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার যথোচিত
অর্চনা করিয়া, মুনিবর স্বপ্রদত্ত আসনে সুখোপ-
বিষ্ট হইলে বিনয়নম্রভাবে তাঁহাকে এই কথা
বলিলেন,—ভগবন্! মদীয় শুভাদৃষ্টের পরিণাম
বশতই আপনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন,
এবং তজ্জন্ত নিশ্চিত আমি আজ কৃতার্থ হইলাম।
সাক্ষাৎ স্বরূপ ভবাদৃশ জ্ঞানিগণ কদাচ অন্ন-
ভাগ্যশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টিপথের অতিথি হয় না।
মহাত্মন! যদিও আমি ভবদীয় আগমন-কৃত
শুভাদৃষ্টবশেই কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি আপনার
আজ্ঞারূপ অমৃতপানে উৎসুক হইতেছি। সেই
ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মুনিবর তুর্কাসা দ্বিৎ

(১) অত্র “দৃশোঁরতিথয়ো এবম্” ইত্যেব
পাঠঃ সঙ্গতঃ। লিখিতপাঠস্ত লিপিসমাদাৎ
ইত্যবগম্যতে।

বিপ্রবর্ষ্য ন বা যোগিবর্ষ্যঃ স্বঃ কিম্ ভাবসে ।
 ৬ । মাসাদৃকং যস্যাকমুপাত্তঃ সন্তবিদ্যসি । উপ-
 স্থিতাপবর্গঃ বিনা কৃত্যাদিসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥ এব-
 মুক্তে দ্বিজঃ প্রাহ যুনে স্বঃ সত্যবাগসি । ভবা-
 দৃশানাং রসনা ন স্বপ্নেহপি যুগাপ্রিয়া ॥ ৮ ॥ দাসে
 ময়ি পরীহাসঃ কিং বাহুগ্রহভাবণম্ । তদ্বতো
 ক্রহি ভগবন্ ভয়ং মে হুগুগ্রহাৎ ॥ ৯ ॥ যথেষ্টা-
 চারহৃষ্টোহহং ন বিবেকোহল্লকো ময়ি । ন বাসনা-
 বদ্ধদৃঢ়ং কথং ত্যজতি মে মনঃ ॥ ১০ ॥ ইন্দ্রিয়াণো-
 পভোগেষ্টা কণং ন চ্যবতে মম । ইহামুক্ত
 কলাকাক্ষা প্রাণযাত্রাং বিনা যদা ॥ ১১ ॥ নোৎপদ্যতে
 বিনা মুক্তাবধিকারং বিদ্বদ্বিধাঃ । যুনে দৃঢ়মমহোহহং
 কথং প্রাপ্যামি নির্বৃত্তিম্ ॥ ১২ ॥ আত্যন্তিকহঃখ-
 হানিঃ কথং মে বাহুসংবিদঃ । অহুগ্রহাভগবতো
 বিনা মে স্মাৎ কথং বদ ॥ ১৩ ॥ বিপ্রবাক্যমিদং

হাস্ত সহকারে তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিপ্রবর !
 আমি প্রকৃতরূপে যোগিবর নই, আমাকে কিজন্ত
 এরূপ বলিতেছ ? মাসান্তে তুমিই আমাদিগের
 উপাস্ত হইবে, কৃত্যাদি সাধন ব্যতিরেকেও
 তুমি অবিলম্বে অপবর্গ লাভ করিবে । দুর্বাসা
 এইরূপ কহিলে সেই দ্বিজবর কহিলেন,—
 যুনে ! আপনি সত্যবাদী, ভবাদৃশ জনগণের রস-
 নায় স্বপ্নেও মিথ্যা প্রিয়বাক্য উচ্চারিত হয় না,
 অতএব হে ভগবন্ ! এই দাসের প্রতি আপনি
 কি পরিহাস করিতেছেন, না যথার্থই অহুগ্রহবাক্য
 বলিতেছেন ? আপনি অহুগ্রহ করিয়া যথার্থরূপে
 বলুন, আমায় অভয় দান করুন । আমি বিবেক-
 বিহীন যথেষ্টাচারী পাপী, আমার মন দৃঢ়তর
 বাসনায় বদ্ধ, এজন্ত এক্ষণেও ত সংসার-বন্ধনপ্রদ
 কথং ত্যাগ করিতেছে না এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়
 উপভোগেষ্টাও কণকালের জন্তও তিরোহিত
 হইতেছে না । বৃধগণ বলিয়া থাকেন, যৎকালে
 মানব-হৃদয়ে জীবনধারণোপযোগী কোন প্রকার
 বস্তুর বাসনা ভিন্ন ঐহিক বা পারত্রিক কোনরূপ
 কলকামনাই উদ্ভিত না হয়, তৎকালেই মানবের
 মুক্তিনাভে অধিকার জন্মে ; অতএব হে যুনে !
 আমার যখন পার্থিব বিষয়ে দৃঢ়তর মমতা
 রক্ষিয়াছে, তখন কিরূপে আমি চির শান্তি
 প্রাপ্ত হইব ? মুনিবর ! ভগবানের অহুগ্রহ
 ব্যতীত কিরূপে দেহান্ধাভিমাত্রী আমার আত্য-
 ন্তিক মুক্তিগুণি হইবে, বলুন ? সেই ব্রাহ্মণের

কথায় দুর্বাসা পুনরব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥ যদবোচঃ স্বরূপঃ
 হি স্বস্ত তস্মৈ যুগা কবম্ । তথা প্রযুক্তিস্তে মেন
 তন্তে বক্ষ্যামি তদ্বতঃ ॥ ১৫ ॥ পূর্বজন্মনি স্বঃ বিপ্র
 মহাভাগবতোহভবৎ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন সুহৃদ-
 ভির্বকুভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥ মাঘে মাসি গতস্তত্র ক্ষেত্রে
 শ্রীপুরুষোত্তমে । তত্র তস্মাৎ বিযুক্তির্ধৌ স্নাত্বা
 সিন্ধুজলে শুভে ॥ ১৭ ॥ সঙ্কীর্ণকন্মবস্বঃ হি
 উপোষ্য কৃতজাগরঃ । উপচারৈর্জগন্নাথঃ দাক্ষরূপঃ
 সমর্চয়ন্ ॥ ১৮ ॥ কুন্দশ্রুতিঃ সুগন্ধাভিঃ পূজয়িত্বা
 জগদ্বাক্তম্ । প্রভাতে চ পুনঃ স্নাত্বা সমর্চ্য জগতাং
 পতিম্ ॥ ১৯ ॥ তৎপ্রীত্যৈ দ্বিজবর্ষ্যেভ্যঃ প্রতিপাদ্যা-
 সনাদিকম্ । ততশ্চ বকুভিঃ সার্কং পুনরায়াঃ স্বকং
 গৃহম্ । কথং তেন মুক্তেভ্যঃ ভাজনং প্রত্যপদথাঃ ॥
 ২০ ॥ তৎক্ষেত্রমুৎকলে দেশে দক্ষিণোদধিতীরগম্ ।
 সুগোপাৎ ব্রহ্মণঃ শস্তোহুপ্রাপ্যঃ স্বল্পভাগ্যটেকৈঃ ॥ ২১ ॥
 যৎকর্ম্মপরিপাকেন ত্রয়ং হীদৃনী তদ্বম্ । কীণ-
 পাপোহসি ভগবদ্বর্শনাত্তদা দ্বিজ ॥ ২২ ॥ নিবর্তমানঃ

এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় দুর্বাসা বলিলেন,
 —বিপ্রবর ! তুমি আপনার সম্বন্ধে যাহা বলিলে, তাহা
 যথার্থই বটে, কদাচ তাহা মিথ্যা নহে ; কিন্তু যে
 জন্ত তোমার সেরূপ ঘটিবে, যথার্থরূপে তদ্বিসয় বলি
 শুন ॥ ১৪—১৫ ॥ বিপ্র ! পূর্বজন্মে তুমি পরম বিযুক্ত
 ছিলে । তুমি একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুহৃদ ও
 বন্ধুগণের সহিত মাঘমাসে সর্বজনপ্রসিদ্ধ পুরুষোত্তম-
 ক্ষেত্রে গমন কর । পরে তথায় বিযুক্তীতিকর
 একাদশী তিথিতে সিন্ধুজলে অবগাহনপূর্বক নিম্নাপ
 হও, তৎপরে উপবাসী থাকিয়া জাগরণ করত
 রাত্ৰিকালে সুগন্ধ কুন্দমাল্য প্রভৃতি বিবিধ উপ-
 চারে দাক্ষর্য্য জগন্নাথদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া
 পুনরায় প্রভাতকালে স্নানান্তে সেই জগদীশ্বরকে
 সম্যক্ অর্চনাপূর্বক তাঁহার প্রীত্যর্থৈ দ্বিজবরদিগকে
 আসন ও ভোজ্যাদি দান কর ; অনন্তর বন্ধুগণের
 সহিত পুনরায় নিজ গৃহে আগমন করিয়াছিলে,
 সেই পুণ্যকার্য্যের জন্তই তুমি মুক্তি লাভের
 অধিকারী হইয়াছ । উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
 উৎকলে দেশে দক্ষিণ মহাসাগরের তীরবর্তী ।
 অল্পভাগ্যশালী ব্যক্তিদিগের পক্ষে উহা অতি
 দুপ্রাপ্য । এমন কি ভগবান্ ব্রহ্ম বা শঙ্করও উহার
 প্রকৃত তর অবগত নহেন ! হে দ্বিজ ! তৎ-
 কালেই তুমি ভগবদ্বর্শনহেতু নিম্নাপ হইয়াছ এবং

স্বগৃহং সঙ্গদোষেণ দূষিতঃ । গহ্বরঃ প্রত্যহং ভুজ্য
তৎকর্মপরিপাকতঃ । পাবণসঙ্গত্ববুদ্ধিঃ স্বেচ্ছাচারো
ভবানুভূৎ ॥ ২৩ ॥ সম্প্রতি গৃহজং বস্তুজাতং দত্তা
কুটুম্বকে । তুর্ণং প্রয়াহি ভগবৎপাদমূলং সুহৃৎভম্ ॥
২৪ ॥ জৈমিনিকবাচ । ইত্যুক্তস্তেন মুনির্নাম বিজো
হৃষ্টমানসঃ । গৃহক্ষেত্রকুটুম্বেষু ত্যক্তমোহো
বিবেকবান্ ॥ ২৫ ॥ নিঃসসার গৃহাতুর্ণং চিন্তয়ন
পুরুষোত্তমম্ । তেনৈব মুনির্নাম সার্কং জগাম
পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৬ ॥ দিনদ্বয়ান্তরে মার্গে দূরশৃঙ্গে
ব্রজন্ মুনিঃ । চিত্তশুদ্ধিপরীক্ষার্থমন্তর্ধানগতো-
হভবৎ ॥ ২৭ ॥ পদানি কতিচিদ্গহ্বা স বিপ্রো
দীনমানসঃ । হৃদ্বাসসমনালোক্য কান্দিশীকো-
হভবত্তদা ॥ ২৮ ॥ অসহায়ো গমিষ্যামি কাহং শূন্ত-

যে কর্মপরিপাক বশতঃ ঈদৃশ দেহ লাভ করিয়াছ,
সেই কর্মফলেই মুক্ত হইবে । তুমি স্বগৃহে প্রতি-
নিবৃত্ত হইয়া সঙ্গদোষে, দূষিত হইয়াছিলে, তুমি
পুরুষোত্তমে গমনপূর্বক প্রত্যহ ভগবানের অন্ন-
প্রাসাদ ভোজন করিয়াও স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া
সঙ্গদোষে দূষিত হইয়াছিলে বলিয়াই সেই কর্ম-
ফলে পাবণসংসর্গে তোমার বুদ্ধি হৃষ্ট হওয়ায়
তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়াছ । সম্প্রতি নিজ গৃহস্থিত
সমস্ত দ্রব্যাদি কুটুম্বদিগকে প্রদান করিয়া
হরায় সুহৃৎভ ভগবৎপাদমূলে গমন কর ।
জৈমিনি বলিলেন,—মুনিবর হৃদ্বাসা এইরূপ কহিলে
সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ অতি হৃষ্ট হইল, তখন
তাঁহার মনে বিবেকোদয় হওয়ায়, বাসভূমি গৃহ ও
বন্ধুবান্ধবের প্রতি মমতা, মোহ পরিত্যাগপূর্বক,
মনে মনে ভগবান্ পুরুষোত্তমকে চিন্তা করত,
হরায় গৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া, সেই মুনিবরের
সহিত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিতে আরম্ভ
করিলেন । অনন্তর দুই দিবসের পর মুনিবর
হৃদ্বাসা সেই ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি-পরীক্ষার্থ প্রান্তর-
মধ্যে গমন করিতে করিতে সহসা অন্তর্দান করি-
করিলেন । এদিকে সেই বিপ্রবর কতিপয় পদ
গমন করিয়াই হৃদ্বাসাকে দেখিতে না পাইয়া অতি-
শয় কাতর হইলেন এবং ভয়ে পলায়ন করিতে
উদ্যত হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি একাকী
কোথায় যাই, মুনিবর বৃক্ষাদিশূন্য দূরপথে গমন
করিতে করিতে আমাকে কিছু না বলিয়া পরিত্যাগ-
পূর্বক কোথায় গমন করিলেন । সাধুদিগের ত
একপ আচরণদৃষ্ট হয় না । হায় ! এক্ষণে আমি

পথ ব্রজন্ । কুত্র দেশে মুনিঃ স্থানং ত্যক্ত্য মাং
বা কথং গতঃ । অনামম্য হি সাধুনাং নৈব পন্থাঃ
প্রবর্ততে ॥ ২৯ ॥ পরিত্যজ্য কুটুম্বং স্বং বৈশ্য তৎ
সুপরিচ্ছদম্ । অপ্রাপ্য, মোচকং ক্ষেত্রং শৃঙ্গে
সীদামি হা কথম্ । দৈবজ্ঞঃ স তু তিচ্ছার্থী জীর্ণো
গণনকর্মণা ॥ ৩১ ॥ তাপসাস্থদ্রুপাহি বঞ্চয়ন্তো জনান
বহুন্ । রাক্ষসা নাশয়ন্ত্যাশু মনুষ্যানপকারিণঃ ।
অবিচার্যো ময়া সাক্ষং দৃষ্টো দৃষ্টো সুখপ্রদম্ । ইখ-
মাচরিতং কর্ম শ্রেয়ঃ স্থানো- কথং পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
দৈবেন বঞ্চিতং কিংবা করিষ্যাম্যন্যনো হিতম্ ।
ত্রিশঙ্কবৎ স্থিতো মধ্যো প্রান্তরে হৃদ্য বিহ্বলঃ ॥ ৩৪ ॥
স্বেচ্ছাপনোতা বিষয়া বর্তন্তে স্বগৃহে মম । তান্
পরিত্যজ্য ভীতোহহং ক যাস্তে ভীতচৌরবৎ ॥ ৩৫ ॥
ইখং চিন্তাকুলঃ সোহথ ব্রজন্ শূন্তপথি বসন্ । ভয়া-

অসহায় হইয়া কান্তার-পথে গমন করত কোথায়
যাইব । মুনিবরের বাসস্থানই বা কোথায় ? তিনি
আমায় কিছুমাত্র না বলিয়া পরিত্যাগপূর্বক কোথায়
গেলেন ! সাধুদিগের ঈদৃশ ব্যবহার ত কদাচ ক্রত
হয় না । ১৬—২৯ হায় ! আত্মীয়জন, গৃহ ও মনোহর
পরিচ্ছদাদি পরিত্যাগপূর্বক মুক্তিক্ষেত্রে উপস্থিত
না হইয়াই আমি আজ কি না শূন্তপথে বিনষ্ট
হইলাম ! সেই তিচ্ছার্থী দৈবজ্ঞও ত গণনাকার্য্য
করিতে করিতে বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাহার গণনাই বা
কিরূপে মিথ্যা হইল ? যথার্থই বটে, মানবগণের
অপকারী মায়াবী রাক্ষসগণ, এইরূপ ছদ্মতাপস-
মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া বহুল জনগণকে বঞ্চনা
করত বিনষ্ট করিয়া থাকে । হায় ! আমি যখন
সম্যক বিবেচনা না করিয়া কেবল সুখপ্রদ
বিষয়েই লক্ষ্য করিয়া ঈদৃশ অজ্ঞায় আচরণ
করিয়াছি, তখন আর আমার কিরূপে মঙ্গল
হইবে ? দৈবই যখন আমায় বঞ্চন করিয়াছেন,
তখন কি প্রকারে আমি আপনাত্ত হিতসাধন করিব ?
হায় ! এক্ষণে আমি আত্মীয়জন-বিরহে বিহ্বল
হইয়া আকাশমধ্যে ত্রিশঙ্কর স্থায় এই প্রান্তরমধ্যে
অবস্থান করিতেছি । হায় ! আমার গৃহে স্বীয়
ইচ্ছানুসারে আহৃত কত শত ভোগ্য বিষয় সকল
রহিয়াছে, আমি এক্ষণে তৎসমুদয় পরিত্যাগ-
পূর্বক সত্যচিন্তে চৌরের স্থায় কোথায় যাইব,
কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । সেই ব্রাহ্মণ
এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে
করিতে সেই কান্তারমধ্যে গমন করত পাতিব্রত্যা

কৃত্তিক-পুস্তকঃ কালঃ কাকিৎপদত ॥ ৩৬ ॥
 লাবণ্যাবিরহঃ সা সৌন্দর্য্যোন্মাদভূষণা । সর্ব-
 গাজানবদ্যাকৌ মোহনাত্মঃ মনোভুবঃ ॥ ৩৭ ॥ তাং
 দৃষ্টা বিশ্বয়াবিষ্টঃ সর্বদ্বৈতপহারিণীম্ । চিত্তগ্রামাস
 নেদৃক্ খে দৃষ্টপূৰ্ণা হি সুন্দরী ॥ ৩৮ ॥ মহানগর-
 মধ্যোহং ভ্রমমাণো যদৃচ্ছা । অবরোধেহপি
 নৃপতেঃ কান্তা নেদৃক্ সুশোভনা । একাপি লভ্যতে
 যেহং দেবলোকেহপি তুল্যভা । এবং শূন্তাটবদেশঃ
 ভূষণস্তী মনোহরা । দৃষ্টাপি যা ॥ ৩৯ ॥ ঘোরাং ঝটি-
 ত্যাক্রব্যতে মম ॥ ৪০ ॥ সাপি তং নিকটে দৃষ্টা
 কিকিৎ সুহৃৎকৃতিস্তদা ॥ স্থিতা ত্রপানুবাগভ্যাং
 ভূষিতা শ্বেরতাং গতা ॥ ৪১ ॥ অথোবাচ দ্বিজো-
 হনঙ্গপীড়িতোহস্থিবিমানসঃ ॥ ৪২ ॥ কা ত্বং শুভে
 কুতো বাস্বিন্ কান্তারে সমুপস্থিতা । অসহায় ভয়-

হেতু অস্ত্রের পক্ষে যাহাব স্পর্শ দৃশ্যীয় এবং বিধ
 কোন অল্পবয়স্ক ভগ্নাতুরা রমণীকে দর্শন কবি-
 লেন । দেখিলেই বোধ হয় যেন, সেই সর্বদ্বৈত-সুন্দরী
 লাবণ্যকপ-বস্ত্রাকবেব এক অপূর্ণ রত্ন এবং মদনের
 সম্মোহননামক অস্ত্রবিশেষ ; বস্ত্রতঃ সেই ললনা
 সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠায় বিভূষিতা । অখিল সৌমস্ত্রিনী-
 গণের সৌন্দর্য্যহারিণী সেই মহিলাকে হি কক্ষপূৰ্ণক
 সমধিক বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া তিনি মনে ১২ চিন্তা
 করিতে লাগিলেন,—বোধ হয় কেহ কখন সুরপুরেও
 ঐদৃশ সুন্দরী সন্দর্শন করেন নাই । আমি ত
 মহানগরমধ্যে যথেষ্ট কতই ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু
 কখনই একপ রূপবতী দেখি নাই এবং কোন নৃপ-
 তিরই অস্তঃপুরমধ্যে এতাদৃশী শোভনাকী কমলীয়-
 কান্তি একটি রমণীও দেখিতে পাওয়া যায় না ।
 বস্ত্রতঃ এই যে সুন্দরী দৃষ্ট হইতেছে, এরূপ পরম-
 সুন্দরী কামিনী, দেবলোকেও তুল্য । এই মনো-
 হারিণী রমণী উপস্থিত হইয়া এই শূন্তময় অটবী-
 প্রদেশকেও ভূষিত করিতেছে এবং আমার দৃষ্টিপথে
 উদ্ভিত হইয়াই মদীয় চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে ও
 ঘোরতর সহবাসোৎকণ্ঠাকে যেন উদ্দীপিত করিয়া
 তুলিতেছে । সেই ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতে
 থাকিলে সেই কামিনীও ব্রাহ্মণকে নিকটবর্তী দেখিয়া
 যেন কিকিৎ সুহৃৎকৃতি এবং ঐবৎ লজ্জা ও অমুরাগ-
 চিহ্নে ভূষিতা হইয়া খেচ্ছাক্রমে ব্রাহ্মণসম্মুখানে
 উপস্থিত হইল ॥ ৩৬—৪১ ॥ অনন্তর সেই দ্বিজবর
 কামিনীর পীড়িত ও ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বলিলেন,—
 আমি কহে ? কিসকই বা ভয়াকুল-

ভক্তা দিব্যরূপা বিভাব্যসে ॥ ৪৩ ॥ ইত্যুক্তবক্তঃ তং
 দৃষ্টাবশচিত্তঃ তদাববীৎ ॥ কান্ত মামান্তথা মংহা-
 স্তদীয়াহং পুরা স্থিতা ॥ ৪৪ ॥ তুর্দৈবাত্তচিন্তিতঃ স
 বৈ মাং শৈশবেহত্যজঃ । অবসং জনকস্তাহং
 মন্দিরে বিপ্রবাসিতা ॥ ৪৫ ॥ ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবা-
 রাত্রে যৌবনং নিফলং গতম্ । পিতৃগৃহং মে
 নিকটে ব্রহ্মা ত্বাং নির্গতং গৃহাৎ ॥ ৪৬ ॥ একাকিনী
 ভয়োদ্বিগ্না হংসসিদ্ধিমুপাগতা । অদ্যাপ্যমুক্ৰোশয়
 মাং জীবিতং রক্ষ মে প্রভো । উদ্বাহিতায়া
 যুবতী পরিত্যাগোহসুখাবহঃ । নরকায় গতিঃ
 পুংসামিহ শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ এহি কান্ত ব্রজা-
 মাদ্য পিতৃর্গেহং সুখালয়ম্ । যথাকামং ময়া সাক্ষিঃ
 তত্র তিষ্ঠ চিৎ প্রভো ॥ ৪৮ ॥ তয়া প্রবোধিতশ্চৈবং
 স বিপ্রো হৃষ্টমানসঃ । জখাম ত্বাং পুংসুতা অদবে
 শশুরালয়ম্ ॥ ৪৯ ॥ পুংসুতাপি চ তং দৃষ্টা সৎ-
 কৃত্যন্ত প্রপূজয়ন্ । বগৃহে বেষণামাস সর্বকাম-

হৃদয়ে একাকিনী এই কান্তাবনধ্যে উপস্থিত হই-
 য়াছ ? তোমাকে দিব্যরূপিণী বলিয়া বোধ হইতেছে ।
 সেই ব্রাহ্মণকে কামবশচিত্তে এইরূপ বলিতে
 দেখিয়া সেই কামিনী বলিল,—কান্ত । আমাকে
 অশ্রুপুরুষ-সংসর্গিণী মনে কবিবেন না, আমি পূর্বে
 আপনারই পত্নী ছিলাম । তুর্দৈব বশতঃ বুদ্ধিদোষে
 আপনি আমায় শৈশবকালেই পরিত্যাগ করিয়া-
 ছিলেন এবং আমি আপনাকর্তৃক বিবাসিতা হইয়া
 এতাবৎকাল পিত্রালয়েই বাস করিয়াছি । নাথ !
 দিবারাত্র আপনাকে ধ্যান করিতে করিতেই
 আমার কোবন বিকলে গিয়াছে । নিকটেই আমার
 পিতৃগৃহ, আপনি গৃহ হইতে নির্গত হইয়া এ স্থানে
 আসিয়াছেন শুনিয়া আমি একাকিনী ভয়োদ্বিগ্ন-
 হৃদয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি । প্রভো !
 অদ্যাপি আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার জীবন
 রক্ষা করুন । প্রিয়তম । বিবাহিতা যুবতীকে পরি-
 ত্যাগ করা যে অতীব অনুখের কারণ এবং উদ্বাহে
 যে পুরুষের নরকগতি হয়, ইহা শাস্ত্রমাত্রেই স্থির
 নিশ্চিত হইয়াছে । অতএব হে কান্ত ! আমুন,
 এক্ষণে আমার সুখকর পিতৃগৃহে আগমন করি ।
 প্রভো । তথায় আপনি আমার সহিত যথেষ্ট
 অবস্থান করুন । সেই প্রমদাকর্তৃক এইরূপ প্রবো-
 ধিত হইয়া ব্রাহ্মণ দৃষ্টমানসে তাহাকে অগ্রে লইয়া
 অদূরবর্তী শশুরালয়ে গমন করিলে তদীয় শশুরও
 তাহাকে দেখিয়া তৎকণাৎ পরম সীমার সৎকার-

সম্মতিঃ ॥ ৫১ ॥ ব্রহ্মমাণ্ডল্য সার্কং মাসমাজসুবাস
হ । এতৎ সৰ্বং মূর্খো ন জানাতি বিজ্ঞায়ম্ ॥
৫২ ॥ ব্রহ্মঃ কেবলং নিত্যং ক্ষেত্রস্ত নিকটং
যযৌ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভগবদ্ভক্ত-বিপ্রস্ত প্রাকপরিত্যক্ত
পত্ন্যা সহ সঙ্গতির্নামৈকোনপকাশো-
হধ্যায়ঃ ॥ ৪৯ ॥

পকাশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । দ্বিতীয়েহহি দিবামধ্যে চতুর্ন্থে
প্রবেক্ষ্যতি । পূর্বেহহি জরস্তস্ত মহানাসৌ সুদা-
কণঃ ॥ ১ ॥ তস্মিন ক্ষেত্রে হৃবেচ্চক্রং বিষ্ণুপারিষদো-
গণঃ । যমস্ত চ সুঘোবাস্তে দূতা পাশাদিপাণয়ঃ । যুগ-
পদ্মবনং তস্ত প্রাপ্তাস্তে চ পবম্পবম্ ॥ ২ ॥ যমদূতা
উচুঃ । কথস্তো বৈকবা এনং পাপসঙ্কণকাবিনম্ ।
নেতুমিচ্ছত বৈকুণ্ঠং কথয়ধ্বং ভবাদৃশাঃ ॥ ৩ ॥ অনেন

পূর্বক সমুদয় ভোগ্য বস্তু দিয়া নিজগৃহে বাস কবাট-
লেন । তৎকালে সেই ব্রাহ্মণ, স্বীয় পত্নী সহিত
পরমসুখে বিহার করত একমাস কাল তথায়
অবস্থান করিলেন । তিনি বুঝিতে পারিলেন না
যে, এই সকল কেবল মূর্খবর ভ্রষ্টার মাত্রা, বস্তুতঃ
তিনি নিয়ত গমন করিতে করিতে পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ৪২—৫৩ ।

উনপকাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৪৯ ।

পকাশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—মুনিগণ । অনন্তর সেই
ব্রাহ্মণ, আগামী দ্বিতীয় দিনে দিবামধ্যে মৎস্তাবতা-
রাপি-চতুঃসীমার মধ্যে গমন করিবেন, এমত সময়ে
সেই পূর্বদিনেই তাঁহার সুদাক্ষণ জ্বর হইল । উক্ত
চতুঃসীমার নিকটবর্তী সেই ক্ষেত্রে ভগবান্ হরির
সুদর্শন চক্র ও পারিষদগণ ছিল এবং যমেরও
ভীষ্মমূর্তি দূতগণ পাশাদি হস্তে তথায় অবস্থিতি
করিতেছিল । উক্ত বিষ্ণু পারিষদগণ ও যম-
দূতগণ তখন এক সময়েই পরস্পর মিলিত হইয়া
সেই ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে প্রবেশ করিল । পরে
যমদূতগণ বলিল,—ওহে বৈকবগণ ! কি জন্ত
ভ্রষ্টা ব্যক্তিগণ এই পাপিষ্ঠতমকে বৈকুণ্ঠে

কানি পাপানি কৃতানি ন হ্রাস্তানা । কথমেনং
য়কিতুং বৈ সুদর্শনমুপাগতম্ । চক্রমেতন্ বৈকবাং
হি দৃষ্টাচাবিনিস্তদনম্ ॥ ৪ ॥ কথং বা জড়বুদ্ধিধনু-
পাগম্য সুবুদ্ধয়ঃ । নিশ্বলাঃ পার্শদা বিকোঃ পাপ-
সরিধিমাগতাঃ ॥ ৫ ॥ পুনঃপুনর্বদত্যম্ভাজা বৈব-
স্বতো হি নঃ । ন যতো বৈকবান্ পুংস ঈশিতারশ্চ
তে ময়ি ॥ ৬ ॥ অবলোকয়িতুং তান্ হি নেশে স্বপ্নে-
হপি ভো ভট্টাঃ ॥ ৭ ॥ তান্ বিষ্ণুরূপান্ সেবন্তে বৈকবাঃ
পার্ষদাঃ সদা । সুদর্শনং চক্রবরং তস্ত পার্শ্বেহবত-
ষ্ঠতে ॥ ৮ ॥ যে তু পাপবতা নিতাঃ বিষ্ণুভক্তি-
পবাস্থধাঃ । তেষামহং নিয়ন্তেতি স্থাপিতঃ প্রভ-
বিষ্ণুনা ॥ ৯ ॥ অতোহসৌ পাপিনাঃ শ্রেষ্ঠো যমস্ত
বশমেবাতি । চিত্তগুপ্তেন কথিতং নবকর্ম্মসু
সাক্ষিণা ॥ ১০ ॥ যমদূতবচঃ শ্রুত্ব প্রাহুর্বৈকবপুঙ্গবাঃ ।
মূঢ়া যুযং ন বুধ্যধ্বং কুরাস্তানো বিহিংসকাঃ ॥
১১ ॥ কঃ পাপী ধার্মিকো বাপি কো বা মোক্ষাধি-

লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছে ? এই হ্রাস্তা
কোন পাপ না করিয়াছে ? অতএব ইহাকে রক্ষা
কবিবাব জন্ত সুদর্শনই বা কেন উপস্থিত
হইয়াছেন ? এই বৈকবচক্রও দৃষ্টাচার ব্যক্তি-
গণের সংহারক । তোমরা বিষ্ণুর পার্শদ এবং
পরিজ্ঞাতা ও সুবুদ্ধিশালী হইয়াও কি হেতু মূর্থতা
অবলম্বনপূর্বক এই পাপিষ্ঠের নিকট আসিয়াছ ?
আমাদিগের রাজা যমরাজ, আমাদিগকে পুনঃপুন-
র্বার বলিয়া থাকেন, হে ভট্টগণ । তোমরা বিষ্ণু-
ভক্ত ব্যক্তিদিগকে কদাচ বন্ধন করিও না, তাঁহারা
আমার উপরেও প্রভুত্ব করিতে পারেন । অধিক
কি, আমি স্বপ্নেও তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধভাবে অব-
লোকন করিতে সমর্থ নহি । ১—৭ । বিষ্ণুরূপ সেই
বিষ্ণুভক্তদিগকে ভগবান্ বিষ্ণুর পার্শদগণও সর্বদা
সেবা এবং চক্রবর সুদর্শনও সর্বদা তৎপার্শ্বে অবস্থান
করিয়া থাকেন । যাহারা সতত পার্শ্বকাষে নিরত
ও বিষ্ণু-ভক্তি-পরাস্থ, ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে
তাহাদিগেরই নিয়ন্তা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন ।
অতএব, এ ব্যক্তি যখন পাপিষ্ঠের অগ্রগণ্য,
তখন অবশ্যই যমরাজের অধীন হইবে । মানব-
গণের শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী চিত্তগুপ্তই ইহাকে
লইয়া যাইতে বলিয়াছেন । যমদূতগণের এবং
ঋষি বাক্যশ্রবণে প্রধান প্রধান বিষ্ণুপার্ষদগণ বলিল,
তোমরা নিতান্তই মূঢ়, কুরাস্তা ও হিংসক, এই
জন্তই কে পাপী, কে ধার্মিক, কেবা মোক্ষাধিকারী

কারবান। অস্ত্র ত্রাতা ধার্মিকো বৈ সদাচারঃ
সুনির্মলঃ ॥ ১২ ॥ যজ্ঞা দাতা সত্যবাদী ন তথা
বৈষ্ণবোহভবৎ। কর্মণাঃ কামনামুক্তঃ স্বর্গে
বর্ততে ন চ ॥ ১৩ ॥ মহাজবোপস্পৃষ্টে সোহপি মোহ-
সমবিতঃ। তন্নেতুমাগতা দূতাঃ কথমত্র সমাগতাঃ ॥
নিষ্ক্রান্তঃ স্বর্গহাদেব ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে। ত্যক্তো
প্রাণাং চতুর্ন্থে সঙ্কল্পেন দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
তদারভ্য সমাজপ্তা বয়ং বৈ বিশ্বসংগীনা। দীনো-
ক্ততো দয়াপকপাতিনা প্রভুনা ভূতা ॥ ১৫ ॥ এতস্মা
সম্বোধো হানং ভবতাং ন সহামহে। গদাচর্চিত-
মূর্খানো ভবিষ্যথ ন ম শয়ঃ ॥ ১৬ ॥ যাবন্তে কল-
হায়ন্তে যমদূতাঃ বৈষ্ণবাঃ। ধ্বস্তমোহোহভবদ্বিপ্ৰো
নিশা চ বিররাম সা ॥ ১৮ ॥ প্রাতঃ প্রাপ চতুর্ন্থা-
তর্জাসাঃ সোহপি চ দ্বিজঃ। চিন্তয়ন কিং ময়া দৃষ্ট-

ও কেবা ইহার পবিত্রতা, তাহা বুঝিতেছি না। তিনি
পূর্বে যেরূপ ধার্মিক, সদাচারসম্পন্ন, সুনির্মলচেতা,
যাগশীল, দাতা, সত্যবাদী ও কর্মকুশল বিষ্ণুভক্ত
ছিলেন, তৎকালে তাদৃক্ অব কোন বৈষ্ণবই
ছিলেন না। ঐদৃশ মহাশয় হইয়া & সেই
ব্যক্তিই এক্ষণে কামনাবদ্ধ হইয়া স্বর্গে অবস্থান
করিতেছেন, এবং মহাজরে আক্রান্ত ও মোহপ্রাপ্ত
হইয়াছেন, অতএব হে সমাগত যমদূতগণ। এই
সেই ভ্রাতৃকে লইয়া যাইবার জন্ত কেন এখানে
আসিয়াছ? এই দ্বিজবর, “পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে
পূর্বোক্ত মৎস্তাবতারাদি চতুর্ন্থের মধ্যে প্রাণত্যাগ
করিব,” মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যৎকালে
গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছেন, তৎকাল হইতেই দীন-
গণের উদ্ধার-সাধনে দয়া-পকপাতী বিশ্বসাক্ষী প্রভু
নারায়ণের আজ্ঞানুসারে আমরা ইহার নিকট উপ-
স্থিত আছি! অতএব হে ভটগণ! এই দ্বিজ-
বরের সম্বন্ধে তোমাদিগের অবস্থান আমবা
সহিতে পারিতেছি না, এজন্ত তোমরা যদি এস্থান
হইতে প্রস্থান না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমা-
দিগের গদাপ্রহারে তোমাদিগের মস্তক চূর্ণ হইবে।
যমদূতগণ ও বৈষ্ণবগণ যে সময়ে পরস্পর এইরূপ
কলহ করিতেছিল, সেই সময় সেই বিপ্রবরের মোহ
ভিষোক্ত ও রজনীও প্রভাত হইয়াছিল। অন-
ন্তর প্রাতঃকালে মুনিবর তর্জাসা ও সেই ভ্রাতৃ
উভয়ে পূর্বোক্ত চতুর্ন্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন।
এই সময়ে সেই দ্বিজবর মনে মনে এইরূপ চিন্তা

স্বপ্নে চাত্যন্তকৌতুকম্। কাষ্ঠাবলোকনাদ্যন্তঃ
স্বপ্ন মোহমুপাগতম্। দৃষ্টালিঙ্গ্য ভৃশং তস্মা
রোদনং স্বপ্নস্ত তু ॥ ২০ ॥ অহো ভগবতো মায়া
মামদ্যপি ত্যজের হি ॥ ২১ ॥ সর্বত্র মমতাং ত্যক্তা
মুনিনা গৃহনির্গতঃ। যাবদুঃখাদ্যভবং স্বপ্নে ন
জন্মষাপি বা ॥ ২২ ॥ ইদানীমত্র সম্প্রাপ্তঃ কিং
করিষ্যামি যেন তৎ। যাশ্চামি বিষ্ণুসাসুজ্যং মুনিনা
সম্প্রকৌত্তিতম্ ॥ ২৩ ॥ বিচিন্ত্যথঃ দিশঃ প্রাপ্তে
সর্বং সমলোকয়ৎ। পশ্চাৎস্থিতং মুনিং স্মেরং
দদর্শ। তিসংযুতম্ ॥ ২৪ ॥ তর্জনঃ স সমুখায়
প্রণম্য শিরসা মহোম্। জগাম নোখাতুমসৌ পুনঃ
সামর্থ্যামাপ্তবান ॥ ২৫ ॥ বিষ্ণুদূতগণবিধ্বস্তযমদূতৈস্ত
তৈস্তদা। বিজ্ঞাপিতো ধর্ম্মবাজঃ সহসা সমুপাগতঃ ॥
২৬ ॥ কুটুমদারপাশাসির্দণ্ডপট্টশপাণিভিঃ। সন্দ-
ষ্টৌষ্টপুটেঃ ক্রুদ্ধৈঃ সমস্তাং পাববেষ্টিতঃ ॥ ২৭ ॥
চণ্ডাবাবমহাঘটাভূমিতে মহিমে স্থিতঃ। মৃত্যুকাল-

কবিতেছিলেন যে, অহো! আমি স্বপ্নে কাষ্ঠাব
অবলোকনাদি ও আপনাব মোহ-সংঘটন এবং
দৃষ্টিপাত ও আলিঙ্গনপূর্বক পত্নী ও স্বপ্নের রোদ-
নাদি কি অদ্ভুত কৌতুকই দর্শন করিয়াছি। হায়!
ভগবানের মায়া অদ্যপি আমায় পরিত্যাগ করিতেছে
না। ৮—২১। হায়! আমি সর্বত্র মমতা পরিত্যাগ-
পূর্বক মুনিবরের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইয়া
স্বপ্নে যেরূপ দৃশ্যাদি উপভোগ করিয়াছি, জন্মেও
কখন সেকপ ভোগ করি নাট। যাহাই হউক, এই
দূর্বদেশে আসিয়া এক্ষণে যাহাতে মুনিবরোক্ত বিষ্ণু-
সাসুজ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, একপ কি উপায় করা
যায়। এইরূপ চিন্তা করিয়া যেমন দিক্প্রান্তে সর্বত্র
দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন, অমনি পশ্চাৎর্তী শ্রীতিপ্রসূর
সহস্র মুনিবরকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর
সেই তর্জলদেহ দ্বিজবর, অতি ক্রেশে গাজোখান-
পূর্বক অবনতমস্তকে মুনিবরকে প্রণাম করিয়া ভূত-
লেই শয়ান হইলেন, পুনরায় আর উঠিতে পারি-
লেন না। ঐ সময়ে যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণ কর্তৃক
বিতাড়িত হইয়া ধর্ম্মরাজকে তদ্বস্তান্ত বিজ্ঞাপন
করায় তিনি ক্রোধ-প্রজ্বলিত হৃদয়ে ভীষণশকারমান
মহাঘটাভূমিতে মহিষের পৃষ্ঠদেশে আরুঢ় এবং হস্তে
কুট, মুদগর, পাশ, অসি, দণ্ড ও পট্টাদি বিবিধ
অস্ত্রশস্ত্রধারী মৃত্যু, কাল প্রভৃতি অমৃত্যবর্ণে চতু-
র্দিকে বেষ্টিত হইয়া সহসা তথায় সমাগত হইলেন।
তৎকালে তাঁহার অমৃত্যবর্ণে দণ্ডধারী

প্রভৃতিভিক্শীপিতকমো ভূশম্ ॥ ২৮ ॥ গৃহতাং
গৃহতামেব বধ্যতাং বধ্যতামিতি । তদগ্রতো বচো
দূরাক্ষুণ্ণবে ঘোরদর্শনম্ ॥ ২৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা প্রেত-
রাজস্তু মৰ্যাদাতিক্রমঃ বচঃ । অমৰ্ষণা বিষ্ণুগণাঃ
প্রাহক্ৰৈর্বচো ভূশম্ ॥ ৩০ ॥ অরে প্রেতক্ষণাধ্যক্ষং
নাশ্বানং মন্তসে কৃষা । কুত্ৰাধিকারো ভবতঃ স্বামিনো
নঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৩১ ॥ যে প্রেতাঃ সন্নিধৌ যাস্তু
মুক্তাংস্তানবধায় ॥ ৩২ ॥ অদূরদর্শী মুচান্মন যদেনং
প্রতিধাবসি । এষ প্রেতহনির্মুক্তঃ সাক্ষাঙ্গবতঃ
প্রিঞ্চ ॥ ৩৩ ॥ বটসাগরয়োর্মধ্যাং মাধবাত্যাং সু-
রক্ষিতম্ । ক্ষেত্রে যুক্তিপ্রদে নুনং চতুর্মধ্যাং বিশে-
ষতঃ ॥ ৩৪ ॥ কৈবল্যাং মনসা যত্র কল্পিতং প্রভ-
বিষ্ণুনা । ক্ষীণকিৰিবপুণ্যা য়ে তেবামজ্জায়সঃ ক্ষমা ॥
৩৫ ॥ অবিজ্ঞায়ৈতন্মাহাত্ম্যং যম কিং গর্জসে যথা ।
অত্র সাক্ষাজ্জগন্নাথো দীনানামার্তিনাশনঃ ॥ ৩৬ ॥
সুপ্রসন্নমুখাভ্যাজঃ করুণালব্ধিবাহধুক্ । অশ্মিন

নিজ ওষ্ঠপুটসকল দংশন করিতেছিল । দূর হইতেই
তাঁহার সম্মুখভাগে কেবল “ইহাকে ধর, ধর, মার,
মার” এইরূপ শব্দই শ্রুত হইতে লাগিল । এদিকে
প্রেতরাজের তাদৃশ মৰ্যাদাতিক্রমিক বাক্য কর্ণ-
গোচর করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সাতিশয় অমৰ্ষ-পরবশ
হইল এবং সমধিক উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—অরে !
তুই কি ক্রোধভরে আপনাকে প্রেতগণের অধ্যক্ষ
বলিয়া মনে করিতেছিস্ না ? বিবেচনা করিয়া
দেখ দেখি, আমাদের প্রভু, তোর কাহাদিগের
উপর আধিকার দিয়াছেন ? যাহারা প্রেতহ প্রাপ্ত
হয়, তাহারা তোর নিকট গমন করিবে, নিশ্চয়
জানিস্ তাহাদিগকে আমরা পরিত্যাগ করিয়া
ধাকি । রে মুচান্মন ! তুই যখন এই ব্রাহ্মণের
প্রতি ধাবমান হইয়াছিস্, তখন, তুই নিতান্তই
অদূরদর্শী । এই দ্বিজবর সাক্ষাৎ ভগবানের প্রিয়,
এজন্ত ইনি প্রেতহ হইতে বিমুক্ত । বট সাগরের
মধ্যস্থল উভয়পার্শ্বে মৎস্তাবুতার ৩ খেতমাধবকর্তৃক
সর্বদাই সুরক্ষিত আছে, এজন্ত মুক্তিপ্রদ পুণ্যো-
ত্মক্ষেত্রের ভিতর উক্ত চতুর্মধ্য স্থল নিশ্চয়ই
সবিশেষ মুক্তিপ্রদ জানিও । স্বয়ং সর্বপ্রভু
ভগবান্ এই স্থানে জীবগণের কৈবল্য মনোমধ্যে
কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন । যাহাদিগের পাপপুণ্য
ক্ষমপ্রাপ্ত হয়, তাহাদিগেরই এইখানে আয়ুঃকর
হইয়া থাকে । যম ! এতৎক্ষেত্রমাহাত্ম্য না জানিয়া
কথা কেন গর্জন করিতেছ ? এইখানে দীনগণের

ক্ষেত্রে রমেশস্ত দেহভূতে সদাক্যয়ে ॥ ৩৭ ॥ যত্র
তত্র সর্বথা যে প্রাণাঃস্ত্যজন্তি বৈ নরাঃ । তেষাং
মুক্তিপ্রদো দেবঃ সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৮ ॥ কিং
ন স্মরতি যত্র যন্তবৈবাত্ত পুরাতনৎ । কাকঃ
কৈবল্যমুক্তোহপি স্মরমাণো যদাগমৎ ॥ ৩৯ ॥ যদাহ
হ্মাং রমানাথো নীলেন্দ্রমণিবিগ্রহঃ । স এবাযং
জগন্নাথো দাক্ষরূপী রমাপ্রভুঃ ॥ ৪০ ॥ মহারাজাধি-
রাজেন বৈকবাগ্ৰোণ ধীমতা । যোগীশ্বরেন্দ্রহ্যয়েন
হয়মেধৈঃ প্রসাদিতঃ ॥ ৪১ ॥ ত্রৈলোক্যবাসিতিঃ
সিন্ধুদেববিযতিভূমিপৈঃ । সার্কং সাক্ষাদভ্যভুবা
পূজিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৪২ ॥ অনাদিসন্ধিতাশেষ-
পাপতুলোঘপাবকঃ । দর্শনামুক্তিদো নুণাং মরণা-
দপি মুক্তিদঃ ॥ ৪৩ ॥ ন পশ্যন্তত্ৰতচ্চক্ৰং দৃষ্টচক্ৰ-
বিনাশনম্ । অপক্রামস্বাধিকারে তিষ্ঠ দেব চিরাদ-
যম ॥ ৪৪ ॥ তেসামিথং প্রবদতাং স নিশম্য

সর্বক্লেশাপহারী সাক্ষাৎ জগন্নাথদেব করুণা-
প্রকাশতঃ বাহুগল প্রসারণ করত সুপ্রসন্ন মুখকমলে
সতত বিরাজ করিতেছেন । সাক্ষাৎ রমাকান্তের
অব্যয় দেহস্বরূপ এই পুণ্যক্ষেত্রে মানবগণ সর্বদা
যে কোন প্রকারে যে কোন স্থানেই প্রাণত্যাগ
করুক না কেন, স্বয়ং সাক্ষাৎ দেব নারায়ণই তাহা-
দিগকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন । ২২—৩৮ পূর্বে যৎ-
কালে সামান্ত একটি কাকও এখানে প্রাণত্যাগমায়ে
কৈবল্য মুক্তি লাভ করিয়াছিল, সেই সময়ে তোমার
যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং সুনীল ইন্দ্রনীল-মণিবৎ
নীলকলেবর সাক্ষাৎ রমানাথ তোমায় তৎকালে
যাহা বলিয়াছিলেন, সেই ইতিকৃত্ত কি তোমার স্মরণ
হয় না ? সেই রমানাথই বৈকবচূড়ামণি ধীমান
যোগিপ্রবর মহারাজাধিরাজ ইন্দ্রহ্যকর্তৃক সহস্র
অধমেধ যজ্ঞ দ্বারা প্রসাদিত এবং ত্রিলোকবাসী
সিন্ধু দেবতা ঋষি যতি ও ভূপতিগণের সহিত সাক্ষাৎ
ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা কর্তৃক পূজিত হইয়া এই
দাক্ষরূপ জগন্নাথদেবরূপে বিরাজমান আছেন ।
দাক্ষরূপ জগন্নাথদেব, জীবগণের অনাদিকাল হইতে
সঙ্কিত অশেষ পাপপুণ্যরূপ তুলারশির বিনাশ-
সাধনে পাবক-স্বরূপ । এই ভগবান্কে দর্শন ও
এতৎক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেই ভগবান্ মানব-
গণকে মুক্তি দান করিয়া থাকেন । স্বয়ংদেব !
সমুখে ভগবানের দৃষ্টসংস্কারক চক্ৰকে দেখিতে
পাইতেছ না ? এই বেলা এখানে হইতে পলায়ন-
পূর্বক বীর অধিকারভুক্ত স্থানে মুখে অবস্থান

বচোহুতম্ । যোদ্ধুকামঃ সমুত্তমো যুগধেনোদ্যাতো
যমঃ ॥ ৪৫ ॥ অজ্ঞানত্রে দ্বিজাগ্রাং বৈ শয়ানঃ তম-
ধোহুতম্ । চতুর্ন্থে শনৈঃ কচ্চিগ্নিষ্ঠে বৈকব-
পুতকঃ ॥ ৪৬ ॥ বাবনধ্যং গতঃ সোহথ বসন
বিপ্রোহথ বিহ্বলঃ । উৎসারয়ন যমগণান্ পাঞ্চজন্ত-
ভবো ধনিঃ । শুক্রবে চাপতদব্যোহঃ পুষ্পবৃষ্টি-
দ্বিজোপরি ॥ ৪৭ ॥ ততঃ পতগরাজস্ত পৃষ্ঠাসন-
গতো হরিঃ । শঙ্খ-চক্র-গদা-শাঙ্গাং যদ্যোদ্যাত-
ভুজোত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥ সুপ্রসন্নমুখোস্তোজ সজলাবুদ-
সরিভঃ । পীতাহরধরঃ ক্রীমান কোমলভোক্তাসি-
বিগ্রহঃ ॥ ৪৯ ॥ অবরুহ যোগাভুর্ন কৰ্ণমূলে দ্বিজস্ত
বৈ । অনাদ্যবিদ্যাতমসঃ প্রধ্বংসনমুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥
দিশেষ বৈকবজ্ঞানং বামদেবঃ শুকোহথ বা । অব-
ধুয় বৃথাজ্ঞানং যেন মোক্ষমবাপতঃ ॥ ৫১ ॥ ততস্ত-
ষোদসংলীন-দৃঢ়বাসনতামসঃ । প্রত্যাঘসো যথা-
ভানুকদিয়ায় মতো মহৎ ॥ ৫২ ॥ দুর্দাসঃ প্রভৃতীনাং
বৈ পশুতামেব তৎকণাৎ । তজ্জ্যোতির্ভগবচ্চক্র-

কর । যম, বিকুদুতগণেব ঈদৃশ বচনামৃত শ্রবণ
করিয়াও যুদ্ধকামনায় স্বীয় অহুচবগণেব সজ্জিত
সজ্জিত হইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন ।
কাশে কোন কোন প্রধান বিকুদুত, অধোমুখে শয়ান
সেই দ্বিজবরকে অব্যগ্রভাবে চতুর্ন্থে লইয়া
গেল । যেমন সেই বিপ্র, জীবিতাবস্থায় বিহ্বল
চিত্তে চতুর্ন্থে নীত হইলেন, অমনি ভগবানের
পাঞ্চজন্ত-শঙ্খধনি শ্রুত হইলে, যমের অহুচরগণও
তৎপ্রবণে তথা হইতে পলায়ন করিল ; এবং গগন-
তল হইতে সেই দ্বিজবরের সর্দারোপরি পুষ্পবৃষ্টি
হইতে থাকিল । অনন্তর যাহার করতলনিচয়ে
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ও শাঙ্গাধ্বজ, কটিতটে পীত-
বসন ও বক্ষঃস্থলে কোমল-চিহ্ন বিরাজমান, যাহার
দেহকান্তি সজল-জলধরের স্যায় সুনীল এবং
মুখকমল সুপ্রসন্ন, গুরুতপৃষ্ঠাকূট সেই ক্রীমান
ভগবান্ হরি বরাহ গুরুতপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ-
পূর্বক সেই দ্বিজবরের কৰ্ণমূলে যদ্বারা বামদেব ও
শুকদেব বৃথা পার্শ্বিঘটপটাদিজন পরিহার করিয়া
নির্দোষ-মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৈকবজ্ঞান
উপদেশ করিলেন । তৎপরে সেই বিকুদুত
বৈকবজ্ঞানপ্রভাবে সেই দ্বিজবরের দৃঢ়-বাসনারূপ
মোক্ষকাল বিকুরিত হইয়া প্রাতঃকালীন দিবাকরের
ভাঙ্গা-ভিগ্নি এক অসূর ভেদঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং
দুর্দাস-দুর্দাস প্রভৃতি সকলের সমক্ষেই দেখিতে

পদ্মাস্তরমবাপ চ ॥ ৫৩ ॥ ততস্তিরোদধে দেবো
হস্তধামী জগৎপ্রভুঃ । দুর্দাসা বিস্ময়াবিষ্টো ব্রহ্মণ-
শ্চাত্তিকং যযৌ ॥ ৫৪ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে ভগবদ্ভক্তবিগ্রহস্ত বৈকবজ্ঞাননাভো
নাম পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনী বচোহুতম্ । তদেতৎ কথিতং তত্র মোক্ষ-
সাধনমুত্তমম্ । আত্মসাক্ষাৎকারমুতে শরণং সর্ব-
দেহিনাম্ ॥ ১ ॥ যথাহি যুগভেদেন ভক্ত্যা তন্মাম-
কীৰ্ত্তনম্ । কলৌ মুক্তিপ্রদং পুংসাং তৎকেষ্ট্রে মরণং
তথা ॥ ২ ॥ বিকুশ্বক্রে শ্রুতিঃ প্রাহ জানন্তস্তাং মহে-
শ্ববম্ । বিচরন্তোহপি নৈ নাম য়াং যাস্তামো হতাং-
হসঃ । শ্রুতিঃ স্মৃতির্ভগবৎ । বাক্যং ব্রহ্মবধারণ ॥ ৪ ॥
আত্মবোধা শ্রুতিঃ প্রাহ মুক্তিঃ তনুলিকা স্মৃতিঃ ।
মরণান্তত্বে চ প্রাহ ন বিরোধো বাবদ্বয়া ॥ ৫ ॥ বাজি-

দেপিতে সেই দ্বিজবরের আভ্যন্তরীণ তেজঃ ভগ-
বানের চক্র ও পদ্মেব অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গেল ।
অনন্তর জগৎপ্রভু অন্তর্ধামী দেববর হরি অন্তর্হিত
হইলেন এবং মুনিবর দুর্দাসাও পবম বিস্ময়াবিষ্ট
হইয়া বক্ষসরিধানে গমন করিলেন । ৩৯—৫৪ ।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—বৎস । আত্মসাক্ষাৎকার না
জন্মিলেও পুরুষোত্তমকেষ্ট্রে মরণ যে উত্তম মোক্ষ-
সাধন, তাহা ত এই কথিত হইল । নিশ্চয় জানিও
তথায় ভগবান্ই সর্বপ্রাণীর রক্ষাকর্তা । যুগভেদে
কলিতে ভক্তিসহকারে ভগবানের নামকীৰ্ত্তন যেমন
মুক্তিপ্রদ, তৎকেষ্ট্রে মরণও তদ্রূপ মানবগণের
মুক্তিপ্রদ জানিবে । তাঁহার নামকীৰ্ত্তন সহজে
বিকুশ্বক্রে সাক্ষাৎ শ্রুতি বলিয়াছেন, প্রভো !
আপনি মহেশ্বর, আমরা আপনাকে পরিজ্ঞাত হইয়া
কিংবা আপনার নাম সংকীৰ্ত্তন করত বিচরণ করিয়া
নিষ্পাপ হওত আপনার সাধুজ্য লাভ করিব ।
বৎস । তুমি শ্রুতি ও স্মৃতি উভকেই ভগবদ্বাক্য
বলিয়া অবধারণ কর এবং ইহাও বিবেচনা করিয়া
দেখ, আত্মজ্ঞানজনিকা শ্রুতি ও সেই শ্রুতিমূলক
স্মৃতি—উভয়ই যখন তৎকেষ্ট্রে মরণে মুক্তি

মেবেপ্যাহুষ্ঠানং বহুকালানুগ্রহম্ । তজ্জ্ঞানক-
তুল্যকলং বিধানে যে ব্যবস্থয়া ॥ ৬ ॥ যে তত্র মূর্তি-
মাহাত্ম্যং ন বিদন্তি মহাংহসঃ । বহুভির্জন্মভিস্তেষা-
মায়জ্ঞানেন মোক্ষণম্ ॥ ৭ ॥ অঙ্গাঙ্গিভাবো নাপ্যেব
আত্মজ্ঞানস্ত তন্মতেঃ । যেনাকলভ্যমুত্তমমুদ-
নিয়ামকম্ ॥ ৮ ॥ দীর্ঘায়ুস্বাং বলবতাং যোগিনাং বহু-
জন্মভিঃ । আত্মাকারা বৃত্তিরেবা নোদালক ন
তদ্বর্ণনাম্ । জন্তুনাং বা বিহ্বলানাং ক তৎক্ষেত্রে
মূর্তিস্ত সা ॥ ৯ ॥ যথা বা নায়জ্ঞানেন কর্মণো বৈ
সমুচ্চয়ঃ । তথা তৎক্ষেত্রমরণেনায়জ্ঞানসমুচ্চয়ঃ ॥
য এতে সৃষ্টিকর্তারঃ কল্পপাদ্যা মহর্ষয়ঃ । সৃষ্টি-
প্রবর্তনানর্থং হি তৎক্ষেত্রং গোপয়ন্তি বৈ ॥ ১১ ॥
হুষ্ঠানানাং বিনাশায় সাধুনাং রক্ষণায় চ । যদা যদা-
বতরতি সাক্ষান্নারায়ণঃ শ্রুতঃ ॥ ১২ ॥ কক্ষিৎকালং
ক্ষেত্রবরং দীনাক্ষরূপয়া বিভূঃ । প্রকাশয়তি বিশ্বাত্মা

বলিয়াছেন, তখন বস্তুতঃ ব্যবস্থানুসারে কিছুই
বিরোধ নাই। এবং ইন্দ্রহাস্যের বাজিমেধ-
ভূমি সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে প্রাণত্যাগানুষ্ঠান ও
বহুকাল আত্মক্লেশসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই যখন
তুল্য মুক্তিকলজনক, তখন ব্যবস্থানুসারে মুক্তি-
সাধনবিষয়ে উক্ত দুয়েরই সমান বিধান জানিবে।
১—৬। যে মহাপাপিগণ তৎক্ষেত্রে মৃত্যুর মাহাত্ম্য
বিদিত নয়, তাহাদিগেরই বহুজন্মসাধ্য আত্ম-
জ্ঞান লাভে মোক্ষলাভ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান
ও তৎক্ষেত্রে মরণের যে অঙ্গাঙ্গি ভাব—অর্থাৎ
একের প্রধানত্ব ও অপরটার অপ্রধানত্ব, তাহাও
নহে; কারণ, অঙ্গকলের বাহ্য্য অমুর্বাদ-বিধায়কই
হইয়া থাকে। উদালক। ইহাও বিবেচনা করিয়া
দেখ দেখি, শারীরিক শক্তিসম্পন্ন দীর্ঘায়ুঃ যোগী
মানবগণের বহুজন্মসাধ্য আত্মাকার বৃত্তিই (ব্রহ্ম
বাহ্যঃ এই জ্ঞানই) বা কোথায়, আর অজ্ঞান জীব-
গণের তৎক্ষেত্রে মরণই বা কোথায়? উক্ত দুয়
নিতান্তই বিসদৃশ; একজন্ত উভয়ের অঙ্গাঙ্গীভাব
কল্পনা কদাচ সম্ভবপর নহে। কল কথা, আত্ম-
জ্ঞানের অভাবে যেমন ওতাওত কর্ম সঞ্চিত হয়,
তদ্রূপ তৎক্ষেত্রে মরণেও আত্মজ্ঞান সঞ্চিত হইয়া
থাকে। কল্পপাদি যে সকল মহর্ষিগণ সৃষ্টিকার্য্যে
নিরত, তাঁহারা সৃষ্টিবিস্তারার্থই উক্ত ক্ষেত্রকে
গোপন রাখিয়াছেন। প্রভু নারায়ণ, হুষ্ঠিগণের
বিশ্বাশ ও স্রষ্টাগণের পালনার্থে যে যে সময়ে সাক্ষাৎ
আবতীর্ণ হন, তৎকালেই সেই বিশ্বাত্মা বিষ্ণু

পুনরাবৃত্তিতে হিতে ॥ ১৩ ॥ সংসারস্ত স্বভাবোহহং
নিমগ্নোত্তীর্ণবদ্বিজ ॥ ১৪ ॥ ক্ষেত্রানি তীর্থভূতানি
গঙ্গাদিসরিতস্তথা । সাগরাঃ সপ্তশৈলাশ্চ বিলীয়ন্তে
কটিদ্বিজ । প্রকাশন্তে চ বর্ষন্তে সৃষ্টিরেবা সনাতনী ॥
১৫ ॥ তথাহি সাগরো হেব ব্রহ্মশাপাৎ পুরা বিজ ।
দশবর্ষসহস্রাণি নির্জলোহভূমহার্ণবঃ । আকাশগঙ্গা-
সলিলৈঃ পশ্চাৎ পূর্ণো বভূব হ ॥ ১৬ ॥ যন্মামকীর্তনং
ভক্ত্যা সর্বপাপাপনোদনম্ । প্রায়শ্চিত্তাশ্চশেষাণি
যথৈদং ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ বেদাদাত্মস্বরূপস্ত শ্রবণং
শ্রবণং তথা । যুক্তিভিচ্চ স্থিরীকৃত্য নিদিধ্যাসচ্চিরং
তথা ॥ ১৮ ॥ ততস্তদাকারতয়া বৃত্তির্থা চেৎ ক চ স্থিরা ।
বহুজন্মাত্মাসংস্পর্খবিনা তাং মুক্তিমেতি কঃ ॥ ১৯ ॥
ক্ষেত্রে ভগ্নিন্ পরেশস্ত ক্ষেত্রপূতে সনাতনে ।
চতুর্ন্যধ্যে ত্যজন্ প্রাণান্ যত্র তত্রাপি নেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥
অত্র তে মাঙ্গ হৃদ্বুদ্ধিকৃতা শঙ্কা বিজোত্তম ।

দীনাক্ষ ব্যক্তিদিগের প্রতি রূপাবশতঃ কিয়ৎকালের
জন্ত উক্ত ক্ষেত্রবরের প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং
পুনরপি সৃষ্টির হিতার্থ গোপন করিয়া রাখেন।
দ্বিজবর! সংসারের স্বভাবই এইরূপ যে, জগতের
যাবতীয় বস্তুই, জলমধ্যে কখন নিমগ্ন ও কখন
উত্তীর্ণ ভাসমান বস্তুর স্থায় সংসারশ্রোতে কখন
প্রকাশমান ও কখনও অপ্রকাশমান হইয়া থাকে।
বস্তুতঃ সনাতনী সৃষ্টিই এইরূপ যে, সমুদয় তীর্থভূত
ক্ষেত্র, গঙ্গাদি সরিষিচয়, সপ্তসাগর ও পর্বতসমূহ
কখন বিলীন কখন প্রকাশমান ও কখনও বা বর্ধিত
হইয়া থাকে। ১—১৫। দ্বিজবর! তাহার এক উদাহরণ
দেখ, পূর্বকালে মহাসাগরও এক সময়ে ব্রহ্মশাপে
দশসহস্র বৎসর জলশূন্য হইয়া যায়, পরে আকাশ-
গঙ্গাজলে পুনরায় পূর্ণ হইয়াছিল। উক্ত পূর্ববো-
ত্তমক্ষেত্রের স্থায় ভক্তিপূর্বক ষাটার নামকীর্তনও
সর্বপাপবিনাশন ও অখিল প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ; বেদ-
বাক্য হইতে সেই আত্মস্বরূপ ভগবানের বিষয়
শ্রবণ, শ্রবণ এবং যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া যে বহু-
কালব্যাপী নিদিধ্যাসন হয়, তৎপরে কদাচিৎ কোন
ব্যক্তির যে স্থিরতর আত্মাকারবৃত্তি জন্মে, তাহাই
প্রকৃতপক্ষে মুক্তি; কিন্তু বহুজন্ম তৎসাধনে অভ্যাস
দুঃখ ব্যতীত কোন ব্যক্তি তাদৃশ মুক্তি প্রাপ্ত হইতে
পারে? আর দেখ, ভগবানের সনাতন শরীর-
স্বরূপ তৎক্ষেত্রে চতুর্ন্যধ্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যে কোন
হানেই প্রাণ ত্যাগ করিলে অনায়াসে তাহা লাভ
করিয়া থাকে। হে বিজোত্তম! উক্তক্ষেত্রে মৃত্যু

অপরামেয়ং ত্রীশঃ সর্ষধা ন সহেত বৈ ॥ ২১ ॥
 পুরা বঃ কথিতঃ বিপ্র নৈবেদ্যস্থাপমানেন ।
 প্রাণান্তিকো মহামোহো বিহ্বলোহুগ্নহাগদঃ ॥ ২২ ॥
 অপরক বদাম্যদ্য মাহাত্ম্যং তন্তু ত্বর্ণতম্ ।
 মাঘো মাসঃ সুপুণ্যো বৈ স্নানার্থে সর্গপ্রদায়কঃ ॥ ২৩ ॥
 ততোহপি নর্মদা পুণ্যা জিহ্ননৈরিল্ললোকদঃ । ততঃ
 শতগুণা গোদা রেবা তন্তাঃ শতাধিকা ॥ ২৪ ॥
 সাগরো যত্র কুতাপি সহস্রফলদো মতঃ ॥ ২৫ ॥ যানি
 তীর্থানি সন্তীহ বায়ুপ্রোক্তানি ভূতলে । তানি
 জিবেণ্যঃ সন্তীতি প্রয়াগে ব্রহ্মভাষিতম্ ॥ ২৬ ॥
 সিতাসিতে তত্র নরঃ স্নাত্ব মাঘে সুপুণ্যকে । মক-
 রহে দিনাধীশে ত্রিভিধৈর্ষিজোত্তম । ব্রহ্মলোক-
 মবাগ্নোতি যাবদিল্লাশ্চতুর্দশ ॥ ২৭ ॥ তন্মিন মাसे
 তু যা শুক্লা ভবেদেকাদশী দ্বিজঃ । তন্তামাত্রাণ্বে
 স্নাত্বা বিধিবদ্যতমানসঃ ॥ ২৮ ॥ দেবান পিতৃস্তর্পয়িত্বা
 পূজয়িত্বা জগদুগ্ধম্ । মণ্ডলে সিকতামধ্যে তদ-

হইলে যে মুক্তি হয়, এ বিষয়ে তুমি হর্ষক্লিবশতঃ
 কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, কারণ ভগবান কমলা-
 কান্ত কদাচ তজ্জন্তু অপরাধ সহ করিবেন না ।
 বিপ্রবর ! ভগবত্নৈবেদ্যের অবমাননা করিয়া কোন
 বিদ্বান্ দ্বিজবরের যে প্রাণান্তকর মহামোহো
 মোহ উপস্থিত হইয়াছিল, তদুত্তম ত পরেই
 তোমাকে কহিয়াছি । এক্ষণে তাহার উপর এক
 ত্বর্ণত মাহাত্ম্য বলি শুন । মাঘ মাস পরম পুণ্য-
 জনক ; ঐ মাসে যে কোন জলে স্নান করিলেই
 উহা সর্গপ্রদ হয় । অপর নদী অপেক্ষা নর্মদা
 অধিকতর পুণ্যপ্রদ, মাঘ মাসে উহাতে দিন
 জয় স্নান করিতে পারিলেই ইন্দ্রলোকে বাস হয়
 এবং নর্মদা অপেক্ষা গোদাবরী শতগুণ ও রেবা
 নদী অপেক্ষাও শতগুণ অধিক ফলজনক । আর
 যে কোন স্থানে স্নান করিলেই যে সাগর,
 উক্ত রেবা অপেক্ষাও সহস্রগুণ অধিক পুণ্যপ্রদ
 হইয়া থাকে ; ইহা সর্ববাদিসম্মত । এই ভূমণ্ডলে
 বায়ুকথিত যাবৎ তীর্থ আছে, তৎসমস্তই জিবেণী
 প্রয়াগে বিদ্যমান ॥ হে দ্বিজবর ! যে সময়ে দিবা-
 কর মকররাশিতে অবস্থিতি করেন, সেই পরম-
 পুণ্যজনক সৌর মাঘ মাসে শুক্ল কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই
 তদ্ব্যবসায় স্নান করিলে মানব চতুর্দশ ইন্দ্রের
 অবস্থিতিকাল পর্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে ।
 বিপ্রবর ! ঐ মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে
 সমস্তদিকলোকে যথাবিধি সাগরে স্নানান্তে দেবতা ও

যৌগৈকপচারকৈঃ ॥ ২৯ ॥ মাঘবতীতয়ে দ্বা তিল-
 পাত্রমহুত্তমম্ । একবিংশোত্তরকুলঃ ত্রিবিদ্যদুত্তমো
 চ । অতু্যদ্রতি শুদ্ধাত্মা নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥
 ৩০ ॥ তত আগত্য বাক্পুতো বটং পূজ্য প্রদ-
 ক্ষিপম্ । কৃহা প্রভোজগদ্ধাতুঃ প্রবিশেষ্মদ্রিঃ
 ততঃ ॥ ৩১ ॥ শরণ্যং মাং পরিজাহি পতিতং ভব-
 সাগরে । অব্যাজকরণাসিক্তো দীনবদ্ধো নমো-
 হন্ততে ॥ ৩২ ॥ মুহূর্ষঃ প্রণমোখং দাক্ষত্বপদান্তি-
 কম্ । নহা প্রদক্ষিণং কৃহা কুন্দপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥
 ৩৩ ॥ যথাবিভবতশ্চাত্তৈরুপচারৈঃ ত্রিযঃ পতিম্ ।
 বৈকুণ্ঠতবনে স্থিত্বা বিরিকেরায়ুষঃ কয়ে । তৈনৈব
 সহ তত্রৈব লীয়তে পরমাশ্রয় ॥ ৩৪ ॥ মাঘ্যাং দ্বা
 মাঘবায় চন্দ্রচূড়াবচূর্ণিতাম্ । কুন্দৈঃ প্রগ্রথিতাং মালাং
 বিচিত্রাং গন্ধশালিনীম্ ॥ ৩৫ ॥ নানোপহারসহিতাং
 তদগ্রে ব্রাহ্মণান্ শুচিঃ বহ্নালঙ্কারগদ্ধাদৈঃ পূজ-
 যিত্বা হরের্ধিমা ॥ ৩৬ ॥ তৎপত্নীতয়ে প্রদেয়ানি

পিতৃগণ উদ্দেশে তর্পণপূর্বক বালুকায় উপর মণ্ডল
 করিয়া তদুপরি যথাযোগ্য উপচারনিচয় দ্বারা জগদ-
 গুরু ভগবানের পূজা করত তাঁহার ত্রীতর্থে
 ব্রাহ্মণকে উৎকৃষ্ট তিলপূর্ণ পাত্র দান করিলে মানব
 পবিত্র হয় এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ একবিংশতি
 পুরুষকে যে উদ্ধার করিয়া থাকে, তদ্ব্যবসায় বিচার্য্য
 নাই ॥ ১৬—৩০ ॥ অনন্তর বাক্পুত্রে রাখিয়া তথা হইতে
 আগমনপূর্বক বটপুত্রের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া
 জগদীশ্বর প্রভু জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ
 করিবে । তৎপরে হে দীনবদ্ধো ! আপনি করণায়
 সাগরস্বরূপ ; এবং আপনার করণায় কোনরূপ
 কপটতা নাই । অতএব হে প্রভো ! আমি ভব-
 সাগরে পতিত হইয়া আপনার শরণাগত হইতেছি,
 আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিজ্ঞান করুন ; আপ-
 নাকে নমস্কার । বারংবার এইরূপে ভগবান
 কমলাকান্তকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কুন্দ-
 কুসুমাদি যথাসাধ্য বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা
 করিবে । মানব এইরূপ করিলে কলকাল পর্যন্ত
 বৈকুণ্ঠধামে বাস করত কল্লাবসানে ব্রহ্মার অয়ঃকয়
 হইলে সেই স্থানেই ব্রহ্মার সহিত পরমাশ্রিতে লীন
 হইবে । মাঘী পূর্ণিমাতে ভগবান্ মাঘবকে নানা-
 বিধ উপহার দ্রব্যের সহিত চন্দ্রচূড়নামক জব্যবিশেষ
 চূর্ণমিশ্রিত সদগন্ধশালী মনোহর কুন্দ-কুসুমগ্রথিত
 মালা প্রদানপূর্বক পবিত্র-হৃদয়ে ভগবানের সমক্ষে
 ব্রাহ্মণগণকে বিকৃত্যনে বহু অলঙ্কার ও গন্ধাদিদানে

দানানি বিবিধানি চ । কলৌ হি সৰ্বকৰ্মভ্যো
দানমের প্রশস্ততে ॥ ৩৭ ॥ বিদ্বানপি ধনৈহীনো
যদি স্ৰাজ্জপকীর্তনৈঃ । প্রণমেদনবাংশেচ স্ৰাদ্ধ-
কুর্বে জীয়তাং বিতি ॥ ৩৮ ॥ দদ্যাদলঙ্কতা গা বৈ
সুবর্ণং তিলপাত্রকম্ । অক্ষয়া দীপমগ্নানি বাসাংসি
সুমনঃশ্রজঃ ॥ ৩৯ ॥ কপূরাগুরুকস্তুরী চন্দনং
কুঙ্কমং তথা । বিকোঃ জীতিকরঞ্চান্তং স্বস্ত চেষ্টং
হি যদভবেৎ ॥ ৪০ ॥ মাঘ্যাং মাধবতোষায় ত্রাঙ্ক-
ণেভ্যো নিবেদয়েৎ । প্রয়াগে চ কুরুক্ষেত্রে উপ-
রাগে চ ভাস্করে । গো-কোটিদানজং পুণ্যং গাং
দদ্যালঙ্কতাঃ শুভাম্ । একাং দ্বিজাত্য লভতে তত-
শ্চাপ্যধিকং ফলম্ ॥ ৪১ ॥ বটসাগরয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রে
জীপুরুষোত্তমে ॥ ৪২ ॥ মাঘ্যাং জানীহি যৎকিঞ্চি-
দেয়মেতৎ সমং দ্বিজ ॥ ৪৩ ॥ যঃ কশ্চিদত্রাঙ্কণো
ব্যাসসমশ্চ পরিকীর্তিতঃ । অত্রাপি তুর্লভং যোগং
কীর্তয়ামি নিশাময় ॥ ৪৪ ॥

ইতি জীকান্দে সাগরস্নানাদিমাহাশ্রাবণং
নামৈকপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

পূজা করিয়া ভগবানের জীত্যর্থ বিবিধ বস্তু দান
করা সকলেরই কর্তব্য ; কারণ, কলিকালে অস্ফাশ্র
সমুদয় কার্য অপেক্ষা দানই সুপ্রশস্ত জানিবে ।
যদি কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি নিঃস্ব হন, তাহা হইলে
তিনি ঐ দিনে জপ নামকীর্তন ও ভগবান্কে
বারংবার প্রণাম করিবেন, আর ধনবান্ হইলে
“ভগবান্ আমার প্রতি জীত হইবেন” এই বিবে-
চনায় ভগবানের সন্তোষার্থই শ্রদ্ধাসহকারে ত্রাঙ্কণকে
অলঙ্কতা গো, সুবর্ণ, তিলপাত্র, দীপ, ভোজ্য, বস্ত্র,
পুষ্প, মালা, কপূর, অগুরু, কস্তুরী, চন্দন, কুঙ্কম
এবং বিষ্ণুর জীতিকর অস্ফাশ্র দ্রব্য কিংবা নিজের
যাহা সন্তোষজনক তত্তদ্বস্তু প্রদান করিবে । প্রয়াগে,
কুরুক্ষেত্রে ও সূর্য্যগ্রহণকালে কোটি গোদান
করিলে যে ফল হয়, মাঘী পূর্ণিমাসীতে অলঙ্কতা
সুলক্ষণা একটীমাত্র গোদানে তৎফল লভ্য হইয়া
থাকে । কিন্তু দ্বিজবর ! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বট-
সাগরের মধ্যে একটি গো-দান করিলেও তদপেক্ষা
সমধিক ফল হয় এবং উক্ত বট-সাগরমধ্যে মাঘী-
পূর্ণিমা দিবসে যৎকিঞ্চিৎ যে কোন বস্তু দান করি-
লেই পূর্ববৎ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । উক্ত ক্ষেত্রে
যে কোন শ্রাদ্ধই ব্যাসতুল্য বলিমা কীর্তিত আছে

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ

জৈমিনিঃ বাচ । অস্ফামেব গুরোর্বারঃ শোভনো
যোগ উত্তমঃ । পিতৃদৈবং যদা শ্রদ্ধাং ধনিষ্ঠানুলগো
বিধুঃ ॥ ১ ॥ মীনে ধনুশ্চি সিংহে চ কুলীয়ে তিষ্ঠতে
৬কঃ । মহামাঘীতি নামায়ং যোগঃ পরমতুর্লভঃ ॥ ২ ॥
মুহূর্তমাত্রং লভ্যেত পিতৃণাং মুক্তিদায়কঃ ।
অত্র শ্রাদ্ধং প্রকুব্বীত বাহন পিতৃবিমোক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
নরকস্থা দিবং যান্তি গয়াশ্রাদ্ধে কৃতে স্মৃতেঃ ।
স্বর্গস্থা বহুকালস্ত জীতিযুক্তা বসন্তি বৈ ॥ ৪ ॥
মহামাঘ্যাং স্মৃতো গয়া সিদ্ধুতীরং সমাহিতঃ । স্নাত্বা
পিতৃস্তপয়িত্বা তিলাস্তোভির্মুদাষিতঃ ॥ ৫ ॥
অশ্বেষাঞ্চাপি স্নাত্বা বৈ দত্তা চাপি তিলোদকম্ ।
পিতৃন্নয়তি স্বর্গস্থান নরকস্থাং চ সর্বশঃ ॥ ৬ ॥ ত্রাঙ্কণঃ
সদনঞ্চাত্মান যোগঃ পরমতুর্লভঃ ॥ ৭ ॥ দেবেভ্যস্ত
বরং লভ্য পবিত্রং হি গয়াশিরঃ । তৎ ক্ষেত্রং

দ্বিজবর এক্ষণে উক্ত মাঘীপূর্ণিমাতে তুর্লভ যোগের
বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । ৩১—৪৪ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫১ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ

জৈমিনি বাললেন,—বৎস ! উক্ত মাঘীপূর্ণিমাতে
যদি রবিবার শোভনযোগ ও মঘানক্ষত্র হয় এবং
চন্দ্র ধনিষ্ঠানক্ষত্রের মূলে ও বৃহস্পতি যদি মীন,
ধনু, সিংহ বা কর্কট রাশিতে অবস্থিতি করেন,
তাহা হইলেই ঐ পূর্ণিমাতে মহামাঘীপূর্ণিমা বলে ;
উক্ত যোগ অতীব তুর্লভ । মুহূর্তমাত্রও ঐরূপ
যোগ হইলে উহা পিতৃগণের মুক্তিদায়ক হইয়া
থাকে । ব্যক্তিমাত্রেয়ই পিতৃগণের মুক্তি-বাসনায়
ঐ দিনে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য । ঐ দিনে পুত্র গয়া-
ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ করিলে নরকস্থ পিতৃগণও স্বর্গে
গমন করেন এবং স্বর্গস্থ থাকিলে বহুকাল তথায়
সানন্দে বাস করিতে পারেন ; কিন্তু উক্ত মহামাঘী
পূর্ণিমাতে পুত্র পুরুষোত্তমে সিদ্ধুতীরে গমনপূর্ব্বক
সমাহিত চিত্তে স্নানান্তে সানন্দে পিতৃগণ উদ্দেশে
কিংবা অপর ব্যক্তিগণের জন্ত নামোচ্চারণ করত
সন্তিলোদক তর্পণ করিয়া কি স্বর্গস্থ, কি নরকস্থ
সমুদয় পিতৃগণপ্রভৃতিকেই ত্রয়লোকে উপনীত
করিয়া থাকে, এই জন্তই বলিতেছি উক্ত যোগ
পরম তুর্লভ । ১—৭ বৎস । দেবগণের নিকট বর-

দেবর্ষেবস্ত বপুর্ভূতঃ মহাক্ষনঃ । যত্র সংসর্গমাসাদ্য
ক্ষেত্রমভ্যুদিতং পাবনম্ ॥ ৮ ॥ তত্র শ্রাদ্ধং প্রকুর্য্যাদঃ
শুক্লমুখ্যৈশ্চ ভক্তিতঃ । মোচয়েৎ পিতৃদানেন
দেহবজ্রাৎ পিতৃন শ্রুতঃ ॥ ৯ ॥ পিতৃহৃদিষ্ঠ যো
দদ্যাৎ দানানি বিবিধানি চ । দাতারং তৎপিতৃশ্চাপি
কবং মোচয়তে প্রভুঃ ॥ ১০ ॥ পিতৃপাকস্ত
নিম্পত্তিকর্তা সাগরবারিণা । পূজা চ পুরুষাখ্যস্ত
ভবেচ্চ কোটিশো গুণঃ ॥ ১১ ॥ অমৃতদা তর্পণ-
জ্ঞানং পূজনং সাগরাস্তসা । মহামায়াস্ত সকলং
কর্ম কুর্য্যাস্তদাস্তসা । গঙ্গাস্তঃস্রবণ- বিকোঃ পীত্বা
পাদোদকঞ্চ যৎ । লোকোত্তরং লভেৎ পুণ্যং
তৎসিদ্ধোজ্জলপানতঃ ॥ ১২ ॥ অশ্বমেধাবভূধজ-
কোটিজ্ঞানকলস্ত যৎ । তস্তাং জ্ঞানে কৃতে সিদ্ধৌ
লভতেহমুগ্রহাকরেঃ ॥ ১৪ ॥ স্নানং সন্তপ্য বিধিবৎ
পিতৃন দেবাশ্চ ভক্তিতঃ । শ্রাদ্ধং কৃৎস্না হবিষ্যশ্চ দত্ত্বা
দানানি চৈব হি ॥ ১৫ ॥ দৃষ্ট্বা সম্পূজ্য বিধিবৎ
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মসনাতনম্ । মাতুঃ স্বস্ত চ ভার্ঘ্যায়াঃ

লাভেই গয়াশির পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু বাহারই
সংসর্গে অপর পুণ্যক্ষেত্রসকল জনগণকে পবিত্র
করিতে সক্ষম হইয়াছে, উক্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্র,
সেই মহাত্মা দেবদেব ভগবানেরই সাক্ষাৎ রূপ,
এজন্ত সন্তান সেই পবিত্র ভব্যানিচয় ৬৭। শ্রাদ্ধ
করত পিতৃদান করিয়া যে পিতৃগণকে দেহ-বন্ধন
হইতে মুক্ত করবে, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি আছে,
যে ব্যক্তি পিতৃগণ উদ্দেশে তথায় বিবিধ বস্তু দান
করে, প্রভু নারায়ণ, নিশ্চয়ই সেই দাতা ও তদীয়
পিতৃগণকে মুক্ত করিয়া থাকেন। সাগর-জলে
শ্রাদ্ধীয় পাক ও ভগবানের পূজা করিলে শত-
গুণ অধিক ফল হয়; এজন্ত মহামাঘী তিন্ন অশ্রু
সময়েও সাগর-সলিল দ্বারাই তর্পণ, জ্ঞান ও ভগবৎ-
পূজা করবে এবং মহামাঘীতে যাবতীয় কার্য্যই
তজ্জলে কর্তব্য। গঙ্গাজলে জ্ঞান ও বিষ্ণুপাদোদক
পানে যে অলৌকিক মুক্ত সঞ্চিত হয়, সাগর-সলিল
পান করিলেও তাদৃশ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, কোটি
অমুমেধ যজ্ঞে অবভূধ জ্ঞানজন্ত যে পুণ্য উক্ত আছে
ভগবান্ হরির অমুগ্রহে একমাত্র সিদ্ধ-সলিলে
জ্ঞান করিলেই তৎপুণ্য লভ হইয়া থাকে। মানব
ভক্তিতাবে সিদ্ধজলে জ্ঞানান্তে দেবতা ও পিতৃ-
গণের যথাবিধি তর্পণ, হবিষ্য দ্বারা পিতৃগণের
উদ্দেশে বিধিবোধিত শ্রাদ্ধচরণ, বিজ-করে দানীয়
অবাসুসকল দান এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মসনাতন জগন্নাথ

কুলানি চ শতং শতম্ । বিমোচ্য তৈরেব সমং
পরে ব্রহ্মণি লীরতে ॥ ১৬ ॥ বংশানাং ভাগ্যসম্পত্ত্যা
তাদৃশো হি ভবেৎ শ্রুতঃ । শ্রাদ্ধং যত্র মহামাঘ্যাৎ
কুর্য্যাদ্ জীপুঃসোত্তমে । শ্রাদ্ধং যে কুর্য্যাস্তস্তাৎ বৈ
যন্ত যাতি সদা শ্রুতঃ । তির্ধ্যগু্যোনিগতাস্তস্ত
প্রোদ্ধুতাঃ পাদরেণুভিঃ ॥ ১৭ ॥ নয়ন্তি গম্ভোষিতা
চ পিতরস্তং মুদাষিতাঃ । পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাগ্রে
সমক্ষাধঃকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥ আ ব্রহ্মণো যে হি
কুলজয়ে চ প্রয়াস্তি তস্মিন্ পুরুষোত্তমাখ্যে । শ্রুতলভে
বর্ষসংগ্রহে চ দেবর্ষিসেব্যে চ সুযোগ উত্তমে ॥ ২০ ॥
স, কালে, হ্রলভো লোকে নান্নপুণ্যরবাণ্যতে ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ক্বীত প্রাপ্য তং যোগমুত্তমম্ ॥ ২ ॥
বিনশ্বরং শরীরঞ্চ বিত্তঞ্চাপি শবীরিণাম্ । যদ্বদ্বা
ব্রাহ্মণকরে ধনং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২২ ॥ কামাদ-
কামতশ্চাপি মোক্ষং তত্র লভেদ্রবম্ । জ্ঞানাদপি

দেবকে দর্শনপূর্বক বিধিবৎ পূজা করিলে আশ্বকুল,
মাতৃকুল ও শ্বশুরকুলেব শত শত পুরুষকে ভব-
সাগর হইতে মুক্ত করিয়া তাহাদিগের সহিত পর-
ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৮—১৬। যে ব্যক্তি,
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে মহামাঘীপূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধ করে,
ত্রিকূলের ভাগ্যবলেই তাদৃশ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া
থাকে। ফল কথা উক্ত তিথিতে উক্ত স্থানে যাগরা
শ্রাদ্ধ করে তাহারাই ধন্ত, এমন কি, যে পুত্র শ্রাদ্ধার্থ
উক্ত ক্ষেত্রে গমন করিতে থাকে, তির্ধ্যগু্যোনিগত
তদীয় পিতৃগণ তাহার পাদরেণু দ্বারাই আশ্বোন্নতি
লাভ করে এবং প্রত্যক্ষ নীচযোনিজাত সেই
পিতৃগণ, - সানন্দহৃদয়ে তাহার সম্মুখে, পশ্চাদ্ভাগে
ও পার্শ্বদেশে গমন ও অবস্থানপূর্বক তাহাকে তৎ-
ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে থাকে। এইজন্তই বলিতেছি,
ব্রহ্মা হইতে ত্রিকূল-মধ্যে যে সকল পুত্র, সহস্র বর্ষেও
শ্রুতলভ উক্ত পরম যোগ উপলক্ষে দেবর্ষিসেব্য
সেই পুরুষোত্তমে গমন করে, তাহারই যথাধ
পুত্র। দ্বিজবর! উক্ত মহাযোগরূপ পুণ্যকাল
জগতে অতি হ্রলভ। অল্পপুণ্য মানবগণ কখনই
তাহা প্রাপ্ত হয় না। এইজন্ত ঐ অত্যাশ্রম যোগ
প্রাপ্ত হইয়া কদাচ বিত্তশাঠ্য করা উচিত নহে, কারণ,
দেহিগণের বিত্ত ও শরীর উভয়ই বিনশ্বর; কিন্তু
ঐ বিত্ত যদি দ্বিজকরে অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে
উহা কোটিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। মানবগণ
কামতই হউক আর অকামতই হউক তৎকালে

ভবেষুভিত্তিঃ বেদান্তগীঃ কৃতিঃ । তত্র মন্ত্রাঃ
প্রজ্ঞাতাঃ সুলিঙ্গাঃ সূনুর্গাঃ ক্রবন্ । ত্রিগিত্ত
জগন্নাথঃ সর্বকামপ্রদস্তথা ॥ ২৪ ॥ কিমত্র বহ-
নোক্তেন কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ । তুচ্ছিকিৎস-
মহাব্যাধি-বিমুক্তঃ স্নানতো ভবেৎ ॥ ২৫ ॥ মহা-
পাপৈর্বিমুক্তঃ স্ত্রাৎ বুদ্ধিপূর্বকৃতে বিজ । কিং পুনঃ
কৃতপাপৈস্ত কালঃ খলু সূহৃৎতঃ ॥ ২৬ ॥ প্রজলন্তঃ
বহিরাশিঃ যথা প্রাপ্যতিদহতে । তুলা মাষ-
কমেবং হি পাপরাশিঃ স্নিগ্ধোত কঃ ॥ ২৭ ॥ তস্তাং
স্নানং সিদ্ধজলে দহতে তৎক্ষণাদপি । মহা-
মাষ্যাঃ মহাক্ষেত্রে মহাপুরুষদক্ষিণে ॥ ২৮ ॥
মহার্ণবে নৃণাং স্নানং মহাপাতকনাশনম্ । কথিতং
ঋতপূর্বং তে দৃষ্টপূর্বং বদামি তে ॥ ২৯ ॥ পাপগুণাঃ
কুলে কশিদাসীদ্ধার্মিক উত্তমঃ । ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলো
বিমুক্তজ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ৩০ ॥ তৎপূর্বং তস্ত কুলজাঃ

তৎস্থানে কিঞ্চিদ দান করিলে নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ
করিতে পারে, এবং এতদ্বিত্ত তৎস্থানলাভেও
যে, মুক্তি হয়, তাহা ত বেদান্ত শাস্ত্রেই নির্দিষ্ট
হইয়াছে । তথায় তৎকালে মানবগণ যে মন্ত্র জপ
করে, সেই মন্ত্রেরই যে সম্যক সিদ্ধি হয়, তাহাতে
আর সংশয় নাই, এবং তজ্জন্ত জগন্নাথ দেব ত্রীত
হইয়া জপকারীর সমুদয় কামনাই সিদ্ধ করিয়া দেন ।
এবিষয়ে অধিক আর কি কহিব, তৎকালে তথায়
যে কোন সদাচরণেই মানব কৃতার্থ হইয়া থাকে ।
বিজবর ! ঐ সময়ে সিদ্ধজলে স্নান করিলে মানব
নিঃসন্দেহে তুচ্ছিকিৎস মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে
পারে ; এবং যদি “ইহাতে আমার নিশ্চয়ই সমুদয়
পাপ বিনষ্ট হইবে” এইরূপ জ্ঞানে স্নান করে, তাহা
হইলে সামান্য পাপের কথা কি, মহাপাতকসমূহ
হইতেও বিমুক্ত হইয়া থাকে ; এইজন্ত ঐ সময়
অতীব হৃৎত । বৎস ! ত্রিবিধপাপের কথা কি ? প্রজ-
লিত অনলে তুলারশির স্ত্রায় মহামাঘীযোগে সিদ্ধ-
জলে অবগাহন মাতেই তৎক্ষণাৎ সর্বপ্রকার পাপ-
রাশিই দহ হইয়া থাকে । উক্ত মহাক্ষেত্রে মহা-
মাঘীযোগে মহাপুরুষের দক্ষিণস্থ মহার্ণবে স্নান যে
মানবগণের সর্ববিধ মহাপাপ-পুঞ্জের সংহারক, তাহা
পূর্বেও কথিত হইয়াছে এবং তুমিও শ্রবণ করি-
য়াছ ; এক্ষণে এ বিষয়ে পূর্বদৃষ্ট কোন ঘটনা
তোমায় বলি, শুন । পূর্বে কতিপয় পাপগুণিগের
কুলে ধর্মশাস্ত্রার্থকুশল বিমুক্তজ্ঞ দৃঢ়ব্রত সাধুশীল

পাষণ্ড নরকোকসঃ । তির্ধ্যগুয়োনিগতা যে চ তে
সর্কে বৃন্দশো গতাঃ ॥ ৩১ ॥ বিজ্ঞাপয়ামাসুর্বিখঃ
পুত্রকাম্যান্ সমুদর । গয়ায়াং পিণ্ডদানেন বয়মত্যন্ত-
দুঃখিতাঃ ॥ ৩২ ॥ মহামোহবশাদ যেন বিমুখা বয়মী-
দৃশাঃ । পরং পরাণাং পরমং নার্কায়ামন্তমোময়াঃ ॥
৩৩ ॥ ধর্মমার্গে প্রবৃত্তানাং কুর্মাণাশ্চ প্রতিক্রিয়ায় ।
ন জানীমো দুঃখরাশেঃ কেন স্ত্রাৎ সঙ্কর্যো ভবেৎ ॥
৩৪ ॥ কেবলং শুশ্রবামো বৈ গয়াশ্রাদ্ধং কৃতং স্মৃতেঃ ।
উদ্ধারয়তি বংশস্তাস্তে তির্ধ্যাকো নরকোকসঃ ॥ ৩৫ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা স গহা শাস্ত্রবিস্তমঃ । বিধিনা
ভক্তিয়ুক্তেন গয়ায়াং শুচিভির্ধনৈঃ ॥ ৩৬ ॥ নানাবিধানি
শ্রাদ্ধানি চকারাদ্ধং শ্রুদাষিতঃ । ততস্তে নাস্তিকা
বংশস্তদৈবাতিপ্রমোহিতাঃ ॥ ৩৭ ॥ নিমগ্না দুঃখজনযো
প্রেতাতির্ধ্যগুগতাস্তথা । পরিবার্য পুনঃ পুত্রমুচুর্বংশ-
ত্রয়োদ্ববাঃ ॥ ৩৮ ॥ পুত্রক শ্রাদ্ধমস্মাকমুদারায় কৃতং
মুহুঃ । সদব্রতেন হুয়া শাস্ত্রমার্গতঃ সত্যমেব তৎ ॥
৩৯ ॥ কিমেতচ্ছ্রাদ্ধমস্মাকং দর্শনায়াপি নাভবৎ ।

এক ধার্মিক জনগ্ৰহণ করিয়াছিল । একদা নরক-
বাসী ও তির্ধ্যগুয়োনিগত তদীয় পাষণ্ড পূর্বপুরুষ-
গণ দলবদ্ধ হইয়া তাহার নিকট আগমনপূর্বক
এইরূপ বলিয়াছিল,—হে মেহাস্পদ পুত্র ! আমরা
যৎপরনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি, তুমি গয়ায়
পিণ্ডদান করিয়া আমাদের উদ্ধার কর । আমরা
মহামোহবশতঃ সদাচার-বিমুখ হইয়াই এবং বিধ
দূরবস্থাপন্ন হইয়াছি এবং তমোগুণে পূর্ণ হওয়াতেই
পরোপর পরমেশ্বরকে কখন অর্চনা করি নাই ;
অধিকন্তু ধর্মমার্গে প্রবৃত্ত সাধুদিগের ধর্মচরণে বিস্তর
বিস্ম উৎপাদন করিয়াছি । এক্ষণে জানি না, এই
ভাবণে কিরূপে আমাদের অসীম দুঃখরাশি ক্ষয়
হইবে ? বৎস ! কেবল ইহাই আমরা শুনিয়াছি যে,
পুত্র গয়াধামে শ্রাদ্ধ করিলেই নরকবাসী ও তির্ধ্যক
য়োনিপ্রাপ্ত পূর্বপুরুষ সকল উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ।
পাষণ্ডকুল-সম্মত শাস্ত্রবিস্তম সেই শ্রাদ্ধ, পূর্বপুরুষ-
দিগের তদাক্য শ্রবণে গয়াক্ষেত্রে গমনপূর্বক সানন্দে
ভক্তিসহকারে স্ত্রায়োপাত্ত পবিত্র ধন দ্বারা এক
বৎসরকাল বিধিবিধানে নানাবিধ শ্রাদ্ধ করিল বটে,
কিন্তু কিয়দিনের পর দুঃখাণব-নিমগ্ন অতিপ্রমোহাবিষ্ট
ও নাস্তিক তদীয় ত্রিকুল-সম্মত তির্ধ্যগুয়োনিগত ও
প্রেতদূত সেই পূর্বপুরুষগণ পুনরায় তাহাকে পরি-
বেষ্টনপূর্বক কহিল,—পুত্র ! তুমি সদব্রত বলিয়া
আমাদের উদ্ধারার্থ শাস্ত্রমার্গদ্বারা গয়াধামে

পুত্রঃ তাদ্যমানানাং লৌহদণ্ডঃ সমস্ততঃ ॥ ৪০ ॥
 দৃষ্টতে পিতরোহস্তেবাং শ্রাদ্ধানাদ্গয়াশিরে।
 বিমানবরমাক্ষং দিব্যালোকং প্রাপ্তি তে ॥ ৪১ ॥
 সমীপতোহস্মাকমেব দিব্যশৃঙ্গকভূষণাঃ।
 নাস্মাকং হীয়তে পাপং কুতৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥ ৪২ ॥
 বরমেতন্ন জানীমো ধর্মশাস্ত্রবহিক্রতাঃ।
 কথং বা হুংখবিলয়ো ভবিষ্যতি চ নো জ্বম ॥ ৪৩ ॥
 হুমস্মাকং কুলে জাতো বারিধেরিব চন্দ্রমাঃ।
 হাং বিনা গতিরস্মাকং দৃষ্টতে ন হি পুত্রক ॥ ৪৪ ॥
 হুংখার্ণব-নিমগ্নানাং পারং নেতুং হুম্যেব নঃ।
 যেন শক্তো বিচার্যেতৎ কুরুষাণ্ড দ্বিজোত্তম ॥ ৪৫ ॥
 পুত্র একো বিক্রমতে বংশানামুদ্রতো নৃণাম্।
 পুত্রশ্চৈবাপচারণে নরকেহপি পতন্তি তে ॥ ৪৬ ॥
 তাদৃশো গুণবান্ পুত্রঃ কুলে যেষাং সমুদগতঃ।
 ঈদৃগ্ধুংখার্ণবে তেষামুৎপত্তির্জায়তে কথম্ ॥ ৪৭ ॥
 সর্বো হুঙ্কত-কর্ণাণো যতিনাসু হিতাশ্চ যে।
 সৎপুত্রেণ গতিং

পুনঃপুনঃ শ্রাদ্ধ করিয়াছ সত্য, কিন্তু আমরা
 তৎকালে যমদূতগণের লৌহদণ্ডে সর্বথা তাড়িত
 হইতে থাকায় তাহা দর্শন করিতেও পাই নাই।
 আমরা সর্বদাই দেখিতেছি, গয়াশিরে পিণ্ডদানহেতু
 অপরের পিতৃগণ কেমন উৎকৃষ্ট বিমানে
 করিয়া দিব্যালোকে গমন করে। তাহারা আমা-
 দিগের সমক্ষেই অদ্বুত সৌরভাষিত দিব্যমাল্যে
 বিভূষিত হয়, কিন্তু আমরা এমত পাপী যে, তুমি
 শত শত শ্রাদ্ধ করিলে, কিন্তু কিছুতেই আমাদিগের
 পাপক্ষয় হইল না। আমরা ধর্মশাস্ত্র-বহিক্রত বলিয়া
 ইহা জানি না যে, কিরূপে নিঃসন্দেহ আমা-
 দিগের হুংখের অবসান হইবে। হে পুত্রক!
 কীরোদসাগর হইতে চন্দ্রমার স্থায় তুমি আমা-
 দিগের কুলে উৎপন্ন হইয়াছ, তুমি ভিন্ন আমাদিগের
 আর গতি দেখি না। হে দ্বিজোত্তম! যেকূপে তুমি
 হুংখার্ণব-নিমগ্ন আমাদিগকে হুংখ-সাগর হইতে পার
 করিতে পার, তাহা স্বয়ংই বিচারপূর্বক ত্বরায় তদনু-
 রূপ কার্য কর। একমাত্র পুত্রই বংশজাত মানব-
 গণের উদ্ধারসূত্রে সমর্থ হয়, এবং পুত্রেরই
 অজ্ঞাচরণহেতু তাহারা নরকে পতিত হইয়া
 থাকেন। হে পুত্র! যাহাদিগের বংশে তোমার
 স্থায় গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করে, হায়! জানি না,
 কিরূপে তাহাদিগকে ঈদৃশ হুংখার্ণবে ভাসমান
 হইতে হয়। হায়! সকলেই অবগত আছেন যে,
 যে সকল পাপাচারী বিষম নরকযাতনা ভোগ

যাত দিব্যাং তে নাজ সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ ইতি দীনাক্ত-
 বচনং পুত্র আকর্ষণস্তদা। ন প্রত্যাচ পাপিষ্ঠবংশান
 বৈ স দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৪৯ ॥ কেবলং চিন্তয়ামাস দোলা-
 চলিতচেতসা। শাস্ত্রং প্রমাণং মর্ত্যানাং কৃত্যাকৃত্য-
 ব্যবহিতো ॥ ৫০ ॥ তৎশাস্ত্রপ্রস্থিতো নিত্যং
 বৈপরীত্যং কথং ব্রজেৎ। তবন্ত এব পাপিষ্ঠা বংশা
 এতে মমাধুনা ॥ ৫১ ॥ গয়াশ্রাদ্ধং সর্বপাপ-নোদনং
 শাস্ত্রচোদিতম্। যথাবিধিকৃতং শ্রাদ্ধং শতং নৈতে
 বিমোচিতাঃ ॥ ৫২ ॥ শাস্ত্রং প্রমাণং সর্বেষাং
 কৃত্যাকৃত্যবিধৌ সদা। ইতি সাক্ষাদভগবতো
 মুখপদ্মনির্গতম্ ॥ ৫৩ ॥ এবং চিন্তাকুলমতের্বাণী
 বোমসমুদ্ভবা। অশরীরী জগাদোচ্চৈস্তথানা
 সংশয়চ্ছিদা ॥ ৫৪ ॥ ব্রহ্মন্ সত্যং গয়াশ্রাদ্ধং সর্বকল্মষ-
 নাশনম্। পিতৃণাং দুর্গতিহরং ব্রহ্মলোকগতিপ্রদম্ ॥
 ন তে সামান্ত্যপাপানাং শ্রুতিবিদ্ভাবকাঃ সদা। অব-
 জানন্তি সততমন্তর্বাণী মীষরম্ ॥ ৫৬ ॥ গয়াশ্রাদ্ধৈর্ন

করিতে থাকে, নিঃসন্দেহ, তাহারা সকলে সৎপুত্র
 হেতু দিব্য গতি প্রাপ্ত হয়। ১৭—৪৮। তৎকালে সেই
 দ্বিজোত্তম পুত্র, পাপিষ্ঠ পূর্বপুরুষদিগের করুণাপূর্ণ
 কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কিছুই প্রত্যা-
 স্তর দিল না, কেবল দোলার স্থায় দোহুলামান চিন্তে
 এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল যে, মানবগণের
 কর্তব্যাকর্তব্য ব্যবহাবিষয়ে শাস্ত্রই ত প্রমাণ,
 অতএব যে ব্যক্তি সতত সেই শাস্ত্রানুমোদিত
 কার্য করে, সে কেন বিপরীত ফলপ্রাপ্ত হয়?
 আমার এই পূর্বপুরুষগণ, না হয় অতি পাপিষ্ঠই
 হউন, কিন্তু শাস্ত্রে ত কথিত আছে যে, গয়াতে শ্রাদ্ধ
 করিলে সমস্ত পাপই বিনষ্ট হয়, অতএব আমি
 যখন গয়াতে যথাবিধি শতসংখ্যক শ্রাদ্ধ করিলাম
 তখন ইহারা কেন না মুক্ত হইলেন? সর্বদা কর্তব্য-
 কর্তব্য বিধিবিষয়ে শাস্ত্রই সকলের প্রমাণ, এই
 মহাবাক্য ত সাক্ষাৎ ভগবানেরই মুখপদ্ম হইতে
 বিনির্গত হইয়াছে। যেমন সেই দ্বিজবরের মন
 এইরূপ চিন্তাকুল হইল, অমনি তদীয় নানাসংশয়-
 নাশিনী অশরীরিণী দৈববাণী গগনতল হইতে উচ্চ-
 রবে ব্রাহ্মণকে কহিল, ব্রহ্মন্ সত্যই বটে, গয়াক্ষেত্রে
 শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের সর্বপ্রকার পাপ ও দুর্গতি
 দূর হয় এবং তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন;
 কিন্তু তোমার পূর্বপুরুষগণ সাধারণ ব্যক্তিদিগের
 স্থায় সামান্ত পাপী নহে, তাহারা বেদ-জোহী হইয়া
 সতত অন্তর্বাণী পরমেশ্বরকেও অবজ্ঞা করিয়াছে।

কুশলা এতে প্রতিবর্তিতাঃ । তেষাং সন্ততি-
জাতোহসি ন চ বেদকলঃ লভেৎ ॥ ৫৭ ॥ ব্রহ্মণ্য-
মুজ্জলং প্রাপ্তমুদ্বর্ত্তং বংশজাম্ স্বকান্ । যদি বাহুসি
ভো বিপ্র শৃণু তৎ রহস্যকম্ । পাষণ্ডানাং সমু-
দ্ধারঃ অবিদ্যাভিলয়ঃ তথা । উভয়ং সদৃশং বিদ্ধি
তয়োঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ আত্মসাক্ষাৎকৃতির্বা
স্মাৎ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে । মহামায়াং পিণ্ডদানং
লবণোদতটেহথবা ॥ ৬০ ॥ কদাচিদপি পাপানামাত্ম-
সাক্ষাৎকৃতির্ভবেৎ । তদ্বংশদীপ তত্রৈব শ্রাদ্ধং কুরু
মহামতে ॥ ৬১ ॥ দ্রক্ষ্যসি স্বদৃশা তত্র মুক্তানাং
পরমাং গতিম্ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পাষণ্ডকুলজাতস্ত কস্তচিদ্ধিকৃত-
শ্রোতাপাখ্যানবর্ণনং নাম দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায় ।

জৈমিনিরুবাচ । অহেত্বমাকাশগিরং পরমং
হর্ষমাস্থিতঃ । মহামায়াং সমীপায়াং জগাম ক্ষেত্র-
মুত্তমম্ ॥ ১ ॥ পর্যন্তভূমৌ ক্ষেত্রস্ত প্রবিশন্ দদৃশে

উহারে বেদ-বিরুদ্ধাচারী বলিয়া বহুল গয়াশ্রদ্ধেও
উহাদিগের মঙ্গল হইবে না এবং তুমিও উহাদিগের
বংশজাত বলিয়া বেদোক্ত ফল পাইবে না । যাহাই
হউক, বিপ্র ! তুমি যখন সমুজ্জল ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত
হইয়াছ, তখন যদি স্বীয় পূর্বপুরুষগণকে উদ্ধার
করিতে বাঞ্ছা কর, তবে গৃহতত্ত্ব শুন । পাষণ্ডগণের
উদ্ধারসাধন ও অবিদ্যানাশ এ উভয়কেই সমান
জানিও, মনুষ্যগণ, আত্মসাক্ষাৎকার অথবা পুরুষো-
ত্তমক্ষেত্রে লবণ-সাগরতীরে মহামায়াতে পিণ্ডদানকে
তদ্বতয়ের কারণ বলেন । তন্মধ্যে পাপিগণের
আত্মসাক্ষাৎকার অতি কদাচিৎ সম্ভব একান্ত, হে
মহামতে পাষণ্ডকুলদীপ ! তুমি মহামায়াতে শ্রীক্ষে-
ত্রেই পিণ্ডদান কর, স্বচক্ষে দেখিবে, পূর্বপুরুষগণ
পাপমুক্ত হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৯—৬২ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—সেই দ্বিজবর, ঈদৃশী আকাশ-
বাণী শ্রবণে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইল । পরে মহামায়া
সমীপবর্ত্তিনী হইলে সর্বোত্তম পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাত্মমুখে

স্বকান্ । শুদ্ধস্বকান্ শুভবর্ণান্ নির্মলাধরধারিণঃ ॥
২ ॥ বৈদিকজ্ঞানসংগত-বচসঃ কীর্ত্তনম্বান্ । তম-
মুভজতঃ সাক্ষাদ্ হব্যতশ্চ পরম্পরম্ ॥ ৩ ॥ কবতঃ
সাধু পুত্র ত্বং ধ্রুবং নস্তারয়িষ্যসি । সাধু ব্যবসিতঃ
তাত যদত্রাগচ্ছসি কিত্তেঃ । পাবনং পরমং স্থানং
নিষ্প্রত্যাহবিমুক্তিদম্ ॥ ৪ ॥ সন্নিধাবাগতানাং ন তমঃ
সঙ্ক্ষীয়তেহধুনা । উদ্যতো ভাস্করশ্চেব মহেশ্ব-
ককুভো ভৃশম্ ॥ ৫ ॥ স দ্বিজস্তা গিরঃ শ্রদ্ধা
বংশানাং বিমলায়নাম্ । বিশ্বয়ং পরমং লেভে
ক্ষেত্রস্ত মহিমপ্রতি ॥ ৬ ॥ স্বগণেয়গণাকীর্ণা ক্ষেত্র-
মার্গমবাপ্য তৎ । চতুর্ধ্ববিমুক্তাস্তলোকং বিধি-
বিধানবিৎ ॥ ৭ ॥ সত্যমেবাহ যদ্বাণী বিদ্যা
সাকাশভাষিতা । কথং মিথ্যা বদেদুস্তে
লোকাত্মগ্রাহকাঃ সুরাঃ । সর্বেষাং কৰ্ম্মণাং
পাকং বিদন্তস্তদ্বদর্শিনঃ ॥ ৮ ॥ অহো মে জ্ঞানো
ভাগ্যং পাষণ্ডকুলসন্ততেঃ । উদ্ধারণসমর্থোহহমে-

যাত্রা করিল । কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! সেই ব্রাহ্মণ,
যেমন সেই ক্ষেত্রের সীমায় প্রবেশ করিল, অমনি
দেখিল, স্বীয় পূর্বপুরুষগণের পাপক্ষয়হেতু তাঁহারা
পবিত্র দেহপ্রভাসম্পন্ন, শুদ্ধস্ববর্ণ-শালী, ও নির্মল
অম্বরপরিধায়ী হইয়া পরস্পর সানন্দচিত্তে পঞ্চাৎ
পঞ্চাৎ আগমন করত বৈদিক জ্ঞানোদয়জন্ত বিগত
বচনে বলিতেছেন “পুত্র ! সাধু সাধু ! তুমি নিশ্চয়ই
আমাদিগকে নিস্তার করিবে । তাত ! যে স্থান
মানবগণকে নির্মিয়ে মুক্তি দান করে এবং যাহা
ভূতলমধ্যে পরম পবিত্রতাকর, তুমি যে সেই শ্রীক্ষেত্রে
আগমন করিয়াছ, ইহা তোমার অতি প্রশংসনীয়
অধাবসায়ই হইয়াছে ॥ ১-৪ ॥ সূর্য্যদেবের উদয়ে
পূর্বদিকের প্রগাঢ় অন্ধকার যেরূপ তিরোহিত হয়,
তদ্রূপ ক্ষেত্রের সন্নিধানে আগমন করাতেই এক্ষণে
আমাদিগের নিরতিশয় অন্তানান্দকার ক্ষয়প্রাপ্ত
হইতেছে । বিধি-বিধানজ্ঞ সেই দ্বিজবর, স্বীয় মৃত
জাতিগণ ও ব্রহ্মা কর্ত্তক প্রেরিত দূতগণে পরিপূর্ণ
শ্রীক্ষেত্রপথে উপস্থিত হইয়াই তথায় উপস্থিতিজন্ত
বিমলাত্মা পূর্বপুরুষদিগের তাদৃশ বচনাবলী শ্রবণ-
পূর্বক তৎক্ষেত্রের অপূর্ব মহিমা জানিয়া পরম
বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং ভাবিলেন, সাক্ষাৎ দিব্য-
রূপিণী সেই দেবগণোক্ত আকাশবাণী সত্যই বলিয়া-
ছেন, কলে সুরগণ যখন জনগণের প্রতি অহুগ্রহ-
কারী, তদ্বদৃশী এবং অখিল কৰ্ম্মের পরিণামকল
বিষয়ে অভিজ্ঞ, তখন কি কারণেই বা তাঁহারা মিথ্যা

তেষামপি যোহভবৎ । ১০ । গয়াশ্রীকৈবল্যকটৈঃ
কুয়োনিগতয়ো জনাঃ । বিভক্তমতঃস্তে মাং ভাষন্তে
ভাক্তরবিধঃ । ১১ । দিব্যদেহোহমশ্যাসং যদেতে
যোচিতা ময়া । ১২ । চিন্তয়ন্তি তৈঃ সার্বং জন-
সদাধবর্জনি । শনৈঃ শনৈর্দুঃখঃখাং তীর্থরাজস্র
সন্নিধি । গয়া শ্রীনাং বিধানেন শাস্ত্রীয়েণ চকার
সঃ । ১৩ । বিধিবত্পর্গিহাথ দেবানপি গণাংস্তথা ।
শ্রীকঃ চক্রে মহাভক্ত্যা সমুদ্রবিধিনা দ্বিজঃ । ১৪ ।
শ্রীদ্বাবসানে দেবেশং যাবদ্যায়তি নিশ্চলম্ । তাব-
দ্বিব্যবমানানি জলজন্তুগণানি বৈ । ১৫ । চন্দ্রসূর্য-
প্রকাশানি কামগানি নভোহুগ্নেন । বিদ্যাধরৈরঙ্গ-
রোভিঃ পুষ্পবৃষ্টিপ্রকীর্ণ কৈঃ । ১৬ । সমস্তাঘেষ্টিতা-
স্তস্ত দৃষ্টেবিষয়মাবধুঃ । স্বর্গকিঞ্চিনিনাদৈশ্চ বীণা-
কাণৈর্নোহরৈঃ । ১৭ । সজ্জাতধ্যানভঙ্গোহসৌ
পুনস্তানি দদর্শ হ । ১৮ । দেবদূতাঃ সমাগতা

বলিবেন ? যাহাই হউক, যে আমি নরকবাসী এই
পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারণে সমর্থ হইলাম, সেই আমি
পাণ্ডুলের সন্তান হইলেও আমার জন্মগ্রহণে কি
সৌভাগ্যই প্রকাশ পাইয়াছে । কি আশ্চর্যের
বিষয় ! গয়াক্ষেত্রে বহু শ্রদ্ধা দানেও যে সকল
লোক পূর্ববৎই কুৎসিত যোনিতে অবস্থিত ছিলেন,
আজ কিনা তাঁহারা ত্রীক্ষেত্রের মাঠে বিভক্তমতি
ও দিবাকরেরর স্তায় তেজঃপুঞ্জকণের হইয়া
আমাকে প্রশংসাসূচক বাক্য বলিতেছেন ! অহো !
আমাদারা যখন ইহারা পাপমুক্ত হইলেন, তখন
আমিও যে দিব্য-দেহ হইয়াছি, তাহাতে আর সংশয়
নাই । সেই দ্বিজবর, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে
জনতাপূর্ণ ত্রীক্ষেত্র-পথে পূর্বপুরুষগণের সহিত
ধীরভাবে অতিক্রমে গমন করত ক্রমে তীর্থ-
রাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয় বিধানানু-
সারে শ্রদ্ধা করিল । পরে দেবতা ও পিতৃগণ-উদ্দেশে
যথাবিধি তর্পণান্তে ভক্তিসহকারে মহাসমারোহে
শ্রদ্ধা করিল । শ্রদ্ধাবসানে যেমন দেবদেব জগ-
ন্নাথকে নিশ্চলভাবে ধ্যান করিতে আরম্ভ করিল,
অমনি, আকাশমার্গে সমুজ্জলরত্নরাজি-বিরাজিত,
চন্দ্রসূর্যসমপ্রভ, কামগ দিব্য বিমানমালা, তাহার
মুষ্টিপথে পতিত হইল । অঙ্গরা ও বিদ্যাধরগণ
সেই বিমান-নিবহের চতুর্দিক পরিবেষ্টনপূর্বক পুষ্প
বর্ষণ করিতেছিল এবং বিমান-নিবন্ধ স্বর্ণময় কিঞ্চিনী-
মালার সুমধুর শব্দ ও চতুর্দিকে মনোহর বীণাধ্বনি
হইতেছিল । তদর্শনে দ্বিজবরের ধ্যানভঙ্গ হইল

সাদরঃ প্রণিপতা ৫ । সংস্কৃত বাগ্ভিত্তিবিদ্যাক্তান
পিতৃগণস্ত পত্নতঃ । ১৮ । অক্ষণো বচনাদ্যুগ-
তস্ত লোকঃ প্রয়াস্তথ । অহো বহু বিমানানি
ব্রহ্মলোকাগতানি বৈ । ১৯ । যন্তেনানেন
বংশেন বিকৃতভক্তিপরেণ ৫ । মহারৌরবযোগ্যানাং
যুগাকং তারণং কৃতম্ । ২০ । পাবণানাং ন
নির্মোক্ষঃ সংসারাদ্ব্যবর্তিনাম্ । প্রবর্তিতানাং
মোহেন অবিদ্যামূলহুনা । ২১ । যদ্যস্মিন
পাবকে ক্ষেত্রে ন শ্রদ্ধাং বংশজৈঃ কৃতম্ । তদা ন
মোক্ষো ভবতি পাপিষ্ঠানাং হি শৌনক । ২২ ।
মহামাতী মহাযোগো বিকুনা প্রভবিকুনা । প্রব-
র্তিতঃ পাপকৃতামুদারায় দয়ালুনা । ২৩ । স্বরূপতো
হি ভগবানিন্দ্রহ্মেন ভাবিতঃ । মহাক্রতোর্মহা-
দীক্ষা মহাত্মঃখবতী তদা । ২৪ । বহুবিকৃতব্যায়াস-
বহুকালপ্রসাধনম্ । বর্জিমেষসহস্রং হি নান্নভাগ্যস্ত
জায়তে । ২৫ । ৬০ বদন্তগ্রহমত ইন্দ্রহ্মনুপস্ত ৫ ।

এবং বহির্দৃষ্টিতে পুনরায় তত্তৎ দৃষ্টই দর্শন করিল ।
৫—১৭। তৎপরে বহুল দেবদূত, দ্বিজবরের নিকটে
আসিয়া তাহার সমক্ষেই তদীয় পিতৃগণকে সাদরে
প্রণিপাত পুরঃসর দিব্য বচনে স্তুতিবাদ, করিয়া
কহিল, আপনাদিগের সৌভাগ্য ভগবান্ ব্রহ্মার
বচনানুসারে আপনারা ব্রহ্মলোকে গমন করি-
বেন বলিয়া এই বিমানসকল ব্রহ্মলোক হইতে
আসিয়াছে । আপনারা মহারৌরব নরকবাসের
যোগ্য হইলেও বিকৃতভক্তি-পরায়ণ সার্বকজয়া
এই বংশধরই আপনাদিগকে নিস্তার করি-
লেন । নতুবা, অবিদ্যার প্রধান পুত্রস্বরূপ মহা-
মোহকর্তৃক পরিচালিত সংসারমার্গ-প্রবৃত্ত পাণ্ডু-
গণের অস্ত্র কোনরূপেই নিস্তার নাই, জানিবেন ।
জৈমিনি বলিলেন, শৌনক ! নিশ্চয় জামিবেন,
বংশধরগণ যদি ঐ পরম পাবন পুরুষোত্তমক্ষেত্রে
শ্রদ্ধা না করে, তাহা হইলে পাপিষ্ঠদিগের কিছুতেই
মোক্ষ নাই । সর্বনিয়ন্তা দয়াময় বিষ্ণু পাপাশ্রাদিগের
উদ্ধারার্থই উক্ত মহামাতীকূপ মহাযোগের সৃষ্টি
করিয়াছেন । পূর্বে নৃপবর ইন্দ্রহ্ম, ভগবান্
জগন্নাথদেবকে স্বরূপতঃ ভাবনা করেন এবং
ঐরূপ ভাবনা করিয়াই তিনি তৎকালে পরম ক্রেশ-
সাধ্য মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হন । বস্তুতঃ, ভগবানের
অনুগ্রহ ব্যতীত বহুবিকৃত ব্যয়, বহু আয়স ও বহু-
কালসাধ্য সহস্র অবশেষ যত্ন অন্নভাগ্য মানবগণের
কদাচ সুসিদ্ধ হয় না । ইন্দ্রহ্মের, অবশেষ যেমন

ন মুক্তং ন মুক্তং কাপি শক্যতাপি মুক্তভব । ২৬ ।
ততোহপি ভগবানেব নিরুপাধিকপাদুধিঃ । দীনানু-
প্রকৃদেবো বাৎসল্যাদুধিচক্ষুমাঃ । ২৭ । সর্বকর্মা-
দারণোহসৌ দাক্ষর্যমী প্রকাশিতঃ । তেনৈব রূপেণ
বরানিহিত্যায় দত্তবান্ । ২৮ । তৎকেত্রমপি
তদেহং নাত্ৰ ভিন্দ্যাত্মতিস্তব । রহস্তমেতৎ কথিতং
মুক্তেঃ সাধনমুত্তমম্ । ২৯ । অবগাদিচতুষ্কং হি যথা
মোক্শ সাধনম্ । তথা চতুষ্কমধ্যেহাস্মিন্ কেত্রে
প্রাণবিমোচনম্ । সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুদ্ভূতম্
ভুজমুচ্যতে । ৩০ । তত্বেসাক্ষাৎকৃতেন্তত্র কেত্রে
প্রাণবিমোচনাৎ । ঋতে ন মোক্ষো জন্তুনাং হৃদমে-
বাপবর্গদম্ । ৩১ । মহামায়াং মহাযোগে শ্রদ্ধাঃ
পিতৃবিমুক্তিদম্ । তত্র ত্রয়ং দুর্লভং হি সংসারে
শৌনক এবম্ । ৩২ । অর্কোদয়াদয়ো যোগা য়ে
পূর্বে প্রতিপাদিতাঃ । শতাংশমপি তে নার্হা মাঘী-
যোগস্ত শৌনক । ৩৩ ।

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমকেত্রে শ্রীদাক্ষস্মিনশ্রাবস্ত-
কর্তব্যতাকীর্তনং নাম ত্রিপঞ্চাশো-
অধ্যায়ঃ । ৫৩ ।

সুনিহিত হইয়াছিল, কেহ কখন ওরূপ দেখেও নাই
বা শুনেও নাই; কলে দেবরাজের পক্ষেও উহা
সুকঠিন। উক্ত যাগকালেই বাৎসল্যরূপ জল-
ধির চন্দ্রমাসরূপ, দীনগণের প্রতি অমুগ্রহ-পরায়ণ,
নিরুপধি রূপাময়, সর্বকর্মনিয়ন্তা ভগবান্ জগন্নাথ-
দেব, ঐরূপ সৌম্য দাক্ষমুর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছেন
এবং ঐ দাক্ষময় মুর্তিতেই ইন্দ্রদ্রাক্ষকে বিবিধ বর-
দান করিয়াছেন। বৎস! ভগবানের ঐ কেত্রেও
যে, তাহার স্বরূপ, তদ্বিষয়ে যেন তোমার মতিভেদ
না জন্মে। এই যে আমি মুক্তিনাভের সর্বোত্তম
উপায় বলিলাম, উহা অতি রহস্ত বিষয় জানিও।
আমি বাহ্য উত্তোলনপূর্বক ত্রিসত্য করিয়া বলি-
তেছি, আত্ম-বিষয়ক অবগাদিচতুষ্টয় যেমন
মোক্শের সাধন, উক্ত পুরুষোত্তম-কেত্রে মৎস্তাব-
তারাদি চতুষ্টয়মধ্যে প্রাণত্যাগও সেইরূপ মোক্ষ-
সাধন জানিবে। কলে তত্বেসাক্ষাৎকার ও তৎ-
কেত্রে প্রাণত্যাগ ভিন্ন জন্তুগণের কিছুতেই
মোক্শ হয় না, উক্ত উভয়ই সমান মোক্ষপ্রদ
জানিবে। হে শৌনক! মহামাঘীরূপ মহাযোগে
তৎকেত্রে শ্রদ্ধাও পিতৃগণের, ঐরূপ মুক্তিদায়ক;
এ জন্ত সংসারে উক্তদ্বয়ই নিঃসন্দেহ অতীব
দুর্লভ। শৌনক! কি অধিক কহিব, পূর্বে যে

চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

জৈমিনিকবাচ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি রহস্তং
পরমাদুতম্ । এতে হি যোগাঃ কথিতাঃ পাপিষ্ঠা-
শাসকারকাঃ । ১ । তুংথেন চিরলকং যতীর্থং বা
যোগ এব বা । তদেব তে হি মন্তস্তে পাপিষ্ঠাঃ
পাপনাশনম্ । ২ । প্রবর্তকঃ সংসৃতোস্তে ন
মোচ্যস্তে হি বিষ্ণুনা । ধার্মিকানাং হি বিশ্বাসস্তৎ-
কেত্রে নিত্যমেব হি । ৩ । অষ্টৌ শতানি বর্ষাণি
কামভোগেষু লালসঃ । কণ্ডূর্নাম মুনিঃ পূর্বে মোহিতঃ
স্বর্গবেষ্টয়া । ৪ । দ্বিজকর্মাণি সন্ত্যজ্য তয়া রেমে
দিবানিশম্ । পশ্চাত্তাপমুপাগম্য তদেব কেত্রমুত্তমম্ ।
৫ । গহ্বা সমারাধ্য জগৎপতিং দাক্ষর্যরূপিণম্ ।
নির্বিঘ্নমানসঃ স্তব্ধা পরাং গতিমুপাগতঃ । ৬ । কন্দঃ
পুরা মহাদেবঃ পপ্রচ্ছ বিনম্রাধিতঃ । পুরুষোত্তমম্

অর্কোদয়াদি যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে, তৎ-
সমুদয়ই উল্লিখিত মহামাঘী যোগের শতাংশের
একাংশেরও যোগ্য নহে । ১৮—৩৩ ।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৫৩ ।

—

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় ।

জৈমিনি বলিলেন,—অতঃপর পরমাদুত রহস্ত-
বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যে অর্কোদ-
য়াদি যোগ কথিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ই পাপিষ্ঠ-
গণের আশাসকর সত্য, কিন্তু যাহারা পাপিষ্ঠ,
তাহারা যে যোগ বা তীর্থ বহুকাললব্ধ বা হুঃসাধ্য,
তাহাই পাপনাশক বলিয়া মনে করে। সেই
সকল সংসারপ্রবর্তক পাপিষ্ঠদিগকে ভগবান বিষ্ণু
কখন মুক্ত করেন না, কিন্তু ধার্মিকগণের সেই
পুরুষোত্তমকেত্রে বিশ্বাস চিরস্থায়ী। পূর্বকালে
কণ্ডূর্নামে কোন মুনি কোন স্বর্গবেষ্টা কর্তৃক বিমো-
হিত হইয়া অষ্টশত বর্ষ কাল ভোগে আসক্ত
ছিলেন। তিনি, দ্বিজজনোচিত ক্রিয়াকলাপ পরি-
ত্যাগপূর্বক দিবানিশি তাহার সহিত রমণ করি-
তেন। পরে অমৃতপ্ত হইয়া মনে মনে আত্মগ্লানি
করত উক্ত সর্বোত্তমকেত্রে গমনপূর্বক দাক্ষর্য
জগৎপতি জগন্নাথদেবকে আরাধনা ও স্ততিবাদ
করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হন । ১—৬। পূর্বে একদা
ভগবান কার্ত্তিকেয় সন্নিহয়ে ভগবান মহাদেবকে

কেতুঃ রহস্যং পরমং বদ ॥ ৭ ॥ ন জ্ঞাতং যেন
কেনাপি চরে বা স্বাবরেহপি বা । স্বমেব ভগবান
শস্তো বেৎসি তৎকেতুযুক্তম্ ॥ ৮ ॥ বহুধা তত্র
পশ্যাপি সাক্ষোপাঙ্গং ন যৎকলম্ । লভ্যতে চৈক-
দিবসং সেবিতা বদ মে পিতঃ ॥ ৯ ॥ সৰ্বপাপক্ষয়ঃ
পুংসাং ভবেৎ কালে কলৌ কথম্ । প্রায়শো
দুঃখিতা মর্ত্যা প্রাকৃতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ । কথং নু
সুখিনস্তে স্মৃতাঃ সৰুৎ কৰ্ম্মাসুসঞ্চয়াৎ ॥ ১০ ॥ এবং
ক্রহি মহাদেব কৰ্ম্ম যৎ স্তাদনুভবম্ । যেনানু-
ষ্ঠিতমাত্রেণ সৰ্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ১১ ॥ যো হি
কশ্চিদুপায়োহস্তি তস্মৈ বদ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥
জীমহাদেব উবাচ । শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি সৰ্বপাপ-
ভয়াপহম্ । স্বর্গাপবর্গদং পুণ্যং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥
১৩ ॥ সৰ্বমাকল্যজননং দুঃখদুর্গবিনাশনম্ । সৌখ্য-
সৌভাগ্যসম্পত্তি-ধনসম্পত্তিবর্দ্ধনম্ । আয়ুর্ভুক্তিকরো-
পায়ং ময়া যৎ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১৪ ॥ মাঘে ইন্দুকক্ষে
পাতে বাব্রেহকে শ্রবণা যদি । অর্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ

সহস্রাক্ষরেঃ সমঃ ॥ ১৫ ॥ দিবৈব যোগঃ শস্তোহয়ং
ন চ রাজৌ কদাচন । নাস্ত্যঃ পুণ্যতমঃ কালো যো-
হর্দ্ধোদয়সমো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ তাবৎ গর্জন্তি পাপানি
সুবহুনি মহাস্ত্যপি । যাবদর্দ্ধোদয়ো নৈতি সৰ্বপাপা-
পনোদনঃ ॥ ১৭ ॥ অতুং কালকৃতো যো বৈ প্রাকৃতঃ
পাপসঞ্চয়ঃ । অর্দ্ধং হরত্যতঃ প্রাহর্যোগমর্দ্ধোদয়ং
বুধাঃ ॥ ১৮ ॥ অর্দ্ধোদয়ে মহাযোগে মুনিদৈবত-
বাচিতে । পাপাঙ্ককারানুচ্যন্তে ভবেয়ুর্বিমলা নরাঃ ॥
১৯ ॥ অর্দ্ধোদয়ে মহাপুণ্যে সর্বং গঙ্গাসমং জলম্ ।
যৎকিঞ্চ কুরুতে দানং তদানং মেকসম্মিতম্ ॥ ২০ ॥
তদা দানানি দেয়ানি ভূদানপ্রভৃতীন চ । পাপ-
ক্ষয়ার্থিভির্ভূতৈঃ স্বর্গাদিফলকাজ্জয়া ॥ ২১ ॥ তুলা-
পুরুষদন্তত্র সদাশিবপুরং ব্রজেৎ । হিরণ্যগর্ভদো
মর্ত্যো গর্ভবাসং ন চাশ্রুয়াৎ । গোসহস্রপ্রদো মর্ত্যঃ
সহস্রাক্ষপদং ব্রজেৎ । এবমাদীন দানানি কুত্वा
সম্যগ বিধানতঃ । মুচ্যতে সৰ্বপাপেভ্যঃ স নরঃ
সুখমেধতে ॥ ২৩ ॥ স্বন্দ উবাচ । প্রায়শো হি কলৌ

বলিয়াছিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার পুরুষোত্তম-
কেতুর রহস্যবিষয় বলুন! হে ভগবান শস্তো!
চরাচরমধ্যে কেহই যদ্বিষয় পরিত্যক্ত নহে, আপনি
সেই পরমোত্তমকেতুর বিষয় বিদিত হইলেন।
পিতঃ! মানব বহুবার তথায় গমন কারিয়াও
অক্সোপাঙ্গ-সম্বিত যে ফল লভ না হয়, এক
দিবসমাত্র তৎকেতু-সেবাতেই যাহাতে সেই
পূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, আপনি তদ্বিষয়
বলুন। কলিকালে কিরূপে জীবগণের সৰ্বপাপের
ক্ষয় হইবে? এই সময়ে প্রায় অখিল মানবই
প্রাকৃত পাপরাশি হেতু নিমিত্ত নানা প্রকারে দুঃখিত
থাকে, অতএব একবার মাত্র সংকৰ্ম্মানুষ্ঠানে
কিরূপে সুখী হইতে পারে বলুন। হে মহাদেব!
যাহা সমুদয় সংকারণের মধ্যে উত্তম, যাহার অনু-
ষ্ঠানমাত্রেই সর্ববিধ পাপের ক্ষয় হয়, এরূপ কোন
কৰ্ম্ম বলুন; কলে সৰ্বপাপক্ষয় বিষয়ে যাহা কিছু
উপায় আছে, নিশ্চিতরূপে আমার নিকট ব্যক্ত
করুন। স্বন্দেব বলিলেন, বৎস। যাহা স্বর্গ, অপবর্গ
ও সর্বকামফলপ্রদ এবং যাহা সর্বপ্রকার কল্যাণকর,
পরম-পুণ্যজনক ও দুঃখদুর্গবিনাশন, যাহা দ্বারা সুখ,
সৌভাগ্য, সম্পত্তি, ধনসম্পদ ও আয়ুর্ভুক্তি হয়, এবং
যদ্বারা সর্বপ্রকার পাপভয়ই বিদূরিত হইয়া থাকে,
আমি কর্তৃক হিরীকৃত এরূপ এক উপায় আছে
বলি ওন। মাঘমাসের অমাবস্তাতে যদি ব্যতী-

পাতযোগ হয়, তাহা হইলে উহা অর্দ্ধোদয় যোগ
জানিবে, উক্ত যোগ সহস্রসুখ্যগ্রহণের সমান; এই
যোগ, দিবাতাগেই প্রশস্ত, কদাচ রাজিকালে প্রশস্ত
নহে। উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগের তুল্য পুণ্যতম কাল
আর নাই। যাবৎকাল, সৰ্বপাপাপহারক অর্দ্ধোদয়
যোগ আগমন না করে, তাবৎকালই প্রভূত গুরুতর
পাপনিচয় তর্জন্যগর্জন করিয়া থাকে। কালকৃত যে
কিছু প্রাকৃতিক পাপনিচয়—এ যোগ তাহার অর্দ্ধেক
হরণ করে বলিয়া বুধগণ উহাকে অর্দ্ধোদয় যোগ
বলিয়া থাকে। ৭—১৮। মুনি ও দৈবতগণের প্রার্থ-
নায় উক্ত অর্দ্ধোদয় মহাযোগে মানবগণ পাপি ক্ষকার
হইতে মুক্ত ও বিমল-আত্মা হইয়া থাকে। মহাপুণ্য-
জনক অর্দ্ধোদয়যোগে সমস্ত জলই গঙ্গাজলের তুলা
এবং যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাই মেকদানের
সমান হইয়া থাকে। এই সময়ে পাপক্ষয়ার্থিনা
মানবগণের স্বর্গাদিফল-কামনায় ভূমিদান প্রভৃতি
বিবিধ বস্তু দান করা উচিত। উক্ত অর্দ্ধোদয় যোগে
যে ব্যক্তি, তুলাপুরুষ দান করে, সে নিচয় সদা-
শিবপুরে গমন করিয়া থাকে, এবং হিরণ্যগর্ভ দান
করিলে মানবকে কদাচ গর্ভবাস-ক্লেশ সহ করিতে
হয় না। ফল কথা, মানব তৎকালে সম্যক বিধানমু-
সারে ইত্যাদি দান করিলে সৰ্বপাপ হইতেই মুক্ত
হয় এবং চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে। স্বন্দ বলি-
লেন,—হে মহেশ্বর! কলিকালে মানবগণ প্রায়ই

মহাভাগ্য মহেশ্বর । অশক্ত ভূমিদানাদি
কৃত্যে কে কথং নরাঃ ২৪ । তুলাপুষ্কদানেন
ভূমিদানেন বৎ কলম্ । হিরণ্যগর্ভদানেন গোসহস্রেন
বৎ কলম্ ২৫ । এতেষাং পুণ্যকলদং সর্বদানক
শকর । অনায়াসেন যদ্যস্তি তদানং কথয়স্ব মে ২৬ ।
ঈশ্বর উবাচ । শৃণু বৎস মহাশুভং দানং তত্রাতি-
পুণ্যম্ । সর্বৈবাকৈব দানানাং বৎ পুণ্যকল-
দাকব । বক্ষ্যাম্যহং মহাদানং নৃণাং পাপভয়াপহম্ ২৭ ।
চতুঃষষ্টিপলং কাংস্তমস্ত্রং তত্র কারয়েৎ ।
চত্বারিংশপলং বাপি পলং বিংশতিমেব বা ২৮ ।
নিধায় পায়সং তত্র পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ । পদ্মস্ত
কর্ণিকাদ্বন্দ্ব কর্ণমাত্রং সুবর্ণকম্ ২৯ । তদভাবে হি
অর্কঃ বা তদর্কঃ বাপি প্রকিপেৎ । স্নাত্ব তত্র বিধা-
নেন যথাবিধ্যুক্তমার্গতঃ ৩০ । মন্ত্রোণেনে হে বৎস
জ্ঞানং কুর্যাদতন্ত্রিতঃ । সর্বসাধারণং মন্ত্রং গোপ-
নীয়ং পরং মম ৩১ । ওকারং কামবীজং বা
বিকারকং ততঃ পরম্ । পুষ্কবস্ত্র ততঃ পশ্চাৎসমো-
হন্তে প্রকল্পয়েৎ ৩২ । সর্বসিদ্ধিকরং পুণ্যং মোক্ষদং

মহাভাগ্য হয়, সুতরাং তাহারা ভূমিদানাদিতে
অসমর্থ, অতএব কিরূপে তাহারা মুক্ত হইবে
বলুন । হে শঙ্কর । তুলাপুষ্ক, ভূমি, হিরণ্যগর্ভ
বা সহস্র-গো-দানে যে কল, অনায়াসে শুৎসমুদয়
দানের কল পাওয়া যায়, যদি এমন কোন
অনায়াসসাধ্য দান থাকে ত আমায় বলুন ।
মহেশ্বর বহিলেন,—বৎস ! তবে শুন, যাহা দান
করিলে সর্বপ্রকার দানের কল হয় এবং যাহা
মানবগণের সর্বপ্রকার পাপভয়-বিনাশক ও পরম
পুণ্যপ্রদ, একপ এক মহাশুভতম দানের বিষয়
বলিতেছি । চতুঃষষ্টি বা চত্বারিংশ কিংবা বিংশতি
পলপরিমিত একটি কাংস্তপাত্র নির্মাণ করাইবে,
পরে তাহাতে পায়স রাখিয়া তত্পরি অষ্টদল পদ্ম
অঙ্কিত করিবে, তদনন্তর সেই পদ্মের কর্ণিকামধ্যে
কর্ণ-পরিমিত, তদভাবে অর্ককর্ণপরিমিত কিংবা
অশক্তি নিবন্ধন তাহারও অভাবে তাহার অর্ক-
পরিমিত সুবর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইবে; প্রাক্ত
কোন কার্যেই কোন মন্ত্রপাঠের আবশ্যক নাই ।
বৎস ! উক্ত কার্যের প্রথমে যথাবিধানে জ্ঞানান্তর
পুনরায় অতীত জাবে ‘ও বা ক্রৌং, বিকারপুষ্কবায়
নমঃ’ এই মন্ত্র পাঠ করত জ্ঞান করিবে । উক্ত মন্ত্র
সর্বকার্যেই পাঠ্য এবং উহা আমারও পরম
গোপনীয় বস্তু জানিবে । উহা সর্বসিদ্ধিকর, অতি

পাপনাশক । ওকারাং পরমং শুভং যোগিনাং
যোগাং শুভম্ ৩৩ । পিতৃগণে তর্পয়েদীমান্ জনা-
যতীর্থা যতঃ । ধৌতবাসা শুচির্ভূষা স্বর্ঘ্যার্য্য
নিবেদয়েৎ ২৪ । জয়ীময় নমস্কারঃ দেবৈঃ
দিবাকর । পুরা কৃতঞ্চ যৎ পুণ্যং তৎ পুণ্যকাকর
কুরু ৩৫ । কৃদ্বা তততুলৈঃ শুভৈঃ পদ্মমষ্টদলং
শুভম্ । অমৃতং স্থাপয়েত্তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবান্নকম্ ৩৬ ।
তেষাং জীতিকরার্থায় শ্বেতমাল্যৈঃ সুশোভনৈঃ ।
বহ্নাদিভিরলঙ্কৃত্য ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ৩৭ ।
সদবৃত্তায় সুশান্তায় বিধিতায় কুটুমিনে । পুপ-
গঠৈরলঙ্কৃত্য দেবমেতদ্রয়ীময়ম্ ৩৮ । সুবর্ণপায়সং
পাত্রং যস্মাদেতদ্রয়ীময়ম্ । আবয়োস্তারকং যস্মাদ্-
গৃহাণ হং দ্বিজোত্তম ৩৯ । দানেন্তীর্থেত্তপোভিচ
যৎ কৃতং স্কৃতং ময়া । তৎপুণ্যকলসংসিদ্ধিসুসম্পূর্ণং
তদন্ত মে ৪০ । ইদং দদ্বা মহাদানং ততঃ
সম্প্রার্থয়েদ্বিজম্ । মন্ত্রোণেনে গাজ্জয়ে সমাগেকাগ্র-
মানসঃ ৪১ । পুষ্টিমেধাবলারোগ্যসম্পদায়ব্যবর্জনম্ ।

পুণ্যজনক, মোক্ষপ্রদ, পাপনাশক, ও শুভদায়ক ।
অখিল পবিত্র বস্তুর মধ্যে উহা পরম পবিত্র এবং
যোগগণেরও যোগপ্রদ । অতঃপর সেই ধীমান
মানব, জল হইতে উঠিয়া সযত্নে পিতৃগণের তর্পণ
করিবে । তৎপরে ধৌতবস্ত্র পরিধানপূর্বক পবিত্র
হইয়া “হে জয়ীময় ! আপনাকে নমস্কার, হে দেব-
দেব দিবাকর ! আমার যে পুরাকৃত পুণ্য আছে,
তাহা অক্ষয় করিয়া দিন” এই মন্ত্রে স্বর্ঘ্যার্য্য দিবে ।
১১—৩৫ । তৎপরে পূর্বোক্ত কাংস্তপাত্রাদিতে পায়স
স্থাপনাদি করিয়া শুভ তুল দ্বারা একটি পাত্রে সুন্দর
একটি অষ্টদল পদ্ম রচনা করিবে, অনন্তর অমৃতস্বরূপ
পায়স-পূর্ণ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবান্নক সেই কাংস্তপাত্র স্থাপন
করিতে হইবে । পরে ভগবান্ হরিকে গজপুষ্পাদি
দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের
সন্তোষার্থ কোন সচ্চরিত্র শাস্ত্রভাব বিবিধ ও বহু-
পোষ্য ব্রাহ্মণকে সুন্দর শ্বেত মাল্য এবং বহ্নাদি দ্বারা
অলঙ্করণপূর্বক “হে দ্বিজোত্তম ! যে হেতু এই জয়ী-
ময় সুন্দরবর্ণ পায়সপূর্ণ পাত্র দাতা ~~ও গাজ্জয়ে~~
দিগের উভয়েরই নিস্তারক, সেই হেতু আপনি
ইহা গ্রহণ করুন । আমি দান, তীর্থসেবন ও
তপোহুষ্ঠান দ্বারা যে স্কৃত করিয়াছি, সেই পুণ্য-
কল আমার সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হউক” এই মন্ত্র পাঠ
করত, সেই মহাদান করিবে । হে গাজ্জয়ে ! তৎ-
পরে সমাগেকাগ্রচিহ্ন হইয়া সেই দ্বিজবরের নিকট

ত্রয়োমসৌ বিজঃ সাক্ষাৎ জাহি যে পুণ্যবর্ধনম্ । ৪২ ।
 সমাগিং কৃতং যেন তন্ত পুণ্যকলঃ শৃণু । ৪৩ ।
 সুবর্ণমণিরত্নাঢ্যাং পকাশংকোটিবিন্দিতাম্ । সমুদ্র-
 মেখলাং পৃথীং সমাগ্দ্দহা চ যৎকলম্ । তৎকলং
 লভতে মর্ত্যঃ কৃতা দানমমন্ত্রকম্ । ৪৪ । এবং যঃ
 কুরুতে দানমর্দ্ধোদয়মহাতিথৌ । সর্বান কামান-
 বাপ্নোতি কার্ত্তিকেয় ন সংশয়ঃ । ৪৫ । গোচর্মাত্র-
 ভূমিঃ বা দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ । তদভ্যাস যথাসক্ত্যা
 যো দদাতি বসুধরাম্ । স চক্রবর্তী ভবতি
 প্রাসাদয়ম বগুখ । ৪৬ । অর্দ্ধোদয়ে গাং বচস্ব-
 দোগ্ধীং সবৎসবস্ত্রাঞ্চ যথোক্তদক্ষিণাম্ । অলঙ্কৃতায়
 বিজপুঙ্কবায় দধেতি লোকঃ মম পাপমুক্তঃ । ৪৭ ।
 অধোগতিগতানন্তান বংশাহুদিষ্টা তুর্করান । তিল-
 পাত্রাদিদানাদৈত্যস্তাহুদ্ববতি সঙ্কটোৎ । ৪৮ ।
 অর্দ্ধোদয়ে ভূমি-সুবর্ণ-বসু-গো-ধাতুদাতা বিজ-
 পুঙ্কবায় । অজমিত্রহমনাময়ঃ মহীপতিঃ

“হে ব্রহ্মন। ব্রাহ্মণ সাক্ষাৎ ত্রয়োমস, অতএব আপনি
 বলুন, আমার যেন পুষ্টি, মেধা, বল, আবাগ্য,
 সম্পদ, আয়ুঃ ও পুণ্য বর্দ্ধিত হয়” এইরূপ প্রার্থনা-
 মন্ত্র পাঠে প্রার্থনা করিবে। বৎস। যে
 সম্যকরূপে এইরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাঁহার
 পুণ্যকল জবন কর। পকাশংকোটি-যোজন-
 বিন্দুতা, সুবর্ণ-মণিরত্নাদিপুর্ণা সমুদ্রমেখলা-পৃথিবীকে
 সমাগ্-বিধানে দান করিলে যে কল হয়, অমন্ত্রক
 ঐরূপ পয়স-পাত্র দানেও মানব তাদৃশ কল লাভ
 করিয়া থাকে। কার্ত্তিকেয়। অর্দ্ধোদয় মহাতিথিতে
 যে ব্যক্তি এইরূপ দান করে, সে নিঃসন্দেহে সর্বা-
 ভীষ্ট প্রাপ্ত হয়। যে মানব, অর্দ্ধোদয়যোগে গো-
 চর্ম-পরিমিত কিংবা তদভাবে যথাসক্তি ভূমি দান
 করিতে পারে, হে বগুখ। সে মর্দীয় প্রসাদে চক্র-
 বর্তী নৃপতি হইয়া থাকে। অর্দ্ধোদয়-কালে কোন
 বিজপুঙ্কবকে বহালঙ্কারাদি দ্বাৰা। অর্চনাপূর্বক
 যথোক্ত দক্ষিণার সহিত বহুতুলায়িনী সবৎসা ও
 সবস্ত্রা বেত্ন দান করিলে অশিল পাতক হইতে মুক্ত
 হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। ঐ সময়ে অধো-
 গতিপ্রাপ্ত তুর্করগণ অস্ত্রাস্ত্র বংশজগণের উদ্দেশে
 তিলপাত্রাদি দান করিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে
 সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে। অধিক কি
 কহিব, অর্দ্ধোদয়যোগে বিজপুঙ্ককে ভূমি, সুবর্ণ,
 গো ও ধাতু-দাতা মানব, অজমিত্র, ইন্দ্রব,
 ও মহীপতি লাভ করিয়া থাকে।

লভতে মন্ত্রম্ । ৪৯ । দানাত্তামি সর্বানি
 দদ্যাদর্দ্ধোদয়ে নরঃ । পিতৃহৃদিষ্ট যদন্তঃ তদকর-
 কলং লভেৎ । ৫০ । আকমর্দ্ধোদয়ে কুর্ষ্যৎ
 শিণ্ডদানঞ্চ তর্পণম্ । গয়ায়ামেব যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং
 লভতে নরঃ । ৫১ । যে কেচিৎ শুক্লতন্ত্রস্ত প্রেত-
 ভূতাঃ স্বকর্ম্মভিঃ । স্বর্গং তে যান্তি গাঙ্গেয়-তজ্জোদিষ্ট
 প্রদানতঃ । ৫২ । গঙ্গাসাগরয়োর্ধ্বো গঙ্গাযজুনয়ো-
 রুত্থা । দেবনদ্যাঞ্চ গঙ্গায়াং প্রভাসে পুঙ্করে তথা ।
 ৫৩ । বারানস্তাঞ্চ যৎপুণ্যং পুণ্যক্ষেত্রে তথৈব
 চ । দানমর্দ্ধোদয়ে দহা তৎপুণ্যং লভতে নরঃ । ৫৪ ।
 অর্দ্ধোদয়ে নরঃ শ্রাহা সর্বতীর্থকলং লভেৎ ।
 পুণ্যতীর্থজলে শ্রাহা নরো মোক্ষপদং ব্রজেৎ । ৫৫ ।
 এষ সাধাবণঃ প্রোক্তঃ সর্বত্র যোগ উত্তমঃ ।
 বিশেষন্তে প্রবক্ষ্যামি যৎপৃষ্টোহহং ত্রয়ানুর । ৫৬ ।
 কস্তাপ্যেতন্ন কথিতং পুরা যদেদগোপিতম্ ।
 অর্দ্ধোদয়ো যদা যোগো ভবেৎ জাহ নবোত্তমঃ । ৫৭ ।

৩৬—৪৯। মানব, অর্দ্ধোদয় দিনে উক্ত ভূম্যাদি ভিন্ন
 অস্ত্রাস্ত্র সর্বপ্রকার বস্ত্র ও দান করিবে। কারণ, ঐ
 সময়ে পিতৃগণ-উদ্দেশে যাহাই দান করা যায়, তাহাই
 অকয়-কলজনক হইয়া থাকে। অর্দ্ধোদয় কালে
 যে কোন স্থানেই শ্রাহ, শিণ্ডদান ও তর্পণ করা
 কর্তব্য, কারণ, তাহা হইলে মানব, গয়াক্ষেত্রে
 তত্তৎকার্য্য অল্পাধিক হইলে যে কল হয়, সেই কল-
 লাভ করিয়া থাকে। হে গাঙ্গেয়। ঐ দিনে পিতৃ-
 গণ-উদ্দেশে কোন বস্ত্র দান করিলে পিতৃগণের
 মধ্যে শুক্লতন্ত্রালী যে সকল ব্যক্তি স্বীয় কর্ম্মবশে
 প্রেত-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন
 কবে। গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান-মধ্যে, গঙ্গা
 ও যমুনার সঙ্গমস্থানে, দেবনদী গঙ্গার গর্ভে,
 প্রভাস ও পুঙ্করতীর্থে এবং বারানসীতে বা অস্ত্র
 পুণ্যক্ষেত্রে দান জন্ত যে কল হয়, অর্দ্ধোদয় যোগেও
 দান করিলে মানব তৎপুণ্য লাভ করে। মানব
 অর্দ্ধোদয়-দিনে যে কোন জলে স্নান করিয়াই সমুদয়
 তীর্থ-স্নানের কর্ম্ম লাভ করিয়া থাকে এবং পুণ্যতীর্থ-
 জলে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ মোক্ষপদ প্রাপ্ত
 হয়। হে অনঘ। এই যে যোগের বিষয় বলি-
 লাম, উহা সর্বত্রই সমান কলপ্রদ জানিবে; তন্মধ্যে
 ভূমি যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এক্ষণে সেই
 বিশেষ-বিষয় বলিতেছি। পূর্বে এ বিষয় আমি
 কাহাকেও বলি নাই, এবং ইহা বেদেও স্পষ্টভাবে
 অবস্থিত। ধনমানই হউক, আর দরিদ্রই হউক,

আচ্ছো বাপি দরিদ্রো বা বিতর্শাঠ্যক দীনতাম্ ।
সত্যায় স্বয়ংযুক্তো ভক্তিঃ শ্রীপুরুষোত্তমো ॥ ৫৮ ॥
কৃতা প্রবর্ত্তো গচ্ছৎ ক্বেত্রঃ শ্রীপুরুষোত্তমম্ ।
যন্ত সর্গীর্জনাদেব লীয়তে পাপসংকরঃ ॥ ৫৯ ॥
অর্জুনয়ো মহাযোগস্তৎক্বেত্রঃ পাবনোত্তমম্ । দারু-
ব্যাজঃ পরমব্রহ্ম জ্ঞানং তত্বেব সংস্থিতম্ ॥ ৬০ ॥ নাতঃ
পরভরো যোগো ময়া জ্ঞাতোহস্মি বৎসক ।
পুরাকল্পে হুয়ং যোগো যুগে তুর্যোহভবৎ কিল ॥
৬১ ॥ তদা পৃথীগতা লোকা দেবাঃ সংসিদ্ধয়স্তথা ।
পাতালহাস্চ ভুজগা সর্ব একত্র সংস্থিতাঃ ।
তত্বে ক্বেত্রবরং জগদ্রুদা তন্ত্যা চ সংযুতাঃ ॥ ৬২ ॥
তত্র স্নান্না জগন্নাথঃ দারুব্রহ্ম সনাতনম্ । দৃষ্ট্বা
সম্পূজয়ামান্দুর্দদানানি শক্তিতঃ ॥ ৬৩ ॥ তদেব
মত্যাঃ সঙ্গাতো যুগধন্বস্বকপধ্বক্ । আয়ুষোহস্তে
তু তে সর্বে পয়ঃ নিক্ষেপমাণুযুঃ ॥ ৬৪ ॥ যান যান্
কামান্ প্রার্থয়ন্তে মর্ত্যা দেবাশ্চ তত্র বৈ । তাংস্তান্

সচ্চরিত্র মানবের, উক্ত অর্জুনের মহাযোগ হইবে
জানিয়া বিতর্শাঠ্য ও দীনতা পরিত্যাগপূর্বক সানন্দ-
হৃদয়ে ভগবান্ পুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া
যত্নাতিশয় সহকারে পুরুষোত্তমকে গমন করা
কর্তব্য। উক্ত পুরুষোত্তমের নামসংকীর্ণনেই
পাপরাশি তিরোহিত হইয়া থাকে। তৎকালে
তথায় অর্জুনের মহাযোগ, পরম পাবন সেই ক্বেত্র
এবং দারু-ব্যাজ পরম ব্রহ্ম, মোক্ষসাধন এতৎকালেই
একত্র সম্মিলিত হইয়া থাকে। বৎস! অধিক কি
কহিব, আমি ত উক্ত অর্জুনের যোগের অপেক্ষা
আর শ্রেষ্ঠতর যোগের বিষয় পরিজ্ঞাত নই।
পূর্বকল্পে একবার কলিযুগে ঐ যোগ হইয়াছিল।
তৎকালে স্বর্গবাসী দেবতা ও সিদ্ধগণ এবং
পাতালবাসী ভুজগগণ প্রভৃতি সকলেই পৃথিবী-
তলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং একত্র মিলিত
হইয়া পরম ভক্তিসহকারে সানন্দে ঐ সর্বোত্তম
কে গমন করিয়াছিল। অনন্তর সকলেই
তথায় সিদ্ধজলে স্নান করিয়া লনাতন দারুব্রহ্ম
জগন্নাথ দেবকে দর্শনপূর্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা
ও দ্বিজগণকে যথাশক্তি দান করিয়াছিল। তৎকালে
সেই কলিযুগই সত্যযুগরূপ ধর্ম্মাধিত হওয়ায়
যেন সত্যযুগ হইয়াছিল। পরে আয়ুশেষ হইলে
তাঁহার সকলেই পরম নিক্ষেপ প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ
নাই। বৎস! কলুকথা, দেবতা ও মানব প্রভৃতি
সকলেই তৎকালে যে যে কলিই কামনা করে,

কামানবাপুযুর্দর্শিতামপি বৎসক ॥ ৬৬ ॥ এতৎকালে
সংযোগো দুর্লভো ভুবি পাশিনাম্ । যঃ প্রাপ্য
লভতে মুক্তিমাশ্রয়ানং বিনা নরঃ ॥ ৬৭ ॥ এতৎকালে
পরম পুত্র তে কথিতং ময়া । দশাবতারক্বেত্রঃ
মহাভাগ্যক শ্রুগোপিতম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে অর্জুনের যোগমহাভাগ্যকীর্ণনং নাম
চতুঃপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকন্দ উবাচ । পুরুষোত্তমসংজ্ঞৈব ক্বেত্রস্ত
কথিতা ইয়া । দশাবতারসংজ্ঞাস্ত কথমেতদ্বদাঙ্গসা ॥
১ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ । অব্যক্তরূপিণা বৎস
বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । যুগে যুগেহবতারা হি ক্রিয়ন্তে
লোকপালনাং ॥ ২ ॥ ধর্ম্মসংস্থাপনা বৎস নিত্যং
নারায়ণস্ত বৈ । স্বীকৃতাতঃ প্রভবতি রক্ষার্নৈ
ধর্ম্মশাশ্বিনঃ ॥ ৩ ॥ সংসারচক্রব্যুহস্ত অচিন্ত্যমহিমস্ত

তত্তৎকাল অতি দুর্লভ হইলেও নিঃসন্দেহ প্রাপ্ত
হইবে। বস্তুতঃ, ভূমণ্ডলে পুরুষোত্তম জিতয়ের যে
সম্মিলন, উহা পাশিগণের পক্ষে নিতান্তই দুর্লভ।
মানব, উক্তকালে আয়ুজ্ঞান ব্যতীতও
অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পুত্র! এই
আমি তোমায় পরম রহস্ত বিষয় কহিলাম, নিশ্চয়
জানিও—উক্ত দশাবতার ক্বেত্রের মহাভাগ্য সর্বত্র
শ্রুগোপিত আছে। ৫০—৬৭।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় ।

কন্দ বলিলেন,—পিতঃ! আপনি পূর্বে সেই
ক্বেত্রের ত পুরুষোত্তম নাম বলিয়াছেন, এক্ষণে
আবার কিজন্ত তাহার নাম দশ-অবতার-ক্বেত্র
বলিলেন? তদ্বিষয় ত্রায় আমায় বলুন। তৎ-
ব্রবণে মহাদেব বলিলেন,—বৎস! অব্যক্তরূপ
সর্বনিয়ন্তা ভগবান্ বিষ্ণু লোকপালনার্থ যুগে যুগে
অবতারমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। বৎস! ভগবান্
নারায়ণ, নিয়ত ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন বলিয়া স্বীকৃত
আছেন; এই হেতু ধর্ম্মরূপ মহারূপের রক্ষার্থ ই তিনি
প্রতিযুগে নামামূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন। পুত্র!
আহা হইতে এই সংসার-চক্রব্যুহ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,

বৈ। ৬ কো বেত্তি রূপং তদ্বিকোঃ পরমং পদমব্যয়ম্ ।
 ৪ । প্রধানপুরুষাভীভূতঃ স্তমসকবিবজ্জিতম্ ।
 নির্মলঃ নিকলঃ বিকোঃ স্বরূপং কেহিহুবধ্যতে ।
 প্রতীকভোহপি ভগবান্ যদা লোকসিস্থকথা । প্রকৃতিং
 স্বামধিতায় সত্তবেদৈ যুগে যুগে । ৬ । ব্রহ্মাদীন-
 বতারান স করোতি বহুধা বিভূঃ । আদ্যোহবতারো
 বেধান্ত দ্বিতীয়োহবন্ত পুত্রক । ৭ । তৃতীয়স্ত সনন্দাদ্যা
 গোতমাদ্যাশ্চতুর্থকঃ । ইন্দ্রাদ্যাঃ পঞ্চমস্তত্র ত্রয়-
 স্ত্রিংশচ্চ দেবতাঃ । ৮ । কিমত্র বহুনো ক্রম চণ্ডালাস্তঃ
 প্রপঞ্চকম্ । তন্ত্বেব বিকোঃ কপাণি নাত্তথা ত্বং
 বিচারয় । ৯ । তত্রাপি লোকরক্ষার্থং যেষবতাবাঃ
 কৃতাঃ পুরা । মৎস্তাদ্যা দিব্যরূপা বৈ পুবা তে
 কথিতা ময়া । ১০ । অত্র ক্ষেত্রববে বৎস তাংস্তান্
 প্রকুরতে বিভূঃ । এতচ্চি পরমং স্থানং দিব্যং
 ভৌমঞ্চ কথ্যতে । ১১ । মূলাবতনমেতচ্চি সৃষ্টি-
 পালনসংহতেঃ । অত্রাবতীর্ঘ্য ভগবান্ প্রযাত্যস্তত্র
 কার্যভূতঃ । ১২ । মিস্পাদ্য কৃতাঃ পৃথ্যা হি পুনবজ্জৈব

সেই অচিন্ত্যমহিম বিষ্ণুর অব্যয় পবন পদরূপ স্বরূপ
 কোন্ ব্যক্তি বিদিত আছে? বস্তুতঃ কেহই সেই
 প্রকৃতিপুরুষেরও অতীত, নিষ্ঠুর, নির্মল । স্তম
 বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত নন। বৎস। ভগবান্ বিষ্ণু
 এবজ্জুত হইলেও লোক-রক্ষার্থ স্বকীর্ণ প্রকাণ্ডবে
 আশ্রয় করত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং
 যৎকালে তাঁহার জগৎসৃজনে অভিলাষ হয়, তখনই
 সেই বিষ্ণু জগৎসৃষ্টি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি বহুপ্রকার
 অবতার-মূর্তি সৃজন করেন। পুত্র। বিধাতা
 তাঁহার আদ্য অবতার, আমি দ্বিতীয়, সনন্দাদি
 তৃতীয়, গোতমাদি চতুর্থ এবং ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ-
 কোটি দেবতা তাঁহার পঞ্চম অবতাব। এ বিষয়ে
 অধিক আর কি কহিব, কলে চণ্ডালাস্ত অখিল জগৎ-
 প্রপঞ্চই যে, সেই বিশ্বব্যাপক বিষ্ণুর স্বরূপ, তদ্বিষয়ে
 কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না। তন্মধ্যে লোক-রক্ষার্থ
 পূর্বে দিব্যরূপ মৎস্তাদি যে অবতাব-মূর্তি প্রকাশ
 করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই আমি তোমায় বলিয়াছি।

১৩ । নিম্নোক্তাংশে, উল্লিখিত সর্বোত্তম পুরুষো-
 ত্তমক্ষেত্রেই তত্ত্বৎ অবতারমূর্তি প্রকাশ কবিয়া-
 ছিলেন বলিয়া বৃধগণ উক্ত পরম স্থানকে ভৌম
 ও দিব্য বলিয়া থাকেন। ঐ স্থানই সৃষ্টিস্থিতি-
 পালনের মূলাবতন, ভগবান্ ঐ স্থানেই নানামূর্তিতে
 অবতীর্ণ হইয়া কার্যাবশতঃ অস্ত্র গমন করেন
 এবং জীবিতী সর্বদা কৃত্তব্য-কার্য সম্পাদনপুরুষ

তিষ্ঠতি। অতঃ পরোক্তাংশে দর্শনাত্মক যুক্তি
 কলম্ । ১৩ তৎকলং লভতে মর্ত্যো যুগ্মী পুরুষো-
 ত্তমম্ । দর্শাবতারসংজ্ঞাস্ত কথিতা পুত্র তে ময়া ।
 ১৪ । অস্ত্রচ্চ তে বদিষ্যামি ক্ষেত্রমাত্ম্যমুত্তমম্ ।
 পুরোদিতং ন কেনাপি জাতং বা যেন কেমচিৎ ।
 রহস্তং পরমং হেতুং লোকানুগ্রহণং মহৎ ।
 অনায়াসেনোদ্ধবণং পাপিণাং পাপকর্মণাম্ । ১৬ ।
 অনাদ্যবত্র সংসারে লোকানাং মর্ত্যবাসিনাম্ ।
 পাপানি সুবহুস্তেব পুণ্যকর্মণীয এব চ । ১৭ । যাবৎ
 কৃতং পাপমভিহুবিধং বিষয়েম্মুভিঃ । তত্র মধ্যে
 একমেব নিরায়ায়োপকরতে । ১৮ । অস্ত্রং সর্বং
 কূটরূপং তিষ্ঠত্যেব ক্রমাগতম্ । নরকান্তে পুন-
 র্যোনিং কুৎসিতাং যাতি মানবঃ । ১৯ । মর্ত্যো
 বাপি যদা পুত্র জায়তে হৃদিভিত্তো ভবেৎ ।
 দরিদ্রঃ কৃপণো রোগী ভবেদ্রক্ষপবায়ুর্ধ্বঃ । ২০ ।
 পাপানি চ পুনঃ কুর্যাদবশঃ পাপকর্মণঃ । পাপঃ

পাপেন ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন জায়তে । ২১ ।
 পুনরায় ঐ স্থানেই অবস্থিত থাকেন, একান্ত
 মৎস্তাদি দর্শাবতার দর্শনাদি করিলে যে ফল হয়,
 মানব কেবল পুরুষোত্তম দর্শনেই সেই ফল লাভ
 কবিয়া থাকে। পুত্র। যেহেতু পুরুষোত্তম-
 ক্ষেত্রেব দর্শাবতাবক্ষেত্র নাম হইয়াছে, এই আমি
 তদ্বিষয়ে তোমায় কহিলাম । ১—১৪ । বৎস। এক্ষণে
 উক্ত ক্ষেত্রের অপর মাত্ম্যবিষয় বলি শুন, পূর্বে
 ইহা কেহ কখন বলেনও নাই এবং কেহ জানেও
 নাই। ঐ পবন বহুস্ত বিষয়, সত্তত পাপাচারী
 পাপিষ্ঠাদিগের অনায়াসে নিস্তারপ্রদ বলিয়া লোক-
 গণেব অতীব অল্পগ্রহকর। এই অনাদি সংসারে
 মর্ত্যবাসী জনগণের পাতক অসাম, কিন্তু পুণ্য
 অতি অল্পই হইয়া থাকে। বিষয়-লোলুপ মানবগণ
 কাযিকাদি জীবন যাবৎ পাপ সঞ্চয় করে, তন্মধ্যে
 যে কোন একটি পাতকই নরকগমনের হেতু হইয়া
 থাকে এবং অপর সকলগুলি ক্রমাগত কুশান্তি
 হইয়া অবস্থিত থাকে, আনব পাপনিবন্ধন নরক-
 ভোগাবসানে পুনরায় কুৎসিত যোনিতে জন্মগ্রহণ
 কবে। পুত্র। যদি চ কোন পাতকী কোন গুচ
 ওভাদৃষ্টবশে মানবযোনিও প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সে
 দরিদ্র, কৃপণ, রোগী ও ধর্মপরাধীন হইয়া মান-
 বপ্রকারে সৃষ্টিত হইয়া থাকে। এবং সেই পাপা-
 চারী মানব পাপবীর হইয়া পুনরপি তৎকালেও
 নানাপ্রকার পাপ করে; কলে পাপ হেতু পাপ ও

পাপায়া কুরুতে পাপং পুণ্যায় পুণ্যমেব চ । পুণ্য-
মনোহপি চ ভবেৎ প্রসঙ্গাৎ কলুবান্ধনম্ ॥ ২২ ॥
যাবতোহপি নিমেষাং পাপমোক্তিবৃতিঃ কৃতম্ ।
তাবৎসংস্রাণি নিরয়ে হুংখভাগিনঃ ॥ ২৩ ॥ এবং
সংসারবদ্ধেহস্মিন্ প্রায়শঃ পাপকারিণঃ । কমন্তে
ন চ পাপানি প্রায়শ্চিত্তেন শোধিতুম্ ॥ ২৪ ॥ হুংখা-
সহো মর্ত্যালোকো নালং পাপস্ত শোধনে । দেহ-
ত্যাগঃ বিনাশুদ্বিন্ মহাপাতকেহস্ত বৈ ॥ ২৫ ॥
এবমালোক্য ভগবান্ কৃপালুঃ পাপকারিণঃ । ইদং
ক্ষেত্রং সমজ্ঞানো হুমূর্তিসদৃশঃ বিভূঃ ॥ ২৬ ॥ যুগ-
পৎ সৰ্বপাপানাং মহাপাতকসঙ্গিনাম্ । অপাত্র-
মলিনীকারি-পাপানাং ময়ি যো নরঃ ॥ ২৭ ॥ অনা-
য়াসেন সংশুদ্ধিমৌহতে পাপকৃত্তমঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্ত দশাবতার-
ক্ষেত্রানাং প্রসিদ্ধকারণবর্ণনং নাম পঞ্চ-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫ ॥

পুণ্য হেতু পুণ্যই হইতে থাকে ; এই নিমিত্তই যে
পাপায়া, সে কেবল পাপাচরণ এবং যে পুণ্যায়
সে কেবল পুণ্যায়ত্তানই করিয়া থাকে ; ইহাই
প্রাকৃতিক নিয়ম । অধিকন্তু পুণ্যায়ত্তানও প্রসঙ্গ-
ক্রমে পাপার্জন হয় । যাবৎ নিমেষ পরিমিত কাল
মানবগণ পাপাচরণ করে, তাবৎ পরিমিত সহস্রবর্ষ
কাল নরকমধ্যে অশেষ হুংখ ভোগ করিয়া থাকে ।
পাপকারী ব্যক্তিগণ প্রায়ই এইরূপে এই সংসার-
বন্ধনে জড়িত থাকে । প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপ-
নিচয়কে প্রকৃতরূপে সংশোধন করিতে পারা যায়
না । বলি, যে মানব হুংখ সহ্য করিতে অসমর্থ,
সে কখন পাপের শোধন করিতে পারে না । দেহ-
ত্যাগ ভিন্ন মহাপাতক আর কিছুতেই শুদ্ধি
নাই । বৎস ! বিভূ ভগবান্ হরি, প্রাকৃতিক
এইরূপ নিয়ম দেখিয়াই পাপাচারীদিগের প্রতি
কৃপাসরবশ হইয়া সৰ্বাগ্রেই হুমূর্তিস্বরূপ উক্ত পুরু-
ষোত্তমক্ষেত্রের স্ফটি করিয়াছেন । তিনি এইরূপ
মনে করিয়া স্ফটি করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি, যদীয়
দেহভূত ক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, সে পাপিষ্ঠ-
গণের অগ্রগণ্য হইলেও মহাপাতকের সহিত
অপাত্রিকরণাদি সৰ্বপ্রকার পাপ হইতেই অনায়াসে
যুগপৎ সমস্ত ত্যাগ করিতে পারিবে । ১৫-২৮ ।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষট্ পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ । শ্রদ্ধয়া ভক্তিমোগেন জ্ঞয়া
শাস্ত্রানিচয়ম্ । সঙ্কর্য গচ্ছেৎ তৎক্ষেত্রং ধ্যানম্
শ্রীপুরুষোত্তমম্ ॥ ১ ॥ দৃষ্টা প্রণম্য বিধিবৎ পূজা-
মিহা জগদ্বশম্ । ইতঃ প্রভৃতি জাতানাং জয়িনাং
সৰ্বকর্ষণম্ ॥ ২ ॥ অনন্তেষু সঙ্কিতানাং পাপানাং
গণনাযুগাম্ । যুগপৎকর্যকামোহহং স্বংপ্রসাদাৎ
নান্দিন ॥ ৩ ॥ অতেন দ্ব্যমর্চয়িত্যে তদাজাপয় মে
প্রভো । সন্তরেয়ঃ যথা পাপ-সমুদ্রং পরমেশ্বর ॥ ৪ ॥
অমুজানৌহি মাং দেব লোকান্ত্রগ্রহকারক । ইতি
সম্প্রার্থ্য দেবেশং সঙ্কর্য তত্ররাজকম্ ॥ ৫ ॥ গৃহী-
য়াৎ পুণ্যমাসে তু কার্ত্তিকে দেবসেবিতো । সৌর-
ভেয়পয়ঃশালিতোজনঃ পরমঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥ কুর্বাৎ
ত্রিসবনগ্রানমবহং সাগরাস্তসি । বেদজয়ন্ত যৎ সারং
পুরুষপ্রতিপাদকম্ ॥ ৭ ॥ পুরুষার্থৈকহেতুর্ঘৎ প্রেতঃ

ষট্ পঞ্চাশ অধ্যায় ।

মহাদেব বলিলেন,—বৎস ! শাস্ত্রার্থ-সিদ্ধান্ত
শ্রবণ করিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সঙ্কর্য পুরুষের
ভগবান্ পুরুষোত্তমকে মনোমধ্যে চিন্তা করিতে
করিতে সকলেরই সেই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন
করা উচিত । মানব তথায় গমনান্তে সেই জগদ্ব-
শরূপে অবলোকনপূর্বক যথাবিধানে পূজা ও প্রণাম
করিয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে ।—হে জনাধিন !
অদ্যাবধি আমার যতবার জন্ম হইয়াছে এবং সেই
সকল জন্মে যে, অনন্ত কার্য করিয়াছি, তৎসমুদয়
কার্যে আমার অগণিত পাতক সঙ্কিত হইয়াছে ;
আপনার প্রসাদে যুগপৎ তৎসমুদয়ের কর্যকামনায়
ত্রতায়ত্তান দ্বারা আপনাকে অর্চনা করিব মনে
কারিয়াছি ; প্রভো ! অতএব আমার অমুজ্ঞা দান
করুন । পরমেশ্বর ! আপনি ত অখিল লোকের
প্রতিই অমুগ্রহ করিয়া থাকেন ; অতএব হে দেব !
যাহাতে আমি পাপসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি,
আপনি তজ্জন্ত আদেশ করুন । দেবদেব জগন্নাথ
দেবের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া দেবসেবিত
পুণ্যতম কার্ত্তিকমাসে সঙ্কর্যপূর্বক পরম ত্রত গ্রহণ
করিবে এবং তদ্বিন হইতে প্রত্যহ গব্যায়ু ও
শালি-তুল্যমাত্র ভোজন করিবে ও সৰ্বদা পরম
শুচি থাকিবে । ১-৬ । পূজা । প্রতিদিন সাগর-
সলিলে ত্রিস্রা দান এবং যথা পুরুষপ্রতিপাদক ও

বেদবিদগণের:। পুরুষাখ্যঃ হি যৎসূক্তঃ সর্ব-
কর্মণামধুনম্ ॥ ৮ ॥ আরোহণমিচ্ছতো বিকুলোকঃ
নিঃশেষকারণম্। তজ্জপেৎ প্রত্যহং পুত্র পুষ্টিতঃ
মুক্তিহেতুনা ॥ ৯ ॥ নির্বাণকাক্ষ্যমন্ত্রেণ শিষ্যতুর্জ-
কেন চ। যৎসূক্তপেণ হরিমুখেণ পরিবর্ততে ॥ ১০ ॥
ঋতিশ্রুতিপুবাণেষু সিন্ধুমষ্টাক্ষরায়কম্। আদ্য-
স্তয়োঃপি জপেৎ সূক্তস্ত প্রতিমন্ত্রকম্ ॥ ১১ ॥ এব-
মষ্টোত্তরশতং প্রত্যহং সূক্তমুত্তমম্। জপেত্তদন্তে
চ পুনঃ পুরুষাখ্যঃ সমর্চয়েৎ ॥ ১২ ॥ যোডশৈকপ-
চাষ্টৈশ্চ বিস্তাঠাঃ ন কারয়েৎ। ঞ্চাপণ্যেন
কুর্বাণীত পাপী ভগবদর্চনম্ ॥ ১৩ ॥ অমৃতো লোক-
কর্তারঃ কঃ পাপশমনে ক্রমঃ। দয়ালুঃ সর্বলো-
কানাং সুহৃদ্বন্ধুঃ স এব হি ॥ ১৪ ॥ কর্তা হর্তা চ গোপ্তা
চ স এব পরমেশ্বরঃ। ভাবন্তু জগন্নাথঃ ত-
বৈ সম্পূজয়েচ্চ যঃ ॥ ১৫ ॥ কিমন্তকশ্রুতিস্তস্ত মুক্তি-
স্তস্ত করে হিতা। আশ্রয়ঙ্গকলাস্তস্ত ভৌমশর্গাদিকঃ
সুখম্ ॥ ১৬ ॥ তদগ্রে বহিঃ সংস্কৃত্য পায়সেন

বেদবিদগণের সারস্বত, বেদবিদগণের অগ্রগণ্য বিদ-
গণ যাহাকে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই পুরুষার্থ
চতুষ্টয়ের প্রধান কারণ বলিয়াছেন ও বিকুলোকে
আরোহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের যাহা পরম কলা স্ব,
সেই সর্বকলুষ-নাশন পুরুষসূক্তকে—মুখ্য-
বাসনার যাহা দ্বারা নির্বাণই কাক্ষণীয় হইয়া থাকে,
সেই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে পুষ্টিত করিয়া প্রত্যহ জপ
করিবে। ভগবান্ হরি উক্ত অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বর্ণ-
রূপেই মানবগণের মুখমধ্যে বিরাজ করিয়া থাকেন।
ঋতি, শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ঐ অষ্টাক্ষর
মন্ত্র পুরুষসূক্তের প্রত্যেক মন্ত্রেরই আদ্যন্তে জপ
করা কর্তব্য। প্রত্যহ এইরূপে অষ্টোত্তর শত-
সংখ্যক মন্ত্রোত্তম পুরুষসূক্ত পাঠ করিয়া পবে
যোডশ-উপচারে সেই পরমপুরুষ জগন্নাথদেবকে
অর্চনা করিবে। তাঁহার অর্চনা বিষয়ে কদাচ
বিস্তাঠ্য করিবে না, বস্তুতঃ পাপকর্ম্মার্থ পাপী
ব্যক্তির ঞ্চাপণ্যে ভগবানের অর্চনা করা উচিত।
কারণ, সেই লোককর্তা হরি তির পাপনাশনে
কোনই সময় নর-কন্যাই দয়াময়ই সকলের সুখ ও
সকলের বন্ধু। কল কথা, সেই পরমেশ্বরই অষ্টা,
মুক্তি ও সংহার-কর্তা, একান্ত ভাবন্তু সহকারে
যে ব্যক্তি সেই জগন্নাথদেবকে পূজা করে, তাহার
অপরাধ কর্ম্মনিচরে আর প্রয়োজন কি? মুক্তি
ও তাঁহার করতলস্থিত; পার্থিব ও স্বর্গবাসাদিজনিত

যজেক্ষরিম্। অষ্টাক্ষরমন্ত্রেণ অষ্টোত্তরসংখ্যকম্।
ততো দিনান্তে চ পুনর্নিত্যকর্ম্মাবসানতঃ। পুনঃ
সম্পূজয়েদেবঃ সূক্তেন পুরুষস্ত বৈ ॥ ১৬ ॥
নানোপহাটৈঃ পূর্বোক্তৈর্নৈবেদ্যং পায়সং দদেৎ।
ব্রতশনশ্চেতদেব তুলসীদলমিশ্রিতম্ ॥ ১৭ ॥ মৌনী
চ হৃদীলে সূক্তা চিন্তয়িত্বা জগদুত্তমম্। ভক্তিং
কুর্য়াদব্রাহ্মণেষু বৈকবেষু বিশেষতঃ ॥ ২০ ॥
জঙ্গমা মূর্ত্তিরূপেতে বিকোত্রক্ষস্বকপিণঃ। ন জাতু
মিধ্যা বচনং পরজোহাদিকস্তথা ॥ ২১ ॥ সর্বাশ্রমা
জগন্নাথে ভক্তিং কুর্য়াদ্ সুনিস্মিতাম্। যথাসক্ত্যা
পূজয়েচ্চ ত্রিণা ভদ্রয়া সহ ॥ ২২ ॥ ভক্তিলভ্যো
হি ভগবান্ স সदा ভক্তবৎসলঃ। সমারাধ্যঃ স
দেবো হি মমোৎপাদয়িতা হি সঃ ॥ ২৩ ॥ ব্রহ্মণো-
হপি পিতা বৎস ন ততঃ পবমস্তি বৈ। স এব
ভগবান্ লোকেহনেকঃ সম্পদ্যতে হরিঃ ॥ ২৪ ॥
নির্ভণোহপি গুণাসক্তঃ স্বচ্ছয়া সৃষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।

সুখ ত তাহার আশ্রয়ঙ্গিক কল। ৭—১৬। অনন্তর
জগন্নাথদেবের সম্মুখে অগ্নিসংস্কারপূর্বক ভগবান্
হরির ত্রীত্যর্থে অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র
পায়সাহতি প্রদান করিবে। তৎপরে দিনাব-
সানে পুনরায় নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্বক পুরুষ-
সূক্তমন্ত্রে পুনর্বার পূর্বোক্ত নানাবিধ উপহার
দ্রব্য দ্বারা ভগবান্কে সম্যক পূজা করিবে
এবং পায়সনৈবেদ্য দান করিবে। তুলসীদল-
মিশ্রিত উক্ত পায়স-প্রসাদই ব্রতকালের ভোজ্য।
অনন্তর, জগদুত্তম জগন্নাথদেবকে চিন্তা করিয়া
মৌনভাবে হৃদীলে শয়নপূর্বক নিশা অতিবাহিত
করিবে। ব্রাহ্মণ ও বৈকবগণের প্রতি সবিশেষ
ভক্তি করিবে, ব্রাহ্মণ ও বৈকবগণ ব্রহ্মরূপী বিষ্ণুর
জঙ্গম মূর্ত্তিরূপ। কদাচ মিথ্যাবাক্য বলিবে না
এবং পবেব অনিষ্ট চিন্তাদি করিবে না। সর্ব-
প্রকারে জগন্নাথদেবের প্রতি সুবিনয় ভক্তি এবং
বলদেব ও সূক্তদ্বার সহিত তাঁহাকে যথাসক্তি
অর্চনা করিবে। সতত ভক্তবৎসল সেই ভগ-
বান্কে কেবল ভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়, একান্ত
সেই দেববরকে সর্বদা সম্যক স্মারাদনা করা
কর্তব্য। বৎস! তিনিই আমার উৎপাদক এবং
ব্রহ্মারও পিতা; বস্তুতঃ সংসারে তাঁহা অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ বস্তু আর কিছুই নাই; একমাত্র সেই ভগবান্
হরিই জগতে নানারূপে বিরাজ করিতেছেন।
বৎস! সেই প্রভু, নির্ভণ হইলেও খীর ইচ্ছানুসারে

ব্রহ্মা তৎপ্রভবো বৎস কিম্বদন্তীমুচয়ীঃ ২৫ ।
তমেব শরণং প্রাপ্তা তপস্তপে চিরং মহৎ । ব্রহ্ম-
রূপী জগন্নাথস্ততঃ সাক্ষীভূত্ব হ ২৬ । তপ-
সোহস্তে জগাদ্ভেদং চতুশ্চক্ষুর্মুদারবীঃ । কিমর্থং
মৎপ্রস্থতোহপি মুচয়ঃ সমুপাগতঃ ২৭ । সাষ্টাঙ্গ-
পাতং প্রণয়মিদং বেধা ব্যজিগ্ৰহৎ । কুতো জাতঃ
কিমর্থং বা কিম্বদন্তীমিতি মে মহান । সংশয়োহভুজ্জগ-
ন্নাথ তদাজ্ঞাপয় মে প্রভো ২৮ । ততো নিখাসজঃ
বেদমুপদিষ্ট জগৎপ্রভুঃ । অন্তর্দধে চ সহসা দৃষ্ট-
মানোহপি বেধসা ২৯ । ততশ্চতুশ্চক্ষু বেদ-
সারং স মনসোহস্যজৎ । ময়া সৃষ্টমিদং সর্বং
ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ৩০ । নাস্তং ন মধ্যং বিদ্যো
ন যন্তাহং পিতামহঃ । আবয়ো রক্ষকো নিত্য-
মৈবধ্যাপ্যাক্ষকশ্চ সঃ ৩১ । তদাজ্ঞয়া তন্ত
ভয়াজ্জগদেতচ্চরাচরম্ । সমধ্যাদং যথাধর্ম্যং
বর্ততে স্বয়মেব হি ৩২ । প্রজাপতিস্বরূপেণ স
হি ধর্ম্যপ্রবর্তকঃ । কর্মণঃ কলদাতা হি কলভোক্তা

গুণাসক্ত হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন। ভগবান
ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হইয়া ও কিরূপে আমি
জন্মিলাম, আমার কর্তব্যই বা কি? এইরূপ হতবুদ্ধি
হইয়া তাঁহারই শরণ গ্রহণপূর্বক বহুকাল তৃষ্ণর
তপোমুষ্ঠান করেন। পরে ব্রহ্মরূপী জগন্নাথদেব
তপস্তাপ্তে ব্রহ্মাকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন, ব্রহ্মন!
তুমি আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াও কি নিমিত্ত মুচতা
প্রাপ্ত হইতেছ? তখন ব্রহ্মা, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে
প্রণিপাতপূর্বক কহিলেন,—হে প্রভো জগন্নাথ!
আমি কি হেতু কোথা হইতে জন্মিয়াছি এবং
আমাকে কোন কার্যই বা করিতে হইবে, এই
বিষয়ে আমার মহান সংশয় উপস্থিত হইয়াছে,
অতএব আমায় তদ্বিষয়ে আশ্রয় করুন। অনন্তর
জগৎপ্রভু হরি, ব্রহ্মাকে স্বীয় নিখাসজাত বেদ
উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার সমক্ষেই দেখিতে দেখিতে
সহসা অন্তর্ধান করিলেন। তৎপরে চতুরানন,
মন হইতে বেদসূত্র স্তোত্রাদি সৃজন করিলেন।
এই সমস্ত চতুর্বিধ ভূতগ্রাম আমাকর্তৃক সৃষ্ট হই-
য়াছে। ভগবান পিতামহ ও আমিও বাহার আদি,
মধ্য বা অন্ত পরিজাত নাই, সেই ভগবানই
আমাদের উত্তরের রক্ষক এবং তিনিই ঐশ্বর্য
দিয়া আমাদিগকে আশ্রয়িত করিয়াছেন। তাঁহা-
রই আশ্রয় ও তপে এই চরাচর জগৎ ধর্ম্যাদা-
বৃত্ত হইয়া ব্যাধি ধর্ম্যস্বাস্থ্যে অবস্থিতি করিতেছে।

স এব হি ৩৩ । তস্মিন প্রসরে সর্বাণি জায়ন্তে
সুখদানি বৈ । মদাদ্যা দেবতাঃ সর্বাভ্যুত্থাবাজা-
বশে স্থিতাঃ ৩৪ । তেনাস্তর্থায্যিণাজ্ঞাঃ কলদা
নাথ সংশয়ঃ ৩৫ । কিমত্র বহনোক্তেন বিষ্ণু-
কীটোহপি তদাজ্ঞয়া । বর্ততে মলসজ্জাতে মুচ্যতে
চ তদাজ্ঞয়া ৩৬ । এতস্তাব্যক্তরূপস্ত দীনানু-
গ্রহধর্ম্মিণঃ । ব্যক্ততাপরমূর্ত্তেষু রহস্তং স্থানমুত্তমম্ ।
ক্ষেত্রং তৎ পরমং সর্বমুক্তিক্ষেত্রোত্তমং ক্রবম্ ৩৭ ।
আদিষ্টং হি ময়াপোতৎ পুরারাদয়িতুঃ প্রভুম্ ।
ব্রতমেতৎ সর্বপাপদাবানলসমং মহৎ ৩৮ । চীর্ণং
পুরা ময়ৈতদ্বি মন্তঃ শ্রায়ভূবো মনুঃ । আচচার
ততোহগস্ত্যশ্চতুর্থোহদ্যাপি নাস্তি বৈ ৩৯ ।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্রূপকৃতমজীতীয়াধিকার-
বিধিকথনং নাম ষট্ঠপঞ্চশোহধ্যায়ঃ ৫৬ ।

তিনিই প্রজাপতিস্বরূপে ধর্ম্যপ্রবর্তক এবং তিনিই
কর্মের কলদাতা ও কলভোক্তা। তিনি প্রসন্ন
হইলেই সমুদয় সুখপ্রদ হয়। মদাদি সমুদায় দেব-
বৃন্দই তাঁহার আজ্ঞাধীন। আমরা সেই অন্তর্থায্যীর
আজ্ঞানুসারেই যে, কর্মকল দান করিয়া থাকি, এ
বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এ বিষয়ে অধিক
আর কি কহিব, কলে বিঠাকীটও তদীয়াজ্ঞায়
বিঠা-মধ্যে অবস্থিত থাকে এবং তাঁহারই আজ্ঞায়
যুক্ত হয়। বৎস! পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সেই ব্যক্ত-
ব্যক্তরূপী দীনানুগ্রহকারী ভগবানের অভ্যুত্তম
পরম স্থান জানিবে। উহা যে নিখিল মুক্তিক্ষেত্রের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অতি শুভ, তাহাতে আর সন্দেহ
করিও না। পূর্বে আমি তাঁহারই আদেশানুসারে
সেই প্রভুকে আরাধনা করিবার নিমিত্ত অধিল-
পাপরূপ মহারণ্যের দাবানলস্বরূপ উল্লিখিত মহৎ
ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং আমা হইতে
আদিষ্ট হইয়া শ্রায়ভূব মনু ও তৎপরে অগস্ত্য মুনি
ঐ ব্রত আচরণ করেন। বৎস! ~~অমরসি~~
অনুষ্ঠানকারী চতুর্থ ব্যক্তি কেহই হয় নাই। ১৭—৩৯।

ষট্ঠপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত। ৫৬।

সপ্তপঞ্চাশোধ্যায়ঃ ।

ঈশদেব উবাচ । ব্রহ্মপ্রহায় কথিতং বহুতং
ব্রতমুত্তমম্ । প্রতিষ্ঠাং মে কথয়তঃ শৃণু বৎসাব-
ধানতঃ । ১ । এবং মাসং ব্রতী নীহা নিরতো
ব্রতকর্মণি । কার্তিক্যাং নিত্যজাপান্তে পূজয়িত্বা
জগদ্বাক্তম্ । ২ । আচার্য্যং বরয়েৎ শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণবং
শাস্ত্রবিস্তমম্ । মুদ্রাকুণ্ডলবাসোভিচ্ছন্দনৈঃ শুভ-
মাল্যকৈঃ । ৩ । পূজয়িত্বা জগদ্রূপং তং হি
বিচিন্তয়েৎ । প্রার্থয়েৎ প্রাণলির্ভূত্বা ভগবদ্ভক্তি-
ভাবিতঃ । ৪ । ভূদেব ভগবদ্বিকোর্জস্বমাস্তন
মহামতে । পাপার্ণবনিমগ্নঃ মাং নিরাক্রম্যচেতসম্ ।
৫ । নানাদ্রুপরিধ্বস্তং জাহি মাং শবণাগতম্ ।
প্রতিষ্ঠাপ্য ব্রতব্রতদ্যথাবিধি বিদ্যাবরঃ । ৬ ।
প্রসাদ্য দেবদেবেশঃ শম্ভুচক্রগদাধরম্ । জ্যোতিঃ-
স্বরূপঞ্চ হরিং পবিত্রৈর্বিবিচোদিতৈঃ । সর্বপাপাপহঃ
স্বামী যথা মে ক্রীষতামিতি । ৭ । এবং ব্রত-
প্রার্থিতঃ স ব্রাহ্মণো ধ্যানতৎপরঃ । সুলক্ষণে

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ।

মহাদেব বলিলেন,—বৎস । তোমার প্রতি অল্প-
প্রহ প্রকাশার্থ ই ঐ শুভ্রতম উৎকৃষ্ট ব্রতের বিবরণ
কহিলাম । এক্ষণে উহার প্রতিষ্ঠা-বিধি বলিতেছি,
সাবধানে শ্রবণ কর । ব্রতনিরত ব্যক্তি, এইরূপে
একমাস কাল অতিবাহিত করিয়া কার্তিকী পৌর্ণ-
মাসীতে নিত্য জপান্তে জগদ্বাক্ত জগদ্রূপদেবকে
পূজা করিয়া বিকৃতভক্ত শাস্ত্রজ-প্রধান কোন বিজ-
বরকে মুদ্রা কুণ্ডল বস্ত্রবুগ্গ চন্দন ও সুগন্ধ মাল্যাদি
দ্বারা অর্চনাপূর্বক আচার্য্যরূপে বরণ করিবে এবং
ঈশাকে জগদ্রূপদেবরূপে চিন্তা করত কৃতাজলি
হইয়া ভগবতাক্তপূর্ণহৃদয়ে এইরূপ প্রার্থনা
করিবে । হে মহামতে ভূদেব । আপনি ভগবান্
বিক্রম জগদমদেহরূপ, অতএব হে বিদ্যাবর ।
সর্বপাপহারী সর্বস্বামী ভগবান্ বিষ্ণু, আমার
প্রতিভক্তরূপে প্রসন্ন হন, সেইরূপে যথাবিধি পবিত্র
উপহারাদি দানে সেই জ্যোতির্ময় শম্ভুচক্র-গদাধর
দেবদেবাবিগতি ভগবান্ হরিকে প্রসন্ন করত
আমার ব্রত যথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া পাপার্ণব-নিমগ্ন
নামাঙ্কয়ে নিশ্চিহ্নিত নিরাক্রম অচেতনপ্রায় ও
সর্বপাপহীনে আমাকে পরিজ্ঞান করুন । আচার্য্য
ব্রত-প্রতিষ্ঠা এইরূপ প্রার্থনা হইয়া ভগ-

হতকৃত্যে বিধিবৎসংকতে ততঃ । ৮ । বৈষ্ণবাবিঃ
সমাধায় প্রতিষ্ঠাবিধিচোদিতম্ । পূজয়িত্বা ব্রহ্মবাহ-
রূপনারায়ণং প্রভুম্ । ৯ । উপচারৈঃ বোদ্ধশক্তিঃ
স্বকেন পুরুষস্ত চ । পলাশ-সমিধা বহুর্হো সৌরভেয়-
হবিস্তথা । ১০ । পায়সস্ত মধুবিবির্ম্মিতস্ত পৃথক্
পৃথক্ । পঞ্চ পঞ্চ সহস্রাণি তথা কুকুতিলানপি । ১১ ।
জুহুয়াৎ প্রণবাদ্যস্তং স্বাহাভ্যেন সমুচ্চরন্ । অষ্টাক-
বেণ মন্ত্রেণ সাক্ষান্নারায়ণাস্তনা । ১২ । ঋষিগতিঃ
সন্নিভা ময়ী ব্রীতিভিত্তিকা সহ । বসোধারী
পাঠ্যং বৈ পুরুষায়ৈবৈকবৈঃ । ১৩ । স্বকৈঃ
সুচিবর্ণাভৈর্ভজমানঃ কৃতাজলিঃ । ভবীত পুরুষাখ্যেণ
পুরুষঃ জাতবেদসম্ । ১৪ । দেবদেব জগদ্রূপ
সংসারার্ণবভাবক । জাহি মাং ঘোরদুর্বারপাপপাথো-
ধিপাতিতম্ । ১৫ । ভমেব মাং সমুদ্রকুমুদীশিবে দীন-
তারক । অপ্রমেয়ঃ ভোক্তা মাং বিধেহি সুবাক-
কম্ । ১৬ । ভদ্রেখঃ প্রজলস্তঞ্চ নাবায়ণমনাময়ম্ ।
সপ্ত প্রদাক্ষীকৃত্য দণ্ডবৎ প্রণমেৎ কিতৌ । ১৭ ।
পুষ্পাঞ্জলীন্ কিপেদহুর্হো বোভশেন তু বোভশ ।

বানেব ধ্যান করত হস্তপরিমিত সুলক্ষণযুক্ত কুণ্ডের
যথাবিধানে সংস্কারান্তে প্রতিষ্ঠাবিধি-অনুসারে তচ্-
পবি বৈষ্ণবাবিঃ স্থাপনপূর্বক পুরুষস্বক মন্ত্রে
যোভশোপচার দ্বারা অগ্নিরূপী প্রভু নারায়ণকে পূজা
করিবে । ১—৯ । পরে আদ্যন্তে প্রণবগুণিত ও
সর্বশেষে স্বাহান্ত সাক্ষান্নারায়ণরূপ অষ্টাকর মন্ত্র
পাঠ দ্বারা অগ্নিতে প্রত্যেক পঞ্চসহস্রসংখ্যক পলাশ
সমিধের সহিত, গব্যস্থতমিশ্রিত পায়স ও কুকুতিল
আর্হতিদিবে । অনন্তর যজমান, ব্রহ্মা ও ব্রতী ঋষিগ-
ণের সহিত স্বাহাতে অক্ষরসকল সুমধুর ও সুশীট-
রূপে উচ্চারিত হয়, একপভাবে পৌকষ, আয়েয় ও
বৈকব স্তব্ধনিচয় পাঠ দ্বারা বসুধারা পাতিত করিয়া
কৃতাজলিপুটে পুরুষস্বক পাঠে অগ্নিরূপী পরম পুরু-
ষকে স্তব করিবে এবং “হে দেবদেব জগদ্রূপ ! হে
সংসারার্ণবভারক । আমি দুর্বার পাপরূপ ভীষণ
জলাধিতে পতিত হইলাম, আমার জ্ঞান করুন । হে
দীনতারক । একমাত্র আপনি আমাকে উদ্ধার
করিতে সমর্থ, অতএব হে অপ্রমেয় কৃপাসিদ্ধো ।
আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধর্ম্মান্না করুন ।” এইরূপ
প্রার্থনাময় ভক্তিবাদ করিয়া অনাময় নারায়ণরূপ
প্রজলিত অগ্নিকে সপ্তবার প্রদাক্ষিপূর্বক কিতিতলে
দণ্ডবৎ প্রণম্য করিবে । পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক আপ-
দ্বারা অগ্নিতে যোভশ পুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্বক আপ-

সর্বপাপবিমুক্তং হি তদাত্মানং বিচিহ্নয়েৎ । ১৮ ।
পূর্ণাহুতিং ততো দত্ত্বা শেবকর্ষ্য সমাপয়েৎ । পুরাণং
বৈকুণ্ঠং বিষ্ণোর্বাক্যেনাগ্রতঃ শুচিঃ ॥ ১৯ ॥ যুহুংসাম বাম-
দেব্যং সামগাথাস্তরস্তথা । বৈরাজং সাম গায়েত ত্রি-
মুপর্ণং মধুপুষ্কলম্ ॥ ২০ ॥ ত্রিগাচিকৈতঞ্চ তথা গায়তো-
দাস্তপুষ্কলম্ (১) ॥ ২১ ॥ অষ্টৈশ্চ ভূতিগীতাদৈঃ
ঋতৌশ্চনিবদাদিভিঃ । শ্রীণয়ন জগতামীশং
নম্রোজ্যাক্ষিঃ মুদাষিতঃ ॥ ২২ ॥ ততঃ প্রভাতে তে
সর্কে যজমানপুংসরাঃ । আগ্নাব্য তীর্থরাজাস্তো
গয়া চ বটমূলকম্ । তং পূজয়িত্বা ভগবদ্ভূপং
কল্পবটং স্মৃত ॥ ২৩ ॥ বৈনতেয়ং পূজয়িত্বা গচ্ছেদ-
ভগবদস্তিকম্ । সর্বপাপতমোহর্কেণ স্মৃক্তেন
পুরুষস্ত বৈ ॥ ২৪ ॥ তং পূজয়িত্বা বিধিবদাক্রবন্ধ-
স্বরূপিনম্ । প্রার্থয়েৎ প্রাজ্ঞনির্ভূত্বা যতমানঃ শুচি-
ব্রতঃ ॥ ২৫ ॥ দেব হৃদজ্জ্বলনিনে পতিতঃ জাহি
মাং প্রভো । তস্মিন ত্রিপাপপাথোধৌ নিমগ্নং হত-

নাকে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত বলিয়া চিন্তা করিবে ।
অতঃপর পূর্ণাহুতি দিয়া অবশিষ্ট কৰ্ম্ম সমাপন
করিবে । অনন্তর পবিত্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর
সম্মুখে অবস্থান করিয়া বিষ্ণুমাহাত্ম্যপূর্ণ পুরাণপাঠ
করিবে এবং বৃহৎ সাম, বামদেব্য, সাম গাথাস্তর ও
বৈরাজ নামক সামবেদ উদাত্তাদি স্বরভরপূর্ণ সুমধুর
স্বরে গান করিবে । অপিচ, উদাত্ত স্বরে ত্রিগা-
চিকৈত নামক সামও গান করা কর্তব্য । এইরূপ,
অষ্টাশ্চ ভূতিগীতাদি এবং ঋতি ও উপনিষদাদি
পাঠ দ্বারা অখিল জগতে ঈশ্বর জগন্নাথ দেবকে
শ্রীত করত সানন্দে রাজি অতিবাহিত করিবে ।
অতঃপর, প্রভাতকালে যজমানপুংসর সেই সমুদয়
ব্রতিগণই তীর্থরাজ-জলে অবগাহন করিবে । হে
স্মৃত ! পরে সেই পবিত্রব্রতাবলম্বী যজমান বট-
মূলে গমনপূর্বক ভগবদ্ভূপী সেই কল্পবট ও তদুভয়
গুরুত্বকে পূজা করিয়া ভগবানের নিকট গমন
করিবে । অনন্তর সেই দাক্ষদ্রক্ষরূপী ভগবান্কে
অখিল পাপরূপ অঙ্ককার-বিনাশে ভাস্করস্বরূপ
পুরুষস্বরূপ দ্বারা বিধিবৎ পূজা করিয়া কৃতাজলি
হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে । ১০--২৫ । হে
দেব ! আমি ভবদীয় পাদশয্যে পতিত, আমার
পরিজ্ঞাপ করুন । প্রভো ! আমি ভয়ঙ্কর ত্রিপাপ-

(১) পুরুষস্ব ইতি পাঠঃ আদর্শপুস্তকে সিপি-
আমাকে বুঝাইতে ।

চেতসম্ ॥ ২৬ ॥ উৎকর্য জগন্নাথ দীনোদ্ধরণতৎপর ।
স্বংপ্রসাদাৎ ব্রতং নাথ পুষ্কলং মেহংসংশয়ম্ ॥ ২৭ ॥
যথাহং নির্মলো দেব হৃদজ্জ্বলনিনিন্দিতিকে ।
বিশোকো নিবসামীশ তৎকুরুষ জগৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥
ততঃ প্রদক্ষিণং কুর্যাৎ বিষ্ণৌর্নামসহস্রকম্ । জপন
স্বকৃতং পৌরুষঞ্চ প্রণমেদেবমগ্রতঃ ॥ ২৯ ॥ হিরণ্য-
গর্ভেতি জপন দ্বাদশাক্ষরগর্ভিতম্ । ততো পুষ্ক-
লসমাগম্য বহিকুণ্ডসমীপতঃ ॥ ৩০ ॥ পুনঃ প্রজ্ঞাল্য
দেবেশং পূজয়েজ্জাতবেদসি । পূর্ববহুপচারৈশ্চ
প্রণম্য চ বিসজ্জয়েৎ ॥ ৩১ ॥ আচার্যায় ততো
দদ্যাদক্ষিণাং গাং পরাশ্রিনীম্ । সবৎসাং লক্ষণে-
পেতাং দক্ষিণাং স্বর্ণভূষণৈঃ ॥ ৩২ ॥ বাসোযুগ্মং
সহাধ্যঞ্চ ধাত্ত্বা কনকমেব চ । মধুপূর্ণং কাংস্ত-
পাত্রং তাম্রপাত্রং স্তুতাষিতম্ ॥ ৩৩ ॥ তৈলপাত্র-
পয়ঃপাত্রং দধিপাত্রঞ্চ কাংস্ততঃ । ব্রাহ্মণেভ্যস্ততো
দদ্যাদযথাপ্রীতিং সদক্ষিণম্ ॥ ৩৪ ॥ যুগ্মং দদ্যাৎ
যোডশং বৈ ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ ভক্তিতঃ । ভোজয়েৎ
পায়সৈবিপ্রান্ পুজিতান্ গন্ধমাল্যকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ জনধিজলে নিমগ্ন ও হতচেতন হইয়াছি, অত-
এব হে দীনোদ্ধরণতৎপর ! হে জগন্নাথ ! আমাকে
সেই সাগর হইতে উদ্ধার করুন । নাথ ! আপ-
নার প্রসাদে আমার ব্রত যেন অসংশয়রূপে সফল
হয় । হে দেব ! হে জগৎপ্রভো ! যাহাতে আমি
নির্মলাত্মা ও শোকশূন্য হইয়া ভবদীয় চরণাবিন্দ-
সন্নিধানে বাস করিতে পারি, তাহাই করুন ।
২৬--২৮ । অনন্তর, বিষ্ণুর সহস্রনাম ও পুরুষস্বরূপ
পাঠ করিতে করিতে ভগবান্কে প্রদক্ষিণ এবং
দ্বাদশাক্ষরগর্ভিত হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি পাঠ করত
প্রণাম করিবে । তৎপরে স্বগৃহে সমাগত হইয়া
অগ্নিকুণ্ডসমীপে উপবেশনপূর্বক পুনরায় অগ্নিকে
প্রজ্ঞালিত করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে দেবদেবকে পূর্ববৎ
উপচার দ্বারা পূজা ও প্রণামপূর্বক বিসর্জন
করিবে । ২৯--৩১ । অনন্তর, আচার্যকে স্বর্ণভূষণ-
ভূষিতা সুলক্ষণা সবৎসা পরাশ্রিনী বৈষ্ণ-
বযুগ্ম, ধাত্ত, কনক, মধুপূর্ণকাংস্তপাত্র, স্তুত-
পূর্ণ তাম্রপাত্র এবং কাংস্তনির্মিত তৈলপাত্র,
পয়ঃপাত্র ও দধিপাত্র দক্ষিণা দিবে । অপরায়ণ
জাতী ব্রাহ্মণদিগকেও যথাপ্রীতি সদক্ষিণ বহু-
পাত্রাদি এবং বোজনস্বতঃসমিতি বহুযুগ্ম ভক্তিতাবে
দান করিবে । ঐ দিনে বহুল বিজ্ঞপ্তিকে গন্ধমাল্যাদি

ভেদেওঁষি দদ্যাধিবিবদ্যখাশক্তা ৫ দক্ষিণাম্ ।
 পূজ্যেষ্ঠদেবতাঃ সম্যগ্ বন্দ্যেষ্ঠগবন্ধিয়া ৬৬ ।
 দীনানাথবিপন্নভ্যো দদ্যাদন্নং দদ্যধিতঃ । স্তম্ভং
 দিনান্তে তুহীত ইষ্টৈঃ শিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ ৬৭ ।
 এবং ব্রতং সমাখ্যাতং পুত্র বিদ্যাতিশোভিতম্ ।
 নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ সৰ্বপাপাপনোদনম্ ৬৮ ।
 প্রায়শ্চিত্তং ব্রতং বাপি সৰ্বপাপাপনোদনম্ । ন
 চোদয়ঃ কাপি শাস্ত্রে তদত্র পরিমিতিতম্ * । অনাদি-
 জন্মসমুত্তং পাপার্ণবমহাতপম্ । তত্ত্বং নাত্তং
 যগুখাস্তি ব্রতানাং মম কৰ্ম্ম বৈ ৬৯ । অনেন
 বিধিনা কুর্যাদব্রতমেতৎ সুহৃৎভম্ । যথা যথা
 শক্তিরত্র সিদ্ধিস্তস্য তথা তথা (১) ৬৯ । (২)
 মুনয় উচুঃ । ভগবান্ জৈমিনে সৰ্বং বেদ-
 বেদান্তপারগ । বদন্তুগ্রহতোহস্মাভির্বাহাশ্রয়ং জগ-

দ্বারা অর্চনা করিয়া পায়স ভোজন করাইবে এবং
 তাহাদিগকেও সামর্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা
 দিবে । অতীষ্ট দেবীদিগকেও সম্যক পূজা করিয়া
 ভগবদ্বোধে বন্দনা এবং দীন, অনাথ ও বিপন্ন-
 দিগকে সদয়চিত্তে অন্নদান করিতে হইবে । তৎ-
 পরে দিনান্তে প্রিয় ও সাধুশীল বন্ধুগণের সহিত স্নান
 ভোজন করিবে । পুত্র! যৎকথিত এই ব্রত,
 অতীব কল্যাণকর জানিও; বস্ততঃ ইহাপেক্ষা সৰ্ব-
 পাপ-নাশক উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই । কোন
 শাস্ত্রেই এমত কোন প্রায়শ্চিত্ত বা ব্রত উক্ত হয় নাই
 যদ্বারা সৰ্ববিধ পাপ বিলীন হইতে পারে; তজ্জন্তই
 এই স্থানে আমি এই ব্রতের বিষয় কহিলাম ।
 হে বভানন! আমার পরিজ্ঞাত যাবতীয় ব্রতের
 মধ্যে এমত অপর কোন ব্রতকর্ম্মই নাই, যদ্বারা
 অনাদিজন্মসমুত্ত মহাসম্ভাপপ্রদ পাপার্ণব হইতে
 উত্তীর্ণ হওয়া যায় । বৎস! মহন্ত এই
 বিধি অনুসারেই সকলেই এই সুহৃৎভ
 ব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । ইহার অনুষ্ঠানে
 যাহার যেরূপ শক্তি, সিদ্ধিও তাহার সেইরূপ
 হইবে । মুনিগণ কহিলেন,—হে ভগবন্ জৈমিনি !

* আদর্শপুস্তকে নচেদিতমিত্যত্র লিপিক্রমাৎ
 “ন চোদয়ঃ” ইতি ভ্রান্তমিতি মতে ।

(১) বহুবিধাঃ শাস্ত্রান্যন্তেভ্যো প্রোহো যুধী
 যুক্তিগতকে ন লভ্যতে ।

(২) অতীষ্ট প্রায়শ্চিত্তঃ পুত্রকামসমস্তা ।

দীপিতুঃ ৭২ । কেন্দ্ররাজস্ব তষ্টেব যাজ্ঞানং চৈব
 সৰ্বশঃ । ভগবতোজনোচ্ছিষ্ট-প্রাণাদিকলং তথা ।
 ৭৩ । ইন্দ্রহাসস্ব রাক্ষো বৈ কৃষ্ণাস্তমতিদুর্গতম্ ।
 নীলমাধবরূপস্ত দাক্ষত্বেপ্রকাশনম্ ৭৪ । স্ততঃ
 হৃদনাত্তোজাফলিতং তদযথাবিধি । ইদানীং
 শ্রোতুমিচ্ছামস্ততো হি বদতাংবর ৭৫ । সৰ্বং
 বিস্তরতো ব্রহ্মন্ বয়ং সৰ্বে মুদাধিতাঃ । পুরাণ-
 শ্রবণৈশ্চবুযুক্তং কলমেব তৎ ৭৬ । কো বা তস্মৈ
 বিধিষ্টেব কেন বা স্মাধু সাক্ষকম্ । অস্মাসু
 চেন্দ্রক্লেশো যথাবদবজ্রমহসি ৭৭ । জৈমিনি-
 কবাচ । সাধু সাধু মুনিশ্রেষ্ঠা যৎপৃষ্টং পরয়া মুদা । তত্র
 মে প্রীতিরতুলা জাতা রোমাঞ্চকারিণী ৭৮ । তৎ
 সৰ্বং প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সাবধানতঃ ৭৯ । পুরাণ-
 শ্রবণরম্ভে যথা বিভবমান্বনঃ । আদৌ সঙ্কল্য
 বিধিবদব্রাহ্মণং শুদ্ধবংশজম্ ৮০ । অবজ্রাবয়বং
 শান্তং স্বশাখং স্বপুরোধনম্ । সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজং

হে বেদবেদান্তপারগ! আমরা আপনার অনুগ্রহে
 ভবদীয় মুখকমল-বিনির্গত জগদীশ্বর জগন্নাথ-
 দেবের, শ্রীক্ষেত্রের ও ভগবানের যাজ্ঞানিচয়ের
 মাহাত্ম্য, তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজনাতির কল,
 রাজবর ইন্দ্রহাস্যের সুহৃৎভ ইতিবৃত্ত, নীল-
 মাধবরূপ ও দাক্ষত্বে প্রকাশ ইত্যাদি বিষয়
 যথাবিধি শ্রবণ করিয়াছি । হে বদতাংবর! এক্ষণে
 আমরা সকলে সানন্দচিত্তে আপনার মুখে পুরাণ
 শ্রবণের কল শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; অত-
 এব হে ব্রহ্মন্! আপনি তদ্বিষয় বিস্তাররূপে ব্যক্ত
 করুন । ৭২—৭৬ । বলুন, পুরাণ শ্রবণের বিধানই বা
 কি প্রকার এবং কি প্রকারেই বা তাহা সৰ্বাঙ্গ-
 সুন্দর হয়? যদি আমাদের প্রতি আপনার
 দয়া থাকে, তবে এই সমুদয় বিষয় যথাবৎ বর্ণন
 করুন । জৈমিনি বলিলেন, মুনিবরগণ! সাধু সাধু
 আপনারা পরম আনন্দসহকারে যে বিষয় জিজ্ঞাসা
 করিয়াছেন, তদ্বিষয় ব্যক্ত করিতে আমারও এরূপ
 প্রীতি জন্মিয়াছে যে, তাহাতে সৰ্বজ রোমাঞ্চিত
 হইতেছে । অতএব তদ্বিষয় সমুদায় বলিতেছি,
 একমনে শ্রবণ করুন । পুরাণ-শ্রবণের প্রারম্ভে
 অগ্রে যথাবিধি সঙ্কল্য করিয়া যাহার কোন অঙ্গই
 বিকৃত নহে, যাহার পতাক শান্ত এবং যাহার সবল
 শাস্ত্রার্থবিবরণে অভিজ্ঞতা আছে, বিধি অনুসারে

ভূষণৈরতিশোভনৈঃ ॥ ৫১ ॥ বস্ত্রচন্দনমালাদ্যৈ-
বৃণ্যং পাঠসংকতো । কৃতান্তলিপুটো ভূতাত্ত-
সম্প্রার্থয়েদ্বিজম্ ॥ ৫২ ॥ অং বিষ্ণুবিষ্ণুরেব অং
ন তু ভেদঃ কদাচন । নির্বিয়ং মে ভবত্বেব অং-
প্রসাদাং প্রসাদ চ ॥ ৫৩ ॥ ততো বৃত্তং ব্রাহ্মণঞ্চ
বহুমূল্যাসনে শুভে । বাসয়িত্বা চ তন্ত্ৰৈব গলে
মালাং বিনিষ্কিপেৎ ॥ ৫৪ ॥ মন্তকে পুষ্পগর্ভঞ্চ
চন্দনৈরনুলেয়েৎ । যন্ত্ৰাং তন্ত্ৰিংশ্চ সময়ে বিপ্রো
বাসসমো মতঃ ॥ ৫৫ ॥ তেনৈব ব্রাহ্মণেনৈব পুস্তকে
বিষ্ণুরূপকে । কারয়েদ্যাসপূজাঞ্চ ত্রীখণ্ডাণ্ডরু-
পুষ্পকৈঃ ॥ ৫৬ ॥ নানোপচারৈ রুচিরৈর্ভক্ষ্য-
ভোজ্যাদিকৈরপি । ভক্ত্যা চাসনদানাদিবিধিঃ
কার্যো দিনে দিনে ॥ ৫৭ ॥ সাম্প্রতং কথ্যামোবং
শ্রীতঃ শ্রোতুলক্ষণম্ । গতানুগতিকানাঞ্চ
নিবাসার্থং তথা দ্বিজাঃ ॥ ৫৮ ॥ আসনানি
যথাযোগ্যং রচয়িত্বা স্বয়ং তথা । শুভা-
সনান্তরস্থো হি ভবেৎকর্তৃমানসঃ ॥ ৫৯ ॥ অথবা
সংক্ৰান্তে দেশে সর্বৈঃ সহ বসেদুবি । ব্যাসস্তাগ্রে

নিবসতিরাসনে নোচিতেনি ৫ ॥ ৬০ ॥ কৃতান্তানো যুদা
যুক্তো ধারয়ন্ শুক্লাবাসী । আচাৰ্য্যঃ শঙ্খচক্রাদি-
তিলকাধিতবিগ্রহঃ ॥ ৬১ ॥ মনসা ভাবয়েদ্বিষ্ণু-
বিশ্বাসং কারয়েদভ্ৰমম্ । পুরাণে ব্রাহ্মণে চৈব
দেবে চ মন্ত্রকর্মণি ॥ ৬২ ॥ তীর্থে বৃদ্ধস্ত বচনে বিশ্বাসঃ
কলদায়কঃ । অতো মুনিবরাঃ সর্বং পুণ্যং বিশ্বাস-
কারণম্ ॥ ৬৩ ॥ পাবণাদিকসম্ভাষণং বৃথালপং
প্রযত্নতঃ । পুরাণশ্রবণে কালে সর্বচিত্তাঞ্চ বর্জয়েৎ ॥
৬৪ ॥ অনেন বিধিনা বিপ্রাঃ প্রত্যহং শৃণুয়াদ্ভূদা ।
ততঃ পাঠে সমাপ্তে চ করতানাদিকৈর্মুহুঃ ॥ ৬৫ ॥
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ হর ইত্যাদিনামতিঃ । বিস্তারয়েদ
যথাকালে শ্রুতে শব্দ এব সং ॥ ৬৬ ॥ এবঞ্চ
প্রত্যহং কুর্যাৎ শ্রীতয়ে মুরবৈরিণঃ । ততো
গ্রন্থসমাপ্তো চ বিষ্ণুশ্রীণনতংপরঃ ॥ ৬৭ ॥ বিশেষাঙ্ক-
মালাদি-চন্দনৈর্ভূষণৈস্তথা । ভূষয়েৎ পরমা ভক্ত্যা
বিপ্রং ব্যাসসমং দ্বিজাঃ ॥ ৬৮ ॥ আশ্বষজ্ঞ্যা

সহিত একশাখাবলদ্বী ও যজ্ঞমানের নিজ পুরোহিত,
এবংবিধ সম্বংশজাত ব্রাহ্মণকে আপনার বিভবানু-
সারে উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দন মালাদি
দ্বারা পুরাণ-পাঠ শ্রবণার্থ বরণ করিবে । অনন্তর
করখোড় করিয়া সেই দ্বিজবরের নিকট এইরূপে
প্রার্থনা করিবে । ব্রহ্মন! আপনিই বিষ্ণু এবং
বিষ্ণুই আপনি; আপনাতে ও বিষ্ণুতে কিছুমাত্র ভেদ
নাই; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন
এবং আপনার প্রসাদে আমার পুরাণ-শ্রবণ নির্বিঘ্নে
সকল হউক । তৎপরে সেই বৃত্ত ব্রাহ্মণকে মনোহর
বহুমূল্য আসনে উপবেশনকরাইয়া তাঁহার গলদেশে
ও মন্তকে মালা প্রদানপূর্বক তদীয় সর্বাঙ্গে চন্দন
লেপন করিবে । কারণ, তৎকালে সেই ব্রাহ্মণকে
ব্যাসদেবের সমান জ্ঞাত করিতে হইবে । ইহাই
মনীষিগণের অভিপ্রেত । পরে সেই ব্রাহ্মণ
দ্বারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুরূপ পুস্তকের উপর ত্রীখণ্ড
অন্তরুপুষ্প এবং ভক্ষ্যভোজনাদি নানাবিধ মনো-
হর উপচার দানে ব্যাসদেবের পূজা করাইবে এবং
প্রতিদিন ভক্তিসংকারে তাঁহাকে আসনাদি দান
করিতে হইবে । বিপ্রগণ! সম্রাট শ্রোতার কর্তব্য
বলি, ওন । গতানুগতিক ব্যক্তিদ্বিগের উপবেশ-
নার্থ যথাযোগ্য আসনসকল রচনা-পূর্বক স্বয়ং স্ব-
ব-

গাথ উৎকৃষ্ট মানসে অপর একখানি পবিত্র
আসনে অবস্থিতি করিবে; অথবা ব্যাসসম সেই
ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসনে উপবেশন প্রশস্ত নহে,
এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিত্রুত ভূতাকে বহু-
বাক্যবগুণের সহিত মৃত্তিকার উপরেই উপবিষ্ট
হইবে । ঐ সময়ে প্রানান্তে সানন্দে শুক্লবস্ত্রাঙ্ক
পরিধান ও আচমনপূর্বক শঙ্খচক্রাদি তিলক ধারণ
করিয়া ভগবান বিষ্ণুর প্রতি সমধিক বিশ্বাস স্থাপন
করত মনে মনে তাঁহাকে চিন্তা করিতে থাকিবে ।
মুনিবরগণ! পুরাণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা, মন্ত্রকর্ম, তীর্থ
ও বৃদ্ধবাক্যে বিশ্বাসই কলদায়ক; এজন্ত বিশ্বাসই
সমুদয় পুণ্যের প্রকৃত কারণ জানিবে ৪৭-৬৩ পুরাণ-
শ্রবণকালে সর্বপ্রযত্নে পাবণাদির সহিত সম্ভাষণ,
কাহার সহিত বৃথা আলাপ এবং সর্বপ্রকার বৈবরিক
চিন্তাই বর্জন করিবে । বিপ্রগণ! প্রত্যহ এইরূপ
বিধানে সানন্দে পুরাণপাঠ শ্রবণ করিবে এবং পাঠ
সমাপ্ত হইলে করতানাতির "সহিত—জগন্নাথ"
জগন্নাথ! হরে!" ইত্যাদি নামোচ্চারণ দ্বারা
যাহাতে আকাশে প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, এরূপ উচ্চৈঃ-
স্বরে শব্দ করিতে থাকিবে । দ্বিজগণ! ভগবান
মুন্নারির শ্রীত্যাথে প্রত্যহই এইরূপ করিবে । অনন্তর
ঐ সমাপ্ত হইলে বিষ্ণুর শ্রীতিসাধনে তৎপর হইয়া
পশ্চিম ভক্তিসংকারে বস্ত্র, মালা, চন্দন ও ভূষণাদি
দ্বারা ব্যাসসম সেই বিপ্রবরকে ভূষিত করিবে ।

প্রদ্যাত দক্ষিণাং বৈ যথাবিধি । যে যে প্রদ্যাত্বদ-
যত মন্তত্বপুত্ৰাধনা ॥ ৬৯ ॥ রাজানঃ করিণো
মহাঃ সালকারান্ সলক্ষণান্ । কজিয়া এবমেবঞ্চ
তে বৈ রাজসমা মতাঃ ॥ ৭০ ॥ ভ্রাক্ষণাঃ পুস্তকাংশ্চৈব
বিকোরজাকরগিতাঃ । কনকং বজ্রতকৈব ধাতুং
বস্ত্রং স্বভক্তিতঃ ॥ ৭১ ॥ বিশশ্চ বত্ৰভূষাটান
সিদ্ধদেণোত্তবানপি । গাশ্চ লক্ষণসংযুক্তাঃ সবৎসাশ্চ
পরশ্বিনীঃ ॥ ৭২ ॥ অস্ত্রচ্চ কনকাৎ চ ত্যজেযুর্ধন-
তৎপর্যায়ঃ । শূদ্রাঃ প্রদাতাঃ পরয়া মুদা সংযুতমানসাঃ ॥
৭৩ ॥ বাসাংসি চ সূবর্ণঞ্চ ধাতুং বস্ত্রানি গাস্তথা ।
নানালক্ষ্যসুত্ৰাশ্চ ঘটোদ্রীর্ঘালগর্ভিণীঃ ॥ ৭৪ ॥ এবং
বৈ দক্ষিণাং দদ্যাদ যেন সন্তব্যতে গুরুঃ । আশ্বিনঃ
শক্তিতো বিপ্রা বিস্তাশাঠ্যং ন কারয়েৎ ॥ ৭৫ ॥ শান্তিকং
পৌষ্টিকং চৈব ব্রতোদ্বাহাদিকশ্চ চ । মোক্ষস্ত
সাধকং কশ্চ পুবাণশ্রবণং তথা ॥ ৭৬ ॥ যজ্ঞাদিকঞ্চ
দানঞ্চ ব্রতং নানাবিধং তথা । যদি চেদাশ্বিনাঙ্গীনং
তদা ভবতি নিফলম্ ॥ ৭৭ ॥ অশ্ববাঃ কশ্চনস্তস্ত
হরতি কলমেব তৎ । যথা ক্রীণাক লাভণ্য
ভর্তৃশ্রেয়স্বিবর্জিতম্ ॥ ৭৮ ॥ যুদ্ধাৎ পলায়িতানাঞ্চ
পৃষ্ঠং কুদ্যা ধমুসতাম্ । বিনাধাবনমশানাম্ দৃষ্ট্বা

তৎপবে স্বীয় সামর্থ্যানুসারে যথাবিধি দক্ষিণা দিবে ।
যে যে ব্যক্তির যে যে বস্তু দক্ষিণা দেওয়া উচিত,
একপে তদ্বিষয় আমার নিকট শুধুন । রাজগণ
সুলক্ষণাধিত সালকার করী দান করিবে এবং
সাধারণ কজিয়দিগেরও ঐরূপ দান করা বিধেয়,
কারণ কজিয়মাত্রেই রাজত্বল্য, শাস্ত্রে কথিত হই-
য়াছে । ভ্রাক্ষণগণ ভক্তিসহকারে পুস্তক, বিষ্ণু-
পূজার করগিতা, কনক, বজ্রত, ধাতু ও বস্ত্র দান
করিবেন । ধর্মপরায়ণ বৈষ্ণবগণ, রত্নভূষিত সিদ্ধ-
দেণোত্তব ঘোটক, সুলক্ষণা সবৎসা পরশ্বিনী ধেনু
এবং কনকাদি অস্ত্রাশ্র বস্ত্র ও প্রদান করিবে ।
শূদ্রগণের অপার আনন্দপূর্ণ মানসে বস্ত্র, সূবর্ণ, ধাতু,
বস্ত্র, ৭৩ নানালক্ষ্য-ভূষিত বালগর্ভিণী ঘটোদ্রী
গোসমূহ দান করা বিধেয় । বিপ্রগণ । কলে
যাহাতে গুরু নব্বই হন, আশ্বশক্তি-অনুসারে এরূপ
দক্ষিণা দান করাই কর্তব্য, কদাচ তদ্বিষয়ে বিস্ত-
রাণ্য করিবে না । কশ্চাৎ শান্তিক, পৌষ্টিক, ব্রতো-
দ্বাহাদি, মোক্ষসাধক পুবাণশ্রবণ, দান ও নানাবিধ
যজ্ঞাদি যে কোন কর্মই দক্ষিণা-বিহীন হইলে নিফল
হইয়া থাকে । অশ্বগণ, দক্ষিণা-বিহীন কর্তব্যের

হি যথা বিজ্ঞাঃ ॥ ৭৯ ॥ মুকদ্বৈনৈব পাণ্ডিত্যং
সর্বশাস্ত্রবিপশ্চিতাম্ । হীনঃ দক্ষিণায়া যদ্যৎকশ্চ
তত্ত্বচ্চ নিফলম্ ॥ ৮০ ॥ দানেন কীয়তে যশ্চানুরি-
তানাং কদম্বকম্ । দক্ষিণেতি তথা বিপ্রা গীয়তে
শাস্ত্রবেদিভিঃ ॥ ৮১ ॥ ততো বিপ্রান্ ভোজয়েৎ
যথাশক্তিপ্রকল্পিতৈঃ । কর্পূবেণ চ ধণেন সর্পিষা
পায়সৈর্গুতৈঃ ॥ ৮২ ॥ বড়ুবিধৈবরপানাদৈঃ স্নানাদৈর-
মৃতোপমৈঃ । তেভ্যোহপি স্বর্গবান্দি যথাশক্তি
প্রদা ॥ ৮৩ ॥ ৮০ ॥ এতদ্ব্যং কথিতং সর্বং পুবাণ-
শ্রবণস্ত চ । সাক্ষোপাঙ্গবিধিষ্টৈব যেন স্তাৎ সকলং
হিদিম্ । ইদানীং ভো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমন্তজজ্ঞাতু-
মিচ্ছথ ॥ ৮৪ ॥ মুনব উচুঃ । অহোহম্মাকং
মহাভাগ্যং যৎপাপোঘবিনাশনম্ । পুবাণশ্রবণশ্চৈব
কলমশ্রাভিরেব চ ॥ ৮৫ ॥ সাক্ষোপাঙ্গবিধানঞ্চ ক্রত-
অনুপপত্তজাৎ । যত্ন . স্ম কৃতপুণ্যাঃ স্ম সংসায়ে
বিগতজবাঃ ॥ ৮৬ ॥ ইদানীমাঙ্গশক্তি বৈ দীয়তে

কল হরণ কাঁচিয়া থাকে । ভর্তৃশ্রেয়-বিবর্জিত মলনা-
গণেব লাভণ্য এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধস্থল হইতে
পলায়মান ধর্মরূরদিগের বীরত্ব যেরূপ বুঝা, দক্ষিণা-
বিহীন কার্যও সেইরূপ বুঝা জানিবেন । বিজগণ ।
ক্রত গমন ভিন্ন অঙ্গগণের তেমন প্রশংসা হয় না,
সর্বশাস্ত্রে পাবদশী হইলেও মুকতানিবন্ধন পাণ্ডিত্য
যেমন প্রকাশ পায় না, সেইরূপ, যে যে কর্ম দক্ষিণা-
হীন হয়, তত্তৎকর্মও নিফল হইয়া থাকে ॥ ৮০-৮১ ॥
বিপ্রগণ । দক্ষিণা দানে হরিতনিচয় কয় প্রাপ্ত হয়
বলিয়া শাস্ত্রবিদগণ উহাকে দক্ষিণা বলিয়া কীর্তনকরি-
য়াছেন । বিজগণ । অনন্তর যথাশক্তিকল্পিত কর্পূবধও
(খাঁত), সর্পি, পায়সযুক্ত অমৃতোপম স্নানাদি বড়ুবিধ
রসপূর্ণ অন্নপানাদি দ্বারা ভ্রাক্ষণ-সমূহকে ভোজন
করাইয়া স্বীয় শক্তি-অনুসারে তাহাদিগকে স্বর্গ
বান্দি প্রদান করিবে । মুনিবরগণ । পুবাণ-শ্রবণ
সদ্বন্ধে যাহাতে তৎকার্য সকল হয়, তদ্বিষয় এই
আমি সাক্ষ পাঙ্গ সমুদয় বিধানই কহিলাম, একপে
অপর কোন বিষয় শুনিতে ইচ্ছা করেন ? মুনিগণ
বলিলেন,—ব্রহ্মন । অহো । আমাদিগের কি মহা-
ভাগ্য । কারণ আমরা, ভবদীয় মুখকমল হইতে
পুবাণশ্রবণসদ্বন্ধে পরাপাণবিনাশন সাক্ষোপাঙ্গ সমুদয়
বিধান, ও তৎকলম শ্রবণ করিলাম, একপে এই
সংসারে আমরাই ধর্ম ও আমরাই কৃতপুণ্য ।
ব্রহ্মতঃ সাক্ষি আমাদিগের, সর্বকোণে বিদ্যুতিত

ভবতে মুনো। দক্ষিণা কলসপ্রাপ্তৌ প্রসন্নঃ গৃহাণ
৮।৮১। ইত্যুত্তরমুখো মুনয়ো হৃদিকনাঃ সমিৎকুশঃ

পুষ্পকলাকতাদিকম্। কংস্থা চ তটৈ মুনয়ঃ পুষ্পকা,
কেন্দ্রোত্তমঃ অমুরতিপ্রদর্শিতাঃ। ৮৮।

ইতি ত্রীকান্দে মহাপুরাণ একাংশীতি সাহস্রাঃ সংহি-
তায়ঃ দ্বিতীয়ে বৈকবধে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে-
মাহাত্ম্যে জৈমিনিঋষিসংবাদে পুরাণাবল-
তৎকলাদিবর্ণনং নাম সপ্তপঞ্চাশো-

অধ্যায়ঃ ৥ ৫৭ ॥

হইল। মুনো! এক্ষণে আমরা কলপ্রাপ্তি নিমিত্ত
আম্রশক্তি অনুসারে আপনাকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা
দিতে ইচ্ছা করি, আপনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ
করুন। ধন-রত্নাদি-দানে দরিদ্র সেই মুনিগণ এই-
রূপ কহিয়া মুনিবর জৈমিনিকে সর্মিৎ, কুশ, পুষ্প,

কল ও অক্ষতাদি প্রদানপূর্বক পরম আনন্দিত
হৃদয়ে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং যথা-
সময়ে সকলেই মুক্ত হইলেন। ৮১—৮৮।

সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়ঃ ৥ ৫৭ ॥

বিশ্বকামঃ ।

বদরিকাশ্রম-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শৌনক উবাচ । স্মৃত স্মৃত মহাভাগ সৰ্বধৰ্ম্ম-
বিদাং বব । সৰ্বধৰ্ম্মাৰ্থতত্ত্বজ্ঞ পুৰাণে পবিনিষ্টিত ॥
১ ॥ ব্যাসঃ সত্যবতীপুত্রো ভগবান বিষ্ণুৰব্যয়ঃ ।
তস্ত যৎপ্রিয়শিষ্যস্বঃ ততো বেত্তা ন কশ্চন ॥ ২ ॥
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোৰে সৰ্বধৰ্ম্মবহিক্রিতে । জনা বৈ
হুষ্টকৰ্ম্মাণঃ সৰ্বধৰ্ম্মবিবৰ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥ ক্ষুদ্রাযুযঃ ক্ষুদ্রপ্রাণ-
বলবীৰ্য্যতপঃক্রিয়াঃ । অবৰ্ণানিবতাঃ সৰ্বে বেদশাস্ত্র-
বিবৰ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥ তীৰ্থাটনতপোদানহবিভক্তি-
বিবৰ্জিতাঃ । কথমেবামল্লকানামুকাবোহল্লপ্রযত্নতঃ ॥
৫ ॥ তীৰ্থানামুত্তমং তীৰ্থং ক্ষেত্রানামুত্তমং তথা ।
মুমুক্শাং কুতঃ সিদ্ধিঃ কুত্র বা ঋনিসংকযঃ ॥ ৬ ॥ কুত্র
বাল্লপ্রযত্নেন তপো মদ্যাস্ত সিদ্ধিদাঃ কুত্র বা

প্রথম অধ্যায় ।

শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্মৃত । হে স্মৃত ।
হে মহাভাগ । আপনি ধৰ্ম্মবিদগণের ববেণ্য, আপনি
নিখিলশাস্ত্রের তত্ত্বার্থ বিদিত আছেন এবং পুৰাণ
শাস্ত্রে আপনার জ্ঞান পরিনিষ্টিত হইয়াছে, সত্য-
বতী তনয় ভগবান ব্যাস সাক্ষাৎ অব্যয় বিষ্ণু, আপনি
জ্ঞান প্রিয় শিষ্য; অতএব আপনা হইতে
অধিক তত্ত্ববেত্তা আব কেহই নাই । ঘোর কলি-
কাল উপস্থিত হইলে ধৰ্ম্মনিয়ম বহিক্রিত হইবে,
মানবগণ হুষ্টকৰ্ম্ম ও সৰ্বধৰ্ম্মবিবৰ্জিত, অল্লায়
হইবে এবং তাহাদের প্রাণ, বল, বীৰ্য্য, তপস্বী ও
ক্রিয়াকলাপ কীর্ণ হইয়া যাইবে । তখন তাহারা
কেন্দ্রবিন্যস্ত হইয়া অধৰ্ম্মনিরত হইবে এবং
তীৰ্থপৰ্য্যটন, তপস্বী, দান ও হরিভক্তি পরি-
ত্যাগ করিবে । হে মুনী । কি করিলে অল্প
প্রযত্নেই এই সকল অল্লাশয় লোক উদ্ধার পাইবে,
তীৰ্থনিচয়ের মধ্যে কোন তীৰ্থ উত্তম, ক্ষেত্রসমূহের
মধ্যে কোন ক্ষেত্র শ্রেষ্ঠ, মুক্তিকামিগণ কি করিয়া
সিদ্ধিলাভ হইবে? কোথায়ই বা ঋনিসংকল্প সম্বলিত

বসতি জীমান জগতামীশ্বরেরঃ । ভক্তানামনুরক্তা-
নামনুরক্তপালয়ঃ ॥ ৭ ॥ এতদন্তচ্চ সৰ্ব্বং মে
পবার্থকপ্রয়োজনম্ । ক্রহি ভদ্রায় লোকানামনু-
গ্রহবিচক্ষণ ॥ ৮ ॥ স্মৃত উবাচ । সাধু সাধু মহাভাগ
ভবান্ পরহিতে রতঃ । হরিভক্তিকৃতাসক্তি-
প্রক্ষালিতমনোমলঃ ॥ ৯ ॥ অথ মে দেবকীপুত্রো
হৃৎপদ্যমধিবোহতি । প্রসঙ্গান্তব বিপ্রর্ষে হর্লভঃ
সাধুসঙ্গমঃ ॥ ১০ ॥ হবতি হৃদ সসংকযমুত্তমাং গতি-
মলং তদ্বতে তদুমানিনাম্ । অধিকপুণ্যবশাদব-
শান্ননাং জগতি হর্লভ সাধুসমাগমঃ ॥ ১১ ॥ হবতি
হৃদয়বন্ধং কৰ্ম্মপাশাদিতানাং বিতযতি পদমুচ্চৈরঙ্গ-
জল্লৈকভাজাম্ । জননমরণকল্মষান্তবিশ্রান্তিহেতুর্বি-

হইবেন? কোন স্থানে অল্পপ্রযত্নেই তপস্বী ও মন-
নিবহ সিদ্ধিপ্রদ হইবে? এবং যিনি অনুরক্ত ভক্ত-
গণের অনুরক্ত ও রূপাব আশ্রয়স্থল, সেই জীমান
জগৎপতি পবমেশ্বরই বা কোথায় বাস করিবেন?
১—৭ । আমাব এই প্রশ্ননিচয় পরার্থ প্রয়োজনেই
জিজ্ঞাসিত হইতেছে, হে স্মৃত । আপনিও পবানু-
গ্রহে বিচক্ষণ, অতএব লোক সকলের মঙ্গলের জন্ত
এই সকল ও অজ্ঞাত বেদিতব্য বিষয় আমার
নিকট বর্ণন করুন । স্মৃত ‘সাধু সাধু’ এই শব্দস্বয়
উচ্চারণপূর্বক উত্তর করিলেন,—হে মহাভাগ ।
আপনি পরহিতে রত, হরিভক্তিতে আসক্ত
হওয়ায় আপনাব মনোমল প্রক্ষালিত হইয়াছে,
হে বিপ্রর্ষে । আপনাব এই প্রসঙ্গে সহসা
আমার হৃদয়পদ্যে দেবকীনন্দন অধিরূঢ় হইয়া-
ছেন, অহো । সাধুসঙ্গমই হৃৎপদ্যে হর্লভ । ইহ-
জগতে অবশ্যই তদুমানী মানবগণেরও যদি
অত্যন্ত পুণ্যবলে হর্লভ সাধু-সমাগম ঘটে, তাহা
হইলে সেই সাধুসঙ্গই তাহাদের মুক্তিপুত্র হরণ ও
উত্তমগতি বিস্তার করিতে সমর্থ হয় । সাধুসঙ্গম—
কৰ্ম্মপাশবিনাশিত প্রাণি-নিচয়ের হৃদয়বন্ধন ছেদন
করে, ক্রমশঃ অল্পে অল্পে উচ্চপদ প্রাপ্তির অধি-

জগতিঃ সর্বজ্ঞানং হৃদয়ং সৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ১২ ॥ সূত
উবাচ । অহং প্রসং পুরা সাধো কন্দেনাকারি
সমিতঃ । কৈলাসশিখরে রম্য স্বর্গীণাং পরিশুভতাম্ ।
পুরতো গিরিজাতরুঃ কর্তুং নিঃশ্রেয়সং সতাম্ ॥ ১৩ ॥
সূত উবাচ । ভগবন্ সর্বলোকানাং কর্তা হর্তা
পিতা গুরুঃ । ক্ষেমায সর্বজন্তুনাং তপসে কৃত-
নিশ্চয়ঃ ॥ ১৪ ॥ কলিকালে হুত্বাপ্তে বেদশাস্ত্র-
বিবলিত্তে । কুত্ব বা বসতি শ্রীমান্ ভগবান্ সাহতাং
পতিঃ ॥ ১৫ ॥ ক্ষেত্রানি কানি পুণ্যানি তীর্থানি
সরিজন্তুখা । কেন বা প্রাপাতে সাক্ষাত্তগবান্
মধুসূদনঃ । শ্রদ্ধানাথ ভগবন্ রূপয়া বদ মে পিতঃ ॥
১৬ ॥ শ্রীমহাদেব উবাচ । বহুনি সন্তি তীর্থানি
ক্ষেত্রানি চ বডানন । হবিবাসনিবাসৈকপরাণি
পবমার্মিনাম্ ॥ ১৭ ॥ কাম্যানি কানিচিৎ সন্তি কানি-
চিন্মুক্তিদাভ্যপি । ইহামুজার্হদাশ্চৈব বহুপুণ্যপ্রদানি
বৈ ॥ ১৮ ॥ গঙ্গা গোদাবরী রেবা তপতী যমুনা
সরিং । কিপ্রা সবস্বতী পুয়া গোতমী কোশিকী

তথা ॥ ১৯ ॥ কাবেরী তাম্রপনী চ চন্দ্রভাগা
মহেন্দ্রজা । চিত্রোৎপলা বেজবতী সরসু পুণ্য-
বাহিনী ॥ ২০ ॥ চর্ম্মবতী শতজ্ঞা পরিশুদ্ধিসম্বতা ।
গণ্ডিকা বাহদা সর্বাঃ পুণ্যাঃ সিদ্ধুঃ সরস্বতী ॥ ২১ ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাশ্চৈতাঃ সেব্যমানা মুহুর্নুতঃ । অযোধ্যা
দ্বারকা কানী মথুরা বস্তিকা তথা ॥ ২২ ॥ কুরুক্ষেত্রঃ
রামতীর্থঃ কাঞ্চী চ পুরুষোত্তমম্ । পুষ্করঃ
দর্দুরঃ ক্ষেত্রং বাবাহং বিধিনির্মিতম্ । বদধ্যাধ্যঃ
মহাপুণ্যং ক্ষেত্রং সর্বার্থসাধনম্ ॥ ২৩ ॥ অযোধ্যাঃ
বিধিবদ্ধা পুবাঃ যুক্ত্যেকসাধনীম্ । সর্ষপাপ-
বিনির্মুক্তাঃ প্রয়াস্তি হবির্মন্দিরম্ ॥ ২৪ ॥ বিবিধবিধ-
নিবেষণপূর্বকার্চবিপূজননর্জনকীর্তনাঃ । গৃহমপাশ্র-
হবেব্রহ্মচিন্তনাঞ্জিহ্বাহস্তিতমৃত্যুপরাক্রমাঃ ॥ ২৫ ॥
স্বর্গদ্বাবে নবঃ শ্রাভা দৃষ্টা রামালয়ঃ শুচিঃ । ন তন্ত
কৃত্যং পশ্যামি কৃতকৃত্যো ভবেদ্যতঃ ॥ ২৬ ॥
দ্বাবকায়াঃ হরিঃ সাক্ষাৎ শ্রালয়ঃ নৈব মুকতি ।
অদ্যাপি ভবনং কৈশ্চিৎ পুণ্যবান্ধিঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ২৭ ॥
গোমত্যাং তু নবঃ শ্রাভা দৃষ্টা কুরুক্ষাত্মজম্ ।

কারী করিয়া দেয় এবং ত্রিলোকহর্ষভ সৎপ্রসঙ্গই
মানবের জনন-মরণের ও কর্ম্মের আন্ত্রিভ্রাঙ্গির
হেতু হয় । সূত পুনরায় বলিলেন,—হে সাধো !
পুরাকালে সাধুগণের শ্রিয় কামনায় রম্য কৈলাস-
শিখরে স্বর্গগণসমক্ষে কার্ত্তিকেয় পার্শ্বতীপতির
সমোপে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন । কার্ত্তিকেয় কহি-
লেন,—হে ভগবন্ ! আপানি নিখিললোকের কর্তা,
হর্তা, পিতা ও গুরু এবং আপনিই প্রাণিগণের
হিতকামনায় তপস্তার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন । হে
প্রভো ! কলিকাল সমাগত হইলে বেদ শাস্ত্র সকল
বিলুপ্ত হইবে, তখন সাহিত্যপতি শ্রীমান্ ভগবান্
কোনস্থানে বাস করিবেন, তৎকালে কোন ক্ষেত্র,
তীর্থ ও নদীনিবহ পুণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং
এক কোন্ কর্ম্ম করিলে ভগবান্ মধুসূদন সাক্ষাৎ
প্রত্যক্ষ হইবেন ? হে ভগবন্ পিতঃ । আমি এই
সকল বিষয় অবগে শ্রদ্ধাবান্, অতএব রূপাপূর্বক
আমার নিকট এ সকল বলুন । মহাদেব বলিলেন,—
হে বডানন ! হরি নিয়ত বাস করেন, এবং পরমার্থ-
কাঞ্চী মানবগণের সেবা, এজগতে এইরূপ বহু ক্ষেত্র
ও তীর্থ বিদ্যমান, তন্মধ্যে কতিপয় কাম্যাদ, কতক-
গুলি মুক্তিপ্রদ আবার অল্প কতিবিধ ইহ এবং
পর উভয়কালেই সর্গ ও বহু পুণ্যপ্রদ । হে
বহুপুণ্য নদী গঙ্গা, গোদাবরী, রেবা, তপতী,

যমুনা, কিপ্রা, সবস্বতী, গোতমী, কোশিকী, কাবেরী,
তাম্রপনী, মহেন্দ্রজা চন্দ্রভাগা, চিত্রোৎপলা, বেজবতী,
পুতপ্রবাহা সরসু, চর্ম্মবতী, শতজ্ঞা, অজিনুতা,
পরশ্বিনী, গণ্ডিকা, বাহদা, সিদ্ধু এবং সরস্বতী এই
সকল পুতজলা নদী মুহুর্নুত সেব্যমানা হইলে
ইহা বা ভুক্তিমুক্তিপ্রদ হয় । অযোধ্যা, দ্বারকা,
কানী, মথুরা, অবস্তিকা, কুরুক্ষেত্র, রামতীর্থ,
কাঞ্চী, পুরুষোত্তম, পুষ্কর, পুষ্কর, বিধিনির্মিত
বারাহক্ষেত্র এবং সর্বার্থসাধন মহাপুণ্য বদরী,—
এই সকল পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য জানিবে ॥ ২৩ ॥
মানব একমাত্র মুক্তি সাধনী অযোধ্যাপুরী
যথাবিধি দর্শন করিলে সর্ষপাপ-বিনির্মুক্ত
হইয়া হরিমন্দিরে গমন করে । নরগণ বিবিধ-
রূপে বিষ্ণুর নিবেষণপূর্বক তাঁহার পূজা ও
চরিতকীর্তন এবং তদীয় শ্রীতিকামনায় নর্জনাদি
করিয়া সতত তাঁহাকে চিন্তা করিলে গৃহের মায়া-
মোহ পরিত্যাগ করত যমের পক্ষক্ষণে স্বর্গ
করিতে সমর্থ হয় । যে শুচি মানব গঙ্গাবারে
স্নান করিয়া রামালয় দর্শন করেন, তিনি কৃতকৃত্য ;
আমি তাঁহার আর কোন কর্তব্য দেখি না । সাক্ষাৎ
হরি দ্বারকার তাঁহার স্বীয় আলয় পরিত্যাগ করেন
না, অদ্যাপি কোন কোন পুণ্যকর্মা ব্যক্তি তদীয়
ভবন-নিবাস করেন । হে বডানন ! গোমতীতে

মুক্তিলাভের প্রজ্ঞাপ্তে পুংসাং বিনা সাংখ্যঃ বভানন ॥ ২৮ ॥
 অসীবরূপমোর্বধ্যো পঞ্চকোষ্ঠাঃ মহাকলম্ । অমরা
 নৃত্যমিচ্ছন্তি কা কথ্য ইতরে জনাঃ ॥ ২৯ ॥
 মণিকর্ণাঃ জ্ঞানবাণ্যাঃ বিষ্ণুপাদোদকে তথা ।
 হৃদে পঞ্চনদে স্নানো ন মাতুঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৩০ ॥
 প্রসঙ্গেনাপি বিশেষঃ দৃষ্টো কাষ্ঠাঃ বভানন । মুক্তিঃ
 প্রজ্ঞাপ্তে পুংসাং জন্মমৃত্যুবিবর্জিতা ॥ ৩১ ॥ বহ্না
 কিমিহোক্তেন নৈতৎ ক্ষেত্রসমং কনিং । তপো-
 পবাসনিরতো মথুরায়ঃ বভানন । জন্মস্থানং
 সঙ্কল্য সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩২ ॥ বিশ্রান্তিীর্থে
 বিধিবৎ স্নানো কৃতা তিলোদকম্ । পিতৃগুণ্য নবকা-
 দ্বিকুলোকং প্রগচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥ যদি কুর্যাৎ প্রমাদেন
 পাতকং তত্র মানবঃ । বিশ্রান্তে জ্ঞানমাসাদ্য
 ভবীভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৪ ॥ অনন্ত্যাং বিধিবৎ
 স্নানো শিপ্রায়ঃ মাধবে নবাঃ । শিপ্রাচর্যঃ ন
 পশ্যন্তি জন্মান্তরশতৈবপি ॥ ৩৫ ॥ কোটিীর্থে
 নরঃ স্নানো ভোজয়িত্বা দ্বিজোক্তমান্ । মহাকালং
 হরঃ দৃষ্টো সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥ মুক্তিক্ষেত্র-

স্থান ও কুরুক্ষেত্রাদর্শনে পুরুষের সংখ্যায়োগ
 বিনাই মুক্তিলাভ হয়। অসী ও বরনার ম
 পঞ্চকোণ ক্ষেত্র মহাপুণ্যকলভনক, উত্তর পাণ্ডি-
 নিচয়ের কথা কি কহিব, অমরনিকরও এই স্থানে
 নৃত্য কামনা করেন। যে মানব মণিকর্ণিকা,
 জ্ঞানবাণী, বিষ্ণুপাদোদক এবং পঞ্চনদহৃদে স্নান
 করে, তাহাকে আর মাতৃস্তন পান করিতে হয়
 না। হে বভানন! কণীতে প্রসঙ্গ ক্রমেও বিশে-
 ষয়ের দর্শন ঘটিলে পুরুষগণ জন্মমৃত্যুবিবর্জিত
 হইয়া মুক্তিলাভ করে। এ বিষয়ে অধিক বলিব
 কি, ইহার তুল্য ক্ষেত্র কুজাপি নাই। হে বভানন।
 তপস্কা ও উপবাসনিরত নর মথুরায় কুরুক্ষেত্রের জন্মস্থান
 দর্শন করিয়া কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হয়। মানব
 বিশ্রান্তিীর্থে যথাবিধি স্নান ও তিলোদক দ্বারা
 তর্পণ করিয়া নরক হইতে পিতৃগণের উদ্ধার-
 সাধন করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যদি
 বা প্রমাদে কোন নর তথায় পাপাচরণ
 করে, বিশ্রান্তিীর্থে স্নানমাগে তৎক্ষণাৎ সেই
 পাপ ভবীভূত হইয়া যায়। বৈশাখমাসে যে
 মানব যথাবিধি জন্মস্থান-ক্ষেত্রে শিপ্রায় স্নান করে,
 পিতৃগণের দর্শন করিয়া জন্মান্তর-
 জন্মের ভয় ভাঙিয়া পিতৃগণের দর্শন
 হয় না। কোটিীর্থে স্নান করিয়া দ্বিজোক্ত-
 মানবের দর্শন করিয়া মহাকাল হরকে দর্শন

করিলে সাংখ্যের লোকৈক্যসাধন হয়। বিনাশনিরত
 হামিরিহ লোকে পরম চরিত্র। কুরুক্ষেত্রের জন্মস্থান
 স্বর্ণ দ্বারা সজ্জিত। সূর্য্যোপরাটের বিধিবৎ স
 নরো মুক্তিভাগ্যভবেৎ ॥ ৩৭ ॥ যে তত্র প্রতিগৃহীত
 নরো লোভবশং গতাঃ । পুরুষঃ ন তেহাং বৈ
 কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৩৮ ॥ হরিক্ষেত্রে হরিঃ দৃষ্টো
 স্নানো পাদোদকে জনঃ । সর্বপাপবিনির্মুক্তেন
 হরিণা সহ মোদতে ॥ ৪০ ॥ খগগণা বিধি-
 নিবসন্তহো ঋষিগণাঃ কলমূলদলাশনাঃ । পবন-
 সংযমনক্রমে ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণপরাক্রমণা মুনয়স্বিহ ॥ ৪১ ॥
 বিষ্ণুকাষ্ঠাঃ হরিঃ সাক্ষাচ্ছিবকাষ্ঠাঃ শিবঃ স্বয়ম্ ।
 অভেদাত্তদ্ব্যর্থভক্ত্যা মুক্তিঃ করতলে হিতা । বিভেদ-
 জননাং পুংসাং জায়তে কুৎসিতা গতিঃ ॥ ৪২ ॥
 সুরুদৃষ্টো জগন্নাথঃ মার্কণ্ডেয়হৃদে স্নুতঃ । বিনা
 জ্ঞানেন যোগেন ন মাতুঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
 বোহিণ্যামুদধৌ স্নাতা ইন্দ্রহৃদে তথা । সূক্ষা

করিলে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২৪-৩৬ ॥
 এই বারানসী আমার সাক্ষ্য মুক্তিক্ষেত্র এবং এক-
 মাত্র এই ক্ষেত্রই আমার লোকনাভের একমাত্র
 উপায়, এই স্থানে দান করিলে কি ইহ, কি পর,
 উভয়লোকেই দারিদ্র্য বিদূরিত হয়। যে নর
 রামতীর্থে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণে শক্তি অনুসারে
 যথাবিধি স্বর্ণ দান করে, সে মুক্তিভাগী হয়। যে
 সকল লোক লোভপরবশ হইয়া তথায় প্রতিগ্রহ
 করে, কোটিকল্পকালেও তাহার পৌরুষ লাভ
 করিতে পারে না। যে মানব হরির ক্ষেত্রে
 হরি দর্শন ও পাদোদকে স্নান করে, সে সর্বপাপ-
 বিনির্মুক্ত হইয়া হরির সহিত প্রমুদিত হয়। 'অহো!
 এই তীর্থ কি মনোরম, নানাজাতীয় খগগণ এখানে
 বাস করে এবং কল, মূল ও পত্রভোজী ঋষিগণ
 পবন সংযমন করিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণ পরাক্রম
 করত পরাক্রম সহকারে এই স্থানে বাস
 করিতেছেন। বিষ্ণুকাষ্ঠীক্ষেত্রে স্বয়ং হরি ও
 শিবকাষ্ঠীতে শিব বিরাজ করেন; অভেদবুদ্ধিতে
 ভক্তিপূর্ব্বক এই উভয় দেবের দর্শনে মুক্তি
 করতলাহিত হয়; কিন্তু দেবদ্বয়ের বিভেদদর্শনে
 মানবের কুৎসিত গতিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। জগ-
 ন্নাথকে এক বার দর্শন করিয়া যে মানব মার্কণ্ডেয়
 হৃদে আশ্রিত হয়, জ্ঞানযোগ জিরই তাহার মুক্তি
 হইয়া থাকে। সূর্য্যের তাহাকে মাতৃস্তন পান করিতে
 হয় না। বোহিণীক্ষেত্রে সাগর ও ইন্দ্রহৃদে

নিবেদিতঃ বিষ্ণুর্ভুক্তঃ বসতিঃ লভেৎ ॥ ৪৪ ॥
দশযোজনমবিস্তীর্ণং ক্ষেত্রং সখোপরি স্থিতম্ ।
চতুর্ভুজসহস্রাণি কীটানি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
কার্তিক্যাঃ পুঙ্করে স্নাত্বা ত্রাঙ্কঃ কৃৎস্না সদক্ষিণম্ ।
ভোজয়িত্বা বিজান ভক্ত্যা ত্রাঙ্কলোকে মহীয়তে ॥ ৪৬ ॥
সকলং স্নাত্বা হৃদে তস্মিন যুগং দৃষ্ট্বা সমাহিতঃ ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো জায়তে দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
ষষ্টিসহস্রাণি যোগাত্যাসেন যৎফলম্ । শৌকরে
বিধিবৎ স্নাত্বা পুজয়িত্বা হরিরঃ শুচিঃ ॥ ৪৮ ॥ সপ্ত-
জন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্ততি । তীর্থরাজঃ
মহাপুণ্যঃ সর্বতীর্থনিবেদিতম্ ॥ ৪৯ ॥ কামিনাং
সর্বজন্মনামীপিতং কৰ্ম্মভির্ভবেৎ । বেণ্যাং স্নাত্বা
শুচির্ভূত্বা কৃৎস্না মাধবদর্শনম্ । ভুক্ত্বা পুণ্যবতাং
ভোগানন্তে মাধবতাং ব্রজেৎ ॥ ৫০ ॥ মাঘে মাসি
নরঃ স্নাত্বা ত্রিবেণ্যাং ভক্তিতাবিতঃ । বদরীকীৰ্ত্তনাৎ
পুণ্যং তৎ সমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫১ ॥ দশাৰ্ঘ্যমেধিকং
তীর্থং দশযজ্ঞফলপ্রদম্ । সঙ্ক্ষেপাৎ কথিতং

পুত্র কিং কৃত্যঃ শোভামিহসি ॥ ৫২ ॥ সপ্ত ভোজ্যঃ
বদরীপাং হরঃ ক্ষেত্রং ত্রিভু লোকেষু দর্শনম্ ।
ক্ষেত্রস্ত অন্নপাদেব মহাপাতকিনো নশ্যতঃ । বিষ্ণু-
কিৰিবাঃ সদ্যো মরণানুভূতিভাগিনঃ ॥ ৫৩ ॥ অন্ন-
তীর্থে কৃতং যেন তপঃ পরমদাক্ষণম্ । তৎসম্য-
বদরীযাত্রা মনসাপি প্রজায়তে ॥ ৫৪ ॥ যহ্নি সতি
তীর্থানি দিবি ভূমৌ রসাতলে । বদরীসদৃশং তীর্থ-
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥ অৰ্ঘ্যমেধসহস্রাণি
বায়ুভোজ্যে চ যৎফলম্ । ক্ষেত্রান্তরে বিশালায়াং
যৎফলং কণমাত্রতঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃতে যুক্তিপ্রদা প্রোক্তা
ত্রোতয়াঃ যোগসিদ্ধিদা । বিশালা দ্বাপরে প্রোক্তা
কলৌ বদরিকাশ্রমঃ ॥ ৫৭ ॥ স্থলস্থলশরীরস্ত জীবন্ত
বসতিস্থলম্ । তদ্বিনাশয়তি জ্ঞানাবিশালা ভেন
কথ্যতে ॥ ৫৮ ॥ অমৃতং শবতে যা হি বদরীতক-
যোগতঃ । বদরী কথ্যতে প্রাক্তৈষ্ক বীণাঃ যত্র
সঞ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ তাজেৎ সর্বাণি তীর্থানি কালে কালে
যুগে যুগে । বদরীং ভগবান্ বিষ্ণুর্ন মুকুতি কদাচন ॥

জ্ঞান ও বিষ্ণুর নৈবেদ্য ভক্ষণে বৈকুণ্ঠবাস লাভ
হয়। এই ক্ষেত্র দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শঙ্কর
উপর অবস্থিত; এই স্থানের কীটগণও চতুর্ভুজ
হরির সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়, সংশয় নাই। মানব পুণিমা
তিথিতে ভক্তিপূর্বক পুঙ্করে জ্ঞান ও সদক্ষিণ
পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ত্রাঙ্কগণকে ভোজন করাইলে
ত্রাঙ্কলোকে লাভ করে এবং তত্রত্য পুঙ্করহৃদে
জ্ঞান করিয়া সমাহিতমনে একবারমাত্র কুপদর্শন
করিলে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া উত্তম দ্বিজ-জন্ম লাভ
করে। 'ষষ্টি সহস্র বৎসর যোগাত্যাসে যে ফললাভ
হয়, মানব শুচি হইয়া যথাবিধি শৌকর ক্ষেত্রে জ্ঞান
ও হরির পূজা করিলে তাহার তুল্যফল প্রাপ্ত হইয়া
থাকে। এই তীর্থরাজ অতি পবিত্র, অস্ত্রান্ত
সকল তীর্থই এই তীর্থের সেবা করে। এই তীর্থের
দর্শনমাত্রে সপ্তজন্মকৃত দূরিত বিদূরিত হয় এবং
কামী ব্যক্তির কাম্যচরণ করিয়া এই তীর্থে অভীষ্ট
ফললাভ করিয়া থাকে। মানব বেগীনদীতে জ্ঞান-
পূর্বক শুচি হইয়া মাধবদর্শন করিলে পুণ্যকর্মাঙ্গিণের
ভোগসকল উপভোগ করিয়া অস্তে মাধবই প্রাপ্ত
হয়। ভক্তি দ্বারা অল্পপ্রাপিত মানব মাঘমাসে
ত্রিবেণীতে জ্ঞান করিলে বদরীকীৰ্ত্তনের সমান পুণ্য
লাভ করে। যে পুত্র, দশাৰ্ঘ্যমেধিক তীর্থ রূপ রক্ত
কনকমণ্ড, এই বৃক্ষের জোয়ার নিকট সংক্ষেপে বর্ণিত

করিলাম, পুনরায় কি শুনিতে অভিলাষ কর ? ৩৭—
৫২। স্বন্দ উত্তর করিলেন,—হরির ক্ষেত্র বদরিকা তীর্থ
ত্রিলোকমধ্যে তুল্য। এই বদরীর অরণে মহাপাতকী
নরও সদ্য পাপবিমুক্ত হইয়া মরণভয় দূর করত
মুক্তিভাগী হয়। অস্ত্রান্ত তীর্থে পরম দাক্ষণ তপস্তা
করিয়া যে ফললাভ হয়, একমাত্র মনে মনে বদরী-
যাত্রা চিন্তা করিলেও তাহার তুল্যফল লাভ হইয়া
থাকে। স্বর্গ, ভূতল ও রসাতলে বহু তীর্থ আছে,
কিন্তু বদরীর সমান তীর্থ হয়ও নাই, হইবেও না।
সহস্র অৰ্ঘ্যমেধ কিংবা অস্ত্রকোন ক্ষেত্রে বায়ুভোজী
হইয়া তপস্তা করিলে যে ফল, কণমায়ে বিশালায়
সেই ফললাভ হয়। এই ক্ষেত্র সত্যযুগে মুক্তিদা,
ত্রোতায় যোগসিদ্ধিপ্রদা, দ্বাপরে বিশালা এবং কলি-
কালে বদরী নামে প্রথিত হইয়াছে। জীব স্থল ও
স্থল এই উভয় শরীরেই বাস করে। ইহা জ্ঞান-
দানে সেই তুই শরীরই নাশ করে বলিয়া বিশালা
এইরূপ নাম নিরুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে ঋষিসঙ্ঘ
বাস করেন। এইক্ষেত্রে একটা বদরী তক
বিস্তারিত। এই বদরীতক হইতে অমৃত ক্রিস্ত
হয়, এছত্ত প্রাক্তগণ এই ক্ষেত্রের নাম বদরী
নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু যুগ-
ভেদে কখন কখন অল্প তীর্থ সকল পরিভ্রাম্য
করেন; কিন্তু যদি এই বদরীতীর্থ কদাচ পরিভ্রাম্য

৬০ = নব্বীতীর্থবগাহেন তপোযোগসমাবিতঃ । তৎ-
কলং প্রাপ্যতে সম্যগবদীদর্শনাদতঃ ॥ ৬১ ॥ ষষ্টি-
বর্ষসহস্রানি যোগাত্যাসেন যৎকলম্ । বারাগস্তাং
নির্নৈকেন তৎকলং বদরীং গতো ॥ ৬২ ॥ তীর্থানাং
বসতির্ভদ্র দেবানাং বসতিস্তথা । ঋষীণাং বসতি-
র্ভদ্র বিশালা তেন কথ্যতে ॥ ৬৩ ॥

ইতি জীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসহস্রাশ্চাং সাং-
হিত্যাং দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠমণ্ডে শিবকর্ত্তিকোঃ ২ বাদে
বদরিকাশ্রমস্ত সপ্ততীর্থাবিকল্পনং

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋদ্ধ উবাচ । কথমেতৎ সমুৎপন্নং কৈরী ক্ষেত্রং
নিবেদিতম্ । কো বা তস্তাপ্যবীশঃ স্তাদেতদ্বিস্ত-
রতো বদ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ । অনাদিসিদ্ধমে-
তত্ত্ব যথা বেদা হরেন্তনুঃ । অধিষ্ঠাতা হবিঃ
সাক্ষ্যাবদাদৈর্নিবেদিতম্ ॥ ২ ॥ পুবা কৃতযুগ-
স্তাদৌ ঋষীঃ হুহিতরং বিধিঃ । রূপযৌবনসম্পন্নঃ

করেন না । হে গুরু ! তপস্কা, যোগ, সমাধি
তীর্থনিচয়ে অবগাহন দ্বারা যে কল হয়, মানব এক-
মাত্র বদরীদর্শনে সম্যকরূপে তাহার তুল্যকল লাভ
করে । ষষ্টিসহস্রবর্ষের যোগাত্যাসে এবং একদিন
বারাগমী দর্শনে যে কল, বদরীপ্রাপ্তিমাতেই তাহাব
তুল্য কল লাভ হয় । এই ক্ষেত্রে নিখিল তীর্থ,
দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন, এইজন্য এই তীর্থ
বিশালা নামে বিখ্যাত । ৫০—৬৩ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঋদ্ধ কহিলেন,—হে গুরো ! কিরূপে এই ক্ষেত্র
সমুৎপন্ন হইল? কোন কোন ব্যক্তি এই ক্ষেত্রেব
সেবা করেন এবং এই ক্ষেত্রের অধিপতিই বা কে ?
বিভারকর্যে বর্ণন করুন । শিব বলিলেন,—হে
বৎস ! যেহেতু বৈকুণ্ঠ হরিরশরীর, এই ক্ষেত্রও
তদ্রূপে অনাদিসিদ্ধ ; ইহার অধিষ্ঠাতা সাক্ষ্য হরি
এবং অনাদিসিদ্ধ ঋষিগণ ইহার সেবা করেন ।
পুর্বেই সত্যযুগের প্রথমে ব্রহ্মা কীর্ত্তন

ন তাং যতিভূমদাতঃ ৬ । তং বৃদ্ধা ভাট্টা
রোষাচ্ছিন্নং বহুগন পঞ্চাধী । চিত্তেদাহা কপালঃ
তদব্রহ্মহত্যাসমুদ্যতে ॥ ৭ ॥ হস্তে কৃষা সীমামাত
তত্র তীর্থানি সেবিতুম্ । দিবি ভূমৌ চ পাতালে
তপশ্চরণপূর্বকম্ ॥ ৮ ॥ ন গতী ব্রহ্মহত্যা মে কপালঃ
তাদৃশং করে । তদা বৈকুণ্ঠমগমং ভূমিঃ লক্ষীপতিং
হরিম্ ॥ ৯ ॥ বিনয়াবনতো ভূমী নমস্কৃত্য পুনঃপুনঃ ।
সক্সমাখ্যাতবাস্তবৈশ্ব ব্যসনঃ করুণায়নে ॥ ১০ ॥
তস্তোপদিষ্টমাদায় বদরীং সমুপাগঃ ॥ তৎকণাদ-
ব্রহ্মহত্যা ১১ বৈপমানা মুহুর্ভুজঃ ॥ ১২ ॥ অন্তর্হিতং
কপালং তৎকবাধিগলিতং মম । ততঃ প্রভৃতি
তৎক্ষেত্রং পার্শ্বত্যা সহ সাদবম্ ॥ ১৩ ॥ তিষ্ঠামি
তপ আশ্রয় ঋষীণা শ্রীতিমাবহন । বাবাণস্তাং
যথা শ্রীতিঃ শ্রীশৈশনিগবে তথা ॥ ১৪ ॥ কৈলাসে
শিবয়া সাক্ষ্যং ততোহনন্তগুণ কা । অমৃতানরগান-
মুক্তিঃ স্ববস্তুবিধিপূর্বকাং ॥ ১৫ ॥ বদরীদর্শনাদেব

রূপযৌবনসম্পন্ন দেখিয়া মৈথুন করিতে উদ্যত হন,
আমি ব্রহ্মাব এই দৃব্যবহার দেখিয়া রোষপরবশ হই
এবং খড়্গদ্বারা তাঁহাকে শিবশ্ছেদন কবি । আমি
ব্রহ্মাব শিবশ্ছেদন করিলে কপালরূপিণী ব্রহ্মহত্যা
আসিয়া আমাকে আশ্রয় কবিল, তখন আমি সহর
সেই ব্রহ্মকপাল করে লইয়া তীর্থসেবার জন্য
বহির্গত হইলাম, তখন আমি কখন স্বর্গে, কখন
ভূতলে এবং কখন বা পাতালে তপশ্চরণ ও তীর্থ-
সেবা করিতে লাগিলাম, ব্রহ্মহত্যা আমাকে
পরিভ্রাণ কবিল না । পূর্বসং সেই কপাল আমার
করেই রহিয়া গেল । তখন আমি রম্যপতি হরির
সন্দর্শনার্থ বৈকুণ্ঠে গমনপূর্বক বিনয়ে অবনত হইয়া
পুনঃপুনঃ নমস্কার করত সেই করুণাময় নিকট
আমার সমস্ত ব্যসন বিবরণ বিজ্ঞাপন করি ১—৮ ।
তিনি আমাকে বদরীদর্শনের উপদেশ প্রদান করেন,
আমিও তাঁহার উপদেশ গ্রহণপূর্বক বদরীতীর্থে
আগমন করি । হে বৎস ! আমি যেমন বদরী-
ক্ষেত্রে আগমন করিলাম, ব্রহ্মহত্যাও তৎকণাৎ
আমাকে পরিভ্রাণ করিল এবং মুহুর্ভুজ কম্পমান
হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল, তখন কপালও
আমার কর হইতে খলিত হইল । হে তনয় !
তদবধি আমি পার্শ্বতীর সহিত সাদরে এই বদরী-
ক্ষেত্রে বাস করত ঋষিগণের শ্রীতি উপদেশপূর্বক
তপস্কা করিতেছি । বারাগমী, কীটেশ এবং শিবায়
সহিত কৈলাস শৈলে বাস করিলে আমার যেসকল

মুক্তিঃ পুংসাং করে স্থিতা । হরচরণসম্মোহনবিজ্ঞান-
বৈশাখ্যঃ স্বয়ম্ ॥ ১১ ॥ তত্র কেদাররূপেণ মম লিঙ্গ-
প্রতিষ্ঠিতম্ । কেদারদর্শনাৎ স্পর্শাদর্শনাত্তক্তি-
ভাবতঃ ॥ ১৩ ॥ কোটিজন্মকৃতং পাপং ভস্মীভবতি
তৎক্ষণাৎ । কলামাত্রেন তিষ্ঠামি তত্র কেত্রে
বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥ কলা পঞ্চদশবাত্র মূর্তিমধ্যে
স্থবসিতম্ ॥ ১৫ ॥ জিতকৃতান্তভয়াঃ শিবযোগিনঃ
কৃতমুগাজিনকৃতিসুবাসসঃ । বরবিভূতিজটাবিত-
ভূষণাঃ স্বয়মুপাসত এব জটাবধম্ ॥ ১৬ ॥ ফল-
দলাস্বসমীবণতোষিতাঃ শিবমনোজিতমৃত্যুপরিগ্রমাঃ ।
গিরিবরস্থিতনির্জিতমানসাঃ প্রসন্ননির্মলবুদ্ধিমহো-
দয়াঃ ॥ ১৭ ॥ কমলকোমলকান্তিমুখাসুজাঃ শিব-
রূপাজিতনির্ভববৈরিণঃ । করধৃতাজলিমৌলিশিবে-
ক্ষণাঃ শিবমুপাসত এব নিশামুখে ॥ ১৮ ॥ কবধূত-
জপমালাঃ শান্তিসন্তোষভাজঃ কৃতনতিপরনিত্য-

ক্রীতি হয়, এই বদরীতীর্থবাসে আমার তদপেক্ষা
অনন্তরূপ অধিক ক্রীতি হইয়া থাকে । অস্তান্ত
তীর্থে স্বর্ধ্মনিরত মানবের বিধিবোধিত মৃত্যু
হইলে মুক্তি হয়, কিন্তু বদরী বদর্শনমাত্রেই পুরুষের
মুক্তি কবছা জানিবে । এই কেত্রে হরির চরণ
সম্মুখানে স্বয়ং বৈশ্বানর বিরাজিত । সেই বৈশ্বানর
সমীপে কেদাররূপী আমাব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত রহি-
য়াছে । তত্ত্বভাবিত চিত্তে এই কেদারের দর্শন,
স্পর্শন ও অর্চনে তৎক্ষণাৎ কোটিজন্মকৃত পাপরাশি
ভস্মীভূত হয় । আমি এই কেত্রে কলামাত্র কাল
অবস্থান করি, কিন্তু কেদারমূর্তি মধ্যে পঞ্চদশ
কাল কাল বাস করিয়া থাকি । যে সকল শিবযোগী
যমভয় জয় করিয়াছেন, তাঁহারা মুগাজিন ও
শাফুলচর্মের উত্তম বসন, এবং বর বিভূতি ও জট
প্রভৃতি উত্তম ভূষণে ভূষিত হইয়া স্বয়ং জটাবধ
হরের আরাধনা করেন । ফল, জল, পত্র ও
সমীরণ সেবনেই বাহারা সন্তোষ লাভ করেন, শিবে
স্তম্ভমানস হইয়া বাহারা মবণ-ক্লেশ প্রশমিত
করিয়াছেন, গিরিবরে বাস করায় বাহাদের মন
নির্জিত হইয়াছে, নির্মল বুদ্ধির প্রসারে বাহারা
মহা অভ্যাদয় লাভ করিয়াছেন, বাহাদের মুখ-
কমলের কান্তি কমলের জ্বায় কোমল, বাহারা
শিবরূপায় সম্পূর্ণরূপে বৈরনির্ঘাতন করিয়াছেন,
তাঁহারা অঙ্গলীকৃত-হস্ত যন্তকে শিবকে দর্শন
করিতে করিতে তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন ।
বাহাদের করে অশমালা বিলম্বিত, বাহারা

প্রার্থনাসম্মোহনো । হরচরণসম্মোহনবিজ্ঞান-
মূর্তি-ব্যথিতজনমনোজাঃ সর্বভাবান্ধিতাম্ ॥ ১২ ॥
বাবাণস্তাং মৃতানাং তারকং ব্রহ্মসংকটম্ । জনানাং
পূজনান্তত্বে মম লিঙ্গস্ত জায়তে ॥ ১৩ ॥ বহিষ্ঠীর্থ-
পরিভ্রাজন্তগবচ্চরণান্তিকে । কেদারাখ্যং মহালিঙ্গং
দৃষ্ট্বা নো জন্মভাগ্ভবেৎ ॥ ২১ ॥ স্বন্দ উবাচ ।
কথং বৈশ্বানরঃ শ্রীমান সর্বলোকৈককারণম্ ।
বদরীমমুসন্তোষো তন্মে বদ মহামতে ॥ ২২ ॥ শিব
উবাচ । পুবা সমাজঃ সমভূদ্রবীণামূর্ধ্বরেতসাম্ ।
গঙ্গা ভগবতী যত্র কালিন্দ্যা সহ সঙ্গতা ॥ ২৩ ॥
দশাবধৈধিকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ । বভূব
তত্র ভগবান হতভুকপ্রশ্রয়ানতঃ । স্ববীণামগ্রতঃ
স্থিত্বা প্রষ্টুং সমুপচক্রমে ॥ ২৪ ॥ বৈশ্বানর উবাচ ।
দৃষ্ট্বা দৃষ্টৈকদৃগ্জ্ঞানা ভবন্তো ব্রহ্মবিস্তমঃ । দীনার্ধে
করণাপূর্ণা হৃদয়ান্ন দয়ালবঃ ॥ ২৫ ॥ সর্বজ্ঞলিঙ্গো-
ভূতপাতকালিগুচেতসঃ । কথং শ্রাবিরয়ানুজিহ্মম
ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ২৬ ॥ সর্বোষামুবিবর্ণ্যণামাজগাম

সতত শান্তি সন্তোষের সেবা করেন, বাহারা
চন্দ্রমৌলির চরণকমলে নিত্য নতি ও প্রার্থনা-
পরায়ণ, মনোভবের পবাতবকারী বিজ্ঞানমূর্তি সেই
হরের চরণ-সম্মুখে তাদৃশ ভক্তগণ সর্বতোভাবে
একান্ত ধ্যানপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন । ১—১২ ।
বাবাণসীতে মৃত্যু হইলে মানবগণের যে মুক্তি
হয়, তাহাব নাম ব্রহ্মমুক্তি, আমার এই বদরী-
সম্মুখিত কেদারলিঙ্গের পূজনেই জন্মগণের তাদৃশ
মুক্তি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । ভগবান কেদারলিঙ্গের
পাদসমীপে বহিষ্ঠীর্থ সমুদ্ভাসিত । এই মহালিঙ্গ
কেদারের দর্শনে আর জন্মভাগী হইতে হয় না ।
স্বন্দ কহিলেন,—হে মহামতে ! নিখিললোকের
একমাত্র কারণ শ্রীমান বৈশ্বানর কিজন্ত বদরীবনে
অবস্থান করিলেন, তৎসমস্ত আমার নিকট বলুন ।
শিব বলিলেন, হে বৎস ! একদা ভগবান হতানন
বদরী-কেত্রে উপনীত হইয়া স্ববিগণের সম্মুখে
উপবেশনপূর্বক বিনয়বনত-হস্তকে এক প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । বৈশ্বানর বলিলেন,
হে স্ববিসকল ! নিরন্তর শাস্ত্র দর্শন করিয়া আপ-
নাদের দৃষ্টি একমাত্র জ্ঞানযোগেই লিপ্ত রহিয়াছে,
আপনারা ব্রহ্মবিস্তম, দীনের জন্ত আপনাদের
করণাপূর্ণ হৃদয় জ্ঞান আর্জি হইয়া থাকে এবং
আপনারা দয়ালু, হে ব্রহ্মবিস্তমগণ ! নিখিল
জগৎপরিব্যাপ্ত পাপপুণ্য আমার চিত্ত লিপ্ত,

স্বামীঃ। গজাভি সমাধুতা বাক্যং চোদয়তি
২১। ব্যাস উবাচ। অস্ত্যকঃ পরমোপায়ে
জবতঃ পাপনিবৃত্তৌ। সর্বতকাখ্যদোষস্ত বদরীঃ
শরণঃ অথ ২৮। যজ্ঞান্তে ভগবান্ সাক্ষাদেবদেবো
জনাধিনঃ। ভক্তানাং প্যভক্তানাং মহা মধুসূদনঃ ২৯।
ভক্ত গজাভি নান্যাহা কৃতা প্রদক্ষিণাং হরেঃ। দণ্ডবৎ-
প্রণিপাতেন সৰ্পপাপকল্লোভবেৎ ৩০। ততো
ব্যাসমুখাঙ্কুরা স্বৰ্গীণামম্ববাদতঃ। উত্তরাভিমুখো
বহির্গম্যাদনমায়যৌ ৩১। ততো বদরিকঃ প্রাপ্য
সাক্ষাৎ গজাভি স্বয়ম্। নারায়ণাশ্রমং গতা নহা
প্রোবাচ ভক্তিমান্ ৩২। অগ্নিকবাচ। বিদ্বৎ-
বিজ্ঞানধনং পুরাণং সনাতনং বিশ্বসৃজাং পতিং
গুরুম্। অনেকমেকং জগদেকনাথং নমাম্যানস্তা-
মিতত্ত্বদুষ্কিনম্ ৩৩। মায়াময়ীং শক্তিমুপেত্য
বিশ্ব-কর্তারমুদিশু রজোপযুক্তম্। সবেন চাস্ত স্থিতি-

একপে, নরক হইতে কিকপে আমার মুক্তি
হইবে? অনন্তর সেই সকল প্রধান প্রধান মুনি-
গণের মধ্য হইতে গজাজলাপ্তদেহ মুনিবর ব্যাস
বৈশ্বানরের প্রতি বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ব্যাস
বলিলেন,—হে বৈশ্বানর! আপনার পাপ-
এক পরম উপায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনি
বদরীর শরণ গ্রহণ করুন, তবেই আপনার সর্ব-
ভক্তনামক দোষের উপশম হইবে। যে স্থানে
সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব জনাধিন বিরাজ করেন
এবং সেই মধুসূদন কি অভক্ত, কি ভক্ত, সকলেরই
পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন; আপনি তথায় গমন-
পূর্বক জাহ্নবীজলে স্নান, করির প্রদক্ষিণ এবং
ভাঁহার চরণকমলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করুন। এইরূপ
করিলেই আপনার সকল পাপ ক্ষয় হইবে। অনন্তর
বৈশ্বানর ব্যাসের মুখে এবং বিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক
অবিগণের অনুমোদনক্রমে উত্তরাভিমুখ হইয়া
গজাভিনে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে বদরিকা-
শ্রেণী উপনীত হইয়া গজাজলে স্নান করত নারায়ণ-
শ্রমে গমনপূর্বক ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া বলিতে লাগিলেন। অগ্নি বলিলেন,—যিনি
বিদ্বৎ, বিজ্ঞানধন, পুরাণ, সনাতন, প্রজাপতিপতি,
গুরু, আনন্দ, এক, জগতের একমাত্র নাথ, অনন্ত,
স্বামী ও সর্বশক্তি—আমি সেই বিদ্বকে নমস্কার
করি। যিনি বিশ্ব নিরূপের উদ্দেশে পীর মায়াময়ী
শক্তির পায়েরে রজোপযুক্ত হইয়াছেন, তিনি পালনের

হেতু প্রমুখো তমোভিধিভারমীড় ৩৪। অসিধ্য
বিশ্ববিমোহিত্যাম্। বিদ্বৎকল্পং বিজ্ঞতঃ ত্রিলোক্যাম্।
বিদ্যাশ্রিতরাং সকলজমীশং অবিদ্যায়া জীবমহং
প্রপদ্যে ৩৫। ভক্তৈশ্বর্যাবিকৃতদেহযোগমাতো গ-
ভোগার্ণিতযোগযোগম্। কোশেষপীতাবরকুটশক্তিঃ
বিচিহ্নশক্ত্যষ্টময়েষ্টমীডে ৩৬। অথ প্রসন্নো ভগ-
বান্ স্ততঃ সর্বৈহুদি স্থিতঃ। প্রোবাচ মধুরং বাক্যং
পাবকং পাবনার্থিনম্ ৩৭। শ্রীনারায়ণ উবাচ।
ববৎ বৎ ভক্তন্তে বরদোহমুপাগতঃ। স্তবেনানেন
তুষ্টোহস্মি বিনয়েন তবানঘ ৩৮। অগ্নিকবাচ।
জাতং ভগবতা সর্বং যদর্থমহমাগতঃ। তথাপি
কথ্যাম্যেতদীশ্বরাজ্ঞানপালনম্ ৩৯। সর্বভক্ত্য
ভবাম্যেব নিকৃতিস্ত কথং ভবেৎ। অত্যন্তভয়-
সম্পত্তিরেতন্মাজ্জায়তে মম ৪০। শ্রীনারায়ণ
উবাচ। ক্ষেত্রদর্শনমাত্রে প্রাণিনাং নাস্তি পাতকম্।

জন্ত ষাধাব সমুদ্ভির বিকাশ এবং সেই বিশ্বের
প্রাসের জন্তই যিনি পুনরায় উগ্র তমোমুর্তি অব-
লম্বন করেন, আমি সেই বিদ্বকে পূজা করি। যিনি
অবিদ্যাকারা বিশ্ব বিমোহিত করেন, ত্রিলোকে ষাধার
একমাত্র বিদ্যাকপ বিস্তৃত, বিদ্যাব আশ্রয়ে ষাধার
সর্বজ্ঞ ষেশমুর্তি প্রকটিত এবং অবিদ্যাকারা যিনি
জীবকপে প্রতিভাত হন, আমি সেই বিদ্বকে প্রান্ত
হই। যিনি ভক্তের ইচ্ছায় দেহযোগেব আবিষ্কার
করেন, এবং ভক্তের ইচ্ছাতেই জাগতিক বিষয়-
সমূহের ভোগ ব্যাপারে অত্যাশক্তি প্রকাশ করেন;
যিনি কোশেষ পীতবসনধারী ও শক্তির সহিত মিলিত
এবং যিনি বিচিহ্ন অষ্টশক্তিময়, আমি সেই ইষ্টদেবকে
স্তব করি। অনন্তর সর্বভূতের দেহবিহারী প্রসন্নো
ভগবান্ এইরূপে স্তত হইয়া পাবনার্থী পাবককে
মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ নারায়ণ
বলিলেন,—হে অনঘ! আমি তোমার স্তবে সন্তুষ্ট
হইয়া বরদরূপে সমাগত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল
হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। অগ্নি উত্তর করি-
লেন,—হে ভগবন! যদিও আপনি সমস্তই জানিতে
পারিতেছেন যে, কি জন্ত আমি উপস্থিত হইয়াছি,
তথাপি ইশ্বরাজ্ঞান পালন করা আমার উচিত;
এই কর্তব্যবোধে বলিতেছি—হে বিভো! আমি
যদি সর্বভক্ত্যই হইলাম, তবে আমার নিকৃতি
কিরূপে হইবে? একমাত্র আমার অনন্ত তীতি
অসিধ্য হইবে। নারায়ণ বলিলেন,—হে অনঘ! এই
ক্ষেত্রদর্শনমাত্রেই প্রাণিগণের পাতক বিনষ্ট হইবে,

মহাপাতক্যং পাতকং যদ্যি মাং কদাচন । ৪১ । ততঃ
প্রভৃতি ভূতান্য পাবকঃ সৰ্বতো তৃণম্ । কলয়াব-
হিতচ্যব সৰ্বদোষবিবর্জিতঃ । ৪২ । য এতৎ
প্রাতঃকথায় শৃণোতি আব্রহ্মস্মৃতিঃ । অগ্নিতীর্থকৃত-
মানকলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ । ৪৩ ।

ইতি শ্রীমাদ্বেদংগিরকৃতভগবৎশ্রুতিবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ । ২ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্বন্দ উবাচ । ভগবন্ সৰ্বভূতেষু সৰ্বধৰ্ম্মা-
বিশা-
রদ । অগ্নিতীর্থস্ত মাহাত্ম্যং কৃপয়া বদ মে পিতঃ ।
১ । শিব উবাচ । অতিশুভতমং তীর্থং সৰ্বতীর্থ-
নিষেবিতম্ । সঙ্কল্পেপাৎ কথ্যাম্যেতত্তবাদয়বশা-
দহম্ । ২ । মহাপাতকিনো যে চ অতিপাতকিন-
স্তথা । স্নানমাত্রেণ শুধ্যস্তি বিনায়াসেন পুত্রক ।
৩ । প্রায়শ্চিত্তেন যৎ পাপং ন গচ্ছেরন্নরগাস্তিকম্ ।
স্নানমাত্রেণ তীর্থস্ত পাবকস্ত বিশুধ্যতি । ৪ ।
অত্যন্তমলসঙ্কলং যথা শুদ্ধ্যতি হটিকম্ । তথাগ্নি-

আর আমার অহুগ্রহে কদাচ তোমাকে পাপ স্পর্শ
করিতে পারিবে না । হে স্বন্দ ! তদবধি ভূতান্য
পাবক সৰ্বদোষবিবর্জিত হইয়া পূর্ণকলায় সৰ্বত্র
বিদ্যমান রহিয়াছেন । যে শুচি মানব প্রভাতে
শয্যাপরিত্যাগানন্তর এই উপাখ্যান শ্রবণ করে,
নিঃসংশয়ে তাহার অগ্নিতীর্থস্থানের কললাভ
হয় । ২০—৪৩ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ২ ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বন্দ বলিলেন,—হে পিতঃ ! আপনি নিখিল
প্রাণীর হৃদয়ে বিরাজ করেন, এবং সকল ধর্ম্মে
বিশারদ ; হে ভগবন্ ! কৃপাপূর্বক আমার নিকট
অগ্নিতীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণন করুন । শিব বলি-
লেন,—নিখিল তীর্থই এই অগ্নিতীর্থের সেবা
করে, এবং ইহা অতিশুভ ; তোমার আদরবশত
আমি সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করিতেছি । হে পুত্রক !
কি মহাপাতকী কি উপপাতকী এই অগ্নিতীর্থে স্নান-
মাত্রেই বিনায়াসে শুদ্ধিলাভ করে । মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত
করিলেও যে পাতক ঘূর হয় না, অগ্নিতীর্থে স্নান
মাত্রেই সে পাপ বিহারিত হইয়া থাকে । অত্যন্ত মল-

তীর্থমাসাদ্য দেহী পাপেবিশুদ্ধ্যতি । ৫ । কুশাগ্রে-
ণোদবিন্দুক পীত্বা বর্ষজয়ঃ নরঃ । অশ্বকেন্দ্রে তপঃ
কুয়া তদত্র স্নানমাত্রতঃ । ৬ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা-
শ্মিন যথাবিভবসম্ভবে । দরিদ্রতা কালে তেষাং ন
কদাচিৎ প্রজায়তে । ৭ । উপবাসেন যঃ প্রাণান
বহিতীর্থে ত্যজেন্নরঃ । স তিষ্মা সূর্যালোকাদীন
বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে । ৮ । চান্দ্রায়ণসহস্রৈশ্চ কৈলৈঃ
কোটিভিরেব চ । যৎ কলং লভতে মর্ত্যকলং স্নান-
বহিতীর্থতঃ । ৯ । পঞ্চধা যে প্রকুর্ত্তি পাপমশ্মিন
ষড়ানন । জপেন পবনায়ামৈবিশুদ্ধিরিতি মে মতিঃ ।
১০ । জ্ঞানেন মোহবশতঃ পাপং কুর্ত্তি যেষধমাঃ ।
পৈশাচীং যোনিমায়াস্তি যাবদিত্যশ্চতুর্দশ । ১১ ।
অনাশ্রমী চান্দ্রমী বা যাবদেহস্ত ধারণম্ । ন তীর্থে
পাবকে কুর্য্যাৎ পাতকং বুদ্ধিপূর্বকম্ । ১২ । স্নানং
দানং জপো হোমঃ সঙ্ক্যা দৈবার্চনং তথা । আজ্ঞা-
নস্তগুণং প্রোক্তমগ্নিতীর্থাৎ ষড়ানন । ১৩ । যহ্ননি
সস্তি তীর্থানি পাবনানি মহাত্ম্যপি । বহিতীর্থসমং

যুক্ত সুবর্ণ যেরূপ অগ্নিসংযোগে বিশুদ্ধি লাভ করে,
দেহী তজ্রূপ অগ্নিতীর্থে আগমন করিলে সকল
পাতক হইতে মুক্ত হয় । ১—৫ । মানব কুশাগ্র দ্বারা
জলবিন্দুমাত্র পান করিয়া অগ্নি তীর্থে তপস্কা করিলে
যে কল লাভ করে, এই অগ্নিতীর্থে অবগাহন
করিলে তাহার তুল্য কল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
এই তীর্থে বিভাহুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে
তাহার বংশে কদাচ দারিদ্র্য হয় না । যে মানব
বহিতীর্থে উপবাস দ্বারা তহুত্যাগ করে, যে সূর্য্য-
লোকাদি ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যায় ।
সহস্র চান্দ্রায়ণ ও কোটি কুরুব্রত করিয়া মানব যে
কল লাভ করে, অগ্নিতীর্থে স্নান মাত্রে তাহার
তুল্য কল লাভ হয় । হে ষড়ানন ! সাধারণ পুণ্যবিধ
পাপ করে, আমার মনে হয়, এই অগ্নিতীর্থে প্রাণা-
য়ামপূর্বক জপ করিলে তাহার বিশুদ্ধি লাভ
করে । মোহবশতঃ যে সকল অধম মানব জ্ঞান-
পূর্বক পাপ করে, তাহার চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকার
কাল পর্য্যন্ত পিশাচযোনি প্রাপ্ত হয় । অনাশ্রমী
কিংবা আশ্রমী যতদিন দেহ ধারণ করে, তাহার
এই অগ্নিতীর্থে বুদ্ধিপূর্বক যেন কোন পাতক করে
না । হে ষড়ানন ! অগ্নি তীর্থে স্নান, দান, জপ, হোম,
সঙ্ক্যা এবং সেবপূজা করিলে যে কল হয়, এই তীর্থে
এ সকল কৃত হইলে তাহার ষড়গুণ অধিককল
লাভ হয় । এবিধে বহু শ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ আছে, কিন্তু বহি-

তীর্থং ন কৃতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥ ন ব্রহ্মা ন শিবঃ
শেষো ন দেবো ন চ তাপসাঃ । শক্রবন্তি কলং
মানঃ বক্রুঃ পাবকতীর্থজম্ ॥ ১৫ ॥ কিং তেষাং
বহুভির্ভজৈঃ কিং দানৈর্নির্মমৈর্ঘটমৈঃ । যেষাং পাবক-
তীর্থেহিহ্মিন্ মানং দশদিনং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥ উপ-
বাসেন যঃ প্রাণান্ বহুতীর্থে জয়েন্নরঃ । উপবাস-
জয়ং কৃৎস্না পূজয়িত্বা জনার্দনম্ । নরঃ পাবকতীর্থে-
হ্মিন্ স ভবেৎ পাবকোপমঃ ॥ ১৭ ॥ শিলাপঞ্চক-
মধ্যস্থং সারিধ্যং নিত্যদা হরেঃ । তত্রৈব পাবকং
তীর্থং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৮ ॥ ক্ষন্দ উবাচ ।
কথং তত্র শিলাঃ পঞ্চ কেন বা তত্র নির্মিতাঃ । কিং
পুণ্যং কিং কলং তাসাং বক্রুমহ্মন্তশেষতঃ ॥ ১৯ ॥
শিব উবাচ । নারদী নারসিংহী চ বারাহী গাকুড়ী
তথা । মার্কণ্ডেয়ীতি বিখ্যাতাঃ শিলাঃ সর্বার্থ-
সিদ্ধিদাঃ ॥ ২০ ॥ নারদো ভগবাংস্তপে তপঃ
পরমদাক্ষণম্ । দর্শনার্থং মহাবিকোঃ শিলায়াং বায়ু-
ভোজনঃ ॥ ২১ ॥ বষ্টিবর্ষসহস্রাণি শিলায়াং বৃক্ষ-
বৃন্তিমান্ । তদাসৌ ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্র ব্রাহ্মণরূপধৃক্ ॥
২২ ॥ জগাম পুরতন্তস্ত কুপয়া মুনিসত্তমম্ ।
উবাচ বচনং চাক্র কিমিতি ক্রিষ্টতে হ্যবে ।

তীর্থের তুল্য হয়ও নাই, হইবেও না । ব্রহ্মা, শিব,
শেষনাগ, দেব এবং ঋষিগণ কেহই বহুতীর্থের
কল বলিতে সমর্থ নহেন । যাহারা অগ্নিতীর্থে
দশদিন নান করিয়াছে, তাহাদের বহুযজ্ঞ ও অনেক
দান নিয়ম করিয়া কি হইবে? যে নর বহুতীর্থে
উপবাসদ্বারা প্রাণজয় বা উপবাসজয় করিয়া জনা-
র্দনের পূজা করে, সে অনলতুল্য হয় । অত্রত্য
শিলাপঞ্চকের মধ্যে নিত্যই হরির সারিধ্য আছে ।
এবং সেইখানেই সর্বপাপপ্রণাশন পুত পাবকতীর্থ
ক্ষন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ । কিজন্ত
তথায় শিলাপঞ্চক প্রতিষ্ঠিত, কে ইহা নির্মাণ করি-
য়াছে? এই শিলাপঞ্চকের কি পুণ্য কল? আমার
মিষ্ট এই সকল বলুন । শিব বলিলেন,—শিলা-
পঞ্চকের নাম—ধ্রুবণ কর;—নারদী, নারসিংহী,
বারাহী, গাকুড়ী এবং মার্কণ্ডেয়ী—এই বিখ্যাত পঞ্চ
শিলা এবং এই শিলাপঞ্চক সর্বাতীষ্টপ্রদ । ভগবান্
নারদ মহাবিক্রম দর্শন মুনসে বায়ুভোজী ও কলা-
ভোজী হইয়া এই শিলায় বষ্টিবর্ষ বৎসর চক্র
চপ্ত করিয়া, তখন ভগবান্ বিষ্ণু মূর্তির প্রতি
জগা হইয়া ব্রহ্মরূপে তাঁহার সমীপে উপনীত
হন;—এই মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিল,—হে

ভবেদ্বিতঃ ক্রহি জগদা কীপকল্পম্ ॥ ২৩ ॥ নারদ
উবাচ । কো ভবান্ বিজনেহরণে, মমাত্মগ্রহতৎপরঃ ।
মনঃ প্রসন্নতামেতি দর্শনাতে দ্বিজোত্তম ॥ ২৪ ॥
ইতুভো নারদেনাসৌ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । পীতাহর-
লসৎপদ্মবনমালাবিভূষণঃ ॥ ২৫ ॥ জীবৎসকৌস্তভ-
ব্রাজংকমলাবিমলালয়ঃ । সুনন্দনপ্রমুখ্যে স সূর্যমানো
জনার্দনঃ ॥ ২৬ ॥ দর্শয়ামাস রূপং স্বং নারদায়
কুপার্কিতঃ । তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় তম্বুঃ প্রাণ ইবা-
গতঃ ॥ ২৭ ॥ কুতাজলিপুটো ভূহা নমস্কৃত্য পুনঃ
পুনঃ । তুষ্টাব প্রণতো ভূহা জগতামীষরেবরম্ ॥
২৮ ॥ নারদ উবাচ । যঃ সর্বসাক্ষী জগতামীষ-
রো ভক্তেচ্ছয়া জাতশরীরসম্পদঃ । কুপামহা-
ভোনিবিরাজিতানাং প্রসাদতাং পাবনদিব্যমূর্তিঃ ॥
২৯ ॥ হিতায় লোকস্ত স জাং পুনর্মানঃ—সুতোষণায়া-

ঋষে! আপনি কিজন্ত ক্রেশ করিতেছেন? হে
মুনে! তপস্শায় আপনার পাপ কীণ হইয়াছে,
আপনার অতীষ্ট কি বলুন । নারদ উত্তর করি-
লেন,—হে দ্বিজোত্তম! আপনার দর্শনে আমার
মন প্রসন্ন হইয়াছে, এই নির্জন অরণ্যে কে
আপনি আমার প্রতি অমুগ্রহতৎপর হইয়া উপ-
স্থিত হইয়াছেন? ৬—২৪ । নারদ কর্তৃক এইরূপে
জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দ্বিজরূপী হরি দেখিতে
দেখিতে রূপান্তরিত হইলেন । তিনি করে
শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করিলেন; তিনি
পীতাহর এবং উজ্জল কমল ও বনমালায়
বিভূষিত হইলেন; জীবৎস কৌস্তভাদি তাঁহার
হৃদয়ে শোভিত হইতে লাগিল; কমলাদেবী
তাঁহার বিমল দেহালয়ে বিরাজ করিতে লাগিলেন
এবং সেই জনার্দন সুনন্দাদি যোগিগণ কর্তৃক
সূর্যমান হইলেন । কুপার্কিত নারায়ণ ব্রাহ্মণ বেশ
পরিত্যাগপূর্বক নারদকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করি-
লেন । নারদ সহসা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া
গাজোখান করিলেন, তাঁহার দেহে প্রাণ যেন পুনঃ
কিরিয়া আসিল, তিনি কুতাজলিপুটে পুনঃ পুনঃ
নমস্কার পূর্বক জগতের ঈশরেরও ঈশ্বর সেই
হরির সম্মুখে প্রণিপাতপূরঃসর স্তব করিতে
লাগিলেন । নারদ বলিলেন,—যিনি সর্বসাক্ষী ও
জগতের অধীশ্বর; তাঁকের ইচ্ছায় যিনি শরীর-
সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি আনন্দগণের
কুপামহানিধি, সেই পুত দিব্যমূর্তি আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন । যিনি ত্রিলোকের হিতের জন্ত ও

চিরসুখকরানিতিঃ। প্রসন্নলীলাবাসতাবলোকনঃ
প্রসাদতাঃ সখ্যনিকায়মুর্জমান। ৩০। কমলপল্যবপ্য-
বলানিসুন্দরঃ প্রসন্নগভীরগিরেন্দিরোৎসবঃ। স্বমাত্রি-
তানাং বরকল্পপাদপঃ প্রসাদতাঃ দীনদয়ার্জমানসঃ।
৩১। যদজিৎ পদ্যার্চননির্মলাস্তরা জ্ঞানাসিনা শাতিত-
বদ্ধহেতবঃ। বিদগ্ধি যদব্রহ্মসুখং গতক্রমাঃ
প্রসাদতাঃ দীনদয়ার্জমানসঃ। ৩২। সংসারবারা-
গ্নিবিবকসেতুর্ঘঃ সৃষ্টিপালান্তবিধানহেতুঃ। উপাস্ত-
নামা গুণলক্ষমুর্তিঃ প্রসাদতাঃ ব্রহ্মসুখাহুভূতিঃ।
৩৩। য ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিতভূতস্বপ্নাধিকাসহেতুহৃতি-
মধুরিষ্ঠঃ। জীবাত্মতাং গচ্ছতি ময়য়া স্বয়া স এক
ঈশো ভগবান্ প্রসাদতাম্। ৩৪। স্বদৃগ্ গুণৈর্ঘেন
বিলিপ্যতে মহান্ গুণাশ্রয়ঃ যেন চ পাঞ্চভৌতিকম্।
একোহপি নানাগুণসম্প্রসুতঃ প্রসাদতাঃ দীনদয়ালু-
বধ্যঃ। ৩৫। স্তম্ভাহুভূতিনো দেবা বিপদাং পদমম্ব-

কমলপল্যবপ্য-
নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সর্বদায় ক। প্রহ্লাদা-
নিকঙ্কর্য সর্বভূতাত্মনে নমঃ। ৩৬। অহং যে
জীবিতং ধৃতমহং যে সকলং তপঃ। অহং যে
সকলং জ্ঞানং দর্শনান্তে জনাৰ্দ্দম। ৩৭। শ্রীভগবা-
নুবাচ। তুষ্ঠোহহং তপসানেন স্তোত্রেণ তব নারদ।
স্বস্তো ভক্তো ন মে কশ্চিদ্ভিন্ন লোকেষু বিদ্যতে।
৩৮। বরং বরয় ভক্তন্তে বরদোহহং তবাত্মজঃ।
মদর্শনান্তে কামঃ স্তাৎ সংসিকো বিদ্ধি নারদ। ৩৯।
নারদ উবাচ। বরদো যদি মে দেব বরাহো যদি
বাপ্যহম্। ভক্তিং তব পদান্তোজে নিশ্চলাং দেহি
মে বিভো। ৪০। মচ্ছিন্নাসরিধানঞ্চ ন ত্যাজ্যন্তে
কদাচন। মন্তীর্থদর্শনাৎ স্পর্শাৎ স্নানাদাচমনান্তথা।
দেহৈর্ন যুজ্যতে দেহভূতীয়ন্ত বরো মম। ৪১।
শ্রীভগবানুবাচ। এবমন্ত তব স্নেহান্তব তীর্থে
বসাম্যহম্। চরাচরাণাং জন্তুনাং বিদেহায় ন

সাধুসমূহের সন্তোষার্থ অচিরে স্বীয় কলাগিস্ত
প্রাভূত হন এবং হস্তলীলায় গাহার দর্শন প্রসন্ন,
সেই সখ্যমুর্তি আমার প্রতি প্রীত হউন। গাহার
লাবণ্য বিলাস মদনের স্তায় সুন্দর, যিনি প্রসন্ন
ও গভীর-বাক্যে কমলার উৎসব আপাদান করেন
এবং যিনি স্বীয় আশ্রিতগণের কল্পপাদপ স্বরূপ সেই
দীনদয়ার্জহৃদয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। গাহার
পাদপদ্যের পূজায় মানবগণ নির্মলহৃদয় হইয়া
জ্ঞানান্তে সমস্ত বন্ধন ছেদন করেন এবং গাহাকে
জানিতে পারিলে অবসাদ দূরীভূত ও ব্রহ্মানন্দ
লাভ হয়, সেই দীনদয়ার্জহৃদয় আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন। সংসারসাগরের যিনি সেতুস্বরূপ,
যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার বিধান করেন, যিনি
স্বাদি গুণানুসারে ব্রহ্মাদি নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন
এবং গাহাতে ব্রহ্মসুখের অমুভূতি হয়, সেই
দয়ার্জ-মুর্তি প্রসন্ন হউন। যিনি ইন্দ্রিয়াদিতে স্বপ্ন-
ভূতরূপে অধিষ্ঠিত হন, আবার জগৎ বিকাশের
জন্ত যিনি শ্রেষ্ঠ তেজোরূপে উদ্ভূত হইয়া থাকেন,
যিনি স্বীয়মায়া দ্বারা জীবরূপ ধারণ করেন এবং
যিনি একমাত্র ঈশ সেই ভগবান্ ঈশ, আমার প্রতি
প্রসন্ন হউন। গুণসাম্যে গাহার সহিত মহান
বিলীন হয়, আর গুণনিচয়কে আশ্রয় করিয়া যিনি
পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি করেন এবং যিনি এক হইয়াও
নানাক্রমে সম্যক প্রকৃত হন, সেই দীনদয়ার্জশ্রেষ্ঠ
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। গাহার অমুভূতি

দেবগণ বিপৎসাগরকেও বৎসপদের স্তায় মনে
করিয়া নিখিল আতঙ্ক দূর করত স্বর্গে বাস করি-
তেছেন, তিনি সর্বভূতাত্মা; আমি সেই বাসুদেব
এবং সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধকে নমস্কার করি।
২৫—৩৭। হে জনাৰ্দ্দন! আপনার দর্শন লাভ করি-
য়াছি, অতএব আমার জীবন, তপস্শ্রা এবং জ্ঞান
সকলই ধৃত হইল। ব্রাহ্মণের স্তব শুনিয়া ভগবান্
বলিলেন,—হে নারদ! তোমার তপস্শ্রা ও স্তবে
আমি প্রীত হইয়াছি, জিলোক মধ্যে তোমার মত
শ্রেষ্ঠ ভক্ত আমার আর দ্বিতীয় নাই। তোমার
মঙ্গল হউক, আমি তোমায় বর দিবার জন্ত
সমাগত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর।
হে নারদ! আমার দর্শনে তোমার সর্বাঙ্গীষ্ট
সিদ্ধ হইয়াছে, জানিবে। নারদ বলিলেন,—হে
দেব! আপনি যদি আমাকে বরদান করিতেই
আসিয়া থাকেন, আর আমি যদি বর গ্রহণের উপ-
যুক্ত পাত্রই হই; হে বিভো! তবে আপনার পাদ-
পদ্যে আমার নিশ্চলা ভক্তি প্রদান করুন; ইহা প্রথম
বর; আর দ্বিতীয় বর,—আপনি কদাচ যেন আমার
শিলার সান্নিধ্য পরিত্যাগ না করেন, এক তৃতীয়
বর,—আমায় এই তীর্থের দর্শন, স্পর্শ ও এখানে
স্নান ও আচমন করিলে মানবগণ যেন সর্গীয় ভাগ্য
না করে। ভগবান্ বলিলেন,—নারদ! তাহাই হউক,
তোমার স্নেহে আমি এই তীর্থে বাস করিব, চরা-
চর সমস্ত জীবই এই তীর্থের দর্শনাদিতে মুক্তি

সংসার ১৩। এযুগে হরিঃ সাক্ষাত্‌জৈরাধরঃ
বীরতঃ। মারদোহপি মহাতেজা দিনানি কলিতি
সহ। বদরীমাবসনং হস্তো যযৌ মধুপুরীং ততঃ ৪৪
কল উবাচ। মার্কণ্ডেয়শিলায়াস্ত যমিমানং বদ
মে। কিং পুণ্যং কিং কলং তস্তাঃ সংজ্ঞা চ তাদৃশী
কথম্ ৪৫। শিব উবাচ। পুরা ত্রেতাযুগস্তান্তে
মুকুতনরো মহান্। স্বপ্নায়ুঃ নিজং জাহ্না জজাপ
পরমং জপম্ ৪৬। দাদশাক্ষরমন্ত্রেণ পূজিতো
হরিঃস্বয়ং। সপ্তকল্পায়ুঃ জাহ্না ততঃ স্তুরিতো
যযৌ ৪৭। মার্কণ্ডেয়স্ততঃ জাহ্না তীর্থাটনপবিত্রমম্।
দর্শনং নারদস্তাসীমধুরায়াং হোমন ৪৮। পূজিতো
বন্দিতস্তেন নাবদো মুনিসত্তমঃ। কথগ্রামাস মাহাশ্বাঃ
বদন্ত্য যত্র কেশবঃ ৪৯। নাবদ উবাচ। কিমিতি
ক্রিষ্টতে সাধো তীর্থাটনপবিত্রমৈঃ। বদবধ্যাখ্যঃ
মহাক্ষত্রঃ সারিধ্যঃ নিত্যদা হরেঃ ৫০। তত্র যাহি
যত্র সাক্ষাক্ষরিং পশুসি চক্ষুযা। তচ্ছূহা বিশ্বমো-
পেতো বিশালামাযবাবুধিঃ ৫১। ন্নাহা শিলামূপ-

লাভ কবিরে, সংশয় নাই। অনন্তর হবি এই-
রূপ বলিয়া অন্তর্ধান কবিলেন, মহাতেজা নাবদও
হস্তাক্ষরকরণে সেই বদরীবনে কতিপয় দিবস -
করিয়া মধুপুরে প্রস্থান কবিলেন। স্বন্দ কহিলে,
হে পিতঃ। আমার নিকট মার্কণ্ডেয়শিলাব মাহা-
বর্ণন করুন, ঐ শিলায় কি কল, কি পুণ্য এবং
ঐরূপ নামেরই বা কারণ কি? শিব বলিলেন,—
পুরাকালে ত্রেতাযুগের অবসানে মহান মুকুতনর
মার্কণ্ডেয় স্বীয় আয়ু অল্প জানিয়া পরম মন্ত্র জপ
করেন। তিনি দাদশাক্ষর মন্ত্রে অব্যয় হবির
পূজা করিয়া সপ্তকল্প আয়ু লাভ কবত তথা
হইতে চলিয়া যান। হে বডানন। অনন্তর
মার্কণ্ডেয় তীর্থপর্যটনের প্রমের বিষয় আলো-
চনা করিয়া মধুরায় গমন করেন এবং তথায় নার-
দের দর্শন লাভ করত সেই মুনিসত্তমের পূজা
ও কল্যাণ করেন। নারদ মধুরায় অবস্থানপূর্বক
হরির আবাস বদরীতীর্থের মাহাশ্ব্য কৌর্জন করিতে-
ছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয়কে দেখিতে পাইয়া বলিতে
লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে সাধো! তুমি
তীর্থপর্যটনকালে কেন ক্রিষ্ট হইতেছ? বদরী-
লায় বদরীমাবসনের সমিধানে হরি নিত্য বিদ্যমান।
সেই বদরীবনে যখনপূর্বক সাক্ষাৎ হরিকে চক্ষু
দ্বারা দর্শন কর। তিনি মার্কণ্ডেয় দেবরসি নারদের
বাক্যে বিস্মিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই

বিশ্ব জজাপাটীকরং পরম্। ততঃ প্রসন্নো ভগবান্
ত্রিরাজ্যন্তে জনার্দনঃ ৫২। শব্দচক্রগদাপদ্যবন-
মালাবিভূষণম্। ততঃ দৃষ্টা মহাসোখায় প্রেমগদগদ-
গিরা। তুষ্টিব প্রণতো ভূহা মার্কণ্ডেয়ো জনার্দনম্ ৫৩।
মার্কণ্ডেয় উবাচ। অশাষতে চ সংসারে
সারে তে চরণাঙ্কজে। সমুদ্রায়ঃ কথং নৃণাং জাহি মাং
পরমেশ্বর ৫৪। তাপজয়পরিশ্রান্তমনেকাজ্ঞান-
ভ্রুতম্। সংসারকুহরে ভ্রান্তঃ জাহি মাং
কৃপয়াচ্যুত ৫৫। অনেকযোনিস্বল্পে নিঃস্বতে-
স্তনুবেদনাম্। গর্ভবাসকৃতাং প্রাপ্তঃ জাহি মাং
ককণাশুধে ৫৬। কুমিভক্ষিতসর্বাঙ্গঃ ক্ষুৎপিপাসা-
কুলঞ্চ হি। আত্মমালাকূলে গর্ভে জাহি মাং
মধুসূদন ৫৭। অমেধ্যাদিভির্বালিপ্তঃ নিশ্চেষ্ট-
শ্রমমাকুলম্। স্বরস্তঃ নিজকর্মোখঃ জাহি মাং
মধুসূদন ৫৮। বচনা ননিঃশাসাশক্তং তয়-

বিশাল বদরীক্ষেত্রে গমনপূর্বক নান করিয়া শিলায়
উপবেশন কবত অষ্টাক্ষর পরম মন্ত্র জপ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর রজনীত্রেয় অতীত হইলে ভগ-
বান্ জনার্দন প্রসন্ন হইয়া মার্কণ্ডেয়সমীপে উপনীত
হইলেন। ৫২—৫২। মার্কণ্ডেয় জনার্দনের শব্দ, চক্র,
গদা, পদ্য-শোভিত ও বনমালাবিলম্বিত রূপরাশি
দর্শন করিয়া সহসা উখিত হইলেন, এবং প্রণত
হইয়া প্রেমগদগদ বাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে
লাগিলেন। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অনিত্য
সংসারে আপনার পাদপদ্মই একমাত্র সার। সংসার-
রত নবগণের কিরূপে উদ্ধার হইবে? হে পর-
মেশ্বর। আমাকে জ্ঞান করুন। হে অচ্যুত। আমি
এই সংসারকুহরে পড়িয়া ভ্রান্ত বুদ্ধিবশে আধ্যাত্মিক-
কাহি তাপজয়ে পরিশ্রান্ত ও অনেকরূপ অজ্ঞানে
বিভ্রুত হইয়াছি, কৃপাপূর্বক আমাকে পরিজ্ঞান
করুন। হে ককণানিধে। আমি অনেক যোনি-
যন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভবাসক্রেণ ও পরে নির্গমনের
বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমাকে পরিজ্ঞান করুন।
আমি যখন নাড়ীমালাকুল গর্ভে বাস করিয়াছি,
তখন আমি ক্ষুধায় পিপাসায় আকুল হইলেও কুমি-
কুল আমার সর্বাঙ্গে দংশন করিয়াছে; হে মধু-
সূদন। আমাকে জ্ঞান করুন। গর্ভবাস সময়ে
আমার কোনই চেষ্টা ছিল না, তথাপি আমি অমা-
কুল হইয়াছি। যখন অতি অপবিত্র মলমূত্রাদিতে
আমার কল সর্পিণ্ড বিলিপ্ত হইয়াছিল, তখন আমি
কেবল আমার স্বীয়কর্ম স্বরণ করিতাম, হে মধু-

পুণ্যগতম্ । গৰ্ভবাসমহাভাষ্যং জাহি মাং মধুহৃদন ।
৬০। জরামরণবাল্যাদিভুংসংসারপীড়িতম্ । কুপ্যকৌ
সুখবুদ্ধিঃ মাং কৃপাসিন্ধো প্রপালয় । ৬১। কদাচিৎ
কুমিতাং প্রাপ্তং কদাচিৎ স্বেদজজ্ঞায় ।
কদাচিৎস্থিতিক্রমক কদাচিৎসরতাং গতম্ । ৬২।
সর্বযোনিসমাপন্নং বিপন্নং বিগতপ্রভম্ । অনাথং
হ্যং সমাপন্নং জাহি মাং কৃপয়াচ্যুত । ৬৩। এবং
ততস্ততঃ কুরু কো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা । শ্রীতস্তমাহ
বিপ্রর্ষে বরং মে ত্রিযতামিতি । ৬৪। শ্রীমার্কণ্ডেয়
উবাচ । যদি তুষ্টো ভবান্নহং ভগবন্ দীনবৎসল ।
নিশ্চিন্তাং দেহি মে ভক্তিং পূজায়াং দর্শনে তব ।
শিলায়াং তব সান্নিধ্যমেব এব বরো মম । ৬৫।
শূত উবাচ । তথৈত্যাশ্রম মহাবিকুর্ষ্যাবস্তুর্হিতঃ
বিজ । মার্কণ্ডেয়স্ততস্তষ্টো জগাম পিতুরাশ্রমম্ । ৬৬।

শূদন! আমাকে জ্ঞান করুন। গর্ভবাসে পরি-
ভ্রাষণ, আদান বা নিশ্বাসত্যাগসামর্থ্য থাকে না,
সর্বদা ভীত হইয়া বাস করিতে হয়; হে মধু-
হৃদন! গর্ভবাসে অতীব দুঃখ, আমাকে জ্ঞান
করুন। জরা, মরণ ও বাল্যাদি দুঃখে
সংসার অতীব দুঃখময়; কিন্তু সেই ক্রেশ বহুল
সংসারসাগরে আমার সুখবুদ্ধি হইয়াছে; হে
কৃপাসিন্ধো! আমাকে রক্ষা করুন। আমি কথ-
নও কুমিযোনি, কখন স্বেদজজন্ম, কদাচিৎ উদ্-
ভিদ্যোনি এবং কখন নরদেহ এইরূপে সর্ববিধ
যোনি পরিভ্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়াছি, আমার
প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে; হে অচ্যুত! আমি
অনাথ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপা-
পূর্বক আমাকে জ্ঞান করুন। ধীমান্ মুনি মার্কণ্ডেয়
কর্তৃক ভগবান্ কৃষ্ণ এইরূপে স্তুত হইয়া শ্রীতি-
প্রসঙ্গদ্বয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—হে বিপ্রর্ষে!
আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। মার্কণ্ডেয়
বলিলেন,—হে দীনবৎসল! আপনি যদি আমার
প্রতি শ্রীত হইয়া থাকেন হে ভগবন্! আমি যেন
আপনার পূজা ও দর্শন করিতে পারি, আমাকে
এইরূপ ভক্তি দান করুন। আমার এই শিলায়
আপনার সান্নিধ্য হউক, এক্ষণে ইহাই আমার
অতীষ্ট বর। শূত কহিলেন,—হে বিজ!
ভগবান্ মহাবিকুর্ষ্যাবস্তু এইরূপ কহিয়া
তথা হইতে অস্তিত হইলেন। মুনি মার্কণ্ডেয়ও
তখন হুই হইয়া তদীয় পিতার আশ্রমে গমন

করিলেন। এই পুণ্য উপাখ্যান অবশেষে সর্ববিধ
পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান অবশ
করে বা পিতার ও অবশ করায়, তাহার গোবিন্দে
গতি লাভ হয়। ৫০—৬৬।

ইতি শ্রীকান্দে অগ্নিতীর্থনারদশিলামার্কণ্ডেয়শিলা-
মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩।

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শূদ উবাচ । বৈনতেয়শিলায়াস্ত মাহাত্ম্যং বদ মে
পিতঃ । কিং পুণ্যং কিং কলং চান্ত অমৃতাবক
কিং ভবেৎ । ১। শিব উবাচ । কস্তাপাখিনতা-
গর্ভে মহাবলপরাক্রমো । গরুড়াকর্ণো প্রজাতো
দাবকুণঃ সূর্য্যসারথিঃ । ২। বদধ্যা দক্ষিণে ভাগে
গজমাদনশৃঙ্গকে । গরুড়স্তপ আভেপে হরিবাহিন-
কাম্যয়া । ৩। কলমূলজলাহারো নির্ধনো অপ-
তাংবরঃ । পদৈকেনোপসঙক্রম্য ভূবি জেপে নিরা-
ময়ঃ । ৪। ত্রিশংখবৎসহস্রাণি হরিদর্শনলালসঃ । ততস্ত
ভগবান্ সাক্ষাৎ পীতবাসা নিজায়ুধঃ । ৫। আবি-
রাসীদ্যথা প্রাচ্যাং দিশীক্ষুরিব পুঙ্কলঃ । উবাচ বচনং

করিলেন। এই পুণ্য উপাখ্যান অবশেষে সর্ববিধ
পাপ বিনষ্ট হয়। যে মানব এই উপাখ্যান অবশ
করে বা পিতার ও অবশ করায়, তাহার গোবিন্দে
গতি লাভ হয়। ৫০—৬৬।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩।

চতুর্থ অধ্যায় ।

শূদ কহিলেন,—হে পিতঃ! বৈনতেয়-শিলায়
মাহাত্ম্য বর্ণন করুন; এই শিলায় কল, প্রভাব
ও পুণ্য কিরূপ? শিব বলিলেন,—কস্তাপের
ও বিনতার গর্ভে মহাবলপরাক্রম অকুণ
ও গরুড় নামে দুই তনয় জন্মে; তন্মধ্যে অকুণ
সূর্য্যের সারথ্যকাৰ্য্যে নিযুক্ত হয়। আর গরুড়,
হরির বাহন হইব এইরূপ কামনা করিয়া বদরীর
দক্ষিণভাগে গজমাদনশৃঙ্গে সম্যক্ তপস্তা করে।
কল-মূল-জলাহারী নির্ধন তপস্বিপুত্র গরুড়
একপদে ভূতলে ভর করিয়া অপ করিতে লাগিল,
কোনরূপ ক্রিষ্ট হইল না। গরুড় হরির দর্শন-
লালসায় ত্রিশংখবৎস বৎসর এইরূপে তপস্তা
করিলে পুঙ্কলকে মণ্ডিত পূর্ণচন্দ্রাবদেব ভাস মিল
আয়ুধবৃত্ত পীতবাসা ভগবান্ সাক্ষাৎ হরি করায়

সম্যগ্বেগম্ভীরবানিনয়নঃ ৬। তথাপি ন বহির্ভূত-
বিশ্বো দরবরং ততঃ। তথাপি ন বহির্ভূতগুরুত-
মহাশয়ঃ ৭। ততঃ প্রবিষ্ট ভগবানন্তরং পবন-
ক্রমাৎ। বহিঃস্থতাং চৈব রচয়ন বহিরাবর্তো ৮।
ভগবন্তঃ হরিং দৃষ্টা গরুডো গতসাধবসঃ। পুন্-
কাকিতসর্কাদভট্টাব বিহিতাঙ্গলিঃ ৯। গরুড
উবাচ। জয় জয় ত্রিভুবনজনমনোভবন বিদলি-
তাঘণ্ডণ সকলগীর্ষণবন্দিতচরণকমলম্ নপরিমল
বহলরিপুবলবিভঞ্জন বিদ্যোতমান সকলসুরাসু-
বুটকোটিবিলসিতনিজপীঠকমল নিবসিতনিজজন-
হৃদয়তিমিরপটলবহল হিমকর ইব ত্রিবিধসম্পা-
সন্দোহহরণচরণ জগদুদয়স্থিতিলয়-বিলাস-বিলসিত-
ত্রিবিধমুর্তি-কৌর্তিবিস্কৃজিতজগদুদয়সন্দোহ দিনকব
ইব নিজজনমানসসরোজযটপদ-বিদিত-সকল-
বেদ-বিদ্যোতমান-মানস নিজজনমুনিজন-বন্দিতপদ-

আবির্ভূত হইলেন। তিনি গরুডসমীপে
উপনীত হইয়া মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তাহাকে
সম্বোধন করিলেন। গরুডের বহির্ভূতির স্তুতি
হইল না। তিনি আবার তাহা হইতেও মন
গম্ভীরতর শব্দ করিলেন, তথাপি মহাত্মা গরুড
বহির্ভূতি স্তুতিত হইল না। অনন্তর ভগবান
পবনপথে তাহার অন্তঃকরণমধ্যে প্রবেশপূর্বক
তাহার বহির্ভূতী মতির উদ্বোধন করিয়া 'পুনর্বার
বহির্ভূতগে আবির্ভূত হইলেন। ভগবান হরিকে
দেখিয়া গরুডের ভীতি বিদূরিত ও পুন্কে
সর্কাদ পূরিত হইল, তখন গরুড অঙ্কলি বন্ধন-
পূর্বক হরির স্তব করিতে লাগিল। গরুড
বলিল,—হে প্রভো। ত্রিভুবনস্থিত জনগণেব
মনই আপনার বাসভবন। আপনার গুণে ত্বরিত-
রাশি বিদলিত হয়। যে সকল সুব আপনার
চরণকমলযুগল বন্দনা করেন, আপনি তাঁহাদেব
রিপুরুপ বনরাজি বিভঞ্জন করিয়া থাকেন।
আপনি নিয়ত প্রভাযুক্ত, আপনার পীঠকমলে
সকল সুরাসুরের কোটি কোটি বৃকট বিলুপ্ত
হয়। আপনি শব্দধরের জায় নিজ ভক্তজনের
হৃদয়তিমিররাশি বিদূরিত করেন, আপনার
চরণের শরণ মাইলে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপ
আপনি দূর করিয়া করেন। 'জগতের সৃষ্টি, স্থিতি
ও প্রলয়ের জগৎ জগৎ, বিষ্ণুও শিবরূপ আপনার
ত্রিবিধ মুক্তি প্রদান করেন। আপনি দিনকর-
রূপে ভীতি দূরকারী নিখিল জগৎ উদ্ভাসিত

নখনীম-পবিত্রীকৃতগীর্ষণ-মুনিমানসবন্দিতচরণকমলম্—
প্রসাদসারভূত জগতামবীশ নমস্তে নমস্তে ১০।
অপি চ অষ্টশক্তিসহিতো বনমালী
পীতচৈক্যকুম্ভাবলিশোভঃ। পঙ্কজাকরবিরাজিত-
পাদঃ পাতু মামবাহিতেন্দ্রিয়বর্গঃ ১১। ভক্তজ-
কমলরাজিতমুর্তিদুর্দৈত্যদলনোখিতকীর্তিঃ। বন্ধ-
সেতুরবিতাখিতলোকঃ পাতু মামমুদ্রিনং ভুবনেশঃ ১২।
হিরচলত্রিবিধতাপহিমাংগুর্ভাসমানতরুনি-
প্রতিভাস। এক এব বহুধা কৃতবেষো মায়াবতু
মহামতিবীশঃ ১৩। ভক্তচিন্তনকৃতে কৃতরূপঃ
শৈশবেন বহুশাসিতভূপঃ। বেদমার্গ উরুধা হিত-
কাবী বীতিরীশিতুবিয়ং গুণশালী ১৪। যজ্ঞভূগু-
হৃদয়বন্ধনধাবী বিশ্বমুর্তিরবলাংগবহাবী। পালনে-

কবিশা থাকেন, আপনি ঐশ্বর ভক্তগণের মানস-
সবোকেহেব যটপদ স্বরূপ, নিখিল বেদাবদ্যা আপ-
নাব বিদিত, আপনার মন নিবন্তব বিদ্যোতমান,
মুনিগণ আপনার নিজজন, তাঁহাবা আপনার পাদ-
পদ্ম বন্দনা করিয়া তদীয় নথরনীরে আত্মা পূত
কবেন, আপনার চরণেরগুই আপনার অমুগ্ধেহেব
সাবভূত জানিয়া সুব-মুনিগণ মনে মনে সেই
চরণবেগু বন্দনা করেন, আপনি বিশ্বের অধীশ্বর,
আপনি জয়যুক্ত হউন, আপনাকে নমস্কাব, নমস্কার।
আবার বলি,—যিনি অষ্টশক্তিয়ুক্ত, ঐহার গলে
বনমালা বিলসিত, পীতবসন ও কুম্ভমসমূহে যিনি
শোভিত, পদ্মাকবে ঐহার পাদপদ্ম বিরাজিত এবং
ঐহার ইন্দ্রিয়নিচয় সংযত, সেই জগদীশ আমাকে
বক্ষা করুন। ভক্তগণের হৃদয়পদ্মে ঐহার মুর্তি
নিয়ত বিরাজিত, তুষ্টি দৈত্যদিগের দলনজন্ত ঐহার
কীর্তি অত্যাখ্যাত, যিনি সেতু বন্ধন করিয়াছেন এবং
যিনি আশ্রিতেব পালক, সেই ত্রিভুবনপতি আমাকে
পালন করুন। ১—১২। যিনি নিয়ত ও অনিয়ত
আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের হিমাংগু, যিনি ঐশ্বর
প্রতিভায় ভাস্বর জায় উদ্ভাসিত হন, যে মহামতি
মায়াবাবা এইরূপ বিবিধ বেশ রচনা করেন, সেই
ঈশ আমাকে রক্ষা করুন। যিনি ভক্তগণের
চিন্তার অমুরূপ বেশ রচনা করেন, শৈশবেই যিনি
বহু অবনীপতিকে শাসন করিয়াছেন, যিনি বেদের
পঞ্চরূপ, ঐহার আকার অনেক, যিনি জগতের
হিতকারী, ঐহারে এই ঐশ্বরীতি বিদ্যমান, যিনি
গুণশালী, যিনি যজ্ঞভূক, যোদ্ধায় যিনি বন্ধন ধারণ
করেন, যিনি ঐহার মুর্তি, যিনি অবলা গোপীগণের

সুখভোগ্যং দৈবতং বৈবিশ্বং । হিরণ্যাক্ষং রূপে
হস্তা বদরীঃ সমাগত্যঃ ॥ ৩০ ॥ আকম্মাক্ষং মহা-
দেবো যোগধারণা স্থিতঃ । বদরীয়াঃ সৌষ্ঠবাদেব
বিদগ্ধে স্থিতিমানসঃ ॥ ৩১ ॥ শিলারূপেণ ভগবান
স্থিতিং তত্র চকার হ । তত্র গতা তু মনুজঃ স্নাত্ব
গঙ্গাজলেহমলৈঃ ॥ ৩২ ॥ দানং দত্তা স্বশক্ত্যা বৈ
গঙ্গাক্ষঃ শান্তমানসঃ । অহোরাত্রে স্থিতো ভূত্বা
জপেদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৩৩ ॥ শিলায়াং দেবদৃষ্টিচ
তস্ত পুংসঃ প্রজায়তে । বহন্য কিম্বৈতেন যদ-
দিত্যতি সাধকঃ ॥ ৩৪ ॥ ততস্ত সিধ্যতি কিপ্রং
যদ্যপি স্নাত্ব সুত্বকবয় ॥ ৩৫ ॥ স্কন্দ উবাচ । নাব-
সিংহীশিলায়াস্ত মাহাশ্বাঃ বদ মে প্রভো । তৎ-
প্রসাদানুমহাদেব ত্বম তং জ্ঞতবানহম্ ॥ ৩৬ ॥ শিব
উবাচ । হিরণ্যাক্ষপুং হস্তা নখাগ্রেণৈব লীলয়া ।
ক্রোধায়িনা প্রদীপ্তাক্ষঃ প্রলয়ানলসম্মিতঃ ॥ ৩৭ ॥
তদা দেবৈঃ সমাগত্য স্থিত্বা দূবে দয়ালুভিঃ ।
ভূতোহসৌ ভগবান্ দেবো লীলয়া ধৃতবিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥
তদা প্রসন্নো হরিরুগ্রবিক্রমঃ স্বতেজসা ব্যাপ্তসুবা-

শিব বলিলেন,—হরি ববাহরূপে সুরবৈবী হিরণ্য-
ক্ষকে রূপে নিহত ও রসাতলগতা বসুন্ধরায়
সাধন করিয়া বদরীবনে আগমন করেন । বদরী-
ক্ষেত্রে সৌষ্ঠবরূপি কামনার সুবশেষে হবি কল্লাস্ত
কাল যোগধারণায় অবস্থিত থাকিয়া এই ক্ষেত্রেই
স্বীয় আক্সাব প্রতিষ্ঠা করেন, হে স্কন্দ । তথায়
ভগবান্ হরি শিলারূপে আপনাকে স্থাপিত করিয়া-
ছিলেন । যে মানব এই বদরীতীরে গমনপূর্বক
বিমল গঙ্গাজলে স্নান ও যথাশক্তি দান করিয়া সেই
গঙ্গাজলপ্রভাবে শান্তমানস হয় । এবং অহোরাত্র
বাস করিয়া একাগ্রমনে জপ করে, তাহার শিলায়ই
দেবদর্শন হইয়া থাকে । এবিষয়ে অধিক কি কহিব ?
সাধক এই তীরে যাহাই প্রার্থনা করে, পুত্ৰকর
হইলেও তাহার অচিরে তালা সিদ্ধ হইয়া থাকে ।
স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে প্রভো । আপনার
অনুগ্রহে আমি বিবিধ চর্চা কবি এবং করিলাম ;
হে মহাদেব । এক্ষণে নারসিংহী শিলার মাহাশ্ব
কীৰ্ত্তন করুন । শিব বলিলেন,—ক্রোধানলে
প্রদীপ্তাক্ষ হরি প্রলয়ানলতুলা হইয়া লীলাসহকারে
নখাগ্রেণৈব হিরণ্যাক্ষপুংকে নিহত করেন । তৎ-
কালে বদরী দেবগণ অসুরের বির্যমান থাকিয়া
শিলাবিরহমায়ী হইয়া কঁদ করিয়াছিলেন । ভগ-
বান্ উগ্রবিক্রম হরি তখন স্বীয় তেজোবান্ সুর ও

সুর্যোত্তমঃ । উবাচ যতো বরমাহুগীর্ষীঃ শিলাশিখা-
সুখেকহেতুঃ ॥ ৩৯ ॥ তদা সুরাগামধিগম্য স্নাত্ব
বাক্যং শ্রিতশোভিতাননঃ । রূপং তবাত্ম্যম-
শেষদেহিনাং জয়াবহং সংহর্য নারসিংহ ॥ ৪০ ॥
অনেকধৈতবিধিবিধিধায় নিধায় শৈলাদিষু দিব্য-
মূর্তিষু । উবাচ কিং বঃ প্রকরোমি কৃত্যমহং প্রসন্ন-
স্থিদেশাঃ পবন্তপাঃ ॥ ৪১ ॥ ততোহমরা উচুরনেন
চৈব রূপেণ সজ্জাভিতবিষ্মমূর্তে । প্রশান্তমস্তঃ-
সুখহেতবান্ চতুর্ভুজঃ বরমীপিতং নঃ ॥ ৪২ ॥
ততোহা ঋক্ষ্য নিবীক্ষণেন দিব্যেন বিশ্বঃ প্রযযৌ
বিশালাম্ । গঙ্গাজলে ক্রৌড়তি বিষ্টচেতাঃ সুরা-
সুরেভ্যো ভগবাত্ত্ববাচ ॥ ৪৩ ॥ ততোহমরাঃ শান্ত-
ভয়া অধৈনং নিরীক্ষ্য দেবং জলমধ্যসংস্থম্ । নত্বা
পবিক্রম্য তদা সমাযযুর্নিকটভাবাঃ স্বপুং ততঃ
ক্রমাৎ ॥ ৪৪ ॥ ততঃ সঃ সঃ স্বয়মস্তপোদক্ষঃ সমাযযু-
র্ভক্তিভরাবনমাঃ । নৃসিংহাতাসুতবিক্রমং হরিং সমী-

অসুরগণকে ব্যাপ্ত করিয়া বালতে লাগিলেন,—হে
সুরগণ । আপনাবা আমাব নিকট হইতে
গীর্ষণগণের নিকট সুখের একমাত্র হেতুভূত অতীর্ষ
বব প্রার্থনা করুন । ৩৯—৪০ । তখন সুরগণের
অধীশ্বর স্বয়ম্ চতুরাননের আনন্দদেহহাস্তে
শোভিত হইল, তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে
নরসিংহ । আপনাব উগ্ররূপ নিখিল প্রাণীর ভয়ঙ্কর,
অতএব এই রূপ সহ্য করুন । আপনি
স্বীয় দিব্যমূর্তিকে যথাবিধি অনেকধা বিতস্ত
করিয়া শৈলাদিতে স্থাপনপূর্বক আমাদের ভীতি
দূর করুন । হরি উত্তর করিলেন,—হে শত্রু-
তাপিত জিহবগণ । আমি আপনাদের প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছি, এক্ষণে বলুন, আপনাদের কি প্রিয় কার্য
করব ? সুবগণ প্রত্যুত্তবে কহিলেন,—হে বিশ্ব-
মূর্তে । আপনার এই মূর্তি দেখিয়া আমরা সকলেই
সংস্কৃত হইতেছি, আমাদের অন্তরের সুখদায়ক
প্রশান্ত চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করুন, ইহাই আমাদের
অতীর্ষিত বর । অনন্তর ভগবান্ হরি বিশ্বের
উপর দিব্যদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক 'বিশালায় গমন
করিলেন এবং তথায় নিবিষ্টচিত্তে জাহ্নবীজলে
ক্রৌড়া করিতে করিতে সুরাসুরগণের প্রতি অত-
বানী বলিতে লাগিলেন । তখনস্বর দেবগণ তীব্রতর
জলমধ্যস্থিত দেখা শান্ততর হইলেন এবং তাঁহাদের
প্রণয় ও আনন্দপূর্বক প্রকৃতি হইয়া বহু পুংস
চলিয়া গেলেন । দেবগণ চলিয়া গেলে অসুরগণ কবি-

ভিত্তিঃ স্বকর্য্যং বচোহিঃ ॥ ৪৫ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
নমো নমস্বে জগতাম্বীশ বিবেক বিধাতার বিব-
মূর্ত্তে । কৃপাধুরাণে তজনৌষতীৰ্ণদাধুজ জীশ
দয়াং বিবেহি ॥ ৪৬ ॥ একোহসি নানা নিজমায়্যা
অয়া ঘটে পুরো যদ্ব্যপাধিতম্ । ভক্তেচ্ছয়োপাত্ত-
বিচিত্রবিগ্রহ প্রসাদ বিধানন বিধতাবন ॥ ৪৭ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ নৃসিংহঃ সিংহবিক্রমঃ । উবাচ
বচনং চাক্র বরং মে ত্রিযতামিতি ॥ ৪৮ ॥ ঋষয় উচুঃ ।
যদি প্রসন্নো ভগবান্ কৃপয়া জগতাং পতে । বিশালা
ন পরিত্যজ্যা ববোহস্মাকমভীষিতঃ ॥ ৪৯ ॥
এবমস্ত ততঃ সর্বে স্বাশ্রমং ঋষয়ো যযুঃ । নৃসিংহো-
হপি শিলারূপী জনকীভাপবোহভবৎ ॥ ৫০ ॥ উপ-
বাসত্রয়ং কৃয়া জপধ্যানপরায়ণঃ । নৃসিংহকপিণং
সাক্ষাৎ পশ্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥ য এতচ্ছ্রদ্ধয়া
মর্ত্যঃ শৃণোতি শ্রাবয়েচ্ছ্রুতিঃ । সৰ্বপাপবিনমূক্তো
বৈকুণ্ঠে বসতি লভেৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি জীকান্দে গরুড়শিলাবাবাহীশিলানারসি হী-
শিলামাহাশ্রয়বর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

গণ আগমন করিলেন এবং ভক্তিতবে অবনত ও
কৃতজ্ঞ হইয়া অদ্ভুতবিক্রম নৃসিংহ হবিকে বিবিধ-
বাক্যে স্তব কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন । ঋষিগণ বলি-
লেন,—হে বিষ্ণুমূর্ত্তে । আপনি জগতেব অধীশ্বর ও
বিশ্বের অভয়দাতা, আপনাকে নমস্কার নমস্কার, হে
দয়ালু । আপনার পাদপদ্মই তীর্থ ও তাহাই
সেবনীয়, হে জীশ । আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ
করুন । হে বিধাতাবন । যেমন একই ঘট, একই
জল উপাধি দ্বারা বিভিন্ন হয়, তদ্রূপ আপনিও
এক হইয়া স্বীয় মায়ায় নানাক্রম হইয়া থাকেন,
ভক্তের ইচ্ছায়ই আপনি বিচিত্র বিচিত্র শরীর
পরিগ্রহ করিয়া থাকেন । হে বিধানন । আমাদের
প্রতি প্রসন্ন হউন । অনন্তর ঋষিগণেব স্তবে তুষ্ট
হইয়া সিংহবিক্রম ভগবান্ নৃসিংহ মনোজ্ঞ বাক্যে
বলিলেন,—হে ঋষিগণ । বর প্রার্থনা করুন ।
ঋষিসকল উত্তর করিলেন,—হে ভগবান্ ।
যদি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন,
তবে কৃপা করিয়া আপনি বদরীতীর্থ ত্যাগ
করিবেন না, আমাদেরকে এই অতীত বর
প্রদান করুন । হবি তাহাই হউক বলিয়া ঋষিগণের
বাক্য অঙ্গীকার করিলে তাঁহারা স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান
করিলেন । নৃসিংহও শিলারূপ ধারণ করিয়া জন-
কীভারিত হইলেন । যে মানব দিনকর উপবাস

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

স্বন্দ উবাচ । কিমর্থং ভগবাংস্তত্র বসতি হিষ্কর্য্য পুনঃ ।
কিং পুণ্যং কিং কলং তত্র দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ ॥ ১ ॥
নৈবেদ্যভক্ষণং চাপি মহাপূজাকৃতেন্তথা । প্রদক্ষিণ-
চ কলং ক্রহি মে কৃপয়া পিতঃ ॥ ২ ॥ শিব উবাচ ।
পুরা কৃতযুগস্তাদৌ সর্বভূতহিতায় চ । মূর্ত্তিমান্
ভগবাংস্তত্র তপোযোগসমাপ্তিতঃ ॥ ৩ ॥ জ্যেতাযুগে
হ্যবিগণৈর্যোগাত্যাসৈকতৎপবঃ । দ্বাপরে সমস্ত-
প্রাপ্তে জ্ঞাননিষ্ঠো হি দুর্লভঃ ॥ ৪ ॥ ঋষীণাং
দেবতানাং চ দুর্দর্শো ভাগবানভূৎ । ততো
হ্যবিগণা দেবা অলভ্য ভগবদগতিম্ ॥ ৫ ॥ স্বায়ম্ভু-
বং পদং যাতা বিশ্বয়াকুলচেতসঃ । তত্র গতা নমস্কৃত্য
উচুর্লোকেশ্বরং মূদা । বৃহস্পতিং পুরস্কৃত্য ঋষয়শ্চ
তপোধনাঃ ॥ ৬ ॥ দেবা উচুঃ । নমস্তে সর্বলোকা-

করিয়া জপ ও ধ্যানপরায়ণ হয়, সে সাক্ষাৎ নৃসিংহ-
রূপ দর্শন কবে, সংশয় নাই । যে নব ব্রহ্মযুক্ত
হইয়া এই নাবসিংহী শিলাব মাহাশ্রয় শ্রবণ কবে বা
অন্ত কাহাকেও শ্রবণ কবায়, সে নিখিল পাপ হইতে
মুক্ত এবং তাহাব বৈকুণ্ঠে বাস হইয়া থাকে ॥ ৪০—৫২ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

স্বন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতঃ । পুনরায়
বলুন,—হবি কি জন্ত তথায় ব্রহ্মসহকারে বাস
কবিলেন ? তাঁহাব দর্শন ও স্পর্শনাদিতে কি কল,
তাঁহাব মহতী পূজা, নৈবেদ্য ভক্ষণ এবং প্রদক্ষিণে
কি পুণ্য ? এই সকল আমার নিকট বর্ণন করুন ।
শিব বলিলেন,—পূবাকালে সত্যযুগের প্রথমে
ত্রিগণেব হিতকামনায় মূর্ত্তিমান্ ভগবান্ তপো-
যোগ অবলম্বনেও জ্যেতাযুগে ঋষিগণ সহ যোগা-
ভ্যাসে একনিষ্ঠ হইয়া এবং দ্বাপরযুগ উপস্থিত
হইলে দুর্লভ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া বিশালায় বাস করেন ।
দ্বাপরে যখন ভগবান্ দেব ও মুনিদিগের স্তুতদর্শ
হইলেন, তখন দেব ও ঋষিগণ ভগবদগতি বিদিত
হইতে অসমর্থ হইয়া বিশ্বয়াকুলচিত্তে স্বয়ম্ভু অম্মার
নিকট গমন করেন এবং বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া
দেব ও তপোধন ঋষিগণ তথায় গমনপূর্ব্বক লোক-
ভ্রষ্টা ব্রহ্মাকে নমস্কার করত হস্তাক্ষরবলে বলিতে
লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—হে সুরেশ্বর ।

নাথার্থঃ সুরার্থিহ। বৃত্তিঃ ককশপূর্ণ পিতামহ
সুহৃৎস্বর। নিবেদনীয়া বিপদঃ সমুদ্রতা পিতাসি
নঃ ১। অক্ষোবাচ। কিমর্থমাগতা যুগং বিশ্বয়া-
কুলমানসাঃ। মিলিতা ঋষিভিঃ সাকং জ্ঞাতাগমন-
কারণম্ ২। দেবা উচুঃ। আপরে সমুদ্রপ্রান্তে
বিশালায়াং বিশালবীঃ। ভগবান্ দৃষ্টতে নৈব তত্র
কিং কারণং বদ ৩। বিশালা কিং পরিত্যক্তা ততো
বা ক গতাঃ স্বয়ম্। অপরাধাহুতান্মাক কথং চাসৌ
প্রসীদতি ৪। অক্ষোবাচ। নাহমেতৎ পানামি
কৃতং চাদ্য মুখাঙ্গি বঃ। কো হেতুর্দৃকপবাতীতো
ভগবান্ ভবতাং সুরাঃ। আগচ্ছ ৫ বয়ং যামস্তীরং
কীরণয়োনিধেঃ ৬। ইহুজ্ঞাস্তে পুর্বোদায়
ব্রহ্মাণং ত্রিদিবোকসং। বয়ুঃ কীরাদ্বৈশ্চীরমুদয়চ
তপোধনাঃ ৭। তত্র গতা জগরাথঃ দেবদেবঃ
ব্রূবাকপিম্। গীর্তিশ্চিত্রপদার্থাভিস্তুইবুজ্জগদীশবম্ ৮।

আপনি নিখিল লোকের আশ্রয়, আশ্রিতজনের
স্বীকার্য্য, আপনি বৃত্তিদাতা, আপনাব হৃদয় ককশ-
পূর্ণ, হে পিতামহ! আপনাকে নমস্কার। হে
ব্রহ্মন! আপনি আমাদের উদ্ধার সাধন করেন
ও আপনি পিতা, অতএব আপনার নিকট আমি
দেব বিপদ সকল নিবেদন করা বিবেচ্য। ব্রহ্ম
জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কি জন্ত আগমন
করিয়াছেন? দেখিতেছি,—আপনাদের মন বিশ্বয়ে
আকুল হইয়াছে। আপনারা কেন ঋষিগণের সহিত
মিলিত হইয়া আগমন করিয়াছেন? এক্ষণে
আপনাদের আগমনকারণ বর্ণন করুন। দেবগণ
বলিলেন,—আপনাদের উপস্থিত হইলে বিশালবুদ্ধি
ভগবান্কে বিশালায় কেন দেখিতেছি না, ইহার
কারণ কি বলুন। তিনি কি জন্ত বিশালা ত্যাগ
করিলেন, আর তিনি গেলেনই বা কোথায়? অথচ
আমাদেরই বা কোন উপকার হইয়া থাকিবে? এক্ষণে
বলুন, কি করিলে তিনি প্রসন্ন হন? ব্রহ্মা
বলিলেন,—হে সুরগণ! ভগবান্ যে আপনাদের
মুখপথে অস্তিত হইয়াছেন, ইহা ত আমি পূর্বে
জানিতাম না, আজ আপনাদের মুখে শ্রবণ করি-
লাম; চলুন, আমরা কীরনীরনিধিসমীপে গমন
করি। এইরূপে কৃতসঙ্কল্প তপোধন ঋষি ও
ত্রিদিবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া কীর-
ণয়োনিধির তীরে গমন করিলেন এবং তথায়
উপনীত হইয়া বিচিত্র পদার্থযুক্ত বাক্যে ব্রূবাকপি
দেবদেব পরমেশ্বর জগরাথের পৃথক পৃথক ভব

১০। অক্ষোবাচ। নমস্তে পুরুষাধ্যক্ষ সর্বভূতভা-
শয়। বাসুদেবাধিলাধার জগদ্ব্যক্তো জগদ্বয় ১১।
১২। স্বমেব সর্বভূতানাং হেতুঃ পতিকৃতাত্মকঃ।
মায়াশক্তিমুপাশ্রিত্য বিচরন্তেকল্মসর ১৩। একো
নানায়তে যোহসৌ নটবজ্জায়তেহব্যয়ঃ। ব্যাপতে-
হপি কৃপালুহাত্তক্তদ্বংপদ্যবটপদঃ। দদাতি বিবিধা-
মঙ্গং তং বলে জগতাং পতিম্ ১৪। দেবা উচুঃ।
বিপদনাস্তে হতভৃগুজনানাং গৃহীতসমুদ্রিশাবনীশঃ।
চরাচরাণ্য ভগবাননন্তঃ কৃপাকটাকৈববলোকতাং
নঃ ১৫। ঋদ্যন্নামপীযুষরসপানপবঃ পূমান্।
নিঃশ্রেয়সঃ তুর্ণামব যন্ততে তং হরিং ভজে ১৬।
অবিদ্যাপ্রতিবিদ্বজ্জীবিতাবমুপাগতঃ। বিজ্ঞহাদ্বপ-
শাস্তায়া স পুনাতু জগদ্বয়ম্ ১৭। গন্ধর্বা উচুঃ।
পিবন্তি যে হবেঃ পদাশ্বসঙ্গলেশতঃ পয়ঃ, পয়ো ন তে
পুনঃপুনঃ পিবন্তি মাতৃবক্ততঃ প্রসঙ্গতো বদ।

করিতে লাগিলেন ১০—১৩। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
বাসুদেব! আপনি পুরুষ ও অধ্যক্ষ, নিখিল প্রাণীর
হৃদয়গুহায় আপনাব বাস, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের
সাধারণস্বরূপ, জগতের হেতু এবং জগদ্বয়, আপ-
নাকে নমস্কার। হে অদ্বিতীয়সুন্দর! আপনি
জীবনবহেব কাবণ, পতি ও আশ্রয়, আপনি
মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া বিচরণ করেন, আপনাকে
নমস্কার। যিনি এক হইয়াও নানাব স্থায় আচরণ
করেন, অব্যয় হইয়াও বাহাব নটের স্থায় অভিনয়,
ব্যাপক হইয়াও যিনি কৃপাবশতঃ ভক্তগণের হৃৎপদ্মে
ভ্রমবের স্থায় বিরাজ করেন এবং যিনি বিবিধ
আনন্দদান করেন, সেই জগৎপতিকে বন্দনা করি।
দেবগণ বলিলেন,—যিনি বহির স্থায় প্রাণিগণের
বিপৎকানন দূর করেন, প্রাণিগণ বাহার সতায় প্রাণী
বলিয়া পরিচিত হয়, যিনি ত্রিদিবাবীশ্বর, সেই
চরাচরাণ্য অনন্ত ভগবান্ কৃপাকটাক দ্বারা
আমাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। পুরুষ
যে পরম পুরুষের পীযুষবসুময় নামরস একবার
মাত্র পান করিয়া নিঃশ্রেয়সকেও ভূগের স্থায়
মনে করে, আমরা সেই হরিকে ভজনা করি।
অবিদ্যার ছায়াপতনে, যিনি জীবিতাব গ্রহণ
করিয়াছেন, বিজ্ঞতা হেতু বাহার আত্মা উপশান্ত,
তিনি জগদ্বয় পবিত্র করুন। গন্ধর্বগণ বলিলেন,—
যাহারা লেশমাত্র হরির পাদাশ্বসংস্পর্শে জল পান
করে, জননীর কোড়ে বসিয়া আর ভার্য্যাদিগকে

মতীন্দ্রিয়া । দ্রষ্টব্য বদরী তৈল : বিদ্যা তীর্থ-
 নশেষতঃ ॥ ২৮ ॥ বিনা জ্ঞানেন বোধগম্য তীর্থ-
 পরিভ্রমৈঃ । একেন জগন্না জন্তুঃ কৈবল্যং নকম-
 ন্নুতে ॥ ২৯ ॥ জগদ্বাসরসহস্রৈশ্চ যেন চারাদিভ্যো
 হরিঃ । স গচ্ছেবদরীং দ্রষ্টুং যত্র জন্তু-পোচতি ॥
 ৩০ ॥ বদরী বদরীতুফা প্রসঙ্গায়তুজোক্তম্ ।
 সংসারতিমিরাবাধে দীপমুজ্জ্বলয়ত্যসৌ ॥ ৩১ ॥ যথা
 দীপাবলোকেন তমোবাধা ন জায়তে । তথৈব
 বদরীং দৃষ্ট্বা পুংসৌ মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥ ৩২ ॥ দর্শনাদ্-
 যস্ত পাপানি রুদন্ত্যব্যাহতানি চ । মুক্তিয়ার্গ-
 মুপালক্ষ্য তং বন্দে বদরীপতিম্ ॥ ৩৩ ॥ সঠৈল-
 কাননা ভূমির্দশধা দক্ষিণীকৃতা । হরেঃ প্রদক্ষিণং
 তদ্বদদর্যাং তৎ পদে পদে ॥ ৩৪ ॥ অধমেধে তু
 যৎপুণ্যং বাজপেয়শতেন চ । হরেঃ প্রদক্ষিণা-
 তদ্বদদর্যাং তৎ পদে পদে ॥ ৩৫ ॥ চতুর্থাংশে তু
 যৎপুণ্যং ব্রহ্মাণ্ডদানতস্তথা । হরেঃ প্রদক্ষিণং

পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই সাক্ষাৎ বিষ্ণু হরি
সম্প্রতি বদরীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন।
১৪—২৭। কলিকালে যে সকল লোক মুক্তি অভিলাষ
করে, অস্বাস্থ্য তীর্থ সকল পরিত্যাগপূর্বক
তাহারা বদরীক্ষেত্রে দর্শন করুক। জীব
জ্ঞান, যোগ ও তীর্থপর্যটনক্ৰমে ব্যতীতই বদরী-
তীর্থ দর্শনে একজন্মেই মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।
বাহারা সহস্র জন্মান্তরে হরির আরাধনা করিয়াছে,
তাহারাই বদরীতীর্থদর্শনের জন্য গমন করিতে
পারে; এই তীর্থদর্শনে জীবের কোন শোকই
থাকে না। যে মনুজ্যোত্তম প্রসঙ্গক্রমে “বদরী
বদবী” এইরূপ নামোচ্চারণ করে, ভীষণ বাধাবৃত্ত
সংসারতিমিরে তাহার উজ্জল দীপ দর্শন হয়। দীপ-
দর্শনে যেক্রপ অন্ধকারের বাধা বিনষ্ট হয়, তক্রপ
বদরীদর্শনে মানবের মৃত্যুবাধা কোথায়? বাহারা
দর্শনে অব্যাহত পাপ সকলও মোক্ষন করে,
মুক্তিমার্গ উপলব্ধ করিয়া আমি সেই বদরীধরকে
বন্দনা করি। শৈলসম্বিত কাননযুক্ত পৃথিবীকে
দশবার প্রদক্ষিণ করিলে যে পুণ্য, হরির প্রদক্ষিণে
তাহার তুল্য ফল এবং একপদ বদরী প্রদক্ষিণ
তাহার সমান জানিবে। শত অশ্বমেধ ও শত
বাজপেয় যজ্ঞে যে পুণ্য, হরির প্রদক্ষিণে তাহার
সমান পুণ্যলাভ হয়, কিন্তু বদরী প্রদক্ষিণে পদে পদে
পূর্বোক্ত পুণ্য কথিত হইয়া থাকে। চাতুর্দশ ব্রত,
ও ত্রয়োদশানের পুণ্যের সর্বিং হরিপ্রদক্ষিণ ফল

ভদ্রবদ্যায় তৎ পদে পদে ১৩৬। অতিকট্টবদ্যায়
ভদ্রবদ্যায় তৎ পদে পদে ১৩৭। বদ্যায় বিষ্ণুর্নৈবেদ্যং সিক্ধ-
মাত্রং বদ্যম। অশমাচ্ছোদয়েৎ পাপং তুবাগ্নির্বি-
কাকনম্ ১৩৮। যদগ্নং ভগবানন্তি অগ্নিভির্নারদা-
সিতিঃ। তৎসবুদ্বয়ে সর্কৈর্ভোক্তব্যমবিচাবিতম্ ১৩৯।
অমরা অপি বহুনাং ব্যাঞ্জেনেচ্ছন্তি সর্বতঃ।
ভোক্তুং বদরিকং বিষ্ণুর্নৈবেদ্যং যান্তি তৎপরাঃ ১৪০।
ভোজনানন্তরং বিষ্ণোঃ প্রগচ্ছন্তি স্বামিনম্।
প্রহ্লাদপ্রমুখা ভক্তাঃ প্রবিশন্তি হবেঃ পদম্ ১৪১।
বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্যে যৎপাপং জ্ঞানতঃ কৃতম্।
নৈবেদ্যভক্ষণাবিষ্ণোর্বদ্যায় তদ্বিনীয়তে ১৪২।
প্রাপ্তাঃ যন্ত পাপস্ত প্রায়শ্চিত্তঃ প্রকীর্তিতম্।
বিষ্ণোর্নিবেদিতং ভুক্তা বদ্যায় তদ্বিবর্ততে ১৪৩।
তীর্থান্তরেণ যত্নেন মুক্তিং গচ্ছতি মানবঃ। নৈবেদ্য-
ভক্ষণাবিষ্ণোঃ সালোক্যং লভতে নরঃ ১৪৪। হৃদি
রূপং যুখে নাম নৈবেদ্যমুদবে হরেঃ। পাদোদকং

ভূত্যা, কিন্তু বদরীতে সে কল পদে পদে! অনেক
অতিকট্ট, মহাকট্ট ও বেদরত উত্তমরূপে কৃত
হইলে যে পুণ্য হয় হরিব প্রদক্ষিণে তাহার
সমান পুণ্য জানিবে, কিন্তু বদরী প্রদক্ষিণে সে
কল পদে পদে হয়। হে যত্নানন। বদরী কেত্রে
কণা মাত্র বিষ্ণুর্নৈবেদ্য ভক্ষণে তুবাগ্নিতে কাঞ্চ-
নের স্থায় পাপ সকলের পরিত্যজি হয়। নারদাদি
ঋষিগণ সহ ভগবান্ যে অন্ন ভক্ষণ করেন, জীবন
শুদ্ধির জন্তু বিনা বিচারে সকলেরই সেই অন্ন
ভোজন করা কর্তব্য। অমবনিকরও তৎপব
হইয়া ছল অবলম্বনপূর্বক বদরীবনে আসিয়া
এই বিষ্ণু নৈবেদ্য অভিনাষ করেন এবং সেই
বিষ্ণুর্নৈবেদ্য ভোজনান্তে স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া যান,
সন্দেহ নাই। প্রহ্লাদপ্রমুখ ভক্তগণও হরির
স্থান এই বদরী তীর্থে আগমন কবেন। বাল্য,
যৌবন ও বার্দ্ধক্যে জ্ঞানপূর্বক যে পাপ কৃত হয়,
বদরীতীর্থে আগমনপূর্বক বিষ্ণুর্নৈবেদ্য ভক্ষণ
করিলে সে সকল বিলীন হইয়া থাকে। যে
পাপের প্রাপ্ত প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে,
বদরীবনে বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণে তাহা নিবৃত্ত হয়।
যত্নপূর্বক অন্নান্ত তীর্থের সেবা করিলে মুক্তি হয়,
কিন্তু বদরীতীর্থে বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া
ভোজনান্তে সালোক্য লাভ করে। বাদ্যর হৃদয়ে হরির
রূপ, মুখে নাম, উদরে নৈবেদ্য এবং মস্তকে

সনির্মাল্য মস্তকে যন্ত সৌচ্যুতঃ ১৪৫। অশ্বত্থা
তুরাপানং স্তেয়ং গুরুপত্নীগমন—বদরী-
বিকোর্কবদ্যায় যান্তি সজ্জনম্ ১৪৬। বদরীসদৃশং
কেত্রং নৈবেদ্যসদৃশং বহু। নারদীয়সমং কেত্রং
ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ১৪৭। বদরী যত্নতো গম্যা
ভোক্তব্যং তদ্বিবেদিতম্। অষ্টব্যো ভগবান্
বহির্ভীর্থে জ্ঞানং সুত্বম্ভূতম্ ১৪৮। পৃথিব্যাং
যানি তীর্থানি ত্রতানি নিয়মান্তথা। পাদোদকং
বিশ্ণুলায়াং পাবনং পুরতো ভবেৎ ১৪৯। কিং
তন্ত দানৈস্তপসা তীর্থটনপবিত্রমৈঃ। বদ্যায়
বিষ্ণুপাদোদবিষ্ণুমাত্রং লভেদ্যদি ১৫০। প্রায়-
শ্চিত্তানি জল্পন্তি তাবদেব যত্নানন। যাবন্ন লভ্যতে
বিষ্ণোর্কর্কদধ্যাং চরণোদকম্ ১৫১। অনায়াসেন যেষাং
বা ইচ্ছা মুক্তিপথে নৃণাম্। কর্তব্যং নৈবেদ্য-
বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্ ১৫২। যেনবাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি
পাপাঃ সংসারভাগিণঃ। যাত্রাকৃতং কলং তেষাং
ন কদাচিৎ প্রজায়তে ১৫৩। নৈবেদ্যানিন্দনাবিষ্ণো-
র্নিন্দ্যন্তে তে তমোগতাঃ। নৈবেদ্যভক্ষণংসব-

সনির্মাল্য পাদোদক, তিনি সাক্ষাৎ অচ্যুত বিষ্ণু।
অশ্বত্থা, তুরাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন—বদরী-
বনে বিষ্ণু নৈবেদ্যভক্ষণে এই সকল পাপ সম্যক
কর প্রাপ্ত হয়। ১২৮—১৪৬। বদরীর স্থায় কেত্র, নৈবে-
দ্যের সমান ধন, নারদীয় কেত্রেব ভূত্যা কেত্র হয়ও
নাই, হইবেও না। যত্নপূর্বক বদরীতীর্থে গমন,
বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ, বহির্ভীর্থে সুত্বম্ভূত জ্ঞান এবং
ভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিবে। পৃথিবীতে যে
সমস্ত তীর্থ, ত্রত ও নিয়ম আছে, মানবগণকে
পাবন করিতে বিশ্বকায় বিষ্ণু পাদোদকই সর্বশ্রেষ্ঠ।
যিনি বদরীতীর্থে রিন্দুমাত্র বিষ্ণুপাদোদক প্রাপ্ত
হইয়াছেন, তাহার দান, তপস্যা ও তীর্থপর্যটন-
ক্ৰেণ কেন? হে যত্নানন। যতক্ষণ না বদরীকেত্রে
বিষ্ণু পাদোদক লাভ হয়, ততকালই পাপনাশক
প্রায়শ্চিত্তাদি ঐধির জল্পনা চলে। যে সকল
লোকের মনকে অনায়াসে মুক্তিপথে পারিতোষিত
করিতে অভিলাষ থাকে, তাহার যত্নসহ-
কারে বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ করুন। সংসারসেবী
যে সকল পাপমতি মানব বদরীকেত্রে প্রতিগ্রহ
করে, তাহারে বদরীতীর্থ-মাজার কল রূপ হই
না। বিষ্ণু নৈবেদ্যের নিন্দার দানু নিন্দারীও
পাপনিষ্ঠ হয়, আর বাদ্য বিষ্ণু নৈবেদ্য ভক্ষণ

কহিলেন ন শংখ্য ॥ ৫৪ ॥ নৈবেদ্যঃ বদরীশ
কুপ্যন ভোজনমিতি কৈঃ তুল্যপুরুষদানেন কিং
কলং তে কৃতার্থিনঃ ॥ ৫৫ ॥ কুরুক্ষেত্রঃ সন্নাসাদ্য
রাহুগ্ৰেতে দিবাকরে । মহাদানেন যৎপুণ্যং বদর্যাঃ
গ্রাসমাজ্ঞতঃ ॥ ৫৬ ॥ বদরীক্ষেত্রমাসাদ্য গ্রাসমাজ্ঞঃ
প্রবক্তাঃ । উপায়োহয়ঃ মহাস্তত্র বদর্যাঃ হরিতো-
ষণে । যতিভ্যো ভোজনান্নিকোরপরাধ্যপি ব্রহ্মভঃ ॥
৫৭ ॥ ন বিষ্ণোঃ সদৃশো দেবো ন বিশালাসমা
পুরী । ন ভিক্ষুসদৃশঃ পাত্রমুবিভীৰ্ষসমং ন হি ॥
৫৮ ॥ চাতুর্শাস্ত্রং প্রকুর্ষতি যে নরাঃ পুণ্যশালিনঃ ।
তেষাং পুণ্যকলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥ ৫৯ ॥
ভিক্ষুকাণাং কলাবাণ্ডির্কিংশেযাদিহ কৌর্যতে ।
বেদান্তবর্ণাংপুণ্যং দশধা যৎপ্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬০ ॥
বদরীক্ষেত্রমাজ্ঞেণ ভিক্ষুকাণাং তদিদ্যতে । চাতু-
শাস্ত্রে বিশেষেণ কৈবল্যকলভাগিনঃ ॥ ৬১ ॥
জ্ঞানিনো বদরীস্থানে বিনায়াসেন পুত্রক । যে
মুখা জাড্যমাপরা দম্বকায্যবাসসঃ । বদরীদর্শনা-
স্তেবাং মুক্তিঃ করতলে হিতা ॥ ৬২ ॥ জ্ঞানিনো-

করে, তাহাদের জীবন শুদ্ধ হইয়া থাকে, সংশয়
নাই । বাহা বা স্বয়ং নৈবেদ্য আনয়নপূর্বক ব্রাহ্মণ-
ভোজন করান, তাঁহারা কৃতার্থ, তুল্যপুরুষ দান
করিয়া তাঁহাদের কোন্ প্রয়োজন ? সূর্যগ্রহণ-
কালে কুরুক্ষেত্রে আগমনপূর্বক মহাদান কবিলে
যে কল, বদরীতীর্থে একগ্রাস মাত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য
ভক্ষণে তাহার তুল্য কল হয়, আর প্রযত্ন সহকারে
বদরীক্ষেত্রে একগ্রাস মাত্র বিষ্ণুনৈবেদ্য ভক্ষণই
হবির জীতিসাধনের প্রধান উপায় স্বরূপ । এই
ক্ষেত্রে যতিগণকে ভোজন করাইলে বিষ্ণুর নিকট
অপরাধী হইয়াও মানব তাঁহার প্রিয় হয় । তে
যজ্ঞানন । বিষ্ণু সদৃশ দেবতা নাই, বিশালার তুল্য
পুরী নাই, ভিক্ষুর সমকক্ষ উৎকৃষ্ট দানপাত্র নাই,
এবং ঋষিতীর্থ বদরীর সদৃশ তীর্থও আর নাই ।
সে সকল পুণ্যলীল লোক এই স্থানে চতুর্শাস্ত্র-ব্রত
করেন, তাঁহাদের পুণ্যকল বলিষ্ঠ ব্রহ্মাও সমর্থ
নহেন । বিশেষতঃ ভিক্ষুকগণ এই স্থানে সমধিক
কল লাভ করিয়া থাকে । বেদান্ত শ্রবণে যে দশধা
পুণ্য কথিত হয়, বদরীর দৃষ্টিমাজ্ঞেই ভিক্ষুকগণ
জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে । হে পুত্রক । বিশেষতঃ
এখানে সন্ন্যাসিগণ চাতুর্শাস্ত্র ব্রত করিয়া অনায়াসে
মুক্তিকলের ভোজন হয় । বাহা বা মুখ, জড় ও দম্ব-
পূর্বক, কাহারও বসন পরিধান করিয়া আপনাকে

জ্ঞানিনো বাপি জ্ঞানিনো নিম্নতরজাঃ ॥ ৬৩ ॥
বদরী তৈত্ত কলানি সমতীক্ষ্ণতঃ ॥ ৬৪ ॥ অধ্যায়ঃ
মিমং পুণ্যং প্রসঙ্গেনাপি মানবঃ । সর্বপাপবিমুক্তো
বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৬৫ ॥

ইতি জ্ঞানেন বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যো শিবকীর্ত্তিকেশ
সংবাদে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কন্দ উবাচ । করাদ্বিগলিতং যত্র কপালে ত্তে
মহেশ্বর । তস্ত তীর্থস্ত মাহাত্ম্যঃ কুপয়া বদ য়ে
পিতঃ ॥ ১ ॥ শিব উবাচ । অতিশুদ্ধমিদং তীর্থং
সুবাসুরনমস্কৃতম্ । ব্রহ্মহাপি নরো যত্র জ্ঞান-
মাজ্ঞেণ শুধ্যতি ॥ ২ ॥ পঞ্চ তীর্থানি ভীষ্মি
কপালে পাপমোচনে । তত্র জ্ঞানং তপো দানং
সর্বমক্ষয়মিধ্যতে ॥ ৩ ॥ পিণ্ডং বিধায় বিধিবন্নর-
কান্তবয়েৎপিতুন । পিতৃতীর্থমিদং প্রোক্তং গয়াতো-

সাধু বলিয়া পবিচিত করে, বদরীতীর্থ দর্শনে তাদৃশ
মানবগণেবও মুক্তি করতলস্থিত হয় । জ্ঞানবান,
অজ্ঞান, সন্ন্যাসী এবং নিম্নতরত মানবগণ বদরী-
দর্শন করিয়া অতীষ্ট কল লাভ কবে । মানব এই
পুণ্য অধ্যায় প্রসঙ্গক্রমেও যদি শ্রবণ করে, তথাপি
সে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া
থাকে ১৪৭—১৪৮।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ ! যেখানে আপনার
কব হইতে কপাল পতিত হইয়াছিল, হে মহেশ্বর !
কৃপাপূর্বক সেই তীর্থের মাহাত্ম্য আমার নিকট
বর্ণন করুন । শিব উত্তর কবিলেন,—এই তীর্থ
অতিশুদ্ধ, সুরাসুবগণ ইহাকে শ্রদ্ধা করেন ।
মানব এই তীর্থে জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাতক
হইতে বিমুক্ত হয় । এই পাপমোচন কপালতীর্থে
পাঁচটা তীর্থ বিদ্যমান, তথায় জ্ঞান, দান এবং তপস্বী
সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । কপালমোচনতীর্থে
পিণ্ডদান করিলে পিতৃগণের উদ্ধারসাধন হয়, আর
এই তীর্থ পিতৃতীর্থ নামে বিখ্যাত এবং গয়া হইতে

হইতগাথিক। ৪। তিলতর্পণতো যান্তি পিতৃঃ
অর্ঘ্যতম। ৫। অহোরাত্রঃ স্থিরো ভূয়া জপ-
নিষ্ঠঃ সমাহিতঃ। তন্তেষ্টসিদ্ধির্মহতী তৎকণাদেব
জায়তে। ৬। পারলৌকিককর্মাণি সর্বাণ্যব্যাহ-
তানি চ। কলানমোচনে তীর্থে নাথিকং পিতৃ-
কর্মাণি। ৭। কন্দ উবাচ। কুর বা ব্রহ্ম-
তীর্থং বৈ কলং বা কৌশলং ভবেৎ। কে বা ব্রহ্ম
বসন্তীহ রুপয়া বদ মে পিতৃঃ। ৮। শিব উবাচ।
একদা বিষ্ণুনাভ্যন্তোহহহস্ত প্রজাপত্যঃ। নৈদান
মুখাভ্যন্তোহহহস্ত প্রজাপত্যঃ। ৯। ততো হ্যথায়
শয়নাংসিন্ধুরজসম্ভবঃ। অহং বিনাগমং লোকে ন
শশাক হতমুতিঃ। ১০। তদা বদবিকামেতা হবিণা
প্রতিপালিতাম্। তুষ্ঠাব প্রণতো ভূয়া ভগবন্তঃ
সমাতনম্। ১১। ততঃ কুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতো হযশীর্ষা
নিজায়ুধঃ। পীতাহরধরঃ শুক্লচতুর্ভূজঃ সুদৃশদৃক্।
১২। অত্যন্তুতঃ প্রকটকঠোরলোচনশচচ্চটাবিষ্ণু-

অষ্টম অধিক কন্দ। এই তীর্থে তিলতর্পণ
করিলে পিতৃগণ অমৃতম স্বর্গলোকে গমন করেন।
এখানে অহোরাত্র স্থির হইয়া সমাহিতমানে জপ-
নিষ্ঠ হইলে অণিমাদি মহতী অষ্টসিদ্ধি সদ্য করতল-
গতা হয়। পিতৃকার্যে কপালমোচন হইতে কোন
মোট তীর্থ নাই, এই তীর্থে নিখিল পারলৌকিকক্রিয়া
অব্যাহত হয়। কন্দ কহিলেন,—হে পিতৃঃ। কোন
স্থানে “ব্রহ্মতীর্থ” বিদ্যমান, ব্রহ্মতীর্থের কি কল, তথায়
কাঁহার বাস করেন, রূপাপূর্বক এই সকল আমার
নিকট বলুন। শিব বলিলেন,—একদা যথ ও
কৈটভ, বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভিত প্রজাপতি
ব্রহ্মার মুখকমল হইতে বেদনিবহ গ্রহণ করিয়া
চলিয়া যায়। অনন্তর বেদ অপহৃত হইলে
পশ্চাৎযোনি ব্রহ্মা শয়ন হইতে উত্থান করিয়া সৃষ্টি
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বেদবিহীন হওয়ায়
মুগ্ধমুতি ব্রহ্মা প্রজাস্রজনে সমর্থ হইলেন না।
তখন তিনি বিষ্ণুপালিত বদরিকাক্ষে আগমন-
পূর্বক ক্ষেত্রপতি ভগবান সনাতন হরিকে নমস্কার
করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্মার
কবে কবে হইতে এক দিব্য পুরুষ প্রোভূত
হইলেন। সেই পুরুষের শীর্ষদেশ অশ্বের স্থায়
এবং পরিধানে পীতবসন। তাঁহার বর্ণ শুক্ল,
বাহুদ্বয় নীল, আবুধনিচয় বিকূষিত এবং
চন্দ্র-কণ্ঠীয় প্রসন্ন। তাঁহার কি অত্যন্তুত

সিঁদ্রমেঘভবঃ। বহুভঙ্গা হতনিখিলপ্রভাকুলঃ
কপাধিতো ক্রহিণপুয়াসরোহভবৎ। ১৩। নিরীক্ষ্য
তং বিধিরপি বিশ্বাকুলঃ প্রণম্য চ ভক্তিমনোঃ
প্রসন্নদৃক্। ১৪। ব্রহ্মোবাচ। নমঃ কমলনাতায়
নমস্তে কমলায়। নমস্তে কমলাবাস বিশালবন-
মালিনে। ১৫। নমো বিজ্ঞানমাত্রায় গুহাবাস-
নিবাসিনে। হৃদীকেশায় শান্তায় ভূতায় ভগবতে
নমঃ। ১৬। স্বভক্তরক্ষণকৃতে ধৃতদেহায় শান্তিনে।
মনস্তক্লেশনাশায় গদিনে ব্রহ্মণে নমঃ। ১৭।
সংসারবিবিধাসারনিবৃত্তিকৃতকর্মণে। রক্ষিত্রে সর্ব-
জন্তুনাং বিকাবে জিকবে নমঃ। ১৮। নমো বিশ্ব-
ভবশেষনিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে। সুরাসুরবরস্তম্ভনিবৃত্তি-
হিতকীর্তয়ে। ১৯। ইতীরিতঃ সুরপতিনা মহেশ্বরো
হৃদি স্থিতোহখিলবিদশেষকর্মভিঃ। ততোহহহঃ

আবির্ভাব। সেই দিব্য পুরুষের লোচনদ্বয়
বিশাল ও বিস্তারিত, তাঁহার গতিভঙ্গীতে
মেঘমালা যেন ছিন্নবিছিন্ন হইতেছে, এবং তিনি
স্বীয় তেজে অস্তান্ত নিখিল তেজ অভিভূত
করিয়াছেন। সেই দয়াজনক দিব্য পুরুষ
ব্রহ্মার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে প্রসন্নবদন ব্রহ্মা
তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিশ্বয়ে আকুল হইলেন
এবং প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগি-
লেন। ১—১৪। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কমলনাত!
কল আপনার আশ্রয়, আপনাকে নমস্কার।
হে কমলায়! আপনার গলদেশে বিশাল
ব-মালা বিলম্বিত, আপনাকে নমস্কার। যিনি
বিজ্ঞানময়, তাঁহার অমুগ্রহে গর্তবাস বিনষ্ট হয়,
যিনি প্রাণিগণের হৃদয়রূপ গুহায় বাস করেন,
যিনি বিষয়েন্দ্রিয়সমূহের ঈশ, সেই শাস্তমূর্তি
ভগবান বিভূকে নমস্কার করি। যিনি স্বীয়
ভক্তগণের পালনজন্তু দেহ ধারণপূর্বক শান্ত-
বহুঃ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাণিগণের অনন্ত
ক্লেশ নাশের জন্তু তাঁহার করে গদা বিভূষিত,
আমি সেই ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যিনি সংসারের
বিবিধ অসার দূর করিবার জন্তু স্বয়ং কর্মাচরণ
করেন, যিনি প্রাণিনিচয়ের রক্ষাকর্তা এবং যিনি
জয়শীল সেই বিভূকে নমস্কার। হে বিশ্বভর!
আপনা হইতে নিখিল গুণবৃত্তি নিবৃত্ত হইয়াছে,
এবং আপনি সুরসুরবরগণের নিখিল বাধা-
ধির দূর করিয়া স্বীয় কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,
আপনাকে নমস্কার। অনন্তর সুরপতি ব্রহ্ম

সপরি গতো নিবধ্য ভৌ সুরজহৌ কিল নিজমান
লীলয়া ॥ ২০ ॥ ততো নিগমযাদায় ব্রহ্মণোহস্তিক-
মায়মৌ । দধা ব্রনিগমং তন্মৈ বহোহুত্বং স
সমীড়িতঃ ॥ ২১ ॥ ততঃ প্রভৃতি ততীর্থং ব্রহ্মণা
প্রকটীকৃতম্ । ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু
বিখ্যতম্ ॥ ২২ ॥ যন্ত দর্শনমাত্রেণ মহাপাতকিনো
জনাঃ । বিমুক্তকিবিষাঃ সদ্যো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তি
তে ॥ ২৩ ॥ জ্ঞানং কুর্কন্তি যে লোকা ব্রতচর্যা-
মথাপি বা । ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি
তে ॥ ২৪ ॥ স্বন্দ উবাচ । ততঃ কিমকরোকাতা
লজ্জা বেদান্ জনাৰ্দ্দনাং । এতদন্তচ্চ সৰ্বং মে রূপয়া
বদ সাশ্রিতম্ ॥ ২৫ ॥ মহাদেব উবাচ । চতুৰ্ণামপি
বেদানাং দৃষ্টা বদবিকাশ্রমম্ । মতিৰ্জ জায়তে গন্তুঃ
ব্রহ্মণা সহ পুত্রক ॥ ২৬ ॥ ততস্ত বিকলং দৃষ্টা
ব্রহ্মাণং জনবাসিনঃ । সিদ্ধান্ত বিধিবৎস্ত হা প্রাণ-
পত্যোদমক্রবন্ ॥ ২৬ ॥ সিদ্ধা উচুঃ । আজ্ঞা ভগ-
বতঃ কার্য্যা সৰ্বৈঃ স্বাবরজঙ্গমৈঃ । ভগবান্ সৰ্ব-

জঙ্গমাং কৰ্ত্তা হৰ্ত্তা পিতা শুকঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি-
ব্রহ্মান্তিকে বশ্চ হরিণৈবাহুকল্পিতা । নিরুত্তির্কৃত্তে
চৈবা তথাপ্যোতগ্নিরায়মম্ ॥ ২৯ ॥ একান্তে অব-
রূপেণ মূৰ্ত্তিকোহজাবতিষ্ঠতাম্ । দ্বিতীয়া ব্রহ্মণা
সার্কং ব্রহ্মলোকং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৩০ ॥ ততঃ সহদয়
বেদা দৈধীকৃতায়রূপকাঃ । ব্রহ্মণা ব্রহ্মলোকং ত্রে
যযুঃ সার্কং প্রহৰ্ষিতাঃ ॥ ৩১ ॥ ততঃ ত্রিলোকং
বিধিবৎসসজ্জ চতুরাননঃ । অবরূপেণ বেদেষু
জ্ঞানদানতপঃক্রিয়াঃ । কৃতা বিচ্ছেদিতা ন সুর্য্য-
বদাভূতসংপ্রবম্ ॥ ৩২ ॥ কলমুদিত্ত কুর্কন্তি উপ-
বাসত্ৰয়ং নবাঃ । চতুৰ্ণামপি বেদানাং ব্যাখ্যাতারো
ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ অহুক্রমেণ তিষ্ঠন্তি বেদাশ্চহার
এব চ । ঋগ্‌যজুঃসামাথৰ্ব্বাখ্যা ভগবৎপার্বর্তিনঃ ॥
৩৪ ॥ যে পুণ্যবস্তোহকলুষা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ।
তে বেদঘোষং বিরলাঃ শৃণুস্ত্যপি কলৌ যুগে ॥ ৩৫ ॥
চতুৰ্ণামপি বেদানামুদগন্তি সরস্বতী । জগ্ধাথ সা
নৃণাং হন্তি জডতাং জলরূপিণী ॥ ৩৬ ॥ সরস্বত্যা

কৰ্ত্তক সৰ্বভূতহৃদয়স্থ অখিলবিৎ পরমেশ্বর বিষ্ণু
এইরূপে স্তব হইয়া সহস্র গমনপূৰ্ব্বক বহুবিধ
চেষ্টা দ্বারা সেই সুরশক্ত অনুবদয় মধুকৈটভকে
অবলীলাক্রমে বিনাশ কবিলেন এবং সেই
অপহৃত বেদ গ্রহণপূৰ্ব্বক সহস্র ব্রহ্মার সমীপে
আগমন করত তাঁহার বেদ তাঁহাকে দিয়া শ্রুত
হইলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সম্যক্রূপে স্তব করিলেন ।
হে স্বজ্ঞানন । তদবধি ব্রহ্মার আবিষ্কৃত সেই
তীর্থ ব্রহ্মকুণ্ড নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হু
করিল । এই ব্রহ্মতীর্থের দর্শনমাত্রে মহাপাতকী
ব্যক্তিগণও বিমুক্তপাপ হইয়া সদ্য ব্রহ্মলোকে
প্রবেশ করে । যাহারা এই তীর্থে জ্ঞান কাব্য
ব্রতচরণ করে, তাহারা ব্রহ্মলোক ভেদ কাব্য
বিষ্ণুলোকে গমন কবিয়া থাকে । স্বন্দ
কহিলেন,—হে পিতা । অনন্তর বিধাতা ব্রহ্মা
জনাৰ্দ্দনসমীপে বেদ লাভ করিয়া কি কবিলেন ?
এবং অস্তান্ত যে সমস্ত ঘটন্যাদিলে, রূপাধিক
সে সৰ্বল সম্প্রতি আমার নিকট বর্ণন করুন ।
মহাদেব বলিলেন,—হে পুত্রক ! বেদ সকল
বদরিকাশ্রম সন্দর্শন করিয়া তাহাদের আর ব্রহ্মার
সহিত গমনে মতি রহিল না, বেদবিহীন ব্রহ্মা
বিকল হইয়া পড়িলেন । অনন্তর ব্রহ্মাকে বিকল
অবলোকন করিয়া ভক্ত্য সিদ্ধগণ যথাবিধি
প্রণাম-অতিথ্যাক্য বলিতে লাগিলেন । সিদ্ধ-

গণ বলিলেন,—ভগবান্ নিখিল প্রাণীর কৰ্ত্তা,
হৰ্ত্তা, পিতা ও শুক ; অতএব অখিল স্বাবর
জঙ্গম সকলেরই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা
কৰ্ত্তব্য । ভগবান্ হবিই আমাদিগকে ব্রহ্মার
সান্নিধ্যবাসের আদেশ দিয়াছেন, আমাদের বাস-
হেতুই এই স্থানে নিরুত্তির্ক্য প্রতিষ্ঠিত এবং এই
স্থান নিরাময় হইয়াছে । এক্ষণে বেদের দুইটী
মূৰ্ত্তি কল্পিত হউক, অবময়ী প্রথম মূৰ্ত্তি এইস্থানে
অবস্থিত থাকুক এবং দ্বিতীয় মূৰ্ত্তি ব্রহ্মার সহিত
ব্রহ্মলোকে গমন করুক । অনন্তর সহদয় বেদ
নিজেই দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং দ্বিষ্টান্তঃকরণে অর্ধ-
ভাগ ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিল । অন-
ন্তর বেদযুক্ত চতুরানন ব্রহ্মা ত্রিলোক স্রজন করি-
লেন । মানবগণ সেই অবরূপী বেদনিবহে জ্ঞান, দান,
তপস্তা প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করুক, প্রলয়কাল
পর্যন্ত তাহারা বিচ্ছিন্ন হয় না । নরগণ কল কামনা
করিয়া এই তীর্থে উপবাসত্ৰয় করিলে চতুর্বেদের
ব্যাখ্যাকৰ্ত্তা হয়, সংশয় নাই ॥ ১৫—৩৩ ॥ এই স্থানে
যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথৰ্ব্বনামক বেদচতুষ্টয়
ভগবানের পার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছে । যাহারা পুণ্য-
বান্ নিম্পাপ ও বেদবেদাঙ্গ পারগ, কলিযুগে তাঁহা-
দের বেদ শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন অতি অল্পই হইয়া থাকে ।
সরস্বতীই বেদচতুষ্টয়ের জলরূপিণী য ও, ইহার
জপ করিলে জলরূপিণী সরস্বতী মানবগণের

জলে হিমা জপং কৃত্বা সমাহিতঃ। মনোভক্ত ন
বিচ্ছেদঃ কদাচিদপি জায়তে ॥ ৩৭ ॥ বেদব্যানো-
হপি ভগবান্ যৎপ্রাসাদাহুদারধীঃ। পুরাণসংহি-
তার্থজোহভবদ্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানামপি
লোকানাং হিতায় জগতাং পতিঃ। স্থাপয়ামাস
বিধিনা বাণীং বাগ্‌বিতবপ্রদাম্ ॥ ৩৯ ॥ দর্শনস্পর্শন-
জ্ঞানপূজাভ্যতিবন্দনৈঃ। সরস্বত্যা ন বিচ্ছেদঃ
কূলে তন্ত কদাচন ॥ ৪০ ॥ মন্ত্রসিদ্ধির্বিশেষেণ সব-
দভ্যাস্তে নৃণাম্। জপতামচিরেণৈব জায়তে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ বহুনা কিমিহোক্তেন বাণী বাগ্-
বিতবপ্রদা। অবরুপধবা নৃণাং দর্শনাৎপুতিকঙ্কলা ॥
৪২ ॥ ততোহক্ষীগদক্ণিণে ভাগে অবধাবেতি
বিজ্ঞতম্। তীর্থমিল্পপদং যত্র তপশ্চক্রে পুবন্দবঃ ॥
৪৩ ॥ সূদাক্ষণং তপঃ কৃত্বা পবিতোষ্য জনাদিনম্।
পদমৈত্র্যং সমালেতে সুবাসু বনমস্কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥ তপো
দানং জপো হোমো ব্রতানি নিয়মা যমাঃ। তত্রানন্ত-
তপং প্রোক্তং ততীর্থমতিদূরতম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রতিমাসে

জন্মতা বিনাশ করেন। যে মানব সমাহিত হইয়া
সরস্বতীর জলমধ্যে অবস্থানপূর্বক জপ ববে,
কদাচ তাহার মনেব বিচ্ছিন্নতা ন জন্ম না।
উদারধী ভগবান্ ব্যাসও এই সরস্বতীপ্রাঙ্গে
পুরাণ ইতিহাসাদিব অর্থতত্ত্ব বিদিত হইতে সমর্থ
হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। এই বাণী বাগ্‌বিতবেব
প্রদাতী, জগৎপতি ত্রিলোকের হিতকামনা বাণীব
স্থাপন করেন। যে ব্যক্তি এই সবকর্তাব দর্শন,
স্পর্শন, জ্ঞান, পূজা, ভক্তি এবং অভিবাদন ববে,
তাহার কূলে কদাচ সরস্বতী-বিচ্ছেদ হইবে না অর্থাৎ
কেহই মূর্খ থাকে না, সকলেই জ্ঞানবান হয়।
বিশেষতঃ সরস্বতীর তীরে জপ করিলে মানবগণেব
মন্ত্রসিদ্ধি সম্ভব হয়, সংশয় নাই। অধিক কি বলিব,
বাগ্‌বিতবপ্রদা বাণী অবরুপধারণপূর্বক এই স্থানে
মানবগণকে দর্শনদানে তাহাদের উজ্জ্বল পবিত্রতা
সম্পাদন করেন। সরস্বতীর দক্ষিণপূর্বভাগে
জপের একটি বিখ্যাত অবধারা বিদ্যমান, ইহাকে
ইন্দ্রতীর্থ বলে, এই স্থানে পুবন্দর তপস্তা করিয়া-
ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে সূদাক্ষণ
তপস্তা করিয়া জমান্দিনকে সন্তুষ্ট করেন এবং এই
কর্ণপ্রান্তেই পুরানুরমমস্কৃত ইন্দ্রপদ লাভ করিয়া-
ছিলেন। এই তীর্থে তপস্তা, দান, জপ, হোম,
ভক্তি, নির্যম, যম প্রভৃতি সকলই অমলভুগ কলপ্রদ
হয় এবং এই ইন্দ্রতীর্থ লাভি দ্রুত। হরির মন্তব্য-

জয়োদত্তাঃ শুক্রায়াঃ হরিতোষিণে। স্মাধা পুতীর্থে
সুক্রায়া চন্দ্রং চোপেত্য সঙ্গতঃ ॥ ৪৬ ॥ উপবাসদ্বয়
কৃত্বা পূজয়িত্বা জমান্দিনম্। সর্বপাপবিনিমুক্তঃ স্বর্গ-
লোকে মহীয়তে ॥ ৪৭ ॥ তত্রৈব মানসোদ্ভেদঃ সর্ব-
পাপপ্রণাশনঃ। দুর্লভঃ সর্বজন্তুনাং যত্র তে সূর্য্যর্ঘ-
ধরঃ ॥ ৪৮ ॥ মানসং চিদচিদগ্রহিষুদগ্রহুস্তি চ
সর্বতঃ। মানসোদ্ভেদ ইত্যখ্যা ঋষিভিঃ পরি-
ণীয়তে ॥ ৪৯ ॥ ভিন্দন্তি হৃদয়গ্রাহীং শিন্দন্তি বহু-
সংশয়ান্। কস্মাণি কপয়ন্ত্যম্মানসোদ্ভেদ ইত্য-
ভূৎ ॥ ৫০ ॥ যদি ভাগ্যবশাদত্র বিন্দুমাত্রং লভে-
ন্নরঃ। তৎকণানুক্রিয়াপ্নোতি কিমতদধিকং
ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ গিরিদরোনিলায়ে নিবসন্ত্যমী ঋষি-
গণাঃ কলমূলজলাশনাঃ। জিতমনোবিষয়াঃ শিত-
বুদ্ধয়ঃ কলিভয়াদিব পাপভয়াকুলাঃ ॥ ৫২ ॥ কল,
সমীরণগহ্বরনিঝরান্নামভরাহপলকপটোত্তমাঃ। ত্রি-
ষবণক্রমনির্জিতদুষ্কয়োস্ত্রয়পবাক্রমণা মুনয়স্বমী ॥ ৫৩ ॥

কব এই অল্পতম তীর্থে ইন্দ্র প্রতিমাসীয শুক্র-
জয়োদশীতে আগমনপূর্বক জ্ঞান করিয়া বেদলাভ
করেন, যে মানব এই তীর্থে উপবাসদ্বয় করিয়া
জমান্দিনেব পূজা করে, তাহার সর্বপাপবিনিমুক্তি ও
ইন্দ্রলোক লাভ হয়। ইন্দ্রতীর্থে মানসোদ্ভেদ নামে
আব একটি সর্বপাপপ্রণাশন পবিত্র তীর্থ আছে, ইহা
প্রাণিগণেব দুর্লভ, মহর্ষিগণ এই স্থানে বাস করেন।
এই তীর্থ মানব-মনেব চিত্র ও অচিত্র ইত্যাকার
গ্রন্থির সর্বতোভাবে উন্মোচন করে, এজন্ত ঋষিগণ
এই তীর্থেব নাম মানসোদ্ভেদ রাখিয়াছেন। এই
মানসোদ্ভেদ তীর্থ হৃদয়গ্রাহি ভিন্ন, সংশয়সমূহ ছিন্ন
এবং কস্মিচয় কীর্ণ করে, এজন্ত ইহার নাম মান-
সোদ্ভেদ হইয়াছে ৥ ৪৬—৫০ ॥ যদি মানব ভাগ্যক্রমে
বিন্দুমাত্রও এই তীর্থ লাভ করে, তৎকণাং তাহার
মুক্তি হয়, অতএব ইহা হইতে আর অধিক কি
হইতে পারে? এই যে ঋষিগণকে দেখিতেছ, ইহায়া
কলিভয়ে সমাকুল হইয়া গিরিগুহায় বাস করিতে-
ছেন, কল, মূল ও জলাশন করিয়া বিবসন্ত হইতে
মনকে জয় করিয়াছেন, ইহাদের জ্ঞান কুর্শলপথে
পরিচালিত হইয়াছে, কলাহার, সমীরণসেবন,
গহ্বরবাস ও নিঝরনীয়ে জ্ঞান করিয়া জমান্দিন,
এবং পটাদিতে অবজা প্রদর্শনপূর্বক উজ্জল অবস্থায়
বিচরণ করিয়া মিথিল বিলাসবস্ত্রে মিন্দু হই-
য়াছেন এবং যথাক্রমে ত্রিষবণ নাম করিয়া হর্ষ
ইজিগণের আকর্ষণকেও পুরাকৃত করিয়াছেন।

সাধমানি বহুভেদে কার্যকরকরাণ্যহে । সুকৃতং
সাধনং লোকে মানসোদ্ভেদদর্শনম্ ॥ ৫৪ ॥ যস্মিন্
দিনে জলং চৈতরভতে পুণ্যবান্ জমঃ । তবতি
ব্যাসসদৃশো যমপিতৃসমঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥ কাম্য-
তীর্থমিদং নৃপাং কামনাবশকুৎ পুনঃ । অকামতস্ত
মুক্তিঃ স্তাদ্ভয়োরেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ যদি কশ্চিৎ
প্রমাদেন কামনা কুরুতে নরঃ । কলং ভুঙ্ক্য
পুনর্মুক্তির্ভব্যোব ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥ মহরাদিষু
লোকেষু ভুঙ্ক্য ভোগান্ যথেষ্পিতান্ । ভোগে ভুঙ্কে
পুনর্বাতি কামনাবশতো জনঃ ॥ ৫৮ ॥ পুরুষার্থ-
সমাবাষ্ট্র্য যতনীয় মনীষিভিঃ । মানসোদ্ভেদনে
তীর্থে নাপেত্যজ্ঞেতি মে মতিঃ ॥ ৫৯ ॥ মানসো-
দ্ভেদনাং প্রত্যগ্ দিশি সর্বমনোহরম্ । বসুধারেতি
বিখ্যাতং তীর্থং ত্রৈলোক্যহর্লভম্ ॥ ৬০ ॥ ত্রিলোক্যাং
সর্বতীর্থেষু শ্রেষ্ঠো বদরিকাক্ষমঃ । ঋত্বা তন্নর-
দাং সর্বৈ বসবঃ সমুপাগতাঃ ॥ ৬১ ॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহ-
স্রাণি তপঃ পরমদারুণম্ । দলাবুপ্রাশনাচ্চকুস্ততঃ
সিদ্ধিমুপাযযুঃ ॥ ৬২ ॥ ভগবদর্শনাং প্রাপ্তানন্দনির্বৃত্ত-

হে ষড়ানন । পুণ্যসাধনের উপকরণনিকর বহু
কার্যকরকর ; কিন্তু ত্রিলোকে মানসোদ্ভেদদর্শনে
অন্যাসে সেই সকল পুণ্যসাধন হয় । পুণ্যবান্
যে দিনে মানসতীর্থের জল লাভ করে, সেই দিনেই
বেদব্যাস সদৃশ হয় এবং ক্রমে যম ও পিতৃগণ-
সদৃশ হইয়া থাকে । এই মানস যদিও কাম্যতীর্থ,
এবং মামবগণও কামনার বশীভূত, তথাপি এই
তীর্থদর্শনে কি নিষ্কাম, কি সাকাম উভয়বিধ
মানবেরই মুক্তি হয়, সংশয় নাই । যদিও মানব
প্রমাদবশতঃ এই তীর্থে বহুকাল কামনা করে,
তথাপি তাহার কলভোগ হইয়া পশ্চাৎ মুক্তি হয়,
সংশয় নাই । হে . ষড়ানন ! আমার মনে হয়
মানব 'মহঃ' আদি লোক সকলে ঈপ্সিত ভোগ
সকল উপভোগ করিয়া ভোগ সমাপ্ত হইলে পুনরায়
কামনার বশীভূত হয় । এজন্ত মনীষিগণ সম্যক-
রূপে পুরুষার্থ প্রাপ্তির জন্ত যত্ন করিয়া থাকেন ;
কিন্তু মানসোদ্ভেদনতীর্থের সেবা করিলে মানব-
গণকে কামনাবশ হইতে হয় না । এই মান-
সোদ্ভেদের পশ্চিমদিকে ত্রিলোকহর্লভ বিখ্যাত
মনোহর বসুধার তীর্থ । বসুগণ নারদের মুখে
ত্রিলোকমধ্যে তীর্থমধ্যে বদরিকাক্ষমের কথা শুনিয়া
এই স্থানে আগমনপূর্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পরম
দারুণ তপসসা করেন । এই সুদীর্ঘকাল

ব্রতমাঃ । হৃদয়ানন্দসন্দোহপ্রসূতিব্রহ্মসংহিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
দৃষ্টা নারায়ণং দেবং বরং লজ্জা মনোরমম্ । হরি-
ভক্তিসুখৈবৈবং পরং লজ্জা মুদং যযুঃ ॥ ৬৪ ॥ অত্র
সাহা জলং পীত্বা পূজয়িত্বা জনার্দনম্ । ইহ লোকে
সুখং ভুঙ্ক্য যাত্যন্তে পরমং পদম্ ॥ ৬৫ ॥ অত্র
পুণ্যবতাং জ্যোতির্ভূতে জলমধ্যতঃ । বহুদ্রী
ন পুনর্ভুয়ো গর্ভবাসঃ প্রপদ্যতে ॥ ৬৬ ॥ বেহুত-
পিতৃজাঃ পাপাঃ পাবণমতিবৃন্তয়ঃ । ন তেষাং
শিরসি প্রাযঃ পতন্ত্যাপঃ কদাচন ॥ ৬৭ ॥ দিনত্রয়-
শ্চির্ভুত্বা পূজয়িত্বা জনার্দনম্ । উপোষ্য ভগ-
বন্তক্যা সিদ্ধান পশুন্তি সাধবঃ ॥ ৬৮ ॥ যে তত্র
চপলাস্তর্য্যং ন বদন্তি চ লোলুপাঃ । পরিহাসপর-
দ্রব্যপরস্বীকপটগ্রহাঃ ॥ ৬৯ ॥ মলচৈল্যবৃত্তাশাস্তা-
শ্চৈয়ন্ত্যক্তসংক্রিয়াঃ । তেষাং মলিনচিত্তানাং
কলমত্র ন জায়তে ॥ ৭০ ॥ যে তত্র সাধকাঃ শাস্তা
বিরলা বিধিবর্য়গাঃ । তেষাং জপস্তপো হোমো

পত্রাশন ও জলপানপূর্বক তপসসা করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত
হন । অনন্তর ভগবান্ বসুগণের দর্শনপথে উদ্ভিত
হইলে তাঁহাদের আনন্দপ্রবাহ বহিতে থাকে, তপসসা-
ক্রেম নিবৃত্ত হয় এবং হৃদয়ের আনন্দসন্দোহে
মুখকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠে । অনন্তর তাঁহারা
নারায়ণের দর্শন তাঁহার নিকট মনোরম বর ও
হরিভক্তিরূপ সুখৈব লাভ করিয়া পরম হৃষ্টান্তঃ-
করণে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । এই বসুধারাতীর্থে
মান, জলপান ও জনার্দনের পূজা করিলে ইহলোকে
সুখলাভ ও অস্ত্রে উত্তম পদ প্রাপ্তি হয় ॥ ৫১—৬৫ ॥
এই বসুধারার নীর হইতে পুণ্যবান্গণের তেজ
উদ্ভিত হইতে দেখা যায় । এই তেজোদর্শনে মানবের
গর্ভবাস হয় না । যাহারা অশুদ্ধ পিতা হইতে জাত
এবং যাহাদের বুদ্ধি পাবণবৃত্তিসম্পন্ন, প্রায় কদাচ
তাহাদের মস্তকে এই বসুধারার জল পতিত হয়
না । সাধু মানবগণ এই তীর্থে শুচি ও ভগবানের
প্রতি ভক্তিসুহৃৎ হইয়া দিমাত্র জনার্দনের পূজা ও
উপবাস করিলে সিদ্ধগণকে দূর্জন করিতে সমর্থ
হয় । যাহারা চপলমতি, লোলুপ ও তথ্য ব্যক্ত-
করে না ; পরিহাসে, পরদ্রব্যে ও পরস্বীতে যাহাদের
অভিলাষ ; যাহাদের আগ্রহ কপটতাপূর্ণ, যাহারা
দ্বিভ-বজ্রাহত, অশাস্ত, অশুচি এবং যাহারা সংক্রিয়া
পরিভ্যাগ করিয়াছে, সেই মলিনমনা মানবদিগের
এই বসুধারাতীর্থে কললাভ হয় না । যে সকল
সাধক লোক শাস্ত, বিরলবির্য্যী এবং শিষ্টিমান

দানব্রতজপক্রিয়াঃ ॥ ৬১ ॥ ক্রিয়মাণা যথাশক্ত্যা
 কল্যাণকলদায়কাঃ ॥ ৬২ ॥ যৎকিঞ্চিচ্ছুভকর্মাণি
 ক্রিয়মাণানি দেহিনাম্ । মহাদিকলং দহ্মর্নিঃশ্রেয়-
 সমন্তমম্ ॥ ৭৩ ॥ আবণীয়মিহ কিং কলাধিকং
 যত্র যান্তি বিবুধাঃ কলার্থিনঃ । পূজিতাদম্ব হরেঃ
 প্রিয়ার্থিনঃ স্বর্গমার্গনিবতাঃ প্রমোদিনঃ ॥ ৭৪ ॥ যত্র
 সন্তি ন চ বিঘ্নকারিণঃ কর্মাণাং হরিভবাং সুসিধ্যতি ।
 নিবিশন্তি চ কলং বিবেকিনঃ কন্মমার্গনিবতাঃ সুদে-
 হিনঃ ॥ ৭৫ ॥ যে পঠন্ত্যথ চ পাঠ্যতাং পুণ্যতীর্থ-
 বিষয়ঃ প্রকাশিতম্ । ভক্তিভাবে সমলঙ্কৃত্য চ তে
 সন্ত্যস্তান্তি হবির্মন্দিবঃ শুভম্ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বসুধাবাতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণন-
 নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শিব উবাচ । ততো নৈমিত্ত্যাদিগ্ভাগে পঞ্চ-
 ধারাঃ পতন্ত্যধঃ । প্রভাসং পুরুষকৈব গয়া নৈমি-

অবস্থিত, এই তীর্থে তাঁহাদেবই যথাশক্তি অমুষ্ঠিত
 জপ, তপ, হোম, দান, ব্রত, জপ, পুণ্ড্রিত ক্রিয়া
 অক্ষয় কলদায়ক হয় । দেহিগণ বসুধাবায় যে
 সকল শুভ কার্য্য করে, সেই কার্য্যগুণে তাঁহাদেব
 মহঃ আদি লোকের অমুত্তম নিঃশ্রেয়স কললাভ
 হয় । হে বড়ানন । কলার্থী হইয়া দেবগণ ও যে
 স্থানে গমন কবেন এবং স্বর্গপথনিরত হইয়া হৃষ্টান্তঃ-
 করণে হবির পূজা কবত তাঁহাব অল্পগ্রহ কামনা
 করিয়া থাকেন, সেই তীর্থেব মাহাত্ম্য আব অধিক
 কি শুমাইব ? এই স্থানে ধর্ম্মকার্য্যেব বিঘ্নকারী
 কেহই নাই, হবির ভয়ে বিঘ্নকারিগণ সন্তত সুসং-
 যত, শোভন দেহধারী ও বিবেকশালী লোকসকল
 এই তীর্থে অতীষ্ট ফলেব অধিকারী হয় । যদ্বা
 পুণ্যতীর্থেব বিষয়সমূহ প্রকাশিত হয়, বাহাবা সেই
 হরিমাহাত্ম্য পাঠ করেন বা করান, তাঁহাবা ভক্তি-
 ভাবে সমলঙ্কৃত হইয়া শুভপ্রদ হরিমন্দিরে গমন
 করিয়া থাকেন । ৬৬—৭৬ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

শিব বলিলেন,—হে বড়ানন । অনন্তর নৈমিত্ত-
 সিদ্বর্জগে পঞ্চধারা তীর্থ । এই স্থানে প্রভাস, পুরুষ,

যমেব চ । কুরুক্ষেত্রং বিজানীহি দ্রবরপং বড়ানন ॥
 ১ ॥ পুরা তে ব্রহ্মণঃ স্থানং গতা মলিনরূপিণঃ ।
 পাপিনাং পাপদোষেণ বিকৃতাঃ কৃতবুদ্ধয়ঃ ॥ ২ ॥ তত্র
 গহা নমস্কৃত্য ব্রহ্মাণং লোকভাবনম্ । উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ
 সর্ব্বৈ নিজাগমনকারণম্ ॥ ৩ ॥ তচ্ছ্রুত্বা ধ্যানমালম্ব্য
 প্রহস্ত জগদীশ্ববঃ । উবাচ বচনং চারু স্মৃতা বদরিকা-
 শ্রমম্ ॥ ৪ ॥ মা ভৈষ্ট গচ্ছতৃক্ষিপ্রং হৃদয়বদবিকাশ্রমম্ ।
 যন্ত নির্বেশমাত্রেণ সদ্যঃ পুণ্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥
 ততস্তে হববেগেণ নমস্কৃত্য পিতামহম্ । জঘ্যুরুৎ-
 ক্লময়না বিশালামমিতপ্রভাম্ ॥ ৬ ॥ যন্ত নির্বেশ-
 মাত্রেণ তৎক্ষণাৎগিতেনসঃ । ততো দ্বিরূপমাত্মায়
 স্বস্থানং যধুরুৎসুকাঃ ॥ ৭ ॥ দ্রবরূপেণ চাত্তেন
 পঞ্চ তিষ্ঠান্ত নির্ম্মলাঃ । তেষু স্মৃতা বিবানেন কৃত্বা
 নিত্যক্রিয়াং শুচিঃ ॥ ৮ ॥ তত্ততীর্থকলং লজ্জা
 যাত্যন্তে পরমং পরম্ । পঞ্চোপাসানরতঃ
 পুজয়িত্বা জনাধিনম্ ॥ ৯ ॥ ইহ ভোগান বহন ভুজ্য

গয়া, নৈমিষ এণ কুরুক্ষেত্র ইহাবা দ্রবভাবে পরি-
 ণত হইয়া পঞ্চধারাকপে পতিত হয় । পূবাকালে
 পুরুষাদি পঞ্চতীর্থ পাপীদিগেব পাপবুদ্ধিবশত
 অবশ্য্যুক্তি হইয়া ব্রহ্মাব সমীপে গমন কবে এবং
 সেই মলিনরূপী বিকৃততীর্থ সকল কমলায়োনির
 সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে নমস্কাব কবত
 প্রার্থনা কবেন । অনন্তর পুরুষাদি পঞ্চতীর্থ বদ্রাঙ্কলি
 হইয়া লোকভাবন ব্রহ্মাব নিকটে নিজ নিজ আগমন-
 কাবণ নিবেদন কবিলে জগদীশ্বব ব্রহ্মা কণকাল
 ধ্যানস্থ হইয়া বদ্রাবিকাশ্রম অরণপূর্ব্বক সহাস্ত আশ্রম
 মনোহর বাক্যে বলিতে আবন্ত করেন, । ব্রহ্মা
 বলেন,—তোমরা ভীত হইও না, সহর হরির
 বদ্রাবিকাশ্রমে গমন কব । সেই আশ্রমে প্রবেশমাত্রেই
 তোমাদের সদ্যঃ পুণ্য সঞ্চয় হইবে । অনন্তর
 ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে তীর্থানচ্যেব নয়ন উৎকুল
 হইল । তাঁহাবা হব্রতবে পিতামহকে নমস্কার করত
 অমিতপ্রভ বিশালা ক্ষেত্রে গমন কবিলেন । তথায়
 প্রবেশমাত্রে তাঁহাবা সদ্যঃ বিগতক্লম্ব হইলেন এবং
 দ্বিধারূপ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে স্বস্থানে প্রস্থান
 করিলেন । ১—৭ । হে বড়ানন । পুরুষাদি পঞ্চতীর্থের
 পাঁচটি নির্ম্মলধারা বদ্রাবিকাশ্রমে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ।
 শুচিমানব এই পঞ্চধারায় যথাবিধি স্নান ও নিত্যক্রিয়া
 করিয়া পুরুষাদি পঞ্চতীর্থস্থানের কললাভ করত
 অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয় । মানব এই স্থানে
 নিয়ত হইয়া পাঁচদিন উপবাস ও জনাধিনের পূজা

হরেঃ সালোক্যমাধুর্যং ॥ ১০ ॥ ততঃ বিমলঃ
তীর্থং সোমকুণ্ডাভিধং পরম্ । তপস্চকার ভগবান্
সোমো যত্র কলানিধিঃ ॥ ১১ ॥ স্বন্দ উবাচ ।
সোমকুণ্ডস্তমাহাঙ্গম্যঃ বদ মে বদতাং বর । স্ব-
প্রসাদাদহং শ্রোতুমিচ্ছামি পরমেশ্বর ॥ ১২ ॥ শিব
উবাচ । পুরাজিতনয়ঃ জীমান্ সোমঃ সম্প্রাপ্য
যৌবনম্ । অহা স্বর্গাসিনাং সৌখ্যং গন্ধর্বেভ্যো
মুহূর্হুঃ । তদা স্বপিতরং প্রায়াং প্রষ্টুং তন্নভতে
কথম্ ॥ ১৩ ॥ সোম উবাচ । ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ
করণামৃতসাগর । কথং বা লভ্যতে স্বর্গঃ সর্বৈ-
ষামৃতমোক্তমঃ ॥ ১৪ ॥ গ্রহনক্ষত্রতারাণামোষধীনাং
পতিঃ প্রভো । স্তামহং যেন তং যজ্ঞং কৃণুয়া বদ
মে পিতঃ ॥ ১৫ ॥ অত্রিকবাচ । তপসারাদ্য
গৌরীন্দ্রঃ যুগৈর্মহা নিষট্ঠমঃ স্মৃত । কিং দুর্লভং তু
সাধুনামিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৬ ॥ ততঃ নারদা-
চ্ছুহা ক্ষেত্রং পরমনির্মলম্ । জগাম বদরীং নহা
পিতরং দিশমুত্তরাম্ ॥ ১৭ ॥ তত্র গহ্বা কলৈর্গে-

করিলে ইহকালে বহুভোগ উপভোগ করিয়া
অস্ত্রে হরির সালোক্য লাভ করে । অনন্তর
বিমল সোমকুণ্ড নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ । কলানিধি
ভগবান্ সোম এই তীর্থে তপস্কা করিয়াছিলেন ।
স্বন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বাগ্ধবর ! সোম-
কুণ্ডের মাহাঙ্গম আমার নিকট বলুন । হে
পরমেশ্বর ! আপনার অমুগ্রহে আমার শ্রবণা-
ভিলাষ জন্মিতেছে । শিব উত্তর করিলেন,—
পুরাকালে অজিতনয় জীমান্ যুবা সোম গন্ধর্বগণের
নিকট স্বর্গবাসিগণের সৌখ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া
পিতৃসান্নিধানে গমনপূর্বক তাহাদের সৌখ্যলাভের
কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । সোম জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনি সকল ধর্ম বিদিত
আছেন, আপনি করুণারূপ অমৃতের সাগরস্বরূপ ;
কি করিলে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলাভ হয় ? হে পিতঃ ! হে
প্রভো ! আমি যে উপায়ে নিখিল গ্রহ, নক্ষত্র,
তারা ও ওষধিসমূহের পতি হইতে পারি, কৃপা-
পূর্বক আমাকে সেই উপায় বলিয়া দিউন । অত্রি
উত্তর করিলেন,—হে পুত্র ! ত্রিলোকে যম ও নিয়ম
অবলম্বনপূর্বক গোবিন্দের আরাধনা করিলে ইহ
পর কালে সাধুগণের কি দুর্লভ হয় ? অনন্তর
সোম কালে নারদের মুখে পরম নির্মল বদরী-
ক্ষেত্রের কথা শুনিয়া পিতাকে নমস্কারপূর্বক বদরী-
উদ্দেশে যাত্রা করিয়া উত্তরদিগে গমন করিলেন ।

ধৈর্যবিক্রোঃ পূজামকরয়ৎ । জজীপ পরমং জাপ্য-
মষ্টাকরং মনোহরম্ ॥ ১৮ ॥ অষ্টাঙ্গীতিসহস্রাণি
বর্ষাণি ভগবৎপরম্ । তপস্তপেহতিপরমং সর্ব-
লোকভয়াবহম্ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ষষ্ঠঃ সমাগত্য ভগ-
বান্ ভক্তবৎসলঃ । উবাচ সোমং বিধিবদ্বয়ং বরয়
সুত্রত ॥ ২০ ॥ ততঃ সোমঃ স্তুমুখায় নমস্কৃত্য পুনঃ
পুনঃ । গ্রহনক্ষত্রতারাণামোষধীনামহং পতিঃ ।
দ্বিজানাংপি সর্বেষাং ভূয়াসং তে প্রসাদতঃ ॥ ২১ ॥
হরিকবাচ । বরমন্তং বৃণুযাতো দুর্লভং স্বং ভবা-
দৃশাম্ । বরাম্নো বরয়ামাস তদা তং হিমজাতজ ॥
২২ ॥ ততোহতিবিমনাঃ সোমঃ পুনস্তপে তপো
মহৎ । ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি দেবমানেন পুত্রক ॥ ২৩ ॥
তদাসৌ করুণাপূর্ণহৃদয়ো ভগবানগাৎ । বরং বরয়
ভদ্রং তে বরদোহং তবাগ্রতঃ । সোমস্ত তাদৃশং
বরে তচ্ছুদাস্তর্দধে হরিঃ ॥ ২৪ ॥ ততোহতিবিমনাঃ
সোমঃ পুনস্তপে তপো মহৎ । চত্বারিংশৎ সহস্রাণি

অনন্তর সোম বদরীবনে গমনপূর্বক পবিত্র কল
দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিলেন এবং বিষ্ণুর অষ্টাকর
মনোহর পরম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । সোম
এইরূপে ভগবৎতৎপর হইয়া মন্ত্র জপ করিতে
করিতে অষ্টাঙ্গীতি সহস্র বৎসর সর্বলোক-
ভয়কর অতিদুঃসহ্য তপস্কা করিলেন । অনন্তর
ভক্তবৎসল ভগবান্ সোমের তপস্কা দর্শনে ক্রীত
হইয়া তাঁহার সন্মুখীন হইলেন এবং বলিলেন, হে
সুত্রত ! অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর । অনন্তর সোম
উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ নমস্কারপূর্বক বলিলেন,—
হে প্রভো ! আপনার অমুগ্রহে আমি নিখিল গ্রহ,
নক্ষত্র, তারা, ওষধি ও দ্বিজগণের পতি হইতে
অভিলাষ করি । ৮—২১ । হরি উত্তর করিলেন,—
হে সোম ! তুমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছ, তবদৃশ
ব্যক্তির পক্ষে একপ বর দুর্লভ । অতএব অমুগ্রহ
প্রার্থনা কর । হে গিরিজাতনয় ! হরি সোমকে
তাদৃশ বর দিলেন না ; অপ্রাপ্তবর সোম অতি
বিমনা হইয়া পুনরায় ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর দুঃসহ্য
তপস্কা করিলেন । হে পুত্রক ! সোম পুনরায়
তপস্কা করিলে করুণাপূর্ণহৃদয়ে ভগবান্ হরিও
পুনর্বার তথায় আগমন করিলেন, এবং বলিলেন,—
হে সোম ! তোমার মঙ্গল হউক, আমি বরদানার্থ
তোমার সন্মুখে আগমন করিয়াছি ; অতএব বর
প্রার্থনা কর । সোমও পূর্বের মত বর যাচঞা করি-
লেন । হরিও তচ্ছবণে বর না দিয়াই তবোপস্থিতে

তপস্কাং ব্রহ্মকরম্ । ২৫ । ততঃকর্তো হরিঃ
সাক্ষাচ্ছচক্রেগদাধরঃ । উবাচ বচনং চাক্র সোমঃ
শ্রান্তঃ তপোনিধিঃ । ২৬ । উত্তিরোত্তিষ্ঠ ভদ্রঃ
তে বরং বরয় সুভ্রত । তপসারাদিতো নুনং
ত্বয়াহং তপসাং নিধিঃ । ২৭ । সোম উবাচ । যদি
তুষ্ঠো ভবামহং ভগবান্ বরদর্শভঃ । গ্রহনক্ষত্র-
জায়াণামাধিপত্যং প্রযচ্ছ মে । তথৌষধীনাং
বিপ্রাণাং যামিন্তাশ্চ জগৎপতে । ২৮ । জীভগ-
বানুবাচ । ত্বম্ভ্যং প্রার্থিতং বৎস বিতরামি
তথাপ্যহম্ । এবমস্ত ততঃ সর্কে সমাগত্য দিবৌ-
কসঃ । অভিবিক্তবস্তো বিধিবৎ সোমঃ রাজান-
মাদৃতাঃ । ২৯ । ততো বিমানমারুচো রথেন শুভ্র-
বাসসা । অভিষ্টতঃ সুরৈরভুদ্বিবং গতৌ নিশা-
করঃ । ৩০ । ততঃ প্রভৃতি তীর্থং তৎসোমকুণ্ডেতি

অন্তর্হিত হইলেন । অনন্তর অলঙ্কবর বিমনা সোম
আবার চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর অতি দ্রুতর মহা-
তপস্কা করিলেন । অনন্তর হরি তপোনিধি সোমকে
একান্ত তপঃক্রান্ত অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি
স্মিত হইলেন এবং সাক্ষাৎ শব্দ, চক্রে ও গদা
ধারণ করিয়া সোমসমীপে আগমনপূর্বক বলিতে
লাগিলেন । হরি বলিলেন,—হে সুভ্রত ! তোমার
মঙ্গল হউক, তুমি গাত্রোখান কর, গাত্রোখান
কর, তুমি আমাকেই তপোনিধি জানিয়া তপস্কা
দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছ, সন্দেহ নাই ।
হে বৎস ! বর প্রার্থনা কর । সোম বলিলেন,—
হে জগৎপতে ! আপনি ভগবান্ ও বরদগণের
শ্রেষ্ঠ । যদি আমার প্রতি স্মিত হইয়া থাকেন,
তবে আমাকে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও ওষধি-
সমূহ এবং বিজগৎ ও যামিনীব আধিপত্য প্রদান
করুন । ভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস ! তুমি যাহা
প্রার্থনা করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে দুর্লভ ; তথাপি
আমি তোমাকে এইরূপ বরই দান করিব । ভগবান্
হরি এরূপ কহিয়া “তাৎসই হউক” বলিয়া সোমের
প্রার্থিত বরের অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর
ত্রিংশবাসী সুরগণ আগমনপূর্বক সোমকে যথাবিধি
অভিবিক্ত করিলেন এবং সাদরে তাঁহাকে রাজা
বলিয়া মানিয়া লইলেন । তদনন্তর নিশাকর সোম
বিদ্যা বিমার্ভারোহণে বেতাখ্যুক্ত রথে আরুঢ় হইয়া
সুর্গে গমন করিলেন । সুরগণ তাঁহার চারিদিকে
অগ্নিমানপূর্বক তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন ।
সোম বেতাহে তপস্কা করিয়াছিলেন, সোমের সিদ্ধি-

দুর্লভম্ । যদুদ্যমোদ্যমুজা গজদোষা জবতি বি ।
৩১ । বহুপ্পর্শনাদ্যন্তি সোমলোকং বিনি-
দিতাঃ । যত্র স্নাত্বা বিধানেন সত্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ।
৩২ । সোমলোকং বিনির্ভিধ্য বিষ্ণুলোকং প্রপ-
দ্যতে । উপবাসজয়ং কৃৎ পূজয়িত্বা জনাৰ্দ্দনম্ ।
৩৩ । ন তেষাং পুনরাবৃতিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ।
ত্রিবাঞ্জেণ স্থিতো ভূত্বা পূজয়িত্বা জনাৰ্দ্দনম্ । জপং
কুৰ্ব্বন্ বিশেষেণ মজ্জাসিদ্ধিঃ প্রজায়তে । ৩৪ । কৰ্ম্মণা
মনসা বাচা যৎকৃতং পাতকং নৃতিঃ । তৎসৰ্ব্বং
ক্ষয়মায়াতি সোমকুণ্ডে কণাদিহ । ৩৫ । ততঃ
দ্বাদশাদিত্যতীর্থং পাপহরং পরম্ । যত্র তপ্ত্বা পুনঃ
কল্পং কাঞ্চপঃ সূর্য্যতাং যযৌ । ৩৬ । ত্বম্ভ্যং
ত্রিভূ লোকেষু তপঃসিদ্ধ্যেককারণম্ । রবিবারেষু
সপ্তম্যাং সংক্রান্ত্যাং বিধিবরঃ । সপ্তজন্মকৃতং
পাপাৎ শ্রানমাজ্ঞেণ শুধ্যতি । ৩৭ । পরাকং
বিধিবৎ কৃৎ পূজনীয়ে জনাৰ্দ্দনঃ । সূর্য্যালোকে
সুখং ভুঞ্জা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । ৩৮ । মহা-

লাভের পর হইতে সেই স্থান দুর্লভ সোমকুণ্ড
নামে অভিহিত হইল, এই সোমতীর্থে দর্শনমাজে
মানবগণ বিগতদোষ হয় এবং ইহার জল স্পর্শ
করিলে প্রশংসিত হইয়া সোমলোকগমনে সমর্থ হইয়া
থাকে । এই তীর্থে যথাবিধি শ্রান করিয়া পিতৃ-
দেবতাদিগের তর্পণ করিলে মানব সোমলোক
ভেদ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । যাহারা
এই তীর্থে দিনজয় উপবাস করিয়া জনাৰ্দ্দনের
অর্চনা করে, শতকোটি কল্পকালেও তাহাদের
পুনরাবৃতি হয় না । যে সকল লোক সোমতীর্থে
দিনজয় অবস্থানপূর্বক জনাৰ্দ্দনের পূজা ও যজ্ঞজপ
করে, তাহাদের মজ্জাসিদ্ধি হইয়া থাকে । ২২—৩৪।
নরগণ কৰ্ম্ম বাক্য ও মন দ্বারা যে কিছু পাপ করে,
বদরিকাজলের সোমকুণ্ডদর্শনে তৎসমস্ত ক্ষয় হয় ।
অনন্তর দ্বাদশাদিত্য তীর্থ । এই তীর্থ পাপহর ।
কাঞ্চপ এই তীর্থে দ্রুতর তপশ্চরণ করিয়া দিবাকর
হইয়াছিলেন । এই দ্বাদশাদিত্য তীর্থ ত্রিলোকে
দুর্লভ ও সিদ্ধির একমাত্র সাধন । যেন রবিবার
সংক্রান্তি ও সপ্তমী তিথিতে এই তীর্থে শ্রান করে,
সে তৎকণাৎ সপ্তজন্মকৃত পাপ হইতে শুদ্ধ হয় ।
এই তীর্থে যথাবিধি পরাক্রান্ত করিয়া জনাৰ্দ্দনের
পূজা করা কর্তব্য । এইরূপ করিলে সূর্য্যালোকে
সুখভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে স্নাত হইবে ।

রোগাভিভূতঃ দ্বীপা পীযা জলং তুচিঃ । রোগ-
মুক্তোহুচিরাং নাত্র কার্ঘ্যা বিচারণা ॥ ৩৯ ॥
চতুঃশ্লোতঃ পরং তীর্থং বিলোচনমনোহরম্ ।
ধর্মার্থকামমোক্ষান্তে তিষ্ঠন্তি দ্রবরূপিণঃ ॥ ৪০ ॥
হরোরাজানুসারেণ কেষ্ট্রেহস্মিন বৈকবে স্বয়ম্ ।
পুরুষার্থী দ্রবীভূতা ভূতানাং মুক্তিহেতবঃ ॥ ৪১ ॥
পূর্বাদিদিক্ ক্রমসন্নিবিষ্টা ধর্মপ্রধানা ইব রূপভাজাঃ ।
ভজন্তি যে তান ক্রমসন্নিবিষ্টান প্রসন্নতৈবাং সততং
ভবেদ্ধি ॥ ৪২ ॥ নাত্রত্র ক্ষেত্রে মিলিতাঃ কথঞ্চি-
চ্ছদ্যার এতে ত্রিদেশবলভ্যাঃ । তানগ্রিমং জন্ম
জবেন লজ্জা পশুন্তি পূর্নাজিতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ৪৩ ॥
যে দুর্জনা দুর্জনসঙ্গভাজাঃ ক্ষমার্জবপ্রাণজয়প্রধানাঃ ।
ক্ৰীডামৃগা গ্রামাবধূজনানাং ন তে প্রপশুন্ত্যচিবাং
পুর্মর্থান ॥ ৪৪ ॥ তথৈব পশুন্ত্যচিবেণ তত্ত্বজ্ঞানৈক-
হেতুনাং তান পুর্মর্থান ॥ ৪৫ ॥ অত্র ব্রহ্মাদয়ো
দেবা স্বয়ম্চ তপোবনাঃ । পর্ষদি প্রয়তাঃ স্নাতুং
সমায়ান্তি যডানন ॥ ৪৬ ॥ ততঃ সত্যপদরাম তীর্থং

মহারোগাভিভূত মানবও যদি শুচি হইয়া দ্বাদশা-
দিত্যতীর্থে স্নান ও তীর্থজল পান করে, তবে
অচিরেই তাহার বোগমুক্তি হয়, সংশয় নাই : এই
স্থানে নয়নমনোরম চতুঃশ্লোতঃ নামক শ্রেষ্ঠ তীর্থ
বিদ্যমান । হরির আদেশানুসারে এই বৈকবক্ষে
স্বয়ং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই বর্গচতুষ্টয়
দ্রবরূপে নিত্য প্রবাহিত । এই দ্রবীভূত চতুঃশ্লোতঃ
প্রাণিগণের মুক্তি প্রদান করে । এই ধর্মপ্রধান
চতুঃশ্লোত তীর্থ পূর্বাদি দিক্ক্রমে সন্নিবিষ্ট এবং
অতীব রূপশালী । যাহারা 'ক্রমসন্নিবিষ্ট' এই
চতুঃশ্লোতঃ তীর্থে নিমজ্জন করে, তাহাদেব সতত
প্রসন্নতা লাভ হয় । এই তীর্থ ত্রিদেশবাসীদিগের
সুখলভ্য নহে । অস্ত্র তীর্থে কদাচ এই চতুঃশ্লোতের
মিলন দেখা যায় না । যাহাদের পূর্বজন্মকৃত
পুণ্যপুঞ্জ সঞ্চিত থাকে, তাঁহারা ই ব্রাহ্মণজন্ম লাভ
করিয়া সর্বত্র এই সকল তীর্থ দর্শন করিতে সমর্থ
হন । যাহারা দুর্জন বা দুর্জনের সংসর্গকারী,
যাহাদিগের ক্রমা, সারল্য ও প্রাণজয় হয় নাই
এবং যাহারা গ্রাম্যরমণীগণের ক্রীডামৃগস্বরূপ, তাহারা
ধর্মার্থাদি চতুর্বিগ্গসিদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র
হেতুভূত—চতুঃশ্লোত তীর্থ অচিরে দর্শন করিতে
সমর্থ হইবেন না । হে যডানন ! ব্রহ্মাদি দেবগণ ও
অশোভন ঋষিসকল পর্ষদ্বিনে প্রযত হইয়া এই
তীর্থে স্নান করিয়া আসিয়াছেন । অনন্তর সত্যপদ

সর্বমনোহরম্ । ত্রিকোণাকারমেবৈতৎ কুণ্ডঃ
কলুষনাশনম্ । একাদশ্যাং হরিস্তত্র স্বমায়ান্তি
পাবনে ॥ ৪৭ ॥ তৎপশ্চাদৃষয়ঃ সর্বৈ মুনয়শ্চ তপো-
বনাঃ । স্নাতুমায়ান্তি বিধিবৎ কুণ্ডে সত্যপদাভিধে ॥
৪৮ ॥ গন্ধর্বাঙ্গরসাং যত্র মধ্যাহ্নে হরিবাসরে ।
গানং শ্রুন্তি বিরলাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥ ৪৯ ॥
দর্শনাদ্যস্ত তীর্থস্ত পাতকানি মহান্ত্যপি । পলায়ন্তে
ভয়েনৈব সিংহং দৃষ্ট্বা মৃগা ইব ॥ ৫০ ॥ স্বশাখোক্ত-
বিধানেন স্নানং কৃৎবা বিচক্ষণঃ । সত্যলোক-
মবাপ্নোতি ততো নৈঃশ্রেয়সং পদম্ ॥ ৫১ ॥ অহো-
বাত্রঃ শুচির্ভূত্বা উপোষ্য চ জনার্দনম্ । পূজয়িত্বা
যথাশক্ত্যা স জীবনুজিতাজনঃ ॥ ৫২ ॥ ব্রহ্মা
বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রিকোণস্থাঃ সমাহিতাঃ । তপঃ-
কুর্ষন্ত্যনুদিনং সর্বলোকাদিতোষণম্ ॥ ৫৩ ॥
ত্রিকোণমণ্ডিতং তীর্থং নাম সত্যপদপ্রদম্ ।
দর্শনীয়ং প্রযত্নেন সর্বপাপমুমুক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥
জপং তপো হবিস্তোত্রং পূজাং সত্যভিবাদনম্ ।
মাহাত্ম্যং কুর্ষতাং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥
৫৫ ॥ ততোহতিবিমলং নাম নয়নারায়ণাশ্রমম্ ।

মনোহর সত্যপদ নামক পরম তীর্থ । এই সত্যপদ-
কুণ্ড ত্রিকোণাকার ও নিখিল কলুষনাশন । একা-
দশী দিবসে হরি এই পুততীর্থ সত্যপদ কুণ্ডে স্বয়ং
আগমন করেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তপো-
বন মুনিগণও আগমন করিয়া থাকেন । এই সত্য-
পদতীর্থে হরিবাসরের মধ্যাহ্নসময়ে সত্যব্রত-
পরায়ণ গন্ধর্ব ও অপ্সবোগণের মধুর নীতধ্বনি
শুনিতে পাওয়া যায় । এই তীর্থের দর্শনমাত্র
মহামহাপাতকপুঞ্জও সিংহদর্শনে মৃগের ভায় ভীত
হইয়া পলায়ন করে । বিচক্ষণ মানব স্ববেদোক্ত
বিধানে এই তীর্থে স্নান করিয়া সত্যলোকে গমন
করে এবং তদনন্তর নিঃশ্রেয়স পাদ লাভ করিয়া
থাকে । ৩৫—৫১ । যে মানব শুচি হইয়া এই তীর্থে
অহোরাত্র উপবাস করত জনার্দনের যথাশক্তি পূজা
করে, সে জীবনুজিত । ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই
দেবত্রয় ত্রিকোণাকার সত্যপদতীর্থের কোণত্রয়ে
অবস্থিত হইয়া সতত নিখিল লোকের সন্তোষসাধনে
তপস্তা করেন । ত্রিকোণমণ্ডিত এই সত্যপদপ্রদ
তীর্থ সর্বপাপমুমুক্ত মানবগণের প্রযত্নসহকারে
দর্শনীয় । এই তীর্থে জপ, তপ, হরিস্তোত্র, পূজা,
কতি ও অভিবাদনকারী মানবগণের মাহাত্ম্য
কীর্তন করিতে ব্রহ্মাও সমর্থ নহেন, অনন্তর

বিবিধঃ (দৃষ্টতে তত্র পাথঃ পরমনির্মলম্ ।
 ৫৬ । উভাত্যামুভয়প্রীতির্ভবতীতি বিনিশ্চিতম্ ।
 তত্র দ্বাত্বা প্রযত্নেন পূজয়িত্বা জনার্দনম্ ।
 সর্বপাপবিনিমুক্তস্তৎক্ষণাৎ সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
 ততো নারায়ণাবাসশিখরে বিমলাকৃতি । তীর্থ-
 পবিত্রমূৰ্খশ্চা অভিব্যক্তিকরঃ ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
 স্বন্দ উবাচ । অভিব্যক্তিঃ কথং তস্মা উৰ্বশ্চাঃ
 শিখরে পিতঃ । কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র
 পরং কৌতুহলং বদ ॥ ৫৯ ॥ শিব উবাচ ।
 ধর্মশ্চ পত্নী মূর্ত্যাসীতস্মাঃ জাতৌ বডানন । নর-
 নারায়ণৌ সাক্ষাৎগবানেব কেবলম্ ॥ ৬০ ॥ পিত্রো-
 রাজ্ঞামহু প্রাপ্য তপোহর্থং কৃতমানসো । উভযোৰ্ণগ-
 যোন্তৌ তু তপোমুক্তৌ ইব স্থিতৌ ॥ ৬১ ॥ তৌ
 দৃষ্টৌ বিস্মিতঃ শক্রঃ প্রেষয়ামাস মম্ববম্ । সগণং
 তপসো ধ্বংসো যথা স্মাদগন্ধমাদনম্ ॥ ৬২ ॥ বিক্রম্য
 বিধিবতে তু নারায়ণবলোদয়ম্ । জ্ঞাত্বা হতমন-
 কাংস্তাহুবাচ জগতীপতিঃ ॥ ৬৩ ॥ হরিরুবাচ ।

বিমল নরনারায়ণাশ্রম । এই তীর্থে পরম নির্মল
 বিবিধ জল দৃষ্ট হয়, উক্ত উভয় প্রকার জলদ্বাবাই
 উভয় নর ও নারায়ণের প্রীতিদান হয়, সংশয়
 নাই । মানব এই বিবিধ জলে প্রযত্নপূর্বক স্নান
 করিলেই তৎক্ষণাৎ সর্বপাপাবমুক্ত হয়, সংশয়
 নাই । অনন্তর নারায়ণের আবাসশিখরে বিমলা-
 কৃতি পুত্র উরুশীতীর্থ, এই উরুশীতীর্থ সত্য প্রকাশ-
 মান । স্বন্দ কহিলেন,—হে পিতঃ ! নারায়ণের
 আবাসশিখরে উরুশীর প্রকাশ কিরূপে হইল ?
 এই তীর্থের কি পুণ্য, কিরূপ ফল ? এই সকল শুনি-
 বার জন্ত আমার অত্যন্ত কুতুহল হইতেছে, অতএব
 বলুন । শিব বলিলেন,—হে বডানন ! ধর্মের
 ঔরসে মূর্তিনাম্ব । তদীয় পত্নীর গর্ভে সাক্ষাৎ
 ভগবান্ নারায়ণ—নর ও নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ
 করেন । অনন্তর পিতার আদেশে নরনারায়ণ
 তপস্কার্য মনন করিলে তাঁহাদের তপঃপ্রভাবে
 উভয়ের তপস্তাপর্যন্তও যেন সাক্ষাৎ তপো-
 মূর্তির জায় প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল । নর-
 নারায়ণের তপস্তাদর্শনে বিস্মিত বাসব তাঁহাদের
 তপস্তাবিনাশার্থে সগণ মদনকে গন্ধমাদনে
 প্রেরণ করিলেন । অনন্তর তাহার নরনারায়ণকে
 যথাবিধি আক্রমণ করিয়াও তাঁহাদের বলাধিক্য
 বিধিক্ত হইয়া হতমান হইলে জগতীপতি হরি
 তাহাবিগণকে বলিতে লাগিলেন । হরি কহিলেন,—

কিমর্থমাগতা যুযুতিখ্যং পূর্ত্যামিতি ॥ ৬৪ ॥
 ইত্যুচ্চা কলযুলানি তেভ্যো দধৌর্কশীঃ তথা ।
 দ্বাস্তর্ধিমগাদেব পশুতাং বিস্ফারিণাম্ ॥ ৬৫ ॥
 তে তু গহ্বা দিবং ভীতে শক্রায়ৌচূর্কলং হরেঃ ।
 শক্রস্তামূর্কশীঃ প্রাপ্য হর্ষণৈকযুতোহভবৎ ॥ ৬৬ ॥
 ততঃ প্রভৃতি তস্তীর্থমূর্কশী নামতঃ পৃথক্ । প্রসিক্তং
 যত্র ভগবান্ স্বয়মাস্তে তপোময়ঃ ॥ ৬৭ ॥ তত্র দ্বাত্বা
 বিধানেন উপোষ্য রজনীদ্বয়ম্ । পূজয়িত্বা হবিং তত্র
 নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥ উরুশীকুণ্ডমাসাদ্য
 কামনাবশতো নরঃ । উরুশীলোকমাপ্নোতি স্নান-
 মাত্রেণ পুত্রক ॥ ৬৯ ॥ সতৈব ভগবাংস্তত্র উরুশী-
 কুণ্ডসন্নিবো । ভূতানাং ভাবয়ন ভবাং তপোমূর্তি-
 র্ভাবস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ আমোদং তত্পবি বৈ প্রভঙ্কনো-
 হপি শ্রীভর্তুর্ভবতি পদাঙ্কজৈকলকম্ । যৎসঙ্গাৎ
 কলিযুগকল্মষাতুরাণামুৎসঙ্গে ন ভবতি ॥ ৭১ ॥

তোমরা কিজন্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছ ?
 আতিথ্য গ্রহণ কর, হরি এইরূপ কহিয়া তাহা-
 দিগেব কবে কল মূল সহ উরুশীকে অর্পণ করিলেন
 এবং তখনই সেই বিস্ফারিণের সমক্ষে তথা
 হইতে অস্ত্রহিত হইলেন । অনন্তর সগণ মদন
 ত্রিদেশাঙ্গে গমনপূর্বক ভীত শচীপতির সমীপে
 হবিব বলবিক্রমের কথা জ্ঞাপন করিল । বাসব
 উরুশীকে পাইয়া সকল ভুলিয়া গেলেন এবং হর্ষে
 তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল । হে বডানন । তপোময়
 ভগবান্ স্বয়ং এই তীর্থে তপস্কা করিয়াছিলেন
 এবং এই তাহেই উরুশীব আবির্ভাব হয় ; এজন্ত
 তদবধি সেই তীর্থ উরুশীতীর্থ নামে প্রসিদ্ধি লাভ
 করিল । এই তীর্থে যথাবিধি স্নান করত মানব
 রজনীদ্বয় উপবাসী থাকিয়া হরির পূজা করিলে
 নর নারায়ণতুল্য হয় ॥ ৫২—৬৮ ॥ হে পুত্রক ! এই স্থানে
 উরুশীকুণ্ড বিদ্যমান । মানব কামনাবশে এই উরুশী-
 কুণ্ডে স্নান করিলে উরুশীলোকে গমন করে ।
 ভগবান্ সত্য সেই উরুশীকুণ্ডসমীপে অবস্থান-
 পূর্বক লোকগণের কুশলকামনায় তপস্কা করিয়া
 থাকেন । সেই উরুশীকুণ্ডের উপরিভাগে মধু-
 সূদনের একটি 'আমোদভবন' বিরাজিত । কমলা-
 পতির পাদপদ্মসৌরভ গ্রহণ করত প্রবাহিত
 হইয়া বায়ু সেই আমোদভবন প্রমুদিত করি-
 তেছে । এই 'অমিলের' সংসর্গে কলিযুগ-
 বায়ুর লোকগণের দুঃখ হইতে পালিত হইবে

পাকঃ ১১ ॥ যৎ সঙ্গাধ্বমুপাবহৎ পদশ্রীনির্বিণো
গিরিবিবরেহচ্যুতৈকসেবী ॥ শ্রীভক্তচরণযুগং বহন
সমস্তাদভ্যোতি প্রশমমহন্তপঃসমীরে ॥ ১২ ॥ গীর্বাণা-
নুপহসতি স্বধেন পূর্ণঃ কীটোহপি প্রশমিতত্বর্নয়ো
নিরীহঃ ॥ যত্রস্থঃ কুসুমনিবেদমাগ্ন্যযোগপৰ্বুষ্টঃ
জহৎপয়াস্ততে পদং তৎ ॥ ১৩ ॥ যত্রোহা মুনিমতয়ো
বহিঃপদার্থান্নাপশুনিহিতপদাশ্বজৈকভাজঃ ॥ যত্রস্থঃ
স্বয়মপি গোপতির্জনানামাধন্তে স্বপদমহুক্রমাগতা-
নাম্ ॥ ১৪ ॥ বহুনি সন্তি তীর্থানি গিরৌ নারায়ণা-
শ্রিতে ॥ সর্বপাপহরণ্যাত্ত তাত্ত্বং বেদ নো জনঃ ॥
১৫ ॥ সংসারকুহরে ঘোরে যত্র স্থগিতমান্বনঃ ॥
উর্ধ্বশীকুণ্ডমাসাদ্য দিনমেকং বসেস্বরঃ ॥ ১৬ ॥ উর্ধ্বশী-
দক্ষিণে ভাগে আয়ুধানি জগৎপতেঃ ॥ বিদ্যাস্তে
দর্শনান্তেষাং ন শৃঙ্গভয়ভাগভবেৎ ॥ ১৭ ॥ য
ইদং শৃণুয়াত্ত্ব্য ভাবয়েদ্বা সমাহিতঃ ॥ সর্বপাপ-
বিনিষ্টকৃৎ সালোক্যং লভতে হরেঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীহান্দে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যে পঞ্চধারাদি-
তীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

চলিয়া যায় ; কদাচ তাহাদিগকে পাপকল ভোগ
করিতে হয় না । ভক্তগণ ইহার সংসর্গে ঐশ্বর্যে
বিরক্ত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গিরিগুহায় সমাহিত-
মনে একমাত্র অচ্যুতের সেবা করেন । এই স্থানে
সমীরণ কমলাপতির পাদপদ্মের দিব্য গন্ধ বহন
করিয়া প্রবাহিত হওয়ায় ভক্তগণ ঐ সমীরণের
সেবা দ্বারা তপস্শাক্লেষণ প্রশমিত করেন । অত্রত্য
পাপপূর্ণ কীটগণও কুসুমবোধে বিহ্বল পাদপদ্মে
সম্মত হইতেছে । এই পাদপদ্মের সংসর্গে তাহাদের
ত্বর্নয় বিদূরিত হওয়ায় তাহারা অতীব নিরীহ হই-
য়াছে । অধিক কি, দেবগণও তাহাদের হস্তাস্পদ
হইতেছেন । মুনিবৃতি মানবগণ এই স্থানে আগ-
মনপূর্বক বাহিরের বস্ত্র ভুলিয়া গিয়া একমাত্র
বিষ্ণুর পাদপদ্মসেবায় সম্মিহিতমনা হইয়াছেন ।
জগৎপতি স্বয়ং বিষ্ণুও তদীয় পাদপদ্মসেবী ভক্ত-
গণকে যথাস্বক্ৰমে তাঁহার পাদপদ্মপ্রাপ্তে স্থান
দিতেছেন । এই কমলাপতি-পালিত পর্বতে বহু-
তীর্থ বিদ্যমান । সে সকল তীর্থ আশু পাপহর ।
হে রাজন ! আমিই তাহা জানি, অস্ত্র কেহ
বিদিত নহে । এই সংসারকুহরে বিচরণকারী যে
নর উর্ধ্বশীকুণ্ডে একদিনও বাস করে, তাহার
আত্মা বিহ্বল হয় । উর্ধ্বশীকুণ্ডের দক্ষিণে জগৎ-
পতির আয়ুধানিচয় বিদ্যমান । এই আয়ুধ সকলের

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শিব উবাচ । ব্রহ্মকুণ্ডাদক্ষিণতো নরাবাস-
গিরির্নহান । যত্র ভগবতা মেকঃ স্থাপিতো লোক-
সুন্দরঃ ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম উবাচ । কথং ভগবতা মেকঃ
স্থাপিতো নরসন্নিধৌ । মহৎকৌতুহলং তাত কথ্যত্বাং
যদি রোচতে ॥ ২ ॥ মহাদেব উবাচ । যদা ভগবতো
বাসো বিশালায়াং সমাগতঃ । দেবা মহর্ষয়ঃ সিদ্ধা
সবিদ্যাধরচারণাঃ ॥ ৩ ॥ বিহায় মেকশৃঙ্গাণি
ভগবদর্শনোৎসুকাঃ । ভগবদর্শনাহ্লাদতিরক্ত-
সুরালয়াঃ ॥ ৪ ॥ তদা তু ভগবাংস্তেষাং সুখহেতোঃ
ষড়ানন । উৎপাট্য মেকশৃঙ্গাণি করৈর্নৈকেন
লীলয়া । স্থাপয়ামাস সর্বেষাং ভগবান্ শ্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥
৫ ॥ ততঃ সর্বৈ সমালোক্য গিরিং কাঞ্চননির্মিতাম্ ।
প্রসন্নাস্তষ্টুভূঃ সর্বৈ নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৬ ॥ দেবা
দর্শনে মানবের শৃঙ্গভয় থাকে না । যে মানব
সমাহিত হইয়া ভক্তিসহকারে ইহা শ্রবণ করে বা
অস্ত্র কাহাকেও শ্রবণ করায়, সে নিখিল পাপবিমুক্ত
হইয়া হরির সালোক্য লাভ করে । ৬১—৭৮ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

শিব বলিলেন,—ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণভাগে নরা-
বাসন্যমক শ্রেষ্ঠ শৈল বিদ্যমান । ভগবান্ এই নরা-
বাসের সন্নিধানে লোকসুন্দর মেকগিরিকে স্থাপিত
করেন । ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত ! ভগ-
বান্ কিজন্তু নরাবাসসমীপে মেককে স্থাপন করেন,
আমার অত্যন্ত কৌতুহল হইতেছে, যদি অভি-
কৃতি হয়, তবে আমার নিকট বলুন । মহাদেব
কহিলেন,—হে বৎস ! ভগবান্ বিষ্ণু যৎকালে
বিশালাবাসের জন্ত গমন করেন, বিদ্যাধর ও
চারণনিকর সহ সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ তখন মেকশৃঙ্গ
পরিত্যাগপূর্বক ভগবানের দর্শন মানসে উৎসুক
হন । তৎকালে তাঁহার ভগবানের দর্শন জন্ত
এতই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে, জিহ্বাশাল্যও যেন
তাঁহাদের নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়াছিল ।
হে ষড়ানন ! তখন ভগবান্ তাঁহাদের সুখকামনায়
অবলীলাক্রমে মেকশৃঙ্গনিচয় উৎপাটিত করিয়া
বিশালায় স্থাপিত করত সকলেরই শ্রীতি বর্দ্ধন করি-
লেন । ১—৫ । অনন্তর তাঁহার বিশালায় সেই কাঞ্চন-
নির্মিত শৈল সন্দর্শন করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং
সকলেই অনাময় নারায়ণের কৃপা করিতে লাগিলেন ।

উচুঃ। (যোহন ৭ম অধ্যায় ভববিহীনগায় বিজয়ীলাভঃ
কনকশৈলমিহানিনায়। জেতা সুরাধীনশতং
ত্রিদেশকপকস্তম্বে বিধেম নম উগ্রতপঃপ্রিয়ায় ॥ ৭ ॥
যদ্যৎ করোতি কৃপয়া কৃপণাভিতুলশৈলাগ্নিরাশ্রিত-
কৃদেকবিদ্যাং বরিতঃ। শ্বেনৈব তেন করণেন স
ভূতাতাঃ নো যন্তাথকাবি পুরুষেণ ন কেনচিৎ ॥ ৮ ॥
অশ্বাকমুরতধিয়াঃ বিদধাতি সম্যক শিক্ষাং পিতৈব
করণো নিজলাভপূর্ণঃ। ত্রৈলোক্যবক্ষণবিচক্ষণ-
দৃষ্টিপাতপূর্ণামৃতাসুধিরসো বিপদঃ প্রপায়াৎ ॥ ৯ ॥
ঋষয় উচুঃ। যেনাধ্যস্তঃ ভাতি সমস্তঃ জগদেকং
ক্রীড়াভাণ্ডং সত্যতযাজ্ঞস্ত বিভূয়ঃ। ভান্নাঃ বৃন্দং
যদনেনৈপ্যাস্তিতমূর্তিস্তম্বে নিত্যং শাশ্বত ভূত্যাং
প্রণমাম ॥ ১০ ॥ সিদ্ধা উচুঃ। যৎকৃপালবত এব
মহাস্তঃ সিক্কিমীযুবিবতবে ভবভাজঃ। তেহচিরেণ
ভবভীমপয়োধিঃ তীর্ণবন্ত ইতি নঃ স্মমনীষা ॥ ১১ ॥

দেবগণ বলিলেন,—যে ভগবান্ আমাদের সুখের
জন্ত লীলাতর ধারণ করিয়াছেন, আমাদের
ভবনিবৃত্তির জন্ত বিশালায় যদ্বারা কাকনগিরি মেরু
আনীত হইয়াছে; যিনি ত্রিদেশসমূহের একমাত্র
আশ্রয়, যাহাঁর করে শত শত সুরাধি নিহত হইয়াছে
এবং উগ্র তপস্শাই বাহার ঐশ্বর্য্য, সেই ভগবান্কে
নমস্কার। আপনি কৃপাপরবশ হইয়াই সমস্ত কার্য্য
করিয়া থাকেন, আপনি দীনজনের পৈতৃরূপ তুল্য-
শৈলের অনলস্বরূপ, আপনি শরণাগতসংসল
এবং অভেদজ্ঞানিগণের শ্রেষ্ঠ; আপনি সৌ ককণা-
দ্বারা আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন, কোন
পুরুষই আপনাব অনুকরণ করিতে সমর্থ নহে।
হে বিভো! আপনি পিতার স্থায় আমাদিগকে
সম্যক শিক্ষা দিয়া সমুদ্রতটজানসম্পন্ন করিয়াছেন,
আপনি করুণাপূর্ণ ও যথালভে সন্তুষ্ট; ত্রৈলোক্য
রক্ষণের জন্ত আপনার বিচক্ষণ দৃষ্টি সর্বত্র নিক্ষিপ্ত
হইয়া থাকে, আপনি পূর্ণ অমৃতসাগর, আমাদিগকে
বিপদ হইতে জ্ঞান করুন। ঋষিগণ বলিলেন,—
বাহার লীলায় সমস্ত জগৎ অন্তর্ভুক্ত হয়, বাহার গুণে
জগৎ প্রতিভাসমান এই জগৎ বাহার ক্রীড়াসামগ্রী,
যে সর্বব্যাপী অজ্ঞেয়সত্তায় জগৎ বলিয়া প্রতীত
হয়; নক্ষত্রমালার স্থায় বাহার অনন্তমূর্তি এবং
যিনি সমান্তর, সেই বিভূকে নিত্য নমস্কার করি।
সিদ্ধগণ কহিলেন,—বাহার কৃপাকনিকা লাভেই মহ-
ভেদ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; তদিতর সকলেই
সংসারবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের নিশ্চয় ধারণা,
ভাষাই কৃপা হইলে ভাষাই ভাষাই ভবভীমবি

বিদ্যাবরা উচুঃ। বিভো সদৃশগ্রাম কল্যাণমুর্থে
পরেশান সন্মানসন্ধানহেতো। ভবংপাদপদ্মসব-
স্বাদমস্তাঃ কৃতার্থা ন চিত্রা ভবত্যাগ কিঞ্চিৎ ॥ ১২ ॥
ততঃস্টোত্রং ভগবাংস্তেষামাসীদ্বিবোকসাম্। বরং
বৃণুধামিত্যুক্তান্তে প্রোচুর্করদর্শভম্ ॥ ১৩ ॥ পরিতুষ্টো
ভবান সাক্ষাদ্বেবদেবো রমাপতিঃ। বদরী ন যয়া
ত্যাগ্যা ন চ মেরুঃ কদাচন ॥ ১৪ ॥ মেরু-
শৃঙ্গঃ প্রপশ্যন্তি যে জনাঃ পুণ্যভাগিনঃ। তেষাং
বৈ স্বংপ্রসাদেন মেরৌ বাসঃ প্রজায়তাম্ ॥ ১৫ ॥
তত্র ভূক্তা চিত্রাভোগান্ ভূয়দন্তে লয়শ্চয়ি। এব-
মস্ত্যিতি চাভাষ্য তত্রৈবাস্তর্হিতো হরিঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ প্রভৃতি তে সর্বে মেরুশৃঙ্গবিহারিণঃ। নর-
নারায়ণস্তান্তে পাল্যমানা মুহূর্ষুতঃ ॥ ১৭ ॥ কদাচিদ্বি
তিষ্ঠন্তি কদাচিন্মেরুমধ্যতঃ। নিক্ষিপন্তা নিক্ষেপগা ঋষ
য়শ্চ তপোবনাঃ ॥ ১৮ ॥ ভগবানপি তত্রৈব নরকপেণ
তিষ্ঠতি। ধনুর্মানবরঃ ক্রীমাংস্তপসা পাবকোপমঃ।
আনন্দমুখিবৃন্দস্ত জনয়ংস্তপ আস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ

পার হইতে পাবে। বিদ্যাধবগণ কহিলেন,—
হে বিভো! আপনি নিখিল উত্তমগুণে ভূষিত,
আপনার মূর্তি মঙ্গলাবহ, আপনি সন্মান-
যুক্তিয হেতু, হে পরেশান। আপনার পাদ-
পদ্মের মধ্যস্থানে মন্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হই-
য়াছি। আপনাতে কিছুই বৈচিত্র্য নাই; সবই, আপ-
নার স্বাভাবিক। অনন্তর ভগবান্ সুরসিকগণের
স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—তোমরা বর প্রার্থনা
কব। তাঁহারা সেই বরদশ্রেষ্ঠ বিভূর বাক্যে উত্তর
করিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ ভগবান্ দেবদেব
রমাপতি, যদি আপনি আমাদের প্রতি ক্রীত হইয়া
থাকেন, তবে সতত বদরীবনে ও মেরুগিরিতেই
বাস করুন, কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। যে সকল
পুণ্যভাজন জন মেরুশৃঙ্গ দর্শন করিবে, আপনার
অনুগ্রহে তাহারা মেরুবাসের ফল লাভ করুক এবং
তথায় সূচিরকাল বিবিধ ভোগ্য বস্তু উপভোগ
করিয়া অন্তকালে আপনাতে লয় প্রাপ্ত হউক।
অনন্তর হরি “তাহাই হউক” বলিয়া তাঁহাদের বাক্য
অঙ্গীকারপূর্বক অন্তর্ধান করিলেন। তদবধি দেব,
সিদ্ধ ও মহর্ষি প্রভৃতি সেই মেরুশৃঙ্গে নারায়ণ-
সমীপে তৎকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া বিচরণ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর তপোবন ঋষিগণ কখন অর্ধে
ও কখন মেরুমধ্যে নিক্ষেপ ও নিরাসন হইয়া বাস
করিতে লাগিলেন। ৬—১৮। ভগবান্ চিত্রাভোগ্য
নরকপে বিদ্যাক করিলেন। তিনি কখন ধনুর্মানবর

পরমঃ তীর্থঃ লোকপালগণকঃ । যত্র সংস্থাপনা-
মাস লোকপালগণকঃ স্বয়ং ॥ ২০ ॥ স্বন্দ উবাচ ।
কথং ভগবতা তত্র লোকপালগণকঃ স্থাপিতাঃ । মহৎ
কৌতুহলং তাত কথয়স্ব মহামতে ॥ ২১ ॥ শিব
উবাচ । একদা মেরুমধ্যস্থায়ানিহ হরন্ হরিঃ ।
দেবানামুবিমুখ্যাণাং চরিতং জ্ঞেয়ম্ভ্যতঃ ॥ ২২ ॥
তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় নমস্কৃত্য দিবৌকসঃ । উচুস্তে
বিনয়াং সর্বে প্রসীদ ভগবন্ বিভো ॥ ২৩ ॥ কণং
বিশ্রাম্য বিধিবদ্ধ্বা তাং বিরলা ভুবন্ । সারিধ্য-
মুবিদেবানামযুক্তং ভাবয়ন্ মিথঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ প্রহস্তু
ভগবান্ভবাচ মধুসূদনঃ । লোকপালান সমাহুয় নাত্র
স্বয়ং ভবদ্বিধেঃ ॥ ২৫ ॥ স্বয়ংস্তাপসাঃ সিদ্ধাঃ
সম্মীকা নিবসন্তি হি । ভবদ্বিধানামাহ্বানং পূর্বৈব
কুল্লিতং ময়া ॥ ২৬ ॥ ততঃ স হবিতো গঙ্গা বম্যে

কবিয়া, কখনও তপস্শায় শ্রীমান পাবকোপম হইয়া,
ঋষিগণের আনন্দবর্ধন কবত তপোনিবত হইয়া
তথায় অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন । অনন্তর স্বয়ং
হরি তথায় লোকপালগণকে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন ।
তাহারা সেই তীর্থকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন ।
লোকপালগণ কর্তৃক অভিবাদিত হইয়া সেই তীর্থ
অতিশয় শ্রেষ্ঠতা লাভ কবিল । স্বন্দ জিজ্ঞাসা
কবিলেন,—হে তাত ! ভগবান্ কি জন্ত তথায়
লোকপালগণকে স্থাপিত কবিলেন ? হে মহামতে ।
এ বিষয়ে আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে । শিব
বলিলেন,—একদা হরি—দেব ও ঋষিসত্তমগণের
চরিত নিদিষ্ট হইবার জন্ত মেরুমধ্যস্থিত তাহাব
আশ্রয়-স্থান পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেব-
গণ তাঁহাকে দেখিয়া সহসা গাত্ৰৌত্থানপূর্বক
বিনয় সহকারে নমস্কার কবত প্রার্থনা কবিলেন,—
হে বিভো ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন । হে
ভগবন্ ! এই স্থান শূন্য করিয়া গমন কববেন না,
কণকাল বিশ্রাম করুন । এই স্থানে সুর ও ঋষিগণ
সতত বাস করেন । আপনি চলিয়া গেলে এই স্থান
তাঁহাদের বাসের অযোগ্য হইবে । অনন্তর সুর-
গণের এবং ঋষি বিনয়ব্যাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্
মধুসূদন সহস্র-আশ্রিত উত্তর কবিলেন,—লোক-
পালগণকে এই স্থানে আনয়ন না করিয়া ভবাদৃশ
ব্যক্তিগণের সহিত বাস করা আমার পক্ষে যুক্তি-
যুক্ত নয় ; কেন না, তাপস-সিদ্ধ-ঋষিগণ এই স্থানে
সম্মীক বাস করেন ; এজন্য পূর্বেরই আমি তাঁহা-
দিগের বাসযোগ্য করিয়া এই স্থান নিশ্চিত কবি-
য়াছি । হে স্বন্দ ! অনন্তর হরি সুর রম্য গিরি-

গিরিবটের হরিঃ । লোকপালান সমাহুয় স্থাপিতান
তান্ শুহ ॥ ২৭ ॥ তত্রৈব শৈলদগুণে হৃদয়ানুক-
কাজিয়া । ক্রীড়াপুষ্করিণীঃ তেবাঃ নিশ্চয়ে স্তম্ভনো-
হরাম্ ॥ ২৮ ॥ সম্মীকা যত্র গীর্জায়া বিচরন্তি
নিজেচ্ছয়া । গায়ন্তি স্বমুমোদন্তি গঙ্করীক-
দিবৌকসাম্ ॥ ২৯ ॥ বনানি কুসুমামোদরম্যানি
পরিতোষতঃ । দিনানি যত্র গচ্ছন্তি কণপ্রায়ানি
দেহিনাম্ ॥ ৩০ ॥ ভগবানপি তত্রৈব তেবামানন্দ-
মাবহন । দ্বাদশাং পৌর্ণমাশ্চাং চ স্বয়মাহুতি
মজ্জনে ॥ ৩১ ॥ তৎপশ্চাদৃষয়ঃ সর্বে স্তম্ভন-
তপোধনাঃ । যত্র স্নানং বিধানেন শুহ মধ্যাহ্ন-
কালতঃ । অসঙ্গং পরমং জ্যোতির্জলে পশ্যন্তি
চক্ষুযা ॥ ৩২ ॥ সর্বতীর্থাবগাহেন যৎকলং পরিকীর্তি-
তম্ । তৎকলং তৎকণাদেব দণ্ডপুষ্করিণীকণাৎ ॥
৩৩ ॥ যত্র কাম্যানি কৰ্ম্মাণি সকলানি মনোবির্গম্য ।
যত্র পিণ্ডপ্রদানেন গয়াতোহষ্টেগুণং কলম্ ॥ ৩৪ ॥

ববে গমন কবত লোকপালগণকে আহ্বান কবিয়া
তথায় স্থাপন কবিলেন এবং জলাকাজী হইয়া
শৈলদগু দ্বারা পর্বতভূমি খনন কবিয়া এক পুষ্করিণী
নিষ্কাশন করিয়া দিলেন । হে বৎস ! এই স্তম্ভনোহর
জলাশয়ই তাঁহাদের ক্রীড়া-পুষ্করিণীকপে পরিণত
হইল । দেবগণ সম্মীক এই পুষ্করিণীতে স্বচ্ছন্দে বিহার
কবিয়া থাকেন এবং গঙ্করগণ প্রমোদ সহকারে
সুবগনসমীপে সতত গান কবেন । এখানে বিবিধ
বন ও কুসুমসম্বিত আমোদ-উদ্যান বিদ্যমান ।
অত্রত্য দেহীদিগেব হৃষ্টান্তঃকরণ এমনই যে, এক
দিনও যেন তাঁহাদের কণকালের ত্রায় প্রতীক্ষমান
হয় । স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহাদিগের আনন্দ বর্ধনের
জন্ত দ্বাদশী ও পূর্ণিমায় তথায় আগমনপূর্বক সেই
পুষ্করিণীতে নিমজ্জন করেন । হে স্বন্দ ! ভগ-
বান্ অবগাহন কবিয়া চলিয়া গেলে তৎপশ্চাৎ
তপোধন মুনিগণ মধ্যাহ্ন সময়ে বিধিপূর্বক সেই
পুষ্করিণীজলে স্নান করিয়া থাকেন । হে স্বন্দ ! এই
পুষ্করিণীতে নিম্নপূর্বক মধ্যাহ্নকালে স্নান কবিলে
মানব বিষয়ে নির্লিপ্ত হয় এবং পরম জ্যোতির্লিঙ্গ
দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । ১৯—৩২ ।
নিখিল তীর্থের অবগাহনে যে কল কথিত হয়,
এই দণ্ডপুষ্করিণীর দর্শনমাত্রে সদ্য তাহার তুল্য
কল হইয়া থাকে । এখানে মনোবিগণের কাম্য
কর্ম সকল সকল হয়, পিণ্ডদানে—গয়াতীর্থে পিণ্ড-
দানের অষ্টগুণ অধিক কল লাভ হয় এবং এখানে

যজ্ঞো দানঃ তপঃ কৰ্ম সৰ্বমকৰ্মচ্যুতে । যাদৃশাঃ
কল্পপক্ষ্য জ্যেষ্ঠে মাসি বডানন ॥ ৩৫ ॥ তত্র স্নাত্বা
বিধানেন কৃতকৃত্যো ভবেদবতঃ । বদরীতীৰ্থমধ্যে
তু গুপ্তমেতৎ সুরোত্তমৈঃ । ন বাচ্যঃ যত্র কুত্রাপি
তব স্নীত্যা ময়োদিতম্ ॥ ৩৬ ॥ বহুব্যাঃ কিমিহ বহু
প্রভুতপুণ্যাঃ পশুন্তি প্রতিমিদং সুরৈকগুপ্তম্ ।
নাভ্যেযাং কথমপি চেতসি প্রসঙ্গাদ্ভৈঃ স্তাদমুদিন-
চিহ্নিতং গুহ্যৈতৎ ॥ ৩৭ ॥ যেবাং বৈ ভগবতি চেৎ-
শমপ্রকৰ্ম স্বাধ্যায়াভ্যাসনবিধিক্রমেণ জাতম্ । পশুন্তি
ত্রিভুবনহর্ষভঃ সুরীৰ্থং দণ্ডোদং ন ভবতি চাত্মথা
সুদৃষ্টম্ ॥ ৩৮ ॥ দণ্ডোদকাংপবঃ তীৰ্থং ন বিকোঃ
লদৃশোহমরঃ । বিশালাসদৃশং ক্ষেত্রং ন ভূতং ন
ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥ সেবনীয়া প্রযত্নেন বিশালা চ
বিচক্ষণৈঃ । য ইচ্ছৎ সততং ধাম ভগবৎপাৰ্ব-
বৰ্জি বৈ ॥ ৪০ ॥ স্বন্দ উবাচ । গঙ্গামাশ্রিত্য তীর্থানি
কানি সন্তীহ সৎপদে । শ্রেয়স্করাণি ভুবীণি সংক্ষেপা-

স্তানি মে বদ ॥ ৪১ ॥ মহাদেব উবাচ । গঙ্গায়াঃ
যত্র সংযোগো মানসোদ্ভেদসন্নিধৌ । ততীৰ্থং বিমলং
পুণ্যং প্রয়াগাদধিকং মহৎ ॥ ৪২ ॥ ত্রিংশৎসহস্রাণি
বাযুভোজনতো ভবেৎ । তৎকলং স্নানমাত্রেণ
গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃণাম্ ॥ ৪৩ ॥ সঙ্গমাৎ কিণে ভাগে
ধৰ্ম্মক্ষেত্রং প্রকীর্তিতম্ । যত্র মূর্ত্যাঃ ঋতৌ জাতৌ
নরনারায়ণাবুযৌ ॥ ৪৪ ॥ তৎক্ষেত্রং পাবনং মৰ্ত্ত্যে
সৰ্বোন্মত্তমোত্তমম্ । ধৰ্ম্মস্তত্বেব ভগবাংচতুস্পাদব-
তিষ্ঠতি ॥ ৪৫ ॥ যত্র যজ্ঞাস্তপো দানং যৎকিঞ্চিৎ
ক্রিয়তে নৃতিঃ । তৎ পুণ্যস্ত কয়ো নাস্তি কল্পকোটি-
শতৈরপি ॥ ৪৬ ॥ ততো দক্ষিণদিগ্ভাগ উৰ্দ্ধশী-
সঙ্গমাভিধম্ । সৰ্বপাপহরং পুংসাং স্নানমাত্রেণ
দেহিনাম্ ॥ ৪৭ ॥ কূর্মোদ্ধারস্ততঃ সাক্ষাদ্ভক্ত্যেক-
সাধনম্ । স্নানমাত্রেণ ভূতানাং সবলুন্ধিঃ প্রজ্জ্বলন্ত ॥
৪৮ ॥ ব্রহ্মাবর্তস্ততঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্মলোকৈককারণম্ ।
দর্শনাদেব তীৰ্থস্ত সৰ্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥

যজ্ঞ, দান, তপস্বী প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠিত
হয়, সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে । হে বডানন ।
মানব জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমীতে এই পুষ্করিণী-
জলে যথাবিধি স্নান করিয়া কৃতকৃত্য হয় । হে
বৎস ! বদরীতীৰ্থ মধ্যে এই দণ্ডপুষ্করিণী অতি
গোপনীয়। সুরসন্তমগণও এই তীর্থ বিদিত নহেন,
তোমার প্রতি স্নীতি বশতঃ আমি কীৰ্ত্তন করিলাম ।
যেখানে-সেখানে এই তীর্থের কথা কাহুও না ।
হে গুহ্য ! এ বিষয় অধিক কি কহিব ? এই
তীর্থ সুরসমাজেও গুপ্ত । একমাত্র প্রভুত পুণ্যশালি-
গণই এই বিখ্যাত তীর্থ দর্শন কবিত্তে সমর্থ হন ।
দেবগণ অমুদিন এই তীর্থের ধ্যান কবেন, অস্টান্য
ব্যক্তিগণ অতি কষ্টেও এই তীর্থপ্রসঙ্গ হৃদয়ে
ধারণ করিতে পারে না । যাহাযা বিধি অনুসারে
স্বাধ্যায়াদি সমগ্র ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাহাদের
ভগবানে একান্ত মতি জন্মিয়াছে, তাহাবাই ত্রিভু-
বনহর্ষভ এই দণ্ডপুষ্করিণীর দর্শন লাভ করেন,
অস্ত্রের পক্ষে এই তীর্থ অনায়াসদৃশ নহে । দণ্ড-
পুষ্করিণী হইতে ঋষ্ঠ তীর্থ, বিকুসদৃশ দেবতা এবং
বিশালার তুল্য ক্ষেত্র হয়ও নাই, হইবেও না ।
যাহারা সতত ভগবানের পার্শ্ববর্তী স্থান কামনা
করেন, তাহঁদের বিচক্ষণ মানবগণের প্রযত্ন সহকারে
এই তীর্থের সেবা করা কর্তব্য । স্বন্দ কহিলেন,—
ইহলোকে জাহ্নবী আশ্রয় করিয়া কোন কোন তীর্থ
বিদ্যমান এবং সেই সকল তীর্থের মধ্যে কাহার

অশেষ কুশলদায়ক ? সংক্ষেপে এই সকল আমার
নিকট বলুন । মহাদেব বলিলেন,—মানসোদ্ভেদ
সন্নিধানে যে গঙ্গার সঙ্গম, তাহাই বিমল ও
পুণ্যদ । ইহার কল প্রয়াগ হইতেও সমধিক ।
ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর নর বাযুভোজী হইলে যে
কল লাভ করে, এই সঙ্গমস্থানে তদপেক্ষা অধিক
কল প্রাপ্ত হয় । এই মানসোদ্ভেদ সঙ্গমের
দক্ষিণে ধৰ্ম্মক্ষেত্র কথিত হয় । আমি নরনারায়ণ এই
ক্ষেত্রে শরীরধারী হইয়া বিরাজ করেন । এই ক্ষেত্র
মর্ত্যলোকে সর্বোত্তম পাবন; ও এই স্থানে চতুস্পাদ
ভগবান্ ধৰ্ম্ম বিদ্যমান । এই ক্ষেত্রে মানব যে যজ্ঞ,
দান ও তপস্বী করে, কোটি কল্পকালেও তাহার পুণ্য
ক্ষয় হয় না । ধৰ্ম্মক্ষেত্রেব দক্ষিণভাগে উৰ্দ্ধশীসঙ্গম
তীর্থ । এই তীর্থে স্নানমাত্রেই মানবের সৰ্বপাপ
বিনষ্ট হয় । তারপর কূর্মোদ্ধার তীর্থ । সেই তীর্থ
হরিভক্তির একমাত্র সাধন । এই কূর্মোদ্ধার তীর্থে
স্নানমাত্রেই দেহীর দেহ শুদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০—৪৮ ॥
তার পর ব্রহ্মাবর্ততীর্থ । এই তীর্থই একমাত্র ব্রহ্ম-
লোক প্রাপক ; ইহার দর্শনেই সৰ্বপাপক্ষয় হয় । হে
বৎস ! এই ধরাধামে বহু তীর্থই বিদ্যমান । যে সকল
তীর্থ শরীরীদিগের হর্গম্য ; তদ্বিষয়ে, তোমার
অত্যধিক আদর দেখিয়া সংক্ষেপে কীৰ্ত্তন করি-
লাম । যে মানব ইহা অজ্ঞাপ্তহৃদয়ে অবশ্য করে বা
অবশ্য করায়, তাহার শিথিল পাপ বিনষ্ট হয় এবং

ইহানি সন্তি তীর্থানি তুর্গম্যানীহ দেহিনাম্ ।
নত্বেপাং কথিতং বৎস তবাদ্রবণাদিদম্ ॥ ৫০ ॥
য ইদং শৃণুয়ামিত্যং আবয়েহা সমাহিতঃ । সর্বপাপ-
বিনির্মুক্তঃ পদং বিষ্ণোঃ প্রপদ্যতে ॥ ৫১ ॥ রাজা
বিজয়মাপ্নোতি পুত্রাধী লভতে সূতম্ । কন্তাধী
লভতে কন্তাং কন্তা বিন্ধতি সৎপতিম্ ॥ ৫২ ॥
ধনাধী ধনমাপ্নোতি সর্বকামৈকসাধনম্ ॥ ৫৩ ॥ মাস-
মাত্রঃ নরো ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্যঃ সমাহিতঃ । তস্তাতীষ্ট-
সমাবাপ্তির্দুর্লভাপি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ আবিব্যাধি-
ভয়ং ঘোরং দারিদ্র্যং কলহং তথা । যন্ত গেহেষু
মাহাত্ম্যং তজ্জৈতানি ন কহিচিৎ ॥ ৫৫ ॥ নাপমৃত্যুর্ন

সেই মানব বিগ্নপদে গমন করে । এই তীর্থ-
মাহাত্ম্য শ্রবণে রাজা—বিজয়, পুত্রাধী—পুত্র,
কন্তাকামী—কন্তা, পতিপ্রার্থিনী কুমারী—উত্তম পতি
এবং ধনাধী—ধন লাভ করে, অধিক কি, ইহা
সর্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকে । যে মানব সমা-
হিত হইয়া ইহা ভক্তিসহকারে মাসমাত্র শ্রবণ কবে,
দুর্লভ হইলেও তাহার অতীষ্ট লাভ হয়, সংশয় নাই ।
যাহার গৃহে এই তীর্থ-মাহাত্ম্য-পুস্তক অবস্থিত,
ঘোর আধি ব্যাধি, ভয়, দারিদ্র্য, কলহ, অপমৃত্যু,

সর্গাদি দৌর্ভাগ্য চাপি বর্জ্যতে । তুষ্ণপ্ৰগ্রহপীড়া চ
পররাষ্ট্রভয়ং তথা ॥ ৫৬ ॥ যুদ্ধে যাত্রাপ্রয়াণে চ পঠ-
নীয়ং প্রযত্নতঃ । বিবাহে চ বিবাদে চ শুভকর্মণি
যত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ পূর্ণং বাধ্যায়মাত্রং বা তদর্দ্ধং বা
বিচক্ষণৈঃ । সর্বকার্যপ্রসিদ্ধিঃ স্তারাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকালন্দে মহাপুবাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
তায়াম্ দ্বিতীয়ে বৈবস্বতখণ্ডে বদরিকাশ্রমমাহাত্ম্যে
শিবকার্ত্তিকৈরসংবাদে বদরিকাশ্রমে মেকসংস্থা-
পনতীর্থলোকপালতীর্থদণ্ডপুষ্করিণীতীর্থ-
ধামক্ষেত্রাদিবিবিধতীর্থক্ষেত্রমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

সর্গাদি, দৌর্ভাগ্য, তুষ্ণপ্ৰ, গ্রহপীড়া এবং পররাষ্ট্র-
ভয় তাহার কদাচ হয় না । বিচক্ষণ মানবগণ যুদ্ধ,
যাত্রা, গমন, বিবাহ, বিবাদ ও শুভকর্ম এই সকল
কালে যত্নসহকারে ইহার সম্পূর্ণ কিংবা এক অধ্যায়
অথবা অধ্যায়ার্দ্ধ ও পাঠ করিবেন ; এইরূপ করিলে
সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, সন্দেহ নাই । ৪৯—৫৮ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

বিশ্বখণ্ডম্ ।

কার্তিকমাস-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ । স্মৃতং কথিতং পুণ্যং মাহাত্ম্য-
মাবিনস্ত চ । ভূয়োহন্তচ্ছ্রোতুমিচ্ছামঃ কার্তিকশ্চ
চ বৈভবম্ ॥ ১ ॥ কলৌ কলুষচিত্তানাং নরাণাং
পাপকর্ষণাম্ । সংসারাকৌ নিমগ্নানামনায়াসেন কা
গতিঃ ॥ ২ ॥ কো ধর্ম্যঃ সর্বধর্ম্যাণামধিকো মোক্ষ-
সাধকঃ । ইহাপি মুক্তিদৌ নৃণামেতৎ কথয়
শ্রতো ॥ ৩ ॥ স্মৃত উবাচ । ভবত্তির্ঘদহং
পৃষ্ঠন্তদেতৎ পৃষ্ঠবান্মনিঃ । নারদো ব্রহ্মণঃ
পুত্রো ব্রহ্মাণং তু জগদ্গুরুম্ ॥ ৪ ॥ তথৈব
সত্যভামা চ ত্রিকৃৎ জগদীশ্বরম্ । অপুচ্ছৎ
কার্তিকশ্চৈব বৈভবং শ্রবণোৎসুকঃ ॥ ৫ ॥ বাল-
ধিল্যোচ ঋষিভির্ঘৃক্ৰম্বিসংসাদ । ত্রিহৃদ্যাকশ-
সংবাদরূপেণাতিমনোহরম্ ॥ ৬ ॥ বৈলাসে

প্রথম অধ্যায় ।

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্মৃত । পুণ্য
আবিনমাসের মাহাত্ম্য আপনি আমাদের নিকট
কীর্তন করিয়াছেন, পুনরায় আমরা কার্তিক
মাসের বিস্তৃতি শুনিতে অভিলাষ করিতেছি ।
হে শ্রতো ! সংসারসাগরনিমগ্ন কলিকালের
কলুষচিত্ত পাপকর্ষা ব্যক্তিগণের 'ক গতি হইবে ?
ধর্মসমূহের মধ্যে মোক্ষধর্ম কি ? এবং কি
উপায়ে ইহকালেই অনায়াসে মানবগণের মুক্তি
হইবে ? এই সকল বিষয় বর্ণন করুন । স্মৃত উত্তর
করিলেন,—আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা
করিলেন, পুরাকালে ব্রহ্মনন্দন দেবর্ষি নারদ
ভদ্রীয় পিতা জগদ্গুরু ব্রহ্মার নিকট এই বিষয়ই
প্রশ্ন করিয়াছিলেন । কৃষ্ণভামিনী সত্যভামা ও
জগদীশ্বর-ত্রিকৃৎসমীপে কার্তিক মাসের মাহাত্ম্য-
স্বরূপে সমুৎসুক হইয়া এবিষয় জিজ্ঞাসা করেন ।
ঋষিগণের রাসধিন্য সুনিগণ্ড এবিষয়ে সূচ্য ও
সংবাদরূপে মনোহর উপাখ্যান কীর্তন

শকরোব কার্তিকশ্চ চ বৈভবম্ । বর্ণিতং যথুখণ্ডাগ্রে
নানাখ্যানসমবিতম্ ॥ ৭ ॥ পৃথুং প্রতি নারদেন
কাথতঞ্চ মহাত্ম্যাকম্ । কার্তিকশ্চ চ বিপ্রেন্দ্রা
ব্রহ্মা ব্রহ্মমুখাৎ পুরা ॥ ৮ ॥ একদা নারদো যোগী
সত্যলোকমুপাগতঃ । পপ্রচ্ছ বিনয়ো নৈব সর্বলোক-
পিতামহম্ ॥ ৯ ॥ ত্রীনাবদ উবাচ । পাপেদ্ধনং
ঘোবন্ত শুদ্ধার্জশ্চ চ ভূরিণঃ । কো বহুর্দহতে ব্রহ্ম-
সুত্ববান্ বজ্রমহতি ॥ ১০ ॥ নাজাতঃ ত্রিষু লোকেষু
ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতশ্চ যৎ । বিদ্যতে তব দেবেশ
ত্রিবিধশ্চ সুনিশ্চিতম্ ॥ ১১ ॥ মাসানাং প্রবরো
মাসো দেবানামুত্তমোত্তমঃ । তীর্থানি তদ্বিশেষেণ
কথয়ন্ত পিতামহ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্মোবাচ । মাসানাং
কার্তিকঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং মধুসূদনঃ । তীর্থ-

কবিয়াছিলেন । কৈলাস শৈলে শঙ্কর ও বজ্রান-
সমীপে নানা আখ্যানসমবিত কার্তিকমাহাত্ম্য
কীর্তন করেন । হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! এতদুত্তর
দেবর্ষি নারদ ও পিতামহেব মুখে কার্তিক মাসের
মাহাত্ম্য শ্রবণ কবিয়া পৃথুর প্রতি উপদেশ দিয়া-
ছিলেন । একদা দেবর্ষি নারদ সত্যলোকে
আগমনপূর্বক বিনয়সহকারে সর্বলোকপিতামহ
ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । নারদ জিজ্ঞাসা
করিলেন,—হে ব্রহ্মন ! ঘোর পাপরূপ শুক ও
আর্জ ইন্দ্রনরাশি কোন্ বহিঃ দহ্য করিতে সমর্থ ?
একপে তদ্বিষয়ে আপনি আমার নিকট কীর্তন
করুন । ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ত্রিলোকমধ্যে আপনার
কিছুই অবিদিত নাই, অতএব আপনি বলিতে
সমর্থ । দেবেশ ! ভূত ভবিষ্য ও বর্তমান এই
ত্রিবিধ নিশ্চয়ই আপনাতে বর্তমান । হে
পিতামহ ! দেবগণের মধ্যে সর্বোত্তম কে ?
মাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মাস কি এবং বিশেষরূপে তীর্থ
সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? আমার নিকট কীর্তন
করুন ॥ ১১—১২ ॥ ব্রহ্মা বলিলেন,—মাসসকলের মধ্যে
কার্তিক, দেবগণের মধ্যে মধুসূদন, এবং তীর্থ-

কাহারবাধ্যঃ হি দ্বিতয়ঃ দুর্লভঃ কসৌ ॥ ১৩ ॥
নারদ উবাচ । ভগবন্তু ব দাসোহস্মি ভক্তোহস্মি
হরিবল্লভ । বৈকুণ্ঠান ক্রহি মে ধৰ্ম্মান সৰ্ব্বজ্ঞোহসি
পিতামহ ॥ ১৪ ॥ আদৌ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যং বন্ধু-
মহনি মে প্রভো । দীপদানস্ত মাহাত্ম্যং ত্রিগুণ-
নিয়মাংস্তথা ॥ ১৫ ॥ গোপীচন্দনমাহাত্ম্যং তুলসীশ্চ
তথা বিভো । ধাত্যশ্চৈব চ মাহাত্ম্যং বিধি-
শ্রাদ্ধাদিকশ্চ চ । ত্রতাবস্তঃ কদা কার্য্য উদযাপনবিধিঃ
তথা ॥ ১৬ ॥ যৎকিঞ্চিদৈক্যং ধৰ্ম্মং তৎ সৰ্ব-
বন্ধুমহসি । যেনাহং স্বপ্রসাদেন পদং যাস্তাম্য-
নাময়ম্ ॥ ১৭ ॥ সূত উবাচ । ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা
ব্রহ্মা হর্ষসমম্বিতঃ । বাধাদামোদবৎ স্মৃত্বা প্রোবাচ
তত্ত্বজঃ প্রতি ॥ ১৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ । সাধু পৃষ্টং ত্বয়া
পুত্র লোকোদ্ধরণহেতবে । কথয়ামি ন সন্দেহঃ
কার্ত্তিকশ্চ চন্দ্রবভবম্ ॥ ১৯ ॥ একতঃ সৰ্ব্বতীর্ণানি
সৰ্ব্বে যজ্ঞাঃ সদক্ষিণাঃ । কার্ত্তিকশ্চ তু মাসশ্চ কলাঃ
নাহন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২০ ॥ একতঃ পুরুষে বাসঃ
কুরুক্ষেত্রে হিমালয়ে । একতঃ কার্ত্তিকঃ পুত্র সৰ্ব-

পুণ্যাদিকো মতঃ ॥ ২১ ॥ স্বর্ণানি মেরুতুল্যানি
সৰ্ব্বদানানি চৈকতঃ । একতঃ কার্ত্তিকো বৎস সৰ্ব্বদা
কেশবপ্রিয়ঃ ॥ ২২ ॥ যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং
বিষ্ণুদ্দিষ্ট কার্ত্তিকে । তন্ত কৰ্ম্ম ন পঞ্চামি
ময়োক্তং তব নাবদ ॥ ২৩ ॥ সোপানভূতং স্বর্ণ-
মাহুয্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ । তথান্নানং সমাদদ্যার
ভ্রষ্টেত যথা পুনঃ ॥ ২৪ ॥ দুপ্রাপ্যং প্রাপ্য মাহুয্যং
কার্ত্তিকোক্তং চরেন্ন যঃ । ধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মভূতাং শ্রেষ্ঠ স
মাতাপিতৃঘাতকঃ ॥ ২৫ ॥ কার্ত্তিকঃ খলু বৈ মাসঃ
সৰ্ব্বমাসেষু চোত্তমঃ । পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং
পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥ ২৬ ॥ অশ্বিন্যাসে ত্রয়স্বিনঃ-
দেবাঃ সন্নিহিতা যুনে । অত্র শ্রাদ্ধানি দানানি
ভোজনানি ব্রতানি চ ॥ ২৭ ॥ তিলধেহুঃ হিরণ্যঞ্চ
বজ্রতং ভূমিবাসসৌ । গোপ্রদানানি কুর্বন্তি সৰ্ব-
ভাবেন নাবদ ॥ ২৮ ॥ তানি দানানি দত্তানি
গৃহস্তি বিধিবৎ সুবাঃ । যৎকিঞ্চ দত্তং বিপ্রৈস্ত
তপশ্চৈব তথা কৃতম্ ॥ ২৯ ॥ তদকথ্যকলঃ

সমুহের মধ্যে নাৰায়ণ নামক তীর্থ শ্রেষ্ঠ । কলিকালে
এই তিন বস্তু দুর্লভ । নাবদ জিজ্ঞাসা কবিলেন,—
আমি আপনাব ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ, হে হবিবল্লভ ।
আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, অতএব হে পিতামহ । কাহার
বৈকুণ্ঠ ? তাহাও আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।
হে পিতামহ । প্রথমে আমার কার্ত্তিকমাহাত্ম্য
শ্রবণ করিতে অভিলাষ হইতেছে, অতএব তাহাই
বলুন । হে বিভো । কার্ত্তিক মাসেব দীপদান-
মাহাত্ম্য, ত্রিগুণেব নিয়ম, গোপীচন্দন, তুলসী
ও আমলকীৰ মাহাত্ম্য, শ্রাদ্ধাদিবিধি, ত্রতাবস্ত
ও উদযাপন-কল, প্রভৃতি যে কিছু বৈকুণ্ঠ ধৰ্ম্ম
আছে, তৎসমস্তই বর্ণন করুন । হে প্রভো ।
আমি আপনাব প্রসাদে যেন অনাময় পদ লাভ
করিতে সমর্থ হই । সূত কহিলেন,—কমলযোনি
তনয়ের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে
রাধা দামোদর নাম স্বৰ্গপূৰ্ব্বক নারদকে বলিতে
লাগিলেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র । নবগণের
উদ্ধারের জন্ত তুমি সাধু প্রশ্ন কবিয়াছ, আমি
তোমার নিকট কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বর্ণন করিব,
সংশয় নাই । একদিকে যেমন সকল তীর্থ ও
নিবিল সদক্ষিণ যজ্ঞ, অন্যদিকে তেমনিই কার্ত্তিক-
মাহাত্ম্য ; পরন্তু পূৰ্ব্বোক্ত তীর্থ ও যজ্ঞাদি ইহার
বৌদ্ধিমানের একাংশও নহে । হে পুত্র । পুণ্যক্ষেত্রে

পুত্রব, কুরুক্ষেত্রে ও হিমালয়ে বাস করিলে যে
পুণ্য হয়, তদপেক্ষা কার্ত্তিকমাসই শ্রেষ্ঠ । হে বৎস !
সুমেধ তুল্য সৰ্ব্ববিধ-দান হইতেও কেশবপ্রিয়
কার্ত্তিক মাস শ্রেষ্ঠ । হে নাবদ । এই কার্ত্তিক
মাসে বিষ্ণুব উদ্দেশে যে সকল পুণ্য অকুষ্ঠিত হয়,
আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি,—কোন কালে ইহার
ক্ষয় নাই । স্বর্গেব সোপান স্বরূপ মাহুয্যজন্ম লাভ
কবিয়া আত্মাকে এইরূপে সমাহিত করিবে, যেন
পুনবায় ভ্রষ্ট হইতে না হয় । হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ।
দুপ্রাপ্য মাহুয্যবীৰ্য্য প্রাপ্ত হইয়া যে মানব
কার্ত্তিকোক্ত ধৰ্ম্ম আচরণ না করে, সে পিতৃ-মাতৃ-
ঘাতী । কার্ত্তিক মাস—মাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুণ্য-
কাৰিগণেব পবন পুণ্য এবং পাবনগণেরও পাবন ।
১৩—২৬। হে যুনে । এই কার্ত্তিক মাসে ত্রয়স্বিনঃ
দেবতা একত্র সন্নিহিত হন, অতএব হে নারদ !
মানবগণ কায়মনোবাক্যে এই মাসে শ্রাদ্ধ, দান,
ভোজন ব্রত এবং তিলধেহু, হিরণ্য, বজ্রত, ভূমি,
বস্ত্র ও গোপ্রদান কবিলে সেইদাননিয়ম দেবগণ
গ্রহণ কবিয়া থাকেন । হে বিপ্রেশ্বর ! কার্ত্তিক মাসে
যে কিছু দান বা তপস্বী কৃত হয়, বিষ্ণু
বলিয়াছেন,—এই সকল অকথ্য কলঙ্কমক হইয়া
থাকে । পাপমোক্ষণে প্রাশস্তিত্যদির অমুষ্ঠানও
কার্ত্তিকমাসে প্রশংসনীয় ; অতএব হে বিপ্রেশ্বর !
কার্ত্তিকমাসই দান করা কর্তব্য । মানবগণ

মোক্ষার্থ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা । পাপানাং মোক্ষণং
চৈব কার্ত্তিকে মাসি শাস্ততে ॥ ৩০ ॥ তন্মাদ-
যত্নেন বিপ্রেন্দ্ৰ কার্ত্তিকে মাসি দীয়তে । যৎ-
কিকিংকার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুদ্ভিষ্ণু মানবৈঃ ॥ ৩১ ॥
তদক্ষয়ং হি লভতে অন্নদানং বিশেষতঃ । যথা
নদীনাং বিপ্রেন্দ্ৰ শৈলানাং চৈব নাবদ ॥ ৩৩ ॥
উদধীনাং বিপ্রর্ষে কয়ো নৈবোপপদ্যতে । দানং
কার্ত্তিকমাসে তু যৎকিঞ্চিদীয়তে মুনে ॥ ৩৩ ॥ ন
তত্শাস্তি কয়ো বিপ্র পাপং যাতি সহস্রধা । সম্প্রাপ্ত-
কার্ত্তিকং দৃষ্ট্বা পরাম্ভং যন্ত বজ্জয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ দিনে-
দিনেহতিকৃষ্ণস্ত কলং প্রাপ্নোত্যযত্নতঃ । ন
কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্ ॥ ৩৫ ॥ ন
বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ । ন চান্নসদৃশং
দানং ন পুথং ভাৰ্য্যা সমম্ ॥ ৩৬ ॥ জ্ঞায়েনে-
জ্জিতং দ্রব্যং দুর্লভং দানকার্য্যম্ । দুর্লভং
মর্ত্যধর্ম্মাণাং তীর্থে চ প্রতিপাদনম্ ॥ ৩৭ ॥ কার্ত্তিকে
মুনিশার্দ্দুল শালিগ্রামশিলার্চনম্ । অবণং বাসু-
দেবস্ত কর্ত্তবাং পাপভীকণা ॥ ৩৮ ॥ এতাদৃশং
কার্ত্তিকঞ্চ অকৃতেনৈব যো নয়েৎ । পূর্ব্বং কৃষ্ণ-
পুণ্যস্ত কয়মাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ ।
অশক্তেন কথং কার্য্যং কার্ত্তিকব্রহ্মমুত্তমম্ । যেন

বিষ্ণুর উদ্দেশে কার্ত্তিকমাসে যাহা দান কবে,
বিশেষতঃ অন্নদান করিলে তাহা অক্ষয় হয় ।
হে বিপ্রেন্দ্ৰ ! যেমন নদী, পর্ব্বত এবং সমুদ্রের
ক্ষয় হয় না, হে বিপ্রর্ষে নারদ ! কার্ত্তিক মাসে
যাহা দান করা হয়, ঐ দানেবও তদ্রূপ ক্ষয়
নাই । পরন্তু হে বিপ্র ! সহস্র সহস্র পাপই ক্ষণ
হইয়া যায় । কার্ত্তিক মাস প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি
পরাম্ভ পরিত্যাগ করেন, তিনি বিনা আয়াসেই
প্রতিদিন অতি কৃষ্ণব্রতের ফললাভ কবিয়া থাকেন ।
যেমন সত্যের সমান যুগ, বেদের তুল্য শাস্ত্র,
গঙ্গার তুল্য তীর্থ, অন্নসদৃশ দান, এবং পত্নীমুখ
সদৃশ মুখ নাই, তদ্রূপ কার্ত্তিকসদৃশ অস্ত্র কোন
মাসই নহে । মানবগণের মধ্যে জ্ঞানোপার্জিত
ধনের দাতা ও তীর্থে দানকারী অতীব দুর্লভ,
হে মুনিশার্দ্দুল ! পাপভীক মানবগণের কার্ত্তিক
মাসে শালিগ্রাম শিলার অর্চনা এবং বাসুদেবের
অবণ একান্ত কর্ত্তব্য । এইরূপ পুণ্যজনক কার্ত্তিক
মাস যে নর বিনা ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করে,
তাহার পূর্ব্বকৃত পুণ্যের ক্ষয় হয়, সংশয় নাই ।
নারদ কহিলেন,—হে পিতামহ ! কোন

তৎকলমাপ্রোতি উয়ে বদ পিতামহ ॥ ৪০ ॥
ব্রহ্মোবাচ । অশক্তস্ত যদা মর্ত্যাস্তদৈবং ব্রতমাচরেৎ ।
অস্তমৈব দ্রবিশং দত্ত্বা কাবয়েৎ কার্ত্তিকব্রতম্ ॥ ৪১ ॥
তন্মাৎ পুণ্যং প্রগৃহীত দানসকলপূর্ব্বকম্ । দ্রব্যদানে-
হপাশক্লেচ্ছদ্যদা দেবর্ষিসত্তম ॥ ৪২ ॥ তদা তেন
প্রকর্ত্তব্যং পানং তীর্থজলস্ফটম্ । তত্রাপাশক্লেচ্ছো যো
মর্ত্যাস্তেন নিত্যং হবেৎখুদা ॥ ৪৩ ॥ অন্নপক প্রকর্ত্তব্যং
নাশ্চ নিয়মপূর্ব্বকম্ । অখণ্ডিতং তদা তেন কার্ত্তিক-
ব্রতজং ফলম্ ॥ ৪৪ ॥ বিষ্ণোঃ শিবস্ত বা কুর্যাদালয়ে
হবিজাগরণম্ । শিববিষ্ণোগৃহাভাবে সর্বদেবা-
লয়েষপি ॥ ৪৫ ॥ দুর্গাটবাং স্থিতো বাধ যদি বাপ-
দাতো ভবেৎ । কুর্যাদশখমূলে তু তুলসীনাং বনে-
ষপি ॥ ৪৬ ॥ বিষ্ণুনা প্রবন্ধানাং গায়নং বিষ্ণুসম্বিধো ।
গো-হস্তপ্রদানস্ত ফলমাপ্রোতি মানবঃ ॥ ৪৭ ॥
বাদ কং পুরুষশ্চাপি বাজপেয়ফলং লভেৎ । সর্ব-
তীর্থাবগাহোথ নর্ত্তকঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৮ ॥ সর্ব-
মেতন্মতে পুণ্যমেতেষাং দ্রব্যদঃ পুমান । অবণা-
দশনা দ্বাপি যত শং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৯ ॥ আপদগতো
যদাপাশ্তো ন লভেৎ কুত্রচিরং । বাধিতো বাধবা

অশক্ত ব্যক্তি কিরূপে কার্ত্তিকব্রত কবিয়া কিরূপ
ফল লাভ কবিয়াছিলেন, তৎসমস্ত আমাব নিকট
কীর্তন করুন । ব্রহ্মা বলিলেন,—অশক্ত ব্যক্তির
ব্রতাবরণ এইরূপ,—ব্রতচরণে অশক্ত মানব
সংকল্পপূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে পুণ্য গ্রহণ
কবত ধন দান কবিয়া কার্ত্তিকব্রত আচরণ
কবিবে । হে দেবর্ষিসত্তম ! ধনদানে অশক্ত
মানব তীর্থজলপান কবিবে, তাহাতেও অশক্ত
হইলে হর্ষসহকারে নিত্য নিয়মপূর্ব্বক ২২২ নাম
অন্নপক কর্ত্তব্য । এইরূপ কবিলেই অচ্ছিন্নকার্ত্তিকব্রত-
জনিত ফললাভ হইবে । ২৭—৪৪ । বিষ্ণু কিংবা
শিবালয়ে হবিজাগরণ, শিব-বিষ্ণুর গৃহাভাবে যে
কোন দেবালয়ে, দুর্গামারণ্যে, দুর্গামারণ্য বিপৎসঙ্কুল
হইলে অশখমূলে কিংবা তুলসী অথবা বিষ্ণুসম্বি-
ধানে বিষ্ণুনাশ্রিত্য কীর্তন করিবে; এইরূপ
করিলে মানব সহস্র গোদানের ফললাভ করে ।
বিষ্ণুসমীপে যে মানব বাজপেয়্য করে, তাহার
বাজপেয়্য-ফললাভ হয়, নর্ত্তক সকল তীর্থে অবগাহ-
নের ফল প্রাপ্ত হয় । আর যে মানব এইসকল
কার্য্যের ধনদান করে, তাহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পুণ্যই
লাভ হইয়া থাকে এবং অবণ বা দর্শন করিলেও
যতঃ ফলপ্রাপ্ত হয় । অতঃপর মানব

কুৰ্ঘ্যাধিকোৰ্ণ্যাপি মার্জ্জনম্ ॥ ৫০ ॥ উদ্যাপনবিধিং
কৰ্ণমশঙ্কো যো ব্রতস্থিতঃ । ব্রাহ্মণান ভোজয়েৎ
পশ্চাদ্ভ্রতসম্পূৰ্ণহিতবে ॥ ৫১ ॥ অশঙ্কো দীপদানায়
পরদীপঃ প্রবোধয়েৎ । তন্ত বা রক্ষণং কুৰ্ঘ্যা-
হাতাদিত্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৫২ ॥ ত্রিবিধোঃ পূজনাভাবে
তুলসীধাত্রিপূজনম্ । সৰ্ব্বাভাবে ব্রতী কুৰ্ঘ্যাদ্
ব্রাহ্মণানাং গবামপি । তন্তাপ্যভাবে মনসি বিকো-
ৰ্ণামানুকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৫৩ ॥ নাবদ উবাচ । ব্রহ্মন্ ক্রহি
বিশেষেণ ধৰ্ম্মান্ কার্তিকসম্ভবান ॥ ৫৪ ॥

ইতি ত্রীকান্দে মহাপুরাণে একাদীতিবাহিত্যাং সাংহি-
ত্যাং দ্বিতীয়ে বৈকবখণ্ডে কার্তিকমাসমাহাত্ম্যে
কার্তিকব্রতপ্রশংসাবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । অথ কার্তিকমাসস্ত ধৰ্ম্মান্ বক্ষ্যামি
নারদ । সম্প্রাপ্তঃ কার্তিকং দৃষ্ট্বা পরাম্
যত্নং বর্জয়েৎ ॥ ১ ॥ স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র
কার্য্যবিচারণা । সর্বেষামেব ধৰ্ম্মাণাং গুরুপূজা
পরামতা । গুরুশ্রাব্যে সর্বং প্রাপ্নোতি ঋষিসন্তম ॥

বিপন্ন হইয়া যখন কোথায়ও জলপ্রাপ্ত হয় না, অথবা
ব্যাধিত হয়, তখন বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিয়া ক্ষমা
প্রার্থনা করিবে । ব্রতস্থিত ব্যক্তি ব্রতের উদ্যাপনে
অসমর্থ হইলে ব্রতপূরণের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন
করাইবে । যদি দীপদানে অশক্ত হয়, তবে পরের
দীপ উদ্দীপিত বা বাতাদি হইতে প্রযত্নসহকারে
অন্তের দীপ রক্ষণ করিবে । বিষ্ণুর পূজায় অস-
মর্থ ব্যক্তি তুলসী বা আমলকী রক্ষের পূজা করিবে,
তদভাবে ব্রতী ব্যক্তি ব্রাহ্মণ ও গোকুর পূজা
করিবে, তাহারও অভাব হইলে মনে মনে বিষ্ণুর
নাম কীৰ্ত্তন করিবে । নাবদ বলিলেন,—হে
ব্রহ্মন্ ! কার্তিকমাসসম্বৃত ধৰ্ম্মসকল বিশেষরূপে বর্ণন
করুন । ৪৫—৫৪ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে নারদ ! অনন্তর কার্তিক-
মাসের ধৰ্ম্মসমূহ কীৰ্ত্তন করিতেছি । কার্তিকমাস
উপস্থিত হইলে যে নর পরাম্ ত্যাগ করে, তাহার
মোক্ষলাভ হয় । এবিষয় কোনই বিতর্ক নাই । সকল
ধর্ম্মেরই গুরুপূজা শ্রেষ্ঠ ; হে ঋষিসন্তম ! একমাত্র

গুরো তুষ্টি চ তুষ্টিঃ স্যাদ্ভবাঃ সর্বৈ সর্বাসবাঃ ।
গুরো কৃষ্টি চ কৃষ্টিঃ স্যাদ্ভবাঃ সর্বৈ সর্বাসবাঃ ॥ ৩ ॥
কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে কৃহা কৰ্ম্মানি ভূরিণঃ ॥ ৪ ॥
অকৃহা গুরুশ্রাব্যং নরকানিব বিন্দতি ॥ ৫ ॥
যৎকিঞ্চিদা সমাদিষ্টো গুরুনা তৎসমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
আজ্ঞপ্তো গুরুনা বিপ্র ন তদ্বাক্যং তু লক্ষ্যয়েৎ । যদি
হুঃখাদিকং প্রাপ্তং গুরুং তু শবণং ব্রজেৎ ॥ ৭ ॥
মাতৃহে চ পিতৃহে চ গুরো মেব শ্রয়েদুখঃ । গুরো
ন প্রাপ্যতে যত্নশ্চাত্মপি হি লভ্যতে ॥ ৮ ॥ গুরু-
প্রসাদাৎ সর্বং তু প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ । মেধাবী
কপিলশ্চৈব স্মৃতিশ্চ মহাতপাঃ । গোতমস্ত গুরোঃ
সম্যক্ সেবয়ামরতাং গতাঃ ॥ ৯ ॥ তস্মাৎ সর্ব-
প্রযত্নেন কার্তিকে বিষ্ণুতৎপরঃ । গুরুসেবাং
প্রকুবীত ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১০ ॥ নরেন্দ্রো
বৈকবঃ ধৰ্ম্মং যো দদাতি দ্বিজোত্তমঃ । স সাগরমহী-
দানে তৎপুণ্যং লভতে হি সঃ ॥ ১১ ॥ তিলধেহুঃ
হিরণ্যং চ বজ্রতঃ ভূমিবাসসী । গোপ্রদানানি দান্তস্তি
সর্বভাবেন সুরতঃ ॥ ১২ ॥ সর্বেষামেব দানানাং
কন্যাদানং বিশিষ্যতে । সহস্রমেব ধেনুনাং শতং

গুরুশ্রাব্যে দ্বাবা নিখিল ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় । গুরু
তুষ্টি হইলে বাসবসহ দেবগণ তুষ্টি হন আর গুরু কৃষ্টি
হইলে তাঁহারাও কুপিত হইয়া থাকেন । কার্তিক
মাসে ভূমি ভূবি কৰ্ম্ম করিয়া একমাত্র গুরুশ্রাব্য না
কবিলে নবগণের নরকগামী হইতে হয় । গুরু যাহা
কিছু আদেশ করেন, তাহাই কর্তব্য । হে বিপ্র !
গুরুর আদিষ্ট বিষয় কদাচ লঙ্ঘন করিবে না । যদি
কখন হুঃখাদি উপস্থিত হয়, পণ্ডিতব্যক্তি তখন গুরুর
শরণ লইবেন এবং তাঁহাকে পিতা ও মাতার স্থায়
মনে কবিবেন । গুরুর নিকট যাহা পাওয়া যায়
না, তাহা অন্ত কুত্রাপি পাওয়ার নহে । একমাত্র
গুরুর অনুগ্রহেই সমস্ত লাভ হইয়া থাকে, সংশয়
নাই । মেধাবী কপিল এবং মহাতপা স্মৃতি
গুরু গোতমের সম্যক্ সেবা করিয়া অমরত্ব লাভ
করিয়াছিলেন । অতএব হে নারদ ! কার্তিকমাসে
সর্বপ্রযত্নে বিষ্ণুতৎপর হইয়া গুরুসেবা করিলেই
তদনন্তর মোক্ষলাভ হইবে । যে দ্বিজোত্তম মানব-
গণকে বৈকব ধৰ্ম্ম প্রদান করেন, তিনি সাগর
মহীদানের কল লাভ করিয়া থাকেন । হে সুরত !
মানব কায়মনোবাক্যে তিলধেহু, হিরণ্য, বজ্রত,
ভূমি, বস্ত্র এবং গো প্রদান করিবে । ১—১১ ।
দান-নিচয়ের মধ্যে কন্যাদান শ্রেষ্ঠ । সহস্র ধেনু-

চান্দ্রিক সম। দশানন্দসমঃ যানঃ দশানন্দসমো
হয়ঃ। হৃদয়ানন্দসমো গজদানঃ বিশিষ্যতে।
১৩। গজদানসহস্রাণাং স্বর্গদানঞ্চ তৎসমম্। স্বর্গ-
দানসহস্রাণাং বিদ্যাদানঞ্চ তৎসমম্। ১৪। বিদ্যা-
দানাং কোটিগুণং ভূমিদানঃ বিশিষ্যতে। ভূমিদান-
সহস্রেন গোপ্রদানঃ বিশিষ্যতে। ১৫। গোপ্রদান-
সহস্রেনো হৃদয়দানঃ বিশিষ্যতে। অন্নাদারমিদং
প্রোক্তং তস্মাদেতৎ কার্তিকে। ১৬। পরান্নবর্জ-
নাদেব লভেচ্ছাত্রায়ণং কলম্। দিনে দিনেহতিকল্প-
কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। ১৭। কার্তিকে বর্জয়েন্নাংসং
সহানঞ্চ বিশেষতঃ। রাকসীং যোনিমাপ্নোতি
সহস্রাংসু ভকণাং। ১৮। প্রবৃত্তানাং তু ভক্যাণাং
কার্তিকে নিয়মে কৃতে। অবশ্যং বিষ্ণুরূপং প্রাপ্যতে
মোক্ষদং পদম্। ১৯। ভ্রামণেনো মহীং দৃষ্ট্বা গ্রহণে
সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ। যৎকলং লভতে বৎস তৎকলং
ভূমিশায়িনঃ। ২০। ভোজনং দ্বিজদম্পত্যোঃ পূজনঞ্চ
বিলেপনৈঃ। কঙ্কালানি চ রক্তানি বাসাংসি বিবি-
ধানি চ। ২১। তুলিকাশ্চ প্রদাতব্যঃ প্রচ্ছাদন-

দানের সমান শতবৃদ্ধদান, দশটি বৃদ্ধদানের তুল্য
একখানি রথদান, দশখানি রথদানসদৃশ একটি
অশ্বদান, আর সহস্র অশ্বদান হইতেও একটি করি-
দান প্রশস্ত। সহস্র গজদানের সমান স্বর্গদান, সহস্র
স্বর্গদানসদৃশ বিদ্যাদান এবং বিদ্যাদান হইতে
ভূমিদান কোটিগুণ প্রশংসনীয়। সহস্র ভূমিদান
হইতে গো-প্রদান প্রশস্ত, আবার সহস্র গোদান
অশেকাও অন্নদান প্রশংসনীয়। অতএব কার্তিক
মাসে সর্বথা প্রশংসনীয় অন্নদান একান্ত কর্তব্য।
কার্তিক মাসে পরান্নবর্জনে চাত্রায়ণ ত্রতের কল
লাভ হয়; পরান্নত্যাগী মানব একএকদিনে অতি-
কল্প ত্রতের কল লাভ করিয়া থাকে। কার্তিক
মাসে মাংস—বিশেষতঃ মদ্যাদি দ্রব্য পরি-
ভোজন করিলে রাকসযোনি প্রাপ্তি ঘটে।
নিষিদ্ধ বস্তুর ত কথাই নাই, কার্তিকমাসে অনিষিদ্ধ
বস্তুর ভক্ষণেও নিয়মিত হইলে অবশ্যই মোক্ষপ্রদ
বিষ্ণুর সাক্ষ্যপদ প্রাপ্তি হয়। সূর্য্যচন্দ্রগ্রহণে
রাকসগণকে ভূমিদানে যে কল, হে বৎস! কার্তিকে
ভূমিদান করিলে তাহার তুল্য কল লাভ হয়।
কার্তিকে দ্বিজদম্পতীকে চন্দনাদি বিলেপন দ্বারা
পূজা করা কর্তব্য, রক্ত, কঙ্কাল, বিবিধ বস্ত্র ও আচ্ছাদন
সকল পান্ন প্রদান করিলে। হে প্রমথ! কার্তিক-

পট্টে সহ। উপানহবাতপজঃ কার্তিকে দেহি
সুতত। ২২। কার্তিকে ক্ষিতিশায়ী চ হৃদয়ঃ পাপং
যুগার্জিতম্। জাগরং কার্তিকে ভাসি যঃ কয়োত্যা-
কণোদয়ে। ২৩। দামোদরাগ্রে দেবর্ষে গোসহস্র-
কলং লভেৎ। নদীশ্রানং কথা বিকোকেকবানাক
দর্শনম্। ২৪। ন লভেৎ কার্তিকে যন্ত হরেৎ পুণ্যং
দশাদিকম্। পুঙ্করং যঃ স্মরেৎ প্রোক্তং কৰ্ম্মণা মনসা
গিরা। ২৫। কার্তিকে মুনিশার্দূল লক্ষকোটিগুণং
ভবেৎ। প্রয়াগো মাঘমাসে তু পুঙ্করং কার্তিকে
তথা। ২৬। অবন্তী মাঘবে মাসি হৃদয়ঃ পাপং
যুগার্জিতম্। ধন্যন্তে মানবা লোকে কলিকালে
বিশেষতঃ। ২৭। যে কুর্কন্তি নরা নিত্যং শ্রীতর্কং
হরিপূজনম্। তারিতান্তৈশ্চ পিতরো নরকাত ন
সংশয়ঃ। ২৮। ক্ষীরাদিন্নপনং বিকোঃ ক্রিয়তে-
পিতৃকারণাং। কল্পকোটিং দিবং প্রাপ্য বসন্তি
ত্রিদিবৈঃ সহ। ২৯। কার্তিকে নার্চিতে যৈশ্চ
কৃষ্ণকমলেক্ষণঃ। জন্মকোটিষু বিপ্রেক্ষ্য ন
ভেবাং কমলা গৃহে। ৩০। অহো যুগ্মা বিনষ্টান্তে
পতিতাঃ কলিকন্দরে। যৈর্নার্চিতে হরিভক্ত্যা
বমলৈরসিতৈঃ সিদৈঃ। ৩১। পদ্মেনেকৈন দেবেশং

মাসে দ্বিজদম্পতীকে পান্নকা ও ছত্র দান
কর। কার্তিকমাসে ক্ষিতিশায়ী মানব যুগার্জিত
পাপ বিনষ্ট করে। কার্তিকে দামোদরের সম্মুখে
যে নর অকণোদয় যাবৎ জাগরণ করে, তাহার
সহস্র গোদানের কল হয়। কার্তিকে যাহার
নদীশ্রান, বিষ্ণুকথা শ্রবণ এবং বৈকুণ্ঠগণের দর্শন
না ঘটে, তাহার দশ বৎসরের পুণ্য বিনষ্ট হয়।
কার্তিকে, কায় মন বা বাক্যদ্বারা যে প্রোক্ত নয়
পুঙ্করস্মরণ করেন, হে মুনিশার্দূল! তাহার
লক্ষকোটিগুণ পুণ্য অর্জিত হয়। মাঘে প্রয়াগ,
কার্তিকে পুঙ্কর এবং মধুমাসে অবন্তী, যুগার্জিত
পাপ বিনষ্ট করে। মানব বিশেষতঃ কলি-
কালের যে লোক নিরন্তর হরির শ্রীতি কামনায়
পূজা করেন, তিনিই ধন্য; তিনি নিঃসংশয় পিতৃগণকে
নরক হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন। ১২—২৮।
যিনি পিতৃগণের উদ্দেশে হরিকে ক্ষীরাদি দ্বারা পান্ন
করান, তিনি দেবগণসহ কোটিকল্পকাল ত্রিশালার
বাস করেন। যে ব্যক্তি কার্তিকে কমলালোচন
কৃষ্ণকে পূজা না করে, হে বিকোপ! কোটি জন্মেও
কমলা তাহার গৃহে গমন করেন না। অহো!
যে সর্বল লোক হেতু ও কৃষ্ণকমলা দ্বারা হরির

যোহর্চয়েৎ কমলাপতিম্ । বর্ষাবৃত্তসহস্রং পাপম্
কুরুতে ক্ষমম্ । পুঙ্করার্চনযোগেন বেতো মুক্তিম-
বাপ হ ॥৩২॥ অপরাধসহস্রাণি তথা সপ্তশতানি চ ।
পদ্মেনৈকেন দেবেশঃ ক্ষমতে প্রণতোহর্চিতঃ ॥৩৩॥
তুলসীপত্রলক্ষণে কার্তিকে যোহর্চয়েৎকরম্ । পত্রে
পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠে মৌক্তিকং লভতে কলম্ ॥ ৩৪ ॥ মুখে
শিরসি দেহে তু কৃষ্ণোস্তীর্ণাং তু যো বহেৎ ।
তুলসীং কৃষ্ণনির্মাল্যৈর্যো গাজং পরিমার্জয়েৎ ।
সর্বরোগৈস্তথা পাটৈর্মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥ ৩৫ ॥
শঙ্খাদকং হরৈর্ভক্তির্নির্মাল্যং পাদযোজ্জলম্ ।
চন্দনং ধূপশেষকং ব্রহ্মহত্যাপহারকম্ ॥৩৬॥ কার্তিকে
মাসি বিপ্রেন্দ্র প্রাতঃস্নানপবায়ণঃ । বিপ্রেন্দ্র্যশ্র-
দানং তু কুর্বাচ্ছত্রাসুসারতঃ ॥ ৩৭ ॥ সর্বেষামেব
দানানামন্নদানং বিশিস্যতে । অন্নেন জায়তে
লোকো যন্নৈনবাতিবর্দ্ধতে ॥ ৩৮ ॥ অন্নং হি
সর্বভূতানাং প্রাণভূতং পবং বিহঃ । অন্নদঃ সর্বদো
লোকে সর্বযজ্ঞাদিকৃদ্ভবেৎ ॥ ৩৯ ॥ তীর্থগানেন
কিং তন্ত দেবযাত্রাদিনাপি কিম্ । সর্বং সম্পাদ্যতে

পূজা করে না, তাহা বা মুট, অবশ্যই তাহা বা কল-
সহরে পতিত হইয়া থাকে । যিনি একটি কমল
দ্বারাও দেবেশ কমলাপতির পূজা কবেন, তাঁহার
অযুতবৎসরের পাপও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । অহো !
বেতনপতি একটি-পদ্মদ্বারা পূজা করিয়া মুক্তি লাভ
করিয়াছিলেন । এক সহস্র সপ্তশত অপরাধ
করিয়াও একটি কমলদ্বারা দেবেশ বিষ্ণুর অর্চনা-
পূর্বক প্রণত হইলে হবি তাহাকে ক্ষমা করিয়া
থাকেন ! কার্তিকে লক্ষ তুলসীপত্র দ্বারা যে
নর হরির পূজা করেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ । প্রতিপত্রে
তাঁহার মুক্তি কল লাভ হয় । যে মানব বিষ্ণুর উদ্দেশে
তুলসী চয়নপূর্বক বিষ্ণুকে নিবেদিত করিয়া ঐ
নির্মাল্য মুখে, মস্তকে ও দেহে ধারণ করে
এবং ঐ তুলসী দ্বারা শরীর পরিমার্জন করে,
তাঁহার সর্ব রোগ ও পাপ বিদূরিত হয় । হরির
প্রতি ভক্তি, শঙ্খাদক, নির্মাল্য, পাদোদক,
চন্দন এবং ধূপশেষ এই সমস্ত ব্রহ্মহত্যা বিনষ্ট
করে । হে বিপ্রেন্দ্র ! কার্তিক মাসে প্রাতঃস্নান-
পবায়ণ হইয়া শক্তি অমুসারে ত্রাণগণকে অন্ন-
দান করিবে ; কেননা দামনিচয়ের মর্ষ্য অন্নদানই
প্রথম । অন্নই লোকস্বর্গ এবং অন্নই লোক
পরিবর্দ্ধিত হয়, অতএব অন্নই মিথিল প্রাণীর প্রাণ-
কর্ষণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । অন্নদাতাই

ব্রহ্মরক্ষাদান্য সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ সত্যকেতুর্বিজঃ
পূর্বং চান্নদানেন কেবলম্ । সর্বপুণ্যকলাং প্রাপ্য
মোকং প্রাপ অহর্নতম্ ॥ ৪১ ॥ কার্তিকব্রতনিষ্ঠ
কুর্বাদোগোদানমুত্তমম্ । ত্রতং সম্পূর্ণতাং যান্তি
গোদানেন ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ গোদানাং পরমং
দানং সংসারার্ণবতারকম্ । নাস্তি নারদ লোকে-
হস্মিন্ অশ্রম্যব্রাহ্মণো যথা ॥ ৪৩ ॥ কার্তিকে মাসি
বিপ্রেন্দ্র দদা দানান্তনেকশঃ । হরিশ্রুতিবিহীনশ্চৈব
পুনস্তি কদাচন ॥ ৪৪ ॥ নামস্মরণমাহাভ্যং ময়া
বক্তুং ন শক্যতে । পুঙ্করেন যথা পূর্বং নারকীয়াশ্চ
মোচিতাঃ ॥ ৪৫ ॥ গোবিন্দ গোবিন্দ হরে মুরারে
গোবিন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ কৃষ্ণ । গোবিন্দ গোবিন্দ
রথাস্থপাণে গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥ ৪৬ ॥
শ্লোকার্চঃ-শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোক্তবম্ ।
কার্তিকে যঃ পঠেন্নৃত্যঃ ব্রহ্মভক্তিসমবিতঃ ॥ ৪৭ ॥
যৈর্ম ত্রতং ভাগবতং পুরাণং নারাধিতো বৈ পুরুষঃ
পুবাণঃ । ইতং মুখে নৈব ধরামরাণাং তেষাং কুধা
জন্ম গতং নরাণাম্ ॥ ৪৮ ॥ কার্তিকে মাসি বিপ্রেন্দ্র

সর্বদ ও যান্ত্রিকগণের অগ্রণী ; তাঁহার তীর্থগান
বা দেবযাত্রা দ্বারা কি ফল লাভ হইবে ? হে
ব্রহ্মন ! এইরূপ অন্নদান দ্বারা সকল সম্পাদিত
হয়, সত্যকেতু নামক জনৈক দ্বিজ
পূর্বকালে কেবল অন্নদান করিয়াই নিখিল পুণ্য
ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । কার্তিকব্রতনিষ্ঠ মানব উত্তম গোদান করুন, গো-
দানেই ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সংশয় নাই । ২৯—৪২ ।
হে নারদ ! গোদান হইতে সংসারসাগরের পারকর্তা
ইহলোকে আর অন্য কোন দান নাই । অশ্রম্য
নামক জনৈক দ্বিজ গোদান করিয়া সংসারসাগর
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন । হে বিপ্রেন্দ্র ! মানবগণ
কার্তিক মাসে অনেক দান করিয়াও হরিশ্রবণ না
করিয়া কদাচ পুত হয় না । হরিনাম শ্রবণের
মাহাত্ম্য আমি বলিতে সমর্থ নহি । পুঙ্কর কেন্দ্রে
নারকীরা হরিশ্রবণ করিয়া মুক্ত হইয়াছিল ।
কার্তিকে “গোবিন্দ গোবিন্দ” ইত্যাদি শ্লোকার্চ বা
শ্লোকপাদ যে মানব ভক্তি-ব্রহ্মসমবিত হইয়া
নিত্য পাঠ করেন, ইহা দ্বারাই তাঁহার ভাগবত
পারায়ণ করা হয় । যে সকল লোক ভাগবত পুরাণ
শ্রবণ, পুরাণ পুরুষের আরাধনা এবং শ্রবণের
মুখে হবন করে নাই, সেই সকল লোকের জন্ম
কুধা গিয়াছে । হে বিপ্রেন্দ্র ! যিনি কার্তিক

যশস্বী গীতাঃ পঠেৎসরঃ। তস্মৈ পুণ্যকলঃ বহুঃ মম
শক্তির্ন বিদ্যতে ॥ ৪৯ ॥ গীতায়াস্ত সমঃ শাস্ত্রং ন
ভুতং ন ভবিষ্যতি। সর্বপাপহরা নিত্যং গীতৈতকা
মোক্ষদায়িনী ॥ ৫০ ॥ একেনাধ্যায়পাঠেন সর্ব
পাপকতোহপি চ। মুচ্যন্তে নবকাদৃঘোবাজ্জডো বৈ
ব্রাহ্মণো যথা ॥ ৫১ ॥ শালিগ্রামশিলাদানং যঃ কুৰ্যাৎ
কার্ত্তিকে মূনে। তস্মৈ পুণ্যস্ত বিপ্রাঃ স্তবিস্কৃনা ন
নিরূপিতা ॥ ৫২ ॥ শালিগ্রামঃ সমভ্যুচ্য শ্রোত্রিয়া
মহামুনে। দানং যঃ কুরুতে বিপ্র তস্মৈ পুণ্যকলঃ ॥
৫৩ ॥ সপ্তসাগবপধ্যস্তং ভূদানাদ্যং ফলং ভবেৎ।
শালিগ্রামশিলাদানাং তৎফলং সমবাপুয়াৎ ॥ ৫৪ ॥
শালিগ্রামশিলাদানাং কার্ত্তিকে ব্রাহ্মণী যথা। বিধবা
সধবা জাতা বিবাহে পঞ্চমেহহনি ॥ ৫৫ ॥ তস্মৈ
কার্ত্তিকে মাসি দানদানপুংসবম্। শালিগ্রামশিলা-
দানং কর্ত্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি জীহ্বান্দে কার্ত্তিকব্রতধ নিকপনং নাম

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মাসে গীতা পাঠ কবেন, তাঁহার পুণ্যকল কার্ত্তন
করিতে আমার শক্তি নাই। গীতা শাস্ত্র
হইবে নাই, হইবেও না, অতএব গীতাই
সতত সর্বপাপহরা ও মোক্ষদায়িনী। সর্বপাপ-
কারীও গীতাব এক অধ্যায় পাঠ করিলে নামক
ব্রাহ্মণের স্থায় নবক হইতে নিস্তার পায়। হে মূনে।
যে মানব কার্ত্তিকে শালগ্রাম শিলা দান কবেন,
তাঁহার পুণ্যসীমা বিষ্ণুও নির্দিষ্ট কবেন নাই। হে
মহামুনে। শালগ্রাম সম্যকরূপে পূজা করিয়া যে
মানব শ্রোত্রিয়কে দান করিবে, তাহার পুণ্য ফল
শ্রবণ কর। হে বিপ্র। সে মানব সপ্তসাগব
পধ্যস্ত ভূমি দানেব যে ফল, শালগ্রাম শিলা দানে
তদুল্য ফল লাভ করে। কার্ত্তিক মাসে শালগ্রাম
শিলা দান করিয়া এক ব্রাহ্মণপত্নী বিবাহের পঞ্চম
দিবসে বিধবা হইয়াও পুনরায় সধবা হইয়াছিলেন।
অতএব কার্ত্তিক মাসে দান ও দান করিয়া
শালগ্রাম শিলা দান কর্ত্তব্য, সংশয় নাই। ৪৯—৫৬।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। ভূয়ঃ শৃণু বিপ্রেন্দ্র কার্ত্তিকস্ত চ
বৈভবম্। দশমীদিনমারভ্য দশম্যাং তু সমাপয়েৎ ॥
১ ॥ পৌর্ণমাসী সমাবভ্য পৌর্ণমাস্তাং সমাপয়েৎ।
আশ্বিনস্ত হবিদিনে সমাবভ্য তু ভক্তিমান ॥ ২ ॥
দামোদবং নমস্কৃত্য কুৰ্যাৎ সঙ্কল্পমাদিতঃ। দামোদর
নমস্তেহস্ত সর্বপাপবিনাশন ॥ ৩ ॥ কার্ত্তিকস্ত ব্রতং
কর্তুমুচ্ছ্রাং দাতুমহসি। নিষ্কিণ্ডং কুরু দেবেশ
অমাসং পুরুষোত্তম ॥ ৪ ॥ ইতি সম্প্রার্থ্য বিধিনা
বাহিঃসংস্রাজ্যেৎ অনুরু বদতা প্রোক্তং ভাস্করেন
ক্ষত ময়া। কলৌ চ স্বর্গগমনকাবণং শ্রয়তাং হি
ন্য ॥ ৫ ॥ সূর্য্য উবাচ। দ্বাদশানাং তু মাসানাং
মার্গশীর্ষোহম্পূনাদঃ ॥ ৬ ॥ তস্মৈ পুণ্যকলঃ
প্রোক্তো বৈশাখো নন্দাদাতটে। ততো লক্ষণঃ
প্রোক্তঃ প্রয়াগে মাঘমাসকঃ ॥ ৭ ॥ তস্মৈ মহাকলঃ
পোক্তঃ কার্ত্তিকো জলমাত্রকে। একতঃ সর্বদানানি
ব্রতানি নিয়মাস্তথা ॥ ৮ ॥ একতঃ কার্ত্তিকনানং
বক্ষণা তুল্যং ধৃতম। সন্ততিশ্চৈব সম্পত্তিঃ কলৌ

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র। পুনরায় কার্ত্তিক-
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর। যে ব্রত দশমীতে আরম্ভ হইবে,
তাহা দশমীতেই সমাপ্ত হইবে। এইরূপ পূর্ণিমায়
আরম্ভ ব্রত পূর্ণিমায় সমাপন বাবতে হইবে। ভক্তি-
মান মানব আশ্বিন মাসেব সংক্রান্তিদিবসে “দামোদর
নমস্তেহস্ত” ইত্যাদি প্রার্থনাময় বিধিপূরক পাঠ ও
প্রায়শ্চিত্ত প্রথমে সঙ্কল্প করিয়া কার্ত্তিকব্রত
আরম্ভ করিবে। হে নাবদ। কলিকালে এই ব্রত
স্বর্গপ্রাপ্তির কাবণ। ভাস্কর যখন অরুণকে এই ব্রত
আদেশ কবেন, তখন আমি ইহা শ্রবণ করিয়া-
ছিলাম, এক্ষণে তুমি তাহা শ্রবণ কর ১—৫। সূর্য্য
বলিয়াছিলেন,—দ্বাদশ মাসের মধ্যে মার্গশীর্ষ অতি
পুণ্যদ, তাহা হইতেও পুণ্যতর বৈশাখ, বিশেষতঃ
বৈশাখ নন্দাদাতটে অধিক পুণ্যকলদ, তাহা হইতেও
আবার লক্ষণ প্রয়াগে মাঘ মাস, তাহা হইতেও
যে কোন জলে কার্ত্তিকনান মহাকলপ্রদ। ব্রহ্মা
একদিকে কার্ত্তিক নান ও অপরদিকে নিখিল দান,
ব্রত এবং নিয়ম তুলিত করিয়াছিলেন। কলি-
কালে বাহাদেব সম্পত্তি ও সন্ততি কলিতে দেখা

যেবাঃ প্রজায়তে ১১। অবশ্যঃ তৈঃ কৃতঃ বিদ্ধি কার্তিকমাসমাদরাৎ । স্নানং চ দীপদানং চ তুলসী-
বনপালনম্ ১০। ভূমিশয্যা ব্রহ্মচর্য্যং তথা
দ্বিদলবর্জ্জনম্ । বিষ্ণুসঙ্কীৰ্ত্তনং সত্যং পুৰাণশ্রবণং
তথা ১১। কার্তিকে, মাসি কুর্বান্তু জীবনুজ্ঞাত
এব হি । ন কার্তিকসমং ধর্ম্মার্থমর্থ্যং নো কার্তিকাৎ
পরম্ ১২। ন কার্তিকসমং কাম্যং মোক্ষদানং
ন কার্তিকাৎ । যুধিষ্ঠিরেণ ধর্ম্মার্থমর্থ্যং চ ক্রবেণ চ ১৩।
শ্রীকৃষ্ণেন তু কামার্থং মোক্ষার্থং নারদেন চ ।
কৃতমেতদ্রতং তস্মাচ্ছ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণপ্রিয়ঃ চ হি ১৪।
অরুণ উবাচ । ক্রহি ভাস্কর সর্বাণ্যন কদারভা
ব্রতং কৃতম্ । সফলং জায়তে সম্যক্কা চ পূজায়া
দেবতা ১৫। ভাস্কর উবাচ । অহং বিষ্ণুচ শরণ্য
দেবী বিদ্যেশ্বরস্তথা । একোহহং পঞ্চধা জাতো নাটো
সূত্রধরো যথা ১৬। অশ্বাকঃ সখ এবেতে তেদা
বিদ্ধি খগেশ্বর । তস্মাৎ সৌরৈশ্চ গাণেশৈঃ শাকৈঃ
শৈবৈশ্চ বৈকবৈঃ ১৭। কর্তব্যং কার্তিকমাসং
সর্বপাপাপহৃতযে । সূর্য্যস্ত প্রীয়তে কার্য্যং তুলাসংস্থে

যায়, অবশ্যই ইহা বা কার্তিক মাসে আদর-
পূর্ব্বক স্নান করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে । ষাংরা
কার্তিকে স্নান, দীপদান, তুলসীকানন পালন,
ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য্য, দ্বিদল বর্জ্জন, বিষ্ণুসংকী-
র্ত্তন, সত্যভাষণ এবং পুৰাণ শ্রবণ করেন,
নিশ্চিতই তাঁহার জীবনুজ্ঞাত । কার্তিকের সমান
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষসাধক আর অস্ত
কোন মাসই নাই । যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম ও ক্রব অর্থ-
সিক্তির জন্ত, শ্রীকৃষ্ণ কামনাপূরণের নিমিত্ত এবং
নারদ মোক্ষাভিলাষে এই কার্তিকমাস ব্রত
করিয়াছিলেন, অতএব কার্তিক বিষ্ণু-প্রিয় শ্রেষ্ঠ
মাস । অরুণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভাস্কর !
তাঁহার কোন সময় আরস্ত করিয়া এই ব্রত
করিয়াছিলেন ? কিরূপে তাঁহাদের ব্রত সফল
হইল এবং কোন্ দেবতা এই ব্রতে পূজিত হন ;
হে ব্রহ্মন্ । এই সকল বিবয় বলুন । ভাস্কর
বলিলেন,—হে খগেশ্বর ! আমি, বিষ্ণু, ইশান,
দেবী এবং বিদ্যেশ্বর—সূত্রধরের নাটের স্তায়
আমা হইতেই এই পঞ্চধা বিভক্ত হইয়াছে,
এ সমস্ত আমাদেরই পরস্পর ভেদ জানিবে ।
অতএব নিখিল পাপাপমোদনের জন্ত সৌর, গাণ-
পত্য, শাক্ত, শৈব ও বৈকব সকল সম্প্রদায়ের
মোক্শই কার্তিকমাস আচরণ করিবে, সূর্য্যের প্রীতির

দিবাকরে ১৮। ইবপূর্ণাং সমারভ্য যাবৎ কার্তিক-
পূর্ণিমা । তাবৎ স্নানং বিধাতব্যং শিবসঙ্কট্রে
নরৈঃ ১৯। দেবীপক্ষং সমারভ্য মহারাট্রি-
চতুর্দশী । তাবৎ স্নানং বিধাতব্যং দেবী সংপ্রীত-
মিতি ২০। গণপক্ষং সমারভ্য কৃষ্ণায়া কার্তিকে
ভবেৎ । চতুর্থী তাবদেব স্ত্যং স্নানং ভগচতুর্দশে ২১।
একাদশীং সমারভ্য আশ্বিনস্তানিতেতরাম্ ।
একাদশ্যাং কার্তিকস্ত শুক্লায়াং পরিপূর্য্যতে । কৃতং
যেন তু তস্ত স্ত্যং পাবিতুষ্ঠো জনাধিনঃ ২২। ন
কার্তিকসমো মাসো ন কালীসদৃশী পুরী । ন প্রয়াগ-
সমং তার্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ ২৩। প্রসঙ্গা
বলাৎকারৈর্জ্ঞা হাত্তা হা কৃতং ভবেৎ । স্নানং কার্তিক-
মাসস্ত ন পশ্চৈদ্যমযাতনাম্ ২৪। স্নানার্থং চের
সামর্থ্যং দত্তাত্মৈ ধনাদিকম্ । স্নাতস্ত তস্ত হস্তস্ত
গ্রহণাপুণ্যভাগ্ভবেৎ ২৫। অথবা কার্তিকমাসং
যে কুর্বান্তু দ্বিজাতয়ঃ । তেষাং প্রাবরণং দত্তা
স্নানজং ফলমাপ্নুয়াৎ ২৬। রাধাদামোদরঃ পূজ্যঃ
কার্তিকে তু বিশেষতঃ ২৭। স্বর্ণস্ত বাধ রোপ্য-

জন্ত আশ্বিনপূর্ণিমা হইতে আরস্ত করিয়া কার্তিক-
পূর্ণিমা পর্য্যন্ত কার্তিকমাস কর্তব্য । ঐরূপ শিবসঙ্কট-
ত্রের জন্ত ও নর পুরোক্তরূপ কার্তিকমাস করিবে ;
এতদ্বিন্ন দেবীপক্ষ হইতে আরস্ত করিয়া মহারাট্রির
চতুর্দশী পর্য্যন্ত দেবীর প্রীতির জন্ত এবং গণপক্ষে
আরস্ত করিয়া কার্তিককৃষ্ণচতুর্থী পর্য্যন্ত গণেশের
তুষ্টির জন্ত কার্তিকমাস করিতে হয় । আর
আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীতে আরস্ত করিয়া
কার্তিকীশুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত বিষ্ণুর প্রীতির
নিমিত্ত যে নর কার্তিকমাস করেন, বিষ্ণু তাঁহার
প্রীতি সঙ্কট হইয়া থাকেন । হে মুনে !
কার্তিকের সমান মাস নাই, বারাগসীর
অনুরূপ পুরী নাই, প্রয়াগ সদৃশ তীর্থ নাই এবং
কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দাতা নাই । প্রসঙ্গক্রমেই
করুক, বা কেহ বলপূর্ব্বক করাউক, জ্ঞানকৃতই হউক
বা অজ্ঞানকৃতই হউক—যে কোনরূপে কার্তিক-
স্নান কৃত হইলে যমযাতনা ভোগ হয় না । যদি
স্নানের সামর্থ্য না থাকে, তবে অস্ত কোন ব্যক্তিকে
ধনদান করিয়া তাহার হস্ত হইতে তদীয় পুণ্য
গ্রহণ করিতে অথবা যে সমস্ত দ্বিজাতি কার্তিক-
স্নান করেন, তাঁহাদিগকে শীতবস্ত্র দান, বিশেষতঃ
কার্তিকমাসে রাধা ও দামোদকে পূজা করিয়া
স্নানকল লাভ করিবে । অথবা সূর্য্য, রজত,

স্বাভাৱে তৎকালমপি। মূৰ্ত্ত্যং বা চিত্তজাতা
বাথ বা পিষ্টবিচিহ্নিতাম্ ॥ ২৮ ॥ দামোদরস্ত
রাধাদামোদরমুখ্যমর্চয়ন্তি যে। মূৰ্ত্তিঃ তে তু নরা
জ্ঞেয়া জীবন্তানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥ অপি পাপসহস্রাণ্যঃ
কাৰ্ত্তিকমাসতো নরঃ। মূৰ্ত্ত্যোহবশ্তাং স ভবতি
নাশ্চ কাৰ্ধ্যা বিচাৰণা ॥ ৩০ ॥ তুলসীভাৱে কৰ্ত্তব্য
পূজা স্বাভাৱতেন খণ্ড। মুখ্যপূজাবিধানং তু কৰ্ত্তব্যং
স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলে ॥ ৩১ ॥ অপ্রত্যক্ষাঃ সৰ্বদেৱাঃ প্রত্যক্ষো
ভগৱানময়। সৰ্বৈ দেৱাঃ কালবশাঃ কালকালো
দিৱাকরঃ ॥ ৩২ ॥ এতদাৱাধনেহশক্ৰঃ প্রতিমাং
পূজয়েন্নরঃ। প্রতিমাতোহধিকং পুণ্যং ব্রাহ্মণ
তু পূজনে ॥ ৩৩ ॥ দরিদ্রো দানপাত্ৰঃ স্তাদ্বিদ্যাৰাংস্ত
বিশেষতঃ। বিপ্রাভাৱে পূজনীয়া গাৱঃ কৃষ্ণা
মনোহরাঃ ॥ ৩৪ ॥ বিকোৰ্মূৰ্ত্তিৰ্জ্জন্মতঃ স্থাৱরা তু
প্রশস্ততে। শূদ্রস্থাপিতমূৰ্ত্তীনাং নমস্কাৰং কৰোতি
যঃ। পিতৃভিৰ্নিয়মং যাতি দশপুৰুষৈর্দশাপটৈঃ ॥
৩৫ ॥ শূদ্রাৰ্চিতস্ত সংস্পৰ্শাদহেদাসপ্তমং কুলম্ ॥
৩৬ ॥ তস্মাদ্বিচাৰ্য্য বিপ্রৈৰ্য্য স্থাপিতা তাং সমর্চয়েৎ।

তাহা কিংবা মূৰ্ত্তিকা দ্বাৰা রাধা ও দামোদরের চিত্র-
বিচিহ্নিত মূৰ্ত্তি নিৰ্ম্মাণ কৰত তুলসীৰূপে নিৰ্ম্মে
স্থাপনপূৰ্ব্বক বাহাৰা পূজা কৰেন, তাহাৰা জীবন্ত
বলিয়া অভিহিত হন, সন্দেহ নাই। নর সহস্র
পাপযুক্ত হইলেও কাৰ্ত্তিকমাসে অবশ্যই মূৰ্ত্ত
হইবে, এ বিষয় বিচাৰ বিতৰ্ক কিছুই নাই।
হে খণ্ড! তুলসীৰ অভাৱ হইলে আমলকীতলেও
রাধাদামোদরমূৰ্ত্তিৰ পূজা কৰিবে, আৰ মুখ্য পূজা
স্বৰ্ঘ্যমণ্ডলে কৰিতে হইবে। সকল দেৱই
অপ্রত্যক্ষ; কিন্তু সেই ভগৱান ভাস্কৰ সকলৰই
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন এবং সকল দেৱতাই কালৈ
বশ; কিন্তু দিৱাকৰ কালৈও কাল। মানব
ইহাকে আৱাধনা কৰিতে অসমৰ্থ হইলে প্রতিমা
নিৰ্ম্মাণ কৰিয়া পূজা কৰিবে, আৰ ব্রাহ্মণেৰ উপৰ
পূজা কৰিলে প্রতিমা পূজা অপেক্ষাও অধিক
পুণ্য হয়। দরিদ্রই দানেৰ পাত্ৰ; কিন্তু,
দরিদ্র বিহীন হইলে তাহাই প্রশস্ত; বিপ্ৰেৰ
অভাৱ হইলে মনোহৰ কৃষ্ণগো পূজা কৰিবে;
কৰ্মমূৰ্ত্তি হইতে বিক্ৰ দাক্ষয়ী মূৰ্ত্তি প্রশস্ত। যে
ব্যক্তি শূদ্রস্থাপিত মূৰ্ত্তিকে নমস্কাৰ কৰে, পূৰ্বেৰ
দশ পুৰুষ ও পৰেৰ দশ পুৰুষ পৰিমাণ পিতৃগণসহ
সকলক পূজা কৰিছে হয় এবং শূদ্রাৰ্চিত মূৰ্ত্তিৰ
সংস্পৰ্শে লজ্জাৰ পাত্ৰ হয় হইয়া থাকে। অতএৱ

উতোহপি বা দেৱতাভিঃ কৃত্য সা ভূক্তিমুক্তিৰা ॥
৩৭ ॥ মূৰ্ত্ত্যভাৱে পূজনীয়োহখণ্ডো বাথ বটৌহখ
বা। অখণ্ডৰূপী বিষ্ণুঃ স্তাৱটৰূপী শিবো যতঃ ॥
৩৮ ॥ কাৰ্ত্তিকে তুলসীশাকং তাৰুলং বা নৱাধমঃ।
অজ্ঞানাজ্জানতো বাপি ভূজানো নিরয়ঃ ব্রজেৎ ॥
৩৯ ॥ শালিগ্রামশিলাচক্রে নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ।
তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন শালিগ্রামং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪০ ॥
কুদ্রশাপবশাদগাবো বিষ্ঠাভক্ষণতৎপরাঃ। তথাপি
তাঃ পূজনীয়া লোকদয়কলপ্রদাঃ ॥ ৪১ ॥ ব্রহ্মাংশক-
সমুদ্ভূতে পালাশে যন্ত ভোজনম্। কুৰ্ঘ্যাৎ কাৰ্ত্তিক-
মাসেহসৌ বিষ্ণুলোকং প্রযান্ততি ॥ ৪২ ॥ অখণ্ড-
ৰূপী ভগৱান্ বটৰূপী সদাশিবঃ। তস্মাৎ সৰ্ব-
প্রযত্নেন কাৰ্ত্তিকেহখণ্ডমর্চয়েৎ ॥ ৪৩ ॥ যা নারী
কাৰ্ত্তিকে মাসি লক্ষং কুৰ্ঘ্যাৎ প্রদক্ষিণাঃ। রাধাদামো-
দরং পূজ্য মন্দৱাৱে চ তত্ৰলে ॥ ৪৪ ॥ দম্পতী
ভোজয়েদ্রাধাদামোদররূপিণী। ভোজয়িত্বা
সপত্নীকান্ পশ্চাদ্ভুক্তীত বাগ্‌যতঃ ॥ ৪৫ ॥ বহু্যপি
লভতে পুত্ৰমিতৱাসান্ত কা কথ্য। সদা সন্নিহিতো
বিষ্ণুৰ্দ্ধিপংসু ব্রাহ্মণে যথা ॥ ৪৬ ॥ বোধিভূমে পাদ-

বিচাৰ দ্বাৰা বিপ্রপ্রতিষ্ঠিত মূৰ্ত্তি স্থিৰ কৰিয়া সেই
মূৰ্ত্তিৰই পূজা কৰিবে। আৱাৰ দেৱতাকৰ্ত্তক
স্থাপিত ও ভূক্তিমুক্তিদ মূৰ্ত্তি পূৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও
পূজ্য। মূৰ্ত্তিৰ অভাৱ হইলে অখণ্ড কিম্বা বট-
তৰুৰ পূজা কৰিবে, কেননা বিষ্ণু অখণ্ডৰূপে এবং
শিব বটতৰুৰূপে বিৰাজিত। জ্ঞানপূৰ্ব্বকই হটক
আৰ অজ্ঞানকৃতই হটক, যে নৱাধম কাৰ্ত্তিকমাসে
তুলসীশাক কিংবা তাৰুল ভক্ষণ কৰে, তাহাৰা নৱকে
গমন কৰিয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলাচক্রে হৰি মিত্য
অধিষ্ঠিত, অতএৱ সৰ্বপ্রযত্নে শালগ্রাম পূজা কৰিবে।
কুদ্রশাপে গোগণ বিষ্ঠাভোজী হইলেও লোকদয়-
সাধন সেই গোগণও পূজ্য। কাৰ্ত্তিকমাসে যে
মানব ব্রহ্মাৰ অংশসমুদ্ভূত পালাশপত্রে ভোজন কৰে,
তাহাৰ বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ৬—৪২। ভগৱান্
বিষ্ণু অখণ্ডৰূপী এবং সদাশিব বটৰূপী; অতএৱ
সৰ্ব প্রযত্নে কাৰ্ত্তিকমাসে বট ও অখণ্ডেৰ পূজা
কৰিবে। যে নারী কাৰ্ত্তিকে শনিবাৰে যত্নসহকাৰে
রাধাদামোদরেৰ পূজা কৰিয়া লক্ষবাৰ প্রদক্ষিণ
এবং রাধাদামোদরৰূপিণী বিজদম্পতীকে ভোজন
কৰাই পদে বাগ্‌যত হইয়া যত্ন ভোজন কৰে,
অন্তেৰ কথা কি বলিব, সে বহু্য হইলেও পুত্ৰ প্রসব
কৰিয়া থাকে। শিলাচ মিল, বোধিবৃক্ষ, অমৃত

পেয়ু খালিগ্রামে শিলাস্থ চ। তদ্বাদশখমূলে বৈ
কর্তব্যং বিষ্ণুপূজনম্ ॥ ৪৩ ॥ অশ্বখপূজা স্পর্শেন
কর্তব্য। শনিবাসরে। অশ্ববারেহাশ্বখসঙ্গাদিরিদ্ভো
জায়তে নরঃ ॥ ৪৮ ॥ স্নানং জাগরণং দীপং তুলসী-
বনপালনম্। কার্তিকে মাসি কুর্কৃষ্ণি তে নরা
বিষ্ণুমূর্তয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ সম্ভার্জনং বিষ্ণুগৃহে স্থিতিকাদি-
নিবেদনম্। বিকোঃ পূজাঞ্চ যে কুর্ধ্যাজীবনযুক্তাশ্চ
তে নরাঃ ॥ ৫০ ॥ স্নানকালং প্রবক্ষ্যামি তীর্থাদিষু
চ যৎকলম্। স্নানধর্ম্যাশ্চ যে কেচিত্তান্ সর্বাণ্যে
নিবোধত ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রীকালে কার্তিকবৈভববর্ণনং নাম
তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ। নাভীস্থাবশিষ্ঠায়াং রাজ্যাং গচ্ছে-
জলাশয়ম্। তুলসীমুক্তিকায়ুক্তং সবলকলশো মূনে ॥
১ ॥ আগত্য তোযনিকটে তীরে সংস্থাপ্য পাতকম্।
পাদপ্রকালনং কৃৎস্না দেশকালাদি চোচ্চরেৎ ॥ ২ ॥
অরেদগঙ্গাদিকা নদ্যা বিষ্ণুশব্দাদিদেবতাঃ ॥

পাদপ, শালগ্রাম এবং শিলায় বিষ্ণু সতত সন্নিহিত ;
অতএব অশ্বখমূলে বিষ্ণুপূজা কর্তব্য। একমাত্র
শনিবারেই অশ্বখ স্পর্শ করিয়া পূজা কর্তব্য, অশ্ব
বারে অশ্বখ স্পর্শ করিলে মানব দরিদ্র হয়।
যাহারা কার্তিকমাসে স্নান, জাগরণ, দীপদান এবং
তুলসীকাননের পালন করেন, তাঁহারা সাক্ষাৎ
বিষ্ণুমূর্তি। যাহারা বিষ্ণুগৃহে সম্ভার্জন, স্থিতিকাদি
প্রদান ও বিষ্ণুর পূজা করেন, তাঁহারা জীবনযুক্ত।
একণ্ঠে তীর্থের স্নানকাল, স্নানকল এবং যে কিছু
স্নান-ধর্ম আছে, তৎসমস্ত অবগত হও ॥ ৪৩—৫১ ॥

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে মূনে। রাজ্যের নাভীস্থ
অবশিষ্ট থাকিতে তুলসীমুক্তিকা, বস্ত্র ও কলস-
সমবিত্ত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে হয়।
অনন্তর জলাশয়ীপে আগমনপূর্বক তীরে পাত
রাখিয়া পাদপ্রকালন করত দেশ কাল উদ্দেশ্য
করিবে। অনন্তর গঙ্গাদি নদী ও বিষ্ণু শিবাदि

নাভিমাজে জলে হিরা যজ্ঞমেকমুদীরয়েৎ ॥ ৩ ॥
কার্তিকেহহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনাৰ্দ্দন।
তীর্থার্থং তব দেবেশ দামোদর মম ॥ ৪ ॥
নিত্য নৈমিত্তিকে কৃৎস্না কর্ত্তিকে পাশনাশন।
স্নানং চার্ঘ্যং প্রদাত্তামি নির্জিন্নং কুরু কেশব ॥ ৫ ॥
তীর্থাদিদেবতাভ্যশ্চ ক্রমাদর্ঘ্যাদি দাপয়েৎ। গৃহা-
ণার্ঘ্যং ময়া দত্তং রাধয়া সহিতো হরে ॥ ৬ ॥ নমঃ
কমলনাতায় নমস্তে জলশায়িনে। নমস্তেহহং দ্বী-
কেশ গৃহাণার্ঘ্যং নমোহহং তে ॥ ৭ ॥ ব্রতিনঃ
কার্তিকে মাসি স্নাতস্ত বিধিবগ্নম্। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া
দত্তং দম্বজেন্দ্রনিমুদন ॥ ৮ ॥ কিরণা ধূতপাণা চ
পুণ্যতোয়া সরস্বতী। গঙ্গা চ যমুনা চৈব পঞ্চনদ্যঃ
পুনস্ত মাম্ ॥ ৯ ॥ অস্ত্রাসাঞ্চ নদীনাঞ্চ দদ্যাৎকর্ঘ্যং
যথাবিধি। জাহ্নবীশ্রবণং কুর্ঘ্যাৎ সর্বতীর্থেষু মানবঃ
॥ ১০ ॥ নাস্ততীর্থং তু জাহ্নব্যাং শ্রবণীয়াং কদাচন।
এতান্নানান্ সমুচ্চাৰ্য্য মলস্নানং সমাচরেৎ ॥ ১১ ॥
মুৎস্নানঞ্চ পিতৃস্নানং গুরুস্নানং ততঃ পরম্। ততশ্চ
পাবমানীভিরতিবিধিঃ স্বমস্তকম্ ॥ ১২ ॥ অঘমর্ধ-
ণকং কৃৎস্না স্নানাক্ষং তর্পণং তথা। ততঃ পুরুষ-
স্বস্তেন জলং শিরসি সিঞ্চয়েৎ ॥ ১৩ ॥ ততশ্চ

দেবতা শ্রবণ করিয়া নাভিমাজে জলে অবস্থানপূর্বক
বক্ষ্যমাণ মন্ত্র উচ্চারণ করিবে,—“হে জনাৰ্দ্দন।
আপনার ত্রীতির জন্ত আমি কার্তিক মাসে প্রাতঃ-
স্নান করিব। হে দেবেশ দামোদর। নিত্য নৈমিত্তিক
ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সলসলীক জনাৰ্দ্দনের
উদ্দেশে স্নান ও অর্ঘ্য প্রদান করিব, হে পাশ-
নাশন। আপনি তাহা বিম্বহীন করুন।” অনন্তর
তীর্থদেবতাতির উদ্দেশে ক্রমে অর্ঘ্যাদি দান
কবিত্তে হয়। অনন্তর “গৃহাণার্ঘ্যং” ইত্যাদি মন্ত্রে
বাধাদামোদরকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া “বিগন্ত-
পাপা, কিরণা, পুণ্যতোয়া সরস্বতী, গঙ্গা এবং
যমুনা এই পঞ্চনদী আমাকে পূত করুন” এরূপ
প্রার্থনা করিয়া অস্ত্রান্ত্র নদীগণকেও যথাবিধি অর্ঘ্য
প্রদান করিবে। মানব সকলতীর্থেই গঙ্গা শ্রবণ
করিবে; কিন্তু জাহ্নবীজলে অস্ত্রান্ত্র তীর্থের শ্রবণ
করা কদাচ কর্তব্য নহে। বক্ষ্যমাণ মন্ত্র সকল
সম্যকরূপে উচ্চারণ করিয়া মলস্নান আচরণ
করিবে ১১—১২। তদনন্তর ক্রমে মুক্তিকাস্নান, পিতৃ-
স্নান ও গুরুস্নান কর্তব্য। প্রথমে পাবমানী স্নাত্ত্বা
নিজ মস্তকে অভিব্যেক, তদনন্তর অঘমর্ষণ মন্ত্রে
স্নানাদি তর্পণ, - অতঃপর পুরুষস্বস্তে মস্তকে

বহিরাগত্য তীর্থং শিরসি নিক্ষিপেৎ । তীর্থ-
শীঘ্রা জিবারত্ব তুলসীং গৃহ্য পানিমা ॥ ১৪ ॥ ততো
জলাধিনিষ্কৃত্য চাকলং পীড়য়েদ্বহিঃ । যদ্বায়া দ্বিতং
তোয়ং শারীরমলসংকটৈঃ ॥ ১৫ ॥ তদোষপরি-
হারার্থং যক্ষণং তর্পয়াম্যহম্ । বহ্নিনিপীড়নং কুত্বা
কুর্ধ্যাচ্চ তিলকাদিকম্ ॥ ১৬ ॥ স্মৃত উবাচ । শৃংখ-
লম্বয়ঃ সর্বৈ কাৰ্ত্তিকস্নানজং ফলম্ । অরুণং প্রতি
স্বর্ঘ্যেণ যজ্ঞকক সবিস্তরম্ ॥ ১৭ ॥ অরুণ উবাচ ।
কশ্মিন্স্থৌর্থে বিশেষেণ ফলং কাৰ্ত্তিকসম্ভবম্ । ক্ষেত্রে
বা এতদাখ্যাহি ভগবন্ স্নানযোগতঃ ॥ ১৮ ॥ সূর্য্য
উবাচ । যত্র কুত্রাপি কৰ্ত্তব্যং জলে স্নানন্ত
কাৰ্ত্তিকে । উক্কোদকেন কৰ্ত্তব্যং স্নানং কুত্রাপি
কাৰ্ত্তিকে ॥ ১৯ ॥ ততো দশগুণং পুণ্যং নীততোয়-
নিমজ্জনাৎ । ততঃ শতগুণং পুণ্যং বহ্নিকূপো-
দকে কৃতম্ ॥ ২০ ॥ কূপাৎ সহস্রগুণিতং ফলং বাপী-
নিবেকতঃ । ততোহমৃতগুণং পুণ্যং তড়াগস্নানতো
ভবেৎ ॥ ২১ ॥ ততো দশগুণং পুণ্যং নিক্বেবু
নিমজ্জনাৎ । ততোহধিকতরং পুণ্যং নদীস্নানস্ত

জলসিক্তন করিতে হয় । তারপর বহির্দেশে আগমন-
পূর্ব্বক মস্তকে তীর্থজল প্রদান, তীর্থজল পান,
করদ্বারা তুলসী গ্রহণ এবং তৎপর তীরে উঠিয়া
বহির্দেশে বহ্নাকল পীড়ন করিবে । বহ্নাকল
পীড়ন কালে “যদ্বায়া” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয় ।
অনন্তর বহ্নিনিপীড়ন ও তিলকাদি ধারণ করা
কৰ্ত্তব্য । স্মৃত বলিলেন,—হে ঋষিগণ ! অরু-
ণের প্রতি দিবাকর যেরূপ সবিস্তার বলিয়া
ছিলেন, সেই কাৰ্ত্তিকস্নানফল কহিতেছি,
শ্রবণ করুন । অরুণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—
হে ভগবন্ ! কোন তীর্থে বিশেষতঃ কাৰ্ত্তিকমাসে
কোন ক্ষেত্রে কিরূপ স্নানে কিরূপ ফল লাভ হয়
এ সকল বর্ণন করুন । সূর্য্য উত্তর করিয়া-
ছিলেন,—কাৰ্ত্তিকমাসে যে কোন স্থানে বা যে
কোন জলেই স্নান করা যাইতে পারে । কাৰ্ত্তিকমাসে
উক্কোদকে স্নান করিলে যে ফল, নীতল জলে
নিমজ্জন তদপেক্ষা উক্কোদ দশগুণ অধিক পুণ্য
দান করে । বহির্দেশে কূপে স্নান করিলে
তাঁহা হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য হয় । বাপী-
স্নানে কূপস্নানের সহস্রগুণিত ফল হয়, তড়াগ-
স্নানে তাঁহা হইতেও অমৃতগুণ পুণ্য হইয়া থাকে ।
সিদ্ধিরে অবগাহন করিলে পুরোক্ত পুণ্যের দশগুণ,
তাঁহা হইতেও স্নানকার কাৰ্ত্তিকে নদীস্নানে অধিক

কাৰ্ত্তিকে ॥ ২২ ॥ নদ্যা দশগুণং শ্রোত্ব তীর্থস্নানং
খগোত্তম । ততো দশগুণং পুণ্যং নদ্যোৰ্দ্ধ্ব চ
সঙ্গমঃ ॥ ২৩ ॥ নদীত্রয়স্ত সংযোগে পুণ্যস্তান্তো
ন বিদ্যতে । সিদ্ধুঃ কৃষ্ণা চ বেণী চ যমুনা চ সর-
স্বতী ॥ ২৪ ॥ গোদাবরী বিপাশা চ নর্ম্মদা তমসা
মহী । কাবেরী সরযুঃ শিপ্রা তথা চর্ম্মধতী নদী ॥
২৫ ॥ বিতস্তা বোদকা শোণা বেত্রবত্যা পরাজিতা ।
গওকী গোমতী পূর্ণা ব্রহ্মপুত্রা সরোবরম্ ॥ ২৬ ॥
বাগ্মতী চ শতদ্রুচ তথা বদরিকাশ্রমঃ । তুর্ণভাঃ
কাৰ্ত্তিকে হেতে তীর্থান্তধুনিবোধ মে ॥ ২৭ ॥ সর্বৈ-
ভ্যশ্চ স্থলেভ্যশ্চ আৰ্ঘ্যাবর্ত্তস্ত পুণ্যদম্ । কোহ্লা-
পুবা ততঃ শ্রেষ্ঠা ততঃ কাঞ্চীদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥ ২৮ ॥
অনন্তসেনবসতির্বরাহক্ষেত্রমেব চ । চক্রক্ষেত্র-
ততঃ পুণ্যং মুক্তিক্ষেত্রং ততোহধিকম্ ॥ ২৯ ॥ অব-
স্থিকা ততঃ শ্রেষ্ঠা ততো বদারিকাশ্রমঃ । অযোধ্যা
চ ততঃ শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদ্বারং ততোহধিকম্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ
কনকলং তীর্থং ততো মধুপুরী ববা । একোহপি
কাৰ্ত্তিকো মাসো মথুরা-যমুনাঙ্গলে ॥ ৩১ ॥ যৈঃ
স্নাতস্তে তু বৈকুণ্ঠে বহুকালং বসন্তি হি ।
দামোদবস্ত্রস্ত স্নয়ং স্নাতস্ত কাৰ্ত্তিকে ॥ ৩২ ॥ অতো

পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । হে খগোত্তম ! তীর্থ-
স্নানে নদী হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য, তাহা
হইতে দশগুণ নদীত্বেয়ের সঙ্গমস্থানে, কিন্তু নদী-
ত্রয়ের সঙ্গমে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহার
সীমা নাই । সিদ্ধু, কৃষ্ণা, বেণী, যমুনা, সরস্বতী,
গোদাবরী, বিপাশা, নর্ম্মদা, তমসা, মহী, কাবেরী,
সবরু, শিপ্রা, চর্ম্মধতী, বিতস্তা, বোদকা, শোণ,
বেত্রবতী, অপরাজিতা, গওকী, গোমতী, পূর্ণা,
ব্রহ্মপুত্রা, মানসসরোবর, বাগ্মতী, শতদ্রু,
বদরিকাশ্রম—এই সকল কাৰ্ত্তিকমাসে তুর্ণভ ।
অনন্তর অগ্ন্যস্ত তীর্থের বিষয় শ্রবণ কর;—সকল
স্থান হইতেই আৰ্ঘ্যাবর্ত্ত অধিক পুণ্যদ, সেখানে
আবার কোহ্লাপুবা, কাঞ্চীদ্বয়, অনন্তসেন-বসতি,
বরাহক্ষেত্র, চক্রক্ষেত্র, মুক্তিক্ষেত্র, অবস্থিকা,
বদরিকাশ্রম, অযোধ্যা, গঙ্গাদ্বার, কনকল,
মধুপুরী,—এই সকল স্থান ক্রমশ্রেষ্ঠ । এতদ্ব্যতী
কাৰ্ত্তিকমাসে ঋষিগণ মথুরার যমুনাঙ্গলে একবার
মাত্রও স্নান করেন, তাঁহারা বহুকাল বৈকুণ্ঠে
বাস করিতে সমর্থ । কাৰ্ত্তিক মাসে স্নয়ং রাধা
ও দামোদর মধুপুরের যমুনা স্নান করিয়া
থাকেন । ১২—৫২ । স্নাতএব মধুপুরী য়েষ্ঠ;

মধুপুরী শ্রেষ্ঠা যমুনা চ বিশেষতঃ ॥ ৩৩ ॥ দ্বারাবতী
ততঃ শ্রেষ্ঠা প্রত্যহঃ স্নাত্তি কেশবঃ । যোডশস্র-
সহস্রেন সার্কং যাদবসংযুতঃ ॥ ৩৪ ॥ দ্বারকায়াং
মুক্তিকায়ান্তিলকো যেন মস্তকে । ধার্য্যতেহসৌ নরো
শ্রেয়ো জীবনুক্তো ন সংশয়ঃ । দ্বাবকান্নানমাহাত্ম্যং
ন বক্তুং শক্যতে ময়া ॥ ৩৫ ॥ গোবিন্দার্চিত-
চিত্তানাং জায়তে পুণ্যভাস্ববা । ততো ভাগীবথী
শ্রেষ্ঠা যত্র বিদ্যেয়ন সঙ্গতা ॥ ৩৬ ॥ তন্মাদশগুণং
পুণ্যং তীর্থরাজেহত্র জায়তে ॥ ৩৭ ॥ কলৌ
দশসহস্রান্তে বিষ্ণুস্ত্যাক্ৰাতি মেদিনীম্ । তদৰ্দ্ধং
জাহ্নবীতোযং তদৰ্দ্ধং দেবতাগণাঃ ॥ ৩৮ ॥ যাব
স্তিষ্ঠতি গঙ্গাত্ত তাবন্তীর্থানি সন্তি চ । স্বস্থ-
স্থানে নৃণাং পাপং তাবদেব হরন্তি চ ॥ ৩৯ ॥
ঈদেব গঙ্গা নষ্টা স্তাৎ কো বা তৎ পাপনা-
হবেৎ । বিচাৰ্য্যেব স্মৃতীর্থানি গমিম্যস্তি ধরা-
তলে ॥ ৪০ ॥ তন্মানুনীষবাঃ সৰ্ব্বৈ যাবন্তি-
ষ্ঠতি জাহ্নবী । তাবচ্চ ক্রিয়তাং বর্ষান্ততো ভূমো

নিলীকৃত্য ॥ ৪১ ॥ সমাধিং গৃহ স্মৃচ্চাং যাবৎ কল-
যুগং ভবেৎ । অন্তথা কলিকালেন ত্রাশনীয়ো
ভবেৎ সুধীঃ ॥ ৪২ ॥ ততঃ শ্রেষ্ঠতরা কাশী যন্তা নাশো
ন জায়তে । যদাশ্রয়েণ গঙ্গাপি সৰ্বপাপং ব্যাপোহতি ॥
৪৩ ॥ কাশিকায়া নৈব নাশো ত্রক্ষণ্যপি যুক্তে সতি ।
যদর্শনার্থং গঙ্গাপি জাতা চোত্তরবাহিনী । তন্তাং
পঞ্চনদং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥ ৪৪ ॥
আগতে কার্ত্তিকে মাসি রৌরবং নরকং গতঃ ।
আক্রোশন্তে তু পিতবো বংশেহস্মাকং ভবিষ্যতি ॥
৪৫ ॥ কশ্চিদ্ভাগ্যবতাং শ্রেষ্ঠো গঙ্গা পঞ্চনদে শুভে ।
অস্মাকং তর্পণং কুর্ধ্যান্নরকার্ণবতাবকম্ ॥ ৪৬ ॥
তীর্থবাজাদিতীর্থানি প্রাপ্তে কার্ত্তিকমাসকে ।
পঞ্চগঙ্গাস্তু সমায়াস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥ কুহা তু লক্ষ-
পাপানি স্নাত্বা পঞ্চনদে শুভে । বিন্দুমাধবমভ্যর্চ্য
বিলম্বং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮ ॥ যৈঃ স্নাতং কার্ত্তিকে
মাসি সঙ্কং পঞ্চনদে শুভে । সৰ্বতীর্থকৃতাং স্নানাং
ফলং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥ অক্লোবাচ । কার্ত্তিকে

যমুনা ততোধিক শ্রেষ্ঠা । যমুনা হইতে দ্বাবাবতী
শ্রেষ্ঠা, যোডশসহস্র স্রো ও যাদবগণ সহ কেশব
এই স্থানে স্নান করিয়াছিলেন । যে মানব
দ্বারকাব মুক্তিকার দ্বাবা মস্তকে তিলক ধারণ
করেন, তিনি জীবনুক্ত সংশয় নাই । এমন কি,
আমি দ্বারকার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহি,
যাহাদেব চিত্তে গোবিন্দে অর্পিত হইয়াছে,
তাহাদেবই হৃদয়ে জ্ঞানরূপী সূর্য্যোব উদয় হয় ।
দ্বারাবতী হইতেও ভাগীবথী শ্রেষ্ঠ, এই ভাগীবথী
বিদ্যাপর্কতের সহিত সঙ্গত হইয়াছেন । দ্বাবাবতী
হইতেও দশগুণ অধিক পুণ্য এই তীর্থবাজ
ভাগীবথীতে বিদ্যমান । বলিব দশসহস্র বৎ-
সর অতীত হইলে বিষ্ণু মেদিনী ত্যাগ করিবেন,
তাহার অর্দ্ধকাল পবে জাহ্নবীজল এবং তদৰ্দ্ধ
কালে শ্রাম্যদেবতাগণ মেদিনী ত্যাগ করিবেন ।
পৃথিবীতে যত দিন গঙ্গা থাকিবেন, ততদিনই
তীর্থসমূহও স্ব স্ব স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া তত্রত্য
নরগণেব পাপ দূর করিয়া থাকেন, ওাব গঙ্গা
যখন চলিয়া যাইবেন, তখন কে নরগণের পাপ
হরণ করিবেন ? ধরাতলে উত্তম তীর্থনিচয় বিদ্য-
মান, এইরূপ চিন্তা করিয়াই গঙ্গাদেবী ধরাতলে
অবতীর্ণ হইয়াছেন । অতএব হে মুনীশ্বরগণ !
যে পর্য্যন্ত গঙ্গা জাহ্নবে, তাবৎ আপনারা ধর্ম্ম-

কার্য্য করুন, তার পবে গঙ্গাদেবী চলিয়া গেলে
আপনারাও ভূমিতে বিলীন হইবেন । স্থিরবুদ্ধি
ব্যক্তি স্মৃদৃঢ়ভাবে সমাধিস্থিত হইয়া যাবৎ সত্যযুগ,
ততবালি বিদ্যমান থাকেন, অন্তথা কলিকালে
শ্রষ্ট হওয়া অবশ্যজ্ঞাবী । যাহাব সহিত মিলিত হইয়া
গঙ্গা সকল পাপ দূর করিয়া থাকেন এবং যিনি
কদাচ বিনষ্ট হন না, সেই কাশীপুরী সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠতরা । যাহাকে দর্শন করিবার জন্য গঙ্গা
উত্তরবাহিনী হইয়া আগমন করিয়াছেন, ত্রাশা
বিলীন হইলেও সেই কাশীব কখনও বিনাশ নাই ।
কাশীতে পঞ্চনদনামক ত্রিলোকবিজ্ঞত তীর্থ বিদ্য-
মান, কার্ত্তিকমাস আগত হইলে বৌরবনিরয়গত
পিতৃগণ আক্ষেপ সহকারে বলিয়া থাকেন ;—
“আমাদের বংশে এমন স্মৃতগশ্রেষ্ঠ কে আছে, যে
কার্ত্তিক মাসে শুভ পঞ্চনদতীর্থে আগমনপূর্ব্বক
আমাদিগকে তুষ্ট করিয়া আমাদের নরকানবৃন্তি
করবে ?” ৩৩—৪৬ । কার্ত্তিকমাসে নিখিল তীর্থরাজ
স্নানার্থ উক্ত পঞ্চগঙ্গায় সমাগত হন, সন্দেহ নাই ।
লক্ষ পাপ করিয়াও সুশোভন পঞ্চনদে স্নান ও
বিন্দুমাধবের পূজা করিলে সমস্ত পাপ বিলীন হইয়া
থাকে । যাহারা কার্ত্তিকমাসে একবারও পঞ্চনদে
স্নান করিয়াছেন, সকল তীর্থস্নানে যে ফল,
তাহারা তৎকোটিগুণ ফল লাভ করিয়া থাকেন ।
ত্রাশা বলিলেন,—যে মানব কার্ত্তিকমাসে কাবেরীতে

‘মাসি কাবেৰ্যাং যঃ শ্রানং কর্তুমিচ্ছতি । তাবতা বৈ
বিমুক্তাঘো বিষ্ণুসায়ুজ্যাপুয়াং ॥ ৫০ ॥ কাবেৰ্যা-
শ্চৈব মাহাশ্রয়ঃ কো বদেৎপরমুত্তমম্ । অত্র তে
বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুৰাতনম্ ॥ ৫১ ॥ কাবেৰ্যা
বিষয়ে ব্রহ্মন সাবধানমনাঃ শৃণু । গৌতম্যা উত্তবে
তীরে বিষ্ণুপাদজসম্ভবা ॥ ৫২ ॥ গঙ্গা ত্রৈলোক্য-
পাপয়ী বর্ততে লোকপুজিতা । সা গঙ্গা চিত্তযামাস
কদাচিৎ পাপশক্তিহা ॥ ৫৩ ॥ সৰ্বলোকাঃ সমাগত্য
মসি পাপং ত্যজন্তি হি । তৎপাপং তু কথং গচ্ছেদিতি
চিন্তাপরা তদা ॥ ৫৪ ॥ প্রষ্টুং জগাম কৈলাসং গিবিজা-
বল্লভং ভবম্ । তত্র দৃষ্টা মহাক্রুদঃ প্রোবাচ হবি-
পাদজা ॥ ৫৫ ॥ গঙ্গোবাচ । মহাক্রুদ নমস্তেহম্
হা’ প্রষ্টুমহমাগতা । সৰ্বৈ লোকাঃ সমাগত্য মসি
পাপং ত্যজন্তি হি ॥ ৫৬ ॥ তৎপাপং তু ময়া সোচুং
ন শক্যং পার্শ্বতীপতে । যেনোপায়েন তৎপাপং
নাগচ্ছেন্নম তদ্বদ ॥ ৫৭ ॥ এবং গঙ্গাবচঃ শ্রুত্বা
প্রত্যাহ পবনেশ্বরঃ । ক্রুদ উবাচ । পাপনির্বণাযাদৌ
পন্ননাতজি পঙ্কজাং ॥ ৫৮ ॥ প্রাতর্ভূতাসি হং দেবি
কিমর্থং তপ্যতে ত্বয়া । পাপপ্রহারাধিপত্যং কল্পিতং

জ্ঞান অভিলাষ কবেন, তাঁহার সেই ইচ্ছামাত্রেই
তিনি পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসায়ুজ্য প্রাপ্ত হন ।
কাবেরীর অনুত্তম মাহাশ্রয় কে বলিতে সমর্থ ?
এ বিষয়ে একটী পুৰাতন ইতিহাস তোমার নিকট
কীৰ্ত্তন করিতেছি, হে ব্রহ্মন । সমাহিতমনে শ্রবণ
কর । গৌতমীতীরেব উত্তবতীবে ত্রিলোক-
পাপয়ী লোকপুজিতা বিষ্ণুপাদোদভবা গঙ্গা বিবা-
জিতা । তিনি এক সম য মনে করিলেন যে, লোক
সকল আসিয়া আমাতেই পাপ পরিত্যাগ কবিতোছে,
একণে আমার সেই পাপ কিরূপে দূৰীভূত হইবে ?
এইরূপ চিন্তা করিয়া পাপশক্তিহা গঙ্গা ইহার উপায়
নির্ধারণ জন্ত কৈলাস-গিবিতে পার্শ্বতীপ্রয় ভব-
সমীপে গমনপূর্বক সেই মহাক্রুদকে দর্শন
করিয়া বলিতে লাগিলেন । গঙ্গা বলিলেন,—
হে মহাক্রুদ । আপনাকে নমস্কার, সম্প্রতি
আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—লোক সকল আসিয়া
আমাতেই পাপ ত্যাগ কবিতোছে । হে পার্শ্বতী-
পতে । এই পাপ আমি সহ্য করিতে অসমর্থ ।
একণে যে উপায়ে এই পাপ আমাকে আশ্রয়
করিতে না পারে, তাহার উপায় বলুন । গঙ্গার
বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমেশ্বর উত্তর
করিলেন,—জগতের পাপ-বিনাশার্থ-ই তুমি বিষ্ণুর
চরণকমল হইতে প্রার্থিত হইয়াছ, হে দেবি ।

তব বিষ্ণুনা ॥ ৫৯ ॥ তথাপি পাপনিহার উপায়তে
ব্রবীম্যহম্ । কবেচ তনয়া দেবী কাবেরী সন্নিভাঃ
বরা ॥ ৬০ ॥ সৰ্বোৎকৃষ্টা চ সৰ্বোবাঃ হরৈর্বলবশাভু
সা । সৰ্বপাপপ্রহরণে সামর্থ্যং তত্র বর্ততে ॥ ৬১ ॥
কার্তিকে মাসি কাবেৰ্যাং যঃ শ্রানং কর্ততে নরঃ ।
স তু পাপবিনির্মুক্তো যতি বিকোঃ পবং পদম্ ॥ ৬২ ॥
তস্মাত্তাং গচ্ছ দোব হং ততঃ পাপাহিমোক্যসে ।
ইত্যুক্তা সা তদাগচ্ছৎ কাবেরীং পাপহারিণীম্ ॥ ৬৩ ॥
তজ্জলস্পর্শমাত্রেন কার্তিকে বিষ্ণুপাদজা । নির্মুক্ত-
পাতকা গঙ্গা জগাম স্বনিকেতনম্ ॥ ৬৪ ॥ কার্তিকে
প্রাতঃবধন্ত গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনীম্ । স্নাতুং ভক্ত্যা
সমায়াত কাবেবীং পাপহারিণীম্ ॥ ৬৫ ॥ তজ্জল-
স্পর্শমাত্রেন কার্তিকে বিষ্ণুপাদজা । নির্মুক্তপাতকা
গঙ্গা জগাম স্বনিকেতনম্ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাচ্ছতং তুলা-
শ্রানং কাবেৰ্যা শশ্বতে বুধৈঃ । যঃ কাবেৰ্যাং তুলা-
শ্রানং ভক্ত্যা তু কুরুতে মুনৈঃ ॥ ৬৭ ॥ বিমুক্তহরিতঃ
সদ্যস্ততো যতি পবাং গতিম্ । তস্মাৎ শ্রানন্ত
কাবেৰ্যাং কার্তিকে মাসি শশ্বতে ॥ ৬৮ ॥ ইতিহাস-

একণে কেন এইরূপ পবিত্র হইতেছে ? কি
আশ্চর্য্য । বিষ্ণুই তোমাকে পাপনাশের আশ্রিত্য
প্রদান করিয়াছেন, একণে তোমার পাপনাশার্থ
আমাকে উপায় বলিয়া দিতে হইবে । হে দেবি ।
নদীসকলের শ্রেষ্ঠ কবিব তনয়া কাবেরী বিষ্ণুর
বিভূতি লাভ করিয়া তীর্থগণের মধ্যে সৰ্বোৎকৃষ্টা
হইয়াছেন । তাঁহার সৰ্বপাপনাশের সামর্থ্য আছে ।
যে মানব কার্তিক মাসে কাবেবী নদীতে শ্রান
করে, সে পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পবন পদ লাভ
কবে । অতএব হে দেবি । তুমি তথায় গমন
করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে । অনন্তর হরের
আদেশে বিষ্ণুপাদোদভবা গঙ্গা পাপহারিণী
কাবেবীতে গমন করিলেন এবং কার্তিক মাসে
কাবেবানীর স্পর্শমাত্রে বিগতপাপ হইয়া নিজ
নিকেতনে আগমন করিলেন । এইরূপে প্রতি
বৎসর কার্তিক মাসে গঙ্গাদেবী ত্রৈলোক্যপাবনী
নিখিলপাপহারিণী কাবেরীতে শ্রানার্থ ভক্তিপূর্বক
আগমন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার জলস্পর্শে
বিষ্ণুপাদোদভবা গঙ্গা নির্মুক্তপাপা হইয়া নিজ নিকেতনে
গমন করেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অতএব পণ্ডিতগণ কার্তিক
মাসে কাবেরীশ্রান প্রাপ্ত বলিয়া থাকেন । হে
মুনৈঃ ! যে মানব ভক্তিপূর্বক কাবেরীতে তুলাশ্রান
করে, সদ্য তাঁহার দূরিত কাম হয় এবং সে চরিত্র

মিমাংসায় কাৰ্ত্তিকব্রততৎপরাঃ । স কাবেরী স্নান-
কলং প্রাপ্নোতি চ পরাং পতিম্ ॥ ৬৯ ॥ ব্রাহ্মশিষ্যে
ভবৈৎ স্নানমুত্তমং বিষ্ণুতুষ্টিকং । সূর্য্যোদয়ে মধ্যমঃ
স্নাদ্যাকস্মাত্তা তু কৃত্তিকা ॥ ৭০ ॥ তাবদেব ভবেৎ
স্নানমস্তথা তন্ন কাৰ্ত্তিকম্ । স্নানং স্ত্রীভির্বিধাতব্যং
গৃহীত্বাজ্ঞাঃ ধবন্ত ৫ ॥ ৭১ ॥ অপূষ্টা যৎকৃতং ধর্ম্মা-
ভর্ত্তারং তৎক্ষয়ং নয়েৎ । স্ত্রীণাং নাস্ত্যপরো ধর্ম্মো
ভর্ত্তারং প্রোক্তব্য কশ্চন ॥ ৭২ ॥ কুর্ধ্যাৎ সহস্র-
পাপানি ভর্ত্তাজ্ঞাং যা সমাচরেৎ । সৈশা ধর্ম্মবতী
লোকে ন জায়েত ব্রতাদিনা ॥ ৭৩ ॥ দ্বিভেদঃ পতিতো
মুখো দীনোহপি যদি চেৎপতিঃ । তাদৃশঃ শবণং
স্ত্রীণাং তন্ত্যাগারিরয়ং ব্রজেৎ ॥ ৭৪ ॥ কলৌ বৎস
মহুয়াণাং শৈথিল্যং স্নানকর্ম্মণি । তথাপি কথঞ্চি-
"স্বামি স্নান" কাৰ্ত্তিকমাঘয়োঃ ॥ ৭৫ ॥ যন্ত হস্তো চ
পাদৌ চ বাহুনষ্ট সুসংঘতম্ । বিদ্যা তপশ্চ কীৰ্ত্তিশ্চ
স তীর্থকলভাঙ্নরঃ ॥ ৭৬ ॥ অশ্রদ্ধাধনঃ পাপাত্মা
মাস্তিকহির্ম্মানসঃ । হেতুবাদৌ চ পঠেৎ ন তীর্থ-

কলভাগিনঃ ॥ ৭৭ ॥ প্রাতঃকথায় যো বিপ্রকীর্ত্তারী
সদা ভবেৎ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ পরমসুখাবিগম্ভতি ॥
৭৮ ॥ স্নানং চতুর্বিধং প্রোক্তং স্নানবিধির্মনীষিতঃ ।
বায়ব্যাং বাক্ষণং দিব্যাং ব্রাহ্মং চেতি তথা স্মৃতম্ ॥
৭৯ ॥ বায়ব্যাং গোরজঃ স্নানং বাক্ষণং সাগরাদিষু ।
ব্রাহ্মং ব্রাহ্মণমজ্ঞোক্তং দিব্যাং মেঘাদু ভাস্করম্ ॥ ৮০ ॥
স্নানানাং চৈব সর্বেষাং বিশিষ্টং তত্র বাক্ষণম্ ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো যজ্ঞবৎ স্নানমাচরেৎ ॥ ৮১ ॥
তুষ্টিমেব হি শূদ্রস্ত স্ত্রীণাং চৈব তথা স্মৃতম্ ।
বালা চ তরুণী বৃদ্ধা নরনারীনপুংসকাঃ ॥ ৮২ ॥
পাটৈঃ সর্কেঃ প্রমুচ্যন্তে স্নানাং কাৰ্ত্তিকমাঘয়োঃ ।
স্নাতা বৈ কাৰ্ত্তিকে লোকাঃ প্রাপ্নুবন্তীপ্সিতাঃ কলম্ ।
৮৩ ॥ পূর্বে তীর্থবর্ষো তু নন্দায়াঃ সঙ্গমে পুরা ।
প্রভঞ্জনশ্চ যুক্তোহতুতদৈব ব্যাজ্জগ্নাতঃ ॥ ৮৪ ॥
নন্দায়া বচনেনৈব কাৰ্ত্তিকে সা পরং যযৌ । এবং
স্নানবিধিঃ প্রোক্তাঃ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কাৰ্ত্তিকস্নানবিধিনিরূপণং নাম

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

স্নাত করে; অতএব কাবেবীতে কাৰ্ত্তিকস্নানই
প্রশস্ত । এই ইতিহাস শ্রবণ কবিয়া যে মানব
কাৰ্ত্তিকব্রতে তৎপর হয়, তাহার কাবেবীস্নানকল
ও পরমগতি লাভ হইয়া থাকে । এক্ষণে স্নান-
কলাদি কথিত হইতেছে, -ব্রাহ্মশিষ্য কখনই উত্তম
এবং বিষ্ণুতুষ্টিপ্রদ, সূর্য্যোদয়ে মধ্যম; কিন্তু যে
পর্য্যন্ত রবি কৃত্তিকাক্ষেত্রে অবস্থান করেন, তত-
কালই কাবেবীতে কাৰ্ত্তিকস্নানকাল । ইহা ভিন্ন
অন্ত যে স্নান, তাহা কাৰ্ত্তিকস্নান নহে । পত্নী
স্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্নান করিবেন, কেননা
স্ত্রীলোক স্বামীব অনুমতি ব্যতীত যে ধর্ম্মকাৰ্য্য
করে, তাহা নিফল হইয়া থাকে । স্বামীক
পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকেব অপর কোনই ধর্ম্ম
নাই, স্বামীর আজ্ঞাবর্ত্তিনী স্ত্রী যদি সহস্র পাপও
করে, ত্রিলোকে সে-ই ধর্ম্মবতী, পরন্তু ব্রতাদি দ্বারা
কলাচ তাহার পাপ বিদূরিত হয় না । পতি যদি
দরিদ্র, পতিত, মুখ বা দীন হয়, তথাপি স্ত্রীগণের
তাদৃশ পতিই পরণ্য এবং তজ্জন পতিত্যাগে
নিরয়ে গমন করে । হে বৎস! কলিকালের
লোকগণের স্নানেই আশ্রয়, তথাপি কাৰ্ত্তিক ও
মাঘ মাসের স্নানকথা কীৰ্ত্তন করিতেছি । বাহার
হস্তধর, পাদধর, বাক্য, মন, বিদ্যা, তপস্তা এবং
কাৰ্ত্তি সুসংঘত, তিনিই তীর্থকলভাগী; আর ব্রাহ্ম-
হীন, পাপাত্মা, মাস্তিক, হির্ম্মানস এবং হেতুবাদী

এই পাঁচ জন তীর্থকলভাগী নহে । যে বিপ্র
প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়া প্রতিদিন তীর্থ-
জলে স্নান করেন, তিনি সকল পাপবিশুদ্ধ হইয়া
ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন । বায়ব্য, বাক্ষণ, দিব্য ও
ব্রাহ্ম-স্নানবিধি মনীষিগণ এই চতুর্বিধ স্নান
করিয়া থাকেন । এতদ্ব্যতীত গোরজঃ দ্বারা স্নানের
নাম বায়ব্য, সাগরস্নান বাক্ষণ, ব্রাহ্মণমজ্ঞোক্ত স্নান
ব্রাহ্ম এবং মেঘবারিধাবা দ্বারা যে স্নান, তাহাই
ভাস্করতাপোদ্ভব দিব্য স্নান । এই সকল স্নানের
মধ্যে বাক্ষণস্নানই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য
ইহা মন্ত্রস্নান আচরণ করিবেন; আর স্ত্রী ও
শূদ্রগণের মৌনী হইয়া অমন্ত্রক স্নান করিতে হইবে ।
বালা, যুবতী, বৃদ্ধা, নর, নারী এবং নপুংসক সকলেই
কাৰ্ত্তিক ও মাঘস্নানে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে
পারে । কাৰ্ত্তিকমাসে তীর্থপ্রধান পুষ্কর ও নদীসঙ্গমে
স্নান করিয়া মানব ঈপ্সিত কল লাভ করে । পূর্ব্ব-
কালে প্রভঞ্জন ভূপতি এক স্তম্ভদ্বাজী যুগীকে বধ
করিয়া যুগীশাপে ব্যাজ্জগ্ন লাভ করেন । অনন্তর
মন্দার বাক্যে কাৰ্ত্তিকে পুষ্করে স্নান করিয়া পাপমুক্ত
হইয়াছিলেন, এইরূপ ধর্ম্মশাপে নদীদেহবারিণী
মন্দাও পুষ্করস্পর্শে পরম গতিলাভ করিয়াছিলেন ।
এই তোমার নিকট স্নানবিধি কথিত হইল,
অনন্তর আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ? ৬৭-৮৫ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥৪॥

গায়েত বৃত্ত্যেত পূজাঃ কৃদ্বা তু বুদ্ধিমান্ ॥ ১৮ ॥
পঠিষ্য বিষ্ণুনামানি কুর্যাদীরাজনং হরেঃ । নাড়ী-
দ্বয়াবশিষ্টায়াঃ স্নাত্বা গচ্ছেজ্জলাশয়ম্ ॥ ১৯ ॥
তজ্জোক্তবিধিনা স্নানং কুর্যাদৈ কার্তিকব্রতী ।
বহ্নিনিষ্পীড়নং কৃদ্বা কুর্য্যচ্চ তিলকং তথা ॥ ২০ ॥
ততঃ সঙ্ক্যামুপাসীত স্বস্বজ্যোক্তেন বর্ষণা । ততঃ
কার্যো জপো দেব্যা যাবদকৌদয়ো ভবেৎ ॥ ২১ ॥
এতৎ প্রোক্তং স্নাত্তিশেষকৃত্যং দৈনমখোচ্যতে ।
যস্মিন কৃতে কার্তিকোহয়ং সকলঃ সকলো ভবেৎ ॥
২২ ॥ বিকোঃ সহস্রনামাদ্যং সঙ্ক্যাস্তে চ পঠেত্ততঃ ।
দেবালয়ে সমাগত্য পুনঃ পূজনমারভেৎ ॥ ২৩ ॥
নৃত্যগানাদিকার্যেষু প্রহরং দিবসং নয়েৎ । ততঃ
পুরাণশ্রবণং যামার্কং সম্যগাচরেৎ ॥ ২৪ ॥
গৌরীগন্ধপুঞ্জান্ত তুলসীপূজনং তথা । কৃদ্বা
মাধ্যাহ্নিকং কৈশ্ব ভুঞ্জীত দ্বিদলোজবিতম্ ॥ ২৫ ॥
বলিদানং বৈশ্বদেবমতিথীনাং সমর্পণম্ । কৃদ্বা ভুঙ্ক্তে
তু যো মর্ত্যঃ কেবলং চামৃতং হি তৎ ॥ ২৬ ॥ যথাশক্তি
দ্বিজা ভোজ্যাঃ প্রত্যহং বাধ পর্চণি । হবিষ্যভোজনং
কুর্যাদামিষং পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥ ভক্ষয়েত্তুলসীঃ

গৃহে গমন করিবে। অতঃপর বুদ্ধিমান ব্যক্তি
পূজাবসানে নৃত্যগীত করিয়া বিষ্ণুর নাম সকল পাঠ
ও হরির নীরাজন করিবেন। কার্তিকমাসে ব্রতী
ব্যক্তি স্নাত্তির নাড়ীদ্বয় অবশিষ্ট থাকিতে জলাশয়ে
গমন এবং তথায় বিধিপূর্বক স্নান করিবে। স্নানের
পর বহ্নিনিষ্পীড়ন, তিলকধারণ, স্বস্ব বেদমার্গে সঙ্ক্যার
উপাসনা এবং সূর্যের উদয় কাল পর্যন্ত বেদমাতা
গায়ত্রী জপ করিবে। এই ত স্নাত্তিশেষের
কার্য কথিত হইল। অনন্তর দিনকৃত্য কহিতেছি,
এইরূপ আচরণ করিলে সমস্ত কার্তিক মাস সকল
হয়। অনন্তর প্রাতঃসঙ্ক্যাস্তে বিষ্ণুর সহস্র নাম
পাঠ করিয়া দেবালয়ে আগমনপূর্বক পুনরায় পূজা
করিবে। অনন্তর বিষ্ণুর নৃত্য-গীতাদি কার্যে
একপ্রহর অতিবাহিত করিয়া সম্যকরূপে যামার্ক-
কাল পুরাণ শ্রবণ কর্তব্য। অনন্তর পুরাণবক্তার
ও তুলসীর পূজা করিয়া মাধ্যাহ্নিক কর্ম সমাপন-
পূর্বক দ্বিদল বিহীন ভোজন করিবে। যে
মানব বৈশ্বদেব অতিথিগণের বলি প্রদান করিয়া
ভোজন করেন, তাঁহাদের ভোজ্য-বস্তু অমৃত
হইয়া থাকে। • প্রত্যহই হউক বা পরদিবসেই
হউক, যথাশক্তি দ্বিজগণকে ভোজন করান
কর্তব্য। দ্বিজগণ নিত্য হবিষ্য ভোজন করি-

বজ্রতর্জয়ঃ তীর্থবারিণী । সংসারব্যবহারেণ
দিনশেষঃ সমাপয়েৎ ॥ ২৮ ॥ সায়ংকালে পুনর্গচ্ছে-
দ্বিকোর্দেবালয়ং প্রতি । সঙ্ক্যাস্তে কৃদ্বা প্রবৃত্তীত তজ্জ
দীপান যথাবলম্ ॥ ২৯ ॥ বিষ্ণুং প্রণম্য হরয়ে কৃদ্বা
নীরাজনং শুভম্ । স্তোত্রপাঠাদিকং কুর্যাদ্যামে
তু জাগরম্ ॥ ৩০ ॥ যামে তু প্রথমেহতীতে নিম্নাঃ
কুর্য্যদ্বিচক্ষণঃ । ব্রহ্মচর্যব্রতং কুর্য্যাদ্যামীরাদৃত্তৌ
তথা ॥ ৩১ ॥ তয়া কাময়মানো বা ভার্ঘ্যাং গচ্ছেন্ন
দোষভাক্ । এবং প্রতিদিনং কুর্যাদামাসং তু যথা-
বিধিঃ ॥ ৩২ ॥ এবং তু কার্তিকে মাসি যঃ কুর্য্যৎপরমং
ব্রতম্ । সর্বপাপবিনির্মুক্তো য়াতি বিকোঃ সলোক-
তাম্ ॥ ৩৩ ॥ রোগাপহং পাতকনাশকং পরং সর্গদ্বন্দ্বং
পুত্রবনাদিসাধকম্ । মুক্তে নির্দানং মহি কার্তিকব্রতা-
দ্বিষ্ণুপ্রিয়ব্রতং শুভং ভূতলে ॥ ৩৪ ॥

ত ক্রীকালে নিত্যকর্মকথনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বেন। কদাচ আমিষ ভোজন কর্তব্য নহে।
অনন্তর মুখশুদ্ধির নিমিত্ত তীর্থবারিসহ তুলসী
ভক্ষণ করিয়া সংসারকার্যে দিন অতিবাহিত
করিবে। তার পর পুনরায় সঙ্ক্যার সময় বিষ্ণু-
মন্দিরে গমনপূর্বক সঙ্ক্যা করিয়া শক্তি অমুসারে
দীপ দান, বিষ্ণুর প্রণাম, হরির উত্তম নীরাজন
এবং স্তোত্র পাঠাদি করিয়া প্রথম যামে জাগরণ
করিবে। অনন্তর বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বিতীয় যামে
নিদ্রিত হইবেন এবং ব্রহ্মচর্যে অবস্থিত হইয়া
কেবল ঋতুকালেই ভার্ঘ্যাগমন করিবেন; কিন্তু পরী
যদি সকামা হইয়া রাত প্রার্থনা করে, তবে ঋতু
ভিন্ন কালে গমন করিয়াও তিনি দোষভাগী হইবেন
না। এইরূপে একমাস পর্যন্ত বিধিপূর্বক প্রতি-
দিন নিয়ম পালন করিতে হইবে। যিনি কার্তিক
মাসে এইরূপ নিয়মে উত্তম ব্রত পালন করেন, তিনি
সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুর স্বরূপতা
প্রাপ্ত হন। হে নারদ! ভূতলে কার্তিকব্রত
ভিন্ন রোগাপহ, পাতকনাশন, সদ-বুদ্ধি, পুত্র
ও ধনাদিসাধক অস্ত্র কোন ব্রত নাই। এই ব্রতই
বিষ্ণুর প্রিয়ব্রত ও মুক্তির নিদান। ১৫—৩৪।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

বঠোৎসবঃ ।

অষ্টোৎসবঃ । শৃং নারদ বক্ষ্যামি কার্তিকস্ত
ব্রতং মহৎ । যজ্ঞহোমসৰ্পপাশেভ্যো মুক্তো মোক্ষ-
মবাপ্যসি ॥ ১ ॥ কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে নিষি-
দ্ধানি চ বর্জয়েৎ । তৈলাভ্যঙ্গং পরান্নঞ্চ তথা বৈ
তৈলভোজনম্ ॥ ২ ॥ ফলানি বহুবীজানি ধান্যানি
বিব্রলান্যপি । বর্জয়েৎকার্তিকে মাসি নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৩ ॥ অলাবুং গৃঞ্জরকৈব বৃত্তাকং বৃহতী-
কলম্ । অন্নং পর্য্যবিত্তং বাপি ভিক্ষুসটকং মন্থবিকম্ ॥
৪ ॥ পুনর্ভোজনং মাধবঞ্চ পরান্নং কাংস্তভোজনম্ ।
নখং চন্দ্র চ ছত্রাকং কাঞ্জি হুর্গন্ধমেব চ ॥ ৫ ॥ গণান্নং
গণিকারঞ্চ তথা বৈ গ্রামযাজিনঃ । শূদ্রান্নং শূদ্র-
সম্পর্কং স্মৃতকার্য্যং তথৈব চ ॥ ৬ ॥ শ্রাদ্ধা মৃতু-
শাস্ত্যান্চ জাতকং নামকং তথা । শ্লেষ্মাতকফলং
চৈব বর্জয়েৎ কার্তিকব্রতী ॥ ৭ ॥ নিষিদ্ধেষু চ পত্রেষু
ভোজনং নৈব কারয়েৎ । মধুপালশকদলীজম্
প্রক্ষমকৃতিকাঃ । এতৎপত্রেষু ভোক্তব্যং পুঙ্করে ন
কদাচন ॥ ৮ ॥ কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তে যঃ কুৰ্য্যা-
দনভোজনম্ । স যাতি পরমং লোকং বিকোর্দেবস্ত
চক্ৰিণঃ ॥ ৯ ॥ প্রাতঃস্নানম্ কৰ্ত্তব্যং তথৈব হবি-

বঠে অধ্যায় ।

ব্রহ্ম বলিলেন,—হে নারদ । যাহা শ্রবণ করিলে
সৰ্পপাশমুক্ত হইয়া তুমি মোক্ষলাভ করিবে, এক্ষণে
সেই উত্তম কার্তিকব্রত কহিতেছি, শ্রবণ কব ।
কার্তিক মাসে তৈলাভ্যঙ্গ, পরান্ন, তৈলভোজন,
বহুবীজ ফল, ধান্য এবং বিদল প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তু
পরিত্যাগ করা কৰ্ত্তব্য, এ বিষয়ে কোন বিচাব
বিতর্ক করা উচিত নহে । অলাবু, গৃঞ্জর, বার্তাকু,
বৃহতীকল, পর্য্যবিত্তার, দধি, মন্থর, দ্বিভোজন,
মধু, পরান্ন, কাংস্তভোজন, নখরাখ্য গন্ধ দ্রব্য,
মন্থরিবিশেষ, ছত্রাক, কাঞ্জি, হুর্গন্ধ, গণান্ন, গণি-
কার, গ্রামযাজীর অন্ন, শূদ্রান্ন, শূদ্র সম্পর্কিতার,
স্মৃতকার, শ্রাদ্ধার, মৃতুশাস্তার অন্ন, জাতকের অন্ন,
নামকার এবং 'শ্লেষ্মাতক ফল—কার্তিকব্রতী এই
সকল বর্জন করিবেন । কার্তিকব্রতী নিষিদ্ধপত্রে
ভোজন করিবে না, মধু, পলাশ, কদলী, জম্বু,
প্রক্ষ, মৃত্তিকী এই সকল পত্রে ভোজন কৰ্ত্তব্য,
কিছু পুঙ্কর পত্রে ভোজন নিষিদ্ধ । কার্তিক
মাস সমাপ্ত হইলে যিনি আমলকী-বৃক্ষছায়ায়
ভোজন করেন, তিনি চক্ৰবৰ্ত্ত দেব বিষ্ণুর পরম

পূজনম্ । কথ্যাতঃ শ্রবণকৈব কার্তিকে শতভে
যুনে ॥ ২০ ॥ গোপীচন্দনদানম্ গোদানম্ শ্রোত্রিযা
চ । কৰ্ত্তব্যং কার্তিকে মাসি তেন মোক্ষমবাধুরাৎ ॥
১১ ॥ কদলীকলদানম্ দানং বাজীকলস্ত চ ।
বস্ত্রদানং তথা কুৰ্য্যাচ্ছীতার্জ্যং বিজয়নে ॥ ১২ ॥
শাকাদিদানং কুব্বীত চান্নদানং বিশেষতঃ । শালি-
গ্রামস্ত দানঞ্চ কৰ্ত্তব্যম্ বিজয়নে ॥ ১৩ ॥ পৌরা-
নিকায় যো দদ্যাদামান্নং স্মৃতপায়সম্ । স চৈবধ্যম-
বাপ্নোতি শতব্রাহ্মণভোজনাৎ ॥ ১৪ ॥ কমলৈঃ
পূজয়েদ্যজ্ঞ কার্তিকে কমলাপ্রিয়ম্ । স তু পুণ্যম-
বাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫ ॥ কার্তিকে
তুলসীপত্রং যো ভক্ত্যা বিকবেহর্পয়েৎ । সংসারাজ
বিনির্মুক্তো যাতি-বিকোঃ পরং পদম্ ॥ ১৬ ॥ কার্তিকে
কেতকীপুটৈর্বর্চয়েদাক্রমজম্ । পূজিতো জয়-
সাহস্রং নাত্র কার্য্যা বিচাবণা ॥ ১৭ ॥ শম্বদানম্
যঃ কুৰ্য্যাৎ তথা চক্রাঙ্কিতম্ চ । তস্ত পাপানি
নশ্যন্তি দানমাত্রান্ সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥ গীতাপাঠস্ত যঃ
কুৰ্য্যাৎ কার্তিকে বিষ্ণুবল্লভে । তস্ত পুণ্যফলং বক্তুং
নালং বর্ষশতৈরপি ॥ ১৯ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতস্তাপি

লোক প্রাপ্ত হন । হে যুনে । প্রাতঃস্নান, হরিপূজা,
এবং হবিকথা শ্রবণ—কার্তিক মাসে এই সমস্ত
প্রশস্ত । কার্তিক মাসে যিনি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে
গোপীচন্দন ও গোদান করেন, তিনি মোক্ষলাভ
করিয়া থাকেন । বিজকে কদলী কল, আমলকী,
শীতার্জ্য বিপ্রকে বস্ত্র, শাকাদি, বিশেষতঃ অন্ন এবং
বিজকে শালগ্রাম শিলদান কৰ্ত্তব্য । যিনি একটি
পুণ্যবিত্ত বিপ্রকে অন্ন, স্মৃত ও পায়স দান করেন,
তাঁহার শত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয় এবং তৎ-
পুণ্যফলে ঐশ্বর্য লাভ করিয়া থাকেন । যিনি
কার্তিকে কমল দ্বারা কমলাপ্রিয়া লক্ষ্মীর পূজা করেন,
তাঁহার প্রভূত পুণ্য লাভ হয়, এবিষয়ে কোন বাদ
বিতর্ক নাই । যিনি কার্তিক মাসে ভক্তিপূর্বক
বিষ্ণুকে তুলসী অর্পণ করেন, তিনি সংসারবিশুক্ত
হইয়া বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন । যিনি কেতকী-
কুসুম দ্বারা গরুডধ্বজ জনার্দনের অর্চনা করেন,
তাঁহার একবার মাত্র পূজনেই সহস্রজন্মকৃত পুণ্য-
ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই । ১—১৭ । যিনি চক্রা-
ঙ্কিত শম্ব দান করেন, দান মাঝে তাঁহার পাপ
বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । বিষ্ণুপ্রিয় কার্তিক মাসে
যিনি গীতা পাঠ করেন, শতবর্ষে স্থানি তাঁহার পুণ্য
কীর্জন করিতে সমর্থ নহি । যিনি সম্যক শ্রবণ

শ্রবণং যঃ সমাচরেৎ । সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরঃ
নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ২০ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারমুপবাসং
করোতি যঃ । পূর্বজন্মকৃতাং পাপানুচ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ শালিগ্রামস্ত নৈবেদ্যং কোটিযজ্ঞ-
ফলং লভেৎ । অন্তদেবস্ত নৈবেদ্যং ভূক্য চান্দ্ৰা-
য়ণং চরেৎ ॥ ২২ ॥ পূজাকালে তু দেবস্ত ঘণ্টানাদং
করোতি যঃ । হরেশ্বস্তিং পরাং যাতি মনুজো নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥ পরাম্ বর্জয়েদযজ্ঞ কার্তিকে
বিষ্ণুতুষ্টিয়ে । দামোদরস্ত্রীতিং স সম্যকপ্রাপোতি
মানবঃ ॥ ২৪ ॥ অক্ষয়ন্তু পরিব্রাজ্য কালে চ গৃহ-
মাগতম্ । যোহতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্য জয়নাত্ম-
নাশনম্ ॥ ২৫ ॥ নিন্দাং কুর্ষন্তি যে মুগ্ধা বৈকবানাং
মহাশয়ানাম্ । পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কঃ মহারৌরব-
সংজ্ঞকে ॥ ২৬ ॥ দৃষ্টা ভাগবতান্ বিপ্রান্ সম্মুখো
ন চ যাতি হি । "ন গৃহাতি" হরিস্তস্ত পূজাং দ্বাদশ-
বার্ষিকীম্ ॥ ২৭ ॥ নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্তং পরস্ত
জনস্ত চ । ততো নাপিতি যঃ সোহপি হরেঃ
প্রিয়তমো নহি ॥ ২৮ ॥ প্রদক্ষিণাস্ত তু যঃ কুর্যাৎ
কার্তিকে কেশবস্ত হি । পদে পদেহমমেদস্ত ফলং

প্রাপোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥ দণ্ডপ্রণামং যঃ কুর্যাৎ-
কার্তিকে কেশবাহব্রতঃ । রাজস্বয়ামেধানাং
ফলং প্রাপোত্যসংশয়ঃ ॥ ৩০ ॥ কুটুংভোজনং
চৈব কার্তিকে ভক্তিসংযুতঃ । কারয়েদ্বিশ্বশর্দুল-
তস্ত পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩১ ॥ পরস্রীসঙ্গমং যজ্ঞ
কার্তিকে কুরুতে নরঃ । তস্ত পাপস্ত বিশাঙ্কি-
র্ধাবধকুং ন শক্যতে ॥ ৩২ ॥ তুলসীমৃত্তিকাপুণ্ড্রং
ললাটে যস্ত দৃশ্যতে । যমস্ত নেকিতুং শক্যঃ
কিমু দৃতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৩৩ ॥ শাকং বা লবণং
বাপি যৎকিঞ্চিদা ভবিষ্যতি । তদেব
কার্তিকে মাসি ত্রীত্যর্থ শার্ঙ্গধরনঃ ॥ ৩৪ ॥
ইত্যাদ্যা বহবো ধর্ম্মাঃ কার্তিকে বিষ্ণুবল্লভাঃ । যথা-
শক্ত্যা প্রকুবীত ধর্ম্মং দেবস্ত তুষ্টিদম্ ॥ ৩৫ ॥ হরি-
সহস্রৈর্ কার্যন্ত্যাগো বা শ্রেষ্ঠবস্তনঃ । মাসান্তে
দ্বিজবর্ষায় দদ্যাদ্ভদ্রতপ্তয়ে ॥ ৩৬ ॥ সর্বব্রতানি
চৈকত্র সত্যব্রতমথৈকতঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন
সত্যং ভাবেত সর্বদা ॥ ৩৭ ॥ অন্তর্ধর্ম্মেধধিকৃতিঃ
কুলজাতিবিভাগতঃ । অধিকারী কার্তিকে তু সর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ করেন, তিনি নিখিল
কলুষবিমুক্ত হইয়া নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্ত হন। যিনি
একাদশীতে নিরাহার উপবাস করেন, তাঁহার পূর্ব-
জন্মকৃত পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে, সংশয় নাই।
শালিগ্রামের নৈবেদ্য তক্ষণে কোটিযজ্ঞের ফল
লাভ হয়, কিন্তু অন্য দেবতার নৈবেদ্য তক্ষণ
করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। যে জন হরিপূজা-
কালে ঘণ্টানাদ করে, তাহার প্রতি হরি তুষ্ট হন,
সন্দেহ নাই। বিষ্ণুর তুষ্টির জন্ত যিনি কার্তিক
মাসে পরাম্ ত্যাগ করেন, সেই মানবের প্রতি
দামোদর সম্যক প্রকারে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।
পরিব্রাজ্য পথিক কালে গৃহাগত হইলে যিনি ভক্তি-
পূর্বক সেই অতিথির পূজা করেন, তাঁহার জন্ম
সহস্র নিরোধ হয়। যে মুঢ় মানব মাহাত্ম্য বৈকব-
গণের নিন্দা করে, সে তদীয় পিতৃগণ সহ মহা-
রৌরব নামক নরকে পতিত হয়। ভগবদ্ভক্ত
মানবকে দর্শন করিয়া যে তাহার সম্মুখে গমন
না করে, হরি তাহার দ্বাদশবার্ষিক পূজাও গ্রহণ
করেন না। ভগবানের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে
মানব তাহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে বা নিন্দাকারীর
সমীপ হইতে দূরে না যায়, সে কদাচ হরির প্রিয়
হয় না। যিনি কার্তিক মাসে হরিকে প্রদক্ষিণ

করেন, তিনি প্রতিপদে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ
করেন, সংশয় নাই। ১৮—২০। যিনি কার্তিক মাসে
কেশবের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন, তিনি বহু
রাজস্বয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন। হে
দ্বিজশর্দুল! যিনি ভক্তিভরে কার্তিকে কুটুং-
গণকে ভোজন করান, তাঁহার ফল অনন্ত।
কার্তিক মাসে যে নর পরনারী সঙ্গম করে, তাহার
পাপের সীমা আমি করিতে অসমর্থ। বাহার
ললাটে তুলসীমৃত্তিকার তিলক দৃষ্ট হয়, যমও
তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ নহে। তদীয় ভয়ঙ্কর দৃশ-
্যগণের কথা আর কি বলিব? শাক কিম্বা লবণ যাহা
কিছু থাকুক, শার্ঙ্গধর হরির ত্রীতির জন্ত কার্তিক-
মাসে তাহাই দান করিবে। হে নারদ! যে সকল
কথিত হইল, এই সব এবং অন্যান্য অনেক বিষ্ণু-
প্রিয় কার্তিকমাসান্তুষ্ঠেয় ধর্ম্ম আছে। অতএব যথা-
শক্তি বিষ্ণুর তুষ্টিদ ধর্ম্ম আচরণ করিবে। হরির
তুষ্টির জন্ত স্ব স্ব ইষ্ট বস্ত্র ত্যাগ করিবে এবং ব্রত-
পূরণের জন্ত কার্তিকমাসের অবসানে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে
উহা দান করিবে। একদিকে যেমন যাবতীয় ব্রত-
অন্তর্ধর্ম্ম তেমনি একমাত্র সত্যব্রতঃ অতএব
সর্বপ্রযত্নে সত্য সত্য কথা কহিবে। অন্যান্য
ধর্ম্মে কুল ও জাতি অনুসারে অধিকার, কিন্তু
কার্তিকব্রতে জাতিকুলগত কোন ভেদ নাই।

এব জনো ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ গোত্রাসঃ কার্তিকে মাসি
বিশেষাদৈষে দীয়তে । তেষাং পুণ্যফলং বক্তুং
ন শকোতি পিতামহঃ ॥ ৩৯ ॥ বিষ্ণুদেবালয়ঃ প্রাতঃ
সম্ভার্জয়তি কার্তিকে । তস্মৈ বৈকুণ্ঠভবনে জায়তে
শুদৃঢ়ং গৃহম্ ॥ ৪০ ॥ দদ্যাৎ কার্তিকমাসে তু ধর্ম-
কার্তানি ভুরিষঃ । ন তৎপুণ্যস্ত নাশোহস্তি কল্প-
কেটিশতৈরপি ॥ ৪১ ॥ সুখাদি লেপয়েদ্যন্ত কার্তিকে
বিষ্ণুমন্দিরে । চিত্রাদিকং লিখেদ্যপি মোদতে
বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥ ৪২ ॥ দেবালয়ে বা তীর্থে বা ক্রতো
হুষ্টৈনুপেঃ করঃ । তং মোচয়ন্তি যে লোকান্তেষাং
ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥ ৪৩ ॥ কার্তিকে মাসি যো বিপ্রো
গভস্তীক্ষরসন্নিধৌ । শতক্রদ্রৌ জপং কুর্য্যান্নমসিদ্ধিঃ
প্রজায়তে ॥ ৪৪ ॥ বরাণস্তাং তু বৈঃ স্থিহা ত্রিবর্ষং
কার্তিকব্রতম্ । সোপাঙ্গং সাক্ষং যৈশ্চৈতৈঃ কৃতং
ভক্ত্যেকতৎপরেঃ ॥ ৪৫ ॥ ইহ লোকে ফলং তেষাং
প্রত্যক্ষং জায়তে কিল । সম্পত্তা চৈব সমুত্তা
যশোভির্ধর্মবুদ্ধিভিঃ ॥ ৪৬ ॥ পলাণ্ডুং শৃঙ্গং মাংসঞ্চ
শয্যাং সৌবীরকং তথা । রাজিকোন্মাদিকং চাপি

ইহাতে সকলেরই সমান অধিকার । যিনি কার্তিক
মাসে বিশেষ দ্রব্যদ্বারা গোত্রাস প্রদান করেন,
চতুরানন ব্রহ্মাও তাঁহার পুণ্যফল কীর্তন করিতে
সমর্থ নহেন । কার্তিকমাসে যিনি প্রাতঃকালে বিষ্ণু-
মন্দির সম্ভার্জন করেন, বৈকুণ্ঠভবনে তাঁহার জন্ম
শুদৃঢ় গৃহ নির্মিত হয় । যিনি কার্তিকমাসে ধর্ম-
রক্ষার জন্ত প্রভূত কাষ্ঠ প্রদান করেন, শত
কোটিকল্পকালেও তাঁহার পুণ্য বিনষ্ট হয় না ।
কার্তিকমাসে যিনি সুখাদিলেপ দ্বারা বিষ্ণুমন্দিরের
সংস্কার সাধন করেন বা চিত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধি করেন, তিনি তৎসন্নিধানে গমন করিয়া
চিরমোদিত হন । কোন হুষ্ট নৃপ দেবালয় বা তীর্থের
প্রতি কর নির্দারণ করিলে ঐহারা সেই কর বন্ধ
করিয়া দেন, তাঁহাদের ধর্ম সনাতন, অর্থাৎ কোন
কালেই ক্ষয় পায় না । কার্তিকমাসে যে বিপ্র
কাশীবাসী হইয়া শতক্রদ্রী জপ করেন, তাঁহার মঙ্গল
সিদ্ধি হইয়া থাকে । যে সকল ধর্মবুদ্ধি লোক ত্রিবর্ষ
বারাণসীতে বাস করিয়া অঙ্গের সহিত অর্থাৎ
বৎসদ্বাদশী প্রভৃতি তিথিতে স্নান-দীপদান প্রভৃতি
ক্রিয়াবৃত্ত হইয়া একান্ত ভক্তিতৎপরতা সহকারে
কার্তিক ব্রত সমাধান করেন, নিঃসন্দেহ ইহকালেই
তাঁহাদের ফল প্রত্যক্ষ হয় ;—তাঁহারা সম্পত্তি সমুত্তি
এবং যশোবান হইয়া থাকেন । কার্তিকব্রতদ্বারা

চিপিটারঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ ধাত্রীফলং ভাষ্যবারে
পরদেশাগমং তথা । তীর্থং বিনা সর্দৈবেহ বর্জয়েৎ
কার্তিকব্রতী ॥ ৪৮ ॥ দেববেদদ্বিজাতীনাং গুরুগো-
ব্রতীনাং তথা । স্ত্রীরাজমহতাং নিন্দাং বর্জয়েৎ
কার্তিকব্রতী ॥ ৪৯ ॥ নরকস্ত চতুর্দশ্যাং তৈলাভ্যঙ্গঞ্চ
কারয়েৎ । অন্ত্রজ কার্তিকে মাসি তৈলস্নানং
বিবর্জয়েৎ । নালিকাং মূলকং চৈব কুশাণ্ডঞ্চ
কপিথকম্ ॥ ৫০ ॥ রজস্বলাস্ত্যজশ্লেচ্ছপতিভাতি-
কৈস্তথা । দ্বিজদ্বিভুবেদবাহৈশ্চ ন বদেৎ সর্বদা ব্রতী ॥
৫১ ॥ এভির্দৃষ্টঞ্চ কাকৈশ্চ স্মৃতিকারঞ্চ যন্তবেৎ ।
দ্বিঃপাচিতঞ্চ দন্ধান্নং নৈবাদ্যাধৈক্যবব্রতী ॥ ৫২ ॥
ক্রমাৎ কুশাণ্ডবৃহতীতরুণীমূলকং তথা । শ্রীফলঞ্চ
কলিঙ্গঞ্চ ফলং ধাত্রীভবং তথা ॥ ৫৩ ॥ নারিকেল-
মলাবুঞ্চ পটোলং বৃহতীফলম্ । চর্ম্মবৃন্তাকচবলী-
শাকং তুলসিজং তথা ॥ ৫৪ ॥ শাকার্ণেতানি বর্জ্যানি
ক্রমাৎ প্রতিপদাদিষু । এবমেব হি মাঘেহপি
কুর্য্যচ্চ নিয়মান্ ব্রতী ॥ ৫৫ ॥ কার্তিকব্রতিনঃ
পুণ্যং যথোক্তব্রতকারিণঃ । ন সমর্থো ভবেদ্বক্তুং
ব্রহ্মাণীহ চতুর্দশ্যং ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবত-কার্তিকব্রতনিরূপণং নাম
ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

পলাণ্ডু, শৃঙ্গ অর্থাৎ জীবক নামক বৃক্ষ বিশেষ, মাংস,
শয্যা, বদরীফল, রাজিক, উন্মাদকারক দ্রব্য,
চিপিটার (চিড়া) এই সকল পরিত্যাগ করিবেন ।
কেবল তীর্থ বলিয়া নহে,—রবিবারে আমলকী ও
পরদেশগমন—কার্তিকব্রতী সতত ত্যাগ করিবে ।
কার্তিকব্রতী দেব, বেদ, দ্বিজ, গুরু, গো, ব্রতী, স্ত্রী,
রাজা ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিন্দা কদাচ করিবে না । নর
চতুর্দশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে ; কিন্তু কার্তিক-
মাসের অন্ত্যান্ত দিনে তৈল স্নান পরিত্যাগ করা
কর্তব্য এবং নালিকা, মূলক, কুশাণ্ড ও কপিথ
পরিত্যজ্য । রজস্বলা, অন্ত্যজ, শ্লেচ্ছ, পতিত,
ব্রতহীন, দ্বিজদেবী ও বেদবাহ, ব্রতী ব্যক্তি ইহাদের
সহিত সন্তাষণ করিবেন না ; এই সকল ব্যক্তি
কর্তব্য দৃষ্ট ও কাকদৃষ্ট এবং স্মৃতিকার, হুইবার
পাক করা ময়, দন্ধান্ন,—বৈক্যব ব্রতী এই সকল
ভোজন করিবেন না । কুশাণ্ড, বৃহতী, তরুণী,
মূলক, শ্রীফল, কলিঙ্গ, আমলকী, নারিকেল, অলাবু,
পটোল, বৃহতীফল, মসুরিক শাক, কচবলী এবং
তুলসী প্রাপ্ত হইতে যথাক্রমে এই সকল
শাক পরিবর্জন করিবে । মাঘমাসের ব্রতেও

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ভগবন্ কৃতকৃত্যোহস্মি তব
পাদসমাশ্রয়াৎ । শ্রোতব্যং নেহ ভূয়ো মে বিদ্যতে
দেবসত্তম ॥ ১ ॥ তথাপি ভগবন্ কিঞ্চিৎ প্রষ্টব্যং
মে হৃদি স্থিতম্ । ব্রহ্মাক্যামৃতপীতস্ত ন মে তৃপ্তির্হি
জায়তে ॥ ২ ॥ দীপদানস্ত মাহাত্ম্যং শ্রোতুমিচ্ছামি
তে প্রভো । যেন চাপি পুরা দত্তস্তদ্বদন্ত চতুর্ধ্ব ॥
ব্রহ্মোবাচ । প্রাতঃ স্নানো শুচির্ভূত্বা দীপং দদ্যাৎ
প্রযত্নতঃ । তেন পাপানি নশ্বেয়ুস্তমাংসীব
ভগোদয়ে ॥ ৪ ॥ আজন্ম যৎকৃতং পাপং স্থিয়া বা
পুঙ্কবেণ চ । তৎ সৰ্বং নাশমায়াতি কার্ত্তিকে
দীপদানতঃ ॥ ৫ ॥ অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং
পুরাতনম্ । শ্রবণাৎ সৰ্বপাপস্বং দীপদানফলপ্রদম্ ॥
৬ ॥ পুরা দ্রবিড়দেশে তু ব্রাহ্মণো বৃদ্ধনামকঃ ।

কার্ত্তিক ব্রতের এইরূপ নিয়ম সকল পালন করিতে
হয় । কার্ত্তিকব্রত যথোক্ত সম্পূর্ণ হইলে ত্রতীর যে
কি অনন্ত ফল হয়, চতুরানন ব্রহ্মাও তাহা বলিতে
সমর্থ নহেন । ৩০—৫৬ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে ভগবন্ ! আপনার
পাদপদ্মের আশ্রয়ে আমি কৃতকৃত্য হইলাম । হে
দেবসত্তম ! পুনরায় আমার আর কিছুই ক্রনিবার
নাই । হে ভগবন্ ! তথাপি আমার অন্তঃকরণে
আর কিছু প্রশ্ন উদ্ভিত হইতেছে । কেননা আপ-
নার বাক্যরূপ অমৃত পান করিয়া আমার
পিপাসার নিবৃত্তি হইতেছে না । হে প্রভো ! আমি
দীপদানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী ;
হে চতুরানন ! কোন্ নর পুরাকালে দীপ দান
করিয়াছিল ? তাহা আমাকে বলুন । ব্রহ্মা বলি-
লেন,—প্রাতঃকালে স্নান করত শুচি হইয়া প্রযত্ন
সহকারে দীপদান করিলে দিবাকরের উদয়ে যেমন
তমোরাশি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপনিরহ দূরীভূত
হইয়া থাকে । স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক,
কার্ত্তিকমাসে দীপদান করিলে আজন্মকৃত সমস্ত
পাপই বিনষ্ট হয় । এবিষয়ে তোমার নিকট
একটা পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, ইহা
শ্রবণ করিলে সৰ্বপাপ বিনষ্ট ও দীপদান ফল লাভ

তস্ত ভাৰ্য্যাভবদুঃখী অনাচাররতা যুনে ॥ ৭ ॥ তস্তাঃ
সংসর্গদোষেণ ক্ৰীণায়ুর্মতিমাপ্তবান । পতৌ
যুতেহপি সা পত্নী অনাচারে বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ রতাকুর
হি তস্তাঙ্ক লজ্জা লোকাপবাদতঃ । স্মৃতবন্ধুবিহীনা
সা সদা ভিক্ষারভোজনা ॥ ৯ ॥ ন সংস্কারান্নম্নঃ
বা ভুক্তা পৰ্য্যুষিতাশিনী । পরপাকরতা নিত্যং
তীর্থযাত্রাদিবর্জিতা ॥ ১০ ॥ কথায়্যাঃ শ্রবণং চৈব ন
শ্রুতং তু তয়া দ্বিজ । একদা ব্রাহ্মণঃ কশিচতীর্থযাত্রা-
পরায়ণঃ ॥ ১১ ॥ তস্তা গৃহং সমাগচ্ছদ্বিহ্বান বৈ কুৎস-
নামকঃ । অনাচাররতাঃ তাং তু দৃষ্ট্বা ব্রহ্মর্ষিসত্তমঃ ।
কোপেন রক্তচক্ষুঃ সংস্তাম্বাচাসতীঃ স্থিয়ম্ ॥ ১২ ॥
কুৎস উবাচ । বক্ষ্যামি সাম্প্রতং মুঢ়ে মদ্বাক্য-
মবধারয় ॥ ১৩ ॥ হৃৎকথ্যেতুমিমং দেহঃ পুণ্যশোণিতপু-
তম্ । পঞ্চভূতাত্মকং চৈব কিং চ পুঙ্কসি দূতিকে ॥
১৪ ॥ জলবৃদ্ধবদেহো নাশমায়াতি নিশ্চিতম্ ।
অনিত্যং দেহমাশ্রিত্য নিত্যং হং মন্তসে হৃদি ॥ ১৫ ॥
তস্মাদন্তঃ স্থিতং মোহং ত্যজ মুঢ়ে বিচারতঃ । শ্রয়

হয় । হে যুনে ! পূর্বকালে দ্রবিড়দেশে বৃদ্ধ নামক
জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার পত্নী অনা-
চাররতা ও হৃৎকথ্যভাবা ছিল । ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ সেই পত্নীর
সংসর্গদোষে ক্রীণায়ু হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন ।
পতির মৃত্যুর পরও তদীয় পত্নী আরও বিশেষভাবে
দুরাচাররতা হইল ; পরন্তু লজ্জা বা লোকাপাদভয়
তাঁহার একেবারেই রহিল না । স্মৃত-স্মৃৎশূন্য
বৃদ্ধপত্নী ভিক্ষার ভোজনে দিনযাপন করিতে লাগিল,
কখন অত্যন্ত ও সূক্ষ্মস্বত অন্ন তাঁহার আহার করা
হইত না, কেবল পৰ্য্যুষিতার ভোজন করিত এবং
নিত্য পরপাকে রত থাকিয়া তীর্থযাত্রাদি একবারে
পরিত্যাগ করিল । হে দ্বিজ ! সে কাহারও কথা
শুনিত না বা মানিত না । একদা তীর্থযাত্রাপরায়ণ
বিহ্বান কুৎসনামক জনৈক দ্বিজ তাঁহার গৃহে
সমাগত হন এবং ব্রহ্মর্ষিসত্তম কুৎস অনাচাররতা
সেই নারীকে সন্দর্শনপূর্বক কোপরক্ত নেত্রে
বলিতে লাগিলেন । ১—১২ । কুৎস কহিলেন,—হে
মুঢ়ে ! আমি সাম্প্রতি যাহা বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ
কর । কি হেতু হৃৎকথ্যের হেতু এই পুণ্য-শোণিত-
পুণ পঞ্চভূতাত্মক দেহ পোষণ করিতেছ ? হে
দূতিকে ! জলবৃদ্ধবৃদ্ধের দ্বায় এই দেহ নিশ্চিতই
অচিরে বিনষ্ট হইবে, তুমি এই অনিত্য দেহকে
আশ্রয় করিয়া মনে মনে নিত্য বলিয়া বুঝিতেছ ?
বস্ততঃ ইহা নিত্য নহে, অতএব হে মুঢ়ে ! বিচার-

সর্বোত্তমং দেবং কুরু শ্রবণমাদরাং ॥ ১৬ ॥ কার্তিকে
মাসি সম্প্রাপ্তে স্নানদানাদিকং কুরু । দামোদরস্ত
প্রীত্যর্থং দীপদানং তথা কুরু ॥ ১৭ ॥ লক্ষবর্তী-
দিকং চৈব লক্ষপদ্মাদিকং তথা । প্রদক্ষিণাং তু
দেবস্ত নমস্কারং তথৈব চ ॥ ১৮ ॥ ধারণং পারণং
চৈব কুরু ভক্ত্যা হি কার্তিকে । বিধবানাং ত্রতমিদং
সধবানাং তথৈব চ ॥ ১৯ ॥ সর্ষপাপপ্রশমনং সর্বোপ-
দ্রবনাশনম্ । তত্রাপি কার্তিকে মাসি দীপতাং দীপ
উত্তমঃ ॥ ২০ ॥ দীপো হরেঃ প্রিয়করঃ কার্তিকে
মাসি নিশ্চিতম্ । মহাপাতককৃৎষাপি দীপদানাং
প্রমুচ্যতে ॥ ২১ ॥ পুরা কশ্চিদ্ভিজবরো নান্না হরি-
করো হৃভুং । অধর্মবিষয়াসক্তঃ শব্দেস্তারতো
দ্বিজঃ ॥ ২২ ॥ পিতৃবিক্রয়করো বংশচ্ছেদে
কুঠারকঃ । কদাচিত্তেন বিধবে দ্যুতে পিতৃধনং
মহৎ ॥ ২৩ ॥ হারিতং তুষ্টিসংসর্গাত্ততো দুঃখী স
চাভবৎ । কদাচিৎ সাধুসংসর্গাত্তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ ॥
২৪ ॥ অযোধ্যামাগতো বৎসে মহাপাপকরো
দ্বিজঃ । কার্তিকে মাসি সম্প্রাপ্তঃ স্রীমদ্ভিজগৃহে
সদা ॥ ২৫ ॥ দ্যুতব্যাঞ্জন তেনাত্ত দীপো দত্তো
হরেঃ পুরঃ । ততঃ কালান্তরে বিপ্রো মৃতো মোক্ষ-

বুদ্ধিতে হৃদয়স্থিত মোহ পরিত্যাগ কর। তুমি
সর্বোত্তম দেবকে শ্রবণ কর, আদরপূর্বক সংকথা
শ্রবণ কর এবং কার্তিকমাস সমাগত হইলে স্নানদানাদি
কর । তুমি দামোদরের প্রীতির জন্য লক্ষবর্তীকা-
যুক্ত দীপ এবং লক্ষ পদ্মাদি দান কর, ভক্তিপূর্বক
দেবতার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার কর, কার্তিকবর্ষাদির
ধারণ ও পারণ—সর্ষপাপপ্রশমন, সর্বোপদ্রবনাশন ।
অতএব এই ত্রত বিধবা সধবা উভয়েরই কর্তব্য ;
কার্তিকমাসে উত্তম দীপ দান কর । কার্তিকমাসে
দীপ হরির প্রিয়কর, সংশয় নাই ; মহাপাতককারীও
দীপদানে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । পূর্বেকালে
সতত বেস্তারত ও অধর্ম বিষয়ে আসক্ত হরিকর
নামক জনৈক দ্বিজবর ছিল । বংশচ্ছেদের কুঠার-
রূপী দ্বিজ হরিকর একদা অত্যন্ত দ্যুতাসক্ত হইয়া
পিতৃবিক্র বিনষ্ট এবং তুষ্টিসংসর্গে সমস্ত পিতৃ-
ধন নষ্ট করিয়া অত্যন্ত দুঃখে নিমগ্ন হয় । হে
বিধবে ! এক সময় হরিকর মহাপাপকারী হইয়াও
সধুসংসর্গে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অযোধ্যায় গমন
করে । হে বৎসে ! তখন কার্তিকমাস ছিল, দ্বিজ
হরিকর জনৈক দ্বিজের ঘরে বাস করিয়া দ্যুতচ্ছলে
দেবালয়ে হরিকর সমুদ্রে দীপ দান করিয়াছিল ।

মবাপ্তবান্ ॥ ২৬ ॥ মহাপাতককৃৎষাপি গর্তবানভিঃ
হরিম্ । তস্মাৎ কার্তিকে মাসি দীপদানং তথা
কুরু ॥ ২৭ ॥ তথাত্মাশ্রপি দানানি কুরু ভক্তি-
সমবিতা । ইত্যাদিশ্রুত্ব তাং কুৎসো জগামাত্ত-
গৃহং দ্বিজঃ ॥ ২৮ ॥ সাপি কুৎসবচঃ শ্রদ্ধা পশ্চাত্তা-
পেন সংযুতা । ততঃ তু কার্তিকে মাসি করিষ্যা-
মীতি নিশ্চিতা ॥ ২৯ ॥ পতঙ্গোদয়বেলায়াং কার্তিকে
স্নানমস্তসি । দীপদানং ততঃ চৈব মাসমেকং চকার
সা ॥ ৩০ ॥ ততঃ কালান্তরে চৈব গতায়ুশ্চি-
মাগতা । দীপদানস্ত মহাত্ম্যায়মহাপাপকৃদপ্যসৌ ॥
৩১ ॥ স্বর্গমার্গং গতাসা স্ত্রী কালে মোক্ষমবাপ হ ।
তস্মান্নারদ মহাত্ম্যং দীপদানস্ত কো বদেৎ ॥ ৩২ ॥
কার্তিকে দীপদানস্ত মহাপুণ্যফলপ্রদম্ । কার্তিক-
ত্রতনিষ্ঠো যো দীপদানাদিকুরুরঃ ॥ ৩৩ ॥ দীপদান-
স্তোতহাসং শৃণু বৈ মোক্ষমাপুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥ দীপ-
দানস্ত মহাত্ম্যং বক্তুং কেনেহ শক্যতে । পর-
দীপপ্রবোধস্ত মহাত্ম্যং শৃণু নারদ ॥ ৩৫ ॥ স্বস্তাপি
শক্তিরাহিত্যে পরস্তাপি প্রবোধনম্ । যঃ কুর্যাদ্ভ-

কিছুদিন পরে হরিকরের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে ।
বিন্ত হরিকর মহাপাতকী হইয়াও তীর্থযাত্রা ও
দেবালয়ে দীপদানপ্রভাবে সর্ষপাপমুক্ত হইয়া
অভয়দ হরিকে লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয় ।
অতএব তুমিও ভক্তিসমবিত হইয়া কার্তিকমাসে
তদ্রূপ দীপদান এবং অস্ত্রাত্ম দান সকল কর ।
দ্বিজ কুৎস সেই ব্রাহ্মণপত্নীকে এইরূপ উপদেশ
প্রদানপূর্বক অন্যত্র চলিয়া গেলেন, দ্বিজপত্নীও
কুৎসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতপ্ত হইল
এবং “আমি কার্তিকমাসে ত্রত করিব” এইরূপ
মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কার্তিকমাসে সূর্যো-
দয়ে স্নান ও দীপ দান কর । এক মাস ত্রত
করিল । ১৩-৩০ । অনন্তর দ্বিজপত্নী কালান্তরে ক্ষীণায়ু
হইয়া পঞ্চরূপ প্রাপ্ত হইলে মহাপাতক আচরণ করি-
য়াও দীপদানমাহাত্ম্যে স্বর্গগমন করিল ও কালে
মোক্ষপ্রাপ্ত হইল । অতএব কার্তিকমাসে দীপদান
মহাপুণ্যফলপ্রদ, হে নারদ ! এই দীপদানের কল কে
বলিতে পারে ? কার্তিকমাসে একনিষ্ঠ হইয়া যে
দীপদান ও দীপদানের ইতিহাস শ্রবণ করে,
তাহার মোক্ষলাভ ঘটে । দীপদানের মাহাত্ম্য
কে বলিতে শক্য ? হে নারদ ! এক্ষণে পরদীপের
প্রবোধকরার মাহাত্ম্য শ্রবণ কর । নিজের
দীপদানে সামর্থ্য না থাকিলে যে ব্যক্তি

ভতে সোপি নাহুজ কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ৩৬ ॥
 দীপার্ধং বর্জিকাং তৈলং পাত্রং বা যো দদাতি হি ।
 সহায়ং বাধ কুরুতে দদতাং দীপমুক্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
 স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাজ কার্ধ্যা বিচারণা ।
 কার্ত্তিকে দীপদানস্ত মাহাত্ম্যং কো হু বর্ণয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
 যস্তাপি শক্তিরাহিত্যে পরদীপঃ প্রবোধয়েৎ ।
 সোহপি তৎকলমাপ্নোতি নাজ কার্ধ্যা বিচারণা ॥
 ৬৯ ॥ বেজ্ঞা চেন্দুমতী নাম তস্তা গেহেহুথ মুষিকা ।
 পরদীপপ্রবোধেন মোক্ষং প্রাপ সুদূরতম্ ॥ ৪০ ॥
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পরদীপঃ প্রবোধয়েৎ । তেন
 মোক্ষমবাপ্নোতি মুষিকাবন্ন সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥ পরদীপ-
 প্রবোধস্ত কলমীদৃগ্ধং যুনে । সাক্ষাদদীপপ্রদানস্ত
 মাহাত্ম্যং কেন বর্ণ্যতে ॥ ৪২ ॥ নারদ উবাচ ।
 'কার্ত্তিকে দীপদানস্ত মাহাত্ম্যঞ্চ ময়া শ্রুতম্ । পর-
 দীপপ্রবোধস্ত মাহাত্ম্যমপি বৈ শ্রুতম্ । ইদানীং
 শ্রোতুমিচ্ছামি ব্যোমদীপস্ত বৈভবম্ ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মো-
 বাচ । আকাশদীপমাহাত্ম্যং শৃণু পুত্র সমাহিতঃ ।
 যস্ত শ্রবণমাত্রেন দীপদানে মতির্ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
 সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি প্রাতঃস্নানপরায়ণঃ ।
 পরদীপের প্রবোধ করে, তাহারও দীপ-
 দানেরই কল হয়, সন্দেহ মাই । যে ব্যক্তি দীপের
 নির্মিত তৈল, বর্জিকা কিংবা পাত্র প্রদান করে,
 বা দীপ দাতার সাহায্য করে, সেও মোক্ষলাভ
 করিয়া থাকে, সংশয় নাই । কার্ত্তিক মাসের
 দীপদান কল কে বর্ণন করিতে সমর্থ ?
 দীপদানে নিজের সামর্থ্য না থাকিলেও পরদীপ-
 প্রবোধ করিলেই সেও দীপদানের কল লাভ
 করিয়া থাকে, সংশয় মাই । দেখ, ইন্দুমতী নামী
 জনৈক বেজ্ঞা ছিল । একদা ইন্দুমতী ধনী পুরুষ প্রাপ্ত
 হইল না, অনন্তর খিরমনে করিয়া আসিয়া দেব-
 গৃহে দীপ দান করিয়া নিদ্রিত হইল ; ইত্যবসরে
 দীপতৈল পানার্থ এক মুষিক আসিয়া তৈলপান-
 প্রসঙ্গে দীপ উত্তেজিত করিয়া দিল । এই পুণ্যফলে
 মুষিক মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল । হে যুনে ! পর-
 দীপ প্রবোধনের মাহাত্ম্য এইরূপই ; কিন্তু সাক্ষাৎ
 দীপ দানের মাহাত্ম্য কে বলিতে সমর্থ ? নারদ
 জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্ম ! কার্ত্তিকমাসে
 দীপপ্রদান বা পরদীপপ্রবোধনের মাহাত্ম্য শ্রবণ
 করিলাম, এক্ষণে আকাশপ্রদীপের মাহাত্ম্য শ্রবণ
 করিতে অভিলাষ হইতেছে । ব্রহ্মা উত্তর করি-
 লেন,—হে পুত্র ! সমাহিত হইয়া আকাশপ্রদীপের
 মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিলে দীপদানে

আকাশদীপঃ যো দদ্যাতস্ত পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥
 ৪৫ ॥ সর্বলোকাধিপো ভূক্তা সর্বসম্পদসমাহিতঃ ।
 ইহ লোকে সুখং ভূক্তা চান্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥
 ৪৬ ॥ স্নানদানক্রিয়াপূর্বকং হরিমন্দিরমন্তকে ।
 আকাশদীপো দাতব্যো মাসমেকং তু কার্ত্তিকে ।
 কার্ত্তিকে শুদ্ধপূর্ণায়াং বিধিনোৎসর্জয়েচ্চ তম্ ॥
 ৪৭ ॥ যঃ কুরোতি বিধানেন কার্ত্তিকে ব্যোমি
 দীপকম্ । ন তস্ত পুনরারুতিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥
 ৪৮ ॥ অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি ইতিহাসং পুরাতনম্ । যস্ত
 শ্রবণমাত্রেন ব্যোমদীপকলং লভেৎ ॥ ৪৯ ॥ পুরা
 তু নিঠুরো নাম লুক্কো কোককণ্টকঃ । যমুনাভীর-
 বাসী ৫ কালমৃত্যুরিবাপরঃ ॥ ৫০ ॥ বনে
 চরন্মৃগান্ সন্ধান হৃদ্বা বৃন্তমকল্পয়ৎ । পথিকান্ বাধতে
 নিত্যং চোরবৃত্ত্যা ধনুর্ধরঃ ॥ ৫১ ॥ কঞ্চিদগ্রামং
 জগামাশু চৌধার্য্যং কার্ত্তিকে যুনে । তস্মিন্
 বিদর্ভনগরে রাজা সুকৃতি নামকঃ ॥ ৫২ ॥
 চন্দ্রশর্মাখ্যবিপ্রস্ত বচনাৎ কার্ত্তিকে সুধীঃ । চকার

মতি জন্মে । কার্ত্তিকমাস সমাগত হইলে প্রাতঃস্নান-
 পরায়ণ মানব আকাশপ্রদীপ দান করিয়া যে পুণ্য
 লাভ করে, তাহাই বলিতেছি । কার্ত্তিকমাসে
 আকাশপ্রদীপদাতা নিখিল লোকের অধিপতি
 হইয়া সর্বসম্পত্তিযুক্ত হয় এবং ইহলোকে বিবিধ
 সুখলাভ করিয়া পরকালে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 ৩১—৪৬ কার্ত্তিকমাসে প্রথমে স্নানদানাদি করিয়া
 তৎপর বিষ্ণুমন্দিরমন্তকে একমাস কাল দীপ-
 দান করিতে হয় । কার্ত্তিক মাসে পবিত্র
 স্থানে যথাবিধি দীপ উৎসর্গ করিয়া যে মানব
 বিধিপূর্বক আকাশপ্রদীপ দান করে, কোটিকল্প
 কালেও তাহার আর পুনর্দার জন্ম হয় না । এ
 বিষয়ে তোমার নিকট একটা পুরাতন ইতিহাস বর্ণন
 করতোছি, ইহা শ্রবণ করিলে আকাশদীপদানের
 কল লাভ হয় । পূর্বকালে নিখিল লোককণ্টক
 নিঠুর নামক জনৈক ব্যাধ ছিল । দ্বিতীয় কৃতাস্ত-
 মূর্ত্তি নিঠুর যমুনাভীরে বাস কুরিত । ধনুর্ধর
 নিঠুর বনে বিচরণ করিয়া মৃগগণকে নিহত করত
 তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ এবং পথে চৌধ্য কার্য্য
 দ্বারা পথিকগণের সতত উৎপীড়ন করিত । নিঠুর
 এক সময় কার্ত্তিক মাসে চৌধ্য কাষ্যের জন্ত
 কোন এক গ্রামে সন্ধ্যা প্রবেশ করে, হে যুনে !
 সেই দেশের রাজার নাম সুকৃতি । সুধী নৃপ
 সুকৃতি, চন্দ্রশর্মা নামক জনৈক দ্বিজের উপদেশে

ব্যোমদীপং তু হরিমন্দিরমন্তকে ॥ ৫৩ ॥ দীপং দৃষ্ট্বা
মহাত্তম্যং অশ্লোক্য কথং নিশি । এতন্মিন্নের
কালে তু চৌর্যার্থঃ সমুপাগতঃ ॥ ৫৪ ॥ রাজা দন্তঃ
ব্যোমদীপং পশ্চান্ন কণমতিষ্ঠত । তদানীং দৈবযোগেন
গৃধ্রো জবসমবিতঃ ॥ ৫৫ ॥ শীঘ্রমাগত্য জগ্ৰাহ
তৈলপাত্রং সদীপকম্ । স্বমুখে নৈব সংগৃহ্য বৃক্ষাগ্রং চ
সমাস্রয়ৎ ॥ ৫৬ ॥ তত্র পীত্বা তু তৈলং চ দীপং
স্থাপ্য স পক্ষিরাহি । বৃক্ষাগ্রং তু সমাস্রায় কণমাত্র-
মতিষ্ঠত ॥ ৫৭ ॥ তদানীং দৈবযোগেন গ্রহীতুং
পক্ষিসত্তমম্ । মার্জারোহপ্যাক্রহদৃক্ষং পক্ষিণা-
ধিষ্ঠিতং তু তম্ ॥ ৫৮ ॥ তদগ্রে মুখদীপং চ
পশ্চান্ন কণমতিষ্ঠত । আকাশদীপমাহায়াং কথিতং
চন্দ্রশর্ম্মা ॥ ৫৯ ॥ রাজ্ঞে স্মৃতিনায়ে চ তো বৈ
শুক্রবতুঃ কণম্ । খগমার্জারকৌ তত্র স্বচাক্ষু-
দোষতঃ ॥ ৬০ ॥ মার্জারো জগৃহে তত্র শাখাস্তরগতং
খগম্ । দৈবেন চোদিতৌ বৃক্ষাচ্ছিনায়াং পতিতৌ
তদা ॥ ৬১ ॥ ভগ্নগাত্রৌ মৃতৌ তত্র পক্ষিমার্জারকৌ

কার্ত্তিক মাসে হরিমন্দিরের মন্তকে আকাশ-
প্রদীপ প্রদান করিয়া ভক্তি সহকারে রজনীতে
হরিকথা শ্রবণ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে
নিহ্নর চৌর্য কার্যের জন্ত তথায় উপস্থিত হয়
এবং কণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজদত্ত আকাশ-
প্রদীপ সন্দর্শন করে। তৎকালে দৈববশে বেগগামী
এক গৃধ্র আসিয়া সহর তৈলপাত্র সহ আকাশ-
প্রদীপ গ্রহণ করে এবং ঐ তৈলপাত্র মুখে করিয়া
এক বৃক্ষের আশ্রয় লয়। তৎপর পক্ষিরাজ তৈল
পান করিয়া দীপপাত্র বৃক্ষাগ্রে স্থাপনপূর্বক কণকাল
সেই বৃক্ষে বিজ্রাম করিতে থাকে। অনন্তর দৈব-
বশতঃ তথায় এক মার্জার আসিয়া উপস্থিত হয়
এবং পক্ষিসত্তমকে ধরিবার জন্ত বৃক্ষশাখায় আরো-
হণ করে। অনন্তর মার্জার পক্ষীর সম্মুখে দীপ
দর্শন করিয়া কণকাল তথায় অবস্থান করে।
এই সময় দ্বিজ চন্দ্রশর্ম্মা নৃপ স্মৃতিতে আকাশ-
দীপের মাহাত্ম্য বলিতেছিলেন। পক্ষী ও মার্জার
উভয়েই তৎকালে চন্দ্রশর্ম্মকথিত আকাশদীপ-
মাহাত্ম্য শ্রবণ করে। খগ ও মার্জার উভয়েই
চঞ্চল; তাহারা তখন স্ব স্ব চাক্ষু্যদোষে হরিকথায়
মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইল না, মার্জারও
আর কণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বৃক্ষশাখা হিত সেই
খগকে আক্রমণ করিল। অনন্তর দৈববশত মার্জার
ও খগ উভয়েই তরুতলস্থিত শিলাতলে পতিত হইল

ভূবি। দিব্যদেহসমাযুক্তৌ যানাক্রৌ দিবং গতৌ ॥
৬২ ॥ তৎসর্বং লুক্কো দৃষ্ট্বা চৌর্যার্থঃ সমুপাগতঃ ।
নিবৃত্তো হৃষ্টভাবেন কথয়ন্তঃ কথং মুনিম্ ॥ ৬৩ ॥
চন্দ্রশর্ম্মাণমাত্য ইদং বচনমব্রবীৎ । চন্দ্রশর্ম্ময়া
দৃষ্টং চৌর্যার্থঃ হাগতেন চ ॥ ৬৪ ॥ রাজা স্মৃতিনা
দন্তঃ ব্যোমদীপং মনোহরম্ । তদানীং দৈবযোগেন
খগঃ পাত্রং প্রগৃহ্য চ ॥ ৬৫ ॥ তৈলং পীত্বা তু
তৎপাত্রং সদীপং তু মনোহরম্ । বৃক্ষাগ্রে স্থাপয়িত্বা
চ তত্র কণমতিষ্ঠত ॥ ৬৬ ॥ মার্জারোহপ্যাগতস্তত্র
গ্রহীতুং পক্ষিপুঙ্গবম্ । দৈবেন প্রেরিতৌ তৌ চ
উভে শাখে সমাশ্রিতৌ ॥ ৬৭ ॥ স্বমুখাং কথ্যমানাং
হি কথং শুক্রবতুঃ কণম্ । পশ্চাচ্চাক্ষু্যদোষেণ
মার্জারো হগ্রহীৎ খগম্ ॥ ৬৮ ॥ তৌ বৃক্ষাং পতিতৌ
মৃত্যুং প্রাপ্তৌ চ কণমাত্রতঃ । উভৌ তৌ দিব্যরূপৌ
চ যানাক্রৌ দিবং গতৌ ॥ ৬৯ ॥ তদাশ্চর্য্যমহং
দৃষ্ট্বা স্বাং প্রপ্তুং সমুপাগতঃ । তৌ কো পুরা চ
মার্জারখগৌ তদ্বদ ভো দ্বিজ ॥ ৭০ ॥ তিথ্যগ্ণ্যোনি-

এবং ভগ্নশরীর হইয়া উভয়েই মৃত্যুমুখে প্রবেশ
করিল। হে নারদ! অনন্তর পঞ্চম প্রাপ্ত মার্জার
ও খগ উভয়েই দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গে আরো
হণ করিল ৷৬১—৬২। চৌর্যের জন্ত সমাগত লুক্কক
নিহ্নর এই সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া হৃষ্টভাব হইতে
নিবৃত্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মবক্তা মুনি চন্দ্রশর্ম্মার
সমীপে গমনপূর্বক বলিতে লাগিল;—হে চন্দ্র-
শর্ম্মন! আমি চৌর্য কার্যের জন্ত আগমন করিয়া
দেখিলাম,—দৈবযোগে এক খগ আসিয়া রাজা
স্মৃতির প্রদত্ত মনোহর আকাশপ্রদীপ গ্রহণপূর্বক
বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিল এবং তৈল পান করিয়া
বৃক্ষশাখায় সেই পাত্র স্থাপনপূর্বক কণকাল অবস্থান
করিল। অনন্তর এক মার্জার আসিয়া পক্ষি-
পুঙ্গবকে ধরিবার জন্ত তথায় উপনীত হইল।
হে দ্বিজ! ইহারা দৈবপ্রেরিত হইয়াই বৃক্ষশাখায়
অবস্থানপূর্বক কণকাল আপনার মুখনিঃসৃত
ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিল। অনন্তর চাক্ষু্য দোষবশত
মার্জার পক্ষীকে আক্রমণ করিল। তাহারা উভ-
য়েই বৃক্ষশাখা হইতে পতিত হইল এবং কণকাল
মধ্যে প্রাণত্যাগ করত দিব্যদেহ ধারণপূর্বক যান-
ারোহণে স্বর্গে গমন করিল। আমি এই অদ্ভুত
ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি-
বার জন্ত আপনার সমীপে আগন্তু করিয়াছি, হে
দ্বিজ! এই খগ ও মার্জারকে, পূর্বকালে ইহারা

সমাপনো বুদ্ধো কেন চ কর্মণা । ইতি লুক্কবচঃ
 ঋত্বা চন্দ্রশর্মা ব্রবীতদা ॥ ৭১ ॥ শূনু লুক্ক
 প্রবক্ষ্যামি তথৈব ব্রাহ্মণমঙ্গসা । মার্জ্জারোহপি পুরা
 পাপী তথা জীবৎসগোত্রজঃ ॥ ৭২ ॥ দেবশর্মা
 ইতি প্রোক্তো দেবদ্রব্যাপহারকঃ । অহো বল-
 নুসিংহস্ত পূজাকর্তৃহমাপ সঃ ॥ ৭৩ ॥ তন্মিন
 দেবালয়ে প্রাপ্তঃ তৈলং দ্রব্যাদিকং তথা ।
 অপহৃত্য চ তেনৈব কুটুং পোষয়ত্যসৌ ॥ ৭৪ ॥
 আয়ুর্নৌত্ববমেবাসৌ ততঃ পঞ্চমগতঃ । তন্মাৎ
 পাপাৎ কালমুজঃ মহারৌরবরৌরবম্ ॥ ৭৫ ॥
 নিরুজ্জ্বাসঃ তথা প্রাপ্য অসিপত্রবনং ক্রমাৎ ।
 হ্রিদ্য়মানো মহাকায়ৈর্মদুর্ভৈর্ভয়করৈঃ ॥ ৭৬ ॥
 অনুভূয় চ তান সর্বান ব্রহ্মরাক্ষসতাং গতঃ । ততঃ
 স্বানযোনৌ চ চণ্ডালোহভুৎ কুকর্মতঃ ॥ ৭৭ ॥ এবং
 জন্মশতং প্রাপ্য ভূমৌ মার্জ্জারতাং গতঃ ।
 আকাশদীপমাহাত্ম্যং ঋত্বদানীং তু দৈবতঃ ।
 নিখুন্নাখিলপাপস্ত অগমদ্ধরিমন্দিরম্ ॥ ৭৮ ॥

কি ছিল, কিজন্তই বা তিথ্যক যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল
 এবং এখন কি করিয়াই বা মুক্তি লাভ করিল ?
 এসমস্ত আমার নিকট বর্ণন করুন । তখন
 লুক্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া চন্দ্রশর্মা বলিলেন,—
 হে লুক্কক ! খণ্ড ও মার্জ্জারের পূর্ববৃত্তান্ত বর্ণন
 করিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বকালে এই মার্জ্জারের
 জীবৎসগোত্রে জন্ম হয়, ইহার নাম দেবশর্মা ।
 পাপী দেবশর্মা সর্বদা দেবদ্রব্য অপহরণ করিত ।
 হুংধের কথা বলিব কি, দেবশর্মা নুসিংহ হরির
 পূজাকর্তৃহ প্রাপ্ত হইয়া সেই দেবালয়ে যে কিছু
 তৈল প্রাপ্ত হইত, সমস্তই অপহরণ করিয়া তদ্বারা
 আয়ুর্নৌত্বজনের ভরণ পোষণ করিত । অনন্তর
 কালবশে দেবশর্মা ক্ষীণায় হইয়া পঞ্চম প্রাপ্ত হয়
 এবং ক্রমে সেই পাপে কালমুজ, রৌরব, মহা-
 রৌরব, নিরুজ্জ্বাস ও অসিপত্রবন নামক নরকে
 প্রবেশ করে । অসিপত্রবন-পতিত দেবশর্মা
 মহাকায়, যমদূতগণ কর্তৃক ভিদ্য়মান হয় এবং সমস্ত
 নরক ভোগের পর পুনরায় ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া
 জন্ম গ্রহণ করে । অতঃপর সে কর্মদোষে কুকুর-
 যোনি লাভ করিয়া তারপর চণ্ডাল হইয়া জন্ম
 লইয়াছিল । দেবশর্মা এইরূপে শত জন্ম ভোগ
 করিয়া অবশেষে মার্জ্জারযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল ।
 সম্প্রতি ঐ মার্জ্জার দৈবশত আকাশদীপমাহাত্ম্য
 শ্রবণে নিখিলকলুষবিমুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন

গৃহোহয়ঃ তু পুরা বিপ্রো মিথিলে বেদপারগঃ ।
 শর্য্যতিরিত্তি বিখ্যাতো নামা লোকে মহাপ্রভুঃ ॥
 ৭৯ ॥ দাসীসঙ্গং চকারাসৌ বেঙ্গাসঙ্গং তথৈব চ ।
 তেন দোষণে মহতা পঞ্চমগমস্তদা ॥ ৮০ ॥
 কুষ্ঠীপাকে মহাঘোরে স্থিতা যুগচতুষ্টয়ম্ । কর্মশেষেণ
 ভূমৌ চ গৃধ্রমগমস্তদা ॥ ৮১ ॥ দৈবেন চোদিতো
 গৃধ্রস্তৈলপানার্থমাগতঃ ॥ ৮২ ॥ দহা চাকাশদীপং চ
 ঋত্বা চৈব হরেঃ কথাম্ । বিধবস্তাখিলপাপস্ত
 জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৮৩ ॥ ইত্যেতৎ সর্বমাখ্যাতং
 লুক্ক গচ্ছ যথাসুখম্ । ব্যাধোহপ্যস্ত বচঃ ঋত্বা
 গহা চৈব স্বমন্দিরম্ ॥ ৮৪ ॥ ততঃ চাকাশদীপস্ত
 চকার বিধিবনুনে । আয়ুঃশেষং তদা নীত্ব জগাম
 হরিমন্দিরম্ ॥ ৮৫ ॥ সুনন্দোহপি মহারাজ আশ্চর্য্যং
 সমুপাগতঃ । চকার বিধিনা মাসং চন্দ্রশর্মোক্ত-
 মার্গতঃ ॥ ৮৬ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা শুচিভূত্বা কার্তিকে
 স্মৃতি বৈ নৃপঃ । কোমলৈস্তলসীপত্রৈঃ সমভ্যর্চ্য
 জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৮৭ ॥ রাত্রে দদ্যাদ্যোমদীপং
 মন্ত্রোণেনৈব নৃপঃ ॥ ৮৮ ॥ দামোদরায় বিধায়

করিয়াছে । ৬৩—৭৮ । আর ঐ গৃধ্র পূর্বকালে
 মিথিলা দেশে বেদপারগ শর্য্যতি নামে বিখ্যাত
 প্রভুশক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল । দ্বিজ শর্য্যতি দাসী
 ও বেঙ্গীর সংসর্গদোষে ভূষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে
 এবং এই পাপে মহাঘোর কুষ্ঠীপাক নরকে যুগ-
 চতুষ্টয় বাস করিয়া কর্মক্ষয় হইলে গৃধ্র হইয়া
 জন্ম গ্রহণ করে । হে লুক্কক ! অদ্য গৃধ্র দৈব
 কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তৈলপানার্থ আগমন করে ।
 প্রদীপ মুখে করিয়া যে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করি-
 য়াছে, ইহাতেই তাহার আকাশ-দীপদানের কার্য্য
 হইয়াছে এবং সে বৃক্ষশাখায় বসিয়া হরিকথাও
 শ্রবণ করিয়াছে । হে লুক্কক ! ইহাতেই গৃধ্র নিখিল-
 পাপমুক্ত হইয়া হরিমন্দিরে গমন করিয়াছে । তোমার
 নিকট সকল কথাই কহিলাম, এক্ষণে যথাসুখে গমন
 কর । হে মূনে ! অনন্তর ব্যাধও তাঁহার বাক্য শ্রবণ
 করিয়া স্বমন্দিরে গমনপূর্বক যথাবিধি আকাশ
 দীপত্রত ধারণ করিল এবং যথাকালে পঞ্চমপ্রাপ্ত
 হইয়া বৈকুণ্ঠ লাভ করিল । নৃপতি স্মৃতিও
 এই ব্যাপার সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া দ্বিজ চন্দ্র-
 শর্মার উপদেশে বিধিপূর্বক এক মাস যাবৎ
 কার্তিকত্রত ধারণ করিলেন এবং প্রতিদিন শুচি
 হইয়া প্রাতঃস্নান এবং পদ্ম ও তুলসীপত্র দ্বারা

বিশ্বরূপধরায চ । নমস্কাহা প্রদাক্ষ্যামি ব্যোমদীপং
হরিপ্রিয়ম্ । নির্য্যসং কুরু দেবেশ যাবদ্যাসঃ
সমাপ্যতে ॥ ৮৯ ॥ তেমনানেন দেবেশ হৃদি ভক্তিঃ
প্রবর্ততাৎ । ইতি মন্ত্রেণ রাজাসৌ দীপদানং চকার
হ ॥ ৯০ ॥ ত্রাঙ্কে মুহূর্ত্তে চ পুনর্ব্যোমদীপং দদাতি
হি । বিষ্ণোঃ পূজা কৃতা প্রাতঃ প্রাতঃগানং
চকার হ ॥ ৯১ ॥ উৎসর্গস্ত বিধিং কৃতা ব্যোম
দীপং সমাপ্য চ । ত্রাঙ্কগান ভোজগিহা চ ব্রতং
বিষ্ণোঃ সমাপ্যৎ ॥ ৯২ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেন স
রাজা মুনিসত্তম । শবদাং শতনান্নশ্রমিহ ভোগান
মনোহরান্ ॥ ৯৩ ॥ সুপুত্রপৌত্রস্বজনৈবুভুজে সহ
ভাৰ্য্যা । ততশ্চাত্তে দ্বিজবর বিমানং সুনোহরম্ ॥
৯৪ ॥ স্ত্রীভিঃ সহ সমাক্রম্য মোক্ষমার্গং গতৌ মুনে ।
চতুর্ভুজঃ পীতবাসাঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯৫ ॥ বিষ্ণু-
লোকে বিষ্ণুরিব প্রোচ্যমানঃ সদামবেঃ । ক্রৌড়য়া-
মান রাজাসৌ যথাকামং মহামনাঃ ॥ ৯৬ ॥
তস্মাত্তু কার্তিকে মাসি মাগ্নম্যং প্রাপ্য দুর্লভম্ ।
আকাশদীপো দাতব্যো বিধানেন হরেঃ প্রিয়ঃ ॥ ৯৭ ॥
দাস্তস্তি যে কার্তিকমাসি মর্ত্যা ব্যোমপ্রদীপং হবি-
তুষ্টয়েহত্ । পশ্যন্তি হে নৈব কদাপি দেব যমং মহা
কুরমুগং মুনীন্ ॥ ৯৮ ॥ অবাশ্চর্য্য প্রবক্ষ্যামি

জনাদিনের অর্চনা করিয়া “দামোদরায়” ইত্যাদি
মন্ত্রে রাজিতে আকাশপ্রদীপ দান করিতে লাগি-
লেন । রাজা এইরূপে দীপদান করিয়াছিলেন ।
তিনি পুনরায় ত্রাঙ্কমুহূর্ত্তে আকাশদীপদান, প্রাতঃ-
সন্ধ্যা ও বিষ্ণুপূজা করিতেন, দীপ উৎসর্গ
করিয়া আকাশদীপদান সম্পন্ন করিতেন এবং
ত্রাঙ্কভোজন কবাইয়া বিষ্ণুব্রত সমাপ্ত করিতেন ।
হে মুনিসত্তম । এই পুণ্যপ্রভাবে রাজা পুত্র, পৌত্র,
স্বজন ও ভাৰ্য্যাসহ শত সহস্র বৎসর ইহকালে
বিবিধ মনোহর ভোগ উপভোগ করিয়া অস্ত্রে
মনোহর বিমানারোহণে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত মোক্ষ-
মার্গ প্রাপ্ত হন । মহামনা রাজা স্মৃতি বৈকুণ্ঠে
গমন করিয়া চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাধর পীতবাসা
বিষ্ণুর স্তায় অমরগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া সতত
অভিলাষারূপ ক্রৌড়া করিয়াছিলেন । অতএব
দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ কবিয়া যথাবিধি কার্তিক
মাসে হরিপ্রিয় আকাশ দীপ দান করাই কর্তব্য ।
হে মুনীন্ ! যে সকল লোক হরির প্রিয়কামনায়
কার্তিক মাসে আকাশ দীপ দান করেন, মহাকুর-
বদন কুরমুগ তাঁহারা কদাচ দর্শন করেন না । হে

ব্যোমদীপস্ত বৈভবম্ । বালখিল্যৈঃ পুরা প্রোক্তং
তজ্জগৃহ দ্বিজোত্তম ॥ ৯৯ ॥ বালখিল্য উচুঃ ।
কৃষ্ণাদিমাসক্রমতঃ কার্তিকস্তাদিমাসতঃ । আকাশ-
দীপদানস্ত কুর্বন্ত ঋষিসত্তমাঃ ॥ ১০০ ॥ তুলায়াং
তিলতৈলেন সায়ঃসন্ধ্যাসমাগমে । আকাশদীপং
যো দদ্যাদ্যাসমেকং নিরন্তরম্ ॥ ১০১ ॥ সল্লীকায়
ল্লীপতয়ে ত্রিঘ্না ন স বিযুজ্যতে । আকাশদীপবংশস্ত
বিশংকস্তোত্তমো ভবেৎ ॥ ১০২ ॥ মধ্যমো নবহস্তঃ
স্তাৎ ক'নঠঃ পঞ্চসহস্রকঃ । যথা দূরস্থিতৈলোকৈ-
র্দৃষ্টতে তত্ত্বাচরেৎ ॥ ১০৩ ॥ তথাভাদিকরগণেষু
দীপদানং বিশিষ্যতে । বংশস্ত নবমাংশেন লম্বা
কার্য্য পতাকিকা ॥ ১০৪ ॥ মধুরপিচ্ছমুষ্টিং বা কলশং
চোপবি স্তসেৎ । বিষ্ণুপ্রীতিকরো দীপঃ পিতৃ-
দ্ধারস্ত কারকঃ ॥ ১০৫ ॥ একাদশাঙ্কল্যাকাশ দীপদান-
মতোহপি বা । দামোদরায় নতসি তুলায়াং
লোলয়া সহ ॥ ১০৬ ॥ প্রদীপস্তে প্রযচ্ছামি নমো-
হনস্তায় বেৎসে । আকাশদীপসদৃশং পিতৃকদ্ধারকং
নহি ॥ ১০৭ ॥ হেলিকস্ত চ দ্বৌ পুত্রৌ তত্রৈকস্ত পিশা-
চকঃ । ব্যোমদীপপুণ্যদানান্মোক্ষং প্রাপ সূহৃৎসম ॥

দ্বিজসত্তম । পূর্বকালে বালখিল্যগণ অস্ত্র যে সকল
আকাশদীপমাহাশ্রয় বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে
তৎসমস্ত শ্রবণ কর । বালখিল্যগণ বলিয়াছিলেন,—
হে ঋষিসত্তমগণ । কার্তিক মাসেব আদি হইতে
আবস্ত কবিয়া কৃষ্ণাদি মাস ক্রমে আপনাবা আকাশ-
দীপ দান করুন । বাহাবা কার্তিক মাসের সন্ধ্যা-
সমাগমে তিলতৈল দ্বাবা সল্লীক জনাদিনকে
একমাস কাল নিরন্তর আকাশদীপ দান করেন,
তাঁহাদিগকে লম্বী কদাচ পবিত্যাগ করেন না ।
আকাশদীপেব বংশ (বাশ) বিংশ হস্তই উত্তমকর,
মধ্যম নয় হস্ত এবং অধম পঞ্চহস্ত, কিন্তু যাহাতে
দূরস্থিত লোক আকাশপ্রদীপ দেখিতে পায়,
তজ্জপ কবিয়াই দীপ দান কর্তব্য । ঐ বংশেব
নবমভাগে একটি পতাকা লিখিত কবিবে এবং
শিরোদেশে মধুরপিচ্ছ বা একটি কলসী বিস্তৃত
করিতে হইবে । দীপদানের পাত্র—অভ্রকরওকই
প্রশস্ত । এইরূপ দীপদান বিষ্ণুর প্রীতিকর ও
পিতৃগণের উদ্ধারকারক । আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি
বা একাদশী হইতে “দামোদরায়” ইত্যাদি মন্ত্রে
আকাশদীপ দান কর্তব্য । আকাশদীপের স্তায়
পিতৃগণের উদ্ধারকারক অস্ত্র কোন বস্তু নাই ।
হেলিকের দুই পুত্র ছিল, তাঁহাধ্যে একজন পিশাচ

৮ । নমঃ পিতৃভ্যঃ শ্রেষ্ঠেভ্যো নমো ধর্ম্মায় বিষ্ণবে ।
নমো ধর্ম্মায় কৃত্যায় কাষ্ঠায়পতয়ে নমঃ ॥ ১০৯ ॥ মজ্জে-
গামেন যে মর্ত্ত্যাঃ পিতৃভ্যঃ খে তু দীপকম্ ।
প্রযচ্ছন্তি গতা যে সূর্য্যরকে যান্তি তেহপি বৈ ।
উত্তমাং গতিমিখং তে দীপদানং মর্যোরতম্ ॥ ১১০ ॥
লক্ষ্মীসম্ভাতিসিদ্ধার্থমারোগ্যায় প্রদীপয়েৎ ॥ ১১১ ॥
কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু দ্বাদশাদিশু পঞ্চম্ । তিথী-
যুক্তঃ পূর্ষরাত্রে নৃণাং নীরাজনার্বিধঃ ॥ ১১২ ॥ ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশিবাদীনাং ভবনেষু বিশেষতঃ । কুটাগারেষু
চৈত্যেষু সভাসু চ নদীষু চ ॥ ১১৩ ॥ প্রকারোদ্যান-
বান্ধীষু প্রতোলীনিকুটেষু চ । মনুরাসু বিবিক্তাসু
হস্তিশালাসু চৈব হি ॥ ১১৪ ॥ প্রদোষসময়ে দীপান্
দদ্যাৎ দেবং মনোহরান্ । কৃতং যৈঃ কার্তিকে মাসি
দীপদানং বিধানতঃ ॥ ১১৫ ॥ দৃষ্টান্তে যে রত্নভাজ-
স্তেহত এব প্রকীর্তিতাঃ । দীপদানাসমর্থশ্চেৎ পর-
দীপন্ত রক্ষয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ যো বেদান্ত্যাসিনে দদ্যা-
দীপার্থং তৈলমাদরাৎ । কো বা তন্ত কলং
বক্তুং ভুবি তিষ্ঠতি মানবঃ ॥ ১১৭ ॥ দীপান্
দদ্যাৎ হবিধান্ কার্তিকে বিষ্ণুপরিধৌ । কার্তিকে
মাসি সম্প্রাপ্তে গগনে স্বচ্ছতারকে ॥ ১১৮ ॥

হইয়াও আকাশদীপদানের পুণ্য সুহৃৎ মোক-
প্রাপ্ত হইয়াছিল । ঐহারা “নমঃ পিতৃভ্যঃ” ইত্যাদি
মজ্জে আকাশে দীপদান করেন, তাঁহাদের নরকস্থ
পিতৃগণও উত্তম গতি লাভ করেন । এই যে
দীপদান কথিত হইল, এই দীপদান প্রভাবে মানব-
গণের লক্ষ্মী, সমৃদ্ধি ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে ।
কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী হইতে পাঁচটি
তিথিতে নৃপগণ দীপদান ও পূর্ষরাত্রে নীরাজন
করিবেন, বিশেষতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি দেব-
ভবনে, সূর্য্যসভার, চৈত্যা, সভা, নদী, প্রাকার,
উদ্যান, বাপী, গ্রামাত্যস্তরস্থ পথ, গৃহারাম,
অশ্বশালা, নির্জন স্থান এবং গজশালা—এই সমস্ত
স্থানে প্রদোষসময়ে মনোহর দীপদান করিবে ।
বিধিপূর্ব্বক কার্তিক মাসে দীপদান করিয়াই মানব-
গণ বিবিধ ধনরত্নের ভাজন হন । দীপদানে
অসমর্থ ব্যক্তি পরদীপ রক্ষা করিবে । কার্তিক
মাসে যে মর আদর সহকারে বেদান্ত্যাসীকে তৈল
এবং বিষ্ণুমন্দিরে বহুবিধ দীপদান করে, ক্ষিত্তিতে
একপ মানব কে আছে যে, তাঁহার দানকল কীর্তন
করে ? কার্তিক মাস সমাগত হইলে গগনে স্বচ্ছ

রাজ্যে লক্ষ্মীঃ সমাধাতি অষ্টং ভুবনকোতুকম্ । যত্র
যত্র চ দীপান্ সা পশ্যত্যক্সিসমুদ্ভবা ॥ ১১৯ ॥ তত্রতত্র
রতিং কুর্ধ্যাদ্রাক্ষকাসে কদাচন । তন্মাদীপঃ স্থাপ-
নীঃ কার্তিকে মাসি বৈ সদা ॥ ১২০ ॥ লক্ষ্মীরূপা-
র্থিনাং প্রোক্তং দীপদানং বিশেষতঃ । দেবালয়ে
নদীতীরে রাজমার্গে বিশেষতঃ ॥ ১২১ ॥ নিদ্রাহলে
দীপদাতা তন্ত্রীঃ সর্ব্বতোমুখী । তুর্জনস্তালয়ঃ
বীক্য দীপশূন্যস্ত যো দদেৎ ॥ ১২২ ॥ বিপ্রস্ত বাস্ত-
বর্ণস্ত বিষ্ণুলোকে মহীয়তে । কীটকটকসঙ্কীর্ণে
দুর্গমে বিঘ্নমস্থলে ॥ ১২৩ ॥ কুর্ধ্যাদযো দীপদানানি
নরকং স ন গচ্ছতি । দদ্যাৎ প্রোক্তো পঞ্চনদে দীপং
যো বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২৪ ॥ তন্ত্র বংশে প্রজাযন্তে
বালকাঃ কুলদীপকাঃ । পিতৃপক্ষেহন্নদানেন জ্যেষ্ঠা-
বাচে চ বারিণা ॥ ১২৫ ॥ কার্তিকে তৎকলং তেষাং
পরদীপপ্রবোধনাৎ । বোধনাৎ পরদীপস্ত বৈকবানাং
চ সেবনাৎ ॥ ১২৬ ॥ কার্তিকে কলমাপ্রোতি রাজ-
স্ত্রয়াশ্বেমেধযোঃ । পুরা হারিকরো নাম দ্বিজঃ পাপরতঃ

তারকার উদয় হয়, তখন লক্ষ্মীদেবী ত্রিভু-
বনের কোতুক দর্শনমানসে রাত্রিতে আগমন
করেন ; এই সময় বিষ্ণুমন্দিরে বহু দীপদান করিতে
হয় । কেননা, সাগরসুতা রম্যাদেবী যেখানে যেখানে
দীপদর্শন করেন, সেই সকল স্থানেই তিনি রতি
করিয়া থাকেন । তিনি অন্ধকার স্থানে কদাচ গমন
করেন না । অতএব ঐহারা লক্ষ্মী-শ্রী কামনা করেন,
তাঁহাদের পক্ষে কার্তিক মাসে দীপদান অতীব
প্রশস্ত । দেবালয়, নদীতীর বিশেষতঃ রাজপথ,
নিদ্রাহান—এ সকল স্থানে ঐহারা দীপদান করেন,
তাঁহাদের সর্ব্বতোমুখী শ্রীলাভ হইয়া থাকে ।
ব্রাহ্মণ কিংবা অন্ত্র জাতীয় দরিদ্রগণের গৃহ দীপ-
শূন্য দর্শন করিয়া তথায় যিনি দীপ দান করেন,
তাঁহার বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয় । কীট, কটক
কিংবা দুর্গস্থ যুক্ত বিঘ্ন স্থানে যিনি বহু দীপ দান
করেন, তাঁহার নরকগমন হয় না । পঞ্চনদ কেত্রে
যিনি রজনীতে দীপ দান করেন, তদীয় বংশজাত
বালকগণ কুলদীপক হয় । পিতৃপক্ষে অন্নদান
এবং জ্যেষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বারিদানে যে কল হয়
কার্তিকদীপদানে অথবা পরদীপ প্রদীপিত করায়ও
সেই কল লাভ হইয়া থাকে । কার্তিকে পরদীপ
প্রদীপিত করা কিংবা বৈকবগণের সেবা করা,
এই দুই কার্য দ্বারা মানবগণ যথাক্রমে রাজপেয় ও

সদা ১১৭। কৃতং দ্যুতপ্রসঙ্গেন দীপদানং হি কার্ত্তিকে
 তেন পুণ্যপ্রভাবেন স্বর্গং প্রাপ বিজ্ঞোক্তমঃ ॥ ১২৮ ॥
 আকাশদীপদানেন পুরা বৈ ধর্ম্মনন্দনঃ । বিমান-
 বরমাক্রম্য বিষ্ণুলোকং যযৌ নৃপঃ ॥ ১২৯ ॥ যঃ
 কুর্ধ্যাৎ কার্ত্তিকে বিষ্ণোঃ পুরঃ কর্পূরদীপকম্ ।
 প্রবোধিতাং বিশেষেণ তস্মৈ পুণ্যং বদাম্যহম্ ॥ ১৩০ ॥
 কুলে তস্মৈ প্রসূতা য়ে পুরুষাস্তে হরিপ্রিয়াঃ ।
 ক্রীড়িতা সূচিরং কালমন্তে মুক্তিং ব্রজন্তি চ ॥ ১৩১ ॥
 দীপকো জলতে যস্মৈ দিবা রাত্রে হরের্গৃহে । একা-
 দন্ত্যাং বিশেষেণ স যাতি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৩২ ॥ লুক-
 কোহপি চতুর্দশ্যাং দীপং দত্ত্বা শিবালয়ে । ভক্ত্যা
 বিনা পরে লিঙ্গে শিবলোকং জগাম সঃ ॥ ১৩৩ ॥
 গোপঃ কশ্চিদমাবাস্তাং দীপং প্রজ্জাল্য শাঙ্গিনঃ ।
 মুহুর্জয় জয়েতুং স চ রাজেশ্বরোহভবৎ ॥ ১৩৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দীপদান-মাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
 সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অধমেধ যজ্ঞের কল লাভ করেন। পুরাকালে
 হরিকর নামক ব্রাহ্মণ সতত দ্যুতক্রীড়া সংসর্গে
 পাপরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কার্ত্তিকদীপ
 দান করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে বিজগণ মধ্যে
 শ্রেষ্ঠ লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন।
 পূর্বকালে আকাশদীপ দান করিয়া বিদর্ভদেশবাসী
 নৃপ ধর্ম্মতনয় বিমানবর আরোহণে হরিপুরে গমন
 করিয়াছিলেন। যিনি কার্ত্তিকে বিষ্ণুর সমীপে
 উজ্জল শিখায়ুক্ত কর্পূরদীপ দান করেন, তাঁহার
 পুণ্যকল বলিতেছি;—তাঁহার বংশোদ্ভব মানব-
 গণ হরিপ্রিয় হন এবং সূচিরকাল ক্রীড়া করিয়া
 অস্ত্রে মুক্তিপদ লাভ করেন। ষাঁহার প্রদত্ত দীপ
 হরিমন্দিরে বিশেষতঃ একাদশীদিনে দিবারাত্র
 প্রজ্জালিত হয়, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন।
 লুক্ক জটনৈক ব্যাধ শিবালয়ে চতুর্দশীদিনে দীপ
 দান করিয়া পরম লিঙ্গে ভক্তিবিশীন হইয়াও
 শিবলোকে গমন করিয়াছিল। জটনৈক গোপও
 “হরির জয় হরির জয়” বারংবার এইরূপ
 উচ্চারণ-পূর্বক দীপ দান করিয়া রাজেশ্বর
 হইয়াছিল ৫৮৯—১৩৪।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ভূয়ঃ কথয় ভূপতিহি নাস্তি মে
 কমলাসন । তদাগম্যতপানেন ত্বয়া ভূয়ঃ প্রবর্ততে ॥
 ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ । প্রাতঃপ্রাতঃ উচ্চির্ভূত্ব কার্ত্তিকে
 বিষ্ণুতৎপরঃ । দেবঃ দামোদরঃ পূজ্য কোমলৈ-
 স্তুলসীদলৈঃ । স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা
 বিচারণা ॥ ২ ॥ ভক্ত্যা বিরহিতো যস্মৈ সুবর্ণাদিভিরঙ্ক-
 য়েৎ । তস্মৈ পূজ্যাং ন গৃহীতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
 ৩ ॥ সর্বোণামপি বর্ণানাং ভক্তিরেষা পরাশ্রুতা ।
 ভক্ত্যা বিরহিতঃ কস্মৈ ন বিষ্ণোঃ প্রিয়কারণম্ ॥ ৪ ॥
 ভক্ত্যা সম্পূজিতো নিত্যং তুলস্যাঙ্ক দলান্বিতঃ ।
 স্বয়ং প্রত্যক্ষমায়াতি ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫ ॥
 বিষ্ণুদাসঃ পুরা ভক্ত্যা তুলসীপূজনেন চ । বিষ্ণু-
 লোকং গতঃ শীঘ্রং চোলো গগনমাগতঃ ॥ ৬ ॥
 তুলস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্ । যৎপুরা
 বিষ্ণুনা প্রোক্তং রম্যৈ তদ্বদাম্যহম্ ॥ ৭ ॥ সম্প্রাপ্তে
 কার্ত্তিকে মাসি তুলস্যাঃ পূজনং হরেঃ । যে কুর্বাতি

অষ্টম অধ্যায় ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কমলাসন!
 আপনার বাক্যামৃত পানে আমার পিপাসা নিবৃত্তি
 হইতেছে না, পরন্তু পুনঃপুনঃ তৃষ্ণা বদ্ধিত হইতেছে,
 অতএব পুনরায় হরিকথা কীর্তন করুন। ব্রহ্মা
 উত্তর করিলেন,—বিষ্ণুভক্তিতৎপর নর কার্ত্তিক
 মাসে প্রাতঃকালে স্নানপূর্বক শুচি হইয়া কমল ও
 তুলসীদল দ্বারা দেব দামোদরের পূজা করিয়া
 মোক্ষ লাভ করে, এ বিষয়ে বাদ বিচার কিছুই
 নাই। কিন্তু ভক্তিবিশীন মানব সুবর্ণাদি দ্বারা
 হরির পূজা করিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন
 না, সংশয় নাই। সকল জাতিরই একমাত্র
 ভক্তিই প্রধান অবলম্বনীয়; কেননা ভক্তিহীন
 ক্রিয়া বিষ্ণুর ক্রীতির কারণ হয় না। ভক্তিতরে
 তুলসীদল দ্বারা নিত্য সম্যক্ প্রকারে পূজিত
 হইয়া ভগবান্ দৈব হরি স্বয়ং প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া
 থাকেন। ১—৫। পূর্বকালে বিষ্ণুদাস ভক্তিপূর্বক
 তুলসীদল দ্বারা পূজা করিয়া সহর বৈকুণ্ঠে গমন
 করিয়াছিলেন, আর চোল নৃপতি গগন প্রাপ্ত
 হইয়াছিলেন। হে নারদ! পাপনাশক পুণ্যবর্দ্ধন
 তুলসীমাহাত্ম্য অবগত কর, হরি পুরাকালে রম্যসমীপে
 এই মাহাত্ম্যকথা কীর্তন করিয়াছিলেন।

নরা ভক্ত্যা তে যান্তি পরমং পদম্ ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ
সর্বপ্রযত্নেন তুলস্যাঃ কোমলৈর্দলৈঃ । পূজনীয়ো
মহাভক্ত্যা সর্বক্লেশবিনাশনঃ ॥ ৯ ॥ রোপিতা
তুলসী যাবৎ কুরুতে মূলবিস্তরম্ । তাবদযুগসঙ্ক্ৰান্তা
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১০ ॥ তুলসীপত্রসংযুক্তজলে
জ্ঞানং চরেদ্যদি । সর্বপাপবিনিষ্কৃৎ মোদতে
বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১১ ॥ বৃন্দাবনং চ কুরুতে বোপনার্থং
মহামুনে । তাবতৈব বিষ্ণুকাষো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
১২ ॥ তুলসীকাননং ব্রহ্মন গৃহে যশ্চাবতিষ্ঠতে ।
ভদ্রগৃহং তীর্থভূতং তু ন যান্তি যমকিঙ্করাঃ ॥ ১৩ ॥
সর্বপাপহরং পুণ্যং কামদং তুলসীবনম্ । রোপয়ন্তি
নরাঃ শ্রেষ্ঠাস্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্ ॥ ১৪ ॥ তুলসী-
কাষ্ঠসংযুক্তং গন্ধং যো ধাবয়েন্নরঃ । তদেহং ন
শ্মশ্রুৎ পাপং কিমমাণং তথৈব চ ॥ ১৫ ॥ তুলসী-
বিপিনচ্ছায়া শত্রু চৈব ভবোদ্ধৃজ । তত্র শ্রাদ্ধং
প্রকর্তব্যং পিতৃণাং তপ্তিহেতবে ॥ ১৬ ॥ যন্মুখে
তুলসীপত্রং কণে শিরসি দৃশ্যতে । যমস্তং নেক্ষিতুং
শক্তঃ কিমু দূতা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ১৭ ॥ তুলস্যা মহিমা

তাশাই বলিতেছি । কার্তিক মাস সমাগত হইলে
ঋতারা ভক্তিভরে তুলসী ও বিষ্ণুর পূজা করেন,
ঋতারা পরমপদ প্রাপ্ত হন । অতএব সর্বপ্রযত্নে
কমলদল দ্বারা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে বিষ্ণুর পূজা
করিবে, ইহাতে সকল ক্লেশ বিনষ্ট হয় । রোপিত
তুলসী বৃক্ষ যতদূর পর্যন্ত মূল বিস্তার করে, রোপণ-
কর্তা তত সহস্র যুগ ব্রহ্মলোকে বাস করেন । নর
তুলসীপত্রযুক্ত জলে জ্ঞান করিলে সর্বপাপবিমুক্ত
হইয়া বিষ্ণু মন্দিরে গমন করে । হেমমহামুনে ।
যিনি বিপুল তুলসীকানন নিৰ্ম্মাণ করেন, তিনি
সেই কানননিৰ্ম্মাণজন্তু পুণ্যপ্রভাবে ব্রহ্মলোক লাভ
করেন । হে ব্রহ্মন! ঋতারা গৃহে তুলসীকানন
বিদ্যমান, ঋতারা গৃহ তীর্থ এবং যমকিঙ্করগণও
তথায় গমন করে না । ঋতারা সর্বপাপহর
কামদ পুণ্য তুলসীকানন রোপণ করেন, সেই
সকল শ্রেষ্ঠ মানব যমমুখ দর্শন করেন না । যিনি
গন্ধযুক্ত তুলসীকাষ্ঠ ধারণ করেন, পাপাচরণ
করিলেও সে পাপ ঋতারা শরীর স্পর্শ করিতে
পারে না । হে দ্বিজ! যে স্থানে তুলসীকাননের
ছায়া বিদ্যমান, পিতৃগণের তপ্তির জন্ত সেই
স্থানেই শ্রাদ্ধ করিবে । ঋতারা মুখ, মস্তক, ও
কর্ণে তুলসীদল দৃষ্ট হয়, যমও ঋতাকে অবলোকন
করিতে সমর্থ নহেন, যমদূতগণের কথা আর কি

যস্ত শৃণুয়ামিত্যমাতৃতঃ । সর্বপাপবিমুক্তাঙ্গী ব্রহ্ম-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি-
হাসং পুরাতনম্ । তুলস্যা বিষয়ে ব্রহ্মন ব্রবণাৎ
পাপনাশনম্ ॥ ১৯ ॥ পুরা কাশ্মীরদেশে তু আক্ষণৌ
সহভূতঃ । হরিমেধঃসুমেধাখ্যৌ • বিষ্ণুভক্তি-
পরাযণৌ ॥ ২০ ॥ সর্বভূতদয়াযুক্তৌ সর্বতর্ক-
বেদিনৌ । কদাচিত্তৌ দ্বিজবরৌ তীর্থযাত্রাপরাযণৌ ॥
২১ ॥ গচ্ছন্তাবেকতো বিপ্রৌ কাস্তারে অমবিহ্বলৌ ।
তুলসীকাননং তত্র দদর্শতুররিন্দমৌ ॥ ২২ ॥ তয়োঃ
সুমেধাস্তদৃষ্টৌ তুলসীকাননং মহৎ । প্রদক্ষিণীকৃত্য
তদা ববন্দে ভক্তিসংযুতঃ ॥ ২৩ ॥ দৃষ্টেতদ্বরিমেধা
উবাচ পরয়া যুদা । জাতুং তুলস্যা মাহাত্ম্যং তৎকলং
চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৪ ॥ হরিমেধা উবাচ । কিমর্থং
বিপ্র দেবেষু তীর্থেষু চ ব্রহ্মেযু চ । স্থিতেষু বিপ্র-
মুখ্যেযু প্রণামং কৃতবানসি ॥ ২৫ ॥ সুমেধা
উবাচ । শৃণু বিপ্র মহাভাগ সাধু বাক্যমুদীরিতম্ ।
আতপো বাধতে জ্বাং গণ্ডিতদ্বটসন্নিধৌ ॥ ২৬ ॥

বলিব? যিনি সতত আদর সহকারে তুলসী-
মাহাত্ম্য ব্রবণ করেন, তিনি নিখিলকলুষবিমুক্ত
হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন । ১৮—১৯ । হে ব্রহ্মন!
তুলসীর মাহাত্ম্য বিষয়ে এইকপ একটা পুরাতন
ইতিহাস উদাহরণরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, ইহার
অবগেও পাপরাশি বিনষ্ট হয় । পূর্বকালে
কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুভক্তিপরাযণ নিখিল তর্ক-
বিৎ সর্বভূতদয়াযুক্ত হরিমেধা ও সুমেধা নামক
ব্রাহ্মণদ্বয় বাস করিতেন । একদা ঐ দ্বিজবরদ্বয়
তীর্থযাত্রাপরাযণ হইয়া এক প্রান্তর পথে গমন-
পূর্বক পরিগ্রমে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং ঐ অরি-
ন্দম দ্বিজদ্বয় প্রাপ্তরে এক তুলসীকানন দেখিতে
পান । অনন্তর দ্বিজদ্বয়ের মধ্যে সুমেধা সেই
মহা তুলসীকানন সন্দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন, তদর্শনে হরিমেধা
পরম হর্ষ সহকারে বলিতে লাগিলেন,—পুনঃপুনঃ
আমার তুলসীমাহাত্ম্য ও কল জানিতে অভিলাষ
হইতেছে । হরিমেধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে
বিপ্র! এত শ্রেষ্ঠ দেব, তীর্থ ও ব্রতাবস্থিত
ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ থাকিতে তুলসীকাননকে কেন প্রণাম
করিলেন? সুমেধা উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ!
ব্রবণ করুন, আপনি অতি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন;
আমরা উভয়েই • একগে আতপক্লিষ্ট হইয়াছি ।

ততঃ স্ফায়াঃ সমাশ্রিত্য বক্ষ্যামি তে যথার্থতঃ ।
 এবমুক্তঃ সুরমেধাঃ হরিমেধেন সংযুতঃ ॥ ২৭ ॥
 বটঃ জগাম ধর্ম্যজ্ঞো মহৎকোটরসংযুতম্ । তত্র
 বিশ্রাম্য বিশ্রোহসৌ হরিমেধমুবাচ হ ॥ ২৮ ॥ স্মরতাং
 বিশ্রশাঙ্গীল তুলসীকৃত্যমাং কথাম্ । পরমেশপ্রসাদেন
 সজ্জাতা য়া পয়োনিধৌ ॥ ২৯ ॥ পুরা তুর্কাসসঃ
 শাপাদগতৈর্হর্যো পুরন্দরে । মমসুঃ কীরজলধিঃ
 ব্রহ্মাদ্যাঃ সমুদ্রানুরাঃ ॥ ৩০ ॥ ঐরাবতঃ কল্পতরু-
 শ্রমাঃ কমলা তথা । উচৈঃশ্রবাঃ কৌন্তভশ্চ তথা
 ধর্ম্মরিহরিঃ ॥ ৩১ ॥ হরীতক্যাদয়শ্চাপি দিব্যা
 ওষধয়স্তথা । অজায়ন্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোকশ্রেয়ো-
 বিধায়কাঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ পীযুষকলশমজরামরদায়কম্ ।
 করাভ্যাং কলশং বিকুর্ধারয়ন্ সূতলং পরম্ ।
 অবেক্য মনসা সদ্যঃ পরাং নির্বৃতিমাপ হ ॥ ৩৩ ॥
 তস্মিন পীযুষকলশ আনন্দাত্মোদবিন্দবঃ । ব্যাপতং-
 স্তুলসী সদ্যঃ সমজায়ত মণ্ডলা ॥ ৩৪ ॥ সর্বলক্ষণসম্পন্না
 সর্বাভরণভূষিতা ॥ ৩৫ ॥ তত্রোৎপন্নাঃ তথা লক্ষ্মীং

অতএব চলুন, আমরা ঐ বটতরুর সমীপে গমন
 করি; ঐ বটচ্ছায়ায় অবস্থিত হইয়া আপনার
 নিকট তুলসীমালায় যথার্থ কীর্জন করিব।
 ধর্ম্মজ্ঞ সুরমেধা এইরূপ কথিত হইয়া হরিমেধার
 সহিত মহাকোটরবিশিষ্ট বটতরুসমিধানে গমন
 করিলেন এবং তথায় বিশ্রাম করিয়া বিপ্র সুরমেধা
 বলিতে লাগিলেন;—হে দ্বিজশাঙ্গীল! যিনি পর-
 মেধার প্রসাদে সাগরসমীপে সমুৎপন্ন হইয়া-
 ছিলেন, সেই তুলসীর উক্তম কথা শ্রবণ করুন।
 পূর্বকালে তুর্কাসার কোপে পুরন্দর হতভী হইলে
 ব্রহ্মাদি নিখিল দেব-দানবগণ কীরসাগর মন্থন
 করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তখন মথিত সাগর হইতে
 নিখিল লোকের মঙ্গলবিধায়ক ঐরাবত, কল্পতরু,
 চন্দ্র, কমলা, উচৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌন্তভ, বিকুর্ধপী
 ধর্ম্মরি এবং হরীতকী প্রভৃতি দিব্য ওষধি সকল
 সমুৎপন্ন হয়। অনন্তর অজরামরদায়ক পীযুষ-
 কলস উখিত হইল বিষ্ণু করদ্বয় দ্বারা তাহা গ্রহণ-
 পূর্বক দর্শন করিয়া মনে মনে সদ্য পরম নির্বৃতি
 প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজ! বিষ্ণু হৃষ্ট হইলে সেই
 অতি গভীর পীযুষ কলস মধ্যে তদীয় আনন্দ-
 বিষ্ণু সকল পতিত হওয়ায় তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ
 মণ্ডলাকারে তুলসী সমুৎপন্ন হন। তখন ব্রহ্মাদি
 দেবানুরগণ সেই সর্বলক্ষণসম্পন্না সর্বাভরণ-

তুলসীঃ চ দর্শয়ন্তে: । দেবা ব্রহ্মাদয়স্তে হি জগুর্হে
 ভগবান্ হরিঃ ॥ ৩৬ ॥ ততোহতীব প্রিয়কর্য তুলসী
 জগতাং পতে: ॥ ৩৭ ॥ সা তু দেবগণৈঃ সর্বৈবিকু-
 বৎপূজ্যতে প্রিয়া । নারায়ণো জগজ্জাতা তুলসী
 তস্ত বল্লভা ॥ ৩৮ ॥ তস্মাক্তস্তা নমস্কারো ময়া বিপ্র
 কৃতস্ততঃ । ইত্যেবং বদতস্তস্ত সুরমেধস্ত মহামনঃ ॥
 ৩৯ ॥ আরাদদৃষ্টত মহামানং সূর্য্যবর্চসম্ ।
 তদানীং বটরুক্ষস্ত পপাত পুরতো মূনে ॥ ৪০ ॥
 তথৈব তস্মাদ্ভ্রুচ্চ পুরুষো যৌ বিনির্গতো ।
 দ্যোত্যন্তো দিশঃ সর্বাশ্তেজসা সূর্য্যসন্নিভো ॥ ৪১ ॥
 প্রণামং চক্রেতুস্তৌ হি হরিমেধসুরমেধয়োঃ । হরিমেধ-
 সুরমেধৌ তৌ তৌ দৃষ্টৌ ভয়বিহ্বলৌ ॥ ৪২ ॥ উচতু-
 বিন্ময়াবিষ্টৌ তাবুভৌ দেবসন্নিভৌ ॥ ৪৩ ॥ হরিমেধ-
 সুরমেধসাবুচতুঃ । যুবাং কো দেবসঙ্কাশৌ ভবন্তৌ
 সর্বমঙ্গলৌ । মন্দারমালাং তরুণাং ধারয়ন্তৌ তথা-
 মরৌ । নমস্কার্যৌ তথাবাভ্যাং পূজ্যৌ চ
 সুররূপিণৌ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্তৌ ব্রাহ্মণাভ্যাং তাবুচতু-
 র্কনির্গতো । যুবামেব পিতা মাতা আবয়োশ্চ

ভূষিতা তুলসী ও কমলা দেবীকে বিষ্ণু করে
 অর্পণ করেন। ভগবান্ হরিও তাহাকে গ্রহণ
 করেন। ১১—৩৬। তদবধি দেবগণ কর্তৃক তুলসী
 বিষ্ণুৎ পূজিত ও জগৎপতি হরির অত্যন্ত
 প্রিয়কারিণী হইয়াছেন। হে বিপ্র! নারায়ণ নিখিল
 জগতের জ্ঞানকর্তা, তুলসী তাঁহারই প্রিয়া, এই জন্তই
 আমি তুলসীকে নমস্কার করিয়াছি। মহাশয়
 সুরমেধা এইরূপ বলিতে লাগিলে অদূরে এক দিবা-
 কর কান্তি বিমান আসিয়া দেখা দিল এবং সেই
 বটতরুও সহসা পতিত হইল। হে মূনে! অনন্তর
 সেই বটতরু হইতে সূর্য্যসন্নিভ দিব্যপুরুষদ্বয় স্ব স্ব
 তেজোদ্বারা দিক্‌সকল সমুদ্ভাসিত করিয়া দ্বিজ
 সুরমেধা ও হরিমেধার সমীপে উপনীত হইয়া
 তাঁহাদিগকে প্রণাম করিল। তদর্শনে তখন হরিমেধা
 ও সুরমেধা ভয়বিহ্বল হইয়া বিন্ময়সহকারে দেব-
 সন্নিভ সেই পুরুষদ্বয়কে বলিতে লাগিলেন।
 হরিমেধা ও সুরমেধা বলিলেন,—দেবকান্তি আপনারা
 হুই জন কে? আপনারা নিখিল মঙ্গলের আধার; ও
 মনোহর মন্দার মালা ধারণ করিয়াছেন। আপনা-
 দিগকে দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনারা উভয়েই
 দেবতা। আপনারা সুররূপী, অতএব আমাদের
 নমস্কার ও পূজ্য। দ্বিজদ্বয় এইরূপ বলিলে, তরু-
 নির্গত সেই পুরুষদ্বয় বলিলেন,—আপনারা আমা

তথা গুরুঃ ॥ ৪৫ ॥ বন্ধাদমন্তথা চৈব যুবায়েব ন
সংশয়ঃ ॥ জ্যেষ্ঠ উবাচ ॥ অহং তু দেবলোকস্থ
আন্তীকো নাম নামতঃ ॥ ৪৬ ॥ অপ্সরোগণসংবীতঃ
কদাচিন্নন্দনং বনম্ ॥ ক্রীড়ার্থমগমং চাদ্রৌ বিষয়াসক্ত-
চেতনঃ ॥ ৪৭ ॥ রেমিরে দেববনিতা যথাকামং ময়া
সহ ॥ মুক্তামল্লিকমালায়ানি নিপেতুস্তানি যোষিতাম্ ॥
৪৮ ॥ তপতো রোমশশ্চৈব তদৃষ্টা কুপিতো মুনিঃ ॥
যোষিতাং নাপরাধোহয়ং যাসাং বৈ পরতত্ত্বজা ॥ ৪৯ ॥
অয়মেব দুরাচারঃ শাপাই ইতি চারবীং ॥ ত্বং
ব্রহ্মরাক্ষসো ভূত্বা বটবৃক্ষে চরেতি মাম্ ॥ ৫০ ॥
প্রাসাদিতো ময়া সোহথ বিশাপমপি দত্তবান্ ॥
তুলসীপত্রমাহাত্ম্যং বিবেণার্মি তথা দ্বিজাং ॥ ৫১ ॥
যদা শৃণোষি সদ্যস্ত্বং বিমুক্তিঃ যাস্তসে পরাম্ ॥
ইতি শপ্তস্ত মুনিরা চিরকালং সুদুঃখিতঃ ॥ ৫২ ॥
বসমিত্র বটে দৈবাত্তবদর্শনতো জবম্ ॥ মুক্তির্জাতা
বিপ্রশাপাদ্বিতীয়স্ত কথ্যং শৃণু ॥ ৫৩ ॥ অয়ং

মুনিবরঃ পূৰ্ণঃ গুরুশ্রাবণে রতঃ ॥ গুরোরাভ্যাসনা-
দৃত্য ব্রহ্মরাক্ষসতাং গতঃ ॥ ৫৪ ॥ যুগ্মপ্রসাদাদধুনা
ব্রহ্মশাপাধিমোচিতঃ ॥ তীর্থযাত্রাকলং চৈব যুবাভ্যা-
মিহ সাধিতম্ ॥ ৫৫ ॥ উত্তরোত্তরপুণ্যানি বর্ধন্তে
চ দিনে দিনে ॥ ইত্যুক্তা তৌ মুনিবরৌ প্রণম্য চ
পুনঃপুনঃ ॥ ৫৬ ॥ তাবদুজ্জাপ্য তৌ ধাম জগদু-
পরায় মুদা ॥ ততস্তৌ তীর্থযাত্রার্থং পরমৌ মুনি-
পুঙ্গবো ॥ ৫৭ ॥ শংসন্তৌ তুলসীং পুণ্যং জগদু-
মুনিপুঙ্গব ॥ এবং নারদ মাহাত্ম্যং তুলস্যাঃ কো
হু বর্ণয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ তস্মান্নারদ মাসেহস্মিন্ কার্তিকে
হরিং ভজে ॥ কর্তব্য্য তুলসীপূজা নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৫৯ ॥ এবমঙ্গব্রতান্তেব প্রোক্তানি মুনি-
সত্তম ॥ উপাঙ্গানি প্রবক্ষ্যামি বালখিল্যোদিতানি
চ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে তুলসীমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

দেব পিতা, মাতা, গুরু এবং বান্ধবাদি সকলই
আপনারা, সংশয় নাই। অনন্তর পুরুষদ্বয়ের মধ্যে
জ্যেষ্ঠ বলিলেন,—আমার বাসস্থান দেবলোকে,
নাম—আন্তীক। আমি বিষয়াসক্তমনে একদা
অপ্সরে গণে পরিত্রুত হইয়া পরিত্রুত নন্দনবনে
ক্রীড়ার্থ আগমন করিয়াছিলাম, তখন দেববনিতা-
গণ আমার উপর মুক্তা ও মল্লিকা মালা
অঞ্জলি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে বহুবার
আলিঙ্গন করিয়াছিল। ঋষি লোমশ তথায় তপস্শ্রা
করিতেছিলেন, তিনি আমাদের এইরূপ ব্যবহার
সন্দর্শন করিয়া কুপিত হন। তিনি বলেন,—“এই
অপরাধ নারীগণের নহে, কেননা তাহারা সততই
পরাদীন, এই আন্তীকই দুরাচার, অতএব শাপাই।”
রোমশ এইরূপ বলিয়া আমার প্রতি শাপবাণী
প্রয়োগ করিলেন,—“তুমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া বট-
তরুতে বিচরণ কর।” অনন্তর আমি বিবিধ বিনয়ে
ঋষিকে প্রসন্ন করিলে তিনি আমার প্রতি এইরূপ
শাপবিমোক্ষণবাণী প্রয়োগ করিলেন, “তুমি যখন
দ্বিজমুখে তুলসীর মাহাত্ম্য ও বিষ্ণুর নাম শ্রবণ
করিবে, তখনই শাপমুক্ত হইয়া পরম গতিলাভ
করিবে।” আমি এইরূপে মুনি কর্তৃক অভিশপ্ত
হইয়া অতিদুঃখে দীর্ঘকাল এই বটবৃক্ষে বাস করি-
তেছি, আজ দৈবাৎ আপনাদের দর্শন লাভ করিয়া
মুক্ত হইলাম, সন্দেহ নাই। এইত গেল আমার
কথা, এক্ষণে আমার সঙ্গী এই দ্বিতীয় পুরুষের

কথা শ্রবণ করুন। ইনিও পুরাকালে একজন
শ্রেষ্ঠ মুনি ছিলেন, সতত গুরুশ্রাবণে রত থাকি-
তেন। একদা দৈববশাৎ গুরুর আদেশে অনাদর
করিয়া ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছেন; ইনিও সম্প্রতি আপ-
নাদের অনুগ্রহে ব্রহ্মশাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন;
আপনাদের তীর্থযাত্রাকল এই স্থানেই সাধিত
হইল, পরন্তু অনুদিনই উত্তরোত্তর আপনাদের পুণ্য
বর্ধিত হইবে। অনন্তর সেই দিব্য পুরুষদ্বয় দ্বিজ-
দ্বয়কে বারবার প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ-
পূর্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নিজধামে গমন করিলেন।
হে মুনিপুঙ্গব! সেই মুনিবরদ্বয় তীর্থযাত্রার্থ গমন
করিলেন এবং পথ চলিতে চলিতে তুলসীর পুণ্য
মাহাত্ম্যকথার আলোচনা করিতে লাগিলেন। হে
নারদ! তুলসীর মাহাত্ম্য এইরূপই, কে ইহা
বর্ণন করিতে সমর্থ? অতএব হে বৎস নারদ!
হরির প্রীতিকর এই কার্তিক মাসে মনে অস্ত
কোন বাদবিচার না করিয়া তুলসীর পূজা কর্তব্য।
হে মুনিসত্তম! এইরূপ বিষ্ণুর অঙ্গ ব্রত সকলও
কীৰ্ত্তন করিয়াছি, এক্ষণে বালখিল্যমুনি-কথিত
উপাঙ্গ ব্রতনিচয় বর্ণন করিতেছি। ৩৭—৬০।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

বালখিল্যা উচুঃ । কৃষ্ণঃ প্রোবাচ ধৰ্ম্মায় দ্বাদশীং
বৎসসংজ্ঞিতাম্ । গোধূলিকালসংযুক্তা দ্বাদশী বৎস-
পূজনে ॥ ১ ॥ বৎসপূজা বটে চৈব কৰ্ত্তব্যা
প্রথমেহহনি । সবৎসাং তুল্যবর্ণাং চ শালিনীং গাং
পয়স্বিনীম্ । চন্দনাদিভিরালিপ্য পুষ্পমালাভির-
চ্চয়েৎ ॥ ২ ॥ তদ্দিনে তৈলপকং চ স্থালীপকং
যুধিষ্ঠির । গোক্ষীরং গোমুতং চৈব দধিক্ষীরং চ
বৰ্জয়েৎ ॥ ৩ ॥ দিনান্তে সূর্য্যবিদ্বার্কাত্তয়ত্র ঘটদলম্ ।
ততো নীরাজনং কার্য্যং নিরীক্ষেচ্চ শুভাশুভম্ ॥
৪ ॥ নানাদীপান্ প্রকল্যাদৌ স্বর্ণপাত্রাদিসংস্থিতান্ ।
নীরাজয়েদীপপূৰ্ণং নিরীক্ষেত শুভাশুভম্ ॥ ৫ ॥
লাপয়িত্বা সৰ্বদীপানুত্তরাভিমুখান্নাসেৎ । মুখ্যা
দীপা নব প্রোক্তা অন্যানপি চ কলয়েৎ ॥ ৬ ॥
জালা চেদক্ষিণাসংস্থা সতেজস্কা শিখাধিতা । স্থিরা
চেৎসৌখ্যদা প্রোক্তা বিপরীতা তু দুঃখদা ॥ ৭ ॥
কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু দ্বাদশাদিবু পঞ্চম্ । তিথি-
যুক্তঃ পূৰ্ব্বরাত্রে নৃণাং নীরাজনাবিধিঃ ॥ ৮ ॥ পক্ষং

নবম অধ্যায় ।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—কৃষ্ণঃ ধৰ্ম্মের নিকট
বৎসদ্বাদশী ব্রত বলিয়াছিলেন । গোধূলিকাল-
যুক্ত দ্বাদশীই বৎস পূজনে উক্ত হইয়াছে ।
প্রথমদিন বটতরিতে বৎসরে পূজা কৰ্ত্তব্য,
তারপর তুল্যবর্ণ শাস্তব্রতাব সবৎসা পয়স্বতী
গাভীকে চন্দনাদি দ্বারা অমূলিষ্ট ও পুষ্পমালা
দ্বারা পূজা করিবে । হে যুধিষ্ঠির ! এই বৎস-
দ্বাদশীব্রতদিনে তৈলপক ও স্থালীপক দ্রব্য, গোক্ষীর,
গোমুত, দধি এবং ক্ষীর পরিত্যাগ করিবে ।
তারপর দিনাবসানে অর্দ্ধস্থমিত সূর্য্যমণ্ডলের
হই ঘটিকা পূর্বে বা পরে নীরাজন করিয়া শুভাশুভ
বক্ষ্যমাণ ক্রমানুসারে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিবে ।
প্রথমে স্বর্ণপাত্রে নানারূপ দীপ প্রজ্জালিত ও সেই
দীপসকল উত্তরদিকে মুখ করিয়া দান করত নীরা-
জন করিতে করিতে শুভাশুভ নিরীক্ষণ করিতে
হয় । এই দীপমালায় অনেক দীপ থাকিবে, কিন্তু
তন্মধ্যে নবটিকে প্রধানরূপে গ্রহণ করিবে । এই
সকল দীপের জালা যদি দক্ষিণদিকসংস্থ হইয়া
সতেজস্ব স্থিরা শিখাকারে দৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে
সুখদ জানিবে, আর ইহার বিপরীত হইলে দুঃখদ
হইয়া থাকে । কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণ একাদশী

সংস্রব্ধত্যাদির্দ্বিতীয়ো মাসমেব চ । তৃতীয় ঋতু-
মেবেহ চতুর্থঋতুনং তথা । বর্ষস্ত পঞ্চমো দীপঃ
শুভাশুভং বিনির্ণয়েৎ ॥ ১ ॥ সূর্য্যাসংস্রবদীপা
অন্ধকারবিনাশকাঃ । ত্রিকালে মাং দীপয়ন্ত দিশন্ত
চ শুভাশুভম্ ॥ ১০ ॥ অভিমজ্জা চ মজ্জেন ততো
নীরাজয়েৎক্রমাৎ ॥ ১১ ॥ আদৌ দেবাংস্ততো বিপ্রান্
হস্তিনশ্চ তুরঙ্গমান্ । জ্যেষ্ঠাশ্বেষ্ঠান্ জঘন্তাশ্চ
মাতৃমুখ্যাশ্চ যোষিতঃ ॥ ১২ ॥ ততো নীরাজিতান্
দীপান্ স্বস্থস্থানেষু বিস্থসেৎ । কৃষ্ণকর্ণম্বীবিনাশঃ
স্মাচ্ছেতৈরন্নক্ষয়ো ভবেৎ । অতিরক্তেষু যুদ্ধানি
মৃত্যুঃ কৃষ্ণশিখেষু চ ॥ ১৩ ॥ একাদশী নাম গোপালা
তয়েতচ্চ ব্রতং কৃতম্ । ধনধান্তসমায়ুক্তা জাতা
বর্ষত্রয়েণ সা ॥ ১৪ ॥ তস্মাদগোপূজনং কার্য্যং
দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকশ্চ তু । এতদগোব্রতমাহাশ্রয়ং শ্রদ্ধা
কুর্বন্তি যে নরাঃ ॥ ১৫ ॥ তে গোব্রতপ্রভাবেন ন
গোভির্বিচ্যুতা ভুবি । গোহপরাধঃ ক্রতো যঃ স্মাৎ
স ব্রতাদিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥ বালখিল্যা উচুঃ ।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মাসি চান্বযুজে তথা । দীপোৎসব-
সমীপে তু ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥ প্রাতঃ

হইতে পাঁচ দিন রাত্রে পূর্বাঙ্কে নীরাজন
কৰ্ত্তব্য । প্রথম দীপ দ্বারা সংস্রুতি শুভাশুভের
কাল পনের দিবস, দ্বিতীয়ে একমাস, তৃতীয়ে দুইমাস,
চতুর্থে ছয়মাস এবং পঞ্চম দীপে একবর্ষ কাল কথিত
হয় । এই নীরাজনে “সূর্য্যাসংস্রবদীপা” ইত্যাদি মজ্জ
দীপ অভিমজ্জিত করিয়া যথাক্রমে দেব বিপ্র,
হস্তী ও অশ্বগণকে এবং জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ও
মাতৃস্থানীয় স্ত্রীগণকে নীরাজন করিয়া তদনন্তর
স্বস্থস্থানে নীরাজিত দীপ সকল স্থাপন করিবে ।
দীপ রক্ষিত হইয়া কৃষ্ণশিখা হইলে সম্পৎক্ষয়,
শ্বেত হইলে অন্নবিনাশ, অতিক্রমে যুদ্ধ
এবং কৃষ্ণশিখায় মৃত্যু হইয়া থাকে । পূর্বে
একাদশী নামী গোপালনা এই ব্রত করিয়া বৎসর
ত্রয় মধ্যোই বিপুল ধনধান্তশালিনী হইয়াছিল ;
অতএব কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণ দ্বাদশীতে গোপূজা
অবশ্য করিবে । যেসকল লোক গোব্রতমহাশ্রয়
শ্রবণ করিয়া এই ব্রত করে, ব্রত প্রভাবে ক্ষিতিতলে
তাহারা কদাচ গোবিস্রুত থাকে না এবং গোকর
নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহাও তৎ-
ক্ষণাৎ বিলীন হয় । বালখিল্যগণ বলিলেন,—আধিন
মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীর দিন যে দীপোৎসব হয়, এই
গোব্রত সেই উৎসবসমীপে করিতে হয় । ১—১৭ ।

স্বাস্থ্যং ত্রয়োদশীং কুর্বাৎ বৈ দন্তধাবনম্ । ত্রিরাত্র-
নিয়মং কুর্বাৎ গোবিন্দে ভক্তিতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥ কার্য্য
এতদ্ব্রতশাস্ত্রে তথা গোবর্দ্ধনোৎসবঃ । ত্রিহুর্ভাবিকা
গ্রাহ্য পরবেধো ন দোষভাক্ ॥ ১৯ ॥ আশ্বিনস্তাসিতে
পক্ষে ত্রয়োদশীং নিশামুখে । যমদীপং বলিঃ
দদ্যাৎপমৃত্যুর্ভবিনশ্চতি ॥ ২০ ॥ পুরা হেমনকশ্চৈব
বালকচাপমৃত্যুতঃ । মুক্তোহভূদাশ্বিনে কৃষ্ণত্রয়োদশীং
দয়াবশাৎ ॥ ২১ ॥ দূতা উচুঃ । যথা ন জীবিতাদ-
ভ্রষ্টেদীদৃশে তু মহোৎসবে । তথোপায়ং ক্রহি
যম কৃপাং কুর্বাৎসদগ্রতঃ ॥ ২২ ॥ যম উবাচ ।
আশ্বিনস্তাসিতে পক্ষে ত্রয়োদশীং নিশামুখে ।
প্রতিবর্ষন্ত যো দদ্যাৎগৃহদ্বারে সূদীপকম্ ॥ ২৩ ॥
মজ্জেনানেন ভো দূতাঃ সমানেয়ঃ স নোৎসবে ।
প্রাপ্তপমৃত্যুর্ভাবি চ শাসনং ক্রিয়তাং যম ॥ ২৪ ॥
মৃত্যুনা পাশদণ্ডাভ্যাং কালেন চ ময়া সহ । ত্রয়ো-
দশীং দীপদানাং স্বর্ধাজঃ ক্রিয়তামিতি ॥ ২৫ ॥
মজ্জেনানেন যো দীপং দ্বারদেশে প্রযচ্ছতি । উৎ-
সবে চাপমৃত্যোচ্চ ভয়ং তন্ত ন জায়তে ॥ ২৬ ॥

পূর্বদিবস ত্রয়োদশীতে দন্তধাবনপূর্বক প্রাতঃস্নান
করিয়া গোবিন্দের আতি একান্ত ভক্তিতৎপরতা
সহকারে ত্রিরাত্রবিধানে এই ব্রত করিয়া অন্তে গোব-
র্দ্ধন-উৎসব কর্তব্য । পরদিন যদি তিন মুহূর্তের
অধিক কাল ত্রয়োদশী থাকে, তবে পরদিনই আরম্ভ
করিবে, কেননা এখানে পরবেশ দোষাবহ নহে ।
অপমৃত্যু বিনাশের জন্ত আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-
ত্রয়োদশীর সন্ধ্যাসময়ে যমের উদ্দেশে দীপ বলি
প্রদান করিবে । পূর্বকালে একদা হেমনকের জনক
বালক তনয় আশ্বিনকৃষ্ণত্রয়োদশীতে দীপদান
করিয়া যমের অনুগ্রহে অপমৃত্যু হইতে জীবন প্রাপ্ত
হইয়াছিল । এক সময় দূতগণ জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিল,—হে যম ! যাহা করিলে জীবন হইতে ভ্রষ্ট
হইতে হয় না, অনুগ্রহপূর্বক আমাদের নিকট ঈদৃশ
মহোৎসবের উপায় বর্ণন করুন । যম উত্তর করি-
লেন,—হে যমদূতগণ ! আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
ত্রয়োদশীতে একটি দীপদানোৎসব কথিত হইয়াছে,
যে মানব প্রতিবর্ষে এই উৎসবে সন্ধ্যার সময়
“মৃত্যুনা” ইত্যাদি মন্ত্রে গৃহদ্বারে উত্তম দীপদান
করিবে, তাহার যমভয় থাকে না ; সে ব্যক্তি
অপমৃত্যু প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে কদাচ তোমরা আন-
য়ন করিও না ; তোমরা আমার এই শাসন পালন

বালাখল্যা উচুঃ । পূর্ববিদ্যচতুর্দশীমাশ্বিনস্তাসিতে-
তরে । পক্ষে প্রত্যুষসময়ে স্নানং কুর্বাৎ প্রযত্নতঃ ॥
২৭ ॥ অক্লণোদয়তোহন্তত্র রিক্তায়াঃ স্নাতি যো
নরঃ । তস্তাদিকভবো ধর্মোদন্তোভব ন সংশয়ঃ ॥
২৮ ॥ তথা কৃষ্ণচতুর্দশীমাশ্বিনেহর্কোদয়ে সূর্য্যঃ ।
যামিষ্ঠাঃ পশ্চিমে যামে তৈলাভ্যঙ্গো বিশিধ্যতে ॥
২৯ ॥ যদা চতুর্দশী ন স্তাদ্বিদিনে চেদ্বিধুদয়ে । দিন-
দ্বয়ে ভবেচ্চাপি তদা পূর্বৈব গৃহ্যতে ॥ ৩০ ॥ বলাৎ-
কারাক্ষায়াহপি শিষ্টদ্বারং কুরোতি চেৎ । তৈলা-
ভ্যঙ্গং চতুর্দশীং রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥
তৈলে লক্ষ্মীজ্জলে গঙ্গা দীপাবল্যাচতুর্দশীম্ ।
প্রাতঃস্নানং হি যঃ কুর্বাৎসমলোকং ন পশ্যতি ॥
৩২ ॥ অপামার্গমথো ভূদ্বীং প্রপুন্ডামথাপরম্ ।
ভ্রাময়েৎ স্নানমধ্যে তু নরকস্ত ক্ষয়ায় বৈ ॥ ৩৩ ॥
বারদ্বারং ত্রিবারং চ পাঠিষ্য মঙ্গমুত্তমম্ ॥ ৩৪ ॥
শীতলোকসমাযুক্ত সাক্ষ্যকদলাবিত । হিরপাপ-
মপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃপুনঃ । অপামার্গপ্রপুন্ডাৎ
ভ্রাময়েচ্ছিরসোপারি ॥ ৩৫ ॥ স্নানার্জবাসসা দদ্যাৎ-
দীপকং মৃত্যুপুংসোঃ । শুনকৌঃ স্তামশবলৌ

করিবে ॥ ১৮—২৬ ॥ বালাখল্যাগণ বলিলেন,—আশ্বিন-
মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় পূর্ববিদ্যাচতুর্দশীতে প্রত্যুষসময়ে
যত্নপূর্বক স্নান করিবে, যে মানব একমাত্র অক্লণোদয়
ভিন্ন অন্তকালে চতুর্দশীতে স্নান করে, তাহার এক
বৎসরকৃত পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । হে সুরগণ !
আশ্বিনের কৃষ্ণচতুর্দশী, সূর্য্যোদয় এবং রাত্রির
শেষ যামে (শেষ চারিদণ্ড) তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ
হইয়াছে । যখন চতুর্দশী দুই দিনেই চন্দ্রোদয়
কাল প্রাপ্ত হইবে না, দুই দিনই এইরূপ
হইলে পূর্বের বিধিরই গ্রাহ্য । বলপূর্বকই
হটুক বা হস্তকোপরি বা শিষ্টতায়ই হটুক,
চতুর্দশীতে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে নর রৌরব
নরকে গমন করে । চতুর্দশীতে তৈলস্নায়ীকে
লক্ষ্মী পরিত্যাগ করেন এবং দীপাধিতা
চতুর্দশীতে গঙ্গা জলে বাস করেন বলিয়া এই দিনে
প্রাতঃস্নায়ী মানব যমলোক দর্শন করেন না ।
মানবগণ নরকভয়-নিবারণ জন্ত এই চতুর্দশীদিনে
স্নান কালে প্রথমে অপামার্গ, তারপর ভূদ্বী
(লাউ) ও তদনন্তর প্রপুন্ডা রক্ষিত করিয়া
মস্তকোপরি স্থাপনপূর্বক বারবার ঘুরাইবে এবং
নয়বার “শীতলোক” ইত্যাদি উত্তম মন্ত্র পাঠ-
পূর্বক অপামার্গ প্রপুন্ডা মস্তকোপরি ভ্রামণ করিয়া

ভাতরো যমসেবকো। তুষ্ঠৌ স্মাতাঃ চতুর্দশাঃ
দীপদানেন যুতাজো ॥ ৩৬ ॥ ইষ্টবন্ধুজনৈঃ সার্ক-
মেতৎস্নানং সমাচরেৎ। স্নানান্ততর্পণং কৃৎস্বা যমং
সন্তর্পয়েত্ততঃ ॥ ৩৭ ॥ যমায় ধর্মরাজায় যুতাবে
চাস্তকায় চ। বৈবস্বতায় কালায় সর্বভূতক্ষয়ায়
চ ॥ ৩৮ ॥ ঔহস্রায় দরায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় তে নমঃ ॥ ৩৯ ॥
চতুর্দশৈতে মন্ত্রাঃ সূ্যঃ প্রত্যেকঞ্চ নমোহবিতাঃ।
একৈকেন তিলৈর্মিশ্রিতান্ দদ্যাদ্ভীষ্মদকাঞ্চলীন ॥ ৪০ ॥
যজ্ঞোপবীতিনা কার্য্যং প্রাচীনাবীতিনাথবা। দেবহুঞ্চ
পিতৃহুঞ্চ যমশাস্তিঃ স্কিরূপতা ॥ ৪১ ॥ জীবৎপিতাপি
কুবীত তর্পণং যমভীষ্ময়োঃ। নরকার প্রদাতবো
দীপঃ সম্পূজ্য দেবতাঃ ॥ ৪২ ॥ অত্রৈব লক্ষ্মীকামশ্চ
বিধিঃ স্নানে ময়োচ্যতে। ইবে ভূতে চ দর্শে চ
কার্ত্তিকে প্রথমে দিনে ॥ ৪৩ ॥ যদা স্মৃতি তদাত্যঙ্গ-
স্নানং কুর্য্যাদ্বিধুদয়ে। উর্জ্জ্বলুদ্বিতীয়ায়াঃ তিথৌ চ
স্মৃতিযুগ্মগে ॥ ৪৪ ॥ মানবো মঙ্গলপ্রাপ্তো নৈব লক্ষ্মী
বিযুজ্যতে। দীপৈর্নীরাজনাদয় সৈবা দীপাবলিঃ

স্নান করিবে। স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্রে “স্নানকো”
ইত্যাদি মন্ত্রে শ্যাম ও শবল নামক যমতনয়দ্বয়কে
দীপাবলি প্রদান করিবে। এই স্নান ইষ্ট বন্ধু
বান্ধবের সহিত করিতে হয়। অনন্তর স্নানান্ত
তর্পণ করিয়া “যমায়” ইত্যাদি চতুর্দশ মন্ত্রে যম-
তর্পণ করিবে। ঐ চতুর্দশটি মন্ত্রের প্রত্যেকটিতেই
‘নমঃ’ যোগ হইয়া “যমায় নমঃ ধর্মরাজায় নমঃ”
ইত্যাদি রূপ মন্ত্রের স্বরূপ হইবে এবং এক একটি
জলাঞ্জলিতে এক একটি তিলমিশ্রিত তিন তিন
অঞ্জলি জল দান করিবে। যমতর্পণে যজ্ঞো-
পবীতী অথবা প্রাচীনাবীতী উভয়ই হওয়া
চলে, কেন না যমে দেবহ পিতৃহ উভয়ই
বিদ্যমান। জীবৎপিতা অর্থাৎ মাহার পিতা
জীবিত আছেন, সে ব্যক্তি ও যম ও ভীষ্ম-
তর্পণ এবং দেবগণকে পূজা করিয়া নরকাসুরের
উদ্দেশে দীপদান করিবে। এক্ষণে লক্ষ্মীকামী
ব্যক্তির স্নানবিধি বলিতেছি;—লক্ষ্মীকামী মানব
আশ্বিনমাসের শুক্লা চতুর্দশী, অমাবস্তা এবং কার্ত্তি-
কের প্রথমদিনে তিলতৈল দ্বারা স্নান করিবে।
স্মৃতিযুগ্মক কার্ত্তিকশুক্লাদ্বিতীয়ায় স্নান মানব-
গণের মঙ্গলপ্রদ। এই তিথিতে স্নানকারী মানব-
কদাচ লক্ষ্মীবিমুক্ত হয় না। এই দিনে দীপনীর-
াজন ও দীপাবলি প্রদান করা কর্তব্য। কার্ত্তিক-

শ্রুতা ॥ ৪৫ ॥ ইক্ষুক্ষয়েৎপি সংক্রান্তৌ রবৌ পাতৈ
দিনক্ষয়ে। অক্রান্ত্যকৌ ন দোষায় প্রাতঃপাপাপ-
হুন্তয়ে ॥ ৪৬ ॥ মাঘপত্রশ্চ শাকং বৈ ভূত্বা তস্মিন
দিনে নরঃ। প্রেতাখ্যায়াঃ চতুর্দশাঃ সর্বপাপৈঃ প্রমু-
চ্যতে ॥ ৪৭ ॥ ইমাসিতচতুর্দশামিক্ষুক্ষয়তিথাবপি।
দর্শাদৌ স্মৃতিসংযুক্তে তদা দীপাবলির্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥
কুর্য্যৎ সংলগ্নমেতচ্চ দীপোৎসবদিনত্রয়ম্। মহা-
রাজো বলিঃ প্রোক্তস্তেষ্টেন হরিণা তথা ॥ ৪৯ ॥
বরং যাচস্ব ভদ্রস্তে যদ্যন্ননসি বর্ততে। ইতি বিষ্ণু-
বচঃ শ্রুত্বা বলির্বচনমব্রবীৎ ॥ ৫০ ॥ আত্মার্থং কিং
যাচনীরং সর্বং দত্তং ময়া তথা। লোকার্থং যাচয়ি-
ষ্যামি শক্তশ্চেদেহি তচ্চ মে ॥ ৫১ ॥ ময়াদ্য তে
বরা দত্তা বামনচ্ছদ্যরূপিণে। ত্রিভিঃ পদৈস্ত্রিদিবসৈঃ
সা চাক্রান্তা যতস্থয়া ॥ ৫২ ॥ তস্মাদ্ভূমিতলে স্নান-
মস্ত ঘশ্রত্রেয় হরে ॥ ৫৩ ॥ মদ্রাজো যে দীপদানং
ভুবি কুর্বন্তি মানবাঃ। তেষাং গৃহে তব স্ত্রীয়াং সদা
তিষ্ঠতু স্মহিরা ॥ ৫৪ ॥ মম রাজ্যে গৃহে যেষা-

মাসের অমাবস্তা, সংক্রান্তি, রবিবার ও বাতিপাত-
যোগে প্রাতঃ-স্নানে তৈলাভ্যঙ্গ দোষাবহ নহে, পরন্তু
ইহাতে পাপ অপনোদিত হয়। ২৭—৪৬। প্রেতচতুর্দশী
দিনে মানব মাঘপত্রশাক ভোজন করিয়া সকল পাপ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-
চতুর্দশী, অমাবস্তা, বিশেষতঃ স্মৃতি নক্ষত্রযুক্ত অমা-
বস্তায় দীপমালা দান করা কর্তব্য, এই দিনত্রয়েই
দীপোৎসব করিতে হয়। বামনরূপী হরি মহারাজ
বলির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিয়া-
ছিলেন;—“হে বলে! তোমার মঙ্গল হউক, অতীষ্ট-
বর প্রার্থনা কর। বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণ করিয়া বলি
বলিয়াছিলেন,—আমার নিজের জন্ত আর কি
কামনা করিব? আমি সকলই আপনাকে প্রদান
করিয়াছি। এক্ষণে আমি ত্রিলোকের হিতকামনায়
বর প্রার্থনা করিতেছি, যদি আপনার স্নানার্থ হয়,
তাহা আমাকে প্রদান করুন। হে হরে!
আপনি ছদ্মবামনরূপে আমার নিকট উপস্থিত
হইলে আমি আপনাকে নিখিল ধরা প্রদান
করিয়াছি, আপনিও দিবসত্রয়ে পাদত্রয় দ্বারা
ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছেন। হে হরে! এক্ষণে
আমাকেই এই বর প্রদান করুন,—কিতিতলে
মানবগণ দিনত্রয় আমার শাসন পাশন করুক।
হে কেশব! আমার রাজ্যে যে সকল লোক
কিতিতলে দীপদান করিবে, তাহাদিগের গৃহে

মহাকারঃ পতিব্যতি । লক্ষ্মীদেবীস্বাকারঃ সদা
পতন্তু ভদ্রগৃহে ॥ ৫৫ ॥ চতুর্দশীক্বে দীপান্নবকার
দদন্তি চ । তেষাং পিতৃগণাঃ সর্বৈ নরকে ন বসন্তি
চ ॥ ৫৬ ॥ বলিরাজ্যঃ সমাসাদ্য যৈর্ন দীপাবলিঃ
কৃত্য । তেষাং গৃহে কথং দীপাঃ প্রজ্জলিয়াস্তি
কেশব ॥ ৫৭ ॥ বলিরাজ্যে তু যে লোকাঃ শোকা-
হুৎসাহকারিণঃ । তেষাং গৃহে সদা শোকঃ পতে-
দিত্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥ চতুর্দশীত্রে রাজ্যঃ বলে-
রক্ষিত্তি যাচয়েৎ । পুরা বামনরূপেণ প্রার্থয়িত্ব
ধরামিমাম্ । দদাবতিথয়েন্দ্রায় বলিঃ পাতালবাসি-
নম্ ॥ ৫৯ ॥ দত্তং দৈত্যপতেরিখং হরিণা তদ্দিন-
ত্রয়ম্ । তস্মান্নহোৎসবং চাত্র সর্বথৈব হি কাব্যেৎ ॥
৬০ ॥ মহারাত্রিঃ সমুৎপত্তা চতুর্দশীঃ মুনীশ্বরঃ ।
শক্তিশ্রুৎসবঃ কার্য্যঃ শক্তিপূজাপরায়ণে ॥ ৬১ ॥
বলিরাজ্যঃ সমাসাদ্য যক্ষগন্ধর্বকিন্নরঃ । ঔষধাশ্চ
পিপাচাশ্চ মন্ত্রাশ্চ মণযন্তথা ॥ ৬২ ॥ সর্ব এব
প্রজ্যাস্তি নৃত্যাস্তি চ নিশামুখে । তত্ত্বজ্ঞাশ্চ

আপনার পত্নী লক্ষ্মীদেবী সুস্থিরা হইয়া বাস করি-
বেন । আমার রাজ্যে যাহার গৃহ অন্ধকার
থাকিবে, অলক্ষ্মীরূপ অন্ধকাব তাহাদের গৃহে
বিস্তৃত হউক । চতুর্দশীদিনে যাহারা নবকাস্ত্রবের
উদ্দেশে দীপদান করিবে, তাহাদের পিতৃগণ
যেন নরকে বাস না করে । বলিরাজ্যে বাস
করিয়া যাহারা দীপশ্রেণী দান না করিবে, হে
কেশব ! তাহাদের গৃহে কিরূপে প্রদীপ জলিবে ?
বলিরাজ্যবাসী শোক ও অনুৎসাহকারী মানবগণেব
গৃহে সততই শোক পতিত হইবে, সংশয় নাই ।
হে ভগবন ! ভূতাদি চতুর্দশীত্রে ক্রিতিলে
আমার অধিকার থাকুক, ইহাই আমার প্রার্থনীয় ।"
পূর্বকালে বামন কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া বলি তাঁহাকে
ত্রৈলোক্য প্রদান করিলে বামন বাসবকে ত্রৈলোক্য
প্রদান করিয়া বলিকে পাতালে প্রেরণ করেন এবং
বলির প্রার্থনানুসারে পুনরায় তাঁহাতে এই চতুর্দশী-
ত্রে পৃথিবী রাজ্যের অধিকার শূন্য করেন । অত-
এব সর্বথা এই দিনত্রে দীপমহোৎসব অবশ্য
কর্তব্য । হে মুনীশ্বরগণ ! এই চতুর্দশীতে মহারাত্রি
দেবী প্রাগ্ভূত হন, অতএব শক্তিপূজাপরায়ণ
মানবগণ এই দিনে দীপোৎসব অবশ্য করিবেন ।
বলিরাজ্যস্থিত যক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নরগণ, ঔষধি-
সমূহ, পিপাচান্নিকর, মন্ত্রনিবহ মণিগণ সকলেই
চতুর্দশীর সন্ধ্যার সময় হুটীহুটীকরণে নৃত্য করিয়া

সিধ্যস্তি বলিরাজ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৩ ॥ বলিরাজ্যঃ
সমাসাদ্য যথা লোকাঃ সুহর্ষিতাঃ । তথা তদ্দিন-
মধ্যে তু লোকাঃ সুহর্ষিতা ভূশম্ ॥ ৬৪ ॥ ভূলা-
সংহে সহস্রাংশৌ প্রদোষে ভূতদর্শনোঃ । উদ্ধাহস্ত
নরাঃ কুর্ব্যুঃ পিতৃগাং মার্গদর্শনম্ ॥ ৬৫ ॥ নরকহাস্ত
যে প্রেতাশ্চে মার্গস্ত ব্রতং সদা । পতন্ত্যেব ন-
সন্দেহঃ কার্য্যোহত্র মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ৬৬ ॥ আখিনে
মাসি ভূতাদিতথয়ঃ কীর্তিতাত্রয়ঃ । দীপদানাদি-
কার্য্যে গ্রাহ্য মধ্যাহ্নকালিকাঃ ॥ ৬৭ ॥ যদি সূর্যঃ
সঙ্গবাদক্সাগেতাশ্চ তিথয়ন্ত্রয়ঃ । দীপদানাদিকার্য্যে
কর্তব্যঃ পূর্বসংযুতাঃ ॥ ৬৮ ॥ ঋষয় উচুঃ । কোমো-
দিত্তাস্ত মাহারাত্র্য প্রষ্টুমিচ্ছামহে দ্বিজাঃ । তন্মিন্ম
দিনে তু কিং ভোজ্যং কস্ত পূজাং তু কারয়েৎ ॥
৬৯ ॥ কিমর্থং ক্রিয়তে সা তু তস্তাঃ কা দেবতা
ভবেৎ । কিং চ তত্র ভবেদেয়ং কিং ন দেয়ং
বিশেষতঃ ॥ ৭০ ॥ প্রহর্যঃ কোহত্র নির্দিষ্টঃ ক্রীড়া
কাত্র প্রকীর্তিতা । দীপাবল্যাঃ কলং সর্বং বদন্ত
ঋষিসত্তমাঃ ॥ ৭১ ॥ বালখিল্য উচুঃ । ততঃ প্রভাত-
সময়ে হমায়াস্ত মুনীশ্বরঃ । গ্রাহ্য দেবান পিতৃন

থাকেন এবং বলিরাজ্যে ঐ দিনে মন্ত্র সকল সিদ্ধ
হয়, সংশয় নাই ॥ ৬৭—৬৯ ॥ বলিরাজ্যে বাস করিয়া
লোক সকল যেকোন সুখী হয়, পূর্বোক্ত দিনত্রে
সকলে সেইকপই সুখী হইয়া থাকে । কার্তিক মাসের
চতুর্দশী ও অমবস্তার প্রদোষে উদ্ধাহস্ত মানব
সকল পিতৃগণের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকে । হে
মুনিপুঙ্গবগণ ! নরকস্থ পিতৃগণ এই উদ্ধাদান ব্রতে
পথ সন্দর্শন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই । আখিন
মাসের ভূতাদি যে তিথিত্রে কথিত হইয়াছে, দীপ-
দানাদি কার্য্যে উহার মধ্যাহ্নকাল ব্যাপিত্ব গ্রাহ্য ।
যদি সঙ্গব কালের পূর্বেই এই তিথিত্রয়ের প্রাপ্তি
ঘটে, তবে দীপদানাদি কার্য্যে পূর্বসংযুক্ত তিথিই
গ্রহণ করিবে । ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দ্বিজ-
গণ ! লক্ষ্মীর মাহারাত্র্য জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের
অভিলাষ হইতেছে ! হে ঋষিসত্তমগণ ! ঐ লক্ষ্মী-
বাসরে কি ভোজন ও কাহার পূজা করিতে হয়,
কি জন্ত এই ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, কে দেবতা, কে দান
কর্তব্য কোন দানে বিশেষ ফল, ইহাতে কিরূপ
আমোদ ও কোন ক্রীড়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং দীপা-
বলীর কল কিরূপ, এই সমস্ত বর্ণন করুন । বাল-
খিল্যগণ উত্তর করিলেন,—হে মুনীশ্বরগণ ! অমাব-
স্তার দিন প্রভাতে স্নান, ভক্তি সহকারে দেব-পিতৃ-

ততঃ সম্পূজ্য প্রণম্য ৫। ৭২। কুর্বা তু পার্শ্ব-
 শ্রাদ্ধং দক্ষিণৈরশ্বতাদিতিঃ। দিবা তত্র ন ভোজন্য-
 যুক্তে বালাতুরাজ্ঞনাং ৭৩। ততঃ প্রদোষসময়ে
 পূজয়েদিদ্রিরাং শুভাম্। কুর্ব্যান্নানাবিধৈর্বৈষ্ণুঃ
 স্বচ্ছঃ লক্ষ্ম্যাশ্চ মণ্ডপম্ ৭৪। নানাপুষ্পৈঃ পল্লবৈশ্চ
 চিত্তৈশ্চাপি বিচিত্রিতম্। তত্র সম্পূজয়েন্নক্ষীং দেবাং-
 শ্চাপি প্রপূজয়েৎ ৭৫। সম্পূজ্যা দেবনার্যোহপি
 বহুভিষ্ঠোপচারকৈঃ। পাদসংবাহনং কুর্ব্যান্নক্ষ্যা-
 দীনাশ্চ ভক্তিতঃ ৭৬। অগ্নিহরহনি সর্বেহপি
 বিষ্ণুনা মোচিতাঃ পুরা। বলিকারাগৃহাদেবা লক্ষ্মী-
 শ্চাপি বিমোচিতা ৭৭। লক্ষ্ম্যা সার্কং ততো দেবা
 জয়ঃ কীরোদধৌ পুনঃ। প্রমুপ্তা বহুকালন্তে সুখং
 তস্মান্মনীষরাঃ ৭৮। রচনীয়াঃ সূত্রগর্ভাঃ পর্ধ্য-
 শ্চাশ্চ সূতুলিকাঃ। ত্বন্ধকেনোপমৈর্বৈষ্ণুরাত্তাশ্চ
 যথাশিশুম্ ৭৯। স্থাপয়েতান্ সুরান্নক্ষীং বেদ-
 ঘোষসমবিতঃ। লক্ষ্মীদৈত্যভয়ানুজ্ঞা সুখং
 সূপ্তাভুজোদরে ৮০। অতোহত্র বিধিবৎ কার্য্যা
 তুঠ্যে তু সুখসুখিকা। তদহি পদ্মশয্যাং যঃ পদ্মা-

গণের পূজা, প্রণাম ও দধি কীরাদি দ্বারা পার্শ্ব
 শ্রাদ্ধ করিতে হয়। এই দিবস দিবসে ভোজন
 করিবে না; তবে বালক কিংবা আতুর ব্যক্তি
 ভোজন করিতে পারে। অনন্তর প্রদোষ সময়ে
 শোভন বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ও পল্লব দ্বারা অতি
 চিত্রিতরূপে লক্ষ্মীর পূজা এবং নানাবিধ বস্তুলিঙ্গ
 দ্বারা নিম্নলিঙ্গরূপে তাঁহার বেশভূষা রচনা করিবে।
 এই পূজায় দেবগণ ও দেবনারীসমূহকেও বহু উপ-
 চার দ্বারা পূজা করিতে হয়। তদনন্তর ভক্তি সহ-
 কারে লক্ষ্মী প্রভৃতি পূজিত দেবদেবীগণের পাদ-
 সংবাহন কর্তব্য। পুরাকালে একদা সমস্ত দেবদেবী
 গণ বলির কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, বিষ্ণু
 লক্ষ্মীর সহিত এই দিনে তাঁহাদিগকে মুক্ত করেন।
 দেবগণ মুক্ত হইয়া লক্ষ্মীর সহিত কীরোদসাগর-
 সমীপে গমন করিয়াছিলেন। অনন্তর লক্ষ্মী দেবী
 বহুকাল পরে এই দিন সুখে শয়ন করিল। অতএব
 হে মনীষরগণ! এইদিন উপাখ্যানাদি সহ সূত্রগর্ভ
 ত্বন্ধকেননিত বহুগুণ বহু পর্ধ্যাশ্চ প্রস্তুত করিবে এবং
 তাহাতে বেদধ্বনি সহকারে সুরগণ ও লক্ষ্মীকে
 স্থাপন করিবে। তৎকালে লক্ষ্মী দৈত্যভয়মুক্ত
 হইয়া পদ্মগর্ভে সুখে শয়ন করিয়াছিলেন। অতএব
 এই দিনে যথাবিধি লক্ষ্মীর প্রিয়কামনায় সুখশয়ন
 শয্যাধারণ করিতে হয়। যে মানব এই দিনে

সৌখ্যবিবুদ্ধয়ে ৮১। কুর্ব্যাত্তম গৃহং যুজ্য তৎ
 পদ্মা কাপি ন ত্রজেৎ। ন কুর্যন্তি নরা ইখং লক্ষ্ম্যা
 যে সুখসুখিকাম্ ৮২। ধনচিন্তাবিহীনাশ্চৈব কথং
 রাজৌ স্বপন্তি হি। তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন লক্ষ্মীং
 সম্পূজয়েন্নরঃ ৮৩। স তু দারিদ্র্যানির্মুক্তঃ স্বজাতৌ
 স্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ। জাতিপত্রলবঙ্গৈলাহকর্পূরসম-
 বিতম্ ৮৪। পাচয়িত্বা গব্যাত্ত্বং সিতাং দধা যথো-
 চিতাম্। লড্ডুকাস্তম্ কুব্বীত তাংশ্চ লক্ষ্ম্যা সম-
 র্ণয়েৎ ৮৫। অন্তচ্চতুর্বিধং ভক্ষ্যং দদ্যাজ্জীঃ
 প্রীয়াতামিতি। অপ্রবুদ্ধে হরৌ পূর্ষঃ স্ত্রীতিলক্ষ্মীং
 প্রবোধয়েৎ ৮৬। প্রবোধনময়ে লক্ষ্মীং বোধয়িত্বা
 ভূনক্তি যা। পূমান্ বা বৎসরং যাবল্লক্ষ্মীন্তং নৈব
 মুঞ্চতি ৮৭। অভয়ং প্রাপ্য বিপ্রেভ্যো বিষ্ণু-
 ভীতাঃ সুরাধিযঃ। কীরাকৌ তুঠ্যে বৃজোহু-
 স্প্তাং পদ্মাসিতাং শ্রিয়ম্ ৮৮। ত্বং
 জ্যোতিঃ স্ত্রীরবীন্দ্রবিভ্রাৎসৌবর্ণতারকাঃ। সর্বেষাং
 জ্যোতিষাং জ্যোতির্দীপজ্যোতিঃস্থিতে নমঃ ৮৯।
 যা লক্ষ্মীদিবসে পুণ্যে দীপাবল্যাঞ্চ
 ভূতলে। গবাং গোষ্ঠে তু কার্তিক্যাং সা

লক্ষ্মীর প্রীতির জন্য পদ্মশয্যা নিৰ্ম্মাণ করে, দেবী
 কদাচ তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না আর যে
 নর লক্ষ্মীর এইরূপ সুখশয়ন শয্যা নিৰ্ম্মাণ না করে,
 ধনরত্নহীন হইয়া তাহারা রাতিতে কিরূপে সুখে
 নিদ্রা যায়? অতএব মানবগণ সর্বপ্রযত্নে লক্ষ্মীর
 পূজা করিবে এবং এইরূপে করিলেই সে নর
 স্বসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ হইবে। জাতি-
 পত্র-ফল, লবঙ্গ, এলাহক এবং কর্পূরসমবিত
 করিয়া যথোচিত শর্করা প্রদানপূর্বক গব্যাত্ত্ব পাক
 করিয়া লড্ডুক নিৰ্ম্মাণ করত লক্ষ্মীকে প্রদান করিতে
 হয় এবং “লক্ষ্মীদেবি! প্রীত হউন” এইরূপ প্রার্থনা
 সহকারে অন্ত্য চতুর্বিধ ভক্ষ্য প্রদান করা
 কর্তব্য। বিষ্ণুপ্রবোধনের পূর্বেই স্ত্রীলোকগণ
 লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিবেন। স্ত্রী কিংবা পুরুষ যদি
 দেবপ্রবোধকালের পূর্বে লক্ষ্মীকে প্রবোধিত করিয়া
 তদনন্তর ভোজন করে, তবে একবৎসর কমলা
 তাহার গৃহ পরিত্যাগ করেন না। বিষ্ণুভীত
 অনুরোহাও বিপ্রগণ সমীপে অভয় প্রাপ্ত হইয়া,
 কমলাদেবী কীরোদসমুদ্রতীরে কমলশয্যায়
 শয়ন রহিয়াছেন জানিয়া তথায় গমনপূর্বক
 লক্ষ্মীর স্তব করিয়াছিল। হে বিষ্ণুগণ! পূজাতে
 “হং জ্যোতিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রে লক্ষ্মীর প্রার্থনা

লক্ষীকরকা মম ॥ ১০ ॥ দীপদানং ততঃ কুর্যাৎ
প্রদোষে চ তথোক্তম্ । ভ্রাময়েৎ স্বস্ত শিরসি
সর্কারিষ্টনিবারণম্ ॥ ১১ ॥ দীপবৃক্ষান্তথা কার্ঘ্যাঃ
শক্ত্যা দেবগৃহাদিষু । চতুঃপথে শাশানে চ নদী-
পৰ্বতবেশম্ ॥ ১২ ॥ বৃক্ষমূলেষু গোষ্ঠেষু চহরেষু গৃহেষু
চ । বটৈঃ পুষ্পৈঃ শোভিতব্যা রাজমার্গস্ত ভূময়ঃ ॥
১৩ ॥ সর্গং পুরমলঙ্কৃত্য প্রদোষে তদনন্তরম্ ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বাদৌ সন্তোজ্য চ বৃদ্ধকিতান্ ॥
১৪ ॥ অলঙ্কৃতেন ভোক্তব্যং নববস্ত্রোপশোভিনা ।
ততোহপরাহুসময়ে ঘোষয়েন্নগরং নৃপঃ ॥ ১৫ ॥
অদ্য রাজ্যং বনেন্দ্রোকা যথেষ্টং ক্রীড়্যতামিতি ।
যথেষ্টং ক্রীড়্যতাং বালা ইত্যাজ্ঞাপ্য নৃপেণ তু ॥
১৬ ॥ তেভ্যো দদ্যাৎ ক্রীড়নকং ততঃ পশ্চেক্ষতা-
ভমু । বলিরাজ্যে প্রবর্তব্যং যদ্যন্ননসি বর্ততে ॥ ১৭ ॥
জীবহিংসা সুরাপানমগম্যাগমনং তথা । চৌৰ্য্যং
বিশাসঘাতচ পক্ষিতানি মুনীশ্বরঃ । বলিরাজ্যে
তু নরকদ্বারান্যুক্তানি সন্ত্যজেৎ ॥ ১৮ ॥ ততো-
হর্দরাত্রিসময়ে স্বয়ং রাজা ব্রজেৎ পুরম্ । অবলোক-

করিতে হয় । অনন্তর প্রদোষসময়ে দীপদান
করিয়া একটা জলন্ত কাষ্ঠ মস্তকে ঘুরাইলে
সর্কারিষ্ট বিনষ্ট হয় । তারপর শক্তি অনুসারে
দেবগৃহদ্বার, চতুঃপথ, শাশান, নদী, গৃহ, পৰ্বতালয়,
বৃক্ষমূল, গোষ্ঠ, চহর এবং গৃহ এই সকল
স্থানে আধারযুক্ত (বৃক্ষনির্মিত পিলস্ত্র) দীপ-
দান করিবে; রাজপথস্থিত স্থান সকল বস্ত্র
ও পুষ্প দ্বারা পরিশোভিত করিবে এবং প্রদোষে
পুরনিকর অলঙ্কৃত করিয়া তদনন্তর প্রথমে ব্রাহ্মণ
ভোজন করাইয়া পরে, ক্ষুধার্ন্তগণকে ভোজন
করাইবে । অনন্তর দিব্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত
হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে । তারপর অপরাহু
সময়ে নৃপতি “অদ্য বলিরাজ্যবাসী স্ত্রী ও পুরুষগণ
যথেষ্ট ক্রীড়া করুক” এইরূপ ঘোষণা করিয়া
তাহাদিগকে যথোচিত ক্রীড়াসামগ্রী প্রদানপূর্বক
ভোক্তব্য সন্দর্শন করিবে । হে মুনীশ্বরগণ! নৃপতি
এরূপও আদেশ প্রচার করিবেন যে, “বলিরাজ্য
বাসী মানবগণ—জীবহিংসা, সুরাপান, অগম্যা-
গমন, চৌৰ্য্য এবং বিশাসঘাতকতা, এই পাঁচটির
মধ্যে অদ্য বলিরাজ্যে যাহার যে অভীষ্ট, তাহাই
করিতে পার, আজ বলিরাজ্যে উক্ত জীবহিংসাদি
নরকদ্বাররূপ পাতকসকল পরিত্যাগ করিতে হইবে
অনন্তর অর্দ্ধরাত্রি সময়ে রাজা স্বয়ং এই সকল রম্য

বিত্তং রম্যং পট্যামেব শনৈঃ শনৈঃ । বলিরাজ্য-
প্রমোদক দৃষ্টা স্বগৃহমাব্রজেৎ ॥ ১৯ ॥ এবং গতে
নিশীথে চ জনে নিদ্রাক্সলোচনে । এবং নগর-
নারীতিঃ শূর্ণাভিগুণমবাদনৈঃ । মিকান্ততে প্রহৃষ্টা-
ভিরলক্ষ্মীঃ স্বগৃহাঙ্কনাৎ ॥ ১০০ ॥ দট্টকরজনীযোগে
দর্শা স্নাত্তু পরেহহনি । তদা বিহার্য পূর্বোক্তাঃ
পরেহহি সুখরাত্রিকা ॥ ১০১ ॥ যে বৈকবাবৈকবাসচ
বলিরাজ্যোৎসবং নরাঃ । ন কুর্কন্তি বৃথা তেষাং
ধর্ম্মাঃ সূর্য্যাত্র সংশয়ঃ ॥ ১০২ ॥ রাজৌ জাগরণং
কুর্যাৎ পুরাণপঠনাদিভিঃ । দ্যুতেন বা হরৈরগ্রে
গীতয়া বা তথৈব চ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে বৎসদাদশীযমত্রয়োদশীনরক-

চতুর্দশীদীপাবলীকৃত্যবর্ণনং নাম

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । প্রতিপদ্যথ চাত্যকং কৃত্বা নীরা-
জনং ততঃ । সুবেষঃ সৎকথাগীতৈর্দর্দনৈশ্চ দিবসং

ক্রীড়া অবলোকন করিবার জন্য পাদচারে ধীরে
ধীরে পুরমধ্যে ভ্রমণ করিবেন এবং বলিরাজ্যের
এই সমস্ত প্রমোদ সন্দর্শন করিয়া পুনরায় স্বগৃহে
প্রত্যাবৃত্ত হইবেন । এরূপে ক্রীড়াসক্ত পুরুষগণ
নিশীথ সময়ে নিদ্রায় অর্দ্ধমুদিতনয়ন হইলে নর-
নারীগণ শূর্ণ (কুলা) ও ডিগুণমবাদ্য করিয়া
অলক্ষ্মীকে প্রহৃষ্টাঃস্তকরণে গৃহাঙ্কন হইতে নিব্বাসিত
করিবে । পরদিন রজনীর সহিত একদণ্ড
অমাবাস্যা যোগ হইলে, পূর্বদিন পরিত্যাগ
করিয়া পরদিনেই এই সুখরাত্রি হইয়া থাকে ।
বৈকবই হউক বা অবৈকবই হউক, বলিরাজ্যে
যে নর এই উৎসব না করে, তাহাদের ধর্ম্ম
বৃথা, সংশয় নাই । হরির সম্মুখে পুরাণ পাঠ,
দ্যুতক্রীড়া অথবা গীতিদ্বারা রাজিতে জাগরণ
করিবে ॥ ৬৪—১০৩ ॥

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—অনন্তর প্রতিপদ দিবসে
অত্যন্ত ও নীরাজন করিয়া সূর্য্যর বেশধারণপূর্বক

নরোঃ ১১। শঙ্করস্ত পুরা কৃতং সমস্তং শ্রুতমো-
হরম্। কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু প্রথমেহহনি সত্যবৎ।
২। বলিরাজ্যাদিনস্তাপি মাহাত্ম্যং শৃণু ততঃ।
স্নাতব্যং তিলতৈলেন নরৈর্নারীভিরেব চ। ৩।
যদি মোহাৎ কুব্জাত স যাতি যমসাদনম্। পুরা
কৃতযুগস্তাদৌ দানবেন্দো বলির্হান। ৪। তেন
দত্তা বামনায় ভূমিঃ স্বমস্তকাধিতা। তদানীং ভগ-
বান্ সাক্ষাৎপুটৌ বলিমুবাচ হ। ৫। কার্তিকে মাসি
শুক্লায়াঃ প্রতিপদ্যাং যতো ভবান্। ভূমিঃ
যে দত্তবান্ তন্ত্য। তেন তুষ্টৌহস্মি তেহনঘ। ৬।
বরং দদামি তে রাজনিত্যাক্রাদাহরং তদা।
অমায়ৈব ভবেদ্রাজন কার্তিকী প্রতিপত্তিথিঃ। ৭।
এতস্তাং যে করিষ্যন্তি তৈলগ্নানাদিকার্চনম্।
তদক্ষয়ং ভবেদ্রাজনাত্ কার্য্য। বিচারণা। ৮।
তদাপ্রভৃতি লোকেহস্মিন্ প্রসিদ্ধা প্রতিপত্তিথিঃ।
প্রতিপৎ পূর্ষবিদ্ধা নো কর্তব্য। তু কথঞ্চন। ৯।

সংকথা, গীত ও দানাদি দ্বারা দিন অতিবাহিত
করিবে। পুরাকালে শঙ্কর কার্তিকমাসের প্রতিপদ
দিনে মনোহর সত্যযুক্ত দাতক্ৰীড়ার সৃজন করেন।
একণে বলিরাজ্যের এই দাতক্ৰীড়াবিসের
মাহাত্ম্য যথাযথ শ্রবণ কর। তত্ৰত্য নরনারীগণ
এই দিনে তিলতৈল দ্বারা স্নান করিয়া থাকে,
মোহবশতঃ যদি কেহ না করে, তবে সে যমালয়ে
গমন করিয়া থাকে। পুরাকালে সত্যযুগের আদিতে
দানবেন্দ্র বলবান্ বলি প্রার্থিত হন। বলি স্বীয়
মস্তক ও ভূমি বামনরূপী হরিকে প্রদান
করিয়াছিলেন। তখন সাক্ষাৎ ভগবান্ বামন
বলির প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিয়া-
ছিলেন;—“হে অনঘ! তুমি কার্তিক মাসের শুক্ল-
প্রতিপদ দিনে ভক্তিপূর্বক আমাকে ভূমিদান
করিয়াছ, তজ্জন্তই আমি তোমার প্রতি তুষ্ট
হইয়াছি। হে রাজন! তোমাকে আমি বরদান
করিব।” হরি এইরূপ বলিয়া বলিকে বর প্রদান
করিলেন।—হে রাজন! তোমার নামেই কার্তিক-
শুক্লপ্রতিপদ প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, দ্বাভায়া এই
কার্তিকশুক্লপ্রতিপদদিনে যে কিছু তৈলগ্নান ও
অর্চনাদি করিবেন, হে রাজন! তাহা অক্ষয় হইবে।
এবিষয়ে কোনই বিচারণা নাই। হে নারদ!
তদবধি সিলোকে এই প্রতিপদ তিথি প্রসিদ্ধ
হইয়াছে। এই প্রতিপদ তিথি কদাচ পূর্ষবিদ্ধা

ভাত্যাক্ষং ন কুব্জাত অস্তথা মৃতিমাধুর্য্য।
প্রতিপদ্যাং যদা দর্শো মুহূর্ত্তপ্রমিতো ভবেৎ। ১০।
মাসল্যাং তদ্দিনে চেৎ স্নাত্তাদিস্তত্ ন ক্রতি।
বলেন্চ প্রতিপদর্শাদ্যদি বিদ্ধং ভবিষ্যতি। ১১।
তস্তাং যদ্যথ চার্ভিক্যং নারী মোহাৎ করিষ্যতি।
নারীগাং তত্র বৈধব্যং প্রজানাং মরণং ক্রবন্। ১২।
অবিদ্ধা প্রতিপক্ষেৎ স্নাত্তমুহূর্ত্তমপরেহহনি। উৎ-
সবাদিককৃত্যেষ্ সৈব প্রোক্তা মনীষিভিঃ। ১৩।
প্রতিপৎ স্বল্পমাত্রাপি যদি ন স্নাত্তং পরেহহনি।
পূর্ষবিদ্ধা তদা কার্য্য। কৃত্য নো দোষভাগ ভবেৎ।
১৪। তদ্দিনে গৃহমধ্যে তু কুর্ধ্যান্মূর্ত্তিঃ তদক্ষনে।
গোময়েন চ তত্রাপি দধি তৎপুতঃ ক্ষিপেৎ। ১৫।
আর্ভিক্যং তত্র সংস্থাপ্য এবং কুর্ধ্যাদ্বিধানতঃ।
অভ্যঙ্গং যে ন কুর্ষন্তি তস্তান্ত মুনিপুঙ্গব। ১৬। ন
মাসল্যাং ভবেত্তেনাং যাবৎ স্নাত্তংসূরং ক্রবন্।
যো যাদৃশেন রূপেণ তস্তাং তিষ্ঠেচ্ছূভে দিনে। ১৭।
আবর্ধং তদ্ববেত্তস্ত তস্মান্নঙ্গলমাচরেৎ। যদীচ্ছৎ

গ্রহণ করিবে না বা পূর্ষবিদ্ধা প্রতিপদে তৈলা-
ভাত্যাদি করিবে না। ইহার অস্তথা করিলে মৃত্যু-
মুখে পতিত হইবে। প্রতিপদ তিথিতে যখন
মুহূর্ত্তমাত্র অমাবস্তার যোগ থাকিবে, এই প্রতিপদে
মাসল্যা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার বিস্ত
বিনষ্ট হইবে। অমাবস্তাবিদ্ধ বলিপ্রতিপদ তিথিতে
মোহ বশত কোন নারী যদি আর্ভব ক্রীড়া করে,
তবে তাহার পুত্রনাশ ও বৈধব্য হইয়া থাকে,
সংশয় নাই। ১১—১২। মনীষিগণ বলিয়াছেন,—অবিদ্ধা
প্রতিপদ যদি পরদিন মুহূর্ত্ত মাত্রও স্পর্শ হয়,
উৎসবাদি কার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। পরদিন যদি
প্রতিপদ অল্পমাত্রও না থাকে, তবে পূর্ষবিদ্ধা
প্রতিপদে কার্য্য করিলে দোষাবহ হইবে না;
পরন্তু সেই দিনেই গৃহমধ্যে মূর্ত্তি নির্মাণপূর্বক
অঙ্গন গোময়োপলিপ্ত করিয়া তৎসম্মুখে দধি
নিষ্কেপ ও আর্ভিক্য সংস্থাপনপূর্বক যথা-
বিধি পূজাদি নির্বাহ করিবে। হে মুনিপুঙ্গব!
এই প্রতিপদদিনে যাহারা অভ্যঙ্গ না করে,
পুনরায় এই প্রতিপদতিথির আগমন পর্য্যন্ত এক
বৎসর যাবৎ তাহাদের অমঙ্গল হইবে, সংশয় নাই।
এই শুভ প্রতিপদ দিনে শুভ কিংবা অশুভ
যেযেব প কার্য্যে লগ্ন থাকিবে, এক বৎসর
পর্য্যন্ত তাহার কার্য্যায়ত্তপ শুভ, অশুভ
কল হইবে, অতএব শুভ কার্য্যেই অনুষ্ঠান

শতরূপান্ ভোগান্ ভোক্তুং দিব্যান্নোহরান্ ॥ ১৮ ॥
কুরু দীপোৎসবং রম্যং ত্রয়োদশাদিকেষু চ । শঙ্ক-
রশ্চ ভাবনী চ ক্রীড়য়া দ্যুতমাস্বিতে ॥ ১৯ ॥ গোষ্ঠ্যা
জিহ্বা পুরা শঙ্করগ্নো দ্যুতে বিসর্জিতঃ । অতো-
হর্ষং শঙ্করো হৃষী গৌরী নিত্যং সুখস্থিতা ॥ ২০ ॥
দ্যুতং নিষিক্তং সর্বত্র হিহা প্রতিপদং বৃধাঃ । প্রথমং
বিজয়ো যন্ত তন্ত সংবৎসরং সুখম্ ॥ ২১ ॥ ভবা-
স্তাত্যর্থিতা লক্ষ্মীকৈরুপেণ সংস্থিতা । প্রাতর্গোব-
র্ধনঃ পূজ্যো দ্যুতং রাজো সমাচরেৎ ॥ ২২ ॥ ভূষ-
ণীশাস্তদা গাবো বর্জ্যা বহনদোহনাৎ ॥ ২৩ ॥ গোব-
র্ধন ধরাধার গোকুলজাগকারক । বিষ্ণুবাহুরুতোচ্ছায
গবাং কোটিপ্রদো ভব ॥ ২৪ ॥ যা লক্ষ্মীলোকপালানাং
ধেহুপেণ সংস্থিতা । স্মৃতং বহতি যজ্ঞার্থে মম পাপং
ব্যপোহতু ॥ ২৫ ॥ অগ্রতঃ সন্ত মে গাবো গাবো
মে সন্ত পৃষ্ঠতঃ । গাবো মে হৃদয়ে সন্ত গবাং মধ্যে
বসামাহম্ ॥ ২৬ ॥ ইতি গোবর্ধনপূজা । সন্ধ্যাবেদৈব
সন্তোষ্য দেবান্ সংপূর্যন্নরান্ । ইতরেযামর-
পানৈবাক্যদানেন পণ্ডিতান্ ॥ ২৭ ॥ বৈষ্ণুস্তাশ্রয়-
ধূপৈশ্চ পুষ্পকপূরকুঙ্কুমৈঃ । ভিক্ষাকচাবচৈভোজ্য-

করা কর্তব্য । হে বিজ ! যদি স্বীয় সুশোভন দিব্য
মনোহর ভোগসমূহে কামনা থাকে, তবে ত্রয়োদশাদি
তিথিনিচয়ে দীপোৎসব কর । পুরাকালে শঙ্কর ও
ভবনী পণবদ্ধ হইয়া প্রতিপদদিনে দ্যুতক্রীড়ায়
প্রবৃত্ত হন ; কিন্তু গৌরী জয়লাভ করেন এবং শঙ্কর
পরাজিত ও বিবস্ন হইয়া তথা হইতে চলিয়া যান ।
কেবল ইহাই নহে, এই প্রতিপদের জয়পরাজয়ে
গৌরী সুখলাভ করেন ও হর বিবিধ হৃৎখের ভাজন
হন । পণ্ডিতগণ সর্বত্রই দ্যুতক্রীড়া নিষিদ্ধ করিয়া-
ছেন, কিন্তু প্রতিপদ দিনে নিষিদ্ধ নহে । এইদিনে
যে ব্যক্তি প্রথম বিজয়লাভ করে, পূর্ণ এক বৎসর
তাহার সুখলাভ হইয়া থাকে । ভবানীর আবাহনে
রমা ॥ধেমুপে আবির্ভূতা হন, এজন্ত প্রাতঃকালে
গোকুল পূজা করিয়া রাজিতে দ্যুতক্রীড়া করিবে
এইদিনে গোগণকে বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিবে
এবং বাহন বা দোহন করিবে না । অনন্তর নরপতি
গোবর্ধন গিরিকে “গোবর্ধন” ইত্যাদি প্রার্থনা
করিয়া গোবর্ধন পূজা সমাপনপূর্বক, দেব ও সাধু-
পুরুষগণকে সম্ভাব প্রদর্শনে ; অন্তান্ত মানবগণকে
অন্নদানে ; পণ্ডিতগণকে স্মৃতিবাক্যে, অস্তঃপুর-
বাসিনীগণকে বহুবিধ বস্ত্র, ভাঙ্গুল, ধূপ, পুষ্প, কুঙ্কুম,

রত্নঃপূরমিবাসিনঃ ॥ ২৮ ॥ গ্রাম্যান্ কুব্জগণকৈশ্চ
সামস্তাগণপতিধনৈঃ । পদাতিজনসজ্জাশ্চ গ্রৈবেদৈঃ
কটকৈঃ শুভৈঃ । স্নানামাকৈশ্চ তান্ রাজা
তোষয়েৎ সজ্জনান্ পৃথক্ ॥ ২৯ ॥ যথার্থ
তোষয়িত্বা তু ততো মল্লাররাংস্তথা । কুব্জান্
মহিষাশ্চৈব যুদ্ধমানান্ পটৈঃ সহ ॥ ৩০ ॥ রাজ-
স্তথৈব যোধ্যাশ্চ পদাতীন সমলকৃতান্ । যক্ষাক্রুতৈঃ
স্বয়ং পশ্চেরনটনর্তকচারণান্ ॥ ৩১ ॥ যুদ্ধাপরেষামরেক
গোমহিষাদিকং চ যৎ । বৎসানাকর্ষয়েদগোভিক্ষিত-
প্রত্যাভিবাদনাৎ ॥ ৩২ ॥ ততোহপরাহুসময়ে পূর্বস্তাং
দিশি সূর্যত । মার্গপালীং প্রবধ্বাতি হৃগস্তন্তেৎ
পাদপে ॥ ৩৩ ॥ কুশকাশময়ীং দিব্যাং লব্ধকৈবহন্তি
প্রিয়ে । বীক্ষয়িত্বা গজানখান্ মার্গপাল্যাস্তলে
নয়েৎ ॥ ৩৪ ॥ গাবো বৃষাশ্চ মহিবান্ মহিবৌধটকোৎ-
কটান্ । ক্রতহোমৈর্দ্বিজৈস্তৈশ্চ বধীশান্ মার্গপালি-
কাম্ ॥ ৩৫ ॥ নমস্কারং ততঃ কুর্য্যান্নজ্ঞেপানেন
সূর্যত । মার্গপালি নমস্তভ্যাং সর্বলোকসুখপ্রদে ।
তলে তব সুখেনাখা গজা গাবশ্চ সন্ত মে ॥ ৩৬ ॥
মার্গপালীতলে পুত্র যাস্তি গাবো মহাবৃষাঃ । রাজান্মে

কপূর ও অন্তান্ত ভালমন্দ ভক্ষভোজ্য দ্বারা ; গ্রাম্য
সামন্তগণকে কুব্জদানে ; নৃপতিকৈ ধনদানে এবং
পদাতিসজ্জাকে স্নানামাক্তিত গ্রীবাভূষণ ও সুশোভন
কটকদানে সন্তোষসাধন করিবেন । রাজা এই-
রূপে সজ্জনগণকে পৃথক পৃথক যথাযথ সন্তুষ্ট করিয়া
তদনন্তর পরস্পর যুদ্ধমান মল্ল, কুব্জ, মহিষ, অন্তান্ত
যোদ্ধা রাজা ও তাঁহাদিগের অলঙ্কৃত পদাতিগণের
সন্তোষসাধনপূর্বক স্বয়ং যক্ষাক্রুত হইয়া নট, নর্তক ও
চারণগণকে দর্শন করিবেন ॥ ১৩—৩১ ॥ অনন্তর গো
মহিষগণকে আনয়নপূর্বক যুদ্ধভূমিতে স্থাপিত করিয়া
পশুনাযকগণ তাহাদের বৎসগণকে দল হইতে
বাহির করিয়া লইবে এবং পরস্পর উক্তি প্রত্যাক্তি
সহকারে সেই সকল গো মহিষ দ্বারা যুদ্ধ করাইবে ।
তদনন্তর অপরাহু সময়ে পূর্বদিকস্থিত হৃগস্তন্তে ও
মনোহর মহীকহে কুশকাশময়ী দিব্য সুদীর্ঘ লম্বমান
মার্গপালী বন্ধন করিতে হইবে, হে সূর্যত । হোম-
কারী দ্বিজেন্দ্রগণই এই মার্গপালী বন্ধন করিবেন ।
হে সূর্যত ! তারপর গজ, অখ, গো, কুব্জ, মহিষ এবং
বৃহৎ কুস্ত সকল সেই মার্গপালীর তলদেশে আন-
য়নপূর্বক “মার্গপালি” ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে
হইবে । হে পুত্র ! গো, মহাবৃষ, রাজা, রাজপুত্র,
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ গমন মার্গপালীর তলদেশে

রাজপুত্রাণ্ড ভ্রাজ্ঞাণ্ড বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥ মার্গপালীং
সমুদ্রজ্যা নীকজঃ সুখিনো হি তে । কুঠৈতৎ
সর্বমেবেহ রাজৌ দৈত্যপতেৰ্ভলৈঃ ॥ ৩৮ ॥ পূজাং
কুৰ্য্যাততঃ সাক্ষাভূমৌ মণ্ডলকে কুতে । বলিমালিগা
দৈত্যোক্তঃ বণ্টকৈঃ পঞ্চবর্ণকৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্বাভরণ-
সম্পূর্ণং বিদ্যাবলিসমদিতম্ । কুশাণ্ডময়জঙ্ঘোকমধু-
দানবসংবৃতম্ ॥ ৪০ ॥ সম্পূর্ণং হৃষ্টবদনং কিরীটোৎ-
কটকুণ্ডলম্ । দ্বিভুজং দৈত্যরাজানং কারদ্বিহা স্বকে
পুনঃ ॥ ৪১ ॥ গৃহস্থ মধ্যো শালায়াং বিশালায়াং
ভতোহর্চয়েৎ । মাতৃভাতৃজ্ঞৈঃ সাক্ষিঃ সঙ্কপ্তৌ
বন্ধুভিঃ সহ ॥ ৪২ ॥ কমলৈঃ কুমুদৈঃ পুষ্পৈঃ কল্লাদৈ
রজ্জুকোৎপলৈঃ । গন্ধপুষ্পান্নৈবদৈত্যঃ সক্ষীরৈর্ভূত-
পায়সৈঃ ॥ ৪৩ ॥ মদ্যমাংসসুরালেহচোবাতক্ষোপ-
হারকৈঃ । যজ্ঞেণানেন রাজৈস্ত্রৈঃ সমজ্ঞৌ সপুরোহিতঃ ।
পূজাং করিষ্যতে যো বৈ সৌখ্যং স্মাতস্তৎ বৎসরম্ ॥
৪৪ ॥ বলিরাজ নমস্তাত্যং বিরোচনসুত প্রভো । ভাব-
যোস্ত সুরারাতে পূজয়েৎ প্রতিগৃহীতাম্ ॥ ৪৫ ॥ এবং
পূজাবিধানেন রাজৌ জাগরণং ততঃ । কারয়েদৈ-
কং রাজৌ নটনৃত্যকথানকৈঃ ॥ ৪৬ ॥ লোক-

করেন; তাঁহারা এই মার্গপালী লঙ্ঘন করিয়া
নীরোগ ও সুখী হইয়া থাকেন। এই সকল
কার্য্য করিয়া রাজিতে দৈত্যপতি বলির পূজা
করিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রগণ পঞ্চবর্ণ দ্বারা ভূমিতে
মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তাহাতে সাক্ষাৎ বলির মূর্তি
অঙ্কিত করিবেন। ঐ মূর্তি অলঙ্কারনিকরে
বিভূষিত ও বলিপত্নী বিদ্যাবলীসমবিত হইবে;
কুশাণ্ড, ময়, জঙ্ঘ, উরু এবং মধু এই সকল দানবে
ঐ মূর্তি পরিবৃত থাকিবে; মূর্তির মুখ সম্পূর্ণ হৃষ্ট,
কর্ণ কুণ্ডলমণ্ডিত; মস্তক কিরীটভূষিত করিবেন
এবং দ্বিবাছশালী বলিরাজমূর্তিকে গৃহমধ্যে বা
বহির্দেশে স্থাপিত করিয়া মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণ সহ
হৃষ্টাঙ্কঃকরণে পূজা করিবে। যে রাজেন্দ্র মজ্ঞী ও
পুরোহিত সহ “বলিরাজ” ইত্যাদি মন্ত্রে সচ্চন্দন
কমল, কুমুদ, কল্লার ও রজ্জুকোৎপল পুষ্পে এবং
অন্ন, নৈবেদ্য, সক্ষীর ওড়পায়স, মদ্য, মাংস,
প্রভৃতি লেহ, চোষ্য ও ভক্ষ্য উপহার দ্বারা পূজা
করিবেন, তাঁহার এক বৎসর যাবৎ বিপুল সৌখ্য
লাভ হইবে। অনন্তর রাজার এইরূপ বিধানানু-
সারে পূজা সমাধিত হইলে অস্তান্ত লোকগণ রাজি-
জাগরণ করিবে। তাহারা রাজির কিছুকণ অনেক
নট, নৃত্য ও অস্ত্রবিবিধ কথোপকথান আতিবাহিত

শ্যাপি গৃহস্থান্তে সপর্ধ্যাঃ শুক্লতুলাৈঃ । সংস্থাপ্য
বলিরাজানং কলৈঃ পুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৭ ॥ বলি-
মুদ্दिष्टौ বৈ তত্র কার্য্যং সর্বঞ্চ সুব্রত । যানি
যান্ত্রক্যাণ্যাহুযনয়ন্তদর্শিনঃ ॥ ৪৮ ॥ যদত্র দীপ্যতে
দানং স্বল্পং বা যদি বা বহু । তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্বং
বিক্ষোঃ ক্রীতিকরং শুভম্ ॥ ৪৯ ॥ রাজৌ যে ন
করিষ্যন্তি তব পূজাং বলে নরাঃ । তেষাঞ্চ
শ্রোত্রিয়ো ধর্ম্মাঃ সর্বস্যামুপতিষ্ঠতু ॥ ৫০ ॥ বিষ্ণুনা চ
শ্রয়ং বৎস তুষ্টেন বলায়ে পুনঃ । উপকার-
করং দত্তমসুরাণাং মহোৎসবম্ ॥ ৫১ ॥ একমেব-
মহোরাত্রং বর্ষে বর্ষে চ কার্ত্তিকে । দত্তং দানব-
রাজস্ত আদর্শমিব ভূতলে ॥ ৫২ ॥ যঃ করোতি
নৃপো রাজ্যে তস্ত ব্যাধিভয়ং কুতঃ । স্মৃতিক্ষ-
ক্ষেমমারোগ্যং তস্ত সম্পদমুত্তমা ॥ ৫৩ ॥ নীক-
জচ্ জনাঃ সর্ষে সর্ষোপদ্রববর্জিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
কৌমুদী ক্রিয়তে যন্মাদ্ভাবং কর্ত্তুং মহীতলে । যো
যাদৃশেন ভাবেন তিষ্ঠতাস্তাং চ সুব্রত । হর্ব্বহঃখাদি-

করিয়া গৃহপ্রান্তে শয্যার উপর শুক্ল তুলা দ্বারা
বলিমূর্তি নির্মাণপূর্ব্বক কল ও পুষ্প দ্বারা পুনরায়
পূজা করিবে ॥ ৪৭—৪৭ ॥ হে সুব্রত! তদ্বদশী মুনিগণ
বলিয়াছেন,—বলির উদ্দেশে এই দিনে যে সকল
কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া থাকে।
এই দিনে অল্পই হউক আর বহুই হউক, যে কিছু
দান করা যায়, তৎসমস্ত অক্ষয়, বিষ্ণুক্রীতিকর ও
শুভদ হইয়া থাকে! হে বৎস! পুরাকালে শ্রয়ং
বিষ্ণু বলির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়া-
ছিলেন,—“হে বলে! যে সকল বিপ্র কার্ত্তিকশুক্ল-
প্রতিপদের রাজিতে তোমার পূজা না করিবেন,
তাঁহাদের শ্রোত্রিয়ধর্ম্ম সকল তোমাতেই আশ্রয়
করিবে।” বিষ্ণু বলির প্রতি ক্রীত হইয়া দৈত্য-
গণের মহোপকারকর এই একটি মহোৎসব নির্দিষ্ট
করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবর্ষে কার্ত্তিকপ্রতিপদদিনে
অহোরাত্র এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।
বলির প্রতি বিষ্ণুর যে এই বরানুগ্রহ, ইহা ভূতলে
আদর্শস্বরূপ, সন্দেহ নাই। যে নৃপ নিজরাজ্যে
দীপোৎসব করিয়া মহীতল জ্যোৎস্নাময় করেন,
তাঁহার রাজ্যে ব্যাধিভয় কিরূপে হয়? তথায়
সতত স্মৃতিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, অমুত্তম সম্পদ
বিদ্যমান থাকে এবং অত্রত্য প্রজাগণ নীকজ ও
সর্বব্যধি-বিবর্জিত হয়। হে সুব্রত! নারদ! যে
যানব এই প্রতিপদদিনে হর্ব্বহঃখাদি যে ভাবে অবস্থিত

ভাবেন তন্ত বর্ষং প্রযাতি হি ॥ ৫৫ ॥ ক্রদিতৈ
রোদিতং বর্ষং প্রহৃষ্টে তু প্রহৃষিতম্ । ভুক্তৌ
ভোগ্যং ভবেদ্বর্ষং স্বস্তে স্বস্তং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
বৈকবী দানবী চেয়ং তিথিঃ প্রোক্তা চ কার্তিকে ॥
৫৭ ॥ দীপোৎসবং জনিতসর্ষজনপ্রমোদং কুর্ষন্তি যে
শুভতয়া বলিরাজপূজাম্ । দানোপভোগস্থখবুদ্ধি-
মতাং কুলানাং হর্বং প্রযাতি সকলং প্রমুদা চ বর্ষম্ ॥
৫৮ ॥ বলিপূজাং বিধায়ৈবং পশ্চাদ্গোক্রীড়নং চরেৎ ॥
৫৯ ॥ বাং ক্রীড়াদিনে যত্র রাজৌ দৃশ্যেত চল্লমাঃ ।
সোমো রাজা পশুন্ হন্তি সুরভী পূজকাংস্তথা ॥ ৬০ ॥
প্রতিপদর্শসংযোগে ক্রীড়নং তু গবাং মতম্ । পর-
বিক্রান্ত যঃ কুর্ষ্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ ॥ ৬১ ॥ অল-
কার্যাস্তদা গাবো গোগ্রাসাদিভিরর্চিতাঃ । গীত-
বাদিত্ত্বনির্ঘোষৈর্নয়নগরবাহতাঃ । আনীয় চ ততঃ
পশ্চাৎ কুর্ষ্যাদ্রাজনাবিধিম্ ॥ ৬২ ॥ অথ চেৎ
প্রতিপৎস্বরা নারী নীরাজনং চরেৎ । দ্বিতীয়ান্নাং
ততঃ কুর্ষ্যাৎ সায়ং মঙ্গলমালিকাঃ ॥ ৬৩ ॥ এবং নীর-
াজনং কৃতা সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে । প্রতিপৎপূর্ববিধৈব

হয়, বৎসরও তাহার সেই ভাবে অতিবাহিত হইয়া
থাকে । এই দিন রোদন করিলে সম্পূর্ণ বৎসরটী
রোদন করিতে হয় । এইরূপ প্রহৃষ্টাবস্থায় থাকিলে
প্রহৃষ্ট, ভোজন করিলে ভুক্তি এবং সুস্থ থাকিলে
স্বাস্থ্যলাভ হয় । কার্তিকমাসের এই প্রতিপদকে
দানবী বৈকবী তিথি কহে । এই দিনে দীপোৎ-
সব করিলে সর্ষবিধ আনন্দ লাভ হয় । যে
সকল শুভাভিলাষী মানব এই উৎসবের
অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ বুদ্ধিমান্ মুনব দান
ও উপভোগাদি বিবিধ সুখের আকর হইয়া থাকেন
এবং তাহাদের সমস্ত কুল ও বর্ষ প্রমুদিত হয় ।
এইরূপে বলিপূজা সমাধান করিয়া পশ্চাৎ গো-ক্রী-
ড়ার আচরণ করিবে । গোক্রীড়াবিবসে চল্ল দৃষ্ট
হইলে সোমরাজ পশু ও সুরভী পূজকগণকে বিনাশ
করেন, অতএব অমাবস্তায়ুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়ার
আচরণই সম্মত । যে মানব পরবিক্রা প্রতিপদে এই
ক্রীড়ার আচরণ করে, তাহার পুত্র, পত্নী ও ধনক্ষয়
হইয়া থাকে । গোক্রীড়ার গোগণকে অলঙ্কৃত ও
গোগ্রাসাদি দ্বারা পূজা করিয়া বিবিধ গীত ও বাদিত্ত্ব-
নির্ঘোষ সহকারে নগরের বাহিরে আনয়নপূর্বক
নীরাজনা করিবে । এইদিন যদি প্রতিপদ অতি অল-
ক্ষণ থাকে, তবে নীরাজন যাত্র করিয়া দ্বিতী-
য়ায় সায়ং সময়ে মঙ্গলমালিকাদি ক্রিয়ার আচরণ

যষ্টিকার্ষণে ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥ কুশকান্দমণী
কুর্ষ্যাদ্যষ্টিকাং সুদৃঢ়াং নবাম্ । দেবদ্বারে নৃপদ্বারে-
হখবানেয়া চতুপথে ॥ ৬৫ ॥ তামেকতো রাজপুত্রা
হীনবর্ণীস্তথৈকতঃ । গৃহীত্বা কর্ষয়েয়ুস্তে যথাসারং
মুহূর্ষুহঃ ॥ ৬৬ ॥ সমসংখ্যা দ্বয়োঃ কার্য্য্য-সর্ষেহপি
বলবত্তরাঃ । জয়োহত্র হীনজাতীনাং জয়ো রাজস্ব-
বৎসরম্ ॥ ৬৭ ॥ উভয়োঃ পৃষ্ঠতঃ কার্য্য্য রেখা
তৎকর্ষকোপরি । রেখান্তে যো নয়েন্তু জয়ো
ভবতি নান্তথা ॥ ৬৮ ॥ জয়চিহ্ন মিদং রাজা নিদধীত
প্রযত্নতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে কার্তিকশুক্রপ্রতিপদমাহার্য্যবর্ণনং
নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ভগবন্ প্রমুখিচ্ছামি স্বামহং
বিনয়্যাবিতঃ । তদ্রতং ক্রহি মে মর্ত্যো মৃত্যুং যেন

করিবে । এইরূপ নীরাজন ক্রিয়ায় সর্ষবিধ পাপ-
বিশুদ্ধি হয় । যষ্টিকার্ষণে পূর্ববিক্রপ্রতিপদ তিথিই
গ্রাহ্য । এই যষ্টিকা নব কুশকান্দ দ্বারা সুদৃঢ়রূপে
নির্ম্মাণ করিয়া দেবদ্বার নৃপদ্বার কিংবা চতুপথে
স্থাপনান্তে উহার একদিক নৃপতনয়গণ ও অপর-
দিক হীন জাতীয় লোক সকল ধারণ করিবে ।
যষ্টিকার সারবত্তা বুঝিয়া দুই দিকেই নৃপতনয় ও
হীন জাতীয় লোকগণের সংখ্যা সমান ও তুল্যবল-
বত্তানুসারে নির্ধাচিত করিতে হইবে এবং তাহার
উভয় দিকেই মুহূর্ষুহ কর্ষণ করিবে । উভয় দলের
পৃষ্ঠদিকে একটা একটা রেখা অঙ্কিত থাকিবে,
যাহারা যষ্টিকা আকর্ষণ করিয়া সীমারেখা অতিক্রম
করিবে, এই যষ্টিকাকর্ষণে তাহাদেরই জয় বুঝিতে
হইবে । রাজা প্রযত্ন সহকারে স্বয়ং এই জয়চিহ্ন
পর্য্যবেক্ষণ করিবেন । যষ্টিকাকর্ষণে হীনজাতীয়-
দিগের কিংবা নৃপতনয়গণের জয় পরাজয় দ্বারাই
তাহাদের এক বৎসরের জয় ও পরাজয় স্থচিত
হইবে । ৪৮—৬৯ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—হে ভগবন্ ! আমি বিনয়্যাবিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, কোন ব্রত করিলে মানব

ন পশতি । ১ । ব্রহ্মোবাচ । যদি পূজ্যসি বিপ্রেন্দ্র
ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্ । ব্রতং যমদ্বিতীয়াখ্যং শৃণু স্বঃ
মৃত্যুনাশনম্ । ২ । কার্ত্তিকে মাসি শুক্লায়াং দ্বিতীয়ায়াঃ
মুনীধর । কর্তব্যং তদ্বিধানেন সৰ্বমৃত্যুনিবারণম্ । ৩ ।
ব্রাহ্মে মূহুৰ্ভে চোখায় দ্বিতীয়ায়াঃ মুনীধর । মনসা
চিন্তয়েদাহুতং নৈবাহিতং শ্বরেৎ । ৪ । প্রাতঃস্নানং
ততঃ কুণ্ডাদম্ভধাবনপূৰ্ব্বকম্ । ততঃ শুক্লাবরধরঃ
শুক্লমালাধুলেপনঃ । ৫ । কৃতনিত্যক্রিয়ো হৃষ্টঃ
কুণ্ডলাদম্ভভূষিতঃ । উহ্বরতকং গহা কহা মণ্ডল-
মুত্তমম্ । ৬ । পদ্মমষ্টদলং কহা তস্মিন্নৌহবরে শুভে ।
বিধিঃ বিষ্ণুঃ চ ক্রদ্রং চ বরদাং চ সরস্বতীম্ । ৭ ।
বীণাপুস্তকসংযুক্তাঃ পূজয়েৎ স্বহৃদমানসঃ । চন্দনা-
শুক্লকম্বুরীকুম্ভমৌর্ধ্বিজসত্তম । ৮ । পুষ্পৈধুপৈশ্চ
নৈবেদ্যৈর্নারিকেলফলাদিভিঃ । ততো মৃত্যুবিনা-
শার্থং সালঙ্কারাং পরম্বিনীম্ । ৯ । বিপ্রায় বেদ-
বিহুষে গাং দদ্যাচ্চ সবৎসকাম্ । অপমৃত্যুবিনাশার্থং
সংসারার্ণবতারণকাম্ । ১০ । হে বিপ্র তে হিমাং
সৌম্যাং ধেমুং সম্প্রদদাম্যহম্ । ইতি মন্ত্ৰেণ গাং
দদ্যাচ্চিপ্রায় ব্রহ্মবাদিনে । ১১ । তদলাভে তু বিপ্রায়
ভক্ত্যা দদ্যাৎপানহো । ততঃ পূজাং সমাপ্যাথ

যমকে দর্শন করে না, তাহা আমার নিকট কার্ত্তন
করুন । ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! যদি
তোমার এইরূপ ব্রতকথা শুনিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে,
তবে তুমি ব্রতশ্রেষ্ঠ মৃত্যুনাশন যমদ্বিতীয়া নামক
ব্রতবিবরণ শ্রবণ কর । হে মুনীধর ! কার্ত্তিকমাসের
শুক্লদ্বিতীয়াতে সৰ্বমৃত্যুবিনাশক এই ব্রত বিধি-
বিধানে করিতে হয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দ্বিতীয়ার
দিন ব্রাহ্মা মূহুৰ্ভে গাভ্রোখান করিয়া মনে মনে
আহুত চিন্তা করিবে, কদাচ অহিত চিন্তা করিবে
না । হে দ্বিজসত্তম ! তদনন্তর প্রাতঃ দম্ভধাবন-
পূৰ্ব্বক স্নান, শুক্লাবর পরিধান, শুক্লমালা ধারণ,
সন্ধ্যাদি ক্রিয়া, কর্ণে কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গদ ধারণ
করিয়া উহ্বরতকসমীপে গমন করিবে এবং হৃষ্টাস্তঃ-
করণে তরুমূলে অষ্টদল পদ্মসমবিত একটি মণ্ডল
করিয়া স্থিরজ্ঞানে উহ্বরতকে চন্দন, অঙ্কুর, কম্বুরী,
কুম্ভ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য এবং নারিকেলাদি
বিবিধ উপচারে বিধি, বিষ্ণু, ক্রদ্র ও বীণাপুস্তকহস্তা
বরদা সরস্বতীর পূজা করিবে । অনন্তর মৃত্যু-
বিনাশ কামনার “অপমৃত্যু” ইত্যাদি মন্ত্রে বেদবিদ
ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মকে সালঙ্কারা পরম্বিনী সবৎসা ধেমু
দান করিবে । যদি সৌদাম বটিয়া না উঠে, তবে

ভক্তিমান পুরুষোত্তমে । ১২ । জ্ঞাতিক্রোধান বয়ো-
বৃদ্ধান্ সম্যগ্ ভক্ত্যাভিবাদয়েৎ । নানাবিধৈঃ কলৈ
রম্যৈস্তপস্বৈঃ স্বজনানপি । ১৩ । ততঃ সৌদর-
সম্পন্ন ভগিনী য়া ভবেদুনে । তত্শা গৃহং সমাগত্য
সম্যগ্ ভক্ত্যাভিবাদয়েৎ । ১৪ । ভগিনী শ্রুভগে
ভদ্রে হৃদয়সরসীকরম্ । শ্রেয়সেহধ নমস্কৰ্ণমা-
গতোহস্মি তবালয়ম্ । ১৫ । ইত্যুক্তা ভগিনীঃ
তাং তু বিষ্ণুবৃদ্ধাভিবাদয়েৎ । তদা তু ভগিনী
শ্রুত্বা ভ্রাতুর্ভবনমুত্তমম্ । ১৬ । ভগিনী ভ্রাতরং বাক্যং
বক্তব্যং প্রতি নারদ । অন্য ভ্রাতরং জাতা বন্তো
ধৃত্যস্মি মঙ্গলা । ১৭ । ভোক্তব্যং তেহদ্য মদগেহে
স্বায়ুশে কুলদীপক । কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্ত দ্বিতী-
য়ায়াং সহোদর । ১৮ । যমো যমুনয়া পূৰ্ব্বং ভোজিতঃ
স্বগৃহেহর্চিতঃ । অস্মিন দিনে যমেনাপি নারকৌয়াশ্চ
মোচিতাঃ । অপি বন্ধাঃ কৰ্ম্মপাশৈঃ ক্ষেচ্ছয়া পর্যটন্তি
তে । ১৯ । স্বশূন্যরো বেশ্মনি যো ন ভুঙ্কেত যমদ্বিতী-
য়াদিনমত্র লকা । তং পাপিনং প্রাপ্য বয়ং সুহৃষ্টাঃ

ব্রাহ্মণকে পাত্ৰকা দান করিবে । অনন্তর এইরূপে
পূজাসমাধানপূৰ্ব্বক পুরুষোত্তমে ভক্তিমান হইয়া
বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি ও আত্মীয়জনগণকে ভক্তিপূৰ্ব্বক
অভিবাদন করত নানাবিধ রম্য ফল দ্বারা তাঁহা-
দের ভৃগুসাধন করিবে । ১—১৩ । হে মুন্যে ! তার
পর ঐহার ভগিনী আছে তিনি ভগিনীগৃহে গমন
করিয়া “ভগিনী শ্রুভগে ! ভদ্রে ! আমি শ্রেয়ো-
লাভের জন্য তোমার চরণসরোরূপে প্রণিপাত
করিবার জন্য আগমন করিয়াছি,” এইরূপ প্রার্থনা-
বাক্যে সন্ধ্যা ভক্তিসহকারে বিষ্ণুবৃদ্ধিতে তাঁহার
অভিবাদন করিবে । হে নারদ ! তখন ভগিনী
ভ্রাতার এই উত্তম বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার
প্রতি বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন,—“হে ভ্রাতঃ ! আজ
আমি তোমার দ্বারা ধন ও মঙ্গলযুক্ত হইলাম,
হে কুলোজ্জল ! আশুর্ভক্তি জন্ত তুমি অন্য
আমার গৃহে ভোজন করিবে । হে সহোদর !
পূৰ্ব্বকালে এই কার্ত্তিকমাসের শুক্লদ্বিতীয়ায় যম-
ভগিনী যমুনা ভ্রাতা যমকে পূজা করিয়া ভোজন
করাইয়াছিলেন ; যমও এই দিনে নারকীয়-
গণকে মুক্তি দিয়া থাকেন এবং যাহারা কৰ্ম্মপাশে
আবদ্ধ হইয়া যমভবনে নীত হইয়াছে, তাহারাও
ক্ষেচ্ছাক্রমে বিচরণ করে । আরও দেখ, যমদ্বিতীয়া
প্রাপ্ত হইয়া যে মর ভগিনীর গৃহে ভোজন না করে,
ভক্ত্যহীম পাপগণ সেই পাপকে লক্ষ্য করিয়া

প্রত্যক্ষমোহন্য চ ভক্ত্যহীনাঃ ॥ ২০ ॥ ইতি পাপা
রটন্তীহ ব্রহ্মহত্যা দয়ন্তথা । তস্মাদ্ভ্রাতৃশ্রদ্ধগৃহে তু
ভোজনং কুরু কার্তিকে ॥ ২১ ॥ শুক্রাশ্রম দ্বিতীয়ায়াং
বিজ্ঞতায়াং জগন্ময়ে । অশ্রাং নিজগৃহে পুত্র ভূজ্যতে
ন বৃদ্ধৈরপি ॥ ২২ ॥ ইত্যুক্তঃ স তথৈত্যাশ্রম
ভগিনীং পূজয়েদ্রতী । প্রহর্যং স্তমহাভাগ বস্ত্রা-
লঙ্কারভূষণৈঃ ॥ ২৩ ॥ অগ্রজামভিবন্দ্যথ আশিষঞ্চ
প্রগৃহ্য চ । সর্বা ভগিন্যঃ সন্তোষা বস্ত্রালঙ্কার-
দানতঃ ॥ ২৪ ॥ অভাবে স্বস্ত তু স্বস্তঃ পিতৃব্যঃ
স্বপিতৃঃ স্বস্বা । তস্মাগৃহং সমাগত্য কুর্ধ্যাদ্ভোজন-
মাদরাৎ ॥ ২৫ ॥ এবং যঃ কুরুতে পুত্র দ্বিতীয়াং
যমনামিকাম্ । অপমৃত্যুবিনির্মুক্তঃ পুত্রপৌত্রাদিভি-
রুতঃ ॥ ২৬ ॥ ইহ ভুক্তা তু বিপুলান্ ভোগানন্তান্
যথেষ্পিতান্ । অশ্রমোক্ষমবাপ্নোতি নান্তথা
মহতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥ ব্রতান্তেতানি সর্বাণি
দানানি বিবিধানি চ । গৃহস্থশ্চৈব যুজ্যন্তে তস্মাদ্-
গাহইহ্যমাশ্রয়েৎ ॥ ২৮ ॥ কথং যমদ্বিতীয়ায়া

ব্রতঃ পুণ্যমরঃ । তন্ত সর্বাণি পাপানি নষ্ট-
তীত্যাহ মাধবঃ ॥ ২৯ ॥ সূত উবাচ । কার্তিকে
চ দ্বিতীয়ায়াং পূর্বাঙ্কে যমমর্চয়েৎ । ভাস্কর্য্যমাং
নরঃ স্নাত্বা যমলোকং ন পশ্যতি ॥ ৩০ ॥ কার্তিকে
শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াস্ত শৌনক । যমো যমুনা
পূর্ব্বং ভোজিতঃ স্বগৃহেহর্চিতঃ ॥ ৩১ ॥ দ্বিতীয়ায়াং
মহোৎসবো নরকীয়াশ্চ তর্পিতাঃ । পাপেভ্যো
বিপ্রবৃক্তান্তে মুক্তাঃ সর্বে নিবন্ধনাৎ ॥ ৩২ ॥ অজ্ঞা-
শিতাশ্চ সন্তপ্তাঃ স্নাতাঃ সর্বে যদৃচ্ছয়া । তেষাং
মহোৎসবো বৃন্তো যমরাষ্ট্রসুখাবহঃ ॥ ৩৩ ॥ অতো
যমদ্বিতীয়েয়ং ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা । তস্মাদ্বিজগৃহে
বিপ্র ন ভোক্তব্যঃ ততো বৃধৈঃ ॥ ৩৪ ॥ শ্রেহেম
ভগিনীহস্তাদ্ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনম্ । উর্জ্জ্বৈ শুক্ল-
দ্বিতীয়ায়াং পূজিতস্তর্পিতো যমঃ ॥ ৩৫ ॥ মহিষাসন-
মাক্রতো দণ্ডমুদগারভূৎপ্রভুঃ । বেষ্টিতঃ কিঙ্করৈর্হৃষ্টৈ-
স্তনৈশ্চ যাম্যাস্ত্রেনে নমঃ ॥ ৩৬ ॥ যৈর্ভগিন্যঃ সুবাসিন্তো
বস্ত্রদানাদিতোষিতাঃ । ন তেষাং বৎসরং যাবৎ-
কলহো ন রিপোর্ভয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ ধন্তং যশস্তামাযুষ্যং ধর্ম্ম-

বলিয়া থাকে যে—“উহাকে প্রাপ্ত হইয়া অদ্য
আমরা হুষ্ঠান্তঃকরণে ভোজন করিব । হে ভ্রাতঃ !
ব্রহ্মহত্যা দি পাপনিবহ এইরূপই রটনা করিয়া
বেড়ায় । অতএব অদ্য কার্তিকপ্রতিপদদিনে
আমার গৃহে ভোজন কর । বিশেষতঃ ত্রিলোক-
বিখ্যাত কার্তিকশুক্লপ্রতিপদ দিনে জ্ঞানিগণ কদাচ
নিজগৃহে ভোজন করেন না । হে পুত্র নারদ !
ভগিনী এইরূপ বলিলে ব্রতধারী ভ্রাতা “তাহাই
হউক” বলিয়া অঙ্গীকারপূর্ব্বক হুষ্ঠান্তঃকরণে বস্ত্র ও
অলঙ্কারাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । হে
মহাভাগ ! অনন্তর অগ্রজা ভগিনীকে অভিবাদন
ও তাঁহার নিকট হইতে অনীকাদ গ্রহণপূর্ব্বক
অন্তান্ত ভগিনীগণকে বস্ত্র ও অলঙ্কারদানে সন্তুষ্ট
করিবে—যদি সহোদরা ভগিনীর অভাব হয়,
তবে পিতৃব্যজা বা পিতৃষসার কন্যা-গৃহে গমন-
পূর্ব্বক আদর সহকারে ভোজন করিবে । হে
পুত্র ! যে মানব এই দ্বিতীয়া-ব্রত আচরণ করে,
তাহার এবং তদীয় পুত্র পৌত্রাদির অপমৃত্যু হয়
না । এবং সেই মানব ইহকালে বিবিধ অভৌষিত
ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তকালে মোক্ষপ্রাপ্ত
হয় । তুমি নিশ্চয় জানিও—আমার বাক্য কদাচ
অসত্য হইবার নহে । এই সকল ব্রত ও বিবিধ দান
গৃহস্থগণেরই কলম জানিবে, অতএব গৃহস্থসম

অবলম্বনই কর্তব্য । ১৪—২৮ । মাধব বলিয়াছেন,—
মানব ব্রতস্থ হইয়া যমদ্বিতীয়ার ব্রতকথা শ্রবণ করিলে
তাহার সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয় । সূত কহিলেন,—
কার্তিকশুক্লদ্বিতীয়াদিনে যমুনা স্নান করিয়া পূর্বাঙ্কে
যমের পূজা করিলে তাহার যমলোক দর্শন হয়
না । হে শৌনক ! কার্তিকশুক্লদ্বিতীয়ায় যমুনা
নিজগৃহে যমকে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়া-
ছিলেন । এই দ্বিতীয়াদিনে নারকীয়গণও ভুগু
হইয়া থাকে । তাহারা এই দিনে নিম্পাপ হইয়া
বন্ধনমুক্ত হয়, যথেষ্ট আহার ও বিহার করিয়া
সন্তোষ লাভ করে এবং তাহাদের উৎসবে যম-
রাজ্য সুখাবহ হয় । হে বিপ্র ! এই জন্তই
এই যমদ্বিতীয়া ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত ; অতএব
পণ্ডিতগণ এই দিনে নিজগৃহে ভোজন করি-
বেন না, শ্রেহ সহকারে ভগিনীহস্তপ্রদত্ত বলবর্দ্ধন
অন্ন ভোজন করিবেন । ‘কার্তিকশুক্লদ্বিতীয়ায়
যে মহিষাসন দণ্ডমুদগারধারী প্রভু যম হুষ্ট কিঙ্কর-
গণে পরিবৃত্ত হইয়া ভগিনী যমুনা কর্তৃক পূজিত
হইয়াছিলেন, সেই যাম্যাস্ত্রাকে নমস্কার । যাহারা
সুবাসিনী ভগিনীগণকে বস্ত্রদানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট
করেন, একবৎসর পর্যন্ত তাহাদের কলহ বা
রিপুভয় থাকে না । হে অনঘ ! এই ব্রত ধর্ম্ম,

কামার্সাধনম্ । ব্যাখ্যাতঃ সকলং পুত্র সন্তঃ
 যমানস ॥ ৩৮ ॥ যন্তাং তিথৌ যমুনা যমরাজদেবঃ
 সন্তোজিতঃ প্রতিতিথৌ স্বসৌভাগ্যদেব । তস্মাৎ-
 স্বসুঃ করতলাদিহ যো ভুনক্তি প্রাপ্নোতি বিত্তভ-
 সম্পদমুত্তমাং সঃ ॥ ৩৯ ॥ সূত উবাচ । বিশেষ-
 চাত্ৰ সন্তোজেন বালখিলৈর্যমুনিভিঃ । তদহং
 সন্তবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪০ ॥ বালখিল্য
 উচুঃ । কার্তিকশ্রুতিতে পক্ষে দ্বিতীয়া যমসংজ্ঞিতা ।
 তত্রাপরাহুে কর্তব্যঃ সর্বদৈব যমার্চনম্ ॥ ৪১ ॥
 প্রত্যহং যমুনাগত্য যমঃ সম্প্রার্থয়ৎ পুরা । ভাতর্ঘ্যম
 গৃহে যাহি ভোজনার্থং গণারূতঃ ॥ ৪২ ॥ অদ্য যো
 বা পরশো বা প্রত্যহং বদতে যমঃ । কার্যব্যাকুল-
 চিত্তানামবকাশো ন জায়তে ॥ ৪৩ ॥ তদৈকদা
 যমুনা বলাৎকারাগ্রিমস্তিতঃ । স গতঃ কার্তিকে
 মাসি দ্বিতীয়ায়াঃ মুনীশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥ নারকীয়জনানুজ্ঞা
 গণৈঃ সহ রবেঃ সূতঃ । কৃতান্তিথ্যো যমুনা নানা-
 পাকাঃ কৃতাঃ খগ ॥ ৪৫ ॥ কৃতান্ত্যঙ্গো যমুনা
 তৈলৈর্গন্ধমনোহরৈঃ । উদ্বর্তনং লাপয়িত্বা আপিতঃ
 সূর্য্যনন্দনঃ ॥ ৪৬ ॥ ততোহলঙ্কারকং দত্তং নানা-

যশস্ত, আয়ব্য এবং ধর্মকামার্সাধন । হে পুত্র ।
 সন্তঃ এসকল তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ।
 যে তিথিতে যমুনা ভগিনীস্নেহে দেব যমরাজকে
 ভোজন করাইয়াছিলেন, যিনি প্রতিবৎসর এই
 কার্তিকদ্বিতীয়া তিথিতে ভগিনীর হস্তে ভোজন
 করেন, তাঁহার শুভ উত্তম বিত্ত সম্পদলাভ হইয়া
 থাকে । সূত কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ ! বালখিল্য
 মহর্ষিরা এবিষয়ে বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন, এক্ষণে
 আমি ঐ সকল কীর্তন করিতেছি, আপনারা শ্রবণ
 করুন । বালখিল্যগণ বলিয়াছিলেন,—কার্তিক
 মাসের শুক্লদ্বিতীয়ার নাম যমদ্বিতীয়া, ঐ দিন
 অপরাহুে যমের পূজা অবশ্যকর্তব্য । পূর্বকালে
 যমুনা প্রতিবৎসর এই দ্বিতীয়া তিথিতে যমসমীপে
 আগমনপূর্বক প্রার্থনা করিতেন,—হে ভ্রাতঃ !
 স্বর্ণপাকৃত হইয়া ভোজনার্থ আমার গৃহে অগমন
 করুন । কার্যব্যাকুলতায় অনবকাশ বশতঃ যমের
 আরি যাওয়ার সময় হইত না । এইজন্ত তিনি অদ্য
 কল্যা কিংবা পরশদিবস গমন করিব প্রত্যহ এইরূপ
 বলতেন । হে মুনিবরগণ ! অনন্তর এক সময় যমুনা
 বিশেষ নিকর সহকারে যমকে নিমন্ত্রণ করিলে যম—
 কার্তিক মাসে যমদ্বিতীয়ার দিন ভগিনীগৃহে গিয়া
 ভোজন করেন । হে খগ ! সূর্য্যসূত যম গমনকালে

বহ্মাণি চন্দনম্ । মাল্যানি চ প্রদত্তানি যক্ষো-
 পরি উপাविष ॥ ৪৭ ॥ পক্কানি বিচিঞ্জাণি
 কুহা সা স্বর্ণভাজনে । যমাতোজয়দেবী যমুনা
 প্রীতমানসা ॥ ৪৮ ॥ ভুক্তা যমোহপি ভগিনী-
 মলঙ্কারৈঃ সমর্চয়ৎ । নানাবৈষ্ণবস্ততঃ প্রাহ বরং
 বরয় ভামিনি । ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা যমুনা বাক্যম-
 ব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥ যমনোবাচ । প্রতিবর্ষং সমাগচ্ছ
 ভোজনার্থং তু মদগৃহে ॥ ৫০ ॥ অদ্য সর্কে মোচনীয়াঃ
 পাপিনো নরকাদযম । যেহদৈব ভগিনীহস্তাৎ
 করিষ্যন্তি চ ভোজনম্ । তেষাং সৌখ্যং প্রদেহি
 যমেতদেব বৃণোম্যহম্ ॥ ৫১ ॥ যম উবাচ ।
 যমুনায়াস্ত যঃ শ্রাহা সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫২ ॥
 ভুক্তো চ ভগিনীগৃহে ভগিনীঃ পূজয়েদপি ।
 কদাচিদপি মদ্বারং ন স পশ্যতি ভাগ্নজে ॥ ৫৩ ॥
 বীরৈশৈশানদিগৃভাগে যমতীর্থং প্রকীর্তিতম্ ।
 তত্র শ্রাহা চ বিধিবৎ সন্তপ্য পিতৃদেবতাঃ ॥ ৫৪ ॥

নারকীয়গণকে মুক্ত করিয়া কিঙ্করদিগের সহিত
 ভগিনীগৃহে গমনপূর্বক আতিথ্য গ্রহণ করিলে যম-
 ভগিনী যমুনা তাহাকে বিবিধ পক্কান ভোজন করাইয়া
 ছিলেন । যমুনা সূর্য্যতনয় যমকে গৃহাগত দেখিয়া
 অভ্যঙ্গ উদ্বর্তন ও স্নান করাইয়া নানাবিধ বস্ত্র,
 অলঙ্কার চন্দন এবং মাল্যদান করিলেন । অনন্তর যম
 বিবিধ ভূষণে ভূষিত হইয়া যক্ষের উপর উপবেশন
 করিলেন । যমুনা স্বর্ণভাজনে বিবিধ বিচিত্র পক্কান
 সকল আনয়ন করিয়া প্রীতমনে ভ্রাতা যমকে
 ভোজন করাইলেন । যমও ভোজন করিয়া
 নানাবিধ বহ্মালঙ্কার দ্বারা ভগিনীকে অর্চনা
 করিয়া বলিলেন,—ভামিনি ! বরপ্রার্থনা কর । যমুনা
 যমের এবং বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে
 লাগিলেন । যমুনা বলিলেন,—হে যম ! প্রতি-
 বৎসর কার্তিকশুক্লদ্বিতীয়ার দিবস ভোজনার্থ
 আমার গৃহে আগমন ও সেই দিনে নারকীয়গণকে
 নরক হইতে মুক্ত এবং যে সকল লোক এইদিনে
 ভগিনী হস্তে ভোজন করিবে, তাহাদিগকে সৌখ্য
 প্রদান করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনীয় বর ।
 যম উত্তর করিলেন,—হে ভাগ্নতনয়ে ! যে মানব
 এই দিনে যমুনার স্নান ও পিতৃদেবতাগণের তর্পণ
 করিয়া ভগিনীর গৃহে ভোজন ও ভগিনীকে পূজা
 করিবে, তাহাকে কদাচ আমার দ্বার দর্শন করিতে
 হইবে না । বারাগসীর ঈশানকোণে যমতীর্থ
 বিদ্যমান । বিচক্ষণ মানব ঐ তীর্থে যথাবিধি স্নান

পঠেদেতানি নামানি আমধ্যাহ্নং নরোত্তমঃ ।
স্বর্ঘ্যস্তাভিযুখো মৌনী হুতচিত্তঃ স্থিরাসনঃ ॥ ৫৫ ॥
যমো নিহস্তা পিতৃধর্মরাজো বৈবস্বতো দণ্ডধরশ্চ
কালঃ । ভূতাবিপৌ দত্তকৃতানুসারী কৃতান্ত-
মেতদশভির্জপন্তি ॥ ৫৬ ॥ ততো যমেশ্বরং পূজ্য
ভগিনীগৃহমাত্রজেৎ । মন্ত্রণানেন চ তয়া ভোজিতঃ
পূর্বমাদরাৎ ॥ ৫৭ ॥ ভ্রাতৃস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক
ভক্তমিদং শুভম্ । প্রীতয়ে যমরাজশ্চ যমুনায়া
বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ সন্তোষ্য ভগিনীং
বস্ত্রালঙ্করণাদিভিঃ । স্বপ্নেহপি যমলোকশ্চ ভবি-
ষ্যতি ন দর্শনম্ ॥ ৫৯ ॥ নৃপৈঃ কারাগৃহে যে চ
স্থাপিতা মম বাসরে । অবশ্যন্তে প্রেষণীয়া ভোজ-
নার্থং স্বপ্নগৃহে ॥ ৬০ ॥ বিমোক্তব্যো ময়া পাপা
নয়কেত্যোহদ্যু বাসরে । যেহদ্য বন্দীঃ করিষ্যন্তি
তে তাদ্যো মম সর্ষবা ॥ ৬১ ॥ কনৌয়সৌ স্বপা নাস্তি
তদা জ্যোষ্ঠাগৃহং ব্রজেৎ । তদভাবে সপত্ন্যায়াঃ
পিতৃব্যজাগৃহে ততঃ ॥ ৬২ ॥ তদভাবে মাতৃশ্বশুরী-
তুলস্তানুজা তথা । সাপত্ন্যগোত্রসদৃশৈঃ কল্পয়েদখবা-
ক্রমম্ ॥ ৬৩ ॥ সর্ষভাবে মাননীয়া ভগিনী কাচি-
ৎব হি । গোনদ্যাদ্যথবা তস্তা অভাবে সতি

ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া পূর্বমুখ, মৌনী,
স্থিরাসন ও হুতচিত্ত হইয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত
“যমো নিহস্তা” ইত্যাদি দশটী যমনাম পাঠ
করিবেন এবং তদনন্তর যমেশ্বরের পূজা করিয়া
ভগিনীগৃহে গমন করিলে ভগিনী “ভ্রাতৃস্তবানু—”
ইত্যাদি মন্ত্রে আদর সহকারে ভ্রাতাকে ভোজন
করাইবেন । অনন্তর ভ্রাতা, ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কার
দ্বারা সজ্জিত করিবেন ; এইরূপ করিলে স্বপ্নেও যম-
লোক দর্শন হয় না । রাজারাও কারাগৃহস্থিত
অপরাধীকে যমদ্বিতীয়ার দিবসে ভগিনীর আবাসে
ভোজনার্থ প্রেরণ করিবেন এবং অ নিও এই দিনে
নারকীয় ~~অপরাধী~~গণকে নরক হইতে বিমুক্ত করিব ।
যে রাজা এই দিনে বন্দীকে মোচন না করিবেন,
তিনি সর্ষবা মৎকর্তৃক তাড়মান হইবেন । যাহার
কনিষ্ঠা ভগিনী নাই, সে জ্যোষ্ঠা ভগিনীর গৃহে
গমন করিবে ; তদভাবে পতিমতী পিতৃব্যজা গৃহে,
তদভাবে মাতৃশ্বশুর বা মাতুলকন্যার গৃহে ; তদ-
ভাবে যথাক্রমে জ্ঞাতি, গোণজ্ঞাতি কিংবা অস্ত
সম্পর্কিত ভগিনীর গৃহে গমন করিবে । এইরূপ
ভগিনীর অভাব হইলে কোন মনঃক্লিষ্ট অর্থাৎ
কাহারও সহিত ভগিনী সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইবে ।

কারয়েৎ ॥ ৬৪ ॥ তদভাবেহপ্যরণ্যানীঃ কল্পয়িত্বা
সহোদরাম্ । অস্তাং নিজগৃহে দেবি ন ভোক্তব্যং
কদাচন ॥ ৬৫ ॥ যে ভুঙ্কতে দূরাচার্য নরকে তে
পতন্তি চ । এবমুক্তা ধর্মরাজো যমো সংযমিনীঃ
ততঃ ॥ ৬৬ ॥ তস্মাদৃষিবরাঃ সর্ষে কার্তিকব্রত-
কারিণঃ । ভুঙ্কতে ভগিনীহস্তাং সত্যং সত্যং ন
সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ যমদ্বিতীয়াঃ যঃ প্রাপ্য ভগিনী-
গৃহভোজনম্ । ন কুর্যাদ্বর্ষজং পুণ্যং নশ্ততীতি
রবেঃ শ্রুতিঃ ॥ ৬৮ ॥ যা তু ভোজয়তে নারী ভ্রাতরঃ
ভ্রাতৃকে তিথৌ । অর্চয়েচ্চাপি তাবুতৈর্ন সা বৈধব্য-
মাণুয়াৎ ॥ ৬৯ ॥ ভ্রাতুরায়ুঃকয়ো নুনং ন ভবেত্তত্র
কিচ্চিৎ । অপরাধব্যাপিনী সা দ্বিতীয়া ভ্রাতৃ-
ভোজনে ॥ ৭০ ॥ অজ্ঞানাদ্যদি বা মোহান ভুঙ্কং
ভগিনীগৃহে । প্রবাসিনা হতাবাদ্য জরিতেনাথ
বন্দিনা ॥ ৭১ ॥ এতদাখ্যানকং শ্রুত্বা ভোজনশ্চ
কলং ভবেৎ । কার্তিকে তু বিশেষেণ ধাত্রীচ্ছায়াঃ

এই সকলেরও যদি সম্ভব না হয়, তবে গো কিম্বা
নদীকে ভগিনীরূপে চিন্তা করিয়া লইবে এবং
তাহারও অভাব হইলে গহন অরণ্যকে ভগিনী
মানিয়া তথায় গমন করিবে । কিন্তু দেবি ! কদাচ
যমদ্বিতীয়ার দিবস নিজাবাসে ভোজন করিবে
না । যে সকল দূরাচার এই দিনে নিজগৃহে আহ্বার
করে, তাহাদের নরকে পতন হয় । ধর্মরাজ যম
এইরূপ বলিয়া নিজাধামে প্রস্থান করিলেন ;
হে ঋষিবরগণ ! আমি তিন সত্য করিয়া
বলিতেছি,—এই জন্মই কার্তিকব্রতধারিগণ
যমদ্বিতীয়ার দিন ভগিনীহস্তে ভোজন করিয়া
থাকেন সংশয় নাই । যমদ্বিতীয়া প্রাপ্ত হইয়া যে
মানব ভগিনীর গৃহে ভোজন না করে, তাহার
বর্ষজ পুণ্য বিনষ্ট হয়, ইহা রবির শ্রুতি । যে
নারী ভ্রাতৃতিথি যমদ্বিতীয়ার দিবস ভ্রাতাকে
ভোজন ও তাবুল দ্বারা পূজা করে, তাহার
বৈধব্য হয় না এবং নিশ্চিতই তাহার ভ্রাতার
অক্ষয় আয়ু লাভ হইয়া থাকে । ভ্রাতৃভোজনে
এই দ্বিতীয়াতিথি অপরাধব্যাপিনী গ্রহণ করিতে
হয় । যে নর অজ্ঞান বা মোহ নিবন্ধন, বিদেশবাস
কিংবা অভাব বশতঃ অথবা জরাগ্রস্ত, বা বন্দী
হইয়াও এইদিনে ভগিনীগৃহে ভোজন না করে,
সে এই যমদ্বিতীয়ার উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া ভোজন-
কল লাভ করিবে । বিশেষতঃ কার্তিকমাসে যে

বৈশ্বেন তেন দত্তা হি কৃৎক্ষামায় বিজাতয়ে ॥ ৩৩ ॥
 তেন পুণ্যপ্রভাবেন রাজাসৌন্দর্যকিতো ।
 তন্মাদানং প্রকর্তব্যং কার্ত্তিকে মাসি সর্বদা ॥ ৩৪ ॥
 ধাত্রীবনে মুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে । ধাত্রীচ্ছায়াং
 সমাশ্রিত্য কার্ত্তিকে চ হরেঃ কথাম্ । যঃ শৃণোতি
 স পাপেভ্যো মুচ্যতে বিজহ্মহুবৎ ॥ ৩৫ ॥ নারদ
 উবাচ । কোহভূদ্বিজমুতো ব্রহ্মন্ কিং পাপং
 কৃতবান্ পুরা । তস্ত জাতা কথং মুক্তিরেতদ্বিস্তরতো
 বদ ॥ ৩৬ ॥ ব্রহ্মোবাচ । পুরা দ্বিজবরচ্চাসৌৎ
 কাবের্যা উত্তরে তটে ॥ ৩৭ ॥ দেবশর্যেতি বিখ্যাতো
 বেদবেদাঙ্গপারগঃ । তস্ত পুত্রো দূরাচারস্তমাহ চ
 পিতা হিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ইদানীং কার্ত্তিকে মাসো
 বর্ত্ততে হরিবল্লভঃ । তত্র স্নানং চ দানং চ
 ব্রতানি নিয়মান্ কুরু ॥ ৩৯ ॥ তুলসীপুষ্পসহিতাং কুরু
 পূজাং হরেঃ সূত । দীপদানঞ্চ বিবিধং নমস্কারং
 প্রদক্ষিণাম্ ॥ ৪০ ॥ এবং পিতৃর্ষতঃ শ্রদ্ধা পুত্রঃ
 ক্রোধসমম্বিতঃ । পিতরং প্রাহ হৃষ্টোহা চলদোষ্টো
 বিনিদয়ন্ ॥ ৪১ ॥ পুত্র উবাচ । ন করিবাম্যহং

করেন । বৈশ্ব তখন ঐ ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে তাহার
 সেই রক্ষিত চণক সকল প্রদান করে । হে নারদ !
 এই চণকদানের পুণ্যপ্রভাবে বৈশ্ব ক্ষিতিলে
 রাজা হইয়াছিল । অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! সকল
 অর্থকামের সিদ্ধির জন্য কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীতলে
 সতত দানকরা কর্ত্তব্য । যে মানব কার্ত্তিকমাসে
 ধাত্রীর ছায়ায় সমাশ্রিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করে,
 দ্বিজতনয়ের স্তায় সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া
 থাকে । নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন্ !
 আপনি দ্বিজাশ্রয়ের কথা কহিলেন, ইনি কে,
 পূর্বকালে কি পাপ করিয়াছিলেন, কিরূপে তাঁহার
 মুক্তি হইল ? বিস্তররূপে এই সকল বলুন ।
 ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—পুরাকালে কাবেরীর উত্তর
 তীরে দেবশর্যা নামে বিখ্যাত বেদবেদাঙ্গপারগ
 জনৈক দ্বিজবর বাস করিতেন । একদা দ্বিজবর
 দেবশর্যা দূরাচার তনয়ের প্রতি এইরূপ হিতবাক্য
 প্রয়োগ করেন ;—হে পুত্র ! সম্প্রতি হরিপ্রিয়
 কার্ত্তিকমাস আগত । এই সময় স্নান, দান ও ব্রতা-
 তরণ কর । হে পুত্র ! এই পুণ্য কার্ত্তিকমাসে
 তুলসী ও পুষ্পদ্বারা হরির পূজা, বিবিধ দীপদান,
 নমস্কার এবং হরির প্রদক্ষিণ কর । পিতার বাক্য
 শুনিয়া দূরাচার তনয়ের কোণে অধরোষ্ঠ কম্পিত
 হইল । হৃষ্টোহা তনয় পিতাকে নিদা করিয়া বলিতে

তাত কার্ত্তিকে পুণ্যসংগ্রহম্ । ইতি পুত্রবচঃ শ্রদ্ধা
 সক্রোধঃ প্রাহ তং সূতম্ ॥ ৪২ ॥ যুবকো ভব
 হৃবুকে বনে বৃক্ষস্ত কোটরে । ইতি শাপভয়াভীতো
 নহা পিতরমববীৎ ॥ ৪৩ ॥ দ্রুঘোনেশ্বম মুক্তিঃ
 স্তাৎ কথং তদ্বদ মে শুরো । ইতি প্রসাদিতো
 বিপ্রঃ প্রাহ নিকৃতিকারণম্ ॥ ৪৪ ॥ যদোজ্জ্বলতজঃ
 পুণ্যং শৃণোষি হরিবল্লভম্ । তদা তে ভবিता
 মুক্তিস্তৎকথাশ্রবণাৎ সূত ॥ ৪৫ ॥ স পিতা চৈব-
 মুক্তস্ত তৎক্ষণায়ুবকোহভবৎ । বহুবর্ষসহস্রাণি
 গহ্বরে বিপিনে বসন্ ॥ ৪৬ ॥ একদা কার্ত্তিকে
 মাসি বিশ্বামিত্রঃ শিষ্যকঃ । স্নাত্বা নদ্যাং হরিং চার্চ্য
 ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ ॥ ৪৭ ॥ কথয়ামাস মাহাত্ম্যং
 শিষ্যোভ্যাং চোজ্জসন্তবম্ । তদা কশ্চিদদূরাচারো
 ব্যাধোহগানমুগয়াং চরন্ ॥ ৪৮ ॥ দুষ্টা ঋষিগণান্
 হন্ত্য কতেচ্ছঃ প্রাণিঘাতকঃ । তেবাং দর্শনমাত্রেণ
 স্তুবুদ্বিরভবত্তদা ॥ ৪৯ ॥ অথোবাচ দ্বিজবরহা ভবন্তিঃ
 ক্রিয়তেহত্র কিম্ । তেনৈবমুক্তো বিপ্রেন্দ্রো

লাগিল । পুত্র বলিল,—হে তাত ! আমি কার্ত্তিক
 মাসে পুণ্যসংগ্রহ করিব না । পুত্রের এই কথা
 শুনিয়া পিতা ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাকে বলিলেন,—
 “রে হৃবুকে ! মুখিক হইয়া বনমধ্যে বৃক্ষকোটরে
 বাস কর ।” পুত্র পিতার এবংবিধ শাপবাণী শ্রবণে
 ভীত হইয়া তাঁহাকে নমস্কারপূর্বক বলিল,—হে
 শুরো ! এই নিন্দিত যোনি হইতে কিরূপে আমার
 পরিভ্রাণ হইবে, আমাকে বলুন । পুত্রের কথায়
 প্রসন্ন হইয়া পিতা তাহার মোক্ষকারণ নির্দেশ
 করিলেন,—হে সূত ! যখন তুমি কার্ত্তিক মাসের
 পুণ্য হরিপ্রিয় ব্রতকথা শ্রবণ করিবে, সেই কথা-
 শ্রবণপ্রভাবে তখনই তোমার মুক্তি হইবে ॥ ৪৫—৪৫ ॥
 পিতার কথা শেষ হইলে পুত্র তৎক্ষণাৎ যুবক
 হইল এবং বহু সহস্র বৎসর অরণ্যমধ্যে বৃক্ষ-
 কোটরে বাস করিতে লাগিল । অনন্তর একদা
 কার্ত্তিক মাসে শিষ্যগণ সহ বিশ্বামিত্র কাবেরী
 নদীতে স্নান ও হরির পূজা করিয়া ধাত্রীচ্ছায়ায়
 আশ্রয় গ্রহণপূর্বক শিষ্যগণসমীপে কার্ত্তিক মাসের
 মাহাত্ম্য কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন । তখন
 প্রাণিঘাতক জনৈক দূরাচার ব্যাধি মুগম্বাৰ্ঘ আগমন
 করিয়া ঋষিগণকে দর্শনপূর্বক তাঁহাদের বধের জন্য
 মনন করে । কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিয়াই তাহার
 স্তুবুদ্বির উদয় হয় । সে ঋষিগণ সার্বভৌম গমন
 করিয়া প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করে ;—আপনার

বিষ্ণুমিত্রমব্রবীৎ । ৫০ । বিষ্ণুমিত্র উবাচ ।
সর্কেষামেব মাসানাং কার্তিকঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ।
তস্মিন যৎকিয়তে কৰ্ম বৰ্দ্ধতে বটবীজবৎ ।
৫১ । কার্তিকে মাসি যঃ কুর্যাৎ জ্ঞানং দানঞ্চ
পূজনম্ । বিপ্রাণাং ভোজনং চৈব তদক্ষজা-
কলং ভবেৎ । ৫২ । ব্যাধপ্রযুক্তমাকৰ্ণ্য ধৰ্ম্মঞ্চ
ঋষিণা দ্বিজঃ । মোষকং দেহমুৎসৃজ্য দিব্যদেহো-
হভবন্তদা । ৫৩ । বিষ্ণুমিত্রং প্রণম্যাহ স্বকৃতাস্তং
নিবেদ্য চ । অমুক্তাতোহথ ঋষিণা বিমানহো দিবঃ
যযৌ । ৫৪ । বিস্মিতো গাধিপুত্রস্ত ব্যাধশ্চৈব
বিশেষতঃ । ব্যাধোহপ্যৰ্জ্জব্রতং কৃহা জগাম হরি-
মন্দিরম্ । ৫৫ । তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন কার্তিকে
কেশবাগ্রতঃ । ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য কথাশ্রবণ-
মাচরেৎ । ৫৬ । মূৰ্খকোহপি চ হৃদ্যোনেমুৰ্জ্জ উৰ্জ্জ-
কথাশ্রুতঃ । শূন্যাক্কাবয়েদ্যো বা মুক্তিভাগী ন
সংশয়ঃ । ৫৭ । ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য বনভোজন-
মাচরেৎ । আদৌ কৃহা তথা জ্ঞানমুদকে বনসংস্থিতে
কৃহা কৰ্ম্মাণি নিত্যানি মাধবং পূজয়েত্ততঃ । ৫৮ ।
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য হরৌ ভক্তিসমম্বিতঃ । শূন্যাক্

এখানে কি করিতেছেন? ব্যাধ কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইয়া বিপ্রেন্দ্র বিষ্ণুমিত্র তাহাকে
বলিতে লাগিলেন । বিষ্ণুমিত্র বলিলেন,—
মাসসমূহের মধ্যে কার্তিকই শ্রেষ্ঠ । এই কার্তিক
মাসে যাহা কিছু কৃত হয়, বটবীজের স্থায় তাহা
বর্দ্ধিত হইয়া থাকে । কার্তিক মাসে যে মানব
জ্ঞান, দান, পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি পুণ্য
কার্য্য করেন, এই সকল তাঁহার অক্ষয় ফলজনক
হয় । ব্যাধ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া ঋষি বিষ্ণুমিত্র এই
যে ধৰ্ম্মকথা কৌতুহল করিলেন, কোটরস্থ মূষিক-
শরীরধারী দ্বিজভ্রমর ইহা শ্রবণ করিয়া মূষিক-
দেহ পরিত্যাগপূৰ্ব্বক দিব্যদেহ হইলেন এবং
ঋষি বিষ্ণুমিত্রকে প্রণাম ও স্বীয় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া
ঋষির আদেশ গ্রহণ করত বিমানারোহণে স্বর্গে
গমন করিলেন । গাধিপুত্র বিষ্ণুমিত্র এই ব্যাপার
দর্শনে-বিস্মিত হইলেন । বিশেষতঃ ব্যাধ ততোধিক
বিস্মিত হইল । অনন্তর ব্যাধও কার্তিকব্রত করিয়া
হরিপুরে গমন করিল । অতএব হে নারদ !
সৰ্বপ্রযত্নে কার্তিকে ধাত্রীচ্ছায়ার * আশ্রয় লইয়া
কেশবের মূৰ্ত্তিতে বনভোজন করিবে । হে
বিপ্রেন্দ্র ! প্রকৃত বনসমীপস্থ জলে জ্ঞান ও নিত্য-
কৰ্ম্ম সকল সমাধা করিয়া ধাত্রীসমীপে গমনপূৰ্ব্বক

কথাং দিব্যাং মাসমাহাত্ম্যংসনীম্ । ৫৯ । ততঃ
ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা ভোজয়েৎ ব্রহ্মবিস্তমান্ । ততো
ভূঞ্জীত বিপ্রেন্দ্র স্বয়ং হরিমহেশ্বরম্ । ৬০ । এবং
কৃতে ব্রতে বিপ্র কার্তিকে হরিবল্লভে । যৎপাপং
নশ্রুতে পুত্র সাবধানমনঃ শূন্য । ৬১ । হরেন্দ্রপিত-
ভোগাচ্চ ভোজনে সূর্য্যদর্শনাৎ । রজস্বলাযাক-
শ্রবণপাপাভোজনকে তথা । ৬২ । ভোজনা-
বসরে চান্তস্পর্শদোষস্ত যন্তবেৎ । নিষিক্তভোজনা-
স্তস্মাভোজনে চান্নদূষণাৎ । ৬৩ । শূদ্রস্তাপি
তথা ত্যাগাৎ পুণ্যকালে হরিপ্রিয়ে । এতৈর্বৎ-
সাধিতং পাপং তৎসৰ্বং নশ্রুতি কবম্ । ৬৪ ।
তস্মাৎসৰ্বপ্রযত্নেন ধাত্র্যাং ভোজনমাচরেৎ । ৬৫ ।
কার্তিকে মাসি বৈ বিপ্রো ধাত্রীমালাস্ত যো বহেৎ ।
তথৈব তুলসীমালাং তস্ত পুণ্যমনন্তকম্ । ৬৬ ।
ধাত্রীচ্ছায়াং সমাশ্রিত্য দীপমালার্পণং নরঃ । করি-
ষ্যতি বিশেষণে তস্ত পুণ্যমনন্তকম্ । ৬৭ । রাধা-
দামোদরৌ পূজ্যৌ তুলস্যাধো বিশেষতঃ । তুলস-
ভাবে কর্তব্য পূজা ধাত্রীতলে শুভা । ৬৮ । ধাত্রী-

হরিভক্তিসমম্বিত হইয়া মাধবের পূজা করিবে,
তার পর কার্তিকমাসমাহাত্ম্যসূচক দিব্য ব্রতকথা
শ্রবণ করিবে এবং তদনন্তর ভক্তিপূৰ্ব্বক ব্রহ্মবিস্তম
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া হরিকে স্মরণ করিতে
করিতে স্বয়ং ভোজন করিবে । ৪৬—৬০ । হে বিপ্র !
এইরূপে হরিপ্রিয় কার্তিকব্রত করিলে, মানবের
কত পাপ বিদূরিত হয়, তাহা বলিতেছি ; হে পুত্র !
তুমি সাবধানে শ্রবণ কর । হরিকে নিবেদন না
করিয়া ভোজন, সূর্য্যোদয় মাত্র ভক্ষণ, রজস্বলার
বাক্য শ্রবণ, তাহার অন্ন ভোজন, ভোজন সময়ে
অন্তের স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন, নিষিক্ত অন্ন ভক্ষণ,
দূষিত অন্ন ভক্ষণ এবং হরিপ্রিয় পুণ্য শুদ্ধকালের
পরিত্যাগ—এই সব কার্য্যে যে পাপ সাধিত হয়,
একমাত্র কার্তিকব্রতে তৎসমস্ত বিদূরিত হইবে ।
অতএব কার্তিক মাসে সৰ্বপ্রযত্নে ধাত্রীতলে ভোজন
করিবে । কার্তিকমাসে যে বিপ্র—ধাত্রী এবং
তুলসীমালা ধারণ করেন, তাঁহার পুণ্য
অনন্ত । যে নর ধাত্রীর ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ, বিশে-
ষতঃ দীপমালা অর্পণ করে, তাহার পুণ্যের সীমা
নাই । কার্তিক মাসে তুলসীর অধোদেশে বিশেষ-
রূপে রাধাদামোদরের পূজা করিবে । তুলসীর
অভাব হইলে, ধাত্রীতলেই উত্তম পূজা কর্তব্য ।

জ্ঞাতলে যেন সঙ্কটকর্তৃ কার্তিকে । সম্পূর্ণ-
ভোজনং দত্তমন্নদোষপ্রযুক্ত্যে ॥ ৬৯ ॥ সম্পূর্ণ
কার্তিকে যন্ত সম্পূর্ণ্যামলকীং শুভাৎ । রাধা-
দামোদরপ্রীত্যে ভোজয়িত্বা চ সম্প্রতি । পশ্চাৎ-
স্বস্ত্যুভীত ন প্রীতস্ত কস্যং ত্রয়েৎ ॥ ৭০ ॥
যঃ কণ্ঠিঃকবো লোকে ধত্তে ধাত্রীকলং যুনে ।
প্রিয়ো ভবতি দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথ্য ॥ ৭১ ॥
ধাত্রীকলবিলিপ্তাঙ্গো ধাত্রীকলসমধিতঃ । ধাত্রীকল-
কৃতান্নো নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ ৭২ ॥ ধাত্রী-
কলানি যো নিত্যং বহতে করসম্পূটে । তস্ত
নারায়ণো দেবো বরমিষ্টং প্রযচ্ছতি ॥ ৭৩ ॥ ত্রীকামঃ
সর্বদা স্নানং কুর্ধ্যাদামলকৈর্নরঃ । তুষ্যত্যামলকৈ-
বিকুরেকাদিত্যং বিশেষতঃ ॥ ৭৪ ॥ নবম্যাং দর্শে
সপ্তম্যাং সংক্রান্তৌ রবিবাসরে । চন্দ্র-সূর্যোপরাগে
চ স্নানমামলকৈস্ত্যজেৎ ॥ ৭৫ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং সমা-
শ্রিত্য কুর্ধ্যাৎ পিণ্ডয়ন্ত যো নরঃ । প্রয়াস্তি পিতরো
মুক্তিঃ প্রসাদায়াধবন্ত তু ॥ ৭৬ ॥ মুক্তি পাণো মুখে
চৈব বাহুভ্যাং কণ্ঠে তু যো নরঃ । ধত্তে ধাত্রীকলং

কার্তিকমাসে যিনি ধাত্রীতলে একবার মাত্র ভোজন
করেন, তাহার ব্রাহ্মণদম্পতিভোজনের ফললাভ
হইবে ও তিনি যাবতীয় অন্নদোষ হইতে বিন্ধু
হইবেন । যিনি সম্পূর্ণ কার্তিক মাসে স্নানোভন
আমলকীকে পূজা করিয়া রাধাদামোদরের প্রীতির
জন্ত ব্রাহ্মণদম্পতিকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং
ভোজন করেন, কদাচ তাহার লক্ষ্মীক্ষয় হয় না । হে
যুনে ! ভূমিতলে যে কোন বৈকব আমলকী ধারণ
করেন, তিনি দেবগণেরও প্রিয় হন ; মনুষ্যদিগের
কথা আর কি বলিব ? ধাত্রীকল অঙ্গে লেপন,
ধাত্রীকল অঙ্গে ধারণ এবং ধাত্রীকল আহার
করিয়া নর নারায়ণের অমুরূপ হয় । ধাত্রীকল কর-
পুটে যিনি নিরন্তর ধারণ করেন, নারায়ণ তাঁহাকে
অভীষ্ট বরদান করিয়া থাকেন । সম্পৎকামী মানব
নিত্য আমলকী দ্বারা স্নান, বিশেষতঃ একাদশী-
দিবসে আমলকী দ্বারা হরির সন্তোষসাধন করি-
বেন ; কিন্তু নবমী, অমাবস্যা, সপ্তমী, সংক্রান্তি,
রবিবার এবং চন্দ্র-সূর্যের উপরাগ—এই সকল
দিনে আমলকী গান বর্জন করিবেন । যিনি
ধাত্রীচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া পিণ্ডদান করেন, মাধবের
অমুরূপে তাঁহার পিতৃগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।
হে বৎস ! যিনি মস্তক, করদ্বয়, হৃৎ, বাহুগল এবং
কণ্ঠে আমলকী ধারণ করেন ; সেই আমলকী-

বৎস ধাত্রীকলবিভূষিতঃ ॥ ৭৭ ॥ যাবদুত্তি কণ্ঠস্থ
ধাত্রীমালা নরস্ত হি । তাবদন্ত শরীরে তু প্রীত্যা
লুটিতি কেশবঃ ॥ ৭৮ ॥ ধাত্রীকলঞ্চ তুলসী মুক্তিকা
দ্বারকোত্তবা । সকলং জীবিতং তন্ত জিতয়ং যন্ত
বেশ্মনি ॥ ৭৯ ॥ যাবদ্বিনানি বহতে ধাত্রীমালাং
কলৌ নরঃ । তাবদ্বৃগসহস্রাণি বৈকুণ্ঠে বসতি-
র্ভবেৎ ॥ ৮০ ॥ মালাযুগ্মং বহেদযন্ত ধাত্রীতুল-
সিসম্ভবম্ । যো নরঃ কণ্ঠদেশে তু কল্পকোটিং দিবং
বসেৎ ॥ ৮১ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং গতৌ যন্ত দ্বাদশ্যঃ
পূজয়েদ্রিম্ । তত্রৈব ভোজনং যন্ত ব্রাহ্মণানাং চ
কারয়েৎ ॥ ৮২ ॥ স্বয়ং তত্র ভুক্তে যঃ স্থপতঙ্গা-
দিকং তথা । ন তন্ত পুনরাবৃতিঃ কল্পকোটিশতৈ-
রপি ॥ ৮৩ ॥ তুলস্যাশ্চৈব ধাত্র্যাশ্চ কলৈঃ পত্রৈ-
র্হরিং যজেৎ ॥ ৮৪ ॥ তুলসী ধাত্রীযুক্তা হি সিক্তে
সতি চ কার্তিকে । বিলয়ং যান্তি পাপানি ব্রহ্ম-
হত্যাদিকানি চ ॥ ৮৫ ॥ ধর্মদত্তো দ্বিজঃ পূর্নঃ যথা
মুক্তিমবাপ হ ॥ ৮৬ ॥ নারদ উবাচ । কার্তিকে
মাসি সা সেব্যা পূজনীয়া সদা নরৈঃ । চাতুর্থাশ্চে
ন সেব্যা সা ইত্যুক্তং ভবতা পুরা । তস্মাৎ সর্ব-

বিভূষিত ব্যক্তির কণ্ঠস্থ আমলকী মালা শরীরে
যে যে স্থানে লুটিত হয়, কেশব সন্তুষ্ট হইয়া
তাঁহার শরীরের সেই সেই স্থানে স্বীয় শরীর
লুটিত করেন । ৬১—৭৮ । ধাত্রীকল, তুলসী
এবং দ্বারকার মুক্তিকা, এই তিনই মুক্তিদায়িনী ;
এই তিনটাই ঋষার গৃহে বিদ্যমান, সেই মান-
বের জীবন সফল । কলির লোক যতকাল
আমলকীর মালা ধারণ করিবেন, তত সহস্রযুগ
তাঁহার বৈকুণ্ঠবাস হইবে । যে ব্যক্তি কণ্ঠদেশে
ধাত্রী ও তুলসীসম্মত মালাযুগ্ম ধারণ করেন, তিনি
কোটি কল্পকাল স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন । যিনি
দ্বাদশীদিনে ধাত্রীতলে গমনপূর্বক হরির পূজা
করেন এবং স্থপাদি ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে
ভোজন করাইয়া স্বয়ং ভোজন করেন, শতকোটি
কল্পকালেও তাঁহার পুনর্জন্ম হইবে না । যিনি
কার্তিকমাসে তুলসী ও আমলকীকল দ্বারা হরির
পূজা এবং তুলসী ও আমলকীচ অভিব্যেক করেন,
পুরাকালে ধর্মদত্ত দ্বিজের পাপদ্বিগতির দ্বারা তাঁহা-
রও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিলীন হয় । নারদ প্রস
করিলেন,—আপনি পূর্বে বলিয়াছেন, কার্তিকমাসে
ধাত্রী মাণবগণের সর্বদা সেব্যা ও পূজনীয়া, চাতু-
র্থাশ্চে সেব্যা বা পূজনীয়া নহেন ; অতএব এই

এবং কুণ্ডল কারয়েৎ ॥ ১৬ ॥ পশ্চাৎ দ্বাভ্যং কঠোর-
জপ্তা দেবপূজাং সমাচরেৎ ॥ পশ্চাৎ স্নিগ্ধ সমাধায়
হোমঃ কুর্যাদ্যধাবিধি ॥ ১৭ ॥ পায়সাত্ত্যাদিভ্যাম-
পালাশসমিধা তথা ॥ গ্রহাণাং বাতদেবেভ্যশ্চক্ষ-
কৃদ্বা প্রযত্নতঃ ॥ ১৮ ॥ ধাত্রী শান্তিকথা কাশ্মি-
র্যথা প্রকৃতিরেব চ ॥ বিষ্ণুপত্নী মহালক্ষ্মী যম্মা
মা কমলা তথা ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্রিয়া লোকমাতা চ
কন্যাগী কমলা তথা ॥ সাবিত্রী চ জগদ্ধাত্রী গায়ত্রী
সুধৃতিস্তথা ॥ ১০০ ॥ অস্ত্রজা বিষ্ণুরূপা চ পুরুষা
হক্সিসম্ভবা ॥ প্রধানদেবতাভিষেক ব্রহ্মাহোমঃ
সমাবভেৎ ॥ ১০১ ॥ সংসৃষ্টেতি চ মন্ত্রেণ ধ্বংসতঃ
মেতি মন্ত্রতঃ ॥ অপূপং শুভস্পাত্যাং সংযুক্তং
জুংথাকবিঃ ॥ ১০২ ॥ অষ্টোত্তবশতং হুত্বা মূলমন্ত্রেণ
পায়সম্ ॥ ততো গ্রহাদি দেবাংশ্চ যথাসম্বোদন
হোময়েৎ ॥ ৩ ॥ ধাত্রীহোমে মহাপ্রাজ্ঞ ব্রহ্মাহোমে
তু পায়সম্ ॥ ততঃ ষিষ্টকৃতং হুত্বা বলিদানং
সমাচবেৎ ॥ ১০৪ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালাংশ্চ ব্রহ্মা
পূজ্যা প্রযত্নতঃ ॥ ধাত্রীব্রহ্মস্তু সর্বত্র বেদিকা-
সংযুক্তস্ত চ ॥ ১০৫ ॥ সূপেন শুভমিশ্রণে বলিৎ

হে সৌম্য । এই কুণ্ড ও হস্তমাত্র আয়ত্ত করিতে
হইবে । অনন্তর স্নান ও জপ করিয়া দেবপূজা
করিবে, তদনন্তর অগ্নি-আনয়ন-পূর্বক পায়স, আদ্র্য,
গুড়, সূর্য ও পলাশসমিধ্ দ্বাৰা যথাবিধি হোম
করিয়া প্রযত্ন-সহকাৰে বাস্ত ও নবগ্রহগণকে চক্ৰ
প্রদান করিতে হইবে । অনন্তর ধাত্ৰী, শান্তি,
কান্তি, মায়া, প্রকৃতি, বিষ্ণুপত্নী মহালক্ষ্মী, রমা, মা,
কমলা, ইন্দিবা, লোকমাতা, কল্যাণী, কমলা, সাবিত্রী,
জগদ্ধাত্ৰী, গায়ত্ৰী, সুধৃতি, অন্তজ্ঞা, বিশ্বরূপা, সুরূপা,
অক্সিসম্ভবা এই সকল প্রধান দেবতাকে আহুতি
দিয়া বক্ষাহোম করিবে । তাৰপৰ “সংস্ৰষ্টা” ইত্যাদি
ও “শ্বষতং” ইত্যাদি মন্ত্ৰে গুড় ও সুপযুক্ত অপূপ
হোম করিষা অষ্টোত্তৰ শত স্মৃতিহিত প্রদানানন্তর
মূলমন্ত্ৰদ্বাৰা পায়সহোম করিবে । হে মহাশক্তি !
অনন্তর পায়স দ্বাৰা যথাসংখ্য নবগ্রহ ও দেবতা
হোম করিতে হইবে অৰ্থাৎ ধাত্ৰীহোমে, নবগ্রহ ও
বক্ষাহোমে দেবগণের হোম করিতে হইবে । তার
পৰ সিদ্ধিকুণ্ড হোম করিয়া বলিদান করিবে । ধাত্ৰী-
বক্ষের বেদিকাসংযুক্ত স্থানের সর্বত্রই ইন্দ্রাদি
দেবতাপালগণের পূজা করিয়া প্রযত্ন সহকাৰে বক্ষা
পূজা করিবে । তারপৰ গুড়মিশ্রিত, সুগন্ধ

পশ্চারিবেদয়েৎ । দেবি ধাত্রী নমস্তস্য
 গৃহাণ বলিমুত্তমম্ ॥ ১১৬ ॥ মিত্রিতঃ শুভ্রপাত্যাঃ
 সর্বমঙ্গলদায়িনি । পুত্রান্ দেহি মহাপ্রাজ্ঞা যশো
 দেহি শুভপ্রদম্ ॥ ১০৭ ॥ প্রজ্ঞাং মেধাক সৌভাগ্যং
 বিষ্ণুভক্তিঞ্চ দেহি মে । নীরোগং কুরু মে নিত্যং
 নিশ্চাপং কুরু সৰ্বদা ॥ ১০৮ ॥ বর্চস্কং কুরু মাং দেবি
 ধনবন্তঃ তথা কুরু । ইতি তাং প্রার্থয়েদেবীং
 প্রাদক্ষিণ্যাবলিঃ শুভেৎ ॥ ১০৯ ॥ বলিপ্রদান-
 কালে তু যে কুর্নস্তি প্রদক্ষিণম্ । তে যান্তি বিষ্ণু-
 সালোক্যং পিতৃভিঃ সার্কমেব চ ॥ ১১০ ॥ ততঃ পূর্ণা-
 হতিং কৃহা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥ ১১১ ॥ ধাত্রী-
 যুক্তম্ মূলম্ মন্দমিতরমাপতিম্ । তে যান্তি
 বিষ্ণুসায়ুজ্যং যে পশুস্তীহ চক্ষুবা ॥ ১১৩ ॥ বৈব-
 দেবঃ ততঃ কৃহা পূজয়েদ্বনদেবতাঃ । গন্ধাকতা-
 শুতো দধা বিপ্রভ্যাঃ পদ্মসম্ভব ॥ ১২ ॥ ব্রাহ্মণান্
 ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বন্ধুভিঃ । গৃহং
 এবশয়েৎ পশ্চাদ্ভক্ষান বালাদিকৈঃ সহ ॥ ১১৪ ॥
 ব্রাহ্মণ্যী তবেজাজৌ কিতিশায়ী ভবেত্ততঃ । গ্রাম-
 ষ্টৈশ্চ মিলিত্বা চ স্বয়ং বা কারেদ্বুধঃ ॥ ১৫ ॥ সর্ব-
 পাপবিমুক্ত্যর্থং বনভোজনমুত্তমম্ । কৃৎসবং সকলং
 কর্ম কৃহায় চ সমর্পয়েৎ ॥ ১১৬ ॥ অশ্বমেধসহস্রশ্চ
 রাজহ্মণতস্ত চ । যৎকলং সমবাপ্রোতি তৎকলং

বলিদান করিয়া “দেবি ধাত্রী” ইত্যাদিমন্ত্রে, ধাত্রী-
 দেবীর প্রার্থনা সহকারে প্রাদক্ষিণ্যক্রমে বলি বস্ত্র
 বিস্তৃত করিবে। যিনি বলিপ্রদান কালে ধাত্রী
 দেবীকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি পিতৃগণ সহ বিষ্ণু-
 সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। অনন্তর পূর্ণাহুতি
 প্রদান-পূর্বক হোমকার্য সম্পূর্ণ করিবে। বাহারা
 ধাত্রীতরুর মূলস্থিত ঈষৎহাস্ত-আস্ত্র রমাপটিকে
 সন্দর্শন করেন, তাঁহাদের বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ হয়।
 অনন্তর বৈবদেব ক্রিয়ার অন্ত্যস্তান, বনদেবতার পূজা
 ও বিপ্রগণকে চন্দন দান করিতে হইবে। তারপর
 ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বন্ধুদিগের সহিত
 স্বয়ং ভোজন করিবে। তদনন্তর বালকদিগের
 সহিত গৃহগণকে গৃহে পাঠাইয়া দি। িজে ব্রাহ্মণ্য-
 বনভোজনপূর্বক রাজিতে কিতিতলে শয়ন করিবে।
 অনন্তর পণ্ডিত ব্যক্তি গ্রামবাসীদিগের সহিত
 মিলিত হইয়া অথবা একাকীই নিখিল পাপবিমুক্তির
 জন্ত বনভোজন করিবে। এই সকল কর্মোচরণ
 করিয়া কলং কর্মকর অর্পণ করিতে হইবে।
 বনভোজনে মানব সহস্র অশ্বমেধ ও শতবাহনের

বনভোজনে ॥ ১১৭ ॥ অতো ধাত্রী মহাভাগ পবিত্রা
 পাপনাশনী । ধাত্রী চৈব নৃণাং ধাত্রী ধাত্রীবৎ কুরুতে
 ক্রিয়াম্ ॥ ১১৮ ॥ দদাত্যায়ুঃ পয়ঃপানং
 জ্ঞানাদৈব ধর্মসকলম্ । অলক্ষ্মীনাশনং জ্ঞান-
 মাজৈর্নির্কারণমায়ুযাং । বিদ্বানি নৈব জায়ন্তে
 ধাত্রীজ্ঞানেন বৈ নৃণাম্ ॥ ১১৯ ॥ তন্মাতঃ কুরু
 বিপ্রেন্দ্র ধাত্রীজ্ঞানং হি যত্নতঃ । প্রযান্তসি হরেক্ষম
 দেবত্বং প্রাপ্য নারদ ॥ ১২০ ॥ যত্র যত্র মুনিশ্চেষ্ঠ
 ধাত্রীজ্ঞানং সমাচরেৎ । তীর্থৈ বাপি গৃহৈ বাপি
 তত্র তত্র হরিঃ স্থিতঃ ॥ ১২১ ॥ ধাত্রীজ্ঞানেন বিপ্রর্ষে
 যন্তাস্তীনি কলেবরে । প্রকালান্তে মুনিশ্চেষ্ঠ ন স
 গর্ভগৃহং বসেৎ ॥ ১২২ ॥ ধাত্রীজ্ঞানেন বিপ্রেন্দ্র
 যেবাং কেশাশ্চ রঞ্জিতাঃ । তে নরাঃ কেশবঃ যান্তি
 নাশয়িত্বা কলের্মলম্ ॥ ২৩ ॥ ধাত্রীকলং মহাপুণ্যং
 জ্ঞানং পুণ্যতমং স্মৃতম্ । পুণ্যাৎ পুণ্যতরং বৎস
 ভক্ষণে মুনিসত্তম ॥ ১২৪ ॥ ন গজা ন গয়া কাম্বী
 ন বেণী ন চ পুষ্করম্ । একৈব হি যথা পুণ্যা ধাত্রী
 মাধববাসরে ॥ ১১৫ ॥ ধাত্রীজ্ঞানং হরেনর্মি তর্থে-

বজ্রের তুল্য কললাভ করে। ৭৯—১১৭। হে মহা-
 ভাগ। এই জন্ত ধাত্রী অতিপবিত্রা হইয়াছেন। ধাত্রী
 তরুই নরগণের ধাত্রী; ধাত্রীই মানবের ধাত্রীর
 কাজ করিয়া থাকেন। ধাত্রীজলে জ্ঞান করিলে ধর্ম-
 সকল এবং ধাত্রীজলপানে আয়ু লাভ হয়। ধাত্রীজ্ঞান
 অলক্ষ্মীবিনাশন। ধাত্রীজলে জ্ঞানমাত্রেই মানবের
 বিষসমূহ বিদূরিত হইয়া নির্কারণ-মুক্তিলাভ হইয়া
 থাকে। ‘হে বিপ্রেন্দ্র! এজন্ত তুমি, যত্নপূর্বক
 ধাত্রীজ্ঞান কর। হে নারদ! এইরূপ করিলেই
 তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিবে।
 হে মুনিশ্চেষ্ঠ! তীর্থের হউক, আর গৃহের হউক,
 যেখানে ধাত্রীজ্ঞান আচরণ করিবে, সেইখানে
 হরির অধিষ্ঠান হইবে। হে বিপ্রর্ষে!—ধাত্রীজ্ঞানে
 যাহার কলেবরের অস্থিসকল প্রকালিত হয়, হে
 মুনিশ্চেষ্ঠ! তাহার আর গর্ভে বাস করিতে হয়
 না, হে বিপ্রেন্দ্র! ধাত্রীজলে যাহাদের কেশসকল
 রঞ্জিত হয়, কলির মল বিনা করিয়া তাহারা
 কেশবকে লাভ করিয়া থাকে। একেই ধাত্রীকল
 মহাপবিত্র; তারপর ধাত্রী জ্ঞানে আরও পুণ্যতম;
 হে বৎস! ধাত্রী ভক্ষণ পুণ্য হইতেও পুণ্যতম।
 গজা, গয়া, কাম্বী, বেণী, ও পুষ্কর—যেখানে এক-
 ধাত্রী ধাত্রীই এই সকলের তুল্য। হে পুত্র! ধাত্রী

বৈকান্দী স্মৃত । গয়াশ্রদ্ধঃ তথা বৎস সমান
মুনয়ো বিজ্ঞঃ ॥ ২৬ ॥ সংস্পর্শনং যন্ত বৈ ধাত্রীমহন্তহনি
মানবঃ । মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্বৈশ্চনোবাক্য-
সম্ভবেঃ ॥ ২৭ ॥ ধাত্রীকলৈরমাবাস্তাসপ্তমী-
নবমীষু চ । রবিবারে চ সংক্রান্তৌ ন প্রায়ানুনি-
সত্তম ॥ ২৮ ॥ যস্মিন্ গৃহে মুনিবর ধাত্রী তিষ্ঠতি
সর্বদা । তস্মিন্ গৃহে ন গচ্ছন্তি প্রেতকুমাণ্ড-
রাঙ্কসাঃ ॥ ২৯ ॥ ধাত্রীকলকৃতাং মালাং কঠং
যো বহেরহি । স বৈকবো ন বিজ্ঞেয়ো বিকোভক্তি-
পন্নো যদি ॥ ৩০ ॥ ন ত্যাজ্যা তুলসীমালা
ধাত্রীমালা বিশেষতঃ । তথা পদ্মমালাপি ধর্ম-
কামার্থমীপ্ততিঃ ॥ ৩১ ॥ যাবদিনানি বহতে
ধাত্রীমালাং কলৌ নরঃ । তাবদ্যুগসংস্রাবি
বৈকুণ্ঠে বসতির্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥ সর্বদেবময়ী
ধাত্রী বাসুদেবমনঃপ্রিয়া । আরোপণীয়া সেব্যা
চ পূজনীয়া সদা নরৈঃ ॥ ৩৩ ॥ এতস্তে
সর্বমাখ্যাতঃ ধাত্রীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ । শ্রোতব্যঞ্চ
সদা তর্কচতুর্গকলপ্রদম্ ॥ ৩৪ ॥ ধাত্রীচ্ছায়াং
সমাখ্যাত্য কার্তিকেহরঃ ভূনক্তি যঃ । অন্নসংসর্গজং
পাপমাবর্ষং তন্ত নশ্ততি ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে ধাত্রীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম
ষাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

জ্ঞান, হরিনাম, একাদশী ও গয়াশ্রদ্ধ,—মুনিগণ
এই সকল তুল্য বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন ।
যে মানব প্রতিদিন ধাত্রী সংস্পর্শ করে, সে কায়-
মন ও বাক্য দ্বারা কৃত পাপনিবহ হইতে মুক্ত হয় ।
হে মুনিসত্তম ! অমাবস্তা, সপ্তমী, নবমী, রবিবার
ও সংক্রান্তিদিনে ধাত্রীজ্ঞান বিধেয় নহে ।
হে মুনিবর ! যাহার গৃহে সতত ধাত্রী থাকে,
প্রেত, কুমাণ্ড ও রাক্ষসগণ তাহার গৃহে গমন করে
না । যে মানব ধাত্রীকলের মালা কঠে ধারণ
নকরে, বিকৃতক্রিয়মান হইলেও সে বৈকব নহে ।
তুলসী মালা কখনও পরিত্যাজ্য নহে, বিশেষতঃ
ধাত্রীমালা কদাচ ত্যাগ করিবে না ; ঐরূপ ধর্ম,
কাম, ও অর্থাধো মানব পদ্মমালাও কখন পরিত্যাগ
করিবে না । কলি লোক যতদিন ধাত্রী মালা
ধারণ করে, তত স্রষ্টব্য যুগ তাহার বৈকুণ্ঠ বাস হয় ।
ধাত্রী সর্বদেবময়ী ও বাসুদেবমনঃপ্রিয়া ; অতএব
মানব সতত ধাত্রীর পূজা, সেবা ও ধারণ করিবে ।
এই আমি তোমার নিকট সমস্ত উত্তম ধাত্রীমাহাত্ম্য
কীর্তন করিলাম, ইহা শুদ্ধগণের সতত জ্ঞাতি এবং

১৩ দশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । ত্রিঃ পতিমখ্যমহা গতে দেবর্ষি-
সত্তমে । হর্ষোৎ ফুলাননা সত্য্য বাসুদেবমখ্য-
ত্রবীৎ ॥ ১ ॥ সত্য্যভামোবাচ । ধাত্রীমি কৃত-
কৃত্যামি সকলং জীবিতং মম । দানং ব্রতং তপো
বাপি কিং হু পরং কৃতং ময়া ॥ ২ ॥ যেনাৎ
মর্ত্যজা দেব তবাক্ষহর্যভবম্ । ভবান্তরে চ
কিংলীলা কা চাহং কস্ত কস্তকা । তবাহং বলভা
জাতা তদ্বদম্ মমাখিলম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ।
শৃণুৈকমনাঃ কাস্তে যথা ত্বং পূর্বজন্মনি ॥ ৪ ॥ পুণ্য-
ব্রতং কৃতবতী তৎসর্বং কথয়ামি তে । আসীৎ কৃত-
যুগশ্চাস্তে মায়াপূর্যাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥ আজেয়ো দেব-
শশ্যেতি বেদবেদাঙ্গপারগঃ । তস্মাতিবয়সচ্চাসীদ্রায়া
গুণবতীস্মৃতা ॥ ৬ ॥ অপুত্রঃ স শশিষ্যায় চন্দ্রনারে দদৌ
স্মৃতাম্ । তমেব পুত্রবয়েনে স চ তং পিতৃবদনী ॥

চতুর্গকলপ্রদ । যে মানব কার্তিক মাসে ধাত্রীচ্ছায়া
আশ্রয় করিয়া ভোজন করে একবৎসর তাহার
অন্নসংসর্গজ দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ১১৮—১৩৫ ।

ষাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—অনন্তর দেবর্ষিসত্তম মারদ
রমাপতিকে সন্মোহন করিয়া গমন করিলে হর্ষোৎ-
ফুলবদনা সত্য্যভামা বাসুদেবকে বলিতে লাগিলেন ।
সত্য্যভামা বলিলেন,—আমি ধন্ত, আমি কৃতকৃত্য,
আজ আমার জীবন সফল হইল । হে দেব !
আমি এমন কি দান, ব্রত, বা তপস্যা করিয়াছিলাম
যে, মানবী হইয়াও আপনার অক্লান্তভাগিনী
হইয়াছি । জন্মান্তরে আমি কাহার কস্তা ছিলাম
এবং আমার এমন কি সচ্চরিত্র ছিল যে, আপনার
বলভা হইয়াছি । এই সকল আমার নিকট বলুন ।
শ্রীকৃষ্ণ উত্তর কবিলেন,—অগ্নি দয়িতে ! তুমি পূর্ব-
জন্মে যে পুণ্যব্রত করিয়াছিলে, তোমার নিকট
সে সকল বলিতেছি, একমনা বইয়া শ্রবণ কর ।
সত্য্যযুগের অবসানে মায়াপূরীতে জনৈক দ্বিজোত্তম
বাস করিতেন, তাঁহার নাম দেবশর্মা । দেবশর্মা
অত্রিগোত্রসম্ভব ছিলেন । বৃক্কদেবশর্মার পুত্র
সন্তান ছিল না ; তাঁহার একটি মাত্র কস্তা ছিল,—
নাম গুণবতী । দেবশর্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের করে

‘১।’ তো কদাচিদনং যাতৌ কুশেয়াহরণার্থিনৌ ।
নিহতো রাক্ষসো তৌ চ কৃতান্তসমরূপিণা ॥ ৮ ॥
অতঃপুণ্যপ্রভাবেন বিষ্ণুলোকং গতাবুভৌ । ততো
শুণবতী জন্মা রাক্ষসো নিহতাবুভৌ ॥ ৯ ॥ পিতৃভর্জ-
জুঃখার্জা কারুণ্যং পর্যাদেবয়ং । সা গৃহোপস্থারান্
সর্গান বিক্রীয়াস্ত চ কশ্ম তৎ ॥ ১০ ॥ তযোশ্চক্রে
বধাশক্তি পারলৌকীং ততঃ ক্রিয়াম্ । তস্মিন্বেব
পূরে চক্রে বাসং সা মৃতজীবিনী ॥ ১১ ॥ ব্রতদ্বয়ং
তয়া সম্যগাজ্ঞমরণাৎ কৃতম্ । একাদশীব্রতং
সম্যক্ সেবনং কার্ত্তিকস্ত চ ॥ ১২ ॥ ইখং শুণবতী
সম্যক্ প্রত্যঙ্গং ব্রতিনী হত্বৎ । কদাচিৎ সক্রজা
সাধু কৃশাদী জরপীড়িতা ॥ ১৩ ॥ স্নাতুং গঙ্গাং গতা
কাস্তে কথঞ্চিচ্ছনকৈস্তদা । যাবজ্জলান্তরগতা
কম্পিতা শীতপীড়িতা ॥ ১৪ ॥ তাবৎ সা বিহ্বলা-
পল্লভিমানঃ যাতমহরাৎ । অথ সা তদ্বিমানস্থা
বৈকুণ্ঠভুবনং যযৌ ॥ ১৫ ॥ কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন
মৎসারিধ্যং গতাবৎ ॥ অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং যদা

প্রার্থনয়া শুরম্ ॥ ১৬ ॥ আগতোহহং গণ্যঃ সর্গে
যাতান্তেহপি যয়া সহ । এতে হি যাদবাঃ সর্গে
মদগণা এব ভামিনি ॥ ১৭ ॥ পিতা তে দেবশরীড়ৎ
সত্রাজিদভিধো হুয়ম্ । যশস্রনামা সৌহকুরহং সা
শুণবতী শুভা ॥ ১৮ ॥ কার্ত্তিকব্রতপুণ্যেন বহু মৎ
শ্রীতিদায়িনী । মন্দারি যযয়া পূর্বঃ তুলসীবাটিকা
কৃত্য ॥ ১৯ ॥ তস্মাদয়ং কল্পবৃক্ষস্তবাক্ষণগতঃ
শুভে । আজন্মমরণাৎ পূর্বঃ যৎকৃতং কার্ত্তিকব্রতম্ ॥
২০ ॥ কদাচিদপি তেন হং মদ্বিদ্ভোগং ন যাস্তসি ।
সত্যোবাচ । মাসানাং তু কথং নাম স মাসঃ
কার্ত্তিকো বরঃ ॥ ২১ ॥ প্রিয়স্তে দেবদেবেশ কারণং
তত্র কথ্যতাম্ । শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । সাধু পুষ্টঃ হুয়া
কাস্তে শৃণুঐক্যগ্রামনসা ॥ ২২ ॥ পৃথোবৈভক্ত
সংবাদঃ মহর্ষেণীবদন্ত চ । এবমেব পুরা পৃষ্টো
নাবদঃ পৃথুনাববোৎ ॥ ২৩ ॥ নাকদ উবাচ । শঙ্খ-
নামাতবৎ পূর্বমশ্রুবৎ । সাগরান্বজঃ । ইন্দ্রাদিলোক-
পালানামধিকারান জহাৱত ॥ ২৪ ॥ স্তবর্ণাঙ্গিহুহাঙ্গ-

শুণবতীকে অর্পণ করিয়া চন্দ্রকে পুত্রের স্থায়
দেখিতেন, বনী চন্দ্রও দেবশরীকে পিতার স্থায়
মানিতেন । অনন্তর একদা দেবশরী ও চন্দ্র কুশ-
কাঠ আহরণার্থী হইয়া বনগমন করিলে কৃতান্তকপী
রাক্ষসের হস্তে তাঁহারা নিহত হইয়া স্ব স্ব
পুণ্যপ্রভাবে উভয়েই বিষ্ণুলোকে গমন করেন ।
অনন্তর রাক্ষসের হস্তে পিতা ও পিতার নিধনবস্তা
অবশে হুঃখিত হইয়া শুণবতী বহু বিলাপ করিলেন
এবং সহর গৃহের উপকরণনিচয় বিক্রয় করিয়া
তদ্বারা তাঁহাদের আত্মাদি পারলৌকিক ক্রমা সমা-
ধান করত জীবন্মুতের স্থায় সেই পুরমধ্যেই বাস
করিতে লাগিলেন । শুণবতী জন্ম হইতে মরণ
পর্যন্ত কার্ত্তিক ও একাদশী এই ব্রতদ্বয় সম্যক-
রূপে আচরণ করিয়াছিল । হে কাস্তে ! এইরূপে
প্রতিবৎসর সম্যকরূপে ব্রত করিতে থাকিলে
একদা ব্রতকালে শুণবতী জ্বরোগাক্রান্ত হইয়া
জরপীড়ায় অত্যন্ত কৃশাদী হয় এবং গঙ্গাস্নানার্থ
কীরে ধীরে অতিকষ্টে গমন করিতে থাকে ।
শীতপীড়িতা শুণবতী যখন তুলসীমীপে গমন
করিয়া কাপিতে কাপিতে বিহ্বল হইয়া পড়ে,
তখনই আকাশ হইতে আগত এক দিব্য বিমান
তাঁহার নরনপথে পতিত হয় । অনন্তর শুণ-
বতী কার্ত্তিকব্রতের পুণ্যপ্রভাবে সেই বিমানে
স্বর্গোন্নত হইয়া বৈকুণ্ঠভবনে গমন করে ।

অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবগণেব প্রার্থনায় আমি ক্রি-
তলে আগমন করিলে মদীয় গণসকল আমার
সহিত আগমন করিয়াছে । হে ভামিনি । এই
যাদবগণই আমার গণ । তোমার পিতা দেবশরী
এখন শত্রাজিৎরূপে আবির্ভূত । এই যে অকুরকে
দেখিতেছ, ইনিই তোমার পূর্বস্বামী চন্দ্র, আর
তুমিই ছিলে শুণবতী ১—১৮। তুমি পূর্বকালে মহা-
পুণ্য কার্ত্তিকব্রত করিয়া আমার অত্যন্ত শ্রীতিবর্ধন
করিয়াছিলে এবং আমার দ্বারে তুলসীকানন
নির্মাণ করিয়াছিলে, এজন্যই তোমার সুশোভন
অঙ্গনসন্নিধানে আজ কল্পবৃক্ষ দেখিতেছ । হে
প্রিয়ে । তুমি জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত এই কার্ত্তিক-
ব্রত করিয়াছ, অতএব তুমি কদাচ আমার সহিত
নিযুক্ত হইবে না । সত্যভামা বলিলেন,—হে
দেবদেবেশ ! মাস সকলের মধ্যে কার্ত্তিক মাস
কেন শ্রেষ্ঠ হইল এবং কি জন্তই বা কার্ত্তিক মাস
আপনাব প্রিয় ? ইহাব কাবণ কীর্ত্তন করুন ।
কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,—হে দয়িতে ! তুমি সাধু প্রায়
করিয়াছ, এক্ষণে একমন্ত হইয়া জ্ঞাপন কর ।
দেবর্ষি নারদ এই সকল কথা বেননন্দন পৃথুর
সমীপে বর্ণন করেন । তুমি যেক্ষণ প্রায় করিয়াছ,
পূরাকালে পৃথুও দেবর্ষিসমীপে এইরূপই ক্রি-
য়া করিয়াছিলেন । পৃথুর প্রায়ের উত্তর করি-
লেন,—পূর্বকালে সাগরান্বজ শঙ্খাঙ্গ ইন্দ্রাদি-

সংহিতাবিশিষ্টাঙ্গঃ । তদ্বীক্ষ্যামুদ্বৃত্তে তদা দৈত্যৈঃ
ব্যচ্যয়ৎ ॥ ২৫ ॥ কৃত্যধিকারাদ্বিশিষ্টা ময়া যদ্যপি
নির্জিতাঃ । লক্ষ্যন্তে বলবৃদ্ধান্তে করণীরঃ ময়া
কিম্ ॥ ২৬ ॥ জাতং তত্ত্বং ময়া দেবা বেদমহ-
বলাধিতাঃ । তান্ হরিত্যে ততঃ সর্বে বলহীনা
ভবন্তি বৈ ॥ ২৭ ॥ ইতি ময়া ততো দৈত্যৈঃ
বিক্রমানক্য নিদ্রিতম্ । সত্যলোকাজ্জহারাণ্ড
বেদানাদিশ্রবণভুবঃ ॥ ২৮ ॥ নীতান্ত তেন তে
বেদান্তস্তবাস্তে নিরাক্রমন্ । জোয়ানি বিবিধৈর্জ-
মস্ববীজসমবিতাঃ ॥ ২৯ ॥ তান্মার্গমাণঃ শম্বোহপি
সমুদ্রোত্তরগতো ভ্রমন্ । ন দদর্শ তদা দৈত্যৈঃ কচিদেকত্র
সংস্থিতান্ । অথ দেবৈঃ স্ততো বিষ্ণুবোধিতস্তান্নবাচ
হ ॥ ৩০ ॥ বিষ্ণুবাচ । বরদোহং সুরগণা গীত-
বাদ্যাদিমঙ্গলৈঃ ॥ ৩১ ॥ উর্জস্ত শুক্রে কাদস্তাং
ভবন্তিঃ প্রতিবোধিতঃ । অতশ্চৈষা তিথ্যন্তা
সাতীব প্রীতিদা মম ॥ ৩২ ॥ বেদাঃ শম্বহতাঃ সর্বে
তিষ্ঠন্ত্যদকসংস্থিতাঃ । তানানয়ামাহং দেবা হুহা-

লোকপালগণের অধিকার হরণ করিলে সুরগণ
সুবর্ণগিরির হৃগম গুহায় আশ্রয় লন । তখন দৈত্য
শম্বাসুর মনে মনে বিচার করিল,—যদিও আমি
সুরগণের রাজ্য অধিকার করিয়াছি এবং সম্প্রতি
দেবগণ মৎকর্তৃক নির্জিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি
সুরগণকে যেন বলবানের স্থায় পরিলক্ষিত হই-
তেছে; অতএব এক্ষণে আমার কর্তব্য কি ?
আমার মনে হয়—বেদমন্ত্রেই দেবগণ বলীয়ান হই-
য়াছে, অতএব সেই বেদ অপহরণ করিলেই
তাহারাও বলহীন হইয়া পড়িবে । শম্বদৈত্য এইরূপ
চিন্তা করিয়া দেখিল,—বিষ্ণু নিদ্রিত হইয়াছেন, বেদ-
হরণের ইহা একটি উপযুক্ত সুযোগ । শম্ব তখনই
সত্যলোকে গমনপূর্বক ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ-
সকল অপহরণ করিল । তখন যজ্ঞ, মন্ত্র ও বীজ-
সম্পন্ন সেই বেদসকল দৈত্যহস্ত হইতে নির্গমন-
পূর্বক ভীতিবশতঃ একেবারে সাগরসলিলমধ্যে
প্রবেশ করিল । অসুর শম্বও বেদসকলের অধে-
ষণার্থ সাগর মধ্যে প্রবেশ করিল । কিন্তু বেদ
সকল নানাস্থানে বিকিণ্ড হইয়াছিল, অসুর অনেক
ভ্রমণ করিয়াও এই সকল বেদের দর্শন পাইল না ।
অনন্তর বিষ্ণু দেবগণ কর্তৃক স্তব ও প্রবৃত্ত হইয়া
ভাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, বিষ্ণু বলিলেন,—
হে সুরগণ! আপনারা কার্তিক মাসের শুক্ল একাদশী
দিনে মঙ্গলাবহ গীতবাদ্যাদি দ্বারা আমাকে প্রবে-

সাগরনন্দনম্ ॥ ৩৩ ॥ অহ্য প্রভৃতি বেদান্ত
মন্ত্রবীজসমবিতাঃ । প্রত্যকঃ কার্তিকে মাসি
বিশ্রমহুগ্গ, সর্বদা ॥ ৩৪ ॥ কালোহপি য়ে প্রক-
রন্তি প্রাতঃস্থানং নরোত্তমঃ । জে . সর্বে
যজ্ঞাবত্থৈঃ সূম্নাতাঃ সূর্য সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
অদ্যপ্রভৃত্যহমপি ভবামি জলমধ্যগঃ । শুবকোহপি
ময়া সার্কমায়াস্ত সূম্ননীষরাঃ ॥ ৩৬ ॥ কার্তিকব্রতিনাং
চেন্দ্র রক্ষা কার্য্য হুয়া সদা । ইত্যাঙ্ক . ভগবান্
বিষ্ণুঃ শকরীতুল্যরূপধৃক্ । খাৎ পাশাত্ত জলে
বিদ্যাবাসিনঃ কস্ত পশ্তুতঃ ॥ ৩৭ ॥ হুহা শম্বাসুরঃ
বিষ্ণুর্দরীবনমাগমৎ । তজ্জাহুয় স্ববীন্ সর্বাণিদ-
মাজপয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥ বিষ্ণুবাচ । আনয়ধ্বক
বিশীর্ণাঃস্তান যুয়ং বেদান প্রমার্গধ । অমুয়ংক
হরিতাঃ সাগরস্ত জলাস্তরাৎ । তাবৎ প্রয়াগং
তিষ্ঠামি দেবতাগণসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥ নারদ উবাচ ।

ধিত করিয়াছেন, অতএব এই তিথি আমার অতীব
প্রীতিদ ও মাস্ত । আপনারা সম্প্রতি বর প্রার্থনা
করুন । শম্বাসুব বেদসকল অপহরণ করিয়াছে,
ঐ সকল বেদ সম্প্রতি সাগর মধ্যে অবস্থিত;
হে দেবগণ! আমি এখনই সাগরতনয় শম্বকে
নিহত করিয়া সেই সকল বেদ আনয়ন করিব ।
১২—৩৩। আজ হইতে মন্ত্রবীজসম্পন্ন বেদ সকল
প্রতি বৎসর কার্তিকমাসে সতত জলমধ্যে বিশ্রাম
করুক । যে সকল নরোত্তম এই কার্তিক মাসে যথা-
কালে প্রাতঃ স্থান করিবেন, তাঁহারা যজ্ঞীয় অবত্থ
স্থানের ফল প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই । আজ
হইতে আমিও এই দিনে জলমধ্যে বাস করিব,
আপনারাও সূম্ননীষরগণ সহ আমার সহিত আগমন
করুন । হে চন্দ্র । আপনি কার্তিকব্রতীগণকে সতত
রক্ষা করুন । ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়া
বিদ্যাবাসী ব্রহ্মার সমক্ষে শকরী (পুটীমাছ)
রূপ ধারণপূর্বক আকাশ হইতে জলে পতিত হইয়া
শম্বাসুরের নিধন সাধন করত সহর বদরীবনে
আগমন করিলেন । তথায় আসিয়া প্রভু বিষ্ণু
ঋষিগণকে বলিতে লাগিলেন । বিষ্ণু বলিলেন,—
হে ঋষিগণ! বেদ সকল জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া
অত্যন্ত বিশীর্ণ হইয়াছে; অতএব আপনারা সহর
জলমধ্যে প্রবেশপূর্বক বেদ সকল অধেষণ করিয়া
আনয়ন করুন; আপনারা যতদিন না প্রত্যা-
বর্তন করিবেন, দেবগণসহ তাবৎকাল আমি
প্রয়াগে অবস্থান করিব । নারদ বলিলেন,—

উত্তমৈঃ সৰ্বমুনিভিঃ পোবলসমবিতৈঃ ॥ ৪০ ॥ উচ্চ-
তাস্ত সৰ্বীজান্তে বেদা যজ্ঞসমবিতাঃ । তেষু যাব-
দ্বিতং যেন লব্ধং তাবচ্চি তন্ত তৎ ॥ ৪১ ॥ স স
এব ঋষির্জাতস্তত্ত্বং প্রভৃতি পার্থিব । অথ সৰ্বৈহপি
সকস্য প্রয়াগং মুনয়ো যযুঃ ॥ ৪২ ॥ বিষ্ণুবে
সবিধাত্রে তে লব্ধান্ বেদান্যবেদয়ন্ । লব্ধা বেদান্-
সমগ্রাণ্ড ব্রহ্মা হর্বসমবিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ অযজ্ঞহাজি-
মেধেন দেবর্ষিগণসংযুতঃ । যজ্ঞান্তে দেবতাঃ
সৰ্বৈ বিজ্ঞপ্তিঃ চক্ররজসা ॥ ৪৪ ॥ দেবা উচুঃ ।
দেবদেব জগন্নাথ বিজ্ঞপ্তিঃ শৃণু নঃ প্রভো । হর্ব-
কালোহয়স্মাকং তস্মাৎ বরদো ভব ॥ ৪৫ ॥ স্থানে-
হস্মিন্ ক্রহিণো দেবারষ্টান্ প্রাপ পুনঃস্বয়ম্ । যজ্ঞ-
ভাগান্ বরং প্রাপ্তাঃ প্রসাদাভ্যুপগম্য ॥ ৪৬ ॥ স্থান-
মেতচ্চি নঃ শ্রেষ্ঠঃ পৃথিব্যাং পুণ্যবৰ্জনম্ । ভুক্তি-
যুক্তিপ্রদং চান্ত প্রসাদাভ্যুপগম্য ॥ ৪৭ ॥ কালো-
হপ্যয়ং মহাপুণ্যো ব্রহ্মাদিবিভুক্তিকৃৎ । দত্তা-
কয়করং চান্ত বরমেবং দদস্ব নঃ ॥ ৪৮ ॥ বিষ্ণু-
কবাচ । যমাপ্যেতদ্বৃতং দেবা যজ্ঞবন্তিকদাকৃতম্ ।

অনন্তর বিষ্ণুর আদেশে তপোবলসমবিত মুনিগণ
যজ্ঞ ও যজ্ঞবীজসম্পন্ন বেদসকল সাগর হইতে
উদ্ধার করিলেন । তৎকালে সেই ইতস্ততো
বিকিণ্ড দেবগণের মধ্যে যিনি যে পরিমাণ
প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই তাঁহার নিজস্ব হইল
এবং তদবধি সেই বেদসম্পন্ন অল্পসারে ঋষি-
রাও প্রথিত হইলেন । অনন্তর ঋষিগণ মিলিত
হইয়া প্রয়াগাতিমুখে গমন করিলেন এবং বিষ্ণুসমীপে
উপনীত হইয়া লব্ধ বেদের বিবরণ নিবেদন করি-
লেন । তখন সমগ্র বেদলাভ কবিয়া প্রহৃষ্টমনা
ব্রহ্মা দেবর্ষিগণসহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন এবং
যজ্ঞাবসানে দেবগণ পুনরায় সহর বিষ্ণুসমীপে গমন-
পূর্বক নিবেদন কবিত্তে লাগিলেন । দেবগণ বলি-
লেন,—হে দেবদেব ! আপনি সমস্ত জগতের নাথ,
হে প্রভো ! আমাদের নিবেদন শ্রবণ করুন । আমা-
দের আনন্দের দিন উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে বর-
দান করুন । হে রম্যপতি ! আপনার প্রসাদে
এই ব্রহ্মা বেদসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন । আম-
রাও য যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহা যুক্তিযুক্তিই
হইয়াছে, হে প্রভো ! আপনার অমুগ্রহে আমাদের
এই স্থান কালে, পুণ্যবৰ্জম, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ,
ভুক্তিযুক্তিপ্রদ, ব্রহ্মাদি পাশের বিভুক্তিপাতা,
দানের অকল্পিতলব্ধ জনক এবং মহাপুণ্য হউক,

তথাহি সুলভং যেতদ্ব্রহ্মক্ষেত্রমিতি প্রথমঃ ॥ ৪৯ ॥
স্বর্ঘ্যবংশোত্তমো রাজা গঙ্গামজানয়িত্যতি । সা
স্বর্ঘ্যকল্পয়া চান্ত কালিন্দ্যা যোগমেব্যতি ॥ ৫০ ॥
যুগল সৰ্বৈ ব্রহ্মাদ্যা নিবসন্ত মরা সহ । তীর্থরাজেতি
বিখ্যাতঃ তীর্থমেতত্ত্ববিখ্যতি ॥ ৫১ ॥ সৰ্বপাপানি
নশন্তি তীর্থরাজস্ত দর্শনাৎ । স্বর্ঘ্যে মকরগে
প্রাপ্তে স্মারিণাং পাপনাশনঃ ॥ ৫২ ॥ কালোহশেষ
মহাপুণ্যকলদোহন্ত সঙ্গা নৃণাম্ । সালোক্যাদিকলঃ
স্মানৈশ্মাষে মকরগে রবৌ ॥ ৫৩ ॥ নারদ উবাচ ।
এবং দেবান্ দেবদেবস্তদ্বক্ষ্যে তত্রৈবাস্তকানমাগাৎ
সবেধাঃ । দেবাঃ সৰ্বৈহপ্যংশকৈস্তেহপ্যতিষ্ঠা-
শান্তকানং প্রাপুরিত্তাদয়ন্তে ॥ ৫৪ ॥ কার্তিকে
তুলসীমূলে যোহর্চয়েকরিমৌষরম্ । ভুক্তেহ
নিখিলান্ ভোগানন্তে বিষ্ণুপুং ব্রজেৎ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে সত্যভামাপূর্বজন্মবৃত্তান্তকথন-
পূর্বকপ্রয়াগতীর্থপ্রশংসাশ্রবণমং নাম
দ্বয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

আমাদিগকে এইবরই প্রদান করুন । বিষ্ণু বলিলেন,
—হে দেবগণ ! আপনারা যাহা প্রার্থনা করিতেছেন,
ইহা আমার অবশ্য দেয়, তাহাই হউক,—এইস্থান
ব্রহ্মক্ষেত্র নামে প্রথিত হইবে, স্বর্ঘ্যবংশোত্তম
রাজা ভগীরথ এইস্থানে গঙ্গা আনয়ন করিবেন,
স্বর্ঘ্যতনয়া যমুনা এইস্থানে গঙ্গা সহ মিলিত
হইবেন । আর আপনারা ব্রহ্মার সহিত মিলিত-
ভাবে আমার সঙ্গে এই এইস্থানে বাস করি-
বেন । এই বদরীকান তীর্থসমূহের শ্রেষ্ঠ হইবে ।
এই তীর্থরাজের দর্শনে প্রাণিগণের পাপমিবহ
বিধ্বংস হইবে । মাঘমাসে বদরীতীর্থে স্নান-
কারীর পাপ বিনষ্ট হইবে, কালে এই তীর্থ
সতত মানবগণের মহাপুণ্যকলপ্রদ হইবে, এবং
রবি করগত হইলে অর্থাৎ মাঘমাসে মানব এই
তীর্থে স্নান করিয়া আমাব সালোক্যাদি কুল লাভ
করিবে । নারদ বলিলেন,—বিষ্ণু দেবগণকে
এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মার সহিত অন্তর্দান করিলে
ইন্দ্রাদি দেবগণও তথায় তাঁহাদের স্বয়ং অংশ
রক্ষিত করিয়া অন্তর্দান করিলেন । যেনর কার্তিক
মাসে তুলসীমূলে ভক্তি সহগরে ঈশ্বর হরির
পূজা করেন, তিনি নিখিল ভোগ উপভোগ করিয়া
অন্তে বিষ্ণুপুং গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫১—৫৫ ॥

দ্বয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ-অধ্যায়ঃ ।

পৃথু-কবাচ । যদ্বা কথিতং ব্রহ্মন ব্রহ্মমূর্ত্তম্
বক্তরাং । তত্র বা তুলসীমূলে বিকোঃ পূজা
সমোদিতা ॥ ১ ॥ তেনাহং প্রেমিচ্ছামি মাহাত্ম্যং
তুলসীভবন্ । কথং সাত্ত্বিপ্রিয়া তন্ত দেবদেবন্ত
শার্দ্ধিনঃ ॥ ২ ॥ কথমেবা সমুৎপত্তা কস্মিন্ স্থানে চ
নারদ । এবং ক্রুহি সমাসেন সর্বজ্ঞোহসি মতো
মম ॥ ৩ ॥ নারদ উবাচ । শৃণু রাজস্ববহিতো
মাহাত্ম্যং তুলসীভবন্ । সেতিহাসং পুরাণতঃ
তৎসর্বং কথয়ামি হে ॥ ৪ ॥ পুরা শক্রঃ শিবঃ
দ্রষ্টুমগাং কৈলাসপর্বতম্ । সর্বদেবৈঃ পরিবৃত্তো
হুপসরোগণসেবিতঃ ॥ ৫ ॥ যাবদগতঃ শিবগৃহং
তাবত্তত্র স দৃষ্টবান্ । পুরুষঃ ভীমকর্ণাণঃ দংষ্ট্রানন-
বিত্তীৰ্ণম্ ॥ ৬ ॥ স পৃষ্টস্তেন কথং ভোঃ ক গতো
জগদীশ্বরঃ । এবং পুনঃপুনঃ পৃষ্টঃ স তদা নোক্ত-
বান্ নৃপ ॥ ৭ ॥ ততঃ ক্রুদ্ধো বজ্রপাণিস্তং নির্ভেদ্য
বচোহব্রবীৎ । রে ময়া পৃচ্ছ্যমানোহপি নোত্তরং

চতুর্দশ অধ্যায় ।

পৃথু কহিলেন,—হে ব্রহ্মন । আপনি কার্তিক-
বর্তের ও তুলসীমূলে বিষ্ণুপূজার কথা বিস্তাররূপে
বলিলেন । এক্ষণে তুলসীমাহাত্ম্য বিষয়ে আমার
জিজ্ঞাস্ত এই যে, তুলসী দেবদেব শর্দ্ধাধর
বিষ্ণুর কিরূপে অতি প্রিয় হইল ? হে নারদ !
কোন স্থানে কিরূপে এই তুলসীর জন্ম হইল ?
আপনি সর্বজ্ঞ ; অতএব সংক্ষেপে এই সকল
বিষয় বর্ণন করুন । নারদ উত্তর করিলেন,—হে
রাজন্ ! অবহিত হইয়া তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ
কর । এই বিষয় একটা পুরাণত আছে, তাহাও
আমি তোমার নিকট বলিতেছি । পুরাকালে
শক্র-অপুসরোগণে পরিবৃত্ত হইয়া সকল দেবগণ
সমভিব্যাহারে শক্তরের দর্শনমানসে কৈলাসে
আগমন করেন । তিনি শিবগৃহ-সমীপে গমন
করিয়াই তথায় ভীষণ দংষ্ট্রা-সম্পন্ন বীতৎসবদন
এক পুরুষকে অবস্থিত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন,—ওহে কে তুমি ? জগদীশ্বর কোথায়
গমন করিয়াছেন ? হে রাজন্ ! ইহা বারংবার
এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই পুরুষ কোন
উত্তর দিল না, অনন্তর ইহা ক্রুদ্ধ হইয়া
বজ্রগ্রন্থপূর্বক তাহাকে ভেদনা করিতে করিতে

দত্তবানসি ॥ ৮ ॥ অতঃপাঃ হসি বজ্রেন কটং প্রাত্যস্তি
দুর্নতে । ইত্যাদীর্ঘ্য ততো বজ্রী বজ্রোদ্যতনকৃৎ ॥
৯ ॥ তেনাস্ত কঠো নীলধুমগাধকঃ স্তম্ভতাম্ ।
ততো রুদ্রঃ প্রজ্জ্বলিভেজসা প্রদহরিব ॥ ১০ ॥
দৃষ্টা বৃহস্পতিতুর্ণং কৃতাজলিপুটোহভবৎ । ইত্যক
দণ্ডবদ্ভূমৌ কৃদ্বা স্তোভুং প্রচক্রমে ॥ ১১ ॥ বৃহস্পতি-
কবাচ । নমো দেবাধিপত্যে ত্র্যম্বকায় কপর্দিনে ।
ত্রিপুরায় শর্কায় নমোহঙ্ককনিষুদিনে ॥ ১২ ॥ বিষ্ণু-
পায়াতিরূপায় বহুরূপায় শম্ভবে । যজ্ঞবিশ্বংসকর্ত্রে চ
যজ্ঞানাং কলদায়িনে ॥ ১৩ ॥ কালান্তকায় কালায়
কালভোগিধরায় চ । নমো ব্রহ্মশিরোহস্ত্রে ব্রাহ্মণায়
নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ নারদ উবাচ । এবং স্তম্ভতাম্
শম্ভুর্দ্বিগুণেন জগাদ তম্ । সংহরয়নজালাং
ত্রিলোকীদহন-কমাম্ ॥ ১৫ ॥ বরং বরয় তো ব্রহ্মন্
প্রীতঃ স্তত্যানয়া তব । ইত্যস্ত জীবদানেন জীবতি

বলিতে লাগিলেন ;—রে দুর্নতে ! আমি বারবার
তোকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তথাপি তুমি উত্তর
দিচ্ না, অতএব বজ্রদ্বারা আমি তোকে নিহত
করিব, দেখি কে তোকে রক্ষা করে ? ইহা
এইরূপ গর্জিত বাক্যে বজ্রগ্রন্থপূর্বক সেই
পুরুষকে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিলেন, বজ্রপ্রহারে
তাঁহার বিশেষ কিছুই হইল না, তাঁহার কণ্ঠমাত্র
নীলবর্ণ ধারণ করিল ; কিন্তু বজ্রই তৎকণাৎ
ভস্মীভূত হইল । ইহার পরই রুদ্র স্বীয় তেজে যেন
সমস্ত দহু করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইলেন ১—১০ । তদ-
র্শনে দেবগুরু বৃহস্পতি সহর ইহাকে দণ্ডবৎ ভূমিতে
পতিত হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং বজ্রাঞ্জলি হইয়া
স্তব করিতে উপক্রম করিলেন । বৃহস্পতি
বলিলেন,—হে কপর্দিন ! আপনি দেবগণেরও
অধিপতি, হে ত্রিনয়ন । আপনি ত্রিপুর ধ্বংস
কারিয়াছেন, অঙ্ককাঃর আপনাছারা বিমর্দিত
হইয়াছে ; হে শর্ক ! আপনাকে নমস্কার । আপনি
বিষ্ণু, অতিরূপ এবং বহুরূপ ; হে শম্ভো ! আপনি
দক্ষের যজ্ঞ বিশ্বংসিত করিয়াছেন, আপনি যজ্ঞ
সকলের কলদাতা ; আপনি কালেরও অস্তক
এবং কালসর্প আপনার ভূষণ ; হে কাল !
আপনাকে নমস্কার । আপনি ব্রহ্মশির বিনষ্ট
করিয়াছিলেন এবং আপনি ব্রাহ্মণ ; অতএব
আপনাকে নমস্কার । নারদ বলিলেন,—শক্তর
বৃহস্পতি কর্তৃক স্তম্ভ হইয়া ত্রিলোকদহনকম নরনবহি
প্রশমিত করত বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! আমি

স্বঃ প্রথাঃ ব্রজঃ ১৬। ব্রজপাতিব্রজঃ। যদি
তুষ্ণোহসি দেবঃ স্বঃ পাতীশ্চ শরণাগতঃ।
অগ্নিরেষ শমঃ যাতু ভালনেত্রসমুত্তবঃ ১৭।
ঈশ্বর উবাচ। পুনঃ প্রবেশমায়াতি ভালনেত্রে
কথং শিখী। এনং ত্যাক্যামাহঃ দূরে যথেষ্টং
নৈব পীকয়েৎ ১৮। নারদ উবাচ। ইত্যুক্তা
তং করে যুগ্ম প্রাক্ষিপন্নবর্ণাবে। সোহপতৎ সিদ্ধ-
গন্ধায়াঃ সাগরস্ত চ সঙ্গমে ১৯। তাবৎ স বাল-
রূপমগাক্ষত্র করোদ চ। কদতন্তু শব্দেন
প্রাক্ষিপন্নরনী মুহঃ ২০। স্বর্গাদ্যাঃ সত্যলোকাস্তা-
স্তৎস্বনাধিরীকৃতাঃ। অহা ব্রহ্মা যযৌ তত্র কিমেত-
দিত্তি বিস্মিতঃ ২১। তাবৎসমুদ্রস্তোৎসঙ্গে তং
বালং স দদর্শ হ। দৃষ্টা ব্রহ্মাণমায়াস্তঃ সমদ্রোহপি
কৃতাজ্জলিঃ ২২। প্রণম্য শিবসী বালং তস্তোৎসঙ্গে
স্তবেশয়ৎ। ভো ব্রহ্মন সিদ্ধগন্ধায়াঃ জাতোহয়ং

তোমার এবংবিধ ভতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়াছি,
সম্মতি বর প্রার্থনা কর,—ইন্দের জীবন দান
করিয়া তুমি 'জীব' নামে প্রখ্যাত হও। ব্রহ্মপতি
বলিলেন,—হে দেব। যদি আপনি প্রীত হইয়া
ধাকেন, তবে শরণাগত শত্রুকে রক্ষা করুন,
আপনার ভালনেত্র-সমুদ্রব অনল প্রশমিত
হউক। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—আমি এই নয়ন-
বহি একেবারে প্রশমিত করিলে পুনরায় এই
অনল আমার তৃতীয় লোচনে কিরূপে আগমন
করিবে; অতএব একেবারে প্রশমিত না করিয়া
আমি এইরূপ ভাবে দূরে ত্যাগ করিব, যাহাতে
ইন্দের কোনরূপ পীড়া না জন্মে। নারদ
বলিলেন,—শত্রু এইরূপ কহিয়া কর দ্বারা নয়ন-
বহি ধারণপূর্বক লবণার্ণবে নিক্ষেপ করিলেন,
তখন ঐ অনল সাগরসঙ্গমের সিদ্ধগন্ধা নদীতে
নিপতিত হইল এবং তথায় পতিত হইবামাত্র
বালরূপ প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিল।
বালকের রোদনধ্বনিতে ধরনী মুহূর্ত্ত কল্পিত
হইতে লাগিল এবং স্বর্গাদি সত্যলোকাস্ত সমস্তই
ধ্বনং সেই শব্দে বধির করিয়া ফেলিল। ব্রহ্মা
সেই ভীষণ রোদনধ্বনি শ্রবণে এ কি ভীষণ
ব্যাপার উপস্থিত! এইরূপ চিন্তা করিয়া বিস্মিত
হইলেন এবং তথায় গমন করিয়া সমুদ্রের কোণে
সেই বালককে সন্ধান করিলেন। তখন সমুদ্রও
সমগরিত হইয়া বালককে সন্ধান করত ব্রহ্মাজনি হইয়া
ভীষণ ভীষণরূপে সেই শিশুকে আবার কোণে

ময় পুত্রকঃ। জাতকর্মাঙ্গীসংকারান্ মুকুন্দাণ্য
জগদগুরো ২৩। নারদ উবাচ। ইখং বদতি
পাথোর্বো স বালঃ সাগরাস্তবঃ ২৪। ব্রহ্মাণ
মগ্রহীৎ কৃর্চৈর্বিধ্বংস্তঃ মুহমুহঃ। ধ্বতন্তু কৃর্চৈ
তু মেজাত্যামগমজ্জলম্। কথঞ্চিমুক্তকৃর্চোহৎ
ব্রহ্মা প্রোবাচ সাগরম্ ২৫। ব্রহ্মোবাচ। নেজাত্যাং
বিধৃতঃ যস্মাদনেনৈতজ্জলং মম। তস্মাজ্জলন্তর
ইতি ধাতো নান্না ভবিষ্যতি ২৬। অনেনৈবৈষ
তরুণঃ সর্বশস্যাপারগঃ। অবধ্যঃ সর্বভূতানাং
বিনা কদ্রং ভবিষ্যতি ২৭। যত এব সমুদ্রত-
স্তত্রৈবাস্তং গমিষ্যতি ২৮। নারদ উবাচ।
ইত্যুক্তা শুক্রমাহুয় রাজ্যে তং চাত্যযেচয়ৎ।
আমহ্ম্য সরিতাং নাথং ব্রহ্মাস্তর্কানমাগমৎ ২৯।
অথ তদর্শনোৎকলনয়নঃ সাগরস্তদা। কালনেমি-
শ্রুতাং বৃন্দাং তদ্ব্যর্থার্থমঘাচত ৩০। তে কালনেমি-
প্রমুখাস্ততোহস্মরাস্তস্মৈ শ্রুতাং তাং প্রদহঃ

স্তম্ব করিয়া বলিলেন,—হে ব্রহ্মন! এই শিশু
সিদ্ধগন্ধায় সমুদ্রত হইয়াছে, এ আমার
পুত্র। হে জগদগুরো। আপনি অদ্য ইহার
জাতকর্মাঙ্গী সংস্কার সকল সম্পন্ন করুন। নারদ
বলিলেন,—সাগর এইরূপ বলিতে থাকিলে সাগর-
তনয় সেই শিশু ব্রহ্মাকে জন্মধ্যে ধারণপূর্বক
মুহূর্ত্ত কল্পিত হইল, তখন কম্পমান ব্রহ্মারও নয়ন-
দ্বয় হইতে জল পতিত হইল। ব্রহ্মা অতি কষ্টে
শিশুর জন্মদ্বয় হইতে মুক্ত হইয়া সাগরকে বলিতে
লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—এই বালক আমার
লোচনজল নেত্রদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়াছে, অতএব
এই শিশু জলন্তর নামে বিখ্যাত হইবে। আর
এই কারণেই এই শিশু নিখিল অস্ত্রশস্ত্রে পারগ
ও একমাত্র রুদ্র ভিন্ন নিখিল প্রাণীর অবধ্য হইবে
এবং যে স্থান হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, সেই
স্থানেই বিলয় প্রাপ্ত হইবে। নারদ বলিলেন,—
অনন্তর ব্রহ্মা শুক্রকে জ্ঞানরূপপূর্বক তদ্ব্যর্থ
সেই বালককে অস্মররাজ্যে অভিষিক্ত
করিলেন এবং তদনন্তর সরিৎপতির নিকট
বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত
হইলেন। অনন্তর তদ্ব্যর্থ তনয় পুত্র উৎকল-
লোচন জলবি যথাকালে কালনেমি-রূপে বৃন্দাকে
জলন্তরের প্রাণীর রূপে প্রাণী-রূপে, কালনেমি-
রূপে অস্মররূপে হুতাভ্যাসরূপে, ভীমকে বৃন্দামারী

প্রবিশিতাঃ । সূচাপি তুঃ প্রাপ্য সুবদ্রাং বশাং
শলাস গাং শুক্রসহায়বান্ বনী ॥ ৩১ ॥

ইতি জীকান্দে জলঙ্করোৎপত্তিবর্ণনং নাম
চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । যে দেবৈর্নিজ্জিতাঃ পূর্বং দৈত্যাঃ
পাতালসংস্থিতাঃ । তেহপি ভূমণ্ডলং যাতা
নির্ভয়াস্তমুপাশ্রিতাঃ ॥ ১ ॥ কদাচিচ্ছিন্নশিবসং বাহুং
বৃষ্টী স দৈত্যরাট্ । পপ্রচ্ছ ভার্গবং তত্র তচ্ছিন্ন-
শ্ছেদকারণম্ ॥ ২ ॥ স শব্দং সমুদ্রস্ত মথনং দেব-
কাবিতাম্ । বত্ৰাপহরণং চৈব দৈত্যানাং চ
পরাভবম্ ॥ ৩ ॥ স ঋত্বা ক্রোধবক্রাকঃ স্বপিতৃর্ধনং
তদা । দূতং সম্প্রেষয়ামাস স্বম্ববং শক্রসন্নিবো ॥
৪ ॥ দূতস্বিবিষ্টপং গহ্বা সুবদ্রাং প্রাবিশদ্রবাম্ ।
জগাদাধর্মমৌলিচ্ছ দেবেন্দ্রং বাক্যমদুতম্ ॥ ৫ ॥
স্বম্বর উবাচ । জলঙ্করোহকিতনয়ঃ সর্বদৈতা-

কন্তা অর্পণ কবিল, বলবান্ জলঙ্করও সুবদ্রাবা
অনুগতা বৃন্দাকে প্রাপ্ত হইয়া শুক্রসাহায্যে পৃথিবী-
রাজ্য শাসন করিতে লাগিল । ২৪—৩১ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—পূর্বকালে সুরগণ কর্তৃক
নির্জিত হইয়া যে সকল দৈত্য পাতালতল আশ্রয়
করিয়াছিল, তাহারা ই জলঙ্করেব আশ্রয়ে নিভীক
হইয়া ভূমণ্ডল প্রাপ্ত হয় । দৈত্যরাজ জলঙ্কর
একদা রাহকে ছিন্নশিরা দর্শন করিয়া, শুক্রকে
রাহুর শিবুচ্ছেদের কারণ জিজ্ঞাসা করেন । তখন
শুক্র জলঙ্করের নিকট দেবগণকৃত সমুদ্রমথন,
রত্নাপহরণ ও দৈত্যদিগের পরাভবের বিষয় কৌতুক
করেন । স্বীয় জনক জলধির মন্বন বৃত্তান্তশ্রবণ
করিয়া ক্রোধে জলঙ্করের নয়নদ্বয় আবৃত্ত হইল,
জলঙ্কর তখনই শক্রসমীপে স্বম্বর নামক দূত
প্রেরণ করিলেন । স্বম্বর ত্রিংশালয়ে গমন-
পূর্বক মনোরম দেবসতায় প্রবেশ করিল, এবং
উগ্রভঙ্গ্যকোঃ কোষজ্ঞকে এইরূপ অদুত
বাক্য বলিতে লাগিল । স্বম্বর বলিল,—নিজ-

জনেস্বরঃ । দূতৌহিৎ প্রেবিতস্তেন স বদাহ পুণ্ড্র
ভৎ ॥ ৬ ॥ কস্মাৎস্বা মম পিতা মথিতঃ সাগরো-
হজ্রিণা । মীতানি সর্বরত্নানি তানি শীঘ্রং প্রযচ্ছ মে ॥
৭ ॥ ইতি দূতবচঃ ঋত্বা বিস্মিতত্রিশাধিপঃ । উবাচ
স্বম্বরং রোদ্রং ভয়রোষসমমিতঃ ॥ ৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ ।
পুণ্ড্র দূত ময়া পূর্বং মথিতঃ সাগরো যথা । অদ্যয়ো
মন্ত্রয়াজ্ঞতাঃ স্বকৃচ্ছিতাঃ কৃতান্তথা ॥ ৯ ॥ অস্তেহপি
মদ্বিষন্তেন বকিতা দিতিজাঃ পুবা । তস্মাদ্ভয়-
প্রজাতস্ত ময়াপ্যপদ্রুতং কিল ॥ ১০ ॥ শম্বোহপ্যেব
পুবা দেবানদ্বিষৎ সাগরাগ্রজঃ । ময়ানুজেন নিহতঃ
প্রবিষ্টঃ সাগরবোদবম্ ॥ ১১ ॥ তদগচ্ছ কথয়তাস্ত
সর্বং মথনকারণম্ । নাবদ উবাচ । ইখং বিসজ্জিতো
দূতস্তদেন্দ্রেণাগমদুতম্ ॥ ১২ ॥ তদিদং বচনং সর্বং
দৈত্যাগাক্ষয়তদা । তন্নিশমা তদা দৈত্যো রোষাৎ
প্রফুরিতাধবঃ ॥ ১৩ ॥ দৈত্যসেনাসমামুন্তো যযৌ

তনয় জলঙ্কর দৈত্য সকলেব ঈশ্বর, আমি তাঁহার
দূত । তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন
করিয়াছি । এক্ষণে তিনি যাহা বলিয়াছেন, শ্রবণ
কর । ১—৬ ।—“তুমি কেন আমার পিতা সাগরকে
শৈল দ্বারা মথন করিয়াছ ? তুমি যে সকল রত্ন
অপহরণ করিয়াছ, এক্ষণে সেই রত্ননিচয় স্বম্বর
আমাকে প্রত্যর্পণ কর ।” ত্রিশাধিপতি ইন্দ্র
দূতের বাক্য শ্রবণ কবিয়া বিস্মিত হইলেন এবং
ভয় ও বোধ-সমমিত হইয়া তাহাকে এইরূপ ভীষণ
বাক্য বলিতে লাগিলেন । ইন্দ্র বলিলেন,—হে
দূত । আমি পূর্বকালে কেন সাগর মথন করিয়া-
ছিলাম, শ্রবণ কর । পর্বতগণ আমার ভয়ে মথন
সম্ভব হয়, সাগর তখন ঐ সকল পর্বতকে স্বীয়
কৃষ্ণিতে ধারণ করে এবং আমার অগ্নি অস্ত্রাস্ত্র
অনুভবগণকেও পূর্বকালে সাগরই রক্ষা করিয়া-
ছিল, এই জন্তই আমি সাগরজাত রত্নাদি অপ-
হরণ করিয়াছি । সাগরতনয় শম্বও পূর্বকালে
দেবগণের শক্রতা আচরণ করে, তৎকালে আমার
অনুজ বিষ্ণু সাগরের উদরে প্রবেশপূর্বক তাহাকে
নিহত করিয়াছিলেন । অতএব তুমি জলঙ্করসমীপে
গমন করিয়া সাগরমহনের এই সকল কারণ
তাহাকে বিজ্ঞাপন কর । নারদ বলিলেন,—ইন্দ্র
এইরূপ বলিয়া দূতকে বিদায় দিলে, দূত তখন
পৃথিবীতে আগমনপূর্বক দৈত্যরাজসমীপে ইন্দ্র-
কথিত সকল কথাই নিবেদন করিল । দূতের বাক্য
শ্রবণে তখন জলঙ্করের ক্রোধঃ ও রোষঃ প্রফুরিত

বোহুঃ জিবিষ্টপম্ । ততো যুদ্ধে মহান্ জাতো দেব-
দানবসংকমঃ ॥ ১৪ ॥ তত্র যুদ্ধে মৃতান্ দৈত্যান্
ভার্গবদুর্ভিষ্টপম্ । বিদ্যায়া মৃতজীবিত্তা মজ্জিতৈ-
স্তোম্যবিন্ধুতিঃ ॥ ১৫ ॥ দেবানপি তথা যুদ্ধে তজাজীব-
মদজিরাঃ । দিব্যোষধীঃ সমানীয দ্রোণাদ্রেঃ স
পুনঃপুনঃ ॥ ১৬ ॥ দৃষ্ট্বা দেবাংস্তথা যুদ্ধে পুনরেব
সমুখিতান্ । জলঙ্করঃ ক্রোধবশে ভার্গবং বাক্য-
মব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥ জলঙ্কর উবাচ । ময়া যুদ্ধে হতা দেবা
উত্তিষ্ঠন্তি কথংপুনঃ । তব সঞ্জীবিনোবিদা নবাস্ত্রজ্যেতি
বিক্রমতম্ ॥ ১৮ ॥ শুক্র উবাচ । দিব্যোষধীঃ সমানীয
দ্রোণাদ্রেঃসুপরাঃ সুরান । জীবয়তোব তচ্ছত্রং
দ্রোণাদ্রিঃ হমপাহর ॥ ১৯ ॥ নাবদ উবাচ । ইতাক্রঃ
স তু দৈত্যৈস্ত্রো নৌহা দ্রোণাচলং তদা । প্রাক্ষণং
সাগরে তুর্ণং পুনরাগামহাহলম্ ॥ ২০ ॥ অথ দেবান
হতান্ দৃষ্ট্বা দ্রোণাদ্রিমগমদৃশকঃ । তাবত্তত্র গিরীশ্রুত
ন দদর্শ সুরার্চিতঃ ॥ ২১ ॥ স্রাহা দৈত্যহৃতং দ্রোণং

বিষণো ভয়বিহ্বলঃ । আগত্য দুরাখ্যাজ্ঞে খাসা-
কুলিতবিগ্রহঃ ॥ ২২ ॥ পলায়নং হবাসেবা নাসং
জ্ঞেতুং কথো যতঃ । কদ্রাংশসন্তবো হেব অরধবং
শক্রচেষ্টিতম্ ॥ ২৩ ॥ স্রাহা তদ্বচনং দেবা
ভয়বিহ্বলিতাস্তদা । দৈত্যৈর্ন বধ্যমানান্তে
পলায়ন্তে দিশো দশ ॥ ২৪ ॥ দেবান্ বিজাবিতান্
দৃষ্ট্বা দৈত্যৈঃ সাগরনন্দনঃ । শম্ভতেরী-
জয়রবেঃ প্রবিবেশামরাবতীম্ ॥ ২৫ ॥ প্রবিষ্টে নগরী-
দৈত্যে দেবাঃ শক্রপুরুগমাঃ । সুবর্ণাদ্রিগুহাঃ
প্রাপ্তা শ্রবসন্ দৈত্যতাপিতাঃ ॥ ২৬ ॥ ততশ্চ সর্বৈষ-
সুবোহধিকাবোহস্তাদিকানাং বিনিবেশয়ন্তদা ।
গুহাদিকান্ দৈত্যবরান্ পৃথক্ পৃথক্শয়ঃ সুবর্ণাদ্রি-
গুহামগাং পুনঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জলঙ্করবিজয়প্রাপ্তির্নাম

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হইল এবং দৈত্যরাজ তখনই অমুরসংঘ সমা-
বৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ স্বর্গরাজ্যে গমন করিল। এই
যুদ্ধে অনেক দেব ও দৈত্য-সেনা নিহত হইতে
লাগিল; এক দিকে যেমন শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী
বিদ্যায় অতিমজ্জিত বারিবিন্দু দ্বারা মৃত দৈত্যগণকে
জীবিত করিয়া অভূতখিত করিতে লাগিলেন,
বৃহস্পতিও তদ্রূপ দ্রোণাদ্রি হইতে দিব্য ওষধি
সকল আনয়ন করিয়া পুনঃপুনঃ মৃত সুবসেনাগণকে
সঞ্জীবিত করিয়া অভূতখিত করিলেন। এইরূপে
পুনঃপুনঃ যুদ্ধে মৃত দেবগণকে সমুখিত হইতে
দেখিয়া ক্রোধ-পরবশ জলঙ্কর শুক্রকে বলিতে
লাগিল। জলঙ্কর বলিল,—আমি পুনঃপুনঃ
সুরগণকে সমরে নিহত করিলেও ক্রমে ইহারা
সমুখিত হইতেছে? সঞ্জীবনী বিদ্যা একমাত্র
আপনারই আয়ত্ত। এই বিদ্যা অস্ত্র কেহ যে জানে,
ইহা আমার জানা নাই। শুক্র উত্তর করিলেন,—
হে অমুররাজ! বৃহস্পতি দ্রোণাদ্রি হইতে দিব্য
ওষধিঃ সকল আনয়নপূর্বক সুরগণকে জীবিত
করিতেছেন। অতএব সবার দ্রোণাগিরিকে অপহরণ
কর। স্রাহা বলিলেন,—তখন জলঙ্কর শুক্র কর্তৃক
এইরূপে আদিষ্ট হইয়া সবার দ্রোণাদ্রিকে আনয়ন-
পূর্বক জীবিত করিলেন। এইরূপে পুনরায় সমরে
নিহত হইয়া অমুরগণকে সমরে নিহত
হইতে দেখিয়া সুরপুত্র বৃহস্পতি তখন দ্রোণাচলে

গমন করিলেন, কিন্তু পুষ্কর জায় আব সেই
গিরিকে দেখিতে পাইলেন না। জলঙ্কর এই
দ্রোণাগিরিকে আপহরণ করিয়াছে, বৃহস্পতি এইরূপ
জানিতে পারিয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং ঘন
ঘন দীর্ঘনিশ্বাসে ব্যাকুলিতশরীর হইয়া সমর
ক্ষেত্রের দূরে থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন,—হে
দেবগণ! পলায়ন কর, জলঙ্করকে জয় করিতে
তোমরা অসমর্থ; কেন না এই অমুর কদ্রাংশ সমুদ-
ভূত। হে দেবগণ! তোমরা অরণ করিয়া
দেখ, শক্র যে কৈলাসপর্বতে বজ্রপ্রহার
করিয়াছিলেন, তাহাতেই বালরূপী এই অমুরের
উৎপত্তি হইয়াছে। দেবগণ তখন বৃহস্পতির
বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া পাড়লেন এবং
দৈত্যগণ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া দশদিকে পলায়ন
করিতে লাগিলেন। সিদ্ধনন্দন জলঙ্কর দৈত্যগণ
কর্তৃক দেবতাদিগকে বিমর্দিত হইতে দেখিয়া শম্ভ
ভেরী ও জয়শব্দ করিতে করিতে অমরাবতীতে
প্রবেশ করিল। দৈত্যরাজ সুরনগরে প্রবেশ
করিলে দৈত্যতাপিত ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সুবর্ণাগিরির
গুহায় প্রবেশ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগি-
লেন। অনন্তর জলঙ্কর শুক্রদি অমুরবরগণকে
ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিকৃত স্থানসমূহে পৃথক্
পৃথক্ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং পুনরায় সুবর্ণাগিরির
গুহার উপনীত হইল। ১—২৭।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোঃ অধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । পুনর্দৈত্যং সমাস্তং দৃষ্টা দেবাঃ
সবাসবাঃ । ভয়প্রকম্পিতাঃ সর্বৈ বিষ্ণুং স্তোতুঃ
প্রসঙ্গঃ ॥ ১ ॥ নমো মৎসুকুর্মাদিনানামরূপৈঃ সদা
ভক্তকার্যোদ্যাতায়াক্ষিহম্বে । বিধাতাদিসর্গস্থিতি-
ধ্বংসকর্ত্রে গদাশঙ্খপদ্মারিহস্তায় তেহম্বে ॥ ২ ॥ রমা-
বলভায়ানুবাণাং নিহম্বে ভুজঙ্গাবিযানায় পীতাব-
বায় । মখাদিক্রিয়াপাককর্ত্রে বিকর্ত্রে শবণ্যায়
তন্মৈ নতাঃ স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৩ ॥ নমো দৈত্য-
সম্ভাপিতামর্ত্যক্খাচলধ্বংসদম্বোলয়ে বিষ্ণবে তে ।
ভুজঙ্গেশতরঙ্গেশায়াকচন্দ্রধিনেজায় তন্মৈ নতাঃ
স্মো নতাঃ স্মঃ ॥ ৪ ॥ নাবদ উবাচ । সঙ্কষ্টে-
নাশনং নাম স্তোত্রমেতৎ পঠেন্নবঃ । স কদাচিন্ন
সঙ্কষ্টে পীড়তে কৃপয়া হবেঃ ॥ ৫ ॥ ইতি দেবাঃ
ভ্যতিং যাবৎ কুর্ষন্তি দম্বজদ্বিষঃ । তাবৎ সুবাণামা-
পত্তির্বিজ্ঞাতা বিষ্ণুনা তদা ॥ ৬ ॥ সহসোখায় দৈত্যাবিঃ
সত্রোণঃ গিন্নমানসঃ । আকুতো গরুডং বেগালক্ষ্মী-

ষোড়শ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—বাসব সহ সুরগণ অশ্রুবাজ
জলধরকে পুনরায় আসিতে দেখিয়া ভয়ে কম্পিত
হইলেন এবং সকলেই বিষ্ণুর স্তব কবিত্তে আবস্থ
করিলেন,—যিনি মৎসুকুর্মাাদি নানারূপে আবি-
ভূত হইয়া সতত ভক্তগণের কার্যসাধনে উদ্যত,
যিনি বিধাতারূপে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় করেন
এবং ষাঠার করে গদা, শঙ্খ, পদ্ম, ও চক্র বিবা-
জিত, আমুবা আর্তিধাবী সেই হরিকে নমস্কাব
করি । যিনি কমলাব বলভ, অশ্রুবগণেব নিহস্তা,
গরুডবাহন, পীতবাসা, যজ্ঞাদি ক্রিয়াব কলদাতা,
বিকর্তা এবং শরণ্য, আমরা তাঁহাকে নমস্কাব
করি, নমস্কার করি । যিনি দৈত্যসম্ভাপিত অশ্রু-
গণের ক্রোধরূপ অচলের ধ্বংস বিষয়ে বজ্রস্বরূপ, যিনি
শেবনাগে শয়ন করেন এবং চন্দ্র ও সূর্য্য ষাঠাব
দৃষ্টী নয়ন, আমরা সেই বিষ্ণুকে নমস্কার কবি,
নমস্কার করি । নারদ বলিলেন,—যে নর সঙ্কষ্টে-
নাশন-নামক এই বিষ্ণুস্তোত্র পাঠ করে, হরিব
কৃপায় কদাচ সে সঙ্কটে পীড়িত হয় না । দম্ব-
জারি সুরগণ যেন বিষ্ণুকে এইরূপ স্তুতিবাক্যে
আরাধনা করিলেন, অমনি বিষ্ণু সুরগণের বিশস্তির
বিষয় জানিতে পারিয়া সহসা উদ্ভিত হইলেন এবং
ষোড়শ দৈত্যনিহন্তা হরি শিন্নমনে সত্তর গরুড়ে

বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥ জীতগবাহুবাত । জলধরেন
তে জীত দেবানাং কদনং কৃতম্ । তৈরাহুতো
গমিষ্যামি যুদ্ধায়দ্য স্বরাধিতঃ ॥ ৮ ॥ জীতগ-
বাহুবাত । অহস্তে বলভা নাথ ভক্ত্যা চ যদি সর্ষদা । তৎকথং
তে মম ভাতা যুদ্ধে বধ্যঃ কৃপানিধে ॥ ১১ ॥ জীতগ-
বাহুবাত । ক্রডাংশসম্ভবহাচ ব্রহ্মণো বচনাদপি ।
জীত্যা চ তব নৈবায়ং মম বধ্যো জলধরঃ ॥ ১০ ॥
নাবদ উবাচ । ইতুক্ষা গরুডাকুতঃ শঙ্খচক্রগদা-
সিভুৎ । বিষ্ণুর্বেগাদ্যযৌ যোদ্ধুং যত্র দেবাঃ স্বরস্তি
তে ॥ ১১ ॥ অধাকৃণামুজাত্যাগ্রপক্ষবাতপ্রপীড়িতাঃ ।
বাত্যাবিমর্দিতা দৈত্যা বভ্রমুঃ খে যথা ঘনাঃ ॥ ১২ ॥
ততো জলধারা দৃষ্টা দৈত্যান্ বাত্যাগ্রপীড়িতান্ ।
উদ্বৃত্তনয়নঃ ক্রোধান্ততো বিষ্ণুং সমভ্যয়াৎ ॥ ১৩ ॥
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং বিষ্ণুদৈত্যোস্ত্রয়োর্মহৎ । আকাশং
কুর্ষতোর্বাণৈস্তদা নিম্ববকাশবৎ ॥ ১৪ ॥ বিষ্ণু-
দৈত্যাস্ত বাণৌঘৈধ্বজং ছত্রং ধম্বুর্হয়ান্ । চিচ্ছেদ
তঞ্চ হৃদযে বাণেনৈকেন ভাডয়ৎ ॥ ১৫ ॥ ততো

আরোহণ করিয়া কমলাকে বলিতে লাগিলেন । ১—৭
ভগবান বলিলেন,—তোমার ভ্রাতা জলধর দেব-
গণকে লাক্ষিত করিয়াছে, আমি সম্ভ্রতি সুরগণ
কর্তৃক আহৃত হইয়া অদ্য যুদ্ধার্থে যবা সহকারে
গমন করিতেছি । লক্ষ্মী বলিলেন,—হে নাথ ।
আমি ভক্তিবাবা সতত আপনাব প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া
থাকি, হে কৃপানিধে । তবে কিরূপে আমার ভ্রাতা
জলধর যুদ্ধে আপনার বধ্য হইবে ? ভগবান্
উত্তব কবিলেন, হে দেবি । এই জলধর ক্রডাংশসম্ভব,
ব্রহ্মাও ইহাকে একমাত্র ক্রড ভিন্ন অন্তের অবধ্য
করিয়াছেন, বিশেষতঃ তোমার প্রিয়কামনায় আমি
ইহাকে বধ কবিব না । নারদ বলিলেন,—অনন্তর
শঙ্খ, চক্র, গদা ও খজাধাবী গরুডাকুত বিষ্ণু যে
স্থানে দেবগণ স্তব করিতেছিলেন, অতিবেগে
যুদ্ধার্থ তথায় গমন করিলেন । তখন অকৃণামুজ গরু-
ডেব তীর পক্ষবাত প্রপীড়িত অসুরগণ আকাশে
বাত্যাবিমর্দিত মেঘের স্থায় চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া
পড়িল । তদনন্তর জলধর দৈত্যগণকে বাত্যা-
প্রপীড়িত হইতে দেখিয়া ক্রোধে নয়নয় উদ্বর্তন
করত বিষ্ণুর সম্মুখীন হইল । বিষ্ণু এবং দৈত্যোস্ত্র
জলধর উভয়ের তীব্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল । দৈত্য-
রাজ বাণবর্ষণে আকাশপথ নিম্ববকাশ করিয়া
কেছিল । বিষ্ণুও শরণ্য করিয়া দৈত্যরাজের ধ্বজ,
ছত্র, ধম্বু ও অর্ধগণকে ছেদন করিয়া একবাণে

দৈত্যঃ সসুপত্য গদাপানিহরাবিতঃ। আহত্য
গরুডঃ মুক্তি পাতয়ামাস কুতলে ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুর্গদাং
স্বখজেন চিচ্ছেদ প্রহসরিব। তাবৎ স হৃদয়ে বিষ্ণুঃ
জ্ঞান দৃঢ়মুষ্ণি ॥ ১৭ ॥ ততস্তৌ বাহযুগ্মেন যু-
ধাতে মহাবলৌ। বাহুভির্মুষ্টিভির্দৈত্য জাহ্নুভিনীদ-
য়মহীম্ ॥ ১৮ ॥ এবং তৌ সূচিরঃ যুদ্ধং কৃৎবা বিষ্ণুঃ
প্রতাপবান্। উবাচ দৈত্যরাজানঃ মেঘগম্ভীর-
নিখনঃ ॥ ১৯ ॥ বিষ্ণুরবাচ। বরং বরয় দৈত্যৈশ্চ
ঈতোহস্মি তব বিক্রমাৎ। অদেয়মপি তে দদ্মি
যন্তে মনসি বর্ততে ॥ ২০ ॥ জলঙ্ঘর উবাচ। যদি
ভাবুক তুষ্টিহসি ববসেনঃ দদম্ মে। মন্তগিষ্ঠা
সহাদ্যং যং মদগৃহে সগণৌ বস ॥ ২১ ॥ নাবদ উবাচ।
তথেষ্ট্যক্তা স ভগবান্ সর্ষদেবগণৈঃ সহ। তদা
জলঙ্ঘরপুরমগমজময়া সহ ॥ ২২ ॥ জলঙ্ঘরঃ দেবানা-
মধিকারেণ দানবান্। স্থাপয়িত্বা মহাবাহুঃ পুনবা-

গায়ত্ৰীতলম্ ॥ ২৩ ॥ দেবগণকসিকেষু যৎকিঞ্চি-
জ্ঞতসংযুতম্। তদাশ্রয়শগং কৃৎবাতিষ্ঠৎ সাগরনন্দনঃ।
২৪ ॥ পাতালভুবনে দৈত্যঃ নিশুভঃ স মহাবলম্।
স্থাপয়িত্বা স শেযাদীনানয়দুতলং বলী ॥ ২৫ ॥ দেব-
গণকসিকাদ্যান্ সর্পরাক্ষসমাহুযান্। স্বপুরে নাগ-
রান্ কৃৎবা শশাস ভুবনজয়ম্ ॥ ২৬ ॥ এবং জলঙ্ঘরঃ
কৃৎবা দেবান্ অবশবর্তিনঃ। ধর্ম্মেণ পালয়ামাস প্রজাঃ
পুত্রানিবোরসান্ ॥ ২৭ ॥ ন কশ্চিৎপাতিতো নৈব
হুংখী নৈব কুশস্তথা। ন দীনো দৃষ্টতে তন্মিন্
ধর্ম্মাজ্যাজ্যং প্রশাসতি ॥ ২৮ ॥ এবং মহীঃ শাসতি
দানবেশ্চ ধর্ম্মেণ সম্যক্ দিদৃক্ষয়াহম্। কদাচিদাগা-
মথ তস্ত লক্ষ্মীং বিলোকিতুং জীৱমণকং যোবিতুম্ ॥ ২৯ ॥
ইতি জীকান্দে জলঙ্ঘরসভায়াঃ নারদাগমনং নাম

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর হরাবিত দৈত্য
গদাপানি হইয়া বিষ্ণুর সন্মুখে গমনপূর্বক গরুডেব
মন্তকে গদাপ্রহার কবত তাহাকে ভূমিতলে
নিপাতিত করিল। বিষ্ণু যেমন সহাস্ত-আস্ত্র স্বীয়
অসি দ্বারা তাহার গদা ছেদন করিলেন, অমনি
দৈত্য তাঁহাব হৃদয়ে দৃঢ়মুষ্টি প্রহার কবিল। অনন্তর
মহাবল অশ্বর ও বিষ্ণু উভয়েব বাহযুগ্ম আরম্ভ
হইল। কখন পরস্পর বাহ দ্বারা বাহ আকর্ষণ,
মুষ্টিদ্বারা মুষ্টি নিবারণ এবং কখনও বা জাহ্নু দ্বারা জাহ্নু
ব্যাকুল করিয়া মহী নিনাদিত করত সময়ে প্রবৃত্ত
হইলেন। বিষ্ণু ও দৈত্যের দীর্ঘকাল এইরূপ যুদ্ধ
হইলে থাকিলে প্রতাপবান্ বিষ্ণু মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে
দৈত্যরাজকে বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন,—
হে দৈত্যৈশ্চ! তোমার বিক্রম দর্শনে ঈত
হইয়াছি, এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর, তোমার
অতীষ্ট বস্তু অদেয় হইলেও আজ আমি তোমাকে
তাঁহা দান করিব। জলঙ্ঘর উত্তর করিল,—
হে ভাবুক! যদি আমার প্রতি ঈত হইয়া
থাকিলে, তবে আমাকে এইরূপ বরদান করুন যে,
আমার ভগিনী কমলা ও আপনার গণ সহ অন্য
আমার স্ত্রী-দাস করিবেন। নারদ বলিলেন,—
ভগবান্ বিষ্ণু! তাহাই হউক বলিয়া সুরগণ ও
নন্দীরা সহিত প্রবৃত্ত হইল। জলঙ্ঘরপুরে গমন
করিলেন। নারদাঃ সাগরনন্দন জলঙ্ঘরঃ দেব-
গণেশ্বরাঃ কশিকেষু যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞতসংযুতম্।

করিয়া পুনরায় কুতলে আগমন করিল এবং দেব,
গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণসমীপে যে কিছু রত্নাদি ছিল,
তৎসমস্তই আপন বশে আনয়ন করিয়া বাস করিতে
লাগিল। জলঙ্ঘর পাতাল ভবনে মহাবল নিশুভকে
স্থাপিত করিয়া সর্ষগাদিকে কুতলে আনয়ন করিল
এবং দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, সর্প, বাকস ও মাছুয়-
গণকে স্বীয় নগরে নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া
ত্রিভুবন শাসন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপথানুবর্তী
জলঙ্ঘর এইরূপে দেবগণকে স্ববশে আনয়নপূর্বক
প্রজানিবহকে ঔরস পুত্রের স্ত্রায় পালন করিতে
লাগিল। 'দৈত্যরাজ জলঙ্ঘর ধর্ম্মদ্বারা রাজ্য
শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তদীয় রাজ্যে কোন
প্রজাই ব্যাধিযুক্ত, হুংখী, কুশ বা দীন রহিল না।
দানবেশ্চ এইরূপে ধর্ম্মদ্বারা সম্যকরূপে পৃথিবী-
রাজ্য শাসন করিতে থাকিলে তাহার রাজ্য দর্শনে
আমার অভিলাষ জন্মে। অতঃপর ঐকদা আমি
তাহার রাজ্যলক্ষী দর্শন ও জীপতিকে সেবা করিবার
জন্ত তথায় গমন করি। ৮—২৯।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

নাৰদ উবাচ । স মাং প্রোবাচ বিধিবৎসম্পূজ্য-
তীব ভক্তিমান । সম্প্রাপ্ত তদা বাক্যং শ্রেহপূৰ্ব্বক
বৈ নৃপ ॥ ১ ॥ কুত আগম্যতে ব্রহ্মন্ কিঞ্চিদৃষ্টং ত্বয়া
প্রভো । যদর্থমিহ চায়াতস্তদাজ্ঞাপয় মাং যুনে ॥ ২ ॥
নাৰদ উবাচ । গতঃ কৈলাসশিখবং দৈত্যৈশ্চাহং
যদৃচ্ছয়া । তত্রোময়া সমাসীন° দৃষ্টবানস্মি শকবন্ ॥
৩ ॥ যোজনাযুতবিভীর্ণে কল্পবৃক্ষমহাবনে । কামধেনু-
শতাকীর্ণে চিন্তামণিশুদীপিতে ॥ ৪ ॥ তদৃষ্টা মহদা-
শ্চর্য্যং বিস্ময়ো মেহভবতদা । কাপীদৃশী ভবেদৃদ্ধি-
শ্চৈলোক্যে বা ন বেতি চ ॥ ৫ ॥ তদা তবাপি
দৈত্যৈশ্চ সমুদ্বিঃ সংস্মৃতা ময়া । তদ্বিলোকনকামো-
হস্মি ত্বৎসান্নিধ্যমিহাগতঃ ॥ ৬ ॥ ত্বৎসমুদ্বিমিমা°
পশ্চান স্তীবত্বরহিতা° এবম্ । তৰ্কয়ামি শিবাদন্ত-
স্থিলোক্যাং ন সমুদ্বিমান ॥ ৭ ॥ অপ্রবোনাগকন্তাদা

সপ্তদশ অধ্যায় ।

নাৰদ বলিলেন,—হে নৃপ । ভক্তিমান জনকব
আমাকে দর্শন করিয়া বিবিপূৰ্বক আমাব পূজা
করত সহস্র-আশ্রয়ে শ্রেহপূৰ্বক বাক্যে আমাকে
বলিল,—হে ব্রহ্মন্ । আপনি কোথা হইতে
আসিতেছেন? হে প্রভো । আপনাকে দেখিবা
মনে হইতেছে যেন, আপনি কোন বিস্ময়কব
ব্যাপাব সন্দর্শন কবিয়া থাকিবেন । হে যুনে ।
আপনি সম্প্রতি এখানে কি নিমিত্ত আগমন
করিয়াছেন, তদ্বিষয় আজ্ঞা করুন । নাৰদ উত্তব
কবিলেন,—হে দৈত্যৈশ্চ° আমি যদৃচ্ছাক্রমে
কৈলাসশিখবে গমন করিয়াছিলাম, তথায় উমাব
সহিত সমাসীন শকরকে দর্শন কবি, সেই স্থানে
অযুতযোজন বিস্তৃত, সর্বত্রই কল্পতরুব মহাবন
বিদ্যমান, শত শত কামধেনু দ্বাবা সেই বন
সমাকীর্ণ এব° চিন্তামণি দ্বাবা সেই কানন সম্যকরূপে
প্রদীপিত । আমি এই মহদাশ্চর্য্যকর কানন দর্শন
করিয়া বিস্মিত হই এবং মনে মনে চিন্তা কবি,—
ত্রিলোকমধ্যে এইরূপ সমুদ্বি অন্ত কোথাও আছে
কি না? হে দৈত্যৈশ্চ° । তখন তোমাব সমুদ্বিব
কথা আমার স্মৃতিপথে উদ্ভিত হয়, তজ্জন্মই আমি
সম্প্রতি স্বদীর্ঘকালিক দর্শনাভিলাষে তোমার নিকট
আগমন করিয়াছি । এক্ষণে তোমার এই সমুদ্বি
দর্শনে° কুসিলাম—শিব তিহ ত্রিলোকে

যদ্যপি ত্বদ্বশে স্থিতঃ । তথাপি ত্বা ন পার্কর্তব্য
রূপেণ সঙ্গীত° এবম্ ॥ ৮ ॥ যন্তা লাবণ্যজনকো
নিমগ্নচতুরাননঃ । স্বদৈর্ঘ্যমমৃচৎ পূৰ্ব্বং ত্বয়া কাক্ষোপ-
মীয়তে ॥ ৯ ॥ বীতরাগোহপি হি যথা মদনারিঃ
স্বলীলয়া । সৌন্দর্য্যগহনেহভ্রামি শকবীকপয়া পুরা ॥
১০ ॥ যন্তাঃ পুনঃপুনঃ পশ্চান রূপং ধাতাপি সর্জমে ।
সসজ্জাপ্রবসস্তাসাং তৎসমৈক্যাপি নাভবৎ ॥ ১১ ॥
অতঃ স্তোরত্বসন্তোভুঃ সমুদ্বিস্তস্ত সা ববা । তথা ন
তব দৈত্যৈশ্চ সর্বরত্নাধিপস্ত চ ॥ ১২ ॥ এবমুক্তা
তমামম্বা গতে সতি স দৈত্যরাট্ । তজ্জপত্রবণা-
দাসোদনজ্জবপীড়িতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ সন্ত্ৰেষয়ামাস
স দৃত° িংহিকাস্তৃতম্ । ত্র্যম্বকায়াপি চ তদা বিষ্ণু-
মায়াবিমোহিতঃ ॥ ১৪ ॥ কৈলাসমগমদ্রাহঃ কুরু-
জুক্রেন্দুবর্চসম্ । কাঞ্চোন্ রূক্ষপক্ষেন্দুবর্চস°
স্বজ্জেন ভম্ ॥ ১৫ ॥ নিবেদিতস্তাদশায় নন্দিনা

আব সমুদ্বিমান বেহই নাই, কাবণ তোমার
সমুদ্বি তো স্তীবত্ববিহীন ১—৭ । যদিও অপ্রয়া নাগ-
বস্তাদি তোমাব বশে অবস্থিত বাহিয়াছে, কিন্তু
নি°স শয তাহাবা পার্কর্তব্য রূপে সদৃশী নহে ।
পূৰ্ব্বকালে বাহার লাবণ্যজনকিতে নিমগ্ন হইয়া
চতুরাননও একদিন বৈয়্যচ্যুত হইয়াছিলেন,
সেই রূপবতী পার্কর্তব্য সহিত আব কোন রমণীর
উপমা দিব? পূৰ্ব্বকালে বীতরাগ স্মরবিপু
হবও সর্ববীকপ ধারণ কবিয়া লীলাবশতঃ গিরিজার
সৌন্দর্য্যসলিলে বিচবণ কবিয়াছিলেন । বিধাতা
ব্রহ্মাও সৃষ্টিসময়ে তাঁহার রূপ বাব বার দর্শন
কবিয়া অপ্রবোগণকে সৃজন কবেন । কিন্তু তাঁহার
রূপসৃষ্টির কথা কি বলিব? একটি অপ্রয়াও গৌরীর
রূপেব অনুরূপ হয় নাই । হে দৈত্যৈশ্চ° । তুমি
সকল বত্বেব অধিপতি হইলেও একমাত্র স্তীবত্ব
সন্তোগবিষয়ে শিবের সমুদ্বিই শ্রেষ্ঠ—তোমার
সেকপ নহে । নাৰদ এইরূপ বলিয়া দৈত্যপতিকে
সম্যক সন্তোষণপূৰ্বক তথা হইতে গমন করিলে
দানববাজ জনকরও সেই রমণীর রূপ অবশে অনন্ত
জবে পীড়িত হইল । অনন্তব বিষ্ণুমায়াবিমোহিত
দৈত্যবাজ জনকব ত্রিনোচন সমীপে দৃত রাহকে
প্রেবণ কবিল । রাহও সহর তথায় উপনীত হইল ।
তাহাব গমনকালে স্বীয় অঙ্গজ রূক্ষবর্ণদারা ওরু-
পকীয় উলুকাতি কৈলাসশৈলকেও রূক্ষপকীয়
চন্দ্রের স্থায় মলিন করিয়া তুলিল । রাহ দ্বারে
উপনীত হইলে নন্দী শিবকে রাহর আগমন-

প্রবিশেষঃ সঃ । ত্র্যম্বকজলভাসঃ জাগ্রদ্রিতো বাক্যম-
ব্রবীৎ ॥ ১৬ ॥ রাহুকাচ । দেবপন্নগগণোবাস্ত
ত্রৈলোক্যাপতিঃ প্রভোঃ । সর্ববত্ত্বেশ্বরস্ত হমাজ্জাঃ
পুং স্বধ্বজ ॥ ১৭ ॥ শশানবাসিনো নিত্যমস্থি-
ভারবহস্ত চ । দিগব্রহ্ম তে ভাৰ্গ্যা কথং হৈম-
বতী শুভা ॥ ১৮ ॥ অহং রত্নাধিনাথোহস্মি সা চ
জীরত্বসংজ্ঞিকা । তন্মায়মৈব সা যোগ্যা নৈব
ভিক্ষাশিনস্তব ॥ ১৯ ॥ নারদ উবাচ । বদত্যেবং
তদা রাহৌ ক্রমধ্যাজ্জলপানিনঃ । অভবৎ পুরুষো
রৌদ্রভীতশানিসমন্তনঃ ॥ ২০ ॥ সিংহাস্তঃ প্রনলজিহ্বঃ
স জলগ্রন্থনো মহান । উর্দ্ধকেশঃ শুকতন্তুর্নিসিংহ
ইব চাপরঃ ॥ ২১ ॥ স তং খাদিতুমায়ান্তঃ দৃষ্টা
রাহুর্ভয়াতুরঃ । অধাবত স বেগেন বহিঃ স চ
দধার তম্ ॥ ২২ ॥ স চ বাহুর্মহাবাহো মেঘগভীরযা
গিরা । উবাচ দেবদেব হং গাহি মাং শরণাগতম্ ॥

নিবেদন করিয়া তাঁহার নির্দেশকমে রাত্রে শিব
সমীপে আনয়ন করিল। শিব বাহুকে সন্দর্শন
করিয়া ক্রভঙ্গীদ্বারা তাঁহার বক্রব্য বিষণ বলিতে
ইঙ্গিত করিলে বাহু বলিতে লাগিল।
—হে স্বধ্বজ । ত্রৈলোক্যপতি মনুষ্য প্রভু
দেভ্যরাজ জলজরকে দেব ও পন্নগগণ সতত সেবা
করেন এবং তিনি নিখিল বস্ত্রের অধীশ্বর, এক্ষণে
তাঁহার আদেশ শ্রবণ কর । তুমি সতত শাশানে
বাস ও অস্থিতার বহন করিয়া থাক, তুমি দিগব্রহ্ম,
অতএব শোভনা হৈমবতী কিকপে তোমার
পত্নী হইতে পারেন? আমিই একমাত্র নিখিল
বস্ত্রের অধীশ্বর আর হিমান্যনখাও বমণীবস্ত্র;
অতএব হৈমবতী আমাবষ্ট যোগ্যা, ভিক্ষাভোজী
তোমার কখনই যোগ্যা নহে।" নারদ বলি-
লেন,—রাহু এইরূপ বলিতে থাকিলে শশ-
পানির ক্রমধ্য হইতে আগ্নির স্তায় তীব্রনিঃশ্বন
এক রৌদ্র পুরুষ সমুদ্ভূত হইল। তাহার মুখ
সিংহাস্য-সদৃশ, জিহ্বা লক্ লক্, নয়ন অনলের
জ্যায় উজ্জল, কেশ উর্দ্ধগ এবং তনু কৃশ;
অধিক বলিব কি, সেই পুরুষ যেন দ্বিতীয়
মুসিহরূপে প্রাক্তত হইল। তখন ঐ পুরুষ
রাহুকে ভক্ষণ করিবার জন্ত উদ্যত হইলে,
তাঁহাকে দর্শন করত ভয়াতুর রাত বহির্দেশে
পলায়ন করিল। সেই ভীষণ পুরুষ বেগে তাহার
পশ্চাৎ গমন করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কেলিল।
নারদ রাহু ভয়কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া মেঘগভীর

২৩ ॥ ভ্রাক্ষণং মাং মহাদেব খাদিতুং সমুপাগতঃ ।
মহাদেবো বচঃ ক্রহা ভ্রাক্ষণস্ত তদাব্রবীৎ ॥ ২৪ ॥
নৈবাসৌ বধ্যতামেতি দূতোহয়ং পবরান ততঃ ।
মুকেতি পুরুষঃ ক্রহা রাহুং তত্যাঙ্গ সোহবরে ॥ ২৫ ॥
রাহুং ত্যক্তাথ পুরুষস্তদা ক্রদৎ ব্যজ্রিভপৎ ।
পুরুষ উবাচ । কুধা মাং বাধতেহত্যন্তঃ কুৎকাম-
শ্চাস্মি সর্বথা । কিং ভক্ষয়ামি দেবেশ তদা-
জ্ঞাপয় মাং প্রভো ॥ ২৬ ॥ ঈশ্বর উবাচ । ভক্ষয়শ্বান্নঃ
শীঘ্রং মাংসং স্বং হস্তপাদয়োঃ ॥ ২৭ ॥ নারদ উবাচ ।
স শিবো নৈবমাজ্ঞপ্তচখাদ পুরুষঃ স্বকম্ । হস্তপাদোদ্-
ভবং মাংসং শিবঃশেষো যথাভবৎ ॥ ২৮ ॥ দৃষ্টা
শিরোহবশেষং তং সুপ্রসন্নস্তদা শিবঃ । উবাচ ভীম-
কর্ষণং পুরুষং জাতবিস্ময়ঃ ॥ ২৯ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
হং কীর্ত্তিমুখসংজ্ঞো হি ভব মদ্বারিগঃ সদা ।
স্বদর্চ্চাং যে ন কুর্যন্তি নৈব তে মে প্রিয়করাঃ ॥ ৩০ ॥

বাক্যে বলিতে লাগিল,—হে দেবদেব । আমি
আপনার শরণাগত, অতএব আপনি আমাকে
রক্ষা করুন । হে মহাদেব । আমি কশ্যপ-
নন্দন ভ্রাক্ষণ, এই পুরুষ আমাকে গ্রাস
করিবার জন্ত সমাগত । তখন মহাদেব
ভ্রাক্ষণের কাতরবাক্য শ্রবণপূর্বক সেই পুরুষের
প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এই ব্যক্তি দূত,
সুতবাং পরাধীন, অতএব অবধ্য । তুমি তাঁহাকে
পারিত্যাগ করিয়া চলিয়া আইস । সেই পুরুষও
তাঁহাকে ত্যাগকর, মহাদেবের এইরূপ আদেশ শ্রবণ
করত আকাশপথে রাহুকে পরিত্যাগ করিল এবং
তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া ক্রদকে নিবেদন
করিল। পুরুষ বলিল,—হে দেবেশ । কুধা আমাকে
অত্যন্ত পীড়িত করিতেছে, আমি সর্বদা ক্ষুধিত;
হে প্রভো । আমি কি ভক্ষণ করিব, আদেশ
করুন ॥—২৬ ॥ ঈশ্বর বলিলেন,—তুমি শীঘ্র স্বীয় হস্ত
ও পাদে মাংস ভক্ষণ কর । নারদ বলিলেন,—সেই
পুরুষ শিবের আদেশে স্বীয় হস্ত পদাদির মাংস
এইরূপে ভক্ষণ করিল যে, তখন তাহার মস্তক মাত্র
অবশিষ্ট রহিল। তখন শিব তাঁহাকে মস্তক-
মাত্রাবশিষ্ট দেখিয়া তাহার প্রতি ওসর হইলেন এবং
বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়া সেই ভীমকর্ষণ পুরুষের প্রতি
পাদেশ করিলেন। ঈশ্বর বলিলেন, তুমি কীর্ত্তি-
মুখ নামে অভিহিত হইয়া সতত আমার দ্বারদেশে
অবস্থান কর, যে তোমার পুত্র না জন্মিবে, সে
কদাচ আমার প্রীতিলাভে সমর্থ নহে। নারদ

নারদ উবাচ । তদ্ব্যগ্রভূতি দেবশ্চ কারি কীর্তি-
মুখঃ স্থিতিঃ । নার্করস্বতীহ যে পূৰ্ব্বঃ তেষামৰ্চা বৃথা
ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ রাহবিস্মৃক্তো যন্তেন সোহপি তদ্বর্ষরে
হলে । অতঃ স বর্ষরোদ্ধৃত ইতি ভূমৌ প্রথাং
গতঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ স রাহঃ পুনরেব জাতমাত্মান-
মগ্নিমিতি মন্তমানঃ । সমেত্য সৰ্ব্বং কথয়াদ্ভুব
জলধরায়ৈব বিচেষ্টিতং তৎ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে জলধরোপাখ্যানে দূতবাক্যকথনঃ
নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । জলধরস্ত তচ্ছ্রুত্বা কোপা-
কুলিতবিগ্রহঃ । নির্জগামাশু দৈত্যানাং কোটিভিঃ
পরিবারিতঃ ॥ ১ ॥ গচ্ছতোহস্তাগ্রতঃ শুক্লো রাহ-
দৃষ্টিপথেহভবৎ । মুকুটচাপতঙ্কুমৌ বেগাৎ প্রস্থ-
লিতস্তদা ॥ ২ ॥ দৈত্যসৈন্তাবৃতৈস্তস্ত বিমানানাং
শতৈস্তদা । ব্যরাজত নভঃ পূর্ণং প্রাবীৰ্য্য যথা ঘনৈঃ ॥

বলিলেন,—তদবধি দেবদেবের দ্বারদেশে কীর্তি-
মুখ অবস্থান করিতেছে । যে ব্যক্তি দেবদেবের
অর্চনার পূর্বে কীর্তিমুখের পূজা না করে, তাহার
পূজা বৃথা হইয়া থাকে । রাহ বর্ষর নামক স্থানে
সেই পুরুষের আক্রমণ হইতে বিমুক্ত হইয়া-
ছিল, অতএব রাহ ভূতলে বর্ষরোদ্ধৃত নামেও
বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে । অনন্তর রাহ যেন
আপনাকে পুনরায় নবজীবনপ্রাপ্তের স্থায় মনে
করিয়া জলধরসমীপে আগমনপূর্বক কৈলাসশৈলে
সংঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তই নিবেদন করিল ॥ ২৭—৩৩ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—দূতের বাক্য শ্রবণে দৈত্য-
রাজ জলধরের রোষে সকল শরীর আকুলিত
হইল এবং কোটি কোটি দানবে পরিবৃত্ত হইয়া
সেই অশুররাজ জলধর সত্ত্বর যুদ্ধার্থ গমন করিল ।
দৈত্যরাজ গমন করিলে শুক্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন
এবং রাহ পথদর্শনে নিযুক্ত হইল । জলধর
অভিবেগে গমন করিতেছিল, বেগতরে তাহার
মস্তক হইতে মুকুট পলিত হইয়া ভূমিতলে পতিত
হইল । অগণিতদৈত্যসেনা-পরিবৃত্ত তদীয় শত শত

৩ । ততোদ্যোগং তদা দৃষ্ট্বা দেবাঃ শঙ্ক-পুরুগগনাঃ ।
অলকিতাস্তদা জন্মুঃ শূলিনঃ তং ব্যজিগ্ৰহুঃ ॥ ৪ ॥
দেবা উচুঃ । ন জানাসি কথং স্বামিন্ দেবাপত্তিমিতাং
বিভো । তদশ্বদ্রক্ষণার্থায় জহি সাগরনন্দনম্ ॥ ৫ ॥
নারদ উবাচ । ইতি দেববচঃ শ্রুত্বা প্রহস্ত বৃষভ-
ধ্বজঃ । মহাবিক্রমঃ সমাহুয় বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৬ ॥
ঈশ্বর উবাচ । জলধরঃ কথং বিবেশ ন হতঃ
সঙ্গরে বয়া । তদগৃহং চাপি যাতোহসি ত্যক্তা
বৈকুণ্ঠমাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুরবাচ । তবাংশ-
সম্ভবদ্বাচ্চ ভ্রাতৃদ্বাচ্চ তথাশ্রিয়ঃ । ন ময়া নিহতঃ
সম্ব্যে স্বমেনং জহি দানবম্ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচ ।
নাগমেতির্দ্বাহতেজাঃ শস্ত্রাশ্চৈবদ্যতে ময়া । দেবৈঃ
সহ স্বতেজোহংশং শস্ত্রার্থং দীয়তাং মম ॥ ৯ ॥ নারদ
উবাচ । অথ বিষ্ণুমুখা দেবাঃ স্বতেজাংসি দহন্তদা ।
তান্শৈক্যমাগতানীশো দৃষ্ট্বা স্বং চামুচয়হঃ ॥ ১০ ॥
তেনাকরোন্নহাদেবো মহসা শস্ত্রমুত্তমম্ । চক্রং

বিমান বধাকালেব জলধরের স্থায় নভোমণ্ডল পরি-
পূর্ণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল । তখন ইন্দ্রপ্রমুখ
দেবগণ তাহার এই উদ্যোগ দেখিয়া অলকিত-
ভাবে গমনপূর্বক শূলপাণর শরণ লইলেন এবং
ঐহাকে নিবেদন করিলেন । দেবগণ বলিলেন,—
হে স্বামিন্ । জানি না, দেবগণের কি বিপত্তিই উপ-
স্থিত হইবে । অতএব হে প্রভো ! আমাদিগের
বক্ষার নিমিত্ত সাগবতনয় জলধরকে নিহত
করুন ॥ ১—৫ ॥ নারদ বলিলেন,—বৃষভধ্বজ দেবগণের
একবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাশক্ত-আশ্রিত মহাবিক্রমে
আহ্বান করিয়া বাগতে লাগিলেন । ঈশ্বর
বলিলেন,—হে বিবেশ । কেন তুমি জলধরকে সমরে
নিহত কর নাই ? আর কেনই বা স্বীয় বৈকুণ্ঠ
ভবন পরিত্যাগ করিয়া তাহার গৃহে গমন
করিয়াছিলে ? বিষ্ণু উত্তর করিলেন,—জলধর
একেত আপনার অংশ হইতে সমুৎপন্ন, তারপর
আবার আমার প্রিয়া রমায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; স্মৃতরায়
সমরে এই অশুরকে নিহত করি নাই । ঈশ্বর
বলিলেন,—আমিও এই সকল অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা মহা-
তেজা জলধরের নিধন সাধন করিতে সমর্থ নহি,
অতএব হে বিবেশ ! শস্ত্রনিষ্কাশ জন্ত অস্ত্রান্ত দেব-
গণ সহ তোমার তেজ আমাকে অর্পণ কর ।
নারদ বলিলেন,—অনন্তর বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ তখন
স্ব স্ব তেজ প্রদান করিলেন, ঐ তেজসমূহ একত্র
হইলে শিবও তদধীনে স্বীয় তেজ পরিত্যাগ করি-

সুদর্শনং নাম জালামালাভীভীষণম্ ॥ ১১ ॥ ততঃ
শেবেণ চ তদা বজ্রক কৃতবান্ হরিঃ । তাকুললম্বো
দৃষ্টঃ কৈলাসতলভূমিষু ॥ ১২ ॥ হস্ত্যবধপত্নীনাং
কোটিভিঃ পরিবারিতঃ । তং দৃষ্ট্বালঙ্কিতা জগু-
র্দেবাঃ সর্বে যথাগতাঃ ॥ ১৩ ॥ গণাশ্চ সমসজ্জস্ত
যুদ্ধায়াতিবাবিহতাঃ । নন্দীভবক্রসেনানীমগাঃ সর্বে
শিবাঙ্জয়া ॥ ১৪ ॥ অবতের্গুণা বেগাং কৈলাসাদ
যুদ্ধহর্মদাঃ । ততঃ সমভবদযুদ্ধং কৈলাসোপত্যকা-
ভুবি ॥ ১৫ ॥ প্রমথবিপদত্যানাং ঘোবশস্য-
সঙ্কলম্ । ভেবৌমদঙ্গশ্চোঘনিঃস্বনং ২২৪৭ ॥ ১৬
গজাশ্ববধশকৈশ্চ নাদিতা ভূব্যাকম্পত । শকি-
তোমরবাণৌঘমূলপ্রাসপট্টৈঃ ॥ ১৭ ॥ বারাজত
নভঃ পূর্ণমুক্তাভিবিব সংবৃতম্ । নিহত বথনাগাশ্ব-
পত্তিভির্ভূব্যাক্রমত ॥ ১৮ ॥ বজ্রাহতাংলশবঃ কলংব
সংবৃত্তা । প্রমথাহতদৈত্যৌঘৈর্দৈত্যাংলগৈশ্চ ॥
বসাস্ত্রমাংসপঙ্কাঢ্যা ভুবনমাভবত ॥ ১৯ ॥ প্রমথা-

লেন এবং তিনি সেইভাবে হেজোবা'শ দ্বা-
তৎকরণে জালামালাকুল সুদর্শন নামক উন্ম শস্ত্র
চক্র নির্মাণ করিলেন । তখনই শিবের চক-
নির্মাণ কার্য অবশেষ হইলে ইন্দ্র ও ভাসন অশনি
নির্মাণ করিলেন । অনন্তর যেমন জলধর হে'টি
কোটি হস্তী, অশ্ব, বথ ও পদাতিসনায় পরিবৃত্ত হইয়া
কৈলাসশৈলের তল ভূভাগে উপনীত হইল, অমনি
স্বরাবিত দেবগণও তাহাকে দশনপূর্বক স্ব-
গণে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া তাহাব সম্মুখীন
হইলেন । শিবের আদেশে নন্দপ্রমথ যুদ্ধ-
হর্মদ কবিরদন সেনানীগণ স্বগণসহ কৈলাস-
শিবর হইতে প্রচণ্ডবেগে অবতরণ করিল । তখন
কৈলাস শৈলের উপত্যকাভূমে ঘোবতর দেবাসু-
সমর আরম্ভ হইল । সেই সমরভূমি দৈত্য ও
প্রমথপত্তিগণের ঘোরতর অস্ত্রশস্ত্রে সমাকুল
হইয়া উঠিল এবং বীবগণের হর্ষোৎপাদক ভেরী,
'বজ্র', শব্দ, গজ, অশ্ব, এবং বথশব্দে নিনাদিত
হইতে থাকিলে ভূমিতল কম্পিত হইতে লাগিল ।
'বীমগণের নিকিণ্ড শক্তি, তোমর, বাণ, মূল,
একস এবং পট্টশস্যমূহে আকাশ পরিপূর্ণ হইয়া
'উৎপাদিতবৎ শোভা পাইতে লাগিলে, ভূমি-
তলও উদ্ভ্রম মিহত গজ, অশ্ব, সেনা ও বথ-
শব্দে ভীষণরূপে ধারণ করিল । প্রমথাহত দৈত্য-
সমর ও কৈলাসিত প্রমথানিচর ভূতলে পতিত হইয়া
যেহ বজ্রাহত শৈলবল্লভমূহের জার সমরভূমি-

হতদৈত্যৌঘাম ভার্গবঃ সমজীবয়ৎ ॥ ২০ ॥ 'দৈত্য-
পুনঃ পুনস্তত্র যতসজীবনীবলাৎ । তং দৃষ্ট্বা ব্যাকুলী-
ভূতা গণাঃ সর্বে ভয়াবিহতাঃ । শশংসুর্দেবদেবায়
তৎ সর্বং শুক্রেচেষ্টিতম্ ॥ ২১ ॥ অথ ক্রতুখাৎ
কৃত্য বভূবাতীবভীষণা । তালজজ্বা দরীবক্রা
স্তনাপীড়িতভূক্কা ॥ ২২ ॥ .স। যুদ্ধভূমিমালাদ্য
ভক্ষয়ন্তী মহাসুবান্ । ভার্গবঃ স্বভগে যুগ্মা জগা-
মাগ্ধহিতা নভঃ ॥ ২৩ ॥ বিবৃতং ভার্গবং দৃষ্ট্বা দৈত্য-
সেতাং গণাস্তদা । অগ্নানবদনা হর্ষান্নিভ্রুর্ভূকহর্মদাঃ ॥
২৪ ॥ অবাভ্যাত দৈত্যানাং সেনা গণভয়ার্দিতা ।
গায়বেগেনাহন্যেব প্রকৌণা ভূগসন্ততিঃ ॥ ২৫ ॥
ভয়াং গণভয়াং সৈনাং দৃষ্ট্বামযযুতা যযু । নিশ্চ-
ভ্রো সেনান্তো কালগেমিচ বীর্ঘবান্ ॥ ২৬ ॥
অন্তে বাবয়ামাসুর্গসেনাং মহাবলাঃ । যুদ্ধঃ

সমাচ্ছাদিত করিল । ১৬—১৯ তৎকালে সমরে পতিত
সেনাগণের বসা শোণিত ও মাংসে কর্দমাক্ত হইয়া
যুদ্ধভূমি অগম্য হইয়া উঠিল । সেই সময় প্রমথ-
গণ কর্তৃক পুনঃপুনঃ যে সকল অস্ত্রবসেনা নিহত
হইতে লাগিল, যতসজীবনী মন্ত্রবলে ভার্গব তাহা-
দিগকে সমাকরূপ জীবিত করিতে লাগিলেন,
সুবগণ শুক্রেব এই কার্য দর্শনে ভয়ে ব্যাকুলি-
হৃদয় হইয়া দেবদেব শিবসমীপে গমনপূর্বক
তাহাকে শুক্রেব আচবিত কার্য সকল নিবেদন
করিলেন । তখন ক্রতুবদন হইতে এক অতি
ভীষণ কৃত্য আবির্ভূত হইল । ঐ কৃত্যাব জজ্বা
তালপ্রলাপ, গণ্ডদেশ গিবিগ্ধার জায় এবং
তাহাব স্তনদ্বয় এমনই বৃহৎ যে, তাঁহার গমন-
কালে তদ্দ্বা মহীকৃৎগণ সম্যক নিপীড়িত
হইতে লাগিল । কৃত্য সমবভূমিতে আসিয়াই
মহাসুবগণকে ভক্ষণ করিতে কবিত্তে ভার্গবকে
ভগে ধাবণ করিয়া আকাশমধ্যে অস্তহিতা হইল ।
তখন যুদ্ধহর্মদ দেবসেনাগণ কৃত্য কর্তৃক
ভার্গবকে হত হইতে দেখিয়া অগ্নানবদন
হইলেন এবং হৃষ্টাভ্যুৎকরণে অস্ত্রসেনাগণকে
নিহত করিতে লাগিলেন । অনন্তর গণদেবতা-
দিগের ভয়ে নিতান্ত পীড়িত দানবসেনা ব্যতীত
বিকিণ্ড ভূগসন্ততির জায় তা হইতে থাকিলে
গণভয়ে তৎ দানবসেনাগণকে 'সদর্শন করিয়া
অমরপুত্রিত ভক্ত, নিশ্চ, বীর্ঘবান্, কালগেমি এই
মহাবল সেনানীগণ তাহার আগমন করিল এবং

শরবর্ষাণি প্রাবীষ বলাহকাঃ ॥ ২৭ ॥ ততো দৈত্য-
শারীরাণ্ডে শলভানামিব ব্রজাঃ । রুক্মঃ খং দিশঃ
সর্জা গণসেনামকম্পয়ন্ ॥ ২৮ ॥ গণাঃ শরশতৈর্ভিন্না
রুধিরাসাববর্ষণঃ । বসন্তে কিংককাতাসা ন
প্রাজায়ত কিঞ্চন ॥ ২৯ ॥ পতিতাঃ পাত্যমানাশ্চ
ভিন্নাশ্চিন্নাস্তদা গণাঃ । ত্যক্তা সংগ্রামভূমিতে
সর্বৈহপি বিমুখা ভবন্ ॥ ৩০ ॥ ততঃ প্রভয়ঃ স্ববলং
বিলোক্য শৈলাদিলছোদবকার্তিকেষাঃ । স্ববাধিতা
দৈত্যবরান্ প্রসহ নিবাবয়ামাসু বর্মণিস্তে ॥ ৩১ ॥
ইতি শ্রীকালন্দে জলদরোপাখ্যানে রুদ্রসেনাপরাতবো
নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । তে গণাধিপতীন্ দৃষ্ট্বা নন্দীভ-
মুখমণুখান্ । অমর্ষাদভ্যববৃত্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধায় দানবাঃ ॥

বর্ষাকালের জলদজালের জায় অগণিত শর সকল
বর্ষণ করিতে হইল সকল গণসেনাকে বাবণ
কবিল । অনন্তর তাহাদেব সেই সকল শব্দগুণ
যেন পঙ্কপালশ্রেণীর জায় গণ-সেনাগণকে কম্পিত
করিয়া আকাশ ও দিক্ সকল অবরোধ করিয়া
কেলিল । অসুবিধিগেব শত শত শরে বিদ্ধ
হইয়া গণ-সেনাগণেব শবীৰ হইতে আসারের
ধারার জায় রুধিরধারা বৃষ্টি হইতে লাগিল ।
তাহাবা কিংককাস্ত্রের জায় রক্তাভ হইয়া অবস্থান
করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাহাদের কিছুমাত্র
জ্ঞানক্ষুণ্ণ হইল না । গণসেনাগণ পতিত ও
পতনোন্মুখ এবং ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া সকলেই
সমরভূমি পরিত্যাগপূর্বক বিমুখ হইলেন । অনন্তর
নন্দী, গণপতি ও কার্তিকেয় স্বীয় বল তত্ত্ব দেখিয়া
সহর অনুরগণের সম্মুখীনহইয়া তাহাদিগকে
প্রতিহত করিতে লাগিলেন । ২০—৩১ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । গণাধিপতি নন্দী, গণপতি ও
কার্তিকেয় সমরভূমিতে উপস্থিত হইলেন যুদ্ধ-

১ । নন্দিনঃ কালনেমিচ শুভো লছোদরঃ তথা ।
নিশুভঃ যশুখং বেগাদভ্যাবত দংশিতঃ ॥ ২ ॥
নিশুভঃ কার্তিকেয়স্ত ময়ুরং পঞ্চভিঃ শরৈঃ । হৃদি
বিব্যাধ বেগেন মুচ্ছিতঃ স পপাত চ ॥ ৩ ॥ ততঃ
শক্তিধরঃ শক্তিং যাবজ্জগ্রাহ রোষিতঃ । তাবদ্বিত্তো
বেগেন স্বশক্ত্যা তমপাতয়ৎ ॥ ৪ ॥ নন্দীধরঃ শর-
ব্রাতৈঃ কালনেমিমবধ্যত । সপ্ততিষ্ঠ হমান কেতুঃ
ত্রিভিঃ সারথিমচ্ছিনৎ ॥ ৫ ॥ কালনেমিঃ সংজ্ঞকো
ধনুশ্চিচ্ছেদ নন্দিনঃ । তদপান্ত স শূলেন তং
বক্ষস্তহনদলো ॥ ৬ ॥ স শূলভিন্নহৃদয়ো হতাবো
হতসাবধিঃ । অদ্রেঃ শিখরমামুচ্য শৈলাদিং সৌহৃদ্য-
পাতয়ৎ ॥ ৭ ॥ অথ শুভো গণেশশ্চ রথমুখকবাহনৌ ।
যুধ্যমানৌ শবব্রাতৈঃ পরস্পরমবিধ্যতাম্ ॥ ৮ ॥
গণেশস্ত তদা শুভঃ হৃদি বিব্যাধ পঞ্জিণা । সারথিক
ত্রিভির্কর্পণৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৯ ॥ ততোহতিভূতঃ
শুভোহপি বাণবষ্ট্যা গণাধিপম্ । মুষকঞ্চ ত্রিভির্বিদ্ধা

হৃদয় দানবগণ অমর্ষ সহকারে তাহাদিগের সহিত
দ্বন্দ্ব যুদ্ধার্থে প্রধাবিত হইল । তখন বুদ্ধসজ্জায়
সুসজ্জিত হইয়া কালনেমি নন্দীর, শুভ, লছোদর
গণেশের এবং নিশুভ যজ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ডবেগে
ধাবিত হইল । নিশুভ বেগগামী পঞ্চবাণে
যজ্ঞাননবাহন ময়ুরেব হৃদয় বিদ্ধ করিলে ময়ুর
মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । অনন্তর
বোমপরবশ শক্তিধর কার্তিকেয় শক্তি গ্রহণ
করিতে না-কবিতাই নিশুভ প্রচণ্ডবেগে স্বীয় শক্তি
দ্বারা তাহাকে পাতিত কবিল । নন্দীধর শর-
নিকরে কালানেমিকে প্রহার করিতে লাগিলেন,
তিনি সপ্তবাণে রথের অশ্ব ও পতাকা এবং
তিনবাণে তদীয় সারথির শিরচ্ছেদন করিলেন ।
১—৫ । কালনেমিও ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দীর ধনুশ্ছেদন
করিল । বলবান্ নন্দী তখন ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া
শূল দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন । বিদ্ধহৃদয়
হতাব হতসাবধি নিশুভ তখন একটা শৈলশিখর
নিক্ষেপ করিয়া নন্দীকে তলদেশে নিপতিত
করিল । অনন্তর রথবাহন শুভ ও মুর্খিকবাহন
গণেশ উভয়েই শরনিকর বর্ষণ দ্বারা সমরে
প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর প্রহার করিতে লাগি-
লেন । তখন গণেশ বাণদ্বারা শুভের হৃদয়
বিদ্ধ করিয়া তিনবার সারথিকে ভূতলে পাতিত
করিলেন । অনন্তর মহাক্রুদ্ধ শুভও বহি বাণ দ্বারা

নন্দাদ জলদম্বনঃ । ১০ । যুধকঃ শরভিরাশ্চচাল
কৃতবেদনঃ । লম্বোদরশ্চ পতিতঃ পদাতিরভবন-
বৃণ । ১১ । ততো লম্বোদরঃ শুভ্রঃ হস্তা পরশনা
হৃদি । অপাতয়ন্তদা ভূমৌ যুধকঃ চাক্রহং ১২২
কালনেমির্নিশ্চিন্ত্যচাপ্যাতৌ লম্বোদরঃ শরৈঃ ।
যুগপচ্ছবতঃ ক্রোধান্তোজৈরিব মহাবিপদ ১৩ ।
তঃ পীড়্যমানমালোক্য বীরভদ্রো মহাবলঃ ।
অভ্যধাবত বেগেন ভূতকোটিযুতস্তদা ১৪ ।
কুশাণ্ডভৈরবাশ্চাপি বেতালা যোগিনীগণাঃ ।
শিখাচযোগিনীসহা গণাশ্চাপি তমঘয়ঃ ১৫ ।
ততঃ কিলকিলাশটৈঃ সিংহনাদৈঃ সূক্ষ্মঘর্ষটৈঃ ।
ভেরিতালমৃদজৈশ্চ পৃথিবী সমকম্পত ১৬ । ততো
ভূতান্তধাবন্ত ভঙ্কয়ন্তি স দানবান্ । উৎপস্ততাপতন্তি
স ননুভূত রণাঙ্গনে ১৭ । নন্দী চ কার্তিকেয়শ্চ
সমাশান্ত হরাবিতৌ । নিজস্বত্ব রণে দৈত্যান্নিরন্তর-

গণেশকে ও তিন বাণে তদীয় বাহন যুধিককে প্রহার
করিয়া মেঘের স্থায় গর্জনে করিতে লাগিল । হে
মুপ ! শরবিক্রম যুধিক অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়া
বিচলিত হইলে গণপতি ভূতলে পতিত হইয়া
পদাতি হইলেন এক তিনি পরশ দ্বারা শুভের হৃদয়
বিক্র করিলেন শুভ প্রণত আঘাতে ভূমিতে
পতিত হইলে গণপতি পুনরায় যুধিকে আক্রমণ
হইলেন । কালনেমি ও নিশ্চিন্ত উভয়েই তাঁহাকে
শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল, রোষপরবশ
ঐ দানবঘয় অশুশব্বারা মহাগজকে প্রহার করার
স্থায় এককালেই তাঁহাকে প্রহার করিল । তখন
গণপতিকে পীড়্যমান দেখিয়া মহাবল বীরভদ্র কোটি
ভূতে পরিবৃত হইয়া প্রচণ্ডবেগে অশুরদিগের অভি-
মুখে ধাবিত হইল । কুশাণ্ড, ভৈরব, বেতালা
যোগিনী ও শিখা গণ দলে দলে তাহার অঙ্গুগমন
করি । অনন্তর তাহার ভীষণ কিলকিলা শব্দ,
সিংহাদি, ঘন ঘর্ষরধনি, ভেরী, তাল ও মৃদঙ্গ
প্রভৃতির রবে পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিল ; তারপর
দানবগণকে ভঙ্কণ করিতে করিতে ঐ সকল
ভূতাদি ভূতগণ অশুরদিগের প্রতি প্রধাবিত
হইল এবং কেহ উর্কে উঠিয়া, কেহ অধোদিকে গমন
করিয়া রণভূমে বিবিধ নৃত্য করিতে লাগিল ।
এদিকে নন্দী ও বড়ানন গণেশকে আশঙ্ক করিয়া
সুদূর শরনিকর দ্বারা দানবগণকে নিরন্তর প্রহার
করিতে লাগিলেন । কার্তিকেয় ও নন্দীর শরে
মিহিহিত হানবসেনার কেহ নিহত, কেহ পতিত

শরভজৈঃ । ১৮ । হিরতিয়া হস্তৈর্দৈত্যৈঃ পতিত-
ভক্তিভৈরবঃ । ব্যাকুলা সাতবৎ সেনা বিধবদনা
তদা ১৯ । প্রবিধবতাং তদা সেনাঃ দৃষ্টা সাগর-
নন্দনঃ । রথেনাতিপতাকেন গণানভিষমৌ বলী ২০ ।
হস্তাধরধসংহ্রাদাঃ শম্ভভেরীস্বনাস্তথা । অভবন
সিংহনাদাশ্চ সেনয়োকভয়োস্তদা ২১ । জলদম্বশর-
ভ্রাটনৌহারপটলৈরিব । দ্ব্যাবাপৃথিব্যোরাচ্ছিন্ন-
মস্তরং সমপদ্যত ২২ । গণেশঃ পৃথি-
বিক্কা শৈলাদিং নবভিঃ শরৈঃ । বীরভদ্রক বিশত্যা
ননাদ জলদম্বনঃ ২৩ । কার্তিকেয়স্তদা দৈত্যঃ শক্ত্যা
বিব্যাধ সহরঃ । যুযুধে শক্তির্নির্ভিন্নঃ কিকিধ্যাকুল-
মানসঃ ২৪ । ততঃ ক্রোধপরীতাকঃ কার্তিকেয়ঃ
জলদম্বনঃ । গদয়া তাড়য়ামাস স চ ভূমিতলেহপতৎ ২৫ ।
তথৈব নন্দিনঃ বেগাদপাতয়ত ভূতলে ।
ততো গণেশ্বরঃ ক্রুদ্ধো গদাং পরশনাহনৎ ২৬ ।
বীরভদ্রহিভিক্কাণৈর্হৃদি বিব্যাধ দানবম্ । সপ্ত-
ভিষ্ঠ হযান ক্রতুঃ ধনুঃশ্রবণ চিচ্ছিদে ২৭ ।
ততোহতিক্রুদ্ধো দৈত্যোজঃ শক্তিমুদ্যম্য দাক্ষণ্যম্ ।

ও কেহবা ভক্তি হওয়ায় সেনাগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া
পড়িল এবং সেই সকল বিধবদন অশুরসেনা
নিভান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল । তখন জলধিতনয়
বলবান জলদম্ব স্বীয় সেনাগণকে বিধবস্ত দেখিয়া
অতি দীর্ঘপতামাযুক্ত রথে আরোহণপূর্বক গণ-
সেনার সম্মুখীন হইল । তখন উভয় সৈন্তেরই
হস্তী, অশ্ব ও রথের ভীষণ শব্দ এবং শম্ভ, ভেরী ও
সিংহনাদ উখিত হইল । ৬—২০ । সমরে নীহার-
রাজির স্থায় জলদম্বের শরনিকর আকাশ ও পৃথি-
বীর মধ্যস্থল সমাচ্ছন্ন করিল । জলদম্ব গণপতিকে
পাঁচ বাণে, নন্দীকে নয় বাণে এবং বীরভদ্রকে
বিশতি বাণে বিদ্ধ করিয়া জলদম্বের স্থায় গর্জনে
করিতে লাগিল । বড়ানন সহর শক্তি দ্বারা
জলদম্বকে বিদ্ধ করিলেন । শক্তিপ্রহারে জলদম্ব
অতি অল্পমাত্র ব্যথিত ও রোষপরবশ হইয়া গদা-
দ্বারা কার্তিকেয়কে ও নন্দীকে বিতাড়িত করত
ভূতলে পতিত করিল । তখন গণপতি ক্রুদ্ধ
হইয়া পরশ দ্বারা তাহার গদা ছিন্ন করিলেন ।
বীরভদ্র তিন বাণে সেই দানবের হৃদয় বিদ্ধ
করিল এবং সাত বাণে তাহার অশ্ব, রথ,
পতাকা, ধনু ও ছত্র ছেদন করিয়া ফেলিল ।
অনন্তর দৈত্যোজ জলদম্বের অতিমাত্র ক্রুদ্ধ
হইয়া অস্ত্র এক রথারোহণপূর্বক এক দাক্ষ

গণেশং পাতকাসাম সখং চাক্ষুসধাক্ষ৷২৮৷ অভ্য-
বাদধ বেগেন বীরভদ্রঃ ক্রোধাধিতঃ । ততস্তো সূৰ্য্য-
সঙ্কাশো যুধাথে পরম্পরম্ ৷২৯৷ বীরভদ্রঃ পুনস্তম্
হয়ান বাণৈরপাতয়ৎ । ধম্মশিচ্ছেদ দৈত্যৈঃ পুণ্ড্রবে
পরিভাষুঃ ৷ ৩০ ৷ স বীরভদ্রঃ অরয়াভিগম্য
জঘান দৈত্যঃ পরিষেণ মুক্তি । স চাপি বীরঃ
প্রবিভিন্নমূৰ্দ্ধা পপাত ভূমৌ ক্রধিরং সমুদগিরন ৷৩১৷

ইতি শ্রীকাল্বে জলঙ্করোপাখ্যানে বীরভদ্রপতন-
নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ৷ ১৯ ৷

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । পতিতঃ বীরভদ্রঃ দৃষ্ট্বা ক্রু-
গণা তয়াৎ । অগমন্তে বণং হিমা ক্রোশমানা
মহেশ্বরম্ ৷ ১ ৷ অথ কোলাহলঃ শ্রদ্ধা গণানাং
চন্দ্রশেখরঃ । অভয়াদ্রবভাকটঃ সংগ্রামঃ প্র-
সরিব ৷ ২ ৷ ক্রময়াস্তমালোক্য সিংহনাদৈর্গণাঃ

শক্তি উদ্যত করত সেই শক্তি দ্বারা গণপতিকে
নিপাতিত করিল এবং তদনন্তর রোষপরবশ জল-
ঙ্কর অতি প্রচণ্ডবেগে বীরভদ্রের পশ্চাদ্ধাবিত
হইল । তখন সূর্য্যাস্রিত দানবেশ্র ৩ বীরভদ্র
পরম্পর সমর করিতে লাগিল । বীরভদ্র পুনরায়
বাণবর্ষণে তাহার অশ্রুগণকে নিহত করিলে
দানব তাহার ধম্মশেদন কবিত্তা পরিষহন্তে বীর-
ভদ্রের দিকে লক্ষ্যপ্রদান করিল । দানবেশ্র জল-
ঙ্কর সম্বর বীরভদ্রের সম্মুখীন হইয়া পরিষ দ্বারা
তাহার শিরোদেশে প্রহার করিল, বীরভদ্রও সেই
পরিষপ্রহারে ভিন্নমূৰ্দ্ধা হইয়া পতিত হইল এবং
তাহার মুখ হইতে ক্রধিব বমন হইতে
লাগিল । ২১—৩১ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৷ ১৯ ৷

বিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—ক্রুগণ বীরভদ্রকে পতিত
দেখিয়া ভীতি বশতঃ ক্রুগণ পরিভ্যাগ করিল এবং
তাহার চীৎকার করিতে করিতে মহেশ্বরসমীপে
উপনীত হইল । অনন্তর চন্দ্রশেখর গণসেনার
কোলাহল শ্রবণ করত হাসিতে হাসিতে বৃষারোহণে
রণভূমিতে আরোহণ করিলেন । ক্রুকে আগমন
করিতে দেখিয়া গণসেনাগণ পুনরায় সিংহনাদ

পুনঃ । নিমিত্তাঃ সঙ্গরে দৈত্যানির্জয়ঃ শরযুগিতিঃ ।
৩ ৷ দৈত্যৈঃ ভীষণং দৃষ্ট্বা সর্কে চৈব বিহ্বলবুঃ ।
কার্তিকব্রতিনং দৃষ্ট্বা পাতকানীব ততয়াৎ ৷ ৪ ৷
জলঙ্করোহথ তান দৈত্যানির্জয়তান প্রেক্ষ্য সঙ্গরে ।
রোষাদধাবচ্চতীশঃ মুক্ণ বাণান্ সহস্রাঃ ৷ ৫ ৷ শুভো
নিশুভোহম্মুখঃ কালনেমিক্সলাহকঃ । খড়্গারোমা
প্রচণ্ডঃ স্বস্মরাদ্যাঃ শিবঃ যযুঃ ৷ ৬ ৷ বাণাঙ্ককার-
সঙ্গরং দৃষ্ট্বা গণবলং শিবঃ । বাণজালমবাচ্ছিত্য
স্ববাণৈরারুণোন্নতঃ ৷ ৭ ৷ দৈত্যাঃ বাণবাত্যাভিঃ
পীড়িতানকরোত্তদা । প্রচণ্ডবাণজালোবৈরপাত-
য়ত ভূতলে ৷ ৮ ৷ খড়্গারোমণঃ শিরঃ কায়াস্তদা
পরশুনাচ্ছিনৎ । বলাহকস্ত চ শিরঃ খট্টাঙ্গেনা-
করোদ্বিধা ৷ ৯ ৷ বক্রা চ স্বস্মরং দৈত্যং পাশেনাত্যা-
হনভুবি । ক্রবতেন হতাঃ কেচিৎ কেচিৎবাণৈর্নিপা-
তিতাঃ ৷ ১০ ৷ ন শেকুবস্মুরাঃ স্বাতুঃ গজাঃ
সিংহাঙ্গিতা ইব । ততঃ ক্রোধপরীতাস্তা বেগা-
ঙ্করং জলঙ্করঃ ৷ ১১ ৷ আত্মসামাস সমরে ভীরা-

করিতা উঠিল এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শরবর্ষণ
দ্বারা দৈত্যগণকে নিহত করিতে লাগিল । দৈত্য-
গণও এই ভীষণ ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া
কার্তিকব্রতীরদর্শনে পলায়মান পাতকের ভায়
ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল । অনন্তর
দানবেশ্র জলঙ্কর অশ্রুগণকে সমর হইতে প্রতি-
নিবৃত্ত দেখিয়া বোষবশতঃ সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ
করত ভবানীপতির প্রতি প্রধাবিত হইল । শুভ,
নিশুভ, অম্মুখ, কালনেমি, বলাহক, খড়্গারোমা,
প্রচণ্ড ও স্বস্মরাদি দানবগণ শিবের সম্মুখীন হইল ।
অনন্তর শিব গণবলকে বাণাঙ্ককারে সমাচ্ছন্ন
দেখিয়া অয়ঃ শরবর্ষণে অশ্রুশরনিকর ছিন্ন কারিতা
আকাশমণ্ডল সমাচ্ছাদিত করিলেন । তখন
শিবনিষ্কিপ্ত প্রচণ্ড বাণজালের বাতায় দানবচণ্ডগণ
নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল ।
শিব পরশু দ্বারা খড়্গারোমার শির কাট হইতে
পৃথক করিলেন, খট্টাঙ্গ দ্বারা বলাহকের মস্তক
বিধা বিভক্ত করিয়া কেলিলেন এবং দানব স্বস্মরকে
পাশ দ্বারা বন্ধনপূর্বক ভূতলে পাতিত করত প্রহার
করিতে লাগিলেন । কোন দানব ক্রবত কর্তৃক
নিহত হইল এবং কেহ বা বাণদ্বারা নিপাতিত
হইতে লাগিল ;—এইরূপে অশ্রুগণ সিংহাঙ্গিত
গজের ভায় রণভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল
না । অনন্তর রোষপরবশ জলঙ্কর বেগভরে

নির্মিতময়ঃ । জলধর উবাচ । যুধ্যত চ মণি সার্বঃ
কিমৈতিনিহতৈস্তব ॥ ১২ ॥ যচ্চ কিকিঞ্চনং তিস্তি
তদর্শয় জটায়র । ইত্যুচ্চা বাণসপুত্যা জঘান
বৃষভধ্বজঃ ॥ ১৩ ॥ তান্ প্রাপ্তারিণিতৈবানৈশ্চিহ্নৈশ্চ
প্রহসস্মিব । ততো হ্যান ধ্বজং ছত্রং ধ্বজিহ্নৈশ্চ
শক্তিভিঃ ॥ ১৪ ॥ স পিঙ্গবধবা বিবধো গদামুদ্যমা
বেগবান্ । অত্যধাবচ্ছিবস্তাবদগদাং বাণৈর্দ্বিধাচ্ছনৎ
॥ ১৫ ॥ তথাপি মুষ্টিমুদ্যমা যযৌ ক্রদং জিঘাংসমা ।
তাবচ্ছিবেন বাণৌষেঃ ক্রোশমাশ্রমপাকৃতঃ ॥ ১৬ ॥
ততো জলধরো দৈত্যো মহা ক্রদং বলাধিকম্ ।
সসর্জ মায়াং গাঙ্ধবীমধুতাং ক্রদমোহিনীম্ ॥ ১৭ ॥
ততো জটায়ুঃ ননুতুর্গন্ধর্বাপ্রবসাং গণাঃ । তাল-
বেণুমদলাদ্যান বাদয়ন্তি স্ম চাপবে ॥ ১৮ ॥ তদৃষ্ট্বা
মহদাশ্চর্য্যং ক্রদো নাদবিমোহিতঃ । পতিতান্তপি
শত্ৰুপি করেভ্যো ন বিবেদ সঃ ॥ ১৯ ॥ একাগ্রী-
ভূতমালোক্য ক্রদং দৈত্যো জলধবঃ । কামার্তঃ স
জগামাশু যত্র গোবী স্থিতাভবৎ ॥ ২০ ॥ যুধে শুভ-

ভীত অশনিবস্তায় ধ্বনি কবিতা সমনে শব্দবকে
আস্থান করিতে লাগিল । জলধব বলিল,—হে জটায়-
ধর ! মদীয় সৈন্তগণকে নিহত কবিতা কি হইবে ?
আমার সহিত যুদ্ধ কব, তোমার যে কিছু বলবীর্ষ্য
আছে, তাহা প্রদর্শন কব । জলধব এইরূপ
বলিয়া সপুতি শবে বৃষাকট শব্দবকে বিদ্ধ করিল,
শিবও হাসিতে হাসিতে সম্মুখাগত সেই শব্দ সকল
ছিন্ন করিলেন, তথাপি জলধব কান্দ হইল না,
সে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া ক্রদেব নিধনার্থ তাঁহার
সম্মুখে গমন করিল, কিন্তু শিব তখনই তাহাকে
শরদ্বারা ক্রোশাশ্রু দূবে নিক্ষেপ করিলেন ।
অনন্তর দানব জলধর ক্রদকে আপনা হইতে অধিক
বল মনে করিয়া ক্রদমোহিনী এক অদ্ভুত গাঙ্ধবী
মায়া বিস্তার করিল । অনন্তর গন্ধর্ব ও অমরোগণ
নৃত্য-গীত করিতে লাগিল । এবং অপর কেহ
কেহ তাল, বেণু ও মৃদঙ্গ বাদ্যাদি করিতে প্রবৃত্ত
হইল । ক্রদ সেই সকল মহদাশ্চর্য্য মধুব নাদ
অবশে বিমোহিত হইলেন এবং তৎকালে মোহ
বশতঃ তাঁহার কর হইতে শরনিকব পতিত হইলেও
তিনি তাঁহা জানিতে পারিলেন না । অনন্তর দৈত্য-
জলধর ক্রদকে একাগ্রমন অবলোকন করিয়া যুদ্ধে
মহাশক্তি ও নিষ্ঠুরকে নিষ্ঠুর করিয়া যে স্থানে
গোবী স্থিত ছিলেন, কামার্ত হইয়া তথায় গমন
করিল । গোবী জলধরকে জটায়ুগণ করিল

মিষ্টভাষ্যো স্থাপয়িত্বা মহাবলো । দশদৈর্ঘ্যপকাসা-
স্ত্রিনেত্র্যচ্চ জটায়রঃ ॥ মহাবৃষভমারুতঃ স বধুব জল-
ধরঃ ॥ ২১ ॥ অথো ক্রদং সমাশ্রিতমালোক্য ভববলভা ॥
২২ ॥ অত্যাযযৌ সখীমধ্যাস্তদর্শনপথেভবতঃ
যাবৎ দদর্শ চামঙ্গীং পার্শ্বতীং দম্বজেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
তাবৎ স্ববীর্ষ্যং মুমুচে জটায়ুশ্চাতবলদা । অথ জাহা
তদা গৌরী দানবঃ ভয়বিহ্বলা ॥ ২৪ ॥ জগামাশু-
হিতা বেগাং সা তদোত্তবমানসে । তামদৃষ্ট্বা ততো
দৈত্যঃ কণাধিগম্যতামিব ॥ ২৫ ॥ জবেনাগাং পুন-
র্ধ্বং যত্র দেবো বৃষধ্বজঃ । পার্শ্বতাপি ভয়াধিকুং
সম্মার মনসা তদা ॥ ২৬ ॥ তাবদদর্শ তং দেবঃ
স্থপবিষ্টঃ সমীপগম্ । পার্শ্বত্যাচ । বিবেক জল-
ধবো দৈত্যঃ ক্রতবান পরমাদৃতম্ ॥ ২৭ ॥ তৎ কিং
ন বিদিতং তেহস্তি চেষ্টিতং তস্মা হৃদয়তে । বিকু-
কবাচ । তেনৈব দর্শিতঃ পশ্বা বয়মপাশ্চিয়ামহে ॥ ২৮ ॥
নাস্তথা স ভবেদধাঃ পাতিব্রতানুবক্ষিতঃ । নারদ

এবং দশহস্ত, পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র হইয়া মহাবৃষে
আরোহণপূর্বক পার্শ্বতীসমীপে উপনীত হইল ॥ ১৭-২১ ॥
অনন্তর ভববলভা ভবানী ভূতপতিকে সমাগত
দেখিয়া সখীগণেব মধ্য হইতে উখিত হইলেন এবং
তাঁহার দর্শন মানসে আগমনপূর্বক তদীয় দৃষ্টিপথে
পতিত হইলেন । তখন কপটাশববেণী দম্বজা-
বিপ জলধব যেমন মনোহবাজী পার্শ্বতীকে দর্শন
কবিল, আপনি সে স্বীয় বীর্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া
জড় হইয়া গেল । অনন্তর পার্শ্বতী তাহাকে দানব
বলিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন এবং ভয়বিহ্বল হইয়া
তথা হইতে সত্তর উত্তরমানসে চলিয়া গেলেন ।
অতঃপর দৈত্য বিদ্যুততার জ্বায় কণকালমধ্যে
তাঁহাকে অদৃষ্ট হইতে দেখিয়া যে স্থানে বৃষধ্বজ
অবস্থিত ছিলেন, পুনরায় প্রচণ্ডবেগে যুদ্ধার্থ তথায়
গমন করিল, পার্শ্বতীও তখন ভীতিবশতঃ মনে
মনে বিকুকে স্মরণ করিলেন । তিনি বিকুকে
স্মরণ কবিতামাত্র দেখিলেন,—বিকু তাঁহার সম্মুখে
উপবিষ্ট হইয়াছেন । পার্শ্বতী বলিলেন,—হে
বিকো ! দৈত্য জলধব আজ এক পরম অদ্ভুত
কর্ম করিয়াছে; তুমি কি সেই দৃষ্টি দৈত্যের
ব্যবহার বিদিত নহ? বিকু উত্তর করিলেন,—
হে দেবি ! জলধরই পথ দেখাইয়াছে; আমি
সেই পথের অনুসরণ করিয়া; ইহা-
করিয়া জলধরও যথ হইবে অ-
নন্তর জলধরও যথ হইবে অ-
নন্তর জলধরও যথ হইবে অ-

উবাচ । অগাম বিষ্ণুরিত্যুক্তা পুনর্জলঙ্ঘরং পুরম্ ।
২৯ । অথ ক্রান্ত গজকায়গতঃ সজরে হিতঃ ।
অন্তধীনঃ যতঃ যাতাঃ দৃষ্টা স বুধে তদা ॥ ৩০ ॥
ততোঃ ক্রবো বিস্মিতমানসঃ পুনর্জগাম যুদ্ধায় জল-
ঙ্ঘরং ক্রমাৎ । স চাপি দৈত্যঃ পুনরাগতঃ শিবং দৃষ্টা
শরোঁঠৈঃ সমবাকিরদ্রণে ॥ ৩১ ॥

ইতি ক্রীকান্দে জলঙ্ঘরোপাখ্যানে শিবজলঙ্ঘর-
যুদ্ধবর্ণনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । বিষ্ণুর্জলঙ্ঘরং গতা তদৈত্য-
পুটভেদনম্ । পাতিব্রতান্ত ভঙ্গায় বৃন্দায়াশ্চা-
করোয়তিম্ ॥ ১০ ॥ অথ বৃন্দাবকা দেবী স্বপ্ন-
মধ্যে দদর্শ হ । ভর্তারং মহিষাকটং তৈলাভ্যক্তং
দিগম্বরম্ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণপ্রস্থনভূষাঢ্যং ক্রবাদগণসেবি-
তম্ । দক্ষিণাশাগতিং মুণ্ডং তমসাপ্যাবৃতং তদা ॥
৩ ॥ স্বপ্নরং সাগবে যগ্নং সহসৈবাননা সহ । ততঃ

পাতিব্রতান্ত রক্ষিত হইবে না । নারদ বলিলেন,—
বিষ্ণু এইরূপ বলিয়া পুনরায় জলঙ্ঘরপুর গমন করি-
লেন । অনন্তর গজকায়িকর সমবভূমিতে অব-
স্থিত ক্রবোর অহুসরণ করিল, তিনিও মাথাকে
অন্তর্হিত দেখিয়া প্রবুদ্ধ হইলেন । অনন্তর বিস্মিত-
মনা ভব রোষপরবশ হইয়া পুনরায় জলঙ্ঘরের
সহিত সমর আরম্ভ করিলেন । দৈত্য জলঙ্ঘরও
শিবকে সমরে পুনরাগত দেখিয়া শবনিকর দ্বারা
পরিব্যাগ করিল ॥ ২২—৩১ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—বিষ্ণু দানবরাজপত্নী বৃন্দার
পাতিব্রতান্ত ভঙ্গ করিবার অভিলাষে বুদ্ধি করিলেন
এবং তখনই জলঙ্ঘরের রূপ ধারণ করিয়া, যথায়
বৃন্দা অবস্থিত ছিলেন, সেই পুরমধ্যে প্রবেশ
করিলেন । অনন্তর দেবী বৃন্দা স্বপ্ন যোগে দর্শন
করিতে লাগিলেন,—ভাঁহার স্বামী মহিষাকট, তৈলা-
ভ্যক্ত, দিগম্বর, কৃষ্ণপ্রস্থনভূষিত এবং রাক্ষসগণ-
সেবিত হইয়া ইক্ষিণদিক গমন করিতেছেন ও
ভাঁহার অঙ্গকণ্ঠে তমসাবৃত হওয়ার ভাঁহার লক্ষ্য

প্রবুদ্ধা সা বালা ভববশং প্রবিচিৎসতী ॥ ৪ ॥ দদর্শো-
দিতমাদিত্য সচ্ছিন্নং নিম্প্রভং মুহুঃ । তদনিষ্টমিতি
জ্ঞাত্বা ক্রদতী ভয়বিহ্বলা । কুত্রচিরালভুর্হুয়
গোপুরাটোলভুমিষু ॥ ৫ ॥ ততঃ সখীষয়বুতা নগরো-
দ্যানমাগতম্ ॥ ৬ ॥ তত্রাপি সাত্তমহালা নালভৎকু-
চিং সুখম্ । বনাধনান্তরং যাতা নৈব বেদান্ত-
স্তদা ॥ ৭ ॥ ততঃ সা ভ্রমতী বালা দদর্শাতী-
ভীষণো । রাক্ষসো সিংহবদনো দংষ্ট্রাননবিত্তী-
যণো ॥ ৮ ॥ তৌ দৃষ্টা বিহ্বলাতীব পলায়নপরা-
ভবৎ । দদর্শ তাপসং শান্তং শশিষ্যং মৌনমা-
হিতম্ ॥ ৯ ॥ ততস্তৎকণ্ঠমাবৃত্য নিজাং বাহনতঃ
ভয়াৎ । যুনে মাং রক্ষ শরণমাগতাস্মীত্যভ্যত ॥

হইতেছেন না । তিনি আরও দেখিলেন,—ভাঁহার
অন্তঃপুর যেন সাগবে নিমগ্ন হইয়াছে । এবং
তিনিও সেই সঙ্গে জলধিজলে নিমজ্জিত হইয়া-
ছেন । তখন স্বপ্নাবসানে বালা বৃন্দা প্রবুদ্ধা হইয়া
স্বপ্নেব কারণ অহুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে
পাইলেন যেন আদিত্য সচ্ছিন্ন হইয়া উদিত হইয়া-
ছেন এবং যুহর্মুহু নিম্প্রভ হইয়া যাইতেছেন ।
বৃন্দা এই সকল অনিষ্টের কারণ বুঝিতে পারিয়া
রোদন করিতে লাগিলেন । তিনি ভয়বিহ্বলা হইয়া
গোপুর অটোলক ও ভূমিতল ইহার কোথাও গিয়া
শান্তিলাভ করিলেন না ॥ ১—৫ ॥ তার পর সখীষয়
সমভিব্যাহারে নগরোদ্যানে গমন করিলেন । বালা
বৃন্দা তথায় ভ্রমণ করিয়াও কিছু মাত্র সুখলাভ
করিতে সমর্থ হইলেন না । অনন্তর তিনি এক
বন হইতে অন্তবনে গমন করিতে লাগিলেন;
ইহাতেও ভাঁহার অন্মায় কিছুমাত্র শান্তি আসিল
না । তদনন্তর বালা বৃন্দা ভ্রমণ করিতে করিতে
অতিভীষণ দুইটা রাক্ষস দেখিতে পাইলেন, ঐ
রাক্ষসদ্বয়ের বদন সিংহাকার, দংষ্ট্রাধারা উভাদের
আনন অতি ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে । বৃন্দা
ভীষণাকার ঐ রাক্ষসদ্বয়ের দর্শনে অত্যন্ত বিহ্বলা
হইয়া পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি কিয়-
দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক শাক্ত তপস্বী
মৌনাবলম্বনপূর্বক অবস্থিত রহিয়াছেন, শিষ্যগণ
ভাঁহার সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছে । তখন দেবী
বৃন্দা ভয়বশত স্বীয় বাহনতা দ্বারা ঋষির কণ্ঠদেশে
আবৃত্ত করিয়া বলিলেন,—হে যুনে! আপনায়
শরণার্থিনী হইয়া আমি এখানে আসিমন করিয়াছি

১০ । মুনিভাং বিহ্বলাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসায়ুগাচাং তদা ।
হকারেণৈব তৌ ঘোরৌ চকার বিমুখৌ কৃণা ॥ ১১ ॥
তৌ হকারভয়দ্রোস্তৌ দৃষ্ট্বা চ বিমুখৌ গতো । প্রণম্য
দণ্ডবদুমৌ বৃন্দা বচনমব্রবীৎ ॥ ১২ ॥ বৃন্দোবাচ ।
রক্ষিতাঃ স্বয়া ঘোরাস্তবাদম্মাং কৃপানিধে । কিঞ্চি-
দ্বিজপুন্নিচ্ছামি কৃপয়া তন্নিশাময় ॥ ১৩ ॥ জলঙ্করো
হি মভর্তা ক্রদ্রং যোক্তুং গতঃ প্রভো । স তত্রাস্তে
কথং বুদ্ধে তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১৪ ॥ নারদ উবাচ ।
মুনিভ্যাকামাকর্ণ্য কৃপয়োর্কমবৈকৃত । লাবৎ কপী
সমারাতৌ প্রণম্য চাগ্রহঃ স্থিতৌ ॥ ১৫ ॥ ততস্তদ-
জলভাসংজ্ঞানিযুক্তৌ গগনং গতো । গহ্বা ক্ষণাঙ্গাদা-
গত্য প্রপতাবগ্রতঃ স্থিতৌ । শিরঃকবন্ধে হস্তৌ চ
গৃহীত্বা সমুপস্থিতৌ ॥ ১৬ ॥ শিরঃকবন্ধে হস্তৌ চ
দৃষ্ট্বাক্রিতনয়ন্য সা । পপাত মূর্চ্ছিতা ভূমৌ ভর্জ-
ব্যসনহঃখিতা ॥ ১৭ ॥ কমণ্ডলুদকৈঃ সিক্তা মুনিনাথ-

আমাকে রক্ষা করুন । অনন্তর মুনি তাঁহাকে
অত্যন্ত বিহ্বল ও তাঁহার পশ্চাদাগত রাক্ষসদ্বয়কে
দর্শন করিয়া রোষসহকারে হকার ছাবাই সেই
ভয়ঙ্কর রাক্ষসদ্বয়কে নিরস্ত করিলেন । অনন্তর
বৃন্দা রাক্ষসদ্বয়কে তাঁহার হকারশব্দে ভ্রস্ত
হইয়া বিমুখ হইতে দেখিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক
মুনিকে বলিতে লাগিলেন । বৃন্দা বলিলেন,—
হে কৃপানিধে ! আপনি এই ঘোর ভয় হইতে
আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে আমি আপনাকে
কিছু বলিতে অভিলাষ করি, কৃপাপরবশ হইয়া
তাহা অবগণ করুন । হে প্রভো ! আমার ভর্তা
দানবরাজ জলঙ্কর, তিনি সম্ভ্রতি ক্রদ্রের সহিত
যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছেন । হে সুব্রত ! তিনি
সমরভূমে কেমন আছেন, তাহা আমার নিকট
বলুন । নারদ বলিলেন,—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া
কৃপাপূর্বক মুনি যেমন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিলেন, অমনি দুইট কপি তাঁহার সমীপাগত
হইয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল ।
তদনন্তর তাঁহার জ্ঞাতদ্বী দ্বারা ইঙ্গিত বুঝিয়া তাহার
গগনে গমন করিল এবং একটি শির ও ধর করে
করিয়া অর্ধমুহূর্তমধ্যে প্রত্যাবর্তন করত পুনরায়
প্রণামপূর্বক তাঁহার অগ্রে পূর্ববদণ্ডায়মান হইল ।
বৃন্দা সেই কপিদ্বয়ের করে সাগরতময় স্বামী
জলঙ্করের ধর ও শির দেখিয়া কামিশোকে হৃষিত
ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ।
মুনি তখন কমণ্ডলুদ্বয়ে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া

সিতা তদা । স্বতর্জুভালে সা ভালং কৃদ্বা দীনা
করোদ হ ॥ ১৮ ॥ বৃন্দোবাচ । যঃ পুরা সুখ-
সংবাদে বিনোদয়সি মাং প্রভো । স কথং ন বদ-
ন্তদ্য বজ্রভাং মামলাগসম্ ॥ ১৯ ॥ যেন মেধাঃ
সগন্ধর্বা নির্জিতা বিকুনা সহ । স কথং ভাগ-
সেনাদ্য ত্রৈলোক্যবিজয়ী হ ॥ ২০ ॥ নারদ উবাচ ।
কদিহেতি তদা বৃন্দা তং মুনিং বাক্যমব্রবীৎ ।
বৃন্দোবাচ । কৃপানিধে মুনিশ্রেষ্ঠ জীবয়ৈনং মম
প্রিয়ম্ ॥ ২১ ॥ স্বমেবাস্ত মুনে শক্তো জীবনায়
মতো মম । নাবদ উবাচ । ইতি তদ্যাক্যাকর্ণ্য
প্রহসমুনিরব্রবীৎ ॥ ২২ ॥ মুনিব্রবাচ । নায়ং
জীবয়িতুং শক্তো ক্রদ্রেণ নিহতো যুধি । তথাপি
স্বকৃপাবিপ্লি এনং সঞ্জীবয়াম্যহম্ ॥ ২৩ ॥ নারদ
উবাচ । ইত্যুক্তান্তর্দধে বিপ্রস্তাবৎ সাগরনন্দনঃ ।
বৃন্দামালিন্য তদ্বক্সং চুচুঃ প্রীতমানসঃ ॥ ২৪ ॥ অথ
বৃন্দাপি ভর্তাবং দৃষ্ট্বা হর্ষিতমানসা । রেমে তখন-

আশ্রস্ত করিলেন । বৃন্দা স্বীয় স্বামীকে ভালে নিজ
ললাট রক্ষিত করিয়া দীনভাবে রোদন করিতে
লাগিলেন । ১৮—১৮। বৃন্দা বলিলেন,—হে প্রভো ! যে
আপনি পূর্বে সুখদায়ক সংবাদ দ্বারা আমার
বিনোদবর্ধন করিতেন, সেই আপনি আজ কেন
আপনার নিরপরাধা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া
কথা কহিতেছেন না ! যিনি বিষ্ণুর সহিত সগন্ধর্ব
দেবগণকেও নিজ্জিত করিয়াছেন, সেই ত্রিলোক-
বিজয়ী আমার স্বামী জলঙ্করকে আজ কোন্ তাপস
কিরূপে নিহত করিলেন ! নারদ বলিলেন,—তখন
বৃন্দা এইরূপে বিলাপ করিয়া মুনিকে বলিতে
লাগিলেন । বৃন্দা বলিলেন,—হে কৃপানিধে ! আপনি
মুনিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমার পতিকে জীবিত
করুন । হে মুনে ! আমার নিশ্চয়ই ধারণা
হইতেছে,—আপনি ইহাকে জীবিত করিতে সমর্থ ।
নারদ বলিলেন,—বৃন্দার বাক্য শুনিয়া ঋষি হাসিতে
হাসিতে উত্তর করিলেন । মুনি কহিলেন,—
ইহার জীবনদানে কেহই শক্ত নহে, কেননা, স্বয়ং
ক্রদ্র ইহাকে বুদ্ধে নিহত করিয়াছেন । তথাপি
তোমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমি ইহাকে
সঞ্জীবিত করিতেছি । নারদ বলিলেন,—ঋষি
এইরূপ বলিয়া যেমন তথা হইতে অবস্থিত
হইলেন, সাগরতময় জলঙ্করও জীবিত হইল এবং
প্রীতিমান বৃন্দাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার গল-
দেশে চুষন করিল । অনন্তর বৃন্দাও স্বামীকে

মধ্যাহ্নে তদ্বক্ষ্যে বহুবাসরম্ ॥ ২৫ ॥ কদাচিত্ত
সুরতস্ফাটে দৃষ্টা বিষ্ণুঃ তমেব চ । নির্ভীকঃ
ক্রোধসংযুক্তা বৃন্দা বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥ বৃন্দোবাচ ।
ধিক্, হৃদীয়ঃ হরে শীলঃ পরদারভিগামিনঃ ।
জাতোহসি 'হং ময়া' সম্যগ্মায়াপ্রচ্ছন্নতাপসঃ ॥ ২৭ ॥
যৌ 'হয়া' মায়ায়া দ্বাঃসৌ স্বকীয়ৌ দর্শিতৌ মম ।
তাবেব রাকসৌ ভূহা ভাৰ্য্যাং তব হরিষ্যতঃ ॥ ২৮ ॥
স্বঃ চাপি ভাৰ্য্যাভুক্তো বনে কপিসহায়বান্ । ভ্রম
সর্পেণরেনায়ং যন্তে শিষ্যসমাগতঃ ॥ ২৯ ॥ ইত্যাশ্রু
সাতদা বৃন্দা প্রাবিশকব্যবাহনম্ । বিষ্ণুনা বার্য্য-
মাণাপি তস্তামাসক্তচেতসা ॥ ৩০ ॥ ততে হরি-
স্তামমুসংস্রবন্ মুহূৰ্দ্দাৰ্শিতো ভাস্বরজোবঙষ্ঠিতঃ ।
তত্রৈব তসৌ স্তবসিক্রমজ্যৈঃ প্রবোধ্যমানোহপি
যযৌ ন শান্তিম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি ক্রীষ্ণান্দে জলঙ্করৌপাখ্যানে বৃন্দাশ্লিপ্রবেশ-
বর্ণনং নামৈকবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ততো জলঙ্করৌ দৃষ্টা ক্র-
মভূতবিক্রমম্ । চকার মায়ায়া গোবীঃ স্রোতকং
মোহয়ন্নিব ॥ ১ ॥ রথোপরি চ তাং বন্ধুং রুদ্রভীঃ
পার্ষতীঃ শিবঃ । নিমন্তপ্রমুখাদ্যশ্চ বধ্যমানাঃ
দদর্শ সঃ ॥ ২ ॥ গোবীঃ তথাবিধাং দৃষ্টা শিবো-
হপুষ্টিগ্ৰহণমানসঃ । অবাঙুখঃ হিতভূকোঃ বিস্মৃতা
স্বপবাক্রমম্ ॥ ৩ ॥ ততো জলঙ্করৌ বেগান্তিভির্কি-
বাণ সাযকৈঃ । আপুষ্ণমগ্নৈস্তং রুদ্রঃ শির-
স্রাবসি চোদবে ॥ ৪ ॥ ততো জন্তে স তাং মায়াং
বিষ্ণুনা চ প্রবোধিতঃ । রৌদ্ররূপধরো জাতো
জালামালাতিভীষণঃ ॥ ৫ ॥ তস্তাতীব মহা-
বোদ্রং রূপং দৃষ্টা মহাস্রবাঃ । ন শেকুঃ সম্মুখে
স্বাতুং ভেজিরে তে দিশো দশ ॥ ৬ ॥ ততঃ শাপং
দদৌ রুদ্রস্তয়োঃ শুভনিশুভয়োঃ । মম যুদ্ধাদপ-
ক্রান্তৌ গোবীয়া বধ্যৌ ভবিষ্যথঃ ॥ ৭ ॥ পুনর্জলঙ্করৌ

জীবিত দেখিতে পাইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই কানন-
মধ্যে অবস্থিত হইয়া বহুদিন তাহার সহিত রতি
করিতে লাগিল । অনন্তর একদা সুরতাবসানে
তাহাকেই বিষ্ণু অবলোকনপূর্বক ভ্রমসনা করিতে
লাগিলেন এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া এইরূপ বলিতে
লাগিলেন । বৃন্দা বলিলেন,—হে হরে ! তুমি
পবদারভিগামী, তোমার চরিত্রে ধিক্ ! অহো
তোমাকেই আমি সম্যক্ মায়াপ্রচ্ছন্ন তাপস বলিয়া
জানিয়াছি ! হে হবে ! তোমার দ্বাবদেশে এই
যে দুই জন দ্বাববন্ধক দৃষ্ট হইতেছে, • ইহারাই
রাক্ষসরূপ ধারণপূর্বক মীয়াদ্বারা তোমার পত্নীকে
হরণ করিবে । তুমিও ভাৰ্য্যার জুখে পীড়িত হইবে
এবং এই যে অনন্ত তোমার শিষ্য গ্রহণ করিয়াছে,
ইহার সহিত বানরসহায়ে বনে বনে পরিভ্রমণ
করিবে । বৃন্দা এইরূপ বলিয়া অনলে প্রবেশ
করিলেন । বৃন্দাসক্তমনা বিষ্ণু তাঁহাকে বারণ
করিলেও তিনি তাহা শুনিলেন না । অনন্তর হরি
বারবার তাঁহাকে স্রবণপূর্বক দ্রুতদেহ বৃন্দার ভাস-
রজোদ্বারা শরীর আবৃত করিয়া সেই স্থানেই
অবস্থিত হইলেন, সুর ও সিদ্ধগণ তাহাকে সাধনা-
দান করিলেও তিনি শান্তিলাভ করিলেন না ॥ ১৯-৩১ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—এদিকে জলঙ্কর অদ্ভুতবিক্রম
রুদ্রকে সন্দর্শন করিয়া ত্রিলোচনকে মোহিত করি-
বার অভিপ্রায়ে মায়া দ্বারা এক গোবী নির্মিত
করিল এবং সেই মায়াকল্পিত গোবীকে রথের
উপর বন্ধন করিয়া রাখিল । শিব দেখিলেন,—
পার্ষতী রোদন করিতেছেন ও নিমন্তপ্রমুখ দানবগণ
তাঁহাকে প্রহার কবিতোছে । শিব গোবীর এই
অবস্থা দেখিয়া মনে মনে উদ্ভিগ্ন হইলেন এবং স্বীয়
পরাক্রম বিস্মৃত হইয়া কিছুক্ষণ তুষ্কভাবে অধো-
মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । অনন্তর জলঙ্কর
বেগভরে তিন বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন ।
অতিবেগান্বিত সেই বাণত্রয় পুষ্ণপর্ধ্যন্ত তাঁহার
উদরে ও মস্তকে প্রবেশ করিল । অনন্তর হর
বিষ্ণু কর্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়া জলঙ্করের মায়া বুদ্ধিতে
পারিলেন এবং অতি ভীষণরূপ ধারণপূর্বক জালা-
মালা দ্বারা অতিভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলেন ॥ ১—৭ ॥ মহা-
সুরেরা তাঁহার অতি মহাভয়ঙ্কর রূপ সন্দর্শন করিয়া
তাহা সহ করিতে পারিল না এবং তাহার তাঁহার
সম্মুখে দণ্ডায়মানে অসমর্থ হইয়া, দশদিকে পলায়ন
করিল । তারপর শঙ্কর, শুভ ও নিমন্ত এই
অসুরদ্বয়কে অতিশাপ প্রদান করিলেন ; তিনি
বলিলেন,—রে শুভ নিমন্ত ! তোরা আমার সমর
হইতে অপকৃত হইয়া গোবীর করে নিহত

বেগাববব নিশিঃ শটয়ঃ। বাণাঙ্ককারেঃ সহস্রং
তদা ভূমিতলং মহৎ ॥ ৮ ॥ যাবজ্জন্ম চিচ্ছেদ তন্ত
বাণগণং জবাৎ। তাবৎ স পরিষেণাও জবান
বৃষভং বলী ॥ ৯ ॥ বৃষভেন প্রহাষেণ পরাবৃত্তো
রণাক্রমঃ। ক্রদেণাক্রম্যমাণোহপি ন তসৌ রণ-
ভূমিষু ॥ ১০ ॥ ততঃ পরমসংক্রুদ্ধো ক্রদো বোদ্র-
বপুর্জরঃ। চক্রং সূদর্শনং বেগাচ্চিক্কেপাদিত্যবচ্চ-
সম্ ॥ ১১ ॥ প্রদহদ্রোদনী বেগাৎ পপাত বসুধা-
তলে। জহার তচ্ছিবঃ কায়াগ্রহদায়তলোচনম্ ॥
১২ ॥ রথাৎ কায়ঃ পপাতাস্ত নাদয়ন্ বসুধাতলম্।
তেজস্চ নির্গতং দেহাত্তদ্রে লয়মাগমৎ ॥ ১৩ ॥
বৃন্দাদেহোত্তবং তেজস্তদেগৌর্যাং বিলয়ং গতম্। অথ
ত্র্যাদয়ো দেবা হর্ষাৎফুল্ললোচনাঃ ॥ ১৪ ॥ প্রণম্য
শিরসা ক্রদং শশংস্ববিস্ফোট্যিতম্। দেবা উচুঃ।
মহাদেব ইয়া দেবা রক্ষিতাঃ শক্রজাভয়াৎ ॥ ১৫ ॥
কিঞ্চিদন্তং সমুদ্ভূতং তত্র কিং করবামহে। বৃন্দা-

হইবি। এদিকে জলজ্বর পুনরায় নিশিত শর বর্ষণ
করিতে লাগিল, তৎকালে ভূতল বাণাঙ্ককারে
অত্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রম্বে কালমধ্যে
বেগভরে তাহার শর ছেদন করিতে লাগিলেন,
বলবান্ জলজ্বরও এই সময়মধ্যে পরিষদ্বারা
বৃষভকে ব্যধিত করিতে লাগিল। বৃষভ অশুরের
পরিষদ্বারা রণভূমি পরিত্যাগ করিল, ক্রদ ক্রুদ্ধ
আক্রম্যমাণ হইয়াও সমবক্ষেত্রে অবস্থান করিতে
সমর্থ হইল না। অনন্তর ক্রদ নিবতিশয় ক্রুদ্ধ
হইয়া রৌজ বপু ধারণপূর্বক প্রচণ্ডবেগে আদিত্য-
কান্তি সূদর্শন চক্র নিক্ষেপ করিলেন। ঐ চক্র
আকাশমণ্ডল প্রজ্জ্বলিত করিয়া বেগভরে ভূমিতলে
পতিত হইল এবং জলজ্বরের অতি-আয়তলোচন
মস্তক কায় হইতে অপহরণ করিল। অনন্তর
লাঙ্গ করিতে করিতে রথ হইতে তাহার মস্তক
ভূতলে পতিত হইল এবং দেহ হইতে একটি
চক্র নির্গত হইয়া ক্রদে বিলীন হইয়া গেল।
একপাশে অনন্তপ্রবিষ্টা বৃন্দার তেজও গৌরীর
শরীরে মিশিয়া গেল। তখন ত্র্যাদি-
দেবগণের সম হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং
তাঁহারা মস্তক ভাঙ্গা হরকে প্রণাম করিয়া বিষ্ণু
পাদপেতে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দেবগণ
সম্মিলিত—হে মহাদেব! আগনি বিপুল ভয়
করিত্তে জলজ্বরকে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু আর

লাবণ্যসম্রাস্তো বিষ্ণুজিহ্বাতি মোহিতঃ ॥ ১৬ ॥ ঈশ্বর
উবাচ। গচ্ছধ্বং শরণং দেবা বিবেগমোহোপহৃতয়ে।
শরণ্যাং মোহিনীং মায়াং সা বঃ কার্যং করিষ্যতি ॥
১৭ ॥ নারদ উবাচ। ইত্যাঙ্কান্তর্দধে দেবঃ সর্বভূত-
গণৈস্তদা। দেবাশ্চ তুষ্টিবর্মলপ্রকৃতিং ভক্তবৎসলাম্ ॥
১৮ ॥ দেবা উচুঃ। যত্বেভাঃ সশ্বরজন্তুমোহনাঃ সর্গ-
স্থিতিধ্বংসনিদানকারিণঃ। যদিচ্ছয়া বিশ্বমিদং ভবা-
ভবৌ তনোতি মূলপ্রকৃতিং নতাঃ স্য তাম্ ॥ ১৯ ॥
যা হি ত্রয়োবিংশতিভেদশক্তিভা জগত্যাশেষে সমধি-
ষ্ঠিতা পরা। যজ্ঞপকর্মাণি জডাশ্রয়োহপি দেবা ন
বিদ্যাঃ প্রকৃতিং নতাঃ স্য তাম্ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞজিহ্বাক্তাঃ
পুরুষাশ্চ নিত্যং দাবিদ্রাভীমোহপবাতবাদীন্। ন
প্রাপ্নুবন্ত্যেব হি ভক্তবৎসলাঃ সর্দৈব মূলপ্রকৃতিং
নতা স্য তাম্ ॥ ২১ ॥ নারদ উবাচ। স্তোত্রমেত-
দ্রিসক্ত্যঃ যঃ পঠেদেকাগ্রমানসঃ। দারিদ্র্যমোহ-

একটি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়
একপাশে আমরা কি করিব? হে দেব! বিষ্ণু বৃন্দাব
লাবণ্যে সম্রাস্ত ও মোহিত হইয়া অবস্থান করিতে-
ছেন। ঈশ্বর উত্তর করিলেন,—হে দেবগণ! বিষ্ণুর
মোহ দূর করিবার জন্ত তোমরা শরণ্যা মোহিনী
মায়ার শরণ লও, সেই মায়াই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি
করিয়া দিবেন। নারদ বলিলেন,—তখন দেবদেব
শক্তব এইরূপ বলিয়া নিখিল ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া
অস্তর্হিত হইলেন। দেবগণও ভক্তবৎসলা মূল
প্রকৃতির স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ বলি-
লেন,—যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ
সহ, রজ, তম এই গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে,
যাহার ইচ্ছায় এই বিশ্ব অবস্থিত এবং যিনি এই
বিশ্বে জন্ম মরণ বিস্তার করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা
সেই মূল প্রকৃতিকে নমস্কার করি। যিনি ত্রয়ো-
বিংশতি ভেদে শক্তি হইয়া থাকেন, যিনি সমগ্র
জগতেই প্রতিষ্ঠিতা, যাহা হইতে আর কেহ স্রষ্টা
নহে, যাহার রূপ ও কর্ম জানিতে গিয়া ত্র্যক্ষ, বিষ্ণু
ও শিবও জড়বুদ্ধি হইয়া থাকেন, দেবগণও যাহার
প্রকৃতি জানিতে অসমর্থ, আমরা সেই মূলপ্রকৃতিকে
নমস্কার করি। যাহার প্রতি নিত্য ভক্তিমান হইয়া
মানবগণ দারিদ্র্যভীতি, মোহ ও পত্ন্যভবাদি প্রাপ্ত হয়
না, এইরূপ ভক্তবৎসলা সেই মূলপ্রকৃতিকে আমরা
সতত নমস্কার করি ॥—২১ ॥ নারদ বলিলেন,—যে
যানব একাগ্র মনে ত্রিসক্ত এই স্তোত্র পাঠ করে,

হুঃখামি ম. কণাচিৎ স্পৃশন্তি তম্ ॥ ২২ ॥ ইন্দ্ৰ-
স্ববস্ত্রে তেজোমণ্ডলমাস্থিতম্ । দদুর্গগনং
তত্র জালাব্যাণ্ডিগন্তরম্ ॥ ২৩ ॥ তন্নধ্যাতারতীং
সর্কে শুক্লবর্জ্যামচারিণীম্ । শক্তিকবাচ । অহমেব
ত্রিধা ত্রিমা তিষ্ঠামি ত্রিবিধৈর্ভুগৈঃ ॥ ২৪ ॥ গৌরী
লক্ষ্মী স্বরা চেতি বজ্রঃসবতমোভুগৈঃ । তত্র গচ্ছত
তাঃ কার্য্যং বিধাস্তস্তি চ বঃ পুবাঃ ॥ ২৫ ॥ নাবদ
উবাচ । শৃণুতামিতি তাঃ বাচমস্তদ্বানমগায়ত্বঃ ।
দেবানাং বিশ্বজ্ঞোৎফুল্লনেত্রাণাং তত্তদা নৃপ ॥ ২৬ ॥
তত্র সর্কেহপি তে দেবা গহ্না তদ্বাক্যানোদিতাঃ ।
গৌরীং লক্ষ্মীং স্বরাং চৈব প্রণেয়ুর্ভক্তিতৎপরাঃ ॥
২৭ ॥ ততস্তান্তান পুরান দৃষ্ট্বা প্রণতান্ তত্র-
বৎসলাঃ । বীজানি প্রদত্ত্বৈভ্যো বাক্যান্যচুশ্চ
ভূমিপ ॥ ২৮ ॥ দেব্য উচুঃ । ইমানি তত্র বীজানি
বিবুর্ধত্তাবতিষ্ঠতে । নির্বপধ্বং ততঃ কার্য্যং ভবতা

দারিড্র্য, মোহ ও হুঃখাদি তাহাকে কদাচ স্পর্শ
কবিত্তে পারে না । পুরগণ এইরূপ স্তব কবিত্তে
করিতে আকাশে জালামালাকুল এক তেজো-
মণ্ডল দর্শন করিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহার
চেহ্নে দিগন্তর পৰিবাস্ত হইয়া গেল । অনন্তর
পুরগণ সেই তেজোমধ্য হইতে অম্বচারণী এক
বাণী শ্রবণ করিলেন । সেই বাণী অস্ত্র কেহ
নহেন, তিনি শক্তি । শক্তি বলিলেন,—আমিষ্ট
সব, বজ্র ও তম এই গুণত্রয়ে ত্রিধা বিভিন্ন হইয়া
অবস্থান কবি । রজ, সব ও তমোগুণে যথাক্রমে
আমারই গৌরী, লক্ষ্মী, সবস্তী এই রূপত্রয়
জানিবে । অতএব তোমরা গৌরী, লক্ষ্মী ও সব-
স্তী সমীপে গমন কব, হে পুরগণ । তাহাবাই
তোমাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবে । নারদ
বলিলেন,—হে নৃপ । তখন পুরগণ শক্তির
আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া বিশ্বয়ে উৎফুল্ল হইলেন
এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সমক্ষেই সেই
তেজোময়ী শক্তি তৎক্ষণাৎ, অন্তর্ধান করিলেন ।
হে ভূমিপ ! অনন্তর ভক্তিতৎপর পুরগণ শক্তির
আদেশে গমন করিয়া গৌরী, লক্ষ্মী ও সবস্তীকে
প্রণাম করিলেন । তত্রবৎসলা ঐ দেবীত্রয়ও প্রণত
সেই পুরগণকে সন্দর্শন করিয়া অনেকগুলি বীজ
তাঁহাদিগকে প্রদানপূর্ব্বক হে পুরগণ । যেখানে
বিষ্ণু অবস্থিত অর্থাৎ, এই বীজ সকল লইয়া গিয়া
সেই স্থানে কণক কব, এইরূপ করিলেই তোমরা

সিদ্ধিমেব্যতি ॥ ২৯ ॥ নারদ উবাচ । তত্র হুঃখা
পুরসিক্ষসমুদ্রাঃ প্রগৃহ্য বীজানি বিচিহ্নিষুস্তে ।
বৃন্দাষিতো ভূমিতলে স যত্র বিষ্ণুঃ সত্য তিষ্ঠতি
সৌখ্যহীনঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীকাল্পে জলধরমুক্তিকথনং নাম
ষাণ্ডিন্যোঃশোঃধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ক্ষিপ্তেভ্যস্তত্র বীজেভ্যো বন-
স্পত্যস্ত্রয়োহভবন্ । ধাতী চ মালতী চৈব তুলসী
চ নৃপোত্তম ॥ ১ ॥ ধাত্যন্তবা স্মৃতা ধাতী মাতবা
মালতী স্মৃতা । গোবীভবা চ তুলসী তমঃসম্বরজো-
গুণাঃ ॥ ২ ॥ ত্রীকপিণ্যো বনস্পত্যো দৃষ্ট্বা বিবুস্তদা
নৃপ । উত্তর্যো সত্ত্বমাদবৃন্দারূপাতিশয়বিভ্রমঃ ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা চ যাচতে মোহাৎ কামাসক্তেন চেতসা । তং
চাপি তুলসীধাত্যো বাগেণৈব ব্যলোকতাম্ ॥ ৪ ॥
যচ্চ লক্ষ্ম্যা পুবা বীজমীর্ষ্যৈব সমর্পিতম্ ।

দেব কার্য্য সিদ্ধ হইবে । নারদ বলিলেন,—
অনন্তর পুর ও সিদ্ধগণ হুঃখান্তঃকরণে বীজ
গ্রহণ করিলেন এবং সুখহীন হইয়া বিষ্ণু যে
স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বৃন্দাষিত
ভূমিতলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২—৩০ ॥

ষাণ্ডিন্য অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ! দেবগণ
যে বীজ নিক্ষেপ কবিয়াছিলেন, তাহা হইতে ধাতী,
মালতী ও তুলসী এই বনস্পতিত্রয় সমুদ্ভূত হয় ।
এই বনস্পতিত্রয়ের মধ্যে সবস্তী হইতে ধাতী,
লক্ষ্মী হইতে মালতী, গৌরী হইতে তুলসী উদ্ভূত
হন এবং বনস্পতিত্রয়কে যথাক্রমে তমঃ, সব
ও রজোগুণময়ী জানিবে । হে নৃপ ! বিষ্ণু এই
ত্রীকপিণী বনস্পতিত্রয়কে দর্শন করিয়া সত্ত্ববশতঃ
গাত্ৰোখান করিলেন এবং বৃন্দা হইতেও ইহাদিগকে
অতিশয় রূপশালিনী দেখিয়া অমে পতিত হইলেন ।
অনন্তর কামাসক্তচিত্ত বিষ্ণু মোহবশতঃ তাঁহাদিগকে
প্রাৰ্থনা করিলেন । ধাতী ও তুলসী অমুরাগ-
ভরে বিষ্ণুকে অবলোকন করিলেন, কিন্তু লক্ষ্মী

তদ্বাস্তবং নারী তদ্বাস্তবং ৫ ।
 অতঃ সা বর্ষরীত্যাখ্যামবাণাং বিগর্হিতাম ।
 ধাত্রীতুলসৌ তদ্বাগান্তস্ত্রীতিপ্রদে সদা ৬ ।
 ততো বিম্বতকুংবোহসৌ বিম্বস্তাত্যাং সর্বেষু তু ।
 বৈকুণ্ঠমগচ্ছতঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ৭ । কার্ত্তি-
 কোদ্যাপনে বিকোস্ত্রাং পূজা বিধীয়তে । তুলসী-
 মূলদেশেহস্ত্রীতিদা সা যতঃ স্মৃতা ৮ । তুলসী-
 কাননং রাজন গৃহে যস্তাবতিষ্ঠতে । তদগৃহং তীর্থ-
 রূপং তু নায়াস্তি যমকিঙ্করাঃ ৯ । সর্বপাপহরং
 নিত্যং কামদং তুলসীবনম্ । রোপয়ন্তি নরাঃ
 শ্রেষ্ঠান্তে ন পশ্যন্তি ভাস্করিম্ ১০ । দর্শনং নশ্ব-
 দায়াং গঙ্গানানং তথৈব চ । তুলসীবনসংসর্গঃ
 সময়েব ত্রয়ং স্মৃতম্ ১১ । রোপণাং পালনাং
 সেকাদর্শনাং স্পর্শনাঞ্চনাম্ । তুলসৌ দহতে পাপং
 বায়নঃকায়সকিতম্ ১২ । তুলসীমঞ্জরীভির্ঘঃ
 কুৰ্য্যাকরিহরার্চনম্ । ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তি-
 তাগী ন সংশয়ঃ ১৩ । পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি
 গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা । বাসুদেবাদয়ো দেবাস্তিষ্ঠন্তি

পূর্বে ঈর্ষ্যামুক্ত হইয়াই বীজ দিয়াছিলেন ।
 স্মৃতরাং লক্ষ্মীপ্রদত্ত বীজোদ্ভবা মালতীও বিষ্ণুর
 প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিলেন; এজন্য মালতী
 বিগর্হিত বর্ষরী আখ্যান প্রাপ্ত হইলেন; আর ধাত্রী
 ও তুলসী সতত বিষ্ণুরীতির ঈতিপ্রদ হইয়া
 রহিলেন । অনন্তর বিষ্ণু কুংবোহসৌ হইয়া
 ধাত্রী ও তুলসীর সহিত সর্বদেবনমস্কৃত হইয়া
 হুটাংকরণে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন । তুলসী
 বিষ্ণুর ঈতিদা, অতএব কার্ত্তিকব্রতের উদ্যাপনে
 তুলসীমূলে বিষ্ণুর পূজা করা কর্তব্য । হে রাজন!
 ধাত্রীর গৃহে তুলসীকানন বিদ্যমান, তাঁহার গৃহ
 তীর্থরূপ; যমকিঙ্করগণ কদাচ তথায় আগমন
 করে না । তুলসীবন নিত্য সর্বপাপহর ও কামদ;
 ধাত্রীরা তুলসীকানন রোপণ করেন, তাঁহারাই
 শ্রেষ্ঠ ও কদাচ তাহাদিগের যমদর্শন হয় না ।
 নশ্বীয়ার দর্শন, গঙ্গানান ও তুলসীবনসংসর্গ
 এই তিনই তুল্য; তুলসীর রোপণ, পালন, জলসেক,
 দর্শন ও স্পর্শন করিলে মানবগণের বাক, মন ও
 কাঙ্ক্ষিত পাপ দহ হইয়া থাকে । যে মানব তুলসী-
 মঞ্জরী দ্বারা হরিহরের অর্চনা করে, কদাচ তাহাকে
 গর্ভে প্রবেশ করিতে হয় না এবং সে মুক্তিভাগী
 হইয়া থাকে, সংশয় নাই । পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি
 পুণ্যভূমি এবং বাসুদেবাদি দেবগণ তুলসীদলে

তুলসীদলে ১৪ । তুলসীমঞ্জরীযুক্ত যত্র প্রাণান
 বিমুক্তি । যমোহপি নেকিতুং শতকো যুক্তঃ পাপ-
 শতৈরপি ১৫ । বিকোঃ সাযুজ্যামাপোতি সত্যঃ
 সত্যঃ নৃপোত্তম । তুলসীকাষ্ঠজং যত্র চন্দনং
 ধারয়েন্নরঃ । তদেহং ন স্পৃশেৎ পাপং ক্রিয়মাণমপীহ
 যৎ ১৬ । তুলসীবিপিনচ্ছায়া যত্র যত্র তবে-
 য়প ১৭ । তত্র শ্রদ্ধাং প্রকর্তব্যং পিতৃণাং দস্ত-
 মক্ষয়ম্ । ধাত্রীকলবিমিশ্রৈশ্চ তুলসীপত্রমিশ্রিতৈঃ ১৮ ।
 জলৈঃ স্নাতি নরস্তস্ত গঙ্গানানকলং স্মৃতম্ ।
 দেবার্চনং নরঃ কুৰ্য্যাক্ষাত্রীপত্রৈঃ কলৈস্তথা ১৯ ।
 শুবর্ণমণিমুক্তৌঘৈরর্চনস্তাপুয়াং কলম্ । তীর্থানি
 মুনয়ো দেবা যজ্ঞাঃ সর্বেহপি কার্ত্তিকে ২০ ।
 নিত্যং ধাত্রীং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠত্যাকে তুলসীতে ।
 দ্বাদশাং তুলসীপত্রং ধাত্রীপত্রঞ্চ কার্ত্তিকে ২১ ।
 লুনাতি স নরো গচ্ছেন্নিরয়ানতিগর্হিতান । ধাত্রী-
 তুলসৌশ্মাহায়ামপি দেবশ্চতুর্ধ্বকঃ । ন সমর্থো
 ভবেদ্বকুং যথা দেবশ্চ শাঙ্গিনঃ ২২ । ধাত্রী-
 তুলসীস্ববকারণং যঃ শৃণোতি যঃ শ্রাবয়তে চ ভক্ত্য ।

বিদ্যমান । যে মানব তুলসী মঞ্জরীযুক্ত হইয়া
 প্রাণতাগ করে, শত শত পাপযুক্ত হইলেও যম
 তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ নহে, পরন্তু হে নৃপ-
 তম! আমি তিনসত্য করিয়া বলিতেছি, সে
 মানব বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ করে । যে নর তুলসী-
 কাষ্ঠসম্মত চন্দন ধারণ করে, সে পাপ করিলেও পাপ
 তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না । ১—১৭ । হে নৃপ!
 যেখানে যেখানে তুলসীচ্ছায়া বিরাজিত, সেই সেই
 স্থলেই পিতৃশ্রদ্ধা কর্তব্য এবং সেই সকল শ্রদ্ধাই
 পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তিসাধন করে । যে মানব
 ধাত্রীকল ও তুলসীপত্রমিশ্রিত জল দ্বারা স্নান করে,
 তাহার গঙ্গানানের ফললাভ হয় । মানব ধাত্রীপত্র
 ও কল দ্বারা দেবার্চন করিয়া শুবর্ণ, মণি ও মুক্তা
 শ্রেনীদ্বারা অর্চনের ফললাভ করিয়া থাকে ।
 নিখিল তীর্থ, মুনি, দেব এবং যত্র সকলেই রবির
 তুল্যরাশিতে বাসকালীন কার্ত্তিক মাসে সতত
 ধাত্রীর আশ্রয়ে বাস করেন । যে মানব দ্বাদশীতে
 তুলসীপত্র ও কার্ত্তিকমাসে ধাত্রীপত্র ছেদন করে,
 সে অতি গর্হিত নরকে গমন করিয়া থাকে ।
 চতুর্দশম ত্রয়োবিষ্ণুর মাহাত্ম্য যেমন বলিয়া
 শেষ করিতে সমর্থ হন অ তুলসী ও ধাত্রীর
 বিষ্ণুত্ব ও তত্ত্ব অসীম । যিনি ভক্তিতে ধাত্রী ও

বিষ্ণুতপাশা সহ পূর্বজৈঃ সৈঃ স্বর্গং ব্রজত্যা-
বিমানসংস্ৰেঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি ক্রীতান্দে ধাতৌতুলন্যাপত্তি-বর্ণনং
নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

পৃথুর্কবাচ । যদুর্জব্রতিনঃ পুংসঃ কলং মহ-
তদাহিতম্ । তৎপুনর্জহি মাহাত্ম্যং কেন চৌর্ণমিদং
শুভম্ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ । আসীৎ সছাদ্রি-
বিষয়ে করবীরপুরে পুরা । ব্রাহ্মণো ধর্ম্মবিৎ কচ্ছিদ্রম্ব-
দন্তেতি বিজ্ঞতঃ ॥ ২ ॥ বিষ্ণুব্রতকরঃ সম্যগ্‌বিষ্ণু-
পূজারতঃ সদা । কদাচিৎ কার্ত্তিকে মাসি হবিজাগ-
রণায় সঃ ৩ ॥ রাজ্যাং তুধ্যাবশেষায়াং জগাম
হরিমন্দিরম্ । হরিপূজোপকরণান প্রগৃহ্য ব্রজতা
তদা ॥ ৪ ॥ তেন দৃষ্টা সমায়াতা রাক্ষসী ভীমদর্শনা ।
তাং দৃষ্টা ভয়বিজ্ঞস্তঃ কম্পিতাবয়বস্তদা ॥ ৫ ॥
পূজোপকরণৈঃ সর্বেষঃ পয়োভিচ্চাহনস্তয়াৎ ।

তুলসীৰ উদ্ভবকারণ প্রবণ করেন বা করান,
তিনি বিধৌতপাপ হইয়া স্বীয় পূর্বজগণ সহ শ্রেষ্ঠ
বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করেন । ১৮—২৩ ।

এয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

পৃথু জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মূনে! কার্ত্তিকব্রতী
পুরুষের মহাকল কীর্তন করিলেন, এক্ষণে পুনরায়
কার্ত্তিকব্রতের মাহাত্ম্য ও এই ব্রত কে আচরণ
করিয়াছিল, তাহা বলুন । নারদ উত্তর করিলেন,—
প্রদেশেসছাদ্রি করবীর নামে এক পুরী আছে । পুরা-
কালে তথায় ধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মদত্তনামক বিখ্যাত জনৈক
দ্বিজ বাস করিতেন । বিপ্র ধর্ম্মদত্ত সতত বিষ্ণুব্রত
করিতেন এবং তিনি সম্যকরূপে হরিপূজাতৎপর
ছিলেন । দ্বিজ ধর্ম্মদত্ত একদা কার্ত্তিকমাসে হরি-
জাগরণে রত থাকিয়া রাজ্যের চতুর্থাংশ অবশিষ্ট
থাকিতে হরিমন্দিরে গমন করেন । তিনি হরির
পূজোপকরণ লইয়া যাইতেছিলেন, পথে ভীমবদনা
এক রাক্ষসরম্মণীকে দেখিতে পান । সেই রাক্ষ-
সীকে দেখিয়া ভয়ে নিব্রত হইলেন এবং তখন
ঊহার শরীর কম্পিত হইল । তিনি ভীতিবশতঃ

সংস্রুতা চকরেনাম তুলসীযুক্তবারিণা । তেন বৈ
হতমাত্রে তু পাপং তস্তা হাগান্নয়ম্ ॥ ৬ ॥ অথ
সংস্রুতা সা পূর্বজন্মকর্ম্মবিপাকজাম্ । স্বাং দশাং-
ব্রবীদ্বিপ্রঃ দণ্ডবচ্চ প্রণত্য বৈ ॥ ৭ ॥ কলহোবাচ ।
পূর্বকর্ম্মবিপাকেণ দশামেতাং গতান্মহম্ । তৎ কথং
হু পুনর্বিপ্র প্রয়াস্তাম্যাত্মমা গতিম্ ॥ ৮ ॥ নারদ
উবাচ । তাং দৃষ্টা প্রণতাং সম্যগ্‌বদমানাং স্বকর্ম্ম
তৎ । অতীববিম্বিতো বিপ্রস্তদা বচনমব্রবীৎ ॥
৯ ॥ ধর্ম্মদত্ত উবাচ । কেন কর্ম্মবিপাকেণ ত্বং
দশামীদশীং গত । কুতস্তা কা চ কিংনীলা তৎ
সর্বং কথয়স্ব মে ॥ ১০ ॥ কলহোবাচ । সৌরাষ্ট্র-
নগবে ব্রহ্মন্ ভিক্ষুর্নামাতবদ্বিজঃ । তস্তাহং গৃহীণী
পূর্বঃ কলহাখ্যাতিনিষ্ঠরা ॥ ১১ ॥ ন কদাচিৎপরা
ভর্তুর্কচসাপি শুভং কৃতম্ । নারিতং তন্ত মিষ্টান্ন
ভর্তুর্কচনশীলয়া ॥ ১২ ॥ কলহপ্রিয়য়া নিত্যং
ময়োদ্বিগমনা যদা । পরিণেতুং যদাশ্চাং স মতিং

সমস্ত পূজাপোষণে দ্রব্য ও জলদ্বারা তাহাকে
প্রহার ও তুলসীজলযুক্ত হইয়া হরির নাম স্মরণ
করিতে লাগিলেন । হে নৃপ ! বলিব কি ?
পূজাদ্রব্যে আহত হইয়াই রাক্ষসীর কলুষ
বিলীন হইল । সে তাহার পূর্বজন্মের কর্ম্মবিপাকজ
দশা স্মরণ করিয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া দ্বিজ ধর্ম্ম-
দত্তকে বলিতে লাগিল । ১—৭ । কলহা বলিল,—পূর্ব-
কর্ম্মবিপাকেই আমি এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি,
হে বিপ্র ! এক্ষণে কি করিলে আমার উত্তম
গতি লাভ হইবে ? নারদ বলিলেন,—বিপ্র ধর্ম্ম
দত্ত সেই রাক্ষসীকে প্রণত এবং সম্যকরূপে
তাহার স্বীয় কর্ম্মের কথা কহিতে দেখিয়া অতীব
বিস্ময়সহকারে বলিতে লাগিলেন । ধর্ম্মদত্ত বলি-
লেন,—হে ভদ্রে ! তুমি কি কর্ম্ম করিয়া এই দশা
প্রাপ্ত হইয়াছ ? কোথায় তোমার বাস ও তোমার
চরিত কিরূপ ? সমস্ত আমার নিকট কীর্তন কর ।
কলহা বলিল,—হে ব্রহ্মন্ ! সৌরাষ্ট্রনগরে ভিক্ষু-
নামক জনৈক দ্বিজ ছিলেন, পূর্বকালে আমি ঊহার
পত্নী ছিলাম । আমি অতি নিষ্ঠুরা এবং আমার নামই
ছিল কলহা । আমি বাক্য দ্বারাও কদাচ স্বামীর
প্রিয় করি নাই ; আমি ঊহাকে মিষ্টান্ন প্রদান বা
ঊহার নিদেশে অবস্থান করি নাই, পরন্তু আমি
মিত্য কলহপ্রিয়্যাই ছিলাম । আমার পতি যখন
আমার চরিত্রে উদ্বিগ্ন হইয়া অসুখ পড়ি

চক্রে পতির্মম । ১৩ । ভক্তো গরং সাদায় প্রাণা-
ভ্যক্তা ময়া মিজ । অথ বজা বধ্যমানঃ মাং
নিহ্যর্থমকিঙ্করাঃ । ১৪ । যমশ্চ মাং তদা দৃষ্টো
চিহ্নগুপ্তপৃচ্ছত । ১৫ । যম উবাচ । অনয়া
কিং কৃতং কৰ্ম চিহ্নগুপ্ত বিলোকয় । প্রাপ্তো-
হেবা চ তৎকৰ্ম শুভং বা যদি বাশুভম্ । ১৬ ।
কলহোবাচ । চিহ্নগুপ্তস্তদা বাক্যং ভৰ্ৎসয়ন্মানুবাচ
সঃ । চিহ্নগুপ্ত উবাচ । অনয়া তু কৃতং কৰ্ম শুভং
কিকির বিদ্যতে । ১৭ । মিষ্টান্নং ভুঞ্জমানেষ্যং ন
তৰ্জরি তদপিতম্ । অতশ্চ বস্ত্রলৌঘোস্তাং
স্ববিষ্ঠাদাবতিষ্ঠতু । ১৮ । ভৰ্জুর্ধেবাস্তদাপ্যেবা
নিত্যং কলহকারিণী । বিষ্ঠাদাং শূকরীঃ যোনিং
তস্মাতিষ্ঠয়িষ্যং হরে । ১৯ । পাকভাণ্ডে সদা
ভুঞ্জেক ভুঞ্জেক চৈকা যতন্ততঃ । তস্মাদেবা
বিড়ান্যস্ত স্বজাতাপত্যভক্ষিণী । ২০ । ভৰ্জারমপি
চোক্ষিষ্ঠ হ্যস্বঘাতঃ কৃতোহনয়া । তস্মাৎপ্রেত-
শরীরেহপি তিষ্ঠহেকাতিনিদ্ভিতা । ২১ । অতশ্চৈবা
মরুদেশং প্রাপিতব্যা ভট্টেরিয়ম্ । তত্র প্রেত-

করিতে অভিলাষ করেন, হে দ্বিজ ! তখন আমি
বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করি । অনন্তর কৃতান্ত-
কিঙ্করগণ আশ্বঘাতিনী আমাকে বন্ধনপূর্বক লইয়া
যায় ; তখন যম আমাকে দেখিয়া চিহ্নগুপ্তের নিকট
জিজ্ঞাসা করেন । যম বলেন,—হে চিহ্নগুপ্ত ! এই
কামিনী কি কৰ্ম করিয়াছে, একবার দর্শন কর ।
শুভ বা অশুভ এই নারী যেরূপ কৰ্ম করিয়াছে,
তদনুরূপ কললাভ করিবে । কলহা বলিল,—তখন
সেই চিহ্নগুপ্ত আমাকে ভৰ্ৎসনা করিয়া বলিতে
লাগিলেন । চিহ্নগুপ্ত বলিলেন,—এই কামিনী যে
কৰ্ম করিয়াছে, তন্মধ্যে কিছুই শুভকৰ্ম নাই । এ
স্বামীকে না দিয়া স্বয়ংই মিষ্টান্ন ভোজন করিয়াছে,
অতএব পক্ষিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পুরীক-
ভক্ষিণী হইয়া বাস করুক । হে যম ! এই নারী নিম্নত
স্বামীর দেহ ও কলহ করিত, এজন্য দ্বিতীয় জন্মে
বিষ্ঠাভোজী শূকরী যোনিতে গমন করুক । এই
রমণী পাকপাণ্ডে ও একাকিনী নিম্নত ভোজন করি-
য়াছে, অতএব স্বজাতি-অপত্যঘাতী মার্জারযোনি
রূপে রূপে । স্বামীকে উদ্দেশ করিয়াই এই নারী
স্বাধিকার্য্য করিয়াছে, অতএব অতি নির্দিত হইয়া
একাকিনী প্রেতশরীরে বাস করুক । এক্ষণে
কিঙ্করগণ ইহাকে মরুদেশে লইয়া যাউক,
স্বামীর এই নারী প্রেতশরীরে তথায় চিরকাল

শরীরে চিরং তিষ্ঠয়িষ্যং ততঃ । ২২ । উৰ্দ্ধং যোনি-
ক্রমঃ চৈবা ভূনকুণ্ডকারিণী । ২৩ । কলহোবাচ ।
সাহং পক্ষপতাকানি প্রেতদেহে হিত্য কিল ।
ক্ষুভ্ৰুভ্যাং পীড়িতাবিশ্চ শরীরং বণিকশ্চ । ২৪ ।
দক্ষিণং দেশ কৃষ্ণাবেধ্যোশ্চ সঙ্গমম্ । ২৫ । ততীয়ে
সংশ্রিতা যাবতাবস্তশ্চ শরীরতঃ । শিববিষ্ণুগণৈর্দূর-
মপকৃষ্টা বলাদহম্ । ২৬ । ততঃ ক্ষুৎকাময়া দৃষ্টো
ময়া হি স্বঃ দ্বিজোত্তম । স্বকৃন্তুলসীবারিসংসর্গ-
গতপাপয়া । ২৭ । তৎকৃত্যং কুরু বিপ্রেস্ত্র কথং
মুক্তিমিয়াম্যহম্ । যোনিজয়াদগ্রভবাদস্মাচ্চ প্রেত-
দেহতঃ । ২৮ । ইখং বিচিন্ত্য কলহাবচনং দ্বিজা-
গ্রাস্তংকৰ্মপাকভয়বিস্ময়হঃখযুক্তঃ । তদ্যানির্দর্শন-
কুপাচলচিত্তবৃদ্ধির্ধ্যাহা চিরং স বচনং নিজগাদ
দুঃখাৎ । ২৯ ।

ইতি শ্রীকান্দে ধর্মদত্তোপাখ্যানে কলহেতিহাসকথনং
নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ । ২৪ ।

বাস করুক এবং অশুভকারিণী এই রমণী উৰ্দ্ধ-
যোনিজয় ভোগ করুক । কলহা বলিল,—আমি
পাঁচশত বৎসর ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া প্রেতদেহে
অবস্থানপূর্বক অবশেষে বণিকযোনিতে প্রবেশ
করতঃ দক্ষিণদেশের কৃষ্ণা বেণীর সঙ্গমে
আগমন করিয়াছি । আমি শরীর ধারণ করিয়া
যেমন কৃষ্ণা-বেণীর সঙ্গমতীরের আশ্রয় লইলাম,
অমনি শিব ও বিষ্ণুর অমুচর দেবতারা বল-
পূর্বক আমাকে তথা হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন ।
হে দ্বিজোত্তম ! অনন্তর আমি অত্যন্ত ক্ষুধা-
পীড়িত হইয়া আপনার সমীপে উপনীত হইয়াছি
এবং এক্ষণে আপনার করস্থিত তুলসীবারির
সংসর্গে আমি নিম্পাপ হইলাম । হে বিপ্রেস্ত্র !
এক্ষণে কি করিলে আমি ভাবিষ্যৎ হোনিজয় ও এই
বর্তমান প্রেতদেহ হইতে মুক্ত হইতে পারি,
তাহার উপায় বিধান করুন । অনন্তর কল-
হার এবংবিধ বাক্য চিন্তা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ
ধর্মদত্ত তাহার কৰ্মাবিপাকভয়ে বিস্মিত ও দুঃখিত
হইলেন । তাহার আশ্বগানি দর্শনে কুপাপরবশ
ধর্মদত্তের চিত্তবৃদ্ধি নিশ্চল হইল এবং পরহঃখ-
কাতর ধর্মদত্ত কণকাল চিন্তা করিয়া এই কথা
বলিলেন । ১—২৯ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৪ ।

अथ विदुषां वृत्तिः ।

ধৰ্ম্মদত্ত উবাচ । বিনয়ঃ যান্তি পাপানি তীৰ্ণে
 দানব্রতাदिभिः । श्रेतदेहस्वितारास्ते तेभू नैवा-
 धिकारिता ॥ १ ॥ इन्द्रानिदर्शनादम्नां धिक्क मम
 मानसम् । न वै निरुतिमायाति ह्यमनुद्धृत्य दुःखि-
 ताम् ॥ २ ॥ तन्मादाज्जगत्त्रितः यन्मया कार्त्तिक-
 व्रतम् । तत्पुण्यशार्ङ्गभागेन सकृतिः ह्यम-
 बाधुहि ॥ ३ ॥ नारद उवाच । इत्युक्त्वा धर्म्मदत्तोहसौ
 यावन्नामभ्यासेचरत् । तूलसीमिश्रतोयेन श्रावयन्
 द्वादशाक्षरम् ॥ ४ ॥ तावत्प्रेतहर्नर्मुक्ता जल-
 दग्निशिथोपमा । दिव्यरूपवरा जाता लावण्येन
 यथेन्द्रिवा ॥ ५ ॥ ततः सा दग्धवद्धमौ प्रणनामाथ
 तं द्विजम् । उवाच सा तदा वाटिकाहर्षगन्गद-
 भाषिणी ॥ ६ ॥ कलहोवाच । इत्प्रसादाद्भिज्जश्रेष्ठ
 विमुक्ता निरयादहम् । पापाकौ मज्जमानायास्तं
 नोद्धूतोहसि मे क्ववम् ॥ ७ ॥ नारद उवाच ।
 इत्थं वदन्तौ मा विप्रः ददर्शयातमदरात् । विमानं

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ধর্মদত্ত বলিলেন,—হে ভদ্রে । তীর্থসেবা ও দান ক্রতাদি দ্বারা কলুষসকল বিলীন হইয়া থাকে । তুমি প্রেতজ্ঞ, অতএব ঐ সকল কার্যে তোমার অধিকার নাই । কিন্তু তোমার এই আশ্বাসান দর্শনে আমার মন থিন্ন হইতেছে, চুখিতা তোমাকে উদ্ধার না করিয়া আমার মন নিবৃত্তিলাভ করিতে পারিতেছে না । অতএব আমার আজন্ম চরিত কার্তিকব্রতের পূণ্যার্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া সেই পূণ্যপ্রভাবে তুমি সদগ্গীত লাভ কর । নারদ বলিলেন,—দ্বিজ ধর্মদত্ত এইরূপ বলিয়া যেমন তুলসীজলদ্বারা কলহাকে আভষেক করিলেন এবং ছাদশাকর (ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়) বিষ্ণু-মন্ত্র শ্রবণ করাইলেন, অমনি কলহা প্রেতহবিমুক্ত হইয়া প্রজ্জলিত অনলের শিখাব স্থায় দিব্য দেহ ধারণ করিয়া লক্ষ্মীর স্থায় লাবণ্যশালিনী হইল । কলহা ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণতা হইয়া হর্ষগদগদ-বাক্যে দ্বিজ ধর্মদত্তকে বলিতে লাগিল । কলহা বলিল,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনার অনুগ্রহে আমি মরক হইতে বিমুক্ত হইলাম । আমি পাপপয়োথিতে নিমজ্জিত ছিলাম । আজ আপনি আমার পাপ-সাগরের তরবারুপে বিদ্যমান, সন্দেহ নাই । নারদ বলিলেন,—কলহা দ্বিজকে এইরূপ বলিতে

ভাস্কর্য্যঃ। যুক্তঃ। বিষ্ণুরূপধরৈর্গণৈঃ ॥ ৮ ॥ "অথ সা
 তত্বিমাশ্রিত্যঃ। বাঃ। হাভ্যামবরোপিতা।। পুণ্যশ্রীল-
 শ্রীলীলাভ্যামবরোপিতা ॥ ৯ ॥ তত্বিমানঃ। তদা-
 পশ্চাদ্ভবতঃ। সবিস্ময়ঃ। পশ্যত দণ্ডবদ্বৃন্দো দৃষ্টা
 তো। বিষ্ণুরূপিণো ॥ ১০ ॥ পুণ্যশ্রীলশ্রীলীলো চ
 তদুৎপাদ্যনতঃ। দ্বিজম্। অভিনন্দ্য ততো। বাক্য-
 মুচতুর্ধ্বসংযুতম্ ॥ ১১ ॥ গণাবৃচতঃ। সাধু সাধু
 দ্বিজশ্রেষ্ঠ যন্তঃ। বিষ্ণুরতঃ। সদা। দীনানুকম্পী
 সর্বক্লে। বিষ্ণুরতপরাযণঃ ॥ ১২ ॥ আ। বালহাঙ্গুতঃ
 হেতদ্যবস্থা। কার্ত্তিকব্রতম্। ব্রতং। তস্মাদ্ভদ্রানেন
 পুণ্যং। দ্বৈগুণ্যমাগমৎ ॥ ১৩ ॥ জন্মান্তরশতোক্তং
 পাপং। তত্বিলয়ং। গতম্। স্নানৈরেব। গতং। পাপং
 যদশ্রাঃ। পূর্বকর্ম্মজম্ ॥ ১৪ ॥ হরিজাগরণাদৈশ্চ
 বিমানামিদমাশ্রিতা। বৈকুণ্ঠং। নীযতে। সাধো। নানা-
 ভোগযুতা। হ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥ দীপদানভবৈঃ। পুণ্যো-
 ক্তৈঃ। সাক্ষ্যমাশ্রিতা। তুলসীপূজনাদৈশ্চ। কার্ত্তিক-
 ব্রতকৈঃ। শুভৈঃ। বিষ্ণুসান্নিধ্যগা। জাতা। তদা

ধাকিলে অন্ধরতল হইতে বিষ্ণুকণী গগনদেবতায় উপ-
 শোভিত এক ভাস্বর বিমান আসিয়া উপস্থিত
 হইল ; ধূম্রশীল ও সূশীল-নামক বিষ্ণুদূতদ্বয় বিমা-
 নের দ্বারদেশে বিদ্যমান থাকিয়া অপ্সরোগণ-
 সৌবত সেই কলহাকে বিমানে আরোহণ করাইল ।
 ধুম্রদন্ত সেই বিমান দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং
 সেই বিষ্ণুকণী পুরুষদ্বয়কে দর্শন করিয়া দণ্ডের স্তায়
 ভূতলে পতিত হইলেন । পুণ্যশীল ও সূশীল প্রণত
 বিপ্রকে উত্থাপিত করিয়া অভিনন্দনপূর্বক এইরূপ
 ধুম্রসংযুক্তবাক্য বলিতে লাগিলেন । গগনদেবতা-
 দ্বয় বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি সাধু কার্য্যই
 করিয়াছেন, কেননা, আপনি বিষ্ণুরত, দীনাঙ্কুশম্পী,
 সর্বজ্ঞ, বিষ্ণুরতপরায়ণ, আপনি যে বাল্যকাল
 হইতে শুভ কার্তিক ব্রত করিতেছেন, আর
 আপনি যে কলহাকে তাহার অর্দ্ধাংশ দান করি-
 য়াছেন । এই পুণ্যপ্রভাবে আপনার একটা কার্তিক
 ব্রতের দ্বিগুণপুণ্য সঞ্চিত এবং শতজন্মান্তরজাত
 পাপ বিলীন হইয়াছে । হে সাধো ! আপনার
 একমাত্র কার্তিকব্রতের পুণ্যপ্রভাবে ইহার
 পূর্বজন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট এবং হরিজাগরণেই
 অদ্য কলহা বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠে নীতা হই-
 তেছে ও নানাতোণাতোণের যোগ্য হইয়াছে ।
 আপনার কার্তিক মাসের দ্রোণদান প্রভাবে

দৈত্যঃ কৃপানিধে । ১৬ । স্বমপ্যস্ত ভবন্ত্যন্তে
ভাৰ্য্যাত্যাং সহ যান্তসি । বৈকুণ্ঠভবনং বিকোঃ
সারিধ্যক সন্মপতাম্ । ৩৭ । তে ধৰ্ম্মাঃ কৃত-
কৃত্যন্তে তেষাং সকলো ভবঃ । যৈৰ্ভক্ত্যা-রাধিতো
বিকুৰ্জকস্ত যথা স্বয়া । ১৮ । সম্যগাৱাধিতো বিকুঃ
কিং ন যচ্ছতি দেহিনাম্ । ঔত্তানচরনির্ধেন এবহে
হাপিতঃ পুৱা । ১৯ । যন্নামশ্রণাদেব দেহিনো যান্তি
সকলতিম্ । ২০ । গ্রাহগ্রস্তো হি নাগেস্তো যন্নাম-
শ্রণাৎ পুৱা । বিমুক্তঃ সৱিধিঃ প্রাপ্তো জাতোহয়ং
জন্মসংজ্ঞকঃ । ২১ । যতশ্চাৰ্চিতো বিকুস্তৎ-
সারিধ্যং প্রযান্তসি । বহুশ্চকসহস্রাণি ভাৰ্য্যাস্বয়যুতঃ
কিল । ২২ । ততঃ পুণ্যকরে জাতে যদা যান্তসি
ভূতলম্ । স্বৰ্ঘ্যবংশোভবো রাজা বিখ্যাতশ্চ
ভবিষ্যসি । ২৩ । নান্না দশরথস্তত্র ভাৰ্য্যাস্বয়যুতঃ
পুনঃ । তৃতীয়ম্ভানয়া চাপি যা তে পুণ্যার্দ্ধভাগিনী ।

কলহাৱ বিকুসারূপ্য লাভ এবং কাৰ্ত্তিকের শুভ
ভুলসৌৱ পূজনাডি দ্বাৱা বিকুসারিধ্য লাভ হই-
য়াছে । হে কৃপানিধে ! আপনাৱ দত্ত পুণ্য প্রভা-
বেই কলহাৱ এই সকল গতি লাভ হইল ।
বিজ ! আপনিও এই সুকৃতি দ্বাৱা দেহাবসানে
ভাৰ্য্যাস্বয় সহিত বৈকুণ্ঠভবনে গমন কৱিয়া বিকু-
সারিধ্য লাভ কৱত তাঁহাৱ স্বরূপতা প্রাপ্ত হই-
বেন । হে ধৰ্ম্মদত্ত ! ষাঁহাৱা আপনাৱ মতন
ভক্তিপূৰ্ব্বক হৱিৱ আৱাধনা কৱেন, 'তাঁহাৱাই
ধন্য ও তাঁহাদেৱই জন্ম সাৰ্থক । যিনি বিকুকে
সম্যকরূপে আৱাধনা কৱিয়াছেন, শৰীৰৌদিগকে
তাঁহাৱ সকল বস্তুই প্রদান কৱা হইয়াছে ।
হে বিজ ! উত্তানপাদনন্দন হৱিৱ আৱাধনা
কৱিয়াই পূৰ্ব্বকালে এবহু লাভ কৱিয়াছেন ।
ষাঁহাৱ নাম শ্রৱণে নৱ উত্তম গতি লাভ কৱে,
তাঁহাৱ কথা আৱ অধিক বাৰ্ণনা কি হইবে ?
পূৰ্ব্বকালে গ্রাহগ্রস্ত গজরাজ সেই বিকুৱ নাম
শ্রৱণে বিমুক্ত হইয়া বিকুসমীপে গমনপূৰ্ব্বক
জন্ম নামে প্রসিদ্ধি লাভ কৱিয়াছিল । হে বিজ !
আপনি কলহাৱ পূজা কৱিয়াছেন, আপনি
এই পূজাপ্রভাবে বহু সহস্র বৎসৱ ভাৰ্য্যাস্বয়-
যুত হইয়া বিকুসৱিধানে বাস কৱিবেন এবং
পুণ্যকরে পুনৰায় বৎকালে ভূতলে আগমন কৱি-
বেন, তখন আপনি স্বৰ্ঘ্যবংশোভব রাজা দশ-
সহস্রকালে অবতীৰ্ণ হইবেন । প্রথমতঃ আপনাৱ
কলহী পত্নী হইবে, হে বিজ ! আপনি পুনৰায়

২৪ । তজাপি তব সারিধ্যং বিকুৰ্জ্যন্তি ভূতলে ।
আজ্ঞানং তব পুত্রহে প্রকল্যামৱকাৰ্য্যকৃৎ । ২৫ ।
তব জন্মৱতাদশাদিবিকুসন্তটিকারকাৎ । ন যজ্ঞা
ন চ দানানি ন তীৰ্থার্জ্যধিকানি বৈ । ২৬ । যচ্ছোহসি
বিপ্রাণ্য যতশ্চৈতদব্রতং কৃতং তুষ্টিকৱং জগদ-
গুরোঃ । যদৰ্দ্ধভাগাৎ সকলা মূৱাৱেঃ প্রণীযতে-
হস্মাভিৱিয়ং সলোকতাম্ । ২৭ ।

ইতি শ্রীকান্দে ধৰ্ম্মদত্তোপাখ্যানেন কলহামোক্ষ-
কথনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ । ২৫ ।

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ইথং তদ্বচনং শ্রুত্বা ধৰ্ম্মদত্তঃ
সবিস্ময়ঃ । প্রণম্য দণ্ডবদ্যুৰ্যো বাক্যমেতদ্বাচ হ ।
১ । ধৰ্ম্মদত্ত উবাচ । আৱাধয়ন্তি সৰ্ব্বেষুপি বিকুঃ
ভক্তাৰ্জিনাশনম্ । যজ্ঞৈর্দাদৈনব্রতৈস্তীৰ্থৈস্তপোভিচ্চ

শৰীৰার্দ্ধভাগিনী পুণ্যৱতা তৃতীয়া পত্নী পৱি-
গ্রহ কৱিবেন । তখন হৰি আপনাৱ পুত্রহ
অঙ্গীকাৱ কৱিয়া আপনাৱ সারিধ্য প্রাপ্ত হই-
বেন, তিনি ভূতলে আপনাৱ পত্নীত্ৱেৱ গৰ্ভে
জন্ম লইয়া অমৱনিকৱেৱ প্ৰিঃ দৰ্ঘ্য সকল
কৱিবেন । আপনাৱ এই আজ্ঞাৱাষ্টিত হৱিৱ্রত
হইতে বিকুসন্তোষকৱ অস্ত কোন কাৰ্য্যই নাই ।
শাস্ত্ৰে যে সকল যজ্ঞ, দান ও তীৰ্থ নিৰ্দ্ধিষ্ট
আছে, এই হৱিৱ্রত হইতে তাহাৱ কোনটাই
শ্ৰেষ্ঠ নহে । হে বিজশ্ৰেষ্ঠ ! আপনি জগদগুৰু
হৱিৱ সন্তোষকৱ ব্রত কৱিয়াছেন, অতএব
আপনি ধন্য ; আপনাৱ এই হৱিৱ্রতেৱ অৰ্দ্ধভাগ
লাভ কৱিয়া কলহা সকলা হইয়াছে এবং আপনাৱ
দত্ত পুণ্যপ্রভাবে আমৱা ইহাকে আজ বিকুলোকে
লইয়া যাউতে সমৰ্থ হইয়াছি । ১—২১ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৫ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—বিজ ধৰ্ম্মদত্ত বিকুরূপী
পুত্রবধৱেৱ 'এইরূপ বাক্য শ্রৱণে বিস্মিত হই-
লেন এবং দণ্ডেৱ জায় ভূমিতে, প্রণত হইয়া
বলিতে লাগিলেন । ধৰ্ম্মদত্ত বলিলেন,—হে বিকু-
ৱ ! সকলেই বধাবিধি যজ্ঞ, দান, ব্রত, তীৰ্থ ও

যথাবিধি ২। বিষ্ণু-কীর্তন-মাহাত্ম্যে কীর্তন-
সামিধিকারকম্। যৎকথা তানি চীর্ণানি সর্বাণ্যপি
ভবন্তি হি ৩। গণাবুচুঃ। সাধু পৃষ্ঠং যথা বিপ্র
শৃণুৎকামানসঃ। সৌতিহাসকথাং পুণ্যং কথা-
মানাং পুরাতনাম্ ৪। কাঞ্চিপুণ্যং পুরা চোল-
শক্রবর্তী নৃপোহভবৎ। যন্তাধ্যৈব তে দেশাশ্চোলা
ইতি প্রথাং গতঃ ৫। যন্তিহাসতি ভূচক্রঃ
দরিদ্রো বাপি হুঃখিতঃ। পাপবুদ্ধিঃ সৰ্বথাপি নৈব
কশ্চিদক্ষরঃ ৬। যন্তাপ্যন্ততযন্তস্ত তাত্পর্যা-
ন্তটাবুভৌ। স্তবগমুপৈঃ শোভাঢ্যাবাস্তাং চৈত্ররথো-
পমৌ ৭। স কদাচিদগাজাজা হনন্তশয়নং দ্বিজ।
যত্রাসৌ জগতাং নাথো যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ ৮।
তত্র ত্রীরমণং দেবং সম্পূজ্য বিধিবননুপঃ।
মণিমুক্তাকলৈর্দিব্যৈঃ স্বর্ণপুষ্পৈশ্চ শোভনৈঃ ৯।
প্রণম্য দণ্ডবদ্যুতপূর্ববিষ্টঃ স তত্র বৈ। তাবদ্-
ব্রাহ্মণমায়াতমপশুদেবসমিধৌ ১০। দেবার্চনার্থং
পাণৌ তু তুলস্যাঙ্কধারিণম্। স্বপূরীবাসিনং তত্র

তপস্তা দ্বারা তত্ত্ব-জ্ঞান-নাশন হরির আরাধনা
করিয়া তাঁহার সন্তোষ সাধন করিয়া থাকেন,
কিন্তু আপনারা আমাকে এইরূপ একটি কার্যের
উপদেশ প্রদান করুন, যাহা করিলে যজ্ঞদান-
কির-অমুষ্ঠান ভিন্নও আমার বিষ্ণুসামিধি-
প্রাপ্তি হয়। গণহর উত্তর করিলেন,—হে
বিপ্র! আপনি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, এ বিষয়ে
পুরাকালে সংঘটিত একটি পুত ইতিহাসকথা
কীর্তন করিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ করুন।
পুরাকালে কাঞ্চীপুরে চোল নামক জনৈক চক্র-
বর্তী নৃপ ছিলেন। ইহারই নামানুসারে তাঁহার
শাসিত দেশ সকল চোলরাজ্য নামে প্রসিদ্ধি
লাভ করিয়াছে। ভূপাল চোল যৎকালে ভূচক্র
শাসন করেন, তখন তদীয় রাজ্যে কোন মানবই
হরিত্র, প্রঃনী, পাপবুদ্ধি বা রোগযুক্ত ছিল না।
তাঁহার যজ্ঞের উন্নত স্তবগমুপ সকল তাত্প-
র্য নগীর উভয় তটে প্রোথিত হওয়ায় তট-
দ্বয় চৈত্ররথের স্থায় শোভাযুক্ত হইয়াছিল।
হে দ্বিজ! যে স্থানে জগৎপতি যোগনিদ্রার
আশ্রয়ে শয়ান ছিলেন, তিনি একদা সেই সাগর-
তীরে আগমন করেন এবং তথায় দিব্য মণি,
মুক্তাকল ও স্তবগমুপ দ্বারা ত্রীপতি দেব
বিষ্ণুর যথাবিধি সম্যক পূজা করিয়া দণ্ডবৎ
প্রণামপূর্বক কৃতলে উপবিষ্ট হন। রাজা

বিষ্ণুদাসহর্যঃ বিজম্ ১১। স তত্রাত্যেচ্য
বিপ্রবিদেবদেবমপূজয়ৎ। বিষ্ণুভক্তেন সংগাপ্য
তুলসীমঞ্জরীদলৈঃ ১২। তুলসীপূজয়া তত্র রত্ন-
পূজাং পুরা কৃতাম্। আচ্ছাদিতাং সমালোক্য
রাজা ক্রুদ্ধোহব্রবীদিদম্ ১৩। চোল উবাচ।
মানিক্যস্বর্ণপূজাত শোভাঢ্যে বা কৃতাময়া। বিষ্ণুদাস
কথং সেয়মচ্ছয়া তুলসীদলৈঃ ১৪। বিষ্ণুভক্তিং
ন জানাসি বরাকোহসি যতো মম। যদ্বিমামতি-
শোভাঢ্যং পূজামাচ্ছাদয়ন্তহো ১৫। ইতি
তদ্বচনং শ্রুত্বা সক্রোধঃ স দ্বিজোত্তমঃ। রাজো
গৌরবমুদ্বাহ্য জগাদ বচনং তদা ১৬। বিষ্ণুদাস
উবাচ। রাজন্ ভক্তিং ন জানাসি গর্ভিতোহসি
নৃপশ্রিয়া। কিয়দ্বিকৃততঃ পূর্বং যথা চীর্ণং বদন্ত

উপবেশন করিয়াই দেখেন,—বিষ্ণুদাস নামক
জনৈক দ্বিজ বিষ্ণুপূজার জন্য তুলসী ও জল
হস্তে লইয়া বিষ্ণুর সমিধানে আগমন করিতেছে,
এই বিষ্ণুদাস চোলরাজেরই পুরবাসী। বিপ্রবি
বিষ্ণুদাস তথায় আগমন করিয়াই বিষ্ণুভক্ত
দ্বারা দেবদেব বিষ্ণুর স্তান করাইলেন এবং তাঁহাকে
তুলসীমঞ্জরীদল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সম্যক-
রূপে পূজা করিলেন। তত্র বিষ্ণুদাসের তুলসী-
মঞ্জরীদলে বিষ্ণুর এই পূজাই যেন রত্নাদি দ্বারা
পূজার সমান হইয়াছিল। অনন্তর চোল রাজা তুলসী-
দল দ্বারা তদীয় পূজা আচ্ছাদিত হইতে দেখিয়া
রোষবশতঃ বলিতে লাগিলেন। ১—১৩। চোল
বলিলেন,—হে বিষ্ণুদাস! আমি মানিক্য ও স্বর্ণাদি
দ্বারা যে স্তোভন অর্চন করিয়াছি, তুমি কেন
তুলসীদল দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত করিলে? আমার
মনে হয়,—তুমি মূর্থ, তুমি বিষ্ণুভক্তি বিদিত
নহ, অহো! তজ্জন্তই তুমি আমার অতি সমা-
রোহের পূজা আচ্ছাদিত করিয়া কেলিয়াছ।
রাজার এই কথা শুনিয়া দ্বিজোত্তম বিষ্ণুদাস তখন
ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাজার মধ্যাদা উন্নত্বন করিয়া
বলিতে লাগিলেন। বিষ্ণুদাস বলিলেন,—হে
রাজন্! তুমি নৃপসমৃদ্ধি দ্বারা গর্ভিত হইয়াছ,
তুমি কিছুই বিষ্ণুভক্তি জান না, তুমি পূর্বকালে
কিরূপে বিষ্ণুভক্ত আচরণ করিয়াছ, এক্ষণে আমার
সমীপে তাহা বল। গণহর বলিলেন,—তখন নরো-
ত্তম চোল বিষ্ণুদাসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে হস্ত
করিলেন এবং গর্ভিতরে তাঁহাকে বাক্য দাণ

তৎ ১১। গণাবুতুঃ। তদ্ব্যাক্ষণবচঃ প্রজ্ঞা ব্রহ্ম স
নৃশোভকঃ। বিষ্ণুদাস তদা গর্ভাভ্যাস বচনং বিজ্ঞম্।
১৮। রাষ্ট্রাবাচ। ইথং চেতদবে বিপ্র বিষ্ণু-
ভক্ত্যাগতিগর্ভিতঃ। ভক্তিতে কিয়তী বিকোদগিরিদ্ভা-
ধনস্ততঃ ১৫। যজ্ঞদানাদিকং নৈব বিকোদগিরিকবং
কৃতম্। নাপি দেবালয়ং পূৰ্বং কৃতং বিপ্র অঘা
কটিং ২০। ঈদৃশস্তাপি তে গর্ভ এব তিষ্ঠতি
ভক্তিতঃ। তচ্ছ্রুত্ব বচো মেহদ্য সর্বেহপোতে
বিজ্ঞাতম্ ২১। সাক্ষাৎকারমহং বিকোবেষ
বাকৌ গমিষ্যতি। পশুত্ব সর্বেহপি ততো ভক্তিং
জ্ঞানস্তি চাবয়োঃ ২২। গণাবুতুঃ। ইত্যাশ্বা স
নৃশোভগচ্ছিন্নজরাজগৃহঃ তদা। আরতদৈক্যবং
সজ্ঞ কৃষ্ণাচার্য্যং তু মুদালম্ ২৩। ঋষিসম্মতমাজুষ্টং
বহুত্বং বহুদক্ষিণম্। যচ্চ ব্রহ্মকৃতং পূৰ্বং গয়া-
ক্ষেত্রে সমুদ্ভিতম্ ২৪। বিষ্ণুদাসোহপি তত্রৈব
ততো দেবালয়ে ব্রতী। যথোক্তনিয়মান্ কুর্কন
বিকোদগিরিকরান সদা ২৫। মাঘোজ্জয়োবর্তং
সম্যক তুলসীবদপালনম্। একাদশ্যাং হরেক্ষাপ্য

বাক্য বলিতে লাগিলেন। রাজা বলিলেন,—হে
বিপ্র! বিষ্ণুভক্তি দ্বারা অতি গর্ভিত হইয়া তুমি
এইরূপ বলিতেছে বটে, কিন্তু তুমি দরিদ্র—তোমার
ধন নাই, অতএব তোমার বিষ্ণুভক্তি কতটুকু
হে বিপ্র। তুমি বিষ্ণুভক্তিব যজ্ঞদানাদি কব নাই
এবং কোথাও কদাচ একটা দেবালয় প্রতিষ্ঠাও
তোমার করা হয় নাই, অতএব এতাদৃশ নির্ধন
ব্যক্তির বিষ্ণুভক্তির কথা যেন গর্ভিত বাক্যের স্থায়
প্রতিষ্ঠাত হইতেছে। এক্ষণে এই দ্বিজগণ সকলেই
আজ আমাব বিষ্ণুভক্তির কথা শ্রবণ করুন এবং
তাঁহারা দর্শন করুন যে, আমাদের উভয়েই মধ্যে
কে অগ্রে বিষ্ণুসাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয়
আর তাঁহারা ইহা দ্বারাই আমাদের উভয়েই বিষ্ণু-
ভক্তির আধিক্য ও ম্যনতা বিদিত হউন। গণেশ
বলিলেন,—রাজা চোল এইরূপ বলিয়া নিজগৃহে
গমন করিলেন এবং মুনি মুদালকে আচার্য্য করিয়া
এক বিষ্ণুযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যজ্ঞে
বহু ঋষি তপস্বী সমবেত হইলেন। পূর্বে বহু অর
ও দক্ষিণাধারা ব্রহ্মা গয়াক্ষেত্রে যেরূপ সমুদ্র যজ্ঞ
করিয়াছিলেন, রাজাও তজ্জপ করিয়াই এই যজ্ঞ
সম্পাদিত করিতে লাগিলেন। এদিকে বিষ্ণুদাসও
কৃষ্ণাচার্য্যপূর্বক ভক্ত্য এক বিষ্ণুদাসের অবস্থিত
হইল। ঋষিবিধি নিয়ম অবলম্বন করত সতত বিষ্ণু

বাদশাকরবিদ্যা ২৬। উপচারঃ যোতশক্তি-
নৃত্যগীতাদিমুখ্যৈঃ। নিত্যং বিকোদগি-
পূজাং ব্রতান্তেতানি সৌহকরোৎ ২৭।
নিত্যং সংস্রবং বিকোদগিরি ভূবি স্থপন্নপি। সর্ব-
ভূতস্থিতং বিষ্ণুমপশুৎ সমদর্শনঃ ২৮। মাঘ-
কার্ত্তিকয়োর্নিত্যং বিশেষনিয়মানপি। অকরোদ্বিষ্ণু-
ভূত্যাঃ সোদ্যাপনবিধিঃ তথা ২৯। এবং সমা-
বাহয়তোঃ শ্রিয়ঃ পতিং তয়োচ্চ চোলেশ্বরবিষ্ণু-
দাসয়োঃ। অগাধি কালঃ সুমহান্ ব্রতস্থয়োত্তরিষ্ঠ-
সর্বেল্লিখকর্ষণোত্তদা ৩০।

ইতি শ্রীকান্দে চোলবাজবিষ্ণুদাসব্রাহ্মণবিবাদ-
কথনং নাম ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ২৬।

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ। কদাচিৎবিষ্ণুদাসোহথ কৃষ্ণা নিত্য-
বিধিঃ দ্বিজঃ। স পাকমকরোত্তাবদহবৎ কোহপ্য-

সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন। তিনি সম্যক-
রূপে কার্ত্তিক ও মাঘব্রত আচরণ, তুলসীবদপালন,
একাদশীতে বিষ্ণুর দ্বাদশাকর মন্ত্র জপ, এবং যোতশ
উপচার ও নৃত্যগীতাদি মঙ্গলাবহ ঋতুর্ভানে নিয়ম
হরির পূজা করিলেন। এতদ্বির তিনি আরও
অস্তান্ত অনেক ব্রত করিলেন। বিষ্ণুদাস কি গমন,
কি উপবেশন, কি নিদ্রা, সতত বিষ্ণুদাস শ্রবণ
করিতে করিতে সর্বভূতস্থিত বিষ্ণুকে সর্বত্র সমান-
ভাবে দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এইরূপে
নিত্য ব্রতচরণ করিয়া বিষ্ণুব সন্তোষার্থ বিশেষ
নিয়াবলম্বনে বিধিপূর্বক মাঘ ও কার্ত্তিকব্রতের
উদ্যাপন করিলেন। বিষ্ণুদাস ও ভূপাল চোল
এইরূপে হরির আরাধনা করিতে থাকিলে বহুকাল
অতীত হইয়া গেল, উভয়েই ব্রতস্থ হইয়া রহিলেন,
এবং তাঁহাদের সকল ইন্দ্রিয় ও নিজ নিজ কার্য্যজাত
জগদুত্তর হরির প্রতি একনিষ্ঠ হইল। ১৪—৩০।

ষড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ২৬।

সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর দ্বিজ বিষ্ণুদাস একদা
নিত্যকার্য্য সমাধানান্তে ব্রহ্ম করিলেন, যেমন

লক্ষিতঃ । ১ । তমদৃষ্টাপ্যসৌ পাকং পুনর্নৈবা-
করোতদা । সায়াংকালার্চনস্তাসৌ ব্রতভঙ্গভয়া-
দ্বিজঃ । ২ । দ্বিতীয়েহহি পুনঃ পাকং কৃৎস্না যাবৎ স
বিষ্ণবে । উপহার্যপনঃ কর্তুং গতঃ কোহপ্যহরৎ
পুনঃ । ৩ । এবং সপ্তদিনং তস্য পাকং কোহপ্য-
হরষপ । ততঃ সবিম্বয়শ্চাধ মনস্তেবমধারয়ৎ । ৪ ।
অহো নিত্যং সমভ্যেত্য কঃ পাকং হরতে মম ।
কেতুসম্মাসিনঃ স্থানং ন ত্যাজ্যং মম সর্বথা । ৫ ।
পুনঃ পাকং বিধায়াত্র ভূজ্যতে যদি চেম্ময়া ।
সায়াংকালার্চনৈকৈব পরিত্যজ্যং কথং ভবেৎ । ৬ ।
যদি পাকং বিধায়েব ভোক্তব্যং তু ময়া ন তৎ ।
অনিবেদ্য হরৌ সর্বং বৈকবৈর্নৈব ভূজ্যতে । ৭ ।
উপোষিতোহহং সপ্তাহং তিষ্ঠাম্যত্র ব্রতস্থিতঃ ।
অদ্য সংব্রুজ্যং সম্যক পাকস্তাত্র করোম্যহম্ । ৮ ।
ইতি পাকং বিধায়াসৌ তত্রৈবালক্ষিতঃ স্থিতঃ ।

ঊঁহার রন্ধনকার্য শেষ হইল, অমনি অলক্ষিতভাবে
কে যেন ঊঁহার পাকসামগ্রী অপহরণ করিল ।
তিনি পাকসামগ্রী দেখিতে পাইলেন না, তথাপি
সায়াংকালের পূজা করা না হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে,
এই আশঙ্কায় সে দিন আর পুনরায় রন্ধন করিলেন
না । অনন্তর সে দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বিতীয় দিবসে
পুনরায় রন্ধন করিলেন যেমন বিষ্ণুকে নিবেদন করি-
বার জন্য উপহার জব্য আনয়নার্থ আগমন করিলেন,
অমনি কে যেন তাহা পুনরায় অপহরণ করিল ।
হে নৃপ ! এইরূপে কে যেন সাতদিন পর্যন্ত বিষ্ণু-
দাসের পাকসামগ্রী চুরি করিল । অনন্তর বিষ্ণুদাস
বিম্বিত হইয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন,—
অহো ! নিত্য কে আসিয়া আমার রন্ধনসামগ্রী
চুরি করিতেছে ? এস্থান তক্ষরসঙ্কুল হইলেও
ইহা সন্ন্যাসীর ক্ষেত্র, অতএব কোন মতেই আমার
পরিত্যাজ্য নহে । যদি পুনরায় পাক করিয়া
ভোজন করি, আর পাক করিতে করিতে সায়াং-
কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সায়াং-
কালের পূজাই বা কি করিয়া ত্যাগ করিব ? আর
যদি পাক করিয়া আমি হরিকে নিবেদন না করি-
য়াই তাহা ভোজন করি, তাহাও বৈকবভোজ্য
নহে । এদিকে ব্রতস্থ হইয়া আমি সাতদিন
উপবাসী রহিয়াছি, যাহা হউক, অদ্য পাক করিয়া
অস্ত্র গমন করিব না, আজ আমি সম্যকরূপে
পাকসামগ্রী রক্ষা করিব । বিষ্ণুদাস এইরূপ
স্থির করিয়া রন্ধন করিলেন এবং অলক্ষিতভাবে

তাবদদর্শ চণ্ডালং পাকারহরণে স্থিতম্ । ১ । কুই-
কামঃ দীনবদনমস্থিচর্ম্মাবশেষিতম্ । তমালোক্য
দ্বিজাশ্রোহভুৎ কৃপয়াবিতমানসঃ । ১০ । বিলোক্যার-
হরং বিপ্রস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেত্যভাবত । কথমগ্রাসি তজ্জকং
স্বতমেতদগৃহাণ ভোঃ । ১১ । ইখং বদন্তঃ বিপ্রাশ্রা-
মায়াস্তং স বিলোক্য চ । বেগাদধাবন্তভীত্যা
মূর্চ্ছিতশ্চ পপাত হ । ১২ । ভীতঃ সন্মূর্চ্ছিতঃ দৃষ্টা
চণ্ডালং স দ্বিজাশ্রীঃ । বেগাদভ্যেত্য কৃপয়া
স্ববস্ত্রান্তেরবীজয়ৎ । ১৩ । অথোখিতঃ তমেবাসৌ
বিষ্ণুদাসৌ ব্যলোকয়ৎ । সাক্ষান্নারায়ণং দেবং
শঙ্খচক্রগদাধরম্ । ১৪ । তং দৃষ্টা সাস্বিকৈর্ভাবৈরা-
বৃত্তো দ্বিজসত্তমঃ । স্তোতৃকৈব নমস্কর্তুং তদা নালাং
বভূব সঃ । ১৫ । অথ শক্রাদয়ো দেবান্তত্রেবাত্যাযু-
স্তদা । গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চাপি জগুশ্চ ননৃতুর্মদা । ১৬ ।
বিমানশতসঙ্কীর্ণং দেবর্ষিশতসঙ্কুলম্ । গীতবাদিত্র-

সেই স্থানেই অবস্থিতি করিলেন । অনন্তর
বিষ্ণুদাস দেখিলেন, জনৈক চণ্ডাল ঊঁহার পাকসামগ্রী
গ্রহণ জন্য উপনীত হইয়াছে । ঐ চণ্ডাল অত্যন্ত
ক্ষুধাতুর, দীনবদন ও তাহার শরীর অস্থিচর্ম্মসার ।
দ্বিজশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুদাস চণ্ডালের এইরূপ অবস্থা সন্দর্শন
করিলে ঊঁহার হৃদয় দয়ার্জ হইল এবং তিনি সেই
অগ্রহরকে “খাক খাক” এইরূপ বলিয়া উঠিলেন ।
তিনি আরও বলিলেন, ওহে ! এই রুক্ষ অগ্র
কিরূপে আহার করিবে ? এই লও, ঘৃত গ্রহণ কর ।
১—১১ । দ্বিজশ্রেষ্ঠ এইরূপ বলিতে থাকিলে ঊঁহাকে
দেখিয়া চণ্ডাল ভীতিবশতঃ সহর পলায়নপর হইল,
কিন্তু সে অধিকদূর যাইতে পারিল না, মূর্চ্ছিত
হইয়া ভূতলে পতিত হইল । দ্বিজোত্তম বিষ্ণুদাস
চণ্ডালকে ভীত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া সহর আগমন-
পূর্ব্বক কৃপাবশতঃ স্বীয় উত্তরীয় বসন দ্বারা তাহাকে
ব্যজন করিতে লাগিলেন । অনন্তর চণ্ডাল উখিত
হইলে, বিষ্ণুদাস তাহাকে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী
সাক্ষাৎ নারায়ণরূপে সন্দর্শন করিলেন । দ্বিজোত্তম
তাহাকে দেখিয়া সাস্বিকভাবে বিভোর হইয়া
গেলেন । তিনি এতই বিভোর হইলেন যে, তখন
ঊঁহাকে স্তব করিবেন কি প্রণাম করিবেন, কিছুই
স্থির করিতে পারিলেন না । অনন্তর তথায় ইন্দ্রাদি
দেবগণ আগমন করিলেন, গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণ
নৃত্য গীত করিতে লাগিল, শত শত বিমানে সেই
স্থান সমাকীর্ণ হইল, শত শত দেবর্ষি আসিয়া তথায়

নির্ধোবঃ স্থানং তদন্তবন্তম্ ॥ ১৭ ॥ তজ্জৈ বিষ্ণুঃ
সমালিন্য বতন্তঃ সান্বিকব্রতম্ । সাক্ষ্যপ্যমানো
দধানয়ৈকুষ্ঠমন্দিরম্ ॥ ১৮ ॥ বিমানবরসংহা তং
গচ্ছন্তঃ বিষ্ণুসন্নিধিম্ । দীক্ষিতশ্চোলনৃপতিবিষ্ণুদাসঃ
দদর্শ সঃ ॥ ১৯ ॥ বৈকুণ্ঠভুবনং যান্তঃ বিষ্ণুদাসঃ
বিলোক্য সঃ । যন্তঃ মুদগলঃ বেগাদাহুয়েখং
বচোহব্রবীৎ ॥ ২০ ॥ চোল উবাচ । যৎস্পর্শয়া ময়া
চৈব যজ্ঞদানাদিকং কৃতম্ । স বিষ্ণুপথং বিপ্রো যাতি
বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ ॥ ২১ ॥ দীক্ষিতেন ময়া সম্যক সজ্জ-
হস্মিন্ বৈষ্ণবে স্থয়া । হতমগ্নৌ কৃতা বিপ্রা দানাদৈর্যঃ
পূর্ণমানসঃ ॥ ২২ ॥ নৈবাদ্যাপি স মে দেবঃ প্রসন্নো
জায়তে ক্রবম্ । বিষ্ণুদাসস্ত ভক্ত্যেব সাক্ষাৎকারঃ
দদৌ হরিঃ ॥ ২৩ ॥ তস্মাদানৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ নৈব বিষ্ণুঃ
প্রসাদতি । ভক্তিরেব পরঃ তস্ত নিদানং দর্শনে
বিতোঃ ॥ ২৪ ॥ গণাবুচুঃ । ইতুর্জ্ঞা ভাগিনেয়ং
অমৃত্যবিকল্পপাসনে । আবাল্যাদীক্ষিতো যজ্ঞে
হপুত্রহমগাদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥ তস্মাদদ্যাপি তদংশে সদা

মিলিত হইলেন এবং সেই স্থান গীতবাদিত্তের
নির্ধোবে আপুরিত হইল । অনন্তর হরি সান্বিক-
ব্রতী কীৰ্ত্তনক বিষ্ণুদাসকে আলিঙ্গন করিলেন
এবং তাঁহাকে স্বীয় সাক্ষ্য প্রদানপূর্বক বৈকুণ্ঠ-
ভবনে লইয়া গেলেন । বিষ্ণুদাস যখন অত্যন্তম
বিমানারোহণে বিষ্ণুসমীপে গমন কবেন, যজ্ঞদীক্ষিত
নৃপতি চোল তাঁহাকে দর্শন কবিলেন । ২ রাজা
চোল বিষ্ণুদাসকে বৈকুণ্ঠভবনে গমন করিতে দেখিয়া
সহর স্বীয় গুরু মুদগলকে আহ্বান কবত বলিতে
লাগিলেন । চোল বলিলেন,—হে গুরো । আমি
যেজন্ত স্পর্শ করিয়া যজ্ঞদানাদি করিয়াছি, ঐ দেখুন,
—সেই বিষ্ণুদাস বিষ্ণুরূপ ধারণপূর্বক বৈকুণ্ঠভবনে
গমন করিতেছে । আমি আপনাকর্তৃক সম্যকরূপে
বিষ্ণুযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া অগ্নিতে আর্হতি প্রদান ও
দান-মানাদি দ্বারা দ্বিজগণকে পূর্ণকাম করিয়াছি ;
কিন্তু অদ্যাপি সেই দেব বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন
হইতেছেন না । অহো ! বিষ্ণুদাসের ভক্তিদ্বারা প্রীত
হইয়া হরি তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখা দিয়াছেন ।
অতএব কেবল দান বা যজ্ঞ দ্বারা হরি প্রীত হন না,
একমাত্র ভক্তিই তাঁহার সাক্ষাৎকারের শ্রেষ্ঠ নিদান-
কৃত । গণবয় বলিলেন,—নৃপতি চোল অপুত্রক
হিলেন, তিনি এইরূপ বলিয়া তাঁহার ভাগিনেয়কে
সিঁহাসনে অতিবিক্ত করত বাল্যকাল হইতেই যজ্ঞ-
দীক্ষিত থাকিয়া কালান্তিমাত্র বসিতে লাগিলেন ।

রাজ্যংশভাগিনঃ । যজ্ঞেয়া এব জায়তে তৎকর্তা-
বধিবর্তিনঃ ॥ ১৬ ॥ যজ্ঞবাটং ততোহন্ত্যেতা যজ্ঞ-
কুণ্ডপ্রত্যঃ স্থিতঃ । ত্রিকটৈর্ব্যাজহারাণ্ড বিষ্ণুঃ
সম্বোধয়ন্তদা ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণো ভক্তিঃ স্থিরাঃ দেহি
মনোবাক্যকর্মভিঃ । ইতুর্জ্ঞা সৌহৃদত্বম্ভো
সর্ব্বোবামেব পশুতাম্ ॥ ২৮ ॥ মুদগলস্ত তদা ক্রোধা-
চ্ছিখামুৎপাটয়ৎ স্বকাম্ । ততস্তদ্যাপি তদগোষে
মুদগলা বিশিখা বভূঃ ॥ ২৯ ॥ তাবদাবিরুদ্ধবিষ্ণুঃ
কুণ্ডাগৌ ভক্তবৎসলঃ । তমানিন্য বিমানাগ্রাং
সমারোহয়দচ্যুতঃ ॥ ৩০ ॥ তমানিন্যাসাক্ষ্যপ্যঃ দদৌ
বৈকুণ্ঠমন্দিরম্ । তেনৈব সহ দেবেশো জগাম
ত্রিদশৈর্দূতঃ ॥ ৩১ ॥ নারদ উবাচ । যো বিষ্ণুদাসঃ স
তু পুণ্যশীলো যশ্চোলভূপঃ স সুনীলনামা । এতা-
বুভৌ তৎসমকপভাজৌ দ্বাঃশ্বৌ কৃতৌ তেন রমা-
প্রিয়েণ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে চোলবিষ্ণুদাসমুক্তিকথনং নাম
সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

চোলরাজের এই বিধিপ্রবর্তন হইতেই অদ্যাপি
তদংশবাসী নৃপগণ কর্তৃক ভাগিনেয়ই উত্তরা-
ধিকারী নিরূপিত হইলেন । অনন্তর রাজা
চোল সহর যজ্ঞভূমিতে আগমনপূর্বক যজ্ঞকুণ্ডেব
নাম্নুখে অবস্থিত হইয়া বিষ্ণুকে সূচ্যঃকর্ম করিতে
কবিত্তে উচ্চৈঃস্বরে বক্ষ্যমাণ বাক্যত্রয় উচ্চারণ
করিলেন । রাজা বলিলেন,—হে বিষ্ণে । মন,
বাক্য, কায় ও কর্মদ্বারা যে ভক্তি সুস্থির, আপনি
তাঁহাই আমাকে প্রদান করুন । তিনি এই কথা
কহিয়া সূর্য সমক্ষে অনলে দগুবৎ পতিত হইলেন ।
মুদগলাও তখন রাজার এই কার্য দর্শনে ক্রোধ-
পূর্বক স্বীয় শিখা উৎপাটন করিলেন । ॥ হে দ্বিজ !
সেই হইতে অদ্যাপি মুদগল-গোত্রীয়গণ শিখাহীন
হইয়া রহিয়াছেন । অনন্তর এই সকল ব্যাপার
সজ্জটিত হইবামাত্র ভক্তবৎসল দেবেশ অচ্যুত
বিষ্ণু কুণ্ডায় হইতে প্রাকৃত হইয়া আলিঙ্গনপূর্বক
নৃপকে বিমানবরে আরোপিত করিলেন এবং
আলিঙ্গনদ্বারা তাঁহাকে সাক্ষ্যপ্রদান-পূর্বক দেবগণে
পরিবৃত্ত হইয়া সেই রাজার সহিত বৈকুণ্ঠভবনে
গমন করিলেন । নারদ বলিলেন,—হে নৃপ !
এই যে বিষ্ণুদাস ও চোলরাজের বিষয় বর্ণন
করিলাম, ইহাদের মধ্যে যিনি বিষ্ণুদাস, তিনিই
পুণ্যশীল, আর চোল ভূপালকে সুনীল নামে
বিস্তৃত হইল । উভয়ে কর্মলাপতি কর্তৃক তাঁহার

অষ্টানিশোহাধ্যায়ঃ ।

ধর্মদত্ত উবাচ । জয়ন্ত বিজয়শ্চৈব বিকো-
র্ধাঃসৌ জ্ঞাতৌ ময়া । কিং হু তাত্যাং পুরা চীর্ণং
তস্মাস্তজপধারিণৌ ॥ ১ ॥ গণাবুচতুঃ । তৃণবিন্দোস্ত
কন্তায়াং দেবহুতাং পুরা দ্বিজ । কন্দমস্ত তু তুষ্টৈব
পুঞ্জৌ যৌ সমুভূবতুঃ ॥ ২ ॥ জ্যেষ্ঠৌ জয়ঃ কনিষ্ঠৌ-
হুভূজয়শ্চৈব নামতঃ । তস্তামেবাতবৎ পশ্চাৎ
কপিলো যোগধর্মবিৎ ॥ ৩ ॥ জয়ন্ত বিজয়শ্চৈব
বিষ্ণুভক্তিরতো সদা । তৌ তস্মিষ্ঠেন্দ্রিয়গ্রামৌ ধর্ম-
শীলৌ বভূবতুঃ ॥ ৪ ॥ নিত্যমষ্টাকরীজাপো বিষ্ণু-
ভক্তকরাবুতো । সাক্ষাৎকারং দদৌ বিষ্ণুস্তয়ো-
র্নিত্যার্চনে সদা ॥ ৫ ॥ মরুস্তেন কদাচিত্তাবাহতো
যজ্ঞকর্ম্মণ । জগ্মতুর্ধ্বজকুলৌ দেবর্ষিগণপূজিতৌ ॥
৬ ॥ জয়ন্তত্ভাবদব্রহ্ম যাজকৌ বিজয়োহভবৎ ।
ততো যজ্ঞবিধিং কুংসং পরিপূর্ণঞ্চ চক্ৰতুঃ ॥ ৭ ॥

সারূপ্য প্রাপিত হইয়া তদীয় দ্বারদেশে প্রতিষ্ঠিত
হইয়াছেন । ১২—৩২ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৭ ।

অষ্টবিংশ অধ্যায় ।

ধর্মদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি শুনিয়াছি, জয়
ও বিজয়ই বিষ্ণুর দ্বারে অবস্থিত । তাঁহারা পুরাকালে
এমন কি কস্ম আচরণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা
জয়-বিজয়রূপে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক হইলেন ? গণদ্বয়
উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজ ! পূর্বকালে তৃণবিন্দুর
কন্তা দেবহুতির উদরে কন্দমের প্রীতকর দুই
তনয় উৎপন্ন হয় । উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম
জয় ও কনিষ্ঠ বিজয় নামে আখ্যাত । অনন্তর
দেবহুতির আর এক তনয় জন্মে, ইহার নাম
কপিল । কপিল যোগধর্মজ্ঞ ছিলেন । বিষ্ণুভক্ত-
কারী জয় ও বিজয় সতত বিষ্ণুভক্তিরত, জিতে-
ন্দ্রিয় ও ধর্মশীল ছিলেন । তাঁহারা নিত্য বিষ্ণুর
অষ্টাকর মন্ত্র জপ করিতেন । জয় ও বিজয়ের
সতত পূজায় প্রীত হইয়া হরি তাঁহাদিগকে
প্রত্যক্ষ দর্শন দান করেন । একদা মরুস্তের
আজ্ঞানে যজ্ঞকুল দেবর্ষিগণপূজিত জয়
ও বিজয় তদীয় যজ্ঞে গমন করেন ।
সেই যজ্ঞে জয় ব্রহ্মা ও বিজয় হোতার কার্য
করেন । অনন্তর তাঁহারা সমস্ত যজ্ঞকার্য

মরুস্তৌহবভূধনাতস্তাত্যাং বিস্তং দদৌ বহ । তৎ
সমাদায় তৌ বিস্তং জগ্মতুঃ স্বামসং প্রতি ॥ ৮ ॥
যজনায় পৃথগ্বিকোস্ত্যর্থং তৌ ততো মুনী । তজ্জনং
বিভজন্তৌ তু পশ্পরীতে পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥ জয়ো-
হব্রবীৎ সমো ভাগঃ ক্রিয়তামিতি তত্র সঃ ।
বিজয়শ্চাববীরৈতদযজ্ঞকং যেন তন্ত তৎ ॥ ১০ ॥
ততোহশপজয়ঃ ক্রোধাদ্বিজয়ং লুকমানসম্ । গৃহীয়া
ন দদাস্তেতত্তস্মাদগ্রাহো ভবেতি তম্ ॥ ১১ ॥
বিজয়স্তস্ত তং শাপং ব্রহ্মা সোহপ্যশপচ্চ তম্ ।
মদভ্রান্তোহশপস্বঃ মাং তস্মান্নাতস্তাতাং ব্রজ ॥ ১২ ॥
তত্তদাচখাতুর্বিষ্ণুং দৃষ্ট্বা নিত্যার্চনে বিভূম্ ।
শাপয়োশ্চ নিরুত্তং তৌ যযাচাতে রমাপতিম্ ॥ ১৩ ॥
জয়বিজয়াবুচতুঃ । ভক্তাবাবাং কথং দেব গ্রাহমাতঙ্গ-
যোনিগৌ । ভাবিষ্যাবঃ কৃপাসিদ্ধৌ তচ্ছাপো
বিনিবর্তাতাম্ ॥ ১৪ ॥ জীভগবানুবাচ । মন্তস্ত-

পরিপূর্ণ করিলে মরুস্ত অবভূধ-মানাস্তে তাঁহা-
দিগকে প্রচুর ধন দান করেন । জয়-বিজয়ও সেই
সমস্ত ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে
প্রত্যাবৃত্ত হন । ১—৮ । অনন্তর সেই মুনী জয় ও
বিজয় বিষ্ণুর তুষ্টের জন্ত পৃথকভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে
মানস করিয়া সেই সকল সম্পত্তি বণ্টন করিতে
প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর স্পর্ধা করিতে থাকেন ।
তাঁহাদের মধ্যে জয় বলেন,—এই সম্পত্তি
সমানাংশে বিভক্ত হউক, কিন্তু বিজয় বলেন,—
তাহা নহে, যজ্ঞে যে যাহা লাভ করিয়াছি, তাহারই
সেই সম্পত্তি স্বকীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইবে । লুক-
মনা বিজয়ের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ বশতঃ জয়
তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন । জয়
বলিলেন,—তুমি রাজার নিকট হইতে আমার
প্রাপ্য ধন গ্রহণ করিয়া এক্ষণে আমাকে তাহা
প্রদান করিতেছ না, অতএব তুমি গ্রাহ হও ।
বিজয়ও জয়ের শাপবাণী শ্রবণে তাহাকে অভিশাপ
প্রদান করিলেন । বিজয় বলিলেন,—তুমি মদমন্ত
হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, অতএব
তুমিও মাতঙ্গ হইয়া জয় গ্রহণ কর । অনন্তর
অভিশপ্ত জয় ও বিজয় নিজ পূজার সময় রমাপতি
হরিকে সন্দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট স্বশাপ-
নিরুত্তির উপায় প্রার্থনা করেন । জয় ও বিজয়
বলেন,—হে দেব ! আমরা আপনার ভক্ত,
পরস্পর শাপবশতঃ গ্রাহ ও মাতঙ্গ-যোনি লাভ
করিতেছি; হে কৃপাসিদ্ধো ! এক্ষণে কি উপায়ে

যেবিচোঁহসত্যঃ ন কদাচিত্তবিম্বতি । ময়াপি নাস্তথা
কৰ্ণে শক্যতে তৎ কদাচন ॥ ১৫ ॥ প্রহ্লাদবচসা
কৃত্তেহপ্যবিভূতো হুঃ পুরা । তথাধরীষবাক্যেণ
জাতো গর্ভে স্বয়ং কিল ॥ ১৬ ॥ তস্মাদযুবারিমমো
শাপাবহুভূত্ব স্বয়ংকৃতো । লভেথাং মৎপদং নিত্য-
মিত্যুকাঙ্গদর্শে হরিঃ ॥ ১৭ ॥ গণাবৃচতুঃ । ততস্তৌ
গ্রাহমাতঙ্গাবভূতাং গণকীতটে । জাতিশ্রবো
তু তদযোস্ত্যামপি বিকৃত্তে স্থিতৌ ॥ ১৮ ॥ কদাচিত্ত
স গজঃ প্রাতঃ কার্তিকে গণকীঃ গতাঃ । তাবজ্জগ্রাহ
তং গ্রাহঃ সংস্রবন্ শাপকারণম্ ॥ ১৯ ॥ গ্রাহগ্রস্তো
হসৌ নাগঃ সস্মার জীপতিং তদা । তাবদাব-
রভূষিষ্কৃৎশঙ্কগদাধরঃ ॥ ২০ ॥ ততস্তৌ গ্রাহমাতঙ্গৌ
চক্রং ক্ষিপ্ত্বা সমুদ্রতৌ । দৈবৈব নিজসাকপ্যং বৈকুণ্ঠ-
মনম্বিভূঃ ॥ ২১ ॥ ততঃপ্রভৃতি তৎ স্থানং হরিকৈত্র-
মিতি শ্রুতম্ । চক্রসজ্জবর্ণাদ্যশ্চিন্ন গ্রাবাণোহপি হি
লাভিতাঃ ॥ ২২ ॥ তাবুভৌ বিকৃত্তৌ লোকে জয়শ্চ
বিজয়স্তথা । নিত্যং বিকৃপ্রিয়ৌ দ্বাঃস্তৌ পৃষ্ঠৌ যৌ

আমাদের সেই শাপনিবৃত্তি হইবে? ভগবান
উত্তর করিলেন,—আমার ভক্তের বাক্য কদাচ
মিথ্যা হয় না, আমি স্বয়ং ও আমার ভক্তবাক্যের
অন্তথা করিতে সমর্থ নহি, দেখ, আমার ভক্ত
প্রহ্লাদের বাক্য আমি পূর্বকালে শুনে আদিভূত
হইয়াছিলাম, আর ভক্ত অদর্যাবের প্রার্থনা আমি
গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম,—গতএং ভক্তবাক্য
অব্যর্থ; সুতরাং তোমরা এই শ্রুত শাপেব
কলভোগ করিয়া আমার সনাতন পদ
লাভ করিবে। হরি এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত
হইলেন। গণদ্বয় বলিলেন,—অনন্তর ভগবান
বিজয় গণকীতটে কুক্ষীর ও করিকপে অবতরণ
হইল, কিন্তু তাহার বিকৃত্তে বত ছিল বলিয়া
গ্রাহ ও মাতঙ্গ-যোনিতে প্রবিষ্ট হইলেন ও জাতিশ্রব
হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর একদা
কার্তিকমাসে মাতঙ্গ স্নানার্থ গণকীতটে গমন
করিলে, শাপকারণ স্মরণপূর্বক গ্রাহও তাহাকে
প্রহরণ করে। তখন গ্রাহগ্রস্ত গজ রম্যপতি হরিকে
স্মরণ করিলে বিষ্ণু তৎকণাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা-
ধারী হইয়া তথায় প্রাক্তভূত হন এবং চক্র নিক্ষেপ-
পূর্বক জ্ঞানদিগকে উদ্ধার করিয়া নিজ সাকপ্য
প্রদান করত বৈকুণ্ঠে আনয়ন করেন। হে দ্বিজ!
অদর্যবি সেই গণকীতটে বিষ্ণুক্ষেত্র নামে অভিহিত
ও চক্রসংঘর্ষে তৎকাল্য গণকীশিলা সকল চক্র-

হি দ্বয়া দ্বিজ ॥ ২৩ ॥ অতঃপরে ধর্মদত্ত নিত্যং
বিকৃত্তে স্থিতঃ । ত্যক্তমাৎসর্যাদস্তোহপি ভবন্ত
সমদর্শনঃ ॥ ২৪ ॥ তুল্যমকরমেবেষু প্রাতঃস্মরী সদা
ভব । একাদশীব্রতে তিষ্ঠ তুলসীবনপালকঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রাহ্মণানথ গাশ্চাপি বৈকবাংস্ত সদা ভজ । মমূরি-
কামারনাগঃ বৃন্তাকান্তপি খাদ মা ॥ ২৬ ॥ এবং
স্বমপি দেহান্তে তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ । প্রাপ্নোষি
ধর্মদত্ত স্বং তত্ত্বৈক্যং যথা বয়ম্ ॥ ২৭ ॥ তাবজ্জন্ম
ব্রতাদস্মাদ্বিস্তৃষ্টিকারকীং । ন যজ্ঞা ন চ দানানি ন
তীর্থান্নাধিকানি বৈ ॥ ২৮ ॥ ধন্তোহসি বিপ্রাগ্রা
যতস্ত্যেষতদ্ ব্রতং কৃতং তুষ্টিকরং জগদ্ভরোঃ ।
যদধ্বজাগাপ্তকলা ধুরারেঃ প্রণীয়তেহস্মাভিরিয়ঃ
সলোকতাম্ ॥ ২৯ ॥ নাবদ উবাচ । ইথং তো
ধর্মদত্ত তমুপাদিশ্য বিমানগৌ । তয়া কলহয়া সাক্ষিঃ
বৈকুণ্ঠভবনং গতো ॥ ৩০ ॥ ধর্মদত্তো হসৌ জাত-

চিহ্নিত হইয়াছে। ২—২২। হে দ্বিজ! তুমি যে জয়
ও বিজয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই হরি-
প্রিয় জয় ও বিজয় চরিত্রের রক্ষক বলিয়া
লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হে ধর্মদত্ত!
তুমিও নিত্য বিকৃত্তে অবস্থিত, অতএব দুঃখ
মাৎসর্য বিসর্জন দিয়া সর্বদা সমদর্শন
এবং কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখমাসে সতত প্রাতঃ-
স্মান কর। নিত্য তুলসীবনপালননিরত হইয়া
একাদশীব্রতে রত হও, গো, ব্রাহ্মণ ও বৈকব-
গণকে নিত্য ভজনা কর, কদাচ মমূরিকা, বার্তাকু
ও কার্তিক ভোজন করিও না। হে দ্বিজ!
এইরূপ করিলে তুমিও দেবসদনে বিষ্ণুর পরম পদ
প্রাপ্ত হইবে। হে ধর্মদত্ত! আমবাও যেমন
ভক্তিদ্বারা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমিও তজ্জন
ভক্তিদ্বারা হরিকে লাভ করিবে। আজন্ম বিষ্ণু-
কীতিকর এই ব্রত হইতে নিখিল যজ্ঞ, দান ও
তীর্থও শ্রেষ্ঠ নহে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! তুমি
জগদ্ভরুর সন্তোষকর হরিব্রত করিয়াছ, অতএব
তুমি ধন্ত, আজ এই কলহাও তোমার আচারিত
হরিব্রতের অধ্বজাগ লাভ করিয়া বিষ্ণুর সলোকতা
লাভ করিতেছে, আর তোমার দত্ত পুণ্যকলেই
আজ আমরা ইহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইতেছি।
নারদ বলিলেন,—গণদ্বয় ধর্মদত্তকে এইরূপ বলিয়া
উপদেশ প্রদানপূর্বক বিমানে আরোহণ করিলেন
এবং সহস্র কলহার সহিত বৈকুণ্ঠ-ভবনে চলিয়া

প্রত্যয়ন্তদ্রতে স্থিতঃ । দেহান্তে তদ্বিত্যে হানঃ
তর্ঘ্যাত্যাং সংযুতোহভ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥ ইতিহাসমিমাংসঃ
পুরাণভবঃ শৃণুতে শ্রাবয়তে চ যঃ পুমান্ । হরিসম্বিধি-
কারীঃ মতিং লভতেহসৌ কৃপয়া জগদ্ভরোঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করো ধর্মদত্তমোক্ষপ্রাপ্তিকথনং নামাষ্টা-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনিত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ । ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা পৃথুর্বিম্বিত-
মানসঃ । সম্পূজ্য নারদং সমাগ্ণিবিসর্জ্য তদা
প্রিয়ে ॥ ১ ॥ পুরাবস্তীপুরে কশিদিপ্র আসীদনেশ্বরঃ ।
ব্রহ্মকর্মপরিভ্রষ্টঃ পাপকন্মা স্তুহ্মমতিঃ ॥ ২ ॥
দেশাদেশান্তরং গচ্ছন্ ক্রম্যবিক্রম্যকারণাৎ ।
মাহিম্যতীঃ পুরীমাগাৎ কদাচিৎ স ধনেশ্বরঃ ॥ ৩ ॥
মহিষেণ কৃত্য পূর্বং তস্মান্মাহিম্যতীতি সা । যন্তা
বপ্রগতা ভাতি নর্মদা পাপনাশিনী ॥ ৪ ॥ কার্তিক-

গেলেন । দ্বিজ ধর্মদত্তও এই সকল ব্যাপার
প্রত্যক্ষ করিয়া হরিত্রতে আস্রাবান্ হইলেন এবং
নিরন্তর হরিত্রত আচরণ করিয়া দেহাবসানে
ভার্গ্যদেয়ের সহিত সেই বিষ্ণু বিষ্ণুর পরম পদ
লাভ করিলেন । যিনি এই প্রাচীন ইতিহাস
শ্রবণ করেন বা অশ্রুকে শ্রবণ করান, জগদ্ভরু
হরির কৃপায় তাঁহার বিষ্ণুসাম্বিধ্য জনক জ্ঞান
জন্মে । ২৩—৩২ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে প্রিয়ে ! পৃথু, দেবসি
নারদের মুখে এই সকল বিষয় শ্রবণ করিয়া বিম্বিত
হইলেন এবং তাঁহাকে সম্যকরূপে পূজা করিয়া
বিদায় দিলেন । পূর্বকালে অবস্তীপুরে ধনেশ্বর
নামক জনৈক দ্বিজ বাস করিত ; ধনেশ্বর ব্রহ্মকর্ম-
পরিভ্রষ্ট, পাপকন্মা ও স্তুহ্মমতি ছিল । একদা
দ্বিজ ধনেশ্বর বাণিজ্যার্থ দেশদেশান্তরে গমন
করিতে করিতে ক্রমে মাহিম্যতীপুরে গমন করে ; হে
প্রিয়ে । মাহিম্যতী পুরী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তদন্ত
এ স্থানের মাহিম্যতী নগরী নাম হইয়াছে । পাপ-
নাশিনী নর্মদা নদীর তীরে এই মাহিম্যতী পুরী

অভিনন্তত্র মানাদেশাগতানরান্ । স পৃথ্বী বিক্রম্য-
কুর্ষগ্নাসমেকমুদাস সঃ ॥ ৫ ॥ স নিত্যং নর্মদাতীরে
ভ্রমন্ বিক্রম্যকারণাৎ । দদর্শ ব্রাহ্মণান্ স্নানজপ-
দেবার্চনে স্থিতান্ ॥ ৬ ॥ কাংশ্চিৎ পুরাণং পঠতঃ
কাংশ্চিচ্চ শ্রবণে রতান্ । নৃত্যগায়নবাদিজবিষ্ণু-
শ্রবণতৎপরান্ ॥ ৭ ॥ উদ্যাপনবিধৌ সজ্ঞান্ কাংশ্চি-
জাগরণে রতান্ । বিপ্রগোপূজনরতান্ দীপদান-
রতাঃস্তথা ॥ ৮ ॥ দদর্শ কৌতুকাবিষ্টস্তত্র তত্র ধনে-
শ্বরঃ । নিত্যং পরিভ্রমংস্তত্র দর্শনস্পর্শভাষণাৎ ॥ ৯ ॥
বৈকবানাং তথা বিকোর্নামশ্রাবাদি সৌহৃদভৎ ।
এবং মাসং স্থিতস্তত্রা নর্মদাস্তটে দ্বিজঃ ॥ ১০ ॥
ভাবৎ কৃষ্ণাহিনা দষ্টৌ বিহ্বলঃ স পপাত হ । অথ
দেহপরিত্যক্তঃ তং বদ্ধা যমকিঙ্করাঃ ॥ ১১ ॥ যমকিঙ্কর
কুন্তীপাকে চিকিৎসুস্তঃ ধনেশ্বরম্ । যাবৎ কিপ্তশ-
তত্রাসৌ তাবচ্ছীতলতাং যযৌ ॥ ১২ ॥ কুন্তীপাকে

বিরাজিতা । দ্বিজ ধনেশ্বর পণ্য বিক্রম্য নর্মদা-
তটে উপনীত হয় । এই সময় নানা দেশ হইতে
কার্তিকব্রতীরা নর্মদাতীরে আগমন করেন ; ধনে-
শ্বর পণ্যবিক্রয় ও এই সকল কার্তিকব্রতীসমূহকে
দর্শনপূর্বক একমাস এই স্থানে বাস করে । ১—৫ ।
ধনেশ্বর নিত্যই নর্মদাতীরে গিয়া ক্রম্যবিক্রম্যার্থ
তটভূমে বিচরণ ও জপ, স্নান ও দেবার্চনে রত
কার্তিকব্রতী বিপ্রগণকে দর্শন করিত । ধনেশ্বর
দেখিত,—কেহ কেহ পুণ্য পুরাণ পাঠ করিতেছেন,
কেহ কেহ তাহার শ্রবণে রত হইয়াছেন, কোন কোন
দ্বিজ নৃত্য, গীত ও বাদিজপরাগণ হইয়া বিষ্ণু-
শ্রবণে তৎপর হইয়াছেন ; কেহ কেহ বা কার্তিক-
ব্রতের উদ্যাপনে উদযুক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ
হরির প্রিয়কামনায় হরিজাগরণে রত রহিয়াছেন,
এবং কেহ বিপ্র-গোপূজায় রত হইয়াছেন ও কেহ
বা দীপ দান করিতেছেন । দ্বিজ ধনেশ্বর নর্মদা-
তীরের সর্বত্রই এই সকল দর্শন করিয়া বিম্বিত
হইল এবং নিত্যই তথায় ভ্রমণপূর্বক বৈকবগণের
দর্শন ও স্পর্শন করিয়া বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করিতে
লাগিল । দ্বিজ ধনেশ্বর এইরূপে একমাস কাল
সেই নর্মদার তীরে বাস করিলে একদা এক
কৃষ্ণ সর্প তাহাকে দংশন করিল ; ধনেশ্বর সর্প-
দংশনে বিহ্বল ও ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ
করিলে যমকিঙ্করগণ তাহাকে বদ্ধন করিল এবং
যমের আদেশে তাহাকে লইয়া গিয়া কুন্তীপাক
নরকে নিক্ষেপ করিল । ধনেশ্বর কুন্তীপাকে নিক্ষেপ

যথা বহিঃ প্রহ্লাদকে পণাং পুরা। যমস্ত কোতুক-
 বৃষ্টী পপ্রচ্ছানীয় তং ততঃ ॥ ১৩ ॥ তাবৎভ্যাগতস্তত্র
 নারদঃ প্রাহ সত্বরম্। নারদ উবাচ। নৈকায়া
 নিরয়ান্ ভোক্তুমর্হৌ হরুণনন্দন ॥ ১৪ ॥ যস্মাদন্তেহস্ত
 সজাতং কৰ্ম যদ্রিরয়াপহম্। যঃ পুণ্যকৰ্ম্মিণাং কুৰ্ব্বাদ-
 দৰ্শনস্পর্শভাবনম্ ॥ ১৫ ॥ ততঃ যতঃশমাপ্নোতি
 পুণ্যস্ত নিরতঃ নরঃ। সখ্যস্ত তৈস্ত সংসর্গঃ কৃতবান্
 বৈ ধনেশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥ কার্ত্তিকব্রতভিষ্ঠাসং তেষাং
 পুণ্যাংশভাগমম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাদকামপুণ্যো হি
 যক্ষযোনিস্থিতো হুমম্। বিলোকা নিরয়ান্ সৰ্বান
 পাপভোগপ্রদৰ্শকান্ ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইত্যুক্তা
 গতবতি নারদে স সৌরিস্তদ্বাক্যব্রবণবিবুদ্ধতৎ-
 শ্লুকৰ্ম্মা। তং বিপ্রং পুনর্বনয়ৎ শকিববেণ তান্
 সৰ্বান্নিরয়গণান্ প্রদৰ্শয়িষ্যান্ ॥ ১৯ ॥ ততো ধনে-
 শ্বরঃ নীহা নিরয়ান্ প্রেতপোহরবীৎ। দৰ্শয়িষ্যন্ত
 তান্ সৰ্বান যমাসুজ্ঞাকরস্তদা ॥ ২০ ॥ প্রেতপ

হইলে পূর্বকালে প্রহ্লাদকে অনলে নিক্ষেপ
 করিলে অনল যেৰূপ শীতল হইয়াছিল, ধনেশ্বরও
 তদ্রূপ অতীব শান্তিলাভ করিল। অনন্তর
 ধর্মরাজ এই কোতুকাবহ ব্যাপার দর্শনপূর্বক
 ধনেশ্বরকে নিকটে আনয়ন করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা
 করিলেন। যমপুরে যখন এই ব্যাপার উপস্থিত
 হয়, তখন নারদ সত্বর তথায় আগমনপূর্বক
 বলিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন,—হে অরুণ-
 নন্দন! এই ধনেশ্বর নরকভোগের যোগ্য নহে।
 কেনন পূর্বে যাহাই কথিয়া থাকুক না কেন, অন্ত-
 কালে নিরয়নাশক কৰ্ম্মই করিয়াছে। যে মানব
 পুণ্যকৰ্ম্মাদিগের দর্শন বা স্পর্শন করে, সে তাঁহা-
 দিগের পুণ্যের যতঃশ প্রাপ্ত হয়। ধনেশ্বর পুণ্য-
 কৰ্ম্মদিগের সহিত সৌখ্য ও সংসর্গ করিয়াছে এবং
 কার্ত্তিকব্রতীদিগের সহিত একমাস বাস করিয়া
 তাঁহাদের পুণ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ধনেশ্বর
 অকাম-পুণ্য হইলেও পাপ ভোগজনক নিরয়
 সকল দেখিয়া যক্ষযোনি প্রাপ্ত হউক।
 শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদ এইরূপ বলিয়া
 চলিয়া গেলে নারদের বাক্য চিন্তা করিয়া শ্লুকৰ্ম্মা
 যম জ্ঞানলাভ করিলেন এবং সীম কিস্করগণ দ্বারা
 পুনরায় দ্বিজ ধনেশ্বরকে সূক্ষ্ম নরক একবার প্রদ-
 র্শন করাইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রেতপতি যম
 ধনেশ্বরকে নরকসমীপে উপনীত করিয়া তাহাকে
 নরকনিচয় দর্শন করাইতে করাইতে বলিতে

উবাচ। পশ্চৈয়ান্নিরয়ান্ ঘোরান্ ধনেশ্বর মহা-
 ভয়ান্। এষ পাপকরা নিত্যং পচ্যন্তে যমকিকটৈঃ ॥
 ২১ ॥ অকামাং পাতকং শুকং কামাদার্কমুদা-
 দৃতম্। আর্জিকাদিভিঃ পাপৈর্দ্বিপকারানবহিতান্ ॥
 ২২ ॥ চতুরাশীতিসংখ্যাকৈঃ পৃথগ্ভেদৈবরহিতান্।
 যৎ প্রকীর্ণপাংস্তেয়ং মলিনীকরণং তথা ॥ ২৩ ॥
 জাতিভ্রংশকরং তদুপপাতক-সংজ্ঞকম্। অতিপাপং
 মহাপাপং সপ্তধা পালকং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥ এভিঃ
 সপ্তসু পচ্যন্তে নিরয়েষু যথাক্রমম্। কার্ত্তিক-
 ব্রতভিষ্ঠাং সংসর্গো হ্যভবস্তব ॥ ২৫ ॥ তৎ-
 পুণ্যোপচ্যাদেতে নিহতি নিরয়াঃ খলু। শ্রীকৃষ্ণ
 উবাচ। দৰ্শয়িষ্যেতি নিবয়ান্ প্রেতপত্তমথাহরৎ ॥
 ২৬ ॥ ধনেশ্বরং যক্ষলোকং যক্ষচাতুৎ স তত্র
 হি। ধনদস্তানুগঃ সৌহর্যঃ ধনযক্চেতি বিজ্ঞতঃ
 ২৭ ॥ সূত উবাচ। ইত্যুক্তা বাসুদেবোহসৌ

লাগিলেন। যম বলিলেন,—হে ধনেশ্বর! তুমি
 যে এই সকল মহাভয়ঙ্কর ঘোর নরক দেখিতেছ,
 পাপকারিগণ মদীয় কিস্কর কর্তৃক আনীত হইয়া এই
 সকল নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ৬—২১। হে দ্বিজ!
 অনিচ্ছাপূর্বক যে পাপ করা হয়, তাহার নাম শুক,
 আব ইচ্ছাপূর্বক কৃত পাপকে আর্জি বলা হয়।
 শুক কিংবা আর্জি এই দ্বিবিধ পাপের কারণেই
 অবস্থানও চতুরাশীতিসংখ্যক নরকভেদে বিবিধরূপ
 জানিবে। সকলেই যে এক নরকে যায়, তাহা
 নহে, পাপের পরিমাণানুসারে নারকীদিগের
 অবস্থানের জন্ত এই চতুরাশীতিসংখ্যক নরকের
 মধ্যে পৃথক পৃথক স্থান অবস্থিত আছে। প্রকীর্ণ
 অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাপ, অপাংস্তেয়করণ, মলিনীকরণ,
 জাতিভ্রংশকর, উপপাতক, অতিপাপ ও মহাপাপ,
 পাতকের এই সপ্তবিধ ভেদ কথিত হয়। এই
 সপ্ত পাপের মধ্যে যথাক্রমে যে যেৰূপ পাপ
 আচরণ করেন, নরকভোগও তাহাদের তদনু-
 রূপ হইয়া থাকে। হে দ্বিজ। কার্ত্তিকব্রতী-
 দিগের সহিত তোমার সংসর্গ ঘটিয়াছে, অতএব
 সেই পুণ্যপ্রভাবেই তোমার নরক নিরস্ত হই-
 য়াছে, সংশয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—প্রেতপতি
 ধনেশ্বরকে এইরূপে নরকনিচয় দর্শন করাইয়া
 যক্ষলোকে প্রেরণ করিলে ধনেশ্বর তখন
 ধনদেব অসুগ যক্ষ হইয়া রহিল এবং যক্ষ-
 লোকে গিয়া ধনযক্ষ নামে বিজ্ঞত হইল।
 সূত বলিলেন,—বাসুদেব অতিশয় সত্যতামাকে

সত্যজ্ঞানমিতিপ্রিয়ায় । সাংসারিকবিধিঃ কর্তুঃ
জগাম জননীগৃহম্ ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মোবাচ । এবম্ভাষ্যঃ
ধনুঃ কার্তিকমাসঃ মুক্তিপ্রদো ভুক্তিকরশ্চ যশস্বী ।
প্রযোজ্যনেকার্জিতপাতকানি ব্রতন্ত সন্দর্শয়তোহপি
মুক্তিঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ধনেশ্বরমহাজন্যপ্রাপ্তিবর্ণনঃ
নার্মৈকোনত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিঃশোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । অদ্বৈতমহ্যং ত্রয়া শ্রোক্তো
মহিমা কার্তিকশ্চ তু । যন্ত কর্তুমসামর্থ্যং কথমে-
তৎকৃতং ভবেৎ ॥ ১ ॥ ব্রহ্মোবাচ । নাস্তি কর্তুঃ
স্বসামর্থ্যমুপায়াং প্রাপ্যতে কলম্ । দ্রব্যং দত্তা
ব্রাহ্মণায় গৃহীয়াৎ কলমুত্তমম্ ॥ ২ ॥ শিষ্যায়া
ভৃত্যবর্গায়া স্ত্রীভ্যো বাপ্তাচ্চ কারয়েৎ । তস্মাদপি
কলং গৃহ্ণন্ কলভাগজায়তে নরঃ ॥ ৩ ॥ নারদ
উবাচ । অদন্তান্তপি পুণ্যানি প্রাপ্যন্তে কেনচিৎ
কচিৎ । এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং কোতুকং মম

এই কথা বলিয়া সাংসারিক করিবার জন্ত জননী-
গৃহে গমন করিলেন । ব্রহ্মা বলিলেন,—পুণ্য
কার্তিক মাসের এইরূপই প্রভাব এবং কার্তিক
মাস-মুক্তিকর ও ভুক্তিপ্রদ; এই কার্তিক ব্রত
করিলে অনেক জন্মার্জিত পাতক বিনষ্ট হয়;
অধিক কি, এই ব্রত বিধি প্রদর্শনকারীরও মুক্তি
হইয়া থাকে । ২৩—২৯ ।

উনত্রিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—আপনি কার্তিকমাসের এই
অদ্বৈত মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন । কিন্তু নিজে
করিতে অক্ষম হইলে কিরূপে উহা অমুষ্ঠিত হইতে
পারে? ব্রহ্মা বলিলেন,—কার্তিক ব্রত করিতে নিজের
সামর্থ্য না থাকিলে ব্রতকারীর ব্রতোপায় বিধানও
ব্রতকল লাভ হয় । ব্রাহ্মণকে ব্রতোপযোগী দ্রব্য
দান করিয়া তাঁহার নিকট উত্তম ব্রতকল গ্রহণ
করা যায় । মানব শিষ্য, ভৃত্যবর্গ, স্ত্রী বা কোন আত্ম
ব্যক্তি দ্বারা এই ব্রত করাইয়া যদি তাহাদিগের
নিকট ব্রতকল গ্রহণ করে, তাহা হইলেও সম্পূর্ণ
কলভাগী হইয়া থাকে । নারদ প্রশ্ন করিলেন,—
অদন্ত পুণ্যও কি কেহ কখনও লাভ করিয়াছে, এ

বর্ততে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অদন্তান্তপি পুণ্যানি
লভন্তে পাতকান্তপি । যেনোপায়েন তৎকচি
শৃণুধৈকমনা বিজ ॥ ৫ ॥ শ্রুতং বা হৃদতং বা
কৃতমেকেন যৎ কৃতং । জায়তে তন্ত তদ্রাষ্ট্র
ত্রেতায়াং তু পুরো ভবেৎ ॥ ৬ ॥ দ্বাপরে বংশমধ্যে
তু কলৌ কঠৈব কেবলম্ । আজানাদযৎ কৃতং
কর্ম্ম বাল্যে স্বপ্নে তু তৎকলম্ ॥ ৭ ॥ অজানাদযচ্চ
তাকণ্যে বাল্যে তন্ত কলং ভবেৎ । জ্ঞানপূর্ব্বং
কৃতং কর্ম্ম আজ্ঞাস্তক তৎকলম্ ॥ ৮ ॥ যশাসং
পাপিসঙ্গেন নরঃ পাপী প্রজায়তে । পাপিনাং বা
ধর্ম্মিণাং বা সংসর্গাদশমাসিকম্ ॥ ৯ ॥ ভোজন-
দেকপংক্তৌ চ বিংশাংশঃ পুণ্যপাপয়োঃ । একাসনে
দ্বয়োর্দ্বীপাং সহস্রাংশেন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥ যো
বৈ যশ্চান্নমশ্রাতি স ভুক্তৈক তন্ত কিম্বিষম্ ।
জপাদৌ পাপিসংসর্গাং যোড়শাংশো বিনষ্টতি ॥ ১১ ॥

বিষয় বিদিত হইবার জন্ত আমার কোতুক জন্মি-
তেছে । ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—হে বিজ ।
অদন্ত পাপ ও পুণ্য যে উপায়ে লাভ হয়, তাহা বলি-
তেছি, অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ কর । ১—৫ । শ্রুতই
হউক আর হৃদতই হউক, রাজ্য মধ্যে কেহ তাহা
আচরণ করুক, সত্যযুগে তাহা সমস্ত রাজ্যকেই
আশ্রয় করে; ত্রেতাযুগে কেহ পাপ পাপ বা পুণ্য
করিলে তাহার কল নগরেই ব্যাপ্ত হয়; দ্বাপরের
ব্যবস্থা ঐরূপ নহে, দ্বাপরে বংশমধ্যে যে কেহ
শ্রুত বা হৃদত করুক, সমস্ত বংশেই উহা সংক্রামিত
হয়, আর কলিযুগে কেবল কঠাই অমুষ্ঠিত শ্রুত
বা হৃদতের কলভাগী হইয়া থাকে । পূর্ব্বজন্মে বাল্য
কালে অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা হয়, স্বপ্নযোগেই
তাহার কলাকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আর তাকণ্যে
যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার কলভোগ বাল্য
কালেই হইবে; কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মের কল
আজন্ম ভোগ হইয়া থাকে । মানব যশাস
পাপীর সংসর্গে পাপী হয়, ধার্ম্মিকই হউক আর
পাপীই হউক, তাহার সহিত দশ মাস সংসর্গ
বা একপংক্তিতে ভোজন করিলে পাপ বা
পুণ্যের বিংশাংশ লাভ হইয়া থাকে । মানব পাপী
বা পুণ্যবান ব্যক্তির সহিত একাসনে উপবেশন
করিলে তাহার পাপ বা পুণ্যের সহস্রাংশের সহিত
লিপ্ত হয় । যে যাহার অন্ন ভোজন করে, সে
তাহার পাপই ভোজন করিয়া থাকে । জপকালে
পাপীর সংসর্গে জপকালের যোড়শাংশ বিনষ্ট হয়;

পরন্তু শুবনাদ্যানাদেকপাত্নভোজনাত্। এক-
শয্যাপ্রাবরণাৎ যষ্ঠাংশঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ১২ ॥ পুরুষো
হরতে সৰ্বং ভাৰ্য্যাস্তা ঔরসস্ত চ। অৰ্দ্ধং শিষ্যাক-
তুৰ্ব্বাংশঃ পাপং পুণ্যং তথৈব চ ॥ ১৩ ॥ ভৰ্ত্তুরাজ্যাকরৌ
নারী ভৰ্ত্তুরৰ্দ্ধং বৃষং হরেৎ। যজ্ঞস্তপকং ভুজী-
য়াদ্ধশাংশং তদহং হরেৎ ॥ ১৪ ॥ বর্ষাশনস্ত যো
দন্তে তদর্দ্ধাঘস্ত ভাগয়ম্। বর্ষাশনার্দ্ধং পুণ্যস্ত
ভুজ্ঞেস্ত বর্ষাশনী নরঃ ॥ ১৫ ॥ পুরোহিতস্ত
যষ্ঠাংশঃ পাপং বা পুণ্যমেব বা। যজ্ঞমানো
ভুনক্ত্যেব তদশাংশং পুরোহিতঃ ॥ ১৬ ॥
উদ্যোগী চানুমন্তা চ যশ্চোপকরণপ্রদঃ। যষ্ঠাংশঃ
পুণ্যপাপানামুপভ্রষ্টা দশাংশকম্ ॥ ১৭ ॥ যজ্ঞস্তাৎ
কার্যতে কৰ্ম্ম নার্মমস্মৈ প্রযচ্ছতি। বিনা ভূতক-
শিষ্যাত্যাং যষ্ঠাংশং পুণ্যমাহরেৎ ॥ ১৮ ॥ ব্যব-
হারান্তথা ক্রীত্যা নিত্যাং সম্ভাষণাদিভিঃ। দশাংশং
পুণ্যপাপানাম্ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥ সংসর্গ-
পুণ্যযোগেন একগুণ্তো দ্বিজাধমঃ। নরকান

পাপ ও পুণ্যকারী পরের স্তব, পরখানে গমন,
পরের সহিত একপাত্রে ভোজন ও এক শয্যায় শয়ন
করিলে যথাক্রমে পুণ্য ও পাপের যষ্ঠাংশ বিনষ্ট
হইয়া থাকে। পুরুষ ভাৰ্য্যা ও ঔরস তনয় হইতে
তৎকৃত পাপ পুণ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে আর
শিষ্যকৃত পাপ-পুণ্যের চতুর্থাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
যে নারী স্বামীর আজ্ঞাকারিণী, সে স্বামীর পুণ্যার্দ্ধই
হরণ করে। যাহার হস্তের পক্ষ অন্ন ভোজন করা
হয়, ভোজনকারী তাহার পাপের দশাংশ লাভ
করে। যাহার হস্তে এক বৎসর ভোজন করা হয়,
ভোজনকারী তাহার পাপার্দ্ধভাগ ভোগ করে
এবং ঐ বর্ষ ভোজনে অন্নদাতা ভোজনকারীর
পুণ্যার্দ্ধই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরোহিত পাপী বা
পুণ্যবান হইলে যজ্ঞমান তাহার পাপপুণ্যের যষ্ঠাংশ
ভোগ করে, আর যজ্ঞমান ঐরূপ হইলে পুরোহিত
তাহার দশাংশ পাপ-পুণ্যের ভাগী হইয়া থাকেন।
কার্যের যাহারা উদ্যোক্তা, অনুমন্তা, বা উপকরণ-
প্রদ—তাহাদের পাপপুণ্যের যষ্ঠাংশ লাভ হয়, আর
যে যজ্ঞে ঐ কার্য করে, তাহার দশাংশপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে। অন্নদান না করিয়াও বিনা বেতনে
যিনি ছুটী শিষ্যকে বিদ্যা দান করেন, বিদ্যাদাতা
ঐরূপ শিষ্যের যষ্ঠাংশ পুণ্য হরণ করেন। ক্রীতি-
পূরক ব্যবহার বা নিত্য সম্ভাষণ করায় পুণ্যপাপের
দশাংশ লাভ হয়, সংশয় নাই। যে নারদ

বিবিধান দৃষ্টা বর্গঃ প্রাপ তদৈব হি। ২০ ॥
নারদ উবাচ। ঈদৃশঃ কার্তিকব্রতমগ্নাসাং মহৎ-
ফলম্। ন কুর্ষন্তি জনাঃ কেচিৎ কিমর্থং বৈ পিতা-
মহ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মোবাচ। স্বষ্টিবুদ্ধয়ে বেদা ধর্ম্মা-
ধর্ম্মো সসজ্জ হ। ধর্ম্মমেবানুতিষ্ঠন্তঃ প্রাপ্নুবন্তি শুভাঃ
গতিম্ ॥ ২২ ॥ অধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্তো যান্তি যেহধো-
গতিং নরাঃ। পুণ্যকর্ম্মফলং নাকো নরকস্তবিপ-
র্ধ্যয়ঃ ॥ ২৩ ॥ তয়োঃ পালনকর্তারৌ দ্বাবেব
বিধিনা কৃতৌ। শতক্রতুষ্মৌ তৌ চ পুণ্যপাপা-
নুসারিণৌ ॥ ২৪ ॥ গুরুতল্লাদয়ঃ পুত্রাঃ কামস্ত
প্রথিতা ভুবি। ক্রোধস্ত পিতৃহাতাদ্যা লোভস্ত
তনয়ান শূনু ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মসহরগাদ্যাশ্চ এতে নরক-
নায়কাঃ। কৃত্য যমেন তৈর্যাপ্তা মনুজা ন হি
কুর্ষতে ॥ ২৬ ॥ ব্রতাদিধর্ম্মকৃত্যাং যৈস্তৈরুচ্চিন্তে
হি কুর্ষতে ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মা মেধাং বিদ্যাতিষ্ঠৌ বর্ধেতে
ভুবি সর্বদা। ভাত্যাং ব্যাপ্তস্ত মনুজঃ ক্রীবিষ্ণোঃ
ব্রবণাদিকম্ ॥ ২৮ ॥ ন করোতি স্তুত্বর্মেধা যেনাস্তঃ

সংসর্গপুণ্যযোগে দ্বিজাধম একদণ্ড বিবিধ নরক
দর্শন করিয়া তখনই স্বর্গে গমন করিয়াছিল। নারদ
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পিতামহ! কার্তিকব্রত যদি
ঈদৃশ অগ্ন্যাসসাধ্য অথচ মহাফলপ্রদই হইল, তবে
মানবগণ কেন এই ব্রত করে না? ব্রহ্মা উত্তর—
করিলেন,—স্বীয় সৃষ্টির বুদ্ধিকামনায় বিধাতা ধর্ম্মা-
ধর্ম্ম উভয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহারা ধর্ম্মের অনু-
ষ্ঠান করেন, তাহারা শুভগতি প্রাপ্ত হন, আর
যাহারা পাপাচরণ করে, সে সকল নর অধোগতি
লাভ করিয়া থাকে। হে বৎস! পুণ্যকার্যের ফল স্বর্গ
আর তাহার বিপরীত পাপকর্ম্মের ফল নরক ১৬—২৩
বিধাতা—ইন্দ্র ও যম এই উভয়কেই যথাক্রমে পুণ্য
ও পাপের পালনার্থ নিযুক্ত রাখিয়াছেন; তন্মধ্যে শত্রু
পুণ্য ও যম পাপানুসারী হইয়াছেন। পৃথিবীতলে
কামের গুরুতল্লাদি ও ক্রোধের পিতৃহত্যা দাষণ
পুত্র জ্ঞানিবে। এক্ষণে লোভের তনয়গণের অবণ কথা
কর। নরকনায়ক ব্রহ্মসহরগাদি—লোভের তনয়।
যমরাজ মনুজগণকে ঐ সকল দ্বারা পরিব্যাপ্ত করিয়া
রাখিয়াছেন। যে সকল মানব কাম, ক্রোধ ও
লোভাদিতে অভিভূত না হইয়া ব্রতাদি ধর্ম্ম কার্য
করেন, তাহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। হে নারদ!
কাম-ক্রোধাদির বিধাতক ব্রহ্মা ও মেধা নামে দুইটি
বস্তু ভূবনে বিদ্যমান। ভূতলস্থ সকল লোকেরই এই
ব্রহ্মা ও মেধা আছে; কিন্তু যে মানব বিদ্যুৎ নাম-

যাতি বৈ তমঃ । কুৰ্বেন সত্যভামায়ে যজ্ঞঃ
তদ্ব্যপিনী তে ॥ ২৯ ॥ অধ্যাপনাদযাজনাদ্যাপ্যে-
কপঙ্ক্যশনাদপি । তুর্ঘাংশং পুণ্যাপানানং পরোক্ষং
লভতে নরঃ ॥ ৩০ ॥ একাসনাদেকযানান্নিষ্কাস-
স্তাদসকতঃ । যজ্ঞঃ কলভাগী স্তারিয়তং পুণ্য-
পাপয়োঃ ॥ ৩১ ॥ স্পর্শনাত্তাষণাদ্যপি পরস্ত স্তব-
নাদপি । দশাংশং পুণ্যাপানানং নিত্যং প্রাপ্নোতি
মানবঃ ॥ ৩২ ॥ দর্শনশ্রবণাত্যাক্ষ মনোভ্যানাত্তথৈব
চ । পরস্ত পুণ্যাপানানং শতাংশং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥
৩৩ ॥ পরস্ত নিন্দাং পৈশুণ্যং দ্বিকারকং কৰোতি
যঃ । তৎকৃতং পাতকং প্রাপ্য স্বপুণ্যং প্রদদাতি
সঃ ॥ ২৪ ॥ কুর্ষতঃ পুণ্যকর্ম্মানি সেবাং যঃ কুরুতে
নরঃ । পত্নীভূতকশিষ্যোভ্যো যদন্তঃ কোহপি
মানবঃ ॥ ৩৫ ॥ তন্তু সেবানুরূপকং দ্রব্যং কিঞ্চিৎ
দীয়তে । 'সোহপি' সেবানুরূপেণ তৎপুণ্যফল-
ভাগ্ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ একপত্নিকুস্থিতং যন্ত লভ্য-
য়েৎ পরিবেশনম্ । তৎপুণ্যস্ত যজ্ঞঃক লভেদ্যন্ত

বিলজিতঃ ॥ ৩৭ ॥ স্নানসঙ্কাদিকং কুর্ষন যঃ স্পর্শে-
ষাথ ভাষতে । স কর্ম্মপুণ্যযষ্ঠাংশং দদ্যাত্তথৈ-
বিনিশ্চিতম্ ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মোদ্দেশেন যো দ্রব্যমপয়ঃ
যাচতে নরঃ । তৎপুণ্যকর্ম্মজং তন্তু ধনদানাদুপা-
কলম্ ॥ ৩৯ ॥ অপহৃত্য পরদ্রব্যং পুণ্যকর্ম্ম কৰোতি
যঃ । কর্ম্মকুৎ পাপভাজন্তু ধনিনস্তদ্রব্যং কলম্ ॥ ৪০ ॥
নাপকৃত্য ঋণং যন্ত পরস্ত ত্রিয়তে নরঃ । ধনী
তৎপুণ্যমাদত্তে তদ্বনস্তানুরূপতঃ ॥ ৪১ ॥ বুদ্ধি-
দাতানুরমস্তা চ যশোপকরণপ্রদঃ । বলপ্রদাপি
যষ্ঠাংশং প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ৪২ ॥ প্রজাত্যঃ
পুণ্যপাপানানং রাজা যষ্ঠাংশমুকুরেৎ । শিষ্যাদুগ্ধকঃ
দ্বিয়ো ভর্তা পিতা পুত্রাত্তথৈব চ ॥ ৪৩ ॥ স্বপতেরপি
পুণ্যস্ত যোবিদর্শকমবাপ্নুয়াৎ । চিত্তস্থানুরতা শব্দবর্ততে
তুষ্টিকারিণী ॥ ৪৪ ॥ পরহন্তেন দানাদি কুর্ষন্তঃ
পুণ্যকর্ম্মণঃ । বিনা ভূতকপুত্রাত্যো কর্তা যষ্ঠাংশ-
মুকুরেৎ ॥ ৪৫ ॥ বৃদ্ধিদা বৃদ্ধিসন্তোভুঃ পুণ্য-
যষ্ঠাংশমুকুরেৎ । আত্মনো বা পরস্তাপি যদি সেবাং
ন কারয়েৎ ॥ ৪৬ ॥ ইথং হৃদস্তাত্তপি পুণ্যপাপাত্মা-

শ্রবণাদি না করে, তাহাকে শুশ্রূষা বলা যায়, আর
তাদৃশ অন্ধ মানবই পাপে প্রবিষ্ট হয় । হে বৎস !
কুক সত্যভামাকে যাহা বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই
ভৈমার নিকট বর্ণন করিতেছি । পাপ বা পুণ্যকারীর
অধ্যাপনা যাজন অথবা তাহার সহিত এক পংক্তিতে
ভোজন, মানব এই সকল কার্য্য দ্বারা পরোক্ষভাবে
পুণ্য-পাপের চতুর্থাংশ লাভ করে ; নিয়ত একাসনে
উপবেশন, একখানে গমন, নিষ্কাসস্পর্শ ও অঙ্গসঙ্গ,
ইহা দ্বারা পুণ্য-পাপের যষ্ঠাংশভাগী হয় ; নিরন্তর
অন্তের স্পর্শন, স্তব করণ ও তাহার সহিত সন্তাষণ,
এই সকল কার্য্যে পুণ্য-পাপের দশাংশ ভোগ
করে এবং দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা পাপ ও পুণ্যকারী—
অন্তের প্রতি মন অর্পণ করিয়া তদীয় পাপ-পুণ্যের
শতাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে মানব পরের
নিন্দা, দ্বিকার ও অন্তের প্রতি খলতা প্রদর্শন করে,
সে, সে ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্বকীয়
পুণ্য অর্পণ করিয়া থাকে । মানব পত্নী, বেতন-
ভুক ভৃত্য ও শিষ্য ভিন্ন যে কোন পুণ্যকর্ম্মার
সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে সেবানুরূপ দ্রব্যদানে
অসমর্থ হইলেও কেবল সেবা দ্বারাই তাঁহাদিগের
পুণ্যফল লাভ করে । পরিবেশন সময়ে এক
পংক্তিতে অবস্থিত মানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে
লজ্জন করিলে বিলজিত ব্যক্তি পরিবেশনকারীর

পুণ্যফলের যজ্ঞাংশ গ্রহণ করে । ২৪—৩৭ । মানব
স্নান ও সঙ্ক্যা করিতে করিতে যাহাকে স্পর্শ ও যাহার
সহিত সন্তাষণ করে, সে স্বীয় কর্ম্মার্জিত পুণ্যের
যষ্ঠাংশ তাহাকে প্রদান করে, সংশয় নাই । যে নর
ধর্ম্মোদ্দেশে অন্তের নিকট অর্থ প্রার্থনা করে, ধন-
দাতা তাহার ধর্ম্মকর্ম্মের পুণ্যফল গ্রহণ করিয়া
থাকে । পরধন অপহরণ করিয়া যে পুণ্যকর্ম্ম
করে, তাহার কেবল অপহরণজন্য পাপই হইয়া
থাকে ; কিন্তু যাহার ধন অপহৃত হয়, ঐ পুণ্য কর্ম্মের
ফল তিনিই ভোগ করিয়া থাকেন । পরের নিকট
ঋণ করিয়া পরিশোধের পূর্বেই যে মরিয়া যায়,
ঋণদান ধনীই তাঁহার ধনের অনুরূপ তদীয় পুণ্য
গ্রহণ করেন । কার্য্যে বুদ্ধি দাতা, অনুরমতা, উপ-
করণপ্রদ ও বলপ্রদাতা—ইহারা পাপ-পুণ্যের যষ্ঠাংশ
লাভ করে । রাজা প্রজাপুঞ্জের নিকট তৎকৃত পুণ্য
পাপের যষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন । গুরু শিষ্যসমীপে, স্বামী
পত্নীর নিকট এবং পিতা তনয় হইতে পুণ্যের অর্ধ-
ভাগ প্রাপ্ত হন । এইরূপ নিয়ত স্বামিচিন্তের অনুরতা
সতত স্বামীর প্রিয়কারিণী পত্নী ও স্বামীর পুণ্যপাপের
অর্ধভাগ গ্রহণ করিয়া থাকেন । বেতনভুক ভৃত্য ও
তনয় ভিন্ন অপরের হস্তেও পুণ্যকর্ম্মার্থক দান
করিয়া তাহাদের পুণ্যের যষ্ঠাংশ গ্রহণ করেন ।
বৃদ্ধিদাতা বৃদ্ধিভোগী দ্বারা যদি আপনায় কিংবা

শাস্তি নিত্য পরসকিতানি । কলো হুং বৈ
নিয়মো ন কার্যঃ কঠোর ভোক্তা খলু পুণ্যপাপয়োঃ ॥
৪৭ ॥ কলো জ্ঞানং দৃঢ়ং নাস্তি কলো গর্বেণ সংক্রিয়া ।
কলো দস্তাধিতো যোগো নশ্চতোব ন সংশয়ঃ ॥
৪৮ ॥ উপোনিষ্ঠঃ পুরা দস্তী সতীশুক্রপ্রভাবতঃ ।
পিভ্যোঃ পূজাদর্শনে চোজ্জসেবী পরং গতঃ ॥ ৪৯ ॥
নারদ উবাচ । ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি ত্রতানামুত্তমং
ত্রতম্ । বিধিঃ মাসোপবাসস্ত ফলং চাস্ত যথো-
চিতম্ ॥ ৫০ ॥ ত্রয়োবাচ । সাধু নারদ সর্বং তে
যৎপুষ্ঠং প্রকবেহনঘ । ভক্ত্যা যতিমতাং শ্রেষ্ঠ
শৃণু গদতো মম ॥ ৫১ ॥ সুরাণাঞ্চ যথা
বিহস্তপতাঞ্চ যথা রবিঃ । মেরুঃ শিখরিণাং যদ্ব-
দৈনতেশচ পক্ষিণাম্ ॥ ৫২ ॥ শ্রেষ্ঠং সর্বত্রতানাং
তু তদ্ব্যাসোপবাসনম্ । সর্বত্রতেষু যৎপুণ্যং
সর্বতীর্থেষু চৈব হি ॥ ৫৩ ॥ সর্বদানোত্তমং চৈব
যজ্ঞৈশ্চ তুরিহকিণৈঃ । ন তৎপুণ্যমবাশ্নোতি
ব্রহ্মাসপরিহজ্যনাং ॥ ৫৪ ॥ গুরোরাজ্ঞাং ততো
লজ্জা কুর্য্যান্নাসোপবাসনম্ । অতিক্রুদ্ধঞ্চ পারাকং

অপরের সেবা না করান, তবে তাহার পুণ্যের
যষ্ঠাংশ লাভ করিয়া থাকেন । হে নারদ । এইরূপে
অদন্ত পুণ্য ও পাপসকল নিত্য সঞ্চিত হইয়া থাকে,
কিন্তু কলিকালে এইরূপ হইবে না, কেননা কলিতে
কেবল কঠোর পাপ-পুণ্যের ভোক্তা; কলিতে দৃঢ়
জ্ঞান নাই, কেবল গর্ব দ্বারা সৎক্রিয়া কৃত
হইয়া থাকে, কলিতে দস্তাধিত যোগ বিনষ্ট
হইয়া থাকে । হে বৎস নারদ । পূর্বকালে
জনৈক দান্তিক তপস্বী পতিব্রতা পত্নীর শুক্র-
প্রভাবে ও পিতা মাতার পূজাদর্শনে কার্তিকত্রে
অবলম্বনপূর্বক পরম স্থান লাভ করেন । নারদ বলি-
লেন,—হে ভগবন্ । ত্রতসমূহের মধ্যে যাহা উত্তম
ও মাসোপবাসের যাহা যথোচিত বিধি এই সকল
জ্ঞানতে অভিলষ করি । ত্রয়োবাললেন,—হে অনঘ-
নারদ । তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা সাধু ।
হে ভক্তশ্রেষ্ঠ ! আমি এবিষয় বলিতেছি, ভাঙ-
সহকারে শ্রবণ কর । যেমন সুরগণমধ্যে বিষ্ণু
জাপদ্যাদিগের মধ্যে তপন, শিখরিসমূহের
মধ্যে মেরু, পক্ষিগণমধ্যে বিনতাতনয় গরুড়,
ভক্তপু ত্রতসমূহমধ্যে মাসোপবাস ত্রতই শ্রেষ্ঠ ।
এক, যাহা মাসোপবাস লক্ষ্যনে নিখিল ত্রতাচরণ,
স্বাভাবিক তীর্থসেবা, সর্ববিধ দান ও তুরিহকিণ যজ্ঞ
করিয়াও, তাহার পুণ্যলাভ হয় না; অতএব ভক্ত

কৃষ্ণা চান্দ্রায়ণ্য ততঃ ॥ ৫৫ ॥ মাসোপবাসং কুর্বাতি
জাহ্নবা দেহবলাবলম্ । বানপ্রস্থো যতির্কপি নারী
বা বিধবা যুনে । মাসোপবাসং কুর্বাতি গুরো-
র্বিপ্রাজ্ঞয়া ততঃ ॥ ৫৬ ॥ আশ্বিনস্ত্যমলে পক্ষ একা-
দস্ত্যমুপোষিতঃ ॥ ৫৭ ॥ ত্রতমেতত্ত্ব গৃহীয়াৎসাবজি-
শদিমানি তু । অচ্যুতস্ত্যমলে ভক্ত্যা ত্রিকালং
পূজয়েৎকরিম্ ॥ ৫৮ ॥ নৈবেদ্যধূপদীপাদৈঃ পুষ্পৈ-
র্নানাবিধৈরপি । মনসা কৰ্ম্মণা বাচা পূজয়েৎসাক্ষ-
ধ্বজম্ ॥ ৫৯ ॥ নরঃ স্বধর্ম্মনিরতঃ সধবা চ
জিতেন্দ্রিয়া । নারী বা বিধবা সাধ্বী বাস্তুদেবঃ
সমর্চয়েৎ ॥ ৬০ ॥ বহ্নালোকনগন্ধাদিস্বাদিতং পরি-
কীর্তয়তম্ । অস্ত্যস্ত বর্জয়েৎগ্রাসং গ্রাসানাং সস্ত্য-
মোক্ষণম্ ॥ ৬১ ॥ গাত্রাভ্যঙ্গং শিরোভ্যঙ্গং তাবুলং
সবিলেপনম্ । ত্রতস্থো বর্জয়েৎ সর্বং যচ্চক্ষুচ-
নিরাকৃতম্ ॥ ৬২ ॥ ন ত্রতস্থঃ স্পৃশেৎ ককির্দিকর্ম্মম্
ন চালপেৎ । দেবতায়তনৈঃ স্পৃশেৎ গৃহস্থশ্চাচরেদ্-
ত্রতম্ ॥ ৬৩ ॥ কৃষ্ণা মাসোপবাসং তু যথোক্তবিধিনা
নবঃ । অনূনাধিকমেবং তু ত্রতং ত্রিংশদিনৈরিতি ॥

অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক মাসোপবাস ত্রত করিবে ।
ত্রত গ্রহণের পূর্বে দেহের বলাবল ব্রতীয়া যথাক্রমে
অতিক্রুদ্ধ, পরাক, ও চান্দ্রায়ণ ত্রতাচরণ করিবে,
তাবপর মাসোপবাস করিবে । যে যুনে! কন-
প্রস্থ, যতি, সধবা বা বিধবা নারীও গুরু ও বিপ্রের
অনুমতি লইয়া এই ত্রত কর্তব্য । আশ্বিন মাসের
শুদ্ধ একাদশীতে ত্রতারম্ভ করিয়া একমাস অর্থাৎ
যাবৎ ত্রিশদিন পূরণ হয়, তাবৎ উপবাস এবং
হরিমন্দিরে গমনপূর্বক নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ ও নানা-
বিধ পুষ্পদ্বারা কায়মনোবাক্যে গুরুত্বস্বজ জনাদিনের
ত্রিকাল পূজা করিবে । স্বধর্ম্মনিরত নর, জিতেন্দ্রিয়
সধবা বা সাধ্বী বিধবা নারী মাসোপবাস ত্রতাচরণ-
পূর্বক বাস্তুদেবের সম্যকপূজা করিবে । শাস্ত্রকারগণ
বলেন, বহ্নর বিলোকে গন্ধাদির স্নানাদি গৃহীত
হইয়া থাকে, এই মাসোপবাস ত্রতকালে পরাক
গ্রহণ করিবে না; পরাক্ত অস্ত্রকে অঙ্গদান করিবে ।
এই ত্রতে গাত্রাভ্যঙ্গ, মস্তকাভ্যঙ্গ, তাবুল, বিলে-
পন এবং শাস্ত্রে অস্ত্যস্ত যে সকল নিষিদ্ধ হইয়াছে,
তৎসমস্ত পারিত্যাগ কর্তব্য । মাসোপবাস ত্রতে
দ্রব্যাহিত হইয়া কোন বিকর্ম্মাকে সংস্পর্শ বা তাহার
সহিত আলাপও করিবে না, কেবল গৃহে বা দেব-
তায়তনে অবস্থানপূর্বক ত্রতাচরণ করিবে । মানব
যথোক্ত বিধানে মাসোপবাস ত্রত গ্রহণ করিয়া

৬৪ । ততোহর্চয়েদেব পুণ্যং দ্বাদশাং গরুড়ধ্বজম্ ।
বস্ত্রদানাদিভিঃ চৈব ভোজয়িত্বা বিজোক্তমান্ ॥ ৬৫ ॥
দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং তেভ্যঃ প্রণিপত্য কমাপয়েৎ ।
বিপ্রান্ কমাপয়িত্বা তু বিমুক্ত্যভ্যর্চ্য পূজ্য চ ॥
৬৬ ॥ এবং মাসোপবাসান্তে বৃহা বিপ্রাঃ স্ত্রয়োদশ ।
কারয়েদৈকবৎ যজ্ঞমেকাদশ্যমুপোবিতঃ ॥ ৬৭ ॥
ততোহনুভোজয়েদ্বিপ্রান্ মক্ষারপূরঃসরম্ । তাবুল-
বস্থগুণানি ভোজনাচ্ছাদনানি চ ॥ ৬৮ ॥ যোগপটানি
সূত্রানি শয্যাং সোপঙ্করাং তথা । দ্বা চৈব দ্বিজা-
গ্ৰোভ্যঃ পূজয়িত্বা বিসর্জয়েৎ ॥ ৬৯ ॥ বিধির্মাসোপ-
বাসস্ত যথাবৎ পরিকীর্তিতঃ । অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি
নবম্যাদিতিথৌ বিধিঃ ॥ ৭০ ॥ ঋষিভ্যো বালখিলৈশ্চ
প্রোক্তং তং শুনু নারদ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীকর্ণে দত্তপুণ্যপাগফলপ্রাপ্তিবর্ণনপূর্বক-
মাসোপবাসরতবিধিকথনং নাম
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

ত্রিংশদিনের ন্যূন বা অধিক উপবাস করিবে না ।
অনন্তর দ্বাদশীদিনে পবিত্রভাবে গরুড়ধ্বজ জনা-
দিকের পূজা করিবে, বস্ত্রাদিদানে বিপ্রগণকে ভোজন
করাইবে এবং তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান করিয়া
কম্পা প্রার্থনা করিবে । বিপ্রগণের নিকট কম্পা
প্রার্থনার পর তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া বিদায় দিবে ।
এইরূপে একমাস উপবাস করিয়া শেষদিবস
একাদশীদিনে উপবাসী থাকিয়া ত্রয়োদশজন
ব্রাহ্মণের বরণ করিবে এবং ঐ সকল দ্বিজদ্বারা
বৈকব যজ্ঞ করাইবে । তদনন্তর নমস্কারপূরঃসর
বিপ্রবরগণকে ভোজন করাইয়া তাঁহাদিগকে তাবুল,
যুগ্মবস্ত্র, বিবিধ ভোজ্য, আচ্ছাদন, যোগপট, সূত্র
ও সোপঙ্কর শয্যা প্রদান ও পূজা করিয়া বিদায়
দিবে । হে বৎস নারদ ! এই তোমার নিকট
মাসোপবাস ক্রতের বিধি যথাযথ বর্ণন করিলাম,
অতঃপর নবম্যাদি তিথির বিধি বর্ণন করিতেছি,
হে নারদ ! বালখিল্যগণ তপস্বীদিগের নিকট এই
বিধি কীর্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ
কর । ৬—৭১ ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বালখিল্য উচুঃ । কার্তিকে শুক্লনবমী ততো-
হতুদ্বাপরং যুগম্ । পূর্বাপরাত্নগা গ্রাহা ক্রমাদানো-
পবাসয়োঃ ॥ ১ ॥ অত্র কুশাণ্ডকো নাম হতো দৈত্য-
বিষ্ণুনা । তদ্রোমভিঃ সমুদ্ভূতা বন্যাঃ কুশাণ্ডসম্বাঃ ॥
২ ॥ তস্মাৎ কুশাণ্ডদানেন কলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ।
অস্ত্রামেব নবম্যাং তু কুর্যাৎ ককোৎসবং নরঃ ॥ ৩ ॥
স্বশাখোক্তেন বিধিনা তুলস্যাঃ করণীড়নম্ । কস্তা-
দানকলং তস্ত জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥ কার্তিকে
শুক্লনবমীমবাপ্য বিজিতেন্দ্রিয়ঃ । হরিং বিধায়
সৌবর্ণং তুলস্যা সহিতং শুভম্ ॥ ৫ ॥ পূজয়েদ্বিধি-
বদ্ভক্ত্যা ত্রতী তত্র দিনত্রয়ম্ । এবং যথোক্তবিধিনা
কুর্যাদৈবাহিকং বিধিম্ ॥ ৬ ॥ গ্রাহং ত্রিরাত্রমত্রৈব
নবম্যাদ্যনুরোধতঃ । মধ্যাহ্নব্যাপিনী গ্রাহা নবমী
পূর্বেবেধিতা ॥ ৭ ॥ ধাত্র্যর্থার্থো য একত্র পালয়িত্বা
সমুদ্ভবেৎ । ন নশ্বতে তস্ত পুণ্যং কল্লকোটি-
শতৈরপি ॥ ৮ ॥ কনকস্ত সূতা পূর্বমেকাদশ্যাং
কিশোরিকা ! চকার ভক্তিতঃ সায়ং তুলস্যা-

একত্রিংশ অধ্যায় ।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—কার্তিকমাসের শুক্ল-
নবমীতে দ্বাপর যুগের উৎপত্তি হইয়াছিল । যথা-
ক্রমে এই নবমীর-দানে পূর্বাহ্ন ও উপবাসে অপরাহ্ন
গৃহীত হইয়া থাকে । বিষ্ণু এই নবমীদিনে
কুশাণ্ডকনামক দৈত্যকে নিহত করেন, ঐ নিহত
দৈত্যের লোমাবলী লতারূপে সমুদ্ভূত হইয়া
কুশাণ্ড প্রসব করে । অতএব এই নবমীতে কুশাণ্ড
দানে অশ্বগুণীয় ফললাভ হয় । শ্রীকর্ণ এই নবমীতে
স্ববেদোক্ত বিধানে তুলসীর করণীড়ন করেন,
অতএব যে মানব এই নবমীদিনে শ্রীকর্ণের
উৎসব করে, তাহার কস্তাদানের ফললাভ হয়,
সংশয় নাই । জিতেন্দ্রিয় মানব কার্তিকমাসের
শুক্লনবমী প্রাপ্ত হইয়া সূবর্ণ দ্বারা তুলসীর সহিত
বিষ্ণুর স্মরণোভন মূর্তি নির্মাণপূর্বক বিধিবৎ
পূজা করিবে এবং দিনত্রয় ত্রত হইয়া যথাবিধি
বিষ্ণু ও তুলসীর বৈবাহিক বিধি সম্পন্ন করিবে ।
এই ত্রিরাত্র বৈবাহিক বিধিতে নবম্যাদির অনুরোধে
পূর্বেবিদ্ধা মধ্যাহ্নব্যাপিনী নবমীরই গ্রহণ জানিবে ।
১—৬ যে মানব ধাত্রী ও অর্থ একত্র পালন করিয়া
বিবাহ দেয়, শতকল্লকোটিকালেও তাহার পুণ্যফল
কিনষ্ট হয় না । কনকের কিশোরী কস্তা পুরা-

বাহুঃ বিধিঃ ১২। তেন বৈধব্যানোবেণ
নিষ্কৃৎসীং সুলোচনা। তস্মাৎ সায়াং প্রকর্তব্যম্
সুহৃদজো বিধিঃ ১। অবশ্যমেব কর্তব্যঃ প্রতিবর্ষন্ত
বৈকবৈঃ। বিধিঃ তন্ত প্রবক্ষ্যামি যথা সাক্ষা ক্রিয়া
ভবেৎ ১১। বিধোক্ত প্রতিমাং কুর্ঘ্যাৎ পলস্ত স্বর্ণজাঃ
শুভাঃ। তদর্দ্ধাঃ তদর্দ্ধাঃ যথাশক্ত্যা প্রকল্পয়েৎ
১২। প্রাণপ্রতিষ্ঠাঃ কুত্বেব তুলসীবিক্রমপয়োঃ।
তত উত্থাপয়েদেবং পূর্বোক্তৈশ্চ স্তবাদিভিঃ ১৩।
উপচারৈঃ যোক্তব্যৈঃ পূজয়েৎ পুরুষোক্তিভিঃ।
দেশকালৌ ততঃ স্মৃতা গণেশং তত্র পূজয়েৎ ১৪।
পুণ্যাহং বাচয়িত্ব নান্দীশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ।
বেদবাদ্যাদিনির্ঘোষৈর্বিষ্কৃমুর্তিং সমানয়েৎ ১৫।
তুলসীনিকটে সা তু স্থাপ্যা চান্তহিতা পট্টৈঃ।
আগচ্ছ ভগবন্ দেব অর্চয়িষ্যামি কেশব ১৬।
তুভ্যং দাস্তামি তুলসীং সর্বকামপ্রদো ভব।
দদ্যাদ্ভিবারমর্ঘ্যং চ পাদ্যং বিষ্টরমেব চ ১৭।
তত আচমনীয়ং চ ত্রিকুণ্ডা চ প্রদাপয়েৎ। ততো
দধি স্বতঃ কীরং কাংস্তপাত্রপট্টিকৃতম্ ১৮।

কালে একাদশীর দিনে সায়াংকালে তুলসীর বিবাহ
দিয়াছিলেন, এইজন্য সুলোচনা সেই বৈধবা-
দোষ হইতে নিষ্কৃত হন; অতএব বৈকবগণ
দ্বারা প্রতিবর্ষেই সায়াং সময়ে, অবশ্যই যথাবিধি
তুলসীর বিবাহ-বিধি সম্পাদন করিবে। যেরূপ
করিলে সাক্ষ তুলসীবিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়,
একগণে অঙ্গের সহিত সেই তুলসীবিবাহবিধি
বলিতেছি;—একপল সুবর্ণ দ্বারা বিষ্ণুর স্ফোভন
মূর্তি নির্মাণ করিবে, শক্তি অমুসারে তদর্দ্ধ—অর্দ্ধপল
বা তদর্দ্ধ এক পলের চতুরাংশ দ্বারাও নির্মাণ
করিতে পারে। অনস্তর বিষ্ণুমূর্তি ও তুলসীর
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্বোক্ত স্তব দ্বারা বিষ্ণুমূর্তি
উত্থাপিত করিবে এবং পুরুষস্তুতমস্ত্রে যোক্তব্য
উপচারে পূজা করিবে। পূজার পূর্বে দেশকাল
কীর্তনপুংসর, গণপতির পূজা, পুণ্যাহবাচন ও নান্দী-
শ্রাদ্ধ করিবে। দেববাদ্যাদির ধ্বনি করিতে করিতে
সেই বিষ্ণুমূর্তি আনয়ন করিবে। অনস্তর মূর্তি
তুলসীর সমীপে স্থাপনপূর্বক মধ্যে একখানি বস্ত্র
দ্বারা তুলসী ও বিষ্ণুমূর্তি অন্তরিত করিবে; তারপর
‘আগচ্ছ’ ইত্যাদি প্রার্থনাবাক্যে ভগবানের
আবাহন করিয়া বারজ, পাদ্যাদির নাম উচ্চৈঃ-
স্বরে পাদ্য, অর্ঘ্য, বিষ্টর ও আচমনীয় প্রদান
করিবে এবং কাংস্তপাত্রে মিলিত দধি, স্বত ও
কীর দ্বারা অংশ একটা কাংস্তপাত্র দ্বারা তাহা

মধুপকং গৃহাণ স্বং বাসুদেব নমোহস্ত তে। হরিদ্রা-
লেপনাত্যজকার্য্যঃ সর্বং বিধায় চ ১৯। গোধূলি-
সময়ে পূজ্যো তুলসীকেশবো পুনঃ। পৃথক পৃথক
তথা কার্য্যো সমুখৌ মঙ্গলং পঠেৎ ২০। ঈশ-
দৃষ্টে ভাস্করে তু সঙ্কল্পস্ত সমুচ্চরেৎ। স্বগোত্র-
প্রবরাহুকা তথা ত্রিপুরুষাদিকম্ ২১। অনাদি-
মধ্যানিধন ত্রৈলোক্যপ্রতিপালক। ইমাং গৃহাণ
তুলসীং বিবাহবিধিনেশ্বর ২২। পার্শ্বতীবীজ-
সমুতাং বৃন্দাভ্যনি সংস্থিতাম্। অনাদিমধ্যানিধনাং
বল্লভান্তে দদাম্যহম্ ২৩। পয়োষট্টৈশ্চ সেবাভিঃ
কস্তাবদ্বিক্তিতা ময়া। স্বপ্ৰিয়াং তুলসীং তুভ্যং
দদামি স্বং গৃহাণ ভোঃ ২৪। এবং দ্বা চ তুলসীং
পশ্চাত্তৌ পূজয়েত্ততঃ। রাত্নৌ জাগরণং কুর্ঘ্যাদ্বি-
হোৎসবপূর্বকম্ ২৫। ততঃ প্রভাতসময়ে তুলসীং
বিষ্ণুমর্চয়েৎ। বহিসংস্থাপনং কুত্বা দ্বাদশাক্ষর-
বিদ্যয়া ২৬। পায়সাজ্যকৌজ্জিতিলৈজুহাদষ্টোত্তরং
শতম্। ততঃ স্থিষ্টকৃতং হুত্বা দদ্যাদ্। পূর্ণাহতিং
ততঃ। আচার্য্যঞ্চ সমভ্যর্চ্য হোমশেষং সমাপয়েৎ ২৭।
চতুরো বার্ষিকান্নাসান্নিয়মো যেন যঃ কৃতঃ।
কথয়িত্বা দ্বিজৈস্তান্ত্রতথাত্মং পরিপূরয়েৎ ২৮।
ইদং ব্রতং ময়া দেব কৃতং ক্রীতৌ তব প্রভো।
নানং সম্পূর্ণতাং যাতু স্বপ্ৰসাদাজ্জনান্নদন ২৯।

আচ্ছাদনপূর্বক বলিবে,—হে বাসুদেব! মধুপক
গ্রহণ করুন, আপনাকে নমস্কার। অনস্তর হরিদ্রা-
লেপনাদি বিষ্ণুর অভ্যঙ্গকার্য্য সমাধানান্তে গোধূলি-
কালে পুনরায় তুলসী ও কেশবের পৃথক পৃথক পূজা
করিয়া সমুখে মঙ্গলাবহ স্ততিপাঠপূর্বক তাঁহাদিগকে
প্রসন্ন করিবে। ১—২০। অনস্তর যখন আকাশে
সুহৃদেব ঈষৎ দৃষ্ট হইবেন, তখন কঙ্কর করিয়া
স্বীয় গোত্র, প্রবর ও ত্রিপুরুষের নাম উচ্চারণপূর্বক
“অনাদিমধ্যা” ইত্যাদি প্রার্থনাবাক্যে বিষ্ণুকে তুলসী
প্রদান করিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে পূজা করত
বিবাহ-উৎসবে রাত্রি জাগরণ করিবে। অনস্তর
প্রভাতে বিষ্ণু ও তুলসীর পূজা করিয়া দ্বাদশাক্ষর
মন্ত্রে বহিসংস্থাপনপূর্বক পায়স, স্বত, মধু ও তিল
দ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি প্রদান করিবে এবং
তদনস্তর স্থিষ্টকৃত হোম করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান
করিবে। পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে আচার্য্যকে
অর্চনা করিয়া হোমশেষ করিবে এবং বৎসর-
চতুষ্টয় প্রতিমাসে সংযমপূর্বক যিনি যেরূপ ব্রত
করিয়াছেন, দ্বিজগণের নিকট তাহা নিবেদন
করিয়া তাঁহাদের মুখের বাক্যে কোন অঙ্গ অসম্পূর্ণ

রেবতীভূষণে দ্বাদশীসংস্কৃতে নরঃ । ন কুৰ্য্যাৎ
পারণং কুৰ্বন ব্রতং নিফলতাং নয়েৎ ॥ ৩০ ॥ ততো
যেষাং পদার্থানাং বর্জনস্ত কৃতং ভবেৎ । চাতুশ্রাণ্ড-
হথবা চোজ্জৈ ব্রাহ্মণোভ্যাঃ সমর্পয়েৎ । ততঃ সর্গঃ
সমগ্ৰীয়াদযদ্যন্তাক্তং ব্রতে স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥ দম্পতিভ্যাং
সহৈবাত্ত ভোক্তব্যং চ দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৩২ ॥ ততো
ভুক্ত্যন্তবৎ যানি গলিতানি দলানি চ । তানি ভুক্তা
তুলসীশ্চ স্বয়ং পাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ইক্ষুদণ্ডং
তথা ধাত্তিকলং কোলিকলং তথা । ভুক্তা তু
ভোজনশাস্ত্রে ততোচ্ছিষ্টং বিনশ্চ্যতি ॥ ৩৪ ॥ এষ
ত্রিষু ন ভুক্তঃ চেদেকৈকমপি যেন তু । জেয় উচ্ছিষ্ট
আবর্ষং নরোহসৌ নাত্ৰ সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ ততঃ সায়াং
পুনঃ পূজ্যাবিস্কৃদণ্ডেণ শোভিতৈঃ । তুলসীবাসু-
দেবৌ চ কৃতকৃত্যো ভবেন্ততঃ ॥ ৩৬ ॥ ততো বিস-
জ্জনং রুহা দর্শা দাবাদিকং হবেৎ । বৈকুণ্ঠং গচ্ছ
ওগবৎসলসীসহিতঃ প্রভো । মৎকৃতং পূজনং গৃহ্য

খাকলে তাহা সম্পূর্ণ কবাইয়া লইবে । অনন্তর
বক্ষ্যমাণ বাক্যে জনাদিনের নিকট ব্রতের ন্যূনাতি-
বিকৃতাদোষ শমনার্থ প্রার্থনা করিবে,—হে জনা-
দন । আপনার প্রীতিব জন্ত আমি এই ব্রত
কবিয়াছি, যদি কোন ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ থাকে আপনার
প্রসাদে তাহা ক্ষম হউক । রেবতীব চতুর্থাদযুক্ত
দ্বাদশীতে পারণা করিতে হয়, এই সময়ে পাবণ না
করিলে ব্রত নিফল হইয়া থাকে । অনন্তর চাতুশ্রাণ্ড
কিংবা কার্তিক ব্রতে যে সকল দেবী পরিত্যক্ত হই-
য়াছে, সেই সামগ্রী সকল দ্বিজগণকে অর্পণ করিবে ।
দ্বিজগণ সহ সপত্নীক সেই সকল দ্রব্য ভোজন
করিবে এবং তদনন্তর তুলসীব গলিত দল সকল
স্বয়ং ভক্তিপূর্বক অপসারিত করিয়া সর্গপাপ হইতে
বিমুক্ত হইবে । অনন্তর ভোজনান্তে মানব
আমলকী, কুল ও ইক্ষু ভক্ষণ করিয়া মুখের উচ্ছিষ্ট
দূর করিবে ; যদি এককালে এই তিনটি ভোজন
অসম্ভব হয়, তবে একটীও ভোজন করিবে, না
করিলে সেই নর এক বৎসর পর্যন্ত উচ্ছিষ্টমুখ
থাকিবে, সংশয় নাই । তারপর তুলসী ও বাসু-
দেবকে মনোজ্ঞ ইক্ষুদণ্ড দ্বারা সায়াং সময়ে পূজা
করিবে । মানব এইরূপ করিলে, কৃতকৃত্য হয় ।
অনন্তর ধনাদি দান করিয়া হরির বিসর্জন করিবে,
বিসর্জনকালে হরির নিকট প্রার্থনা করিবে,—“হে
প্রভো, ভগবান্ । তুলসীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করুন
এবং আমার কৃত পূজা গ্রহণ করিয়া সতত আমার

সমুপ্তো ভব সর্বদা ॥ ৩৭ ॥ গচ্ছ গচ্ছ সুরশ্রেষ্ঠ
স্বস্থানে পরমেশ্বর । যত্র ব্রহ্মদেবো দেবাত্তত্র গচ্ছ
জনাদি ॥ ৩৮ ॥ এবং বিষ্ণুজ্য দেবেশমাচার্য্যার
প্রদাপয়েৎ । মূর্ত্যাদিকং সর্বমেব কৃতকৃত্যো ভবে-
ন্নবঃ ॥ ৩৯ ॥ প্রতিবর্ষং যঃ কুৰ্য্যাত্তুলসীকরণীডনম্ ।
ভক্তিমান্ ধনধাত্তৈঃ স যুক্তো ভবতি নিশ্চিতম্ ।
ইহ লোকে পবত্রাপি বিপুলঞ্চ যশো লভেৎ ॥ ৪০ ॥

ইতি ত্রীকান্দে কুশাণ্ডনবমোতুলসীবিবাহবিধিবর্ণনং
নামৈকত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বালখিল্য উচুঃ । কার্তিকাস্তমলে পক্ষে স্নাত্তা
সমাগ্যতব্রতঃ । একাদশান্ত গৃহীয়াদব্রতং পঞ্চ-
দিনাঙ্ককম্ ॥ ১ ॥ শবপঙ্কবমুপ্তেন ভীয়েণ তু মহা-
ঘ্ননা । বাজধর্ম্মা মোক্ষধর্ম্মা দানধর্ম্মান্ততঃ পরম্ ।
কথিতাঃ পাণ্ডদাযাদৈঃ কৃকেনাপি কৃতান্তদা ॥ ২ ॥
ততঃ প্রীতেন মনসা বাসুদেবেন ভাষিতম্ । ধন্ত-
ধন্তোহসি ভীষ্ম ত্বং ধর্ম্মাঃ সংপ্রাবিতান্তযা ॥ ৩ ॥

প্রতি সমুপ্তে থাকুন । হে পরমেশ্বর । আপনি স্বস্থানে
গমন করুন, গমন করুন, হে সুরশ্রেষ্ঠ জনার্দন ।
ব্রহ্মাদি দেবগণ যেস্থানে অবস্থিত, আপনি তথায়
গমন করুন । এইরূপে দেবেশ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিসর্জন
করিয়া মূর্ত্তি প্রভৃতি সকল দ্রব্যই আচার্য্যকে অর্পণ
করিবে, মানব এইরূপ করিয়া কৃতকৃত্য হয় । যে
ভক্তিমান মানব বর্ষত্রয় তুলসীর পাণ্ডপীডন ব্যাপা-
রের অনুষ্ঠান করে । নিঃসংশয়, সে ধনধাত্তসমর্পিত
হইয়া থাকে এবং কি ইহ কি পর, সর্বত্রই তাহার
বিপুল যশ লাভ হইয়া থাকে । ২১—৪০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ।

বালখিল্যগণ বলিলেন,—যতব্রত মানব কার্তিক
মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী তিথিতে স্নান করিয়া
পঞ্চদিনাঙ্কক ব্রত গ্রহণ করিবে । মাহাত্ম্য ভীষ্ম
শবপঙ্করে শয়ন করিয়া পর পর রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম ও
দানধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, পাণ্ডদাযাদগণ, ভীষ্ম-
ভাষিত ঐ ধর্ম্ম সকল অবগণ করিয়াছিলেন ; এমন কি,
কৃষ্ণও তাহা অবগণ করেন । তখন ভীষ্মভাষিত ধর্ম্ম
অবগণে মনে মনে ক্রীত হইয়া কৃষ্ণ বলেন,—হে ভীষ্ম ।

একাদশীঃ কার্তিকস্ত যাচিতঞ্চ জলং যুগ্ম । অর্জুনে
সমানীতং গাং বাণস্ত বেগতঃ ॥ ৪ ॥ তুষ্টানি তব
গাভ্রানি তস্মাদদ্যদিনাবধি । পূর্ণাত্তং সর্বলোকীয়াং
তর্পণং দানতঃ ॥ ৫ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মম সঙ্কষ্টি-
কারকম্ । এতদব্রতং প্রকুর্ষন্ত ভীষ্মপঞ্চকসংজিতম্ ॥
৬ ॥ কার্তিকস্ত ব্রতং কুর্হা ন কুর্হ্যাভীষ্মপঞ্চকম্ ।
সমগ্রং কার্তিকব্রতং বৃথা তস্ত ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ অশক্ত-
শ্চেরয়ো ভূয়াদসমর্থশ্চ কার্তিকে । ভীষ্মস্ত পঞ্চকং
কুর্হা কার্তিকস্ত কলং লভেৎ ॥ ৮ ॥ সত্যব্রতায় শুচয়ে
গাঙ্গেয়ায় মহাযনে । ভীষ্মায়ৈতদদামার্য্যমাজয়-
ব্রহ্মগরিণে ॥ ৯ ॥ সর্বোন্নানেন মমেন তর্পণং
সার্ববর্ণিকম্ ॥ ১০ ॥ ব্রহ্মহ্মাৎ পূর্ণিমায়াং প্রদেয়ঃ
পাপপুরুষঃ । অপুত্রো প্রকর্তব্যঃ সর্বথা ভীষ্ম-
পঞ্চকম্ ॥ ১১ ॥ যঃ পুত্রার্থং ব্রতং কুর্হ্যাৎ সস্ত্রীকো
ভীষ্মপঞ্চকম্ । প্রদত্তা পাপপুরুষং বর্ষমধো সূতং
লভেৎ ॥ ১২ ॥ অবশ্যমেব কর্তব্যং তস্মাভীষ্মস্ত
পঞ্চকম্ । বিষ্ণুপ্রীতিকরং প্রোক্তং ময়া ভীষ্মস্ত
পঞ্চকম্ ॥ ১৩ ॥ সূত উবাচ । শৃণু শ্রবণঃ সর্বৈ

তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য, কেননা, তুমি অদ্য আমা-
দিগকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম শ্রবণ করাইয়াছ। তুমি কার্তিক
মাসের একাদশী দিবসে জল যাচঞা করিয়াছিলে,
অর্জুন বাণবেগে জাহ্নবীজল আনয়নপূর্ব্বক তোমার
শরীর নীতল করিয়াছেন। অতএব তদবধি
সকলেই একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অঘাদানে
তোমার সন্তোষ সাধন করিবে। অতএব
সকলেই সর্ব প্রযত্নে আমার প্রীতিপ্রদ এই ভীষ্ম-
পঞ্চক নামক ব্রত আচরণ করুক। কার্তিক ব্রত
করিয়া যে নর এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত না করে, তাহার
সমগ্র কার্তিক ব্রত বিফল হইয়া থাকে। মানব
যদি কার্তিক ব্রত করিতে অসমর্থ হয়, তবে কেবল
মাত্র ভীষ্মপঞ্চক করিয়াই সমগ্র কার্তিক ব্রতের
কল লাভ করিতে পারে। এই ব্রতে “সত্যব্রতায়”
ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃরীতিতে ভীষ্মতর্পণ কর্তব্য। এই
তর্পণে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার। পূর্ণিমার
দিন একটি পাপ পুরুষ প্রদান করিবে, ইহা ব্রতের
একটি বিশেষ অঙ্গ। অপুত্র মানবের এই ভীষ্ম-
পঞ্চক ব্রত অবশ্যকর্তব্য। যে পুত্রার্থী মানব পত্নীর
সঙ্কষ্ট পাপ পুরুষ দান করিয়া এই ব্রত করে, বৎসর
মধ্যে তাহার সন্তান লাভ হইয়া থাকে। আমি
এই ভীষ্মপঞ্চকের কথা কহিলাম, এই ব্রত আমার
অতীত প্রীতিকর। অতএব মানবের ইহা অবশ্য-

বিশেষো ভীষ্মপঞ্চকে । কার্তিকেয়ায় কল্পেণ পুরা
প্রোক্তঃ সবিষ্ণুরাৎ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচ । শ্রবণ্যামি
মহাপুণ্যং ব্রতং ব্রতবতাং বর । ভীষ্মেনৈতদব্রতঃ
প্রাপ্তং ব্রতং পঞ্চদিনাঙ্ককম্ ॥ ১৫ ॥ সকাশাঙ্গানুদেবস্ত
তেনোক্তং ভীষ্মপঞ্চকম্ । ব্রতস্তান্ত গুণান বক্তুং
কঃ শক্যঃ কেশবাদৃতে ॥ ১৬ ॥ কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু
শুন্ ধর্ম্মং পুবাং তনম্ । বসিষ্ঠভৃগুগর্গাদ্যশ্চীর্ণং কৃত-
যুগাদিষু ॥ ১৭ ॥ অশ্বরীষেণ ভোগাদ্যশ্চীর্ণং ত্রেতা-
যুগাদিষু । ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মচর্য্যেণ জপহোমক্রিয়াদিভিঃ ॥
১৮ ॥ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ তথা বৈশ্যৈঃ সত্যশৌচপরায়ণৈঃ ।
দুষ্করং সত্যহীনানামশক্যং বালচেতসাম্ ॥ ১৯ ॥ দুষ্করং
ভীষ্মমিত্যাহ্ন শক্যং প্রাকৃতৈর্নরৈঃ । যস্মাৎ কুরোতি
বিপ্রেন্দ্র তেন সর্বং কৃতং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ ব্রতং
চৈতন্যহাপুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ । অতো নরৈঃ
প্রযত্নেন কর্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ২১ ॥ কার্তিক-
স্তামলে পক্ষে স্নাত্তা সমাগ্ণিবানতঃ । একাদশীস্ত
গহ্নীয়াদ্ ব্রতং পঞ্চদিনাঙ্ককম্ ॥ ২২ ॥ প্রাতঃ স্নাত্তা

কর্তব্য। ১—১৩। সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ।
আপনাবা এ বিষয়ে বিশেষরূপ শ্রবণ করুন, ‘পুরা-
বালে কল্প কার্তিকেয় সমীপে এই ভীষ্মপঞ্চকের কথা
বিস্তররূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। ঈশ্বর বলিলেন—
হে ব্রতিগণেব অগ্রণী! পঞ্চদিনাঙ্কক এই মহাপুণ্য
ব্রত ভীষ্ম যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলি-
তেছি। ভীষ্ম বাসুদেবসকাশে এই ব্রত প্রাপ্ত হন,
যহা বিষ্ণুই তাঁহার নিকট এই ব্রত কীর্তন করেন;
অতএব কেশব ভিন্ন এই ব্রতের গুণ বর্ণন করিতে
কে সমর্থ হইবে? তথাপি সেই পুবাং তনম্ শ্রবণ
কর। সত্যযুগের আদিতে ভৃগু, গর্গ ও বশিষ্ঠাদি
ঋষিগণ এবং ত্রেতাযুগের প্রথমে অশ্বরীষ ও ভোগ
প্রভৃতি নৃপগণ কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রতা-
চরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেক ব্রহ্মচারী
ব্রাহ্মণ, সত্য ও শৌচপরায়ণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ
জপহোমাদি ক্রিয়া দ্বারা এই কার্তিক ব্রত করিয়া
থাকেন। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই ভীষ্ম ব্রত
সত্যচ্যুত ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুষ্কর, বালম্ভাব
মানবগণের অসাধ্য এবং সামান্ত নরগণ ইহা কোন
রূপেই করিয়া উঠিতে পারে না। হে বিপ্রেন্দ্র!
মিহি এই ভীষ্মব্রত করিয়াছেন, তাঁহার সমস্তই কৃত
হইয়াছে। এই ব্রত মহাপুণ্য ও মহাপাতকনাশন;
অতএব নরগণ সর্বপ্রযত্নে এই ভীষ্মপঞ্চক ব্রত
করিবেন। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশী-

বিশেষণ মধ্যাহ্নে চ তথা ত্রতী । নদ্যাঃ নিবন্ধ-
তোরে বা সমালভ্য চ গোময়ম্ ॥ ২৩ ॥ যবব্রীহি-
তিলৈঃ সম্যক পিতৃন সন্তর্পয়েৎ ক্রমাৎ । স্নানো মোনঃ
নরঃ কৃতা ধোতবাসা দৃঢ়ব্রতঃ ॥ ২৪ ॥ ভীষ্মোদক-
দানঞ্চ অর্ঘ্যং চৈব প্রযত্নতঃ । পূজা ভীষ্মস্ত
কর্তব্য্য দানং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ২৫ ॥ পঞ্চরত্ন-
বিশেষণ দ্বা বিপ্রায় যত্নতঃ । বাসুদেবোহপি
সম্পূজ্যো লক্ষ্মীযুক্তঃ সদা প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥ পঞ্চকে
পূজয়িত্ব তু কোটিজন্মানি তুষ্যতি ॥ ২৭ ॥ যৎকিঞ্চি-
দদতে মর্ত্যঃ পঞ্চধাতুপ্রকল্পিতম্ । সংবৎসরব্রতানাং
স লভতে সকলং ফলম্ ॥ ২৮ ॥ কৃতা তুদকদানন্ত
তথার্থ্যস্ত চ দাপনম্ । মন্ত্ৰেণাহনেন যঃ কুর্ধ্যান্মুক্তি-
ভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ২৯ ॥ বৈষ্ণোপদ্যগোত্রায় সাক্ষ্য-
প্রবরণ, চ । অনপত্যায় ভীষ্মায় উদকং ভীষ্ম-
বর্ষণে ॥ ৩০ ॥ বসুনাথবতারায়া শস্তনোরাষ্ট্রজায়
চ । অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্মব্রহ্মচারিণে ॥
৩১ ॥ অনেন বিধিনা যন্ত পঞ্চকস্ত সমাপয়েৎ ।
অশ্বমেধসমং পুণ্যং প্রাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

দিবসে যথাবিধি স্নান করিয়া পঞ্চদিনান্তক এই ভীষ্ম-
ব্রত গ্রহণ করিতে হয় । ব্রতগ্রহণদিনে ত্রতী মান-
বের প্রতিঃস্নান বিশেষতঃ মধ্যাহ্নসময়ে গাত্রে
গোময় লেপন করিয়া নদী অথবা নিবন্ধ-জলে অব-
গাহনপূর্বক যব ব্রীহি ও তিল দ্বারা ক্রমান্বয়ে
বিধিবিধানে পিতৃগণের তর্পণ কর্তব্য । ব্রতধারী
দৃঢ়ব্রত নর স্নানান্তে মোনী হইয়া ধোতবাস পরিধান-
পূর্বক যত্ন সহকারে ভীষ্মকে উদক ও অর্ঘ্য প্রদান
করিবে । অনন্তর যত্নপূর্বক ভীষ্মের পূজা ও বিবিধ
দান কর্তব্য ; বিশেষতঃ আদরসহকারে এই ব্রত-
দিনে ত্রিজকে পঞ্চরত্ন দান করিবে । এই ব্রতে
সলক্ষীক প্রভু বাসুদেবেরও অর্চনা করিতে হয় ।
ভীষ্মপঞ্চকে মানব কর্তৃক সলক্ষীক জনার্দীন পূজিত
হইয়া কোটিজন্মপর্যন্ত তাহার প্রতি প্রীত থাকেন ।
মানব ভীষ্মপঞ্চকে পঞ্চধাতুকল্পিত, যে কিছু পঞ্চরত্ন
দান করে, এই দানফলে তাহার সংবৎসরকৃত
কর্তৃকব্রতের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় । প্রথমে
“বৈষ্ণোপদ্য” ইত্যাদি মন্ত্রে ভীষ্মকে জলদান করিয়া
“বসুনাথবতারায়া” ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে ।
ইহাই অর্ঘ্যমন্ত্র জানিবে । যে মানব কথিত বিধি
অনুসারে সন্মতরূপে ভীষ্মপঞ্চক আচরণ করে,
তাহার অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ হয়, সংশয় নাই ।

পঞ্চাহমপি কর্তব্যঃ নিয়মক প্রযত্নতঃ । নিয়-
মেন বিনা যত্র ন ভাব্যং বরবর্ণিনা ॥ ৩৩ ॥ উত্ত-
রায়ণহীনায় ভীষ্মায় প্রদদৌ হরিঃ । উত্তরায়ণ-
হীনেহপি শুক্লসংগে স্মৃতোবিহিতঃ ॥ ৩৪ ॥ ততঃ
সম্পূজয়েদেবং সর্বপাপহরং হরিম্ । অনন্তরঃ
প্রযত্নেন কর্তব্যং ভীষ্মপঞ্চকম্ ॥ ৩৫ ॥ স্নাপয়েত
জলৈর্ভক্ত্যা মধুকীরয়তেন চ । তথৈব পঞ্চ-
গবোন গন্ধচন্দনবারিণা ॥ ৩৬ ॥ চন্দনেন সুগন্ধেন
কুসুমেনাথ কেশবম্ । কর্পুরোশীরমিশ্রণ
লেপয়েদাকুড়ধ্বজম্ ॥ ৩৭ ॥ অর্চয়েদ্রুচিঠৈঃ পুষ্পৈর্গন্ধ-
ধূপসমম্বিতৈঃ । গুগ্গলুং যতসংযুক্তং দদেৎ কৃষ্ণায়
ভক্তিমান্ ॥ ৩৮ ॥ দীপকস্ত দিবা রাত্রৌ দদ্যাৎ
পঞ্চ দিনানি তু । নৈবেদ্যং দেবদেবস্ত পরমাত্ম-
নিবেদয়েৎ ॥ ৩৯ ॥ এবমভ্যর্চয়েদেবং সংস্মৃত্য চ
প্রণম্য চ । ও নমো বাসুদেবায়েতি জপেদষ্টোত্তরং
শতম্ ॥ ৪০ ॥ জুহুয়াচ্চ স্মৃতাভ্যক্তৈস্তিলব্রীহি-
যবাদিভিঃ । বড়স্করণে মন্ত্রেণ স্নানকার্যাব্রতেন চ ॥

একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিনই যত্নপূর্বক
নিয়মে অবস্থিত থাকিবে, কেননা নিয়ম পরিত্যাগ
করিলে কদাচ ব্রহ্মচর্য রক্ষিত হয় না । ১৪—৩৩ ।
হরি ভীষ্মের প্রতি প্রীত হইয়া যখন তাঁহাকে এই
ব্রতোপদেশ প্রদান করেন, তখন উত্তরায়ণ নহে,
অতএব এই ব্রতের আচরণ দক্ষিণায়নে উপদিষ্ট
হইলেও বিষ্ণুর আদেশ বলিয়া ইহা নিত্য শুক্ল
লগ্নমধ্যে গণ্য । অনন্তর ব্রতারম্ভেই সর্বপাপ-
হর হরির পূজা করিয়া তারপর যত্নসহকারে ভীষ্ম-
পঞ্চক করিবে । ব্রতদিন গন্ধদ্বাহন বিষ্ণুকে
ভক্তিপূর্বক জল, মধু, কীর, দ্রুত-গোমুত্রাদি পঞ্চগব্য
ও গন্ধচন্দনযুক্ত জল দ্বারা স্নান করাইয়া সুগন্ধ
চন্দন, কুসুম এবং উশীরসহ কর্পুর দ্বারা তাঁহার
শরীরে বিলেপন দান করিবে । অনন্তর ভক্তিমান
মানব মনোহর সুগন্ধ কুসুম ও ধূপ দীপ দ্বারা
হরির পূজা করিয়া যত্নযুক্ত গুগ্গলু প্রদান করিবে ।
ঐ পঞ্চদিনেই দিব্যরাত্র দীপ দান করিতে হইবে
এবং দেবদেবের উদ্দেশে পায়সার নিবেদন
করিবে । হরিকে এইরূপে পূজা করিয়া স্মরণ ও
প্রণামপূর্বক “ও নমো বাসুদেবায়” এইমন্ত্র
অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া পূর্বোক্ত ব্রতকর মন্ত্রের
সহিত স্নান করিয়া অর্ঘ্য “ও নমো বাসুদেবায়
স্নান” মন্ত্র যত্নযুক্ত তিল, ব্রীহি ও যবদ্বারা বিষ্ণুর

৪১ । 'উপাস্তা পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রণম্য গরুড়ধ্বজম্ ।
জপিহা পূর্ববয়স্কং কিতিশায়ী ভবেৎ সদা ॥ ৪২ ॥
সর্বমেতদ্বিধানস্ত কার্যং পঞ্চ দিনানি তু । বিশেষো-
হত্র ব্রতে হুস্মিন্ যদনুং শৃণু তৎ ॥ ৪৩ ॥ প্রথমে-
হরি হরেঃ পাদৌ পূজয়েৎ কমলৈব্রতৌ । দ্বিতীয়ে
বিশ্বপত্রেণ জাহ্নুদেশং সমর্চয়েৎ ॥ ৪৪ ॥ ততো-
হম্বুপজয়েচ্ছ্রীং মালত্যা চকুপাণিনঃ । কাটিক্যাং
দেবদেবস্ত ভক্ত্যা তদাতমানসঃ ॥ ৪৫ ॥ তর্জিহা
তং হৃদীকেশমেবাদষ্ট্যাং সমাসতঃ । নিঃপ্রাশ্ত
গোময়ং সম্যগেকাদষ্ট্যমুপাবসেৎ ॥ ৪৬ ॥ গোমূত্রং
মজ্জবভূমৌ দ্বাদষ্ট্যাং প্রাশয়েদ্ব্রতৌ । ক্ষৌবং চৈব
ত্রয়োদষ্ট্যাং চতুর্দষ্ট্যাং তথা দধি ॥ ৪৭ ॥ সম্প্রাশ্ত
কায়শুদ্ধার্থং লজ্জমিহা চতুর্দশম । পঞ্চমে দিবসে
স্নানো বিধিবৎ পূজ্য কেশবম্ । ভোজয়েদ্ বাঙ্গলান
ভক্ত্যা তেতো দদ্যচ্চ দক্ষিণাম্ ॥ ৪৮ ॥
পাপবুদ্ধিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মচর্যেণ ধীমতা । মদ্যং
মাংসং পরিত্যজ্য মৈথুনং পাপকাষণম্ ॥ ৪৯ ॥
শাকাহারেণ মুত্তরৈঃ কৃষ্ণার্চনপবো নব' । ততো

হোম করিবে । অনন্তর ১৩তী সন্ধা সমাগমে স্নান
সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া গরুড়ধ্বজকে প্রণামপূর্বক
পূর্ববৎ মন্ত্র জপ করিয়া সমস্ত ব্রত ক্রিয়াক্রমে
পালন করিবে । পঞ্চদিবসেই এইরূপে সন্ধ্যাবেলা
ব্রতবিধি পালন করিতে হইবে । এতদ্ব্যতীত যাহা
নানাদিক্য আছে, বিশেষরূপে তাহা অবগত কর ।
১৩তী মানব প্রথমদিনে পদুদ্বারা চকুপাণি বা দুইদেবের
পাদপদ্ম, দ্বিতীয় দিনে বিশ্বপত্র দ্বারা জাহ্নুদেশ
এবং তাহার পর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দিনে
মিষত মালতী পুষ্পদ্বারা হরিন নীলদেশের পূজা
করিবে । অনন্তর-হবিপবায়ণ ব্রতধারী ১৩ ভক্তি-
পূর্বক কার্তিকপুত্র একাদশীতে হৃদীকেশকে
সংক্ষেপে সম্যক পূজা করিয়া কায়শুদ্ধি জন্ত
কেবল মাত্র মজ্জসংস্কৃত গোময় প্রাশন করত
উপবাসী থাকিবে, এইরূপে দ্বিতীয় দিন দ্বাদশীতে
গোমূত্র, তৃতীয় দিন ত্রয়োদশীতে দুগ্ধ ও চতুর্থ দিন
চতুর্দশীতে দধি ভোজন করিয়া দিনচতুষ্ঠয় অতি-
বাহিত করিবে । 'অনন্তর পঞ্চমদিবসে বিধিবৎ
স্নান ও কেশবের পূজা করিবে এবং ভক্তিপূর্বক
বিক্রমপুত্রকে ভোজন করাইয়া তাঁহারিগকে দক্ষিণা
দান করিবে । ধীমান্ ১৩তী ব্রতকালে পাপবুদ্ধি
পরিত্যাগ করিয়া সতত ব্রহ্মচর্যে অবস্থিত থাকিবে ।
মদ্য, মাংস ও মৈথুনই পাপের কারণ,
এতএব 'স্নানব্রত' তাহা একান্ত পরিত্যাগ্য ।

নক্তং সমস্ত্রীয়াৎ পঞ্চগব্যপুষ্করম্ ॥ ৫০ ॥ এবং
সম্যক্ সমাপ্যং স্নাদ্যথোক্তং কলমাপুয়াৎ ॥ ৫১ ॥
মদ্যাপো যঃ পিবেন্নদ্যং জন্মনো মরণান্তিকম্ ।
এতদ্বীক্ষ্যব্রতং কৃহা প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৫২ ॥
স্বীতিক্রী ভর্তৃবাক্যেণ কর্তব্যং ধর্মবর্ধনম্ । বিধবা-
ভিষ্ট কর্তব্যং মোক্ষসৌখ্যতিরুদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥
অযোধায়াং পুবা কশ্চিদহিথির্নাম বৈ নৃপঃ । বসিষ্ঠ-
বচনাৎ কৃহা ব্রতমেতৎ সুদূরভম্ । ভুক্তের
নিগিলান ভোগানন্তে বিষ্ণুপুং যযৌ ॥ ৫৪ ॥ ইথা
কুর্ধ্যাদ্ভ্রকং নিতাং পঞ্চকং ভীষ্মসংজিতম্ ।
নিষমেনোপবাসেন পঞ্চগবোন বা পুনঃ । পয়োমূল-
কলাহাবেইবিষৌ ব্রততৎপবঃ ॥ ৫৫ ॥ পৌর্ণমাসী-
দিনে প্রাপ্তে পূজাং কৃহা তু পূর্ববৎ । ব্রাহ্মণান
ভোজয়েদ্ভক্ত্যা গাঞ্চ দদ্যাৎ সর্বংসকাম্ ॥ ৫৬ ॥
যদ্বীষ্মপঞ্চকমিতি প্রথিতং পৃথিব্যামেকাদশীপ্রভৃতি

মানব হরিপূজাপবায়ণ হইয়া মুন্নান ও শাকাহারে
জীবন ধারণ করিবে । অনন্তর ১৩তী রাত্রিতে
প্রথমে পঞ্চগব্য পান করিয়া তাহার পরে আহার
করিবে । ৫৪—৫৬ । একপে ভীষ্মপঞ্চক ব্রত কৃত
হইলেই যথেষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে । যে মদ্য-
পানী জন্ম হইতে মরণ পর্যন্ত মদ্যপান করে,
এইরূপ মানবও ভীষ্মপঞ্চক ব্রতচরণ করিয়া পরম-
পদ প্রাপ্ত হইতে পারে । বমণীগণও স্বামী
আদেশ লইয়া এই ধর্মবর্ধন ব্রত করিবে এবং
বিধবারাও মোক্ষ ও সৌখ্য রুদ্ধি জন্ত এই ব্রত
করা কর্তব্য । পূর্বকালে অযোধ্যা রাজ্যে অতিথি-
নামক জনৈক নৃপ ছিলেন । তিনি বসিষ্ঠবাক্যে
এই সুদূরভ ভীষ্মপঞ্চক ব্রত করিয়াছিলেন । তিনি
এই ব্রত প্রভাবে ইহকালে নিগিল ভোগ উপভোগ
করিয়া অস্ত্রে বিষ্ণুপুং গমন করেন । এইরূপে
বৎসর বৎসর ভীষ্মপঞ্চক নামক ব্রতচরণ করিবে ।
যথাবিধি নিয়মে অবস্থান, উপবাস, পঞ্চগব্যপান,
জল, ফল, মূল ও হবিষ্যন্ন ভোজন প্রভৃতি
যথোক্ত নিয়মে ব্রততৎপর হইবে এবং পুর্ণিমা
সমাগত হইলে পূর্ববৎ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ভক্তি-
পূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে দুগ্ধকাদি-
দিককে সর্বসংক্ষেপে দান করিবে । এই যে ভীষ্ম
পঞ্চক ব্রত কথিত হইল, ইহা পৃথিবীতে প্রখ্যাত ।
একাদশী হইতে পুর্ণিমা পর্যন্ত এই ব্রত করিতে
হয় । ভোজনপরায়ণ মানবের জন্ম ইহা কথিত
হয় নাই ; পরন্তু এই ব্রতে ভোজন মিষিকই

পঞ্চদশীনিরুদ্ভব । উক্তং ন ভোজনপরন্তু তদা
নিবেদ্যম্ভিন্ ব্রতে শুভকলং প্রদদতি বিষ্ণুঃ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীভাসে ভীষ্মপঞ্চকব্রতমাহাত্ম্যবর্ণনং
নাম দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্বিংশঃ শাহাধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ । প্রবোধিতাশ্চ মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং
পুণ্যবর্ধনম্ । মুক্তিদং তত্ত্ববুদ্ধীনাং শৃণু স্বর-
সত্তম ॥ ১ ॥ তাবদ্ গজ্জতি সেনানীগঙ্গা ভাগীরথী
কিতৌ । যাবৎ প্রয়াতি পাপঘ্নৌ কার্তিকে হরি-
বোধিনী ॥ ২ ॥ তাবদগজ্জন্তি তীর্থানি আসমুদ্র-
সরাংসি বৈ । যাবৎ প্রবোধিনৌ বিকোন্তির্নান্যায়তি
কার্তিকে ॥ ৩ ॥ অশ্বমেধসহস্রাণি রাজহুয়শতানি
চ । একেনৈবোপবাসেন প্রবোধিতা যথাভবৎ ॥ ৪ ॥
দুর্লভকৈব দুপ্রাপ্যং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে । তদপি
প্রার্থিতং বিপ্রদাদতি প্রতিবোধিনী ॥ ৫ ॥ ঐশ্বর্যং

হইয়াছে । উপবাসে ঘানি উপস্থিত হইলেই শাক-
মুলাদি ভক্ষণ করিবে । সাধারণতঃ পঞ্চগব্য
পানেরই নিয়ম । এই পাঁচদিন যাহারা উপবাস করে,
বিষ্ণু তাহাদিগকে শুভকল প্রদান করেন । ৫১-৫৭ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্বিংশঃ অধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—হে সুরসত্তম ! প্রবোধিনীর
মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, এই প্রবোধিনীমাহাত্ম্য পাপহর,
পুণ্যবর্ধন ও তত্ত্বজ্ঞানিগণের মুক্তিদ । হে সেনানী !
যাবৎ না কার্তিকের পাপঘ্নী হরিবোধিনী উপস্থিত
হন, কিতিতলে ভাগীরথী গঙ্গা তাবৎকাল স্বীয়
প্রাধান্তের জন্ত গর্ভ করিয়া থাকেন ; যাবৎকাল
বিষ্ণুর হরিবোধিনী কার্তিকী একাদশী আগমন
না করেন, সমুদ্র হইতে সরোবর পর্যন্ত তীর্থনিচয়
তাবৎকালই গজ্জন করিয়া স্বীয় প্রাধান্তজ্ঞাপন
করিয়া থাকে ; অধিক কি, একমাত্র হরিপ্রবোধিনী
একাদশীতে উপবাস করিলে যে ফললাভ হয়, সহস্র
অশ্বমেধ ও শত রাজহুয় যজ্ঞেও তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি
হয় না । সচরাচর ত্রৈলোক্যে এই ব্রত দুর্লভ ও
দুপ্রাপ্য । হে বিপ্র ! হরিপ্রবোধিনী অতীষ্ট ফল
দান করিয়া থাকেন । মানব হেলারও

সন্ততিঃ জ্ঞানং রাজ্যঞ্চ সুখসম্পদঃ । সদাভ্যাসো-
ষিতা বিপ্র হেলয়া হরিবোধিনী ॥ ৬ ॥ মেকমন্দর-
তুল্যানি পাপাণ্যুপার্জিতানি চ । একেনৈবোপ-
বাসেন দহতে হরিবোধিনী ॥ ৭ ॥ উপবাসং প্রবো-
ধিতাঃ যঃ করোতি স্বভাবতঃ । বিধিমা নরশাঙ্গুল
যথোক্তং লভতে ফলম্ ॥ ৮ ॥ পূর্বজনসহস্রেণ পাপং
যৎসমুপার্জিতম্ । জাগরেণ প্রবোধিতাঃ দহতে
তুলরাশিবৎ ॥ ৯ ॥ শৃণু যথুক্তং বক্ষ্যামি জাগরন্তু চ
লক্ষণম্ । তন্তু বিজ্ঞানমাত্রেণ দুর্লভো ন জনাৰ্দ্দনঃ ॥
১০ ॥ গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং তথা ।
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পগন্ধাভূষণম্ ॥ ১১ ॥
ফলমর্ঘ্যঞ্চ শ্রদ্ধা চ দানমিন্দ্রিয়সংযমম্ । সত্যাবিতং
বিনিব্ধঞ্চ মুদা যুক্তং ক্রিয়াবিতম্ ॥ ১২ ॥ সাক্ষ্যার্থকৈব
প্রোৎসাহমালম্বাদিবিবর্জিতম্ । প্রদক্ষিণাদিসংযুক্তং
নমস্কারপূরঃসরম্ ॥ ১৩ ॥ নীরাজনসমায়ুক্তমনিবিরেণ
চেতসা । যামে যামে মহাভাগ কুর্বন্নীরাজনং হরেঃ ॥
১৪ ॥ এতৈর্গুণৈঃ সমায়ুক্তং কুর্ব্যাজাগরণং বিভোঃ ।
একাগ্রমনসা যন্ত ন পুনর্জায়তে ভুবি ॥ ১৫ ॥ য এবং

যদি এই দিন উপবাস করে, তবে হরিবোধিনী
তাহাকে ঐশ্বর্য, সন্ততি, জ্ঞান, রাজ্য ও বিবিধ সুখ-
সম্পদ প্রদান করিয়া থাকেন । এমন কি, একমাত্র
হরিবোধিনী-দিনে উপবাস করিলে মকমন্দর তুল্য
অর্জিত পাপও দহ হয় । ১-৭ । হে নরশাঙ্গুল ! যে
মানব প্রবোধিনীদিনে যথাবিধি স্বভাবতঃ উপবাস
করে, তাহার যথোক্ত ফললাভ হইয়া থাকে । হরি-
প্রবোধিনীতে জাগরণ করিলে পূর্ব সহস্র জনের
উপার্জিত পাপও লুতাতন্তুজালের স্তায় মুহূর্তমাত্রে
দহ হইয়া যায় । হে ষড়ানন ! এক্ষণে জাগরণের
লক্ষণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এই জাগরণ-
বিধি জানিতে পারিলে জনাৰ্দ্দনও তাহার পক্ষে
দুর্লভ নহেন । হে মহাভাগ ! জাগরণদিনে শ্রদ্ধা-
যুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া গীত, বাদ্য, নৃত্য ও
পুরাণপাঠ এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, চন্দন,
অভূষণ, ফল ও অর্ঘ্য প্রদান করিবে । সতত
সত্যযুক্ত মুদাবিত ও বিনিব্ধিত হইয়া কার্য্য করিবে ;
সর্বদা আচার্য্যযুক্ত ও উৎসাহসম্বিত হইয়া আলম্ব
পরিত্যাগ করিবে ; নমস্কারপূরঃসর প্রদক্ষিণাদি
করিবে এবং অনিবিব্রমণ হইয়া নীরাজনা
করিবে । যামে যামেই হরির নীরাজনা করিতে
হয় । যে নর পূর্বোক্ত গুণাবিত হইয়া একাগ্রমনে
বিষ্ণু বিষ্ণুর জাগরণ করে, ততলে তাহার আস

কুর্কিতে ভক্ত্য বিতর্কার্থবিবর্জিতঃ। জাগরণে বাসরে
বিশ্বলীয়েতে পরমাশ্রমি ॥ ১৫ ॥ পুরুষস্বভেদে যো
নিত্যং কার্তিকেহর্চয়ৈকরিত্বং। বর্ষকোটিসহস্রাণি
পুজিতেন্তেন কেশবঃ ॥ ১৭ ॥ যথোক্তেন বিবানেন
পঞ্চরাত্রোদিতেন বৈ। কার্তিকে হর্চয়ৈরিত্যং মূর্তি-
ভাগী ভবেরয়ঃ ॥ ১৮ ॥ নমো নারায়ণায়ৈতি কার্তিকে
হোহর্চয়ৈকরিত্বং। স মুক্তো নাবকৈহুঃখৈঃ পদং
গচ্ছত্যনাময়ম্ ॥ ১৯ ॥ হরেন্নামসহস্রং গজবাজস্ত
মোক্ষণম্। কার্তিকে পঠতে যন্ত পুনর্জন্ম ন
বিন্ধতি ॥ ২০ ॥ যুগকোটিসহস্রাণি মনস্তবৎতানি চ।
ছাদস্তাং কার্তিকে মাসি জাগরী বসতে দিবি ॥ ২১ ॥
কুলে তন্ত চ যে জাতাঃ শতশোহং সহস্রশঃ।
প্রাপ্তবন্তি পদং বিষ্ণোস্তস্মাৎ কুবীর জাগবম্ ॥ ২২ ॥
কার্তিকে পশ্চিমে যামে স্তবং গানং কবোতি যঃ।
বেতদীপে তু বসতে পিতৃভিঃ সহ সুরত ॥ ২৩ ॥
নৈবেদ্যদানং হরয়ে কার্তিকে দিনসংক্ষয়ে। যুগানি
বসতে স্বর্গে তাবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥ অক্ষয়
মুনিশার্দূল মালতীকমলার্চনম্। অর্চয়েদেবদেবেণ

জন্মগ্রহণ হয় না। বিতর্কার্থা পবিত্রাগপূরক যে
মানব ভক্তিসহকায়ে এইরূপ জাগরণ কৰে
জাগরণবাসরেই সে বিষ্ণুর পবিত্রায়া লীন হয়।
কার্তিকমাসে যে পুরুষ পুরুষস্বভেদে দ্বারা সতত হবির
পূজা করে, তাহার সহস্রকোটি বর্ষের হবিপূজাব
কললাভ হয়। যথোক্ত পঞ্চরাত্রবিধানে কার্তিকে
যে নর সতত হরির পূজা করে, সে মুক্তিভাগী
হইয়া থাকে। কার্তিকে যে মানব “নমো নারা-
য়ণায়” মন্ত্রে বিষ্ণুর অর্চনা কবে, সে নরকপীড়া-
বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর অনাময় পদে গমন করে।
কার্তিকমাসে যে সকল লোক হবির সহস্র নাম ও
গজেন্দ্রমোক্ষণ পাঠ করে, তাহাদের আর পুনর্জন্ম
হয় না। কার্তিকের ছাদনীতে জাগরণপরায়ণ
নর সহস্রকোটিযুগ ও শত মনস্তর স্বর্গে বাস করিয়া
থাকে এবং তাহার বংশে যে শত শত ও সহস্র
সহস্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, তাহারাও বিষ্ণুপদ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএবকার্তিকের হরিজাগরণ
অবশ্যকর্তব্য। হে সুরত! কার্তিকের পশ্চিম
দিকে যে মানব স্তব ও গান করে, পিতৃগণের
সহিত বেতদীপে তাহার বাস হয়। বিষ্ণু বালখিল্য-
গুণকে সন্মোহন করিয়া কহিলেন,—হে মুনিসত্তমগণ।
কার্তিকে সন্মোহন সময় হরিকে নৈবেদ্য দান করিলে,
নৈবেদ্যপরিমাণ, যুগকাল স্বর্গে বাস হয়। হে মুনি-

স যাতি পরমং পদম্ ॥ ২৪ ॥ কার্তিকে শুক্লপক্ষে তু
কৃষ্ণা হোদনীঃ নরঃ। প্রাতর্দবা শুভান্ কৃত্বান্ স
যাতি মম মন্দিরম্ ॥ ২৬ ॥ অত্রৈব তু প্রকর্তব্যঃ
প্রবোধস্ত হরঃ খগ। হতঃ শঙ্খাসুরো দৈত্যো
নভসঃ শুক্লপক্ষকে ॥ ২৭ ॥ একাদশ্যাং ততো
বিষ্ণুচাতুর্থাংশে প্রসুপ্তবান্। কীরাত্তোর্থো
জাগৃতোহসাবেকাদশ্যাস্ত কার্তিকে ॥ ২৮ ॥ অতঃ
প্রোবধনং কার্যামেকাদশ্যাং তু বৈকবৈঃ। উত্তিষ্ঠো-
ত্তিষ্ঠ গোবিন্দ উত্তিষ্ঠ গরুড়ধ্বজ। উত্তিষ্ঠ কমলা-
কান্ত ত্রৈলোক্যং মঙ্গলং কুরু ॥ ২৯ ॥ ইত্যুচ্চা
শঙ্খোভের্যাদি প্রাতঃকালে তু বাদয়েৎ। বীণাবেণু-
মৃদঙ্গাদি নৃত্যগীতাদি কারয়েৎ ॥ ৩০ ॥ উথাপয়িত্বা
দেবেশং পূজাং হস্ত বিধায় চ। সায়াংকালে
প্রকর্তব জলস্নানাদিবিধিঃ ॥ ৩১ ॥ সর্বদৈকাদশী
পুণ্যা বিশেষাৎ কার্তিকী শ্রুত। যানি কানি চ
পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ ॥ ৩২ ॥ অন্নমাশ্রিত্য
নিষ্ঠান্তি সম্প্রাপ্তে হবিবাসবে। স কেবলমঘং ভুঙেক্ত

শার্দূলগণ। মালতীকুমুমে বাসুদেবেব অর্চনা অক্ষয়
হয়। যে মানব দেবদেবকে মালতী দ্বারা পূজা করে,
সে বিষ্ণু পবিত্রপদ প্রাপ্ত হয়। মানব কার্তিক-
মাসেব শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া প্রভাতে
স্নানোভন কুস্তদান করিলে আমার মন্দিরে গমন
কবে। ৮--২৬। হবি গরুড়কে সন্মোহন করিয়া কহি-
লেন,—হে খগ। কার্তিক মাসেব শুক্লা একাদশীদিনে
শঙ্খাসুর নিহত হয়, রম্যপতি মাসচতুর্থে কীরসাগরে
শয়ান থাকিয়া কার্তিকী শুক্লা একাদশীতে প্রবুদ্ধ হন,
অতএব ঐদিনেই হরির প্রবোধ কবিত্তে হয়। বৈকব-
গণও বক্ষ্যমাণ প্রার্থনামন্ত্রে এই দিনেই হরির
প্রবোধন করিয়া থাকেন। “প্রার্থনা যথা—হে
গোবিন্দ! উত্থান করুন, হে গরুড়ধ্বজ! আপনি
উত্থিত হউন, হে কমলাবল্লভ! গুণোপাখ্যান করিয়া
ত্রৈলোক্যের মঙ্গল করুন।” প্রভাতে এইরূপ
প্রার্থনা সহকায়ে শঙ্খ, ভেরী, বীণা, বেণু ও
মৃদঙ্গাদি বাদন এবং নৃত্য গীতাদি দ্বারা দেবদেবের
উত্থাপন ও পূজন করিয়া সায়াং সময়ে তুলসীর
বৈবাহিক রিতির অনুষ্ঠান করিবে। একাদশী
সর্বদাই পুণ্য, বিশেষতঃ কার্তিকের একাদশী পুণ্য-
তরা, ব্রহ্মহত্যাদি যে কিছু পাপ আছে, সমস্তই
হরিবাসরে একাদশীদিনে অন্ন আশ্রয় করে। যে
মানব একাদশীতে দিনে কষ্ট ভোজন করে, সে

যো ভুজ্যেত হরিবাসরে ॥ ৩৩ ॥ তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নে
কুৰ্যাদেকাদশীব্রতম্ । ন কুৰ্যাদযদি মোহেন
উপবাসঃ নরাধমঃ ॥ ৩৪ ॥ নরকে নিয়তঃ বাসঃ
পিভুক্তিঃ সহ তন্ত মৈ । স্মৃতকে যতকে বাপি
নোপবাসঃ ত্যজেদ্বধঃ ॥ ৩৫ ॥ দশমীবোধসংযুক্তা
ত্যাগ্যা চৈকাদশী ব্রতে । গান্ধার্যাপি পুরা
তস্মাদুপবাসঃ কৃতো শুভ ॥ ৩৬ ॥ তস্মাৎ পূজ্যতঃ
নষ্টঃ তস্মাক্তাং বেধজাং ত্যজেৎ । একাদশীমুপবাসেৎ
জ্ঞানদানপুরঃসরম্ ॥ ৩৭ ॥ কল্মাশদোহপি রাজর্ষি-
র্মোহিতাঃ সময়েন চ । ইহ লোকে স্মৃৎ ভুক্তা
চান্তে বিষ্ণুপুরং যযৌ ॥ ৩৮ ॥ দ্বাদশী পুণ্যদা প্রোক্তা
সৰ্বার্থোষবিনাশিনী । কিং দানৈঃ কিং তপোভিচ্চ
কিমুপোষ্যৈতৈশ্চ কিম্ ॥ ৩৯ ॥ কিমিষ্টৈশ্চৈব
পূজৈশ্চ দ্বাদশী যেন সেবিতা । গন্ধায়াং চৈব তুর্ভিক্ষে
প্রত্যহং কোটিভোজনাৎ ॥ ৪০ ॥ যৎকলং তদবাপ্নোতি
দ্বাদশ্যামেকভোজনাৎ । যদন্তঃ চাহতে দানং দ্বাদশ্যাং
তু সিতে শুভে ॥ ৪১ ॥ সিক্ধে সিক্ধে চ বৈকশ্চ

কতি ব্রাহ্মণভোজনম্ । তদহং নৈব জানামি মাহমানঃ
হি স্মৃতত ॥ ৪২ ॥ শালিগ্রামশিলাদানং যঃ কুৰ্য্যা-
দ্বাদশীদিনে । সপ্তদ্বীপবতীঃ ভূমিঃ গন্ধায়াং চ
রবিগ্রহে । দ্বা যৎকলমাপ্নোতি তৎকলং লভতে
নরঃ ॥ ৪৩ ॥ পঞ্চায়তৈশ্চ যো বিষ্ণুং ভজ্য
সংস্রাপয়েদ্বিজ । স সৰ্বকুলমুক্তত্যা বিষ্ণুলোকে
মহীয়তে ॥ ৪৪ ॥ শুক্রে কার্ত্তিকমাসস্ত দ্বাদশ্যাং
পরমোৎসবে । প্রাতরারভ্য যঃ কুৰ্য্যাৎ জ্ঞানদানা-
দিকং তথা । স তু মোক্ষমবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা
বিচারণা ॥ ৪৫ ॥ দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে মাসি জ্ঞানসম্বাদি-
কর্ম্ম চ । কুহা দামোদরং পূজ্য ভক্তিব্রহ্মসমরিতঃ ॥
৪৬ ॥ যন্তস্মাৎ স্পর্শনৈবেদ্যং ন দদাতি নরাধমঃ ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশ্রম ॥ ৪৭ ॥
তস্মাৎ স্পর্শস্য নৈবেদ্যং দ্বাদশ্যাং কার্ত্তিকে শুভে ।
দদ্যাড্ডজিযুতো ব্রহ্মঃ স্তাশ্রথা নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৮ ॥
যন্তস্মাৎ দম্পতীনাং তু ভোজনং কুরুতে নরঃ ।
ন তন্ত কলবিশ্রান্তিরয়া বজ্রং তু শক্যতে ॥ ৪৯ ॥
ধাত্রীচ্ছায়াং গতৌ যন্ত দ্বাদশ্যাং পূজয়েদ্ধরিম্ ।

কেবল পাপই ভোজন করিয়া থাকে; অতএব
সৰ্বপ্রযত্নে একাদশীব্রত করিবে। যে নরাধম
মোহবশতঃ একাদশীতে উপবাস না করে, পিতৃগণ
সহ তাহার নিয়ত নরকে বাস হয়। জ্ঞানী মানব
জনন-কাল মরণান্তেও একাদশীর উপবাস পরি-
ত্যাগ করিবে না, একাদশীতে দশমীবোধযুক্তা তিথি
গ্রাহ্য নহে। হে শুভ! পুরাকালে গান্ধারী দশমী-
যুক্তা একাদশীতে উপবাস করিয়াছিলেন, এজন্ত
তাঁহার শত তনয় নিহত হয়; অতএব দশমীযুক্তা
একাদশী পরিত্যাগ্য। একাদশীদিনে জ্ঞান
ও দান করিয়া উপবাস করিতে হয়। রাজর্ষি
কল্মাশদ একাদশীর উপবাস করিয়া ইহলোকে
মোহিনীর সহিত বিবিধ ভোগ উপভোগ করত
অন্তে বিষ্ণুপুরে গমন করিয়াছিলেন। এই
প্রবোধোৎসব কথিত হইল, এক্ষণে দ্বাদশীমাহাত্ম্য
উল্লিখিত হইতেছে। দ্বাদশী পুণ্যদা ও সৰ্বপাপ-
নাশিনী বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যিনি দ্বাদশী-
ব্রত করিয়াছেন, তাঁহার দান, তপস্যা, উপবাস, ব্রত
ও অতীষ্ট তনয় এই সকলে কি প্রয়োজন, কেন
না দ্বাদশীতেই তাঁহার এ সকল সিদ্ধ হইয়াছে।
দ্বাদশীর দিবস একটা মাত্র ব্রাহ্মণভোজন করাইলে
পুণ্যতীর্থ গন্ধার্য ও তুর্ভিক্ষে প্রত্যহ কোটি কোটি
মানবকে ভোজনদানের তুল্য কললাভ হয়। হে
স্মৃত! শুক্রে দ্বাদশীদিবসে দানার্থ ব্যক্তিকে

যাহা দান করা হয়, তাহার এক একটা পক্ষ তুলে
যে কত কত ব্রাহ্মণভোজনের কল হইয়া থাকে,
আমি তাহার মহিমা বিদিত নহি। যে মানব
দ্বাদশীদিবসে শালিগ্রাম শিলা দান করে, স্মৃৎগ্রন্থে
গন্ধাতীরে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীদানে যে কল, তাহার
শালিগ্রামশিলাদানপ্রভাবে ঐ কল লাভ হইয়া
থাকে। হে বিজ্ঞ! দ্বাদশীতে যে মানব ভক্তিব্রহ্ম
পঞ্চায়ত দ্বারা বিষ্ণুর জ্ঞান করায়, সে নিখিল কুল
উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ২৭—৪৪।
কার্ত্তিকের শুক্রে দ্বাদশীর উৎসব একটা খেঁট উৎসব।
যে মানব এই উৎসবদিনে প্রভাত হইতে আরম্ভ
করিয়া জ্ঞানদানাদি করে, তাহার মোক্ষ লাভ হয়,
এ বিষয়ে সন্দেহ করিবে না। কার্ত্তিকমাসের
দ্বাদশীতে জ্ঞান সম্বাদি নিত্যকর্ম্ম করিয়া
ভক্তিব্রহ্ম সহকারে দামোদরের পূজা করিতে
হয়। যে নরাধম দ্বাদশীতে দামোদরকে স্পর্শনৈবেদ্য
দান না করে, হে ব্রহ্ম! আমরা অনিচ্ছাছি,
তাঁহার নিয়ত নরকে বাস হয়। অতএব শুভ কার্ত্তিক
দ্বাদশীতে ভক্তিব্রহ্ম হইয়া বিষ্ণুকে স্পর্শনৈবেদ্য দান
করিবে; ইহার অন্তথা হইলে নরকে গমন
করিবে। যে মানব এই দিনে দম্পতীর ভোজন
প্রদান করে, তাহার কলের সীমা নাই; অতএব
আমিও সে কল বলিতে অসমর্থ। যে নর দ্বাদশীর

তত্রৈব ভোজনং বস্ত্র ভ্রামণানাং তু কারয়েৎ ॥ ৫০ ॥
 স্বয়ং চ তত্র ভুক্তং যঃ স্থপত্যাদিকং তথা । ন
 তস্ত পুনরাবৃতিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫১ ॥ এবং
 প্রাতঃবিধায়াং পূজাং দামোদরস্ত হি । রাজ্ঞো পুনঃ
 প্রকর্তব্যং পূজাকর্ম হরের্বিজ ॥ ৫২ ॥ তুলসীসন্নিধৌ
 কৃদা পতাকাধ্বজশোভিতম্ । পুষ্পমালাসমাকীর্ণ-
 নানারত্নোপশোভিতম্ ॥ ৫৩ ॥ যুক্তাদামভিরাচ্ছন্নং
 কৃদা মণ্ডপমুত্তমম্ । পূজয়েদ্বিক্রমব্যগ্রস্তদগৈতকাগ্র-
 মানসঃ ॥ ৫৪ ॥ পঞ্চরাত্নোক্তমার্গেণ গন্ধপুষ্পাক্ষতা-
 দিভিঃ । নবনীতং দধি ক্ষীরং তথৈব চ ঘনং ঘৃতম্ ॥
 ৫৫ ॥ বিবিধৈঃ খাদ্যনৈবেদ্যৈর্জলেন চ সুগন্ধিনা ।
 যুক্তং নিবেদয়েদ্বিকোস্তাস্থূলং সলবঙ্গকম্ ॥ ৫৬ ॥
 পুণ্যানি চ বিচিত্রানি সুগন্ধানি বহুনি চ । প্রোক্ষয়িত্বা
 চ বিধিবদর্পয়িত্বা দলৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৭ ॥ তুলস্তাশ্চাপি
 ধাত্বাশ্চ কলৈশ্চাপি প্রপূজয়েৎ । নীরাজনং ততঃ
 কৃদা মন্ত্রপুষ্পং সমর্পয়েৎ ॥ ৫৮ ॥ অভিষেকং বিনা
 সর্বপূজাং কৃদা বিধানতঃ । বিকোঃ পূজাং সমাপ্যথ
 ভ্রামণানাং প্রপূজনম্ ॥ ৫৯ ॥ কুর্ধ্যাত্ত্রিযুক্তো বিপ্র-
 দদ্যাচ্চৈব কলাদিকম্ । তাহ্নলং চ ততো দদ্বা

ছায়ায় গমনপূর্বক হরির পূজা করে এবং সেই
 স্থানেই ভ্রামণভোজন করাইয়া স্বয়ং স্থপাদি ভক্ষ্য
 ভোজন করে, শতকল্পকোটি কালেও তাহার আর
 জন্ম লইতে হয় না । হে বিজ ! প্রাতঃকালে এইরূপে
 দামোদরের পূজা সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজিতে
 আবার তাঁহার পূজা করিতে হয় । অনন্তর তুলসীর
 সন্নিহিত স্থানে ধ্বজা পতাকাদি দ্বারা শোভিত,
 পুষ্পমালা ও রত্ননিচয়সমাকীর্ণ এবং যুক্তাদামে
 সমাচ্ছন্ন একটী উত্তম মণ্ডপ নির্মাণ করিয়া ব্যগ্রতা
 পরিহারপূর্বক একাগ্রমনে সেই মণ্ডপে দামোদর
 বিষ্ণুর পূজা করিবে । এই পূজা পঞ্চরাত্নোক্ত
 বিধানে গন্ধপুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা করিতে
 হয় । অনন্তর বিষ্ণুর উদ্দেশে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য
 ও সুগন্ধিজল সহ নবনীত, দধি, ক্ষীর, এবং
 ঘন ঘৃত উৎসর্গ করিয়া লবঙ্গযুক্ত তাহ্নল
 নিবেদন করিবে । তদনন্তর বহু সুগন্ধি বিচিত্র
 পুষ্পার্গল, প্রোক্ষণ, তুলসীদল ও ধাতী কলদ্বারা
 হরির পূজা করিয়া নীরাজন করত মন্ত্রপুষ্প প্রদান
 করিবে । হে বিপ্র ! অনন্তর বিষ্ণুর একমাত্র
 অভিষেক জিহ্বা বাকী রাখিয়া যথাবিধি সমস্ত পূজা
 সমাধনপূর্বক ত্রিযুক্ত হইয়া ভ্রামণগণের পূজা

দক্ষিণাং শক্তিতোষপ্নয়েৎ ॥ ৬০ ॥ ততো বৃদ্ধাম
 পিতৃমাতৃঃ পূজয়িত্বা বিধানতঃ । ততঃ স্বয়ং স্বভাষ্যা-
 তিনৈবেদ্যং ভক্ষয়েৎ সুধীঃ ॥ ৬১ ॥ ইত্যেবং তু
 বিধানেন যঃ কুর্ধ্যাদ্বাদশীত্রতম্ । ন তস্ত লোকাঃ
 ক্ষীয়ন্তে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬২ ॥ পুত্রপৌত্রৈঃ
 পরিবৃত্তো ভুক্তা ভোগান্নমোহরান্ । ভোগান্তে চ
 ব্রহ্মেন্মোক্ষমতীতকুলসপ্তকৈঃ ॥ ৬৩ ॥ তন্মারাদ
 মাহাত্ম্যং দ্বাদশ্যাঃ কার্ত্তিকস্ত চ । ন ময়া শক্যতে
 বক্তুং কিমন্তৈর্মহুজৈরপি ॥ ৬৪ ॥ দ্বাদশ্যা হ্যন্তমং
 পুণ্যং মাহাত্ম্যং যঃ পঠেন্নরঃ । শৃণুয়াদ্বা মুনিশ্রেষ্ঠ
 স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৫ ॥ রাজর্ষিরদ্বরীষোহপি
 চকারেতদব্রতং শুভম্ । যথাবিধি তপোনিষ্ঠস্তেন
 মোক্ষমবাগ্ভবান্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে প্রবোধোৎসবদ্বাদশীতিথিকৃত্য-
 বর্ণনং নাম ত্রয়স্তিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

করিবে এবং তাঁহাদিগকে কলাদি, তাহ্নল ও শক্তি
 অনুসারে দক্ষিণা দান করিতে হইবে । তদনন্তর
 সুধী ব্রতী যথাবিধি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পূজা করিয়া
 পত্নীর সহিত স্বয়ং নিবেদিত বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন
 করিবে । যে মানব এইরূপ বিধানানুসারে দ্বাদশী-
 ব্রত করে, শতকোটি কল্পকালও তাহার স্বর্গাদি
 লোক ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না এবং সেই নর পুত্র ও পৌত্র-
 গণে পরিবৃত্ত হইয়া বিবিধ মনোহর ভোগ্য উপভোগ-
 পূর্বক ভোগান্তে অতীত সপ্ত কুলসহ মোক্ষলাভ
 করে । হে নারদ ! অতএব অস্তান্ত মহাজগণের
 কথা কি বলিব ? কার্ত্তিকশুক্রাদশীর মাহাত্ম্য
 আমিই বলিতে সমর্থ নহি । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! যে নর
 দ্বাদশীর উত্তম পুণ্যমাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে,
 তাহার পরম গতি লাভ হয় । রাজর্ষি অদ্বরীষ
 তপোনিষ্ঠ হইয়া যথাবিধি শুভ দ্বাদশীব্রত করিয়া-
 ছিলেন । তিনি এই ব্রতপুণ্যপ্রভাবে মোক্ষ
 প্রাপ্ত হন । ৪৫—৬৬ ।

ত্রয়স্তিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩

চতুঃত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ব্রতানামপি সর্বেষাং ব্রহ্ম-
দ্যুদ্যাপনং শ্রুতম্ । অভাবে তুদ্যাপনশ্চ কলং
নৈবাশ্রুয়াৎ কচিৎ ॥ ১ ॥ কৃতব্রতকলাপ্তার্থং কুর্যা-
দ্যুদ্যাপনং বৃধঃ । অন্তথা নিফলং যাতি কৃতং ব্রত-
মল্পতমম্ ॥ ২ ॥ কার্তিকেহপি কৃতং দেব ব্রতানা-
মুত্তমং ব্রতম্ । ন তন্তোদ্যাপনাভাবে ব্রতোক্ত-
ফলমাশ্রুয়াৎ ॥ ৩ ॥ তস্মাৎ কার্তিকমাসস্ত চোদ্যা-
পনবিধিং প্রভো । বদ মে শিষ্যবর্ষায় প্রপন্নায়-
নুবর্তিনে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মোবাচ । অথোক্তোদ্যাপনং
বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশনম্ । তচ্ছৃণু মহাভক্ত্যা
সবিধানং সমাসতঃ ॥ ৫ ॥ উক্তে শুকচতুর্দশাং
কুর্যাৎ উদ্যাপনং ব্রতী । ব্রতসম্পূরণার্থায় বিষ্ণু-
প্রীত্যর্থহেতবে ॥ ৬ ॥ তুলস্যা উপরিষ্ঠাতু কুর্যা-
ৎ গুপিকাং শুভায় । কদলীস্তম্ভসংযুক্তাং নানাধাতু-
বিচিত্রিতাম্ ॥ ৭ ॥ দীপমালা চতুর্দিশু কার্য্যা তত্র

চতুষ্টিং অধ্যায় ।

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মন! ব্রত-
সমূহের উদ্যাপন বিধি শ্রবণ করিলাম, ব্রতের
উদ্যাপন...না করিলে যে তাহা কদাচ
ফলপ্রসূত হয় না, ইহাও আপনি আমার নিকট
শ্রবণ করিলাম । অতএব বুদ্ধিমান ব্রতী মানব
আচরিত ব্রতের ফলপ্রাপ্তির জন্ত তাহার উদ্যাপন
করিলে; উদ্যাপনভাবে অল্পতম ব্রতও
নিফল হইবে । হে দেব! অল্পতম কার্তিকব্রত
করিয়াও যখন উদ্যাপন ভিন্ন তাহার ফললাভ হয়
না, অতএব কার্তিকব্রতের উদ্যাপনবিধি বর্ণন
করুন । হে প্রভো! আমি আপনার শিষ্যগণমধ্যে
প্রধান ও আপনার একান্ত অনুবর্তী এবং প্রপন্ন ।
ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—বৎস নারদ! অনন্তর
কার্তিকব্রতের সর্বপাপপ্রণাশন উদ্যাপনবিধি
সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি, তুমি এক শু-
ভভিক্ষু হইয়া তাহা শ্রবণ কর । কার্তিকব্রতী
হরির প্রীতির সাধন এবং কার্তিকব্রতের
সম্পূরণ জন্ত কার্তিকগুরু চতুর্দশীদিবসে উদ্যাপন
করিবে । এই উদ্যাপন কার্য্যে একটা মনোরম
মণ্ডপ নির্মাণ করিবে । ঐ মণ্ডপ নানা
ধাতু দ্বারা বিচিত্রিত, উহার দ্বারদেশ কদলীস্তম্ভে
উপশোভিত এবং মধ্য তুলসী বৃকবিরাজিত
থাকিবে । মণ্ডপের চারিদিকে সুশোভন দীপমালা

সুশোভনা । সুতোরণাচতুর্দারঃ পুষ্পচামর-
শোভিতাঃ ॥ ৮ ॥ দ্বারেষু দ্বারপালাশ্চ পূজয়েন-
মুন্নয়ান পৃথক্ । জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব চণ্ডশ্চৈব প্রচ-
ণ্ডকঃ ॥ ৯ ॥ নন্দশ্চৈব সুনন্দশ্চ কুমদঃ কুমদাঙ্ককঃ ।
এতাশ্চতুর্ষু দ্বারেষু পূজয়েত্তজিসংযুতঃ ॥ ১০ ॥
তুলসীমূলদেশে তু সর্বতোভদ্রসংযুতম্ । চতুর্ভি-
বর্ণকৈঃ সম্যকশোভাচ্যং সমলকৃতম্ ॥ ১১ ॥ তন্তোপ-
রিষ্ঠাৎ কলশঃ পূর্ণরত্নসমযুতম্ । তত্র সম্পূজয়েদেবঃ
শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ১২ ॥ কোশেশপীতবসনং লম্বা
যুক্তং প্রপূজয়েৎ । ইন্দ্রাদিলোকপালাশ্চ মণ্ডপে
পূজয়েদব্রতী ॥ ১৩ ॥ তন্তামুপবসেত্তক্ত্যা শান্তঃ
প্রণতমানসঃ । রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাৎ গীতবাদ্যাদি-
মঙ্গলৈঃ ॥ ১৪ ॥ গীতং কুর্য্যন্তি যে ভক্ত্যা জাগরে
চক্রপাণিনঃ । জন্মান্তরশতোদভূতৈস্তে মুক্তাঃ পাপ-
সঞ্চয়ৈঃ ॥ ১৫ ॥ ততস্ত পূর্ণিমায়ান্তে সপত্নীকান্
দ্বিজোত্তমান্ । ত্রিংশমিতানৈথকং বা ব্রাহ্মণাশ্চ
নিমন্তয়েৎ ॥ ১৬ ॥ প্রাতঃস্নানং ততঃ কৃৎস্না দেবপূজাং
তথৈব চ । শুভিলকং ততঃ কৃৎস্না সমাধায়াগ্নিমত্র হি ।

প্রদান করিবে । মণ্ডপের চারিদিকে চারিটা মনো-
হর তোরণদ্বার থাকিবে, প্রত্যেক দ্বারই পুষ্প ও
চামর দ্বারা উপশোভিত করিতে হইবে । তোরণ-
দ্বারচতুষ্টয়ে অনেক মুন্নয় দ্বাররক্ষক অবস্থিত
থাকিবে, উহাদের নাম—জয়, বিজয়, চণ্ড, প্রচণ্ড,
নন্দ, সুনন্দ, কুমদ এবং কুমদাঙ্কক । ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
চতুর্দারাবস্থিত মুন্নয় এই সকল দ্বারপালগণকে পৃথক্
পৃথক্ পূজা করিবে ১—১০ । তুলসীর মূলদেশে বর্ণচতু-
ষ্টয় দ্বারা সর্বতোভদ্র নামক মণ্ডল নির্মাণ করিবে ।
ঐ মণ্ডল সম্যক শোভাসম্পন্ন ও অলঙ্কৃত হইবে ।
অনন্তর মণ্ডপের উপর পূর্ণরত্নসমযুত একটা কলস
স্থাপন করিয়া সেই কলসে কোষেশ-পীতবাসা শঙ্খ
চক্রগদাধর হরিকে রম্য সহিত পূজা করিবে ।
অনন্তর ব্রতী সেই মণ্ডপে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের
পূজা করিয়া ভক্তিপূর্বক সেই দিন উপবাসী
থাকিবে এবং শান্ত ও প্রণতমানস হইয়া মঙ্গল গীত-
বাদ্যাদি দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে । যে সকল
লোক চক্রপাণির জাগরণদিনে ভক্তিপূর্বক গান
করে, তাহার শত জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ হইতে মু-
ক্ত হইয়া থাকে । অনন্তর পূর্ণিমা-দিনে ত্রিংশত
পরিমিত অথবা পঞ্চদশ সপত্নীক যেরূপ ব্রাহ্মণ নিমন্তন
করিবে, এবং প্রাতঃস্নান ও দেবপূজা করিয়া একটা
শুভিল নির্মাণপূর্বক সেই শুভিলে বহিঃস্থাপন

১৭। অতো দেবেতি মন্ত্রেণ জুহুয়াস্তিলপায়সম্।
 ঐতীর্থং দেবদেবস্ত দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥
 হোমশেষঃ সমাপ্যথ ব্রাহ্মণান্ পূজ্য ভক্তিতঃ।
 ব্রাহ্মণেভ্যো যথার্থত্যা প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং নরঃ ॥ ১৯ ॥
 ততো গাঁং কপিলাং তত্র পূজয়েদ্বিধিবদব্রতী।
 সবৎসাং গাং তথা দদ্যাৎ প্রায় চ কুটুম্বিনে ॥ ২০ ॥
 গুরুং ব্রতোপদেষ্টাং বস্ত্রালঙ্কারভূষণৈঃ।
 সমভ্যর্চ্য তাত্চ বিপ্রান ক্রমাপয়েৎ ॥ ২১ ॥ যুগ্ম-
 প্রসাদাদেবেশঃ প্রসন্নোহস্ত সদা মম।
 যৎপাপং সন্তজয়ন্ত তং ময়া ॥ ২২ ॥ তৎসৰ্বং নাশ-
 যাম্যাকু-স্থিরা মে চান্ত সন্ততিঃ। মনোবধাস্ত সফলাঃ
 সন্ত ভক্তির্হিরৌ ভবেৎ ॥ ২৩ ॥ সতাং স্মাগমো
 জুহানমম জয়নি জয়নি। ইতি ক্রমাপ্য তান বিপ্রান
 প্রসাদ্য চ বিসর্জয়েৎ ॥ ২৪ ॥ প্রতিমাস্তাং শুভে।
 দদ্যাৎ সবৎসাং মুনিপুঙ্গব। ততঃ সুহৃদৃকযুতঃ
 স্বয়ং জুহীত ভক্তিমান ॥ ২৫ ॥ দ্বাদশাং প্রতি-
 বুক্ষোহসৌ অয়োদশাং যুতঃ সুবৈঃ। দৃষ্টোহর্চিত-
 চতুর্দশাং তস্মাৎপূজ্যস্তিথাবিহ ॥ ২৬ ॥ পূজয়ে-

করত “অতো দেব” ইত্যাদি মন্ত্রে দেবদেব ঐতিব
 জন্ত তিল ও পায়স দ্বারা দেবগণের উদ্দেশে পৃথক
 পৃথক আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রতী হোম
 শেষ করিয়া ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মণগণের পূজা ও
 তাঁহাদিগকে যথার্থত্যা দক্ষিণা দান করিবে এবং
 সবৎসা কপিলা বেঙ্গু আনয়নপূর্বক তাহার যথোচিত
 পূজা করিয়া ঐ বেঙ্গু কোন আশ্রয় স্থানে প্রদান
 করিবে। অনন্তর ব্রতোপদেষ্টা সপত্নীক গুরুকে
 বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সম্যক পূজা করিয়া বিপ্রগণের
 নিকট বক্ষ্যমাণ বাক্যে ক্রম প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনা
 যথা—“হে বিপ্রগণ! আপনাদেব অল্পগ্রহে দেবেশ
 বিষ্ণু আমার প্রতি সতত ঐতি হউন, আমি সপ্ত
 জন্মে যে পাপ করিয়াছি, এই ব্রতপ্রভাবে তৎ
 সমস্ত বিনষ্ট হউক এবং আমার সন্ততি যেন অবি-
 দ্বিষ্ট হয়। হরিতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক,
 আমার মনোরথ সকল সিদ্ধ হউক, আমাব জন্মে
 জন্মে পুনঃপুনঃ যেন সাবৎসমাগম লাভ হয়।” হে
 মুনিপুঙ্গব! ভক্তিমান ব্রতী দ্বিজগণের নিকট এই
 রূপে ক্রম প্রার্থনাপূর্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া
 বিদায় দিবে এবং সেই প্রতিমা বস্ত্রের সহিত গুরুকে
 অর্পণ করিয়া সুহৃৎ ও গুরু সহিত স্বয়ং ভোজন
 করিবে। হরি যাহা কহিলেন প্রবুদ্ধ হইয়া অয়ো-
 দশীতে সুরগণকে দর্শন দান করেন। অনন্তর

দেবদেবেশঃ সৌবর্ণ গুহ্যহুতয়া। পরাজ পৌণ-
 মাস্তান্ত যাত্রা স্তাৎ পুঙ্করস্ত তু ॥ ২৭ ॥ বরান দদ্যা
 যতো বিষ্ণুর্ভুগুপোহভবতুতঃ। তস্তাং দন্তঃ
 হতং জপ্তং তদক্ষয়াকলং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ কার্ত্তিকে
 মাসি কর্তব্যো বিধিবেয হি নারদ। এবং যঃ
 কুরুতে সম্যাকার্ত্তিকস্ত ব্রতং নবঃ ॥ ২৯ ॥ যৎকলং
 তদবাপ্নোতি ব্রতং কুহা তু কার্ত্তিকে। তে যন্তাস্তে
 সদা পূজ্যাস্তমাং বৈ সফলোদয়ঃ ॥ ৩০ ॥ বিষ্ণু-
 ভক্তিরতা যে স্যুঃ কার্ত্তিকে ব্রতচাৰিণঃ। দেহ-
 ‘স্থানি পাপানি বিলয়’ যান্তি তৎকলাৎ ॥ ৩১ ॥
 ন যামোহদ্য ভবতোস যদুর্জব্রতকুরবঃ। ইতি
 সর্গানি পাপানি বটন্তীহ পুনঃপুনঃ ॥ ৩২ ॥ তস্মাৎ
 কার্ত্তিকমাসস্ত সদৃশং নহি বিদ্যতে। সর্গপাশস্ত
 দহনে অগ্নেঃ সদৃশ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥ উর্জোদযাপন-
 মাহাশ্রাং শৃণুযাক্কর্য্যধিতঃ। শ্রাবয়েদ্য পুমান্ যন্ত
 বিষ্ণুসায়ুজামাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৪ ॥ নাবদ উবাচ। উর্জে

সুবগণ কর্তৃক চতুর্দশীতে দেবদেব বিষ্ণু পূজিত
 হন। অতএব গুরুব আদেশ গ্রহণপূর্বক এই সকল
 ভিত্তিতে সুবর্ণময় হবিষ পূজা করা কর্তব্য।
 অনন্তর পূর্ণিমায় হবিষ পরম পুঙ্কর যাত্রা। হরি সুর-
 গণকে ববদানপূর্বক এই পূর্ণিমায় মৎসারূপ শ্রবণ
 করিয়াছিলেন। অতএব এই পূর্ণিমাদিনে দান, হোম
 ও জপাদি যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয়
 কলজনক হইয়া থাকে। ১১—১৮। হে বৎস নারদ।
 কার্ত্তিক মাসে এই সকল বিধি অমুষ্ঠান করিতে
 হয়। যেনব ভক্তিয়ুক্ত হইয়া এইরূপে সম্যকরূপে
 কার্ত্তিকব্রত কবে, সেই মানবই যথার্থ কার্ত্তিক-
 ব্রতের ফললাভ করিয়া থাকে। যে সকল বিষ্ণু-
 ভক্তিরত মানব কার্ত্তিকব্রত আচরণ করেন, তাঁহা-
 বাই ধন্ত, তাঁহারা পূজ্য, তাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়াই
 ফলোদয় হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের দেহস্থিত পাপ
 সদ্যই বিলীন হয়। পাপসমূহ কার্ত্তিকব্রতী মানবকে
 দর্শন করিয়া বলিয়া থাকে যে,—“এই যে কার্ত্তিক-
 ব্রতী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমরা আজ যাই
 কোথায়?” পাপনিবহ পুনঃপুনঃ এইরূপ রটনা
 করিয়া থাকে। অতএব কার্ত্তিক মাসের তুল্য
 পুণ্য আর কিছুই নাই। কার্ত্তিকমাস কলুষরাশি
 ভাঙ্গ করিতে সমর্থ, একান্ত কার্ত্তিক মাস অমলসমূহ
 বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে মানব অজ্ঞান
 হইয়া, কার্ত্তিকব্রতের উর্জোদযাপনমাহাশ্রম
 বা অবর্ণ করায়, তাহার বিষ্ণুসায়ুজা হ্রাসিত হয়।

ব্রতোদ্ঘাপনাদাবশ্যকঃ সিদ্ধিভাষ্যম্ । কথং
বিমূচ্যতে অস্ত্রঃখসংসারসাগরাৎ ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মো-
বাচ । শৃণুয়াদুর্জমাহাত্ম্যং নিয়মেন শুচিঃ পুমান্ ।
উদ্ঘাপনকলং প্রাপ্য ত্রিকুলোকে বসেচ্চ সঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ব্রতোদ্ঘাপনবিধিকথনং নাম
চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । বৈকুণ্ঠাখ্যচতুর্দশা মাহাত্ম্যং হে
বদাম্যাহম্ । বালখিল্যোঃ পুরা প্রোক্তং সংক্ষেপেণ
শৃণু তৎ ॥ ১ ॥ বালখিল্য উচুঃ । কার্তিকমাসে
সিতে পক্ষে চতুর্দশাং সমাগমৎ । বৈকুণ্ঠেশ্বর
বৈকুণ্ঠাধারণিস্থাং কুতে যুগে ॥ ২ ॥ রাত্র্যাং তুর্ধ্যাং
শেষায়াং শ্রাদ্ধাসৌ মণিকর্ণিকে । গৃহীত্বা হেম-
পদ্মানাং সহস্রং বৈ ততোহব্রজৎ ॥ ৩ ॥ অতি-
তক্ত্যা পূজয়িতুং শিবম্ । সহিতং শিবম্ । বিধায়
পূজাং বৈশ্বীং ততঃ পদ্মৈরপূজয়ৎ ॥ ৪ ॥ সহস্র
সংখ্যাং কৃত্বাদাবেকনাং । ততঃ পরম্ । আরদ্ধ

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কার্তিকব্রতাদির উদ্-
ঘাপনে অবশ্যক ব্যক্তি কিরূপে সিদ্ধিলাভ করিবে
এবং প্রাণিগণই বা কিরূপে দুঃখময় সংসারসাগর
পার হইতে পারে? ব্রহ্মা কহিলেন,—শুচি
মানব নিয়মপূর্বক কার্তিকব্রত শ্রবণ করিবে এবং
এই ব্রতের উদ্ঘাপনমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলেই তাহার
বিকুলোকে বাস হইবে ॥ ২২—৩৬ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—বৈকুণ্ঠচতুর্দশীর মাহাত্ম্য বর্ণন
করিতেছি; পূর্বকালে বালখিল্যগণ ইহা কহিয়া-
ছিলেন, তুমি এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর । বালখিল্যগণ
বলিলেন,—সভ্যযুগে কার্তিকমাসের শুক্লাচতুর্দশীর
দিবস বৈকুণ্ঠেশ্বর স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ হইতে বারাদশীতে
উপনীত হন এবং রাত্রির শেষ চতুর্থাঙ্গে মণিকর্ণি-
কার দ্বার ও সহস্র হেমক ধন লইয়া শিবের সহিত
শিবের পূজার জন্ত গমন করেন । অনন্তর বৈকুণ্ঠেশ্বর
জন্মসংকারে ধূম্রমে বিবেকবীর পূজা করিয়া তার-
পর সহস্রপদ্মানামের সংক্ষেপপূর্বক শিবের সহস্র-

পূজনং তেন শিবস্তত্ত্বজ্ঞানৈকতঃ ॥ ৫ ॥ একং পদ্মং
পদ্মমধ্যারিলীয়াতঃ হরেন তু । ততঃ পুষ্টিতবান্
বিকুরেকৌনং কমলং ব্রজৎ ॥ ৬ ॥ ইত্যন্ততন্তেন
দৃষ্টং পদ্মং তিষ্ঠতি ন কচিৎ । কমলেশু ভ্রমো
জাতোহথবা নামসু মে ভ্রমঃ ॥ ৭ ॥ কণ-বিচার্য
স হরিন মে নামভ্রমোহভবৎ । পদ্মে চৈব ভ্রমো
জাতো বিচার্যেবং পুনঃপুনঃ ॥ ৮ ॥ সহস্রপদ্ম-
সকলং পূজার্থং তু কৃতো ময়া । অর্চ্যঃ কথং মহা-
দেব একোনকমলৈশ্চয়া ॥ ৯ ॥ যদ্যানেতুং গমি-
ষ্যামি ভঙ্গঃ শ্রাদাসনশ্চ তু । অতঃপরং কিং
বিবেকং চিন্তোদ্বিগ্নো হরিস্তদা ॥ ১০ ॥ একঃ প্রকার
উৎপন্নো হৃদয়েহশ্চ মুনীশ্বরাঃ । পুণ্ডরীকাক ইত্যেবং
মাং বদন্তি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১১ ॥ নেত্রং মে পদ্মসদৃশং
পদ্মার্থে উপায়াম্যাহম্ । ইতি নিশ্চিত্য মনসা দদ্বা
তর্জনিকাং স তু ॥ ১২ ॥ নেত্রমধ্যান্ততঃপাট্য

নামের এক একটা উচ্চারণান্তে এক একটা ক্রমে
ভক্তির সহিত প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন ।
তখন হর তাঁহার ভক্তির পরীক্ষার্থ সেই
পদ্ম হইতে একটা অপহরণ করেন, হরি
পূজার কালে দেখিলেন, একটা কমল কম
হইয়াছে; তিনি চারিদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে
লাগিলেন, কিন্তু কোথাপি সেই পদ্ম দেখিতে পাই-
লেন না । তিনি চিন্তা করিলেন,—কমলেই হউক
অথবা শিব নামেই হউক আমার ভ্রম হইয়াছে;
কিন্তু হরি কখনকাল চিন্তা করিয়াই বুঝিলেন,—নামে
তাঁহার ভ্রম হয় নাই, পদ্মেই ভ্রম হইয়াছে । তিনি
পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও পদ্মেই তাঁহার ভ্রম হই-
য়াছে, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া ভাবিলেন,—আমি
সহস্র পদ্মদ্বারা শিবের পূজা করিব, এইরূপ সঙ্কল্প
করিয়াছিলাম । এক্ষণে আমি এই একোন সহস্র
কমল দ্বারা কিরূপে তাঁহার পূজা করিব । যদি
এক্ষণে আমি ঐ কমলটা আনিতে যাই, তাহা
হইলেও আসনচ্যুত হইব; এক্ষণে আমি কি
করি? হরি তখন এইরূপ চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন
হইলেন । হে মুনীশ্বরগণ! তখন তাঁহার হৃদয়ে
এক বুদ্ধি সমুদ্ভূত হইল, তিনি মনে করিলেন,
—মুনীশ্বরগণ আমাকে পুণ্ডরীকলোচন বলিয়া
ধাকেন, আর আমার লোচনও পদ্মসদৃশ; অতএব
পদ্মের জন্ত আমার নয়নই প্রদান করিব ।
হরি মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নেত্রমধ্যে
তর্জনীমুখি প্রবেশ করাইলেন এবং একটা

মহাদেব পূজিতঃ । ততো মহেশ্বরস্তোত্রো বাক্য-
মেতজ্জ্বাচ হ ॥ ১৩ ॥ মহাদেব উবাচ । ত্বংসমো
নাস্তি মন্তকত্রৈলোক্যে সচরাচরে । রাজ্যং দত্তং
ত্রিলোক্যাস্তে ভব ত্বং লোকপালকঃ ॥ ১৪ ॥ অস্তং
বরং ভক্তং তে বরং যন্নসেঙ্গিতম্ । অবশ্যমেব
দাস্তামি নাত্ৰ কার্য্য্য বিচারণা ॥ ১৫ ॥ মন্তকিং
তু সমালম্ব্য যে দ্বিসন্তি জনার্দনম্ । তে মদ্যেয়া
নরা বিবেক ব্রজেয়ূর্নরকং ক্রবম্ ॥ ১৬ ॥ বিষ্ণুর্জ্বাচ ।
ত্রৈলোক্যরক্ষাকরণং মমাদিষ্টং মহেশ্বর । দুর্শ্যদাশ
মহাসম্রাট্ দৈত্য্য মাৰ্ঘ্য্যঃ কথং ময়া ॥ ১৭ ॥ শিব
উবাচ । এতৎ সুদর্শনং চক্রং মহাদৈত্য্যনিকৃন্তনম্ ।
গৃহাণ ভগবন্ বিবেক ময়া তুভ্যং নিবেদিতম্ ॥ ১৮ ॥
অনেন সর্বদৈত্য্যানাং ভগবন্ কদনং কুরু । এবং
চক্রং হরের্দ্বিবা ততো বচনমববৌ ॥ ১৯ ॥ শিব
উবাচ । বর্ষে চ হেমলম্বাখ্যে মাসে ক্রীমাৎ
কার্ত্তিকে । শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যামকণাভ্যুদয়ঃ প্রতি ॥
২০ ॥ মহাদেবতিথৌ ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকে ।

নেত্র উৎপাটিত করিয়া তদ্বারা মহেশ্বরের পূজা
করিলেন । তখন হরির পূজায় মহাদেব সন্তুষ্ট
হইয়া বলিতে লাগিলেন । মহাদেব বলিলেন,—
হে হরে ! সচরাচর ত্রিলোকে তোমার মত ভক্ত
আমার আর নাই, তোমাকে ত্রৈলোক্যরাজ্য
প্রদান করিলাম, তুমি এক্ষণে লোকপালক হও । হে
ভক্ত ! তোমার অস্ত্র যদি কোন বর অত্যুষ্টি থাকে,
প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব,
সন্দেহ নাই । যাহারা কেবল আমার প্রতি ভক্তি-
মান হইয়া বিষ্ণুর বিদ্বেষ কবিবে, তাহারা আমার
শত্রু ; পরন্তু তাহাদের নরকগমন নিশ্চিত । বিষ্ণু
বলিলেন,—হে মহেশ্বর । আপনি আমাকে ত্রিলো-
কের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন বটে, কিন্তু
মহাসম্রাট্ দুর্শ্যদ দৈত্য্যদিগকে আমি কিরূপে নিহত
করিব ? শিব বলিলেন,—হে ভগবান্ বিবেক !
আমি এই সুদর্শনচক্র তোমাকে প্রদান করিতেছি,
গ্রহণ কর ; এই সুদর্শন চক্র মহাদৈত্য্যদিগকে
হেঁদন করিতে সমর্থ । হে ভগবন ! তুমি এই
চক্র দ্বারা দানবগণকে পরাস্ত কর । হর হরিকে
এইরূপে চক্র প্রদান করিয়া পুনরায় বলিতে
লাগিলেন । শিব বলিলেন,—হে বিবেক ! তুমি
বৈকুণ্ঠ হইতে আগমন করিয়া হেমলম্বাখ্য বৎ-
সরের ক্রীমাস কার্ত্তিকমাসে মহাদেবতিথি শুক্ল-
পক্ষীয় চতুর্দশী দিবস অরুণোদয়কালীন ব্রাহ্ম

স্নানাদি বর্ষে বরং লিঙ্গং বৈকুণ্ঠাদেত্য পূজিতম্ ॥ ২১ ॥
সহস্রকমলৈস্তম্ভাভ্যাবিষ্যতি মম প্রিয়া । বিখ্যাতা
সর্বলোকেষু বৈকুণ্ঠাখ্যা চতুর্দশী ॥ ২২ ॥ অস্তং বরং
প্রযচ্ছামি শূণু বিবেক বচো মম । পূর্বরাত্রেষু তে
পূজা কর্ত্তব্য্য সর্বজাতিভিঃ ॥ ২৩ ॥ উপবাসং দিবা
কুর্য্য্য সায়াংকালে তবার্চনম্ । পশ্চাত্তমার্চনং
কার্য্যমন্তথা নিফলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ গ্রাহ্য তু হরি-
পূজায়াং রাত্রিব্যাপ্তা চতুর্দশী । অরুণোদয়বেলায়াং
শিবপূজাং সমাচরেৎ ॥ ২৫ ॥ সহস্রকমলৈর্বিষ্ণুরাদৌ
যৈঃ পূজিতো নরৈঃ । পশ্চাচ্ছিবঃ পূজিতশ্চৈব-
শুক্তাস্ত এব হি ॥ ২৬ ॥ সায়াং স্নানাদি পঞ্চমদে বিষ্ণু-
মাধবমর্চয়েৎ । স্নানাদি যো বিষ্ণুকাখ্যাং বানন্তসেনং
সমর্চয়েৎ ॥ ২৭ ॥ ক্রতুকাখ্যাং ততঃ স্নানাদি প্রণ-
বেশং সমর্চয়েৎ । আদৌ স্নানাদি বহির্ভূতৈর্ষজৈ-
ন্নারায়ণং ততঃ ॥ ২৮ ॥ রেতোদিকে ততঃ স্নানাদি
কেদাবেশং সমর্চয়েৎ । আদৌ স্নানাদি সূর্য্যপুত্র্যং
বেণীমাধবমর্চয়েৎ ॥ ২৯ ॥ জাহ্নব্যাং ততঃ স্নানাদি

মুহূর্ত্তে মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া সহস্র কমল দ্বারা
আমাব বিদ্বেষব লিঙ্গের পূজা করিয়াছ ; অতএব
এই তিথি আমার প্রীতিপ্রদা বৈকুণ্ঠচতুর্দশী বলিয়া
নিখিল লোকে বিখ্যাত হইবে । ১—২২ । হে বিবেক !
আমার বাক্য শ্রবণ কর, তোমাকে অস্ত্র আর
একটি বর প্রদান করিতেছি । সর্ব জাতিরই
এই পূজা কর্ত্তব্য, সকলেই অগ্রে তোমার পূজা
করিয়া তারপর আমাকে পূজা করিবে । পূজক
সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া পূর্বরাত্রে সায়াং
কালেই তোমার পূজা করিবে । তারপর আমার
পূজা ; ইহার অন্তথা করিলে সেই পূজা নিফল
হইবে । শিবপূজা বিষয়ে রাত্রিব্যাপিনী চতুর্দশীই
গ্রাহ্য জানিবে এবং অরুণোদয় বেলায় শিবপূজা
করিতে হইবে । যে সকল মানব বৈকুণ্ঠচতুর্দশীর
দিবস সহস্র কমল দ্বারা অগ্রে হরির পূজা করিয়া
তারপর আমার পূজা করেন, তাহারা জীবশুক্ত,
সন্দেহ নাই । যে মানব সায়াং সময়ে পঞ্চমদে
স্নান করিয়া বিষ্ণুমাধবের পূজা করে ; অথবা বিষ্ণু-
কাখীতে স্নান করিয়া অনন্তসেনকে সম্যক পূজা
করে ; তৎপর ক্রতুকাখীতে স্নান ও প্রণবেশের
সম্যক পূজা ; তদনন্তর প্রথমে বহির্ভূতৈর্ষজৈ ও
নারায়ণের পূজা ; অনন্তর রেতোদিকে স্নান ও
কেদাবেশের সম্যক পূজা ; তৎপর সূর্য্যপুত্র্য
স্নান ও বেণীমাধবের পূজা ; এবং জাহ্নব্যাং

সকলেশঃ প্রপূজয়েৎ । সর্বাঃ স্মরন্তস্ত বক্তাঃ সত্যং
বিক্ষো ময়োদিভম্ ॥ ৩০ ॥ এব তস্মৈ ববান দবা
হস্তকানঃ যযৌ শিবঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন পূজ্যো
হরিহর্যবুভো ॥ ৩১ ॥ কোনো দশসহস্রাণি বিষ্ণু-
স্ত্যজতি মেদিনীম্ । তদধঃ জাহুবীতোয়ঃ তদধঃ
গ্রাম্যদেবতাঃ ॥ ৩২ ॥ কার্তিক্যাং পূর্ণিমায়ান্তে কুর্যাৎ
ত্রৈপুণ্যংসবম্ । দীপো দেয়োহবন্তমেব সাংকালে
শিবালয়ে ॥ ৩৩ ॥ ত্রিপুরো নাম দৈত্যেন্দ্রঃ
প্রয়াগে তপ আহ্বিতঃ । তপসা তস্য সন্তপ্তো
দদৌ ব্রহ্ম বরং পবম্ ॥ ২৪ ॥ দেবানুব্রহ্মযোভ্যো
ন তে যত্নার্থবিষয়তি । ইতি লক্ষববো দৈত্যো
বিশ্বকর্ষ্যবিনিশ্চিতম্ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপুবাণ্যং বিমানং
তমাক্ষম্ সুব্রতম্ । যদা বৈ পীড়য়ামাস তদা
দেবৈঃ স্ততো হবঃ ॥ ৩৬ ॥ ত্রিপুবাং ঘাতয়ামাস
বাণেনৈকেন শক্রহা । কার্তিক্যাং পূর্ণিমায়ান্তে
৩ সর্বে দেবাঃ প্রভুর্ভুবঃ ॥ ৩৭ ॥ তস্মিন্ দিনে

বীতে জ্ঞান করিয়া সঙ্গমেশ্বর পূজা কবে, নিখিল
সমৃদ্ধিই তাহার বশগা হয় । হে বিষ্ণো । ইহা আমাব
বাক্য, অতএব সত্য । শিব বিষ্ণুকে এই সকল বব
কবিয়া তথ্য হইতে সমর্থান কবিলেন, অত-
এব সর্বপ্রযত্নে হরি ও হর্য উভয়েই পূজ্য । বিষ্ণু
কলির দশসহস্র বৎসরে, পর মেদিনী পরিত্যাগ
করবেন, জাহুবী জল তাহার অর্ধ পঞ্চ সহস্র বৎ-
সবেব পর এব গ্রাম্য দেবতাগণ তদধঃ সর্গে
বৎসরে মেদিনী পরিত্যাগ কবিয়া চলিয়া যাইবেন ।
কার্তিক মাসেব পূর্ণিমা তিথিতে ত্রিপুবাংসব
করিতে হয় । এই দিন সাং সময়ে শিবালয়ে অব-
শ্যই দীপদান করা কর্তব্য । দৈত্যেন্দ্র ত্রিপুব
প্রয়াগে অবস্থানপূর্বক তপস্তা কবিয়াছিল, ব্রহ্ম
তাহার তপস্যায় সন্তপ্ত হইয়া সেই দানবেন্দ্র
ত্রিপুরকে পরম বর প্রদান করেন । ব্রহ্ম বলেন,
—সুর, অসুর ও নর ইহাদিগেব হস্তে তোমাব
মৃত্যু হইবে না । লক্ষবর, অশুব ত্রিপুব এইরূপ
বর লাভ করিয়া বিশ্বকর্ষ্য দ্বারা এক পুৰী
নিৰ্ম্মাণ করে, ঐ পুরীর নাম হয় ত্রিপুর । ত্রিপুর
বিমানের অল্পরূপ গতিশীল ছিল । অশুব ত্রিপুর
বিমানরূপ ত্রিপুবে আরোহণ কবিয়া যখন ত্রিভুবন
পীড়িত করিতে লাগিল, তখন অগ্নিনন্দন হর সুর-
সিকরের স্তবে তুষ্ট হইয়া এক বাণেই ত্রিপুবাশুরকে
নিধন করেন । কার্তিকপূর্ণিমার দিন এই ব্যাপার

সর্বদেবদীপা দত্তা হরায় চ । সর্বদেব প্রদেয়াশ্চ
দীপান্ত হরতুষ্টয়ে ॥ ৩৮ ॥ বিংশতিঃ-সত্তশতকাঃ
সহিতা দীপবন্তঃ । দদদীপং পূর্ণিমায়ান্তে সর্বপাটৈঃ
প্রমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥ পৌর্ণমাসান্তে সন্ত্যয়াং কর্তব্য-
ত্ৰিপুবেৎসবঃ । দদ্যাদনেন যত্নেণ প্রদীপাশ্চ
সুবালায় ॥ ৪০ ॥ কীটাঃ পতঙ্গা মশকাশ্চ বৃক্ষা
জলে স্থলে যে বিচরন্তি জীবাঃ । দৃষ্ট্বা প্রদীপং ন চ
জন্মভাগিনো ভবন্ত নিত্যং শূন্যচা হি বিপ্রাঃ ॥ ৪১ ॥
কার্যাস্তম্মাং পৌর্ণমাস্তাং ত্রিপুবাং মহোৎসবঃ ।
কার্তিক্যাং কৃত্তিকায়োগে যঃ কুর্যাৎ শ্রামিদর্শনম্ ॥
৫২ ॥ সন্ত জন্ম ভবেদ্বিপ্লো ধনাঢ্যো বেদপারগঃ ।
অত্র কৃষা বুযোৎসর্গং নক্তাচ্ছবপুবাং ব্রজেৎ ॥ ৪৩ ॥
ইতি জীহ্বান্দে বৈকুণ্ঠচতুর্দশীত্রিপুবীপূর্ণিমাত্রতবিধান-
কথনং নাম পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সংঘটিত হইয়াছিল । সুবগণ এই দিনে হরের
উদ্দেশে দীপদান ও তাঁহাকে স্তুব করিয়াছিলেন ।
অতএব আশুতোষেব সন্তোষার্থ এই দিনে দীপ-
দান সর্বথা কর্তব্য । এক্ষণে দীপদানের বিবি
বখিত হইতেছে,—সাত শত কুড়িটা দীপবর্তি
প্রজ্জালিত কবিয়া দীপদান করিতে হয় । পূর্ণিমা
তিথিতে এইরূপ দীপ দানে জ্বলিত সকল বিদ্যুত
হইয়া থাকে । ইহাব নাম ত্রিপুবাংসব, কার্তিক
পূর্ণিমায় বক্ষ্যমাণ যত্নে সাং সময়ে সুবালায়ে এই
উৎসব কর্তব্য । যত্ন যথা—কীট, পতঙ্গ, মশক,
বৃক্ষ, কিংবা জলে ও স্থলে যে সকল জীব বিচরণ
কবে, তাহাবা এই দীপদর্শন কবিয়া আর যেন
জন্ম গ্রহণ না করে এবং চণ্ডালও এইরূপ দীপ
দান কবিয়া ব্রাহ্মণ হইয়া জন্ম গ্রহণ করুক । যে
মানব কার্তিকে কৃত্তিকায়ুক্ত পৌর্ণমাসীতে ত্রিপুবেব
উদ্দেশে দীপদানমহোৎসব করিয়া শ্রামিদর্শন করে,
সে সন্তজন্ম পর্যন্ত ধনাঢ্য বেদপারগ বিপ্র হয় । এই
পূর্ণিমায় বাত্রিযোগে বুযোৎসর্গ বা নক্তব্রত করিয়া
মানব শিবপুবে গমন কবিয়া থাকে । ২৩—৪৩ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫

ষট্টিং শোধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । যান্তিঅস্তিথয়ঃ পুণ্য্য অস্তিকে
গুরুপক্ষকে । কার্তিকে মাসি বিপ্রেশ্ত পুর্ণিমাস্তাঃ
৩৩২৮৫ ৷ ১ ৷ অস্তিপুষ্করিণীসংজ্ঞা সর্বপাপক্ষ্যা-
বহা । কার্তিকে মাসি সম্পূর্ণঃ যো বৈ জ্ঞানং করোতি
হি ২ ৷ তিথিষেতানু স জ্ঞানং পূর্ণমেব কলং
লভেৎ ৷ সর্কে বেদান্তয়োদস্তাঃ গহা জন্তু পুনস্তি
হি ৩ ৷ চতুর্দশাং সযক্ষাচ দেবা জন্তু পুনস্তি
হি । পুর্ণিমায়াং স্তুতীর্থানি বিষ্ণুনা সংহিতানি হি ।
৪ ৷ ব্রহ্ময়ান বা সুরাপান বা সর্কান জন্তু পুনস্তি হি ।
উকোদকেন যঃ জ্ঞানং কার্তিক্যাদিনজয়ে ৫ ৷
রৌরবং নরকং যাতি যাবদিত্যচতুর্দশ । আমাস-
নিয়মশক্তঃ কুর্যাদেতদ্দিনজয়ে ৬ ৷ তেন পূর্ণকলঃ
প্রাপ্য মোদতে বিষ্ণুমন্দিরে । যো বৈ দেবান পিতৃন
বিষ্ণুং গুরুমুদ্दिष्ट মানবঃ ৭ ৷ ন জ্ঞানাদি
করোত্যত্যা স যাতি নরকং এবম্ । কুটুহভোজনং

ষট্টিং ৭ অধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিপ্রেশ্ত ! কার্তিকের গুরু-
পক্ষীয় জ্যোদশী হইতে পুর্ণিমাস্ত পুণ্য তিথিভয়ের
বিষয় কথিত হইল । এই সকল তিথি শুভা-
বহ ; ঐরূপ অস্তিকপুষ্করিণীনাথী পুণ্য পুষ্করিণীও
নিখিল কলুষনাশিনী জানিবে । মানব সম্পূর্ণ কার্তিক-
মাসে জ্ঞান করিয়া যে কল লাভ করে, পূর্বোক্ত
এই তিথিভয়ে উহাতে জ্ঞান করিয়াও তাহার
তুল্য কল প্রাপ্ত হয় । জ্যোদশীতে নিখিল বেদ,
চতুর্দশীতে যাবতীয় যজ্ঞ সহ সুবগণ এবং পুর্ণিমায়া
তীর্থ নিবহ সহ হরি ঐ অস্তিকপুষ্করিণীতে অব-
স্থান করিয়া ব্রহ্ম ও সুরপায়ী প্রভৃতি জন্তুগণকে
পবিত্র করেন । যে নর কার্তিকের পূর্বোক্ত তিথি-
ভয়ে উকোদকে জ্ঞান করে, যে পর্যন্ত চতুর্দশ ইন্দ্র
বিদ্যমান থাকেন, ততকাল তাহার নরকে বাস
হয় । সম্পূর্ণ কার্তিক মাসেই উকোদকে জ্ঞান নিষিদ্ধ
হইয়াছে, কিন্তু অশক্ত মনুষ্য এই দিনভয়ে উকো-
দকজ্ঞান অবশ্য বর্জন করিবে । যে অশক্ত মানব
অশক্তঃ এই দিনভয়ে উকোদক বর্জন করে, সে
সম্পূর্ণ কললাভ করিয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমনপূর্বক
যুঁদিত হয় । বক্তব্যঃ যে মানব দেব, পিতৃ ও বিষ্ণু
উদ্দেশে জ্ঞানাদি না করে, সে নিশ্চয়ই নরকে
গমন করিয়া থাকে । যে গৃহস্থ পূর্বোক্ত দিন-
ভয়ে জ্ঞানাদি করিয়া ভোজন করায়, সে নিখিল

যজ্ঞ গৃহস্থ দিনভয়ে ৮ ৷ সর্কান পিতৃন সমুদ্ভূতা
স যাতি পরমং পদম্ । গীতাপাঠং তু কুর্ধ্যাদস্তিমে
চ দিনভয়ে । দিনে দিনে স্বমেধানাং কলমেতি ন
সংশয়ঃ ৯ ৷ সহস্রনামপঠনঃ ১০ ৷ কুর্যাতু দিনভয়ে ।
১০ ৷ ন পাঠেপিপ্যতে কাপি পদ্মপত্রমিবাঙ্কনা ।
দেবহঃ যজ্ঞৈঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিৎ সিদ্ধহমেব চ ।
১১ ৷ তন্ত পুণ্যকলঃ যজ্ঞঃ কঃ শক্তো দিবি
বা ভুবি । যো বৈ ভাগবতং শাস্ত্রং শৃণোতি চ
দিনভয়ম্ ১২ ৷ কৈশ্চিৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মভাবো
দিনভয়নিষেবণাৎ । ব্রহ্মজ্ঞানেন বা মুক্তিঃ প্রয়াগ-
মরণেন বা ১৩ ৷ তথ বা কার্তিকে মাসি
দিনভয়নিষেবণাৎ । কার্তিকে হরিপূজাস্ত যঃ
করোতি দিনভয়ে ১৪ ৷ ন তন্ত পুনরাবৃষ্টিঃ
কল্পকোটিশতৈরপি । কার্তিকে মাসি বিপ্রেশ্ত সর্ব-
মন্ত্যাদিনভয়ে ১৫ ৷ পুণ্যং তত্রাপি বৈশেষ্যং
রাক্ষায়াং বর্ততেহনঘ । প্রাতঃকালে সমুখায় শৌচং
জ্ঞানাদিকং চরেৎ ১৬ ৷ সমাপ্য সর্বকর্মাণি
বিষ্ণুপূজাং সমাচরেৎ । উদ্যানেন বা গৃহে বাপি

পিতৃলোক উদ্ধার করিয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।
যে মানব পূর্বোক্ত দিনভয়ে গীতা পাঠ করে,
প্রতিদিন তাহার অশমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয়
সংশয় নাই । ১—২ । যে পুণ্য ঐ দিনভয়ে সহস্রনাম
পাঠ করে, পদ্মপত্রের সহিত জল যেমন মিলে না;
সেই নর তরুণ কদাচ পাপলিপ্ত হয় না । অধিক
বলিব কি ? কত মানব এই ব্রত করিয়া দেবত্ব
এবং অনেকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে । এই দিন-
ভয়ে যে মানব ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করে, কি
সর্গে কি ভূতলে তাহার পুণ্যকল কে বলিতে
সমর্থ ? অনেকেই এই দিনভয়ের সেবা করিয়া
ব্রহ্মভাব লাভ করিয়াছেন । ব্রহ্মজ্ঞানে অথবা
প্রয়াগমরণে মানবের যেমন মুক্তি হয়, কার্তিকের
এই দিনভয়ের সেবায়ও তরুণ মুক্তি হইয়া থাকে ।
কার্তিকমাসের দিনভয়ে যে মানব হরিপূজা করে,
কোটিকল্প কালেও তাহার পুনরাবৃষ্টি হয় না ।
হে অনঘ বিপ্রেশ্ত ! কার্তিকমাসের জ্যোদশী আদি
সর্বশেষের দিনভয় পবিত্র, তথাপি পুর্ণিমা বিশে-
ষতঃ পুত । এই দিন প্রভাতকালে গাজোখান
করিয়া শৌচ ও জ্ঞানাদি করিবে, তারপর
সমস্ত নিত্যকর্য সমাধান করিয়া সন্ধ্যাকালে
বিষ্ণুপূজা করিবে । উদ্যানেন বা গৃহে বাপি

কার্তিক্যাং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১৭ ॥ যগুপঃ তত্র কুবীত
কদলীকৃতমতিতম । চুতপল্লবসংবীতমিচ্ছদৈঃ
সুমতিতম ॥ ১৮ ॥ চিত্রবস্ত্রৈঃ স্বলঙ্কৃত্য তত্র দেবঃ
প্রপূজয়েৎ । চুতপল্লবপুষ্পাট্যৈঃ কলাদৈঃ পূজয়ে-
চ্চরিতম্ ॥ ১৯ ॥ শৃগুয়াদুর্জমাশাঙ্ক্যং নিয়মেন শুচিঃ
পূমান্ । সম্পূর্ণমথবাধ্যায়মেকশ্লোকমথাপি বা ।
মুহূর্তং বাপি শৃগুয়াং কথাং পুণ্যাং দিনে দিনে ।
যদি প্রতিদিনং শ্রোতুমশক্তঃ শ্রাদ্ধু মানবঃ ॥ ২০ ॥
পুণ্যমাসেহথবা পুণ্যতিথৌ সংশৃগুয়াদপি । তেন
পুণ্যপ্রভাবেন পাপানুত্তো ভবেন্নরঃ ॥ ২১ ॥
পুরাণজঃ শুচির্দক্ষঃ শাস্তো বিগতমৎসরঃ । সাধুঃ
কারুণিকো বাগ্মী বদেৎ পুণ্যাং কথাং সুধীঃ ॥ ২২ ॥
ব্যাসাসনং সমারুঢ়ো যদা পৌরাণিকো ভবেৎ ।
আ সমাপ্তেঃ প্রসঙ্গস্তানমস্কর্য্যাম কস্তচিৎ ॥ ২৩ ॥ ন
দুর্জনসমাকীর্ণে ন, শূদ্রাণ্যদাহতে । দেশে ন
দ্যুতসদনে বদেৎ পুণ্যকথাং সুধীঃ ॥ ২৪ ॥ শ্রদ্ধা-
ভক্তিসমায়ুক্তা নাশ্চকার্য্যেযু লালসাঃ । বাগ্‌যতাঃ

শুচরো দক্ষাঃ শ্রোতারঃ পুণ্যভাগিনঃ ॥ ২৫ ॥
অভক্তা যেকথাং পুণ্যাং শৃণুস্তি মনুজাধমাঃ ॥ ২৬ ॥
পুণ্যকলং, নাস্তি দ্ব্যং শ্রাজ্জগজ্জয়ানি ॥ ২৭ ॥
পৌরাণিকঞ্চ মাসান্তে পূজয়েত্তত্তিতৎপরঃ । গন্ধ-
মাল্যোস্তথা বস্ত্রৈরলঙ্কারৈর্ধনেন চ ॥ ২৮ ॥
৫ কথাং ভক্ত্যা ন দরিদ্রা ন পাপিনঃ ॥ ২৯ ॥ কথায়াং
কীর্ত্যমানায়াং যে গচ্ছন্ত্যন্ততো নরাঃ । ভোগান্তরে
প্রণশ্চন্তি তেষাং দারাদি সম্পদঃ ॥ ৩০ ॥ উচ্চাসন-
সমারুঢ়ো ন নরঃ প্রণতো ভবেৎ । বিষবৃক্ষস্তথা
স্থাপে বনে চাজগরো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥ কথায়াং
কীর্ত্যমানায়াং বিদ্বঃ কুবীতি য়ে নরাঃ । কোট্যক-
নরকানুত্তো ভবন্তি গ্রামশুকরাঃ ॥ ৩২ ॥ যে শ্রাবয়ন্তি
মনুজাঃ কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ । কল্পকোটিশতং
সাগ্রং তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ৩৩ ॥ আসনার্থে
প্রযচ্ছন্তি পুরাণজন্ত য়ে নরাঃ । কহলাজিনবাসাংসি
মঞ্চং কলকমেব বা ॥ ৩৪ ॥ পরিধানীয়বস্ত্রাণি
প্রযচ্ছন্তি চ য়ে নরাঃ । ভূষণাদি প্রযচ্ছন্তি
বসেযু ব্রহ্মসদ্বানি ॥ ৩৫ ॥ বাচকে পরিতুষ্টে ভু

হউক, বিষ্ণুতৎপর নর কার্তিকমাসে তথায় একটি
মণ্ডপ নির্মাণ ও কদলীস্তম্ভ দ্বারা ঐ মণ্ডপ বিমণ্ডিত
করিবে; অনন্তর চুতপল্লবসংবীত ও ইচ্ছদগু দ্বারা
ভূষিত এবং চিত্রবস্ত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত করিয়া সেই
মণ্ডপে মুকুলযুক্ত চুতপল্লব ও ফলাদি দ্বারা দেব
দেবীর পূজা করিবে । অনন্তর মানব শুচি
হইয়া নিয়মপূর্ব্বক কার্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করিবে ।
সম্পূর্ণ হউক, অথবা এক অধ্যায় বা এক
শ্লোকই হউক, কিংবা মুহূর্তমাত্রই হউক,
প্রতিদিনই কার্তিকমাহাত্ম্যের পুণ্যকথা শ্রবণ
করিবে । যদি কোন মানব প্রতিদিন কার্তিক-
মাহাত্ম্য শ্রবণে অশক্ত হইয়া পুণ্যমাসে কিংবা
পূর্তিতিথিতেও শ্রবণ করে, তথাপি সেই পুণ্য-
প্রভাবে তথাবিধ মানব পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে ।
এই পুণ্য কার্তিকমাহাত্ম্যকথা পুরাণজ শুদ্ধ,
দক্ষ, শাস্ত, বিগতমৎসর, কারুণিক, বাগ্মী, সাধু
সুধী ব্যক্তিই কীর্তন করিবেন । পুরাণবেত্তা
ব্যাসাসনে সমারুঢ় হইয়া যতকাল কোন একটি
প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া তাহার শেষ না করেন,
ততকাল কাহাকেও নমস্কার করিবেন না । বুদ্ধি-
মান পুরাণজ—দুর্জনসমাকীর্ণ, শূদ্র কিংবা খাপ-
দাহত দেশে বা দুতসদনে পুণ্যপুরাণকথা
কীর্তন করিবেন না; যে স্থানে বাক্যত, শ্রদ্ধা-
ভক্তিযুক্ত, অভকার্য্যে লালসাহীন শুচি, দক্ষ ও

পুণ্যভাগী শ্রোতৃগণ বিদ্যমান থাকিবেন, সেই
স্থানেই পৌরাণিক পুরাণবাণী বর্ণন করিবেন ।
১০—২৬। যে সকল ভক্তিহীন মানবধর্ম পুণ্য পুরাণ
কথা শ্রবণ করে, তাহাদের পুণ্যকল ত কিছুই হয়
না, পরন্তু তাহাদের জন্মে জন্মে ক্লেশলাভই হইয়া
থাকে । পুরাণপাঠের মাসান্তদিনে ভক্তিতৎপর
হইয়া গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ধনদ্বারা
পৌরাণিকের পূজা করিবে । বাহারা এইরূপে
ভক্তিসহকারে পুরাণ শ্রবণ করেন, তাঁহারা কদাচ
দরিদ্র বা পাপী হন না । পুরাণবর্ণন সময়ে যে
সকল লোক ভোগান্তর কামনায় অন্তত গমন করে;
তাহাদের দারা ও সম্পদ বিনষ্ট হয় । উচ্চাসন-
সমারুঢ় পুরাণবক্তা যদি প্রণত হন বা আসনে
শয়ন করেন, তবে তিনি জন্মান্তরে যথাক্রমে বনে
বিষবৃক্ষ ও অজগর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন ।
পুরাণবর্ণনকালে যে লোক বিদ্ব করে, সে কোটি
বৎসর নরকভোগ করিয়া অবশেষে গ্রাম্য শূকর
হইয়া জন্ম গ্রহণ করে । যে মানব পুণ্য পুরাণ
কথা শ্রবণ করেন, তিনি শতকোটিবৎসর
ব্রহ্মপদে অবস্থান করিয়া থাকেন । বাহারা পুরাণ-
জের আসনার্থ কহল, অজিন, বস্ত্র, মঞ্চ বা কলক-
দ্বারা আসন করেন এবং বাহারা পুরাণজকে পরিধানযোগ্য
বস্ত্র ও ভূষণ দান করেন, তাঁহারা ব্রহ্মসদনে বাস

তুষ্টিঃ স্নাঃ সৰ্বদেবতাঃ । অতঃ সন্তোষয়েন্তু কৃত্য
ভক্তিপ্রদায়িত্বঃ পূমান্ । তন্ত পুণ্যকলঃ পূর্ণঃ
তবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ যৎকলং সৰ্বযজ্ঞেব
সৰ্বদানেষু যৎকলম্ । সৰুৎ পুৰাণশ্রবণাৎ তৎকলং
কিন্মতে নরঃ ॥ ৩৭ ॥ কলৌ যুগে বিশেষেণ পুরাণ-
শ্রবণাদৃতে । নাস্তি ধৰ্ম্মঃ পরঃ পুংসাং নাস্তি মুক্তি-
পথঃ পরঃ । পুরাণশ্রবণাধিকোনাতি স কীর্তনাৎ
পরম্ ॥ ৩৮ ॥ য এতদুজ্জমাহাৰ্য্যং শৃণুযাচ্ছাবয়েদপি ।
স তীৰ্থরাজবদরীগমনস্ত কলং লভেৎ ॥ ৩৯ ॥ সৰ্ব-
রোগাপহং সৰ্বপাপনাশকবৎ শুভম্ ॥ ৪০ ॥ অহা
চৈকপদে যো বৈ অগম্যাগমনে রতঃ । কথাস্বশ্রো-
বিক্রয়ণমুভয়স্ত বিমোচয়েৎ ॥ ৪১ ॥ মাহাত্ম্যমেতদা-
কৰ্ণ্য পূজয়েদ্যন্ত পাঠকম্ । গোভূহিরণ্যাবৈশ্ণব-
বিষ্ণুতুল্যো যতো হি সঃ ॥ ৪২ ॥ ধৰ্ম্মশাস্ত্রং পুৰাণঞ্চ
বেদবিদ্যাাদিকঞ্চ যৎ । পুস্তকং বাচকায়ৈব দাতব্যং
ধৰ্ম্মমিচ্ছতা । পুৰাণবিদ্যা দাতব্যো হনস্তকল-
ভোগিনঃ ॥ ৪৩ ॥ ইদং যঃ পঠতে ভক্ত । অহা
চৈবাবধাবয়েৎ । মৃত্যতে সৰ্বপাপেভ্যো বিমলোকং

করিয়া থাকেন । বক্তা তুষ্টি হইলেই দেবগণ
তুষ্ট হন । অতএব পুরুষ ভক্তিপ্রদায়িত্ব হইয়া
পুরাণবাচকের সন্তোষ সাধন করিবেন । এইকপ
করিলেই তাঁহার সম্পূর্ণ কললাভ হয়, সংশয় নাই ।
নিখিল যজ্ঞ ও দানে যে পুণ্যকল উপদিষ্ট হইয়াছে,
মানব একবার মাত্র পুরাণ শ্রবণ করিবে । তৎসমস্ত
কললাভ করিয়া থাকে । বিশেষতঃ বলিকালে
পুরাণশ্রবণ ব্যতীত মানবের শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম বা উত্তম
মুক্তিপথ আর নাই । পুৰাণ শ্রবণ ও বিষ্ণুর নাম
কীর্তন হইতে শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম আর কিছুই নাই, অতএব
যিনি এই কার্তিকমাহাত্ম্য শ্রবণ করেন বা শ্রবণ
করান, তিনি তীর্থরাজ বদরীগমনের কললাভ
করিয়া থাকেন । এই শুভ পুণ্য কার্তিকমাহাত্ম্য
সৰ্বরোগাপহ ও সৰ্বপাপনাশকর । অগম্যাগমনরত
কিংবা কস্তা ও ভগিনীবিক্রয়ী মানবও একমাত্র
এই মাহাত্ম্যকথা শ্রবণে পাপবিমুক্ত হয় । যে
মানব এই পুণ্য মাহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া গো,
ছু ও হিরণ্যাদি পাঠকের পূজা করেন, তিনি
বিষ্ণুতুল্য, সন্দেহ নাই । ধৰ্ম্মেচ্ছ মানব ধৰ্ম্মশাস্ত্র
পুরাণ ও বেদবিদ্যাতির পুস্তক সকল পুরাণবাচককে
অৰ্পণ করিবেন ; কেননা পুরাণবিদ্যাতির দাতা
অনন্ত কলভোগী হইয়া থাকেন । যিনি ভক্তিপূৰ্বক
ইহা শ্রবণ বা শ্রবণ করিয়া অবদ্বারণ করেন, তিনি

স গচ্ছতি ॥ ৪৪ ॥ ন কস্তাপীদমাখ্যেয়ং অজ্ঞানীনাং
দৃশ্যতে ॥ ৪৫ ॥ অপূজয়িত্বা গুরুমগ্রবুদ্ধ্যা ধনু-
প্রবক্তারমনস্তবুদ্ধিঃ । ভুক্তা তু ভোগাররকেষু চৈব
ততো হি জন্মাস্তরহঃপতোগী ॥ ৪৬ ॥ তন্মাৎ
সম্পূজয়েন্তু কৃত্য গুরুং তদাববোধকম্ । মাহাত্ম্যস্ত চ
লেশোহয়ং তব চোক্তো ময়ানঘ ॥ ৪৭ ॥ ন শক্যতে
হি সম্পূর্ণং বক্তুং বর্ষশতৈরপি । পুরা কৈলাসশিখবে
পার্বত্যে প্রোক্তবাস্তবঃ ॥ ৪৮ ॥ কার্তিকস্ত তু
মাহাত্ম্যং যাবদ্বর্ষশতং বদন । তথাপি নাস্তমগম-
দশক্তো বিররাম হ ॥ ৪৯ ॥ পুত্রার্থী চ ধনাৰ্থী চ
রাজ্যার্থী স্বকলং লভেৎ । কিমত্র বহনোক্তেন
মোক্ষার্থী মোক্ষমাণুয়াৎ ॥ ৫০ ॥ স্মৃত উবাচ ।
ইত্যুক্তো ব্রহ্মণা চৈব নাবদঃ প্রেমনির্ভরঃ । ভূমো
ভূয়ো নমস্কৃত্য যযৌ যাদৃচ্ছিকো মুনিঃ ॥ ৫১ ॥ কথিত
শকরেনাপি পুত্রায় হিতকামাত্মা । পিতৃস্তুত্বাক্যমাকণ্য
যগ্মথো হর্ষনির্ভরঃ ॥ ৫২ ॥ ক্রমেণ সত্যতামাশী

নিখিলপাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ।
কোন আকর্ষণীয় দৃশ্যই মানবসমীপে এই মাহাত্ম্য
কদাচ কার্তন করিবেন না । ২৭—৪৫ । শ্রেষ্ঠজ্ঞানে
যে মানব গুরুকে এবং সাধাবণ মানববুদ্ধিতে
ধৰ্ম্মবক্তাকে পূজা না কবে, সেই ব্যক্তি
নরকনিচয়ে গমন ও বিবিধ দুঃখ ভোগ
করিয়া জন্মাস্তরেও ক্রেশতাগী হয় । অতএব তৎ-
জ্ঞানের প্রবোধক গুরুকে ভক্তিভরে সম্যক পূজা
করা কর্তব্য । হে অনঘ । এই আমি তোমার
নিকট লেশ মাত্র, কার্তিকমাহাত্ম্য কার্তন কর-
লাম, সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য শত বর্ষও আমি কীর্তন
করিতে সমর্থ নহি । পূৰ্বকালে পার্বতীসমীপে
শিব ইহা কীর্তন করিয়াছিলেন । শিব শতবৎসর
পর্যন্ত এই কার্তিক মাহাত্ম্য বলিয়া শেষ করিতে
পারিলেন না, তখন তিনি অশক্ত হইয়াই বিরত
হইয়াছিলেন । এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পুত্রার্থী
ধনাৰ্থী কিংবা রাজ্যার্থী স্ব স্ব অভিষ্ট লাভ করে ।
অধিক বলিব কি, মোক্ষার্থী হইয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ
করিলে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । স্মৃত বলিলেন,
দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মুখে এই সকল শ্রবণ করিয়া
প্রেমে পুরিত হইলেন এবং বার বার তাঁহাকে
নমস্কার করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করি-
লেন । নিখিল লোকের হিতকামনায় শঙ্কর তৎপূর্ণ
কার্তিকেয়ের নিকট এই মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে,
কার্তিকেয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইলেন । কৃষ্ণ সত্যতামা

কার্তিকস্ত চ বৈভবঃ । কথিতন্তেন সন্তুষ্ठा সত্য-
ব্রতমধাকরোৎ ॥ ৫৩ ॥ ঋষয়ো বালখিল্যোভ্যঃ ঋষা-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । উজ্জ্বলতপরা জাতাস্তমাদর্জে-
হতিবল্লভঃ ॥ ৫৪ ॥ অধীত্য সর্বশাস্ত্রাণি পয়ঃসার-
মিবোদ্ধতম্ । নানেন সদৃশং শাস্ত্রং বিষ্ণুপ্রীতিকরং
শ্রুতম্ ॥ ৫৫ ॥ ব্যাস উবাচ । ইত্যুক্তা তানুযীন-
সর্বান স্মৃতো বৈ ধর্ম্যবিস্তমঃ । বিররাম ততস্তে তু
পূজাং চক্ৰুস্তদাস্ত চ ॥ ৫৬ ॥ তে পুনঃ শ্রামঃ
গত্বা হৃষ্টান্তে পরমর্ষয়ঃ । যথা স্মৃতেনোপদিষ্টং তথা

সমীপে এই কার্তিকমাহাত্ম্য বর্ণন করেন । সত্যভামা
তখন কৃষ্ণের কথায় পরিতুষ্টা হইয়া কার্তিকব্রত
আচরণ করিয়াছিলেন । ঋষিগণও বালখিল্য-
দিগের নিকট এই উত্তম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
কার্তিকব্রতে তৎপর হন, এবং তদবধিই কার্তিক
ব্রত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে । ব্যাস নিখিল শাস্ত্র
অধ্যয়ন করিয়া কৃষ্ণের সারাংশের স্তায় এই বিষ্ণু-
মাহাত্ম্য উদ্ধার করিয়াছেন, অতএব বিষ্ণুর প্রীতি-
কর একরূপ শুভ শাস্ত্র আর নাই । ব্যাস বলিলেন,—
অনন্তর ধর্ম্যবিস্তম স্মৃত এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে
সেই শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সমীপে আগমনপূর্বক

চক্ৰবর্তং শ্রুতম্ ॥ ৫৭ ॥ অনেন বিধিনা যো বৈ
কুর্যন্তি কার্তিকব্রতম্ । তে সর্বপাপনির্মুক্তা গচ্ছন্তি
বিষ্ণুমঙ্গিরম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতिसাহস্রাঃ
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈষ্ণবখণ্ডে কার্তিক-
মাসমাহাত্ম্যে পুষ্করিণীসংজ্ঞিকান্তিম-
তিথিত্রয়মাহাত্ম্যকথনপূর্বকপুরাণ-
শ্রবণমহিমবর্ণনং নাম ষট্-
ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

স্মৃতের পূজা করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় স্ব স্ব
আশ্রমে প্রস্থিত হইলেন এবং স্মৃত যেক্রপ আদেশ
করিয়াছিলেন ঠিক তদ্রূপেই কার্তিকব্রত আচরণ
করিতে লাগিলেন । যে মানব পূর্বোক্ত বিধি
অবলম্বনে কার্তিকব্রত করেন, তিনি নিখিল
কলুষবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া
থাকেন । ৪৬—৫৮ ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

নিম্নপ্রস্তাব।

মার্গশীর্ষমাস-মাহাত্ম্যম্।

প্রথমোহধ্যায়ঃ।

শ্রুত উবাচ। দেবকৌনন্দনং কৃষ্ণং জগদানন্দ-
কারকম্। ভুক্তিমুক্তিপ্রদং বন্দে মাধবং ভক্তবৎস-
লম্॥ ১ ॥ ষেতদ্বীপে সুখাসীনঃ দেবদেবঃ বমা-
পতিম্। চতুর্ভুক্ণো নমস্তুতা পপ্রচ্চ পিতরং তদা ॥
২ ॥ ব্রহ্মোবাচ। হৃষীকেশ জগদ্ধাতাঃ পুণ্যশ্রবণ-
কীৰ্ত্তন। পৃষ্টং যদব্রহ্মি দেবেশ সৰ্বজ্ঞ সকলেশ্বর ॥
৩ ॥ মাগানাং মার্গশীর্ষোহমিত্যুক্তং ভবতা পুবা।
তন্তু মাসন্তু মাহাত্ম্যং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৪ ॥
কো দেবস্তন্তু কিং দানং কথং জ্ঞানং নিবিশ্চ কঃ।
পুরুষৈস্তন্তু কিং কার্য্যং ভোক্তব্যং কিং রম্যপতে ॥
৫ ॥ বক্তব্যং কিং তথা পূজাধ্যানমহাদিকঞ্চ যৎ।
তত্ত্ব যৎক্রিয়তে কৰ্ম্ম তৎসৰ্বং ব্রহ্মি মেহচ্যুত ॥ ৬ ॥

প্রথম অধ্যায়।

শ্রুত কহিলেন,—জগদানন্দকারক ভুক্তি-মুক্তি-
প্রদ ভক্তবৎসল দেবকৌনন্দন কৃষ্ণ মাধবকে বন্দনা
করি। একদা দেবদেব রম্যপতি ষেতদ্বীপে সুখে
সমাসীন রহিয়াছেন। চতুরানন ব্রহ্মা তথায় সেই
জগৎপিতা হরিকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন।
ব্রহ্মা বলিলেন, হে হৃষীকেশ! আপনি জগতের ধাতা,
আপনার নাম শ্রবণ বা কীৰ্ত্তন করিলে পুণ্য সঞ্চয়
হয়। আপনি সকল লোকের ঈশ্বর। হে সৰ্বজ্ঞ!
আমার হৃদয়ে একটি প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। আপনি
পূর্ব্বে বলিয়াছেন—“আমি মাস সকলের মধ্যে
মার্গশীর্ষ।” আমার এক্ষণে সেই মার্গশীর্ষ মাসের
মাহাত্ম্য যথার্থ বিদিত হইতে অভিলাষ হইতেছে।
হে রম্যবন্ত! মার্গশীর্ষ মাসের দেবতা কে, দান
কি এবং জ্ঞানবিষয়ে তা কিরূপ? পুরুষগণ মার্গ-
শীর্ষ মাসে কোন কৰ্ম্ম ও কি ভজন করিবে? ঐ
মাসে কি ভোক্তব্য, পূজা কিরূপ, সেই পূজার ধ্যান
মহাদিকঞ্চ কি? এবং তথ্য যৎ কার্য্য করিতে

শ্রীভগবানুবাচ। সাধু পৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ সৰ্বলোকোপ-
কারিণা। যন্মিন কৃতং কৃতং সৰ্বমিষ্টাপূৰ্ণাদিকং
ভবেৎ ॥ ৭ ॥ সৰ্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং সৰ্বতীর্থেষু যৎ
কলম্। তৎকলং সমবাপ্নোতি মার্গশীর্ষে কৃত্যে
শ্রুত ॥ ৮ ॥ তুলাপুরুষদানাদৈর্দ্যৎকলং লভতে নরঃ।
তৎকলং প্রাপ্যতে পুত্র মাহাত্ম্যশ্রবণাৎ কিল ॥ ৯ ॥
যজ্ঞাধ্যয়নদানাদৈঃ সৰ্বতীর্থাবগাহনৈঃ। সন্ন্যাসেন
চ যোগেন নাস্তি বজ্রোহভবং নৃণাম্ ॥ ১০ ॥ জ্ঞানেন
দানেন চ পূজনেন ধ্যানেন মোর্নেন জপাদিভিঃ।
বজ্রো যথা মার্গশীর্ষে চ মাসি তথা ন চান্তেষু চ শুভ-
মুক্তম্ ॥ ১১ ॥ অষ্টৈর্কৰ্ম্মাদিভিঃ কৃৎস্না গোপিতং মার্গ-
শীর্ষকম্। মৎপ্রাপ্তেঃ কারণং মহা দেবেঃ শ্রগ্নিবা-
দিভিঃ ॥ ১২ ॥ যে কেচিৎ পুণ্যকৰ্ম্মাণো মম ভক্তিপরা-

হয়, হে অচ্যুত। তৎসমুদয় আমার নিকট বর্ণন
করুন ১—৬। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্।
তুমি নিখিললোকের উপকারকামনায় সাধু প্রশ্নই
করিয়াছ, যে মার্গশীর্ষ মাসে ব্রত করিলে সকল
ইষ্টাপূৰ্ণাদি এবং নিখিল যজ্ঞ ও সকল তীর্থসেবার
ফল লাভ হয়, হে শ্রুত! তুমি সেই মার্গশীর্ষের
মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তমই করিয়াছ।
তুলাপুরুষাদ দানে মানবের যে ফললাভ হয়, এই
মার্গশীর্ষমাহাত্ম্য শ্রবণেও তাহার তুল্য ফললাভ
হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। হে ব্রহ্মন্। যজ্ঞ,
অধ্যয়ন, দান, নিখিলতীর্থ, সর্বা ও সন্ন্যাসযোগ
দ্বারাও আমি মানবগণের বঞ্চিত হই না, কিন্তু মার্গ-
শীর্ষমাসে দান, দান, পূজা, ধ্যান, মোনাবৃণন ও
জপাদি দ্বারা আমি যেৰূপ মানবগণের বঞ্চিত হই,
অন্ত কোন কৰ্ম্মেই তাদৃশ বঞ্চিত হই না; এই
অতি শুভ কথাই তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম।
শ্রগ্নিবাসী সুরগণ মার্গশীর্ষমাসেই আমার প্রাপ্তির
কারণ জানিয়া অস্ত্রাভ্যর্থের উপদেশ করিয়াও
এই মার্গশীর্ষব্রত গোপন করিয়াছেন। যে সকল

১৩। তেষামবস্তং কৰ্ত্তব্যো মার্গশীর্ষে মদাপনঃ।
১৩। মার্গশীর্ষং ন কৰ্ত্তন্তি যে নরা ভারতাজিরে।
পাপরূপান্ত তে জ্ঞেয়াঃ কলিকালবিমোহিতাঃ। ১৪।
অষ্টমপি চ মাসেবু যৎকলং লভতে নরঃ। তৎকলং
প্রাপ্যতে বৎস মাষে মকরগে রবৌ। ১৫।
মাষাচ্ছতগুণং পুণ্যং বৈশাখে মাসি লভ্যতে।
তন্মাৎ সহস্রগুণিতং তুলাসংস্থে দিবাকরে। ১৬।
তন্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং রুচিকস্থে দিবাকরে।
মার্গশীর্ষেহধিকস্তন্মাৎ সৰ্বদা চ মম প্রিয়ঃ। ১৭।
উবস্বাখায় যো মৰ্ত্তাঃ শ্রানঃ বিধিবদাচরেৎ। তুষ্টো-
হহং তস্য যচ্ছামি স্বান্মানমপি পুত্রক। ১৮। অত্রাপ্য-
দাহরজীদং শূণু পুত্র কথানকম্। নন্দগোপো
মহাত্মা বৈ খ্যাতো যো ভূতলেহভবৎ। ১৯। তস্য
বৈ গোকুলে রম্যে গোপকন্তাঃ সহস্রশঃ। তাসাং
চিন্তক মজ্জপে সন্ন্যাসীৎ পুরানঘ। ২০। তাসাং
বুদ্ধির্ময়া দত্তা মার্গশীর্ষাবগাহনে। ততস্তাভিঃ

লোক আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও পুণ্যকৰ্ম্ম,
তাহাদের মার্গশীর্ষব্রত অবশ্যকর্তব্য; কেননা এই
ব্রতই তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারে।
ভারতভূমে যে সকল মানব মার্গশীর্ষব্রত না করে,
তাহাদিগকে কলিকালবিমোহিত পাপরূপ বলিয়া
অবধারণ কর। হে বৎস! মানব আটমাস ব্রত
কবিলে যে কল লাভ করে, দিবাকরের মকররাশি-
গমনকালীন এক মাঘমাসেই তাহার তুলা কল
পাইয়া থাকে। মাঘমাসের যে কল, একমাত্র বৈশাখ
মাসে তাহার শতগুণ কল লাভ হয়; তাহা হইতে
আবার দিবাকরের তুলারশিগমনকালীন কার্ত্তিক-
মাসের কল সহস্রগুণিত; যখন দিবাকর রুচিক
রাশিতে গমন করেন, তখন মার্গশীর্ষ মাস; এই
মার্গশীর্ষের কল কার্ত্তিকমাস হইতে কোটিগুণ অধিক।
অতএব মার্গশীর্ষই সকলের শ্রেষ্ঠ ও আমার সতত
প্রিয়। হে পুত্রক! যে মানব উষকালে শয্যাভ্যাগ
করিয়া যথাবিধি শ্রান করে, আমি তাহার প্রতি
শ্রীত হইয়া তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকি।
হে পুত্র! এবিষয়ে একটা পুরাতন কথা উদাহরণ-
রূপে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ভূতলে যে
মহাত্মা নন্দগোপ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার
রম্য আবাস গোকুলে সহস্র সহস্র গোপকন্তা
ছিল। হে অজঘ! পুণ্যকালে সেই সকল গোপ-
কন্তাদিগের যম আমার রূপে আসক্ত হইয়াছিল।
আমি তাহাদিগকে মার্গশীর্ষের অবগাহনে উপদেশ

কৃত্য শ্রানঃ প্রাত্যকালে যথাবিধি। ২১। পূজা
কৃত্য হবিষ্যারং ভুক্তং তান্নিঃ কৃত্য নন্তি। এবং
কৃতেন বিধিনা প্রসন্নোহহং ততোহনঘ। ২২। বরো
দত্তো ময়াহা হি তাসাং তুষ্টেন বৈ কিল। তন্মারৈরহ
কৰ্ত্তব্যো মার্গশীর্ষে যথাবিধি। ২৩।

ইতি শ্রীহান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈকবধে অক্ষবিষ্ণু-
সংবাদে মার্গশীর্ষমহাত্ম্যে গোপীকৃত-
মার্গশীর্ষশ্রানফলকথনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ। ১।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। অয়োক্তো বিধিসংযুক্তো মার্গশীর্ষে
মদাপনঃ। কো বিধিস্তস্য দেবেশ সৰ্বং মে ক্রহি
কেশব। ১। শ্রীভগবানুবাচ। রাত্ৰাবস্তে সমুখায়
উপম্পৃশ্ব যথাবিধি। নমস্কৃত্য গুরুং স্বীয়ং সংস্মরে-
ন্মামতন্ত্রিতঃ। ২। সহস্রনামভির্ভক্ত্যা কীৰ্ত্তয়েদ্বাগ্ভ্যতঃ
শুচিঃ। বহিষ্ঠামাৎ সমুৎসৃজ্য মলমুত্রং যথাবিধি।

দান করিয়াছিলাম। অনন্তর তাহারা প্রাতঃকালে
যথাবিধি শ্রান, পূজা ও হবিষ্যার ভোজনপুষ্ক
আমাকে প্রণতি করিয়াছিল। অনঘ! তাহারা বিধি-
পুষ্ক এইরূপ করিলে তারপর আমি তাহাদিগের
প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগের তুষ্টির জন্য আমার
আত্মাই তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলাম। অত-
এব মানবের যথাবিধি এই মার্গশীর্ষব্রত অবশ্য-
কর্তব্য। ১—২৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত। ১।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবেশ! আপনি যে
মার্গশীর্ষ আপনার প্রাপ্তির কারণ বলিয়াছেন; ইহা
বিধিসংযুক্ত বাক্য। হে কেশব! এক্ষণে মার্গশীর্ষ-
ব্রতের বিধি কিরূপ, তৎসমস্ত আমার নিকট কীৰ্ত্তন
করুন। ভগবান্ উত্তর করিলেন,—নিশার অবসানে
শয্যা ভ্যাগ করিয়া যথাবিধি আচমনপূর্বক অনলস-
ভাবে নিজগুরুকে প্রণাম করত আত্মাকে স্বর্ণ-
এক শুচি ও বাগ্ভ্যত হইয়া আমার সহস্র নাম
কীৰ্ত্তন করিবে। অনন্তর প্রাতঃকালে যথাবিধি

৩। শোচঃ কৃষা যথাভ্যাস্যমাচম্য প্রবতঃ শুচিঃ।
দন্তধাবনপূর্বক জ্ঞানঃ কৃষা যথাবিধি ॥ ৪ ॥ আদারঃ
তুলসীমূলমুদঃ তৎপত্রং যুতাম্। মূলমজ্জেনাভিমন্ত্য
গায়ত্রী বা মহামতে ॥ ৫ ॥ মজ্জেনৈবাহুলিপ্তাকঃ
নায়াদিবন্ধনম্। অমৃতকৃতকৃত্তৈর্জা জলেঃ জ্ঞানঃ
বিধীয়তে ॥ ৬ ॥ তীর্থঃ প্রকল্পয়েদ্বিহায়জ্ঞেগানেন
মজ্জবিৎ ॥ ৭ ॥ ও নমো নারায়ণায়ৈতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥
৮ ॥ দর্ভপানিষ্ড বিধিনা আচান্তঃ পুরতঃ শুচিঃ।
চতুর্হস্তসমায়ুক্তঃ চতুরস্রঃ সমস্ততঃ। প্রকল্প্যা-
বাহয়েদগঙ্গামেতিশ্রুতৈর্বিচক্ষণঃ ॥ ৮ ॥ বিষ্ণুপাদ-
প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা। জাহি নন্দমঘাদম্মাদা-
জম্মমরণান্তিকাং ॥ ৯ ॥ তিশ্রঃ কোটোহর্ককোটি চ
তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যস্তরিক্ষে চ তানি
তে সন্তি জাহবি ॥ ১০ ॥ নন্দিনীত্যেব তে নাম
দেবেষু নন্দিনীতি চ। দক্ষপুত্রী চ বিহগা বিহগা
যোগিনাং মতা ॥ ১১ ॥ বিদ্যাধরী সুপ্রসরা তথা
লোকপ্রসাদিনী। কেম্বা চ জাহবী চৈব শাস্তা

মূলমন্ত্র পরিত্যাগপূর্বক শোচান্তে শুচি ও প্রবত
হইয়া আচমন করিবে এবং দন্তধাবনপূর্বক যথাবিধি
জ্ঞান করিবে। হে মহামতে! তদনন্তর তুলসীমূল
হইতে মৃত্তিকা আনয়নপূর্বক তাহাতে তুলসীমূল
সংযুক্ত করিবে। তৎপর মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা
সেই মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় মূল-
মন্ত্রে তাহা সর্ষাদে অহুলিপ্ত করিয়া ঘর্ষণ-
জ্ঞান করিবে। মজ্জবিৎ বিদ্বান্ মানব উদ্ধৃত বা
অমৃতকৃত যে কোন জলে জ্ঞান করুন না কেন, “ও
নমো নারায়ণায়” এই বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে জ্ঞানীয়
জলে তীর্থজল করুণা করিবেন। অনন্তর
বিচক্ষণ মানব শুচি ও দর্ভপানি হইয়া আচমন
করিবেন এবং সপুথভাগে জলমধ্যে চতুর্হস্তমিত
একটি চতুরস্র মণ্ডল নির্মাণপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে সেই
জলে গঙ্গার আবাহন করিবেন। মন্ত্র যথা—“বিষ্ণু
তোমার দেবতা, বিষ্ণুপাদ তোমার উৎপত্তিস্থান, তুমি
বৈষ্ণবী; আমি ভূয় হইতে মরণ পর্য্যন্ত যে পাপ
করিয়াছি, সেই পাপ হইতে আমাকে জ্ঞান কর। বায়ু
বলেন,—“আকাশ, অন্তরীক্ষ ও ভূমিতলে যে সর্দ-
জিকোটি তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তোমাতেই সম্বিহিত।
নন্দিনী, নন্দিনী, দক্ষপুত্রী, বিহগা, বিহগা, যোগি-
নামতা, বিদ্যাধরী, সুপ্রসরা, লোকপ্রসাদিনী,
কেম্বা জাহবী, শাস্তা, শান্তিপ্ৰসাদিনী, গঙ্গা

শান্তিপ্ৰসাদিনী ॥ ১২ ॥ এতানি পুণ্যনামানি জ্ঞান-
কালে সদা পঠেৎ। সদা সারহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথ-
গামিনী ॥ ১৩ ॥ সপ্তবারাভিজপ্তেন করসম্পূট-
যোজিতম্। মুক্তা কৃতাজলির্ভূয়স্চিতুঃ পঞ্চ সন্ত বা।
জ্ঞানং কুর্ধ্যানমুদা তদ্বদামজ্জ্যাহুবিধানতঃ ॥ ১৪ ॥
অশ্রুক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে
হর মে পাপং যস্যয়া দ্রুতং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥ উদ্ধৃতাসি
বরাহেণ কৃকেন শতবাহনা। নমস্তে সর্ষভুতানাং
প্রভবারণি সুরতে ॥ ১৬ ॥ এবং স্নাত্বা ততঃ
পশ্চাদাচম্য চ বিধানতঃ। উখায় বাসসী শুক্রে
কূলে বৈ পরিধায় চ ॥ ১৭ ॥ আচম্য তর্পয়েদেবান্
পিতৃশ্চৈব ঋষীস্তথা। নিস্পীড়্য বসুমাচম্য ধৌত-
বস্ত্রেন বেষ্টিতঃ ॥ ১৮ ॥ বিমলাং মৃত্তিকাং রম্যা-
মাদায় দ্বিজসন্তম্। মজ্জেনৈবাত্তিমজ্জাথ ললাটাদিষু
বৈষ্ণবঃ। ধারয়েদুর্দ্ধপুণ্ড্রানি যথাসংখ্যাতন্ত্রিতঃ ॥ ১৯ ॥
ব্রহ্মন দ্বাদশপুণ্ড্রানি ব্রাহ্মণঃ সততং বহেৎ। চত্বারি

এবং ত্রিপথগামিনী,—দেবলোকে তোমার এই
সকল নাম কথিত হইয়া থাকে। জ্ঞানকালে তোমার
এই সকল পুণ্যনাম পঠিত হইলে তুমি সতত
তথায় সম্বিহিত হইয়া থাক।” শতবার এইরূপ
জপ করিয়া করপুট সংযোজিত করত যন্তকে
স্থাপনপূর্বক তিন, চারি, পাঁচ বা সাতবার মৃত্তিকা
দ্বারা জ্ঞান করিয়া বক্ষ্যমাণ বিধি অনুসারে আমন্ত্রণ
করিবে। বিধি যথা—“হে মৃত্তিকে! তুমি অশ্রু,
রথ ও বিষ্ণু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছ; হে বসুন্ধরে!
আমি যে দ্রুত করিয়াছি, তুমি সে সকল হরণ কর;
কৃষ্ণ বরাহরূপে শতবাহুদ্বারা তোমাকে উদ্ধার
করিয়াছেন, তুমি প্রাণিচয়ের প্রভবের অরণিরূপা;
হে সুরতে। তোমাকে নমস্কার।” অনন্তর জ্ঞান
করিয়া যথাবিধি আচমন করিবে এবং জল হইতে
তীর্থে উখিত হইয়া সৌত্তরীয় শুক্লবস্ত্র পরিধান
করিবে। তার পর পুনরায় ‘আচমন করিয়া
দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে এবং
তদনন্তর বস্ত্র নিস্পীড়ন ও পুনরায় আচমন
করিয়া ধৌত বস্ত্রে শরীর বেষ্টন করিবে। হে
দ্বিজসন্তম! অনন্তর রম্যা বিমল মৃত্তিকা গ্রহণপূর্বক
বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাটাদি
স্থানসমূহে তিলক ধারণ করিবে। অনন্তর হইয়া
যথাসংখ্য উর্দ্ধ পুণ্ড্র ধারণ করিবে। ১—১৯
হে ব্রহ্মন! ব্রাহ্মণসতত দ্বাদশপুণ্ড্র ধারণ করিবেন।

ভূতভাঃ পুত্রঃ পুত্রাণি যে বিশাঃ স্মৃতে । একং
পুত্রং নারীণাং শূদ্রাণাঞ্চ বিধীয়তে ॥ ২০ ॥
ললাটে উদরে চৈব বক্ষো বৈ কণ্ঠকুবরে ।
কুক্ষ্যেবাহুয়োঃ কর্ণয়োশ্চ পৃষ্ঠে ত্রিকে চ বৈ
শিরঃ । তিলকা দ্বাদশ প্রোক্তা ব্রাহ্মণশ্চ সদানঘ ॥
২১ ॥ ললাটে হৃদি বাহুয়োশ্চ কাক্রঃ পুত্রাণি
ধারয়েৎ । ললাটে হৃদয়ে বৈজ্ঞো ভালে বৈ
শূদ্রবোধিতাম্ ॥ ২২ ॥ ললাটে কেশবঃ ধ্যায়ৈম্মারা-
য়ণমধোদরে । বক্ষঃস্থলে মাধবঃ চ গোবিন্দঃ
কণ্ঠকুবরে ॥ ২৩ ॥ বিষ্ণুঃ চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ
চ মধুসূদনম্ । ত্রিবিক্রমঃ কর্ণমূলে বামনঃ বাম-
পার্শ্বে ॥ ২৪ ॥ শ্রীধরঃ বামবাহৌ চ হৃদীকেশঃ চ
কর্ণকে । পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঃ স্মালিকৈ দামোদরঃ
ক্ৰমেৎ ॥ ২৫ ॥ তৎপ্রক্ষালনতোয়েন বাসুদেবং তু
মূৰ্দ্ধনি । এবং কার্য্যং ব্রাহ্মণশ্চ ক্ষত্রিয়শ্চোপধারয়েৎ ॥
২৬ ॥ ললাটে কেশবঃ ধ্যায়ৈকুদয়ে মাধবঃ তথা ।
বাহুয়োশ্চ উভয়োর্কঃ স্ম অরৈদৈ মধুসূদনম্ ॥ ২৭ ॥
ক্ষত্রিয়শ্চ বিধিঃ 'প্রোক্তো বৈশ্বকৃত্যঃ নিশাময় ।
ললাটে কেশবঃ ধ্যায়ৈকুদয়ে মাধবঃ তথা ॥ ২৮ ॥

ক্ষত্রিয়গণের পুত্র, চারিটি, বৈজ্ঞের দুইটি এবং শূদ্র ও
নারীগণের একটি মাত্র পুত্র ধারণ বিহিত জানিবে ।
হে অনঘ! ললাট, উদর, বক্ষ, কণ্ঠকুবর, উভয়
কুক্ষি, বহুগল, কর্ণদ্বয়, পৃষ্ঠ, পৃষ্ঠবংশ ও মস্তক—
ব্রাহ্মণ সতত এই দ্বাদশ স্থানে তিলক ধারণ করি-
বেন । ক্ষত্রিয়—ললাট, হৃদয় ও উভয় বাহুতে;
বৈজ্ঞ ললাটে, ও হৃদয়ে এবং শূদ্র ও নারীগণ কেবল
মাত্র ভালেই তিলক ধারণ করিবে । অনন্তর
তিলকের মন্ত্ৰ, কথিত হইতেছে,—ললাটে কেশব,
উদরে নারায়ণ, বক্ষে মাধব, কণ্ঠকুবরে গোবিন্দ,
দক্ষিণ কুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন,
দক্ষিণকর্ণমূলে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম
বাহুতে শ্রীধর, বাম কর্ণে হৃদীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ
এবং পৃষ্ঠবংশে দামোদরকে চিন্তা করিতে করিতে
তিলক বিস্তার করিবে । অনন্তর, বাসুদেবকে
চিন্তা করিয়া হস্তপ্রক্ষালিতজল মস্তক ধারণ
করিতে হইবে । ব্রাহ্মণের তিলকধারণ এইরূপে-
করিতে হইবে, এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের তিলকধারণ-
বিধি কথিত হইতেছে । হে বৎস! ক্ষত্রিয়—
ললাটে কেশব, হৃদয়ে মাধব, উভয়বাহুতে মধুসূদন;
এই ক্ষত্রিয়ের তিলকধারণবিধি বলিলাম, অতঃপর
বৈজ্ঞাদিকৃত্য প্রবণ কর । বৈজ্ঞ—ললাটে কেশব ও

যোবিচ্ছদ্যৌ অরৈতাঃ চ কেশবঃ ভালদেশকে ।
অনেন বিধিনা কুর্ধ্যাৎ পুত্রাণি মম তুষ্টিয়ে ॥ ২৯ ॥
শ্রামঃ শাস্তিকরঃ প্রোক্তঃ রক্তঃ বস্তকরঃ তথা ।
শ্রীকরঃ পীতমিত্যাহঃ শ্বেতঃ মোক্ষকরঃ শুভম্ ॥
৩০ ॥ একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্বলোকহিতে হৃদয়া
সান্তরালং প্রকুর্কৃষ্ণি পুত্রং হরিপদাকৃতিম্ ॥ ৩১ ॥
মধ্যোচ্ছিদ্রেণ সংযুক্তমেতন্নি হরিমন্দিরম্ । উর্দ্ধে
সৌম্যমুজুঃ সূক্ষ্মং সুপার্শ্বং সূমনোহরম্ ॥ ৩২ ॥
নিরন্তরালং যঃ কুর্ধ্যাদুর্দ্ধপুত্রং দ্বিজাধমঃ । স হি
তত্র স্থিতং লক্ষ্মীয়া সহ মাং চ ব্যাপোহতি ॥ ৩৩ ॥
অচ্ছিদ্রমুর্দ্ধপুত্রং তু যে কুর্কৃষ্ণি দ্বিজাবমাঃ ।
তৈর্ললাটে শুভং পাদং নিক্ষিপ্তং বৈ ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তস্মাচ্ছিদ্রাবিতং পুত্রং মহাচ্ছিদ্রং শুভাবিতম্ ।
ধারয়েদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যং হরিসালোক্যসিদ্ধয়ে ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ত্রিপুত্রধারণবিধিকথনং নাম
দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হৃদয়ে মাধব এবং শ্রী ও শূদ্র কেবল ভাল দেশে
কেশবকে অরণ করিয়া তিলক ধারণ করিবে । হে
ব্রহ্মন্! আমার তুষ্টির জন্য এইরূপে পুত্র ধারণ
করিবে । এই তিলক ধারণে আবার বিবিধ ভেদ
কথিত হয়,—শ্রামবর্ণ তিলক শাস্তিকর, রক্ত বৈজ্ঞ-
কর, পীত শ্রীকর এবং শুভ শ্বেততিলক মোক্ষকর ।
বাহারা একমাত্র বিষ্ণুনিষ্ঠ, মহাভাগ, নিখিল লোকের
হিতে রত তাহারা অন্তরালযুক্ত হরিপদাকৃতি পুত্র
ধারণ করিবেন । এই তিলকের নাম হরিমন্দির,
ইহার মধ্য ছিদ্রযুক্ত, উর্দ্ধভাগ সৌম্য, সূক্ষ্ম ও ঋজু
হইবে এবং পার্শ্বদেশ শোভন ও সূমনোহর করিতে
হইবে । যে দ্বিজাধম অন্তরালহীন উর্দ্ধপুত্র ধারণ
করে, সে লক্ষ্মীর সহিত আমাকে ত্যাগ করিয়া
থাকে । আর যে অধম দ্বিজ ছিদ্রহীন উর্দ্ধপুত্র
ধারণ করে, ককুর তাহার ললাটে পাদনিক্ষেপ করে,
সন্দেহ নাই । অতএব হরিসালোক্যসিদ্ধির জন্য
দ্বিজ ছিদ্রাবিত এমন কি মহাচ্ছিদ্রযুক্ত তিলক সতত
ধারণ করিবেন ॥ ২০—৩৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । পুণ্ড্রঃ কতিবিধঃ কার্য্যঃ প্রকৃহি
মম কেশব । পুণ্ড্রাণাং শ্রবণেহতীব কৌতুকং মম
আশ্রিতে ॥ ১ ॥ শ্রীভগবান্নবাচ । শূণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি
পুণ্ড্রঃ চ ত্রিবিধঃ স্মৃতম্ । তুলসীমুৎসৱা সার্কঃ
শ্রীগোপীচন্দনেন চ ॥ ২ ॥ হরিচন্দনতঃ কার্য্যঃ
পুণ্ড্রঃ তত্র বিচক্ষণৈঃ । শ্রীকৃষ্ণতুলসীমূলমদমাদায়
ভক্তিমান । ধারয়েদুর্কপুণ্ড্রাণি হরিস্তত্র প্রসাদতি ॥
৩ ॥ গোপীচন্দনমাহাশ্রয়ং নিবোধ গদতো মম ॥
৪ ॥ যো যুতিক্যং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং করে সমাদায়
ললাটপটকে । কয়োতি নিত্যং নর উর্কপুণ্ড্রঃ
ক্রিয়াকলং কোটিগুণং তদা ভবেৎ ॥ ৫ ॥ ক্রিয়াবিহীনঃ
যদি মন্ত্রহীনঃ শ্রদ্ধাবিহীনঃ যদি কালবর্জিতম্ ।
কৃদ্ভা ললাটে যদি গোপীচন্দনং প্রাপ্নোতি তৎকর্ম্মফলং
সদাব্যয়ম্ ॥ ৬ ॥ গোপীচন্দনসমুদ্ভবং সুরচিরং পুণ্ড্রঃ
ললাটে দ্বিজো নিত্যং ধারয়তে যদি প্রতিদিনং
ব্রাহ্মো দিবা সর্বদা । যৎপুণ্ড্রঃ কুরুজাঙ্গলে রবিগ্রহে
মাঘে প্রয়াগে তথা তৎপ্রাপ্নোতি ততোহধিকং মম
গৃহে সন্তিষ্ঠতে দেববৎ ॥ ৭ ॥ যস্মিন্ গৃহে তিষ্ঠতি

তৃতীয় অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে কেশব! পুণ্ড্র শ্রবণে
আমার অত্যন্ত কৌতুক জন্মিয়াছে, অতএব কতি-
বিধ পুণ্ড্র ধারণ কর্তব্য, তাহা আমার নিকট বলুন ।
ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে পুত্র! এ বিষয়
বলিতেছি, শ্রবণ কর । পুণ্ড্র ত্রিবিধ কথিত হয়,
বিচক্ষণ মানবগণ তুলসীমুক্ত যুতিকা, হরিচন্দন কিংবা
গোপীচন্দন দ্বারা তিলক ধারণ করিবেন ।
ভক্তিমান মানব কৃষ্ণতুলসীর মূলস্থিত যুতিকা
দ্বারা উর্কপুণ্ড্র করিবেন, এই তিলকে হরি প্রসন্ন হন ।
অনন্তর গোপীচন্দনমাহাশ্রয় কীর্তন করিতেছি,
শ্রবণ কর । যে মানব দ্বারাবতীসমুদ্ভব যুতিকা
করে ধারণ করিয়া ললাটপটকে সতত উর্কপুণ্ড্র করে,
তাহার কোটিগুণ ক্রিয়াকল লাভ হয় । মানব ক্রিয়া-
হীন, মন্ত্রহীন, শ্রদ্ধাহীন কিংবা কালবর্জিত হইয়াও
যদি গোপীচন্দন দ্বারা ললাটে সতত তিলক ধারণ
করে, তথাপি তাহার অব্যয় কর্ম্মফল লাভ হইয়া
থাকে । যে দ্বিজ প্রতিদিন দিবা ও রাত্রিতে সতত
গোপীচন্দনসমুদ্ভব সূমনোহর তিলক ললাটে
ধারণ করেন, তিনি কুরুজাঙ্গলে সূর্য্যগ্রহণ, ও মাঘ-
মাসের প্রয়াগতীর্থজাত কলের তুল্য ফল লাভ করেন

গোপীচন্দনং ভক্ত্যা ললাটে মন্ত্রজো বিতর্জি চেৎ ।
তস্মিন্ গৃহেহহং নিবসামি সর্বদা ত্রিঘাষিতঃ কংসনিহা
চতুর্ধ্ব ॥ ৮ ॥ যো ধারয়েদ্বারবতীসমুদ্ভবাং যৎস্রাং
পবিত্রাং কলিকল্যাপহাম্ । নিত্যং ললাটে মম
মন্ত্রসংযুতাং যমং ন পশ্যেদপি পাপসংযুতঃ ॥ ৯ ॥
যশাস্তকালে স্মৃত গোপীচন্দনং বাহ্মো ললাটে হৃদি
মন্তকে চ । প্রয়াতি লোকে কমলা পতের্মম
গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা স্ত্রাৎ ॥ ১০ ॥ গ্রহা ন
পীড়্যন্তি ন রক্ষসাং গণা যক্ষাঃ পিশাচোরগভূত-
নায়কাঃ । ললাটপটে স্মৃত গোপীচন্দনঃ সন্তিষ্ঠতে
যস্ত মম প্রভাবাৎ ॥ ১১ ॥ উর্কপুণ্ড্রমুজুং সৌম্যং
ললাটে যস্ত দৃশ্যতে । স চণ্ডালোহপি শুদ্ধায়া পূজ্য
এব ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥ অশ্রাতো যঃ ক্রিয়াঃ কুর্যাদ-
শুচিঃ পাপসংযুতঃ । গোপীচন্দনসম্পর্কাত পুতো
ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥ অশুচির্বাপ্যনাচারো মহা-
পাপঃ সমাচরেৎ । শুচিরেব ভবেন্নিত্যমুর্কপুণ্ড্রা-
কিতো নরঃ ॥ ১৪ ॥ মৎপ্রিয়ার্থঃ শুভার্থঃ বা রক্ষার্থঃ
চতুরানন । মৎপূজাহোমকে চৈব নায়ঃ প্রাতঃ সমা-

পরন্তু দেবতুল্য হইয়া আমার আবাসে বিচরণ করিয়া
থাকেন । হে চতুরানন! যাহার গৃহে গোপীচন্দন
থাকে ও যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে উহা ধারণ করেন,
আমি তাঁহার গৃহে সতত বাস করিয়া থাকি । যে
মানব কলিকলুষনাশিনী দ্বারাবতীসমুদ্ভবা পবিত্র
যুতিকা সতত ললাটে ধারণ করেন, এবং ঐ
যুতিকা আমার মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লন, পাপ-
সংযুক্ত হইলেও তাঁহাকে যম কদাচ দর্শন করেন না ।
হে তনয়! যত্নাকালে যে যানবের বাহ্যুগলে, ললাটে
ও মস্তকে হরিচন্দন থাকে; গো, বাল ও ব্রহ্মঘাতী
হইলেও সে ইহলোকেও আমাকে প্রাপ্ত হয় । হে
তনয়! যাহার ললাটপটে গোপীচন্দন থাকে, আমার
প্রভাবে গ্রহ, রক্ষ, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, ভূত ও
নায়কগণও তাহাকে পীড়িত করিতে পারে না ।
যাহার ললাটে ঋজু ও সৌম্য উর্কপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, সে
চণ্ডাল হইলেও শুদ্ধায়া ও পূজ্য, সংশয় নাই ।
অশ্রাত, অশুচি ও পাপসংযুক্ত ক্রিয়াকারী মানব
গোপীচন্দনসম্পর্কে তৎক্ষণাৎ পুত হয় । মানব
অশুচি বা অনাচার হউক কিংবা মহাপাপই
করিয়া থাকুক, একমাত্র উর্কপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়াই
সে নিত্যশুদ্ধ হইয়া থাকে । হে চতুর্ধ্ব ॥ ১—১৪ ॥
আমার ভক্ত মানব আমার প্রিয়কামনায়, বা নিজের
শুভ ও রক্ষাভিলাষে আমার পূজা ও হোমসময়ে নায়ঃ

হিতঃ । মন্ত্ৰেণ ধারয়েন্নিত্যমূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং ভবাপহম্ ॥
১৫ ॥ উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধরো মৰ্ত্যো অগ্নিতে যদি কুজচিৎ ।
বপাকোহপি বিমানহো মম লোকে মহীয়তে ॥ ১৬ ॥
উৰ্দ্ধপুণ্ড্রধরো মৰ্ত্যো যদা যন্তারমম্মুতে । তদা
বিশংকুলঃ তন্ত নরকাঙ্করাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥ বৌক্ষ্য-
দর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ । উৰ্দ্ধ-
পুণ্ড্রঃ মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥
অনামিকা শান্তিদোক্তা মধ্যমাযুক্তরী ভবেৎ । অসুষ্ঠ-
পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তজ্জনী মোক্ষদায়িনী ॥ ১৯ ॥ গোপী-
চন্দনখণ্ডস্ত যো দদাতি চ বৈকবে । কুলমষ্টোত্তরং
তেন তারিতং বৈ ভবেচ্ছতম্ ॥ ২০ ॥ যজ্ঞো দানং
তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । ব্যর্থং ভবতি
তৎ সৰ্বমূৰ্দ্ধপুণ্ড্রবিনাকৃতম্ । যচ্ছরীরং মনুষ্যাণা-
মূৰ্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতম্ । তন্মুখঃ নৈব পশ্যামি
শ্মশানসদৃশং হি তৎ ॥ ২১ ॥ উৰ্দ্ধপুণ্ড্রং প্রকুবীত
মৎস্যকুর্মাাদিধারণম্ । কুর্যাৎকিঞ্চিৎপ্রসাদার্থং মহা-
বিকোরতিপ্রিয়ম্ ॥ ২৩ ॥ যৎপুনঃ কলিকালে তু
মৎসুরীগন্তবাঃ মৃদম্ । মৎস্যকুর্মাঙ্কিতং চিহ্নং

এবং প্রাতঃকালে সমাহিত হইয়া সতত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র
ধারণ করিবে, এইরূপ করিলে নিখিল দুরিত
বিদূরিত হইয়া থাকে । মানব উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ
করিয়া য়েখানেই মরুক না কেন, সে চণ্ডাল হইলেও
বিমানারোহণে অমরলোকে গমন করে । মানব
যৎকালে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া যাহার অন্ন ভোজন
করে, আমি তখনই সেই অন্নদাতার বিশ্ণুশক্তি
নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি । হে মহাভাগ !
যে মানব আদর্শে বা জলে স্বীয় মুখ নিরীক্ষণ
করিয়া প্রযত্নসহকারে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করে সে
আমার উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে । উৰ্দ্ধপুণ্ড্র
ধারণে অনামিকা শান্তিদা, মধ্যমা আয়ুক্তরী, অসুষ্ঠ
পুষ্টিদ এবং তজ্জনী মোক্ষদায়িনী । যিনি বৈকব
মানবকে একখণ্ড গোপীচন্দন দান করেন,
তাঁহার অষ্টোত্তরশত কুল উদ্ধার হয় । উৰ্দ্ধপুণ্ড্র-
বিহীন হইয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায়
কিংবা পিতৃতর্পণ করিলে তৎসমস্ত ব্যর্থ হইয়া
থাকে । যে সকল লোকের শরীরে উৰ্দ্ধপুণ্ড্র
নাই, তাহাদের মুখ শ্মশানসদৃশ, আমি কদাচ
তাহাদের মুখ দর্শন করি না । বিষ্ণুর সন্তোষ সাধ-
নের জন্য মৎস্য-কুর্মাাদি চিহ্ন ও উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ
করিবে, এইরূপ পুণ্ড্র মহাবিষ্ণুর অতিপ্রিয় । হে
ত্রিদশোত্তম ! কলিকালের যে লোক আমার পুরী

গৃহীত কুরুতে নরঃ ॥ ২৪ ॥ দেহে তন্ত প্রবিষ্টঃ
মাং জানীহি ত্রিদশোত্তম । তন্ত মে নাস্তরং কিঞ্চিৎ
কর্তব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ॥ ২৫ ॥ মমাবতারচিহ্নানি
দৃশ্যন্তে যন্ত বিগ্রহে । মৰ্ত্যো মৰ্ত্যো ন বিজ্ঞেয়ঃ স নুনঃ
মামকৌ তত্বঃ ॥ ২৬ ॥ পাপঃ শূকররূপঃ তু জায়তে
তন্ত দেহিনঃ । মমায়ুধানি দৃশ্যন্তে লিখিতানি কলৌ
যুগে ॥ ২৭ ॥ উভাভ্যামপি চিহ্নাভ্যাং যোহঙ্কিতো
মৎস্যমুদ্রয়া । কুর্মায়া মামকং তেজো বিক্শিপ্তং তন্ত
বিগ্রহে ॥ ২৮ ॥ শঙ্খং পদ্মং গদাং বখাঙ্গং মৎস্যঞ্চ
কুর্মাং রচিতং স্বদেহে । করোতি নিত্যং শূকরতন্ত
বুদ্ধিং পাপকরং জন্মশতজ্জিতম্ ॥ ২৯ ॥ নারায়ণা-
মুর্ধনিতিয়ং চিহ্নিতো যন্ত বিগ্রহঃ । পাপকোটি-
প্রযুক্তস্ত তন্ত কিং কুরুতে যমঃ ॥ ৩০ ॥ শঙ্খোদ্ধারে
চ যৎপ্রোক্তং বসঃ । কোটিজন্মভিঃ । তৎকলং
লভতে শঙ্খ প্রত্যহং দক্ষিণে ভুজে ॥ ৩১ ॥ যৎ
কলং পুঙ্করে প্রোক্তং পুণ্ড্রীকাকদর্শনাৎ । শঙ্খো-
পরি কৃতে পদে তৎকলং কোটিসম্বিতম্ ॥ ৩২ ॥

দ্বারাবতীসমুদ্ভূত যুক্তিকা দ্বারা মৎস্য-কুর্মাাদি
চিহ্ন অঙ্কিত করত উৰ্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, আমাকে
তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট জানিবে ; তাঁহাতে ও আমাতে
কিছুই প্রভেদ নাই ; অতএব কল্যাণকামী মানব
এইরূপ তিলক ধারণ করিবেন । যাহার শরীরে
মদীয় মৎস্য-কুর্মাাদি অবতারচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তিনি
মর্ত্য হইলেও মর্ত্য নহেন ; তাঁহাকে আমারই
তত্ত্ব বলিয়া জানিবে এবং তাঁহার দেহস্থিত দুরিত
শূকররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । কলিকালে
তিলকধারণ বিষয়ে মদীয় আয়ুধচিহ্নই অঙ্কিত
করিতে দেখা যায়, কিন্তু যিনি মদীয় আয়ুধচিহ্ন ও
মৎস্য-কুর্মাাদি অবতারচিহ্ন উভয়ই অঙ্কিত করেন,
কুর্মুদ্রার অঙ্কনে তাঁহার শরীরে আমার তেজ
পরিক্রিত হয় । যিনি স্বীয় শরীরে শঙ্খ, পদ্ম, গদা,
বখাঙ্গ, মৎস্য ও কুর্মা সতত অঙ্কিত করেন, তাঁহার
নিত্য শূকরের বুদ্ধি এবং শত-জন্মজিত পাপকর
হইয়া থাকে । ১৫—২৯ । যাহার শরীরে নারায়ণের
আয়ুধচিহ্ন সতত অঙ্কিত থাকে, কোটিপাপযুক্ত হই-
লেও যম তাহার কিছুই করিতে পারে না । কলি-
কালে কোটি জন্ম শঙ্খদ্বার-তীর্থবাসে যে কল কথিত
হয়, প্রত্যহ দক্ষিণ বাহতে শঙ্খচিহ্নধারণও তাহার
তুল্য কলজনক । পুঙ্করে পুণ্ড্রীকাকদর্শনে যে
কল অভিহিত হইয়াছে, শঙ্খের উপর পদ্ম-চিহ্ন
অঙ্কিত করিলে, তাহার কোটিপরিমাণ কললাভ

যাহি ভুজে গদা যন্ত লিখিতা দৃষ্টতে কলৌ।
 গদাধরো গয়াপুণ্যঃ প্রত্যহং তন্ত যচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥
 যক্ষানন্দপুরে প্রোক্তং চক্রবাসিসমীপতঃ।
 গদাচক্রে চ লিখিতে তৎকলং লিঙ্গদর্শনে ॥ ৩৪ ॥
 মমায়ুধাঙ্কিতং দেহং গোপীচন্দনমুৎসয়া। প্রয়া-
 গাদিষু তীর্থেষু স গতা কিং করিষ্যতি ॥
 ৩৫ ॥ যদা যদা প্রপঞ্চেত দেহং শঙ্খাদি-
 চিহ্নিতম্। তদা তদা প্রসন্নোহহং পাপং তন্ত দহামি
 বৈ ॥ ৩৬ ॥ তিষ্ঠতে যন্ত দেহে তু অহোরাত্র
 দিনে দিনে। শঙ্খচক্রগদাপদ্মলিখিতং স মদনকঃ ॥
 ৩৭ ॥ নারায়ণায়ুধৈযুক্তঃ কৃত্যত্মানং কলৌ যুগে।
 যৎ পুণ্যং কৰ্ম্ম কুরুতে মেকতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥
 ৩৮ ॥ শঙ্খায়ুধাঙ্কিতো ভক্তা যঃ শ্রদ্ধাং কুরুতে
 স্মৃত। বিধিহীনং তু সম্পূর্ণং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
 যথায়ুধাঙ্কিতে কাষ্ঠং বায়ুনা প্রেবিতো ভূশম্। তথা
 দহন্তি পাপানি দৃষ্ট্বা ম আয়ুধানি বৈ ॥ ৪০ ॥ মম
 নামাঙ্কিতাঃ মুদ্রামষ্টাকরসমবিতাম্। শঙ্খাদিষা-
 যুধৈযুক্তাঃ স্তব্ররোপ্যময়ীমপি ॥ ৪১ ॥ বতে ভগ-

বতে যন্ত কলিকালে বিশেষতঃ। প্রহ্লাদস্ত সমো
 জ্যেয়ো নান্তথা মম বরভঃ ॥ ৪২ ॥ যন্ত নারায়ণী
 মুদ্রা দেহং শঙ্খাদিচিহ্নিতম্। ধাত্মীকলৈঃ কৃত্য
 মালা তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা ॥ ৪৩ ॥ দ্বাদশাকরমষ্টক
 নিযুক্তানি কলেবরে। আয়ুধানি চ বিপ্রস্ত মৎ-
 সমঃ স চ বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৪ ॥ শঙ্খাঙ্কিততত্ত্ববিপ্রো
 ভুজেক্ত বৈ যন্ত বেষ্মনি। তদগ্নঃ স্বয়মগ্রামি পিতৃভিঃ
 সহ পুত্রক ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতঃ দৃষ্ট্বা সন্মানং ন
 কৰোতি যঃ। দ্বাদশাদর্জিতং পুণ্যং বাকলেয়ায়
 গচ্ছতি ॥ ৪৬ ॥ কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিতো যন্ত শ্মশানে
 ম্রিয়তে যদি। প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতি-
 স্তস্ত মানদ ॥ ৪৭ ॥ মমায়ুধৈঃ কলৌ নিত্যং
 মণ্ডিতো যন্ত বিগ্রহঃ। তত্রাশ্রমঃ প্রকুর্কৃষ্টি বিবুধা
 বাসবাদয়ঃ ॥ ৪৮ ॥ যঃ কৰোতি চ মে পূজাং মম
 শঙ্খাঙ্কিতো নরঃ। অপরাধসহস্রাণি নিত্যং
 তন্ত হরাম্যহম্ ॥ ৪৯ ॥ কৃত্য কাষ্ঠমগ্নং বিহং মম
 শব্দেঃ স্মৃতিচিহ্নিতম্। যো বা অক্লয়তে দেহং তৎসমো
 নাস্তি বৈষ্ণবঃ ॥ ৫০ ॥ অষ্টাকরীকৃত্য মুদ্রা যন্ত

হয়। কলিকালে যাহার বাম বাহুতে গদাচিহ্ন
 অঙ্কিত দেখা যায়, গদাধর প্রত্যহ তাহাকে গয়া-
 গমনজন্তু কল দান করেন। আনন্দপুরের চক্র-
 বাসিসমীপে যে লিঙ্গ বিদ্যমান, মানব বাম বাহুতে
 গদা ও চক্র অঙ্কিত করিলে সেই লিঙ্গদর্শনের কল
 প্রাপ্ত হয়। যাহার শরীরে গোপীচন্দনমুক্তকা
 দ্বারা মদীয় আয়ুধ অঙ্কিত থাকে, তিনি প্রয়াগাদি
 তীর্থে গমন করিয়া কি করিবেন? আমি যখনই
 শঙ্খাদিচিহ্নিত শরীর দর্শন করি, আমি প্রসন্ন
 হইয়া তখনই সেই মানবের পাপ বিনষ্ট করিয়া
 থাকি। যাহার শরীরে প্রতিদিন অহোরাত্র শঙ্খ,
 চক্র, গদা, ও পদ্ম অঙ্কিত থাকে, তাহাকে আমারই
 আত্মা জানিবে। কলিকালে যিনি নারায়ণের আয়ুধ-
 চিহ্নে দেহ অঙ্কিত করেন, তাহার কৃত পুণ্য মেক-
 তুল্য হইয়া থাকে, সংশয় নাই। হে পুত্র! যে মানব
 ভক্তি সহকারে শঙ্খায়ুধাঙ্কিত হইয়া শ্রদ্ধা করেন,
 সে আত্ম বিধিহীন হইলেও সম্পূর্ণ এবং দত্তশ্রদ্ধাকে
 অক্ষয় করিয়া থাকে। বায়ুপ্রেরিত পাবক যেরূপ
 কাষ্ঠকে অত্যন্ত দহ করে পাপও তজ্জপ মানব-
 শরীরে আয়ুধ দর্শন করিয়া ভস্মীভূত হয়।
 বিশেষতঃ কলিকালে যে লোক মদীয় অষ্টাকর-
 সমবিত শঙ্খাদি আয়ুধযুক্ত স্তব্র বা রোপ্যময়ী

আমার নামাঙ্কিত মুদ্রা ধারণ করে, তাহাকে প্রহ্লাদ-
 দেব তুলা জানিবে; অন্তথা কেহই আমার বরভ
 হইতে পারে না। যে লোকের কলেবরে ধাত্মী-
 কলনির্মিত ও তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মালা আছে
 এবং যে দ্বিজ দ্বাদশাকরমষ্টক শঙ্খাদি-আয়ুধ-
 চিহ্নিত নারায়ণী মুদ্রা বা মদীয় আয়ুধ সকল ধারণ
 করেন, তিনি বৈষ্ণব ও আমার তুলা। হে পুত্রক!
 শঙ্খাঙ্কিততত্ত্ব দ্বিজ যাহার গৃহে ভোজন করেন,
 আমি স্নায়ং পিতৃগণ সহ তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া
 থাকি। যে মানব কৃষ্ণায়ুধসমবিত ব্যক্তিকে
 দর্শন করিয়া তাঁহার সন্মান না করে, বাকল নামক
 অশুর তাহার দ্বাদশাদর্জিত পুণ্য অপহরণ
 করে। হে মানদ! কৃষ্ণায়ুধাঙ্কিত হইয়া মানব
 যদি শ্মশানেও মৃত হয়, প্রয়াগে মৃত্যুতে যে গতি
 কথিত হইয়াছে, তাহারও সেই গতিলাভ হইয়া
 থাকে। কলিকালে আমার আয়ুধদ্বারা যাহার
 শরীর সতত বিভূষিত থাকে, বাসবাদি বিবুধগণ
 তথায় আশ্রম করিয়া থাকেন। শঙ্খাঙ্কিত হইয়া
 যে মানব আমার নিত্য পূজা করেন, আমি
 তাঁহার সহস্র অপরাধ হরণ করিয়া থাকি। ৩০—৪১।
 যিনি আমার দাক্ষয় মূর্তি নির্মাণ করিয়া মদীয়
 আয়ুধ দ্বারা সুন্দররূপে অঙ্কিত করেন। বা যিনি
 মদীয় দেহ আয়ুধ দ্বারা বিভূষিত করেন, তাহাদের

ধাতুময়ী করে। শঙ্খপদ্মাদিভিষুক্তা পূজ্যতেহসৌ
সুরাসুরৈঃ ॥ ৫১ ॥ যুতা নারায়ণী মুদ্রা প্রহ্লাদেন
পুরা করে। বিভীষণেন বলিনা ক্রবেণ চ শুকেন
চ। মাক্ভাতা হস্তরীবেণ মার্কণ্ডেয়মুখৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৫২ ॥
শঙ্খাদিচিহ্নিতৈঃ শস্ত্রৈর্দেহং কুহ্মা চ মানদ। এব-
মারাদ্য মাং প্রাপ্তং সমীহিতকলং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
গোপীচন্দনমুৎসয়া লিখিতো যন্ত বিগ্রহঃ। শঙ্খ-
চক্রাদিপদ্মাক্ষো দেহে তন্ত বসাম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রং কাংস্তমায়সমেব চ। চক্রং
কুহ্মা তু মেধাবী ধারয়ীত বিচক্ষণঃ। দ্বাদশারং তু
ষট্ঠকোণং বলিভ্রমবিভূষিতম্ ॥ ৫৫ ॥ এবং সুদর্শনং
চক্রং কারয়ীত বিচক্ষণঃ। উপবীতাদিবন্ধাধ্যাঃ
শঙ্খচক্রগদাঃ সঙ্গা ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণৈশ্চ বিশেষণ
বৈক্যবৈশ্চ বিশেষতঃ। উপবীতং শিখা যদ্বচ্চক্রং
লাহনসংযুতম্ ॥ ৫৭ ॥ চক্রলাহনহীনস্তা বিপ্রস্তা
বিকলং ভবেৎ। মম চক্রাঙ্কিতো দেহঃ পবিত্র ইতি
বৈ ক্রতিঃ ॥ ৫৮ ॥ চক্রাঙ্কিতায় দাতব্যং হব্যং কবাং
বিচক্ষণৈঃ। মম চক্রাঙ্ককবচমভেদ্যং দেবদানবৈঃ।

তুল্য বৈক্য আর নাই। যাহার করে অষ্টাঙ্করাঙ্কিতা
শঙ্খপদ্মাদিযুক্তা মদীয় ধাতুময়ী মুদ্রা বিদ্যমান,
তিনি সুরাসুরের পূজ্য। হে মানদ! পুরাকালে
প্রহ্লাদ, বিভীষণ, বলি, ক্রব, শুক, মাক্ভাতা,
অস্থরীষ, ও মার্কণ্ডেয়প্রমুখ দ্বিজগণ নারায়ণ-মুদ্রা
করে ধারণ এবং সর্বদেহে শঙ্খশস্ত্রাদিচিহ্ন দ্বারা
বিভূষিত করিয়া আমার আরাধনা করিয়া-
ছিলেন। তাঁহারা এইরূপে আমার আরাধনা করত
আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিলেন।
যাহার শরীরে গোপীচন্দন দ্বারা শঙ্খ, চক্র ও
পদ্মাদি অঙ্কিত, আমি তাঁহার দেহে বাস করিয়া
 থাকি। মেধাবী বিচক্ষণ মানব সুবর্ণ, রৌপ্য,
তাম্র, কাংস্ত বা লৌহ দ্বারা মদীয় চক্র নির্মাণ
করিয়া দেহে ধারণ করিবেন। এই চক্র দ্বাদশ
অরধুক্ত ষট্ঠকোণ এবং বলিভ্রমসম্বিত হইবে;
বিচক্ষণ মানব এইরূপ করিয়া সুদর্শন চক্র নির্মাণ
করিবেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ বৈক্যবগণ শঙ্খ,
চক্র ও গদা সতত উপবীতাদিবৎ ধারণ
করিবেন। যেরূপ উপবীত ও শিখা নিত্য
ধারণীয়, তদ্রূপ মিত্য চক্রচিহ্নযুক্ত হইবেন;
কেননা চক্রচিহ্নহীন মানবের সমস্তই নিষ্ফল।
ক্রতি বলেন,—কবচচক্রাঙ্কিত দেহই পবিত্র। চক্রা-
ঙ্কিত মানবকেই হব্যকবচাদি দান করা বিচক্ষণ
মানবের কর্তব্য। মদীয় চক্রচিহ্ন দেবদানবের

অজ্জয়ঃ সর্বভূতানাং শক্রণাং রক্ষসামপি ॥ ৫৯ ॥
মম চক্রাঙ্ককবচং শরীরে যন্ত তিষ্ঠতি। নাভ্যন্তঃ
বিদ্যাতে তন্ত গৃহপুত্রাদিকন্ত হি ॥ ৬০ ॥ দক্ষিণে
চ ভূজে বিপ্রো বিভ্রম্যতৈঃ সুদর্শনম্। সর্বো চ শঙ্খঃ
বিভ্রম্যাদিতি বেদবিদো বিহঃ ॥ ৬১ ॥ তন্তরায়ণ
মন্ত্রজ্ঞঃ প্রতিষ্ঠাপ্য পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬২ ॥ ললাটে
চ গদা ধার্যা মুক্তি চাপং শরস্তথা। নন্দকং চৈব
হৃদয়ো শঙ্খচক্রে ভূজদ্বয়ে ॥ ৬৩ ॥ তন্মাং সর্ব-
প্রযত্নেন চক্রাদীন ধারয়িত্বা সদা। ধারণানন্তরঃ
ক্রমাত্তত্র চৈবং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬৪ ॥ পুত্রমিত্রকলত্রা-
দির্ঘঃ কশ্চিন্নাৎপরিগ্রহঃ। সহ দেহেন সর্বোহসৌ
বিষ্ণুজীভ্যো ময়্যর্পিতঃ ॥ ৬৫ ॥ পশ্চাৎ স্বধর্ম্মমাহার্য
তিষ্ঠেদাজীবনং মম। ভক্ত্যা চাব্যভিচারিণ্যা
সর্বদাপ্তমনোরথঃ ॥ ৬৬ ॥ শঙ্খচক্রাঙ্কিতং দৃষ্ট্বা যে
নিদন্তি নরাধমাঃ। অবলোক্য মুখং তেযামাদিত্য-
মবলোকয়েৎ। ত্রীকৃৎনাম চোচ্চাখ্য শুদ্ধো ভবতি
নান্তথা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীহান্দে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

অভেদ্য কবচের ভাষ। যাহার শরীর ঐরূপ চক্র-
চিহ্নযুক্ত রাক্ষসাদি কোন শক্র বা কোন প্রাণীই
তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হয় না। যাহার
শরীরে আমার চক্রাঙ্কিত কবচ বিদ্যমান, গৃহ
পুত্রাদি বিষয়ে তাঁহার কোন বিষয়ই হয় না।
বেদবিদ বিপ্রগণ বলিয়াছেন—দ্বিজ দক্ষিণভূজে
সুদর্শন এবং বামবাহুতে শঙ্খ ধারণ করিবেন;
ইহার একএকটি পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে, মন্ত্রজ্ঞ
মানব সেই সেই মন্ত্র দ্বারাই ইহার প্রতিষ্ঠা করি-
বেন। ললাটে সতত গদা ধারণ করিতে হয়,
এইরূপ মন্ত্ৰকে শর ও শরাসন, হৃদয়ে নন্দক,
ভূজদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র ধারণ কর্তব্য; অনন্তর
দ্বিজোত্তম সর্ব প্রযত্নে চক্রাদি আয়ুধ ধারণ করিয়া
বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিবেন;—“পুত্র কলত্রাদি
আমার যে কিছু পরিগ্রহ আছে, আমার শরী-
রের সহিত বিষ্ণুজীভির জন্ত আমি তাহাদিগকে
অর্পণ করিলাম।” অনন্তর আমার প্রতি অব্যভি-
চারিণী ভক্তি রাখিয়া স্বধর্ম্ম অবলম্বনপূর্বক জীবন
অতিবাহিত করিবে, এইরূপ করিলেই তাহার
সর্বদা মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যে সকল
নরাধম শঙ্খচক্রাঙ্কিতকে অবলোকন করিয়া নিন্দা
করে, তাহাদিগের মুখ দর্শন করিলে আদিত্য দর্শন
ও আমার নাম উচ্চারণ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে,
অন্তথা শুদ্ধিলাভ হইবে না। ৫০—৬৭।

চতুর্থোহধ্যায় ।

ব্রহ্মোবাচ । তপ্তচক্রাক্রিতঃ কৃষা হ্যস্মানমথ
দীক্ষিতম্ । পদ্মাকতুলসীমালাং কিং কলং ক্রহি
কেশব ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । তুলসীকাষ্ঠসমুতাং
যো মালাং বহতে দ্বিজঃ । অপ্যর্শোচোহপ্যনা-
চারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ ধাত্রীকলকৃতা
মালা তুলসীকাষ্ঠসমুতা । দৃষ্টতে যন্ত দেহে তু
স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ ৩ ॥ তুলসীদলজাং মালাং
কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ । মমোত্তৌর্ণাং বিশেষেণ স
নমস্তো দিবৌকসাম্ ॥ ৪ ॥ তুলসীদলজাং মালাং ধাত্রী-
কলকৃতামপি । দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনশ্চম
সেবিনাম্ ॥ ৫ ॥ তুলসীদলজাং মালাং মমোত্তৌর্ণাং
বহেতু যঃ । পত্রে পত্রেহমমেধানাং দশানাং লভতে
কলম্ ॥ ৬ ॥ তুলসীকাষ্ঠসমুতাং যো মালাং বহতে
নরঃ । কলং যচ্ছাম্যহং বৎস প্রত্যহং দ্বারকোত্তমম্ ॥
৭ ॥ নিবেদ্য ভক্ত্যা মাং মালাং তুলসীকাষ্ঠসমুতাম্ ।
বহতে যো নরো ভক্ত্যা তন্ত বৈ নাস্তি পাতকম্ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে কেশব ! স্বীয় দেহ তপ্ত-
চক্রদ্বারা অঙ্কিত করিয়া দীক্ষিত হইলে এবং পদ্মাক
ও তুলসীমালা ধারণ করিলে কিরূপ কললাভ
হয়, আমার নিকট প্রকৃষ্টরূপে বলুন । ভগবান্
উত্তর করিলেন,—যে দ্বিজ তুলসীদলজাত মালা
ধারণ করেন, তিনি অশুচি বা অসদাচারই হউন,
আমাকে প্রাপ্ত হইবেন, সংশয় নাই ! ধাহার
শরীরে ধাত্রীকলনির্মিত বা তুলসীকাষ্ঠ-সমুত
মালা দৃষ্ট হয়, তিনি ভাগবত । যিনি তুলসীদলজ
মালা আমাকে প্রদানপূর্বক পুনরায় তাহা গ্রহণ
করিয়া কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি সুরগণেরও
নমস্কৃত । যিনি তুলসীপত্রজ মালা সহিত ধাত্রী-
কল যুক্ত করিয়া তদ্বারা আমার সেবা করেন,
তাহাদের কৃপা আর কি বলিব ?—পাপী হইলেও
তাহাদের মুক্তি হয় । যে মানব তুলসীপত্রনির্মিত
মালা আমাকে নিবেদন করিয়া, সেই মালা গ্রহণ
করেন, তুলসীর প্রত্যেক পত্রে তাঁহার দশঅমরমেধ-
যন্ত্রের কল লাভ হয় । হে বৎস ! যে মানব
তুলসীকাষ্ঠ-সমুত মালা ধারণ করে, আমি
প্রত্যহ তাঁহাকে দ্বারকাবাসের কল প্রদান
করিয়া থাকি । যে নর তক্তি সহকারে আমার
উদ্দেশে . তুলসীকাষ্ঠ-সমুত মালা প্রদান

৮ । সদা শ্রীতমনাস্তস্ত অহং প্রাণবরো হি সঃ ।
তুলসীকাষ্ঠসমুতাং যো মালাং বহতে নরঃ । প্রায়-
শ্চিত্তং ন তস্মাস্তি নার্শোচঃ তন্ত বিগ্রহে ॥ ৯ ॥
তুলসীকাষ্ঠসমুতঃ শিরসঃ কাষ্ঠভূষণম্ । বাহৌ
করে চ মর্ত্যস্ত দেহে যন্ত স মে প্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥
তুলসীকাষ্ঠমালাভিভূষিতঃ পুণ্যমাচরেৎ । পিতৃণাং
দেবতানাঞ্চ পুণ্যং কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ১১ ॥ তুলসী-
কাষ্ঠমালাং তু প্রেতরাজস্ত দূতকাঃ । দৃষ্টা নশ্চাস্তি
দূরেণ বাতোদ্ধূতঃ যথা দলম্ ॥ ১২ ॥ যদগৃহে
তুলসীকাষ্ঠং পত্রং শুক্লমথার্ককম্ । ভবন্তি তদগৃহে
নৈব পাপং সংক্রমতে কলৌ ॥ ১৩ ॥ তুলসীকাষ্ঠ-
মালাভিভূষিতো ভ্রমতে ভূবি । হৃৎস্পন্দঃ হৃনির্মিতঞ্চ
ন ভয়ং শত্রবঃ কচিৎ ॥ ১৪ ॥ ধারয়ন্তি ন যে মালাং
হৈতুকাঃ পাপবৃদ্ধয়ঃ । নরকার নিবর্তন্তে দম্বাঃ
কোপাগ্নিনা মম ॥ ১৫ ॥ তস্মাদ্ধার্য্য প্রযত্নেন মালা
তুলসিসমুতা । পদ্মাকনির্মিতা ভক্ত্যা কলৈর্ধাত্র্যা
সুপুণ্যদা ॥ ১৬ ॥ তদূর্দ্ধপুণ্ড্রশঙ্খাদৈর্যুক্ততুলসি-

করিয়া তক্তিপূর্বক তাহা গ্রহণ করেন, তাঁহার
কোন পাতক নাই, তাঁহার প্রতি আমি সতত শ্রীত
এবং তিনি আমার প্রাণসদৃশ । যিনি তুলসী-
কাষ্ঠ-সমুত মালা বহন করেন, তাঁহার কোন প্রায়-
শ্চিত্ত নাই ; কেন না তাঁহার শরীর কলুষশূন্য ।
ধাহার মস্তক তুলসীকাষ্ঠ-সমুত মালায় ভূষিত এবং
বাহু, কর ও শরীরের অন্যান্য স্থানে তুলসীকাষ্ঠ-
জাত মালা থাকে, তিনি আমার প্রিয় । যিনি
তুলসীকাষ্ঠজাত মালায় ভূষিত হইয়া পিতৃ ও দেব-
গণের পূজাপ্রভৃতি পুণ্য কার্য্য করেন, তাঁহার
কোটিগুণ পুণ্য হইয়া থাকে । যমদূতগণ তুলসী-
কাষ্ঠ-সমুত মালা দর্শন করিয়া বায়ুচালিত পত্রের
স্তায় দূর হইতে বিনষ্ট হয় । শুক্লই হউক, আর্দ্ধই
হউক, কলিকালে ধাহার দেহে তুলসীদল কিংবা
তুলসীকাষ্ঠ থাকে, পাপ তাঁহার গৃহে গমন করে না ।
যিনি তুলসীকাষ্ঠ-মালায় ভূষিত হইয়া বনুধা বিচরণ
করেন, কদাচ তাঁহার হৃৎস্পন্দ, হৃনির্মিত ও শত্রুভয়
হয় না । যে সকল হেতুবাদী পাপবুদ্ধি লোক
তুলসীমালা ধারণ না করে, আমার কোপাগ্নি
দ্বারা দগ্ধ হইয়া তাহারা কদাচ নরক হইতে প্রতি-
নিবৃত্ত হয় না ॥ ১—১৫ ॥ অতএব প্রযত্ন ও ভক্তিসহ-
কারে তুলসীসমুত, পদ্মাকনির্মিত এবং ধাত্রীকল-
জাত মালা ধারণ করিবে । এই সকল মালা উত্তম
পুণ্যদ । অনন্তর তুলসীমূলে উপবিষ্ট হইয়া

মূলকে । সঙ্ঘোপাভ্যাদিকং কুর্বাৎ কুশ-
পানিহি মাং স্মরন্ ॥ ১৭ ॥ কৃতসঙ্ঘাদিকো
ভক্তস্ততঃ সম্পূজয়েচ্চ মাং । গুরুশ্চেত্তত্র বর্তেত
আদৌ গতা নমেদুগুরুম্ ॥ ১৮ ॥ কিঞ্চিদ্রো-
পায়নঞ্চ দণ্ডবৎ প্রণমেন্মদা । আচম্যেকাগ্রমনসা
পূজামগুপমাবিশেৎ ॥ ১৯ ॥ উপবিষ্টাসনে রম্যে
কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে । সম্যক্ পদ্মাসনাসীনো ভূত-
ভক্তিং সমাচরেৎ ॥ ২০ ॥ প্রাণায়ামত্রয়ং কৃৎস্না মজ্জেন
চ জিতেন্দ্রিয়ঃ । উদগুপ্তমুখস্ততঃ কৃৎস্না হৃৎপঙ্কজ-
মহুস্তমম্ । বিকাশং তন্ত্র কুবরীত বিজ্ঞানরবিণা
হৃদি ॥ ২১ ॥ কর্ণিকায়াং স্তম্ভেচ্চার্কং শশিনং
চাগ্নিমিব চ । ত্রয়ং ত্রয়ায়কে তস্মিন্ চিত্তয়েদৈক্যবো-
নরঃ । নানারত্নময়ং শীঠং তেবাধুপরি বিস্তসেৎ ॥
২২ ॥ তস্মিন্ মূহুঃপ্লবতরং বালার্কসদৃশহৃতি ।
অষ্টৈর্ষাধলং পদ্মং মজ্জাকরময়ং স্তসেৎ ॥ ২৩ ॥
তস্মিন্ দেবং সমাসীনং কোটিশীতাং সন্নিভম্ ।
চতুর্ভুজং মহাপদ্মশৃঙ্গচক্রগদাধরম্ ॥ ২৪ ॥ পদ্মপত্র-

আমাকে স্মরণ করিতে করিতে শঙ্খাদিযুক্ত উর্ধ্ব-
পুণ্ড্র ধারণপূর্বক কুশহস্ত হইয়া সঙ্ঘাদি উপাসনা
করিবে । তদনন্তর সঙ্ঘাদি নিত্যকর্ম সমাধানপূর্বক
ভক্তিসহকারে আমার পূজা করিবে । যদি সেখানে
গুরু বিদ্যমান থাকেন, তবে অগ্রে গিয়া
তাঁহাকে নমস্কার করিবে । এই প্রণাম রিক্তহস্তে
করিতে নাই ; তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপায়ন প্রদান-
পূর্বক হর্ষসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ।
অনন্তর একাগ্রমনে আচমন করিয়া পূজামগুপে
প্রবেশপূর্বক রম্য আসনে উপবিষ্ট হইবে । আসনটি
এরূপভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, প্রথমে
কুশাসন আকৃত করিয়া তারপর কৃষ্ণাজিন বিস্তীর্ণ
করিবে ; অনন্তর সম্যকরূপে পদ্মাসন হইয়া ভূতভক্তি
করিবে । উদগুপ্ত জিতেন্দ্রিয় মানব বিষ্ণুমন্ত্রে বার-
ত্রয় প্রাণায়াম করিয়া বিজ্ঞানরবিদ্বারা উত্তম হৃৎ-
পঙ্কজের বিকাশ করিবে । অনন্তর বৈকুণ্ঠ মানব
ঐ পঙ্কজের কর্ণিকায় দিবাকর, নিশাকর ও অগ্নি
বিস্তৃষ্ট করিয়া সেই ত্রয়ায়ক পদ্যে পূর্বোক্ত দেবতা-
ত্রয়ের চিন্তা করিবে । অনন্তর পদ্যের উপরে
নানারত্নময় একটি শীঠ সংস্থাপন করিতে হইবে
এবং তাহার উপরে বালার্ককাস্তি মূর্ধি ও প্লবতর
অষ্টৈর্ষাক্রম দলযুক্ত মজ্জাকরময় একটি পদ্ম সং-
স্থাপনপূর্বক সেই পদ্যে সমাসীন কোটিশীতাং-
সন্নিভ দেবকে চিন্তা করিবে । সেই দেব চতুর্ভুজ ;

বিশালাকং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ । শ্রীবৎসকোষভো-
রকং পীতবস্ত্রাবিতঞ্চ মাং ॥ ২৫ ॥ বিচিভ্রাভরতৈ-
র্ভুক্তং দিব্যমগুনমণ্ডিতম্ । দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্য-
পুষ্পোপশোভিতম্ ॥ ২৬ ॥ তুলসীকোমলদলবন-
মালাবিভূষিতম্ । কোটিবালার্কসদৃশং কাস্তং দিব্য-
ত্রিয়া সহ ॥ ২৭ ॥ সর্বলক্ষণলক্ষিতা সমাপ্তিষ্টেতম্
শিবম্ । এবং ধ্যানা জপেন্নম্রং সমাহিতমনাঃ
শুচিঃ ॥ ২৮ ॥ সহস্রং শতবারং বা যথাশক্তি
জপেন্নম্রম্ । মনসেবার্চনং কৃৎস্না ততো বিধিবদা-
চরেৎ ॥ ২৯ ॥ সম্প্রদায়ানুরোধেন শঙ্খং স্থাপ্য
মমাগ্ৰতঃ । দূর্ধ্বাকুরৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ গন্ধোদেন চ
পুরিতম্ ॥ ৩০ ॥ দক্ষিণে গন্ধপুষ্পাণাং পাত্রং
স্থাপ্যঞ্চ দেশিকৈঃ । বামভাগে স্তসেৎ কুস্তং বস্ত্রপুতং
সুবাসিতম্ ॥ ৩১ ॥ পুরতো মম ঘণ্টাঞ্চ দিক্
দীপান্নিযোজয়েৎ । অন্তঃ সর্বং সাধনঞ্চ যথা
স্থানেষু বিস্তসেৎ ॥ ৩২ ॥ অর্ঘ্যপাদ্যচমনীয়মধুপক-
কাং ১৬-৩২ ॥ বিস্তসেৎ পুরতো মহং চতুর্ভুজকর্ণি
বৈ ॥ ৩৩ ॥ সিদ্ধার্থীকৃতপুষ্পানি কুশাগ্রং তিলচন্দনম্ ।

তাঁহার ভুজচতুষ্টয়ে মহাপদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা
বিস্তৃষ্ট ; নয়ন পদ্মপত্রের স্তায় বিশাল এবং নিখিল
লক্ষণে লক্ষিত ; বক্ষে শ্রীবৎসও কোষভ ; পরিধানে
পীতবস্ত্র ; দেহ দিব্য বিচিত্র ভূষণে ভূষিত, দিব্য
চন্দনে অল্ললিপ্ত ও দিব্য পুষ্পে উপশোভিত এবং
তুলসীর কোমলদল ও বলমালা দ্বারা ভূষিত । ঐ
দেব কোটিবালার্কের স্তায় কাস্তিসম্পন্ন, নিখিল
দিব্য লক্ষণে লক্ষিতা লক্ষ্মীদেবী ইহার অনিন্দ্য অঙ্গ
আলিঙ্গন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন । সমাহিতমনা
মানব এইরূপ পুতচিত্তে মজ্জজপ করিবে । এই মজ্জ
শক্তি অনুসারে শত কিংবা সহস্রবার জপ কর্তব্য ।
অনন্তর মানস পূজা করিবে অথবা বিধানক্রম ব্যক্তি
সম্প্রদায়ানুরোধে সম্মুখভাগে যথাবিধি শঙ্খ স্থাপন-
পূর্বক তাহাতে দূর্ধ্বাকুর, পুষ্প ও গন্ধোদক দ্বারা
শঙ্খ পরিপূরিত করিয়া স্ত্রীয় দক্ষিণদেশে গন্ধপুষ্প-
পাত্র সংস্থাপন করিবে । অনন্তর বামভাগে বস্ত্রপুত ও
সুবাসিত কুস্ত, সম্মুখে আমার আয়ুধ ঘণ্টা, এবং
দিক্‌সকলে দীপমালা বিস্তাস করিয়া অন্তান্ত স্থানে
পূজাপ্রয়োজনানুরূপ অন্তান্ত বস্তু যথাস্থানে বিস্তৃষ্ট
করিবে । ১৬-৩২ ॥ হে চতুর্ভুজ ! আমার সম্মুখে পাদ্য,
অর্ঘ্য, আচমনীয় ও মধুপক এই বস্তুচতুষ্টয় অমন্ত্রক
বিস্তৃষ্ট করিয়া সিদ্ধার্থ, অম্রত, পুষ্প, কুশাগ্র, তিল,

কলঃ যবাচতুর্ধক অর্ঘ্যপাত্রে বিনিঃকিপেৎ ॥ ৩৪ ॥
 দুর্কা বিষ্ণুপদী শ্রামা পদ্মং চৈব চতুর্ধকম্ । পাদ্যপাত্রে
 স্তসেৎ পুত্র দেশিকো মম তুষ্টিয়ে ॥ ৩৫ ॥ কঙ্কোলক
 লবঙ্গক কলঃ মালতীসঙ্কবম্ । কুর্ধ্যাৎ শ্রদ্ধয়া পুত্র
 পাত্র আচমনীয়কে ॥ ৩৬ ॥ গব্যং পয়ো দধি মধু
 স্কৃতং ঋগুসমধিতম্ । মধুপর্কস্ত পাত্রে বৈ দদ্যাৎ শ্রদ্ধা
 যার্চকঃ ॥ ৩৭ ॥ উক্তানাং দ্রব্যজাতীনামলাভে
 পত্রপুষ্পয়োঃ । তত্তত্তাবনয়া কুর্ধ্যাৎ সর্বদা বিধি-
 কোবিদঃ ॥ ৩৮ ॥ করস্তাসং ততঃ কুর্ধ্যাদকস্তাসং
 তর্ধেব চ । পঞ্চাঙ্গং বা মড়ঙ্গং বা বিস্ত্রসেৎ সম্প্র-
 দায়তঃ ॥ ৩৯ ॥ মমাত্মস্বরং কার্যমাত্মনঃ মৎসমং
 স্মরেৎ । পূজারস্তে চতুর্ধক মঙ্গলং তু পঠেন্নরঃ ॥
 ৪০ ॥ অথ সম্পূজয়েচ্ছাঃ পাঞ্চজন্তঃ মম
 প্রিয়ম্ । যন্ত সম্পূজনাৎ বৎস আনন্দঃ পরমো মম ।
 শঙ্খস্ত পূজনে বৎস মজ্জানেতানুদীরয়েৎ ॥ ৪১ ॥
 ঙ্গং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ।
 নির্মিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্ত নমোহস্ত তে ॥ ৪২ ॥
 তব নাদেন জীমুতা বিত্রসন্তি সুরাসুরাঃ । শশাঙ্কা-
 যুতদীপ্তাত পাঞ্চজন্ত নমোহস্ত তে ॥ ৪৩ ॥ গর্তা

দেবারিনারীণাং বিলীয়ন্তে সহস্রধা । তব নাদেন
 পাতালে পাঞ্চজন্ত নমোহস্ত তে ॥ ৪৪ ॥ দর্শনেনৈব
 শঙ্খস্ত কিং পুনঃ স্পর্শনে কৃতে । বিলয়ঃ যান্তি
 পাপানি হিমবস্তাকরোদয়ে ॥ ৪৫ ॥ নহা শঙ্খঃ করে
 যুহা মর্দেজেরতিস্ত বৈকবঃ । যঃ প্রাপয়তি মাং ভক্ত্যা
 তন্ত পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৪৬ ॥ সুবাসিতেন তৈলেন
 কুর্ধ্যাদভ্যঞ্জনং ততঃ । ককুর্ধ্যা চন্দনেনৈব কুর্ধ্যাচ্ছ-
 ব্তনাদিকম্ ॥ ৪৭ ॥ সুগন্ধবাসিতৈস্তোমৈঃ প্রাপ্য
 মজ্জযুতৈঃ শুভৈঃ । অর্ঘ্যং দত্ত্বা ততো বৎস পাদ্য-
 মাচমনীয়কম্ । মধুপর্কং ততো দদ্যাৎ সর্কোপ-
 চারকান ॥ ৪৮ ॥ বস্ত্রৈরাভরণৈর্দৈবৈরলঙ্কৃত্য যথা-
 বিধি । পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ পীঠং তত্র দেবং নিধায়
 চ ॥ ৪৯ ॥ বস্ত্রালঙ্কারগন্ধাদীনর্পয়েচ্ছুদ্ধয়া মম । নৈবেদ্যং
 বিবিধং দদ্যাৎ পায়সাপুষ্পমিশ্রিতম্ । সকপূরঞ্চ
 তাম্বুলং ভক্ত্যা চৈব নিবেদয়েৎ ॥ ৫০ ॥ সুরভীণি
 চ পুষ্পাণি ভক্ত্যা সম্যক্ত্ব নিবেদয়েৎ । ধূপং দশাঙ্গ-
 মষ্টাঙ্গং দীপঞ্চ সুমনোহরম্ ॥ ৫১ ॥ পরিণীয় প্রণম্যাথ
 স্তব্ধা স্ততিভিরাদরাৎ । শায়য়িত্বা তু পর্যাঙ্কে
 মঙ্গলার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শঙ্খপূজাবিধিকথনং নাম
 চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

চন্দন, কল এবং যব এই সকল সামগ্রী অর্ঘ্যপাত্রে
 কেপণ করিবে। হে পুত্র! বিধানজ্ঞ ব্রতী মানব
 আমার তুষ্টির জন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রামা, বিষ্ণুপদী,
 দুর্কা ও পদ্ম এই দ্রব্যচতুষ্টি পাদ্যপাত্রে; কঙ্কোল,
 লবঙ্গ ও মালতীকল আচমনীয়পাত্রে এবং গব্য দুগ্ধ,
 দধি, মধু, স্কৃত ও ঋগু মধুপাত্রে বিস্ত্রস্ত করিবেন।
 হে পুত্র! কথিত দ্রব্যজাতের সংগ্রহ না হইলে বিধি-
 কোবিদ পূজক পত্র ও পুষ্পে পূর্বোক্ত দ্রব্যসমূহ
 ভাবনা করিয়া পূজা করিবেন। অনন্তর অকস্তাস ও
 করস্তাস করিয়া সম্প্রদায়ভেদে পঞ্চাঙ্গ বা মড়ঙ্গ
 বিস্ত্রাস করিতে হইবে। হে চতুরানন! আমাকে স্মরণ
 করিয়া স্বীয় আত্মা ও আমাকে অভেদ চিন্তা করিবে।
 হে বৎস! মানব পূজারস্তে মঙ্গল পাঠ করিয়া
 আমার প্রিয় পাঞ্চজন্ত শঙ্খের পূজা করিবে। এই
 শঙ্খের পূজা করিলে আমার অপার আনন্দ হইয়া
 থাকে। হে বৎস! শঙ্খপূজনে নিয়োক্ত মন্ত্র
 উচ্চারণ করিতে হইবে। মন্ত্র যথা,—“হে পাঞ্চজন্ত!
 তুমি পুরাকালে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ।
 বিষ্ণু তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন এবং সুরগণ
 তোমার নির্মাতা; তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চ-
 জন্ত! তোমার নিনাদে মেঘ, অনুর ও সুরগণ
 বিতৃত হন, তোমার কান্তি সমুদ্রশাণকুল্য,

তোমাকে নমস্কার। হে পাঞ্চজন্ত! তোমার নিনাদে
 পাতালস্থিত দানবনারীগণের গর্ভ সহস্রধা বিলীন
 হয়, তোমাকে নমস্কার।” হে বৎস! এই শঙ্খের
 দর্শনেই তপনোদয়ে তিমিরের স্তায় কলুষরাশি
 বিলীন হয়, স্পর্শের কথা আর কি বলিব? যে
 বৈকব এই সকল মন্ত্রপাঠপূর্বক করে শঙ্খধারণ
 ও শঙ্খকে নমস্কার করিয়া ভক্তিসহকারে আমাকে
 জ্ঞান করান, তাঁহার পুণ্য অনন্ত। অনন্তর সুবা-
 সিত তৈলদ্বারা আমার অভ্যঙ্গ, ককুরী ও চন্দনাদি
 দ্বারা উদ্বর্তন এবং শুভ মন্ত্রনিচয় পাঠপূর্বক সুগন্ধ-
 বাসিত জলদ্বারা জ্ঞান করাইবে। হে বৎস! অন-
 তর অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক ও
 অপরাপর উপচার সকলপ্রদান কর্তব্য। তদনন্তর
 যথাবিধি দিব্যবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা আমাকে
 ভূষিত ও পীঠাসন বিস্ত্রস্ত করিয়া পুষ্পসমূহ দ্বারা
 সেই পীঠাসনে আমাকে পূজা করিবে। অনন্তর
 আমার উদ্দেশে শ্রদ্ধা সহকারে বস্ত্র, অলঙ্কার ও
 গন্ধাদি দান করিয়া পায়সাপুষ্প-মিশ্রিত বিবিধ নৈবেদ্য
 ও সকপূর তাম্বুল নিবেদন করিবে। তদনন্তর
 ভক্তিসহকারে সুরাভি কুমুমসমূহ নিবেদন, দশাঙ্গ

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অকোবাচ । পঞ্চায়তস্ত্ব স্পনাদ্যৎকলং লভতে
হরেঃ । শঙ্খোদকেন যৎকিঞ্চিৎকরে ক্রহজিতাচ্যুত ॥
১ ॥ ত্রিভগবাহুবাচ । কীরন্মানং প্রকুর্কন্তি যে নরা
মম মূর্খনি । শতাবধেধজং পুণ্যং বিন্দুনা বিন্দুনা
স্মৃতম্ ॥ ২ ॥ কীরাদশগুণং দদ্রা স্বতেনৈব দশো-
ত্তরম্ । মধুনা তদশগুণং সিতয়া তু ততোহধিকম্ ।
গন্ধপুষ্পোদকে মজ্জং সর্কোৎকৃষ্টং প্রশস্ততে ॥ ৩ ॥
দ্বাদশীং পঞ্চদশীং বা গব্যেন পয়সা মম । আপনং
দেবশর্দূল মহাপাতকনাশনম্ ॥ ৪ ॥ দধ্যাদীনাং বিকা-
রাণাং কীরতঃ সম্ভবো যথা । তথৈবাপেশকামাণাং
কীরন্মনতো মম ॥ ৫ ॥ কীরন্মানেন সৌভাগ্যং
দদ্রা মিষ্টান্নভোজনম্ । স্বতেন আপয়েদ্যো মাং নরো

কিংবা অষ্টাঙ্গ ধূপ ও মনোহর দীপ দান করত
আদরসহকারে ত্রিবিধ ভূতি দ্বারা আমার কীরতি
উৎপাদনপূর্বক পর্যাঙ্কে শায়িত করিয়া মঙ্গলার্থ
নিবেদন করিবে । ৩৩—৫২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

অক্ষা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে অজিত, অচ্যুত !
পঞ্চায়ত ও শঙ্খোদক দ্বারা জ্ঞান করাইয়া যে ফল-
লাভ করে, আমার নিকট সেই ফল বর্ণন
করুন । ভগবান্ উত্তর করিলেন,—যে মানব
আমার মস্তকে হৃদ্র প্রদান করিয়া আমাকে জ্ঞান
করায়, প্রত্যেক বিন্দুতে তাহার শত-অবধেধ যজ্ঞের
ফললাভ হইয়া থাকে । হৃদ্রজ্ঞান অপেক্ষা দধি-
দ্বারা জ্ঞানে হৃদ্রজ্ঞানের দশগুণ অধিক ফল হয় এবং
স্বতজ্ঞানে তাহা হইতে দশগুণ অধিক ফল হইয়া
থাকে ; এইরূপ মধুজ্ঞানে তাহার দশগুণ ও শর্করা-
জ্ঞানে পুরোক্ত মধুজ্ঞানের দশগুণ অধিক ফল
হয় ; কিন্তু গন্ধ-পুষ্পোদক দ্বারা আমার যে মজ্জ-
জ্ঞান, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় । হে দেবশর্দূল !
দ্বাদশী ও পূর্ণিমার দিবস গব্যহৃদ্র দ্বারা আমাকে
জ্ঞান করাইলে মহাপাতক বিনষ্ট হয় । দধি প্রভৃতি
বৈকারিক বস্তু যেমন হৃদ্র হইতেই সমুৎপন্ন
হয়, তদ্রূপ একমাত্র হৃদ্রজ্ঞানেই সর্বকামন
হইয়া থাকে । কীরন্মানে মানবের সৌভাগ্য
ও দধিজ্ঞানে মিষ্টান্ন-ভোজন লাভ হয় ।

মম পুরং ব্রজে ॥ ৬ ॥ মধুনা সিতয়া যজ্ঞ কারয়ে-
মার্গশীর্ষকে । স রাজা জায়তে লোকে পুনঃ
স্বর্গাদিহাগতঃ ॥ ৭ ॥ গজাবরধসম্পূর্ণং স রাজ্যং
লভতে ভুবি । কারয়েমার্গশীর্ষে বৈ যঃ কীরন্মাপনং
মম ॥ ৮ ॥ স্বর্গে লোকে স জয়তি চত্রেজ্রকৃত্যমাক-
তান্ । কীরন্মানং পরং শ্রেষ্ঠং মার্গশীর্ষে চ পুত্রক ॥
৯ ॥ কীরন্মনমাহাত্ম্যং বর্চস্কং পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
দৌর্ভাগ্যং বিলয়ং যাতি কীরন্মানেন মে স্মৃত ॥ ১০ ॥
আপয়েমার্গশীর্ষে মাং যো বৈ পঞ্চায়তেন তু । স ন
শোচ্যো ভবেজ্জন্তুর্ভক্ষুনা ভুবি মানদ ॥ ১১ ॥ কপিলা-
কীরমাদায় যঃ আপয়তি মাং স্মৃত । কপিলাশত-
দানস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১২ ॥ শঙ্খে
তীর্থোদকং কৃহা যঃ আপয়তি দেশিকঃ । বিন্দুনাপি
সহোমাসে স্বকুলং তারয়েদ্ধি সঃ ॥ ১৩ ॥ কাপিলং
কীরমাদায় শঙ্খে কৃহা চ মানবঃ । যঃ আপয়তি মাং
ভক্ত্যা সর্বতীর্থকলং লভেৎ ॥ ১৪ ॥ শঙ্খে
কৃহা তু পানীয়ং সাক্ষতং কুশসংযুতম্ । যঃ

যে মানব আমাকে স্বতদ্বারা জ্ঞান করায়, সে
আমার আবাসে গমন করে । যে মানব আমার
মস্তকে মধু ও শর্করা প্রদান করিয়া আমাকে
জ্ঞান করান, কদাচিৎ তাঁহার স্বর্গচ্যুতি হই-
লেও তিনি এই স্থানে আগমন করিয়া
রাজা হন এবং তিনি গজ, অশ্ব ও রথাদিযুক্ত
হইয়া রাজ্য লাভ করেন । যে মানব মার্গশীর্ষ
মাসে হৃদ্র দ্বারা আমাকে জ্ঞান করান, তিনি স্বর্গ-
লোকে চল্লি, ইন্দ্র, ক্রতু ও মারুতগণকে জয় করিয়া
থাকেন । হে পুত্রক ! মার্গশীর্ষে কীরন্মান
সমধিক শ্রেষ্ঠ । এই কীরন্মানমাহাত্ম্য ভেজ ও
পুষ্টিবর্দ্ধন ; হে তনয় ! মার্গশীর্ষে আমার কীরন্মানে
দৌর্ভাগ্য বিদূরিত হয় । হে মানদ ! মার্গশীর্ষে
যে মানব পঞ্চায়ত দ্বারা আমাকে জ্ঞান করায়, সে
কদাচ বন্ধুশোক প্রাপ্ত হয় না । হে স্মৃত !
বপিলাহৃদ্র আনয়ন করিয়া যে মানব আমাকে
জ্ঞান করায়, তাহার শত কপিলাদানের ফল হইয়া
থাকে । যে বিধানবিদ মানব মার্গশীর্ষমাসে
তীর্থোদক শঙ্খে রাখিয়া আমাকে জ্ঞান করান, এক-
বিন্দু জলেই তাঁহার স্বকুল উত্তীর্ণ হয় । ১—১৩ । যে
মানব কপিলাহৃদ্র আনয়নপূর্বক শঙ্খে আপন করিয়া
ভক্তি সহকারে আমাকে জ্ঞান করান, তিনি সকল
তীর্থকল লাভ করিয়া থাকেন । যিনি মার্গশীর্ষ
মাসে শঙ্খে অকৃত ও কুশসংযুক্ত জল লইয়া

আপ্যেৎ সহোমাসে সর্বতীর্থকলং লভেৎ ॥ ১৫ ॥
 শঙ্খাষ্টকেন যঃ শ্রানং কারয়েন্নার্গলীর্ষকে ।
 ভক্ত্যা ভগবতঃ শ্রেষ্ঠো মম লোকে মহী-
 যতে ॥ ১৬ ॥ শঙ্খযোডশকেনাথ যঃ আপয়তি
 মে স্মৃত । স পাপমুক্তঃ সূচিরং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥
 ১৭ ॥ চতুর্ধিংশতিসংখ্যাকৈঃ শঙ্খৈর্ধঃ আপয়েচ্চ
 মাম্ । ইন্দ্রলোকে চিরং স্থিতিং স রাজা ভুবি
 জায়তে ॥ ১৮ ॥ শঙ্খাষ্টোত্তরশতেনৈব আপয়েন্নার্গ-
 লীর্ষকে । শঙ্খে শঙ্খে সুবর্ণস্ত ফলং প্রাপ্নোতি
 মানবঃ ॥ ১৯ ॥ মার্গলীর্ষে ভক্তিমান যঃ কুহা শঙ্খধ্বনিং
 হি মাম্ । আপ্যেৎ পিতরন্তস্ত স্বর্গং তাবৎ প্রতি-
 ষ্ঠিতাঃ ॥ ২০ ॥ অষ্টোত্তরবহ্নস্ত শঙ্খানন্ত য-
 চ্তরেৎ । স গণো মুক্তিমাপ্নোতি যাবদাহুতসংগ্রহম্ ॥
 ২১ ॥ নিত্যং সংশ্রপয়েদ্যো মাং শঙ্খেন সুব-
 সত্তম । গঙ্গান্নানফলং প্রাপ্য নিত্যং নন্দতি দেব-
 বৎ ॥ ২২ ॥ শঙ্খে তোয়ং সমাদায় যঃ আপয়তি মাং
 স্মৃত । নমো নারায়ণেভ্যাক্ । মুচ্যতে সর্বকলিধৈঃ ॥
 ২৩ ॥ কুহা পাদোদকং শঙ্খে বৈকবানাম্ মহাশ্রনাম্ ।

আমাকে শ্রান করান, তিনিও নিখিল তীর্থকল লাভ
 করেন। যে শ্রেষ্ঠ মানব মার্গলীর্ষে অষ্টশঙ্খ জল
 দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভগবানের শ্রান করান, তিনি
 আমার লোকে গমন করিয়া থাকেন। হে স্মৃত!
 যিনি যোডশশঙ্খজল দ্বারা আমাকে শ্রান করান,
 তিনি অচিরকালে পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন।
 যিনি চতুর্ধিংশতিসংখ্যক শঙ্খজলে আমাকে শ্রান
 করান, তিনি দীর্ঘ কাল ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া
 ভোগাবসানে ভুতলে আসিয়া রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ
 করেন। যিনি অষ্টোত্তরশত শঙ্খোদক দ্বারা আমাকে শ্রান করান, সেই মানব
 প্রত্যেক শঙ্খে সুবর্ণদানের ফল লাভ করিয়া
 থাকেন। যে ভক্তিমান মানব, শঙ্খধ্বনি সহকারে
 মার্গলীর্ষে আমাকে শ্রান করান, তাঁহার পিতৃগণ
 তৎক্ষণাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হন। যিনি অষ্টোত্তর-
 সহস্র শঙ্খোদক দ্বারা আমাকে শ্রান করান, তিনি
 মুক্তিলাভ করেন এবং পুনঃ প্রলয়কাল পর্যন্ত
 গুণমধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। হে সুরসত্তম! যিনি
 শঙ্খোদক দ্বারা নিত্য আমাকে শ্রান করান, তিনি
 গঙ্গান্নানের ফললাভ করিয়া দেববৎ সদা আনন্দিত
 হন। হে স্মৃত! শঙ্খে জল লইয়া “নমো নারায়ণায়”
 এই বলিয়া যিনি আমাকে নিত্য শ্রান করান, তিনি

যো দদাতি তিলান্ মিশ্রং চান্দ্রায়ণকলং লভেৎ ॥ ২৪ ॥
 নাদ্যং তভাগজং বাপি বাপীকুপাদিকঞ্চ যৎ ।
 গান্ধেয়ং জায়তে সর্বং জনং শঙ্খকৃতঞ্চ যৎ ॥ ২৫ ॥
 গৃহীত্বা মম পাদাশু শঙ্খে কুহা তু বৈকবঃ । যো
 বহেচ্ছিরসা নিত্যং স মুনিস্তপতাং বরঃ ॥ ২৬ ॥
 ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি মম চৈবাজয়া স্মৃত ।
 শঙ্খে তানি বসন্তীহ তস্মাচ্ছ্রো বরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥
 সানুং শঙ্খং করে ধুত্বা মত্শ্বেরৈতৈশ্চ বৈকবঃ । যঃ
 আপয়েন্নার্গলীর্ষে তুষ্টিস্তত্ত্ব ভবাম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ শঙ্খাদৌ
 চন্দ্রদেবত্যাং কুক্ষৌ বরুণদেবতা । পৃষ্ঠে প্রজাপতি-
 চৈব অগ্রে গঙ্গা সরস্বতী ॥ ২৯ ॥ তেবামুকার-
 পূর্বস্ত আপয়েন্নামতল্লিতঃ । তস্তা পুণ্যস্ত সংখ্যাং
 বৈ কৰ্ত্তুং নৈব স্মরাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৩০ ॥ পুরতো মম
 দেবেশ সপুংপঃ সজলাক্ষতঃ । শঙ্খম্ভ্যর্চিত-
 স্তিষ্ঠেত্তত্ত্ব ত্রীঃ সর্বতোমুখী ॥ ৩১ ॥ বিশেষণেন
 সম্পূর্ণং শঙ্খং কুহা তু মাং ভজেৎ । তদা মে পরমা
 ক্রীতির্ভবেদৈ শতবার্ষিকী ॥ ৩২ ॥ শঙ্খে কুহা তু
 পানীয়ং সপুংপঃ সজলাক্ষতম্ । অর্ঘ্যাং দদাতি যো

নিখিল কণুষ হইতে মুক্ত হন। যিনি তিল-
 মিশ্র মদীয় পাদোদক লইয়া বৈকবগণকে অর্পণ
 করেন, তাঁহার চান্দ্রায়ণকললাভ হয়। নদী,
 তভাগ, বাপী কিংবা কুপজাত জলও যদি শঙ্খে
 রক্ষিত হয়, তাহাও জাহ্নবীজল তুল্য। যে বৈকব
 মানব মদীয় পাদোদক শঙ্খে লইয়া নিত্য যন্তকে
 বহন করেন, তিনিই মুনি এবং তিনিই তপস্বি-
 শ্রেষ্ঠ। হে পুত্র! ত্রিলোকে যে সকল তীর্থ
 আছে, আমার আদেশে তৎসমস্ত শঙ্খে প্রতি-
 ষ্ঠিত। অতএব শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হয়। যে
 বৈকব জনযুক্ত শঙ্খ করে ধারণপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে
 মার্গলীর্ষে শ্রান করান, আমি তাঁহার প্রতি ক্রীত
 থাকি। মন্ত্র যথা—“শঙ্খের অগ্রভাগে চন্দ্র, উদরে
 বরুণ, পৃষ্ঠে প্রজাপতি এবং গুহা ও সরস্বতী।—
 এই সকল দেবতার নাম উচ্চারণপূর্বক নিরলস
 হইয়া যিনি আমাকে শ্রান করান, সুরগণও
 তাঁহার পুণ্যের সংখ্যা করিতে সমর্থ হন না।
 ১৪—৩০। হে দেবেশ! আমার সম্মুখে জল, তণুল
 ও পুংপদ্বারা অর্চিত শঙ্খ রক্ষিত করিলে তাহার
 সর্বতোমুখী লক্ষ্যলাভ হয়। শঙ্খ সম্পূর্ণ বিশে-
 পন-সমর্ষিত করিয়া তদ্বারা আমার পূজা করিলে,
 আমার শতবার্ষিকী অতু্যক্তমু ক্রীতি হয়। যিনি শঙ্খে
 পুংপ, তণুল ও জল যুক্ত করিয়া আমার উদ্দেশে

মাং বৈ তন্ত্ৰ পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩৩ ॥ অর্ঘ্যং কৃত্বা স্বয়ং
শঙ্খ যঃ করোতি প্রদক্ষিণাম্ । প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন
সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥ ৩৪ ॥ ভ্রাময়িত্বা চ মে মূর্দ্ধি
মন্দিরং শঙ্খবারিণা । প্রোক্ষয়েদৈকবো যন্ত নাশুভং
তদগৃহে ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥ নাধয়ো ন ক্রমস্তস্ত নারকং
ন ভয়ং কচিৎ । যন্ত পাদোদকং শঙ্খে কৃতং মূর্দ্ধান-
মালভেৎ ॥ ৩৬ ॥ গ্রহা রক্ষাংসি কৃশাণুপিষাচোরগ-
দানবাঃ । দৃষ্ট্বা শঙ্খোদকং মূর্দ্ধি বিজবন্তি দিশো
দশ ॥ ৩৭ ॥ বাদিত্বানিন্দৈকচৈগৌতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ ।
যঃ শ্রাপয়তি মাং তন্ত্ৰা জীবনুজ্ঞো ভবেদ্ধি সঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শঙ্খপূজনফলকথনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । • ঘণ্টানাঙ্গস্ত মাংসান্যং চন্দনস্ত
তথাচ্যুত । যৎকলং লভতে স্বামিন্তংসর্বং ক্রুহি
তত্ত্বতঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শ্রানার্চনক্রিয়াকালে

অর্ঘ্য প্রদান করেন, তাঁহার পুণ্যকল অনন্ত ।
যিনি স্বয়ং শঙ্খে অর্ঘ্য রাখিয়া আমাকে প্রদ-
ক্ষিণ করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরার প্রদ-
ক্ষিণজন্ত পুণ্য লাভ হয় । যে বৈকব মন্তকে
শঙ্খ ভ্রামিত করিয়া সেই শঙ্খবারি দ্বারা আমার
মন্দির প্রোক্ষিত করেন, তাঁহার গৃহে কোন
অশুভ হয় না । শঙ্খস্থ মদীয় পাদোদক ষাঁহার
মন্তকে বিরাজিত, কদাচ তাহার আধি, ক্রম বা
নরকভয় হয় না এবং গ্রহ, রক্ষ, কৃশাণু, পিষাচ,
উরগ ও দানবগণ তাঁহার মন্তকস্থিত শঙ্খোদক
সন্দর্শন করিয়া দশদিকে পলায়ন করে । যিনি
উচ্চ গীত-বাদিত্ব প্রভৃতি মঙ্গলনিবাদ করিয়া
ভক্তিসহকারে আমাকে শ্রান করান, তিনি জীব-
নুজ্ঞ হইয়া থাকেন । ৩১—৩৮ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে অচ্যুত । ঘণ্টানাঙ্গ ও
চন্দনদ্বানে কি কল লাভ হয় ? হে স্বামিন্ । যথা-
যথ তৎসমস্ত বর্ণন করুন । ভগবান্ উত্তর করি-
লেন,—হে দেবেশ । শ্রান ও অর্চনকালে যে মানব

ঘণ্টানাঙ্গ করোতি যঃ । পুরতো মম দেবেশ তন্ত্ৰ
পুণ্যকলং শৃণু ॥ ২ ॥ বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটী-
শতানি চ । বসতে মামকে লোকে অপ্সরোগণ-
সেবিতঃ ॥ ৩ ॥ সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্বদেবময়ী
যতঃ । তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাঙ্গস্ত কারয়েৎ ॥
৪ ॥ সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সর্বদা মম বলভা । বাদনা-
ল্পভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটীশতোত্তমম্ ॥ ৫ ॥ ঘণ্টানাঙ্গঃ
সদা কার্য্যঃ পূজাকালে বিশেষতঃ । মনস্তরসহস্রাণি
মনস্তরশতানি চ ॥ ৬ ॥ শ্রীতো ভবামি সততং
ঘণ্টানাদেন পুত্রক । ভেরীশঙ্খনিবাদেন ঘণ্টানাদান্নি-
তেন চ ॥ ৭ ॥ মৃদঙ্গশঙ্খেন যুতং প্রণবেন
সমবিতম্ । অর্চনং মম দেবেশ সততং
মোক্ষদং নৃণাম্ ॥ ৮ ॥ যত্র তিষ্ঠেত পুরতো ঘণ্টা
নাদাবিতা মম । অর্চিতা বৈকবৈর্ষত্র তত্র মাং
বিক্ষি পুত্রক ॥ ৯ ॥ বৈনতেয়াঙ্কিতা ঘণ্টা সুদর্শন-
যুতাবিতা । মমাগ্রে স্থাপয়েদ্যন্ত তন্ত্ৰ পাপং
হরাম্যহম্ ॥ ১০ ॥ মদীয়ার্চনবেলায়াং ঘণ্টানাঙ্গং
করোতি যঃ । নশ্চিতি তন্ত্ৰ পাপানি শতজন্মার্জিতা-
শ্চপি ॥ ১১ ॥ স্থাপকালে প্রকুব্বীত ঘণ্টানাঙ্গং

আমার সম্মুখে ঘণ্টানাঙ্গ করেন, তাঁহার পুণ্যকল
শ্রবণ কর । আমার অগ্রে ঘণ্টানাঙ্গে মানব সহস্র-
কোটী ও শতকোটী বৎসর অপ্সরোগণ কর্তৃক
সেবিত হইয়া আমার লোকে বাস করে । দেখ, ঘণ্টা
সর্ববাদ্য ও সর্বদেবময়ী অর্থাৎ সকল বাদ্য ও
সকল দেবতা শঙ্খে অবস্থিত ; অতএব সর্বপ্রযত্নে
ঘণ্টানাঙ্গ করিবে । সর্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা সতত আমার
প্রিয়া, ইহার বাদনে কোটিযজ্ঞসমুদ্ভূত সুরূতি লাভ
হয় । ঘণ্টানাঙ্গ সর্বদা কর্তব্য ; বিশেষতঃ পূজাকালে
অবশ্যই ঘণ্টানাঙ্গ করিবে । হে পুত্রক ! পূজাকালে
ঘণ্টানাঙ্গ করিলে, শতসহস্র মনস্তরকাল আমি সতত
শ্রীত থাকি । হে দেবেশ ! প্রণবসমবিত ভেরী,
শঙ্খ ও মৃদঙ্গনাঙ্গযুক্ত ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা সতত
আমার অর্চন মানবগণের মোক্ষপ্রদ । যে স্থানে
নাদাবিত শঙ্খ আমার সম্মুখে অবস্থিত থাকে,
এবং বৈকবগণ যেখানে আমার পূজা করেন,
তথায় আমাকে নিত্য সমিহিত জানিবে । যে
মানব গরুড় বা সুদর্শনচিহ্নে অঙ্কিত ঘণ্টা
আমার সম্মুখে রক্ষা করে, আমি তাহার পাপ
হরণ করিয়া থাকি । ১—১০ । আমার পূজাসময়ে
যে মানব ঘণ্টানাঙ্গ করে, তাহার শতজন্মার্জিত
পাপরাশিও বিনষ্ট হয় । যে নর মদীয় শ্রয়নসময়ে

অভিজিতঃ । মমৈবার্চনবেলায়াঃ ফলং কোটি-
ভূগোড়বম্ ॥ ১২ ॥ যে মামর্চন্তি দেবেশং স্তুপর্ণো-
পরিসংহিতম্ । শম্মপদ্যগদাযুক্তং সচক্রঞ্চ শ্রিয়া
যুতম্ ॥ ১৩ ॥ কিং করিষ্যন্তি তে তীর্থৈর্দেবতানাঞ্চ
দর্শনৈঃ । কিং যজ্ঞৈঃ কিং ব্রতৈরপি কিং দানৈঃ
কিমুপোষণৈঃ ॥ ১৪ ॥ মূর্তিনারায়ণী যৈশ্চ মামকী
গুরুভোপরি । স্থাপিতা তে কলৌ যান্তি কল্পকোটিং
পদং মম ॥ ১৫ ॥ মমাগ্রে স্থাপয়েদ্যন্ত প্রাসাদেহথ
গৃহেহথবা । তীর্থকোটিসংস্থানি তত্র তিষ্ঠন্তি
দেবতাঃ ॥ ১৬ ॥ যন্ত পূজয়তে ধন্যো গুরুভোপরি
সংহিতম্ । একাদশাং তথা রাত্রৌ বাসনাসংযুতো
মম । কুহা গীতঞ্চ নৃত্যঞ্চ তারয়েন্নরকাং পিতৃন ॥
১৭ ॥ পুনশ্চ কথয়িষ্যামি শৃণু ঘণ্টামহং শ্রুত ॥ ১৮ ॥
মম নামাঙ্কিতা ঘণ্টা পুরতো যা চ তিষ্ঠতি । অর্চিতা
বৈকবী যত্র তত্র মাং বিদ্ধি পুত্রক ॥ ১৯ ॥ যন্ত
বাদয়তে ঘণ্টাং বৈনতেয়বিচিহ্নিতাম্ । ধূপে নীরাজনে
জ্ঞানে পূজাকালে বিলপনে ॥ ২০ ॥ মমাগ্রে প্রত্যহং

ভক্তিযুক্ত হইয়া ঘণ্টানাদ করে, তাহার পূজা-
কালীন ঘণ্টানিনাদের কোটিগুণ অধিক ফল
হইয়া থাকে । হে ব্রহ্মন ! আমি দেবগণের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; যে সকল লোক কমলার সহিত
আমাকে গুরুভোপস্থিত এবং শম্ম, পদ্য, গদা,
ও চক্রযুক্ত করিয়া পূজা করে, তাহার দেবতা-
দর্শন, তীর্থসেবা, নিখিল যজ্ঞ, ব্রত, দান বা উ-
বাস করিয়া কি হইবে ? কলিকালে যাহারা মদীয়
নারায়ণী মূর্তি নির্মাণ করিয়া আমার সম্মুখে
গুরুভের উপর প্রতিষ্ঠিত করে, তাহার কোটি-
কল্পকাল আমার পদ প্রাপ্ত হয় । গৃহেই হউক
বা প্রাসাদেই হউক, যে স্থানে আমার নারায়ণী-
মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তথায় সহস্রকোটি তীর্থ ও
দেবগণ অবস্থান করেন । যে ব্যক্তি গুরু-
ভোপস্থিত এই মূর্তি পূজা করে, সেই
মানবও ধন্য হইয়া থাকে । কামনাধিত মানবও
একাদশীর রজনীতে নৃত্যগীত করিয়া তদীয়
পিতৃগণকে নরক হইতে উদ্ধার করে । হে পুত্র !
পুনরায় ঘণ্টানাদমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ
কর । হে পুত্রক ! আমার নামাঙ্কিত বৈকব-
ঘণ্টা যে স্থানে অবস্থিত ও পূজিত, তথায় আমাকে
সমিহিত জানিবে । যে মানব আমার সম্মুখে
প্রত্যহ ধূপদান, নীরাজন, জ্ঞান, পূজাকাল ও
বিলপনাদিনিসময়ে গুরুভচিহ্নিত ঘণ্টা নিনাদিত

বৎস প্রত্যেক লভতে কলম্ । মখাযুতং গোহযুতঞ্চ
চান্দ্রায়ণশতোড়বম্ ॥ ২১ ॥ বিধিবার্হকতা পূজা সকলা
জায়তে নৃণাম্ । ঘণ্টানাদেন তুষ্টোহহং প্রযচ্ছামি
স্বকং পদম্ ॥ ২২ ॥ নাগারিচিহ্নিতা ঘণ্টা রথাস্থেন
সমধিতা । বাদনাং কুরুতে নাশং জন্মকোটিভয়শ্চ
বৈ ॥ ২৩ ॥ গুরুভেনাঙ্কিতাং ঘণ্টাং দৃষ্ট্বাহং প্রত্যহং
মুদা । ক্রীতিং করোমি দেবেশ লক্ষ্মীঃ প্রাপ্য
যথাধনং ॥ ২৪ ॥ ঘণ্টাদগুশ্চ শিরসি স্তুচক্রং
স্থাপয়েতু যঃ । মৎপ্রিয়ং বৈনতেয়ং বা স্থাপিতং
ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২৫ ॥ ঘণ্টানাদং সচক্রঞ্চ অন্তকালে
শৃণোতি যঃ । পাপকোটিযুতশ্চাপি নশ্বন্তি যমকিঙ্করাঃ ।
২৬ ॥ সর্বদোষাঃ প্রণশ্বন্তি ঘণ্টানাদেন বৈ শ্রুত ।
দেবতানাং স ক্রজাণাং পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
অভাবে বৈনতেয়শ্চ চক্রশ্চাপি ন সংশয়ঃ । ঘণ্টা-
নাদেন ভক্তানাং প্রসাদং প্রকরোম্যহম্ ॥ ২৮ ॥ গৃহে
যস্মিন ভবেন্নিত্যং ঘণ্টা নাগারিসংযুতা । সর্পাণাং
ন ভয়ং তত্র নাগিবিদ্যাৎসমুদ্ভবম্ ॥ ২৯ ॥ যন্ত ঘণ্টা
গৃহে নাস্তি শঙ্কো ন পুরতো মম । কথং ভাগবতো

করে, প্রত্যেক কার্যের জন্যই তাহার অমৃতযজ্ঞ,
অমৃত গোদান এবং শত চন্দ্রায়ণব্রতের ফল লাভ
হয় । ঘণ্টানাদে মানবগণের অবৈধ কার্যও সকল
হয় এবং ঘণ্টানাদে আমি তুষ্ট হইয়া মানবগণকে
আমার পদ প্রদান করিয়া থাকি । গুরুভ-
চিহ্নিত বা রথাস্থসমধিত ঘণ্টানাদে কোটিজন্মের
ভয় বিনষ্ট হয় । হে দেবেশ ! আমি গুরুভচিহ্নিত
ঘণ্টা দর্শন করিয়া প্রত্যহ প্রমুদিত হই এবং অধম
মানবের লক্ষ্মীলাভে যেরূপ হর্ষ হয়, ঘণ্টানিনাদ-
কারীকেও তদ্রূপ প্রমোদ প্রদান করিয়া থাকি । যে
মানব ঘণ্টাদগুের মন্তকে আমার প্রিয় স্তুপোতন
চক্র কিংবা গুরুভ স্থাপন করে, তাহার জিলোক-
স্থাপনের ফল হয় । মৃত্যুকালে যে নর চক্রযুক্ত
ঘণ্টানাদ শ্রবণ করে, কোটিপাপযুক্ত হইলেও যমকিঙ্কর-
গণ তাহার সমীপ হইতে পলায়ন করে । হে পুত্র !
ঘণ্টানাদে দোষরাশি বিনষ্ট হয় এবং একমাত্র
ঘণ্টাবাদ্যেই মানবের নিখিল দেব, ক্রড ও পিতৃ-
গণের উৎসবজ্ঞাত ফললাভ হয় । ১১—২৭ । গুরুভের
অভাব হইলেও চক্রচিহ্নিত ঘণ্টানাদেই আমি ভক্ত-
গণের ক্রীতদান করিয়া থাকি, সংশয় নাই । যাহার
গৃহে নাগারিপু-গুরুভচিহ্নিত ঘণ্টা নিত্য বিদ্যমান,
তাহার গৃহ হইতে সর্প, অগ্নি ও বিদ্যাৎসমুদ্ভব ভয়
বিদূরিত হয় । যাহার গৃহে ঘণ্টা বা আমার সম্মুখে

জ্যেষ্ঠঃ কথং ভবতি বসন্তঃ ॥ ৩০ ॥ চন্দনস্ত প্রবক্ষ্যামি
মাহার্য্যং তব পুত্রক । যন্মিন্ কৃতে ভবেৎ প্রীতি-
র্মমাত্যন্তঃ ন সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ সচন্দনং স্কুসুমং
কপূরাণ্ডকমিশ্রিতম্ । যুগনাভিসমায়ুক্তং জাতীকল-
সমবিতম্ ॥ ৩২ ॥ তুলসীচন্দনোপেতং মমাত্যন্ত-
সুখাবহম্ । যো দদতি হি মাং নিত্যং তুলসীকাষ্ঠ-
সম্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥ যুগানি বসতে স্বর্গে হনন্তানি
নরোত্তমঃ । মহাবিকোঃ কলৌ তক্ত্য দত্তা তুলসি-
চন্দনম্ ॥ ৩৪ ॥ অর্চয়েন্মালতীপুষ্পৈর্ন ভুয়ঃ স্তনপো
ভবেৎ । তুলসীকাষ্ঠসমুতং চন্দনং যচ্ছতে মম ॥
৩৫ ॥ দহামি পাতকং সর্বং পূর্বজন্মশতেঃ কৃতম্ ।
সর্বেষামেব দেবানাং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৬ ॥
পিতৃণাঞ্চ বিশেষণ সদাভীষ্টং যথা মম ॥ ৩৭ ॥ শ্রীখণ্ডঃ
চন্দনং তাবচ্ছেষ্টং কৃষ্ণাণ্ডকং তথা । যাবন্ন দীযতে
মহ্যং তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৮ ॥ তাবৎ কঙ্করিকা-
মোদঃ কপূরস্ত সুগন্ধিতা । যাবন্ন দীযতে মহ্যং
তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ ॥ ৩৯ ॥ কলৌ যচ্ছন্তি যে মহ্যং
তুলসীকাষ্ঠচন্দনম্ । মার্গশীর্ষে শুভে মাসে তে কৃতার্থা
ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥ যো হি ভাগবতো ভূবা কলৌ

শব্দ থাকে না, আমি কিরূপে তাহাকে ভাগবত বা
আমার বসন্ত বলিয়া বুঝিব ? হে পুত্রক ! যাহা
করিলে আমার নিঃশংস অত্যন্ত প্রীতি হয়, এক্ষণে
তোমার নিকট সেই চন্দনমাহার্য্য বলিতেছি ;—হে
ব্রহ্মন ! কুমুম, কপূর, অণ্ডক, যুগনাভি, জাতীকল ও
তুলসীদলযুক্ত চন্দনদানই আমার অত্যন্ত সুখাবহ ।
যে মানব আমাকে সতত তুলসীকাষ্ঠ সমুত চন্দন
দান করেন, সেই নরোত্তম অনন্ত যুগ স্বর্গে বাস
করিয়া থাকেন । যে লোক কলিকালে ভক্তিসহ-
কারে তুলসীচন্দন দান করিয়া মালতীকুমুমে
মহাবিষ্ণুর পূজা করে, তাহার আর মাতৃস্তু পান
করিতে হয় না । যে মানব আমাকে তুলসীকাষ্ঠ-
সমুত চন্দন দান করে, তাঁহার শতকোটি পূর্বজন্মের
কলুষ-রাশি ভস্মীভূত করি । চন্দন যেমন আমার
অভীষ্ট, নিখিলদেব, বিশেষতঃ পিতৃগণ তদ্রূপ সতত
চন্দন আভিলাষ করিয়া থাকেন । মানব যাবৎকালে
আমাকে তুলসীচন্দন দান না করে, তাবৎকালই
আমি কৃষ্ণাণ্ডক, শ্রীখণ্ড, কঙ্করী এবং কপূরযুক্ত চন্দন
শ্রেষ্ঠ ও সৌরভসম্বিত বলিয়া মনে করি । যাহারা
মার্গশীর্ষমাসে আমাকে তুলসীকাষ্ঠ জাত চন্দন
দান করেন, কলিকালে তাঁহারা কৃতার্থ, সন্দেহ
নাই । কথিত যে লোক মার্গশীর্ষমাসে আমাকে

তুলসিচন্দনম্ । নার্পয়েদে সহোমাসে নাসৌ ভাগবতৌ
নরঃ ॥ ৪১ ॥ কুমুমাণ্ডকশ্রীখণ্ডকর্দমৈর্মম বিগ্রহম্ ।
আলিপ্পেদে সহোমাসে কল্পকোটিং বসেদ্বিবি ॥ ৪২ ॥
কপূরাণ্ডকমিশ্রেণ চন্দনেনাহুলিম্পয়েৎ । যুগদপঃ
বিশেষেণ অভীষ্টঞ্চ সদা মম ॥ ৪৩ ॥ বিলপয়তি
যো মাং বৈ শব্দে কুহা তু চন্দনম্ । মার্গশীর্ষে
তদা প্রীতিং কেরোমি শতবার্ষিকীম্ ॥ ৪৪ ॥ সেবতে
তুলসীপত্রৈর্নিত্যমামলকৈশ্চ যঃ । মার্গশীর্ষে সদা
ভক্ত্যা স লভেদ্ব্যক্তিং কলম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীহান্দে তুলসীকাষ্ঠচন্দনার্ণকলকথনং
নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । মাহার্য্যং বদ দেবেশ পুষ্পজাতি-
সমুদ্ভবম্ । যেন যেন চ পুষ্পেণ যৎকলং লভতে
নরঃ ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি
মাহার্য্যং পুষ্পসমুদ্ভবম্ । যেন পুষ্পেণ মে প্রীতির্ভবেৎ
সম্যহ্ন সংশয়ঃ ॥ ২ ॥ মল্লিকা মালতী চৈব যুধিকা

তুলসীচন্দন দান না করে, সে ব্যক্তি ভাগবত
হইলেও ভাগবত নহে । মার্গশীর্ষে যে মানব কুমুম,
অণ্ডক ও শ্রীখণ্ডকর্দমে আমার অঙ্গে বিলপন দান
করে, তাহার কোটিকল্পকাল স্বাবাস হয় । কপূর
ও অণ্ডকমিশ্রিত চন্দনদ্বারা আমার শরীর বিলপিত
করিবে । বিশেষতঃ কপূর ও অণ্ডক মধ্যে কঙ্করী-
যুক্ত চন্দনই আমার সতত অভীষ্ট । মার্গশীর্ষে
যে মানব শব্দে চন্দন লইয়া বিশেষরূপে আমার
শরীর লেপন করে, আমি তাহাকে শতবার্ষিকী
প্রীতি প্রদান করিয়া থাকি । যে নর মার্গশীর্ষে
বিপুল তুলসীদল ও আমলকীকল দ্বারা ভক্তি-
সহকারে আমার সেবা করে, সেই ব্যক্তি অভীষ্ট
কল লাভ করিয়া থাকে ॥ ২৮—৪৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবেশ ! মানব যে যে
পুষ্পদানে যে যেরূপ ললাভ করে, সেই পুষ্পজাত
মাহার্য্য বর্ণন করুন । ভগবান্ উত্তর করিলেন,—
হে পুত্র ! যে পুষ্পে আমার সম্যক প্রীতি হয়,
এক্ষণে সেই পুষ্পজাত মাহার্য্যকীর্তন করিতেছি,

চাতিমুক্তকা। পাটলা করবীরঞ্চ জয়ন্তী বিজয়া
তথা ॥ ৩ ॥ কুজকন্তবকশ্চৈব কর্ণিকারং কুরটকঃ ।
চম্পকশাতকঃ কুলো বাণঃ কর্চুরমল্লিকা ॥ ৪ ॥
অশোকস্তিলকশ্চৈব তথৈবাপরযুধিকঃ । অমী পুষ্প-
প্রকারাশ্চ স্তান্তা মে পূজনে স্মৃত ॥ ৫ ॥ কেতকী-
পত্রপুষ্পঞ্চ ভৃঙ্গরাজস্তথৈব চ । তুলসীপত্রপুষ্পঞ্চ
সদ্যঃ প্রীতিকরং মম ॥ ৬ ॥ পদ্মান্তমুসুমুখানি
রক্তনীলোৎপলে তথা । সিতোৎপলং সহোমাসে
মমাত্যন্তং হি বল্লভম্ ॥ ৭ ॥ তান্তেব চ প্রশস্তানি
কুসুমানি চ মে স্মৃত । যানি সূর্য্যবর্ণযুক্তানি রসগন্ধ-
যুতানি চ ॥ ৮ ॥ নির্গন্ধান্তপি শস্তানি কুসুমানি
মতানি মে । সুরভীনি তথাত্তানি বর্জয়িত্বা তু
কেতকীম্ ॥ ৯ ॥ বাণঞ্চ চম্পকশোকং করবীরঞ্চ
যুধিকাম্ । পারিতদ্ভং পাটলা চ বকুলং গিরিশালিনী ॥
১০ ॥ বিল্লপত্রং শমীপত্রং পত্রং ভৃঙ্গিরজস্ত চ ।
তমালামলকীপত্রং শস্তং মে পূজনে স্মৃত ॥ ১১ ॥
পুষ্পৈররণ্যসমুত্তৈঃ পত্রৈর্বা গিরিসমুত্তৈঃ । অপ-
স্মৃষিতনিহিঁদৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জিতৈঃ ॥ ১২ ॥

শ্রবণ কর; আর এই সকল বাক্যে বিন্দুমাাত্র সন্দেহ
করিও না। হে তনয়! মল্লিকা, মালতী, যুধিকা,
অতিমুক্তকা, পাটলা, করবীর, জয়ন্তী, বিজয়া,
কুজকন্তবক, কর্ণিকার, কুরটক, চম্পক, চাতক,
কুল, বাণ, কর্চুর, মল্লিকা, অশোক, তিলক এবং
অপরযুধিকা প্রভৃতি যে সকল পুষ্পের প্রকার কথিত
হয়, আমার পূজায় এই সকল কুসুমই প্রশস্ত।
হে পুত্র! কেতকীপত্র, ভৃঙ্গরাজ এবং তুলসীপত্র-
কুসুম সদ্যই আমার প্রীতি উৎপাদিত করে। জল
হইতে সদ্য উপচিত পদ্ম এবং রক্ত, নীল ও শ্বেত
উৎপল—মার্গশীর্ষে এই সকল আমার অত্যন্ত প্রিয়
বলিয়া জানিবে। হে স্মৃত! এতদ্ভিন্ন যে সকল
কুসুম বর্ণ, রস ও সুগন্ধযুক্ত, তাহাও আমার
প্রীতিকর বলিয়া জানিবে। আর গন্ধহীন বর্ণযুক্ত
এবং কুসুমের মধ্যে কেতকী ব্যতীত আমার
মতে অন্তান্ত সমস্ত পুষ্পই প্রশস্ত বলিয়া পরি-
গৃহীত হয়। হে পুত্র! বাণ, চম্পক, অশোক,
করবীর, যুধিকা, পারিতদ্ভ, পাটলা, বকুল,
গিরিশালিনী, বিল্লপত্র, শমীপত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র,
তমালা ও আমলকীপত্র—এ সকলও আমার পূজায়
প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। হে ব্রহ্মন! অরণ্যজাত
পুষ্প, পদ্মোৎপল পত্র, অপস্মৃষিত, ছিদ্ৰহীন,

অধারামোড়বৈক্যপি পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েচ্চ মাম্ ।
পুষ্পজাতিবিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যং বিশেষতঃ ॥ ১৩ ॥
তপঃশীলগুণোপেতে পাশ্রে বেদস্ত পারগে । দশ
দ্বা সুবর্ণানি যৎ কলং লভতে নরঃ । তৎকলং
লভতে মর্ত্যঃ সহে কুসুমদানতঃ ॥ ১৪ ॥ দ্রোণ-
পুষ্পে তথৈকশ্চিন্নম্বঞ্চ বিনিবেদিতে । দশ দ্বা
সুবর্ণানি কলং তদধিকং স্মৃত ॥ ১৫ ॥ পুষ্পাং
পুষ্পান্তরে তেদো যথাসীদন্তিবোধ মে ॥ ১৬ ॥
দ্রোণপুষ্পসহস্রেভ্যঃ খাদিরং তু বিশিষ্যতে ।
খাদিরাং পুষ্পসাহস্রাচ্ছমীপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ১৭ ॥
শমীপুষ্পসহস্রেভ্যো বিল্লপুষ্পং বিশিষ্যতে ।
বিল্লপুষ্পসহস্রেভ্যো বকপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ১৮ ॥
বকপুষ্পসহস্রেভ্যো নন্দ্যাবর্তং বিশিষ্যতে । নন্দ্যা-
বর্তসহস্রাচ্চি করবীরং বিশিষ্যতে ॥ ১৯ ॥ করবীর-
সহস্রস্ত কুসুমং শ্বেতমুত্তমম্ । করবীরশ্বেতপুষ্পাং
পালাশং পুষ্পমুত্তমম্ ॥ ২০ ॥ পলাশপুষ্পসাহস্রাং
কুশপুষ্পং বিশিষ্যতে । কুশপুষ্পসহস্রাচ্চি বনমালা
বিশিষ্যতে ॥ ২১ ॥ বনমালাসহস্রাচ্চি চম্পকঞ্চ
বিশিষ্যতে । চম্পকস্ত পুষ্পশতাদশোকং পুষ্পমুত্তমম্ ॥
২২ ॥ অশোকপুষ্পসাহস্রাচ্ছবন্তীপুষ্পমুত্তমম্ ।
শেবন্তীপুষ্পসাহস্রাং কুজকং পুষ্পমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

প্রোক্ষিত, জন্তুবর্জিত, কিম্বা আরামজাত পুষ্প
দ্বারা আমার পূজা করিবে; এতন্মধ্যে পুষ্পের
উৎকৃষ্টতা-ভেদে পুণ্যেরও উৎকর্ষ বুঝিতে হইবে।
তপঃশীলগুণযুক্ত বেদপারগ সম্পাদে দশ সুবর্ণ-
দানে মানব যে কললাভ করে, কুসুমদানেও
তাহার তুল্যফলপ্রাপ্তি হয়। হে স্মৃত! আমার
উদ্দেশে একটি দ্রোণপুষ্প নিবেদিত হইলে দশ
সুবর্ণদানেরও অধিক ফল হয়। এক্ষণে এক
পুষ্প হইতে অন্ত পুষ্পের যে-ভেদ আছে, আমার
নিকট তাহা শ্রবণ কর। ১—১৩। সহস্র দ্রোণপুষ্প হইতে
একটি খাদিরপুষ্প শ্রেষ্ঠ; এইরূপ সহস্র খাদির পুষ্প
হইতে একটি শমীপুষ্প, সহস্র শমীপুষ্প হইতে একটি
বিল্লপুষ্প, সহস্র বিল্লপুষ্প হইতে একটি বক, সহস্র বক
হইতে একটি নন্দ্যাবর্ত, সহস্র নন্দ্যাবর্ত হইতে এক
করবীর, সহস্র করবীর হইতে একটি শ্বেত করবীর,
সহস্র শ্বেত করবীর হইতে একটি পলাশপুষ্প, সহস্র
পলাশ হইতে একটি কুশপুষ্প, সহস্র কুশপুষ্প হইতে
একটি বনমালা, সহস্র বনমালা হইতে এক চম্পক,
একশত চম্পক হইতে একটি অশোক, সহস্র
অশোক হইতে একটি শেবন্তী, সহস্র শেবন্তী কুসুম

কুজপুষ্পসহস্রাঙ্কি মালতীপুষ্পমুত্তমম্ । মালতীপুষ্প-
সহস্রাং সঙ্ক্যাপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ২৪ ॥ সঙ্ক্যাপুষ্প-
সহস্রাঙ্কি ত্রিসঙ্ক্যাপুষ্পমুত্তমম্ ॥ ২৫ ॥ ত্রিসঙ্ক্যারক্ত-
সহস্রাত্রিসঙ্ক্যাপুষ্পমুত্তমম্ । ত্রিসঙ্ক্যাপুষ্পসহস্রাং
কুন্দপুষ্পং বিশিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ কুন্দপুষ্পসহস্রাঙ্কি
জাতীপুষ্পং বিশিষ্যতে । সর্বাঙ্গাঃ পুষ্পজাতীনাং
জাতীপুষ্পমিহোত্তমম্ ॥ ২৭ ॥ জাতীপুষ্পসহস্রাং
যচ্ছৈয়ালাং সুশোভনাম্ । মহং যো বিধিবদদ্যাত্তস্ত
পুণ্যফলং শৃণু ॥ ২৮ ॥ কল্পকোটীসহস্রাণি কল্পকোটী-
শতানি চ । মৎপুত্রে বসতে নিত্যং মমতুল্য-
পরাক্রমঃ ॥ ২৯ ॥ যেমাং সন্তি চ পুষ্পাণি প্রশস্তানি
মমার্চনে । তেষাং পত্রাণি শস্তানি তদভাবে
কলানি চ ॥ ৩০ ॥ এতৈঃ পটৈশ্চ পুষ্পৈশ্চ ফলৈ-
শ্চাপি তথাহি মাম্ । অর্চনং দশমুর্বর্ণস্ত প্রত্যেকং
ফলমাপুয়াৎ ॥ ৩১ ॥ এতাভিঃ পুষ্পজাতীভিঃ
সহোমাসেহর্চয়ন্তি যে । ভক্তিং দদামি তেষাং বৈ
তুষ্টেঃ সন্নাত সৎশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ ধনং পুত্রাংস্তথা

হইতে একটি কুজ, সহস্র কুজ হইতে একটি মালতী,
সহস্র মালতী হইতে একটি সঙ্ক্যাকুসুম, সহস্র
সঙ্ক্যাকুসুম হইতে একটি রক্ত ত্রিসঙ্ক্যা, সহস্র রক্ত
ত্রিসঙ্ক্যা হইতে একটি শ্বেত ত্রিসঙ্ক্যা, সহস্র শ্বেত
ত্রিসঙ্ক্যা হইতে একটি কুন্দ এবং সহস্র কুন্দকুসুম
হইতে একটি জাতীপুষ্প শ্রেষ্ঠ । হে ব্রহ্মন!
যে সকল কুসুমের কথা কথিত হইল, জাতীই
এতন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই সহস্র জাতি কুসুমের মধ্যে
আবার সুশোভন মালাই উত্তম বলিয়া অভিহিত
হয় । যে মানব যথাবিধি আমাকে একটি মালা
প্রদান করে, এক্ষণে তাহার পুণ্যফল অবগণ কর ;—
যে মানব আমাকে মালা প্রদান করে, আমার তুল্য
পরাক্রম হইয়া সেই ব্যক্তি সহস্রকোটী কল্পকাল
নিত্য আমার পুত্রে বাস করিয়া থাকে । আমার
পূজায় যে সকল পুষ্প প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইল,
এই সকল কুসুমের অভাবে তৎপত্র এবং পত্রাভাবে
কলই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে । যে মানব পূর্বোক্ত
পুষ্প, তৎপত্র বা কলদ্বারা আমার পূজা করে,
প্রত্যেক পুষ্প, কল বা পত্রদানে দশমুর্বর্ণদানের
ফল প্রাপ্ত হয় । • হে দেবেশ ! যাহারা মার্গশীর্ষমাসে
এই সকল কুসুম দ্বারা আমার পূজা করে, আমি
তাহাদিগের প্রতি প্রীতি হইয়া তাহাদিগকে ভক্তি-
দান করিয়া থাকি, সংশয় নাই । এতদ্বিধি সেই

দারান্ যৎ কিকিচ্ছাহতে হি সঃ । তত্তদদামি দেবৈশ্চ
পুষ্পৈরেভিঃ প্রত্যোষিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীকাম্বে বিবিধপুষ্পদান-সহস্রপুষ্পাঙ্কিতমালা-
স্থাপনাদিকলবর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । শ্রীমন্তুলসিমাশাস্ত্র্যং যথাবদ্বর্ণয় প্রভো ।
যন্তাঃ সন্নিধিমাশ্রয়েণ শ্রীতির্ভবতি তেহধিকা ॥ ১ ॥
শ্রীভগবানুবাচ । মনিকাঞ্চনপুষ্পাণি তথা মুক্তাময়ানি
চ । তুলসীপত্রদানস্ত কলাং নাইস্তি বোড়শীম্ ॥ ২ ॥
তুলসীমঞ্জরীতির্বিঃ কুর্ধ্যাদৈ মম পূজনম্ । ন স
গর্ভগৃহং যান্নমুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ ॥ ৩ ॥ আরোপ্য
তুলসীং বৎস পূজয়েত্তদলৈশ্চ মাম্ । দিবি সম্বাদ-
মানঃ স শ্বেতরোপে চ মে গৃহে ॥ ৪ ॥ শ্রীমন্তুলশ্চাৰ্চয়তে
সকৃদ্ধি মাং পটৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ । যন্তস্ত
পাপং পটসংস্থিতং তদানিরীক্ষয়িত্ব পরিমার্জয়েদ্-
যমঃ ॥ ৫ ॥ তুলসী ন যেমাং মম পূজনার্থং

সকল লোক ধন, পুত্র, দারাদি কিছু কামনা
করে, এই সকল কুসুমে পরিতুষ্ট হইয়া তাহা-
দিগকে তৎসমস্তই আমি দান করি । ১৭—৩৩ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । ৭ ।

অষ্টম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো ! ঋষার সন্নিধান-
মাশ্রয়ে আপনার অধিক শ্রীতি জন্মে, এক্ষণে
সেই শ্রীমতী তুলসীর মাহাত্ম্য যথাবৎ বর্ণন করুন ।
ভগবান্ কহিলেন,—মুক্তাময় মনিময় বা কাঞ্চনময়
কুসুমদান তুলসীদলদানের বোড়শাংশের যোগ্য
নহে । নর তুলসীমঞ্জরী দ্বারা আমার পূজা
করিলে তাহাকে আর গর্ভগৃহে গমন করিতে হয়
না এবং সেই মানব মুক্তিভাগী হয় । হে বৎস !
তুলসী আরোপিত করিয়া তুলসীদান দ্বারা যে
আমার পূজা করে, সে স্বর্গে প্রমুদিত হয় এবং
শ্বেতদ্বীপস্থিত আমার গৃহে বাস করে । শ্রীমতী
তুলসীর সুগন্ধ বিমল অখণ্ড পত্র দ্বারা • যে
মানব একবার আমার পূজা করে, যমরাজ
বিশেষ প্রণিধানপূর্বক দেখিয়া লিখিত পাপ-
বিবরণী হইতে তাহার নাম প্রোহিত করিয়া
দেন । যাহারা একাদশীদিনে আমার পূজার

সম্পাদিতৈকাদশিপুণ্যবাসরে। ধিগযৌবনং জীবিত-
মর্থসন্ততিস্তেষাং সুখং নেহ চ দৃষ্টতে পরে ॥ ৬ ॥
নিজমভ্যর্চিতং দৃষ্ট্বা সহোমাসে চ ধামকম্।
তুলসীপত্রনিকটৈর্মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ৭ ॥ নিত্য-
মভ্যর্চয়েদ্ যো বৈ তুলস্যা মাং রমেশ্বরম্। মহা-
পাপানি নশুন্তি কিং পুনশ্চোপপাতকম্ ॥ ৮ ॥
বর্জ্যং পর্যুষিতং পুষ্পং বর্জ্যং পুষ্যমিতং
জলম্। ন বর্জ্যং তুলসীপত্রং ন বর্জ্যং
জাহ্নবীজলম্ ॥ ৯ ॥ তাবদার্জ্জন্তি পুষ্পাণি মালত্যা-
দীনি ভোঃ সুত। যাবন্ন প্রাপ্যতে পুণ্যং তুলসী
মম বল্লভা ॥ ১০ ॥ সৰ্বদভ্যর্চয়েদ্যো মাং বিশ্ব-
পত্রেণ মানবঃ। মুক্তিভাগী নিরাতঙ্কো মম পার্শ্বগতো
ভবেৎ ॥ ১১ ॥ বিশ্বপত্নাচ্ছমীপত্নাজ্জাতীপত্নাং সরো-
কহাৎ। বল্লভং তুলসীপত্রং কৌন্তভাদবিকং মম ॥
১২ ॥ অভিন্নপত্না তুলসী হৃদ্যা মঞ্জরিসংযুতা।
কীরোদাৰ্ণবসমুতা পদ্মেবেয়ং সদা মম ॥ ১৩ ॥
অকৃষ্ণাপ্যথবা কৃষ্ণা তুলসী মম বল্লভা। সিতা
বাপ্যসিতা বাপি হাদনী বল্লভা যথা ॥ ১৪ ॥ গৃহীত্বা

জন্ত তুলসী আনয়ন না করে, তাহাদের
যৌবন, জীবন, অর্থ ও সম্পত্তি সকলেই
ধিক্ এবং কি ইহ, কি পর, কোন কালেই
তাহাদিগের সুখলাভ হয় না। সম্যক পূজিত
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া মার্গশীর্ষে মানব তুলসীপত্র-
নিচয় দ্বারা আমার পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা
হইতে মুক্ত হয়। যে মানব তুলসীদল দ্বারা
নিত্য রম্য সহিত আমার পূজা করে, তাহার
মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয়, উপপাতক সকলের
কথা কি আর কহিব? পর্যুষিত পুষ্প ও জল
বর্জনীয়; কিন্তু পর্যুষিত জাহ্নবীজল কিংবা তুলসী-
পত্র ত্যজ্য নহে। হে পুত্র! আমার বল্লভা
পুত্রা তুলসী যতক্ষণ না উপস্থিত হন, ততকালই
মালতী আদি পুষ্প গর্ভে গর্জন করিয়া স্বীয় প্রাধান্ত
জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে মানব ভক্তিভরে
বিশ্বপত্র দ্বারা একবার পূজা করে, সেই মুক্তি-
ভাগী নর নিরাতঙ্ক হইয়া আমার পার্শ্বদ হয়। বিশ্ব-
পত্র-শমীপত্র, জাতীপত্র ও পদ্ম, এ সকল হইতেও
তুলসীপত্র আমার প্রিয়; এমন কি, তুলসী ও
কৌন্তভ হইতেও আমার প্রিয়। মঞ্জরীযুক্ত হৃদ্যা
অভিন্নপত্রা তুলসী, কীরাকিটনয়া রম্য স্তায়
আমার প্রিয়। সিতা কিংবা কৃষ্ণা হাদনী যেমন আমার

তুলসীপত্র ভক্ত্যা যো মাং সমর্চয়েৎ। অর্চিতং
তেন সকলং স দেবানুরমাহুযম্ ॥ ১৫ ॥ তাবদার্জ্জন্তি
রত্নানি কৌন্তভাদীনন্তশঃ। যাবন্ন প্রাপ্যতে
কৃষ্ণতুলসীকৃষ্ণমঞ্জরী ॥ ১৬ ॥ কৃষ্ণং কৃষ্ণতুলস্যা হি
যো ভক্ত্যা পূজয়েন্নরঃ। স যাতি ভুবনং শুভ্রং
যত্র বিষ্ণুঃ শ্রিয়া সহ ॥ ১৭ ॥ মমার্চনার্থং ভিক্ষুণাঃ
যচ্ছন্তি তুলসীদলম্। অশ্বেষামপি ভক্তানাং যান্তি
তে পদমবায়ম্ ॥ ১৮ ॥ তুলসী কৃষ্ণগৌরা যা তয়া
যো মাং সমর্চয়েৎ। নরো যাতি তনুং ত্যক্তা
বৈষ্ণবীঃ শান্তীঃ গতিম্ ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মোবাচ।
ধূপদানস্ত মাহাত্ম্যং দীপস্তাপি চ কেশব। যৎকলং
লভতে মর্ত্যস্তনুে ক্রহি যথার্থতঃ ॥ ২০ ॥ জীতগ-
বানুবাচ। শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি ধূপদানস্ত যৎকলম্।
দীপদানস্ত মাহাত্ম্যং মম শ্রীতিকরং পরম্ ॥ ২১ ॥
অশুক্রঞ্চ সকপূরং দিব্যচন্দনসৌরভম্। দত্ত্বা মাং
বৈ সহোমাসে কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ২২ ॥

প্রিয়তমি, তুলসী কৃষ্ণাই হউক আর অকৃষ্ণাই
হউক, উভয়ই আমার তেমনি বল্লভা। যে মানব
ভক্তিপূর্বক তুলসীপত্রচয়ন করিয়া সম্যকরূপে আমার
পূজা করে, তাহার এই পূজাপ্রভাবে মানব, দেব,
ও অশুরগণের পূজা করা হয়। যাবৎকাল কৃষ্ণা
তুলসীর কৃষ্ণমঞ্জরীর প্রাপ্তি না ঘটে, তাবৎকাল
কৌন্তভাদি অনন্ত রত্ন স্বীয় প্রাধান্তজ্ঞাপক গর্ভিত
গর্জন করে। যে মানব কৃষ্ণতুলসী দ্বারা ভক্তিসহ-
কারে কৃষ্ণের পূজা করে, হরি রম্য সহিত সেখানে
বাস করেন, পূজক নরও সেই হরির শুদ্ধ ভবনে
গমন করে। আমার পূজার জন্ত প্রার্থী কিংবা
অন্তান্ত মদীয় ভক্ত মানবগণকে যাহারা তুলসী
প্রদান করে, তাহাদের অব্যয় পদ লাভ হয়। হে
ব্রহ্ম! আর একরূপ তুলসী আছে, তাহার নাম
কৃষ্ণগৌরা। যে মানব কৃষ্ণগৌরা তুলসীদ্বারা আমার
সম্যক পূজা করে, সেই নর তনুত্যাগ করিয়া
সনাতনী বৈষ্ণবী গতি প্রাপ্ত হয়। ১—১৯। ব্রহ্মা
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কেশব! ধূপ ও দীপদান
করিয়া মানব যে কললাভ করে, আপনি তাহা যথাযথ
আমার নিকটে বলুন। ভগবান বলিলেন,—
হে পুত্র! এই ধূপ ও দীপদান আমার অত্যন্ত
শ্রীতিকর। এক্ষণে এই ধূপ ও দীপদানের মাহাত্ম্য
বলিতেছি, শ্রবণ কর। মার্গশীর্ষে দিব্যচন্দনের
সৌরভযুক্ত সকপূর অশুক্র দান করিয়া মানব শত
কুল উদ্ধার করে। যে বৈষ্ণব আমার গৃহে

কৃষ্ণাঙ্কসমুখেন ধূপেন চ মমালয়ম্ । ধূপয়েদৈকবো-
যস্তু স মুক্তো নরকারবাৎ ॥ ২৩ ॥ মাহিষঃ শুগ্গুণ্ড-
যস্তু আজ্যযুক্তং সশর্করম্ । ধূপং দদাতি যো বৈ
মাং তন্ত্বেচ্ছাং প্রদদামাহম্ ॥ ২৪ ॥ শুগ্গুণ্ডলো
হস্ত্যশেষাণি অরিষ্টানি চ ধূপিতঃ । কামান্নানাবিধাং-
শৈব অঙ্কঃ সম্প্রযচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ দেহং গেহং
পুনাভ্যেব ধূপত্বশ্চক্ৰসম্ভবঃ । নাশয়েদ্যক্ষরক্ষাংসি
ধূপঃ সর্জরসোদ্ভবঃ ॥ ২৬ ॥ জাতীপুষ্পমথৈনা চ
শুগ্গুণ্ডলশ্চ হরীতকী । কূটঃ সর্জরসশৈব শুড়ঃ
শৈলাচ্ছড়স্তথা । নথযুক্তানি চৈতানি দশাঙ্গা ধূপ
উচ্যতে ॥ ২৭ ॥ ধূপং দশাঙ্গং যদি চেৎকরোতি
মাসে সহে মে অভিবল্লভে চ । দদামি কামানতি-
দুর্লভানপি বলঞ্চ পুষ্টিং স্তুতদারভুক্তিম্ ॥ ২৮ ॥
মুস্তাধূপে মানুবাণাং প্রিয়হঃ মাঙ্গল্যকং বশ্চকরং
শুড়শ্চ । কুর্ঘ্যাৎ সহোমাসি মমাগতো যো বিহায়
পাপানি স মাং সমাপুয়াৎ ॥ ২৯ ॥ ন ভয়ং বিদ্যাতে
তস্তু দিব্যভৌমাস্তুরিক্জম্ । মম ধূপাবশেষেণ
যস্তাঙ্গং পরিমার্জিতম্ ॥ ৩০ ॥ ন চাপবিদ্যাতে
তস্তু ভবন্তি সম্পদোহখিলাঃ । ধূপে কৃতে সহো-

কৃষ্ণাঙ্ক-সমুখিত ধূপ প্রজলিত করেন, তিনি নরক
হইতে মুক্ত হন । যে মানব আমাকে মাহিষ স্তুত-
যুক্ত ও শর্করাসম্বিত ধূপদান করে, আমি তাহার
অভীষ্ট প্রদান করি । শুগুণ্ডল ধূপ প্রধূপিত হইলে
অশেষরূপে অরিষ্ট হরণ করে এবং অঙ্কসম্ভব ধূপ
বিবিধ অভিলষিত প্রদান ও ধূপদাতার দেহ ও গেহ
পবিত্র করিয়া থাকে । সর্জরসোদ্ভব ধূপ যক্ষ ও
রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করে । দশাঙ্গ ধূপের অঙ্গ
কথিত হইতেছে,—জাতীপুষ্প, এলা, শুগুণ্ডল,
হরীতকী, কূট, সর্জরস, শুড়, শৈল, অচ্ছড় ও
বজ্রনখী—দশাঙ্গ ধূপের এই দশটি অঙ্গ কথিত
হইল । আমার প্রিয় মার্গশীর্ষ মাসে এই দশাঙ্গ
ধূপ কৃত হইলে আমি অতি দুর্লভ অভিলষিত সকল,
বল, পুষ্টি, স্তুত, দারা এবং ভক্তি বিতরণ করিয়া
থাকি । মুস্তাধূপে মানবগণ প্রিয়হ ও শুড়ধূপে
মঙ্গলময় বংশশ্রেষ্ঠতা প্রাপ্ত হয় । যে মানব মার্গশীর্ষে
আমার সম্মুখে এইরূপ ধূপদান করে, সে
সমস্ত পাপবিমুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় ।
আমার উদ্দেশে প্রদত্ত ধূপের অবশেষ দ্বারা যাহার
অঙ্গ মার্জিত হয়, তাহার দিব্য, ভৌম ও আন্তরীক
কোন ভয়ই থাকে না । যে নর মার্গশীর্ষ মাসে
অঙ্গ সহকারে আমার সম্মুখে নিরন্তর ধূপদান

মাসে মমাগ্রে অঙ্কয়ানিশম্ ॥ ৩১ ॥ ধূপঃ সুরপতাঃ
ধন্তে ধূপঃ পাবনমুত্তমম্ । বনস্পতিরসো দিব্যঃ
পরমঃ পাবনঃ শুচিঃ ॥ ৩২ ॥ অতঃপরঃ প্রবক্ষ্যামি
দীপমাহার্যমুত্তমম্ । যস্মিন কৃতে নরো যাতি
বৈকুণ্ঠং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ বহুবর্তিসমায়ুক্তং
স্বতপূরসমবিতম্ । কুর্ঘ্যাদারাজিকং যো বৈ কল্প-
কোটং দিবং বসেৎ ॥ ৩৪ ॥ নীরাজনস্ত যঃ পশ্চেৎ
সহোমাসে মমাগতঃ । সপ্তজন্ম ভবেদ্বিপ্রো হন্তে
চ পরমং পদম্ ॥ ৩৫ ॥ কপূরেণ তু যঃ কুর্ঘ্যাডাক্ত্যা
চৈব মমাগতঃ । আরাজিকং দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিশেমা-
মনস্তকম্ ॥ ৩৬ ॥ মন্ত্রহীনঃ ক্রিয়াহীনঃ যৎকৃতঃ
পূজনং মম । সর্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে
সুত ॥ ৩৭ ॥ যঃ করোতি সহোমাসে কপূরেণ চ
দীপকম্ । অশমেধমবাপ্নোতি কুলকৈব সমুদ্বরেৎ ॥
৩৮ ॥ মমাগ্রে বৈ দ্বিজানাঞ্চ দীপং দদ্যচ্ছতুপথে ।
মেধাবী জ্ঞানসম্পন্নশ্চক্ষুযান্ জায়তে নরঃ ॥ ৩৯ ॥
স্বতেন বাথ তৈলেন দীপং প্রজালয়েন্নরঃ । সহো-
মাসে মমাগ্রে চ তস্তু পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৪০ ॥ বিহায়

করে, তাহার কোন আপদ থাকে না, পরন্তু অখিল
সম্পৎপ্রাপ্তি হয় । বনস্পতির রস দ্বারা দিব্য পরম
পাবন ধূপ নির্মিত হয় । এই ধূপ যথার্থ প্রস্তুত
হইলেই উত্তম পাবন হইয়া থাকে । ২০—৩২ । হে
ব্রহ্মন্ ! যে দীপদানে নর বৈকুণ্ঠভবনে গমন করে,
অতঃপর সেই দীপদানমাহার্য কীর্তন করিতেছি,
এবিষয়ে সন্দেহ কর্তব্য নহে । যে মানব স্বতপূরিত
ও বহুবর্তিযুক্ত দীপ দ্বারা আরাজিক করে, কোটি-
কল্প কাল তাহার স্বর্গে বা । হয় । মার্গশীর্ষ মাসে
আমার অগ্রে নীরাজন দর্শন করিলে সপ্তজন্ম
বিপ্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া অস্তে পরমপদ প্রাপ্ত
হয় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! যে মানব আমার সম্মুখে
ভক্তিপূর্বক কপূর দ্বারা আরাজিক করে, সে আমার
অনন্তশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । হে পুত্র !
আমার নীরাজন করিলে মন্ত্র ও ক্রিয়াহীন পুত্রাও
সম্পূর্ণ ফলজনক হয় । যে মানব মার্গশীর্ষ মাসে
আমার উদ্দেশে কপূরের দীপদান করে, তাহার
অশমেধ-কললাভ হয়; এবং সম্যকরূপে তদীয় কুলের
উদ্ধার হইয়া থাকে । যে নর আমার ও দ্বিজগণের
সম্মুখে কিংবা চতুপথে দীপদান করে, সে মেধাবী,
জ্ঞানসম্পন্ন ও চক্ষুযান্ হয় । যে মানব মার্গশীর্ষে
আমার অগ্রে স্বত বা তৈল দ্বারা দীপ প্রজালন
করে, তাহার পুণ্যকল অবগণ কর । তাহা

সকলং পাপং সহস্রাদিত্যসন্নিভং । জ্যোতিষতা
বিমানেন মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪১ ॥ তন্মাং সর্ব-
প্রযত্নেন দীপং দদ্যাচ্চিচ্চকণঃ । তৎ দদ্যা বিহিংসেদ্যঃ
স পতন্তরকে ক্রবন্ ॥ ৪২ ॥ দীপং যো বৈ হরেৎ
পাপী লোভাদ্বেদ্যাদিজ্যোত্তম । তদীপহরণাৎ সোহপি
মুকোহহং প্রজায়তে ॥ ৪৩ ॥

ইতি ক্রীড়ানন্দে দীপনাহাৰ্য্যাবৰ্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । নৈবেদ্যস্ত বিধিঃ ক্রহি দেব মে
তত্ত্বতঃ প্রভো । অন্নং কতিবিধকেষ্টং ব্যঞ্জনাদীন্ত-
শেষতঃ ॥ ১ ॥ ক্রীডগবানুবাচ । সাধু পুষ্টঃ স্বয়া
বৎস মম ক্রীতিকরঃ পরম্ । বক্ষ্যামি তেহরপানা-
দিব্যঞ্জনাদীন্তশেষতঃ ॥ ২ ॥ আদৌ হিরণ্ময়ং পাত্রং
তদভাবে চ রাজতম্ । তদভাবে চ পালশং
বিস্তীর্ণং বহুসুন্দরম্ ॥ ৩ ॥ কচোলাঃ শতশঃ কার্ঘ্যাঃ

মানব সকল পাপ দূরীভূত করিয়া সহস্র আদিত্যের
কান্তি ধারণ করে এবং জ্যোতিষ্মান বিমানে
আরোহণ করিয়া আমার লোক প্রাপ্ত হইয়া
ধাকে ; অতএব বিচক্ষণ মানব সর্বপ্রযত্নে দীপ
দান করিবে । কেহ দীপ দান করিলে যে তাহার
হিংসা করে, নিশ্চয়ই তাহার নরকে পতন হয় । হে
জ্যোত্তম ! লোভবশতঃ যে পাপী নর দীপ অপ-
হরণ করে, সেই দীপহরণপাপ প্রভাবে সে মুক ও
অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৩৩—৪৪ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে প্রভো ! আমার নিকট
যথাযথ নৈবেদ্যবিধি বর্ণন করুন । হে দেব !
অতীষ্ট অন্ন ও ব্যঞ্জন কতিবিধ, ইহা আমার অশেষ-
রূপে শুনিতে অভিলাষ হইতেছে । তগবান
বলিলেন,—হে বৎস ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ,
ইহা আমার অতীত ক্রীতিকর ; এক্ষণে অন্ন, পান ও
ব্যঞ্জনাদি বিষয় অশেষরূপে তোমার নিকট কীৰ্ত্তন
করিতেছি । তন্মধ্যে প্রথম পাত্রের নির্দেশ করি-
তেছি,—প্রথমে-হিরণ্ময় পাত্র শ্রেষ্ঠ, তদভাবে রাজত

পাত্রে বৈ পরিতোহনম্ । তন্মধ্যে ব্যঞ্জনাদি
নানাকলময়াঃ শুভাঃ ॥ ৪ ॥ পায়সং চন্দ্রসঙ্কাশং
পাত্রে বৈ শর্করায়ুক্তম্ । তৎকং কুমুদসঙ্কাশং
মুদগান্ কাচপ্রভাঙ্কুভান্ ॥ ৫ ॥ নানাব্যঞ্জনসংক্রদং
ত্রিভিঃ পংক্তিভিরেব চ । নিম্বুরসেন চন্দ্রেণ কল-
মূলযুতেন চ ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠশ্চ তদা কার্ঘ্যাঃ শতশো
ভোজনে মম । দ্রাক্ষাঞ্চ মিশ্রিতাচ্চুতকরমর্দ-
কৃতাঃ শুভাঃ ॥ ৭ ॥ মরীচপিপ্পলীসার্ককৈলাচন্দ্রক-
সংযুতাঃ । কাথিতাঃ কথিতাঃ কার্ঘ্যাঃ শতশো
ভোজনে মম ॥ ৮ ॥ প্রলেহনাস্থখা কার্ঘ্যাঃ কচোল-
শতসঙ্কুলাঃ । নানাকুসুমসম্বোদযুক্তাঃ সহসি মে
প্রিয়াঃ ॥ ৯ ॥ মণ্ডকা বর্জুলা রম্যাঃ সমাঃ সর্ষত
বিন্দুবৎ । সিতয়া সহিতেনাথ দুগ্ধেন কথিতেন চ ॥
১০ ॥ মধুবর্ণেন গব্যেন যুক্তেন তস্মিন্ সুভোজনে ।
কচোলে সুপ্রভে বৎস হিতং কাকনসুপ্রভম্ ॥ ১১ ॥
দ্রুতং সুবাসিতং ক্রীত্যা দেয়ং হি মম ভোজনে ।
তত্র গোধূমপাত্রেণ চন্দ্রেণ হি চোজ্জ্বলম্ ॥ ১২ ॥

ও তদভাবে বহু বিস্তৃত সুন্দর পলাশপাত্র শ্রেষ্ঠ ।
হে অনঘ ! পাত্রের চারিদিকেই শত শত কচোল
(বাটী) পরিকল্পিত করিবে এবং তন্মধ্যে কোন-
পাত্রে নানাবিধ কলসম্বিত উত্তম ব্যঞ্জন- ও
কোনপাত্রে শর্করের স্তায় শুভ্রবর্ণ শর্করায়ুক্ত পায়স
রক্ষিত করিতে হইবে । কোন পাত্রে কুমুদকান্তি
অন্ন, কোন পাত্রে কাকনবর্ণ মুদগ, এইরূপে পংক্তি-
ত্রেয়ে নেবুর রস, কপূর ও কলমূলযুক্ত নানাবিধ
ব্যঞ্জন বিস্তৃত করিবে । অনন্তর আমার ভোজনের
জন্ত দ্রাক্ষা-চুত-করমর্দ-মিশ্রিত শত শত বৈকুণ্ঠ-
রস, মরীচ, পিপ্পলী, সার্কক, এলা, কপূর এবং শত
কাথ ও কথিতা প্রদান করিবে । অনন্তর শত শত
পাত্রে কুসুমামোদিত প্রলেহনসামগ্রী রক্ষিত
করিবে । হে ব্রহ্মন ! মার্গশীর্ষ মাসে এই সকল বস্তু
আমার সান্তিশয় প্রিয় । অনন্তর শর্করায়ুক্ত দুগ্ধ
বা কাথ দ্বারা বর্জুলাকার মণ্ডকা প্রস্তুত করিবে ।
এই মণ্ডকা সর্ষত সমান রম্যা ও বিন্দুবৎ হইবে ।
হে বৎস ! এই সামগ্রী গব্য যুতের সহিত মিলিত
হইলেই ইহার বর্ণ মধুর ও ইহা সুভোজন মধ্যে গণ্য
হয় এবং কচোলে রক্ষিত হইলে সুবর্ণের স্তায় মনো-
রম প্রভাযুক্ত হইয়া থাকে । ১—১১ । আমার ভোজনে
ক্রীতিনসংকারে সুবাসিত দ্রুত প্রদান করিবে এবং
সেই ভোজনপাত্র গোধূম ও কপূর দ্বারা সুসুন্দর

সৌবাহ্লিকাঃ পুরিকাঃ শতচ্ছিদ্রাঃ সবেষ্টিকাঃ ।
অপুপাশ্চ তথা কীরপ্রকারাঃ প্রকারয়েৎ ॥ ১৩ ॥
মণয়ঃ সূত্রসংজ্ঞাশ্চ মালতীকুসুমাদয়ঃ । পপটী
বপটী রম্যা মাষকুমাণ্ডসম্ভবাঃ ॥ ১৪ ॥ বটকান্নবধা
রম্যান্ কুৰ্ঘ্যান্নাসে স্বেহে মম । দ্বিধা জাতীমরীচৈশ্চ
পুরিতা দ্রোণকে শুভাঃ ॥ ১৫ ॥ যুক্তেন লবণেনাতি-
শুক্লতৈলেন পুরিতাঃ । কুঙ্কুমাভাঃ স্নেহহীনঃ সক্ষতা
ইব দুর্জনাঃ ॥ ১৬ ॥ দধিহৃদ্রযুতাঃ কেচিচ্চিকিণী-
চূতসম্ভবাঃ । দ্রাক্ষারসযুতাঃ কেচিদ্ভৈবেক্ষু-
সৈৰ্ভুতাঃ ॥ ১৭ ॥ রাজিকা জলমধ্যস্থাস্থাশ্চ
রসিতয়া সহ । রসৈশ্চতুর্বিধৈশ্চাত্ত্ববটকা নবধা
মতাঃ ॥ ১৮ ॥ বজ্রপ্রভান্নকণিকাচারবীজসুখারিকৈঃ ।
শকলৈর্নারিকেলশ্চ লবঙ্গশতসংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥ স্বতকীর-
সিতাদ্যুস্তাঃ কটাহে সুপ্রনোড়িতাঃ । লঙ্কাসিতাদি-
রুসররম্যাঃ পিষ্টাশ্চ ফেনিকাঃ ॥ ২০ ॥ পরাকিকানু বৈ

হইবে । তাহাতে সৌবাহ্লিক ও পুরিক থাকিবে
এবং উহার বহির্ভাগ শতচ্ছিদ্রযুক্ত হইবে, কেন না
ছিদ্রযুক্ত হইলেই তাহাতে শর্করা রস অনায়াসে
প্রবেশ করিতে পারে । অপুপ সকল কীরের
প্রাকারযুক্ত করিয়া নির্মাণ করিবে । মালতী কুসু-
মাদি ও মণিনিচয় সূত্রে গ্রথিত করিয়া আমার প্রীতির
জন্ত প্রদান করিবে । মার্গশীর্ষে আমার ভোজনার্থ
মাষকলায় ও কুমাণ্ডজাত নবধা রম্য পপট, বপট ও
বটকান্ন প্রদান করিবে । অনন্তর জাতীমরীচ-
পুরিত দ্বিবিধ-মনোরম দ্রোণক এবং লবণযুক্ত
বিশুদ্ধ তৈলপুরিত স্নেহহীন কুঙ্কুমকাস্তি অন্তবিধ
দ্রোণক প্রদান করিবে । দুর্জন ব্যক্তি যেরূপ
ক্ষতান্ন হয়, এই শযোক্ত দ্রোণকও তজ্জপ বহু ছিদ্র-
বিশিষ্ট হইবে । অতঃপর কতিপয় দধিহৃদ্রযুক্ত,
কতকগুলি চিকিণী (ভেঁতুল) ও চূত হইতে জাত,
অন্ত কতিবিধ বা দ্রাক্ষারসজাত আবার কতকগুলি
বা ইক্ষুরসযুক্ত দ্রোণক দিবে । অনন্তর রাজিকা
নির্মাণপূর্বক তাহার কতক জলমধ্যে স্থাপিত
করিয়া এবং অপর কতকগুলি শর্করামিশ্রিত করিয়া
দিবে । অতঃপর নবধা বটক প্রদান করিবে; এই
সকল বটক চর্কা, চোষা, লেহ ও পেয় এই চতু-
র্বিধ রসযুক্ত করিতে হইবে । ইহাই আমার
সম্মত । অনন্তর হীরকের স্তায় প্রভাবিশিষ্ট
কণাপরিমাণ নারিকেল খণ্ডের সহিত শত
লবণযুক্ত করিয়া তাহা কটাহে নিক্ষেপপূর্বক বৃত্ত,
কীর ও শর্করাদি দ্বারা আলোড়িত করত যখন

পকাঃ কৃতান্ত্রোণ পোলিকাঃ । মোদকান্ত্রোণ বৈ
কার্যাচারবীজভবাঃ পরে ॥ ২১ ॥ সিতয়া সহিতাঃ
কার্যা, অস্ত্রে হৃদ্রেন নির্মিতাঃ । নারিকেলকলৈশ্চাত্ত্ব
বৃক্ষনির্ঘাসনির্মিতাঃ ॥ ২২ ॥ বদামৈশ্চ শুভাশ্চাত্ত্ব
তিলৈশ্চ কণবীজকৈঃ । ঈদৃশান্নোদকাংশ্চাত্ত্বা-
ন্ত্রোণ মম কারয়েৎ ॥ ২৩ ॥ অশৌর্য্যঃ মোচনী-
কন্দঃ তথার্জঃ করমর্দকম্ । নারিকঃ চিকিণীকঞ্চ
কঙ্কোলকলমেব চ ॥ ২৪ ॥ দশারঃ ত্রিপুরীজাতঃ
শুভঃ নিম্বফলং বিসম্ । তিন্দুফলং লবঙ্গঞ্চ ত্রীকলং
তিলকং নুতি ॥ ২৫ ॥ বঙ্কলং বংশকারীরং তথা কায়-
ফলং বলম্ । দ্রাক্ষাফলং চূতফলং রম্যঃ কণ্টকিনী-
ফলম্ ॥ ২৬ ॥ ধাত্রীফলং শুক্তিভবং কলমছাড়বং
তথা । রস্তাফলং পিপ্পলী চ মরীচাশ্চ মনোহরাঃ ॥
২৭ ॥ শুক্লসর্ষপতৈলেন লবণেন সুবেষিতম্ ।
তথা রাজিকয়া বিদ্ধং ত্রিভির্বিধৈর্ঘটে স্থিতম্ ॥ ২৮ ॥
এবংবিধানি জাতানি ব্যঞ্জনানি চ মানদ । কর্তব্যানি
সহোমাসে মম প্রীতিকরানি বৈ ॥ ২৯ ॥ এতাদৃশে

শর্করাদি সমস্ত মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন উহা
দ্বারা ফেনিকা প্রস্তুত করিয়া দিবে । ১-২০ । এই নারি-
কেলখণ্ডের কতকগুলি পরাকিকায় পক করিয়া
তাহার সহিত কর্পূর মিশ্রিত করত পোলিকা
প্রস্তুত করিবে । আমার ভোজ্য বস্তুতে অপর
কতকগুলি মোদক দিতে হয় । এই মোদকমধ্যে
কতক গুলি চারবীজজাত, কতকগুলি শর্করায়ুক্ত,
কতকগুলি হৃদ্রদ্বারা নির্মিত, কতকগুলি নারিকেল-
ফল ও বৃক্ষনির্ঘাসনির্মিত, অপর কতিবিধ উত্তম
বাদাম, তিল এবং কণবীজ দ্বারা প্রস্তুত করিবে । হে
ব্রহ্মন ! আমার জন্ত ঈদৃশ মোদক প্রদান করিবে ।
হে মানদ ! এক্ষণে অন্তবিধ কতিপয় ব্যঞ্জনের বিষয়
বলিতেছি । অশৌর্য (ওল), মোচনীকন্দ, আর্জক,
করমর্দ, চিকিণী, কঙ্কোল, দশার, ত্রিপুরীজাত, উত্তম-
নিম্ব, বিস, তিন্দুক, লবঙ্গ, ত্রীকল, তিলক, নুতি,
বঙ্কল, বংশকারীর, কায়ফল, বল, দ্রাক্ষা, আম্র,
রম্য কণ্টকিনী, ধাত্রী, শুক্তিভব, অছাড়ব, রস্তা,
পিপ্পলী, মনোহর মরীচ,—এই সকল ফল শুক্লতৈল
ও লবণ কিংবা রাজিকা দ্বারা উত্তমরূপে বেধিত
করিয়া একটা ঘটে স্থাপন করিবে । অনন্তর রুংসর-
ত্রয় অতীত হইলে উহা আমাকে প্রদান করিবে ।
হে ব্রহ্মন ! এইরূপে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া আমাকে
মার্গশীর্ষমাসে দান করিলে আমার প্রীতিকর
হয় । হে ব্রহ্মন ! কেহ যদি মদীয় এতাদৃশ

ভোজনে চেষ্টাসামর্থ্যং ভবেদ্যদি। এবং কার্য্যং
তদা তেন সংক্ষেপেণ শৃণুয মে। ৩০। লড্ডুক-
মেকং স্বতপ্পুরমেকং কেনদ্বয়ং কোকরসত্রয়ঞ্চ।
স্বতপ্পুতং মণ্ডকবোড়শানাং বটাষ্টদায়ী নরকং ন
পশ্যেৎ। ৩১। অর্দ্ধাটকং সূচিরপর্জ্যাবিতঞ্চ দুগ্ধং
বগুস্ত বোড়শপলানি শশিপ্রভস্ত। সপ্পলং
মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং শুষ্ঠ্যাঃ পলার্কমথবার্ককলং
চতুর্ণাম্। ৩২। স্নেহে পটে ললনয়া মূহপাণি-
স্বষ্টাং কর্পূরধূলিধবলীকৃতভাণ্ডসংস্থাম্। এতাং
ভুভাং রসবতীং প্রকরোতি ২১। বৈ কামান্ দদামি
সকলান্নজ্ঞস্ত তস্ত। ৩৩।

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে নৈবেদ্যবিধিকথনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ। নৈবেদ্যানন্তরং তাত কিং কর্তব্যং
বৃত্তিঃ প্রভো। যৎকর্তব্যং সহোমাসে তৎসরং

ভোজন দানে অসমর্থ হইয়া, তবে সংক্ষেপে তাহার
কর্তব্য কীৰ্ত্তন করিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর।
যে মানব পূর্বোক্তরূপে ভোজনদানে অসমর্থ হইয়া,
আমাকে একটি লড্ডুক, একটি স্বতপ্পুরক, দুইটি
কেন, তিনটি কোকরস, সোড়শ স্বতপ্পুত মণ্ডক
এবং আটটি বটক দান করে, তাহার নরক দর্শন
হয় না। শুচি মানব অর্দ্ধাটক অপর্জ্যাবিত দুগ্ধ,
চন্দ্রের স্থায় নির্ম্মল বোড়শপল গুড়, একপল স্বত,
একপল মধু, এবং দ্বিকর্ষ মরিচ, পলার্ক শুষ্ঠী অথবা
চতুর্ভাতকের প্রত্যেকটি অর্দ্ধপল করিয়া লইয়া লল-
নার মূহ পাণিতল দ্বারা স্বেষ্ট করিবে এবং মনোরম
বস্ত্রে ছাঁকিয়া কর্পূরচূর্ণের স্থায় ধবলীকৃত করিয়া
দুগ্ধাদিসহ একটি ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। হে ব্রহ্মন!
যে মানব আমার জন্ত এইরূপ মনোহর রসবতী
ভোজ্য প্রস্তুত করে, আমি তাহার নিখিল কামনা
প্রদান করিয়া থাকি। ২১—৩৩।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায়।

ব্রহ্ম বসিলেন,—হে ভাত। নৈবেদ্য দানের পর
পর্য্যাপ্ত কি করিবে? হে প্রভো! মার্গশীর্ষমাসে

ক্রুহি তবতঃ। ১। শ্রীভগবান্নুবাচ। অথ ভুক্ত-
বতে দধি জলৈঃ কর্পূরবাসিতৈঃ। আচমনঞ্চ
তান্মূলং চন্দনং করমার্জনম্। ২। পুষ্পাজলি-
ততঃ কুর্ধ্যাডক্যাদর্শং প্রদর্শয়েৎ। নীরাজনং ততঃ
কার্য্যং কার্পূরং বিভবে সতি। ৩। সমর্প্য মুকুটা-
দীনি ভূষণানি বিচক্ষণঃ। ততঃ পশ্চান্নশাভাগ
প্রকল্য ছত্রচামরে। ৪। প্রসাদমুখং ধ্যান-
শ্রামসুন্দরবিগ্রহম্। জপেদষ্টোত্তরশতং স্ববীত
জতিভিঃ প্রভুম্। ৫। শঙ্খরৌপ্যময়ী মালা কাঞ্চনী
চ বিশেষতঃ। পদ্মাক্ষৈশ্চৈব সূতগৈর্জিহ্মৈশ্চৈশ্চ
মৌক্তিকৈঃ। ৬। রচিতেন্দ্রাক্ষকৈশ্চ মালা তথৈবানুলি-
পক্ৰতিঃ। পুত্রজীবময়ী মালা শস্তা বৈ জপকর্ম্মণি।
৭। ন চ ক্রমেন চ হসন পার্শ্বমবলোকয়ন। ন
পদা পদমাক্রম্য করপ্রাপ্তশিরাস্তথা। ৮। নোত্তিষ্ঠ-
ন্নম্ননুং বিদ্বান্ জপেদ্যগ্রমানসঃ। জপকালে ন
ভাষেত ব্রতহোমার্চনাদিষু। ৯। গৃহেষেকগুণং
জাপ্যং গোষ্ঠে দশগুণং ভবেৎ। নদীতীরে শতং

মানবের অতঃপর কর্তব্য কর্ম্ম সকল যথাযথ বর্ণন
করুন। ভগবান উত্তর করিলেন,—অনন্তর আমার
ভোজন সমাপ্ত হইলে আচমনার্থ কর্পূরজল, মুখ-
শুদ্ধির জন্ত তান্মূল এবং করমর্দননিমিত্ত চন্দনদান
করিবে। তারপর ভক্তিপূর্ব্বক পুষ্পাজলদান,
দর্পণ প্রদর্শন এবং নীরাজন দান করিবে। হে পুত্র!
বিভব থাকিলে এই নীরাজন কর্পূর দ্বারা প্রদান
করিবে। হে মহাভাগ! অনন্তর বিচক্ষণ মানব
মুকুটাদি ভূষণনিচয়, ছত্র ও চামর অর্পণ করিয়া
শ্রীতিপ্রসন্নমুখে শ্রামসুন্দরশরীর প্রভু ভগ-
বানের ধ্যান, অষ্টোত্তরশতজপ ও বিবিধ জতি-
বাক্যে স্তব করিবে। শঙ্খ, রৌপ্য বিশেষতঃ
কাঞ্চনময়ী, অথবা সূতগ পদ্মাক্ষ, বৈদ্যু্য, মণি,
মুক্তা, বা ইন্দ্রাক্ষ প্রস্তুত মালা জপকার্য্যে
প্রস্তুত। এই জপ অঙ্গুলীপদ্ধি দ্বারা করিতে
হয়। বিদ্বান্ মানব জপকালে গমন, হসন,
পার্শ্বদেশ অবলোকন, এক পদ দ্বারা অপরাপদ আক্র-
মণ, মস্তকে হস্তস্থাপন, গাভ্রোস্থান কিংবা অধোবদন
হইবেন না; পরন্তু একাগ্রমনা হইয়া হইয়া জপ
করিবেন। জপকালে কিংবা ব্রত, হোম ও অর্চনা-
সময়ে কাহার সহিত কথা কহা কর্তব্য নহে। ১—৯।
একগণে স্থানভেদে জপ সম্বন্ধে নিরূপণ করিতেছি,—
গৃহে বসিয়া জপ করিলে একগুণ, গোষ্ঠে গৃহপরিমাণে

বিদ্যামধ্যগারে দশাধিকম্ ॥ ১০ ॥ তীর্থাদিষু
সহস্রং স্ত্রাদনস্তং মম সন্নিধৌ । এবং কৃষ্ণা সহোমাসে
যঃ কুৰ্য্যচ্চ প্রদক্ষিণাম্ ॥ ১১ ॥ সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং
ভজতে স পদে পদে । পঠন্নামসহস্রং অথবা নাম
কেবলম্ ॥ ১২ ॥ একা প্রদক্ষিণা ভক্ত্যা দহেৎ পাপং
সদাহিকম্ । প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা ॥
১৩ ॥ দিনসপ্তোত্তরং পাপং মম তিস্রঃ প্রদক্ষিণাঃ ।
তৎক্ষণাশ্রয়ন্ত্যেব পাপং দেহে দশাহিকম্ ॥ ১৪ ॥
কৃত্যঃ প্রদক্ষিণা যেন একবিংশতি ভক্তিতঃ ।
হত্যাদিপাপানি নাশমায়াস্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ১৫ ॥
অষ্টোত্তরশতং যেন কৃত্য ভক্ত্যা প্রদক্ষিণাঃ ।
তেনেষ্টং কৃতুভিঃ সর্ষৈঃ সমাপ্তবরদক্ষিণৈঃ ॥ ১৬ ॥
প্রদক্ষিণীকৃত্য তেন তাবদ্বারং বসুন্ধরা । মাতুঃ
প্রদক্ষিণাস্তদধৃতধাত্রীপ্রদক্ষিণাঃ ॥ ১৭ ॥ শালিগ্রাম-
শিলায়াশ্চ সমমেতদ্রয়ং স্মৃতম্ । একো দণ্ডপ্রপাতশ্চ
সহে সপ্তপ্রদক্ষিণাঃ ॥ ১৮ ॥ সমমেতদ্রয়ং নো বা
দণ্ডপাতো বিশিষ্যতে । প্রদক্ষিণে দণ্ডপাতং যঃ

দশগুণ, এইরূপ নদীতীরে শতগুণ, এবং অগ্নিগৃহে
তদপেক্ষাও দশগুণ অধিক; তীর্থাদিতে সহস্রগুণ
এবং আমার সন্নিধানে জপসংখ্যা অনন্ত, ইহার
পরিমাণ নাই। মার্গশীর্ষমাসে যে মানব এইরূপ
করিলে আমাকে প্রদক্ষিণ করে, প্রতিপদবিক্ষেপে
তাহার সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরাদানের ফল হয়। আমার
সহস্রনাম কিংবা একটা নাম উচ্চারণপূর্বক এক-
বার ভক্তিপূর্বক প্রদক্ষিণ করিলে তাহার দিনগত
পাপ ক্ষয় হয় এবং সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ
করার ফললাভ হইয়া থাকে। আমাকে তিনবার
প্রদক্ষিণ করিলে সাতদিনের সঞ্চিত পাপ তৎ-
ক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় এবং যে মানব ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
একবিংশতিবার প্রদক্ষিণ করে, মুহূর্ত্তমাত্র তাহার
দশদিনজাত পাপ ও ভ্রূহত্যাदि যে কিছু পাপ
সঞ্চিত থাকে, তৎসমস্ত ভস্মীভূত হয়। যেন
ভক্তি সহকারে অষ্টোত্তরশত প্রদক্ষিণ করে,
সে ভূরিদক্ষিণাসম্বিহৃত সমস্ত যজ্ঞ দ্বারা আমা-
কেই পূজা করিয়া থাকে এবং তাহার পূণ
যজ্ঞফললাভ হয়; এবং তাহার তত বারই পৃথিবী
প্রদক্ষিণের ফল লাভ হয়। মাতা, পৃথিবী ও
শালগ্রাম শিলা,—এই তিনেরই প্রদক্ষিণকল
তুল্য জানিবে। যে মানব মার্গশীর্ষে শাল-
গ্রামসমূহে দণ্ডপ্রপাত হয়, তাহার এই
এক দণ্ডপতনেই পূর্বোক্তত্রয়ের সপ্তবারপ্রদক্ষিণের

করোতি সদা মম ॥ ১৯ ॥ সহোমাসে বিশেষণ
আকল্পং স বসেদ্বিবি । কল্পাদনস্তরং তাত চক্রবর্তী
প্রজায়তে ॥ ২০ ॥ চিরায়ুর্ধনবান ভোগী দানবান
ধর্ম্মবৎসলঃ । সহস্রনামপঠনাৎ পাপং নষ্টেৎ ত্রিধা
কৃতম্ ॥ ২১ ॥ অথ কিং বহুনোক্তেন শূন্যং শুভক
মে স্মৃত । দামোদরেতি নাম্না বৈ ভবেৎ ঐতি-
শ্রমাতুলা ॥ ২২ ॥ গুণসদ্বন্ধি মন্নাম কৃতং মাতা
যশোদয়া । যদা মে দধিভাণ্ডস্ত ফোটনং গোকুলে
কৃতম্ ॥ ২৩ ॥ তদা যশোদয়া গাঢ়ং বন্ধো
দাতা হ্যালুথলে । ততঃ প্রভৃতি মে নাম খ্যাতিং
দামোদরেতি চ ॥ ২৪ ॥ নমো দামোদরায়ৈতি
জপেদ্যঃ সুসমাহিতঃ । সূর্য্যোদয়ে শুচির্ভূত
ত্রিসহস্রং দিনে দিনে ॥ ২৫ ॥ সার্কলকত্রয়ং যাবন্তত
উদ্যাপয়েদুধঃ । তর্পণং হবনং চৈব ব্রহ্মতোজ্যং
দশাংশতঃ ॥ ২৬ ॥ এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা তস্য
যচ্ছামি বাঞ্ছিতম্ । ধনং ধাত্ত্বং তথা দারান

তুল্যফল হইয়া থাকে। হে তাত! দণ্ডপাত এবং
প্রদক্ষিণ এই কার্য্যদ্বয় তুল্য ফলজনক না হইলেও
প্রদক্ষিণার সহিত দণ্ডপাতের একটা বৈশিষ্ট্য কথিত
হইয়া থাকে। যে মানব প্রদক্ষিণ করিতে করিতে
বারবার দণ্ডপাত প্রণাম করে, বিশেষতঃ মার্গশীর্ষমাসে
প্রণাম করে, তাহার কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস হয়,
এবং কল্পাবসানে সে চক্রবর্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।
প্রদক্ষিণকালে আমার সহস্রনাম পাঠ করিলে কায়,
মন ও বাক্যকৃত ত্রিবিধতাপ বিনষ্ট হয় এবং সেই
মানব চিরায়ু, ধনবান, ভোগী, দাতা ও ধর্ম্মবৎসল
হয়। হে স্মৃত! আর অধিক কি কহিব, আমার
নিকট একটা শুভকথা শ্রবণ কর। আমার দামো-
দর নাম উচ্চারিত হইলে আমার অতুলা ঐতি
হয়। জননী যশোদা আমার এই গুণসদ্বন্ধী নাম
প্রযুক্ত করেন। হে স্মৃত! আমি গোকুলে যখন
দধিভাণ্ডের ফোটন করি, তখন জননী যশোদা
'দাম' অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা আমাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন
করেন; তদবধি আমি দামোদর নামে বিখ্যাত
হইয়াছি। ১০—২৪। যে বিদ্বান্ মানব ভক্তিসহকারে
সুসমাহিতমনে সূর্য্যোদয়ে শুচি হইয়া “নমো
দামোদরায়” এই মন্ত্র প্রতিদিন তিন হাজার জপ
করেন এবং সার্কলকত্রয় জপ সম্পূর্ণ হইলে
জপের দশাংশ তর্পণ, তদশাংশ আহুতি
প্রদান এবং তদশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করান,
আমি তাঁহাকে বাঞ্ছিত ফলদান করি। তিনি ধন,

পূজাশিষ্টাচ্চ বাহিতম্ ॥ ২৭ ॥ ত্রিসত্যেন ময়া
চোক্তং ব্রহ্মত্বং হং মহামতে । মন্ত্ররাজমিমং পুত্র
রূপয়া মে প্রকাশিতম্ ॥ ২৮ ॥ দামোদরীয়েতি
পঠয়িত্যং কুৰ্ব্য্যং প্রদক্ষিণম্ । দণ্ডপাতং তথা পুত্র
অষ্টাঙ্গেন সমবিতম্ ॥ ২৯ ॥ পদ্ম্যাং করাভ্যাং
জাহ্নভ্যাং মুরসা শিরসা তথা । মনসা বচসা দৃষ্ট্যা
প্রণামোহষ্টাঙ্গ উচ্যতে ॥ ৩০ ॥ শিরো মংপাদয়োঃ
কুৰ্ব্বা বাহুভ্যাং চ পরম্পরম্ । প্রপন্নং পাহি মামীশ
ভীতং মৃত্যুগ্রহণবাৎ ॥ ৩১ ॥ পশ্চাচ্ছেবাং ময়া
দত্তাং শিরস্তাধায় সাদরম্ । এবং ক্রয়াস্ততো বৎস
মম পূজাপ্রপূর্তয়ে ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তি-
হীনং জনাৰ্দ্দন । যৎপূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্ব
মে ॥ ৩৩ ॥ মৃদঙ্গবাদ্যেন সমং প্রণবেন স্তবঃসুতম্ ।
এবং কার্ধ্যং সহোমাসে নৃত্যং পুণ্যপ্রদং নৃণাম্ ॥
৩৪ ॥ গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ তথা পুস্তকবাসনম্ ।
পূজাকালে চতুৰ্বক্স সৰ্বদা মম চ প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

যাহা, তনয়, পত্নী এবং অন্যান্য যাহা কিছু বাঞ্ছা
করেন, আমি তাঁহাকে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া
ধাকি । হে মহামতে ! আমি ত্রিসত্য করিয়া বলি-
তেছি, ইহার অস্তথা হয় না ; অতএব তুমি আমার
বাক্যে ব্রহ্মবান হও । হে পুত্র ! আমি কৃপা
করিয়াই “দামোদরায়” এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র প্রকাশ
করিলাম । এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সতত আমার
প্রদক্ষিণ করিবে । হে সূত ! অষ্টাঙ্গসমবিত হইয়া
দণ্ডপাত করিতে হয় । এখানে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডপাতের
বিষয় বলিতেছি । পদদ্বয়, করদ্বয়, জাহ্নুদ্বয়,
বক্ষ, মস্তক, মন, বাক্য এবং দৃষ্টি দ্বারা যে প্রণাম,
তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কহে । প্রণামকালে আমার
পাদপদ্মে মস্তক বিতস্ত করিবে, এবং করদ্বয় পর-
স্পর সন্মিলিত করিয়া বলিবে,—“হে ঈশ ! আমার
প্রতি প্রসন্ন হউন । আমি মৃত্যুগ্রহরূপ অৰ্ণব হইতে
ভীতি প্রাপ্ত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন ।”
হে বৎস ! অনন্তর পূজোচ্ছিষ্ট গ্রহণপূর্বক সাদরে
মস্তকে ধারণ করিবে এবং আমার পূজার পূরণার্থ
এইরূপ বলিবে,—“হে জনাৰ্দ্দন ! মন্ত্র, ক্রিয়া ও
ভক্তিহীনভাবে আমি যে পূজা করিয়াছি, হে দেব ।
আমায় সেই পূজা পূর্ণ হউক ।” অনন্তর মৃদঙ্গ-
বাদ্যের সাহিত্য প্রণব উচ্চারণ সহকারে নৃত্যও
করিবে, মাসীর্ঘ মাসে এইরূপ নৃত্যই মানবের পুণ্য
প্রদ । হে চতুরানন । পূজাকালে সতত গীত,
বাদ্য, নৃত্য, এবং পুস্তক পাঠ এই সকল আমার

গীতবাদ্যাদ্যভাবে চ মম নামসহস্রকম্ । স্তবরাজং
তথা পুত্র গজেন্দ্রম্ চ মোক্ষণম্ ॥ ৩৬ ॥ অহুস্মৃতিশ্চ
গীতা চ স্তবনং পঞ্চমা মতম্ । পঞ্চস্তবং মহাভাগ
মম শ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৭ ॥ পাদোদকং পিবেদ্ব্যো
বৈ শালিগ্রামসমুদ্ভবম্ । পঞ্চগব্যসহস্রৈশ্চ প্রাণিতৈঃ
কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৮ ॥ শালিগ্রামশিলাতোয়ঃ
যঃ পিবেদ্বিন্দুনা সমম্ । মাতুঃ স্তম্ভং পুনর্নৈব
স পিবেদ্বুক্তিতাডনরঃ ॥ ৩৯ ॥ আশৌচং নৈব
বিদ্যেত স্মৃতকে মৃতকেহপি চ । যেষাং
পাদোদকং মূর্দ্ধি প্রাশনং যে প্রকুর্যতে ॥ ৪০ ॥
অন্তকালেহপি যন্তোদং দীয়তে পাদয়োৰ্জলম্ ।
সোহপি সদগতিমাপ্নোতি সদাচারবহিষ্কৃতঃ ॥ ৪১ ॥
অপেয়ং পিবতে যন্ত ভুঙ্জে যদাপ্যভোজনম্ ।
অগম্যাংগমনো যো বৈ পাপাচারশ্চ যো নরঃ ॥ ৪২ ॥
সোহপি পুতো ভবত্যাশ্চ সদ্যঃ পাদানুধারণাৎ ।
চান্দ্রায়ণাৎ পাদকঙ্কাদধিকং পাদয়োৰ্জলম্ ॥ ৪৩ ॥
অঙ্কুরং কুঙ্কুমং বাপি কপূরং চানুলেপনম্ । মম
পাদানুসংস্পৃষ্টং তদৈব পাবনপাবনম্ ॥ ৪৪ ॥ দৃষ্টি-
পূতং তু যতোয়ং ভবেদৈব বিপ্রসক্তা । তদৈব পাপ-

প্রিয় । হে পুত্র ! এই সকল গীতবাদ্যাদির
অভাব হইলে আমার সহস্রনাম কীর্তন কিংবা
স্তবরাজ গজেন্দ্রমোক্ষণ বিবদ । পাঠ করিবে । হে
মহাভাগ ! স্মরণ ও কীর্তন ভেদে স্তব পঞ্চবিধ
কথিত হয় । এই পঞ্চবিধ স্তব আমার পরম শ্রীতি-
কর । যে মানব শালগ্রাম শিলার পাদোদক পান
করে, তাহার সহস্র পঞ্চগব্য পানে কি প্রয়োজন ?
যে নর বিন্দুপরিমাণ শালগ্রামশিলার জল পান
করে, সেই নর মুক্তিভাগী হয়, কদাচ তাহাকে
মাতৃস্তন পান করিতে হয় না । মাহারা বিষ্ণুপাদোদক
পান বা মস্তকে ধারণ করে, কি স্মৃতক, কি মৃতক,
কোন অশৌচই তাহাদের হয় না ॥ ৩৫—৪০ ॥ কোন
সদাচার-বহিষ্কৃত ব্যক্তিকেও যদি অন্তকালে বিষ্ণু-
পাদোদক প্রদান করা যায়, তবে তাহারও সদগতি
লাভ হয় । যে ব্যক্তি অপেয় পান, অভোজ্য
ভোজন ও অগম্যাং গমন করে, এইরূপ পাপাচার
নরও পাদোদকপানে সদ্য পুত হয় । হে বৎস !
চান্দ্রায়ণ ও পাদকঙ্কাত্ত হইতেও পাদোদক প্রসক্ত ।
আমার পাদোদকসংস্পৃষ্ট অঙ্কুর, কুঙ্কুম, কপূর
ও অনুলেপন এই সকল অব্য পাবন হইতেও
পাবন । হে বিপ্রসক্ত ! এক ত' দৃষ্টপুত জনাই

হরং নৃপাং কিং পুং পাদয়োজ্জলম্ ॥ ৪৫ ॥ প্রিয়ং
মেহগ্রজঃ পুত্রো বিশেষেণ চ মৎপ্রিয়ঃ । তদর্থং
কথিতং সর্বং ব্রহ্মং যচ্চ মে হিতম্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে পূজ্যবিধিসমাপন-তত্ত্বদ্যাপন-তৎকল-
কথনযোগো নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । একাদশাংশে মাহার্যায়ঃ মূর্ত্তীনাঞ্চ
বিধানকম্ । সর্বং ক্রহি মম স্বামিন্ কৃপয়া ভূতভাবন ॥
১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু দ্বিজশাৰ্দূল কথ্যং
পাপপ্রণাশিনীম্ । যাং শ্রদ্ধা যাতি বিলয়ং পাপং
ব্রহ্মবধাদিকম্ ॥ ২ ॥ কাঞ্চিল্যে নগরে রাজা
বীরবাহুরিতি স্মৃতঃ । সত্যবাদী জিতক্রোধো
ব্রহ্মজ্ঞো মম তৎপরঃ ॥ ৩ ॥ ভাববান্ স দয়ালীলো
রূপবান্ বলবান্নরঃ । ভক্তো ভাগবতানাক্ সদা মম
কথাকৃচিঃ ॥ ৪ ॥ সদা মম কথাসক্তঃ সদা জাগরণ-
প্রিয়ঃ । দাতা বিদ্বান্ কামালীলো বিক্রমী বিজি-
তেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥ বিজয়ী রণশীলশ্চ ঋদ্ধ্যা চ

সকল লোকের সর্বপাপহর, পাদোদকের কথা আর
কি বলিব ? হে বৎস ! তুমি আমার অগ্রজ পুত্র,
বিশেষতঃ প্রিয়; আমার যে সকল রহস্য ছিল,
তোমার প্রার্থনায়ই তৎসমস্ত বর্ণন করিলাম ॥ ৪১—৪৬

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০

একাদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে ভূতভাবন, স্বামিন্ ! একা-
দশীয়া মাহার্যায় এরং মূর্ত্তিসমূহের বিধান, কৃপা-
পূর্বক আমার নিকট কীর্তন করুন । ভগবান্
উত্তর করিলেন,—হে দ্বিজশাৰ্দূল ! পাপপ্রাণা-
শিনী কথা শ্রবণ কর, ইহা শ্রবণ করিবে মান-
বের ব্রহ্মহত্যা পাপও বিলীন হয় । কাঞ্চিল্য
নগরে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম বীরবাহু ।
বীরবাহু সত্যবাদী, জিতক্রোধ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভাব-
বান্, দয়ালীল, রূপবান্, ভাগবতগণের ভক্ত
এবং আমাতে তৎপর ছিলেন । তাঁহার সতত
আমার কথায় কৃতি, আমার আদেশে আসক্তি
ছিল এবং তিনি নিয়ত জাগরণপ্রিয় ছিলেন ;
তিনি দাতা, বিদ্বান্, কামালীল, বিক্রমী, বিজিতে-

ধনদোপমঃ । পুত্রবান্ পশুমাংসৈশ্চ বন্দ্যনিরতস্তথা ॥
৬ ॥ তন্তু ভাৰ্য্য কান্তিমতী রূপেণাপ্রতিমা সুবি-
পতিক্রতা মহাসাধবী মম ভক্তিরতা সদা ॥ ৭ ॥ তস্মা
সহ বিশালাক্ষো বৃভুজে মেদিনীঃ যুবা । মুক্তৈকং
মাং মহাবাহো নাশুজ্জানাতি দৈবতম্ ॥ ৮ ॥ একস্মিন
দিবসে পুত্র ভারহাজো মহামুনিঃ । সমাগতো গৃহে
তন্তু বীরবাহোর্মহার্যনঃ ॥ ৯ ॥ দৃষ্ট্বা সমাগতং
দূরান্ধারহাজং মহামুনিম্ । স্বাগতং কারয়ামাস
দ্বার্বাং বিধিবদ্ভদা ॥ ১০ ॥ আসনং করয়ামাস
স্বয়মেব মহীপতিঃ । প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তস্মৈ
মুনিবরাগ্রতঃ ॥ ১১ ॥ রাজোবাচ । অদ্য মে সকলং
জন্ম অদ্য মে সকলং দিনম্ । অদ্য মে সকলং
রাজ্যমদ্য মে সকলং গৃহম্ ॥ ১২ ॥ প্রসন্নো মম
বিপ্রর্ষে পরমাত্মা জনার্দনঃ । যবং সমাগতো
হৃদ্য গৃহে যোগিবরস্তথা ॥ ১৩ ॥ মুক্তোহহং পাপ-
কোটাাদ্য যব্য়াহং নিরীক্ষিতঃ । রাজ্যং লক্ষ্মী-
গজান্ধাশ্চ ময়া ভূত্যাং নিবেদিতাঃ ॥ ১৪ ॥ বৈকবো-

ন্দ্রিয়, বিজয়ী, রণশীল, ধনে কুবেরের তুল্য,
পশুমান, পুত্রবান্ এবং স্বীয় পত্নীতেই নিরত
ছিলেন । তাঁহার পত্নী কান্তিমতী অতি রূপবতী
ছিলেন । পৃথিবীতে তৎকালে তাঁহার রূপের তুলনা
হইত না । বীরবাহুপত্নী পতিব্রতা, মহাসাধবী
এবং আমাতে সতত ভক্তিরতা ছিলেন । বিশাল-
লোচন যুবা রাজা বীরবাহু তদীয়া পতিব্রতা পত্নীর
সহিত পৃথিবীরাজ্য ভোগ করেন । হে মহাবাহো !
বীরবাহু আমা ব্যতীত আর কোন দেবতা-
কেই জানিতেন না । হে পুত্র ! এক সময় মহা-
মুনি ভারহাজ মহাত্মা বীরবাহুর গৃহে আগমন
করিলে, রাজা দূর হইতে ভারহাজকে সমাগত
দেখিয়া যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানপূর্বক তাঁহার শুভা-
গমন প্রার্থনা করিলেন এবং মহীপতি স্বয়ংই
তাঁহাকে বসিবার আসন প্রদানপূর্বক পরম ভক্তি
সহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে
উপবেশন করিলেন ॥ ১—১১ ॥ তখন রাজা বলিতে
লাগিলেন,—হে বিপ্রর্ষে ! আপনার আগমনে
অদ্য আমার জন্ম, দিন, রাজ্য, গৃহ, সমস্তই সকল
হইয়াছে এবং পরমাত্মা জনার্দন আমার প্রতি
প্রসন্ন হইয়াছেন । যোগিবর আমার গৃহে আগ-
মন করিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন ; অত-
এব আমি কোটি কোটি পাতক হইতে মুক্ত

হসি যুনিশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যদেয়ং ময়া উব । মেরুতুল্যঃ
ভবেৎ সৰ্বং বৈকবস্ত বরাটিকা ॥ ১৫ ॥ নায়াতি
হি গৃহে যন্ত বৈকবো বৈ দ্বিজোত্তমঃ । তদ্দিনং
বিকলং তন্ত কথিতং ব্রাহ্মণৈশ্চ ॥ ১৬ ॥ বিকৃতভ্রাক্ষ
যে কেচিৎ সৰ্ব্বং বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ । কথিতং মম
গার্গ্যেণ গোতমেন সুমন্তনা ॥ ১৭ ॥ যে হতস্তা হৃষী-
কেশে শিশাচান্তে হি মানবাঃ । মহাপাতকলিপ্তান্তে
যে ভুক্তান্তি হরের্দিনে ॥ ১৮ ॥ শিবব্রতসহশ্ৰৈশ্চ
সৌরৈব্রতৈশ্চ কোটিভিঃ । যৎকলং কবিভিঃ প্রোক্তং
বাসরৈকেন তদ্বরেঃ ॥ ১৯ ॥ গর্গমুহুরতে তাবত্তিথি-
ব্রাহ্মী চ শাকরী । যাবন্নায়াতি বিপ্রেন্দ্র দ্বাদশী
চ মম প্রিয়া ॥ ২০ ॥ তাবৎপ্রভাবস্তারাণাং যাবন্নো-
দয়তে শনী । তিথিস্তথা চ বিপ্রেন্দ্র যাবন্নায়াতি
দ্বাদশী ॥ ২১ ॥ নারদেন পুরা প্রোক্তং বসিষ্ঠেন
মমাততঃ । যৎ বেত্তা সৰ্বধৰ্ম্মাণাং বৈকবানাং
মহামুনে ॥ ২২ ॥ ভারদ্বাজ উবাচ । সাধু পৃষ্টং

হইয়াছি । হে যুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি বৈকব ; অতএব
আপনাকে আমার অদেয় বিছুই নাই । এই
রাজ্য, লক্ষী, গজ, অথ সমস্তই আজ আপ-
নাকে নিবেদন করিলাম । বৈকবকে অতিঅল্প
মাত্র দান করিলেও তৎসমস্ত মেরুতুল্য হয় ।
ব্রাহ্মণগণ আমার নিকট বলিয়াছেন,—দ্বিজোত্তম
বৈকব যেদিন যাহার গৃহে আগমন না করেন,
তাঁহার সেই দিন বিকল হইয়া থাকে । বিকু-
ভক্ত মানবগণ যে কোন জাতিই হউন না কেন,
তাঁহারাই দ্বিজ । এই কথা—গার্গ্য, গোতম এবং
সুমন্ত আমার নিকট বলিয়াছেন । যাহারা হৃষী-
কেশে ভক্তিযুক্ত, সেই সকল মানুষ পিশাচ
জানিবে । যাহারা হরিবাসরে ভ্রাজন করে,
তাহারা মহাপাতকী । কবিগণ বলিয়া থাকেন,—
সহস্র শিবব্রত এবং কোটি ব্রাহ্ম ও সৌরব্রতে যে
কল একমাত্র একদিন হরিবাসব্রত করিলে তাহার
তুল্য কল লাভ হয় । হে বিপ্রেন্দ্র ! যাবৎ কাল
না আমার প্রিয় দ্বাদশী তিথি সমাগম করে,
তাবৎ কালই শাকরী ও ব্রাহ্মী তিথি গর্গ
করিয়া থাকে । হে বিপ্রেন্দ্র ! যেমন শশধরের
উদয় না হওয়া পর্যন্ত তারকারাজির প্রভাব
তজপ দ্বাদশীর সমাগম না হওয়া পর্যন্তই অস্ত
তিথির প্রভাব । এই কথা প্রথমে নারদ বশি-
ষ্ঠের সমুখে বলেন, অনন্তর আমি মহর্ষি বশি-
ষ্ঠের সমীপে ইহা বিদিত হইয়াছি । হে মহামুনে !

মহাভাগ যৎ ভক্তোহসি বৈকবঃ । সা সুপ্রজা মহী
ধতা যৎ রক্ষসি ভূমিপ ॥ ২৩ ॥ তন্মিন রাষ্ট্রে ন
বস্তব্যং যত্র রাজা ন বৈকবঃ । বরং বাসো বনে
তীর্থে ন তু রাষ্ট্রে অবৈকবে ॥ ২৪ ॥ যত্র ভাগবতো
রাজা সম্প্রশান্তি চ মেদিনীম্ । বৈকুণ্ঠমিতি
মন্তব্যং তদ্রাষ্ট্রং পাপবর্জিতম্ ॥ ২৫ ॥ চক্ষুহীনো
যথা দেহঃ পতিহীনো যথা স্ত্রিয়ঃ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা
তথা রাষ্ট্রমবৈকবম্ ॥ ২৬ ॥ যথা পুত্রো মহীপাল
মাতাপিত্রোরপোষকঃ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা
রাষ্ট্রমবৈকবম্ ॥ ২৭ ॥ দানহীনো যথা রাজা
ব্রাহ্মণো রসবিক্রয়ী । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা
রাষ্ট্রমবৈকবম্ ॥ ২৮ ॥ দন্তহীনো যথা হস্তী
পক্ষহীনো যথা খগঃ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা
রাষ্ট্রমবৈকবম্ ॥ ২৯ ॥ প্রতিগ্রহার্থং বেদাদি
দ্রব্যার্থং স্কৃতং যথা । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা
রাষ্ট্রমবৈকবম্ ॥ ৩০ ॥ দর্ভহীনো যথা সন্ধ্যা যথা
ব্রাহ্মদক্ষিণম্ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈ-

আপনি ত নিখিল বৈকব ধর্ম্মই বিদিত আছেন । ভর-
দ্বাজ বলিলেন,—হে মহাভাগ ! তুমি ভক্ত বৈকব ।
অতএব তুমি ইহা অতি সাধু কথাই বলিয়াছ ।
হে ভূমিপ ! তুমি যে ধরাকে রক্ষা করিতেছ, সেই
ধরাও ধতা ও সুপ্রজা । দেখ, যে রাজ্যের রাজা
বৈকব নহে, সে রাজ্যে বাস করা বিধেয় নয় ;
বরং তীর্থে বা বনে বাস করিবে, তথাপি অবৈকব
রাষ্ট্রে কদাচ বাস করা উচিত নহে । যেখানে
ভাগবত মহীপতি মেদিনী শাসন করেন, তাঁহার
রাজ্য পাপবর্জিত এবং আমি তাহা বৈকুণ্ঠ বলিয়াই
মনে করি । ১২—২৫ । যেমন নগ্নহীন দেহ, পতি-
হীনো রমণী এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী—অবৈকব রাষ্ট্রও
তজপ । হে মহীপাল ! যেমন পিতামাতার প্রতি-
পালনপরাশ্রয় পুত্র, এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী ;
বৈকবহীন রাষ্ট্রও তজপ । যজপ দানহীন রাজা,
রসবিক্রয়ী বিপ্র ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী লোকের সম্মত
নহে, তজপ অবৈকব রাষ্ট্রও লোকের সম্মত
হয় না । যেমন দন্তহীন হস্তী, পক্ষহীন বিহগ,
ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী—বৈকবহীন রাষ্ট্রও তজপ ।
যেমন প্রতিগ্রহের জন্ত বেদাধ্যয়ন, দ্রব্য সংগ্রহের
জন্ত স্কৃতসংকল্প ও যেরূপ দশমীযুক্ত দ্বাদশী
মানবসমাজে নিদিত বেদিয়া অভিহিত হয়,
অবৈকব রাষ্ট্রও তজপ নিদিত । যজপ কুশ-
শুভ সন্ধ্যা, অদক্ষিণ ব্রাহ্ম এবং দশমীযুক্ত

কবচ ৩১ ।) শিখাশ্চ যথা শূদ্রা কপিলাক্ষীর-
পায়কঃ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈকবম্ ।
৩২ । শূদ্রশ্চ ব্রাহ্মণীগামী হেময়ো ধর্মদূষকঃ । দ্বাদশী
দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈকবম্ ৩৩ । হরিশ্চাদি-
বৃক্ষাণাং যথা ছেদো নরোত্তম । দ্বাদশী দশমীযুক্তা
তথা রাষ্ট্রমবৈকবম্ ৩৪ । সখাহতির্মহীনা মৃত-
বৎসাপয়ো যথা । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্র-
মবৈকবম্ ৩৫ । সেকেশা বিধবা যদং ব্রতং শ্রান-
বিবর্জিতম্ । দ্বাদশী দশমীযুক্তা তথা রাষ্ট্রমবৈ-
কবম্ ৩৬ । স রাজা প্রোচ্যতে সন্তিধৌ ভক্তো
মধুসূদনে । তদ্রাষ্ট্রং বর্জিতে নিত্যং সুখী ভবতি
সপ্রজঃ ৩৭ । দৃষ্টির্মে সফলা রাজন যন্নয়া ত্বং
নিরীক্ষিতঃ । অদ্য মে সকলা বাণী জল্পতে যা ত্বয়া
সহ ৩৮ । দূরমেব হি গন্তব্যং শ্রয়তে যত্র
বৈকবঃ । দর্শনাভু ভবেৎ পুণ্যং তীর্থস্থানসমুদ্ভবম্ ।
৩৯ । স ত্বং রাজন্ময়া দৃষ্টো বিকৃতভক্তিরতঃ শুচিঃ ।
স্বস্তি তেহং গমিষ্যামি সুখী তব নরাধিপ ৪০ ॥

দ্বাদশী—বৈকবহীন রাষ্ট্রও তজ্রপ । যেমন শূদ্রের
শিখাধারণ ও কপিলাক্ষ্যপান এবং যজ্ঞপ দশমী-
যুক্ত দ্বাদশী—অবৈকব রাষ্ট্রও তজ্রপ । ব্রাহ্মণী
গামী শূদ্র, স্বর্ণস্ত্রয়ী, ধর্মদূষক, অবৈকব রাষ্ট্র
এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী এই সকল তুল্য বলিয়া
কথিত হয় । হে নরোত্তম ! যেমন হরিতকী ও
অর্কবৃক্ষাদি (আকন্দ) ছেদন, ও দশমীযুক্ত দ্বাদশী,
অবৈকব রাষ্ট্রও তজ্রপ ; মহাহীন আহতি, মৃত-
বৎসার স্তম্ভ এবং দশমীযুক্ত দ্বাদশী যেরূপ বিফল
হয়, অবৈকব রাষ্ট্রও তজ্রপ বিফল । যেমন
সেকেশা বিধবা, শ্রানহীন ব্রত ও দশমীযুক্ত
দ্বাদশী কোন কার্যকরী হয় না, অবৈকব রাষ্ট্রও
তজ্রপ বিফল হইয়া থাকে । যে রাজার মধুসূদনের
প্রতি ভক্তি আছে ; সাধুগণ বলিয়া থাকেন, তিনিই
রাজা ; তাঁহার রাজ্যই নিত্য বর্জিত হয়, এবং তিনিই
বহুপ্রজাযুক্ত হইয়া সুখী হইয়া থাকেন । হে রাজন !
তোমাকে দর্শন করিয়া আমারও আজ নয়ন সকল
হইল ; এবং তোমার সহিত কথা কহিয়া আমার
ভারতীও আজ সকলতা লাভ করিল । যে স্থানে
বৈকব থাকেন, শুনিতে পাওয়া যায় ; সে স্থান
দূর হইলেও তথায় গমন করিবে ; কেনন
বৈকব দর্শনে . তীর্থস্থানসমুদ্ভব পুণ্য অর্জন
হয় । হে রাজন ! তুমি শুচি ও বিকৃতভক্তিরত,
স্বস্তিএব আজ তোমাকে তজ্রপ বৈকবই দর্শন

এতশ্রমস্তরে রাজ্য্য কান্তিমত্যা নমস্কৃতঃ । ভার-
দ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রবরঃ সর্বযোগিনাম্ ৪১ ।
অবৈকব্যাং বরারোহে ভক্তা ভব স্বতর্করি । মিশ্রা
কেশবে ভক্তিঃ সদা ভবতু তে শুভে ৪২ । এত-
শ্রমস্তরে রাজা ভারদ্বাজঃ মহামুনিঃ । উবাচ
শ্রীশ্রম বাচা মেঘনাদগভীরয়া ৪৩ । রাজোবাচ ।
বিপুলো মে কথং লক্ষ্মীঃ কিং কৃতং পূর্বজন্মনি । সর্ব-
ত্রহি মুনিশ্রেষ্ঠ কৃপা যদি মমোপরি ৪৪ । এতন্নয়া
কথং প্রাপ্তং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ । পুত্রো বৈ
শুণবান শ্রেষ্ঠঃ প্রিয়া চ সূমনোহরা ৪৫ । মচ্ছিত্তা
মদগতপ্রাণা চিন্তয়ন্তী জনার্দিনম্ । কোহং যুনে
কথং চৈবা কশ্চ ধর্মো ময়া কৃতঃ ৪৬ । কিং চান-
য়াপি চার্কস্যা মম পত্ন্যা কৃতং যুনে । কেন পুণ্যেন
মে লক্ষ্মীমুভ্যালোকে সুহৃৎভা ৪৭ । অশেষা
ভূমিপালা বৈ বর্তন্তে যন্ত মে বশে । বিক্রমঃ

করিতাম । হে নরাধিপ ! তোমার মঙ্গল হউক ।
আমি গমন করিতেছি, তুমি সুখী হও ।
ভারদ্বাজ এইরূপ বলিতেছেন, ইত্যবসরে বীরবাহ-
রমণী রাজ্ঞী কান্তিমতী তথায় উপনীত হই-
লেন, যোগিগণপ্রবর মুনিবর ভারদ্বাজকে প্রণাম
করিলেন । তখন ভারদ্বাজ কান্তিমতীকে আশী-
র্বাদ করিলেন ; ঋষি বলিলেন,—“হে বরা-
রোহে ! তুমি সতত স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী হও,
কদাচ যেন তোমার বৈধব্য হয় না ; হে শুভে !
কেশবে সর্বদা তোমার অচলা ভক্তি থাকুক ।
তৎকালে রাজা বিবিধবাক্যে তাঁহার শ্রীতি সম্পা-
দনপূর্বক মেঘগভীর বাক্যে, মহামুনি ভারদ্বাজকে
জিজ্ঞাসা করিলেন । রাজা বলিলেন,—হে যুনে !
যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা হয়, তবে বলুন ;—
আমি পূর্বজন্মে এমন কোন কার্য করিয়াছিলাম
যে, আমি বিপুল লক্ষ্মীলাভ করিলাম, হে ঋষে !
এই নিকটক রাজ্য, শুণবান শ্রেষ্ঠ তনয় এবং
মনোহরা সহধর্মিণী কোন ক্রিয়ার ফলে লাভ
করিয়াছি ? আমার পত্নী সতত আমাকেই চিন্তা
করেন, আমাতেই তাঁহার প্রাণ অর্পিত এবং
তিনি সতত জনার্দনের চিন্তা করিয়া থাকেন ।
হে যুনে । আমি কে ? আমার এই পত্নীই বা
কে ? আমি কি ধর্মকার্য করিয়াছি ? এবং আমার
এই চার্কসী অকনাই কি করিয়াছেন ? আমি
মানবহৃৎ লক্ষ্মীলাভ করিয়াছি, মহাপতিগণ
অশেষরূপে সতত আমার বশে রহিয়াছেন, আমার

চাপ্রতিহতঃ শরীরারোগাতা তথা ॥ ৪৮ ॥ যমাপি
বিপুলং তেজো ন কশ্চিৎ সহতে মূনে । ইচ্ছাম্যদ্য
প্রতিজ্ঞাতুঃ যথা চেয়মনিদিতা ॥ ৪৯ ॥ যমাপি
স্মৃতং বিপ্র কিং কৃতং পূর্বজন্মনি । ইতি পৃষ্টো
নরেন্দ্রেণ পূর্বজন্মবিচেষ্টিতম্ ॥ ৫০ ॥ স্বপত্ন্যাশ্চেষ্টিতং
চৈব সম্পদাং চৈব কারণম্ । যোগোখং সূচিরং
কালং তথাবিন্দত মানসে ॥ ৫১ ॥ বিজ্ঞাতমেত-
দ্বপতে পূর্বজন্মবিচেষ্টিতম্ । তব পত্ন্যাশ্চ রাজর্ষে
শৃণু কথয়াম্যহম্ ॥ ৫২ ॥ ভারদ্বাজ উবাচ । শৃণু
ভূপাল সকলং যশ্চৈদং কৰ্ম্মণঃ কলম্ । ত্বমাসীঃ
শূদ্রজাতীয়ে জীবহিংসাপরাধনঃ ॥ ৫৩ ॥ নাস্তিকো
দুষ্টচারিভ্যঃ পরদারপ্রদর্শকঃ । কৃতয়ো দুর্বিনীতশ্চ
সুষ্ঠাচারবিবর্জিতঃ ॥ ৫৪ ॥ ইয়ং যা ভবতো ভার্য্যা
পূর্বমপ্যায়তেক্ষণা । কৰ্ম্মণা মনসা বাচা নাশ্চদস্তা-
শ্চয়া বিনা ॥ ৫৫ ॥ পতিব্রতা মহাভাগা ভজ্যমানা
নিরন্তরম্ । ভাবং ন কুরুতে দুষ্টং তবোপরি তথা
সতি ॥ ৫৬ ॥ সখিতিস্তং পরিত্যক্তো বদ্ধুভিঃ পাপ-

শরীর রোগহীন ও অপ্রতিহত শৌর্যবীৰ্য্যযুক্ত ।
হে মূনে! আমি ইহা কোন্ পুণ্যে প্রাপ্ত হইলাম?
হে বিপ্র! আমি আজ জানিতে অভিলাষ করি,—
আমার এই অনিদিতা পত্নী পূর্বজন্মে আমার সহিত
এমন কি স্মৃত করিয়াছেন! রাজা এইরূপে ভার-
দ্বাজসমীপে স্বীয় পত্নীর পূর্বজন্ম-কৃত চেষ্টা ও স্বীয়
সম্পদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কলকাল ধ্যান-
নিমগ্ন হইয়া মনে মনে সমস্ত বিদিত হইলেন এবং
তৎক্ষণাৎ ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া রাজাকে বলিতে
লাগিলেন । মুনি কহিলেন,—হে নৃপতে! তোমার
এবং স্বদীয় পত্নীর পূর্বজন্মের এই সকল বিবরণ
জানিতে পারিয়াছি, হে রাজর্ষে! তোমার নিকট
বলিতেছি, শ্রবণ কর । ভারদ্বাজ বলিলেন,—
হে ভূপাল! তোমার যে কৰ্ম্মফলে এই সকল লব্ধ
হইয়াছে, শ্রবণ কর । তুমি পূর্বজন্মে শূদ্রজাতীয় ও
জীবহিংসাপরাধন, নাস্তিক, পরদার ধর্ষক, কৃতঘ্ন,
দুর্বিনীত, দুষ্টচারিভ্য এবং শিষ্টাচারবিবর্জিত ছিলে ।
আর তোমার এইযে আয়ত্তলোচনা ভার্য্যা কাস্তি-
মতী, পূর্বজন্মে ইনিই তোমার পত্নী হইয়াছিলেন ।
তুমি তথাবিধ নিদ্রিতচরিত্র হইলেও তোমার পত্নী
কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যে তোমাকে ভিন্ন আর কিছুই
জানিতেন না । এই মহাভাগা পতিব্রতা পত্নী নির-
ন্তর তোমাকেই ভজনা করিতেন, কদাচ ইনি
তোমার প্রতি দুষ্টভাব পোষণ করেন নাই । তোমাকে

কৰ্ম্মকুৎ । কথং জগাম চাখৌ যঃ সঞ্চিত্তব
পূর্বজৈঃ ॥ ৫৭ ॥ নষ্টে দ্রব্যে কলাকাজ্জী ত্বমাসী-
র্জগতীপতে । পূর্বকৰ্ম্মবিপাকেন কৃষিচ বিকলা
গতা ॥ ৫৮ ॥ ততো বিস্তে পরিক্ষীণে পরিত্যক্তশ্চ
বান্ধবৈঃ । কীৰ্যমাণাপি সাধবীমত্যজ্ঞাং ন ভামিনী ॥
৫৯ ॥ স্বং ভগ্নঃ সর্বকামেভ্যো গতবারির্জনে বনে ।
হহা জীবাননেকাংশ্চ চকারাশ্রবিপোষণম্ ॥ ৬০ ॥
এবং প্রবৃত্তস্ত তব সহ পত্ন্যা তদা নৃপ । গতানি
বহুবর্ষাণি পাপবৃত্ত্যা মহীতলে ॥ ৬১ ॥ অন্ত্যশ্মিন
বাসরে রাজন্যার্গভ্রষ্টো মহামুনিঃ । ন দিশং বিদিশং
বেত্তি দেবশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬২ ॥ ক্ষুদ্রবাপীড়িতো-
হত্যর্থং মধ্যাহ্নগদিবাকরে । পতিতো বনমধ্যে তু
মার্গভ্রষ্টে মহীমতে ॥ ৬৩ ॥ দয়া জাতা চ তে ভূপ
দৃষ্টী দুঃখেন পীড়িতম্ । ত্রাঙ্গণং বৃদ্ধমজ্ঞাতং গৃহীত্বা
তু করেণ বৈ ॥ ৬৪ ॥ উত্থাপ্য পতিতং ভূমৌ
দ্রয়োক্তং হি তদা নৃপ । প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষ

পাপকৰ্ম্ম জানিয়া তোমার সখা ও বন্ধুগণ তোমাকে
পরিত্যাগ করে, এবং তোমার পূর্বকৰ্ম্ম দ্বারা যে
সকল ধন-সম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছিল, তৎসমস্ত ক্ষয়
প্রাপ্ত হয় । হে মহীপতে! অনন্তর তুমি কলা-
কাজ্জী হইয়া কৃষিকার্য্য করিয়াছিলে, তোমার
পূর্বকৰ্ম্মবিপাকে তাহাও বিকল হয় । অনন্তর
তোমার বিস্ত পরিক্ষীণ হইলে তোমার বান্ধবগণ
তোমাকে পরিত্যাগ করে । কিন্তু কীৰ্যমাণা হইয়াও
তোমার সাধবী ভামিনী তোমাকে পরিত্যাগ করিলেন
না । তুমি তখন নিগিল কামনায় ভগ্নমনোরথ হইয়া
জনহীন বনে গমনপূর্বক অনেক প্রাণিহিংসা করিয়া
আত্মজীবন পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে । হে
নৃপ! তুমি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে
তোমার পত্নীও তোমার অন্ত্যশ্মিনী হন । এইরূপ
পাপবৃত্তিতে পত্নীর সহিত তোহার বহুবৎসর অতি-
বাহিত হইতে থাকে ২৬—৬১ । হে রাজন্! এই
অবসরে দ্বিজোত্তম দেবশর্ম্মা নামে এক মহামুনি
পথভ্রষ্ট হন । তিনি দিকুবিদিক্জ্ঞানশূন্য হইয়া
পড়েন; তৎকালে দিনকর মধ্যাহ্নগগনে সমুদিত ।
পথভ্রষ্ট দেবশর্ম্মা ক্ষুধায় তৃণায় অত্যন্ত পীড়িত
হইয়া বনমধ্যে পতিত হন । হে মহীপতে! তখন
তাহাকে দেখিয়া 'তোমা' হৃদয়ে দয়ার উদ্বেক হয় ।
হে নৃপ! তুমি সেই দুঃখীকে ভূপতিত অজ্ঞাত বৃদ্ধ
ত্রাঙ্গণকে কর দ্বারা গ্রহণপূর্বক তখন এই কথা
কহিয়াছিলে,—“হে বিপ্রর্ষে! আমার প্রতি প্রসন্ন

আগচ্ছৎ । মমাশ্রমম্ ॥ ৬৫ ॥ জলপূর্ণ-
তড়াগঞ্চ পদ্মিনীখণ্ডমণ্ডিতম্ । বৃকৈৰ্মনোহরৈ-
ৰ্বৃকৈঃ কলৈঃ পুষ্পৈৰ্মনোরমৈঃ ॥ ৬৬ ॥ স্নাত্বা
সুশীতলে তোয়ে কুহা কৰ্ম চ নৈত্যকম্ ।
কুরু বিপ্র কলাহারং পিব বারি সুশীতলম্ ॥ ৬৭ ॥
সুখেন কুরু বিশ্রামং ময়া সংরক্ষিতঃ স্বয়ম্ । বিপ্রেন্দ্র
ভৃগুপৰ্য্যন্তঃ বস স্বঃ চ মমাশ্রমে ॥ ৬৮ ॥ উত্তিষ্ঠ
স্বঃ বিজশ্রেষ্ঠ প্রসাদং কর্তুমহঁসি । লক্ষসংজ্ঞস্তদা
বিপ্রঃ কুহা শূদ্রস্ত ভাষিতম্ ॥ ৬৯ ॥ করে জগ্রাহ
তং শূদ্রং গতৌ যত্র জলাশয়ঃ । উপবিষ্টৌ মহাবাহো
ছায়ামাশ্রিত্য তন্তটে ॥ ৭০ ॥ স্নানং চকার বিধিবৎ
পূজয়ামাস কেশবম্ । তৰ্পয়িত্বা পিতৃন দেবান্ পপৌ
নীরং সুশীতলম্ ॥ ৭১ ॥ বিশ্রান্তো বৃক্ষমূলেহভূদেব-
শৰ্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ । সাষ্টাঙ্গং মুনয়ে কুহা নমস্কারং
সহ স্মিয়া ॥ ৭২ ॥ শূদ্রস্ত পরয়া ভক্ত্যা প্রোবাচ
মুনিসরিধৌ । আবয়োস্তরণার্থায় অতিথিস্বঃ
সমাগতঃ ॥ ৭৩ ॥ দৰ্শনান্তব বিপ্রর্থে জাতঃ পাপশ্চ

হউন, আপনি আমার আশ্রমে আগমন করুন ;
আমার আশ্রমে কমলসুশোভিত জলপূর্ণ তড়াগ-
এবং মনোহর কলপুষ্পযুক্ত তরু সকল বিরাজিত
রহিয়াছে ; আপনি তথায় গমনপূর্বক সুশীতল জলে
স্নান ও নৈত্যকর্ম সম্পাদন করিয়া কলাহার ও
সুশীতল জলপান করুন । হে বিপ্রেন্দ্র ! আমি স্বয়ং
আপনাকে সম্যক রক্ষা করিব । আপনি গাত্রোত্থান
করুন ; হে দ্বিজবর ! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
আমার আশ্রমে গমন করত যে পর্য্যন্ত আপনার
ভৃগুসাধন না হয়, ততকাল আপনি আমারই
আশ্রমে বাস করুন । তখন দ্বিজ দেবশৰ্ম্মা শূদ্র-
কের বাক্য শ্রবণে সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং
তাহার করধারণপূর্বক যেখানে জলাশয় ছিল,
তথায় উপনীত হইলেন । হে মহাবাহো ! দেব-
শৰ্ম্মা সেই সরোবরের তীরে তরুছায়ার আশ্রমে
উপবিষ্ট হইয়া যথাবিধি স্নান, কেশবের পূজা এবং
দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিয়া সুশীতল জলপান
করিলেন । অনন্তর দ্বিজোত্তম দেবশৰ্ম্মা তরুতলে
উপবেশন করিয়া বিশ্রান্ত হইলে শূদ্রক পত্নীর সহিত
পরমভক্তি সহকারে তাঁহার সন্নিধানে গমন
করিল এবং পত্নীর সহিত নমস্কার করিয়া তাঁহাকে
বলিতে লাগিল ।—হে বিপ্রর্থে । আমাদিগের
উদ্ধারের জন্য আপনি অতিথিবেশে সমাগত
হইয়াছেন । এক্ষণে আপনার দর্শনলাভ করিয়া

সংকল্পঃ । প্রিয়ে কলানি স্বাদূনি প্রযচ্ছ্যমি
দ্বিজাতয়ে । যদূনি রসযুক্তানি সুপকানি প্রিয়ানি ॥ ৭৪ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ । স্বামহং নৈব জানামি স্বজাতিং
কথয়স্ব মে । নাত্যাতস্ত হি ভোক্তব্যং ব্রাহ্মণস্যপি
পুত্রক ॥ ৭৫ ॥ শূদ্র উবাচ । শূদ্রোহকুঃ দ্বিজশাৰ্দূল
ন কার্য্যঃ সংশয়স্বয়া । আত্মজৈর্জ্ঞানৈর্বিপ্র পরিত্যক্তঃ
স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৭৬ ॥ তয়োঃ সংবদতোরেবং শূদ্রপত্ন্যা
কলানি চ । দত্তানি তস্মৈ বিপ্রায় তেন ভুক্তানি
তানি বৈ ॥ ৭৭ ॥ অভূৎ প্রীতমনা বিপ্রঃ পীত্বা নীরং
সুশীতলম্ । সুখং সম্প্রাপ্য স মুমির্বিপ্রান্তস্তর-
মূলকে ॥ ৭৮ ॥ স চ শূদ্রঃ সপত্নীকো ভুক্তা চ
পুনরাগতঃ । স্বাগতং তে মুনিশ্রেষ্ঠ কৃতবর্মিহ
চাগতঃ ॥ ৭৯ ॥ শূচ্যাটবীং দ্বিজশ্রেষ্ঠ হৃষ্টসম্ভা-
কুলাম্ । নিশ্চলন্যাং হুঃখযুক্তাং দিব্যরাজ-
ভয়ানকম্ ॥ ৮০ ॥ ব্রাহ্মণ উবাচ । ব্রাহ্মণোহহং

আমাদের পাপক্ষয় হইল । অনন্তর শূদ্রক পত্নীকে
সম্বোধন করিয়া বলিল,—“প্রিয়ে ! এই দ্বিজকে
স্বাত্মকল আনিয়া প্রদান কর, দেখিও যেন ঐ সকল
কল—মৃদু, রসযুক্ত, সুপক ও মনোজ্ঞ হয় ।” শূদ্র-
কের কথা শেষ হইলে ব্রাহ্মণ বলিলেন,—“হে
পুত্রক ! আমি তোমাকে বিদিত নহি ; অতএব
জ্ঞাতিগণসহ তোমার আত্মপরিচয় আমার নিকট
প্রদান কর ; কেন না, কোন অজ্ঞাত ব্রাহ্মণেরও কোন
বস্তু ভোজন করা কর্তব্য নহে ।” শূদ্র উত্তর
করিল,—হে দ্বিজশাৰ্দূল ! আমি শূদ্র, আপনি এ
বিষয়ে কোন সংশয় করিবেন না ; হে বিপ্র ! আমি
জুজ্ঞান আত্মজ এবং স্বীয় বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত
হইয়াছি । শূদ্র ও শূদ্রপত্নী এবংবিধ বাক্য বলিতে
থাকিলে দ্বিজ দেবশৰ্ম্মা সেই শূদ্রপত্নীপ্রদত্ত কল
গ্রহণপূর্বক ভোজন করিলেন এবং সরোবরের
সুশীতল বারি পান করিয়া তরুছায়ায় বিশ্রাম লাভ
করত অত্যন্ত সুখী হইলেন । ৬২—৭৮ । অনন্তর
সপত্নীক শূদ্রক স্বীয় আশ্রমে গমনপূর্বক আহাৰাদি
করিয়া পুনরায় তথায় উপনীত হইল এবং সেই
মুনিসরিধৌকে স্বাগত প্রদত্ত জিজ্ঞাসা করিল । শূদ্রক
বলিল,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি কোথা হইতে
এখানে আগমন করিয়াছেন ? হে দ্বিজোত্তম ! এই
যে নিবিড় অরণ্য দেখিতেছেন, এই অরণ্য হৃষ্ট
জন্তুগণের ভয়ে সমাকুল । এখানে জনমানব নাই ।
এই অরণ্যবাস হুঃখাবহ এবং দিব্যরাজ ভয়সঙ্কুল ।
ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মহাভাগ ! আমি প্রয়াগাতি-

মহাভাগ প্রয়াগগমনঃ প্রতি। অহমজাতমার্গেন
প্রবিশ্যো দারুণে বনে ॥ ৮১ ॥ মম পুণ্যপ্রভাবেণ
জাতোহসি বরবান্ধবঃ। জীবিতং মে যথা দত্তং ক্রহি
কিং করবাণি তে ॥ ৮২ ॥ ভবানপি কুতঃ প্রাপ্তো
নির্মলরূপে বনে খলু। কো ভবান্ কারণং কিংস্বিং
কথয়স্ব যথাশ্রুতঃ ॥ ৮৩ ॥ শূদ্র উবাচ। বিদর্ভনগরী
রাজা ভীমসেনেন রক্ষিতা। বাসো মম মহারাষ্ট্রে
শূদ্রোহং পাপলম্পটঃ ॥ ৮৪ ॥ স্বকর্মবিহিতো ধর্মো
ময়া ত্যক্তো দ্বিজোত্তম। ত্যক্তোহং বন্ধুবর্গেণ
ভক্তোহং বনমাগতঃ ॥ ৮৫ ॥ ইহা জীববধঃ নিত্যং
জীবেরং ভার্যয়া সহ। সাম্প্রতং পাতকাং সমাঙ-
নির্কির্লোহস্মি মহামুনে ॥ ৮৬ ॥ কুরুষাণ্ডগ্রহঃ কিঞ্চিং
পাপযুক্তস্ত মে প্রভো। মম পুণ্যপ্রভাবেণ আগতস্তং
দ্বিজোত্তম ॥ ৮৭ ॥ ন পশ্যামি যথা সৌরিং পত্ন্যা
সহ মহামুনে। উপদেশপ্রভাবেণ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥
৮৮ ॥ নান্দিচ্ছাম্যহং কিঞ্চিন্মুখা দেবং জনাৰ্দ্দিনম্।

মুখে গমন করিয়াছিলাম, পথ জানিতে না পারিয়াই
এই দারুণ বনে প্রবেশ করিয়াছি। আমার পুণ্য-
প্রভাবেই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিলাম।
তুমি আমার পরম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছ। তুমি
আমার জীবন দান করিয়াছ, এক্ষণে বল,—আমি
তোমার কোন কার্য্য সাধন করিব? হে সাধো!
তুমিই বা কোথা হইতে এই নির্জন বনে আগমন
করিয়াছ? কে তুমি? তোমার এই বনাগমনের
কোন কারণ থাকিলে, তাহা আমার সম্মুখে
কীৰ্ত্তন কর। শূদ্রক উত্তর করিল,—হে দ্বিজোত্তম!
রাজা ভীমসেন বিদর্ভ নগরী পালন করেন,
সেই বিদর্ভ মহারাষ্ট্রে আমার বাস; আমি শূদ্র,
পাপকর্ম্ম এবং লম্পট। আমার স্বকর্ম্মবিহিত কর্ম্ম
আমি পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার বন্ধুগণ
আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই জন্যই আমি
বনে আগমন করিয়াছি। হে মহামুনে! আমি
প্রাণিবধ করিয়া ভার্য্যার সহিত জীবন যাপন
করিতেছি; এবং সেই পাপেই সম্প্রতি
অত্যন্ত নির্কির্ল হইয়াছি। হে প্রভো! আমি পাপ-
যুক্ত, আপনি আমার প্রতি কিঞ্চিং অনুগ্রহ করুন।
হে দ্বিজোত্তম! আমার পুণ্যপ্রভাবেই আজ আপনি
এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন, হে মহামুনে। পত্নীর
সহিত আমার বাহাতে যমদর্শন না হয়, আপনি
তজ্জন উপদেশদ্বারা আমাদিগকে অনুগ্রহীত করুন।
হে জনাৰ্দ্দিন! একমাত্র জনাৰ্দ্দিন তির আমি আর

কুরুষাণ্ডগ্রহঃ মেহদ্য প্রসাদমুখিস্তম ॥ ৮৯ ॥ ভারদ্বাজ
উবাচ। ইতি তেন সমাপ্তো দেবশর্ম্মা দ্বিজাশ্রমীঃ।
শূদ্রেণ পরয়া ভক্ত্যা গ্রহসন্ বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯০ ॥

ইতি জীহ্বান্দে একাদশীমাহাঙ্ক্যে বীরবাহুপাখ্যানঃ
নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ।

দেবশর্ম্মোবাচ। তবেদৃশী মতিজাতা * সহসা
কেশবোপরি। এতন্মায়ৈ গতং পাপং পূর্বজন্ম-
শতোদ্ভবম্ ॥ ১ ॥ বিনা ব্রতৈর্বিনা তীর্থৈর্মুক্তস্তং
পাপকোটিভিঃ। মমতিথ্যেন ভক্ত্যা চ জাতং তব
হরেঃ পদম্ ॥ ২ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ মতিজাতা তবে-
দৃশী। ধ্যানা সঙ্কিত্য মনসা জাতং পূর্ববিচেষ্টিতম্ ॥
৩ ॥ পূর্বজন্মানি বিপ্রস্বমবস্ত্যাঃ ধর্ম্মতৎপরঃ। সদা-
ধ্যয়নশীলশ্চ সুশীলশ্চ সদা ব্রতী ॥ ৪ ॥ একা তু
দ্বাদশী বিবেকঃ কৃতা চ দশমীযুতা। তৎপাপস্ত
প্রভাবেণ সমস্তং মুকুতং গতম্ ॥ ৫ ॥ সর্বং তদ্বি-

কিছুই কামনা করি না, অতএব অদ্য আমাকে
অনুগ্রহ বিতরণ করুন। ভারদ্বাজ বলিলেন,—
দ্বিজাশ্রমী দেবশর্ম্মা সেই শূদ্রক কর্তৃক পরম ভক্তি-
যুক্ত বাকো এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সহস্র-আন্তে
তাহার বাক্যের উত্তর করিলেন। ৭৯—৯০।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেবশর্ম্মা বলিলেন,—কেশবের প্রতি তোমার
সহসা এতাদৃশ মতি জন্মিয়াছে, ইহা দর্শন করিয়াও
আমার শত পূর্বজন্মের পাপ দূরীভূত হইল।
তুমি ভক্তিপূর্বক আমার আতিথ্য করিয়াছ, এই
পুণ্যপ্রভাবে আজ শতকোটি পাপ হইতে মুক্ত
হইয়াছ এবং হরির পাদপদ্মে তোমার এতাদৃশী
মতি জন্মিয়াছে। হে সাধো! আমি ধ্যান দ্বারা
মনে মনে তোমার চেষ্টিত জানিতে পারিয়াছি, তুমি
পূর্বজন্মে অবস্তীনগরে ধর্ম্মতৎপর ব্রাহ্মণ ছিলে,
কিন্তু তুমি সতত অধ্যয়নশীল, সুশীল ও ব্রতস্থ
থাকিয়াও একমাত্র হরির দশমীযুক্ত একাদশীরত
করিয়াছিলে, সেই পাপপ্রভাবেই তোমার সমস্ত
মুকুত বিনষ্ট হইয়াছে। তোমার সকল পুণ্য বিফল

কলং জাতং যথা শূদ্রাপতিবিজঃ । বহুবর্ষসহস্রাণি
প্রাপ্তা নরকযাতনাঃ ॥ ৬ ॥ তন্মাদেবং যয়া পূর্বং
কৃতং হুঃ চিরং বৃহ । কৃত তু দশমীমিত্রা তিথি-
বিকোর্নহাসনঃ ॥ ৭ ॥ তেন শূদ্রো ভবান্ জাতঃ পাপে
তব মতিস্তথা । ধর্মো ন রমতে চিত্তং দশমী-
বেধদূষিতম্ ॥ ৮ ॥ বিদর্ভনগরে বৎস অস্তি তে
পুত্রিকাপুতঃ । কৃতং তেন বিধানোক্তং হরেবেরকা-
দনীব্রতম্ ॥ ৯ ॥ প্রদত্তং তেন তৎপুণ্যমখণ্ডিকা-
দনীব্রতম্ । ধর্মোপরি মতির্জাতা জাতঃ পাপস্ত
সঙ্ক্ষয়ঃ ॥ ১০ ॥ তেন পুণ্যপ্রভাবেণ একাদশ্যা
ব্রতেন চ । দশমীবেধজং পাপং যমেন পরি-
মার্জিতম্ ॥ ১১ ॥ ইহ জন্মানি যৎপাপং জন্মায়ুত-
কৃতানি চ । মার্জিতানি যমেনৈব পাপানি তব
সম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥ তয়োবিবদতোরেবং বিধক্সেনঃ
সমাগতঃ । বর্ণাবর স্বাগতস্তে তুষ্ণেন্তেহং জনাঙ্গিনঃ ॥
১৩ ॥ বিপ্রস্তাতিথ্যহেতুহাজ্জাতঃ পাপস্ত সঙ্ক্ষয়ঃ ।

হইয়াছে এবং তুমি শূদ্রার পতি হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়াছ । তুমি পূর্বজন্মে শূদ্রদীর্ঘকাল অনেক
ভুক্ত করিয়াছ ; এজন্য তোমার বহু সহস্র বৎসর
নরকযাতনা ভোগ হইয়াছে । হে মতিমন্ ! তুমি
মহাত্মা বিষ্ণুর দশমীযুক্ত দ্বাদশীব্রত করিয়াছিলে,
তজ্জন্য তুমি শূদ্র হইয়াছ এবং পাপকার্য্যে তোমার
ঈদৃশ মতি জন্মিয়াছে । দশমীবেধ-দোষে তোমার
চিত্ত দূষিত হইয়াছে, এজন্য তোমার মন ধর্মো রত
হইতেছে না । হে বৎস ! বিদর্ভনগরে তোমার
হুহিতুতনয় বাস করে, সে যথাবিধি হরির একাদশী
ব্রত করিয়াছিল । একদা তোমার সেই হুহিতুতনয়
তাহার সেই একাদশী ব্রতজাত সমস্ত পুণ্যই
তোমাকে অর্পণ করে, তৎপর তোমার পাপসংক্ষয়
হয় এবং ধর্মের উপর তোমার আস্থা জন্মে । হে
শূদ্রক ! সেই একাদশীর পুণ্যপ্রভাবে সম্প্রতি
তোমার দশমীবেধজ পাপ—যম পরিমার্জন করিয়া-
ছেন ; কেবল ইহাই নহে, যম তোমার অযুত
জন্মার্জিত পাপও দূরীভূত করিয়াছেন । দ্বিজো-
ক্তম দেবশর্মা ও শূদ্রক তাঁহাদের উভয়ের একপ
কথোপকথনসময়ে বিধক্সেন জনাঙ্গিন তথায়
উপনীত হইলেন এবং সেই শূদ্রকে সন্মোদন
করিয়া বলিলেন,—হে শূদ্রক ! আমি তোমার
প্রতি প্রীত হইয়া এই স্থানে শুভাগমন করিয়াছি ।
তুমি ব্রাহ্মণের আতিথ্য করিয়াছ, এজন্য
তোমার কলুষ বিনষ্ট হইয়াছে । হে শূদ্রক !

পরদন্তেন পুণ্যেন একাদশ্যা ব্রতেন চ ॥ ১৪ ॥
দশমীবেধজং পাপং তব শূদ্র লয়ং গতম্ । ব্রতঃ
কৃৎসাদদৌ পুণ্যং দৌহিত্রেন্তেন তারিতঃ ॥ ১৫ ॥
পত্ন্যা সহ মহাভাগ বৈনতেয়ং সমাক্রহ । ইত্যাক্রা
দেবদেবেন বিমানে স্থাপিতস্তদা ॥ ১৬ ॥ বর্ণঃ
ততঃ সপত্নীকঃ শূদ্রেন নৃপোক্তম্ । দেবশর্মা তু
বিপ্রো বৈ তীর্থরাজঃ যযৌ পুনঃ ॥ ১৭ ॥ এতস্তে
সর্বমাখ্যাতং যস্যয়া পরিপূচ্ছিতম্ । অখণ্ডিকাদশী-
পুণ্যং প্রাপ্তস্তাতিথ্যকারণাৎ । বিষ্ণুভক্তিমতী
ভাৰ্য্যা রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ॥ ১৮ ॥ রাজোবাচ ।
ব্রহ্মরথণ্ডিকাদশ্যা বিধিং সম্যক্ সমাদিশ । বিবেকঃ
সম্প্রীণনাখ্যায় প্রসাদঃ কল্পমর্হসি ॥ ১৯ ॥ ঋষি-
বাচ । শৃণু নৃপশাঙ্গুল একাদশ্যা বিধিং শুভম্ ।
পুরাসীদগবান্ বিষ্ণুনারদায় যজ্ঞকুবান্ ॥ ২০ ॥ তন্তেহং
সম্ভবক্ষ্যামি উদ্যাপনবিধিং শুভম্ । মার্গশীর্ষা-
মাসেষু দ্বাদশীষু নরোত্তম ॥ ২১ ॥ ব্রতং শুভমিদং

পরদন্ত-একাদশীব্রত-পুণ্যপ্রভাবে, তোমার দশমী-
বেধজ দোষ বিলীন হইল । হে মহাভাগ ! তোমার
দৌহিত্র যে একাদশীব্রত করিয়া সেই ব্রতলব পুণ্য
তোমাকে প্রদান করিয়াছে, তজ্জন্য তুমি উদ্ধার
পাইলে ; এক্ষণে পত্নীর সহিত এই গরুড়ে আরো-
হণ কর । হে নৃপসত্তম ! হরি এইরূপ বলিয়া সেই
শূদ্রদম্পতিকে বিমানে আরোহণ করাইলেন । শূদ্রক
তখন শূদ্র হইতে মুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত স্বর্গে
চলিয়া গেল, এবং দ্বিজ দেবশর্মাও পুনরায় তীর্থ-
রাজ প্রয়াগাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন । হে রাজন্ !
তুমি যাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎ-
সমস্ত বর্ণন করিলাম । পূর্বকৃত একাদশী ব্রতের অখণ্ড
পুণ্যপ্রভাবে ও অভ্যাগত ব্রাহ্মণের আতিথ্যসং-
কারের ফলে তুমি বিষ্ণুভক্তিমতী পত্নী ও নিহত-
কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়াছ । রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,
—হে ব্রাহ্মণ ! বিষ্ণুর প্রীতির জন্ত যে একাদশী
ব্রত উপদিষ্ট হইয়াছে, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া
সেই অখণ্ড একাদশীর সম্যক্ বিধান বলুন । ১-১৯ ।
ঋষি ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন,—হে নরশাঙ্গুল ! একা-
দশীর শুভবিধি শ্রবণ কর । পূর্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু
দেবর্ষি নারদের নিকট এই বিধান বর্ণন করিলেন ।
আমি আজ তোমার নিকট সেই উত্তম ব্রতোদ্যাপন
বিধি বর্ণন করিতেছি । হে নরোত্তম ! অগ্রহায়-
ণাদি মাসের দ্বাদশীতিথিতে এই উত্তম অখণ্ড

কার্ধ্যমিথৈকাদশীব্রতম্ । দশম্যাং চৈব নক্তক
একাদশ্যাপোষণম্ ॥ ২২ ॥ দ্বাদশ্যামেকভুক্তক অথবা
ইতি কথ্যতে । দিবসস্তাষ্টমে ভাগে মন্দীভূতে
দিবাকরে ॥ ২২ ॥ তন্নি নক্তং বিজানীয়াং নক্তং
নিশি ভোজনম্ । কাশ্যং মাংসং মসুরাংশ্চ চণকান্
কোজবাঃস্তথা ॥ ২৪ ॥ শাকং মধু পরায়ক পুনর্ভোজন-
মৈথুনে । বিষ্ণুভক্তো নরো বাপি দশম্যাং দশ
বর্জয়েৎ ॥ ২৫ ॥ দশম্যাং বিধিক্তোহয়মেকাদশ্যা-
স্তথা শৃণু । অসকৃজলপানক হিংসা শৌচমসত্যতা ॥
২৬ ॥ তাবুলং দন্তকাষ্ঠক দিবা শয়নমৈথুনে ।
দ্যুতং ক্রীড়া নিশি স্থাপঃ পতিতৈঃ সহ ভাষণম্ ।
একাদশ্যাং দশৈতানি বিষ্ণুভক্তস্ত বর্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥
অদ্য মে হ্রীশুখং নাস্তি ভোজনং নাস্তি কেশব ।
শ্রীত্যাঃ তব্যুদেবেশ নিয়মস্ত দিবানিশি ॥ ২৮ ॥
শুভেন্দ্রিয়ৈস্ত বৈক্রব্যং ভোজনং যচ্চ মৈথুনম্ ।
দন্তান্তরবিলগ্নাং কমন্স পুরুষোত্তম ॥ ২৯ ॥ উপাবৃত্ত

একাদশী ব্রত কঠব্য । এখানে অথগের লক্ষণ
বর্ণিত হইতেছে,—দশমীর দিবস রাত্রিতে ভোজন,
একাদশীর দিন উপবাস এবং দ্বাদশীর দিবস
এক ভোজন, ইহারই নাম অথগকথিত হয়; দিব-
সের অষ্টম ভাগে যখন দিবাকর মন্দীভূত হন,
সেই সময়কেই নক্ত বলিয়া জানিবে! এই
সময়ে যে ভোজন, তাহাকেই নক্তভোজন কহে ।
নতুবা রাত্রিতে যে ভোজন তাহা নক্তভোজন পদ-
বাচ্য নহে । বিষ্ণুভক্ত মানব দশমীর দিবস কাশ্য-
পাণ্ডে ভোজন, মাংস, মসুর, চণক, কোজব, শাক,
মধু, পরায়, পুনর্ভোজন এবং মৈথুন এই দশটি
পরিত্যাগ করিবে । ইহা দশমীর বিধি কথিত
হইল । এক্ষণে একাদশীর কৃত্য অবগণ কর । বিষ্ণু
ভক্ত নর একাদশীর দিবস বারংবার জলপান;
হিংসা, অশৌচ, অসত্যতা, তাবুল, দন্তকাষ্ঠ, দিবা-
নিদ্রা, মৈথুন, দ্যুতক্রীড়া, নিশানিদ্রা এবং পতিতের
সহিত সস্তাষণ এই দশটি বর্জন করিবে । এই
দিন ব্রতী মানব কেশবসমীপে প্রার্থনা করিবে,
যথা—হে কেশব! আমার আজ হ্রীশুখ বা ভোজন
নাই, তে দেবেশ । আপনার শ্রীতির জন্ত অহো-
রাত্রি নিয়ম অবলম্বন করিব; হে পুরুষোত্তম!
আমি যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম করিব, কিন্তু ইহাতে
কদি তাহার বৈক্রব্য উপস্থিত করে বা আমার
ভোজন ও মৈথুন করা হয় এবং আমার দন্তে যদি
কিছু বিন্যাস থাকে, তাহা আপনি ক্ষমা করিবেন ।

পাপেভ্যো যন্ত বাসো গুণৈঃ সহ ॥ উপবাসঃ স
বিজ্ঞেয়ো ন শরীরস্ত শোষণম্ ॥ ৩০ ॥ পুরুষোক্তানি
দশৈতানি পরায়ক তথা মধু । দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুভক্তো
বৈ বর্জয়েন্নর্দনাদিকম্ ॥ ৩১ ॥ অদ্য মে দ্বাদশী
পুণ্যা পবিত্রা পাপনাশিনী । পারয়ক করিষ্যামি
প্রসীদ গরুড়ধ্বজ ॥ ৩২ ॥ বিবেকো সন্তোষণার্থীয়
যো ময়া নিয়মঃ কৃতঃ । অদ্যাহং ভোজয়িষ্যামি
তৎপ্রসাদাচ্ছিজাতমম্ ॥ ৩৩ ॥ অনেন বিধিনা
কুর্ধ্যাদ্যাবদ্বর্ষঃ সমাপ্যতে । সম্পূর্ণে তু ততো বর্ষে
কুর্ধ্যাদ্যাপনঃ বৃধঃ ॥ ৩৪ ॥ আদৌ মধ্য তথা চান্তে
ব্রতস্তোদ্যাপনঃ স্মৃতম্ । উদ্যাপনং ন কুর্ধ্যাদ্যঃ
কুণী চাক্ষশ্চ জায়তে ॥ ৩৫ ॥ তস্মাদ্যদ্যাপনং কুর্ধ্যাদ্যথা-
বিভবসারতঃ । ত্রিযুগে শুক্লপক্ষে চ মাসে মার্গশিরে
শুভে ॥ ৩৬ ॥ আমন্ত্য দ্বাদশমিতান্ ব্রাহ্মণান্ বিধি-
কোবিদান্ । ত্রয়োদশং সপত্নীকমাচার্য্যং বিধিকো-
বিদম্ ॥ ৩৭ ॥ যজমানঃ শুচিঃ দ্বাহা ব্রহ্মা-
যুক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । পাদশৌচাধ্যবস্মাদৈর্য্যচাধ্যা-

পাপবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি এবং গুণ সকলের সহিত
বাস, ইহাকেই উপবাস কহে; কিন্তু কেবল শরীর
শোষণ উপবাস-নহে । দ্বাদশীর দিনে মানব
পুরুষোক্ত দশ এবং পরায়, মধু ও মর্দনাদি এই
সকল পরিত্যাগ করিবে । এই দিনের প্রার্থনা
যথা—অদ্য আমার পাপনাশিনী পুণ্যা দ্বাদশী
উপস্থিত, আমি আজ পারয় করিব,—হে গরুড়ধ্বজ!
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । হে বিবেক! আপনার
তুষ্টির জন্ত আমি নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম,
আজও আপনার শ্রীতির জন্ত দ্বিজোত্তমকে ভোজন
করাইব । হে রাজন! পণ্ডিত মানব এইরূপ
বিধানক্রমে পূর্ণ সংবৎসর একাদশীব্রত করিয়া বৎসর
সম্পূর্ণ হইলে উদ্যাপন করিবেন ॥ ২০-৩৪ ॥ এই উদ-
যাপন আদি, মধ্য ও অন্ত এই ত্রিকালেই অভিহিত
হইয়াছে; কিন্তু যে মানব উদ্যাপন না করে,
কুণী ও অন্ধ হইয়া সে জন্মগ্রহণ করে; অতএব
বিভবানুসারে উদ্যাপন করা কঠব্য । এক্ষণে
উদ্যাপনবিধি কথিত হইতেছে;—অগ্রহায়ণ
মাসের শুভ শুক্লপক্ষে বিধিক্ত ব্রতী দ্বাদশটি
ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে এবং সপত্নীক বিধিবিৎ
আচার্য্যকে আনয়ন করিয়া ত্রয়োদশটি ব্রাহ্মণ
পূরণ করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মণগণ শুচি জিতে-
ন্দ্রিয় যজমান দ্বান করিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও বস্মাদি
দ্বারা আচার্য্যপ্রমুখ পুরুষোক্ত ব্রাহ্মণগণকে পূজা

দীপ্ততোহর্চয়েৎ ৷ ৩৮ ৷ আচার্য্য ততঃ কৃৎ
মণ্ডলং বর্ণকৈঃ ৩৯ ৷ চক্রাজং সর্বতোভদ্রং
বেতবস্ত্রেণ বেষ্টিত্ব ৷ ৪০ ৷ জলপূর্ণকুন্তং তু
পঞ্চপল্লবসংযুক্তং কপূরাঙ্কু-
বাসিতম্ ৷ ৪১ ৷ বেষ্টিতং রক্তবস্ত্রেণ তাম্রপাত্রেণ
সংযুতম্ ৷ ৪২ ৷ তন্তোপরি স্তম্ভেদেবং লক্ষ্মীনারায়ণং
নৃপ ৷ সৌবর্ণী প্রতিমা কার্য্যা এককর্ষপ্রমাণতঃ ৷
৪৩ ৷ বাহনায়ুধসংযুক্তা প্রমাণং চতুরঙ্গুলম্ ৷ কিংবা
শক্ত্যা প্রকুব্বীত বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ৷ ৪৪ ৷
ততঃ সংস্থাপয়েন্মূর্তিং মণ্ডলে দ্বাদশৈব হি ৷ মাসা-
নার্ধিপঃ ৷ পূজ্যশ্চাখণ্ড ব্রতহেতবে ৷ ৪৫ ৷ মণ্ড-
লাৎ পূর্বদিগ্ভাগে শঙ্খং সংস্থাপয়েচ্ছতম্ ৷ তৎ
পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে ৷ নিশ্চিতঃ
সর্বদেবৈঃ পাক্ষজন্তু নমোহস্ত তে ৷ ৪৬ ৷ ততস্ত
হৃদিলং কার্য্যং মণ্ডলাস্তরাং দিশম্ ৷ সঙ্কল্য
হবনং কার্য্যং মন্ত্রৈর্দোক্তবৈকবৈঃ ৷ ৪৭ ৷
স্বস্থানে স্থাপয়েদ্বিষ্ণুং স্থাপয়েচ্চ হরিং প্রতি ৷

করিবে। অতঃপর আচার্য্য পূজিত হইয়া উত্তম
বর্ণনিচয় দ্বারা চক্র ও অঙ্কযুক্ত একটি সর্বতো-
ভদ্র মণ্ডল রচনা করিয়া বেত বস্ত্র দ্বারা সেই মণ্ডল
বেষ্টিত করিবেন। অনন্তর আচার্য্য পঞ্চরত্ন ও
পঞ্চপল্লবযুক্ত এবং কপূর ও অঙ্কুবাসিত একটি
জলপূর্ণ কুন্তের উপর তাম্রপাত্র রক্ষিত করিয়া
রক্তবস্ত্র ও পুষ্পমালা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া
মণ্ডলের উপর বিস্তৃত করিবেন। নৃপ! সেই
কুন্তের উপর লক্ষ্মী-নারায়ণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত
করিতে হইবে। ঐ মূর্তি এককর্ষপ্রমাণ সুবর্ণ
দ্বারা নিশ্চিত হইবে; ঐ মূর্তি বাহন ও আয়ুধযুক্ত
এবং চতুরঙ্গুলপ্রমাণ হইবে। অথবা শক্তি অঙ্কু-
সারে এই মূর্তি নির্মাণ করিবে। কিন্তু সর্বথা
বিত্তশাঠ্য বর্জন করা কর্তব্য। অনন্তর মণ্ডলের
উপর মূর্তি বিস্তৃত করিয়া অখণ্ডব্রত সম্পাদনের
জন্তু দ্বাদশ মাসের অধিপকে পূজাপূর্বক মণ্ডলের
উত্তর দিকে একটি সুশোভন শঙ্খ স্থাপন করিবে।
শঙ্খস্থাপনের মন্ত্র যথা—“হে পাক্ষজন্তু! তুমি
পুরাকালে সাগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; বিষ্ণু
তোমাকে করে ধারণ করিয়াছেন, দেবগণ
তোমার নির্মাতা; তোমাকে নমস্কার।” অনন্তর
মণ্ডলের উত্তর দিকে হৃদিল নির্মাণ করিয়া
সঙ্কল্যপূর্বক বৈদোক্ত বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা আহুতি প্রদান

পূজয়েৎ পুরুষস্বক্লেণ মন্ত্রৈঃ পৌরাণিকৈঃ ৩৯ ৷
৪০ ৷ নৈবেদ্যার্থক বৈ কার্য্যা মোদকা বহুবোহপি
চ। ধূপদীপোপহারানি কৃৎ নীরাজনং ততঃ ৷
৪১ ৷ যক্ষকর্দমেন সম্পূজ্য ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষি-
ণাম্ ৷ স্বস্তিবাচনকৈর্বিপ্রৈর্নমস্কারং ততো নৃপ ৷
৪২ ৷ ততস্ত ব্রাহ্মণৈঃ কার্য্যা আচার্য্যক্রমশো জপঃ ৷
জপশ্চ পাবমানীয়ো মণ্ডলব্রাহ্মণং যধু ৷ ৪৩ ৷
তেজোহসি শুক্রজং বাচং ব্রহ্ম সামাদনস্তরম্ ৷
পবিত্রবস্ত্রং সূর্য্যস্ত বিষ্ণোহসি সংহিতাম্ ৷ ৪৪ ৷
জপান্তে কলশে বিষ্ণুং সোপাঙ্গমুপরি স্তম্ভে ৷
দিবসস্তোদয়ে চৈব হোমং কুর্য্যাৎসক্রেমম্ ৷ ৪৫ ৷
সংস্থাপ্য প্রথমং পাত্রং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ৷
স্তবনঞ্চ ততো হোমঃ কর্তব্যশ্চকপূর্বকঃ ৷
৪৬ ৷ স্বগৃহোক্তবিধানেন যজনার্গিক্রিয়াপরঃ ৷ চক-
্রযক্ষ কুব্বীত পায়সং বৈকবং চক্ৰম্ ৷ ৪৭ ৷ জুহ-
য়াৎ পুরুষস্বক্লেণ চরোঃ বোভশ চাহতীঃ ৷ তথা
চতুর্গৃহীতেন স্তবযুক্তাবরোহতি ৷ ৪৮ ৷ প্রাদেশ-
মাত্রাঃ পালানশমিধশ্চ স্তবপ্লুতাঃ ৷ ইদং বিষ্ণু-
তি-

করিবে এবং হোমাবস্থানে সেই মূর্তি পূর্বোক্ত
স্থানে সংস্থাপিত করিয়া পুরুষস্বক্লে ও পৌরাণিক
শুভাবহ মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে। এই পূজায় নৈবে-
দ্যের জন্তু বহু মোদক ও ধূপদীপ প্রভৃতি উপহার
প্রদান করিয়া তদনন্তর নীরাজন কর্তব্য। অন-
ন্তর যক্ষকর্দমদ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ, বিপ্রগণ
দ্বারা স্বস্তিবাচন ও নমস্কার করিবে। ৩৯—৪২ ৷
অনন্তর যথাক্রমে আচার্য্যপ্রমুখ পূর্বোক্ত দ্বিজগণ জপ
করিবেন; হে নৃপ! এই জপে “পাবমানীয়, মণ্ডল
ব্রাহ্মণ, যধু, তেজোহসি, শুক্রজ, বাচব্রহ্ম, সাম,
পবিত্রবস্ত্র, সূর্য্যস্ত, বিষ্ণোঃ মহসি” ইত্যাদি বৈদিক
সংহিতা-মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। অনন্তর জপাব-
স্থানে উপাঙ্গের সহিত বিষ্ণুকে কলসের উপর
বিন্যস্ত করিয়া প্রভাতকালে বক্ষ্যমাণ অঙ্কু-
ক্রমে হোম করিবে। যজন ও অগ্নিক্রিয়াপরাগণ
আচার্য্য প্রথমে একটি পাত্র সংস্থাপনপূর্বক যথা-
বিধি পূজা করত স্তব ও স্বীয় বেদান্তসারে চক-
হোম করিবেন। এই হোমে দ্বিবিধ চক কর্তব্য—
পায়স ও বৈকব চক; তার পর পুরুষস্বক্লে চকদ্বারা
বোভশ এবং স্তবযুক্ত চকদ্বারা বারচতুষ্টয় আহুতি
প্রদানপূর্বক কর্মসিদ্ধির জন্তু প্রাদেশপ্রমাণ
পালানশমিধ স্তবপ্লুত করিয়া “ইদং বিষ্ণু” ইত্যাদি

ময়েণ হোতব্যঃ কৰ্মসিদ্ধয়ে ॥ ৫৬ ॥ শতমেকস্ত
কুৰ্মাঙ্কিতগাচ্চ তিলাহতীঃ । কৃতে চ বৈকবে হোমে
গ্রহবজ্জঃ সমারভেৎ ॥ ৫৭ ॥ সমিষ্টিককুহোমঞ্চ
ভিলহোমঃ ক্রমেণ তু । উভয়োঃ স্তম্বিকং বাচ্যং
ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ৫৮ ॥ ঋষিজ্ঞাঞ্চ ততো
দদ্যাৎকৈশ্বাদিগ্রহদক্ষিণাঃ । দেবস্ত তৃপ্ত্য দদ্যাচ্চ
ব্রাহ্মণায় যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥ গাং বৈ পয়স্বিনীং
দদ্যাৎবভঞ্চ সুশোভনম্ । ব্রাহ্মণানাং ততো দদ্যা-
ত্রয়োদশ পদানি চ ॥ ৬০ ॥ আচার্য্যং তু সপত্নীকং
বস্ত্রেচ্চ পরিতোষয়েৎ । তোষয়িত্বা মহাদানৈস্তং
সার্থঞ্চ সমৰ্পয়েৎ ॥ ৬১ ॥ পঞ্চবিংশতিকুস্তাঞ্চ সোদ-
কান্ বহুবেষ্টিতান্ । ব্রাহ্মণাংশ্চ ততো দদ্যাৎ কৃতে
পারণকে নিশি ॥ ৬২ ॥ ভূরিদানঞ্চ দাতব্যং বন্ধুনা-
মিষ্টভোজনম্ । পূৰ্ণপাত্রং ততো দদ্যাৎ আচার্য্যায়
সদক্ষিণম্ ॥ ৬৩ ॥ পূৰ্ণপাত্রপ্রদানেন কার্য্যং সম্পূৰ্ণিতং
তবেৎ । উপবাসব্রতং চৈব জ্ঞানং তীর্থকলং
তবেৎ ॥ ৬৪ ॥ বিপ্রৈঃ সন্তোষিতং তন্ত সম্পূৰ্ণং
তত্তবেৎ কলম্ । বিত্তশক্তিগৃহে নাস্তি কৃতং চৈকা-

ময়ে হতাশনে নিক্ষেপ করিবেন । তদনন্তর এক-
শত একটি ঘৃতাহতি, ও তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইশত
দুইটি তিলাহতি প্রদান করিবেন । এই যে যাগের
বিষয় কথিত হইল, ইহা বৈকব যাগ । অতএব ইহাতে
গ্রহযাগ কর্তব্য ; এই গ্রহযাগ প্রথমে সমিধ ও
পরে তিলাহতি দ্বারা সম্পন্ন করিবে । কি বৈকব
যাগ, কি অস্ত্র যাগ ; উভয় যাগেই প্রথমে স্তম্বিবাচন
ও তার পর পূজা করিতে হইবে । অনন্তর পুরো-
হিতগণের গ্রহযাগের দক্ষিণাস্বরূপ ধেনু দান করিবে
এবং বিষ্ণুর ঈতির জন্ত অন্ত্যস্ত দ্বিজগণকেও
যথাবিধি পয়স্বিনী ধেনু ও সুশোভন বৃষ দান
করিবে । অনন্তর আচার্য্যপ্রমুখ ত্রয়োদশ বিপ্রকে
ত্রয়োদশটি হান দান করিয়া সপত্নীক আচার্য্যকে বস্ত্র
দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হইবে এবং মহাদান দ্বারা
ভাষাদিগের সন্তোষ সাধন করিয়া ধনরত্ন সহ
ভীষাদিগকে বিদায় দিবে । অনন্তর পর দিবসে
জলপূর্ণ সবস্ত্র পঞ্চদশ কুস্ত পঞ্চদশ দ্বিজকে দান
করিবে ; এই দিন ভূমিদান ও বন্ধুগণকে অভীষ্ট
ভোজ্য প্রদান করত আচার্য্যকে সদক্ষিণ পূৰ্ণ পাত্র
দান করিবে ; পূৰ্ণপাত্রদানেই কার্য্য সম্যক পূর্ণ হয় ।
উপবাস, ব্রত, জ্ঞান এবং তীর্থকল ব্রাহ্মণগণের
বাক্যেই এই সকল পূর্ণ কলজনক হয় । যাহার বিত্ত-
সামর্থ্য নাই, এইরূপ ব্যক্তি একাদশী-ব্রত করিলে

দশীব্রতম্ ॥ ৬৫ ॥ ব্রতন্ত্য চৈব কর্তব্যং তথা চৌদ্-
যাপনাদিকম্ । এতন্তে সৰ্বমাখ্যাতমখণ্ডৈকাদশী-
ব্রতম্ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দেহখণ্ডৈকাদশীব্রতকথনং নাম
দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ । শৃণু পুত্র প্রবক্ষ্যামি জাগরন্ত
চ লক্ষণম্ । যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সুলভোহহং সদা
কলৌ ॥ ১ ॥ গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ পুরাণপঠনং
তথা । ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং পুষ্পং গন্ধানুলেপনম্ ॥
২ ॥ কলার্পণঞ্চ শ্রদ্ধাঞ্চ দানমিন্দ্রিয়সংযমম্ । সত্য-
ব্রিতং বিনিদ্রঞ্চ মুদা মদ্যজনাব্রিতম্ ॥ ৩ ॥ ; সান্ধর্ঘ্যং
চৈব সোৎসাহং পাপালঙ্ঘ্যাদিবর্জনম্ । প্রদক্ষিণা-
সমায়ুক্তং নমস্কারপূরঃসরম্ ॥ ৪ ॥ নীরাজনসমায়ুক্ত-
মতিহৃষ্টেন চেতসা । যামে যামে মহাভাগ কুৰ্মা-
দারাজিকং মম ॥ ৫ ॥ যজুর্বিংশতগুণসংযুক্তমেকা-

দশী শক্তি অনুসারে উদযাপনাদি কার্য্য করিবে ।
এই তোমার নিকট অখণ্ড একাদশীব্রতের সমস্ত
বিধিবিধান বর্ণন করিলাম । ৫০—৬৬ ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ভগবান বলিলেন,—হে পুত্র ! জাগরণের লক্ষণ
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । এই জাগরণের পুষ্প-
প্রভাব শ্রবণে আমি কলির লোকের সতত সুলভ
হইয়া থাকি । হে মহাভাগ ! গীত, বাদ্য, নৃত্য,
পুরাণ পঠন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্প, গন্ধ, মালা,
অনুলেপন ও কলার্পণ, শ্রদ্ধাযুক্ত দান ও ইন্দ্রিয়-
সংযমন আমার জাগরণদিনে এই সকল কর্তব্য ।
আমার জাগরণবাসরে সত্যাব্রিত, বিনিদ্র, হর্ষযুক্ত,
আমার পূজাপরায়ণ, আচার্য্যযুক্ত, উৎসাহব্রিত,
পাপ ও আলঙ্ঘ্যাদিবিবর্জিত, নমস্কারপূরঃসর-
প্রদক্ষিণাব্রিত, সান্তিশয় হৃষ্টচিত্ত এবং আমার
নীরাজনে রত হইয়া প্রহরে প্রহরে আমার
আরাজিক করিবে । ৪৭ মানব একাদশী দিবসে
উক্ত যজুর্বিংশতগুণসম্পন্ন ইয়া পরমভক্তিসহকারে
জাগরণ করে, সে আমার পদে লীন হয় । যে সকল

দষ্টাক জাগরণ। যঃ কয়োতি নরো ভক্ত্যা ন
পুনরায়তে ভুবি ৬। য এবং কুরুতে ভক্ত্যা
বিত্তশাঠ্যবিরজিতঃ। জাগরণং পরয়া ভক্ত্যা স
লোনো জায়তে ময়ি ৭। দষ্টাঃ কলিভুজকেন
অপত্তি যে দিনে মম। কুরুন্তি জাগরণং নৈব মায়া-
পাশবিমোহিতাঃ ৮। প্রাপ্তাপ্যেকাদশী যেমাং কলৌ
জাগরণং বিনা। তে বিনষ্টা ন সন্দেহো যন্মা-
জীবিতমশ্রবম্ ৯। উক্ততং নেত্রযুগলং দ্বা বৈ
হৃদয়ে পদম্। কৃতং যে নৈব পশুন্তি পাপিনো মম
জাগরণম্ ১০। অভাবে বাচকস্তাথ গীতং নৃত্যক
কারয়েৎ। বাচকে সতি দেবেশ পুরাণং প্রথমং
পঠেৎ ১১। অশ্রমেধসহস্রস্ত বাজপেয়শতস্ত
চ। পুণ্যং কোটিগুণং পুত্র মম জাগরণে কৃতে ১২।
পিতৃপক্ষে মাতৃপক্ষে ভাৰ্য্যাপক্ষে চ মানদ।
কুলাহ্মরুতে 'চৈতন্যম' জাগরণে কৃতে ১৩।
উপোষণদিনে বিয়ে প্রারকে জাগরে সতি। বিহার
স্থানং তত্রাহং শাপং দ্বা ব্রজামাহম্ ১৪।
অবিক্রবাসরে যে মে প্রকুরুন্তি হি জাগরণম্। তেষাং
মধ্যে প্রহৃষ্টঃ সন্ততঃ বৈ প্রকরোম্যাহম্ ১৫।
যাবদিনানি কুরুতে জাগরণং মম সন্নিধৌ। যুগা-

যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্যবর্জিত হইয়া পরম ভক্তিয়োগে
জাগরণ করে, তাহার আর জন্ম হয় না। যে সকল
লোক কলিকালরূপ ভুজঙ্গ কর্তৃক দষ্ট হইয়া আমার
দিনে নিদ্রিত থাকে,—মায়ীপাশে বিমোহিত হইয়া
জাগরণ করে না, একাদশী প্রাপ্ত হইয়াও যাহাদের
জাগরণ বিনা সেই দিন অতিবাহিত হয়, তাহারা
বিনষ্ট হয়, তাহাদের জীবন অনিশ্চিত। যাহারা
পরকৃত জাগরণ দর্শন করিবে, পরকালে যম-
কিঙ্করগণ সেই পাপিগণের হৃদয়ে পাদ বিস্তৃত
করিয়া নয়নদ্বয় উৎপাটন করে। যদি পুরাণ বাচ-
কের অভাব হয়, তবে নৃত্যগীত করিবে; হে
দেবেশ! যদি বাচক প্রাপ্ত হয়, তবে প্রথমে পুরাণ-
পাঠ কর্তব্য। হে পুত্র! আমার জাগরণ করিলে
সহস্র অশ্রমেধ ও শত রাজপেয় যাগের যে ফল,
তাহার কোটিগুণ লাভ হয়। হে মানদ! আমার
জাগরণে পিতৃ, মাতৃ ও পত্নী পক্ষে সকল দিকেই
এই জাগরণ, কুল সকল উদ্ধার করে। উপবাস-
দিবসে জাগরণ আরম্ভ হইলে যদি কোন বিষ
উপস্থিত হয়, আমি সেই স্থান পরিত্যাগপূর্বক
অভিশাপ প্রদান করিয়া যাহারা আমার অবিক্র-
বাসরে জাগরণ করে, আমি প্রহৃষ্ট হইয়া তাহাদের

যুতানি ভাবন্তি বসতে মম বেষ্মনি ১৬। ম
গয়াপিওদানেন ন তীর্থৈর্কহতিশ্রমেণ। পূর্বজা
মুক্তিমায়ান্তি বিনৈকাদশিজাগরাৎ ১৭। যঃ
কুর্যাজাগরে পূজাং কুশুমৈর্মম বাসরে। পুষ্প-
পুষ্পেহশ্রমেধস্ত ফলমাপ্নোতি মানবঃ ১৮। যঃ
কুর্যাদৌপদানকং রাজৌ জাগরণে মম। নিমিষে
নিমিষে পুত্র লভতে গোহবৃত্তং ফলম্ ১৯। যো
দদ্যাজাগরে পুত্র হবিষ্যন্নসমুদ্ভবম্। নৈবেদ্যং
লভতে পুণ্যং শালিশৈলসমুদ্ভবম্ ২০। পক্স-
ন্নানি চ যো দদ্যৎ ফলানি বিবিধানি চ। জাগরে
মে চতুর্বিধং লভতে গোশতং ফলম্ ২১। কপূ-
রেণ চ তাম্বুলং দদাতি মম জাগরে। মহাকো
মৎপ্রসাদেন সপ্তদ্বীপাধিপো ভবেৎ ২২। জাগরে
মম দেবেশ যঃ কুর্য্যৎ পুষ্পমণ্ডপম্। স পুষ্পক-
বিমানেন ক্রীড়তে মম সন্নিধি ২৩। জাগরে
মে তু যো ধূপং সর্কপূরং সগুগুণম্। দদাতি
দহতে পাপং জন্মলক্ষসমুদ্ভবম্ ২৪। আপ্নে-
জাগরে যো মাং দধিক্ষীরস্বতাম্বুলকৈঃ। ভোগানিহ

সহিত নৃত্য করিয়া থাকি। মানব যতদিন আমার
সন্নিধানে জাগরণ করে, তত অমৃতযুগ তাহার
আমার লোকে বাস হয়। ১—১৬। দ্বিজগণ গয়ায়
পিও দান, বহুতীর্থ সেবা এবং অনেক যজ্ঞ করিয়াও
যদি একাদশীর দিনে জাগরণ না করেন, তবে
তাঁহারা মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। যে মানব
আমার জাগরবাসরে পুষ্প দ্বারা আমাকে পূজা
করে, প্রত্যেক পুষ্পদানে তাহার এক একটি
অশ্রমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। নিমিষে নিমিষে
তাহার অমৃত গোদানের ফললাভ হয়। হে
তনয়! যে মানব মদীয় জাগর-বাসরে হবিষ্যন্ন
দ্বারা নৈবেদ্য দান করে, তাহার শৈলতুল্য
শালিদানের সমান পুণ্যপ্রাপ্তি হয়। হে চতুরানন!
জাগরণদিনে যে মানব পক্স ও বিবিধ ফল
দান করে, তাহার শত গোদানের ফললাভ
হয়। আমার জাগরবাসরে যে কপূরযুক্ত তাম্বুল
দান করে, সে আমার ভক্ত; আর আমার
অনুগ্রহে সেই মানব সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হয়। হে
দেবেশ! আমার জাগরণের জন্ত যে মানব পুণ্য
মণ্ডপ নির্মাণ করে, সে পুষ্পকবিমানে আরো-
হণ করিয়া আমার পুরে আগমনপূর্বক জীড়া করে।
আমার জাগরবাসরে যে নর সর্কপূর 'সগুগুণ'
দান করে, তাহার লক্ষজন্মসমুদ্ভব পাপরাশি
ভস্মীভূত হয়। যে নর জাগরণদিনে দধি, ক্ষীর,

লভেই স হস্তে চ পরমাং গতিম্ ॥ ২৫ ॥ দিব্যা-
 স্বরাণি যো দদ্যাৎ কলানি বিবিধানি চ । স চিরং
 বসতে স্বর্গে তত্ত্ব সংখ্যাসমানি বৈ ॥ ২৬ ॥
 দদ্যাদাতরং যো মে হেমজং রত্নসম্ভবম্ । সপ্ত-
 কলানি বসতে সোৎসঙ্গে মৎপ্রিয়ো মম ॥ ২৭ ॥
 যুতেন দীপকং যো মে গব্যোম চ বিশেষতঃ ।
 জালয়েজ্জাগরে রাত্রৌ নিমিষে গোহযুতং কলম্ ॥
 ২৮ ॥ জাগরে মে চতুর্ভুজ কপূরেণ চ দীপকম্ । যো
 জালয়েত নীরাজং কপিলাদানজং কলম্ ॥ ২৯ ॥
 যঃ পুনঃ কুরুতে দীপং গীতং নৃত্যঞ্চ পূজনম্ । শত-
 ক্রতুসমং পুণ্যং ব্রহ্মৈর্দানশতৈরপি ॥ ৩০ ॥ স্বয়ং
 যঃ কুরুতে গীতং বিনজ্জো নৃত্যতে যদি । স
 লভেন্নিমিষার্ধেন কোটিযজ্ঞকৃতং কলম্ ॥ ৩১ ॥
 নিবারয়তি যো গীতং নৃত্যং জাগরণে মম । ষষ্টিযুগ-
 সহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু ॥ ৩২ ॥ নৃত্যমানস্ত মর্ত্যস্ত
 যে কেচিন্নিকটে গতাঃ । বিমুক্তা ধর্ম্মরাজেন যুক্তা
 যান্তি চ মৎপদম্ ॥ ৩৩ ॥ নৃত্যমানস্ত মর্ত্যস্ত উপহাসং

করোতি যঃ । জাগরে যান্তি নিরয়ং যাবদিত্যাদি-
 দিশ ॥ ৩৪ ॥ জাগরে মম যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে পুস্তক-
 বাচনম্ । শ্লোকসংখ্যায়ুগাণ্ডিব সংসেনম সন্নিধৌ ॥
 ৩৫ ॥ প্রদক্ষিণাপ্রদানে যৎকলং কথিতং বধৈঃ ।
 ন তৎকোটিমথৈঃ পুণ্যং যুগসংখ্যৈরবাপ্যতে ॥ ৩৬ ॥
 দীপমালা মমাগ্রে বৈ যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে স্মৃত ।
 বিমানকোটিসংযুক্ত আকল্পং বসতে দিবি ॥ ৩৭ ॥
 মম বালচরিত্রাণি জাগরে পঠতে হি যঃ । যুগ-
 কোটিসহস্রাণি ধ্বংসীপে বসেন্নরঃ ॥ ৩৮ ॥ তন্মা-
 জ্জাগরণং কার্য্যং পক্ষয়োঃ শুক্লকয়োঃ ॥ ৩৯ ॥
 যো গীতাং পঠতে রাত্রৌ মম নামসহস্রকম্ । বেদো-
 ক্তানাং পুরাণানাং জাগরাৎ পুণ্যমাপুয়াৎ ॥ ৪০ ॥
 ধেনুদানং তু যঃ কুর্য্যাজ্জাগরে মম পুত্রক । লভতে
 নাত্র সন্দেহঃ সপ্তদ্বীপবতীকলম্ ॥ ৪১ ॥ সর্ষেয়ামেব
 পুণ্যনাং মহৎপুণ্যং মহীতলে । দাদশীজাগরণং
 পুত্র প্রসিদ্ধং ভুবনজয়ে ॥ ৪২ ॥ জাগরং যে চ
 কুর্য্যন্তি কর্ম্মণা মনসা গিরা । ন তেবাং পুনরাবৃতির্মম
 লোকাৎ কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥ প্রোৎসাহয়িত্ব লোকান যঃ

স্মৃত ও জল দ্বারা আমাকে স্নান করায়, সে ইহ
 কালে বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়া অন্তকালে
 পরম গতি লাভ করে । যে মানব দিব্য বস্ত্র ও
 বিবিধ কল দান করে, স্মৃতির কালমধ্যে
 তাহার সেই প্রদত্ত বস্ত্র ও কলপরিমাণ কাল
 স্বর্গে বাস হয় । যে নর রত্নসম্বিত সুবর্ণভরণ
 প্রদান করে, সে আমার প্রিয় হইয়া সপ্তকল্পকাল
 আমার উৎসঙ্গে বাস করে । বিশেষতঃ গব্যযুত
 দ্বারা আমার জাগরবাসরে যে নর রাত্রে দীপ
 দান করে, নিমিষে নিমিষে তাহার অযুত গোদানের
 কল লাভ হয় । হে চতুরানন ! যে নর কপূর দ্বারা
 দীপ প্রজালিত করিয়া আমার নীরাজন করে,
 তাহার কপিলাদানের কল হয় । যে মানব আমার
 উদ্দেশে গীত-নৃত্য, দীপ দান ও পূজা করে,
 তাহার শত শত ব্রত, দান ও যজ্ঞের তুল্য কল
 লাভ হয় । লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক যে লোক স্বয়ং
 গীত ও নৃত্য করে, নিমিষার্ধে তাহার কোটি যজ্ঞের
 কলপ্রাপ্তি হয় । যে নর আমার জাগর-বাসরে
 গীত-নৃত্য করিতে নিষেধ করে, তাহার রৌরবাদি
 নরকে বাস হয় । যে নর নৃত্যমান মানবের
 সমীপে গমন করে, ধর্ম্মরাজ তাহাকে ত্যাগ করেন
 এবং সে মুক্ত হইয়া আমার পদ প্রাপ্ত হয় ।
 আমার জাগরণদিনে যে নৃত্যমান মানবকে

উপহাস করে, চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল
 তাহার নরকভোগ হইয়া থাকে । ১৭—৩৪ ॥ যে
 মানব জাগরণদিনে ভক্তিপূর্ব্বক আমার মাহাত্ম্যপূর্ণ
 পুস্তক পাঠ করায়, সেই মানব শ্লোকসংখ্যক-যুগ-
 কাল আমার সমীপে বাস করে । প্রদক্ষিণা প্রদানে
 পণ্ডিতগণ যে পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, চারি
 কোটি যজ্ঞ দ্বারাও তৎপুণ্য লাভ হয় না । হে
 স্মৃত ! আমার জাগরবাসরে যে নর দীপমালা
 দান করে, সে কোটিবিমানসম্বিত হইয়া কল্পকাল
 পর্য্যন্ত স্বর্গে বাস করে । যে নর জাগরবাসরে
 আমার বালচরিত্র পাঠ করে, সহস্রকোটীযুগ
 তাহার ধ্বংসীপে বাস হয় । হে পুত্র ! অতএব
 শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই আমার জাগরণ করিবে ।
 যে মানব রজনীযোগে আমার সহস্র নাম ও গীতা
 পাঠ করে, তাহার বেদ ও পুরাণোক্ত জাগরণ-
 পুণ্যপ্রাপ্তি হয় । হে পুত্রক ! আমার জাগর-
 বাসরে ধেনু দান করিলে, তাহার সপ্তদ্বীপা-
 বস্ত্রদ্বারা দানের কল লাভ হয়, সংশয় নাই । হে
 পুত্র ! মহীতলে যাহা পুণ্য হইতে পুণ্যতর, একমাত্র
 ত্রিলোকবিখ্যাত আমার দাদশী জাগরণেই তাহা
 লাভ হয় ; যাহারা মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা এই
 দাদশী জাগরণ করে, আমার লোক হইতে কদাচ
 তাহাদিগকে প্রত্যাহ্বান করিতে হয় না । হে

কুরুতে জাগরং নিশি । প্রাপ্তোতি চক্রবর্তিঃ
সত্যং মে ব্যাক্তং শ্রুত ॥ ৪৪ ॥ সম্মানিতাঃ ককুৎ-
সেন রাজো জাগরকারিণঃ । স্বশক্ত্যা চৈব দানেন
প্রাপ্তং রাজ্যং শূহ্লতম ॥ ৪৫ ॥ যে কেচিৎপায়কা
বিপ্রা বাদহা নর্তকাস্তে যে । নর্তকীসহিতা যান্তি
মম লোকে সনাতনে ॥ ৪৬ ॥ হৃষোনিষু গতেঃ
সর্বৈঃ কুহা জাগরণং মম । সম্ভ্রাপ্তং পৃথিবীশহং
কামুকৈশ্চিনিস্তম ॥ ৪৭ ॥ নিকামা মুক্তিমাপরাঃ
স্বপচাদ্যাস্ত জাগরাৎ । বিবেকো নাস্তি বর্ণনাং
মম জাগরকারিণাম্ ॥ ৪৮ ॥ ন কলৌ পাবনং
ধ্যানং ন কলৌ জাহ্নবীজলম্ । ন কলৌ পাবনং
জাপ্যং মুক্তকং জাগরং মম ॥ ৪৯ ॥ দ্বাদশীদিবসে
প্রাপ্তে যে কুরুন্তি হি জাগরম্ । তে ধন্যাস্তে
কৃতার্থা বৈ কলিকালে ন সংশয়ঃ ॥ ৫০ ॥ ন
ভূয়ান্মাহুবে লোকে দ্বাদশীবিমুখো নরঃ । অতীতা-
নাগতান্ বাপি পাতয়েন্নরকে হি সঃ ॥ ৫১ ॥ বরমেকো
গুণৈর্ভুক্তঃ কিং জাতৈর্কলুভিঃ শ্রুতৈঃ । দ্বাদশী-

জাগরাৎ সর্বাংস্তারয়েদ্যো হি শূন্যজান্ ॥ ৫২ ॥
মাহাত্ম্যং পঠতে ভক্ত্যা ময়োক্তং জাগরোত্তমম্ ।
দ্বাদশীসম্ভবং পুত্রঃ কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥ ৫৩ ॥
অগম্যাগমনে পাপমভ্যস্তাপি ভক্তয়ে । পাপং
বিলয়মায়াতি কৃতে জাগরণে শ্রুত ॥ ৫৪ ॥ অজ্ঞা-
নাদ্যৎ কৃতং পাপং জাহ্নবা যৎ পাতকং কৃতম্ । পূর্ব-
জন্মার্জিতং পাপমিহ জন্মনি যৎকৃতম্ ॥ ৫৫ ॥
সিধ্যন্তি সর্বকার্য্যানি মনসা চিন্তিতান্তপি । দ্বাদশ্যাং
বৈ চতুর্ধিক্র রাজো জাগরণে কৃতে ॥ ৫৬ ॥ দ্বাদশী-
জাগরণেইব মুক্তিং গচ্ছন্তি মানবাঃ ॥ ৫৭ ॥ ন তৎ
পুণ্যং কুরুক্ষেত্রে প্রয়াগে বসতাং কলৌ । মাহাত্ম্যং
বসতাং পুংসাং যৎকলং দ্বাদশীষু চ ॥ ৫৮ ॥ নাশমেধ-
সহস্রৈশ্চ তীর্থকোট্যবগাধনাৎ । তৎকলং প্রাপ্যতে
পুত্র দ্বাদশীজাগরে কৃতে ॥ ৫৯ ॥ পঠেদ্বা শৃণুয়াৎপি
মাহাত্ম্যং দ্বাদশীভবম্ । সর্বপাপবিভক্তায়া স
লভেচ্ছাশ্রিত্যং গতিম্ ॥ ৬০ ॥ সর্বৈঃ হৃষ্টাঃ সমস্তাস্তে
সৌম্যাস্তস্ত সদা গ্রহাঃ । সন্ততেন বিয়োগস্ত

শ্রুত । অস্তান্ত মানবকে জাগরণজন্ত উৎসাহিত
করিয়া স্বয়ংও জাগরণ করিলে, তাহার চক্রবর্তি
প্রাপ্তি হয় । হে পুত্র ! ইহা আমার বাক্য,
অতএব মিথ্যা নহে । রাজা ককুৎস পূর্বকালে
জাগরণপরায়ণ নরগণকে সম্মানিত করিয়া যথাশক্তি
দানাদি করিয়াছিলেন ; এজন্য তিনি শূহ্লত
চক্রবর্তি লাভ করেন । যে বিপ্রগণ আমার
জাগরণ দিনে গীত, নৃত্য ও বাদ্য করেন,
তাহারা নর্তকীগণ সহ আমার সনাতন ভবনে
গমন করেন । হে মুনিসত্তম ! কুৎসিতযোনিগত
কামুক মানবগণও আমার জাগরণ করিয়া
পৃথিবীপতি প্রাপ্ত হয় ; আর চণ্ডালাদি জাতিও
যদি নিকাম হইয়া জাগরণ করে, তবে মুক্তি-
ভাগী হইয়া থাকে । হে পুত্র ! যাহারা আমার
জাগরণ করে, তাহাদের বর্ণবিচার নাই ।
কলিকালে ধ্যান, জাহ্নবীজল ও জপ—আমার
জাগরণ পরিত্যাগ করিলে এসব পাবন হয় না ।
যে সকল লোক দ্বাদশীদিবস প্রাপ্ত হইয়া
জাগরণ করে, কলিকালে তাহারা ই ধন্য এবং
তাহারাই কৃতার্থ, সংশয় নাই । মনুষ্যলোকে
মানব যেন দ্বাদশীবিমুখ হয় না ; কেননা
দ্বাদশীবিমুখ মানব কি অতীত কি অনাগত সকল
কালে নরকে পতিত হয় । যেমন গুণবান তনয়ও
উৎকৃষ্ট একটি বলিয়া আদৃত হয়, কিন্তু নিপুণ

বহু তনয়েও কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না ; তদ্রূপ
একমাত্র দ্বাদশীজাগরণই পূর্বজাত নিখিল
লোকের উদ্ধার সাধন করে । ৩৫—৫৪ । আমি যে
জাগরণমাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম, পুত্র ইহা
ভক্তিসহকারে পাঠ করিলে এই দ্বাদশীসম্ভব পুণ্য-
প্রভাব তাহার শতকুল উদ্ধার করিতে পারে ।
হে পুত্র ! আমার জাগরণে অগম্যাগমনে ও
অভ্যস্তাপি যে পাপ, তৎসমস্ত বিলীন হয়,
এমন কি, অজ্ঞান ও জ্ঞানকৃত, পূর্বজন্ম ও ইহ
জন্মকৃত পাপানবহও জাগরণে বিনষ্ট হইয়া থাকে ।
হে চতুরানন ! দ্বাদশীর রাজিতে জাগরণ করিয়া
মনে চিন্তামাত্র করিলেই সকল অতীষ্ট কার্য
সিদ্ধ হয় ; এবং মানবগণ দ্বাদশী জাগরণ করিয়া
মুক্তিলাভ করে । কলিকালে দ্বাদশীজাগরণে
যে পুণ্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, পুরুষগণ প্রয়াগে
ও কুরুক্ষেত্রে বাস করিয়াও তাহা প্রাপ্ত হয়
না । হে পুত্র ! দ্বাদশী জাগরণ করিয়া যে ফল
লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ ও কোটিতীর্থবগাধন
করিলেও তাদৃশ ফল হয় না । যে মানব এই
দ্বাদশীজাগরণ মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে,
বিধৌতপাপ বিভক্তায়া সেই মানব সনাতনী
গতি প্রাপ্ত হয় । যাহারা দ্বাদশীজাগরণ করে,
তাহাদিগের হৃষ্টগ্রহগণ সৌম্য হয়, কদাচ সন্ধান-

দ্বাদশী যন্ত কারণম্ ॥ ৬১ ॥ মম কীর্তিকচিহ্নিত্যঃ
ন বিপদ্যেত কহিচিৎ ॥ রণে রাজকূলে চৈব সর্বদা
বিজয়ী ভবেৎ ॥ ৬২ ॥ ধর্মোপরি মতির্নিত্যঃ
ভক্তিরসি সুনির্মলা ॥ পাতকং নৈব লিপ্যেত দ্বাদশী-
ভক্তিতে নরম্ ॥ ৬৩ ॥ প্রেতহং নৈব তস্মাস্তি
কৃতে জাগরণে মম ॥ একাদশ্যা বিহীনস্ত পরলোক-
গতির্নহি ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন কলৌ কার্যং হি
তদিনম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে একাদশীব্রতকলকথনং নাম
ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ । ততঃ প্রভাতে দ্বাদশ্যাং কার্যো
মৎস্যোৎসবো বৃধৈঃ । মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে যথাবিধিপ-
চারতঃ ॥ ১ ॥ অথ মার্গশিরে মাসে দশম্যাং
নিয়তানুবান্ ॥ কৃতা দেবার্চনং ধীমানগ্নিকার্যং
যথাবিধি ॥ ২ ॥ শুচিবাসাঃ প্রসন্নাত্মা হব্যমন্নং
সুসংস্কৃতম্ ॥ পক্ষা পক্বনন্দে গহ্বা পুনঃ শৌচস্ত

বিচ্ছেদ হয় না, নিত্য আমার কীর্তিকথন রুচি
ধাকে, এবং কখনও বিপদ হয় না । দ্বাদশী-
জাগরণপরায়ণ মানবেরা নিত্য রণে জয়, রাজ-
কূলে প্রতিপত্তি, ধর্ম্মে মতি ও আমাতে সুনির্মলা
ভক্তিলভ করে । দ্বাদশীর প্রতি ভক্তিমানমানব
কদাচ পাপলিপ্ত হয় না । আমার জাগরণকারী
প্রেতলোক প্রাপ্ত হয় না । হে সূত ! একাদশীবিমুখ
নর পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় না, অতএব
সর্বপ্রযত্নে কলির লোক এই দ্বাদশীজাগরণ অবশ্য
করিবে । ৫৫—৬৪ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—অনন্তর সুধী মানব
মার্গশীর্ষমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীদিবসে যথাবিধি
উপচার দ্বারা প্রভাতে মৎস্যোৎসব করিবে ।
একমে . এই মৎস্যোৎসববিধি কথিত হইতেছে,—
অনন্তর নিয়তাত্মা ধীমান্ দশমীদিনে যথাবিধি
দেবার্চন ও অগ্নিকার্য্য করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিধান
পূর্বক প্রসন্নমনে সুসংস্কৃত হব্য অন্নপাক করিবে ।
পরদিন পক্বনন্দে গমন করিয়া পুনরায় পাদব্রত ধোত

পাদয়োঃ ॥ ৩ ॥ কৃতাষ্টাঙ্গুলমানস্ত কারিকৃৎসমুত্তরম্ ।
ভক্ষয়েদন্তকাষ্ঠস্ত ততশ্চাচম্য যত্নতঃ ॥ ৪ ॥ দৃষ্টাকানামি
সর্বাণি ধ্যাত্বা বৈ মাং গদাধরম্ ॥ শঙ্খচক্রগদাণি
কিরীটং পীতবাসসম্ ॥ ৫ ॥ প্রসন্নবদনাত্তোজঃ
সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥ ধ্যাত্বা পুনর্জলং হস্তে গৃহীত্বা
ভানুমধ্যগম্ ॥ ৬ ॥ ধ্যাত্বাধ্যাং দাপয়েত্তত্র করতোয়েন
মানবঃ ॥ এবমুচ্চারয়েদ্বাচঃ তস্মিন্কালে চতুর্ধ্ব ॥
৭ ॥ একাদশ্যাং নিরাহারঃ স্থিহাহনি পরে হুহম্ ।
ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শরণং মে ভবাচ্যুত ॥ ৮ ॥
এবমুক্তা ততো রাত্নৌ মম মূর্ত্তেশ্চ সন্নিধৌ ।
জপেন্নারায়ণায়ৈতি স্বয়ং তত্র বিধানতঃ ॥ ৯ ॥ ততঃ
প্রভাতে বিমলাং নন্দীং গহ্বা সমুদ্রগাম্ ॥ ইতরাং
বা তড়াগং বা গৃহে বা নিয়তানুবান্ ॥ ১০ ॥ আনীয়
মূর্ত্তিকাং শুদ্ধাং মস্ত্রোণেনৈব মানবঃ ॥ বন্দয়েদেব-
দেবেশং তদা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥ ১১ ॥ ধারণং
পোষণং হস্তৌ ভূতানাং দৌব সর্বদা ॥ তেন
সত্যেন মে পাপং যাবন্মোচয় সূত্রতে ॥ ১২ ॥

করত অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ কীরিকৃৎসমুত্তরম্
গ্রহণপূর্বক মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া আচমন করিবে
এবং যত্র সহকারে সমস্ত আকাশ দর্শন করিতে
করিতে আমার গদাধররূপের ধ্যান করিবে ।
ধ্যান যথা—“হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা ; মস্তকে
কিরীট, পরিধানে পীতবসন, মুখপদ্ম প্রসন্ন এবং
সকল লক্ষণেই লক্ষিত ।” হে চতুর্ধ্ব ! অনন্তর
যখন তপন মধ্যগগনে উপনীত হইবেন, তখন
করে জল লইয়া পুনরায় আমার ধ্যান করিবে এবং
ধ্যানান্তর আবার করে জল লইয়া আমার উদ্দেশে
অর্ঘ্য প্রদান করিবে । হে চতুরানন ! তখন এইরূপ
বাক্য উচ্চারণপূর্বক আমার নিকট প্রার্থনা করিবে ;
“হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! আমি একাদশী দিবসে উপবাসী
থাকিয়া পরদিন দ্বাদশীতে ভোজন করিব, হে অচ্যুত !
আপনি আমার সহায় হউন” । ১—৮ । অনন্তর
এইরূপ বলিয়া রাত্রিতে স্বয়ং আমার মূর্ত্তিসন্নিধানে
গমনপূর্বক বিধিপূর্বক “নারায়ণায়” এই মন্ত্র জপ
করিবে । অনন্তর নিয়তাত্মা ব্রতী মানব রাত্রি
প্রভাত হইলে বিমলা সমুদ্রসঙ্গতা নদী বা অস্ত
কোন তড়াগে গমনপূর্বক বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে মূর্ত্তিকা
গ্রহণ করত গৃহে প্রত্যগমন করিবে । মন্ত্র যথা—
“হে দেবি মূর্ত্তিকে ! মানব যখন যখন দেবদেবে
হরির বন্দনা করে, তখনই পুত হয়, হে
সূত্রতে ! তুমি যে সত্যে ভূতগণকে সত্যত ধারণ

ব্রহ্মাণ্ডোদরতীর্থানি কঠৈঃ স্পৃষ্টানি দৈবতৈঃ ।
তেনেমাং মৃত্তিকান্ স্পৃষ্টামালভামি ত্রয়োদ্ধতাম্ ॥ ১৩ ॥
ঐষি নিত্যং রসাঃ সর্ষে হিতা বরুণ সর্ষদা ।
তেনেমাং মৃত্তিকান্ প্রাভ্য পুতাং কুরুষ মা চিরম্ ॥ ১৪ ॥
এবং যুতং তথা তোয়ং প্রসাদ্যাত্মানমালভেৎ ।
ত্রিঃকৃহা শেবমুদয়া পিণ্ডমালিপ্য বৈ জলে ॥ ১৫ ॥
তন্নিররঃ সর্পা সম্যক্ত নক্রকচ্ছপদূরতঃ ।
চাবশুকং কৃহা পুনর্নয় গৃহং ব্রজেৎ ॥ ১৬ ॥ তত্রাধা
মহাযোগিন্ দেবং নারায়ণং হরিম্ । কেশবায় নমঃ
পাদৌ কটিং দামোদরায় চ ॥ ১৭ ॥ জাম্বযুগং
নৃসিংহায় উরু শ্রীবৎসধারিণে । কণ্ঠে কোম্ভভনাভায়
বক্ষঃ শ্রীপতয়ে তথা ॥ ১৮ ॥ ত্রৈলোক্যবিজয়ায়েতি
বাহুঃ সর্ষাভ্যনে শিরঃ । রথানুধারিণে বক্রঃ
শ্রীকরায়েতি বাহুরিজম্ ॥ ১৯ ॥ গভীরায়ৈতি চ
গদামস্তোত্রং শান্তমুত্তমৈঃ । এবমভ্যর্চ্য দেবেশং

ও পোষণ করিয়া থাক, সেই সত্যোই আমাকে পাপ
হইতে মুক্ত কর । হে বরুণ ! ব্রহ্মাণ্ডের উদরে যে
সকল তীর্থ বিদ্যমান দেবগণ করদ্বারা তাহা স্পর্শ
করেন, আমি সেই দেবস্পৃষ্ট মৃত্তিকা গ্রহণ করি-
তেছি । তোমাতে রস সকল নিয়ত প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে, আমি তোমা কর্তৃক উদ্ধৃত সেই মৃত্তিকা
শরীরে লেপন করিব, সহর আমাকে পূত কর ।
এইরূপে মৃত্তিকা ও জলে প্রসাদন করিয়া শরীরে
সজল মৃত্তিকা লেপন করিবে । মানব বারত্ময়
মৃত্তিকা দ্বারা অশেষরূপে দেহপিণ্ড লেপন করিয়া
কুন্তীর ও কচ্ছপের বিদূরে থাকিয়া সেই জলে
স্নান করিবে । জানান্তে, আবশ্যক নিত্যকার্য্য
সম্পাদনানন্তর পুনরায় আমার মন্দিরে গমন
করিবে । হে মহাযোগিন্ ! তদনন্তর সেই মন্দিরে
দেব নারায়ণ হরিকে আরাধনা করিয়া বক্ষ্যমাণ
মন্ত্রপাঠ করিবে । মন্ত্র যথা—“হে কেশব ! তোমার
পাদপদ্মকে নমস্কার, হে দামোদর ! তোমার কণ্ঠ-
দেশকে নমস্কার । হে নৃসিংহ ! তোমার জাম্ব-
যুগে নমস্কার, হে শ্রীবৎসধারিন্ ! তোমার উরু-
দয়ে নমস্কার করি, হে কোম্ভভনাভ ! তোমার
কণ্ঠে নমস্কার, হে শ্রীপতে ! তোমার বক্ষোদেশকে
নমস্কার, হে ত্রৈলোক্যবিজয় ! তোমার বাহুকে
নমস্কার, হে সর্ষাভ্যন । তোমার শিরোদেশকে
নমস্কার করি । হে রথানুধারিন্ ! তোমার বক্র-
নমস্কার, হে শ্রীকর ! তোমার শব্দে নমস্কার, হে
গভীর ! তোমার গদাকে নমস্কার, হে শান্তমুর্ভে

দেবঃ নারায়ণঃ প্রভুম্ ॥ ২০ ॥ পুনস্তস্তাশ্রিতঃ
কুস্তাশ্চতুরঃ স্থাপয়েদ্বিবঃ । জলপূর্ণান্ সমাল্যাশ্চ
সিতচন্দনলেপিতান্ ॥ ২১ ॥ চূতপল্লবসংযুক্তান্
সিতবস্ত্রাবৰ্ণিতান্ । ছাদিতাঃ স্তাম্পাত্রে চ তিল-
পূর্ণৈঃ সকাঞ্চনৈঃ ॥ ২২ ॥ চত্বারশ্চ সমুদ্রীশ্চ কলশাঃ
সম্প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । তেষাং মধ্যে শুভং পীঠং স্থাপয়েদ্ব-
গৰ্ভিতম্ ॥ ২৩ ॥ তন্মিন্ সুবর্ণং রৌপ্যং বা তাম্রং
বা দারবং তথা । অলাভে সর্ষপাত্রাণাং পালশং
পাত্রমিষ্যতে ॥ ২৪ ॥ তোয়পূর্ণং চ তৎকৃহা তন্মিন
পাত্রে ততো স্তপেৎ । সৌবর্ণং মৎস্তরূপং চ কৃহা
দেবং জনাদনম্ ॥ ২৫ ॥ দেবদেবাসংযুক্তং
ঋতিস্মৃতিবিভূষিতম্ । তত্রানেকবিধৈর্ভূষ্যৈঃ কলৈঃ
পূণ্যৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ২৬ ॥ গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ বস্ত্রে
অর্চয়িত্বা যথাবিধি । রসাতলগতা বেদা যথা দেব
ত্রয়োদ্ধতাঃ ॥ ২৭ ॥ মৎস্তরূপেণ তদ্ব্যমাং ভবাতু দ্বার
কেশব । এবমুচ্চাৰ্য্য তস্তাগ্রে জাগরং তত্র কারয়েৎ ॥
২৮ ॥ যথাবিভবসারেণ প্রভাতে বিমলে তথা ।

তোমার পদ্মকে নমস্কার করি । অনন্তর বিচক্ষণ
মানব দেবেশ প্রভু নারায়ণকে এইরূপে অর্চনা
করিয়া তাহার সম্মুখে চারিটি কুস্ত স্থাপন করিবে ।
ঐ কুস্তচতুষ্টয় জলপূর্ণ, মালাযুক্ত, চন্দনালিপ্ত, আম্র-
পল্লবিতসমর্ষিত ও শেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিতে
হইবে এবং একখানি তাম্রপাত্রে তিল ও কাঞ্চন
রাখিয়া কুস্তের উপর বিস্তৃত করিবে । ২—২২ । এই
কলস-চতুষ্টয় চতুঃসাগর বলিয়া কীর্তিত ; এই কুস্ত-
চতুষ্টয়ের মধ্যে বস্ত্রগর্ভ সুশোভন পীঠাসন এবং তদ-
পরি একটি পাত্র স্থাপন করিতে হইবে । এই পাত্র
সুবর্ণ, রজত কিংবা দারুনির্মিত হইবে, পূর্বোক্ত
দ্রব্যের অভাব হইলে পলাশপত্রের পাত্রই অভীষ্ট ।
অনন্তর জনাদনের মৎস্তমূর্তি নির্মাণপূর্বক সেই
পাত্র জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে বিস্তৃত করিবে । ঐ
মৎস্ত বেদ-বেদাঙ্গসংযুক্ত ও ঋতি স্মৃতি দ্বারা বিভূ-
ষিত হইবে । অনন্তর সুশোভন বিবিধ ভক্ষ্য,
কল, পুষ্প, গন্ধ, ধূপ ও বস্ত্র দ্বারা সেই পাত্রে যথা-
বিধি আমার পূজা করিয়া বলিবে,—“হে দেব । বেদ
সকল রসাতলে গমন করিয়াছিল, আপনি মৎস্তরূপে
সেই বেদ সকল উদ্ধার করিয়াছেন ; হে কেশব !
একণে আমাকে আপনার সেই মৎস্তরূপে উদ্ধার
করুন ।” নারায়ণের সমীপে এইরূপ উদ্ধারণ করিয়া
তথায় অবস্থানপূর্বক জাগরণ করিবে । অনন্তর
বিমল প্রভাতকালে বিভবাহসারে ত্র্যম্বকচতুষ্টয়কে ঐ

চতুর্থাং ব্রাহ্মণানাং চ চতুরো দাপয়েদ্বটান ॥ ২৯ ॥
 পূর্বাং চ বহুচে দদ্যাচ্ছান্দোগ্যে দক্ষিণং তথা ।
 যজুঃশাখাধিতে দদ্যাৎ পশ্চিমাং ঘটযুক্তমম্ ॥ ৩০ ॥
 উত্তরং কামতো দদ্যাদেষ এব বিধিঃ স্মৃতঃ ।
 ঋগ্বেদঃ ক্রীয়তাং পূর্বে সামবেদস্ত দক্ষিণে ॥ ৩১ ॥
 যজুর্বেদঃ পশ্চিমতো যথর্ষশ্চোত্তরেণ তু । অনেন
 ক্রমযোগেণ ক্রীয়তামিতি বাচয়েৎ ॥ ৩২ ॥ মৎস্বরূপং
 তু সৌবর্ণমাচার্যায় নিবেদয়েৎ । গন্ধধূপাদিবৈশ্ণব
 সম্পূজ্য বিধিবৎক্রমাৎ ॥ ৩৩ ॥ যজ্ঞিমং সরহস্তং চ
 যজ্ঞেনৈবোপপাদয়েৎ । বিধানং বিধিবদ্বা দাতা
 কোটিগুণোত্তরম্ ॥ ৩৪ ॥ প্রতিপদ্য গুরুং যজ্ঞ
 মোহাধিপ্ৰতিপদ্যতে । স জন্মকোটিং নরকে
 পচ্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৩৫ ॥ বিধানস্ত প্রদাতা যো
 গুরুরিত্যুচ্যতে বুদ্ধেঃ । এবং দ্বা বিধানেন দ্বাদশাং
 মাং সমর্চয়েৎ ॥ ৩৬ ॥ বিপ্রাণাং ভোজনং দদ্যাদ-
 যথাশক্ত্যা চ দক্ষিণাম্ । ভূরিণা পরমাত্মেন ততঃ
 পশ্চাৎ স্বয়ং নরঃ ॥ ৩৭ ॥ ভূজীত সহিতো বিপ্রৈ-

কলস চারিটা দান করিবে । একগণে দানের কল
 কথিত হইতেছে ; পূর্বদিকে যে ঘটটা স্থাপিত
 হইয়াছিল, উহা দক্ষিণার সহিত বহুচকে, দক্ষিণ
 দিকস্থিত কুন্ত ছান্দোগ্যকে এবং পশ্চিমদিকস্থিত
 উত্তম ঘট যজুঃশাখাধিতকে দান করিবে ; আর
 উত্তরদিকস্থিত কুন্ত কামনামুসারে অর্থাৎ যাহাকে
 ইচ্ছা, তাহাকেই দিতে পারিবে, ইহাই দানবিধি
 কথিত হয় । অনন্তর “পূর্বদিকে ঋগ্বেদ ক্রীত
 হউন, দক্ষিণে সামবেদ, পশ্চিমে যজুর্বেদ এবং
 উত্তরদিকে অথর্ষবেদ ক্রীত হউন” এইরূপে ক্রমে
 ক্রীতিবাচন করিবে । অনন্তর গন্ধ, পুষ্প ও বস্তাদি
 দ্বারা যথাবিধি অর্চনা করিয়া সেই সুবর্ণনির্মিত
 মৎস্ব মূর্তি আচার্য্যকে নিবেদন করিবে । যে
 মানব মজ্জাদি দ্বারা সরহস্ত এই মৎস্বোৎসব সম্পাদন
 করে, তাহার যে কল, যিনি ইহার যথাবিধি-বিধান
 দান করেন, তাহার তদপেক্ষা কোটিগুণ উত্তম কল
 হইয়া থাকে । যে গুরুর নিকট যথাবিধি বিধান
 বিদিত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করে, সেই নরাধম
 কোটিজন্ম নরক ভোগ করে । যিনি এই উৎসবের
 বিধানদাতা, পণ্ডিতগণ তাহাকেই গুরু কহিয়া
 থাকেন । মানব দ্বাদশীদিবসে এইরূপে দানাদি
 করিয়া বিধিপূর্বক আমাকে পূজা করিবে এবং
 তৎপর যথাশক্তি দক্ষিণাসহ ব্রাহ্মণগণকে ভোজ্য ও
 ভূরিপরিমাণ পরমায় দান করিয়া বিপ্রগণের সহিত

বাগ্‌যতঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ । অনেন বিধিমা যজ্ঞ কুর্যান্
 মৎস্বোৎসবঃ নরঃ ॥ ৩৮ ॥ তস্ত পুণ্যকলং চাগ্রে
 শূনু সত্যবতাং বর । যদি বহুসহস্রাণাং সহস্রাণি
 ভবন্তি হি ॥ ৩৯ ॥ আয়ুশ্চ ব্রহ্মণা তুল্যঃ লভেদ্যদি
 মহাব্রত । তদা বৈ হস্ত ধর্ম্যস্ত কলং কথয়িতুঃ
 ভবেৎ ॥ ৪০ ॥ য ইমং শ্রাবয়েন্তজ্য দ্বাদশীকল্প-
 যুক্তমম্ । শৃণোতি বা স পাপৈশ্চ সর্করেব
 বিমুচ্যতে ॥ ৪১ ॥

ইতি ক্রীতান্দে মৎস্বোৎসবকথনং নাম চতু-
 দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ক্রীতগবাম্ববাচ । যে যয়া বৈ কৃতাঃ প্রথাঃ পূর্বাঃ
 প্রথবিদাং বর । তান্ বর্ণয়িষ্যে ক্রমশো নিশাময়
 শ্রুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥ সহোমাসে চ দেবো বৈ কীর্তি-
 যুক্তো হি কেশবঃ । তস্ত পূজা প্রকর্তব্য যথাপূর্বং
 প্রভাবিতম্ ॥ ২ ॥ ব্রাহ্মণং কেশবং স্মৃতা তৎপত্নীং
 কীর্ত্তিমৈব চ । দম্পতী বিধিবৎপূজ্যো বস্ত্রাতরণ-

যতাক্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে ।
 হে সত্যবাদিগণের বরেন্য ! এইরূপ বিধি
 অবলম্বনে যে মানব মৎস্বোৎসব করে, অগ্রে
 তাহার পুণ্য কল শ্রবণ কর । যদি অমন্তের
 মত [কাহারও সহস্র সহস্র বহু ও ব্রহ্মার
 তুল্য আয়ু লাভ হয়, তবেই তিনি এই ধর্ম্মের
 ফল বলিতে সমর্থ হইতে পারেন ! যিনি এই
 উত্তম দ্বাদশীমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করান,
 বা যিনি শ্রবণ করেন, উভয়েই নিখিল কলুষ
 হইতেই বিমুক্ত হইয়া থাকেন । ২৩—৪১ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে প্রথবিদগণের অগ্রণী !
 তুমি পূর্বে আমার নিকট যে সকল প্রথ করিয়াছিলে,
 ক্রমশ তাহার বর্ণন করিতেছে, তুমি একাগ্রমনে শ্রবণ
 কর । মার্গশীর্ষ মাসে কেশব কীর্ত্তিযুক্ত হন, আমি
 পূর্বে যে রূপ বলিয়াছি, ঐ মাসে কেশবের তরুণ
 পূজাই কর্তব্য । ব্রাহ্মণকে কেশব এবং ব্রাহ্মণপত্নীকে
 কীর্ত্তিরূপে চিন্তা করিয়া বস্ত্র ও আভরণাদি দ্বারা যথা-

ধেহুজিঃ ৩। দম্পতী পুজিতো বৎস পুজিতো-
হং ন সংশয়ঃ । তস্মাদবশ্যং সম্পূজ্যো দম্পতী মম
তুষ্টিদো ৪। দানঞ্চ বিবিধং কার্য্যং মম তুষ্টিকরং
পরম্ । গোদানং ভূমিদানঞ্চ স্বর্গদানং বিশেষতঃ ৫।
বস্তুদানং তথা শয্যা তথালঙ্করণানি চ । সন্ম-
দানং প্রকর্তব্যং মম সন্তোষকারকম্ ৬। সর্বো-
মেব দানানাং বিশেষঞ্চ ত্রিকং স্মৃতম্ । বস্তুক্ষরা
তথা ধেনুর্বিদ্যা দানং তথৈব চ ৭। দত্তে দান-
ত্রিকে বৎস ভবেৎ প্রীতির্নামাতুলা । তস্মান্নরৈশ্চ
কর্তব্যং সহোমাসে ত্রিকং শুভম্ ৮। স্নানশ্চ চ
বিধিঃ সম্যক্ পুট্রৈবোক্তো ময়ানঘ । পূজান্নানঞ্চ
দানঞ্চ বিধিরেষ ন সংশয়ঃ ৯। মার্গশীর্ষং সমগ্রং
একভক্তেন যঃ ক্রিপেৎ । ভোজয়েদ্যো দ্বিজান্
ভক্ত্যা স মুচ্যেদ্যাদিকিঞ্চিৎ ১০। কৃষিভাগী
বহুধনো বহুশাস্ত্রজ্ঞ জায়তে । কিমত্র বহুনোক্তেন
শুণু শুভং পরং মম ১১। হতভুগ্নব্রাহ্মণৈশ্চ
বদনং মম মানক । ব্রাহ্মণাখ্যং মুখং শ্রেষ্ঠং ন তথা
হব্যবাহনঃ ১২। ব্রাহ্মণাখ্যে মুখে পুত্র হতং কোটি-

বিধি দ্বিজদম্পতির পূজা করিবে। হে বৎস! দ্বিজ-
দম্পতীর পূজা হইলেই আমি পূজিত হই, সংশয়
নাই। অতএব আমার তুষ্টিদ্বিজদম্পতির পূজা
অবশ্যকর্তব্য। এক্ষণে আমার তুষ্টিকারক বিবিধ
দানের বিষয় বলিতেছি,—গো, ভূমি, স্বর্গ, বস্তু, শয্যা,
অলঙ্কার এবং গৃহ এই সকল দান কর্তব্য। দান-
নিচয়ের মধ্যে তিনটি দান সর্বোৎকৃষ্ট এবং আমার
তুষ্টি দ্বিগুণ বলিয়া কথিত হয়। হে বৎস! বস্তুক্ষরা
ধেনু ও বিদ্যা এই দানদ্বয়ে আমার অতুল প্রীতি
হইয়া থাকে; অতএব মানব মার্গশীর্ষ মাসে এই
দানদ্বয় অবশ্যই করিবে। হে অনন্য! স্নানের
বিধি সম্যক্রূপে পূর্বেই বলিয়াছি; পূজা, স্নান ও
দানের ইহাই বিধি, সংশয় নাই। যে মানব একা-
হার করিয়া সমগ্র অগ্রহায়ণমাস অভিবাহিত করে
এবং ভক্তিসহকারে দ্বিজগণকে ভোজন করায়,
তাঁহার পাপ ও ব্যাধিভয় থাকে না; সেই মানব
কৃষিভাগী, বহুধন, এবং অনেকশাস্ত্রযুক্ত হয়। এ
বিষয় আর অধিক বলিয়া, কি হইবে। আমার
পরম শুভ বাক্য শ্রবণ কর। হে মানদ! হতাশন
ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েই আমার মুখ, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই
আমার উত্তম মুখ, ব্রাহ্মণমুখের তুল্য হতাশনমুখ
নহে। হে পুত্র! আমার ব্রাহ্মণমায়ক মুখে আহুতি

গুণং ভবেৎ । অগ্ন্যাখ্যং ব্রাহ্মণাধীনং যত্না
ব্রাহ্মণাঃ কিল ১৩। শর্করং ঘৃতযুক্তং পায়সং
শশিসরিভম্ । হোতব্যং ব্রাহ্মণমুখে মম তুষ্টিকরং
স্মৃত ১৪। শুভমণ্ডলমোদককোকরসং স্মৃত কেনি-
কয়া ঘৃতপূরযুক্তম্ । যজ্ঞ বিপ্রমুখে মম তুষ্টি-
করং যদি চেচ্ছসি দারশ্রুতাদিসুখম্ ১৫। কুমুদেন সম-
প্রভসৌরভদং শুভভক্তযুক্তং যথ মুদগযুক্তম্ । সুরভী-
কৃতপুঙ্কলসর্পিসমং কুরু বিপ্রমুখে ইবনং হি সহে ১৬।
পয়সা সহ সর্পিষি চ কথিতং বহুখারিকচার-
কলৈঃ সিতয়া । সহ কর্পূরনারিকলেন সমং যুক্ত-
সীকরকং স্মৃত শুভকরম্ ১৭। ব্যজনানি চ শুভানি
মনোজ্ঞানি প্রিয়ানি চ । কর্তব্যানি সহোমাসে ব্রাহ্ম-
ণার্থে চতুর্ধু ১৮। প্রিয়া শিখরিণী কার্য্যা চান্ত-
ত্বেষাং প্রিয়ঞ্চ যৎ । কঠৈবং ভোজয়েদ্বিপ্রান্ শ্রদ্ধয়া
পরয়া স্মৃত ১৯। রসাস্বাদনপূর্বং হি ভুক্ততে বৈ
যথাযথা । তথাতথা মম প্রীতির্জায়তে ভুবি তুল্যতা ২০।

প্রদান করিলে কোটিগুণ ফল হয়। আমার হতা-
শনাখ্য মুখ ব্রাহ্মণের অধীন; অতএব ব্রাহ্মণগণ
সর্বতোভাবে স্বাধীন। ১—১৩। হে স্মৃত! শর্করের
ছায় শুভকান্তিসম্পন্ন শর্করা ও ঘৃতযুক্ত পায়সদ্বারা
ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি প্রদান করিলে আমার
অত্যধিক সন্তোষ লাভ হয়। হে পুত্র! যদি পত্নী
ও পুত্রাদির সুখকামনা কর, তবে আমার তুষ্টিকর
মনোহর মণ্ডল (লুচি), মোদক ও কোকরস—
কেনিকা ও ঘৃতপূরসম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণমুখে আমার
পূজা কর। হে পুত্র! কুমুদের ছায় প্রভা ও
সৌরভযুক্ত উত্তম অন্নকে মুদগসম্বিত এবং বিপুল
ঘৃতদ্বারা সুরভীকৃত করিয়া মার্গশীর্ষমাসে ব্রাহ্মণ-
মুখে আমার আহুতি প্রদান কর। হে স্মৃত!
কথিত বহুখারিক ও চারফল, শর্করা ও দুগ্ধযুক্ত
করিয়া ঘৃতমধ্যে নিক্ষেপ করত এবং সর্পূর শুভ
নারিকেল সীকরকসহ ব্রাহ্মণমুখে আমার উদ্দেশে
প্রদান করিলে আমার তুষ্টিসাধন হয়। হে চতুরা-
নন! মার্গশীর্ষমাসে দ্বিজগণের প্রিয়কামনায় শুভ
মনোজ্ঞ প্রিয় ব্যজননিচয়, প্রিয়া শিখরিণী এবং
তাঁহাদের প্রিয় অস্ত্রাস্ত্র বস্ত্র দান কর্তব্য। হে স্মৃত!
এইরূপে ভব্যাদি প্রস্তুত করিয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। তাঁহারা যেক্ষণে
ভোজন করিলে তুষ্টি লাভ করেন, তদ্রূপই
কর্তব্য, কেননা তাঁহারা যেক্ষণ প্রীতিলাভ করিবেন,
আমারও তদ্রূপ সুখস্বাদ প্রীতি হইবে। অতএব

২০ । তস্মাত্তত্ত্বং কার্যং যথা তুষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ।
তুষ্টিষ্ঠৈশ্চাপ্যহং তুষ্টিং তবামীহ ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
অহং যঃ চতুর্ধ্বং ন তে মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ । এতদ্-
গুহ্যং ময়া প্রোক্তং ত্রয়োবৎ তব মানদ ॥ ২২ ॥ আক্রোশ-
য়ন্তি যদি তে অথবা প্রহরন্তি চেৎ । তথাপি তে
নমস্তা বৈ মম প্রীত্যা হি মানদ ॥ ২৩ ॥ এবং কার্যং
সদা পুত্র মার্গশীর্ষে বিশেষতঃ । যত্নকং ভবতা ব্রহ্মন্
ভোক্তব্যং কিং শূন্য তৎ ॥ ২৪ ॥ ভোক্তব্যং মম
চোচ্ছিষ্টং মম ভক্তিপরায়ণৈঃ । পবিত্রকরণং পুত্র
পাপিনামপি মুক্তিদম্ ॥ ২৫ ॥ মমাশনস্ত শেষক
যো ভুনক্তি দিনেদিনে । সিক্বেসিক্বে ভবেৎ
পুণ্যং চান্দ্রায়ণশতোত্তমম্ ॥ ২৬ ॥ অবশিষ্টং
ভখোচ্ছিষ্টং ভক্তানাং ভোজনদ্রব্যম্ । নান্তদৈ
ভোজনং তেষাং ভুজ্য চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ২৭ ॥
অনপঘ্নিহা যো ভুঞ্জেক্ত অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ । স্থান-
বিষ্ঠাসমং চান্নং পানঞ্চ মদিরাসমম্ ॥ ২৮ ॥ তস্মান্মামপ-
য়েৎ পুত্র অন্নপানাদি চৌষধম্ । ভক্ষয়েৎ পরয়া

ব্রাহ্মণগণ যাহাতে তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই
করিবে। ব্রাহ্মণগণ তুষ্ট হইলেই আমি প্রীতি
প্রাপ্ত হই, সংশয় নাই। হে চতুর্ধ্ব! আমার
বাক্যে অন্ধাবান হও। তোমার নিকট আমি সত্য
কথাই কহিলাম। হে মানদ! তোমার কুশল-
কামনায় আমি এই গুহ্য কথা কীর্তন করিলাম।
হে মানদ! ব্রাহ্মণগণ যদি তিরস্কার কিংবা প্রহারও
করেন, তথাপি আমার প্রীতির পাত্র বলিয়া
তাহারা তোমার নমস্তা! হে পুত্র! মার্গশীর্ষ মাসে
সতত এইরূপ কার্য করিবে; হে ব্রহ্মন্! তুমি
যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কহিয়াছি; কি
ভোজন করিবে, এক্ষণে তাহা কহিতেছি শ্রবণ
কর। আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ মানব আমার
উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে; হে পুত্র! আমার
উচ্ছিষ্ট পাপিগণের পবিত্রতাবিধায়ক ও মুক্তিদ।
যে মানব প্রতিদিন আমার ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন ভোজন
করে, প্রত্যেক শেষারে তাহার শতচান্দ্রায়ণ
অন্তের ফল লাভ হয়। অবশিষ্ট ও উচ্ছিষ্ট অন্ন,
ভুক্তগণ এই বিবিধ অন্ন ভোজন করিয়া থাকে,
এতদুত্তির অন্ন অন্ন ভোজনে ভুক্তগণের চান্দ্রা-
য়ণ করা কর্তব্য। আমাকে তর্পণ না করিয়া যে
অন্ন-পান, সে অন্ন কুকুরবিষ্ঠা এবং পানীয় মদিরা-
ভুক্ত্য। হে পুত্র! এক্ষণে অন্ন পানাদি, এমন কি
ঔষধও আমাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে;

ভুক্ত্যা অশুচে: শুচিকারকম্ ॥ ২৯ ॥ তীর্থযজ্ঞাদিক-
কলং কলিদোষবিনাশনম্ । মমোচ্ছিষ্টং শূগতিদ্রব্যমপি
দ্রুতকর্ম্মণাম্ ॥ ৩০ ॥ অন্তেষাং দেবতানাঞ্চ ন
গৃহীয়াচ্চ ভক্তিভম্ । অভক্তানাঞ্চ পকারং ভুজ্য
চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ৩১ ॥ বক্তব্যমেব যৎপ্রোক্তং
তচ্ছূষ সমাহিতং । কথয়িষ্যে তব প্রীত্যা অপি
গুহ্যতরং মম ॥ ৩২ ॥ মম নাম প্রবক্তব্যং সত্রে চৈব
বিশেষতঃ । কৃষ্ণকৃষ্ণেতি বক্তব্যং মম প্রীতিকরং
পরম্ ॥ ৩৩ ॥ প্রতিষ্ঠৈষা চ মে পুত্র ন জ্ঞানান্ত সুরা-
সুরাঃ । মনসা কর্ম্মণা বাচা যো মে শরণমাগতঃ ॥
৩৪ ॥ স হি সর্কোৎকৃষ্টঞ্চ বৈকুণ্ঠং যৎপ্রিয়াং কমলামপি ॥ ৩৫ ॥
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।
জলং ভিষা যথা পদ্মং নরকাহঙ্করাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
বিনোদেনাপি দন্তেন মোট্যাগ্নোভাচ্ছীলাদপি । যো
মাং ভজত্যসৌ বৎস মন্ত্রকো নাবসীদতি ॥ ৩৭ ॥
যে বৈ পঠন্তি কৃষ্ণেতি মরণে পর্যুপোস্থিতে । যদি

আমার উদ্দেশে নিবেদিত বস্তু ভক্তিযুক্ত হইয়া
ভোজন করিলে অশুচি শুচি হয়। যেমন তীর্থ
যজ্ঞাদির কল কলিদোষনিবারক, তদ্রূপ আমার
উচ্ছিষ্টও দ্রুতকর্ম্মাদিগের বিশুদ্ধিকারক। হে
পুত্র! অন্তান্ত দেবগণেরও উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিবে,
কিন্তু তাহা অভক্তপক হইলে গ্রহণ করিবে না;
কেননা তাদৃশ অন্ন তর্কণে নরকে পতন হয়।
১৪—৩১। হে পুত্র! এ বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলে, তাহা বলিতেছি, সমাহিতমনে শ্রবণ
কর; ইহা অতি গুহ্য। কেবল তোমারে প্রতি প্রীতি
হেতু বলিতেছি। বিশেষতঃ মার্গশীর্ষমাসে আমার
নাম কীর্তন কর্তব্য। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” এইরূপে নাম
কীর্তন করিতে হয়। ইহা আমার অত্যন্ত প্রীতি-
কর। হে পুত্র! সুরাসুরগণ আমার প্রতিজ্ঞা
বিদিত নহেন। যে মানব মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা
আমার শরণাগত, তাহারই লৌকিক কামনানিচয়
লাভ হয়। সর্কোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠ এবং যৎপ্রিয়া কমল
তাহার পক্ষে শুলভ হয়। যে মানব “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ” এইরূপ সন্মোদন করিয়া সতত আমাকে স্মরণ
করে, পদ্ম যেরূপ জলভেদ করিয়া উদগত হয়,
তদ্রূপ আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকি।
হে বৎস! যে ব্যক্তি মূর্খ, দুষ্ট, মূঢ়তা, মোহ
কিংবা হুলবশত আমার স্মরণ করে, সে আমার
ভক্ত এবং সে কখনও অবসাদ প্রাপ্ত হয় না।

পাপযুতাঃ পুত্র ন পশ্যন্তি যমঃ কচিৎ । ৩৮ ।
পূর্বে বয়সি পাপানি কৃতান্তপি চ কুৎসনঃ । অন্তকালে
চ কুণ্ঠেতি শ্রুত্বা মামেতৎসংশয়ম্ । ৩৯ । নমঃ
কৃষ্ণায় মহতে বিবশোহপি বদেদ্যদি । এবং পদম-
বাগ্নোতি মরণে পূর্য্যপস্থিতে । ৪০ । শ্রীকৃষ্ণেতি
কৃতোচ্চাটৈঃ প্রাণৈর্ঘদি বিযুজ্যতে । দ্বন্দ্বঃ পশ্যতি
চ তং স্বর্গতং প্রেতনাথকঃ । ৪১ । শ্মশানে যদি
বধ্যায়াঃ কৃষ্ণকৃষ্ণেতি জল্পতি । ত্রিয়তে যদি চেৎ
পুত্র মামেবৈতি ন সংশয়ঃ । ৪২ । দর্শনান্মম তক্তানাং
মৃত্যুমাগ্নোতি যঃ কচিৎ । বিনা মৎস্মরণাৎ পুত্র
মুক্তিমেতি স মানবঃ । ৪৩ । পাপানলস্ত দীপ্তস্ত
ভয়ং মা কুরু পুত্রক । শ্রীকৃষ্ণনামমেঘোথৈঃ সিস্যতে
নীরবিন্দুভিঃ । ৪৪ । কলিকালভুজঙ্গস্ত তীক্ষ্ণদংষ্ট্রস্ত
কিং ভয়ম্ । শ্রীকৃষ্ণনামদাকথবহ্নিদগ্নঃ স নশ্বতি ।
পাপপাবকদগ্নানাং কৰ্ম্মচেষ্টাবিযোগিনাম্ । ভেষজঃ
নাস্তি মর্ত্যানাং শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা । ৪৫ । প্রয়াগে
বৈ যথা গঙ্গা শুক্লতীর্থে চ নশ্বদা । সরস্বতী

কুরুক্ষেত্রে তদ্বক্কীকৃষ্ণকৌর্ভনম্ । ৪৬ । ভবান্তোধি-
নিমগ্নানাং মহাপাপোশ্মিপাতিনাম্ । ন গতিশ্চান-
বানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা । ৪৭ । মৃত্যুকালেহপি
মর্ত্যানাং পাপিনাং তদনিচ্ছতাম্ । গচ্ছতাং নাস্তি
পাথৈয়ং শ্রীকৃষ্ণস্মরণং বিনা । ৪৮ । তত্র পুত্র গঙ্গা
কাশী পুত্রবং কুরুজাঙ্গলম্ । প্রত্যহং মন্দিবে যন্ত
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৌর্ভনম্ । ৪৯ । জীবিতং জন্ম-
সাক্ষনাং সুখং তেষ্টেব সার্থকম্ । সততং রসনা যন্ত
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি জল্পতি । ৫০ । সক্রুদ্ধচরিতং যেন
হবিবিত্যঙ্কবদ্যম্ । বন্ধঃ পবিকরন্তেন মোক্ষায়
গমনং প্রতি । ৫১ । নাগোহস্ত যাবতী শক্তিঃ পাপ-
নির্দহনে মম । তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকঃ
পাতকী জনঃ । ৫২ । নাপবিক্রং ভবেত্তস্ত শরীবং
নৈবং মানসম্ । ন পাপং ন চ বৈরব্যাং কৃষ্ণ-
কৃষ্ণেতিকৌর্ভনাৎ । ৫৩ । শ্রীকৃষ্ণেতি বচঃ পথ্যং
ন ত্যজেদ্যঃ কলৌ নরঃ । পাপাময়ো বৈ ন ভবেৎ
কলৌ তেষ্টেব মানসে । ৫৪ । শ্রীকৃষ্ণেতি প্রজল্পন্তঃ
দক্ষিণাশাপতির্নবম্ । শ্রুত্বা মার্জয়তে পাপং তন্ত
জন্মশতার্জিতম্ । ৫৫ । চান্দ্রায়ণশতৈঃ পাপং পরা-

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে যাহারা “কৃষ্ণ কৃষ্ণ”
এইরূপ পাঠ করে, হে পুত্র! তাহার পাপরত
হইলেও কখনও যমবদন দর্শন কবে না। যাহাবা
পূর্বেবয়সে সর্ববিধ পাপানুষ্ঠান করিয়াছে, এতা-
দৃশ মানবও মৃত্যুকালে ‘কৃষ্ণ’ নাম স্মরণপুষ্টক
নিঃসংশয় আমাকে প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকাল উপস্থিত
হইলে যে বিবশ নর “শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকে নমস্কার”
এইরূপ উচ্চারণ কবে, সে নিশ্চয়ই আমার
পদ প্রাপ্ত হয়। “শ্রীকৃষ্ণ” এইরূপ উচ্চারণ করিয়া
যে প্রাণত্যাগ করে, তাহার স্বর্গে গতি হয়,
এবং প্রেতনাথকগণ দূর হইতে তাহাকে অব-
লোকন করে। হে পুত্র! “কৃষ্ণ-কৃষ্ণ” উচ্চারণ
করিতে করিতে শ্মশানে কিংবা পশ্চিমধ্যে মৃত্যু
হইলেও নিঃসংশয়ে আমাকে প্রাপ্ত হয়। আমার
ভক্তকে দর্শন করিয়া যে কেহ মরিতে পারে,
হে পুত্র! আমার স্মরণ ভিন্নও সেই মানব
মুক্তিলাভ করে। হে নবৎস। তুমি প্রদীপ্ত
পাপ-পাবক হইতে ভীত হইও না, কৃষ্ণনামক
মেঘ হইতে উদ্ভিত বারিবিন্দু তোমাকে অভিষিক্ত
করিবে। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কলিকালরূপ সর্প হইতে তোমার
ভয় কোথায়? শ্রীকৃষ্ণনামক দাক হইতে
উদ্ভিত বহ্নিই সেই সর্পকে দগ্ন করিবে। যাহারা
কৰ্ম্মচেষ্টাবিহীন, শ্রীকৃষ্ণস্মরণরূপ ঔষধ ব্যতীত
তাঁহাদের পাপ-পাবক-দগ্ন মানবের আর বিতীয়

ঔষধ নাই। প্রয়াগে যেরূপ গঙ্গা, শুক্লপক্ষে
যেরূপ নশ্বদা এবং পুত্রবে যজ্ঞপ সর্বস্বতী, কৃষ্ণ-
নামকৌর্ভনও তজ্জপ পাপহর জানিবে। যাহারা ভবান্তোধি
নিমগ্ন হইয়া মহাপাতককপ উর্দ্ধমালায় পতিত, শ্রীকৃষ্ণ
স্মরণভিন্ন তাঁহাদের মানবেব অস্ত গতি নাই। ৩২—৪৮
পাপী মর্ত্যগণেব মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ নাম উচ্চারণে
অনিচ্ছা হয়, কিন্তু যমপুরীগমনকালে শ্রীকৃষ্ণ নাম
স্মরণভিন্ন আর পাথৈয় কিছুই নাই। হে পুত্র!
যে মন্দিরে প্রত্যহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারিত হয়,
তথায় গঙ্গা, কাশী, পুত্র এবং কুরুজাঙ্গল নিয়ত
বিদ্যমান। যাহার রসনা সতত “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” জল্পনা
করে, তাহার জীবন জন্ম ও সুখ সার্থক। আমার
নাম পাপদহনে যতদূর শক্ত, পাতকী নর তত পাপ
করিয়া উঠিতে পারে না। যে মানব আমার “কৃষ্ণ
কৃষ্ণ” এই নাম উচ্চারণ করে, তাহার শরীর কিংবা
মন কদাচ বিকৃত হয় না, পাপ কিংবা বিকলতা কদাচ
তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কলির যে নর
শ্রীকৃষ্ণরূপ পথ্য পরিত্যাগ না করে, তাহার স্মরণ-
করণে পাপব্যাধি প্রবেশ করিতে পারে না।
দক্ষিণ দিকপতি যম ‘শ্রীকৃষ্ণ’ এইরূপ জন্মনশীল
লোককে দর্শন করিয়া তাহার শত জন্মান্বিত পাপও
পরিমার্জন করেন। শত চান্দ্রায়ণ এবং সংস্র-

কাণাং সহস্রকৈঃ । যমাপযাতি তদ্যাতি কককক্কেতি
কীৰ্ত্তনাৎ ॥ ৫৭ ॥ নাচ্যভির্নামকোটিভিত্তোষো মম
ভবেৎ কচিৎ । শ্রীকক্কেতি কৃতোচ্চায়ে শ্রীতি-
রেবাধিকাধিকা ॥ ৫৮ ॥ চন্দ্রহর্যোপরাগৈস্ত কোটি-
ভিৰ্যৎ কলং স্মৃতম্ । তৎকলং সমবাপোতি কক-
কক্কেতি কীৰ্ত্তনাৎ ॥ ৫৯ ॥ গুরুদারাভিগমনঃ হেম-
স্তেয়াদি পাতকম্ । শ্রীকককীৰ্ত্তনাদ্যাতি স্বৰ্ণতপ্তং
হিমং যথা ॥ ৬০ ॥ যুক্তো যদি মহাপাপৈরগম্যাগমনা-
দিভিঃ । মুচ্যতে চান্তকালেহপি সৰুক্ষীকককীৰ্ত্তনাৎ ॥
৬১ ॥ অবিভক্তমনা যন্ত বিনাপাঙ্গারবৰ্ত্তনাৎ ।
প্রেতহং সোহপি নাপোতি অস্তে শ্রী কককীৰ্ত্তনাৎ ॥
৬২ ॥ মুখে ভবতু মা জিহ্বাসতী যা তু রসাতলম্ ।
ন সা চেৎকলিকালে যা শ্রীককগুণবাদিনী ॥ ৬৩ ॥
স্ববক্ত্রে পরবক্ত্রে চ বন্দ্যা জিহ্বা প্রযত্নতঃ । কুরুতে
যা কলৌ পুত্র শ্রীককগুণকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৬৪ ॥ পাপবলী
মুখে তন্ত জিহ্বারূপেণ কীৰ্ত্তাতে । যা ন বক্তি
দিবারাত্রৌ শ্রীককগুণকীৰ্ত্তনম্ ॥ ৬৫ ॥ পততাং

পরাক ব্রত করিয়াও যে পাপ না যায়, একমাত্র
কককনাম কীৰ্ত্তনেই সেই পাপ অপগত হইয়া থাকে ।
অন্ত কোটি কোটি নামে আমার কদাচিৎ শ্রীতি হয়,
কিন্তু একবার মাত্র 'শ্রীকক' নাম উচ্চারণেই আমার
অধিকতর শ্রীতি হইয়া থাকে । কোটিচন্দ্র স্বর্ঘ্য-
গ্রহণে ধর্ম্মাচারে মানবের যে ফল হয়, "শ্রীকক" এই
রূপনাম কীৰ্ত্তনে ততোধিক ফল হইয়া থাকে । গুরু-
দারাভিগমন ও সুবর্ণস্তেয় পাতক—নিদাঘতপ্ত
হিমের স্তায় কক-নামস্মরণে দূরীভূত হয় । যদি
অগম্যাগমনাদি মহাপাপনিবহেও যুক্ত হয়,
তথাপি মানব অন্তকালে একবার আমার নাম
কীৰ্ত্তনে যুক্ত হইয়া থাকে । অনাচারপরায়ণতা
বশত অবিভক্তমনা মানবও অন্তকালে শ্রীকক-
নাম কীৰ্ত্তনে প্রেতহ প্রাপ্ত হয় না । কলিকালে
যে জিহ্বা বা অসতী শ্রীকক গুণাবাদ না করে,
মানবের মুখে তজ্জপ জিহ্বা যেন হয় না এবং
সে অসতী যেন রসাতলে গমন করে । হে
পুত্র ! কলিকালে যে জিহ্বা শ্রীককের গুণ
কীৰ্ত্তন করে, পরের মুখেই হউক আর স্বীয়
মুখেই হউক, সে জিহ্বা প্রযত্নসহকারে বন্দনীয় ।
যাহার মুখ দিবারাত্রি শ্রীককের গুণাবাদকীৰ্ত্তন না
করে, তাহার মুখে জিহ্বা পাপলতিকা বলিয়া কীৰ্ত্তিত
হইয়া থাকে । যে জিহ্বা "শ্রীকক শ্রীকক শ্রীকক
শ্রীকক" এইরূপ জপনা করে না, রোগরূপিণী

শতখণ্ডা তু সা জিহ্বা রোগরূপিণী । শ্রীকককক-
কক্কেতি শ্রীকক্কেতি ন জয়তি ॥ ৬৬ ॥ শ্রীককনাম-
মাহাত্ম্যং প্রাতঃকথায় যঃ পঠেৎ । উস্তাহং শ্রেয়সাং
দাতা ভবাম্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৭ ॥ শ্রীককনামমাহাত্ম্যং
ত্রিসংখ্যং হি পঠেত্তু যঃ । সৰ্বান কামানবাপোতি
স মৃতঃ পরমাং গতিম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীককনামমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ । শূন্য ধ্যানং চতুর্ধিক্র বক্ষ্যামি শ্রীত-
মানসঃ । ঋতেনৈব চ সৌভাগ্যং লভতে মানবো ভূবি
১ ॥ অথ শ্রীমদুদ্যানসদ্বীতহৈমন্তলোভাসিরত্বকুরমণ্ড-
পান্তঃ । লসৎকল্পবৃক্ষোদিতোদীপ্তরত্নমলাধিষ্ঠিতা-
স্তোজপীঠাধিক্রমঃ ॥ ২ ॥ মহানীলনীলাভমত্যস্তবালং
গুড়শিখরকুম্বাশ্রিতশ্রবণকেশম্ । অনিত্রাতপর্য্যা-
কুলোৎফুল্পপদ্মপ্রমুদাননং শ্রীমদিন্দীবরাক্ষম্ ॥ ৩ ॥
চলৎকুলোল্লাসিতোৎফুল্লগল্লং সুঘোণং সুশোণা-

সেই জিহ্বা শতখণ্ড হইয়া পতিত হউক । যে
মানব প্রাতঃকালে শয্যাভ্যাগ করিয়া শ্রীকক-
নামমাহাত্ম্য পাঠ করে, আমি তাহার শ্রেয়ো-
দাতা হই, সংশয় নাই । যেনর সঙ্ক্যাভয়ে শ্রীকক
নাম মাহাত্ম্য পাঠ করে, সে সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত
হয় এবং মৃত হইয়াও উত্তম গতি লাভ করে ॥ ৬৯-৬৮

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

ভগবান্ বলিলেন,—হে চতুরানন ! এক্ষণে
ধ্যান কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রীতমনে শ্রবণ কর ; মানব
এই ধ্যান শ্রবণ করিলে সৌভাগ্যলাভ করে ।
ধ্যান যথা,—যাহা শ্রীসম্পন্ন উদ্যানমণ্ডিত হৈম
ন্তলে উদ্ভাসিত হইয়া রত্নপ্রভায় স্ফুরিত হইতেছে,
তথাভূত মণ্ডপের মধ্যভাগে কল্পতরুরাজিত প্রফট
দীপ্ত রত্নহসে অধিষ্ঠিত অস্তোজপীঠে যিনি অধি-
রূঢ় হইয়া আছেন ; বাহ্য প্রভা অভাব নীলবর্ণ,
যিনি একান্ত বালকবৎস উপনীত, বাহ্য মুখমধ্য
গুড়মূলে শিখ, যদীয় কৈশিকলাপ বিশ্রুত, উৎকল
পদ্মের স্তায়, যদীয় মুখবদন অলিকুলে পদ্মাকুলিত,
যিনি ইন্দীবরনিত নরশোভিত, বাহ্য উৎকল

ধরঃ সুস্মিতাস্তম্ । অনেকোন্নসংকঠভূমালসন্তঃ
বহন্তঃ নথঃ পৌণ্ডরীকঃ সুনেন্দ্রম্ ॥ ৪ ॥ সমুদ্র-
সরোরঃস্থলঃ ধেনুধূলী ॥ সুপুষ্পাঙ্গমষ্টপদাকল্প-
দীপ্তম্ । কটীরস্থলে চাক্রজ্যোত্স্বয়ুগ্মে পিনকঃ
কণৎকিঙ্কণীজালদার্য্য ॥ ৫ ॥ হসন্তঃ লসৎকুজীবঃ
প্রস্থনপ্রভাপাণিপাদাঙ্কজোদারকাস্ত্য্য ॥ করে দক্ষিণে
পায়সঃ বামহস্তে দধানঃ নবঃ শুদ্ধহৈয়ঙ্গবীনম্ ॥ ৬ ॥
মহীভারভূতামরারতিযুধানলঃ পুতনাদীর্ঘহস্তঃ
প্রবৃত্তম্ । প্রভুঃ গোপিকাগোপবৃন্দেন বীতঃ
সুরেন্দ্রাদিভির্ভদিতং দেবদেবম্ ॥ ৭ ॥ প্রগে
পূজয়িত্বা হনুমত্যা ক্রকঃ ভুজঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিভির্ভক্তি-
নম্রঃ । সিতাঙ্কোজহৈয়ঙ্গবীনৈশ্চ দগ্না বিমিশ্রণ
দুগ্ধেন সম্পীণয়েতম্ ॥ ৮ ॥ ইতি প্রাতরেবার্চয়েদচ্যুতং
যো নরঃ প্রতাহঃ শব্দাস্তিক্যযুক্তঃ । লভেৎ
সৌচিচিরৈবে লক্ষ্মীঃ সমগ্রামিহ প্রেত্য শুদ্ধং পরকাম
ভূয়াৎ ॥ ৯ ॥ মঙ্গলশ্চাক্তঃ পুরা পুত্র আদৌ লোক-
মনোহরঃ । শ্রীমদামোদরাখ্যো হি শব্দ তস্মাদি-
কারিণঃ ॥ ১০ ॥ অযোগ্যায় ন দাতব্যো মঙ্গরাজ-

গণ্ডস্থল রক্তকুণ্ডলযুগলে উল্লসিত, যিনি সুনাস,
সুরকোষ্ঠ ও সুস্মিতাস্ত এবং যিনি বহুবিলসিত
কঠভূময় অনকৃত, বাহার নখর পুণ্ডরীকাত, যিনি
সুনেন্দ্র, বাহার বক্ষঃস্থল ধেনুখিত ধূলিজালে ধূস-
রিত, যিনি সুপুষ্পাঙ্গ, অষ্টপদবৎ সুদীপ্ত, বাহার
সুন্দর জজ্ঞা ও উজ্জ্বল কণিত কিঙ্কণীজাল-
মালা পিনক; যিনি হাসিতেছেন এবং বকুজীব
কুমুমের প্রভাসম্পন্ন 'পাণি ও পদাঙ্কজের উদার
কাস্তিচ্ছটায় দীপ্তি পাইতেছেন; বাহার দক্ষিণ করে
পায়স, বাম হস্তে নবজাত সদ্যোমুত; যিনি মহী-
মণ্ডলের ভারভূত সুরশক্রসমূহের অনলম্বরূপ
এবং পুতনা প্রভৃতিকে নিহত করিতে যিনি সমু-
দাত; সেই গোপিকা-গোপবৃন্দপরিবৃত সুরেন্দ্রাদি
বন্দিত দেবদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাতে পূজা ও
ধ্যান করিয়া ভক্তিবিমলভাবে সিতপদ্ম, হৈয়ঙ্গবীন,
দধি ও দুগ্ধ দ্বারা প্রণীত করিবে। যে নর
আস্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া প্রতাহ প্রভাতে অচ্যুত
হরির পূজা করে, সে অচিরেই লক্ষ্মী লাভ
করে এবং ইহকালে সমগ্র সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া
আমার শুক সনাতন খেড় স্থান প্রাপ্ত হয়।
হে পুত্র! পূর্বে দানমাদয়মঙ্গল কহিয়াছি। এই
মঙ্গল লোকমনোহর, উহা প্রথমেই কথিত হই-
য়াছে, এক্ষণে সেই মঙ্গলের আধিকারী নির্দেশ করি-

দ্বয়া স্মৃত । যত্নেন গোপনীয়ঞ্চ রহস্যং শীঘ্রসিদ্ধিদম্ ॥
১১ ॥ অলসঃ মলিনঃ ক্রিষ্টঃ দম্ভমোহসমবিতম্ ।
দরিদ্রঃ রোগিণঃ ক্রুদ্ধঃ রাগিণঃ ভোগলালসম্ ॥ ১২ ॥
অসুখামৎসরগ্রস্তঃ শঠঃ পরুষবাদিনম্ । অজ্ঞায়েনা-
জিতধনঃ পরদাররতঃ সদা ॥ ১৩ ॥ বিদ্বাং বৈরিণঃ
নিত্যমজ্ঞঃ পণ্ডিতমানিনম্ । ভ্রষ্টব্রতঃ ক্রিষ্টবৃত্তিঃ
পিণ্ডনঃ দুষ্টমানসম্ ॥ ১৪ ॥ বহ্বাশিনঃ ক্রুরচেষ্ট-
মগ্রগণ্যঃ দুরাশ্রনাম্ । কপণঃ পাপিনঃ রৌদ্ৰমাস্ত্রি-
তানাং ভয়ঙ্করম্ ॥ ১৫ ॥ এবমাদিগুণৈর্ভুক্তঃ শিষ্যঃ
নৈব পরিগ্রহেৎ । গৃহীয়াদ্যদি তদোষঃ প্রায়ো
শুকম্পৃশ্যেৎ ॥ ১৬ ॥ অমাত্যদেনো রাজানং
জায়াদোষঃ পতিঃ যথা । তথা শিষ্যকৃতো দোষো
শুকঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥ তস্মাচ্ছিষ্যঃ শুক-
নিত্যং পরীক্ষ্যেৎ পরিগ্রহেৎ । কায়েন মনসা
বাচা শুকশুশ্রাষণে রতম্ ॥ ১৮ ॥ অস্তেয়বৃত্তিমাস্তিক্য-
যুক্তং মোক্ষকৃতোদ্যমম্ । ব্রহ্মচর্য্যরতং নিত্যং দৃঢ়-
ব্রতমকল্যবম্ ॥ ১৯ ॥ প্রসন্নহৃদয়ঃ শুদ্ধমশঠঃ বিমলা-
শয়ম্ । পরোপকারনিরতঃ স্বার্থে চ বিগতস্পৃহম্ ॥

তেছি, শ্রবণ কর । হে স্মৃত! এই মঙ্গল সকল মন্ত্রের
শ্রেষ্ঠ, তুমি অযোগ্য ব্যক্তিকে কখনও ইহা প্রদান
করিও না। এই মঙ্গল যত্নপূর্বক গোপনীয় এবং রহস্য
ও আশুসিদ্ধিদায়ক ১১—১১। অলস, মলিন, ক্রিষ্ট,
দম্ভ ও মোহযুক্ত, দরিদ্র, রোগী, ক্রোধন, রজোগ্র-
যুক্ত, ভোগলালস, অসুখা ও মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষ-
বাদী, অজ্ঞায়পূর্বক অর্থোপার্জনকারী, সতত পরদার-
রত, বিদ্রবিসিষ্ট, নিত্য পণ্ডিতমানী, অজ্ঞ, ভ্রতভ্রষ্ট,
ক্রিষ্টবৃত্তি, পিণ্ডন, দুষ্টচেতা, বহ্বাশী, ক্রুরচেষ্ট, দুরাশ্রা-
দিগের অগ্রণী, কপণ; পাপী, আশ্রিতের প্রতি রৌদ্ৰ-
কর্ষা, ভয়ঙ্কর—এই সকল গুণযুক্ত মানবকে শিষ্য
বলিয়া গ্রহণ করিবে না; আর এই সকল দোষের
অনেকগুলি যদি শুককে স্পর্শ করে, তবে তাদৃশ
শুককেও শুক বলিয়া গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। দেখ,
যেমন অমাত্যদোষ নৃপকে এবং পত্নীদোষ পতিকে
আশ্রয় করে, তজ্জন শিষ্যকৃত দোষও শুককে
আশ্রয় করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই; অতএব শুক
শিষ্যকে নিত্য পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবেন। যে
নর কায়, বাক্য ও মনোদ্বারা শুকর শুশ্রূসারত;
যাহার স্তেয়বৃত্তিতে প্রবৃত্তি নাই, জ্ঞান—আস্তিক্যযুক্ত
ও মোক্ষে উদ্যমশীল; যে দৃঢ়ব্রত, সতত ব্রহ্মচর্য্য-
রত, নিষ্পাপ প্রসন্নহৃদয়, শুদ্ধ, শঠাশীন, পুতানয়,
পরোপকারনিরত, স্বার্থে স্পৃহাহীন এবং যে স্বীয়

২০ । অচিন্ত্যবিশুদ্ধদৈবৈশ্বর্য পরিতোষকরঃ গুরোঃ ।
 আশ্রিতানাং তথা পুত্র পরিতোষকরঃ শুচিঃ ॥ ২১ ॥
 ঈদৃগ্ধায় শিষ্যায় মন্ত্রং দদ্যাত্তু নাস্তথা । যদ্যস্তথা
 বদেত্তশ্মিন্ দেবতাশাপ আপতেৎ ॥ ২২ ॥ শৃণু পুত্র
 প্রবক্ষ্যামি গুরোরপি চ লক্ষণম্ । এতিহ্য লক্ষণৈ-
 র্যুক্তো গুরুরেব ভবেন্নৃণাম্ ॥ ২৩ ॥ সমচেতাঃ
 প্রশান্তাত্মা বিমল্যশ্চ স্নহননুগাম্ । সাধুর্দহান্ সমো
 লোকে স গুরুঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৪ ॥ মম ব্রতধরো
 নিত্যং বৈষ্ণবানাং সুসম্মতঃ । মদাশ্রয়কথাসক্তো
 মমোৎসবরতঃ সদা ॥ ২৫ ॥ কৃপাসিক্কুঃ সুপূর্ণাঃ
 সর্বসম্বোধকরকঃ । নিঃস্পৃহঃ সর্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব-
 বিদ্যাবিশারদঃ ॥ ২৬ ॥ সর্বসংশয়সংহতানলসো
 গুরুদাত্তঃ । ব্রাহ্মণঃ সর্বকালজঃ কুৰ্য্যাৎ সর্বেষ-
 হুগ্রহম্ ॥ ২৭ ॥ পুরোক্তলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্য ঈদৃগ্ধি-
 ধাদ্গুরোঃ । গৃহীয়াৎ পুত্র তন্মন্ত্রং মার্গশীর্ষে মদা-
 য়নে ॥ ২৮ ॥ বৈষ্ণবানাং ব্রতানাকু কুৰ্য্যাৎ স্বীকরণং
 বৃথঃ । মৎ প্রয়ঃ শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধীমদ্ভাগবতং পরম্ ॥ ২৯ ॥
 জীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং লোকবিশ্রুতম্ । শৃণুয়া-

ক্কুয়া যুক্তো মম সন্তোষকারণম্ ॥ ৩০ ॥ নিত্যং
 ভাগবতং যন্ত পুরাণং পঠতে নরঃ । প্রত্যক্ষরং
 ভবেত্তস্মৈ কপিলাদানজং ফলম্ ॥ ৩১ ॥ শ্লোকার্ধঃ
 শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোক্তবম্ । পঠতে
 শৃণুয়াদ্যন্ত গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥ যঃ পঠেৎ
 প্রযতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং স্মৃত । অষ্টাদশ-
 পুরাণানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৩ ॥ নিত্যং মম
 কথা যত্র তত্র তিষ্ঠন্তি বৈষ্ণবাঃ । কলিবাহ্য নরাস্তে
 বৈ যেহর্চয়ন্তি সদা মম ॥ ৩৪ ॥ বৈষ্ণবাণাস্ত শাস্ত্রাণি
 যেহর্চয়ন্তি গৃহে নরাঃ । সর্বপাপবিনির্মুক্তা ভবন্তি
 সুরবন্দিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ যেহর্চয়ন্তি গৃহে নিত্যং শাস্ত্রং
 ভাগবতং কলৌ । আশ্বেটিয়ন্তি বরন্তি তেষাং
 প্রীতো ভবাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥ যাবদিনানি হে পুত্র
 শাস্ত্রং ভাগবতং গৃহে । তাবৎপিবন্তি পিতরঃ কীরং
 সর্পির্নৃদকম্ ॥ ৩৭ ॥ যচ্ছন্তি বৈষ্ণবে তন্ত্র্যা শাস্ত্রং
 ভাগবতং হি যে । কল্পকোটিসহস্রাণি মম লোকে
 বসন্তি তে ॥ ৩৮ ॥ যেহর্চয়ন্তি সদা গোহে শাস্ত্রং
 ভাগবতং নরাঃ । প্রীণিতাষ্টৈশ্চ দিব্ধা যাবদাত্ত-

চিত্ত, বিস্ত ও দেহ দ্বারা গুরু ও শরণাগত ব্যক্তির
 সতত সন্তোষকর কার্য্য করে, হে তনয়! এইরূপ
 গুণসম্পন্ন শিষ্যকেই মন্ত্র প্রদান করিবে, কদাচ
 অন্যথা করিবে না; ইহার অন্যথা করিলে তাহার
 উপর দেবগণের অভিশাপ পতিত হয়। হে পুত্র!
 এক্ষণে গুরু ও লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর; হে
 বৎস! এই সকল লক্ষণসম্পন্ন ব্যক্তিই মানব-
 গণের গুরু হইবেন। যিনি সকল প্রাণীতে সমান-
 চিত্ত, প্রশান্তাত্মা, অক্রোধ, মানবগণের প্রতি
 সৌহার্দ্যসম্পন্ন, সাধু, শ্রেষ্ঠ ও সম—লোকে তিনিই
 গুরু বলিয়া কীর্তিত হন। যিনি সতত আমার ব্রত-
 ধারী, বৈষ্ণবগণের সুসম্মত, আমার কথায় আসক্ত,
 আমার শরণাপন্ন ও আমার উৎসবে নিত্য নিরত;
 যিনি কৃপাসিক্কু, পূর্ণমনোরথ, সর্বভূতের উপকারক,
 নিখিল বস্তুতে নিঃস্পৃহ, সিদ্ধ, সর্ববিদ্যাবিশারদ
 এবং যিনি সংশয় সকলের ছেতা ও অনলস, তাদৃশ
 গুরুই আদৃত হন। হে পুত্র! ব্রহ্মন! সর্বকালজ,
 সর্বভূতে অহুগ্রহকারী এবং পুরোক্তলক্ষণযুক্ত
 শিষ্য এবং বিধি গুরু নিকটে আমার মাস মার্গশীর্ষে
 যজ্ঞগ্রহণ করিবে। বিচক্ষণ মানব বৈষ্ণব ব্রতনিচয়
 স্বীকার এবং আমার পরম প্রিয় জীমদ্ভাগবত সতত
 শ্রবণ করিবে। জীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ ত্রিলোক-

বিখ্যাত। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এই পুরাণ শ্রবণ করিলে
 আমি প্রীত হই। যে মানব নিত্য ভাগবতপুরাণ
 পাঠ বা শ্রবণ করে, প্রতি অক্ষরেই তাহার কপিল
 দানের ফল হয়। যে ব্যক্তি ভাগবতের শ্লোকার্ধ
 বা শ্লোকপাদ পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহার গোসহস্র-
 দানের ফললাভ হয়। হে পুত্র! যে মানব প্রয়ত
 হইয়া প্রতিদিন ভাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করে,
 তাহার অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল হয়। যে স্থানে
 নিত্য আমার কথার আলোচনা হয়, বৈষ্ণবগণ তথায়
 অবস্থান করেন। যে সকল লোক গৃহে সর্বদা
 আমাকে অর্চনা করেন, কলি ভাঁহাদিগকে স্পর্শ
 করে না। যে নর গৃহে বৈষ্ণবগ্রন্থনিচয়ের অর্চনা
 করেন, তিনি সর্বপাপবিমুক্ত ও দেববন্দিত হন।
 কলির লোক সকল যদি গৃহে ভাগবতশাস্ত্র অর্চনা
 বা ভাগবতশাস্ত্রের বিকাশ কিংবা বক্তৃতা করেন,
 আমি ভাঁহাদের প্রতি প্রীত থাকি। হে
 পুত্র! যতদিন ভাগবতশাস্ত্রগ্রন্থ গৃহে থাকে, তত-
 কাল পিতৃগণ সেই গৃহে কীর, স্নাত, মধু ও
 উদক পান করেন। ইহার ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবকে
 ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন, সহস্রকোটিকল্প-
 কাল ভাঁহাদের আমার লোকে বাস হয়। মানবগণ
 যদি গৃহে ভাগবতের পূজা করেন, তবে সেই

সংগ্রহম্ ॥ ৩৯ ॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা বরং ভাগ-
বতং গৃহে । শতশোহং সহস্রৈশ্চ কিমুচৈঃ শাস্ত্র-
সংগ্রহৈঃ ॥ ৪০ ॥ ন যন্ত তিষ্ঠতে শাস্ত্রং গৃহে ভাগ-
বতং কলৌ । ন তন্ত পুনরায়ত্তিষ্ঠাম্যপাশাৎ কদা-
চন ॥ ৪১ ॥ কথংস বৈকবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং
কলৌ । গৃহে ন তিষ্ঠতে যন্ত শ্বপচাদধিকো হি সঃ ॥
৪২ ॥ সর্বস্বেনাপি লোকেশ কর্তব্যঃ শাস্ত্রসংগ্রহঃ ।
বৈকবস্ত সদা ভক্ত্যা তুষ্টিার্থং মম পুত্রক ॥ ৪৩ ॥ যত্র
যত্র ভবেৎ পুণ্যং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ । তত্র তত্র
সদৈবাহং ভবামি ত্রিদশৈঃ সহ ॥ ৪৪ ॥ তত্র সর্বাণি
তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ । যত্রাঃ সপ্তপুত্রী নিত্যাঃ
পুণ্যাঃ সর্বে শিলোচ্চয়াঃ ॥ ৪৫ ॥ শ্রোতব্যং মম শাস্ত্রং
হি যশোধর্ম্মজয়ার্থিনা । পাপক্ষয়ার্থং লোকেশ মোক্ষার্থং
ধর্ম্মবুদ্ধিনা ॥ ৪৬ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যমায়ুরারোগ্য-
পুষ্টিদম্ । পঠনাক্রুবণায়াপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
৪৭ ॥ ন শৃণ্বন্তি ন হব্যন্তি শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্ ।
সত্যংসত্যং হি লোকেশ তেষাং স্বামী সদা যমঃ ॥
৪৮ ॥ ন গচ্ছন্তি সদা মর্ত্যঃ শ্রোতুং ভাগবতং শ্রুত ।

পূজায় দেবগণ পুনঃ প্রলয়কাল পর্য্যন্ত শ্রীত থাকেন ।
যাহার গৃহে সম্পূর্ণ ভাগবত কিংবা শ্লোক বা
শ্লোকার্দ্ধও থাকে, অশ্রু শত সহস্র শাস্ত্রগ্রন্থসংগ্রহে
তাহার কি প্রয়োজন ? কলিযুগে যাহার গৃহে ভাগ-
বত গ্রন্থই নাই, যমপাশ হইতে কদাচ তাহার পুনরা-
য়ত্তি হয় না, সে সকল কালেই নরকে বাস করে ।
কলিকালে যাহার গৃহে ভাগবত শাস্ত্র নাই, তাহাকে
কিরূপে বৈকব বলা চলে ? সে ককুরভোজী
চণ্ডালেরও অধম । হে লোকেশ ! অতএব আমার
তুষ্টির জন্ত সর্বস্ব দিয়াও বৈকব মানব সতত শাস্ত্র
সংগ্রহ করিবেন । হে পুত্রক ! কলিকালে যে যে
স্থানে পুণ্য ভাগবত গ্রন্থ থাকে, ত্রিদশগণ সহ আমি
তথায় সতত বাস করি এবং সে স্থানেই নিখিল
তীর্থ, নদ, নদী, সরোবর, যজ্ঞ, অযোধ্যা, মথুরা
প্রভৃতি সপ্তপুত্রী ও পুত শিলা সকল নিত্য বিদ্যা-
মান থাকে । যশ, ধর্ম্ম ও জয়ার্থী মানব নিত্য
আমার ভাগবত শাস্ত্র শ্রবণ করিবে ; হে লোকেশ !
ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা ইহা শ্রবণ করিলে পাপক্ষয় ও মোক্ষ
হয় । পুণ্য শ্রীমদ্ভাগবত আয়ু, আরোগ্য ও পুষ্টি-
ক্রম এবং ইহার পঠন শ্রবণে মর্ত্যবাসী সকল পাপ
হইতে মুক্ত হয় । যাহারা পরম ভাগবত শ্রবণ
করে না বা কলিগ্রন্থ হইতে হয় না, হে লোকেশ ! আমি
সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি, যম তাহাদের প্রতিই

একাদশাং বিশেষণে নাস্তি পাপরতন্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
শ্লোকং ভাগবতং চাপি শ্লোকার্দ্ধং পাদমেব বা ।
লিখিতং তিষ্ঠতে যন্ত গৃহে তন্ত বসাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
সর্বাগ্রমাভিগমনং সর্বতীর্থাবগাহনম্ । ন তথা
পাবনং নুণাং শ্রীমদ্ভাগবতং যথা ॥ ৫১ ॥ যত্রযত্র
চতুর্বন্ধু শ্রীমদ্ভাগবতং ভবেৎ । গচ্ছামি তত্র তত্রাহং
গৌরীং শ্রুতবৎসলা ॥ ৫২ ॥ মৎকথাবাচকং নিত্যাং
মৎকথাশ্রবণে রতম্ । মৎকথাশ্রীতমনসঃ নাহং
ত্যাঙ্ক্যামি তং নরম্ ॥ ৫৩ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং
দৃষ্ট্বা নোত্তিষ্ঠতে হি যঃ । সাংবৎসরং তন্ত পুণ্যং
বিলয়ং যাতি পুত্রক ॥ ৫৪ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং দৃষ্ট্বা
প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ । সম্মানয়েত তং দৃষ্ট্বা ভবেৎ
শ্রীতির্ম্মাতুলা ॥ ৫৫ ॥ দৃষ্ট্বা ভাগবতং দূরাৎ
প্রক্রমেৎ সম্মুখং হি যঃ । পদেপদেহমধেষ্ট কলং
প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৫৬ ॥ উখায় প্রণমেদ্যো বৈ
শ্রীমদ্ভাগবতং নরঃ । ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ ভক্তিং
চ প্রদদাম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥ মহারাজোপচারৈস্ত শ্রীমদ্ভাগ-

প্রভৃৎ করে । ১২-৪৮। হে তনয় ! বিশেষতঃ একাদশী
দিনে যে মানব ভাগবত শ্রুতিতে গমন না করে, তাহা
হইতে পাপতর আর কেহই নাই, যাহার গৃহে ভাগ-
বতের শ্লোকার্দ্ধ বা শ্লোকপাদ লিখিত থাকে, আমি
তাহার গৃহে বাস করি । মানবের ভাগবত যেরূপ
পবিত্রতাবিধায়ক, সকল আশ্রমের আশ্রয়লাভ কিংবা
নিখিল তীর্থে অবগাহনও তাদৃশ পুণ্যজনক নহে ।
হে চতুরানন ! যে যে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত থাকে,
শ্রুতবৎসলা গাভীর স্থায় আমি সেই সেই স্থানে
গমন করিয়া থাকি । যিনি আমার কথা কীর্ত্তন
করান, আমার কথা শ্রবণে রত থাকেন এবং আমার
কথা শ্রবণে যাহার মন প্রসন্ন হয়, আমি তাদৃশ
মানবকে ত্যাগ করি না । হে পুত্রক ! শ্রীমদ্ভাগবত
দর্শনে যে নর উঠিয়া না দাঁড়ায়, তাহার সংবৎসর-
কৃত স্মৃত বিনষ্ট হয় । শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে যে
নর প্রত্যাখ্যান ও অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন
করে ; তাহাকে দেখিলে আমার অতুল শ্রীতি হইয়া
থাকে । সম্মুখস্থিত ভাগবত দূর হইতে দর্শন
করিয়া যে নর প্রদক্ষিণ করে, পদে পদে তাহার
অধমেধযজ্ঞের কল লাভ হয়, সংশয় নাই । যে নর
শ্রীমদ্ভাগবত দর্শনে উত্তিত হইয়া প্রণাম করে,
আমি তাহাকে ধন, পুত্র, পত্নী এবং ভক্তি প্রদান
করি । হে শ্রুত ! শ্রেষ্ঠ উপচার সহকারে ভক্তি

বতঃ স্মৃত । শৃণুতি যে নরা ভক্ত্যা তেবাং বজ্রো
ভবাম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥ মমোৎসবেষু সৰ্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতঃ
পরম্ । শৃণুতি যে নরা ভক্ত্যা মম শ্রীতৈ্য চ
সুভত ॥ ৫৯ ॥ বহালঙ্করণৈঃ পুষ্পধূপদীপোপ-
হারকৈঃ । বশীকৃতো হুং তৈচ্চ সংস্থিয়া সং-
পতিৰ্যথা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ভাগবতশ্রৈষ্ঠ্যমাহাভ্যাবর্ণনং নাম
ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । কস্মিন্ কেষু হি দেবেশ
মার্গশীর্ষোহধিকঃ স্মৃতঃ । কিং কলং চ ভবেত্তশ্মিনে-
তৎ সৰ্বং বদ প্রভো ॥ ১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
মধুরেতি সুবিখ্যাতমস্তি কেষুং পরং মম । সুরম্যা
চ প্রশস্তা চ জন্মভূমিঃ প্রিয়া মম ॥ ২ ॥ পদেপদে
তীর্থকলং মধুরায়াং চতুর্ভুগ । যত্র যত্র নরঃ গাতো
মুচ্যতে ঘোরকিৰিয়াৎ ॥ ৩ ॥ সৰ্বধর্মবিহীনানাং
পুরুষাণাং হুরাশ্বনাম্ । নরকান্তিহরা পুত্র মধুরা

ভরে যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে, আমি তাহা-
দের বশ হই। হে সুভক্ত! বহু, অলঙ্কার,
পুষ্প, ধূপ ও দীপ এই সকল উপহার প্রদানপূর্বক
যে নর মদীয় যাবতীয় উৎসবে আমার শ্রীতির জন্ত
ভক্তি সহকারে পরম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করে,
পতিব্রতা পত্নী যেরূপ স্বামীকে বশীভূত করে,
আমিও তদ্রূপ তাহার বশতাপন্ন হই ॥ ৪২—৬০ ॥

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবেশ! মার্গ-
শীর্ষে কোন কেষু অধিক পুণ্যদ এবং তথায় কি
কললাভ হয়? হে প্রভো! তৎসমস্ত আমার নিকট
বলুন । ভগবান্ উত্তর করিলেন,—হে ব্রহ্মন্!
মধুরা নামে আমার এক সুবিখ্যাত উত্তম পুরী
আছে, এই পুরী সুরম্যা ও সুপ্রশস্তা এবং জন্মভূমি
বলিয়া উহা আমার প্রিয় । হে চতুরানন! মধুরায়
যে স্থানে ভ্রমণ করা হয়, প্রতিপদে তীর্থকল লাভ
এবং যথায় তথায় স্নানে ভক্তের পাপ হইতে মুক্তি
হয় । হে পুত্র! এই মধুরা—সর্বধর্মবিবর্জিত হুরাশ্বা

পাপনাশিনী ॥ ৪ ॥ কৃতঘ্ন চ সুরাপচ চৌরো
ভগ্নব্রতস্তথা । মধুরাং প্রাপ্য মধুরো মুচ্যতে
ঘোরপাতকাৎ ॥ ৫ ॥ স্বর্ঘ্যোদয়ে তমো নভোদ্যথা
বজ্রভয়ান্নগাঃ । তাক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা
বাতহতা যথা ॥ ৬ ॥ তদ্বজ্রানাদ্যথা হুংখং হরিং
দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ । তথা পাপানি নশস্তি মধুরাদর্শনাৎ
সুত ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মা ভক্তিমুক্তস্ত দৃষ্ট্বা মধুপুরীং নরঃ ।
ব্রহ্মহাপি বিভূধ্যত কিং পুনঃপাতকী ॥ ৮ ॥
মধুরাং স্নাতুকামস্ত গচ্ছতস্ত পদেপদে । নিরাশানি
ব্রজন্ত্যেব পাপানি চ শরীরতঃ ॥ ৯ ॥ অল্পবয়সে
গচ্ছন্তি বাণিজ্যেনাপি সেবয়া । মধুরাশ্রয়মাভ্যেপ
দিবং যান্তি গতাংহসঃ ॥ ১০ ॥ নামাপি গৃহতামস্তাঃ
সদা মুক্তির্ন সংশয়ঃ । সদা কৃতযুগং তত্র সদা
চৈবোত্তরায়ণম্ ॥ ১১ ॥ যঃ শৃণোতি চতুর্ভুগ মাধুরং
মম মন্দিরম্ । অশ্রেনোচ্চারিতে সদাঃ সোহপি
পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ ত্রিরাত্রমপি যে তত্র
বসন্তি মনুজাঃ সুত । তেষাং পুনস্তি সংহৃষ্টাঃ
স্পৃষ্টাশ্চরণরেনবঃ ॥ ১৩ ॥ যথা তৃণসমূহং তু

পুরুষগণেরও পাপবিনাশিনী ও নরকভীতিহরা ।
কৃতঘ্ন, সুরাপী, চৌর ও ভগ্নব্রত মানবও মধু-
রায় আগমন করিয়া ঘোর পাতক হইতে মুক্ত
হয় । স্বর্ঘ্যের উদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূরীভূত হয়,
অশনিপতনভয়ে গিরি যেরূপ বিনষ্ট হয়, গরুড়-
দর্শনে সর্পের যেমন ভয় উপস্থিত হয়, বাতে আহত
হইয়া মেঘ যেমন কোথায় চলিয়া যায়, তদ্বজ্রান
উদিত হইলে হুংখং যেরূপ দূর হয়, সিংহ দর্শনে
গজ যেরূপ উদ্বেজিত হয়—তদ্রূপ মধুরা দর্শনেও
পাপনিবহ বিনষ্ট হইয়া থাকে । ভক্তি ও ব্রহ্মযুক্ত
হইয়া মধুপুরী মধুরা দর্শন করিলে, ব্রহ্মহত্যাকারীও
পূত হয়, অস্ত পাতকীর কথা আর কি কহিব?
মধুরায় স্নানকামী মানব পাদক্ষেপপূর্বক গমনে
উদ্যত হইলে প্রতিপদে পাপপুঞ্জ নিরাশ হইয়া
তাহার শরীর পরিত্যাগপূর্বক চলিয়া যায় । বাণিজ্য
বা সেবারতির জন্ত আত্মবক্ষিক মধুরাগমনেও তথায়
স্নান করিয়া মানব বিগতগীপ হইয়া স্বর্গে গমন
করে ॥ ১—১০ ॥ হে ব্রহ্মন্! অধিক কি কহিব? সত্যত
এই পুরীর নামগ্রহণেও মুক্তিলাভ হয়, সংশয়
নাই । তথায় নিত্য সত্যযুগ ও নিত্য উত্তরায়ণ
বিরাজমান; হে চতুরানন! অশ্রের মুখোচ্চারিত
“মধুরা হরিমন্দির” এই কথাটি শ্রবণ করিয়াও
নর তৎকণাৎ পাপবিন্যস্ত হয় । হে সুত! যাহারা

অলংকৃত্য কুলিঙ্গকাঃ । তথা মহাস্তি পাণানি দহতে
মথুরা পুরী ॥ ১৪ ॥ স্নানেন সৰ্বভীষানাং যঃ
স্মৃৎ স্কৃতসংকল্পঃ । ততোহধিকতরং প্রোক্তা মথুরা
সম্মমণ্ডলে ॥ ১৫ ॥ চতুর্নামপি বেদানাং পুণ্যমধ্যম্নাচ্চ
যৎ । তৎপুণ্যং জায়তে তত্র মথুরাং স্মরতাং
নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥ অস্তত্র হি কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য
নশ্রুতি । তীর্থেষু যৎকৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি
॥ ১৭ ॥ মথুরায়াং কৃতং পাপং মাথুরায়াং প্রণশ্রুতি ।
ধর্মার্থ কামমোক্ষার্থ্যং স্থিহা তত্র লভেতরং ॥ ১৮ ॥
অস্তত্র দশভির্দৈবৈঃ প্রারকং ভূজ্যতে হি যৎ । কিম্বিধং
চ চতুর্ভুক্ত মাথুরে দশভির্দৈবৈঃ ॥ ১৯ ॥ দিবি
নৈব ন পাতালে নাস্তরিক্ষে ন মানুবে । সমং তু
মথুরায়াং হি প্রিয়ং মম সदैব হি ॥ ২০ ॥ সর্বেষামেব
তীর্থানাং মাথুরং পরমং মহৎ । বাসকীড়নরূপাণি
কৃতানি সহ গোপতৈঃ ॥ ২১ ॥ ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি
ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ । যৎকলং ভারতে বর্ষে তৎকলং
মথুরাং স্মরন ॥ ২২ ॥ সন্নিহত্যাং তু যৎপুণ্যং

বাহুগ্রন্তে দিবাকরে । ততোহধিকং লভেৎ পুত্র
মথুরায়াং দিনেদিনে ॥ ২৩ ॥ পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু
তীর্থরাজে তু যৎকলম্ । তৎকলং লভতে পুত্র
সহোমাসে মধোঃ পুরে ॥ ২৪ ॥ পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু
বারাণশ্চাং চ যৎকলম্ । তৎকলং লভতে পুত্র
মথুরায়াং সহোদিনে ॥ ২৫ ॥ গোদাবরীদ্বারকয়োর্ময়ো
যঃ ক্ষেত্রে কুরুণাং ক্রিতিদায়কো যঃ । যগ্নাস্কাং
সাধয়তে গয়ায়াং সমং ভবেন্নো দিনমেকমাথুরম্ ॥ ২৬ ॥
ন দ্বারকা কাশিকাক্ষী ন মায়া গদাধরো যশ্চ সমং
ন তীর্থম্ । সন্তর্পিতা যদ্যমুনা জলেন বাহুস্তি নো বৈ
পিতরঃ পিণ্ডদানম্ ॥ ২৭ ॥ মথুরায়াং প্রকুর্ষন্তি
পুরীসাধারনীদৃশম্ । যে নরাস্তেহপি বিজ্ঞেয়াঃ
পাপরাশিভিরবিতাঃ ॥ ২৮ ॥ ন দৃষ্টা মথুরা যেন
দিদৃক্ষা যশ্চ জায়তে । যত্র তত্র মৃতশ্চাপি মাথুরে
জন্ম জায়তে ॥ ২৯ ॥ ভূমে রজাংসি গণয়েৎ
কালেনাপি চতুর্মুখ । মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং
সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৩০ ॥ কুরু ভোঃ কুরু ভো
বাসং মথুরায়াং পুরীং প্রতি । বসামি সততং

তথায় ত্রিরাত্র বাস করেন, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন
ও চরণরেণুও মানবগণকে পবিত্র করে । বহি-
কণা ভূগম্বপকে যেরূপ ভাস্মরাশিতে পরিণত করে,
মথুরাপুরীও তদ্রূপ মহাপাতকসমূহ দহন করিয়া
থাকে ।- তীর্থনিচয়ের অবগাহনে যে স্কৃত সঞ্চিত
হয়, সমগ্র মথুরামণ্ডলে তাহা হইতে অধিক পুণ্য
কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব
এই বেদচতুষ্টয়ের অধ্যয়নে যে পুণ্য, মথুরাস্মরণে
মানব তাহার সমান পুণ্য প্রাপ্ত হয় । অস্তত্র পাপ
করিলে তীর্থপ্রাপ্তিতে তাহা বিনষ্ট হয়, আর তীর্থ-
নিচয়ের কৃত পাপ বজ্রলেপ অর্থাৎ দৃঢ়তর হইয়া
থাকে ; কিন্তু মথুরায় কৃত পাপ মথুরাতেই বিনষ্ট
হয় । ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামে যে বর্গচতুষ্টয়
নির্দিষ্ট, মথুরায় থাকিয়াই মানব তাহা লাভ করে ।
মানব অস্তত্র দশবৎসরে যে প্রারক পাতককল
ভোগ করে, হে চতুরানন ! মথুরাপুরীতে দশ-
দিনেই তাহার সে কলুষসম্ভোগ সমাপ্ত হইয়া যায় ।
স্বর্গ, পাতাল, অস্তরীক এবং মানুষ্যলোকে মথুরার
জায় সতত প্রিয় আমার আর কোন পুরীই নাই ।
মথুরানগরী সকল তীর্থ হইতেই শ্রেষ্ঠ, আমি গোপ-
গণ সহ এই মথুরায় শিওক্রীড়ার উপযোগী কতই
রূপ ধারণ করিয়াছি ; ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত
বৎসর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিলে যে কল, একমাত্র
মথুরা পুরীর স্মরণ করিলে তাহার তুল্য কল

লাভ হয় । হে তনয় ! সন্নিহতী নামক তীর্থে
সূর্য্যগ্রহণে যে কল কথিত হয়, একমাত্র মথুরায়
প্রতিদিনে তাহা হইতে অধিক কল বর্ণিত
হইয়াছে । হে পুত্র । তীর্থরাজ প্রয়াগে পূর্ণ সহস্র
বৎসরে যে পুণ্য হয় মার্গশীর্ষ মাসে মথুরায়
তাহার সকল পুণ্য প্রাপ্তি ঘটে । এরূপ পূর্ণ
সহস্র বৎসরে বারাণসীতে যে কল, মার্গশীর্ষে মথুরায়
তাহার তুল্য কল লাভ হইয়া থাকে । মানব
গোদাবরী দ্বারকা ও কুরুক্ষেত্রে ক্রিতিদান এবং
গয়ায় যগ্নাস বাস করিয়া যে পুণ্য সাধন করে,
আমার পুরী মথুরায় একদিনেই তাহা সাধিত হয়,
দ্বারকা, কাশী, কাঞ্চী, মায়া ও গদাধর তীর্থও ইহার
সমান নহে ; এইজন্ত আমাদের পিতৃগণ যমুনা
জলে তর্পিত হইয়া এই স্থানেই পিণ্ডপ্রাপ্তি কামনা
করেন । ১১—২৭ । যাহারা মথুরাপুরীকে সাধারণ
দৃষ্টিতে দর্শন করে, তাহাদিগকে পাপগুণ দ্বারা
বিজড়িত জানিবে । যে মানব মথুরা দর্শন করে নাই,
অথচ দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহার বলবতী, তাদৃশ মানব
যেখানেই কেন মরুক না, মথুরাতেই তাহার জন্ম
হইবে । হে চতুরানন ! কালে ভূমির স্রজ গণনা
করিলেও করা যায়, কিন্তু মথুরায় যে কত তীর্থ
আছে, তাহার গণনা হয় না । ওহে, মথুরা পুরীতে

তত্ৰাং গোপকস্তাভিরাবৃতঃ ॥ ৩১ ॥ রে রে সংসার-
মগ্নাচ্চ শিষ্যা মে শৃণুতাপরে । যদীচ্ছথ সুখং
সান্তং বাসং কুরুত মৎপুরীম্ ॥ ৩২ ॥ অহো
লোকো মহানন্দো নেত্রযুক্তো ন পশুতি । মাথুরে
বিদ্যমানেষপি সংসৃতিং ভজতে সদা ॥ ৩৩ ॥ মানুষ্যৈঃ
যোনিমতুলাং লক্ষা ভাগ্যাস্ত যোগতঃ । বৃথৈবায়ুর্গতং
তেষাং ন দৃষ্টা মথুরাপুরী ॥ ৩৪ ॥ অহো মতেঃ
সুদৌৰ্বল্যমহো ভাগ্যাস্ত দুর্লবিধিঃ । অহো মোহস্ত
মহিমা মথুরা নৈব সেব্যতে ॥ ৩৫ ॥ মথুরাং তু
পরিত্যজ্য যোহন্তত্র কুরুতে মতিম্ । মুগ্ধো
ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়া ॥ ৩৬ ॥ মথুরামপি
সম্প্রাপ্য যোহন্তত্র কুরুতে স্পৃহাম্ । দুর্লবৈস্তস্ত কিং
জ্ঞানং সোহজ্ঞানেন বিজুষ্টিতঃ ॥ ৩৭ ॥ মাত্ৰা পিত্রা
পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুতিঃ । যেষাং কাপি
গতির্নাস্তি তেষাং মম পুরী গতিঃ ॥ ৩৮ ॥ পাপরাশি-
ভিরাক্রান্তা যে দারিদ্ৰ্যপরাজিতাঃ । যেষাং কাপি
গতির্নাস্তি তেষাং মম পুরী গতিঃ ॥ ৩৯ ॥

বাস কর, বাস কর । কেননা গোপকভাগ্যে
পরিবৃত হইয়া আমি তথায় অবস্থান করিয়া থাকি ।
রে রে সংসারমগ্ন মদীয় শিষ্য ও অপরাপর ব্যক্তি-
গণ ! যদি ঘন সুখে কামনা থাকে, আমার পুরী
মথুরায় বাস কর । অহো ! লোক কি আনন্দ
ভোগই করিতেছে ! নেত্র থাকিতেও তাহারা অন্ধ !
মথুরাপুরী বিদ্যমান থাকিতেও ইহারা সংসারে
গতগতি লাভ করিতেছে । ভাগ্যযোগে যদি বা
মানুষ্যযোনি লাভ হইয়াছে, তথাপি ইহাদের বৃথা
আয়ু চলিয়া যাইতেছে ; অহো ! ইহারা কেন
মথুরানগরীদর্শন করে না ! অহো ! ইহাদের কি
বুদ্ধিদৌৰ্বল্য ও কি ভাগ্যদুর্বিধান ! অহো ! এমনই
মোহমহিমা যে, ইহারা মথুরার সেবায় বিরত হই-
য়াছে । মথুরা পরিত্যাগ করিয়া যাহার মতি অন্ত্র
য়তিলাভ করে, আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সেই
মুঢ় মানব সংসার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে । মথুরা
প্রাপ্ত হইয়াও যে নর অন্ত্র স্পৃহা করে, সেই
দুর্লবির কিরূপ বুদ্ধি ! সে নিশ্চয়ই অজ্ঞান দ্বারা
বিজুষ্টিত হইয়াছে । যে মানব মাতা, পিতা ও
আত্মীয় কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে, যাহার অন্ত
কোথাও গতি নাই ; আমার মথুরা পুরী তাহারও
গতি বলিয়া অভিহিত হয় । যে সকল নর রাশি
রাশি পাপভারে আক্রান্ত, দারিদ্ৰ্য যাহাদিগকে

সারাংসারতরং স্থানং শুদ্ধাদ্ভুততরং পরম্ । গতি-
মেষমমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ ॥ ৪০ ॥ ন তৎ-
পুণ্যেন তদানৈর্ন তপোভির্ন তু স্তবৈঃ । ন লভ্যং
বিবিধৈর্ধৌগৈর্লভ্যং মদন্তুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥ ময়ি যেষাং
স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু মৎকৃপা । তেষামেব হি
ধন্তানাং মথুরায়াং ভবেদগতিঃ ॥ ৪২ ॥ যা গতি-
র্ধৌগযুক্তস্ত ব্রহ্মজ্ঞস্ত মনীষিণঃ । সা গতিস্ত্যজতঃ
প্রাণানমথুরায়াং নরস্ত চ ॥ ৪৩ ॥ কাশ্চাদিপুণ্যো
যদি সন্তি লোকে তাসান্ত মধ্যো মথুরৈব ধন্তা । যা
জন্মমৌজীব্রতমুক্তিদানৈর্নৃণাং চতুর্দ্বা বিদধতি
মুক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥ ন যোগৈর্গা গতির্লভ্যা মনস্ত-
শতৈরপি । অন্ত্র হেলয়া সাত্ৰ লভ্যতে মৎ-
প্রসাদতঃ ॥ ৩৫ ॥ ন পাপেভ্যো ভয়ং যত্র ন ভয়ং
যত্র বৈ যমাৎ । ন গর্তবাসভীর্যত্র তৎক্ষেত্রং কো ন
সংশয়েৎ ॥ ৫৬ ॥ মথুরায়াং যৎপুণ্যং তৎপুণ্যস্ত কলং
শৃণু । মথুরায়াং সমাসাদ্য মথুরায়াং মৃত্যু হি যে ॥
৪৭ ॥ অপি কীটপতঙ্গাদ্যা জায়ন্তে তে চতুর্ভুজাঃ ।

পরাজিত করিয়াছে এবং যাহাদের অন্ত্র কোথাও
গতি নাই, আমার মথুরা পুরীই তাহাদের গতি ।
মথুরাভূমি সার হইতেও সারতরা, শুদ্ধ হইতেও
পরম শুদ্ধতরা ; যাহারা গতি অন্বেষণ করে, মথুরাই
তাহাদের পরম গতি ॥ ২৮-৪০ ॥ মানব আমাতে অল্প-
প্রাণিত হইলে যে গতি লাভ করে, অনন্ত পুণ্য, দান,
তপস্যা, স্তব ও বিবিধ যোগদ্বারা সে পুণ্য প্রাপ্ত
হয় না । আমাতে যাহাদের সুস্থিরা ভক্তি এবং
যাহাতে আমার অত্যন্ত কৃপা, তাহারাই ধন্ত ও
তাহাদেরই মথুরায় গতি হয় । যোগযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ মনীষি-
গণের যে গতি, মথুরায় তীক্ষ্ণত্যাগী মানবেরও সেই
গতিপ্রাপ্তি হয় । ত্রিলোকে কানী আদি যে পুণ্য
পুরী আছে, তাহাদের মধ্যে একমাত্র মথুরাই ধন্তা ;
আজন্ম মৌজীব্রতধারী মানবগণের যে চতুর্দ্বা মুক্তি
কথিত হয়, এই মথুরাই নরগণের তাদৃশী মুক্তি
বিধান করিয়া থাকে । অন্ত্র বিবিধ যোগদ্বারা
শত মনস্তরেও যে গতি লাভ হয় না, আমার অল্প-
গ্রহে মথুরায় তাহা হেলায় লাভ হইয়া থাকে । যে
স্থানে পাপনিচয় হইতে ভয় নাই, যমও যেখানে
ভীতিদানে অসমর্থ, যেখানে হইতে গর্তবাসভীতি
তিরোহিত হইয়াছে, কোন্ মানব সেই মথুরাভূমির
শরণ গ্রহণ না করে ? হে বৎস ! ঐকণে মথুরায়
পুণ্যকল শ্রবণ কর । যাহারা মথুরা প্রাপ্ত হইয়া
এইস্থানে মৃত হয়, হউক তাহারা কীট পতঙ্গাদি,

কৃষ্ণাং পতন্তি যে বৃক্ষান্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ।
৪৮ । মুক। (জড়াকবধিরাস্তপোনিয়মবর্জিতাঃ ।
কালে নৈব মৃত্যু যে চামম লোকং ব্রজন্তি তে ।
৪৯ । সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ প্লাবকাসুবিনাশিতাঃ । ব্রহ্ম-
পমৃত্যবো যে চ মাথুরে মম লোকগাঃ ॥ ৫০ ॥ সত্যং
সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ক্রবে শপথপূর্বকম্ । সর্বাভীষ্ট-
প্রদং নান্দ্রমথুরায়াঃ সমং কচিৎ ॥ ৫১ ॥ ত্রিবর্গদা-
কামিনাং যা মুমুক্শাঞ্চ মুক্তিদা । ভক্তীচ্ছোভক্তিদা
কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্ বৃধঃ ॥ ৫২ ॥ এতদশী
মধুপুরী কর্তব্য। মার্গশীর্ষকে । তদভাবে পুঙ্করং হি
কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্ ॥ ৫৩ ॥ জ্যেষ্ঠং হি ব্রহ্মণঃ
কুণ্ডং মধ্যং কুণ্ডঞ্চ বৈকবম্ । কনিষ্ঠং ক্রদ্রদৈবত্য-
মিত জানৌহি বুদ্ধিমন্ ॥ ৫৪ ॥ এষু স্নানঞ্চ দানঞ্চ
শ্রাদ্ধঞ্চ বিধিপূর্বকম্ । পূজা চ মহতী কার্য। মম
প্রীতিকর। স্মৃত ॥ ৫৫ ॥ পূর্ণা যা তু ভবেৎপুত্র সহোমাসে
মম প্রিয়া । তস্মাৎ যৎক্রিয়তে পুণ্যং মম প্রীতিকরং

ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥ গোদানমরদানঞ্চ হেমদানকী পুত্রক-
ধরাদানঞ্চ কর্তব্যং পূর্ণায়াং বিধিপূর্বকম্ ॥ ৫৭ ॥ সহো-
মাসে হি পূর্ণায়াং সন্মানদানঞ্চ কারয়েৎ । যৎক্রিয়তে
ক্রিয়তে পূর্ণং তদক্ষয়কলং ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥ ব্রহ্মতোজ্যং
হি কর্তব্যং যথাবিভবসারতঃ । পূর্ণায়ামেব কর্তব্য
উৎসবো ব্রতপূর্তয়ে ॥ ৫৯ ॥ যাদৃশী মথুরা পুত্র
সহোমাসে মম প্রিয়া । ন তথা তীর্থরাজাদ্যাস্তদভাবে
চ পুঙ্করম্ ॥ ৬০ ॥ পুঙ্করে মথুরায়াং বৈ পূর্ণা কার্য।
বিচক্ষণৈঃ । যত্র কুত্রাপি বা কার্য। বিধিযুক্ত। চ
পূর্ণিমা ॥ ৬১ ॥ স্নানং দানং তথা পূজাং পূর্ণায়াং না
করোতি যঃ । ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি পচ্যতে রৌরবাদিষু ॥
৬২ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মাত্তা পূর্ণা বিচক্ষণৈঃ ।
মার্গশীর্ষেণ সংযুক্ত। অনন্তকলদায়িনী ॥ ৬৩ ॥ যথা মে
কথিতং বৎস মার্গশীর্ষং মম প্রিয়ম্ । করোতি যো
নরো ভক্ত্যা তস্মৈ পুণ্যকলং শৃণু ॥ ৬৪ ॥ তীর্থাযুতেষু
যৎপুণ্যং যৎপুণ্যং ব্রতকোটিভিঃ । সর্বযজ্ঞেষু
যৎপুণ্যং তৎপুণ্যং সমবাগুদ্য ॥ ৬৫ ॥ অপুত্রো
নভতে পুত্রং নির্ধনো ধনমেব চ । বিদ্যাধী চ তথা

তাহারা চতুর্ভুজ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে । অধিক
বলিব কি, যমুনাকুল হইতে পতিত তরুরাজিও
উত্তমগতি প্রাপ্ত হয় । মুক, জড়, অন্ধ, বধির ও
তপোবিহীন নরও এখানে তনু ত্যাগ করিয়া আমার
লোক লাভ করে । মথুরায় সর্পদষ্ট, পশুহত, অনল
জলে মৃত এবং অবৈধভাবে মৃত প্রাণিগণও দেহত্যাগ
করিয়া আমার লোকে গমন করে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ !
আমি করদ্বয় উদ্ধ করিয়া সত্যশপথ করিয়া কহি-
তেছি, এই মথুরাক্ষেত্র সর্বাভীষ্টপ্রদ, মথুরার তুল্য
ক্ষেত্র আর কোথাও নাই । যাহারা কামকামী, মথুরা
তাহাদিগকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই বর্গত্রয়, যাহারা
মুমুক্শ, তাহাদিগকে মোক্ষ এবং ভক্তি যাহাদের
অভীষ্ট, তাহাদিগকে ভক্তি প্রদান করে ; অতএব
কোন বিচক্ষণ এই মথুরার শরণ গ্রহণ না করেন ?
মার্গশীর্ষে এবমুতা মধুপুরীর সেবা অবশ্যকর্তব্য ।
যদি মথুরাগমন অসম্ভব হয়, তবে বিধিপূর্বক
পুঙ্করক্ষেত্রের সেবা করিবে । হে মতিমন্ ! এক্ষণে
কুণ্ডের কথা কহিতেছি, — ব্রহ্মার কুণ্ড শ্রেষ্ঠ, বৈকব
কুণ্ড মধ্যম এবং ক্রদ্রকুণ্ডকে কনিষ্ঠ বলিয়া বিদিত
হও । হে পুত্র ! এই সকল কুণ্ডে আমার প্রীতির
জন্ত যথাবিধি স্নান, দান, শ্রাদ্ধ ও মহতী পূজা কর্তব্য
হে পুত্র ! মার্গশীর্ষের পূর্ণিমা তিথি আমার প্রিয়া ।
এই পূর্ণিমা তিথিতে যে পুণ্য অর্জিত হয়, তাহা
আমার প্রীতিকর হইয়া থাকে । হে পুত্রক ! এই

পূর্ণা তিথিতে যথাবিধি গো, অন্ন, সুবর্ণ ও ভূমিদান
কর্তব্য । মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে যে নর
গৃহদান করে, তাহার কৃত সমস্ত কার্যই পূর্ণ ও
অক্ষয়কলজনক হয় । বিভবানুসারে পূর্ণিমায়
ব্রাহ্মণতোজন করাইবে এবং ব্রতপূর্তির জন্ত উৎ-
সবাদিও কর্তব্য ॥ ৪১—৫৯ ॥ হে পুত্র ! মার্গশীর্ষে মথুরা
আমার যাদৃশী প্রিয়া, প্রধান প্রধান তীর্থও তাহার
তুল্য নহে ; কিন্তু মথুরার পরই পুঙ্করের স্থান
জানিবে । পুঙ্কর ও মথুরায়ই বিচক্ষণ মানবগণ
পূর্ণোৎসব করিবেন ; কিন্তু যেখানেই কৃত হউক না
কেন, বিধিযুক্ত পূর্ণোৎসবই কর্তব্য । যে মানব
পূর্ণিমায় স্নান, দান ও পূজা না করে, রৌরবাদি
নরকে তাহার ষষ্টিসহস্র বৎসর বাস হয় । অতএব
বিচক্ষণ মানবগণ সর্বপ্রযত্নে পূর্ণিমা মাত্ত করিবেন ।
পূর্ণিমা মার্গশীর্ষের সহিত মিলিত হইয়া অনন্তকল-
দায়িনী হয় । হে বৎস ! আমি যে মার্গশীর্ষের
কথা কহিলাম, ইহাকেও আমার প্রিয় বলিয়া
জানিবে ; যে মানব এই মার্গশীর্ষব্রত করে, তাহার
পুণ্যকল অবশ্য কর । অমৃততীর্থ, কোটিব্রত ও
নিখিল যজ্ঞে যে কল কথিত হইয়াছে, মার্গশীর্ষব্রত-
কারী নর তাহার তুল্য কল লাভ করে । পুত্রহীন—
পুত্র, নির্ধন—ধন, বিদ্যাধী—বিদ্যা এবং রূপাধী—রূপ

বিদ্যাঃ রূপার্থী রূপমাশ্রয়াৎ ॥ ৬৬ ॥ ব্রাহ্মণো ব্রহ্ম-
বর্চসী কত্রিয়ো বিজয়ী ভবেৎ । বৈশ্বো নিধিপতিঃ ক
শূদ্রঃ শুভোত পাতকাৎ ॥ ৬৭ ॥ যদ্বর্ণভকঃ কুপ্রাপ্যঃ
ত্রিষু লোকেষু মানদ । তৎসৰ্বং প্রাপ্নুয়ান্নৰ্থাঃ 'নহো-
মাসে ন সংশয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ যদ্যপোতেষু কামেষু সক্তা
যে মানবাঃ স্মৃত । তুষ্টিং হন্তে চতুর্ধকু ন কামার্ব
মহাতুজ ॥ ৬৯ ॥ অহর্লভা হি সন্তুষ্টির্মম বশ্তকরী

প্রাপ্ত হয় । মার্গশীর্ষব্রতী ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণতেজা,
কত্রিয়—বিজয়ী, বৈশ্ব—নিধীশ্বর এবং শূদ্র—পাতক
হইতে বিমুক্ত হয় । হে মানদ ! ত্রিলোকে যাহা দ্বর্লভ
ও কুপ্রাপ্য, মার্গশীর্ষব্রত করিয়া মানব নিঃসংশয় তাহা
লাভ করিতে পারে । হে স্মৃত ! যদিও এসকল
কাম্যকর্ম, তথাপি মানব ইহাতে আসক্ত হইয়া
সন্তুষ্ট হয় ; কিন্তু হে মহাতুজ ! অস্তে তাহার কামার্ব
হয় না অর্থাৎ তাহার মুক্ত হইয়া থাকে । যে ভক্তি
দ্বারা আমি বশীভূত হই, সেই উত্তম শুভা ভক্তি
মানুষের পক্ষে দ্বর্লভ ; কিন্তু হে পুত্র ! মার্গশীর্ষব্রত

শুভা । সা বৈ সম্প্রাপ্যতে পুত্র সঙ্কোচমাসে ॥ ৭০ ॥
তথা ॥ ৭০ ॥ মম শ্রীতিকরং মাসুঃ সর্বদা মম
বল্লভম্ । সর্বং সম্প্রাপ্যতেহমুদ্যমঃ প্রসাদাক্রতু-
পুথ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীকালন্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাঃ
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈকবখণ্ডে ব্রহ্মবিশ্বসংবাদে
মার্গশীর্ষমাসমাহায়ে মথুরামাহাত্ম্যবর্ণনঃ নাম
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

করিয়া মানব সেই ভক্তিতে সমর্থ হয় । এই
মাস আমার শ্রীতিকর এবং সর্বদা বল্লভ । হে
চতুরানন ! আমার প্রসাদে এই মার্গশীর্ষব্রত হইতে
মানবের সঙ্কোচশূন্য লাভ হয় । ৬০—৭১ ।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

বিশ্বকোষ

শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ । শ্রীসচ্চিদানন্দধনন্বরূপিণে কৃষ্ণায়
চানন্তুখাভিবর্ধিণে । বিশোদ্ভবস্থাননিরোধহেতবে
হুমো বয়ং ভক্তিরসাপ্তয়েহনিশম্ ॥ ১ ॥ নৈমিষে
স্বতমাসীনমভিবাদ্য মহামতিম্ । কথামৃতরসা-
স্বাদকুশলা ঋষয়োহকুবন ॥ ২ ॥ ঋষয় উচুঃ । বজ্রঃ
শ্রীমাধুরে দেশে স্বপোক্তং হস্তিনাপুরে । অভিষিচ্য
গতে রাজি তৌ কথং কিঞ্চ চক্রতুঃ ॥ ৩ ॥ সূত উবাচ ।
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ । দেবীং
সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥ ৪ ॥ মহাপথং
গতে রাজি পরীক্ষিৎ পৃথিবীপতিঃ । জগাম মথুরাং
বিপ্রা বজ্রনাভদীক্ষয়া ॥ ৫ ॥ পিতৃব্যমাগতং জাহ্ন
বজ্রঃ প্রেমপরিপ্লুতঃ । অভিগম্যাভিবাদ্যাত্ম নিনায়

প্রথম অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—যিনি শ্রীমান্ ঋষীহার রূপ সৎ,
চিৎ ও আনন্দধন; যিনি অনন্ত সুখ বর্ষণ করেন,
যিনি বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, একমাত্র
ভক্তিরসপ্রাপ্তির জন্য সেই কৃষ্ণকে আমরা নিয়ত
নমস্কার করি । বাক্যামৃতের রসাস্বাদকুশল ঋষি সকল
নৈমিষক্ষেত্রে সমাগীন মহামতি সূতকে অভিবাদন-
পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিগণ বলিলেন,—
রাজা বুদ্ধিষ্টির বজ্রকে সমুদ্র মথুরা দেশে এবং
স্বীয় পোক্তকে হস্তিনানগরে অভিষিক্ত করিয়া গমন
করিলে তাঁহার কি করিয়াছিলেন? সূত উত্তর
করিলেন,—নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী সরস্বতী
এবং ব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ
করিবে । হে বিপ্রগণ! অনন্তর রাজা মহাপ্রস্থান
করিলে পৃথিবীপতি পরীক্ষিৎ বজ্রনাভের দর্শন-
কাক্য মথুরাধীশগরে গমন করিলেন । তখন বজ্র-
নাভ পিতৃব্যকে সমাগত দেখিয়া প্রেমপরিপ্লুত
হৃদয়ে তাঁহার নিকট গমনপূর্বক অভিবাদন

নিজমন্দিরম্ ॥ ৬ ॥ পরিষজ্য স তং বীরঃ কৃৎসক-
গতমানসঃ । রোহিণ্যাদ্যা হরেঃ পত্নীকবন্দ্যাতনা-
গতঃ ॥ ৭ ॥ তাভিঃ সম্মানিতোহত্যর্থঃ পরীক্ষিৎ
পৃথিবীপতিঃ । বিশ্বাস্তঃ সুখমাসীনো বজ্রনাভমুবাচ
হ ॥ ৮ ॥ শ্রীপরীক্ষিৎবাচ । তাত স্বপিতৃভিন্ নমস্ব-
পিতৃপিতামহাঃ । উক্লতা ভূরিহঃখোঘাদহঞ্চ পরি-
রক্ষিতঃ ॥ ৯ ॥ ন পারয়াম্যহং তাত সাধু ক্রোধোপ-
কারতঃ । হামতঃ প্রার্থয়াম্যহং সুখং রাজ্যো-
হমুযুজ্যতাম্ ॥ ১০ ॥ কোশসৈন্তাদিজা চিন্তা
তথারিদমনাদিজা । মনাগপি ন কার্য্যা তে সুসেব্যাঃ
কিন্তু মাতরঃ ॥ ১১ ॥ নিবেদ্য ময়ি কর্তব্যং সর্গাধি-
পরিবর্জ্জনম্ । ঋতৈবতং পরমশ্রীতো বজ্রস্তং প্রত্যাচ
হ ॥ ১২ ॥ শ্রীবজ্রনাভ উবাচ । রাজরুচিতমেতন্তে

করত তাঁহাকে নিজ মন্দিরে আনয়ন করিলেন ।
অনন্তর কৃৎসকাস্তমনা বীর পরীক্ষিৎ বজ্রনাভের
সহিত তদীয় আয়তনে গমনপূর্বক রোহিণ্যাদিকে
ও হরিপত্নীগণকে বন্দনা করিলেন । পরে তিনি সেই
সকল রমণীগণ কর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিত হইয়া
সুখে সমাসীন ও বিশ্বাস্ত পৃথিবীপতি বজ্রনাভকে
কহিতে লাগিলেন,—হে তাত! তোমার পিতৃগণ
আমাদের পিতৃপিতামহদিগকে ক্রেশজাল হইতে
উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং আমিও তাঁহাদিগের
দ্বারা রক্ষিত হইয়াছি, সন্দেহ নাই । কিন্তু তাত!
আমি কোনরূপ সাধু কার্য্যদ্বারা তাঁহাদের প্রত্যাশকার
করিতে পারি নাই; অতএব হে বজ্রনাভ!
আমি প্রার্থনা করি,—তুমি অনায়াসে পৃথিবীরাজ্য
পালনে নিযুক্ত হও । তুমি মাতৃগণের উত্তমরূপে
সেবা কর, এবং আশিশূভ হইয়া কর্তব্য কার্য্য সকল
আমাকে নিবেদন করিও; কোষ, সৈন্ত-ও-শত্রু-
দমন কার্য্যে তোমার চিন্তার লেশ মাত্র করিতে
হইবে না । রাজা পরীক্ষিতের এবং বিধ বাক্য
শ্রবণ করিয়া পরম শ্রীত বজ্রনাভ তাঁহাকে কহিতে

মদমাসু প্রভাবতে। স্বপিত্রোপকৃতশাঃ
মহর্ষিদ্যাধদানতঃ। ১৩। তস্মারাম্যাপি মে চিন্তা
কাজঃ দৃঢ়মুপেযুঃ। কিস্তেকা পরমা চিন্তা তত্র
কিঞ্চিচ্চিচাধ্যতাম্। ১৪। মাথুরে অভিষিক্তোহপি
স্থিতোহং নির্জনে বনে। ক গতা বৈ প্রজাতত্যা
যত্র রাজ্যং প্ররোচতে। ১৫। ইত্যুক্তো বিষ্ণুরাতঙ্ক
নন্দাদীনাং পুরোহিতম্। শাণ্ডিল্যমাজুহাবাণ্ড
বজ্রসন্দেহমুত্তয়ে। ১৬। অখোটজং বিহায়াণ্ড
শাণ্ডিল্যঃ সমুপাগতঃ। পূজিতো বজ্রনাভেন
নিবসাদাসনোত্তমে। ১৭। উপোদঘাতং বিষ্ণুরাতঙ্ক-
কারাণ্ড ততঃসৌ। উবাচ পরমপ্ৰীতস্তাবুভৌ
পরিসাধ্যন। ১৭। জীশাণ্ডিল্য উবাচ। শৃণুতঃ
দত্তচিত্তৌ মে রহস্যং ব্রজভূমিজম্। ব্রজনং ব্যাপ্তি-
রিত্যুক্ত্যা ব্যাপনাদ্ ব্রজ উচ্যতে। ১৯। গুণাতীতঃ

লাগিলেন। বজ্রনাভ বলিলেন,—হে রাজন।
আপনি আমাদের প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিতে-
ছেন, ইহা আপনার মত ব্যক্তির উচিতই হই-
তেছে। হে নৃপ! আপনার পিতৃগণও ধর্মবিদ্যা
দান করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন এবং
আমিও তাঁহাদের শিক্ষায় দৃঢ় কাজতেজ প্রাপ্ত হই-
য়াছি; অতএব রাজ্য পালনে আমার কিছুমাত্র
চিন্তাই নাই; কিন্তু আমার অপর একটি প্রধান
চিন্তনীয় বিষয় আছে, আপনি এ সম্বন্ধে বিচার
করুন। এমন সমৃদ্ধ মথুরানগরে অভিষিক্ত হই-
য়াও আমি যেন নির্জন বনে বাস করিতেছি; হে
তাত! অত্রত্য প্রজাগণ কোথায় চলিয়া গেল?
আমার যেন মনে হয়, তাহারাই এইস্থান পরিত্যাগ-
পূর্বক অন্তকোন কটিকর রাজ্যে চলিয়া গিয়া
থাকিবে। রাজা বিষ্ণুরাত বজ্রনাভ কর্তৃক এইরূপ
অভিহিত হইয়া তাঁহার সন্দেহ দূরীকরণজন্ত
নন্দগোপাদির পুরোহিত ঋষি শাণ্ডিল্যকে আহ্বান
করিলেন। রাজার আহ্বানে ঋষি শাণ্ডিল্য
পূর্বকূটীর পরিত্যাগপূর্বক সম্বর তথায় আসিয়া
উপনীত হইলেন। অনন্তর বজ্রনাভ তাঁহাকে
পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন দান করিলে
ঋষি সেই আসনে উপবেশন করিলেন। তখন
বিষ্ণুরাত তাঁহাকে সংক্ষেপে বলিবার জন্ত ইঙ্গিত
করিলে ঋষিও পরম পরিতোষ সহকারে সেই পরী-
ক্ষিত ও বজ্রনাভ উভয়কে সাক্ষনাপূর্বক বলিতে
লাগিলেন। শাণ্ডিল্য বলিলেন,—হে নৃপদম্ব!
মন দিয়া আমার নিকট ব্রজভূমির রহস্য শ্রবণ কর।

পরঃ ব্রজ ব্যাপকং ব্রজ উচ্যতে। সদানন্দঃ পরঃ
জ্যোতির্জ্ঞানঃ পদমব্যয়ম্। ২০। তদ্বিমলানন্দঃ
কৃষ্ণ-সদানন্দবিগ্রহঃ। আত্মারামচাপ্তকামঃ
প্রেমাক্ষরমুদয়তে। ২১। আত্মা তু রাধিকা তস্ম
তদৈব রমণাদসৌ। আত্মারামতয়া প্রাক্তৈঃ প্রোচ্যতে
গুটবেদিভিঃ। ২২। কামান্ত বাহিতান্তস্ত গাবো
গোপাশ্চ গোপিকাঃ। নিত্যঃ সর্বৈ বিহারাদ্যা
আপ্তকামস্ততঃস্বয়ম্। ২৩। রহস্যং হি দমেতস্ম
প্রকৃতেঃ পরমুচ্যতে। প্রকৃত্যা খেলতস্তস্ম
লীলাশ্চৈরমুদয়তে। ২৪। সর্গস্থিত্যপ্যয়া যত্র
রজঃসম্বতমোঙণৈঃ। লীলৈবং দ্বিবিধা তস্ম
বাস্তবী ব্যবহারিকী। ২৫। বাস্তবী তৎসংবেদ্যা
জীবানাং ব্যবহারিকী। আদ্যাং বিনা দ্বিতীয়া ন
দ্বিতীয়া নাদ্যাগা কচিৎ। ২৬। যুবয়োর্গোচরেষাং
তু তল্লীলা ব্যবহারিকী। যত্র ভুরাদভ্যা লোকা

‘ব্রজন’ শব্দে ব্যাপ্তি বুঝায় আর ব্যাপন করে
বলিয়া ব্রজ এইরূপ কথিত হয়। এই ব্রজ গুণা-
তীত, পরব্রহ্ম, ব্যাপক, সদানন্দ, উত্তম জ্যোতি
এবং মুক্তগণের অব্যয় পদ; এই ব্রজে
আত্মারাম আপ্তকাম, নন্দানন্দ, সদানন্দবিগ্রহ
কৃষ্ণ প্রেমিকগণেরই অন্তর্ভূতি গোচর হন।
৭—২১। রাধা ইহার আত্মা, ইনি তাঁহার
সহিত রমণ করেন; এজন্ত গুটবিৎ প্রাক্তগণ
ইহাকে আত্মারাম বলেন। ইচ্ছা মাত্রেই তিনি
গো, গোপ ও গোপিকা প্রভৃতি কাম্য বস্তু প্রাপ্ত
হন এবং এই সকল বিহারবস্তু সতত প্রাপ্ত হন
বলিয়া ইনি আপ্তকাম নামে অভিহিত হইয়া
থাকেন। ইহার এই রহস্য প্রকৃতিরও পরবর্তী বলিয়া
কথিত হয়, এবং ইনি যে প্রকৃতির সহিত ক্রীড়া
করেন, ইহার অন্তান্ত লীলা দ্বারা তৎসমস্ত
অনুমিত হয়। ইনি সব, ব্রজ ও তমোঙণের
আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন।
ইহার বাস্তবী ও ব্যবহারিকী এই দ্বিবিধ লীলা
পরিলক্ষিত হয়। এই লীলাদ্বয়ের মধ্যে তৎসমস্ত
বাস্তবী লীলা জানিতে পুরা যায়, আর সাধারণ
জীবমাত্রেই ইহার ব্যবহারিকী লীলা জানিতে
সমর্থ হইয়া থাকে। এই লীলাদ্বয়ের মধ্যে আবার
ওতপ্রোতভাব দৃষ্ট হয়। যথা—আদ্যা অর্থাৎ বাস্তবী-
লীলা, তির ব্যবহারিকী বা দ্বিতীয়া অর্থাৎ
ব্যবহারিকী লীলা তির বাস্তবী লীলার কদাচিৎ
অনুভূতি হয় না। যে লীলা তোমাদের গোচরী-

ভূবি স্নাত্ত্বমণ্ডলম্ । ২৭ । অত্রৈব ব্রজভূমিঃ সা
যত্র তৎ - সুগোপিতম্ । ভাসতে প্রেমপূর্ণানাং
কদাচিদপি সৰ্বতঃ । ২৮ । কদাচিদ্বাপরস্মান্তে
রহোলীলাধিকারিণঃ । সমবেতা যদাত্ত স্মার্য-
ধেদানীং তদা হরিঃ । ২৯ । সৈঃ সহাবতরেণ স্বেষু
সমাবেশার্থমীপ্সিতাঃ । তদা দেবাদয়োহপ্যন্তেহবত-
রন্তি সমস্ততঃ । ৩০ । সৰ্বেষাং বাহিতং কুত্ৰা
হরিরন্তর্হিতোহভবৎ । তেনাত্ত ত্রিবিধা লোকাঃ
স্থিতাঃ পূৰ্ব্বং ন সংশয়ঃ । ৩১ । নিত্যাস্তল্লিপবশ্চৈব
দেবাদ্যাশ্চেতি ভেদতঃ । দেবাদ্যাশ্চেষু কুঞ্চে
দ্বারিকাং প্রাপিতাঃ পুন্না । ৩২ । পুনশ্চৌষলমার্গেণ
স্বাধিকারেণ চাপিতাঃ । তল্লিপস্ংচ্চ সদা কুঞ্চঃ
প্রেমানন্দকরুপিণঃ । ৩৩ । বিধায় স্বীয়নিত্যেযু
সমাবেশিতবাংস্তদা । নিত্যঃ সৰ্ব্বেহপ্যযোগেষু
দর্শনাভাবতাং গতঃ । ৩৪ । ব্যাবহারিকলীলাস্বাস্ত্র
যন্ত্রাধিকারিণঃ । পশুন্ত্যত্রাগতাস্তস্মারির্জনহং
সমস্ততঃ । ৩৫ । তস্মাচ্চিন্তা ন তে কার্য্যা বজ্রনাভ

ভূতা, ইহা তাঁহার ব্যাবহারিকী লীলা। ভূঃ ভূবঃ
প্রভৃতি যে সকল লোক আছে, ভূতলে এই
মাধুর মণ্ডলেই তৎসমস্ত বিদ্যমান আর এই
যে ব্রজভূমি দেখিতেছ, তব্ব এই স্থানেই সুগো-
পিত। প্রেমপূর্ণ মানবগণের হৃদয়েই এই তব্ব
কদাচিৎ প্রতিভাসিত হয়। ছাপরের শেষ ভাগে
কোন এক সময় হরির রহোলীলাধিকারী দেবগণ
এই স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহা-
দের সম্যক সমাবেশকামনায় হরিও তাঁহাদের সহিত
অবতরণ করেন। অনন্তর অত্যাশ্চর্য্য দেবগণ অব-
তরণ করিলে হরি তাঁহাদের অভীষ্ট সকল সিদ্ধ
করিয়া অস্তর্হিত হন। এই স্থানে পূর্বে নিত্য,
হরিপদলিপুসু ও দেবাদি এই ত্রিবিধ লোক
বিদ্যমান ছিল; তন্মধ্যে হরি দেবগণকে দ্বারকা
লইয়া যান এবং মুঘলকে স্রজ করিয়া সকলকেই
স্ব স্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর ঐহারা
সতত তাঁহাকেই লিপুসু, সেই প্রেমানন্দরূপী
ব্যক্তিগণকে স্বীয় নিত্য ধামে স্থাপন করিয়া
তাঁহাদের সমাবেশ সংবিধান করিয়াছেন এবং
ঐহারা নিত্য, ব্যবহারলীলাবুদ্ধি অযোগ্য
মানবগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার অনধিকারী।
হে বজ্রনাভ! এই জন্তই এই স্থানের সকল
দিক জনান্তকের দ্বারা অসুখমত হইতেছে, সম্প্রতি

মদাজয়া। বাসায়াত্র বহুন্ গ্রামান সংসিদ্ধিতে ভবি-
ষ্যতি । ৩৬ । কুঞ্চলীলাস্বাসারেণ কুত্ৰা নামানি
সৰ্বতঃ । তত্র বাসয়তা গ্রামান সংসেব্যা কুরিয়াৎ
পরা । ৩৭ । গোবর্দ্ধনে দীর্ঘপূরে মথুরায়ঃ মহা-
বনে । নন্দিগ্রামে বৃহৎসানৌ কার্য্যা রাজ্যসি-
দ্ধিষ্যত । ৩৮ । নদ্যাদি দ্রোণিকুণ্ডাদিকুঞ্জন সং-
সেবতস্তব । রাজ্যে প্রজাঃ সুসম্পন্নাস্থ
প্রীতো ভবিষ্যসি । ৩৯ । সচ্চিদানন্দভূরেণ
তত্র সেব্যা প্রযত্নতঃ । তব কুঞ্চলীলাস্বাস-
কুরন্ত মদনগ্রহাৎ । ৪০ । ব্রজ সংসেবনাদস্তা
উদ্ধবস্বাঃ মিলিষ্যতি । ততো রহস্তমেতস্মাৎ
প্রাপ্যসি স্বং সমাভূকঃ । ৪১ । এবমুক্তা তু
শাণ্ডিল্যো গতঃ কুঞ্চমস্থায়ন । বিষ্ণুরাতোহধ
বজ্রশ্চ পরাং প্রীতিমবাপতুঃ । ৪২ ।

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্রাং সংহি-
তায়ঃ দ্বিতীয়ে বৈকবথগে শ্রীমন্তাগবত-
মহাশাস্ত্রে শাণ্ডিল্যোপদিষ্টব্রজভূমি-
মহাশাস্ত্রবর্ণনং নাম প্রথমো-

অধ্যায়ঃ । ১ ।

আমি আদেশ করিতেছি, তুমি এ বিষয়ে কোন
চিন্তা করিও না। তুমি এই স্থানে বহু গ্রাম
নগর প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার সিদ্ধিলাভ হইবে।
তুমি কুঞ্চলীলাস্বাসারে নামকরণ করিয়া গ্রামনগর
প্রতিষ্ঠিত করত এই উত্তম ভূভাগ উপভোগ
কর। হে রাজন! তুমি মথুরার মহাবনে
অতি বিস্তৃতপুর গোবর্দ্ধনের বৃহৎ সান্নদেপে
নন্দিগ্রাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া নদী, অত্রি, দ্রোণি,
কুণ্ডাদি ও কুঞ্জনিচয় স্থাপিত করিয়া এই মথুরা-
মণ্ডল উপভোগ কর। তোমার রাজ্যে প্রজা-
গণ সুসম্পন্ন এবং তুমিও প্রীত হইবে। হে
রাজন! এই ব্রজভূমি সর্বদানন্দময়, তুমি প্রযত্ন-
সহকারে ইহার সেবা কর, আমার অনুরোধে কুঞ্চের
লীলাভূমিসকল তোমার সমীপে প্রস্ফুরিত হইবে।
হে বজ্রনাভ! তোমার রাজ্যপালনকালে উদ্ধব
আসিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবেন। তখন,
তুমি মাতৃগণসহ কুঞ্চের এই লীলাভূমির রহস্ত
সমূহ তাঁহার নিকট বিদিত হইবে। ঋষি শাণ্ডিল্য
এইরূপ বলিয়া কুঞ্চস্বরণ করিতে করিতে চলিয়া
গেলেন এবং বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ ও বজ্রনাভ কুঞ্চ-
লীলা বিদিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন । ২২—৪২।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । ১ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঋষিঃ উচুঃ । শাণ্ডিল্যে তৌ সমাদিত্য পরা-
ব্রহ্মে নমস্করম্ । কিং কথং চক্ৰতন্তৌ তু রাজানৌ
স্মৃত তদ্বদ ॥ ১ ॥ শ্রীস্মৃত উবাচ । ততস্ত বিষ্ণু-
রাতেন শ্রেণীযুধাঃ সহস্রশঃ । ইন্দ্রপ্রস্থং সমানাত্য
মধুরাহ্মণ্যমাপিতাঃ ॥ ২ ॥ মাধুবান ব্রাহ্মণাঃস্তত্র
বানরাঃচ পুরাতনান্ । বিজ্ঞায় মাননীয়ত্বং তেষু
স্থাপিতবান স্বরাষ্ট্র ॥ ৩ ॥ বজ্রস্ত তৎসত্যেন
শাণ্ডিল্যস্তাপ্যমুগ্রহাৎ । গোবিন্দগোপগোপীনাং
লীলাস্থানান্তমুক্রমাৎ ॥ ৪ ॥ বিজ্ঞাত্যভিধাত্যাপ্য
গ্রামানাবাসয়ত্বহন । কুণ্ডকূপাদিপূর্বেন শিবাদি-
স্থাপনেন চ ॥ ৫ ॥ গোবিন্দহবিদেবাদিস্বকপাবোপ-
পনেন চ । কৃষ্ণকভক্তিং স্ত্রে বাজ্যে তন্নান চ
মুমোদ হ ॥ ৬ ॥ প্রজাস্ত মুদিতাস্তস্ত কৃষ্ণকীর্তন-
তৎপবাঃ । পরমানন্দসম্পন্ন বাজাঃ তস্মৈব
তুষ্টিবুঃ ॥ ৭ ॥ একদা কৃষ্ণপত্ন্যস্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুবাঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

ঋষি সকল জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে স্মৃত ।
ঋষি শাণ্ডিল্য এইকপ বলিয়া স্বীয় আশ্রমে চলিয়া
গেলে রাজা বিষ্ণুরাত ও বজ্রনাভ কি করিয়াছিলেন,
তৎসমস্ত আমাদের নিকট বলুন । স্মৃত উত্তর
করিলেন,—অনন্তর সম্রাট পরীক্ষিৎ ইন্দ্রপ্রস্থ
হইতে দলে দলে সহস্র সহস্র প্রজাগণকে আন-
য়ন করিয়া সেই জনশূন্য মধুবানগবে স্থাপিত
করিলেন এবং তত্রত্য মাধব ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন
বানরগণকেও সম্মানই জানিয়া সেই মধুবাজ্যে
রাগিয়া দিলেন । এ দিকে নৃপতি বজ্র ও পরিক্রিষ্টেব
সাহায্য লাভ করিয়া ঋষি শাণ্ডিল্যের অমুগ্রহে
গোবিন্দ, গোপ ও গোপীদিগের লীলাভূমি অব-
লোকনপূর্বক কৃষ্ণলীলার নামাঙ্কসারে এক একটি
নামদিয়া বহুগ্রামনগর প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন ।
তিনি কোথায়ও কুণ্ড, কূপ ও পুষ্ক প্রভৃতি, কোথায়ও
শিবলিঙ্গাদি স্থাপন এবং কোথায়ও গোবিন্দ, হরি
ও অজ্ঞাত নামে দেবাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বীয়
রাজ্যে কৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি বিস্তার করত
একান্ত মগ্ন হইলেন । তৎকালে তাঁহার প্রজা-
গণ কৃষ্ণকীর্তনে তৎপর হইয়া অত্যন্ত আমোদ
প্রাপ্ত হইল এবং তাহারা পরমানন্দ চিত্তে
তাঁহার রাজ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল ।

কালিন্দীঃ মুদিতাঃ বীক্যা পপ্রচ্ছূর্গতমৎসরাঃ ॥ ৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণপত্ন্য উচুঃ । যথা বয়ং কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা হমপি
শোভনে । বয়ং বিরহদুঃখার্থীকং ন কালিন্দী তদ্বদ ॥
৯ ॥ তচ্ছূদ্য স্ময়মানা সা, কালিন্দী বাক্যমব্রবীৎ ।
সাপত্ন্যং বীক্যা তস্তাসাং করুণাপরমানসা ॥ ১০ ॥
শ্রীকালিন্দীবাচ । আত্মাবামস্ত কৃষ্ণস্ত ক্রবমায়াস্তি
বাধিকা । তস্তা দাস্তপ্রভাবেণ বিবহোহস্মান সম্পৃ-
শেৎ ॥ ১১ ॥ তস্তা এবাংশবিস্তারাবাঃ সর্বাঃ
শ্রীকৃষ্ণনাযিকাঃ । নিত্যসন্তোগ এবাস্তি তস্তাঃ
সাম্মুখাযোগতঃ ॥ ১২ ॥ স এব সা স সৈবাস্তি বংশী
সংপ্রেমকপিকা । শ্রীকৃষ্ণনখচন্দ্রালিসঙ্গাচ্ছাবলী
স্মৃতা ॥ ১৩ ॥ কপাস্তবম গুহানা তয়োঃ সেবাস্তি-
লালসা । কল্লিণ্যাদিসমাবেশো মযাট্টেব বিলোকিতঃ ॥
১৪ ॥ যুগ্মাকর্মপি কৃষ্ণেন বিবহো নৈব সর্ষতঃ ।
কিন্তু এবং ন জ্ঞানীত তস্মাদ্যাকুলতমিতাঃ ॥ ১৫ ॥

একদা কৃষ্ণবিরহকাতর তদীয় পত্নীগণ কালিন্দীকে
মুদিত দেখিয়া অমর্ষবশতঃ তাঁহাকে বলিতে লাগি-
লেন । কৃষ্ণপত্নীগণ বলিলেন,—হে শোভনে!
আমরা যেকপ কৃষ্ণের পত্নী, তুমিও তজপ, কিন্তু হে
কালিন্দী । আমরা তাঁহার বিবহে অত্যন্ত কাতর হই-
য়াছি, তোমার ত কৈ বিবহেব চিহ্ন কিছুই দেখি-
তেছি না ? কাবণ বল । করুণাপরমা নদী কালিন্দী,
এই বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সাপত্ন্য-ঈর্ষ্যা বৃদ্ধিতে
পাবিলেন এবং ঈষৎসহাস্ত-আশ্রয়ে বলিতে লাগি-
লেন । কালিন্দী বলিলেন,—আত্মারাম কৃষ্ণের
আত্মা বাধিকা, আমি তাঁহার দাসী, তাঁহার দাস্ত-
প্রভাবেই কাতরতা আমাকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ,
বন্দেহ নাই । কৃষ্ণের যে সকল নাযিকা, তাঁহারাও
সেই রাধিকার অংশ বিস্তার জানিবে; রাধিকার
সহিত নিত্য কৃষ্ণের সন্তোগ-যোগ বিদ্যমান; অত-
এব রাধিকাযোগে অপর নাযিকারাও কৃষ্ণের সহিত
সদ্বন্ধযুক্ত হন । ১—১২ । এই ত আমি দেখিতেছি;
সেই কৃষ্ণ, সেই বাধিকা, সেই তাঁহার প্রেমরূপিনী
বংশী এবং যিনি কৃষ্ণের নখচন্দ্রের সংযোগে চন্দ্রা-
বলী বলিয়া সম্মানিত হইতে, সেই চন্দ্রাবলীও ত
ঐ রহিয়াছেন । রাধা ও কৃষ্ণের সেবায় একান্ত
অনুরক্তিবশতঃ ইহারা কেহই ত কপাস্তর গ্রহণ
করেন নাই । আমি কল্লিণ্যাতির সমাবেশও ত আমি
এই স্থানে দেখিতেছি ? আমি তোমারাও যে কৃষ্ণের
সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, কৈ তাহা ত আমি দেখি-
তেছি না । কিন্তু তোমরা এই সকল জানিতে পারি-

এবমেবাহ গোপীনাথকুরাবসরে পুরা । বির-
হাভাস এবাসীদ্রুবেন সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥
তেনৈব ভবতীনাং চেভবেদ্র সমাগমঃ । তর্হি নিত্যঃ
স্বকান্তেন বিহারমপি লম্প্যথ ॥ ১৭ ॥ শ্রীশ্রুত
উবাচ । এবমুক্তান্ত তাঃ পরাঃ প্রসরাং পুনরক্রবন ।
উদ্ধবালোকেননাগ্রেষ্ঠসঙ্গমলালসাঃ ॥ ১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ
পত্ন্য উচুঃ । ধন্তাসি সখি কান্তেন যন্তা নৈবাস্তি
বিচ্যুতঃ । যতন্তে স্বার্থসংসিক্তিস্তন্তা দান্তো বভূ-
বিম ॥ ১৯ ॥ পরশুক্রবনাভে স্তাদস্বৎসর্গার্থসাধ-
নম্ । তথা বদস্ব কালিন্দী তল্লাভোহপি যথা
ভবেৎ ॥ ২০ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । এবমুক্তা তু
কালিন্দী প্রত্নাবাচাথ তাস্তথা । স্মরন্তী কৃষ্ণচন্দ্রা
কলাষোড়শরূপিনী ॥ ২১ ॥ সাধনভূমিসদরী ব্রজ-
কৃষ্ণেন মস্ত্রিণে প্রোক্তা । তত্রাস্তে স তু সাক্ষাত
দ্বয়নং গ্রীহয়ন্তৌকান ॥ ২২ ॥ কলভূমির্ভজভূমিদিত্য

তেছ না; তাই ব্যাকুল হইয়াছ। পূর্বকালে
অক্রুরের সময় তোমাদের একবার এইরূপ বিরহের
আভাস দেখা গিয়াছিল, তৎকালে উদ্ধব বিবিধ
সাধনায় তোমাদিগের সেই বিরহ দূর করেন।
তোমরা এখানে আগমন করিয়াছ, ভালই হইয়াছে।
তোমরা সতত স্বীয় পতি শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার
সুখ উপভোগ কর। শ্রুত কহিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ
কালিন্দী কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া প্রসন্ন কালি-
ন্দীকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন। কৃষ্ণপত্নীগণ
বলিলেন,—হে সতি! উদ্ধবকে দর্শন করিয়া উপ-
ভোগ-লালসা আমাদের অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া-
ছিল। হে সখি! তুমিই ধন্তা। কেননা কান্তের
সহিত তোমার বিচ্যুতি ঘটে নাই; যে রাখিক
হইতে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে, আমরাও
ঐহার দাসী হইব। হে কালিন্দী! আমাদের মনে
হয়, উদ্ধবের দর্শন লাভ হইলে আমাদের অভীষ্ট-
সিদ্ধি হইবে, এক্ষণে বল—আমরা কি করিয়া উদ্ধ-
বের দর্শন লাভ করি। শ্রুত বলিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ
কালিন্দীকে এইরূপ কহিলে, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ণবোড়শ-
কলা-রূপিনী কালিন্দী কৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে
ঐহাদিগের প্রতি প্রত্নান্তর করিলেন,—উদ্ধব কৃষ্ণের
মজ্জী। কৃষ্ণ মজ্জী উদ্ধবকে বলিয়া সর্গবিধ সাধনভূমি
বদরীধনে গমন করিয়াছেন। উদ্ধব সম্প্রতি ব্রজ-
ভূমিতে থাকিয়া লোকগণকে সাধু উপদেশ প্রদান
করিতেছেন। কৃষ্ণ বদরীগমনের পূর্বে সরহস্ত কল-
ভূমি ব্রজভূমি উদ্ধবের করে অর্পণ করেন; কিন্তু

তট্টে পুটৈব সরহস্তম্ । কলমিহ তিরোহিতং
সন্তদিহেদানীং স উদ্ধবোহলক্যঃ ॥ ২৩ ॥ গোব-
র্দ্ধনগিরিনিকটে সখীস্থলে তদ্রজঃকামঃ । তদ্র-
ত্যাঙ্কুরবল্লীরূপেণাস্তে স উদ্ধবো নুনম্ ॥ ২৪ ॥
আশ্রোৎসবরূপহং হরিণা তট্টে সমর্পিতং নিয়তম্ ।
তস্মাত্তত্র স্থিহা কুসুমসরঃপরিসরেসবজ্জাতিঃ ॥ ২৫ ॥
বীণাবেণুদঙ্গৈঃ কীর্তনকাব্যাদিসরসসঙ্গীতৈঃ ।
উৎসব আরকব্যো হরিরতলোকান্ সমানাযা ॥ ২৬ ॥
তত্রোদ্ধবাবলোকো ভবিতা নিয়তং মহোৎসবে
বিততে । যৌগাকৌণামভিমতসিক্তিঃ সবিতা স এব
সবিতানাম্ ॥ ২৭ ॥ শ্রীশ্রুত উবাচ । ইতি শ্রুত্বা
প্রসন্নাস্তাঃ কালিন্দীমভিবন্দ্য তৎ । কথয়ামাসুরা-
গতা বজ্রং প্রতি পরীক্ষিতম্ ॥ ২৮ ॥ বিষ্ণুরাতস্ত
তচ্ছ্রুত্বা প্রসন্নস্তদ্যুতস্তদা । তত্রৈবাগতা তৎ-
সর্গং কারয়ামাস সহস্রম্ ॥ ২৯ ॥ গোবর্দ্ধনাদ-
দূরেণ বৃন্দারণ্যে সখীস্থলে । প্রকৃতঃ কুসুমাস্তোধৌ
কৃষ্ণসংকীর্তনোৎসবঃ ॥ ৩০ ॥ বৃষভাসুসুতাকান্ত-

ব্রজের যাহা মহাকল, তাহাই চলিয়া গেল দেখিয়া
উদ্ধবও তথা হইতে অলক্ষ্য হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের
পদরজ কামনা করিয়া গোবর্দ্ধনগিরির সন্নিহিত সখী-
স্থলে তদ্রত্যা অঙ্কুরবল্লীরূপে অবস্থান করিতেছেন।
কৃষ্ণ নিয়ত ঐহাকে তদীয় উৎসবরূপ প্রদর্শন করা-
ইতেন, ঐহার অবস্থানস্থান কুসুম, সরোবর ও হীর-
কাদি দ্বারা পরিশোভিত ও বহুবিস্তৃত; তিনি বেণু,
বীণা ও মৃদঙ্গ বাদন এবং কীর্তন ও কাব্যাদি রস-
সঙ্গীত দ্বারা তদ্রত্যা হরিগতমানস ভক্তগণের সহিত
শ্রীকৃষ্ণের উৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। সেই স্থানে
নিয়ত উৎসব চলিতেছে, তোমরা সেই উদ্ধবাস্থতি
উৎসবে গমন কর; সেই উৎসবেই তোমাদের
উদ্ধব-দর্শন সংঘটন হইবে। উদ্ধব সবিতাদিগের
স্বর্ঘ্যস্বরূপ, ঐহা হইতেই তোমাদিগের অভীষ্টসিদ্ধি
হইবে। শ্রুত বলিলেন,—কৃষ্ণপত্নীগণ কালিন্দীর
নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং
ঐহাকে অভিনন্দন করিয়া নৃপতি পরীক্ষিৎ ও বহু-
নাভ সন্নিধানে আগমনপূর্বক এই সকল বর্ণনা
করিলেন। বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ কৃষ্ণপত্নীগণের মুখে
এই সকল শ্রবণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন এবং ঐহাদের
সহিত সেই সখীস্থলে গমনপূর্বক সহস্র কৃষ্ণোৎসব
সম্পাদন করিলেন। তিনি গোবর্দ্ধন গিরির অঙ্কুর-
বৃন্দারণ্যের কুসুমবহুল সখীস্থলে গমনপূর্বক কৃষ্ণ-
সংকীর্তনোৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বৃষভাসু-

বিহারে কীৰ্ত্তনশ্রিয়া। সাক্ষাদিব সমারম্ভে সৰ্ব্ব-
হনস্তম্ভশোভনবন্ ৷ ৩১ ৷ ততঃ পঞ্চমসু সৰ্ব্ব-
তুণ্ডশালতাচয়াৎ। আজগামোদ্ধবঃ সখী শ্রামঃ
পীতাম্বরাকৃতঃ ৷ ৩২ ৷ শুভ্রামালাধরো গায়ন বঙ্গবী-
বল্লভঃ মুহুঃ। তদাগমনতো রেজে ভূশঃ সঙ্কীৰ্ত্তনোৎ-
সবঃ ৷ ৩৩ ৷ চল্লিকাগমতো যদ্বৎ ফাটিকাটোল-
ভূমণিঃ। অথ সৰ্ব্বৈ স্মৃতাভ্যোধো মগ্নাঃ সৰ্ব্বাঃ বিস-
ম্বকঃ ৷ ৩৪ ৷ কণেনাগতবিজ্ঞানা দৃষ্টা শ্রীকৃষ্ণ-
রূপিনম্। উদ্ধবঃ পূজ্যাককুঃ প্রতিলক্ষমনো-
রথাঃ ৷ ৩৫ ৷

ইতি শ্রীকান্দে পরীক্ষিতাদীনামুদ্ধবদর্শনবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ৷ ২ ৷

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃত উবাচ। অথোদ্ধবস্ত তান দৃষ্টা কৃষ্ণ-
কীৰ্ত্তনতৎপরান। সংকৃত্যথ পরিষজ্য পরীক্ষিত-
মুবাচ হ ৷ ১ ৷ উদ্ধব উবাচ। ধন্যোহসি রাজন

সুতার পতি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের বিহারভূমি কীৰ্ত্তন-
সম্বন্ধিতে পরিপূর্ণ হইল এবং সকলেই যেন অনন্ত-
নয়ন হইয়া সেই উৎসব দর্শন করিতে লাগিলেন।
অনন্তর দর্শকগণের সমক্ষে তুণ্ড ও লতাজালের
মধ্য হইতে উদ্ধব বহির্গত হইলেন। তাঁহার গল-
দেশে মালা ঝুলিতে, পরিধানে পীতবসন, এবং বর্ণ
শ্রাম; তিনি শুভ্রামালা ধারণপূর্বক মুহুমুহুঃ কমলা-
বল্লভের শুণাবলী গান করিতে করিতে বহির্গত
হইলে ফটিক অটালিকামালায় শশধরকিরণ পতিত
হইলে যজ্ঞপ শোভাতিশয় হয়, তজ্জপ তাঁহার
আগমনে সঙ্কীৰ্ত্তনোৎসব অধিকতর শোভা ধারণ
করিল। অনন্তর এই ব্যাপার দর্শনে সকলেই
সুখসাগরে নিমগ্ন হইল। সকলেই স্ব-স্ব কর্তব্য সকল
কুলিয়া গেল এবং সহসাগত কৃষ্ণরূপী সেই উদ্ধবকে
দর্শন করিয়া তাঁহার পূজাপূর্বক সকলেই লক্ষমনো-
রথ হইল। ১৩—৩৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

কৃত যমিলেন,—অনন্তর উদ্ধব তাঁহাদিগকে
কৃষ্ণকীৰ্ত্তনতৎপর দেখিয়া সংকার ও আলিঙ্গন-
পূর্বক পরীক্ষিতকে বলিতে লাগিলেন। উঃ

কৃষ্ণকৃত্য পুণ্যোহসি নিত্যদা। যদ্বৎ নিমগ্ন-
চিত্তোহসি কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনোৎসবে ৷ ২ ৷ কৃষ্ণপত্নী
বজ্রে চ দিষ্ট্যা শ্রীতিঃ প্রবর্তিতা। তবোচিতমিদং
তাত কৃষ্ণদত্তাঙ্গবৈভব ৷ ৩ ৷ দ্বারকাহেবু সৰ্ব্বৈ
ধন্যা এতে ন সংশয়ঃ। যেমাং ব্রজনিবাসায় পার্থমা-
দিষ্টবান্ প্রভুঃ ৷ ৪ ৷ শ্রীকৃষ্ণ মনশ্চক্রে রাধাস্ত-
প্রভয়াবিতঃ। তদ্বিহারবনং গোভির্নগুন্যন রোচতে
সদা ৷ ৫ ৷ কৃষ্ণচন্দ্রঃ সদা পূর্ণস্তম্ভ যোড়শ যাঃ
কলাঃ। চিংসহস্রপ্রভাভিনা অজ্ঞাস্তে তৎস-
রূপতা ৷ ৬ ৷ এবং বজ্রস্ত রাজেন্দ্র প্রপন্নতয়তজকঃ।
শ্রীকৃষ্ণদক্ষিণে পাদে স্থানমেতস্ত বর্ততে ৷ ৭ ৷
অবতারেহত্র কৃষ্ণেন যোগমায়াতিভাবিতা।
তদ্বলেনাশ্রবিষ্মৃত্যা সৌদন্ত্যেতে ন সংশয়ঃ ৷ ৮ ৷
অতে কৃষ্ণপ্রকাশস্ত স্বাস্থ্যবোধো ন কস্তচিৎ। তৎ-
প্রকাশস্ত জীবানাং মায়া পিহিতঃ সদা ৷ ৯ ৷ অষ্টা-
বিংশে দ্বাপরাস্তে স্বয়মেব যদা হরিঃ। উৎসারয়ে-

বলিলেন,—হে রাজন! তোমার ভক্তি দৃষ্টি একনিষ্ঠ
ও কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তনে তোমার চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছে;
অতএব তুমি ধন্য ও নিত্য পূর্ণকাম। হে তাত!
কৃষ্ণ তোমার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণপত্নী
ও রাজা বজ্রনাভের উপর সৌভাগ্য বশতঃ তোমার
যে প্রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহা তোমার মত
ব্যক্তির উচিতই বলিতে হইবে। প্রভু কৃষ্ণ যাহা-
দিগের ব্রজবাসের জন্য পার্থের প্রতি আদেশ
প্রদান করেন, অহো! নিখিঁদ দ্বারকাবাসী হইতেও
সেই ব্রজবাসিগণ ধন্য, সংশয় নাই। একেত
শ্রীকৃষ্ণের মানস-শশধর রাধিকার মুখপ্রভায় অধিত,
তাঁহার বিহারভূমি গোপগণে সতত বিমণ্ডিত;
তাঁহাতে আবার সতত কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ, তদীয় যোড়শ
কলা সহস্র চিংশক্তির প্রভা উদ্ভিন্ন করিয়া তাঁহার
স্বরূপতাপ্রাপ্ত হইয়া এই বিহারভূমে নিমগ্ন বিদ্যা-
মান। ১—৬। হে রাজন! এই ব্রজভূমির মহিমা কি
বলিব? এইস্থান শরণাগতগণের ভীতি হরণ করে।
শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পাদে এই ব্রজভূমি প্রতিষ্ঠিত,
যোগমায়ায় অণুপ্রাণিত হইয়া, তিনি এই ব্রজভূমেই
অবতার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারই
বিরহে আশ্রয়িত অজ্ঞাত ব্রজবাসিগণ নিত্য
পীড়িত হইতেছে, সংশয় নাই। হৃদয়ে কৃষ্ণের
প্রকাশ তির কাহারও কদাচিৎ আশ্রয়বোধ হয়
না, কিন্তু জীবগণের হৃদয়ে তাঁহার প্রকাশ কিরূপে
হইতে পারে, কেননা তাঁহার মায়া বাঁধা
সর্বদা আবৃত। অষ্টাবিংশ দ্বাপরের অবসানে

বিষ্ণুঃ মায়াঃ তৎপ্রকাশো ভবেত্তদা ॥ ১০ ॥ স তু
কালো ব্যতিক্রান্তেনৈদমপরং শূন্যম্ । অস্তদা
তৎপ্রকাশঃ শ্রীমদ্ভাগবতাত্মকঃ ॥ ১১ ॥ শ্রীমদ্ভাগ-
বতং শাস্ত্রং যত্র ভাগবতৈবদা । কীর্ত্যতে শ্রীমতে
চাপি শ্রীকৃষ্ণস্তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১২ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং
যত্র শ্লোকঃ শ্লোকার্দ্ধমেব চ । তত্রাপি ভগবান্ কৃষ্ণো
বলবীৰ্জবিরাজতে ॥ ১৩ ॥ ভারতে মানবঃ জন্ম
প্রাপ্য ভাগবতং ন যৈঃ । কৃতং পাপপরাধীনৈরাহ-
মাতস্ত তৈঃ কৃতং ॥ ১৪ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং
নিত্যং যৈঃ পরিসেবিতম্ । পিতৃমাতৃশ্চ ভাৰ্য্যায়াঃ
কুলপংক্তিঃ স্মৃত্যরিতা ॥ ১৫ ॥ বিদ্যাপ্রকাশো
বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং শত্রুজয়ো বিশাম্ । ধনং স্বাস্থ্যঞ্চ
শূদ্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতাত্মকং ॥ ১৬ ॥ যোষিতাম-
পরেষাঞ্চ সৰ্ববাহিতপূরণম্ । অতো ভাগবতং
নিত্যং কো ন সেবেত ভাগ্যবান্ ॥ ১৭ ॥ অনেক-
জন্মসংসিদ্ধঃ শ্রীমদ্ভাগবতং লভেৎ । প্রকাশো
ভগবন্ত্তে কৃতবস্তত্র জায়তে ॥ ১৮ ॥ সাম্ভাষ্যন-
প্রসাদাপ্তঃ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা । বৃহস্পতির্দত্তবান্মে

যখন হরি আবির্ভূত হইয়া স্বয়ং নিজমায়া উৎসারিত
করেন, তখনই তাঁহার প্রকাশ হয়। হে রাজন্! সে
কাল এখন অতিক্রান্ত হইয়াছে, এক্ষণে যেরূপে
সেইরূপ প্রকাশ হয়, তাহা শ্রবণ কর। হে নৃপ! অন্যসময়ে
শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহার সুপ্রকাশ হয়। যেখানে
বিষ্ণুভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তথায়
শ্রীকৃষ্ণ প্রার্ভূত হইয়া থাকেন, ইহা নিশ্চিত। যে
স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের এক কিংবা অর্দ্ধশ্লোকও পাঠ হয়,
সেই স্থানে ভগবান্ কৃষ্ণ তদীয় পত্নীগণ সহ বিরাজ করেন।
এই পুণ্য ভারত ভূমে মানবজন্ম লাভ করিয়া যাহারা পাপ-
বশে ভাগবত শ্রবণ না করে, তাহারা আত্মঘাতী।
যাহারা সতত ভাগবত শাস্ত্রের সেবা করে, তাহারা
পিতা, মাতা এবং পত্নীর কুলপরম্পরার উদ্ধার
সাধনে সমর্থ। ভাগবত শ্রবণে বিপ্রগণের বিদ্যা-
বিকাশ, রাজাদিগের শত্রুজয়, বৈশ্যগণের ধনলাভ
এবং শূদ্রগণ রোগবিহীন হয়। নারীগণের ভাগবত
শ্রবণে সৰ্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়; অতএব কোন্ ভাগ্যবান্
না ভাগবতের নিত্য সেবা করেন? অনেক জন্মের
মিথিবেশেই ভাগবত শ্রবণ সংঘটন, ভগবদ্ভক্ত-
গণের দর্শন এবং ক্ষণে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ হয়।
হে রাজন্! পুরাকালে সাম্ভাষ্যন এই ভাগবত শাস্ত্র
প্রদান করিয়া বৃহস্পতিকে উপদেশ

তেনাং কৃষ্ণবল্লভঃ ॥ ১৯ ॥ আখ্যায়িকাং তেনোক্তাং
বিষ্ণুরাত্ৰি নিবোধ তাম্ । জ্ঞাযতে সাম্প্রদায়োহপি
যত্র ভাগবতশ্রুতঃ ॥ ২০ ॥ বৃহস্পতির্কবাচ ।
ইক্ষাকুজ্রে যদা কৃষ্ণো মায়াপুরুষরূপযুক্তঃ ।
বিষ্ণুঃ শিবশ্চাপি রজঃসম্বতমোত্তমৈঃ ॥ ২১ ॥ পুরুষায়
উত্তমুরধিকারান্তদাদিশং । উৎপত্তৌ পালনে চৈব
সংহারে প্রকমেণ তান্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মা তু নাতি-
কমলাত্মপন্নস্তং ব্যজিষ্যত ॥ ২৩ ॥ বৃহস্পতি-
কবাচ । যদা তু ভগবাঃস্তম্যৈ শ্রীমদ্ভাগবতং পুরা ।
উপদিষ্টা ব্রবীদব্রহ্মান্ সেবনৈনং স্বসিদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মা তু পরমশ্রীতস্তেন কৃষ্ণাপ্তয়ে নিশম্ । সপ্তাবরণ-

প্রদান করেন, অনন্তর আমি বৃহস্পতির নিকট এই
শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করি এবং এই ভাগবতজ্ঞান লাভ
করিয়াই আমি কৃষ্ণের প্রিয় হইয়াছি। হে বিষ্ণুরাত্রি।
বৃহস্পতি যে আখ্যায়িকা কীর্তন করেন, যাহা শ্রবণ
করিলে ভাগবতশ্রবণের সাম্প্রদায়িক জ্ঞান
নিশ্চিত হয়, এক্ষণে সেই আখ্যায়িকা
শ্রবণ কর। ১—২০। বৃহস্পতি বলিলেন,—
মায়াপুরুষরূপী কৃষ্ণ যখন দৃষ্টিনিষ্কপ করেন,
তৎকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সমুদ্বৃত্ত হন। অন-
ন্তর কৃষ্ণ সেই পুরুষত্রয়কে যথাক্রমে রজঃ সত্ত্ব ও
তমোগুণাশ্রিত দেখিয়া তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধি-
কার নির্দেশ করেন। তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও
সংহার যথাক্রমে এই কার্য্যত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
শিবকে নিয়োজিত করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাতি-
কমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি কৃষ্ণকে
এই কথা বলিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—হে
নারায়ণ! আপনি আদিপুরুষ ও সৰ্ব্বাধিপতি, আপনাকে
নমস্কার। আপনি আমাকে রজোগুণযুক্ত ও পাপী-
য়ান্ জানিয়া সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন; হে
প্রভো! আমি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যাহাতে
আমার হৃদয় আপনার স্মৃতির বিষয়ে বিমুখ না হয়,
কৃপাপূর্ব্বক তাহাই করুন। বৃহস্পতি বলিলেন,—
ভগবান্ কৃষ্ণ পুরাকালে ব্রহ্মার এবং বিধ ভক্তি দর্শনে
শ্রীত হইয়া তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন
এবং তিনি বলিয়া দেন যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি এই
ভাগবত সেবা কর, ইহার ফলে তোমার আত্মসিদ্ধি
লাভ হইবে। তখন ভগবদ্বাক্যে ব্রহ্মা পরম শ্রীত

ভক্তায় সন্তোষং সমবর্ষণং ॥ ২৬ ॥ শ্রীভাগবত-
সন্তোষসেবনাপ্তমনোরথঃ ॥ সৃষ্টিং বিতস্ততে নিত্যং
সসন্তোহঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২৭ ॥ বিষ্ণুপার্থ্যামাস
পুমান্ সং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ প্রজানাং পালনে
পুংসা যদনেনাপি কল্পিতঃ ॥ ২৮ ॥ শ্রীবিষ্ণু-
বাচ ॥ প্রজানাং পালনং দেব করিষ্যামি
যথোচিতম্ ॥ প্রবৃত্ত্যা চ নিবৃত্ত্যা চ কৰ্ম্মজ্ঞানপ্রয়ো-
জনাং ॥ ২৯ ॥ যদায়দৈব কালেন ধৰ্ম্ময়ানির্ভবি-
ক্কতি ॥ ধৰ্ম্মং সংস্থাপয়িষ্যামি হবতারৈরন্তদা তদা ॥
৩০ ॥ ভোগার্হিত্যন্ত যজ্ঞাদিকলং দাস্ত্যামি নিশ্চি-
তম্ ॥ মোক্ষার্হিত্যো বিরক্তেভ্যো মুক্তিং পঞ্চবিধাং
তথা ॥ ৩১ ॥ যেহপি মোক্ষং ন বাঙ্কন্তি তান্ কথং
পালয়াম্যহম্ ॥ আত্মানঞ্চ প্রিয়ং চাপি পালয়ামি কথং
বদ ॥ ৩২ ॥ তস্মা অপি পুমানাদ্যঃ শ্রীভাগবতমা-
দিশং ॥ উবাচ চ পঠৈবনন্তব সৰ্ব্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥
ততো বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা পরমার্থকপালনে ॥ সমর্থো-
হুচ্ছ্রিয়া মাসি মাসি ভাগবতং শ্রবন্ ॥ ৩৪ ॥ যদা

বিষ্ণুঃ স্বয়ং বক্তা লক্ষীশ্চ শ্রবণে রতা ॥ তদা ভাগ-
বতশ্রাবো মাসেনৈব পুনঃপুনঃ ॥ ৩৫ ॥ যদা লক্ষীঃ
স্বয়ং বক্ত্রী বিষ্ণুশ্চ শ্রবণে রতাঃ ॥ মাসদ্বয়ং রসাস্বাদ-
স্তদাতীত্ব সুশোভতে ॥ ৩৬ ॥ অধিকারে হিতো
বিষ্ণুর্লক্ষ্মীনিশ্চিত্তমানসা ॥ তেন ভাগবতাস্বাদস্তস্তা
ভূরি প্রকাশতে ॥ ৩৭ ॥ অথ কদ্রোহপি তং দেবং
সংহারাদিকৃতঃ পুরা ॥ পুমান্ সং প্রার্থয়ামাস স্বসামর্থ্য-
বিরুদ্ধয়ে ॥ ৩৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ ॥ নিত্যে নৈমি-
ত্তিকে চৈব সংহারে প্রাকৃতে তথা ॥ শক্তয়ো মম
বিদ্যন্তে দেবদেব মম প্রভো ॥ ৩৯ ॥ আত্যন্তিকে
তু সংহারে মম শক্তির্ন বিদ্যতে ॥ মহদুখং মমৈ-
তত্তু তেন হ্যং প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৪০ ॥ শ্রী-
বৃহস্পতিক্রবাচ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতং তস্মা অপি নারায়ণো
দদৌ ॥ স তু সংসেবনাদস্ত জিগ্যে চাপি তমো-
গুণম্ ॥ ৪১ ॥ কথা ভগবতৌ তেন সেবিতা বর্ষ-
মাত্রতঃ ॥ লয়ে স্বাত্যন্তিকে তেনাবাপ শক্তিং
সদাশিবঃ ॥ ৪২ ॥ উদ্ধব উবাচ ॥ শ্রীভাগবতমাহাশ্ব্য
ইমামাখ্যায়িকাং শ্রবোঃ ॥ অহা ভাগবতং সজ্জা

হইলেন এবং তিনি তদবধি কৃষ্ণপ্রাপ্তিকামনায়
অহর্নিশ ভাগবতসেবা করিতে লাগিলেন ॥ হে
রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা সপ্ত আবরণ ছেদনকামনায়
সন্তোহ কাল একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগবত সেবা
করত সিদ্ধমনোরথ হন এবং পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া
সন্তোহমধ্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিবিস্তার করেন ॥
অনন্তর প্রজাপালনকার্যে নিয়োজিত বিষ্ণু স্বীয়
অর্থসিদ্ধির জন্ত কৃষ্ণসমীপে এইরূপ প্রার্থনা
করেন ॥ বিষ্ণু বলেন,—হে দেব! প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি
দ্বারা কৰ্ম্মজ্ঞান প্রযুক্ত করিয়া আমি যথোচিত
প্রজাপালন করিব ॥ যখন যখনই ধর্ম্মের মানি
উপস্থিত হইবে, তখনই আমি অবতার পরি-
গ্রহ করিয়া ধর্ম্মের সংস্থাপন করিব ॥ যাহারা
ভোগার্থী তাহাদিগকে যজ্ঞকল, যাহারা মুক্তিকামী,
তাদৃশ বিরক্ত প্রাণিদিগকে পঞ্চবিধ মুক্তিদান
করিব ॥ কিন্তু হে পরমপুরুষ! যাহারা মুক্তি কামনা
করে না, তাহাদিগকে কিরূপে পালন করিব এবং
আমার ও কমলার কিরূপে প্রতিপালন হইবে, তাহা
আদেশ করুন ॥ হে রাজন্! সেই আদি পুরুষ
কৃষ্ণ তখন বিষ্ণু প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত আদেশ
করেন, এবং বলেন,—হে বিষ্ণু! সৰ্ব্বার্থসিদ্ধির
জন্ত তুমি ভাগবত সেবা কর ॥ অনন্তর পরম-
পুরুষের কথায় বিষ্ণু প্রীত হইলেন এবং প্রয়োজন
সাধনে সমর্থ হইয়া আমার সহিত মাসে মাসে পুনঃ

পুনঃ ভাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন ॥ যখন বিষ্ণু
স্বয়ং বক্তা ও রমা শ্রবণরতা, তখন একমাসে
ভাগবত সম্পূর্ণ হইত; আবার রমা যৎকালে বক্ত্রী
হইতেন ও বিষ্ণু শ্রবণে রত থাকিতেন, তখন দুই
মাসে ভাগবতশ্রবণ সম্পূর্ণ হইত ॥ হে রাজন্!
এই শেষোক্ত পাঠেই অধিকতর রসাস্বাদ হইত;
কেমনা যিনি প্রকৃত শ্রবণাধিকারী, সেই বিষ্ণু স্বীয়
অধিকারে অবস্থিত হইলে লক্ষ্মীও নিশ্চিত্তমনে পাঠ
করিতেন, এই জন্তই রমার পাঠে অধিকতর
ভাগবতরসাস্বাদ প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ২১-৩৭ ॥ অন-
ন্তর সংহারাদিকারপ্রাপ্ত কৃষ্ণ স্বীয় সামর্থ্যবুদ্ধির জন্ত
সহি পরম পুরুষসমীপে প্রার্থনা করেন ॥ কৃষ্ণ
বলেন,—হে প্রভো! নিত্য, নৈমিত্ত ও প্রাকৃত এই
ত্রিবিধ সংহারব্যাপারেই আমার প্রভূতশক্তি
বিদ্যমান; কিন্তু হে দেবদেব! আত্যন্তিক সংহারে
আমার শক্তি নাই, ইহা আমার একটা মহা দুঃখ,
আর এই জন্তই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা
করিতেছি ॥ বৃহস্পতি বলিলেন,—ভাঁহাকেও নারায়-
ণ শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করেন এবং কৃষ্ণও সেই
কৃষ্ণকথিত ভাগবতের সেবা করিয়া তমোগুণ জয়
করিয়াছিলেন ॥ অনন্তর সদাশিব বর্ষমাত্র ভাগবতী
কথার সেবা করিয়া আত্যন্তিক লয়ের শক্তি লাভ
করেন ॥ উদ্ধব বলিলেন,—অনন্তর আমি শুন

মুদেহং প্রণমা তম্ ॥ ৪৩ ॥ ততঃ বৈকবীঃ
রীতিঃ গৃহীত্বা মাসমাত্রতঃ । শ্রীমদ্ভাগবতান্বাদো ময়া
সম্যক্ত নিষেবিতঃ ॥ ৪৪ ॥ তাবতৈব বভূবাহং কৃষ্ণশ্চ
দদিতঃ সখা । কৃষ্ণেনাথ বিমুক্তোহহং ব্রজে স্বপ্রেমসী-
গণে ॥ ৪৫ ॥ বিরহার্জাস্থ গোপীষু স্বয়ং নিত্যবিহা-
রিণা । শ্রীভাগবতসন্দেশো মনুখেন প্রযোজিতঃ ॥
৪৬ ॥ তং যথামতি লজ্জা তা আসন্ বিরহবর্জিতাঃ ।
নাভ্রাসিবঃ রহস্তঃ তচ্চমৎকারস্ত লোকিতঃ ॥ ৪৭ ॥
সর্বা সম্প্রার্থ্য কৃষ্ণক ব্রহ্মাদ্যেব গতেষু মে ।
শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণস্তদ্রহস্তঃ স্বয়ং দদৌ ॥ ৪৮ ॥
পুরতোহস্থখমূলশ্চ চকার ময়ি তদ্রূঢ়ম্ । তেনাত্র
ব্রজবল্লীষু বসামি বদরীঃ গতঃ ॥ ৪৯ ॥ তস্মান্নারদ-
কুণ্ডেহত্র তিষ্ঠামি স্বেচ্ছয়া সদা । কৃষ্ণপ্রকাশো তক্তা-
নাং শ্রীমদ্ভাগবতান্ববেৎ ॥ ৫০ ॥ তদেসামপি কার্যার্থং
শ্রীমদ্ভাগবতং ব্রহ্ম । প্রবক্ষ্যামি সহায়োহত্র ব্রহ্মৈবানু-
ষ্ঠিতো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥ শ্রীশূত উবাচ । বিষ্ণুরাতস্ত শ্রুত্বা

তদ্রূঢ়বং প্রণতোহব্রবীৎ । শ্রীপরীক্ষিতবাচ । হরি-
দাস ত্বয়া কার্যং শ্রীভাগবতকীর্তনম্ ॥ ৫২ ॥ আভ্রা-
প্যোহহং যথাকার্যং সহায়োহত্র ময়া তথা । শ্রীশূত
উবাচ । শ্রুত্বোহতদ্রূঢ়বো বাক্যমুবাচ শ্রীতমানসঃ ॥ ৫৩ ॥
উদ্ধব উবাচ । শ্রীকৃষ্ণেন পরিত্যক্তে ভূতলে
বলবান্ কলিঃ । করিষ্যতি পরঃ বিষং সংকার্যে
সমুপস্থিতে ॥ ৫৪ ॥ তস্মাদিদিজয়ং যাহি কলিনিগ্রহমা-
চর । অহস্ত মাসমাত্রেন বৈকবীঃ রীতিমাহিতঃ ॥
৫৫ ॥ শ্রীমদ্ভাগবতান্বাদং প্রচার্য্য স্বংসহায়তঃ । এতান্
সম্প্রাপয়িষ্যামি নিত্যধায়ি মধুদ্বিষঃ ॥ ৫৬ ॥ শ্রীশূত
উবাচ । শ্রুত্বোহং তদ্রূঢ়ো রাজা মুদিতচিহ্নয়াতুরঃ ।
তদা বিজ্ঞাপয়ামাস স্বাতিপ্রায়ং তদ্রূঢ়বম্ ॥ ৫৭ ॥
শ্রীপরীক্ষিতবাচ । কলিঃ নিগ্রহীষ্যামি তাত তে
বচসি স্থিতঃ । শ্রীভাগবতসম্প্রাপ্তিঃ কথং যম
ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥ অহস্ত সমুগ্রাহস্তব পাদতলে
স্থিতঃ । শ্রীশূত উবাচ । শ্রুত্বোহতদ্রূঢ়চনং ভূয়োহপ্যু-
বস্তমুবাচ হ ॥ ৫৯ ॥ উদ্ধব উবাচ । রাজশ্চিন্তা

বৃহস্পতিসমীপে শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্যপূর্ণ এই
আখ্যায়িকা শ্রবণপূর্বক হৃষ্ট হইলাম এবং তাঁহাকে
প্রণাম করত বৈকবী রীতি অনুসারে মাসমাত্র
ভাগবত-রসান্বাদ করিয়া আমি সম্যকরূপে ভাগ-
বতের সেবা করিয়াছিলাম । আমি সেই ভাগ-
বত সেবাপ্রভাবে কৃষ্ণের প্রিয়সখা হইয়াছি
এবং নিত্যবিহারী হরি কর্তৃক তদীয় বিরহ-
কাতর স্বীয় প্রেমসী গোপীগণের বিরহব্যথা দূর
করিবার জন্য আমার মুখে তাঁহার সংবাদ প্রদানার্থ
আমি ব্রজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম । যাহার যেরূপ
জ্ঞান, আমারই মুখে সংবাদ পাইয়া গোপীগণ
তাঁহাকে তৎস্বরূপে জানিতে পারিয়া বিরহব্যথা দূর
করিতেন । আমি তাঁহার রহস্ত সম্যক জানিতে না
পারিলেও তাঁহার প্রভাব লোকচমৎকৃত । অনন্তর
ব্রহ্মাদি দেবগণ কৃষ্ণসমীপে স্বর্গবাস প্রার্থনা করিয়া
চলিয়া গেলে তিনি আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতরহস্ত
প্রদান করেন । শ্রীকৃষ্ণ অশ্বখমূলের ছায় আমাকে
ব্রজে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বদরীবনে গমন
করিয়াছিলেন । আমি ব্রজবল্লীতে বাস করিতেছি ।
আমি সতত এই নারদকুণ্ডে স্বেচ্ছায় অবস্থান
করিতেছি । শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জীবগণের কৃষ্ণ
প্রকাশ হয়, অতএব জীবগণের হিতকামনায় আমি
সতত শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছি, আমি আজ
তোমাকে আমার সহায়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তুমিও
এই কার্যের অনুষ্ঠানপূর্ণ হও । শূত কহিলেন,—

বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত উদ্ধবের এবং বিধ বাক্য শ্রবণ
করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ।
পরীক্ষিত বলিলেন,—হে হরিদাস ! আপনি শ্রীম-
দ্ভাগবত কীর্তন করুন, আর আমাকে আদেশ
করুন, আপনার কিরূপ সাহায্য করিতে হইবে,
আমি তাহা করিতেছি । শূত কহিলেন,—পরী-
ক্ষিতের বাক্য শ্রবণে হৃষ্টহৃদয় উদ্ধব বলিতে
লাগিলেন—কৃষ্ণ ভূতল পরিত্যাগ করিলে বলী-
য়ান্ কলি ধর্মকার্যের অত্যন্ত বিষ উৎপাদন
করিবে, অতএব তুমি দিগ্বিজয়ে গমন করিয়া
সেই কলির নিগ্রহ কর । আমিও ইত্যবসরে
বৈকবী রীতি অবলম্বনপূর্বক মাসমাত্র ভাগবতের
রসান্বাদ গ্রহণ করত তোমার সাহায্যে মধুরপুর
নিত্যধাম ধরামণ্ডলে এই ভাগবত ধর্ম প্রচার
করিব ॥ ৩৮—৫৬ ॥ শূত কহিলেন,—রাজা পরীক্ষিত
উদ্ধবের বাক্য শ্রবণে হৃষ্ট হইলেন এবং চিন্তাতুর
হৃদয়ে স্বীয় অভিলাষ উদ্ধবসমীপে বিজ্ঞাপিত
করিতে লাগিলেন । পরীক্ষিত কহিলেন,—হে
তাত ! আপনার আদেশে অবস্থিত হইয়া আমি
কলিনিগ্রহ করিব, কিন্তু আমার শ্রীমদ্ভাগবত
প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভাবিত হইবে ? আমি আপ-
নার সম্পূর্ণ অনুগ্রহযোগ্য ; এক্ষণে আপনার পাদ-
তলের শরণ লইলাম । শূত বলিলেন,—পরী-
ক্ষিতের বাক্য শুনিয়া উদ্ধব ধূনকার বলিতে

তু তে কাপি নৈব কার্য্য কথকন । তবৈব
ভগবচ্ছাস্ত্রে যতো মুখ্যাধিকারিতা ॥ ৬০ ॥ এতাবৎ-
কালপর্য্যন্তং প্রাপ্যো ভাগবতকৃতঃ । বার্তামপি ন
জানন্তি মনুষ্যাঃ কস্মতঃ পরাঃ ॥ ৬১ ॥ স্বপ্রসাদেন
বহবো মনুষ্যা ভাগবতজিরে । শ্রীমদ্ভাগবতপ্রাপ্তৌ
সুখং প্রাপ্যন্তি শাশ্বতম্ ॥ ৬২ ॥ নন্দনন্দনরূপস্ত
শ্রীশুকো ভগবানুবিঃ । শ্রীমদ্ভাগবতং তুভ্যং
প্রাবিস্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৩ ॥ তেন প্রাপ্যসি রাজঃস্বঃ
নিত্যং ধাম ব্রজেশিতুঃ । শ্রীভাগবতসংস্কারস্ততো
ভুবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৪ ॥ তস্মাৎ গচ্ছ রাজেন্দ্র
কলিনিগ্রহমাচর । শ্রীশূত উবাচ । ইত্যুক্তস্তং
পরিক্রম্য গতৌ রাজা দিশাং জয়ে ॥ ৬৫ ॥
বজ্রস্ত নিজরাজ্যেশং প্রতিবাহুং বিধায় চ । তত্রৈব
মাতৃতিঃ সাকং তস্থৌ ভাগবতশয়া ॥ ৬৬ ॥ অথ
বৃন্দাবনে মাসং গোবর্দ্ধনসমীপতঃ । শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদ-
সুধবেন প্রবর্তিতঃ ॥ ৬৭ ॥ তস্মিন্নাস্বাদ্যমানে তু
সচ্চিদানন্দরূপিণী । প্রচকাশে হরেলীলা সর্বতঃ
কৃষ্ণ এব চ ॥ ৬৮ ॥ আত্মানঞ্চ তদন্তঃস্বঃ সর্বৈষপি
দদুস্তদা । বজ্রস্ত দক্ষিণে দৃষ্টৌ কৃষ্ণপাদসরোরুহে ॥

লাগিলেন । উদ্ধব বলিলেন,—হে রাজন! এ
বিষয়ে তুমি কোন চিন্তা করিও না, তোমার অনু-
গ্রহে ভারতভূমে অনেক মানব শ্রীমদ্ভাগবত লাভ
করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইবে । নন্দনন্দন কৃষ্ণের
স্বরূপ—ঋষি ভগবান শ্রীশুকদেব তোমাকে শ্রীমদ্-
ভাগবত শ্রবণ করাইবেন, সন্দেহ নাই । হে রাজন!
সেই ভাগবত শ্রবণেই তুমি ব্রজপতির নিত্যধাম
লাভ করিবে এবং তোমার এই আদর্শেই ভূতলে
ভাগবতশাস্ত্রের প্রচার হইবে । অতএব হে রাজন!
তুমি কলিনিগ্রহার্থ গমন কর । শূত কহিলেন,—
উদ্ধব কর্তৃক আদিষ্ট রাজা পরীক্ষিত তাঁহাকে পার-
ক্রমপূর্ব্বক দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন । এদিকে
রাজা বজ্রনাভও প্রতিবাহকে রাজ্যরক্ষার জন্ত
নিযুক্ত করিয়া ভাগবতশ্রবণার্থ মাতৃগণের সহিত
তথায় বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর
উদ্ধব বৃন্দাবনের “গোবর্দ্ধনসমীপে” মাসব্যাপী
শ্রীমদ্ভাগবতরসাস্বাদে প্রবৃত্ত হইলেন । উদ্ধব
এইরূপে ভাগবতরসাস্বাদ করিতে থাকিলে সচ্চিদা-
নন্দরূপিণী কৃষ্ণলীলা তাঁহার মানসে প্রকাশ পাইল ।
তিনি সর্বত্র বাসুদেবকেই দর্শন করিলেন । তিনি
দেখিলেন,—তাঁহার আত্মা এবং অন্যান্য সকলেই
হরিরই অন্তর্ভুক্ত অবস্থিত । বজ্রনাভ হরির দক্ষিণ

৬৯ ॥ স্বাত্মানং কৃষ্ণবৈদ্যুদ্যন্তজটুব্যাশোভিত ।
তাস্য ভগ্নাতরঃ কৃষ্ণে রাসরাজিপ্রকাশিনি ॥ ৭০ ॥
চন্দ্রে কলাপ্রভারূপমাত্মানং বীক্ষ্য বিম্বিতাঃ ।
স্বপ্রেষ্ঠবিরহব্যাবিধিমুক্তাঃ স্বশব্দং যসুঃ ॥ ৭১ ॥ যেহন্তে
চ তত্র তে সর্বৈ নিত্যলীলাস্তরং গতাসুঃ ।
ব্যাবহারিকলোকেভ্যঃ সদ্যোহদর্শনমাগতাসুঃ ॥ ৭২ ॥
গোবর্দ্ধননিকুঞ্জেষু গোবু বৃন্দাবনাদিষু । নিত্যং
কৃষ্ণেন মোদন্তে দৃশ্যন্তে প্রেমতৎপরৈঃ ॥ ৭৩ ॥
শ্রীশূত উবাচ । য এতাং ভগবৎপ্রাপ্তিং শৃণুয্যচ্চাপি
কীর্তয়েৎ । তস্য বৈ ভগবৎপ্রাপ্তির্হঃখহানিচ
জায়তে ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীকান্দে শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যে তৃতীয়ে-
হধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীঋষয় উচুঃ । সাধু শূত চিরং জীব চিরমেবং
প্রশাদি নঃ । শ্রীভাগবতমাহাত্ম্যমপূর্ব্বং তনুখা-

পাদসরোরুহে বিরাজমান, তিনি যেন কৃষ্ণবিরহ
হইতে স্বীয় আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া ভূতলে
শোভিত হইতেছেন । যিনি রাসরজনীর বিকাশ
করিয়াছিলেন, মাতৃগণ সেই কৃষ্ণচন্দ্রের কলাপ্রভাবে
স্বয়ং আত্মাকে দর্শন করত বিম্বিত হইতেছেন । এবং
তাঁহার স্বয়ং গুরু বিরহব্যথা-বিমুক্ত হইয়া স্বয়ং পদ
প্রাপ্ত হইয়াছেন । অন্য যাহারা তাঁহার নিত্য-
লীলারত, তাঁহার যেন ব্যাবহারিক লীলাভিষেক
ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে সদ্য অদৃশ্য হইতেছেন ।
বস্ততঃ ! কৃষ্ণপ্রেমতৎপর নরগণ গোবর্দ্ধনাদি কুঞ্জ,
গো এবং বৃন্দাবনাদিতে নিত্যই কৃষ্ণসহ বিহার
করিয়া থাকেন । ইহা কৃষ্ণপ্রেমিকেরাই দেখিতে
পান । শূত কহিলেন,—যে মানব এই ভগবৎ-
প্রাপ্তির কথা শ্রবণ বা কীর্তন করে, তাহার ভগবৎ-
প্রাপ্তি হয় এবং হঃখহানি হইয়া থাকে । ৭১—৭৪ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । ৩ ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে শূত । আপনি দীর্ঘ-
জীবন প্রাপ্ত হইয়া চিরকাল আমাদিগকে এইরূপ
সম্যক শাসন করুন । আজ আমরা আপনার

কৃতম্ ॥ ১ ॥ তৎস্বরূপপ্রমাণকং বিধিকং শ্রবণে
বদ ॥ তৎস্বরূপকণঃ সূত শ্রোতৃশ্চাপি বদা-
ধুনা ॥ ২ ॥ শ্রীসূত উবাচ ॥ শ্রীমদভাগবতস্তাৎ
শ্রীমদভাগবতঃ সদা ॥ স্বরূপমেকমেবাস্তি সচ্চিদানন্দ-
লক্ষণম্ ॥ ৩ ॥ শ্রীকৃষ্ণসক্তভক্তানাং তন্মাধুর্য-
প্রকাশকম্ ॥ সমুজ্জ্বলতি যদ্বাক্যং বিদ্বি ভাগবতং
হি তৎ ॥ ৪ ॥ জ্ঞানবিজ্ঞানভক্ত্যাক্ষচতুষ্টয়পরং বচঃ ॥
মায়াবিন্দনদক্ষকং বিদ্বি ভাগবতকং তৎ ॥ ৫ ॥ প্রমাণং
তস্ত কো বেদ হনস্তস্তাক্ষরায়নঃ ॥ ব্রহ্মণে হরিণা
তদ্বিক্ চতুঃশ্লোক্যা প্রদর্শিতা ॥ ৬ ॥ তদানন্ত্যাবগাহেন
শ্বেপিতাবহনক্ষমাঃ ॥ ত এব সন্তি ভো বিপ্রা ব্রহ্ম-
বিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৭ ॥ মিতবুদ্ধাদিবৃত্তীনাং মহুযাণাং
হিতায় চ ॥ পরীক্ষিচ্ছকসংবাদো যোহসৌ বাসেন
কীর্তিতঃ ॥ ৮ ॥ গৃহোহষ্টাদশসাহস্রো যোহসৌ ভাগ-
বতাভিধঃ ॥ কলিগ্রাহগৃহীতানাং স এব পরমাত্মনঃ ॥
৯ ॥ শ্রোতারোহথ নিরূপ্যন্তে শ্রীমদ্বিষ্ণুকথাশ্রয়াঃ ॥

মুখে অপূর্ণ ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলাম। হে
সূত! সম্ভ্রুতি আমরা সেই ভাগবতের স্বরূপ,
প্রমাণ, বিধি এবং সেই ভাগবতবক্তার লক্ষণ শ্রবণ
করিতে ইচ্ছুক; অতএব তৎসমস্ত বর্ণন করুন। সূত
উত্তর করিলেন,—শ্রীমদভাগবত ও শ্রীমান ভগ-
বানের সর্বদাই এক সচ্চিদানন্দ লক্ষণস্বরূপ। ষাঁহারা
শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, ষাঁহাদের মন তাঁহাতে আসক্ত,
তাঁহা ব্যক্তিগণ হইতেই ভগবানের মাধুর্যের
বিকাশ হয়। আর তাঁহাদের মুখ হইতে কৃষ্ণ-
মাহাত্ম্যসম্বিত • যে বাক্য নির্গত হয়, • তাহাই
ভাগবতী কথা বলিয়া বিদিত হউন। যে বাক্য
জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি ও ভঙ্গী এই চতুষ্টয়াদ্বক এবং
মায়াবিন্দনে দক্ষ, তাহাই ভাগবত বাক্য বলিয়া
জানিবেন। হে ঋষিগণ! সেই অনন্ত অক্ষরাত্মা
কৃষ্ণের প্রমাণ কোন্ মানব জানিতে সমর্থ হয়? হরি
ব্রহ্মাকে চতুঃশ্লোক দ্বারা তাহা প্রদর্শন
করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! ষাঁহারা তাহার স্বীয়
অভীষ্ট বহন করিতে সমর্থ, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
শিবাদি তাঁহার আনন্ত্য অবগাহন করিয়াও
তাঁহার অন্ত গমন করিতে সমর্থ নহেন। পরি-
মিতজ্ঞানবৃত্তি মানুষের দ্বিতার্থ ব্যাস যে পরী-
ক্ষিৎ-ওকসংবাদাত্মক ভাগবত কীর্তন করিয়াছেন,
সেই ষাঁহ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকপূর্ণ এবং তাহাই
ভাগবত নামে অভিহিত। ষাঁহারা কলিরূপ কুতীর

প্রবরা অবরীশ্চেতি শ্রোতারো দ্বিবিধা মতাঃ ॥ ১০ ॥
প্রবরাশ্চাতকো হংসঃ ওকো মীনাদিযন্তথা ॥ অবরা-
বৃকভৃকওবৃষোষ্ট্রাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ১১ ॥ অখিলো-
পেক্ষয়া যন্ত কৃষ্ণশাস্ত্রজ্ঞাতো ব্রতী ॥ স চাতকো
যথাভোদমুক্তে পার্থসি চাতকঃ ॥ ১২ ॥ হংসঃ স্তাৎ
সারমাদন্তে যঃ শ্রোতা বিবিধাচ্ছ্রুতাৎ ॥ হৃদ্যেনৈক্যং
গতাত্তোয়াদৃযথা হংসোহমলং পয়ঃ ॥ ১৩ ॥ ওকঃ
সুষ্ঠ মিতং বক্তি ব্যাসঃ শ্রোতৃশ্চ হর্ষয়ন্ ॥ সুপাঠিতঃ
ওকো যদ্বচ্ছিক্কং পার্থগানপি ॥ ১৪ ॥ শব্দং নানি-
মিষো জাতু কয়োত্যান্বাদয়ন্ রসম্ ॥ শ্রোতা
শ্রিক্তো ভবেন্নীনো মীনঃ কীরনিধৌ যথা ॥
১৫ ॥ যজ্ঞদন্ রসিকান শ্রোতৃন্ বিরোত্যজ্ঞো
বৃকো হি সঃ ॥ বেণুশ্বনরসাসক্তান বৃকোহরণ্যে
মৃগান যথা ॥ ১৬ ॥ ভৃকুঃ শিক্ষয়েদন্তান

কর্তৃক গ্রন্থ হইয়াছে, এই ভাগবতই তাহাদের
পরম আশ্রয় ॥ ১—৯ ॥ অনন্তর বিষ্ণুপরায়ণ শ্রোতা
নিরূপিত হইতেছে। শ্রোতা শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট ভেদে
দ্বিবিধ; তন্মধ্যে চাতক, ওক ও মীনাদিজাতীয়
শ্রোতা শ্রেষ্ঠ এবং বৃক, ভৃকুও, বৃষ ও উষ্ট্রাদি
জাতীয় শ্রোতা নিকৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। চাতক
যে রূপ অখিল জল পরিত্যাগ করিয়া জলদজলের
প্রতীক্ষা করে, তজ্রূপ ষাঁহারা নিখিল বিষয়বাসনা
উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রশ্রবণে
ব্রতী—তাঁহারা চাতক বলিয়া কথিত হন; হংস
যেমন একত্র মিলিত জল ও দুগ্ধ হইতে সারাংশ
অমল দুগ্ধ পান করে, তজ্রূপ ষাঁহারা বিবিধ কথা
জ্ঞাত হইয়াও তন্মধ্যে হইতে সার মাত্র গ্রহণ করেন,
তাঁহাদিগকে হংসজাতীয় শ্রোতা বলা হয়; ওক পক্ষীর
স্বায় ষাঁহারা সুষ্ঠ ও মিতভাষী, যাহাকে দেখিলে
পাঠক ও শ্রোতৃগণ সুখী হন, সুপাঠিত বিষয় সকল
ষাঁহারা অবিকল শিক্ষা প্রদান করেন এবং পার্থক্যিত
শ্রোতৃগণকে ষাঁহারা সংশিক্ষা প্রদান করেন—তাঁহা-
রাই ওক জাতীয় শ্রোতা বলিয়া বিদিত। কীরনিধির
মীন যেমন শিক্ত, কদাচিৎ শব্দ (আক্ষীলন) করে না,
অনিমিষলোচনে আনন্দ করিয়া করিয়া রস গ্রহণ
করে তজ্রূপ ভাগবত শ্রবণকালে ষাঁহারা কদাচিৎ
কথা কহে না, অনিমেষনয়নে ষাঁহারা হরিকথার
রসান্বাদন করে এবং শিক্ত, তাঁহারা মীনজাতীয়
শ্রোতা জানিবেন। বেণুশ্বনের রসাসক্ত মৃগ-
গণকে অরণ্যে বৃক যে রূপ পীড়িত করে, তজ্রূপ

কথা ন স্বয়ম্ভূতঃ। যথা হিমুরতঃ শূন্যে
 ভূকণ্ঠাখ্যো বিহরমঃ ॥ ১৭ ॥ সর্বং কৃতযুগাদন্তে
 সারাসারাদ্বৈবঃ। স্বাক্ষরাকং ধনিং চাপি
 নিবিশেষং যথা যুগঃ ॥ ১৮ ॥ স উষ্ট্রো মধুরং
 মুঞ্চন বিপরীতে রমেত যঃ। যথা নিহং চরত্যাষ্ট্রো
 হিহামপি তদযুতম্ ॥ ১৯ ॥ অস্ত্রেহপি বহবো
 ভেদা যয়োড়্ধ্বখরাদয়ঃ। বিজ্ঞেয়াস্তদাচারৈস্তত্ত্ব-
 প্রকৃতিসত্ত্বৈঃ ॥ ২০ ॥ যঃ হিহাহতিমুখং প্রণম্য
 বিবিবস্তাকান্তবাদো হরেনীলাঙ্ক শ্রোতুমভীপ্সতে-
 হতিনিপুণো নম্রোহথ কৃপাজলিঃ। শিষ্যো
 বিবসিতোহমুচিস্তনপরঃ প্রমোহমুরক্তঃ শুচিনিত্যং
 কৃকজনপ্রিয়ো নিগদিতঃ শ্রোতা স বৈ বভূভিঃ ॥
 ২১ ॥ ভগবত্তিরনপেক্ষঃ সুহৃদো দীনেষু সামুকম্পো
 যঃ। বহুবাবোধনচতুরো বক্তা সম্মানিতো মুনিভিঃ ॥

যে অজ্ঞ শ্রোতা রোদন দ্বারা রসিক শ্রোতৃ-
 গণকে ব্যথিত করে, তাহাকে বৃকজাতীয় শ্রোতা
 কহে; যাহারা হিমালয়শৃঙ্গবানী ভূরু নামক
 বিহগগণের ন্যায় অন্যকে শিক্ষা প্রদান করে, কিন্তু
 নিজে কোনই সাধু আচরণ করে না, তাহাকে
 ভূকণ্ঠজাতীয় শ্রোতা জানিবেন। যুগের নিকট
 যেমন স্বাক্ষর জ্ঞান ও সর্বপক্ষের পার্থক্য নাই,
 তদ্রূপ যে অজ্ঞবুদ্ধি শ্রোতা কি সার, কি অসার,
 কৃত বিষয় সমস্তই পরিগ্রহ করে, অর্থাৎ ভালমন্দ
 বিচার করে না, তাহাকে বৃষজাতীয় শ্রোতা বলিয়া
 বিদিত হউন। উষ্ট্র যেরূপ আত্ম পরিত্যাগ করিয়া
 নিঃশব্দ থাকে, তদ্রূপ যে শ্রোতা মধুর পরিত্যাগ
 করিয়া বিপরীত বস্তুতে রতি প্রদর্শন করে, তাহাকে
 উষ্ট্রজাতীয় শ্রোতা কহে। এতদূতির অন্যান্য যুগ
 খরাদিজাতীয় শ্রোতৃভেদে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়,
 তাহাদের লক্ষণ কীর্তিত হইল না, তাহাদিগের
 প্রকৃতিগত আচারনিচয় অবলোকন করিয়া লক্ষণ
 স্থির করিতে হইবে। যে শ্রোতা শ্রবণ সময়ে
 কৃপাজলি ও নম্র হইয়া সম্মুখে অবস্থান, বিধিবৎ
 প্রণাম, অন্যকথা পরিত্যাগ, হরির লীলাচিন্তন, ও
 অজীষ্ট বিষয়ে নৈপুণ্যপ্রদর্শন করে এবং যিনি শিষ্ট,
 বিশ্বাসবান, চিন্তাপরায়ণ, প্রমোহমুরক্ত, নিত্যশুচি,
 কৃকজনপ্রিয়,—শাস্ত্রবক্তৃগণ তাহাকে উত্তম শ্রোতা
 বলিয়া অভিহিত করেন। যিনি ভগবানে রত, অন-
 পেক্ষ এবং দীনজনের সুহৃৎ ও অমুকম্পাকারী,—
 বহুজ্ঞানপ্রদানচতুর বক্তা মুনিগণ তাহাকে সম্মানিত

২২ ॥ অথ ভারতভূমানে ত্রীভাগবতসেবনো।
 বিধিঃ শৃণুত ভো বিপ্রা যেন স্তাৎ সুখসম্পত্তিঃ ॥ ২৩ ॥
 রাজসং সার্বিকং চাপি তামসং নির্গুণং তথা। চতুর্বিধঃ
 তু বিজ্ঞেয়ঃ ত্রীভাগবতসেবনম্ ॥ ২৪ ॥ সপ্তাহঃ
 যজ্ঞবদ্যজ্ঞু সশ্রমং সহরং যুদা। সেবিতং রাজসং
 তত্ত্ব বহুপূজাদিশোভনম্ ॥ ২৫ ॥ মাসেন স্বতুনা
 বাপি শ্রবণং স্বাদসংযুতম্। সার্বিকং যদনায়াসং
 সমস্তানন্দবর্জনম্ ॥ ২৬ ॥ তামসং যজ্ঞু বর্ষণে সালসং
 শ্রদ্ধয়াযুতম্। বিস্মৃতিস্মৃতিসংযুক্তং সেবনং তচ্চ
 সৌখ্যদম্ ॥ ২৭ ॥ বর্ষমাসদিনানাং তু বিমুচ্য
 নিয়মাগ্রহম্। সর্বদা প্রেমভক্ত্যেব সেবনং নির্গুণং
 মতম্ ॥ ২৮ ॥ পারীক্ষিতেহপি সংবাদে নির্গুণং তৎ
 প্রকীর্তিতম্। তত্র সপ্তদিনাখ্যানং তদায়ুর্দিনসংখ্যয়া ॥
 ২৯ ॥ অত্র ত্রিগুণং চাপি নির্গুণং চ যথেষ্টম্।
 যথা কথঞ্চিৎ কৰ্ত্তব্যং সেবনং ভগবচ্ছূতেঃ ॥ ৩০ ॥ যে
 ত্রীকলবিহারৈকভজনাস্বাদলোলুপাঃ। মুক্তাবপি নিরা-
 কাঙ্ক্ষাস্তেষাং ভাগবতং ধনম্ ॥ ৩১ ॥ যেহপি
 সংসারসম্পাদনির্বিঘ্না মোক্ষকাক্ষিণঃ। তেষাং ভবো-

করেন। হে বিপ্রগণ! অনন্তর ভারতভূমের ভাগ-
 বতসেবার বিধান শ্রবণ করুন, ইহা শ্রবণ করিলে
 সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। ১০—২৩। ভাগবতসেবা
 সার্বিক, রাজসিক, তামসিক ও নির্গুণ এই চতুর্বিধ
 ভেদযুক্ত জানিবেন। যজ্ঞের ন্যায় যাহা শ্রম
 হর্ষ ও দুরাসহকারে সপ্তাহ অল্পস্থিত হয় এবং যাহা
 বহু পূজায় শোভমান, তাদৃশ ভাগবত সেবা
 রাজসিক, যাহা এক মাস বা এক পক্ষে স্বাদগ্রহণ-
 পূর্বক সেবিত হয়, যাহাতে কোন আয়াস হয় না,
 পরন্তু সকলেরই আনন্দ বর্জিত হয়, তাহাকে সার্বিক-
 সেবা কহে; যে সেবা আলস্যযুক্ত, শ্রদ্ধাবিহীন ও
 একবৎসরে নিস্পন্ন হয়, যাহাতে স্মৃতি বিস্মৃতি উভয়ই
 আছে, এইরূপ সেবা তামস নামে অভিহিত এবং
 ইহা সৌখ্যদ; যে সেবার বর্ষমাসাদির নিয়ম নাই,
 সর্বদা প্রেম ও ভক্তিদ্বারা সেবিত হয় তাহাকে নির্গুণ
 কহে। রাজা পরীক্ষিত ৩১ সপ্তাহ সেবা করিয়া-
 ছেন, তাহা নির্গুণ; কেন না তাঁহার আয়ু তখন
 সপ্তাহই অবশিষ্ট ছিল। ত্রিগুণই হউক,
 আর নির্গুণই হউক অথবা যথেষ্ট ক্রমে সেবাই
 হউক, যে কোনরূপে ভাগবত সেবা করিবে।
 যাহারা ত্রীকললীলার সেবায় একান্ত লোলুপ,
 তাহারা মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাবিহীন হইলেও ভাগ-

যথঃ চৈতৎ কলৌ সেব্যং প্রযত্নতঃ ॥ ৩২ ॥ যে চাপি
বিষয়ানামাঃ সাংসারিকসুখস্পৃহাঃ । তেষাং তু কৰ্ম-
মার্গেণ যা সিদ্ধিঃ সাধুনা কলৌ ॥ ৩৩ ॥ সামর্থ্যধন-
বিজ্ঞানাতাবাদত্যন্তদুঃখভাৱা । তস্মাত্তৈরপি সংসেব্যা
শ্রীমদ্ভাগবতী কথা ॥ ৩৪ ॥ ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্
বাহনাদি যশো গৃহান্ । অসাপত্ন্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দদ্যা-
ভাগবতী কথা ॥ ৩৫ ॥ ইহ লোকে বরান ভুজ্য
ভোগান্ বৈ মনসেঙ্গিতান্ । শ্রীভাগবতসঙ্গেন
যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদম্ ॥ ৩৬ ॥ যত্র ভাগবতী
বার্ভা যে চ তজ্জুবণে রতাঃ । তেষাং সংসেবনং
কুর্যাদ্ভেহেন চ ধনেন চ ॥ ৩৭ ॥ তদনুগ্রহতে-
হস্তুপি শ্রীভাগবতসেবনম্ । শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং যত্নে
সর্বং ধনসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৮ ॥ কৃষ্ণার্থীতি ধনার্থীতি শ্রোতা
বক্তা দ্বিধা মতঃ । যথা বক্তা তথা শ্রোতা তত্র
সৌখ্যং বিবৰ্দ্ধতে ॥ ৩৯ ॥ উভয়োর্বৈপরীত্যে তু
রসাতাসে কলচ্যুতিঃ । কিন্তু কৃষ্ণার্থিনাং সিদ্ধি-

বিলম্বেনাপি জায়তে ॥ ৪০ ॥ ধনার্থিনস্ত সংসিদ্ধি-
বিধিসম্পূর্ণতাবশাৎ । কৃষ্ণার্থিমোহশূন্যতাপি প্রেমৈব
বিধিকৃতমঃ ॥ ৪১ ॥ আসমাপ্তি সকায়েন কৰ্ত্তব্যো
হি বিধিঃ স্বয়ম্ । স্নাতো নিত্যং ক্রিয়াঃ কৃষ্ণা প্রাক্ত
পাদোদকং হরেঃ ॥ ৪২ ॥ পুস্তকঞ্চ গুরুং চৈব
পূজয়িত্বোপচারতঃ । ক্রিয়ায়া শৃংখায়াপি শ্রীমদ্ভাগবতঃ
মুদা ॥ ৪৩ ॥ পয়সা বা হবিষ্যেণ মৌনং ভোজন-
মাচরেৎ । অন্নচৰ্য্যমধঃস্থপ্তিং ক্রোধলোভাদিবর্জন-
ম্ ॥ ৪৪ ॥ কথাস্তে কীর্তনং নিত্যং সমাপ্তৌ জাগরঃ
চরেৎ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু দক্ষিণাতিঃ
প্রত্যোষয়েৎ ॥ ৪৫ ॥ গুরুবে বস্ত্রভূষাদি দ্বা গাং
সমর্পয়েৎ । এবং কৃতে বিধানে তু লভতে বাহিত্যং
কলম্ ॥ ৪৬ ॥ দারাগারসুতান্ রাজ্যং ধনাদি চ

বতই তাহাদের একমাত্র সম্পদ । কলিকালে
সংসারসন্তাপে যাহাদের নির্ভেদ উপস্থিত হওয়ায়
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহারা যত্নসহকারে
ভাগবতরূপ ভবৌষধি সেবা করুক । যাহারা
বিষয়সমূহে রত হইয়া সংসারসুখে স্পৃহাবিত হই-
য়াছে, কলিকালে কৰ্ম্ম দ্বারা তাহাদের যে সিদ্ধি
কথিত হয়, সে সিদ্ধি আবার সামর্থ্য, ধন, বিজ্ঞান
ও ভাবাদির অভাবে স্তূত্যস্ত দুৰ্লভ ; অতএব
তাহারাও ভাগবতী কথার সেবা করুক । এই
ভাগবতী বন্ধার স্বৰূপে মানব ধন, পুত্র, পত্নী বাহ-
নাদি, ঘর, গৃহ ও নিঃশত্রু রাজ্য লাভ করে এবং
ইহলোকে অতীষ্ট শ্রেষ্ঠ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়া
ভগবানের ভক্তগণ সহ হরির পদে গমন করে ।
যে স্থানে ভাগবতী কথা হয়, যাহারা সেই কথার
স্বৰূপে রত, যে সকল লোক শরীর ও ধনাদি দ্বারা
সেই শ্রোতা ও বক্তার সেবা করে, ভগবানের অনু-
গ্রহে তাহারাও ভাগবত সেবার কল লাভ করে ।
শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগতে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া
যায়, তাহাই ধনাখ্যায় আখ্যাত ; পুরাণবক্তা
ও শ্রোতার মধ্যে কেহ ধনার্থী কেহ বা কৃষ্ণার্থী
হইয়া ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করেন । বক্তা ও শ্রোতার
এই বিবিধ ভেদ কথিত হয় ; যে স্থানে বক্তার
অনুরূপ শ্রোতা, সেই স্থানেই সৌখ্যবুদ্ধি হইয়া

থাকে । কিন্তু ইহার বৈপরীত্য ঘটিলে রসাতাসে
কললাভ উভয়ই পণ্ড হয় । যাহারা কৃষ্ণার্থী, তাহা-
দের কল বিলম্ব হয় আর যাহারা ধনার্থী, বিধি-
বিধানে ভাগবতসেবা সম্পূর্ণ হইলেই অচিরে
তাঁহাদের কল সংঘটিত হইয়া থাকে । যাহারা
কৃষ্ণার্থী, তাহারা নির্গুণ সেবা করেন, প্রেমই তাঁহা-
দের উত্তম বিধি । যাহারা সকায়ে হইয়া ভাগবত
সেবা করে, সমাপ্তি পর্যন্ত তাহাদিগের সমস্ত বিধি
পালন করাই কৰ্ত্তব্য । এক্ষণে সেই বিধি কথিত
হইতেছে,—ব্রতী স্নান করিয়া নিত্য ক্রিয়া সমাধান-
পূর্বক হরির পাদোদক পান করিবে, তার পর
পুস্তক এবং গুরুকে উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা
করিয়া বক্তাই হউক কিংবা শ্রোতাই হউক, অত্যন্ত
আনন্দ সহকারে ভাগবত সেবা করিতে হইবে ।
ভোজন কালে মৌনী হইয়া দুধ কিংবা স্কৃত দ্বারা
ভোজন করিতে হইবে এবং মৃত্তিকাশয্যা, ক্রোধ-
লোভাদি বর্জন প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যের উপযোগী সমস্ত
আচার অবলম্বন করিতে হইবে । অনন্তর নিত্যই
কথাস্তে হরিনাম কীর্তন এবং সম্পূর্ণদিনে জাগরণ,
ব্রাহ্মণ ভোজন, দক্ষিণাদি প্রদানে তাঁহাদিগের
সন্তোষ সাধন করিবে । অতঃপর গুরুকে বস্ত্র-
ভূষণ ও গো প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে ।
এইরূপে ভাগবতসেবা অক্লান্ত হইলে অতীষ্ট
লাভ হয় ; মানব দার, গৃহ, পুত্র এবং ধনাদি অতীষ্ট

যদীপিতম্ । পরন্তু শোভতে নাত্র সাকামকং বিড়-
নম্ ॥ ৪৭ ॥ কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং শব্দং প্রেমানন্দকল-

প্রদম্ । শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেণ
ভাবিতম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাংশীতিসাহস্রাং সংহি-
তায়াম্ দ্বিতীয়ে বৈকবধশে, শ্রীমদ্ভাগবত-
মাহাত্ম্যং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সমস্তই লাভ করে ; সমস্তই সিক্ত হয় বটে , কিন্তু
সুখাম বলিয়া তাদৃশ শোভমান হয় না । কলিতে

এই শুকভাবিত শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণপ্রাপ্তিকর এবং
নিত্য প্রেমানন্দরূপ কলপ্রদ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

সমাপ্তমিদং শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্যম্ । ২—৬ ।

বিশ্বখণ্ডম ।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ । ভূয়োহপ্যঙ্গভুং রাজা ব্রহ্মণঃ
পরমেষ্ঠিনঃ । পুণ্যং মাধবমাহাত্ম্যং নারদং পৰ্য্য-
পৃচ্ছত ॥ ১ ॥ অহরৌষ উবাচ । সৰ্বেষামপি
মাসানাং 'হতো' মাহাত্ম্যমঙ্গসা । অতঃ ময়া পুরা
ব্রহ্মন্ যদা চোক্তং তদা হুয়া ॥ ২ ॥ বৈশাখঃ প্রবরো
মাসো মাসেষু নিশ্চিতম্ । ইতি তস্মাদ্বিস্ত-
রেণ মাহাত্ম্যং মাধবস্ত ৫ ॥ ৩ ॥ শ্রোতুং কোতুহলং
ব্রহ্মন্ কথং বিষ্ণুপ্রিয়ো হসৌ । কে চ বিষ্ণুপ্রিয়া
ধৰ্ম্মা মাসে মাধববল্লভে ॥ ৪ ॥ তত্রাপ্যস্ত তু কৰ্ত্তব্যঃ
কে ধৰ্ম্মা বিষ্ণুবল্লভাঃ ॥ কিং দানং কিং ফলং তস্ত
কমুদিশ্চ চরেদিমান ॥ ৫ ॥ কৈর্দ্রব্যৈঃ পূজনীয়োহসৌ
মাধবো মাধবাগমে । এতন্নারদ বিস্তাৰ্য্য মহং
ব্রহ্মাবতে বদ ॥ ৬ ॥ জীনারদ উবাচ । ময়া

প্রথম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—রাজা পুনরায় পরমেষ্ঠী
ব্রহ্মার আশ্রয় নারদের নিকট পুণ্য বৈশাখমাস-
মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিলেন । অহরৌষ বলিলেন,
—হে ব্রহ্মন্ ! যখন আমি আপনার নিকট মাস-
সমূহের মাহাত্ম্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই
আপনি নিঃশেষরূপ আমার নিকট সে সকল কহিয়া-
ছেন । হে ব্রহ্মন্ ! মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখ শ্রেষ্ঠ,
ইহা নিশ্চিত ; অতএব বিস্তারক্রমে সেই বৈশাখ-
মাসের মাহাত্ম্য শুনিতে আমার কুতুহল হইতেছে ।
এই বৈশাখমাস কিরূপে বিষ্ণুর প্রিয় হইল, এই মাসে
বিষ্ণুর প্রিয় ধৰ্ম্ম কি, বিষ্ণুভক্তগণের বৈশাখমাসে
কিরূপ ধৰ্ম্মাচরণ করা কৰ্ত্তব্য, বৈশাখে কি দান
করিতে হয়, সেই দানের ফলই বা কি, কাহার
উদ্দেশ্যেই বা এই সকল আচরণ করিতে হয় এবং
বৈশাখমাস উপস্থিত হইলে কোন কোন দ্রব্যে
মাধবের পূজা কৰ্ত্তব্য ? হে নারদ ! আমি এই সকল

পৃষ্টঃ পুরা ব্রহ্মা মাসধৰ্ম্মান পুরাতনান্ । ব্যাজহার
পুরা প্রোক্তং যচ্ছ্রুয়ে পরমাশ্রনা ॥ ৭ ॥ ততো
মাসা বিশিষ্যোক্তাঃ কার্ত্তিকো মাঘ এব চ । মাধব-
স্তেষু বৈশাখঃ মাসানামুত্তমঃ ব্যধাৎ ॥ ৮ ॥
মাত্রেব সৰ্বজীবানাং সদৈবেষ্টপ্রদায়কঃ । দান-
যজ্ঞব্রতজ্ঞানৈঃ সৰ্বপাপবিনাশনঃ ॥ ৯ ॥ ধৰ্ম্মযজ্ঞ-
ক্রিয়ানারস্তপঃসারঃ সুরার্চিতঃ । বিদ্যানাং বেদ-
বিদ্যেব মন্ত্রাণাং প্রণবো যথা ॥ ১০ ॥ ভূকৃৎপাণাং
সুরতরুর্ধেনানাং কামধেনুর্ভবৎ । শেযবৎ সৰ্বনাগাণাং
পক্ষিণাং গরুড়ো যথা । দেবানাস্ত যথা বিষ্ণুর্বর্গানাং
ব্রাহ্মণো যথা । প্রণবৎ প্রিয়বস্তুনাং ভার্য্যেব সুরদাঃ
যথা ॥ ১২ ॥ আপগানাং যথা গন্ধা তেজসাং তু রবির্যথা ।

জানিবার জন্য শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি, অতএব আমার
নিকট বলুন ॥ ১—৬ ॥ নারদ উত্তর করিলেন,—আমি
পূর্বকালে পিতা ব্রহ্মার নিকট পুরাতন মাসধৰ্ম্ম
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ভগবান্ নারায়ণ রম্যর প্রতি
এ সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি তৎকালে
আমার নিকটও তাহাই বলেন । তিনি মাসসমূহের
বিশেষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করিয়া বলেন,
কার্ত্তিক, মাঘ ও বৈশাখ—মাসসমূহের মধ্যে ইহারাই
শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই মাসত্রয়ের মধ্যে আবার বৈশাখমাস
প্রধান । সৰ্বজীবের জননী যেমন স্ব স্ব সন্তান-
গণের ইষ্টদান করেন, এই বৈশাখমাসও তজ্জপ
নিখিল প্রাণীর শুভদায়ক । এই মাসে দান, যজ্ঞ,
ব্রত ও জ্ঞান করিলে সৰ্বপাপ বিনষ্ট হয় ; ধৰ্ম্ম,
যজ্ঞ, ও ক্রিয়াদিতে এই বৈশাখই মাসসমূহের সার ;
এই সুরপূজিত বৈশাখমাসে তপস্যা করিলেও
তাহা সার হইয়া থাকে । যেমন বিদ্যাসকল
মধ্যে বেদবিদ্যা, মন্ত্রসমূহে প্রণব, মহীকৃৎপাণ-
মধ্যে সুরতরু, ধেনুনিচয়ে কামধেনু, নাগগণ-
মধ্যে শেয, পক্ষিগণমধ্যে গরুড়, সুরনিকরমধ্যে
বিষ্ণু, বর্গসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, প্রিয় বস্তুসমূহে

আয়ুধানাং যথা চক্রং ধাতুনাং কাঞ্চনং যথা ॥ ১৩ ॥
 বৈকুণ্ঠানাং যথা কজো রত্নানাং কোমলো যথা ।
 মানানাং ধর্মহেতুনাং বৈশাখশ্চোদয়মন্তথা ॥ ১৪ ॥
 নানেন সদৃশো লোকে বিষ্ণুপ্রীতিবিধায়কঃ ।
 বৈশাখান্নানিরতে মেবে প্রাগর্ঘ্যমোদয়াৎ ॥ ১৫ ॥
 লক্ষ্মীসহায়ো ভগবান্ প্রীতিং তস্মিন্ করোত্যলম্ ।
 জন্তুনাং প্রীণনং যদ্বদ্বৈনৈব হি জায়তে ॥ ১৬ ॥
 তদ্বৈশাখান্নানেন বিষ্ণুঃ প্রীণাত্যসংশয়ম্ । বৈশাখ-
 ন্নানিরতান্ জনান্ দৃষ্ট্বান্নমোদতে ॥ ১৭ ॥ তাবতাপি
 বিমুক্তোহৈবৈকুলোকে মহীয়তে । সর্বং জ্ঞাত্বা
 মেঘসংস্থে সূর্যো প্রাতঃ কৃত্যকিঃ ॥ ১৮ ॥ মহা-
 পাটৈববিমুক্তোহসৌ বিষ্ণোঃ সায়ুজ্যমায়াৎ । স্নানার্থ-
 মাসি বৈশাখে পাদমেকং চরেদ্যদি ॥ ১৯ ॥
 সৌহৃদমেধাযুতানাকং ফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্ । অথবা
 কুটচিভুজং কুর্ধ্যাৎসকলমাত্রকম্ ॥ ২০ ॥ সৌহৃদি
 ক্রতুশতং পুণ্যং লভেদেব ন সংশয়ঃ । যো গচ্ছে-
 দ্ভুজায়ামং জাতুং মেঘগতে রবৌ ॥ ২১ ॥ সর্ব-

প্রাণ সুরদগণের মধ্যে ভায়া, নদীর মধ্যে
 গঙ্গা, তৈজস বস্তুনিচয়ে সূর্য্য, আয়ুধমধ্যে চক্র, ধাতু-
 নিবহমধ্যে কাঞ্চন, বৈকুণ্ঠগণমধ্যে কজ এবং রত্ন-
 নিচয়মধ্যে যেমন কোমল শ্রেষ্ঠ, তজপ ধর্মের
 বীজভূত মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখমাসই উত্তম ।
 ইহার তুল্য বিষ্ণুপ্রীতিবিধায়ক মাস আর নাই ।
 যখন রবি মেঘরাশিতে উপনীত হন, সেই কালকেই
 বৈশাখমাস কহে । যে নর বৈশাখের অকণোদয়ের
 পূর্বে স্নানরত হয়, রম্য সহিত ভগবান্ রম্যপতি
 তাহার প্রতি প্রীত হন । অন্নভোজনে জন্তুগণের
 যেমন প্রীতি হয়, বৈশাখান্নানেও বিষ্ণু তজপ প্রীত
 হইয়া থাকেন সংশয় নাই । যাহারা বৈশাখান্নান-
 নিরত নরকে দেখিয়া হুঁষ্ট হয়, তাহারা পাপ-
 বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে । যে মানব
 মেঘসংস্থ-দিবাকরে বৈশাখে প্রতিদিন প্রাতঃস্নান
 ও পূজাদি করে, সে মহাপাতকনিচয় হইতে
 বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ করে । যে
 মানব বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নানার্থ একপাদ নিক্ষেপ
 করি, তাহার অমৃত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়,
 সংশয় নাই । কুটবুদ্ধি মানবও যদি বৈশাখ মাসে
 মনে মনে প্রাতঃস্নানের সঙ্কল্প করে, তাহারও
 শত যজ্ঞের ফল লাভ হয়, সন্দেহ নাই । মেঘসংস্থ-
 দিবাকরে যে নর প্রাতঃস্নানার্থ ধর্মঃপরিমাণ দীর্ঘ

বস্তুনির্মুক্তো বিষ্ণোঃ সায়ুজ্যমায়াৎ । ত্রৈলোক্যে
 যানি তীর্থানি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানি চ ॥ ২২ ॥ তানি
 সর্বাণি রাজেন্দ্র সন্তি বাহেহন্নকে জলে । তাব-
 ল্লিখিতপাপানি গর্জন্তি যমশাসনে ॥ ২৩ ॥ যাবন্ন
 কুরুতে জন্তুর্বৈশাখে স্নানমন্তসি । তীর্থাদিদেবতাঃ
 সর্বা বৈশাখে মাসি ভূমিপ ॥ ২৪ ॥ বহির্জলং
 সমাশ্রিত্য সদা সন্নিহিতা নৃপ । সূর্য্যোদয়ঃ সমারভ্য
 যাবৎষড়্ঘটিকাযধি ॥ ২৫ ॥ তিষ্ঠন্তি চাক্ষুয়া বিষ্ণো-
 নরাণাং হিতকাময়া । তাবন্নাগচ্ছতাং পুংসাং শাপং
 দদ্যাদুদাকম্ । স্বস্থানং যান্তি রাজেন্দ্র তস্মাৎ
 স্নানং সমাচরেৎ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাশীতিসাহস্র্যাং সংহি-
 তায়ঃ দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠখণ্ডে বৈশাখমাসমাহারো
 নারদাশ্রমীষসংবাদে বৈশাখমাসপ্রশংসা-
 পুর্নকবৈশাখান্নানমাহার্যাবর্ণনং নাম
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

পথ গমন করে, সে বিবিধ বস্তুনির্মুক্ত হইয়া
 বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র !
 ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ত্রৈলোকে যে সকল তীর্থ আছে, বৈশা-
 খের ব্রহ্মমূর্ত্তে তৎসমস্ত স্বল্পমাত্র জলেরও আশ্রয়
 লয়; হে ভূমিপ ! মানব যত কাল না বৈশাখের
 ব্রহ্মমূর্ত্তে স্নান করে, ততক্ষণই যমপুরে লিখিত
 তদীয় পাপ সকল গর্জন করিবার অবসর পায় ।
 হে নৃপ ! মানবগণের হিত কামনার বিষ্ণুর আদেশে
 বৈশাখমাসে তীর্থাদিদেবগণ তীর্থ ভিন্ন সকল
 জলই আশ্রয় করিয়া সতত সন্নিহিত থাকেন;
 সূর্য্যোদয় হইতে ষড়্ঘটিকা পর্যন্তই তীর্থাদি ও
 দেবগণ জলে বাস করেন । হে রাজেন্দ্র ! তাবৎ-
 কাল মধ্যে যাহারা স্নানার্থ আগমন না করে,
 তীর্থাদিদেবগণ তাহাদিগকে শুদাকণ অভিসম্পাত
 প্রদান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান; অতএব ঐ সময়ে
 স্নান করাই কর্তব্য । ১—২৬ ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । ন মাধবসমো মাসো ন কৃতেন
যুগং সমম্ । ন চ বেদসমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া
সমম্ ॥ ১ ॥ ন জলৈন সমং দানং ন সুখং ভাৰ্য্যা
সমম্ । ন কুব্জেষু সমং বিস্তং ন লাভো জীবিতাৎ
পরঃ ॥ ২ ॥ ন তপোহনশনাভুলাং ন দানাৎ পরমং
সুখম্ । ন ধৰ্ম্মে দয়াতুল্যো ন জ্যোতিশ্চক্ষুশ্বা
সমম্ ॥ ৩ ॥ ন তৃপ্তিরশনাভুলা ন বাণিজ্যং
কুসেঃ সমম্ । ন ধৰ্ম্মেণ সমং মিত্রং ন সত্যেন সমং
যশঃ ॥ ৪ ॥ নারোগ্যসমমুখানং ন জাতা কেশবাৎ
পরঃ । ন মাধবসমং লোকে পবিত্রং কবয়ো বিহঃ ॥
৫ ॥ মাধবঃ পরমো মাসঃ শেষশায়িপ্রিয়ঃ সদা ।
অব্রতেন, ক্রিপেদযজ্ঞ মাংসং মাধববল্লভম্ ॥ ৬ ॥
তিৰ্য্যগুয়োনিং স যাত্যাস্ত সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিক্রতঃ । অব্র-
তেন গতো যেষাং মাধবো মৰ্ত্ত্যধার্ম্মণাম্ ॥ ৭ ॥
ইষ্টাপূৰ্ণে বৃথু তেষাং ধৰ্ম্মো ধৰ্ম্মভূতাং বর ।
প্রকৃতানাং তু ভক্ষ্যাণাং মাধবে নিয়মে কৃতে ॥ ৮ ॥
অবশ্যং বিষ্ণুসায়ুজ্যং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—বৈশাখমাসের সমান মাস
নাই । কবিগণ বলিয়াছেন,—যেমন সত্যযুগের
সমান যুগ, বেদসদৃশ শাস্ত্র, গঙ্গাতুল্য তীর্থ, জলের
সমতুল্য দান, ভাৰ্য্যাসুখসদৃশ সুখ, কবিসদৃশ
সম্পদ, জীবনলাভের তুল্য লাভ, অনশনসমান
ব্রত, দানসদৃশ শ্রেষ্ঠ সুখ, দয়ার তুল্য ধৰ্ম্ম, চক্ষুর
অল্পরূপ জ্যোতিঃ, রসনাতুল্য তৃপ্তি, কবির তুল্য
বাণিজ্য, ধৰ্ম্মের তুল্য মিত্র, সত্যের সমান যশঃ,
আরোগ্যের স্থায়-উন্নতি, এবং কেশবসদৃশ
জাতা নাই; তজ্জপ ত্রিলোকে মাসসমূহ মধ্যে
বৈশাখের সদৃশ পবিত্র মাস আর নাই । বৈশাখ
মাসই মাসমধ্যে প্রধান ও শেষশায়ী হরির সৰ্ব্বদা
প্রিয় । যে মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসব্রত ব্যতীত
অতিবাহিত করে, সে সৰ্ব্বধৰ্ম্মবহিক্রত হইয়া সত্ত্বর
তিৰ্য্যগুয়োনি প্রাপ্ত হয় । হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! যে
সকল মানবের বিনাব্রতে বৈশাখ মাস অতিবাহিত
হয়, তাহাদের ইষ্টাপূৰ্ণ-ধৰ্ম্ম ব্যর্থ হইয়া থাকে ।
মানবগণ স্বভাবতঃ যাহা ভোজন করে, বৈশাখ
মাসে সেই ভক্ষ্য বস্তু সকল নিয়মিত হইলে,
অবশ্যই মানবেরা বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ করিবে, সংশয়

সস্তীহ বহুবিস্তানি ব্রতানি বিবিধানি চ । দেহায়াস-
করাণোব পুনর্জন্মপ্রদানি চ । বৈশাখমাসমাজ্ঞেণ
ন পুনর্জায়তে ভূবি ॥ ১০ ॥ সৰ্ব্বদানেষু যৎপুণ্যং
সৰ্ব্বতীৰ্থেষু যৎফলম্ । তৎফলং সমবাপ্নোতি
মাধবে জলদানতঃ ॥ ১১ ॥ জলদানসমর্থেন পর-
শ্রাপি প্রবোধনম্ । কর্তব্যং ভূতিকায়েন সৰ্ব্বদানা-
ধিকং হিতম্ ॥ ১২ ॥ একতঃ সৰ্ব্বদানানি জলদানং
হি চৈকতঃ । তুল্যমারোপিতং পূৰ্ব্বং জলদানং
বিশিষ্যতে ॥ ১৩ ॥ মার্গেহধ্বগানাং যো মৰ্ত্ত্যঃ
প্রপাদানং কৰোতি হি । স কোটিকুলমুক্তত্যা
বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ১৪ ॥ দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ
ঋষীণাং রাজসত্তম । অত্যন্তপ্রীতিদং সত্যং
প্রপাদানং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫ ॥ প্রপাদানেন সন্তুষ্টা
যেনাধ্বশ্রমকৰ্ষিতাঃ । তৌষিতাস্তেন দেবাশ্চ
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সলিলং সলিলে-
চ্ছূনাং ছত্রং ছায়ামপীচ্ছতাম্ । ব্যজনং ব্যজনে-
চ্ছূনাং বৈশাখে মাসি ভূমিপ ॥ ১৭ ॥ জলং ছত্রং
চ ব্যজনং দানং যেষাং বিশিষ্যতে । মাধবে মাসি

নাই । এ সংসারে বহু বিস্তারিত বিবিধ ব্রত নির্দিষ্ট
আছে; সে সকল শরীরের আয়াসকর এবং জন্ম-
স্তরপ্রদ; কিন্তু বৈশাখের স্নানমাজ্ঞে ভূতলে আর
জন্মগ্রহণ হয় না । ১—১০ । নিখিল দানে ও তীৰ্থে
যে ফললাভ হয়, একমাত্র বৈশাখে জলদান করিলে
তাহার তুল্য ফল হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি স্বয়ং
জলদানে অসমর্থ, তাদৃশ ভুক্তিকামী মানব অন্তকে
জলদানার্থ উদ্বুদ্ধ করিবে; কেননা এই জলদানই
দাননিচয়ের মধ্যে প্রধান ও হিতকর বলিয়া কথিত
হইয়া থাকে । শাস্ত্রবিদগণ একদিকে সৰ্ব্ববিধ
দান, ও অন্যদিকে একমাত্র জলদান, তুলিত
করিয়া জলদানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন । যে মানব
পথিকগণের জন্ত পথে প্রপাদান করে, সে কোটি-
কুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে । হে
নৃপসত্তম ! প্রপাদানই ঋষি, দেব ও পিতৃগণের
অত্যন্ত প্রীতিদ, ইহা আমি সত্য শপথ করিয়া
বলিতেছি । সংশয় নাই । প্রপাদানে যিনি পথ-
ক্রিষ্ট পথিকগণকে সন্তুষ্ট করেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
শিবাদি দেবগণও তাঁহার প্রতি প্রীত হন । হে
ভূমিপাল ! বৈশাখমাসে জলেচ্ছূ মানবগণকে জল,
ছায়াভিলাষীদিগকে ছত্র এবং ব্যজনেচ্ছূ জনগণকে
ব্যজনদান কর্তব্য । দান সকলের মধ্যে জল,
ছত্র ও ব্যজনদানই প্রশস্ত; অতএব যে মানব

সম্মাণ্ডে ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈতাদক-
কুটুম্ব চাতকো জায়তে ভুবি ॥ ১৯ ॥ যো দদ্যা-
চ্ছীতলং তোয়ং তুবার্জায় মহান্নম্নে । তাবন্মাত্রেণ
রাজেন্দ্র রাজস্বয়্যুতং লভেৎ ॥ ২০ ॥ ধর্মশ্রমার্ভ-
বিপ্রায় বীজয়েদ্ব্যজনেন যঃ । তাবন্মাত্রেণ নিম্পাপো
বিহগাধিপতির্ভবেৎ ॥ ২১ ॥ অদ্বৈত ব্যজনং ভূপ
বৈশাখে তু দ্বিজাতয়ে । বাতরোগশতাকৌর্ণো নর-
কানিব বিন্ধতি ॥ ২২ ॥ যো বীজয়েৎ পটেনাপি
পথি শ্রান্তঃ দ্বিজোত্তমম্ । তাবতাথ বিমুক্তোহসৌ
বিষ্ণুসামুজ্যমাণুয়াৎ ॥ ২৩ ॥ যন্তালব্যজনং বাপি
দদ্বা শুদ্ধেন চেতসা । বিধুয় সর্বপাপানি ব্রহ্ম-
লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥ সদ্যঃ শ্রমহরং পুণ্যং ন
দদ্যাৎব্যজনং নরঃ । নারকীং যাতনাং ভুক্তা
কশ্মলো জায়তে ভুবি ॥ ২৫ ॥ আধ্যাত্মিকাদিহুঃখানাং
শান্তয়ে মনুজেশ্বর । ছত্রং দদ্যাৎ প্রযত্নেন বৈশাখে
মাসি বা সক্রৎ ॥ ২৬ ॥ অচ্ছত্রদো নরো যন্ত বৈশাখে
মাধবপ্রিয়ে । ছায়াহীনো মহাকুরঃ পিশাচো ভুবি
জায়তে ॥ ২৭ ॥ যো দদ্যাৎ পাত্ৰকে দিব্যে মাধবে

মাধবপ্রিয়ে । যমদূতো তিরস্কৃত্য বিষ্ণুলোকং
স গচ্ছতি ॥ ২৮ ॥ পাদভ্রাগন্ত যো দদ্যাৎবৈশাখে
মাধবাগমে । ন তন্ত নারকো লোকো ন ক্লেশা
ঐহিকাশ্চ যে ॥ ২৯ ॥ পাত্ৰকে যাচমানায় যো
দদ্যাৎব্রাহ্মণায় চ । স ভূপালো ভবেদ্বিমো কোটি-
জন্মসংশয়ম্ ॥ ৩০ ॥ অনাথমগুপং মার্গে শ্রমহারি
করোতি যঃ । তন্ত পুণ্যকলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি
ন শক্যতে ॥ ৩১ ॥ মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণং প্রাপ্তমতিথিঃ
ভোজয়েদ্যদি । ন তন্ত কলবিপ্রান্তিরক্ষণাপি
নিরূপিতা ॥ ৩২ ॥ সদ্যঃ স্বাপ্যায়নং নৃণামন্নদানং
নরোধিপ । তস্মান্নান্নেন সদৃশং দানং লোকেষু
বিদ্যতে ॥ ৩৩ ॥ মার্গশ্রান্তায় বিপ্রায় প্রত্নয়ং প্রদদাতি
যঃ । তন্ত পুণ্যকলং বক্তুং ব্রহ্মণাপি ন শক্যতে ॥
৩৪ ॥ দারাপত্যগৃহাদীনি বাসোহলঙ্কারভূষণম্ ।
অসহ্যং নাপ্রতঃ পুংসঃ সহ্যং ভুক্তবতো ব্রবম্ ॥
৩৫ ॥ তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
বৈশাখে যেন চাদন্তং মার্গশ্রান্তে চ ভূম্বরে ॥ ৩৬ ॥
স পিশাচো ভবেদ্বিমো স্বমাংসাস্তেব খাদাত । যথা-

বৈশাখমাসে কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে জলকুন্ত দান না করে,
ভূতলে তাহার চাতক-জন্ম হয় । হে রাজেন্দ্র !
যে নর তুবার্জ মহান্না মানবকে শীতল জল দান
করে, দানমাত্রেই তাহার অযুত রাজস্বয় যন্ত্রের
ফললাভ হয় । যে বিপ্র ধর্মকর্ম করিয়া পরিশ্রান্ত
হইয়াছেন, এবং বিধ বিপ্রকে যে ব্যজনদ্বারা বীজন
করে, সে তৎকণাৎ নিম্পাপ হইয়া ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত
হয় । হে ভূপ ! মানব বৈশাখে দ্বিজাতিকে ব্যজন
দান না করিয়া শত শত বাতরোগাকীর্ণ হয় এবং সে
নরকে গমন করিয়া থাকে । যে নর পথশ্রান্ত দ্বিজো-
ত্তমকে বহুদ্বারা বীজন করে, বীজন প্রভাবেই সে
মুক্তিলাভ করিয়া বিষ্ণুসামুজ্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১১—২৩ ॥
যে মানব শুদ্ধচিত্তে তালব্যজন দান
করে, নিখিল পাপ বিধৌত করিয়া সে
ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে । যে নর
সদ্যঃ শ্রমহর পবিত্র ব্যজন দান না করে, সে
নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে বসুধাতলে কুঠ-
রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মলাভ করে । হে মনুজেশ্বর ।
আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের শান্তির জন্ত বৈশাখ
মাসে যত্নপূর্বক ছত্রদান করিবে । যে মানব মাধব-
প্রিয় বৈশাখ মাসে একবারও ছত্রদান করে নাই,
সে ভূতলে নিরাশ্রয় মহাকুর পিশাচ হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করিবে । যে মানব মাধববল্লভ বৈশাখ

মাসে পাত্ৰকাযুগল দান করে, যমদূতস্বয়ং তির-
স্কার করিতে করিতে সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া
থাকে । বৈশাখমাসসমাগমে যে মানব পাদভ্রাগ
পাত্ৰকা দান করে, তাহার আধ্যাত্মিকাদি ঐহিক
ক্লেশ ও পারত্রিক নরকযন্ত্রণা ভোগ হয় না । যে
মানব পাত্ৰকাপ্রার্থী ব্রাহ্মণকে পাত্ৰকা দান করে,
সে ভূতলে কোটিজন্ম ভূপাল হয়, সংশয় নাই । যে
মানব ছায়াহীন পথে অনাথ পক্ষিগণের, শ্রমাপহারী
ছায়াগুপ নির্মাণ করে, ব্রহ্মাও তাহার পুণ্যকল
বলিতে সমর্থ নহেন । মধ্যাহ্ন সময়ে অতিথি
ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইয়া যে ভোজন করায়, ব্রহ্মাও
তাহার ফলসীমা নিরূপিত করতে পারেন নাই । হে
নরোধিপ ! অন্নদানে নরগণ সদ্যঃ আপ্যায়িত হয়,
অতএব ত্রিভুবনে অন্নদানের সমান দান নাই ।
যে মানব পথশ্রান্ত বিপ্রকে আশ্রয় দান করে, ব্রহ্মাও
তাহার পুণ্যকল বলিতে সমর্থ নহেন । ত্রিলোকে
সকলেই কিছু পত্নী, অপত্য, গৃহাদি, বস্ত্র এবং
অলঙ্কার-ভূষণ ভোগ করে না ; কিন্তু অন্ন ভোজন
সকলেই করিয়া থাকে, সংশয় নাই ; অতএব অন্ন-
দানের সমান দান হয়ও নাই, হইবেও না । যে
নর বৈশাখমাসে পথশ্রান্ত বিপ্রকে অন্নদান না
করে, সে ভূতলে পিশাচ হইয়া আশ্রয়মাসে তৎকণ

পর্যন্ত দান করে, জন্ম, মৃত্যু ও জরাদি ইহলোকে তাহাকে কদাচ পীড়িত করে না। পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া দ্বিজ যদি আজীবন তাহাতে অবস্থান করেন, অনল-সংযোগে কপূর যেরূপ দহত হয়, তদ্রূপ উপবেশনে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত সকল পাপ বিনষ্ট হয়, এবং শয়নে নর ব্রহ্মনির্দোষ লাভ করে, সংশয় নাই। যে নর জ্ঞান যোগ্য মনোজ্ঞ বৈশাখ্যমাসে শয্যা দান করে, সেই জন্মেই সে সর্বভোগসমাহৃত হয় এবং সবংশ রোগাদি দ্বারা অনাক্রান্ত হইয়া আয়ুৰ্য্য পরম আরোগ্য যশ ও ধৈর্য্য লাভ করে, সংশয় নাই। তাহার কুলে অধস্তন শত পুরুষ পর্যন্ত অধার্মিক জন্মে না, বিবিধ ভোগ উপভোগ্য-নস্তর তাহার পঞ্চদশলাভ হয়, এবং সেই ব্যক্তি দ্বুত-পাপ হইয়া ব্রহ্মনির্দোষ প্রাপ্ত হয়। যে বালিশ ব্যতীত কদাচ মানবগণের স্মৃতিভ্রান্ত হয় না, যিনি বেদবিৎ বিপ্রেন্দ্রকে সেই বালিশ প্রদান করেন, তিনি দ্বুতলে সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন এবং তিনি সকলের শরণ্য হইয়া থাকেন। ১—১১। হে রাজেন্দ্র! কেবল ইহাই নহে; তিনি সপ্তজন্ম পর্যন্ত ধন্য পুনঃ একবার সুখী, একবার ভোগী ও এক-বার ধর্মপন্থায় হইয়া সর্বত্র জয়লাভ করেন এবং অবশেষে সপ্তকুলের সহিত স্বর্গে বাস করেন। পরমেশ্বর বিষ্ণু সর্বত্রই বিদ্যমান, তিনি দ্বুপ

পরমেশ্বরঃ। যথা জলগতা চোর্ণা ন জনৈর্ভিক্ষ্যতে
কটিং ॥ ১৪ ॥ তথা সংসারগো জন্তুঃ সংসারে ন চ
রথ্যতে। আসনে শয়নে সন্তুঃ কটদঃ সর্বতঃ স্থখী ॥
১৫ ॥ প্রথমে শয়নার্থায় যো দদ্যাৎ কটকবলম্।
তারম্যত্রেণ মুক্তঃ স্তান্নাজ কার্ধ্যা বিচারণা ॥ ১৬ ॥
ক্ষিয়য়া হীযতে হুঃখঃ নিদ্রয়া হীযতে শ্রমঃ। সা নিদ্রা
কটসংস্থত সুখং সন্ধ্যতে এবম্ ॥ ১৭ ॥ যো দদ্যাৎ
কবলঃ রাজন্ বৈশাখে মাধবাগমে। অপমৃত্যোঃ
কালমৃত্যোর্যুক্তো জীবতি বৈ শতম্ ॥ ১৮ ॥
দদ্যাৎ স্বস্তরং দ্বিজেন্দ্রে ধর্মকর্ষিতে। পূর্ণমায়ুঃ
সমাপ্নোতি পরজ চ পরাং গতিম্ ॥ ১৯ ॥ অত-
স্তাপহরঃ দিব্যঃ কপূরস্ত দ্বিজাতয়ে। দদ্যা
মোক্ষমবাপ্নোতি হুঃখশান্তিকং বিন্ধতি ॥ ২০ ॥ কুশু-
মানি চ যো দদ্যাৎ কুশুমকং দ্বিজাতয়ে। সার্কভোমো
ভবেদ্রাজা সর্বলোকবশতরঃ ॥ ২১ ॥ পুত্রপৌত্রাদি-
ভোগাংশ্চ ভুজ্যে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। অগ্নিগত-
সস্তাপং সদ্যো হরতি চন্দনম্ ॥ ২২ ॥ তাপত্রয়-
বিনির্মুক্তস্তদবা মোক্ষমাপ্নুয়াৎ। ঔশীরং চাযকং

কৌশং যো দদ্যাৎ জলবাসিতম্ ॥ ২৩ ॥ সার্কভোমো
রাজেন্দ্র স তু দেবসহায়বান্। পাপহানিঃ হুঃখহানিঃ
প্রাপ্য নির্বৃত্তিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৪ ॥ গোমোচঃ যুগনাভিক
দদ্যাৎ বৈশাখমর্ষবিৎ। তাপত্রয়বিনির্মুক্তঃ পরঃ
নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ২৫ ॥ তাবুলকং সকপূরং যো
দদ্যাৎ শ্রমশ্রমে রবো। সার্কভোমশ্চ হুঃখা পরঃ
নির্বাণমুচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ শতপত্রীকং যুধীকং মেঘমাসে
দদন্নরঃ। স সার্কভোমো ভবতি পশ্চাত্ত্যাক্ষক
বিন্ধতি ॥ ২৭ ॥ কেতকীঃ মল্লিকাঃ বাপি যো
দদ্যাৎ মাধবাগমে। স তু মোক্ষমবাপ্নোতি মধু-
শাসনশাসনাৎ ॥ ২৮ ॥ পুগীকলস্ত যো দদ্যাৎ সুগন্ধঃ
তু দ্বিজাতয়ে। নারিকেলকলঃ রাজঃস্তস্ত পুণ্যকলঃ
শু ॥ ২৯ ॥ সপ্ত জন্ম ভবেদ্বিপ্রো ধনাঢ্যো বেদ-
পারগঃ। পশ্চাৎ সপ্তকুলৈর্ঘৃক্তো বিষ্ণুলোকং স
গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥ বিশ্বাময়পং যন্ত কৃতা দদ্যাৎ
দ্বিজজনে। তন্ত পুণ্যকলং বক্তুং নাহং শক্যমি
ভূপতে ॥ ৩১ ॥ সুচ্ছায়ামণ্ডপং যন্ত সিকতাকীর্ণ-
মঙ্গসা। সপ্তপং কারয়েদ্যন্ত স তু লোকাধিপো

বা ধর্মরূপজাদি কটেও শয়ন করেন, যে মানব
কৃপ বা ধর্মরূপজাদিনির্মিত অন্যবিধ কট প্রদান
করে, জলগত উর্ণায় বেক্রপ জলস্পর্শ হয় না,
তজ্জপ কটদ মানবও সংসাররত হইয়াও ব্যথিত হয়
না এবং কটদ কি আসন কি শয়ন যাহাতে আসক্ত
হউক না কেন, সর্বত্র সুখী হয়। আশ্রিত ব্যক্তিকে
যে মানব শয়নের জন্য কট ও কবল প্রদান করে,
সেই কট-কবলদানপ্রভাবেই তাহার মুক্তি হয়,
এ বিষয়ে বিচার-বিতর্ক নাই। নিদ্রা হুঃখ প্রদান
করে, নিদ্রা দ্বারা মানব পরিশ্রান্ত হয়, কিন্তু সেই
নিদ্রা কটস্থায়ী সুখ জন্মাইয়া দেয়, সংশয় নাই।
হে রাজন্! বৈশাখমাসে মাধবাগমে যে মানব
কবল দান করে, কি অপমৃত্যু কি কালমৃত্যু,
সর্ববিধ মৃত্যু হইতে পরিজ্ঞান লাভ করিয়া সে
শতায়ু হয়। ধর্মকর্ষিত দেহে দ্বিজেন্দ্রকে স্বস্তর
বস্ত্র দান করিলে ইহকালে পূর্ণমায়ুঃ এবং অন্তে পরম-
গতি লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! দ্বিজগণকে তাপহর
দিব্য কপূর দান করিলে হুঃখশান্তি ও মোক্ষলাভ
হয়। যে রাজা দ্বিজকে কুশুম, কুশুম ও চন্দন দান
করেন, তিনি সার্কভোম হইয়া সকল লোকের
উপর হন এবং তিনি পুত্র ও পৌত্রাদিসহ বিবিধ
ভোগ উপভোগ করিয়া মোক্ষলাভ করেন। চন্দন-
দানে মানবের কট ও অগ্নিগত সস্তাপ সদ্য হর হয়,

এবং চন্দনদাতা আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে বিমুক্ত হইয়া
মোক্ষলাভ করে। হে রাজেন্দ্র! যে মানব ঔশির
চাযক ও কুশসংস্থত কিংবা জলবাসিত চন্দন
দান করে, সে সুরগণের সহায় হইয়া বিবিধ-
ভোগ উপভোগ করে, এবং তাহার হুঃখহানি, পাপ-
হানি ও মোক্ষ হয়। ১২—২৪। বৈশাখ মাসের ধর্ম
জানিয়া যে মানব গোমোচনা ও যুগনাভি দান করে,
সে আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়বিমুক্ত হইয়া পরম
নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। মানব মেঘরাসিগত দিবাকরে
বৈশাখ মাসে সকপূর তাবুল দান করিয়া সার্কভোম
প্রাপ্ত হয়, এবং ভোগাবসানে মুক্ত হইয়া থাকে।
বৈশাখমাসে শতপত্রী ও যুধীদান করিয়া প্রথমে
সার্কভোম ও পশ্চাৎ মুক্তলাভ করে। বৈশাখ
মাসে মানব কেতকী কিংবা মল্লিকা দান করিয়া
মধুশাসনের শাসনে মোক্ষলাভ করে। হে রাজন্!
যে নর দ্বিজকে সুগন্ধ পুগ ও নারিকেল কল
দান করে, তাহার পুণ্যকল অবগণ কর। পুগ ও
নারিকেলকলদাতা সপ্তজন্ম বেদপারগ ধনাঢ্য
বিপ্র হয় এবং সপ্তকুলের সহিত মিলিত হইয়া
বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে ভূপতে! যে ব্যক্তি
বিশ্বাময়প নির্মাণ করিয়া দ্বিজকে দান করে,
আমি তাহার পুণ্যকল বলিতে সমর্থ নহি। যে
মানব উচ্ছায় দ্বারা ও সিকতাকীর্ণ মণ্ডপ

ভবেৎ ৩২। যোগোদ্যানঃ তভাগঃ বা কুপঃ
মণ্ডপমেব চ। যঃ করোতি স বর্ষায়া তন্ত পুত্রৈশ্চ
কিং বলম্ ৩৩। কুপভাগমুদ্যানঃ মণ্ডপঞ্চ
প্রপা ভবা। সন্ধর্যকরণঃ পুত্রঃ সন্তানঃ সপ্ত-
ধোচ্যতে ৩৪। এতেষন্ততমাতাবে নোর্ধঃ
গচ্ছন্তি মানবাঃ। সচ্ছাত্রব্রবণঃ ভীর্থযাত্রা সজ্জন-
সজ্জতিঃ ৩৫। জলদানঃ চারদানমখারোপণঃ
তথা। পুত্রশ্চেতি চ সন্তানঃ সপ্তমেহতিবিদো
বিদুঃ ৩৬। নাসন্ততির্গভেলোকান্ কুহা বর্ষ-
শতান্তপি। তন্মাৎ সন্তানমবিচ্ছেৎ সন্তানেধেকতো
ব্রজেৎ ৩৭। পশুনাং পক্ষিণাং চৈব যুগাণাং চৈব
ভুক্ষহাম্। নোর্ধলোকং সুখং যাতি মনুষ্যাণাস্ত কা
কথা ৩৮। পুণীকলসমায়ুক্তং নাগবল্লীদলৈ-
রুতম্। কপূরাঙ্কুরসংযুক্তং দদস্তাঙ্গুলমুত্তমম্ ৩৯।
শারীরৈঃ সকলৈঃ পীপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
তাম্বুলদো যশো বৈধ্যঃ শ্রিয়মাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ৪০।
রোগী দদ্বা বিরোগঃ স্তাদরোগী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
বৈশাখে মাসি যো দদ্যাত্তকঃ তাপবিনাশনম্ ৪১।

নির্মাণ করেন, তিনি লোকগণের অধীশ্বর হন।
যে মানব পথসমীপে উদ্যান, ভাগ, কুপ
ও মণ্ডপ নির্মাণ করেন, সেই বর্ষাক্ষার বহু
পুত্র কি প্রয়োজন? কুপ, ভাগ, উদ্যান, মণ্ডপ,
প্রপা, উত্তম বর্ষ, কারুণ্য, এবং পুত্র—এই সাতটী-
কেই সপ্তবিধ সন্তান বলা হয়; ইহার একটীরও
অভাব হইলে মানবের উর্দ্ধগতি হয় না। বেদবিৎ
পণ্ডিতগণ আরও সাতটী বস্তুকে সন্তান বলিয়া
নির্দেশ করেন, যথা—উত্তমশাস্ত্র শ্রবণ, ভীর্থযাত্রা,
সাধুসংসর্গ, জলদান, অন্নদান, অখণ্ড তক্ররোপণ
ও পুত্র। এই সকল সন্তানহীন মানব শত বর্ষ
করিয়াও ঐষ্টলোক লাভ করিতে পারে না; অত-
এব নর যাহাতে পূর্বোক্তরূপ সন্তানের মধ্যে এক-
টীও লাভ করিতে পারে, তদনুরূপ কার্য করিবে।
পুত্র, পক্ষী, যুগ ও মহীকহ—ইহারাও কি সুখে
উর্দ্ধলোকে গমন করে না? মনুষ্যের কথা আর
কি কহিব? যে সকল লোক নাগবল্লীদল, পুণকল,
কপূর ও অঙ্কুরযুক্ত তাম্বুল দান করে, তাহার
শরীরগত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয়
নাই। তাম্বুলদাতা বন, বৈধ্য এবং সম্পদ প্রাপ্ত
হয়, সন্দেহ নাই। রোগী ব্যক্তি তাম্বুলদানে রোগমুক্ত
এবং সুস্থ শরীর লোক তাম্বুল দান করিয়া মুক্ত হয়।
বৈশাখমাসে যে মানব তাপ-বিনাশন তক্রদান করে,

বিদ্যাবান্ ধনবান্ ভূমো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
ন তক্রসদৃশঃ দানঃ বর্ষকালেবু বিদ্যতে ৪২।
তন্মাত্তকং প্রদাতব্যমধ্বশাস্ত্রবিজাতয়ে। জহীরস-
সোপেতং লসন্তবর্ণমম্মিতম্ ৪৩। যন্তক্রমকুচিঃ
তু দদ্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। যো দদ্যাদধিষ্ঠঃ তু
বৈশাখে বর্ষশান্তয়ে। তন্ত পুণ্যকলং বক্রং নারি-
শক্ৰোমি ভূমিপ ৪৪। যো দদ্যাত্তুলান্ দিব্যাম্বু-
মুদনবল্লভে ৪৫। স লভেৎ পূর্ণমায়ুবাঃ সর্বযজ্ঞ-
কলং লভেৎ। যো যুতং তেজসো রূপং গব্যঃ
দদ্যাদ্বিজাতয়ে। সোহমধেকলং প্রাপ্য মোদতে
বিক্রমনিরে ৪৬। উর্ধ্বাকং শুভসংমিশ্রং বৈশাখে
মেবগে রবৌ। সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ খেতবীপে
বসেদ্রবম্ ৪৭। যন্তেহুদগুং সায়াক্হে দিবা-
তাপোপশান্তয়ে। ব্রাহ্মণায় চ যো দদ্যাত্তন্ত পুণ্য-
মনস্তকম্ ৪৮। বৈশাখে পানকং দদ্বা সায়াক্হে
শ্রমশান্তয়ে। সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিবেকঃ সায়ুজ্য-
মাপ্নুয়াৎ ৪৯। সকলং পানকং মেবমাসে সায়-
দ্বিজাতয়ে। দদ্যাত্তেন পিতৃণাং তু সুধাপানং ন
সংশয়ঃ ৫০। বৈশাখে পানকং চুতশুপককল-

সে ভূতলে বিদ্যাবান্ ও ধনাঢ্য হইয়া জয়লাভ
করিয়া থাকে, সংশয় নাই। গ্রীষ্মকালে তক্রের
তুল্য ঐষ্ট দান নাই, অতএব পথক্রিষ্ট বিজকে তক্র
দান করিবে। জহীরস ও লবণের সহিত তক্র
মিলিত হইলে মনোজ্ঞদর্শন ও কুচিকর হয়; ঐ
তক্রদানে মোক্ষ হইয়া থাকে। হে ভূমিপাল! বর্ষ
নির্মুক্তির জন্ত যে মানব বৈশাখ মাসে ঘন দধি দান
করে, আমি তাহার পুণ্যকল বলিতে সমর্থ নহি।
মধুসুদনের প্রিয় বৈশাখ মাসে যে মানব দিব্য তুল
দান করে, তাহার পূর্ণ আয়ু ও নিখিল যজ্ঞকললাভ
হয়। যে মানব বিজকে তেজোরূপ গব্যযুত দান
করে, সে অমধেকললাভ করিয়া বিক্রমনিরে
গমন করিয়া থাকে। দিবাকরের মেঘরাশি গমন-
কালীন বৈশাখ মাসে মানব শুভযুক্ত উর্ধ্বাক (মুটি)
দান করে, তাহার সকল পাপ বিদূরিত হয় এবং
খেতবীপে বাস হইয়া থাকে। যে মানব দিবসের
তাপশাস্তির জন্ত সায়ঃসময়ে বিজাতিকে ইহুদগু
দান করে, তাহার পুণ্য অনন্ত। পরিজ্ঞানার্জির
জন্ত বৈশাখের সায়াক্হে পানীয় দান করিলে সর্ব-
পাপবিন্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসায়ুজ্য লাভ হয়; ঐ পানীয়
আবার কলসংযুক্ত করিয়া দান করিলে তদীয়
পিতৃগণ সুধা পানের ভূতিলাভ করেন।

সংযুক্তম্ । তন্ত সৰ্বাণি পাপানি বিনাশং বাতি
নিশ্চিতম্ ॥ ৫১ ॥ যো দদ্যাক্ষৈদর্শে তু কৃতং
পূর্ণং তু পানকৈঃ । গয়াধাক্ষতং তেন কৃতমেব
ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥ কক্করীকপূরোপেতং মল্লিকোশীর-
সংযুক্তম্ । কলশং পানকৈঃ পূর্ণং চৈত্রদর্শে তু মানবঃ ।
হর্য্যাপিত্ব সন্মুদিতং স যঃ প্রবতিদো ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীকান্দে দাননিরূপণং নারদাচারীরসংবাদে
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । তৈলাভ্যঙ্গং দিবা শ্রাপং তথা বৈ
কাংস্তভোজনম্ । খটানিজ্রাং গৃহে শ্রানং নিষিক্ত-
চ ভক্ষণম্ ॥ ১ ॥ বৈশাখে বর্জয়েদষ্টৌ দ্বিভুক্তং
নক্তভোজনম্ । পদ্মপক্ষে তু যো ভুঙেক্ত বৈশাখে
ব্রতসংহিতঃ ॥ ২ ॥ স তু পাপবিনিষ্টকো বিষ্ণু-
লোককং গচ্ছতি । বৈশাখে মাসি মধ্যাহ্নে শ্রান্তানাং
তু বিজয়নাম্ । পাদাবনেজনং কুর্ধ্যাতদব্রতং
শ্রুতভোক্তমম্ ॥ ৩ ॥ অধ্বশ্রান্তং বিজং যন্ত মধ্যাহ্নে

সংশয় নাই । বৈশাখে পানীয়ের সহিত সুপক
আত্মকল মিলিত করিয়া দান করিলে তাহার
সর্ববিধ পাপ বিনষ্ট হয়, সংশয় নাই । যে নর চৈত্র-
মাসের অমাবস্তায় জলপূর্ণ কুন্ত দান করে, তাহার
শত গয়াধাক্ষের কল হয়, সংশয় নাই । পিতৃগণের
উদ্দেশ্যে যে নর চৈত্রমাসের অমাবস্তায় কক্করী,
কপূর, মল্লিকা ও উশীরসংযুক্ত জলপূর্ণ কলস দান
করে, তাহার যঃপ্রবতি দানের কল হয় । ২৫—৫৩ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—তৈলাভ্যঙ্গ, দিবানিজ্রা,
কাংস্তভোজন, খটায় শয়ন, গৃহে তোলা জলে শ্রান,
নিষিক্ত বস্ত্র ভক্ষণ, বিরশন এবং নক্তভোজন—
বৈশাখমাসে এই আটটি পরিত্যাগ করিবে । যে
মানব বৈশাখ মাসে ব্রতস্থ হইয়া পদ্মপক্ষে ভোজন
করে, সে পাপবিশুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে
এবং মধ্যাহ্ন সময় পঞ্চাঙ্গ বিজয়নকে পাদপ্রক্ষালন
জলাদান করিলে তাহার সেই ব্রত পরম উৎকর্ষ

সংগৃহাগতম্ । উপবেশ্যাসনে বসে কুত্বা পাদাবনে-
জনম্ ॥ ৫ ॥ ধূম্রা শিরসি ভাঙ্গাপো বিধ্বজাধিন-
বন্ধনঃ । গঙ্গাদিসর্গতীর্থেষু শ্রাতো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥
৬ ॥ অনার্য্য বাপ্যপত্রানী বৈশাখঃ তু নরেন্দ্রবদ্বি ।
রাসভীং যোনিমাসাদ্য পশ্চাদব্রতরো ভবেৎ ॥ ৭ ॥
দৃঢ়াদো রোগহীনশ্চ তথা স্বস্থোহপি মানবঃ ।
বৈশাখে তু গৃহে শ্রাতা চাণ্ডালীঃ যোনিমাপুয়াৎ ॥ ৮ ॥
বৈশাখে মাসি রাজেন্দ্র মেঘসংস্থে দিবাকরে । ন
করোতি বহিঃশ্রানং শ্রানযোনিশতং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥
অশ্রাতা চাপ্যদহা চ বৈশাখে যেন নীয়তে । স
পিশাচো ভবেন্নৃমর্ষে শাখাদধো ব্রজেৎ ॥ ১০ ॥
যো ন দদ্যাক্ষলং চান্নং বৈশাখে লোভমানসঃ ।
পাপহানিং হুঃখহানিং নৈবাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥
নদীশ্রানং তু যঃ কুর্ধ্যাবৈশাখে বিকৃতংপরঃ । জন্ম-
জয়ার্জিতাং পাপানুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
সমুদ্রগনদীশ্রানং কুর্ধ্যাৎ প্রাতর্ভগোদরে । সপ্তজয়া-
র্জিতৈঃ পাপৈস্তৎকণাদেব মুচ্যতে ॥ ১৩ ॥
কুর্ধ্যাশ্রমসি যঃ শ্রানং সপ্তগঙ্গাসু মানবঃ । কোটি-

লাভ করে । মধ্যাহ্নকালে পঞ্চক্রিষ্ট ব্রাহ্মণ গৃহাগত
হইলে যে মানব তাঁহাকে মনোরম আসনে উপবেশন
করাইয়া তাঁহার পাদ ধোত করে ও সেই পাদোদক
মস্তকে ধারণ করে, তাহার নিখিল বন্ধন বিধ্বস্ত
হয় এবং তাহার গঙ্গাদিতীর্থগানের পুণ্যপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে । ১—৬ । বৈশাখ অনার্য্য ও কুৎসিত
পক্ষে ভোজনকারী নর রাসভযোনি প্রাপ্ত হইয়া
পরে অব্রত হইয়া জন্মগ্রহণ করে । দৃঢ়াদ, রোগ-
হীন ও স্বস্থ মানব বৈশাখে গৃহে বসিয়া তোলাজলে
শ্রান করিলে চণ্ডালযোনি লাভ করে । হে
রাজেন্দ্র ! মেঘসংস্থদিবাকরে, বৈশাখ মাসে যে
মানব বহিঃশ্রান না করে, সে কক্করযোনিতে
প্রবেশ লাভ করে । শ্রান ও দান না করিয়া
যে ব্যক্তি বৈশাখ মাস অতিবাহিত করে, বৈশাখ
মাসের এই নিয়মলঙ্ঘনহেতু সে পিশাচ হইয়া
থাকে, সন্দেহ নাই । যে লোভদুষিতমানস মানব
বৈশাখ মাসে জল ও অন্নদান করে না, তাহার পাপ
বা হুঃ দূর হয় না । সন্দেহ নাই । যে বিকৃতংপর
নর বৈশাখে নদীশ্রান করে, সে জন্মজরকৃত পাপ
হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই । প্রাতঃকালে
সুর্ঘ্যোদয়ে সাগরগামিনী নদীতে শ্রান কর্তব্য,
এইরূপ শ্রানে সদাঃ সপ্তজয়ার্জিত পাপ হইতে
মুক্ত হয় । যে মানব উষাকালে সপ্তগঙ্গায় শ্রান

জন্মার্জিতাং পাপাশুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
জাহ্নবী বৃদ্ধগঙ্গা চ কালিন্দী চ সরস্বতী । কাবেরী
নর্মদা বেণী সপ্তগঙ্গাঃ প্রকৌর্ভিতাঃ ॥ ১৫ ॥ দেবধাতেষু
যঃ কুর্য্যাৎ প্রাতঃবৈশাখমজ্জনম্ । জন্মারভ্য
কৃত্যং পাপাশুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ বৈশাখে
মাসি সন্ধ্যাপ্তে যো বাপীংবগাহনম্ । প্রাতঃ
কুর্য্যাৎমহারাজ মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১৭ ॥ অপি
গোম্পদমায়েষু বহিঃস্থেষু জলেষু চ । তিষ্ঠন্তি
সরিতঃ সর্বা গঙ্গাদ্যা ইতি নিশ্চয়ঃ । ইতি জানন্
সমাপ্তোতি সর্গতৌর্ধাধিকং ফলম্ ॥ ১৮ ॥ কীরং
রসাধিকং কীরাদধিকং দধি ভূমিপ । দধৌহ ধকং
দুতং যদুর্জ্ঞো মাসৌহধিকস্তথা ॥ ১৯ ॥ কার্তিকা-
দধিকো মাঘো মাঘাৎবৈশাখ উক্তমঃ । তস্মিন্
মাসে কৃত্তো ধর্মো বর্দ্ধতে বটবীজবৎ ॥ ২০ ॥
আঢ্যো বাতিদরিত্তো বা পরতত্ত্বোহথ বা নরঃ ।
যদ্বজ্জ লভতে তেন তদাতব্যং দ্বিজাতয়ে ॥ ২১ ॥
কন্দমূলফলং শাকং লবণং শুভমেব চ । কোলং
পত্রং জলং তক্রমানন্ত্যায়োপকল্পতে ॥ ২২ ॥ নাদন্তঃ

করে, সে কোটিজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই । জাহ্নবী, বৃদ্ধগঙ্গা, কালিন্দী, সরস্বতী, কাবেরী, নর্মদা, বেণী, এই পুণ্য নদীসকলকেই সপ্তগঙ্গা বলে । বৈশাখ মাসে যে মানব প্রভাতে দেবধাতে নিমজ্জন করে, তাহাব জন্মাবধি কৃত সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হইয়া থাকে, সংশয় নাই । হে মহারাজ ! বৈশাখ মাস সমাগত হইলে প্রভাত কালে যে মানব বাপীতে অবগাহন করে, তাহাব মহাপাতক বিনষ্ট হয় । বৈশাখমাসে বহিঃস্থিত গোম্পদ পরিমাণ স্থানের জলেও গঙ্গাদি পুণ্য নদী-নিবহ অবস্থিত থাকে, যাহার এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান থাকে, সে নিখিল তীর্থগানের অধিক ফললাভ করে । হে ভূমিপ ! যেমন দুগ্ধ হইতে দধিতে অধিক রস, দধি হইতে আবার দুগ্ধের রস ততো-ধিক ; তক্রূপ মাসসমূহের মধ্যে কার্তিক মাস শ্রেষ্ঠ । এই কার্তিক হইতে মাঘ অধিক এবং মাঘ হইতে বৈশাখ ততোধিক উক্তম ; অতএব এই বৈশাখ মাসে কৃত ধর্মকাণ্ড বটবীজবৎ বর্দ্ধিত হয় । এই বৈশাখমাসে আঢ্য, দারিত্র বা পরাধীন মানব হয় যেমন বট প্রাপ্ত হইবে, তাহাই দ্বিজাতিকে দান করিবে । এই বৈশাখে কন্দ, মূল, ফল, শাক, লবণ, কক, বহরীকল, পত্র এবং জল এই সকল বস্তু

লভতে কাপি ব্রহ্মদৈত্যদ্বিদৈশ্বর্যমপি ॥ ২৩ ॥ দানেন
হীনো হি ভবেদকিঞ্চনো নিকিঞ্চনস্তাত্ত কয়েতি
পাপম্ । পাপদবস্ত্রং নরকং প্রয়াতি দাতব্যমস্তাত্ত
সুখমিচ্ছতা তদা ॥ ২৪ ॥ যথা গৃহং সর্গগণোপশয়ং
পরিচ্ছদেহীনমশোভনং তথা । মাসেষু বর্দ্ধ-
সকলেষুভিত্তো বৈশাখহীনস্ত বৃথৈব যাতি ॥ ২৫ ॥
তথৈব কস্তা সকলৈশ্চ লক্ষণৈর্ভুক্ত্যপি জীবৎপতি-
লক্ষণা ন হি । ক্রিয়াপি সাত্তা সকল্যপি রাজন্ বৈশাখ-
হীনা তু বৃথৈব তাং বিদুঃ ॥ ২৬ ॥ দয়াবহীনা
যথা গুণা বৃথা বৈশাখধর্মেন বিনা তথা ক্রিয়াঃ ।
শাকং তু যদ্বলবণেন হীনং ন রোচতে সর্গগণোপ-
শয়ম্ ॥ ২৭ ॥ বৈশাখহীনং তু তথৈব পুণ্যং ন
সাধুসেব্যং ন ফলাপ্তিহেতু । যদ্বদ ভূবাসহিত্যপি
শোভতে বস্ত্রেন হীনা ললনা সুরূপা । ক্রিয়াকলাপঃ
সুকৃতোহপি পুণ্ড্রন ভাসতে তদ্বদ্যমাসহীনম্ ॥ ২৮ ॥
তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন যেন কেনাপি জন্তনা । ধর্মো
বৈশাখমাসে তু কর্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৯ ॥

দানেও অনন্ত ফল হয় । ব্রহ্মাদি দ্বিদৈশ্বর্য পুর-
গণও দান না করিয়া এই অনন্ত ঐশ্বর্য লাভ করেন
নাই, অতএব দান না করিলে কদাচ কোন বস্ত্রলাভ
হয় না । দান না করিলে মানব অকিঞ্চন হয়, অকিঞ্চ-
নতা হেতু পাপ করে এবং সেই পাপ হইতে অবশ্যই
নরকে গমন করিয়া থাকে ; অতএব পুণ্যকামী মানব
সতত দান করিবে । গৃহ যেমন সর্গগণবৃদ্ধ হইয়াও
পরিচ্ছদ বিহনে শোভা হীন হয়, তক্রূপ অস্তান্ত মাস-
সমূহে পুণ্যাক্রিয়াবৃদ্ধান করিয়া বৈশাখমাসে পুণ্য না করিলে
সেই পূর্বপুণ্য বৃথা হইয়া থাকে ১৭-২৫ । হে রাজন্ !
কস্তা সকল লক্ষণসম্বিত হইয়াও পতিহীনা হইয়া
যেমন শোভা পায় না, তক্রূপ মাসোত্তম বৈশাখ
পুণ্যক্রিয়াবৃদ্ধানহীন হইলে অস্তান্ত মাসের সাত্ত
ক্রিয়াও পণ্ডিতগণ বৃথা বলিয়া বিদিত হন । যক্রূপ
দয়াবহীন হইলে গুণনিচয় বৃথা হয় এবং নিখিল
গুণবৃদ্ধ শাকও লবণবিহীন হইলে কচিকর হয় না,
তক্রূপ বৈশাখে অহুত্তিত না হইয়া অস্তান্ত সময়ের
আচরিত ক্রিয়ানিচয়ও না সাধুসেব্য, না ফলাপ্তি
হেতু কিছুই হয় না । সুরূপা বিবিধ ভূষণে ভূষিতা
কস্তা বস্ত্রহীন হইয়া যক্রূপ শোভা পায় না,
নরগণের সম্যক অহুত্তিত কাণ্ডা হীন-
পুণ্যও তক্রূপ শোভিত হয় না । অতএব সে
কোন মানব সর্গপ্রযত্নে বৈশাখে ক্রিয়াকলাপের

মধুসূদনমুদিত মেঘসংহে দিবাকরে । প্রাতঃ
স্নানার্থে বিষ্ণুমস্তথা নরকং ভজেৎ । ৩০ ।
কশিপ্রহীরধো রাজা কামাসক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
বৈশাখমাসে যোগেন বৈকুণ্ঠং গতবান্ শ্রয়ন্ । ৩১ ।
বৈশাখঃ সকলো মাসো মধুসূদনদেবতঃ ।
তীর্থযাত্রাতপোযজ্ঞদানহোমকলাধিকঃ । ৩২ ।
মধুসূদন দেবেশ বৈশাখে মেঘগে রবৌ ।
প্রাতঃ স্নানং করিষ্যামি নির্বিঘ্নং কুরু মাধব ।
৩৩ । বৈশাখে মেঘগে তানো প্রাতঃস্নান-
পরায়ণঃ । অর্ঘ্যং তেহং প্রদান্শ্যামি গৃহাণ মধুসূদন ।
৩৪ । গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাস্তৌর্ধ্বানি চ হ্রদাশ্চ যে ।
প্রগৃহীত ময়া দত্তমর্ঘ্যং সম্যক্ প্রসাদয় । ৩৫ । স্বতঃ
পাপিনাং শাস্তা হুং যমঃ সমদর্শনঃ । গৃহাণাৰ্ঘ্যং
ময়া দত্তং যথোক্তকলদো ভব । ৩৬ । ইতি চার্ব্যং
সমর্প্যাথ পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ । বাসসৌ
পরিধায়াথ কৃতা কর্মাণি সর্বশঃ । ৩৭ । মধুসূদন-

মন্ত্যর্চ্য প্রহ্ননৈর্বাধবোত্তবেৎ । অথ বিষ্ণুকথাং
দিব্যামেতন্মাসপ্রশংসিনীম্ । ৩৮ । কোটিজন্ম-
জিতাং পাপাশূক্তো মোক্ষমবাধুমাৎ । ৩৯ । ন
জাতু বিদ্যতে ভূমৌ ন স্বর্গে ন রসাতলে । ন
গর্ভে জায়তে কাপি ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ । ৪০ ।
বৈশাখে কাংস্তভোজী যন্তথা চাক্রতসংকথঃ । ন
স্নাতো নাপি দাতা চ নরকানৈব গচ্ছতি । ৪১ ।
ব্রহ্মহত্যাশংসিত পাপং শাম্যেৎ কথঞ্চন । বৈশাখে
যেন ন স্নাতং তৎপাপং নৈব গচ্ছতি । ৪২ ।
স্বাধীনেন স্বকায়েন জলে স্নাতব্যবর্ত্তিনি ।
স্বাধীনজিহ্বাযোচ্চার্য্যঃ হরিরিত্যকরহরম্ । ৪৩ ।
ন কুর্যাদ্যদি বৈশাখে প্রাতঃস্নানং নরাধমঃ ।
জীবন্তেব স পঞ্চদশাগতো নাত্র সংশয়ঃ । ৪৪ ।
যেন কেনাপ্যপায়েন মাধবে মধুসূদনম্ । নার্চয়েদ্যদি
মুঢ়াশ্চ শোকরোঃ যোনিমাণুষ্যঃ । ৪৫ । যোহর্চয়ে-
তুলসাপত্রৈর্বৈশাখে মধুসূদনম্ । নৃপো হুবা

অমুষ্ঠান অবস্ত করিবে । মেঘসংহদিবাকরে বৈশাখ
মাসে মানব মধুসূদনের উদ্দেশে প্রাতঃস্নান করিয়া
বিষ্ণুর পূজা করিবে, ইহার অন্তথা করিলে নরক-
গমন হয় । পূর্বকালে মহীরথ নামক জনৈক জিতে-
ন্দ্রিয় রাজা ছিলেন । তিনি শ্রয়ং কামাসক্ত হইয়া
বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করেন, এই বৈশাখস্নান-
যোগেই তাঁহার বৈকুণ্ঠলাভ হইয়াছিল । বৈশাখ
সকল মাস, মধুসূদন ইহার দেবতা ; এই মাসে
তীর্থযাত্রা, তপস্বী, যজ্ঞ, দান, হোম—প্রভৃতি কার্য্যে
কলাধিক্য হয় । অনন্তর প্রাতঃস্নানের বিধি কথিত
হইতেছে । প্রথমে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে,
মন্ত্র যথা—‘হে মধুসূদন ! আপনি দেবগণের ঈশ,
বৈশাখে মেঘসংহ-রবিতে আমি প্রাতঃস্নান
করিব ; হে মাধব ! আমার এই স্নান বিঘ্নহীন
করুন ।’ অনন্তর অর্ঘ্য প্রদান ; অর্ঘ্যমন্ত্র যথা—
‘হে মধুসূদন ! বৈশাখ মাসের মেঘরাশিগত দিবা-
করে আমি স্নানপরায়ণ হইয়া, আপনার উদ্দেশে
অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন । গঙ্গাদি পুণ্য
নদীনির্মল এবং নির্মলতীর্থ ও হ্রদ আমার প্রদত্ত
এই অর্ঘ্য সম্যকরূপে গ্রহণ করিয়া আমার প্রাতঃ
স্নান করুন । হে যম ! তুমি সর্বত্র সমদর্শন ও
পাপিণ্যগণের শাসনকর্তা, এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ; তুমি আমার
প্রদত্ত এই অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়া যথোক্ত কল দান
কর ।’ এইরূপে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া পশ্চাৎ স্নান

করিয়া এবং সৌম্যরায় বস্ত্র পরিধানপূর্বক নিত্য-
কার্য্যজাত সমাধা করত বৈশাখমাসজাত কুসুম-
সমূহ দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করিবে । অনন্তর বৈশাখ-
মাসপ্রশংসাসহস্রাবলী বিষ্ণুর দিব্যকথা অবগ
কর্তব্য । ২৬—৩৮। হে রাজন্ ! এইরূপ করিলে নর
কোটিজন্মজিত পাপহইতে মুক্ত হয় । সেই নর
কি ভূতল, কি স্বর্গ, কি রসাতল কদাচ কুজাণ
ধিন্ন হয় না ; তাহার পুণ্যরায় জননৌজঠরে
প্রবেশ কিংবা মাতৃস্তন পান করিতে হয় না । যে
মানব বৈশাখমাসে কাংস্তভোজন করে এবং স্নান,
দান ও সংকর্ষা অবগ করে না, তাহার বিবিধ নরকে
গমন হয় । সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপ কোনরূপে প্রশ-
মিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যে মানব বৈশাখে
প্রাতঃস্নান করে না, তাহার পাপ বিনষ্ট হয় না । যে
মানবাস্থ স্বাধীন শরীর লাভ করিয়া, স্বাধীন জল
পাইয়া এবং স্বাধীন জিহ্বা প্রাপ্ত হইয়া “স্বাধীন”
এই অক্ষর হয় উচ্চারণ এবং বৈশাখমাসে প্রাতঃ
স্নান করে না, সে জীবন্ত, সন্দেহ নাই । বৈশাখ
মাসে যে মানব যেকোন উপায়েই হউক, মধুসূদনের
অর্চনা না করে, সেই মুঢ়াশ্চ শূকরযোনিতে জন্ম-
লাভ করে । অর্নস্তমনা হইয়া মানব সত্তাই হউক
আত্ম নির্ভর হউক, ভক্তিমার্গে বিবিধ ব্রতদ্বারা
বিষ্ণুর সন্তত সেবা করিবে ; যে মানব তুলসীদল
দ্বারা বৈশাখে মধুসূদন বিষ্ণুর পূজা করিয়া, তিনি

সার্বভৌমঃ কোটিজন্মভোগবান। পশ্চাৎকোটি-
কুলৈর্ভুক্তো বিষ্ণোঃ সায়ুজ্যমাণুয়াৎ ॥ ৪৬ ॥ বিবিধৈ-
র্ভক্তিমাগৈশ্চ বিষ্ণুং সেবেত যো ব্রতৈঃ। সত্ত্বাৎ
নির্ভগঃ বাপি নিত্যং ধ্যাম্যেদনশ্রুতীঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদাখ্যরীষসংবাদে বৈশাখ-
ধর্মপ্রশংসা নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

অখরীষ উবাচ। বৈশাখঃ সর্বধর্মোভ্যাস্তপো-
ধর্মোভ্য এব চ। স কথং সর্বমাসেভ্যো দানে-
ভ্যোহপাধিকোহভবৎ ॥ ১ ॥ নারদ উবাচ।
তব ক্যামি মহাপ্রাজ্ঞ শৃণু চৈকমনা ভব। কল্পান্তে
দেবরাজবিষ্ণুঃ শেষশায়ী মহাপ্রভুঃ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ-
লোকসম্ভোহয়ং স শেতে প্রলয়ার্ণবে। অনেকো
হ্যেকতাং প্রাপ্য ভূতিভির্যোগমায়ায়া ॥ ৩ ॥ নিমেষ-
শ্রাবসানে তু ক্রতিভির্সৌধিতস্ততঃ। কৃষ্ণজীব-
সজ্জানাং রক্ষাং চক্রে দয়ানিধিঃ ॥ ৪ ॥ তত্তৎকর্ম-
কলপ্রাপ্ত্য সৃষ্টিং স্রষ্টুং মনো দধে। তস্মা নাভে-

কোটি জন্ম সার্বভৌম নৃপ হইয়া বিবিধ ভোগ উপ-
ভোগ করেন এবং ভোগাবসানে পঞ্চাশৎ কুলের
সহিত বিষ্ণুর সায়ুজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯—৪৭ ॥

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

অখরীষ বলিলেন,—নিখিল তপস্তাধর্ম এমন
কি, সকল ধর্ম হইতে দানধর্ম শ্রেষ্ঠ, কিন্তু নিখিল
দানধর্ম ও মাসসমূহের মধ্যে বৈশাখ কি জন্ত
শ্রেষ্ঠ হইল? নারদ উত্তর করিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ!
তৎসমস্ত বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ কর।
মহাপ্রলয়ে মহাপ্রভু দেবরাজ বিষ্ণু শেষশয়্যায় শয়ন
করেন। তিনি যৎকালে প্রলয়জলধিতে শয়ান হন,
সমস্ত লোক তখন তাঁহার কৃষ্ণগত হইয়াছিল।
তিনি স্বীয় বিভূতিবলে যোগমায়া দ্বারা অনেক
হইয়াও এক হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই দয়ানিধি
বিষ্ণু নিমেষ যাত্র অবসানে ক্রতিগণ দ্বারা প্রবৃত্ত
হইয়া নেত্র উদ্বীলন করত কৃষ্ণগত লোক সকল
পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সকল কার্য
নির্মীহার তিনি সৃষ্টির জন্ত মন নিবেশ করিলেন।

রত্নং পদ্মং সৌবর্ণং ভুবনাজয়ক ॥ ৫ ॥ ব্রহ্মাণঃ
জনয়ামাস বৈরাজং পুরুষাঙ্করম্। তস্মিন সপ্ত-
ভগবান্ ভুবনানি চতুর্দশ ॥ ৬ ॥ ত্রিগুণাখ্যান-
প্রাণিসজ্জাং চ বিবিধান বহু। ত্রিগুণান্ প্রকৃতিং
লোকে মর্যাদাশ্চাধিপাংস্তথা ॥ ৭ ॥ বর্ণাশ্রম-
বিভাগাং চ ধর্মকৃষ্ণিক সৌহকরোৎ। বৈদৈ-
শ্চতুর্ভিত্তৈশ্চ সহিতান্ স্মৃতিভিত্তিকা ॥ ৮ ॥ পুরাণৈ-
রিতিহাসৈশ্চ আজ্ঞাক্রমৈশ্চৈবৈবরঃ। স্বীয় প্রবর্ত-
কাং চক্রে ধর্মশুভৈশ্চৈব প্রভুঃ ॥ ৯ ॥ তৈঃ প্রবর্তিত-
ধর্ম্যৈ বর্ণাশ্রমবিভাগজাঃ। প্রজাঃ শ্রদ্ধাধিরে সর্বাঃ
শোচিতান্ বিষ্ণুভোষদান ॥ ১০ ॥ তাং প্রবর্ত-
মানাং স্বাশ্রমান্ দ্রষ্টুমীশ্বরঃ। হৃদিহোহপ্যাব্য-
সাক্ষাদ্বিভীষার্থং পরীক্ষয়া ॥ ১১ ॥ অন্যান্য কুশল-
ন যত্র ধর্ম্যান্ কুর্কন্তি বৈ প্রজাঃ। স কালঃ কো
ভবেদ্বিধানিতি সংকল্পয়ৎপ্রভুঃ ॥ ১২ ॥ বর্ষাকালো
ময়া সৃষ্টঃ সীদন্ত্যস্তা ইমাঃ প্রজাঃ। তজ্জানুসার
কুর্কন্তি ধর্ম্যান্ পঞ্চাশৎপ্রজাঃ ॥ ১৩ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা

তাঁহার নাতি হইতে ত্রিভুবনের আশ্রয়রূপ এক
পূর্ব কমল উদ্ভিত হইল। অনন্তর ভগবান্ সেই
পদ্মে বিরাজি পুরুষ ব্রহ্মার সৃষ্টি করিয়া সেই বিরাজি-
বিগ্রহ ব্রহ্মাতে চতুর্দশ ভুবন সৃজন করিলেন।
অনন্তর মহাপ্রভু বিষ্ণু বিভিন্ন কর্ম ও বিভিন্ন
আশ্রয়সমবিত বহু প্রাণিসজ্জ, সত্ত্ব, রজ এবং তমো-
গুণ; ত্রিগুণাত্মক পুরুষনিচয়ের প্রকৃতি, বিভিন্ন
মর্যাদা, মর্যাদাপালক, বর্ণাশ্রমবিভাগ এবং ধর্ম-
কার্য এই সকল সৃজন করেন। অনন্তর মহাপ্রভু
মহেশ্বর বিষ্ণু ধর্ম রক্ষার জন্ত স্বীয় আজ্ঞারূপ
চতুর্ভেদ, নানা তন্ত্র, বহু ঋষি, পুরাণ ও ইতিহাস
সহ ধর্মপ্রবর্তক ঋষিগণের সৃজন করিলে তাঁহার।
বেদাদি শাস্ত্রদ্বারা বর্ণাশ্রমবিভাগক্রমে ধর্মপ্রবর্তন করি-
লেন। তখন প্রজাগণ শ্রদ্ধাযুক্ত ও স্ব স্ব কর্তব্যোনিরত
হইয়া বিষ্ণুর সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিল।
অনন্তর প্রজাগণের স্ব স্ব বর্ণাশ্রমধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে
তাঁহাদের পরীক্ষাকামনায় অব্যয় ঈশ্বর বিষ্ণু তাঁহা-
দের হৃদয়ের আশ্রয় লইলেন এবং হৃদিস্থ হইয়া
'ইহা করিলে বিষ্ণু তুষ্ট হন, এইরূপ আচরণে বিষ্ণুর
কোপ হয়' ইত্যাদি ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।
অনন্তর বিধান প্রভু চিন্তা করিলেন—কোনকালে
ধর্মকার্য প্রশস্ত এবং কোন সময়ে প্রজাগণ
ধর্মকার্য করিয়া কুশল প্রাপ্ত হইবে? আমি বৈ-
বর্ষাকাল সৃজন করিয়াছি, তাহাতে প্রজাগণ পঞ্চাশ-

কোপ এবং স্নাত্তে তুষ্টিই মে ভবেৎ । ময়েকিতা
ন নীদন্ত তস্মাত্তানবলোকয়ে ॥ ১৪ ॥ শরদ্যপি
তথা পূর্তিঃ কৰ্ণপাঠৈব জায়তে । কেচিৎ পক্ষকলা-
সক্তাঃ কেচিৎপুষ্টিতিরহিতাঃ ॥ ১৫ ॥ কেচিচ্ছীতা-
দিত্যৈশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা রোষ এব মে । বৈগুণ্যঃ
পঞ্চতৈশ্চ ন মে তোষোহতিজায়তে ॥ ১৬ ॥
উখাপনং তু নেচ্ছন্তি প্রাতর্হেমন্ত আগতে । কোপো
মেহুচ্ছিতান্ দৃষ্ট্বা প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে সতি ॥ ১৭ ॥
শিশিরেহপি তথৈবার্তাঃ প্রাতঃকাল ইমাঃ প্রজাঃ ।
তথা পক্ষকলাদানাপক্তা হনিশমঙ্গসা ॥ ১৮ ॥ পুনঃ
শীতাহিতাঃ প্রাতঃগনানামিতি চিহ্নিতাঃ । তেষাং
তু কৰ্ম্মলোপঃ স্নাত্তৈব পূর্তিঃ কথঞ্চন ॥ ১৯ ॥
প্রেক্ষায়াঃ সময়ে নায়মিতি চিন্তাকুলো বিভূঃ ।
বসন্তসময়ঃ মেনে সৰ্ব্বাপত্তিনিবারকম্ ॥ ২০ ॥ স্নানে
দানে তথা যাগে ক্রিয়ায়াং ভোগ এব চ । নানাধর্ম-

দ্বারা উপক্রম হইয়া ধর্মকার্যে অত্যন্ত হুঃখ প্রাপ্ত
হয়, অতএব এই কালে কিরূপে তাহার ধর্মকার্য
করিবে? যদি তাহার পক্ষাদিতে উপক্রম হইয়া
ধর্ম্য কৰ্ম্ম না করে, তবে তথাবিধ প্রজাগণকে
দেখিয়া আমার কোপই হইবে, কখনও আমার
তুষ্টি হইবে না। অতএব এক্ষণে আমি তাহা-
দিগকে এইরূপে দর্শন করিব যেন তাহার কোন-
রূপে ধর্ম না হয়। শরৎকালেও দেখিতেছি,
তাদৃশ ধর্মপূর্তি অসম্ভব, কেননা তখন প্রজাগণের
মধ্যে কেহ ভূমিকর্ষণাদি ব্যাপারে লিপ্ত, কেহ পক্ষ-
শব্দে সমাসক্ত, কেহ কৃষ্টিদ্বারা অর্দ্রিত এবং কেহ
বা শীতবাতাদি দ্বারা শীড়িত; অতএব তখন ধর্ম-
কার্যে তাহাদের মন আসক্ত না হওয়ায় ধর্মবৈগুণ্য
বশত প্রজাগণকে দর্শন করিয়া আমার রোষই
জন্মিবে; কিন্তু সন্তোষ কখনই জন্মিবে না।
শিশিরেও দেখিতেছি,—প্রজাগণ প্রাতঃকালে
শীতে শীড়িত হইবে, কেহ বা ভূমি হইতে
পক্ষশব্দ গৃহে অনিবার জন্ত নিরন্তর ব্যগ্র
থাকিবে; শীতকালেও প্রায় শরতেরই জায়, তখনও
প্রজাগণ প্রাতঃস্নানে অত্যন্ত শীড়াপ্রাপ্ত হইবে।
এই সকল বাধাবিধে প্রজাগণের কৰ্ম্মলোপই হইবে,
পরন্তু কদাচ কৰ্ম্মপূর্তির আশা নাই; আর দর্শনাদির
পক্ষেও এই সকল কাল প্রশস্ত নহে। ভগবান্ বিষ্ণু
এই সকল চিন্তায় আবুল হইলেন তিনি অনেক
চিন্তায় পর ছিন্ন করিলেন,—বসন্ত সময় কোনরূপ
দার্শনিকের ন্যে, স্নান, দান ও যাগ প্রভৃতি বিবিধ-

বিধানে চ হুষ্কুলময়ং হ্যভূত ॥ ২১ ॥ অগ্ন্যাসেসম
লভ্যানি জব্যান্যনুভূতাঃ কবম্ । যেন কেনাপি
জব্যোণ তুষ্টিস্তনুভূতাঃ ভবেৎ ॥ ২২ ॥ বিকোরাধার-
ভূতানাং তদ্রব্যং ধর্মসাধনম্ । বসন্তে সকলঃ
জব্যঃ প্রাণিনাং তু সুখাবহম্ ॥ ২৩ ॥ দানযোগ্যঃ
ধর্মযোগ্যঃ ভোগযোগ্যঃ তু সর্বশঃ । নির্জনানাং
তু পক্ষাদিবিকলানাং মহাশ্বনাং ॥ ২৪ ॥ জব্যানি
চ সুলভ্যানি জলাদীনি ন সংশয়ঃ । জব্যোরেতে:
স্বাহিতং ধর্মং কুর্ষন্তি মৎপ্রিয়াঃ ॥ ২৫ ॥
পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরন্তৈঃ শাকৈশ্চাপি
প্রিয়োক্তিভিঃ । অক্টাষ্টলৈশ্চন্দনাদৈঃ প্রাদপ্রকালনা-
দিভিঃ ॥ ২৬ ॥ প্রজ্যাট্টৈরহো তেষাং বরদোহমিতী-
রয়ন । সখিস্ত্য ভগবান বিষ্ণুঃ প্রতপ্তে রময়া
সহ ॥ ২৭ ॥ বনানি সর্বতঃ পশুন্ বিকসৎকুসুমানি
চ । হৃষ্টপুষ্টিজনাকৌণং মন্তালিম্বিজসেবিতম্ ॥ ২৮ ॥
আশ্রমাণাং মহার্হাণাং বনগ্রামনিবাসিনাম্ । প্রাক্ষণা-
দীনি রম্যানি হ্যাদ্যানানি শ্বনানি চ ॥ ২৯ ॥ রম্যে

ধর্ম্য ক্রিয়ায় এবং ভোগে এই বসন্ত ঋতুই প্রশস্ত ।
১—২১ । প্রাণিগণ বিনা অগ্ন্যাসেই এই সময় সামগ্রী
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে এবং এই অমূলক কালে
যে কোন বসন্তে তাহাদের জীতি সাধন হইবে।
বিষ্ণুর আধারভূত প্রাণিগণের ধর্মসাধনকর জব্য এই
কালেই মিলিবে; বসন্ত সময়ে দানযোগ্য, ধর্মযোগ্য,
এবং ভোগ্যযোগ্য সকল বস্তুই প্রজাগণের সুল-
ভতা, নির্জন ও পশু মহাশ্বা এবং নিখিল বিকৃত্ত
প্রজাগণেরই এই সময়ে জলাদি জব্যজাত অনায়াস-
লভ্য, সংশয় নাই। আমার প্রিয় প্রজাগণ বসন্ত
সময়ে এই সুখলভ্য বস্তুনিচয় দ্বারা আশ্রিতকর
ধর্মকর্ম্ম সকল সাধন করিবে। আমিও তদ্রূ-
পপ্রদত্ত পত্র, পুষ্প, ফল, শাক, প্রিয়বাক্য,
মাল্য, তাবুল, চন্দন, প্রাদপ্রকালনজল এবং
বিনয় ব্যবহারাদি দ্বারা তুষ্টি হইয়া তাহাদের বরদ
হইব। ভগবান্ বিষ্ণু বিবিধ চিন্তা দ্বারা এইরূপ
অবধারণ করিয়া রমার সহিত প্রস্থান করিলেন।
হরি রমার সহিত গমন করিয়া বিবিধ বসন্তবৈভব
অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—
বনের সকল দিকেই কুসুমসমূহ বিকসিত; কোন
স্থান হৃষ্টপুষ্টি জনগণে সমাকীর্ণ, কোন বন মন্ত জমর
ও বহুগুলকর্ষক সেবিত; কোথায়ও বনুয়াসী কবি
মুহুর ও গ্রামবাসীদিগের দ্বারা আশ্রয়িত।

দর্শয়ন্ বিষ্ণুঃ সহ দেবৈর্ভূতীশ্বরৈঃ । সিদ্ধচারণগন্ধ-
কিন্নরোন্নয়নগন্ধৈঃ ॥ ৩০ ॥ ত্রয়মানোহভ্যাগাদেগহান
বর্ণীশ্রমনিবাসিনাম্ । মীনাদিককটাস্তং বৈ স তিষ্ঠন
রময়া শূরৈঃ ॥ ৩১ ॥ সার্কং প্রতীক্য পুরুষান
কৃতাকৃতসমর্পয়া । তত্র ধর্ম্যবতাং পুংসাং দদাতীষ্টান
মনোরথান ॥ ৩২ ॥ মন্তার সহতে পুংসো হরত্যাযু-
ধনাদিকম্ । যদি কুর্ষন্তি বৈশাখে সপর্ধ্যাং
পরমাশ্রয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ তত্রাপি চলমুত্তীনাং সাধুনাং
যত্র বৈ বিষ্ণুঃ । মাসেষ্ষেষ্টে যজ্ঞাতঃ কর্ম্মলোপং
সহিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥ যথা দেশাগতং ভূপং দৃষ্টা
জনপদাঃ প্রজাঃ । যদি তং চোপতিষ্ঠন্তি প্রজ্ঞাদৈ-
র্নহাইনৈঃ ॥ ৩৫ ॥ তদা করাদিকং নানং পূর্ণং
জানাতি পার্শ্বিণঃ । পুনরপ্যধিকং চেষ্টং তৃপ্তো
দান্ততি নিশ্চিতম্ ॥ ৩৬ ॥ তদা বহুতপুজানাং দণ্ডং

এবং বোধ্য ও বা প্রাঙ্গণ উদ্যান ও স্থান সকল
অতি রম্য । হরি রম্যকে এই সকল প্রদ-
র্শন করিতে করিতে শূর ও ঋষিগণের সহিত
গমন করিতে লাগিলেন ; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব,
কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ তাঁহার স্তব করিতে
করিতে অমুগমন করিলেন । বনভূমিহিত বর্ণা-
শ্রমবাসী ঋষিসকল স্ব স্ব আবাস হইতে বহি-
র্গত হইয়া তাঁহার অমুগমন করিল । তিনি
মীন অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তি হইতে ককট অর্থাৎ
শ্রাবণসংক্রান্তি পর্য্যন্ত, কমলার সহিত অব-
স্থান করিলেন । মহাপুরুষগণ শূরগণ সহ
তাঁহাদের সেবার সামগ্রী লইয়া প্রতীক্ষা
করিতে লাগিলেন । তিনিও সেই ধর্ম্মাশ্রা পুরুষ-
গণ কর্তৃক সেবিত হইয়া তাঁহাদিগকে ইষ্ট মনোরথ
সকল প্রদান করিলেন । মন্ততাহেতু যে ব্যক্তি
বিষ্ণুর উৎসবে যোগাণন করে না, হরি তাহার
আয়ু ও ধনাদি হরণ করেন । যদি বৈশাখমাসে
মানব পরমাশ্রা হরির পারচর্যা করে, বিশেষতঃ
বিষ্ণুর চলমুর্ত্তি ও সাধুগণের সেবা করে, তাহার
অন্তান্ত মাসে যে সকল কর্ম্মলোপ ঘটিয়াছে,
তৎসমস্ত পূর্ণ হয় । যেমন স্বদেশাগত নৃপকে সন্দর্শন
করিয়া জনপদবাসী প্রজাগণ যদি বিনয় ও মহাই
উপায়াদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করে, তবে তিনি
নিশ্চয়ই বুঝেন, প্রজাগণ আমার রাজগ্রাহ্য কর
পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছে ; পরন্তু তিনি তাহাদিগের
অতীষ্ট প্রার্থনা করিয়া থাকেন । আর যদি পূর্ব্বোক্ত-
রূপে তাঁহার পূজা না করে তবে তিনি যেরূপ

তেবাং কয়োতি চ । তথা বিষ্ণুঃ স্বকীয়ানাং বৈশাখে
মাধবাগমে ॥ ৩৭ ॥ সপর্ধ্যাং কুর্ষতাং পুংসাং
দদাতীষ্টান মনোরথান । অকুর্ষতাং তথা পুংসাং
ধনাদীন হরত্যাযম্ ॥ ৩৮ ॥ ধর্ম্মগোপূর্ম্মহাবিকো-
দেবদেবস্ত শার্জিণঃ । পরীক্ষাকাল এবাযং তন্মা-
য়াসোত্তমো হয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

ইতি ত্রীকান্দে নারদাধরীষসংবাদে বৈশাখশ্রেষ্ঠ-
নিক্রপণং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । বৈশাখেহক্ষগতপ্তানাং তৃষার্তানাং
মহীপতে । জলদানমকুর্ষাণস্তির্ধ্যগৃহোনিমবাণুয়াৎ ॥
১ ॥ অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।
বিপ্রস্ত গৃহগোধায়াঃ সংবাদং পরমাদুতম্ ॥ ২ ॥ পুরা
চেক্ষাকুব শেহভূক্সেমাঙ্গ ইতি ভূমিপঃ । ব্রহ্মণ্যচ
বদান্তশ্চ জিতামিত্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥ যাবতো
ভূমিকনিকা যাবন্তো জলবিন্দবঃ । যাবন্তুভূনি

দণ্ড প্রদান করেন ;—বিষ্ণুও বৈশাখমাসে তদীয়
ভক্ত সেবাকারিগণকে অতীষ্ট প্রদান করেন,
আর তাহার বিপরীত অর্থাৎ পূজাদি না করিলে
সম্পূর্ণরূপে তাহাদের ধনাদি হরণ করিয়া থাকেন ।
ধর্ম্মগোপ্তা মহাবিষ্ণু দেবদেব শার্জধর এই বৈশাখ-
মাসে স্বীয় ভক্তগণের পরীক্ষা করেন অর্থাৎ
এই বৈশাখ মাসে কোন্ ভক্ত তাঁহাকে পূজা
করে, আর কোন্ নরাধম তাঁহার স্মরণও করে না,
তিনি এইরূপ পরীক্ষা করেন, এজন্ত মাসসমূহের
মধ্যে বৈশাখ উত্তম হইয়াছে । ২২—৩৯ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—হে মহীপতে ! বৈশাখমাসে
পঞ্চক্লিষ্ট তৃক্লার্ত ব্যক্তিকে জলদান না করিলে
তির্ধ্যক্ যোনিতে জন্ম হয় । পৌরানিকগণ এবিষয়
বিপ্র ও গৃহগোধার পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে
কহিয়া থাকেন । এ সংবাদ পরম অদুত । পূর্ব্ব-
কালে ইক্ষাকুকুলে হোমাক্রনামে এক নৃপ ছিলেন,
তিনি ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, বদান্ত, জিতেন্দ্র, জিতেন্দ্রিয়
ছিলেন । তিনি ব্রহ্মাও মধ্যে মৃত বালুকা, জল-

গগনে তাবতীরদদাং স গাঃ ॥৪॥ যেনেষ্টযজ্ঞদর্শেচ
 কুমির্বিহীতী ভতা । গোভূতিলহিরণ্যাদৈত্যোষিতা
 বহবো বিজাঃ ॥ ৫ ॥ তেনাদন্তানি দানানি ন বিদ্যন্ত
 ইতি ঋতম্ । তেনাদন্তং জলং চৈকং সুখলভ্যধিমা
 নূপ ॥ ৬ ॥ বোধিতো ব্রহ্মপুংগবসির্ধেন মহাশ্বনা ।
 অমৌল্যং সর্বতো লভ্যং তদাতা কিং ফলং লভেৎ ॥
 ৭ ॥ হর্ষুদ্বা হেতুবাদৈশ্চ ন জলং দত্তবান দ্বিজৈঃ ।
 অলভ্যদানে পুণ্যং স্মাদিত্তি বাক্যং সুযুক্তিমৎ ॥
 ৮ ॥ স আনর্চ দ্বিজান্ ব্যঙ্গান দরিদ্রান বৃত্তিকর্ষিতান্ ।
 নার্চয়চ্ছোত্রিয়ান্ বিপ্রাংস্তত্ত্বজ্ঞান ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯ ॥
 প্রথাতান্ পুজয়িষ্যন্তি সন্নে লোকা মহার্হণাঃ ।
 অনাথানামবিদ্যানাং ব্যঙ্গানাক্ষ দ্বিজগনাম্ ॥ ১০ ॥
 দরিদ্রাণাং গতিঃ কা বা তস্মাক্তে মে দয়াস্পদম্ ।
 ইতি হর্ষীরপাত্রেষু দত্তবান কিমপি শ্রবম্ ॥ ১১ ॥

বিন্দু এবং আকাশস্থিত যত নারকা আছে,
 ততপরিমাণ গোদান করিয়াছিলেন, তাঁহাব অল্প-
 ষ্ঠিত যজ্ঞের কুশরাশি দ্বারা সুশোভনা এই ভূমি
 বহিষ্কৃতী নামে প্রথিত হইয়াছিল। তিনি দ্বিজগণকে
 গো, কু, হিরণ্য ও তিলাদি দান করিবার ক্রীত
 করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহাব অদন্ত দান
 কিছুই ছিল না। হে নূপ! তিনি তৎকালে
 একমাত্র জল সুখলভ্য বলিয়া তাহা দান
 করেন না, ব্রহ্মনন্দন মহাশ্বা বশিষ্ঠ তাঁহাকে
 জলদানার্থ প্রবোধিত করিলেও “জলের কোন
 মূল্য নাই, জল সর্বত্র পাওয়া যায়, অতএব
 জলদানে কল কি?” হর্ষুদ্বিবশতঃ এই সকল
 হেতুবাদের আরোপ করিয়া রাজা দ্বিজকে জলদান
 করলেন না। পরন্তু তিনি বাগ্মনেন,—যাহা সুখ-
 লভ্য নয়, সেই সকল বস্তুর দানে পুণ্য হয়, এই
 বাক্যই সুযুক্তিযুক্ত। তিনি ব্যঙ্গ, দরিদ্র এবং
 বৃত্তিক্রিষ্ট অর্থাৎ যাহারা বৃত্তির অভাবে কুশ এইরূপ
 দ্বিজগণের পূজা করিলেন, শ্রোত্রিয় ও দ্বিৎ ব্রহ্মবাদী
 দ্বিজগণের অর্চনা করিলেন না; তিনি এ বিষয়েও
 মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন,—“তাহার বিখ্যাত,
 শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাদৃশ লোকের পূজা করেন,
 আমিও যদি সেই প্রথাত দ্বিজগণের পূজা করি,
 তবে অনাথ মুখ, ব্যঙ্গ ও দরিদ্র দ্বিজাতিগণের গতি
 কি হইবে? অতএব অনাথ দরিদ্র প্রভৃতি ব্যক্তি-
 গণই আমার দয়ার পাত্র। হর্ষুদ্বি রাজা শ্রবৎ এই
 সকল তাবিত্তা মিথিয়া অনাথ ব্যঙ্গ প্রভৃতি অপাত্রেই

তেন দোষেণ মহতা চাতকঃ জিজ্ঞাসুঃ। একজননি
 গৃহং স্বাতবৎ সপ্তজন্মসু ॥ ১২ ॥ পশ্চান্নূপগৃহে
 জাতো ভূপোহয়ং গৃহগোধিকা। ঋতকীর্ত্যাখ্যকুশস্ত
 মিথিলাধিপতেনূপ ॥ ১৩ ॥ গৃহদ্বারপ্রতোল্যাং চ
 বর্ষতে কীটকাশনা। সপ্তাশীতিবু বর্ষেবু স্থিতং
 তেন দুরাশ্বনা ॥ ১৪ ॥ বিদেহাধিপতের্গেহে কদাচিদৃষি-
 সন্তমঃ ঋতদেব ইতি খ্যাতঃ শ্রোতো মধ্যাহ্ন আগতঃ ॥
 ১৫ ॥ তং দৃষ্ট্বা সহসোখ্য জাতহর্ষো নরাধিপঃ। মধু-
 পর্কাদিভিঃ পূজ্য তন্ত পাদাবনেজনীঃ ॥ ১৬ ॥ অপো
 মুক্কা বহনু কিপ্রং তদোৎসিষ্টৈশ্চ বিন্দুভিঃ।
 দৈবোপদিষ্টকালেন প্রোক্ষিতা গৃহগোধিকা ॥ ১৭ ॥
 সদ্যো জ্ঞানস্মৃতিরভুৎ স্মৃতকর্মাদিহুঃখিতা। জাহি
 জাহীতি চুক্ৰোণ ব্রাহ্মণং গৃহমাগতম্ ॥ ১৮ ॥ তির্ধ্যগু-
 জন্তরবৎ ঋত্বা ব্রাহ্মণো বিস্মিতোহবদৎ। কুতঃ
 ক্রোশসি গোধে স্বং দশেয়ং কেন কর্মণা ॥ ১৯ ॥ স্বং

দানীয় বস্তু অর্পণ করিলেন ১১—১১। হে নূপ! রাজা
 এই গুরুতর দোষে তিন জন্ম চাতক, পাঁচ জন্ম গৃহ
 এবং সাত জন্ম কুকুর হইয়া পরে মিথিলাধিপতি
 ঋতকীর্তি নামক নূপের গৃহে গৃহগোধিকা হইয়া জন্ম
 গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গৃহগোধিকা এক্ষণে গৃহ-
 দ্বারপ্রতোলীতে অবস্থিত হইয়া কীট ভক্ষণে জীবন
 ধারণ করিতেছে। এই দুরাশ্বার এই অবস্থায়
 এখন সপ্তাশীতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। অনন্তর
 একদা ঋষিসন্তম শ্রোত্রিয় ঋতদেব মধ্যাহ্ন সময়ে
 বিদেহপতি রাজা ঋতকীর্তির গৃহে আগমন
 করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজার হর্ষ হইল। তিনি
 সহসা উখিত হইলেন এবং পাদধৌত করিয়া দিয়া
 মধুপর্কাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। অন-
 তর তিনি সেই বিপ্রপাদোদক সহস্র মন্তকে
 নিক্ষেপ করিলেন, তখন বিধিবশে তাঁহার উর্ধ্ব-
 নিক্ষিপ্ত সেই বিপ্রপাদোদকবিন্দুদ্বারা গৃহগোধি-
 কাও অভিষিক্ত হইল। গৃহগোধিকা বিপ্রপাদোকে
 সিক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাক্তন জন্মবৃত্তান্ত
 স্মরণপথে পতিত হইল এবং সে তাহার পূর্ব-
 জাত কর্মাদি স্মরণ করিয়া একান্ত দুঃখিত হইতে
 লাগিল। গৃহগোধিকা সেই গৃহাগত ব্রাহ্মণকে
 সম্বোধনপূর্বক বলিতে লাগিল;—“আমাকে
 জ্ঞান করুন, জ্ঞান করুন।” ব্রাহ্মণ তির্ধ্যগুণোনির
 বব, অবশে বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—হে গোধে!
 তুমি কোথায় থাকিয়া এই আশ্চর্য করিতেছ?
 আর কোন কর্মদ্বারা তোমার এইরূপ দশা উপ-

দেবঃ পুত্রঃ কচ্ছিপ্পো বাধ বিজোহ্ব বা । কথং
ক্রহি মহাভাগ ত্বামদ্যাহঃ সমুদরে ॥ ২০ ॥ ইত্যুক্তঃ
স নৃপঃ প্রাহ ঋতদেবঃ মহামতিম্ । অহমিচ্ছাকু-
কুলজো বেদশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ২১ ॥ যাবতো
ভূমিকণিকা যাবন্তস্তোমবিন্দবঃ । যাবন্ত্যভূনি গগনে
তাবতীরদদঃ স্র গাঃ ॥ ২২ ॥ সর্ষে যজ্ঞা যয়া
চেষ্টাঃ পূর্ত্যাত্মগিরিতানি মে । দানাত্তপি চ
দন্তানি ধর্ম্মরাজস্বনুষ্ঠিতঃ ॥ ২৩ ॥ তথাপি দুর্গতি-
জ্ঞাতা মম চোর্কগতিং বিনা । ত্রিবারং চাতকহং
মে গৃধ্রহং চৈকজন্মনি ॥ ২৪ ॥ সপ্তজন্মস্বলোর্কহং
প্রাপ্তঃ পূর্ষঃ যয়া দ্বিজঃ । সিঞ্চতানেন ভূপেন ভূপঃ
পাদাবনেজনীঃ ॥ ২৫ ॥ বিন্দবো দূরমুৎক্ষিপ্তাত্তৈঃ
সিঞ্চোহহং কথঞ্চন । তেন জন্মহুতিরভূৎ সর্ব-
পাপা হতশ্চ মে ॥ ২৬ ॥ গোধাজন্মানি ভাব্যানি
হৃষ্টাবিশ্রুতানি মে । দৃশ্যন্তে দৈবসৃষ্টানি বিভো-
তৈর্জন্মতিভূশম্ ॥ ২৭ ॥ ন কারণং প্রপশ্যামি তমে

স্থিত হইয়াছে ? হে মহাভাগ ! তুমি দেব, নৃপ কিংবা
দ্বিজ ? আমার নিকট বল, তুমি যেই কেন হও
না, অন্য আমি তোমার উদ্ধার সাধন করিব ।
অনন্তর সেই গৃহগোধারূপী নৃপ, মহামতি ঋত-
দেব কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিতে
লাগিলু;—হে দ্বিজ ! ইচ্ছাকুলে আমার জন্ম
এবং আমি বেদশাস্ত্রবিশারদ ; পৃথিবীতে যত
বালিকণা, যত জলবিন্দু এবং আকাশে যত
নক্ষত্র আছে, আমি ততপরিমাণে গোদান করি-
য়াছি ; আমি পুষ্কজন্মে নিখিল যজ্ঞানুষ্ঠান এবং
হুরি হুরি উৎকৃষ্ট দানাদি দ্বারা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আচ-
রণ করিয়াছি ; তথাপি আমার উর্কগতি না হইয়া
এই দুর্গতি হইয়াছে । হে দ্বিজ ! আমি পূর্বে
তনজন্ম চাতক, একজন্ম গৃধ্র এবং সাতজন্ম
কুকুর হইয়া পরে এই গৃহগোধিকা-দেহ প্রাপ্ত
হইয়াছি । এই রাজা ঋতকৌর্তি আপনার পাদ-
ধৌত করিয়া সেই পাদদোক মস্তকে সিঞ্চন
করিয়াছিলেন, সেই জল উর্কে নিক্ষিপ্ত হওয়ায়
ভাগ্যক্রমে বিন্দুভ্রাত্ত বারি দ্বারা আমার শরীর
সিঞ্চ হইয়াছে । এক্ষণে হৃদীয় পাদদোকপ্রভাবে
আমার পুষ্কজন্ম স্মৃতিপথে উদ্ভিত হইল এবং
আমিও বিগতশাপ হইলাম । এখনও আমার
অষ্টাবিশ্রুতি গোধাজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে,
তঃ দৈব কি অমোঘ ? দেখিতেছি,—জন্মগণ
দৈবকৃত ব্যবস্থা অবতীর্ণ হইয়া ভোগ করিয়া

বিস্তরিতো বদ । ইত্যুক্তঃ স ঋষিঃ প্রাহ জাত্বা
বিজ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৮ ॥ শূনু ভূপ প্রবক্ষ্যামি তব
দুর্ঘোণিকারণম্ । ন জনন্ত যয়া দন্তং বৈশাখে
মাধবপ্রিয়ে ॥ ২৯ ॥ তজ্জলং সুলভং যয়া হমুলা-
মিতি নিশ্চিতম্ । নাধবগানাং দ্বিজাতীনাং ঘর্ম্ম-
কালেহপ্যজানতা ॥ ৩০ ॥ তথা পাত্রং সমুৎসৃজ্য
হপাত্রে প্রতিদত্তবান । জলন্তমগ্নিমুৎসৃজ্য নহি
ভস্মনি হয়তে ॥ ৩১ ॥ বহুধা বর্ণিতস্তাপি
সৌগন্ধাদিযুক্তশ্চ । কণ্টকাস্তবৃক্ষশ্চ ন কুর্বন্তি
সমর্চনম্ ॥ ৩২ ॥ বিশিষ্টানাং পাদপানামধ্বং
সেব্যতাং গতঃ । তুলসীং তু সমুৎসৃজ্য বৃহতী
পূজ্যতে নু কিম্ ॥ ৩৩ ॥ অনাধ্বং পূজ্যতায়াং ন

থাকে । হে দ্বিজ ! আমার এইরূপ দুর্দশাভোগের
ত' কোনই কারণ দেখিতেছি না, অথবা কোন
কারণ অবগতই থাকিবে, আমি তাহা বিস্মৃত
হইয়াছি ; অতএব আপনি মদীয় এই দুর্গতি-
লাভের কারণ বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন
করুন । ঋষি ঋতদেব গোধা কর্তৃক এইরূপে
জিজ্ঞাসিত হইয়া বিজ্ঞাননয়ন দ্বারা সবই জানিতে
পারিলেন, তিনি বলিলেন,—হে ভূপ ! তোমার
কুৎসিতযোনি গমনের কারণ কীর্জন করিতেছি,
শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! জলের কোন মূল্য নাই,
উহা সর্বত্র সুখলভ্য, এই সকল আলোচনা করিয়া
তুমি মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে জল দান কর নাই ;
গ্রীষ্মকালে পথক্রিষ্টে দ্বিজাতিগণের জল যে পরম
উৎকৃষ্ট বস্তু, ইহা তোমার জ্ঞান ছিল না । কেবল
ইহাই নহে, তুমি দানের যোগ্যপাত্র পরিত্যাগ করিয়া
অপাত্রে দান করিয়াছ, দেখ প্রজলিত অনল পরি-
ত্যাগ করিয়া কোন্ হতবুদ্ধি মানব ভস্মে আহুতি
প্রদান করে ? বিখ্যাত ব্রাহ্মণগণ সর্বত্র পূজা
প্রাপ্ত হন, তাঁহারা দুঃস্থ নহেন, দান বিবয়ে তাঁহা-
দের এই একটীমাত্র অযোগ্যতা দেখিয়া তুমি যে
তাদৃশ দ্বিজগণকে দান কর নাই, ইহা উচিত হয়
নাই ; দেখ,—বহুবিধ উত্তমভাবে বর্ণিত ও সৌগ-
ন্দ্যাদিযুক্ত কণ্টকবৃক্ষের কেহ কি পূজা করে না ?
১২—৩২। আরও দেখ ; কলকুসুমশালী না হইলেও
কোন কোন উত্তমভাবে বিশিষ্ট পাদপগণের মধ্যে
অধ্বংই সেবনীয় বালিয়া নিশ্চিত হইয়াছে ; অত-
এব দানাদিকার্য্যে পাত্রাপাত্রের বিবেচনায় তোমার
হেতুবাদের অবতারণ, অসুচিতই হইয়াছে । আবার
দেখ,—তুলসী পরিত্যাগ করিয়া কোথাও কি বৃহতী

প্রয়োজনতামিহাৎ । পশ্চাদ্যা যেষ্যনাথ। হি দয়া-
পাত্রঃ হি কেবলম্ ॥৩৪॥ তপোনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠাঃ ক্রতি-
শাস্ত্রবিশাযদাঃ । বিষ্ণুরূপাঃ সদা পূজ্যা নেতরে তু
কদাচন ॥ ৩৫ ॥ তত্রাপি জ্ঞানিনোহত্যর্থঃ বিপ্রা
বিকোঃ সর্দৈব হি । জ্ঞানিনামপি ভূপাল বিষ্ণুবেব
সদা প্রিয়ঃ । তস্মাজ্জ্ঞানী সদা পূজ্যঃ পূজ্যাৎ
পূজ্যতরঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৬ ॥ অবজ্ঞা সাধুগুণানামিহা-
মুত্র চ হুঃখদা । সেবা বৈ মহতাঃ পুংসা পুমর্থনঃ হি
কারণম্ ॥ ৩৭ ॥ কোটয়োহপ্যজ্জাতীনা ন পশ্যন্ত
যথাযথম্ । এবং মন্দাযুতানাস্ত সঙ্কতির্নর্থদা
ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥ নহ্মশ্রীনি তীর্থানি ন দেবা মুক্তি-
লাময়াঃ । তে পুনস্ত্যক্তকালে ন দর্শনা দ্য সাধবঃ ॥
৩৯ ॥ ন সাধুসেবনাং কাপি সৌদন্তে তৈঃ সুশিক্ষিতাঃ ।
জন্মমৃত্যুজবাঈর্যো সাধুপাধ্যায়িত যথা ॥ ৪০ ॥ ন
জলন্ত ইয়া দন্তঃ সাধবো বা ন মেবিতাঃ । তেন

পূজিত হয় ? অতএব পূজ্য বিষয়ে অনাথতা
যোগ্যতা লাভ করে না । যাহাবা পশু, ব্যাজ,
দরিদ্র ও অনাথ, তাহারা কেবল দয়াব পাত্র,
আর যাহারা তপোনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ, ও বেদবিদ্যা-
বিশারদ, তাহাবা বিষ্ণুরূপী এবং তাঁহাবাই, পূজ্যব
যোগ্য, কদাচ অন্ত্যাবস্তি পূজা পাইতে পাবে না ।
হে ভূপাল । পূর্বে যে কতিপয় দানযোনা ব্যক্তি
কথা উল্লিখিত হইল, তাঁহাদেব মধ্যে জ্ঞানীই 'বিশুব
সতত অত্যন্ত প্রিয় এবং বিষ্ণুও তাঁহাদেব নিত্য
বল্লভ, অতএব পূজ্য হইতেও পূজ্যতব সেই
জ্ঞানীরই সতত পূজা করিবে । দেখ, সাধুচরিত্র
ব্যক্তিগণের অবজ্ঞাই হই পৰ উভয়কালেই
হুঃখাবহ, আব মহাজনগণেব পূজাই সতত
পুরুষযোগ্য প্রয়োজন সাধনেব একমাত্র কাৰণ । হে
রাজন ! কোটি কোটি অন্ধ ও একস্থানস্থিত হইয়া
যথাযথ দর্শন কবিতে সমর্থ হয় না এবং অযুত
অযুত মন্দকর্মী ব্যক্তিও একত্র মিলিত হইয়া কোন
কার্য সাধন করিতে পাবে না । তুমি যে জলকে
অসার বস্ত বলিয়া বিবচনা করিয়াছ, ইহা ঠিক
হয় নাই, দেখ,—তীর্থনিচয় কি জলকপী নহেন বা
দেবগণ মুক্তিকা কিংবা, শিলাময় হন না ? সাধুগণ
সেই জলময় তীর্থ এবং শিলা ও মুক্তিকাময় দেবগণ-
কে দর্শন করিয়া আত্মদীর্ঘকালে মুক্তিলাভ করেন ।
তাঁহারা সাধুসেবা দ্বারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা কুত্রাপি
থির হন না ; জুরা, জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধিদ্বারা থির
নহিব ও সাধুগণের সুশিক্ষার পুনঃ সুশিক্ষার দ্বারা

তে হৃগতিশ্চেষৎ প্রাপ্তা চেকাকুলনন্দন ॥ ৪১ ৥ বৈশাখে
মংকৃতং পুণ্যং ভূত্যাং দাস্তামি শাস্ত্রে । ভূতঃ
ভব্যঃ ভবদ্বেন কর্মজাতঃ বিজেষ্যসি ॥ ৪২ ॥
ইতাক্রাপ উপম্পৃশ্য দদৌ পুণ্যমমৃতমম্ ॥ ৪৩ ॥ যদা
দন্তঃ ব্রাহ্মণেন জ্ঞানং চৈকদিনে কৃতম্ । তেন
ধ্বস্তাখিলাঘস্ত ত্যক্তা তাং গৃহগোবিকাম্ ॥ ৪৪ ॥
দিব্যং বিমানমাক্রুহ দিব্যস্তম্বভূষণঃ । পশ্যতামেব
ভূতানাং মৈথিলস্ত গৃহান্তবে ॥ ৪৫ ॥ বন্ধাঞ্জলিপুটৌ
ভূহা পারক্রম্য প্রণম্য চ । অমৃতপ্রাপ্তো যযৌ রাজা
সুখমানোহমবৈদিবম্ ॥ ৪৬ ॥ তত্র ভুক্তা মহা-
ভোগান্ বর্ষাবুক্ষ্মশ্রিতঃ । স এব চেকাকুলে
কাকুৎস্থোহভূমহাপ্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥ সপ্তদ্বীপবতীপালৌ
ব্রহ্মাঃ সাধুনামঃ ॥ দেবেল্লম্ব সখা বিকোয়ংশ
এব মহাপ্রভুঃ ॥ ৪৮ ॥ বোধিতস্ত বসিষ্ঠেন
বৈশাখোক্তান্ননোরমান । অমৃতপ্রাপ্তান্ ধর্ম্যাংশ্চেন

হইয়া থাকে । হে ইক্ষাকুলনন্দন । তুমি জলদান
ও সাধুগণের সেবা কর নাই, তজ্জন্তই তোমার
এই দুর্গতি হইয়াছে । হে রাজন । এক্ষণে তোমাব
শান্তিকামনায় আমাব বৈশাখমাসকৃত পুণ্য তোমাকে
অর্পণ করিতেছি, তুমি এই মদন্ত পুণ্যপ্রভাবে
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কর্মজাত জয় কারতে
সমর্থ হইবে ৪৩—৪২ । মনস্তব ঋষি ক্রতদেব এই-
রূপ বলিয়া আচমনপূর্বক গৃহগোবাক্রুপী নরপতিকে
তাঁহাব একদিনের জ্ঞানজাত অমৃতম পুণ্য অর্পণ
কবিলেন । ব্রাহ্মাও ঋষিপ্রদন্ত পুণ্য লাভ করিবা-
মাত্র নিখিলকলুববিসৃক্ত হইয়া গোবাদেহ পরিত্যাগ
কবিলেন । অনন্তর বিষ্ণুহাধিপতি ক্রতকীর্তির
পুত্রবাসী 'নরগণের সমক্ষে রাজা দিব্য বিমানে
আরোহণ করিলেন, স্বর্গীয় ভূষণ ও মাল্যে তাঁহার
শরীর ভূষিত হইল, এবং তিনি বন্ধাঞ্জলি হইয়া
সেই ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার
আদেশক্রমে অমরনিকরে সুখমান হইয়া স্বর্গে গমন
কবিলেন । নৃপতি স্বর্গে গমনপূর্বক অতলিত
হইয়া অমৃতবর্ষ যাবৎ মহাভোগ্য বস্ত উপভোগ
করত পুনরায় ইক্ষাকুলে মহাপ্রভু কাকুৎস্থ হইয়া
জন্মগ্রহণ করিলেন । সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরার অধিপতি
সেই মহাপ্রভু কাকুৎস্থ ব্রহ্মাও সাধুনাম
ছিলেন এবং তিনি বিষ্ণুর অংশ বলিয়া শচীপতির
সখা হইয়াছিলেন । অনন্তর কাকুৎস্থ একদা বৈশাখ
মাস সমাগত হইলে বশিষ্ঠকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া
বৈশাখোচিত মনোহর ধর্মসকলের অনুষ্ঠান করিলেন

ধর্মাবিলম্বিতঃ ॥ ৪৯ ॥ দিব্যং জ্ঞানং সমাসাদ্য
বিকোঃ সাধুজামাপ্তবান্ । বৈশাখঃ শুভদক্ষিণাৎ
পুষ্টিঃ সর্বৈরনুষ্ঠিতঃ ॥ ৫০ ॥ আয়ুর্ধন্যঃপুষ্টিদৌহর্যঃ
মহাপাপোঘনাশনঃ । পুণ্যখানাং নিদানঞ্চ বিষ্ণুঃ
ক্লীণাত্যনেন তু ॥ ৫১ ॥ চাতুর্ধর্মানৈরৈঃ সর্বৈ-
শ্চতুর্ভাষ্যবর্ত্তিতঃ । অমৃতৈর্যো মহাধর্মো বৈশাখে
মাধবাগমে ॥ ৫২ ॥

ইতি ক্রীড়াক্ষে নারদাশ্ববীষসংবাদে গৃহগোপিকা-
খ্যানং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ । রাজা তদব্রুতং দৃষ্ট্বা মৈথিলো
ধর্মবিস্তমুঃ । কৃতাজলিঃ স্মৃথাসীনঃ বিস্মিতো বাক্য-
মব্রবীৎ ॥ ১ ॥ মৈথিল উবাচ । দৃষ্টমেতন্নশাশ্বতং
সাধুনাং চবিতং তথা । যেন ধর্মেন মুক্তোহভূদ্রাজা
চেক্ষাকুলন্দনঃ ॥ ২ ॥ তং ধর্মং বিস্তরেণৈব শ্রোতুং
কৌতুহলং হি মে । মহং শ্রদ্ধাবতে বিদ্বন কৃপয়া

সেই পুণ্যপ্রভাবে তাঁহার নিখিল অশুভ বিদূরিত
হয় । হে রাজন্ । অনন্তর কাকুৎস্থ দিব্যজ্ঞান
প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণু সাগুজা লাভ কবেন, অতএব
বৈশাখমাসে অতিশুভ । পুরুষগণ এই বৈশাখ-
বতেব অনুষ্ঠান করিলে বিবোতপাপ হইয়া আয়ু,
যশ ও পুষ্টি প্রাপ্ত হয় । বৈশাখবতে বিষ্ণু প্রীত হন
এবং এই বৈশাখবতই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই
চতুর্ধর্গের নিদান জানিবে । ব্রাহ্মাদি চাতুর্ধর্গা
নরগণ ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি আশ্রমচতুষ্টয়ে অবস্থিত
হইয়া মাধবপ্রিয় এই বৈশাখমাসে মহাধর্মের অনু-
ষ্ঠান করিবেন । ৪৩—৫২ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—ধার্মিক রাজা মৈথিলপতি সেই
অদ্বুত ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং
কৃতাজলিপুটে স্মৃথাসীন ঋষি ঋতদেবকে বলিতে
লাগিলেন । মৈথিলপতি কহিলেন,—হে বিদ্বন্ !
আমি এই মহাশ্রদ্ধা কার্য্য দর্শন ও সাধুদিগের পুত
চরিত্র শ্রবণ করিলাম । রাজা ইক্ষাকুলন্দন যে
ধর্ম আচরণ করিয়া মুক্ত হইলেন, সেই ধর্ম শ্রবণের

বিস্তারাদ ॥ ৩ ॥ ইতি রাজা অসম্পৃষ্টঃ ঋতদেবো
মহামনাঃ । সাধুসাধ্বিতি সস্তাব্য ব্যাজহার নৃপো-
ত্তমম্ ॥ ৪ ॥ ঋতদেব উবাচ । সমাগুব্যবসিতা
বুদ্ধিস্তব রাজবিস্তম । বাসুদেবপ্রিয়ান্ ধর্ম্মান্
শ্রোতুং যস্মান্মুক্তিব ॥ ৫ ॥ বহুজন্মার্জিতং পুণ্যং
বিনা কস্মাপি দেহিনঃ । বাসুদেবকথ্যলাপে মতি-
র্নৈবোপজায়তে ॥ ৬ ॥ যুনে রাজাধিরাজায় জাতেরঃ
মতিরীদৃশী । শুদ্ধং ভাগবতং যন্তে তেন স্বাং
সাধুসত্তমম্ ॥ ৭ ॥ তস্মাদ্ভূত্যাং ক্রবে সৌম্য ধর্ম্মান্
ভাগবতান্ শুভান্ । যান্ জাহ্না মুচ্যতে জন্তুর্জন্ম-
সংসারবন্ধনাৎ ॥ ৮ ॥ যথা শৌচং যথা স্নানং যথা
সত্যা চ তর্পণম্ । অগ্নিহোত্রং যথা শ্রাদ্ধং তথা
বৈশাখসংক্রিয়াঃ ॥ ৯ ॥ বৈশাখে মাধবে ধর্ম্মানকুহা
নোর্জিগো ভবেৎ । ন বৈশাখসমো ধর্ম্মো ধর্ম্ম-
জাতেষু বিদ্যতে ॥ ১০ ॥ সন্ত্যেব বহবো ধর্ম্মাঃ
প্রজাশ্চাবাজকা ইব । উপদ্রবৈশ্চ লুপ্যন্তি নাভি

জন্ত আমার মন কুতুহলাগিত হইতেছে, আমাকেও
এ বিষয়ে শ্রদ্ধাবান জানিবেন ; অতএব কৃপাপূর্ব্বক
বিস্তারক্রমে আমার নিকট এই ধর্ম্মনিচয় বর্ণন
করুন । অনন্তর নৃপসত্তম ঋতকীর্ত্তি কর্ত্তক সম্যক
প্রকায়ে প্রার্থিত হইয়া মহামনা ঋতদেব সাধু সাধু
এই শব্দরস উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ।
ঋতদেব কহিলেন,—হে রাজবিস্তম ! তোমার মন
বাসুদেবকথ্যলাপে সম্যক নিশ্চিত হইয়াছে, কেন
না বাসুদেবের প্রিয় ধর্ম্মনিচয় শুনিবার জন্ত তোমার
মন কুতুহলাগিত দেখিতেছি ! হে রাজন্ ! বহু-
জন্মেব অর্জিত পুণ্য সঞ্চয় না থাকিলে কোন
দেহধারী মানবের বাসুদেবকথ্য মতি হয় না ;
তুমি যুবা ও রাজর্ষি রাজা, তথাপি যে তোমার ঈদৃশ
জ্ঞান জন্মিয়াছে, এজন্ত আমি তোমাকে সাধুসত্তম
ও বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া মনে করিতেছি !
হে সৌম্য ! তুমি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব তোমার
নিকট শুভ ভাগবত ধর্ম্মসমূহের বর্ণন করিতেছি ;
এই ধর্ম্মে জ্ঞানলাভ করিয়া জীবগণ সংসারবন্ধন-
মুক্ত হয় । ধর্ম্মসমূহের মধ্যে যজ্ঞ শৌচ, স্নান, সত্যা,
তর্পণ, অগ্নিহোত্র ও শ্রাদ্ধ, এই বৈশাখের উত্তম
ক্রিয়ানিচয়ও তজ্জপ জানিবে । বাধবপ্রিয় বৈশাখ
মাসের ধর্ম্ম না করিয়া কেহই স্বর্গে গমন করিতে
পারে না ; আর ধর্ম্মনিবহ মধ্যে বৈশাখসদৃশ
ধর্ম্মও আর নাই । ১—১০ । অরাজক প্রজার জায়
বহু ধর্ম্মই বিদ্যমান, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম সকল উপদ্রব

কার্য্য বিচারণা ॥ ১১ ॥ শুলভাঃ সকলা ধর্ম্মাঃ
কর্ত্ত্বা বৈশাখচোদিতাঃ । উদকুস্তং প্রপাদানং
পথিচ্ছাদাদিনির্ম্মিতাঃ ॥ ১২ ॥ উপানংপাঙ্কাদানং
চৈত্রব্যাজনয়োস্তথা । তিলযুক্তমধোদানং গোরসানাং
শ্রমাপহম্ ॥ ১৩ ॥ বাপীকুপতড়াগাদিকরণং পথিকা-
শ্রমম্ । নারিকেলেক্কপূরকক্কুরীদানমেব চ ॥ ১৪ ॥
গন্ধাঙ্কুলেপনং শয্যাখটাদানং তথৈব চ । তথা
চুতকলং রম্যমুদারকরসায়নম্ ॥ ১৫ ॥ দানং
দমনপুষ্পাণাং তথা সায়ং শুভোদকম্ । চিত্রাণ্য-
ন্নানি পূর্ণায়াং দধারং প্রত্যহং তথা ॥ ১৬ ॥ তাম্বুলস্ত
সদাদানং চৈত্রদর্শে করীরকম্ । রবাবহুদিতে
সূর্য্যো প্রাতঃ নানং দিনেদিনে ॥ ১৭ ॥ মধুসুদন-
পূজা চ কথ্যাঃ শ্রবণং তথা । অভ্যঙ্গবর্জ্জনং চৈব
তথা বৈ পত্রভোজনম্ ॥ ১৮ ॥ মধ্যমধ্যে শ্রমার্জনাং
বীজনং বাজনেন চ । সুগন্ধৈঃ কোমলৈঃ পুষ্পৈঃ
প্রত্যহং পূজনং হরেঃ ॥ ১৯ ॥ কলং দধ্যন্নৈবেদ্যং
ধূপদীপৌ দিনেদিনে । গোগ্রাসং বৃষপত্নীনাং
বিজপাদাবনেজনম্ ॥ ২০ ॥ শুভনাগরদানং চ
ধাত্তীপিত্তপ্রদাপনম্ । পথিকানাং প্রশ্রয়ং চ দানং

জন্মই হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈশাখ
মাসে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, এ সকল শুলভ
ও সুবসেব্য। হে রাজন! জলপূর্ণ কুস্ত, পাঠকাযুগল,
ছত্র, ব্যাজন, তিলযুক্ত মধু, শ্রমাপহ ত্রু, নারিকেল,
ইক্ষু, কর্পূর, কক্কুরী, গন্ধ, অঙ্কুলেপন, শস্ত্র, খট্টা,
রম্য আন্ন, রসায়ন উদারক (ফুটি) এবং দমনক-
কুম্ম দান; পথিমধ্যে ছাদাদির নির্ম্মাণ ও পথিক-
গণের আশ্রয়স্বরূপ বাপী, কুপ ও তড়াগাদির খনন,
বৈশাখে এই সকল কার্য্য প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।
বৈশাখে সায়ং সময়ে শুভোদক (সরবৎ), পূর্ণিমা
বিচিত্র অন্ন, প্রত্যহ দণ্ডিযুক্ত অন্ন এবং সতত তাম্বুল
দান কর্ত্তব্য। চৈত্রমাসের আমাবস্তায় জলপূর্ণ
কলস দান, বৈশাখে প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্বে
প্রাতঃপ্রান, মধুসুদনের পূজা, তদীয় পুণ্য কথা-
শ্রবণ, অভ্যঙ্গবর্জ্জন, পত্রভোজন, ব্যাজন দ্বারা মধ্য
মধ্যে শ্রমার্জনাগের ব্যাজন, প্রত্যহ সুগন্ধ কমল
দ্বারা হরির অর্চন, তাঁহার উদ্দেশে ধেনুগণকে
প্রতিদিন কলা, দধি, অন্ন, নৈবেদ্য, ধূপ ও দীপ-
দান, গোগ্রাস প্রদান, বনস্পতি ও বিজগণের
পায়স্বে প্রক্ষাল্য জল প্রদান, শুভমিমা শুঠী,
বাঁজীপ, কুম্ম, শাক ও পথিকগণের আশ্রয়-

তুণ্ডলশাকমোঃ । এতে ধর্ম্মাঃ প্রশস্তা হি বৈশাখে
মাধবপ্রিয়ে ॥ ২১ ॥ তথা চ বিকোঃ কুম্মার্গণং
হরেঃ পূজা চ কালোচিতপন্নবাট্যঃ । দধ্যন্নৈবেদ্য-
নিবেদনং চ সমস্তপাপোঘবিনাশহেতুঃ ॥ ২৩ ॥
নারী পুষ্পৈর্মাধবং নার্চয়েদ্যথা কালোৎপন্নৈর্নন্দিয়ে
বা গৃহে বা । পুত্রং সৌখ্যং কাপি নাপ্রোতি হস্তি
চাযুর্ভুঃ স্বামনো বা মহাশ্বন ॥ ২৩ ॥ রম্যসহায়ে
মাববে মাসি বিকো পরীক্ষায়ৈ ধর্ম্মসেতোঃ
প্রজানাম্ । গৃহং যাতে মুনিভির্দৈবতৈশ্চ কালে
পুষ্পৈর্নার্চয়েদ্যস্ত মুচঃ ॥ ২৪ ॥ সমুদাচ্ছা রোরবং
প্রাপ্য পশ্চাদ্যাদ্যাদ্যোনিং রাক্ষসীং পঞ্চবারম্ । জলং
চান্নং সর্বদা দেয়মগ্নিন্ কুধার্ত্তানাং প্রাণিনাং প্রাণ-
হেতু ॥ ২৫ ॥ তিথ্যগ্ জঙ্ঘজায়তে বার্যাদানাদন্নাদান-
জ্জায়তে বৈ পিশাচঃ । অন্নাদানে চান্নভূতাং কথ্যং
তে হং বক্ষ্যে চান্নভূতং ভূমিপাল ॥ ৩৬ ॥
বেবাতীরে মংপিতাভূৎ পিশাচঃ জমাংসানী কুত্বা-
শ্রান্তগাত্রঃ । ছ'রাহীনে শাল্মলীবৃক্ষমূলে হর-
-

প্রদান—মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে এই সকল ধর্ম্ম
প্রশস্ত। ১১—২১। বৈশাখে বিষ্ণুর উদ্দেশে পুষ্পা-
র্গণ, কালোৎপন্ন পন্নদ্বারা তদীয় পূজা, এবং দধিযুক্ত
অন্নদ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিলে সমস্ত পাপ
বিনষ্ট হয়। হে মহাশ্বন! বৈশাখমাসে যে রমণী
গৃহে বা মন্দিরে কালোৎপন্ন পুষ্প ও পন্নব
দ্বারা হরির পূজা করে না, তাহার কদাচ পুত্র
ও সৌখ্য লাভ হয় না, অধিকন্তু স্বামী ও
নিজের আয়ুঃক্ষয় হয়। ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ হরি
রম্য ও সুরমুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া বৈশাখ
মাসে প্রজাগণের পরীক্ষার্থ গৃহে গৃহে আগমন
করেন। যে মুচ মানব কালোচিত কুম্মাদি
দ্বারা বৈশাখে তাঁহার পূজা করে না, সেই মুচাচ্ছা
রোরব নরকে পতিত হয় এবং পশ্চাৎ পাঁচবার
রাক্ষসযোনিতে গমন করে। এই বৈশাখ মাসে
কুধাতুব প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ জল ও অন্ন সতত
দান করা কর্ত্তব্য। মানব বৈশাখে জলদান না
করিলে তিথ্যগ্ যোনিগমন করে এবং অন্নদান
না করিলে পিশাচ হইয় জঙ্ঘগ্রহণ করে। হে
ভূমিপাল! আমি স্বয়ং বৈশাখের অন্নদানের পুণ্য
অনুভব করিয়াছি; একচে তোমার নিকট সেই
অদ্ভুত কথা কীর্ত্তন করিগেছি। আমার পিতা
পিশাচ হইয়া রেবাতীরে বাস করতেন; যখন কুধ
ও কুধার তাঁহার শরীর আত্ম লাভ হইত, তখন

ভাবানষ্টচৈতন্য এষঃ ২৭ ॥ কুধা তুধা কৰ্ম্মণা
যন্ত বহুতী স্মৃৎসং ছিদ্ৰঃ কৰ্ণনালস্ত চাসীৎ । মাংসং
চান্তঃকৰ্ম্মমধ্যে নিযন্তঃ কুৰ্য্যাৎ পীড়াং প্রাণপৰ্য্যন্তমেব ॥
২৮ ॥ জলং দৃষ্টা কালকূটপ্রকল্পং কোপ্যং নীতং
বাপি কাসারসংস্থম্ । তস্তাস্তীয়ে চাগতং দৈব-
যোগাদঙ্গাযাজ্যাকারণান্যার্মমধ্যে ২৯ ॥ দৃষ্টাভূতং
শাল্মলীবৃক্ষমূলে জট্টা জট্টা তক্ষয়ন্তঃ স্বমাংসম্ ।
ক্রোশন্তঃ তং বহুধা শোচমানঃ কুধাতুধা-
বাধিতঃ কৰ্ম্মভিঃ সৈঃ ৩০ ॥ স মাং হন্তঃ প্রাদবৎ-
পাপকৰ্ম্মা যন্তেজসা নিহতো হুত্বেবে চ । তং চাববৎ
কুপয়া ক্লিন্নচিত্তো মা তৈষ্ট বৎ হতয়ং মে হি দত্তম্ ॥
৩১ ॥ কথং তাত অহি সদ্যোহত্র হেতুং কচ্ছাদস্মা-

ম্যোচয়ে মা বিবীদ । ইত্যুক্তো মাং গ্রাহ পুত্রঃ
স্বজানন্ পুরানৰ্ণে ভুবরাণ্যে পুরে চ ৩২ ॥
নামা মৈত্রঃ সাক্ষতেগোজজোহহং ভূপোবিদ্যাদান-
যজ্ঞাদিনিষ্ঠঃ । মায়াধীতাধ্যাপিতাঃ সৰ্ববিদ্যাঃ কতো
ময়া সৰ্বতীৰ্থাবগাহঃ ৩৩ ॥ দত্তং নারং মাসি
বৈশাখসংজ্ঞে লোভাভিক্ষামাত্মমপ্যেব কালে । শোচে
চাহং প্রাপ্য পৈশাচযোনিং নাস্তো হেতুঃ সত্য-
মেবোক্তমহ ৩৪ ॥ পুত্রোহধুনা বৰ্জতে মদগৃহে
চ ভূরিখ্যাতিঃ ঋতদেবাভিধানঃ । বাচ্যা তস্মৈ
মদশা চান্নজায় বৈশাখান্নাদানতোহুৎ পিশাচঃ ৩৫ ॥
দৃষ্টস্তীয়ে তে পিতা নৰ্ম্মদায়া নোৰ্দ্ধং গতৌ
বৰ্জতে বৃক্ষমূলে । খাদস্মাসং স্বীয়মেবাবিধ্যৎ
পিতৃমুক্ত্যে মাসি বৈশাখসংজ্ঞে ৩৬ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা
পূজয়িত্বা চ বিষ্ণুং নিৰ্য্যাজান্নাং তপয়িত্বা জলৈশ্চ ।

তিনি স্বীয় মাংস ভক্ষণ করিতেন । রেবাতীয়ে এক
শাল্মলী তরু ছিল, নি সেই ছায়াহীন তরুমূলে
অবস্থান করিতেন । দৈবযোগে একদা পিতা
অন্নাভাবে হতচেতন হন । তাঁহার কুধা তুধা
অত্যন্ত বর্জিত হইলে তিনি কৰ্ণমধ্যে একখণ্ড
মাংস নিক্ষেপ করেন । পিশাচরূপী পিতা অত্যন্ত
তৃষ্ণাতুর ছিলেন ; সুতরাং মাংসখণ্ড তাঁহার কৰ্ণ-
নালের স্মৃৎসং ছিদ্রপথে আটকাইয়া যায় । অনন্তর ঐ
মাংসখণ্ড তাঁহার স্মৃৎসংকৰ্ণমধ্যে বদ্ধ হওয়ায় তাঁহার
প্রাণান্তকর যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে তিনি জনাঘেষণার্থ
কুপ ও সরোবরতীরে আগমন করেন । তিনি
সরোবরতীরে আগমন করিলে তাঁহার দৃষ্টিমাত্রেই
তত্রত্য নীতল জলও কালকূট তুল্য হইয়া উঠে ।
হে রাজন ! আমি গঙ্গাশ্রান্নযাত্রায় বহির্গত হইয়া
পথভ্রমে সেই সরোবরতীরে উপনীত হইয়া
তথায় শাল্মলীতরুমূলে এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন
করিলাম । আমি আরও দেখিলাম,—পিতা স্বীয়
মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করিতেছেন, কখনও
শোকে অত্যন্ত চীৎকার করিয়া স্বীয় কৰ্ম্মজাত
কুধাতুধা-ব্যাধিতে অতীব পীড়িত হইতেছেন ।
অনন্তর পাপকৰ্ম্মা পিতা আমাকে নিহত করিবার
জন্ত ধাবিত হন, কিন্তু তখনই আমার আমার ভেজে
পরাসূত হইয়া পলায়ন করেন । অনন্তর তাঁহার
এই হৃদশা দেখিয়া আমার হৃদয় দম্বার্ক হয়, আমি
তাঁহাকে প্রথমে পিতা বলিয়া জানিতে পারি নাই ;
আমি তাঁহাকে বলিলাম ;—হে তাত ! আপনার
ভয় নাই, আমি আপনাকে অভয়দান করিতেছি ;
আপনার পরিচয় জ্ঞান করুন, আমি আপনার

পিশাচ হইবার কারণ বিদিত হইয়া, কচ্ছসাধ্য হইলেও
আপনাকে অদ্য সদ্য মুক্ত করিব । আপনি বিষম
হইবেন না । আমি এইরূপ বলিলে সেই পিশাচরূপী
পিতা আমাকে বলিতে লাগিলেন । তিনি তখনও
আমাকে পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন নাই । তিনি
বলিলেন,—আমি পুরাকালে আনর্ধদেনীয় ভুবর-
নগরে, বাস করিতাম, আমার নাম মৈত্র্য এবং সাক্ষতি
গোত্রে আমার জন্ম হয় । আমি সতত তপ, দান, ও
বিদ্যা যজ্ঞাদিতে নিরত থাকিয়া নিখিল বিদ্যার
অধ্যক্ষ ও অধ্যাপন এবং তীর্থনিচয়ে অবগাহন
করিতাম । ২২—৩৩ । কিন্তু আমি লোভপরবশ হইয়া
বৈশাখ মাসে অন্নদান এমন কি একমুষ্টি ভিক্ষাও দান
করি নাই । ওহে বিজ ! আমি তজ্জন্তই পিশাচ-
যোনি প্রাপ্ত হইয়া শোচ্যমান হইতেছি, আমি
সত্যই কহিলাম, আমার পৈশাচশরীরের ইহা ভিন্ন
অন্ত কোন কারণ নাই । সম্প্রতি আমার গৃহে
ঋতদেব নামক মদীয় পুত্র বর্জমান, তাহার খ্যাতি
প্রতিপত্তিও যথেষ্ট আছে ; তুমি তাহার নিকট
গমন করিয়া অন্ন দান না করায় আমার যে
এই পিশাচদেহপ্রাপ্তি হইয়াছে, এসকল জ্ঞাপন
কর । তুমি তাহাকে বলিও—“তোমার পিতাকে
নৰ্ম্মদাতীরে দেখিয়া আসিলাম, তাঁহার উর্দ্ধগতি
হয় নাই, তিনি তরুমূলে বাস করিতেছেন এবং
কুধাতুর হইয়া স্বীয় মাংস ভোজন করত পীড়া
অনুভব করিতেছেন । তুমি মদীয় পিতার মুক্তি-
কামনায় বৈশাখ মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া বিষ্ণু-
পূজা কর এবং অকপটচিত্তে কল্যাণী তাঁহার

দেহং চারুং বিজবর্ষ্যে শুণাচ্যে মুক্তো যো বৈ যতি
বিকোঃ পদং চ ১৩৭ ॥ ইখং চোক্তং স্বপুত্রস্তাদেতি
দয়া চৈবা মৎকৃতে নাত্ম শকা । ভদ্রং ভূয়াৎ
সর্বতো মঙ্গলং তে ঋত্বা চাহং ভাষিতং মে পিতৃশ্রুত ॥
৩৮ ॥ কুংখাৎ কায়ং দণ্ডবৎ পাতয়িত্বা ভূশার্ভোহহং
শানমোর্ভুরিকালম্ । নিন্দারিন্দন ভূধ্যহং বাস্পনেত্রঃ
পুত্রোহহং তে তাত চৈবাগতোহহম্ ॥৩৯॥ কর্ম্মভ্রষ্টো
কুসুমাণাং বিনিক্ষেপ্য নাভুদ্বশ্মাৎ ক্লেশমোকঃ
পিতৃণাম্ । আখ্যাহি স্বং কর্ম্মণা কেন মুক্তো ভবিতা
বৈ তৎকরোমি বিজেল্ল ॥ ৪০ ॥ ততঃ প্রাহ
শ্রীতসর্গীস্তরায়া যাত্নাং কৃদ্বা শীত্মাগত্য গেহম্ ।
প্রাপ্তে মাসে মেঘসংস্থে চ ভানো নিবেদ্যারঃ বিকবে
স্বং শুণাচ্যম্ ॥ ৪১ ॥ দানং দেহি বিজবর্ষ্যে
মহাশ্বং স্ত্রান্মোকো ভবিতা সাধয়ন্ত ॥ পিত্রাদিষ্টঃ
কৃতযাজঃ স্বগেহে প্রাপ্যাকরং মাধবে চারুদানম্ ॥
৪২ ॥ তস্মান্মুক্তো মৎপিতা মাং সমেত্য

তর্পণ করিয়া বিজবর্ষ্যগণকে অন্নদান কর, এই
কপ করিলে তোমার পিতা মুক্ত হইয়া বিকৃপদে
গমন করিবেন ॥” হে বিপ্র! তুমি বোনেরূপ শকা
করিও না, আমার উপকার কামনায় আমার
কথিত বাক্য সকল পুত্র ঋতদেবের নিকট কীর্তন
কর, ইহাতে আমার প্রতি তোমার যথেষ্ট উপ
কারই করা হইবে, তোমার সর্ববিধ মঙ্গল
হউক । হে রাজন্! পিতার কথা শুনিয়া আমার
অত্যন্ত দুঃখ হইল, আমি তাঁহার পাদমূলে দণ্ডবৎ
পতিত হইয়া অত্যন্ত কাতরহৃদয়ে অনেক কাল
যাপন করিলাম । আমি আমার আত্মাকে অত্যন্ত
নিন্দা করিতে করিতে বাস্পনেত্রে তাঁহাকে বলি-
লাম,—হে তাত! আমি আপনার তনয় সেই ঋত-
দেব, আমি আজ দৈবক্রমে এইস্থানে উপস্থিত
হইয়াছি । আমি পিতৃগণের ক্লেশমোচন করিতে
করিতে পারি নাই; অতএব আমি ব্রাহ্মগণের মধ্যে
অতীব নিন্দিত ও কর্ম্মভ্রষ্ট; হে বিজেল্ল! একপে
বলুন,—কোন কর্ম্ম করিলে আপনার মুক্তি হইবে,
আমি তাহাই করিব । অনন্তর পিতার অন্তঃকরণ
মুক্ত হইল, তিনি বলিলেন,—হে মহাত্মন! তুমি
সকল রাজা করিয়া গৃহে গমন কর এবং বৈশাখ
‘মাস’ সমাপ্ত হইলে বিবিধগুণযুক্ত অন্ন বিকুর
উৎকর্ষে নিবেদন করিয়া বিজবর্ষ্যগণকে প্রদান
করিত ॥ হে তনয়! এইরূপ করিলেই বংশের
মুক্তি আশীর্বাদ মুক্তি হইবে । পিতা আমাকে

যানাকটো অভিনন্দ্যাশিষা চ । গতৌ লোকং
শ্রীপতেহুর্জিতাব্যঃ স্বান্নং গতান নিবর্তন্তি কুত ॥
৪৩ ॥ তস্মাদানং সর্বশাস্ত্রেষু চোক্তং ভূত্যাং
প্রোক্তং ধর্ম্মসারং সুধর্ম্ম্যম্ । কিমন্ততে শ্রোতুমিচ্ছা
বদস্ব ঋত্বা সর্বং তে বদামৌতি সত্যম্ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নারদাচার্যসংবাদে পিণ্ডাচমোক-
প্রাপ্তির্নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমে’হধ্যায়ঃ ।

মৈথিল উবাচ । ব্রহ্মসিদ্ধাকুতনয়ো জলদানাত
চাতকঃ । ত্রিবারমভবৎ পশ্চান্নদগৃহে গোবিকা তথা ॥
১ ॥ কর্ম্মানুগুণমেতন্নি যুক্তং তস্মাকুতান্ননঃ ।
সতামসেবনান্তস্ত গৃধ্রহং সারমেয়তা ॥ ২ ॥ সপ্ত-
বাবমিতি প্রোক্তং তন্মে ভাতি চ নোচিতম্ ।

এইরূপ আদেশ করিলেন, আমিও গৃহে গমন
করিলাম, অনন্তর বৈশাখমাস সমাপ্ত হইলে
তাঁহার আদেশানুসারে অন্নদান করিলে, তিনি
মুক্ত হইয়া দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক
আমার সমীপে উপনীত হইয়া আশীর্বাদবাক্যে
আমাকে অভিনন্দিত করিলেন । অনন্তর আমাকে
আশীর্বাদ করিয়া, যে স্থানে গমন করিলে পুনরায়
আগমন করিতে হয় না, সেই তুর্বিভাব্য বিকুর
বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করিলেন । হে রাজন্! এই
জন্ত সকল শাস্ত্রেই অন্নদান শ্রেষ্ঠদান বলিয়া কীর্তিত
হইয়াছে । আমি তোমার নিকট শোভন ধর্ম্মযুক্ত
ধর্ম্মের সারবস্ত্র অন্নদান বর্ণন করিলাম । একপে
তোমার অন্ত আর কি শুনিতে অভিলাষ হই-
তেছে, তোমার প্রশ্ন বিদিত হইয়া তৎসমস্ত কীর্তন
করিব । ৩৪—৪৪ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

মিথিলাধিপ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ইক্ষাকুতনয়
কাকুৎস্থ যে জলদান না করিয়া তিনজন্য চাতক হন
এবং পরে কুমার গৃহে গুগোবিকা হইয়া জল
গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অক্ষয়গোবিন্দই কর্ম্মের অম-
রূপই হইয়াছিল । আর সাধুগণের সেবা না করার
কৃত ন যে গাতজন্য গৃধ্র ও কুসুমশরীর প্রাপ্ত
হন, ইহাও আমার নিকট অসুচিত বলিয়া মনে

সন্তো ন দ্বিভাভ্যম ন তথা কৃপণা অগ্নি ॥ ৩ ॥
তন্মাদসেবিসমস্ত কলাভাবো ভবেৎ ক্রবম্ ।
নানর্থকরণাভাবাদিদং হি পরপীড়নম্ ॥ ৪ ॥
অনিমিত্তমিদং কস্মাৎ কুয়োনিহমবাণ্ডবান্ । তদেতং
সংশয়ং হিহি শিষ্যস্তাশ্চপ্রিয়স্ত চ ॥ ৫ ॥ ইতি রাজা
সুসম্পৃষ্টঃ ঋতদেবো মহাযশাঃ । সাধুসাধ্বিতি
সত্য্য বচো ব্যাহতুমানধে ॥ ৬ ॥ ঋতদেব উবাচ ।
শুণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি যৎপুংস্ত্ব ইয়ানব । শিবার্যৈ
চ শিবেনোক্তং কৈলাসশিখরেহমলে ॥ ৭ ॥ সৃষ্টে-
মান্ সকলান্জোকান্ পশ্চাত্তেবামবহিতিম্ । অমুগ্নিকী-
মৈহিকীঞ্চ দ্বিবিধাং পর্য্যকল্পয়ৎ ॥ ৮ ॥ হেতুত্রয়ঞ্চ
প্রত্যেকং হেতুস্থিত্যে মহাপ্রভুঃ । জলসেবা চান্ন-
সেবা সেবা চৈবৌষধস্ত চ ॥ ৯ ॥ যত্র চৈতে মহাভাগ
ঐহিকস্থিতিহেতবঃ । এবমামুগ্নিকে বাজঃস্বয়
এবেরিতাঃ ঋতৌ ॥ ১০ ॥ সাধুসেবা বিষ্ণুসেবা
সেবা ধর্মপথস্ত চ । পুরা সম্পাদিতা হেতে পর-
লোকস্ত হেতবঃ ॥ ১১ ॥ গৃহে সম্পাদিতং যদ্বৎ

হয় না । তিনি যে সাধুগণকে ধনদান করেন নাট,
ইহাতে তাঁহার দ্বিভ বা কৃপণ হন নাই,
তিনি সাধুগণের সেবা না করায় তাহারই ফললাভের
অভাব হইয়াছে । আর পক্ষু, ব্যঙ্গ, ও দরিদ্র
দিগকে যেরূপ দান করিয়াছেন, ইহা অনর্থক হইলেও
ইহা দ্বারা ত' পরপীড়নও হয় নাই; অতএব এই
সকল কিজন্ত অনিষ্টের জনক হইল; আর তিনিই
বা কেন কুয়োনিগমন করিলেন? আমি আপনার
প্রিয় শিষ্য, অতএব আমার এই সংশয় ছেদন করুন ।
মহাযশাঃ বিষ্ণু ঋতদেব রাজা কর্তৃক এইরূপে
সম্যক জিজ্ঞাসিত হইয়া সাধু সাধু এই শব্দদ্বয় উচ্চারণ-
পূর্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন । ঋতদেব বলিলেন
হে অনব! তুমি বাহা প্রশ্ন করিলে ইহার উত্তর
করিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন্! পুরাকালে
বিমল কৈলাসশিখরে শিব শঙ্করীর নিকট এবিষয়
এইরূপ বলিয়াছিলেন । বিধাতা এই লোক সকল
সৃজন করিয়া পরে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক
দ্বিবিধ স্থিতির কল্পনা করেন । হে মহাভাগ! মহাবিভু
ভগবান্ বিষ্ণু জলসেবা, অন্নসেবা ও ঔষধি সেবা
এই ত্রিবিধ সেবাই ঐহিক ও পারত্রিক স্থিতির
হেতুরূপে নির্দেশ করেন । হে সাধো! ঋতি
বলেন,—যেমন জলসেবাদি ঐহিক পালনের কারণ,
তজপ সাধুসেবা, বিষ্ণুসেবা এবং ধর্ম পথের সেবা
এই ত্রিবিধ পারত্রিক স্থিতির হেতু হইয়া থাকে, আর

পাথের্যঃ শক্যতৌ যথা । ঐহিকা হেতবো রাজন্
সদ্যঃ সম্পাদিতার্থদাঃ ॥ ১২ ॥ *কিং চেষ্টমশি সাধুনা
মনসো যদি হুঃসহম্ । কুতশ্চিৎকারণাদ্রাজ্যংস্বচ্ছা-
নর্থায় কল্পতে ॥ ১৩ ॥ অপ্রিয়ং কিম্ বক্তব্যং
হুঃখহেতুরিতি ফুটম্ । অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতি-
হাসং পুরাতনম্ ॥ ১৪ ॥ পাপরং মহদাশ্চর্য্য
শৃণুতাং রোমহর্ষণম্ । যজ্ঞদীক্ষামুপগতঃ পুরা দক্ষঃ
প্রজাপতিঃ ॥ ১৫ ॥ আহ্বানার্থং ভূতপতেরগমজ-
জতাচলম্ । তং দৃষ্ট্বা নোখিতঃ শম্বুস্তনৈব হিত-
কাম্যয়া ॥ ১৬ ॥ সর্গামরগুরুচ্চাঃ ছন্দোগম্যঃ
সনাতনঃ । ভূত্যা হেতে বলিহরাস্ত্রেস্ত্রাদ্যাঃ সুরে-
ষরাঃ ॥ ১৭ ॥ স্বামী ভূত্যা নোত্তিষ্ঠেৎ স্বভাষ্যায়ৈ
পতিস্তথা । গুরুঃ শিষ্যায় নোত্তিষ্ঠেদिति শাস্ত্র-
বিদাং মতম্ ॥ ১৮ ॥ ন সঙ্কো গুরুহে চ কারণং
স্থিতি বৈ ঋতিঃ । বলং জ্ঞানং তপঃ শাস্তির্দ্বিজ

পরলোকস্থিতির জন্য এই হেতুত্রয় পূর্বকালে নির্দিষ্ট
হইয়াছে । হে রাজন্! পথে যেরূপ পাথের্যের
প্রয়োজন, গৃহেও তজপ ঐহিকস্থিতির জন্য জল-
সেবাদি প্রয়োজন হয়; আর গৃহে ঐহিক স্থিতির
হেতু উক্ত জলসেবাদি অল্পভিত হইলে সদ্য নিখিল
অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে । ১—১২ । হে রাজন্! সাধু
চেষ্টাও যদি কোন কারণে সাধুগণের হৃদয়ে অসহ
হয়, তবে তাহাতে অনর্থ হইয়া থাকে, অপ্রিয় কার্য্য
যে হুঃখের জনক হইবে, এবিষয়ে বিস্তাররূপে আর
বলিয়া কি হইবে? এবিষয়ে পণ্ডিতগণ এই
পুরাতন ইতিহাস উদহরণরূপে কীর্ত্তন করেন,
এই উপাখ্যান অতি আশ্চর্য্য পাপরং এবং ইহার
শ্রবণে শরীর রোমাঞ্চ হয় । পুরাকালে প্রজাপতি
দক্ষভূপতি যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া শম্বুর নিমন্ত্রণার্থ
রজতাচল কৈলাসে গমন করিয়াছিলেন, শম্বু তাঁহাকে
দেখিয়া তদীয় হিতকামনায় গাজোখান করিলেন না ।
তিনি মনে করিলেন, যদিও ইনি আমার শঙ্কর,
তথাপি ইনি আমার শিষ্য; কেননা আমি আগম-
সমূহের গুরু, বেদগম্য ও সনাতন; চন্দ্র ইন্দ্র
প্রভৃতি দেবগণ আমার ভূত্যা ও তাঁহার আমাকে
বলি প্রদান করিয়া থাকেন । শাস্ত্রকারগণ বলেন,
প্রভু ভূত্যের দর্শনে গাজোখান করিয়া তাঁহার
সন্ধান প্রদর্শন করিবে না এবং গুরুরূপ শিষ্যকে
দেখিয়া গাজোখান কর্তব্য নহে । ঋতি বলেন,--
কেবল সঙ্কোই গুরুত্বের কারণ হয় না; বাহার বল,

চৈবাহিকঃ তবেৎ ॥ ১৯ ॥ স শুকশ্চেতসেবাধ
নীল দেহুচ প্রেযাতাম্ । উত্তিষ্ঠতি চ শ্রাম্য দ্যা
ভৃত্যাদীন যদি চাগ্রহাৎ ॥ ২০ ॥ আয়ুর্কিতং বশন্তেবাং
সদ্যো নন্ততি সন্ততিঃ । তস্মাদহন্ত নোত্তিষ্ঠে
প্রিয়োহয়ং বশরো মম ॥ ২১ ॥ ইতি তন্ত হিতাথেষৌ
নোচ্চচালাসনাধিভুঃ । নোখিতন্ত মৃতং দৃষ্টৌ কুপিতো-
হুতুং প্রজাপতিঃ ॥ ২২ ॥ অনিন্দয়হুধা তস্মৈ পুবেতো
গিরিজাপতেঃ । অহো দর্পমহো দর্পং দরিদ্রশ্রাকৃতা-
শ্রমঃ ॥ ২৩ ॥ যন্ত বিত্তং বহুবয়া বৃশ্চশ্রাবশেষিতঃ ।
অতএব কপালান্বিতঃ পাবণগোচরঃ ॥ ২৪ ॥
বৃথাহকারিণো দৈবং কুতো দাস্ততি মঙ্গলম্ ।
লোকে কৃতো ন কৰ্ম্মাণি শুচীনীতি বিদো বিদুঃ ॥ ২৫ ॥
ধন্তে দরিদ্রঃ শীতার্ভঃ পবিত্রঃ গজাজিনম্ । বেশ
শ্রাণানং যন্ত শ্রাদ্ধজ্ঞঃ কিল ভূষণম্ ॥ ২৬ ॥ ন
বীরতাপি চ জ্ঞানং বৃকাস্তস্মাৎ পলায়িতৈ । ভূত-

জ্ঞান, তপস্বী ও শান্তি বিদ্যমান, তিনিই সহজে
লবু হইলেও শুক হইয়া থাকেন; আর ইতর
প্রাণীই তাদৃশ জ্ঞানাদিসম্পন্ন পুরুষের দাস্ততা
গ্রহণ করে। বাহার প্রভু, তাঁহার যদি আগ্রহ
সহকারে ভৃত্য ও শিষ্যদিগকে দর্শন কবিয়া গাজো-
খান করেন, তবে তাহাদের আয়ু বিত্ত ও সন্ততি
সদ্য বিনষ্ট হয়। এই দক্ষ আমার শত্রু, অতএব
প্রিয়; অবশ্য আমার ইহার প্রিয়ানুষ্ঠান করা
কর্তব্য। বিত্ত এইরূপ চিন্তাপূর্বক দক্ষের হিতা-
থেষী হইয়া আসন হইতে উখিত হইলেন না; কিন্তু
প্রজাপতি দক্ষ 'এই মূঢ় জামাতা আমাকে দর্শন
করিয়া উখিত হইল না' এইরূপ মনে করিয়া কুপিত
হইলেন এবং সেই পার্বতীপতির সম্মুখেই তাহাকে
অনেক নিন্দা করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন,—
অহো! কি দর্প! অহো! এই অকৃতজ্ঞা দরিদ্রের
কি দর্প! ইহার বিত্ত একমাত্র বুদ্ধবশ, সেই বৃষ
আবার অহিচর্যাবশিষ্টে ককালগার, ইহার ভূষণ
মুহুর্তমানবের কপাল, অতএব পাবণগণের দর্শন-
যোগ্য নহে; এই ব্যক্তি বৃথাহকারী, অতএব
ইহার দৈবমঙ্গল প্রদানের সামর্থ্য কোথায়? কতি
বলেন,—প্রিয়লোকে বাহার উত্তমকর্ম্মের অনুষ্ঠান
করিবে, তাহাদের গুটি হওয়া কর্তব্য এবং তাদৃশ
ব্যক্তি দরিদ্র ও শীতার্ভ হইয়া পবিত্র গজচর্ম্ম ধারণ
করিবে। ইহার দেখিতেছি,—বাসস্থান শ্রাণান,
ভূষণ শ্রাদ্ধ, বৈদ্য ও জ্ঞান ব্যাঘাতীত বৃগের দ্বার

প্রতিপিনাচাদিহুর্জনে: সঙ্গতোহনিশম্ ॥ ২৩ ॥ ন
কুলং জয়তে কাপি নাসৌ বৈ সাধুসম্মতঃ । বৃথা
বিশ্রান্তিতঃ পূর্বং নারদেন হুরাশ্রনা ॥ ২৮ ॥ বেনাহ
বোধিতঃ প্রাদাং কস্তাং চৈল্যং সতীং মম । পৃথগ্-
ধর্ম্মগতা চৈবা শ্রুতং বসতু তদগৃহে ॥ ২৯ ॥ নান্মাতি:
শ্রাঘনৌয়োহসৌ মৎসুতাপি কথঞ্চন । যথা কুলান-
কলশশ্চণ্ডালস্ত বশং গতঃ ॥ ৩০ ॥ ইতি দক্ষো
বিমুঢ়াশ্বা হ্যমাং নাহুয় তং মৃডম্ । বহুধা তং
বিনির্ভ্রশ্র তুক্ষীমেব গৃহং যযৌ ॥ ৩১ ॥ যজ্ঞবাটং
ততো গহা শ্রীহৃগ্ভির্মুনিভিঃ সহ । দ্বৈজে যজ্ঞবিধা-
নেন নিন্দয়েব মহাপ্রভু ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্মবিষ্ণু বিহায়েব
সর্বে দেবাঃ সমাগতাঃ । সিদ্ধচারণগজক্বী যক-
রাক্ষসকিন্নবাঃ ॥ ৩৩ ॥ তদা দেবী সতী গুণ্যা
শ্রীচাকল্যাৎ প্রলোভিতা । উৎসুকা চোৎসবং জুইং

ইহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে; ভূত, প্রেত
ও পিনাচাদি হুর্জনের সহিত অনিষ্ট ইহার বাস;
ইহার ত কে কোন বংশামর্যাদার কথা শুনা যায় না
এবং এই ব্যক্তি সাধুসম্মত নহে। পূর্বে হুরাশ্রা নারদ
মিথ্যাবাক্যে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, আমি সেই
হুরাশ্রা নারদের বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া আমার সতী
হিতাকে ইহার করে অর্পণ করিয়াছি। অহো!
আমার কস্তা সতী বিধবার জায় পতিবিরহ-ধর্ম্ম-
কর্ম্মসমূহের আচরণ করত সুখে গৃহে বাস করুক।
১৩—২৯। এই শিব আমাদের কোনরূপে শ্রাঘনীয়
নহে, বিশেষত হুহিতা সতীও তদ্রূপ সম্মানের
অযোগ্য হইয়াছে, কেননা কুস্তকার কুলালচক্রে
যে সকল কলস নির্মাণ করে, 'উহা পুত
হইলেও দৈবাৎ যদি' কোন একটা কলস
চণ্ডালম্পৃষ্ট হয়, তবে তাহা অপবিত্র হইয়া থাকে।
কিন্তু আমার কস্তার এবিষয়ে কোন দোষ না
থাকিলেও সে শিবসংসর্গে দূষিতা হইয়াছে।
বিমুঢ়াশ্বা দক্ষ এইরূপে মুহুর্তমান হইয়া উমা ও
মহেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করিলেন না, পরন্তু শিবকে
অনেক নিন্দা করিয়া তুক্ষীভাবে অবলম্বনপূর্বক
গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর দক্ষ মহাপ্রভু
মহেশ্বরকে নিন্দা করিতে করিতে যজ্ঞক্ষেত্রে
উপস্থিত হইয়া মুনি শ্রীহৃগ্ভিঃ সহ যজ্ঞবিধানে
যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও শিব ব্যতীত নিমিল দেব, সিদ্ধ, চারণ, গজক্বী,
যক, রাক্ষস ও কিন্নরগণ আগমন করিল। উৎ-
সুকী শ্রীচাকল্যাৎ প্রলোভিত হইয়া পুতকরিতা সতী

বহুঃস্বৰ্গ সমাগতান্ ৷৩৪৷ নিবাহ্যমাণা কল্পেণ তরলা
স্বীকৃত্যবতঃ । প্রভূতাপি পুনশ্চৈব গন্তব্যমিতি
নিশ্চিতা ৷ ৩৫ ৷ স নিশ্চতি সতামধ্যে সদা মাং বর-
বর্ণিনি । তচ্চাসং ৮ তুঃ শ্রীহা কাং সত্যং প্রহা-
স্যসি ৷৩৬৷ অসহমপি সোচ্যং যদ্যপি গৃহমিচ্ছতা ।
মহা যথা কৃতং দেবি তথা স্বং নৈব বর্জসে ৷ ৩৭ ৷
তন্মাতা গচ্ছ শালাং বৈ ন শুভং তু ভবেদ্ব্যবম্ ।
ইত্যেবং বোধিতা দেবী চাপল্যং পুনরাগমং ৷ ৩৮ ৷
নিশ্চক্রাম সতী গেহাদেকাকৌ পাদচারিণী । তাং
দৃষ্ট্বা বৃষভকৃষ্ণীং পৃষ্ঠে দেবীমুবাচ সঃ ৷ ৩৯ ৷
কোটিশো ভূতসংঘাচ্ছ হুজ্জগ্মুঃ সতীং তদা ।
যজ্ঞবাটং তু সা গহা পত্নীশালাং যযৌ পুরা ৷ ৪০ ৷
ভূকীয়াস সতীং দৃষ্ট্বা খেদাত্মাধিনির্গতা । পতি-

দেবী পিতার যজ্ঞোৎসব দর্শনে উৎসুক হইলেন ।
ভাঁহার বহুগণ সেই যজ্ঞে আগমন করিয়াছেন,
ভাঁহাদের সহিত সতীও দেখা-শুনা হইবে এই
সব আলোচনা করিয়া স্বীকৃত্যবতঃ তিনি এতই
চঞ্চলা হইলেন যে, শিব কর্তৃক পুনঃপুনঃ বার্ষ্য-
মাণা হইয়াও “আমি অবশ্যই গমন করিব ।”
শিবসমীপে এইরূপই নির্বুদ্ধ জানাইলেন । শিব
বলিলেন,—হে বরবর্ণিনি । দক্ষ সতামধ্যে সতত
আমাকে নিন্দা করিতেছে, সে নিন্দা তোমার
অসহ, তুমি নিশ্চয়ই সেই অসহনীয় নিন্দা শ্রবণ
করত প্রাণ পরিত্যাগ করিবে । আমি গৃহধর্ম-
কামনায় অনেক অসহ কবিত্তে পারি, হে দেবি ।
আমার যেকূপ হিংস্রতাসত্ত্বে, তোমার তজ্জপ নয়; অত-
এব যজ্ঞশালায় গমন করিও না; তুমি যজ্ঞগৃহে গমন
করিলে কখনই শুভ হইবে না । শিব যতই ভাঁহাকে
বুঝাইলেন, ভাঁহার চাপল্য যেন পুনঃপুনঃ বর্দ্ধিত
হইতে লাগিল, তিনি পাদচরে একাকিনী গৃহ
হইতে বহির্গত হইলেন । অনন্তর দেবী সতীকে
পাদচরে গমন করিতে দেখিয়া বৃষ তখনই ভাঁহাকে
পৃষ্ঠের উপর বহন করিল এবং কোটি কোটি ভূতসংঘ
ভাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।
সতী যজ্ঞশালায় উপনীত হইয়া যে স্থানে ভাঁহার
ভগিনীগণ ও অন্তান্ত প্রমণীয়া অবস্থিত ছিল, তথায়
গমন করিলেন, ভাঁহাকে দেখিয়া সকলেই তৃপ্তিভাব
ধারণ করিল, ভগিনীগণ ভাঁহার সম্ভাষণ করিল না,
তিনি এই খেদে তথা হইতে বহির্গত হইলেন,
তখন ভাঁহার পতিবাক্য শ্রবণ হইতে লাগিল,
তিনি তখন হইতে উত্তরবেদিকায় গমন করিলেন;

বাক্যং তু সংশ্রুত্যা জগামোত্তরবেদিকাম্ ৷ ৪১ ৷
পিতা সতান্চ তাং দৃষ্ট্বা হিতাশ্রুতীং হতানিবাঃ ।
সা কদ্রাহতিপর্যন্তঃ পশুন্তী পিতৃচেষ্টিতম্ । ত্যক্তা
কদ্রং ৮ ভূষন্তমুবাচাশ্রুকুলেক্ষণা ৷ ৪২ ৷ দেবীবাচ ।
মহত্মম্বনং পুংসাং ন প্রায়ঃ শ্রেয়সে ভবেৎ ।
লোককর্তা লোকভর্তা সর্বেষাং প্রভুরব্যয়ঃ ৷ ৪৩ ৷
এবমুতস্ত কদ্রস্ত কথং নো দীয়তে হবিঃ । জাতাং
ন কিং তে হর্ষুর্দ্ধিঃ হরন্ত্যস্তে সমাগতাঃ ৷ ৪৪ ৷
ন চেদৃশা মহাত্মানঃ কিমেবাং বিমুখো বিধিঃ ৷ ৪৫ ৷
ইত্যেবং ভাবমাণাং তাং পুবা দেবো জহাস হ ।
শ্রাজ্জাং চালনং চক্রে ভৃগুর্হিতশুভং তথা ৷ ৪৬ ৷
ভূজপাদোক্রকক্ষাণাং ফালনং চক্রিরে পরে ।
বহবা নিন্দনং চক্রে তৎপিতা হতভাগ্যবান্ ৷ ৪৭ ৷
তচ্ছ্রুত্বা কদ্রভাৰ্য্যা সা কোপাকুলিতমানসা ।
প্রায়শ্চিত্তং ক্রতেঃ কর্তুং দেহং তত্যাঙ্গ সা সতী ।
হোমায়ো বেদিকামধ্যে সর্বেষামেব পশুতাম্ ৷ ৪৮ ৷

সে স্থানে ভাঁহার পিতা দক্ষ ও অন্তান্ত সত্যগণ
বিদ্যমান ছিলেন, ভাঁহারও নির্বাক, কেহই
আশীর্বাদবাক্যে ভাঁহার সম্ভাষণ করিলেন না । তিনি
যজ্ঞের কদ্রাহতি পর্যন্ত অবলোকনমানসে তথায়
দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিলেন,—পিতা কদ্রকে পরি-
ত্যাগ করিয়া আহুতি প্রদান করিয়াছেন; ভাঁহার
লোচন জলাকুল হইল, তিনি পিতাকে বলিতে
লাগিলেন ৷৩০—৪২৷ দেবী বলিলেন,—মহাত্ম্যের
উল্লঙ্ঘন পুরুষের প্রায় কুশলপ্রদ হয় না; কদ্র—
লোককর্তা, লোকভর্তা এবং অব্যয় ও সকলের
প্রভু; এইরূপ প্রভাবসম্পন্ন কদ্রকে কেন আহুতি
প্রদান করিতেছেন না? আপনার হর্ষুর্দ্ধি জন্মি-
য়াছে; অথবা অন্ত কেহ কুবুর্দ্ধি দানে আপনার
শুভকি হরণ করিয়া থাকিবে; যাহারা এরূপ
করিয়াছে, তাহারা মহাত্মা নহে; তাহাদের
প্রতি কি বিধি বিধি হইয়াছিল? দেবী এই-
রূপ বালতে থাকিলে হতপ্রভ পুবা ভাঁহাকে উপহাস
করিলেন, ভৃগু শ্রাজ্জালন করিলেন এবং অন্তান্ত
ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ ভূজ, কেহ পাদ ও অপর
কেহ কক্ষাফালন করিতে লাগিল । সতীর পিতা
হতভাগ্য দক্ষ ভাঁহাকে বহু ভর্জন্য করিলেন ।
অনন্তর কদ্রপত্নী সতী সেই সকল উপহাসবাক্য
শ্রবণ করিয়া ক্রুপিতা হইলেন এবং পতিনিন্দাশ্রবণ-
জনিত গাণের প্রায়শ্চিত্তের জন্য হোমায়িতে গেল

হালাকারো মহানাসীদুঃখবুঃ প্রমথ্য ক্রতম্ । আচখ্য-
দেবদেবায় বৃত্তান্তমখিলং তদা ॥ ৪৯ ॥ তচ্ছ্রুত্বা
সহসোখায় ক্রদঃ কালান্তকোপমঃ । জটামুৎপাটা
হস্তেন ভূতলে তামতাড়য়ৎ ॥ ৫০ ॥ ততোহভব-
ন্বহাকারো বীরভদ্রো মহাবলঃ । সহস্রবাহরভবৎ
কালান্তকসমপ্রভঃ ॥ ৫১ ॥ বদ্ধাঙ্গলিপুটো ভূবা
ব্যাজহার হরং তদা । মৎসৃষ্টিক্ত যদর্থং তে তদর্থং
মাং নিমোজয় ॥ ৫২ ॥ ইত্যুক্তঃ প্রাহ তং ক্রুদ্ধো
ধূর্জটিশ্চ পুরঃ স্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥ হন হং নিন্দকং
দক্ষং যদর্থে মৎপ্রিয়া হতা । ভূতসজ্জাং গচ্ছন্ত
সহৈতেন মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥ ইত্যাদিষ্টো ভগবতা
যদুর্ধ্বসভাং তদা । জয়ঃ সর্বাংনহাবীরান্ দেবানু-
নরাদিকান্ ॥ ৫৫ ॥ পুষ্পশ্চ হসতো দত্তাঙ্গটাভূশ্চ
বভূবুঃ হ । অক্ষায়াংপাটয়াংক্রে ভূগোস্তপ্ত
হুয়ায়নঃ ॥ ৫৬ ॥ যদ্যদাফাণিতং পূর্ষং তত্কাচ্ছ্রেদ

পরিভ্রাণ করিলেন । তাঁহাকে হোমাগ্নিমধ্যে পতিত
দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে হালাকাররব উখিত
হইল । প্রথমগণ পলায়ন করিল এবং কোন কোন
প্রমথ ক্রতপদে গমন করিয়া এই সকল
বৃত্তান্ত দেবদেব শিবের নিকট নিবেদন করিল ।
কালান্তকতুল্য ক্রুদ্ধ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া
সহসা উখিত হইলেন, এবং করদ্বারা মস্তক হইতে
একটা জটা উৎপাটন করিয়া ভূতলে সবেগে
নিক্ষেপ করিলেন । তখন সেই জটা হইতে
মহাকায় মহাবল বীরভদ্র প্রাহৃত হইল । অনন্তর
কালানলতুল্য প্রভাশালী মহাবল সহস্রবাহ বীরভদ্র
বদ্ধাঙ্গলি হইয়া হরকে কহিতে লাগিল ;—আমাকে
যে ক্রান্ত সৃজন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই প্রয়ো-
জন সাধনের জন্য আমাকে নিয়োগ করুন ।
তখন ক্রুদ্ধ ধূর্জটি সম্মুখস্থিত বীরভদ্র কর্তৃক
প্রার্থিত হইয়া বলিলেন,—আমার প্রিয়া পাক্ৰতী
যাহার জন্ত জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, তুমি
সেই নিম্নুক দক্ষকে নিহত কর । মহাবল ভূত-
গণতোমার অনুগমন করুক । ভগবান্ ভূতপতি
বীরভদ্রের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে
কৃত্তগণসহ বীরভদ্র দক্ষতবনে গমন করিল এবং
তথায় উপনীত হইয়া মহাবীর দেব, অনুর ও
নরগণকে নিহত করিতে লাগিল । যে পুয়া সতীকে
উপহাস করিয়াছিল, ধূর্জটির জটাজাত বীরভদ্র সেই
পুয়ার স্তন্য ভগ্ন করিল, হুয়ায়া ভূত অক্ষ চালনে
বিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার অক্ষ উৎপাটন করিল

বীৰ্য্যবান্ । ততো দক্ষশিরো বর্জঃ বহুস্রোমুগঃ
চকার হ ॥ ৫৭ ॥ মুনিমন্ত্রপ্রভৃৎ তু নৈব কৃত্ততি
ভবলাৎ । হরো জাহা তু চিচ্ছেদ স্বরমেতা
হুয়ায়নঃ ॥ ৫৮ ॥ এবং মথগতান্ হতা সারুগঃ
খালয়ঃ যযৌ । হতাবশিষ্টাঃ কেচিছু ব্রহ্মাণঃ শরণং
যযুঃ ॥ ৫৯ ॥ তৈরবিতো যযৌ ব্রহ্মা কৈলাসং তু
শিবাশ্রয়ম্ । ততো ক্রদঃ সাক্ষরিয়া বচোভিষিবিধৈ-
রপি ॥ ৬০ ॥ তেনৈব সহিতঃ প্রাগাদ্যজব্যাটঃ
মহাপ্রভুঃ । তেনৈবোজ্জীবয়ামাস সর্বাংন বহুসমা-
গতান্ ॥ ৬১ ॥ খ্যাতিয়া প্রাদাদক্ষমুখং দক্ষশ্চ তু
তদা শিবঃ । অজ্ঞানপ্রাদাচ্ছ্রুত্বগবে তু মহা ঋনে
৬২ ॥ পুষ্পশ্চ দস্তায় প্রাদাৎ পিষ্টাদং চ চকার হ ।
তদজ্ঞানাঃ ব্যতিকরং কেবাঞ্চিদপি বৈ শিবঃ ॥
৬৩ ॥ শিবমাপুষ্ট তে সর্বে ব্রহ্মণা চ শিবেন চ । পুনঃ
প্রবর্তিতো বজ্রো যথাপূর্ষং মহাশ্বনঃ ॥ ৬৪ ॥ যজ্ঞাভ্যে

এবং অস্তান্ত সকলে যে যে অঙ্গদ্বারা আফালন
করিয়াছিল, বীৰ্য্যবান্ বীরভদ্র তাহাদের সেই
সেই অঙ্গ ভগ্ন করিল । অনন্তর বীরভদ্র দক্ষের
মস্তকচ্ছেদনে বহু চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মুনি-
গণের মন্ত্ররক্ষিত সেই দক্ষমস্তক ছেদন করিতে
সমর্থ হইল না । হর জানিলেন,—মুনিগণের মন্ত্র-
প্রভাবে বীরভদ্র অনেক চেষ্টা করিয়াও দক্ষমস্তক
ছেদন করিতে সমর্থ হইতেছে না ; অনন্তর তিনি
স্বয়ং আসিলেন এবং হুয়ায়া দক্ষের মস্তক ছেদন
ও অস্তান্ত মথাগত সত্যগণের বধসাধন করিয়া
অম্বুগগনসহ স্বীয় আশ্রয়ে গমন করিলেন । যাহারা
হতাবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণ
লইল । ৫৩—৫৯ । তখন ব্রহ্মা সেই শরণাগতগণে
পরিবেষ্টিত হইয়া শিবাশ্রয় কৈলাসে গমন করিলেন ।
অনন্তর ব্রহ্মা বিবিধবাক্যে শক্তরকে সাধুনা প্রদান
করিলে শাস্তমূর্তি মহেশ্বর ব্রহ্মার সহিত দক্ষের
যজ্ঞগৃহে গমন করিলেন এবং তত্রত্য মথাগত
ব্যক্তি সকলকে জীবিত করিয়া দিলেন । তখন
শিব স্বীয় খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা কামনায় দক্ষকে ছাগ-
মুণ্ড ও মহাক্ষা ভূতকে অবশ্যজ্ঞ প্রদান করি-
লেন ; পুষাকে পুনরায় দৃষ্টি প্রদান করিলেন না,
দস্তহীন পুষাকে পিষ্টকভোজী করিলেন এবং
অস্তান্ত মথাগত যে সকল লোকের অঙ্গবিভুক্তি
হইয়াছিল, তাহাদের সেই স্তন্য অঙ্গের সমীকরণ
করিলেন । তখন ব্রহ্মা ও শিব কর্তৃক সকলেই জীবন
প্রাপ্ত ও কল্যাণভাজন হইল । অনন্তর পুনঃ

সর্বদেবান্যে কথ্যে বৎসমানয়ম্ । নৈষ্ঠিকং ব্রহ্মচর্য্যং
তু কথ্যম্ । কথ্যে মহাতপাঃ । ৬৫ । তেপে গঙ্গাতটে
কুজঃ পুরাগতকমুলগঃ । দক্ষাশ্চ সতী . দেবী
ত্যক্তদেহা পতিব্রতা । ৬৬ । জজ্ঞে হিমাদ্রের্নেক্যাং
বধুধে তন্ত বৈশ্বনি । এতন্নিম্নেব কালে তু
ভারকাখ্যো মহানুরঃ । ৬৭ । স তীব্রতপসারাধ্য
ব্রহ্মাণঃ পরমেষ্ঠিনম্ । অবধ্যং বরং বস্ত্রে
দেবানুরনরোরগৈঃ । ৬৮ । আয়ুধৈরনুসজ্জৈশ্চ
সর্কৈরেব মহাবলৈঃ । কুজপুত্রং বিনা দৈত্য
কথ্যঃ সকলৈরপি । ৬৯ । ইতি তস্মৈ
বরং প্রাদাদ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । অশ্লীকহাদ-
পুত্রহাদ্রুজন্তেতি তথাস্থিতি । ৭০ । বরং গৃহীত্বা
স্বগৃহং প্রাপ্য লোকান্ ববোধ হ । দাসা দেবা মার্জ-
নাদৌ দাত্তৌ দেবান্চ তদগৃহে । ৭১ । ততস্তৎপীড়িতা
দেবা ব্রহ্মাণঃ শরণং যুগ্মঃ । তৈঃ পৌড়াঃ বর্ণিতাঃ

রায় পূর্ববৎ মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ প্রারম্ভ হইল,
দেবগণ স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিলেন এবং
যজ্ঞান্তে সকলেই হুট্ট হইয়া স্ব স্ব আলয়ে চলিয়া
গেলেন । এদিকে মহাতপা শিব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বনপূর্বক গঙ্গাতীরে পুরাগপাদপমূলে মহা-
তপ আরম্ভ করিলেন, ত্যক্তদেহা পতিব্রতা দক্ষ-
হুহিতা দেবী সতীও হিমালয়ের পত্নী মেনকার
গর্ভে জন্ম লাভ করিয়া তথায় বর্দ্ধিত হইতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে তারক নামক মহানুর
তীব্রতপস্তা করিয়া পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার নিকট বর
প্রার্থনা করে । তারকানুর বলে,—“দেব, অনুর,
নর, উরগ, অস্ত্রান্ত মলবল বা বিবিধ অশ্ব-শব্দ,
আমি এসকলের অবধ্য হইতে কামনা করি ।”
অনন্তর ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—“হে দৈত্য ! অদ্য
হইতে একমাত্র কুজপুত্র কার্ত্তিকেয় বাতীত
আর সকলেরই ভূমি অবধ্য হইবে ।” লোকপিতামহ
তারককে এইরূপ বরদান করিলে অনুর মনে
করিল,—“কুজের স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই, অতএব
এই বর আমার পক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে ।” লক্ষবর
অনুর তারক “তুমি হইক” বলিয়া ব্রহ্মার
প্রদত্ত বরের অঙ্গীকার করিল, এবং স্বগৃহে
গমনপূর্বক বিবিধ বাধা উৎপাদন করিয়া
লোক সকল পীড়িত করিতে লাগিল । মহানুর
তারক দেবগণকে দাস ও দেবগণগণকে দাসী-
রূপে তাহার ভয়নমস্কিনকাথে নিবৃত্ত করিল ।

ব্রহ্মা বেধাঃ গ্রাহ সুরানিদম্ । ৭২ । বরপ্রদান-
কালেহকং কুজপুত্রং বিনা সুরাঃ । নার্ত্তকর্য্য ইতি
প্রাদাঃ বরং তস্মৈ হুরাননে । ৭৩ । পুত্রা সতী
কুজপত্নী সত্রে ত্যক্তকলেবরা । জাতা হিমবতঃ
পুত্রী পার্শ্বতীতি চ যাং বিজ্ঞঃ । ৭৪ । কুজো হিমবতঃ
পৃষ্ঠে তপশ্চরতি হুশ্চরম্ । যোজয়ধ্বক পার্শ্বত্যা
কুজং লোকেশ্বরং প্রভুম্ । ৭৫ । পুনর্দেবেভ্যসদনে
সদতৈরমরেশ্বরৈঃ । ধিষণেনাপি সমস্তা দেবেভ্যঃ
পাকশাসনঃ । ৭৬ । সম্মার চ স কার্য্যার্থং নারদঃ
স্বয়মেব চ । তজাগতো ততস্তৌ তু বলভিষাক্যমব্র-
বীৎ । ৭৭ । হিমবন্তঃ ভবান্ গহা বচসা তং নিবোধয় ।
পুত্রী তব প্রাগ্দক্ষস্ত হরপত্নী সূতা সতী । ৭৮ ।
তপশ্চরতি তে শৃঙ্গে বিযুক্তা দশকস্তয়া । যুড়ন্তস্ত

অনন্তর সুরগণ একপে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ব্রহ্মার
শরণ গ্রহণপূর্বক সকলেই স্ব স্ব হৃদশার বিষয়
তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন । দেবগণের মুখে
তাঁহাদিগের দুর্গতির বর্ণন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সুর-
গণকে বলিলেন,—“হে সুরগণ ! আমি যখন
তারকানুরকে বর প্রদান করি, তখন “কুজতনয়
ভিন্ন কেহই তোমাকে নিহত করতে পারিবে না ।”
সেই হুরান্নাকে এইরূপ বরই প্রদান করিয়া-
ছিলাম । দক্ষহুহিতা সতী পূর্বকালে দক্ষযজ্ঞে
জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি একপে হিমা-
লয়ের কন্ডা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলেই
তাঁহাকে পার্শ্বতী বলিয়া বদিত আছে । কুজও
হিমবৎপার্শ্বে হুশ্চর তপস্তা করিতেছেন । একপে
প্রভু লোকেশ মহেশের যাহাতে পার্শ্বতীর সহিত
মিলন হয়, তোমারা তাহারই উপায় কর । ৭০—৭৫ ।
অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে দেবগণ দেবেভ্যস্তবনে
সম্মিলিত হইলে পাকশাসন দেবেভ্যঃ বৃহস্পতির সহিত
মন্ত্রণা করিয়া দেবর্ষি নারদ ও মদনকে স্মরণ
করিলেন । স্মরণমাত্রে নারদ তথায় উপনীত
হইলে দেবরাজ প্রথমে নারদকে সন্মোদন করিয়া
বলিতে লাগিলেন,—“হে দেবর্ষি ! আপনি হিমা-
লয়ের আলয়ে গমনপূর্বক দক্ষযজ্ঞকন্ডা তাঁহাকে
বুঝাইয়া দিয়া বলিবেন যে, তোমার কন্ডা গিরিজা
পূর্বে দক্ষের হুহিতা হইয়া সতী নাম গ্রহণপূর্বক
শঙ্করের পত্নী হইয়াছিলেন, একপে সেই সতীই
সতীদেব পরিত্যাগ করত তোমার কন্ডারূপে অব-
তীর্ণ হইয়াছেন । শিবও তোমারই স্তনদেশে তপস্তা

সপর্ষ্যায়ৈ বিনিবোধয় তৎপ্রিয়াম্ ॥ ৭৯ ॥ তত্শৈব
পত্নী ভবিতা স এব ভবিতা পতিঃ ॥ ইত্যাদিষ্টৌ
মথোনা চ নারদোপেত্য তং গিরিম্ ॥ ৮০ ॥ তত্শৈব
কার্ণাযাস দেবেশ্রেণোদিতঃ যথা ॥ পশ্চাৎকামং
সমাহুয় মথবানিদমাহ চ ॥ ৮১ ॥ দেবানাঞ্চ হিতা-
র্থায় তথা যুজিহত্য চ ॥ বসন্তেন সমাযুক্তো গহা
কৃত্তশোবনম্ ॥ ৮২ ॥ গুণান বিজুহুয়িত্ব তু বাসস্তান
হুত্বাবহান্ ॥ যদা সগ্নিহিতা দেবী পার্শ্বতী তু
যুজ্ঞ চ ॥ ৮৩ ॥ তদা প্রযুক্ত্য স্বং বাণান্মোহয়
মহাপ্রভুম্ ॥ তয়োস্ত সঙ্গমে জাতে কার্ধ্যং নোহুকা
ভবিষ্যতি ॥ ৮৪ ॥ ইত্যাদিষ্টঃ স্বরত্নং প্রতপ্তে
বাচমিত্যথ ॥ সবসন্তঃ সরতিকঃ সান্নগন্তধনং যযৌ ॥
৮৫ ॥ অকালে তু বসন্তর্জুং জুহুয়িত্বা স্বশক্তিতঃ ॥
তদ্বনে সর্ষতো রম্যো মন্দানিলনিবেষিতে ॥ ৮৬ ॥

করিতেছেন; হে গিরিবর! তোমার যে আর
দশটি কন্যা আছে, তাহাদের সহিত তোমার
প্রিয় কন্যা পার্শ্বতীকে শতরের শুশ্রূষার জন্ত
নিযুক্ত কর। এইরূপ করিলে পার্শ্বতী শিবকে
স্বামিরূপে প্রাপ্ত হইবেন এবং ভূতপতিও তাঁহার
পাণি গ্রহণ করিবেন। নারদ দেবেশ্ব কর্তৃক এই-
রূপে আদিষ্ট হইয়া গিরিবর হিমালয়ে গমন করি-
লেন এবং ইন্দ্র যেরূপ বলিতে বলিয়া দিয়া-
ছিলেন, হিমালয়কে অবিকল তাহাই বলিলেন।
অনন্তর দেবেশ্ব মদনকে আহ্বান করিয়া বসিতে
লাগিলেন;—হে মদন! তুমি তোমার সহচর
বসন্তের সহিত মিলিত হইয়া ত্রিলোচনের তপো-
বনান্তে গমন করত মদনোদ্দীপক বসন্তগুণনিচয়
বিকাশ কর; যখন পার্শ্বতী ভূতপতির সমীপা-
গত হইবেন, তখন তোমার পঞ্চশর প্রয়োগ
করিয়া সেই মহেশ্বের মোহ উৎপাদন করিবে;
অনন্তর তোমার পঞ্চশরপ্রভাবে তাঁহারা পরস্পর
সঙ্গত হইলে আমাদের কার্য উদ্ধার হইবে।
হে অনন্য! ইহাতে আমাদের যেরূপ উপকার
করা হইবে, এই কার্যে মহেশ্বরও তজ্রপ
উপকৃত হইবেন। দেবেশ্ব কর্তৃক এইরূপে
আদিষ্ট মদন “যথাশক্তি যত্ন করিব” এই কথা বলিয়া
তাঁহার আদেশ অঙ্গীকারপূর্বক সহর হিমালয়ে
গমন করিলেন, এবং তদীয় সহচর বসন্ত, প্রিয়া রতি
এবং রত্নাদি অস্ত্রাভ অঙ্গুগগণ সহ হরের তপোবন-
প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তপোবনে প্রবেশ
করিয়া কাক-সম্মানে স্বীয়শক্তিবলে বসন্তকাল

কদাচিদেবদেবোহপি পার্শ্বত্যাং সপর্ষ্যো ॥ শ্রীতঃ
স্বাক্ষঃ সমারোপ্য কিকিচ্যাহর্জুনায়ত ॥ ৮৭ ॥ প্রাণ-
প্রিয়াসঙ্গমস্ত কালোহুমমিতি নিশ্চিতঃ ॥ পেশলঃ
ধনুর্দায় স তহৌ হরপৃষ্ঠতঃ ॥ ৮৮ ॥ কুহা অব-
নিকাং বৃক্ষং বাণমেবং যুমোচ হ ॥ দ্বিতীয়মপি
সঙ্ঘায় চক্রে যোক্তুং মহোদ্যমম্ ॥ ৮৯ ॥ অথ
হুত্বমনা ভূত্বা যুজিহুত্বামবাগ হ ॥ ন মে মনস্তলেৎ
কাপি কেন বা কশ্মলৌকৃতম্ ॥ ৯০ ॥ ইতি চিন্তাহুলো
বামে পার্শ্বে কামং দদর্শ হ ॥ ক্রুদ্ধোম্মীল্য ললাটাক্ষং
স্বাক্ষাদেবৌমপাস্ত চ ॥ ৯১ ॥ তস্তাক্ষঃ সমভূদগ্নি-
স্তৌক্কো লোকবিভীষণঃ ॥ তেন দম্বোহতবৎ সদ্যে
মন্নথঃ সশরাসনঃ ॥ ৯২ ॥ কার্ধ্যসিদ্ধিঞ্চ পশুন্তো
হুত্ববৃচ্চামরা দিবম্ ॥ শঙ্কমানাঃ স্বদণ্ডঞ্চ বসন্তো
রতিরেব চ ॥ ৯৩ ॥ নিম্নীল্য লোচনে ভীতা দেবী
দূরং প্রহৃষ্টবে ॥ সন্নিধানং দ্বিযো হর্জুং যুজোহপ্যস্তর-

বিকাশিত করিলে বনভূমির সর্বত্রই মন্দ মন্দ সমী-
রণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই সময় দেবদেব
পার্শ্বতীর শুশ্রূষায় শ্রীত হইয়া তাঁহাকে কোড়ে
আরোপিত করত কিছু বলিতে উদ্যত হইলেন,
৭৬—৮৭। মদন তখন প্রাণপ্রিয়ার উপযুক্ত সঙ্গ-
কাল আলোচনা করিয়া অতি চঞ্চল বাণ গ্রহণপূর্বক
তাঁহার পশ্চাৎ ভাগে অবস্থিত হইলেন এবং একটি
বৃক্ষকে যবনিকা করিয়া অর্থাৎ বৃক্ষের আড়ালে
ধাকিয়া সেই বাণটি মোচন করিলেন। অনন্তর দ্বিতীয়
বাণ সঙ্ঘান করিয়া যেমন তিনি নিক্ষেপ করিবার
জন্ত মহা উদ্যম করিলেন, অমনি মহেশ্বের মন
ক্লান্ত হইল, তিনি চিন্তিত হইলেন; তিনি ভাবিলেন,
আমার মনত কদাচ চঞ্চল হয় না, হয় তা কোন
কারণে কলুষিত হইয়াছে; তিনি এইরূপ চিন্তা-
কুল হইয়া বামপার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখি-
লেন,—কাম তাঁহার বামপার্শ্বে অবস্থিত। তিনি
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ললাটস্থ তৃতীয় নয়ন উন্মীলন
করিলেন, কোড় হইতে দেবীকে দূরে অপসারিত
করিয়া দিলেন; তাঁহার তৃতীয় নয়ন হইতে লোক-
বিভীষণ তীক্ষ্ণ অগ্নি নির্গত হইয়া তৎক্ষণাৎ
সশরাসন মদনকে ভস্মীভূত করিল। তখন দেবগণ
অসুমান দ্বারা স্বকার্যসিদ্ধি বুঝিতে পারিলেন,
কিছু তথায় অবস্থান করিলে পাছে শতরের নিকট
দণ্ডপ্রাপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে দেবগণ, রতি ও
বসন্ত তথা হইতে পলায়ন করিলেন। দেবী পার্শ্ব-
তীও নয়নময় উন্মীলনপূর্বক ভীত হইয়া তথা

১৪। ক্রমশঃ প্রকৃষ্টাণো দেবশ্চ মনসো
ইতম্ । লেভেননর্থমনির্বৃত্তং বিপ্রিয়ং কুর্ষত
কিম্ । ১৫। তস্মাদিকাকুতনয়ঃ সাধুনামপ্রিয়ঃ সদা ।
তস্মাদাশ্রিতাঃ সেবাং নাকরোম্মদধীঃ সতাম্ ।
১৬। অল্পকৃতঃ মহদুখঃ তস্মাদুখ্যোনিয়ৈব চ ।
তস্মাৎ কুর্ষাতু সাধুনাং সেবাং সর্বার্থসাধিনীম্ ।
১৭। ক্রমশঃ প্রিয়কারিহাৎ শরো ভাবিনি জন্মনি ।
কুঃখং ভুবনং লেভে জন্মকালে মহাপ্রভুঃ । ১৮।
ইতিহাসমিমং পুণ্যং যে শৃণুস্তি দিবানিশম্ । জন্ম-
মৃত্যুজরাদিত্যো মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ । ১৯

ইতি জীকান্দে নারদাশ্রয়ীষসংবাদে দাক্ষণ্যপমাননে
দক্ষযজ্ঞধ্বংসপূর্বকপার্বতীজন্মাদিকামদহন-
বর্ণনং নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮ ।

হইতে পলায়ন করিলেন এবং মহাদেবও রমণী-
সমিধান পরিহারকামনায় সেই স্থান হইতে অন্ত-
হিত হইলেন । হে রাজন্ ! ভাবিয়া দেখ, ইন্দ্র
কন্দের প্রিয় ও দেবগণের উপকার করিতে গিয়া
অত্যন্ত অনর্থ লাভ করিলেন, অপ্রিয় করিলে
যে কি অমঙ্গল হয়, এ বিষয় আর কি বলিব ?
দেখ, ইন্দ্রাকুতনয়ের যে দানাদি, তাহা পুণ্য
কার্য হইলেও দানের পাত্র অতিক্রম করায়
উহা সাধুগণের সতত অপ্রিয় । যাহারা মন্দবুদ্ধি,
তাহারা কখনই আশ্রিতকর সাধুদিগের সেবা
করে না । ইন্দ্রাকুতনয় সাধুসেবা পরিত্যাগ করি-
য়াই মহাকুপ্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং কুখ্যোনিতে
তাঁহার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল । অতএব
সর্বার্থসাধিনী সাধুসেবা অবশ্যকর্তব্য ; আরও
দেখ,—কাম কন্দের ঐক্লপ আশ্রয় কার্য করিয়া-
ছিল বালিয়া পরজন্মে তাহাকে ক্রেশবাহন্য ভোগ
করিতে হইয়াছিল । যে মানব এই পুণ্য ইতিহাস
শ্রবণ করে, জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি হইতে তাহার
মুক্তি হয়, সংশয় নাই । ৮—১৯ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । ৮ ।

নবমোহধ্যায়ঃ ।

মৈথিল উবাচ । তন্ত দদ্যন্ত কামস্ত কস্মাজয়া-
ভবধিতো । কিং কুঃখমভবন্ত্যস্মিন কর্ণণঃ সহ লজ্জ-
নাৎ । ১ । এতদাচক্ষ মে ব্রহ্মন্ শ্রোতুং কৌতুহল-
হি মে । ঋতদেব উবাচ । কুমারজন্ম বক্ষ্যামি
শ্রবণাৎ পাপনাশনম্ । ২ । যশস্তং পুত্রদং ধর্ম্যঃ
সর্বরোগবিনাশনম্ । শত্ৰুনা তু হতে কামে তৎ-
পত্নী রতিসংজ্ঞিকা । ৩ । মুমোহ পুরতো দৃষ্টা
পতিং তস্মাবশেষিতম্ । জাতসংজ্ঞা মুহুর্ভেন
বিললাপ চ চিত্তধা । ৪ । যদ্বিলাপাঘনং চাপি সম-
কুঃখমভূতদা । তচ্চিত্তায়ো নকায়ং তু ত্যজুকামা চ
মাধবম্ । ৫ । পত্ন্যঃ সখ্যং সম্মার কর্তুং তাৎ-
কালিকৌ ক্রিয়াম্ । স আগতশ্চিতিং কর্তুং বীর-
পত্ন্যা মহাপ্রভুঃ । ৬ । স তু ভ্রাতঃ সখীং দৃষ্টা কণং
মূর্ছাপরোহভবৎ । রতিং তু সাঙ্ঘ্যামাস সাতৈর্বৎ-
বিধৈরপি । ৭ । পুত্রতুল্যোহস্মি তে ভব্রে দ্বিতে

নবম অধ্যায় ।

মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিভো !
ভ্রাতৃত্ব কাম কাহার তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন এবং ক্রমশঃ দেবের তপস্যা-লজ্জন করায় তাঁহার
কিরূপ কুঃখলাভ হইয়াছিল ? হে ব্রহ্মন্ ! এই সকল
গুনিবার জন্ত আমার কুতুহল হইতেছে, অতএব
এই সকল আমার নিকট বলুন । ঋতদেব উত্তর
করিলেন,—একণে কুমারজন্ম কীর্তন করিতেছি,
এই উপাখ্যান শ্রবণ করিলে সকল রোগ ও পাপ
নাশ হয় এবং যশ, পুত্র ও ধর্ম লাভ হইয়া থাকে ।
শত্ৰু কর্তৃক কাম নিহত হইলে তদীয় পত্নী রতি
সম্মুখে স্বামীর ভ্রাতাবশেষ অবলোকন করিয়া মোহিত
হইলেন এবং কণকাল মধ্যে পুনরায় চৈতন্ত লাভ
করিয়া বহু বিলাপ করিলেন । তাঁহার বিলাপের
বিষয় আর কি বর্ণন করিব, বনরাজিও তাঁহার
ক্রন্দন শ্রবণে তাঁহারই সমান কুঃখ প্রাপ্ত হইল ।
অনন্তর, রতি স্বামীর চিত্তীয় জীবন বিসর্জন কাম-
নায় তাৎকালিক চিত্তারচনাদি কার্যের জন্ত পতির
প্রিয় সহচর বসন্তকে শ্রবণ করিলেন, শ্রবণ করিবা-
মাত্র বসন্ত তাঁহার সমীপে উপনীত হইয়া বীরপত্নী
সখী রতির দুর্দশা দর্শনপূর্বক খির ও কণকালমধ্যে
মোহপ্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর লজ্জাক্ত বসন্ত
রতিকে বিবিধ সাধনাক্রমে বুঝাইতে লাগিলেন,

যদি চ নাহি। কাঃ ত্যজুঃ ধর্মহেতুমিত্যাটো-
বহুপি সা ॥ ৮ ॥ নৈব স্বাতুঃ মনশ্চক্রে তেন
সংস্ততিতা রতিঃ। দৃষ্টা দাচ্যং বসন্তোহপি চিতিঃ
চক্রে সরিস্তটে ॥ ৯ ॥ সাবগাহু হানদ্যাক কৃদ্বা
কার্য্যনি সর্গঃ। সরিয়মোস্ত্রিয়গ্রামঃ নিবেস্তাঅনি
বৈ মনঃ ॥ ১০ ॥ চিতিমারোঢ়ুমারেতে ততো জাতা-
শরীরবাক্। মা প্রবেশয় কল্যাণি বহিঃ পি-পর-
য়া ॥ ১১ ॥ ভবিষ্যতি চ তে পত্ন্যইরাধিকোশ্চ
বাদবাৎ। জন্মদয়ঃ ক্রমেণৈব তত্র চোত্তরজন্মনি ॥
১২ ॥ ভৈষ্য্যঃ কৃষ্ণানুহাবিকোঃ প্রহায়াথো ভবি-
ষ্যতি। বসিষ্যসি স্বক শাপাদব্রজঃ শব্দরালয়ে ॥
১৩ ॥ প্রহায়াথোন তে পত্ন্য সঙ্গতিশ্চ ভবিষ্যতি।
ইভ্যাক্তা বিররামাথ বাণী চাকাশগোচরা ॥ ১৪ ॥
জ্ঞাতা তাং তু নিবৃত্তাভূয়রণে কৃতনিশ্চয়া। ততো
দেবাঃ সমাজগুঃ স্বার্থে কামে হতে হরাৎ ॥ ১৫ ॥

বসন্ত বলিলেন,—হে ভদ্রে! আমি তোমার তনয়-
তুলা, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমার শরীর
পরিত্যাগ কর্তব্য নহে, কেননা, এই শরীরই
নিখিল ধর্মের হেতুভূত। বসন্ত অনেক বুঝাই-
লেন, কিন্তু তাঁহার গতির প্রতিরোধ হইল না,
তিনি বলিলেন, আমিবিহীন হইয়া আমি কণকালও
থাকিতে অতিলাষ করি না। বসন্তও তাঁহার
জীবনাবসর্জনে একান্ত নির্ভর জানিয়া নদী-
তীরে চিতা নির্মাণ করিলেন। অনন্তর চিতা
নির্মিত হইলে রতি জাহ্নবীজলে অবগাহন
অশেষরূপে শবপিণ্ডপ্রদানাদি ক্রিয়াকলাপের
অনুষ্ঠান এবং ইন্দ্রিয়গণের সংযমপূর্বক আত্মায়
মনোনিবেশপূর্বক যেমন চিতাবোহণ করিতে
যাইবেন, অমনই আকাশে এক দৈববাণী উথিত
হইল। সেই অশরীরীণী দৈববাণী বলিল,—“হে
কল্যাণি! তুমি অনলে প্রবেশ করও না; তুমি
পতিপরায়ণা, অতএব তোমার পতি হবের ও যত-
পতি করির তনয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি
ক্রমে এই জন্মদয় লাভ করিয়া উত্তর জন্মে অর্থাৎ
যখন বহুপতির পুত্র হইবেন, তখন কলিঙ্গীর উদরে
জন্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রহায়া নামে প্রখ্যাত হইবেন;
তুমি যখন ব্রহ্মার শাপে শব্দরালয়ে বাস করিবে,
তখনই তোমার পতি প্রহাযের সহিত তোমার
মিলন হইবে।” আকাশবাণী এইরূপ বলিয়া বিরত
হইলে, রতি-স্বরূপ জন্ম কৃতনিশ্চয়া হইয়াও এই
পতিপ্রাপ্তির জন্য আশাবাণী শ্রবণে সে সজ্জন হইতে

রত্যা কৃতং প্রপত্ত্বো ভবিষ্যতিপুয়োগমাঃ। তাং
তে নিবর্তয়ামাসুর্বরেণ মহতা সতীন্ ॥ ১৬ ॥
অনলোহপি ভবেৎ সাকো যত এবাকিগো ভবেৎ।
ইতি তাং তু বিনিবর্ত্য ধর্মঃ চোপদিদেশিরে ॥ ১৭ ॥
পূর্বকরে স্বয়ং রাজা সুন্দরাথো মহাপ্রভুঃ। স্বমেব
পত্নী ভজ্যপি রজঃসঙ্করকারিণী ॥ ১৮ ॥ তেনৈব
দশাভূতে কুর্কিদানীক নিবৃত্তিম্। মন্দাকিনীভ্য
বৈশাখে প্রাতঃস্নানং তদা কুরু ॥ ১৯ ॥ মধুসূদন-
মভ্যর্চ্য কথাং দিব্যাং তথা শৃণু। অশুশ্রয়ন
নাম ব্রতমারভ ভামিনি ॥ ২০ ॥ ধর্মোণানেন তে
ভদ্রে ব্রতেনাপি চ মাধবে। নুনং তে ভবিষ্য পত্ন্য-
রূপলক্ৰিৎ সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥ ইতি তন্তৈ বরং দদ্বা
দেবা জগদ্ব্যখাগতাঃ। তথা কঙ্কারিবৃতা সা দেবী
কামসতী তথা ॥ ২২ ॥ গঙ্গাবগাহনং চক্রে মেঘ-
সংস্থে দিবাকবে। অশুশ্রয়নং নাম ব্রতং চাপি

নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি, অগ্নি ও ইন্দ্র-
প্রমুখ সুরগণ,—মদন তাঁহাদের কার্য্যের জন্ত হরের
নয়নবহিতে নিহত হইয়াছে, একজন্ত তথায় আগমন-
পূর্বক রতিব কার্য্যকলাপের প্রশংসা করিতে লাগি-
লেন এবং সেই সতী রতিকে পরম বরপ্রদানে
নিবৃত্ত করিলেন। ১—৬। সুরগণ বলিলেন, হে সতি।
তোমার স্বামী অনঙ্গ যুত, আমাদের ধরে এই
অনঙ্গ অচিরে অঙ্গযুক্ত হইয়া তোমার দর্শনগোচর
হইবেন।” সুরগণ রতিকে এইরূপ বরদানে
নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন।
তাঁহারা বলিলেন,—হে রতে। পূর্বকালে তোমার
স্বামী সুন্দর নামে প্রভুশক্তিসম্পন্ন রাজা ছিলেন,
তুমি তাঁহার পত্নী ছিলে, হে কল্যাণি! একদা
তুমি রজঃসঙ্কর করিয়াছিলে, তজ্জন্তই তোমার
আজ এই দুর্দশা হইয়াছে, অতএব তুমি তোমার
এই পাপেব ক্ষম কর। তুমি বৈশাখমাসে জাহ্নবী-
জলে স্নাত প্রাতঃস্নান, মধুসূদনের পূজা ও তদীয়
দিব্য পুত কথা শ্রবণ কর; হে ভামিনি! অশুশ্রয়ন
ব্রতের অনুষ্ঠান কর। হে ভদ্রে! বৈশাখ-
ব্রত প্রাতঃস্নানাদি এবং অশুশ্রয়ন ব্রত এই কার্য্য-
দ্বয়ের প্রভাবে তোমার পুনরায় পতিপ্রাপ্তি হইবে।
আমরা নিশ্চয় বলিতেছি, ইগতে সন্দেহ নাই।
‘সুরগণ রতিকে এইরূপে বরদান করিয়া যথাগত
স্থানে প্রস্থান করিলেন। এদিকে জ্ঞানশালিনী কাম-
পত্নী সতী রতিও তাঁহাদের আদেশানুসারে ক্রেশ-
কর যরণসঙ্কর হইতে নিবৃত্ত হইয়া মেঘসংস্থে দিবা-

মহামনাঃ ২৩। তেন পুণ্যপ্রভাবে সত্যঃ কামো-
হনিকগোচরঃ। অতুন্তৈ মহারাজ লোকে চাবাধ্য-
বীৰ্যবান্ ২৪। পূৰ্বকল্পেহপ্যমমপি রাজা ধর্ম-
পরায়ণঃ। বৈশাখোক্তানুষ্ঠানাকরোক্তেন বৈ-
শ্বরঃ ২৫। দেহহানিং প্রপেদেহসৌ পুত্রেহপি
পরমাত্মনঃ। বৃথা নীতে তু বৈশাখে মেঘসংস্থে
দিবাকরে ২৬। অবস্থেয়ঞ্চ দেবানাং মহুয্যাণাং
তু কা কথা। অ্যহকেহস্তহিতে পশ্চাৎনিরাশা গিরি-
কন্তকা ২৭। তুকাং স্থিতাং তদা ভ্রাতাং তাং
দৃষ্টা হিমবান্ গিঃ। চকিতঃ স্বগৃহং নিষ্ঠে
দৌর্ত্যাং তাং পরিত্যজ্য চ ২৮। রূপোদাধ্য-
তান দৃষ্টা হরন্তেব মহাত্মনঃ। স এব মে পতি-
ভূমাদিত তন্নিষ্ঠমানসা ২৯। গঙ্গোপকূলমাপেদে
তপস্তপুঃ ধৃতব্রতা। নিবারিতাপি সা দেবী
পিত্রা মাত্রা স্বকৈর্জনৈঃ ৩০। অর্চয়ন্তী
মহালিঙ্গং নিরাহারা জটধরা। দিব্যবর্ষসহস্রাস্তে
প্রত্যক্ষোহভূমুহেশ্বরঃ ৩১। ভূত্বা বর্ণ্যপি

করে বৈশাখমাসে গঙ্গাশ্রান করত অশুশ্রয়ন-
নামক ব্রত আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ!
রতি অশুশ্রয়ন ব্রতের পুণ্যপ্রভাবে অপ্রতিহতবীৰ্য্য
কামকে সত্য নয়নগোচর করিলেন। পূর্বকল্পে
রতিপতি রাজা সুন্দরও ধর্মপরায়ণ ছিলেন, তিনি
বৈশাখমাসোক্ত ধর্মের আচরণ করেন নাই, এই
পাপে পরমাত্মার কুমার হইয়াও তাঁহাকে দেহ-
হীন হইতে হইয়াছে। দিবাকরের মেশরাষিতে গমন
কাল বৈশাখমাস বৃথা অতিবাহিত করিলে দেব-
গণেরও অবশ্যই হৃদশাস্ত্রাণ্ডি হয়, মহুয্যের কথা
আর কি কহিব? অনন্তর শব্দর অন্তহিত হইলে
গিরিকুমারী নিরাশা হইয়া তুকাভাব অবলম্বন
করিলেন। তখন হিমালয় কন্তাকে একান্ত বিভ্রান্ত
দেখিয়া সহর তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজালয়ে
চলিয়া গেলেন। গিরিজা মহাত্মা গিরিশের রূপ,
ঔদার্য্য ও গুণনিচয় পর্যালোচন করত তিনিই
আমার পতি হইবেন এইরূপে হিরসঙ্কল্প হইয়া
তাঁহাতে মন একান্ত স্থগু করিলেন এবং ব্রতধারণ-
পূর্বক গঙ্গার উপকূলে গমন করিয়া তপস্তা করিতে
লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার মাতা পিতা ও স্বজনগণ
তাঁহাকে তপস্তাধি নিষেধ করিলেও গৌরী নিরাহারা
ও জটধারিণী হইয়া মহালিঙ্গের অর্চনা করিতে
লাগিলেন। অনন্তর তপস্তায় দেবীর দিব্য সহস্র

সামাহে পর্ণশালামুখে বিভূঃ। গনিষ্ঠ-
মনসো দাঢ্যঃ বাকৈর্নানাবিধৈরপি ৩২। জাহ্নবা
বরাদয়ঃ ভদ্রে বরয়েতি মহাপ্রভুঃ। সা বরোহং
পতিং ক্রদ্রং স্বঃ ভবেতি বরাননা ৩৩। স তদৈব
বরং দত্ত্বা স্বধীন সন্মার সপ্ত চ। আজমুত্বেহপি
মুনয়ঃ স্থিতাঃ প্রাজলয়ঃ পুরঃ ৩৪। স্বধীনাঃ জাপ-
য়ামাস কন্তাং প্রভুঃ হিমালয়ম্। তথাপিষ্টা ভগবতা
কন্তার্থং হিমবদগৃহম্ ৩৫। প্রাপুর্বিহায়সা সর্কৈ
দ্যোত্যস্তো দিশো দশ। প্রত্যাঙ্গগাম স গিরিঃ
সপ্তৈতান্ ব্রহ্মবিস্তমান ৩৬। সম্পূজ্য বিধিবৎ
সর্কান সুখাসীনানপৃচ্ছত। ধন্তোহস্মি কৃতকৃত্যো-
হস্মি যদ্ববস্তো গৃহাগতাঃ ৩৭। ভবদাগমনং
মন্তে মম জন্মকলং স্থিতি। ন কৃত্যং বিদ্যাতেহস্মাভিঃ
পূর্ণার্থীনাং মহাত্মনাম্ ৩৮। তথাপি ক্রত কার্য্যং

বৎসর অতিবাহিত হইলে বিভূ মহেশ্বর সাং সময়ে
ব্রহ্মচারিবেশে তাঁহার পর্ণশালাসমীপে উপনীত হইয়া
তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শনদান করিলেন। অনন্তর শব্দর
তাঁহার পরীক্ষার্থ নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া
জানিলেন, উমার মন তাহাতে একান্ত দৃঢ় রহিয়াছে।
বিভূ ভূতপতি বরগ্রহণে তাঁহাকে আদরবতী জানিয়া
কহিলেন,—ভদ্রে! স্বর প্রার্থনা কর, বরাননা গৌরী
কদ্দৈরনিকট প্রার্থনা করিলেন,—আপনি আমার পতি
হউন। ১৭—৩৩। ক্রদ্রও “তাহাই হউক” বলিয়া গৌরীর
বাক্যে অঙ্গীকারপূর্বক সপ্তধিগণকে স্মরণ করিলেন।
অনন্তর সপ্তধিগণ অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক শিবসমীপে
দণ্ডায়মান হইলে শিব তাঁহাদিগকে বলিলেন,—আপ-
নারা হিমালয়ের আলয়ে গমনপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা
করুন, তিনি কোন্ পাত্রে তদীয় কন্তা অর্পণ করি-
বেন। অনন্তর দেবদেব কর্তৃক অদিষ্ট কন্তাপ্রার্থী
সপ্তধিগণ দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া আকাশপথে
বিচরণ করত হিমালয়ের গৃহে গমন করিলেন।
হিমালয় ব্রহ্মবিহ্বরেণ্যে সপ্তধিগণকে গৃহাগত
দেখিয়া তাঁহাদের প্রত্যাগমনপূর্বক যথাবিধি পূজা
করিলেন। অনন্তর তাঁহারা মুখে সমাসীন হইলে
হিমালয় বলিলে লাগিলেন,—আপনারা আমার
গৃহে সমাগত হইয়াছেন, অতএব আমি ধন্ত ও
কৃতকৃত্য হইলাম। আপনাদের আগমনে আমার
জন্ম সার্থক বলিয়া মনে হইতেছে। আপ-
নারা মহাত্মা, আপনাদের নিখিল প্রয়োজন
পূর্ণ হইয়াছে; আপনাদের আগমনে আমি
আমারও নিখিল ক্রিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইব। যদিও

যো যৎ কৰ্তব্যং যয়াধুনা। ইত্যুক্তান্তে তথা
প্রৌঢ়হিমবতঃ মহাগিরিঃ ॥ ৩৯ ॥ অয়া স্বসদৃশঃ
বাক্যবৃত্তঃ গিরিপতে দৃঢ়ম্। অশ্রদাগমনে হেতুঃ
বক্ষ্যামস্তে মহোদয়ে ॥ ৪০ ॥ কস্তা তে পার্শ্বতীনাম
পূৰ্বঃ দক্ষাঙ্গজা সতী। জাতা তব কুমারী য়া
যজ্ঞে 'ত্যক্তকলেবরা ॥ ৪১ ॥ অস্তাঃ পানিগ্রহে
দক্ষঃ শত্ৰুনাং জগদ্রয়ে। দেয়া সা শত্ৰবে দেবী
ভবতানন্ত্যমিচ্ছতা ॥ ৪২ ॥ পূৰ্বজন্মসহশ্ৰেষু ভবতা
স্মৃতং কৃতম্। ইদানীং তব দিষ্ট্য তু পারিপাক-
স্থাগতম্ ॥ ৪৩ ॥ তেবাং তদচনং ঋত্বা সংহৃষ্টায়া
মহাগিরিঃ। ব্যাজহার পুনৰ্ভাক্যং পুত্রী বকল-
ধারিণী ॥ ৪৪ ॥ গঙ্গাতীরে নিরাহারা তপস্তপতি
হুতরম্। কাঙ্ক্ষমাণা পতিং শত্ৰুং তস্তা ইষ্টমিদং
ষিতি ॥ ৪৫ ॥ দত্তা কস্তা যয়া তস্মৈ ত্রাঙ্কায়

আপনারা পূৰ্ণকাম, তথাপি আমার প্রতি আদেশ
করুন, আমি আজ আপনাদের কি প্রিয় কার্যের
অনুষ্ঠান করিব? অনন্তর গিরিরাজ কর্তৃক
প্রার্থিত হইয়া সপ্তবিগণ তাঁহাকে বলিতে লাগি-
লেন;—হে গিরিরাজ! এই বাক্য তোমার মত
ব্যক্তির উপযুক্তই হইয়াছে, সন্দেহ নাই, এক্ষণে
আমাদিগের আগমনকারণ বর্ণন করিতেছি,
আমাদের বাক্য অবশ্যই তোমার মঙ্গলাবহ হইবে।
তোমার কস্তা পার্শ্বতী পূর্বে দক্ষশূতা সতী ছিলেন,
তিনি দক্ষযজ্ঞে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভোমার
কুমারীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার
পানিগ্রহণে শূলপাণি শত্ৰুই একমাত্র উপযুক্ত
পাত্র; ত্রিজগতে তাঁহার অম্লরূপ বর আর নাই।
যদি অনন্ত পুণ্য কামনা কর, তবে তুমি দেবী
গৌরীকে হরের করে অর্পণ কর। হে পর্বত-
রাজ! তুমি সহস্র সহস্র অতীত জন্মে যে অনন্ত
স্মৃত সঞ্চয় করিয়াছিলে, তোমার ভাগ্যবলে সেই
পুণ্যের পরিণাম আজ উপনীত হইল। মহাগিরি
হিমালয় সপ্তবিগণের মুখে এবং বিধ অতীষ্ট বাক্য
শ্রবণ করিয়া পরম হুঃস্থ হইলেন এবং তাঁহাদিগকে
পূনরায় বলিতে লাগিলেন;—আমার কস্তা বকল-
ধারিণী ও নিরাহারা হইয়া গঙ্গাতীরে হুতর তপস্তা
করিতেছে; পত্নীপতিকে পতি পাওয়াই তাহার
উপভোগ কামনা। অতএব আপনাদিগের বাক্য যে
কেবল আমারই ইষ্ট তাহা নহে, এই বাক্য তাহারও
অতীষ্ট। আমি মহাশক্তি ত্রিলোচনকে আমার
পুত্রী দান করিব, যে স্থানে স্থাপু বিরাজমান, আপ-

মহাশক্তির শীর্ষঃ গঙ্গা ভবন্তঃ যত্র শত্ৰুর্ভাক্ষতঃ ॥
৪৬ ॥ ত্রীত্যা হিমবতা দত্তাঃ পুত্রাণেতি নিবেদ্য চ।
ভবন্ত এব কুরুন্ত চৈতৈববাহিকীঃ ক্রিয়াম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্তান্তে হিমবতা তমাম্র্য শিবং যযুঃ। লক্ষ্মাদ্যা
যোষিতঃ সর্বা বিষ্ণাদ্যা দেবতা অপি ॥ ৪৮ ॥
যগ্নাতরোহণ মুনয়ো জষ্টুং জম্বুর্দ্বীপসবম্। শিবঃ
সর্গামরগণৈর্নুনিভির্নাত্তিস্থতা ॥ ৪৯ ॥ অধিতো
বৃষভাক্রুতঃ প্রমথানাং গণৈর্হুতঃ। ভেরীশঙ্খমুদজাদৈঃ
কাহলীপটহাদিতৈঃ ॥ ৫০ ॥ ত্র্যম্বকোবৈবদিতিস্ত
প্রাশিক্রিমবৎপুত্রীম্। স্মৃষ্টোত্তমঃ শুভে লগ্নে শুভ-
গ্রহনিরীকিতে ॥ ৫১ ॥ বিবাহমকরোচ্ছিন্নঃ
প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রনা। মহোৎসবস্তদা চাসীত্লিলোকাং
প্রাণিনাং নৃপ ॥ ৫২ ॥ মহোৎসবে নিবৃন্তে তু শত্ৰুরো-
লোকশত্ৰবঃ। রেমে স্বচ্ছন্দয়া দেব্যা লোকধর্ম্মানমু-
ব্রতঃ ॥ ৫৩ ॥ ঋক্ষিমক্ষিমবদোহে দেবেশ্চভবনোপমে।

নারা সত্বর তথায় গমন করুন এবং তাঁহাকে বলুন
যে “হিমবান্ ত্রীতমেনে আপনাকে তাঁহার কস্তা
দান করিবেন। আপনি গ্রহণ করুন।” তাঁহাকে
এইরূপ নিবেদন করিয়া আপনারা স্বয়ংই বৈবা-
হিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করুন ॥ ৩৪—৪৭ ॥ গিরিরাজ-
হিমবান্ সপ্তবিগণের সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিলে
তাঁহারা গিরিরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় গ্রহণ-
পূর্বক শিবসমীপে গমন করিলেন। অনন্তর
শিবের বিবাহবার্তা পাইয়া রমা প্রভৃতি সুররমণী,
বিষ্ণুপ্রমুখ দেবগণ, অরুন্ধতী বাতীত সপ্তবিগণী
এবং মুনিনিচয় ইহারা সকলেই সেই উৎসব দর্শনে
আগমন করিলেন। অনন্তর শিব বিবাহার্থ যাত্রা
করিয়া বৃষে আরোহণ করিলেন, নিখিল দেব, মুনি-
গণ ও সপ্তবিগণেরা তাঁহার সহিত মিলিত হই-
লেন এবং প্রমথগণ তাঁহাদের অনুগমন করিল।
তখন ভেরী, শঙ্খ, মুদ্র, কাহল ও পটহাদি
বাদ্য বাজিয়া উঠিল; চারাদিকে বেদধ্বনি উৎখত
হইল এবং বন্দিগণ ভটিগাথা কীর্তন করিতে
লাগিল। ত্রিপুরারি এইরূপে গিরিপু্রে প্রবেশ
করিলেন। অনন্তর শুভমুহুর্তে শুভগ্রহগণ কর্তৃক
নিরীকিত শুভলগ্নে কৈলাসপতি হৃষ্টাঙ্কুরণে
পার্বতীর পাণি গ্রহণ করিলেন। হে নৃপ! এই
শিববিবাহ ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণের একটা মহা
উৎসবরূপে পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর বিবাহ-
উৎসব নিবৃত্ত হইলে লোকশত্ৰবঃ শত্ৰবঃ লোকধর্ম্ম-
উদ্যানভীতিতে অম্লভূত হইয়া দেবীর সহিত

শরদ্যা নন্দিনীতীরে বনরাজি শরদাঃ ৥৫৪৥ মন্ডালি
বিজয়সাদময়রবমতিতে । দিব্যবর্ষসহস্রাণি রেমে
বহুদয়া বিভুঃ ৥ ৫৬ ৥ শ্রীণামিস্তবরাভাবান্তিম্ন
কালে নৃপোত্তম । পুংসঃ সঙ্গাৎ পুনর্গর্ভে নারীণাং
স্ববতি এবম্ ৥ ৫৭ ৥ প্রত্যহং রমণাদেব্যাং
নাভুগর্ভে হরাবত । দেবানামভবচ্ছিত্তা পুত্রা-
লাভাধরাধিতোঃ ৥ ৫৮ ৥ সর্বো সঙ্গত্য সম্রাটঃ
মিথ এবং বভাষিরে । কামীবাভুজতো নিত্যং সন্তো
দেব্যা হরঃ স্বরাট ৥ ৫৯ ৥ নান্মাকং সিধ্যতে কার্য্যং
নিত্যং গর্ভস্ত সংস্বাৎ । পুনা রতির্ধা নাভুজা-
স্তাভির্ধীয়তাম্ ৥ ৬০ ৥ মিথ এবম্ সন্তাষ্য
বাচিন্ কণমজ তে । অগ্নিঃ কৃত্যে
বিনিশ্চিত্য হ্যচুর্মানপুরঃসরম্ ৥ ৬১ ৥ অগ্নে মুখং

স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন । নন্দিনী-
তটে বনরাজিবিরাজিত দেবেস্তবনোপম হিমা-
লয়ের সমদ্র গৃহ; ঐ গৃহ মন্ত মধুকরনিকর, মধুর-
বাক কোকিলাদি বিহগকুল ও উচ্চনাদকারী ময়ূর-
গণে মণ্ডিত । বিষ্ণু শঙ্কর তথায় গিরিজার সহিত
দিব্য সহস্র বৎসর বিহার করিলেন । হে নৃপো-
ত্তম । নারীগণের গর্ভ ধারণ বিষয়ে শচীপতির
একটা অভিপায়বানী শ্রুত হয়; তিনি অভিপায়
প্রদান করেন যে, নারীদিগের গর্ভ সঞ্চিত হইলে
যদি পুনরায় পুরুষসংসর্গ ঘটে, তবে সেই গর্ভ
স্বাভিত হইবে; অতঃ হরের রমণসময়ে তাহাই
ঘটিয়াছিল । তিনি প্রতিদিনই রমণ করিতেন,
ইহাতে পূর্বেদিনের সঞ্চিত গর্ভ নষ্ট হইতে লাগিল,
সুতরাং দেবীর গর্ভ আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না ।
দেবীর গর্ভে বিষ্ণু ভূতপতির তনয় জন্মিল না
দেখিয়া দেবগণ চিন্তিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই
একত্র মিলিত হইয়া সম্যক্ গম্ভাণপূর্বক পরস্পর
এইরূপ বলিতে লাগিলেন । তাঁহারা বলিলেন,—
স্বরাট শঙ্কর অত্যন্ত কামক ব্যক্তির স্থায় সুরত
ব্যাপারে দেবীর প্রতি সতত আসক্ত হইয়াছেন;
অতএব নিত্য গর্ভস্রাব হওয়ায় আমাদের কার্য্য-
সিদ্ধি হইবে না; পুনরায় ভূতপতির যাহাতে রতি
উৎপত্তি না হয়, একত্রে আমাদের তাহাই কর্তব্য ।
তাঁহারা কিছুকণ পরস্পর এইরূপ আলাপ করিয়া
কোন দেব এই কার্য্যে দক্ষ, এইরূপ অবেষণ
করিতে করিতে শেষে অগ্নিকে এই কার্য্য সাধনে
নিপুণ মনে করিয়া তাঁহাকে সম্মানপূর্বক বলিতে
লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—হে অগ্নি ! আপনি

স্বঃ দেবানাং স্বঃ বহুর্গতিরেব চ । ইদানীমপি
গচ্ছ স্বঃ রমতে যত্র বৈ হরঃ ৥ ৬২ ৥
রত্যন্তে দর্শয়াত্মানং পুনরতির্ধা ন বৈ । স্বাঃ
দৃষ্টা ত্রীড়িতা দেবী ততশ্চাপসরেদ এবম্ ৥ ৬৩ ৥
শিবো ভূবা তু রত্যন্তে পৃচ্ছ তৎস্বঃ স্বরাস্তকম্ ।
তৎস্বঃ স্বরাস্তকম্ কালং বহু নয় প্রভো ৥ ৬৪ ৥
বহুকালে গতে দেবী কুমারঃ প্রসবিষ্যতি । দেবৈ-
রেবং প্রার্থিতোহগ্নিরোমিত্যুক্তা হরঃ স্বর্যো ৥ ৬৫ ৥
বীৰ্য্যোৎসর্গাৎ পূর্বমেব গতো বহুী রত্যন্তরে ।
তং দৃষ্টা ত্রীড়িতা দেবী বিবস্ত্রা বিমনা স্বর্যো ৥ ৬৬ ৥
রতিং বিহায় স্বরয়া ততো ক্রদোহতিকোপিতঃ ।
বহ্নিঃ প্রাহ গৃহাণেদমভিসৃষ্টং তু হৃদয়তে ৥ ৬৭ ৥
মদীর্ঘাঃ হৃঃসহঃ পাপ রতো বিস্ময়াভবৎ ।
উৎসৃজামি চ মদীর্ঘাঃ স্বরূথে হব্যবাহন ৥ ৬৮ ৥
ইত্যুক্তোৎসৃষ্টবান বীর্ঘাঃ হব্যবাহমুখে হরঃ ।

দেবগণের মুখ, দেবগণ আপনার মুখেই আশ্রিত
ভক্ষণ করেন, এবং আপনি দেবতাদিগের সুরত ও
গতি; যে স্থানে হর গৌরীর সহিত সুরতব্যাপারে
রত, আপনি এখনই তথায় গমন করুন । আপনি
তথায় উপনীত হইয়া সুরতাবসানে তাঁহাদের প্রত্যক্ষ-
গোচর হইবেন । এইরূপ করিলে পুনরায় হরের
রতিভাবের উদয় হইবে না, আর নিশ্চয়ই দেবীও
আপনাকে অবলোকন করিয়া লজ্জাবশত তথা
হইতে চলিয়া যাইবেন । কেবল ইহাই নহে, রতির
অবসানে আপনি শিবের শিষ্য হইয়া সেই কামা-
কারীর নিকট তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিবেন । হে প্রভো !
তত্ত্বজিজ্ঞাসাচ্ছলে আপনি তাঁহার বহুকাল অপ-
নয়ন করুন । এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে
দেবী পার্শ্বভীও কুমার প্রসব করিবেন । দেবগণ
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি “ওম্” শব্দ উচ্চারণপূর্বক
তাঁহাদের বাক্য অঙ্গীকার করত শিবসমীপে
উপনীত হইলেন । অগ্নি হরের রতির অবসানে ।
বীর্ঘাত্যাগের পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইলেন ।
৪৮—৬৪ । অগ্নিকে অবলোকন করিয়া দেবী বিমনা
ও বিবস্ত্রা হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন । অনন্তর
রতিভঙ্গে ক্রদ ক্রদ হইয়া অগ্নিকে কহিলেন,—হে
হৃদয়তে । আমি এই বীর্ঘাত্যাগ করিলাম, এক্ষণে
তুমি ইহা গ্রহণ কর । অরে পাপ । তুমি আমার এই
সুরত কার্য্যে বিস্ম উৎপাদন করিয়াছিস; যে হব্য-
বাহন । আমার এই হৃঃসহ বীর্ঘ তোমারই মুখে

তদ্বদা দহমানঃ সন্ সোদরে বীৰ্যমুৎসবম্ ॥ ৬৮ ॥
 চিত্তরানো যথৌ ধাম দেবানাং যজ্ঞপুরুষঃ । কথঞ্চিৎ
 প্রাপতো যুক্তো দেবেভ্যস্তদ্যবেদয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ দেবা
 বহীরিতঃ ক্রবঃ হর্বশোকৌ সমাযুঃ । স্থিতঃ
 বীৰ্যমিতি ক্লান্তঃ কথং তু প্রসবো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥
 ইতি কথং তদা চাসীদকৈঃ কুরুকৌ তু শান্তবম্ ।
 ববুধে তেজ আকিঞ্চং দশ মাসা গতাস্তদা ॥ ৭১ ॥
 নাপশ্যৎ প্রসবোপায়ং বহুতঃখপবায়ণঃ । দেবান
 বৈ শরণং প্রাপ গর্ভমোচনহেতবে ॥ ৭২ ॥ তে
 দেবা বহিনা সাকং প্রাপুর্গজাং যশস্বিনীম্ । গজাং
 জোজ্ঞেয়ং তে জহা প্রার্থয়ামানুরজসা ॥ ৭৩ ॥ স্বং
 মাতা সর্ষদেবানাং তমেব জগতাং পতিঃ । দেবতার্থং
 তু স্বং ভদ্রে ধৎস তেজস্ত শান্তবম্ ॥ ৭৪ ॥
 তদ্বহের্মর্জিতে গর্ভৌ নাস্তীহাং প্রভবোহস্ম চ ।
 তদ্বাদেনং চ নঃ সর্ষান্ সমুদ্রব দয়াং কুরু ॥ ৭৫ ॥

পরিভাগ কবিলাম । অনন্তর হব এইরূপ বলিয়া
 হতাশনের মুখে সেই বীৰ্য্যত্যাগ কবিলেন । যজ্ঞ-
 পুরুষ সেই হতাশন তেজোময় হববীৰ্য্য উদবে
 ধারণপূর্বক দহমান হইয়া চিন্তা করিতে করিতে
 সুরপুরে গমন করিলেন । মৃতকল্প হতাশন অতি-
 কষ্টে দেবগণের নিকট তাঁহার এই দশা নিবেদন
 করিলেন । অগ্নির এই কথা শুনিয়া সুরগণের
 সুৎপৎ হর্ব ও বিবাদ সমুৎপন্ন হইল, দেবগণ
 বীৰ্য্য রক্ষিত হইল মনে করিয়া একবাব
 আক্লাদিত ; কিন্তু পুরুষের উদরে গর্ভ, কিরূপে
 ইহা প্রসব হইবে, এই সকল ভাবিয়া দুঃখিত হই-
 লেন । তখন অগ্নির উদরে শঙ্কবনিকিঞ্চ তেজ
 বুদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে দশ মাস অতীত হইল,
 সুরগণ প্রসবের উপায় দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত
 ব্যাধত হইলেন । অনন্তর বহি গর্ভমোচন কামনায়
 সুরগণের শরণাপন্ন হইলে দেবগণ বহির সহিত
 যশস্বিনী জাহ্নবীর নিকট গমন করিলেন, এবং
 তাঁহার বিবিধ ভূতিবাক্যে গজার স্তব করিতে
 লাগিলেন । দেবগণ বলিলেন,—আপনি দেবগণের
 মাতা, ত্রিজগতের রক্ষাভার আপনার উপর
 ভার ; যে ভদ্রে ! দেবতাদিগের হিতকামনায়
 আপনি শত্ৰুর তেজ ধারণ করুন । সম্প্রতি
 হতাশনের উদরে সেই গর্ভ বদ্ধিত হইয়াছে,
 কিন্তু হতাশন পুরুষ, অতএব তিনি প্রসব
 করিতে পারিতেছেন না । আপনি রূপাপূর্বক
 এই গর্ভধারণ করিয়া আমাদিগকে ও হতাশনকে

ইত্যেবং প্রার্থিতা দেবী তথাশ্রুতি বচোহব্রবীৎ ।
 দেবাত্ত বহুরে প্রাহর্বজঃ গর্ভবিমোচনম্ ॥ ৭৬ ॥
 ভয়দ্রাদগর্ভমাক্রব্য ব্যস্রজক্রব্যবাহনঃ । গজায়াং
 শান্তবং তেজো ভাবল্লৌকসুহঃসহম্ ॥ ৭৭ ॥
 সা চোদা কতিচিয়াসায় শশাক ততঃ পরম্ ।
 নিমজ্জলা তৎপ্রভাবেণ ক্ষুটদ্রক্তকলেবরা ॥ ৭৮ ॥
 বহুতঃখাকুলা দেবী পাতিব্রত্যপ্রভাবতঃ । উজ্জহার
 সোদরস্বং গর্ভং লৌকৈকপাবনী ॥ ৭৯ ॥ শরকাণ্ডে
 তু চিক্কেপ দহমানং সমস্ততঃ । শারকাণ্ডে
 সস্তিন্নঃ ষোঢ়া ভিন্নো বভূব হ ॥ ৮০ ॥ যটুকৃষ্ণিবাঃ
 সমাজগ্নুর্জ্ঞাণা চোদিতাস্তদা । শারকাণ্ডে বিনির্ভিন্ন
 ষোঢ়া সক্রায শান্তবম্ ॥ ৮১ ॥ যগুখং পুরুষং ক্রব্যা
 ব্রকেদেহমিতি ক্ষুটম্ । কৃত্তিকা বিধিনাজ্ঞপ্তান্তঃ তথা
 চক্রিবে দৃঢ়ম্ ॥ ৮২ ॥ তদেহং পুরুষাকারং যগুখং
 শবকাণ্ডগম্ । অরক্ষ্যমাণমেবাসৌচ্ছবকাণ্ডে বৈ
 চিবম্ ॥ ৮৩ ॥ একদা যুযভাকটো পার্শ্বতীপবমে-
 শ্ববো । শ্রীশৈলং গম্ভূমনসৌ তৎস্থলং পবিজগ্নাতুঃ ॥

রক্ষা করুন । দেবী গজা দেবগণ কর্তৃক এইরূপে
 প্রার্থিত হইয়া “তাহাই হউক” এই বাক্য বলিলেন ।
 দেবগণও তখন হব্যবাহনকে গর্ভবিমোচনমন্ত্র
 প্রদান করিলেন । হতাশন মন্ত্রলাভ করিয়া সেই
 মন্ত্রপ্রভাবে তেজস্বীদিগেরও সূহঃসহ শিবতেজ
 আকর্ষণপূর্বক জাহ্নবীজলে বিসর্জন করিলেন ।
 জাহ্নবী সেই তেজ কতিপয় মাস ধারণ করিয়া
 অনন্তর আর সহ করিতে পারিলেন না, সেই বীৰ্য্য-
 প্রভাবে জাহ্নবীজল শুকহইয়া গেল এবং তাঁহার
 কলেবর পাট লোহিতবর্ণ ধারণ করিল । লোক-
 পাবনী গজা পাতিব্রত্যা হেতু অত স্ত দুঃখাকুল হই-
 লেন, তিনি স্বীয় উদরস্থ গর্ভ বাহির করিয়া শরবণে
 নিক্ষেপ কবিলেন । সেই হেতু তখন দিক্ সকল
 দহমান হইল এবং শরকাণ্ডে বিভিন্ন হইয়া সেই
 শিবতেজ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল । তখন
 ব্রহ্মার প্রেবিত যট কৃত্তিকা তথায় অগমনপূর্বক
 শরকাণ্ডে বিভিন্ন সেই ছয় ভাগ শিবতেজ একত্র
 করিয়া সেই তেজ যগুখাকৃতি একদেহবিশিষ্ট সুন্দর
 এক পুরুষরূপে পরিণত করিলেন । অনন্তর কৃত্তিকাগণ
 যগুখাকৃতি পুরুষাকার সেই শবকাণ্ডস্থিত পুরুষের
 রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়া বিগাতা কর্তৃক আদিষ্ট
 হইয়াই তাঁহার অঙ্গ দৃঢ় করিয়া দিল । যজ্ঞানন
 অরক্ষ্যমাণ হইয়া সেই শরকাণ্ডে দীর্ঘকাল বাসকরি-
 লেন ॥ ৬৫—৮৩ ॥ অনন্তর এক সময়ে শত্ৰু ও শত্ৰুর

৮৪ । তদসীং পার্বতী দেবী সদ্যঃ কৃতপয়োধরা ।
বিস্মিতা চাবদকৃৎস্নঃ স্মৃতৌ কস্মাৎ পয়োধরৌ ॥
৮৫ । কারণং ক্রহি বিশ্বাস্মিত্যুক্তং হরোহরবীৎ ।
শুশ্রু দেবি প্রবক্ষ্যামি পুত্রোহধোবর্ততে তব ॥ ৮৬ ॥
অসি বীৰ্য্যমহুংসুঃ প্রাগেবাগাকবির্ভঃ । তং দৃষ্ট্বা
ত্রীড়িতা হং বৈ প্রবিষ্টা চ স্বলাস্তরম্ ॥ ৮৭ ॥ ময়া
কোপাঘহিমুখে বিসৃষ্টং বীৰ্য্যমুদ্রম্ । দেবানাঞ্চ
প্রসাদেন গঙ্গায়াঃ ব্যসৃজদ্বিত্বঃ ॥ ৮৮ ॥ গঙ্গা চ
দহমানা সা ব্যক্টিপচ্চ শরাস্তরম্ । তত্র যোতাপ্র-
তিমন্ত মাতৃভিষ্চ দৃঢ়ীকৃতম্ ॥ ৮৯ ॥ পুরুষাকৃতি-
মাপেদে তং দৃষ্ট্বা তে স্তনৌ স্মৃতৌ । পালনীয়াং মহা-
বীৰ্য্যং বিষ্ণুনা সমবিক্রমম্ ॥ ৯০ ॥ অয়মেবৌরসঃ
পুত্রস্তব ভাতি বিনিশ্চিতম্ । তস্মাদগৃহাণ শীঘ্রং হং
তেনাপ্যাত্তিরতীব তে ॥ ৯১ ॥ ইত্যাক্তপ্তা শমুনা

বৃষভারোহণে কৈলাসশৈলে গমন করিলে পথক্রমে
সেই শরবণ সমীপে উপনীত হন । তখন পার্বতীর
পয়োধর হইতে স্তম্ভ করিত হইতে থাকে । শঙ্করী
তখন বিস্মিতা হইয়া মহেশসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন,
আমার পয়োধরদ্বয় হইতে কেন স্তম্ভ করিত হই-
তেছে? হে বিশ্বাস্মন! ইহার কারণ বলুন । হর
গৌরী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন;—হে
দেবি! এ বিষয়ে বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই
শরবণে তোমার একটা নিষ্কলঙ্ক পুত্র আছে; আমি
তোমার সহিত সুরতব্যাপারে রত হইলে আমার
বীৰ্য্যত্যাগের পূর্বেই ত্রীশন তথায় আসিয়া উপ-
নীত হন । তুমি তাঁহাকে দেখিয়াই লজ্জাবশত স্থানা-
ন্তরে চলিয়া গিয়াছিলে; আমি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া
তাহার মুখে মদীয় তেজোময় বীৰ্য্য বিসর্জন কর ।
হব্যবাহন দেবগণের অগ্নুগ্রহে সেই তেজ জাহ্নবীর
উদরে নিক্ষেপ করে, তারপর জাহ্নবীও দহমানা
হইয়া সেই বীৰ্য্য শরবণে পরিত্যাগ করিয়া
ছেন । অনন্তর শরবণে সেই তেজ ছয় ভাগে
বিভক্ত হইলে । ষট্‌কৃত্তিকা তথায় আগমনপূর্ব্বক
ষড়্‌ধা বিভক্ত সেই তেজ একত্র করিয়া তাহার
দৃঢ়তা সম্পাদন করেন । অনন্তর সেই তেজ
পুরুষাকৃতি ধারণ করে । হে প্রিয়ে! এক্ষণে সেই
পুরুষকে দেখিয়াই তোমার পয়োধর হইতে স্তম্ভ
করিত হইতেছে । এই বিষ্ণুসমধিক্রম মহাবীৰ্য্য
তনয়কে তোমার পালন করা উচিত হইতেছে ।
আমার ঔরসজাত এই তনয় তোমার পুত্ররূপে প্রাতি-
ভাত হইতেছে, সন্দেহনাই । অতএব তুমি সহর

সা তমাদাদ্যর্চকং কৃতম্ । অক্সমারোপ্য তং দেবী
পায়য়ামাস সা স্তনৌ ॥ ৯২ ॥ দেবেন মোহিতা দেবী
পুত্রেন্নেহপরাভবৎ । পুনঃ কৈলাসমগমৎ প্রভুণা
সহ শঙ্করী ॥ ৯৩ ॥ লালয়ন্তী স্মৃতং দেবী সন্তোষং
পরমং যযৌ । এবং কুমারজননং বর্ণিতস্তে ময়া কৃতম্ ।
য ইদং শৃণুয়াসিত্যং কুমারজননং শুভম্ । পুত্র-
পৌত্রাভির্ভূক্তিং তু লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯৪ ॥
মহদুৎকঃ তু জননে হরস্তাপি যতোহভবৎ ।
শ্রীত্যানুক্রমতবৈশাখধর্ম্মোহপ্যপ্রতিমো ভবেৎ ॥ ৯৫ ॥
তস্মাদৈশাখধর্ম্মো হি সর্গাঘোষবিনাশনঃ । অবৈধব্য-
প্রদঃ পুণ্যঃ সর্গসম্পদবিধায়কঃ ॥ ৯৬ ॥ অনক্সোহপি
হি সাক্ষ্যং যৎপ্রভাবাৎ সমাপ্তবান্ । অগ্নাস্থা চাপ্য-
দরা চ বৈশাখো যস্ত বৈ গতঃ ॥ ৯৭ ॥ অপি ধর্ম্ম-
কৃতো বাপি ভবেদুৎকঃপরম্পরা । সর্গধর্ম্মো হিতঃ
স্তাচ্চ যদ্যেকোহয়মবুষ্ঠিতঃ ॥ ৯৮ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদাশ্রমীষসংবাদে কুমারোৎপত্তি-
কথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ইহাকে গ্রহণ কর, এই তনয় দ্বারা তোমার অত্যন্ত
বিখ্যাতি হইবে । ৮৪—৯১ । অনন্তর দেবী পার্বতী
শমুর আদেশে সেই কুমারকে সহর গ্রহণ করিলেন
এবং ক্রোড়ে আরোপিত করিয়া স্তম্ভপান করাইতে
লাগিলেন । স্বামীর মুখে এই উপাখ্যান শ্রবণে
বিস্মিতা ও পুত্রেন্নেহপরায়া দেবী শঙ্করী শঙ্ক-
রের সহিত কৈলাসশৈলে গমন করিলেন এবং
সেই সন্তানের লালনপালন করিয়া পরম হৃষ্ট
হইলেন । হে রাজন! এই আমি তোমার নিকট
অদ্বুত কুমারজন্ম বর্ণন করলাম । এই কুমার-
জননে ত্রিলোচনের অত্যন্ত ক্রেশ হইয়াছিল;
অতএব যে মানব কুমারজন্মের এই শুভ বৃত্তান্ত
সতত শ্রবণ করে, তাহার পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি হয়
সংশয় নাই । এই বৈশাখধর্ম্ম সর্গপাপনাশন ।
অতএব যে নর শ্রীতি সহকারে বারংবার এই
বৈশাখধর্ম্ম শ্রবণ করে, সে লোকে অপ্রতিম
হয় । অতএব বৈশাখধর্ম্ম—অবৈধব্যপ্রদ, সর্গ-
সম্পদবিধায়ক; এবং এই বৈশাখধর্ম্মপ্রভাবে
অনঙ্গ ও অঙ্গযুক্ত হইয়াছিলেন । বিনাদানে ও
বিনাস্তানে যে মানবের বৈশাখ মাস আতি-
বাহিত হয়, ধার্ম্মিক হইলেও তাহার হৃৎপর-
স্পরাপ্রাপ্তি ঘটে । যে মানব একমাত্র বৈশাখ-

দশমোহধ্যায়ঃ ।

মৈথিল উবাচ । যৎকামপত্নীচরিতমশুশ্রয়ন-
ব্রতম্ । দেবোপদিষ্টং তন্ত্ৰাস্ত বিধানং ব্রহ্মি ভূম্বর ।
১। কিং দানং কো বিধিস্তন্ত পূজনং কিং কলং তথা ।
এতদাচক্ষুঃ কুদৈব শ্রোতুং কৌতুহলং হি মে ॥ ২ ॥
ঋতদেব উবাচ । শৃণু ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ব্রতং পাপ-
প্রণাশনম্ । অশুশ্রয়নং নাম রমায়ৈ হবিণো-
দিতম্ ॥ ৩ ॥ যেন চীর্ণে ন দেবেশো জীমূতাভঃ
প্রসীদতি । লক্ষ্মীভর্তা জগন্নাথঃ সমস্তাঘোষ-
নাশনঃ ॥ ৪ ॥ অকুহা যাতুদং রাজন ব্রতং
পাতকনাশনম্ । গার্হস্থমমুভ্যেত তন্ত্ৰেদং নিফলং
ভবেৎ ॥ ৫ ॥ শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু দ্বিতীয়ায়াং
মহীপতে । অশুশ্রয়নাথ্যং তদগ্রাহ্যং ব্রতমমুভ্যমম্ ॥
৬ ॥ চাতুর্থায়ে তু সম্প্রাপ্তে হবিষ্যাশী ভবেন্নরঃ ।

অতএব অনুষ্ঠান কবে, তাহার নিখিল ধর্ম্মই
সাধিত হয় । ১২—১৯ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম অধ্যায় ।

মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্র ।
দেবগণ কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া কামপত্নী রতি যে
অশুশ্রয়ন ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে
সেই ব্রতবিধান বর্ণন করুন । হে ভূদেব । এই
ব্রতের কি দান, বিধি কিরূপ ও কোন দেবের পূজা
করিতে হয় এবং এই ব্রতের বিকল্প ফললাভ
হয়? এই সকল আমার নিকট কীর্তন করুন ।
এই সমস্ত শুনিবার জন্য আমার অন্তঃ কু-
হল হইতেছে । ঋতদেব উত্তর করিলেন,—হে
রাজন । পুনরায় শ্রবণ কর, এই অশুশ্রয়ন পা-
প্রাশন ব্রত—হরি রমায় নিকট বর্ণন কবেন । হে
রাজন । যে ব্রতের আচরণে দেবেশ নীরদ
শ্রাম লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতি প্রসন্ন হইয়া পাপ
বিনষ্ট করেন, যে মানক সেই পাপনাশন অশুশ্র-
য়ন ব্রতের অনুষ্ঠান না করিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মে
প্রবর্তিত হয়, তাহার সকল ক্রিয়াই নিফল
হইয়া থাকে । এক্ষণে বিধান বলিতেছি,—হে
মহীপতে । শ্রাবণমাসের শুক্লদ্বিতীয়ায় অনুভূতম
অশুশ্রয়ন ব্রত আরম্ভ করিতে হয় । অনন্তর
চাতুর্থায়ে ব্রতকাল উপস্থিত হইলে মানব হবি-

চতুর্ভিঃ পারণং মাসৈঃ সম্যগুনিশ্চাদ্যতে ব্রতো ॥ ৭ ॥
লক্ষ্মীযুক্তো জগন্নাথঃ পূজনীয়ো জনাধিনঃ । পারণে
দিবসে প্রাপ্তে ভক্ষ্যত্বৈব চতুর্ভিধম্ ॥ ৮ ॥ উপায়নঞ্চ
দাতব্যং ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে । সৌবর্ণীং রাজতীং
চাপি মূর্তিঃ কুর্ধ্যান্ননোরমাম্ ॥ ৯ ॥ পীতাম্বরধরাং
দিব্যাং বনমালাবিভূষিতাম্ । শুক্লপুষ্পৈঃ সুগন্ধৈশ্চ
পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১০ ॥ শয্যাদানৈকস্বদানৈ-
কিপ্রাণাং ভোজনৈস্তথা । দম্পত্যোভৌজনৈশ্চৈব
দক্ষিণাভিঃ প্রপূজয়েৎ ॥ ১১ ॥ এবং তু চতুরো
মাসান্ পূজয়িত্ব জনাধিনম্ । মার্গশীর্ষাদিমাসেষু পূজ-
য়েৎ পূর্ববদ্বিধম্ ॥ ১২ ॥ বক্তবর্ণং হবিং ধ্যায়ে-
জ্জল্লগ্নীসহিতং তথা । চৈত্রাদীংশ্চতুর্ভো মাসানেবং
সম্পূজয়েত্ততঃ ॥ ১৩ ॥ ভূম্যা সহ স্থিতং দেবমর্চ-
য়েত্তত্তি পূর্বকম্ । সনন্দনাদৌর্মূর্তিভিঃ স্তুষ্যমানমকম্ম-
বম্ ॥ ১৪ ॥ আষাঢ়শ্চ চ ম'সস্ত দ্বিতীয়ায়াং সমা-
পয়েৎ । অষ্টোক্তবেণ মন্মথ জুহ্বাদনলে শুভে ॥
১৫ ॥ মার্গশীর্ষাদিমাসানাং পাবণে ভূমিপালক ।
জুহ্বাদ্বিষ্ণুগায়ত্র্যা চৈত্রাদীনাম্ নিবোধয় ॥ ১৬ ॥

ষ্যাশী হইয়া এই সময় অতিবাহিত করিবে এবং
মাসচতুর্ভয়ের অবসানে সম্যক পারণ করিবে ।
এই ব্রতে সলক্ষ্মীক জনাধিনের পূজা করিতে হয়
এবং পাবণদিনে চর্য্যচোষাদি চতুর্ভিধ সামগ্রী ভক্ষণ
কর্তব্য । পারণদিবসে কুটুম্বী দ্বিজগণকে উপায়ন দান
করিবে, মনোবম রাজতী বা সুবর্ণময়ী মূর্তি, নিৰ্ম্মাণ
করিবে । এই মূর্তিব পরিধানে দিব্য পীতবসন ও
গলে বনমালা বিলম্বিত থাকিবে । সুগন্ধি শুক্ল কুম্ম
হ'বা পুরুষোত্তমের পূজা করিতে হয় এবং শয্যা,
ভোজ্য ও বস্ত্র দ্বারা দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন
বিধেয় । অনন্তর দ্বিজদম্পতিকে ভোজন করাইয়া-
দক্ষিণাদানে তাঁহাদের পূজা করিবে । কার্তিকাদি
চাবিমাসেই এইরূপে বিষ্ণু পূজা কর্তব্য । মার্গ-
শীর্ষাদি মাসে পূজা পূর্ববৎ করিবে । মার্গশীর্ষ মাসে
হরির ধ্যানের একটু পার্থক্য আছে । মার্গশীর্ষমাসে
হারকে বক্তবর্ণ ও কল্লগ্নীসম্বিত চিত্তা করিতে
হইবে । চৈত্রাদি চাবিমাসে পূজার ক্রম মার্গশীর্ষ-
মাসেরই সদৃশ, চৈত্রাদি মাসে কল্লগ্নি হরিকে ধরণী-
সম্বিত ও সনন্দনাদি মূর্তিগণ কর্তৃক স্তুষ্যমান চিত্তা
করিয়া ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে । চৈত্রমাসে
আরম্ভব্রত আষাঢ়ের দ্বিতীয়াতে উদ্দামপন কর্তব্য ।
এই ব্রতের উদ্দামপনে “ও নমো নারায়ণায়” এই

পৌরুষেণ চ মন্ত্রেণ জুহাদানলে শুভে । পঞ্চামৃতং
পায়সঞ্চ অমৃতং স্তুতপাচিতম্ ॥ ১৭ ॥ এবং ক্রমেণ
অব্যাপি প্রতিমাসু নিবোধয় । সৌবর্ণীং প্রতিমাং
দদ্যাদ্ভীনারায়ণস্ত চ ॥ ১৮ ॥ সৌবর্ণীং মধ্যমে
দদ্যাৎ কৃষ্ণস্ত পরমাশ্বিনঃ । রাজতীং হস্তিমে
দদ্যাদ্ভীনারায়ণস্ত মহাশ্বিনঃ ॥ ১৯ ॥ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ
পঞ্চারামভিঃ কেশবাদিভিঃ । বস্ত্রযুগ্মৈরলঙ্কারৈর্যথা-
বিস্তারসারতঃ ॥ ২০ ॥ অর্চয়িত্ব ততো দদ্যাদ-
পূপান্ স্তুতপাচিতান্ । উপায়নার্থে বিপ্রভ্যো
দ্বাদশভ্যো নিবেদয়েৎ ॥ ২১ ॥ আচার্য্যায় ততো
দদ্যাৎ প্রতিমাং পূর্বকল্পিতাম্ । শয্যাং সকল্পিতাং
পূর্ণাং সর্বাঙ্করভূষিতাম্ ॥ ২২ ॥ তন্ত্রামভ্যর্চ্য
বিধিবদ্ভীনারায়ণং পরম্ । কাংস্তপাত্রেণ সহিতাম-
পূর্বের্বহতিস্থত্বা ॥ ২৩ ॥ বস্ত্রালঙ্কারসহিতাং দক্ষিণাভি-
স্তথৈব চ ॥ ব্রাহ্মণায়ুঃশিষ্টায় বৈকুণ্ঠায় কুটুম্বিনে ॥ ২৪ ॥

২৪ ॥ দাতব্য্য বিধিবৎপূজ্য ব্রাহ্মণাঃচাপি
ভোজয়েৎ । লক্ষ্মী অশুভং শয়নং যথা তব
জনর্দন ॥ ২৫ ॥ শয্যা যমাপ্যশুভা স্তাদানেনানেন
কেশব । এবং সম্ভার্য্য দেবেশং স্বয়ং ভোজনমা-
চরেৎ ॥ ২৬ ॥ পুরুষো বা সতী বাপি বিধবা বা
সমাচরেৎ । অশুভশয়নার্থঞ্চ কর্তব্যং ব্রতমুত্তমম্ ॥
২৭ ॥ এবং তব ময়া খ্যাতং বিস্তারানুপসত্তম ।
সুপ্রসরে জগন্নাথে ভবেয়ুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥ ২৮ ॥
তস্মিন্শুভে তু দেবেশে দেবানামপি তুল্লাভাঃ ।
তস্মাৎ সধুপ্রযত্নেন ব্রতমেতৎ সমাচরেৎ ॥ ২৯ ॥
অবশ্যং গন্তুকামেন তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ । এবমুক্তং
ময়া সৰ্বং কিমশুভক্ৰোতুমিচ্ছসি ॥ ৩০ ॥ ইত্যুক্তন্তেন
রাজর্ষিঃ পুনরপ্যাহ তং যুনিম্ । বৈশাখে ছত্রদানস্ত
মাহার্য্যং বিস্তারদ্বয় ॥ শৃংগতোহপি ন তৃপ্তির্যে
বৈশাখোক্তান্ শুভাবহান্ ॥ ৩১ ॥ ইতি তদ্বচনং
শ্রদ্ধা যশস্তং পুণ্যবর্ধনম্ । প্রত্যাচ মহাভাগং

অষ্টাঙ্কর মন্ত্র প্রদীপ্ত অনলে আহুতি প্রদান
কর্তব্য । হে ভূমিপালক ! মার্গশীর্ষাদি মাসে
যে ব্রতের পারণ নির্দিষ্ট, তাহার উদ্যাপনে
“ওঁ নমো নারায়ণায় বিদ্যাহে বাসুদেবায় ধৌমহি
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ” ইত্যাদি বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা
আহুতি প্রদান করিবে । অনন্তর চৈত্রাদি মাসে
যে ব্রতের পারণ, তাহার আহুতি ক্রম শ্রবণ কর ।
চৈত্রাদিমাসে পারণযোগ্য ব্রতে পুরুষমুক্ত মন্ত্রে
প্রদীপ্ত অনলে আহুতি প্রদান করিবে । অনন্তর
পঞ্চামৃত, পায়স ও স্তুতপক্ক অপূপদান কর্তব্য । হে
রাজন ! এইরূপে ক্রমানুসারে দান করিতে হয় ।
একণে প্রতিমার বিধানে শ্রবণ কর । ১. শ্রাবণাদি
মাসচতুষ্টয়ায় ব্রতে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সুবর্ণময়ী
প্রতিমা দান কর্তব্য । এতমধ্যে ব্রতারন্তরের মধ্য
সময়ে পরমাশ্বিন হারর সুবর্ণপ্রতিমা এবং ব্রতান্তে
মহাশ্বিন বরাহের রজতপ্রতিমা দিতে হয় । অন-
ন্তর কেশবাদি বিষ্ণুনায়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন
করাইয়া বিস্তারসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা
তাঁহাদিগের অর্চনা করত স্তুতপক্ক অপূপ দান
করিবে । অনন্তর দ্বাদশটি বিপ্রকে উপায়ন প্রদান
করিয়া আচার্য্যকে পূর্বকল্পিত প্রতিমা দান করিবে ।
তদনন্তর সর্বাঙ্গপূর্ণ ও সর্বাভরণভূষিত শয্যা
প্রকল্পিত করিয়া তাহাতে যথাবিধি লক্ষ্মী ও নারা-
য়ণের পূজা করিবে এবং বহু অপূপসংযুক্ত কাংস্ত
পাত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার ও প্রচুর দক্ষিণাসমিধিত
করিয়া উত্তম বৈকুণ্ঠ কুটুম্বী ব্রাহ্মণকে যথাবিধি

পূজা করত ঐ শয্যা দান করিবে ১৯—২৪। অনন্তর
ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে । একণে শয্যা-
দানের মন্ত্র কাথিত হইতেছে । মন্ত্র যথা—হে জনা-
র্দন ! লক্ষ্মী কৃষ্ণ আপনার শয়নীয় যেমন সতত
অশুভ থাকে, হে কেশব ! শয্যাদানপ্রভাবে আমার
শয্যাও তদ্রূপ অশুভ হউক । দেবেশ বিষ্ণুকে
সম্যক্ প্রকারে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অবশেষে
স্বয়ং ভোজন করিবে । পুরুষ, সতী নারী ও বিধবা
অশুভশয়নকামনায় এই অনুত্তম অশুভশয়ন
ব্রতচরণ করবে । হে নৃপসত্তম ! এই তোমার
নিকট বিস্তাররূপে অশুভশয়ন ব্রতের বিষয় বর্ণন
করিলাম ; দেবেশ জগৎপতি সুপ্রীত হইলে দেব-
তুল্লাভ সস্তীত লাভ হয় । অতএব বিষ্ণুপদপ্রার্থী
মানবগণ সৰ্বপ্রযত্নে এই উত্তম ব্রত আচরণ
করিবে । হে রাজন ! এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রায়
সকল কথাই বলিলাম, একণে অস্ত্র কি আর
শ্রবণে অভিলাষ কর ? রাজর্ষি ক্ষতকৌর্ভি ঋষি
ঋতদেব কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে
পুনরায় প্রশ্ন করিলেন ;—হে যুনে ! বৈশাখমাসের
ছত্রদানমাহার্য্য বিস্তাররূপে কীর্তন করুন । হে
ঋষে ! বৈশাখোক্ত শুভাবহ প্রভাবানবহ ব্রত
আমার তৃপ্তির অবসান হইতেছে না । অনন্তর মহা-
শ্বিন ঋতদেব মহাভাগ ঋতকৌর্ভির এই সকল যশস্ত
ও পুণ্যবর্ধন বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাচরে

শ্রুতদেবো মহাযশাঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুতদেব উবাচ ।
বৈশাখে স্বর্গতপ্তানাং মানবানাং মহাত্মনাম্ । যে
কুর্নস্ত্যাতপজ্ঞাঃ তেষাং পুণ্যমনন্তকম্ ॥ ৩৪ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । বৈশাখে
ধর্মমুদিত পুরা কৃতযুগে কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥ বঙ্গ-
দেশে পুরা কশিচক্কেমকান্ত ইতি শ্রুতঃ ।
কুশকেতোঃ স্মৃতো ধীমান রাজা শত্রুভূতাং বরঃ ।
একদা যুগয়াসক্তো গহনং বনমাবিশৎ ॥ ৩৬ ॥ তত্র
নানাবিধান হস্তা যুগান্ ক্রোড়াদিকান্ বহন । শ্রাস্তো
মধ্যাহ্নবেলায়াং মুনীনাশ্রমং যযৌ ॥ ৩৭ ॥ তদা
শতর্চিনো নাম ঋষয়ঃ শংসিতব্রতাঃ । সমাধিস্থান
জানন্তি বাহুকৃত্যঞ্চ কিঞ্চন ॥ ৩৮ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা
নিশ্চলান্ বিপ্রান্ ক্রুদ্ধো হস্তং মনো দধে । ভূপং
নিবারয়ামাস শিষ্যাণামযুতস্তদা ॥ ৩৯ ॥ হৃর্বুদ্ধে
শৃণু নো বাক্যং গুরুবাক্য সমাধিগাঃ । নো জানন্তি
বহিঃকৃত্যং তস্মাৎ ক্রোধং ন চাইসি ॥ ৪০ ॥ ততঃ
শিষ্যানুবাচেনং বচনং ক্রোধবিহ্বলঃ । যুয়ং কুরু-
ধ্বমতিধ্বমধ্বশাস্ত্রম্ মে দিজাঃ ॥ ৪১ ॥ এবমুক্তাশ্চ

কহিলেন,—ঐহারা বৈশাখের আতপতপ্ত মহাত্মা
মানবগণকে আতপতাপ হইতে পরিত্রাণ করেন,
ঐহাদের পুণ্য অনন্ত, এবিষয়ে ইতিহাসজগণ
একটী পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে কীর্জন
করিয়া থাকেন । ইহা পুরাকালে সত্যযুগে বৈশাখ-
ধর্ম উদ্দেশে কৃত হইয়াছিল । ২৫—৩৪ । পুরুকো
বঙ্গদেশে হেমকান্ত নামক জনৈক বিখ্যাত নৃপ
ছিলেন । শত্রুধারীদিগের অগ্রণী ধীমান নৃপ হেম-
কান্ত কুশকেতুর পুত্র । হেমকান্ত একদা যুগয়াসক্ত
হইয়া গহন অরণ্যে প্রবেশ করেন, এবং নানাবিধ যুগ
বরাহাদি হননপূর্বক মধ্যাহ্নসময়ে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত
হইয়া মুনীগণের আশ্রমে উপনীত হন । শতর্চি-
নামক শংসিতব্রত ঋষিগণ আশ্রমে সমাধিমগ্ন
ছিলেন । বহির্বাগ্যপারে ঐহাদের, কিছুমাত্র জ্ঞান
ছিল না । এদিকে পরিশ্রান্ত রাজা ঐহাদিগকে
নিশ্চেষ্ট দর্শনে রোষপরবশ হইয়া সেই ঋষিসকলের
বিনাশে উদ্যত হন । সেই সকল তপস্বীর অযুত
অযুত শিষ্য ছিল, ঐহারা নৃপতিকে নিবেদন করি-
লেন । ঐহারা বলিলেন,—রে হৃর্বুদ্ধে ! আমাদের
বাক্য শ্রবণ কর, আমাদের গুরুগণ সমাধিস্থ,
ইহারা বাহিরের কৃত্য কিছুই বিদিত নন ; অতএব
ক্রোধ করা তোমার উচিত নহে । তখন ক্রোধবিহ্বল
ভূপাল সেই শিষ্যগণকে কহিলেন,—হে বিজগণ !

ভূপেন শিষ্যা উচুস্তদা নৃপম্ । নাজ্ঞাতা গুরুতিভূপ
বয়ং ভিক্ষাশিনঃ পুনঃ ॥ ৪২ ॥ গুরুত্বাঃ কথং
কর্তুমাতিধ্যঃ তে বয়ং কমাঃ । প্রত্যাখ্যাতো নৃপঃ
শিষ্যোস্তান্ হস্তঃ ধরুরাদদে ॥ ৪৩ ॥ যুগদন্ত্যভয়া-
দিভ্যো বহুধা রক্ষিতা ময়া । তে মামেবোপশিকন্তি
ময়া দত্তপ্রতিগ্রহাঃ ॥ ৪৪ ॥ এতে মাং ন বিজানন্তি
কৃতম্মা ভূরিমানিনঃ । স্মৃতোহপি মে ন দোষঃ স্মাদে-
তান্ বৈ হাততায়িনঃ ॥ ৪৫ ॥ এবং বিক্রুধ্যমানঃ সন্
শরানুগুণ শরাসনাং । তান্ বিক্রতানমুক্রত্য জগ্রে
শিষ্যশতত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥ হৃর্বুদ্ধতঃ সর্বে বিহায়াশ্রম-
মঞ্জসা । বিদ্রাবিতেষু শিষ্যেষু বলাদাশ্রমসংস্থিতান্ ॥
৪৭ ॥ সন্তারান্ জগৃহঃ শীঘ্রং সৈনিকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ।
যথেষ্টং ভোজনং চক্রুর্নপৈণৈবানুমোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
ততঃ সেনারতো রাজা পুরীমাগাদিনাত্যয়ে ।

আমি পথশ্রান্ত, আপনারা আমার আতিথ্য
করুন । শিষ্যগণ নৃপ কর্তৃক কথিত হইয়া
ঐহার কথার উত্তরে কহিলেন,—আমরা ভিক্ষাশী,
বিশেষতঃ গুরুপরতন্ত্র, অতএব হে নৃপ ! গুরুর
অনুজ্ঞা ব্যতীত কিরূপে আপনার সংকার করিব ?
নৃপ শিষ্যগণ কর্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ঐহা-
দিগকেই নিহত করিবার জন্ত শরাসন গ্রহণ করি-
লেন । রাজা মনে মনে আলোচনা করিলেন,—যুগ
ও দন্ত্যভয় হইতে এই ঋষি সকলকে আমি সতত
রক্ষা করিয়া থাকি, এই ঋষিগণ আমারই নিকট
প্রতিগ্রহ বরিয়া জীবন ধারণ করে, ইহারা কিনা
আজ আমাকে শিক্ষাদান করিতেছে ? এই কৃতম্ম
বহুমানী মুষিগণ আমাকে চিনিতে পারিতেছে না ;
ইহারা আততায়ী, অতএব ইহাদিগকে নিহত
করিলে আমার পাপ হইবে না । রাজা মনে মনে
এইরূপ আলোচনা করিয়া অত্যন্ত ক্রোধসহকারে
শরাসন হইতে বাণ মোচন করিলেন । শিষ্যগণ
পলায়ন করিলেন ; বাণও ঐহাদের পশ্চাদ্গমম
করিয়া তিনশত শিষ্য নিহত করিল । ঐহা-
দিগকে নিহত দেখিয়া অস্তান্ত আশ্রমবাসী
ঋষিগণ ভয়ে তৎক্ষণাৎ আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক
পলায়ন করিতে লাগিলেন ; আশ্রমস্থিত ভীত
শিষ্যগণ ধাবিত হইলে গোপমতি মহাপতির
সৈনিকগণ বলপূর্বক ঐহাদের ডক্সসভার গ্রহণ
করিল এবং নৃপকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই সকল
সামগ্রী অভিলাষারূপ ভক্ষণ করিয়া ফেলিল । এই
সকল ব্যাপারে দিমাযমান হইল । রাজা সৈন্তগণে

কুশকেতুভূতঃ ক্রমা তনয়স্ত বিচেষ্টিতম্ । ৪৯ ॥
 পুরানিধীতগ্ৰামাস গহয়ন্ গহয়ন্ সূতম্ । রাজ্যানহঃ
 কমাহীনঃ স্বদেশাদপি ভূমিপ ॥ ৫০ ॥ পিত্রা ত্যক্ত-
 স্ততো রাজা হেমকান্তোহতিবিহ্বলঃ । বনং বিবেশ
 গহনং হত্যাভিষ্ঠিতং পীড়িতঃ ॥ ৫১ ॥ বহুকালমবা-
 সীচ্চ গহ্বরে নির্জনে বনে । আহারঃ কল্পয়ামাস
 ব্যাধধর্ম্মপাশ্রিতঃ ॥ ৫২ ॥ ন কাপি স্থিতিমাপেদে
 হত্যাভিষ্ঠিতো ভূশম্ । অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি
 গতাস্তস্ত হরাস্তনঃ ॥ ৫৩ ॥ তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
 ত্রিতো নাম মহামুনিঃ । তন্নিররণ্যে বৈশাখে
 রবৌ মধ্যাহ্নদিনে গতে ॥ ৫৪ ॥ গচ্ছন্নাতপবিক্রান্ত-
 স্তৃক্কা চাপি পীড়িতঃ । কচিদ্রুকবিহীনে তু প্রদেশে
 মুচ্ছিতোহভবৎ ॥ ৫৫ ॥ দৈবানুগ্রহে হেমকান্তস্থিতঃ
 নাম মহামুনিম্ । ত্যক্তঃ মুচ্ছিতঃ শ্রান্তঃ কৃপাং

পরিবৃত্ত হইয়া নিজ পুরে প্রস্থান করিলেন । হে
 ভূমিপ ক্রতকীর্ত্তে ! অনন্তর হেমকান্ত পুরপ্রবেশ
 করিলেন, তদীয় পিতা কুশকেতু তাঁহার এই সকল
 কুকার্য্য অবগণ করিয়া পুত্রকে বহুবার নিন্দা করিতে
 করিতে পুরী হইতে বাহির করিয়া দিলেন । কেবল
 ইহাতেই কুশকেতুর তৃপ্তি হইল না, তিনি কমাহীন
 তনয় রাজ্যের অযোগ্য, এইরূপ আলোচনা করিয়া
 তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিলেন । অনন্তর
 রাজা হেমকান্ত পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অতি
 বিহ্বল হইলেন ; ব্রহ্মহত্যা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়িত
 করিল ; তিনি গহন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন । নৃপ
 হেমকান্ত বনান্তে প্রবেশ করিয়া, এক নির্জন
 গিরিগহ্বরে বহুকাল বাস করিলেন এবং ব্যাধধর্ম্ম
 হিংসাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভোজনব্যাপার সম্পাদন
 করিতে লাগিলেন । অমন্তর ব্রহ্মহত্যা তাঁহার
 পশ্চাদ্ধাবিত হইল । তিনি কোথায়ও স্থির হইতে
 পারিলেন না, ইতস্তত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ।
 হরাস্তা নৃপের এইরূপে অষ্টাবিংশতি বৎসর
 অতিবাহিত হইল । এই সময়ে ত্রিতনামা মহামুনি
 তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বৈশাখের মধ্যাহ্নসময়ে সেই
 অরণ্যে উপনীত হইল । ঋষি ত্রিত পথশ্রান্ত ও তৃষ্ণা-
 বিত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত হন এবং বৃক্কায়াহীন
 বনপ্রদেশে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকেন । দৈব-
 গতিতে নৃপতি হেমকান্তও তথায় উপনীত হইয়া
 ত্রিত মুণিকে দর্শন করেন, কিন্তু হেমকান্ত
 সুগাধন হইলেও সেই তৃকর্ত্ত শ্রান্ত ঋষির প্রতি

চক্রে নৃপাধমঃ ॥ ৫৬ ॥ ব্রহ্মপত্নৈস্তদা হৃতঃ কৃষা
 চাতপবারণম্ । মূনের্জগ্ৰাহ শিরসি হলাবুহং জলং
 দদৌ ॥ ৫৭ ॥ লকসংজ্ঞোহভবস্তেন হ্যপচারেণ বৈ
 মুনিঃ । পত্রচ্ছত্রং কত্রদস্তং গৃহীত্বা গতবিক্রমঃ ॥ ৫৮ ॥
 গ্রামং কচিচ্ছনৈঃ প্রাপ্য কিঞ্চিদাপ্যারিত্তেপ্রিয়ঃ ।
 তেন পুণ্যপ্রভাবেণ ব্রহ্মহত্যাশতজয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
 বিনষ্টমভবস্তস্ত কণাদেব মহাস্তনঃ । ততো বিশ্বম-
 যাপন্নো হেমকান্তো মহারথঃ ॥ ৬০ ॥ বহুধা পীড্য-
 মানস্ত ব্রহ্মহত্যাঃ কথং গতাঃ । কেনাপি নিকৃতা
 হেতাঃ ক গতাঃ কেন হেতুনা ॥ ৬১ ॥ ইত্যেবং
 চিন্তয়ামাস ব্রহ্মহত্যাবিমোচনম্ । এবঞ্চাবহিতে
 রাজি যমদূতা অধাগমন্ ॥ ৬২ ॥ নেতুমেনং মহা-
 স্তানং হেমকান্তং বনে স্থিতম্ । গ্রহণীং জনয়ামাস্তুঃ
 প্রাণান্ হর্তুং মহাস্তনঃ ॥ ৬৩ ॥ তদা প্রাণবিয়োগার্ভঃ
 পুরুষাংস্ত্রীন্ দদর্শ হ । যমদূতান্ মহাস্তোরানুর্দ্বকেশান্
 ভয়ঙ্করান্ ॥ ৬৪ ॥ চিন্তয়ানঃ স্বকর্ণাণি তুকাঁমাসীতদা

কর্ণা প্রকাশ করেন । তিনি তখন পলাশপত্রে ছত্র
 নির্মাণ করিয়া ত্রিতের আতপ নিবারণ করেন এবং
 একহস্তে মুনির মস্তক গ্রহণপূর্ব্বক অপর করে
 অলাবুর জল তাঁহার মুখে ঢালিয়া দেন । অনন্তর
 রাজার প্রদত্ত উপচারে ঋষি সংজ্ঞা লাভ করিলেন ।
 তিনি কত্রিয়ার প্রদত্ত পত্রনির্ম্মিত ছত্র গ্রহণ করিয়া
 বিগতক্রম হইলেন । অনন্তর ঋষি ধীরে ধীরে
 এক গ্রামের আশ্রয় লইলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণও
 কথঞ্চিৎ সজীব হইয়া উঠিল । এদিকে এই
 পুণ্যপ্রভাবে ত্রিশত ব্রহ্মহত্যা মহাস্তা নৃপ হেম-
 কান্তকে তৎকর্ণাৎ পরিত্যাগ করিল ; মহারথ
 হেমকান্ত বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,—ব্রহ্মহত্যা
 আমাকে অত্যন্ত পীড়িত করিত, আজ তাহার
 সহসা কিরূপে বিদূরিত হইল ? আমার কোন্
 কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মহত্যা বহিষ্কৃত হইল ? ব্রহ্মহত্যা
 কোথায় গেল ? ইহার হেতু কি ? ব্রহ্মহত্যাবিমোচন
 বিষয়ে রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়াও কোন কারণ
 জানিতে পারিলেন না, তিনি একস্থানে উপবেশন
 করিলেন । অনন্তর যমদূতগণ মহাস্তা বনবাসী হেম-
 কান্তের আনয়ন জন্য তথায় আসিয়া উপনীত
 হইল । তাহার মহাস্তা নৃপের প্রাণহরণ জন্য গ্রহণী
 পীড়ার প্রয়োগ করিল । অনন্তর প্রাণবিয়োগার্ভ
 রাজা তিনটি পুরুষ দর্শন করিলেন ; সেই উর্দ্ব-
 কেশ পুরুষজয় যমের দূত । তাহার ষোর-

নৃপঃ। ছত্রদানপ্রভাবেণ জাতা বিষ্ণুভূতিনৃপ।
 ৬৫। তেন স্মৃতো মহাবিকৃর্ষিক্সেনঃ স্মরিত্ব।
 উবাচ তুর্গঃ স্বঃ গচ্ছ যমদুর্ভারিবারয়। ৬৬। বৈশাখ-
 ধর্মনিরতঃ হেমকান্তঃ তু পালয়। নিম্পাপমেনঃ
 মন্তকঃ পিত্রে দেহি পুত্রং গতঃ। ৬৭। মদীরিতেন
 বাক্যেন কুশকেতুঃ বোধয়। সর্ষধর্মোজ্জ্বলিতো
 বাপি ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিতঃ। ৬৮। বৈশাখধর্মনিরতো
 যৎপ্রিয়ঃ স্তায় সংশয়ঃ। কৃতাগাশ্চাপি তৎপুত্রো
 মুনিজ্ঞাপয়াম্যগঃ। ৬৯। বৈশাখে ছত্রদানেন
 নিম্পাপো নাত্ সংশয়ঃ। তেন পুণ্যপ্রভাবেন
 শাস্ত্রো দান্তিচিরাযুযঃ। ৭০। শৌর্য্যোদার্য্যগুণো-
 পেতৎসমোহয়ঃ গুণৈরপি। তস্মাদেনং রাজ্য-
 ভাগ্রে সংস্থাপয় মহাবলম্। ৭১। বিষ্ণুর্নৈবং
 সমাজ্ঞপিত্যাতিষ্ঠ নৃপোত্তমম্। পিতৃর্কশে হেম-
 কান্তঃ স্থাপ্যাহি চ মাং পুত্রঃ। ৬২। ইত্যাদিষ্টো
 ভগবতা বিষ্ণুর্ভেনো মহাবলঃ। হেমকান্তঃ সমাসাদ্য
 যমদুর্ভারিবার্য্য চ। ৭৩। পাপিনা শতমেনৈব

দর্শন ও মহাভয়কর। রাজা তাহাদিগকে দেখিয়া
 স্বীয় কর্মনিষ্ঠ স্বরণপূর্বক তুর্কীভাব অবলম্বন
 করিলেন। হে নৃপ। ছত্রদানপুণ্যপ্রভাবে বিষ্ণু
 তাঁহার স্বরণ পথে পতিত হইলেন। রাজা
 মহাবিকৃকে স্বরণ করিলেন। অনন্তর বিষ্ণু স্বীয়
 মন্ত্রী বিষ্ণুসেনের প্রতি আদেশ করিলেন,—হে
 মন্ত্রিন! সত্তর হেমকান্তের সমীপে গমন করিয়া
 যমদুর্ভাগকে নিবারণ কর। হেমকান্ত বৈশাখ
 ধর্মনিরত, অতএব তাহাকে রক্ষা কর।
 তোমরা রাজা কুশকেতুসমীপে গমনপূর্বক তাহাকে
 বল,—“তোমার পুত্র নিম্পাপ বিষ্ণুভক্ত।” আমার
 কথিত বাক্যে কুশকেতুকে বুঝাইয়া আরও বলিবে
 যে, “যে মানব সকল ধর্ম ও ব্রহ্মচর্যাদিবর্জিত
 হইয়াও বৈশাখধর্মে নিরত হয়, সে আমার প্রিয়,
 সন্দেহ নাই; তোমার তনয় মুনিজ্ঞাপয়াম্যগ,
 অতএব সাপরাধ হইয়াও এক্ষণে নিরাপরাধ। হেম-
 কান্ত বৈশাখ মাসে জিতকে ছত্রদান করিয়া নিম্পাপ
 হইয়াছে, সংশয় নাই। তোমার তনয় যে
 ছত্রদান করিয়াছে, সেই পুণ্যপ্রভাবে শাস্ত, দান্ত,
 চিরাযু এবং শৌর্য্য ও উদার্যাদি গুণযুক্ত হইয়া
 সকল গুণেই তোমার সমান হইয়াছে। অতএব
 এই মহাবল তনয়কেই রাজ্য পালনে নিযুক্ত কর।
 এবং “বিষ্ণুই” এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।”
 নৃপোত্তম কুশকেতুকে এইরূপ বলিয়া হেমকান্তকে

সম্পর্শাৎকু ভূমিপম্। ভগবত্কসংস্পর্শাৎকব্যাবিঃ
 কপাদকুঃ। ৭৪। বিষ্ণুসেনকতস্তেন সহ
 তস্ত পুরীং যবৌ। তং বৃষ্টা বিম্বিতো
 কুশা কুশকেতুর্মহাপ্রভুঃ। ৭৫। ননাম শিরসা
 ভক্ত্যা দণ্ডবৎপতিতো ভূমি। গৃহং প্রবেশয়া-
 মাস পার্শ্বং পরমাশ্রয়ঃ। ৭৬। স্তম্বা চ
 বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ পূজয়ামাস বৈভবৈঃ। তন্মৈ
 ক্রীতমনাঃ গ্রাহ বিষ্ণুর্ভেনো মহাবলঃ। ৭৭।
 মেহকান্তঃ সমুদিশ্র যত্নকঃ বিষ্ণুনা পুরা। তচ্ছ্রুত্বা
 কুশকেতুশ্চ পুত্রং রাজ্যে নিবেশ্ত চ। ৭৮। বিষ্ণু-
 সেনাভ্যহুজাতঃ সভার্যো বনমাবিশৎ। বিষ্ণুর্ভেনো
 হেমকান্তমহুমম্ভ্যাভিপূজ্য চ। ৭৯। ঋষেতদীপং
 যযৌ ধীমান্ বিষ্ণুপার্শ্বে মহামনাঃ। হেমকান্তস্ততো
 রাজা বৈশাখোক্তান শুভাবহাম্। ৮০। বিষ্ণু-
 ক্রীতিকরান্ ধর্ম্মান প্রতিবর্ষং চকার হ, ব্রহ্মণ্যো

তাহার বশে স্থাপনপূর্বক পুনরায় আমার সমীপে
 আগমন কর। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক
 এইরূপে আদিষ্ট মহাবল বিষ্ণুসেন ভূমিপতি
 হেমকান্তের নিকট গমনপূর্বক যমদুর্ভাগকে
 নিবেদন করিলেন এবং মঙ্গলময় কর দ্বারা তাঁহার
 অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। তখন ভগবদ্ভক্তের করস্পর্শে
 নৃপ হেমকান্তের কণকাল মধ্যে ব্যাধি দ্রবীভূত
 হইল। ৩৫—৭৪। অনন্তর বিষ্ণুসেন নৃপ হেম-
 কান্তের সহিত তদীয় পুরে গমন করিলেন, প্রভু
 কুশকেতু বিষ্ণুসেনকে দর্শন করিয়া বিম্বিত হই-
 লেন এবং ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া ভক্তি
 সহকারে মন্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।
 নৃপ কুশকেতু বিষ্ণুপার্শ্ব পরমাশ্রয় বিষ্ণুসেনকে
 পুরমধ্যে লইয়া গেলেন এবং বিবিধ স্ততিবাক্য
 দ্বারা তাঁহার স্তব করিয়া বিভবাহুসারে তাঁহার
 পূজা করিলেন। অনন্তর মহাবল ক্রীতমনা
 বিষ্ণুসেন বিষ্ণু হেমকান্তকে উদ্দেশ করিয়া পূর্বে
 যাহা বলিয়াছিলেন, নৃপ কুশকেতুকে তৎসমস্ত
 বিজ্ঞাপন করিলেন। কুশকেতু রাজা বিষ্ণুর আদিষ্ট
 বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত
 করিলেন এবং বিষ্ণুসেনের আদেশক্রমে পত্নীর
 সহিত অরণ্যের আশ্রয় লইলেন। মহামনা ধীমান্
 বিষ্ণুসেনও বিষ্ণুভক্ত হেমকান্তের পূজা করিয়া
 তাঁহাকে আশ্রয় করত বৈভবীপে গমনপূর্বক বিষ্ণুর
 পার্শ্বে মিলিত হইলেন। অনন্তর রাজা হেমকান্ত
 প্রতিবৎসর বৈশাখোক্ত শুভাবহ বিষ্ণুক্রীতিকর

ধর্মার্থঃ শান্তো দান্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । ৮১ । দয়ালুঃ
সর্বভূতেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ । প্রবুদ্ধঃ সর্ব-
সম্পত্তিঃ পুত্রপৌত্রাদিভির্ভূতঃ । ৮২ । ভূত্বা
ভোগান্ সমস্তাংশ্চ বিমূলোকমবাস্তবান্ । ৮৩ ।
নেকৈ হু বৈশাখসমাংশ্চ ধর্ম্মান্ সুখপ্রযত্নান্ বহু-
পুণ্যহেতুনাং । পাপেহনাদ্যগ্নিনিভান্ পুণ্যভ্যান্
ধর্ম্মাদিমোক্ষান্তপুণ্যহেতুনাং । ৮৪ ।

ইতি শ্রীমদে নারদাচার্যীরসংবাদে ছত্রদানপ্রশংসনে
হেমকান্তস্ত ব্রহ্মহত্যাদিপাপশমনবর্ণনং
নাম দশমোহধ্যায়ঃ । ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

মৈথিল উবাচ । বৈশাখধর্ম্মাঃ পুণ্যশাশি-
বিধায়কাঃ । বিষ্ণুশ্রীতিকরাঃ সদাঃ পুণ্যমান্ত
হেতবঃ । ১ । ন প্রখ্যাতাঃ কথং লোকে শাস্বতাঃ
জ্ঞতিচৌদিতাঃ । প্রখ্যাতা রাজস্যা ধর্ম্মাস্তামসা অপি
ভূরিণঃ । ২ । হৃষীক বহুত্বাশ্চ বহুব্যব্যাসাবহাঃ ।

ধর্ম্মনিচয় আচরণ করিতে লাগিলেন । নৃপ হেমকান্ত
ধর্ম্মমার্গে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন, শান্ত, দান্ত,
জিতেন্দ্রিয়, নিখিল প্রাণীতে দয়ালু, সর্বযজ্ঞে দীক্ষিত
ও সত্য প্রবুদ্ধ হইলেন । তিনি বিবিধ সম্পদ-
যুক্ত ও পুত্র পৌত্রাদি, দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সমস্ত
ভোগ উপভোগপূর্বক অন্তকালে বিমূলোকে
গমন করিলেন । হে রাজন । বৈশাখসদৃশ ধর্ম্ম
আমার ন্যূনগোচর হয় না, বৈশাখব্রত অনায়াসে
বহুপুণ্যের জনক হইয়া থাকে ; বৈশাখের সুখলভ্য
ধর্ম্ম পাপরূপ কাষ্ঠে অনলতুল্য এবং এই বৈশাখ-
ধর্ম্মই ধর্ম্মাদি মোক্ষান্ত অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম
ও মোক্ষ চতুর্ভুগের সাধন জানিবে । ৭৫—৮৪।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ।

একাদশ অধ্যায়

মিথিলাপতি বলিলেন,—বৈশাখের ধর্ম্ম অনা-
য়াসলভ্য, পুণ্যশাশির জনক, বিষ্ণুশ্রীতিকর এবং
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্ধ চতুর্ভুগের
সদাঃ সাধন । হে ধর্ষে । বেদাদিষ্ট এই নিত্যধর্ম্ম
বৈশাখব্রত এতকাল জিলোকে কেন বিখ্যাতিলাভ
করে নাই ? হে সূনে । জিলোকে যাহা রাজস

কেচিরাংশঃ প্রশংসতি চাতুর্শ্রীজ্ঞানং পুরে জ্ঞাতঃ । ৩ ।
ব্যতীপাতাদিধর্ম্মাংশ্চ বর্ণয়ন্তীহ ভূরিণঃ । প্রভবি-
বেকং বিস্তার্য শ্রোতুকামায় মে বদ । ৪ । অন্তরে
উবাচ । শৃণু হৃপ প্রবক্ষ্যামি ন প্রখ্যাতা ইমে
কথম্ । ইতরেবাঞ্চ ধর্ম্মাণাং কথং প্র্যাতিশ্চ হৃতলে ।
৫ । রাজসাস্তামসা ভূমৌ বহবঃ কামুকা জনাঃ ।
ইচ্ছন্ত্যৈহিকভোগাংশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিসম্পদাঃ । ৬ ।
কচিৎকথঞ্চন কাপি জনেবেকোহতিক্রুদ্ধতঃ । সর্গায়
যততে লোকে তস্মাদ্যজ্ঞাদিসংক্রিয়াঃ । ৭ । কুরুতে-
হতিপ্রযত্নেন মোক্ষং নোপাসতে নরঃ । ক্ষুদ্রাশা
ভুরিকর্মাণো জনাঃ কাম্যাসুপাসতে । ৮ । প্রখ্যাতা
রাজস্যা ধর্ম্মাস্তামসা অপি তেন বৈ । ন খ্যাতাঃ
সাধিকা ধর্ম্মা হরিশ্রীতিকরা ইমে । ৯ । নিকামিকা

ও তামস, সেই সকল ধর্ম্মেরই ভূরি প্রকাশ
দেখা যায় । কিন্তু এই সকল ধর্ম্ম হৃষীক, উহার
সাধনে বহু আয়াস ও বহু অব্যসন্তারের
প্রয়োজন । কেহ মাঘমাসের বিশেষ প্রশংসা
করেন, অপর কেহ বলেন,—চাতুর্শ্রীজ্ঞান ব্রতই
শ্রেষ্ঠ, আবার কেহ ব্যতীপাতাদি ধর্ম্মের ভূরি
প্রশংসা কীর্তন করেন, এসকল শুনিবার জন্য
আমার অত্যন্ত কুতূহল হইতেছে, অতএব বিস্তার-
পূর্বক এতদবিষয়ক বিবেক আমার নিকট বর্ণন
করুন । অন্তদেব উত্তর করিলেন,—হে হৃপ !
এই বৈশাখব্রতাদি কেন বিখ্যাতি লাভ করে নাই,
আর কিজন্তাই বা হৃতলে অপর ধর্ম্মসকলের
বিখ্যাতিবাহন্য দৃষ্ট হয় না, এসকল বলিতেছি,
এবং কর । রাজস ও তামস-প্রকৃতিভেদে
ভূমিতলে বহু কামুক লোক বিদ্যমান । তাহারা পুত্র,
পৌত্র, সম্পদ প্রভৃতি ঐহিক ভোগেরই সত্য
কামনা করে, এই সকল জিলোকবাসী লোকের
মধ্যে কদাচিৎ কোথাও একজন অতিক্রুদ্ধসাধ্য
স্বর্গের নিমিত্ত প্রযত্ন করিয়া থাকে, তাহাদেরই জন্য
লোকে যজ্ঞাদি সংক্রিয়ার প্রবর্তন হইয়াছে । ১—৭।
এই সকল যজ্ঞযাজী লোকগণকে ক্ষুদ্রাশয় জানিবে,
কেননা, তাহারা অতি প্রযত্ন সহকারে ভূরি ভূরি
ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করে বটে ; কিন্তু মোক্ষের উপাসনা
না করিয়া তাহারা কামনারই দাস হয় । এই বৈ-
রাজস ও তামস ধর্ম্মের কথা কহিলাম, বহুলোকেই
এই ধর্ম্মের আচরণ করে, অতএব এই রাজস
তামস ধর্ম্মই বিশেষ বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে ।

ইমে ধর্মো হৈবিকামুখিকপ্রদাঃ । ন জানন্তি জনা
মুতা মোহিতা দেবমায়য়া ॥ ১০ ॥ যথাধিপত্যে
সম্মানেনে সর্বসিদ্ধো মনোরথঃ । মোহনার্থঃ কলং
প্রাপ্তমাদিপত্যেন হীয়তে ॥ ১১ ॥ কারণঞ্চ প্রব-
ক্ষ্যামি গোপনে ভূতলেহংগসা । যথৈশাখোক্ত-
ধর্মাপাং সাধিকানাং নৃণামিহ ॥ ১২ ॥ সার্বভৌমঃ
পুরা কাষ্ঠামিকাকুলভূষণঃ । কীর্ত্তিমানিতিবিখ্যাতো
নৃগপুত্রো মহাবশাঃ ॥ ১৩ ॥ জিতেন্দ্রিয়ো জিত-
ক্রোধো ব্রহ্মণ্যো রাজসত্তমঃ । একদা যুগয়াসক্তো
বসিষ্ঠাশ্রমমায়যো ॥ ১৪ ॥ গচ্ছন্ন্যার্গে দদর্শাসৌ
বৈশাখে ধর্মনিষ্ঠরে । ভূয়োভূয়ঃ কার্যমাণান
শিষ্যাংস্তত মহাশ্বনঃ ॥ ১৫ ॥ কচিংপ্রাপাং প্রক-
র্ষন্তি হ্যায়মণ্ডপমেব চ । তটপ্রপাতঃ নিষ্ঠীর্ঘ্য
বাণীং কুরুন্তি নির্মলায় ॥ ১৬ ॥ নৃপবিষ্ঠান

সাধিকধর্ম কামনাহীন, এই সকল ধর্ম কেবল
হরির ঐতিকর জানিবে; এই সাধিক ধর্ম কেন
বিখ্যাত হয় নাই, শ্রবণ কর । যদিও এই ধর্ম
নিকাম, তথাপি ইহা দ্বারা মানবগণের ঐহিক ও
পারত্রিক উভয়বিধ সিদ্ধিই সাধিত হইয়া থাকে;
কিন্তু যুত মানবগণ দেবমায়্যাবিমোহিত হইয়া তাহা
জানিতে পারে না । লোক যেমন আধিপত্য প্রাপ্ত
হইয়া সকল বিষয়ে সিদ্ধমনোরথ হয়, আবার
মোহকর বস্ত্র লাভ করিয়া সেই আধিপত্য
হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে, তজ্জপ সাধিক
ধর্মের আচরণ করিয়া কল প্রাপ্ত হইয়াই
মায়ার মোহে আর অগ্রসর হয় না; সুতরাং
তাদৃশ মানবের আধিপত্যপ্রাপ্তি ঘটে না । সাধিক-
ধর্মোচরণশীল বৈশাখব্রতাচরণকারী মানবগণের
বিষয় একটা প্রমাণ বর্ণন করিতেছি, ইহা ভূতলে
সংঘটিত হইয়াছিল, অদ্যাপি ইহার তত্ত্ব প্রকাশিত
হয় নাই । পূর্বকালে ইক্ষুকুলভূষণ নৃগপুত্র
মহাবশাঃ সার্বভৌম নৃপতি কীর্ত্তিমান কানীতে
বাস করিতেন; তিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ,
ব্রাহ্মণ্যসম্পন্ন এবং রাজগুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
ছিলেন । একদা যুগয়াসক্ত নৃপ কীর্ত্তিমান, মহর্ষি
বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন । হে রাজন্! তিনি
পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন,—সেই মহাশা
ক্লান্তির শিষ্যগণ বৈশাখের আতপতপ্ত দিনে নির-
ন্তর কার্য করিতেছেন;—তঁহার কোথাও প্রপা-
থন, কোথাও হ্যায়মণ্ডপনির্মাণ, কোথাও বিস্তৃত
তটভূমিসম্বিত নির্মল বাণী প্রসৃত করিতেছেন,

কচিবৃক্ষে ব্যজনৈকীয়রতি চ । কচিদ্রব্যদীক-
দত্তান্ কচিঙ্গদান্ কচিৎকলম্ ॥ ১৭ ॥ মধ্যাহ্নে
ছন্দানঞ্চ সায়াহ্নে পানকন্ড চ । কচিদ্ব্যচ্ছতি
তাদুলং নেত্রে কপূরলেপনম্ ॥ ১৮ ॥ স্নানোচ্চৈ চ
বনে কেচিৎ সুষমৃষ্টাংকনেষু চ । কেচিদাস্তরমৃত্যুদ্বা
বালুকানি হিতানি চ ॥ ১৯ ॥ কুরুন্ত্যান্দোলিকাং
রাজন্ বৃক্ষশাখাবলম্বিনীম্ । কে যুয়মিতি পত্রচ্ছ
বাসিষ্ঠা ইতি তেহক্ৰবন্ ॥ ২০ ॥ কিমেতদिति পত্রচ্ছ
ধর্মো বৈশাখচৌদিতাঃ । পূমর্ধহেতব ইমে ক্রিয়ন্তে-
হস্মাতিরঞ্জসা ॥ ২১ ॥ বসিষ্ঠস্তাক্ষয়া চেতি তেহক্ৰ-
বন্ নৃপসত্তমম্ । এতদাচরণে পুংসাং কিং কলং কন্ড
ভূষ্যতি ॥ ২২ ॥ এতদ্বিস্তার্য মে ক্রত যুয়ং সমাগ
যথাক্রতম্ । ইতি রাজা তু সম্পৃষ্টাঃ প্রত্যাচুস্তে
মহীপতিম্ ॥ ২৩ ॥ গুরোরাজাক্রমেণৈব কুরুতাং
পথি সংক্রিয়াঃ । নাম্মাকমবকাশোহত্র গুরুং পৃচ্ছ

কোন শিষ্য কোথাও ব্যজন গ্রহণপূর্বক, তরুতলে
উপবিষ্ট পথিকগণকে বীজন, কেহ ইক্ষুদণ্ডপ্রদান,
কেহ চন্দন ও কেহ কল দান করিতেছেন; কোন
শিষ্য পথিকগণকে মধ্যাহ্নে ছন্দান ও সায়াহ্নে
পানীয়দান করিতেছেন, কেহ তাদুলদান ও কেহ
নেত্রে কপূরলেপন অর্পণ করিতেছেন; কোন
শিষ্য উত্তম ছায়ায়, কেহ বনে ও কেহ স্নানোচ্চন
গৃহাঙ্গনে আস্তরণ আচ্ছত করিতেছেন; কোন শিষ্য
মনোজ্ঞ বালুকা দ্বারা পথনির্মাণ করিতেছেন এবং
কোথাও বৃক্ষশাখায় দোলা বিলম্বিত করিতেছেন ।
রাজা কীর্ত্তিমান বশিষ্ঠশিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন,—আপনারা কে? শিষ্যগণ উত্তর করি-
লেন,—আমরা বশিষ্ঠশিষ্য ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর রাজা

সা করিলেন,—আপনারা একি করিতেছেন?
তঁহার উত্তর করিলেন, এই সকল বৈশাখমাসোক্ত
ধর্ম । যে ধর্ম আচরণ করিলে মানবগণের সদ্যঃ
পুরুষাধ সিদ্ধ হয়; আমরা তাহাই করিতেছি ।
হে নৃপসত্তম! ঋষি বশিষ্ঠ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াই
আমরা বৈশাখব্রত করিতেছি । রাজা প্রশ্ন
করিলেন,—এই ধর্মোচরণে মানবের কিরূপ কল
লাভ হয় আর এই ব্রতাচরণে কোন দেব ভূষ্ট হন?
আপনারা যেরূপ শুনিয়াছেন, বিস্তারপূর্বক আমার
নিকট বলুন । রাজার প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্যগণ উত্তর
করিলেন,—গুরুর আজ্ঞার আমরা এইরূপ করি-
তেছি, আমাদের অবসর নাই, আপাদি তঁহার
নিকট গমনপূর্বক এবিষয় যথোচিত জিজ্ঞাসা করুন ।

যথোচিতম্ । ২৪ । স বেতি তস্মতো নুনং ধর্ম্মা-
নেত্যাহবশ্যঃ । ইতি শিষ্যবসিষ্ঠস্ত প্রত্যুত্তর
কৃতং যদৌ । ২৫ । বসিষ্ঠস্তাশ্রমঃ পুণ্যং বিদ্যা-
যোগোপকৃষ্ণিতম্ । সমাশ্রান্তং নৃপং বীক্ষ্য বসিষ্ঠঃ
প্রীতমানসঃ । ২৬ । আতিথ্যং বিধিবচ্চক্রে সাত্ব-
গন্ত মহাশ্বনঃ । স্থপবিষ্টঃ কৃতাতিথ্যঃ প্রীতঃ পপ্রচ্ছ
তং শুকম্ । ২৭ । রাজোবাচ । মার্গে দৃষ্টং মহা-
শ্বর্য্যং অজিহ্মেচ্চ কৃতং শুভম্ । ময়াপৃষ্টঞ্চ তৈর্নোক্তং
ক্রিয়মাণং শুভাবহম্ । ২৮ । নান্মাকমবকাশোহত্র
হেতুর্ন্যপ্রশংসনে । কর্তব্য্য চ ক্রিয়ান্মাভির্ভরণা
যা চ চোদিতা । ২৯ । শুকং গচ্ছতি তৈরুক্ত
আগতোহহং তবাস্তিকম্ । যুগয়াসক্তচিত্তেন
শ্রান্তেনাতিথ্যমিচ্ছতা । ৩০ । দৃষ্টং মার্গে দ্বিদং

সেই মহাশ্বশা বসিষ্ঠই এই সকল ধর্ম্ম যথার্থতঃ
অবগত আছেন । রাজা বসিষ্ঠশিষ্যগণ কর্তৃক
এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সত্ত্বর সেই মহাবিসমীপে গমন-
পূর্ব্বক যোগবিদ্যাধারা সংবর্ধিত তদীয় পুণ্য আশ্রম
দর্শন করিলেন । বসিষ্ঠ রাজাকে সমাগত দর্শন
করিয়া প্রীতমনা হইলেন এবং অল্পগত রাজা
কীর্ত্তিমানকে যথাবিধি আতিথ্যসংকার দ্বারা
সংকৃত করিলেন । অনন্তর রাজা আতিথ্যপরিগ্রহ-
পূর্ব্বক প্রীত হইলেন এবং আসনে সুখাসীন হইয়া
সেই শুক মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি পথে
অতি আশ্চর্য্যব্যাপার দর্শন করিয়াছি, আপনার
শিষ্যগণ সেই সকল শুভাবহ কার্য্য করিতেছেন ।
আমি তাঁহাদিগের এই শুভাবহ কার্য্যের উদ্দেশ্য
বিদিত হইবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাঁহারা
এবিধে কিছুই কহিলেন না, পরন্তু বলিলেন,—
“এসকল ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে আমাদের অবসর
নাই, আমরা শুকর আদেশে এই সকল কার্য্য
করিতেছি, আপনি শুকর সমীপে গমন করুন ।”
আমি তাঁহাদের আদেশে আপনার নিকট আগমন
করিয়াছি । হে শুকো! আমার চিত্ত যুগয়ায়
আসক্ত; আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; এক্ষণে আপনার
প্রদত্ত আতিথ্য গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া এখানে আসি-
য়াছি । হে মুনীশ্বর! আমি আপনার আশ্রমপথে
যে সকল পুণ্যার্হটান দর্শন করিয়াছি, যাহা আপ-
নার শিষ্যগণ কর্তৃক অমুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা
আমার মনে প্রথম উদিত হওয়ায় সেই সকল ধর্ম্ম
অবগতমায় আমি সমাগত হইয়াছি । আপনি

পুণ্যং তব শিষ্যৈশ্চ কারিতম্ । জিজ্ঞাসা-
সীততঃ শ্রোতুং ধর্ম্মানেতামুনীশ্বর । ৩১ ।
অমাদিগাদিমান ধর্ম্মান সমাচরসি বৈ শতঃ । তান
ধর্ম্মান্জ্ঞাতুকামাশ শিষ্যায় প্রণতায় চ । অজ্ঞানায়
মে অহি বিস্তরান্মুনিপুঙ্গব । ৩২ । ইতীক্ষাকু-
কুলীনে রাজা পৃষ্ঠৌ মহাশ্বশাঃ । ৩৩ । মনসা
তোষমাপেদে সম্যকপৃষ্ঠৌহধুনানুনা । অহো ব্যব-
সিতা বুদ্ধী রাজঃস্তেহদ্য সুশিক্ষিতা । ৩৪ । ধর্ম্মা-
দ্বিকৃকথাযাঞ্চ তদ্ব্যচরণেহপি চ । মতিরাত্যস্তিকী
জাতা স্মৃকৃতং কলিতং তব । ৩৫ । ইতি সন্তোষ
রাজানং জাতহর্ষস্তমত্রবীৎ । শৃণু কুপ প্রবক্ষ্যামি
যৎপৃষ্ঠৌহহং স্বমাধুনা । ৩৬ । যন্ত অবগমাত্রেণ
মুচ্যতে সর্ব্বকিষিধৈঃ । সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য বর্ত্ততে
বিষয়াশ্বকঃ । ৩৭ । বৈশাখমাসানিরতঃ স শ্রিযো
মধুর্বাধিবঃ । সাক্ষান ধর্ম্মানমুষ্ঠায় বৈশাখো যেন
নাদৃতঃ । ৩৮ । সানদানার্চনৈঃ পুণ্যৈশ্চ দূরতরো
হরিঃ । অস্নাপ্য চাপাদত্বা চ বৈশাখো যেন নীরতে ।

মুনিগণের অগ্রণী ও আদিম ধর্ম্মের অমুষ্ঠাতা;
আমি আপনার প্রণত শিষ্য, সন্তোষ আপনার
আচরিত আদিম ধর্ম্ম অবগতমায় সমাগত । হে
মুনিপুঙ্গব! আমি অজ্ঞান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি,
অতএব বিস্তাররূপে আমার নিকট বর্ণন করুন ।
২১—৩২। অনন্তর ইক্ষাকুকুলকুলীন রাজা কীর্ত্তিমান
ক রাজাসিত হইয়া মহাশ্বশা বসিষ্ঠ মনে মনে
প্রীত হইলেন এবং তিনি বলিলেন,—এই রাজা
যথার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । তিনি বলিলেন,—অহো
রাজন্! তোমার বুদ্ধি অদ্য সম্যক সুশিক্ষিত ও
ব্যবসিত হইয়াছে; কেননা, তোমার জ্ঞান বিষ্ণু-
কথা ও বিষ্ণুধর্ম্মাচরণে আসক্ত; তোমার আত্ম-
স্তিকী মতি জন্মিয়াছে এবং স্মৃকৃত কলিত হইয়াছে ।
বসিষ্ঠ রাজাকে এইরূপে সন্তোষ করিয়া হঠাৎ-
করণে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন;—হে নৃপ ।
সন্তোষ আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন,
তাহা বলিতেছি, অবগত করুন; এই ধর্ম্মের অবগ-
মাত্রে নিখিল কলুষ নষ্ট হয় । যে মানব সকল
ধর্ম্ম বিসর্জন দিয়া বিষয়াসক্ত হইয়াছে, তাহা
মানবও যদি বৈশাখমাসানিরত হয়, তবে সেও
মধুরিপুর প্রিয় হইয়া থাকে । যাহারা পুণ্য স্থান,
দান, ও অর্চনাদি দ্বারা অজস্র ধর্ম্মনিচয়ের আচ-
রণ করিয়াছে, পরন্তু বৈশাখধর্ম্মের আদর করে
নাই, তাহাশ মানবের সুমীপ হইতে হরি হয়

৩৯। কর্ণা স তু চণ্ডালো নান্ন কার্য্য বিচারণা।
বৈশাখোক্তৈর্নান্নার্থৈর্নৈন চার্য্যধিতো হরিঃ ॥ ৪০ ॥
তৈশ্চ ভোবঃ সমায়াতি প্রদাতি সমীহিতম্।
লক্ষীভক্তি জগন্নাথো হৃদেবাবোধনাশনঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মঃ স্বর্গৈশ্চ প্রীণাতি ন প্রায়সৈর্ধনৈরপি। তন্ত্যা
সম্পূজিতো বিকুঃ প্রদাতি সমীহিতম্ ॥ ৪২ ॥
তন্নাথরাজনু সদা ভক্তিঃ কর্তব্য মধুবিধিষঃ। জলে-
নাপি জগন্নাথঃ পূজিতঃ ক্লেশহা হরিঃ ॥ ৪৩ ॥ পরি-
ভোবঃ ব্রজত্যাগ তুয়ার্ত্ত সনিলৈর্ধখা। মহদপা-
রদং কর্ণ তথা হরদং তুরিদম্ ॥ ৪৪ ॥ কর্ণগারদ-
তুরিদে ন হেতু মহদরকে। কিন্তু কর্ণস্বরূপক
গহনা কর্ণণো গতিঃ ॥ ৪৫ ॥ বৈশাখোক্তা ইমে
ধর্ম্মাঃ স্বর্গায়সকৃতা অপি। বহব্যবিনাশাশ্চ বিকোঃ
প্রীতিকরাঃ শুভাঃ ॥ ৪৬ ॥ তন্মাত্রমপি ভূপাল
বৈশাখোক্তানু সমাচর। তজ্জাষ্ট্র্যৈর্জনেঃ সর্কৈঃ
কারমেমাঙ্কুভাবহান ॥ ৪৭ ॥ ন করোতি চ যো

হইতে দূততরে গমন করেন। বিনা স্নান
ও বিনা দানে যাহার বৈশাখমাস অতিবাহিত
হইয়াছে, তাদৃশ নর কর্ণচণ্ডাল, সন্দেহ নাই।
যে মানব বৈশাখোক্ত মহাধর্ম্মদ্বারা হরির আরাধনা
করে, হরি তাহার সেই ধর্ম্মাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া
অতীষ্ট দান করেন। রম্যপতি জগৎপতি অশেষ
কলুষরাশি বিনাশ করেন, তিনি বহুপ্রয়াস
ও বহু ধনসাধন ধর্ম্মদ্বারা যাদৃশ প্রীত না হন,
সুস্থ বৈশাখধর্ম্মে তদপেক্ষা সমাধিক প্রীত
হইয়া থাকেন। হে রাজন! ভক্তি দ্বারা বিকু
সম্যক পূজিত হইলে অতীষ্ট দান করেন,
অতএব মধুরিপু হরির প্রতি সতত ভক্তি করিবে।
ভক্তিসহকারে কেবল জলদ্বারা জগৎপতি হরির
পূজা করিলেও তিনি ক্লেশহা হন এবং জলদ্বারা
তুয়ার্ত্ত ব্যক্তির বেকুপ তৃপ্ত হয়, গরিও তজ্রপ
ভুক্ত হইয়া থাকেন। কখন মহৎ কর্ণ অঙ্গ-
কলদ হয়, আবার কখন অঙ্গ জিয়া তুরি কলদান
করে; অতএব কর্ণের অঙ্গত্ব বা আতশব্য মহা-
কল বা অঙ্গকলের হেতু হইতে পারে না। কেননা
‘কর্ণের স্বরূপ ও গতি তুজের’। বৈশাখোক্ত এই
ধর্ম্মানুষ্ঠান, স্বর্গায়সসাধ্য হইলেও বহু ব্যয়সাধ্য
ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেননা এই সকল
‘পুণ্যকর বৈশাখধর্ম্ম বিকুর পরম প্রীতিকর। হে
ভূপাল! এই বৈশাখধর্ম্ম শুভাবহ, অতএব তুমি
‘কর’, এই প্রত্যেক আচরণ কর এবং তোমার রাষ্ট্র-

ধর্ম্মান বৈশাখোক্তাধর্ম্মাধর্ম্মাঃ। বহুধা নিবৃত্তমানোহপি
স দণ্ড্যস্তব ভূপতে ॥ ৪৮ ॥ ইত্যাবক্তকতাঃ সম্যক
শাস্ত্রৈর্কুৎসাপাণ্য তন্ত চ। পশ্চাৎবৈশাখনির্দিষ্টান
ধর্ম্মান প্রোবাচ সর্কশঃ ॥ ৪৯ ॥ জ্ঞাত্ব তান সকলান
ধর্ম্মান গুরুঃ সম্পূজ্য ভক্তিতঃ। স রাজা গৃহ্যাগত্য
সর্কান ধর্ম্মাশ্চকার হ ॥ ৫০ ॥ ভক্তিমান কেশবে
রাজন দেবদেবে নিরঞ্জে। নাত্তঃ পশ্চতি দেবেশাৎ
পদ্মনাত্মাহীপতিঃ ॥ ৫১ ॥ ভেরীমুখাচ্চ মাতঙ্গঃ
স্বরাষ্ট্রেহঘোষয়ন্তটে। অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্যো
হনীতিন্হি পৃথ্যতে ॥ ৫২ ॥ প্রাতর্ম স্নানি মেবম্বে
সূর্য্যে সর্কোহপি যো জনঃ। স মে দণ্ড্যশ্চ বধ্যশ্চ
নির্বাস্তো বিষয়াদ্রবম্ ॥ ৫৩ ॥ পিতা বা যদি বা
পুত্রো ভাৰ্য্যা বাধ স্নুহজনঃ। বৈশাখধর্ম্মহীনশ্চ
নিগ্রাহো দস্যুবদ্যম্ ॥ ৫৪ ॥ দাতব্যঃ বিশ্বমুখোভ্যঃ
নাত্তা প্রাতর্জনে শুভে। প্রপাদানাদিধর্ম্মাশ্চ

বাসী প্রজাগণদ্বারাও এই প্রত্যেক অনুষ্ঠান করাও।
হে রাজন! তোমার রাজ্যে যে নরাদম এই
বৈশাখরত না করিবে, সাতিশয় শিষ্ট হইলেও তুমি
তাঁহাকে দণ্ড দিবে? হে ভূপ! আমি বশিষ্ঠ এইরূপে
রাজাকে শাস্ত্রযুক্তিযুক্ত আবক্তকীয় বিষয় সকলে
সম্যক জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া পরে অশেষরূপে বৈশাখ-
ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা গুরু
নিকট সেই সকল ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম
করিলেন, এবং ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা করিয়া
সুখে আগমনপূর্ব্বক ধর্ম্মসকলের পালন করিতে
লাগিলেন ৩৩—৫০। হে রাজন! রাজা দেবদেব
নিরঞ্জন কেশবের প্রতি ভক্তিমান হইলেন; দেবেশ
পদ্মনাভ কেশব তির অস্ত কোন দেবতাকে
তিনি দর্শন করিতেন না। তাঁহার আদেশে
হস্তিবাহিত ভাটগণ ভেরী বাজাইয়া রাষ্ট্রমধ্যে
রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, যাহারা আট বৎসরের
অধিকবয়স্ক এবং যাহাদের অশীতি বর্ষ পূর্ণ হয়
নাই; এরূপ প্রজা রাজ্যমধ্যে মেঘসংস্ফিটবাকরে
বৈশাখমাসে প্রাতঃস্নান না করিলে, তাহারা দণ্ডের
কর্তৃক দণ্ডনীয় হইবে; রাজা তাদৃশ প্রজাদিগকে
বহু কিংবা রাজ্য হইতে নির্গাসিত করিবেন।
সন্দেহ নাই। রাজা আরও আদেশ করিলেন,—
আমার পিতা, পুত্র, পত্নী কিংবা সুস্থ ব্যক্তিও
যদি বৈশাখধর্ম্মবিবর্জিত হন, আমি তাঁহাদিগকে
দস্যুবৎ নিগ্রহ করিব। হে নিশাশ প্রজাপতি!
তোমরা সর্ক বিজ্ঞানকে দান, প্রাতঃকালে বিকল

কুরুক্ষেত্রস্থিতোহনবাঃ ॥ ৫৫ ॥ বিপ্রক ধর্মবক্তারঃ
গ্রামেগ্রামে ভবেশ্বরঃ । পকানামপি গ্রামাণা-
মকরোদধিকারিণম্ ॥ ৫৬ ॥ দত্তার্থঃ ত্যক্তধর্মীণাং
দশবাজিনির্ধেবিতম্ ॥ ৫৭ ॥ এবং প্রবৃত্তঃ সর্বত্র সার্ব-
ভৌমস্ত শাসনাৎ ॥ ৫৮ ॥ প্রবৃত্তো ধর্মব্রহ্মোহয়ং
জর্জবেশেষু বিস্তরাৎ । যে কেচিদ্ভিধনং যান্তি
ভূপালবিষয়ে নরাঃ ॥ ৫৯ ॥ প্রসাদাচ্চ নৃপশ্রেষ্ঠ তে
যান্তি হবিমন্দিবম্ । অবশ্যং বৈষ্ণবো লোকঃ
প্রাপ্যতে মানবৈষ্ণবতম্ ॥ ৬০ ॥ ব্যাজেনাপি সক্রুৎ
স্নাতঃ প্রাতর্বেশগতে রবৌ । সর্বপাপবিনিমুক্তো
যান্তি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥ ৬১ ॥ ন প্রাপ্নোতি যমঃ
ধর্মঃ সক্রুৎশেখরান্নাতঃ । বৈলেক্ষ্যমগমদ্রাজা রবি-
স্বহস্তদা নৃপ ॥ ৬২ ॥ লেখ্যকর্মণি বিদ্রাস্তশ্চিত্র-
গুণোহভবতুদা । মার্জিতানি চ লেখ্যানি পুবা
পাপোদ্ভবানি চ ॥ ৬৩ ॥ গচ্ছতিবৈষ্ণবং লোকং

ধর্মব্রহ্মজর্জবেশেষু কণাৎ । শূভ্রাচ্চ নরকাঃ সর্ব-
পাপিপ্রাপিবিক্রিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ ভবযানোহভব-
মার্গো বৈশাখস্ত প্রভাবতঃ । সর্বোহপি বিমলাকারা
জনা যান্তি হরেঃ পদম্ ॥ ৬৫ ॥ দিবৌকসাত্ত যে
লোকাঃ শূভ্রাঃ সর্ব- তথাভবন । শূভ্রে জিবিষ্টগে
জাতে শূভ্রে নরকেষু চ ॥ ৬৬ ॥ নারদো ধর্ম-
রাজানং গহা চেদমুবাচ হ । মাকন্দঃ জয়তে রাজন্
প্রাক্ ক্রতো নরকে যথা ॥ ৬৭ ॥ তথা ন ক্রিয়তে
লেখ্যং কিঞ্চিদুদ্রুতকর্মণাম্ । চিত্রগুণো মুনিরিব
হিতোহয়ং মোনসংস্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥ কারণং ক্রহি
বাজেন ন যান্তি তব মন্দিরম্ । মমুখ্যাঃ
পাপকর্মণো মায়াদস্তবিক্রিতাঃ ॥ ৬৯ ॥ এব-
মুক্তে তু বচনে নারদেন মহাত্মনা । প্রাহ
বৈবস্বতো রাজা কিঞ্চিদেদন্তসমস্থিতঃ ॥ ৭০ ॥ যোহয়ং
নারদ ভূপালঃ পৃথিব্যাং সাম্রাজ্যং স্থিতঃ । সো-
হতিতক্তো হৃষীকেশে পুরাণপুরুষোদ্ভবো ॥ ৭১ ॥

জলে স্নান এবং বিভবানুসারে প্রপাদনাদি ধর্ম
কর । রাজা প্রজাগণের প্রতি এইরূপ আদেশ
প্রদান করিয়া গ্রামে গ্রামে ধর্মবক্তা বিপ্রগণকে
নিযুক্ত করিলেন, এক এক ধর্মবক্তাকে পঞ্চ পঞ্চ
গ্রামের অধিকারী করিয়া দিলেন এবং ধর্ম-
বিবর্জিত প্রজাগণের দমন জন্ত তাঁহাদের বহন্যর্থ
দশবাজি করিয়া অর্থ প্রদান করিলেন । সার্বভৌম
নৃপতির শাসনে স্বাভ্যমধ্যে সর্বত্রই এই বিধি
প্রবর্তিত হইলে সকলদেশেই এই ধর্মতরু প্রবর্তিত
হইয়াছিল । হে নৃপোদ্ভব ! সর্বভৌম নৃপতির
রাজ্য . এমনই পুণ্যময় হইল যে, প্রমাদবশত
যে সকল লোক রাজ্যমধ্যে প্রাণত্যাগ করিল,
তাঁহারাও হরিমন্দিরে গমন করিতে লাগিল ।
তদ্রূপ মানবগণ বৈশাখপুণ্যপ্রভাবে অতি ক্র-
বেগে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে লাগিল । যে
সকল লোক ছল আশ্রয় করিয়া বৈশাখে একবার
মাত্র প্রাতঃস্নান করিল, তাঁহারাও সর্বপাপশূ-
ন্য হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইল । একবার মাত্র বৈশাখ
মাসে প্রাতঃস্নান করিয়া মানবগণ যমের শাসন
অতিক্রম করিল । হে রাজন্ ! স্বর্ঘ্যতনয় যম তাহা
বৈলক্ষ্য্যবৃত্তি অর্থাৎ লিপিতে পাপ-দুস্তাভ লেখন-
বৃত্তি হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলেন । তদীয় অমুগ
চিত্রগুণ গুণিগণের পাপলেখন কার্যে নিযুক্ত
হিলেন, “জিনিও বিদ্রামলাভ করিলেন ।
জিনি পূর্বে যে সকল পাপ-দুস্তাভ লিপিবদ্ধ

করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল লিপি সার্জিত
করিতে লাগিলেন । মানবগণ ধর্মকর্মাক্রিত
পুণ্যবলে কণকালমধ্যে বিষ্ণুলোকে গমন
করিলে, নরকে পাপী প্রাপী রহিল না, ক্রমে নরক-
নিকর শূন্য হইয়া উঠিল । বৈশাখপ্রভাবে পথে
যমের যান আব বাহিত হইল না । সকলেই
বিমলবেশ ধারণ করিয়া হরির পাদপদ্মে গমন
করিল । ৫১-৬৪ । কেবল যমপুরী নহে, ত্রিদশালয়ও
শূন্য হইল, ত্রিদশবাসীরাও বৈশাখধর্মপ্রভাবে বৈষ্ণুর্থে
গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর অমরাবতী
ও নরকনিচয় জনহীন হইলে নারদ ধর্মরাজ-
সমীপে গমনপূর্বক এই বাক্য বলিলেন ;—
হে রাজন্ ! পূর্বে নরকে যেসকল চীৎকার জবণ
করিতাম, এখন আর তজ্জন জবণগোচর হই-
তেছে না । আপনি দ্রুতকর্মাদিগের পাপ-লিপি
লেখন করিতেন, এখন আপনাকে লিখিতেও
দেখিতেছি না, আপনাদে এই চিত্রগুণও মুনির স্তায়
মৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছেন । হে রাজন্ !
ইহার কারণ কি, বলুন । মায়া ও দম্ব-বিবর্জিত
পাপকর্ম মানবগণ আপনার মন্দিরে আগমন
করিতেছে না কেন ? মহাত্মা নারদ এইরূপ
কহিলে ভগবতনয় দৈতমহা যম উত্তর করিলেন ;—
হে নারদ ! সম্রাতি যিনি বরুণীর অধীশ্বর,
তিনি হৃষীকেশ পুরাণপুরুষ পুরুষোদ্ভবের জিয়

প্রবোধমতি বৈশাখধর্মের তেরীশনেন ৫। অষ্ট-
বর্ষাবিকো মর্ত্যো অশীতির্ন হি পূর্যতে ৥ ৩৭ ৥ বো
বৈ ব্রহ্মতৈশাখঃ স মে দণ্ডো ন সংশয়ঃ । তত্শ্যাকি
জনাঃ সর্বে মোহজন্মি কদাচন ৥ ৩৮ ৥ গচ্ছন্তি
বৈবস্বৎ ধাম কশ্মণা তেন নারদ । বৈশাখ-
সেবনাজ্ঞোকা যান্তি হরিমন্দিরম্ ৥ ৩৯ ৥ তেন
রাজা মুনীশ্রেষ্ঠ মার্গো লুপ্তো যমাধুনা । কৃত্য হি
নরকাঃ শূন্তা লোকাশ্চাপি দিবৌকসাম্ ৥ ৪০ ৥
বিদ্বাভ্যো লেখকো লেখে লিখিতঃ মার্জিতঃ জর্নৈঃ ।
বৈশাখমাসধর্মশ্চ মাহাত্ম্যং স্বীদৃশং যুনে ৥ ৪১ ৥
ব্রহ্মহত্যাদিগাপানি বিমুক্তানি জর্নৈর্বিজ । কুহা
বৈশাখকৃত্যানি যান্তি বিকোঃ পরং পদম্ ৥ ৪২ ৥
সোহং কাঠসমো জাতো ন কচ্চিৎসম গোচরঃ ।
বুদ্ধঃ কুহা তু তং হসি সর্ষধাদ্য মহাবলম্ ৥ ৪৩ ৥
অকুহা স্বামিকার্যন্ত নিধ্যাপরো যদি হিতঃ । তন্ত

তন্ত, তিনি তেরীশনিনাদ দ্বারা প্রজাগণমধ্যে
বৈশাখধর্মের ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রজা-
গণের প্রতি আদেশ করিয়াছেন;—যে সকল
প্রজার আট বৎসরের অধিক বয়স এবং যাহাদের
অশীতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই; আমার রাজ্যমধ্যে তাদৃশ
প্রজা বৈশাখধর্মবিবর্জিত হইলে তাহারা আমার
হণ্ডা, সংশয় মাই।” প্রজাগণ রাজদণ্ডেরে তাঁহার
আদেশ কদাচ উল্লঙ্ঘন করে না; হে নারদ ।
সকলেই বৈশাখধর্ম আচরণ করিয়া স্বধর্ম প্রভাবে
বিদুলোকে গমন করিয়াছে । হে মুনিসত্তম । বৈশা-
খের সেবায় নরগণ হরিমন্দিরে গমন করিয়াছে;
সেই নরপতি কর্তৃক আমার পথ লুপ্ত হইয়াছে,
তিনিই আমার নরকনিকর নারকিহীন এবং সুর-
গণের ত্রিদেশালয় শূন্ত করিয়াছেন; আমার
লিপিকর চিত্রভণ্ডও রাজার এই ধর্মপ্রভাবে কর্ম-
হীন হইয়াছেন, পরন্তু পূর্বকালে যে সকল লোকের
নাম লিখিত হইয়াছিল, তাহাও এখন কর্তন করিতে-
ছেন । হে যুনে । বৈশাখ মাসের ধর্মমাহাত্ম্য
এইরূপই । হে বিজ । মানবগণ বৈশাখব্রত
করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইতেছে এবং
বৈশাখকৃত্য করিয়া বিদুল পরমপদে গমন করি-
তেছে । আমি কাঠপুত্তলিকার জায় হইয়াছি,
জিহ্বা বা অঙ্গপ্রহের সামর্থ্য আমার কিছুমাত্র নাই ।
হে সুবীৰ্য । আমি বুদ্ধ করিয়া অন্য সেই মহাবল
মহীপালকে নিরুদ্ধ করিব; যে প্রভুর কার্য না করিয়া
তাঁহার আদেশে উদাসীন হয়, প্রভু তাহার সমস্ত

বিস্তার সমগ্রাতি স যাতি নরকং ক্রবম্ ৥ ৩৮ ৥ যদি
দেবাদবধোহং তদা ব্রহ্মানমেত্য ৫ । নিবেদ্য
তন্মৈ তৎ সর্ষঃ পশ্চাৎ বহুস্বিত্তিবম্ ৥ ৩৯ ৥
ইত্যুকা বিজমামস্ম্য সাঙ্গগঃ প্রযযৌ ভুবম্ । স
কালো মহিষাকটো দণ্ডমুদ্যম্য ভীষণম্ ৥ ৪০ ৥
মৃত্যুরোগজরাদৈশ্চ পার্শ্বদৈশ্চ মহোৎকটৈঃ ।
পঞ্চাশৎকোটিসমখ্যাকৈর্মদুর্ভৈরুতন্ততঃ ৥ ৪১ ৥
স তুর্ণঃ তন্ত রাজর্ষে কুরোধ সকলাং পুরীম্ । শম্বঃ
দধৌ মহাঘোরং সর্ষলোকভয়করম্ ৥ ৪২ ৥ তচ্ছ্রুত্বা
স তু রাজর্ষিজ্ঞায়া বৈবস্বতঃ যমম্ । স সজ্জীকৃত-
সর্ষস্বঃ পতনান্নির্ঘর্যৌ কুবা ৥ ৪৩ ৥ তয়োর্মুদ্রমভূতত্র
ভীষণং রোমহর্ষণম্ । মৃত্যুং কালং তথা রোগং
যমং দূতপতিং তথা ৥ ৪৪ ৥ জিহ্বা কণেন রাজর্ষি-
জীবয়ামাস রোষতঃ । ততঃ ক্রুদ্ধো যমো রাজা
শ্রমভ্যোত্য তং কুবা ৥ ৪৫ ৥ যুযোধ বহুভির্কটৈঃ
সিংহনাদং চকার হ । চকর্ত রাজা তন্তাপি কার্ষকং

বিস্ত হরণ করেন এবং নিশ্চিতই তাহার নরকে
গমন হয় । অতএব আমার সমগ্রাণ গমন করাই
শ্রেয়ঃ । আমি এখন যুদ্ধার্থ গমন করিব, এই নৃপ
দেবগণেরও অবধ্য । যদি একান্তই ইহাকে নিহত
করিতে না পারি, তবে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া
তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেই আমার নিকৃতি
হইবে । যম এইরূপ বলিয়া বিজ নারদকে আমন্ত্রণ
করিলেন এবং যুদ্ধার্থ ভীষণ দণ্ড উদ্ভূত করিয়া
মহিষারোহণে ধরণীতলে প্রস্থিত হইলেন । ৩৮-৪০ ।
অঙ্গগগণ তাঁহার অঙ্গগমন করিল; মৃত্যু, রোগ,
জরাতি তদীয় উৎকট পার্শ্বদগণ সতত তাঁহার পার্শ্ব
দেশে অবস্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিল এবং
তাঁহার পঞ্চাশৎ কোটি দূত তাঁহাকে পরিবেষ্টন
করিয়া রহিল । তপনতনয় কণকালমধ্যে রাজর্ষি
নরপতির পুর অবরোধ করিলেন । যম লোক-
ভয়কর ভীষণ শম্বধ্বনি করিলেন, রাজর্ষিও শম্বরব
শ্রবণে রবিতনয় যুদ্ধার্থ আগমন করিয়াছেন জানিতে
পারিয়া রোষপরবশ হইলেন এবং সসৈন্তে
সজ্জিত হইয়া অস্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন ।
উভয়ের ভীষণ রোমহর্ষণ সময় আছিল । রোষপরবশ
রাজা শরনিকর দ্বারা মৃত্যু, কাল, রোগ প্রভৃতি যম-
সৈন্ত ও চমুপতি যমকে কণকালমধ্যে নিরুদ্ধ করত
তাঁহাদিগের ভীষণ ভীতি উৎপাদন করিলেন ।
অনন্তর যম ক্রুদ্ধ হইয়া যম তাঁহার শম্বধ্বনি হই-
লেন এবং সিংহনাদ সাহকারে বহুবাণ দ্বারা তাঁহার

বিশিষ্টৈঃ ৮৬ ॥ পুনশ্চাসিমায়া যমো
হস্তমধাগমঃ ১ ॥ তং দৃষ্ট্বা তু নৃপঃ ক্রুদ্ধঃ পুনশ্চিবাসি-
চক্ষুণী ৮৭ ॥ নিচখান ললাটে চ শরং কালোরগ-
প্রভম্ ১ ॥ যমস্তেনাহতঃ ক্রুদ্ধস্ততো দণ্ডমুপাদদে ১
ব্রহ্মাশ্বেণ চ সমস্ত্য দণ্ডং তস্মৈ যমোচ হ ৮৮ ॥
হাহাকারো মহানাসীজ্জনানাং পশুতাং তদা ১ ৥ তদা
বিষ্ণুঃ স্বভক্তস্ত রক্ষায়ৈ প্রাহিণোদরি ৮৯ ॥ বিষ্ণুমুক্তঃ
তদা চক্রং শীঘ্রমাগত্য তদ্রণে ১ ৥ যমদণ্ডেন সংযুধ্য
তদব্রহ্মাশ্বং নিবার্য চ ৯০ ॥ যমং হস্তমধারেভে
সহস্রারং মহাভূতম্ ১ ৥ দেবভক্তস্ততো ভীতস্তদা-
স্তৌচক্রমঙ্গসা ৯১ ॥ সহস্রার নমস্তেহস্ত বিষ্ণু-
পানিবিভূষণ ১ ৥ ত্বং সৰ্বলোকরক্ষায়ৈ হরিণা চ ধৃতং
পুরা ৯২ ৥ ত্বাং যাচেহদ্য যমং ত্রাস্ত বিষ্ণুভক্তং
মহাবলম্ ৯৩ ৥ নৃণাং দেবক্রহাং কালম্বেব হি
ন চাপরঃ ১ ৥ তস্মাদৈনং যমং রক্ষ কৃপাং কুরু

সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাজা শরত্রয়
দ্বারা যমের শরাসন ছেদন করিলেন, শরা-
শন ছিন্ন দেখিয়া যম পুনরায় অসি-চক্ষু গ্রহণপূর্বক
তাঁহার নিধন মানসে সমাগত হইলেন। অনন্তর
রাজা অসিচক্ষুর রবিতনয়কে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ
হইলেন এবং পুনরায় তাঁহার অসিচক্ষু ছেদন
করত কালোরগপ্রভ শরদ্বারা তাঁহার ললাট বিদ্ধ
করিলেন। যমের ললাটে শর বিদ্ধ হইলে তিনি
ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উত্তোলনপূর্বক মস্ত্রে অভিমুখিত
করত রাজার প্রতি ব্রহ্মাশ্ব নিক্ষেপ করিলেন।
যম কর্তৃক ব্রহ্মাশ্বমুখ্যুত দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে
চারিদিকে দর্শক মানবগণের হাহাকার রব উখিত
হইল, তখন বিষ্ণু তাঁকের রক্ষার জন্ত উদ্যত
হইলেন। হরি বিষ্ণুকে ত্যাগ করিলেন, বিষ্ণুর
মহাভূত সুদর্শন সহর রণভূমে উপনীত হইল এবং
সেই যমদণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মাশ্ব
নিবারণপূর্বক যমের নিধন সাধনে উদ্যত হইল।
এই সকল ব্যাপার দর্শনে দেবভক্ত রাজা ভীত
হইলেন। তিনি সুদর্শনের স্তব করিতে লাগিলেন।
রাজা বলিলেন,—হে সুদর্শন! আপনি বিষ্ণুর
করভূষণ, আপনাকে নমস্কার, পূর্বকালে নিখিল
লোকরক্ষার জন্ত হরি আপনাকে করে ধারণ
করিয়াছেন; মহাবল যম বিষ্ণুভক্ত; আপনি আজ
তাঁহাকে গারিজাণ করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।
হে জগৎপতে! যম দেবজ্যোহী মরগণের কালম্বকপ,
দেবজ্যোহীর শালনসামর্থ্য অস্ত্র কাহারও নাই। অত-

জগৎপতে ৯৪ ॥ নৃপেণৈবং ভূতং চক্রং যমঃ
হিহা নৃপান্তিকম্ ১ ৥ পুনর্যমো মহারাজ দেবানাং
পশুতাং দিবি ৯৫ ৥ ততো যমোহতিনির্বিগ্নো
ব্রহ্মণঃ সদনং যমো ১ ৥ স দদর্শ সমাসীনং যুজ-
মুর্জজনের্বৃতম্ ৯৬ ৥ ব্রহ্মাশ্বঃ জগদ্বীজং সৰ্বলোক-
পিতামহম্ ১ ৥ উপাস্তমানং বিবুধৈলোকপালৈদিগীর্ষতৈঃ
৯৭ ৥ ইতিহাসপুরাণাদ্যেবে দৈবিগ্রহসংস্থিতৈঃ ১
মূর্তিমন্তিঃ সমুদ্রৈশ্চ নদীভিঃ সারোবরৈঃ ৯৮ ৥
দেহবস্ত্রিস্থতা বৃক্ষৈরথাদৈরশেষিতৈঃ ১ ৥ বাপী-
কুপতড়াগৈশ্চ মূর্তিমন্তিঃ পর্বতৈঃ ৯৯ ৥ অহো-
রাত্রৈস্তথা পক্ষৈশ্চাতৈঃ সংবৎসরৈস্তথা ১ ৥ কলাকাঠা-
নিমেষৈশ্চ ঋতুভিঃ চার্ননৈর্বৃগৈঃ ১০০ ৥ সঙ্কল্পৈশ্চ
বিকল্পৈশ্চ নিমিষোন্মেষনৈস্তথা ১ ৥ ঋক্ষৈর্ঘোষৈশ্চ
করণৈঃ পূর্ণিমাভিঃ সুসঙ্কয়েঃ ১০১ ৥ সুখৈর্দুঃখৈ-
র্ভৈরৈশ্চ লাতলাভৈর্জয়াজয়ৈঃ ১ ৥ সর্বৈন রজসা চৈব
তমসা চ সমন্বিতম্ ১০২ ৥ শাস্তমুজাতিপ্রৌঢ়ৈশ্চ
বিকারৈঃ প্রাকৃতৈরপি ১ ৥ বায়ুনা দেবদেবেন
শ্লেষপিপ্তাদিভির্বৃতম্ ১০৩ ৥ তেষাং মধ্যেহ-

এব যমের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা
করুন। হে মহারাজ! সুদর্শন নৃপ কর্তৃক ভূত
হইয়া যমকে পরিত্যাগপূর্বক তাঁহার সমীপে গমন
করিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন দান করত দর্শকগণের
সমক্ষেই পুনরায় আকাশপথে প্রস্থিত হইলেন।
অনন্তর যম সান্তিশয় নির্বিগ্ন হইয়া ব্রহ্মার সমীপে
গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন,—ব্রহ্মলোকের
আশ্রয় জগদ্বীজ সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সমাসীন;
ব্রহ্মোপাসক ও জীবমুক্ত জনগণে তাঁহার চতুর্দিক
পরিবেষ্টিত; দিকপতি লোকপাল ও অস্ত্রান্ত
বিবুধগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, পুরাণ ইতি-
হাসাদিও বেদসমূহ বিগ্রহ ধারণপূর্বক তাঁহার
সমীপে বিদ্যমান; মূর্তিমান সমুদ্র, নদী,
সারোবর, অশ্বখতরু, বাপী, কুপ, তড়াগ, পর্বত,
অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, সংবৎসর, কলা, কাঠা,
নিমেষ, ঋতু, অয়ন, যুগ, সংকল্প, বিকল্প, নিমেষ,
উন্মেষ, ঋক্ষ, যোগ, করণ, পূর্ণিমা, সংকল্প, সুখ,
দুঃখ, ভয়, লাভ, অলাভ, জয়, এবং অজয় ইহা-
রাও পিতামহের সমীপে উপবিষ্ট রহিয়াছে।
এতদ্ভিন্ন সর্ব, রজঃ ও তমোণ্ডনাবৃত শাস্ত, মৃত,
অতি প্রৌঢ়, বিকারযুক্ত, প্রাকৃত ব্যক্তিগণ এবং
শ্লেষা ও পিপ্তাদিসম্বিত দেবদেব বায়ু তাঁহার

বিশং সৌরিঃ সত্রীড়া চ বধূধ্বা । বিলোকয়ন
ধরাপৃষ্ঠং স্নানবস্ত্রং বাদর্শয়ৎ ॥ ১০৪ ॥ সম্প্রবিষ্টং
যমঃ দৃষ্টা সকাশস্থং সহায়গম । বিশ্বিতান্তে
মিথঃ প্রোচুঃ কিমর্থং ভাস্করিস্থহ ॥ ১০৫ ॥
সম্প্রাপ্তো লৌকিককর্তারঃ জইং দেবং পিতামহম্ ।
নিব্যাপারঃ ক্ষণমপি যোহয়ং নাস্তি রবেঃ সূতঃ ॥ ১০৬ ॥
সোহয়মভ্যাগতঃ কস্মাৎ কচ্চিৎ কেমং দিবৌকসাম্ ।
আশ্চর্য্যাতিশয়োহয়ং চ সম্মার্জিতপটস্তবম্ ॥ ১০৭ ॥
লেখকস্তমরুপ্রাপ্তো দৈন্যেন মহতাবিতঃ । ন
কদাচিৎপটো হস্ত মার্জিতো ধর্মভীরুণা ॥ ১০৮ ॥
যমঃ দৃষ্টং ক্রতং বাপি তদিহাদ্য প্রপদ্যতে ।
এবমুচরতাং তেষাং ভূতানাং ভূতশাসনঃ ।
নিম্পপাতাগ্রতো ভূমৌ ব্রহ্মণো রবিনন্দনঃ ॥ ১০৯ ॥
কৃতমূলো যথা শাখী জাহিত্রাহীতি বৈ কদন ।
পরিভূতোহস্মি দেবেশ সম্মার্জিতপটঃ কৃতঃ ॥ ১১০ ॥
হুয়ি নাথে ন বিকলং পশ্যামি কমলাসন ॥ ১১১ ॥
এবমুक्ता হি নিশ্চেষ্টো বভূব নৃপসত্তম । ততঃ

সমীপে বিদ্যমান রহিয়াছেন । স্নানবস্ত্র স্বর্ঘ্যতনয়
যম লজ্জিতা নববধুর স্তায় অধোমুখ হইয়া তাহা-
দের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । সাগুচর রবিনন্দন
তথায় প্রবেশ করিয়া ক্রমে সভাসদগণের সমীপ-
বর্তী হইলেন । তাঁহার বিস্মিত হইয়া পরস্পর
আলাপ সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন । তাঁহারা
বলিতে লাগিলেন ;—এই যে রবিনন্দন লোককর্তা
পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শনার্থ আগমন করিতেছেন ।
ইনি তো যিনা কার্যে ক্ষণমাত্রও থাকেন না ! তবে
ইনি কেন আসিতেছেন ? দেবগণের কুশল তো ?
আরও এই এক অতি বিস্ময়কর ব্যাপার দেখি-
তেছি ;—ইহার লেখ্যপত্র মার্জিত রহিয়াছে ।
লেখক চিত্রগুপ্ত মহাদৈত্যবৃত্ত হইয়া ইহার অঙ্গুগমন
করিতেছেন । এমন কোন ধর্মভীরুই নাই, যে
ইহার লেখ্যপত্র মার্জিত করে ? অহো ! যাহা
কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই, আজ তাহাই
উপস্থিত হইল । ব্রহ্মার সভাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ
এইরূপ বলাবলি করিতে থাকিলে, নিম্পাপ
ভূতশাসন রবিনন্দন ব্রহ্মার সম্মুখে “জ্ঞাপ ককন,
জ্ঞাপ ককন” এইরূপ বলিতে বলিতে হিন্নমূল
ভরু স্তায় পতিত হইলেন । যম বলিলেন,—হে
দেবেশ ! আমি পরিভূত হইয়াছি, আমার লেখ্য-
পত্র প্রোছিত করিয়াছে ; হে কমলাসন ! আপনি

কোলাহলঃ শব্দঃ সভায়াং সমজায়ত ॥ ১১২ ॥ যো
হি খেদয়তে মর্ত্যান্ সর্ষান্ স্বাবরজঙ্গমান্ । স
বৈ কদতি হুঃখার্ভঃ কস্মাদৈবস্তুতো যমঃ ॥ ১১৩ ॥
জনসম্ভাপকর্তা বঃ সোহচিরাভ্যাত্যশোভনম্ । নহি
দৃষ্টতকর্তা হি নরঃ প্রাপ্নোতি শোভনম্ ॥ ১১৪ ॥
ততো নিবারয়ামাস বায়ুশ্বেষাং বচস্তদা । লোকানাং
সমবেতানাং মতং জ্ঞাত্বা চ বেধসঃ ॥ ১১৫ ॥
নিবার্য লোকান্ মার্জিতং শনৈরুখাপয়ম্বকং ।
ভূজাভ্যাং শালপীনাভ্যাং লোকমুত্র উদারধীঃ ॥
১১৬ ॥ বিহ্বলং তং পরায়তমাসনে সম্রাবেশয়ৎ ।
আসনমুবাচেদং ব্যোমহনু রবেঃ সূতম্ ॥ ১১৭ ॥
কেন ভ্রমভিভূতোহসি কেন স্থানান্তিবারিতঃ ।
কেনাং মার্জিতো দেব পটো লেখপটস্তব ॥ ১১৮ ॥
ক্রহি সর্ষমশেষেণ কুতো হেতোম্মাগতঃ । বঃ
প্রভুস্তাত সর্ষেযাং স তে কর্তা যমাপি চ ।
অপি কস্মাচ্চ মার্জিতো হুঃখঃ হৃদয়সংস্থিতম্ ॥ ১১৯ ॥

যাহার নাথ বিদ্যমান, তাহার এইরূপ বৈকল্য কেন
হইল ? ৮১—১১১। হে নৃপসত্তম ! যম এইরূপ বলিয়া
নিশ্চেষ্ট হইলেন, সভায় এক কোলাহল শব্দ উখিত
হইল । সকলেই বলিতে লাগিলেন,—যিনি
নিখিল মানব, স্বাবর ও জঙ্গমসমূহের খেদ উৎ-
পাদন করেন, সেই স্বর্ঘ্যতনয় থিন্নমনা হইয়া কেন
রোদন করিতেছেন । অহো ! যে জন মানবের
সম্ভাপ উৎপাদন করে, অচিরেই তাহাকে ভ্রষ্টত্ব
হইতে হয়; দৃষ্টতকারী নর কদাচ স্ত্রীমান হইবে না ।
অনন্তর সমীপে সমবেত মানবগণের মতি বিদিত
হইয়া তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং তাঁহা-
দের বাক্যে বাধা দিয়া শালতুল্য স্থল বাহুযুগল
দ্বারা রবিতনয়কে তৎক্ষণাৎ উত্থাপিত করিলেন ।
অনন্তর আকাশদূত সমীপে বিহ্বল রবিতনয়কে
আসনে উপবেশন করাইয়া বলিতে লাগিলেন—
হে পটো ! কোন ব্যক্তি কর্তৃক তুমি অভি-
ভূত হইয়াছে, কে তোমাকে তোমার স্বাধিকার
হইতে বিতাড়িত করিয়াছে ? এবং কোন মানব
তোমার লিপিপত্র মার্জিত করিয়াছে ? তুমি কি
জন্ত এখানে আগমন করিয়াছ ? অশেষরূপে ঐ
সকলের কারণ বল । হে তাত ! যিনি সর্ষভূতের
প্রভু, তিনি তোমার এবং আমারও কর্তা ; অতএব
হে মার্জিতো ! কি হেতু তোমার হৃদয়ঃখাধিত
হইয়াছে ? ইহা আমার নিকট তোমার বলা উচিত

স এবীৰুতঃ খসনেন সত্যমাদিত্যসুৰ্বচনং বভাষে ।
বিলোক্য বঙ্কঃ কুশকেতুস্বনোঃ সগদগদং চেদমহো-
হতিদীনম্ ॥ ১২০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদাক্রীষ সংবাদে কীর্তিমহিষ-
বর্ণনং নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

যম উবাচ । শৃণু মে বচনং নাথ লোপিতোহহং
পিতামহ । মরণীদধিকং মন্ত্রে মৎপদস্ত চ খণ্ডনম্ ॥
১ ॥ নিয়োগী ন নিয়োগং হি কয়োতি কমলাসন ।
প্রভোবিস্তং সমপ্নাতি স ভবেৎ কাষ্ঠকীটকঃ ॥ ২ ॥
যোহপ্নাতি লোভাধিতানি প্রজ্ঞাবাংস্ত মহোপতে ।
স তিৰ্য্যগ্‌যোনিরনরকে যাতি কল্লশতত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥
নিঃস্পৃহো নাচরৈদ্যস্ত নিয়োগং পদ্যসম্ভব ।
তু ক্রা তু নবকান ঘোরান্ স পুমান্ বায়সো ভবেৎ ॥ ৪ ॥
আত্মকার্যপরো যন্ত স্বামিকার্যং বিলুপতি ।

হইতেছে । বায়ু কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আদিত্য-
তনয় যম দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ কবিত্তে কবিত্তে
সত্য বাক্য বলিতে লাগিলেন । অহো ! কুশকেতু
তনয়কে স্মরণ করিয়া তিনি তখন অতি দীন বাক্য
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । ১১২—১২০ ।

• একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

যম বলিলেন,—হে নাথ ! আমার বাক্য শ্রবণ
করুন, আমার প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছে । হে পিতা-
মহ ! আমার অধিকার খণ্ডিত হওয়ায় ইহা যেন
আমার মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক বলিয়া
মনে হইতেছে । হে কমলাসন ! নিয়োগী অর্থাৎ
দণ্ডাধিকারী ব্যক্তি যদি দণ্ড দান না করে, তবে সে
প্রভুর বিত্ত নষ্ট করে এবং কাষ্ঠকীট হইয়া জন্মগ্রহণ
করিয়া থাকে । হে জগৎপতে ! যে প্রজ্ঞাবান
হইয়াও লোভবশত প্রভুর বিত্ত উপভোগ করে,
সে শতত্রয় কল্লকাল তিৰ্য্যগ্‌যোনিরনরকে গমন
করে । হে পদ্যধোনে ! যে ব্যক্তি নিঃস্পৃহ
হইয়া প্রভুর আজ্ঞাপালন না করে, অনেক ঘোর
নরক ভোগ করিয়া সেই পুরুষ বায়স হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করিয়া থাকে । যে জন্ম আত্মকার্যপরাগ হইয়া

ভবেদেহানি পাপাত্মা আত্মঃ কল্লশতত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥
নিয়োগী যশ্চ ভূত্বা বৈ তিষ্ঠন্নিত্যং শবেদানি । শত্ৰু
কার্যকরণে মাজ্জারো জায়তে নরঃ ॥ ৬ ॥ সোহহং
দেব তবদেশাৎ প্রজা ধর্ম্মেণ সাধয়ে । পুণ্যেন
পুণ্যকর্ত্তারং পাপং পাপেন কর্ম্মণা ॥ ৭ ॥ সম্যগ্-
বিচার্য্য মুনিভির্ধর্ম্মশাস্ত্রাধিতৈঃ প্রভো । কল্লাদৌ
বর্ত্তমানস্ত যাতনা দাপয়নম্ ॥ ৮ ॥ কর্ত্তুং নিয়োগমেবং
হি হৃদীয়ো নৈব শরুয়াম্ । রাজ্ঞা কীর্ত্তিমতা
ভগ্নো নিয়োগস্তব চ ক্রিতো ॥ ৯ ॥ ভয়াদস্ত জগন্নাথ
পৃথ্বী সাগবান্ধবান্ । বৈশাখধর্ম্মসহিতাং পালয়ন
বর্ত্ততে ক্রীড়ৎ ॥ ১০ ॥ বিহায় সর্ব্বধর্ম্মাংস্ত বিহায়
পি তৃপ্তজনম্ । বিহায়াগ্নিসপর্ধ্যাং তু তীর্থযাত্রাদি-
সংক্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥ সোঃসাম্যাবৃত্তৌ ত্যক্তা ত্যক্তা
প্রাণানিবোধনম্ । ত্যক্তা হোমং চ স্বাধ্যায়ং কৃত্বা
পাপানি ভূবিশঃ ॥ ১২ ॥ প্রযান্তি বৈকবং লোকং
কৃত্বা বৈশাখসংক্রিয়াঃ । মনুজাঃ পিতৃভিঃ সার্কঃ
তথৈব চ পিতামহৈঃ ॥ ১৩ ॥ তেষামতীতপিতরঃ

প্রভুর কার্য্য নষ্ট কবে, সে শতত্রয় কল্লকাল পাপা-
ত্মা ব গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে ইন্দুর হয় । ১—৫ ।
দণ্ডাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তি সামর্থ্য সত্ত্বেও যদি সতত
নিজগৃহে বাস করে, তবে তাহার মাজ্জারযোনি লাভ
হয় । হে দেব ! আমিও আপনার নিযুক্ত, প্রজা-
ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া আপনার আদেশে পুণ্যকর্ম্মার
পুতভাবে এবং পাপাচারের কর্ত্তার কর্ম্মদ্বারা পালন
শাসন করিয়া থাকি । হে প্রভো ! আদিকল্পেই
এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মুনিগণপ্রণীত
ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ বিশেষরূপ বিচার করিয়াই আমি
দণ্ডাই ব্যক্তিকে যাতনা দান করি । হে প্রভো !
আমি কদাচ আপনার আজ্ঞার অন্তথা করিতে
সমর্থনহি । সম্প্রতি স্মৃতিতলে রাজা কীর্ত্তিমান
আপনার নিয়োগ ভঙ্গ করিয়াছে । হে জগৎপতে !
মহীপতি কীর্ত্তিমান সাগরান্ধরা ধরিজীর সর্ব্বত্র
বৈশাখধর্ম্মের ঘোষণা করিয়াছে ; তাহার ভয়ে
প্রজাগণ পিতৃপূজা, ভূতানসেবা, তীর্থযাত্রাদি
সংক্রম্য, দ্বিবিধ সাংখ্য ও যোগ, প্রাণায়াম, হোম
এবং স্বাধ্যায় প্রভৃতি নিখিল ধর্ম্মকর্ম্ম পরিত্যাগ-
পূর্ব্বক ভূরি ভূরি পাপাচরণ করিয়াও বৈশাখধর্ম্ম-
প্রভাবে বিষ্ণুলোকে গমন করিতেছে । হে পিতা-
মহ ! বলিব কি, বৈশাখের সংক্রিয়াকারী নরগণ
পিতৃপিতামহাদির সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করি-

পিতৃণাং পিতরন্তথা। তথা মাতামহা যান্তি তেবাং
বৈ জনকাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥ তেষামপি চ নেতারো
জনিজীবাং চ পূর্বজাঃ। এতদুৎপৎ পুনর্দেব মম
মন্তকভেদনম্ ॥ ১৫ ॥ প্রিয়ায়াঃ পিতরো যান্তি মার্জ্জরিত্বা
লিপিং মম। পিতৃণাং বীজজ্ঞো যন্ত ধাত্ৰা কুক্ষৌ
ধৃতো বিভো ॥ ১৬ ॥ যদকেন কৃতং কৰ্ম তদকেনৈব
ভুজ্যতে। তন্নিস্ত কৃতং সৰ্বং জানংস্বকঃ কুলে
তু যঃ ॥ ১৭ ॥ তারয়েতাবৃত্তৌ পক্ষৌ যদ্বিশোপৰ্য্যলং
বিভো। প্রিয়ায়াশ্চাপি বৈ তাত সৰ্বৈ বৈ কুক্ষি-
সন্তবাঃ ॥ ১৮ ॥ তেহপি সৰ্বৈ জগন্নাথ যান্তি বিকোঃ
পরং পদম্। ন মে প্রয়োজনং দেব নিয়োগেনে-
দৃশেন বৈ ॥ ১৯ ॥ বৈশাখধৰ্ম্মনিরতঃ স মাং
তাক্ষা ব্রজেদ্ধরিম্। ত্রিঃসপ্তকুলমুদ্ভূত্যা ত্যক্ত-
পাপোহতিশোভনঃ ॥ ২০ ॥ স ত্যাক্ষা মম মার্গং হি
প্রয়াতি হরিমন্দিরম্। ন যজ্ঞেন্দ্রাদৃশৈর্দেব গতিং

প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২১ ॥ সৰ্বতীর্থৈর্ন দানাদ্যৈর্ন
তপোভিচ্চ ন ব্রতৈঃ। অপি বা সকলৈর্ধৰ্ম্মৈ-
র্যুক্তো নাপ্নোতি তাং গতিম্ ॥ ২২ ॥ প্রয়াগ-
পাতাজনমধ্যপাতাদ্ভূগোচ্চ পাতানুরগাচ্চ কাশ্মীরাম্।
ন তাং গতিং যান্তি জনাশ্চ সৰ্বৈ বৈশাখনিষ্ঠৈন
চ যা প্রপদ্যতে ॥ ৩ ॥ প্রাতঃস্নানো দেবপূজা
কৃতা শ্রদ্ধা কথাং মাসমাহাত্ম্যাসংজ্ঞাম্। ধৰ্ম্মান কৃতা
চোচিতান বৈকুণ্ঠাংশ্চ স বৈ ভবেদ্বিকুলোকৈকনাথঃ ॥
২৪ ॥ অপ্রমাণমহং মন্ত্রে লোকং বিকোজ্জগৎপতেঃ।
যো ন পুৰ্য্যোত কোট্যোঘৈঃ সৰ্বতঃ কমলাসন ॥ ২৫ ॥
মাধবাবসথেনৈহ সমন্তেন পিতামহম্। বিকৰ্ম্মস্থা-
বিকৰ্ম্মস্থাঃ শুচয়োহশুচয়ন্তথা ॥ ২৬ ॥ কৃতা বৈশাখ-
কৃত্যানি লোকা যান্তি নৃপাজ্ঞয়া। যোহস্মাকঃ হি
মহচ্ছত্রভবতাক্ষ বিশেষতঃ ॥ ২৭ ॥ নিগ্রাহো
জগতাং নাথ ভবতাসৌ মহীপতিঃ। হিহা হি
সকলান ধৰ্ম্মান সৰ্বদ্বৈশাখস্নানতঃ ॥ ২৮ ॥ অসং-
স্কৃতজনা যান্তি বৈকুণ্ঠং হরিমন্দিরম্। অস্মাভিচ্চ

তেছে, তাহাদের পিতামহের উর্দ্ধতন পিতৃগণ,
তৎপিতৃগণ, মাতামহ, মাতামহের জনকাদি, তাঁহা-
দেরও পিতৃগণ এবং তাঁহাদের ষাঁহারা জনমিত্রী,
তাঁহাদিগের পূর্বজগণও বিকুলোকে গমন করি-
তেছে। হে দেব! ইহাই আমার শিরোভেদী
মহাচ্ছত্র। হে বিভো! যাঁহারা বৈশাখব্রত করে,
তাঁহাদের স্বপুত্রগণও আমার লিপি মার্জ্জনা করিয়া
বিকুলোকে গমন করিয়াছে। পিতৃগণের
অপরশাখাসমুত্ত জাতি, এবং যে শিশু ধাত্রী ক্রোড়ে
লালিত হইতেছে, সেও বিকুলোকে গমন
করিতেছে। যে অঙ্কে ক্রীড়া করিতেছে, সেই
শিশু তদবস্থাতেই বিকুলোক ভোগ করিতেছে।
যে একমাত্র কুলের আশ্রয়, সেও সক্ষ বিধয় পরি-
ত্যাগ করিয়া জ্ঞানবলে বিকুলোকে চলিয়া যাইতেছে
হে তাত! হে বিভো! বৈশাখব্রতিগণের প্রিয়ার
কুক্ষিসমুত্ত মানবগণ তাহাদের পিতৃ-মাতৃ উভয়
কুলেরই বড়বিংশ পুরুষ পর্য্যন্ত—উদ্ধার করিতেছে।
হে জগৎপতে! সকলেই বিকুর পরমপদে গমন
করিতেছে। হে দেব! বৈশাখধৰ্ম্মনিরত ব্যক্তি-
গণ আমাকে অতিক্রম করিয়া হরির পরমপদে
গমন করিতেছে, অতএব ঈদৃশ নিয়োগে আমার
প্রয়োজন নাই। যে পাপ করিয়াছে, সেও বৈশাখ-
ধৰ্ম্মপ্রভাবে একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া স্বয়ং
বিগতপাপ ও পুণ্যশোভনবেশে আমার অধিকার
অতিক্রমপূর্বক হরিমন্দিরে গমন করিতেছে। হে

দেব! মানব বিবিধ যজ্ঞ, তপস্শ্রা, নিখিলতীর্থ-
সেবা, অনেক দান, ব্রত, এমন কি সৰ্ববিধ ধর্ম্মের
আচরণ করিয়াও যে গতি প্রাপ্ত হয় না, একমাত্র
বৈশাখব্রতের আচরণ করিয়া সেই গতিলাভ
করিতেছে। মানবগণ বৈশাখধর্ম্মে নিরত হইয়া
যে গতিলাভ করে, প্রয়াগ, রণভূমি, পর্বতশিখর
এবং বারণসীতে প্রাণত্যাগ করিয়াও সে গতি
প্রাপ্ত হয় না। যে মানব বৈশাখে প্রাতঃস্নান দেব-
পূজা, বৈশাখমাসের মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং যথোচিত
বৈকুণ্ঠধৰ্ম্মনিচয়ের আচরণ করিতেছে, সে-ই এক-
মাত্র বিকুলোকের নাথরূপে পরিগত হইতেছে। ৬—
২৪। হে কমলাসন! ইহা যেন আমার মনে অপ্রমাণ
বলিয়া বোধ হইতেছে, কেননা যে সকল পাপী তথায়
গমন করিতেছে, তাহাদের কোটি কোটি পাপ-
সমুদ্রে কি জগৎপতি বিকুর লোক সর্বত্র সমাকীর্ণ
হইতেছে না? হে পিতামহ! কি নিষিদ্ধ-
কথা, কি বিধিবোধিত ধর্ম্মাচারী, কি শুচি কি
অশুচি রাজার আশ্রায় সকলেই মাধবালয় বৈশাখের
সমস্ত ধর্ম্ম পালন করিয়া বিকুলোকে গমন করি-
তেছে; অতএব এই রাজা আপনার আমার উভ-
য়েই পরম অরি; বিশেষতঃ হে জগৎপতে।
আপনি এই মহীপতির নিগ্রহ করুন। নিখিলধর্ম্ম
পরিত্যাগপূর্বক একবারমাত্র বৈশাখস্নান করিয়াই
এই অসংস্কৃত ব্যক্তিগণ হরিমন্দির বৈকুণ্ঠে

কৃতোপেক্ষা বিষ্ণুপাদৈকসংখ্যঃ ॥ ২৯ ॥ সমস্তং
নেম্যতে লোকং পার্শ্বিবো নাত্র সংশয়ঃ । এস
দণ্ডপটো হৃদ্য তব পদ্ম্যং নিবেদিতঃ ॥ ৩০ ॥ লোক-
পালমমতুলমজিতং তেন ভূভুজা । কিমপত্যেন
জাতেন মাতুঃ ক্লেশকরণে বৈ ॥ ৩১ ॥ যো ন পাতয়তে
শত্রুং জ্যেষ্ঠমাসীব ভাস্করঃ । বৃথাসুতা হি যুবতি-
জাতা চেক্ষি কুপুত্রিণী ॥ ৩২ ॥ ন তস্তাঃ ক্ষুরতে
কীর্তির্ধনস্তেব শতব্রুদা । যৎপিতৃর্নোদ্ধরেৎ পাপা-
ধিধ্যয়া বা বলেন বা ॥ ৩৩ ॥ মাতুর্জঠরজো রোগঃ
স প্রসূতো ধরাতলে । ধর্ম্যে চার্থে চ কামে চ যৎ-
প্রতীপো ভবেৎ সূতঃ ॥ ৩৪ ॥ মাতৃহা হ্যচ্যতে
সন্তিঃ স পুত্রঃ পুরুষাধমঃ । তন্মাতা নৃপপত্নী চ
লোকবিখ্যাতসংক্রিয়া ॥ ৩৫ ॥ একৈব বীরমূলোকে
বীরঃ স নাত্র সংশয়ঃ । যথা বৈ কীর্তিমান্ জাতো
মল্লিপেয়ার্জুনায় বৈ ॥ ৩৬ ॥ নেদং ব্যবসিতং দেব
কেনচিৎ কত্রিয়েণ হি । পুরাণেষু জগন্নাথ ন ত্রুতং
পটমার্জনম্ ॥ ৩৭ ॥ সোহহং ন জানামি জগৎপতীশ

গমন করিতেছে। এই রাজা একমাত্র
বিষ্ণুর পাদপদ্মেরই আশ্রয় লইয়াছে। মর্ত্যভূমির
অধিপতি এই মহীপতি সমস্ত লোককেই
বৈকুণ্ঠে উপনীত করিবে সংশয় নাই। হে
দণ্ডনিপুণ! এই রাজা অতুল লোকপাল
অর্জন করিয়াছে, এই আপনার পাদযুগলে
অদ্য সমস্ত নিবেদন করিলাম। যে তনয়
মাতার ক্লেশ উৎপাদন করে, যে জ্যেষ্ঠ-
মাসের ভাস্করের স্থায় শত্রুর তাপ উৎপাদন
করে না, মাতার অদৃশ তনয় লাভে কি
কল? যে মাতা তাদৃশ সন্তান প্রসব করে,
তাহাকে ব্যর্থ তনয়া ও কুপুত্রিণী বলা যায়। মেঘ-
মালায় বিহ্বাদ্ যে রূপ চকিতের স্থায় অদৃশ হয়,
তাদৃশী মাতার কীর্তিও তক্রূপ বিলুপ্ত হয়। যে
পুত্র বিদ্যা বা কীর্ত্য দ্বারা পিতাকে পাপমুক্ত করে
না, সে বনুধাতলে প্রসূত হইলো ও মাতার জঠর-
পীড়াজনক জানিবেন। যে তনয় ধর্ম, অর্থ ও কামে
বিমুখ হয়, পণ্ডিতগণ তাদৃশ সূতকে মাতৃঘাতী
বলেন এবং সে পুরুষাধম। নৃপতি কীর্তিমান্ বাহার
উদরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই মাতা নৃপ পত্নী,
সংক্রিয়া দ্বারা লোকবিখ্যাতা ও ত্রি লোকে বীরমূল।
এবং সেই মাতাই বীরতনয়, সংশয় নাই। এই
কীর্তিমান্ আমার লিপি মার্জন করিয়াছে। হে

ধতে কিতীশং হরিতং পরং তম্ । অচোদয়ত্বং
পটহং সুঘোষাধিলোপয়ানং মম বেষ্মমার্গম্ ॥ ৩৮ ॥
ইতি ক্রীড়ান্দে নারদাচার্যীবসংবাদে যমদুঃখনিরূপণং
নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ । কিমান্দর্ঘ্যং ত্বয়া দৃষ্টং কিমর্থং
খিদ্যতে ভবান্ । সদাগণেষু কৃতস্তাপঃ স তাপো
মরণান্তিকঃ ॥ ১ ॥ তন্তোচ্চারণমাত্রেণ প্রাপ্যতে
পরমং পদম্ । ন গচ্ছন্তি হরেলোকং কথং ভূপন্ত
শাসনাৎ ॥ ২ ॥ একোহপি গোবিন্দকৃতঃ প্রণামঃ
শতাবধৈবাবভূধেন তুল্যঃ । যজ্ঞস্ত কর্তা পুনরেতি
জন্ম হরেঃ প্রণামো ন পুনর্ভবায় ॥ ৩ ॥ কুরুক্ষেত্রেণ
কিং তন্ত সন্ন্যস্তা চ কিং তথা । জিহ্বাগ্রে বর্ততে
যন্ত হরিরিত্যকরদ্বয়ম্ ॥ ৪ ॥ ব্রাহ্মণঃ স্বপতীং ভূভুজ

দেব! কোনও কত্রিয় একরূপ করিতে পারে নাই।
হে জগৎপতে! আমার লিপি কেহ ধ্বংস করি-
য়াছে, পুরাণে একরূপ শ্রবণ করি নাই। হে
জগৎপতে! হে স্বামিন্! এই হরিপরায়ণ কিত্তি-
পতি কীর্তিমান্ তির অস্ত কোন কত্রিয় যে পটহ-
নিদাদ দ্বারা ঘোষণা করিয়া আমার অধিকার বিলুপ্ত
করিয়াছে, একরূপ আমার জানা নাই ॥ ২৫—৩৮ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি একি আশ্চর্য দেখি-
য়াছ? তুমি কেনই বা খেদ করিতেছ? অবশ্য
সাধুগণ যে তাপদান করেন, তাহা মরণান্তিক
হইয়া থাকে। কীর্তিমান্ সাধু; তাহার নামো-
চ্চারণ মাত্রেই মানব পরম পদ প্রাপ্ত হয়।
অতএব এই ভূপতির শাসনে প্রজাগণ কেন
হরিমন্দিরে গমন করিবে না? দেখ, যে মানব এক-
বার গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণত হইয়াছে, সে
শতাবধৈবাসানে অবভূধনায়ী তুল্য; যজ্ঞকর্তা
পুনর্বার জন্মলাভ করে, কিন্তু হরির প্রণামকারীর
জন্ম হয় না। যাহার জিহ্বাগ্রে “হরি” এই অক্ষর-
দ্বয় উচ্চারিত হয়, কুরুক্ষেত্র ও সন্ন্যস্তীতীরের

বিশেষেণ রজস্বল্যম্ । যদি বিষ্ণুঃ স মরণে অরে-
য়াপোতি তৎপদম্ ॥ ৫ ॥ অভ্যন্তরাকাঙ্ক্ষাতঃ
বিহায়াস্ত সৰ্বম্ । প্রয়াতি বিষ্ণুসামুদ্র্যঃ যতো
বিষ্ণুপ্রিয়া স্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥ এবং বিষ্ণুপ্রিয়ো মাসো
বৈশাখো নাম বৈ যম । যক্ষ্মশ্রবণাদেব মুচ্যতে
সৰ্বকামিণী ॥ ৭ ॥ যাতি কিম্বক্তব্যং তস্তা-
হুষ্ঠানতৎপরঃ । যস্মিন্ সঙ্গীযতে যো হি প্রীয়তে
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৮ ॥ কথং ন যাতি চ গতিং তস্তা-
হুষ্ঠানতৎপরঃ । অস্মাক জগতাং নাথো জনিতা
পুরুষোত্তমঃ ॥ ৯ ॥ তস্তাষ্টান মাধবে মাসি ধৰ্ম্মা-
নেতান্ করোত্যয়ম্ । তস্ত বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সহায়
সৰ্বদা হিতঃ ॥ ১০ ॥ ন তস্ত ভূপতে: সৌরে
সমর্থক শিকণে । ন বাসুদেবভক্তানাং তং
বিদ্যতে কচিৎ । জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিভয়ং নৈবো-
পজায়তে ॥ ১১ ॥ নিয়োগী স্বামিকার্যেষু যাবচ্ছক্তি
সমীহতে । তাবতা স কৃতার্থঃ স্তাররকান্নৈব গচ্ছতি ॥

সেবা করিয়া তাহার কি হইবে? দেখ, ব্রাহ্মণ
রজস্বল্য চাণালী উপভোগ করিয়া যদি মরণ-
সময়ে বিষ্ণু স্মরণ করেন, তবে তিনিও কি হরির
পরম পদ প্রাপ্ত হন না? হরির স্মৃতিই তাঁহার
প্রিয়, মানব এই হরিনাম স্মরণে অভ্যন্তরাকাঙ্-
ক্ষাভিত পুঞ্জীকৃত পাপ বিদূরিত করিয়া বিষ্ণুসামুদ্র্য
প্রাপ্ত হয়। হে যম! এই বৈশাখ মাস বিষ্ণুপ্রিয়,
এই বৈশাখ মাসের ধৰ্ম্মনিচয় শ্রবণ করিয়া মানব
নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হয়। অতএব মানব যে
সেই বৈশাখব্রততৎপর হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন
করিবে, এই বিষয়ে আর বক্তব্য কি? যে বৈশাখ
মাসে নাম কীৰ্ত্তন করিলে পুরুষোত্তম প্রীত হন,
সেই বৈশাখের অনুষ্ঠান করিয়া মানব কেন না
উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবে? পুরুষোত্তম বিষ্ণু
জগতের নাথ এবং আমাদেরও জন্মদাতা; নূপ
কীৰ্ত্তিমান সেই বিষ্ণুপ্রিয় বৈশাখধৰ্ম্ম আচরণ
করিতেছে, অতএব প্রসন্নাত্মা বিষ্ণু তাহার
সহায় হইয়াছেন; হে সৌরে! তুমি তাহার শিকা
দ্বারা অসমর্থ; দেখ, বাসুদেবভক্তদিগের কদাচ
অপত্ত হয় না, তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা বা
ব্যাদিভয় নাই। হে জগৎপতে! নিয়োগী ব্যক্তি
স্বামিকার্য্যে যথাশক্তি করিয়াই কৃতার্থ হয়; আর যথা-
সাধ্য স্বামিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে নিয়োগী কখনও
অসমর্থ হইবে না। প্রভুর নিয়োগ যদি

১২। কার্য্যে শক্তির্নান্ধ্রাজ্ঞে স্বামিনে চ নিবে-
দয়েৎ । অনুপাতাবতা ভূত্যো নিয়োগী স্বধমমুতে ।
১৩। তস্মান্নিবেদিতার্থস্ত ন ধনং ন চ পাতকম্ ।
যত্নে কৃতে স্বকর্তব্যো নাপরাধোহস্তি দেহিনঃ ॥ ১৪ ॥
তস্মাদশক্যকার্য্যেহস্মিন্ন বিশোচিতুমহসি ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্তো ব্রহ্মা সৌরিঃ পুনরত্যস্তধিরধীঃ । উবাচ
দীনরা বাচা লম্বাপ্পাকুলেক্ষণঃ ॥ ১৬ ॥ প্রাপ্তং
তাত ময়া সৰ্বং বদন্তীভিতজ্ঞেনৈব বৈ । নাহং
যাস্তে পুনঃ কর্তুং নিয়োগঃ পদ্যসম্ভব ॥ ১৭ ॥
প্রশাসতি এহাবীৰ্য্যো ভূপেহস্মিন্ ভূমিমণ্ডলে । চান-
দ্রিহা স্বধৰ্ম্মাংস্ত তমেকং ভূপতিং বিভো ॥ ১৮ ॥
কৃতকৃত্যোহস্মি তনয়ো গয়ায়াং পিণ্ডদো যথা ।
কৃপালো তদিদং কার্য্যং সাধয়স্ব মমাব্যয়ম্ ॥ ১৯ ॥
বিজরস্ত ততো ভূয়ঃ শাসনং তে করোম্যহম্ ।
ব্রহ্মা ব্রহ্মা যমেনোক্তং পুনশ্চিত্তাপরায়ণঃ ॥ ২০ ॥

ভূত্যেব সাধ্যাতীত হয়, তবে প্রভুকেই নিবেদন
করিবে, এইরূপ হইলে নিয়োগী ভূত্য অঞ্চলী সুখী
হন। যে ভূত্য সাধ্যাতীত নিয়োগ পুনরাধ
প্রভুর নিকট জ্ঞাপন করে, সে অঞ্চলী এবং তাহার
পাতক নাই। নিজকার্য্যের ভায় অবশ্য প্রভুর
আদেশ সাধিতে যত্নবান হইবে, কিন্তু যত্ন করিলেও
যদি সাধিত না হয়, তবে তাহাতে দেহী ব্যক্তির
কোন দোষ নাই। এই কীৰ্ত্তিমান বিষ্ণুভক্ত,
ইহাকে শিকা দেওয়া তোমার অসাধ্য, অতএব
এবিষয়ে শোক করিও না ॥ ১৫—১৬ ॥ ব্রহ্মা কর্তৃক
এইরূপে 'কথিত হইয়া রবিতনয় আরও অত্যধিক
খিন্ন হইলেন, বাস্পবিগলিত হওয়ায় তাঁহার লোচন-
যুগল আকুল হইল, তিনি দীনবাক্যে বলিতে
লাগিলেন;—হে পদ্যসম্ভব! আপনার পাদপদ্মের
সেবা করিয়াই আমি সৰ্ববিধ অধিকার প্রাপ্ত
হইয়াছিলাম; হে বিভো! মহাবল ভূমিপাল
স্বধৰ্ম্ম প্রচারপূর্বক যত দিন অবনীমণ্ডল শাসন
করিবেন, ততদিন আর আমি আপনার নিয়োগ
পালনে সক্ষম বইহেনা। গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া
তনু যেমন জনকের নিকট কৃতকৃত্য হয়, অদ্য
আমিও তজ্জপ কৃতকৃত্য হইলাম। হে কৃপালো!
আপনি কৃপাপূর্বক আমার এই কাণ্ড সাধন করুন,
যেন আমি বিগতজর হইয়া আপনার শাসন পূরক
করিতে পারি। যমের কাণ্ড শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা

তম্বাচ পুনত্রাজা সাধ্বয়ন বহুধাপ্যমুম্ । অশ্বোবাচ । ন
নিগ্রাহিয়া রাজা বিষ্ণুধর্মপরায়ণঃ ॥ ২১ ॥ যদি
জলয়সে কোপাদগচ্ছামো হস্তিকং হরেঃ । নিবেদ্য
সকলং তস্মৈ কর্ম পশ্চাত্তদীরিতম্ ॥ ২২ ॥ স এব
কর্তা লোকস্ত ধর্মস্ত পরিপালকঃ । স চ দণ্ড-
ধরোহস্মাকং শাস্তা কর্তা নিয়ামকঃ ॥ ২৩ ॥ ন
তদ্বক্তেহস্তি প্রত্যাভিরস্মাকং বিহিতা বৃষ । ন
রাজোক্তেস্ত প্রত্যাভিদৃষ্টভে কাপি ভূতলে ॥ ২৪ ॥
ইত্যাস্মিন্ যমঃ তেন সাকং কীরাস্বধিঃ যযৌ । ব্রহ্মা
ভূষ্টাব চিহ্নাত্মা নির্গুণঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ২৫ ॥ সাধ্যা-
যোগৈরধিতীয়মেকং তং পুরুষোত্তমম্ । আবি-
রাসীত্তদা বিষ্ণুঃ সঙ্গা সংস্কৃতো হরিঃ ॥ ২৬ ॥ প্রমাণং
চক্রভূতস্মৈ যমো ব্রহ্মা চ সম্বরম্ । তাবুবাচ মহা-
বিষ্ণুর্মেঘগভীরম্ গিরা ॥ ২৭ ॥ কস্মাদযুবামিহা-
য়াতো কিং দুঃখং দদুর্জৈরভূৎ । স্নানং যমমুখং
কস্মাৎ কেন বা নতকঙ্করঃ ॥ ২৮ ॥ এতদ্বদম্ মে

পুনরায় চিন্তাধিত হইলেন এবং তাঁহাকে বহুবিধ
সাধনাবাক্য প্রদানপূর্বক বলিতে লাগিলেন ।
ব্রহ্মা বলিলেন,—হে যম ! রাজা কীর্তিমান বিষ্ণু-
ধর্মপরায়ণ ; অতএব তোমার নিগ্রহের যোগ্য
নহে । যদি কোপ বশতঃ একান্তই তাঁহাকে
বঞ্চিত করিতে চাও, তবে আমি হরির নিকট
গমন করিয়া তোমার আচরিত কর্মনিচয় তাঁহাকে
নিবেদন করিব । হে যম ! তার পর তাঁহার আদিষ্ট
কার্য্য আচরণ করিবে । তিনিই ত্রিলোকের কর্তা
এবং ধর্মের পালক ; তিনি আমাদিগের দণ্ডধর,
শাস্তা, কর্তা ও নিয়ামক । হে ধর্ম্ম ! তাঁহার
উক্তিতে আমাদের প্রত্যাভি করা বিহিত নহে ।
দেখ, রাজার উক্তিতে ক্ষতিভলে কুত্রাপি প্রজা-
গণের প্রত্যাভি করিতে দেখা যায় না । ব্রহ্মা
যমকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার সহিত কীর-
সাগরতীরে গমন করিলেন এবং সাংখ্য যোগ
দ্বারা এক অধিতীয় চিহ্নাত্ম নির্গুণ পুরুষোত্তম
পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । অনন্তর
হরি ব্রহ্মা কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া তথায়
আবির্ভূত হইলেন, যম ও ব্রহ্মা সম্বর তাঁহাকে
প্রণাম করিলেন ; তখন মহাবিশ্ব মেঘগভীর
বাক্যে যম ও ব্রহ্মাকে বলিলেন ;—আপনারা
কি জন্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ? কোন
দানব কি আপনাদের দুঃখ উপশমন করিয়াছে ?
যমের মুখ কেন স্নান দেখিতেছি এবং ইহার

ব্রহ্মপ্রিত্যক্ত্যচাহ কঙ্কজঃ । ব্রহ্মাসবর্ষো ভূপালে
ভূমিং শাসতি বৈ নরাঃ ॥ ২৯ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতা
যান্তি ভে পরমবায়ম্ । ততো যমপুরী শৃঙ্গা তেন
চাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৩০ ॥ তেন যুদ্ধং চকারাসৌ
হস্তং দণ্ডমধাদদে । অচক্রেণ পরাভূতো যযাবদ্য
মমাস্তিকম্ ॥ ৩১ ॥ ন চ শক্তো বয়ং দণ্ডং স্বহস্তজানাং
মহাস্থনাম্ । তস্মাদ্বামেব শরণং বয়ং প্রাপ্তা মহা-
বিভো ॥ ৩২ ॥ তস্মাদ্ভূপং দণ্ডয়িত্বা পালয়েনঃ যমঃ
স্বকম্ । ইতু্যুক্তঃ প্রহসন্ প্রাহ ব্রহ্মাণঃ যমমেব
চ ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মীং বাপি পরিত্যজ্য প্রাণান্ দেহ-
মথাপি বা । জীবৎসং কোষভং মালাং বৈজয়ন্তী-
মথাপি বা ॥ ৩৪ ॥ বৈতদীপকং বৈকুণ্ঠং কীরসাগর-
মেব চ । শেবকং গরুড়ং চৈব ন তক্তং ত্যজু-
মুৎসহে ॥ ৩৫ ॥ বিস্মৃত্য সকলান্ ভোগান্নদর্শে
ত্যক্তজীবিতান্ । মদাস্বকান্ মহাভাগান্ কথং
তাস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ৩৬ ॥ তস্মাদ্ভূতঃ শমনে হ্যপায়ং কল্প-

মস্তকই বা কেন নত হইয়াছে ? হে ব্রহ্মন ! এই
সকল আমার নিকট বলুন । অনন্তর বিষ্ণুনাভিপঙ্কজ-
সম্ভূত ব্রহ্মা বলিতে লাগিলেন,—আপনার ভক্ত-
শ্রেষ্ঠ ভূপতি কীর্তিমান বসুধা শাসন করিতেছেন,
তাঁহার প্রজাগণ বৈশাখধর্ম্মনিরত হইয়া আপনার
অবায় পদে প্রবেশ করিতেছে । ইহাতে যমপুরী শৃঙ্গ
হইয়াছে, এই জন্তই যম অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ।
যম কীর্তিমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে
নিহত করিবার জন্ত যমদণ্ড পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করিয়া-
ছিলেন, তারপর আপনার চক্রের নিকট পরাভূত
হইয়া যম অদ্য আমার নিকট সমাগত হইয়াছেন ।
হে মহাবিভো ! আপনার মহাত্মা ভক্তগণের প্রতি
দণ্ডবিধানে আমরা অসমর্থ, অতএব আমরা আপ-
নার শরণাপন্ন হইয়াছি । যম আপনার নিজের
লোক, অতএব রাজাকে দণ্ডপ্রদান করিয়া যমকে
পালন করুন । এইরূপ প্রার্থিত হইয়া বিষ্ণু হাসিতে
হাসিতে যম ও ব্রহ্মাকে বলিলেন,—“আমি রমাকে
পরিত্যাগ করিতে পারি অথবা প্রাণ, দেহ, জীবৎস,
কোষভ, বৈজয়ন্তী মালা, বৈতদীপ, বৈকুণ্ঠ, কীর-
সাগর, শেব এবং গরুড়, এ সকলও আমার পরি-
ত্যজ্য হইতে পারে ; কিন্তু ভক্তকে কখনই পরি-
ত্যগ করিতে পারি না । বাহারা বিবিধ বিলাস-
বিভোগ বিসর্জন দিয়া আমার ‘জন্ত’ জীবন
উৎসর্গ করিয়াছেন, যে সকল মহাভাগ মহাত্মা
আমাদেরই একান্ত মিত্র, তাঁহাদিগকে কিরূপে

সাম্যম্ । তস্মৈ চাযুজ্যে দত্তমযুজ্যং ভূপতেভুবি ॥ ৩৭ ॥
 গতান্তর্গতৌ সহস্রাণি তত্ত্বেনানীং নরাস্তক । আযু-
 শেষে তেন নীতে মৎসায়ুজ্যং গতেহপি চ ॥ ৩৮ ॥
 ভবিষ্যতি ততো রাজা বেনো নাম হুরাশ্বান । স
 লুপ্তি মহাধর্ম্যান্ সর্দানেতান্ ক্রতীরিতান্ ॥ ৩৯ ॥
 তদা বৈশাখধর্ম্যাস্ত বিচ্ছিন্নাঃ সূর্য্য সংশয়ঃ । স্বকৃতে-
 নৈব পাপেন বেনো দত্তো ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
 পশ্চাদহঃ পৃথুর্ভূত্বা পুনর্ধর্ম্যান্ প্রবর্তয়ে । তদা
 জনেবু প্রথ্যাতান বৈশাখোক্তান্ কয়োম্যহম্ ॥ ৪১ ॥
 মন্ত্রো মদগতপ্রাণো যন্ত বিস্তৃতসংগ্রহঃ । একঃ
 সহস্রে ভবিতা তস্মৈ প্রথ্যাপয়েদ্ধি তান্ ॥ ৪২ ॥
 কচ্চিদেব হি জানাতু ধর্ম্যানেতান্ কিতৌ মম ।
 ততস্তে ভবিতা কার্য্যং মা বিবীদ নরাস্তক ॥ ৪৩ ॥
 দাপয়িষ্যামি তে ভাগং মাসেহস্মিন্ মাধবেহপি
 চ । নৈরঃ সর্কেষ্ট বৈশাখধর্ম্যনির্ভৈরহাস্তিঃ ॥
 ৪৪ ॥ ভূপেনাপি চ কালেন খেদং শমর তেন
 চ । বীর্ঘ্যন্তস্ত তে ভাগং শত্রোভুজ্জেক্ত বলাধিকাং ॥
 ৪৫ ॥ গৃহ্নন্ গৃহ্নন্ স্বকং ভাগং ন ভাগী হুঃখমহতি ।

পরিভ্যাগ করিব? হে নরাস্তক! তোমার হৃৎশম-
 নার্থ আমি এক উপায় করিতেছি, আমি ভূতলে
 এই নৃপতি কীর্ত্তিমানের অযুতবর্ষ আয়ু নিরু-
 পিত করিয়াছি। এই অযুতবর্ষের অষ্ট সহস্র
 অতীত হইয়াছে; ইহর আয়ুফাল শেষ হইলে এই
 নৃপতি আমার সায়ুজ্য লাভ করিবেন। লখন হুরাশ্বা
 বেন নামে জনৈক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদোদিত
 ধর্ম সকল বিলোপ করিবে, এবং তৎকালে বৈশাখ-
 ধর্মসমূহ বিচ্ছিন্ন হইবে, সংশয় নাই। তখন বেন
 স্বকৃত পাপেই দগ্ধ হইবে। অনন্তর আমি পৃথুরূপে
 অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় ধর্ম্যনিচয় প্রবর্তিত করিব।
 তখন মৎকর্ত্তক জনসমাজে বৈশাখধর্ম্য প্রচারিত হইলে
 সহস্রের মধ্যে একজন বিষয়ে নিম্পূহ হইয়া আমার
 ভক্ত ও মৎগতপ্রাণ হইবে। কিতিলে কদাচিৎ
 একজন বৈশাখধর্ম্য বিদিত হইবে। হে নরাস্তক!
 তখন তোমার অজীর্ণ সিদ্ধ হইবে। তুমি খেদ করিও
 না। বৈশাখ মাসে তোমার একটা ভাগ নির্দিষ্ট
 করিয়া দিব, মহাত্মা বৈশাখধর্ম্যনিরত ব্যক্তিগণ
 তোমাকে তোমার সেই ভাগ প্রদান করিবেন এবং
 স্বয়ং রাজাও যথাকালে তোমাকে তোমার প্রাপ্য
 ভাগ প্রদান করিবেন, অতএব তোমার হৃৎখদূর
 কর। দেহ, শরীরবলিত স্বীয় অধিকার বলবীর্ঘ্য দ্বারা

হামুদিগ্ধ ন কুর্কন্তি প্রত্যহং যেনরা ভুবি ॥ ৪৬ ॥
 স্নানঃ চার্ঘ্যঃ সোদকুস্তঃ দধ্যাহ্নঃ চান্তিমে দিনে ।
 বৈশাখে সকলং কস্মৈ তেবাঞ্চ বিকলং ভবেৎ ॥ ৪৭ ॥
 তস্মাৎ ক্রোধং তাজ নৃপে ভাগদে মৎপরায়ণে । যে
 কে চাপি চ কুর্কন্তি লোকে তে ভাগদা নরাঃ ॥ ৪৮ ॥
 বৈশাখোক্তে মহাধর্ম্যে তেবাং বিকলং মা কুরু ।
 মামেব যে যজন্ত্যজ্ঞা ত্বাং হিহা ধর্ম্যপালকম্ ॥ ৪৯ ॥
 মদাজ্ঞয়া মহাভাগ তদা দণ্ডং ত্বং কুরু । নৃপাতাগং
 দাপয়িতুং সুনন্দং প্রেরয়ামি চ ॥ ৫০ ॥ মচ্ছাসনাৎ স
 বৈ গতা ভাগন্তে দাপয়িষ্যতি । তিষ্ঠতোব্যং যমে
 স্বস্ত সন্নিধৌ গরুড়াসনঃ ॥ ৫১ ॥ সুনন্দং প্রেরয়ামাস
 নৃপং বোধয়িতুং বিভূঃ । সোহপি গতা বোধয়িত্বা
 পার্শ্বঞ্চ পুনরাগমৎ ॥ ৫২ ॥ ইত্যাস্মাৎ যমং বিষ্ণু-
 স্তত্রৈবান্তরধীয়ত । যমং স্বয়ং সাক্ষয়িত্বা সমুজ্জাপ্য
 বেগতঃ ॥ ৫৩ ॥ অতিবিস্ময়মাপনৌ যযৌ ধাম

পুনঃ প্রাপ্ত হইলে সেই অধিকার ভোগ করিয়া
 আর তাহাতে হুঃপিত হওয়া উচিত নহে। ভূতলে
 যে সকল লোক তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ স্নান
 করিয়া শেষদিবসে অর্ঘ্য, জলপূর্ণ কুস্ত ও দধিযুক্ত
 অন্নপ্রদান না করিবে, তাহাদের বৈশাখকৃত ধর্ম্য-
 সকল বিকল হইবে। ১৬—৪৭। হে যম! নরপতি
 কীর্ত্তিমান হরিপরায়ণ, তিনি তোমার ভাগ প্রদান
 করিবেন; অতএব তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিও না।
 কেবল নরপাল কেন, কিতিলে যাহারা তোমার
 ভাগ প্রদান করিবেন, কদাচ. তাঁহাদের বৈশাখ-
 মহাধর্ম্যে বিঘ্ন উপাদান করিও না। হে মহাভাগ
 ধর্ম্যপাল! যাহারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘনপূর্ব্বক
 তোমাকে পরিভ্যাগ করিয়া কেবল আমার পূজা
 করিবে, তুমি তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবে। আমি
 নৃপতি দ্বারা তোমার ভাগ প্রদানার্থ এখনই নৃপতি-
 সমীপে সুনন্দকে প্রেরণ করিতেছি, আমার
 আদেশে সুনন্দ তথায় গমনপূর্ব্বক এখনই তোমার
 ভাগ প্রদান করাইবে। অনন্তর গরুড়াসন বিভূ
 বিষ্ণু যম তথায় থাকিতে-থাকিতেই তাঁহার সমক্ষে
 নৃপের প্রতি উপদেশার্থ সুনন্দকে প্রেরণ করিলেন।
 সুনন্দ তখনই নৃপসমীপে উপনীত হইয়া তাঁহাকে
 বিষ্ণুর আদেশ বুঝাইয়া দিলেন এবং অনতি-
 বিলম্বে পুনরায় হরির পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত
 হইলেন। বিষ্ণু স্বয়ং এইরূপে যমকে সাক্ষাদান
 করিলেন, এ-সে তাঁহাকে গমনের অনুমতি দিয়া

সহস্রগৈঃ । যমোহপি স্বপুত্রীঃ প্রায়াঃ কিকিঃ সং-
হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫৪ ॥ পশ্চাৎ বিধেগনির্দেশেন সুনন্দ-
পরিবোধিতঃ । ভাগদাঃ সকল লোকা য়ে বৈশাখ-
পরায়ণাঃ ॥ ৫৫ ॥ ধর্মরাজঃ পুরস্কৃত্য য়ে ন কুর্কন্তি
মানবাঃ । তেবাঃ হি স্বয়মাদত্তে পুণ্যং বৈশাখসম্ভবম্ ॥
৫৬ ॥ কুর্য্যচ্চ প্রত্যহং স্নানং দদ্যাৎ দধ্যাৎ যমায় বৈ ।
বৈশাখে সকলং পুণ্যমন্তথা বিফলং ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥
সৌদকুস্তকং দধ্যন্নঃ পৌর্ণমাস্তাক মাধবে । ধর্ম-
রাজঃ সমুদ্ভিষ্ট দাতব্যং প্রথমং জনৈঃ ॥ ৫৮ ॥
পশ্চাৎ পিতৃন সমুদ্ভিষ্ট গুরুমুদ্ভিষ্ট বৈ নরঃ । মধু-
সূদনমুদ্ভিষ্ট পশ্চাদেবং জনাৰ্দ্দনম্ ॥ ৫৯ ॥ শীত-
লৌকদধ্যন্নঃ তাবুলকং সদক্ষিণম্ । সকলং কাংস্ত-
পাত্রহং ব্রাহ্মণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৬০ ॥ দদ্যাচ্চ
প্রতিমাং দিব্যাং মধুসূদনদেবতাম্ । মাসধর্ম-
প্রবক্ত্রে চ দদ্যাৎ প্রায় সীদতে ॥ ৬১ ॥ তমেব
ধর্মবক্তারং পূজয়েদ্বিতৈঃ স্বকৈঃ । ইত্যাদিষ্টে
সুনন্দেন তথা রাজা চকার হ ॥ ৬২ ॥ স নীহা
চায়ুধঃ শেষং ভুক্তা ভোগান যথোপ্সিতান । পুত্র-

সহর তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন । যমও
অতীব বিস্মিত হইয়া অল্পগগনসহ স্বীয় আলায়ে
গমন করিলেন, তাঁহার মন কথঞ্চিৎ হ্রষ্ট হইল,
তিনি স্বীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর
বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে সুনন্দপ্রবোধিত নৃপতি
কীর্তিমানের প্রজাগণ বৈশাখধর্মপরায়ণ হইয়া
যমভাগ প্রদান করিতে লাগিল । তৎকালে যে
সকল লোক অগ্রে যমভাগ প্রদান না করিয়া বৈশাখ-
ব্রত করিত, রাজা স্বয়ং তাহাদিগের সমস্ত ব্রতপুণ্য
গ্রহণ করিতেন । প্রত্যহ স্নান ও যমের উদ্দেশে
অর্ঘ্যপ্রদান করিবে, অন্তথা বৈশাখের সকল ধর্ম
নিফল হইবে । বৈশাখের পৌর্ণমাসীতে যমের
উদ্দেশে প্রথমেই জলপূর্ণ কুস্ত ও দধিযুক্ত অন্ন
দান করিবে । এবং তৎপশ্চাৎ পিতৃগণ, গুরু
ও মধুসূদন জনাৰ্দ্দনের উদ্দেশে শীতল জল-
পূর্ণ কুস্ত, দধিযুক্ত অন্ন, তাবুল, কাংস্তপাত্রহ
কল—ব্রাহ্মণগণকে এই সকল সদক্ষিণ প্রদান
করিবে । মধুসূদনের দিব্য প্রতিমা নির্মাণ
করিয়া রুস্তিহীন বৈশাখধর্মবক্তা দ্বিজকে তাহা
প্রদান করিবে, এবং যথাশক্তি সেই ধর্মবক্তার
পূজা করিবে । রাজা সুনন্দের নিকট যেরূপ
আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি তদ্রূপই বৈশাখব্রত
করিয়াছিলেন । অতীর্ণিত বিবিধ ভোগের অব-

পৌত্রাদিত্যধিক্তো জগাম হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৩ ॥
বৈকুণ্ঠে নৃপে তস্মিন্ বেনো রাজাধমোহতরং ।
সর্বৈ ধর্ম্যশ্চ বৈশাখধর্ম্যাপি বিশেষতঃ ॥ ৬৪ ॥
হরান্ননা চ তেনৈব লুপ্তা এব বভূবিরে । ন
প্রখ্যাতাঃ পুনর্ভূমৌ ভূরিণো মোক্ষহেতবঃ ॥ ৬৫ ॥
যঃ কশ্চিৎস্বৈব জানাতি বৈশাখোক্তানিমাঙ্কুভান ।
বহুজন্মার্জিতে পুণ্যপরিপাক উপাগতে ॥ ৬৬ ॥
বৈশাখোক্তেষু ধর্মেষু মতিরাত্যস্তিকী ভবেৎ ।
মৈথিল উবাচ । পূর্বমবস্তরহো হি বেনো রাজা
হরান্নবান্ ॥ ৬৭ ॥ অয়ং বৈবস্বতহো হি রাজা
চেচ্চাকুনন্দনঃ । ইতি ঋতং ময়া পূর্বমিদানীং
চোচ্যতে স্ময়া ॥ ৬৮ ॥ অয়ং বৈকুণ্ঠগঃ পশ্চাদেনো
রাজা ভবিষ্যতি । ইত্যোতং সংশয়ং হিচ্ছি ঋত-
দেব মহামতে ॥ ৬৯ ॥ ঋতদেব উবাচ । পুরাণেষু
চ বৈষম্যং যুগকল্পব্যবস্থয়া । ন চাপ্রামাণ্যশঙ্কা
তে কথায় ব্যত্যয়ে কচিৎ ॥ ৭০ ॥ গতে দৈনন্দিনে
কল্পে যথেষ্টা শাখতী শুভা । মার্কণ্ডেয়েন মে

সানে রাজার আয়ুষ্কাল শেষ হইল । তিনি পুত্র-
পৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া হরিমন্দিরে গমন
করিলেন । তাঁহার বৈকুণ্ঠবাসকালে নৃপাধম
বেনের অভ্যুত্থান হইল । সেই হরান্নার শাসন
সময়ে নিখিল ধর্ম বিশেষতঃ বৈশাখধর্ম বিশেষ-
রূপে বিলুপ্ত হইল । ভূতলে মোক্ষের হেতু সকল
লোপ পাইল, ধর্মনিবহ আর প্রখ্যাত হইল
না । জনসমাজে সাধারণ নরগণমধ্যে কেহই
আর শুভাবহ বৈশাখধর্ম বিদিত হইল না । যাহা-
দের অনন্তজন্মের সঞ্চিত পুণ্যের পরিপাক উপস্থিত,
তাহাদেরই বৈশাখধর্মে আত্যস্তিকী মতি জন্মিল ।
মিথিলাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি ইচ্ছাকু-
লভূষণ নৃপতি কীর্তিমানের কথাসম্বলিত যে
কালের কথা কহিতেছেন, তখন বৈবস্বতমন্ত্রর
অধিকার ; রাজা হরান্না বেন ইহার পূর্ব মন্ত্রেরে
প্রার্ভূত হন, অথচ রাজা কীর্তিমান বৈকুণ্ঠে গমন
করিলে পশ্চাৎ বেনের জন্ম হইবে, আমি পূর্বে এই-
রূপ শুনিয়াছি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি । হে
মহামতে ঋতদেব ! আমার এই মহাসংশয় ছেদন
করুন । ঋতদেব উত্তর করিলেন,—যুগ-কল্প-
ব্যবস্থানুসারে পুরাণের বৈষম্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু যে
সকল প্রামাণ্য অংশ, তাহার ব্যত্যয় পরিলক্ষিত
হয় না । যেমন নিত্য দৈনন্দিন কল্পের গতাগতি
চলিতেছে, তদ্রূপ এই সকল কল্প ইতিহাসেরও

প্রোক্তা সা চোক্তা তব ভূপতে ॥ ১১ ॥ তস্মৈ খ্যাতি
মায়ান্তি ধর্ম্য বৈশাখসম্বৎ । কশ্চিদেব হি জানাতি
বিরক্তো বিষ্ণুতৎপরঃ ॥ ১২ ॥

ইতি ত্রিহাসেন্দ্র নারদাশ্রমীষসংবাদে যমদুঃখসাধনং
নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । যঃ প্রাতঃ স্নাতি বৈশাখে
মেঘসংগে দিবাকরে । মধুসূদনমভ্যর্চ্য কথং
কথা হরিরিমাং ॥ ১ ॥ স তু পাপবিনিমুক্তো
যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ । বাচ্যমানঃ কথং হি
যোহস্তাং সেবেত মুচ্যতীঃ ॥ ২ ॥ রৌরবং নরকং
প্রাপ্য পৈশাচীং যোনিমাণুয়াং । অত্রৈবোদাহরন্তীম-
মিতিহাসং পুরাতনম্ ॥ ৩ ॥ পাপহং পাবনং ধর্ম্যং
সদ্যো বন্দ্যং পুরাতনম্ । পুরা গোদাবরীতীরে
ক্ষেত্রে ত্রৈলোক্যে শুভে ॥ ৪ ॥ তুর্গাসশিবৌ
পরমহংসৌ ত্রৈলোক্যনিষ্ঠিতৌ । সর্বদেবোপনিষদ্বিদ্যা-

নিত্যতা জানিবে, হে ভূপতে । যুনি মার্কণ্ডেয়
আমার নিকট এইরূপই বলিয়াছিলেন, অদ্য আমি
তোমার নিকট তাহাই বলিলাম । হে নৃপ ! সেই
বেন হইতেই আর বৈশাখধর্ম্য বিখ্যাতি লাভ করে
নাই, কদাচিত্ কোন বিষয়বিরক্ত বিষ্ণুতৎপর, নরই
এই বৈশাখধর্ম্য জানিতে পারিয়াছে । ৪৮—১২ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

ঋতদেব বলিলেন,—যে নর বৈশাখে দিবাকরে
মেঘরাশিবাসকালীন প্রাতঃস্নান, মধুসূদনের
অর্চনা এবং হরির এই পুণ্যকথা শ্রবণ করে, সে
পাপবিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করে ।
হরির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতে থাকিলে যে মুচ-
মানব তাহা পরিত্যাগপূর্বক অস্ত্র কথায় আসক্ত
হয়, তাহার রৌরব নরক ভোগের পর পিশাচ-
যোনিপ্রাপ্তি হয় । এই বিষয়ে একটি পুরাতন
ইতিহাস পণ্ডিতগণ উদাহরণরূপে কীর্তন করেন ।
এই পুরাতন উপাখ্যান সদ্যঃ পাপহং, পাবন, ধর্ম্য
এবং বন্দ্যীয় । পূর্বকালে গোদাবরীতীরে
বুশোক্তন ত্রৈলোক্যে তুর্গাসার পরমহংস শিষ্যদ্বয়

নিষ্ঠিতৌ নিরপেক্ষিতৌ ॥ ৫ ॥ তিকামাজাশিবৌ
পুণ্যৌ তৌ শুভাবাসিনাবুভৌ । সত্যনিষ্ঠতপো-
নিষ্ঠাবিতি খ্যাতৌ জগজ্জয়ে ॥ ৬ ॥ তয়োর্ব্যধৌ
সত্যনিষ্ঠঃ সদা বিষ্ণুকথাপরঃ । শ্রোতৃণামপ্যভাবে
চ ব্যাখ্যাভূণাং তথা নৃপ ॥ ৭ ॥ তদা কর্মকলা
নিত্যাঃ করোত্যাক্ষা যুনীশ্বরঃ । শ্রোতা চেদন্তি
যঃ কশ্চিৎক্লেম ব্যাখ্যাভাহর্নিশম্ ॥ ৮ ॥ যদি ব্যাখ্যাতি
কশ্চিদা পুণ্যাং বিষ্ণুকথাং শুভাম্ । তদা সঙ্কুচ্য
কর্ম্মাণি শৃণোতি শ্রবণে রতঃ ॥ ৯ ॥ অতিদূর-
তীর্থানি দেবতায়তনানি চ । হিহা কথাবিরোধীনি
তথা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ ॥ ১০ ॥ শৃণোতি চ কথাং
দিব্যং শ্রোতৃত্যো বক্তি বৈ স্বয়ম্ । বিনা কথাং ন
জানাতি সেবামস্ত্রবশ্বর ॥ ১১ ॥ ব্যাখ্যাতি চ
গৃহে স্বস্ত বক্তা রোগাত্যপদ্রুতঃ । কুপমানপরো
ভুবা শৃণোত্যেব কথাং যুনিঃ ॥ ১২ ॥ কথাশ্রাচ্চ
বিরামে তু শ্রুত্যাং সাধয়ত্যনম্ । কথাং বৈ শৃণতঃ

বাস করিতেন । তাঁহারা একমাত্র ত্রৈলোক্য
ছিলেন, সতত উপনিষদ্বিদ্যা সেবা করিতেন এবং
তাঁহারা বিষয় নিরপেক্ষ ছিলেন । এই পুতশিষ্যদ্বয়
গিরিগুহায় বাস ও তিকার ভক্ষণ করিয়া জীবন-
ধারণ করিতেন, তাঁহারা সত্যনিষ্ঠ ও তপোনিষ্ঠ
নামে বিখ্যাতি লাভ করেন । ১—৬ । হে নৃপ !
এ শিষ্যদ্বয়ের মধ্যে সত্যনিষ্ঠ সতত বিষ্ণুকথাপরায়ণ
ছিলেন, শ্রোতা কিংবা বক্তার অভাবেও তিনি
বিষ্ণুকথায় বিরত হইতেন না । সেই যুনীশ্বর
কখনও যথাতত্ত্ব হরির ক্রিয়াকলাপের অজ্ঞান
করিতেন, শ্রোতা প্রাপ্ত হইলে তাহার নিকট অহ-
র্নিশ মধুসূদনের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন, যদি
বা কখন বক্তা পাইতেন, তবে শ্রবণনিরত
সত্যনিষ্ঠ অস্ত্রান্ত্র কার্যের সঙ্কোচ করিয়া শুভা-
বহ বিষ্ণুকথাই শ্রবণ করিতেন । অতিদূর-
স্থিত তীর্থে বা দেবালয়ে গমন কিংবা বক্ত-
বিধ কর্ম্মাচরণ এই সকল বিষ্ণুকথাশ্রবণের বিরোধী ।
এজন্য তিনি এই সকল পরিত্যাগপূর্বক সতত
বিষ্ণুকথা শ্রবণ বা শ্রোতা পাইলে স্বয়ং কীর্তন
করিতেন । হে নরেশ্বর ! তিনি বিষ্ণুকথা শ্রবণ
ভিন্ন অস্ত্র কোন ধর্ম্য সেবা বলিয়া জানিতেন
না । স্বীয় গৃহে কখনও ধর্ম্মকৃত্য হইতে
থাকিলে রোগাতিক্রান্ত গৃহস্থামী যুনি কুপমান-
পরায়ণ হইয়া পুণ্য হরির কথা শ্রবণ করিতেন ।
তারপর কথার অবসান হইলে অস্ত্রান্ত্র

পুংসো জন্মবন্ধো য বিদ্যাতে ॥ ১৩ ॥ সবুত্ত্বিত্ততো
বিকাষরতিষ্ঠৈব গচ্ছতি । যতিষ্ঠ জায়তে বিকো
সৌহৃদং চৈব সাধু ॥ ১৪ ॥ নীরজং নির্জগং ব্রহ্ম
সদ্যো হৃদ্যবকধ্যতে । জ্ঞানহীনস্ত বৈ পুংসঃ কৰ্ম্ম
বৈ নিফলং ভবেৎ ॥ ১৫ ॥ বহুধাচরিতং চাপি
যথৈবাক্কদপর্ণম্ । কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি বহুধা
শোচিতাশ্চিতিঃ ॥ ১৬ ॥ সবুত্ত্বিত্ত্য ভবন্ত্যেব সব-
ুত্ত্ব্য ক্রতিং ব্রজেৎ । ক্রতেষু জ্ঞানমাসাদ্য জাহা
ধ্যানায় কল্পতে ॥ ১৭ ॥ বহুধা শ্রবণং ধ্যানং মননং
ক্রতিচোদিতম্ । যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি যত্র সাধুজনা
নহি ॥ ১৮ ॥ সাক্ষাদপ্ৰাকটং বাপি ত্যাজ্যমেব
ন সংশয়ঃ । যদ্যেতো তুলসী নাস্তি বৈক্যবং ধাম
বা শুভম্ ॥ ১৯ ॥ যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি মৃতস্তত্র
তমো ব্রজেৎ । যদ্যেতো বৈক্যবং ধাম নাস্তি কৃষ্ণ-
মুগোহপি বা ॥ ২০ ॥ যত্র বিষ্ণুকথা নাস্তি সাধবো
বাতদাশ্রয়াঃ । মৃতস্তত্র পুমান্ কিপ্রঃ শ্বানযোনিশতং
ব্রজেৎ ॥ ২১ ॥ বিচার্য্যোপনিষদ্বিদ্যামিতি নিশ্চিত্য
বৈ মুনিঃ । সদা বিষ্ণুকথাসক্তো বিষ্ণুস্মৃতিপরায়ণঃ ॥

নিচয় বাহুল্যরূপে সাধন করিতেন । কেন না কথা-
শ্রবণেই পুরুষের জন্মবন্ধ দূর হয় । কথা শ্রবণে মান-
বের সবুত্ত্বিত্তি ও বিষ্ণুতে রাত জন্মে, ক্রমে বিষ্ণুতে
স্নাত জন্মিলে সাধুগণের প্রতি সৌহৃদ্য জন্মিয়া
থাকে । তারপর নীরোগ এবং সদ্য হৃদয়ে নির্জগ
ব্রহ্মের ধারণা লাভ হয় । জ্ঞানহীন মানবের কৰ্ম্ম
নিফল, জ্ঞানহীন মানব বহুবিধ কৰ্ম্মাচরণ করিলেও
শুদ্ধকারে দর্পণ দর্শনের স্থায় কোন কার্য্যকর হয়
না । জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ বহু কৰ্ম্ম আশ্রয় শুদ্ধি
সম্পাদন করে, আর অজ্ঞা শুদ্ধিসম্পন্ন হইলে
বেদজ্ঞান লাভ হয়, অনন্তর বেদজ্ঞান হইতে জ্ঞানী
ধ্যাননিপুণ হইয়া থাকে । অতএব সতত বহুধা-
বেদোক্ত শ্রবণ, ধ্যান ও মনন অবলম্বন কর্তব্য ।
যে স্থানে বিষ্ণুকথা বা সাধুগণ নাই, সাক্ষাৎ
জাহ্নবীতীর হইলেও সে স্থান বর্জনীয়; সংশয়
নাই । যে দেশে তুলসী বা শুভাবহ বৈক্যব দেবাশ্রয়
নাই, কিংবা বিষ্ণুকথার আলোচনা হয় না, তত্রত্য
মানব মৃত হইয়া নরকে গমন করে । যে স্থানে
বিষ্ণুমন্দির, কৃষ্ণসার যুগ কিংবা বিষ্ণুকথা নাই,
সাধুগণ যে দেশের আশ্রয় গ্রহণ করেন না;
কেননা তত্রত্য নর পঞ্চদ প্রাপ্ত হইয়া কুকুর-
যোনিতে গম্য করে । ঋষি সত্যনিষ্ঠ বিবিধ
উপনিষদ্বিদ্যার বিচারপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ে

২২ । ন বিকিন্দিকং জাতু মন্ততে শ্রবণাৎ পরম্ ।
ইতরন্ত তপোনিষ্ঠঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠো দুরাশ্রয়ী ॥ ২৩ ॥
ন ব্যাখ্যাতি শ্রয়ং বাপি ন শৃণোতি চ সংকথাং ।
বাচ্যমানাং কথাং হিহা তীর্থানান্য গচ্ছতি ॥ ২৪ ॥
তীর্থেষুপি চ প্রকৃতায়াং কথায়াং ভূমিপালকঃ ।
কৰ্ম্মলোপভয়াদুরং যাতি চাকল্যশক্তিতঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রজন্তি গৃহকৃত্যর্থং সঙ্গমাৎ পরতো জনাঃ । ন
শ্রোতাবো ন বক্তারস্তস্ত পার্শ্বে তু কৰ্ম্মিণঃ ॥ ২৬ ॥
দ্বাবান্নন্ত দুৰ্ব্বুদ্ধেঃ কাল এবং কয়ং গতে । জিহ্বাং
ক্রতিঞ্চ ন কাপি সম্প্রাপ্তা হি কথা বিতোঃ ॥ ২৭ ॥
অশ্রোতৃহাদবকৃহাদুৰ্ব্বুদ্ধিহাদুবাগ্রহাৎ । পশ্চাৎ
পঞ্চমমাসাদ্য সদ্যো ধর্ম্মেণ বৈ মুনিঃ ॥ ২৮ ॥
পিশাচোহভূচ্ছমীবৃক্ষে ছিন্নকর্ণাস্থয়োহবলঃ । নিরা-
শ্রয়ো নিরাহারঃ শুককণ্ঠোষ্ঠতালুকঃ ॥ ২৯ ॥ এবং
বৈ বিদ্যমানস্ত সমা দিব্যায়ুতা গতাঃ । নাপশ্যন্ত
জাতারঃ নিরাহারোহতিদুঃখিতঃ ॥ ৩০ ॥ স্বকৃতং

হিরমতি হইয়া সতত বিষ্ণুকথাসক্ত ও বিষ্ণুস্মৃতি-
পরায়ণ হইয়াছিলেন । তিনি বিষ্ণুকথাশ্রবণ হইতে
কদাচ অস্ত কিছুই অধিক বলিয়া মনে করিতেন না ।
অপব শিষ্য তপোনিষ্ঠ কৰ্ম্মনিষ্ঠ হইয়া দুরাগ্রহ-
যুক্ত হন, তিনি কখন শ্রয়ং বিষ্ণুকথার ব্যাখ্যা কিংবা
শ্রবণ করিতেন না । কোথাও বিষ্ণুকথার ব্যাখ্যা
হইলে তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক তীর্থস্থানে গমন
করিতেন, হে ভূমিপালক! সেই তীর্থেও যদি
সংকথা প্রবর্তিত হইত, নিত্যকৰ্ম্মলোপের ভয়ে
চাকল্যবশতঃ তপোনিষ্ঠ তথা হইতে দূরে চলিয়া
যাইতেন । অন্তান্ত শ্রোতৃবর্গ পরস্পর সম্মিলনের
পর অর্থাৎ কথাবসানে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু
তপোনিষ্ঠের পার্শ্বে কি শ্রোতা কি বক্তা ইহারা স্থান
পাইতেন না । দুৰ্ব্বুদ্ধি দুরাশ্রয় সত্যনিষ্ঠের এই-
রূপেই কালকয় হইল, তাহার জিহ্বা বা কণ বিহু
বিষ্ণুর মাহাত্ম্য শ্রবণে কদাচ লিপ্ত হইল না । মুনি
তপোনিষ্ঠ দুৰ্ব্বুদ্ধি বশতঃ বিষ্ণুকথা শ্রবণ বা কীর্তন
করেন নাই, তাঁহার এতাদৃশ দুরাগ্রহের জন্ত তিনি
কিয়দিনান্তর পঞ্চদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎকর্ণাৎ
ছিন্নকর্ণ নামে বলহীন এক পিশাচ হইয়া বাস
রিতে লাগিলেন । পিশাচ ছিন্নকর্ণ নিরাশ্রয়
ও নিরাহার হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল,
পিশাসায় তাহার তালু, কণ্ঠ ও ওষ্ঠ শুক
হইয়া গেল । এইরূপে বিদ্যমান হইয়া পিশাচ
ছিন্নকর্ণের দিব্যশ্রিমাণে অমৃত বৎসর অতি-

চিক্কাশানশ্চ মন্তোন্নয় ইবান্নমৎ । কুধয়া পর্যটন
বাপি নির্বৃতিং নাপ মুচধীঃ ॥ ৩১ ॥ কুশান-
সদৃশো বায়ুরক্ষং স্পষ্টাকৃতান্নমঃ । কালান্নিতুল্যা
আপশ্চ কলপুস্পাদিকং বিষম্ ॥ ৩২ ॥ ন কাপি
সুধমাপেদে কর্মঠো দীনধীরয়ম্ । এবং ব্যবসিতে
তস্মিন্নরণ্যে জনবর্জিতে ॥ ৩৩ ॥ কথয়া রহিতে
ক্ষেত্রে স্বাশ্রয়ে সাধুবজ্জিতে । দৈবাদায়াং সত্যনিষ্ঠ-
স্তদা পৈঠীনসীং পুরীম্ ॥ ৩৪ ॥ গচ্ছন মার্গে
দদর্শাসৌ ছিন্নকর্ণং বহুব্যাধম্ । দৃষ্টোজ্ঞানং জাবয়ন্তং
কদম্বং কুধয়াতুরম্ ॥ ৩৫ ॥ মা তৈমৌবিত্তি চাভায়া
কোহসীত্যাহ মুনীশ্বরঃ । দশেদৃশী চ কস্মাত্তে ন
তে তুঃখমতঃ পরম্ ॥ ৩৬ ॥ ইত্যাহন্তোহমুন। ছিন্ন-
কর্ণঃ প্রাহাতিবিহ্বলঃ । তপোনিষ্ঠো যতিরহং শিষ্যো
হুর্কাসসঃ পরম্ ॥ ৩৭ ॥ ত্র্যক্ষেরক্ষেত্রবাসী কর্ম-

বাহিত হইল; নিরাহার পিশাচ তাহার জ্ঞানকর্তা
না দেখিয়া অতি তুঃখিত হইল, এবং স্বীয় কর্ম
স্বরূপপূর্বক কখন মন্ত কখন উন্নতের জ্ঞায়
পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মুচধী কুধায় অত্যন্ত
আকুল হইল, সমস্ত পৃথিবী পর্যটন কবিয়াও
কুজাপি নির্বৃতি প্রাপ্ত হইল না। সমীরণও জন-
নের জ্ঞায় হইয়া সেই অকৃতান্নার শরীর স্পর্শ
করিতে লাগিল, জল কালান্নলের জ্ঞায় এবং
কলকুসুমাদি বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল।
কর্মী দীনচেতা তপোনিষ্ঠ কুজাপি শাস্তি লাভ
করিলেন না। এইরূপে তিনি নির্জ্ঞান ধরণ্যে
বাস করিতে লাগিলেন, বিষুকথাশূন্য তদীয়
বাসক্ষেত্রে সাধুগণ সমাগত হইতেন না। ছিন্ন-
কর্ণ পিশাচরূপী তপোনিষ্ঠ বিচরণ করিতে করিতে
একদা দৈববশে পৈঠীনসী পুরে উপনীত হন।
সত্যনিষ্ঠ পৈঠীনসীপুরে বাস করিতেন, সত্য-
নিষ্ঠ তখন পথে বিচরণ করিতেছিলেন,
তিনি দেখিলেন, বিদ্যমান ছিন্নকর্ণ কুধায় অত্যন্ত
কাতর হইয়া কান্দিতে কান্দিতে প্রধাবিত হই-
তেছে। মুনীশ্বর তাঁহার জেদৃশ দশা সন্দর্শন
করিয়া বলিলেন,—“তোমার ভয় নাই, বল—
তুমি কে, তোমার কেন এইরূপ দশা উপস্থিত
হইয়াছে? অদ্য হইতে আর তোমার কোন
ক্লেশ হইবে না।” অতি বিহ্বল ছিন্নকর্ণ সত্য-
নিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপে আবৃত্ত হইয়া বলিতে
লাগিল,—“আমার নাম তপোনিষ্ঠ, আমি যতি
কবি হুর্কাসার শিষ্য; ত্র্যক্ষেরক্ষেত্র আমার বাস-

নিষ্ঠো হুয়াগ্রহী । কর্মলোপভয়াশৌচ্যায়মা হুবু কিনি
মুনে ॥ ৩৮ ॥ সাধুভির্বাচ্যমানাপি নাদৃতা বিষ্ণুসৎ-
কথা । ন বাধ্যতা চ শ্রোতৃত্যঃ কথা কর্মনিকুলনী ॥
৩৯ ॥ তেন কর্মবিপাকেষ মহতাহং স্মৃতিং গতঃ ।
ছিন্নকর্ণোহভবং নাম্মা পিশাচো তুঃখবিহ্বলঃ ॥ ৪০ ॥
ন পশ্যামি চ জাতারং তুঃখাদান্নাৎ কথঞ্চন । তব
দৃষ্টিপথং যাতো দিষ্ট্যাহং গতকল্মষঃ ॥ ৪১ ॥ অদ্য
মে দেবতাশ্চষ্টা গুরবঃ সাধবশ্চ য়ে । হরিশ্চ মে
প্রসন্নোহভূদযতন্তে দর্শনং মম ॥ ৪২ ॥ পপাত
পাদয়োর্ভূমো জাহি জাহীতি বৈ কদন । ততশ্চ
কৃপয়াবিষ্টঃ সত্যনিষ্ঠো মহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ দোভ্যা-
নুখাপয়ামাস শস্তমাত্যাং মুনীশ্বরঃ । ততশ্চপ উপ-
স্পৃশ্য দদৌ পুণ্যমন্নতমম্ ॥ ৪৪ ॥ বৈশাখমাস-
মাহাশ্রবণশ্চ মুহূর্তজম্ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন
সদ্যোদ্ধবস্তাখিলাভঃ ॥ ৪৫ ॥ ‘পিশাচদেহনির্মুক্তো
দিব্যদেহধরোহভবৎ । দিব্যং বিমানমাক্রম্য তং

ভূমি, আমি হুয়াগ্রহবশতঃ কর্মে অত্যন্ত আসক্ত
হইয়াছিলাম। হে মুনে! মুচতাহেতু কর্মলোপ-
ভয়ে আমার বুদ্ধি আতশয় কুৎসিত হইয়াছিল,
সাধুগণ কখন বিষ্ণুর পবিত্র কথা কীর্তন করিলে
আমি তাহার প্রতি আদর প্রদর্শন করি নাই,
যে বিষুকথাই কর্মবন্ধন ছেদন করে, শ্রোতৃগণ-
সমীপে আমি সেই বিষুকথার ব্যাখ্যা করি নাই,
আমি সেই মহাকর্মবিপাককলে পঞ্চহ প্রাপ্ত হইয়া
ছিন্নকর্ণনামক পিশাচ হইয়াছি; আমি আমার এই
তুঃখের জ্ঞানকর্তা কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া
তুঃখে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছি। ৩০—৪০। হে
মুনে! ভাগ্যবশে আপনার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া
অদ্য আমি নিম্পাপ হইলাম, আপনার দর্শন লাভ
করায় অদ্য আমার প্রতি দেবতা, গুরু ও সাধুগণ
সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং ভগবান্ হরি ও আমার প্রতি
প্রসন্ন হইলেন। তপোনিষ্ঠ এইরূপ বলিয়া “জাহি
জাহি” শব্দে রোদন করিতে করিতে সত্যনিষ্ঠের
পাদমূলে পতিত হইলে মহাযশা মুনীশ্বর সত্যনিষ্ঠ
কৃপাবিষ্ট হইয়া স্নিগ্ধ বাহুবুগল দ্বারা ধারণপূর্বক
তাহাকে উত্থাপিত করিলেন। অনন্তর জনস্পর্শ-
পূর্বক তাঁহার বৈশাখমাসমাহাশ্রবণ মুহূর্তমাত্র অবধি
কল তপোনিষ্ঠকে প্রদান করিলেন, এই পুণ্য-
প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তপোনিষ্ঠের নিখিল কলুষ বিধ্বত
হইল, এবং সে পিশাচশরীর পরিত্যাগপূর্বক দিব্য
দেহ ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে তথায় দিব্য

প্রণম্য মহাবলিনম্ । ৪৬ । আমন্ত্য চ পরিক্রম্য যযৌ
বিকোঃ পরং পদম্ । সত্যনিষ্ঠস্ততো ধীমান্ যযৌ
পৈঠীনসীং পুরীম্ । ৪৭ । মাহাত্ম্যব্রবণশ্চৈব
চিস্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ । ঋতদেব উবাচ । যত্র বিষ্ণু-
কথা পুণ্যা শুভা লোকমলাপহা । ৪৮ । তত্র সর্বাণি
তীর্থানি ক্বেত্রাণি বিবিধানি চ । যত্র প্রবহতে পুণ্যা
শুভা বিষ্ণুকথাপগা । ৪৯ । তদেদশবাসিনাং মুক্তিঃ
করসংস্থান সংশয়ঃ । ৫০ ।

ইতি শ্রীকান্দে নারদাচার্যসংবাদে কথাপ্রশংসায়াঃ
পিণ্ডাচমুক্তিপ্ৰাপ্তির্নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ । ১৪ ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । ভূয়ঃ শৃণু ভূপাল মাহাত্ম্যং
পাপনাশনম্ । বৈশাখশ্চ চ মাসস্ত বহুভক্ত
মধুদ্বিধঃ । ১ । পুরা পাঞ্চালদেশে তু রাজা পুরু-
যশোহভবৎ । তনয়ো ভূরিয়শসঃ পুণ্যশীলস্ত
ধীমতঃ । ২ । পিতর্যুপরতে ভূপ রাজ্যস্থো ধর্ম্মা-

বিমান আসিয়া উপনীত হইল, তিনি সেই বিমানে
আরোহণপূর্বক মুনিকে প্রণাম, আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ
করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে গমন করিলেন । অনন্তর
ধীমান্ সত্যনিষ্ঠ পৈঠীনসী পুরে গমন করিলেন
এবং বৈশাখমাসের মাহাত্ম্যব্রবণজাত পুণ্যের কথা
আলোচনা করিতে লাগিলেন । ঋতদেব বলি-
লেন, যে স্থলে লোকমলাপহা শুভাবহা পবিত্র
বিষ্ণুকথা কীর্ত্তিত হয়, সেই স্থানে নিখিল তীর্থ ও
ক্বেত্রসমূহ উপনীত হইয়া থাকে । যে স্থানে বিষ্ণু-
কথারূপণী শুভাবহা পুণ্যনদী প্রবাহিত হয়, তদেদশ-
বাসী মনুষ্যাগণের মুক্তি করহ জানিবে,
নাই । ৪১—৫০ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৪ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

হে ভূপাল ! পুনরপি পাপনাশন মধুরিপুর
প্রিয়মাস বৈশাখের মাহাত্ম্যকথা ব্রবণ কর । পূর্ব-
কালে পাঞ্চালদেশে পুরুষশা নামে এক রাজা
ছিলেন । ইনি ধীমান্ পুণ্যশীল ভূরিয়শার পুত্র ।
হে ভূপ । শৌর্য্য ও ওদার্য্যসম্বিত ধর্ম্মবিন্দ্য-
বিশারদ রাজা পুরুষশা পিতা ভূরিয়শা লোকান্তর
গমন করিলে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মাসক্ত

লালসঃ । শৌর্য্যোদার্য্যচলোপেতো ধর্ম্মবিন্দ্য-
বিশারদঃ । ৩ । শশাস পৃথিবীং সর্বাং স্বধেন
মহামতিঃ । পূর্বজন্মজন্মানাদোবেণ মহতা বৃতঃ ।
৪ । সম্পদানিমবাপাসৌ কালেন কিয়তানম্ । হুয়া
গজা মৃতিং যাতা মহদ্রোগেণ পীড়িতাঃ । ৫ ।
হৃর্ত্তিকমতুলং চাসীদ্রিগ্নাভুয়াবিধায়কম্ । রাজ্যং
কোশং তদা চাসীদগজভুক্তকপিথবৎ । ৬ । বলহীনঃ
নৃপং জাহ্না কোশরাষ্ট্রবিবর্জিতম্ । তং জেতুমেব
সময় ইতি নিশ্চিতমানসঃ । ৭ । আজগুঃ শতশো
ভূপা রিপবস্তস্ত ভূপতেঃ । জিগ্যারুদেন তং ভূপং
পঞ্চালবিষয়াধিপম্ । ৮ । পরাজিতস্ততো রাজা
বিশেষ গিরিগহ্বরে । শিখিচ্ছা ভার্য্যা সাকং
ধাত্র্যাদিগণসংযুতঃ । ৯ । অজ্ঞাতপদ্ধতিশ্চাত্তৈর্কহ-
তঃপসমাকুলঃ । ত্রিপঞ্চাশৎসমাস্টৈব নীতান্তেন
বিলীয়তা । ১০ । চিস্তয়ামাস ভূপালঃ কিমেতদिति
ভূরিশঃ । কর্ম্মণা জন্মতদ্বোহহং মাতৃপিতৃহিতে রতঃ ।
১১ । গুরুভক্তঃ সদাক্ষিপেয়া ব্রহ্মণেয়া ধর্ম্মতৎপরঃ ।

হইয়া যথাবিধি রাজধর্ম্মে সমস্ত পৃথিবীর শাসন
পালন করেন । হে অনঘ ! এই রাজা পূর্বজন্মে
জল দান করেন নাই, এজন্ত মহাদোষ তাঁহাকে
আজ্ঞয় করে এবং অল্পকালমধ্যেই তাঁহার সম্পদ-
হানি হয় । গজ ও অশ্বসমূহ হারারোগ্য রোগে
আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হইল, ভীষণ
হৃর্ত্তিক উপহিত হইয়া রাজ্য জনশূন্য করিয়া
ফেলিল ; তাঁহার রাজ্য ও কোষ যেন গজভুক্ত
কপিথের স্থায় অন্তঃসার শূন্য হইয়া উঠিল । তদীয়
শত্রু অজ্ঞাত শত শত ভূপালগণ তৎকালে
মহীপালকে বলহীন ও কোষরাষ্ট্রশূন্য মনে করিয়া
নিশ্চয় করিলেন, ইহাই পুরুষশাকে জয় করি-
বার উপযুক্ত অবসর । তাঁহারাই এইরূপ স্থির করিয়া
নরপতি পুরুষশাকে আক্রমণপূর্বক সমরে পরাজয়
করিয়া তদীয় রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন । ১—৮ ।
পাঞ্চালপতি পরাজিত হইয়া পত্নী শিখিনী ও কাউ-
পয় পরিচারিকা সমভিব্যাহারে গিরিগহ্বায় প্রবেশ
করিলেন । রাজা এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ
কেহই পার্বত্য পথ বিদিত নহেন, এজন্ত অজ্ঞাত
পথে বিচরণ করিয়া রাজা অত্যন্ত কাতর হইলেন ।
দীনচেতা নৃপতির এইরূপে ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর অতি-
বাহিত হইল । রাজা একদিন চিন্তা করিলেন,—
অহো ! এ কি আমার মাহাত্ম্য উপহিত হইল ।
“কর্ম্ম যান্না নানি শুভজন্মা, মাতৃপিতৃহিতে রত

দয়াবান্ সৰ্বভূতেষু দেবভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 ১২ । ন জাতা মে ন পুত্রো মে ন চ মে সুহৃদো
 হিতাঃ । দয়াপৌরুষবিখ্যাতাঃ কুলীনস্তাপি মে কুতঃ ।
 ১৩ । কেন বা কর্ণণা চাপ্তং দারিদ্ৰ্যং ভূরি হৃৎখদম্ ।
 কেন বাপজয়ো মেহদ্য কেন বা বনবাসিতা । ১৪ ।
 ইতি চিন্তাকুলো রাজা গুরুং সম্মার থিন্নবীঃ ।
 যাজ্ঞোপযাজকো নাম সৰ্বভক্তো মুনিসত্তমো । ১৫ ।
 আজ্ঞাতুৰ্যুনীক্ৰো তৌ রাজাহুতো মহামতী । তৌ
 কৃষ্টা সহসোখ্যায় রাজা পাঞ্চালবল্লভঃ । ১৬ । ননাম
 শিরসা ভক্ত্যা প্রবাসেনাতিপীড়িতঃ । রাজচিহ্ন-
 বিহীনশ্চ কেনাপ্যজাতপদ্ধতিঃ । ১৭ । তুষ্ণীঃ
 তম্ভৌ মুহূৰ্ত্তং হি পতিয়া ভূবি পাদয়োঃ । দোৰ্ত্যা-
 মুখাপিতস্তাত্যাং পরিমুষ্টাকলোচনঃ । ১৮ ।
 বিবিধপূজয়ামাস বস্তৈরেবাহৈঃ শুভৈঃ । স্থপবিষ্টৌ
 তু তৌ বিপ্রৌ পপ্রচ্ছানতকঙ্করঃ । ১৯ । ভ্রামণৌ

গুরুভক্ত, দাক্ষিণ্যসমৰ্থিত, ব্রহ্মণ্যসম্পন্ন এবং
 ধৰ্ম্মতৎপর; প্রাণিনিচেষ্টে আমি দয়া করিয়া থাকি,
 দেবতার আমার ভক্তি আছে, ইন্দ্রিয়গণ আমার
 বশীভূত; আমি এইরূপ সৰ্ববিধগুণসম্পন্ন কুলীন
 হইয়াও কেন বহু হৃৎখতাজন হইলাম? কেন আমার
 জাতা ও পুত্র নাই; দয়া ও পৌরুষবিখ্যাত
 সুহৃদগণ কেন আমার হিতে রত নহে? অথবা
 আমার এই ভীষণ দারিদ্ৰ্য্যপ্রাপ্তির কোন কাৰণ
 থাকিবে! যাহা হউক, আমি এখানে কিরূপে এই
 হৃৎখ জয় করিব, কি করিলে আমার বনবাস
 বিদূরিত হইবে; থিন্নমনা রাজা এইরূপ চিন্তাকুল
 হইয়া গুরুকে স্মরণ করিলেন। রাজার স্মরণ
 মাঝে যাজ্ঞ ও উপযাজকনামক তদীয় সৰ্বভক্ত
 মুনিসত্তম মুনীশ্র মহামতি গুরুদ্বয় তথায় উপনীত
 হইলেন। প্রবাসপীড়িত পাঞ্চালপতি সহসা
 তাঁহাদিগকে দেখিয়াই গাজোখান করিলেন এবং
 ভক্তিভরে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে
 প্রণত হইলেন। অজ্ঞাতপথ রাজচিহ্নবিহীন
 মনোপতি মুহূৰ্ত্তমাত্র তুষ্ণীস্তাব অবলম্বনপূৰ্ব্বক
 তাঁহাদের পদবুগ্গলে পুতিত হইলে তাঁহারা বাহ-
 যুগল দ্বারা ধারণপূৰ্ব্বক রাজাকে উত্থাপিত করি-
 লেন। নৃপতি তখন উথিত হইয়া কর দ্বারা নয়নীর
 পরিমার্জিত করত স্নানোত্তন বন্য কলমুলাদি
 আহরণপূৰ্ব্বক যথাবিধি তাঁহাদের পূজা করিলেন।
 অনন্তর সেই বিজয় যথাবিধি পুজিত হইয়া
 আসনে শ্রুত সম্মান হইলে রাজা মস্তক অবনত

বদন্তঃ হৃৎখকারণং চ কিতীশিতুঃ । কর্ণণা জয়ভূত
 পিতৃদেবপ্রিয়স্ত চ ২০ । পাপভীরোঃ কৃপালোশ্চ
 গুরুভক্তস্ত মে কুতঃ । দারিদ্ৰ্য্যং কোবহানিশ্চ
 রিপুভিষ্ঠ পরাতবঃ ২১ । কস্মাদরণ্যবাসশ্চ কুত
 একাকিতা মম । ন পুত্রো ন চ মে জাতা ন হিতাঃ
 সুহৃদশ্চ মে ২২ । হৃদিকং বা কুতচাসীদেধে
 মৎপালিতেহনঘে । এতদ্বিস্তার্য্য মে ক্রতং কারণং
 মুনিপুঙ্গবৌ ২৩ । ইত্যাভ্যুতৌ তৌ মুনিশ্ৰেষ্ঠৌ
 ভূতেনাত্যস্তহুঃখিনা । প্রত্যাচতুৰ্হাশ্বানৌ কিঞ্চিদ্যান-
 পরায়ণৌ ২৪ । যাজ্ঞোপযাজকাবুচতুঃ । শৃণু ভূপ
 প্রবক্ষ্যামস্তব হৃৎখস্ত কারণম্ । পুরা ভূপ মহাপাণী
 ব্যাধস্তং দশজন্মসু ২৫ । নিষ্ঠুরঃ সৰ্বলোকানাং
 সনা হিংসাপরায়ণঃ । ধৰ্ম্মলেশাকরঃ কাপি ন দমো
 ন চ বৈ শমঃ ২৬ । ন জিহ্বা বক্তি নামানি
 বিকোৰ্কাপি কথঞ্চ ন । “চেতঃ স্মরতি গোবিন্দ-
 চরণানুরূহদ্বয়ম্ ২৭ । ন প্রণামঃ কুতঃ কাপি

করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে বিপ্রদ্বয়! আমি
 বসুধার অধীশ্বর, কর্ণ দ্বারা আমি গুরুজন্মা এবং
 পিতৃ দেব ও দ্বিজাতিগণের প্রতি আমার অসুরাগ
 আছে; অতএব কিজন্ত আমার মহাহৃৎখ উপস্থিত
 হইয়াছে, ইহার কারণ বলুন। আমি সতত পাপ-
 ভীক, কৃপালু ও গুরুভক্ত; কেন আমার দারিদ্ৰ্য্যও
 কোবহানি হইল এবং কিরূপেই বা অরিকুল
 আমাকে পরাতব করিল? কি জন্ত আমার একাকী
 বনবাস ঘটিল? আমার পুত্র ও জাতা নাই কেন?
 সুহৃদগণ কেন আমার হিতসাধন করিতেছে না?
 আমার শাসিত পাপহীন রাজ্যে হৃদিকই বা কিরূপে
 উপস্থিত হইল? হে মুনিপুঙ্গবদ্বয়! এই সকল
 বিস্তারপূৰ্ব্বক আমার নিকট বলুন। ১—২৩। অত্যন্ত
 হৃৎখক্রষ্ট নৃপতি কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত
 মহাত্মা মুনিসত্তমদ্বয় কণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া
 রাজার বাক্যে প্রত্যাহার করিলেন। যাজ্ঞ ও
 উপযাজক কহিলেন,—হে রাজন্! তোমার হৃৎখের
 কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে নৃপ!
 পুরাকালে তুমি দশজন্ম মহাপাণী ব্যাধি হইয়া
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। তুমি নির্দয় হইয়া নিধিল
 লোকের হিংসায় রত থাকিতে। ধর্ম্মের লেশও
 তোমাকে স্পর্শ করিত না; ‘পদমাদি তোমার
 ছিল না; তোমার রসনা কখনও হরিলান কীৰ্ত্তন
 করিত না। তোমার চিত্ত কদাচ গোবিন্দের পাদ-
 পদ্ম সেবা করিত না; কদাচ তোমার মস্তক

শিরসা পরমাশ্রমে । নব জন্মানি তে হুপ গতা-
শ্বেবঃ হুয়াশ্রমঃ ॥২৮॥ দশমে জন্মানি প্রাপ্তে ব্যাধঃ
সহুধরে । নিহরঃ সর্বলোকানাং নরাণাং হুঃ নরা-
জকঃ ॥ ২৯ ॥ দয়াহীনঃ শত্রুজীবী সদা হিংসাপরাধনঃ ।
নিষ্ঠুরঃ সকলজন্তুঃ মার্গপীড়াকরঃ শঠঃ ॥ ৩০ ॥
প্রজানাং গোড়দেশানাং রাকসো মামুবাশনঃ ।
এবকাষাত্তীতানি নৈজঃ হিতমজানতঃ ॥ ৩১ ॥
বালাপত্যমুগাণাং চ পক্ষিণাং চ বধাত্তব । দয়াহীনশ্চ
দুৰ্ব্বুদ্ধেজ্ঞশ্চান্মিয়পুত্রতা ॥ ৩২ ॥ বিয়াসঘাতকহেন
ভ্রাতরো নৈব সোদরাঃ । মার্গপীড়াকরহেন শূদ্রজ্ঞন-
বিবর্জিতঃ ॥ ৩৩ ॥ সাধুনাং চ তিরস্কারাচ্ছক্রভিঙ্গে
পরাজয়ঃ । কদাপ্যদন্তদোষেণ দারিদ্র্যং পতিতঃ
গৃহে ॥ ৩৪ ॥ সর্দৈবোদ্বেষগকারিত্বাৎ প্রবাসস্তে
হুয়াসদঃ । সর্বৈষামপ্রিয়হাচ ছঃখমত্যন্তহঃসহম্ ॥
৩৫ ॥ নিরাহারোহপ্যতঃ পূৰ্ব্বং সদা কুরেণ কৰ্মণা ।
তন্মাজাজ্যাপহারস্তে জন্মশ্চান্মিয়হামতে ॥ ৩৬ ॥ অথ

পরমাত্মাকে প্রণাম করে নাই । এইরূপে তোমার
নয়জন্ম অতিবাহিত হয় ; এই নয়জন্মে তুমি অতীব
হুয়াছা ছিলে । অনন্তর তোমার দশমজন্মে তুমি
সহুধরে ব্যাধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে ;
এ জন্মেও তুমি সকল লোকের প্রতি নিষ্ঠুর বাব-
হার করিতে, যমের স্থায় মানবগণের পীড়া উৎ-
পাদন করিতে ; তুমি দয়াহীন, শত্রুজীবী সদা
হিংসাপরাধন ও নিষ্ঠুর ছিলে এবং শঠতা অব-
লম্বনপূর্ব্বক পত্নীর সহিত পথে অবস্থানপূর্ব্বক
পথিকগণকে পীড়িত করিতে । তুমি মামুবাশন
রাকসরূপে গোড় দেশের প্রজাগণকে ভক্ষণ
করিয়াছিলে । তুমি তোমার নিজহিত বুদ্ধিতে
পার নাই, এইরূপে তোমার অনেক বৎসর অতীত
হইয়াছিল । হে হুপাল ! তুমি দুৰ্ব্বুদ্ধিবশতঃ দয়া
বিসর্জন দিয়া যে মুগ ও পক্ষিগণের শিশু সন্তান
ভক্ষণ করিয়াছ, এজন্ত এই জন্মে তোমার পুত্র
হয় নাই । তুমি বিয়াসঘাতক ছিলে, এজন্ত তোমার
সহোদর ভ্রাতাও নাই ; তুমি পক্ষিগণের পীড়া উৎ-
পাদন করিতে, এজন্ত শূদ্রগণ তোমাকে পরি-
ত্যাগ করিয়াছে । তুমি সাধুগণের তিরস্কার করিয়া
অগ্রিকরে পরাজিত হইয়াছ ; কখনও তুমি দান
কর নাই, এজন্ত তোমার দারিদ্র হইয়াছে ; তুমি
সতত নরগণের উদ্বেষকের কার্য্য করিয়া হুঃখাবহ
প্রবাসে বাস করিতেছ, এবং সকলের অপ্রিয় করিতে
বলিয়া অত্যন্ত হুঃখ হুঃখের ভাজন হইয়াছে ।

তে সংকুলীনবে হেতুঃশ্যপি ব্রবীম্যহম্ । যদা-
হুগৌড়দেশীয়ো হস্তিমে ব্যাধজন্মানি ॥ ৩৭ ॥
স্বকৰ্ম্মনিরতে কুরে বিপিনে কণ্টকাবিলে ।
তিষ্ঠত্যেবঃ দয়াহীনে সর্বদুতান্তকে পথি ॥ ৩৮ ॥
বৈষ্ণাবাজগতুর্দিব্যো ধনাঢ্যো ঘৰ্ম্মপীড়িতো । মুনিচ
কৰ্ষণো নাম বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ৩৯ ॥ জটাচীরধরঃ
পুণ্যঃ কমণ্ডলুপরিগ্রহঃ । তান্ দৃষ্টা ধনুর্দাদায় মার্গং
কৃদ্ধা ব্যবহিতঃ ॥ ৪০ ॥ অল্পজ্ঞাত্য শরী বৈষ্ণো
কৃদ্ধা ছিন্নশরীরকো । তয়োরেকঃ চ হুঃ হুয়া
গৃহীত্বাখিলতৎপণম্ ॥ ৪১ ॥ অপরাং হস্তমুদযুক্তে স
দুদ্রাব ভয়াৎ ক্রতম্ । পণঃ শুন্নে বিনিষ্কিপ্য ভীতঃ
প্রাণপরীপকঃ ॥ ৪২ ॥ কৰ্ষণোহপি মুনিঃ শীঘ্রং
ব্যাধানমুতিবিশঙ্কয়া । আতপে ধাবমানঃ সংক্ৰ-
ঘৰ্ম্মপ্রপীড়িতঃ ॥ ৪৩ ॥ মুচ্ছামাপ গলৎশ্বেদঃ

হে মহামতে ! তুমি পূর্বে অত্যন্ত ক্রুর কৰ্ম্ম করিয়া-
ছিলে, এজন্ত এজন্মে তুমি হুতরাজ্যও ক্ষুধায় অত্যন্ত
পীড়িত হইয়াছ ॥২৪—৩৬॥ হে রাজন্ ! অনন্তর তুমি
কেন সাধু কুলীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহারও
কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । তোমার অন্তিম
অর্থাৎ দশমজন্মে যখন তুমি গোড়দেশে ব্যাধ হইয়া
জন্মগ্রহণপূর্ব্বক ব্যাধোচিত ক্রুরকৰ্ম্মে নিরত হইয়া
কণ্টকবল্ল বনে বাস করিতেছিলে, তৎকালে
নিদাঘপীড়িত ধনাত্য বৈষ্ণব এবং বেদবেদাঙ্গ-
পারগ, জটাচীরধারী কমণ্ডলুকর কৰ্ষণনামক পুণ্য-
শীল মুনি সেই বনপথে বিচরণ করিতেছিলেন, তুমি
পথিকগণের প্রাণনাশ করিয়া তাহাদের ধনরত্নের
লুণ্ঠনাভিপ্রায়ে পথিমধ্যে বাস করিতে, তোমার
দয়ার লেশমাত্র ছিল না ; তুমি উর্হাদিগকে দর্শন-
করতঃ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পথ অবরোধ করিয়া
অবস্থান করিয়াছিলে । অনন্তর তাঁহারা তোমার
সম্মুখাগত হইলে সত্ত্বর শরকরে গমনপূর্ব্বক তুমি
ঐ বৈষ্ণবের শরীর ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া একজনকে
নিহত ও তাঁহার ধনরত্ন অপহরণ করিয়াছিলে ।
অনন্তর তুমি যখন অপর পথিক বৈষ্ণবে নিহত
করিতে উদ্যত হও, তখন সে ভীতিবশতঃ ক্রত
পলায়ন করে এবং প্রাণের মায়ায় তদীয় ধনরত্ন
একগুলমধ্যে নিক্ষেপ করে । এই সকল ব্যাপার
দর্শনে ঋষি কৰ্ষণও ব্যাধ হইতে প্রাণনাশের আশঙ্কা
করিয়া ধাবমান হইলেন, আতপতাপে ধাবমান হইয়া
তিনি তুফায় অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, তাঁহার দেহ
হইতে শ্বেদ নির্গলিত হইতে লাগিল, তিনি মুচ্ছা-

সংজ্ঞামাত্রাবশেষিতঃ । বিহারৈমং হুজ্জবে চ বৈশ্ণো
জীবনতৎপরঃ ॥ ৪৪ ॥ অং তাবহুজ্জতো দৃষ্টা
মুচ্ছিতঃ পথি ভুসুরম্ । পণং কুত্র বিনিষ্কিপ্তং
কিয়দূরং গতৌ বণিক্ ॥ ৪৫ ॥ ইতি পৃষ্ঠং দ্বিজঃ
শ্রান্তমুজ্জীবয়িতুমদ্যতঃ । ফুৎকুহা কর্ণয়োস্তস্ত্র নাগরং
স্মৃতিকারণম্ ॥ ৪৬ ॥ পশ্বলহোদকেনৈব কুমিকর্দম-
সংযুজা । নেত্রে সমুজ্জা শ্রান্তস্ত পঠৈঃ সংবৌজ্য
তগ্মুখে ॥ ৪৭ ॥ সসংজ্ঞঃ চ মুনিঃ কুহা হমাখ
শুশ্রমানসঃ । মা শক্য তে মূনে কার্য্য মন্তঃ শস্তুভূতো
বনে ॥ ৪৮ ॥ নিষ্কিকনঃ স্মৃথী লোকে কুতস্তে ভয়মুদগমম্ ।
ভিন্নপাত্রেণ জীর্ণেন ন মে কিঞ্চিদুবিধ্যতি ॥ ৪৯ ॥
এতাবদ্বদ মে বিদ্বন্ বণিকুত্র পলায়িতঃ । কুত্র শুল্লো
ধনং কিপ্তং তেন শীঘ্রং পলায়তা ॥ ৫০ ॥ অন্তথা
হাং হনিষ্যামি যদি মিথ্যা বাদিষ্যসি । কর্ণে উবাচ ।

প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার সামান্তমাত্র সংজ্ঞা অবশিষ্ট
রহিল । জীবনরক্ষণপরায়ণ বৈশ্ণ মুনির জীবন
রক্ষায় যত্ন করিল না, সে ক্ষতবেগে পলায়ন করিল ।
তুমিও ধনাঢ্য বৈশ্ণ ও ঋষি কর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ
প্রধাবিত হইলে । অনন্তর ব্রাহ্মণকে পথে মুচ্ছিত
দেখিয়া তুমি তখন “বৈশ্ণ কোথায় গেল, তাহার
ধনরত্ন কোন্ স্থানে নিক্ষেপ করিল” ইত্যাদি
জানিবার জন্ত সেই শ্রান্ত দ্বিজকে উজ্জীবিত করি-
বার জন্ত যত্ন করিতে লাগিলে । তুমি চেতনা
সম্পাদনের জন্ত ফুৎকার দ্বারা তাঁহার কর্ণদ্বারে
ওষ্ঠীচূর্ণ নিক্ষেপ, কুমিকর্দমসমাকুল পশ্বলজল দ্বারা
নেত্রপরিমার্জন এবং পর্ণনিচয় দ্বারা ব্যঞ্জন নিষ্কাশন
করিয়া মুখে বীজম করিতে লাগিলে । তুমি এইরূপ
করিলে ঋষি কর্ণ সংজ্ঞা লাভ করিলেন । অনন্তর
মুনি চেতনা লাভ করিলে তুমি সুস্থিরমানস হইয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ;—“হে মূনে ! যদিও
আমি শস্তুধারী হইয়া বনে বিচরণ করি, তথাপি
আমা হইতে আপনার কোন আশঙ্কা নাই ; কেননা
ত্রিলোকে যাহার কিছু নাই, সেই স্মৃথী ; অতএব
আপনি কেন অত্যন্ত ভীত হইতেছেন ? আপনার
এই ভয় জীর্ণ পাত্র গ্রহণ করিয়া আমার কোনই
ফল নাই । হে বিদ্বন্ ! আপনি আমাকে কেবল এই
মাত্র বলিয়া দিউন যে, বণিক্ কোন্ স্থানে পলায়ন
করিল এবং সে যখন ক্ষত পলায়ন করিতেছিল,
তখন তাহার ধনরত্ন কোন্ শুল্লো নিক্ষেপ করিয়াছে ?
আপনি যদি এইরূপ না করেন, বা মিথ্যা কথা
বলেন, তবে অরুণই আপনাকে বিনাশ করিব ।

ধনং শুল্লো বিনিষ্কিপ্তং মার্গাদম্মাপলায়িতঃ ॥ ৫১ ॥
ইতি প্রাহ তয়াং সোহপি পৃষ্ঠঃ প্রাণপরীক্ষয়া । গচ্ছ
বিপ্র স্মৃথং মার্গং মন্তো ভীতিং বিহায় চ ॥ ৫২ ॥
ইতো বিদূরে সলিলং তড়াগে বর্ততে শুভম্ । তৎ
পীহা সলিলং পুণ্যং গচ্ছ গ্রামং গতশ্রমঃ ॥ ৫৩ ॥
অধুনৈবাগমিষ্যন্তি রাজকীয়াঃ পথা জনাঃ । মৎ-
পদাধেষণে সন্তাঃ শ্রদ্ধা রাবং বণিকপতেঃ ॥ ৫৪ ॥
তুষার্তমগ্নগন্তং মে ন শক্যং হাং ততো দ্বিজ ।
বৌজ্যানেন পঠেন ঘর্ম্মঃ কিঞ্চিদগমিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
তন্মৈ দদ্বা পলাশক হমাগা বিপিনং পুনঃ । তেন
পুণ্যপ্রভাবেন বৈশাখে ঘর্ম্মঘর্ম্মরে ॥ ৫৬ ॥ স্বকার্যার্থং
কৃতেনাপি মূনেষ্টাণায় পদ্বতো । জন্মানীন্তে মহা-
পুণ্যো রাজবংশেহতিবিস্তৃতে ॥ ৫৭ ॥ যদিচ্ছসি স্মৃথং
রাজ্যং ধনধাত্তাদিসম্পদং । স্বর্গাপবর্গৌ যদি বা
সায়ুজ্যং বা হরেঃ পদম্ ॥ ৫৮ ॥ বৃক বৈশাখধর্ম্মাংস্বঃ

ঋষি কর্ণ তোমা কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া
প্রাণরক্ষাকামনায় সকল কথাই বলিয়া দিলেন ।
কর্ণ কহিলেন,—“বৈশ্ণ এই শুল্লো ধন নিক্ষেপ
এবং এই পথে পলায়ন করিয়াছে ।” ঋষি এই-
রূপে সেই শুল্ল ও পথ প্রদর্শন করিলেন । তখন
তুমি তাকে বলিলে “হে বিপ্র ! আপনি আমা
হইতে ভয় পরিত্যাগপূর্বক এই পথে গম্য
করুন, এই স্থানের অদূরে একটি তড়াগ আছে,
সেই তড়াগের সলিল অতি মনোহর ; আপনি
সেই সলিল পানে দ্রুতরূপে হইয়া নিজ গ্রামে
গমন করুন । আমি আর বিলম্ব করিব না, এখনই
পথরক্ষক রাজপুরুষগণ আগমন করিবে ; তাহারা
বৈশ্ণের চীৎকার শুনিয়া আমার গতির অনুসন্ধান
তৎপর হইবে । এই জন্ত হে দ্বিজ ! আপনি তাকাও
হইলেও আমি আপনার অনুগমনে অসমর্থ ।
এই পত্র গ্রহণ করুন, শ্রান্তি উপস্থিত হইলে এই পত্র
দ্বারা বীজম করিয়া শ্রান্তি দূর করিবেন ॥ ৩৭—৫৮ ॥
তুমি ঋষি কর্ণকে পলাশপত্র প্রদানপূর্বক পুনরায়
অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলে । হে ভূপ ! তখন
বৈশাখ মাস, তুমি বৈশাখের দারুণ উত্তাপে পথে
মুনিকে জ্ঞান করিয়াছিলে ; যদিও তুমি নিজ স্বার্থ-
সিক্তির জন্ত, এইরূপ করিলে, তথাপি তোমার সেই
পুণ্যপ্রভাবে তুমি অতি বিকৃত মহাপুণ্য নৃপকুলে
জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছ । হে ভূপ ! যদি
রাজ্য সুখকামনা থাকে, যদি ধন-ধাত্তাদি সমৃদ্ধিতে
অভিলাষ থাকে, যদি স্বর্গ বা অপবর্গলাভ যশে

সর্বসৌখ্যমাপ্যসি । মাসৌহর্য মাধবো নাম তৃতীয়া
চাক্ষুঃস্বয়ং ॥ ৫৯ ॥ গাং সক্রৎপ্রস্থতাখ্যাং দেহি
বিপ্রায় সীদতে । তেন তে কোশপুর্তিঃ
স্রাজ্জ্যাং দেহি সুখং ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ কুরু চক্র-
প্রদানঞ্চ সাম্রাজ্যন্তে ভবিষ্যতি । স্নানং কুরু
যথাস্তায়ং তথৈবার্চয় মাধবম্ ॥ ৬১ ॥ দেহি হং
প্রতিমাং দিব্যাং কৃতা তেন জয়ো ভবেৎ । আত্ম-
তুলাঙগান্ পুত্রান্ যদি কাময়সে নৃপ ॥ ৬২ ॥ সর্ব-
ভূতহিতার্থায় প্রপাদানঞ্চ হং কুরু । বৈশাখোক্তা-
নিমান্ ধর্ম্মান্ সম্যাগাচর ভূমিপ ॥ ৬৩ ॥ তেন তে
সকলা লোকা বশং যান্তি ন সংশয়ঃ । নিকামকেন
চিত্তেন যদি ধর্ম্মান্ করিষ্যসি ॥ ৬৪ ॥ বৈশাখে
পুণ্যমাসেহস্মিন্ শ্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ । প্রত্যক্ষো
ভবিতা বিষ্ণুস্তব নির্মলচেতসঃ ॥ ৬৫ ॥ যেন চাচা-
রিতাঃ পুংসা ধর্ম্মা হোতে শুভাবহাঃ । তেষাঞ্চ
হৃদয়া লোকাঃ পুরাণে কবয়ো বিভূঃ ॥ ৬৬ ॥ এতৎ
সর্বং তব প্রোক্তং যথাদৃষ্টং যথাক্রমতম্ । ইতি

রাজানমামহ্য ব্রাহ্মণো চ পুরোধসো ॥ ৬৭ ॥ যাজ্ঞো-
পযাজকৌ নাম জগদ্রতৌ যথাগতো । ততো রাজা
মহাবীৰ্য্যঃ পুরোধোভ্যাঞ্চ বোধিতঃ ॥ ৬৮ ॥ বৈশাখ-
ধর্ম্মান্ সকলান্চকার ব্রহ্মযাচিতঃ । যথোপদিষ্টঞ্চ
তথা মধুসূদনমর্চয়ৎ ॥ ৬৯ ॥ ততো লক্ষপ্রভাবঃ
সন্ বহুভিঃ সকলৈর্হৃতঃ । পাঞ্চালনগরীং প্রাপ
হতশেষবলাধিতঃ ॥ ৭০ ॥ ততস্ত শত্রবো ভূপা
উপক্রত্য চ ভূপতেঃ । প্রবেশঞ্চ পুরস্তাথ পুন-
রাজগুরুক্রতাঃ ॥ ৭১ ॥ তদা পাঞ্চালভূপেন নৃপাণা-
মভবজগম্ । জিগ্যে সর্বান্নহাবাহুনেক এব মহরথঃ ॥
৭২ ॥ পলায়িতেষু ভূপেষু নানাদেশপাধিপি ।
রাজাং কোশগজানশ্চান্ স্বয়ং জগ্ৰাহবীৰ্য্যবান্ ॥ ৭৩ ॥
অশ্বানাং নির্বুদকৈব গজানাঞ্চ ত্রিকোটিকম্ ।
রথানামর্বুদকৈব দীর্ঘগ্রীবায়ুতঃ তথা ॥ ৭৪ ॥ রাস-
ভাণাং ত্রিলক্ষাণি প্রাপয়ামাস তাং পুরীম্ । বৈশাখ-
ধর্ম্মমাহার্যাং ক্ষণাৎ সর্বৈ চ ভূভূতঃ ॥ ৭৫ ॥ করদা
ভগ্নসকল্লাঃ পাদাক্রান্তা বভূবিরে । স্তুতিকমতুল-
কাসীং পাঞ্চালবিষয়েষু চ ॥ ৭৬ ॥ একচ্ছত্রমভূদ্রাজ্যং

হয়, অথবা যদি হরির চরণ বা সাজুয়া লাভই
তোমার অভীষ্ট হয়, তবে বৈশাখধর্ম্ম আচরণ কর,
সুখবিধ সৌখ্য লাভ করিবে । বৈশাখমাসের অপর
নাম মাধব । এই বৈশাখের তৃতীয়া অক্ষয়া ; এই
অক্ষয়া তৃতীয়ায় বৃত্তিক্রিষ্ট ব্রাহ্মণকে সক্রৎপ্রস্থতা
গো দান কর । এইরূপ করিলে তোমার কোষ
পরিপূর্ণ হইবে । তুমি শয্যা দান কর,—সুখী হইবে ;
ছত্র দান কর,—তোমার সাম্রাজ্যলাভ হইবে ।
হে রাজন ! যথাবিধি স্নান, মাধবের পূজা এবং
দ্বিজাতিকে দিব্য প্রতিমা নির্মাণ করিয়া প্রদান কর,
তোমার বিজয় হইবে । হে নৃপ ! যদি তোমার
আত্মতুল্য তনয়লাভে অভিলষ থাকে, তবে সর্ব-
ভূতের হিতকামনায় প্রপাদান কর । হে ভূমিপ !
তুমি বৈশাখোক্ত ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ কর, বৈশাখ-
পুণ্যপ্রভাবে সকল লোক তোমার বশীভূত হইবে ;
সংশয় নাই । মধুরিপুর অতি প্রিয় বৈশাখমাসে যদি
নিকামচিত্তে ধর্ম্মাচরণ কর, তোমার মানস নির্মল
হইবে এবং হরি শ্রীত হইয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন
দান করিবেন । যে সকল পুরুষ এই শুভাবহ
বৈশাখধর্ম্মের আচরণ করিয়াছে, পুরাণে কবিগণ
ঐহাদের অক্ষয় লোক কীর্তন করিয়াছেন । হে
রাজন ! আশ্রয় যেরূপ দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি,
তোমার নিকট এসকল তত্ত্বপই বর্ণন করিলাম ।

যাজ ও উপযাজকনামক গুরুদ্বয় রাজাকে এইরূপ
বলিয়া ঐহাকে আমন্ত্রণপূর্বক যথাগত স্থানে গমন
করিলেন । মহাবীৰ্য্য রাজাও গুরুদ্বয় কর্তৃক প্রবুদ্ধ
হইয়া ব্রহ্মা সহকারে বৈশাখধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান
করিতে লাগিলেন । গুরুদ্বয় যেরূপ উপদেশ
প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা যদুগণ সহ তক্রপই
মধুসূদনের অর্চনা করিয়া পূর্বপ্রভাব লাভ
করিলেন । তিনি পাঞ্চাল নগরীতে গমনপূর্বক
বিনষ্ট শ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন । ৬৬—৭০ ।
ঐহার শত্রু অত্রাভ ভূপালগণ ঐহাকে পুরপ্রবেশ
করিতে দেখিয়া উদ্ধত হইয়া যুদ্ধার্থ ঐহার সম্মুখীন
হইলে, তাহাদের সহিত পাঞ্চালপতির যুদ্ধ আরম্ভ
হইল ; বীৰ্য্যবান্ মহারথ মহীপতি একাকীই সেই
সকল ভূপালকে পরাজিত করিলেন । অনন্তর
ভূপালগণ নানাদেশে পলায়ন করিলে, তিনি
তাহাদের কোষ গজ ও অশ্ব সকল স্বয়ং গ্রহণ করি-
লেন । এই যুদ্ধে ঐহার নির্বুদ অশ্ব, কোটিজয় গজ,
অর্বুদ রথ, অযুত উষ্ট্র এবং লক্ষত্রয় গর্দভ হার
হইল ও ঐহার পাঞ্চাল পুরী পুনরায় ঐহার
অধিকারে আসিল । বৈশাখ ধর্ম্মপ্রভাবে ঐহার
রিপু রাজগণ যুদ্ধে মধ্যে ভগ্নমনোরথ হইল এবং
ঐহার করদ হইয়া ঐহার শতভগ্নের আশ্রয় লইল ।

প্রসাদমধুঘাতিনঃ । পূজাঃ পঞ্চাশি তস্তা-
সন শৌর্যোদার্যভাষিতাঃ ॥ ৭৭ ॥ ধুটকৌর্তিধুটকে,-
ধুটক্যন্তথাপরে । বিজয়শিখকেতুশ্চ ময়ুরধ্বজ-
সমিতাঃ ॥ ৭৮ ॥ অম্বরক্তাঃ প্রজাশাসনং ধর্ম্মেণ
প্রতিপালিতাঃ । বৈশাখস্ত প্রতাপেন প্রত্যয়ন্ত-
কণাদভূৎ ॥ ৭৯ ॥ পুনশ্চকার তান্ ধর্ম্মান্ পাঞ্চাল-
নগরীধরঃ । অকামুকেন চিত্তেন প্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ ॥
৮০ ॥ ধর্ম্মেণানেন সন্তুষ্টো ভগবান্ মধুসূদনঃ ।
অক্ষয়ায়াঃ তৃতীয়ায়াঃ প্রত্যক্ষঃ সমজায়ত ॥ ৮১ ॥
তং দৃষ্টো বিস্মিতো ভূত্বা পবমানানমচ্যুতম্ । নারা-
য়ণং চতুর্ভাষ্যঃ শঙ্খচক্রগদাধরম্ ॥ ৮২ ॥ পীতাধর-
ধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ । সলঙ্ঘ্যকং সানুগঞ্চ
গরুড়োপরি সংস্থিতম্ ॥ ৮৩ ॥ নিরীক্ষ্য হুঃসহঃ
ভেজঃ সদ্যো মীলিতলোচনঃ । উৎপতন্ সম্পতন্-
হর্ষানন্তোন্নত ইব ভ্রমন্ ॥ ৮৪ ॥ পুলকাক্ষিত-
সর্বাঙ্গো গলদাম্পাকুলেক্ষণঃ । তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা
প্রাণনিঃ প্রণতো ভুবি ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নারদাধ্ববীষসংবাদে পাঞ্চালদেশাধি-
পতের্জয়প্রাপ্তিদারিদ্রনাশবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তখন পাঞ্চালপুরে অতুল সুভিক্ষা হইল এবং মধুবি-
পুর প্রসাদে রাজা একচ্ছত্র সম্রাট হইলেন । তাঁহার
শৌর্য্য ও উদার্য্যাদিগুণ সম্বিত ধুটকৌর্তি, ধুটকেতু,
ধুটক্যন্তথাপরে ও চিত্রকেতু নামে ময়ুরধ্বজসমিত
পাঁচটি পুত্র জন্মিল । প্রজাগণ রাজার অম্বরক্ত হইল,
রাজা ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগের শাসন পালন
করিতে লাগিলেন । পাঞ্চালপতি সকাম বৈশাখ-
ধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্মের প্রভাবসকল সদ্যঃ
প্রত্যক্ষ করিলেন । তিনি পুনরায় বিষ্ণুর প্রীতির
জন্তু নিকাম বৈশাখধর্ম্ম আচরণ করিতে লাগিলেন ।
তাঁহার নিকাম ধর্ম্মদর্শনে ভগবান্ মধুসূদন প্রীত
হইয়া অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন
দান করিলেন । রাজা সেই চতুর্ভাষ্য, শঙ্খচক্রগদা-
ধর, পীতাধর পরিধায়ী, বনমালাবিভূষিত, সানুগ,
সলঙ্ঘ্যক, গরুড়াক্রুত, পরমাত্মা, অচ্যুত নারায়ণকে
সম্বর্জন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং সেই হুঃসহ
ভেজোদর্শনে তৎকণাৎ নয়নদ্বয় নিমীলন করিলেন ।
তিনি হৃৎকণ্ঠে কখনও পতিত, কখন উর্ধ্বে উখিত,
কখন মধ্যঃ কখন উন্নতের জায় ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন ॥ তাঁহার শরীর পুলকে আকুল হইল,

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । তদর্শনাঙ্কাদপরিপ্লুতানয়ঃ
সদাঃ সন্মুখায় ননাম মূর্খা । চিরং নিরীক্ষ্যাকুল-
লোচনো হুঃ বিস্মাদ্ভেদেবং জগতামধীশম্ ॥ ১ ॥ দধার
পাদাববনিজ্য তজ্জলং যৎপাদজাতক জগৎপুনাতি ।
সমর্চয়ামাস মহাবিভূতিভির্মহাবদ্রাভরণানুলেপনৈঃ ॥
২ ॥ অগ্ধূপদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃপুণ্যগুণাবিত্তাঙ্ক-
সমর্পণেন । তুষ্টাব বিষ্ণুং পুরুষং পুরাণং নারায়ণং
নির্গুণমধিতীয়ম্ ॥ ৩ ॥ নিরঞ্জনং বিশ্বম্জামধীশং
বন্দে পরং পদ্মভবাদিবন্দিতম্ । যন্মায়য়া তদ্বিভূতমা
জনা বিমোহিতা বিশ্বম্জামধীশবম্ ॥ ৪ ॥ মুহুস্তি
মায়াচবিতেষু মুঢ়া গুণেষু চিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতম্ ।
অনৌহ এতদ্বদ্বৈক আয়না সজত্যবত্যাতি ন

নয়নদ্বয় বাষ্পবারিধাবা পবিপ্লবিত হইয়া গেল ।
তিনি বদ্ধাঙ্গলি ও ভূতলে প্রণত হইয়া পবনভক্তি-
সহকারে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ১১—৮৫ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ অধ্যায় ।

ঋতদেব বলিলেন,—মধুসূদনের দর্শনে
আঙ্কাদে নৃপতির সর্বশরীর আক্লুত হইল, তিনি
তখনই গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মস্তক দ্বারা মধুসূদনকে
প্রণাম করিলেন । জগৎপতি বিস্ময়া হারির
চিরদর্শনে নৃপতি পুরুষেশ্বর লোচনযুগল সমাকুল
হইল । ঋতদেব পাদসরোজজাত জাহ্নবী আত্ম
জগৎ পবিত্র কবেন, রাজা সেই জগৎপতির
পাদপদ্ম ধোত করিয়া পাদোদক মস্তকে ধারণ
ও মহাবিভূতি এবং মহাধর্ম্ম বস্ত্র, আভরণ ও
মালা দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।
তিনি মালা, ধূপ, দীপ এবং সুমধুর ভক্ষ্য
ভোজ্যাদি দ্বারা স্বকৃ, গাত্র, বিষ্ঠ ও আত্ম সম-
র্পণপূর্ব্বক পুরাণপুরুষ নির্গুণ নারায়ণ অধি-
তীয় বিষ্ণুর স্তব করিলেন । রাজা বলিলেন,—
ঋতদেব মায়ায় তদ্বিদ্বেদ্রণ্যগণও মোহিত হন,
যিনি প্রজাপতিগণেরও অধিপতি, পদ্মযোনি
ব্রহ্মাও ঋতদেব বন্দনা করেন, আমি সেই নিরঞ্জন
প্রজাপতি রম্যপাতকে বন্দনা করি । ১—৪ । মুঢ়-
গণ যে ভগবানের মায়াচরিতে মুহুর্দ্বান হন, গুণ-
নিচরে বৈচিত্র্য দর্শন করে, ঋতদেব কোন চেষ্টা

সমস্তদেবানুরসৌখ্যঃ-
প্রাপ্ত্য ভবান্ পূর্ণমোরখোহপি । তজ্জাপি কালে
বজ্রনাভিভৈর্য্যে বিভবী সৰ্বং খলনিগ্রহায় ॥ ৬ ॥
তমোত্তমঃ সাক্ষসবন্ধনায় রজোত্তমঃ নির্ভণ বিব-
মূৰ্ত্তে । দিষ্ট্যা হৃদজ্জিহ্বাঃ প্রণতানশনস্তীর্থীন্দ্রঃ হৃদি
ধৃতঃ সুবিপকযোগৈঃ ॥ ৭ ॥ উৎসিক্তভক্ত্যুপহৃতশয়-
জীবতায়াঃ প্রাপ্তগতিঃ তব পদস্মৃতিমাত্রতো যে ।
ভবাখ্যকালোরগপাশবন্ধঃ পুনঃপুনঃ জয়জয়াদিহুঃখৈঃ ॥
৮ ॥ ভ্রমামি যোনিষহমাখুভকবৎ প্রবুদ্ধতৰ্ভব
পাদবিস্মৃতেঃ । নুনং ন দত্তং ন চ তে কথা ক্রতা ন
সাধবো জাতু ময়্যপি সেবিতাঃ ॥ ৯ ॥ তেনারিতিক্ষুস্ত-
পরাক্ষালম্বীৰ্ণং প্রবিষ্টে স্বপ্নক হৃদং স্বরন্ । স্মৃতো
চ তো মাং সমুপেত্য হুঃখাৎ সন্দোধয়াক্রতুরার্ত-
বদ্ধ ॥ ১০ ॥ বৈশাখধর্ম্মৈঃ ক্রতিচোদিতৈঃ শুভৈঃ

নাই; যিনি এক হইয়াও বহুরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক
সৃজন ও পালন করেন; যিনি সঙ্গহীন; যিনি
পূর্ণমোরখ, সমস্ত সুরাসুরও বাহার নিকট সুখ
দুঃখ প্রাপ্ত হয়, যিনি খলগণের নিগ্রহার্থ ও স্বজন-
গণের রক্ষার্থ যথাকালে মূর্ত্তি ধারণ করেন; যিনি
নির্ভণ বিবমূর্ত্তি হইয়াও সাক্ষসগণের বন্ধন জগ্ধ
রজোত্তম ও তমোত্তমাবলম্বন করেন—আমার ভাগ্য-
ক্রমেই অদ্য আমি তাঁহার পাদপদ্মে প্রণত হইতে
সমর্থ হইয়াছি; অহো! অদ্য আমার যোগের
পরিণতি উপস্থিত; কেননা তীর্থীন্দ্রদীভূত পাপ-
বিনাশন হরিপাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিবার আজ
আমার অধিকার হইয়াছে। বাহার প্রবল ভক্তি
দ্বারা অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, তাঁহারাই
আপনার পাদপদ্মের স্মরণমাত্র অল্পক্ষণ গতি-
লাভ করেন। আপনার পাদপদ্ম বিস্মৃত হইয়াই
আমি সংসারনামক কালোপম নাগপাশে বদ্ধ,
বারবার জয়জয়াদি দুঃখ দ্বারা ক্রিষ্ট এবং
মার্জারবৎ লোলুপ হইয়া, অনেক যোনি ভ্রমণ
করিয়াছি। আমার নিশ্চয়ই মনে হয়, আমি
দান করি নাই এবং হরিকথা শ্রবণ বা কদাচ
সাধুসেবা করি নাই; তজ্জন্ত আমি অরিকর্ষক
বিধ্বস্ত ও লক্ষীভ্রষ্ট হইয়া বনে গমন করিয়া-
ছিলাম। অহো! আমার কি ভাগ্য। আমি
শুক্র স্মরণ করিয়াছিলাম, স্মরণমাত্রে আর্ত-
বদ্ধ আমারওঁকবয় আমার সমীপাগত হইয়া
আমাকে হুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপদেশ
দানে প্রবুদ্ধ করেন; তাঁহার আমাকে বেদোক্ত

স্বর্গাপবর্গাদিপুমর্থহেতুভিঃ । তদ্বোধতোহহং কংকানু
সমস্তান্ শুভাবহান্যাদবমাসধর্ম্মান ॥ ১১ ॥ তন্মাদভ্যু-
পরমঃ প্রসাদন্তেনাখিলাঃ সম্পদ উর্জ্জিতা ইমাঃ ।
নাগ্নিন সূর্য্যো ন চ চন্দ্রতারা ন তুর্জলঃ খঃ
বসনোহথ বায়নঃ ॥ ১২ ॥ উপাসিতান্তেহপি হরস্ত্যং
চিরাধিপশিতো রুস্তি মুহূর্ত্তসেবয়া । যাবন্তসে স্ব-
ভবিনোহপি ভূরিশস্ত্যভ্জেষণাঃ স্বপদভক্তিতান ॥
১৩ ॥ নমঃ স্বতজ্জায় বিচিত্রকর্ম্মণে নমঃ পরমৈঃ সদয়-
গ্রহায় । হন্যায়য়া মোহিতোহহং গুণেব দারার্ক-
রূপেব ভ্রমাম্যনর্থদৃক্ ॥ ১৪ ॥ স্বপাদপদ্মে সতি মূল-
নাশনে সমস্ত পাপহরঃ সুনির্ম্মলম্ । সুখেচ্ছয়ানর্থ-
নিদানভূতৈঃ সুতান্দারৈর্মমতাভিযুক্তঃ ॥ ১৫ ॥ ন
কাপি নিদ্রাঃ লভতে ন শর্ম্ম প্রবুদ্ধতৰ্ভঃ পুনরেব
তস্মিন । লজ্জা হরাপঃ নরদেবজয় স্বঃ যত্নতঃ সর্ব-
পুমর্থহেতুঃ ॥ ১৬ ॥ পদারবিন্দং ন ভজামি দেব

স্বর্গ ও অপবর্গাদি পুরুষার্থসাধক সুশোভন বৈশাখ-
ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, আমি তাঁহাদের উপদেশেই
সেই সকল শুভাবহ বৈশাখধর্ম্মনিচয় আচরণ করি-
য়াছি। ৫—১১। অনন্তর সেই বৈশাখধর্ম্ম হইতেই
আমার অতীব প্রীতি ও এই সকল উর্জ্জিত সম্পদ
লাভ হইয়াছে। অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, জল,
জল, আকাশ, বায়ু, বাক ও মন ইহারা উপাসিত
হইয়া দীর্ঘকালেও জ্ঞানিগণের যে পাপ হরণ
করিতে পারেন না, বৈশাখধর্ম্মের মুহূর্ত্তমাত্র সেবার
তৎসমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। হে বিতো!
বাহার কামনা বিসর্জন দিয়াছেন, বাহারের চিত্ত
আপনার চরণে স্থিত হইয়াছে, তাঁহার বার বার
জন্মলাভ করিয়াও আপনার সম্মত হয়। আপনি
স্বতন্ত্র, বিচিত্রকর্ম্মা, শ্রেষ্ঠ, সাধুগণের প্রতি সদয়;
আমি আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া দারা, অর্থ ও
রূপ প্রভৃতি গুণবস্তুরে অনর্থদৃষ্টি হইয়াছি, আপ-
নাকে নমস্কার। আপনার পাদপদ্মের স্মরণে
সংসারকারণ অবিদ্যা বিনষ্ট হয়, এবং সমস্ত পাপ
বিনষ্ট হওয়ায় অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইয়া থাকে; আমি
অনর্থের নিদানভূত সুখাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ
করিয়া স্মৃত, দেহ ও পতীর মমতায় মুগ্ধমান হই-
য়াছি; পুত্রদারাদিতেই পুনঃপুনঃ আমার কামনা
বলবতী হইতেছে; আমি কোথায়ও নিজা বা
শক্তিলভ করিতে সমর্থ হইতেছি না। আপনি
নিখিল পুরুষার্থসিক্তির হেতুভূত, কিন্তু আমি হস্তাপ্য
করিয়া জন্ম লাভ করিয়াও আপনার সেবার জন্ত

সমুচ্চেতা বিষয়ে লালসঃ । করোমি কৰ্ম্মণি
 স্তুতিতঃ সন্তোষকৃত্ত্বদপেক্ষয়া দদৎ ॥ ১৭ ॥
 পুনশ্চ ভূয়ামহমদ্য ভূয়ামিত্যেব চিন্তাশতলোল-
 মানসঃ । তদৈব জীবন্ত ভবেৎ কৃপা বিতো ত্বরন্ত-
 শক্তন্তব বিশ্বমূৰ্ত্তে ॥ ১৮ ॥ সমাগমঃ স্তান্নহতাং হি
 পুংসাং ভবাত্ত্বিধির্নৈব হি গোপদায়তে । সৎসঙ্গমো
 দেব যদৈব ভূয়ান্তহীশ দেবে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥
 ১৯ ॥ সমস্তরাজ্যাপগমঃ হি মন্ত্রে হুত্বগ্রহস্তে ময়ি
 জাতমঙ্গসা । যথার্থ্য তে ব্রহ্মসুরাসুরাদৈর্নিকৃততর্ধৈ-
 রপি হংসযুধৈঃ ॥ ২০ ॥ ইতঃ স্মরাম্যচ্যুতমেব
 সাদরং ভবাপহং পাদসরোরুহং বিতো । অকিঞ্চন-
 প্রার্থ্যমমন্দভাগ্যদং ন কাময়েহস্তন্তব পাদপদ্মাৎ ॥
 ২১ ॥ অতো ন রাজ্যং ন সূতাদিকোষং
 দেহেন শবৎপততা রজোভুবা । ভজামি নিত্যং
 তত্পাসিতব্যং পাদারবিন্দং মূনিভিবিচিন্ত্যম্ ॥ ২২ ॥

যত্ন করিতেছি না ; হে দেব ! বিষয়ে আমার চিত্ত
 লালসিত, আমি মুচ্চেতা ; আমি আপনার পাদপদ্ম
 সেবা করিলাম না । আমি যতই স্তুতিমাহিত হইয়া
 কৰ্ম্মাচরণ করিতে চাই, আমার বিষয় লালসা যেন
 তদপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায় ; আমি ভাবি ;—আমি
 আজও আছি, পরেও থাকিব ; হে বিতো ! এই-
 রূপ শত শত চিন্তায় আমার চিত্ত আকুল হই-
 য়াছে । হে বিশ্বমূর্ত্তে ! আপনার শক্তি ত্বরতি-
 ক্রম্য ; জীবের প্রতি আপনার যখন করুণা
 হয়, তখনই আপনি অবতার পরিগ্রহ করিয়া
 থাকেন এবং তখনই পুরুষগণের সংসারসাগর
 গোপদেবের স্তায় হইয়া থাকে । হে দেব ! যখন
 সাধুসংসর্গ লাভ হয়, তখনই আপনার প্রতি
 মতি জন্মে ; হে ঈশ ! আমার যে নিখিল রাজ্যে-
 শ্বৰ্য্য অপহৃত হইয়াছিল, আমার মনে হয়, ইহা
 আমার প্রতি আপনার যত্নগ্রহ বিশেষ । হে আর্ধ্য !
 হংসজ্ঞেয়ী স্তায় ব্রহ্মাদি সুরাসুরগণ আপনার যে
 চরণ বন্দন করিয়া নিরুতাভিলাষ হইয়াছেন, আজ
 হইতে আমি আপনার সেই ভবভয়নিবারক অচ্যুত
 চরণসরোজের সাদরে শরণ লইলাম । আমি
 আপনার পাদপদ্ম ভিন্ন অস্ত্র কোন বস্তু প্রার্থনা
 করি না ; আপনার পাদপদ্ম অকিঞ্চনের প্রার্থ্য ও
 সৌভাগ্যদ ; সূত, কোষ, দেহ এবং রাজ্যাদি
 রজোভব, ও নিত্য বিনাশশীল ; অতএব এই
 সকল আমার অন্তীষ্ট নহে । মূনিগণ আপনার যে
 চরণারবিন্দ বন্দনা করেন, এক্ষণে তাহাই আমার

প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস স্তুতির্থা স্তান্তব পাদ-
 পদ্মে । সক্তিঃ সদা গচ্ছতু দারকোষপুত্ৰাশ্চিহ্নে
 গণেষু মে প্রভো ॥ ২৩ ॥ ভূয়ান্ননঃ কৃষ্ণ পদার-
 বিন্দয়োর্বচাসি তে দিব্যকথাসু বর্ণনে । নেত্রে মমেনে
 তব বিগ্রহেক্ষণে স্রোত্রে কথায়ান্ রসনা স্বদর্পিতে ॥
 ২৪ ॥ ভ্রাণক স্বপাদসরোরুহসৌরভে বহুজগদ্ধাদি-
 বিলেপনে স্কৃৎ ॥ স্তাতাঞ্চ হস্তৌ তব মন্দিরে
 বিতো সন্মাজ্জনাঙ্গৌ মম নিত্যদৈব ॥ ২৫ ॥ পাদৌ
 বিতোঃ ক্ষেত্রকথাসু সর্পণে মূর্দ্ধা চ যে স্তান্তব বন্দনে-
 হনিশম্ । কামশ্চ মে স্তান্তব সংকথায়ান্ বুদ্ধিশ্চ মে
 স্তান্তব চিন্তনেহনিশম্ ॥ ২৬ ॥ দিনানি মে স্তান্তব
 সংকথোদয়েকদীয়মানৈর্মুনিভির্গৃহাগতৈঃ । হীনঃ
 প্রসঙ্গস্তব মে ন ভূয়াৎ কণং নিমেষাঙ্কমথাপি বিকো ॥
 ২৭ ॥ ন পারমেষ্ঠ্যং ন চ সাক্ষভৌমং ন চাপবর্গং
 স্পৃহয়ামি বিকো ॥ স্বপাদসেবাকং সদৈব কাময়ে
 প্রার্থ্য্য শ্রিয়া ব্রহ্মভবাদিভিঃ সূরৈঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি রাজা

চিন্ত্য ও উপাস্ত ; হে দেবেশ ! প্রসন্ন হউন ;
 হে জগন্নিবাস ! আপনার পাদসরোজে যাহাতে
 স্তুতি থাকে, আমার প্রতি প্রীত হইয়া তাহাই করুন,
 হে প্রভো ! স্ত্রী, পুত্র, কোষ, দেহ ও স্বর্ণগণের প্রতি
 সতত আমার আসক্তি না থাকুক, কৃষ্ণপদার-
 বিন্দে আমার মন অম্লরক্ত ও তদীয় দিব্য কথাসু-
 কীর্ণনে আসক্ত হউক । হে বিতো ! আমার
 এই নয়নদ্বয় আপনার বিগ্রহদর্শনে, কর্ণদ্বয় কথ-
 শ্রবণে ও রসনা কথামৃতের আশ্বাদনে অর্পিত হউক ।
 ১২—২৪ । হে দেব ! আমার ভ্রাণ আপনার পাদ-
 পদ্মের সৌরভ আভ্রাণে ও কর্ণদ্বয় তদীয় উচ্ছিষ্ট
 গন্ধচন্দনাদি-বিলেপনে এবং আপনার মন্দির
 সন্মাজ্জনে সতত নিরত হউক । হে বিতো ! আমার
 পাদদ্বয় আপনার ক্ষেত্রপারক্রমায়, মস্তক সতত
 আপনার বন্দনে, কাম আপনার সংকথাস্রবণে এবং
 বুদ্ধি সতত আপনার চিন্তনে নিযুক্ত হউক । মূনি-
 গণ আমার গৃহাগত হইয়া যে সকল সংকথা কীর্ণন
 করেন, হে বিকো ! আমার দিন যেন সেই সকল
 কুশলাবহ সংকথাস্রবণে অতিবাহিত হয়, কণ
 কালের জন্তও যেন আমার নীচসংসর্গ না হয় ;
 নিমেষাঙ্কও যেন আমার বৃথা যায় না । হে বিকো !
 আমি ব্রহ্মপদের কামনা করি না, আমার যেন সাক্ষ-
 ভৌমপদপ্রাপ্তি হয় না ; আমি অর্পবর্গ অভিলাষ
 করি না ; ব্রহ্মরূপাদি দেবগণ আগ্রসীক যে পাদ-
 পদ্মের সেবা অভিলাষ করেন, আমি সতত সেই

কৃতো বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ কমলেক্ষণঃ । মেঘগভীরয়া
বাচা তসুবাচ কিতীষরম্ ॥ ২১ ॥ শ্রীভগবানুবাচ ।
জ্ঞানো যো নাসবধ্যঃ মে নিকামুকমকল্পম্ ।
অথাপি তে প্রদাতামি বরং দৈবতত্বলভম্ ॥ ৩০ ॥
আয়ুৰ্য্যং চাযুতং দিব্যং সম্পদশ্চ নরেশ্বর । ভক্তির্য্যি
দৃঢ়া কুয়াদন্তে সাযুজ্যমেব চ ॥ ৩১ ॥ ইয়া কৃতেন
স্তোত্রেণ মাং ভবন্তি চ যে ভুবি । তেষাং তুষ্টিঃ
প্রদাতামি ভুক্তিং মুক্তিং ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥ তৃতীয়েনা-
ক্ষয়া নাম ভুবি খ্যাতা ভবিষ্যতি । যস্তাং তব
প্রসন্নোহহং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ৩৩ ॥ যে কুর্নাস্ত
নরা মুঢ়াঃ স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । ব্যাজেনাপি
যতাবাস্থা যান্তি মৎপদমব্যয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ যে চাক্ষু-
তৃতীয়ায়াং পিতৃগণৈশ্চ মানবাঃ । শ্রাক্ষ কুর্নাস্ত
তেষাং বৈ তদানন্তায় কল্পতে ॥ ৩৫ ॥ ন চান্য
তিথিলোকে সমা বা নান্বিকা ভুবি । অস্তাং কৃতং
ব্রহ্মমপি তদক্ষয়কলং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥ যো গাং
দাতারূপজেষু ব্রাহ্মণায় কুটুম্বিনে । সর্বসম্পদ-

পাদসেবা কামনা করি । ক্রীতিপতি কর্তৃক কমলোচন
বিষ্ণু এইরূপে কৃত হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং মেঘ-
গভীরবাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । ভগবান্
বলিলেন,—হে রাজন্ ! আমি জানি যে তুমি আমার
সেবক ; তোমার কোন কামনা নাই,
আমি নিম্পাপ ; তথাপি আমি তোমাকে দেবত্ব
বরদান করিতেছি । হে নরেশ্বর ! তোমার দিব্য
পরিমাণে অযুত আয়ু ও উত্তমপদ লাভ হউক ;
আমাকে তোমার ভক্তদৃঢ় হউক এবং অন্তকালে
তুমি আমার সাযুজ্য লাভ কর । ভুতলে যে
সকল লোক তোমার কৃত এই স্তোত্রে আমার স্তব
করিবে, আমি তাহাদিগের প্রীতি প্রীতি হইয়া ভুক্তি-
মুক্তি প্রদান করিব, সংশয় নাই ! যে তৃতীয়ায়
আমি তোমার প্রীতি প্রীতি হইয়া ভুক্তি মুক্ত প্রদান
করিলাম, ভুতলে এই তৃতীয়া অক্ষয়া তৃতীয়া
নামে বিখ্যাত হউক । ইহা করিয়াই হউক কিংবা
যতাবাস্থাই হউক, যে সবল মুঢ় মানবও এই
তৃতীয়ার স্নানাদি কার্য্য করবে, তাহারাও আমার
অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইবে । যে সকল লোক অক্ষয়া
তৃতীয়ায় পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহা-
দের দত্ত শ্রাদ্ধ অক্ষয়কলজনক হইবে । ত্রিলোকে
এই তিথির সন্মান বা অধিক কোন তিথি নাই ;
এই তিথির সন্মান কার্য্যও অক্ষয়কলদ হয় । হে
নৃপমোহ ! যে মানব এই অক্ষয়তৃতীয়ায় কুটুম্বী

প্রবর্তা ভুক্তিমুক্তিঃ করে হিত্য ॥ ৩৭ ॥ যো হি
দদ্যাদনদ্বাহং সর্বপাপবিনাশনম্ । কালমৃত্যুবিমুক্তঃ
সন্ দীর্ঘায়ুৰ্য্যমবাধুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥ বৈশাখমাসে যো
ধর্ম্মান কুরুতে মৎপ্রসাদবান । তেষাং মৃত্যুজরা-
জন্মভয়ং পাপং হরাম্যহম্ ॥ ৩৯ ॥ যথা বৈশাখ-
ধর্ম্মেণ তুষ্টিঃ স্তাং সকলৈরপি । মাসধর্ম্মেণ তুষ্টিঃ
স্তাং মাসো মে মাধবঃ প্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥ সর্বধর্ম্মো-
জ্জিত্বা বাপি ব্রহ্মচর্য্যাবিবর্জিতাঃ । বৈশাখমাসনিরতা
যান্তি মৎপদমব্যয়ম্ ॥ ৪১ ॥ যদ্রূপং তপোভিষ্টি
সাক্ষ্যায়োগৈশ্চৈব পি । তন্মাম পরমং যান্তি
বৈশাখনিরতা নরাঃ ॥ ৪২ ॥ অপি পাপসহস্রং বা
মাসোহহং হরতেহনঘ । প্রায়শ্চিত্তবিধীনং বা মৎ-
পাদস্মরণং যথা ॥ ৪৩ ॥ গুরুপদপুঃ কান্তারে বৈশাখে
নিরতো ভবান্ । সমায়া জগন্নাথং তেনাশ্রমখিলং
নৃপ ॥ ৪৪ ॥ ধর্ম্মেণানেন সম্প্রীতঃ প্রত্যক্ষোহহং
ভবামি তে । ভুক্তা ভোগান্ যথাকমান্ দেবৈরপি

দ্বিজগণকে গোদান করিবে, তাহার সম্পদ বৃষ্টির
স্থায় অজস্র বৃদ্ধি পাইবে এবং ভুক্তি ও মুক্তি তাহার
করস্থ জানিবে ॥ ২৫—৩৭ ॥ যে মানব এই দিনে সর্ব-
পাপবিনাশন বরদান করে, কালমৃত্যুবিমুক্ত হইয়া সে
দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া থাকে । যে মানব বৈশাখ
মাসে আমার স্তবাহ ব্রত করে, আমি তাহার
মৃত্যু জরা ও জন্মভয় এবং পাপ হরণ করিয়া থাকি ।
বৈশাখ মাস আমার অতীব প্রিয়, অস্তান্ত নিখিল
ধর্ম্মের আচরণে আমার যাদৃশ প্রীতি হয়, এক-
মাত্র বৈশাখব্রতে আমি ততোধিক প্রীতি হইয়া
থাকি । সর্বধর্ম্ম পরিত্যক্ত বা ব্রহ্মচর্য্যাদিবিবর্জিত
নরও যদি বৈশাখ মাসনিরত হয় ; তবে সেও
আমার অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বিবিধ
তপশ্চায় যাহা দুষ্প্রাপ্য, অনেক যজ্ঞ ও সাংখ্য-
যোগেও যাহা লভ্য নহে ; বৈশাখনিরত নরগণ
আমার সেই পরম ধামে গমন করে । হে অনঘ !
আমার পাদপদ্ম স্মরণে ঘেরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিনা
পাপক্ষয় হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র সঞ্চিত পাপ
বৈশাখ মাস হরণ করিয়া থাকে । হে নৃপ !
তুমি গুরুর উপদেশে বনে বসিয়া যে বৈশাখব্রতে
নিরত হইয়া জগৎপতি আমার আরাধনা করিয়া-
ছিলে, সেই সুকৃতিবলেই অধিল অতীত লাভ
করিয়াছ ; তোমার বৈশাখধর্ম্মে প্রীতি হইয়াই
আমি তোমাকে প্রত্যক্ষদর্শন দান করিয়াছি ।
একপে দেবগণেরও তুল্য বিবিধ ভোগ যথেষ্ট

সুদূর্লভান্ ॥ ৪৫ ॥ ইতি তন্মৈ বরং দত্ত্বা দেবদেবো
জনার্দনঃ । পশুতামেব সর্পেবাং তত্রৈবাস্তরধীয়ত ॥
৪৬ ॥ ততো ভূপালবর্ষোহসৌ বভূবাত্যস্তবিশ্মিতঃ ।
হৃষ্টপুষ্টিতুর্ভূগ লক্ষনষ্টধনো যথা ॥ ৪৭ ॥ ততঃ
শশান পৃথিবীং তচ্ছিত্ত্বং পরায়ণঃ । মহত্তিকোধিতো
নিত্যং গুরুভিষ্চ নিরন্তরম্ ॥ ৪৮ ॥ নাস্তং প্রিয়তমং
মেমে বাসুদেবমুতে নৃপঃ । যৎসম্পর্কীং প্রিয়া আসন্
দারামাত্যমৃতাদয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ সন্ধান ধর্ম্যাংচকারাসৌ
বৈশাখোক্তান পুনঃপুনঃ । তেন পুণ্যপ্রভাবেন
পুত্রপৌত্রাদিভির্ভূতঃ ॥ ৫০ ॥ ভুক্তা মনোরথান
সন্ধান দেবানামপি দুর্লভান্ । অস্তে ভুগাম সাযুজ্যং
বিক্ষোদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৫১ ॥ য ইদং পরমাখ্যানং
শৃণুতি শ্রাবয়ন্তি চ । তে সর্পে পাপনির্মুক্তা যান্তি
বিক্ষোঃ পরং পদম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি জীকান্দে নাবদাহবীষসংবাদে পাঞ্চালধিপতে-
বিক্ষুসাযুজ্যপ্রাপ্তির্নাম বোডশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

উপভোগ কবিয়া অস্তে আমার সাযুজ্য লাভ
করিবে । দেবদেব জনার্দন রাজাকে এইক' নর
দিয়া দর্শকগণের সমক্ষে সেই স্থানেই ত'হিত
হইলেন । হে নৃপ ! রাজাও এই ব্যাপার দর্শন
করিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন এবং নষ্টধন লাভে
লোক যেরূপ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তিনিও তজ্জপ পূর্ণপুষ্ট
হইলেন । অনন্তর রাজা হরির প্রতি তদগ'চিন্ত
ও হরিপরায়ণ হইয়া সতত গুরু এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-
গণের উপদেশে বহুধা শাসন করিতে লাগিলেন ।
রাজার সম্পর্কে আজ পুত্র, পত্নী ও আত্মাদি
প্রিয় হইয়াছে, মহীপতি সেই বাসুদেব ব্যতী' অস্ত
কিছুই প্রিয় মনে করিতেন না, তিনি পুনঃপুনঃ
বৈশাখোক্ত ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ করিলেন এবং
সেই পুণ্যপ্রভাবেই পুত্র পৌত্রাদির সহিত মুক্ত
হইয়া দেবগণেরও হুল'ত বিবিধ মনোরথ লাভ
কর' অস্তে চক্ৰী বিক্ষু' সাযুজ্য লাভ করিলেন ।
রাজা এই উত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করেন বা অস্ত
কাহাকে শ্রবণ করান, রাজা পাপনির্মুক্ত হইয়া
বিক্ষু' পুরম পদে গমন করেন ॥ ৩৮—৫২ ॥

বোডশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতকীর্তিকবাচ । বৈশাখধর্ম্মানবিলানিহামুত্র
কলপ্রদান । ভূয়োহপি শৃণুতাসীভুক্তির্দাদ্যপি
মানদ ॥ ১ ॥ যত্র চাকৈতবো ধর্ম্মো যত্র বিক্ষু'কথাঃ
শুভাঃ । তচ্ছাস্ত্রং শৃণুতো মৈব তুষ্টিঃ কর্ণরসায়নম্ ॥
২ ॥ পূর্বজন্মকৃতং পুণ্যং দিষ্টা পারমুশাগতম্ ।
আতিধাব্যপদেশেন যত্বান গৃহমাগতঃ ॥ ৩ ॥
বচোহমৃতং মুখাভ্যোজনিঃসৃতং পরমাদৃতম্ । শীঘ্রা
তুষ্টিঃ পারমেষ্ঠ্যঃ মোক্ষং বা চ ন কাময়ে ॥ ৪ ॥
তস্মাত্তানেব ধর্ম্মায়ে ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কান । বিক্ষু-
কীর্তিকরান্ দিব্যান্ ভূয়ো বিস্তরতো বদ ॥ ৫ ॥
ইত্যুক্তস্ত পুবা রাজা ঋতদেবো মহাযশাঃ ।
সংহৃষ্টোহা শুভান্ ধর্ম্মান পুনর্ক্যাহর্জুমাশ্রভৎ ॥ ৬ ॥
ঋতদেব উবাচ । শৃণু বাজন প্রবক্ষ্যামি কথাং
পাপপ্রণাশিনীম্ । বৈশাখধর্ম্মবিষয়াং ভাবিতাং
মুনিভির্মুহুঃ ॥ ৭ ॥ পম্পাতীবে দ্বিজঃ কশ্চিচ্ছ্রো নাম
মহাযশাঃ । শুবো সিংহগতে চাগারদ্রৌ গোদাবরীঃ

সপ্তদশ অধ্যায় ।

রাজা ঋতকীর্তি বলিলেন,—হে মানদ ! ইহপর
উভয় কালেরই অধিলকলপ্রদ বৈশাখধর্ম্ম পুনঃ
পুন শ্রবণ করিয়াও আমার তুষ্টির অবসান হই-
তেছে না, এই বৈশাখধর্ম্ম অকপট, ইহা সুশোভন
বিক্ষু'কথায় পূর্ণ এবং কর্ণের রসায়নস্বরূপ ; এই বৈশাখ-
ধর্ম্ম শ্রবণে আমার তুষ্টি/চরিতার্থ হইতেছে না,
যহো ! আমি পূর্ব জন্মে কতই পুণ্য করিয়াছিলাম
যে, আমার ভাগ্যবশে অতিধিবেশে আপনি আমার
ভবনে শুভাগমন করিয়াছেন, আপনার মুখপদ্ম-
নিঃসৃত পরমাদৃত বাক্যমুতের রসাবাদ করিয়া
আমার এমনই তুষ্টি হইতেছে যে, ব্রহ্মপদ অধিক
কি, মোক্ষও আমার অতীষ্ট হইতেছে না । অতএব
ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক বিক্ষু'কীর্তিকর সেই দিব্য বৈশাখ-
ধর্ম্ম আমার নিকট বিস্তাররূপে পুনরায় বর্ণন করুন ।
১—৫ । পূর্বকালে রাজা কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত
হইয়া মহাযশা ঋতদেব হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায়
বৈশাখধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন । ঋতদেব বলি-
লেন,—হে রাজন ! পাপনিবাশিনী বৈশাখধর্ম্মকথা
'কহিতেছি, শ্রবণ করুন । মুনিগণধর্ম্ম বিষয়ে যত্নপূর্ব
এই সকল কথার অবতারণা করিয়া থাকেন ।
পম্পাতীরে শঙ্খনামক মহাযশা কটেক দ্বিজ বাস
করিতেন । তিনি বৃহস্পতির সিংহগত্যাগিতে অবস্থান-

শুভাম্ ॥ ৮ ॥ তীর্থী ভীমরথী পুণ্যং কান্তাবে
কণ্টকাচলে । নির্জলে নির্জনে ঘোরে বৈশাখে তপ-
কথিতঃ ॥ ৯ ॥ বৃক্ষে চোপবিবেশাসৌ মধ্যাহ্নসময়ে
দ্বিজঃ । তল কণ্ঠদ্বাচাবৌ ব্যাধস্তাপবঃ শঠঃ ॥ ১০ ॥
নিষ্কণঃ সর্বভূতেষু কালান্তক ইবাপরঃ । তং কুণ্ডল-
ধবং বিপ্রং দীক্ষিতং ভাস্কবোপমম্ ॥ ১১ ॥ দৃষ্টা
বন্ধা স জগাহ কুণ্ডলাদিকমুগ্রবীঃ । উপানহৌ চ
ছত্রঞ্চ অক্ষমালাং কমণ্ডলুম্ ॥ ১২ ॥ পশ্চাদ্বিমুজ্য
তং বিপ্রং গচ্ছেতাহ বিমুচবীঃ ॥ ১৩ ॥ ততঃ স
গচ্ছন্ পথি শৰ্কবাবিলে সূর্য্যাংগতপ্তে জলবজ্জিতে
গরে । সন্তপ্তপাদস্তাচ্ছাদিতে স্থলে কচিচ্চচাবোপ-
বসমুচ্ছবেতাঃ ॥ ১৪ ॥ স বৈ ক্রতং সম্পন্ন
কাপি তুসান্ হাজেতিবাদী স জগাম তুর্ণম্ । দৃষ্টা
মূনি খিদিমান্ পৃথিব্যাং যবাং গতে পুথি দয়া
বভূব ॥ ১৫ ॥ বাবস্থ ধম্মাবমুগস্তা চ পাপবৃন্দস্তস্মৈ

কালে শুভাবিশেষগোদাবরী নদীতীরে গমন কবেন ।
অনন্তর দ্বিজ শম্ভু বৈশাখ মাসে পুণ্য ভীমবরী
পার হইয়া কণ্টকাচলেব বনপ্রদেশে যাইতে যাইতে
কমে ঘোব নির্জন জলহীন দেশে উপনীত
হন । তখন শম্ভু মধ্যাহ্নে বৈশাখেব তাপে অত্যন্ত
ক্লিষ্ট হইয়া এক বৃক্ষকোটবেব আশ্রয় লন ।
কালে চাপধারী জনক ব্যাধ তথায় আসিয়া
উপনীত হয় । ই শঠ দ্বাচাব, স্তনাহীন, নিখিল
প্রাণীর দ্বিতীয় কালান্তক, উগ্রকন্ধ্যা ব্যাধ কুণ্ডলধারী
স্বাসরিভ দীক্ষিত দ্বিজকে দর্শন কবিয়া তাঁহাকে
বন্ধন করত তদীয় কুণ্ডল, পাত্ৰকাষুগল, ছত্র, অক্ষ-
মালা এবং কমণ্ডলু গ্রহণ কবিল । মূঢ় ব্যাধ তাহাব
কুণ্ডলাদি সমস্ত অপহরণ কবিয়া তাঁহাকে ত্যাগ
করিল এবং বলিল,—হে দ্বিজ । এখান হইতে চলিয়া
যাও । অনন্তর হস্তসকল উদ্ধরেণ দ্বিজ তথা
হইতে নিষ্কাশ হইলেন । সূর্য্যাতাপতপ্ত বালুকাবুল
জলবজ্জিত ধরতর পথে চলিতে চলিতে তিনি
অতীব সন্তপ্ত হইলেন, তাহাব পাদদ্বয়ে অত্যন্ত
তাপ লাগিল, তিনি ভূণাচ্ছাদিত পথে বিচরণ
কবিয়া কখন উত্তপ্ত হইয়া উপবেশন ও কখনও বা
গমন করিতে লাগিলেন । তিনি কখন সন্তপ্ত
হইয়া ক্রতগমন, কখন হাহাকার বব উচ্চারণ এবং
কোথাও বা সামান্ত ভূমি লাভ করিয়া উপবেশন—
এইরূপে ক্রতগমন করিতে থাকিলে মধ্যাহ্ন-
মাস্তে দ্বিজমূনি মুক্তিকে সন্দর্শন কবিয়া ধর্মবিমুখ
ব্যাধের দয়া হইল ; সেই পাপমতি মনে করিল,—

দদামি সুখদাং খলু পাদবক্ষ্যাম্ ॥ ১৬ ॥ চৌণ্যৈব
স্বধ্মেণ যা গৃহীতা বনান্তরে । তদীয়মেব
তৎসমিং ব্যাধানাং ধর্মনির্গমঃ । তস্মাদুপানহৌ
দাস্তে মুহুর্দুখাপত্তয়ে ॥ ১৭ ॥ তেন ত্রয়ো ভবে-
দ্যচ্চ তত্তবেমম পাপিনঃ । জীর্ণে চোপানহৌ
হে চ বর্তেতে পাদবোম্মম । ন তাভ্যামস্তি মে কৃত্যং
তস্মাহে বৈ দদামাহম্ ॥ ১৮ ॥ ইতি নিশ্চিত্য
মর্নাস তুর্ণং গহ্না দদৌ চ তে । শৰ্কবাতপ্তপাদায়
দ্বিজব্যাধ সৌদতে ॥ ১৯ ॥ উপানহৌ গৃহীত্বা তে
নির্নিষ্ক পবা যযৌ । সুখী ভবেতি তং ব্যাধ-
মানোভিভিনন্দ্য চ ॥ ২০ ॥ নুনং সুপকপুণ্যোহহং
বৈশাখে দত্তবানম্ । ব্যাধস্তাপি চ দুর্ভিক্ষে প্রায়ো
বিষ্ণু প্রসাদতি ॥ ২১ ॥ সর্বস্তাপ্তা চ ত্রয়োহপি
যশুঃ তদুন্মম । ততোহভিষ্কৃত্য তদ্বাক্যং
বিমেতদিতি বিস্মিতঃ ॥ ২২ ॥ বাজহাব পুনর্বিপ্রং
ব্রাহ্ম বক্ষবাননম । বদৌং তু ময়া দত্তং কথং

আমি ইহাকে অবশ্যই সুখদ পাদত্রাণ দান করিব ।
আনি স্বধ্ম চৌণ্যদ্বারা বাবা বনমবে । ইহার নিকট
যাচা উপাস্তন বাবদ্যিছ, এই সকল বস্ততে
আমারই অধিকার, আর ইহাই ব্যাববম্ম । একপে
আমি ইহাকে পাত্ৰকা চর্পণ কবি, কেন না এই
পাত্ৰকা বাবা ইহাব পদচোব অপনোদন হইবে ।
আমি পাপী, অবশ্য এই দানপ্রভাবে আমারও
শ্রেয় হইবে । আমার পাদদয়ে যে পাত্ৰকা বিদ্যমান,
ইহা জীর্ণ হইয়াছে, ইহা বাবা আব অধিক দিন
আম ব কার্য চলবে না, অতএব এই পাত্ৰকাই
দান বাবব । ১৬-১৮ ব্যাধ মনে মনে এইরূপ নিশ্চয়
কবি । দ্বিজসমীপে গমনপূর্বক তাঁহাকে পাত্ৰকা
দান কবিল, দ্বিজশ্রেষ্ঠ শম্ভুর সূর্য্যাতাপতপ্ত
বালুকাব পাদদ্বয় নিতান্ত খিন্ন হইয়াছিল, তিনি
পাত্ৰকা গ্রহণ কবিয়া পবম নির্বৃতি প্রাপ্ত হইলেন
এবং ব্যাধকে “সুখী হও” এইরূপ আশীর্বাদ-বাক্যে
অভিনন্দিত কবিয়া সেই দুর্ভিক্ষ ব্যাধকে পুনর্বার
বলিলেন,—বৈশাখে তোমাব এই পাত্ৰকাদান দেখিয়া
আমাব মনে হয়, তোমার অতীব পুণ্যপরিপাককাল
উপস্থিত, সন্দেহ নাই, আব বিষ্ণুও তোমাব প্রতি
প্রসন্ন হইয়াছেন । হে ব্যাধ । সর্বস্ব লাভে যে
সুখ হয়, একমাত্র পাত্ৰকা প্রাপ্ত হইয়া আমার সেই
সুখলাভ হইয়াছে । ব্যাধ দ্বিজের বাক্য শ্রবণে
বিস্মিত হইয়া বলিল,—আপনি এ কি বলিতেছেন ।
সে পুনরায় সেই একনিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী দ্বিজকে বলিল,

পুণ্যং ভবেন্নম ॥ ২৩ ॥ প্রশংসসি চ বৈশাখং হরি-
শৃষ্টো ভবেদিতি । এতদাচক্ষু মে ব্রহ্মন্ কো
বৈশাখঃ কো হরিঃ ॥ ২৪ ॥ কো ধর্ম্যঃ কিং ফলং
তস্ত শুশ্রূষোর্ম্মে দয়ানিধে । ইতি ব্যাধবচঃ শ্রুত্বা
শঙ্খশৃষ্টমনা অকুং ॥ ২৫ ॥ প্রশংসন্ স চ বৈশাখং
পুনর্নিশ্চিতমানসঃ । ইদানীং দত্তবান্ পাদত্ৰাণে মে
লুক্ককঃ শঠঃ ॥ ২৬ ॥ যদুর্লুক্কেষ্ট বৈবম্যং জাতিং
চিহ্নমহো বত । সর্ব্বেষামেব ধর্ম্মাণাং ফলং জন্মা-
ন্তরেষু বৈ ॥ ২৭ ॥ বৈশাখমাসধর্ম্মাণাং ফলং সদ্যঃ
কর্ণে নৃণাম্ । পাপাচারস্ত দূর্ব্বুদ্ধেব্যাধস্তাপি তুরা-
শ্বনঃ ॥ ২৮ ॥ দৈবাহুপানহোদানাত্ সত্ত্বাকরভূদহো ।
যচ্চ বিবেগঃ প্রিয়ঃ কর্ম্ম যত্তৎসন্তোষানন্মলম্ ॥ ২৯ ॥
তদেব ধর্ম্মমিত্যাহর্ম্মবাদ্যা ধর্ম্মাবস্তমাঃ । ধর্ম্মা
মাধবমাসীয়াঃ প্রিয়া বিষ্ণোরতীব তে ॥ ৩০ ॥
ধর্ম্মেমাধবমাসীয়েষ্বা তুষ্যতি কেশবঃ । ন তথা
সর্ব্বদানৈশ্চ তপোভিচ্চ মহামথৈঃ ॥ ৩১ ॥ নানেন

আপনার বস্ত্র আপনাকে দিয়াছি, ইহাতে আমার
কিরূপে পুণ্যার্জন হইল? আপনি কি জন্ত
বৈশাখের প্রশংসা করিতেছেন এবং কেনই বা
বলিতেছেন,—হরি আমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন?
হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে বলুন,—বৈশাখই বা কিসে আর
হরিই বা কে? এই সমস্ত বিস্তারপূর্ব্বক আমার
নিকট বলুন । হে দয়ানিধে! ধর্ম্ম কি? সেই ধর্ম্মের
ফল কিরূপ? এই সকল গুণিতে আমার অভিলাষ
হইতেছে, অতএব এই সকল বলুন । ব্যাধের
বাক্য শুনিয়া শঙ্খ বিস্মিত হইলেন এবং বৈশাখের
প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টান্তঃকরণে বালতে
লাগিলেন,—তুমি লুক্কক ও শঠ হইয়াও যে আমাকে
পাত্কাবুগল দান করিলে এবং তোমার এই যে
দুর্লুক্কির বৈবম্য জন্মিয়াছে, ইহা অতীব বিচিত্র; বহু
জন্মান্তরের পুণ্য-প্রভাবেই নিখিল ধর্ম্মের ফল
ফলিয়া থাকে । অহো! মানবগণের বৈশাখধর্ম্মফল
অল্পকালেই ফলে । অহো! কি আশ্চর্য্য! পাপা-
চার দূর্ব্বুদ্ধি তুরাশ্বা ব্যাধ দৈববশে আজ পাত্কাদান
করার ইহার কিরূপ দেহতত্ত্ব হইল? মনু
প্রভৃতি ধর্ম্মবিস্তমগণ বলিয়াছেন,—যাহাতে বিষ্ণুর
প্রীতি হয়, যে কার্য্য তাঁহার সন্তোষপ্রদ, তাহাই
ধর্ম্ম । হে শরণো! বৈশাখধর্ম্ম বিষ্ণুর অতিপ্রিয়,
বৈশাখধর্ম্মে কেশব যেক্রপ সন্তুষ্ট হন, সর্ব্বাবধ
দান, উগ্রতপস্তা ও মহাযজ্ঞেও তাঁহার তরুণ প্রীতি

সদৃশো ধর্ম্মঃ সর্ব্বধর্ম্মেষু বিদ্যতে । মা গয়াং যাক্তি
মা গঙ্গাং মা প্রয়াগং তু পুন্ডরম্ ॥ ৩২ ॥ মা কেদারঃ
কুরুক্ষেত্রং মা প্রভাসং সমস্তকম্ । মা গোদাং মা
চক্কাঞ্চ মা সেতুং মা মরুদ্বধম্ ॥ ৩৩ ॥ বৈশাখ-
ধর্ম্মমাহাত্ম্যং শংসন্তী চ কথাপগা । তত্র স্নাতস্ত
বৈ বিষ্ণুঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতে ॥ ৩৪ ॥ মাসে
মাধবসংজ্ঞেহাস্মন্ যত্ত্বল্লেনৈব সাধ্যতে । ন তদ্ব্যবধৈ-
দানৈর্ন ধর্ম্মেমাধাপি বৈ মথৈঃ ॥ ৩৫ ॥ মাসোহস্যঃ
মাধবো নাম ব্যাধ পুণ্যবিবর্দ্ধনঃ । তস্মিন্ মহং বদ্য
দত্তে পাত্কে তাপনাশনে ॥ ৩৬ ॥ তেন তে পূর্ব্ব-
কালীনং পুণ্যং পাকমুপাগতম্ । তুষ্টস্ত ভগবান্
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ব্যাধ বিধাস্ততি ॥ ৩৭ ॥ অস্তথা তে
কথং ভূয়াবুদ্ধিরেতা দৃশী শুভা । মুনাবেবং ক্রবাণে
চ মৃত্যুনা প্রোরতো বলী ॥ ৩৮ ॥ সিংহো ব্যাধ-
বধাখ্য প্রাজবৎ ক্রোধাবহুলঃ । মধ্যে দৃষ্টো চ
মাতঙ্গঃ দৈবাদেবেন কল্পিতম্ ॥ ৩৯ ॥ তং হস্ত-

হয় না । ধর্ম্মসমূহের মধ্যে বৈশাখধর্ম্মের স্থায় শ্রেষ্ঠ
ধর্ম্ম আর নাই; অতএব মানব গয়া, গঙ্গা, প্রয়াগ,
পুন্ডর, কেদার, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, সমস্তক, গোদা-
বলী, চক্কা, রামেশ্বর সেতুবন্ধ বা মরুদ্বধ
প্রভৃতি গমন না করিয়া কেবল বৈশাখধর্ম্মের
সেবা করুক । বৈশাখমাহাত্ম্যরূপ কথানদী অতীব
প্রশংসনীয় । যে মানব এই বৈশাখমাহাত্ম্য কথারূপ
নাতে অবগাহন করে, বিষ্ণু সদ্য তাঁহার হৃদয়ে
অবরুদ্ধ হন ॥ ৩২—৩৫ ॥ এই বৈশাখ মাসে অল্পব্যয়ে
যেক্রপ ধর্ম্ম সাধিত হয়, বহু দান, ধর্ম্ম ও যজ্ঞদ্বারাও
তরুণ ধর্ম্ম সাধিত হয় না । হে ব্যাধ! এই
নাথবনামক বৈশাখ মাস পুণ্যবর্দ্ধন, তুমি এই
পুণ্যময় বৈশাখমাসে আমাকে তাপনাশন
পাত্কাবুগল দান করিয়াছ; অতএব তোমার
পূর্ব্বজন্মার্জিত পুণ্যের পরিপাককাল উপস্থিত
হইয়াছে । হে ব্যাধ! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার
প্রতি প্রীত হইয়াছেন, তিনি তোমার শ্রেয়োবিধান
করিবেন; অস্তথা তোমার এইরূপ সাধুবুদ্ধির উদয়
হইত না । মুন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়
মৃত্যু কর্ত্ত্ব প্রেরিত হইয়া এক ক্রোধাবহুল
বলীমান্ সিংহ সন্ত এক শাব্দুলবধাখ প্রধাবিত হইয়া
উখায় উপনীত হইল; দৈবানন্দবশতঃ তৎকালে
ঐ সিংহ ও শাব্দুলের মধ্যস্থলে এক মাতঙ্গ আসিয়া
উপস্থিত হইল । সিংহ শাব্দুল-লব্ধ্য পরিভ্রাণপূর্ব্বক
সেই মাতঙ্গকে মারিবার জন্ত আঁড়ি পাকাইয়া

মৃত্যুতোহগচ্ছৎ পদাক্রান্তং ব্যবহিতম্ । ন্তরোর্মুখম-
ভুজাজনং সিংহমাতঙ্গদ্বয়োর্বমে ॥ ৪০ ॥ আত্মো বুদ্ধাচ্চ
বিরক্তো নিরীকন্তো চ তত্বতঃ । ব্যাধমুদ্ভিষ্ট
যচ্চোক্তং মুনিনা চ মহামুনা ॥ ৪১ ॥ সমস্তপাতক-
ফলং দৈবাচ্ছবৎসু চ তো । তেনৈব মাসমাহার্য-
শ্রবণেনামলাশয়ো ॥ ৪২ ॥ শাপমুক্তো চ তো
দেহাৎ সদ্যো মুক্তো দিবং গতো । দিব্যরূপধরো
দিব্যো দিব্যগন্ধাভূলেপনো ॥ ৪৩ ॥ দিব্যং বিমান-
মারুতো দিব্যানারীনিষেবিতো । সদ্যোহবনতমূর্তানো
প্রাঞ্জলৌ চোপতত্বতঃ ॥ ৪৪ ॥ মুনীশ্রো ধর্মবক্তা চ
ব্যাধমুদ্ভিষ্ট বৈ পথি । তো দৃষ্টো বিস্মিতঃ প্রাহ কো
যুযামিতি নিশ্চলঃ ॥ ৪৫ ॥ হৃষীকেশো তু কুতো জন্ম
যুযোর্কী কথং মৃতিঃ । অহেতোর্কিপিনে চাম্মিন
পরম্পরবোধোদ্যতো ॥ ৪৬ ॥ এতৎসর্বং সুবিস্তার্য
সম্যগদত মেহৈনঘো । ইত্যাক্তো মুনিনা তেন বচঃ

উপবেশনং কুরিল । হে রাজন । তখন সেই
বনে সিংহ ও মাতঙ্গ যুদ্ধ বাধিল, ক্ষণকালমধ্যে
যুদ্ধে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িল । হে নৃপ ।
তখন মহাত্মা মুনি ব্যাধের প্রতি যে উপদেশবাক্য
বলিতেছিলেন, বিশ্রান্ত সিংহ ও শার্দূল উভয়েই
এই সকল বিষ্ণুকথা শ্রবণ করিতে করিতে তথায়
উপবেশন করিল । দৈববশে কলুষবিধ্বংসী বৈশাখ-
মাহার্য শ্রবণে তাহাদের হৃদয় নির্মল হইল, এবং
তাহারা উভয়েই শাস্তিমুক্ত হইয়া পশুশরীর পরি-
ত্যাগপূর্বক দিব্যদেহে অর্ধলোকে গমন করিল ।
তাহারা দিব্য দেহ ধারণ করিল, গন্ধচন্দনে তাহা-
দের শরীর অমূল্য হইল, দিব্য বিমান আসিল,
অমরনারীগণ তাহাদের সেবা করিতে লাগিল,
তাহারা তখন অবনতমস্তকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তব
করিতে করিতে সেই বিমানারোহণে গমন করিল ।
ধর্মবক্তা মুনি পথে বসিয়া ব্যাধের প্রতি বৈশাখ-
মাহার্য কীর্তন করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ
বাণেশ্বর সংঘটিত হয় । মুনি মুক্ত সিংহ-শার্দূল
সন্দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নিশ্চল-
ভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তোমরা
কে ? কিজন্ত তোমাদের হৃষীকেশিতে এই জন্ম
হইয়াছিল এবং অকারণ কেনইবা তোমরা এই
অরণ্যে পরস্পর বোধোদ্যত হইয়া জীবন বিসর্জন
করিলে । হে নিম্পাপ পুরুষদ্বয় ! আমার নিকট
এই সময়ক্কে বিস্তারপূর্বক কীর্তন কর ।” অন-
ন্তর মুনি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই শাপমুক্ত

প্রত্যক্ষঃ পুনঃ ॥ ৪৭ ॥ মতকল্প মনো পুত্রো
দন্তিলঃ কোহলোহপরঃ । শাপদোষেণ-কৌ জাকৌ
নারা দন্তিলকোহলো ॥ ৪৮ ॥ রূপযৌবনসম্পন্নৌ
সর্ববিদ্যাশিষ্যদৌ । আবাসুদ্ভিষ্ট কোবাচ শিষ্য-
ধর্মার্থকোবিদঃ ॥ ৪৯ ॥ মতকো নাম ত্রযার্ঘিঃ সর্ব-
ধর্মবিহিতমঃ । বৈশাখে মাসি তনকৌ মধুসূদনবল্লভে ॥
৫০ ॥ প্রপাং কুরুত মার্গে চ জনান্ বীজয়তঃ কপব্ ।
মার্গে ছায়াং বিধতাঞ্চ ত্বয়্যঃ শীতলাসু চ ॥ ৫১ ॥
কুরুতঃ শ্রানমুখসি তথৈবার্জয়তঃ বিষ্ণু । কথাক
শুশ্রুতং নিত্যং যয়া বক্তো নিবর্ততে ॥ ৫২ ॥ একঞ্চ
বহুভিক্ষাকৈক্যকৌষিতাবপি দুর্মতী । কুরুতঃ সর্ব-
দন্তিলোহহং মতৌহহং কোহলোহহং ॥ ৫৩ ॥ কুরুতঃ
শশাপ তো সদ্যঃ পিতা ধর্ম্যে লালসঃ ॥ ৫৪ ॥
পুত্রঞ্চ ধর্ম্যবিমুখং ভাষ্যং চাম্মিন্যবাদিনীম্ ।
অত্রক্ষ্যাক্ষ রাজানং ত্যজ্যে সদ্যো ন চেৎ পতেৎ ॥
৫৫ ॥ দাক্ষিণ্যাদর্ধলোভায়া সংসর্গং যে প্রকুরুতে ।
তে সর্বে নরকং যান্তি যাবদিত্যশ্চতুর্দশ । ইতি
জ্ঞাহা শশাপায়াং মদক্রোধপরিপ্লুতো ॥ ৫৬ ॥

পুরুষদ্বয় প্রত্যুত্তর করিল ;—আমরা দুইজন মতক
মুনির তনয়, আমাদের একজন্মের নাম দন্তিল ও
অপরের নাম কোহল ছিল ; শাপদোষে আমাদের
এইরূপ দশা হইয়াছে । ৩৫—৭৮ । আমরা রূপযৌবন-
সম্পন্ন ও সর্ববিদ্যাশিষ্যদ্বয় ছিলাম । একসময়ে
ধর্মার্থকোবিদ আমাদের পিতা সর্বধর্মবিহিতম মহর্ষি
মতক মাধববল্লভ বৈশাখ মাসে আমাদের সঙ্কো-
ধন করিয়া বলেন,—“হে তনয়দ্বয় ! পথে প্রপা
নির্মাণ, পথিকগণের বীজন, পথে ছায়া নির্মাণ,
ভূরি অন্ন ও শীতল জল স্থাপন, প্রভাতে ন্নান, বিষ্ণু
ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা এবং নিত্য হরিকথা শ্রবণ কর ;
এইরূপ করিলে তোমাদের ভববন্ধন নিবৃত্ত হইবে ।
হে দ্বিজ ! আমরা দুর্মতি, পিতা কর্তৃক এইরূপে
বহু প্রবোধিত হইয়াও আমরা তাহা সম্পাদন করি-
লাম না ; পরন্তু আমাদের জাতৃবৃন্দের মধ্যে আমি
দন্তিল কুরু এবং অর্ঘ্য কোহল উন্মত্ত হইলাম ।
ধর্মলোলুপ পিতা তখন কুরু হইয়া সদ্যই আমা-
দিগের প্রতি শাপ প্রদান করিলেন । তিনি জানি-
তেন,—“ধর্ম্যবিমুখ তনয়, অপ্রিয়বাদিনী পত্নী এবং
ত্রক্ষ্যহীন নরপতিকে সদ্য পরিত্যাগ করা উচিত ;
কখন তাহাদের সংসর্গ ঐশ্বর্যকর নহে ; যাহারা দাক্ষিণ্য
বা অর্ধলোভে তাদৃশ পুত্র, পত্নী বা রাজার সংসর্গ
করে, চতুর্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল তাহারা নরকে বাস

কৌশলমুক্তাংশঃ। কৌশলমুক্তাংশঃ।
 মন্তব্য কোশলো কুশলমুক্তাংশঃ। ৫৭।
 কুশলমুক্তাংশঃ। পশ্চাত্ত্ব প্রার্থনাবো বিমোচনম্।
 আশীষ্যঃ প্রার্থিতো কুশলো বিশাপক দর্শো পিতা।
 ৫৮। যুধি প্রাপ্য চ হর্ষোনিং ক্রিয়ৎকালান্তরেহপি
 চ। সঙ্গমো ভবিতা তত্র পরস্পরবধৈবিধোঃ। ৫৯।
 তদ্বিক্রমঃ হি। সময়ে সংবাদো ব্যাধশম্যোঃ।
 বৈশাখকর্ষবিষয়ো দৈবাধাঃ অবগেহপি চ। ৬০।
 গমিষ্যতি কণাদেব তন্মানুজিতবিষ্যতি। শাপা-
 ক্রমো পূর্বমেব ক্রমমায়ায় পুত্রকো। ৬১।
 মামেব প্রাপ্য বনতঃ নান্তথা যে বচো ভবেৎ। ইতি
 শব্দো চ শুক্লাঃ কুর্ষোনিং প্রাপ্য হর্ষতী। ৬২।
 প্রাপ্য দৈবাঃ সঙ্গতিক পরস্পরবধৈবিধোঃ। সংবাদঃ
 ক্রমোদিব্যঃ শুভঃ তঃ শুভবাবহে। ৬৩।
 তেন সন্তো বিমুক্তিঃ কণাদেবাবয়োরভুৎ। ইতি সঙ্গঃ

করিয়া থাকে।” পিতা এইরূপ জানিয়া মদ-ক্রোধ-
 পরিপ্লুত আমাদিগকে শাপ প্রদান করেন। হে
 মূনে। রোষপরবশ পিতার শাপবাণী শ্রবণ করুন।
 তিনি বলেন,—“কুদ্র দন্তিল সিংহ হউক এবং এই
 মন্ত কোহল মাতঙ্গগণের যুধপ মন্তমাতঙ্গ হইয়া
 বনে বাস করুক।” পিতা শাপ প্রদান করিলে
 পশ্চাৎ আমরা অল্পতঃ হইয়া তাঁহার নিকট শাপ-
 বিমোচন প্রার্থনা কবি, তিনিও আমাদিগের প্রার্থ-
 নায় আমাদের শাপ-মোক্ষণ করেন। পিতা বলেন,
 —“আমাব বাক্যের অন্তথা হইবে না, তোমরা
 সন্ততি কুৎসিত যোনি প্রাপ্ত হইয়া বনে বাস কর,
 তাঁর পর কিছুকাল অতীত হইলে তোমরা পরস্পর
 বধোদ্যত হইয়া একত্র মিলিত হইবে, সেই বনে ঋষি
 শব্দ ব্যাধের প্রতি বৈশাখধর্ম বর্ণন করিবেন,
 তখন তোমরা দৈববশে তথায় উপনীত হইয়া সেই
 ঋষিভাষিত ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া সদ্য মুক্ত হইবে।
 হে পুত্রকর্ম্ম! শাপমুক্ত হইয়া তোমাদের পূর্বরূপ
 প্রাপ্ত হইবে এবং তখনই আমার সমীপে আসিয়া
 বাস করিবে।” হে সাধো! আমরা হৃষ্টকি।
 পিতার শাপে আমরা সদ্য কদম্ব যোনিতে জন্ম
 লইয়াছিলাম। দৈববশে আজ আমাদের জাত্যুগলের
 মিলন হইয়াছে,—আমরা পরস্পর বধোদ্যত হইয়া-
 ছিলাম, আমরা উভয়েই আপনাদের শুভাবহ
 কথোপ-কথন শ্রবণ করিয়াছি, আর তৎকালেই আমরা
 আজ সদ্য শাপমুক্ত হইলাম। হে রাজন! সেই

সমাব্যয় প্রণয় চ কুশলমুক্তাংশঃ। ৬৪। সমাব্যয়প্রণয়-
 জাতো জন্মকুঃ পিতৃরতিকম্। তদেব সঙ্গমকৌশল-
 মুনির্ভাধঃ দয়ানিধিঃ। ৬৫। পশ্চাৎ বৈশাখমাহাত্ম্য-
 শ্রবণস্ত ফলং মহৎ। মুহূর্ত্তশ্রবণাদেব তদোমুক্তিঃ
 কয়ে হিতা। ৬৬। ইতি ক্রমাৎ মুনিপুংসবঃ ‘তং
 দয়ানিধিঃ নিঃস্পৃহমপ্রাবুদ্ধিঃ। বিভ্রমস্বঃ মুহূর্ত্তৈক-
 ক্ষণং স স্তম্ভশত্রুঃ পুনরাহ ব্যাধঃ। ৬৭।

ইতি ত্রীকান্দে নারদাশ্ববীষসংবাদে দন্তিলকোহল-
 মুক্তিপ্রাপ্তিকৃতান্তবর্ণনং নাম সপ্তদশো-
 দধ্যায়ঃ। ১৭।

অষ্টাদশোদধ্যায়ঃ।

ব্যাধ উবাচ। ভবতানুগৃহীতোহস্মি মূনে পাপো-
 হতিহৃষ্টধীঃ। দয়ালবো মহাত্মো হি শ্রভাবাদেব
 সাধবঃ। ১। ক ব্যাধশ্চাকুলীনোহহং ক চ বা
 মতিরীদৃশী। কেবলং ভবতামেব শ্রবণমগ্রহমুত্ত-
 মম্। ২। অথ সাধো চ শিষ্যোহস্মি কৃপাপাত্নো-

পুরুষস্বয় এই সকল বলিয়া সেই মুনীশ্বর শব্দকে
 প্রণাম ও সম্যক্ আমন্ত্রণপূর্বক তাঁহার অঙ্কুর
 গ্রহণ করত পিতার নিকট গমন করিল। দয়া-
 নিধি শব্দ এই সকল ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া
 ব্যাধকে বলিলেন,—হে ব্যাধ! বৈশাখমাহাত্ম্য
 শ্রবণের মহাকল অবলোকন কর, দেখ, মুহূর্ত্ত-
 মাত্র বৈশাখ মাহাত্ম্য শ্রবণে সিংহ ও শার্ঙ্গুলের
 মুক্তি করতলস্থ হইল। ঋষিসত্তম শব্দ এইরূপ
 বলিলে ব্যাধ অস্ত্রত্যাগ করিয়া সেই দয়ানিধি নিঃস্পৃহ
 হৃদয়বুদ্ধি শুদ্ধদেহ পুণ্যভাজন মুনিকে পুনরায়
 বলিতে লাগিল। ৪২—৬৭।

সপ্তদশ. অধ্যায় সমাপ্ত। ১৭।

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ।

ব্যাধ বলিল,—হে মূনে! আমি হৃষ্টকি ও পাপ-
 পরায়ণ; আজ আমি আপনাকর্তৃক অনুগৃহীত হই-
 লাম। অহো! সাধু মহাত্মগণ যে দয়ালু হন, ইহা
 তাঁহাদের আভাবিক গুণ; ‘অন্তথা—কোথায়’ আমি
 অকুলীন ব্যাধ আর কোথায়ই বা আমার মিত্র
 মতি; আমার কেবলই মনে হয়,—‘ভবিষ্যৎ’ মহাত্মা-

হৃদয়, মানস । অহঙ্কারোহপি । প্রজ্ঞোহপি
কৃপা- কৃপা বদ্যনিধে । ৩ । যথা মে ন
পুনর্জন্মসম্ভবিতমবদ্য । সতি সত্যে কপি ন
কৃপা হৃদয়মুত্তম । ৪ । তদ্ব্যবহার্য মাং বিপ্র
স্বকৈকৈকজিনাপট্যে । যেন চাক্ষা তরিষ্যতি
সংসারাক্তিঃ সুখকবঃ । ৫ । সাধুনাঃ সমচিত্তানাং
তথা কৃত্যদ্যাবতাম্ । ন চ হীনোক্তমঃ কপি নাসীয়ে
হি পরতথা । ৬ । একাগ্রোণ বিচিন্ত্য চিত্ত-
ভঙ্কিত পৃচ্ছতি । সর্বদোষযুক্তো বাপি সর্বধর্মো-
জিব্রতোহপি বা । ৭ । কৃত্যদ্যাবতাম্ যদা যদা
পৃচ্ছতি বৈ তদনু । তদৈবোপদিশন্ত্যাক্ষা জ্ঞানং
সংসারমোচকম্ । ৮ । যথা গজা মনুষ্যাণাং
পাপনাশস্ত ভাবিনী । তথা মনসমুদারমভাবাঃ
সাধবাঃ স্মৃতাঃ । ৯ । মা বিচারয় মাং
বোদ্ধুং দয়ালৌ তত্ত্ববৎসল । তদ্ব্যবহারতজ্ঞাচ
তদ্ব্যবহারমব সত্যে । ১০ । ইতি ব্যাধবচঃ শ্রুত্বা
পুনর্বিম্বিতমানসঃ । সাধুসাধ্বিতি সত্যায় ধর্ম-
-

দিগের উত্তম অহঙ্কার তির ইহা আর কিছুই নহে ।
হে বিজ্ঞ । যে ব্যক্তি সাধুগণের সহিত সঙ্গত হয়,
কদাচ তাহার হৃদয়ভোগ হয় না । অতএব যাহা
দ্বারা সুখগণ সদ্য সংসারসাগর পার হন, আপনি
সেই পাপনাশন উত্তম বাক্যানিচয় দ্বারা আমার জ্ঞান
উৎপাদন করুন । বাহারা সাধু ও সমচিত্ত এবং
সর্বদোষে বাহাদের দক্ষ, বিদ্যমান, তাঁহাদের হীন কি
উত্তম, আদ্যীয় কিংবা—এইরূপ ধারণা কদাচ
ধাকে না । মানব যৎকালে আশ্রুত পাপের জন্ত
অন্তঃস্থ হয়, তখনই গুরুগণের নিকট গুম্বন করিয়া
পাপনিষ্কৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু জিজ্ঞাসু
যদি নিখিলদোষযুক্ত ও সর্বধর্মবিবর্জিত হয়, আর
যদি একান্তমানে আশ্রুত উপায় জানিতে বাসনা
করে, তখন গুরুগণ সদ্যই তাদৃশ জিজ্ঞাসুকে
সংসারমোক্ষ জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন ।
জাহ্নবী যেমন মানবগণের পাপনাশিনী, মন-
কর্ম্মা মানবগণের উদ্ধার করায় সাধু-
দিগের তদ্রূপ স্বভাবসিদ্ধ গুণ । হে দয়ালো !
আপনি তত্ত্ববৎসল, আমি নীচজাতি বলিয়া
আমাকে আনন্দাম করিতে, বিচার-বিতর্ক
করিবেন না ; কেননা আমি একেণে আগনার
সংসর্গে তদ্ব্যবহার্য ও বিনীত হইয়াছি ।
ব্যাধের বাক্য-ভক্তি দ্বারা পুনর্বার বিম্বিতমানস
হইলে এবং তাহারিক সাধু সাধু বলিয়া সত্যাবগমক

নেতাভবত হুঃ ১১ । শব্দ উবাচ । বিষ্ণু-
করাৎ দিব্যান্ সংসারাক্তিবিমোচকান্ । কৃপা বদ্যনিধে
বৈশাখে যদি ব্যাধ শমিক্রমি । ১২ । আত্মপে-
ব্যাধতে ঘোরো ন ছায়া নাস্তি তদ্রূপ । তদ্ব্য-
হলাস্তরং যাবৎ যত্র ছায়া তু বর্ততে । ১৩ । তদ-
গতা জলং পীড়া সূক্ষ্মায়াং সমাশ্রিতা । কৃপা-
বর্ণনীয়ামি মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ । ১৪ । বিকো-
র্মাধবমাস্ত্র যথাদৃষ্টং যথাক্রমতম্ । ইত্যুক্তো যুনি-
তেন ব্যাধঃ প্রাহ কৃত্যদ্যাবতাম্ । ১৫ । ইত্যুক্তো বিদ্বরে
সলিলং বর্ততে চ সরোবরে । কপিখ্যাত-
কলভারেণ পীড়িতাঃ । ১৬ । গচ্ছাবতর সঙ্ক-
র্ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ । ব্যাধেনৈবং সমাশ্রিতেন
সাকং যযৌ যুনিঃ । ১৭ । কিমদূরং তত্রো-
দদর্শাগ্রে সর্বোবরম্ । বককারওবাকীর্ষং চক-
বাকোপশোভিতম্ । ১৮ । হংসসারসকোঁকাট্যে-
সমস্তাং পরিশোভিতম্ । কীটকৈশ্চ সুরোয়েশ্চ

বাক্যমাণ ধর্ম উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন ।
১-১১ । শব্দ বলিলেন,—হে ব্যাধ । যদি তোমার শীঘ্র
কুশল কামনা থাকে, তবে বিষ্ণু-প্রীতিকর সংসার-
সাগরোত্তরণকম দিব্য বৈশাখধর্মের অহঙ্কার কর ।
এই স্থান ঘোর আতপতাপকর, এখানে ছায়া বা
জল নাই, অতএব চল আমরা উত্তরেই হার্মাভরে
গমনপূর্বক যে স্থানে ছায়া ও জল আছে, একপ-
স্থলে বাস করি এবং জল পান ও ছায়ায় উপবেশন
করিয়া সেই স্থানেই তোমার নিকট পাপনাশন
বৈষ্ণবমাস বৈশাখের মাহাত্ম্য আমার যেরূপ জানি
আছে বা আমি যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তৎসমস্ত
বর্ণন করি । যুনি এইরূপ বলিলে ব্যাধ কৃত্যদ্যাবতাম্
হইয়া বলিল,—এই বনের অদূরে এক সরোবর
বিরাজিত, তথায় জল আছে, এই সরোবরতীরে
অনেক কপিখ তরু বিদ্যমান । সেই সকল কপিখ
তরু প্রভূত কলভারে নম্ব হইয়া রহিয়াছে । চলুন,
আমরা সেই স্থানে গমন করি, সেখানে আমাদের
চিত্ত প্রশান্ত হইবে, সংশয় নাই । অনন্তর ব্যাধ-
কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শব্দ যুনি ও তাহার সহিত
গমন করিলেন এবং কিমদূর অগ্রসর হইয়াই সমুদ্রে
এক সরোবর দেখিতে পাইলেন । এই সরোবর
বক ও করিওবর্গে আকীর্ণ এবং কোঁকাদি
উপশোভিত । সরোবরের তীরভূমি হংস, সারস
ও কোঁকাদি বিহঙ্গমগণের সমাগমে সুরোঁশোভা
ধারণ করিয়াছে ; তীরস্থলের কোথাও বংশের

কুজিতং ভ্রমরৈরপি । ১৯ । নক্ককল্পগণীমায়াম্-
বগাভং সুমমোহরম্ । কুমুদোৎপলকল্লারপুণ্ডরীকা-
বিত্তির্নহৎ । ২০ । শতপত্রঃ কোকনদৈঃ সমস্তাং
পরিণোভিতম্ । পক্ষিপাক কলারাবৈবুধরা নয়নোৎ-
সর্গম্ । ২১ । তটে কীচকল্লৈশ্চ তথা কুটুমৈশ্চ
শোভিতম্ । বটৈঃ করঞ্জৈর্নীপৈশ্চ চিকিণীভিষ্ঠৈব
চ । ২২ । নিমগ্নকপ্রিয়াটৈশ্চ চম্পকৈর্বকুলৈঃ শুভৈঃ ।
পুশ্পাটৈশ্চ বটৈশ্চৈব কপিথামলকৈরপি । ২৩ । নিম্পে-
বটৈশ্চ জম্বুতিঃ সমস্তাং পরিণোভিতম্ । বস্ত-
মাতঙ্গসারঙ্গবরাহমহিষাদিভিঃ । ২৪ । শটৈশ্চ
শরটৈশ্চৈব গবয়ৈরুপশোভিতম্ । খড়্গনাভিমুগা-
দৈশ্চ ব্যাটৈঃ সিংহৈর্বকৈরপি । ২৫ । খবাস্তকৈশ্চ
শরটৈশ্চ চমরীভিঃ সুমণ্ডিতম্ । শাখাশাখান্তরং
শীতং প্রবমানৈঃ প্রবলমৈঃ । ২৬ । মার্জারৈ-
শ্চৈব ভল্লকৈর্ভীষণং ককভিষ্ঠম্ । বিল্লী-
শটৈশ্চ ক্লেভারৈঃ কীচকানাং রবৈস্তথা । ২৭ ।
ঘোরবায়ুনির্ঘাতদাক্ষতাঃ সমবিতম্ । এতদৃশং
সরো দিব্যং ব্যাধেনৈব প্রদর্শিতম্ । ২৮ । দদর্শ মুনি-
শাঙ্গুলকুণ্ডল বাধিতো ভূশম্ । শাখা মধ্যাহ্নবেলায়াং

মধুরকনি, কোথাও ভ্রমরকুজন ক্ষতিগোচর হই-
তেছে; মনোহর নীরে কুন্তীর, কল্প ও মৌনাদি
জলজঙ্গল বিচরণ করিতেছে, কুমুদ, উৎপল,
কল্লার, পুণ্ডরীক, শতপত্র ও কোকনদ প্রভৃতি
নানাজাতীয় পদ্ম প্রফুল্লিত হইয়া চারিদিক
শোভিত করিতেছে, বিহগকুলের নয়নমনো-
হর কলরবে চারিদিক মুখরিত হইতেছে, তট-
ভূমি বংশজ্ঞা এবং বট, করঞ্জ, নীপ, চিকিণী
(ভেঁতুল), নিম্ব, প্রক্ষ, প্রিয়াল, চম্পক, বকুল, সুশো-
ভন পুরাগ, তুঘর, কপিথ, আমলক, নিম্পেবণ এবং
কুমু প্রভৃতি তরুরাজি দ্বারা চারিদিক পরিণোভিত
হইতেছে; বস্ত মাতঙ্গ, সারঙ্গ, বরাহ, মহিষ, শশ,
শরক, গবয়, গণ্ডার, কল্পরীমুগ, শাঙ্গুল, সিংহ,
বুক, খবাস্তক, শরভ, চমরী এবং শাখা হইতে শাখা-
জন্তুরে, শীত গমনশীল প্রবমান প্রবলমগণ সর্বত্র বিচ-
রণ করিয়া বনভূমির শোভা বৃদ্ধি করিতেছে; বন-
ভূমির কোনস্থান মার্জার, ভল্লক ও ককভগণ
কর্কটক ভীষণ হইয়াছে; কোনস্থান বংশসমূহের
কিঞ্জির ও ক্লেভার শব্দ এবং কোনস্থান ঘোর বায়ুর
আঘাতে হিম্যমান তরু নিচয়ের ঘোরতর রবে
ভীষণাকার প্রারম্ভ করিয়াছে। ব্যাধ মধ্যাহ্ন সময়ে
শাঙ্গুলকুণ্ডল শব্দকে এইরূপ একদা সরোবর প্রদ-

শরভশ্রবণনোরমে । ২৯ । বাসনী পরিধায়া কুখা
মাধ্যাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ । দেবপূজাঃ ততঃ কুখা কুখা
কলমতপ্রিতঃ । ৩০ । ব্যাধোশনীতঃ 'সুখাহ্ন
কপিথং অমহারি চ । সুখোপবিষ্টঃ পঞ্চজ ব্যাধং
ধর্মরতং পুনঃ । ৩১ । কিং বস্তব্যং যথা জ্ঞাত্য
তবাদো ধর্মতৎপর । ধর্মীশ্চ বহবঃ সন্তি নানা-
মার্গাঃ পৃথগ্বিধাঃ । ৩২ । তত্র বৈশাখমাসোক্তাঃ
সুখা অপি মহাধনাঃ । সর্বেষামেব জম্বুমামিলামুত্র
কলপ্রদাঃ । যৎ প্রটব্যং মনসি তে যচ্ছাদো তচ্চ
পৃচ্ছতাম্ । ৩৩ । ইত্যুক্তো মুনির্না তেন ব্যাধঃ
প্রাঞ্জলিরবৌৎ । ৩৪ । ব্যাধ উবাচ । কেন বা
কর্মণা চাসীদ্যাধজন্ম তমোময়ম্ । কেন বা চেদৃশী
বুদ্ধিঃ সজ্জিতীয়া মহাধনঃ । ৩৫ । এতচ্ছাত্তং সমা-
চক্ৰ যদি মাং মন্তসে প্রভো । ইত্যুক্তঃ পুনরপ্যাহ
শব্দো নাম মহামুনিঃ । ৩৬ । মেঘগভীরয়া বাচা
শ্রমমানমুখাভুজঃ । শব্দ উবাচ । শাকলে নগরে
পূর্বং বিজ্ঞম্ বেদপারগঃ । ৩৭ । শুধো নাম

শন করাইল। তিনি তখন অত্যন্ত কুখার্ত ছিলেন,
সরোবর দর্শন করিয়া সেই মনোহর সরোবরে
স্নান করিলেন এবং সোত্তরীয় বসন পরিধানপূর্বক
মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করত দেবপূজা
করিলেন। ব্যাধ অমহারী সুখাহ্ন কল আনিয়া দিলে
অনলস ঋষি সেইসকল কল ভক্ষণ করিয়া আসনে
সুখে উপবেশনপূর্বক ধর্মনিষ্ঠ ব্যাধকে পুনরায়
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পুত্রতৎপর! বল, অদ্য
তোমার নিকট কোন ধর্মের ব্যাধা করিব? ধর্ম
বহুবিধ এবং তাহাদের পৃথগ্বিধ পথও অনন্ত;
তন্মধ্যে বৈশাখোক্ত ধর্মই প্রাণিগণের ইহপরকালে
কলপ্রদ ও মহাধর্মকর; এক্ষণে তোমার মনে যেসকল
অভিলাষ হয়, তাহাই অগ্রে জিজ্ঞাসা কর। ১২-৩৩।
সেই ঋষি শব্দ এইরূপ বলিলে ব্যাধ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া
বলিতে লাগিল। ব্যাধ বলিল,—হে প্রভো! যদি
আমাকে ধর্মঅবশের যোগে বলিয়া মনে হয়, তবে
কোন ধর্ম দ্বারা আমার তমোময় ব্যাধজন্ম হইয়াছে,
কেন আমার জন্ম মতি হইল? আর কি করিয়াই বা
তবাবশ মহাধর্ম সহিত সংসর্গ ঘটিল? এই সকল
এবং অন্যান্য বিষয় আমার নিকট কীর্জন করুন।
ব্যাধের প্রশ্ন শুনিয়া মহামুনি তথ্যের সুখকমলে
হাসি দেখা দিল, তিনি ব্যাধ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া
পুনরায় মেঘগভীরবাক্যে বলিতে লাগিলেন।
শব্দ কহিলেন,—পুরাকালে শাকল নগরে শিবধন-

মহাভক্তজ্ঞানধারা। জীবৎসংগোপনঃ। তবেষ্টা গণিকা
কাচিদাসীতৎসংকদোষতঃ ॥ ৩৮ ॥ ত্যক্তা নিত্য-
ক্রিয়া নিত্যং শূদ্রবৎগৃহ্যাগতঃ। শূচ্যচরন্ত হৃষ্টস্ত
পরিত্যক্তক্রিয়স্ত ৮ ॥ ৩৯ ॥ ব্রাহ্মণী চ তদা চাসীদ-
ভাৰ্য্যা কান্তিমতী তব। সা হাং পর্যাচরৎ শূকঃ
সবেষ্টং ব্রাহ্মণাধমম্ ॥ ৪০ ॥ উভয়োঃ কাঞ্চয়ন্তৌ চ
পাদাংঘ্র্যপ্রিয়কারিণী। উভয়োরপাধঃ শেতে
উভয়োর্কচনে রতা ॥ ৪১ ॥ বেষ্ঠয়া বার্থ্যমাণাপি
পাতিব্রত্যব্রতহিতা। এবং শুশ্রূষয়ন্ত্যা হি ভর্তারং
বেষ্ঠয়া সহ ॥ ৪২ ॥ জগাম সুমহান কালো তুংখি-
তায়্য মহীতলে। অপরশ্মিন্ দিনে ভর্তা মাষক
মূলকাণ্ডিতম্ ॥ ৪৩ ॥ অভক্ষয়চ্ছুদ্রধর্ম্মান্গিপাবাস্তিল-
মিঞ্জিতান্। তদপথ্যমশিহা তু বমংষ্টেব বিরেচয়ন্ ॥
৪৪ ॥ অপথ্যাদাকরণো রোগো বাজায়ত ভগন্দরঃ।
স দহমানো রোগেণ দিব্যরাক্ষঃ তু ভূরিণঃ ॥ ৪৫ ॥

গোষ্ঠে তোমার জন্ম হয়, তুমি বেদপারগ মহা-
ভক্তা হিঁজ ছিলে এবং তোমার নাম ছিল
স্তম্ভ। এক বেষ্ঠা তোমার স্ত্রী ছিল, তুমি
নিত্য সেই বেষ্ঠা বাসে বাস করিতে; বেশ্যা-
সংসর্গে তোমার চিত্ত কলুষিত হওয়ায় তুমি নিত্য-
ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগপূর্বক শূদ্রবৎ হইয়া-
ছিলে। তুমি আচারহীন, হৃষ্ট ও পরিত্যক্তক্রিয়
হইয়া ব্রাহ্মণগণের অধম হইয়াছিলে। তোমার
পত্নীর নাম কান্তিমতী, তিনি ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন;
তুমি এবং বিধ দোষভূক্ত হইলেও শূক কান্তিমতী
তোমার পরিচর্য্যায় কটি করিত না; তুমি বেষ্ঠাসহ
গৃহাগত হইলে পতিব্রতা কান্তিমতী বৃন্দীয় প্রিয়-
কামনায় তোমাদের উভয়েরই পাদ প্রক্ষালন
করিত; তুমি বেষ্ঠার সহিত একশয্যায় শয়ন
হইলে কান্তিমতী তোমাদের উভয়ের পাদদেশে
শয়ন করিয়া তোমাদের আত্মা পালন করিত।
বেষ্ঠা তাঁহাকে পাদদেশে শয়ন ও তাঁহার পাদ-
প্রক্ষালন করিতে নিবেদন করিলেও পতির স্ত্রীর
জন্ত পতিব্রতা কান্তিমতী তাহা ত্যাগ করিত না।
এইরূপে বেষ্ঠাসহ স্বামীর সেবার বৃন্দীয় পত্নী দীনা
কান্তিমতীর অতিদীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল।
অনন্তর এক সময়ে তুমি শূদ্রধর্ম্মনিমিত্ত হইয়া মূলক-
মূল মাষ ও তিলমিশ্রিত নিষাব ভোজন কর,
সেই অপথ্য ভোজনে তোমার বমন ও বিরেচন
হইতে থাকে এবং এই কুপথ্যভোজনে দারুণ ভগন্দর
রোগ তোমাকে আক্রমণ করে; তুমি ভগন্দর

যাবদাঙ্কে গৃহে বিস্তৃত ভাবদবেষ্টা চ সংহিতা।
গৃহীত্ব তন্ত সা বিস্তৃত পশ্চাত্তোবাস মন্দিরে। অস্ত্যস্ত
পাৰ্থমাসাদ্য গতা ঘোরা স্ত্রনিব্বাণা ॥ ৪৬ ॥ ততঃ
স দীনবচনো ব্যাধিবাদানুপীড়িতঃ। উজ্জ্বলান
স কদন্ ভাৰ্য্যাং কুজা ব্যাকুলমানসঃ ॥ ৪৭ ॥ পরি-
পালয় মাং দেবি বেষ্ঠাসক্তঃ স্ত্রনিব্বাণম্ ॥ ৪৮ ॥ ন
ময়োপকৃতং কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ স্ত্রনিব্বাণি পাবনি। কো ভাৰ্য্যাং
প্রণতাং পাণো নাহ্মমন্তেত গর্হিতঃ ॥ ৪৯ ॥ ন
যণ্ডো ভবিতা ভদ্রে দশ জন্মসু পকসু। দিব্যরাক্ষঃ
মহাভাগে নিদ্রিতঃ সাধুভিজ্ঞনৈঃ ॥ ৫০ ॥ পাণ-
যোনিমবাপ্যামি হাং সাধ্বীমবমন্ত বৈ। অহং
ক্রোধেন দম্বোহস্মি তবাপমানজেন বৈ ॥ ৫১ ॥
এবং ক্রবাণং ভর্তারং কৃতাজ্জলিপূটাববীৎ। ন
দৈন্ত্যং ভবতা কার্য্যং ন ব্রীড়া কান্ত মাং প্রতি ॥
৫২ ॥ ন চাপি হসি মে ক্রোধো যেন দম্বো বদন্তধঃ।

রোগে দিব্যরাক্ষ অত্যন্ত দহমান হইল। বেষ্ঠা-
সেবীর গৃহে যে পর্য্যন্ত ধন সম্পত্তি বিদ্যমান
থাকে, বেষ্ঠাও ততকাল তাহার সেবা করে;
অনন্তর নিঃশেষরূপে ধনরত্ন গ্রহণপূর্বক তাহার
আলয় হইতে চলিয়া যায়; সেই ভয়ঙ্করী নিব্বাণা
বেষ্ঠাও নিঃশেষ দেখিয়া তোমাকে পরিত্যাগপূর্বক
অপর এক ব্যক্তির নিকট গমন করিল। ৩৪—৪৬।
তুমি অতীব ব্যাধিপীড়িত হইয়া রোদন করিতে
অনন্তর করিতে দীনবচনে পত্নীকে কহিলে,—“হে
দেবি! আমি বেষ্ঠাসক্ত হইয়া অত্যন্ত নিব্বাণ হই-
য়াছি, রোগে আমার হৃদয় অত্যন্ত আকুল হইয়াছে,
আমাকে রক্ষা কর। হে পুতচরিতে! আমি তোমার
কোন উপকারই করি নাই; হে স্ত্রনিব্বাণ! কোন
পাপীয়ান নিদ্রিতকর্তা প্রণতা পত্নীর সম্মান না
কবে? হে ভদ্রে! এইরূপ কুকর্ম্মপরায়ণ নর
দশজন্ম যত হয়। হে মহাভাগে! আমার এই
কুৎসিত কার্য্য দেখিয়া সাধুগণ অহর্নিশ আমাকে
নিন্দা করিয়া থাকেন; তুমি আমার সাধ্বী পত্নী,
তোমার অপমান করার অবশ্যই আমার কুয়োনিতে
জন্ম হইবে। হে সাক্ষি! আমি তোমার অপমান
করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সেই অপমানজ ক্রোধ-
নলে দগ্ধ হইতেছি।” হে ব্যাধ! স্বামীকে এই-
রূপ বলিতে দেখিয়া লজ্জিতা কান্তিমতী, অশ্রু
মন্ডনপূর্বক বলিল,—“হে কান্ত! আপনি আমাকে
কোন হাধাই দেন নাই। আপনি যে বলিতেছেন,
আমার কোপে দগ্ধ হইয়াছেন, কৈ! আপনি

পূর্য্য কৃতানি পাপানি কুখানীহ ভবন্তি হি । ৫৩ ।
 তানি যা ক্রমতে সাধ্বী পুরুষো বা স উত্তমঃ ।
 যয্যা পাপয়ো পাপঃ কৃতঃ বৈ পূৰ্ব্বজন্মনি । ৫৪ ।
 ভুতুঃকৃত্যা ন মে ক্ৰুৎং ন বিবাদঃ কথঞ্চন । ইত্যোব-
 দুকা ভর্তারং সা স্তুত্বস্তমপালয়ৎ । ৫৫ । আনীয়
 জনকাবিত্তং বহুভ্যো বরবর্ণিনী । কীরোদবাসিনং
 দেবং ভর্তারং সা অচিন্তয়ৎ । ৫৬ । শোধয়ন্তী
 দিব্যারাজ্যে পুরীষং যুজ্জমেব চ । নথেন কৰ্ব্বতী
 ভৰ্ত্তুঃ কৰ্ম্মান কষ্টাচ্ছনৈশ্চনৈঃ । ৫৭ । ন সা স্বপিত্তি
 যাজ্ঞো তু ন দিবা বরবর্ণিনী । ভৰ্ত্তুঃখেন সন্তপ্তা
 হুংখিতেদমবোচত । ৫৮ । দেবাশ্চ পাত্ত ভর্তারং
 পিতরো যে চ বিজ্ঞতাঃ । কুৰ্ব্বন্ত রোগহীনং মে
 ভর্ত্তারং গতকল্পবন্ । ৫৯ । চতুর্কায়ে প্রদাত্তামি
 রক্তমাংসসমুত্তবন্ । পুষ্ঠং মাহিষোপেতং ভৰ্ত্তুরা-
 রোগ্যাহেতবে । ৬০ । মোদকান্ কারয়িষ্যামি
 বিয়েশায় মহাশ্বনে । মন্দবারে করিষ্যামি চোপ-
 বসান্ দর্শনব তু । ৬১ । নোপভুজ্যামি মধুরং নোপ-

আপনার প্রতি কোনই কোপ করি নাই! আমি পূর্বজন্মে যেন কতই পাপ করিয়াছি, তজ্জনাই আমার এই কুখলশা উপস্থিত হইয়াছে। যে পুরুষ বা নারীর এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমান, সেই পুরুষই উত্তম এবং তাদৃশী রমণীই সাধ্বী। আমিই পাপ-পরায়ণ, আমি পূর্বজন্মে অনেক পাপ করিয়াছি, অতএব সেই পাপকল ভোগ করিয়া আমার কোন হুঃখ হইতেছে না বা আমি বিরাগ নহি। বরবর্ণিনী পুত্র কাঙ্ক্ষিত্তী এইরূপ বলিয়া জনক ও বহুগণের নিকট হইতে ধন আনয়নপূর্বক তদ্বারা স্বামীর সেবা করিতে লাগিল। রমণীশরোমণি কাঙ্ক্ষিত্তীর অহর্নিশ মননে নিদ্রা নাই, তিনি স্বামীকে কীরোদ-শায়ী বিধু মনে করিয়া কখন নথদ্বারা স্বামীর ভগ-দ্বন্দ্ব হইতে দীর্ঘে দীর্ঘে অতিকষ্টে কৃমিকুল আকর্ষণ করিতেন, কখন ভগদ্বন্দ্ব ধোত করিয়া দিতেন এবং দিব্যারাজ্য তাহার মলমূত্র শোধন করিতেন। তিনি স্বামীর ক্রেশদর্শনে ক্রিষ্টমনা হইয়া বাক্যমাণ বাক্যে বৈদ্যাদির দ্রব কারয়া ছেন;—দেবগণ আমার ভর্ত্তাকে রক্ষা করুন, বিজ্ঞত পিতৃগণ পিতাকে রোগহীন ও পাপশরিশূন্ত করুন; আমি স্বামীর আরোগ্যকামনায় দেবী চতুর্কায়ে রক্ত-মাংস-সমুত্তব ও মাহিষ-পথিমিষিত স্নেহেডন অন্নপ্রদান করিব; বিদ্যা বিয়েশয়ের উদ্দেশে মোদকসমূহ উৎ-সর্গ করিব; আমি দশমী শনিবারে উপবাস করিব,

ভুজ্যামি বৈ স্ততম্ । তৈলভাত্যাদিবিহীনহিঃ স্বাস্তে
 নৈবাজ সংশয়ঃ । ৬২ । জীবন্তীভোগহীনোহয়ঃ
 ভর্ত্তা মে শরদাং শতম্ । এবং সা ব্যাহরন্দেবী
 বাসরে বাসরে গতে । ৬৩ । তদা চাগামুনিঃ
 কচ্চিৎসহস্রা দেবলাহুয়ঃ । বৈশাখে মাসি স্বর্গার্থঃ
 সায়াহ্নে কৃত্ত বৈ গৃহম্ । ৬৪ । তদা বৈ ভাৰ্য্যা
 চোক্তঃ ভিষগু বৈ গৃহমাগতঃ । তেন বৈ রোগহানিঃ
 স্তান্তস্তাতিথ্যং কয়োম্যহম্ । ৬৫ । জাহ্না স্বাং
 স্বর্গবিমুখঃ ভিষগ্যাজেন বধিতঃ । পাদাবনেজনং
 কৃহা তজ্জনং মুর্দ্ধি সাক্ষিপৎ । ৬৬ । পানকঞ্চ
 দদৌ তস্মৈ স্বর্গার্থায় মহাশ্বনে । স্বয়ামুমোদিতা
 সায়াং স্বর্গতাপনিবারকম্ । ৬৭ । স প্রাতরুদিত্তে
 সূর্যো মুনিঃ প্রায়াদ্যধাগতঃ । অথ চাগ্নেন
 কালেন সন্নিপাতোহভবত্তব । ৬৮ । ত্রিকট্যং
 নীযমানায়াং ভর্ত্তাকুলিমখণ্ডয়ৎ । উভয়োর্দন্তয়োঃ
 স্নেহঃ সহসা সমপদ্যত । ৬৯ । তৎখণ্ডমকুলের্দ্বৈক্রে

শনিবাসরে উপোষিত থাকিয়া মধুরদ্রব্য ও স্তত ভোজন পরিত্যাগ করিব এবং আমি তৈলভাত্য ত্যাগ করিব, এবিষয়ে সংশয় নাই। আমার স্বামী রোগহীন হইয়া শতাব্দী হউন। সাধ্বী কাঙ্ক্ষিত্তী প্রাতদিনই দেব-পিতৃগণের সন্নিধানে এইরূপে প্রার্থনা জানাইতে লাগলেন। হে ব্যাধ! তে'মাকে স্বর্গবিমুখ জানিয়া চিকিৎসকগণও তখন তোমার চিকিৎসা করেন নাই। সমস্তর একদা দেবল নামক মহাত্মা মুনি বৈশাখে আস্তপে পীড়িত হইয়া সাং সময়ে তোমার গৃহে উপনীত হন, তখন কাঙ্ক্ষিত্তী দেবলকে দেখিয়া কহিলেন, ভিষগুবর! আমার গৃহে উপনীত, আমি ইহার আতিথ্য করিব, ইহার অতিথ্যসংকার করিলেই আমার পতির রোগ দূর হইবে। কাঙ্ক্ষিত্তী এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার পাত্র ধোত করত তদীয় পাদোদক তোমার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেই মহাত্মাকে স্বর্গপীড়িত দেখিয়া তাঁহারই অমুমোদনক্রমে তাঁহাকে স্বর্গতাপ-নিবারক পানীয় প্রদান করিলেন। ৬৭-৬৮। তোমারই অঙ্গরে দেবল স্বর্গ সে রজনী যাপন করিলেন, রাজি প্রসঙ্গ হইল ও সূর্য উদিত হইলেন, তিনি স্বর্গগত হইলেন প্রসন্ন কলিলেন। সমস্তর অন্নকালমধ্যেই তোমাকে সন্নিপাত আক্রমণ করিলে, তুমি রক্ত-চেচন হইলে, তোমার পত্নী কাঙ্ক্ষিত্তী ত্রিকটু লইয়া অকুলি দ্বারা তোমার মুখে অর্পণ করিলেন; সহসা তোমার দাঁতে দাঁত সন্নিপাত হইল, তখন

হিতং কৰ্ম্ম সুকোমলম্ । খণ্ডিতাঙ্গুলিং তৰ্জা
পঞ্চমগমস্তথা ॥ ১০ ॥ শয্যায়াঃ স্তম্বনোজায়াঃ
স্বয়ংভাঃ পুংস্তনীঃ শুভাম্ । যুতং বিজ্ঞায় তৰ্জায়
তৰ্জ্যা কান্তিমতী তব ॥ ১১ ॥ বিক্রীয় চাপি বলয়ঃ
গৃহীয়া চেতনং বহু । চক্রে চিত্তিং তেন সাধ্বী মধ্য
কৃতা পতিং তদা ॥ ১২ ॥ অবগৃহ্য ভুজাত্যাঞ্চ পাদৌ
চাপি পাদয়োঃ । মুখে মুখং বিনিমিষ্য হৃদয়ঃ
হৃদয়ে তদা ॥ ১৩ ॥ জঘনে জঘনে দেবী হারানং সন্নি-
বেষ্ট চ । দাহয়ামাস কল্যাণী তৰ্জদেহং কজাবিতম্ ।
আশ্রনা সহ কল্যাণী অনিতে জাতবেদসি ॥ ১৪ ॥
বিমুচ্য দেহং সহসা জগাম পতিং সমালিঙ্গ্য মূবারি-
লোকম্ । পানীয়দানেন চ মাধবেহ্মিন্ পাদাবনে-
জাদপি যোগিগম্যম্ ॥ ১৫ ॥ স্বমন্তকালে গণিকা-
বিচিন্তয়া দেহং ত্যক্তা মুক্তসমস্তকিৰিয়ঃ । জন্ম
ব্যাধ্যং প্রাপ্যসৈ বোরূপং হিংসাসক্তঃ সৰ্বদোহেগ-

তোমার দুস্তে কান্তিমতীর অঙ্গুলি কণ্ঠিত হইল ।
তোমার বস্ত্রমধ্যে কান্তিমতীর সুকোমল অঙ্গুলি
বহিয়া গেল, তুমি তাঁহার অঙ্গুলি খণ্ডিত করিয়া
সেই বেস্তাকে স্বয়ং কবিত্তে করিতে স্তম্বনোজ
শয্যাতেই পঞ্চম প্রাপ্ত হইলে । অনন্তর তদীয় পত্নী
সাধ্বী কান্তিমতী তোমাকে যুত জানিয়া তাঁহার বল
বিক্রয় করত বহু কাষ্ঠ আহরণপূর্বক এক চিতা
নিৰ্ম্মাণ করিলেন । চিতা নিৰ্ম্মিত হইলে তিনি
তোমাকে তাহার উপর আরোপিত করিলেন এবং
তোমার ভুজযুগলে ভুজ্যুগ, পাদদ্বয়ে পাদদ্বয়, মুখে
মুখ, হৃদয়ে হৃদয় ও জঘনে জঘন নিক্ষেপ করিয়া
আলিঙ্গন করত তোমার দেহাচ্ছাদন করিয়া স্বীয়
আশ্রয় সহিত তোমার রোগাধিত দেহ দাহ
করিলেন । এইরূপে কল্যাণী দেবী কান্তিমতী
স্বামীর সহিত প্রাণলিত হুতাশনে দেহ দহ করি-
লেন । তিনি স্বামীকে আলিঙ্গনপূর্বক দেহ পরি-
ত্যাগ করিয়া সহর বিষ্ণুর আলয়ে গমন করিলেন ।
অহো বৈশাখে বিজয়েশ্বর কি অপূৰ্ণ মাহাত্ম্য !
কান্তিমতী বৈশাখে নিদাঘতপ্ত বিজয়ের পাদ ধোত
করত সেই পাদোদক ধারণ ও পানীয় দান করিয়া
আজ যোগিগম্য বিষ্ণুলোকে গমন করিল । হে
ব্যাধ ! তুমি কৃত্যকালে তোমার সেই অতীষ্ট
বেস্তার স্বয়ং কবিত্তাছিলে, তোমার পত্নীর পুণ্ড-
প্রভাবে সমস্তপাপবৃত্ত হইয়াও তজ্জন্ত তোমার
জন্মগ্রহণ করিতে হয় ; তাই তুমি বোরূপ হিংসা-
সক্ত, নিৰ্বিল, ক্রোধিত উদ্বেগবান ব্যাধ হইয়া

কারী ॥ ১৬ ॥ দস্তা স্বয়ং পানকস্তানি স্বয়ং
মাসেহুজ্জা মাধবে সাধ্বীজানে । ব্যাধৌ জাতাহুজ
জাতা সুবুদ্ধির্জ্ঞান প্রভুঃ সৰ্বমৌখিককহেতুঃ ॥ ১৭ ॥
যুতং মুক্তা পাদচৌচাবশিষ্টং জনঃ যুগে সৰ্ববালা-
পহারি । তেনেহঃ তে সন্ততির্থে বসেহ্মিন্ যত্ন
ভুয়ঃ সম্পদঃ সন্ততিষ্ঠ ॥ ১৮ ॥ ইত্যেতৎ সৰ্ব-
মাধ্যাত্তং পূর্বজন্মনি যৎকৃতম্ । কৰ্ম্ম পুণ্যং শাস্ত্রকং
চ কৃষ্টং দিব্যেন চক্ষুযা ॥ ১৯ ॥ গোপ্যং যঃ ক্লে-
প্রবক্যাসি যন্তবান শ্রোতুমিচ্ছতি । জ্ঞাতা তে
চিত্ততর্কিকৈর্বা ন্তি ভূয়ান্নহামতে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীকালো নারদাশ্ববীষসংবাদে ব্যাধোপাখ্যানেন
ব্যাধস্ত পূর্বজন্মকনং নামাষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাধ উবাচ । বিষ্ণুদিক্ত কৰ্ত্তব্যং ধর্ম্মী ভাগ-
বতাঃ শুভাঃ । তত্রাপি মাধবীয়াশ্চ ইত্যুক্তং ভু যয়া
পুরা ॥ ১ ॥ স বিষ্ণুঃ কৌদৃশো ব্রহ্মন্ কিংবা তন্ত

জন্মিয়াছ । হে সাধ্বীপত্নীক । এই ব্যাধজন্মেও
আজ তুমি মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে পাত্ৰকা ও
পানীয় দান করিয়াছ, এই দানপ্রভাবে তোমার
সর্বলোকহিতকারী ধর্ম্মজিজ্ঞাসুতা জন্মিয়াছে ।
তুমি পূর্বজন্মে যখন পীড়িত হও, তোমার পত্নী
কান্তিমতী তখন দেবলের পাদ ধোত করিয়া সর্ব-
পাপহারী সেই বারি তোমার মস্তকে অর্পণ করিয়া-
ছিলেন ; তজ্জন্ত আজ তোমার আমার সংসর্গ ও
সম্পৎসম্পত্তি লাভ হইয়াছে । হে ব্যাধ ! আমি
দিব্যচক্ষু দ্বারা দর্শন করিয়া তোমার পূর্বজন্মকৃত
পাপ ও পুণ্যকর্ম্ম সমস্ত কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে
যদি তোমার আর কিছু জানিতে অভিলাষ থাকে,
বল, গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট আমি সে
সকল বর্ণন করিব । হে মহামতে ! তোমার চিত্ত
শুদ্ধ হইয়াছে, তোমার মঙ্গল হউক । ১-৮ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাধ বলিল,—হে স্বর্গকোপী আপনি পূর্বের জন্ম-
জন্মে, বৈশাখমাসে বিষ্ণুর উপদেশে পুণোজ্ঞান ভাগ-
বত ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিতেন । হে ব্রহ্মদেব । সেই

হি লক্ষণম্। কিং মানঃ তচ্চ সত্যৈবঃ কৈজ্ঞেয়ো
ভগবান্ বিষ্ণুঃ ২। কীদৃশা বৈকবা ধর্ম্যাঃ
কেনাসৌ জীৱতে হরিঃ। এতচ্চাচক্ষ মে ব্রহ্মন্
কিত্তরায় মহামতে ৩। ইতি পৃষ্টে ব্যাধেন পুনঃ
প্রাহ স বৈ বিষ্ণুঃ। প্রথম্য জগতামীশং নারায়ণমনা-
য়ম্ ৪। শব্দ উবাচ। শূন্য ব্যাধ প্রবক্ষ্যামি
বিষ্ণুরূপমকল্পম্। যদচিন্ত্যং বরিক্যাদ্যেযুনিভি-
র্জাবিতাশ্চতিঃ ৫। পূর্ণশক্তিঃ পূর্ণগুণো নির্দিষ্টঃ
সকলেশ্বরঃ। নির্গুণো নিকলোহনন্তঃ সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহঃ ৬। যদেতদখিলং বিশ্বং চরাচরমনীদৃশম্।
স্যাধীশঃ সাত্ত্ব্যঃ যচ্চ যদ্বশে নিয়তং স্থিতম্ ৭।
অথ তে লক্ষণং বচ্যমি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। উৎ-
পত্তিস্থিতিসংহারাহারুতির্নিয়মস্তথা ৮। প্রকাশো
বহুমোক্ষো চ বৃত্তির্ষস্মাত্তবস্ত্যমৌ। স বিষ্ণু ব্রহ্ম-
সংজ্ঞোহসৌ কবীনাং সম্মতো বিষ্ণুঃ ৯। সাক্ষাদ-
ব্রহ্মেতি তৎ প্রাহঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাদিকানপি। ব্রহ্মশব্দং
সোপপদং ব্রহ্মাদিষু বিদো বিষ্ণুঃ ১০। নাশ্চেবাং

বিষ্ণু কীদৃশ? তাঁহার লক্ষণ কি? সাধুভাবাপন্ন
ব্যক্তিগণ তাঁহার কিরূপ পরিমাণ অবধারণ করিয়া-
ছেন? সেই বিষ্ণু ভগবানকে কোন কোন ব্যক্তি
জানিতে পারিয়াছেন? বৈকবধর্ম্মনিচয় কিরূপ? এবং
কি করিলেই বা হরি জীত হন? হে মহামতে
ব্রহ্মন্! আপনার কিত্তরের প্রতি এই সকল বলুন।
ব্যাধ কর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি শব্দে
জগদীশ অনাময় নারায়ণকে প্রণামপূর্ব্বক পুনরায়
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। শব্দ কহিলেন,—
হে ব্যাধ! যিনি ব্রহ্মাদি দেব ও ভাবিতাত্মা তপস্বি-
গণের অচিন্ত্য, সেই কলুষশূন্য বিষ্ণুর রূপ বর্ণন
করিতেছি, শ্রবণ কর। বিষ্ণু—পূর্ণশক্তি, পূর্ণগুণ,
সকলের ঈশ্বর, নির্গুণ, নিকাম, অনন্ত ও
সচ্চিদানন্দবিগ্রহ; এই যে অনিশ্চিততত্ত্ব, আদি-
সমবৃত্ত ও অতুলনীয় অখিল সচরাচর বিশ্বদর্শন
করিতেছে, এই বিশ্ব সত্য তাঁহারই বশে অবস্থিত;
একণে তোমার সমীপে সেই পরমাত্মা ব্রহ্মের
লক্ষণ কীর্তন করিতেছি। যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও
পালন করেন, বাহ্য হইতে প্রাণিগণ পুনঃ
পুনঃ জন্মগ্রহণ করে; লোকশিকার জন্ত বাহার
দণ্ডধারণ; বাহ্যতে জ্ঞান ও অজ্ঞান ও বহু মেধক
বিদ্যমান। এবং বাহ্য হইতে প্রাণিনিচয়ের জীবন
পুষ্টিকর, করিগণ সেই বিষ্ণু বিষ্ণুকেই ব্রহ্ম বলিয়া-
ছেন। পত্তিভগণ বিষ্ণুকেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া-

ব্রহ্মতা কাপি তচ্ছক্যেকাংশজাগিনাম্। তদেতচ্ছা-
গম্যং হি জন্মাদ্যন্ত মহাবিভোঃ ১১। শাস্ত্রক রেণাঃ
স্মৃতয়ঃ পুরাণাঃ বৈ তদাত্মকম্ ইতিহাসঃ পঞ্চরাত্রঃ
ভারতক মহামতে ১২। এতৈরেব মহাবিশ্ব-
জ্ঞেয়ো নাশ্চেঃ কথঞ্চন। নাবেদবিদম্ বিষ্ণুঃ
মম্বতে ৫ নরঃ কচিৎ ১৩। নেত্রির্নৈর্নামানৈশ্চ
ন তর্কৈঃ শক্যতে বিষ্ণুঃ। জাতুং নুনান্নাশং দেবঃ
বেদবেদ্যঃ সনাতনম্ ১৪। অশ্বেব জন্মকর্ম্মানি
গুণান্ জাহ্না যথামতি। মুচ্যন্তে জীবসজ্জাশ্চ সদা
তদ্বশবর্তিনঃ ১৫। ক্রমাধিকোণ্ঠ মাহাত্ম্যঃ যথা
সাত্ত্ব্যশব্দঃ ভবেৎ। এতৈকশ্মিন্ স্থিতা শক্তি-
র্দেবর্ষিপিতৃমাতৃকে ১৬। প্রত্যক্ষোণাগমেনাপি
তথৈবানুময়াপি চ। আদৌ নরোত্তমঃ বিদ্যাধিপো
জ্ঞানে সুখে তথা ১৭। তস্মাদ্ভূতং শতগুণং
বিদ্যাক্ষ জ্ঞানাদিভির্ব্রতম্। ভূতান্নমুখ্যগন্ধর্ব্বান
বিদ্যাচ্ছতগুণাধিকান্ ১৮। তদ্বাতিমানিনো

ছেন, এতদ্বিত্ত তাঁহার আরও কতিপয় ব্রহ্ম নির্দেশ
করেন, এই ব্রহ্মশব্দ উপদয়ুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মা, শিবপ্রভৃতি
সংজ্ঞাবিত ১—১০। কিন্তু বাহ্য তাঁহার একাংশ-
ভাগী, কদাচ তাঁহাদের ব্রহ্মতা নিরূপিত হইতে পারে
না। হে মহামতে! আদিজন্মা মহাবিশ্বের এই
সকল বিষয় শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্র, বেদ, স্মৃতিনিচয়, স্মৃতি
ও বেদাত্মক পুরাণ, ইতিহাস, পঞ্চরাত্র এবং
ভারত এই সকল বাহ্যই মহাবিশ্ব বিষ্ণুকে
পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, অস্ত্রকোনরূপে তাঁহাকে জানা
যায় না। যে নর বেদবিৎ নহে, কদাচ সে এই
বিষ্ণুকে জানিতে পারে না, ইতিহাসনিচয়, বিবিধ
অজ্ঞান বা তর্ক দ্বারা কেহই বেদবেদ্য সনাতন
নারায়ণ বিষ্ণু দেব বিষ্ণুকে বিদিত হইতে সমর্থ
হয় না। জীবসজ্জা সত্য ইহঁদের জন্ম, কর্ম্ম ও গুণ-
নিচয় যথাজ্ঞান জানিতে পারিলেই ইহঁদের বশবর্তী
হইয়া মুক্ত হয়। পিতৃ, মাতৃ ও দেবর্ষি প্রভৃতি সর্ব-
এই ইহঁদের শক্তি বিদ্যমান, কিন্তু যেমন ব্রহ্ম হইতে
শিব অধিক শক্তিমান ও শিব হইতে আবার বিষ্ণুর
শক্তি সাত্ত্ব্য, তজ্জপ জীবভেদে শক্তির ভারতম্য
আছে। এই সকল শক্তি কোথাও, প্রত্যক্ষ ও
কোথাও অজ্ঞান দ্বারা জানিতে হয়। প্রথমে বল,
জ্ঞান ও সুখ দেখিয়া উত্তম নরের অজ্ঞান করিতে
হয়; তারপর বাহ্যতে জ্ঞানাদি বহুগুণ বিদ্যমান,
তাঁহাকে পুরোক্ত নরোত্তম হইতে শতগুণ অধিক

দেবান্তেষ্যে। বিদ্যাচ্ছতাধিকান্। তদ্বাতিমানি
দেবেভ্যঃ সপ্তৈব স্বায়ো বরাঃ ॥ ১৯ ॥ সপ্তর্ষিভ্যো
বরো অগ্নিরগ্নেঃ সূর্যাদয়স্তথা। সূর্যাদৃগুর্গুরোঃ
প্রাণঃ প্রাণাদিত্যো মহাবলঃ ॥ ২০ ॥ ইন্দ্রাজ গিরিজা
দেবী দেব্যাঃ শত্ৰুজগদুগুরঃ। শত্ৰোবুদ্ধি-
র্মহাদেবী বুদ্ধেঃ প্রাণো বলাধিকঃ ॥ ২১ ॥ ন
প্রাণাৎ পরমঃ কিস্বিৎ প্রাণে সর্ষঃ প্রতিষ্ঠিতম্।
প্রাণাজ্জাতমিদং বিশ্বঃ প্রাণাত্মকমিদং জগৎ ॥ ২২ ॥
প্রাণে প্রোতমিদং সর্ষঃ প্রাণাদেব হি চেষ্টতে।
সর্ষাধারমিদং প্রোতঃ সূত্রং নীলাশ্বদপ্রভম্ ॥ ২৩ ॥
লক্ষীকটাক্ষমাত্রেণ প্রাণশাস্ত্র স্থিতির্ভবেৎ। সা
লক্ষীর্দেবদেবশ্চ রূপালেশৈকভাজিনী ॥ ২৪ ॥
ন বিকোঃ পরমঃ কিস্বিন্ন সন্মো বা কথঞ্চন। ব্যাধ
উবাচ। কথং জীবেষয়ঃ প্রাণঃ সূত্রনামাধিকো-
হতবৎ ॥ ২৫ ॥ নির্ণয়ো বা কথং হস্ত প্রাণাধিক্যঃ
কথং বিভো। এতদাচক্ষু মে ব্রহ্মন কথং প্রাণাদিভূঃ
পরঃ ॥ ২৬ ॥ শঙ্খ উবাচ। শূ বাধ প্রবক্ষ্যামি

শক্তিমান বলিয়া জানিতে হইবে। সাধারণ প্রাণী
অপেক্ষা মনুষ্য ও গন্ধর্ষগণের শক্তি সাতগুন অধিক।
মনুষ্য ও গন্ধর্ষগণ হইতে তদ্বাতিমানী দেবগণ শত-
গুন অধিক শক্তিমান; তদ্বাতিমানী দেবগণ হইতে
সপ্তর্ষিগণ শতগুন শ্রেষ্ঠ, এইরূপে সপ্তর্ষি হইতে অগ্নি
শ্রেষ্ঠ, অগ্নি হইতে সূর্যাদি, সূর্য হইতে গুরু, গুরু
হইতে জগৎপ্রাণ সমীরণ, সমীরণ হইতে মহাবল
ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে দেবী গিরিজা, গিরিজা হইতে
জগদুগুর শঙ্কর, শঙ্কর হইতে মহাদেবী বুদ্ধি এবং
বুদ্ধি হইতে প্রাণ শতগুন অধিক বলসম্পন্ন। প্রাণ
হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; কেন না প্রাণেই
প্রতিষ্ঠিত; প্রাণ হইতেই এই প্রাণাত্মক বিশ্ব উৎ-
পন্ন; প্রাণেই সকল এখিত আর প্রাণ হইতে
সকলের চেষ্টা হইয়া থাকে। এই যে সাধারণ প্রাণী
হইতে প্রাণ পর্য্যন্ত যে সকল কথিত হইল, পণ্ডিত-
গণ কহিয়া থাকেন,—নীলমেঘকাণ্ঠি বিষ্ণুই এ সক-
লের আধার। ও সূত্রম্বে লক্ষীর কটাক্ষবক্ষেপ-
মাত্রে এই প্রাণের স্থিতি হয়, সেই লক্ষী ইহার
রূপালেশভাজিনী জানবে; অতএব বিষ্ণু হইতে
শ্রেষ্ঠ বা বিষ্ণুর সমান আর কিছুই নাই। ব্যাধ
বলিল,—হে বিভো! আপনি ভূতাদির মধ্যে
যে প্রাণকে সূক্ষ্মশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিলেন,
এই প্রাণ জীবগণের সূত্র হইল কিরূপে এবং
কিস্রূপেই বা, ইহার বলাধিক্য নির্ণীত হইবে?
হে ব্রহ্মন! এই সকল এবং বিষ্ণু বিষ্ণুই বা প্রাণ

যৎপৃষ্ঠো নির্ণয়স্থম্। প্রাণাধিক্যঃ সমুদ্ভিষ্ট জীবৈশ্চ
সকলৈরপি ॥ ২৭ ॥ পুরা নারায়ণো দেবঃ পদ্মস্বর্ত্তৌ
সনাতনঃ। সৃষ্টা ব্রহ্মাদিকান্ দেবানিদং প্রাহ জনা-
র্দ্দিনঃ ॥ ২৮ ॥ সাম্রাজ্যোহহং স্থাপয়েমঃ ব্রহ্মাণঃ
বঃ পতিং প্রভুম্। যো যুগ্মাস্বধিকো দেবো
যৌবরাজ্যো সুরেশ্বরঃ ॥ ২৯ ॥ তৎ স্থাপয়ত
শীলাঢ্যঃ শৌর্যৌদার্য্যগুণাবিতম্। ইত্যুক্তা বিষ্ণুনা
দেবাঃ সর্কে শক্রপুরোগমাঃ ॥ ৩০ ॥ এবং বিব-
দিরেহতোত্তমহং ভুয়ামহং হিতি। সর্কে বিবদ-
মানাশ্চ সূর্য্যং কেচিৎ পরং বিতুঃ ॥ ৩১ ॥ শক্রং
কেচিৎপরং কামং কেচিদ্ভুক্ষীস্ত তস্থিরে। তে
নির্ণয়মপশ্যন্তুঃ প্রষ্টুং নারায়ণং যযুঃ ॥ ৩২ ॥ নমস্কৃত্য
পুনঃ প্রোতঃ সর্কে প্রাজ্ঞলম্বোহমরাঃ। বিচারিতং
মহাবিকো সর্কেরস্মাভিরঞ্জসা ॥ ৩৩ ॥ অস্মাসু
দেবমধিকং নৈব বিদ্যাঃ কথঞ্চন। অমেব নির্ণয়ং

হইতে বেন শ্রেষ্ঠ হইলেন? ইহাও আমার নিকট
কর্ত্তন করুন ॥ ১১—২৬ ॥ শঙ্খ কহিলেন,—হে ব্যাধ!
তুমি যে প্রশ্ন করিলে, তাহা এবং প্রাণিনিচয়ের
যাহা একমাত্র সমুদ্ভিষ্ট, সেই প্রাণাধিক বিষ্ণুর বিষয়
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্বকালে পাদ্মকল্মে
সনাতন দেব জনার্দিন নারায়ণ সৃষ্টি বিস্তার করিয়া
ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি আদেশ করেন;—হে দেব-
গণ! তোমাদের রক্ষার জন্য প্রভু ব্রহ্মাকে এই
সাম্রাজ্যের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, তোমা-
দের মধ্যে যে দেব অধিক শক্তিমান ও শীলাঢ্য এবং
যাহার শৌর্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ বিদ্যমান, তোমরা
তাহাকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত কর। অনন্তর বিষ্ণু
কর্ত্তক আদিষ্ট ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ মধ্যে পরস্পর
বিবাদ বাধিল, সকলেই বলিতে লাগিলেন,—“আমি
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইব, আমিই যৌবরাজ্যে
অভিষিক্ত হইবার যোগ্য।” অনন্তর পরস্পর
বিবদমান দেবগণের মধ্যে কেহ বলিলেন,—সূর্যই
যৌবরাজ্যের যোগ্য, কেহ বলিলেন,—শক্র, কেহ
কাম আবার কোন কোন নুর কিছুই না বলিয়া
তুক্ষীস্তাব অবলম্বন করিলেন। অনন্তর অমরনিকর এ
বিষয়ের নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া নারায়ণসমীপে জিজ্ঞা-
সার্থ গমন করিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করত
ব্রহ্মাঙলি হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে
মহাবিকো! আমরা সকলেই মথার্থতঃ বিচার করিয়া
দেখিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, নির্ণয়

আহি দেবাঃ সংশয়িনঃ খলু ॥ ৩৪ ॥ ইতি পুষ্টোহমরৈঃ
সর্কৈঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ । দেহাদম্মাচ্চ বৈরাজাদ-
ঘম্মিন্নিচ্ছামতি হুয়ম্ ॥ ৩৫ ॥ পতিয্যতি প্রবিষ্টে তু
ঘম্মিন্ বৈ হ্যখিতো ভবেৎ । স দেবো হৃদিকো নুনং
মাপরম্ কথঞ্চন ॥ ৩৬ ॥ ইত্যুক্তান্তে ততঃ সর্কৈ
তথাখিতি বচোহব্রবন্ । নিশ্চক্রাম জয়ন্তাহ্বাঃ
পাদাং পূর্বং সুরেশ্বরঃ ॥ ৩৭ ॥ তদা পশুমুং
প্রাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা । শৃণু পিবন বদন জিহ্বন
পশুগ্রাস্তেহচলন্নপি ॥ ৩৮ ॥ পশ্চাদ্ভুত্বাধিনিচ্ছান্তো
দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ । তদা ষণ্ডমুং প্রাহ্ন দেহঃ
পতিতস্তদা ॥ ৩৯ ॥ শৃণু পিবন বদন জিহ্বন পশুগ্রাস্তেহ-
চলন্নপি । পশ্চাদ্ভুত্বাধিনিচ্ছান্ত ইন্দ্রঃ সর্কামরে-
ষর ॥ ৪০ ॥ হস্তহীনমুং প্রাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা ।
শৃণু পিবন বদন জিহ্বন পশুগ্রাস্তেহচলন্নপি ॥ ৪১ ॥

করিতে পারিলাম না ; এ বিষয়ে সুরগণ সংশয়িত ,
অতএব আপনিই ইহার একটা নির্ণয় কবিয়া বলুন ।
বিভু বিষ্ণু অমরনিকর কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত
হইয়া সহাস্ত-আন্তে উত্তর করিলেন,—হে সুরগণ ।
যে সুর আমার এই বিরাট দেহ হইতে নিষ্কাশিত
হইলে আমার এই দেহ পতিত হইবে আর উদ্ধৃত
হইবে না, সেই সুরই শ্রেষ্ঠ , তদুত্তর অল্প বাক্যে
জানিবে । বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া
সুরগণ “তাহাই হউক” বলিয়া বিভুর বাক্য
অঙ্গীকার করিলেন । অনন্তর জয়ন্ত নামক
সুরবর প্রথমে প্রভুর পাদ হইতে নিষ্কাশিত হই-
লেন, অমরগণ দেখিলেন, দেহ পশু হইয়াছেন,
কিন্তু শ্রবণ, পান, ভাষণ, জ্ঞান এবং দর্শন—
সমস্ত কার্যই চলিতে লাগিল, পশু হওয়ায়
তিনি গমনই করিতে পারিলেন না । কিন্তু তাঁহার
দেহ পতিত হইল না, তিনি নিশ্চল ভাবে উপবেশন
করিলেন । অনন্তর ষণ্ড হইতে দক্ষ প্রজাপতি
নিষ্কাশিত হইলেন, দেবগণ দক্ষের বহির্গমনে
তাঁহাকে যত্নের স্রাব দর্শন করিলেন ; তখনও
বিভু শ্রবণ, পান, ভাষণ, জ্ঞান, দর্শনাদি করিতে
সমর্থ হইলেন, কিন্তু তাঁহার দেহ পতিত হইল
না, এক স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন ।
পশ্চাৎ ইন্দ্র হইতে অমরনিকরের অধীশ্বর
ইন্দ্র নিষ্কাশিত হইলেন, ইন্দ্র নিষ্কাশিত হইলে তিনি
করহীন হইলেন ; শ্রবণ, পান, ভাষণ, জ্ঞান, দর্শ-
নাদি যাবতীয় কার্যই ইহার শক্তি সামর্থ্য বিদ্যা-
মান রহিল, কিন্তু হস্তহীন হইয়াও তিনি পতিত

লোচনাভ্যাং বিনিচ্ছান্তঃ স্বর্ঘ্যন্তেক্ষ্মিণাং বরঃ । তদা
কাণমুং প্রাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪২ ॥ শৃণু পিবন
বদন জিহ্বন পশুগ্রাস্তেহচলন্নপি । জ্ঞাণাং পশ্চাধিনি-
চ্ছান্তো নাসতো বিশ্বভেষজো । অজিহ্বাণমুং
প্রাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪৩ ॥ শৃণু পিবন বদন
জিহ্বন পশুগ্রাস্তেহচলন্নপি । শ্রোত্রাদিশো বিনিচ্ছান্তা ন দেহঃ
পতিতস্তদা । তদামুং বধিরং প্রাহ্ন দেহঃ নৈব কথ-
ঞ্চন ॥ ৪৪ ॥ পিবন বদন্নপি তদা হৃদয়চলন্নপি ।
বক্রণো বসনায়াচ্চ বিনিচ্ছান্তস্ততঃ পরম্ । তদা-
রসজ্ঞমেবাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা ॥ ৪৫ ॥ জীব-
শ্চলন্নদ্রাস্তে তথা জানন্ স্বসন্নপি । ততো বাচো
নিচ্ছান্তো বহির্বাগীশ্বরো বিভূঃ ॥ ৪৬ ॥ তদা মুক-
মুং প্রাহ্ন দেহঃ পতিতস্তদা । জীবশ্চলন্নদ্রাস্তে
তথা জানন্ স্বসন্নপি ॥ ৪৭ ॥ পশ্চাদ্ভুত্বাধিনিচ্ছান্তো
মনসো বোধনায়কঃ । তদা জডমুং প্রাহ্ন দেহঃ

হইলেন না, এক স্থানে উপবিষ্ট রহিলেন ।
অনন্তর লোচনযুগল হইতে তেজঃস্রাব দিবা-
কর বহির্গত হইলেন, সুরগণ দিনকরের
বহির্গমনে ইহাকে অন্ধ বলিয়া বলিলেন, তখনও
তাঁহার পূর্বোক্ত শ্রবণাদি সকল শক্তির ক্ষুণ্ণি রহিল,
কিন্তু নবনবদ্রহীন হইলেও ইহার দেহ পতিত
হইল না, একত্র উপবিষ্ট রহিলেন । ২৭—৬২ ।
তদনন্তর নাসিকা হইতে বিশ্বভেষজ অধিনী-
কুমার বিনিচ্ছান্ত হইলে অমরগণ তাঁহাকে গন্ধ-
গম্যশক্তিহীন বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনও
তিনি শ্রবণাদি পূর্বোক্ত শক্তি সম্পন্ন রহিলেন, কিন্তু
একমাত্র গন্ধগ্রহণে তাঁহার সামর্থ্য রহিল না
ও দেহ পতিত হইল না । ইনি একস্থানে
উপবিষ্ট রহিলেন । তাঁহার কণ হইতে দিক্-
সকল নিষ্কাশিত হইলেন, তখন অমরনিকর বিভুকে
বধির বলিয়া বিদিত হইলেন, কেহই তাঁহাকে
মৃত বলিলেন না, বিভু পান ও ভাষণে সমর্থ
রহিলেন, কিন্তু শ্রবণ বা গমন করিতে পারিলেন না,
তথাচ তাঁহার দেহ পতিত হইল না । অতঃপর রসন,
হইতে বক্রণ বিনির্গত হইলে তিনি অরসজ্ঞ বলিয়া
প্রতীয়মান হইলেন ; জীবনধারণ, ও ভোজন
প্রভৃতিতে তাঁহার সামর্থ্য বিদ্যমান রহিল, সকল
জানিতে পারিলেন ; কিন্তু তাঁহার দেহ পতিত
হইল না, তিনি শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে
একস্থানে উপবিষ্ট রহিলেন । অনন্তর বাহীশ্বর
বহির্বাগীশ্বর হইতে বিনির্গত হইলেন,—

পতিতস্তদা ॥ ৪৮ ॥ জীবঃ চলনদ্রাষ্ট্রো তথা জ্ঞান
বসমপি । পশ্চাৎ প্রাণো বিনিক্ষিপ্তো মৃতমেনঃ
তদা বিহঃ । পুনরেবং তদা প্রাহুর্দেবা বিন্মি-
মানসাঃ ॥ ৪৯ ॥ দেহস্থাপযেদ্যন্ত পুনরেবং ব্যব-
স্থিতঃ । স এব হৃদিকোহস্মানু যুবরাজো ভবিষ্যতি ॥
৫০ ॥ ইতোবাং তু প্রতিষ্ঠ্য বিবিষ্ট যথাক্রমম্ ।
জয়ন্তঃ প্রাবিশৎ পাদৌ নোক্তহৌ তৎকলেবরম্ ॥
৫১ ॥ শুভ্রং প্রাবিশদক্ষো নোক্তহৌ তৎকলেবরম্ ।
ইন্দ্রো হস্তৌ বিবেশাথ নোক্তহৌ তৎকলেবরম্ ॥
৫২ ॥ চক্ষুঃ সূর্য্যঃ প্রবিষ্টৌহভূমোক্তহৌ তৎ
কলেবরম্ । দিশঃ শ্রোত্রে প্রবিবিষ্টৌনোক্তহৌ তৎ
কলেবরম্ ॥ ৫৩ ॥ বরুণঃ প্রাবিশাজ্জহ্মাং নোক্তহৌ
তৎকলেবরম্ । নাসাং বিবিশতুর্দশৌ নোক্তহৌ

বহিঃ বিনির্গত হইলে তাঁহাকে সকলে মুক বলিয়া
অভিহিত করিলেন, তখন তাঁহার ভাষণ
বাতীত মুখাস্তব গুণনিচয়েব ফুটি হইয়াছিল;
কিন্তু দেহ পতিত হইল না । তারপর বোধনাত্মক
কদ তাঁহার মন হইতে বহির্গত হইলেন, সুবর্ণ
তখন বিভূকে জড় বলিয়া বর্ণন করিলেন, তাঁহার
জ্ঞান ভিন্ন পূরোক্ত যথাসম্ভব শক্তিরই ফুটি হইল,
কিন্তু দেহ পতিত হইল না । পবে তাঁহাব দেহ
হইতে প্রাণ বিনির্গত হইল, প্রাণ নিষ্কাশিত হইলে
তাঁহার দেহ পতিত হইল, সকলেই একবাক্যে
তাঁহাকে মৃত বলিয়া অভিহিত করিলেন । তখন
নিম্নিতমানস সুরগণ পরস্পর বলাবলি করিতে
লাগিলেন,—তাঁহার বহির্গতনে বিরাট দেহের পতন
হইয়াছে, যে প্রাণ পুনঃপ্রবেশ করিলে এই
বিরাট শরীরের উত্থান হয়, সেই প্রাণই আমা-
দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব প্রাণই যৌবরাজ্যে
প্রতিষ্ঠিত হইবেন । সুরগণ পরস্পর এইরূপ অঙ্গী-
কার করিয়া যথাক্রমে আবার সেই বিরাট শরীরে
প্রবেশ করিতে লাগিলেন । প্রথমে জয়ন্ত তাঁহার
পাদদেশে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু কলেবর
উখিত হইল না, দক্ষ শুভ্র প্রবেশ করি-
লেন, কিন্তু দেহ উখিত হইল না । ইন্দ্র কর-
যুগলে প্রবেশ করিলেন, কলেবর উখিত হইল
না, সূর্য্য সন্মানে প্রবিষ্ট হইলেন, কলেবর উখিত
হইল না । দিক্ সকল অবগুণলে প্রবেশ
করিল, কলেবর উখিত হইল না; বরুণ
রসনার প্রবেশ করিলেন, কলেবর উখিত হইল
না; অশ্বিনীকুমার নাসিকায় প্রবেশ করিলেন,

তৎকলেবরম্ ॥ ৫৪ ॥ বহিঃ প্রাবিশদ্যন্ত
নোক্তহৌ তৎকলেবরম্ । মনশ্চ প্রাবিশজ্জহ্মো
নোক্তহৌ তৎকলেবরম্ ॥ ৫৫ ॥ পশ্চাৎপ্রাণো
বিবেশাসৌ তদোক্তহৌ কলেবরম্ । তদা দেবা
বিনিক্ষিত্য প্রাণং দেবাধিকং বিভূম্ ॥ ৫৬ ॥ বলে
জ্ঞানে চ ধৈর্য্যে চ বৈরাগ্যে প্রাণেনেহপি চ ।
ততোহতিষেচ্যাক্রুর্যৌবরাজ্যে মহাপ্রভুম্ ॥ ৫৭ ॥
উৎকৃষ্টস্থিতিহেতুহাদৃক্খমেকং তদা জগৎ । তস্মাৎ
প্রাণাত্মকং বিশ্বং সৰ্বং স্বাবরজ্জন্মম্ ॥ ৫৮ ॥ অংশৈঃ
পূর্ণৈর্দলৈর্দ্যুশ্চ পূর্ণোহয়ঃ জগতাং পতিঃ ॥ ৫৯ ॥ ন
প্রাণহীনং জগদাস্ত কিঞ্চিৎ প্রাণেন হীনং ন চ
বৈ সমেধতে । ন প্রাণহীনং স্থিতমত্র কিঞ্চিৎ
প্রাণেন হীনং ন চ বিক্টিদন্তি । তস্মাৎ প্রাণঃ
সৰ্বজীবাধিকোহভূদলাধিকঃ সৰ্বজীবান্তরাশ্চ ॥ ৬০ ॥
প্রাণাৎ কোহপি হৃদিকো বা সমো বা শাস্ত্রে দৃষ্টঃ
শ্রুতপূর্ব্বো ন চাস্তে ॥ ৬১ ॥ তত্তৎকার্য্যাত্মগঃ
প্রাণো হেকো দেবো হনেকধা । তস্মাৎ প্রাণঃ

কলেবর উখিত হইল না, বহিঃ বাক্যে প্রবেশ
করিলেন, কলেবর উখিত হইল না; কদ্র হৃদয়ে
প্রবেশ করিলেন, কলেবর উখিত হইল না;
অনন্তর প্রাণ যখন প্রবেশ করিলেন, অমনই
দেহ উখিত হইল । তখন সুরগণ প্রাণকে
নিশ্চয়রূপে তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝি-
লেন । ৪৩—৬৩ । অনন্তর সুরগণ বল, জ্ঞান, ধৈর্য্য,
বৈরাগ্য ও প্রীতিসম্পাদন সকল বিষয়েই
প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ জানিয়া সেই মহাপ্রভু প্রাণকে
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । হে বাধ !
প্রাণই জীবন ধারণে উৎকৃষ্ট কারণ, তজ্জন্ত
সকলেই প্রাণের ঐক্য নামনিরুক্তি করিয়া
থাকেন, অতএব স্বাবরজ্জন্মান্নক অখিল বিশ্বকে
প্রাণাত্মক বলিয়া জানিবে । জগৎপতি প্রাণ পূর্ণ-
বল্যে অংশনিচয় দ্বারা পূর্ণ । জগতে প্রাণহীন
কোন বস্তুই নাই, আর প্রাণহীন হইয়া কোন
বস্তুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; এই জগতে প্রাণ-
হীন কোন বস্তুই স্থিতিশীল নহে, আর প্রাণহীন
হইয়া কোনবস্তু থাকিতেও পারে না । প্রাণ জীব-
নিচয়ের অন্তরাশা, নিখিল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ এবং ইহার
বলিও অত্যধিক; অতএব এ জগতে প্রাণ হইতে
শ্রেষ্ঠ বা প্রাণের সমান কোন বস্তুই শাস্ত্র দৃষ্ট বা
শ্রুত হয় না । একমাত্র প্রাণদেব বহুধা বিভক্ত
হইয়া সমুদোচিত কার্য্যের অঙ্গগমন করেন, প্রভু

বহুঃ প্রাণঃ প্রাণোপাসনতৎপরঃ। লীলৈব জগৎ
সৃষ্টঃ হস্তঃ পালয়িতুং প্রভুঃ ॥ ৬২ ॥ শেবাশিব-
শক্রাদ্যাশ্চৈতন্যশ্চ জড়ো অপি। বাসুদেবাদৃতে
কোহপি নৈনং পরিভবিষ্যতি ॥ ৬৩ ॥ সর্বদেবদিকঃ
প্রাণঃ সর্বদেবময়ো বিভূঃ। বাসুদেবাহুগো নিক্যং
তথা বিষ্ণুবশস্থিতঃ ॥ ৬৪ ॥ বাসুদেবপ্রতীপস্ত ন
শৃণোতি ন পশ্যতি। দেবাঃ প্রতীপং কুসন্তি
কুজেন্দ্রাদ্যাঃ সুরেশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥ প্রতীপং কপি
কুরুতে ন প্রাণঃ সর্বগোচরঃ। তস্মাৎ প্রাণো
মহাবিকোর্কলমাহর্ষনীরিষণঃ ॥ ৬৬ ॥ এবং জাহ্ন
মহাবিকোর্কাহায়াং লক্ষণং তথা। পূর্বকর্মানুগং
লিঙ্গং জীর্ণং স্বচমিবোরগঃ ॥ ৬৭ ॥ বিসৃজ্য পরমং
যাতি নারায়ণনাময়ম্। শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাদিতং বাক্যং
পুনর্ব্যাধঃ প্রসন্নধীঃ ॥ ৬৮ ॥ প্রশ্রবানতো ভূহা
পুনঃ পপ্রচ্ছ তং মুনিম্। ব্রহ্মহাত্যুভাবস্ত প্রাণস্তাস্ত
জগদ্গুরোঃ ॥ ৬৯ ॥ ন খ্যাতো মহিমা লোকে
কথং সর্বেশ্বরস্ত বৈ। দেবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ ভূপানাঞ্চ
মহাত্মনাম্ ॥ ৭০ ॥ মহিমা শ্রায়তে লোকে পুরাণেব

অনায়াসে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের জন্ত
ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এজন্ত প্রাণোপাসন-
তৎপর ব্যক্তিগণ প্রাণকেই শ্রেষ্ঠ কহিয়া থাকেন।
একমাত্র বাসুদেব ব্যতীত অনন্ত, শিব শক্রাদি দেব-
গণ এবং চেতন, অচেতন ও জড় কেহই প্রাণকে
পুরাত্ন করিতে পারে না। বিভূ প্রাণ সর্বদেবময়
ও সর্বদেবের আত্মা; দেবগণ ইহারই নিত্য
অনুগত ও ইনি সতত বাসুদেবের বশে বাস
করেন; প্রাণই বাসুদেবরূপী। যদি কেহ বাসুদেব-
রূপী প্রাণের প্রতিকূলাচরণ করে, তবে তাহার
অবণ ও দর্শনশক্তি বিনষ্ট হয়। ক্রুদ্র ও ইন্দ্রাদি
সুরেশ্বরগণও পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন, কিন্তু
সর্বগোচর প্রাণ কদাচ কাহারও প্রতিকূলাচরণ
করেন না; এজন্ত মনীষিগণ প্রাণকেই বাসুদেবের
বল বলিয়াছেন। হে ব্যাধ! এইরূপে বাসু-
দেবের মাহাত্ম্য ও লক্ষণ জানিয়া জীবগণ সর্বের
জীর্ণকৃত্যগের জায় পূর্বকর্মানুবন্ধী লিঙ্গদেহ
পারিত্যাগ করিয়া অনাময় নারায়ণের পরম পদ
প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধাভাসিত এই সকল কথা শুনিয়া
ব্যাধের হৃদয় প্রসন্ন হইল এবং সে বিনয়ান্বিত
হইয়া পুনরায় মুনিসমীপে প্রণম করিল। ব্যাধ
বলিল,—হে ব্রহ্মন! প্রাণ মহাত্ম্যব, জগদ্গুরু
ও সকলের ঈশ্বর; পুরাণে অনেক মহাত্মা দেব,

সহস্রশঃ। এতদাচক্ষু মে ব্রহ্মন শ্রোতুং কোতুহলং হি
মে ॥ ৭১ ॥ শব্দ উবাচ। পুরা প্রাণো হরিং দেবঃ
নারায়ণনাময়ম্। অশ্বমেধৈর্ঘর্ষকামো গঙ্গাতীরঃ
যযৌ মুদা ॥ ৭২ ॥ হর্লৈশ্চকার ভূতদ্বিঃ নানামুনি-
গণৈর্ধৃতঃ। অন্তর্কল্লীকলীনস্ত কণ্ঠো নাম সমাধিগঃ ॥
৭৩ ॥ হলোৎকৃষ্টো বিনিক্ষান্তঃ ক্রোধাদিদম্বাবুচ হ।
দৃষ্টা পুরঃ স্থিতং প্রাণং শশাপ হ মহাবিভূম্ ॥ ৭৪ ॥
অদ্যপ্রভৃতি ন খ্যাতং মহিমা ভুবনজয়ে। তব
প্রাণোতি দেবেশ ভুলোকে তু বিশেষতঃ ॥ ৭৫ ॥
প্রখ্যাতাস্তে ভবিষ্যন্তি হবতারা জগলয়ে। ইত্যাভ্যো
মুনিনা তেন বায়ুঃ ক্রোধাক্তমববীৎ ॥ ৭৬ ॥ বিনাপরাধং
শস্তোহস্মি ত্রাতকুং মাং নিরাগসম্। তস্মাৎ কথং
মহাবাহো গুরুদ্রোহী ভবাশ্চ চ ॥ ৭৭ ॥ লোকে
নিদিত্ত্বতিষ্ঠ ভবেত্যাহ সদাগতিঃ। ততঃ প্রভৃতি
লোকেহস্মিন প্রাণস্তাস্ত মহাপ্রভো ॥ ৭৮ ॥ ন
খ্যাতো মহিমা লোকে ভুলোকে তু বিশেষতঃ।

মুনি ও মহীপালগণের সহস্র সহস্র মাহাত্ম্যকথা
শ্রুত হয়; কিন্তু লোকে প্রাণের প্রভাব কেন
বিখ্যাত হয় নাই? হে ব্রহ্মন! আমার ইহা
শুনিবার জন্ত কুতুহল হইতেছে, অতএব আমার
নিকট উহা বর্ণন করুন। ৭১—৭৮। শব্দ
বলিলেন,—পূর্বকালে প্রাণ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা
অনাময় নারায়ণ হরিকে পূজা করিয়া জন্ত হর্ষ-
সহকারে গঙ্গাতীরে গমন করিয়াছেন। তিনি মুনিগণে
পারিত্ন হইয়া ভূমির গুহি স্পাদনার্থ হলদ্বারা ভূমি
কর্ষণ করিয়াছিলেন। ঋষিগণ তথায় বস্তুক
মধ্যে সমাধিমগ্ন ছিলেন; কর্ষণকালে তাঁহার হলদ্বারা
উৎকৃষ্ট হইয়া তিনি বহির্গত হইলেন। তাঁহার
অত্যন্ত ক্রোধ হইল, তিনি মহাপ্রভু প্রাণকে সম্মুখে
দর্শন করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন,—হে
দেবেশ! আজ হইতে ত্রিভুবনে বিশেষতঃ ভুলোকে
তোমার খ্যাতি লুপ্ত হইবে। ঋষিরা অবতার, তাঁহা-
রাই ত্রিজগতে প্রখ্যাত হইবেন। প্রাণ মুনি কর্তৃক
এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া রোষপরবশ হইলেন
এবং তিনিও মুনি কণ্ঠকে পাপ প্রদান করিলেন।
সদাগতি প্রাণ কহিলেন,—হে মহাবাহো কথং! আমি
নিরপরাধ ও তপস্বী; তুমি বিনা অপরাধে আমাকে
অভিশপ্ত করিলে অতএব আমার শাপে তুমিও
অচিরে গুরুদ্রোহী হও। জনসমাজে তোমার
চরিত্র নিশ্চিত হউক। হে ব্যাধ! তদবধি ত্রিলোকে
বিশেষতঃ ভুলোকে প্রাণের মহিমা বিস্তৃতি লাভ করে

শাপাং কথো গুরুঃ জগদ্রা স্বর্গাশিবোহভবত্তদা ॥১০॥
ইতোতৎ কথিতং সর্বং যৎ পৃষ্ঠং তু যদাধুনা ।
যচ্ছোভব্যমিতো ব্যাধ পৃচ্ছ মাং মা বিচারয় ॥ ৮০ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদাশ্রমীষসংবাদে বায়ুশাপকথনং
নামৈকোনিবংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাধ উবাচ । কিং জীবা বিভূনা সৃষ্টাঃ
কোটিশোহথ সহস্রশঃ । দৃশ্যন্তে ভিন্নকর্ম্মাণো
নানামার্গাঃ সনাতনাঃ ॥ ১ ॥ নৈকস্বভাবা এতে হি
কুচ এব মহামতে । সর্বং তৎপৃচ্ছতে মহাং
বিস্তরাত্তত্ত্বতো বদ ॥ ২ ॥ শঙ্খ উবাচ । ত্রিবিধা
জীবসজ্জা হি রজঃসত্ত্বতমোগুণাঃ । রাজসা রাজসং
কর্ম্ম তামসাস্তমিসং তথা ॥ ৩ ॥ সাত্বিকাঃ সাত্বিকং
কর্ম্ম কুর্ষন্তোতে যথাক্রমম্ । কচিচ্চ গুণবৈষম্য-
মেতেষাং সংসৃতো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ তেনৈবোচ্চাবচং
কর্ম্ম কুর্ষন্তঃ কলভাগিনঃ । কচিৎ সুখং কচিদুঃখং

নাই, এবং মুনি কথও স্বীয় গুরুকে ভক্ষণ করিয়া
স্বর্গের শিব্য হইয়াছিলেন । হে ব্যাধ ! তুমি যে
প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই আমি তাহার যথাযথ উত্তর
করিলাম, এক্ষণে তোমার আর যাহা জানিবার ইচ্ছা
হয়, জিজ্ঞাসা কর । তুমি মনে কোনরূপ বিতর্ক
করিও না । ৭২—৮০ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

ব্যাধ বলিল,—হে মহামতে ! বিভূ কি জন্তু সহস্র
সহস্র কোটি কোটি জীব-সৃষ্টি করিলেন ? কেনই বা
এই সনাতন জীবপ্রবাহ বিভিন্নকর্ম্মা ও বিভিন্ন-
পথগামী দৃষ্ট হয় ? এবং ইহারা কেনই বা একস্বভাব-
বিশিষ্ট হয় নাই ? ইহার কারণ কি ? আমি এই
সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বিস্তাররূপে
যথাযথ আমার নিকট বর্ণন করুন । শঙ্খ কহি-
লেন,—হে ব্যাধ ! এই যে জীবসজ্জা দৃষ্ট হয়, ইহার
মধ্যে রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণ ভেদে এই ত্রিবিধ
জীবগণের মধ্যে যথাক্রমে যাহারা রজোগুণাবিত,
তাহারা রাজস, তমোগুণাবিত তামস এবং সাত্বিক-
গণ সাত্বিক জিমা করিয়া থাকে । এই যে ত্রিবিধ

কচছোভয়মেব চ ॥ ৫ ॥ গুণানামেব বৈষম্যাৎ
প্রাপ্নুবন্তি নরা ইমে । প্রকৃতিহা ইমে জীবা বন্ধা
এতৈর্গুণৈশ্চিতিঃ ॥ ৬ ॥ গুণকর্ম্মানুরূপেণ কর্ম্মণাং
ব্যত্যয়ঃ কলম্ । গুণানুগুণ্যং ভূয়ন্তে প্রকৃতিঃ
যান্ত্যমীজনাঃ ॥ ৭ ॥ প্রকৃতিহাঃ প্রাকৃতিকা গুণকর্ম্মাভি-
মুচ্ছিতাঃ । গতিং প্রাকৃতিকীং যান্তি ব্যত্যয়ঃ
প্রকৃতের্ন হি ॥ ৮ ॥ তামসা তুঃখবহলা সদা তামস-
বৃত্তয়ঃ । নির্দয়া নির্ভীরা লোকে সদা দ্বৈষকজীবিনঃ ॥
৯ ॥ রাক্ষসাদ্যাঃ পিশাচাস্তামসীং যান্তি বৈ গতিম্ ।
রাজসা মিশ্রমতয়ঃ কর্তারঃ পুণ্যপাপয়োঃ ॥ ১০ ॥
পুণ্যাৎ স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি কচিৎ পাপাচ্চ যাতনাম্ ।
অত এতে মন্দভাগ্যা আবর্তন্তে পুনঃপুনঃ ॥ ১১ ॥
ধর্ম্মশীলা দয়াবন্তঃ শ্রদ্ধাবন্তোহননৃষকাঃ । সাত্বিকাঃ
সাত্বিকীং বৃত্তিমুত্তিষ্ঠন্ত আসতে ॥ ১২ ॥ তে
চোদ্রং যান্তি বিমলা গুণাপায়ে মহোজসঃ । বিভিন্ন-

গুণভেদে কথিত হইল, কদাচিৎ ইহার বৈষম্যও
দৃষ্ট হয় । এই গুণবৈষম্যহেতুই কলাভিলাষী লোকগণ
উচ্চ ও নীচ কর্ম্ম করিয়া থাকে । আর এই গুণ-
বৈষম্যবশতই তাদৃশ কলাভিলাষীরা কখন সুখ,
কখন দুঃখ ও কখন সুখদুঃখ উভয়মিশ্রিত কল-
প্রাপ্ত হয় । জীবনিবহ এইগুণত্রয়ে বদ্ধ হইয়া
প্রকৃতিতে অবস্থান করে, গুণ ও প্রাকৃতিক কর্ম্ম-
অনুসারেই তাহাদের কর্ম্মের ব্যত্যয় ও গুণানুবর্তী
কল হয় এবং তাহারা পুনঃপুনঃ প্রকৃতির আশ্রয়
করে । ১—৭ । প্রাকৃত লোকগণই প্রকৃতিহ হইয়া গুণ
ও কর্ম্ম দ্বারা মোহিত হয় ও প্রাকৃতিক গতি লাভ
করে, কিন্তু প্রকৃতির বিকৃতি কদাচ হয় না । যাহারা
তামস, তাহারা সতত দুঃখবহল তমোময় বৃত্তির
অনুরূপ করে এবং লোকে নির্দয়, নির্ভীর ও নিরস্তর
প্রাণিগণের দ্বেষ্টা হয় । এই সকল তমোময় জীবগণই
রাক্ষস হইতে পিশাচ পুণ্যন্ত তামসী গতি প্রাপ্ত
হইয়া থাকে । যাহারা রাজস, তাহাদের মতি
মিশ্র, তাহারা কখন পুণ্য ও কখন পাপ কর্ম্মের
আচরণ করে ; এই মিশ্রকর্ম্ম দ্বারা তাহাদের কখন
পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে স্বর্গপ্রাপ্তি এবং কখন পাপ-
কর্ম্মফলে নরকযাতনা ভোগ হয় । অতএব ইহা-
দিগকে মন্দভাগ্য বলিতে হইবে, কেননা ইহারা
পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ প্রাপ্ত হয় । যাহারা সাত্বিক,
তাহারা সতত সাত্বিক বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং
ধর্ম্মশীল, দয়াবান, শ্রদ্ধাযুক্ত, ওদ্রবী ও অহংকারবিন
হন । গুণাপায়ে সেই সকল বিমল লোকের

কৰ্মণাং চাতঃ পৃথগ্ ভাবাঃ পৃথগ্ভিধাঃ ॥ ১৩ ॥ গুণ-
কৰ্ম্মাক্ষরপেণ তেবাং বিকৰ্ম্মহাপ্রভুঃ । কৰ্ম্মাণি
কায়বৃত্ত্যাক্ষা স্বরূপাশ্চয়ে বিভূঃ ॥ ১৪ ॥ বিকো-
কৈৰ্ব্যম্যনৈবুণ্যে পূৰ্ণকামস্ত বৈ নহি । সৃষ্টিং স্থিতিং
স্থিতিং চৈব সমামেব কৰোত্যয়ম্ ॥ ১৫ ॥ স্বগুণাদেব
তে সৰ্গে কৰ্ম্মণঃ কলভাগিনঃ । আরামোপ্তান যথা
সৰ্গান্ সমঃ বৰ্ষয়তি ক্রমান্ ॥ ১৬ ॥ এককুল্যাজলা
হুত্ ক্রমাচ্চ প্রকৃতিজতাঃ । নারামোপ্তরি বৈষম্যং
নৈবুণ্যং বা কথকন ॥ ১৭ ॥ ব্যাধ উবাচ । জনানাং
পূৰ্ণভোগানাং কদা মুক্তিৰ্ভবেয়ুনে । সৃষ্টিকালেতথবা
হুত্ কালে বা স্থাপনস্ত চ ॥ ২৮ ॥ কচিচ্চ সৃষ্টিকালস্ত
সংহারস্তাপি বৈ স্থিতেঃ । এতদ্বিস্তার্য্য মে ব্রহ্মন্
ভগবচ্চেষ্টিতং বদ ॥ ১৯ ॥ শঙ্খ উবাচ । চতুৰ্ভুগ-
সহস্রাণি ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে । রাজিচ্চ তাবতী
তস্ত হহোরাত্রং দিনং ভবেৎ ॥ ২০ ॥ দশপঞ্চ-
দিনাস্তাহ । পঞ্চ মাসো দ্বয়ান্বকঃ । মাসদ্বয়মুতঃ
প্রাহরয়নক ঋতুত্রয়ম্ ॥ ২১ ॥ অয়নে দ্বৈ বৎসবঃ

উৰ্দ্ধগতি হইয়া থাকে । যাহা বা বিভিন্নকৰ্ম্মা,
পৃথক্ ভাবাপন্ন ও পৃথক্ পৃথক্ আচাবসম্পন্ন
হয়, মহাবিশ্ব বিষ্ণু স্বরূপকলপ্রাপ্তির জন্ত
গুণকৰ্ম্মাক্ষরসারে তাহাদিগকে কৰ্ম্ম করাইয়া
থাকেন । পূৰ্ণকাম বিষ্ণুর বৈষম্য বা নৈবুণ্য
নাই, সৃষ্টি যেরূপ উদ্যানজাত তরুরাজির
উপর সমান ভাবে বৰ্ষণ করে, তিনিও তদ্রূপ
সমানরূপেই সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন,
কিন্তু লোক সকল স্ব স্ব গুণাক্ষরসারেই কলভাগী
হইয়া থাকে । হে সাধো ! উদ্যানকুলার কূলে
বিদ্যমান বৃক্ষকুল যেমন সমভাবে অভিবিক্ত হয়,
কদাচ তাহাতে যেস উদ্যানকর্ত্তার বৈষম্য বা
নৈবুণ্য থাকে না, তদ্রূপ বিষ্ণুর সৃষ্টি প্রাণিগণও
তাঁহার নিকট সমভাবে পালিত হইয়া থাকে । ব্যাধি
বলিল,—হে মুনে ! যাহাদের ভোগ পূৰ্ণ হইয়াছে,
সৃষ্টিকালে, কিংবা অন্তকালে অধবা মধ্যমাবস্থায়—
ইহার কোন সময়ে তাহাদের মুক্তি হইবে ? হে
ব্রহ্মন্ ! ভগবানের আচরিত এই সমস্ত কার্য্য
আমীর নিকট বিস্তারিতরূপে বলুন । শঙ্খ কহিলেন,—
সকল চতুৰ্ভুগে ব্রহ্মার একদিন এবং তাবৎপরিমাণ
অধবা সমস্ত চতুৰ্ভুগে এক রাজি হয় ; এই দিন ও
রাজি সেই ব্রহ্মার অহোরাত্র । হে ব্যাধ ! ব্রহ্মার
পালনকালে এক পক্ষ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ এই দুই পক্ষে
মাস, দুইমাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অয়ন,

সাত্তাদৃক্ শতসমা যদি । গর্হস্থি ব্রহ্মণো হুত্
ব্রহ্মকল্পঃ তদা বিভূঃ ॥ ২২ ॥ ভাবান্ হি প্রলয়ঃ
কাল ইতি বেদবিদাঃ মতম্ । প্রলয়ত্রিবিধঃ
প্রোক্তো মানবো মানবাক্রমে ॥ ২৩ ॥ দৈনন্দিনো
দ্বিতীয়ো হি ব্রহ্মণো দিবসাত্মকঃ । ব্রহ্মণোহর্থ লয়ে
পশ্চাদ্ ব্রহ্মক প্রলয়ঃ বিভূঃ ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মণস্ত মুহূৰ্ত্তে
তু মনোস্ত প্রলয়ঃ বিভূঃ । প্রলয়েষু ব্যতীতেষু
চতুর্দশশু বৈ ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥ দৈনন্দিনলয়ে প্রোক্তঃ
প্রলয়ানাং স্থিতিঃ পুনঃ । ত্রয়াণামেব লোকানাং
লয়ো মনস্তরে ভবেৎ ॥ ২৬ ॥ চেতনানাং তদা
নাশো ন লোকানাং ক্ষয়ো ভবেৎ । উদকৈরেব
পূর্ত্তিচ্চ যথা পূৰ্ণং তথা পুনঃ ॥ ২৭ ॥ মনস্তরান্তে
ভূয়ান্তু চেতনানাং পুনর্ভবঃ । দৈনন্দিনলয়ে ব্যাধ
সৰ্বস্তাপি ক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ২৮ ॥ সত্যলোকং বিনা
সৰ্গে লোকা নশ্চাস্তি গাধিপাঃ । সচেতনাঃ
সাধিভূতাঃ প্রমুগ্ধে চতুরাননে ॥ ২৯ ॥ তদ্বাভি-
মানিনো দেবাঃ কেচিচ্চ মুনয়স্তথা । শিষ্যস্তি
মুগ্ধাঃ সৰ্গেহপি সত্যলোকব্যবহিতাঃ ॥ ৩০ ॥
তিষ্ঠন্তি সৃষ্টিমাপন্ন্য যাবৎ কল্পমতীশ্রিয়াঃ । পুন-

হুই অয়নে একবৎসর, এইরূপ শতবৎসর অতীত
হইলে ব্রহ্মার এক কল্পকাল বলিয়া জানিবে; আর
ইহাকেই প্রলয়কাল বলে, ইহা বেদজগৎপন্নর মত
প্রলয় ত্রিবিধ,—মানব, দৈনন্দিন ও ব্রহ্ম । মানবের
গণন ব্যত্যয় হয়, তখন তাকে মানব, ব্রহ্মার
দিনাবসানে দৈনন্দিন এবং ব্রহ্মার যে কালে প্রলয়
হয়, তাহাকে ব্রহ্মলয় বোলে ॥ ২৩—২৪ ॥ ব্রহ্মার এক
মুহূৰ্ত্তে মনুর প্রলয় হয়, এইরূপ ক্রমে চতুর্দশ
মনস্তরের নামই দৈনন্দিন প্রলয় । অতঃপর
স্থিতির কথা বলিতেছি । মনস্তরকালে ত্রিলোকে-
বই লয় হয়, এই লয়ে চেতনাসম্পন্ন জীব্য বিনষ্ট
হইয়া থাকে ; কিন্তু ত্রিভুবনের লয় হয় না । কোন
স্থানের বদ্ধ জল ছাড়িয়া দিলে সেই জলপ্রবাহ
যেমন সমস্ত অপূর্ণস্থান পূর্ণ করে, মনস্তরের
অবসানেও তদ্রূপ প্রাণিগণে ত্রিভুবন পূর্ণ হয় ।
হে ব্যাধ ! দৈনন্দিন লয়ে একমাত্র সত্যলোক
ব্যতীত কি প্রাণী কি ত্রিভুবন অধিপগণ সহ সমস্তই
বিনষ্ট হয় । চেতন অচেতন সমস্ত বিনষ্ট হইলে
ব্রহ্ম শয়ন করেন, তখন সকলেই সত্যলোক অব-
লম্বনপূর্বক নিদ্রিত হয়, কতিপয় অতিমানী দেবতা
ও মুনি তখন শাসন করেন । যখন সকল লোক
মুক্তি অবলম্বনপূর্বক অবস্থিত হয়, তখন তাহা-

নিশাভ্যয়ে ব্রহ্মা বধাপূৰ্ণমকল্পয়ৎ ॥ ৩১ ॥ স্বধীন-
দেবান পতুঃ স্রোতাস্থান্ বর্ণান পৃথক পৃথক । পুন-
র্দশাবতার্য হি বিষ্ণোর্দেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৩২ ॥ নিয়মেণ
ভবন্ত্যেতে তথাহ্যেহপি চ ভূরিণঃ । দেবতা স্বয়ম-
শ্চৈব আকল্পঞ্চ গিরাং পতেঃ ॥ ৩৩ ॥ পুনরেবা-
তিবর্তন্তে ব্রহ্মণা সহ মুক্তিগাঃ । ভূপাশ্চ সাধবো
যে চ সিদ্ধিং প্রাপ্তাঃ পরং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥ তেনৈব
চাতিবর্তন্তে সত্যলোকব্যবহিতাঃ । তদ্রাশিগাঃ
পূমর্ষান্তি তন্মায়্য ঋতিসংহিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্বেগো-
ত্রেষু জায়ন্তে তত্বে কৰ্ম্মরতাঃ সদা । দৈত্যানাংমপি
সৰ্বেষাং যদা কলিযুগাত্মকঃ ॥ ৩৬ ॥ কলিনা সহ
গচ্ছন্তি স্বাং গতিং নিরয়ালয়াঃ । তেষাঞ্চ রাশি-
সংস্থা যে তন্মামানোহপরেহপি চ ॥ ৩৭ ॥ জায়ন্তে
কৰ্ম্মণা স্মেন তত্বে কৰ্ম্মবিধায়কাঃ । সৃষ্টিকালং
প্রবক্ষ্যামি মুক্তিকালং তথৈব চ ॥ ৩৮ ॥ ব্রহ্মা-
দীনাঞ্চ দেবানাং সমাহিতমনা ভব । নিমেবো দেব-
দেবীস্ত ব্রহ্মকল্পসমো মন্তঃ ॥ ৩৯ ॥ তস্তাবসানে
চোন্মেষো দৈবতদবশিষ্টাশ্রমণেঃ । নিমেযান্তে ভবে-

দের ইন্দ্রিয়ের কোনই ক্রিয়া থাকে না । হে ব্যাধ !
পুনরায় নিশাবসানে ব্রহ্মা পূর্বের মতন সৃষ্টি করেন,
তখন তিনি ঋষি, দেব, পিতৃলোক, ধর্ম, বর্ণ পৃথক
পৃথক এই সকলের সৃষ্টি করেন । আবার চক্রধারী
বিষ্ণুর দর্শনব্যাখ্যার প্রার্থনাব হয়, কল্পকাল পর্য্যন্ত
ঋষি সুর সকলেই সেই বাকপতির প্রবর্তিত
নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ; এবং সকলেই
ব্রহ্মার সহিত পুনরায় মুক্তিভাগী হইয়া থাকে ।
ব্রহ্মার সহিত সত্যলোকস্থিত ভূপ ও সাধুগণ
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরমপদ লাভ করেন । তখন
পূর্বেও ব্রাহ্মদের ঋতিসংঘত যে গোত্র, যে রাশি,
যে নাম ও যে কৰ্ম্ম ছিল, পুনরায় আবির্ভূত
হইয়াও পূর্বরূপ নাম গোত্রাদি প্রাপ্ত হন
এবং সত্য কৰ্ম্মরত হইয়া থাকেন । দৈত্য-
দানবকুল এইরূপে কলিযুগাত্মকে কলির সহিত
স্বীয় গতি অনুসারে নিরয়লোকের আশ্রয় করে,
তাহারাও স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে তত্বে কৰ্ম্মবিধায়ক রাশি,
নাম ও গোত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে ব্যাধ !
ব্রহ্মাদি দেবগণের সৃষ্টি ও মুক্তিকাল কহিতেছি,
ভূমি সমাহিতমনা হও । ব্রহ্মার এক কল্পকাল
সদৃশ দেবদেব বিষ্ণুর এক নিমেব, এই নিমেবের
অবসানে দেবদেবের শিখামণির উন্মেষ হয় । যে
সকল লোক তাঁহার কৃষ্ণিমধ্যে অবস্থিত, নিমেযা-

দিত্বা স্রষ্টাঃ লোকাংশ্চ কৃষ্ণিগাম ॥ ৪০ ॥ সো-
হপত্বে যোদরে সর্বজীবসজ্জাননেকশঃ । ব্রহ্মা-
নুজ্ঞানমুন্ সর্কারি দত্তকমুপাগতান ॥ ৪১ ॥ স্রুতঃ
স্মৃতিহীঃ সর্বেহপি তমোগা অপি সর্কশঃ । পূর্বকল্পে-
লিঙ্গভঙ্গমাপন্ন্য বিধিপূর্বকাঃ ॥ ৪২ ॥ মানবাস্তা জীম-
কোষা জীবনুজ্ঞাশ্চ মুক্তিগাঃ । পূর্বকল্পে বিমুক্তাশ্চ
ব্রহ্মাদ্যা মানবাস্তকাঃ ॥ ৪৩ ॥ ধ্যানসংস্থা হি তিষ্ঠন্তি
বিষ্ণুকৃষ্ণিগতা অপি । উন্মেষস্তাদিমে ভাগে
চতুর্ব্যাহারকো বিভূঃ ॥ ৪৪ ॥ ভূম্বা তু পূর্বসান-
শ্রুতান্দানুদেবাক ব্যহগাৎ । দধা তু ব্রহ্মণো মুক্তিং
সায়ুজ্যাখ্যাং মহাবিভূঃ ॥ ৪৫ ॥ দধা তদ্বজ্র
সায়ুজ্যং তদ্বজ্রানং মহান্মনাম্ । সারূপ্যং চৈব
কেষাঞ্চিৎ সামীপ্যঞ্চ তথা বিভূঃ ॥ ৪৬ ॥ সালোক্যঞ্চ
তথান্তেযাং দধা দেবো জনাৰ্দ্দনঃ । অনিরুদ্ধবশে
সর্বান স্থিতান্নো কানলোকয়ৎ ॥ ৪৭ ॥ প্রত্যয়স্ত
বশে দধা সৃষ্টিং কর্তুং মনো দধে । মায়াং জয়াং
কৃতিং শান্তিমুপযেমে স্বয়ং হরিঃ ॥ ৪৮ ॥ চতুর্ব্যাহারঃ

বসানে এই কৃষ্ণিহিত লোক সকলের সৃজনে
তাঁহার ইচ্ছা হয় ; তিনি তদীয় কৃষ্ণিহিত অনেক
জীবসজ্জের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন । এই
জীবপ্রবাহ কতবার মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছে, কতবার মুক্তিভাজন হইয়াছে, তমো-
ময় গর্ভে সুপ্তাবস্থায় বাস করিয়াও তাহাদের সে
স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই । পূর্বপূর্বকল্পে যাহারা
বিধিবোধিত স্ব স্ব কৰ্ম্মানুসারে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট
হইয়াছিল, এবমুত মানবাস্ত জীবজাতি জীবনুজ্ঞ ও
মুক্তিভাজন হইয়া থাকে ; আর ব্রহ্মাদি মানবাস্ত
যে সকল জীবপ্রবাহ পূর্বকল্পে মুক্তিভাগী
হইয়াছিল, তাহারা বিষ্ণুকৃষ্ণিমধ্যে বাস করিয়াও
ধ্যানাবলম্বনপূর্বক অবস্থান করে । উন্মেষের
আদিম সময়ে, অনিরুদ্ধ, প্রত্যয়, সংকর্ষণ ও বাহু-
দেব এই চতুর্ব্যাহারক মহাবিভূ সদৃশসমবেত ব্যূহ
চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমে বাহুদেবব্যূহ হইতে ব্রহ্মাকে
সায়ুজ্যানামক মুক্তি প্রদান করেন ; তৎপরে ক্রমে
মহাত্মাদিগকে সায়ুজ্য ও তদ্বজ্রান, অপর কাহাকে
সারূপ্য, কাহাকে সামীপ্য ও অস্ত্র কাহাকে সালোক্য
মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন । অনন্তর বিভূ জনা-
র্দ্দন, অনিরুদ্ধব্যূহে অবস্থিষ্ট লোক সকল, অনিরুদ্ধ
দেখিয়া প্রত্যয়ব্যূহের আশ্রয় লইয়া সৃষ্টির কৰ্ম্ম মনো-
নিবেশ করেন । অনন্তর স্বয়ং মহাবিষ্ণু বিভূ হরি
পূর্ণগুরু বাহুদেবাদি চতুর্ব্যাহারে ব্যবস্থিত হইয়া

পূর্ণগৈরীমুদেবাদিকৈঃ ক্রমাৎ । তাত্ত্বিকৈঃ ।
মহাবিশ্বচতুর্ভাষ্যকো বিদুঃ ॥ ৪৯ ॥ তিস্কর্মা-
শব্দং লোকঃ পূর্ণকামো ব্যাকীজনঃ । উন্মেষান্তে
পূর্ণকিঞ্চিৎযোগমায়াঃ সমাপ্তিতঃ ॥ ৫০ ॥ সর্বধনাদ-
ব্যুৎগচ্ছ হরত্যেতচ্চরাচরম্ । তদেতৎ সর্ব-
মাধ্যাতং কাৰ্য্যং চিন্ত্যং মহাম্বনঃ ॥ ৫১ ॥ যদ-
চিন্ত্যং ত্বক্ৰিতাব্যং ব্রহ্মদৈব্যরপি যোগিভিঃ ।
ব্যাধ উবাচ । কে বা ভাগবতা ধর্ম্মাঃ কৈর্বিষ্ণুশ্চ
প্রসীদতি ॥ ৫২ ॥ তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং
বদ নো যুনে । শঙ্খ উবাচ । যেন চিত্তবিশুদ্ধিঃ
স্বাদ্যঃ সতানুপকারকঃ ॥ ৫৩ ॥ তং বিদ্ধি সাত্বিকং
ধর্ম্মং যশ্চ কেনাপ্যনিদিতঃ । ঋতিশ্রুতাদিতো
যশ্চ যদি নিকামিকো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥ যশ্চ লোকা-
বিক্রোধোহপি তং ধর্ম্মং সাত্বিকং বিদুঃ । চতুর্বিধা হি
তে ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমবিভাগতঃ ॥ ৫৫ ॥ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ
কাম্যা ইতি তে চ ত্রিধা মতাঃ । তে সর্বৈঃ স্বপ্ন-
ধর্ম্মাশ্চ বদা বিকোঃ সমর্পিতাঃ ॥ ৫৬ ॥ তদা বৈ
সাত্বিকা জ্ঞেয়া ধর্ম্মা ভাগবতাঃ শুভাঃ । দেবতাস্তর-
দৈবত্যাঃ সাকামা রাজসা মতাঃ ॥ ৫৭ ॥ যক্ষরক্ষা-

যথাক্রমে মায়া, জয়া, কৃতি ও শান্তি ইহাদিগকে
বিবাহ করেন এবং মায়াদিদ্বারা বাহিত হইয়া ত্রি-
কর্মাশ্রয় লোক সকল সৃজন করত পূর্ণকাম হন ।
অনন্তর হরি উন্মেষাবসানে যোগমায়াকে অশ্রয় করত
সর্বধন্যূহে এই চরাচর জগৎ হরণ করেন । হে
ব্যাধ ! এই আমি তোমার নিকট ব্রহ্মাদি যোগি-
গণেরও অচিন্ত্য ও ত্বক্ৰিতাব্য মহাক্সা বিষ্ণুর কার্য্য-
জ্ঞাত কীর্ত্তন করিলাম ; তুমি ইহা চিন্তা কর । ব্যাধ
বলিল,—হে যুনে ! এক্ষণে আমি ভাগবত ধর্ম্ম কি ?
কি করিলে বিষ্ণু প্রসন্ন হন ? এই সকল শুনিতে
অভিলাষ করি, অতএব আমার নিকট বর্ণন করুন ।
শঙ্খ কহিলেন,—যদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, যাহা সাধু-
দিগের উপকারক এবং যে ধর্ম্মের কেহ নিন্দা করে
না, তাহাকেই সাত্বিক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে । যাহা
ঋতি ও শ্রুতিসম্মত, যে কার্য্যের কামনা নাই এবং
জিলোকের অনিরুদ্ধ, তাহাই সাত্বিক ধর্ম্ম । এই
ধর্ম্ম ব্রাহ্মণাদি বর্ণাশ্রমবিভাগক্রমে চতুর্বিধ ; তন্মধ্যে
আচার নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ ভেদ
কথিত হয় । নিজধর্ম্মানুসারে এই নিত্য, নৈমিত্তিক
কিঞ্চিৎ কাম্য কর্ম্ম যখন বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, তখনই
ইহাকে সর্বোত্তম ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে ।
রাজসগণ সাকাম হয়, তাহারাই কামনাবশে এক

পিশাচাদিদৈবত্যা লোকনিষ্ঠরাঃ । হিংসাক্ষকা নিদ্রি-
তাস্ত ধর্ম্মান্তে তামসাঃ শ্রুতাঃ ॥ ৫৮ ॥ সর্বধর্ম্মাঃ
সাত্বিকান্ ধর্ম্মান্ বিষ্ণুপ্রীতিকরানুভূতান্ । কুর্ষভ্যা-
নীহ্যা নিত্যং তে বৈ ভাগবতাঃ শ্রুতাঃ ॥ ৫৯ ॥
যেবাং চিত্তং সদা বিকো জিহ্বায়াং নাম বৈ বিভোঃ ।
পাদৌ চ হৃদয়ে যেবাং তে বৈ ভাগবতাঃ শ্রুতাঃ ॥
৬০ ॥ সদাচাররতা যে চ সর্বোদানুপকারকাঃ ।
সদৈব মমতাহীনাস্তে বৈ ভাগবতাঃ শ্রুতাঃ ॥ ৬১ ॥
যেবাঞ্চ শাস্ত্রে বিশ্বাসো গুরৌ সাধুর্ন কৰ্ম্মশু ।
বিষ্ণুভক্তাঃ সততং তে বৈ ভাগবতাঃ শ্রুতাঃ ॥ ৬২ ॥
যেবাং হি সমতা ধর্ম্মাঃ শাস্ততা বিষ্ণুবল্লভাঃ । ঋতি-
শ্রুতাদিতা যে চ তে ধর্ম্মাঃ শাস্ততা মতাঃ ॥ ৬৩ ॥
অটনং সর্বদেশেষু বীক্ষণং সর্বকর্ম্মণাম্ । শ্রবণং
সর্বধর্ম্মাণাং বিষয়াসক্তচেতসাম্ ॥ ৬৪ ॥ অকিঞ্চিৎ-
করমেতেবাং বণতশ্চৈব বরসিদ্ধিঃ । সাধুনাং দর্শনেনৈব
মনো দ্রবতি বৈ সতাম্ ॥ ৬৫ ॥ চন্দ্রশ্চ কোমুদী-
সঙ্গাচ্চন্দ্রকান্তশিলা যথা । কচিৎ সচ্ছানুশ্রবণাদ্বিসর্গে
রহিতং মনঃ ॥ ৬৬ ॥ তিষ্ঠত্যেব সতাং পুংসাং

দেবতা পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আরাধনা
করে । ২৫—৫৭ । যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদি যাহাদের
উপাস্ত, তাহারা তামসপ্রকৃতি এবং তাহারা নিষ্ঠুর হিং-
সাক্ষক ও নিদ্রিত ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে । যে
সকল সাত্বিকপ্রকৃতি লোক উদ্দেশ্যবদ্ধ হইয়া সতত
বিষ্ণুপ্রীতিকর শুভাবহ ধর্ম্মনিষ্ঠ্যের অনুষ্ঠান করেন,
তাহারাই ভাগবত ; যাহাদের চিত্ত সতত বিষ্ণুতে
নিরত, জিহ্বায় বিভুরনাম অনবরত উচ্চারিত,
তদীয় পাদপদ্ম হৃদয়ে বিদ্যমান, তাহারাই ভাগবত ।
যাহারা সদাচারে রত, সকলের উপকারক এবং
সতত মমতাহীন, তাহারাই উত্তম ভাগবত । শাস্ত্র,
শুক ও সংক্রিয়ায় যাহাদের বিশ্বাস আছে এবং
যাহারা সতত বিষ্ণুর ভক্ত তাহারাই ভাগবত ।
ঋতি ও শ্রুতিকথিত ধর্ম্মই নিত্য ; যাহারা বিষ্ণুর প্রিয়
এই সনাতন ধর্ম্মের সম্মান করেন, তাহারাই ভাগ-
বত । হে ব্যাধ ! যাহারা ভাগবত—তাহারা সমস্ত
দেশ পর্য্যটন, নিখিল সংকর্ম্ম দর্শন, ধর্ম্মসমূহের
শ্রবণ করেন, বিষয়ে কদাচ তাহাদের চিত্ত আদৃত
হয় না ; ক্রীত ব্যক্তির মনোজ্ঞ রমণীয় স্থান তাহারা
বিষয়কে অতি অকিঞ্চিৎকরই মনে করিয়া থাকেন ।
যাহারা সাত্বিক লোক, চন্দ্র ও কোমুদীসদৃশে চন্দ্র-
কান্ত শিলার স্থায় সাধুদর্শনে তাহাদের চিত্ত অধী-
ভূত হয় ; বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ঘন কখনও শাস্ত্র

তেজোরূপঃ স্বকল্পম্ । পদ্মবাহোঃ প্রভাসদ্বাং
সূর্য্যাকান্তশিলা যথা ॥ ৬৭ ॥ নিকটমৈহি জনৈর্নৈমন্ত
অকরা সমুপাশ্রিতঃ । যো বিষ্ণুবলভো নিত্যং
ধর্ম্মো ভাগবতো মতঃ ॥ ৬৮ ॥ তৈর্দৃষ্টা বহুবো
ধর্ম্মা ইহামৃত ফলপ্রদাঃ । বিষ্ণুপ্রীতিকরাঃ সূক্ষ্মাঃ
সর্ব্বগুণবিমোচকাঃ ॥ ৬৯ ॥ দধুঃ সারমিবোদ্ধতা
ধর্ম্মং বৈশাখসম্ভবম্ । রমায়ৈ ভগবানাহ কীরাকৌ
হিতকামায়া ॥ ৭০ ॥ মার্গছায়াবিনির্মাণং প্রপাদানং
চ বৈ তথা । ব্যাজনৈর্ব্যজনকৈব প্রস্রাণাং সম-
পণম্ ॥ ৭১ ॥ ছত্রশোপানহোদানং দানং কর্পূর-
গন্ধয়োঃ । বাপীকুপতভাগানাং নিৰ্ম্মাণং বিভবে
সতি ॥ ৭২ ॥ সায়াহ্নে পানকস্তাপি দানং তু কুসুমস্ত
চ । তাহুলদানং পাপহ্নং গোরসানাং বিশেষতঃ ॥
৭৩ ॥ লবণাধিততক্রস্ত দানং শ্রান্তায় বৈ পথি ।
অভ্যঙ্গকরণং চৈব দ্বিজপাদাবনেজনম্ ॥ ৭৪ ॥
কটকফলপর্ধ্যঙ্কদানং গোদানমেব চ । মধুযুক্ততিলানাং
চ দানং পাপবিনাশনম্ ॥ ৭৫ ॥ সায়াহ্নে চৈক্ষুদণ্ডানাং
দানমুর্ধ্বাক্রকস্ত চ । রসায়নপ্রদানং চ পিতৃনির্ধাপনং
তথা ॥ ৭৬ ॥ এতে ধর্ম্মা বিশিষ্যোক্তা মাসেহস্মিন্
মাধবপ্রিয়ে । প্রাতঃ সূর্য্যোদয়ে স্নাত্বা ১৭

দ্বিজকুলেরিতম্ ॥ ৭৭ ॥ নিত্যকর্ণানি কঠৈর্য-
মধুসূদনমর্চয়েৎ । কথাং মাধবমাসীয়াঃ শৃণুয়াৎ
সমাহিতঃ ॥ ৭৮ ॥ তৈলাভ্যঙ্গং বর্জয়েচ্চ কাংস্তপাত্রে
তু ভোজনম্ । নিষিক্তভক্ষণং চৈব যথালপং তু
বর্জয়েৎ ॥ ৭৯ ॥ অলাবুং গৃঞ্জরং চৈব লণ্ডনং
তিলপিষ্টকম্ । আরনালং ভিঃসটং চ স্তুতকোশাতকী-
তথা ॥ ৮০ ॥ উপোদকো কলিকং চ শিগ্রুশাকং
চ বর্জয়েৎ । নিম্পাবানি কুলিথানি মসুরানি চ
বর্জয়েৎ ॥ ৮১ ॥ বৃন্তাকানি কলিকানি কোজবাণি চ
বর্জয়েৎ । তন্দুলীয়শাকং চ কৌশুভং মূলকং তথা ॥
৮২ ॥ ঔহস্বরং বিদ্বলং তথা স্নেহাতকীকলম্ ।
সর্ব্বথা বর্জয়েদ্বিদ্ধান মাসেহস্মিন্ মাধবপ্রিয়ে ॥ ৮৩ ॥
এতেষুতমং ভুক্তা স চণ্ডালো ভবেদ্রবম্ ।
তির্ধ্যগৃহোনিশতং যাতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৪ ॥
এবং মাসব্রতং কুর্য্যাৎ শ্রীতয়ে মধুঘাতিনঃ । এবং
ব্রতে সমাপ্তে তু প্রতিমাং কারয়েদ্বিতোঃ ॥ ৮৫ ॥
মধুসূদনদেবত্যাং সবস্ত্রাং চ সদক্ষিণাম্ । সর্চিতাং
বিভবৈঃ সর্ব্বৈত্রাঙ্গণায় নিবেদয়েৎ ॥ ৮৬ ॥ বৈশাখ-
সিতদ্বাদশ্যাং দদ্যাদধ্যম্নমঞ্জসা । সোদকুস্তং সত্যবুলং

শ্রবণে বিবরবিমুখ হয়, কিন্তু পদ্মিনীপতি তখন
স্বপ্নের প্রভাসসংসর্গে সূর্য্যাকান্ত শিলার স্থায় সাধু-
দিগের হৃদয়ে অবলম্ব্য তেজোরূপ নিরন্তর বিরাজিত
থাকে । যে সকল ধর্ম্ম মানব প্রকার সহিত বিষ্ণুর
প্রিয় সনাতন ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয় করেন, তাঁহা-
রাই ইহপর কালে ফলপ্রসূ বহু ধর্ম্ম দর্শন করিয়া-
ছেন । বিষ্ণুপ্রীতিকর ধর্ম্মসমূহ অতি সূক্ষ্ম এবং
নিখিল ছত্রধর বিমোচনকারক । কীরোদশায়ী
ভগবান্ লোকহিতের জন্ত দধির সার গ্রহণের
স্থায় ধর্ম্মসমূহ হইতে এই বক্ষ্যমাণ বৈশাখসম্ভব
ধর্ম্ম উদ্ধার করিয়া রমায় নিকট কৌর্জন করেন ।
তিনি বলেন,—পথে ছায়ানির্মাণ, প্রপাদান, ব্যাজন-
দ্বারা বীজন, আশ্রিত ব্যক্তিকে আশ্রয় দান ; ছত্র,
পাত্কা, কর্পূর ও গন্ধ দান ; যথাশক্তি বাপী, কুপ
ও তজ্জগনিচয়ের নির্মাণ ; সায়াহ্নে কুসুম, পানীয়,
পানপান পান, তুষ্ণ ও অমক্লিষ্টকে লবণাধিত তক্র
দান ; দ্বিজগণের পাদসেবা, অভ্যঙ্গকরণ ; তাঁহা-
দিগকে কট, কফল, পর্ধ্যঙ্ক, গো, পাপবিনাশন মধু-
যুক্ত বহু তিল দান ; সায়াহ্নে ইক্ষুদণ্ড, উর্ধ্বাক্রক
(ছুটি) ও রসায়ন দান ; পিতৃগণের নির্ধাপন ;
কে প্রিয়ে । আমার প্রিয় বৈশাখমাসে এই সকল ধর্ম্ম

নির্দিষ্ট । তিনি আর বলেন,—দ্বিজগণের আদে-
শানুসারে সূর্য্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করিয়া নিত্য-
ক্রিয়াসকল সমাধানপূর্ব্বক মধুসূদনের অর্চনা
করিবে এবং সমাহিত হইয়া বৈশাখমাসীয় বিষ্ণুকথা
শ্রবণ করিবে । ৫৮—৭৪ । তৈলাভ্যঙ্গ, কাংস্ত পাত্রে
ভোজন, নিষিক্ত ভক্ষ্য, যথালপ, অলাবু, (গুধলাউ)
গৃঞ্জন, লণ্ডন, তিলপিষ্টক, আরনাল (কাঞ্জিক),
দধ্মার, স্তুত কোশাতকী, উপোদকী (পুইশাক), সর্ব্বণ,
শিগ্রুশাক, নিম্পাব, কুলখ কলাই, মসুর, বৃন্তাক,
কৌশুভ কল, কোজব, তন্দুলীয় শাক, মূলা, ঔহস্বর,
বিদ্ব, স্নেহাতকী কল, বিচক্ষণ মানব মাধবপ্রিয়
বৈশাখমাসে এই সকল সর্ব্বথা বর্জন করিবেন ;
ইহার যে কোন একটা ভঙ্গন করিলে চণ্ডালযোনি
লাভ হয়, সংশয় নাই ; এবং এই সকলের ভক্ষণ-
কারী শত তির্ধ্যগৃহোনি গমন করে, ইহাও নিশ্চিত ।
মধুরপুর প্রীতির জন্ত এইরূপে বৈশাখব্রত আচ-
রণ করিয়া মাসান্তে ব্রত সমাপ্ত হইলে বিষ্ণু বিষ্ণুর
প্রতিমা নির্মাণপূর্ব্বক তাহাতে মধুসূদনের স্থাপপ্রতিষ্ঠা
করত বস্ত্রাধিত করিবে এবং বিস্তারিতসারে ঐ প্রতি-
মার পূজা করিয়া দক্ষিণার সহিত দ্বিজকে দান
করিবে, বৈশাখের শুক্লা দ্বাদশীতে যমকে ব্রহ্মোপযুক্ত

সকলং চ সদক্ষিণম্ ॥ ১৭ ॥ দদামি ধর্মরাজায় তেন
 ক্রীণাতু বৈ যমঃ । অপসব্যাং সমচ্চার্য নামগোত্রৈ
 পিতৃভুতঃ ॥ ১৮ ॥ দদ্যাদধ্যায়মকথ্যং পিতৃণাং
 ভূতিহেতবে । গুরুভ্যশ্চ তথা দদ্যাৎ পশ্চাদ্দ্যাক্ষ
 বিষ্ণুয়োঃ ॥ ১৯ ॥ নীতলোকদধারঃ কাংশ্চপাজ্জহ্মন্তমম্ ।
 সদক্ষিণঃ সতীশূলঃ সত্যক্যঃ চ কলাধিতম্ ॥ ২০ ॥
 দদামি বিষ্ণবে ভূত্যং বিষ্ণুলোকজিগীষয়া । ইতি দদ্বা
 যথানক্ত্যা গাং চ দদ্যাৎ কুটুম্বিনে ॥ ২১ ॥ এতং
 যাস্ততঃ কুর্যাদ্যো দত্তেন বিবর্জিতঃ । স সর্গঃ
 পাতকৈর্হীনঃ কুলযুদ্ধত্যা বৈ শতম্ ॥ ২২ ॥ পশ্চতামেব
 ভূতানাং ভিক্ষা বৈ স্বর্ধ্যমণ্ডলম্ । যতি বিকোঃ
 পরং ধাম যোগিনামপি কুলভম্ ॥ ২৩ ॥ ব্যাধাতোবঃ
 দ্বিজকুলবরে মাধবীয়াশ্চ ধর্ম্মান বিষ্ণাদীষ্টানতিমহি-
 তরান ব্যাধপৃষ্ঠান সমস্তান ॥ ২৪ ॥ বটঃ সদ্যঃ
 পশ্চতামেব ভূমৌ পপাতাহো পঞ্চশাখী ক্রমোহয়ম্ ।
 বৃকাস্তম্বাং কোটরে সংস্থিতো হি ব্যালঃ কশ্চিদৌর্ধ-
 দেহী করালঃ । হিমা দেহং পাপযোনিং চ সদ্যঃ স
 বৈ তসৌ প্রাঞ্জলিনর্ম্মমূর্ধা ॥ ২৫ ॥

ইতি ক্রীকান্দে নাবদাধবীষসংবাদে ভাগবতধর্ম্ম-
 কথনং নাম বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

দধ্যায়, জলপূর্ণ কুন্ত, তাম্বুল, কল ও দক্ষিণা বক্ষ্য-
 মান যথৈ দান করিবে । মন্ত্র যথা—“আমি ধর্ম্ম-
 রাজকে এই সকল দ্রব্য দান করিতেছি, অত-
 এব যম আমার প্রতি ক্রীত হউন ।” অনন্তর
 বিপরীত রীতি ক্রমে পিতৃগণের নাম গোত্র
 উল্লেখপূর্ব্বক তাঁহাদের ভূতির জন্ত দধিযুক্ত
 অন্ন দান করিবে । এইরূপে গুরুগণকে দধ্যায়
 দান করিয়া পরে বক্ষ্যমান যথৈ বিষ্ণুকে দধ্যাদি
 দান করিবে । মন্ত্র যথা—“আমি বিষ্ণুলোক জয়েব
 নিমিত্ত বিষ্ণুকে নীতলজল, কাংশ্চপাজ্জহ্ম উত্তম দধি-
 যুক্ত অন্ন, দক্ষিণা, তাম্বুল, কল, ও বিবিধ ভক্ষ্য
 দ্রব্য দান করিতেছি ।” এইরূপে বিষ্ণুকে দান
 করিয়া কুটুম্বিগণকে যথানক্তি গোদান করিবে ।
 যে দম্বহীন মানব এইরূপ বিধিতে বৈশাখব্রত
 করে, সে নিখিলপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শতকুল
 উদ্ধারপূর্ব্বক সুরগণের চকুর সময়ে স্বর্ধ্যমণ্ডল
 ক্ষেত্র করত যোগগণকর্ত্ত বিষ্ণুলোকে গমন
 করে । অথবা । ব্যাধপৃষ্ঠ দ্বিজবর শব্দ এইরূপে
 বিষ্ণুধর্ম্ম বিষ্ণুমাধব্যায় সমস্ত বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন
 করিতেছেন, তৎকালে ভজ্যতা পঞ্চশাখাযুক্ত এক
 বটক তাঁহাদের সম্মুখে সদ্যঃ পতিত হইল ।

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । ততস্ত বিস্মিতো ভূম্বা
 শব্দো ব্যাধসমধিতঃ । কো ভবানিতি তং প্রাহ
 দর্শেযা চ কুন্তস্তব ॥ ১ ॥ ‘কেন বা কশ্মণা সৌম্য
 মতিস্তব শুভাবতা । অকস্মাতে কথং মুক্তিরেতদাচক্ষ
 বিস্তবাৎ ॥ ২ ॥ শব্দেনৈব তদা পৃষ্ঠো দণ্ডবৎ পতিতো
 ভূবি । প্রশ্নাবনতো ভূম্বা প্রাঞ্জলিধাক্যমব্রবীৎ ॥
 ৩ ॥ অহং পুবা দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রয়াগে বহুভাবণঃ ।
 রূপর্যোবনসম্পন্নো বিদ্যামদম্মুগর্জিতঃ ॥ ৪ ॥
 ধনাঢ্যো বহুপুত্রাঢ্যঃ সদাহঙ্কারদ্বিতঃ । কুলীদন্ত
 মূনেঃ পুত্রো নাম্না রোচন ইত্যাহম্ ॥ ৫ ॥ আসনং
 শয়নং নিদ্রা ব্যবায়োহকপরিক্রিয়াঃ । লোকবার্তা
 কুলীদং বা ব্যাপারান্তে মমাতবন্ ॥ ৬ ॥

ঐ বটতরুকোটবে এক দীর্ঘদেহী করাল সর্প
 বাস করিত । ঐ সর্প কোটব হইতে নিষ্কাশ হইল,
 এবং কণকাল মধ্যে তদীয় পাপদেহ পরিত্যাগ-
 পূর্ব্বক বন্ধাঞ্জলি ও অবনতমস্তক হইয়া তাঁহাদের
 সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । ১৫—২৫ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব কহিলেন,—অনন্তর শব্দ ও ব্যাধ
 উভয়েই বিস্মিত হইলেন । শব্দ জিজ্ঞাসা করি-
 লেন,—ওহে ভূমি কে ? কি প্রস্ত তোমার এইরূপ
 দশা উপস্থিত হইয়াছে ? হে, সৌম্য ! তুমি এমন কি
 কশ্ম কবিয়াছ যে, তোমার এইরূপ শুভদায়িনী মতি
 উপস্থিত হইয়াছে ? হে সাধো ! কিরূপেই বা
 তোমার অকস্মাৎ মুক্তি সম্পাদিত হইল ? বিস্তার-
 রূপে এই সকল আমার নিকট বর্ণন কর । শব্দ
 কর্ত্তক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই দিব্যপুত্রব
 দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত ও বিনম্রাবনত হইয়া অঞ্জলি-
 বন্ধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো ! আমি
 পূর্ব্বকালে প্রয়াগে বাস করিতাম, আমি একজন
 বহুভাবী ব্রাহ্মণ ছিলাম; আমার রূপ, যৌবন, বিদ্যা,
 ধন ও অনেক পুত্র ছিল; আমি সন্তত অহঙ্কার-
 দোষে ভ্রষ্ট ছিলাম, আমার পিতার নাম কুলীদ
 আর আমার নাম ছিল,—রোচন । ১—৬ । আসন,
 শয়ন, নিদ্রা, ব্যতক্রীড়া, কীদংসর্গ, লোকবার্তা এবং

তত্ত্বাভিধানি কর্মাণি লোকনিদ্রাবিশক্তিঃ । সদন্তশ্চ
সদা কুর্বে ন শ্রদ্ধা মে কদাচন ॥ ৭ ॥ তুর্কুর্কেশ্বমে
দুষ্টৈশ্চ কিমংকালো গতোহভবৎ । তদা বৈশাখ-
মাসেস্মিন্ জয়ন্তো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥ ৮ ॥ শ্রাবণমাস
তদ্যাসধর্ম্মান্ ভাগবতপ্রিয়ান্ । তৎক্রেত্রে বাসিনাং
পুণ্যকর্মাণাঞ্চ বিজয়নাম্ ॥ ৯ ॥ নারীনরাঃ কত্রি-
য়াশ্চ বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ সহস্রশঃ । প্রাতঃ শ্রাদ্ধা সমভ্যর্চ্য
মধুসূদনমব্যয়ম্ ॥ ১০ ॥ কথাং শৃণ্বন্তি সততং জয়ন্তেন
সমীরিতাম্ । শুচিভূত্বা মোনধরা বাসুদেবকথারতাঃ ॥
১১ ॥ বৈশাখধর্ম্মনিরতা দস্তালস্তবিবর্জিতাঃ । তাং
সভাঞ্চ প্রবিষ্টোহহং কৌতুকাচ্চ দিদৃক্ষম্ ॥ ১২ ॥
লোকীয়েণ ময়া মুক্ধা নমস্কারোহপি নো কৃতঃ । তাবু-
লঞ্চ মুখে কুহা কঞ্চুকঞ্চ ময়া ধৃতম্ ॥ ১৩ ॥ কথা-
বিক্ষেপমচরং লোকবার্জাতিরঞ্জনাম্ । সর্বেষাং
চিত্তচঞ্চল্যমভূদে লোকবার্জয়া ॥ ১৪ ॥ কচিৎকাসঃ
প্রসার্যাহং কচিৎকিন্ধন কচিৎকসন । এবং কালো ময়া

কুণীদগ্রহণ এই সকল আমার কার্য ছিল । আমার
লোকনিদ্রাভয় ছিল না, আমি সদন্তে সতত অতি
শ্রম কর্ষ সকল করিতাম, এই সকল কার্যে আমার
লেশমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না । ক্রমে আমার বুদ্ধি অত্যন্ত
কণ্ঠস্থিত হয়, অনেক কুৎসিত কর্মের আচরণে
আমার ক্রুদ্ধকাল কাটিয়া যায় । অনন্তর বৈশাখ-
মাসের এক সময়ে জয়ন্তনামক জনৈক দ্বিজ ভাগবত-
প্রিয় বৈশাখধর্ম্ম বর্ণন করেন ; তিনি যে স্থানে বসিয়া
ধর্ম্ম কীর্তন করিতেন, সেখানে সেই ক্ষেত্রবাসী পুণ্য-
কর্মা দ্বিজগণের আশ্রয় ; কত্রিয়, বৈশ্ণব ও শূদ্র-
জাতীয় নরনারীগণ প্রাতঃশ্রাদ্ধ ও অব্যয় মধুসূদনের
পূজা করিয়া তথায় গমনপূর্বক জয়ন্তভাবিত বৈশাখ-
মাসের সতত শ্রবণ করিতেন । সকলেই পবিত্র,
সমাধিতমনা ও মোনী হইয়া বাসুদেবকথায় রত
হইয়াছিলেন ; তাঁহাদের দস্ত ছিল না, তাঁহারা
সকলেই বৈশাখধর্ম্মনিরত হইয়াছিলেন । এই সকল
ব্যাপার দর্শনে আমার কুতূহল হয়, আমি সেই
সভার দর্শনমানসে তথায় প্রবেশ করি ; আমার
মস্তকে উকীষ বদ্ধ ছিল, আমি প্রণাম করি-
লাম না ; লৌকিক কুখ্যই আমার ক্রটি অধিক
ছিল । আমি শরীরে বর্ম্ম ধারণ ও মুখে তাবুল
চর্ষণ করিতে করিতে সেই পুণ্যকথার বিষ
জন্মাইয়া দিই । সেই সভার উপবেশনপূর্বক
যেমন আমি লৌকিক কথার অবতারণা করি-
লাম, অন্তর্নিহিত শৌর্যবর্গের চিত্তে চাক্ষুষ দেখা

নীতঃ কথা যাবৎ সমাপাতে ॥ ১৫ ॥ পশ্চাত্তেনৈব
দোষেন সদ্যোহস্মায়ুর্কিনষ্টবীঃ । সান্নিপাতেন
পঞ্চদ্বঃ প্রাপ্তোহহং পরে দিনে ॥ ১৬ ॥ তন্তসীস-
জ্ঞৈঃ পূর্ণঃ নিরয়ঞ্চ হলাহলম্ । প্রাপ্য কুহা
যাতনাঞ্চ মমস্তানি চতুর্দশ ॥ ১৭ ॥ যুক্তেষু চ
লক্ষ্যে তথা চতুরনীতিভিঃ । ক্রমাদ্যোনিষু
জাতোহহমিদানীং চাবসন সক্রমে ॥ ১৮ ॥ দশযোজন-
বিস্তীর্ণে শতযোজনমুরতে । ব্যালোহহং তামসঃ
ক্রমঃ সপ্তযোজনকোটরে ॥ ১৯ ॥ কুহা বসামি
বিপ্রর্ষে কর্ম্মণা বাধিতঃ পুরা । অযুতঞ্চ সমা-
যাতা নিরাহারস্ত কোটরে ॥ ২০ ॥ দৈবাক্তব
মুখাষ্টোজসমীরিতকথামৃতম্ । শ্রদ্ধা চক্ষুর্দ্যেনাং
সদ্যো ধস্তাশুভো মূনে ॥ ২১ ॥ ব্যালয়োনিং
বিশ্রজ্যাহং দিব্যরূপধরঃ পুমান্ । প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো
কুহা পাদৌ তে শরণং গতঃ ॥ ২২ ॥ কস্মিন্ জন্মনি

গেল । অনন্তর কথার সমাপ্তকাল পর্যন্ত আমি
সভার কোন স্থানে বস্ত্র উড্ডয়ন ও কোথায়ও
ধর্ম্মকথার নিন্দা করিলাম এবং কোথায়ও বা অট্ট-
হাসি হাসিতে লাগিলাম । এইরূপে আমার সেই
সময় অতিবাহিত হইল এবং এই তুর্কুর্কেশ্বমে
সদ্যই আমার আয়ু ও বুদ্ধি বিনষ্ট হইল । সান্নিপাত
আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিল ; পরদিনেই আমি
পঞ্চদ্বঃ প্রাপ্ত হইলাম । ১৫—১৬ । আমি চতুর্দশ মমস্তর
কাল তন্তসীসকের দ্বায় উত্তপ্ত জলপূর্ণ নরকে ও
হলাহলযুক্ত নরকে বাস করিয়া বিবিধ যাতনা ভোগ
করিলাম । অনন্তর আমি একএক করিয়া চতুরনীতি
লক্ষ্য যোনি পরিভ্রমণপূর্বক অবশেষে সর্পজন্ম লাভ
করিয়া এই তরুকোটরে অবস্থান করিতেছিলাম ।
আমি যে তরুর কোটরে বাস করিতাম, এই তরু
দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন সমুন্নত ; হে
বিপ্রর্ষে ! আমার বাসকোটর সপ্তযোজন পরিমিত ।
আমি পূর্বকালে ঘেরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম, সেই
কর্ম্মদ্বারা বাধ্য হইয়াই আমি তামস জন্ম সর্প
হইয়া এই তরুকোটরে বাস করিয়াছি । আমি
নিরাহার হইয়া অযুতবৎসর এই তরুকোটরে বাস
করিয়াছি । হে মূনে ! আপনার মুখকমল হইতে
যে কথামৃত বহির্গত হইয়াছে, অন্য ভাগ্যবশে
তাঁহা শ্রবণ ও আপনাকে চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন
করিয়া নিঃসূচ হইলাম ; সন্মতি আমি সর্প-
যোনি পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপধর বাসন
করিয়াছি । আমি প্রাঞ্জলি প্রণত হইয়া আপ-

স্বঃ বহুর্ন জানে মুনিসত্তম । ন মরোপকৃত কাপি
সাহুকম্পঃ কৃতঃ সতাম্ ॥ ২৩ ॥ সাধুনাঃ সমচিত্তানা-
সকী ভূতদয়াবতাম্ । পরোপকারপ্রকৃতির্ন চৈষামন্তথা
যতিঃ ॥ ২৪ ॥ মমদিয়ান্নগৃহাণ স্বঃ যথা ধর্ম্যে মতি-
ভবেৎ । ন ভূয়ান্নমুতিঃ কাপি বিকোদেবস্ত
চক্রিণঃ ॥ ২৫ ॥ মহতাঃ সাধুরক্তানাঃ সঙ্গতিশ্চ সদা
ভবেৎ । দারিড্র্যমেকমেব স্তায়নান্ন পরমাঙ্গনম্ ॥
২৬ ॥ ইতি তং বহুধা শুভা প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতস্তত্বো তুকাইমেব তদগ্রতঃ ॥ ২৭ ॥
শম্বো দোর্ত্যাঃ সমুখাপ্য পূর্বপ্রেমপারিণতঃ ।
পশ্পর্শ পাগিনা চাক্রং শস্ত্রমেন গতাধসঃ ॥ ২৮ ॥
চক্রে সোহমুগ্রহঃ তস্মিন্ দিব্যরূপধরে দ্বিজে ।
প্রাহ তং কৃপয়াবিষ্টো ভাবিবৃতাঙ্গমঙ্গসা ॥ ২৯ ॥
দ্বিজ স্বঃ মাসমাহান্যাবর্ণাচ্চ হরেরপি । মাহান্য-
াবর্ণাং সদ্যো বিধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ ॥ ৩০ ॥ অহিতায

নার চরণে শরণ লইলাম । হে মুনিসত্তম !
আমি জানি না—আপনি আমার কোন্ জন্মের
বন্ধু ছিলেন । আমিও কখনও কাহারও উপকার
বা সাধুদিগের প্রতি অহুকম্পা প্রদর্শন করি নাই ;
অথবা ভবাদৃশ সমচিত্ত সাধুব্যক্তি সতত সর্বভূতে
দয়াবিতরণ করেন, কদাচ পরোপকার-প্রকৃতি
পরিত্যাগ করেন না, আমার মনে হয়—আপ-
নার অমুগ্রহেই আমার এইরূপ জ্ঞানোদয় হই-
য়াছে । হে সাধো ! অদ্য আমার প্রতি প্রসন্ন
হউন, আমার যেন ধর্ম্যে মতি থাকে, কদাচ
চক্রধারী বিষ্ণু যেন আমার হৃদয় পরিত্যাগ না
করেন এবং আমার যেন সতত পুতচরিত মহাত্মা
সাধুগণের সংসর্গ লাভ হয় । অহো ! দারিড্র্যই
মদাঙ্গনয়নের উৎকৃষ্ট অঙ্গন । আমার যেন সেই
দারিড্র্য সতত বিদ্যমান থাকে । সেই দিব্য
পুরুষবিগ্রহ এইরূপে বহু চিব-জতি করিয়া মুনিকে
পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলেন এবং প্রাঞ্জলি প্রণত হইয়া
তুকাইভাবে তাঁহার সম্মুখে অর্কবৃত্ত হইলেন ।
তাঁহার শুভ স্বরূপে প্রেমপরিণত শ্বশি শব্দ বাহ-
বুগল দ্বারা সেই নিভীক দিব্যপুরুষকে উত্থাপিত
করিয়া দ্বিধা-করে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন এবং
তাঁহার প্রতি কৃপাপ্রদর্শনপূর্বক তলীর ভাবী রক্তাঙ্গ
সকল কীর্তন করত সেই দিব্য দ্বিজরূপবাসীর
প্রতি বিশেষ অমুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন । শব্দ
বলিলেন,—হে দ্বিজ ! অদ্য হরির প্রিয় বৈশাখ-
মাসমাহান্য অবধি সদ্যই তোমার অখিল কর্মবন্ধন

কলকল্প ক্রমাগতই পুনর্ভবি । দশার্ণে বিধায় পুণ্য
ভবিতা স্বঃ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩১ ॥ বেদশর্ষেতি
বিখ্যাতঃ সর্ববেদবিশারদঃ । তত্র তে ভবিতা
জাতিস্মৃতিরাত্যস্তিকী শুভা ॥ ৩২ ॥ তথা স্মৃত্য-
বন্ধনঃ ত্যক্তসর্ষেণঃ শুভঃ । করোষি সকলান্
ধর্ম্যান্ বৈশাখোক্তান্ হরিপ্রিয়ান্ ॥ ৩৩ ॥ নিষ্প্রহো
নিঃস্প্রহোহসঙ্গো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ । সদা
বিষ্ণুকথালোপো ভবিতা তত্র জন্মনি ॥ ৩৪ ॥ ততঃ
সিদ্ধিং সমাপ্যথ বিধ্বস্তাখিলবন্ধনঃ । প্রাপ্নোষি
পরমং ধাম যোগিবপি তুরাসদম্ ॥ ৩৫ ॥ মা ভৈষীঃ
পুত্র ভদ্র তে ভবিতা মৎপ্রসাদতঃ । হস্তান্তয়ান্তথা
ক্রোধান্বেষাং কামাদথাপি বা ॥ ৩৬ ॥ স্নেহাচ্চ সর্ব-
জ্ঞার্থ্য বিকোর্নামাঘহারি চ । পাপিষ্ঠা অপি
গচ্ছন্তি বিকোদ্ধাম নিবাসয়ম্ ॥ ৩৭ ॥ কিমু তচ্ছ-
দয়া মুক্তা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়াঃ । দয়াবন্তঃ
কথাং শ্রুত্বা গচ্ছন্তীতি দ্বিজোত্তম ॥ ৩৮ ॥ কেচিৎ
কেবলয়া ভক্ত্যা কথালোপিকতং পরাঃ । সর্ব-

ছিন্ন হইল । তুমি নিষ্কলঙ্ক হইলে, এক্ষণে তুমি ভূত্রে
গিয়া জন্মগ্রহণপূর্বক পুণ্যদশার্ণদেশে দ্বিজোত্তম হইয়া
বাস করিবে । ১৭—৩১ । তোমার নাম হইবে বিখ্যাত
বেদশর্ষা, তুমি সর্ববেদবিশারদ হইবে । এজন্মে
তোমার পুণ্যস্মৃতি বিশেষরূপে জাগরুক থাকিবে,
পূর্বস্মৃতিপ্রভাবে কোনরূপ কামনা তোমার অন্তঃ-
করণে স্থান পাইবে না, তুমি মধুসূদনপ্রিয় বৈশা-
খোক্ত নিখিল ধর্ম্যাচরণ করিবে, তুমি গুরুভক্ত ও
জিতেন্দ্রিয় হইবে, তোমার হৃদয়, স্পৃহা ও সঙ্গ
ধাকিবে না । এই জন্মে সতত তোমার বিষ্ণু-
কথালোপ সংঘটিত হইবে এবং এই জন্মেই তোমার
অখিল কর্মবন্ধন ছিন্ন ও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে । হে
পুত্র । তুমি ভয় করিও না ; যে পরমপদ যোগি-
গণেরও পরম দুর্লভ, তাহাই তুমি লাভ করিবে ।
আমার প্রসাদে তোমার মঙ্গল হউক । হে বৎস !
হস্ত বশতই হউক, অথবা ভীতি, ক্রোধ, ঘেব,
কাম কিংবা স্নেহপ্রযুক্তই হউক, পাপিগণও যদি এক-
বার হরির পাপহারী নাম শ্রবণ করে, তবে তাহারিও
বিষ্ণুর নিরাময় ধামে গমন করিতে সমর্থ হয় । হে
দ্বিজোত্তম ! শ্রদ্ধাবান্ জিতেন্দ্রিয় দয়ামুক্ত ও জিত-
ক্রোধ মানবগণ হরিনাম শ্রবণ করিয়া যে বিষ্ণুর
পরম ধামে গমন করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে আর কি
বলিব ? ভাদৃশ কেহ ভক্তিসহকারে কেবল কথ-
লোপেই রূত হন, অথবা কেহ অল্প ধর্ম্মিচর পরি-

ধর্মোক্তিতা বাপি বাস্তি বিকোঃ পরঃ পদম্ ॥ ৮১ ॥
 যোহাশ্রিতা চ তত্যা বা কেচিৎকিমুপাসতে । তেহপি
 বাস্তি পরঃ ধাম পুতনেবানুহারিণী ॥ ৮০ ॥ মহাভিঃ
 সন্তো নিত্যং বাধিসর্গসুদাশ্রয়ঃ । মুমুক্শুগণ কঠব্যঃ
 স বিধিঃ ক্রতিচোদিতঃ ॥ ৮১ ॥ স বাধিসর্গো জনতাধ-
 বিগ্রবো যশ্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্বতাপি । নামান্তনন্তস্ত
 যশোহস্তিতানি যচ্ছবন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥
 ৮২ ॥ যঃ কষ্টসেবাং ন চ কাঙ্ক্ষতে বিভূর্ন বাসনং
 ভূরি ন রূপযৌবনে । স্মৃতঃ সুরুদাচ্ছতি ধাম ভাস্বরং
 কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেত ॥ ৮৩ ॥ তমেব শরণং
 যাহি নারায়ণমনাময়ম্ । ভক্তবৎসলমব্যাক্তং চেতো-
 গম্যং দয়ানিধিম্ ॥ ৮৪ ॥ কুরু সর্বানিমান ধর্ম্যান
 বৈশাখোক্তানুহামতে । তেন তুষ্টো জগন্নাথঃ শর্ম্ম
 তে চ বিধুস্ততি ॥ ৮৫ ॥ ইত্যুক্তা বিররামাথ ব্যাধঃ
 দৃষ্টো সুবিস্মিতঃ । স পদব্যাঃ পুরুষঃ প্রাহ পুনস্তং
 মুনিপুংগবম্ ॥ ৮৬ ॥ দিব্যপুরুষ উবাচ । যন্তোহন্যাতু-

গৃহীতোহস্মি বরা শম্ম দয়ালুনা । দিষ্ট্যা গতা মে
 দুর্ধোনিধামি চৈব পরাং গতিম্ ॥ ৮৭ ॥ ইতি
 তঞ্চ পরিক্রম্য হুহুজাতো দিবং যযৌ । ততঃ
 সায়মভূদাজন শম্মো ব্যাধেন তৌকিতঃ ॥ ৮৮ ॥
 সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কৃৎন্য রাত্রিশেষং নিনায় চ ।
 নানাখ্যানৈশ্চ ভূপানাং দেবানাঞ্চ মহাশ্রমাম্ ॥ ৮৯ ॥
 লীলাভিরবতারানাং দৃষ্টগোষ্ঠীভিরেব চ । ত্রাঙ্ক
 মুহূর্ত্তে চোখায় পাদৌ প্রকাল্য বাগ্‌যতঃ ॥ ৯০ ॥
 ধ্যায়েচ্চ তারকং ব্রহ্ম কৃৎন্য শৌচাদিসংক্রিয়াম্ ।
 বৈশাখে মেঘগে সূর্য্যে স্নাত্ত্বা প্রাক্ চ ভগোদয়াম্ ॥
 ৯১ ॥ কৃৎন্য সন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তথা সন্তপ্য চাখিলান্ ।
 ব্যাধমাহুয় হুষ্টোহ্মা মুক্তি প্রোক্ষ্য নিরীক্ষ্য চ ॥ ৯২ ॥
 রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম দদৌ বেদাধিকং শুভম্ ।
 বিকোরেকৈকনামাপি সর্ববেদাধিকং মতম্ ॥ ৯৩ ॥
 তেভ্যশ্চানন্তনামভ্যোহধিকং নাম্নাং সহস্রকম্ ।
 তাদৃষ্টনামসহস্রৈশ্চ রামনামসমং মতম্ ॥ ৯৪ ॥

ভাগ্যপূর্ব্বক কেবল বিষ্ণুমাহাত্ম্য গ্রহণ করেন;
 ইহারা সকলেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া
 থাকেন । কোন কোন মানব অন্তান্ত দেবগণে
 বিদ্বিষ্ট হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুরই উপাসনা করেন,
 তাহারা মানব ও প্রাণনাশিনী পুতনার আয় জীবন
 বিসর্জনপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন । বেদ বলেন,
 —মুমুক্শুগণ মহা গুণের সহিত সতত সংসর্গ, বিষ্ণুর
 বাক্যরচনা ও তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন ।
 ইহার বাগবিসর্গ জনসাধারণের পাপহর, ইহার
 মাহাত্ম্যপ্রকাশক শ্লোকাবলী অর্থহীন বাক্যযুক্ত
 হইলেও প্রাণিগণের পাপ দূর করিয়া থাকে;
 ইহার অনন্ত নাম যশোরুক্ত, সাধুগণ সতত সেই
 কৃষ্ণনাম গ্রহণ, সঙ্কীর্ণন ও গ্রহণ করিয়া থাকেন ।
 যিনি ভক্তগণের কষ্টক্লান্ত সেবার আকাঙ্ক্ষা করেন
 না, ভূরি আসন বা রূপযৌবন ইহার অভীষ্ট নহে,
 ইহাকে একবার শ্রবণ করিলে ভক্তগণ ভাস্বর
 বিষ্ণুধামে গমন করেন, সেই দয়ালু বিষ্ণুর কে না
 শরণ লয়? হে সাধো! সেই বিষ্ণু ভক্তবৎসল,
 অব্যক্ত, চেতোগম্য ও দয়ানিধি; তুমি সেই অনা-
 যয় নারায়ণের শরণ গ্রহণ কর । হে মহামতে!
 তুমি বৈশাখোক্ত এই ধর্ম্মনিচয়ের আচরণ কর,
 বৈশাখধর্ম্মপ্রত্যয়ে সেই জগৎপতি তোমার শ্রেয়ো-
 বিধান করিবেন । ঋষি শম্ম এইরূপ বলিয়া বিরত
 হইলে সেই দিব্যপুরুষ ব্যাধদর্শনে সুবিস্মিত হইয়া
 অবিসক্ত শম্মকে পুনরায় বলিতে লাগিল । দিব্য-

পুরুষ বলিল,—হে শম্ম! আপনি দয়ালু, আমি
 আপনার দর্শনলাভ করিয়া ধন্ত ও অমুগৃহীত হই-
 লাম; ভাগ্যবশেই অন্য আপনার দর্শনলাভ
 করিয়াছি, তাই আমার দুর্ধোনি দূর হইল, আমি
 পরম গতি প্রাপ্ত হইলাম । দিব্যপুরুষ এইরূপ
 বলিয়া ঋষিকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার
 অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বর্গপুরে প্রস্থিত হইলেন ।
 হে রাজন! অনন্তর সায়ংসময় সমাগত হইল,
 ঋষি শম্ম ব্যাধ কর্তৃক বিশেষরূপে আপ্যায়িত
 হইয়া সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিলেন; মহাত্মা
 ভূপ, দেব, অবতারনিকরের লীলা ও বংশ
 বর্ণন প্রভৃতি বিবিধ উপাখ্যান আলাপনে তাঁহার
 সে রজনী অতিবাহিত হইল ১৩২—৪২। ঋষি শম্ম
 ত্রাঙ্ক মুহূর্ত্তে গাত্রোখানপূর্ব্বক বাগ্‌যত হইয়া পাদ-
 প্রকালন করিলেন এবং শৌচাদি সংক্রিয়াসমূহ
 সম্পাদন করিয়া তারক ব্রহ্ম ধ্যান করিতে লাগি-
 লেন । অনন্তর তিনি মেঘসংস্থ বৈশাখের সূর্য্যো-
 দয়ের পূর্বে স্নান ও সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া দেব,
 ঋষি ও পিতৃ প্রভৃতি অখিল লোকের তর্পণ করি-
 লেন । তারপর ব্যাধকে অস্থানপূর্ব্বক হুষ্টোহ্মা-
 করণে তাহাকে দর্শন করত তাঁহার মস্তক জলধারা
 প্রকালন করিয়া বেদসার শুভাবহ ‘রাম’ এই
 দ্ব্যক্ষর মন্ত্র তাহাকে অর্পণ করিলেন এবং বলিলেন,
 —হে ব্যাধ! বিষ্ণুর এক একটা নামই নিখিল
 সুরের নাম হইতে আরম্ভ, তাঁহার সহস্র নাম তদীয়

তদ্ব্যজ্ঞমেতি তরাম জপ-ব্যাধ নিরন্তরম্ । ধর্ম-
নেতান কুরু ব্যাধ যাবদাসরণান্তিকম্ ॥ ৫৫ ॥
ততস্তে ভবিতা জন্ম বন্দীকৃত্ত্ব ঋষেঃ কুলে ।
বাণীকিরিতি নামা চ ভূমৌ খ্যাতিমবাপ্যসি ॥ ৫৬ ॥
ইতি ব্যাধঃ সমাধিত্ত্ব প্রত্যহে দক্ষিণাং দিশম্ ।
ব্যাধোহপি তং পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৭ ॥
কিঞ্চিক্রাহগো ভূহা স কদনং বিরহাতুরঃ । যাবদৃষ্টি-
পথং তাবৎ পশুংস্তস্মৈ গতিং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥ পুনর্নিব-
বৃজে কঙ্কাস্তমেব হৃদি চিন্তয়ন্ । বনং নির্মায়
তদ্ব্যর্থে প্রপাং কৃহা সুনির্মলম্ ॥ ৫৯ ॥ অতি-
যোগ্যানিমান্ ধর্মীন্ বৈশাখোক্তাংস্চকার হ । বস্ত্রৈঃ
কপিখগনসৈর্জহুচুতানিভিঃ কলৈঃ ॥ ৬০ ॥ মার্গগাণাং
অমার্গানামাশ্রয়ং পরিকল্পয়ন্ । উপানন্তিকন্দনৈশ্চ
হৃদ্যৈশ্চ ব্যজ্ঞনৈরপি ॥ ৬১ ॥ বালুকাস্তরগোপেত-
জ্জলানিভিঃ কচিৎ কচিৎ । আজহার্য্য পাশানাং
শ্রমং যেনোক্তবং তথা ॥ ৬২ ॥ প্রাতঃ স্নাত্বা

অনন্তনামমধ্যে উত্তম; তাদৃশ সহস্র নামের
সহস্র আবার একটি রামনামের সমান, অতএব
তুমি নিরন্তর 'রাম' নাম জপ কর । হে ব্যাধ । যে
পর্যন্ত তোমার মরণ উপস্থিত না হয়, ততকাল এই
সকল ধর্মের অনুষ্ঠান কর; অতঃপর এই ধর্ম-
প্রভাবে তোমার বন্দীকৃত্ত্ব ঋষির কুলে জন্ম হইবে ।
তুমি বাণীকনামে ভূতলে বিখ্যাতি লাভ করিবে ।
ঋষি শঙ্খ ব্যাধের প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান
করিয়া দক্ষিণ দেশে প্রস্থিত হইলেন । ব্যাধও
ভাঁহাকে প্রদক্ষিণপূর্বক পুনঃপুনঃ প্রণাম করিতে
লাগিল এবং কিয়দূর গুরুর অনুগমন করত বিরহা-
তুর হইয়া রোদন করিতে লাগিল । যতদূর দৃষ্টি
সম্বলিত হইল, ব্যাধ ভাঁহার গতি নিরীক্ষণ
করিতে লাগিল । অনন্তর ঋষি দর্শনপথের অতীত
হইলে ভাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করিতে করিতে অতি-
কষ্টে নিবৃত্ত হইল । ব্যাধ পথমধ্যে এককানন
নির্মায় ও সুনির্মলজলা প্রপা প্রতিষ্ঠিত করিয়া
সেই কাননে বাস করত বৈশাখযোগ্য ধর্মনিচয়ের
অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । বনজাত কপিখ, পনস,
পল্লব, জম্বু ও আম্রাদি কলহার্য্য অমরীষ্ট পথিক-
গণের আহার প্রদান করিল । পথমধ্যে কোথাও
অমার্গ পথিকগণকে প্রত্যুকা, চন্দন, ছত্র ও ব্যজ্ঞন
প্রদান করিল; কোথাও উত্তম বালুকাস্তমে ছায়া
নির্মায় করিয়া পথিকগণের অমোক্তব বেদ অপ-
সংগীত করিল । সেই ব্যাধ প্রাতঃকালে স্নান

দিবারাজ্য জপন্যমেতি বৈ মহতঃ । ব্যাধকল্পনি
নামাসৌ বন্দীকৃত্ত্ব সুতোহুতৎ ॥ ৬৩ ॥ কপূর্ণানি মুনিঃ
কশ্চিত্ত্বশ্মিরেব সরোবরে । তপো বৈ হৃদয়ঃ
তেপে বাহ্যব্যাপারবর্জিতঃ ॥ ৬৪ ॥ বন্দীকৃত্ত্ববন্দেহে
তস্ত কালেন ভূয়সা । বন্দীক ইতি তং প্রাহরতো
বৈ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৬৫ ॥ পশ্চাত্তপোবিরাম্যাস্তে
কর্ণৌ স্মৃতিপথং গতে । শ্রিয়োহনুস্মরতো রাজন্
শ্লিতং চেন্দ্রিয়ং মূনেঃ ॥ ৬৬ ॥ জগ্রাহ শৈলুর্ঘী
কাচিন্তস্তাং যজ্ঞে বনেচরঃ । বাণীকিরিতি বিখ্যাতো
ভুবনেষু মহাযশাঃ ॥ ৬৭ ॥ যো বৈ রামকথাং দিব্যাং
বৈঃ প্রবচৈর্নোহরৈঃ । লোকে প্রখ্যাপায়ামাস
কর্মবদ্ধনিকুন্তনীম্ ॥ ৬৮ ॥ ঋতদেব উবাচ । পশু
বৈশাখমাহাশ্রয়ং ভূপালাদ্যপি ভূতিদম্ । ব্যাধোহপ্য-
পানহৌ দহা ঋষিহং প্রাপ ভ্রমতম্ ॥ ৬৯ ॥ য ইদং
পরমাখ্যানং পাপস্বং যোমহর্ষণম্ । শৃণুযাজ্ঞ-
বয়েদ্যপি ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীহান্দে নারদাচার্য্যসংবাদে ব্যাধো-
পাখ্যানে বাণীকের্জনকধনং নামৈক-
বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

করিয়া অহোরাত্র 'রাম' নাম জপ করিতে লাগিল ।
হে রাজন! ব্যাধজন্মেই সে বাণীক ঋষির পুত্ররূপে
প্রখ্যাত হইল । হে নৃপ! কপূর্ণ নামে অনেক মুনি
সাহু-ব্যাপাররহিত হইয়া তত্ত্ব; এক সরোবরতীরে
দুশ্চর তপশ্চরণ করেন; তিনি অনন্তকাল তপস্বী
করিতে থাকিলে ক্রমে ভাঁহার দেহ বন্দীকৃত্ত্ব-
কায় (উইমাটী) আচ্ছন্ন হইল; এজন্ত সেই
মুনিসত্তমকে সকলেই বাণীক বলিয়া বিদিত
হইয়াছিল । হে রাজন! অনন্তর ভাঁহার তপস্বীর
বিরাম হইলে তিনি রমণী স্মরণ করিয়া শ্লিভেস্ত্রিয়
হন, তৎকালে এক শৈলুর্ঘী তাহা গ্রহণ করে,
সেই শৈলুর্ঘীর উদরে ঐ বনেচর ব্যাধ জন্মগ্রহণ
করিয়াছিল । অনন্তর এই বনেচরই ভূতলে মহা-
যশা বাণীকি নামে বিখ্যাত হন, ইনি ঋষি রচিত
প্রবন্ধনিচয় হারা দিব্য মহাকথাপূর্ণ কর্মবদ্ধচেদন-
সমর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত "রামায়ণ" প্রণয়ন করিয়া-
ছিলেন । ঋতদেব বলিলেন,—হে ভূপাল! বৈশা-
খের প্রভাব অবলোকন কর, এই বৈশাখ মাস
অদ্যপি ভূতলে ভূতিপ্রদ হইয়া থাকে; যে,
ব্যাধও পাতকাসুগলধান করিয়া ভ্রমতম হইয়া
করিল । হে মানব পাপস্বং যোমহর্ষণ এই পরম

ষাণ্মাসোহধ্যায়ঃ ।

মৈথিল উবাচ । কা হস্মিন্স্থিতিঃ পুণ্য মাসে
বৈশাখসংজ্ঞকে । কানি দানানি শতানি তানু তানু
বিশেষতঃ ॥ ১ ॥ কাঃ প্রথ্যাতাশ্চ বৈ লোক এতদা-
চক্ৰ বিস্তরাৎ ॥ ২ ॥ ঋতদেব উবাচ । ত্রিংশচ্চ তিথয়ঃ
পুণ্য বৈশাখে মেঘগে রবৌ ॥ ৩ ॥ একাদশ্যাং
কৃতং পুণ্যং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ । সর্বদানেষু
যৎপুণ্যং সর্বতীর্থেষু যৎকলম্ ॥ ৪ ॥ সমবাপ্নোতি
বৈশাখ একাদশ্যাং জলাপ্লুতঃ । জ্ঞানং দানং তপো
হোমো দেবতार्চনসংক্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥ কথায়্যাঃ শ্রবণং
চৈব সদ্যো মুক্তিবিধায়কম্ । রোগাত্যপহতো যন্ত
দারিদ্র্যেণাপি পীড়িতঃ ॥ ৬ ॥ ঋত্বা কথামিমাং পুণ্যাং
কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ । অন্নাত্মা চাপ্যদত্বা চ যেন
নীতা ইমাঃ শুভাঃ ॥ ৭ ॥ স গোব্রহ্ম কৃতব্রহ্ম পিতৃ-
ব্রহ্ম মহান্মতঃ । জলাশয়াশ্চ স্বাধীনাঃ স্বাধীনক

উপাখ্যান শ্রবণ করে ও অন্য কাহাকে শ্রবণ
করায়, তাহাকে আর মাতৃস্বস্ত পান করিতে হয়
না ॥ ৫০—৭০ ॥

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

ষাণ্মাস অধ্যায় ।

মৈথিল্যাদিপিতৃজ্ঞান করিলেন,—বৈশাখমাসের
কোন কোন তিথি পুণ্যজনক ? বিশেষতঃ সেই
তিথিনিচয়ে কোন কোন দান প্রশস্ত ? ত্রিলোকে
কোন কোন তিথি প্রখ্যাত ? বিস্তারপূর্বক এই
সকল বলুন । ঋতদেব উত্তর করিলেন,—মেঘ-
সংহ-দিবাকরে বৈশাখমাসে ত্রিংশৎ তিথিই পুণ্য-
জনক । তন্মধ্যে একাদশীতে কৃত পুণ্য অত্যন্ত তিথি
অপেক্ষা কোটিকোটিগুণ অধিক । নিখিল দান ও
তীর্থসেবায় যে পুণ্য, বৈশাখের একাদশীতে জলা-
প্লুত হইলে তাহার তুল্য ফল লাভ হয় । এই
একাদশীদিনে জ্ঞান, দান, তপ, হোম, দেবতার্চন,
বিষ্ণুকথাশ্রবণ প্রভৃতি নিখিল সংক্রিয়া মুক্তিজনক
জানিবে । রোগাতিকৃত ও দারিদ্র্যপীড়িত মানবও
এই বৈশাখ-একাদশীতে বিষ্ণুর পুতকথা শ্রবণ করিয়া
কৃতকৃত্য হয় । যে মানব জ্ঞান ও দান না করিয়া
এই সকল শুভাবহ পুণ্যদিনের আতিবাহন করে,
তাহাকে ভীষণ গোর ও পিতৃর বলিয়া জানিবে ।
সর্বত্রই অনুশ্রমসমূহে সকলের সমান অধিকার,
আগিগণের দ্বীপ কলেশবরও য য অধীন ; এই

কলেশবরম্ ॥ ১ ॥ মাধবো যনসা মেব্যঃ কালশ্চ
সুগুণোত্তমঃ । সাধবশ্চ দয়াবন্তঃ কো ন সেবেত
মাধবম্ ॥ ২ ॥ দারিদ্র্যেণ ধনাঢ্যৈশ্চ পশুতিচাষকৈ-
শ্চ । যশ্চৈশ্চ বিধবাতিশ্চ নারীতিশ্চ নরৈশ্চ ॥ ৩ ॥
কুমারযুবরাজৈশ্চ রোগাভৈরপি ভূমিপ । অতীবশু-
সাধ্যো হি ধর্ম্মো বৈশাখগোচরঃ ॥ ৪ ॥ মাসকেন-
মহুপ্রাপ্য ধর্ম্মান কুরু ইমান্ শুভান্ । কো ন যত্নক
কুরুতে তন্মাৎ কো যপরঃ শুভঃ ॥ ৫ ॥ যোহতীব
শুলভান্ ধর্ম্মান কুরুতি নরাধমঃ । তন্তৈব শুলভা
লোকা নারকা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥ অধাতঃ সম্ভ-
বক্যামি তস্মিন্ মাসে চ কোত্তমা তাঃ তিথিঃ সর্ব-
পাপহরীঃ দম্বঃ সারমিবোদ্ধতাম্ ॥ ৭ ॥ চৈত্রে মাসি
মহাপুণ্যে মেঘসংহে দিবাকরে । পাপহরী পিতৃ-
দৈবত্যা গম্যাকোটিকলপ্রদা ॥ ৮ ॥ অত্রৈব শ্রয়তে
পুণ্যা পিতৃগাথা পুরাতনী । শূণ্ণ তাং সংকথা
রাজন্ সাবর্ণৌ শাসতি ক্রিতিম্ ॥ ৯ ॥ ত্রিংশৎ
কলিযুগস্তান্তে সর্বধর্ম্মবিবর্জিতে । আনর্থে তু
দ্বিজঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মবর্ণ ইতি ঋতঃ ॥ ১০ ॥ দৃষ্টা

কালও উত্তমগুণযুক্ত ; অতএব যনে যনে মাধবের
সেবা কর্তব্য ; সাধুগণ দয়াশীল, ভীষণরা সকলকেই
ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া থাকেন ; এরূপ সুযোগ
পাইয়া কে না মাধবের সেবা করে ? ১—৮ ।
হে ভূমিপ । দারিদ্র্য, ধনাঢ্য, পশু, অন্ধ, ক্রীষ,
বিধবা, নারী, নর, কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও রোগাতুর—
বৈশাখসম্বন্ধী ধর্ম্ম সকলের পক্ষেই অতীব সুখসাধ্য,
অতএব তুমিও এই বৈশাখমাস সমাগত হইলে
বৈশাখোক্ত ধর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান কর । যিনি
বৈশাখধর্ম্মসাধনে যত্নবান হন, ভীষণ হইতে আর কে
শ্রেষ্ঠ আছে ? যে নরাধম বৈশাখের অতীব সুখ-
লভ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহারই নরকনিচয়
শুলভ হইয়া থাকে ; সংশয় নাই । অনন্তর মথিত
দধির সরোজারের জায় তোমার নিকট বৈশাখের
পাপনাশিনী উত্তম তিথি কীর্জন করিতেছি ।
চাত্র চৈত্র মাসে দিবাকরের মেঘরাশিতে অবস্থান
কালীন পিতৃদৈবত্যা অমাবস্তা তিথি অতীব পুণ্য,
ইহা কোটি গম্যার তুল্য ফলদায়ক । এই তিথিতেই
পুণ্য পুরাতনী পিতৃগাথা ঋত হয় ; একপে সেই
পুণ্যকথা শ্রবণ কর । হে রাজন । ত্রিংশৎ কলিযুগ-
বসানে যখন সার্বর্ষিক পৃথিবী শাসন করেন, তখন
ক্রিতিমল হইতে ধর্ম্ম সকল তিরোহিত হইয়াছিল ।
তৎকালে আনর্থেদেশে ধর্ম্মবর্ণ নামক জনৈক বিখ্যাত

কলিযুগে রাজন জনান পাপরতানুনিঃ। তন্ত্ৰৈব
প্রথমে পাদে বর্ণধর্মবিবর্জিতঃ ॥ ১৭ ॥ . স কদাচিৎ
সজ্জাগঃ মুনীমান্ত মহাক্ষমাম্। অগমৎ পুঙ্করে
ক্ষেত্রে কুর্ততাং মৌনধারিণাম্ ॥ ১৮ ॥ তত্র চাসন্
পুণ্যকথা স্ববীণাং শাস্ত্রগোচরাঃ। তত্র কেচিৎ
কলিযুগং প্রশংসুর্ভূতব্রতাঃ ॥ ১৯ ॥ কৃতে যদ্বৎ-
সরাং সাধ্যাং পুণ্যাং মাধবতোষণম্। ত্রেতায়াং
মাসতঃ সাধ্যাং দ্বাপরে পক্ষতো নৃপ ॥ ২০ ॥ তন্মাদ-
দশগুণং পুণ্যাং কলৌ বিষ্ণুস্মৃতের্ভবেৎ। অত্যল্পমপি
বৈ পুণ্যাং কলৌ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ২১ ॥ দয়া-
পুণ্যবিহীনে তু দানধর্মবিবর্জিতঃ। দয়াদানঞ্চ
কুরুতে সুরুচ্ছাধ্য বৈ হরিম্ ॥ ২২ ॥ স এব
চৌর্ধ্বগো নুনং হুর্ভিক্ষে চারদস্তথা। এতৎপ্রসঙ্গা-
বসরে নারদোহভ্যোত্যা বৈ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥ করেণৈকেন
শিখঞ্চ জিহ্বাং চৈকেন বৈ হসন্। প্রগৃহ্যামন্তবস্ত্র
ননর্ভ মুনিসন্তমঃ ॥ ২৪ ॥ সভ্যাস্তদা তমিত্যচুঃ
কিমন্তর্জিত নারদ। প্রত্যুবাচ স তাম সর্বাশ্রুত্যাং

যিহ বাস করিতেন। হে রাজন! যিহ ধর্মবর্ণ
কলিকালের প্রথমপাদে মানবগণকে পাপরত ও
বর্ণধর্মবিবর্জিত দেখিয়া পুঙ্করে গমন করেন।
তখন পুঙ্করক্ষেত্রে মহাত্মা মৌনী মুনীগণের যত্র প্রব-
র্তিত হইয়াছিল। সেই যাগভূমে শাস্ত্রবিৎ ঋষিগণ
সমবেত হইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা
করেন। তন্মধ্যে কতিপয় ধৃতব্রত ঋষি কলিকালের
প্রশংসা করেন; হে নৃপ! তাঁহারা বলেন,—
সত্যযুগে একবৎসর মধ্যে যে পুণ্য কার্যে বিষ্ণুর
সন্তোষ সাধন হয়, ত্রেতায় তাহা একমাসে, দ্বাপরে
একপক্ষে অর্থাৎ পনরদিনে সাধিত হইয়া থাকে;
কিন্তু কলিকালে বিষ্ণুশ্রবণেই তাহার দশগুণ পুণ্য
লাভ হয়। কলিকালে অত্যল্প পুণ্য অহুষ্ঠিত
হইলে তাহা কোটিগুণ সম্পন্ন হয়। এই কলিকালে
দয়া, পুণ্য ও দানধর্ম অতি বিরল। যে মানব একবার
হরির নাম উচ্চারণ করিয়া দয়া, দান, এবং হুর্ভিক্ষে
আন্ন বিতরণ করে, নিশ্চয়ই তাহার উদ্ধৃগতি হয়।
মুনীগণের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, ইত্য-
বসরে দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপনীত হই-
লেন। সেই ঋষিসন্তম নারদ এক করে শিখ ও
অপর কনুখায়া রসনা ধারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে
উন্নতের দ্বারা মুখ্য করিতে করিতে আগমন করি-
লেন। সভ্যসংগণ নারদের এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনে

কুর্ষন হসন্ সুবীঃ ॥ ২৫ ॥ সন্তোষাদ্যদ্যিহ প্রোক্তং
নৃত্যান্তির্ভাবতাস্তিঃ। সিদ্ধা বয়ং ন সন্দেহঃ
পুণ্যোহয়ং কলিরাগতঃ ॥ ২৬ ॥ তৎ সত্যং ন চ
সন্দেহো বহু স্বপ্নেন সাধ্যতে। শ্রবণাতোষমায়াতি
কেশবঃ ক্রেশনাশনঃ ॥ ২৭ ॥ তথাপি বঃ প্রবক্ষ্যামি
দ্বর্ঘটঞ্চ দ্বয়ং ব্রহ্ম। শিখস্ত নিঃগ্রহঃ পুত্রা জিহ্বায়া
অপি নিত্যশঃ ॥ ২৮ ॥ দ্বয়ং যদ্বি ভবেদ্যস্ত স
এব স্তাজ্জনাঙ্গিনঃ। ভবন্তিনীত্র স্মাতব্যং তন্মাৎ
কলিযুগাগমে ॥ ২৯ ॥ পাষণ্ডং ভারতং হিহা
সঞ্চরধ্বং যথাসুখম্। যত্র কুত্রাপি দেশেয় মনো
যত্র প্রসীদতি ॥ ৩০ ॥ ইতি তদ্বচনং ব্রহ্মা মুনয়ঃ
শংসিতব্রতাঃ। সূত্রং সমাপ্য সহসা যযুস্তে চ
যথাসুখম্ ॥ ৩১ ॥ ধর্মবর্ণোহপি তচ্ছ্রুত্বা ত্যক্তুঃ
ভূমিঃ মনো দধে। স ব্রতং চৌর্ধ্বতেজস্কং ধৃতা
দণ্ডকমণ্ডলু ॥ ৩২ ॥ জটাবক্ষসধারী চ ভূহা চৈবং

তাঁহাকে সন্তোষন করিয়া বলিলেন,—হে নারদ!
তোমার একি দৃষ্ট হইতেছে। সুবী নারদ হাসিয়া
নৃত্য পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি তাঁহাদের কথার
উত্তর করিলেন,—আপনারা ভাবিতাত্মা তপস্বী,
আপনারা এখনই যে নৃত্য সহকারে বলিয়াছেন,
মধুসূদনের সন্তোষেই সকল সিদ্ধি হয়; আপনারা
আরও বলিয়াছেন, হরিসন্তোষেই আমরা সিদ্ধপ্রাপ্ত
হইয়াছি, ইহাতে আমারও সন্দেহ নাই। এই পুণ্য
কলিযুগ সমাগত, এই কলিযুগে যে স্বর্গপ্রাপ্তি
সাধিত হয়, ইহা সত্য এ বিষয়ে সংশয় নাই; ক্রেশ-
নাশন কেশব শ্রবণমাত্রই সন্তোষ প্রাপ্ত হন ॥ ২৭ ॥
কিন্তু আপনাদের নিকট আমার দুইটি বক্তব্য আছে,
কলিকালে এই দুইটি দ্বর্ঘট জানিবেন। হে পুত্রগণ!
নিরস্তর শিখের ও জিহ্বার নিঃগ্রহ, কলিকালে
এই কার্যদ্বয় দ্বর্ঘট; বাহার এই দুইটি বনীভূত
হইয়াছে, তাঁহাকে স্বয়ং জনাঙ্গিন বলিয়া জানিবেন।
হে ঋষিগণ! কলিকাল সমুপাগত, আপনারা এখানে
বাস করিবেন না; আপনারা এই পাষণ্ডপূর্ণ ভারত-
ভূমি পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্ট বিচরণ করুন; যে
স্থানে আপনাদের মন প্রসন্ন হয়, তথায় গমন
করুন। ঋষিগণ দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ
করিয়া সহর যত্র সমাপনপূর্বক স্বর্গাভিলষিত
স্থানে গমন করিলেন। ধর্মবর্ণও এই বিবরণ
শ্রবণপূর্বক ভারতত্যাগে মনন করিলেন; তিনি
কলির লোকগণের অনাচার দর্শন করিয়া
বিম্বিত হইলেন এবং উর্ধ্বতেজস্বী ব্রতে অব-

যথো পুনঃ। কলৌ যুগে হনাতারান্ জষ্টং বিস্থিত-
মানসঃ ॥ ৩০ ॥ তত্রাপশুজ্ঞানান্ ঘোরান্ পাপাচার-
রতান্ খলান্। পাখণ্ডিনো দ্বিজাঃ সর্বে শূদ্রাঃ
প্রবাজিনস্তথা ॥ ৩১ ॥ তত্ভারং দ্বৈষ্টি ভাষ্যা চ
শিষ্যো দ্বৈষ্টি গুরুং তথা। ভূত্যশ্চ স্বামিহস্তা চ
পুত্র পিতৃবধে রতঃ ॥ ৩২ ॥ শূদ্রপ্রায়া দ্বিজাঃ সর্বে
বস্ত্রপ্রায়াশ্চ ধেনবঃ। গাথাপ্রায়াস্তথা বেদাঃ
ক্রিয়াসাম্যাঃ শুভাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ৩৩ ॥ ভূতপ্রেত-
পিশাচাদ্যাঃ ফলদাস্তত্র দেবতাঃ। তা এব শ্রদ্ধার্থ্যস্তি
জনাঃ পাপরতাঃ শিতাঃ ॥ ৩৪ ॥ সর্বে ব্যবায়-
নিরতাস্তদর্থং ত্যক্তজীবিতাঃ। কূটসাক্ষ্যপ্রবক্তারঃ
সদা কৈতবমানসঃ ॥ ৩৫ ॥ মনশ্চেকং বচশ্চেকং
কর্মণ্যেকং সদা কলৌ। সর্বেষাং হৈতুকী বিদ্যা
সাপুজ্যা নৃপমন্দিরে ॥ ৩৬ ॥ গীতাদ্যাশ্চ কলা
বিদ্যা নৃপাণাঞ্চ প্রিয়াবহাঃ। হীনাশ্চ পূজ্যতাং যান্তি
নোত্তমাশ্চ কলৌ যুগে ॥ ৩৭ ॥ শ্রোত্রিয়াশ্চ দ্বিজাঃ
সর্বে দরিদ্রাঃ সূচ্যঃ কলৌ যুগে। বিষ্ণুভক্তির্নরাণাস্ত

প্রায়শো নৈব বর্ততে ॥ ৪১ ॥ প্রায়ঃ পায়ণ্ডুয়িষ্ঠঃ
পুণ্যক্ষেত্রং ভবিষ্যতি। শূদ্রা ধর্মপ্রবক্তারো
জটিলাস্তাপসাঃ কলৌ ॥ ৪২ ॥ সর্বে চান্নাঘরো
মর্ত্যা দয়াহীনাঃ শঠা জনাঃ। সর্বে ধর্মপ্রবক্তারঃ
সর্বে চ গ্রহণোৎসবঃ ॥ ৪৩ ॥ স্বাচ্ছন্দ্যং চাপি
হীচ্ছন্তি বৃথা নিন্দাপরায়ণাঃ। অশ্রুয়ানিরতাঃ
সর্বে প্রভোঃ স্বগৃহমাগতে ॥ ৪৪ ॥ ভ্রাতা চ ভগিনী-
গস্তা পিতা পুত্রীক বৈ কলৌ। সর্বেহপি শূদ্রানিরতাঃ
সর্বে বারাদ্ভনারতাঃ ॥ ৪৫ ॥ সাধুরৈব বিজানন্তি
বহু পাপাংশ্চ মম্বতে। ব্যক্তীকুরন্তি সাধুনাং
দোষমেকং তুরাগ্রহাঃ ॥ ৪৬ ॥ পাপানাং দোষজাতানি
গুণহীন বদন্তি হি। দোষমেব প্রগুহন্তি কলৌ
তু বিগুণা জনাঃ ॥ ৪৭ ॥ জলোকা ধর্মসংযুক্তা রক্তাঃ
পিবতি নো পয়ঃ। ঔষধ্যঃ সঙ্কীনা হি ঋতুনাং
ব্যত্যাস্তথা ॥ ৪৮ ॥ তুর্ভিক্ষং সর্বরাষ্ট্রেষু কস্তা
কালে ন হয়তে। নটনকবিদ্যাসু ক্রীতিমন্তো
নরাঃ কলৌ ॥ ৪৯ ॥ বেদবেদান্তবিদ্যাসু নিরতা য়ে

স্থিত হইয়া দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ও বকল ধারণ-
পূর্বক ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। হে
রাজন্! ঋষিগণ যথেষ্ট চলিয়া গেলে ধর্ম-
বর্ণ দেখিলেন,—লোকগণ খলস্বভাব হইয়া ভীষণ
পাপাচারে রত হইয়াছে, দ্বিজগণ পায়ণ্ডু হইয়া
উঠিয়াছে, শূদ্রসমূহ শ্রমবজ্রা গ্রহণ করিতেছে,
পত্নী স্বামীর ঘেষ করিতে লাগিল, শিষ্য গুরুর
দ্বৈষ্টি হইল, ভূত্যগণ শ্রমুর বিনাশ ও তনয়
পিতার বধসাধনে নিরত হইল। তিনি আরও
দেখিলেন,—দ্বিজগণ শূদ্রপ্রায়, ধেনুনিচয় তৃদ-
হীন, বেদ গাথার স্থায়, শুভাবহ ক্রিয়াকলাপ
লৌকিক ক্রিয়াসদৃশ, ভূত, প্রেত ও পিশা-
চাদি অপদেবতাগণ ফলদ হইতেছে, পাপরত
জ্বর নরগণ শ্রদ্ধা সহকারে তাদৃশ অপদেবতা-
দিগকেই পূজা করিতেছে; সকলেই স্ত্রী সন্তোগ-
রত, স্ত্রীর জন্ত জীবনত্যাগে প্রস্তুত, কূটসাক্ষ্য-
দাতা ও বৃত্ত; কলির লোকের মনে এক, বাক্যে
আর এক এবং কার্যে তাহার বিপরীত; সক-
লেই হেতুশাস্ত্রবাদী; নৃপালয়ে হেতুবিদ্যারই
অধিক সম্মান; সীত, বাদ্য ও কলাবিদ্যাই কলির
ভূপালগণের প্রিয়; কলিকালে হীন মানবগণই
পূজিত হয়, উত্তম মানবগণ পূজিত হন না;
কলির বেদবিদ্যে জ্ঞানগণ দরিদ্র, মানবগণমধ্যে

বিষ্ণুভক্তি প্রায়ই দেখা যায় না ॥ ২৮—৪১ ॥ কলিকালে
পুণ্যক্ষেত্র প্রায়ই পায়ণ্ডু-পরিপূর্ণ হইবে; শূদ্রগণ
ধর্মবক্তা ও জটীধারিমাতেই তপস্বী বলিয়া গণ্য
হইবে; নরগণ দয়াহীন, শঠ ও অন্নায়ু হইবে,
সকলেই ধর্মবক্তা ও পরদ্রব্য হরণপরায়ণ হইবে।
মানবগণ সকলের নিকট পূজিত হইবার আকাঙ্ক্ষা-
করিবে ও বৃথানিন্দাপরায়ণ হইবে; ভূত্যগণ
শ্রমুর অশ্রু ও গৃহে আসিয়া তাঁহার নিন্দা করিবে;
ভ্রাতা ভগিনীগমন ও পিতা কস্তাগমন করিবে।
কলির লোকগণ প্রায় শূদ্রানিরত ও বেস্তাসক্ত
হইবে; সাধুগণকে কেহই বিদিত হইতে সমর্থ
হইবে না, সকলেই সাধুদিগকে অত্যন্ত পান্ডিত্য
বলিয়া মনে করিবে। তুরাগ্রহ ব্যক্তিগণ সাধু-
দিগের কোন একটা দোষ অবশ্যই কল্পনা করিবে;
আর পাপী মানবগণের দোষসমূহ গুণ বলিয়া
কীর্তন করিবে; কলির গুণহীন মানব সকলেরই
দোষানুসন্ধান করিবে; জলোকা যেমন তৃদপান
না করিয়া রক্তপান করে; কলির লোকও
তদ্রূপ জলোকাধর্মাবিলম্বী হইয়া রক্তপানে রত
হইবে; কলিতে ঔষধিসমূহ বীৰ্যহীন হইবে ও
ঋতুর বিপর্যয় ঘটিবে; সকল রাজ্যেই তুর্ভিক্ষ-
রাক্ষস প্রাদুর্ভূত হইবে; কস্তা বধাকালে প্রসব
করিবে না এবং কলির লোক সকল সন্তত মাটা
মৃত্যুদিগেই ক্রীতিমান হইবে। নৃপা বহুবিধ

গুণাধিকাঃ । তৃত্যন পশুস্তি তানুচাষ্টে ত্রীষ্টাচাখিলা
নৃপ ॥ ৫০ ॥ ত্যক্তশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ সর্বে ত্যক্তবেদোদিত-
ক্রিয়াঃ । জিহ্বায়াঃ বিকুনামানি ন বর্ভন্তে কদাচন ।
শৃঙ্গাররসনির্মাণাস্তদগীতান্তেব তে জন্তুঃ ॥ ৫১ ॥
ন বিকুসেবা ন চ শাস্ত্রবান্ধা ন যাগদীক্ষা ন
বিচারলেশঃ । ন তীর্থযাত্রা ন চ দানধর্ম্মাঃ কলৌ
জন্মে কাপি বভূব চিত্তম্ ॥ ৫২ ॥ তান্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্ম-
বর্ণোহপি শ্রুতীতোহত্যন্তবিস্মিতঃ । বংশং পাপাৎ
কর্ম্মং যান্তঃ দৃষ্ট্বা দীপান্তবং যযৌ ॥ ৫৩ ॥ স চরন্
সর্ব্বদীপেষু লোকেষেব তু সর্ব্বশঃ । পিতৃলোকং
যযৌ ধীমান্ কদাচিৎ কৌতুকাবিতঃ ॥ ৫৪ ॥
তজ্জাপন্তমহাঘোরান্ শ্রাম্যমাণাংশ্চ কর্ম্মভিঃ ॥ ৫৫ ॥
ধাবতো রুদমানাংশ্চ পততঃ পতিতানপি । তত্রা-
পস্তাক্ষকূপে পতিতান্ স্থান পতুনধঃ ॥ ৫৬ ॥
দূর্ধ্বাগ্রলবিনো দীনান্ দূর্ধ্বাচ্ছেদে হি শক্তিতান । তদা
প্রাপ্তঃ কোহপি চাখুর্দূর্ধ্বামূলং তদাশ্রয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
তেন ভাগত্রয়ং চান্তমেকো ভাগোহবশেষিতঃ ।

বেদবিদ্যানিরত ও অধিক গুণসম্পন্ন, ত্রীষ্টাচার
কলির অধিল লোক তাঁহাদিগকে ভৃত্যেব স্মার
দর্শন করিবে । সকলেই বেদোদিত শ্রাদ্ধ ক্রিয়া
পরিত্যাগ করিবে । কদাচ কাহাব জিহ্বায জনা-
র্দনের নাম শুনা যাইবে না । নরগণ শৃঙ্গার রসকেই
পরম নির্মাণ বলিয়া মনে করিবে, সকলেই শৃঙ্গাব-
সম্বন্ধী কথার কীর্তন করিবে । বিকুসেবা, শাস্ত্র-
বান্ধা, যাগদীক্ষা, বিচারবুদ্ধি, তীর্থযাত্রা ও দানধর্ম্ম
যেন কলির লোকের মনে অতীব বিচিত্র বলিয়া
বোধ হইবে । ধর্ম্মবর্ণ এই সকল অবলোকন
করিয়া অত্যন্ত ভীত ও বিস্মিত হইলেন এবং
পাপাচরণে বংশকর্ম্ম অবশস্তাবী জানিয়া অস্ত্র এক
দীপে চলিয়া গেলেন । তিনি এক দীপ হইতে
অস্ত্র দীপ, এইভাবে ক্রমে সকল লোক বিচরণ
করিলেন । ধীমান্ ধর্ম্মবর্ণ একদা কৌতুহলাবিত
হইয়া পিতৃলোকে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন,—তদীয়
পিতৃগণ বিবিধ কর্ম্ম দ্বারা ভীষণ পরিশ্রান্ত হইয়া-
ছেন, কেহ ধাবিত, কেহ রোদন্যমান, কেহ পতিত
হইয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন । তিনি আরও
দেখিলেন,—তাহার কতিপয় পিতৃগণ অন্ধকূপে
পতিত ; কতিপয় অধঃপতনোন্মুখ, তাঁহারা দূর্ধ্বার
অতি দূর অগ্রভাগ অবলম্বন করিয়া দীনভাবে
অবস্থানপূর্ব্বক কখন দূর্ধ্বা হির হইবে তজ্জপ্ত
শক্তি হইতেছেন ; এক যুবিক আসিয়া সেই স্ব

তং দৃষ্ট্বা তে কীর্যমাণং মূলং দ্বঃধেন করিণঃ ॥ ৫৮ ॥
অধো দৃষ্ট্বা চাক্ষুশং তটপাতাদিভীষণম্ । দৃষ্ট্বাত্তারং
মহাঘোরং কর্ম্মণাপ্তং শ্রুত্বাখিতাঃ ॥ ৫৯ ॥ অগ্রে
চাপি দৃষ্ট্বাত্তারমবলম্বনবিসর্জিতম্ । তান্ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো
ভূহা দয়ালুর্দাকামত্রবৌৎ ॥ ৬০ ॥ কে যুয়ং পতিতা
হস্মিন্ কেন দ্বস্তরকর্ম্মণা । কস্ত গোজে সমুৎপন্নঃ
কথং বো মুক্তিরুজ্জিতা ॥ ৬১ ॥ এতদ্ব্যয়ং বদধ্বং
মে শর্ম্ম বোহথ ভবিষ্যতি ॥ ৬২ ॥ ইত্যেবমুদিতা-
স্তেন পিতবোহথ শ্রুত্বাখিতাঃ । তমুচুঃ করুণাং
বাচং ধর্ম্মজ্ঞতিপুরঃসরাঃ । পিতর উচুঃ । বয়ং
জীবৎসগোত্রীযা ভুবি সন্তানবর্জিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
পিণ্ডশ্রাদ্ধবিহীনাস্ত তেন পচ্যামহে বয়ম্ । নিঃসন্তা-
নোহপি নো বংশো জাতঃ পাপৈঃ কলৌ যুগে ॥
৬৪ ॥ নান্মাকং পিণ্ডদশাশ্রিত বংশে পাপাৎ কর্ম্মং
গতে । তেনাক্ষকূপে পতনং নিস্তৃক্ণাং দুরাশ্র-
নাম্ ॥ ৬৫ ॥ একো হি বর্ভতে বংশে ধর্ম্মবর্ণো

দূর্ধ্বা মূলের ভাগত্রয় রুস্তন করিয়াছে ও এক-
ভাগ অবশিষ্ট আছে , তাহা একবার সেই
কীর্যমাণ দূর্ধ্বার প্রাতি দৃষ্টীনক্ষেপ করিতে-
ছেন, অতিদুঃখে সেই দূর্ধ্বামূল আকর্ষণ করিতে-
ছেন, আগার অধোদিকে অন্ধকূপে ভীষণ পতন
ভাবিয়া আকুল হইয়াছেন । তাঁহারা —কদিকি
যেমন শীঘ্র কর্ম্মজনিত দূর্ধ্বার ভীষণ অন্ধকূপ
দশনে দুঃখিত হইতেছেন, সম্মুখে আবার তেমনই
আশ্রয়হীন হইয়া ভীষণতর শির হইয়াছেন । দয়ালু
ধর্ম্মবর্ণ পিতৃগণের এইরূপ দুঃখ দর্শনে বিস্মিত
হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কে ? এমন
কি দ্বস্তর কর্ম্ম করিয়াছেন যে, আপনারা এই অন্ধ-
কূপে পতিত হইতেছেন ? আপনারা কোন্ গোজে
উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? কি করিলে আপনাদের উত্তম
মুক্ত হইতে পারে ? আপনারা এ সকল আমার
নিকট বলুন, আপনাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৬২ ॥
ধর্ম্মবর্ণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আর্ন্ত পিতৃগণ তাঁহাকে
বেদধর্ম্মানুসারে বক্ষ্যমাণ করুণবাক্যে বলিতে
লাগিলেন । পিতৃগণ বলিলেন,—আমরা জীবৎস-
গোত্রীয়, ভূতলে আমরা সন্তানহীন হইয়াছিলাম ,
শ্রাদ্ধ-পিণ্ডবিহীন হওয়ার সম্ভ্রতি আমরা পচ্যমান
হইয়াছি । কলিকাল সমাগত হইলে অনেক পাপাচরণ
করিয়া আমাদের সন্তানগণ বংশহীন হই, পাপ বংশত
বংশ কীর্ণ হইলে আমাদের শ্রাদ্ধপিণ্ডদাতা বিমুগ্ধ
হয় । আমরা দুরাত্মা, তাঁহঁ নিঃসন্তান হইয়াছি ;

মহাশয়ঃ । স বিরক্তচরমেকো ন গার্হস্থ্যপেয়-
বান্ । ৬৬ । তন্ময় তেন বিভ্রামো দূর্কীনালাব-
লম্বিতাঃ । নিমন্তব্যাক তন্ময়মাখঃ খাদতি প্রত্যহম্ ।
৬৭ । একশ্চৈবাবশিষ্টহাং কিঞ্চিন্মলোহবশেষিতঃ ।
আখুনা খাদ্যমানচ'বর্ততে সৌম্য পশুতাম্ । ৬৮ ।
তস্ত চাযুক্তয়ে তাত শেষমাখুহরিষ্যতি । পশ্চাৎ
কূপে পতিষ্যামো হরুস্তারেহহৃতামসে । ৬৯ ।
তন্ময়ঃ চ ভুবং গহা ধর্মবর্ণং প্রবোধয় । অশ্ব-
হাকৌর্দগাপাঈর্গার্হস্থ্যে বিমুখং মুনিম্ । ৭০ ।
পিতরস্তে ভূশার্ভা হি নরকে পতিতা ময়া । অহ-
কূপে হরুস্তারে দৃষ্টা দূর্কীবলম্বিতাঃ । ৭১ । সা
দূর্কী বংশরূপা হি তন্মুলং সততং মূনে । কালার্থো
মুখকস্তমূলং খাদতি প্রত্যহম্ । ৭২ । বংশনাশো-
হনুকমত একম্বং অবশেষিতঃ । তেন মূলস্ত

দূর্কীয়া নষ্টঃ ভাগজয়ঃ মূনে । ৭৩ । একো ভাগো-
হবশিষ্টোহজ যতম্বং বর্তসে ভুবি । কিঞ্চিৎ খাদতি
বৈ ত্রাখুস্তব চাযুক্তয়ক্রমাৎ । ৭৪ । পরেতে খবি
চাম্বাকঃ তবাপি পতনং ভবেৎ । কূপ এবাশ্ব-
তামিস্রে সন্তানেহপি কয়ং গতে । ৭৫ । তন্মাদগার্হস্থ-
মাসাদ্য কুরু সন্ততিবর্দ্ধনম্ । তেনাশ্বাকঃ ভবাপি
স্তাদগতিরুজ্জ্বা ন সংশয়ঃ । ৭৬ । এইব্যা বহবঃ
পূজা যদ্যেকোহপি গম্যঃ ভজেৎ । যজ্ঞেত বাধ-
মেধঞ্চ নীলং বা বৃষমুৎসজেৎ । ৭৭ । যদ্যেকোহপি
চ বৈশাখে মাঘে বা কার্তিকেহপি চ । অশ্বাস্তুদ্বিভবৈ
স্তানং শ্রাদ্ধং দানং করিষ্যতি । ৭৮ । তেন চোচ্চ-
গতির্ভূয়াররকাত্ত্বতিষ্ঠ নঃ । একো বা বিকৃতভক্তঃ
স্তাদেকো বা হরিবাসরী । ৭৯ । একো বা শূন্যদ-
বিকোঃ কথাং পাপবিনাশনীয়ম্ । তস্তাতীতঃ কুলশতং
ভাবি চাপি কুলং শতম্ । ৮০ । অপি পাপবৃত্তঃ
কাপি নরকং নৈব পশ্যতি । কিমন্তৈর্কহতিঃ পুত্রৈ-

আর তজ্জন্তই আচ্ছ অহুকূপে আমরা পতনোন্মুখ ।
আমাদের বংশ একমাত্র সন্তান বিদ্যমান, তাহার
নাম মহাশয় ধর্মবর্ণ; ধর্মবর্ণ সংসারে বিরক্ত হইয়া
গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ করে নাই, সে এক্ষণে একাকী
সর্বত্র বিচরণ করিতেছে । আমাদের সেই ভ্রমণ-
শীল সন্তান আছে বলিয়াই আমরা দূর্কীনাালের
বংশ লাভ করিয়াছি; আমাদের আর সন্তান নাই,
এজন্ত মুখিক প্রতিদিন এই দূর্কীমূল ভক্ষণ
করিতেছে, আর আমাদের এক সন্তান অবশিষ্ট
আছে বলিয়াই এই দূর্কীমূলের অতি অল্পমাত্র অব-
শিষ্ট রহিয়াছে । হে সৌম্য! তুমি সম্মুখে আগমন-
পূর্বক দর্শন কর, দেখিতে পাইবে, মুখিক দূর্কীমূল
ভক্ষণ করিতেছে । হে, তাত! যৎকালে আমাদের
সেই সন্তান ধর্মবর্ণের আয়ুঃশেষ হইবে, মুখিকও
তখন এই অবশিষ্ট দূর্কীমূল নিঃশেষরূপে কুস্তন
করিবে, তখন অবশ্যই আমরা এই হস্তর অহুকূপে
পতিত হইব । অতএব তুমি ভূতলে গমনপূর্বক
ধর্মবর্ণকে প্রবোধিত কর; আমরা সর্বথা দয়ার
পাত্র, তুমি গার্হস্থ্যবিমুখ মুনি ধর্মবর্ণকে আমাদের
এই সকল উক্তি দ্বারা বুঝাইয়া বলিবে;—“তোমার
পিতৃগণ অত্যন্ত পীড়িত; আমি দেখিয়া আসিলাম,
—তাহারা নরকে পতনোন্মুখ; আমি দেখিয়াছি,—
তাহারা হস্তর অহুকূপে পতনোন্মুখ হইয়া এক হস্ত
দূর্কীর মূল অবলম্বন করিয়া আছেন । হে মূনে! সেই
দূর্কীই বংশরূপী, কালরূপী মুখিক প্রত্যহ সেই দূর্কী-
মূল ভক্ষণ করিতেছে; হে মূনে! বংশনাশের

ক্রমানুসারেই সেই দূর্কীমূল ছিন্ন হইবে, তুমি অব-
শিষ্ট আছ বলিয়াই এখনও সেই দূর্কীর তিন অংশ
মুখিক কর্তৃক ভক্ষিত ও কীণ একাংশ অবশিষ্ট
আছে । তুমি যতকাল ভূতলে জীবিত থাকিবে, তত
দিনই এই কীণাংশ অবশিষ্ট থাকিবে, তোমার
আয়ুঃকয় হইলে মুখিকও তাহা নিঃশেষরূপে ভক্ষণ
করিবে; আর তুমি প্রেতভবনে গমন করিলে,
সন্তানহীন হইয়া তোমার পিতৃগণেরও অহুতামিস্র-
নামক কূপে পতন হইবে । ৬৩—৭৫ । অতএব তুমি
গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বনপূর্বক সন্ততিবর্দ্ধন কর, এইরূপ
করিলে তোমার এবং আমাদের উদ্ধগতি লাভ
হইবে, সংশয় নাই । কোন তনয় অশ্বমেধ দ্বারা পিতৃ-
গণের পূজা করিবে, কেহ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে,
আর কোন না কোন তনয় অবশ্যই গম্য গমন
করিবে; কেহ বা বৈশাখ, মাঘ ও কার্তিক মাসে
স্তান করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধদান করিবে;
তনয়গণের এই সকল ক্রিয়া দ্বারা আমাদের নরক
হইতে উদ্ধার হইয়া উদ্ধগতি হইবে; একজন
বিকৃতভক্ত হইবে, একজন বা হরিবাসরূপায়ণ
হইবে, অপর কোন তনয় বা বিকৃত পাপনাশিনী
কথা শ্রবণ করিবে; একজন পিতৃগণ বহু তনয় কামনা
করেন । হে সৌম্য! তুমি তাহাকে বলিবে এইরূপ
করিলে সেই তনয়ের উদ্ধ ও অবলম্বন পতনর
উদ্ধার হয়; যদি তদীয় পিতৃগণের মধ্যে কেহ
পাপবৃত্তিপূরায়ণ হন, তথাপি উদ্ধার নরক দর্শন

১১৩। সৌদকৃতং তথা শ্রীকং কৃতা পাপবিনাশনম্ ।
 তেম দ্বা পিতৃগণা মুক্তিমাশুতিবর্জিতাম্ ॥ ১১৪ ॥
 স্বয়ং বিবাহমকরোং সন্ততিং প্রাপা বৈ সতীম্ ।
 লোকে প্রখ্যাপিয়ামাস তাং তিথিং পাপনাশনম্ ॥ ১১৫ ॥
 স্বয়ং পুনরুদ্য তন্ত্য গন্ধমাদনমায়যৌ ॥ ১১৬ ॥
 পুণ্যতমা চৈব মধোদর্শীহুয়া তিথিঃ । নানয়া সদৃশী
 লোকে তিথিদৃষ্টি প্রতাপি বা ॥ ১১৭ ॥

ইতি ত্রিঙ্কালে নাবদাহরীষসংবাদে কলিধর্মনিরূপণে
 পিতৃমুক্তির্নাম দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । অখাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং
 পাপনাশনম্ । অক্ষয়াতৃতীয়ায়াঃ সিতে পক্ষে
 চ মাধবে ॥ ১ ॥ যে কুর্বন্তি চ তত্রা বৈ প্রাতঃ
 স্নানং তগোদয়ে । তে সর্বে পাপনিবৃত্তা যান্তি
 বিকোঃ পরং পদম্ ॥ ২ ॥ দেবান্ পিতৃমুণীন্ যন্ত

তর্পণ করিয়া জলপূর্ণ কুন্ত দান ও পিতৃগণের
 আর্চন করিলেন । তিনি এইরূপ দা কবিল তদীয়
 পিতৃগণের মুক্তি হইল, আর তাঁহাদিগকে জন্ম
 গ্রহণ করিতে হইল না । তাবপা নিন বিবাহ
 কবিলেন, এবং সতী পত্নী লাভ করিয়া
 পিতৃগণের প্রসাদে সেই সতী হইতে সন্ততি
 প্রাপ্ত হইলেন । দ্বিজ ধর্মবর্ণের এই ব্যাপারের
 পর হইতে ত্রিলোকে পাপনাশিনী চৈত্রী অমাবস্তা
 বিখ্যাতা হইল । তিনিও ভক্তিবৃত্ত হইয়া হুঁষ্টান্ত-
 করণে পুনরায় গন্ধমাদনে গমন করিলেন । হে
 রাজন্ ! তদবধি চৈত্রমাসেব অমাবস্তা তিথি
 পুণ্যতমা হইয়াছে, আমি ত্রিলোকে এই চৈত্রী অমা-
 বস্তাসদৃশী অস্ত কোন তিথি দর্শন বা শ্রবণ করি
 নাই । ১০২—১১৭ ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

ঋতদেব বলিলেন,—অনন্তর বৈশাখমাসের
 তৃতীয়ায় অক্ষয়তৃতীয়ার পাপনাশন মাহাত্ম্য
 কীর্তন করিতেছি । যাহারা এই অক্ষয় তৃতীয়ার
 পুণ্যতমায় আর্চনা করেন, তাহারা পাপনিবৃত্ত
 হইয়া বিকল্প পুনরায় জন্ম হয় । যে মানব এই

কুর্বাতিস্ত তর্পণম্ । তেনাধীতক ভেদেই তেন
 আকশতঃ কৃতম্ ॥ ৩ ॥ মধুদানমত্যাগ্য কথ্য
 শৃতি যে নরাঃ । অক্ষয়ায়া তৃতীয়ায়াস্তে নরা মুক্তি
 ভাগিনঃ ॥ ৪ ॥ যে দানং তত্র কুর্বন্তি মধুদানমত্যাগ্য
 কৃতম্ । তদক্ষয়াং কলতোব মধুশাসনশাসনম্ ॥
 ৫ ॥ দেবর্ষিপিতৃদৈবত্যা তিথিরেষা মহাপ্রভা ।
 ত্রযাণাং তুপিদাত্তৌ চ কৃতে ধর্ম্যে সনাহনে ॥ ৬ ॥
 প্রখ্যাতিশ্চ তিথেরস্তাঃ কেন চান্ত তদপ্যহম্ ।
 বক্ষ্যামি নৃপশাঙ্গুল সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৭ ॥ পুরা
 পুরন্দরস্তাসীদযুদ্ধক বলিনা সহ । দেবানাং চৈব
 দৈত্যানাং দম্বযুদ্ধমত্মতঃ ॥ ৮ ॥ স নির্জিত্য বলিং
 দৈত্যং পাতালতলবাসিনম্ । পুনর্ভুবঃ সমাসাদ্য
 চোতধ্যস্তাশ্রমং যযৌ ॥ ৯ ॥ তত্রাপশুচ তৎপত্নীং
 ওষিণীং মন্দগামিনীম্ । চলচ্ছোগিতটাবককাঞ্চীদায়া
 স্মৃতিতাম্ ॥ ১০ ॥ কণৎকণনিঘোষজিতমস্তালি-
 কোকিলাম্ । বস্ত্রচিত্রাশ্রয়ঃ রামাং মন্তুবাচঃ শুচি-

পুণ্যতিথিতে দেব, পিতৃ ও মুনিগণের উদ্দেশে
 তর্পণ করে, তাহার সমস্ত অধ্যয়ন, সমস্ত যজ্ঞ ও
 শত আর্চন করা হয় । যে সকল লোক অক্ষয়-
 তৃতীয়ায় মধুদানের পূজা করিয়া তদীয় পুণ্যকথা
 শ্রবণ করে, তাহারা মুক্তিভাজন হয় । ~~যে~~ এই
 তিথিতে মধুরপূর জীতির জন্ত বনোন্মূলে দান করে,
 মশাসনের শাসনে তাহার সেই দান অক্ষয়কল
 প্রসব করিয়া থাকে । এই শুভদায়িনী পুণ্যতিথির
 দেবতা—দেব, ঋষি ও পিতৃগণ, ইহাতে ধর্মকর্ম
 করিলে তাহা অক্ষয় হয় ও এই তৃতীয়া দেব, ঋষি
 ও পিতৃগণ এই ত্রিলোকেই তৃপ্তিদান করিয়া
 থাকে । হে নৃপশাঙ্গুল ! কিরূপে এই অক্ষয় তৃতীয়া
 বিখ্যাতা হইয়াছে, তাহাও তোমার নিকট কীর্তন
 করিতেছি, সমাহিতমনা হইয়া শ্রবণ কর । ১—৭ ।
 পূর্বকালে বলির সহিত দেবরাজের যুদ্ধ হয়, সেই
 যুদ্ধে দেব ও দৈত্যগণের পরস্পর দম্বযুদ্ধ হইয়া-
 ছিল । দেবরাজ পাতালতলবাসী দানবপতি বলিকে
 নির্জিত করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আগমনপূর্বক
 উত্তর্যোর আশ্রমে গমন করেন । ইহা দেখিলেন,—
 উত্তর্যাপত্নী গর্ভবতী, তিনি ধীরে ধীরে গমন
 করিতেছেন, তাহার শোভিতটে বনবৃক্ষ কাঞ্চীদাম
 চকল হওয়ায় অতি মনোহর শোভায় বিকাশ হই-
 য়াছে । তাহার কণ্ঠের নিকটস্থানি কেন হইয়া কোকিল
 ও কুম্ভের রব শ্রবণিত করিয়াছে । তিনি মনোহর

শ্রিতাম্ ১১১। নীলোৎপলপল্লবশোভিতাম্ । হৃৎপদমুখাং দিব্যাং নীলোৎপলপল্লবশোভিতাম্ ॥ ১২ ॥ কেতক্যদরপাণ্ডুভ্যাং গণ্ডাভ্যাং মনোরমাম্ । ধ্রুৱোক্ষসত্তীঃ নীলোৎপলপল্লবশোভিতাম্ ॥ ১৩ ॥ অপর্যায়ঃ শয়নে কাসি তাং দৃষ্ট্বা মোহমাগতঃ । বলৎকারেণ বহুজ্ঞে গুৰ্ব্বিতীঃ পাকশাসনঃ ॥ ১৪ ॥ গৰ্ভস্থঃ তদা পিতৃঃ বস্ত্রপাতবিশেষয়া । ছাদয়ামাস বৈ যোনিং ধারে পাদেন হৃৎখিতঃ ॥ ১৫ ॥ ততঃ চন্দ্রবীৰ্য্যং তদুবাষে বনিন্দিবঃ । গৰ্ভস্থঃ চূকোপাসৌ ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥ ১৬ ॥ তং শপাশ চ গৰ্ভস্থঃ কৃষা তাম্রান্তলোচনঃ । জাত্যাক্তো ভবত্বর্কদে মাবসংস্থা যতঃ পদা ॥ ১৭ ॥ প্রচ্ছাদ্য যোনিদ্বারক ততো দীর্ঘতপাহবঃ । পদা প্রকলিতাধোভ্যাজ্জালতঃ সমজায়ত ॥ ১৮ ॥ পশ্চাদিক্ষো যযৌ শীঘ্রমুখে: শাপ-

চিত্র বসন পরিধান করিয়াছেন । সেই রমণীশিবোমণি গুচিস্থিতা উত্থাপতী অতি মধুর বাগুবিস্তাস করিতেছেন । তাঁহার কুচদ্বয়ের মধ্যভাগ অতুল্য, অতুল্য কুচদ্বয়ে তাহার এক অপূৰ্ণ শেভাব স্ফুৰণ হইয়াছে । তাঁহার সহস্র মুখখান বিকসিত কমলের স্থায়, গোচনযুগল নীলোৎপল-সুন্দর, কেতকীকুম্বের উদর তুল্য পাণ্ডু গণ্ডদ্বয় বীরী-তাঁহার শোভা অশ্রীত নয়ন-মনো-বস হইয়াছে । উত্থাপতী অমরীক্ৰী হইয়া দীর্ঘ-বাস পরিভ্যাগ করিতেছেন । তাঁহার নয়নে যেন দৈত্য ভাব দেখা দিয়াছে ; তিনি কখন পর্ণশালার গম্বুখে উপবেশন আবার কখনও শয্যার উপরে শয়ন করিতেছেন । পাকশাসন ইন্দ্র তাঁপকে দেখিয়া মোহাপন্ন হইলেন এবং সেই গুৰ্ব্বিতী উত্থাপতীকে বলপূর্বক উপভোগ করিলেন । তখন গৰ্ভস্থ পিতৃ-স্বীয় পাতাশঙ্কায় অতি হৃৎখিত হইয়া পাদদ্বারা যোনি-দ্বার আচ্ছাদিত করিল । তখন বলিবৈবী শচী পতির বীৰ্য্য স্পৃহিত হইয়া ভূমিতেই পতিত হইল । অনন্তর ভগবান্ পাকশাসন গৰ্ভস্থ পিতৃর প্রতি প্রকৃপিত হইলেন, ক্রোধে তাঁহার নয়ন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল । তিনি গৰ্ভস্থ পিতৃর প্রতি শাপ প্রয়োগ করিলেন । ইন্দ্র বলিলেন,—‘রে ত্বর্কদে । তুই আমাকে পাদ দ্বারা অবমানিত করিয়াছিস, অতএব তুই জাতমাত্র অন্ধ হইবি ।’ গৰ্ভাপণ্ড পদদ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদিত করিয়াছিল, ইন্দ্র-বীৰ্য্য গৰ্ভে স্পৃহিত হইয়া ভূতলেই পতিত হইল । অনন্তর সেই ভূপতিত বীৰ্য্য হইতে ঋষি

বিশকিতঃ । পলায়ন্তঃ হরিং দৃষ্ট্বা অশ্রুধ্বংসে-
হখিলাঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ ত্রীভিত্তো কৃষা যযৌ
মেরোক্ষহাঃ শুভাম্ । তত্র নীলশচীরাসৌ গুহরঃ
বৈ তপো মহৎ ॥ ২০ ॥ মেরৌ বিনোয় বসাত দেবেশে
লজ্জয়িতে । গুঢ়কিঞ্চায় তাঃ বার্জাঃ দৈত্যেয়া
বালীধকাঃ ॥ ২১ ॥ সুবানাক্রম্য বহুজ্ঞেয়লীল-
শচীরাবতীম্ । দিক্‌পালানাং বিকৃতীশ্চ শব-
রাদা বনীয়সঃ ॥ ২২ ॥ বলাধুজ্ঞেয়ে
হীননাথে রাষ্ট্রে দিবোকসাম্ । রক্তিতারমজানন্তো
দেবাচার্যপুরোগমাঃ । পপ্রচ্ছুর্ধ্বগং দেবং দেবা-
চার্যমকল্মশম্ ॥ ২৩ ॥ পপ্রচ্ছুর্ধ্বগং কনিষ্ঠকৃতি
নঃ প্রভুঃ ॥ ২৪ ॥ দৈত্যাক্রান্তমিদং রাষ্ট্রং হীননাথং
দিবোকসাম্ । কুতো নার্যাতি দেবোহসৌ জ্ঞান-
কালো গতৌ বিভো ॥ ২৫ ॥ তং যামো যত্র ধিষণ
প্রাণায়ামশ্চ হং বিভুম্ । ইতি পৃষ্টস্তদা দেবৈর্ধিষণ-

দীর্ঘতপা জন্মগ্রহণ করেন । অনন্তর ঋষি উত্থেয়
অভিশাপ ভয়ে ইন্দ্র সহর তথা হইতে পলায়ন
করিলেন । সহস্রলোচনকে পলায়মান দেখিয়া
ব্রাহ্মণগণ উচ্চ হাস্ত করিলেন, ইন্দ্র দ্বিজগণের
হাস্তদর্শনে লজ্জিত হইয়া মেরুর মনোরম গুহার
আশ্রয় লইলেন । তিনি মেরুর গুহায় অস্ত্রের
অদৃষ্ট হইয়া তুচ্ছর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন,
দেববাজ লজ্জাবশত মেরুর গুহায় আশ্রয়গোপন
করিয়া বাস করিতে থাকিলে বলিপ্রমুখ দিতি-
তনয়গণ চার দ্বারা শচীপতির বার্জা বিদিত
হইল, তাহারা সুরগণকে আক্রমণপূর্বক অমরাবতী
উপভোগ করিতে লাগিল, তখন বলিই ইন্দ্রের
পদ আধিকার করিয়া বসিল । বলীয়ান শবরাদি
অশুরগণ বলপূর্বক দিক্‌পালদিগের ঐর্ষ্যা উপ-
ভোগ করিতে লাগিল । স্বর্গরাজ্য নাথহীন হইল,
ত্রিংশবাসী সুরগণ আপনাদের রক্তিতার অদর্শনে
অগ্নিকে অগ্নে করিয়া দেবগুরু অকল্মষ বৃহস্পতির
নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।
৮—২৩ । তাঁহারা দেবগুরু নিকট ইন্দ্রদত্ত
জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,—‘আমাদের প্রভু দেব-
রাজ কোথায় ? হে বিভো ! স্বর্গরাজ্য অশুরগণের
অধিকৃত হইয়াছে ও সুরগণ নাথহীন হইয়াছেন ;
দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, এখনও কেন দেবরাজ
আসিতেছেন না ? হে সুরগুরো ! আমরা সেই
প্রভুকে প্রার্থনা করি, তিনি যে স্থানে অবস্থিত,
একপে আমরা তথায় গমন করিব । সুরগণ কহিল

স্তাব্যবাচ ॥ ২৬ ॥ রসাতলে বলিং জিহ্বা চোতধ্যস্তা-
 ব্রমঃ বৰ্যো । ভূক্কা পত্নীঃ চ দাচ্যে ন তচ্ছিষ্যেবেব
 নিন্দিতঃ ॥ ২৭ ॥ ত্রীভিত্ত দিবং যাতুং, গুহাং
 মেরোবিবেশ হ । তত্রৈবাস্তে শচীযুক্তঃ স্বকৃতং
 চিস্তয়ন্ বিভুঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তন্ত বচঃ ক্ষত্র দেবা
 অগ্নিপূরোগমাঃ । গুহাং মেরোযযুঃ শীঘ্রং দৃষ্ট্বা
 প্রার্থয়িতুং বিভুম্ ॥ ২৯ ॥ তত্র দৃষ্ট্বা গুহালীনং
 দেবেশ্বরং পাকশাসনম্ । তুষ্টিবুধিবিবৈঃ স্তোত্রৈ-
 স্তদ্বীৰ্য্যৈলোকবিজ্ঞৈঃ ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্র ভূত্যাং
 মমন্তেহস্ত সৰ্বদেবাধিপায় তে । বয়ং পদৈন্যবাদিতাশ্চ
 ত্বয়া হীনা ভূশাদিতাঃ ॥ ৩১ ॥ স্থানভ্রষ্টাশ্চবামোহস্ত
 নানাদেশেষু দুঃখিতাঃ । তস্মাদাগত্য দেবেশ্ব জহি
 শক্রনরিন্দম ॥ ৩২ ॥ ইতি স্ততস্তদা দেবর্ষির্নচক্রাম
 গুহামুখাং । লজ্জয়াবনতো ভূহা পশুন ভূনিং চ
 চক্ষুযা ॥ ৩৩ ॥ ন কিঞ্চিদপি চোবাচ দুঃখাদাদাদ-
 ভাষণঃ । তজ্জজ্ঞাহা ধিষণঃ প্রাহ তং সুবেশ্ব

প্রার্থিত হইয়া বৃহস্পতি তাঁহাদিগকে বহিলেন,—
 শচীপতি রসাতলে বলিকে জয় কবিয়া উৎবেব
 আশ্রমে গমন কবেন এবং তৎপত্রকে বৎসুধিক
 উপভোগ করিয়া উত্থাশিষ্যগণেব নিবট প্রভা
 নিন্দিত হন । তিনি স্বর্গরাজ্যে গমন বাবিলে
 লেন, কিন্তু উত্থাশিষ্যগণেব অত্রাশ্রেণেব লজ্জিত
 হইয়া আর স্বর্গে গমন কবিলেন না, তিনি মরু
 নিভূতগুহায় আশ্রয় লইলেন, শচী গিয়া গহব
 সাহিত মিলিত হইয়াছেন, তিনি আশ্রয় ক্রমে চিন্তা
 কবিয়া শচীর সহিত সেই গুহায়ই বাস করিতে ছা
 অগ্নিপ্রমুখ সুরগণ বৃহস্পতিব মুখে এব বিব বাব
 শ্রবণপূর্বক সুববাজ ইন্দ্রেব দর্শনমানসে সাগরে
 সহর সেই গুহামধ্যে প্রবেশ কবিলেন এবং
 তথায় পাকশাসন সুরবাজকে গুহালীন দেখিয়া
 লোকবিজ্ঞত বিবিধ স্ততিবাক্য দ্বাৰা তাঁহার স্ত্য
 করিতে লাগিলেন । সুবগণ কহিলেন,—হে ইন্দ্র ।
 আপনি সুবনিকবেব অধীশ্বব, আপনাকে নমস্কাব ।
 আপনি আমাদিগকে পাবিত্যাগ কবিলে আমরা
 দৈত্যগণ কর্তৃক অত্যন্ত অদিত হইয়াছি, হে সুব-
 রাজ । আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া দুঃখিতাঃ কবনে
 নানাদেশে বিচরণ করিতেছি, হে অবিন্দম ।
 আপনি, সুরপুত্রে আগমনপূর্বক অসুরগণকে নিহত
 করুন । অনন্তর সুররাজ দেবগণ কর্তৃক এইরূপে
 স্তত হইয়া গুহামুখ হইতে নিষ্কান্ত হইলেন, লজ্জায়
 তাঁহার মস্তক অর্ধমস্ত হইল, তিনি ক্রিষ্টকালে দৃষ্টি

ভয়ানকম্ ॥ ৩৪ ॥ মা শক্য তে সুরপুত্রে কর্ম্মধীন-
 মিদং জগৎ । মানামানো সুখং দুঃখং লাক্ষ্যমাভ্য-
 জয়াজয়ো ॥ ৩৫ ॥ পূর্বকর্ম্মানুরোধেন ভবন্ত্যেতে
 ন সংশয়ঃ । জীবঃ কর্ম্মানুরোগো দুঃখং দিষ্টঃ দৈবেন
 কালতঃ ॥ ৩৬ ॥ প্রাজ্ঞাঃ প্রামো ন শোচন্তি ন
 প্রহর্যন্তি বৈ সুখাৎ । তস্মাৎ প্রাবকতঃ প্রাপ্তঃ
 দুঃখং চেদ্র তব প্রভো ॥ ৩৭ ॥ তৎপ্রাপ্য মঘবন দুঃখং
 নৈব শোচিতুমর্হসি । ইত্যুক্তো গুরুণা চাহ মঘবান-
 মবাধিপান ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্র উবাচ । পরহীসঙ্গদোষণে
 বলং বীৰ্য্যং যশোহমলম্ । মন্ত্রশক্তিঃ শাস্ত্রশক্তি-
 বিদ্যাশক্তিচ মানদ ॥ ৩৯ ॥ অভবন্নষ্টবীৰ্য্যং মে
 তুষ্টিং তেন বসাম্যহম্ । পাকশাসনবাক্যং তু ক্ষত্র
 স্বাচার্য্যাসংযুতাঃ ॥ ৪০ ॥ মন্ত্রযামাসুবেকান্তে পুনস্তন্ত
 বলাপ্তয়ে । তদা গুরুশ্চ তান প্রাহ করুণকং বিদ্বন্তমঃ ॥

নিষ্কেপ কবিয়া বহিলেন, দুখে তাঁহাব বাক্য
 গদগদ হইল, তিনি বিভূত বলিতে পারিলেন
 না । দেবগুরু বৃহস্পতি সুববাজেব এই ভীষণ
 অস্থা বিদিত হইয়া বলিলেন,—হে সুববাজ ।
 তুমি গুহা হইও না, এই জগৎ কস্মেব অবীন,
 না অপরমান, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ এবং
 তৎপত্রজন্ম—এ সকল পূর্বকর্ম্মানুরোধেই হইয়া
 থাকে, সংশয় নাই ॥ ৩৪—৩৫ ॥ জীব-
 বশবত্ত্ব হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়, বশ্যানুরোধেই
 কালাবলে জীবের ভাগ্যচক্র পাবিবর্তনে সুখ-
 লাভ হইয়া থাকে, প্রাজ্ঞগণ প্রায়ই এই কর্ম্ম-
 প্রসূত সুখ দুখে কখন হুস্ত বা মুহমান হন না ।
 হে সুববাজ । তুমিও তোমাব প্রাবক কস্মের ফল
 লাভ কবিয়াছ, অতএব দুঃখিত হইও না । হে
 মঘবন । কস্মেবক যখন এইরূপ প্রভাব, অতএব
 দুঃখাপ্ত হইয়া তোমাব একপ শোক করা উচিত
 হইতেছে না । গুরুক ক সুববাজ এইরূপে প্রবৃদ্ধ
 হইয়া দেবগণসহ আচার্য্যের প্রত বালতে লাগি-
 লেন । দেববাজ বলিলেন,—পরহীসংসর্গদোষে
 আমাব বল, বীৰ্য্য, অমল যশ, মন্ত্রশক্তি, শাস্ত্রশক্তি,
 ও বিদ্যাশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে । হে মানদ ।
 আমাব বীৰ্য্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাই আমি মৌনী
 হইয়া গিবিগুহায় বাস কবিতেছি । আচার্য্যপ্রমুখ
 সুরগণ পাকশাসনেব বাক্য শ্রবণ করিয়া নিভূতে
 উপবেশনপূর্বক পুনরায় তাঁহার বলপ্রাপ্তির
 বিষয়ে পবামর্শ করিতে লাগিলেন । তখন জ্ঞানি-
 প্রবর দেবগুরু দেবগণের প্রতি বাক্যমাণ করণ

৪১। বৃহস্পতিঃ কথং । মাসো বৈশাখমাসঃ প্রিয়ো
বৈ মধুসূদনঃ । সর্বাশ্চ তিথয়ঃ পুণ্যমাসেহস্মিন
মাধবপ্রিয়ে ॥ ৪২ ॥ তত্রাপি চ সিতে পক্ষে মাসে-
হস্মিনক্ষয়ান্নয়ম্ । যা তন্ত্ৰাং শ্রানদানাদি শ্রদ্ধয়া চ
করোতি বৈ ॥ ৪৩ ॥ তন্ত্ৰ পাপসহস্রাণি নশ্বন্ত্যেব
ম সংশয়ঃ । অনবদ্যং তথৈবৈবং বলং বৈবধ্যং
ভবন্তি চ ॥ ৪৪ ॥ তন্ত্ৰাত্ত্ৰাং তৃতীয়ায়াং হরিণা
বলবিধিষা । শ্রানদানাদিসঙ্কর্মান্ কারয়ামো হিতাপ্তয়ে ॥
৪৫ ॥ ভবিষ্যতি চ সা শক্তিসিদ্ধিয়ায়া মজ্জশাস্ত্রয়োঃ ।
বলং বৈবধ্যং যশশ্চৈব যথাপূর্বং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
ইত্যেবং তু বিচার্য্যাহ গুরুদেবৈঃ সমাহিতঃ । ইন্দ্রেণ
কারয়ামাস ধর্ম্মানেতান্ হরিপ্রিয়ান্ ॥ ৪৭ ॥ অক্ষ-
য়ায়াং তৃতীয়ায়াং ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদান্ । চেন
পূর্ববদেকাসৌকলং বৈবধ্যাদিকং বিভোঃ ॥ ৪৮ ॥
পরশ্রীসঙ্গদোষোহপি সদা এব ব্যলীয়ত । পশ্চদ্বতা-
শতঃ শক্রে বাহোমুক্ত ইবোদ্ধুপঃ ॥ ৪৯ ॥ দেবতানাং
তথা মর্কো তত্ত্বভে চ হরিবধা । পশ্চাদ্ভেবৈঃ
সমায়ুক্তো বিনির্জিত্য তথাস্থরান্ ॥ ৫০ ॥ তৃতীয়া-
য়াশ্চ মাহার্য্যাত্তাগায়ুক্তোহমরাবতীম্ । বিবেশ

বাক্য প্রয়োগ কবিলেন । বৃহস্পতি বলিলেন,—
সম্প্রতি মধুসূদনপ্রিয় বৈশাখ মাস সমুপাগত, মাধব-
প্রিয় ঐশ্বর্য্য-বৈশাখের সমস্ত তিথিই অতিপূত,
বৈশাখের পুণ্য তিথিনিচয়ের মধ্যে আবার গুরু-
পক্ষীয় অক্ষয়া তৃতীয়ানারী তিথি পূততরা, যে
মানব শ্রদ্ধাসহকারে এই অক্ষয়া তৃতীয়ায় শ্রান-
দানাদি কবে, তাহার সীহস্য সহস্র পাপ বিনষ্ট
হয় এবং তাহার অনিন্দিত ঐশ্বর্য্য, বল ও বৈবধ্য
লাভ ঘটে, সংশয় নাই । অতএব আমি সুররাজের
হিতকামনায় তাঁহা দ্বারা এই অক্ষয়তৃতীয়ায় শ্রান-
দানাদি নিখিল উত্তম ধর্ম্ম আচরণ কবাইব ।
আমার মজ্জশক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে অবশ্যই দেব-
রাজের পূর্ববৎ বল, বৈবধ্য ও যশোলাভ হইবে ।
সমাহিত সুরগুরু এইরূপ বিচার করিয়া সুররাজ
দ্বারা বৈশাখের অক্ষয়া তিথিতে, ভুক্তিমুক্তিকলপ্রদ
হরিপ্রিয় ধর্ম্মনিচয় করাইলেন । অক্ষয়তৃতীয়ার
এই পুণ্যপ্রভাবে সুররাজের পূর্ববৎ বল, বৈবধ্য
ও বৈবধ্যাদি লাভ হইল এবং তাহার পরশ্রীসংসর্গ-
জনিত দোষত্রাণি সদা বিলীন হইয়া গেল । দেব-
রাজ রাহুলক শশধরের ন্যায় নিকলু হইয়া
দেবগণ মর্ত্ত্যে বাসুদেবের ন্যায় শোভা পাইতে
লাগিলেন । অক্ষয়তৃতীয়ার পুণ্যপ্রভাবে পুন-

বিভবৈঃ সার্কঃ শশধর্য্যাদিনিঃসরনৈঃ ॥ ৫১ ॥ অক্ষ-
জাতাশ্চ শক্রেণ স্বধামানি যযুঃ সুরাঃ । তত্ত্বভে
যজ্ঞভাগাংশ্চ লেভিরে চ যথা পুরা ॥ ৫২ ॥ পিতৃ-
ভাগাংশ্চ পিতরো যথাপূর্বং প্রসেদিরে । স্বাধ্যায়ে
মুময়ন্তী দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ তদাপ্রভৃতি
লোকেহস্মিন তৃতীয়া চাক্ষয়ান্নয়ম্ । প্রখ্যাতা সর্গ-
লোকেষু দেববিপিত্ততুষ্টিদা ॥ ৫৪ ॥ তন্ত্ৰাং পুণ্যতমা
চৈবা সর্গকর্ম্মনিকুন্তনী । ভুক্তিমুক্তিপ্রদা মূণাং
তৃতীয়া চাক্ষয়ান্নয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীকান্দে নারদাচার্য্যসংবাদেহক্ষয়তৃতীয়ায়াং
শ্রেষ্ঠবন্ধনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋতদেব উবাচ । তিথিষেতান্ম পুণ্যাস্ম দাদশী
সিতপাক্ষী । বৈশাখমাসে রাজেন্দ্রে সর্বার্ঘ্যোষবি-
নাশিনী ॥ ১ ॥ কিং দানৈঃ কিং তপোভিষ্ঠ

রায় সোভাগ্যপ্রাপ্ত দেবরাজ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া
দেবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং অশুরগণকে
পরাজিত করত পুনরায় অমরাবতীতে প্রবেশ
করিলেন । তখন চারিদিকে শশ্ব-তুর্ঘ্যাদি প্রতি-
ধ্বনিত হইল, সুরগণ ইন্দ্রের নিকট অহুজ্ঞাপ্রদ-
পূর্বক স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন । অনন্তর
অশুরনিকর পরাজিত হইলে সুরগণ পূর্বের ন্যায়
যজ্ঞভাগ লাভ করিলেন, পিতৃগণ পিতৃভাগী হইলেন
এবং ঋষিগণ স্বাধ্যায়ে সন্তোষ লাভ করিলেন ;
তদবধি বৈশাখগুরুতৃতীয়া ত্রিলোকে অক্ষয়া
নামে বিখ্যাতা হইল । ত্রিলোকবিখ্যাতা অক্ষয়া—
দেব, পিতৃ ও ঋষিসমূহের প্রীতি প্রদান করিতে
লাগিল । অতএব পুণ্যতম এই অক্ষয়া তৃতীয়াই
নানবগণের নিখিল কর্ম্মের নিকুন্তনী ও ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদা । ৩৩—৫৫ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ঋতদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্রে ! বৈশাখের
পূততিথিসমূহমধ্যে নিখিলকলুষত্রাণিনী গুরু-
পক্ষীয়া দাদশী অন্যতমা ; দ্বাদশী এই দাদশীর
সেবা করিলে না, তাহারে কি দান, কি তপস্বী, কি

কিছুশোভিতকৈত বিদ্য। কিমিষ্টৈশ্চব পুৰুষৈশ্চ
 দাদশৈ যৈষ্য সেবিতা ॥ ২ ॥ গঙ্গারামুপরাণে
 কু বো দদ্যাঙ্গোদগমকম্। তৎকলং সমবাপ্রোতি
 প্রাক্তঃ সাত্বা হরৈর্দিনে ॥ ৩ ॥ যদন্তং চাহতে চারং
 দাদশ্চাঃ ৫ সিতে শুভে। সিক্বে সিক্বে ভবেত্তত
 কোটিভাঙ্গণভোজনম্ ॥ ৪ ॥ যো দদ্যাঙ্গিলপাত্রং তু
 দাদশ্চাঃ মধুসংযুক্তম্। নিধুঁতাখিলবন্ধ বিকুলোকে
 মহীয়তে ॥ ৫ ॥ একাদশ্চাঃ সিতে পক্ষে কুর্ধ্যাজাগরণং
 হরেঃ। স জীবয়েব মুক্তঃ স্তাত্ত্বিঃ স্যুঃ সর্ব-
 দেবতাঃ ॥ ৬ ॥ কোটীকুর্ধ্যগ্রহণে তীর্থস্থাপ্যাব্য
 যৎকলম্। তৎকলং সমবাপ্রোতি প্রাক্তঃ সাত্বা হরে-
 দিনে ॥ ৭ ॥ তুলস্চাঃ কোমলৈঃ পত্রৈর্দাদশ্চাঃ
 বিকুম্ভয়েৎ। সমস্তকুলমুক্ত্য বিকুলোকাধিপো
 ভবেৎ ॥ ৮ ॥ তুলসীপত্রপুটৈশ্চ বৈশাখে-
 হবধপূজমম্। পুষ্পাদ্যভাবে ধাতৈর্বা পূজয়ন
 মধুহনম্। যমঃ পিতৃন্ শুক্লং দেবান্ বিকুম্ভাদশ্চ
 মানবঃ ॥ ৯ ॥ মাধবে শুক্লদাদশ্চাঃ সোদকুস্তং
 সদক্ষিনম্। দধ্যং চৈব যো দদ্যাঙ্গস্ত

উপবাস, ব্রত বা ইষ্টা-পূর্ত—সকলই বিকল।
 মানব স্বর্ঘ্য-চন্দ্রগ্রহণে গঙ্গায় গো-সহস্র দান করিয়া
 যে কল লাভ করে, হরিপ্রিয় এই দাদশীদিবসে
 প্রাতঃস্নান করিয়া তাহার তুল্য কল লাভ করিতে
 সমর্থ হয়। বৈশাখের শুভাবহ দাদশী তিথিতে
 যোগ্য ব্যক্তিকে অন্নদান করিলে প্রত্যেক
 অঙ্গে তাহার কোটি ভাঙ্গণভোজনের কল
 হয়। যে নর দাদশীদিনে মধুসংযুক্ত তিলপাত্র
 দান করে, তাহার পাগরাশি বিধ্বস্ত হয়
 এবং সেই মানব বিকুলোকে বাস করে। যে
 মানব শুক্ল-একাদশীদিনে জাগরণ করে, সে
 জীবমুক্ত এবং দেবগণ তাহার প্রতি ক্রীত হইয়া
 থাকেন। নিখিল ভাষে কোটি কোটি স্বর্ঘ্য-চন্দ্র-
 গ্রহণে অবগাহন করিলে যে কল, একমাত্র হরি-
 বাসরে প্রাতঃস্নানে তাহার তুল্য কল লাভ হয়।
 মানব দাদশীদিনে তুলসীর কোমল দল দ্বারা বিকুর
 পূজা করিয়া সমস্ত কুলের উদ্ধার করে ও স্বয়ং
 বিকুলোকে অধিপতি হয়। বৈশাখে তুলসীপত্র
 ও পুষ্পদ্বারা অথবা ও মধুহনের পূজা করিলে,
 যদি পুণ্যার্থি অতাব হয়, তবে কেবল দাদশী দ্বারা
 পূজা করিলে। মানব বৈশাখের শুক্লদাদশীতে
 বিকুর উদ্দেশ্যে পিতৃ, শুক্ল ও সুরগণের পূজা
 করিয়া দাদশী সন্তোষজনক দান করিলে।

পুণ্যকলং যুগ্ম ॥ ১০ ॥ প্রমাণে প্রত্যেক চৈব কুর্ধ্যাক্ষ
 কোটিভোজনম্। যাবৎ সংবৎসরং পুণ্যং
 যজ্ঞসাম্প্রদায়িকম্। তৎকলং সমবাপ্রোতি
 মধুশাসনশাসনাৎ ॥ ১১ ॥ শালগ্রামশিলাদানং যঃ
 কুর্ধ্যাদাদশীদিনে। বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু সর্বপাটৈঃ
 প্রমুচ্যতে ॥ ১২ ॥ দাদশ্চাঃ পরমা যত্না পায়-
 মধুহনম্। রাজস্বয়ংযোজ্যং যৎকলং পরি-
 জায়তে ॥ ১৩ ॥ জয়োদশ্চাঃ যজ্ঞেদিকুং পয়োদিকি-
 বিমিশ্রিতৈঃ। শর্করাসুখির্জৈব্যর্ধুহননক্রীতয়ে ॥
 ১৪ ॥ তৎকলং সমবাপ্রোতি গঙ্গায় নাত্র সংশয়ঃ।
 পঞ্চামৃতৈশ্চ যো বিকুং তজ্জয়া সংলাপয়েদিকুম্।
 ১৫ ॥ স সর্বকুলমুক্ত্য বিকুলোকে মহীয়তে।
 যো দদ্যাৎ পানকং হস্তাং সাত্বাহে ক্রীতয়ে হরেঃ ॥
 ১৬ ॥ জীর্ণপাণং জহাত্যাও জীর্ণাং বচসিবোরগাং।
 সাত্বাহে চৈব যো দদ্যাঙ্গুর্ধাককরসায়নম্ ॥ ১৭ ॥
 ভবেগুক্তঃ কর্ণবদ্ধাঙ্গুর্ধাককরসায়নাৎ। ইন্দ্রপুং
 চূতকলং দদ্যাঙ্গাকাকলানি চ ॥ ১৮ ॥ বিচ্ছিত্তিঃ
 সন্ততে স্তাত্ত্বি বৈ শতপুত্রবম্। যো দদ্যাঙ্গক-

একণে এই পুণ্যতিথিতে যে মানব দধিযুক্ত অন্ন-
 দান করে, তাহার পুণ্যকল অরণ্য কর; প্রমাণে
 প্রত্যহ যজ্ঞসমুদ্ভূত মনোহর অন্ন দ্বারা সংবৎসর
 পর্যন্ত কোটিভাঙ্গণভোজনে যে পুণ্য হয়, মধু-
 শাসনের শাসনে বৈশাখে দধ্যংদাতারও তাহার
 তুল্য কল হয় ১০—১১। মানব বৈশাখের শুক্লপক্ষীয়
 দাদশীদিনে শালগ্রামশিলা দান করিয়া নিখিল কলুষ
 হইতে মুক্ত হয়। যে মানব দাদশীদিনে হৃদযারা
 মধুহনকে স্নান করায়, তাহার রাজস্ব ও অশ্বমেধ
 যজ্ঞের কল লাভ হয়। জয়োদশীদিনে মধুহনের
 ক্রীতির জন্ত দধিহৃতমিশ্রিত শর্করা ও মধুদ্বারা
 বিকুকে স্নান করাইলে গঙ্গাস্নানের কল লাভ হয়,
 সংশয় নাই। যে মানব পঞ্চামৃত দ্বারা তত্ত্বিপূর্বক
 বিকুর সম্যক স্নান করায়, সে নিখিলকুল উদ্ধার
 করিয়া বিকুলোকে বাস করে। যে মানব জয়োদশীতে
 হরির ক্রীতিকামনায় সায়ং সময়ে পানীয় দান করে,
 সর্পের জীর্ণবক্ত্যাগের দ্বারা সেই মানব সর্পের
 তাহার জীর্ণ পাপ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।
 মানব যাবৎ সময়ে জনক উর্ধ্বাক-রসায়ন
 দান করিয়া এই রসায়নদানপ্রভাবে স্বর্গবর
 হইতে বিমুক্ত হয়। যে মানব ইন্দ্রপুং
 ও জাকাক কল দান করায়, পুণ্যকল পর্যন্ত
 তাহার সন্তানবিরহ হয় না। দাদশীদিনে সায়ং

সময় হুঁ শাস্ত্রের আদর্শমানে । ১৯ । বাহোপ-
পাঠে সকলৈর্গুণ্যে নাজ সংশয় । বৎকিঞ্চিৎ
কুরুতে পুণ্যং হাদিত্যং রাজসত্তম । ২০ । মাধবে
তু সিতে পক্ষে তদক্ষয়কলং ভবেৎ । প্রখ্যাতি-
মন্তা বক্ষ্যামি যেন জাতেতি ভূমিপ । ২১ । সর্বৈষাং
সর্বপাপগ্রীঃ সর্বমঙ্গলদায়িনীম্ । পুরা কাশ্মীরদেশে
তু দ্বিজো দেবব্রতাহবঃ । ২২ । তন্তাসৌম্যালিনী
নাম তময়া চাক্ররূপিণী । দদৌ তাং সত্যশীলায়
বিপ্রবর্ধ্যায় ধীমতে । ২৩ । তামুদাহ্য যযৌ ধীমান্
অদেশঃ যবনাজ্জয়ম্ । রূপযৌবনসম্পন্ন্য তন্ত
নৈব প্রিয়াভবৎ । ২৪ । সদা বিবেচনঃসুজ্ঞান-
তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ । নান্তন্ত কন্তচিদ্রুটি তাং বিনা
নৃপতে পতিঃ । ২৫ । তস্মিন্ সা ক্রোধসংযুক্তা
বলীকরণসম্পূর্ণা । অপৃচ্ছৎ প্রমদা রাজন্ যান্ত্যক্তাঃ
পতিভিঃ পুরা । ২৬ । তাতিক্রুতা তু সা ভূপ বন্তো
ভর্তা ভবিষ্যতি । অস্মাকং প্রত্যয়ো জাতে

সময়ে গঙ্গাস্নান দান করিলে মানব বাহ্য উপ-
শ্রাত হইতে বিমুক্ত হয়, সংশয় নাই । হে রাজসত্তম ।
বৈশাখের শুক্লাদশীতে যে কিছু পুণ্য কৃত হয়,
তাহা অক্ষয়কলজনক হইয়া থাকে । হে ভূমিপাল ।
কি রূপে বৈশাখশুক্লাদশী বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে,
তাছাড়া তাছাই কীৰ্ত্তন করিতেছি । এই তিথি
শ্রেষ্ঠকলমের কলুষনাশিনী ও নিখিল মঙ্গলদায়িনী
কামিবে । পুরাকালে দেবব্রতনামক জনৈক দ্বিজ
কাশ্মীর দেশে বাস করিতেন, তাঁহার চাক্ররূপিণী
এক কন্যা ছিল, ঐ কন্যার নাম মালিনী । দেবব্রত
দ্বিজোত্তম, ধীমান্ সত্যশীলের করে কন্যা মালিনীকে
অর্পণ করেন, সত্যশীলেব স্বদেশের নাম যবন,
সত্যশীল মালিনীর পাণিপীড়ন করিয়া স্বদেশে চলিয়া
যান । মালিনী রূপযৌবনসম্পন্ন হইয়াও সত্য-
শীলের বশতা হইতে পারিলেন না, সত্যশীল মালি-
নীর প্রতি বিবেচযুক্ত হইয়া সতত নির্দয় ব্যবহার
করিতেন । ‘হে রাজন্! সত্যশীল যে নির্ভয় ছিলেন
এমন নয়, তিনি কেবল পত্নী মালিনীর প্রতিই
বিষিষ্ট হইয়াছিলেন, অপর কাহারও ঘেব করিতেন
না । মালিনী সত্যশীলের প্রতি কুপিত হইয়া পতির
বলীকরণে কামনা করিলেন । হে রাজন্ । মালিনী
একদিন পুতিপরিভ্রম প্রমদাগগকে আমিবলীকর-
ণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহার মালিনীকে
বলিল,—‘তুমি তোমার পতি বশ হইবে । পুর্বে
আমাদিগকেও আমাদের পতি পরিত্যাগ করিয়া-

তর্জ্যাগাবমানিনাম্ । ২৭ । প্রমদ্য ভেষজং
বস্ত্রং নীতা হি পতয়ঃ পুরা । যোগিনীঃ স্বঃ হু
গজদ্য দাক্ষতে ভেষজং শুভম্ । ২৮ । ন বিকল্পয়া
কার্যো ভবিতা দাসবৎপতিঃ । যোগিনীমন্দিরে
গত্বা ভাসাং বাক্যেন ভূপতে । ২৯ । প্রসাদমভূতং
তন্তা লেভে হুচারিণী সতী । শতশতসমায়ুক্তাঃ
কুটীং ভেজে দ্বরাধিতা । ৩০ । সুবিকৃতং সুবর্জকং
তথৈবাত্যামিকাম্ । প্রাবৃত্তা দীর্ঘবস্ত্রেণ সন্নিবি-
তেন যোগিনৌ । ৩১ । দীর্ঘাভিচ্চ সটীভিচ্চ প্রাবৃত্তা
দীপ্তিসংযুতা । পরিচারসমোপেতা বীক্ষমাণা
শনৈঃশনৈঃ । ৩২ । অক্ষত্বকরা সা তু ভূপতী
প্রার্থিতা তয়া । দদৌ বস্ত্রকরং মন্ত্রং কোডকং
প্রত্যাক্ষকম্ । ৩৩ । ততঃ সা প্রপত্তা কুত্বা
দদ্যাদ্রব্যানুলীয়কম্ । বজ্রমাণিক্যসংযুক্তমতিরক্ত-
প্রভাষিতম্ । ৩৪ । মহাকাঞ্চনসংযুক্তং ভাস্করশি-

ছিলেন, আমরা স্বামিপরিভ্রম ও অবমানিত হইয়া
এই ঔষধপ্রয়োগে প্রত্যক্ষ কল পাইয়াছি,—আমা-
দের স্ব স্ব পতি বশীভূত হইয়াছেন । তুমি অদ্যই
যোগিনীমন্দিরানে গমন কর, তিনি তোমাকে শুভা-
বহ ঔষধ প্রদান করিবেন । তুমি হৃদয়ে দ্বিধাভাব
করিও না । সেই ঔষধেই তোমার স্বামী দাসবৎ বশ
হইবেন । হে ভূমিপাল । সতী মালিনীর বুদ্ধি কলু-
ষিত হইল, তিনি কামিনীগণের উপদেশে দ্বরাধিত
হইয়া যোগিনীমন্দিরে গমনপূর্বক সেই যোগিনীর
অতুলনীয় অমুগ্রহ লাভ করিলেন । সেই যোগিনীর
গৃহ শতশতসমায়ুক্ত, সুবিকৃত ও অত্যাশ্চর্য,
তাঁহার কুটীরের এমনই নির্মাণকৌশল, দেখি-
লেই যেন নবনির্মিত বলিয়া অমুমিত হয় । ঐ
যোগিনী সুদীর্ঘ বসনে আবৃত্তা; তাঁহার মস্তক দীর্ঘ
জটায় আচ্ছাদিত এবং তিনি অত্যন্ত দীপ্তিসম্বিতা ।
পরিচারকগণ সেই যোগিনীর সমীপে বিদ্যমান
থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে এবং তাঁহার
করে অক্ষত্ব বিদ্যমান; তিনি সেই মালা ভূপ
করিতেছেন । যোগিনী মালিনী কর্তৃক প্রার্থিত
হইয়া প্রত্যক্ষক কোড ও বস্ত্রকর মন্ত্র তাঁহাকে
প্রদান করিলেন । মালিনীও যোগিনীকে ‘প্রণাম
করিত মন্ত্রমূল্যরূপ স্বীয় অনুলীয়ক যোগিনীকে
প্রদান করিলেন । ঐ অক্ষরীকর একদিক
বজ্র ও মাণিক্যচিহ্নিত হস্তার অতি লোহিতবর্ণ
হইয়াছে এবং অপরদিকে কমলীর কান্দন থাকি-

সমস্যাতি । ততো হৃষ্টা তু সন্তপ্তা পাদবঃ চান্দ্রলীলকম্ ।
 ৩৫ । হৃদয়ং চ তয়া জ্ঞাতং তৎপতেবদমানজম্ ।
 তদোক্তা হি তয়া ছুপ তাপস্তা হিতযুক্তয়া ॥ ৩৬ ॥
 চূর্ণরক্ষাষিতো হেব সর্বভূতবশতরঃ । চূর্ণং ভর্তরি
 সংযোজ্য রক্ষাং গ্রীবাশ্রয়াং কুরু ॥ ৩৭ ॥ ভবি-
 য়তি পতির্কর্ত্তো নাত্যং যান্ততি সুন্দরীম্ ।
 নাপ্রিয়ং বদতি কাপি হৃচ্চারিণ্যাস্তবাপি চ ॥ ৩৮ ॥
 চূর্ণরক্ষাং গৃহীত্বা সা প্রাপ ভর্তৃগৃহং পুনঃ । প্রদোষে
 পয়সা যুক্তচূর্ণো ভর্তরি যোজিতঃ ॥ ৩৯ ॥ গ্রীবায়াং
 হি কৃত্য রক্ষা ন বিচারঃ কৃতস্তয়া । তদা স পীত-
 চূর্ণভর্তা নৃপববোক্তম্ ॥ ৪০ ॥ তচ্চূর্ণাং কয়-
 রোগোহভূৎ পতিঃ কীণো দিনে দিনে । শুভে তু
 কুমারো জাতা ঘোরা হৃষ্টবণোক্তবাঃ ॥ ৪১ ॥ দিনৈঃ
 কতিপয়ে রাজন্ পত্ন্যর্নৈব ব্যবহিতিঃ । উবাস
 মেজ্জয়া সাপি পুংসলী হৃষ্টচারিণী ॥ ৪২ ॥ হততেজা-

ভাষ্যকিরণের আয় কান্তি ধারণ কবিয়াছে ।
 হে রাজন্ । যোগিনী চরণতলে তাদৃশ অঙ্গুলীয়ক
 দর্শন করিয়া সন্তপ্ত হইলেন । তাপসী যোগিনী
 ভাবিলেন,—পতিকর্ত্তক অবমানিতা হইয়া মালি-
 নীর হৃদয় এইরূপ হইয়াছে । তিনি এইরূপ মনে
 করিয়া পতির অহিতকামনায় তখন মালিনীকে
 বলিলেন,—এই রক্ষাসম্বিত চূর্ণ গ্রহণ কব, ইহা
 নিখিল প্রাণীব বশকর, এই চূর্ণ তোমার স্বামীকে
 প্রতি প্রয়োগ ও তাহার গ্রীবায় এই রক্ষা বন্ধন
 করিবে, এইরূপ করিলেই তোমার স্বামী বশীভূত
 হইবে, অপর কোন সুন্দরীর সমীপে গমন করিবে
 না । অধিক বলিব কি, তুমি যদি হৃচ্চারিণীও হও,
 তথাপি কদাচ তোমায় অপরিগ্রহ্য বান্ধিবে না ।
 মালিনী চূর্ণ ও রক্ষা গ্রহণপূর্বক পতির গৃহে গমন
 করিল এবং প্রদোষসময়ে হৃষ্টের সহিত মিলিত
 করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করাইল । মালিনী মনে
 কোনই বিধা করিল না, সে স্বামী সত্যশীলের
 গলদেশে সেই রক্ষাও বন্ধন করিয়া দিল । হে
 নৃশোক্তম্ । মালিনীর পতি সত্যশীল সেই চূর্ণপান
 করিলেন, সেই চূর্ণ হইতে তাঁহার কয়রোগ উপহিত
 হইল, তিনি দিন দিন কীণ হইতে লাগিলেন ।
 তাঁহার শুভে হৃষ্টবণ জন্মিল, সেই বণ হইতে ভয়ঙ্কর
 কুমিসবুদ্ভূত হইল । হে রাজন্ । এইরূপে কিছুদিন
 অতীত হইলে মালিনী আর পতিসমীপে বাস
 করিল না, সে হৃষ্টচারিণী হইয়া বেজাচার অবলম্বন-
 পূর্বক বেজাচারে প্রবৃত্তি করিল । অপদ্রুতকাল

ততো ভর্তা তানুবাচাকুলেন্দ্রিয়ঃ । জন্মমামো
 দিব্যরাজো দাসোহস্মি তব শোভনে ॥ ৪৩ ॥
 জাহি মাং শরণং প্রাপ্তং নেচ্ছেহহমপরাং শ্রিয়ম্ ।
 তত্ত্বং বিদিতং জাহা ভীতা সা মেদিনীপতে ॥ ৪৪ ॥
 অলঙ্কারকৃতে পত্ন্যজীবনেচ্ছূর্ণ বৈ হিতা । যোগি-
 নীঞ্চ যযৌ শীঘ্রং তন্ত্ৰে সর্বং স্তবেদয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
 তয়া চ ভেদজং দত্তং দ্বিতীয়ং দাহশাস্তয়ে । দত্তে
 চ ভেদজে তস্মিন্ যদ্বোহতুস্তৎকণাৎ পতিঃ ॥ ৪৬ ॥
 তিষ্ঠত্বাপপতির্গেহে গৃহকৃত্যাপদেশতঃ । সর্ববর্ণ-
 সমুদ্ভূতা জাবাস্তিষ্ঠন্তি বৈ গৃহে ॥ ৪৭ ॥ ন কিঞ্চি-
 দ্ঘটনে শক্তির্ভর্তৃজাতা কথঞ্চন । ততস্তেনৈব
 দোষেণ সর্বাঙ্গেষু চ জজ্জিবে ॥ ৪৮ ॥ কুময়চাষি-
 ভেত্তাবঃ কালান্তকয়মোপমাঃ । তৈর্নাসাজিহ্ম-
 যোচ্চাসীচ্ছেদঃ কর্ণদ্বয়স্ত চ ॥ ৪৯ ॥ স্তনয়োচ্চাঙ্ক-
 লীনাঞ্চ পশুহং চাপি চাগতম্ । তেন পঞ্চদশাপমা
 গত নরকযাতনাঃ ॥ ৫০ ॥ তাম্রভাণ্ডে চ সা দম্ভা-

সত্যশীল দিব্যরাজি বোদন কবিত্তে করিত্তে
 আকুলেন্দ্রিয় হইয়া একদিন মালিনীকে বলিলেন,—
 হে শোভনে । অদ্য হইতে আমি তোমার দাস,
 আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা
 কর, আমি আর কোন বমণীসম্মিধানে ~~পাশ~~
 করিব না । হে মেদিনীনাথ । মালিনী স্বামীর
 আদেশ শুনিয়া ভীত হইল, সে তখন ভূষণধারণে
 নিযুক্ত ছিল, পতিব জীবনরক্ষায় বা তাঁহার হিত
 সাধনে যত্ন করিল না । সন্দরগমনে যোগিনীসম্মি-
 ধানে গমনপূর্বক সমস্ত নিবেদন করিল । ১২—৪৫ ।
 যোগিনী সত্যশীলের দাহশাস্তির জন্ত অপর একটি
 ঔষধ প্রদান করিলেন, মালিনীও সেই ঔষধ আন-
 য়ন করিয়া ভর্তাকে ভক্ষণ করাইল । ঔষধ সেবন
 করিয়া সত্যশীলও কণকাল মধ্যে সুস্থ হইলেন ।
 তৎকালে মালিনীও উপপতি গৃহে উপনীত হইল,
 মালিনী গৃহকার্যের ভাণ্ড করিয়া উপপতিসমীপে
 গমন করিল । সকল বর্ণের উপপতিই তাহার গৃহে
 আসিতে লাগিল । স্বামী সত্যশীল এই সকল অব-
 লোকন করিয়াও কিছু বলিতে পারিলেন না, অম-
 স্তর এই পাপে মালিনীর সর্বশরীরে কালান্তক
 যক্ষ্মাপন্ন কুমিল জন্মিল, ঐ সকল কুমি মালিনীর
 অস্থি পর্যন্ত ভেদ করিয়া কেলিল, ক্রমে তাহার
 নাসিকা, জিহ্বা, কর্ণদ্বয়, স্তনযুগল ও সর্বাঙ্গি সকল
 ছিন্ন হইয়া গেল, মালিনী পশু হইল । মালিনী পশু

মুতানি দশ শক চ। বীনযোনিবু সজাতা শতবারং
পুনঃপুনঃ ॥ ৫১ ॥ ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা কুমিমূর্তা
নিরন্তরম্। ছিন্নপুচ্ছা ভয়পাদা তাতিতা চ গৃহে
গৃহে ॥ ৫২ ॥ পশ্চাৎ সৌবীরদেশেষু পদ্মবন্ধো-
দ্বিজস্ত চ। দাস্তা গৃহে শুনী জাতা বহুহঃসমাকুলা ॥
৫৩ ॥ ছিন্নকর্ণা ছিন্ননাসা ছিন্নপুচ্ছাজিহ্বাতুরা।
কুমিপূর্ণশিরা নিত্যং কুমিযোনিচ তিষ্ঠতি ॥ ৫৪ ॥
এবং ত্রিংশদগতা বর্ষা অগ্নিজন্মানি ভূমিপ। দৈবাৎ
কর্মবিপাকেন বৈশাখে মেঘগে রবৌ ॥ ৫৫ ॥ শুক্ল-
পক্ষে তু দ্বাদশাং পদ্মবন্ধোন্তনুদ্ববঃ। নদ্যাং
স্নাত্বা শুচিভূত্বা সার্জবস্ত্রো গৃহং যযৌ ॥ ৫৬ ॥
তুলসীবৈদিকাং প্রাপ্য পাদাববনিজে নিজৌ।
বৈদিকায়ামধোদেশে সা শুনীস্বাপমাগতা ॥ ৫৭ ॥
প্রাক্স্থর্য্যোদয়বেলায়াং পাদোদকপবিপ্লুতা। সদ্যো
ধস্তাশুতা জাতা জাতিস্মৃতিরভূৎ কণাৎ ॥ ৫৮ ॥
শ্রুত্বা কর্ম কৃতং পূর্বং সা শুনী তাপসং সদা।

প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ নরকযাতনা ভোগ করিতে
লাগিল, সে পঞ্চদশ জন্ম উত্তপ্ততাম্রভাও নামক
নরকে দণ্ড হইল, শতবার পুনঃপুনঃ কুকুর
যোনিতে কুকুবীজগ্রহণ কবিল। এই কুকুরী
জন্মেও সে ছিন্ননাসা ছিন্নকর্ণা ছিন্নপুচ্ছা ও ছিন্ন-
জিহ্বা হইয়াছিল। কুমিকুল নিরন্তর তাহার
মস্তকে থাকিয়া যাতনা প্রদান করিত এবং সে
যে গৃহেই গমন কবিত, গৃহস্থগণ তাহাকে সর্ব-
ত্রই দূর দূর কবিয়া তাড়াইয়া দিত। অনন্তর
খালিনী সৌবীরদেশের দ্বিজ পদ্মবন্ধুর দাসীগৃহে
কুকুরী হইয়া জন্মগ্রহণপূর্বক বহুহঃসে সমাকুল হইল।
এজন্মেও সে ছিন্নকর্ণা, ছিন্ননাসা, ছিন্নপুচ্ছা ও
ছিন্নপদা হইয়া কুখাতুরা হইয়াছিল; ইহাব মস্তকে
ও যোনিস্থানে কুমিকুল সতত বিদ্যমান ছিল।
হে ভূমিপতে! এজন্মেও মানিলীর ত্রিংশৎ বৎসর
এইরূপে অতিবাহিত হয়। এই সময় বৈশাখমাস,
দিবাকর স্বেয়াশিতে গমন করিয়াছেন; দ্বিজ
পদ্মবন্ধুর পুত্র বৈশাখের শুক্লদ্বাদশীতে নদীতে স্নান
করত শুচি হইয়া সার্জবস্ত্রে গৃহে গমন করেন এবং
তুলসীবৈদিকা সন্নিধানে উপনীত হইয়া জলধারা
নিজে পাদ ধৌত করেন। কুম্বিলাক বশত
দৈববেগে কুকুরী সেই তুলসীবৈদিকা সমীপে
পড়িয়াছিল। তখন দিবাকর উদিত হন নাই, তৎ-
কালে কুকুরী সেই পাদপ্রকালন জলে
পরিমুতা হইল; তাহার অন্তর্যাসি সদ্য বিধস্ত

চক্ষোশ ককণা দীনা মূনে জাহীতি বৈ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
স্বকর্ম চ মুনীন্দ্রায় শ্রুত্যাচখ্যো ভয়াকুলা। কুকু-
র্ব্বিপ্ৰয়োগং তু বস্ত্র হস্তরিতং তথা ॥ ৬০ ॥
যাত্তাপি যুবতী ব্রহ্মন্ ভর্তৃর্ভক্ত্যং সমাচরেৎ। স্বপা-
ধর্ম্মা হুয়াচার্য্য পচ্যতে ভায়ভাজনে ॥ ৬১ ॥ ভর্তা
নাথো গুরুভর্তা ভর্তা দৈবতমুত্তমম্। বিজিগ্মাং কৃত্য
সাধ্বী সা কথং সুখমবাগুয়াৎ ॥ ৬২ ॥ তির্ধ্যগ্ধোনি-
শতং যাতি কুমিকোটিশতানি চ। তস্মাদ্ভুত্ব
কর্তব্যং ত্রীতিভর্তৃর্ভক্ত্যং সদা ॥ ৬৩ ॥ সাহং পশ্যে
পুনর্ধোনিং কুৎসিতাং যাতনাধিতাম্। যদি নোহ-
রসে ব্রহ্মদয়া হৃদ্যুষ্টিসম্মুখাম্ ॥ ৬৪ ॥ তস্মাদ্ভুত্ব
মাং ব্রহ্মন্ হৃদ্যতাং পাপচারিণীম্। শূকতন্ত প্রদানেন
বৈশাখে শুক্লপক্ষকে ॥ ৬৫ ॥ যা কৃতা তু হুয়া ব্রহ্মন্
দ্বাদশী পূণ্যবর্দ্ধিনী। তন্তাং হুয়া কৃতং পুণ্যং স্নান-
দানান্নভোজনৈঃ ॥ ৬৬ ॥ হুচারিণ্যা অপি ব্রহ্ম-

হইল। কণকাল মধ্যে তাহার পূর্বস্মৃতি হৃদয়ে
জাগিয়া উঠিল ১৪৬—৫৮। দীনা ককণা কুকুরী স্বীয়
পূর্বকৃত কর্ম্ম স্মরণ কবিয়া অতি তারস্বরে তপস্বী
মুনিতনয়কে আহ্বান করত পুনঃপুনঃ বলিল, হে
মূনে! আমাকে জ্ঞান করুন। কুকুরী স্বীয় কর্ম্ম
স্মরণ করত ভয়াকুলা হইয়া পূর্বাচারিত কর্ম্মনিচয়
মুনীন্দ্রসন্নিধানে নিবেদন করিল; সে স্বামীর
প্রতি বিধপ্রয়োগ আচরণ, নিজের হুচারিণ্য
সকলেই প্রকাশ করিয়া পরে কহিল—ব্রহ্মন্!
আমার জ্ঞায় অস্ত্র কোন যুবতীও ভর্তাকে বস্ত্র
করিলে তাম্রভাজন নরকে পাতিত হইয়া থাকে।
সে হৃদ্বতা, তাহার সমস্ত ধর্ম্ম বৃথা হয়। ব্রহ্মতঃ
ভর্তাই নাথ, ভর্তাই গুরু এবং ভর্তাই উত্তম দেবতা,
সাধ্বী রমণী স্বীয় চরিত্র বিকৃত করিয়া কিরূপে সুখ-
লাভ করিতে পারে? তাদৃশী হুচারিণী রমণী শত
তির্ধ্যগ্ধোনি ও শতকোটি কুমিযোনিতে জন্ম
লাভ করে। হে দ্বিজ! নারীগণের সতত
স্বামীর আদেশ শালন করা কর্তব্য। আমি
তাহা করি নাই, হে ব্রহ্মন্! অন্য আমি
আপনার দৃষ্টিপথের সম্মুখীনা হইয়াছি, আপনি যদি
আমাকে উদ্ধার না করেন দেখিতেছি, সর্বত্রই
আমাকে পুনরায় যাতনাধিত কুযোনিতে জন্ম লইতে
হইবে। আমি হৃদ্যতকারিণী পাপচারিণী, হে ব্রহ্মন্!
আমাকে উদ্ধার করুন। হে ব্রহ্মন্! আমি শূকত-
সম্পন্ন, আপনি বৈশাখের পূণ্যবর্দ্ধিনী শুক্লদ্বাদশীতে
স্নান, দান ও ভোজনভোজনাদি দ্বারা বহু পুণ্য সঞ্চয়

ভেদে মুক্তিবিষয়ি। যতঃ তু কুহরঃ জাতঃ
বহুহে মহাজঃ কিল। ৬৭। সন্ন্যাসীকলাবাণিঃ
লভতে নাজ সংশয়ঃ। তন্তঃ দন্তঃ হন্তঃ যত্র কৃতঃ
দেবার্চনাদি যৎ। ৬৮। তদকম্যকলঃ জেয়ঃ
যৎকৃতঃ দাদনীদিনে। এবংবিধকলঃ যৎসাত্তদেহি
সকলঃ মহঃ। ৬৯। দাদন্তামুপবাসেন ত্রয়োদশাং
তু পারণাৎ। যৎ কলঃ সাত্তদপ্যক্কা তেন মুক্তি-
বিষয়ি। ৭০। দয়াঃ কুরু মহাতাগ দীনায়াঃ দীন-
বৎসল। দীননাথো জগন্নাথো যুগ্মনাথো জনার্দনঃ।
৭১। তদীয়াস্তাদৃশা এব যথা রাজা তথা প্রজাঃ।
বৈবস্বতপদধ্বংসিন্ পরিজাহি স্তুত্বাধিতাম্। ৭২।
অদ্বারবাসিনীঃ দীনাঃ শুনীঃ মাং দীনবৎসল।
অক্ষহত্যাশহস্রং বা গোহত্যানাং সহস্রকম্। ৭৩।
অগম্যানাক কোটিশ দহত্যেব শুভা তিথিঃ।
তত্ভাং কৃতঃ মহাপুণ্য মহঃ দয়া মহামুনে। ৭৪।
মামুদর সমুদ্রিগাঃ দীনাঃ নাথ সমুদ্রব। অস্তে
ভুভ্যঃ দ্বিজেন্দ্রায় নম উক্তিঃ বদাম্যহম্। ৭৫।

করিয়াছেন, আমি আপনার আশ্রিতা, অতএব
আমি হুচারিণী হইলেও আপনার প্রসাদে আমার
মুক্তি হইবে। দ্বিজ দাদনীতে বাহার আলয়ে মান
করেন, তিনি গৃহে বসিয়াই নিখিলভীর্ষের কললাভ
করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। দাদনীদিবসে
তপস্ভা, দান, হোম এবং দেবপূজাদি যাহা কিছু রত
হয়, তৎসমস্ত অকমলজনক হইয়া থাকে। হে
মহাতাগ! আপনার দাদনীকৃত কল সকল আমা'ক
দান করুন, আপনি দাদনীতে উপবাস ও ত্রয়োদশী
দিবসে পারণ করিয়া যে পুণ্য অর্জন করিয়াছেন,
সেই পুণ্যেই সদ্য আমার মুক্তি হইবে। হে দীন-
বৎসল! আমি দীনা, আমার প্রতি দয়া করুন।
আপনি দীননাথ, জগন্নাথ, আপনাদের মাং ও
জনার্দন; রাজা প্রজা উভয়ই আপনার নিকট তুল্য;
হে যমজয়িন্! আমি অত্যন্ত দুঃখিতা, দীনা, শুণী,
আপনার দারবাসিনী আমাকে পরিজ্ঞান করুন।
হে দীনবৎসল! শুভাবহ এই দাদনীতাথ সং-
প্রসাদে, সহস্র গোহত্যা এবং কোটি অগম্যাং মন
জন্মিত পাপও বিনাশ করিতে সমর্থ; হে মহামুনে।
আপনি সেই দাদনীতিথিতে যে মহাপুণ্য করিয়াছেন,
আমাকে সেই পুণ্য প্রদান করিয়া রক্ষা করুন।
হে নাথ! আমি দীনা ও মামুদ্রিগা; আমাকে
উদ্ধার করুন। হে দ্বিজেন্দ্র! আমি আশ্রিতা
করিয়া। আপনাকে প্রতি নমঃ অর্থাৎ আপনাকে

ইতি তত্ভাং কৃতঃ মহাপুণ্যঃ কুহরঃ কুহরঃ।
যতঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৭৬।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৭৭।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৭৮।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৭৯।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮০।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮১।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮২।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৩।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৪।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৫।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৬।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৭।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৮।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৮৯।
তত্ভাং কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ কুহরঃ। ৯০।

প্রণাম করিয়াই আমাব কথাবসান করিলাম। ১০২—১০৫
ককুবীর কথা শুনিয়া মুনিতনয় তাহাকে কহিলেন,
—হে শুনি! প্রাণিগণ স্বকৃত পুণ্যপাপাদি কর্ত্তব্য
সুখ-দুঃখাশ্রক কর্মকল অবশ্যই ভোগ করে। তুমি
তোমার স্বামীকে রক্ষা ও চূর্ণাদি দ্বারা বশীকরণ
করিতে গিয়া যে পাপ করিয়াছ, ইহাতে পাপাচারিণী—
তোমারও হীনচিন্ততার পরিচয়ই প্রকাশিত হই-
য়াছে। এ বিষয়ে আমি আর কি কহিব? সাধুগণের
প্রতি পাপাচরণ করিলে তাহা নিজের দুঃখকর হয়,
আর পুণ্যকার্য করিলে শীঘ্র দুঃখ বিনষ্ট হইয়া থাকে।
পানীর প্রতি পাপাচরণ ও পণ্যাহুতান উভয়ই
নিফল হয়; দেখ, সর্পকে শর্করামিশ্রিত কীরদান
করিলে দান হইলেও তাহা শুভজনক হয় না।
উহাতে কেবল তাহার বিষবৃদ্ধিই করা হয়, অতএব
এরূপ কর্ম পাপকর। মুনিতনয় এইরূপ বলিতে
থাকিলে দুঃখের প্রতিমূর্ত্তি সেই শুনী পুনরায়
বিকটরূপে বহু চীৎকার করিয়া শুদীয় পিতাকে
সংবাদনপূর্বক বলিল;—হে পদ্মবদন। আমি
শুনী, আপনার দার আশ্রিতা, অতএব রক্ষা
করুন; আমি নিত্য আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন
করি, অতএব আমাকে পরিজ্ঞান করুন। দেব-
দাধিগণ বলিয়া থাকেন, বাহার মহাশয় কুহর
ব্যক্তির গোষা, তাহারিগকে পরিজ্ঞান করা শর্কর-
কর্ত্তব্য। চণ্ডাল, বারন ও সারসের কুহরিতা বিদ্যে-
নিত্য বলিষ্ঠাঙ্গী, তাহারিগকে পরিজ্ঞান করা পাপ;

প্রত্যহঃ বরিকোজিনঃ । অশ্রুঃ নোহরেণ পোষ্যঃ
মোগাধ্যপুতঃ যদি ৷ ৮৪ ৷ সোহঃ পতেন্ন সন্দেহ
ইতি বেদবিদ্যাঃ মতম্ ৷ ৮৫ ৷ কর্তারমেকং জগতাং
হি কর্তা কৃষ্ণান্না পাতি সমস্তজন্ম । দারাদি-
ব্যপদেশতো হরিত্ত্বান্নাতাজা খলু পোষ্যরক্ষা ৷
৮৬ ৷ অপোষ্যরক্ষাঃ পরিত্যক্তা জন্তুর্দেবেন কৃপা
যদি বর্জ্যেতৎস্বধীঃ । স দেবদ্রোহা সকলস্ত হস্তা
কীনাশলোকানহু সম্প্রয়াতি ৷ ৮৭ ৷ কর্তব্যাহ-
দ্যালুহাদেতামুদ্রয় জন্মতিম্ । ইতি তস্তা বচঃ শ্রুত্বা
জুঃখার্ভায়া গৃহে সূতঃ । নিশ্চক্রাম গৃহাতুর্গং পদ্মবন্ধুর্দয়া-
নিধিঃ ৷ ৮৮ ৷ কিমেতদিত্তি তাং প্রাহ পুত্রঃ সর্বং
স্তবেদম্ ৷ স তু পুত্রবচঃ শ্রুত্বা তমেবং প্রাহ
বিস্মিতঃ ৷ ৮৯ ৷ পদ্মবন্ধুবচ । মমায়জ কথং
বাক্যমীদৃশং ব্যাহতং হয়া । ন সাধুনামিদং বাক্যং
ভবতীহ ধরানন ৷ ৯০ ৷ আশ্রমোধ্যকরাঃ পাপা
ভবন্তি পরিভাবিতাঃ । পশু পুত্র জনাঃ সর্বের
পরোপকরণায় বৈ ৷ ৯১ ৷ শনী স্বর্ঘ্যোহথ পবনো

রজনী হতভুগ্ন জলম্ । চন্দনং পাদপাঃ সন্তঃ
পরোপকরণে হিতাঃ ৷ ৯২ ৷ অশ্বিনানঃ কৃত্যং পুত্র
কৃপয়া হি দধীচিনা । দেবানামুপকারায় জ্ঞানঃ
দৈত্যান মহাবলান্ ৷ ৯৩ ৷ কপোতার্থে অমাসানি
শিবিনা ভূভুজা পুরা । প্রদত্তানি মহাভাগ জ্ঞেয়
জুহিতানি বৈ ৷ ৯৪ ৷ জীমূতবাহনো রাজা পুরাসীৎ
কিত্তিমণ্ডলে । তেনাপি জীবিতং দত্তং গরুড়ায়
মহান্ননে ৷ ৯৫ ৷ তস্মাদ্যালুনা ভাব্যং ভূভুগ্নেণ
বিপশ্চিতা । শুদ্ধে বর্ষতি দেবস্ত কিমশুকে ন
বর্ষতি ৷ ৯৬ ৷ কিম দীপয়তে চন্দ্রশ্চণ্ডালানাং গৃহে
সদা । তস্মাদহং তনোমেতাং যাচন্তীহ পুনঃপুনঃ ।
৯৭ ৷ উদ্ধারিষ্যে নিজৈঃ পুণ্যৈঃ পঞ্চমগ্নাং গাং
যথা । ইতি পুত্রঃ নিরাকৃত্য প্রতিজ্ঞয়ে মহামতি ৷
৯৮ ৷ দত্তং দত্তং মহাপুণ্যং দাদশীদিনসম্ভবম্ । তুনি
গচ্ছ হরের্দ্যাম নিধুঁতাখিলকশ্যবা ৷ ৯৯ ৷ তদাক্যাৎ
সহসা ভূপ দিব্যাভরণভূষিতা । বিমুচ্য দেহং জীর্ণং
তু দিব্যরূপধরা শুভা ৷ ১০০ ৷ শতাদিত্যপ্রভা

অশ্রু ও রোগাতিভূত পোষ্য ব্যক্তিকে যে
গৃহস্থ উদ্ধার না করে, তাহার অধোগতি হয়,
ইহা বেদবিদগণের মত । জগৎপতি হরিও দারাদি-
ব্যপদেশে কুটুম্বপোষক হইয়া সমস্ত প্রাণীর রক্ষা
করিয়া থাকেন, অতএব পোষ্যবন্ধু তাঁহারই
অনুমোদিত বলিয়া জানিবেন । দৈববিমুখ গৃহস্থ
যদি পোষ্যরক্ষা উপেক্ষা করিয়া অন্তরূপ বুদ্ধি
করে, তবে তাহাকে দেবদ্রোহী ও নিখিল প্রাণীর
হস্তা কহে ; আর সে দেহাবসানে যমলোকে
গমন করিয়া থাকে । আমি জন্মতি, আপনি
দয়ালু ; অতএব আপনার কর্তব্যবুদ্ধিতেই
আমাকে মুক্ত করুন । অনন্তর দয়ালু পদ্মবন্ধু
জুঃখার্ভা গৃহস্থারবাসিনী শুনীর বাক্য শুনিয়া গৃহ
হইতে সহর নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং শুনীর
নিকট ইহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার
তনয়ই তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । তিনি
তনয়ের বাক্য শুনিয়া বিস্মিতহৃদয়ে পুত্রকে
বলিতে লাগিলেন । পদ্মবন্ধু বলিলেন,—হে সৌম্য
বদন । তুমি আমার তনয় হইয়া এ কিরূপ বাক্য
বলিয়াছ ? তোমার এই বাক্য সাধুসম্মত নহে, আর
তোমার মুখে এ কথা শোভা পায় না । যাহাওয়া
কেবল নিজের সুখকর কার্য করে, সেই পাপচার-
গণ পরিভাবিত ; হে তনয় ! প্রাণিগণের পরোপ-
কার বশতঃ প্রতি একবার দৃষ্টিনিবেশ কর । এই

দেখ,—শনী, স্বর্ঘ্য, সমীরণ, রজনী, হতাশন, জল,
চন্দনতরু—এই সাধুগণ সতত পরোপকারের জন্তই
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । ৭৬—৯২ । হে পুত্র । বিজ
দধীচি মহাবল দেবগণের দীন দশা দর্শন করিয়া
তাঁহাদের উপকারকামনায় কৃপাপূর্বক স্বীয় অশ্বি দান
করিয়াছিলেন । হে মহাভাগ । পূর্বকালে কপোতের
প্রাণবিনিময়ে বসুধাধিপ শিব জ্ঞেয়কে স্বীয়মাস
কর্তন করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন ; কিত্তিলে
জীমূতবাহন নামক জনৈক রাজা ছিলেন, তিনিও
মহাত্মা গরুড়কে আত্মপ্রাণ প্রদান করিয়াছিলেন ।
অতএব বিদ্বান্ বিজ সতত দয়ালু হইবেন ।
দেখ, ইহা কি কেবল অশুভ দেশ পরিত্যাগ
করিয়া শুদ্ধদেশে বর্ষণ করুন ? চণ্ডালের
হে কি শীতরশ্মি সতত কিরণ বিতরণ করেন
না ? অতএব আমি পুনঃপুনঃ উদ্ধাব-প্রার্থিনী
শুনীকে পঞ্চমগ্ন গোর জ্ঞায় নিজ পুণ্য দ্বারা
উদ্ধার করিব । মহামতি পদ্মবন্ধু পুত্রের প্রতি
উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্বক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া
ছিলেন ;—হে তুনি । আমার দাদশীজাত মহাপুণ্য
নিশ্চয়রূপে তোমাকে দান করিলাম, তুমি এক্ষণে
অগ্নিল কলুষবিমুক্ত হইয়া হরিপুরে গমন কর ।
হে ভূপ । পদ্মবন্ধুর মুখ হইতে যেমন বীজ বাক্য
উচ্চারিত হইল, অমনিই শুনী স্বীয় জীর্ণ শরীর
পরিত্যাগপূর্বক দিব্য আভরণে ভূষিত হইয়া অতি

জীতা সাবিত্রীপ্রতিমা যথা। জগামামহা তং বিপ্রাঃ
দ্যোতয়ন্তী দিশো দশ। ১০১। ভূক্কা দিবি
মহাতোগান্ শশ্যাজ্জাতা মহীতলে। নরনারায়ণা-
দেবাহুর্কণী নাম নামভ্যঃ। ১০২। বৈশাখশুদ্ধদ্বাদশ্যাঃ
প্রভাবেন বরাঙ্গনা। দেবানাঞ্চ প্রিয়া জাতা
অঙ্গররক্ষক্কা সা যদৌ। ১০২। যদযোগিগম্যাং
হতভূকপ্রকাশং বরং বরেন্যাং পরমার্থরূপম্।
যৎপ্রাপ্য সন্তোষপি হি যান্তি মোহং তৎপ্রাপ রূপক
ভনী হি দেবী। ১০৪। পশ্চাৎ স পদ্যবক্কুহি তাং
তিথিং পুণ্যবর্জিনীম্। লোবেটীঃ খ্যাপয়ামাস মধু-
বিটপ্রাপবলভাম্। ১০৫। কোটীকুর্নুর্ধ্যগ্রহণাধিকা
সা সমস্তরূপাধিকপুণ্যরূপা। যজ্ঞৈঃ সমস্তৈরতিরিচ্য-
মাণা বিজেন খ্যাতা ভুবনজয়ে চ। ১০৬।

ইতি জীকান্দে নারদাশ্রমীষসংবাদে শুনীমোক-
প্রাপ্তিনাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ। ২৪।

মনোহর বেশ ধারণ করিল। তাহার শরীর শত-
সূর্য্যপ্রভাযুক্ত হওয়ায় সে যেন সাবিত্রীপ্রতিম
হইল; তখন সে দশদিক্ উদ্ভাসিত করিয়া মুনিকে
আমন্ত্রণ করত স্বর্গধামে গমন করিল এবং বহুকাল
তথায় মহাতোগ সকল উপভোগ করিয়া পুনরায়
কিতিতলে জন্মগ্রহণ করিল। এই জন্মে তাহার
উৎপত্তি নরনারায়ণের দেহ হইতে সম্ভাবিত
হইয়াছিল; তাহার নাম হইয়াছিল উর্কণী। অহো!
বৈশাখশুদ্ধদ্বাদশীর কি প্রভাব! এই বরাঙ্গনা
অঙ্গররক্ষ লাভ করিয়া দেবগণের প্রিয় হইয়া-
ছিল। অহো! যাহা যোগিগম্য, যাহা হইতে
হতাশনের প্রকাশ, যা-বর ও বরেন্যা এবং
পরমার্থরূপ, যাহা প্রাপ্ত হইয়া সাধুগণও মোহিত
হন; সেই দ্বাদশীপ্রভাব লাভ করিয়া শুনী দেবী
হইল। অনন্তর বিজ পদ্যবক্কু মধুহৃদনের প্রিয়
পুণ্যবর্জিনী দ্বাদশীর প্রভাব দেখিয়া পৃথিবীতে এই
জিহির মহাক্ষ্য প্রচার করিলেন, তিনি ত্রিলোকে
এইরূপ প্রচার করিলেন যে, দ্বাদশী—কোটিচন্দ্র-
সূর্য্যগ্রহণতুল্য; যত প্রকার পুণ্য আছে, দ্বাদশী-
জন্ম তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং নিখিল যজ্ঞ হইতেও ইহা
উৎকর্ষ। ১০১—১০৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। ২৪।

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ।

ঋতদেব উবাচ। যান্তিঅস্তিত্বয়ঃ পুণ্যা অস্তিমা
শুক্লপঞ্চকে। বৈশাখমাসি রাজেন্দ্র পূর্ণিমাভ্যঃ শুভা-
বহাঃ। ১। অন্ত্যাঃ পুষ্করিণীসংজ্ঞাঃ সর্বপাপক্ষয়বহাঃ।
মাধবে মাসি যঃ পূর্ণং জ্ঞানং কর্ত্ত্বং ন চ ক্ষমঃ। ২।
তিথিষেতানু স মাসাৎ পূর্ণমেবকলং লভেৎ। সর্বৈ
দেবান্নয়োদশ্যাং হিত্বা জন্তুন পুনস্তি হি। ৩। পূর্ণিয়াঃ
সর্বতীর্থেষু বিষ্ণুনা সহ সংস্থিতা। চতুর্দশ্যাং স যজ্ঞাশ্চ
দেবা এতান্ পুনস্তি হি। ৪। অক্ষয়ং বা সুরাং বা
সর্বান্নেতান পুনস্তি হি। একাদশ্যাং পুরা যজ্ঞে
শাখ্যামমৃতং শুভম্। ৫। দ্বাদশ্যাং পালিতং তচ্চ
বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। ত্রয়োদশ্যাং সুধাং দেবান্ পায়য়া-
মাস বৈ হবিঃ। ৬। জবান চ চতুর্দশ্যাং দৈত্যান্ দেব-
বিবোধিনঃ। পূর্ণিয়াং সর্বদেবানাং সাম্রাজ্যাগ্নি-
কর্ষভূব চ। ৭। ততো দেবাঃ স্ফস্কটৌ এতাসাঞ্চ বরং
দদুঃ। তিস্রাঞ্চ তিথীনাং বৈ ত্রীত্যোৎকল্লবিলো-
চনাঃ। ৮। এতা বৈশাখমাসস্ত তিস্রশ্চ তিথয়ঃ
শুভাঃ। পুত্রপৌত্রাদিকলদা নরাণাং পাপহানিদাঃ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ঃ।

ঋতদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! এই ত
পেল দ্বাদশীর কথা, ইহার পর শুক্লপঞ্চকে আর
যে তিনটি পুণ্যতিথি আছে, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও
পূর্ণিমা এই তিথি ত্রয় বৈশাখমাসে অতি শুভাবহ।
এই তিথি ত্রয়ের নাম পুষ্করিণী, ইহার সর্বপাপ-
নাশিনী। যে মানব সম্পূর্ণ বৈশাখ মাসে জ্ঞান করিতে
অসমর্থ, এই তিথি ত্রয়ে জ্ঞান করিলে তাহার সম্পূর্ণ
মাসজ্ঞানের কল লাভ হয়। সুরগণ ত্রয়োদশীতে
বাস করিয়া নিখিল প্রাণীকে পবিত্র করেন, পূর্ণিমায়
অখিল তীর্থ ও বিষ্ণুর সহিত অবস্থিত হন, আর
চতুর্দশীতে ত্রিদশগণ সকল যজ্ঞের সহিত বাস করিয়া
ভুতনিচয়কে পুত করিয়া থাকেন। অক্ষয়ই হউক
কিংবা সুরাশীই হউক, এই পুণ্য তিথি ত্রয় সকল
কেই বিমল করেন। পুরাকালে বৈশাখের একা-
দশীতে অমৃত উৎপন্ন হইলে দ্বাদশীতে উহা প্রভবিষ্ণু
বিষ্ণুকর্ত্ত্বক রক্ষিত হয়, ত্রয়োদশীতে হরি ঐ
অমৃত সুরগণকে পান করান, চতুর্দশীতে হরি
সুরবিরোধী অসুরগণের নিধনসাধন করেন এবং
পূর্ণিমায় ত্রিদশদাসিগণের সাম্রাজ্য লাভ হয়। ১—
৮। অনন্তর সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া ত্রীতি-উৎকল্ল-
লোচনে এই তিথি ত্রয়কে বরদান করেন। অদ্যপি
বৈশাখমাসের এই তিথি ত্রয় মানবগণের শুভাবহ,

১। বৈশাখমাসে চ সম্পূর্ণে ন জাতো মনুজাধমঃ ।
তিথিভয়ে তু স নাতা পূর্ণমেব ফলং লভেৎ ॥ ১০ ॥
তিথিভয়ে প্যকুর্বাণঃ স্নানদানাদিকং নরঃ । চাণ্ডালীং
যোনিমাসাদ্য পশ্চাদ্রোরবমশ্রুতে ॥ ১১ ॥ উকো-
দকেন যঃ স্নাতি মাধবে চ তিথিভয়ে । রোরবঃ
নরকং যাতি যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১২ ॥ পিতৃন দেবান
সমুদ্ভিষ্ট দধ্যাং ন দদাতি যঃ । পৈশাচীং যোনি-
মাসাদ্য তিষ্ঠত্যাভূতসংপ্রবম ॥ ১৩ ॥ প্রবৃত্তানাঞ্চ
কামানাং মাধবে নিয়মে কৃতে । অবশ্যং বিষ্ণুসায়ুজ্যং
যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥ আমাসং নিয়মাসক্তঃ
কুর্বাদ্যদি দিনভয়ে । তেন পূর্ণকলং প্রাপ্য মোদতে
বিষ্ণুমন্দিরে ॥ ১৫ ॥ যো বৈ দেবান পিতৃন বিষ্ণুং
শুক্লমুদ্ভিষ্ট মানবঃ । ন স্নানাদি করোত্যদ্ধামুখ্য
শাপপ্রদা বয়ম্ ॥ ১৬ ॥ নিঃসন্তানো নিরায়শ্চ
নিঃশ্রেয়স্কৌ ভবেদিত্তি । ইতি দেবা বরং দত্ত্বা
স্বধামানি যযুঃ পুরা ॥ ১৭ ॥ তস্মাতিতিথিভয়ং পুণ্যং
সর্বান্নৌঘবিনাশনম্ । অন্ত্যঃ পুঙ্করিণীসংজ্ঞং পুত্র-

পৌত্রবিবর্জনম্ ॥ ১৮ ॥ যা নারী সূতগোপুপায়সং
পূর্ণিমাদিনে । ব্রাহ্মণায় স্কন্দদ্যং কীর্ত্তিমন্তঃ সূতঃ
লভেৎ ॥ ১৯ ॥ গীতপাঠস্ত যঃ কুর্বাদ্যদ্বিমে চ
দিনভয়ে । দিনেদিনেহবমেধিনাঃ কলমেতি ন
সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥ সহস্রনামপঠনং যঃ কুর্বাদ্য দিনভয়ে ।
তস্ত পুণ্যকলং বক্তুং কঃ শক্তো দিবি বা ভূবি ॥ ২১ ॥
সহস্রনামতির্দেবং পূর্ণায়াঃ মধুসূদনম্ । পয়সা স্নাপ্য
বৈ যাতি বিষ্ণুলোকমকলম্বম্ ॥ ২২ ॥ সমস্তবিভবৈর্বিষ্ণু
পূজয়েন্মধুসূদনম্ । ন তস্ত লোকাঃ কীর্ত্তন্তে যুগ-
কল্পাদিব্যত্যয়ে ॥ ২৩ ॥ অন্নাত্রা চাপ্যদত্ত্বা চ
বৈশাখশ্চ গতৌ যদি । স ব্রহ্মহা শুক্লমুদ্ভিষ্ট পিতৃণাং
ঘাতকস্তথা ॥ ২৪ ॥ শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং
ভাগবতোক্তবম্ । বৈশাখে চ পঠনম্ভ্যো ব্রহ্মহা
চোপপদ্যতে ॥ ২৫ ॥ যো বৈ ভাগবতং শাস্ত্র-
শৃণোত্যেতদ্দিনভয়ে । ন পার্শ্বপরিপ্যতে কাপি
পদ্যপত্রমিবাস্তসা ॥ ২৬ ॥ দেবত্বং মনুজৈঃ প্রাপ্তং
কৈশ্চিৎ সিদ্ধয়মেব চ । কৈশ্চিৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মভাবো
দিনভয়নিমেবণাৎ ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মজ্ঞানেন বৈ মুক্তিঃ

পুত্রপৌত্রাদিকলদ ও পাপহানিকর হইয়াছে । যে
মনুজাধম এই সম্পূর্ণ বৈশাখমাসে স্নান না করিয়াও
এই তিথিভয়ে মন্ত্র স্নান করে, তাহার পূর্ণমাস
স্নানেরই ফললাভ হয় । যে নর এই তিনতিথিতেও
স্নানাদি করে না, তাহার চাণ্ডালযোনিগমন ও
পরে রোরবনরক ভোগ হইয়া থাকে । যে মানব
মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসের এই তিথিভয়ে উকজলে
স্নান করে, চতুর্দশ ইন্দ্রের শাসনকাল তাহার রোরব
নরক ভোগ হয় । যে নর পিতৃ ও দেবগণের
উদ্দেশ্যে এই তিন তিথিতে দধিযুক্ত অন্নদান না
করে, পুনঃ প্রলয়কাল পর্যন্ত তাহার পিশাচ-
যোনিতে বাস হয় । মাধবপ্রিয় বৈশাখমাসে
নিয়মপূর্বক কাম্যকর্ম্মকারীরও অবশ্য বিষ্ণুসায়ুজ্য
লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই । সম্পূর্ণ মাস নিয়ম-
পালনে অশক্ত মানব যদি এই দিনভয়েও নিয়ম
পালন করে, তথাপি তাহার পূর্ণমাসব্রতের ফল
হয় এবং সে বিষ্ণুমন্দিরে গমন করিয়া হুষ্টি হইয়া
থাকে । দেবগণ বলিয়াছেন,—যে মানব দেব, পিতৃ
ও গুরু উদ্দেশ্যে এই দিনভয়ে স্নান-দানাদি করে
না, আমরা তাহার শাপপ্রদ হই ; এবং সেই নর
নিঃসন্তান, নিরায় ও অমঙ্গলভাজন হয় । পুরাকালে
সুরগণ অশ্বিনী-আদি তিথিভয়ে এইরূপ বরদান
করিয়া নিম্নপরে গমন করিয়াছিলেন । তদবধি
এই তিথিভয়ে পুণ্য ও সর্বপাপবিনাশন হইয়াছে ;

এই তিথিভয়ের মধ্যে অর্থাৎ অন্ত্য পূর্ণিমানারী তিথি
পুত্র-পৌত্রাদিবর্জন বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ৮-১৮। যে
সৌভাগ্যবতী নারী পূর্ণিমাদিনে ব্রাহ্মণগণকে একবার
অপুপ ও পায়স দান করে, তাহার কীর্ত্তিমান তনয়-
লাভ হয় । যে মানব এই শেষ তিথিভয়ে গীতা
পাঠ করে, এক এক দিনে তাহার অবমেধ যজ্ঞের
ফলপ্রাপ্তি হয়, সংশয় নাই । এই দিনভয়ে যে
মানব সহস্রনাম পাঠ করে, স্বর্গে কিংবা ভূতলে
তাহার পুণ্যকল কে বলিতে সমর্থ ? পূর্ণি-
মার দিন সহস্রনাম কীর্ত্তনপূর্বক যে মানব মধু-
সূদনকে স্নান করায়, তাহার অকলম্ব বিষ্ণুলোক
লাভ হয় । যে মানব সমস্ত বিভব দ্বারা মধুসূদনের
পূজা করে, যুগ-কল্পাদি ব্যত্যয়েও তাহার লোক
সকল ক্ষীণ হয় না । স্নানদান ব্যতীত যাহার
বৈশাখমাস অতিবাহিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মহা, শুক্ল-
ঘাতী ও পিতৃহা জানিবে । বৈশাখমাসে এই তিথি-
মাহার্য্যময় শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ যে মানব নিত্য পাঠ
করে, তাহার ব্রহ্মহা লাভ হয় । • যে মানব দিনভয়ে
এই ভাগবতী কথা শ্রবণ করে, পদ্যশাস্ত্রের জলের
স্তম্ভ তাহাকে কি কদাচ পাপলিপ্ত হইতে হয় ?
এই দিনভয়ের সেবাকারী নর দেবত্ব, সিদ্ধত্ব ও
কদাচিৎ ব্রহ্মহা লাভ করিয়া থাকে । ব্রহ্মজ্ঞানে ও
প্রমাণমুখে মানবের যেমন মুক্তি হয়, নিয়মপূর্বক

প্রয়াগমরণেন বা । অথবা মাসি বৈশাখে নিম্নেন
জলাপ্লুতেঃ ॥ ২৮ ॥ নীলং ধ্বং সৎসজ্জা বৈশাখক
জলাপ্লুতেঃ । সমস্তবন্ধনির্মুক্তঃ পুমান যতি পরং
পদম্ ॥ ২৯ ॥ গাং এবংসাং বিজ্ঞেজ্ঞায় সীদতে চ
কুটুহিনে । ইহাপমৃত্যুনির্মুক্তঃ পরম চ পরং ব্রজেৎ ॥
৩০ ॥ স্নানদানবিহীনস্ত বৈশাখীং চৈব যো নযেৎ ।
স্নানযোনিশতং প্রাপ্য বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ ॥ ৩১ ॥
তিথ্যঃ কোট্যহর্জকোট্য চ তীর্থানি ভুবনজয়ে ।
সকুয় মজ্জয়াঞ্চকুঃ পাপসজ্জাতশক্তিভাঃ ॥ ৩২ ॥ জনা
অস্মানু পাপিষ্ঠা বিমুক্তান্তি স্বকং মলম্ । তদস্মাকং
কথং গচ্ছেদिति চিন্তাসমবিতাঃ ॥ ২২ ॥ তীর্থপাদং
হরিং জঘুঃ শরণ্যং শরণং বিভূম্ । স্তব্ধা চ বহুভিঃ
স্তোত্রৈঃ প্রার্থয়ামাসুরজসা ॥ ৩৪ ॥ দেবদেব জগন্নাথ
সর্বাঘোষবিনাশন । জনা অস্মানু পাপিষ্ঠাঃ স্নাত্বা
পাপানি সর্বশঃ ॥ ৩৫ ॥ বিমুক্তা হুৎপদং যাস্তি
অদাজ্জাধারিণো ভুবি । অস্মাকং চৈব তৎ পাপং
কথং গচ্ছেজ্জনাদিন ॥ ৩৬ ॥ তদুপায়ং বদাস্মাকং
অপাদশবগৈষিণাম্ । ইতি তীর্থৈঃ প্রার্থিতস্ত

বৈশাখে জলাবগাহনেও তদ্রূপ মুক্তি হইয়া থাকে ।
পুরুষ বৈশাখমাসে জলাবগাহনের পব নীলধ্ব
উৎসর্গ করত সমস্ত কর্মবন্ধন ছেদন করিয়া পরম
পদ প্রাপ্ত হয় । যে মানব দাবিজক্রিষ্ট কুটুহীকে
সবৎসা গো দান করে, তাহার ইহকালে অপমৃত্যুভয়
থাকে না এবং পরকালে পরমপদপ্রাপ্তি হয় ।
স্নানদানবিহীন হইয়া যে মানব বৈশাখ মাস অতি-
বাহিত করে, সে শত কুকুরযোনি গমন করিয়া পরে
বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ত্রিভুবনে সার্ব-
ত্রিকোটি তীর্থ বিদ্যমান, তাঁহারা এককালে পাপ-
সজ্জাতে ভীত হইয়া মজ্জা করেন যে, পাপিষ্ঠ মানব-
গণ আমাদের নীরে অবগাহন করিয়া সমস্ত মল-
জ্যাগ করিতেছে, অতএব কিরূপে আমাদের
পবিত্রতা রক্ষিত হইবে ? তাঁহারা এইরূপ চিন্তাচিত
হইয়া তীর্থপাদ বিভূ হরির নিকট হৃদয়পূর্বক তাঁহার
শরণাপন্ন হন এবং বিবিধ ভূতিবাক্যে তাঁহার যথা-
যথ ক্তব করিয়া প্রার্থনা করেন । তীর্থী চয় বলেন,—
হে দেবদেব ! আপনি জগৎপতি নিখিল কলুষ-
বিনাশন, ভূতলবাসী পাপী লোক সকল আপনার
অঙ্গদেশে আমাদের সলিলে অবগাহনপূর্বক নিখিল
পাপ আমাদের নীরে পরিত্যাগ করত আপনার পদে
প্রবেশ করিতেছে, হে জনার্দন ! কিরূপে আমা-
দের এই হৃদয় বিমুক্ত হইবে । আমরা আপ-

ভগবান্ ভূতভাবনঃ ।” প্রহসন্, আহ তীর্থানি মেঘ-
গম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩৭ ॥ জীতগবাস্তবচ । সিন্ধে পুকে
মেঘসূর্য্যো বৈশাখাস্তে দিনজয়ে ॥ ৩৮ ॥ সর্বতীর্থময়ে
পুণ্যে মমাপি প্রাণবল্লভে । যুয়ং ভগোদয়াৎ পূর্বং
বহিঃসংস্রজলাপ্লুতাঃ ॥ ৩৯ ॥ বিমুক্তাঘাঃ পুণ্যরূপা
ভবন্ত্যন্ত স্ননির্মলাঃ । ভবন্তি চ বিমুক্তাঘৈর্ঘে ন
স্নাত্বা দিনজয়ে ॥ ৪০ ॥ তেষু তিষ্ঠন্ত তৎপাপং
জর্জরৈর্ঘুদ্বিরেচিতম্ । ইতি তীর্থপদো বিমুক্ততীর্থানাঞ্চ
বরং দদৌ ॥ ৪১ ॥ অমুক্তাপ্য চ তান যোগান্তজৈবাস্তর-
ধীয়ত । স্বধামানি পুনঃ প্রাপ্য তানি তীর্থানি
নিত্যশঃ ॥ ৪২ ॥ প্রতিবর্ষন্ত বৈশাখে তথৈবাস্ত্য-
দিনজয়ে । তেনাঘোষং বিমুচ্যেব যাস্তি নির্মলতা-
মহো ॥ ৪৩ ॥ যে তু স্নানং ন কুরুন্তি বৈশাখাস্ত-
দিনজয়ে । তে ভবন্ত সমস্তানাং জনানাং পাতকা-
শ্রয়াঃ ॥ ৪৪ ॥ ইতি শাপক তীর্থানি হস্তাতানাং
বদন্তি চ । ন তেন সদৃশঃ পাপো যো ন স্নাতো
দিনজয়ে ॥ ৪৫ ॥ বিচারিতেষু শাস্ত্রেষু ন দৃষ্টো ন

নাব পাদপদ্মের শরণ লইলাম, আমাদের এই দুরিত-
ক্ষয়ের উপায় বিধান করুন । ভূতভাবন ভগবান্ তীর্থ-
গণ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া সহাস্ত-অস্ত্রে মেঘ-
গম্ভীর বাক্যে তাঁহাদের প্রতি উত্তর করিলেন ।
১৯—৩৭ । ভগবান্ বলিলেন,—বৈশাখ মাসে সূর্য
মেঘবাশিতে গমন করেন, ঐ বৈশাখের শুক্লপক্ষীয়
ত্রয়োদশী আদি অস্ত্য তিথিভিন্ন পুণ্য, সর্বতীর্থময়
এবং আমার প্রাণপ্রিয়; এই তিথিভিন্নে সূর্য্যো-
দয়েব পূর্বে তোমারা বর্ষিষ্ জলে আপ্লুত হইয়া
পাপহীন, পুণ্যপ্রতিম ও ‘স্ননির্মল’ হইবে । যে
সকল লোক উক্ত দিনজয়ে তোমাদের সলিলে
অবগাহন করিবে না, তোমাদের কালিত পাপ
তাঁহাদিগের শরীরেই প্রবেশ করিবে । তীর্থপদ
বিমুক্ত তীর্থগণকে এইরূপ বর প্রদান করিলে
তাঁহারা বিমূর আদেশে যোগশরীরে তথা
হইতে অস্থিরিত হইলেন । অনন্তর তীর্থনিচয় স্ব
ধামে গমন করিয়াও প্রতিবর্ষে বৈশাখমাসের সেই
অস্ত্যতিথিভিন্নে বিমূর আদিষ্ট পথের অনুসরণ
করত বিধৌতপাপ হইয়া অতীব নির্মলতা প্রাপ্ত
হইলেন । তদবধি শাস্ত্রবিদগণ কহিয়া থাকেন,—
“যাহারা বৈশাখের ত্রয়োদশী আদি অস্ত্য তিথিভিন্নে
স্নানদানাদি না করে, তাহারা নিখিল পাপের
আমর হটক ।” পবিত্রগণ এইরূপেই পুণ্য শাপ-
বাক্য ঘোষণা করিয়া থাকেন । তাঁহারা স্মারও

চ বৈ ঋতঃ । তদাদিনজয়ে কাথ্যঃ স্নানদানার্চ-
নাদিকম্ ॥ ৪৬ ॥ অন্তথা নরকং যাতি যাবদিত্তা-
শ্চতুর্দশ । ইত্যেতৎ সর্বমাখ্যাতঃ ঋতকৌর্থে
মহামতে ॥ ৪৭ ॥ পৃষ্ঠঃ বৈশাখমাহাত্ম্যঃ যথাদৃষ্টঃ
যথাক্রমঃ । যাহাংস্তাং চ লেখোহয়ং মাধবস্ত চ
বর্ণিতঃ ॥ ৪৮ ॥ কার্শ্ন্যাদিকুঞ্চত্রাঙ্গাপি নানং বর্ষ-
শতৈরপি । পুরা কৈলাসশিখরে পার্বত্যে শব্দবঃ
শ্রবম্ ॥ ৪৯ ॥ আহ মাধবমাহাত্ম্যং পৃচ্ছন্ত্য শতবৎ-
সরম্ । তথাপি নাস্তমগমদশক্লে বিরবাম হ ॥ ৫০ ॥
কো হু বর্ণয়িতুং শক্তঃ কাংস্যান্নাহাত্ম্যমুত্তমম্ ।
বিনা বিষ্ণুং জগন্নাথং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥
পুরা সর্বৈহপি ঋষয়ো মাহাত্ম্যং পাপনাশনম্ ।
লেশস্ত লেশং ব্যাচখ্যাজ্জনানং হিতকাময়া ॥ ৫২ ॥
নাস্তঃ কেনাপি ব্যাখ্যাতো হৃদয়স্তদ্ব্যম্বয়পনে ।
ত্বক্ মাংসে তু বৈশাখে কুরু দানাদিসংক্রিয়াঃ ॥ ৫৩ ॥
তেন ভুক্তিকং মুক্তিকং সম্প্রাপ্নোষি ন সংশয়ঃ ।

ইতি তং বোধয়িত্বা চ মৈথিলং জনকায়মব ॥
৫৪ ॥ ঋতদেবস্তমামন্ত্য গন্ধং চক্রে মনস্তপঃ ।
জাতাহ্লাদঃ স রাজর্ষির্গলম্বাপ্তাকুলেক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥
উৎসবং কারয়ামাস স্বাতিবৃষ্ট্য মনোরমম্ । গ্রামং
প্রদক্ষিণীকৃত্য শিবিকামধিরোপ্য তম্ ॥ ৫৬ ॥
চতুরঙ্গবলৈর্গুহঃ স্বয়ং পৃষ্ঠমধাধগাৎ । পুনশ্চাত্তঃ-
পুরং প্রাপ্য সকলৈর্বার্ভবৈরপি ॥ ৫৭ ॥ বহ্নৈরাত্তরনৈ-
শ্চৈব গোভীতলহিরণ্যকৈঃ । প্রণম্য চ পরিজ্ঞম্য
তহৌ প্রাজ্ঞলিঙ্গতঃ ॥ ৫৮ ॥ ততঃ স তু মহাতেজাঃ
ঋতদেবো মহাযশাঃ । সন্তুষ্টঃ পরমপ্রীতো যযৌ
ধাম স্বকং যুনিঃ ॥ ৫৯ ॥ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যাং
পৌর্ণমাস্যাং চ মাধবে । স্নানং দানং পূজনং চ
কথ্যব্রবণমেব চ ॥ ৬০ ॥ বৈশাখধর্মনিরতঃ স বৈ
মোক্ষমবাপ্নোৎ । ধনশ্রম্যা ভ্রাক্ষণশ্চ প্রেতাশ্চৈব
যথা পূবা ॥ ৬১ ॥ নারদ উবাচ । ইত্যেতৎপর-
মাখ্যানমহবায় তবোদিতম্ । শ্রবণাৎ সর্বপাপহ্নঃ
সর্বসম্পাদ্ধায়কম্ ॥ ৬২ ॥ তেন ভুক্তিং চ মুক্তিং

বলেন,—এই দিনজয়ে যাহারা স্নান না কবে,
শাস্ত্রবিচার করিয়া তাদৃশ পাপী দৃষ্ট বা ঋত হয়
না । অতএব এই দিনজয়ে স্নান, দান ও অর্চ-
নাদি অবশ্যকর্তব্য, অনাথা চতুর্দশ ইন্দ্রের
ঈশ্বর কাল তাদৃশ মানবের নরকভাগ হয় ।
হে ঋতকৌর্থে । তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি
যেদ্রুপ দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি, এই তোমার
নিকট বৈশাখের সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম;
হে মহামতে ! ইহা মধুসূদনপ্রিয় বৈশাখের মাহাত্ম্য-
গাথার রেখামাত্র বর্ণিত হইল, শতবর্ষেও ত্রিকা ইহার
সমস্ত মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন । পুরা-
কালে কৈলাসশিখরে সমাসীনা উমা মহেশসমীপে
বৈশাখমাহাত্ম্যবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে স্বয়ং
শঙ্কর শতবৎসর বৈশাখমাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াও
অন্তদর্শন না পাইয়াই বিরত হইয়াছিলেন । অনা-
ময় নরনারায়ণ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যতীত কাহার
সাধ্য অশেষরূপে এই বৈশাখের উত্তম মাহাত্ম্য
কীর্তন করে ? পুরাকালে নরগণের হিতকামনায়
ঋষিসমূহ এই পাপনাশন বৈশাখের লেশমাত্র
মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অশক্ত
হইয়া কেহই বৈশাখের মাহাত্ম্য শেষ করিয়া ব্যাখ্যা
করিতে পারেন নাই । হে মহীপতে ! তুমিও
বৈশাখমাহাত্ম্য দানাদি সংক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর,
এইরূপ করিলে ভুক্তিমুক্তিলাভ করিবে, সংশয়

নাই । ঋষি ঋতদেব মিথিলাধিপতি জনককে
এইরূপে প্রবোধিত করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ-
পূর্বক গমনে মনন করিলেন, রাজর্ষি হুঁষ্ট হইলেন ।
বাপ্পবারিতে তাঁহার নয়নযুগল আকুল হইল ।
স্বীয় অভ্যুদয়েব নিমিত্ত তিনি মনোরম উৎসবের
অনুষ্ঠান করিলেন, ঋষিকে শিবিকায় আরোহণ
করাইয়া গ্রামপ্রদক্ষিণ করাইলেন এবং চতুরঙ্গবলের
সহিত স্বয়ং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
লাগিলেন । অনন্তর পুনরায় ঋষিসহ অস্তঃপুরে
প্রবেশপূর্বক বহ্ন, আভরণ, তিল, গো, হিরণ্য
প্রভৃতি বিবিধ বিভবদ্বারা তাঁহার সৎকার করত
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক তাঁহার
সম্মুখে অবস্থিত হইলেন । ৩৮—৫৮ । মহাতেজা
মহাযশা ঋষি ঋতদেবও পরমপ্রীত হইয়া হুঁষ্টান্তঃ-
করণে স্বধামে গমন করিলেন । ত্রয়োদশী, চতুর্দশী
ও পূর্ণিমা মাধবপ্রিয় বৈশাখের এই পুণ্যতিথিভয়ে
যে মানব স্নান, দান, পূজা ও কথ্যব্রবণ প্রভৃতি
বৈশাখধর্মে নিরত হয়, তাহার মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া
থাকে । পুরাকালে ভ্রাক্ষণ ধনশ্রম্যা ও প্রেতগণ
এইরূপ ধর্মোচরণ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিল ।
নারদ কহিলেন,—হে অধরীষ ! এই তোমার
নিকট পরম উপাখ্যান বর্ণন করিলাম, এই উপাখ্যান
শ্রবণে সকল পাপ বিনষ্ট ও নিখিল সমৃদ্ধি লাভ

চ জ্ঞানং মোক্ষং চ বিন্ধতি । ইতি তস্মৈ বচঃ
অহা অস্বরীশো মহাশয়াঃ ॥ ৬৩ ॥ প্রহৃষ্টান্তরুতিচ্চ
বাহুব্যাপারবর্জিতঃ । প্রণনাম তথা মুক্ধা দৃণ্ডবৎ
পতিতো ভুবি ॥ ৬৪ ॥ বিভবৈরখিলৈশ্চাপি পূজয়া-
মান তঃ পুনঃ । সম্পূজিতস্তমামন্ত্য নারদো ভগবান্
মুনিঃ ॥ ৬৫ ॥ লোকান্তরং যযৌ ধীমান্ শাপাত্মৈকজ-
সংহৃতিঃ । অস্বরীষোহপি রাজর্ষির্নারদোক্তানিমান
ভূতান্ ॥ ৬৬ ॥ ধর্ম্মান্ কৃৎস্না বিঃশীনোহভূৎ পরে

হয় এবং ইহার অবশেষে ভুক্তি, মুক্তি, জ্ঞান ও মোক্ষ-
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । নারদের এই উক্তি শ্রবণ
করিয়া মহাশয়া অস্বরীষের অন্তরুতিনিচয় প্রহৃষ্ট
হইল, তাঁহার আর বাহুব্যাপারের ক্ষুণ্ণি রহিল না,
তিনি ভূতলে দৃণ্ডবৎ পতিত হইয়া মস্তক দ্বারা
নারদকে প্রণাম করিলেন । অনন্তর অস্বরীষ অখিল
বিভবদ্বারা ভগবান্ মুনি নারদের পূজা করিলেন ;
তিনি অভিষাপবশে কদাচ একস্থানে অধিক-
কণ অবস্থান করিতে পারিতেন না । ধীমান্ মুনি
রাজা কর্তৃক সম্পূজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্ত্র লোকে
চলিয়া গেলেন । এদিকে রাজর্ষি অস্বরীষও নারদা-
দিষ্ট শুভাবহ ধর্ম্মনিচয় আচরণ করিয়া নির্গুণ পর-

ব্রহ্মণি নির্গুণে । সূত উবাচ । য ইদং পরমাখ্যানং
পাপঘ্নং পুণ্যবর্দ্ধনম্ ॥ ৬৭ ॥ শৃণুয়াচ্চ পঠেদ্যপি স
যাতি পরমাং গতিম্ । লিখিতং পুস্তকং যেষাং
গৃহে তিষ্ঠতি মানদাঃ ॥ ৬৮ ॥ তেষাং মুক্তিঃ করস্বা
হি কিমু তচ্ছ্রবণাখ্যানাম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীশ্কাণ্ডে মহাপুরাণ একাশীতिसाहस्र्या
संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे वैशाख-
मासमाहात्म्ये नारदास्वरौषसंवादे
फलश्रुतिकथनं नाम पঞ্চविंशो-

अध्यायः ॥ २५ ॥

ব্রহ্মে লীন হইলেন । সূত কহিলেন,—যে মানব
পাপঘ্ন পুণ্যবর্দ্ধন এই পরম উপাখ্যান শ্রবণ বা পাঠ
করেন, তাঁহার পরম গতি লাভ হয় । হে মানবগণ !
যাহারা এই উপাখ্যানময় পুস্তক লিখিয়া গৃহে রক্ষা
করেন, তাঁহাদেরও মুক্তি করস্ব হয়, উপাখ্যান-
শ্রবণকারীর মুক্তি বিষয়ে আর কি কহিব ? ৬৭—৬৯।

पञ्चविंश अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥

বিশ্বকোষঃ ।

তথোধ্য-মাহাত্ম্যম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

জযতি পবানবশ্বনুঃ সত্যবতীহৃদয়নন্দনো
ব্যাসঃ । যশ্চাস্তকমলগণিতঃ বায়বমমৃতং জগৎ
পিবতি ॥ ১ ॥ নাবাবণং নমস্কৃত্য নবং চেব
নরোত্তমম্ । দেবীং সবস্বতীং চৈব ততো জয-
মুদীদযেৎ ॥ ২ ॥ • ব্যাস উবাচ । হিমবতাসিন-
সর্কে মুনয়ো বেদপারগাঃ । ত্রিকালজ্ঞা মহাত্মানো
নৈমিষ্যারণ্যবাসিনঃ ॥ ৩ ॥ যেহর্কুদাবণ্যানিব-
দগুকাবণ্যবাসিনঃ । মহেন্দ্রাবতা সে বৈ যে চ
বিক্যনিবাসিনঃ ॥ ৪ ॥ জম্বুনবতা যে চ যে
গোদাবরীবাসিনঃ । বাবণসীশ্রতা যে চ মধুবা-
বাসিনস্তথা ॥ ৫ ॥ উ-যন্তা বতা যে চ প্রথমাশ্রম-
বাসিনঃ । দ্বারাবতীশ্রতা যে চ বদ্যশ্রয়িত্তথা ॥
• • • • • মায়াপুরীশ্রতা যে চ যে চ কান্তোনিবাসিনঃ ।
এতে চান্তে চ নুনয়ঃ সানিয়া বহুবোহমলাঃ ॥ ৭ ॥

প্রথম অধ্যায় ।

জগৎ বাহ্যর মুখকমলগণিত বায়ব অমৃত পান
করে, সেই সত্যবতীহৃদয়নন্দন পবানবতনয় ব্যাস
জয়যুক্ত হউন । নারায়ণ, নবোত্তম, নর, দেবী ও
সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া অনন্তর জয়শব্দ উচ্চারণ
করিবে । ব্যাস বলিলেন,—মহাক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে
কিত্তিপতি মহাত্মা রামেব দ্বাদশবার্ষিকসম প্রব-
র্তিত হইলে হিমালয়বাসী বেদপারগ মুনিগণ
নৈমিষ্যারণ্যবাসী ত্রিকালজ্ঞ মহাত্মা মুনিগণ এবং
অর্কুদারণ্য, দগুকারণ্য মহেন্দ্রপর্বত ও বিক্য
বাসী, জম্বুনসেবী, গোদাবরীতীর্থবাসী, বাবা-
ণসীমিবাসী, মধুরা, উজ্জয়িনী ও দ্বারাবতী-
বাসী, কবরীবনবাসী, মায়াপুরীবাসী, কান্তো-
নিবাসী, ব্রহ্মচর্যাশ্রমরত ঋষি তপস্বী ও বহু
শিষ্যসমিতি কুম্ভাশ্রম অজ্ঞাত মুনিগণ আগমন

কুরুক্ষেত্রে মহাক্ষেত্রে সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে । বর্তমানে
চ রামস্ত কিত্তিপতি মহাত্মনঃ । সমাগতাঃ সমাহুতাঃ
সর্কে তে মুনয়োহমলাঃ ॥ ৮ ॥ সর্কে তে শুদ্ধমনসো
বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । তত্র স্নান্বা যথাস্থায়াং কুমা
কম্ব জপাদিকম্ ॥ ৯ ॥ ভরদ্বাজং পুরস্কৃত্য বেদ-
বেদাঙ্গপারগম্ । আসনেষু বিচিজেষু বৃষাদিষু
হুতুক্রমাৎ ॥ ১০ ॥ উপবিষ্টাঃ কথাশ্চকুর্নানাতীর্থা-
শ্রিতাস্তদা । কস্মাস্তরেষু সত্ৰস্ত সুখাসীনাঃ
পবস্পবম্ ॥ ১১ ॥ কথাশ্চেব ততস্তেষাং মুনীনাং
ভাবিতাশ্চনাম্ । আজগাম মহাতেজাস্তত্র সূতো
মহামাতিঃ ॥ ১২ ॥ ব্যাসশিষ্যঃ পুবাণজ্ঞো রোমহর্ষণ-
সংজ্ঞকঃ । তান্ প্রণম্য যথাস্থায়াং মুনীহুপববেশ
সঃ । উপবিষ্টো যথাস্থায়াং মুনীনাং বচনেন সঃ ॥
১৩ ॥ ব্যাসশিষ্যঃ মুনিবরং সূতং বৈ রোমহর্ষণম্ ।
তং পপ্রচ্ছুর্মুনিবরা ভরদ্বাজাদয়োহমলাঃ ॥ ১৪ ॥
ঋষয় উচুঃ । সূতঃ ক্রতা মহাভাগ নানাতীর্থাশ্রিতাঃ

করিয়াছিলেন । ইহারা সকলেই বিশুদ্ধহৃদয়,
বেদবেদাঙ্গপারগ, ও মুনিবৃত্তিপরায়ণ, সক-
লেই সমাহৃত হইয়া সেই সত্রেক্ষেত্রে উপনীত
হইয়াছিলেন । ১—৮ । এই সকল ঋষি সত্রে-
ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক স্নান ও যথাবিধি জপাদি
কর্ম সমাধা করত বেদবেদাঙ্গপারগ ভরদ্বাজকে
অগ্রে করিয়া বিবজ্র কুংসারাজিনে যথাক্রমে উপ-
বেশন করিলেন । অনন্তর যজ্ঞক্রিয়া সমাহিত
হইলে সেই সকল সুখাসীন ঋষি পরস্পর তীর্থবিষয়ে
নানা কথোপকথন করিতে লাগিলেন । ভাবি-
তাত্মা মুনিগণের পরস্পর অলাপন সম্ভাবণ চলিতে
থাকিলে ইত্যবসরে পুরাণজ্ঞ মহামতি মহাতেজা
রোমহর্ষণনন্দন ব্যাসশিষ্য সূত তথায় উপনীত হইয়া
মুনিগণকে প্রণামপূর্বক তাঁহাদের অঙ্গমোক্ষনক্রমে;
যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলেন । অনন্তর
ভরদ্বাজপ্রমুখ অমলমুনিগণ ব্যাসশিষ্য মুনিসত্তম

কথ্য। সরহস্তানি সর্বাণি পুরাণানি মহামতে ।
 ১৫ । সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামঃ সরহস্তং সনাতনম্ ।
 অযোধ্যায় মহাপুর্য্য মহিমানং গুণোজ্জ্বলম্ । ১৬ ।
 কীদৃশী সা সদা মৈথ্যাযোধ্যা বিষ্ণুপ্রিয়া পুরী ।
 আদ্যা সা গীযতে বেদে পুরীণাং মুক্তিদায়িকা ।
 সংস্থানং কৌদৃশং তস্তাস্ত্রস্তাং কে চ মহীভুজঃ ।
 কানি তীর্থানি পুণ্যানি মাহাত্ম্যাং তেষু কৌদৃশম্ ।
 ১৮ । অযোধ্যাসেবনায়ুগাঃ কলং স্ত্রাৎ সূত
 কৌদৃশম্ । কিং চরিত্রং সূত তস্তাঃ কা নদ্যাঃ কে
 চ সঙ্গমাঃ । ১৯ । তত্র স্তানেন কিং পুণ্যং দানেন
 চ মহামতে । তৎসর্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্তুতঃ সূত
 ভগাবিক । ২০ । এতৎসর্বং ক্রমেণৈব তথ্যং হং
 বেধে সাম্প্রতম্ । অযোধ্যায় মহাপুর্য্য মাহাত্ম্যং
 বক্ষুমর্হসি । ২১ । সূত উবাচ । ব্যাসপ্রসাদাজ্জানামি
 পুরাণানি তপোধনাঃ । সেতিহাসানি সর্বাণি

সরহস্তানি ভবতঃ । ২২ । তং প্রণম্য প্রণম্যামি
 মাহাত্ম্যং ভবদগ্রতঃ । অযোধ্যায় মহাপুর্য্য
 যথাবৎসরহস্তকম্ । ২৩ । বিদ্যাবস্তং বিপুলমতিদং
 বেদবেদাঙ্গবেদ্যং, শ্রেষ্ঠং শাস্ত্রং শমিতবিষয়ং শুদ্ধ-
 তেজোবিশালম্ । বেদব্যাসঃ সততবিনতঃ বিশ্ব-
 বেদৈকযোনিং, পারাশর্য্যং পরমপুরুষং সর্বদাহং
 নম্যামি । ২৪ । নমো ভগবতে তস্মৈ ব্যাসায়-
 মিততেজসে । যন্ত প্রসাদাজ্জানামি হযোধ্যামহিমা-
 মহম্ । ২৫ । শৃণু মুনয়ঃ সর্বে সাবধানাঃ
 শশিষাকাঃ । মাহাত্ম্যং কথ্যমস্ম্যামি অযোধ্যায়
 মহোদয়ম্ । ২৬ । উদীরিতমগস্তায় কৃষ্ণেন্দ্রাণ্যবি
 নারদাৎ । অগস্ত্যোন পুরা প্রোক্তং কৃষ্ণদৈপায়নায
 তৎ । ২৭ । কৃষ্ণদৈপায়নচৈতন্যয়া প্রাপ্তং
 তপোধনাঃ । তদহং বচমি যুযুতাং শ্রোতুকামেভ্য
 আদরাৎ । ২৮ । নম্যামি পরমাত্মনং রামং রাজীব-
 লোচনম্ । অতসীকুসুমশ্রামং রাবণাস্তকমব্যয়ম্ ।

রোমহর্ষণসূত সূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন । ঋষিগণ
 কহিলেন,—হে মহাভাগ ! আপনার নিকট হইতে
 তীর্থবিষয়ক অনেক কথাই আমরা শ্রবণ করিয়াছি ;
 হে মহামতে ! সরহস্ত পুরাণনিচয়ও আপনি আমা-
 দিগকে শ্রবণ করাইয়াছেন ; সাম্প্রতি আমরা
 মহাপুরী অযোধ্যার উজ্জ্বল গুণযুক্ত সরহস্ত সনাতন
 মহিমা শ্রবণে অভিলাষ করিতেছি । বেদ বলেন,
 পুরীণিকরমধ্যে মুক্তিদায়িকা অযোধ্যাই আদ্যা ;
 এক্ষণে বলুন,—সেই বিষ্ণুপ্রিয়া সতত পবিত্রা
 অযোধ্যাপুরী কিরূপ ? হে সূত ! পুরীর সংস্থান
 কিরূপ ? কোন্ কোন্ মহীপাল অযোধ্যা পুরী
 উপভোগ করিয়াছেন ? সেখানে কি কি পুণ্য
 তীর্থ বিদ্যমান ? সেই সকল তীর্থের মাহাত্ম্য
 কিরূপ ? অযোধ্যার সেবায় মানবগণের কি
 কললাভ হয় ? হে সূত !, অযোধ্যার প্রাকৃতিক
 অবস্থা কিরূপ ? তথায় কোন্ কোন্ নদী বিদ্যা-
 মান ? কোন্ কোন্ নদীর সঙ্গম আছে ? হে
 মহামতে ! মানবগণ স্নান-দান করিয়া তথায় কি
 কি পুণ্য প্রাপ্ত হয় ? হে ভগাবিক সূত ! আমরা
 আপনার মুখে এই সকল শুনিতে ইচ্ছা করি ;
 আপনি এই সকলের তথ্য যথাবিধি বিদিত
 আছেন । সাম্প্রতি যথাক্রমে আমাদের নিকট সেই
 মহাপুরী অযোধ্যার মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করুন । সূত
 উত্তর করিলেন,—হে তপোধনগণ ! আমি বাহার
 প্রসাদে ইহা কীৰ্ত্তন করিতেছি পুরাণনিচয় ভবতঃ

বিদিত হইয়াছি, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আপনাদের
 সমীপে মহাপুরী অযোধ্যার সরহস্ত মাহাত্ম্যকথা
 যথাযথ বর্ণন করিতেছি । ১—২৩ । যিনি সকল
 জ্ঞানেন, বাহার প্রসাদে বিপুল জ্ঞানলাভ হয় ; বেদ-
 বেদাঙ্গ দ্বারা বাহার সৰূপ জ্ঞান যায় ; যিনি শ্রেষ্ঠ ও
 শাস্ত্র ; রূপাদি বিষয় হইতে বাহার চিত্ত বিনিক্ত
 হইয়াছে ; যিনি কেবল বিত্ত তেজোদ্বারা বিশা-
 লতা লাভ করিয়াছেন ; যিনি সতত বিনত ও বিশ্ব-
 বৃত্তান্ত বিদিত হওয়ার একমাত্র উপায়স্বরূপ, আমি
 সেই পরাশরসূত পরম পুরুষ বেদব্যাসকে সতত
 প্রণাম করি । আমি বাহার প্রসাদে অযোধ্যার
 মহিমা বিদিত হইয়াছি, সেই অমিততেজা ব্যাসকে
 “নমো ভগবতে ব্যাসায়” বলিয়া নমস্কার করি ।
 হে মুনিগণ ! আমি অভ্যুদয়শালিনী অযোধ্যার মহিমা
 বর্ণন করিতেছি, আপনারা শ্রবণগণ সহ সমাহিতমনা
 হইয়া শ্রবণ করুন । হে তপোধনগণ ! এই
 অযোধ্যামাহাত্ম্য পূর্বে কৃষ্ণ নারদসমীপে শ্রবণ
 করিয়া মহর্ষি অগস্ত্যসন্নিধানে বর্ণন করেন, তারপর
 কৃষ্ণদৈপায়ন অগস্ত্যসমীপে এই অযোধ্যার মাহাত্ম্য-
 কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন ; তদনন্তর আমি কৃষ্ণদৈপা-
 যনের নিকট ইহা প্রাপ্ত হই ; আপনারা শ্রবণ
 সত্বরে শ্রবণাভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছেন, অতএব
 আমি সেই মাহাত্ম্য আপনাদের নিকট বর্ণন
 করিতেছি । যিনি রাবণের শিবসঙ্গতি করিয়া
 ছেন, বাহার বর্ণ অসীকুসুমশ্রামের আকার, আমি

২৯। অযোধ্যা না পুরা মেধ্যা পুরী হৃদিতুল্যতা।
কন্তু সৈব্যা চ নারোধ্যা যন্তাং সাকাকরিঃ স্বয়ম্।
৩০। সরযুতীরমালাদ্য দিব্যা পরমশোভনা।
অমরাবতীনিভা প্রায়ঃ স্মিতা বহুতপোধনৈঃ ৩১।
হৃদ্যবরধপত্যাঢ্যা সম্প্রসূতা চ সংস্থিতা। প্রাকা-
রাঢ্যপ্রতোলীতিস্তোরণৈঃ কাঞ্চনপ্রভৈঃ ৩২।
সানুপবেষৈঃ সর্বত্র সুবিভক্তচতুষ্টয়া। অনেক-
ভূমিপ্রাসাদা বহুভিত্তিসুবিক্রিয়া ৩৩। পদ্মোৎ-
ফুলভূতোদাভিবাণীভিক্রপশোভিতা। দেবভায়-
তনৈর্দৈব্যৈর্বেদমোষৈশ্চ মণ্ডিতা ৩৪। বীণাবেণু-
মৃদঙ্গাদিশকৈককুণ্ডলতাং গত। শালৈস্তালৈ-
নারিকেলৈঃ পনসামলকৈস্তথা ৩৫। তথৈবাত্র-
কপিখাদৈরশোকৈকপশোভিতা। আবামৈর্ধি-
বিধৈর্ভুক্তা সর্বভূতলপাদপৈঃ ৩৬। মালতীজাতি-
বকুলপাটলীন্যগচম্পকৈঃ। করবীটৈঃ কর্ণিকারৈঃ
কেতকীভিরলঙ্কতা ৩৭। নিম্বজহীরকদলীমাতু-
লিক্রমহাকলৈঃ। লসচ্চন্দনগন্ধাটোর্নাগৈরুপ-

সেই অব্যয় রাজীবলোচন পবনাদ্বা বামকে মঞ্চায়
করি। যে পুৰী অতি পবিত্র, যে স্থান হৃদয়-
তুল্য অর্থাৎ হৃদয়প্রাপ্য মানবের হয় না, যেখানে
স্বয়ং হবি মূর্তিধারী হইয়া বিরাজ কবেন, সেই
অযোধ্যা কাহার না সেবা হয়? অমরপুৰীসদৃশী
পবন শোভাশালিনী দিব্যপুৰী অযোধ্যা সরযু-
তীরে বিরাজিতা; এই পুরী প্রায় সর্বত্রই
তপোধনগণ বাস করেন। হস্তী, অশ্ব, রথ ও
পদাতি ও অন্যান্য সমৃদ্ধি দ্বারা এই পুরী অতীব
উন্নতমস্তকে অবস্থিত; পুরীর প্রাকার, প্রতোলী
ও তোরণনিচয় কাঞ্চনসমৃদ্ধ, ইহার সর্বত্রই
সামুসরিবেশ দ্বারা সুবিভক্ত চতুরবয়ব বিশিষ্ট;
ভূমিভাগে সর্বত্রই অনেক প্রাসাদ বিদ্যমান, এই
প্রাসাদশ্রেণীর ভিত্তি অতি গভীর; প্রফুল্লকমল
ও নির্মলজলশালী বহুবাণী দ্বারা এই পুরী
উপশোভিত; সর্বত্রই দেবায়তন বিরাজমান,
দিব্য বেদনিমাদে ও বেণু, বীণা এবং মৃদঙ্গাদির
শব্দে মুখরিত দেবায়তননিচয়দ্বারা ভূষিত হইয়া এই
পুরী স্মৃতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছে; শাল,
তামল, নারিকেল, পনস, আমলক, আম্র, কপিথ ও
অশোকতরুপ্রাভিবির্ভাজিত বিবিধ আরাম ও উপবনে
এপুরীর মনোহর শোভা সম্পাদিত; পাদপগণ সকল
বহুতেই সমানভাবে ফলপুষ্প প্রদান করিতেছে;
মালতী, জাম্বী, বকুল, পাটলী, নাগচম্পক, করবীট,
কর্ণিকার, কেতকী, কুমুদক এবং প্রচুর কল-

শোভিতা ৩৮। দেবভূম্যপ্রভাভূতৈর্ভূতপুষ্কৈশ্চ
সংযুতা। সুরূপাভির্ভবন্তীতির্দেবন্তীভিরিবাবৃত্তা ৩৯।
শ্রেষ্ঠৈঃ সংকবিভির্ভুক্তা বৃহস্পতিসমৈর্ধিভৈঃ।
বণিগুজৈনস্তথা পৌরৈঃ কল্পভূতৈরিবাবৃত্তা ৪০।
অশৈবকৈঃশ্রবন্তলৈর্দন্তিভির্দিগুগজৈরিব। ইতি
নানাবিধৈর্ভাবৈকপেতেষুপুরীসমা ৪১। যন্তাং জাজ্ঞা
মহীপালাঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবাঃ। ইক্ষাকুপ্রমুখাঃ সর্ব-
প্রজাপালনতৎপরঃ ৪২। যন্তাভীরে পুণ্য-
তোয়া কুজদ্বন্দ্ববিহঙ্গমা। সরযুর্নাম তটিনী মানস-
প্রভবোল্লাসা ৪৩। ধর্ম্যদ্রবপরীতা সা ধর্ম্যরোক্তম-
সঙ্গমা। মুনীশ্বরপ্রিততটা জাগর্ভি জগদ্বিক্রিতা ৪৪।
দক্ষণাচরণাকৃষ্টাঙ্গিঃস্বতা জাহ্নবী হরেঃ।
বামাকৃষ্টানুনিবরাঃ সরযুর্নর্গতা শুভা ৪৫। তন্মা-
দিমে পুণ্যতমে নদৌ দেবনমস্কৃতে। এতয়োঃ শাল-

শালী নিম্ব, জহীর, কদলী ও মাতুলুঙ্গ বৃক্ষশ্রেণী
দ্বারা অত্রত্য আরামসমূহ মনোহর শোভাশালী
হইয়াছে; সমৃদ্ধ চন্দনগন্ধযুক্ত নাগরিকনিকর,
দেবপ্রভ রাজকুমারগণ এবং অমররমণীর স্তায়
সুরূপা বরনারীগণ নগর মধ্যে ইতস্তত বিচরণ
করিতেছে; কোথাও দ্বিজোক্তমগণ বৃহস্পতিতুল্য
সংকবিদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে করিতে গমন
করিতেছেন, কোথাও পৌরগণ কল্পতরুসদৃশ বণিক-
দিগের সহিত পণ্যালাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; কোথাও
উচ্চৈশ্বর্যসদৃশ অশ্বসমূহ ভ্রমণ করিতেছে ও
কোথাও দিগুগজের স্তায় বৃহৎ দন্তসমবিত্ত করি-
নিকর বিচরণ করিতেছে। একপ নানাবিধ সমৃদ্ধি-
সম্পন্ন অযোধ্যা যেন পুরন্দরপুরীর অঙ্কুরণ
করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। ২৪—৪১। প্রজাপালন-
নিরত ইক্ষাকুপ্রমুখ সূর্য্যবংশসমুদ্ভূত ভূপালগণ এই
অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যে সরযু
মানস সরোবর হইতে জাত, বাহার জল পুণ্যায়,
ভৃঙ্গাদি বিহঙ্গমগণ বাহার তীরতরিতে বসিয়া
কুজন করে, ধর্ম্য দ্রবীকৃত হইয়া বাহার কলে-
বর পূর্ণ করিয়াছে, যিনি উত্তম ধর্ম্মরতনের
সহিত সজ্জ হইয়াছেন, বাহার তীরতরিতে মুনী-
গণ বাস করেন এবং যিনি ক্ষীণ প্রবাহে জগৎ
প্রাবিত করেন; মহাপুরী অযোধ্যা সেই সরযু-
তীরে বিরাজিতা। যে মুনিবরগণ। যেমন জাহ্নবী
বিষ্ণুর দক্ষিণাকূর্ভ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন, শুভাবর
সরযু ও তেমনই বিষ্ণুর বামাকূর্ভ হইতে নিঃসৃত;
অতএব এই নদীদ্বয় পুণ্যতম এবং সুরগণ এই নদী-

মাজেণ ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥৪৬॥ তামযোধ্যামধ
প্রাণোহগস্ত্যঃ কুণ্ডোত্তবো মুনিঃ । যাত্রাং তীর্থ-
মাহাত্ম্যং জাহা স্বন্দপ্রসাদতঃ ॥ ৪৭ ॥ আগত্য
তু পুনঃ সোহপি কৃত্বা যাত্রাং ক্রমেণ চ । যথোক্তেন
বিধানেন জাহা সতর্প্য তান পিতৃন ॥৪৮॥ পূজয়িত্বা
যথোক্তায়ং, দেবতাঃ সকলা অপি । সর্বাণ্যপি চ
তীর্থানি নমস্কৃত্য যথাবিধি ॥ ৪৯ ॥ কৃতকৃত্যো-
র্জিতানন্দস্তীর্থমাহাত্ম্যাদর্শনাৎ । অভূদগন্ত্যো কপেণ
পুলকাক্ষিতবিগ্রহঃ ॥ ৫০ ॥ স ত্রিযাত্রাং হিতস্তত্র
যাত্রাং কৃত্বা যথাবিধি । অবরযোধ্যামাহাত্ম্যং
প্রত্যহে মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥ তমাস্ত্যং বিলো-
ক্যাত্ত বহুমানন্দমুন্দরম্ । কৃকর্ষেপায়নো ব্যাসঃ
পপ্রচ্ছানন্দকারণম্ ॥ ৫২ ॥ ব্যাস উবাচ । কুতঃ
সমাগতো ব্রহ্মন্ সান্ত্রতঃ মুনিসত্তমঃ । পবমানন্দ-
সন্দোহঃ সমভূৎ সান্ত্রতঃ তব ॥ ৫৩ ॥ কস্মাদানন্দ-
পোষোহভূত্তব ব্রহ্মন্ বদস্ব মে । মমাপি ভবদা-
নন্দাৎ প্রমোদো হৃদি জায়তে ॥ ৫৪ ॥ অগস্ত্য
উবাচ । অহো মহদধাশ্চর্য্যং বিশ্বযো মুনিসত্তম ।

দয়কে নমস্কার করেন । এই সরযু ও জাহ্নবীর
জলে স্নানমাত্রেই মানবের ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ
বিনষ্ট হয় । কুন্তসম্ভব অগস্ত্য স্বন্দপ্রসাদে তীর্থ-
মাহাত্ম্য বিদিত হইয়া তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে এই অযো-
ধ্যায় আগমন করেন । তিনি অযোধ্যায় উপনীত
হইয়া তীর্থযাত্রাবিধি অনুসারে বিধিপূর্বক সরযুজলে
অবগাহন, পিতৃগণের তর্পণ, দেবগণেব পূজা
ও তীর্থনিচয়ের নমস্কার করিয়া কৃতকৃত্য ও
আনন্দসম্পন্ন হইয়াছেন । অনন্তর তীর্থমাহাত্ম্য-
দর্শনে পুলকে তাঁহার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয় ।
মুনিবর অগস্ত্য তীর্থযাত্রাবিধি অনুসারে ত্রিযাত্রা
তথায় বাস করিয়া যথাবিধি অযোধ্যামাহাত্ম্য
কীর্ত্তন করিতে করিতে, তথা হইতে প্রস্থান
করেন । অনন্তর কৃকর্ষেপায়ন ব্যাস আনন্দবাহুল্যে
পুলকাক্ষিতশরীর ঋষিকে আসিতে, দেখিয়া তাঁহার
আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করেন । ব্যাস বলেন,—
হে ঋষিসত্তম ! সস্ত্রতি আপনি কোথা হইতে
আগমন করিতেছেন ? হে ব্রহ্মন্ ! আমি দেখিতেছি
আপনার পরম আনন্দসন্দোহ উপস্থিত হইয়াছে ।
হে ব্রহ্মন্ ! কিরূপে আপনার এইরূপ হৃৎপুষ্টি
হইয়াছে, আমার নিকট বলুন । আপনার
আনন্দ, সঙ্গর্গন, করিয়া আমারও হৃদয়ে প্রমোদ
প্রসূতিতেছে, ৫৩ অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—অহো

দৃষ্টা প্রভাবঃ মেহদ্যাভূদযোধ্যায়ান্ত্রপোষম ॥ ৫৫
তস্মাদানন্দসন্দোহঃ সমভূন্ময় সান্ত্রতম্ । তস্মাদ-
গন্ত্যবচনং ব্যাসঃ প্রোবাচ তং মুনিম্ ॥ ৫৬ ॥
ব্যাস উবাচ । ভগবন ক্রহি তন্মেন বিস্তরাৎ
সবহস্তকম্ । অযোধ্যায় মহাপুরী মহিমানং
গুণাধিকম্ ॥ ৫৭ ॥ কঃ ক্রমস্তীর্থযাত্রায়াঃ কানি
তীর্থানি কো বিধিঃ । কিং কলং স্নানতস্তত্র দানস্ত
চ মহামুনে । এতৎ সর্বং সমাচক্ষু বিস্তরাৎদতাতং
বর ॥ ৫৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ । অহো ধন্ততমা
বুদ্ধিস্তব জাতা তপোধন । দৃষ্টতে যেন পৃচ্ছা
তে হযোধ্যামহিমাশ্রিতা ॥ ৫৯ ॥ অকারো ব্রহ্ম চ
প্রোক্তঃ যকাবো বিষ্ণুর্কচ্যতে । ধকারো রুদ্ররূপশ্চ
অযোধ্যানাং বাজতে ॥ ৬০ ॥ সর্কোপশাতকৈর্যুতৈ-
ব্রহ্মহত্যাদিপাতকৈঃ । নাযোব্যা শকাতে যস্মাত্তা-
মযোধ্যাং ততো বিদ্মঃ ॥ ৬১ ॥ বিষ্ণোরাদ্যা পুরী

মুনিসত্তম ! এ বড়ই আশ্চর্য্য কথা, হে তপোধন !
মাজ অযোধ্যার প্রভাবদর্শনে আমার অতীব বিস্ময়
জন্মিয়াছে । আমি অযোধ্যায় গমন করিয়াছিলাম,
সেই অযোধ্যা হইতে আমার এইরূপ আনন্দসন্দোহ
উদ্ভূত হইয়াছে । ঋষি অগস্ত্যেব এবংবিধ বাক্য
শ্রবণ করিয়া ব্যাস তাঁহাকে বর্ণিতে লাগিলেন ।
ব্যাস বলিলেন,—হে ভগবন্ ! অযোধ্যার প্রভাব
এই এতই গুণবত্ত্বল হয়, তবে সেই মহাপুরী
অযোধ্যার মহিমা আমার নিকট রহস্ত সহ বিস্তার-
পূর্বক যথাযথ বর্ণন করুন । হে মহামুনে ! অযোধ্যা
যাত্রাব ক্রম কিরূপ ? ওঁধাৎ কি কি তীর্থ আছে ?
তীর্থ সকলের কিরূপ বিধি ? স্নান ও দানের পূর্বক
পূর্বক কল—হে বাগ্গিবর ! এই সকল আমার
নিকট বলুন । অগস্ত্য প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—হে
তপোধন ! তোমার বুদ্ধি ধন্ততমা । অহো !
দেখিতেছি,—অযোধ্যামাহাত্ম্য শ্রবণে তোমরা
অত্যন্ত মতি জন্মিয়াছে । শাস্ত্র বলেন,—‘অ’কার
ব্রহ্ম, ‘য’কার বিষ্ণু এবং ‘ধ’কার রুদ্রের রূপ ;
অযোধ্যা—এই বর্ণত্রয়ে সম্পন্ন হইয়া বিরাজ
করে ; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এখানে সতত
বাস করেন, এজন্য এই কেন্দ্রের নাম অযোধ্যা
হইয়াছে । সর্ববিধ উপশাতকরূপ ব্রহ্মহত্যা
পাপও এই কেন্দ্রকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না,
এ জন্ত পিতৃগণ ইহাকে অযোধ্যা নামে সম্বোধিত
হয় । অযোধ্যা—বিষ্ণুর অঙ্গ্য, পুরী ; এই পুরী

যেহাং ক্ষাতং ন স্পৃশতি দ্বিজ । বিষ্ণোঃ স্তুদর্শনে
চক্রে দ্বিজা পুণ্যকরী কীর্তৌ ॥ ৬২ ॥ কেন বর্ণয়িতুং
শকো মহিমাস্তোত্তপোধন । যত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো
বিষ্ণুর্দেবসি সাদরঃ ॥ ৬৩ ॥ সহস্রধারামারভ্য
যোজনং পূর্বতো দিশি । প্রতীচি দিশি তথৈব
যোজনং সমতোহবধিঃ ॥ ৬৪ ॥ দক্ষিণোত্তবভাগে
তু সরযুতমসাবধিঃ । এতৎ ক্ষেত্রস্ত সঙ্স্থানং
হরিরন্তর্গতং হিতম্ । মৎস্তাকৃতিবিধং বিপ্র পুৰী
বিষ্ণোকদীরিতা ॥ ৬৫ ॥ পশ্চিমে তস্ত মূর্ধা তু
গোপ্রতারাসিতাদ্বিজ ॥ ৬৬ ॥ পূর্বতঃ পৃষ্ঠভাগো
হি দক্ষিণোত্তবমধ্যমঃ । তস্তাং পূর্বাং মহাভাগ
নাম্না বিষ্ণুর্হরিঃ স্বয়ম্ । পূর্বদৃষ্টপ্রভাবোহসৌ
প্রাধান্তেন বসত্যপি ॥ ৬৭ ॥ ব্যাস উবাচ । ভগবন
কিম্ভাবোহসৌ যোহয়ং বিষ্ণুর্হবিভূত্যা । কীর্তিতো
মুনিশার্দ্দুল প্রসিদ্ধিঃ গুণতবান্ কথম্ । এতৎ সৰ্বং
সমাচক্ষু বিস্তরেণ মমাগ্ৰতঃ ॥ ৬৮ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
বিষ্ণুশর্মোতি বিখ্যাতঃ পুবাভূদ্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ । বেদ-

বেদান্ততত্ত্বজ্ঞো ধর্মকর্মসমাজিতঃ ॥ ৬৯ ॥ যোগধ্যান-
রতো নিত্যং বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ । স কদাচিৎতীর্থযাত্রাং
কুর্ধন বৈষ্ণবসত্তমঃ । অযোধ্যামাগতো 'বিষ্ণুর্বিষ্ণুঃ'
সাক্ষাৎসেদিতি ॥ ৭০ ॥ চিত্তমগ্নিসা বীরকৃত্যঃ কর্ণুঃ
সমুদ্যতঃ । স বৈ তত্র তপস্তপে শাকমূলফলাশনঃ ॥
৭১ ॥ গ্রীষ্মে পঞ্চাশমধ্যাহ্নে হতপৎস মহাতপাঃ ।
বার্ষিকে চ নিরালম্বে হেমন্তে চ সরোবরে ॥ ৭২ ॥
শ্রাদ্ধা যথোক্তবিধিনা কৃত্বা বিষ্ণোস্তথার্চনম্ ।
বশীকৃতোন্মিষগ্রামং বিশুদ্ধেনাস্তরাঙ্কনাম্ ॥ ৭৩ ॥
মনো বিষ্ণৌ সমাবেশ্য বিধায় প্রাণসংযমম্ ।
ঔকারোচ্চাবণাকীমান হৃদি পদ্মং বিকাশয়ন্ ॥ ৭৪ ॥
তন্মধ্যে রবিসোমাগ্নিমণ্ডলানি যথাবিধি । কল্পয়িত্বা
হরিং মূর্ত্যং যস্মিন দেশে সনাতনম্ ॥ ৭৫ ॥ পীতাহরধরং
বিষ্ণুং শঙ্খচক্রগদাধরম্ । তঞ্চ পুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্য
মনস্তস্মিন্বিবেশ্য চ ॥ ৭৬ ॥ ব্রহ্মরূপং হরিং ধ্যানেন জপনৈ
বৈ দ্বাদশাক্ষরম্ । বায়ুতঞ্চ দ্বিতস্তত্র বিপ্রস্রীম্ বৎস-
রান বসন ॥ ৭৭ ॥ ততো দ্বিজবরো ধ্যানাত্মা ভূতিং
চক্রে হবেরিমাম্ । প্রণিপত্য জগন্নাথং চরাচরভূতং

মুত্তিবা স্পর্শ করেন না, ইনি বিষ্ণুব চক্রে উপব
বিরাজিত থাকিয়া পুণ্যদাত্রী হইয়াছেন । হে
তপোধন ! যে স্থানে হরি শবীরধারী হইয়া আদব
সহকারে বিরাজ করেন, সেই ক্ষেত্রেব মহিমা কে
এখন করিতে সমর্থ হয় ? পূর্বদিকে সহস্র ধারা হইতে
একযোজন, পশ্চিম দিকে সম হইতে একযোজন,
দক্ষিণে সরযু হইতে একযোজন এবং উত্তরে
তমসা হইতে একযোজন, ইহাই অযোধ্যক্ষেত্রের
সংস্থান ও এই স্থান মধ্য হরির অন্তর্গত অব-
স্থিত । হে বিপ্র ! এই বিষ্ণুপুরী অযোধ্যা মৎস্তা-
কৃতি ; হে দ্বিজ ! ইহার মস্তক পশ্চিমদিকে, গোপ্রতার
ও অসিত তীর্থ পর্যন্ত, ইহার পূচ্ছভাগ পূর্বদিকে
এবং উত্তর ও দক্ষিণে মধ্যভাগ জানিবেন ; হে
মহাভাগ ! হরি এই পুরীমধ্যে বিষ্ণুবিগ্রহে বিরাজ
করেন ; আমি সেখানে বাস করিয়া তাঁহার উত্তম
উত্তম প্রভাব দর্শন করিয়াছি । ৪২—৬৭ । ব্যাস
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন ! আপনি যে কহি-
লেন, হরি বিষ্ণুরূপে সেই পুরীমধ্যে অবস্থিত ; হে
মুনিশার্দ্দুল ! এক্ষণে সেই বিষ্ণুর প্রভাব এবং তিনি
কিভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন ? এই সকল বিস্তার-
রূপে আমার নিকট কীর্তন করুন । অগস্ত্য উত্তর
করিলেন,—পূর্বকালে বিষ্ণুশর্ম্যনামক জনৈক
বিখ্যাত ব্রাহ্মণসত্তম ছিলেন, তিনি বেদবেদান্তের

তত্ত্ব বিদিত ছিলেন এবং সতত ধর্ম-কর্ম করিতেন ।
সেই যোগধ্যানরত বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বৈষ্ণবসত্তম
বিষ্ণুশর্ম্মা একদা তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অযোধ্যায় আগ-
মন করেন । তিনি ভাবিলেন, সাক্ষাৎ বিষ্ণু এই
স্থানে বাস করেন, অতএব আমি এই স্থানে তপস্কা
ববিব, বীর বিষ্ণুশর্ম্মা এইরূপ স্থির করত কল-
মূল্যশন হইয়া তথায় তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ।
মহাতপা বিষ্ণুশর্ম্মা গ্রীষ্মে পঞ্চাশমধ্যাহ্ন, বর্ষাকালে
অবলম্বন হীন ও হেমন্তে সরোবর মধ্যে অবস্থিত
হইয়া তপস্কা করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় বশীকৃত
হইল, অস্তঃকরণ বিশুদ্ধভাব ধারণ করিল ; তিনি
যথাবিধি গ্নান ও বিষ্ণুর অর্চনা করিতে লাগিলেন ।
ধীমান বিষ্ণুশর্ম্মা প্রাণ বায়ুর সংযমপূর্বক বিষ্ণুতে
মনোনিবেশ করিলেন, ঔকারের উচ্চারণে তদীয়
হৃদয়পদ্ম প্রকাশিত হইল, তিনি সেই বিকসিত
হৃদয়সরোজে রবি, সোম ও অগ্নিমণ্ডল যথাবিধি
কল্পনা করিয়া পীতাহরপরিহিত শঙ্খচক্রগদাধরী
হরির সনাতন মূর্তি পুষ্পপুঞ্জ দ্বারা পূজা করিয়া
তাঁহাতেই মন নিবেশ করিলেন । তিনি বায়ুভ্য-
ভূষণে জীবন ধারণ করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ
করত হরির ব্রহ্মরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন, এই-
রূপে তাঁহার বৎসরজন্ম অতিবাহিত হইল । অনন্তর
ধ্যানাবস্থানে অনলস দ্বিজ বিষ্ণুশর্ম্মা জগৎপতি

হরিঃ। বিষ্ণুশৰ্ম্মা তুষ্ঠাব নারায়ণমভিজিহুঃ ॥ ৭৮ ॥
 বিষ্ণুশৰ্ম্মোবাচ। প্রসাদ ভগবন্ বিষ্ণো প্রসাদ
 পুরুষোত্তম। প্রসাদ দেবদেবেশ প্রসাদ কমলেক্ষণ ॥
 ৭৯ ॥ জয় কৃষ্ণ জয়চিন্তা জয় বিষ্ণো জয়ানন্দ।
 জয় যজ্ঞপতি নাথ জয় বিষ্ণো পতে বিভো ॥ ৮০ ॥
 জয় পাপহরানন্দ জয় জয়জয়পহ। নমঃ কমলনাভায়
 নমঃ কমলমালিনে ॥ ৮১ ॥ নমঃ সর্বেশ ভূতেশ
 নমঃ কৈটভসুদন। নমঃ সৈলোক্যনাথায় জগন্মূল
 জগৎপতে ॥ ৮২ ॥ নমো দেবাধিদেবায় নমো
 নারায়ণায় বৈ। নমঃ কৃষ্ণায় রামায় নমঃ শ্রীনাথায়
 চ ॥ ৮৩ ॥ হং মাতা সৰ্বলোকানাং হমেব জগতঃ
 পিতা। ভয়াৰ্ত্তানাং সুহৃদায় হং পিতা হং
 পিতামহঃ ॥ ৮৪ ॥ হং হবিষ্যং বহুকার্ষ্যং প্রভুশ্চ
 হতাশনঃ। করণং কারণং কর্তা হমেব পরমেশ্বরঃ ॥
 ৮৫ ॥ শঙ্খচক্ৰগদাপাণে মাং সমুদ্রর মাধব ॥ ৮৬ ॥
 প্রসাদ মন্দরধর প্রসাদ মধুসুদন। প্রসাদ কমলাকান্ত

চরাচরজক নারায়ণ হবিকে প্রণাম করিয়া বক্ষ্যমাণ
 ভূতিবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুশৰ্ম্মা
 বলিলেন,—হে ভগবন্। প্রসন্ন হউন, হে বিষ্ণো।
 হে পুরুষোত্তম। প্রসন্ন হউন, হে কমলনয়ন। হে
 দেবদেবেশ। প্রসন্ন হউন। হে কৃষ্ণ। আপনি
 চিন্তাভীত; হে বিষ্ণো। হে অব্যয়। আপনি জয়যুক্ত
 হউন; হে বিভো। আপনি যজ্ঞপতি ও ত্রিলোকপতি,
 হে নাথ। হে বিষ্ণো। আপনার জয় হউক। হে
 অনন্ত। আপনি পাপ, জন্ম ও জবা অপহরণ করেন,
 আপনার জয় হউক, জয় হউক। আপনি কমল-
 নাভ ও আপনার গলে বনমালা বিভূষিত, আপ-
 নাকে নমস্কার। হে ভূতপতে। হে সর্বেশ। আপনি
 কৈটভাসুরকে নিবুদিত করিয়াছেন, আপনাকে নম-
 স্কার; হে জগৎপতে। আপনি ত্রিলোকের পতি ও
 জগতের মূলকারণ আপনাকে নমস্কার। হে নারায়-
 ণ। আপনি দেবাধিদেব, আপনাকে নমস্কার।
 আপনি কৃষ্ণ ও বলরামরূপী; চক্ৰ আপনার আয়ুধ,
 আপনাকে নমস্কার। আপনি সৰ্বলোকের মাতা
 ও পিতা; আপনিই জগৎপিতা ভয়াৰ্ত্তগণের সুহৃৎ,
 শ্রীনাথ; আপনি পিতা ও পিতামহ; আপনি হরি,
 হৃদীকার, প্রভু ও হতাশন; আপনি করণ, কারণ,
 কর্তা এবং আপনিই পরমেশ্বর; আপনার করে
 শঙ্খ, চক্ৰ, গদা বিদ্যমান; হে মাধব। আমাকে
 উপদেশ করুন। আপনি অনন্তগিরি ধারণ করিয়া
 দ্বিগলিত; হে কমলেশ্বর। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন;

প্রসাদ ভুবনাধিপ ॥ ৮৭ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যাকা
 শবতন্তু মনোভক্ত্য মহান্নমঃ। অগস্ত্যঃ
 বিষ্ণো বিষ্ণুর্গকভবাহনঃ ॥ ৮৮ ॥ শঙ্খচক্ৰগদাপাণি
 পীতাহরধরোহচ্যুতঃ। উবাচ স প্রসন্নো বিষ্ণু-
 শৰ্ম্মাণমব্যয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ। তুষ্ঠোহস্মি
 ভবতো বৎস মহতা তপসাধুন। স্তোত্রোপায়েন
 স্মৃতে নষ্টপাপোহসি সাম্প্রতম্ ॥ ৯০ ॥ বরং বরম
 বিপ্রেন্দ্র ববদোহং তবাগ্ৰতঃ। নাতপ্ততপসা জুহুং
 শকাঃ কেনাপাহং দ্বিজ ॥ ৯১ ॥ বিষ্ণুশৰ্ম্মোবাচ।
 কৃষ্ণকৃতোহস্মি দেবেশ সাম্প্রতং তব দর্শনাৎ।
 হৃদ্যাক্তমচলামেকাং মম দেহি জগৎপতে ॥ ৯২ ॥
 শ্রীভগবানুবাচ। ভক্তিবত্ৰচলা মে বৈ বৈকুণ্ঠী
 মুক্তিদায়িনী। অত্রৈবাত্ৰচলা মে বৈ জাহ্নবী
 মুক্তিদায়িনী ॥ ৯৩ ॥ ইদং স্থানং মহাতাগ হরায়
 খ্যাতিমেযাতি ॥ ৯৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ। ইত্যাকা
 দেবদেবেশচক্রেণোৎখায় তৎস্থলম্। জলং প্রকটমা-
 মাস গাঙ্গং পাতালমণ্ডলাৎ ॥ ৯৫ ॥ জলেন তেন ভগ-

হে কমলাকান্ত। হে জগৎপতে। আমার প্রতি প্রসন্ন
 হউন, প্রসন্ন হউন ॥ ৮৮—৮৭ ॥ অগস্ত্য বলিলেন,—
 মহাত্মা বিষ্ণুশৰ্ম্মা ভক্তিপূর্ণমানসে বিষ্ণুর এইরূপ স্তব
 করিলে পীতাহরধারী শঙ্খচক্ৰগদাপাণি অব্যয়
 অচ্যুত গুরুভাসন বিষ্ণো বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন,
 এবং বিষ্ণুশৰ্ম্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিতে
 লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—হে বৎস।
 সাম্প্রতি তোমার তীব্রতপস্তাদর্শনে আমি তোমার
 প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; তুমি আমার যে স্তব
 কবিয়াছ, ইহা দ্বারা এক্ষণে তুমি নিশ্চাপ হইলে,
 হে বিপ্রেন্দ্র। আমি বরদরূপে তোমার সমুখে
 উপনীত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। হে দ্বিজ।
 কেহই বিনা তপস্তায় আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ
 হয় না। বিষ্ণুশৰ্ম্মা কহিলেন,—হে দেবেশ। আপ-
 নার দর্শন লাভ করিয়া আমি আজ কৃতকৃত্য হই-
 লাম, হে জগৎপতে। আপনার প্রতি যেন আমার
 কেবল অচলা ভক্তি থাকে, আমাকে এই বর দান
 করুন। ভগবান্ বলিলেন,—হে মহাতাগ। তোমার
 মুক্তিদায়িনী বৈকুণ্ঠী ভক্তি অচলা হউক; আমার
 আদেশে মুক্তিজননী জাহ্নবীদেবী এই স্থানে অচলা
 হইয়া বিরাজ করুন; আমার এই স্থান জোয়ার
 নামে বিখ্যাত হউক। অগস্ত্য বলিলেন,—কৃপা-
 পত্রবশ দয়াসিক্ত দেবদেব বিষ্ণু এইরূপ পুণিষ্ঠ
 দ্বারা সেই স্থান উৎখাত করতঃ পাতালমণ্ডল হইতে

বান্ পাবিত্র্যেণ দয়াভূমিঃ । মীরজন্ত ভূমিতলঃ কণা-
চক্ষুঃ কণাবিশাং ॥ ১৬ ॥ চক্রতীর্থমিতি খ্যাতং ততঃ
প্রভৃতি তদ্বিধঃ । জাতঃ ত্রৈলোক্যবিখ্যাতমম্বোষ-
ধঃসকলভূতঃ ॥ ১৭ ॥ তত্র স্নানেন দানেন বিষ্ণুলোকে
ত্রৈলোক্যঃ ॥ ১৮ ॥ ততঃ স ভগবান্ ভূয়ো বিষ্ণু-
শর্মাশ্রমচ্যুতঃ । কৃপয়া পরয়া যুক্ত উবাচ বিজ্ঞ-
বৎসলঃ ॥ ১৯ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । স্বনামপুর্নিকা
বিপ্র মমূর্তিরিহ তিষ্ঠতু । বিষ্ণুহরী ত বিখ্যাতা
ভক্তানাং মুক্তিদায়িনী ॥ ১০০ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
ইতি শ্রদ্ধা বচো বিপ্রো বাসুদেবস্ত বুদ্ধিমান ।
স্বনামপুর্নিকাঃ মুর্তিঃ স্থাপয়ামাস চক্রিণঃ ॥ ১০১ ॥
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রেশ শঙ্খচক্রগদাধরঃ । পীতবাসা-
শতদুর্ভাহনায় বিষ্ণুহরিঃ স্থিতঃ ॥ ১০২ ॥ কার্তিকে
গুরুপক্ষস্ত প্রারভ্য দশমৌতিথিং । পূর্ণিমামবধি-
কৃতা যাজ্ঞা সাংবৎসরী ভবেৎ ॥ ১০৩ ॥ চক্রতীর্থে
নরঃ শ্রদ্ধা সর্বপাটৈঃ প্রযুচ্যতে । বহুবর্ষসহস্রাণি
স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ১০৪ ॥ পিতৃহৃদিষ্ট যন্তত্র

জাহ্নবীজল প্রকটিত কাবলেন এবং সেই বিমলজল
দ্বারা কণকালমধ্যে সেই ভূমিতল ধূলিহীন করিয়া
দিলেন । হে বিজ্ঞ ! তদবধি এই স্থান চক্রতীর্থ
নামে খ্যাত হইয়াছে । এই শুভাবহ চক্রতীর্থ ত্রিলো-
কের পাপরাশি ধ্বংস করিতে সমর্থ এবং মানব এই
স্থানে স্নান-দান করিলে বিষ্ণুলোকে গমন কবে ।
অনন্তর বিজ্ঞবৎসল অচ্যুত ভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া
পুনরপি বিষ্ণুশর্মাকে বলিতে লাগিলেন । ভগবান্
বলিলেন,—হে বিপ্র ! আমার নামের পুণ্যে
তোমার নাম যুক্ত হইয়া আমার মুর্তি এখানে প্রতি-
ষ্ঠিত হউক এবং সেই মুর্তি বিষ্ণুহরি নামে বিখ্যাত
হইয়া ভক্তগণের মুক্তি বিধান করুক । অগস্ত্য
বলিলেন,—ধীমান্ বিষ্ণুশর্ম । বাসুদেবের এবং-
বিধ বাক্য শ্রবণপূর্বক নিজ নাম পূর্বে রাখিয়া
তথায় চক্রধর হরির মুর্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন । হে
বিপ্রেশ ! তদবধি পীতবসন শঙ্খচক্রগদাধর চতু-
র্ভাহ হরি ‘বিষ্ণুহরি’ নামে সেই চক্রতীর্থে অবস্থান
করিতে লাগিলেন । এক্ষণে এই তীর্থের যাজ্ঞ-
প্রকরণ শ্রবণ কর । কার্তিকমাসের গুরুপক্ষীয়
দশমী তিথি হইতে পূর্ণিমার মধ্যে যাজ্ঞ করিয়া
সাংবৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিবে, ইহার নাম সাংবৎসরী
যাজ্ঞ । সর্বদা চক্রতীর্থে স্নান করিয়া নিখিল পাপ
হইতে মুক্তি পাবে এবং বহুসংসংসর স্বর্গলোকে
বাস করে । যে মন পিতৃগণের উদ্দেশে এই তীর্থে

শিঙারিমাণমিবাতি । তদ্যন্ত পিতরো যান্তি
বিষ্ণুলোকঃ ন সংশয়ঃ ॥ ১০৫ ॥ চক্রতীর্থে নরঃ
শ্রদ্ধা দৃষ্টা বিষ্ণুহরিঃ বিভূম্ । সর্বপাশকম্ব প্রাপ্য
নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥ ১০৬ ॥ শীতল্য তত্র দানানি
দদা নিষ্কল্যবো মরঃ । বিষ্ণুলোকে বসেন্দ্রীমান্
যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১০৭ ॥ অস্তদ্যপি নরস্তত্র
চক্রতীর্থে জিতেন্দ্রিয়ঃ । দৃষ্টা সক্রদরিং দেবঃ সর্ব-
পাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ১০৮ ॥ ইতি সকলগুণাবিধেয়-
মূর্তিচিদায়া হরিরিহ পবমূর্ত্যা তদ্বিবাক্তিহেতোঃ ।
তমিহ বহুলভক্ত্যা চক্রতীর্থভিবেকী বসতি মুকুতি-
মূর্তির্যোহর্চয়েদ্বিষ্ণুলোকে ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে মহাপুরাণ একাদশীতিসাহস্র্যাং
সংহিতায়াং দ্বিতীয়ে বৈকবথঙেহযোধ্যা-
মাহাত্ম্যে বিষ্ণুহরিমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ । অগস্ত্যমুনিরিত্যুক্তা চক্রতীর্থশ্রদ্ধা
কথাম্ । বিভোষিক্হরেন্চাপি পুনরাহ দ্বিজোত্তমঃ ।

পিণ্ডাদি দান করে, তদীয় পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া বিষ্ণু-
লোকে গমন করেন, সন্দেহ নাই । মানব চক্রতীর্থে
স্নান ও বিষ্ণু বিষ্ণুহরি মুর্তি দর্শন করত নিখিল
কলুষমুক্ত হইয়া স্বর্গপুরে গমন করে । ধীমান্ মানব
এই তীর্থে যথাশক্তি দান করিলে নিম্পাপ হইয়া
চতুর্দশ ইন্দ্রের অধিকারকাল বিষ্ণুলোকে বাস
করিতে সমর্থ হন । এতদ্ভিন্ন পূর্বোক্ত যাজ্ঞকাল
ব্যতীত জিতেন্দ্রিয় মানব চক্রতীর্থে হরিকে একবার
মাত্র দর্শন করিয়াও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
নিখিল গুণের সারস্বরূপ ধ্যেয় মুর্তি চিদায়া হরি
মানবগণের মুক্তির জন্ত এইরূপে অত্যাশ্রম মুর্তিতে
এই স্থানে অবস্থিত হইয়াছেন । যে মুকুতী মানব
চক্রতীর্থে আভিবেক করিয়া অত্যন্ত ভক্তি দ্বারা
তীর্থকে পূজা করে, তাহার বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া
থাকে ॥ ১০৮—১০৯ ॥

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত কবিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ ! যদি অগস্ত্য
এই কথা বলিয়া পুনরাহ বিষ্ণু বিষ্ণুহরির চক্রতীর্থ-

১। অগস্ত্য উবাচ। পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা বিজ্ঞায়
হরিমচ্যুতম্। অযোধ্যাবাসিনঃ দেবঃ তত্র চক্রে
স্থিতিং স্বয়ম্। ২। আগত্য কৃতবাংস্তত্র যাত্রাং
ব্রহ্মা যথাবিধি। যজ্ঞঞ্চ বিধিবচ্চক্রে নানাসম্ভার-
সংযুক্তম্। ৩। ততঃ স কৃতবাংস্তত্র ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ। কুণ্ডঃ স্বনাম্না বিপুলঃ নানাদেবসমম্বিতম্।
৪। বিস্তীর্ণজলকল্লোলকলিতঃ কলুষাপহম্। কুমু-
দোৎপলকল্লোলপুণ্ডরীককুলাকুলম্। ৫। হংসসাবস-
চক্রাহ্রবিহঙ্গমমনোহরম্। তটান্তবিটপোল্লাসিপত-
ত্রিগণসঙ্কুলম্। ৬। তত্র কুণ্ডে সুবাসঃ সর্ষে স্নাতাঃ
শুক্লিসমম্বিতাঃ। বভূবুধকা বিগতবজ্রকা বিমলহ্রিবঃ।
৭। তদাশ্চর্য্যঃ মহদৃষ্টৌ তে সর্ষে সহসা সুবাসঃ।
ব্রহ্মাণঃ প্রণিপত্যোচুৰ্ভক্ত্যা প্রাজ্ঞলয়স্তথা। ৮।
দেবা উচুঃ। ভগবন্ ক্রহি তব্বেন মাহাশ্রা-
কমলাসন। অস্ত্র কুণ্ডস্ত সকলং খাতস্ত বিমলহ্রিবঃ।
৯। অত্র স্নানেন সর্ষেবামশ্রাকং বিগতং বজ্রঃ।
মহদাশ্চর্য্যমেতস্ত দৃষ্টৌ কুণ্ডস্ত বিস্মিতাঃ। সর্ষে

বয়ং সুরশ্রেষ্ঠ কৃপয়া স্বমতো বদ। ১০। অশ্রোবাট।
শৃঙ্খল সর্ষে ত্রিদেশাঃ সাবধানাঃ সবিম্বিতাঃ।
কুণ্ডশ্চৈতস্ত মাহাশ্রাং নানাকলসমম্বিতম্। ১১।
অত্র স্নানেন বিনিবৎপাপাশ্রানোহপি জন্তবঃ। বিমানঃ
হংসসংযুক্তমাস্রায় কচিরাহবাসঃ। নিবসন্তি ব্রহ্মলোকে
যাবদাভূতসংপ্রবম্। ১২। অত্র দানেন হোমেন
যথাশক্ত্যা সুবোক্তমাঃ। তুল্যমেধয়োঃ পুণ্যং
প্রাপ্নুযুর্নিসন্তমাঃ। ১৩। মমাম্বিন্ সরসি জীমান্ জায়তে
স্নানতো নবঃ। তস্মাদত্র বিধানেন স্নানং দানং
জপাদিকম্। ১৪। সর্ষযজ্ঞসমং স্তাদ্বে মহাপাতক-
নাশনম্। ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতিমিতৌ যাস্তত্যহুস্ত-
মাম্। ১৫। অম্বিন কুণ্ডে চ সারিধ্যং ভবিষ্যতি
সদা মম। কার্তিকে শুক্লপক্ষস্ত চতুর্দশাঃ
সুবোক্তমাঃ। ১৬। যাত্রা ভবিষ্যতি সদা সুরাঃ
সাংবৎসবৌ মম। শুভপ্রদা মহাপাপরাশিনাশকরী
তদা। ১৭। স্বর্গৈকব সদা দেয়ং বাসাসি রিবিধানি
চ। নিজশক্ত্যা প্রকর্ষব্য। সুবাস্তুষ্টির্বিজয়নাম্। ১৮।

বিষয়ক কথা কীর্তন করিতে লাগিলেন। অগস্ত্য
কহিলেন,—পুরাকালে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা অচ্যুত
হরিকে অযোধ্যায় অবস্থিত জানিয়া স্বয়ং সেই চক্র
তীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি যথাবিধি যাত্রা
করিয়া অযোধ্যার চক্রতীরে আগমন করত তথায়
বিধিপূর্বক যজ্ঞ করেন, তাঁহার যজ্ঞে বহুবিধ
সামগ্রী সম্ভার আকৃত হইয়াছিল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা
স্বীয় নামানুসারে নানাদেবসমম্বিত এক বৃহৎ কুণ্ড
নির্মাণপূর্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই ব্রহ্মকুণ্ড
কলুষাপহ; বিস্তীর্ণ জলকল্লোলে আকুলিত ও কুমুদ,
উৎপল, কল্লোল এবং পুণ্ডরীকসমাকীর্ণ, এই কুণ্ডে
হংস, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বিচরণ
করায় ইহার অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত
হইয়াছে; কুণ্ডের তীরতক্ নয়নমনোরম পক্ষিগণে
সমাকুল হওয়ার অতি বিচিত্র শোভা ধারণ কবি-
য়াছে। একদা সুরনিকর এই ব্রহ্মকুণ্ডে
অবগাহনপূর্বক সদা শুক্লিসম্বিত, বিমল কার্তিকযুক্ত
ও রক্তোদীন হইয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহা বা সহসা
এই মহাশ্রম্যকর ব্যাপার দর্শন করিয়া ব্রহ্মাকে
প্রণাম করত ভক্তিসহকারে অঞ্জলি বহনপূর্বক
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ বলিলেন,—
হে ভগবন্! আমাদের নিকট বিমলকার্তিক গভীর-
জলব্রহ্মকুণ্ডের মাহাশ্রম্য সকল যথাযথ বর্ণন করুন,
হে কমলাসন! এই কুণ্ডে স্নান করিয়া আমাদের

বজ্রোভাব নষ্ট হইয়াছে, আমরা এই কুণ্ডে প্রভাব
দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমাদের
নিকট কুণ্ডমাহাশ্রম্য বর্ণন করুন। ১—১০। ব্রহ্মা বলি-
লেন,—হে সবিম্বিত ত্রিদেশগণ! সাবধানে নানাকল-
সমম্বিত এই ব্রহ্মকুণ্ডমাহাশ্রম্য শ্রবণ করুন। পাপাশ্রা
প্রাণিগণও যদি এই কুণ্ডে বিধিপূর্বক স্নান করে,
তবে তাহারা মনোজ্ঞ বসুন পরিধানপূর্বক হংস-
সমম্বিত বিমানাবোহণে ব্রহ্মলোকে গমন করে
এবং পুনঃ প্রলয়কালপর্য্যন্ত তাহারা তথায় বাস
করিয়া থাকে। হে সুরোত্তমগণ! ঋষিসন্তমগণ এই
স্থানে যথাশক্তি দান ও হোম করিয়া অশ্রমে
যজ্ঞের ফল লাভ করিয়াছিলেন। আমার এই সরো-
বরে স্নান করিয়া মানব জীমান্ হয়। এই স্থানে
মানব যথাবিধি স্নান, দান ও জপাদি করিলে
তাহা নিখিল যজ্ঞেব তুল্য ফলজনক ও মহা-
পাতকনাশন হয়। আজ হইতে আমার এই
কুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড নামে অমৃতম খ্যাতি লাভ করিবে।
আর আমিও সতত এই কুণ্ডসন্নিধানে বাস
করিব। হে সুরসন্তমগণ! কার্তিকের শুক্লপ-
ক্ষীদিবসে আমার সাংবৎসরী যাত্রা হইবে, হে
সুরগণ! এই যাত্রা শুভপ্রদ ও মহাপাপরাশির
নাশকরী আমিবে। হে দেবগণ! এই মাহাশ্র-
ম্যগণের তৃষ্টির জন্ত যথাশক্তি দান ও যজ্ঞ দান

অগস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তা দেবদেবোহয়ং ব্রহ্মা লোক-
পিতামহঃ । অস্তদধে সুরৈঃ সার্কং তীর্থং দৃষ্টা
তপোধন ॥ ১৯ ॥ তদাপ্তভূতি তৎকুণ্ডং বিখ্যাতং
পরমং ভূবি । চক্রতীর্থীচ্চ পূরস্যং দিশি কুণ্ডং
স্থিতং মহৎ ॥ ২০ ॥ সূত উবাচ । ইত্যুক্তা স
তপোরাশিরগস্ত্যঃ কুন্তসম্ভবঃ । পুনঃ পৃষ্ঠো মুনি-
বরো ব্যাসায়াবীবদৎ কথাম্ ॥ ২১ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
অস্তচ্ছ্রু মহাভাগ তীর্থং দৃষ্টিতত্ত্বভূতম্ । ঋণমোচন-
সংক্রান্তং সরযুতীরসঙ্গতম্ ॥ ২২ ॥ ব্রহ্মকুণ্ডান্বিবব
ধনুঃসম্ভবতেন চ । পুরোত্তরদিশাভাগে সংস্থিতং
সরযুজলে ॥ ২৩ ॥ তত্র পূর্বং মূনিববো লোমশো
নাম নামতঃ । তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে নানং চক্রে বিবা-
নতঃ ॥ ২৪ ॥ ততঃ স ঋণনির্মুক্তো বভূব গত-
কল্যণঃ । তদাচর্য্যঃ মহাদৃষ্টা মুনীন সানন্দমববীৎ ॥
২৫ ॥ পশুস্বৈতস্ত মহতো গুণাংস্তীর্থাববস্ত বৈ ।
ভূজাবৃদ্ধং তথা কৃতা হর্ষণোহাশ্রলোচনঃ ॥ ২৬ ॥
লোমশ উবাচ । ঋণমোচনসংক্রান্তং তীর্থমেতদনু ব্রূয়াম্ ।

করিতে হয় । অগস্ত্য কহিলেন,—অনন্তর দেব-
দেব লোকপিতামহ ব্রহ্মা চক্রতীর্থ দর্শন কাব্য
শ্রবণ সহ তথা হইতে অস্তর্ধান করিলেন ।
হে তপোধন ! তদবধি এই ব্রহ্মকুণ্ড ভূতলে
বিপুল বিখ্যাত লাভ কবিয়াছে । এই মহাকুণ্ড
চক্রতীর্থের পূর্বদিকে অবস্থিত । সূত কহিলেন,
—কুন্তসম্ভব তপোরাশি ঋষি অগস্ত্য এইরূপ
বলিলে পুনরায় ব্যাস কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া
উত্থাপ্য উত্তম কথা কহিতে লাগিলেন ।
অগস্ত্য কহিলেন,—হে মহাভাগ । এক্ষণে পাপ-
হীন অস্ত তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ করুন ! হে মুনি-
বর । সরযুতীরে ঋণমোচননামক এক তীর্থ
বিদ্যমান, এই তীর্থ সরযুজলের এক অংশ
ও ইহা সরযুর পূর্বোত্তরদিগ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড
হইতে সম্ভবতঃ ধনুঃপ্রমাণ ব্যবধানে বিদ্যমান ।
ঋণিসত্তম লোমশ পূর্বকালে তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে
যথাবিধি এই তীর্থে স্নান করিয়া বিগতপাপ ও ঋণ-
জয়মুক্ত হইয়াছিলেন । ঋষি লোমশ এই তীর্থের
মহাবিশ্বকর মাহাত্ম্য দর্শন করিয়া আনন্দ সহ-
কারে মুনিগণকে বলিয়াছিলেন,—হে মুনিগণ !
আপনারা তীর্থবর ঋণমোচনের মহামাহাত্ম্য
দর্শন করুন । লোমশ হর্ষসহকারে ঋণিগণ
মুখোপে উল্লসিত হইয়া যখন ঋণমোচনের মহিমা
বর্ণন করেন, তখন স্তোত্রার লোচনব্য জলাকুল

যব স্নানেন জন্তুনাশনির্ঘাতনং ভবেৎ ॥ ২৭ ॥
ঐহিকং পারলৌকিকং যদুৎপাদিতং নৃণাম্ । তৎ
সর্বং স্নানমাত্রেন তীর্থেহস্মিন্নশ্রুতি কণাৎ ॥ ২৮ ॥
সন্নতীর্থোত্তমকৈতৎ সদ্যঃ প্রত্যক্ষকারকম্ । ময়া
চাক্ষ কলং সম্যগনুভূতং নৃণামিহ ॥ ২৯ ॥ তন্মাত্রেন
বিধানেন স্নানং দানঞ্চ শক্তিতঃ । কর্তব্যং ব্রহ্মা
যুক্তৈঃ সর্বদা ফলকাজ্জিতৈঃ ॥ ৩০ ॥ স্নাতব্যঞ্চ
শ্রবণঞ্চ দেয়ং বজ্রাদি শক্তিতঃ ॥ ৩১ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
ইত্যুক্তা তীর্থমাহাত্ম্যং লোমশো মুনিসত্তমঃ । অস্ত-
দধে মুনিশ্রেষ্ঠঃ স্তবস্তীর্থগুণান্বদা ॥ ৩২ ॥ ইত্যে-
তৎকথিতং বিপ্র ঋণমোচনসংক্রকম্ । যত্র স্নানেন
জন্তুনাশনং নশ্রুতি তৎক্ষণাৎ । ঋণমোচনতীর্থীন্
পূর্বতঃ সব্রজলে ॥ ৩৩ ॥ ধনুর্দিশত্যা তীর্থঞ্চ
পাপমোচনসংক্রকম্ । সর্বপাপবিশুদ্ধাক্ষা তত্রস্নানেন
মানবঃ । জায়তে তৎক্ষণাদেব নাত্র কার্য্য বিচা-
রণ ॥ ৩৪ ॥ ময়া তত্র মুনিশ্রেষ্ঠ দৃষ্টং মাহাত্ম্য-
মুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥ পাঞ্চালদেশসমুত্তো নাম নবহরি-

হইয়াছিল । লোমশ বলিলেন,—ঋণমোচন অতি
উত্তম তীর্থ, এই তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ
ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হয় । ১১—২৭। মানবগণ ঋণ-
মোচনে অবগাহনমাত্র ক্ষণকাল মধ্যে ঐহিক ও
পারলৌকিকাদি ত্রিবিধ ও অন্যান্য সর্ববিধ ঋণ
হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । ঋণমোচন সর্ব-
তীর্থোত্তম ও প্রত্যক্ষফলদায়ক, আমি ইহার
ফল প্রত্যক্ষ কবিয়াছি । আমি এই তীর্থে স্নান
করিয়া ঋণমুক্ত হইয়াছি । অতএব ফলাকাজী
মানবগণের এই তীর্থে শক্তি অনুসারে সতত
যথাবিধি ব্রহ্মপুংসর স্নানদান কর্তব্য । মানব
এই তীর্থে স্নান করিয়া যথাশক্তি শ্রবণ ও
বজ্র দান করবে । অগস্ত্য বলিলেন,—ঋণিসত্তম
লোমশ হর্ষসহকারে এইরূপে তীর্থমাহাত্ম্য কীর্তন
করিয়া স্তব করিতে করিতে অস্তর্ধান করিলেন ।
হে বিপ্র ! এই তোমার নিকট ঋণমোচন তীর্থের
বিষয় বলিলাম, মানবগণ এই তীর্থে স্নান করিয়া
সদ্য ঋণমুক্ত হয় । ঋণমোচন তীর্থের পূর্বদিকে
দুইশত ধনু ব্যবধানে সরযুজলে পাপমোচন-
নামক তীর্থ বিদ্যমান, মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া
সদ্য বিগতপাপ ও বিশুদ্ধাক্ষ হয়; সংশয় নাই ।
হে মুনিসত্তম ! আমি এই পাপমোচন তীর্থের এক
অত্যুত্তম মাহাত্ম্য দর্শন কবিয়াছি । পাঞ্চালদেশে

বিজ্ঞঃ । অসংস্কৃতভাষেন পাপায়া সমজায়ত ॥৩৬॥
নানাবিধানি পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ । কৃতরান
পাপিসঙ্গেন ত্রীমার্গবিনন্দকঃ ॥৩৭॥ স কলাটিং
সাধুসঙ্গাভীৰ্ব্যাজাপ্রসঙ্গতঃ । অযোধ্যামাগতো বিপ্র
মহাপাতককৃষ্ণিঃ ॥৩৮॥ পাপমোচনতীর্থে তু স্নাতঃ
সংস্কৃতো বিজ্ঞঃ । পাপরাশিকিনন্তোহস্ত নিপাপঃ
সমস্কৃতঃ কণাৎ ॥৩৯॥ দিবঃ পপাত তদ্বিক্রি পুণ্ড-
রীকীর্ণবর । দিব্যং বিমানমাক্রুৎ বিকুলোকং
গতো বিজ্ঞঃ ॥৪০॥ তদৃষ্টা মহদাশ্চর্য্যঃ ময়া চ
বিজ্ঞপুঙ্কব । ব্রহ্মা পরমা তত্র কৃতঃ স্নানঃ বিশেষতঃ ॥
৪১॥ মাঘরুচতুর্দশ্যাঃ তত্র স্নানঃ বিশেষতঃ ।
দানং চ মজ্জৈঃ কার্য্যং সৰ্বপাপবিমুক্তয়ে ॥৪২॥
অস্তদা তু কৃতে স্নানে সৰ্বপাপকয়ো ভবেৎ ॥
৪৩॥ পাপমোচনতীর্থে তু পূৰ্ব্বং তু সরযুজলে ।
ধ্বংসতপ্রমাণেন বর্ততে তীর্থমুত্তমম্ ॥৪৪॥
সহস্রধারাসংজ্ঞং তু সৰ্বকিঞ্চিৎনাশনম্ । যস্মিন
রামাজয়া বীরো লক্ষণঃ পরবীরহা । প্রাণানু-
সৃজ্য যোগেন যযৌ শেখরতাং পুরা ॥৪৫॥

নরহরি নামক জনৈক বিজ্ঞ ছিলেন । তিনি অসং-
স্কৃত পতিত হইয়া পাপায়া হন । তিনি কুসংসর্গে
মিলিত হইয়া বেদবিগর্গিত ব্রহ্মহত্যাদি নানাবিধ
পাপাচরণ করেন । হে বিপ্র! অনন্তর সাধুগণ
তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলে সেই মহাপাতকী বিজ্ঞ
নরহরি তাঁহাদের সঙ্গে অযোধ্যায় উপনীত হন
এবং তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পাপমোচন
তীর্থে স্নান করেন । হে মুনিবর! বিজ্ঞ নরহরি
পাপমোচনে অবগাহন করিয়া সদ্য নিপাপ হইলেন ।
তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইলে তাঁহার মস্তকে
আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং তিনি
দিব্য বিমানারোহণে হরিপুরে গমন করিলেন ।
হে বিজ্ঞপুঙ্কব! আমিও এই মহাবিশ্বয়কর ব্যপার
দর্শন করিয়া সাতিশয় ব্রহ্মা সহকারে পাপবিমোচনে
অবগাহন করিলাম । মানবগণ পাপমোচনকামনায়
মাজমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীদিবসে এই তীর্থে স্নান
বিশেষতঃ দান অবস্কা করিবে । এই চতুর্দশী
ব্যতীত অন্য সময়েও পাপমোচনে স্নান করিলে
মনিবর! সৰ্বপাপ হয় হয় । পাপমোচনের পূর্ব-
দিকে শতযুগপ্রমাণ ব্যবধানে সরযুজলে এক
উত্তম তীর্থ আছে, এই তীর্থের নাম সহস্রধার, এই
সহস্রধার সৰ্বপাপবিনাশন জানিবে । পুরাকালে
পরবীরহা লক্ষণরামের আদেশে যোগধিলা এই

সাক্ষি হস্তপ্রসঙ্গেই প্রমাণ ধরুকো বিজ্ঞ । চতুর্দ-
শীর্ষকৈঃ সংখ্যা দত্ত ইত্যভিধীয়তে ॥৪৬॥ সূত
উবাচ । ইখং তদা সমাকর্ষ্য কুন্তমোনিমুনেস্তমা ।
কুন্তমোনিমুনেস্তমা ব্যাসঃ পুনঃ পুপ্রহু কোতুকাৎ ॥
৪৭॥ ব্যাস উবাচ । সহস্রধারামাহাত্ম্যং বিস্তারাদ
সুত্রত । শৃংস্তৌর্ধ্বস্ত মাহাত্ম্যং ন তুপ্যতি মমো
মম ॥৪৮॥ অগস্ত্য উবাচ । সাবধানঃ শৃণু ধুনে
কথাং কথয়তো মম । সহস্রধারাতীর্থস্ত সমুৎপত্তিঃ
মহোদয়াৎ ॥৪৯॥ পুরা রামো রঘুপতির্দেবকার্য্যং
বিধায় বৈ । কালেন সহ সঙ্গম্য মজ্জং চক্রে
নরেশ্বরঃ ॥৫০॥ আবাং মজ্জয়মাণৌ হি যঃ পশ্চে-
দন্তিকাগতঃ । ময়া ত্যাজ্যো ভবেৎ কিপ্রমিখং
চক্রে স সংবিদম্ ॥৫১॥ ইন্দ্ৰিয় মজ্জয়মাণে হি দ্বারে
তিষ্ঠতি লক্ষণে । আগতঃ স তপোরানির্ভীকাসা-
স্তেজসাং নিধিঃ ॥৫২॥ আগত্য লক্ষণং শীঘ্রং
প্রীত্যোবাচ কুধাকুলঃ ॥৫৩॥ কুধাসা উবাচ ।

সহস্রধারে প্রাণ পরিত্যাগপূর্বক পরস্রোকে গমন
কবেন । হে সাধো! ধরুর প্রমাণ সাক্ষিহস্ত
জানিবে, আর চারিহস্তে এক দণ্ড কথিত হয় ।
২৮—৪৬ । সূত কহিলেন,—কুন্তমোনিমুনেস্তমা ব্যাস
কুন্তমস্তব ঋষি অগস্ত্যসমীপে এইরূপ অবণ
কবিতা কোতুকবশতঃ পুনরায় প্রহ্ন করিলেন ।
ব্যাস বলিলেন,—হে সুব্রত! সহস্রধারের মাহাত্ম্য
বিস্তারপূর্বক বলুন; সহস্রধারের মাহাত্ম্য অবণ
কবিতা আমার মন তৃপ্তিব সীমাদর্শনে সমর্থ
হইতেছে না । অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে
মুনে! আমি পুনরায় সহস্রধার তীর্থের উৎ-
পত্তিবিবরণ বর্ণন করিতেছি, ইহার মাহাত্ম্য মহা-
প্রভাব, অতএব সাবধান হইয়া অবণ কর ।
পুরাকালে রঘুপতি নরেশ্বর রাম সুরকার্য্য উদ্ধার-
পূর্বক কালের সহিত সঙ্গত হইয়া মজ্জণ করেন,
তিনি মজ্জণার পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে,
মজ্জণাকালে যে আমাদের সমীপে আগমনপূর্বক
আমাদের মজ্জণা দর্শন করিবে, আমি সঙ্গর ভাষাকে
পরিত্যাগ করিব । রাম এইরূপ প্রতিজ্ঞার পর
মজ্জণাগৃহে গমন করিয়া মজ্জণায় প্রবৃত্ত হইলে তখন
লক্ষণ দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত হইলেন; তৎকালে তেজো-
মিথি তপোরানি ঋষিভীকাসা দ্বারে উপনীত
হইলেন । তিনি কুধাকুল ছিলেন । দ্বারদেহ উপ-
নীত হইয়াই প্রীতিবশতঃ তৎকালিক লক্ষণের
প্রতি বলিতে লাগিলেন । কুধাসা বলিলেন,—

সৌমিত্রে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বং রামাগ্রে মাং নিবেদয় ।
কার্যার্থিনমিদং বাক্যং নাস্তথা কর্তুমহসি ॥ ৫৪ ॥
অগস্ত্য উবাচ । শাপাভীতঃ স সৌমিত্রিহৃতঃ
গচ্ছা তয়োঃ পুরঃ । স্মিং নিবেদয়ামাস রামাগ্রে
দর্শনার্থিনম্ । হৃদাসসং তপোরাশিমাঞ্জনন্দননাগতম্ ॥
৫৫ ॥ রামোহপি কালমামম্য প্রস্থাপ্য চ বহির্ব্যো ।
দৃষ্ট্বা স্মিং তং প্রপতঃ সন্তোজ্য প্রভুরাদরাৎ ॥
৫৬ ॥ হৃদাসসং স্মিনবরং প্রস্থাপ্য স্বয়মাদরাৎ ।
সত্যভক্ততয়াবীরো লক্ষণং ত্যক্তবাস্তদা ॥ ৫৭ ॥
লক্ষণোহপি তদা বীরঃ কুরুব্রবিতথঃ বচঃ ।
ব্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্ত স্মৃতিঃ সবধূতীবমায়যৌ ॥ ৫৮ ॥ তত্র
গচ্ছাথ চ স্নানং ধ্যানমাহ্বায় সম্ভবম্ । চিদান্ননি
মনঃ শান্তং সঙ্গম্যাবহিতস্তদা ॥ ৫৯ ॥ গতঃ প্রাত্ৰব-
ভূক্তত্র সহস্রকণমণ্ডিতঃ । শেষচক্ষুঃপ্রবাঃ শ্রেষ্ঠঃ
কিত্তিঃ ভিষা সহস্রধা । সুরলোকাং সুরেন্দ্রোহপি
সমাগাদমরৈঃ সহ ॥ ৬০ ॥ ততঃ শেবাশ্রতাং যাতং
লক্ষণং সত্যসঙ্গুরম্ । উবাচ মধুরং শত্রুঃ স্রবাণাং

সুমিত্রাতনয় । তুমি সহর রামসমীপে গমন করিয়া
আমার আগমনবৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন কর,
হে লক্ষণ । আমার আগমনেব বিশেষ উদ্দেশ্য
আছে, অতএব অস্তথা করা তোমার উচিত নহে ।
অগস্ত্য কহিলেন,—সুমিত্রাসুত হৃদাসার শাপভয়ে
পঙ্কিত হইয়া সহর তাঁহাদের সম্মুখে গমন করিলেন
এবং রামের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া নিবেদন
করিলেন যে, অঞ্জনন্দন তপোরাশি ঋষি হৃদাসা
আপনার দর্শনবাসনায় অস্বপ্ন কবিয়াছেন । প্রভু
রামও লক্ষণের বাক্যশ্রবণে কালকে আমন্ত্রণ করিয়া
বিদায় দিলেন এবং বহির্দেশে আগমনপূর্বক ঋষি-
বর হৃদাসার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে
প্রপত হইলেন ও বিবিধ বস্ত্রদ্বারা আদর সহকারে
তাঁহাকে ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন । অনন্তর
বীর রাম সত্যভক্তভয়ে লক্ষণকে বজ্জন করি-
লেন ; স্মৃতি বীর লক্ষণও জ্যেষ্ঠভ্রাতার বাক্য
ব্যর্থ করিয়াছেন, এজন্য সরযুতীরে সহর গমন-
পূর্বক সরযুজলে স্নান করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন এবং
চিদান্ন শান্ত মন নিবেশিত করিয়া সম্যক অবস্থান
করিলেন । অনন্তর সহস্রকণাভূষিত চক্ষুঃপ্রবা
দর্শনাজ অমৃত-কিত্তিতল সহস্রধা ভেদ করিয়া
প্রাহুর্ভূত হইলেন ; এই সময় অমরপুর হইতে
‘সুরগণসহ’ সুররাজও আসিয়া তথায় উপনীত
হইলেন । অনন্তর সুররাজ এই দর্শক সুরগণের

তত্র পশুতাম্ ॥ ৬১ ॥ ইন্দ্র উবাচ । লক্ষণোক্তি
শীঘ্রং হমারোহ স্বপদং স্বকম্ । দেবকার্য্যং কৃতং
বীর হুয়া রিপুনিবৃদন ॥ ৬২ ॥ স্বকবং পরমং স্থানং
প্রাপ্নুহি ত্বং সনাতনম্ । ভবনুর্ভিঃ সমাগতঃ
শেবোহপি বিলসৎকণঃ ॥ ৬৩ ॥ স্নহপ্রধা কিত্তিঃ
ভিষা সহস্রকণমণ্ডিতঃ । কিত্তেঃ সহস্রহিহ্নৈর্ভু
যস্মাভিষা সমুদগতাঃ ॥ ৬৪ ॥ কণাসাহস্রমণ্ডিতধ্বজা
শেষস্ত সুরত । তস্মাদেতন্নহাতীর্থঃ সরযুতীরগং
শুভম্ । খ্যাতং সহস্রধারেতি ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥
৬৫ ॥ এতৎকেন্দ্রপ্রমাণং তু ধনুবাং পঞ্চবিংশতিঃ ।
অত্র স্নানে দানে আত্মেন প্রকর্য্যতঃ । সর্বপাপ-
বিশুদ্ধা বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৬৬ ॥ অত্র
স্নাতো নরো ধীমাঙ্ঘ্র্যং সম্পূজ্য চাব্যমম্ ।
তীর্থং সম্পূজ্য বিধিবদ্বিষ্ণুলোকমবাগুয়াৎ ॥ ৬৭ ॥
তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং স্নানং বিধিপূরঃসরম্ ।
শেবকপাহিবদ্যোয়াঃ পূজ্যা বিপ্রা বিশেষতঃ ॥ ৬৮ ॥
স্বর্ণং চারুং চ বাসাংসি দেয়ানি প্রকর্য্যতৈতৈঃ ।
স্নানং দানং হরেঃ পূজা সর্বমকর্য্যতাং ব্রজেৎ ॥ ৬৯ ॥

সমক্ষে সেই শেবাশ্রতা প্রাপ্ত সত্যসঙ্গর লক্ষণের
প্রতি বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য শ্রবণ করিলেন ।
ইন্দ্র বলিলেন,—হে বীর । তুমি শত্রুসমূহ নিবৃদ্ধি
করিয়া সুরকার্য সাধন করিয়াছ, হে লক্ষণ । এক্ষণে
গাভ্রোখান করিয়া তোমার স্বীয় পদে প্রবেশ কর ।
তোমাব অত্যুত্তম সনাতন বৈষ্ণব স্থান লাভ হউক ।
হে সুরত । ঐ দেখ, তোমার মূর্তি অনন্ত সহস্রকণা
বিস্তারপূর্বক সমাগত হইয়াছেন ; তিনি সহস্র
কণামণ্ডলদ্বারা কিত্তিতল ভেদ করিয়া আগমন
করায় তাঁহার কণামণ্ডিতে সেই সহস্র হিহ্নপথ দৃষ্ট
হইতেছে । অতএব আজ হইতে সরযুতীরগ এই
সুশোভন মহাতীর্থ সহস্রধার নামে বিখ্যাত হইবে,
সংশয় নাই । এই কেন্দ্রের প্রমাণ হইবে পঞ্চবিংশতি
ধনুঃ । এইতীর্থে প্রকাসহকারে স্নান, দান ও পিতৃ-
গণের আর্জ করিলে নর নিখিলকলুষমুক্ত হইয়া
হরিপুরে গমন করিবেন যে ধীমান মানব সহস্রধারে
স্নান করিয়া যথাবিধি শেবনাগ, অনন্ত ও তীর্থের
পূজা করেন, তাঁহার বিষ্ণুলোকলাভ হইবে । অত-
এব সকলেরই এইতীর্থে বিধিপূর্বক স্নানাদি করা
কর্তব্য । প্রকাসমানবগণ এইতীর্থে বিপ্রগণকে
শেবলপের দ্বার ধ্যান করতঃ তাঁহাদিগকে পূজা
করিয়া স্বর্ণ, অন্ন ও বস্ত্রনিচয় দান করিবে । এখানে
স্নান, দান ও হরির পূজা সকলই অকর হইয়া থাকে,

তস্মাদেতদ্ব্যাহারীর্থঃ সৰ্বকামকলপ্রদম্ । কিতো
ভবিষ্যতি সদা নাত্ৰ কার্য্য্য বিচারণা ॥ ৭০ ॥ আবণে
গুরুপঞ্চমী তিথিঃ পঞ্চমী ভবেৎ । তস্মাদত্র
প্রকর্তব্যো নাগাহুদিষ্টা যত্নতঃ ॥ ৭১ ॥ উৎসবো
বিপুলঃ সক্তিঃ শেষপূজাপুরঃসরম্ । উৎসবে তু
কৃতে তত্র তীর্থে মহতি মানবৈঃ ॥ ৭২ ॥ সন্তোষা চ
বিজ্ঞান ভক্ত্যা নাগপূজাপুরঃসরম্ । সন্তোষাঃ কণিনঃ
সর্বৈ পীডয়ন্তি ন মানুযান্ ॥ ৭৩ ॥ বৈশাখমাসে যে
জ্ঞানঃ কুর্য্যন্ত্যত্র সমাহিতাঃ । ন তেষাং পুনবার্গাঃ
কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৭৪ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং
মাধবে যত্নতো নবৈঃ । জ্ঞানং দানং হবিঃ পূজো
জ্ঞানোচ্চ বিশেষতঃ । তীর্থে কৃতেহত্র মনুজৈঃ
সর্বকামকলপ্রদঃ ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণুদিষ্টা যো দদ্যাৎ
সালঙ্কারাং পয়স্বিনীম্ । সবৎসামত্র সন্তোর্থে
সংপাত্য দ্বিজম্ননে ॥ ৭৬ ॥ তস্মা বাসো ভবেন্নিত্যং
বিষ্ণুলোকে সনাতনে । অক্ষয়ং স্বর্গমাপ্নোতি তীর্থ-
জ্ঞানেন মানবঃ ॥ ৭৭ ॥ অত্র পূজো বিশেষেণ নরৈঃ
অক্সগাধিতৈঃ । বৈশাখে মাস্তলঙ্কারবস্ত্রেচ দ্বিজ-
দম্পতী ॥ ৭৮ ॥ লক্ষ্মীনারায়ণপ্রীত্যে লক্ষ্মীপ্রাপ্তা

কিতিতলে সহস্রধাব মহাতীর্থ সর্বকামকলদ বলিয়া
সতত গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই । আবণমাসের
গুরুপঞ্চমী তিথিতে সাধুগণ শেষসর্গের পূজাপুরঃ-
সর নাগগণের উদ্দেশে এই স্থানে যত্নপূর্বক উৎ-
সব করিবেন । মানবগণ কর্তৃক এই মহাতীর্থে
নাগোৎসব অনুষ্ঠিত হইলে এবং ভক্তিপূর্বক নাগ-
গণের পূজা ও দ্বিজগণের সন্তোষ সাধিত হইলে
কণিগণ সন্তুষ্ট হয় । তাহারা মানবগণের পীড়া উৎ-
পাদন করে না । যাহারা সমাহিত হইয়া বৈশাখ-
মাসে সহস্রধারে জ্ঞান করে, কোটিকল্প কালেও
জাহাদের পুনরারুতি হয় না । অতএব বৈশাখমাসে
মানবগণের এইতীর্থে যত্নপূর্বক জ্ঞান, দান এবং
হরির ও বিশেষতঃ দ্বিজদিগের পূজা করা কর্তব্য ।
মানবগণ এইরূপ করিলে তাহাদের সর্ববিধ কামনা
পূর্ণ হয় । যে মানব এই অনুষ্ঠমতীর্থে বিষ্ণুর উদ্দেশে
জ্ঞানের যোগ্যপাত্র জ্ঞানকে সালঙ্কারা সবৎসা
পয়স্বিনী দেহদান করিবে, তাহার সতত সনাতন
বিষ্ণুলোকে বাস হইবে । মানব এই তীর্থে জ্ঞান
করিয়া স্বর্গলাভ করে । বিশেষতঃ এই
তীর্থে বৈশাখমাসে অক্সগাধিত হইয়া লক্ষ্মী-নারা-
য়ণের প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া ও অলঙ্কার দ্বারা দ্বিজ
দম্পতীর পূজা করিতে হয় । এইরূপ করিলে

বিশেষতঃ । বৈশাখে মাসি তীর্থানি পৃথিবীসংস্থিতানি
বৈ ॥ ৭৯ ॥ সর্বাণ্যপি চ সঙ্গত্যা স্বাস্থ্যত্যাগ ন
সংশয়ঃ । তস্মাদত্র বিশেষেণ বৈশাখে জ্ঞানতো
নৃণাম্ । সর্বতীর্থাবগাহস্ত ভবিষ্যতি কলং মহৎ ॥
৮০ ॥ অগস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তা মুনিরাজ্ঞেশো
লক্ষণং সুবসন্তম্ । শেষং সংস্থাপ্য ততীর্থে
ভূতাবহরণকমম্ । লক্ষণং যানমারোপ্য প্রত্যহে
দিবমাদরাৎ ॥ ৮১ ॥ তদাপ্রভৃতি ততীর্থে বিখ্যাতিং
পবমাং যযৌ । বৈশাখে মাসি তীর্থস্ত মাহাত্ম্যং পরমং
স্মৃতম্ ॥ ৮২ ॥ পঞ্চম্যামপি শুক্লায়াঃ আবণস্ত
বিশেষতঃ । অতদা পঞ্চমি শ্রেষ্ঠং বিশেষং জ্ঞানম্যাচ-
বেৎ । সহস্রাধারাতীর্থে চ নরঃ স্বর্গমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৮৩ ॥
বিধিবিদিশি ধীমান জ্ঞানদানানি তীর্থে নরবর ইহ
শক্ত্যা যঃ কবোত্যাদবেণ । স ইহ বিপুলভোগা-
মিশ্রলাভা চ ভক্ত্যা ভজতি ভূজগশাযিত্রীপতেরাক্ষ-
নৈক্যম্ ॥ ৮৪ ॥

ইতি শ্রীশ্বাদে ব্রহ্মকুণ্ডসহস্রধাবাতীর্থমাহাত্ম্যাবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে । বৈশাখমাসে পৃথিবীর
যাবতীয় তীর্থ সহস্রধাবে আগমন করিয়া এই
স্থানেই অবস্থান করে, সংশয় নাই । অতএব এই
স্থানের বৈশাখজ্ঞানই মানবগণের পক্ষে প্রশস্ত,
কেন না এই তীর্থে বৈশাখজ্ঞানেই সকল তীর্থকল
লাভ হয় । অগস্ত্য কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ ।
সুররাজ লক্ষণকে এইরূপ সুরোচিত বাক্য বলি-
লেন এবং ভূতাবহরণকম শেষ নাগকে সেই তীর্থে
প্রতিষ্ঠিত ও লক্ষণকে যানে আবেশিত করিয়া
সুরপুরে চলিয়া গেলেন । তদবধি এই তীর্থ
অত্যন্ত বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে । বৈশাখমাসেই
এই তীর্থের মাহাত্ম্য সমধিক জানিবে ; বিশেষতঃ
আবণপঞ্চমীদিবস ততোধিক প্রশস্ত বলিয়া গণ্য
হইয়া থাকে । এতদ্বিতীয় অধ্যায় সময় পূর্বকালই
শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় । মাধব পূর্বকালে এই সহস্র-
ধারে জ্ঞান করিয়া স্বর্গপুরে গমন করে । যে ধীমান
মনুজোত্তম আদর সহকারে এই তীর্থে ভক্তিপূর্বক
শক্তি অনুসারে যথাবিধি জ্ঞান ও দান করে, সেই
নির্মলাত্মা ইন্ডুলোকে বিবিধ ভোগ্য উপভোগ
করিয়া অক্স শেষশরীর রম্যপাতিস সাধু
লাভ করে । ৮১—৮৪ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ । ইতি শ্রুত্বা বচো ধীমানাদরাৎ
কুন্তজন্মনঃ । প্রোবাচ মধুরং বাক্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নো
মুনিঃ ॥ ১ ॥ বাস উবাচ । ভগবন্তুতমিদং তীর্থ-
মাহাত্ম্যমুত্তমম্ । শ্রুত্বা স্তোমম মনঃ পরমানন্দ-
মায়যো ॥ ২ ॥ অন্তস্তীর্থবরং ক্রুহি তত্বেন মম
শুভতঃ । ন ভুঞ্জিরস্তু মনসঃ শুভতো মম সুব্রত ॥
৩ ॥ অগস্ত্য উবাচ । শূণ্ণ বিপ্র প্রবক্ষ্যামি তীর্থ-
মন্তদুত্তমম্ । স্বর্গদ্বারমিতি খ্যাতং সর্বপাপহরং
সদা ॥ ৪ ॥ স্বর্গদ্বারস্য মাহাত্ম্যং বিস্তরাঙ্কুমীশ্বরঃ ।
নহি কশ্চিদভো বৎস সংক্ষেপাচ্ছৃণু সুব্রত ॥ ৫ ॥
সহস্রধারামারভ্য পূর্বতঃ সবৃজনে । সট্টাংশ-
দধিকা প্রোক্তা ধনুশাং সট্টশতী মিতিঃ ॥ ৬ ॥
স্বর্গদ্বারস্য বিস্তারঃ পুবাণৈকৈবিশারদৈঃ । স্বর্গদ্বার-
সমং তীর্থং ন ভুতং ন ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥ সত্যং
সত্যং পুনঃ সত্যং নাসংসারম ভাসিতম্ । স্বর্গদ্বার-
সমং তীর্থং নাস্তি ব্রহ্মাণ্ডগোলকে ॥ ৮ ॥ হিমা

তৃতীয় অধ্যায় ।

স্বত কহিলেন,—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ধীমান ঋষি
বাস কুন্তসম্ভব অগস্ত্যের নিকট এইরূপ শ্রবণ
করিয়া বক্ষ্যমাণ মধুরবাক্য বলিলে লাগিলেন ।
বাস বলিলেন,—হে ভগবন । এই তীর্থমাহাত্ম্য
অতি অদ্ভুত ও উত্তম ; আপনার মুখে এই সকল
শ্রবণ করিয়া আমার মন পবন আনন্দিত হইয়াছে ।
হে সুব্রত ! তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণে আমার অভিলাষ
হইতেছে, আমি যতই শুনিতেছি, আমার মনের
আকাঙ্ক্ষা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব
আমার নিকট অন্যান্য উত্তম তীর্থনিচয় বর্ণন
করুন । অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র !
সহস্র সর্বপাপহর স্বর্গদ্বার নামক অন্য একটা অমু-
ত্তম তীর্থকথা কীৰ্ত্তন করিতেছি । হে বৎস সুব্রত !
স্বর্গদ্বারের মাহাত্ম্য কেহই বিস্তারপূর্বক বলিতে
সমর্থ হয় না, অতএব সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি,
শ্রবণ কর । এই স্বর্গদ্বার সহস্রধার হইতে
আরম্ভ করিয়া পূর্বদিকে ষট্শত ষট্টিংশৎ
ধনু ব্যবধানে সরযুজলে বিরাজিত ; পুরাণজ
পণ্ডিতগণ স্বর্গদ্বারের বিস্তার এইরূপই নির্দিষ্ট
করিয়াছেন । স্বর্গদ্বারসদৃশ তীর্থ হয়ও নাই,
হইবেও না, আমি প্রিসত্য করিয়া কহিতেছি,
আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না । হে

দিব্যানি ভৌমানি তীর্থানি সকলান্যপি । প্রাক-
রাগত্য তিষ্ঠন্তি তত্র সংশ্রিত্য সুব্রত ॥ ৯ ॥
তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং প্রাতঃ স্নানং বিশেষতঃ ।
সর্বতীর্থাবগাহস্ত কলমায়ন দৈপ্যতা ॥ ১০ ॥
তাজ্জন্তি প্রাণিনঃ প্রাণান্ স্বর্গদ্বারান্তরে বিজ ।
প্রযান্তি পরমং স্থানং বিকোন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
১১ ॥ মুক্তিদ্বারমিদং পশু স্বর্গপ্রাপ্তিকরং নৃণাম্ ।
স্বর্গদ্বারমিতি খ্যাতং তস্মাস্তীর্থমুত্তমম্ ॥ ১২ ॥
স্বর্গদ্বারং সুহৃৎপ্রাপং দেবৈরপি ন সংশয়ঃ ।
যদ্বৎ কাময়তে তত্র তন্তদাপ্রোতি মানবঃ ॥
১৩ ॥ স্বর্গদ্বারে পরা সিদ্ধিঃ স্বর্গদ্বারে পরা
গতিঃ । জপ্তং দত্তং হতং দৃষ্টং তপস্কৃতং
কৃতঞ্চ যৎ । ধ্যানমধ্যয়নং সর্বং দানং ভবতি
চাক্ষয়ম্ ॥ ১৪ ॥ জন্মান্তরসহস্রৈশ্চ যৎ পাপং পূর্ব-
সঞ্চিতম্ । স্বর্গদ্বারপ্রবিষ্টস্ত তৎ সর্বং ব্রজতি
ক্ষয়ম্ ॥ ১৫ ॥ ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বাঃ শূদ্রা বৈ
বর্ণসঙ্করাঃ । কুমিল্লেক্ষ্যন্ত যে চান্তে সঙ্কীর্ণাঃ পাপ-
যোনয়ঃ ॥ ১৬ ॥ কীটাঃ পিপীলিকাশ্চৈব যে চান্তে
মৃগপাক্ষণাঃ । কালেন নিধনং প্রাপ্তাঃ স্বর্গদ্বারে

সুব্রত । ব্রহ্মাণ্ডগোলকে স্বর্গদ্বারসদৃশ আর কোন
তীর্থ নাই, ভৌম ও দিব্য তীর্থনিচয় স্ব স্ব
স্থান পরিত্যাগপূর্বক প্রাতঃকালে স্বর্গদ্বার তীর্থে
উপনীত হয় । যাহাবা সকল তীর্থস্থানফলের
আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদিগের এই স্বর্গদ্বার তীর্থে
প্রাতঃকালে স্নান করা কর্তব্য । ১—১০ । হে বিজ !
যে সকল প্রাণী স্বর্গদ্বারে প্রাণ পরিত্যাগ করে,
তাহারা করির পরমস্থানে গমন করিয়া থাকে, সংশয়
নাই । দেখ, এই স্বর্গদ্বারই মানবগণের মুক্তিদ্বার
এবং ইহা স্বর্গের দ্বার বলিয়া তীর্থনিচয়মধ্যে খ্যেত ।
এই স্বর্গদ্বারই দেবগণের সুহৃৎপ্রাপ্য, সংশয় নাই ।
মানবগণ এই স্থানে যাহা যাহা কামনা করে,
তৎসমস্তই প্রাপ্ত হয় । স্বর্গদ্বারে উত্তম সিদ্ধি ও
স্বর্গদ্বারেই পরম গতি লাভ হয় ; এই তীর্থে জপ,
দান, দর্শন, তপস্চরণ, ধ্যান ও অধ্যয়ন প্রভৃতি
যে কিছু কার্য্য কৃত হয়, তৎসমস্ত অক্ষয় হইয়া
থাকে । সহস্র জন্মান্তরেরও যে সকল পাপ সঞ্চিত
থাকে, স্বর্গদ্বারে প্রবেশমাত্র তাহা ক্ষয় পায় । হে
বিজ ! ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ব, শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণ-
সঙ্কর, সঙ্কীর্ণমনা পাপযোনি লেক্ষ, কুমি, কীট,
পিপীলিকা, অস্তান্ত মৃগ ও বিহগগণ স্বর্গদ্বারে
যথাকালে প্রাণত্যাগ করিয়া যে কললাভ করে,

শুশ্রূষা ১৭ ৥ কোমোদকীকরাঃ সর্বৈ পক্ষিণো
গরুড়ধ্বজাঃ ৥ ৩৩ ৥ বিষ্ণুপুত্রো বিষ্ণুজায়ন্তে তত্র
মানবাঃ ১৮ ৥ অকামো বা সকামো বা অপি
তীর্থগতোহপি বা ৥ স্বর্গদ্বারে ত্যজন্ প্রাণান্
বিষ্ণুলোকে মজীয়তে ১৯ ৥ মুনয়ো দেবতাঃ সিদ্ধাঃ
সাধ্যা যক্ষা মকদগণাঃ ৥ যজ্ঞোপবীতমাত্রেণ বিভাগং
চক্রিরে তু যে ২০ ৥ মধ্যাহ্নেহ ত্র প্রকুর্ষন্তি সারিধ্যং
দেবতাগণাঃ ৥ তস্মাক্তত্র প্রকুর্ষন্তি মধ্যাহ্নে স্নান-
যাদরাৎ ২১ ৥ কুর্ষন্ত্যনশনং যে তু স্বর্গদ্বাবে
জিতেন্দ্রিয়াঃ ৥ প্রয়াস্তি পবনং স্থানং যে চ মাসোপ-
বাসিনঃ ২২ ৥ অন্নদানরতা যে চ বভূবুঃ ভূমিদা
নরাঃ ৥ গোবহুদাশ্চ বিপ্রৈভ্যো যান্তি তে ভবনং
ইরে ২৩ ৥ যত্র সিদ্ধা মহাত্মানো মুনয়ঃ পিতব-
স্তথা ৥ স্বর্গং প্রয়াস্তি তে সর্বৈ স্বর্গদ্বারং ততঃ
স্মৃতম্ ২৪ ৥ চতুর্দ্বা চ ততঃ কুর্বা দেবদেবো
হরিঃ স্বয়ম্ ৥ অত্র বৈ রমতে নিত্যং ভ্রাতৃভিঃ
সহ রাঘবঃ ২৫ ৥ ব্রহ্মলোকং পরিত্যজ্য চতুর্দ্বক্
স্নাতনঃ ৥ অত্রৈব রমতে নিত্যং দেবৈঃ সহ
পিতামহঃ ২৬ ৥ কৈলাসনিলয়াবাসী শিবস্তত্রৈব

সংস্থিতঃ ২৭ ৥ মেকমন্দরমাজ্যোহপি স্মৃতিঃ
পাপশ্চ কৰ্ম্মণঃ ৥ স্বর্গদ্বারং সমাসাদ্য স সর্বো
ব্রজাত স্বয়ম্ ২৮ ৥ যা গতির্জানতপসাং যা
গতির্ব্রজযাজিনাম্ ৥ স্বর্গদ্বারে মৃতানাং তু সা
গতির্বিহিতা শুভা ২৯ ৥ ঋষিদেবানুগগণৈর্জপ-
হোমপরায়ণৈঃ ৥ যতিভির্মোক্ষকামৈশ্চ স্বর্গদ্বারো
নিষেব্যতে ৩০ ৥ যষ্টিবর্ষসহস্রাণি কাশীবাসে
যৎ কলম্ ৥ তৎকলং নিমিষার্ধেন কলৌ দাশরথীঃ
পুরীম্ ৩১ ৥ যা গতির্যোগযুক্তানাং বারানস্তাং
তদুত্থ্যজাম্ ৥ সা গতিঃ স্নানমাত্রেণ সবয়াং হবি-
বাসরে ৩২ ৥ স্বর্গদ্বারে মৃতঃ কাস্ত্রবকং নৈব
পশ্যতি ৥ কেশবানুগৃহীতা হি সর্বৈ যান্তি পরাং
গতিম্ ৩৩ ৥ ভূলোকে চান্তরিক্ষে চ দিবি
তীর্থানি যানি বৈ ৥ অতীত্য বর্ষতত তানি
তীর্থান্তে তদ্বিজ্ঞাতম্ ৩৪ ৥ বিষ্ণুভক্তঃ সমা-
সাদ্য রমন্তে তু স্থানচিতাঃ ৥ সংহত্য শক্তিতঃ
কামং বিষয়েষু হি সংস্থিতম্ ৩৫ ৥ শক্তিতঃ
সম্বতো যুক্তা শক্তিস্তপসি সংস্থিতা ৥ ন
তেষাং পুনরাবৃতিঃ কল্পবোটিশতৈরপি ৩৬ ৥

ভাষ্য শ্রবণ কর। ইহারা গদাধারণ ও গরুড়া-
রোহণপূর্বক পুশোভন বিষ্ণুপুত্র, বিষ্ণুরূপে
বিরাজ করেন। অকামই হউক আর সকামই
হউক, কিংবা তীর্থযাত্রীই হউক, স্বর্গদ্বারে প্রাণ
বিসর্জন করিয়া বিষ্ণুলোক লাভ করে। সুর, মুনি,
সিদ্ধ, সাধ্য, যক্ষ ও মকদগণ স্বর্গদ্বাবে আগমন-
পূর্বক যজ্ঞোপবীতপরিমাণ স্থান স্ব স্ব তীর্থরূপে
বিভাগ করিয়া লইয়া থাকেন। সুরগণ মধ্যাহ্ন সময়ে
এই স্থানে আগমন করেন, অতএব আদরপূর্বক
এই তীর্থে মধ্যাহ্নকালে স্নান করা কর্তব্য। যে
সকল জিতেন্দ্রিয় মানব স্বর্গদ্বাবে অনশন ব্রত কিংবা
মাসোপবাস করে, তাহাদেব উত্তম স্থানে গতি
হয়। অন্নদানরত, বভূবুঃ, ভূমিদাতা এবং যাহারা
বিশ্রগণকে সহস্র গোদান কবে, তাহারা হরিপুরে
গমন করিয়া থাকে। তত্রত্য মহাত্মা মুনি, সিদ্ধ ও
শিশুগণ স্বর্গগমন করেন, এজন্য এই স্থানের নাম
কুর্ষন্তি হইয়াছে। স্বয়ং রাঘবরূপী দেবদেব হরি
ঋষি তত্ৰ চতুর্দ্বা বিভক্ত করিয়া ভ্রাতৃগণসহ সতত
এই স্থানে বাস করেন। পিতামহ স্নাতন চতুরানন
কলম্, ব্রহ্মলোক পরিত্যাগপূর্বক সুরগণ সহ
এই স্থানে নিরত অবস্থান করিয়া থাকেন।
কৈলাসবাসী শিবও সতত এই স্বর্গদ্বারে বিরাজ

করেন। ১১—২৭। এই স্বর্গদ্বারে আগমন করিলে
মানবগণেব মেকমন্দরসদৃশ পাপরাশি বিনষ্ট হয়।
নিখিল জ্ঞান, তপস্যা ও যজ্ঞদ্বারা যে গতি হয়,
স্বর্গদ্বাবে মৃত হইলেও মানবেব তাদৃশী শুভাবস্থা গতি
লাভ হইয়া থাকে। ঋষি, সুর, অনুর, যতি ও
মোক্ষকামিগণ জপহোমপরায়ণ হইয়া এই স্বর্গদ্বারের
সেবা করেন। যষ্টিসহক বৎসর কাশীবাসে যে কল
হয়, কলির, লোক এই দাশরথীপুরে স্বর্গদ্বারে
নিমিষার্ধে তাহাব তুল্য কললাভ করিতে সমর্থ হয়।
বারানসীতে তদুত্থ্যগৌ যোগিগণের যে গতি, হরি-
বাসরে সবমুজলে অবগাহনকাব্যী নরের সেই গতি
লাভ হয়। স্বর্গদ্বারে প্রাণত্যাগ করিয়া কেহই
নরক দর্শন করে না, পরন্তু সকলেই কেশবানুগৃহীত
হইয়া উত্তম গতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে বিজ্ঞো-
ত্তম! ভূলোক, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গে যে সকল তীর্থ
আছে, এই স্বর্গদ্বার সেই সকল তীর্থকে অতিক্রম
করিয়া বর্তমান রহিয়াছে। যাহারা বিষ্ণুভক্তি
লাভ করিয়াছে, বিষ্ণুতে যাহাদের বুদ্ধি দৃঢ় হইয়াছে,
যাহারা বিষয় হইতে যথাশক্তি কামনা প্রত্যাহার
করিয়াছে এবং যাহারা সর্ববিধ পুণ্যকর্ম্মাণী
শক্তি তপস্যা আসক্ত করিয়াছে, কোটিবর্ষ কালও
তাহাদের পুনরাবৃতি হয় না। শক্তি শক্ত শীর্ষ

হস্তমানোহপি যো বিদ্বান্ বসেচ্ছত্ৰপতৈরপি । স
যাতি পরমঃ স্থানং যত্র গচ্ছা ন শোচতি ॥ ৩৭ ॥
স্বর্গদ্বারে বিবুজ্যেষ্ঠ স যাতি পরমাং গতিম্ । উত্তরং
দক্ষিণং বাপি অয়নং ন বিকল্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥ সর্ব-
স্তেবাং শুভঃ কালঃ স্বর্গদ্বারং প্রযন্তি যে । স্নানমাত্রেন
পাপানি বিলয়ং ঐতি দেহিনাম্ ॥ ৩৯ ॥ যাবৎপাপানি
দেহেন যে কুর্ষন্তি জনাঃ কিতৌ । অযোধ্যা পরমং
স্থানং তেষামীবিষ্মাদরাৎ ॥ ৪০ ॥ জ্যৈষ্ঠে মাসি
সিতে পক্ষে পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ । তন্ত সাংবৎ-
সরী যাত্রা দেবৈশ্চন্দ্রহরেঃ স্মৃতা ॥ ৪১ ॥ তন্নি-
রুদ্ধ্যাপনং চন্দ্রসহস্রং ব্রহ্মযোগিভিঃ । বার্বাং
প্রযত্তো বিপ্র সর্বযজ্ঞকলাধিকম্ ॥ ৪২ ॥ তন্নি-
কৃতে মহাপাপকর্যাং স্বর্গো ভবেননুগাম্ ॥ ৪৩ ॥
শ্রীব্যাস উবাচ । ভগবন্ ক্রহি ত্বেন তন্ত চন্দ্রহরেঃ
শুভাম্ । উৎপত্তিঞ্চ তথা চন্দ্রব্রততোদ্যাপনে
বিধিম্ ॥ ৪৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ । অযোধ্যানিলয়-
বিষ্ণুঃ নম্র নীতাঃ শুক্লশুকঃ । আগচ্ছতীর্থমাহায়াং
সাক্ষাৎকর্তুং সুধানিধিঃ । অত্রাগত্য চ চন্দ্রোহথ

তীর্থযাত্রাং চকার সঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রমেণ বিধিপূর্বক
নানান্ধর্ষ্যসমবিতঃ । সমায়াত ততো বিষ্ণুঃ তপসা
হৃদয়েণ বৈ ॥ ৪৬ ॥ তৎপ্রসাদং সমায়াত
স্বাভিধানপূর্বসরম্ । হরিং সংস্থাপয়ামাস তেন
চন্দ্রহরিঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৭ ॥ বাসুদেবপ্রসাদেন তৎস্থানং
জান্মদুতম্ । তন্নি শুভতমং স্থানং বাসুদেবস্ত
সুভত ॥ ৪৮ ॥ সর্বেষামেব ভূতানাং তত্ত্বশৌক্যস্ত
সর্বদা । আশ্বিন্ সিদ্ধাঃ সদা বিপ্র গোবিন্দ-
বিপ্র ব্রতমাস্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ নানালিঙ্গধরা
নিত্যাং বিষ্ণুলোকাভিকাক্ষিণঃ । অভ্যস্তান্তি পরং
যোগং যুক্তায়ানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ৫০ ॥ যথা
ধর্মমবাপ্নোতি অন্তত্র ন তথা কচিৎ । দানং ব্রতং
তথা হোমঃ সর্বমকরতাং ব্রজেৎ ॥ ৫১ ॥ সর্ব-
কালকল প্রাপ্তির্জায়তে প্রাণিনাং সদা । তস্মাদব্র-
বিধাতব্যং প্রাণিভির্যত্নতঃ ক্রমাৎ । দানাদিকং
বিপ্রপূজা দম্পত্যোশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥ সর্ব-
যজ্ঞা ককলং সর্বতীর্থাবগাহনম্ । সর্বদেবাবলোকস্ত
ষৎপুণ্যং জায়তে নুগাম্ ॥ ৫৩ ॥ তৎসর্বং জায়তে
পুণ্যং প্রাণিনামস্ত দর্শনাৎ । তস্মাদেতন্নহাক্ষেত্বে

দ্বারা হস্তমান হইয়াও যে বিদ্বান্ মানব স্বর্গদ্বারে
বাস করে, যেখানে গমন করিলে মানব শোক
প্রাপ্ত হয় না, সেই উত্তম স্থানে তাহার গতি
হইয়া থাকে । স্বর্গদ্বারে প্রাপ্ত্যাগ করিলেই উত্তম-
গতি লাভ হয় । এই তীর্থে দক্ষিণ কিংবা
উত্তরায়ণ বিচার নাই ; স্বর্গদ্বারের শরণাপন্ন
মানবের সকল কালই শুভ । ক্রিতিতলে যেকপ
পাপ যতপ্রমাণই কৃত হউক না কেন, এই তীর্থে
গানমাত্রেই দেহীদিগের সেই সমস্ত দুরিতক্ষয়
হয় ; আর শাস্ত্র সাদরে বলিয়া থাকেন—অযোধ্যা
তাহাদের পরমস্থান । জ্যৈষ্ঠ মাসেব শুক্লপক্ষ, বিশে-
ষতঃ পূর্ণিমাতিথিতে দেবগণ চন্দ্রহরির সাংবৎসরী
যাত্রা করিয়া থাকেন । যোগিগণ এই পূর্ণিমাদিনেই
চন্দ্রসহস্র ব্রতের উদ্ধ্যাপন করেন । হে বিপ্র !
এই ব্রত নিখিল যজ্ঞকল হইতে শ্রেষ্ঠ । অতএব
যতপূর্বক সহস্রচন্দ্র ব্রত কর্তব্য ; এই ব্রত করিলে
পাপক্ষয় হইয়া মানবগণের স্বর্গবাস হয় । ব্যাস
জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ভগবন ! চন্দ্রহরির মনো-
হব উৎপত্তি ও চন্দ্রব্রতোদ্যাপনের বিধি যথার্থ
বর্ণন করুন । অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—সুধানিধি
শীতাং শুক্লশুক্যবপুতঃ তীর্থমাহায়াদর্শনমাসে
অযোধ্যায় আগমিনপূর্বক অযোধ্যাপতি বিষ্ণুকে

নমস্কার করেন । চন্দ্র এখানে আসিয়া বিধিপূর্বক
তীর্থযাত্রা করিয়া নানা মাহাত্ম্যদর্শনে বিম্বিত হন ও
হৃদয় তপস্তাধারা হরির আরাধনা করেন । অনন্তর
অযোধ্যানাথের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি নিজের
নাম পূর্বে বিষ্ণাসপূর্বক হরির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া-
ছিলেন ; এজন্ত এই মূর্তি চন্দ্রহরি নামে অভিহিত
হইয়া থাকে ॥ ২৮—৪৭ ॥ হে সুভত ! বাসুদেবের
প্রসাদে এই স্থান অতি অদ্ভুত আকার ধারণ করি-
য়াছে ; আর এই স্থান বাসুদেবের অতি গোপনীয়
জানিবে । হে বিপ্র ! নিখিল প্রাণীর মোক্ষদাতা
বিষ্ণুর ইহা একটা পরম স্থান ; গোবিন্দব্রতধারী
বিষ্ণুলোকাভিলাষী যুক্তায়া জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধগণ
নানারূপ ধারণ করিয়া এই স্থানে সতত বাস করেন ।
এই তীর্থে যে ফল লাভ হয়, অন্তত্র কোন তীর্থেই
সে রূপ হয় না ; দান, ব্রত এবং হোম সকলই অক্ষয়
হইয়া থাকে । প্রাণিগণের এই তীর্থেই কামনানিচয়
পূর্ণ হয়, অতএব এই স্থানেই সতত যত্ন সহকারে
ধর্ম্যকর্মাদির অনুষ্ঠান করা কর্তব্য । দানাদি,
বিষ্ণুপূজা, বিশেষতঃ বিজ্ঞদম্পত্যির আর্চনা অধিক
কলজনক । নিখিল যজ্ঞ, অখিল তীর্থাবগাহন ও
সর্ববিধ দেবদর্শন প্রভৃতি কার্যে যে পুণ্য হয়,
কেবলমাত্র এই তীর্থের দর্শনেই প্রাণিগণের পূর্বোক্ত

পুৰাণাদিষু গীৰ্যতে ॥ ৫৪ ॥ উদ্যাপনবিধি-
 চাত্ৰ নৃত্তিবিজপুৰঃসরম্ । অগ্রে চন্দ্রহরেন্দ্র-
 সহস্রব্রতসংস্করকঃ ॥ ৫৫ ॥ গতে বর্ষদ্বয়ে সার্কৈ
 পঞ্চপক্ষে দিনদ্বয়ে । দিবসস্তাষ্টমে ভাগে
 পতন্ত্যেকোহধিমানকঃ ॥ ৫৬ ॥ আবিকে বা অশী-
 ত্যশ্চে চতুর্দশসূত্রে ততঃ । ভবেচ্চন্দ্রসহস্রং তু
 তাবজ্জীবতি যো নরঃ । উদ্যাপনং প্রকর্তব্যং তেন
 যাত্না প্রযত্নতঃ ॥ ৫৭ ॥ বৎপূ। পবমং শ্রোকং
 সততঃ যজ্ঞযাজিনাম্ । সত্যবাদিষু যৎপূণ্যং
 যৎপূণ্যং হেমদাযিনি । তৎপূণ্যং লভতে বিপ্র
 সহস্রাবস্ত্র জীবতিঃ ॥ ৫৮ ॥ সমগোবাশ্রমং
 তাদৃকপুণ্যব্রতমিহোচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ চতুর্দশাং শ্রা-
 ত্তা দন্তধাবনপূর্বকম্ । চবিন্দ্রসংস্রাং জিন-
 বাক্তায়মানসঃ । গৌরমাশ্রাং তথা কৃতা চন্দ্রপূজা
 কারয়েৎ ॥ ৬০ ॥ পূর্বক মাতবঃ পূজ্যা গোখাদিক

কল সকল লাভ হইয়া থাকে, অতএব পুৰাণ
 শাস্ত্রে এই ক্ষেত্র মহাক্ষেত্র নামে কীর্তিত হই
 য়াছে । মানবগণ হিজপুৰঃসর হইয়া প্রথমেই
 চন্দ্রহরির সহস্রচন্দ্রব্রতের আচরণ করিবে, তাৎ পর
 উদ্যাপনবিধি কর্তব্য । এক্ষণে ব্রতের উদ্যাপনকাল
 কথিত হইতেছে,—পূর্ণ সহস্রচন্দ্র এই ব্রতের উদ-
 যাপনকাল, দুই বৎসর আটমাস সত্তর দিন অন্তত
 হইলে দিবসের অষ্টমভাগে এক মলমাসের আদি
 ভাব হয়, আব তিবানী বৎসর চারি মাসে সহস্রচন্দ্র
 পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, সৌবক্রমে
 এই মাস গণনা করিতে হইবে, কেন না চন্দ্রক্রমে
 গণিত হইলে মলমাস পতিত হওয়ায় তিবানী বৎসর
 চারি মাসের পূর্বেই সহস্রচন্দ্র পূর্ণ হইয়া যায় ও
 ব্রতৌদ্যাপনকালও পূর্বোক্ত তিবানী বৎসর
 চারি মাসের পূর্বেই পতিত হয় । যে মানব
 অচারিত করিয়া এই সহস্র চন্দ্রের পূর্ণকাল তিবানী
 বৎসর চারি মাস জীবিত থাকিবে তাহাবই ব্র-
 তপূর্বক এই যাত্রার উদ্যাপন করা কর্তব্য ।
 যজ্ঞযাজিগণের যাহা পরম পুণ্য, সত্যবাদী-
 দিগের যাহা উত্তম শ্রুত, এবং সুবর্ণ-দাতা ও
 সহস্রবৎসর জীবিগণ যৎপুণ্য লাভ করেন, ইহ
 কালে সর্বসৌখ্যপ্রদ সহস্রচন্দ্র ব্রতেও সেই
 পুণ্য লাভ হয় । শুচি মানব চতুর্দশী তিথিতে
 ব্রত প্রারম্ভপূর্বক স্নান করিয়া বাক্য, কায় ও
 মনসঃসংযম কর্তব্য ব্রতচর্যা আচরণ করিবে ।
 অনন্তর পূর্ণিমাতিথি পূর্বোক্ত নিয়ম আচরণপূর্বক

ক্রমেণ চ । ঋষিজঃ পূজয়েত্তজ্যা বুদ্ধিশ্রদ্ধাপু-
 সবম্ ॥ ৬১ ॥ প্রযত্নেঃ প্রতিমা কার্যা চন্দ্রমণ্ডল-
 সরিতা । সহস্রসংখ্যা হৃথবা তদর্ক বা তদর্ককম্ ।
 নিজবিত্তানুমানেন তদর্কেন তদর্কিকম্ ॥ ৬২ ॥ ততঃ
 শ্রদ্ধানুমানাদ কাৰ্যা বিত্তানুমানতঃ । অথবা
 ষোড়শ শুভা বিধাতব্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬৩ ॥ চন্দ্রপূজাং
 ততঃ কুর্যাদাগমোক্তবিধানতঃ । মার্বৈঃ ষোড়শতিঃ
 কার্যা প্রত্যেক প্রতিমা শুভা ॥ ৬৪ ॥ সৌমসম্বন্ধেণ
 হোমস্ত কার্যো বিত্তানুমানতঃ । প্রতিমান্স্থাপনং
 কুর্যাদ সৌমসমুদ্যবয়েৎ ॥ ৬৫ ॥ সৌমোৎপত্তিঃ
 সৌমস্বক্ত পার্শ্বেষ্ট প্রব্রুতঃ । চন্দ্রপূজাং ততঃ
 বুদ্ধ্যাদাগমোক্তবিধানতঃ ॥ ৬৬ ॥ চন্দ্রাসং বলা-
 ত্তাসং কাবয়েত্তুলে জসম্ । এবাদিশেলিয়ন্তাসং
 তথৈব বিবিপূর্বকম্ ॥ ৬৭ ॥ চন্দ্রবিদ্রুতিভঃ কার্যাং
 মণ্ডলং শুভতত্তুলৈঃ । মধ্য ৫ কলশঃ স্থাপ্যো
 গবেদান পবন পুনঃ ॥ ৬৮ ॥ চতুর্দশেষু সম্পূর্ণান

চন্দ্রপূজা ববিয়া প্রথমে গোবী-পদ্মাদিক্রমে
 ষোড়শমাত্রকা পূজা করিবে । অনন্তর তক্তি-
 সংকারে বুদ্ধিশ্রদ্ধা বসিৎ ঋষিবর্গের পূজা ও
 প্রযত্ন সহকারে চন্দ্রমণ্ডলসরিত সহস্রসংখ্যক
 চন্দ্রপ্রতিমা নির্মাণ করিবে । এই প্রতিমা-নির্মাণ
 বিত্তানুসারে সহস্র, তদর্ক পঞ্চশত বা তদর্ক
 সর্কদিশত কি বা নিজ বিত্তানুকূপ কমান্বিত ক্রমান্বিত
 করিবে যেমন বিত্ত ও শ্রদ্ধা তদনুসারে নির্মাণ
 করবে । অথবা ষোড়শ সংখ্যা পর্যন্ত চন্দ্র-
 প্রতিমা-নির্মাণ কর্তব্য এবং এই সকল
 প্রতিমা মনোহর কারিয়া নির্মাণ করিতে হয় ।
 অনন্তর আগমোক্ত বিধানে চন্দ্রপূজা করিবে ।
 তে দ্বিজ । পূর্বে যে প্রতিমানির্মাণক্রম কথিত
 হইয়াছে, ঐ সকল প্রতিমা সুশোভনা হইবে এবং
 প্রত্যেক প্রতিমাই ষোড়শমাত্রপরিমাণে নির্মাণ
 করিবে । ৬৮—৬৪ । অনন্তর বিত্তানুসারে সৌম-
 সম্বন্ধে হোম করিবে এবং সৌমসম্বন্ধ উচ্চারণপূর্বক
 প্রতিমা স্থাপন করত প্রযত্ন সহকারে সৌমোৎ-
 পত্তি ও সৌমস্বক্ত পার্শ্ব করিবে । অনন্তর আগ-
 মোক্ত বিধানে পুনরায় চন্দ্রের পূজা করিয়া চন্দ্র-
 মণ্ডলে যথাবিধি চন্দ্রাস, কলাস্রাস ও একাদশ
 ইন্দ্রিয়ন্তাস করিবে । এই চন্দ্রবিদ্রুতিভ চ-
 মণ্ডল হেততত্তুল দ্বারা নির্মাণ করিয়া মণ্ডল
 মধ্যে গব্যত্বকৃৎ একটী কলস স্থাপন করিয়া ।
 মণ্ডলের চতুর্দশ অর্ধাং, চতুর্দশোপে দ্বিভাগে

কলশান্ স্থাপয়েদ্বিঃ । মণ্ডলে চন্দ্রপূজা চ কর্তব্য ।
নামতিঃ ক্রমাৎ ॥ ৬৯ ॥ হিমাংশবে নম-
শ্চৈব সোমচন্দ্রায় বৈ নমঃ । চন্দ্রায় বিধবে নিত্যং
নমঃ কুমুদবন্ধবে ॥ ৭০ ॥ সুধাংশবে চ সোমায়
ওষধীশায় বৈ নমঃ । নমোহজায় যুগাক্ষায় কলানাং
নিধয়ে নমঃ ॥ ৭১ ॥ মমো নক্ষত্রনাথায় শরবৌপত্যে
নমঃ । জৈবাত্তকায় সততং বিজরাজায় বৈ নমঃ ॥
৭২ ॥ এবং ষোড়শভিঃ চন্দ্রাঃ স্তোতব্যো নামতিঃ
ক্রমাৎ ॥ ৭৩ ॥ ততো বৈ প্রযতো দদ্যাৎস্থিবি-
দ্যপূর্বকম্ । শত্ৰুতোষঃ সমাদায় সপুষ্পং ফল-
চন্দনম্ ॥ ৭৪ ॥ নমস্তে মাসমাসান্তে জায়মান পুনঃ-
পুনঃ । গৃহাণাধ্যাং শশাকং ত্বং বোহিণ্যা সহিতো
মম ॥ ৭৫ ॥ এবং সম্পূজ্য বিবিবচ্ছশিনং প্রালো-
ভবেৎ । ষোড়শান্তে চ কলশা দ্বন্দ্বপূর্ণাঃ সবত্ৰকাঃ ॥
৭৬ ॥ সবত্ৰাচ্ছাদনাঃ পীঠৈস্ত্য দাতব্যাস্তে বিজয়নে ।
অভিবেকং ততঃ কুৰ্ব্যাৎ পায়সেন জলেন তু ॥ ৭৭ ॥
ঋত্বিজাঃ মুনসমষ্টিঃ কার্ঘ্যা বিস্তারমানতঃ । ব্রহ্মাণং
ভোজয়েত্তত্র স্কুটুং বিশেষতঃ ॥ ৭৮ ॥ পূজনীযো
প্রগড়েন বৈশ্বশ্চ বিজদম্পতী । কর্তব্যঞ্চ ততো

চাবিটী জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিতে হইবে,
অনন্তর “হিমাংশবে নমঃ” ইত্যাদি ক্রমে স্তো-
তঃ চন্দ্রের বক্ষমাণ নাম উল্লেখপূর্বক চন্দ্রের
পূজা করিবে । তদনন্তর স্তব করিবে ; যথা—
হিমাংশকে নমস্কার, সোমচন্দ্রকে নমস্কার, চন্দ্র,
বিধ ও কুমুদবন্ধকে সতত, নমস্কার ; সুধাংশ সোম
ও ওষধীশকে নমস্কার । অজু, যুগাক্ষ ও কলানিধিকে
নমস্কার, নক্ষত্রনাথকে নমস্কার, শরবৌনাথকে
নমস্কার ; এবং জৈবাত্তক ও বিজরাজকে সতত
নমস্কার । এইরূপে চন্দ্রের ষোড়শ নাম উচ্চারণপূর্বক
যথাক্রমে স্তব করিয়া তদনন্তর বক্ষমাণ মন্ত্রে প্রযত্ন
সহকারে ধর্মাবিধি পুষ্প ও চন্দনযুক্ত সজল শত্ৰু
চন্দ্রকে প্রদান করিবে । মন্ত্র যথা—“হে শশাক ।
আপনি প্রত্যেক মাসেই অবসানে পুনঃপুনঃ পূর্ণ-
রূপে উদ্ভিত হন, আপনি রোহিণীর সহিত মৎপ্রদত্ত
অর্ঘ্য গ্রহণ করুন ।” এইরূপে যথাবিধি চন্দ্রের পূজা
করিয়া অনন্তর প্রণত হইবে এবং স্বীয় শান্তিকাম-
না হৃদয় ও বক্ষপূর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত অস্ত্র যোলটি কলস
বিজকে প্রদান করিবে । অনন্তর হৃদমিত্র জল
দ্বারা অভিবেক করিয়া বিস্তারমান স্তবধিকগণের
মনোভক্তি সম্পাদিত করিবে ; বিশেষতঃ স্কুটুদের
সহিত আকর্ষণকে ভোজন করাইবে । তারপর

ভূরিদক্ষিণাদানমুত্তমম্ ॥ ৭৯ ॥ প্রতিমাঞ্চ প্রদাতব্য ।
বিজ্ঞেভ্যো ধেনুপূর্বিকাঃ । সুবর্ণং রজতং বস্ম
তথারঞ্চ বিশেষতঃ । দাতব্যং চন্দ্রশ্রীতৈস্ত্য হৃদা-
দেবং বিজয়নে ॥ ৮০ ॥ উপবাসবিধানেন দিনশেষং
নয়েৎ সুধীঃ । অনন্তরে চ দিবসে কুৰ্ব্যাৎ ভগবদর্চ-
নম্ । বাহুদৈঃ সহ ভূজীত নিয়মঞ্চ বিসর্জয়েৎ ॥
৮১ ॥ এবঞ্চ কুরুতে চন্দ্রসংস্রং ব্রতমুত্তমম্ ।
ব্রহ্মস্রোহপি সুরাপোহপি স্তেয়ী চ গুরুতরগঃ ।
ব্রতেনানেন শুদ্ধাত্মা চন্দ্রলোকং ব্রজেন্নরঃ ॥ ৮২ ॥
যাদৃশচ ভবেদ্বিপ্র প্রিয়ো নারায়ণস্ত চ । এবং
করোতি নিয়তং কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি ত্রীকান্দে চন্দ্রসংস্রব্রতোদ্যাপনবিধিবর্ণনঃ
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ । তস্মাচ্চন্দ্রহরিস্থানাদায়েয্যাং
দিশি স স্থিতঃ । দেবো ধর্মহরিনাম কলিকল্মষ-
নাশকঃ ॥ ১ ॥ বেদবেদান্ততত্ত্বজঃ স্বকর্মপরি-

বহ বস্ত্রদ্বারা প্রযত্ন সহকারে বিজদম্পতির পূজা ও
তাঁহাদিগকে উত্তম ভূরি দক্ষিণা দান করিয়া বিজ-
গণকে ধেনুর সহিত প্রতিমা দান করিবে । অনন্তর
চন্দ্রের উত্তম প্রীতির জন্ত সুবর্ণ, রজত, বস্ম বিশে-
ষতঃ অন্নদান কর্তব্য । তদনন্তর সুধী ব্রতী সেই
দিবস অনশনে অতিবাহিত করিয়া পরদিন ভগ-
বানের অর্চনা করিবে এবং পূজাবসানে বাহুবগণ
সহ ভোজন করিয়া নিয়ম পরিত্যাগ করিবে । এই
রূপে অল্পতম চন্দ্রসংস্র ব্রত করিলে ব্রহ্মর, সুরা-
পায়ী, স্তেয়ী ও গুরুতরগ মানবও ব্রতপ্রভাবে
বিগুদাত্মা হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিতে
সমর্থ হয় । হে বিপ্র ! যে নর এইরূপ ব্রত করে,
তাঁহাকে নারায়ণের প্রিয় জানিবে । মানব নিয়ত
এই ব্রত করিয়া কৃতকৃত্য হয় । ৬৫—৮৩ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন,—সেই চন্দ্রহরিকৈশোর
আগ্নেয়দিকে কলিকল্মষনাশন দেব ধর্মহরি
বিদ্যমান । পুরাকালে বেদবেদান্তের তত্ত্বার্চ-

নিষ্টিতঃ । পুরা সমাগতো ধর্মতীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া ॥
 ২ ॥ আগত্য চ চকারোচ্চৈর্ধাত্তজাদরেণ সঃ ।
 দৃষ্টা মহান্মাতুলমযোধ্যায়াঃ সবিম্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ বিধায়
 স্বভূজাবুজৌ রিপ্ৰোহবোচমুদাহিতঃ । অহো রম্য-
 মিদং তীর্থমহো মহান্মাতুলম ॥ ৪ ॥ অযোধ্যা-
 সদৃশী কাপি দৃষ্টতে নাপরা পুরী । যা ন স্পৃশতি
 বসুধাং বিষ্ণুচক্রস্থিতানিশম্ ॥ ৫ ॥ যস্তাং স্থিতো
 हरिः সাক্ষাৎ সেয়ং কেনোপমীয়তে । অহো তীর্থানি
 সন্ধানি বিষ্ণুলোকপ্রদানি বৈ ॥ ৬ ॥ অহো বিষ্ণুরহো
 তীর্থমযোধ্যাহো মহাপুরী । অহো মহান্মাতুলং
 কিং ন ভ্রাম্যমিহাহিতম্ ॥ ৭ ॥ ইতুঃক্কা তত্র বহুশো
 ননর্জ প্রমদাকুলঃ । ধর্মো মহান্মাতুলোকা অযো-
 ধ্যায়া বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ তং তথা নর্তমানং বৈ ধর্মং
 দৃষ্টা কুপাবিতঃ । আবির্ভূত্ব ভগবান্ পীতবাসা हरिः
 স্বয়ম্ । তং প্রণম্য চ ধর্মোহব তুষ্টো বহুবিদরাৎ ॥
 ৯ ॥ ধর্ম উবাচ । নমঃ কীরাকিবাসায় নমঃ পর্যাক-
 শায়িনে । নমঃ শঙ্করসংস্পৃষ্টদেবাপাদায় বিষ্ণবে ॥

বিং স্বকর্মনিষ্ঠিত ধর্ম তীর্থযাত্রাভিলাষে এই
 স্থানে আগমন করেন । ধর্ম এই স্থানে
 আগমন করিয়া সাদরে এক মহতী তীর্থযাত্রার
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি অযোধ্যার অতুল
 মহান্মাতুলম দর্শনে বিম্বিত হইয়া হর্ষভরে ভুজঘর্ষ উর্দ্ধে
 উত্তোলনপূর্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন,—
 “অহো ! কি রম্য তীর্থ ! অহো ! এই তীর্থ কি
 উত্তম মহান্মাতুলম । আমি অযোধ্যার স্তায় অপরপুরী
 দর্শন করি নাই ; এই পুরী বসুধাস্পর্শ করে নাই,
 সতত বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত । এই স্থানে স্বয়ং हरि
 বিরাজ করেন । অতএব এই পুরীর সহিত অস্ত
 কাহার উপমা প্রযুক্ত হইতে পারে ? অহো ! অত্রত্য
 তীর্থনিচয় বিষ্ণুলোকপ্রদ ; অহো ! বিষ্ণুর কি প্রভাব !
 অহো ! কি উত্তমতীর্থ ! অহো ! অযোধ্যা মহাপুরী !
 অহো ! কি অপূর্ব তীর্থমহান্মাতুলম । অত্রত্য কোন বস্তু
 না পূজনীয় !” ধর্ম এইরূপ বলিয়া অনেক নৃত্য
 করিলেন এবং অযোধ্যার মহান্মাতুলম আলোচনা
 করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রমোদিত হইল । অনন্তর
 ধর্মকে তদ্রূপ নৃত্য করিতে দেখিয়া কুপাপরবশ
 পীতবাসা স্বয়ং हरि তথায় আবির্ভূত হইলেন ; ধর্ম
 তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক সাদরে স্তব
 করিতে লাগিলেন, ধর্ম বলিলেন,—কীরাকিমিলয়কে
 নমস্কার ; শঙ্করপাদপঙ্কজকে নমস্কার ; হে বিষ্ণো !
 শঙ্কর আপনার দিব্যচরণদ্বয় ধারণ করেন, আপ-

১০ ॥ ভক্ত্যর্চিতমুপাদায় নমোহজ্ঞানিপ্রিয়ায় তে ।
 সুভাঙ্গায় সুনৈজায় মাধবায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥ নমো-
 হরবিন্দপাদায় পদ্মনাভায় বৈ নমঃ । নমঃ কীরাকি-
 কলোলস্পৃষ্টগাত্রায় শার্ঙ্গিন ॥ ১২ ॥ ও নমো
 যোগনিদ্রায় যোগকৈর্ভাবিতাঙ্গনে । তাক্ষ্যাসনায়
 দেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥ সুকেশায়
 সুনাসায় সুললাটায় চক্রিণে । সুব্রাহ্মায় সুবর্ণায়
 শ্রীধরায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ সুবাহবে নমস্তাত্যং
 চাক্রজঙ্ঘায় তে নমঃ । সুবাসায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায়
 গদাভূতে ॥ ১৫ ॥ কেশবায় চ শাস্ত্রায় বামনায়
 নমোনমঃ । ধর্মপ্রিয়ায় দেবায় নমস্তে পীতবাসসে ॥
 ১৬ ॥ অগস্ত্য উবাচ । ইতি স্তুতো জগন্নাথো
 বর্ষেণ শ্রীপতির্দ্রুদা । উবাচ স হৃষীকেশঃ শ্রীতো
 ধর্মমুদারবীঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । তুষ্টোহহং
 ভবতো ধর্ম স্তোত্রোৎপাদনে স্মৃতত । বরং বরয়
 ধর্মজ যন্তে স্থান্ননসঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ স্তোত্রোৎপাদনে
 যঃ স্তোতি মানবো মামতল্লিতঃ । সর্বান কামান-
 বাপ্নোতি পুজিতঃ শ্রীযুতঃ সদা ॥ ১৯ ॥ ধর্ম উবাচ ।

নাকে নমস্কার । ১—১০ । ভক্তগণ ভক্তিতরে ষাঁহার
 পাদপঙ্কজের অর্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ ষাঁহার
 প্রিয়, ষাঁহার অঙ্গ শোভন ও নয়নদ্বয় মনোরম, সেই
 মাধবকে নমস্কার । হে শার্ঙ্গিন ! আপনার পাদদ্বয়
 ও নাভি অরবিন্দনিভ, কীরসাগরের জলকল্লোল
 আপনার চরণকমল স্পর্শ করে, আপনাকে নমস্কার ।
 যোগই ষাঁহার নিদ্রা, যোগ ও নক্ষত্রাদি দ্বারা ষাঁহার
 শিশুমারাদি শরীর গঠিত, যিনি গুরুভাসনে
 সমাসীন, সেই দেব গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার ।
 হে চক্রিণ ! আপনার ললাট, নাসিকা ও কেশ
 সুশোভন, আপনি উত্তম বস্ত্র ও বর্ণদ্বারা শ্রীধারণ
 করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার । সুবাহু,
 চাক্রজঙ্ঘা, সুবাসা, দিব্যরূপ, সুবিদ্যাব্যুক্ত, গদাধর,
 কেশব, শাস্ত্র বামন, ধর্মপ্রিয় ও পীতবাসা দেব
 বাসুদেবকে নমস্কার । “অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম-
 কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া জগৎপতি রম্যপতি হৃষী-
 কেশ উদারবুদ্ধি हरि শ্রীতিপূর্বক তাঁহাকে বলিতে
 লাগিলেন । ভগবান্ বলিলেন,—হে ধর্ম । তোমার
 এই স্তুতিবাক্য আমি তোমার প্রতি শ্রীত
 হইলাম ; হে স্মৃতত । তোমার অতীষ্ট বর প্রার্থনা
 কর । হে ধর্মজ । যে অতল্লিত মানব এই স্তুতি
 বাক্য আমার স্তব করিবে, সে নিম্নলি কামান
 লাভ করিয়া সতত পুজিত ও সন্মানিত হইবে

যদি তুষ্টিহাসি ভগবন্ দেবদেব জগৎপতে । আমহং
হাপয়াম্যত্র নিজনায়া জগদুত্তরো ॥২০॥ অগস্ত্য উবাচ
এবমব্ধিতি সন্তোচ্যাত্তবন্ধুর্নহবিবিভূঃ । অবণাদেব
যুচ্যেত নরো ধর্মহবেবিভোঃ ॥ ২১ ॥ সবয়ুনিলে
নায়া তুষ্টিস্তাকুলমানসঃ । দেবঃ ধর্মহবিঃ পশ্চেৎ
সর্বপাটৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ২২ ॥ অত্র দানং তথা হোমং
জপো ব্রহ্মণভোজনম্ । সর্বমক্ষয়তাং যাতি বিষ্ণু-
লোকে নিবাসকৃৎ ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞানাজ্ঞানতো
বাপি যৎকিঞ্চিদুদ্বৃত্তং ভবেৎ । প্রার্থ্যচক্ৰং বিবাতব্যং
তন্নশায় প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রার্থ্যচক্ৰেন বিধিনা
পাপং তস্মৈ প্রণশ্ণতি । তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং প্রার্থ্যচক্ৰং
বিধানতঃ ॥ ২৫ ॥ অজ্ঞানাজ্ঞানতো বাপি
বাজাদের্নিগ্রহাতথা । নিতাকর্মানবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধশ্চ
পুংসোহবশঃ শ্রবণং । তেনাপাত্র বিবাতব্যং প্রার্থ্যচক্ৰং
প্রযত্নতঃ ॥ ২৬ ॥ অত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণু-
কসতি সাদবঃ । তস্মাদ্বর্ণয়িতুং শক্যো মহিমা ন হি
মানবৈঃ ॥ ২৭ ॥ আষাঢ়ে শুক্লপক্ষশ্চ একাদশ্যাং

বর্ষ কহিলেন,—হে জগৎপতে । হে দেবদেব
ভগবন্ । যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন,
তবে আপনাকে আমার নামানুসারে এই স্থানে
স্থাপন করিতে অভিলাষ করি । অগস্ত্য কহিলেন,
অনন্তর বিষ্ণু ভগবান্ “তাহাই হউক” বলিয়া
ব্রহ্মের বাক্য অঙ্গীকারপূর্বক ধর্মহরি মূর্তি
পরিগ্রহ করিলেন । এই ধর্মহরির মূর্তি অবণ-
নাত্রেই স্থানব মুক্ত হয় । মানব সবয়ুজলে
অবগাহন করিয়া উত্তমচিহ্নাকুলিত মনে দেব বর্ষ
ধরিত্রে দর্শন করিলে নিখিলকলুষাবমুক্ত হয় ।
এই স্থানে অন্নদান, হোম, জপ ও ব্রাহ্মণভোজন
সকলই আক্ষয়ফলজনক হয় এবং এই সকল কর্ম
প্রভাবে মানবের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে ।
অজ্ঞানকৃতই হউক আব জ্ঞানকৃতই হউক,
মানবের যে কিছু ত্রুটি সঞ্চিত হয়, সেই ত্রুটি-
নাশের জন্য প্রযত্নপূর্বক প্রার্থ্যচক্ৰ কর্তব্য । আব
যথাবিধি প্রার্থ্যচক্ৰ দ্বাবাই ত্রুটি বিদূরিত হইয়া
থাকে, অতএব এই তীর্থে মানব প্রযত্নসহকারে
পাপনাশ কামনায় প্রার্থ্যচক্ৰ করিবে । যে অবশীকৃত-
মানস মানবের জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ অথবা
রাজনিগ্রহে নিতাকর্ম বিলুপ্ত হয়, সেও যত্নপূর্বক
এই তীর্থে প্রার্থ্যচক্ৰ আচরণ করুক । এখানে স্বয়ং
বিষ্ণু সাদরে বীল করেন । অতএব মানবগণ এই
তীর্থে মহিমাবর্ণন করিতে সমর্থ নহে । সন্দেহ

দ্বিজোত্তম । তস্মৈ সাংসর্গ্যে যাত্রা কর্তব্যাত্ত
বিধানতঃ ॥ ২৮ ॥ স্বর্গদ্বাবে নবঃ নারী দৃষ্টা ধর্মহরিঃ
বিভূমঃ । সর্বপাপবিমুক্তাত্মা বিষ্ণুলোকে বসেৎ
সদা ॥২৯॥ তস্মাদাকর্ণাদগ্নভাগে স্বর্গশ্চ থমিকৃতম্ ।
যত্র চক্রে স্বর্গরূপঃ কুবেরো রঘুজাজ্ঞাতঃ ॥ ৩০ ॥
বাস উবাচ । ভগবন্ ক্রহি তবজ্ঞ স্বর্গরূপভূৎ
কথম্ । কুবেরশ্চ কথং ভীতিকৃৎপন্ন বধুভূপতেঃ ॥
৩১ ॥ এতৎ সর্বং সমাচক্ৰ বিস্তবান্মম শ্রুত ।
শ্রুত্বা কথারহস্তানি ন তুপ্যতি মনো মম ॥ ৩২ ॥
অগস্ত্য উবাচ । শুনু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি স্বর্গশ্চোৎ-
পত্তিনুত্তমাম্ । যন্ত শ্রবণতো নৃণাং জায়তে বিস্ময়ো
মহান ॥৩৩॥ আসীৎ পুবা বধুপতিবিন্ধাকুলবর্ধনঃ ।
বধুর্নিজ ভ্রজোদাববোধ্যশাসিতভূতলঃ ॥৩৪॥ প্রতাপ-
তাপিতাবতিবর্গব্যাত্যানন্দযশাঃ । প্রজাঃ পালয়তা
সমাকৃ তেন নীতমতা সত্ৰা ॥ ৩৫ ॥ যশঃপুরেণ
সংলিপ্তা দিশো দশ সিতহিমা । স চক্রে প্রৌঢ়-

নাই । ১১—১২ ॥ হে দ্বিজোত্তম । আষাঢ়ে শুক্লপক্ষীয়
একাদশী তিথিতে যত্নপূর্বক এই স্বর্গদ্বাব তীর্থের
সাংসর্গ্যে যাত্রা কর্তব্য । নর স্বর্গদ্বাবে গমন ও
বিভূ ধর্মহরিকে দর্শন করত সকল পাপ হইতে মুক্ত
ও বিমুক্তাত্মা হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে । এই
স্বর্গদ্বাব তীর্থের দক্ষিণ দিগ্ভাগে একটা উত্তম
স্থান অর্থাৎ বর্ষ ভয়ে কুবের এই স্থানে স্বর্গ-
রূপ করিয়াছিলেন । বাস বলিলেন,—হে ভগবন্ ।
এখানে কেন রূপ হইল ? হে ভগবন্ । কেনই বা
বধুপতি হইতে কুবেরের ভয় হইয়াছিল ?
এই সকল বস্তাবপূর্বক আমার নিকট বলুন ।
হে শ্রুত । এই সকল বহু কথার শ্রবণে আমার
মন তৃপ্তব সীমা দর্শন করিতেছে না । অগস্ত্য
উত্তর করিলেন,—হে বিপ্র । এক্ষণে স্বর্গের উত্তম
উৎপত্তিকথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, মানব-
গণের এই স্বর্গোৎপত্তি কথা শ্রবণে মহাবিস্ময়
জন্মিয়া থাকে । পূর্বকালে ইক্ষাকুলবর্ধন রঘুপতি
বধু স্বীয় উদার ভূজবীর্ঘ্যে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল শাসন
করিয়াছিলেন । তদীয় অবাতিকুল ভ্রাতার প্রভাবে
তাপিত হইলেও শাসনগণেই ভ্রাতার উত্তমযশ
বিঘোষিত করিত, সেই পুত্রচরিত রাজার
অনুত্তম নীতি অবলম্বনে প্রজাকুলের শাসন
সংরক্ষণ করিতেন ; যশঃপ্রকর্ষের তদীয় বিমল
কিরণ তৎকালে যেন দশদিক সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল ।

নিষ্ঠিতঃ । পুরা সমাগতো ধর্ম্যতীর্থযাত্রাচিকীর্ষয়া ॥
 ২ ॥ আগত্য চ চকারোচ্চৈর্থাভ্যাস্তজাদরেণ সঃ ।
 দৃষ্ট্বা মাহাত্ম্যমতুলমযোধ্যায়াঃ সবিস্ময়ঃ ॥ ৩ ॥ বিধায়
 স্বভূজাবুকৌ বিপ্রোহবোচশ্রুদাষিতঃ । অহো রম্য-
 মিদং তীর্থমহো মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ অযোধ্যা-
 সদৃশী কীপি দৃষ্টতে নাপরা পুৰী । যা ন স্পৃশতি
 বসুধাং বিষ্ণুচক্রস্থিতানিশম্ ॥ ৫ ॥ যস্তাং স্থিতো
 হরিঃ সাক্ষাৎ সেযং কেনোপমীয়তে । অহো তীর্থানি
 সর্গানি বিষ্ণুলোকপ্রদানি বৈ ॥ ৬ ॥ অহো বিষ্ণুবহো
 তীর্থমযোধ্যাহো মহাপুৰী । অহো মাহাত্ম্যমতুলং
 কিং ন গ্ৰাহ্যমিহাস্থিতম্ ॥ ৭ ॥ ইতুঃ ক্রা তত্র বহুশো
 ননর্ভ প্রমদাকুলঃ । ধর্ম্যো মাহাত্ম্যমানোকা অযো-
 ধ্যায়া বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥ তং তথা • র্ভমানং বৈ ধর্ম্যং
 দৃষ্ট্বা কৃপাধিতঃ । আবির্ভূত্ব ভগবান পীতবাসা হরিঃ
 স্বয়ম্ । তং প্রণম্য চ ধর্ম্যোহথ তৃপ্তাব হবিমাদরাৎ ॥
 ৯ ॥ ধর্ম্য উবাচ । নমঃ কীরাক্ষিবাসায় নমঃ পর্যাক্ষ-
 শাধিনে । নমঃ শঙ্কবসংস্পৃষ্টদ্বাপাদায় বিষ্ণবে ॥

বিং স্বকর্ণনিষ্ঠিত ধর্ম্য তীর্থযাত্রাভিলাষে এই
 স্থানে আগমন করেন । ধর্ম্য এই স্থানে
 আগমন করিয়া সাদবে এক মহতী তীর্থযাত্রার
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি অযোধ্যার অতুল
 মাহাত্ম্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া হর্ষভরে ভুজুদয় উর্দ্ধে
 উত্তোলনপূর্বক বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিয়াছিলেন,—
 “অহো! কি রম্য তীর্থ! অহো! এই তীর্থ কি
 উত্তম মাহাত্ম্যময়! আমি অযোধ্যার স্থায় অপরপূরী
 দর্শন করি নাই; এই পুৰী বসুধাস্পর্শ করে নাই,
 সতত বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত । এই স্থানে স্বয়ং হরি
 বিরাজ করেন । অতএব এই পুরীর সহিত অস্ত্র
 কাহার উপমা প্রযুক্ত হইতে পারে? অহো! অত্রত্য
 তীর্থনিচয় বিষ্ণুলোকপ্রদ; অহো! বিষ্ণুর কি প্রভাব ।
 অহো! কি উত্তমতীর্থ! অহো! অযোধ্যা মহাপুরী ।
 অহো! কি অপূর্ব তীর্থমাহাত্ম্য । অত্রত্য কোন্ বস্তু
 না পূজনীয়!” ধর্ম্য এইরূপ বলিয়া অনেক নৃত্য
 করিলেন এবং অযোধ্যার মাহাত্ম্য আলোচনা
 করিয়া তাঁহার হৃদয় প্রেমাকুল হইল । অনন্তর
 ধর্ম্যকে ভজপ নৃত্য করিতে দেখিয়া কৃপাপরবশ
 পীতবাসা স্বয়ং হরি তথায় আবির্ভূত হইলেন; ধর্ম্য
 তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্বক সাদরে স্তব
 করিতে লাগিলেন, ধর্ম্য বলিলেন,—কীরাক্ষিনিয়কে
 নমস্কার; শেখপার্বত্যকশায়ীকে নমস্কার; হে বিষ্ণে ।
 শঙ্কর আপনার দিব্যচরণদ্বয় ধারণ করেন, আপ-

১০ ॥ ভক্ত্যর্চিতস্থপাদায় নমোহজাদিপ্রিয়ায় তে ।
 স্তুতাদায় স্তুনেজায় মাধবায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥ নমো-
 হরবিন্দপাদায় পদ্মনাভায় বৈ নমঃ । নমঃ কীরাক্ষি-
 কল্লোলস্পৃষ্টগাত্রায় শার্ঙ্গিনে ॥ ১২ ॥ ও নমো
 যোগনিদ্রায় যোগকৈর্ভাবিতাঙ্গনে । তাক্ষ্যাসনায়
 দেবায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥ স্কেশায়
 সুনাসায় সুললাটায় চক্রিনে । সুবদ্রায় সুবর্ণায়
 শ্রীধরায় নমো নমঃ ॥ ১৪ ॥ সুবাহবে নমস্তভ্যং
 চাক্রজজ্বায় তে নমঃ । সুবাসায় সুদিব্যায় সুবিদ্যায়
 গদাভূতে ॥ ১৫ ॥ কেশবায় চ শাস্ত্রায় বামনায়
 নমোনমঃ । ধর্ম্যপ্রিয়ায় দেবায় নমস্তে পীতবাসসে ॥
 ১৬ ॥ অগস্ত্য উবাচ । ইতি স্তুতো জগন্নাথো
 ধর্ম্যেণ শ্রীপতির্মুদা । উবাচ স হৃষীকেশঃ শ্রীতো
 ধর্ম্যমুদারধীঃ ॥ ১৭ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । তুষ্টোহহং
 ভবতো ধর্ম্য স্তোত্রোৎপাদেন সুরত । ববং বরষ
 ধর্ম্যস্ত যন্তে স্তান্মনসঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥ স্তোত্রোৎপাদেন
 যঃ স্তোতি মানবো মামভিন্দিতঃ । সর্বান কামান-
 বাপ্রোতি পূজিতঃ শ্রীযুতঃ সদা ॥ ১৯ ॥ ধর্ম্য উবাচ ।

নাকে নমস্কার ১—১০। ভক্তগণ ভক্তিতরে ঈহাব
 পাদপদ্মেব অর্চনা করেন, ব্রহ্মাদি দেবগণ ঈহার
 প্রিয়, ঈহার অঙ্গ শোভন ও নয়নদ্বয় মনোরম, সেই
 মাধবকে নমস্কার । হে শার্ঙ্গিন । আপনার পাদদ্বয়
 ও নাভি অরবিন্দনিভ, কীরসাগরের জলকল্লোল
 আপনার চরণকমল স্পর্শ করে, আপনাকে নমস্কার ।
 যোগই ঈহার নিদ্রা, যোগ ও নক্ষত্রাদি দ্বারা ঈহার
 শিশুমারাদি শরীর গঠিত, যিনি গুরুভাসনে
 সমাসীন, সেই দেব গোবিন্দকে নমস্কার, নমস্কার ।
 হে চক্রিন! আপনার ললাট, নাসিকা ও কেশ
 সুশোভন, আপনি উত্তম বস্ত্র ও বর্ণদ্বারা শ্রীধারণ
 করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার, নমস্কার । সুবাহু,
 চাক্রজজ্ব, সুবাসা, দিব্যরূপ, সুবিদ্যাবুজ, গদাধর,
 কেশব, শাস্ত্র বামন, ধর্ম্যপ্রিয় ও পীতবাসা দেব
 বাসুদেবকে নমস্কার । * অগস্ত্য কহিলেন,—ধর্ম্য-
 কর্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া জগৎপতি রম্যপতি হৃষী-
 কেশ উদারবুদ্ধি হরি শ্রীতিপূর্বক তাঁহাকে বলিতে
 লাগিলেন । ভগবান বলিলেন,—হে ধর্ম্য । তোমার
 এই স্তুতিবাক্য আমি তোমার “প্রতি শ্রীত
 হইলাম; হে সুরত! তোমার অতীষ্ট বর প্রার্থনা
 কর । হে ধর্ম্যজ! যে অতপ্তিত মাতব এই স্তুতি
 বাক্যে আমার স্তব করিবে, সে নিখিল কামনা
 লাভ করিয়া সতত পূজিত ও সন্মান হইবে

যদি ভূষ্টোহসি ভগবন্ দেবদেব জগৎপতে । আমহং
স্থাপয়াম্যত্র নিজনাশা জগৎগুরো ॥২০॥ অগস্ত্য উবাচ
এবমব্ধিতি সন্তোচ্যাতবক্ষ্যহবিবিভূঃ । অবগাদেব
মুচ্যেত নরো ধর্ম্মহরেবিতোঃ ॥ ২১ ॥ সবয়ুসলিলে
স্নাত্বা স্তুতিস্তাকুলমানসঃ । দেবং ধর্ম্মহবিং পশ্যেৎ
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২২ ॥ অত্র দানং তথা হোমং
জপো ব্রহ্মণভোজনম্ । সর্বমক্ষয়তাং যাতি বিষ্ণু-
লোকে নিবাসকৃৎ ॥ ২৩ ॥ অজ্ঞানাজ্ঞানতো
বাপি যৎকিঞ্চিদ্রুতং ভবেৎ । প্রায়শ্চিত্তং বিব্রাতবাং
তন্নশায় প্রযত্নতঃ ॥ ২৪ ॥ প্রায়শ্চিত্তেন বিধিনা
পাপং তস্মৈ প্রণশ্ণতি । তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং প্রায়শ্চিত্তং
বিধানতঃ ॥ ২৫ ॥ অজ্ঞানাজ্ঞানতো বাপি
বাজাদের্নিগ্রহান্তথা । নিত্যকশ্মনিবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধশ্চ
পুংসোহবশ্যম্ ॥ তেনাপ্যত্র বিব্রাতব্যং প্রায়শ্চিত্তং
প্রযত্নতঃ ॥ -৬ ॥ অত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবো বিষ্ণু-
রুসতি সাদবঃ । তস্মাদগ্নয়িতুং শক্যো মহিমং ন হি
মানবৈঃ ॥ ২৭ ॥ আঘাতে শুক্লপক্ষশ্চ একাদশ্যাং

বর্ষ কহিলেন,—হে জগৎগুরো । হে দেবদেব
ভগবন্ । যদি আমার প্রতি ঈর্ষিত হইয়া থাকেন,
তবে আপনাকে আমার নামানুসারে এই স্থানে
স্থাপন করিতে অভিলষ করি । অগস্ত্য কহিলেন,
অনন্তর বিষ্ণু ভগবান্ “তাহাই হউক” বলিয়া
ধর্ম্মের বাক্য অঙ্গীকারপূর্ব্বক ধর্ম্মহরি মূর্ত্তি
পরিগ্রহ করিলেন । এই ধর্ম্মহরির মূর্ত্তি অবগ-
নাগ্রেই মানব মুক্ত হয় । মানব সবয়ুজলে
অবগাহন করিয়া উত্তম চিন্তাকুলিত মনে দেব বস্ম
পবকে দর্শন করিলে নিখিলকলুষবিমুক্ত হয় ।
এই স্থানে অন্নদান, হোম, জপ ও ব্রাহ্মণভোজন
সকলই আক্ষয়কলজনক হয় এবং এই সকল কর্ম্ম
প্রভাবে মানবের বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে ।
অজ্ঞানকৃতই হউক আব জ্ঞানকৃতই হউক,
মানবের যে কিছু ত্রুটি সঞ্চিত হয়, সেট দ্বিভ-
বংশের জন্ত প্রযত্নপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য, আব
যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত দ্বাবাই ত্রুটি বিদূষিত হইয়া
থাকে ; অতএব এই তীর্থে মানব প্রযত্নসহকারে
পাপনাশ কামনায় প্রায়শ্চিত্ত করবে । যে অবশীকৃত-
মানস মানবের জ্ঞানতঃ কিংবা অজ্ঞানতঃ অথবা
রাজনিগ্রহে নিত্যকর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, সেও যত্নপূর্ব্বক
এই তীর্থে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করুক । এখানে স্বয়ং
বিষ্ণু সাদরে বীণ করেন । অতএব মানবগণ এই
তীর্থের মহিমাবর্ণন করিতে সমর্থ নহে । সন্দেহ

বিজোক্তম । তস্মৈ সাংবৎসরী যাত্না কর্তব্যী ভু
বিধানতঃ ॥ ২৮ ॥ স্বর্গদ্বাবে নবঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা ধর্ম্মহরিং
বিভূম্ । সর্বপাপবিমুক্তত্বা বিষ্ণুলোকে বসেৎ
সদা ॥২৯॥ তস্মাদক্ষিণদিগ্ভাগে স্বর্গশ্চ খনিকৃতম্ ।
যত্র চক্রে স্বর্গরূপিঃ কুবেরো বসুজাজ্ঞয়াৎ ॥ ৩০ ॥
বাস উবাচ । ভগবন্ ক্রহি তব্রজ স্বর্গরূপিত্ব-
কথম্ । কুবেরশ্চ কথং ভৌতিকরূপম্ বসুভূপতেঃ ॥
৩১ ॥ এতৎ সর্বং সমাচক্ষু বিস্তবান্মম শ্রুতত ।
ক্রহা কবাবহস্তানি ন তুপ্যতি মনো মম ॥ ৩২ ॥
অগস্ত্য উবাচ । শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি স্বর্গশ্রোত-
পাতিমুত্তমাম্ । যস্তা শ্রবণতো নৃণাং জায়তে বিস্ময়ো
মহান ॥৩৩॥ আসীৎ পুবা বসুপতিবিষ্ণুকুলবর্ধনঃ ।
বসুর্নিজ ভূজোদাববীর্ঘ্যশাসিতভূতলঃ ॥৩৪॥ প্রতাপ-
তাপিতাবাতিবর্ঘব্যাত্যাতসদ্যশাঃ । প্রজাঃ পালয়তা
সম্যক্ তেন নীতিমতা সতা ॥ ৩৫ ॥ যশঃপুবেণ
সংলিপ্তা দিশো দশ সিতভিঙ্গা । স চক্রে প্রৌঢ়-

নাই । ১১—৭২ ॥ হে বিজোক্তম । আঘাতে শুক্লপক্ষীয়
একাদশী তিথিতে যত্নপূর্ব্বক এই স্বর্গদ্বাব তীর্থের
সাংবৎসরী যাত্রা কর্তব্য । নর স্বর্গদ্বাবে স্নান ও
বিষ্ণু বস্মকে দর্শন করত সকল পাপ হইতে মুক্ত
ও বিমুক্তত্বা হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস কবে । এই
স্বর্গদ্বাব তার্থব দাক্ষিণ দিগ্ভাগে একটি উত্তম
স্বর্গনি অত্র বসু ভয়ে কুবের এই স্থানে স্বর্গ-
রূপি করিয়াছিলেন । বাস বলিলেন,—হে ভগবন্ !
এখানে কেন গুপ্তি হইল ? হে তব্রজ । কেনই বা
বসুপতি হইতে কুবেরের ভয় হইয়াছিল ?
এই সকল বস্তাবপূর্ব্বক আমার নিকট বলুন !
হে শ্রুত । এই সকল বহু কথ্য শ্রবণে আমার
মন ভূপতির সীমা দর্শন করিতেছে না । অগস্ত্য
উত্তর কবিলেন,—হে বিপ্র । এক্ষণে স্বর্গের উত্তম
উৎপত্তিকথা কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, মানব-
গণের এই স্বর্গোৎপত্তি কথা শ্রবণে মহাবিস্ময়
জন্মিয়া থাকে । পুরাকালে ইক্ষাকুলবর্ধন বসুপতি
বসু স্বীয় উদার ভূজবীর্ঘ্যে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল শাসন
করিয়াছিলেন । তদীয় অবাতিকুল ভঁাহার প্রতাপে
তাপিত হইলেও শাসনগুণেই ভঁাহার উত্তম্যশ
বিঘোষিত করিত, সেই পুতর্চরিত বাজারম্
অনুত্তম নীতি অবলম্বনে প্রজাকুলের শাসন
সংরক্ষণ করিতেন, যশঃপ্রকর্ষের তদীয় বিমল
কিরণ তৎকালে যেন দশদিক সমাজ করিয়াছিল ।

বিভবসাধনাং বিজয়ক্রমাৎ ॥ ৩৬ ॥ নানাদেশান
সমাক্রম্য চতুরঙ্গবলাবিতঃ । ভূতানি বশমানীষ
বসু জগ্ৰাহ দণ্ডতঃ ॥ ৩৭ ॥ উৎকৃষ্টাঙ্গপতীন্ বীরো
দণ্ডিষ্য বলাধিকান্ । রত্নানি বিবিধাশ্চ
জগ্ৰাহতিবলন্তদা ॥ ৩৮ ॥ স বিজিত্য দিশঃ সৰ্বা
গৃহীত্বা রত্নসঞ্চয়ম্ । অযোধ্যামাগতো রাজা
রাজধানীঞ্চ তাং শুভাম্ ॥ ৩৯ ॥ তত্রাগত্য চ
কাকুৎস্থো যজ্ঞোৎসুকমানসঃ । চকার নিশ্বলাং
বুদ্ধিং নিজবংশোচিতক্রিয়াম্ ॥ ৪০ ॥ বাসিষ্ঠং
মুনিমাজ্ঞায় বামদেবঞ্চ কস্তপম্ ॥ ৪১ ॥ অন্তানাপি
মুনিশ্ৰেষ্ঠানানাতীর্থসমাজিতান্ । সমানস্বাদনৌতেন
দ্বিজবর্ষণে কুপতিঃ ॥ ৪২ ॥ দৃষ্ট্বা হিতান
স তান্ সৰ্বান প্রদৌণ্ডানিব পাবকান্ ।
তানাগতান্ বিদিত্বাথ রঘুঃ পরপূরজয়ঃ । নিশ্চ-
ক্রাম যথাস্থায়ঃ স্বয়মেব মহাযশাঃ ॥ ৪৩ ॥ ততো
বিনীতবৎ সৰ্বান কাকুৎস্থো দ্বিজসন্তমান্ । উবাচ
ধৰ্ম্মযুক্তঞ্চ বচনং যজ্ঞসিদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥ রঘুরুবাচ ।
মুনয়ঃ সৰ্বা এবেতে যুগং শৃণুত মধচঃ । যজ্ঞঃ

বিধাতুমিচ্ছামি তত্রাজ্ঞাং দাক্ষসমর্থ ॥ ৪৫ ॥ সাক্ষ্যতঃ
মামকো যজ্ঞো যুক্তঃ স্মানুসন্তমঃ । এতদ্বিচার্য
তথেন জাত যুগং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥ মুনয় উচুঃ ।
রাজন্ বিশ্বজিহাখ্যাতো যজ্ঞানাং যজ্ঞ উত্তমঃ ।
সাক্ষ্যতঃ কুরু তং যত্নান্না বিলম্বং যথা কৃথাঃ ॥ ৪৭ ॥
অগস্ত্য উবাচ । নৃপশক্রে ততো যজ্ঞঃ বিশ্বদগুজয়-
সংজ্ঞতম্ । নানাসস্তারমধুরং কৃতসকলদাক্ষণম্ ॥ ৪৮ ॥
নানাবিধেন দানেন মুনিসন্তোষহরকৃৎ । সৰ্বস্বমেব
প্রদদৌ দ্বিজৈভ্যো বহুমানতঃ ॥ ৪৯ ॥ তেষু বিধেযু
যাভেযু পূজতেষু গৃহান স্বকান্ । বন্ধুর্ধাপি চ তুষ্টেযু
মুনয়ু প্রণতেষু চ ॥ ৫০ ॥ তেন যজ্ঞেন বিধিবদ্-
বাহতেন নরেশ্বরঃ । শুভভে শোভনাচারঃ স্বর্গে
দেবেশ্রবৎ কণাৎ ॥ ৫১ ॥ তত্রাস্তরে সমভ্যাগান্
মুনয়মবতাংবরঃ । বিশ্বামিত্রমুনেরস্তেবাসী কোৎস
হীত স্মৃতঃ ॥ ৫২ ॥ দাক্ষিণ্যং গুরোদ্ধামান্ পাবতুঃ
তং নরেশ্বরম্ । চতুর্দশসুবর্ণানাং কোটীরাহর

রাজা রঘু তখন দিগ্বিজয়ার্জিত ধনদ্বারা প্রোচ-
কালোচিত বিভবসাধনে মনন কবিয়া নানাদেশ
অক্রমণ করত চতুরঙ্গ বলাবিত হইয়া দণ্ডদ্বারা রাজ-
গণকে বশে আনয়ন পূর্বক তাঁহাদের নিকট হইতে
ধনগ্রহণ করেন । অতিবল বীরবধু অল্পকালমধ্যে
অনেক বলাধিক শ্রেষ্ঠ নৃপকে দণ্ডদ্বারা শাসন কাবধা
তাঁহাদের নিকট হইতে বিবিধ ধনবস্তু গ্রহণ করি-
লেন । রাজা এইরূপে দিক্‌সকল জয় ও প্রভূত
ধনসঞ্চয় করিয়া সুশোভনা বাজধানী অযোধ্যায়
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । কাকুৎস্থ অযোধ্যায় আসি-
লেন, যজ্ঞ করিবার জন্ত তাঁহাব মন সমুৎসুক
হইল ; যজ্ঞাদি ক্রিয়া তাঁহার কুলোচিত, তাই তিনি
সেই কুলোচিত ক্রিয়ায় নিশ্বল মন নিবিষ্ট করিলেন ।
কুপতি রঘু মহর্ষি বশিষ্ঠকে অজ্ঞান কবিলেন, পবে
বিনীত রাজা সেই দ্বিজবর বশিষ্ঠ দ্বারা
স্বামদেব, কান্ত্য এবং অন্তান্ত নানা তীর্থবাসী
শ্রেষ্ঠ মুনিগণকে আনয়ন করাইলেন । অনন্তর
মহাযশাঃ পরপূরজয় কাকুৎস্থ রঘু সেই সমাগত পাব-
কোপম মুনিগণকে সমাসীন দেখিয়া পূর হইতে
নিজগত হইলেন এবং বিনীতভাবে যজ্ঞসিদ্ধির জন্ত
সেই দ্বিজসন্তমগণকে বক্ষ্যমাণ ধৰ্ম্মযুক্তবাক্য বলিতে
লাগিলেন । রঘু কবিলেন,—হে মুনিগণ । আপ-

নারা সকলেই মিলিত হইয়াছেন, একগণে আমার
বাক্য শ্রবণ করুন, হে মুনিসন্তমগণ ! সাক্ষ্যত
আমি যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিতোছি, অতএব
আমার কি যজ্ঞ করা উচিত, আপনারা তাহার
আদেশ প্রদান করুন । হে মুনীশ্বরগণ । আপনারা
এখাযথ এই সকল বিচার করিয়া আমার প্রতি
আদেশ করুন । ২৮—৪৬ । মুনিগণ কবিলেন,—হে
রাজা । বিশ্বজ্ঞ নামে একটি যজ্ঞ আছে, ঐ যজ্ঞ
সকল যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ, সাক্ষ্যত তুমি যত্নপূর্বক সেই
বিশ্বজ্ঞ যজ্ঞ কর, বিলম্ব করও না । অগস্ত্য
কবিলেন,—অনন্তর রাজা বিবিধ মধুর দ্রব্য-
সস্তার আহরণপূর্বক সর্বস্বদাক্ষণ বিশ্বজ্ঞ
যজ্ঞ করিলেন, তাহার যজ্ঞে মুনিগণ নানা-
বিধ দান গ্রহণ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি
দ্বিজগণকে বহুমানপূরঃসর সৰ্বস্ব দান করিলেন ।
অনন্তর বিশ্ববাসী সকলেই রাজা কর্তৃক পূজিত
হইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল । যথাবিধ অল্পভিত
নবেশ্বরের বিশ্বজ্ঞ যজ্ঞে তদীয় কুটুম্বগণ পান-
ভোজনে সন্তুষ্ট ও মুনিগণ সৎকার পাইয়া কুটুম্ব হই-
লেন, শোভনাচার রাজ্যে কণকাল মধ্যে স্বর্গের
দেবেশ্রবৎ শোভা পাইতে লাগিলেন । ইত্যবসরে
ঋষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ঋষিগণের অগ্রণী ধীমান
মুনি কোৎস নরনাথকে পবিত্র কবিত্বের জন্ত তথায়
আসিয়া উপনীত হইলেন । তিনি তত্রাধিপা
প্রদানার্থ রাজার নিকট ধন যাচঞা করিলেন এবং

সহস্রং ৫৩ ৥ যদক্ষিপতি গুণা নির্বন্ধাতিতো
রুবা । আগতঃ স মুনিঃ কোৎসস্তো বাচি-
মাদরাৎ ৫৪ ৥ ভূপালতিলকঃ দত্তসর্বদক্ষিণম্ ৥
৫৪ ৥ ভূপাতগতমভিপ্রেত্যা রঘুরাদরতন্তদা ।
উখার পূজয়ামাস বিধিবৎ স পরস্তপঃ । সপৰ্য্যাসীতস্ত
সৰ্বা যুৎপাতবিহিতক্রিয়া ৫৫ ৥ পূজাসভারমালোক্য
তাদৃশং ত মুনীশ্বরঃ । বিস্মিতোহভূরিরানন্দো
দক্ষিণাশাং পরিত্যজন্ । উবাচ মধুরঃ বাক্যং
বাক্যজ্ঞানবিশারদঃ ৫৬ ৥ কোৎস উবাচ ।
রাজরত্নদয়ন্তেহস্ত গচ্ছাম্যস্তত্র সাম্প্রতম্ ৫৭ ৥
গুৰ্ব্বার্থহরণায়ৈব দত্তসর্বদক্ষিণম্ । ত্বাং ন যাচে
ধনাভাবাদতোহস্তত্র ব্রজাম্যহম্ ৫৮ ৥ অগস্ত্য
উবাচ । ইত্যুক্তস্তেন মুনির্নান্য রঘুঃ পরপুরুষয়ঃ ।
কণঃ ধ্যানাহারবৌদেহঃ বিনয়াদিহিতাজলিঃ ৥

কহিলেন,—“হে রাজন্! সহস্র চতুর্দশ কোটি
স্বর্ণমুদ্রা জ্ঞানয়ন কর; আমি নির্বন্ধ সহকারে
গুরুকে দক্ষিণা দানের প্রার্থনা জানাইলে তিনি
রোষপরবশ হইয়াই আমার প্রতি এইরূপ আদেশ
করিয়াছেন।” হে বিজ! গুরুদক্ষিণার্থী ঋষি কোৎস
যখন আদর সহকারে রাজা রঘুর সমীপে ধন-
কামনায় আগমন করেন, ভূপালতিলক রঘু তখন
বিশজিৎ যজ্ঞে সর্বদ্ব দান করিয়া বসিয়াছেন;
তথাপি পরস্তপ রঘু তাঁহার প্রতি আদর প্রদর্শন
করিলেন, তিনি আসন হইতে উখিত হইয়া সমাগত
সেই ঋষি কোৎসকে যথাবিধি পূজা করিলেন ।
রঘু বিশজিৎ যজ্ঞে সর্বদ্ব দান করিয়াছেন । তখন
একটী মাত্র যুৎপাত অবশিষ্ট; রাজা সেই যুৎপাত
গাধাই ঋষির পাদ প্রক্ষালনাদি শুক্লা করিলেন ।
মুনীশ্বর কোৎস রাজার করে তাদৃশ পূজা সস্তার
দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, তাঁহার আনন্দ তিরোহিত
হইল, তিনি দক্ষিণাপ্রাপ্তির আশা পরিত্যাগ করি-
লেন । অনন্তর বাক্যজ্ঞানবিশারদ ঋষি কোৎস
রাজার প্রতি বাক্যমাধুর্য্য বাক্য বলিতে লাগি-
লেন । কোৎস কহিলেন,—হে রাজন্! তোমার
যজ্ঞ হউক, এক্ষণে গুরুদক্ষিণার আহরণ জন্ত
আমি অস্ত্র গমন করি; তুমি বিশজিৎ যজ্ঞে সর্বদ্ব
দান করিয়াছ, তোমার ধনাভাব হইয়াছে, অতএব
আমি অস্ত্র গমন করি । অগস্ত্য কহিলেন,—
মুনি কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া সেই পরপুরুষ
রঘু, কণকান্ধা চিত্ত করিয়া যথাবিধি অঙ্গলিবন্দন
পূর্বক বিনয় সহকারে তাঁহাকে করিতে লাগিলেন ।

৫৯ ৥ রঘুরবাচ । ভগবন্তিষ্ঠ মে হর্ষে নিম-
মেকং মুনিব্রত । যাবদ্যতিবেত ভগবন্ ভব-
দর্শনমুচ্চকৈঃ ৬০ ৥ অগস্ত্য উবাচ । ইত্যুক্তা
পরমোদারবচো মুনিমুদারবীঃ । প্রত্যহে ত রঘুস্তত্র
কুবেরবিজিগীষয়া ৬১ ৥ তমাদাচ্ছ কুবেরোদ্ধ
বিজ্ঞাপ্য বচনোদিতৈঃ । প্রসন্নমনসঃ চক্রে বৃষ্টিং স্বর্ণ-
চাক্ষয়া ৬২ ৥ স্বর্ণবৃষ্টিরুদ্ধমত্র সা স্বর্ণধনিকস্তমা ।
স মুনিং দর্শয়ামাস খনিং তেন নিবেদিতাম্ ৬৩ ৥
তস্মৈ সমর্পয়ামাস তাং রঘুঃ খনিমুত্তমাম্ । মুনীশ্রো-
হপি গৃহীত্বাত ততো গুৰ্ব্বর্থমাদরাৎ ৬৪ ৥ রাজে
নিবেদয়ামাস সর্বমস্তদুগাধিকঃ । বরানধ দদৌ
ভূষ্টঃ কোৎসো যতিমতাং বরঃ ৬৫ ৥ কোৎস
উবাচ । রাজরত্নং সৎপুত্রঃ নিজবংশগণাধিতম্ ।
ইয়ং স্বর্ণধনিকৃৎ মনোভীষ্টকলপ্রদা ৬৬ ৥ কুমা-
দত্র পরং তীর্থং সর্বপাপহরং সদা । অত্র সান্নে
দানেন নৃণাং লক্ষ্যো প্রজায়তে ৬৭ ৥ বৈশাখে

রঘু উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—হে ভগবন্ মুনিব্রত!
আপনি একদিন আমার প্রাসাদে বাস করুন,
আমি এই সময় মধ্যে আপনার প্রার্থিত অর্থের জন্ত
চেষ্টা করিব। ৪৭—৬০ । অগস্ত্য কহিলেন,—
উদারবুদ্ধি রঘু কোৎসকে এইরূপ পরম উদারবাক্য
বলিয়া কুবেরজয়ার্থ প্রস্থিত হইলেন । রঘু কুবের-
পুরে উপনীত হইলে কুবের রঘুর আগমন সংবাদ
শুনিয়া তখনই অক্ষয় স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া তাঁহার কীতি
সাধন করিলেন । হে বিজ! কুবের যেখানে স্বর্ণবৃষ্টি
করিয়াছিলেন, সেই স্থানেই স্বর্ণের উত্তম খনি
হইল । অনন্তর রঘু ঋষি কোৎসকে সেই
উত্তম স্বর্ণ খনি প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকেই তৎ-
সমস্ত প্রদান করিলেন । অনন্তর গুণাধিক জ্ঞানি-
বর মুনীশ্বর কোৎসও সহস্র সেই খনি হইতে
আদর সহকারে গুরুদক্ষিণার্থ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া
রাজা রঘুর সমীপে আগমনপূর্বক তাঁহাকে
অবশিষ্ট স্বর্ণ প্রত্যর্পণ এবং তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট
হইয়া তাঁহাকে অনেক বর দান করিলেন ।
কোৎস কহিলেন,—হে রাজন্! সহস্র স্বর্ণ বংশ-
গণারূপ উত্তম তনয় লাভ কর, এই স্বর্ণধনি
সম্পত্তি অতীষ্ট কল । এই স্থানে গুৰ্ব্বপাপ-
হর একটী উৎকৃষ্ট তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হউক । যে
সকল মানব এই তীর্থে স্নান করিলে,
আমার বরাহসদর জাহারা জ্ঞান হইবে

গুরুবাদ্যঃ যাজ্ঞ সাংবৎসরী শ্রুতা । নানাভীষ্টকল-
প্রাপ্তির্ভূতান্নচন্দ্রা নৃণাম্ ॥ ৬১ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
ইতি কথ্য বরান্ন রাজ্ঞে কোৎসঃ সন্তুষ্টমানসঃ ।
প্রত্যহে নিজকার্যার্থে গুরোরাজ্ঞমবুৎসুকঃ ॥ ৭০ ॥
রাজা স কৃতকৃত্যোহথ শেবঃ সংগৃহ্য তদ্বনম্ ।
দ্বিজৈস্তেয়া বিবিবদন্তা পালয়ামাস বৈ প্রজাঃ ॥ ৭১ ॥
এবং স্বর্গধনেজাতং যাহাশ্রয়ং মুনীশ্বরাং ॥ ৭২ ॥

ইতি ক্রীকান্দে বর্ষহরিশ্রবণধনিমাহাশ্রয়বর্ণনং নাম
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ । ভগবন্ ক্রহি ভবেন কথং
মির্ষকতো মুনিঃ । বিশ্বামিত্রো নিজঃ শিষ্যঃ কোৎসঃ
ক্রোধেন তাদৃশম্ ॥ ১ ॥ জুপ্রাপ্যমর্থং যত্নেন বহু
প্রার্থিতবাংস্তদা । এতৎ সর্বঞ্চ কথয় ময়ি যদ্যস্তি
তে কৃপা ॥ ২ ॥ অগস্ত্য উবাচ । শৃণু দ্বিজ কথ-
মেতাং সাবধানেন্দ্রিয়ঃ শ্রয়ম্ । বিশ্বামিত্রো মুনিস্থেষ্টঃ

বৈশাখ শুক্লাদশমীতে এই তীর্থে সাংবৎসরী যাজ্ঞ
হইবে, আমার আদেশে মানবগণ এই যাজ্ঞ
করিয়া নামারূপ অর্ঘ্য লাভ করুক । অগস্ত্য
কহিলেন,—অনন্তর লব্ধকাম সন্তুষ্টমানস কোৎস
সমুৎসুক হইয়া রাজাকে এইরূপ বরদানপূর্বক
নিজ প্রয়োজনানুসারে গুরুর আশ্রমে চলিয়া
গেলেন । রাজাও কোৎসের সন্তোষ দর্শনে
কৃতকৃত্য হইলেন এবং কোৎস পরিত্যক্ত অব-
শিষ্ট ধনরাশি গ্রহণপূর্বক যথাবিধি দ্বিজগণকে
প্রদান করিয়া পূজা করিতে লাগিলেন । তে
ব্রাস ! ঋষি কোৎস হইতে এইরূপে স্বর্গধনির
মাহাত্ম্য সমুৎপন্ন হইয়াছিল । ৬১—৭২ ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪

পঞ্চম অধ্যায় ।

ব্রাস কহিলেন,—হে ভগবন্ ! ক্রোধপরবশ
ঋষি বিশ্বামিত্র কেন স্বীয় শিষ্য কোৎসের প্রতি
এইরূপ বহু যত্নেও জুপ্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির জন্ত
মির্ষক জানাইলেন ? যদি আমার প্রতি আপনায়
কৃপা থাকে, তবে যথাবধি এই সকল আমার
মিষ্ট বস্তু । অগস্ত্য উত্তর করিলেন,—হে
দ্বিজ ! সমাধিতেন্দ্রিয় হইয়া এই কথা শ্রবণ কর ।

স দিব্যজ্ঞানলোচনঃ ॥ ৩ ॥ নিজাশ্রমে তপো ব্রহ্ম
চকার প্রযতো ব্রতী । একদা তমধো জষ্টং তুর্কাসা
মুনিরাগতঃ ॥ ৪ ॥ আগত্য চ কুধাকান্ত উচ্চৈঃ
প্রোবাচ স দ্বিজঃ । ভোজনং দীপতাং মধুং কুধা-
পীড়িতচেতসে । পায়সং তুচি চোকঞ্চ শীত্ৰং কুধা-
র্জিনে দ্বিজ ॥ ৫ ॥ ইতি কথ্য বচঃ কিপ্রং বিশ্বামিত্রঃ
প্রযত্নতঃ । স্থান্যাং পায়সমাদায় তং সমর্প্য ততঃ
শ্রয়ম্ ॥ ৬ ॥ তদাদায়োখিতং দৃষ্ট্বা তুর্কাসান্তং
বিলোকয়ন্ । উবাচ মধুরং বাক্যং মুনিং লক্ষণ-
তৎপরঃ ॥ ৭ ॥ কণঃ সহস্র বিপ্রেন্দ্র যাবৎ স্নাত্বা
ব্রজাম্যহম্ । তিষ্ঠ তিষ্ঠ কণঃ তিষ্ঠ আগচ্ছাম্যেব
সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥ ইত্যুক্তা স জগামৈব তুর্কাসাঃ
স্বাশ্রমং তদা ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্রস্তপোনিষ্ঠস্তদা সার-
স্রিবাচলঃ । দিব্যং বর্ষসহস্রং স তস্মৈ স্থিরমতি-
স্তদা ॥ ১০ ॥ তন্ত শুশ্রবণপরো মুনিঃ কোৎসো
যত্নতঃ । বহুব পরমোদারমতিবিগতমৎসরঃ ॥ ১১ ॥
পুনরাগত্য স মুনির্তুর্কাসা গতকল্মষঃ । ক্ষুধা চ
পায়সং সদ্যঃ স জগাম নিজাশ্রমম্ ॥ ১২ ॥ তন্মিন্

দিব্যজ্ঞাননয়ন মুনীশ্বর বিশ্বামিত্র প্রযত্ন হইয়া ব্রত
ধারণপূর্বক নিজাশ্রমে দৃঢ়র তপস্তা করেন,
একদা ঋষি তুর্কাসা বিশ্বামিত্রের দর্শনার্থ তদীয়
আশ্রমে উপনীত হন । দ্বিজ তুর্কাসা, কুধার্ত
ছিলেন । তিনি আশ্রমে আসিয়াই উচ্চকণ্ঠে বিশ্বা-
মিত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে
দ্বিজ ! আমি কুধাতুর, কুধায় আমার চিত্ত
ব্যাকুল ; অতএব সুদূর আমাকে ঈষৎ
পবিত্র পায়স প্রদান কর । বিশ্বামিত্র তুর্কাসার
এবংবিধ বাক্য, শ্রবণপূর্বক প্রযত্নসহকারে
সহস্র পায়ে পায়স লইয়া তাঁহাকে অর্পণ করিয়া-
ছিলেন । লক্ষণতৎপর তুর্কাসা বিশ্বামিত্রকে পায়স
করে দণ্ডায়মান দেখিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে
বলিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র ! কণকাল অপেক্ষা কর,
আমি দ্বানার্থ গমন করিতেছি, এখনই আসিব, আমি
যতক্ষণ প্রত্যাবর্তন না করি, ততক্ষণ তুমি অপেক্ষা
কর । ঋষি তুর্কাসা এইরূপ কহিয়া স্বীয় আশ্রমে
গমন করিলেন, তপোনিষ্ঠ বিশ্বামিত্রও স্থাপুর ভায়
অচলা হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।
বিশ্বামিত্র এইরূপে দিব্য সহস্র বৎসর স্থিরমতি হইয়া
অবস্থান করিলেন । ১-১০ । এই সময় পরমোদারবুদ্বি
বিগতমৎসর যত্নতঃ ঋষিকোৎস বিশ্বামিত্রের তরবার
হস্ত হন অনন্তর বিগতকল্মষ তুর্কাসা আসিলেন

গতে মুনিবরে বিশ্বামিত্রতপোনিধিঃ । কোৎসঃ
বিদ্যাযতঃ স্রেষ্ঠঃ বিসমর্জ্য গৃহান্ প্রতি ॥ ১৩ ॥ স
বিশ্বকোঃ গুরুঃ প্রাহ দক্ষিণা প্রার্থিতামিতি । বিশ্বা-
মিত্রস্ত তং প্রাহ স্বঃ কিং দাস্তসি দক্ষিণাম্ । দক্ষিণা
তব শুভ্রায়া গৃহং ব্রজ যতব্রত ॥ ১৪ ॥ পুনঃপুনঃকুরু
প্রাহ শিষ্যো নির্বন্ধবান্ যদা । তদা গুরুর্গুরুকুরুঃ
শিষ্যঃ প্রাহ চ নির্হরম্ ॥ ১৫ ॥ সুবর্ণস্ত সুবর্ণস্ত
চতুর্দশ সমাহর । কোটীর্নৈ দক্ষিণা বিপ্র পশ্চাদগচ্ছ
গৃহং প্রতি ॥ ১৬ ॥ ইত্যুক্তো গুরুণা কোৎসো
বিচার্য সমুপাগমৎ । কাকুৎস্থঃ দ্বিধিজৈতারং যযাচে
গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১৭ ॥ ইত্যুক্তঃ তে মুনিবর যযা
পৃষ্টঃ হি যৎপুনঃ । অতোহন্যচ্ছু তে বচি তীর্থ-
কারণমুত্তমম্ ॥ ১৮ ॥ তস্মাদদক্ষিণদ্বিপ্তভাগে সন্তেদঃ
সিদ্ধসেবিতঃ । তিলোদকী-সবয়োশ্চ সঙ্গত্যা ভুবি
সংক্রতঃ ॥ ১৯ ॥ তত্র স্নাত্ব মহাভাগ ভবন্তি বিবজ্রা

এবং সেই বিশ্বামিত্র প্রদত্ত পায়স তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ
করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ঋষিবর
হর্ষাসা চলিয়া গেলে তপোনিধি বিশ্বামিত্র জ্ঞানিগণের
অগ্রণী কোৎসকে নিজগৃহে ঘাইতে আদেশ করিলেন,
কোৎস, গুরু বিশ্বামিত্র কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে
বলিলেন;—আমার নিকট গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা
করুন । বিশ্বামিত্র উত্তর করিলেন,—হে যতব্রত ।
তোমার শুভ্রায়া দ্বারাই আমি প্রচুর দক্ষিণা প্রাপ্ত
হইয়াছি তুমি কি আর দক্ষিণা দিবে, একপে গৃহে
গমন কর । শিষ্য কোৎস বিশ্বামিত্রের বাক্যে তৃপ্ত
হইলেন । তিনি পুনঃ পুনঃ গুরুদক্ষিণা দানের নির্বন্ধ
জানাইলেন । কোৎসের বাক্যে গুরুরোষাবিষ্ট গুরু
বিশ্বামিত্র তাঁহার প্রতি নির্হর বাক্য প্রয়োগ করি-
লেন । তিনি কহিলেন,—হে দ্বিজ ! তুমি চতুর্দশ কোটি
স্বর্ণ আহরণ করিয়া আমাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান
কর, তারপর গৃহে গমন করিবে । অনন্তর কোৎস
গুরু বিশ্বামিত্র কর্তৃক এইকপে আদিষ্ট হইয়া মনে
মনে বিচারপূর্বক দিগ্বিজয়ী কাকুৎস্থ রঘুর নিকট
গুরুদক্ষিণার জন্ত সমাগত হন । হে মুনিবর ।
তুমি পুনরায় যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এই তাহার
উত্তর করিলাম; একপে অস্ত্র-তীর্থবিষয়ক কথা
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর । স্বর্ণধনির
দক্ষিণদিগ্ভাগে সিদ্ধসেবিত সন্তেদ তীর্থ, এই
সন্তেদ তীর্থ তিলোদকী ও সরযুর সঙ্গম স্থানে
অবস্থিত ও ত্রিলোকবিস্কৃত । হে মহাভাগ ।

নরাঃ । দশানামধর্মোদানাং কৃত্যনাং যৎকলং ভবেৎ ।
তদাপ্নোতি স ধর্মাত্মা তত্র স্নাত্ব যতব্রতঃ ॥ ২০ ॥
স্বর্ণাদিকঞ্চ যো দদ্যাদব্রাহ্মণে বৈদপারগে । শুভাঃ
গতিম্বাপ্নোতি । অগ্নিবর্জৈব দীপ্যতে ॥ ২১ ॥
তিলোদকীসরযোশ্চ সঙ্গমে লোকবিস্কৃতে । দদ্যাদক
বিধানেন ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২২ ॥ উপবাসক
যঃ কুহা বিপ্রান্ সন্তর্পয়েন্নরঃ । সৌজামণেচ যজ্ঞস্ত
কলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ২৩ ॥ একাহারস্ত যন্তিষ্ঠে-
ন্নাসং তত্র যতব্রতঃ । যাবজ্জীবকৃতং পাপং সহসা
তস্ত নশ্চতি ॥ ২৪ ॥ নভস্তরুণামাবস্তাঃ যাজ্ঞা সাংবৎ-
সবী ভবেৎ । রামেণ নির্মিতা পূর্বং নদী সিদ্ধুরিবা-
পবা ॥ ২৫ ॥ সিদ্ধুজানাং তুরঙ্গাণাং জলপানায়
সুব্রত । তিলবচ্ছ্যামমুদকং যতন্তস্তাং সঙ্গা বভৌ ॥
২৬ ॥ তিলোদকীতি বিখ্যাতা পুণ্যতোয়া সঙ্গা
নদী । সঙ্গমাদন্ততো যন্তাং তিলোদক্যাং শুচি-
ব্রতঃ । স্নাতো বিমুচ্যতে পাপৈঃ সপ্তজন্মার্জিতৈ-
রপি ॥ ২৭ ॥ তস্মাদ্তিলোদকীগ্রনং সর্বপাপহরং
মুনে । কর্তব্যং সুপ্রযত্নেন প্রাণিত্তির্ধর্মকাজিভিঃ ।
জ্ঞানং দানং ব্রতং হোমং সর্বমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥

এই তীর্থে গ্নান করিয়া নর বিজয় হয় । যে যতব্রত
ধর্মাত্মা মানব এখানে স্নান করেন, তাঁহার দশ অধ-
র্মের ক্ষয় হয় । ১১—২০ । সন্তেদ-তীর্থে
যে নর বেদপারগ ব্রাহ্মণকে স্বর্ণাদি দান
কঁবে, তাহার উত্তম গতি লাভ ও অগ্নির জ্বায়
দীপ্তি হইয়া থাকে । যে মানব ত্রিলোক-
বিস্কৃত সরযু ও তিলোদকীর সঙ্গমস্থলে বিধিপূর্বক
অন্নদান করে, তাহার আর জন্ম হয় না । যে মানব
উপবাসী থাকিয়া অন্নাদি দানে দ্বিজগণের তৃপ্তি
সাধন করে, তাহার ইন্দ্রযোগের কল হয় । যে
যতব্রত নর একাহার হইয়া সন্তেদতীর্থে একমাস
বাস করে, তাহার আজন্মকৃত পাপ সদ্য বিনষ্ট হয় ।
ভাদ্রমাসের অমাবস্তা দিবসে এই সন্তেদতীর্থের
সংবৎসরী যাজ্ঞা হয়, হে সুব্রত । পুরাকালে
রাম সিদ্ধুজ তুরঙ্গগণের জল পানার্থ দ্বিতীয়
সিদ্ধুর জ্বায় এখানে একটী নদী নির্মাণ করেন; এই
নদীর জল তিলের জ্বায় জামবর্ণ, একান্ত এই
পুণ্যতোয়া নদী তিলোদকী নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।
শুচিত্রিত মানব প্রসঙ্গক্রমে এই তিলোদকীতে
স্নান করিয়া সপ্ত জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।
হে মুনে! ধর্মাত্মা মানব জন্মসংসারের
তিলোদকীতে স্নান করিলে, ব্রত এবং হোম সমস্তই

ইতি বিবিধবিধানে কীর্ত্তিমাং, কল্যাণ প্রথিতক-
বিকাস প্রাপ্তপুণ্যে বিধায়। হরিপুত্রততাক: পূজ-
য়ন সর্বাভীর্ষ জজতি পরমধাম ভক্তপাপ: কথ-
কিৎ ২০।

ইতি ত্রিলোক তিলোদকীপ্রভাববর্ণনং নাম
পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ৫।

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ।

অগস্ত্য উবাচ। তস্মাৎ সঙ্গমতো বিপ্র পশ্চিমে
দিক্তটে স্থিতম্। সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্বকাম-
কলপ্রদম্। ১। যত্র স্নাত্বা নরো বিপ্র সর্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে। সীতয়া কিন তৎকুণ্ডং স্বয়মেব
বিনির্মিতম্। রামেন বরদানাক্ত মহাকলনিধী-
কৃতম্। ২। ত্রিরাম উবাচ। শুনু সীতে প্রব-
ক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং ভুবি যাদৃশম্। স্বংকুণ্ডস্তাত্ত
সুভগ্নে স্বংকীৰ্ত্ত্য। কথাম্যহম্। ৩। অত্র স্নানক
দানক জপো হোমস্তপোহথবা। সর্বমক্ষয়তাং

অক্ষয় হইয়া থাকে। যে মানব এইরূপে বিবিধ
বিধানে সীতাকুণ্ডক্রমে তীর্থে নর ও হরির পূজা
করে, তাহার গুণ নিচর বিকসিত ও প্রথিত হয়,
সেই পুণ্যবান নর আর জন্ম গ্রহণ করে না, তাহার
পাপ বিদূরিত হয় ও সে অনায়াসে হরির পরম
ধামে গমন করে। ২১—২২।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অগস্ত্য বলিলেন,—হে বিপ্র! তিলোদকী
সঙ্গমের পশ্চিমে সরযুতীরে সর্বকামদ বিখ্যাত সীতা-
কুণ্ড বিদ্যমান। হে বিপ্র! মানব এই সীতাকুণ্ডে
স্নান করিয়া নিখিল কলুষবিমুক্ত হয়। স্বয়ং
সীতা এই কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন, সু-
রামের বরদান প্রভাবে এই সীতাকুণ্ড মহাকলের
মিথিলরূপ হইয়াছে। ত্রিরাম বলিলেন,—হে সীতে।
ভূতলে স্বদীর্ঘ সীতাকুণ্ডের কিরূপ মাহাত্ম্য, হে
সুভগ্নে! তোমার প্রিয় কামনার আমি তোমার বুলি-
তেই, অবগত কর। হে ভক্তিমতে। এই সীতাকুণ্ডে
বিমিশ্রকৃত স্নান, দান, জপ এবং হোম সকলই অক্ষয়
কলপ্রদ হইবে। হে দেবি! মানবগণ এই তীর্থে
স্নান করিয়া গর্তক কলুষমুক্ত হইয়া থাকে, তথাপি

যাতি বিধানেন ভক্তিমতে। ৪। মার্গকলপ্রদম্
তত্র স্নানং বিশেষতঃ। সর্বপাপহরং দেহি সর্বকাম-
প্রাপ্তিমাং নৃণাম্। ৫। ইতি রামো বরং কীৰ্ত্ত্য
সীতায়ৈ চ প্রজ্ঞাপ্রিয়ঃ। তদাপ্রভৃতি সর্বত্র তীর্থাৎ
ভুবি বর্ততে। ৬। সীতাকুণ্ডমিতি খ্যাতং কল্যানাৎ
পরমাকৃতম্। তস্মিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা নুনং রাম-
মবাধুয়াৎ। ৭। তত্র স্নানেন দানেন তপস্যা চ
বিশেষতঃ। গর্ভকর্মাটোপদীপৈর্মানাবিভব-
বিস্তারৈঃ। রামঃ সম্পূজ্য সীতাকুণ্ডমুত্তমঃ স্নাত্বা
সংশয়ঃ। ৮। মার্গে মাসি চ স্নাতব্যং গর্তবাসো ন
জায়তে। অস্তদাপি নরঃ স্নাত্বা বিমূলোকং স
গচ্ছতি। ৯। বিতোর্কিহরৈর্কিপ্র রম্যে পশ্চিম-
দিক্তটে। দেবচক্রহরিনাম সর্বাভীষ্টকলপ্রদঃ।
১০। তস্ত চক্রহরৈর্কিপ্র মহিমা ন হি মানবৈঃ।
শক্যো বর্ণয়িতুং ধীরৈরপি বুদ্ধিমতাং বটৈঃ। ১১।
ততঃ পশ্চিমদিগ্ভাগে স্নাত্বা পুণ্যং হরিস্মৃতি।
বিকোরাযতনং খ্যাতং পরমার্থকলপ্রদম্। যস্য দর্শন-
মাত্রেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ১২। তয়োর্দর্শনতো
যান্তি তেষাং পাপানি দেহিনাম্। তানি পাপানি
যাবন্তি কুর্কতে ভুবি যে নরাঃ। ১৩। পুরা দেবা-

অগ্রহারণ্যমাসের কলচতুর্দশী সীতাকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।
প্রজ্ঞাপ্রিয় রাম সীতাকে এইরূপ বর দান করিলে,
তদবধি পৃথিবী মধ্যে এই সীতাকুণ্ড সর্বত্র প্রথিত
ও মানবগণের বিশ্বরূপ হইয়াছে। এই তীর্থে স্নান
করিলে নর নিশ্চয়ই স্বমকে লাভ করে। মানব
এই তীর্থে স্নান, দান, তপস্যা বিশেষতঃ গুহ্য, মাল্য,
ধূপ, দীপ প্রভৃতি প্রচুর বিজবদ্বারা রাম ও সীতার
সম্যক পূজা করিলে মুক্ত হয়, সংশয় নাই।
অগ্রহারণ্যমাসে সীতাকুণ্ডস্নানে গর্তবাস বিনিষ্ট
হয়; এতদ্ভিন্ন অন্য সময়ে স্নান করিয়াও নর
হরিপুরে গমন করে। ১—১৩। হে বিপ্র! সীতাকুণ্ডের
পশ্চিমে সরযুতীরে বিস্তৃত হরির সর্বাভীষ্ট কল-
প্রদ চক্রহরি তীর্থ; হে বিজ! জানকোৎসবী
মানব ও চক্রহরির মহিমা বর্ণন করিতে অক্ষম
না। তাহার পশ্চিমে হরিস্মৃতি তীর্থ। এখানে বিস্তৃত
একটি বিখ্যাত আয়তন আছে। এই তীর্থ পরমার্থ-
কলপ্রদ। চক্রহরি ও হরিস্মৃতি এই দুই তীর্থের
দর্শনমাত্রেই মানবগণের দেহস্থিত পাপ দূর
এবং ক্রিষ্টতম তাহার বর দে পাশ কর, সকলই
বিলীন হইয়া থাকে। সুবিলিনে! সুবিলিনে!

জিহ্বাং পুরবিষাম্ ॥২২॥ ঈশ্বর উবাচ । সংসারার্ক্ষ-
সন্তারক্ষপর্ণশুখদায়িনে । মোহভীষতমোহোরিচ্ছাসি
হরয়ে নমঃ ॥ ২৩ ॥ কুরংসংঘিন্নিশিখাং চিত্তসদৃশ-
চন্দ্রিকাম্ । প্রপদ্যে তগবঈশ্বরিং মানসোদ্যান-
বাহিনীম্ ॥ ২৪ ॥ রক্তবল্লীমিব অচ্ছাৎ বেতসীশ-
নিবাসিনীম্ । পরাং চতুর্মুখোৎপত্তিকল্পসংকল্পনামিব ॥
২৫ ॥ হেলোল্লসৎসমুৎসাহশক্তিং ব্যাপ্তজগদ্রয়াম্ ।
যা পুষ্পকোটিভাবানাং সর্বানাং বৈকবীতি বা ॥ ২৬ ॥
পবনান্দোলিতাস্তোজদলপর্কাস্তবর্তিনাম্ । পততামিব
জলুনাং স্তৈর্ঘ্যমেকা হরিস্মৃতিঃ ॥২৭॥ নমঃ সূর্য্যাস্ত্রনে
তুভ্যং সংবিৎকিরণমালিনে । হৃৎকুশেশয়কোষ-
শ্রীসমুন্মেষবিধায়িনে ॥ ২৮ ॥ নমস্তস্মৈ ষমবতে
যোগিনাং গতয়ে সদা । পরমেশায় বৈ গারে মহসাং
তমসাং তথা ॥ ২৯ ॥ যজ্ঞায় ভুক্তহবিষা ঋগৃষজু-
সামরূপিণে । নমঃ সরস্বতীগীতদিব্যসঙ্গুণশালিনে ॥
৩০ ॥ শান্তায় ধর্ম্মনিধয়ে কেকতজ্যায়ুতায়নে ।

সেই জিহ্বা বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন । ১০—২২।
 কৈবর কহিলেন,—যিনি সংসারসাগর হইতে উদ্ধার
 করেন, গরুড় বাহার প্রসাদে সুখলাভ করিয়াছে,
 যিনি চন্দ্রের স্থায় মোহময় তীব্র তম হরণ করেন,
 সেই হরিকে নমস্কার । হে ভগবন্ ! আমি
 জ্ঞানমাণ শিষ্যযুক্ত চিত্তসঙ্গতিরূপিনী চন্দ্রিকাশালিনী
 যানসোদ্যানচারিণী ভগবদ্ভক্তির আশ্রয় লইলাম ।
 বাহার কল্পনা বেতদ্বীপবাসিনী স্বচ্ছ রত্নবল্লীর স্থায়
 বিপুল ; চতুরা. ননের স্রজন বাহার এক উত্তম
 সঙ্কল্প ; বাহার উৎসাহ শক্তি হেলায় সমুদ্রাসিত
 হইয়া জিজগদ্ ব্যাপ্ত করিয়াছে ; বাহার বৈকুণ্ঠী
 শক্তিবলে পূর্বে কোটি কোটি প্রাণীর সৃষ্টি হই-
 যাছে ; যে হরির স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবনা-
 ন্দোলিত পদ্মদলের • পর্কাস্তের স্থায় ক্ষীণাশ্রয়ী
 পতনশীল প্রাণিগণের স্বৈর্য্য সম্পাদিত হয়, সেই
 হরিকে নমস্কার । হে ভগবন্ ! আপনি সূর্য্যাক্ষা,
 জ্ঞাননিবহ আপনার কিরণ ; আপনার জ্ঞানরূপ
 কিরণ দ্বারা হৃদয়ের পদ্মকোষের শোভা বিকলিত
 হয় ; আপনাকে নমস্কার । হে পরমেশ ! আপনি
 যোগীগণের অগ্রণী ও সতত যোগিদ্বিগের ণ্ডিতি ;
 মহীতমের পরপারেও আপনার সত্তা বিদ্যমান ;
 আপনাকে নমস্কার । হে ভগবন্ ! আপনি যজ্ঞ,
 হৃদয়কৃৎ ও যজ্ঞ যজ্ঞ এবং সায়রূপী ; সর্ব্বভূতী গীতি
 দ্বারা আপনার দিব্য গৌরব গান করিয়া থাকেন ;

শিষ্যযোগপ্রতিষ্ঠায় নমো জীবৈকহেতবে । ঘোরান
মায়াবিধরে সহস্রশিরসে নমঃ ॥ ৩১ ॥ যোগনিদ্রাস্থনে
নাতিশয়োক্তজগৎসৃজে । নমঃ সলিলরূপায়
কারণায় অগৎস্থিতে ॥ ৩২ ॥ কার্যমেয়ায় বলিনে
জীবায় পরমাত্মনে । গোপুঞ্জে প্রাণায় ভূতানাং
নমো বিশ্বায় যেধসে ॥ ৩৩ ॥ দৃষ্টায় সিংহবপুষে
দৈত্যসংহারকারিণে । বীৰ্য্যায়ানন্তমনসে জগদ্ধাব-
ভূতে নমঃ ॥ ৩৪ ॥ সংসারকারণাজ্ঞানমহাসন্ত-
মসচ্ছিদ্রে । অচিন্ত্যধায়ে শুভায় ক্রডায়াত্যাগিণে
নমঃ ॥ ৩৫ ॥ শাস্ত্রায় শাস্তকল্লোলকৈবল্যপদদায়িনে ।
সৰ্বভাবাতিরিক্তায় নমঃ সৰ্বময়াত্মনে ॥ ৩৬ ॥
ইন্দ্রীবরদলভ্রামঃ ক্ষুজংকিঙ্করবভ্রমম্ । বিভ্রাণং
কৌশলং বিষ্ণুং নোমি নেত্ররসাননম্ ॥ ৩৭ ॥
অগস্ত্য উবাচ । ইতি শ্রুতঃ প্রসন্নাত্মা বরদো

আপনাকে নমস্কার । হে শাস্ত্র ! আপনি ধর্মের
নিধি, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমৃতাত্মা এবং আপনা হইতেই
জীবনিবহ সমুদ্ভূত ও আপনারই শিষ্যযোগে প্র-
তিষ্ঠিত হইয়া আপনার নিকট উপদেশ শিক্ষা করিয়া
ধাকে, আপনাকে নমস্কার । যিনি মায়াবিধান
করিয়া মানবগণের নিকট ঘোররূপী হইয়াছেন,
যাহার সহস্র মস্তক এবং যোগনিদ্রায় শয়ান হইলে
যাহার নাতি-কমল হইতে লোক পিতামহ, ব্রহ্মা
সমুদ্ভূত হইয়া জগৎ সৃজন করেন, যিনি জগতের
কারণরূপী, সেই সলিলরূপী হরিকে নমস্কার ।
কার্যদ্বারা যাহার পরিমাণ হয়; যিনি জীব ও পর-
মাত্মা উভয়রূপেই বিরাজিত; যিনি জীবগণের
জীবন ও গোপ্তা, আমি সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্
বেদাকে নমস্কার করি । যিনি প্রদীপ্ত সিংহশরীর
ধারণ করিয়া অসুরগণের প্রাণ সংহার করেন,
মনকারা যাহার বীৰ্য্যের সৌম্যদর্শন হয় না এবং যিনি
জগৎ ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার । হে
বিষ্ণো ! অজ্ঞানতাই সংসারের কারণ, আপনিই
সেই ঘোর অজ্ঞানাত্মকারের নিরাকরণ করেন;
আপনার বাসস্থান শুভ্র অতএব চিন্তাতীত; আপনি
সর্বলোকের ভীষণ, কেহই আপনার উদ্বেগ জন্মাইতে
পারে না, আপনাকে নমস্কার । হে শাস্ত্র ! আপ-
নার শাস্তকল্লোলই কৈবল্যপদপ্রদ, আপনি সর্বময়
অগুপ্ত সর্বভাবাতিরিক্ত; আপনাকে নমস্কার । যিনি
ইন্দ্রীবরদলৈরু ভ্রামঃ ক্ষুজংকিঙ্করবভ্রমম্, ও মনোরম কেশর দ্বারা
যাহার শরীর সমধিক শোভাশালী হইয়াছে, যিনি
কৌশল ধারণ করেন, আমি সেই নয়নরসায়ন

গুরুকমলম্ । বর্ষ দৃষ্টিশুদ্ধয়া সর্বান্ দেবান্
কৃপাধিতঃ । উবাচ মধুরং বাক্যং প্রমত্তবাক্তন
সুরান্ ॥ ৩৮ ॥ শ্রীভগবানুবাচ । জানামি বিবৃধ্যঃ
সৰ্বমতিপ্রায়ং সমাধিতঃ । দৈতেয়ৈবিক্রমাক্রান্তং
পদং সমরদর্পিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥ সর্বলৈবলহীমানাঃ
প্রতাপো বিজিতঃ পটৈঃ । সাম্প্রতং তু বিধান্তামি
তপো যুগ্মহলায় বৈ ॥ ৪০ ॥ অযোধ্যানগরে গতা
করিস্যে তপ উত্তমম্ । শুপ্তো ভূত্বা ভবেত্তেজো-
বিবৃদ্ধ্যৈ দৈত্যশাস্তয়ে ॥ ৪১ ॥ ভবন্তোহপি তপস্তীত্রঃ
কুরুত্বমলমানসঃ । অযোধ্যাং প্রাপ্য তাং দেবা
দৈত্যনাথায় সহস্রম্ ॥ ৪২ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
ইত্যাশ্রিতদধে দেবান্ দেবো গুরুত্ববাহনঃ ।
অযোধ্যামাগতঃ কিপ্রং চকার তপ উত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
শুপ্তো ভূত্বা যদা বিদ্বন্ সুরতেজোহতিবৃদ্ধয়ে । তেন
শুপ্তহরিনাম দেবো বিখ্যাতিমাগতঃ ॥ ৪৪ ॥ আগতস্ত
হরেঃ পূর্বং যত্র হস্ততলাচ্চ্যুতম্ । সুদর্শনাখ্যঃ

বিষ্ণুকে নমস্কার করি । অগস্ত্য কহিলেন,—বরদ
গুরুত্বধ্বজ হরি শঙ্কর কর্তৃক এইরূপে শ্রুত হইয়া
প্রসন্ন হইলেন এবং কৃপাধিত হইয়া বিবৃধগণের প্রতি
দৃষ্টিশুদ্ধা বর্ষণ করিলেন । অনন্তর হরি বিনয়নম্র সুর-
গণের প্রতি বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন,
ভগবান্ বলিলেন,—সুরগণ ! আমি পূর্বেই তোমা-
দের হৃদয়ত অতিপ্রায় বিদিত হইয়াছি; যুদ্ধদর্পিত
দৈত্যগণ বিক্রম দ্বারা তোমাদের পদ আক্রমণ
করিয়াছে, সর্বল শত্রুই দুর্বলকে স্বীয় প্রতাপে
পরাজিত করে, ইহা স্বীভাবিক । যাহা হউক,
আমি সন্তোষিত তোমাদের বলবৃদ্ধির জন্ত তপস্তা
করিব । হে সুরগণ ! দৈত্যভীতির ও তোমাদের
বলবৃদ্ধির কামনায় আমি এক্ষণে অযোধ্যাপুরে
গমন করিয়া অতি গুপ্তভাবে উত্তম তপস্তা করিব;
হে সুরগণ ! তোমরাও তথায় সহস্র গমন করিয়া
অসুরগণের নাশের জন্ত অমলমানসে তীব্র
তপস্তা কর । অগস্ত্য কহিলেন,—গুরুত্ববাহন
হরি দেবগণকে এইরূপ বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন
এবং সহস্র অযোধ্যায় আগমন করিয়া উত্তম তপস্তা
করিতে লাগিলেন । হে বিদ্বন্ ! সুরতেজঃ বৃদ্ধি-
কামনায় বিষ্ণু যখন গুপ্তভাবে অযোধ্যায় তপস্তা
করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি শুপ্তহরি নামে
বিখ্যাত হন । আর তাঁহার অযোধ্যায় আগমন
সময়ে যে স্থানে তদীয় সুদর্শনচক্রে কপালক

ভক্তকং তেন চক্রহরিঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৫ ॥ তদ্যোদর্শন-
মাজ্ঞেণ সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে । হরেন্তেন প্রভাবেণ
দেবাঃ প্রবলতেজসঃ ॥ ৪৬ ॥ জিহ্বা দৈত্যান্ রণৈঃ
সর্ষান্ সন্ধ্যাপ্য স্বপদান্ যথা । রেজিরে বিপুলানন্দৈ-
রমুরানন্দিস্ততঃ ॥ ৪৭ ॥ ততঃ সর্ষে সমেত্যাণ্ড
বৃহস্পতিপুংসরাঃ । দেবাঃ সর্ষেহনমমৌলিমালা-
র্চিতপদাঙ্কজম্ । হরিং জ্যৈষ্ঠমখাগচ্ছন্নযোধ্যায়াং
সমুৎসুকাঃ ॥ ৪৮ ॥ আগত্য চ ততঃ ক্রহা নানাবিধ-
গুণাদরম্ । ভাবৈঃ পুণ্যৈঃ সমভ্যর্চ্য নহা
প্রাঞ্জলয়ন্তদা । হরিমেকাগ্রমনসা ধ্যায়ন্তো ধ্যান-
নিষ্ঠিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তানাগতান্ সমালোক্য পদ-
ভক্ত্যা কৃতানতীন । প্রসন্নঃ প্রাহ বিশ্বাস্তা
পীতবাসা জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৫০ ॥ জীভগবান্নবাচ ।
তোভো দেবা ভবন্ত্যচ চিরাদ্বিষ্টাদ্যা সন্ততাঃ ।
অধুনা ভবতামিচ্ছাং কাং কৰোমি সুরা অহম্ ।
তদক্রতু হরিতা মহ্যং কিং বিলম্বেন নির্ভয়াঃ ॥
৫১ ॥ দেবা উচুঃ । ভগবন্ দেবদেবেশ ত্বয়া

সেই স্থানই চক্রহরি নামে কথিত হইয়া থাকে ।
চক্রহরি ও গুপ্তহরি এই উভয় স্থানের দর্শনমাত্রেই
মানব সর্ষপাপবিশুদ্ধ হয় । অনন্তর সুরগণ বিক্রম
এই তপঃপ্রভাবে প্রবল হইয়া উঠেন এবং সময়ে
অসুরগণকে পরাজিত করিয়া স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হন ।
অনন্তর দেবগণ বিপুল আনন্দে দৈত্যদিগকে অর্দিত
করিয়া সহস্র দেবগুরু বৃহস্পতিসমীপে উপনীত
হইলেন এবং বৃহস্পতিপ্রমুখ ত্রিংশগণ স্ব স্ব মৌলি-
মালা অবনমিত করিয়া হরির চরণসরোজের পূজা
করিলেন । অনন্তর হরির প্রতি একাগ্রমনা সুরগণ
সমুৎসুক হইয়া হরিদর্শন মানসে অযোধ্যায় আগমন
পূর্বক আদরসহকারে তাঁহার গুণগৌরব শ্রবণ
ও পুত্ৰহৃদয়ে ভক্তিভাবে অযোধ্যানাথের পূজা করি-
লেন এবং ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অঙ্গলিবন্ধন করত
তাঁহার ধ্যান করিতে লাগিলেন । সমাগত দেবগণ
ভক্তি সহকারে হরির পাদপদ্মে নত হইলে তাঁহা-
দিগকে দর্শন করিয়া বিশ্বাস্তা পীতবাসা জনাৰ্দ্দন
ঐতিহ্যসরস্বদয়ে বলিতে লাগিলেন । ভগবান্
বলিলেন,—হে দেবগণ ! অদ্য ভাগ্যবশে সুদীর্ঘ
কালের পুর তোমরা আমার সহিত সজত হইয়াছ,
সম্মতি আমি তোমাদের কোন জীভীষ্টপূরণ করিব ;
তোমরা নির্ভয় হইয়া তাহা আমার নিকট সহস্র
বল । বিনীত প্রয়োজন নাই । সুরগণ উত্তর
করিলেন,—হে জনার্দন ! আপনার দর্শনলাভেই

সম্মতি সর্ষক । সর্ষঃ সমতবৎ কার্য্যঃ নিম্পন্নঃ
বৈ জগৎপতে ॥ ৫২ ॥ তথাপি সর্ষদা ভাব্যঃ
নিত্যং দেব ত্বয়া বিভো । অমৃতকার্ষ্মদৈব
বিজিতেন্দ্রিয়বর্জনা ॥ ৫৩ ॥ এবমেব সদা কার্য্যঃ
শরুপক্ষবিনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥ জীভগবান্নবাচ । এবমেতৎ
করিষ্যামি ভবতামরিসজ্জম্ । জীমতাং তেজসো
বুদ্ধিং করিষ্যামি সদা সুরাঃ । কথেষ্টং চ সদা ধ্যামি
লোকে যাস্মতি চোত্তমাম্ ॥ ৫৫ ॥ অয়ং নহি
গুপ্তহরির্দেবো ভুবনবিক্রতঃ । মদীয়ং পরমং গুহ্যং
স্থানং ধ্যামিঃ সমেষ্যতি ॥ ৫৬ ॥ অত্র যঃ প্রাণিনাং
শ্রেষ্ঠঃ পূজায়ত্তজপাদিকম্ । কৰোতি পরমং ভক্ত্যা
স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৫৭ ॥ অত্র যঃ কুরুতে
দানং যথাশক্ত্যা জিতেন্দ্রিয়ঃ । স স্বর্গমতুলং প্রাপ্য
ন শোচতি কদাচন ॥ ৫৮ ॥ অত্র যঃ প্রীতয়ে দেবাঃ
প্রাণিতির্থপর্য্যকাজ্জিভিঃ । দাতব্য্য গোঃ প্রযত্নেন
সবৎসা বিধিপূর্বকম্ ॥ ৫৯ ॥ বর্ণপূজী রৌপ্যধুরী
বস্ত্রদ্বয়সমাবৃত্তা । কাংস্তোপদোহনা তাম্র-পৃষ্ঠী বহু-
গুণাধিতা ॥ ৬০ ॥ রত্নপূজা দ্ব্যবতী ঘণ্টাভরণ-

আমাদের সমস্ত কার্য্য নিম্পন্ন হইয়াছে ; হে দেব-
দেব জগৎপতে ! তথাপি আমাদের রক্ষণার্থ এই
স্থানে অবস্থান করুন ; হে দেব ! আমাদের ইহাই
প্রার্থনা যে, আপনি সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধ করত
এইস্থানে থাকিয়া সতত আমাদের অরিগণের বিনাশ
করুন ২৩—৫৪ । ভগবান্ বলিলেন,—হে সুরগণ !
আমি তাহাই করিব, আমি এইস্থানে অবস্থান করিয়া
তোমাদের অরিজয় ও জীমান্দিগের তেজোবুদ্ধি
করিব । জিলোকে এই কথা উত্তম বিখ্যাতিলাভ
করিবে, আমার গুপ্তহরি নাম জিহুবনে বিখ্যাত
হইবে ও আমার এই পরম গুহ্যস্থানও সম্যক
খ্যাতিলাভ করিবে । এই স্থানে যে শ্রেষ্ঠ জীব
ভক্তিপূর্বক পূজা যজ্ঞ ও জপাদি করিবে,
তাহার উত্তম গতি লাভ হইবে । যে জিতে-
ন্দ্রিয় মানব এইস্থানে যথাশক্তি দান করে, সে
অতুল স্বর্গলোক লাভ করিয়া থাকে, কদাচ
শোকপ্রাপ্ত হয় না । হে দেবগণ ! ধর্ম্মা-
ভিলাষী লোকের আমার ঐতিহ্য জন্ত এইস্থানে
যথাবিধি সবৎসা গোদান করা কর্তব্য ; এই গো-
দানের একটু বৈশিষ্ট্য আছে ; তাহা এই—গো-
দানপূজ, রৌপ্যধুর, বস্ত্রদ্বয়বৃত্ত, কাংস্তোপদোহনা, তাম্র-
পৃষ্ঠী, বীহতপারিত, রত্নপূজা, দ্ব্যবতী, ঘণ্টাভরণ-

ভূমিতা । অর্চিতা গন্ধপুষ্পাদিভ্যাঃ সুপ্রসন্নাত্মজা ।
 ৬১ । বিজ্ঞান বেদবিদ্যায়াং জ্ঞানিনে নির্মলাত্মনে ।
 বিষ্ণুভক্তস্য বিহবে আনুশংসারতায় চ । ৬২ ।
 আশীষাঃ চ গোপদেয়া সর্বত্র সুখমবুভুতে । ন দেয়া
 বিজ্ঞানাত্মায় দাতারঃ সোহবপাতয়েৎ । ৬৩ ।
 মৎপ্রীতয়েহত্ৰ কাতব্য্য নির্মলেনাস্তরাশ্রম । ৬৪ ।
 সাত্যং বৈশ্চ বিভক্ত্যর্থমত্র মত্কিত্তংপটৈঃ । তেবাং
 স্মরণায়ো নিত্যং মুক্তিঃ করতলে হিতা । ৬৫ ।
 তথা চক্রহরেঃ পীঠে মৎপ্রীতৈ্য দানমুত্তমম্ ।
 অপহোমাদিকঃ চাপি কর্তব্যঃ যত্নতো নরৈঃ । ৬৬ ।
 ভবন্তোহপি বিধানেন যাত্নাঃ কুর্কন্ত সত্তমাঃ । অস্মাৎ
 তপ্তহরেঃ স্থানান্তিকটে সংযমে শুভে । ৬৭ । প্রত্যগ্-
 ভাবে গোপ্রতারাদয়োজনজয়সম্বিতে । ঘর্ঘরাশু-
 তরঙ্গিন্যা সরযুঃ সঙ্গতাঃ যতঃ । ৬৮ । অত্র স্নাত্বা
 বিধানেন জট্টব্যাজ প্রযত্নতঃ । দেবো গুপ্তহরিনাম
 সর্বকামার্থসিদ্ধিদঃ । ৬৯ । অগস্ত্য উবাচ : ইত্যা-
 ক্তাস্তদধে দেবঃ পীতাধরধরোহচ্যুতঃ । দেবা অপি

ভূমিতা, গন্ধপুষ্পাদিভ্যাং অর্চিত; প্রসন্ন ও
 জীবৎস ইহবে। এক্ষণে দানের যোগ্যপাত্র
 নির্দিষ্ট হইতেছে;—যিনি বেদবিৎ, গুণশালী,
 নির্মলাত্মা, বিষ্ণুভক্ত, বিদ্বান্ ও আনুশংস পরায়ণ,
 তাঁহাকেই পূর্বোক্ত লক্ষণাবিত গোদান করিতে
 হইবে; দেয় ও গ্রহীতা কথিত লক্ষণযুক্ত হইলেই
 দাতা সুখলাভ করিতে সমর্থ হইবে; বিজ্ঞানাত্মকেই
 দান করিবে না, কেননা অযোগ্যপাত্রে দান করিলে
 দাতার পতন হইয়া থাকে। দাতাও আমার জীতির
 জন্ত অমলাত্মা হইয়া দান করিবে। যাহারা আমার
 প্রতি ভক্তিতপ্ত হইয়া আশুওকির জন্ত এই স্থানে
 স্নান করে, তাহাদের স্বর্গলাভ হয়, এবং মুক্তি তাহা-
 দেয় করতলস্থিত জানিবে। এইরূপ আমার চক্র-
 হরির পীঠেও আমার জীতির জন্ত মানব যতপূর্বক
 উত্তম দান অশ্রু ও হোমাদি করিবে। হে সত্তমগণ!
 তোমরাও যথাবিধি যাত্না করিয়া আমার গুপ্তহরি-
 তীর্থের সন্নিধানে মনোরম স্থানে বাস কর; এই
 গুপ্তহরির পশ্চমদিকে গোপ্রতার তীর্থ হইতে
 যোজনজয় পরিমিত স্থানে ঘর্ঘরাশু নদী সরযুর
 সহিত সঙ্গত হইয়াছে; তোমরা এই ঘর্ঘরাশু ও
 সরযুসঙ্গমে যথাবিধি স্নান করিয়া যত্নসহকারে গুপ্ত-
 হরিকে সর্জন কর; এই গুপ্তহরির দর্শনে নিখিল
 কামনা সিদ্ধি হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—পীতাধরধারী-
 অচ্যুতহরি এইরূপ বলিয়া অতর্ধান করিলেন,

বিধানেন কৃৎস্না যাত্নাঃ প্রযত্নতঃ । অযোধ্যায়াং বিষ্ণু
 নিত্যং হরের্গুণবিমোহিতাঃ । ৭০ । তথা প্রভৃতি
 বিপ্রেন্দ্র তৎস্থানং ভূমি পশ্চমে । কার্তিক্যাঃ তু
 বিশেষেণ যাত্না সাংবৎসরী ভবেৎ । ৭১ । বিকো-
 র্ত্তপ্তহরেস্তত্র সঙ্গমস্থানপূর্বিকা । গোপ্রতারে চ তীর্থে-
 হস্মিন্ সরযুঘর্ঘরাস্মিতে । স্নাত্বা দেবোহর্চনীয়োহস্ম
 সর্বকামফলপ্রদঃ । ৭২ । তথা চক্রহরেধাত্মা কর্তব্য
 সুপ্রযত্নতঃ । মার্গশীর্ষস্ত বিশদে পক্ষে হরিতিথৌ
 নরৈঃ । ৭৩ । এবং যঃ কুরুতে যাত্নাং বিষ্ণুলোকে
 স মোদতে । ৭৪ । জীহৃত উবাচ । এবমুক্তা তু
 বিরতে মুনৌ কমলজয়নি । কুরুধৈপায়নো ব্যাসঃ
 পুনরাহ সবিম্বয়ঃ । ৭৫ । ব্যাস উবাচ । অত্যাশ্চর্য্য-
 ময়ীং ব্রহ্মন্ কথামেতাং তপোধন । উক্তবানসি
 যেনৈতৎসাশ্চর্য্যং মম মানসম্ । ৭৬ । বিস্তরেণ
 মম ক্রহি মাহাত্ম্যং পরমাদৃতম্ । ৭৭ । শৃণু সঙ্গম-
 মাহাত্ম্যং বিপ্রেন্দ্র পরমাদৃতম্ । স্বদেবোহুতঃ
 সম্যককথয়ামি তথা তব । ৭৮ । দশকোটীসহস্রাণি
 দশকোটীশতানি চ । তীর্থানি সরযুনদ্যা ঘর্ঘরো-

দেবগণও যথাবিধি যাত্না করত হরিরগুণে বিমোহিত
 হইয়া সতত অযোধ্যায় বাস করিতে লাগি-
 লেন। ৫৫—৭০। হে বিপ্রেন্দ্র! তদবধি এইতীর্থ পৃথি-
 বীতে প্রসিদ্ধ হইল; কার্তিকী পূর্ণিমায় এই গুপ্ত-
 হরির সাংবৎসরিকী যাত্না হয়। বিষ্ণুহরি গুপ্তহরি
 ও গোপ্রতার এবং সরযু ও ঘর্ঘর এই সঙ্গমস্থলে
 স্নান করিয়া দেবদেব হরির পূজা করিলে নিখিল
 কামনা পূর্ণ হইয়া থাকে। নরগণ যত্নসহকারে মার্গ-
 শীর্ষমাসের হরিতিথি শুক্লীএকাদশীদিবসে চক্রতীর্থের
 যাত্না করিবে। যেনর এইরূপ যাত্না করে, তাহার
 বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। শ্রুত বলিলেন,—
 কুন্তসত্তবৎসি অগস্ত্য এইরূপ বলিয়া বিরত হইলে,
 কুরুধৈপায়ন ব্যাস বিস্মিত হইয়া পুনরায় বলিতে
 লাগিলেন; ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি
 অতি উত্তম কথাই কহিয়াছেন, হে তপোধন! আপ-
 নার মুখে এই মহাবিশ্বকর কথা শুনিয়া আমার
 মনও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে। পুনরায় এই পরমাদৃত
 মাহাত্ম্য আমার নিকট বিস্তারপূর্বক বলুন। অগস্ত্য
 উত্তর করিলেন,—হে বিপ্রেন্দ্র! এক্ষণে পরমাদৃত
 সঙ্গমমাহাত্ম্য স্রবণ কর, আমি এবিধে কল্যেবের
 নিকট যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই তোমার নিকট
 সম্যকরূপে কহিতেছি। হে বিপ্র! শৃণু কল্যেবের
 নিকট শুনিয়াছি,—এই সরযু-ঘর্ঘরসঙ্গমে একাদশ

দকসকলঃ । নিবসন্তি সন্নিবিষ্টাঃ সন্নিবিষ্টাঃ সন্নিবিষ্টাঃ ।
ময়া ॥ ১৯ ॥ দেবতানাং সুরাণাঞ্চ সিদ্ধানাং
যোগিনাং তথা । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ সান্নিধ্যং সর্বদা
স্থিতম্ ॥ ২০ ॥ তস্মিন্ সঙ্গমসনিলে নরঃ স্নান-
সমাহিতঃ । সন্তর্প্য পিতৃদেবাংশ্চ দত্তা দানং স্বশ-
ক্ততঃ ॥ ২১ ॥ হস্তা বৈকবমস্ত্রেণ শুচির্বৎকল-
মাগ্নুয়াৎ । তদিত্তৈকমনা বিপ্র শূণ্ণ যৎকথয়ামি তে
২২ ॥ অশ্বমেধসহস্রস্ত বাজপেয়শতশ্চ চ । কুরুক্ষেত্রে
মহাক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকবে ॥ ২৩ ॥ সুবর্ণদানে
যৎপুণ্যমহন্তহনি তত্তবেৎ ॥ ২৪ ॥ অমাবান্তা
পৌর্ণমাস্তাং ছাদস্তোকভয়োর্বপি । অয়নে চ
ব্যতীপাতে স্নানং বৈকবলোকদম্ ॥ ২৫ ॥ তিষ্ঠেদ-
যুগসহস্রস্ত পাদেনৈকেন যঃ পুমান্ । বিধিবৎসঙ্গমে
স্নান্য পৌষ্যাং তদবিশেষতঃ ॥ ২৬ ॥ লবতেহবাক-
ছিবা যন্ত যুগানীমযুতঃ পুমান্ । স্নাতানাং শুচিভি-
স্তোমৈঃ সঙ্গমে প্রযতান্ননাম ॥ ২৭ ॥ ব্যাপ্তিভবতি
যা পুংসাং ন সা ক্রতুশ্চৈতবপি ॥ ২৮ ॥ পৌর্ন-
মাসি বিশেষেণ স্নানং বৎকলপ্রদম্ ॥ ২৯ ॥ পৌর্ন-

মাসি বিশেষণং যঃ কুর্ধ্যাৎ স্নানমাদৃতঃ । ব্রাহ্মণঃ
কজিয়ো বৈশ্বঃ শূদ্রো বা বর্ণসঙ্করঃ । স যাক্তি
ব্রহ্মণঃ স্নানং পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥ ৩০ ॥ পৌর্ন-
মাসি শু যো দদ্যাৎ শূদ্রাত্যঃ দীপমুত্তমম্ । বিধিব-
দ্ধকয়া বিপ্র শূণ্ণ তস্তাপি যৎকলম্ ॥ ৩১ ॥ নানা-
জন্মাজ্জিতং পাপং স্নানং বহুবিধং বা তত্ত্বৈৎ । তৎসর্ব-
নশ্রুতং কিপ্রং তোষন্তং লবণং যথা ॥ ৩২ ॥ আয়ু-
বাবোগ্যমৈশ্বর্য্যং সন্ততীঃ সৌখ্যমুত্তমম্ । জ্ঞানোত্তি
কলদং নিত্যং দীপদঃ পুণ্যভাজনরঃ ॥ ৩৩ ॥ যন্ত
শুক্লদ্রয়োদশাং পৌর্নমাস্তে প্রযতো ব্রতী । জাগর-
কুরুতে ধীৰঃ স গচ্ছেদ্বনং হবেৎ ॥ ৩৪ ॥ জাগর-
বিদধাদ্রাজো দীপং দত্তা তু সর্বশঃ । হোমঞ্চ কারয়ে-
দ্বিপ্রো নিয়তাত্মা শুচিত্রতঃ ॥ ৩৫ ॥ বৈকবো
বিকপূজাঞ্চ কুর্ক্বন শূণ্ণ হবেৎ কথাম্ । গীতবাদিজ-
নুতীশ্চ বিষ্ণুতোষণকাবকৈঃ । কথ্যভিঃ পুণ্য-
যুক্তাঃ স্নান্যগ্ন্যাচ্ছবীং নবঃ ॥ ৩৬ ॥ ততঃ প্রভাবে
বিমলে স্নান্য বিধিবদাদবাৎ । বিষ্ণুং সম্পূজ্য
বিপ্রাংশ্চ দেবং স্নান্যাদি শক্তিতঃ ॥ ৩৭ ॥ স্নানং চারুঞ্চ

নহস্ত কোটিতীর্থ সতত বিদ্যমান, নিগিল দেব,
দবী, সিদ্ধ, যোগী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই
সঙ্গমতীর্থে 'নত্য সন্নিহি' বহিয়াছেন, তে বিপ্র ।
শুচি সমাহিতমনা মানব এই সঙ্গমসনিলে স্নান,
দেব ও পিতৃগণের তর্পণ, যথাশক্তি দান এবং
বৈকবমস্ত্রে হোম কবিয়া কললাভ কবে, তাহা
স্নান্যাব নিকট বলিতেছি, একমনা হইয়া শ্রবণ
কব । সহস্র অশ্বমেধ, শতবাজপেয় এবং মহাক্ষেত্র
কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণকালীয়া স্নানদান কবিলে যে
কল, পুৰ্ব্বোক্ত ক্রিয়াকুশল মানবেবও প্রতিদিনে
স্নান্য তুল্য কল হয় । অমাবস্তা, পূর্ণিমা, শুক্লা
কৃষ্ণা উভয় ছাদনী, অয়ন ও ব্যতীপাতযোগে এই
সঙ্গমসনিলে স্নান বিকুলোকপ্রদ । পুরুষ সহস্র-
যুগ একপাদে অবস্থানপূর্ব্বক তপস্কা করিয়া যে পুণ্য
প্রাপ্ত হয়, পৌর্নমাস পূর্ণিমা একবার মাত্র এই সঙ্গম-
সনিলে যথাবিধি স্নান কবিয়াও মানব তাহার তুল্য
কললাভ করিয়া থাকে । মানব অবাক্শিরা ও
লবমান হইয়া অযুতযুগ তপস্কাহারা যে কললাভ
করে, প্রযতাত্মা নরগণ এই সঙ্গমের পুত্ৰজলে স্নান
করিয়াও তাহার তুল্য কললাভ করিয়া থাকে ।
বিশেষতঃ পৌর্নমাসই এই সঙ্গমস্নানে প্রশস্ত ও বহু-
কলপ্রদ ; পুরুষ শত যজ্ঞহারাও তাহার সমান পুণ্য
সঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না । বিশেষতঃ পৌষ-

মাসে যে মানব আদরসহকায়ে এই সঙ্গমস্নান
কবেন, তিনি ব্রাহ্মণ, কজিয়, বৈশ্ব কিংবা শূদ্র এমন
বি বর্ণসঙ্কর হইলেও তাঁহার ব্রহ্মপদলাভ হয়, তাঁহার
আব জন্ম হয় না ॥ ১১—২০ ॥ হে বিপ্র । যে মানব
বিধিপূর্ব্বক ব্রহ্মসহকায়ে এই সঙ্গমে পৌষমাসে স্বত-
বহুল উত্তম দীপদান কবে, তাহার পুণ্যকল শ্রবণ
কব । স্নানই চটুক, আর বহুই চটুক, তাহার নানা-
জন্মাজ্জিত কলুষসকল প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা জনহিত
লবণেব স্নায় বিনষ্ট হয় । এই তীর্থে নিত্য দীপদাতা
পুণ্যভাজন মানব আয়ু, আবোগ্য, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি
ও উত্তম সৌখ্য প্রাপ্ত হয় । আর তাহার ক্রিয়া-
কলাপ কলদ হইয়া থাকে । পৌষমাসের শুক্ল-
দ্রয়োদশীতে যে প্রযত ব্রতী ধীর নর জাগরণ করে,
সে হরিপুবে গম্ভন করিয়া থাকে । এক্ষণে জাগরণ
নিয়ম কথিত হইতেছে,—রজনীযোগে সর্বত্র দীপ-
দান করিয়া জাগরণ করিবে, নিয়তাত্মা শুচিত্রত
বৈকব দ্বিজদ্বারা হোম করাইবে, তিনি বিষ্ণুপূজা
করিবেন । অনন্তর বিষ্ণুর কথা শ্রবণ ও গীত, বাদ্য
এবং নৃত্যাদি দ্বারা বিষ্ণুর সন্তোষ সাধন করিবে ।
মানব পুণ্য বিষ্ণুকথা শ্রবণে সমস্ত রজনী অতি-
বাহিত করিয়া বিমল প্রভাতকালে যথাবিধি স্নান
করত বিষ্ণু ও বিশ্ণুগণকে পূজা করিয়া কথ্যশক্তি

বাসাসি যো দদ্যাক্কর্য্যবিতঃ । সঙ্গমে বিধিব-
 দ্বিহান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮ ॥ বর্ষেবর্ষে তু
 কর্তব্যো জাগবঃ পুণ্যতৎপটৈঃ ॥ ৯৯ ॥ হরিঃ পূজ্যো
 দ্বিজাঃ সম্যকসন্তোষ্যাঃ শক্তিতো নবৈঃ । তেন
 বিকোঃ পুবা তুষ্টিঃ পাপানি বিফলানি চ । ভবন্তি
 নির্ঝিমাঃ সর্গা যথা তাক্ষ্যস্ত দর্শনাৎ ॥ ১০০ ॥ তত্র
 স্নাতো দিবং যাতি অত্র স্নাতঃ সূগৌ ভবেৎ ॥ ১০১ ॥
 ত্রিযু লোকেষু যে কেচিৎ প্রাণিনঃ সর্গ এব তে ।
 তর্গ্যমাণাঃ পবাং তুষ্টিং যাতি সঙ্গমজৈর্জলৈঃ ॥
 ১০২ ॥ ভূতানামিহ সর্কেবাং হুঃখোহতচেতসাম্ ।
 গতিম্বেষমাণাং ন সঙ্গমসমা গতিঃ ॥ ১০৩ ॥ সপ্তা-
 বরান্ সপ্ত পবান পুরুষশ্চান্ননা সহ । পুংসস্তাবযতে
 সর্বান সঙ্গমে স্নানমাচবন্ ॥ ১০৪ ॥ জ্ঞান্যৈকবিচ-
 তে তুল্যাস্থা পুত্ৰভিবেব চ । সনেতাত্ত্র চ ন স্নান্তি
 সরযুঘর্ঘবসঙ্গমে ॥ ১০৫ ॥ বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যদুত্থা
 তীর্থেষু সঙ্গমঃ । সবযুঘর্ঘবাযোগে বৈধবস্তো
 নরঃ সদা ॥ ১০৬ ॥ অত্র স্নানেন দানেন যথা শক্যা
 জিতেন্দ্রিয়ঃ । হোমেন বিধিযুক্তেন নবঃ সর্গমবাপ্ন-
 য়াৎ ॥ ১০৭ ॥ নবো বা যদি বা নাব্যে বিধিবৎস্নান-

স্বর্গাদি দান কবিলে । যে ন নব নঙ্গমে শ্রদ্ধাসহকায়ে
 বিধিপূর্বক স্বর্ণ, অন্ন ও প্রভৃতি দান কবে, তাহার
 পবন গতি লাভ হয় । পুণ্যতৎপট নবগণের বর্ষে
 বর্ষে এইরূপ জাগরণ, হরিব পূজা ও যথাশক্তি
 দ্বিজগণের সম্যক সন্তোষসাধন কর্তব্য, এইরূপ
 করিলে বিষ্ণুর পবন তুষ্টি ও গরুড় দর্শনে সর্পের
 যেকপ দিন নাশ হয়, তদ্রূপ কপনজাল বিলীন হয় ।
 সঙ্গমেব একদিগেব স্নানফল স্বর্গবাস ও অপবদিকে
 স্নান কবিলে স্নপলাভ হয় এবং সঙ্গমজলে স্নান
 করিলে ত্রিলোকবাসী প্রাণিগণ পরম তুষ্টিলাভ
 করে । যে সকল হুঃখোপহতচিত্ত মানবগণ উত্তম
 গতি অন্বেষণ করে, তাহাদের পক্ষে এই সঙ্গমের
 স্নান উত্তম গতি নাই । এই সঙ্গমে স্নান কবিলে
 উর্দ্ধতন সপ্ত ও অধস্তন সপ্তপুরুষের আশ্রয় লাভ
 হয় । যাহাবা সরযু ঘর্ঘরের সঙ্গমে আগমন কবিলে
 স্নান করে না, এই পাপপ্রভাবে তাহাবা পঙ্গু হয় ।
 বর্ষের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, তীর্থনিচেষ্টেব মধ্যে
 তদ্রূপ এই সঙ্গমই শ্রেষ্ঠ, মানব সরযু-ঘর্ঘরসঙ্গমের
 সঙ্গলাভ করিয়া সত্যক বৈকুণ্ঠবাসী হয় । জিতেন্দ্রিয়
 মানব এই সঙ্গমতীর্থে যথাশক্তি বিধিপূর্বক অব-
 গাহন, স্নান ও হোম কবিলে স্বর্গলাভ করে । নর বা
 স্ত্রী এই সঙ্গমে বিধিপূর্বক স্নান করিলে স্বর্গলোকে

মাচরেৎ । স্বর্গলোকনিবাসো হি ভবেত্তত্ ॥
 সংশয়ঃ ॥ ১০৮ ॥ যথা বহির্দেহে সর্গঃ শুক্লমাত্রম-
 যথাপি বা । ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎসমাগম-
 মজ্জনাৎ ॥ ১০৯ ॥ একতঃ সর্বতীর্থানি নানাবিধি-
 ফলানি বৈ । সবযুদ্বর্ঘবোৎপন্নসঙ্গমস্বধিকো
 ভবেৎ ॥ ১১০ ॥ সর্বতীর্থাবগাহস্ত ফলং যাদৃক্-
 শ্মৃতং শ্রুতৌ । তাদৃক্ফলং নৃণাং সমাগৃভবেৎ
 সঙ্গমমজ্জনাৎ ॥ ১১১ ॥ গোপ্রতাবাতিধং তীর্থমপবা-
 বর্তন্তেহনঘ । সন্নিবৌ সঙ্গমশ্চব মহাপাতক-
 নাশনম্ ॥ ১১২ ॥ যত্র স্নানেন দানেন শোচতি নবঃ
 কচিৎ । গোপ্রতাবসমং তীর্থং ন তুতং ন ভবিষ্যতি ॥
 ১১৩ ॥ বাবাণস্তাং যথা বিদ্বন্ বর্ততে মণিকর্ণকা ।
 উজ্জয়িনী যথা বিপ্র মহাকালনিকেতনম্ ॥ ১১৪ ॥
 নৈমিষে চক্রবাণী তু যথা গীর্থতমা শ্মুতা । অযো-
 ব্যাযাং তথা বিপ্র গোপ্রতাবাতিধং মর্হৎ ॥ ১১৫ ॥
 যত্র বমাজ্জয়া বিদ্বন্ সাক্ষেতনপবীজনাঃ । অবাপুঃ
 স্বর্গমতুলং নিমজ্জ্য পবমার্গসি ॥ ১১৬ ॥ বাস উবাচ ।
 অবাপুস্তে কথং স্বর্গং সাক্ষেতনপবীজনাঃ । কথঞ্চ
 বাঘানা বিদ্বন্নেতৎ কথয় শ্রুতত ॥ ১১৭ ॥ অগস্ত্য

বাস কবে, সংশয় নাই । শুক্লই হউক আব
 অর্ধই হউক, বহি যেমন সকল কাষ্ঠ দহ কবে,
 সবযু-ঘর্ঘবস্নায়ী মানবও তদ্রূপ পাপরাশি ভস্মীভুত
 করে । একদিকে নিখিল তীর্থেব ফলবাশি
 একত্র হইলেও এই সঙ্গমস্নানফল তাহা হইতে
 অধিক হয় । বেদে তীর্থনিচয়ের অবগাহনে যে ফল
 নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই সঙ্গমস্নানেও মানবের তাহার
 তুল্য ফললাভ হয় ॥ ১১-১১১ ॥ হে অনঘ । গোপ্রতর
 নামক যে অপর একটি তীর্থ সঙ্গম সন্নিধানে বিদ্য-
 মান, ঐ গোপ্রতরও মহাপাতকনাশন, মানব এই
 স্থানে স্নান ও দান কবিলে কদাচ শোক প্রাপ্ত হয়
 না । গোপ্রতরের তুল্য পুণ্যতীর্থ কখনও হয় নাই,
 হইবেও না । হে বিদ্বন্ । বাবাণসীতে যেমন মণি-
 কর্ণিকা, হে বিপ্র । উজ্জয়িনীতে যেমন মহাকাল-
 নিকেতন এবং নৈমিষারণ্যে যেমন চক্রবাণী, হে
 বিপ্র । অযোধ্যাব, এই মহাতীর্থ গোপ্রতরকেও
 তদ্রূপ জানিবে । হে বিদ্বন্ । রামের আজায়
 সাক্ষেতনগববাসী নবগণ গোপ্রতরে নিমজ্জন
 কবিলে অতুল স্বর্গলাভ করিয়াছিল । বাস বলি-
 লেন,—হে শ্রুতত । সাক্ষেতনাপবীজনা কিরূপে
 স্বর্গে গমন করিল এবং রামই বা কেন শুক্লবাসকে
 স্বর্গবাসের আদেশ করিলেন, এই প্রশ্ন করুন ।

উবাচ । সাবধানঃ শৃণু মূমে কথামেতাং সুবিস্তরাৎ ।
যথা জগাম রামোহসৌ স্বর্গং স চ পুরীজনঃ ॥১১৮॥
পূবা রামো বিধায়ৈব দেবকার্যমতুলিতঃ । স্বর্গ-
গন্তং মনশ্চক্রে ভ্রাতৃত্বাং সহ বীবধীঃ ॥১১৯॥
ততো নিশমা চারৈণ বানবাঃ কামকপিণঃ । ঋক্ষ-
গোপুচ্ছরক্ষাসি সমুৎপেতুবনেকশঃ ॥ ১২০ ॥
দেবগন্ধর্বপুত্রাশ্চ ঋষিপুত্রাশ্চ বানবাঃ । বামকব-
শ্চিদিহা তু সর্ষ এব সমাগতাঃ ॥ ১২১ ॥ তে বান-
মহুগতোচুঃ সর্ষে বানবযুথপাঃ । তবানু মনে
রাজন সম্প্রাপ্তাঃ স্ম উহানঘ ॥ ১২২ ॥ যদি বাম
বিনাস্মাভির্গচ্ছেত্ব পুরুষধ্বং । সর্ষে শৃণু হ না-
শ্রাম দণ্ডেন মহতা নৃপ ॥ ১২৩ ॥ শ্রদ্ধা তু বচন-
তবামৃকবানববক্ষসাম্ । বিভীষণমুবাচাথ বাঘ-
বস্তৎক্ষণং গিবা ॥ ১২৪ ॥ যাবৎপ্রজা ধ্বংসান্তি
তাবদেব বিভীষণ । কুবায়স্ব মহারাজ্যং লক্ষাং হং
পালয়িস্যসি ॥ ১২৫ ॥ শাবি বাজ্যঞ্চ ধ্বংসেতন্নাত্মনা
এবচঃ কুরু । প্রজাশ্চ বক্ষ বশ্মেণ নোত্তবং বকু-
মর্হসি ॥ ১২৬ ॥ • এবমুক্তা তু কাকুৎস্থো হনুমন্ত

গগন্ত্য উত্তব কবিলেন,—হে মূমে সাবধান হইবা
এবণ কব, বাম পৌবজনসহ যেরূপে স্বর্গে গিবা-
ছিলেন, আমি তাহা বিস্তারপূর্বক বলিতোছি ।
পূবাকালে বীবধী অনলস বাম সুবকার্য্য সমাধা
কবিয়া ভ্রাতৃত্বগণ ভবত ওশক্রয়সহ স্বর্গগমনে
মনন করিেন । অনন্তর কামকপৌ বানবগণ চাবমুখে
এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া তথায় উপনীত হইল,
কমে অনেক ঋক্ষ ও গোপুচ্ছ বাক্সগণ, দেব ও
গন্ধর্বহনয়, ঋষিকুমার এবং অন্তান্ত বানবগণও
এই সংবাদ পাইয়া সুকলেই রামসমীপে সমাগত
হইল । অনন্তর বানরযুথপতিগণ রামেব অহুগমনে
অভিপ্রায় জানাইয়া বলিল,—হে অনঘ । আমরা
সকলেই আপনার অহুগমন কবিব, যদি
আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি স্বর্গে গমন
করেন, হে পুরুষভ রাম । তবে আপনার এবংবিধ
মহাদণ্ডপাতে নিশ্চয়ই আমরা সকলেই প্রাণে মরিয়া
যাইব ।• রাঘব রাম সেই ঋক্ষ, বানব ও বাক্স-
গণের এইরূপ নির্বন্ধ শ্রবণ কবিয়া তৎক্ষণাৎ
বিভীষণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য কহিলেন,—হে
বিভীষণ । যত কাল লোক সকল বিদ্যমান থাকিলে,
তুমি তাবৎ এই মহাবাজ্য লক্ষ্য শাসন পালন
কর, তুমি স্বাধীনভাবে প্রজাগণের শাসন ও বাজ্য-
পালন করিবে, আমাদিগকে বাক্যে অস্ত্রধা করিও না,

মথ্যব্রবাৎ । বায়ুপুত্র চিবঃ জীব মা প্রতিজ্ঞাং
বুধা কুথাঃ ॥ ১২৭ ॥ যাবল্লোকা বদিস্যন্তি মৎকথাং
বানরব্রভ । তাবৎ বারয় প্রাণান প্রতিজ্ঞাং প্রতি-
পালয় ॥ ১২৮ ॥ মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চৈব অমৃতপ্রাশনা-
বৃত্তৌ । যাবল্লোকা বদিস্যন্তি তাবদেতো বরিস্যতঃ ॥
১২৯ ॥ পুত্রগৌত্রশ্চ বেহস্মাকং তানু কক্ষিহ বানরাঃ ।
এবমুক্তা তু কাকুৎস্থঃ সধানশ্চ চ বানবান্ । যথা
সাক্ষি প্রযতোঃ তদা তান বাঘবোহববৌ ॥ ১৩০ ॥
প্রভাণায়াস্ত শর্ষ ৷ পৃথুবক্ষা মহাভূজঃ । বামঃ
বনপত্রান পুৰোধগমথাববাৎ ॥ ১৩১ ॥ অগ্নি-
হাএনি বাহুগ্রৈঃ প্যমানানি সর্বশঃ । বাজপেয়াতি-
বাত্রাগ নিঃশ্চ চ মমাত্রাং ॥ ১৩২ ॥ ততো
বনিষ্ঠস্তেজস্বী সন্ম নিশ্চিত্য চেতসা । চকার
বিবিবৎকস্য মহাপ্রস্থানিকং বিধিম্ ॥ ১৩৩ ॥ ততঃ
ক্ষৌমাধবববৌ ব্রহ্মচর্য্যসমবিতঃ । কুশানাদায়
পাণিত্যাং মহাপ্রস্থানমুদ্যতঃ ॥ ১৩৪ ॥ ন ব্যাহব-
চ্চুতং কিঞ্চিদন্তত বা নবেষবঃ । নিষ্কম্য নগবাস্ত-

আব এবিধে তোমার কোনরূপ উত্তর কবাও
উচিত হয় না । অনন্তর কাকুৎস্থ বাম বিভীষণের
প্রতি এইরূপ আদেশ দিয়া হনুমানকে কহিলেন,—
হে বায়ুতনয় । চিরজীবী হও, তুমিও প্রতিজ্ঞা বুধা
কবিও না । হে বানরব্রভ । যে পর্য্যন্ত লোক সকল
আমার কথা কৌতূহল কবিবে, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা
পালন কবত ততকাল জীবন ধারণ কর, আব
মৈন্দ দ্বিবিদ ইহা বা অমৃতপ্রাণী অমব হইয়া
যতকাল ত্রিলোকেব অস্তিত্ব থাকিবে, ততকাল
জীবন ধারণ করক এবং অন্তান্ত বানর-
গণ এই অযোধ্যায় বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের
পুত্র পৌত্রগণকে রক্ষা করক । রঘুবর কাকুৎস্থ
রাম এইরূপ বলিয়া বানরগণের প্রতি পুনরায়
কহিলেন,—তোমরা আমাদিগ সহিত গমন কর ।
অনন্তর রজনী প্রভাতে পৃথুবক্ষা মহাভূজ রাজীব-
লোচন বাম ধুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন,—
আমি মহাপ্রস্থান করিব, বাজপেয় অতিরাত্র
প্রভৃতি দীপ্যমান অগ্নিহোত্র আমার অগ্রে অগ্রে
গমন করক । রামেব বাক্যে তেজস্বী মহর্ষি
বশিষ্ঠ মনে মনে তাত্‌কালিক অহুষ্ঠেয় ক্রিয়া কলাপ
নিশ্চয় করিয়া যথাবিধি মহাপ্রস্থানিক বিধির অহু-
ষ্ঠান করিলেন । অনন্তর মহাপ্রস্থানোদ্যত রাম
ক্ষৌমাধবধারণ ও ব্রহ্মচর্য্যকৃত হইয়া কমলগৌলে কুশ
ধারণ করিলেন, নয়নীধ মৌনী হইলেন, তখন

স্বাং সাগরাদিব চক্ষুঃ ॥ ১৩৫ ॥ রামস্ত সব্যপাশে
তু সপত্নী কীঃ সমাশ্রিতা । দক্ষিণে হীর্কিশালাকী
ব্যবসায়স্থখাগ্রতঃ ॥ ১৩৬ ॥ নানাবিধায়াধুস্তত্র ধনুর্জ্যা-
প্রভৃতীন চ । অর্জুনজন্তি কাকুৎস্থঃ সর্বে পুরুষ-
বিগ্রহাঃ ॥ ১৩৭ ॥ বেদো ব্রাহ্মণরূপেণ সাবিজ্ঞী
সব্যদক্ষিণে । ঔকারোহথ ববর্চকারঃ সর্বে রামঃ
তদাব্রজন্ ॥ ১৩৮ ॥ ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ সর্বে
চৈব মহীধরাঃ । অম্লগচ্ছন্তি কাকুৎস্থঃ স্বর্গদ্বার-
মুপস্থিতম্ ॥ ১৩৯ ॥ তথানুযান্তি কাকুৎস্থমস্তঃ-
পুরগতাঃ স্ত্রিয়ঃ । সপ্তদ্বারদাসীকাঃ সপঞ্চদার-
রক্ষকাঃ ॥ ১৪০ ॥ সান্তঃপুরশ্চ ভরতঃ শক্রব্রহ্মসহিতো
যযৌ । রামঃ ব্রজস্তুমাগম্য রঘুবংশমম্বুভূতাঃ ॥ ১৪১ ॥
ততো বিপ্রা মহাত্মানঃ সান্নিহোত্রাঃ সমস্ততঃ ।
সপুত্রদারাঃ কাকুৎস্থমম্লগচ্ছন্তি সর্বশঃ ॥ ১৪২ ॥
মন্ত্রিণো ভূতায়ুক্তাশ্চ সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ । সর্বে
তে সানুগাশ্চৈব হম্লগচ্ছন্তি রাঘবম্ ॥ ১৪৩ ॥ ততঃ
সর্বাঃ প্রকৃতয়ো হৃষ্টপুষ্টজনাবৃতাঃ । গচ্ছন্তমম্ল
গচ্ছন্তি রাঘবঃ গুণরঞ্জিতাঃ ॥ ১৪৪ ॥ তথা প্রজাশ্চ

শকলাঃ সপুত্রাশ্চ সহবান্ধবাঃ । রাঘবসানুগাশ্চাসন
দৃষ্টা বিগতকল্মষম্ ॥ ১৪৫ ॥ স্নাতাঃ শুক্লাবরধরাঃ
সর্বে প্রযতমানসাঃ । কুহা কিলকিলাশকমম্লগচ্ছন্তি
রাঘবম্ ॥ ১৪৬ ॥ ন কশ্চিত্তত্র দীনোহভূত ভীতো
নাতিহুঃখিতঃ । প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্বে বভূবুঃ পর-
মাত্ততাঃ ॥ ১৪৭ ॥ ভ্রষ্টকামাশ্চ নির্বাপঃ রাজ্ঞো
জনপদাস্তথা । সম্প্রাপ্তস্তেহপি দৃষ্টেইব নতোমার্গেণ
চক্রিণম্ ॥ ১৪৮ ॥ ঋক্ষবানররক্ষাংসি জনাশ্চ পুর-
বাসিনঃ । আগত্যা পরমা ভক্ত্যা পৃষ্ঠতঃ সমুপায়যুঃ ॥
১৪৯ ॥ তানি ভূতানি নগরে হস্তকানগতাস্তপি ।
রাঘবং তেহপ্যনুযযুঃ স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫০ ॥
যানি পশ্যন্তি কাকুৎস্থঃ স্বাবরাণি চরাণি চ । সন্ধানি
স্বর্গগমনে যতিং কুর্বাণি তাস্তপি ॥ ১৫১ ॥
নাসীৎ সঙ্কমযোধ্যায়াং স্ত্রুশ্চক্ষ্মমপি কিঞ্চন । যজ্ঞাঘবং
নানুযান্তি স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫২ ॥ 'অর্থার্কযোজন'
গত্বা নদীং পশ্চান্মুখো যযৌ । সরযুং পুণ্যসলিলাং
দদর্শ রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫৩ ॥ অথ তস্মিন্ যুহুর্ভে তু
ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ । সর্বেঃ পরিবৃত্তো দেবে-

কি শুভ, কি অশুভ, তাঁহার মুখে কোন
বাক্যই উচ্চারিত হইল না । অনন্তর
শশধর যেরূপ সাগর হইতে বহির্গত হন, তিনিও
তদ্রূপ অযোধ্যানগরী হইতে নিষ্কাশিত হইলেন ।
রাম বহির্গত হইলে, তাঁহার বাম পার্শ্বে কমলাদেয়া
কমলা ও দক্ষিণে বিশালাকী লজ্জা চললেন এবং
সম্মুখে অবিচলিত অধ্যবসায়, নানাবিধ আয়ুধ,
ধনু, ও গুণ প্রভৃতি পুরুষ বিগ্রহ ধারণ করিয়া
সকলেই সেই মহাপুরুষের অনুগমন করিল ।
তখন ব্রাহ্মণবিগ্রহ বেদ তাঁহার বামপার্শ্বে ও
সাবিজ্ঞী দক্ষিণে গমন করিলেন এবং ঔকার,
ববর্চকার সকলেই রামের অনুগমন করিলেন ।
মহাত্মা ঋষি ও মহীধরনিকর তাঁহার অনুগমন
করিয়া স্বর্গদ্বার পর্যন্ত উপনীত হইলেন । এতদ্বিধ
জিহিল অন্তঃপুরস্বতী, বাল কৃষ্ণ দাস দাসী, পার্শ্বদ
ও যাত্র রক্ষকও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন
করিল । তখন শক্রব্রহ্ম ভরত পুর হইতে
বহির্গত হইলেন, অন্তঃপুরবাসিগণ তাঁহাদের অনু-
গমন করিল; তাঁহারাও ক্রমে আসিয়া রামের
সহিত মিলিত হইলেন । অনন্তর চারিদিক হইতে
পুত্রাদিগণও পরিহোত্রী মহাত্মা বিপ্র বৃদ্ধ ভূত্যা
বান্ধবগণসহ, সপুত্র স্ত্রী এবং সপুত্রবান্ধব, হৃষ্ট

পুষ্ট গুণরঞ্জিত প্রজাগণ সেই বিগতকল্মষ রামের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৮—১৪৫ ॥
সকলেই শ্রান করিয়া শুক্লবসন পরিধানপূর্বক প্রযত
হইল এবং সকলেই কিলকিলা শব্দ উত্থিত করিয়া
রাঘবের অনুগমন করিতে লাগিল । তথায় কেহই
দীন, ভীত বা হুঃখিত ছিল না, সকলেই প্রহৃষ্ট,
মুদিত ও মহাবিস্মিত; সেই নির্বাপ পুরুষের
দর্শন বাসনায় নানা জনপদ হইতে রাজগণ
আগমন করিলেন, এবং সকলেই তাঁহাকে আকাশ-
পথে চক্রধারীর স্তায় দর্শন করিতে লাগিলেন ।
ঋক্ষ, বানর রাক্ষস ও পুরবাসিগণ পরম ভক্তি-
পূর্বক সেই মহাপুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল,
অযোধ্যাপুরী প্রাণিহীন হইল, সকলেই রামের
অনুগমন করিয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইল । যে
সকল হাবর ও চর প্রাণী কাকুৎস্থকে দর্শন করিতে
লাগিল, সকলের প্রাণে যেন এক অপূর্ণ স্বর্গ-
বাসের বাসনা জাগরিত হইয়া উঠিল । রাঘবের
অনুগমন করিয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হয় নাই, এমন
কোনও স্ত্রুশ্চক্ষ্মও তৎকালে অযোধ্যায় বিদ্যমান
রহিল না । অনন্তর রঘুনন্দন রাম পশ্চাৎ দিকে
অর্থযোজন গমন করিয়া পুতসলিলা সরযু দর্শন
করিলেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সেই যুহুর্ভেই
মহাত্মা পুর ও অধিগণে পরিবৃত্ত হইয়া স্বর্গদ্বারে

‘বিভিষত’ মহাবীর্যঃ । আযযৌ তত্র কাকুৎস্থঃ
স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্ ॥ ১৫৪ ॥ বিমানশতকোটিভি-
দ্বিবিষ্যতিঃ সর্বতো বৃতঃ । দীপয়ন সর্বতো বোম
জ্যোতির্ভূতমমৃতমম্ ॥ ১৫৫ ॥ স্বয়ম্প্রভৈশ্চ তেজোভি-
বহতিঃ পুণ্যকর্ম্যভিঃ পুণ্যা বাতা ববুস্তত্র গন্ধবন্তঃ
সুখপ্রদাঃ ॥ ১৫৬ ॥ সপুণ্যাপুণ্ডরবৎ চ বায়ুযুক্তঃ
মহাজবম্ । গন্ধর্কেরপসরোভিষ্ত তস্মিন সূর্য
উপস্থিতঃ ॥ ১৫৭ ॥ সরযুসলিলং রামঃ পদ্মাং স
সমুপান্ধনং । ততো ব্রহ্মা সুরবৈরুচঃ স্তোভুঃ
সমুপচক্রমে ॥ ১৫৮ ॥ হং হি লোকপতির্দেব ন হ্যং
জানাতি কশ্চন । অহং তে বৈ বিশালাক্ষ ভূতপুং-
পরিগ্রহঃ ॥ ১৫৯ ॥ ‘ইমচ্চিত্তাঃ মহদ্ভূতমক্ষয়ং’ লোক-
সংগ্রহে । যামিচ্ছসি মহাবীৰ্য্য তাং তনুং প্রবিশ
স্বকাম্ ॥ ১৬০ ॥ পিতামহস্ত বচনাদিদমেবাদিশং
স্বয়ম্ । ‘সুদিত্যং বৈকব’ তেজঃ সংসাং স
সহজজঃ । ততো বিষ্ণুতনুং দেবাঃ পূজয়ন্তঃ
সুরোত্তমম্ ॥ ১৬১ ॥ সাধ্যা মরুদগণাশ্চৈব সেন্দাঃ
সাগ্রিপুরুগমাঃ । যে চ দিব্যা ঋষিগণা গন্ধর্বাঙ্গবস-
ন্তথা । সুপর্ণা নাগযক্ষাশ্চ দৈত্যদানববাক্সাঃ ॥

সমাগত কাকুৎস্থ সমীপে উপনীত হইলেন ।
ঊহাদেয় শতকোটি দিবাবিমানে সকল দিক্ আবৃত
হইল, তখন স্বয়ংপ্রভ মহাত্মা পুণ্যকর্মাদিগের
অমৃতম প্রদীপ্ত তেজে আকাশমণ্ডল জ্যোতির্ময়
হইয়া গেল । গন্ধবান সুখপ্রদ পুণ্য পবন প্রবাহিত
হইলে পুত পুণ্ডরুষ্টি বায়ুযুক্ত হইয়া মহাবেগে পাতত
হইতে লাগিল, এবং গন্ধর্বগণ অপ্সরাদিগের
সন্নিহিত মিলিত হইয়া দিবীকরের আরাধনা করিল ।
অনন্তর রাম পদযুগল দ্বারা সরযুনীর স্পর্শ করি-
লেন, ব্রহ্মা সুরগণসহ ঊহার স্তব করিতে
লাগিলেন । ব্রহ্মা কহিলেন,—হে দেব । আপনি
নিখিল লোকের নাথ, কেহ আপনাকে জানিতে
সমর্থ হয় না; হে বিশাললোচন ! আমিও পূর্বে
আপনা হইতে প্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছি; হে মহাবীৰ্য্য ।
‘আপনি লোকনিয়মের জন্ত স্বীয় অতিলাভস্বারে
অচিন্ত্য অক্ষয় মহাকুত স্বকীয় তনুতে প্রবেশ
করিয়া থাকেন । আমি লোকপিতামহ ব্রহ্মা,
আপনি ক্রমায়ই প্রার্থনায় সুদিত্য বৈকব তেজ
অবলম্বনপূর্বক স্বয়ং অমৃতজল সংসারে প্রবেশ
করিয়াছেন; আপনি সুরোত্তম, দেবগণ আপনাকে
বিষ্ণুতনু, জামিনী পূজা করেন; সাধ্যগণ মরুদগণ
সাগ্রিপুরু ইত্যাদি দেবগণ, দিব্য ঋষি, অপ্সরা,

১৬২ ॥ দেবাঃ প্রহৃষ্টা মুদিতাঃ সর্বৈ পূর্মমোরখাঃ ।
সাধুসাম্প্রতি তে সর্বৈ ত্রিদিব্যা বভাবিরে ॥ ১৬৩ ॥
অথ বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পিতামহমুবাচ হ । এষাং
লোকং জনোযানাং দাতুমর্হসি সুব্রত ॥ ১৬৪ ॥
ইমে তু সর্বৈ মৎস্নেহাদায়াতাঃ সর্মমানবাঃ । ভক্তিমন্ত
ভক্তিমন্তশ্চ ত্যক্তান্মানোহপি সর্মশঃ ॥ ১৬৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বিষ্ণুকথিতং সর্মলোকেষরোহব্রবীৎ ।
লোকং সন্তানিকং নাম সংস্থাস্তি হি মানবাঃ ॥ ১৬৬ ॥
স্বর্গদ্বারেহত্র বৈ তীর্থে রামমেবানুচিন্তয়ন প্রাণাংস্ত্য-
জতি ভক্ত্যা বৈ স সন্তানং পরং লভেৎ ॥ ১৬৭ ॥
সর্বৈ সন্তানিকং নাম ব্রহ্মলোকাদনন্তরম্ । বানরাস্ত
স্বকাং যোনিং রাক্সসাস্ত্যপি রাক্সসীম্ ॥ ১৬৮ ॥
যন্তা বিনিঃস্রতা যে বৈ সুবাসুরতনুভবাঃ । আদিত্য-
তনয়শ্চৈব সূগ্রীবঃ সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥ ১৬৯ ॥ ঋষয়ো
নাগযক্ষাশ্চ প্রযাস্তি স্বকারণম্ । তথা ক্রবতি
দেবেশে গোপ্রতারমুপস্থিতম্ ॥ ১৭০ ॥ তজ্জলং
সরযুং ভেজে পরিপূর্ণং ততো জলম্ । অবগাহ

গন্ধর্ব, সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্সস ও
দেবগণ আপনার পূজা করিয়া প্রমুদিত ও পূর্মমো-
রখ হন এবং ত্রিদিবাসিগণ স্বর্গে থাকিয়া আপনার
উদ্দেশে সাধু সাধু বলিয়া থাকেন ॥ ১৬৬—১৬৭ ॥ অম-
ন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন,—হে
সুব্রত ! এই জনসমূহের উত্তমলোক বিধান কর ;
এই মানবগণ স্নেহভরে আগমন করিয়াছেন, ইহারা
সকলেই ভক্ত, ভক্তিমান ও সর্মপ্রকারে ত্যক্তান্মা ।
বিষ্ণুর এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিখিল লোকের
নাথ ব্রহ্মা উত্তর করিলেন,—মানবগণ সন্তানিক
অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন লোকে সংস্থাপিত হইবে । যাহারা
এই স্বর্গদ্বারতীর্থে ভক্তিসহকারে রামকে চিন্তা
করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহাদিগের
অবিচ্ছিন্ন লোক লাভ হইবে এবং সকলেই
ব্রহ্মালোকের পরবর্তী সন্তানিক নামক লোকে গম্য
করিবে । বানরগণ সূর্য্যমণি, রাক্সসগণ রাক্সসী-
যোনি এবং সুর ও, অসুর প্রভৃতি যে যে যোনি
হইতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, স্বর্গদ্বার তীর্থ
প্রভাবে সকলেই সন্তানিক লোকলাভ করিবে । সূর্য্য-
তনয় সূগ্রীব সূর্য্যমণ্ডলে গমন করিলেন এবং ঋষি,
নাগ ও যক্ষগণ স্ব স্ব কারণ শরীর প্রাপ্ত হইলেন ।
দেবেশ ব্রহ্মা এইরূপ বলিতে থাকিলে রাম ক্রমে;
গোপ্রতারে উপনীত হইলেন; এই গোপ্রতার
সরযুরই এক অংশ, গভীর জল; রামের অঙ্গুগামী

জলং সর্বে প্রাণাংস্ত্যক্তা প্রহৃষ্টবৎ ॥ ১৭১ ॥ মাতৃবৎ
দেহমুৎসৃজ্য তে বিমানাচ্ছাথুরুহন । তির্ধ্যগ্‌যোনিগতা
ষে চ প্রবিষ্টা সরযুং তদা ॥ ১৭২ ॥ দেহত্যাগং চ
তে কৃত্ব কৃতা দিব্যবপুর্ধরাঃ । তথাস্তান্তপি সর্বানি
হাবরাণি চরাণি চ ॥ ১৭৩ ॥ প্রাপ্য চোত্তমদেহং
বৈ দেবলোকমুপাগমন । তস্মিন্‌স্তত্র সমাপরে
নানরা ঋকরাক্ষসঃ । তেহপি প্রবিবিষ্টাঃ সর্বে
দেহারিক্‌ষিপা বৈ তদা ॥ ১৭৪ ॥ তদা স্বর্গং গতাঃ
সর্বে নৃহা লোকগুরুং বিভূম্ । জগাম ত্রিদশৈঃ
সার্বং রামো হৃষ্টো মহামতিঃ ॥ ১৭৫ ॥ অতস্তদগো-
প্রতারাধ্যাং তীর্থং বিখ্যাতিমাগতম্ । গোপ্রতারে
পরো মোক্ষো নাস্ততীর্থেষু বিদ্যতে ॥ ১৭৬ ॥
জন্মান্তরশতৈবিপ্র যোগোহয়ং যদি লভ্যতে ।
যুক্তির্ভবতি তবেকজন্মনা লভ্যতে ন বা ॥ ১৭ ॥
গোপ্রতারে ন সন্দেহো হরির্ভক্ত্যা স্তুনিষ্ঠিতঃ ।
একেন জন্মনাস্তোহপি যোগমোক্ষঃ চ বিন্ধতি ॥
১৭৮ ॥ গোপ্রতারে নরো বিদ্বান্‌যোহপি স্নাত্তি
স্তুনিষ্ঠিতঃ । বিশত্যসৌ পরং স্থানং যোগিনামপি
তুর্লভম্ ॥ ১৭৯ ॥ কার্তিক্যাং চ বিশেষেণ স্নাতব্যং

সকলেই সে জলে অবগাহন করিয়া প্রাণ পরি-
ত্যাগপূর্বক প্রহৃষ্টের ভাৱে হইল এবং মাতৃবৃ-
শরীর ত্যাগ করিয়া বিমানে আরোহণ করিল ।
তখন তির্ধ্যক যোনিগণও সরযুনীরে প্রবেশ করিয়া
প্রাণপরিত্যাগপূর্বক দিব্য দেহ ধারণ করিল এবং
অস্তান্ত হাবর ও চর প্রাণিগণ উত্তম দেহ প্রাপ্ত
হইয়া সুরলোকে গমন করিতে লাগিল । তৎকালে
এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইলে বানর, ভল্লুক ও
রাক্ষসগণ লোকগুরু বিভু রামকে ভাবিতে ভাবিতে
দেহ হইতে প্রাণ বহির্গত করিয়া দিয়া সকলেই
স্বর্গে গমন করিল । মহামতি রামও হৃষ্টহৃদয়ে
ত্রিংশগণ সহ স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । হে বিপ্র !
তদবধি গোপ্রতারাধ্য তীর্থ লোকে বিখ্যাতি লাভ
করিয়াছে । তীর্থনিচয় মধ্যে একুপ তীর্থ আর নাই,
এই তীর্থে পরম মোক্ষ লাভ হয় । শতজন্মের
পুণ্যফলে মানবের যদি এই গোপ্রতরযোগ লাভ
হয়, অবশ্যই তাহার একজন্মে মুক্তিলাভ হইয়া
থাকে । হরি ঋকসহকারে গোপ্রতারে
করেন, মোক্ষ নাই ; এই তীর্থে মানব একজন্মেই
মোক্ষ মোক্ষ লাভ করে । যে জানী নর বিশ্বাস
সম্পন্ন হইবে গোপ্রতারে স্নান করে, সে যোগিহীন

বিজিতেন্দ্রিয়ৈঃ । কার্তিকে যানি বিপ্রর্ষে সর্বে
দেবাঃ সর্বাসবাঃ । স্নাতুমাস্ত্যযোধ্যায়াং গোপ্রতারে
বিশেষতঃ ॥ ১৮০ ॥ গোপ্রতারসমং তীর্থং ন ভূতং
ন ভবিষ্যতি । যত্র প্রয়াগরাজোহপি স্নাতুমাস্তি
কার্তিকে ॥ ১৮১ ॥ নিম্পাপঃ কলুষং ত্যক্তা
শুক্রাঙ্গঃ সিতকঙ্কঃ । শুদ্ধার্থং সাধুকামোহসৌ
প্রয়াগে মুনিসত্তম ॥ ১৮২ ॥ যানি কানি চ তীর্থানি
ভূমৌ দিব্যানি সূত্রত । কার্তিক্যাং তানি সর্বাণি
গোপ্রতারে বসন্তি বৈ ॥ ১৮৩ ॥ গোপ্রতারে জপো
হোমঃ স্নানং দানং চ শক্তিতঃ । সর্বমক্ষয়তাং
যাতি শ্রদ্ধয়া নিয়মত্রতম্ ॥ ১৮৪ ॥ কার্তিকে প্রাপ্য
তদ্যান্তি তীর্থানি সকলান্তপি । গোপ্রতারং
গামিষ্যামঃ পাপং ত্যক্তুমিতীচ্ছয়া ॥ ১৮৫ ॥ গোপ্রতারে
কৃত্ব স্নানং সর্বপাপপ্রণাশনম্ । গোপ্রতারে নরঃ
স্নাত্বা দৃষ্ট্বা শুশ্রুতরিং বিভূম্ । সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত
নাস্ত কার্য্য বিচারণা ॥ ১৮৬ ॥ বিষ্ণুর্মুদিত্ত বিপ্রাণাং
পূজনং চ বিশেষতঃ । কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া যুক্তৈঃ
স্নানপূর্বকং যতত্রতৈঃ ॥ ১৮৭ ॥ পরশ্বিনী চ গৌর্দেয়া

পরম স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে । ১৮৪—১৭৯ ।
বিশেষতঃ কার্তিক পূর্ণিমায়ুজিতোল্লয় মানবগণের
এই গোপ্রতার তীর্থে অবশ্যই স্নান কর্তব্য ; হে
বিপ্রর্ষে ! কার্তিকমাসে বাসবসহ সুরগণ অযোধ্যায়
গোপ্রতারে স্নানার্থ আগমন করিয়া থাকেন ।
হে মুনিসত্তম ! গোপ্রতার তীর্থের তুল্য 'তীর্থ'
আর হয়ও নাই, হইবেও না ; যে প্রয়াগ তীর্থে
পুণ্যকামী মানব স্বীয় শুদ্ধির জন্ত পাপ পরিত্যাগ
করিয়া শুক্রাঙ্গ ও সিতকঙ্ক হয়, কার্তিকমাসে
সেই প্রয়াগরাজ স্বয়ং এই তীর্থে স্নানার্থ 'আগমন'
করেন । হে সূত্রত ! এই পৃথিবীমণ্ডলে যে
সকল দিব্যতীর্থ বিদ্যমান, কার্তিক পূর্ণিমায় তৎ-
সমস্ত গোপ্রতারে বাস করিয়া থাকেন । এই
গোপ্রতারে জপ, হোম, স্নান ও দান প্রভৃতি
শুদ্ধপূর্বক অহুত্তিত সমস্ত নিয়ম ত্রতই অক্ষয় হয় ।
কার্তিকমাস সমাগত হইলে তীর্থ সকল "পাপ
পরিত্যাগ করিতে গোপ্রতারে গমন করিব" এই-
রূপ অভিলাষ করিয়া আগমন করিয়া থাকে । গো-
প্রতারে স্নান করিলে কলুষ সকল বিনষ্ট হয় ;
মানব এই তীর্থে স্নান ও বিভু শুশ্রুতরিকে দর্শন
করিয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়, সর্বপাপ নাই ।
বিশেষতঃ এই তীর্থে বিষ্ণু উদ্ভেদেণ ত্রিংশগণ
অর্চনা করিতে হয়, যতজাত মানবগণ স্নান করিয়া

সালঙ্কারা চ শক্তিভ্যঃ । বিপ্রায় বেদবিহ্বল্যে নিয়ম-
ব্রতশালিনে । আশ্রয়ান্তিচয়ে বিষ্ণুপ্রীত্য
যতান্নমা ॥ ১৮৮ ॥ অন্নং বহুবিধং হেম বাসাসি
বিবিধানি চ । দাতব্যানি হরেঃ প্রাপ্ত্য তজ্জ্যা
পরময়া যুতৈঃ ॥ ১৮৯ ॥ সূর্য্যগ্রহে কুরুক্ষেত্রে
নশ্বদায়াং শশিগ্রহে । তুলাদানস্ত যৎপুণ্যং তদত্র
দীপদানতঃ ॥ ১৯০ ॥ সূতেন দীপিকো যস্ত তিলতৈলেন
বা পুনঃ । জলতে মুনিশার্দূল চয়মেধেন তস্ত
কিম্ ॥ ১৯১ ॥ তেনেষ্টং ক্রতুভিঃ সর্কৈঃ কৃতং
তীর্থাবগাহনম্ । দীপদানং কৃতং যেন কার্ত্তিকে
কেশবাগ্রহঃ ॥ ১৯২ ॥ নানাবিধানি তীর্থানি ভুক্তি-
মুক্তিপ্রদানি চ । গোপ্রতারস্ত তাস্তত্র কলা-
নাইন্তি বোডশীম্ ॥ ১৯৩ ॥ স্বর্ণমল্লং চ যো দদ্যাৎ-
আশ্রয়ে বেদপারগে । শুভাং গতিমবাপ্নোতি
হৃদিবর্চৈব দীপ্যতে ॥ ১৯৪ ॥ গোপ্রতারান্তিধে
তীর্থে ত্রিলোকীবিষ্ণুতে দ্বিজ । দদ্যন্নং চ বিধানেন
ন স ভুয়োহভিজায়তে ॥ ১৯৫ ॥ তত্র গ্নানং তু যঃ
কুর্য্যাদিপ্রান সন্তপ্যেবরঃ । মৌদ্র্যমণেশ্চ যজ্ঞস্ত

কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৯৬ ॥ একাহারস্ত
যন্তিষ্ঠেন্নাসং তত্র যতব্রতঃ । যাবজ্জীবন্তং
পাপং সহসা তস্ত নশ্ততি ॥ ১৯৭ ॥ অগ্নিপ্রবেশং
যে কুর্য্যোগোপ্রতারে বিধানতঃ । তে বিষ্ণুস্তি পদং
বিষ্ণোর্নিঃসন্দ্বং তপোধন ॥ ১৯৮ ॥ কুরুস্তানশনং
যেহত্র বিষ্ণুভক্ত্যা মুনিপ্রিতাঃ । ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ
কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৯৯ ॥ অর্চয়েদ্যজ্ঞ গোবিন্দ-
গোপ্রতারে হি মানবঃ । দশসৌবর্ষিকং পুণ্যং
গোপ্রতারে প্রকথ্যতে ॥ ২০০ ॥ অগ্নিহোত্রকলো
ধূপো গোবিন্দস্ত সমর্পিতঃ । ভূমিদানেন সদৃশং
গন্ধদানকলং স্মৃতম্ ॥ ২০১ ॥ অত্যদুতমিদং বিঘ্ন
স্থানমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্ । কার্ত্তিক্যা তু বিশেষণ
অত্র স্নাতা শুচিত্বতঃ ॥ ২০২ ॥ স্বর্গদ্বারে নরঃ
স্নাতা দশস্বর্ণকলং লভেৎ । স্বর্গদঃ স্বর্গবাসী চ যো
দদ্যাচ্ছ্রদ্ধাযিতঃ ॥ ২০৩ ॥ সূতীর্থে পর্বণি ত্রৈষ্ঠে
দশস্বর্ণকলপ্রদে । জ্যেষ্ঠশুক্রচতুর্দশ্যং রাত্নৌ
জাগরণং চরেৎ ॥ ২০৪ ॥ উপোষিতঃ শুচিঃ স্নাতো
বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ । দীপং দদ্যাৎ প্রযত্নেন
নানাকলবিধায়িনম্ ॥ ১০৫ ॥ তাবদগজ্জতি পুণ্যানি

শ্রদ্ধাসহকারে বিপ্রপূজাও শক্তি অল্পসারে নিয়ম
ব্রতধারী বেদজ্ঞ দ্বিজকে সালঙ্কারা পয়স্বিনী গোদান
করিবে । যতান্না নরগণ বিষ্ণুর প্রীতির জন্ত পবন
ভক্তিসহকারে এই তীর্থে অতিপূত বিপ্রকে বহুবিধ
অন্ন ও অনেক বসন দান করিবে, এইরূপ করিলে
হরি প্রাপ্তি হইয়া থাকে । সূর্য্যগ্রহণকালীন কুরু-
ক্ষেত্রে ও চন্দ্রগ্রহণে নশ্বদায় তুলাপুরুষদানে যে পুণ্য,
এই তীর্থে দীপ দান করিলে তাহার সমান পুণ্য
প্রাপ্ত হইবে । হে ঋষিশার্দূল ! যে মাধব এই গোপ্র-
তারে স্নাত কিংবা তিল তৈলপূর্ণ দীপ প্রজ্জালিত করে
না, অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার কি হইবে ? গো-
প্রতারে যে নর কার্ত্তিকমাসে কেশবের সম্মুখে দীপ
দান করে, তাহার নিখিল যজ্ঞাঙ্কুষ্ঠান ও সমস্ততীর্থাব-
গাহনের ফল লাভ হয় । ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক অল্প
নানাবিধ যে সকল তীর্থ আছে, তাহারা গোপ্রতারের
বোডশাংশের এক অংশও ব্রহ্মে । যে মানব এই
তীর্থে স্নান মাত্র স্বর্ণও বেদপারগ বিপ্রকে দান
করে, তাহার উত্তম গতিলাভ হয় এবং সে অনন্দের
স্বর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে দ্বিজ ! গোপ্রতার-
নামক তীর্থ ত্রিলোকবিখ্যাত, যে মানব বিধিবিধানে
এখানে পূজাদান করে, তাহার আর জন্ম হয় না ।
যে নর এই গোপ্রতারে স্নান ও দ্বিজগণের ভূক্তি

সাধন করে, তাহার ইন্দ্রযোগের কল লাভ হয় । যে
যতব্রত মানব একাহার হইয়া গোপ্রতারে একমাস
বাস করে, তাহার যাবজ্জীবন সঞ্চিত পাপরাশি সহসা
বিনষ্ট হয় । হে তপোধন ! যে মানব এই তীর্থে বিধি-
পূর্ব্বক অগ্নি প্রবেশ করে, তাহার বিষ্ণুর পদে
প্রবেশ করা হয়, সংশয় নাই । যাহারা মুনিবৃত্তি
আশ্রয় করিয়া বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান হইয়া অশ্বশন
ব্রত করে, শতকোটি কল্পকালেও তাহাদের পুনরা-
বৃত্তি হয় না । যে মানব গোপ্রতারে গোবিন্দের
পূজা করে, তাহার দশস্বর্ণ দানের পুণ্য হয়, গোবি-
ন্দের উদ্দেশে ধূপদানে অগ্নিহোত্র কল এবং গন্ধ
দানে মানবের ভূমিদানের কল হইয়া থাকে । হে
বিঘ্ন ! এইস্থান অত্যদুত বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ।
বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে মানব এই তীর্থে স্নান করিয়া
অতিপূত হয় । মানব স্বর্গদ্বারে স্নান করিয়া দশ-
স্বর্ণদানের পুণ্য প্রাপ্ত হয়, যে নর অজ্ঞাতৎপর
হইয়া স্বর্গদ্বারে স্বর্ণদান করে, তাহার স্বর্গলাভ হইয়া
থাকে । এই তীর্থ অতি উত্তম, ত্রৈষ্ঠ পর্ব জ্যেষ্ঠ
শুক্রচতুর্দশী দিবসে এইস্থানে দশ স্বর্ণ দান করিবে,
রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং সেই দিবস উপবাসী
থাকিয়া স্নান করত পবিত্রতাকে বিষ্ণুপূজনসম্ভারণ
হইবে ও যজ্ঞসহকারে বিবিধ কলবিধায়ক দীপ দান

স্বর্গে মর্ত্যে রসাতলে। যাবদদ্যাজ্ঞেনে দীপং
কার্ত্তিকে কেশবাপ্ততঃ ॥ ২০৬ ॥ পৌর্ণমাস্তাঃ
প্রভাতে তু স্নানং নির্মলমানসঃ। হরিং সম্পূজ্য
বিধিবিধায় স্নানাদিরাং ॥ ২০৭ ॥ দশরথ
যথাশক্তি সন্তোষ্য ব্রাহ্মণাস্ততঃ ॥ ব্রহ্মাদিত্তি-
রনকারৈঃ সম্পূজ্য দ্বিজদম্পতী ॥ ২০৮ ॥ বিভূঃ
ঐশ্বর্যঃ বৃদ্ধী সম্পূজ্য তু বিশেষতঃ। নমস্কৃত্যাহু
তত্কার্ণং শুচিস্তব্ধমানসঃ ॥ ২০৯ ॥ স্বর্গদ্বাবে চ
বিধিবদধ্যাহ্নে স্নানমাচরেৎ। সর্কপাপবিশুদ্ধায়া
বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ২১০ ॥ ইতি পরমবিধানৈ-
র্গৌপ্রভারে বিধায় প্রাথিতমুকৃতিমূর্ত্তিঃ স্নানমুক্তৈঃ
প্রযত্নাৎ। কলিতনিখিলপাপঃ পূজ্যস্নানদরোণাচ্যুত-
মমলবিকাশো বিষ্ণুসামুজ্যমেতি ॥ ২১১ ॥

ইতি শ্রীকান্দে স্বর্গদ্বারগোপ্রভাবতীর্থমাহাত্ম্য-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিবে। কার্ত্তিকমাসে যাবৎকাল জলেব উপব
কেশবসম্মুখে দীপ প্রদত্ত না হয়, ততকালেই স্বর্গ,
মর্ত্ত, ও রসাতলের পুণ্যপুঞ্জ গর্জ্জন অর্থাৎ গর্ভ
করিয়া থাকে। দীপদান কবিলেই পুণ্যান্বেষণে
গর্ভ ধর্ম হইয়া যায়। অনন্তর বজ্রনৌ প্রভাত হইলে
পুর্ণিমাতিথিতে স্নান করিয়া মানব নির্মলমানস
হইবে এবং হরির পূজা করিয়া যথাবিধি আদর
সহকারে স্নানের অনুষ্ঠান করিবে, তাব পব শক্তি
অমুসারে অন্নদান করিয়া দ্বিজগণের সন্তোষ সাধন
ও ব্রাহ্মণের দ্বারা দ্বিজদম্পতীর পূজা করিবে।
তদনন্তর বিভূ ঐশ্বর্যঃ দর্শন, বিশেষরূপে তাঁহার
পূজা ও তাঁহাকে নমস্কার করিয়া শুচি ও তদুৎক-
মানসে মধ্যাহ্নসময়ে বিধিপূর্বক স্বর্গদ্বারে স্নান
করিতে হইবে। এইরূপ করিলে মানব কলুষরাশি
হইতে মুক্ত ও বিশুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত
কর। যে পুণ্যপ্রতিম বিখ্যাত মানব এই সকল
ঐশ্বর্য বিধি অবলম্বনপূর্বক সাত্ত্বিক যত্নসহকারে
গৌপ্রভারে স্নান ও সাদরে হরির পূজা করে,
তাঁহার নিখিল পাপ দ্বিগুণিত হয় এবং সে অচ্যুত
ও অমল বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুসামুজ্য লাভ
করে ॥ ১৮০-২১১ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ। তীর্থমন্ত্ৰং প্রবক্ষ্যামি কীরো-
দকমিতি শ্রুতম্। সীতাকুণ্ডো বায়ব্যে বর্ধতে
ঐশ্বর্যম্। পুণ্যকনিচয়স্থানং সর্কধ্বংসবিনা-
শনম্ ॥ ১ ॥ পুবা দশবধো রাজা পুত্রোষ্টিং নাম
নামতঃ। চকার বিধিবদ্যজ্ঞং পুত্রার্থং যত্র চাদরাং ॥
২ ॥ ক্রতুং সমাপয়ামাস সানন্দো ভুবিন্দকিণম্।
যজ্ঞান্তে ক্রতুভুক্ত তত্র মূর্ত্তিমান্ সমদৃশত ॥ ৩ ॥ হস্তে
কুণ্ডা হেমপাত্রং হবিঃপূর্ণমমৃতমম্। তস্মিন্ হবিষি
সকৌণং বৈকবং তেজ উত্তমম্। চতুর্বিধং বিভজ্যৈব
পত্নীভ্যো দত্তবান্ নৃপঃ ॥ ৪ ॥ যত্র তৎকীর-
সম্প্রাপ্তিজাতা পবনতুল্লভা। কীরোদকমিতি
খ্যাতং তৎস্থানং পাপনাশনম্। উদকেনাতিব্যক্তঞ্চ
উত্তমঞ্চ কলপ্রদম্ ॥ ৫ ॥ তত্র স্নানং নরো
ধীমান্ বিজিতেন্দ্রিয় আদরাৎ। সর্কান্ কামান-
বাপ্রোতি পুত্রাশ্চ সুবলশ্রতান ॥ ৬ ॥ আশ্বিনে
শুক্লপক্ষ্য একাদশ্যাং জিতবতঃ। তত্র স্নানং

সপ্তম অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন,—কীরোদক নামক মন্ত্র এক
তীর্থের কথা কহিতেছি। এই কীরোদক সীতা-
কুণ্ডে বায়ব্যদিকে অবস্থিত ও বিধি গুণে
এই তীর্থ সাত মনোবম। এই কীরোদক পুণ্য-
নিচয়ে প্রধান স্থান ও অখিল জগতের বিনাশক।
পুরাকালে রাজা দশবধ আদর সহকারে পুত্রকামনায়
এই স্থানে যথাবিধি পুত্রোষ্টি যাগ করেন। আনন্দিত-
মনা নৃপতি দশবধ যখন ভুবিন্দকিণ পুত্রোষ্টি যজ্ঞ
সমাপন করেন, তৎকালে যজ্ঞাবসানে হতাশন মূর্ত্তি-
মান হইয়া তাঁহাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন।
হতাশন হস্তে হেমপাত্র লইয়া দেখা দিয়াছিলেন। ঐ
পাত্র উত্তম হবিদ্বারা পূর্ণ এবং সেই হবিতে
উত্তম বৈকবতেজ নিহিত ছিল। অনন্তর রাজা
দশবধ সেই হবি চতুর্দ্বি বিভক্ত করিয়া পত্নীচতুর্ভুকে
অর্পণ করিলেন। হে দ্বিজ! যেখানে পরম-শ্রুত
সেই কীর প্রাপ্তি সংঘটিত হইয়াছিল, সেই পাপ-
নাশক স্থান কীরোদক নামে বিখ্যাত হইয়াছে।
এই স্থান জলদ্বারা পরিবেষ্টিত ও উত্তম কলপ্রদ।
যে জিতেন্দ্রিয় ধীমান্ মানব এই কীরোদকে স্নান-
পূর্বক স্নান করে, তাঁহার নিখিল কামনা, ধর্ম, কল্যাণ,
সম্পদ, কল্যাণ লাভ হয়। জিতবতঃ, মানব, কীরোদকে

বিধানেন দ্বা। শক্ত্যা বিজ্ঞানে ॥ ৭ ॥ বিষ্ণুঃ
সম্পূজ্য বিধিবৎ সর্বান কামানবাগ্নুয়াৎ । পূজান-
বাগ্নুয়াধিকি ধর্ম্যাংচ বিধিবররঃ ॥ ৮ ॥ তস্মাৎ
কীরোদকস্থানান্নৈবাত্তে দিগলে ত্রিতম্ । খ্যাতং
বৃহস্পতেঃ কুণ্ডমুদগাচগুণমণ্ডিতম্ ॥ ৯ ॥ সর্বপাপ-
প্রশমনং পুণ্যামৃততরঙ্গিতম্ । যত্র সাক্ষাৎ সুরগুরু-
নিবাসঃ কিল নিশ্চয়ে ॥ ১০ ॥ যত্রঞ্চ বিধিবচক্রে
বৃহস্পতিরদারধীঃ । নানামুনিগণৈর্ধুক্তং রম্যং
বহুকলপ্রদম্ । সুপর্ণচ্ছায়সম্পন্নং কুণ্ডং তৎপাপি-
হর্যভম্ ॥ ১১ ॥ ইন্দ্রাদিমোহপি বিবুধা যত্র স্নাত্বা
প্রযত্নতঃ । মনোভীষ্টকলং প্রাপ্তাঃ সৌন্দর্য্যোদার্য্য-
তুলিলাঃ ॥ ১২ ॥ যত্র স্নানেন দানেন নবো মুচ্যেত
কিঞ্চিবাৎ ॥ ১৩ ॥ ভাদ্রে শুক্রে তু পঞ্চম্যাং যাত্রা তত্র
কলপ্রদা । অস্তদাপি শুবোক্ষাবে স্নানং বহুকল-
প্রদম্ ॥ ১৪ ॥ বৃহস্পতেস্তথা বিকোঃ পূজাং তত্র
য আচরেৎ । সর্বপাপবিনিষ্টকো বিষ্ণুলোকে স
মোদতে ॥ ১৫ ॥ ভবেদ্বৃহস্পতেঃ পীড়া যন্ত গোচব-
বেধতঃ । তেনাত্ত্র বিধিবৎ স্নানং কার্য্যং সঙ্কল্প-

পূর্বকম্ ॥ ১৬ ॥ হোমঃ কুর্বা ওরোমুর্ভিঃ সুবর্ণেন
বিনির্মিতা । স্থিত্বা জলে প্রদেয়া বৈ পীড়াধর-
সমধিতা ॥ ১৭ ॥ বেদজ্ঞায়াতিশুচয়ে স্নাত্বা পীড়াপঙ্ক-
ভরে । হোমঞ্চ কারয়েত্তত্র গ্রহজাপ্যবিধানতঃ ॥
১৮ ॥ এবং কুতে ন সন্দেহো গ্রহপীড়া প্রণশ্চতিঃ ॥
১৯ ॥ তদক্ষিপে যুনিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণিণীকুণ্ডমুদমম্ ।
চকার যৎ স্বয়ং দেবী কৃষ্ণিণী কৃষ্ণবস্ত্রতা ॥ ২০ ॥ তত্র
বিষ্ণুঃ স্বয়ং চক্রে নিবাসং সলিলে তদা । বরপ্রদানাৎ
প্রেহেন ভার্য্যায়াঃ প্রণীকৃতম্ ॥ ২১ ॥ তত্র স্নানং
তথা দানং হোমং বৈষ্ণবমন্ত্রকম্ । দ্বিজপূজাঃ
বিষ্ণুপূজাঃ কুবরীত প্রযতো নরঃ ॥ ২২ ॥ তত্র
সাদৎসবী যাত্রা কর্তব্যাসুপ্রযত্নতঃ । উর্জকৃষ্ণনবম্যাক
সর্বপাপাপহৃতযে ॥ ২৩ ॥ পূজবান জায়তে বহুত্যা যাত্রাঃ
কুর্বা ন স শয়ঃ । নাবীতিধ্বা নরৈর্বাপি কর্তব্যং স্নান-
মদবাৎ ॥ ২৪ ॥ ভুক্তা ভোগান্ সমগ্রাংচ বিষ্ণুলোকে
স মোদতে । লক্ষীকামনয়া তত্র স্নাতব্যঞ্চ
বিশেষতঃ ॥ ২৫ ॥ সর্বকামমবাপ্নোতি তত্র স্নানেন
মানবঃ । কৃষ্ণিণীত্ৰীপতিত্ৰীতৈত্যা দাতব্যঞ্চ

আখিন শুক্রে একাদশী দিবসে কীরোদকে স্নান যথা-
শক্তি দ্বিজকে দান এবং বিধিপূর্বক বিষ্ণুপূজা
প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া নিখিল কামনা ও
বহু পুত্র লাভ কবে। এই কীরোদক তীরের
নৈঋতদিকে বিখ্যাত বৃহস্পতিকুণ্ড বিদ্যমান। এট
কুণ্ড উদগাচগুণ দ্বারা মণ্ডিত, বৃহস্পতি কুণ্ড
সর্বপাপ প্রশমন ও পুত্র অমৃত দ্বারা তরঙ্গায়িত।
সাক্ষাৎ সুরগুরু বৃহস্পতি এইস্থানে বাসস্থান নিৰ্ম্মাণ
করিয়াছিলেন। উদারমতি বৃহস্পতি এট কুণ্ডে
যথাবিধি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই রম্য কুণ্ড নানা
মুনিগণ কর্তৃক সমাকীর্ণ, বহুকলপ্রদ ও উত্তম পাদপ-
পত্র দ্বারা ছায়াসম্পন্ন। পাপিগণের এই কুণ্ডদর্শন
হর্ষত। ইন্দ্রাদি দেবগণও যত্নসহকারে এই কুণ্ডে
স্নান করিয়া অভীষ্ট কল প্রাপ্ত এবং সৌন্দর্য্য ও
ঐশ্বর্য্যভোগে ক্ষীণ হন। এই তীরে স্নান ও দান
করিয়া নর পাপবিমুক্ত হয়। ভাদ্রমাসের শুক্রে পঞ্চমী
তিথিতে বৃহস্পতিকুণ্ডযাত্রা সুমধিক কলপ্রদ; অস্ত
সময়েও বৃহস্পতিবারে এই কুণ্ডে স্নান বহুকল-
প্রদ হয়। মানব এই কুণ্ডে বৃহস্পতি ও বিষ্ণুর পূজা
করিয়া সর্বপাপবিমুক্ত হয় ও বিষ্ণুলোকে গগন-
পূর্বক পরম হইয়া থাকে। গোচরবেধে যাহার
বৃহস্পতি পীড়াকারক হয়, তাহার সঙ্কল্পপূর্বক এই
কুণ্ডে যথাবিধি স্নান অবশ্যকর্তব্য। বৃহস্পতি পীড়া-

গ্রস্ত মানব পীড়াব উপশমন জন্ত হোম কবিয়া সুবর্ণ
দ্বারা ওরোমুর্ভি নিৰ্ম্মাণপূর্বক ঐ মূর্তি পীড়াধর-
পবিবেষ্টিত কবিয়া জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বেদজ্ঞ
পবিত্র দ্বিজকে দান করিবে এবং গ্রহ জাপ্য বিধানা-
নুসারে হোম কবাইবে। এরূপ করিলে গ্রহ পীড়া
বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। ১৬—১৯ হে যুনিশ্রেষ্ঠ। বৃহ-
স্পতি কুণ্ডেব দক্ষিণে উত্তম কৃষ্ণিণীকুণ্ড। কৃষ্ণবস্ত্রতা
দেবী কৃষ্ণিণী স্বয়ং এই কুণ্ড নিৰ্ম্মাণ করেন। এই
কৃষ্ণিণী কুণ্ডের সলিলে স্বয়ং বিষ্ণু বাস করিয়া
থাকেন; বিষ্ণুস্নেহবশতঃ পত্নী কৃষ্ণিণীকে বরদান
করিয়া এই কুণ্ডের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া-
ছিলেন। প্রযত্ন নর এই কুণ্ডে স্নান, দান,
বৈষ্ণবমন্ত্রে হোম, দ্বিজপূজা ও বিষ্ণুপূজা
করিবে। পাপনাশ কামনায় কার্তিক মাসের কৃষ্ণ-
নবমী দিনে যত্নপূর্বক এই কৃষ্ণিণী কুণ্ডের স্নানসরী
যাত্রা করিতে চয়। কৃষ্ণিণী কুণ্ডের যাত্রা করিয়া
বহু মানবও পুত্রবান হয়, সংশয় নাই। মরই
হটক আর নারীই হটক, লকলেরই আদর সহ-
কারে এই কুণ্ডে স্নান কর্তব্য; এইরূপ করিলে
সমস্ত ভোগ উপভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন
পূর্বক হষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ লক্ষীলাভ;
কামনায় এই কুণ্ডে স্নান করিতে চয়। যে মানব
এই কুণ্ডে স্নান করে, তাহার সর্ববিধ কামনাই পূর্ণ

সম্পত্তিঃ ॥ ২৬ ॥ কর্তব্য্য বিধিবৎ পূজা আশ্রয়ানাং
বিশেষতঃ । ধ্যেয়ো লক্ষ্মীপতিস্তত্র শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥
২৭ ॥ পীতাহরধরঃ শরী নারদাদিভিরীড়িতঃ ।
তাক্ষ্যাসনো মুকুটবান মহেন্দ্রাদিবিভূষিতঃ ॥ ২৮ ॥
সর্বকামকলাবার্টিষ্ঠ্য বক্কোলকিতকৌস্তভঃ । স্ততসী-
কুসুমস্তম্ভাঃ কৰ্মলামললোচনঃ ॥ ২৯ ॥ এবং ক্রতে
ন সন্দেহঃ সর্বান কামানবাগ্নুযাৎ । ইহ লোকে
শুখং ভুজ্জ্বা হরিলোকে স মোদতে ॥ ৩০ ॥ অতঃ
পরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থ মন্ত্রদ্বাপহম্ । কলিকবিস-
সংহারকারকং প্রত্যয়ায়কম্ ॥ ৩১ ॥ পব-
নবিত্রমতুলঃ সর্বকামার্থসিদ্ধিদম্ । ধনযক্ষ ইতিখ্যাত-
পরং প্রত্যয়কারকম্ ॥ ৩২ ॥ কল্পিণীকুণ্ডবায়ব্য-
দিশ্চন্দ্রে সংস্মৃতং শুভম্ । হরিশ্চন্দ্রে রাজর্ষেরাসৌত্তর-
ধনং মহৎ ॥ ৩৩ ॥ তস্ত রক্ষার্থমত্যর্থং রক্ষিতো যক্ষ
উচ্চকৈঃ । বিশ্বামিত্রো মুনিঃ পূর্বং যদা চৈব
পরাজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥ হরিশ্চন্দ্রে নরপতিঃ রাজস্বয়করং
পরম্ । রাজ্যং জগ্ৰাহ সকলং চতুরঙ্গবলান্বিতম্ ॥

হইয়া থাকে । এই তীর্থে কল্পিণীও ত্রীপতির ত্রীতির
জন্ত শক্তি অমুসারে দান এবং বিশেষরূপে
যথাবিধি দ্বিজগণের পূজা কর্তব্য । এখানে বক্ষ্য-
মাণ বিধি অমুসারে লক্ষ্মীপতির ধ্যান করিতে
হইবে ;—রমাপতি বিষ্ণু—শঙ্খ-চক্রগদাধরী,
পীতাহরধর ও মালাবান ; নারদাদি ঋষিগণ
তাঁহার স্তব করিতেছেন ; তাঁহার আসন গরুড়,
তদীয় মস্তক মুকুটশোভিত এবং ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ
কর্তৃক বিভূষিত ; তাঁহার বক্ষস্থল কৌস্তভ-
শোভিত, এই কৌস্তভ যেন নিখিল কামনা প্রাপ্তির
সূচনা করিতেছে ; তাঁহার বর্ণ অতসীকুসুমের
জ্যোতির্ময় ও লোচন কমলের তুল্য অমল । মানব
হরির এইরূপ ধ্যান করিলে সকল কামনা প্রাপ্ত
হয় এবং ইহলোকে শুখভোগ করিয়া হরিপুরে
গমনপূর্বক পরম হুই হয়, সংশয় নাই । অনন্তর
পাপহর অস্ত্র এক তীর্থের কথা কহিতেছি, এই
তীর্থ পরম পবিত্র, সর্বকাম সিদ্ধিদ, কলিকল্পনাশন
ও প্রত্যয়ায়ক । এই তীর্থের তুলনা হয় না ; এই
পরম প্রত্যয়কারক বিখ্যাত তীর্থের নাম ধনযক্ষ ।
এই শুভাবস্থায় ধনযক্ষ কল্পিণীকুণ্ডের বায়ব্যদিকে
অবস্থিত । রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের বিপুল ধনসম্পত্তি
এই স্থানে প্রকটিত ছিল, এই ধনসম্পত্তি রক্ষার
জন্ত এক যক্ষ সতত নিযুক্ত থাকিত । পূর্বকালে
“কল্পিণীকুণ্ড” বর্ণন রাজস্বয়যাত্রী রাজসভায়

৩৫ ॥ তদ্বশেহলাচ্চ স মুনির্ধনং সকলমুত্তমম্ ।
তদ্রক্ষ্যে প্রযত্নেন যক্ষং স্থাপিতবানসৌ ॥ ৩৬ ॥
প্রমদুর্ভব ইতিখ্যাতঃ প্রমোদানন্দমন্দিরম্ ।
ব্রহ্মাং বিদধতস্তস্ত বহুযত্নেন সূর্যশঃ ॥ ৩৭ ॥ তুতোষ
স মুনির্দ্বীমান কলাচিহ্নজিতেন্দ্রিয়ঃ । উবাচ মধুরং
বাক্যং শ্রীত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥ বিশ্বামিত্র
উবাচ । বরংবরয় ধর্ম্যজ্ঞ কিপ্রমেব বিমৎসরঃ । তন্ত্রা
পরময়া ধীর সন্তুষ্টোহস্মি বিশেষতঃ ॥ ৩৯ ॥ যক্ষ
উবাচ । বরং প্রযচ্ছসি যদি বিপ্রবর্ষ্য মদৌপিতম্ ।
মমাক্রমতিহর্গন্ধি শাপাচ্চ নৃপতেরভূৎ । শূগন্ধযিতুং
ব্রহ্মর্ষে তৎ প্রসীদ মুনীশ্বর ॥ ৪০ ॥ অগস্ত্য উবাচ ।
এবমুক্ষে তু যক্ষেণ মুনির্দ্বীমানলোচনঃ । তং বিবিচ্যা-
নয়া তন্ত্রা অভিবেকং চকার সং ॥ ৪১ ॥ তীর্থোদকেন
বিধিবৎ কৃতা সন্তল্পমাদরাৎ । ততঃ সোহভূৎ ক্ষণেনৈব
শূগন্ধোত্তরবিগ্রহঃ ॥ ৪২ ॥ তথাভূতঃ স মধুরং

হরিশ্চন্দ্রে পরাজিত করিয়া রাজ্য চতুরঙ্গ
বলান্বিত সকল রাজ্য গ্রহণ করেন, তখন মুনি ঐ
সকল উত্তম ধনসম্পত্তি রক্ষার জন্ত যত্নপূর্বক ঐ
যক্ষকে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন, যক্ষ তদবধি ঐ সকল
ধনসম্পত্তি স্বীয় বশে রক্ষা করিয়া আসিতেছে ।
এই স্থানে প্রমদুর্ভব নামে একটি বিখ্যাত মন্দির
আছে, এই মন্দির নিরন্তর প্রমোদানন্দে পূরিত ;
যক্ষ বহুযত্নে এই মন্দিরমধ্যে ঋষি বিশ্বামিত্রের
সম্পত্তি সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে ।
বিজিতেন্দ্রিয় ধীমান মুনি সন্তুষ্ট হইয়া একদা ত্রীতি-
ভরে যক্ষকে বক্ষ্যমাণ মধুর বাক্য বলিয়াছিলেন ॥ ৩৬
—৩৮ ॥ বিশ্বামিত্র বলেন,—হে ধর্ম্যজ্ঞ ! তুমি বিমৎসর
হইয়া সর্ব বর প্রার্থনা কর ; হে ধীর ! তোমার
পরম ভক্তি দর্শনে আমি তোমার প্রতি অতীব
শ্রীত হইয়াছি । যক্ষ উত্তর করিল,—হে বীরবর্ষ্য !
নৃপতির শাপে আমার গাভ হর্গন্ধযুক্ত হইয়াছে ;
হে মহর্ষে ! যদি আপনি আমাকে আমার অভীষ্ট
বর প্রদান করেন, তবে আমার প্রতি ক্রমশঃ হুইম ;
হে মুনীশ্বর ! আমাকে শূগন্ধযুক্ত করুন । অগস্ত্য
কহিলেন,—যক্ষ এইরূপ কহিলে ধ্যানভিমিত্তলোচন
মুনি যক্ষের এবংবিধ ভক্তির কথা শ্রবণ করিয়া
তীর্থোদক দ্বারা আদরসহকারে সন্তল্পপূর্বক যথা-
বিধি তাহার অভিবেক করিলেন । অনন্তর ঋষির
অভিবেকপ্রভাবে যক্ষের শরীরের উপর
শূগন্ধময় হইয়া উঠিল । বিমদুর্ভব নামে যক্ষ
এইরূপ সৌরভবিভূষিত হইয়া :—

প্রোবাচ প্রাক্লিভতঃ । পুনঃ পুনঃ হিতো ধীমান
বিনম্রাবনতস্তথা ॥ ৪৩ ॥ যক্ষ উবাচ । স্বংকৃপাভিরহং
ধীর জাতঃ সুরভিবিশ্রহঃ । এতৎ স্থানং যথা খ্যাতিং
যাতি সর্বত্র তৎ কুরু ॥ ৪৪ ॥ স্বংপ্রসাদেন বিপ্রর্ষে
তথা যত্নঃ বিধেহি বৈ ॥ ৪৫ ॥ অগস্ত্য উবাচ । এবমুক্তঃ
কণং ধ্যাত্বা মুনিঃ স্তমিতলোচনঃ । যক্ষ প্রতি
প্রসন্নাত্মা হ্যবাচ স্তম্রযা গিরা ॥ ৪৬ ॥ বিশ্বামিত্র
উবাচ । প্রসিদ্ধিমতুনাং যক্ষ এতৎ স্থানং গামিষ্যতি ।
ধনযক্ষ ইতি খ্যাতিমেতত্তীর্থং গামিষ্যতি ॥ ৪৭ ॥
সৌন্দর্যাদং শবীবস্ত পবং প্রত্যাকারকম্ । যত্র
স্নাত্বা বিধানেন দৌর্গন্ধাঃ তাজতি ক্ষণাৎ । তত্র
স্নানং প্রযত্নেন কর্তব্যং পুণ্যাক্ষিতিঃ ॥ ৪৮ ॥ দান-
শ্রদ্ধাশক্তিভ্যাং লক্ষ্মীপূজা বিশেষতঃ । তত্র
স্নানেন দানেন লক্ষ্মীপ্ৰীত্য বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥
পূজয়া তু নিবীনাঞ্চ নরানামপি সুব্রত । ইহ লোকে
সুখং ভুক্তা পরলোকে স মোদতে ॥ ৫০ ॥ মহা-
পদ্মস্তথা পদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ । মুকুন্দকুন্দ-
নীলাশ্চ খর্যশ্চ নিবয়ো নব ॥ ৫১ ॥ এতেষামপি
কুণ্ডেহত্র সন্নিধির্ভবিতানঘ । এতেষাস্ত বিশেষণ

পূর্বক পুনঃ পুনঃ মুনিকে মধুর বাক্য বলিতে
লাগিল । যক্ষ কহিল,—হে ধীর ! আপনার কৃপায়
আমার শুবীর সৌভাগ্য হইয়াছে, হে সর্বত্র ।
একণে এই স্থান যাহাতে খ্যাতিসম্পন্ন হয় । হে
বিপ্রর্ষে ! আপনি অমুগ্রহপূর্বক তাহা করুন ।
অগস্ত্য কহিলেন,—স্তমিতলোচন ঋষি বিশ্বামিত্র
যক্ষ কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া কণকাল ধ্যানস্থ
হইলেন এবং যক্ষের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কোমল
বাক্যে তাহাকে বলিতে লাগিলেন । বিশ্বামিত্র
বলিলেন,—হে যক্ষ ! এই স্থান অতুল প্রসিদ্ধি
লাভ করিবে এবং এই তীর্থ তোমার নামানুসারে
ধনযক্ষ নামে বিখ্যাত হইবে । প্রত্যয় রিক
এই পরমতীর্থ শরীরের সৌন্দর্য্যাদ । এই স্থানে
যত্নপূর্বক যথাবিধি স্নান করিলে সদ্য দৌর্গন্ধ বিনষ্ট
হইবে । পুণ্যকামী মানবগণের এই ধনযক্ষ তীর্থে
বত্পূর্বক স্নান করা কর্তব্য । এখানে শ্রদ্ধাসহকারে
যথাশক্তি দান করিবে, বিশেষতঃ লক্ষ্মীর পূজা
অবশ্যকর্তব্য । হে সুব্রত ! লক্ষ্মীর স্তীতির জন্য
এই তীর্থে স্নান দান ও লক্ষ্মী এবং নববিধ নিধির
পূজা করিলে ইহলোকে বিবিধ সুখভোগ করিয়া
পরলোকে ভুট্ট হইবে । মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর,
কচ্ছপ, মুকুন্দকুন্দ, নীলা এবং খর্য এই নবনিধি । হে

পূজা বহুকলপ্রদা ॥ ৫২ ॥ জলমধ্যে প্রকর্তব্যঃ
নিধিলক্ষ্মীপ্রপূজনম্ ॥ ৫৩ ॥ অন্নং বহুবিধং দেয়ং
বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৫৪ ॥ সুবর্ণাদি যথাশক্তি
বিস্তৃশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ । গুপ্তং দানং প্রযত্নেন
কর্তব্যং সুপ্রযত্নতঃ ॥ ৫৫ ॥ কলানি চ সুবর্ণানি
দেয়ানি চ বিশেষতঃ ॥ ৫৬ ॥ কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দশীঃ
স্নানং বহুকলপ্রদম্ । শ্রদ্ধয়া পরয়া যুক্তৈঃ কর্তব্যং
শ্রদ্ধাধিকম্ ॥ ৫৭ ॥ মাঘে কৃষ্ণচতুর্দশীঃ যাত্রা
সাহস্রসরী ভবেৎ । তত্র স্নানং পিতৃগাত্ত তর্পণক
বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥ আশ্বিনস্তম্রপর্ধ্যান্তঃ জগত্প্য-
তিত ব্রবন । অপসবোন বিধিবস্তর্প্যয়েদঞ্জলি-
ত্রয়ম্ ॥ ৫৯ ॥ এবং কুর্ক্সরো যক্ষ ন মুক্তি
কদাচন । অত্র স্নাতো দিবং যাতি অত্র স্নাতঃ
সুখী ভবেৎ ॥ ৬০ ॥ অত্র স্নাতেন তে যক্ষ কর্তব্যঃ
পূজনং পুরঃ । স্বপূজনেন বিধিবস্তৃণাং পাপক্ষয়ো
ভবেৎ ॥ ৬১ ॥ নমঃ প্রমথরাজেতি পূজামত্র উদা-
হৃতঃ । তীর্থমধ্যে প্রকর্তব্যঃ পূজনং শ্রবণাদিকম্ ॥

অনঘ ! এই নিধিনিচয়ের কুণ্ডসকলে লক্ষ্মী দেবী
সতত সন্নিহিতা থাকেন । বিশেষতঃ এই সকলের
পূজা অধিক কলপ্রদ । ৩৯—৫২ । জল মধ্যে লক্ষ্মী-
পাতির পূজা কর্তব্য, বিস্তৃশাঠ্য বিবর্জিত হইয়া এই
সকল কুণ্ডে বহুবিধ অন্ন, বিবিধ বসন এবং যথাশক্তি
সুবর্ণদান করিতে হয় । এই তীর্থে অত্যন্ত প্রযত্ন-
সহকারে গুপ্তদান কর্তব্য, বিশেষতঃ কল ও সুবর্ণ
অবশ্যই দান করিবে । কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী দিব-
সেই এই তীর্থে স্নান বহু কলপ্রদ, পরম শ্রদ্ধাসহ-
কায়ে এই সকল স্নান দান করিতে হয় । মাঘ-
মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে এই সকল নিধিতীর্থের
সংবৎসরী যাত্রা সমাহিত হইয়া থাকে । এই সকল
তীর্থে স্নান বিশেষতঃ পিতৃগণের তর্পণ কর্তব্য ।
“ব্রহ্মা হইতে স্তম্র পর্যন্ত জগৎ ভূগু হউক” এইরূপ
বলিয়া অঞ্জলিভ্রম জলদ্বারা অপসব্যাক্রমে যথাবিধি
তর্পণ করিতে হয় । হে যক্ষ ! মানব এইরূপ করিয়া
কদাচ মুক্তমান হয় না । হে যক্ষ ! এই স্থানে স্নান
করিয়া মানব স্বর্গে গমন করে, এই তীর্থে স্নানে নর
সুখী হয় ; এখানে যাহারা স্নান করিবে, সর্বত্র
তাহাদিগের তোমার পূজা কর্তব্য ; মানবগণ এই
তীর্থে যথাবিধি তোমার পূজা করিলে তোমাদের
পাপক্ষয় হইয়া থাকে । “নমঃ প্রমথরাজে” ইহাই
তোমার পূজা মন্ত্র কথিত হয় । তীর্থ মধ্যাহ্নে তোমার

৬২ । নিখিলমোক্ষার্থা যক্ষ তব পূজা বিশেষতঃ ।
এবং যঃ কুরুতে ধীরঃ সর্বান কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৬৩ ॥
ধনার্থী ধনমাপ্নোতি পুজার্থী পুজমাপ্নুয়াৎ । মোক্ষার্থী
মোক্ষমাপ্নোতি তৎ কিং ন যদিহাপ্যতে ॥ ৬৪ ॥ যক্ষ
মোক্ষাররো যক্ষ গ্নানং ন কুরুতে কিল । তস্ত
সাধৎসরং পুণ্যং ত্বং গ্রহীত্বাসি সর্বশঃ ॥ ৬৫ ॥ ইতি
দক্ষা বরাংস্তনৈ বিবামিত্রো মুনীশ্বরঃ । অন্তর্দধে
মুনিবরস্তদা স চ তপোনিধিঃ ॥ ৬৬ ॥ তদাপ্রভৃতি
তৎ স্থানং পরমাং ধ্যাতিমাষযৌ । তস্ত তীর্থস্ত
সকলা ভূমিঃ স্বর্ণবিনির্মিতা ॥ ৬৭ ॥ দিব্যরত্নোঘ-
খচিতা সমস্তাপশোভিতা । এবং যঃ কুরুতে
বিদ্বান্ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৬৮ ॥ ধনযক্ষাত্ত-
রশ্চিন্ দিগ্ভাগে সংস্থিতঃ দ্বিজ । বসিষ্ঠকুণ্ডং
বিখ্যাতং সর্বপাপাপহং সদা ॥ ৬৯ ॥ বসিষ্ঠস্ত সদা
ভক্তনিবাসঃ শ্রুতপোনিধিঃ । অক্লান্তী সদা যস্ত
বর্ততে নিশ্চলব্রতা ॥ ৭০ ॥ তত্র গ্নানং বিশেষেণ
শ্রীপূর্বমতন্ত্রিতঃ । যঃ কুর্যাৎ প্রযতো ধীমান্শ্রুত

পূজা ও তোমার নাম শ্রবণাদি কর্তব্য, এই তীর্থে
নিধি, লক্ষ্মী এবং তোমার পূজাই বিশেষভাবে
কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ধীর নব
এইরূপ বিধিবিধানে পূজা করে, তাহার নিখিল
কামনা লাভ হয়। ধনার্থী ধন, পুজার্থী পুজা এবং
মোক্ষার্থী মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়; অধিক কি,
জগতে এমন কোন বস্তুই নাই, যাহা এই তীর্থের
সেবা করিয়া মানব প্রাপ্ত না হয়। হে যক্ষ। যে
মানব মোহবশতঃ এই নিধিতীর্থে গ্নান করে না,
ভূমি তাহার সংবৎসরকৃত শ্রুতনিচয় গ্রহণ
করিবে, সংশয় নাই। অনন্তর মুনিবর মুনীশ্বর
তপোনিধি বিবামিত্র যক্ষকে এইরূপ বহুবিধ
বরদান করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন।
হে দ্বিজ! তদবধি এই স্থান পরম বিখ্যাত
প্রাপ্ত হইল। এই তীর্থের ভূমিসমূহ স্বর্ণবিনি-
র্মিত, দিব্যরত্ন দ্বারা খচিত এবং সকল দিকেই
সম্যক শ্রুশোভিত। হে বিদ্বান্! যে মানব
পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে এই তীর্থের সেবা করে,
তাহার পরম গতি লাভ হয়। হে দ্বিজ! ধন-
যক্ষের উত্তর দিগ্ভাগে বসিষ্ঠকুণ্ড বিদ্যমান, এই
কুণ্ড বিখ্যাত ও সতত সর্বপাপহর। উত্তম
তপোনিধি। যদি বসিষ্ঠ সতত এই কুণ্ডে বাস
করেন, নিশ্চলব্রতা অক্লান্তী ও সতত ভূমিসমীপে
সমিষ্ট হইয়াছেন। যে প্রযত ধীমান্ নিরলস

পুণ্যমহুতম ॥ ৭১ ॥ বামদেবস্ত উত্তরৈঃ সরিষি-
বর্ততেহনঘ । বসিষ্ঠবামদেবৌ তু পূজনীয়ে প্রব-
ব্রতঃ ॥ ৭২ ॥ পতিব্রতা পূজনীয়ারুহতী চ বিশেষতঃ ।
স্নাতব্যঃ বিধিনা সম্যাস্নাতব্যাক্ কথঞ্চিতঃ ॥ ৭৩ ॥
সর্বকামফলপ্রাপ্তিজায়তে নাত্র সংশয়ঃ । অত্র যঃ
কুরুতে গ্নানং স বসিষ্ঠসমো ভবেৎ ॥ ৭৪ ॥ তাজ্জে
মাসি সিতেপক্ষে পঞ্চম্যাং নিয়তব্রতঃ । তস্ত
সাধৎসবী যাত্রা কর্তব্য বিধিপুষ্কিকা ॥ ৭৫ ॥ বিষ্ণু-
পূজা প্রযত্নেণ কর্তব্য। শ্রদ্ধয়াত্র বৈ । সর্বপাপবিমুক্ত-
কাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৭৬ ॥ বসিষ্ঠকুণ্ড-
দ্বিপ্রেন্দ্র প্রত্যঙ্গিঙ্গলমাস্রিতম্ । বিখ্যাতং সাগরং
কুণ্ডং সর্বকামার্থসিদ্ধিদম্ । যত্র গ্নানেন দানেন
সর্বকামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭৭ ॥ পৌর্ণমাস্তাং সমুদ্রস্ত
গ্নানাদ্যং পুণ্যমাপ্নুয়াৎ । তৎ পুণ্যং পূর্বণি স্নাতো
নরশ্চাক্ষয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ৭৮ ॥ তস্মাদত্র বিধানেন
স্নাতব্যং পুত্রকাক্ষয়া । আশ্বিনে পৌর্ণমাস্তা
বিশেষাৎ গ্নানমাচবেৎ ॥ ৭৯ ॥ এবং কুরুমরো
বিদ্বান্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে । উত্র স্নাত্বা নরো

নর শ্রদ্ধা কবিয়া এই তীর্থে গ্নান করে, তাহার
পুণ্য অহুতম। হে অনঘ! বামদেবেরও এই
তীর্থে সতত সরিধান জানিবে, অতএব যত্ন-
সহকায়ে বসিষ্ঠ ও বামদেব, উভয়েরই এই
তীর্থে পূজা কর্তব্য, বিশেষতঃ অক্লান্তীর পূজা
অবশ্যকর্তব্য। এই তীর্থে বিধিপূর্বক গ্নান করিয়া
যথার্থ দান করিতে হয়, এইরূপ করিলে নিখিল
কামনা পূর্ণ হয়, সংশয় নাই। যে নর এই স্থানে
গ্নান করে, সে বসিষ্ঠের সমান হয়। ৬৩ - ৭৪ ।
নিয়তব্রত মানবগণ ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমী
তিথিতে বসিষ্ঠ কুণ্ডের যথাবিধি সংবৎসরী যাত্রা
সমাহিত করিবে। যে মানব শ্রদ্ধা ও যত্নসহকারে
এই তীর্থে বিষ্ণুর পূজা করে, সেই সর্বপাপবিমুক্ত
মানব বিষ্ণুলোকে গমনপূর্বক পূজিত হয়। হে
বিপ্রেন্দ্র! বসিষ্ঠ কুণ্ডের পশ্চিম দিগ্ভাগে বিখ্যাত
সাগর কুণ্ড। এই সাগর কুণ্ড সর্বকামার্থ সিদ্ধি;
এই স্থানে গ্নান গ্নান করিলে নিখিল কামনা
লাভ হয়। মানব পৌর্ণমাসীতে সাগর গ্নান
করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, পূর্বগ্নানেও নর তদূর্ণ
অক্ষয় পুণ্য লাভ করিয়া থাকে। অতএব পূজ-
কামনায় এই সাগরকুণ্ডে যথাবিধি শ্রদ্ধা করিবে;
বিশেষতঃ আশ্বিন পৌর্ণমাসীতে এই তীর্থে অধিক
গ্নানকর্তব্য। বিদ্বান্ নর এইরূপ করিয়া নিখিল

দক্ষা যথাশক্ত্যা দিবং ব্রজেৎ ॥ ৮০ ॥ সাগরা-
রৈবর্তে তাগে যোগিনীকুণ্ডমুত্তমম্ । যত্রাসতে চতুঃ-
বটীবোগিকো জলসংস্থিতাঃ ॥ ৮১ ॥ সর্বার্থসিদ্ধিধাঃ
পুংসাং শ্রীণাকৈচব বিশেষতঃ । পরসিদ্ধিপ্রদাঃ সর্বাঃ
সর্বকামকলপ্রদাঃ ॥ ৮২ ॥ আশ্বিনে শুক্লপক্ষ
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষতঃ । স্নাতব্যঞ্চ প্রযত্নেন যোগিনী-
কুণ্ডে নৃভিঃ ॥ ৮৩ ॥ অত্র স্নানং তথা দানং সর্বং
সকলভাঃ ব্রজেৎ । যক্ষিণীপ্রভৃতয়ঃ সিদ্ধা ভবন্ত্যত্র
ম সংশয়ঃ ॥ ৮৪ ॥ যোগিনীকুণ্ডতঃ পূর্বমূর্ধনীকুণ্ড-
মুত্তমম্ । যত্র স্নাতো নরো বিদ্বন্মূর্ধনীঃ দিবি
সংব্রজেৎ ॥ ৮৫ ॥ পূবা কিল মুনির্ধারো বৈভো
নাম তপোধনঃ । চচাব হিমবৎপার্শ্বে নিরাহারো
জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৮৬ ॥ তত্তপো বিপুলং দৃষ্ট্বা ভীতঃ
সুরপতিস্ততঃ উর্ধ্বশীঃ প্রেষয়ামাস তপোবিদ্বাং চাদ-
রাৎ ॥ ৮৭ ॥ ততঃ সা প্রেবিত। তেনাজগাম গজ-
গামিনী । উবাস হিমবৎপার্শ্বে রৈভ্যাক্রমমুত্তমম্ ॥
৮৮ ॥ বহুফলতাকুঞ্জে মঞ্জুকুজবিহঙ্গমে । কিম্ববী-
কেলিসদীতস্তিমিতাককুরঙ্গকে ॥ ৮৯ ॥ পুরাগ-

কেশরশোকছিন্নকিঞ্চকপিঞ্জরে । কল্পিতে কাক-
গিরো দ্বিতীয় ইব বেধসা ॥ ৯০ ॥ সা বভৌ
কান্তিসূর্যকোশঃ কুসুমধবনঃ । ৯১ ॥ উর্ধ্বশ্রমসামান্য-
লাবণ্যামৃতবাহিনী ॥ ৯২ ॥ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবর্ণেন
সিতমৌক্তিকশোভিতা । তাক্ষণ্যকচিরধেন তাক-
ণ্যেন বিভূষিতা ॥ ৯৩ ॥ বিলোমলোচনাপা-
তরঙ্গধবলবিম্বা । নবপল্লবসচ্ছায়ঃ কল্পদন্তী নিজা-
ধরম্ ॥ ৯৪ ॥ কর্ণোপলব্ধিসংঘুষ্যদৃঢ়াঢ্যচূতমঞ্জরী ।
সুধাগর্ভসমুদ্ভূতা পারিজাতলতা যথা ॥ ৯৫ ॥ তত-
মধ্যা পৃথুশ্রোণির্কর্ণোদ্ধিতপয়োধরা । নিঃশাপিত-
শরশ্চেব শক্তিঃ কুসুমধবনঃ ॥ ৯৬ ॥ অগস্ত্যদ্বায়ে
তন্নিম্ননিরায়তলোচনাম্ । নয়নানলদাহেন বিদ-
ধেন মনোভূবা ॥ ৯৭ ॥ ত্রিনেত্রবঞ্চনায়ৈব কল্পিতাং

স্তিমিত হইত ; পুরাগ, কেশর ও অশোক কুসু-
মের কিঞ্চক সকল ছিন্ন হইয়া তাহার লতা-
কুণ্ড চিত্রিত হইয়াছিল ; তদর্শনে তৎকালে মনে
হইত কাকশনৈলের এই লতা কুণ্ডলী বিধাতার
যেন আর একটি মনোরম নির্মাণ ; সামান্য
জনেব অলভ্য লাবণ্যামৃতবাহিনী উর্ধ্বশ্রম
সদৃশ স্বীয় শরীর শোভায় ও শেত মৌক্তিকভূষণে
ভূষিত হইয়া এমনই মনোরম কান্তি ধারণ করিল
যে, তাহাকে দেখিয়া অসুমান হইতে লাগিল যেন
কুসুমশরের শোভাসম্পৎসমূহ একত্র পুঞ্জীভূত
হইয়াছে । উর্ধ্বশ্রী যৌবনোচিত তাক্ষণ্য মনোহারাদি
গুণনিচয়ে বিভূষিতা, তাহার নিম্নদিগ্গামিনী দৈব-
বক্র দৃষ্টি স্বভাবরক্ত অধরোষ্ঠে পতিত হওয়ায়
বিমল লোচনের ধবল কান্তিতে সেই অধরোষ্ঠ
নবপল্লবের আভার ছায় দৈব তাক্ষাত ধারণ
করিয়াছে । তাহার কর্ণে চূতমঞ্জরী বিস্তারিত,
সেই মঞ্জরীর মধু পানলোভে মধুকরগণ তাহাতে
পতিত হইয়া গুন্ গুন্ রব করিতেছে ; তাহার
নয়নমনোহর অবগুণল চূতমঞ্জরী হইতেও
সুকোমল হওয়ায় ঐ মঞ্জরী যেন সুধাগর্ভ পারি-
জাতের ছায় শোভিত হইতেছে । উর্ধ্বশ্রীর মধ্য-
দেশ কীর্ণ, নিতম্ব স্থূল, পয়োধর স্বয়ং প্রশস্তপীবর ;
তাহাকে দেখিলেই কুসুমশরের শাপিত শত্রু বলিয়া
মনে হয় । ৭৫—৯৫ । ঋষি রৌড্য স্বীয় আশ্রয় সন্নি-
ধানে সেই আশ্রয়লোচনা উর্ধ্বশ্রীকে দর্শন করিলেন ।
রৈভ্য ভাবিলেন,—অহো ! মনোভূবের কি অপূর্ব
বিজ্ঞতা, ইনি মননমহনের লোচনামলৌ হৃদ হই-
য়াও জিলোচনের বঞ্চনার কল্পই যুগ্ম ললনা-

কলুষ হইলে মুক্ত হয় এবং যথাশক্তি স্নান দান
প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে । সাগরকুণ্ডের
নৈঋতকোণে উত্তম যোগিনীকুণ্ড, এই যোগিনী-
কুণ্ডের জলমধ্যে চতুঃপাশ্বে যোগিনী বিদ্যমান ;
এই যোগিনীগণ মানবদিগেব বিশেষতঃ রমণীগণের
সর্বার্থ সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন এবং ইহারা
পরমসিদ্ধি ও সর্বকামকলপ্রদা । এই সকল
যোগিনীকুণ্ড ত্রিভূত জন্ত মানবগণের আশ্বিন শুক্লা-
ষ্টমী তিথিতে যোগিনীতীর্থে স্নান করা কর্তব্য ।
হে বিদ্বন্ ! যোগিনীকুণ্ডে অবগাহন করিয়া মানব
স্বর্গস্থিত উর্ধ্বশ্রীকে লাভ করিতে পারে । পুরা-
কালে জিতেন্দ্রিয় ধীমান তপোধন মুনি রৈভ্য
অনাহারে হিমালয় পার্শ্বে তপস্তা করিয়াছিলেন ।
রৌড্যের বিপুল তপস্তা দর্শনে সুরপতি বাসব
ভীত হইয়া তাহার তপোবিদ্বাং তথায় উর্ধ্বশ্রীকে
আদরপূর্বক প্রেরণ করেন । গজগামিনী উর্ধ্বশ্রী
সুরপতি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় আগমন
পূর্বক হিমবৎ পার্শ্বে অসুত্তম রৌড্যদ্বায়ে বাস
করিতে লাগিল । উর্ধ্বশ্রী ফুলবনরাজিবিরাজিত
এক লজ্জাকুণ্ডল আশ্রয় লইল ; বিহঙ্গমগণ সেই
কুণ্ডলমধ্যে অঙ্কুর ফুটান করিত ; তথায় কিম্ববী-
লিকরের কেলিসদীতে কুরঙ্গকুলের অঙ্গনিভ

ললনাতম্ব। তাম্রমলতাপুপকাকীরচিতকুণ্ড-
লাব্ধ। বিলোক্য তাং বিশালাক্ষীঃ মুনির্ক্যাকুলিতৈ-
শ্চিয়ঃ। বহুব যোক্তান্তঃ শশাপ চ বহু জলন।
১৮। রৈভ্য উবাচ। কুরূপতাং ত্রজ কিপ্রং
বা স্বঃ সৌন্দর্য্যগন্ধিতা। সমাগতা তপোবিম্বহেতবে
মম সরিধৌ। ১৯। অগস্ত্য উবাচ। ইতি
শশা ক্রমা তেন মুনিনা সা শুভক্ষণা। উবাচ
বনিতা হৃদ্য প্রাজলির্মুনিমাদরাৎ। ১০০।
উর্কশ্যুবাচ। ভগবন্তে প্রসীদ স্বঃ পবাদীনা যত-
ত্বহম্। স্বচ্ছাপস্ত কথং মুক্তির্ভবিতা নিয়তব্রত।
১০১। রৈভ্য উবাচ। অযোধ্যায়ামস্তি তীর্থ-
পাবনং পরমং মহৎ। তত্র জ্ঞানং কুরুষ্যাম্য
সৌন্দর্য্যং পরমাগুহি। ১০২। ব্রহ্মাণ্যৈব চ বিখ্যাতিং
তোয়ং যান্ততি তদ্রূপম্। ১০৩। অগস্ত্য উবাচ।
এবং সা বিপ্রবচসা বিদধে সর্বমাদরাৎ। সুলবী
সাত্তবৎ কিপ্রং তৎ জ্ঞানং খ্যাতিমায়যৌ। ১০৪।
অত্র জ্ঞানং মুনিশ্রেষ্ঠ যঃ কুর্য্যাদিবিবজ্জনঃ। সৌন্দর্য্যং

তম্বর করনা করিয়াছেন। বৈভ্য দেখিলেন,—
উর্কশী তাঁহারই আশ্রমজাত লতা কুম্ব দ্বারা
কাঞ্চী ও কর্ককুণ্ডল রচিত করিয়াছে, সেই বিশা-
লক্ষীকে দর্শন করিয়া তাঁহার ইন্দ্রিয়নিচয় ব্যাকুল
হইল, অনলসদৃশ বোষণরবশ ঋষি উর্কশীকে
অতিশয় করিলেন। রৈভ্য কহিলেন,—হে
ললনে। তুমি সৌন্দর্য্যগন্ধিত হইয়া আমার
তপোবিম্বার মদীয় আশ্রমে উপনীত হইয়াছিস,
অতএব তুমি সত্ত্বর কুরূপতা প্রাপ্ত হ। অগস্ত্য
কহিলেন,—রোষণরবশ ঋষি কর্তৃক শুভদর্শনা
উর্কশী এইরূপে অতিশয়া হইয়া অঞ্জলিবন্ধন-
পূর্বক আদরসহকারে বনিতারূপে মুনিকে কহিতে
লাগিল। উর্কশী বলিল,—হে ভগবন। আমি
পরাধীনা নারী, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; হে
নিরন্তর। এক্ষণে কি করিয়া আপনার অতিশয়
হইতে মুক্তিলাভ করিব। রৈভ্য উত্তর করি-
লেন,—অযোধ্যায় পরম পাবন এক মহাতীর্থ
আছে, তুমি অদ্যই তথায় গিয়া জ্ঞান কর, আবার
কুরূপতা প্রাপ্ত হইবে। আর সেই জল তোমারই
নামে ভূতলে বিখ্যাতি লাভ করিবে। অগস্ত্য
কহিলেন,—অনন্তর উর্কশী বিপ্রবাক্যে আদর-
পূর্বক সেই সকল অনুরোধ করিয়া, পূর্বের স্থায়
সত্ত্বর সৌন্দর্য্য লাভ করিল এবং সেই স্থান তাহার
নামে উর্কশীকুণ্ড বলিয়া বিখ্যাত হইল। হে

পরমং তত্ত্ব ভবেত্তজ্ঞ ন সংশয়ঃ। ১০৫। তাদ্রে
শুকৃততীয়ায়াং যাজ্ঞা সাধৎসরী ভবেৎ। বিষ্ণুরজ
জ্ঞানৈঃ পূজাঃ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে। ১০৬। এবং
কুর্কম্বো বিদ্বান বিষ্ণুলোকে বসেৎ সদা। নরো বা
যদি বা নাবী সর্বান কামানবাগ্নুয়াৎ। ১০৭।
ঘোষার্ককুণ্ডঃ পরমমুর্কশীকুণ্ডদক্ষিণে। বর্ততে মুনি-
শার্দূল সর্বপাপাপহঃ সদা। ১০৮। যত্র জ্ঞানেন
দানেন সূর্যালোকে মহীয়তে। এতদীর্ঘশ্রু সদ্দশং
নাপবং বিদ্যাতে কচিৎ। ১০৯। স্বণী কুঞ্জী দরিদ্রী
বা দ্বঃখক্রান্তোহপি যো নরঃ। কয়োতি বিধিবৎ-
জ্ঞানং সর্বান কামানবাগ্নুয়াৎ। ১১০। রবিবারে
বিশেষণে কর্তব্যং জ্ঞানমাদরাৎ। তাদ্রে মাসি
তথা মাঘে শুক্লষষ্ঠ্যাং প্রযত্নতঃ। ১১১। কর্তব্যং
বিধিবৎ জ্ঞানং সূর্যালোকাভিকাঙ্ক্ষয়া। পৌষে
মাসি তথা জ্ঞানং সূর্য্যাবর্বে বিশেষতঃ। ১১২।
সপ্তমাং ববিযুক্তায়াং জ্ঞানং বহুকলপ্রদম্। ঘোষা-
ভিষোহভবৎ পূর্বং সূর্য্যবংশে নরেশ্বরঃ। ১১৩।
সমুদ্রমেখলামেকঃ পৃথিবী সমপালয়ৎ। যন্ত কীর্ত্ত্যা

মুনিশ্রেষ্ঠ। যে মানব এই তীর্থ বিধিপূর্বক জ্ঞান
কবে, তাহার পরম সৌন্দর্য্য লাভ হয়, সংশয়
নাই। ১০৬—১০৭। তাদ্রে মাসের শুক্ল তৃতীয়ায় এই
উর্কশীকুণ্ডের সংবৎসরীযাজ্ঞা হয়। মানবগণ সর্ব-
কাম সিদ্ধির জন্ত এইস্থানে বিষ্ণুর পূজা করিয়া
থাকে। যে বিদ্বান্ নব এইরূপ করে, তাহার
বিষ্ণুতবনে বাস হয়। নবই হটক আব
নারোই হটক এতীর্থে সকলেরই সর্ববিধ কামনা
পূর্ণ হইয়া থাকে। হে মুনিশার্দূল। উর্কশীকুণ্ডের
দক্ষিণে পরম ঘোষার্ক কুণ্ড বিদ্যমান। এই কুণ্ড সতত
সমপাপ-হর, এখানে জ্ঞান দান করিলে মানব
সূর্যালোকে পূজিত হয়। এই ঘোষার্ক কুণ্ড-
সদৃশ অপব তীর্থ কুত্রাপি নাই, স্বণী, কুঞ্জী, দরিদ্র
বা দ্বঃখক্রান্ত মানব এই তীর্থে যথাবিধি জ্ঞান
করিয়া নিখিল কামনা লাভ করে। বিশেষতঃ
ববিবাবে আদরসহকারে এই কুণ্ডে জ্ঞান কবিতে
হয়। সূর্য্যালোকীয় মানব ভাদ্র ও মাঘ
মাসের শুক্ল ষষ্ঠী তিথিতে প্রযত্ন সহকারে এই তীর্থে
যথাবিধি জ্ঞান করিবে। পৌষমাসের 'রবিবারেও
এই ঘোষার্ক কুণ্ডে জ্ঞান প্রশস্ত; এই রবিবার
সপ্তমী তিথিযুক্ত হইলে সমধিক ফলপ্রসূ হইয়া
থাকে। পূর্বকালে ঘোষ নামক এক নরেশ্বর
সূর্য্যবংশসম্বন্ধ হইয়াছিলেন, সেই আদিতির মত

প্রকাশিতে ত্রিলোকীমণ্ডলানি বৈ ॥ ১১৪ ॥ যঃ
প্রতাপাৎ ক্ষুরন্ ভীতি প্রতাকর ইবাপরঃ । প্রচণ্ড
তরদোর্ধ্বখণ্ডিতারাতিমণ্ডলঃ ॥ ১১৫ ॥ স কদাচিৎ-
প্রজাপালো মন্দিবিস্তস্তদুত্তমঃ । বভ্রাম যুগয়াসক্তো
বনেহতিগহনক্রমে ॥ ১১৬ ॥ স রাজা পূর্বজন্মোথ-
পাশৈরুত্তমচর্চকঃ । কুমিবাশুকরাজোজঃ সুন্দ-
রোহপি গতশ্রয়ঃ ॥ ১১৭ ॥ যুগয়ায়ামভূদেকঃ কদা-
চিৎ পর্যটন্ বনে । বরাহসিংহহরিণামিষ্মন্ গচ্ছান্ত-
স্ততঃ ॥ ১১৮ ॥ তৃষাক্রান্তো স্নানতরুঃ সরোহপশ্চৎ-
পুরো নৃপঃ । দদর্শ তত্র চ মুনীন স্নানসঙ্ঘাদি-
তৎপরান্ ॥ ১১৯ ॥ ততো বিধিবদাচম্য স্নানং চক্রে
নরেশ্বরঃ । ততো দিব্যশরীরোহভূদানন্দামলমা-
নসঃ ॥ ১২০ ॥ মুনিভিস্তীর্থমাজায় চক্রে সূর্য্যস্ততিং
প্রিয়াম্ ॥ ১২১ ॥ রাজোবাচ । ভগবন্ দেবদেবেশ
নমস্তুভ্যং চিদামনে ।* নমঃ সবিত্রে সূর্য্যায় জগদা-

পাল ঘোষ সমুদ্রমেখলা মেদিনীকে সম্যক পালন
করিয়াছিলেন । ষাঁহার কীর্ত্তি দ্বারা ত্রিলোকী
মণ্ডল প্রকাশিত, যিনি স্বীয় প্রতাপে প্রদীপ্ত
দ্বিতীয় দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত হন, ষাঁহার
প্রচণ্ডতর দোর্ধ্ব খণ্ডিতারাতিমণ্ডল খণ্ডিত হয়, সেই
প্রজাপালক ঘোষ একদা সচিবগণের প্রতি ভূতার
বিস্তস্ত করিয়া যুগয়াসক্ত হৃদয়ে তরুরাজিগহন
অরণ্যে পরিভ্রমণ করেন । রাজা ঘোষ পরম সুন্দর
ছিলেন । তাঁহার অহঙ্কার ছিল না, কিন্তু তাঁহার
করকমল কুমিসমাকুল ছিল । পূর্বজন্মে তিনি যে
পাপ করিয়াছিলেন, ঐ কুমিসমাকুল করই তাঁহার
সেই অশুভের সূচনা করিয়া দিত । রাজা ঘোষ
কদাচিৎ একাকী যুগয়ার্থে অরণ্য পর্যটন করিতে
করিতে বরাহ, সিংহ ও হরিণগণের নিধন সাধন
করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণপূর্বক তৃষাক্রান্ত ও
স্নানতরু হইয়া পুরোভাগে এক সরোবর দর্শন
করেন । তিনি দেখিলেন,—মুনিগণ সেই সরো-
বরে স্নান করিয়া সঙ্ঘাবন্দনাদিতে তৎপর হইয়া-
ছেন । অনন্তর নরেশ্বর ঘোষ যথাবিধি আচমন
করিয়া ভূতায় স্নান করিলেন । দেখিতে দেখিতে
তাঁহার শরীর মনোহর হইল, এবং আনন্দে তাঁহার
মন সহসা নির্মল হইয়া উঠিল । রাজা মুনিগণের
দিকট সেই সরোবরকে এক তীর্থ বলিয়া বিদিত
হইলেন । তিনি তখন সূর্য্যপ্রিয় ভাতগাথা কীর্ত্তন
করিতে লাগিলেন । রাজা বলিলেন,—হে
ভগবন ! আপনাকে চিদামা, হে দেবদেবেশ ! আপ-

নন্দদায়িনে ॥ ১২২ ॥ প্রভাগেহায় দেবায় জয়ী-
ভূতায় তে নমঃ । বিবস্তুতে নমস্তুভ্যং
যোগজ্ঞায় সদাম্বনে ॥ ১২৩ ॥ পরায় পরমেশায়
ত্রিলোকীতিমিরচ্ছিদে । অচিন্ত্যায় সদা ভূতায়
নমো ভাস্করতেজসে ॥ ১২৪ ॥ যোগপ্রিয়ায় যোগায়
যোগজ্ঞায় সদা নমঃ । ওঙ্কারায় বর্ষট্কাররূপিণে
জ্ঞানরূপিণে ॥ ১২৫ ॥ যজ্ঞায় যজমানায় হবিবে ঋষিক্কে
নমঃ । রোগপ্রায় স্বরূপায় কমলানন্দদায়িনে ॥ ১২৬ ॥
অতিসৌম্যাতীতীকায় সুরাণাং পতয়ে নমঃ । সজ্জা-
সায় নমস্তুভ্যং ভক্তজায় প্রিয়াম্বনে ॥ ১২৭ ॥ প্রকা-
শকায় সততং লোকানাং হিতকারিণে । প্রসীদ
প্রণতায়াদ্য মহং ভক্তিকৃতে স্বয়ম্ ॥ ১২৮ ॥ অগস্ত্য
উবাচ । ইত্যেবং ব্রবতস্তস্মৈ স প্রসন্নো রবিঃ
স্বয়ম্ । আবির্ভূত্ব সহসা ভক্তস্ত প্রিয়কাম্যয়া ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রশ্রয়ানতমূর্খজম্ ॥ ১২৯ ॥
রবিরুবাচ । বরং বরয় রাজেন্দ্রে প্রসন্নোহস্মি তবা-
গ্রতঃ । দদামি তদ্বরং তেহদ্য যচ্ছয়া মনসেপ্সিতম্ ॥
১৩০ ॥ রাজোবাচ । ভগবন্ ভাস্করানন্ত প্রব-

নাকে নমস্কার । আমি জ্ঞানানন্দদায়ী সবিতা
সূর্য্যকে নমস্কার করি । যিনি অচিন্ত্য, আমি সতত
সেই ভাস্করকে নমস্কার করি । যোগপ্রিয়, যোগ
ও যোগজ্ঞকে সতত নমস্কার । যিনি জ্ঞানরূপী,
ওঙ্কার ও বর্ষট্কারময়, যিনি যজ্ঞ, যজমান, হরি
ও ঋষিক, আমি সেই সূর্য্যকে নমস্কার করি ।
যিনি পদ্মের আনন্দদায়ী, ষাঁহার স্বরূপ অতি
সৌম্য, অতিতীক্ষ্ণ, সেই রোগপ্র রবিরূপকে নমস্কার ।
হে প্রিয়াম্বন ! আপনি যজ্ঞভূক্ত এবং ভক্তের
জাতা, আপনাকে নমস্কার । আপনি সতত প্রকাশ-
মান ও লোকহিতকারী, আমি আপনার প্রতি
ভক্তিপ্রদর্শন করিতেছি, আমি প্রণত ; অন্য
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । ১০৬—১২৮ । অগস্ত্য
কহিলেন,—নৃপতি ঘোষ এইরূপ ভতিবাদ করিলেন
স্বয়ং সূর্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, এবং,
ভক্তের প্রিয় কামলায় সহসা আবির্ভূত হইয়া
সেই বিনয়াবনত নৃপকে বাক্যমাণ মধুর
বাক্য বলিতে লাগিলেন । রবি বলিলেন,—হে
রাজেন্দ্র ! আমি ক্রীত হইয়া তোমার সূক্ষ্মধে
সমাগত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর ! তুমি অন্য যে
বর অভিলাষ করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব ।
রাজা উত্তর করিলেন,—হে ভগবন্ বিজ্ঞো ভাস্কর !
হে অনন্ত ! যদি আমাকে বরদান করেন তব

কলি বরং যদি। মর্যাদা কৃতমূর্তিতে তিষ্ঠত্ব সদা
বিজ্ঞে ॥ ১৩১ ॥ রবিরূবাচ। এবমন্ত মনুষ্যে
তব বাহ্য মনোহরাৎ এতৎস্তোত্রং যয়োক্তঃ মে
যে পঠিষ্যতি মানবাঃ ॥ ১৩২ ॥ তেভ্যস্তুঃ প্রদা-
ত্বামি সৰ্বান্ কামান্নরেশ্বর। এতৎস্থানং পরাং
খ্যাতিং হইয়া যান্তি কিতৌ ॥ ১৩৩ ॥ সৰ্বান
কামানবাগ্নোতি যোহত্র স্থানং সমাচরেৎ। মন্ত্রেন
সদা রাজন্ কর্তব্যং স্থানমত্র বৈ ॥ ১৩৪ ॥ যঃ যঃ
কামমিহেচ্ছত তং তং কামমবাগ্নুয়াৎ। যত্র স্থানান্নরো
রাজন্ স্বর্ঘ্যলোকে বসেৎ সদা ॥ ১৩৫ ॥ অগস্ত্য
উবাচ। ইতি দ্বা বরং দেবঃ কৃপয়া পরয়া যুতঃ।
তাহান্ সৰ্বকিরণস্তদাত্ত্বানমাযযৌ ॥ ১৩৬ ॥ বাজা
ভাকরদেহোখাং রবিমূর্তিমমুত্তমাম্। তত্র সংস্থাপয়া-
মাস পূজয়ামাস চ স্বয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥ ঘোষার্ককুণ্ডং
তদ্রাজা তত্র খ্যাতিং জগাম হ ॥ ১৩৮ ॥ ইতি
কচিরবিধানৈকুণ্ডাদিত্যমূর্তিঃ বিমলপরমভক্ত্যা পূজ-
য়িত্বানরেন। তদমৃতময়কুণ্ডে স্থানমাদৌ বিধায়
প্রচুরবিমলকীৰ্তিঃ স্বর্ঘ্যলোকে বসেৎ সঃ ॥ ১৩৯ ॥

ইতি শ্রীকান্দে ঘোষার্ককুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আপনি আমার নামে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া এই স্থানে
সতত বাস করুন। রবি বলিলেন,—হে মনুজেশ্বর।
তাহাই হউক, তোমার অভিনাষ বড়ই মনোরম
হে নরেশ্বর! যে সকল লোক তোমার পঠিত আমার
এই স্তোত্র পাঠ করিবে, আমি তাহাদিগের প্রতি
ভুট্ট হইয়া নিখিল অভিনাষ প্রদান করিব। কিত-
িল এই স্থান তোমার নামে বিখ্যাতি লাভ
করিবে। যে মানব এই স্থানে স্থান করিবে, তাহার
সৰ্বাভীষ্ট পূর্ণ হইবে। হে রাজন্। আমার ভক্ত
সতত এই তীর্থে স্থান করিবে এবং সে যে
যে কামনা করিবে, তাহার তৎসমস্ত লাভ হইবে।
হে রাজন্। যে নর এই তীর্থে স্থান করে, দিবাকর
পুরে তাহার বাস হয়। অগস্ত্য কহিলেন,—সহস্র
কিরণ দেব তাম্রান পরম রূপাপরাধ হইয়া এইরূপ
ব্রহ্মদানপূর্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন, মেদিনী
পতি ঘোষাও দিনকরদেহোখিত অমৃতময় রবিমূর্তি
স্তম্ভায় সংস্থাপিত করিয়া পূজা করিলেন।
অনন্তর এই তীর্থ কীর্তি ঘোষের নামানুসারে
ঘোষার্ক কুণ্ড নামে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে।
রাজা ঘোষ এইরূপ কুনোক্ত বিদানে সত্বর বিমল
পরম ভক্তিপূর্বক আদরস্বকারে আদিত্যমূর্তি

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ। ঘোষার্কতীর্থাদিগ্রহে পশ্চিমে
দিকতটে স্থিতম্। রতিকুণ্ডমিতি খ্যাতং সৰ্বপাপহরং
সদা ॥ ১ ॥ যত্র স্থানেন দানেন পরাং কাস্তিমবাগ্নুয়াৎ।
তৎপশ্চিমদিগ্ভাগে কুশুমায়ুধনামকম্ ॥ ২ ॥ কুণ্ডং
প্রসিদ্ধমতুলং সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে। যত্র স্থানেন
দানেন কন্দৰ্পসদৃশকীৰ্ত্তম্। লভতে না বিধানেন
মুনে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥ রতিকুণ্ডে তথা বিপ্র
কুশুমায়ুধকুণ্ডকে। অত্রয়া কুৰতে স্থানং স
সৌখ্যপরমো ভবেৎ ॥ ৪ ॥ কুণ্ডদ্বয়েহত্র মিথুনং
যৎস্থানং কুৰতে কিল। রতিকামাবিব খ্যাতৌ
সদা তৌ স্তুন্দবৌ তদা ॥ ৫ ॥ তস্মাদত্র বিধানেন
স্নাতব্যং ধন্যকাক্ষভিঃ। দানং দেয়ং যথাশক্ত্যা
রতিকন্দৰ্পভুঙয়ে ॥ ৬ ॥ ভবেতাং নিয়তং তন্ত
সন্তপ্তৌ রতিমমুখৌ। মাঘে বিশদপঞ্চম্যাং যত্র স্থানং

পূজা করিলেন এবং সেই অমৃতময়কুণ্ডে স্থান করত
বিমল বহুল কীর্ত্তমান হইয়া স্বর্ঘ্যলোকে বাস
করিতে লাগিলেন ॥ ১২৯—১৩৯ ॥

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মনুজেশ্বর! ঘোষার্কতীর্থের
পশ্চিমতটদিগ্ভাগে সতত বিখ্যাত সৰ্বপাপহর
রতিকুণ্ড বিদ্যমান, এই কুণ্ডে স্থান করিয়া নর
পবম কাস্তি লাভ করে। এই রতিকুণ্ডের পশ্চিম
দিগ্ভাগে কুশুমায়ুধ নামক প্রসিদ্ধ কুণ্ড অবস্থিত।
এই কুশুমায়ুধকুণ্ড সৰ্বার্থসিদ্ধি, ইহার তুলনা
মিলে না। হে মুনে! নর এই কুণ্ডে যথাবিধি
স্থান দান করিয়া কন্দৰ্পকাস্তি লাভ করে, সন্দেহ
নাই। হে বিপ্র। যে মানব রতি এবং কুশুমায়ুধ
কুণ্ডে অত্রায় সহিত স্থান করে, তাহার সৰ্বত্রই পরম
সৌখ্য লাভ হয়, আর যে নর রতি ও কুশুমায়ুধ
এই উভয়কুণ্ডেই স্থান করে, সে পত্নীর সহিত
রতিপতির স্নায় খ্যাতি প্রাপ্ত হয় এবং তাহার রতি-
কন্দৰ্পসদৃশ পরম সৌন্দর্য লাভ করে, সন্দেহ নাই।
অতএব এই কুণ্ডদ্বয়ে অবস্থাই যথাবিধি স্থান করা
কর্তব্য; বিশেষতঃ ধন্যকাক্ষী মার্ব রতিকন্দৰ্পে
ঐতিহ্যমুক্ত এই তীর্থে যথাবিধি স্থান করিবে।

শুভপ্রদঃ ॥ ৭ ॥ রতিকুণ্ডে পুরঃ স্নাত্বা পশ্চাৎ
কন্দর্পকুণ্ডকে । স্নাতব্যঃ তদিনে বিপ্র মিথুনে
প্রযত্নতঃ ॥ ৮ ॥ রতিকন্দর্পয়োঃ পূজা বিধাতব্য
বিশেষতঃ । বস্ত্রাদিভিরলঙ্কারৈঃ সম্পূজ্যো বিজ-
দম্পতী ॥ ৯ ॥ সর্বান কামানবাগ্নোতি নাত্র কার্য্য
বিচারণা ॥ ১০ ॥ চন্দনাগুরুকপূরকস্তুরীকুঙ্কুমাদিভিঃ ।
বাসোভিষিবিধৈঃ পুটৈঃ পূজয়েদ্বিজদম্পতী ॥ ১১ ॥
এবং কৃতে ন সন্দেহো রতিকন্দর্পতুষ্টিয়ে । তদ-
ব্রজে'মধুনঃ বিপ্র রতিকন্দর্পতুল্যতাম্ ॥ ১২ ॥
কুসুমায়ুধকুণ্ডলু প্রতীচ্যাং দিশি সংস্থিতম্ । মন্ত্রে
শ্বর ইতি ধাতঃ তৎস্থানং ভূবি তুল্যতম্ ॥ ১৩ ॥
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা মন্ত্রে'শ্বরং বিভূম্ । ন
তেষাং পুনবাবৃতিঃ কল্পকোটিশতৈবপি ॥ ১৪ ॥
পুবা স্নাতো দেবকার্য্যং বিধায়ামলকর্ষকৃৎ । কালেন
সহ সঙ্গম্য মন্ত্রং চক্রে নরেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥ স্বর্গং
প্রতিপ্রয়াণায় যত্র স্নাতো জিতেন্দ্রিয়ঃ । তত্রৈব
স্থাপিতঃ লিঙ্গং মন্ত্রে'শ্বর ইতি কৃতম্ ॥ ১৬ ॥ তদন্তরে

এইরূপ করিলে সেই নরদম্পতিব প্রতি মদনদম্পতি
সতত স্ত্রীত হন । হে বিপ্র । মাঘমাসের শুক্লপক্ষমী
তিথিতে এই কুণ্ডলয়ের স্নান শুভপ্রদ । পতিপত্নী
মিলিত হইয়া প্রথমে রতিকুণ্ডে এবং তৎপশ্চাৎ
কন্দর্পকুণ্ডে প্রযত্নপূর্বক স্নান করিবে, অনন্তর যত্র-
সহকারে রতি-রতিপতির পূজা করিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি
দ্বারা বিজদম্পতির অর্চনা করিতে হইবে । এত-
রূপ করিলে সর্বাভীষ্ট লাভ হয়, সংশয় নাই ।
অনন্তর চন্দন, অগুরু, কপূর, কস্তুরী, কুঙ্কম এবং
বিবিধ ব্রসন ও কুসুম দ্বারা বিজদম্পতির পূজা
কর্তব্য ; এরূপ করিলে রতি-কন্দর্প স্ত্রীত হন,
সন্দেহ নাই । হে বিজ ! যে মনুজ এইরূপ করে,
সে রতি-কন্দর্পের সদৃশ হইয়া দাম্পত্যসুখ অশ্রুতব
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । হে বিপ্র । কুসুমায়ুধ-
কুণ্ডের পশ্চিমদিকে বিখ্যাত মন্ত্রে'শ্বরকুণ্ড অবস্থিত ।
এই মন্ত্রে'শ্বর কুণ্ড ভূমণ্ডলে তুল্য , যে সকল
মানব এই তীর্থে স্নান ও বিভূ মন্ত্রে'শ্বরের দর্শন
করে, শতকোটিকল্পকালেও তাহাদিগের পুনবাবৃতি
হয় না । পুরাকালে অমলকর্ষা নরেশ্বর রাম সুর-
কার্য্য সুসংস্থিত করিয়া কালের সঙ্কিত মিলিত হইয়া
এই স্থানে মন্ত্রণা করিয়াছিলেন । জিতেন্দ্রিয় রাম
স্বর্গপ্রয়াণকালিনায় এই মন্ত্রে'শ্বরতীর্থে স্নান করিয়া
এই স্থানে মন্ত্রে'শ্বরনামক বিজাত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত
করেন । মন্ত্রে'শ্বরের উত্তরে এক রম্য সরোবর

সরো রম্যঃ কুমুদোৎপলমণ্ডিতম্ । তত্র স্নানঃ
তথাদানং নানাকলদমুত্তমম্ ॥ ১৭ ॥ চৈত্রশুক্র-
চতুর্দশীং যাত্রা সাংবৎসরী স্মৃতা । তত্র স্নানে
দানেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনাং । অকর্য্যঃ স্বর্গমাপ্নোতি
নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রে'শ্বরস্ত মহিমা
নহি কেনাপি শক্যতে । সম্যগর্থকিত্বং বিপ্র য
উত্তমকলপ্রদঃ । মন্ত্রে'শ্বরসমং লিঙ্গং ন তুতং ন
ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥ সুগন্ধিপুষ্পধূপাদিকুসুমাদ্যবুলে-
পনৈঃ । পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন সর্বকামার্থসিদ্ধিধঃ ॥
২০ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহো মুক্তিস্ততঃ করে বিজ্ঞ ।
তত্রৈবোত্তবভাগে তু নীতলা বর্ততে'হনম্ ॥ ২১ ॥
তাং সম্পূজ্য নরো বিদ্বান সর্বপাটপঃ প্রযুচ্যতে ।
সর্বদা পূজনং তস্তাঃ সোমবারে বিশেষতঃ ।
কর্তব্যং সুপ্রযত্নেন মৃতিঃ সর্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥
বিস্ফোটিকাভিকভয়ে নরৈশ্চ সমুপস্থিতে । কর্তব্যং
পূজনং সম্যগ্গোপাদিভয়নাশনম্ ॥ ২৩ ॥ তদন্তরে
তু তত্রৈব দেবী বন্দীতি বিজ্ঞতা । যস্তাঃ শ্রবণ-
মাত্রেন নিগতাদিভয়ং নহি ॥ ২৪ ॥ রাজা কুর্জেন

বিরাজমান, এই রম্য সরোবর কুমুদ ও
উৎপলমালায় সমলঙ্কৃত ; এই সরোবরে স্নান
ও দান নানাবিধ অমুত্তম কলপ্রদ । ১—১৭ ।
চৈত্রমাসের শুক্ল চতুর্দশীতে এই তীর্থের সাংবৎসরী
যাত্রা হয় ; এই তীর্থে স্নান, দান, ও ব্রাহ্মণ-
গণের অর্চনা করিলে অকর্য্য স্বর্গ লাভ হয় সংশয়
নাই । হে বিপ্র । কেহই এই উত্তম কলপ্রদ
মন্ত্রে'শ্বরের মহিমা সম্যক্ বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না ;
এবং মন্ত্রে'শ্বরের তুল্য লিঙ্গ হয়ও নাই, হইবেও
না । পরম প্রযত্নপূর্বক সুগন্ধি ধূপ, দীপ, পুষ্প
এবং অবুলেপনাদি দ্বারা সর্বকামার্থ সিদ্ধি মন্ত্রে-
শ্বর লিঙ্গে পূজা করিতে হয় । এরূপ করিলে
মুক্তি মানবের করতল গত হইয়া থাকে, সন্দেহ
নাই । হে অনঘ । মন্ত্রে'শ্বরের উত্তর দিগ্ভাগে
নীতলা দেবী বিদ্যমান, বিদ্বান মানব নীতলার সম্যক্
পূজা করিয়া নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত হয় । সকল
কালেই নীতলার পূজা হইতে পারে, বিশেষতঃ
সোমবারেই সর্বার্থসিদ্ধিকামনার নামক যত্র-সহ-
কারে এই নীতলার পূজা করিবে । বিস্ফো-
টিকাভি ভীতি সমুপস্থিত হইলে মানবগণের নীতলা
পূজা কর্তব্য ; নীতলা সম্যক্ পূজিত হইলে রোগাদি
ভয় বিনষ্ট হয় । নীতলায় উত্তরে নীতলা দেবী-
সেই বিজ্ঞতা বন্দীদেবী বিদ্যমানা । এই বন্দীদেবীর

যে বন্ধাঃ শৃঙ্খলানিগতাদিভিঃ । বন্দীঃ সংসৃত্য
দেবীং তু মুক্তাঃ স্যুস্তৎকথাং তে ॥ ২৫ ॥ যাত্রা
তস্তাং প্রযত্নেন কর্তব্যং যত্নতো নরৈঃ । মঙ্গলং হি
বিশেষেণ সৰ্বকামার্থসিদ্ধিঃ ॥ ২৬ ॥ গন্ধৈঃ পুষ্পৈ-
স্তথা মৃণৈর্দীপৈরপি চ সূত্রতঃ । নৈবেদ্যৈঃ স্নানৈ-
র্দীপৈঃ পূজ্যনীয়ান্ প্রযত্নতঃ ॥ ২৭ ॥ বন্দীভীতৈ-
শ্চ মুনিশ্রেষ্ঠ দেয়ং ভোজনভোজনম্ । এবং ক্রতে ন
সন্দেহঃ সৰ্বান কামানবাধুয়াৎ ॥ ২৮ ॥ তত্শতরশ্মি-
শ্চৈব চূড়কী ভূবি কীর্তিতা । বর্ততে পবমা
সিদ্ধিরপিণী স্মরণায়ুগাম ॥ ২৯ ॥ স্মৃতিস্মরণ-
কার্যেণ ভয়ে চ সমুপস্থিতে । যন্তাঃ স্মরণতো
নৃণাং সৰ্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩০ ॥ অগ্রে তস্তাঃ
সদা কার্যা নৃভিরনুষ্ঠিতো ধনিঃ । দীপদানং
প্রযত্নেন কর্তব্যং নিয়তাশ্রিতৈঃ ॥ ৩১ ॥ সৰ্বভীষ্টপ্রদং
নৃণাং দীপদানং প্রশস্ততঃ । চতুর্দশাং চতুর্দশাং তস্তা
যাত্রা বিনির্মিতা ॥ ৩২ ॥ ততঃ পূর্বদিশাভাগে

স্মরণ মায়ে নিগতাদি বন্ধনভয় বিদূষিত হয় ।
রাজার কোপে পড়িয়া যাহারা নিগত শৃঙ্খলাদি
বন্ধনে বদ্ধ হয়, বন্দী দেবীর স্মরণ করিয়া তাহাবা
সদা মুক্ত হয়, সংশয় নাই । হে সূত্রত ।
নর যত্নসহকারে এই বন্দীদেবীর যাত্রা
করিবে, বিশেষতঃ মানব মঙ্গলবারে সৰ্ব-
কামার্থসিদ্ধি। বন্দী দেবীকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ,
দীপ এবং বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা প্রযত্ন হইয়া পূজা
করিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! বন্দীদেবীর প্রত্যুতির জন্ত
দ্বিজগণকে ভোজ্যদান করিতে হয়, এইরূপ করিলে
নরের নিখিল কামনা পূর্ণ হয়, সংশয় নাই ।
বন্দীদেবীর উত্তর ভূভাগে তাঁহারই সমীপে
চূড়কী বিদ্যমানা, ইনি পরমা সিদ্ধিরপিণী । নবগণ
ইহার স্মরণ মায়ে স্মৃতিস্মরণ বিষয়ের স্মৃতিমংসা
দর্শন করিয়া থাকে এবং কোনরূপ ভীতি সমু-
পস্থিত হইলে চূড়কীর স্মরণ করিলে মানবেব
সিদ্ধিসকল লাভ হয় । নিয়তাত্মা মরগণ চূড়কীর
সন্নিধানে গমনপূর্বক অগ্রে অঙ্গুষ্ঠধ্বনি (তুড়ি)
করিয়া তারপর যত্ন সহকারে দীপদান করিবে ।
চূড়কী সমীপে দীপদান প্রশস্ত । চূড়কী সমীপে
দীপদানে মানবগণের সৰ্বভীষ্ট লাভ হয় । প্রত্যেক
চতুর্দশীয়েই চূড়কীর যাত্রা নির্দিষ্ট হইয়াছে । চূড়-
কীর পূর্ব দিক্‌ভাগে সৰ্বভীষ্টোত্তম উত্তমতীর্থ
বিখ্যাতমহারত্ন বিদ্যমান । এই মহারত্ন তীর্থে স্নান,
দান ও দ্বিজগণের পূজা করিলে সকল কার্য সিদ্ধ

বর্ততে তীর্থযুক্তম্ । মহারত্ন ইতি খ্যাতং সৰ্বভীষ্টো-
ত্তমোত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥ যত্র স্নানেন দানেন পূজয়া চ
দ্বিজগন্যম্ । সৰ্বকামার্থসিদ্ধিঃ স্তান্নাত্র কার্যা বিচা-
রণা ॥ ৩৪ ॥ ভাদ্রে কৃষ্ণচতুর্দশীয়াং যাত্রা সাংবৎসরী
স্মৃতা । যাত্রান্তে কিল মুখ্যান্ত মহারত্না ইতি ক্রতা ॥
৩৫ ॥ মহারত্ন ইতি খ্যাতং তস্মাত্তীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র দানং প্রকর্তব্যং দ্বিজসন্তোষকারকম্ ॥ ৩৬ ॥
নাবোভিরপি বিপ্রর্ষে কর্তব্যো জাগরণোৎসবঃ ।
বীৰ্য্যসৌভাগ্যসম্পন্নসৰ্বসৌখ্যায় সৰ্বদা । তত্র স্নানং
প্রযত্নেন কর্তব্যং শ্রদ্ধয়া নরৈঃ ॥ ৩৭ ॥ ততো
নৈঋত্যদিগ্‌ভাগে দূর্ভবাখ্যং সরঃ শুভম্ । বর্ততে
সুকৃতোদাবং মহাতবসবস্তথা ॥ ৩৮ ॥ তত্র স্নানাদ-
বাপ্নোতি সদা স্বর্গপদং নবঃ । ধনং বহুবিধং দেয়ং
বাসাংসি বিবিধানি চ ॥ ৩৯ ॥ শিবপূজা প্রকর্তব্যা
স্নাত্বা কুণ্ডলয়ে নরৈঃ । নানাবিধৈন ভাবেন তক্ত্যা
পবময়া যুতৈঃ ॥ ৪০ ॥ গন্ধাদিভিঃ শুভৈঃ পুষ্পৈ-
রর্চনীয়ে মহেশ্বরঃ । নীলকণ্ঠোহঙ্ককাবাতিরারাদ্যো
যোগিনামপি ॥ ৪১ ॥ ইতি ধ্যানার্থা শিবং সার্ব-
নিম্পাপং প্রযতো নবঃ । সৰ্বকামানবাধ্যাত শিব-

হয়, সংশয় নাই । ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে মহারত্ন
তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা স্মৃতিমাহিত হয়, ইহার
মুখ্যযাত্রাব নাম বিজ্ঞতা মহারত্না । এই, জ্ঞতাই
এই অল্পতম তীর্থের নাম হইয়াছে মহারত্ন । এই
তীর্থে দ্বিজগণের সন্তোষসাধনার্থ দান করা কর্তব্য,
হে বিপ্রর্ষে । নারীগণও এখানে জাগরণোৎসব
স্মৃতিমাহিত করিবে । নবগণ বীৰ্য্য, সৌভাগ্য,
সম্পৎ এবং সৌখ্যকামনায় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহ-
কারে সতত এই তীর্থে স্নান করিবে । মহারত্নের
নৈঋত্যদিগ্‌ভাগে দূর্ভব নামক শুভাবহ সরোবর
বিদ্যমান, এখানে সুকৃতোদর মহাতব নামে
আরও একটি সরোবর আছে । ১৮—৩৮ । মানব
এই সরোবরদ্বয়ে সতত স্নান করিয়া স্বর্গপদ প্রাপ্ত
হয় । মানব এই সরোবরদ্বয়ে স্নান করতঃ বহু-
বিধ ধন ও বিবিধ বসন দান করিয়া বিবিধভাবে
পরম ভক্তিসহকারে গন্ধাদি ও সূক্ষ্মশোভন
কুসুমসমূহ দ্বারা মহেশ্বর শিবের পূজা করিবে ।
শিবের ধ্যান যথা—অঙ্ককরিপু নীলকণ্ঠ যোগি-
গণেরও আরাধ্য । প্রযত্ন মানব নিকলুখ শিবের
এইরূপ ধ্যান করতঃ নিম্পাপ হইয়া সকল কামনা
আত লাভ করে এবং সতত শিবলোকে বাস
করিয়া থাকে । হে বিপ্র ! মানব এইরূপ করিলে

লোকে বসেৎ সদা ॥ ৪২ ॥ এবং কৃষ্ণা নরো বিপ্র
সর্বপাশৈঃ প্রযুচ্যতে । মহাভরে বরে তীর্থে তথা
তুর্ভরসংজ্ঞকে ॥ ৪৩ ॥ ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীং যঃ কুর্বা-
চ্ছ্রদ্ধয়াধিতঃ । শিবপূজাঞ্চ বিবিবদ্ভিজপূজাং বিশে-
ষতঃ ॥ ৪৪ ॥ যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা শিবলোকে
স সংবসেৎ । এবং কুষ্ণররো বিদ্যার মুহুর্তি কদাচন ॥
৪৫ ॥ বিষ্ণুক্রদ্রৌ চ তস্তাতিশুপ্রসন্নো সনাতনো ।
তমোঃ স্মরণমাত্রেণ সর্বপাশৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥
অতঃ কিং বহুনোক্তেন বিপ্র তীর্থমনুত্তমম্ । সর্ব-
পাশৌষধমনং সর্বাভীষ্টকরং সদা ॥ ৪৭ ॥ অতঃ
পরং প্রবক্ষ্যামি তীর্থমনুচ্ছুভাবহম্ । যত্র যাত্রা
তথা দানং বিনা ভাগ্যং ন সম্ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥ ঈশানে
তুর্ভরস্থানাশ্রমাবিদ্যাভিধং মহৎ । তস্ত দর্শনতো
নৃণাং সিদ্ধয়ঃ স্রুয়াঃ করে স্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥ তদগ্রে
সরসি স্নাত্বা মহাবিদ্যাভ্য যো নরঃ । পশুতি
শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা স যাতি পবমাং গম্ভম্ ॥ ৫০ ॥
সিদ্ধপীঠং তথা খ্যাতং সমাক্ষতায়কারকম্ ।
তত্র পূজা বিধাতব্যা ভক্ত্যা পরময়া দ্বিজ ॥ ৫১ ॥

সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । তীর্থবর মহাভর
ও তুর্ভর এই সরোবরদ্বয়ে যে নর শ্রদ্ধাভক্তিব্যুক্ত
হইয়া ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশীতে যথাবিধি শিবপূজা
বিশেষতঃ ভক্তিসহকারে দ্বিজগণেব পূজা কবে,
তাহার সতত শিবলোকে বাস হইয়া থাকে ।
যে বিদ্বান মানব এরূপ করেন, তিনি কদাচ
মুহুমান হন না; সনাতন বিষ্ণু ও ক্রদ্র সতত
তাহার প্রতি অতি প্রীত হন । হে বিপ্র!
অধিক কি কহিব, মহাভর ও তুর্ভর এই সরোবর-
দ্বয়ের স্মরণমাত্রে মানব নিখিল কলুষবিমুক্ত হয় । হে
দ্বিজ! অনন্তর সতত সর্বপাপনাশন, সর্বাভীষ্টপ্রদ
অনুত্তম অপর এক শুভাবহ তীর্থের কথা কহিতেছি ।
দান ও যাত্রা ব্যতীতই এই তীর্থসেবায় সর্ববিধ
সৌভাগ্য সম্ভাবিত হয় । এই তীর্থ তুর্ভর সরো-
বরের ঈশানকোণে বিদ্যমান, এই মহাতীর্থের
নাম—মহাবিদ্যা; এই মহাবিদ্যাতীর্থের দর্শনমাত্রেই
মানবগণের সিদ্ধিবহ কলগত হইয়া থাকে ।
মহাবিদ্যার পুরোভাগে এক সরোবর বিরাজিত,
যে নর অগ্রে এই সরোবরে স্নান করিয়া শ্রদ্ধা-
ভক্তিব্যুক্ত হইয়া মহাবিদ্যার দর্শন করে, তাহার পরম
গতিলাভ হয় । এই মহাবিদ্যাতীর্থে বিধাত এক
সিদ্ধপীঠ বিদ্যমান, এই সিদ্ধপীঠের দর্শনে ইহাতে
দেবাধীশের প্রত্যয় কারণ সম্যকরূপে জন্মাইয়

ময়ঃ যঃ শ্রদ্ধয়া বিপ্র শৈবঃ শাক্তমথাপি বা ।
গাণপত্যং বৈষ্ণবং বা তত্র যঃ প্রযতো নরঃ ॥ ৫২ ॥
একাগ্রমানসো বিদ্বান্নারাধ্যাকর্তব্যেৎ সদা । তস্ত
সিদ্ধির্ভবেদ্রিত্যং চমৎকারো ভবেদ্বিজঃ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং জপাদিকমতন্ত্রিতৈঃ । অষ্টম্যাক
নবম্যাক যাত্রা স্রুয়াঃ প্রতিমাসিকী ॥ ৫৪ ॥ দেয়াস্ত-
রানি বভাশো নানাবিধকলানি চ । কীরেণ রূপনং
কার্য্যং পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৫৫ ॥ উচ্চাটনাদীহপি
চ মোহনাদি বিশেষতঃ । অত্র স্থানে বিশেষেণ
তুষ্টমজ্জোহপি সিধ্যতি ॥ ৫৬ ॥ সিদ্ধস্থানে পরং
মোক্ষং বশীকরণনুত্তমম্ । জপো হোমস্তথা দানং
সর্গমক্ষয়তাং ব্রজেৎ ॥ ৫৭ ॥ আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্ত
নবরাত্রিবু সুব্রত । যত্র গহ্না নরো বিপ্র সর্বপাশৈঃ
প্রযুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥ যদা পূর্ষঃ বিনির্জিত্য রাবণ
কোলরাবণম্ । সমাগতো রঘুপতিঃ সীতালক্ষণ-
সংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥ যত্র গহ্না পদা বীরো ভরতো
রামকাজ্জয়া স্থিতঃ সানুচরঃ শ্রীমান্ শ্রিয় পরময়া
যুতঃ ॥ ৬০ ॥ তত্রাগমং সুরগবৌ প্রাহুর্ভূতা অবৎ-

দেয় । হে দ্বিজ! এই সিদ্ধ ঠে পরমভক্তি সহকারে
পূজা করা কর্তব্য । হে দ্বিজ! যে প্রযত্ন মানব
পরম শ্রদ্ধাসহকারে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য কিংবা
বৈষ্ণবমতে একাগ্রমনে আরাধনা করিয়া সিদ্ধপীঠ
সমীপে সতত বাস করে, হে বিদ্বন্ । তাহার অশ্রু-
নসিদ্ধি লাভ হয় । ৬১—৫৩ । অতএব অতন্ত্রিত মানব
এই সিদ্ধপীঠে জপাদি করিবে । প্রতিমাসের অষ্টমী
ও নবমীতিথিতে এই সিদ্ধপীঠের মাসিকী যাত্রা হয়;
এখানে বহু অন্নদান ও নানাবিধ কলদান কর্তব্য;
এবং প্রযত্নসহকারে কীরদ্বারা সিদ্ধপীঠের স্নান
করাইয়া পূজাও করিতে হয় । এইপীঠে উচ্চাটনাদি
বিশেষতঃ মোহনাদি সিদ্ধ হয় । এখানে তুষ্ট মজ্জাও
সিদ্ধ হইয়া থাকে । এই সিদ্ধপীঠে পরম মোক্ষলাভ
হয় ও এই পীঠ উত্তম বশীকরণের উপায়স্বরূপ
এবং এখানে জপ, হোম ও দান সকলই অক্ষয়
কলজনক হইয়া থাকে । হে সুব্রত দ্বিজ! আশ্বিন
শুক্লপক্ষের নবরাত্রিতে নর এই তীর্থে আগমন
করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় । পূর্বকালে
সীতালক্ষণ সহায় রঘুপতি রাম লোকরাবণ রূপের
নিধনসাধন করিয়া এই সিদ্ধপীঠে সমাগত হইয়া-
ছিলেন, তখন সানুচর বীর শ্রীমান্ ভরত রাম
দর্শনাভিলাষে পাদচায়ে এই স্থানে আগমনপূর্বক
অত্যন্ত শ্রীযুক্ত হন । অনন্তর রঘুপতির আগমনে

তনী। তৎকালেভাঃ প্রভৃৎ বহুগণাধিকঃ ।
৬১। কুসুমিতঃ হৃৎ দৃষ্টা বানররাকসঃ ।
বিশ্বং পরং জঘুঃ প্রশপ্তে চরাচরম্ । ৬২।
বিস্তেজিতি রাজেন্দ্র তাহবাচ রঘুধরঃ । বসিষ্ঠো
বেত্তি তৎ সর্গং পৃচ্ছামস্ত্যঃ মুনিঃ বয়ম্ । ৬৩।
ইত্যাকাত্যাত্তঃ সর্গে বসিষ্ঠপ্রস্থে স্থিতাঃ । তে
পঞ্চজুঃ প্রাচলয়ঃ কৃষা চাগ্রেবরং নৃপম্ । ৬৪।
বসিষ্ঠোহপি কথং ধ্যাত্বা তম্বাচ নিরাকুলম্ ।
রাক্ষসঃ প্রতি সহোদ্য সর্বেষামগ্রতো মুনিঃ ৬৫।
বসিষ্ঠ উবাচ । শূর্য্যাম মহাবাহো কামধেনুরিয়ং
ভক্তা । সমাগতা তব স্নেহাৎ প্রসবন্তী স্তনাৎ পয়ঃ ।
৬৬। হৃদমধ্যে সমুদ্ভূতো রুদ্রস্যঃ জইমাগতঃ ।
নিশরকার্য্যঃ দেবানাং নির্জিতাবাতিমুত্তমম্ । ৬৭।
ইমং সম্পূজয় কিপ্রমেৎকুণ্ডল সন্নিধৌ । নীত্রং
ত্বমপি যত্নেন পূজয়েমং শিবং শুভম্ । হৃদেধর-

সুয়ালয় হইতে প্রকৃততনী সুরসুরভী তথায় উপ-
নীত হইলে তাঁহার স্তননিচয় হইতে বহুগণাধিক দৃঢ়
করিত হয়; তখন বানর ও রাক্ষসসমূহ ভূপতিত
সেই স্তম্ভ দর্শনে পরম বিস্মিত হইয়া সকলেই সেই
কীর্ত্তন করিতে থাকে। তাহারাই এই বিস্ময়কর
ব্যাপার দর্শনে রামকে সহোদন করিয়া
জিজ্ঞাসিল,—হে রাজেন্দ্র! ইহা কি? রঘুকুলতিলক
রাম তাহাদের বাক্যে উত্তর করিলেন,—মহর্ষি
বসিষ্ঠ এবিষয় বিদিত আছেন, এক্ষণে আমরা সেই
মুনিকেই জিজ্ঞাসা করি। এইরূপ স্থির হইলে
সকলেই রামকে অগ্রে করিয়া বসিষ্ঠ সমীপে গমন
করিলেন এবং সকলেই ঋষির সম্মুখে উপবেশন
করিয়া অঙ্গুলি বন্ধনপূর্ব্বক সুরভীর বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন। তখন মুনগণের অগ্রণী ঋষি বাশষ্ঠ কণ-
কাল চিহ্ন করিয়া নিরাকুল রঘুকুলতিলক রামকে
সহোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন। বসিষ্ঠ
কহিলেন,—হে মহাবাহো রাম! শ্রবণ কব; ইনি
কম্পান্দারিনী কামধেনু, তোমার প্রতি ব্রহ্মবশতঃ
জন্ম হইতে দৃঢ় করণ করিতে করিতে ইনি
সুয়ালয় সমাগত হইয়াছেন। এই দেখ, সম্রাতি
তোমার দর্শনবাসনায় এই করিত স্তম্ভ হইতে
কর, সমুদ্ভূত হইয়াছেন, তুমিও অরিকুল নির্মূল
করিয়া, সুয়ালয়ের উত্তম কার্য সাধন করিয়াছ;
এক্ষণে এই কুণ্ডলস্থানে সবার সম্যকরূপে
অর্চনা কর। এই পরম পুত কীর-
্ত্তন করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া, কীর্ত্তন করিয়া

মিতি খ্যাতঃ কীর্ত্তনঃ পবিত্রকম্ । ৬৮। অগস্ত্য
উবাচ । ততো রঘুপতিঃ স্রীমান্ বসিষ্ঠোজবিধানমকঃ ।
পূজয়ামাস তন্নিবং হৃদেধরমিতি শ্রুতম্ । ৬৯।
সীতয়া সংকৃতং যস্যাত্তৎ কুণ্ডলং কীর্ত্তনমম্ । সীতা-
কুণ্ডমিতি খ্যাতিং জগামাহুপমাং ততঃ । ৭০। সীতা-
কুণ্ডে নরঃ স্রাহা দৃষ্টা হৃদেধরঃ প্রভুম্ । সর্গপাঠৈঃ
প্রমুচ্যন্তে নাত্র কার্য্যা বিচারণা । ৭১। অত্র স্থানং
জপো হোমো দানং চাক্ষরতাং ব্রজেৎ । সীতা-
কুণ্ডে তু সম্পূজ্য সীতারামৌ সলস্করৌ । ৭২।
হৃদেধরক সম্পূজ্যঃ সর্গান্ কামানবাগ্নুয়াৎ । জ্যৈষ্ঠে
মাসি চতুর্দশ্যাং যাত্রা সান্বৎসরী শ্রুতা । ৭৩।
এবং যো বিধিবৎ কুর্য্যাদয়াদ্ব্যবিশারদঃ । স যাতি
পবমং স্থানং যত্র গহা ন শোচতি । ৭৪। তত্র
পূর্বাঙ্গিভাগে স্রগীবরচিতং মহৎ । তীর্থং তপো-
নিধেস্তত্র বর্ততে সন্নিধৌ শুভম্ । ৭৫। যত্র
স্রাহা চ দহা চ রামং সম্পূজ্য যত্নতঃ । তন্নিবেদ
দিনে তত্র সর্গান কামানবাগ্নুয়াৎ । ৭৬। তৎ-
প্রত্যঙ্গিণি বৈ স্থানং হৃদমৎকুণ্ডমিত্যপি । তস্ত
পশ্চিমতো বিপ্র বিভীষণসরঃ শুভম্ । ৭৭। তয়োঃ

বিখ্যাত হউন। ৬৮—৬৯। অগস্ত্য কহিলেন,—অন-
ন্তর স্রীমান রঘুপতি, বসিষ্ঠ কথিত বিধানানুসারে
সেই হৃদেধরনামক লিঙ্গের সম্যক পূজা
করিলেন। সীতাও সেই কীর্ত্তনুত্তর সূক্তার
কথিয়াছেন, এজন্য কীর্ত্তন অল্পম সীতাকুণ্ডনামে
বিখ্যাত হয়। মানব সীতাকুণ্ডে স্থান ও বিষ্ণু
হৃদেধরের দর্শন করিলে নিখিল কলুষ হইতে মুক্ত
হয়, সংশয় নাই। এই কুণ্ডে দান, দান, জপ ও
হোম অক্ষয় কলজনক হইয়া থাকে। মানব সীতা-
কুণ্ডে সলস্কর রাম ও সীতার পূজা করিয়া হৃদে-
ধরের সম্যক অর্চনা করিলে নিখিল কামনা লাভ
করে। জ্যৈষ্ঠমাসের চতুর্দশীতে সীতাকুণ্ডের
সান্বৎসরী যাত্রা হয়, যে দয়াদ্ব্যবিশারদ মানব
এইরূপে যথাবিধি সীতাকুণ্ডের সেবা করে, যে
স্থানে গমন করিলে জীব শোক প্রাপ্ত হয় না,
তাহার সেই পরম স্থান লাভ হয়। এই সীতা-
কুণ্ডের পূর্বাঙ্গিভাগে তপোনিধি স্রগীবর, স্রগীব
চরিত নামক মহাতীর্থ বিদ্যমান। তপোনিধি স্রগীব
এই শুভাবহ তীর্থ সন্নিধানে বাস করেন। যে
এই তীর্থে দান ও জপ করিয়া, স্রগীবর নামের
পূজা করে, সেই দিনেই তাহার কামনা সফল হয়।
এই স্রগীবতীর্থে, স্রগীবর নামের

প্রাণেন দানেন রামসম্পূজনে চ । সর্বান কামান-
বাঞ্ছোতি তন্নিরৈব বিধানতঃ । ইয়ং সা পরমা
মেধ্যাযোধ্যা ধর্মনিধিঃ স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥ ইত্যুক্তাস্ত
ততঃ সর্বৈ বসিষ্ঠমুনিমাদরাৎ । পপ্রচ্ছুর্নিয়্যাৎ
কিপ্রং বিভীষণপুরঃসরাঃ । কথয়স্ব তপোরাশে
কথামেতাং সুদুর্লভাম্ ॥ ৭৯ ॥ অযোধ্যায়াঃ পরং
বিপ্র মাহাত্ম্যং কথয়ন্তি যৎ । তৎসর্বং কথয়
কিপ্রং শ্রুত্বা মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৮০ ॥ যথা যাত্রাং
বিধান্তামঃ ক্রমেণ চ বিধানতঃ । তদস্মানু কৃপাং কৃত্বা
কথয় তপোনিধে ॥ ৮১ ॥ বসিষ্ঠ উবাচ । শৃণু মুনয়ঃ
সর্বৈ অযোধ্যামহিমাদুতম্ । যৎ শ্রুত্বা সর্বপাপেভ্যো
মুক্ত্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮২ ॥ ইদং শুভতরং
ক্ষেত্রমযোধ্যাভিধমুত্তমম্ । সর্বৈবামেব ভূতানাং
হেতুশ্লোকস্ত সর্বদা ॥ ৮৩ ॥ অগ্নিন্ সিকাঃ সদা
দেবা বৈকবঃ ব্রতমাশ্রিতাঃ । নানালিঙ্গধরা নিত্যং
বিষ্ণুলোকাভিকাজ্জিগৎ ॥ ৮৪ ॥ অভ্যাসন্তি পরং
যোগং যুক্তপ্রাণা জিতেন্দ্রিয়াঃ । নানাবৃক্ষসমা-

বিদ্যমান । হে বিপ্র ! হনুমৎকুণ্ডের পশ্চিমে
শুভাবস্থ বিভীষণ কুণ্ড ; এই উভয় কুণ্ডে
যথাবিধি, প্রাণ দান ও রামের পূজা করিলে
মানব সেই দিনেই নিখিল কামনা লাভ করে । হে
রাম ! এই যে পবিত্র অযোধ্যা দর্শন করিতেছ, এই
অযোধ্যা নিখিল ধর্মের নিধি বলিয়া বিদিত হও ।
অনন্তর বিভীষণপুরঃসর রামানুচরনিকর ঋষিবশিষ্ঠ
কর্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া বিনয় ও আদরসহকারে
তাহাকে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করিল । হে তপো-
রাশে ! লোকে অযোধ্যার উত্তম মাহাত্ম্য যেরূপ
কীর্তিত হয়, তৎসমস্ত আমাদের নিকট বর্ণন করুন ;
হে বিপ্র ! এই অযোধ্যা-মহাত্ম্যকথা অতীব দুর্লভ,
অতএব সহস্র কীর্তন করুন, আমরা শ্রবণ করি ।
হে তপোনিধে ! আমরা এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া
কিভাবে কোন্ বিধিতে অযোধ্যা যাত্রার অনুষ্ঠান
করিব, আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে
তাহাও বলুন । বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন,—যে
অযোধ্যামহাত্ম্যকথা শ্রবণ করিয়া নর নিঃসংশয়ে
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়, মুনিগণ সেই অদ্ভুত
মহিমা শ্রবণ করুন । এই উত্তম অযোধ্যাক্ষেত্র পরম
শুভ এবং সকল প্রাণীরই সতত মুক্তির হেতুভূত ;
এই ক্ষেত্রে বিষ্ণুলোকাভিলাষী যুক্তপ্রাণ জিতেন্দ্রিয়
দেব ও সিদ্ধগণ নানাক্রপ শরীর ধারণ করিয়া বৈকব
ব্রতাবলম্বনে সতত পুণ্য যোগাভ্যাস করিতেছেন ;

কীর্ণে নানাবিহগবাসিনি ॥ ৫৫ ॥ কমলোৎপল-
শোভাচ্যসরোভিঃ সমলকৃতে । অপ্সরোগণসকীর্ণে
সর্বদা সেবিতো শুভে ॥ ৮৬ ॥ "রোচতে হি সদা
বাসঃ ক্ষেত্রে নিত্যং হরিরিহ । মন্ত্যমানা বিষ্ণুভক্ত্যা
বিকৌ সর্বৈহর্পিতক্রিয়াঃ ॥ ৮৭ ॥ যথা—মোক্ষমিহা-
য়াস্তি নাত্তত্র হি তথা কচিৎ । অতঃ শ্রেষ্ঠতমং
ক্ষেত্রং যস্মাক্ষ বসতিহরেঃ । মহাক্ষেত্রমিদং
যস্মাদযোধ্যাভিধমুত্তমম্ ॥ ৮৮ ॥ নৈমিষে চ কুরু-
ক্ষেত্রে গঙ্গাদ্বারে চ পুঙ্করে । স্নানাং সংসেবনাষাপি ন
মোক্ষঃ প্রাপ্যতে তথা ॥ ৮৯ ॥ ইহ সম্প্রাপ্যতে যদন্তত
এব বিশিষ্যতে । প্রয়াগে বা ভবেন্মোক্ষ ইহ বা
হরিনঃশ্রয়াৎ । সর্বস্মাদপি তীর্থাগ্রাদিদমেব মহৎ
স্মৃতম্ ॥ ৯০ ॥ অব্যক্তলিঙ্গৈর্মুনিভিঃ সর্বৈঃ সিন্ধৈর্মু-
নিভিঃ । ইহ সম্প্রাপ্যতে মোক্ষো দুর্লভোহন্তত্র যো
মতঃ ॥ ৯১ ॥ তেভ্যঃ প্রযচ্ছতি হরির্যোগমৈশ্বর্য-
মুত্তমম্ । আশ্বিনশ্চৈব সাযুজ্যমীপ্সিতং স্থানমুত্তমম্

অযোধ্যাক্ষেত্র বিবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ, সেই সকল
তরুর উপরে বিবিধ বিহগকুল বাস করে, বহু
সরোবরদ্বারা এই ক্ষেত্র সমলকৃত, উৎপল ও কমল-
বাহুল্যে সরোবরের অপূর্বশোভা সম্পাদিত হই-
য়াছে ; অপ্সরাগণ সতত এই সুশোভন ক্ষেত্রের
সেবা করিয়া থাকে ; অধিক কি, স্বয়ং হরি নিরন্তর
এই ক্ষেত্রে বাসাভিলাষ করেন । জ্ঞানী বিষ্ণুভক্তগণ
বিষ্ণুর প্রতি নিখিল ক্রিয়া অর্পিত করিয়া এই ক্ষেত্রে
যেভাবে মোক্ষলাভে সক্ষম হন, এরূপ অন্য কোন
ক্ষেত্রেই সম্ভবে না । অযোধ্যা এক মহাক্ষেত্র ; স্বয়ং
হরি এই স্থানে বাস করেন বলিয়া এক্ষেত্র সর্বোত্তম
জানিবে । এই মহাক্ষেত্র অযোধ্যার সেবা করিলে
ষাদৃশ মোক্ষলাভ হয়, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা-
দ্বার ও পুঙ্করক্ষেত্রে স্নান কিংবা এই সকল ক্ষেত্রের
সেবা করিলেও তদ্রূপ মোক্ষ হয় না । এই স্থানের
সেবায় যে মোক্ষ হয়, সেই মোক্ষই প্রশংসনীয় ।
নিখিল তীর্থ মধ্যে অযোধ্যাক্ষেত্রই শ্রেষ্ঠ ; কেননা
এক প্রয়াগক্ষেত্রে মোক্ষ হয়, আর এই ক্ষেত্রেও
হরির শরণগ্রহণ করিলে মোক্ষ হইয়া থাকে । অত-
এব এই ক্ষেত্রও এক মহাতীর্থ জানিবে । অব্যক্ত-
শরীর মুনি, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ এই ক্ষেত্রে যে মোক্ষ
লাভ করেন, আমার মনে হয়, অন্তর্জ তদৃশ
মোক্ষ দুর্লভ । যাহারা এই অতীষ্ট উত্তম অযোধ্যা-
ক্ষেত্রের সেবা করে, হরি তাহাদিগকে অমুত্তম
যোগেশ্বর্য ও আশ্বিনসায়ুজ্য প্রদান করিয়া থাকেন ।

॥ ৯২ ॥ ব্রহ্ম দেবর্ষিভিঃ সার্বং শ্রীশ্চ
বায়ুর্দিবাকরঃ । দেবরাজস্তথা শক্ৰো যে চাত্তেহপি
দিবৌকসঃ ॥ ৯৩ ॥ উপাসতে মাহাত্মানঃ সর্বত্র
হরিমাদরাং । অত্বেহপি যোগিনঃ সিদ্ধাঃ ক্ষেত্ররূপা
মহাব্রতঃ ॥ ৯৪ ॥ অনন্তমনসো ভূত্বা সর্বদোপাসতে
হরিম্ ॥ ৯৫ ॥ বিষয়াসক্তচিত্তোহপি ত্যক্তধর্ম-
রতিনরঃ । ইহ ক্ষেত্রে যতঃ সোহপি সংসারী ন
পুনর্ভবেৎ ॥ ৯৬ ॥ যে পুনর্নিগমাধীনাঃ সত্রস্তা
বিজিতেন্দ্রিয়াঃ । ব্রতিনশ্চ নিরারম্ভাঃ সর্বৈ তে
হরিভাবিতাঃ ॥ ৯৭ ॥ দেহভঙ্গং সমাপদ্য ধীমন্তঃ
সঙ্গবর্জিতাঃ । গতান্তে চ পরং মোক্ষং প্রসাদাৎ
সর্বদা হরেঃ ॥ ৯৮ ॥ জন্মান্তরসহস্রেষু যুক্তন যোগী
ন চাপুয়াৎ । তমিহৈব পরং মোক্ষং মরণাদপি
গচ্ছতি ॥ ৯৯ ॥ এতৎ সংক্ষেপতো বচমি ক্ষেত্রস্ত
মাহিমাদ্রুতম্ । এতদেব পরং স্থানমেতদেব পরং
পদম্ । এতাদৃশ্যাপরং স্থানং পুনরন্যত্র দৃশ্যতে ॥
১০০ ॥ অত্র গতা প্রযত্নেন যাত্রা পুণ্যাভিকাজ্জিভিঃ ।
কর্তব্য্য বিধিবদ্ধীরাঃ ক্রমেণ শ্রদ্ধয়াবিতৈঃ ॥ ১০১ ॥
প্রথমেহহনি কর্তব্য উপবাসো যতাত্তিভিঃ । নিয়মেন

ততঃ জ্ঞানং দানঞ্চৈব যশস্তিতঃ ॥ ১০২ ॥
উপারতস্ত পাপেভ্যো যন্ত বাসো ভুগৈঃ সহ ।
উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥ ১০৩ ॥
উপবাসং বিধায়াসৌ চক্রতীর্থে নরঃ কৃতী । উপবাস-
দিনে স্নানাদ্যচৈব যশস্তিতঃ ॥ ১০৪ ॥ বিপ্রং
সম্পূজ্য বিধিবৎ পশ্চেদ্বিষ্ণুহরিং বিভূম্ । স্বর্গদ্বারে
নরঃ স্নাত্বা বিষ্ণুং সম্পূজ্য যত্নতঃ ॥ ১০৫ ॥ কৌরক
কারয়েত্তত্র ব্রতী ধর্ম্মাভিধে ততঃ । পাপমোচনকে
জ্ঞানমণমোচনকে ততঃ ॥ ১০৬ ॥ স্নাত্বা সহস্রধারায়
শেনং সম্পূজ্য যত্নতঃ । দৃষ্ট্বা চন্দ্রহরিং দেবং ততো
ধর্ম্মহরিং বিভূম্ ॥ ১০৭ ॥ ততশ্চক্রহরিং দৃষ্ট্বা
দদ্যচৈব যশস্তিতঃ । ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা
সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে । মহাবিদ্যাসমীপে তু রাজৌ
জাগরণং চরেৎ ॥ ১০৮ ॥ ততঃ প্রভাতে বিমলে
পুনরুত্থায় সদব্রতী । স্বর্গদ্বারে প্রযত্নেন বিধিবৎ
জ্ঞানমাচরেৎ ॥ ১০৯ ॥ শ্রাদ্ধকং বিধিবৎ কৃৎবা
দদ্য চৈব যশস্তিতঃ । বিষ্ণুং সম্পূজ্য বিধিবাদিপ্রানপি
পুনঃপুনঃ ॥ ১১০ ॥ দম্পতী চ প্রযত্নেন পূজ্যো
বহাদিভিস্তথা । শ্রদ্ধয়া পরম যুক্তির্দাতব্য

দেবর্ষিগণসহ কমলযোনি ব্রহ্ম, লক্ষ্মী, বায়ু, দিবাকর,
দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য মহাত্মা ত্রিংশবাসিগণও
আদরসহকারে এই তীর্থে হরির আরাধনা করেন ;
এবং অন্যান্য ক্ষেত্ররূপী মহাব্রত সিদ্ধযোগিগণও
অনন্তমনা হইয়া সতত হরির উপাসনা করিয়া
থাকেন । ধর্ম্মত্যাগী বিষয়াসক্তচিত্ত সংসারী নরও
যদি এই ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার আর
জন্মগ্রহণ হয় না । যে সকল বিজিতেন্দ্রিয় নিগমসেবী
ঋষি আড়ম্বরপরিহীন ও ব্রতস্থ হইয়া যত্ন করেন,
তাঁহারা হরির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হন ; এবং
ত্যাক্তসঙ্গ ধীমান মুনিগণ জন্মলাভ করিয়াও হরির
প্রসাদে এই ক্ষেত্রপ্রভাবে পরম মোক্ষলাভ
করিয়া থাকেন । যুক্তবোগীও জন্মান্তরসহস্রে
যে মোক্ষলাভে সক্ষম হন না, এই ক্ষেত্রে
দেহত্যাগ করিলে সেই মোক্ষ লাভ ঘটে ।
হে দ্বিজ ! এই যাত্রা অদ্ভুত অযোধ্যাক্ষেত্র-
মাহাত্ম্য বলিলাম, ইহা সংক্ষিপ্ত ; এই ক্ষেত্রই
উত্তম, ইহাই পরমপদ ; অযোধ্যার সর্দশ
উত্তম ক্ষেত্র আমি আর দর্শন করি নাই ;
পূণ্যকামী ধীর মানবগণের এই ক্ষেত্রে গমন
করিয়া স্নানাদিযত্নপূর্বক যথাবিধি যাত্রা করা বিধেয় ।
একগণে যাত্রার ক্রম কথিত হইতেছে ; যত্না

মানবগণ প্রথমদিনে নিয়মপূর্বক উপবাস এবং
পরে জ্ঞান করিয়া যথাশক্তি দান করিবে । পাপ
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সর্বভোগ বিবর্জনপূর্বক
গুণনিচয়ের সহিত যে বাস, তাহাকেই উপবাস বলিয়া
জানিবে । ৬৯—১০২ । কৃতী মানব উপবাস করিয়া
উপবাস দিনে চক্রতীর্থে জ্ঞান ও যথাশক্তি দান
করিবে । তারপর বিধিপূর্বক বিপ্রকে ভোজন
করাইয়া বিষ্ণু বিষ্ণুকে দর্শন করিবে । অনন্তর
ব্রতী নর স্বর্গদ্বারে জ্ঞান ও যত্নপূর্বক বিষ্ণুর পূজা
করিয়া ধর্ম্মনামক তীর্থে কৌরকর্ম্ম সমাধান করিবে ।
তারপর ক্রমে পাপমোচন, ঋণমোচন ও সহস্র-
ধার তীর্থে জ্ঞান করিয়া যত্নসহকারে অনন্তের পূজা
করিবে ; তদনন্তর যথাক্রমে চন্দ্রহরি, ধর্ম্মহরি ও
চক্রহরি দেবকে দর্শন করিয়া যথাশক্তি দান
করিবে । অনন্তর মানব সর্বাভীষ্ট দ্বিজের জন্ত
ব্রহ্মকুণ্ডে জ্ঞান করিয়া মহাবিদ্যার সমীপে জাগরণ
করিবে । তদনন্তর সাধুব্রতী বিমল প্রভাত কালে
পাতোধান করিয়া যত্নসহকারে যথাবিধি স্বর্গদ্বারে
জ্ঞান, বিধিপূর্বক পিতৃশ্রাদ্ধ এবং শক্তি অমুসায়ে দান
করিবে এবং বিষ্ণুর সম্যক পূজা করিয়া পুনরায়
দ্বিজগণের পূজা করিবে । অনন্তর বহাদি দ্বারা
স্নাত্বা ও প্রযত্নসহকারে দ্বিজদম্পতীর পূজা করিয়া

ভূরিদক্ষিণা ॥ ১১০ ॥ বিপ্রান সম্পূজ্য বিধিবদ্ধীত
প্রযতো নরঃ ॥ ১১১ ॥ অস্ত্রেদ্যাপি চোথায় শ্রদ্ধা
পরয়া যুতঃ । কৃষ্ণীপ্রভৃতীকৃত্য পশ্চোত্তীর্ণানি চ
ক্রমাৎ ॥ ১১২ ॥ তত্র তত্র নরঃ শ্রাদ্ধা দ্বা চৈব
বশঙ্কিতঃ । বিষ্ণুঃ সম্পূজ্য যত্নেন মনোবাঙ্কায়-
নির্মলঃ ॥ ১১৩ ॥ যাত্রাঃ সমাপয়েৎ সম্যগুনিয়তাত্মা
শুচিত্রতঃ । যত্র কাপি যুতো ধীরঃ পরং মোক্ষ-
মবাগ্নুয়াৎ ॥ ১১৪ ॥ অগস্ত্য উবাচ । বসিষ্ঠোক্ত-
মিতি শ্রদ্ধা কৃত্বা চৈব যথাবিধি । বিভীষণপুরোগাঙ্গে
বহুবুর্নির্মলাস্তদা ॥ ১১৫ ॥ ইতি বহুলবিধানৈস্তীর্থ-
যাত্রাঃ বিধায় প্রচুবস্কৃতপূর্ণাঙ্গে চ স্ত্রীণামুখ্যাঃ ।
গতমলিনসুদেহাঃ স্বর্গচর্যাশ্রয়ত্বাপত্তিগুণোঘাঙ্গে
বহুবুঃ সমস্তাঃ ॥ ১১৬ ॥

ইতি শ্রীহান্দে হুমৎকুণ্ডবিভীষণসবস্তীথা-
যোধ্যায়াত্রাবিধিক্রমবর্ণনং
নামাষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ভীষ্মাদিগকে ভূরি দক্ষিণা দান করিবে । তদনন্তর
অস্ত্রান্ত দ্বিজগণের সম্যক পূজা করিয়া প্রযতব্রতী
স্বয়ং ভোজন করিবে । তারপর পরদিনে শয্যাহইতে
গাত্রোথান করিয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে কৃষ্ণী প্রভৃতি
দেবীকু ক্রমে অস্ত্রান্ত তীর্থ সকল দর্শন, সেই সকল
তীর্থে জ্ঞান, যথাশক্তি দান এবং যত্নপূর্বক বিষ্ণু পূজা
করিবে । অনন্তর মন, কায় ও বাক্য নির্মল করিয়া
শুচিত্রত মানব সম্যকরূপে যাত্রা সমাহিত করিবে ।
ধীর নর এই তীর্থের ঘে কোন স্থানে যুত হইয়া
অনুত্তম গতিলাভ করিয়া থাকে । অগস্ত্য কহিলেন,
বিভীষণপ্রমুখ রামানুচরণ বশিষ্ঠাদিষ্ট এই সকল
তীর্থমাহাত্ম্য শ্রবণ ও সকলেই সেই সকল তীর্থের
যথাবিধি সেবা করিয়া নির্মল হইলেন এবং সেই
বিভীষণ প্রমুখ রাক্ষস ও স্ত্রীণামুখ বানরগণ
সকলেই বিবিধ বিধানে তীর্থযাত্রা সমাহিত করিয়া
প্রচুর স্কৃতসম্পন্ন বিমলিন ও দিবাদেহ হইয়া
বহুবুর্নির্মল অযত্নত্যাগ স্বর্গস্থলের আশ্রয়
হইলেন ॥ ১০৩—১১৬ ॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮

নবমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ । জটাকুণ্ডে আয়েয়দিশলে
সংশ্রিতঃ মহৎ । গয়াকুণ্ডমিতি খ্যাতঃ সর্বাভীষ্ট-
কলপ্রদম্ ॥ ১ ॥ যত্র শ্রাদ্ধা চ দ্বা চ যথাশক্ত্যা
জিতেন্দ্রিয়ঃ । সর্বকামমবাপ্নোতি শ্রাদ্ধঃ কৃত্বা
দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২ ॥ নরকস্থানং যে কেচিৎ পিতরশ্চ
পিতামহাঃ । বিষ্ণুলোকে তু গচ্ছন্তি তস্মিন্ শ্রাদ্ধে
কৃতে তু বৈ ॥ ৩ ॥ তস্মিন্ শ্রাদ্ধে কৃতে বিপ্র
পিতৃণামনুগো ভবেৎ । শক্তিভিঃ পিণ্ডদানন্ত
সম্বৈঃ পায়সেন চ ॥ ৪ ॥ কর্তব্যমুখিনির্দিষ্টং
পিণ্ডাকেন শুভেন বা । শ্রাদ্ধঃ ততীর্থকে প্রোক্তঃ
পিতৃণাং তুষ্টিকাবকম্ ॥ ৫ ॥ তত্র শ্রাদ্ধঃ প্রকর্তব্যঃ
নবৈঃ শ্রদ্ধাসমর্পিতৈঃ । তুষান্তি পিতরস্তেষাং তুষ্টাঃ
স্বাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৬ ॥ তুষ্টেষু পিতৃষু জীমান্ জায়তে
পুত্রবাংস্তথা । শ্রাদ্ধেন পিতবশ্চেষ্টাঃ প্রযচ্ছন্তি স্তুতান
বহুন ॥ ৭ ॥ শ্রিয়ঞ্চ বিপুলান ভোগান্ শ্রাদ্ধকৃত্যো
ন সংশয়ঃ । তস্মাদত্র বিধানেন বিধাতব্যং প্রযত্নতঃ ॥
৮ ॥ শ্রাদ্ধঃ শ্রদ্ধায়ুতৈঃ সম্যগভীষ্টকলকার্জকিভিঃ ।

নবম অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন,—জটাকুণ্ডের আয়েয়দিকে
গয়াকুণ্ড বিদ্যমান ; এই মহাতীর্থ বিখ্যাত ও সর্বা-
ভীষ্টকলপ্রদ ; জিতেন্দ্রিয় দ্বিজোত্তম এই গয়াকুণ্ডে
জ্ঞান, যথাশক্তি দান ও পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া
নিখিল কামাবশ্য লাভ করেন । এই তীর্থে জ্ঞান
কবিলে নরকস্থ পিতৃপিতামহগণ এই শ্রাদ্ধপ্রভাবে
বিষ্ণুলোকে গমন করেন । হে বিপ্র । গয়াকুণ্ডে
শ্রাদ্ধ করিলে মানব পিতৃগণ হইতে মুক্ত হয় । এই
কুণ্ডে শত্ৰু (ছাত্ত) দ্বারাই পিণ্ডদান করিবে,
যব বা পায়স দ্বা বা পিণ্ডদান করিবে না । অথবা
খিনির্দিষ্ট পিণ্ডাক ও শুভদ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ
করিবে । মুনিগণ বলিয়াছেন, এ তীর্থে পিতৃলোকের
এইরূপ শ্রাদ্ধই প্রীতিপ্রদ ॥ ১—৫ ॥ লোক সকল শ্রদ্ধা-
যুক্ত হইয়া এই তীর্থে শ্রাদ্ধ করিলে ভীষ্মাদিগের প্রীতি
পিতৃ ও সুরগণ প্রীত হন, আর পিতৃ ও দেবগণ
তুষ্ট হইলে মানব জীমান্ ও পুত্রবান্ হইয়া থাকে ।
পিতৃগণ শ্রাদ্ধদানে তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকারীকে বহু তনয়
জী ও বিপুল ভোগ প্রদান করেন, সন্দেহ নাই ।
অতএব অভীষ্টাভিলাষী শ্রদ্ধাবান্ মানবের বহু-
সহকারে এই তীর্থে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধ করিবে

গয়াকূপে বিশেষণে পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১ ॥
 সোমবারেণ সংযুক্তা অমাবস্তা যদা ভবেৎ ।
 তজ্জানন্তকলং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ১৩ ॥
 অস্তদা সোমবারেণ তত্র শ্রাদ্ধং বিধানতঃ ।
 পিতৃসন্তোষদং নিত্যং তত্র দত্তাক্ষয়ো ভবেৎ ॥
 ১১ ॥ তত্র পূৰ্ব্বেদিগভাগে তীৰ্থং সৰ্ব্বোত্তমো-
 ত্তমম্ । পিশাচমোচনং নাম বিদ্যতে চ কল-
 প্রদম্ ॥ ১২ ॥ তত্র স্নানং তথা দানং শ্রাদ্ধকৈব
 নৈব জায়তে । তত্র স্নানং তথা দানং শ্রাদ্ধকৈব
 বিশেষতঃ । কর্তব্যঞ্চ প্রযত্নেন নরৈঃ শ্রাদ্ধসমর্পিতৈঃ
 ১৩ ॥ মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ।
 স্নানং তত্র প্রকর্তব্যং পিশাচবিমুক্তয়ে ॥ ১৪ ॥
 তৎসন্নিধৌ পূৰ্ব্ভাগে মানসং নাম নামতঃ । তীৰ্থং
 পুণ্যানিবাসাশ্রয়ং স্নাতব্যঞ্চ বিশেষতঃ । তত্র
 স্নানেন দানেন সৰ্ব্বান কামানবাধুয়াৎ ॥ ১৫ ॥
 নানাবিধানি পাপানি মেকতুল্যানি বৈ পুনঃ । তত্র
 স্নানাৎ ক্ষয়ং যান্তি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১৬ ॥
 যৎকিঞ্চিদ্ভিষ্যতে পাপং মানসং কারিকং তথা ।
 বাচিকঞ্চ তথা পাপং স্নানতো বিলয়ং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥

অবশ্যকর্তব্য । বিশেষতঃ গয়াকূপে শ্রাদ্ধদান
 যেমন অক্ষয় কলজনক হয়, তদ্রূপ এই তীর্থে
 অমাবস্তাযুক্ত সোমবারে শ্রাদ্ধ করিলে তাহাও
 পিতৃগণের অনন্ত কলদায়ক হইয়া থাকে ।
 অস্ত সময়ের কেবল সোমবারে যথাবিধি শ্রাদ্ধ
 করিলেও তাহা সতত প্রীতিপ্রদ ও অক্ষয় কল-
 বিধায়ক হয় । এই গয়াকূপের পূৰ্ব্বেদিগভাগে বহু
 কলপ্রদ সৰ্ব্বোত্তম পিশাচমোচন তীৰ্থ বিদ্যমান ।
 এই পিশাচমোচনে স্নান ও দান করিলে মানব
 কলচ পিশাচ হয় না । শ্রাদ্ধযুক্ত মানব এই পিশাচ-
 মোচনে যত্নপূৰ্ব্বক স্নান, দান বিশেষতঃ শ্রাদ্ধ
 করিবে ; বিশেষতঃ পিশাচবিমুক্তির জন্ত মানব
 এখানে মার্গশীর্ষমাসের শুক্লচতুর্দশী তিথিতে অবশ্যই
 স্নান করিবে । পিশাচমোচনেরই সন্নিধানে পূৰ্ব্বদিকে
 মানস নামক তীৰ্থ, এই মানস পুণ্যানিচয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
 এখানে বিশেষরূপে স্নান করিতে হয় । এই মানস-
 তীর্থে স্নান ও দান করিলে নিখিল কাম্য লাভ হইয়া
 থাকে । মেকসদৃশ নানাবিধ পাপযুক্ত মানবেরও
 এই তীর্থে স্নান করিলে তৎসমস্ত কীণ হইয়া যায়,
 সংশয় নাই । অধিক কি, কারিক, বাচিক ও মান-
 সিক যেইকিছু পাপ থাকুক না কেন, মানস স্নানে

শ্রোতপদ্যাং সঙ্গ কার্য্য পৌর্ণমাস্তাং বিশেষতঃ ।
 যাত্রা তন্ত্র নৃতিবিপ্র পুণ্যবতিঃ ক্রিয়াপটৈঃ ॥ ১৮ ॥
 তন্মাদক্শিণদিগ্ভাগে বর্ততে স্কৃতকৈতকঃ ।
 তমসা নাম তটিনী মহাপাতকনাশিনী ॥ ১৯ ॥ যত্র
 স্নানং তথা দানং সৰ্ব্বপাপহরং সদা । যত্রান্তটে
 তথা রম্যে সৰ্বদা কলদায়কে ॥ ২০ ॥ নানাবিধানি
 স্থানানি মুনীনাং ভাবিতান্যনাম্ । মাণ্ডব্যস্ত মূনেঃ
 স্থানং বর্ততে পাপনাশনম্ ॥ ২১ ॥ যত্রাতীয়ে
 মুনিশ্রেষ্ঠ সৰ্বত্র স্তমনোহরম্ । তন্ত্রাশ্রমপদং রম্যং
 নানারক্ষমনোহরম্ ॥ ২২ ॥ যন্মাৎ স্থানাৎ সমুদ্ভূতা
 তমসা স্তুতরঙ্গিনী । তদ্বনং পুণ্যমধিকং পাবনং
 পদমুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥ যন্ত্র দর্শনতো নৃণাং সৰ্ব্বপাপক্ষয়ো
 ভবেৎ ॥ ২৪ ॥ প্রফুল্লনানাবিধশ্রাদ্ধশোভিতং লতা-
 প্রতানাবনতং মনোহরম্ । বিরূঢ়পুষ্পৈঃ পরিতঃ
 প্রিয়জুতিঃ সুপুষ্পিতৈঃ কণ্টকিতৈশ্চ কেতকৈঃ ॥ ২৫ ॥
 তমালশুভৈর্নিচিহ্নং সুগন্ধিভিঃ । সর্পিকারৈর্বকুলৈশ্চ
 সৰ্বতঃ । অশোকপুষ্पाগবরৈঃ সুপুষ্পিতৈর্দ্বিরেকমালা-

তৎসকল বিলীন হয় । ৬—১৭ । হে বিপ্র ! পুণ্য-
 বান ক্রিয়াকুশল লোক সকল ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা
 দিবসে সতত মানসতীর্থের যাত্রা করিবে ।
 মানসের দক্ষিণদিকে স্কৃতের একমাত্র ক্রীড়াভূমি,
 মহাপাতকনাশিনী তমসানারী তটিনী । এই
 তমসাতটিনীতে স্নান দান সতত সৰ্ব্বপাপ-
 হর । ইহার রম্য তটভূমে তরুগণ সৰ্বদা
 কলদান করে, ভাবিতান্না মুনিগণ ইহার বহু
 বিস্তৃত তীরদেশে সতত বাস করিয়া থাকেন ।
 হে ঋষি ! এই তটিনীতটে মুনি মাণ্ডব্যের
 পাপনাশন পরম আশ্রমপদ বিদ্যমান এবং
 তীরভূমির সকল স্থানই স্তমনোহর । মুনি
 মাণ্ডব্যের আশ্রমপদ পরম রম্য তরুশ্রাজি দ্বারা
 পরিশোভিত, শোভনাদী তরঙ্গিনী তমসা মুনি
 মাণ্ডব্যের এই আশ্রমপদ হইতে সমুদ্ভূত
 হইয়াছেন । উত্তম মাণ্ডব্যবন সমধিক পাবন ।
 মানবগণ এই মাতব্যবনদর্শনে নিখিল কলুষ-
 বিমুক্ত হয় । অহো মুনি মাণ্ডব্যের আশ্রমটীর
 কি অপূর্বশোভা !—আশ্রমের বনভূমি নানা-
 বিধ প্রফুল্ল শ্রাদ্ধদ্বারা শোভিত । লতাপ্রতান
 কলকুমুদভারে অবনত হওয়ায় কি মনোহর রূপ
 ধারণ করিয়াছে । ঐ বনভূমির চারিদিকেই কণ্টকিত
 কেতকী ও প্রিয়জু পুষ্পতরুর কুমুদোদগম হই-
 তেছে । সর্বত্রই সুগন্ধি শুভবোদিত তমাল-কর্ণিকার

কুলপুস্পসকলৈঃ ॥ ২৬ ॥ কচিৎ প্রফুল্লাবুজরেণু-
কুণ্ডিতৈবিক্রমৈশ্চাকুলপ্রচারিতিঃ । বিনাদিতং
সারসমুৎকুলাদিতিঃ প্রমত্তদাত্তাহকুলৈশ্চ বজ্জতিঃ ॥
২৭ ॥ কচিচ্চ চক্রাহবরবোপনাদিতং কচিচ্চ কাদম্ব-
কদম্বকৈর্মুতম্ । কচিচ্চ কাবণ্ডবনাদনাদিতং কচিচ্চ
মন্তালিকুলাকুলীকৃতম্ ॥ ২৮ ॥ মদাকুলাভিন্নমরী-
ভিরারামিবেবিতং চাকুলগন্ধিপুস্পবৎ । কচিচ্চ
পুষ্পৈঃ সহকারবৃক্কৈর্লতোপগৃঢ়ৈস্তিলকজ্জমৈশ্চ ॥ ২৯ ॥
প্রহস্তনানাবিধপক্ষিসেবিতং প্রমত্তহাবীতকুলোপ-
নাদিতম্ । সমস্ততঃ সুন্দরদর্শনীয়তাং সমুদ্রহৃদ্বন-
মুগ্ধসমুদ্র ॥ ৩০ ॥ নিবিড়নিচুলনৌলং নীলকণ্ঠাভি-
রামং মদমুদিতবিহঙ্গীবৃন্দনাদাভিবামম্ । কুসুমিত-
তরুশাখালীনমন্ত্রিবেকং নবকিসলয়শোভাশোভিতং
সংকলাট্যম্ ॥ ৩১ ॥ ইত্যাদিবহশোভাচ্যং সর্ব-
দিক্শু মনোহরম্ । যত্র মাণ্ডব্যমুনির্নাম তপস্তপ্ত মহৎ
কিল । যৎপ্রভাবাদভূতীর্থং পাবনং তৎ সদা মহৎ ॥

সমাকীর্ণ বকুলতরুকুল, সুপুস্পিত পুরাণ ও
অশোকসমূহে শোভিত, এবং সকল ফুলট
অলিকুলে সমাকুল হইয়া কুসুমমধু পান কাবতেছে,
কোথাও প্রফুল্ল পদ্মরেণুধাবা বিকুণ্ঠিত বিহঙ্গমগণ
রম্য বম্য কলসমূহে বিচরণ করিতেছে, কোথাও
সারস, *মুৎকুল ও প্রমত্ত দাত্তাহগণেব মনোহর
নিমাদ ঋত হইতেছে, কোনও স্থান চক্রবাকগণ
কর্তৃক নিমাদিত, কোথাও কাদম্বক-কদম্বে উপ-
শোভিত, কোন স্থান কাবণ্ডবনাদে নিমাদিত, কোন
স্থান মন্ত অলিকুলে আকুলিত এবং মনোহর গন্ধকুল
পুস্পসমধিত আশ্রমের সর্বস্থানই মদ্রাকুল ভ্রমবী-
নিকর কর্তৃক নিষেবিত । আবার কোথাও কুসুমিত
সহকার ও লতাজালে প্রছন্ন তিলক তরুরাজি
বিরাজিত, প্রমত্ত হারীত প্রভৃতি বিবিধ বিহঙ্গমগণ
ঐ সকল রুক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া নিমাদ কবিশা
প্লাকে, কোথাও নিবিড় নীল বেতসবনে নীলকণ্ঠ
বিহঙ্গমগণ উপবেশন করিয়া মনোভিরাম রব করি-
তেছে । মদে মুদিতনয়না বিহঙ্গীগণ সেই বিহঙ্গম-
নাদের প্রতিধ্বনি করিতেছে, নব নব কিশলয়শালী
কুসুমিত তরুশাখা সকলে মন্ত অলিকুল লীন হইয়া
তরুনিকরের মনোহর শোভা কর্তৃক করিতেছে ;
অধিক কি, আশ্রমপদের সর্বস্থানই যেন এক অনি-
র্কটনীয় পৌর্ণমাসের লীলাভূমি হইয়াছে । মুনিমাণ্ডব্য
এইরূপ বহু শোভা সমৃদ্ধ সর্বত্র মনোহর আশ্রমে
সতত সুমহান তপস্তা করিতেন । তাঁহারই তপঃ

৩২ ॥ তৎপূর্বং গৌতমস্তর্ষেরাশ্রমং পাবনং মহৎ ।
তৎপূর্বং চ্যবনস্তর্ষেঃ পরাশরমুনেরিদম্ । প্রথমঃ
তেন্মুনিশ্রেষ্ঠ পিতুঃ কিল তপোনিধেঃ ॥ ৩৩ ॥ নানা-
বিধানি তীর্থানি চাশ্রমাষ্টৈব সর্বশঃ । বর্তন্তে
তাপসানাঞ্চ যশাস্তীরে সমস্ততঃ ॥ ৩৪ ॥ তমসা নাম
সাজেয়া বর্তন্তে তটিনী শুভা । যজ্ঞযুগান্ সমুৎ-
খায শোভিতা বহুশোভিতাঃ ॥ ৩৫ ॥ তত্র জ্ঞানেন
দানেন আদ্বৈতেন চ বিশেষতঃ । সর্বকামার্থসিদ্ধিঃ
শ্রান্নাত্ কার্য্যা বিচারণা ॥ ৩৬ ॥ মার্গশীর্ষে শুক্লপক্ষে
পঞ্চদশ্যাং বিশেষতঃ । জ্ঞানং তন্ত কলপ্রাপ্তিদায়কং
সর্বদা নৃণাম্ ॥ ৩৭ ॥ তস্মাদত্র প্রকর্তব্যং জ্ঞানং
নির্মলমানসৈঃ । প্রযত্নতো মুনিশ্রেষ্ঠ সর্বকামার্থ-
সিদ্ধিদম্ ॥ ৩৮ ॥ অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি তমসা-
পরমং শুভম্ । সীতাকুণ্ডমিতিখ্যাং জীহৃৎস্বের-
সন্নিধৌ ॥ ৩৯ ॥ ভাদ্রে শুক্লচতুর্থ্যাং তন্ত যাজ্ঞা
শুভাবহা । সর্বকামার্থসিদ্ধার্থং পূজ্যো বিদ্যেবর-
স্তথা । তন্ত স্মরণমাজ্ঞেয়ং সর্ববিঘ্নবিনাশনম্ ॥ ৪০ ॥
তস্মাদক্ষিণদিগ্ভাগে ভৈরবো নাম নামতঃ । যৎ
দৃষ্ট্বা সর্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

প্রভাবে এই তীর্থ মহাপাবন হইয়াছে । এই
মাণ্ডব্য তীর্থের পূর্বদিকে মহর্ষি গৌতমের মহাপুত্র
আশ্রম এবং তৎপূর্বে ঋষি চ্যবনের আশ্রম বিদ্যা-
মান । হে মুনিসত্তম । তোমার পিতা তপোধন পরা-
শর প্রথমে এইস্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ।
১৮—৩৩ । এই তমসাতটের সকল দিকেই নানাবিধ
তীর্থ ও অনেক তাপসগণের আশ্রম বিদ্যমান ।
শুভাবহা বিখ্যাতা তমসাতটিনীর তটে সর্বত্রই বহু
যজ্ঞযুগ নিখাতিত হওয়ায় ইহার এক অপূর্ব শোভা
হইয়াছে । এই তমসাতটে জ্ঞান, দান বিশেষতঃ
শ্রদ্ধ করিলে সর্বার্থসিদ্ধি হয়, সংশয় নাই । বিশে-
ষতঃ মার্গশীর্ষমাসের শুক্ল পূর্ণিমাতিথিতে তমসাজ্ঞান
মানবগণের সতত সমধিক কলপ্রদ । অতএব
হে মুনিশ্রেষ্ঠ । সর্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্ত নির্মলমনা মানব
যত্নসহকারে মার্গশীর্ষপূর্ণিমায় এই তীর্থে জ্ঞান করিবে ।
অনন্তর জীহৃৎস্বেরের সন্নিধানে তমসার অপর আর
একটি শুভাবহ পরম তীর্থের কথা কহিতেছি, ইহার
নাম বিখ্যাত সীতাকুণ্ড ; ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থীতে
এই সীতাকুণ্ডের যাজ্ঞা শুভাবহা । এইতীর্থে সর্ব-
কামার্থসিদ্ধির জন্ত বিদ্যেবরের পূজা কর্তব্য ; এই
বিদ্যেবরের স্মরণমাজ্ঞেয়ং সর্বপাপ বিনষ্ট হয় । এই
সীতাকুণ্ডের দক্ষিণদিগ্ভাগে ভৈরব নামক পর্বত

রকিতো বাসুদেবেন ক্ষেত্রকর্ণমাদরাৎ । তন্ত
পূজা বিধাতব্য প্রযত্নেন যথাবিধি । মনোহরীষ্টকল-
প্রাপ্তির্ভৈরবস্ত সাদরাৎ ॥ ৪২ ॥ মার্গশীর্ষস্ত
কৃষ্ণায়ামষ্টম্যাঃ তন্ত নিশ্চিতা । যাত্রা সাধ্বৎসরী
তত্র সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥ পশুপহারসমুত্তি
কর্তব্য পূজনং জনৈঃ । সর্বকামকলপ্রাপ্তির্জায়তে
নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ নির্বিঘ্নঃ তীর্থবসতির্ভৈরবস্ত
প্রসাদতঃ । জায়তে তেন কর্তব্য পূজা তন্ত
প্রযত্নতঃ ॥ ৪৫ ॥ এতন্নিরুত্তরে ভাগে রম্যাং
ভরতকুণ্ডকম্ । যত্র স্নাত্বা নরঃ পাটৈর্মুচ্যতে নাত্র
সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ তত্র স্নানং তথা দানং সর্বমক্ষয়তাং
ব্রজেৎ । অন্নং বহুবিধং দেয়ং বাসাংসি বিবি-
ধান্তপি ॥ ৪৭ ॥ যত্নতো দেবতাঃ পূজ্যা বহ্নাদিভি-
রলঙ্কৃতৈঃ । নন্দিগ্রামে বসন্ পূর্বং ভরতো রঘু-
বংশজঃ ॥ ৪৮ ॥ রামচন্দ্রং হৃদি ধ্যায়ন্নিস্নাত্বা
জিতেন্দ্রিয়ঃ । ততঃ স্থিযা প্রজাঃ সর্বা ররক্ষ
কিতিব্রততঃ ॥ ৪৯ ॥ তত্র চক্রে মহৎ কুণ্ডং ভরতো-

প্রসিদ্ধ তীর্থ বিদ্যমান, ইহাকে দর্শনে মানব নিখিল
কলুষ হইতে মুক্ত হয়, সংশয় নাই। বাসুদেব ক্ষেত্র
রক্ষার জন্ত সাদরে ইহাকে এইতীর্থে রক্ষা করিয়া-
ছেন, যথাবিধি যত্নপূর্বক ইহাকে পূজা করা কর্তব্য।
এই ভৈরবের সাদরে সতত পূজা করিলে সর্বাভীষ্ট
সিদ্ধ হয়। মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভৈরবতীর্থের
সাধ্বৎসরী যাত্রা নির্দিষ্ট হইয়াছে, এই ভৈরবযাত্রা
সর্বকামসিদ্ধিদায়ক। মানবগণ পশুপহারসম্বিত
দ্রব্যসম্ভার দ্বারা ভৈরবের পূজা করিবে, এইরূপ
করিলে ভৈরবের প্রসাদে সর্বকাম কললাভ হয়,
এবং বিঘ্নবিরহিত হইয়া ভৈরবতীর্থে বাস করিতে
সমর্থ হইয়া থাকে সংশয় নাই। অতএব প্রযত্নপূর্বক
অবশ্যই ভৈরবের পূজা করিবে। ভৈরবতীর্থের
উত্তরভাগে রম্যা ভরতকুণ্ড। নর ভরতকুণ্ডে স্নান
করিয়া সর্বপাপমুক্ত হয়, সংশয় নাই। এইতীর্থে স্নান
দান সমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে। এখানে বহুবিধ
অন্ন ও বিবিধ বসনদান এবং বহ্নালঙ্কারাদি দ্বারা
দেবগণের আর্চনা করা কর্তব্য। পুরাকালে
নির্মলায় জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশসম্ভব ভরত রামকে
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া নন্দিগ্রামে বাস করিতেন;
তিনি তথায় থাকিয়া নিখিল প্রজার রক্ষা করত
কিষ্কিন্ধ্যের ব্রত হইয়াছিলেন। তৎকালে
ভরত পুত্র এই মহাকুণ্ডে নির্মাণ করিয়াছিলেন

নাম ভূপতিঃ । রামমূর্তিকং সংস্থাপ্য চচার বিধিতৈ-
ন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫০ ॥ তৎকুণ্ডে স্তম্ভপুণ্ডাঃ নানাপুণ্ডা-
সমবিতম্ । কুমুদোৎপলকল্লারপুণ্ডরীকসমবিতম্ ।
৫১ ॥ হংসসারসচক্রাবহব্রহ্মবিরাজিতম্ । উদ্যান-
পাদপচ্ছায়াসচ্ছায়মলং সদা ॥ ৫২ ॥ তত্র স্নানং
মহাপুণ্যং প্রমোদানন্দনির্মলং । তত্র স্নানং
তথা শ্রাদ্ধং পিতৃহৃদিষ্ট কুর্ততঃ । পিতৃহৃদস্ত
তুষ্যন্তি তুষ্টাঃ স্ত্র্যাঃ সর্বদেবতাঃ ॥ ৫৩ ॥ স্বর্ণং চাত্রং
বিধানেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজম্ননে । শ্রদ্ধাপূর্বকমেতদু
কর্তব্যং প্রযতৈর্নরৈঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎপশ্চিমদিশাভাগে
জটাকুণ্ডমহত্তমম্ । যত্র রামাদিভিঃ সর্বেজটাঃ
পরিহৃতা নিজাঃ ॥ ৫৫ ॥ জটাকুণ্ডমিতি খ্যাতং
সর্বতীর্থোত্তমোত্তমম্ । যত্র স্নানে দানে সর্বান
কামানবাধুয়াৎ ॥ ৫৬ ॥ পূর্বকুণ্ডে সম্পূজ্য
ভরতঃ স্রীসমবিতঃ । জটাকুণ্ডে সম্পূজ্য সীতো
রামলক্ষণৌ । চৈত্রকৃষ্ণচতুর্দশাং যাত্রা সাধ্বৎসরী
ভবেৎ ॥ ৫৭ ॥ ইতি পরমবিধানৈঃ পূজ্যেদ্রাম-
সীতে তদনু ভরতকুণ্ডে লক্ষণঞ্চ প্রপূজ্য । বিধি-

এবং তিনি তথায় রামমূর্তি সংস্থাপনপূর্বক সতত
সেই কুণ্ডসমীপে বিচরণ করিতেন ৩১—৫০। ভরত-
কুণ্ড মহাপুত ও কুমুদসমূহে সমবিত। কুমুদ, উৎপল,
কল্লার ও পুণ্ডরীককুমুদে এই কুণ্ড স্পর্শোভিত
ছিল। হংস, সারস ও চক্রবাক বিহঙ্গমগণ কুণ্ড-
সমীপে বিচরণ করিত এবং এই অমলকুণ্ডের
উদ্যানপাদপদ্বারা অল্পতম ছায়া সম্পাদিত হইত।
ভরতকুণ্ডে স্নান করিলে মানব নির্মল হয় এবং
এই স্নানে প্রমোদ ও আনন্দ নির্মল মহাপুণ্য বর্ধিত
হইয়া থাকে। যে মানব ভরতকুণ্ডে স্নান করিয়া
পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ দান করে, তাহার প্রতি
পিতৃ ও দেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রযত্ন নর
ভরততীর্থে যত্র ও শ্রদ্ধাসহকারে দ্বিজকে যথাবিধি
স্বর্ণ এবং অন্ন দান করিবে। ভরতকুণ্ডের পশ্চিম-
দিকে অল্পতম জটাকুণ্ড। এইস্থানে রাম, লক্ষণ ও
সীতাদেবী স্ব স্ব জটা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এই
জটাই এই সর্বতীর্থোত্তম তীর্থ জটাকুণ্ড নামে বিখ্যাত
হইয়াছে। এই জটাকুণ্ডে স্নান ও দান করিলে নিখিল
কামনা লাভ হয়। প্রথম অর্থাৎ ভরতকুণ্ডে ভরত
এবং জটাকুণ্ডে সীতার সহিত রাম-লক্ষণের সম্যক
পূজা করিবে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী তিথিতে
এই কুণ্ডদ্বয়ের সাধ্বৎসরী যাত্রা হয়। ইতি বিধি।
সুপ্রতিমূর্তি পূর্বক এইরূপে পরম-বিধান প্রমানে

বদন্তকুণ্ডে স্বয়ংসমজ্ঞেন বসতি নৃকৃতিযুক্তিবৈকবে
তত্র লোকে ॥ ৫৮ ॥

ইতি ক্রীড়ান্দে গয়াকুপশিখাচমোচনমানসতীর্থতমসা-
নদীমাণ্ডব্যাধ্যাক্ষমসীতাকুণ্ডক্লেবরতৈরব-
ভারতকুণ্ডটাকুণ্ডমাহাত্ম্যাবর্ণনং নাম
নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অগস্ত্য উবাচ । নিরাহারো নরো ভূত্বা কীর-
হারোহপি বা পুনঃ । অজিতং পূজযেদ্বিপ্র তস্ত
সিদ্ধিঃ করে হিতা ॥ ১ ॥ মহোৎসবস্ত কর্তব্যো
গীতবাদিত্রসংযুতঃ । এবং যঃ কুরুতে ধীমান সর্কান
কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥ এতন্মাত্রহরে বিদ্বন বীরস্ত
শুভসূচকম্ । স্থানং মন্তগজেন্দ্রস্ত বর্ততে নিযত-
বত ॥ ৩ ॥ তদগ্রে সরসি স্নাত্বা বসন্তজ সুনিশি-
তম্ । পূর্ণাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি যামবাধ্য ন শোচাত ॥
৪ ॥ অযোধ্যারক্ষকো বীরঃ সর্ককামার্থসিদ্ধিদঃ ।

রাম ও সীতার এবং তৎপশ্চাৎ ভারতকুণ্ডে লক্ষ্মণের
পূজা করিয়া তার পর অমৃতকুণ্ডে যথাবিধি
সম্বীক নিমজ্জন করিলে পুণ্যমুর্তি মানব বিষ্ণুলোকে
নাস করিতে পারে । ৫১—৫৮ ।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১

দশম অধ্যায় ।

অগস্ত্য কহিলেন,—হে দ্বিজ । যে নর নিরাহার
বা কীরাহার হইয়া অজিতের পূজা করে, সিদ্ধি
তাহার করহ জানিবে । হে বিদ্বন্ ! ধীমান মানব
তথায় গীতবাদিত্রসংযুক্ত মহোৎসব করিবে ; এইরূপ
করিলে তীহার নিমিত্ত কামনা লাভ হয় । হে
নিযতব্রত । জটা ও ভারত কুণ্ডের উত্তরে মন্ত
গজেন্দ্র বীরের শুভসূচক স্থান বিদ্যমান ; এই
স্থানের সম্মুখে এক সরোবর আছে, এই সরোবরে
স্নান করিয়া হিরচিহ্নে এই স্থানে জাবস্থান করিবে ।
এইস্থানে স্নান করিলে মানবের পূর্ণ সিদ্ধি লাভ হয়
এবং এইরূপ পূর্ণ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে আর তাহার
শোক ভয় থাকে না । সর্ককামার্থসিদ্ধিদ এই
বীরই অযোধ্যারক্ষক । নবরাত্রের মধ্যে লক্ষ্মী

নবরাত্রি পঞ্চম্যাং যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ ॥ ৫ ॥
গন্ধপুষ্পাদিধূপাদিনৈবেদ্যাদিবিধানতঃ । পূজনীয়ঃ
প্রযত্নেন সর্ককামার্থসিদ্ধিদঃ । ৬ ॥ যঃ বঃ কামমিহেচ্ছত
তঃ তং কামমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥ এতন্মাত্রহরে ভাগে
সুরসা নাম রাক্ষসী । বিষ্ণুভক্তা সদা বিপ্র বর্ততে
সিদ্ধিদায়িকা ॥ ৮ ॥ তাং সম্পূজ্য নরো ভীক্ত্যা সর্কান
কামানবাগ্নুয়াৎ ॥ ৯ ॥ লঙ্কাস্থানাদিহানীতা রামেণোৎ-
কৃষ্টকর্ম্মণা । অযোধ্যায়াং স্থাপিতা সা রক্ষার্থং নিযত-
ব্রতৈঃ ॥ ১০ ॥ সম্পূজ্য বিধিবস্তস্তা দর্শনং কার্য্যমাদ-
রাৎ । সর্ককামার্থসিদ্ধ্যর্থমুৎসবোহপি শুভপ্রদঃ ।
কর্তব্যঃ সুপ্রযত্নেন গীতবাদিত্রসংযুতৈঃ ॥ ১১ ॥ নবরাত্রৌ
তৃতীয়ায়াং যাত্রা সাংবৎসরী ভবেৎ । সর্কদা সুখ-
সন্তানসিদ্ধয়ে পরমার্থদা । নানাসঙ্গীতবাদিত্রনৃত্যোৎস-
বমনোহরা ॥ ১২ ॥ এবং কৃতে ন সন্দেহঃ সর্কদা
রক্ষিতো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥ এতৎ পশ্চিমদিগ্ভাগে
বর্ততে পরমো যুনে । পিণ্ডারক ইতি খ্যাতো
বীরঃ পরমপৌরুষঃ । পূজনীয়ঃ প্রযত্নেন গন্ধপুষ্পা-
কতাভিঃ ॥ ১৪ ॥ যন্ত পূজাবশাঙ্কনাং সিদ্ধয়ঃ

স্থিতিতে এই তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা হয় । গন্ধ,
পুষ্প, ধূপ, ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা যথাবিধি যত্নপূর্বক
সর্ককামার্থসিদ্ধিদ বীরের পূজা কর্তব্য । মানব এই
বীরের পূজা করিয়া যে যে কামনা করে, তৎসমস্ত
প্রাপ্ত হয় । ১—৬ হে বিপ্র ! এই বীরের দক্ষিণ ভাগে
সিদ্ধিদায়িকা বিষ্ণুভক্তা সুরসানারী রাক্ষসী সতত
বিরাজিতা ; মানব সেই সুরসা রাক্ষসীর সতত
পূজা করিয়া সকল কামনা লাভ করে । অক্লিষ্ট-
কর্ম্মা রাম লঙ্কা হইতে সুরসাকে আনয়নপূর্বক
অযোধ্যারক্ষার্থ স্থাপন করেন । নিযতব্রত মানব-
গণ সুরসার যথাবিধি পূজা করিয়া সাদরে
তাহাকে দর্শন করিবে । সর্ককামনা সিদ্ধির জন্ত এই
সুরসার শুভপ্রদ উৎসব করিবে । এই উৎসবে
যত্নসহকারে গীতবাদিত্রাদির অল্পতান কর্তব্য ।
নবরাত্র মধ্যে তৃতীয়ায় এই তীর্থের সাংবৎসরী যাত্রা
হয় । সতত সুখসন্তান সিদ্ধির জন্ত সুরসার যাত্রা
কর্তব্য । এই সুরসা যাত্রায় নানাবিধ সঙ্গীত,
বাদিত্র ও নৃত্যোৎসব করিতে হয়, এইরূপ করিলে
নৃত্যোৎসব মনোহরা সুরসা পরমার্থ দান করেন ।
মানব এইরূপ করিলে সর্কদা রক্ষিত হয়, সংশয়
নাই । হে যুনে ! সুরসার পশ্চিমদিগ্ভাগে উত্তম
পৌরুষসম্বিত পরম বীর বিখ্যাত । অপরক
বিদ্যমান । গন্ধ, পুষ্প ও অক্লিষ্টকর্ম্মাদি

করসংখিতাঃ । তন্ত পূজাবিধানেন কর্তব্যং পূজনং
নরৈঃ ॥ ১৪ ॥ সরযুসলিলে স্নাত্বা পিতৃরক্ষক
পূজয়েৎ । পাপিনাং মোহকর্তারং মতিদং কৃতিনাং
সদা ॥ ১৫ ॥ তন্ত যাত্রা বিধাতব্য। সপুত্র্যা
নবরাত্রিষু । তৎপশ্চিমদিশাভাগে বিয়েশং কিল
পূজয়েৎ ॥ ১৬ ॥ যন্ত দর্শনতো নৃণাং বিয়লেশো
ন বিদ্যতে । তন্মাদিয়েশ্বরঃ পূজ্যঃ সর্বকাম-
কলপ্রদঃ ॥ ১৭ ॥ তন্মাং স্থানত ঐশানে রামজন্ম
প্রবর্ততে । জন্মস্থানমিদং প্রোক্তং মোক্ষাদিকল-
সাধনম্ ॥ ১৮ ॥ বিয়েশ্বরাং পূর্বভাগে বাসিষ্ঠাত্তরে
তথা । লৌমশাং পশ্চিমে ভাগে জন্মস্থানং ততঃ
স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥ যদৃষ্টা চ মনুষ্যন্ত গর্ভবাসজয়ো
ভবেৎ । বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থেবিনা
মথৈঃ ॥ ২০ ॥ নবমীদিবসে প্রাপ্তে ব্রতধারী হি
মানবঃ । দানদানপ্রভাবেণ মুচ্যতে জন্মবন্ধনাং ॥
২১ ॥ কপিলাগোসহস্রাণি যো দদাতি দিনে দিনে ।
তৎকলং সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাং ॥ ২২ ॥
আশ্রমে বসতাং পুংসাং তাপসানাঞ্চ যৎকলম্ ।
রাজহৃদয়সহস্রাণি প্রতিবর্ষাণিহোত্ততঃ ॥ ২৩ ॥ নিয়মস্থং

প্রযত্নসহকারে পিতৃরক্ষক পূজা কর্তব্য । এই
পুণ্ডরীকের পূজায় সিদ্ধিনিবহ করস্থ হয়, ততএব
মানবগণ যত্নপূর্বক পিতৃরক্ষক যথাবিধি পূজা
করিবে । প্রথমে সরযুজলে স্নান করিয়া পাপিগণের
মোহকারী ও মুক্তদিগের মতিদ পিতৃরক্ষক পূজা
কর্তব্য নবরাত্র মধ্যে পুষ্যাধুক্ত দিবসে পুণ্ডরীকের
যাত্রা বিধেয় । পিতৃরক্ষক পশ্চিমে বিয়েশ্বর পূজা
করিবে; বিয়েশ্বর দর্শনে মানবের বিয়লেশ থাকে
না; অতএব সর্বকামকলপ্রদ বিয়েশ্বর পূজা
কর্তব্য । বিয়েশ্বর ঐশানকোণে মোক্ষাদিকলসাধন
রামজন্মনামক স্থান বিদ্যমান । বিয়েশ্বর পূর্বে, বশি-
ষ্ঠের উত্তর ও লৌমশের পশ্চিমে জন্মস্থান কথিত
হয়; এইস্থানের দর্শনে মানবের গর্ভবাস দূর হয়
ব্রতধারী মানব নবমীদিনে এই তীর্থে স্নান ও দান
করিয়া সেই পুণ্যপ্রভাবে দান, তপস্যা, তীর্থসেবা
ও যজ্ঞ না করিয়াও জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ।
জন্মভূমির দর্শনমাত্রেই প্রতিদিন সহস্র সহস্র
কপিল। গোদান কললাভ হইয়া থাকে ।
আশ্রমকারী তপস স্ববিগণের যে পুণ্য,
সহস্র রাজহৃদয় করিলে যে কল এবং প্রতি
বর্ষে রাজহৃদয় করিলে তাহাতে যে কল

নরঃ দৃষ্টা জন্মস্থানে বিশেষতঃ । মাতাপিত্রো-
র্ভুগাঞ্চ ভক্তিযুগলতাং সতাম্ ॥ ২৪ ॥ তৎকলং
সমবাপ্নোতি জন্মভূমেঃ প্রদর্শনাং ॥ ২৫ ॥ পিতৃণামক্ষয়া
তৃপ্তির্গয়াত্ৰাধিকং কলম্ ॥ ২৬ ॥ মনুষ্যসহস্রৈশ্চ
কালীবাসেসু যৎকলম্ । তৎকলং সমবাপ্নোতি
সরযুদর্শনে কৃতে ॥ ২৭ ॥ গয়াত্ৰাধিকং যে কৃয়া
পুরুষোত্তমদর্শনম্ । কুর্বন্তি তৎ কলং প্রোক্তং
কলৌ দাশরথীং পুরীম্ ॥ ২৮ ॥ মথুরায়াং কলমেকং
বসতে মানবো যদি । তৎকলং সমবাপ্নোতি
সরযুদর্শনে কৃতে ॥ ২৯ ॥ পুষ্করেষু প্রয়াগেষু মাঘে
বা কার্ত্তিকে তথা । তৎকলং সমবাপ্নোতি সরযু-
দর্শনে কৃতে ॥ ৩০ ॥ কলকোটীসহস্রাণি হবন্তী-
বাসতো হি যৎ । তৎকলং সমবাপ্নোতি সরযু-
দর্শনে কৃতে ॥ ৩১ ॥ ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ভাগীরথ্যব-
গাহজম্ । তৎকলং নিমিষার্দ্ধেন কলৌ দাশরথীং
পুরীম্ ॥ ৩২ ॥ নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা প্রাণিনাং
রামচিন্তনম্ । সংসারকারণাজ্ঞাননাশকং জায়তে
ঐবম্ ॥ ৩৩ ॥ যত্র কুত্র স্থিতো যন্ত হযোধ্যাং

সমুৎপন্ন হয়, মানব নিয়মস্থ হইয়া ঐ জন্মভূমির
দর্শন করিলে তৎসমস্ত কল লাভ করে । সাধু-
চরিত্র ব্যক্তি মাতা, পিতা ও গুরুজনের প্রাত
ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া যে কল লাভ করে, জন্ম-
ভূমির দর্শনেও সেই কল লাভ হয় । ১—২৫ ।
সরযুদর্শনে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি । গয়া-
ত্ৰাধিক হইতেও সরযুদর্শনের কল অধিক;
সহস্র মনুষ্য, কালীবাসে যে কল, সরযুদর্শনেও
তাহার তুল্য কল হইয়া থাকে । যাহারা কলি-
কালে দশরথতনয় রামের অযোধ্যাপুরীর দর্শন
করিয়াছে, তাহাদের গয়াত্ৰাধিক ও পুরুষোত্তম দর্শ-
নের তুল্য কল হয় । যে নর সরযুদর্শন করে,
তাহার এক কলকাল মথুরাবাসের কল হইয়া
থাকে । কার্ত্তিক মাসে পুষ্কর বা প্রয়াগ বাসে
যে পুণ্য, মানবের একমাত্র সরযুদর্শন করিলেই
তাহার তুল্য কল হয় । সরযুদর্শনে সহস্রকোট
কলকাল অবন্তীবাসের কল হয় এবং সষ্টি সহস্র
বৎসর জাহ্নবীজলে অবগাহন করিলে যে কল
হয়, মানব দাশরথীপুরী অযোধ্যাদর্শনে নিমিষার্দ্ধে
তাহার তুল্য কল লাভ করিয়া থাকে । প্রাণি-
গণের নিমেষ বা নিমেষার্দ্ধকাল রাম-চিন্তন
সংসারের কারণ জ্ঞান বিনাশ হয়; সংসার

নির্বোধোক্তরাশনা । মানসে পুণ্যকীর্তি
কিছ জিতেন্দ্রিয় । যঃ কল্পেতি বিধিঃ পুণ্যকীর্তি
কীর্তনমধুতে ৪৩ । ব্যাস উবাচ । মানসাদি
তীর্থানি কথয়ত্ব তপোধন । যেষু সত্যবতাঃ সূত্রঃ
বিত্তকির্মানসো ভবেৎ ৪৪ । অগস্ত্য উবাচ ।
শুণু তীর্থানি গদতো মানসানি স্মৃনানহ । যেষু সত্য-
নরঃ সাদা প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ৪৫ । সত্যতীর্থঃ
কমাতীর্থঃ তীর্থমস্ত্রিগ্নিগ্রহঃ । সর্বভূতদয়াতীর্থঃ
জ্ঞানতীর্থঃ সত্যবাদিতা ৪৬ । জ্ঞানতীর্থঃ তপতীর্থঃ
কথিতঃ তীর্থসপ্তকম্ । সর্বভূতদয়াতীর্থে বিত্তকি-
র্মানসো ভবেৎ ৪৭ । ন তোরপূতজন্মভঃ সত্য-
মিত্যভিধীয়তে । স স্নাতো কত বৈ পুণ্যঃ স্মৃতি-
মনো মতম্ । ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যে
কারণং শৃণু ৪৮ । যথা শরীরভোগেশ্বরাঃ কেচি-
ন্মধ্যোক্তমাঃ স্মৃতাঃ । তথা পৃথিব্যমুজেশ্বরাঃ কেচি-
পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ৪৯ । তস্মাত্তেজস্বীভ্যঃ
মানসেব চ সংবেৎ । উভয়ে চ কৃতাতি স স্মৃতি

নাই । মানব যেখানে থাকিয়াই মনে মনে
অযোধ্যা স্মরণ করুক না কেন, শত কল্পান্তেও
তাহার পুনর্জন্ম হয় না । ব্রহ্মা সবসুনারূপে
বিরাজ করিয়া জীবগণের সতত মুক্তিদান করে,
এ হাট্টে কণ্ঠের ভোগ নাই, মানব জীবনাবসানে
সামর্য্য প্রাপ্ত হয় । এতদতির পণ্ড, পক্ষী, মৃগ
এবং অন্যান্য পাপযোনিগণও মুক্ত হইয়া স্বর্গে
গমন করে, ইহা সার্বের শাসন । অনন্তর কুন্ত-
সম্বৎ সুনি অগস্ত্য এই সকল বলিয়া বিরত হইলে
তপোধন কৃষ্ণদেবপাদন ব্যাস পুনরায় বলিতে
লাগিলেন । হে তপোধন ! আমি আপনার নিকট
নিখিল প্রাণীর চূর্ণত কথা বিস্তাররূপে শ্রবণ
করিয়াছি । ক্রমে অযোধ্যাযাত্রীদিগের যাত্রাক্রমও
আপনি কহিয়াছেন । সুমিস্তম । সন্মতি আপনার
নিকট যথাবিধি যাত্রাক্রমসূত্রে কেজহান
প্রবণঃ কীর্ত্তে অভিনাব করি । হে বিহন ।
সন্মতি ইহাই আমার জিজ্ঞাসা । যদি আমার
এই প্রশ্নের কৃপা থাকে, হে কবচনিকোত্তম ।
তাহার ক্রমে সার্বার নিকট কেজহানও বর্ণন
করুন । হে অগস্ত্য । হে বিধিবিকল্পেণ ।
সত্যতীর্থঃ কমাতীর্থঃ ইন্দ্রি-
নিগ্রহতীর্থঃ সর্বভূতদয়াতীর্থঃ সত্যবাদিতা-
তীর্থঃ জ্ঞানতীর্থঃ তপতীর্থঃ কথিতঃ তীর্থ-
সপ্তকম্ । সর্বভূতদয়াতীর্থে বিত্তকি-
র্মানসো ভবেৎ ৪৭ । ন তোরপূতজন্মভঃ সত্য-
মিত্যভিধীয়তে । স স্নাতো কত বৈ পুণ্যঃ স্মৃতি-
মনো মতম্ । ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যে
কারণং শৃণু ৪৮ । যথা শরীরভোগেশ্বরাঃ কেচি-
ন্মধ্যোক্তমাঃ স্মৃতাঃ । তথা পৃথিব্যমুজেশ্বরাঃ কেচি-
পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ৪৯ । তস্মাত্তেজস্বীভ্যঃ
মানসেব চ সংবেৎ । উভয়ে চ কৃতাতি স স্মৃতি

হইতে শেষ পর্যন্ত যথার্থ যাত্রাক্রম করিতেছি,
শ্রবণ কর । মনোবাক্যায়ত্ত্ব নির্দোষায়া
জিতেন্দ্রিয় মানব মানসাদি উত্তম সপ্ততীর্থে স্নান
করিয়া সম্যক বিধির অনুষ্ঠান করে, তাহার
তীর্থ কল লাভ হইয়া থাকে । ব্যাস বলি-
লেন,—হে তপোধন । যে সত্যতীর্থে স্নান
করিলে মানবগণ শুদ্ধমনা হয়, সেই মানসাদি
তীর্থেই মাহাত্ম্য কীর্তন করুন । ২৬—৪৪ । অগস্ত্য
উত্তর করিলেন,—হে অনঘ । মানসাদি তীর্থ
সকল কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, এই সকল
তীর্থে সম্যক স্নান করিয়া মানবগণ পরমা-
গতি প্রাপ্ত হয় । সত্যতীর্থ, কমাতীর্থ, ইন্দ্রিয়
নিগ্রহতীর্থ, সর্বভূতদয়াতীর্থ, সত্যবাদিতা-
তীর্থ, জ্ঞানতীর্থ ও তপতীর্থ—এই সপ্তবিধ তীর্থ কথিত
হয় । সর্বভূতদয়াতীর্থে মনের বিত্তকি
হয়, কেবল জল দ্বারা পরীষ তৃষ্ণ হইলে তাহাকে
স্নান কলা যাইতে পারে না, স্নান দ্বারা মান-
বের মন শুদ্ধ হয়, হইলেই তাহাকে স্নান
করে । ভৌমতীর্থনিচয় কেন পুত হইল,
একপে তাহার কারণ শ্রবণ কর । সত্যম
শরীরের কোন অংশ উত্তম ও কোন অংশ
নিম্ন, জ্ঞান এই পৃথিবীর কোন অংশ
উত্তম ও কোন অংশ নিম্ন, তাহা জানিবার
জন্য মানসাদি তীর্থেই স্নান করিতে

নাই । মানব যেখানে থাকিয়াই মনে মনে
অযোধ্যা স্মরণ করুক না কেন, শত কল্পান্তেও
তাহার পুনর্জন্ম হয় না । ব্রহ্মা সবসুনারূপে
বিরাজ করিয়া জীবগণের সতত মুক্তিদান করে,
এ হাট্টে কণ্ঠের ভোগ নাই, মানব জীবনাবসানে
সামর্য্য প্রাপ্ত হয় । এতদতির পণ্ড, পক্ষী, মৃগ
এবং অন্যান্য পাপযোনিগণও মুক্ত হইয়া স্বর্গে
গমন করে, ইহা সার্বের শাসন । অনন্তর কুন্ত-
সম্বৎ সুনি অগস্ত্য এই সকল বলিয়া বিরত হইলে
তপোধন কৃষ্ণদেবপাদন ব্যাস পুনরায় বলিতে
লাগিলেন । হে তপোধন ! আমি আপনার নিকট
নিখিল প্রাণীর চূর্ণত কথা বিস্তাররূপে শ্রবণ
করিয়াছি । ক্রমে অযোধ্যাযাত্রীদিগের যাত্রাক্রমও
আপনি কহিয়াছেন । সুমিস্তম । সন্মতি আপনার
নিকট যথাবিধি যাত্রাক্রমসূত্রে কেজহান
প্রবণঃ কীর্ত্তে অভিনাব করি । হে বিহন ।
সন্মতি ইহাই আমার জিজ্ঞাসা । যদি আমার
এই প্রশ্নের কৃপা থাকে, হে কবচনিকোত্তম ।
তাহার ক্রমে সার্বার নিকট কেজহানও বর্ণন
করুন । হে অগস্ত্য । হে বিধিবিকল্পেণ ।
সত্যতীর্থঃ কমাতীর্থঃ ইন্দ্রি-
নিগ্রহতীর্থঃ সর্বভূতদয়াতীর্থঃ সত্যবাদিতা-
তীর্থঃ জ্ঞানতীর্থঃ তপতীর্থঃ কথিতঃ তীর্থ-
সপ্তকম্ । সর্বভূতদয়াতীর্থে বিত্তকি-
র্মানসো ভবেৎ ৪৭ । ন তোরপূতজন্মভঃ সত্য-
মিত্যভিধীয়তে । স স্নাতো কত বৈ পুণ্যঃ স্মৃতি-
মনো মতম্ । ভৌমানামপি তীর্থানাং পুণ্যে
কারণং শৃণু ৪৮ । যথা শরীরভোগেশ্বরাঃ কেচি-
ন্মধ্যোক্তমাঃ স্মৃতাঃ । তথা পৃথিব্যমুজেশ্বরাঃ কেচি-
পুণ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ৪৯ । তস্মাত্তেজস্বীভ্যঃ
মানসেব চ সংবেৎ । উভয়ে চ কৃতাতি স স্মৃতি

পরমাং গতিম্ ॥ ৫০ ॥ তস্মাদবপি বিপ্রৈশ্চ বিকল্পে-
নাত্তরাশ্রমঃ । যাত্নাং কুরু প্রযত্নেন যাত্না বৈ
নোদিতা ময়া । তত্ত্বং বক্ষ্যামি বিপ্রৈশ্চ তীর্থযাত্রা-
বিধিং ক্রমাৎ ॥ ৫১ ॥ জায়ন্তে চ জনৈশ্চৈব
ম্রিয়ন্তে চ জলোকসঃ । ন চ গচ্ছন্তি তে স্বর্গম-
শুভ্রমনসো মলাঃ ॥ ৫২ ॥ বিষদেধনিশং রাগো
মন্দো মল উচ্যতে । তেষেব হি ন সঙ্গম্য নৈশ্বল্যং
সমুদাহৃতম্ ॥ ৫৩ ॥ চিত্তমন্তর্গতং হৃষ্টং তীর্থস্থানং
ন শুধ্যতি । শতশোহপি জলৈকৌতে সুরাভাণ্ডম-
পাবনম্ ॥ ৫৪ ॥ দানমিচ্ছ্যা তপঃ শৌচং তীর্থসেবা
কৃতিত্বা । সর্বাণ্যেতানি তীর্থান যদি ভাবেন
নির্মলঃ ॥ ৫৫ ॥ নিগৃহীতেষ্মিগ্রামো যত্রৈব বসতে
নরঃ । তত্র তস্ত কুরুক্ষেত্রং নৈমিষং পুন্ডরং তথা ॥
৫৬ ॥ এতন্তে কথিতং বিপ্র মানসং তীর্থলক্ষণম্ ।
জ্ঞাতে যশ্চিন ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সকলাঃ সূ্যঃ ক্রিয়াবতাম্ ॥
৫৭ ॥ প্রাতঃকথায় মতিমান্ সঙ্গমে শ্রানমাচবেৎ ।
বিষ্ণুং বিষ্ণুহরিং দৃষ্ট্বা স্মারাদে ব্রহ্মকুণ্ডকে ॥ ৫৮ ॥

উত্তম মধ্যম সকল তীর্থেই শ্রান কবে,
তাহাদের পবন গতি লাভ হয় । তে বিপ্রৈশ্চ । ইনিও
বিভ্রমনা হইয়া প্রযত্নপূর্বক তীর্থ যাত্রা কবে,
এই যাত্রাক্রম আমি পূর্বে তোমার নিকট বর্ণন
করি নাই, এক্ষণে ক্রমে সেই তীর্থযাত্রাক্রম বর্ণন
করিতেছি । দেখ, জলাশয়বানী প্রাণিগণ জলেই
জীয়ে ও জলেই প্রাণত্যাগ করে, কিন্তু তাহারা
স্বর্গে গমন করিতে পারে না, কেননা তাহাদের
মলিন মন তা নির্মল হয় না । সর্বদা বিবদে যে
অহ্মরাগ, তাহাকেই মনোমল কহে, আর সেই
বিষয়েই যে মনঃসংযোগ না করা, তাহাই মনোব
নৈশ্বল্য বলিয়া কথিত হয় । জল দ্বারা শতশত
বার সুরাভাণ্ড ধৌত হইলেও যেমন সুরাভাণ্ড
পূত হয় না, তদ্রূপ মন বহির্বিষয় হইতে নিকৃত
হইয়া অন্তঃপ্রবিষ্ট না হইলে তীর্থস্থানে সেই হৃষ্ট
মন বিস্তৃত হয় না । দান, যজ্ঞ, তপ, শৌচ, তীর্থ-
সেবা ও কৃতি নির্মলমনা মানবের পক্ষে এই
সকলই তীর্থ, তাহাদের ইচ্ছানিচয় নিগৃহীত
হইয়াছে, জাহারা যে স্থানে বাস করে, তাহাদের
পক্ষে সেই স্থানই কুরুক্ষেত্র । নৈমিষ ও পুন্ডরক্ষেত্র ।
কৈ বিপ্র । এই তোমার নিকট মানস তীর্থ লক্ষণ
বর্ণিত, এই সর্বভূতদ্বারা তীর্থে অবস্থানমাত্রই
ক্রিয়াকর্ম জন্মগণের সমস্ত ক্রিয়া সকল হইয়া
গিয়া । মতিমান্ মানব প্রাতঃকালে গাজোখান

চক্রতীর্থে নরঃ স্মার্য দৃষ্ট্বা চক্রহরিং বিষ্ণুম্ । ততো
ধর্মহরিং দৃষ্ট্বা সর্বপাঠৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৫৯ ॥ একাদশা-
মেকাদশামিষং যাত্রা শুভাবহা । প্রাতঃকথায়
মতিমান্ স্বর্গদ্বারজলধূতঃ ॥ ৬০ ॥ বিধায় নিত্যকঃ
কর্ম অযোধ্যাক বিলোকয়েৎ । সরবুজ ততো
দৃষ্ট্বা পশ্চেন্নন্তগজং ততঃ ॥ ৬১ ॥ বন্দীক নীতলাটকৈব
বটুকক বিলোকয়েৎ । তদগ্রসরসি স্মার্য মহাবিদ্যাং
বিলোকয়েৎ ॥ ৬২ ॥ পিণ্ডারকং ততো দৃষ্ট্বা ততো
ভৈরবদর্শনম্ । অষ্টম্যাক চতুর্দশামেযা যাত্রা
কলপ্রদা ॥ ৬৩ ॥ অঙ্গাবকচতুর্থাঙ্ক পূর্বোক্তা
দেবতা অপি । বিবেশক ততঃ পশ্চেন্ন সর্বকামার্থ-
সিদ্ধয়ে ॥ ৬৪ ॥ প্রাতঃকথায় মতিমান্ ব্রহ্মকুণ্ডনে
ধূতঃ । বিষ্ণুং বিষ্ণুহরিং দৃষ্ট্বা মনোবাক্যযুক্তিমান্ ॥
৬৫ ॥ মন্ত্রেণবং ততো দৃষ্ট্বা মহাবিদ্যাং বিলোকয়েৎ ।
অযোধ্যাক ততো দৃষ্ট্বা সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৬৬ ॥
স্বর্গদ্বারে নরঃ স্মার্য সচেলো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
নানাবিধানি পাপানি বহুজন্মকৃতানি চ । সচেল-
শ্রানতো যান্তি তস্মাৎ সচেলমাচবেৎ ॥ ৬৭ ॥ এষা বৈ

পঞ্চক সঙ্গমতীর্থে শ্রান ও বিষ্ণুবিষ্ণুহরিকে দর্শন
করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডে শ্রান করিবে । ৫৫—৫৮ । অনন্তর
মানবচক্রতীর্থে শ্রান, বিষ্ণুচক্রহরি ও তদনন্তর ধর্ম-
হরিকে দর্শন করিয়া নিখিল কলুব হইতে মুক্ত হই
প্রাপ্তি একাদশীতে এই যাত্রা শুভাবহা । মতিমান
মানব প্রভাতে শয্যা ত্যাগ কবত স্বর্গদ্বারে শ্রান
ও নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া অযোধ্যা দর্শন করিবে,
তদন্তর সরবু ও মন্তগজ দর্শন করিয়া বন্দী,
নীতলা ও বটুক অবলোকন করিবে । এই বটু-
কেব সম্মুখে এক সরোবর আছে, সেই
সরোবরে শ্রান করিয়া মহাবিদ্যা পিণ্ডারক ও
ভৈরব দর্শন করিবে । অষ্টমী এবং চতুর্দশীতেই
এই যাত্রা প্রশস্ত । অঙ্গারক চতুর্থী দিনে
পুনরায় পূর্বোক্ত দেবতা দর্শন ও তদনন্তর
সর্বাভীষ্টসিদ্ধির জন্ত বিবেশের দর্শন করিবে ।
মতিমান্ মানব প্রাতঃকালে গাজোখানব্রহ্মকুণ্ড
কুণ্ডজলে ধূত আর্চুত করিয়া বিষ্ণু বিষ্ণুহরিকে
দর্শন করত মন, বাক ও শরীরের বিজ্ঞি সম্পাদন
করিবে । অনন্তর মন্ত্রেণব ও মহাবিদ্যা দর্শন
করিয়া সর্বকামনা সিদ্ধির জন্ত অযোধ্যা গমন
করিবে । জিতেন্দ্রিয় মানব স্বর্গদ্বারে সচেল শ্রান
করিয়া বহুজন্মকৃত নানাবিধ পাপ হইকে তুচ্ছ হয়,
সচেল শ্রান করাই স্বর্গদ্বারে প্রশস্ত । এই

গদিকা যাত্রা সর্বপাপহরা শুভা ॥ ৬৬ ॥ য এবং
কুরুতে যাত্রাং নিত্যং শুভফলপ্রদাম্ । ন তচ্চ
পুণ্যমুপাধিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৬৭ ॥ তস্মাদ্যমপি
বিপ্রেন্দ্র অযোধ্যাং ব্রজ মাটিরম্ । তত্র গহা
ক্রমেণৈব যাত্রাং কুরু যতেজস্রয়ঃ ॥ ৭০ ॥ অযোধ্যা
পরমং স্থানমযোধ্যা পরমং মহৎ । অযোধ্যায়াঃ
সমা কাচিৎ পুরী নৈব প্রদৃশ্যতে ॥ ৭১ ॥ অযোধ্যা
পরমং স্থানং বিষ্ণুচক্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭২ ॥ ইত্যেতৎ
কথিতং বিপ্র ময়া পৃষ্ঠং হি যদ্বা । সমাশ্রয় মূনে
তাং স্বমহুজানীহি মামতঃ ॥ ৭৩ ॥ সূত উবাচ ।
ইত্যেতৎকথা বিরতে মুনৌ কলশজন্মনি । উবাচ
মধুরং বাক্যং বাসঃ স তপসাং নিবিঃ ॥ ৭৪ ॥
বাস উবাচ । ধন্যোহস্মাদ্ভগবীতোহস্মি কৃতকৃত্যো-
হস্মাহ মুনৈঃ সত্যং শৌচং ব্রতং বিপ্রং সুশীলক-
কমাজ্জবম্ । সর্বক নিম্নলভ্যস্ত অযোধ্যা নাগতো
যদি ॥ ৭৫ ॥ যস্মিন্ময়ি প্রসন্নেন ত্রয়োক্তো ধর্ম-
নির্ণয়ঃ । ইদানীমপি গচ্ছামি হযোধ্যাং নির্মলাং
পুৰীম্ । ত্রয়মপি ব্রজ বিপ্রেন্দ্র সমাশ্রমপদং নিজম্ ॥

তোমার নিকট সর্বপাপহরা শুভা অযোধ্যাযাত্রা
বলা হইল । যে মানব নিত্য উত্তম ফলপ্রদা শুভা-
বহা অযোধ্যাযাত্রা কবে, কোটিজন্মকালেও তাহাব
সংসাধে আসিতে হয় না । অতএব বিপ্রেন্দ্র ।
তুমিও সহস্র অযোধ্যায় গমন কব এবং সংসার-
শ্রিয় হইয়া যাত্রাক্রমে যাত্রাব অন্ত্যস্তান ববিও ।
দেখ, অযোধ্যা উত্তম স্থান, মহাক্ষেত্র অযোধ্যা
সর্বতীর্থোত্তম, অযোধ্যাব সমান অন্ত
কোন পুৰীই দৃষ্ট কুজাপি হয় না । পবন স্থান
অযোধ্যা বিষ্ণুচক্রে অবস্থিত । হে বিপ্র । আমি
যে রূপ দেখিয়াছি, তাহাই তোমাব নিকট বর্ণন
করিলাম । হে মুনৈ । তুমি এক্ষণে সেই অযো-
ধ্যায় আশ্রয় লও এবং আমাকে বিদায় দাও ।
সূত কহিলেন,—কুতসম্ভব অগস্ত্য এইরূপ বলিয়া
বিরত হইলে তপোনিধি ব্যাস বক্ষ্যমাণ মধুর
বাক্য শ্রুতিতে লাগিলেন । ব্যাস বলিলেন,—
হে মুনৈ । আমি যন্ত অমুগৃহীত ও কৃতকৃত্য
হইলাম, আমি বুঝিলাম—যে নর অযোধ্যাগমন না
করে, তাহার সত্য, শৌচ, ব্রত, বিপ্রত্ব, সুশীলতা,
কমা ও স্মার্ত্তব্য সকলই বিফল হইয়া যায় । আপনি
আমার নিকট যত্নপূর্বক যে অযোধ্যায় ধর্মনির্ণয় বর্ণন
কহিলেন, আমি এখনই সেই নির্মলপুরী অযোধ্যায়
গমন করিব । হে বিজ্ঞোত্তম । এক্ষণে আশ্রয়

সূত উবাচ । ইত্যেবমুক্ত্বা ক্রমশো যাত্রাবিধি-
কমম্ । জগাম তপসাং রাশিরগস্ত্যঃ কুতসম্ভবঃ ॥ ৭৬ ॥
সমাশ্রমপদং ধীরো বিশ্বম্ভোংফুল্লজাচমঃ । ব্যাসো-
হপি মহসাং রাশির্জগাম বিজিতৈশ্রিয়ঃ ॥ ৭৭ ॥
অযোধ্যামাগতো বিপ্রঃ সর্বকামার্থসিদ্ধয়ে ।
আগত্যৈতদ্বিধানেন কুহা যাত্রাং যথাক্রমম্ ॥ ৭৮ ॥
দৃষ্ট্বা মহাশর্যাকরং কারণং তীর্থমুত্তমম্ । আনন্দ-
তুন্দিলন্তত্র সমাগাম্য বুদ্ধিমান্ ॥ ৮০ ॥ ততো জগাম
বিপ্রেন্দ্রঃ সমাশ্রমপদং মুনিঃ । ব্যাসেন কথিতং
মহৎ মাহাত্ম্যং ক্রমশস্তদা ॥ ৮১ ॥ ময়া কথ্য চ
মাহাত্ম্যং যাত্রাং কুহা বিধানতঃ । কুরুক্ষেত্রে
সমাগত্য ভবদগ্রে নিরূপিতম্ ॥ ৮২ ॥ ইদং মাহাত্ম্য-
মতুলং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ । ব্রজয়া যচ্চ শৃণুয়াৎ স
যাতি পবনং গতিম্ ॥ ৮৩ ॥ তস্মাদেতৎ প্রযত্নেন
শ্রোতব্যক জনৈঃ সদা । দ্বিজপূজা বিষ্ণুপূজা বিধা-
তব্যা প্রযত্নতঃ ॥ ৮৪ ॥ দাতব্যক সুবর্ণাদি যথাশক্ত্যা
দ্বিজম্নয়ে । পূজার্থী লভতে পূজান্ ধর্মার্থী ধর্ম-

আপনার আশ্রমেগমন করুন ১১ কহিলেন,—
তপোবান্ধি কুতসম্ভব অগস্ত্য ব্যাসসমীপে এই-
রূপে ক্রমশঃ অল্পতম অযোধ্যাযাত্রা বিধি বর্ণন
করিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং ধীর-
অগস্ত্য স্বীয় আশ্রমপদে উপনীত হইলেন । বিশ্বম্ভে
তাহার লোচনধুগল উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তেজঃ
পূজা বিজিতৈশ্রিয় দ্বিজ বাসও সর্বাত্মাভিগমিল
জন্ত অযোধ্যায় আগমন করিলেন । বুদ্ধিমান
বাস অযোধ্যায় আগমন ও সম্যক আচমন-
পুষ্কক বিবিধবিধানে যথাক্রমে যাত্রা করিলেন ।
মহাবিশ্বকব তীর্থোত্তম অযোধ্যা দর্শনে
তাঁহার শরীর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । তার-
পর মহর্ষিবাস স্বীয় আশ্রমে আগমনপূর্বক ক্রমে
আমার নিকট সেই অযোধ্যামাহাত্ম্য বর্ণন করি-
লেন । আমিও তাঁহার মুখে শ্রবণ করিয়া যথাবিধি
অযোধ্যা যাত্রা করিয়াছিলাম, তৎপর কুরুক্ষেত্রে
আগমন করিয়া আপনাদেব সম্মুখে তাহা বর্ণন
করিলাম । যে প্রযত মানব এই অতুল মাহাত্ম্য
পাঠ ও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রবণ করে, তাহার পরম গতি
লাভ হয় । অতএব মানবগণ এই অযোধ্যামাহাত্ম্য
যত্নপূর্বক সতত শ্রবণ করিবে । মাহাত্ম্য শ্রবণ-
মন্তর যত্নসহকারে দ্বিজ ও বিষ্ণু-পূজা এবং
যথাশক্তি দ্বিজকে সুবর্ণদান কর্তব্য । এই মাহাত্ম্য

সমাপ্তি । ১৩৩ । অতিবিপুলবিধানৈর্বিভক্তং ধর্ম্যাদ্যং
কল্যাণতি পরভক্ত্যা কেন্দ্রমাহাভ্যামেতৎ । য ইহ
সমাপ্তবর্ষে ত্রিমাখ্যং স সমাগ্ন ব্রজতি হরিকিাসং
কল্যাণাগন্তে তুচ্ছা ॥ ৩৮ ॥ যঃ পাঠকস্তাপি কদাচিদেব

অবশ্যে পুত্রার্থী বহুপুত্র ও ধর্ম্যকামী ধর্ম্যলাভ করে ।
আমি অতি বিস্তারিতরূপে অদ্য এই কল্যাণবর্ষ বর্ণন
করিলাম । যে যামব পরম ভক্তিতরে এই কেন্দ্র-
মাহাভ্য্য অবগত করে, সেই নরবরেণ্য নিখিল সমুদ্রের
অধিপতি হয় এবং সমাক্রমে বিবিধ বস্ত্র উপভোগ
করিয়া অন্তকালে হরিপুরে গমন করিয়া থাকে । যে

সমাপ্তি বিস্তারিত যথাসমুদায় । পাণ্ডানি ব্রজানি
মনোহরানি রৌপ্যং সুবর্ণক গবীঃ সন্মুচ্যেৎ ॥ ৩৯ ॥
ইতি ত্রিমাখ্যে মহাপুরাণ একাধিক্তি সহস্রাঃ সংহি-
তায়ঃ দ্বিতীয়ে বৈকবর্ষে হৃদয়েষ্যামাহাভ্য্য-
হগন্ত্যব্যাসসংবাদেহমোধ্যাষাভ্যাবিধি-
ক্রমবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

নর পাঠককে যথাশক্তি ধনসম্পত্তি, মনোহর পাণ্ডা,
বস্ত্র ও রৌপ্য সুবর্ণ এবং গোদান করে, তাহার
মুক্তি হয় ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

সমাপ্তমিদমমোধ্যামাহাভ্য্যম্ । ২—

সমাপ্তকেন্দ্রং বিকুখণ্ডম্ । ২ ।